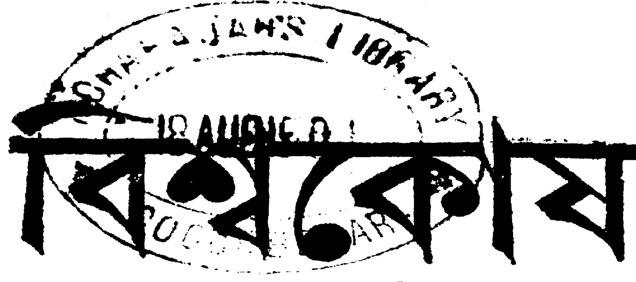


বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসা প্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান ।

দ্বাদশ ভাগ ।

পুলুকাম—বালরোগ ।

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা ;

৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৮ সাল ।

বিশ্বকোষ।

দ্বাদশ ভাগ।

পুলুকাম (ত্রি) পুরু কাময়তে কামি-অণ্ উপপদসং, ততো রস্য লঃ। বহুকামনাযুক্ত, নানা প্রকার কামনাবিশিষ্ট।

"পুলুকামো হি মর্ত্ত্যঃ।" (ঋক্ ১।১৭৯।৫)

'মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যঃ পুলুকামঃ বহুকামনাবান্। অল্পেনৈব কর্ম্মণা বহুকামানাকলয়তি'। (সায়ণ) বহুকাম। (নিরুক্ত ৬।৪).

পুলোমন্ (পুং) দৈত্যভেদ। (হরিবংশ ৬ অঃ) ইনি ইন্দ্রের শ্বশুর। "পুলোমানং জঘানাজৌ জামাতা সন্ শতক্রতুঃ।"

(হরিবংশ ২০।১৩৪)

ইন্দ্র যুদ্ধে পুলোম-দৈত্যকে বধ করিয়া তৎকন্যা পুলোমজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ২ রাক্ষসভেদ। (ভারত ১৬ অঃ)

পুলোমজা (স্ত্রী) পুলোম্নো দৈত্যাৎ জায়তে জন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। শচী, ইন্দ্রাণী।

"নিস্প্রত্যূহং ক্রতুশতং যঃ কশ্চিৎ কুরুতেঽবনৌ।

জিতেন্দ্রিয়োঽমরাবত্যাং স প্রাপ্নোতি পুলোমজাম্॥"

(কাশীখণ্ড ১০ অঃ)

পুলোমজিৎ (পুং) পুলোমানং জয়তীতি জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ইন্দ্র।

পুলোমদ্বিষ্ (পুং) পুলোম্নঃ দৈত্যবিশেষস্য দ্বিট্ শত্রুঃ। ইন্দ্র।

পুলোমভিদ্ (পুং) পুলোমানং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। ইন্দ্র।

পুলোমহী (স্ত্রী) অহিফেন। (বৈদ্যকনি০)

পুলোমা (স্ত্রী) ভৃগুর পত্নী, চ্যবন ঋষির মাতা। ইনি বৈশ্বানর দৈত্যের কন্যা ছিলেন। ২ বচা।

পুলোমারি (পুং) পুলোম্নঃ অরিঃ। ইন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড)

পুলোমার্চ্চিস্ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু০)

পুল্কস (পুং স্ত্রী) পুক্কস, সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়। শতপথব্রাহ্মণে (শতপথব্রা° ১৪।৭।১।২২) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।৩।২২)

পুল্য (ত্রি) পুল চতুরর্থ্যাং বলাদিত্বাৎ যঃ (পা ৪।২।৮০) পুলনিবৃত্তাদি।

পুল্ল (ত্রি) ফুল্ল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বিকসিত। (শব্দার্থকল্পতরু)

পুল্লক (ক্লী) আশ্চর্য্য।

পুল্বঘ (পুং) পুরু বহু অত্তি অদ-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ রস্য লঃ। বহুভক্ষক মৃগভেদ। (নিরুক্ত ১৩।৩)

'ক স পুল্বঘো মৃগঃ' (ঋক্ ১০।৮৬।২২)

'পুল্বঘো বহুনাং ভোমরসানামত্তা স মৃগঃ ক্বাভূৎ।' (সায়ণ)

পুষ, পুষ্টি। দিবাদি, পর০ অক০ অনিট্। লট্ পুষ্যতি। লোট্ পুষ্যতু। লঙ্ অপুষ্যৎ। লিট্ পুপোষ। লুঙ্ অপুষৎ। লুট্ পোষ্টা। লৃট্ পোক্ষ্যতি। দিবাদিগণীয় পুষ ধাতু অনিট্ এই জন্য ইট্ হইল না। "যঃ সর্ব্বদাত্মানপুষৎ স্বপোষং।" (ভট্টি ৩।১৩) সন্ পুপুক্ষতি।

পুষ, ১ পুষ্টি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ পোষতি। লোট্ পোষতু। লঙ্ অপোষৎ। লুঙ্ অপোষীৎ।

পুষ, ১ পুষ্টি। ২ পোষণ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, পোষণার্থে সক০, পুষ্ট্যর্থে অক০ সেট্। লট্ পুষ্ণাতি, পুষ্ণীতঃ, পুষ্ণন্তি। লোট্ হি পুষাণ। লিঙ্ পুষ্ণীয়াৎ। লঙ্ অপুষ্ণাৎ, অপুষ্ণীতাং,

অপুষ্ণন্। লিট্ পুপোষ, পুপুষতুঃ। লুট্ পোষিতা। লট্ পোষিষ্যতি। লুঙ্ অপোষীৎ।

"পুপোষ গাম্ভীর্য্যমনোহরং বপুঃ।" (রঘু ৩।৩২)

সন্ পুপোষিষতি, পুপুষিষতি। যঙ্ পোপুষ্যতে। যঙ্লুক্ পোপোষ্টি। ণিচ্ পোষয়তি। লিট্ পোষয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপূপুষৎ।

পুষ, ধৃতি, ধারণ। ২ পোষণ। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পোষয়তি-তে। লোট্ পোষয়তু-তাং। লুঙ্ অপুপুষৎ-ত।

পুষা (স্ত্রী) পুষ্ণাতীতি পুষ-পুষ্টৌ ক, ততষ্টাপ্। ১ লাঙ্গলীবৃক্ষ। ২ (চলিত) পোষণ করা।

পুষিত (ত্রি) পুষ্যতে স্মেতি পুষ-ক্ত, ভ্বাদিগণীয়ত্বাৎ ইট্। ১ পুষ্ট, কৃতপোষণ পক্ষিমৃগাদি। ২ প্রতিপালিত। ৩ বৰ্দ্ধিত।

পুষ্ক (ক্লী) পুষ বাহু° ভাবে ক, কিচ্চ। পুষ্টি।

পুষ্কর (ক্লী) পুষ্ণাতীতি পুষ-পুষ্টৌ (পুষঃ কিৎ। উণ্ ৪।৪) ইতি করন, স চ কিৎ। ১ হস্তিশুণ্ডাগ্র।

"আলোলপুষ্করমুখোল্লসিতৈরভীক্ষ্ণ-
মুক্ষাম্বভুবুরভিতো বপুরম্বুবর্ষৈঃ॥" (মাঘ ৫।৩০)

২ বাদ্যভাণ্ডমুখ।

"নদদ্ভিঃ স্নিগ্ধগম্ভীরং তূর্য্যৈরাহতপুষ্করৈঃ।"(রঘু ১৩।১১) ৩ জল।

"আপো বৈ পুষ্করং প্রাণোঽথর্ব্বা প্রাণো বা।"

(শতপথ° ব্রা° ৬।৪।২।২)

৪ ব্যোম, আকাশ। (হারীত প্রথমস্থা° ৪ অঃ)

৫ অসিফল, খড়্গফল। ৬ কুষ্ঠভেদ, কুষ্ঠৌষধি। ৭ পদ্ম।

'পুষ্করং পঙ্কজে ব্যোম্নি পয়ঃ করিকরাগ্রয়োঃ।
ঔষধ-দ্বীপ-বিহগ-তীর্থরাজোরগান্তরে।
পুষ্করং তূর্য্যবক্ত্রে চ কান্ডে খড়্গফলেঽপি চ॥' (বিশ্ব)।

৮ তীর্থভেদ।

"গোকর্ণে পুষ্করারণ্যে তথা হিমবতস্তটে।" (ভারত ১।৩৬।৩)

(পুং) ৯ রোগভেদ। ১০ কান্ত। (ক্লী) ১১ দ্বীপভেদ।

পুরাণ-প্রসিদ্ধ সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটী। দেবীভাগবতের মতে দধিসমুদ্রের পর শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পুষ্করদ্বীপ, ইহা সমপরিমাণ দুগ্ধসাগরে পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে স্বর্ণকান্তি অযুত-পত্রযুক্ত পুষ্কর শোভা পাইতেছে, ইহার পত্র সকল যেরূপ বিশদ, সেইরূপ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন। সর্ব্বলোক-গুরু বাসুদেব লোকসৃষ্টিকামনায় ব্রহ্মার আসনরূপে ঐ পুষ্করের কল্পনা করিয়াছেন। এই দ্বীপে মানসোত্তর নামক পর্ব্বত খণ্ড-দ্বয়ে বিভক্ত হইয়া অর্ব্বাচীন ও পরাচীন নামক বর্ষদ্বয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। ইহা উর্দ্ধে ও বিস্তারে অযুত যোজন। প্রিয়-ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি। (৮।১৩ অঃ)

১২ নাগভেদ।১৩ সারসপক্ষী।

১৪ রাজভেদ, ইনি নলরাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পুষ্কর কলি-দেবের সহায়ে নলকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া নিষধদেশের রাজা হন। পরে নল কলি-পরিত্যক্ত হইলে দ্যূতে পুষ্করকে পরাজয় করিয়া স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হন। (ভারত বনপ°) [নল দেখ]

১৫ বরুণপুত্র পুষ্করদ্বীপস্থ রাজভেদ। ১৬ অসুরভেদ। (হরি-বং) ১৭ বিষ্ণু। (ভারত শান্তিপ° ৪২ অঃ)। ১৮ পুষ্করদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ। "পুষ্করে পুষ্করো নাম পর্ব্বতো মণিসানুমান্।"

(ভীষ্মপ° ১২ অঃ)।

১৯ পুষ্করদ্বীপের রাজভেদ। (অগ্নিপু°)

২০ যোগবিশেষ, ক্রূরবার ভদ্রাতিথি, ভগ্নপাদনক্ষত্রঘটিত অশুভজনক যোগ বিশেষ। ত্রিপুষ্কর যোগ। মৃত্যুকালীন ক্রূর-বারাদি হইলে এই যোগ হয়। পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ও বিশাখা নক্ষত্র, এবং রবি, মঙ্গল ও শনিবার, এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি এই সকলের একত্র যোগ হইলে সেই দিনে মৃত ব্যক্তির পুষ্কর-দোষ হয়।*

এই দোষে জন্মগ্রহণ করিলে জারজ যোগ এবং মৃতে পুষ্কর-দোষ হইয়া থাকে।

এই দোষ পাইলেই শান্তি করিতে হইবে। যদি এই দোষ শান্তি না করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম মাস বা প্রথম বর্ষে কুটুম্বের পীড়া হয়, এবং দেবতা রক্ষা করিলেও তাহার পুত্রনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব পুষ্করশান্তির জন্য অযুত হোম করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে সুবর্ণ দান করিতে হয়। এই দান বা হোম মৃত ব্যক্তির অশৌচ কাল মধ্যেই কর্ত্তব্য, অশৌচ বলিয়া বিলম্ব করা উচিত নহে। যে হেতু শুদ্ধিকারিকায় অশৌচ কালেই ইহা করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"মুখ্যকালে ত্বিদং সর্ব্বং সূতকং পরিকীর্ত্তিতম্।
আপদ্গতস্য সর্ব্বস্য সূতকেঽপি ন সূতকম্॥" (শুদ্ধিকারিকা)

এই শান্তি শ্মশানে করিতে হয়। গ্রহবিপ্রগণই এ বিষয়ের

---

* "পুনর্ব্বসূত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্রং বিশাখা চ রবিভৌমশনৈশ্চরাঃ।
দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ।
এতেষামেকদা যোগে ভবতীতি ত্রিপুষ্করঃ।
জাতে তু জারজো যোগঃ মৃতে ভবতি পুষ্করঃ।
ত্রিগুণং ফলতো বৃদ্ধো নষ্টে হৃতে মৃতে তথা।
প্রথমে মাসি বর্ষে বা কুটুম্বমপি পীড়য়েৎ।
দেবোঽপি যদি বা রক্ষেৎ তস্য পুত্রো ন জীবতি।
অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং হোমমেবাযুতং বুধঃ।
অশক্তশ্চ সুবর্ণাদি-দানং কুর্য্যাৎ যথাবিধি।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)।

শান্তি করিয়া থাকেন। শব্দকল্পদ্রুমোক্ত বরাহ-সংহিতায় এই দোষ-শান্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

যে দিন এই দোষশান্তির জন্য দান বা হোমাদি করিতে হইবে, সেই দিনে প্রথমতঃ সংকল্প করা কর্ত্তব্য। সংকল্প যথা—

"শ্রী বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ ত্রিপুষ্কর-যোগকালীনমরণজন্য-দোষপ্রশমনকামঃ ইদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে" এইরূপে সংকল্প করিয়া দান করিবে। পূজা ও হোম করিলে 'পূজাহোমকর্ম্মণা করিষ্যে' এইরূপে সংকল্প করিয়া পূজা ও হোম করিবে। তিল, ব্রীহি ও যব ঘৃত বা ক্ষীরে মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হইবে। এই শান্তিতে চরু ও বলি দিতে হয়। বৈকঙ্ক, অশ্বত্থ ও উড়ুম্বর ইহাদের সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিতে হয়। পঞ্চবর্ণের গুড়া দিয়া সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যম, ধর্ম্ম ও চিত্রগুপ্তকে স্থাপন করিবে। তৎপরে ইহাদের পূজা ও হোম বিধেয়। তিথি, বার ও নক্ষত্রের পূজা এবং হোম করিতে হয়।

শান্তির বিধানানুসারে যদি শান্তি করা না হয়, তাহা হইলে যিনি প্রেতব্যক্তির শ্রাদ্ধাধিকারী, তাঁহার পুষ্কর জন্য অরিষ্ট অর্থাৎ চতুষ্পাদদোষ হইয়া থাকে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে অথবা যোড়শ মাস বা ষণ্মাস মধ্যে তাহার পুত্র বিনষ্ট হয়। অথবা তাহার নিজের মৃত্যু বা ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়া থাকে। ক্রমে তাহার সমস্ত বস্তুই বিনষ্ট হয়, এমন কি তাহার বাস্তুবৃক্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না। এই জন্য সর্ব্বতোভাবে ইহার শান্তি বিধেয়। বাহুল্যভয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না।*

২১ ব্রহ্মকৃত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থের নামান্তর রূপতীর্থ, মুখদর্শন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—এই তীর্থে জ্যেষ্ঠ পুষ্কর, মধ্যম পুষ্কর ও কনিষ্ঠ পুষ্কর নামে তিনটী হ্রদ আছে। এই তীর্থের পরিমাণ শত যোজন।

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে,—যোগ বিশেষে গঙ্গাদি নদীরও পুষ্করত্ব হইয়া থাকে। সূর্য্য মকররাশিতে থাকিলে অর্থাৎ মাঘ মাসে এবং সেই সময় যদি বৃহস্পতি ঐ মকর রাশিতে থাকেন ও রবিবারে পূর্ণিমা তিথি হইলে গঙ্গা পুষ্করতুল্য পবিত্র তীর্থ হইয়া থাকে। সিংহ রাশিতে সূর্য্য থাকিলে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে এবং বৃহস্পতি যদি সেই সময় সিংহস্থ হন, তাহা হইলে গঙ্গার উত্তরভাগস্থ প্রয়াগতীর্থ পুষ্কর সদৃশ হইয়া থাকে। বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা হইলে গোদাবরী, মেষে সূর্য্য বৃহস্পতির সহিত একত্র থাকিলে এবং সোমবারে শুক্লাষ্টমী হইলে কাবেরী, কর্কট রাশিতে সূর্য্য স্থিত হইলে বৃহস্পতি বা সোমবারে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে কৃষ্ণা এই সকল নদী পুষ্কর তুল্য হয়, ইহাতে স্নান দানাদি কোটি-সূর্য্যগ্রহণকালে দানাদির ন্যায় পুণ্যপ্রদ।

"মকরস্থো যদা ভানুস্তদা দেবগুরুর্যদি।
পূর্ণিমায়াং ভানুবারে গঙ্গা পুষ্কর ঈরিতঃ॥
গঙ্গোত্তর্য্যাং প্রয়াগে চ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ।
সিংহসংস্থে দিনকরে তথা জীবেন সংযুতে॥
পূর্ণিমায়াং গুরোর্বারে গোদাবর্য্যান্তু পুষ্করঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥
মেষসংস্থে দিবানাথে দেবানাঞ্চ পুরোহিতে।
সোমবারে সিতাষ্টম্যাং কাবেরী পুষ্করো মতঃ॥
কর্কটস্থে দিবানাথে তথা জীবেন্দুবাসরে।
অমায়াং পূর্ণিমায়াং বা কৃষ্ণা পুষ্কর উচ্যতে॥"

(স্কন্দপু° পুষ্করখণ্ডে শ্রীশৈলমা°)

* "এবং বিধিপ্রকারেণ যঃ প্রেতং নতু হোময়েৎ।
পুষ্করারিষ্টদোষস্তু চতুষ্পাৎতস্য সম্ভবেৎ॥
সংবৎসরে তথা পূর্ণে ষোড়শে মাসি বৈ তথা।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্য সুতহানিং বিনির্দ্দিশেৎ॥
অথবা স্বামিনং হন্তি দ্বিতীয়ং ভ্রাতরন্তথা।
তৃতীয়ং সর্ব্বহানিঃ স্যাৎ সুতবিত্তবিনাশনম্॥
প্রেতারিষ্টবিনাশায় যমাদীন্ যো ন হোময়েৎ।
সর্ব্বাণি তস্য নশ্যন্তি গোমহিষ্যাদীনি সর্ব্বতঃ॥
এবংবিধিকৃতং হোমং যঃ কর্ত্তুমক্ষমো ভবেৎ।
হোমং কৃত্বা যথাশক্ত্যা ধেনুমেকাং প্রদাপয়েৎ॥
অস্মিন্ কৃতে ন সন্দেহঃ প্রেতারিষ্টং ন পীড়য়েৎ।
ন ম্রিয়ো যজমানস্তু ন চারিষ্টং প্রজায়তে॥
এতদ্ধোমং বিনির্দ্দিষ্টং যস্তুতো ন করোতি যঃ।
ন রক্ষতি যমস্তস্য এভির্মাসৈশ্চ বংশজম্॥
সুতো ভ্রাতা তথা জায়া পতিঃ শ্বশুর এব চ।
মাতা পিতা স্বসা বাপি পিতৃব্যো ভগিনীপতিঃ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পতিশ্চাপি স্বামী চাপত্যমেব চ।
একৈকং বর্ষসম্পূর্ণে কুটুম্বং পীড়য়েদ্ ধ্রুবং॥
ষোড়শে মাসি সম্পূর্ণে কুটুম্বং পরিপীড়য়েৎ।
বান্ধবানামভাবে চ বাস্তুবৃক্ষো ন জীবতি॥
ত্রিপুষ্করে তথাদোষে যঃ প্রেতং ন তু হোময়েৎ।
দেবতা যদি বা রক্ষেৎ তস্য পুত্রো ন জীবতি॥
যৎ কিঞ্চিদ্দানমুৎসৃজ্য শুদ্ধো ভবতি মানবঃ।
ন রক্ষতি যমস্তস্য যদি হোমং ন কারয়েৎ॥"

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত বরাহসংহিতোক্ত পুষ্করশান্তিপ্র°)

২২ মেঘনায়কবিশেষ। যে বৎসর পুষ্করমেঘ মেঘাধিপতি হয়, সেই বৎসর জল দুষ্কর, পৃথিবী শস্যহীনা ও লোকসকল বিগ্রহোপহত হইয়া থাকে।

"পুষ্করে দুষ্করং বারি শস্যহীনা বসুন্ধরা।
বিগ্রহোপহতা লোকাঃ পুষ্করে জলদাধিপে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই পুষ্করমেঘের আনয়ন-প্রকার এইরূপ লিখিত আছে—শাক বর্ষকে তিন যোগ করিয়া চারি দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অঙ্কানুসারে ইহা স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ এক অবশেষ থাকিলে আবর্ত্ত, দুই থাকিলে সম্বর্ত্ত ও তিন থাকিলে পুষ্কর-মেঘ স্থির করিতে হইবে।

"ত্রিযুতে শাকবর্ষে তু চতুর্ভিঃ শোষিতে ক্রমাৎ।
আবর্ত্তং বিদ্ধি সম্বর্ত্তং পুষ্করং দ্রোণমম্বুদম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২৩ ভগবানের পদ্মাকারে প্রাদুর্ভাব। ভগবান্ পদ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। [পুষ্করপ্রাদুর্ভাব দেখ।]

২৪ পদ্মকন্দ। ২৫ সর্প। (বৈদ্যকনি°) ২৬ খড়্গাকোষ, খড়্গাদির খাপ। ২৭ বুদ্ধ।

পুষ্কর, ভারতবর্ষের একটী প্রধান তীর্থ ও নগর। রাজপুতনার অজমীর-মেরবাড়ার অন্তর্গত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উঃ দ্রাঘি° ৭৪° ৩৬´ পূঃ। উচ্চতা ২৩৮৯ ফিট্। ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানেই প্রকৃত ব্রহ্মমন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, ব্রহ্মা যেখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পদ্ম ও নারদাদি নানাপুরাণে এই পুণ্য ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে—

"পদ্মহস্তোঽপি ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ভূপ্রদেশে পুণ্যরাশৌ যজ্ঞং কর্ত্তুং ব্যবস্থিতঃ॥
অবরোহঃ পর্ব্বতানাং বনে চাতীব শোভনে।
কমলং তস্য হস্তাত্তু পতিতং ধরণীতলে॥
তস্য শব্দো মহানেব যেন যূয়ং প্রকম্পিতাঃ।
তদাসৌ সুরবৃন্দেন পুষ্পামোদাভিনন্দিতঃ॥
অনুগৃহ্যাথ ভগবান্ বনং তৎ সমৃগাণ্ডজং।
জগতোঽনুগ্রহার্থায় বাসং তত্রাম্বরোচয়ং॥
পুষ্করং নাম তত্তীর্থং ক্ষেত্রে বৃষভমেব চ।
জনিতং তদ্ভগবতা লোকানাং হিতকারিণা॥"

ব্রহ্মোবাচ।

যুষ্মদ্ধিতার্থমেতদ্ধি ভয়ং বিনিহতং ময়া।
দেবতানাঞ্চ রক্ষার্থং শ্রূয়তামত্র কারণম্॥
অসুরো বজ্রনাভোঽয়ং বালজীবাপহারকঃ।
অবস্থিতস্ত্বয়ষ্টব্য রসাতলতলাশ্রয়ম্॥
যুষ্মদাগমনং জ্ঞাত্বা উপস্থাস্ত্রিহতাযুধান্।
হন্তুকামো দুরাচারঃ সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ॥
ঘাতং কমলপাতেন ময়া তস্য বিনির্ম্মিতং।
স রাজ্যৈশ্বর্য্যদর্পিষ্ঠস্তেনাসৌ নিহতো ময়া॥
লোকেঽস্মিন্ সময়ে ভক্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
মৈব তে দুর্গতিং যান্তু লভন্তাং সুগতিং পুনঃ॥
দেবতানাং দানবানাঞ্চ মনুষ্যোরগরক্ষসাং।
ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্য সমোঽস্মি ত্রিদিবৌকসঃ॥
যুষ্মদ্ধিতার্থং পাপোঽসৌ ময়া মন্ত্রেণ ঘাতিতঃ।
প্রাপ্তঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ কমলস্যাস্য দর্শনাৎ॥
যন্ময়া পদ্মমুক্তেস্তু তেনৈবং পুষ্করং ভুবি।
খ্যাতং ভবিষ্যতে তীর্থং পাবনং পুণ্যদং মহৎ॥
পৃথিব্যাং সর্ব্বজন্তূনাং পুণ্যদং পরিপঠ্যতে।" (১৫ অঃ)

'একদা লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পদ্মহস্তে পুণ্যভূমিপ্রদেশে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া এক অতি রমণীয় পার্ব্বত্যবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে পদ্মটী ধরণীতলে পতিত হইল, সেই পদ্মপতনেরই এই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া তোমরা কম্পিত হইয়াছ। অনন্তর ব্রহ্মা সুরবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পামোদাদিদ্বারা অভিনন্দিত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই মৃগশাবকসঙ্কুল বনেই বাস কল্পনা করিলেন, এজন্য এই স্থানকে ভগবান্ লোকহিতৈষী ব্রহ্মা ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ পুষ্কর নামক তীর্থরূপে উৎপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি তোমাদিগের (দেবগণের) হিত ও রক্ষার নিমিত্ত ভয় বিনষ্ট করিয়াছি। বালকদিগের প্রাণহন্তা বজ্রনাভ নামক অসুর রসাতলে অবস্থান করিতেছে, তোমরা এখানে আসিয়াছ, ইহা জানিতে পারিয়া সশস্ত্রে সমাগত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে এই অসুর বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব আমি কমল-পাতে এই রাজ্যৈশ্বর্য্য-দর্পিত অসুরের বিনাশ বিধান করিয়াছি। এই জগতে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের দুর্গতি দূর হউক এবং তাঁহারা উত্তম গতি লাভ করুন। হে দেবগণ! আমি দেব, দানব, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও সমুদায় ভূতগ্রামের তুল্য, আমি তোমাদিগেরই হিতের নিমিত্ত এই পাপিষ্ঠ অসুরকে মন্ত্রদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছি এবং এই কমল দর্শন করিয়া এই অসুরও পুণ্যবান্দিগের লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি পদ্ম নিক্ষেপ করিয়াছি বলিয়া এই স্থান ভবিষ্যতে পুষ্কর নামে অতি পবিত্র পুণ্যপ্রদ ও মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীরই পুণ্যপ্রদ বলিয়া পঠিত হইবে।'

পুষ্করমাহাত্ম্যে এই তীর্থের এইরূপ চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"স এবমুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তৈরমরৈঃ সহ।
ক্ষেত্রং নিবেশয়ামাস যথাবৎ কথয়ামি তে॥
উত্তরে চন্দ্রনদ্যাস্তু প্রাচী যাবৎ সরস্বতী।

পূর্ব্বস্তু তদ্বনাৎ কৃৎস্নং যাবৎ কল্পং সুপুষ্করম্॥
বেদী হ্যেষা কৃতা যজ্ঞে ব্রহ্মণা লোককারিণা।"

সেই ভগবান্ ব্রহ্মা অমরগণের সহিত এইরূপে যথাযথ ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনদীর উত্তরে প্রাচী সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত সেই বনের পূর্ব্বদিকের সমস্ত ভূভাগই লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞের নিমিত্ত আকল্প এই পুষ্করবেদীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে (১৪-২৯ অঃ) ও নারদপুরাণে উপরি-ভাগে (৭১ অধ্যায়ে) সবিস্তার পুষ্করক্ষেত্র ও পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্য এবং এখানকার চন্দ্রা, নন্দা ও প্রাচী নদী, যজ্ঞপর্ব্বত, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি, এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী প্রভৃতি দেব-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

এই পুষ্করতীর্থ অতি প্রাচীন। মহাভারতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। সাঞ্চি হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধশিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে, খৃষ্টজন্মের তিনশতবর্ষেরও বহুপূর্ব্বে এই স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল।

বর্ত্তমান পুষ্কর সহরে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী নারায়ণ, বরাহ ও শিবআত্মাতেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান, এই মন্দিরগুলি সমস্তই আধুনিক। অরঙ্গজেবের প্রভাবে প্রাচীন মন্দির সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছে।

এখানকার পুষ্করহ্রদ দেখিবার জিনিস, এই হ্রদের ধারে স্নানের জন্য বহুতীর্থ এবং রাজপুতনার রাজবংশীয়গণের বিশ্রামার্থ প্রাসাদ-মালা শোভা পাইতেছে। এই সহরের সীমার মধ্যে কোনপ্রকার পশুহত্যা নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসে মেলার সময় এখানে লক্ষা-ধিক যাত্রী আসিয়া থাকে। এই সময় অশ্ব, উষ্ট্র, বৃষ ও নানা দ্রব্য বিক্রীত হয়। এখানকার স্থায়ি-লোকসংখ্যা চারিহাজারের অধিক হইবে না, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পোকর্ণ ব্রাহ্মণ।

২ একখানি পুরাণের নাম। কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধুতে এই পুরাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুষ্কর, ১ ভগবন্নামস্মরণস্তুতিপ্রণেতা। ২ একজন চেররাজ। ৩ 'রসরতন'-প্রণেতা একজন হিন্দী কবি।

পুষ্করক (ক্লী) পুষ্করমূল। (চিকিৎসাক্রম কল্পব° ১ স্তবক)।

পুষ্করকর্ণিকা (স্ত্রী) পুষ্করং পদ্মং কর্ণয়তি সাদৃশ্যেন প্রাপ্নো-তীতি কর্ণ-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। স্থলপদ্মিনী। [স্থলপদ্মিনী দেখ]

পুষ্করচূড় (পুং) লোকালোকপর্ব্বতোপরিস্থিত দিগ্গজভেদ। (ভাগ° ৫।২০।৩৯)।

পুষ্করনাড়ী (স্ত্রী) পুষ্করং পদ্মং নাড়য়তি সৌন্দর্য্যেণ ভ্রংশয়তীতি নাড়-অচ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্থলপদ্মিনী। (রাজনি°)

পুষ্করনাভ (পুং) পুষ্করং পদ্মং নাভৌ যস্য ততো অচ্ সমাসান্তঃ। পদ্মনাভ, বিষ্ণু। (ভাগ° ৪।৬।৪৮।)

পুষ্করপর্ণ (ক্লী) ১ পদ্মপত্র। ২ ইষ্টকভেদ। (বেদ)

পুষ্করপর্ণিকা (স্ত্রী) পুষ্করপর্ণী, স্থলপদ্মিনী। (রাজনি° ব° ৫)।

পুষ্করপ্রাদুর্ভাব (পুং) পুষ্করাকারঃ প্রাদুর্ভাবঃ। ভগবানের পদ্মরূপে প্রাদুর্ভাব। হরিবংশে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা লিখিত হইল—

ভগবান্ বিষ্ণু যখন এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন প্রথমে পঞ্চমহাভূত পরে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তৎপরে ভগবান্ স্বীয় নাভিদেশ হইতে এক সহস্রদল হিরণ্ময় পদ্ম উৎপাদন করেন, এই পদ্মে কিছুমাত্র রেণু নাই, অথচ ইহার সদ্গন্ধে দিক্ সকল আমোদিত, এবং ইহার প্রভা শরৎকালীন ভাস্করের ন্যায় সমু-জ্জ্বল। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ এই পদ্মকে নারায়ণ-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই ভগবানের আদ্য মহাপুষ্করসম্ভব। মহর্ষিগণ ইহাকে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে সকল কেশর আছে, তাহারাই পৃথিবীস্থ অসংখ্য ধাতুপর্ব্বত। উহার যে সকল পত্র ঊর্দ্ধগামী হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয় অতি দুর্গম শৈলব্যাপ্ত ম্লেচ্ছদেশ, উহার নিম্নস্থ পদ্মপত্রের অধোভাগ বিভাগক্রমে কিয়দংশ দৈত্য-দিগের ও কিয়দংশ উরগদিগের বাসার্থ কল্পিত হইয়াছে। ইহার নাম পাতাল। এই পাতালের নিম্নদেশে কেবল উদকময় স্থান। এই স্থানে মহাপাতকিগণ অবস্থান করে। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে জল রাশি বিদ্যমান আছে, তাহার নাম একার্ণব।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ এইরূপ পদ্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষিগণ যজ্ঞস্থলে পদ্মবিধির উল্লেখ করিয়াছেন।

[বিশেষ বিবরণ হরিবংশ ২০২ অঃ দ্রষ্টব্য।]

পুষ্করপ্রিয় (পুং) ১ মধুমক্ষিকা। ২ সোম।

পুষ্কর ব্রাহ্মণ, পুষ্করতীর্থবাসী ব্রাহ্মণভেদ। [পোকর্ণ দেখ।]

পুষ্করমূল (ক্লী) পুষ্করস্য মূলমিব মূলমস্য পুষ্করজাতং মূলং বা। পুষ্করদেশপ্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষ। পাতালপদ্মিনী। কাশ্মীর দেশে পুষ্করসরোবরজাত মূল বিশেষ, কাশ্মীরদেশপ্রসিদ্ধ কন্দবিশেষ। হিন্দী পীহোকর-মূলী। পর্য্যায়—মূল, পুষ্কর, পদ্মপত্রক, পুষ্ক-রিণী, বীর, পৌষ্কর, পুষ্করাহ্বয়, কাশ্মীর, ব্রহ্মতীর্থ, শ্বাসারি, মূল-পুষ্কর, পুষ্করজটা, পুষ্করশিফা। ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, কফ, বাত, জ্বর, শ্বাস, অরুচি, কাশ, শোফ ও পাণ্ডুনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ-মতে পার্শ্বশূলনাশক। বীজগুণ রসপাকে মধুর। (চরক সূত্রস্থান ২৭ অঃ।)

ইহা জল দ্বারা শোধন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়।

"ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ রাস্নাং বিল্বং যমানিকাং।
নাগরং দশমূলঞ্চ পিপ্পলীঞ্চাপস্নু সাধয়েৎ॥"

(বৈদ্যক চক্রপাণিস° জ্বরাধিকা° ভার্গ্যাদিকা°)।

বৈদ্যগণ পুষ্করমূল-স্থলে কুষ্ঠ (কুড়) যোগ করিয়া থাকেন, বোধ হয় পুষ্করমূল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ২ পদ্মমূল।

পুষ্করমূলক (ক্লী) পুষ্করস্য কুষ্ঠস্য মূলং ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ কুষ্ঠ-বৃক্ষের মূল। (ত্রিকা°)। ২ পদ্মমূল।

পুষ্করবীজ (ক্লী) পুষ্করস্য বীজম্। পুষ্করমূল। (রাজনি° ব° ৬অঃ)

পুষ্করব্যাঘ্র (পুং) গুধ্র। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্করশান্তি (স্ত্রী) অশুভজনক পুষ্করযোগ হইলে তাহার শান্তি। [পুষ্কর শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পুষ্করশায়িকা (স্ত্রী) প্লবজাতীয় জল-বিহঙ্গমভেদ, একপ্রকার জলচর পক্ষী। (বৈদ্যকনি°) এই পক্ষী সজ্যাতচারী, অর্থাৎ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। (সুশ্রুত)।

পুষ্করশিফা (স্ত্রী) পুষ্করস্য শিফা জটেব। পুষ্করমূল। (রাজনি°)

পুষ্করসাগর (পুং) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্করসদ্ (ত্রি) পুষ্করে সীদতি সদ-ক্বিপ্। ১ পদ্মবাসী, যিনি পদ্মে বাস করেন। (পুং) ২ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। তস্য গোত্রাপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্, ততঃ অনুশতিকাদিত্বাৎ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। পৌষ্করসাদি—তাহার অপত্য। ততো যুনি ফঞ্। পৌষ্করসাদায়ন—তদীয় যুবা অপত্য।

পুষ্করসাদ (পুং) পুষ্করং পদ্মং সীদতি সদ-অণ্। কমলভক্ষ পক্ষি-বিশেষ। "লোহিতাহিঃ পুষ্করসাদস্তে ত্বাষ্ট্রা" (শুক্ল যজু' ২৪।৩১)। 'পুষ্করসাদঃ পুষ্করসাদী পুষ্করে সীদতীতি কমলভক্ষী পক্ষিবিশেষঃ' (বেদদীপ)

পুষ্করসাদি (পুং) ঋষিভেদ। (আপস্ত° সূ° ১।১৯)

পুষ্করসারিন্ (পুং) মুনিভেদ।

পুষ্করসারী (স্ত্রী) লিপিভেদ। (ললিতবি°)

পুষ্করস্থপতি (পুং) মহাদেব। (ভারত অনু° ১৭ অঃ)

পুষ্করস্রজ্ (পুং) পুষ্করস্য পদ্মস্য স্রক্ যয়োরিতি। ১ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। গলদেশে পদ্মমালা আছে বলিয়া ইহাদের নাম পুষ্করস্রজ্ হইয়াছে। (ত্রি) ২ অশ্বিনী-কুমারতুল্য। "আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্" (শুক্লযজু° ২।৩৩)। 'কিম্ভূতং কুমারং যেন প্রকারেণ পুষ্করস্রজং পুষ্করাণাং পদ্মানাং স্রক্ মালা যয়োস্তৌ, পুষ্করস্রজৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবানাং ভিষজৌ। তত্তুল্যঃ কুমারঃ পুষ্করস্রক্ তম্, অশ্বিসাম্যকথনেন রোগহীনং সুন্দরঞ্চ পুত্রং আধত্ত' ইতি সূচিতম্ (বেদদীপ°)

পুষ্করাক্ষ (পুং) পুষ্করবদক্ষিণী যস্য (অক্ষ্ণোঽ দর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্। ১ বিষ্ণু।

"পুষ্করাক্ষ! নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা॥"(তিথিতত্ত্ব)

২ শ্রীকৃষ্ণ। (ভারত ১।২২০।১৬)

৩ পদ্মতুল্য নেত্র, যাহার চক্ষুঃ পদ্মের মতন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৪ সুচন্দ্রের এক পুত্র। ৫ কাম্বোজের একজন হিন্দুরাজা। (Journal Asiatique, 1882. August.)

পুষ্করাখ্য (পুং) পুষ্করস্য পদ্মস্য আখ্যা ইতি আখ্যা যস্য। ১ পুষ্করাহ্বয়, কুষ্ঠৌষধ। ২ পদ্মতুল্য নামক সারস। (অমর)

পুষ্করাঙ্ঘ্রিজ (ক্লী) পুষ্করাঙ্ঘ্রিরিব জায়তে জন-ড। পুষ্করমূল, কুষ্ঠৌষধ।

পুষ্করাদি (পুং) ইনি-প্রত্যয়-নিমিত্তক শব্দগণভেদ। "পুষ্করা-দিভ্যো দেশে" দেশ বুঝাইলে মতুপ্রত্যয়ের অর্থে পুষ্করাদিগণের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়।

গণ যথা—পুষ্কর, পদ্ম, উৎপল, তমাল, কুমুদ, নড়, কপিত্থ, বিষ, মৃণাল, কর্দ্দম, শালূক, বিগর্হ, করীষ, শিরীষ, যবাস, প্রবাহ, হিরণ্য, কৈরব, কল্লাল, তট, তরঙ্গ, পঙ্কজ, সরোজ, রাজীব, নালীক, সরোরুহ, পুটক, অরবিন্দ, অম্ভোজ, অব্জ, কমল, পয়স। (পাণিনি)।

পুষ্করাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পুষ্কর (কুড়), আতইচ, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ অতি অল্প পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বালরোগা°)

পুষ্করাদ্য (ক্লী) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্করাদ্যা (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী। (রাজনি°)।

পুষ্করারুণি (পুং) পুরুবংশীয় দুরিতক্ষয় নৃপের তৃতীয় পুত্র। (ভাগ° ৯।২১।২০)।

পুষ্করাবতী (স্ত্রী) পুষ্করাণি সন্ত্যত্র, মতুপ্, মস্য ব, দীর্ঘশ্চ। নদীভেদ। (দেবীভাগ° ৭।৩০।৭৩)। ২ নগরভেদ। [পুষ্কলাবতী দেখ।] ৩ দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তিভেদ। (মৎস্যপু°)।

পুষ্করাবর্ত্তক (পুং) পুষ্করং জলমাবর্ত্তয়তি, আ-বৃত-ণিচ্-অণ্ তত উপপদসমাসঃ। জলাবর্ত্তক মেঘাধিপভেদ। মেঘনায়ক বিশেষ।* (বিষ্ণুপু°)

পুষ্করাহ্ব (পুং) পুষ্করস্য আহ্বা ইতি আহ্বা যস্য। ১ সারস

* "পুষ্করাবর্ত্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবাঃ।
সংযোগাদবায়ুনোচ্ছিন্নাঃ পর্ব্বতানাং মহৌজসাং।
কামগানাং প্রবৃদ্ধানাং লোকানাং শিবমিচ্ছতাং।
পুষ্করা নাম তে মেঘা বৃহন্তস্তোয়মৎসরাঃ।
পুষ্করাবর্ত্ত তাস্তেন কারণেনেহ শব্দিতাঃ॥" (বিষ্ণুপু°)

পক্ষী। পুষ্করং আহ্বা যস্য। ২ পুষ্করমূল। (সুশ্রুত চিকি° ৫ অ°)

পুষ্করাহ্বয় (ক্লী) পুষ্করং আহ্বয়ো যস্য। পুষ্করমূল। (রাজনি°)

"ক্ষুদ্রামৃতা নাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোদ্ভবে॥"
(বৈদ্যকচক্র° জ্বরাধিকার)।

পুষ্করিকা (স্ত্রী) পুষ্করং তদাকারোঽস্ত্যস্যা ঠন্, টাপ্। শূকদোষ-নিমিত্ত রোগভেদ। পীড়কা বিশেষ। ইহার নিদান—শিশ্নে যে সকল পীড়কার আকৃতি পদ্মবীজের মত, এবং ঐ পীড়কার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল পীড়কা হয়। পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া এই সকল পীড়কা জন্মে। (সুশ্রুত নিদা° ১৪ অঃ)।

ইহার চিকিৎসা,—পুষ্করিকা রোগে শীতল ক্রিয়া বিশেষ হিত-কর এবং ঐ স্থলে জলৌকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইয়া ঘৃত সেচন করিলে আশু-উপকার হয়। (সুশ্রুত চিকি° ২১ অঃ)

ভাবপ্রকাশ-মতে লক্ষণ,—শিশ্নদেশে পদ্মকর্ণিকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে পুষ্করিকা কহে। এইরোগ পিত্ত ও রক্তসম্ভূত। (ভাবপ্র° ৪ ভা° শূকদোষাধি°)

পুষ্করিন্ (পুং) পুষ্করং শুণ্ডাগ্রমস্ত্যস্য ইনি। ১ গজ। (হারা°)

পুষ্করিণী (স্ত্রী) পুষ্করবৎ আকৃতিরস্ত্যস্যাঃ ইতি পুষ্কর ইনি, ততো ঙীপ্। ১ স্থলপদ্মিনী। ২ পুষ্করমূল। (রাজনি°)

পুষ্করং শুণ্ডাদণ্ডস্তদস্ত্যস্যা ইতি ইনি। ৩ হস্তিনী। ৪ সরোজিনী। পুষ্করাণি পদ্মানি সন্ত্যত্রেতি ইনি। ৫ জলাশয়, শতধনুঃপরিমিত সমচতুরস্র জলাধার। চলিত—পুকুর, পর্য্যায়—খাত, জলকূপী, পৌষ্করিণী। (শব্দর°)

জলাশয়ভেদ। কূপ, বাপী, পুষ্করিণী ও তড়াগভেদে জলাশয় চারিপ্রকার। কোনও মতে ইহা আবার আটপ্রকার যথা—কূপ, বাপী, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ, সরসী, ও সাগর। এই জলাশয় খননসাধ্য অর্থাৎ খনন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে আয়ত শতধনু পরিমাণ অর্থাৎ চারিশত হস্তপ্রমাণ জলাশয় হইলে তাহাকে পুষ্করিণী কহে। ইহা উপরিতট ভিন্ন চারিদিকে বিংশতি হস্তের অন্যূন এবং অভ্যন্তর অন্যূন চারিশত হস্ত আয়ত করিলেও পুষ্করিণী নামে অভিহিত হয়। এই পুষ্করিণী যে সময় প্রস্তুত করিতে হয়, তৎপূর্ব্বে বাস্তুযাগ করা কর্ত্তব্য।*

পুষ্করিণী আরম্ভের পূর্ব্বে যদি বাস্তুযাগ না করা হয়, তাহা হইলে পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুযাগ করিতেই হইবে, না করিলে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হইবে. এবং ঐ পুষ্করিণী শুভদায়িনী হইবে না। পুষ্করিণী আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠা জ্যোতিষোক্ত শুভদিনে করিতে হয়। অদিনে করিতে নাই।

জ্যোতিষে ইহার দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—বিশুদ্ধকালে অর্থাৎ যখন বৃহস্পতি ও শুক্রের বাল্যাস্তাদি-জনিত অকাল না হয়, তাদৃশ কালে ও দক্ষিণায়নে পুষ্যা, অনুরাধা, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, রোহিণী, পূর্ব্বাষাঢ়া, মঘা, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী ও রেবতী নক্ষত্রে এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা তিথিতে, সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, শুভযোগ ও শুভকরণে, দশযোগভঙ্গ প্রভৃতি না হইলে এবং কর্ম্মকর্ত্তার চন্দ্র ও তারা শুদ্ধিতে পুষ্করিণী আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালীন যদি বিশুদ্ধ দিন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সংক্রান্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। যিনি জলদানের জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন, তাহার প্রতি বিষ্ণু অতিশয় প্রীত হন, তজ্জন্য তাহার অক্ষয় স্বর্গ হইয়া থাকে এবং পুষ্করিণী করিবার জন্য যদি কেহ ভূমি দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বরুণলোক প্রাপ্তি হয়।

"সংক্ষেপাত্তু প্রবক্ষ্যামি জলদানফলং শৃণু।
পুষ্করিণ্যাদিদানেন বিষ্ণুঃ প্রীণাতি বিশ্বধৃক্॥

---

* "অথ জলাশয়াঃ, তে চ খননসাধ্যাশ্চত্বারঃ,
কূপ-বাপী-পুষ্করিণীতড়াগরূপাঃ।
কূপবাপী পুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ।
তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ॥
সদ্ভির্জলাশয়ঃ কার্য্যো যথাদ্যথোত্তরায়তঃ॥"
ইতি কল্পতরৌ বায়ুপুরাণম্।

তস্যা লক্ষণং যথা—
চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরঃ।
শতধন্বন্তরঞ্চৈব তাবৎ পুষ্করিণী মতা॥
এতৎপঞ্চগুণঃ প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ॥
তেন চতুর্দিক্ষু বিংশতিহস্তান্যূনতারাং চতুঃশতহস্তান্যূনাভ্যন্তরতেন পুষ্করিণী। এতজ্জলাশয়াধারপরং ন তু উপরিতটং। শতেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী। ইতি নব্যবর্দ্ধমানধৃতো বশিষ্ঠঃ।
তৎকরণে বাস্তুযাগঃ কর্ত্তব্যঃ। মহাকপিলপঞ্চরাত্রং।
জলাধারগৃহার্থঞ্চ যজেদ্বাস্তুং বিশেষতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাদিতিপর্য্যন্তাঃ পঞ্চাশৎত্রয়সংযুতাঃ॥
সর্ব্বেষাং কিল বাস্তূনাং নায়কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অসংপূজ্য হি তান্ সর্ব্বান্ প্রাসাদাদীন্ন কারয়েৎ॥
প্রাসাদভবনোদ্যান-প্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে।
পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে।"
(স্মৃতিজলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)।

জলাশয়করণার্থভূমিদান-ফলমাহ চিত্রগুপ্তঃ—জলাশয়ার্থং যো দত্থাৎ বারুণং লোকমুত্তমং। ভূমিরিতি শেষঃ।"

(জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)

যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার জলদ্বারা পূজা বা তর্পণাদি, দৈব বা পৈত্র্য কোন কর্ম্ম করিতে নাই। এই জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করিবে।

"যচ্চাসর্ব্বায় নোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্য নিপানজং।

তদ্বর্জ্জং সলিলং তাত! সদৈব পিতৃকর্ম্মণি॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। পুষ্করিণী সর্ব্বভূতোদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার জলে সকলেরই স্বত্ব জন্মে। প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে প্রতিষ্ঠাতা কাহাকেও স্নানাদিতে বাধা জন্মাইতে পারেন না। ঐ পুষ্করিণীর জল নদ্যাদির জলের ন্যায় সকলেই সমান ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে।

মিতাক্ষরায় লিখিত আছে—

"অতএব জলাশয়োৎসর্গমুপক্রম্য মৎস্যপুরাণেঽপি 'প্রাপ্নোতি তদ্যাগবলেন ভূয়ঃ' ইতি যাগত্বেনাভিহিতং, ততশ্চ তজ্জলং স্বস্বত্বদূরীকরণেন নদ্যাদিবৎ সাধারণীকৃতং, অতএব—

'সামান্যং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলং।

রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥'

ইতি মন্ত্রলিঙ্গেনোপাদানং বিনা কস্যাপি স্বত্বমিতি।" ইত্যাদি।

যে স্থলে অতিশয় জলকষ্ট, তথায় পুষ্করিণী খনন করিয়া দিলে তাহার স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, যদি কেহ পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার বা ঘাট বাঁধাইয়া দেন, তবে তাহাদেরও অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে এবং তাহারা কখন জল কষ্ট পান না, সকল প্রকার তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। পুষ্করিণী ও বাপী প্রভৃতি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা-করণের পর প্রত্যেক জলবিন্দুতে শতবর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।*

এই জন্য হিন্দুমাত্রেরই পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)

* "পুষ্করিণ্যাদিকরণফলমাহ—আদিত্যপুরাণং

সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থশৌচরতাশ্চ যে।

তড়াগকূপকর্ত্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ॥

সেতুর্জ্জলধারণহেতুর্বন্ধঃ. তীর্থশৌচং ঘট্টপরিষ্কারঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তড়াগকূপকর্ত্তারস্তথা কন্যাপ্রদায়িনঃ।

ছত্রোপানহদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ নন্দিপুরাণং—

যো বাপীমথবা কূপং দেশে তোয়বিবর্জ্জিতে।

খানয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ॥" (স্মৃতি)।

জলাশয়াদির বিষয় ও তাহার ব্যবস্থা জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব ও জ্যোতিস্তত্ত্বে বিশেষরূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার মর্ম্মার্থ এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। [বাস্তুযাগের বিষয় বাস্তুযাগ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুষ্করর্ণ, মারবাড় ও সিন্ধুপ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণভেদ।

পুষ্কল (ক্লী) পুষ্যতি পুষ্টিং গচ্ছত্যনেনেতি পুষ-কলন্ (কলংশ্চ। উণ্ ৪।৫) স চ কিৎ। ১ গ্রামচতুষ্টয়াত্মক ভিক্ষা।

"ভিক্ষামাহুগ্রাসমাত্রমন্নং তস্মাচ্চতুগুণং।

পুষ্কলং হন্তকারস্তু তচ্চতুগুণমুচ্যতে॥" (কৌর্ম্ম উপবি° ১৭)

২ অন্নমানভেদ। পরিমাণ বিশেষ, অষ্টকুঞ্চি পরিমাণ, পশুরি, ৬৪ মুটো।

"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ চ পুষ্কলং।

পুষ্কলানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

(ত্রি) পুষ্করং মহত্ত্বং লাতীতি লা-ক, বা পুষ্কং পুষ্টিমর্হতি, বা তদস্ত্যস্যেতি (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৩।১।৪৮) ইতি লচ্। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ বহু। (হেম) ৫ পরিপূর্ণ। ৬ উপস্থিত। (জটাধর)

(পুং) ৭ অসুরভেদ। (হরিবংশ ৪২ অঃ)

৮ রামানুজ ভরতের এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১১।৭)

পুষ্কলক (পুং) ১ গন্ধমৃগ। ২ ক্ষপণক। ৩ কীল।

'স্মৃতঃ পুষ্কলকো গন্ধমৃগে ক্ষপণকীলয়োঃ।' (বিশ্ব)

পুষ্কলাবত (পুং) ১ উত্তরস্থ দেশভেদ। [পুষ্কলাবতী দেখ।]

"তক্ষং তক্ষশিলায়াস্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।

গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ॥" (রামা° ৭।১১৪।১১)

পুষ্কলাবতী, গান্ধাররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। বিষ্ণুপুরাণমতে রামের ভ্রাতুষ্পুত্র (ভরতের পুত্র) পুষ্কর এই নগর স্থাপন করেন; তাঁহার নামানুসারেই এই স্থান পুষ্করাবতী নামে খ্যাত হয়। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪ অঃ) (রঘু ১৫।৮৯)

যৎকালে আলেক্‌সান্দার ভারতাক্রমণ করেন, তখন এই স্থান গান্ধারপ্রদেশের একটী প্রধান নগর বলিয়া গণ্য ছিল।

আলেক্‌সান্দারের সহগামী ঐতিহাসিক আরিয়ন Pecukelæ, টলেমি Proklais এবং অপরাপর গ্রীক্ গ্রন্থে Peukelaotis বা Peucolaitis নামে এই স্থান বর্ণিত হইয়াছে। দিওনিসিয়াস্-পিরিগেতিস্ এখানকার অধিবাসিবৃন্দকে Peukalei নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আরিয়ন্ লিখিয়াছেন, এই নগর অতি বৃহৎ ও বহুজনাকীর্ণ, সিন্ধুনদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে হস্তী (Astæ) নামে এক সামন্তরাজের রাজধানী ছিল। তিনি নিজ দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া ৩০ দিন অবরোধের পর আলেক্‌সান্দারের সেনাধ্যক্ষ হেফিষ্টিয়নের হস্তে নিহত

হন। আলেকসান্দার তৎপুত্র সঙ্গয়কে (Sangæus) পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন-সিং এই নগরে আগমন করেন, তখনও এখানে বহুলোকের বাস ছিল। নগরাভ্যন্তরের দ্বারের সহিত একটী সুড়ঙ্গ সংযোজিত ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে হিন্দু দেবমন্দির ও অশোকরাজ-নির্ম্মিত বৌদ্ধ স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, এখানে অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই স্থানে থাকিয়া আচার্য্য বসুমিত্র 'অভিধর্ম্মপ্রকরণপাদশাস্ত্র' ও ধর্ম্মত্রাত 'সম্যক্‌তাভিধর্ম্মশাস্ত্র' প্রণয়ন করেন। পেশাবার হইতে উত্তরে ১৮ মাইল দূরে স্বাত ও কাবুলনদীর সঙ্গমস্থানে হস্তনগর নামে যে প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত আছে, পুরাবিৎ কানিংহাম্ উঁহাকেই প্রাচীন পুষ্কলাবতী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।*

পুষ্কলেত্র (পুং) কাশ্মীরের একটী নগর। এই নগরে জয়াপীড়ের সহিত কান্যকুব্জাধিপতির বহুদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়াছিল।

"পুষ্কলেত্রাভিধে গ্রামে তেন সার্দ্ধং সুদারুণঃ।
জয়াপীড়স্য সংগ্রামঃ সুবহূনি দিনান্যভূৎ॥"
(রাজতর° ৪।৪৭২)।

পুষ্ট (ত্রি) পুষ-ক্ত। ১ কৃতপোষণ, প্রতিপালিত, পর্য্যায়,—পুষিত, পক্ত। (জটাধর)

"যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকং।"
(মনু ৭।১৭১)। ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ পুষ্টি। তৎকার্য্যতয়া অস্ত্যস্য অচ্। (পুং) ৩ বিষ্ণু)। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৫)। ৪ স্থূল, স্থূলবুদ্ধিযুক্ত।

পুষ্টতাড়িত, (Positive Electricity) তাড়িতের বিয়োজনশক্তি।

পুষ্টপতি (পুং) পুষ্টানাং পতিঃ। গুণপূর্ণ নরের স্বামী। "উপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ" (শুক্লযজু° ১৬।১৭) 'পুষ্টানাং গুণপূর্ণানাং নরাণাং পতয়ে স্বামিনে নমঃ' (বেদদীপ°)।

পুষ্টাবৎ (ত্রি) পুষ্টং পোষণং কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য ব, বেদে দীর্ঘঃ। পোষণকর্ত্তা, সন্তুতঘাস।

"ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তো যথা পশুং" (ঋক্ ৮।৪৫।১৬)। 'পুষ্টাবন্তঃ সন্তৃতঘাসাঃ' (সায়ণ)।

পুষ্টি (স্ত্রী) পুষ ভাবে-ক্তিন্। ১ পোষণ। ২ বৃদ্ধি।

"বৈদিকৈর্বারণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রজানাং পুষ্টিহেতুকৈঃ।" (মার্কণ্ডেয়-পু° ২২।২১)। ৩ ষোড়শ মাতৃকার অন্তর্গত গণদেবতাবিশেষ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অন্তর্ভূত ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয় পূজাদিতে গৌরী ও পুষ্টি প্রভৃতি গণদেবতার পূজা করিতে হয়। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)। ইনি দক্ষকন্যাদিগের অন্যতমা।

"প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা।
সসর্জ্জ কন্যাস্তাসাঞ্চ সম্যঙ্‌নামানি বৈ শৃণু॥
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ২১।১৯৯)

৪ খট্টাবিশেষ।

"মঙ্গলা বিজয়া পুষ্টিঃ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখাসনং।
প্রচণ্ডা সর্ব্বতোভদ্রা খট্টানামাষ্টকং বিদুঃ॥" (ভোজ)

৫ তন্ত্রোক্ত চন্দ্রকলার নামান্তর।

"অমৃতা মানদা পুষা পুষ্টিস্তুষ্টী রতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা॥
পূর্ণা পূর্ণামৃতা কাম-দায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ।" (রুদ্রযামল)

৬ ধর্ম্মের পত্নীভেদ। (ভারত ১৬৬ অঃ)

৭ যোগিনীভেদ। ৮ অশ্বগন্ধা। ৯ বৃদ্ধি, বৃদ্ধিনামক ওষধি। (রাজনি°)

পুষ্টিক (পুং) একজন কবির নাম।

পুষ্টিকর (ত্রি) পুষ্টি-কৃ-ট। ১ পুষ্টিকারক, বৃদ্ধিকারক। ২ স্থূলতা-সম্পাদক। যাহাতে পোষণ হয়।

পুষ্টিকরী (স্ত্রী) গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১১২)

পুষ্টিকর্ম্মন্ (ক্লী) পুষ্ট্যর্থং কর্ম্ম। পুষ্টি নিমিত্তক কার্য্য।

পুষ্টিকা (স্ত্রী) পুষ্ট্যৈ কং জলং যস্যাঃ। জলশুক্তি। মুক্তাশুক্তি। কস্তরা। (রাজনি°)

পুষ্টিকান্ত (পুং) পুষ্টেঃ কান্তঃ। গণাধিপ, গণেশ।

পুষ্টিকাম (ত্রি) পুষ্ট্যভিলাষী, যিনি পুষ্টিকামনা করেন।

"শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নরীন্॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যসং ১।২৯৫) (ঐতরেয় ব্রা° ২।১)

পুষ্টিগু (পুং) ঋগ্‌বেদের ঋষিভেদ। ইনি ৮।৫১ ঋকের ঋষি।

পুষ্টিদ (ত্রি) পুষ্টিং দদাতি দা-ক। ১ পোষণকারক। স্ত্রিয়াং টাপ্। পুষ্টিদা ১ অশ্বগন্ধা। ২ বৃদ্ধিনামক ওষধি। (রাজনি°) ৩ পুষ্টিদাত্রী।

পুষ্টিদাবন্ (ত্রি) পুষ্টিদায়ক।

পুষ্টিপতি (পুং) ১ অগ্নিভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ২২০ অঃ) ২ সরস্বতী। (শত° ব্রা° ১১।৪।৩।৬৬)

* Arrian, 'Indica'; Arrian Anabasis; Cunninghum, Ancient. Geog, pp. 49f.; St, Martin, Geog. del' Inde, p. 37 Bunbury, Hist. Anc. Geog., vol. i. p. 498; Wilson, Ariana Ant., p, 185 f.; Ina. Ant., vol. p. v. 85f., 333; Lassen, I. A., vol. i. p. 601, vol iii. p. 139; Beal's Records of the Western World, vol. I. p. 109f, Alberuni's India, translated, by Sachau, vol. I. p. 302,

পুষ্টিমতি (পুং) অগ্নিভেদ। এই অগ্নি তুষ্ট হইলে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই শব্দের পাঠান্তর 'পুষ্টিপতি' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

"অগ্নিঃ পুষ্টিপতির্নাম তুষ্টঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতি।"

(ভারত বনপ° ২২০ অঃ)।

পুষ্টিমৎ (ত্রি) পুষ্টি-মতুপ্। পোষকৃৎ, পুষ্টিযুক্ত। "সহস্রবৎ তোকবৎ পুষ্টিমৎ বসু" (ঋক্ ৩।১৩।৭) 'পুষ্টিমৎ পোষকৃৎ, অনেন শরীরস্য ক্ষীরাদিদ্বারা বলারোগ্যপ্রদং গবাদিকমুপলক্ষ্যতে।' (সায়ণ)। (শুক্লযজু° ১২।৫৯)

পুষ্টিম্ভর (ত্রি) পুষ্টিধারক। "কথামহে পুষ্টিংভরায় পূষ্ণে (ঋক্ ৪।৩।৭) 'পুষ্টিংভরায় পুষ্টিধারকায়' (সায়ণ)।

পুষ্টিবৰ্দ্ধন (ত্রি) পুষ্টিবৰ্দ্ধনকারী। "বসুবিৎ পুষ্টিবৰ্দ্ধনঃ" (ঋক্ ১।১৮।২) 'পুষ্টিবৰ্দ্ধনঃ পুষ্টেৰ্বৰ্দ্ধয়িতা' (সায়ণ)।

পুষ্তু, আফগানস্থানের বহুসংখ্যক জাতি যে এক ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে, তাহাই সাধারণতঃ পুষ্তু বা আফগানী বলিয়া গণ্য। পুষ্তু ভাষার অভিধানলেখক কাপ্তেন র‍্যাভার্টি বলেন, কাবুল, কান্দাহার, শরাবক ও পিষিনে যাহারা বাস করে, তাহারা বর-পুষ্তুন্ বা আফগান বলিয়া গণ্য এবং যাহারা ভারতের নিকট রোহ জেলায় বাস করে, তাহারা লর-পুখতুন্ বা ছোট আফগান বলিয়া গণ্য। আফগানস্থানে রাজকীয় সকল কর্ম্মে পারসী ভাষা ব্যবহৃত হইলেও তথায় আপামর সাধারণে এই পুষ্তু ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে। আফগানদিগের মধ্যে পুষ্তুন্ ও পুখতুন্ এই দুইটী ভাগ দেখা যায়, পুষ্তুনেরা পুষ্তু ও পুক্তুনেরা পুক্তু ভাষা ব্যবহার করে। পুষ্তু প্রতীচ্য ভাষা, ইহার সহিত পারসী ভাষার অনেকটা মিশ্রণ আছে, কিন্তু পুক্তু ভাষায় তেমন পারসী মিশ্রণ নাই, ইহা পূর্ব্বাংশে প্রচলিত বলিয়া ইহার সহিত ভারতীয় সংস্কৃত ও হিন্দিভাষা অনেকটা মিশিয়া গিয়াছে। কান্দাহারের দক্ষিণ পিষিণ উপত্যকা হইতে উত্তরে কাফ্রিস্থান পর্য্যন্ত পুষ্তু ভাষা এবং পশ্চিমে হেলমন্দ নদীর তীর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী আটক পর্য্যন্ত পুক্তু ভাষা প্রচলিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে মামুদ গজনীর ভারত আক্রমণের পর হইতে অনেক আফগান জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ভাষার সহিত ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন অনেক পরিবার দেখা গিয়াছে, তাঁহারা বহুকাল ভারতবাসী হইলেও এখনও অবিকৃত ভাবে খাঁটি পুষ্তু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বুন্দেলখণ্ডের কোন কোন অংশে ও রামপুরের নবাবের রাজ্যে এরূপ পরিবারের সংখ্যা অল্প নহে। র‍্যাভার্টি সাহেবের মতে সেমিতিক্ ও ইরাণীয় ভাষার সহিত পুষ্তু ভাষার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও সংস্কৃতাদি আর্য্য ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আফগানস্থানের সর্ব্বত্রই পারসী ভাষা দেখা যায়, সকল উচ্চ পরিবার এই ভাষায় কথা বলে ও এই ভাষায় লেখা পড়া করিয়া থাকে, প্রজা সাধারণও এই ভাষা অবগত আছে, কিন্তু তাহারা জাতীয় ভাষা পুষ্তু ব্যবহার করিতেই ভালবাসে। এ ভাষায় তাহাদের দুই এক খানি গ্রন্থ আছে, তাহা কেবল উপাখ্যানাদিতে পরিপূর্ণ, উচ্চতত্ত্বমূলক কোন গ্রন্থ নাই। জ্যোতিষ, চিকিৎসাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি শিখিবার ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে পারসীর সাহায্য লইতে হয়।

পুষ্প, বিকাশ, দিবাদি, পরস্মৈ, অক° সেট্। লট্ পুষ্প্যতি। লোট্ পুষ্প্যতু। লঙ্ অপুষ্প্যৎ। লিট্ পুপুষ্প। লুঙ্ অপুষ্পীৎ।

পুষ্প (ক্লী) পুষ্প্যতি বিকসতি যঃ, পুষ্প বিকাশে অচ্। তরুলতাদির প্রসব, ফুল। পর্য্যায়—প্রসূন, কুসুম, সুমনস্, স্থন, প্রসব, সুমন। (শব্দরত্না°)। দেবপূজার জন্য পুষ্পচয়ন হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ দেবতার কোন্ কোন্ পুষ্পপ্রিয় এবং কোন্ দেবতাকে কোন্ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিতে নাই, তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

পুষ্প শব্দের নাম নিরুক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে,—

"পুণ্যসংবৰ্দ্ধনাচ্চাপি পাপৌঘপরিহারতঃ।

পুষ্কলার্থপ্রদানাচ্চ পুষ্পমিত্যভিধীয়তে॥" (কুলার্ণব)।

পাপসমূহ পরিহারপূর্ব্বক পুণ্যবৃদ্ধি ও পুষ্কলার্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠার্থ প্রদান করে বলিয়া পুষ্পনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে নাই।

"স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং চিন্বন্তি মানবাঃ।

দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)।

স্নান করিয়া যদি কেহ পুষ্প চয়ন করে, তাহা হইলে দেবতা তাহা গ্রহণ করেন না। এই স্নান মধ্যাহ্ন স্নান। প্রাতঃ স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিলে তাহাতে দোষ হয় না, যে হেতু বচনান্তরে মধ্যাহ্নস্নানেরই পরকাল নিষিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে অতৈল-স্নান, তাহাই প্রাতঃস্নান। সূর্য্যোদয়ের পর সতৈল বা অতৈল উভয় স্নানই মধ্যাহ্ন স্নান নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত বচনের তাৎপর্য্য এই যে, মধ্যাহ্নস্নান অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিবে না।

"স্নাত্বা মধ্যাহ্নসময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং নরঃ।

তৎপুষ্পৈরর্চ্চনে দেবি! রৌরবে পরিপচ্যতে॥" (স্মৃতি)

মধ্যাহ্ন কালে পুষ্পচয়ন করিয়া তৎপুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিলে রৌরব নরক হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শুচি হইয়া পুষ্পচয়ন করিবে। যিনি দেব-পূজা করিবেন, তাঁহার স্বয়ং

পুষ্পচয়ন বিশেষ ফলদায়ক।* নিজে অসমর্থ হইলে অন্যাহৃত পুষ্পদ্বারা পূজা করা যাইতে পারে।

দেবপূজায় বর্জ্জনীয় পুষ্প—কৃমিসম্ভিন্ন পুষ্প, বিশীর্ণ, ভগ্ন, উদ্গত, সকেশ, মূষিকাধূত, যাচিত, পরকীয়, পর্য্যুষিত, অন্ত্যস্পৃষ্ট, এবং পদস্পৃষ্ট এই সকল পুষ্পদ্বারা দেবপূজা করিতে নাই। এইরূপ পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিলে দেবতাদিগের প্রীতি হয় না।

"পুষ্পঞ্চ কৃমিসম্ভিন্নং বিশীর্ণং ভগ্নমুদ্গতং।
সকেশং মূষিকাধূতং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ॥
যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পর্য্যুষিতঞ্চ তৎ।
অন্ত্যস্পৃষ্টং পদাস্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (কালিকাপু°)

দেবতার পুরোভাগে পুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়।

"নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণং।" (একাদশীতত্ত্ব)

যে সকল পুষ্প স্বয়ং পতিত হয়, অর্থাৎ আপনা আপনি পড়িয়া যায়, তাদৃশ পুষ্পদ্বারা দেবপূজা করিবে না।

"স্বয়ং পতিতপুষ্পাণি ত্যজেদুপহিতানি চ।" (একাদশীতত্ত্ব)।

দেবতাবিশেষে বর্জ্জিত পুষ্প—

কুন্দপুষ্পদ্বারা শিবপূজা, উন্মত্তক পুষ্পদ্বারা বিষ্ণু, অর্ক ও মন্দারদ্বারা স্ত্রীদেবতা এবং তগর পুষ্পদ্বারা সূর্য্যপূজা করিতে নাই।

"শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দমুন্মত্তঞ্চ হরৌ তথা।
দেবীনামর্কমন্দারৌ সূর্য্যস্য তগরস্তথা॥"
(একাদশীতত্ত্বে শাতাতপ)।

পুষ্প ক্রয় করিয়া পূজা করিতে নাই। তবে যদি ধর্ম্মার্জ্জিত ধনদ্বারা পুষ্পক্রয় করিয়া পূজা করা হয়, তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন।

শেফালিকা ও কহ্লার এই দুই পুষ্প শরৎ কালে পূজায় অতি প্রশস্ত। শরৎ ভিন্ন অন্য ঋতুতে ঐ পুষ্পদ্বারা পূজা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। রক্তকৃষ্ণ ও উগ্র গন্ধিপুষ্প, এবং করবীর ও বন্ধুজীব পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে নাই।

"শেফালিকা তু কহ্লারং শরৎকালে প্রশস্যতে।
অন্যত্র ন স্পৃশেদ্দেবি! প্রায়শ্চিত্তন্তু পূজনাৎ॥" ইত্যাদি।
(মৎস্যসূক্ত ১৪ প°)

পরের আরোপিত বৃক্ষ হইতে তাহাকে না জানাইয়া পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা দ্বারা দেবপূজা করিলে ঐ পূজা নিষ্ফল হয়।*

এই নিয়ম ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণ না বলিয়া অপরের বাগান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া তাহাদ্বারা পূজা করিলে তাহাতে দোষ হইবে না। যে হেতু মনু প্রভৃতি সংহিতায় লিখিত আছে, দেবার্থ কুসুমচয়ন অস্তেয়। এই জন্য ঐ পুষ্প ব্রাহ্মণ নিজের মত ব্যবহার করিতে পারেন। যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, না বলিয়া অপরের বাগান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনেন, তাহা হইলে রাজা তাহার মস্তকচ্ছেদন দণ্ড করিবেন।

দেবতার উপরিস্থিত পুষ্প, মস্তকোপরি ধৃত পুষ্প, অধোবস্ত্র-ধৃত ও অন্তর্জ্জলপ্রক্ষালিত পুষ্প দুষ্ট পুষ্প, অর্থাৎ এইরূপ পুষ্প দ্বারা দেব পূজা নিষিদ্ধ।

পুষ্পহস্তে করিয়া কাহাকেও অভিবাদন করিতে নাই, এবং যাহার হস্তে পুষ্প থাকিবে, তাহাকেও অভিবাদন নিষিদ্ধ।

যাচিত পুষ্প এবং ক্রয়ক্রীত পুষ্পদ্বারা দেবপূজা নিষ্ফল। তবে বীরবৎ ক্রয় অর্থাৎ এক মূল্যে দর না করিয়া যদি ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ পুষ্প দ্বারা পূজা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ পুষ্প স্বয়ং আহরণ করিয়া পূজা করিবেন, যদি শূদ্র আনিয়া দেয়, আর সেই পুষ্প দ্বারা পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। এই নিয়ম ব্রাহ্মণের নিজের বাটীর জন্য। যদি ব্রাহ্মণ কোন শূদ্রের বাটী পূজা করিতে যান, তাহা হইলে শূদ্রাহৃত পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে কোন দোষ হইবে না।

দেবগণ পুষ্পদ্বারা যেরূপ প্রীত হন, অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা তাদৃশ প্রীতিলাভ করেন না।

"ন রত্নৈর্ন সুবর্ণেন ন বিত্তেন চ ভূরিণা।
তথা প্রসাদমায়াতি যথা পুষ্পৈর্জনার্দ্দনঃ॥" (স্মৃতি)

---

* 'পরারোপিতবৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পমানীয় যোঽর্চ্চয়েৎ।
অননুজ্ঞাপ্য চ তস্যৈব নিষ্ফলং তস্য পূজনং॥
এতৎ দ্বিজেতরপরঃ—

দ্বিজস্তৃণৈধঃপুষ্পাণি সর্ব্বতঃ স্ববদাহরেৎ। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ।
দেবাদ্যার্থন্ত কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ। ইতি বচনাৎ।
অত্র বিশেষো জ্ঞেয়ঃ—
তৃণং বা যদি বা কাষ্ঠং পুষ্পং বা যদি বা ফলং।
অপ্রযচ্ছন্ নিগৃহ্নানো হস্তচ্ছেদনমর্হতি॥ ইতি স্মৃতেঃ।
দেবোপরিধৃতং মস্তকোপরিধৃতং অধোবস্ত্রধৃতমন্তর্জ্জলক্ষালিতঞ্চ পুষ্পং দুষ্টং। বোধায়নঃ—
সমিদ্বার্য্যদকুম্ভপুষ্পান্নহস্তো নাভিবাদয়েৎ।
যাচিতং নিষ্ফলং পুষ্পং ক্রয়ক্রীতঞ্চ নিষ্ফলং। ইতি বদন্তি। তথা।
ন পুষ্পচ্ছেদনং কুর্য্যাৎ দেবার্থং বামহস্ততঃ।
ন দদ্যাত্তানি দেবেভ্যঃ সংস্থাপ্য বামহস্ততঃ॥
পুষ্পেষু পৈষ্ণ নৈবেদ্যের্বীরক্রয়ক্রিয়াস্তুতৈঃ।
বীরবৎ যাচ্ঞাশূন্যেন বিক্রেতুরূপন্যস্তমূল্যেন ক্রয়ঃ। (একাদশী তত্ত্ব)

পর্য্যুষিত পুষ্পে পূজা করিতে নাই, ইহা পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে। কোন্ পুষ্প কতক্ষণ পরে পর্য্যুষিত হয়, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শ্বেত ও রক্তবর্ণ পদ্ম, কুমুদ ও উৎপল এই সকল পাঁচদিনের পর পর্য্যুষিত হয়।

"পদ্মানি সিতরক্তানি কুমুদান্যুৎপলানি চ।
এষাং পর্য্যুষিতা শঙ্কা কার্য্যা পঞ্চদিনোত্তরং॥"

(একাদশীতত্ত্ব ভবিষ্যপু°)

কালবিশেষে নিম্নলিখিত পুষ্প সকল পর্য্যুষিত হইয়া থাকে। জাতীপুষ্প এক প্রহর, মল্লিকা অর্দ্ধপ্রহর, মুনিপুষ্প তিনপ্রহর এবং করবীর পুষ্প এক দিন পরে পর্য্যুষিত হইয়া থাকে।

"প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী প্রহরার্দ্ধন্তু মল্লিকা।
ত্রিযামং মুনিপুষ্পঞ্চ করবীরমহর্নিশং॥" (স্মৃতি)

তুলসী, অগস্ত্য ও বিল্ব ইহারা পর্য্যুষিত হয় না। মাষ্য, তমাল, আমলকী দল, কহ্লার, তুলসী, পদ্ম, মুনিপুষ্প এবং যে সকল পুষ্প কলিকাত্মক অর্থাৎ প্রস্ফুটন-যোগ্য, ইহারা পর্য্যুষিত হয় না।

"তুলস্যগস্ত্যবিল্বানাং ন চ পর্য্যুষিতাত্মতা।"

যোগিনী তন্ত্রে—

"বিল্বপত্রঞ্চ মাষ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীঞ্চৈব পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকং॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং।
কলিকাত্মকং প্রস্ফুটনযোগ্যং।" (একাদশীতত্ত্ব)

রাঘবভট্টের মতে পুষ্পবিশেষের কালিক পর্য্যুষিতত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। বিল্ব, অপামার্গ, জাতী, তুলসী, শমী, শতাবরী, কেতকী, ভৃঙ্গ, দূর্ব্বা, মন্দার, অম্ভোজ, নাগকেশর, দর্ভ, অগস্ত্য, তিল, তগর, ব্রহ্ম, কহ্লার, মল্লী, চম্পক, করবীর, পাটলা, দমনক ও মরুবক এই সকল পুষ্প দিনোত্তর পর্য্যুষিত।

"বিল্বাপামার্গজাতী তুলসিশমিশতাকেতকীভৃঙ্গদূর্ব্বা,
মন্দাম্ভোজাহিদর্ভা মুনিতিলতগরব্রহ্মকহ্লারমল্লী।
চম্পাশ্বারাতিকুন্তীদমনমরুবকা বিল্বতোঽহানি শস্তা,
স্ত্রিংশৎত্র্যেকার্য্যরীশোনিধি-নিধি-বসু-ভূ-ভূ-যমা ভূয় এবম্॥

অস্যার্থঃ। শতা শতাবরী, মন্দঃ মন্দারঃ, অহিনাগকেশরঃ, মুনিরগস্ত্যঃ, অশ্বারাতিঃ করবীরকুন্তী পাটলাবিল্বমারভ্য অহি পর্য্যন্তং গণয়িত্বা দর্ভমারভ্য পুনস্ত্রিংশদাদিগণয়েৎ। এতদ্দিনোত্তরং পর্য্যুষিতানীত্যর্থঃ।' (ইতিপদার্থাদর্শঃ)

দেববিশেষে কোন কোন পুষ্প প্রিয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

কেশবপূজনে প্রশস্ত পুষ্প—

মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, অতিমুক্তক, পাটলা, করবীর, জয়া, সেবতি, কুব্জক, অগুরু, কর্ণিকার, কুরুণ্ডক, চম্পক, তগর, কুন্দ, মল্লিকা, অশোক, তিলক, ও চম্পক এই সকল পুষ্প বিষ্ণু পূজায় প্রশস্ত। কেতকীপত্রপুষ্প, ভৃঙ্গারকপুষ্প, রক্ত, নীল ও সিতোৎপল পুষ্প এই সকল পুষ্পে বিষ্ণুপূজা বিশেষ প্রশস্ত।

(অগ্নিপু°)

বামনপুরাণে লিখিত আছে—

জাতী, শতাহ্বা, কুন্দ, বহুপুট, বাণ, পঙ্কজ, অশোক, করবীর, যূথিকা, পারিভদ্র, পাটলা, বকুল, গিরিশালিনী, তিলক, পীতক, তগর, এই সকল পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন সুগন্ধি যে কোন পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা করা যাইতে পারে। কেবল কেতকীপুষ্প বিষ্ণুপূজায় নিষিদ্ধ। যে সকল পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা করা যাইতে পারে, সেই সকল পুষ্পবৃক্ষের পল্লবও বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত। (বামনপু° ৯১ অঃ)

বিষ্ণুকে পুষ্প বিশেষ দ্বারা পূজা করিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে। তীর্থের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা, বর্ণের মধ্যে যেরূপ ব্রাহ্মণ, পুষ্পের মধ্যে মালতীও তাদৃশ। এই মালতী মালাদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে জন্ম, দুঃখ, জরারোগ ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে মালতী মালাদ্বারা বিষ্ণুর গৃহে পুষ্পমণ্ডপ ও তাহা দ্বারা পূজা করিলে তাহাদের পরমাগতি হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক জাতিপুষ্প ও মাল্যদ্বারা পূজা করিলে কল্পকোটি সহস্র বৎসর বিষ্ণুগৃহে বাস এবং বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম হয়।*

স্বর্ণকেতকী পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজনে শত কোটি বৎসর বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রীত হন।

---

* "বর্ণানাং হি যথা বিপ্রস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা।
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুঃ পুষ্পাণাং মালতী তথা॥
মালতীপুষ্পমালাভিঃ কার্ত্তিকে পুষ্পমণ্ডপং।
বিষ্ণোর্গৃহে কৃতং যৈস্তু তে যান্তি পরমাং গতিং॥
জাতিপুষ্পৈর্বিরচিতাং মালাং যঃ সংপ্রযচ্ছতি।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
বসেদ্বিষ্ণুপুরে শ্রীমান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ॥
যঃ স্বর্ণকেতকীপুষ্পৈঃ পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজং।
অব্দকোটিশতং যাবৎ তুষ্টঃ স্যাৎ তস্য বৈ হরিঃ॥
মল্লিকাকুসুমৈর্দেবং যোঽর্চ্চয়েৎ ত্রিদশেশ্বরং।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা দহেৎ পাপং ত্রিধার্জ্জিতং।
যঃ পুনঃ পাটলাপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্গরুড়ধ্বজং।
সুপুণ্যাত্মা পরং স্থানং স প্রয়াতি হরের্মুনে॥'(পাদ্মোত্তরখ° ১০১অঃ)

কেতকোদ্ভব পুষ্পে বিষ্ণুপূজা করিলে দেবগণের সহিত বিষ্ণুলোকে বাস, কার্ত্তিকমাসে মল্লিকাকুসুম দ্বারা বিষ্ণুপূজনে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপনাশ, পাটলাপুষ্পে পূজা করিলে পরম স্থানপ্রাপ্তি, অগস্ত্যপুষ্পে পূজা করিলে নরকনাশ, মুনিপুষ্পে কার্ত্তিকমাসে পূজা করিলে বাজিমেধযজ্ঞের ফল, সিতাসিত করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে শতবর্ষ স্বর্গ, বকুল ও অশোকপুষ্পে পূজা করিলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর স্বর্গলাভ হয় ইত্যাদি। (পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ১৩১ অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

নারদীয় সপ্তম সহস্রে লিখিত আছে—

মালতী, বকুল, অশোক, শেফালিকা, নবমালিকা, অম্লান, তগর, অস্ফোঠ, মল্লিকা, মধুপিণ্ডিকা, যূথিকা, অষ্টাপদ, কুন্দ, কদম্ব, মধু, পিপ্পল, পাটলা, চম্পক, অতিমুক্তক, কেতক, কুরুবক, বিল্ব, কহ্লার, করক, বক ও লবঙ্গ এই পঞ্চবিংশতি পুষ্প বিষ্ণুর লক্ষ্মীতুল্য প্রিয়।

বিষ্ণুপূজাতে নিষিদ্ধ পুষ্প।—যে সকল পুষ্পের গন্ধ অতিশয় উগ্র ও যে সকল পুষ্পের গন্ধ নাই এবং অন্যের বৃক্ষজাত, কণ্টকযুক্ত, রক্তপুষ্প, চৈত্যবৃক্ষোদ্ভব পুষ্প, শ্মশানজাতপুষ্প এবং অকালজ পুষ্প, কুটজ, শাল্মলী পুষ্প, শিরীষপুষ্প, অনুক্ত রক্ত কুসুম, অর্থাৎ যে সকল রক্তপুষ্পের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, তাদৃশ রক্তপুষ্প এই সকল পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিতে নাই।*

* লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়পুষ্পাণি যথা—নারদীয় সপ্তমসহস্রে—
"মালতীবকুলাশোকশেফালিনবমালিকাঃ।
অম্লানতগরাস্ফোঠমল্লিকামধুপিণ্ডিকাঃ॥
যূথিমষ্টাপদং কুন্দং কদম্বং মধুপিপ্পলং।
পাটলাচম্পকং কৃষ্ণং লবঙ্গমতিমুক্তকং॥
কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারকরকং দ্বিজং।
পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে॥"
কেশবার্চ্চনে নিষিদ্ধ পুষ্পাণি যথা,—
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
"উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুসুমানি ন দাপয়েৎ।
অন্যায়তনজাতানি কণ্টকীনি তথৈব চ॥
রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞ! চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
শ্মশানজাতান্যন্যানি যানি চাকালজানি চ॥"
তথা—
"কূটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ং রোগং নিঃস্বত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি॥
বন্ধুজীবকপুষ্পাণি রক্তান্যপি চ দাপয়েৎ।
অনুক্তরক্তকুসুমদানাৎ দৌর্ভাগ্যমাপ্নুয়াৎ॥" (নারদীয় সপ্তম সহস্র)
"নার্চ্চয়েৎ তগরৈঃ সূর্য্যং ধূর্ত্তপুষ্পেণ কেশবং।
দেবীং লকুচপুষ্পৈশ্চ শঙ্করং নাগকেশরৈঃ॥" (পদ্মপু° উত্তরখণ্ড ১৩১)

বিষ্ণু বিষয়ে যে সকল পুষ্পের কথা বলা হইল, কৃষ্ণ দেবতা মাত্রেরই পূজায় ঐ সকল পুষ্প প্রশস্ত। ধূর্ত্তপুষ্পে বিষ্ণুপূজা, তগরপুষ্পে সূর্য্য, নাগকেশরপুষ্পে শিব এবং লকুচ-পুষ্পে স্ত্রী দেবতা পূজা করিতে নাই।

যোগিনীতন্ত্রে সপ্তম পটলে পুষ্পাধ্যায়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায়ং সমাসতঃ।
ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্ম্মল্লিকাজাতিকুঙ্কুমৈঃ॥" ইত্যাদি।

(যোগিনীতন্ত্র ৭ পঃ)

ঋতুপুষ্প, অর্থাৎ যে ঋতুতে যে পুষ্প হয়, সেই পুষ্প, মল্লিকা, জাতি, সিত, রক্ত ও নীলপদ্ম, কিংশুক, তগর, জবা, কনকচম্পক, বকুল, মন্দার, কুন্দপুষ্প, কুরুণ্ডক, বন্ধুক প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা কেশবার্চ্চন করিবে।

দেবীপূজায় প্রশস্ত পুষ্প।—বকুল, মন্দার, কুন্দ, কুরুণ্ডক, করবীর, অর্কপুষ্প, শাল্মলী, অপরাজিতা, দমন, সিন্ধুবার, মরুবক, মালতী, মল্লিকা, জাতী, যূথিকা, মাধবীলতা, পাটলা, করবীর, জবা, তর্কারিকা, কুব্জক, তগর, কর্ণিকার, চম্পক, আম্রাতক, বাণ, বর্ব্বরা, মল্লিকা, অশোক, লোধ্র ও তিলক প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা দেবীপূজাই প্রশস্ত। (বরাহপু°)

তন্ত্রোক্ত দেবীপ্রিয় পুষ্প—করবীর ও জবা পুষ্প স্বয়ং কালীস্বরূপ। এই করবীর ও জবা পুষ্পদ্বারা কালী ও তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যাপূজনে সাধক সকল পাপ-রহিত হইয়া শিবতুল্য হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুই সংশয় নাই।

"শুক্লং কৃষ্ণং তথা পীতং হরিতং লোহিতং তথা।
করবীরং মহেশানি! জবাপুষ্পং তথৈব চ॥
স্বয়ং কালী মহামায়া স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী।
অনাদরং ন কর্ত্তব্যং কৃত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥
যে সাধকা জগন্মাতরর্চ্চয়ন্তি শিবপ্রিয়াং।
এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি! স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥"

(পুরশ্চরণরসোল্লাস ১০ম পটল)

জবা, দ্রোণ, কৃষ্ণা, মালূর ও করবীর এই সকল পুষ্প শ্বেতচন্দন সংযুক্ত এবং রক্তচন্দন-বিলেপিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা প্রভৃতির পূজা করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সাধক স্বয়ং বিশ্বেশ্বরতুল্য হইয়া থাকে।

নানা প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইলে একটী করবীর পুষ্প ও দুই সহস্র পদ্মদ্বারা কালী ও তারা প্রভৃতি দেবীর পূজা করিলে সকল প্রকার উৎপাত বিনষ্ট হয় ও পরে নানা সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। বক, জাতি, নীলোৎপল, পদ্ম, রুদ্রজট, কৃষ্ণাপরাজিতা, মালূরপত্র, দ্রোণ ও কেতকীপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা

স্ত্রীদেবতা সকলের পূজা বিশেষ প্রশস্ত। প্রায় সকল তন্ত্রেই এই সকল পুষ্পের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে।

যোগিনীতন্ত্র ৭ম পটল, পুরশ্চরণরসোল্লাস ১০ম পটল, বৃহন্নীলতন্ত্র ২য় পটল প্রভৃতিতে এই সকল পুষ্পের বিশেষ বিবরণ ও প্রশংসাদির বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় লিখিত হইল না।

পুষ্পের নানা প্রকার গহনা, মালা ও তোড়াদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। [পুষ্পমণ্ডন দেখ।] পুষ্পক্রীড়ায় বর্ণনীয় বিষয়—

পুষ্পচয়ন, পুষ্পার্পণে দয়িতার্থিতা, মালা, গোত্রস্খলনের্ষ্যা, বক্রোক্তি ও সম্ভ্রমাশ্লেষ। (কবিকল্পলতা) [ফুল দেখ।]

২ স্ত্রীরজঃ, স্ত্রীদিগের ঋতুকালকে পুষ্পোদ্গম কহে। স্ত্রীদিগের পুষ্পোদ্গমের পর তাহারা যুবতী এবং যতদিন পুষ্পোদ্গম না হয়, ততদিন কন্যকা নামে অভিহিত হয়।

"পুষ্পকালে শুচিস্তস্মাদপত্যার্থী স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ।" (সুশ্রুত)

পুত্রকামী স্ত্রীর পুষ্পকালে শুচি হইয়া স্ত্রীতে উপগত হইবেন।

এই পুষ্প দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ পুষ্প অর্থাৎ বিশুদ্ধ শোণিত ফলিত অর্থাৎ গর্ভধারণে সমর্থ হয়। অশুদ্ধ পুষ্প ফলিত হয় না।

সুশ্রুতের মতে যে ঋতুশোণিতের বর্ণ শশকশোণিতের ন্যায় বা লাক্ষারসের মত এবং যাহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হয় না, এইরূপ ঋতুশোণিত বিশুদ্ধ। ত্রিদোষ ও শোণিত এই চারিটী পৃথক্‌রূপে বা ইহাদের দুইটী অথবা সমস্ত মিলিয়া ঋতুশোণিতকে দূষিত করে। ঋতুশোণিত দূষিত হইলে সন্তান জন্মে না।

(সুশ্রুত শারীরস্থান ২ অঃ)

চরক ও সুশ্রুতে শারীরস্থানে শুক্র ও শোণিতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। রসরত্নাকরে লিখিত আছে—যাহার পুষ্প (ঋতুশোণিত) বাত-হত হয়, তাহার ফল (সন্তান) হয় না, ইহাতে যোনিশূল ও কটিশূল হইয়া থাকে এবং বহু পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে। যাহার পুষ্প পিত্তহত হয়, তাহারও সন্তান হয় না, পরন্তু উষ্ণ জম্বুফল সদৃশ শোণিত নির্গত হইতে থাকে, এবং মহৎ কটিশূল ও উদরশূল জন্মে। যাহার পুষ্প শ্লেষ্মহত হয়, তাহারও সন্তান হয় না। এবং বহু পরিমাণে পিচ্ছিল ঘন শোণিতস্রাব এবং যোনি ও নাভিদেশে দারুণ শূল হইয়া থাকে।*

[ইহার বিশেষ বিবরণ রজস্, আর্ত্তব, ঋতু, ঋতুমতী ও রজস্বলা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

তান্ত্রিকেরা পুষ্পিতা (ঋতুমতী) স্ত্রীলোক দ্বারা নানা প্রকার তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

৩ চক্ষুরোগবিশেষ। চলিত ফুলী।

হারীতের চিকিৎসিত-স্থানে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বাহারবিহারৈস্তু নেত্রে পুষ্পঞ্চ জায়তে।
প্রথমং সুখসাধ্যং স্যাৎ দ্বিতীয়ং কষ্টসাধ্যকং॥
তৃতীয়ং শস্ত্রসাধ্যন্তু চতুর্থং দুঃখসাধ্যকম্॥" ইত্যাদি।

(হারীত চিকি° ৪৪ অঃ)

অসময়ে আহার ও বিহার এবং নেত্ররোগে যে সকল দ্রব্যাদি ভোজন নিষিদ্ধ, তাদৃশ আহারাদি দ্বারা চক্ষুতে পুষ্পরোগ জন্মে। প্রথম সুখসাধ্য, দ্বিতীয় কষ্টসাধ্য, তৃতীয় শস্ত্রসাধ্য এবং চতুর্থ অসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—শঙ্খপুষ্প, লোধ, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যদি বায়ু কুপিত হইয়া ঐ পুষ্পরোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাঁজিদ্বারা, পিত্তকুপিত হইয়া হইলে পয়ঃ দ্বারা ও শ্লেষ্মা কুপিত হইলে মূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া ছায়াতে শুকাইতে হইবে। পরে ইহা দ্বারা কজ্জল করিয়া চক্ষুতে দিলে ঐ পুষ্পরোগ নিরাকৃত হয়। (হারীত চিকি° ৪৪ অঃ)

অন্যবিধ—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বিভীতক-মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমানভাগে বিভাগ করিয়া ছাগদুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পুষ্পরোগে প্রয়োগ করিলে দ্বিবার্ষিক পুষ্পরোগ এক মাসে আরোগ্য হয়। ইহার নাম চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি এবং ইহা দৃষ্টিপ্রসাদনী।

(চক্রপাণিদত্ত)

৪ ঘোটকলক্ষণবিশেষ। অশ্ববৈদ্যকে লিখিত আছে—

"আগন্তবস্তরঙ্গস্য যে ভবন্ত্যন্যবর্ণগাঃ।
বিন্দবঃ পুষ্পসংজ্ঞাস্তু তে হিতাহিতসংজ্ঞকাঃ॥" (অশ্ববৈ° ৩৮২)

অশ্ব যে বর্ণের তাহার শরীরে তদ্ভিন্ন বর্ণের যে সকল বিন্দু বিন্দু চিহ্ন হয়, তাহাকে পুষ্প কহে। এই পুষ্প-চিহ্ন হিত ও অহিত ভেদে দুইপ্রকার। কোন কোন স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে হিত অর্থাৎ শুভ এবং কোন স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অশুভ হয়। ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

অপান, ললাট, ভ্রূমধ্য, মূর্দ্ধা, নিগাল ও কেশান্ত এই সকল

---

* "যস্যা বাতহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে।
অতঃ শুষ্কঞ্চ কুসুমং মেদোদকসমন্বিতং॥
কটিশূলং যোনিশূলং বহুরক্তঞ্চ দৃশ্যতে।
যস্যাঃ পিত্তহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে॥
জম্বুফলং সমকোষ্ণং তস্যা বহতি শোণিতং।
কটিশূলং মহচ্চৈব উদরে শূলমেব চ।
যস্যাঃ শ্লেষ্মহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে।
বহুলং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং ঘনং স্রবতি শোণিতং॥
যোনৌ নাভৌ তু শূলানি ঋতৌ পরম দারুণং।" (রসরত্নাকর)

স্থানে পুষ্পচিহ্ন থাকিলে শুভ। ইহা ভিন্ন স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, কক্ষ, মুষ্ক ও হনু এই সকল স্থলে পুষ্পচিহ্ন থাকিলে স্বামীর হিতপ্রদ হয়। নাভি, কেশ, কণ্ঠ ও দন্ত এই সকল স্থলে অশ্বের পুষ্পচিহ্ন থাকিলে স্বামীর সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

অহিত চিহ্ন—অধরোষ্ঠ, কণ্ঠস্থল, প্রোথ, উত্তরোষ্ঠ, ঘোণা, গণ্ডদ্বয়, শঙ্খদ্বয়, ভ্রূদ্বয়, গ্রীবা, স্কন্ধদেশ, স্থূরক, স্ফিচ্‌প্রদেশ, পায়ু ও ক্রোড় এই সকল স্থলে অশ্বের পুষ্পচিহ্ন নিন্দিত।

অশ্বের যে সকল হিত-পুষ্পচিহ্নের বিষয় কথিত হইল, ঐ সকল পুষ্প-চিহ্নযুক্ত অশ্ব থাকিলে প্রভুর নানাবিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। অহিত চিহ্নযুক্ত ঘোটক থাকিলে প্রভুর প্রতিপদে বিপদ্‌ সম্ভাবনা। এই কারণ ঐরূপ পুষ্পচিহ্নযুক্ত অশ্ব কখনই রাখিবে না। পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পচিহ্ন সকল স্থলেই নিন্দনীয়। (অশ্ববৈদ্যক ৩৮২—৯২)

৫ বিকাশ। (মেদিনী)। ৬ কুবেরের রথ। পুষ্পরথ। ৭ পুষ্পাঞ্জন। (ভৈষজ্যরত্না° ভগন্দরচি°।) ৮ রসাঞ্জন। (হেমচ°) ৯ পুষ্করমূল। ১০ লবঙ্গ। (বৈদ্যকনি°)।

পুষ্পক (ক্লী) পুষ্পমিব পুষ্পৈর্ব্বা কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক, পুষ্প-সংজ্ঞায়াং কন্‌ বা। ১ রীতিপুষ্প। পুষ্পমিব প্রতিকৃতিঃ, (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্‌। ২ কুবের-বিমান, কুবেরের রথের নাম পুষ্পক-রথ। রাবণ কুবেরকে পরাজয় করিয়া পুষ্পক-রথ হরণ করিয়া লইয়া আসে। পরে বহুদিন এই রথ রাবণের অধিকারে ছিল, তৎপরে রামকর্ত্তৃক রাবণ হত হইলে এই রথ আবার কুবেরের নিকট যায়। এই রথ আকাশমার্গে বায়ুভরে চলিত। "নিরস্তগাম্ভীর্য্যমপাস্তপুষ্পকম্"। (মাঘ ১সর্গ)

৩ নেত্ররোগ, ফুলী। ৪ রত্নকঙ্কণ। ৫ রসাঞ্জন। ৬ লৌহ-কাংস্য। ৭ মৃদঙ্গারশকটী।

'পুষ্পকং রীতিপুষ্পে চ বিমানে ধনদস্য চ।
নেত্ররোগে তথা রত্ন-কঙ্কণে চ রসাঞ্জনে॥
লৌহকাংস্যে মৃদঙ্গারশকট্যাঞ্চ নপুংসকং॥' (মেদিনী)

পুষ্প-স্বার্থে-কন্‌। ৮ পুষ্প।

"সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্য পুষ্পকম্।"(গরুড়পু° ১৮২ অঃ)

(পুং) ৯ নির্ব্বিষ সর্পজাতিভেদ। গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, ও পুষ্পক প্রভৃতি নির্ব্বিষ জাতীয় সর্প। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ)

১০ পর্ব্বতভেদ।

"স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো [illegible]পর্ব্বতঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১৩)

১১ প্রাসাদের মণ্ডপভেদ। বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া তাহার অনুরূপ মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মণ্ডপ নানাপ্রকার, তাহাদের মধ্যে পুষ্পক, পুষ্পভদ্র, সুবৃত, মৃত নন্দন, কৌশল্য প্রভৃতি মণ্ডপ শুভজনক।*

পুষ্পক-মণ্ডপের লক্ষণ এইরূপ—

৬৪টী স্তম্ভ দ্বারা যে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়, তাহাকে পুষ্পক কহে।

"স্তম্ভা যত্র চতুঃষষ্টিঃ পুষ্পকঃ স উদাহৃতঃ।
দ্বাষষ্টি পুষ্পভদ্রস্তু ষষ্টিস্তু বৃত উচ্যতে॥" (বিশ্বকর্ম্মপ্র° ৬ অঃ)

অপরাজিতাপ্রভায় লিখিত আছে, যে স্তম্ভের চতুষ্কোণ আট ভাগে বিভক্ত, তাহাকে পুষ্পক কহে।

"পুষ্পকং নাম বিখ্যাতং চতুষ্কোণে অষ্টৌ কৃতা।"
(অপরাজিতাপ্র°)

১২ ইন্দ্রের প্রিয় শুকপক্ষিভেদ। যমকে দেখিলেই এই পক্ষী ভয়ে পলাইয়া যাইত, তজ্জন্য দেবগণ তাহার প্রাণরক্ষার জন্য যমকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কালহস্তে পক্ষী পরিত্রাণ পাইল না। দেবগণ অনুরোধ করিলেও মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

পুষ্পকরণ্ডক (ক্লী) পুষ্পাধার করণ্ড ইব কায়তীতি কৈ-ক, বহুতরমনোরমপুষ্পাধারকত্বাদস্য তথাত্বং। উজ্জয়নীস্থ শিবের উদ্যানভেদ।

"মহাকালস্ত্বোজ্জয়নী বিশালাবন্তিকা তথা।
তস্য উদ্যানকং জ্ঞেয়ং নাম্না পুষ্পকরণ্ডকম্॥" (শব্দমালা)

পুষ্পকরণ্ডিনী (স্ত্রী) পুষ্পকরণ্ডকং শিবোদ্যানমস্ত্যস্য। ইতি ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। উজ্জয়িনী।

'উজ্জয়িনী স্যাদ্বিশালাবন্তী পুষ্পকরণ্ডিনী।' (হেম)

পুষ্পকর্ণ (ত্রি) পুষ্পং কর্ণে যস্য। যাহার কর্ণে পুষ্প আছে।
(তৈত্তিরীয়-স° ৭।৩।১১।১)

পুষ্পকার (ত্রি) পুষ্পসূত্র-রচয়িতা, গোভিল।

পুষ্পকাল (পুং) পুষ্পস্য কালঃ। ১ স্ত্রীদিগের ঋতুর সময়। পুষ্পপ্রধানঃ কালঃ। ২ কুসুমপ্রধান বসন্তকাল।

পুষ্পকাসীস (ক্লী) পুষ্পমিব কাসীসং। পীতবর্ণ কাসীস। হীরাকস বিশেষ, পীতবর্ণ হীরাকস। পর্য্যায়—কংসক, নেত্রৌষধ, বৎসক, মলীমস, হ্রস্ব, বিষদ, নীলমৃত্তিকা। ইহার গুণ—তিক্ত, শীত, নেত্ররোগনাশক। ইহার লেপনে পামা ও কুষ্ঠাদি নানাবিধ ত্বক্‌দোষ বিনষ্ট হয়। (রাজনি°)। ভাব-

---

* "অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাঞ্চ লক্ষণং।
মণ্ডপান্‌ প্রবরান্‌ বক্ষ্যে প্রাসাদস্যানুরূপতঃ॥
বিবিধা মণ্ডপাঃ কার্য্যাঃ শ্রেষ্ঠমধ্যকনীয়সঃ।
নামতস্তান্‌ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ॥
পুষ্পকঃ পুষ্পভদ্রশ্চ সুবৃতো মৃতনন্দনঃ।
কৌশল্যো বুদ্ধিসংকীর্ণো গজভদ্রো জয়াবহাঃ।" (বিশ্বকর্ম্মপ্র° ৬ অঃ)

প্রকাশে লিখিত আছে, পীতবর্ণ কাসীসকে পুষ্পকাসীস কহে। ইহার গুণ—অম্ল-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, কেশের হিতকর, বায়ু, কফ, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগনাশক। (ভাবপ্র°)

পুষ্পকীট (পুং) পুষ্পপ্রিয়ঃ কীটঃ। ভ্রমর। (ত্রিকা°)। ২ কুসুম-কৃমিমাত্র, পুষ্পস্থিত কীটমাত্র।

পুষ্পকেতন (পুং) পুষ্পং কেতনং ধ্বজো যস্য। কামদেব।

পুষ্পকেতু (ক্লী) পুষ্পনির্ম্মিতঃ কেতুরিব। ১ কুসুমাঞ্জন। (পুং) ২ কামদেব।

পুষ্পগণ (পুং) পুষ্পাণাং গণঃ। পুষ্পবর্গ। অর্কপ্রকাশ-চিকিৎসায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—চারিপ্রকার স্থলপদ্ম, সেবতী, গুলদাবতী, নেপালী, গুলাব, গুলাবাস, দণ্ডিনী, জাতী, যূথী, রাজবল্লী, তিন প্রকার ক্ষুদ্র যূথী, চম্পক, নাগচম্পক, বকুল, কদম্ব, কুন্দ, শিবমল্লী, দুইপ্রকার কুব্জ, দুইপ্রকার কেতকী, কিঙ্কিরাত, কর্ণিকার, দুইপ্রকার অশোক, বাণপুষ্প, চারিপ্রকার কুরুণ্ডক, তিলক, মুচুকুন্দ, চারিপ্রকার বন্ধুক, চারি প্রকার জবা, দুই প্রকার কম্বুন্দরী, অগস্তি, দমন, মারু, পপরী, বহুবর্ণিকা, দুইপ্রকার পাটল, ও সূর্য্যমুখী এই সকল লইয়া পুষ্পগণ। (অর্কচিকিৎসাপ্র°)

পুষ্পগণ্ডিকা (স্ত্রী) নর ও নারীর বিরুদ্ধ অভিপ্রায় বা চেষ্টা।

পুষ্পগন্ধা (স্ত্রী) শুক্ল যূথিকা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পগবেধুকা (স্ত্রী) নাগবলা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পগিরি ১ (অপর নাম সুব্রহ্মণ্যশৈল) কোরগ রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমায় পশ্চিম-ঘাটের একটী শাখা। দক্ষিণ কানাড়া ও মহিসুরের হসন-জেলার মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪৪´ পূঃ; সমুদ্র হইতে ৫৬২৬ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই গিরি দুরারোহ, তথাপি এখানকার সুব্রহ্মণ্যদেবের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত অনেক লোক আসিয়া থাকে। পৌষমাসে এখানে মেলা হয়, তাহাতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

২ মান্দ্রাজের কড়াপা জেলাস্থ কড়াপা সহর হইতে ৮ মাইল উত্তরে ও পেন্নের নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত একটী শৈল। এখানে বৈত্তনাথস্বামী প্রভৃতির কএকটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও তন্মধ্যে খোদিত শিলালিপি দেখা যায়।

৩ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং-বর্ণিত উড্রারাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় অবস্থিত একটী গিরি ও তদুপরিস্থ একটী সঙ্ঘারাম। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, উপবাসের দিন এই সঙ্ঘারামের একটী প্রস্তরময় স্তূপ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইত এবং অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যাইত।

পুষ্পগৃহ (ক্লী) পুষ্পনির্ম্মিতং গৃহং। ফুলের ঘর।

পুষ্পগ্রন্থন (ক্লী) পুষ্পস্য গ্রন্থনং। ফুলগাঁথা, মালাগাঁথা।

পুষ্পঘাতক (পুং) হন্তীতি হন-ণ্বুল্, ঘাতকঃ, পুষ্পাণাং পুষ্পবৃক্ষাণাং ঘাতকঃ নাশকঃ। ধ্বংস। (শব্দমালা)

পুষ্পচাপ (পুং) পুষ্পমেব পুষ্পময়ো বা চাপো যস্য। কামদেব।

"সা সংমোহনবায়ব্য-বারুণাস্ত্রৈর্নিরন্তরৈঃ।
বিদ্ধেব পুষ্পচাপেন তৎক্ষণং সমলক্ষ্যত॥" (কথাসরিৎসা° ১৪।২৯)

পুষ্পাণাং চাপঃ। ২ ফুলধনুঃ, ফুলের ধনুক। (রঘু ১১।৪৫)

পুষ্পচামর (পুং) পুষ্পং চামর ইব যস্য। ১ দমনবৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ কেতকবৃক্ষ। (শব্দমা°)

পুষ্পজ (ক্লী) পুষ্পাজ্জায়তে জন-ড। ১ পুষ্পরস। (ত্রি) ২ পুষ্পজাতমাত্র। "অপারয়ন্তং কিল পুষ্পজং রজঃ।" (সাহিত্যদ°) গোলাপ জল প্রভৃতি। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ পুষ্পশর্করা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পজাতি (স্ত্রী) মলয়পর্ব্বত হইতে নির্গতা নদীভেদ।

পুষ্পজাসব (পুং) পদ্মাদি দশবিধ পুষ্পজাত আসব। পদ্ম, উৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুণ্ডরীক, শতপত্র, মধুক, প্রিয়ঙ্গু ও ধাতকী এই দশবিধ পুষ্প দ্বারা এই আসব প্রস্তুত হয়।

"পদ্মোৎপলনলিন-কুমুদ-সৌগন্ধিক-পুণ্ডরীকশতপত্রমধুকপ্রিয়ঙ্গু-ধাতকীপুষ্পদশমাঃ পুষ্পাসবা ভবন্তি।" (চরকসূত্রস্থা° ২৫ অঃ)

পুষ্পদ (পুং) পুষ্পং দদাতীতি দা-ক। ১ বৃক্ষ। (হেম) (ত্রি) ২ পুষ্পদাতৃমাত্র।

পুষ্পদংষ্ট্র (পুং) পুষ্পমিব দংষ্ট্রা যস্য। নাগভেদ। (হরিব° ৩)

পুষ্পদন্ত (পুং) পুষ্পমিব শুক্লো দন্তো যস্য। ১ বায়ুকোণস্থ দিগ্‌গজ। ২ বিদ্যাধরবিশেষ। ৩ বর্ত্তমান অবসর্পিণীর নবম জৈনভেদ। (হেম) ৪ নাগভেদ। (ধরণি) (ভারত ৭।২০০।৭০)

৫ পার্ব্বতীপ্রদত্ত কার্ত্তিকেয়ের অনুচর-বিশেষ।

"উন্মাদং পুষ্পদন্তঞ্চ শঙ্কুকর্ণং তথৈব চ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্ব্বতী শুভদর্শনা॥" (ভারত ৯।৪৫।৪৯)

৬ বিষ্ণুর অনুচরবিশেষ। (ভাগ° ৮।২১।১৭)

৭ শিবের অনুচরভেদ। মহিম্নস্তবপ্রণেতা গন্ধর্ব্বরাজ বিশেষ।

কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে,—পুষ্পদন্ত নামে এক শিবের অনুচর ছিল, এই অনুচর গোপনে শিবপার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেন, সেই শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্ত্যলোকে কাত্যায়ন-বররুচি নামে কৌশাম্বী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয়, এই বালক শ্রুতিধর এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে বিদ্যালাভ করিবে। [ইহার বিশেষ বিবরণ বররুচি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত কোন্ সময়ে শিবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করায় খেচরত্ব-ভ্রষ্ট হন, পরে মহাদেবের স্তব করিতে থাকেন, এই স্তব

মহিম্নস্তব নামে খ্যাত। এই স্তব করায় পুষ্পদন্ত পুনরায় খেচরত্ব প্রাপ্ত হন। মহিম্নস্তব শিবপূজায় পঠিত হইয়া থাকে। পার্ব্বতীর সঙ্গিনী জয়া এই পুষ্পদন্তের পত্নী ছিলেন। ৮ শত্রুঞ্জয়-গিরির নামান্তর। ৯ চন্দ্র-সূর্য্য।

'পুষ্পদন্তো পুষ্পবন্তাবেকোক্ত্যা শশিভাস্করৌ।' (হেম)।

(ক্লী) ১০ নগরদ্বারভেদ। (হরিব°)

পুষ্পদন্তক (পুং) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ইনি মহিম্নস্তব-প্রণেতা।

পুষ্পদন্ততীর্থ (ক্লী) শন্তল গ্রামের অন্তর্গত তীর্থভেদ। (শন্তলমাহাত্ম্য)

পুষ্পদন্তভিদ্ (পুং) শিব।

পুষ্পদামন্ (ক্লী) পুষ্প-নির্ম্মিতং দাম। ১ পুষ্পনির্ম্মিত মাল্য। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। লক্ষণ—

"ভূতা শ্বাশ্বান্তং মতনসররগৈঃ কীর্ত্তিতং পুষ্পদাম"। (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

পুষ্পদ্রব (পুং) পুষ্পাণাং দ্রবঃ। পুষ্পরস, পর্য্যায়—পুষ্পসার, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পজ, পুষ্পনির্য্যাসক, পুষ্পাম্বুজ, ইহার গুণ—কষায়, গৌল্যত্ব, দাহ, ভ্রম, আর্ত্তি, বমি, মোহ, মুখাময়, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফদোষ ও অরুচিনাশক। সারক ও সন্তর্পণ। (রাজনি°) গোলাপজল প্রভৃতিকে পুষ্পদ্রব কহে। ২ মধু।

পুষ্পদ্রুম (পুং) পুষ্পবৃক্ষ, ফুলের গাছ।

পুষ্পদ্রুমকুসুমিতমুকুট (পুং) গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

পুষ্পধ (পুং) ব্রাত্যবিপ্রজাত জাতিভেদ। মনুতে এই জাতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকন্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥" (মনু ১০।২১)

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ সবর্ণা পত্নীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারা 'পুষ্পধ' জাতিমধ্যে পরিগণিত।

পুষ্পধনুস্ (পুং) পুষ্পং ধনুর্যস্য, বিকল্পে ন অনঙ্। ১ কামদেব। ২ পুষ্পের ধনুঃ, ফুলের ধনুক।

পুষ্পধন্বন্ (পুং) পুষ্পং ধনুর্যস্য, (ধনুষশ্চ। পা ৫।৪।১৩২) ইতি অনঙ্ আদেশঃ। ১ কামদেব।

"সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা॥" (কুমারস° ২।৬৪)।

২ ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর, সীসক, লৌহ, অভ্র, ও বঙ্গ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতুরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু, শিমূলমূল ও পানের রসে ভাবনা দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° ধ্বজভঙ্গাধি°)।

পুষ্পধর (পুং) মহাদেব। (ভারত ৩।২৪।২৪।)

পুষ্পধারণ (পুং) পুষ্পং ধারয়তি ধারি-ল্যু। বিষ্ণু। (ভারত শান্তিপ° ৭ অঃ)

পুষ্পধ্বজ (পুং) পুষ্পং ধ্বজো যস্য। পুষ্পকেতন, কামদেব।

পুষ্পনিক্ষ (পুং) পুষ্পং নিক্ষতি চুম্বতীতি পুষ্প-নিক্ষ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১)। ভ্রমর। (শব্দচ°)

পুষ্পনির্যাস (পুং) পুষ্পস্য নির্যাসঃ। পুষ্পরস, মকরন্দ।

"পুষ্পনির্যাসকঃ শীতঃ কষায়ঃ স্থৌল্যকারকঃ।
দাহভ্রমার্ত্তিবমিমুৎ মোহবক্ত্রাময়প্রণুৎ॥" (রাজনি°)

ইহার গুণ—শীতল, কষায়, স্থৌল্যকারক, দাহ, ভ্রম, পীড়া, বমি, মোহ, বক্ত্রপীড়া, তৃষ্ণা, কফ, পিত্ত ও অরুচি-নাশক। (রাজনি°)

পুষ্পনেত্র (ক্লী) পুষ্প-নির্ম্মিতং নেত্রং। পুষ্প-নির্ম্মিত বস্তি-শলাকাবয়বভেদ। ফুলের বস্তি শলাকারূপ অবয়ব।

"ক্ষারবৃক্ষকষায়স্তু পুষ্পনেত্রেণ যোজিতম্।" (সুশ্রুত)

পুষ্পন্ধয় (পুং) পুষ্পং ধয়তীতি ধেট-পানে খশ্ (অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্। ১ ভ্রমর। (রাজনি°)

(ত্রি) ২ পুষ্পরসপানকর্ত্তা।

পুষ্পপত্র (ক্লী) পুষ্পস্য পত্রং। পুষ্পদল, ফুলের পাপড়ি।

পুষ্পপত্রিন্ (পুং) পুষ্পং তন্ময়ঃ পত্রী বাণো যস্য। কুসুমশর, কামদেব।

পুষ্পপথ (পুং) পুষ্পস্য স্ত্রীরজসঃ পন্থাঃ সরণিঃ। স্ত্রীদিগের ঋতুরজের নির্গমদ্বার, যোনি। (ত্রিকা°)

পুষ্পপাণ্ডু (পুং) মণ্ডলি-সর্পভেদ। (সুশ্রুত)

পুষ্পপিণ্ড (পুং) অশোক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পপুট (পুং) ১ পুষ্পের আবরণ। ২ তদ্বৎ হস্তস্থাপন।

পুষ্পপুর (ক্লী) পুষ্পবৎ পাটলিপুষ্পযুক্তং তদ্বৎ শোভাজনকং বা পুরং। পাটলিপুত্রনগর।

"অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাং॥" (রঘু ৬।২৪)। [পাটলিপুত্র দেখ।]

২ কাশীর নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম।

পুষ্পপ্রচয় (পুং) পুষ্প-প্র-চি-অচ্। চৌর্য্যদ্বারা কুসুম-হরণ।

পুষ্পপ্রচায় (পুং) পুষ্প-প্র-চি 'হস্তাদানে চেরস্তেয়ে' ইতি-ঘঞ্, হস্তাদান ইত্যনেন প্রত্যাসত্তিরাদেয়স্য গম্যতে। (সি° কৌ°) হস্তদ্বারা কুসুম-চয়ন।

পুষ্পপ্রচায়িকা (স্ত্রী) পর্য্যায়েণ পুষ্পাণাং চয়নং, প্র-চি ণ্বুল্, তদন্তস্য স্ত্রীত্বং, ক্রীড়াত্বাৎ নিত্যস°, আত্ত্যদাত্ততা চ। পরিপাটী-পূর্ব্বক কুসুম চয়ন।

পুষ্পফল (পুং) পুষ্পযুক্তং ফলং যস্য। ১ কুষ্মাণ্ড। (শব্দমালা)। ২ কপিত্থ, কদ্‌বেল। (স্ত্রী) ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ।

পুষ্পফলশাক (পুং) পুষ্পশাক ও ফলশাক মাত্র, অলাবুশাক প্রভৃতি, লাউশাক প্রভৃতি। ইহার গুণ পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক স্বাদু, মূত্র ও পুরীষবর্দ্ধক।

পুষ্পফলা (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ডলতা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পফলদ্রুম (পুং) ফলফুলে শোভিত বৃক্ষ।

পুষ্পবলি (পুং) পুষ্পোপহার।

পুষ্পভদ্র, মণ্ডপভেদ, যে মণ্ডপে ৬২টী স্তম্ভ থাকে।

(বিশ্বকর্ম্মপ্র° ৬ অঃ)

পুষ্পভদ্রক (ক্লী) দেবোদ্যানবিশেষ।

"বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ॥"(ভাগ° ৩।২৩।৩৯)

পুষ্পভদ্রা (স্ত্রী) ১ একাম্রকাননের নিকট প্রবাহিত নদী ভেদ। ২ মলয়ের পশ্চিমে প্রবাহিত নদী ভেদ। (ব্রৈহ্মবৈ°)

পুষ্পভব (পুং) মকরন্দ, মধু।

পুষ্পভূতি, (পুষ্যভূতি) ১ সম্রাট্ হর্ষদেবের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি শৈব ছিলেন। (শ্রীহর্ষচরিত)

২ কাম্বোজের একজন হিন্দুরাজা। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

পুষ্পভূষিত (ত্রি) পুষ্পেণ ভূষিতঃ। ১ কুসুমালঙ্কৃত, পুষ্পদ্বারা ভূষিত। ২ বণিক্‌নায়ক রূপকপ্রকরণভেদ। (সাহিত্যদ° ৬।৫১১) [প্রকরণ শব্দ দেখ।]

পুষ্পমঞ্জরিকা (স্ত্রী) ইন্দীবরলতা, নীলপদ্মিনী। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পমঞ্জরী (স্ত্রী) ১ ঘৃতকরঞ্জ, ঘোড়া করঞ্জ। ২ পুষ্পের মঞ্জরী।

পুষ্পমণ্ডন (ক্লী) ফুলে গড়া সাজসজ্জাদি অলঙ্কার। রূপগোস্বামি-রচিত বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকায় নানা পুষ্পালঙ্কার ও তাহার রচনা-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

'কিরীট, বালপাশ্যা, কর্ণপূর, ললাটিকা, গ্রৈবেয়ক, অঙ্গদ, কাঞ্চী, কটকা, মণিবন্ধনী, হংসক, ও কঞ্চুকী ইত্যাদি বিবিধ প্রকার পুষ্পমণ্ডন আছে। মণি এবং সুবর্ণাদি নির্ম্মিত ভূষণের যেরূপ আকার প্রকার হয়, কুসুমেরও তাদৃশ আকার প্রকার হইয়া থাকে।[১]

কিরীট—মাণিক্য, গোমেদ, মুক্তা ও ইন্দ্রমণির ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট রঙ্গণী, হেমযূথী, নবমালী ও সুমালী নামক চারিটী কুসুম শোভা অনুসারে উত্তমরূপে বিন্যস্ত করিয়া এই কিরীট নির্ম্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণকেতকীর কোরকচ্ছদ দ্বারা ইহার সাতটী শিখা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা বিচিত্র ধাতুদ্বারা চিত্রিত হইলে ভগবান্ হরির চিত্তহারী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পুষ্পপারনামে যে কিরীট আছে, উহা রত্নপার হইতেও সমধিক প্রিয়। এই পুষ্পপার কিরীটের নির্ম্মাণ-কৌশল সখী ললিতা রাধার নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবর্ণের পাঁচটী কুসুম দ্বারা ইহার পাঁচটী শিখা নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং কোরকদ্বারাও ইহার নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, এই পুষ্পপার রাধিকার মুকুটালঙ্কার হইবে।[২]

বালপাশ্যা—যদি কেশবন্ধনডোরী, সুরচিত কোরকাদি দ্বারা গাঢ়রূপে গুম্ফিত হইয়া বলিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, তবে উহাকে বালপাশ্যা কহে।[৩]

কর্ণপুর—শিল্পিগণ এই কর্ণপূরকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা তাড়ঙ্ক, কুণ্ডল, পুষ্পী, কর্ণিকা ও কর্ণবেষ্টন।[৪] ইহার মধ্যে তাড়ঙ্ক আবার দুই প্রকার। চিত্র বিচিত্র কুসুমদ্বারা এক প্রকার প্রস্তুত হয়; অন্যপ্রকার সুবর্ণকেতকীর দল দ্বারা তৈয়ারি হইয়া থাকে। এই তাড়ঙ্ক তালপত্রাকৃতি অলঙ্কার।[৫]

কুণ্ডল—ইহা ময়ূর, মকর, পদ্ম ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিরূপে বহুপ্রকারে

---

(১) "কিরীটং বালপাশ্যা চ কর্ণপূরো ললাটিকা।
গ্রৈবেয়কাঙ্গদে কাঞ্চী কটকা মণিবন্ধনী॥
হংসকঃ কঞ্চুকীত্যাদি বিবিধং পুষ্পমণ্ডনং।
মণিস্বর্ণাদিক্‌প্তস্য মণ্ডনস্যাত্র যাদৃশঃ।
আকারশ্চ প্রকারশ্চ কুসুমস্য চ তাদৃশঃ॥

(২) তত্র কিরীটং।
রঙ্গণীহেমযূথীভির্নবমালীসুমালিভিঃ।
ধৃতমাণিক্যগোমেদ-মুক্তেন্দ্রমণিকান্তিভিঃ॥
বিন্যস্তাভির্যথাশোভমাভিঃ সুষ্ঠু বিনির্ম্মিতং।
কৃতসপ্তশিখং হেম-কেতকীকোরকচ্ছদৈঃ॥
বিচিত্রৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈশ্চিত্তহারী হরেরিদং।
কিরীটং পুষ্পপারাখ্যং রত্নপারাদপি প্রিয়ং॥
গান্ধর্ব্বাতঃ কৃতিং যস্য ললিতা সমশিক্ষত।
তত্তু পঞ্চশিখং পুষ্পৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্বিনির্ম্মিতং॥
কোরকৈরপি গান্ধর্ব্বাভূষণং মুকুটং ভবেৎ॥

(৩) বালপাশ্যা।
কেশবন্ধনডোরী চ রচিতৈঃ কোরকাদিভিঃ।
আবলিগুম্ফিতা গাঢ়ং বালপাশ্যেতি কীর্ত্তিতা॥

(৪) কর্ণপূরঃ।
তাড়ঙ্ককুণ্ডলং পুষ্পী কর্ণিকা কর্ণবেষ্টনং।
ইতি পঞ্চবিধং প্রোক্তং কর্ণপূরোঽত্র শিল্পিভিঃ॥

(৫) তাড়ঙ্কঃ।
তালপত্রাকৃতিস্ত্বা তাড়ঙ্কঃ স দ্বিধোদিতঃ।
চিত্রপুষ্পকৃতঃ স্বর্ণ-কেতকীদলজস্তথা॥

অভিহিত। এই কুণ্ডল স্বীয় স্বীয় অনুরূপ কুসুম দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।[৬]

পুষ্পিকা—ক্রমান্বয়ে চারিবর্ণের চারিটী পুষ্প মণ্ডলাকারে সন্নিবেশিত করিয়া উহার মধ্যে মধ্যে এক একটী গুগ্গা গাঁথিতে হইবে। পরে স্তবকাকৃতি হইলে, তাহাই পুষ্পিকা।[৭]

কর্ণিকা—ইহার আকৃতি পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়। ইহার মধ্যে মধ্যে ভৃঙ্গিকা ও দাড়িমীপুষ্প গাঁথিয়া পীতবর্ণ ফুল দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।[৮]

ললাটিকা—ইহা দ্বিবিধ বর্ণের পুষ্পদ্বারা রচনা করিতে হইবে। ইহার দুইটী পার্শ্ব এবং মধ্যদেশ শোণবর্ণ হইবে। এই পুষ্পপাটীর নাম ললাটিকা। ইহা অলকাশ্রেণীর মূলভাগে রাখিতে হয়।[৯]

গ্রৈবেয়ক-ইহা বর্ত্তুলাকার চঞ্চলাগ্রবিশিষ্ট, কোষ্ঠিকাকুসুমসমূহ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধ এবং মধ্যদেশ উক্ত কুসুম ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের কুসুম দ্বারা তৈয়ারি করিতে হইবে। ইহার নাম গ্রৈবেয়ক।[১০]

অঙ্গদ—ইহা মণ্ডলাকৃতি এবং লতাতন্তু-প্রোত মনোহর পুষ্প দ্বারা ইহা রচিত হইয়া থাকে। ইহার মুখভাগ উপর্য্যুপরি গ্রথিত ত্রিবিধবর্ণের তিনটী কুসুম দ্বারা রচিত হয়। ইহার নাম অঙ্গদ।[১১]

কাঞ্চী—ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝল্লরী এবং বিচিত্র গুম্ফন থাকিবে এবং ইহা পঞ্চবিধ বর্ণের কুসুমদ্বারা রচিত হয়। ইহার নাম কাঞ্চী।[১২]

কটকা—ইহা অনেক প্রকার হইয়া থাকে। বিকশিত নানাজাতীয় অনেকগুলি কুসুমের বোঁটা কাটিয়া পরে এক একটী পুষ্প তির্য্যগ্‌ভাবে লতাতন্তুতে গাঁথিয়া এই কটকা তৈয়ারি করিতে হয়, ইহা নানা প্রকার।[১৩]

মণিবন্ধনী—চতুর্বিধ বর্ণের কুসুম দ্বারা ইহার ক্রোড়দেশ তৈয়ারি করিতে হয় এবং তিনটী ধারা গুচ্ছ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইবে। এই পুষ্পজাত করডোরী মণিবন্ধনী বলিয়া অভিহিত।[১৪]

হংসক—ইহা পৃথুল অর্থাৎ চওড়া এবং চতুরস্র। ইহাতে পুষ্পের শৃঙ্গাট (চতুষ্পথ) লম্বিত থাকিবে। ইহার কুসুমনির্ম্মিত পাশী গুম্ফন হওয়ায় সাতিশয় উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইয়া থাকে। ইহাকে হংসক কহে।[১৫]

কঞ্চুকী—ছয়বর্ণের ছয়টী পুষ্প বিন্যাস করিলে তাহার সৌন্দর্য্যে অতিশয় চিত্রিত ও কস্তূরী দ্বারা সুবাসিত হইয়া যাহার গুচ্ছ কণ্ঠদেশে বিলম্বিত হইবে, তাহার নাম কঞ্চুকী।[১৬]

ছত্র—ছত্র তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শলাকাসমূহ দ্বারা গ্রথিত কতকগুলি শুক্লবর্ণের কুসুমদ্বারা অন্য অবয়ব সকল তৈয়ারি করিয়া সুবর্ণযূথীবিন্যাসে ইহার দণ্ডদেশ আচ্ছাদন করিতে হইবে। ইহা ছত্র বলিয়া কথিত।[১৭]

---

(৬) কুণ্ডলং।
ময়ূরমকরাম্ভোজ-শশাঙ্কার্দ্ধাদিসন্নিভং।
স্বানুরূপৈঃ কৃতং পুষ্পৈঃ কুণ্ডলং বহুধোদিতং॥

(৭) পুষ্পী।
চতুর্ব্বর্ণৈঃ ক্রমাৎ পুষ্পৈশ্চক্রবালতয়া কৃতঃ।
মধ্যপর্য্যুপ্তগুঞ্জোঽয়ং স্তবকঃ পুষ্পিকোচ্যতে॥

(৮) কর্ণিকা।
রাজীবকর্ণিকাকারা পীতপুষ্পৈর্ব্বিনির্ম্মিতা।
ভৃঙ্গিকাদাড়িমীপুষ্প-প্রোতমধ্যাত্র কর্ণিকা॥

(৯) ললাটিকা।
দ্বিবর্ণপুষ্পরচিতা দ্বিপার্শ্বা শোণমধ্যমা।
অলকাবলিমূলস্থা পুষ্পপাটী ললাটিকা॥

(১০) গ্রৈবেয়কং।
বর্ত্তুলাশ্চতুরস্রা বা কৌসুম্ভ্যো যত্র কোষ্ঠিকাঃ।
তদন্তবর্ণপুষ্পোর্দ্ধমধ্যা গ্রৈবেয়কং ভবেৎ॥

(১১) অঙ্গদং।
কল্পপুষ্পৈর্লতাতন্তু-প্রোতৈর্ম্মণ্ডলতাং গতৈঃ।
ত্রিবর্ণৈ পর্য্যপর্য্যুপ্তত্রিপুষ্পাননমঙ্গদং॥

(১২) কাঞ্চী।
ক্ষুদ্রঝল্লরীসংবীতা চিত্রগুম্ফকরম্বিতা।
পঞ্চবর্ণৈর্বিরচিতা কুসুমৈঃ কাঞ্চিরুচ্যতে॥

(১৩) কটকা।
কৃত্তবৃন্তৈর্লতাতন্তৌ প্রোতৈরেকৈকসন্তি বঃ।
কল্পিতা বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ কটকা বহুধোদিতাঃ

(১৪) মণিবন্ধনী।
চতুর্ব্বর্ণপ্রসূনাঙ্কা গুচ্ছলম্বিত্রিধারিকা।
করডোরী কুসুমজা কীর্ত্তিতা মণিবন্ধনী॥

(১৫) হংসকঃ।
পৃথুলা চতুরস্রাঙ্গী পুষ্পশৃঙ্গাটলম্বিকা।
পাশী সৌমনসীগুম্ফে স্ফূরন্তী হংসকোচ্যতে॥

(১৬) কঞ্চুকী।
ষড়্‌বর্ণপুষ্পবিন্যাস-সৌষ্ঠবেনাতিচিত্রিতা।
কস্তূরীবাসিতা কণ্ঠ-লম্বিগুচ্ছাত্র কঞ্চুকী॥

(১৭) অথ ছত্রং।
শুক্লৈঃ সূক্ষ্মশলাকালিপর্য্যস্তৈঃ কুসুমৈঃ কৃতং।
স্বর্ণযূথীচিতিচ্ছন্ন-দণ্ডং ছত্রমুদীর্য্যতে॥

শয়ন—ইহার পর্য্যন্ত ভাগ চম্পক ও অশোক দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। ইহার বালিশ কুসুমদ্বারা গুম্ফিত এবং নবমালী পুষ্প তুলারূপে ইহাতে বিস্তীর্ণ করিতে হইবে। ইহাকে শয়ন অর্থাৎ শয্যা কহে।১৮

উল্লোচ—ইন্দ্রচাপ-সদৃশ, বিচিত্র পুষ্প বিন্যাসদ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, খণ্ড খণ্ড কেতকীপত্র ও মল্লীপুষ্প ইহার চারিদিকে লম্বিত করিতে হয়। ইহাতে মুক্তা ঝুরীর ন্যায় সিন্ধুবার পুষ্প সকল লাগাইতে হয় এবং ইহার মধ্যস্থলে একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম ঝুলাইতে হইবে। ইহাকেই উল্লোচ বা চন্দ্রাতপ কহে।১৯

বেশ্ম—অর্থাৎ গৃহ, ইহা নির্ম্মাণ করিতে হইলে শরকাণ্ড দ্বারা ইহার স্তম্ভ করিয়া পুষ্প পত্রাদি দ্বারা উহা ঢাকিতে হইবে এবং ইহা বিবিধ পুষ্প দ্বারা চারিখণ্ড করিতে হয়। ইহাকে বেশ্ম কহে।২০

পুষ্পময় (ত্রি) পুষ্প স্বরূপার্থে ময়ট্। পুষ্পস্বরূপ, ফুলময়।

পুষ্পমালা (স্ত্রী) পুষ্পাণাং মালা। ফুলের মালা।

পুষ্পমাস (পুং) পুষ্পাণাং মাসঃ, পুষ্পপ্রধানো মাসো বা। বসন্ত। এই সময় নানাবিধ পুষ্প হয়, এই জন্য বসন্তকালকে পুষ্পমাস কহে।

"মাসান্ বৈ পুষ্পমাসাদীন্ গণয়স্ত মম স্ত্রিয়ঃ।" (হরিব° ৫৬।৪)

পুষ্পমিত্র, (পুষ্যমিত্র) একজন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে মগধে রাজত্ব করিতেন। পুরাণ-মতে—ইনি শুঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা, মৌর্য্যবংশের পর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অনেকের মতে—মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহার সময় বিদ্যমান ছিলেন। ইনি যাগযজ্ঞপ্রিয় হিন্দু নরপতি। জিনসেনের হরিবংশ মতে—এই পুষ্পমিত্রবংশ ৩০ বর্ষকাল রাজত্ব করেন—

"ত্রিংশত্তু পুষ্পমিত্রাণাং ষষ্টির্বস্বগ্নিমিত্রয়োঃ।" (৬০।৮৫)

[পতঞ্জলি দেখ।]

দিব্যাবদানের অন্তর্গত অশোকাবদানে লিখিত আছে,—

মৌর্য্যাধিপ অশোক স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার অমাত্যগণ সম্পদি (সম্প্রতি)-কে রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করেন। সম্পদির পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র পুষ্যধর্ম্মা, পুষ্যধর্ম্মার পুত্র পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্র রাজা হইয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, 'কি উপায়ে আমার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে?' তাঁহারা উত্তর করিলেন, 'রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আপনিও তাহাই করুন।' পুষ্যমিত্র কহিলেন, আর কি উপায় আছে? তাঁহার ব্রাহ্মণ পুরোহিত বলিলেন, ইহার বিপরীত কার্য্য দ্বারাও আপনার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে। ব্রাহ্মণের পরামর্শে পুষ্যমিত্র সমস্ত ভগবচ্ছাসন, স্তূপ ও ভিক্ষু-পরিগৃহীত সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি ভিক্ষুদিগকে বিনাশ করিতে করিতে শাকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রচার করিলেন, যে শ্রমণের শিরঃ আনিয়া দিবে, তাহাকে দুইশত দীনার দিব। এইরূপে তিনি বুদ্ধ ও অর্হৎ প্রভৃতিকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অত্যাচারে সকলেই উদ্বেজিত হইল। অবশেষে দংষ্ট্রানিবাসী এক যক্ষ পুষ্যমিত্রকে ছলপূর্ব্বক এক পর্ব্বতে আনিয়া নিহত করিল। পুষ্যমিত্রের সহিত মৌর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইল।

"যদা পুষ্যমিত্রো রাজা প্রঘাতিতস্তদা মৌর্য্যবংশঃ সমুচ্ছিন্নঃ।"

(দিব্যাবদানে ২৯ অব°)

২ একটী রাজবংশ। গুপ্ত সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত এই বংশকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

পুষ্পমৃত্যু (পুং) দেবনলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পরক্ত (পুং) পুষ্পে পুষ্পাবচ্ছেদে রক্তং রক্তবর্ণং যস্য, বা পুষ্পং রক্তং যস্য। সূর্য্যমণিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পুষ্পরজস্ (ক্লী) পুষ্পাণাং রজঃ। পুষ্পরেণু।

পুষ্পরথ, পুষ্প-নির্ম্মিতো রথঃ। পুষ্পদ্বারা নির্ম্মিত রথ। (হেমচ°)

পুষ্পরস (পুং) পুষ্পাণাং রসঃ। পুষ্পের মধু।

"ফলানি ষট্ পুষ্পরসস্য চাপি
বিনিক্ষিপেৎ তত্র বিমিশ্রয়েচ্চ।" (ভাবপ্রকাশ)

পুষ্পরসাহ্বয় (ক্লী) পুষ্পরস ইত্যাহ্বয় আখ্যা যস্য। মধু।

পুষ্পরাগ (পুং) পুষ্পস্যেব রাগো বর্ণো যস্য। মণিবিশেষ। চলিত পুখরাজ বা পোখরাজ। পর্য্যায়—মঞ্জুমণি, বাচস্পতিবল্লভ, পীত, পীতস্ফটিক, পীতরক্ত, পীতাশ্ম, গুরুরত্ন, পীতমণি, পুষ্পরাজ। গরুড়পুরাণে এই মণির বর্ণ, গুণ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিবরণ লিখিত আছে।*

(১৮) শয়নং।
"চম্পকাশোকপর্য্যন্তা মল্লীগুম্ফিতগেন্দুকা।
নবমালীকৃতা তুলা বিস্তীর্ণা শয়নং ভবেৎ॥

(১৯) উল্লোচঃ।
শুচিচাপসদৃক্চিত্রপুষ্পবিন্যাসনির্ম্মিতঃ।
খণ্ডিতৈঃ কেতকীপত্রৈঃ পর্ণবান্ মল্লিকাবিভিঃ॥
স্ফুরন্ মুক্তাঝুরীভূতসিন্ধুবারকলাপবান্।
মধ্যালম্বিনবাম্ভোজশ্চন্দ্রাতপ ইতীর্য্যতে॥

(২০) বেশ্ম।
শরকাণ্ডৈঃ কৃতস্তম্ভা পুষ্পচিত্রাদিসংবৃতা।
পুষ্পৈঃ কৃতা চতুঃখণ্ডী বিবিধৈর্বেশ্ম ভণ্যতে॥" (বৃহন্নাগো°)

* "স্বচ্ছায়পীতগুরুগাত্রসুরঙ্গশুদ্ধং
স্নিগ্ধঞ্চ নির্ম্মলমতীব সুবৃত্তশীতং।
যঃ পুষ্পরাগমকলং কলয়েদমুষ্য
পুষ্ণাতি কীর্ত্তিঃ তিশৌর্য্যসুখায়ুরর্থান্॥"

পুষ্যানক্ষত্রের প্রথমাদি চারিপুদে "হু, হে, হো, ড়" এই চারিটী অক্ষরাদি নাম হইবে। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ হইয়া থাকে।

এই নক্ষত্র মেষ-জাতীয়। পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে চন্দ্রের দশা হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রের ৩।৯ মাস দশা ভোগ হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) এই নক্ষত্রের অধিপতি বৃহস্পতি। পুষ্যানক্ষত্রে গঙ্গাস্নান করিলে কোটিকুল উদ্ধার হয়।

"সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুষ্যে স্নাত্বা তু জাহ্নব্যাং কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

৪ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ।

"তস্য প্রভানির্জ্জিতপুষ্পরাগং পৌষ্যাং তিথৌ পুষ্যমসূত পত্নী।
তস্মিন্নপুষ্যন্নুদিতে সমগ্রাং তুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইতি দ্বিতীয়ে॥" (রঘু ১৮।৩২)

পুষ-ভাবে-ক্যপ্। ৫ পুষ্টি। "বিষস্য পুষ্যমক্ষন্" (ঋক্ ১।১৯১।১২) 'পুষ্যং পোষং' (সায়ণ)

পুষ্যগুপ্ত, একজন বৈশ্য, মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক রুদ্রদামার গিরনর-লিপিতে লিখিত আছে, এই শৈলের পাদদেশে পুষ্যগুপ্ত একটী সুন্দর হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৌর্য্য অশোকের যবনশাসনকর্ত্তা তুষাস্প প্রণালীদ্বারা তাহা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

"মৌর্য্যস্য রাজ্ঞঃ চন্দ্রগুপ্তস্য রাষ্ট্রিয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং অশোকস্য মৌর্য্যস্য তে যবনরাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতম্" (রুদ্রদামার শিলালিপি।)

পুষ্যধর্ম্মন্ (পুং) নৃপতিভেদ।

পুষ্যনেত্রা (স্ত্রী) পুষ্যঃ তন্নামকং নক্ষত্রং নেতা প্রথমাবধিশেষ-পর্য্যন্তসমাপকো যস্যাঃ, অচ্‌সমাসান্তঃ। যে রাত্রিতে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পুষ্যানক্ষত্র থাকে, তাদৃশী রাত্রি।

পুষ্যরথ (পুং) পুষ্য ইব রথঃ, পুষ্যে যাত্রোৎসবাদৌ রথো বা। ক্রীড়ারথ, ভ্রমণ বা উৎসবাদি যে রথে করিয়া দেখা যায়, তাহাকে পুষ্যরথ কহে। এই রথে করিয়া যুদ্ধাদি করা যায় না।

"মহারথঃ পুষ্যরথং রথাঙ্গী
ক্ষিপ্রং ক্ষপানাথ ইবাধিরূঢ়ঃ।" (মাঘ ৩।২২)

পুষ্যলক (পুং) পুষ্যং পুষ্টিং লকতি লাকয়তি বা-অচ্। ১ গন্ধমৃগ।

"কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্যলকো হতঃ।" (পাণিনি)

২ ক্ষপণক। ৩ কীল, গোঁজ, খোড়া।

"পুষ্যে নরঃ শ্রেষ্ঠমতিঃ কৃতী চ কুলপ্রধানো ধনধান্যযুক্তঃ।
প্রাজ্ঞোঽতিশূরো দ্বিজদেবভক্তঃ স্যাৎ সর্ব্ববিদ্যানিপুণঃ প্রসূতঃ॥" (কোষ্ঠীকলাপ)

পুষ্যস্নান (স্ত্রী) পুষ্যে পুষ্যনক্ষত্রকালে স্নানং। পুষ্যাভিষেক, পুষ্যানক্ষত্রে স্নান, পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে এই যোগ উপস্থিত হয়। সেইদিন রাজগণ বিঘ্নশান্তির জন্য এই স্নান করিয়া থাকেন। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণ ও বৃহৎসংহিতাদিতে বিশেষরূপে লিখিত আছে—

অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে রাজা সৌভাগ্য ও কল্যাণকর এবং দুর্ভিক্ষ ও মরকাদি ক্লেশনাশক পুষ্যস্নান করিবেন। বিষ্টিভদ্রাদি ও দুষ্টকরণ এবং ব্যতীপাত, বৈধৃতি, বজ্র, শূল ও হর্ষণাদিযোগে যদি পুষ্যানক্ষত্র ও তৃতীয়া তিথি এবং রবি, শনি অথবা মঙ্গলবার যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দিন পুষ্যস্নান সকল দোষনাশক। যদি রাজ্যমধ্যে গ্রহবিপাকে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা পৌষমাস ভিন্ন অন্য সময়েও পুষ্যানক্ষত্রে স্নান করিবেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের শান্তির জন্য বৃহস্পতিকে এই শান্তির উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজা পুষ্যস্নানের জন্য প্রথমে অতি শুচি ও পবিত্র স্থান নির্ণয় করিবেন। যে স্থানে তুষ, কেশ, অস্থি, বল্মীক, কীট ও কৃমি প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু না থাকে এবং কাক, পেচক, কুক্কুর, কঙ্ক, কাকোল, গৃধ্র, বক প্রভৃতি যে স্থানে বিচরণ করে না এবং হংসকারণ্ডবাদি শান্ত জলচর সকল যেখানে বিচরণ করে, নদ্যাদি তীর বা মনোহর স্থান নির্ণয় করিয়া সেই স্থানে তিনি পুষ্যস্নান করিবেন। স্থান নির্ণয় করিয়া যথাবিধানে তাহার সংস্কার কর্ত্তব্য। পরে রাজা পুরোহিতের সহিত নানা প্রকার বাদ্যাদি করিয়া সেই স্থানে গমন করিবেন। পুরোহিত সেই স্থলে উত্তরমুখী হইয়া সুগন্ধ চন্দন, কর্পূরাদি সুবাসিত জল ও গোরোচনাদি দ্বারা 'গন্ধদ্বারেতি' মন্ত্রে সেই স্থলের অধিবাস করিবেন। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা কেশব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও সপার্ব্বতী পশুপতি এবং অন্যান্য গণদেবতা প্রভৃতি পূজা এবং পায়স ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফলদ্বারা নৈবেদ্য দিয়া এই মন্ত্রে দূর্ব্বা ও অক্ষতাদিদ্বারা ভূতদিগকে অপসারণ করিতে হইবে। মন্ত্র—

"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ।
ভূতানামবিরোধেন স্নানমেতৎ করোম্যহম্॥"

পরে রাজা দেবগণকে আহ্বান করিয়া পুষ্যস্নান সমাপন করিয়া এই মন্ত্রে পূজা করিবেন। মন্ত্র—

"আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যেঽত্র পূজাভিলাষিণঃ।
দিশোঽভিপালকাঃ সর্ব্বে যে চান্যেঽপ্যংশভাগিনঃ॥"

'যে সকল দেবগণ আমার পূজাগ্রহণে ইচ্ছুক, সেই দিক্‌পাল দেবগণ আসিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করুন।

পরে পুরোহিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবেন। মন্ত্র—

"অত্র তিষ্ঠন্তু বিবুধাঃ স্নানমাসাদ্য মামকং।
শ্বঃ পূজাং প্রাপ্য যাতারো দত্ত্বা শান্তিং মহীভুজে ॥"

'দেবগণ অদ্য আপনারা এই স্থানে অবস্থান করুন। আগামী দিনে আপনারা পূজাগ্রহণ করিয়া রাজাকে বর দিয়া প্রস্থান করিবেন।' রাজা ইত্যাদিরূপে পুষ্যস্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া পুরোহিতের সহিত সেই স্থানে শয়ন করিবেন। রাত্রিকালে স্বপ্নদ্বারা এই পুষ্যস্নানের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে। রাজা যদি ঐ দিন দুঃস্বপ্ন দেখেন, তাহা হইলে পুনরায় পুষ্যস্নান করিয়া চতুর্গুণ হোম এবং বিবিধ দান করিবেন।

রাজা স্বপ্নে যদি গো, অশ্ব, হস্তী এবং প্রাসাদে আরোহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যসম্পদ্‌বৃদ্ধি ও মঙ্গললাভ এবং দধি, দেবতা, সুবর্ণ, সর্প, বীণা, দূর্ব্বা, অক্ষত, ফল পুষ্পচ্ছদ, বিলেপন, চন্দ্রমণ্ডল, শঙ্খ, ছত্র, পদ্ম এবং মিত্রদর্শন হয়, তাহা হইলে নিজের লাভ ও শত্রুক্ষয় হয়। গ্রহণদর্শন, নিগড় দ্বারা পাদবন্ধন, মাংসভোজন, পর্ব্বতভ্রমণ, নাভিদেশে বৃক্ষোৎপত্তি, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে রোদন, অগম্যাগমন, কূপ, পঙ্ক ও গর্ত্তে অবতরণ, পর্ব্বত বা নদী-অবতরণ, শত্রুচ্ছেদন, স্বপুত্রমরণ, রুধির বা মদ্যপান, পায়সভোজন ও মনুষ্যারোহণ প্রভৃতি স্বপ্ন দেখিলে রাজার কল্যাণ, সুখ ও শত্রুক্ষয় হইয়া থাকে।

অশুভস্বপ্ন।—রাজা স্বপ্নে যদি গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ প্রভৃতিতে আরোহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যনাশ হয় এবং নৃত্য-গীত, হাস্য, অশুভবিষয়ের পাঠ, রক্তবস্ত্রপরিধান, রক্তমাল্য-বিভূষণ, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকামনা এই সকল স্বপ্নদর্শনে রাজার মৃত্যু হইয়া থাকে। কূপমধ্যে প্রবেশ, দক্ষিণদিকে গমন, পঙ্কে নিমজ্জন এবং স্নান এইরূপ স্বপ্নদর্শনে ভার্য্যা ও পুত্রের নাশ হয়। স্বপ্নদ্বারা এইরূপে শুভাশুভ নির্ণীত হইবে।

পুষ্যস্নানের জন্য মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মণ্ডপোপরি রাজা উপবেশন করিয়া মাঙ্গলিক এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যযুক্ত জলপূর্ণ কলসদ্বারা স্নান করিবেন। এই মণ্ডপ বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত হইবে। এই মণ্ডপে পূর্ব্বদিন মাতৃকাপূজা, বসুধারা, ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। চন্দন, অগুরু প্রভৃতি দ্বারা সম্মার্জ্জিত মণ্ডলস্থলে 'হৌঁ শম্ভবে নমঃ' এবং 'অস্ত্রায় হুঁ ফট্' এই মন্ত্রদ্বয় লিখিতে হইবে। পরে মণ্ডলবিদ্ পণ্ডিত কমলসূত্র বা কৌষেয় সূত্রে চারিহস্ত পরিমাণ স্বস্তিকাখ্যমণ্ডল ও ঐ মণ্ডলের মধ্যে একহস্ত পরিমাণ অষ্টদলপদ্ম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি আটটী কলস এবং মণ্ডলমধ্যস্থিত পদ্মের উপরিভাগে পঞ্চমুখ ঘট স্থাপন করিবেন। নবরত্ন, সর্ব্ববীজ পুষ্প ও ফল, হীরক, মৌক্তিক নাগকেশর, ডুম্বুর, বীজপূরক, আম্রাতক, জম্বীর, আম্র, দাড়িম, যব, শালি, নীবার, গোধূম, শ্বেতসর্ষপ, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, মদলোচন, চন্দন, মদন, লোচন মাংসী, এলাইচ, কুষ্ঠ, পত্রচণ্ড, পর্ণ, বচ, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, অষ্টপ্রকার মঙ্গলদ্রব্য, দূর্ব্বা, মোহনিকা, ভদ্রা, শতমূলী, পূর্ণকোষা, সিত ও পীতগুঞ্জা, প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিয়া কলসে রাখিতে হইবে। পরে যথাবিধানে পূজা ও হোমাদি হইলে স্নানপট্ট ও শয্যাপট্ট প্রস্তুত করিতে হইবে। ষড়্‌বিংশতি পরিমাণ গোলাকার চতুষ্কোণ স্নানপট্ট এবং আটহাত দীর্ঘ ও তদৰ্দ্ধ বিস্তার শয্যাপট্ট প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে রাজা স্নানপট্টে উপবেশন করিলে শাস্ত্রবিহিত ঘট জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রাহ্মণসহ স্নান করাইতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু যে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা আশ্বিনেয়ৌ ভিষগ্‌বরৌ।
অদিতির্দেবমাতা চ স্বাহা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ শ্রীশ্চ সিনীবালী কুহূস্তথা।
দিতিশ্চ সুরসা চৈব বিনতা কদ্রুরেব চ ॥
দেবপত্ন্যশ্চ যাঃ প্রোক্তা দেবমাতর এব চ।
সর্ব্বাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বে চাপ্সরসাং গণাঃ ॥" ইত্যাদি।

বাহুল্য ভয়ে মন্ত্রাদি সকল লিখিত হইল না। পরে পুরোহিত রাজাকে শান্তিবারি দ্বারা অভিষেক করিবেন। রাজার স্নানের পর অমাত্য প্রভৃতি রাজার অন্তরঙ্গদিগকেও পুরোহিত অবশিষ্ট জলদ্বারা অভিষেক করিবেন।

ইহা রাজাদিগের প্রধান শান্তি, এই শান্তিদ্বারা ইহলোকে সকল বিঘ্ন ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

রাজগণ যৌবরাজ্যে এই প্রণালীক্রমে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। (কালিকাপু° ৮৬ অঃ)

বৃহৎসংহিতায় পুষ্যস্নানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রাজার উপরই প্রজাগণের শুভাশুভ নির্ভর করে, এই জন্য রাজার প্রজা ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই পুষ্যস্নান অবশ্য বিধেয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইন্দ্রের জন্য বৃহস্পতিকে এই শান্তির উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা পবিত্র ও বিপৎশান্তিকর।আর কিছুই নাই।

শ্লেষ্মাতক, অক্ষ, কণ্টকী, কটু-তিক্ত ও গন্ধবিহীন বৃক্ষ আর পেচক, শকুনি প্রভৃতি অনিষ্টকর পক্ষী যে স্থলে বিচরণ করে না এবং অরুণ তরু, গুল্ম, বল্লী ও লতা দ্বারা প্রতানীকৃত ও নানা প্রকারে মনোরম স্থানে পুষ্যস্নান করিতে হয়। দেব-মন্দির, তীর্থ, উদ্যান বা রমণীয় প্রদেশে পুষ্যস্নান বিশেষ হিত-

কর। রাজা স্থান নির্ণয় করিয়া পুরোহিত ও অমাত্যাদির সহিত সেইস্থলে গমন করিলে, পরে পুরোহিত যথাবিধানে মণ্ডপাদি প্রস্তুত করিয়া পূজাদি সমাপন করিবেন। নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে রাজা পুষ্যস্নান করিবেন। যজ্ঞ-মণ্ডপের পশ্চিম দিকে যে বেদী হইবে, তাহাতেই পূজা করিতে হয়। যে কলসের জলদ্বারা রাজা স্নান করিবেন, তাহাতে সকল প্রকার রত্ন এবং পুষ্যস্নানোক্ত দ্রব্য ও যত প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তৎসমস্তই কলসে মিশ্রিত করিতে হইবে।

চন্দ্রপুষ্যানক্ষত্রে এবং শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে বেদীর উপর বৃষ, সিংহ ও ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম আস্তরণ করিয়া তাহার উপর কনক, রজত বা তাম্র-নির্ম্মিত, অথবা ক্ষীরতরু-নির্ম্মিত পীঠ স্থাপিত করিতে হইবে, এই পীঠের উপর উপবেশন করিয়া রাজা পুষ্যস্নান করিবেন।

প্রতি পুষ্যানক্ষত্রে সুখ, যশঃ ও অর্থবৃদ্ধিকর এই শান্তি কর্ত্তব্য। পৌষ মাসের পূর্ণিমা পুষ্যাযুক্ত না হইলে তাহাতে পুষ্যস্নান করিলে অর্দ্ধফলপ্রদ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে উৎপাত বা অন্য উপসর্গ ঘটিলে অথবা রাহু ও কেতুর দর্শনে কিংবা গ্রহবিপাকে পুষ্যস্নানই একমাত্র বিধেয় ও সর্ব্বশান্তিকর। পৃথিবীতে এমন উৎপাত নাই, যাহা ইহাতে প্রশমিত না হয়। এই জন্য রাজ্যাধিরোহণপ্রার্থী ও পুত্রজন্মাকাঙ্ক্ষী রাজাদিগের অভিষেকের এই বিধিই বিশেষ প্রশস্ত। যিনি এই বিধান দ্বারা হস্তী ও অশ্বগণকে স্নান করান, তাহার পাপ বিমোচন ও শ্রেষ্ঠ-সিদ্ধি লাভ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৪৮ অঃ) দেবীপুরাণ প্রভৃতিতেও এই পুষ্যস্নানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

পুষ্যা (স্ত্রী) পুষ্ণাতি কার্য্যাণীতি পুষ্-ক্যপ্, যৎ বা, ততষ্টাপ্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। পুষ্যানক্ষত্র।

"অশ্বিনী মৃগমূলাশ্চ পুষ্যা পুনর্ব্বসুস্তথা।" (ইন্দ্রজাল তন্ত্রস°)

পুষ্যানুগচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—আকনাদি, জাম ও আম্রের আটির শস্য, পাষাণভেদী, রসাঞ্জন, মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠা, লোধ, গেরিমাটি, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, সোণাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা রোগীর অবস্থানুসারে একমাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহাতে অর্শ, অতীসার, যোনিদোষ ও প্রদররোগ প্রশমিত হয়। পুষ্যানক্ষত্রে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম 'পুষ্যানুগচূর্ণ' হইয়াছে। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধিকা°)

গ্রন্থান্তরে 'পুষ্যানগচূর্ণ' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

পুষ্যাভিষেক (পুং) পুষ্যস্নান। [পুষ্যস্নান দেখ।]

পুস, ১ মর্দ্দন। ২ হানি। চুরাদি, উভয়প° সক° সেট্। লট্ পোসয়তি-তে। লোট্ পোসয়তু-তাং। লঙ্-অপোসয়ৎ-ত। লিট্ পোষয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপুপুসৎ-ত।

পুস্ত, ১ বন্ধন। ২ অনাদর। চুরাদি, উভ° সক° সেট্। লট্ পুস্তয়তি-তে। লোট্ পুস্তয়তু-তাং। লুঙ্ অপুপুস্তৎ-ত।

পুস্ত (ক্লী) পুস্ত্যতে ইতি পুস্ত বন্ধাদরয়োঃ ঘঞ্। লিপ্যাদি শিল্পকর্ম্ম।

"মৃদা বা দারুণাবাথ বস্ত্রেণাপ্যথ চর্ম্মণা।
লোহরত্নৈঃ কৃতং বাপি পুস্তমিত্যভিধীয়তে॥" (অমরটীকা ভরত)

মৃত্তিকা, দারু, বস্ত্র, চর্ম্ম বা লোহরত্নদ্বারা যে সকল দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, তাহাকে পুস্ত কহে।

পুস্ত্যতে বধ্যতে গ্রথ্যতে ইত্যর্থঃ, আদ্রিয়তে বা ইতি পুস্ত-ঘঞ্। ২ পুস্তক। (মেদিনী) স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পুস্তী।

পুস্তক (ক্লী) পুস্ত স্বার্থে-কন্। পুস্ত, পুস্তক। পুস্তকের পরিমাণ ও লেখনাদির বিষয় যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, হস্ত পরিমাণ বা মুষ্টিমাত্র, আবাহু দ্বাদশাঙ্গুল, দশাঙ্গুল অথবা অষ্টাঙ্গুল পুস্তকের পরিমাণ হইবে, ইহার ন্যূন হইলে হইবে না। যথোক্ত পরিমাণে পুস্তক হইলে গুণকর হয়, পরিমাণ বিপরীত হইলে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।[১]

পুস্তক লেখনের পত্র—ভূর্জপত্র, তেজপত্র, তাল বা তাড়ি-পত্রে (তেড়েটের পাতা) পুস্তক লিখিতে হয়। সম্ভব থাকিলে সুবর্ণপত্র, তাম্রপত্র বা অগুরুবৃক্ষত্বক্, কেতকীপত্র, মার্ত্তণ্ডপত্র, রৌপ্যপত্র বা বটপত্রে পুস্তক লিখিয়া লইবেন। তদ্ভিন্ন অন্য পত্রে বা বসুদলে লিখিয়া যিনি সেই পুস্তক অভ্যাস করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[২]

পুস্তকে বেদ লিখিতে নাই, যদি কেহ পুস্তকে লিখিয়া বেদ পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক এবং গৃহে রাখিলেও তাহার অনিষ্ট হইয়া থাকে।

---

(১) "মানং বক্ষ্যে পুস্তকস্য শৃণু দেবি সমাসতঃ।
মানেনাপি ফলং বিন্দ্যাদমানে শ্রীর্হতা ভবেৎ॥
হস্তমানং মুষ্টিমানমাবাহু দ্বাদশাঙ্গুলং।
দশাঙ্গুলং তথাষ্টৌ চ ততো হীনং ন কারয়েৎ॥"

(২) "ভূর্জ্জে বা তেজপত্রে বা তালে বা তাড়িপত্রকে।
অগুরুণাপি দেবেশি পুস্তকং কারয়েৎ প্রিয়ে॥
সম্ভবে স্বর্ণপত্রে চ তাম্রপত্রে চ শঙ্করি।।
অগুরুবৃক্ষত্বচি দেবি তথা কেতকিপত্রকে॥
মার্ত্তণ্ডপত্রে রৌপ্যে বা বটপত্রে বরাননে।
অন্যপত্রে বসুদলে লিখিত্বা যঃ সমভ্যসেৎ॥
স দুর্গতিমবাপ্নোতি ধনহানির্ভবেদ্ ধ্রুবং॥" (যোগিনীতন্ত্র)

"বেদস্য লিখনং কৃত্বা যঃ পঠেদ্‌ব্রহ্মহা ভবেৎ।
পুস্তকং বা গৃহে স্থাপ্যং বজ্রপাতো ভবেদ্‌ধ্রুবং॥"

(যোগিনীতন্ত্র ৩ ভা° ৭ প°)

যুগভেদে পুস্তকের অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা অবস্থান করেন, সত্যযুগে শম্ভু, দ্বাপরে প্রজাপতি, ত্রেতায় সূর্য্য এবং কলিকালে লিপির অক্ষরে স্বয়ং হরি অবস্থান করেন। এই সকল অক্ষরে যে সকল দেবতা বাস করেন, পুস্তকের আরম্ভ বা সমাপ্তিকালে সেই সকল দেবতার পূজা করিতে হয়।

বেতন গ্রহণ করিয়া পুস্তক লিখিতে নাই। যদি কেহ বেতন লইয়া পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে ঐ পুস্তকের অক্ষরের সংখ্যানুসারে তাঁহার নরক হইয়া থাকে।

ভূমিতে পুস্তক লেখন বা স্থাপন করিতে নাই। যদি কেহ করে, তাহা হইলে জন্ম জন্ম মূর্খ হইয়া থাকে। *

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে,—ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ-শাস্ত্র লিখিয়া যদি ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, তাহা হইলে দাতার দেবত্বপ্রাপ্তি হয়। বেদবিদ্যা ও আত্মবিদ্যাদি শাস্ত্র কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণকে দান করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। (পদ্মপু° উত্তরখ° ১১৭ অঃ)

গরুড়পুরাণে ২১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বেদার্থ যজ্ঞশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদি পুস্তক মূল্যদ্বারা লেখাইয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরম কল্যাণ ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। ভাগবতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ দান করিলে বিষ্ণুপদে মতি ও অন্তে স্বর্গ হইয়া থাকে।

হেমাদ্রির দানখণ্ডে পুস্তকদানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

* যুগভেদে পুস্তকাক্ষরস্থদেবাঃ—
সত্যেঽক্ষরে স্থিতঃ শম্ভুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।
প্রজাপতির্দ্বাপরে চ ত্রেতায়াং সূর্য্য এব চ॥
কৃতে যুগে পিনাকী চ কলৌ লিপ্যক্ষরে হরিঃ॥
বেতনগ্রহণে লেখকস্য দোষো যথা—
বেতনং যস্তু গৃহ্নীয়াৎ লিখিত্বা পুস্তকং স তু।
যাবদক্ষরসংখ্যানং তাবচ্চ নরকে বসেৎ॥
ভূমৌ পুস্তকলেখনস্থাপননিষেধো যথা—
ন ভূমৌ বিলিখেদ্বর্ণং মন্ত্রং বা পুস্তকং লিখেৎ।
ন মুক্ত্বা পুস্তকং স্থাপ্যং ন মুক্তমাহরেৎ তু তৎ।
ভূকম্পগ্রহণে চৈব অক্ষরং বাথ পুস্তকং।
ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্ম জন্মসু মূর্খতা॥
তদা ভবতি দেবেশি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
(যোগিনীতন্ত্র তৃতীয় ভাগ ৭ প°)

পুস্তকমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তের মুষ্টি স্বীয় অভিমুখী করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং স্বাভিমুখীং কৃত্বা পুস্তকমুদ্রিকা।" (তন্ত্রসার)

পুস্তকর্ম্মন্ (ত্রি) পুস্তং গ্রন্থলেখনং কর্ম্মাঽস্য। লেখ্যাদি কর্ম্মকর্ত্তা। (হলায়ুধ)

পুস্তকশিল্পিকা (স্ত্রী) পুস্তশিল্পী। (বৈদ্যকনি°)

পুস্তকাগার (পুং) পুস্তকস্য আগারঃ। পুস্তকালয়, লাইব্রেরী।

পুস্তকালয় (ক্লী) ১ পুস্তকাগার, যে গৃহে বা অট্টালিকায় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী নিয়মিতরূপে তালিকাভুক্ত ও সুশ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠমধ্যে কাষ্ঠ-পেস্তেনে (Shelves) সুন্দররূপে সজ্জিত থাকে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে এখনকার পুস্তকালয়-পদবাচ্য। ইংরাজীতে যে নিয়মে লাইব্রেরীগুলি (Libraries) সজ্জিত, ঠিক সেইরূপ নিয়মেই অস্মদ্দেশীয় বর্ত্তমান পুস্তকালয়গুলিও সংগঠিত, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে যখন হস্তলিখিত পুথি (Manuscript) ব্যতিরেকে ছাপা পুস্তকের আদৌ সৃষ্টি হয় নাই, সেই অনন্তক্রোড়াবচ্ছিন্ন পুণ্যময় বৈদিকযুগেও লেখনীনিবদ্ধ বৈদিকমন্ত্রাদি-সংরক্ষণের কতক আভাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অনুকরণে ছাপা বা হস্তলিখিত গ্রন্থাদির সংগ্রহ, শিক্ষিত ও সুসভ্য জগতে জাতীয় উন্নতির একমাত্র আদর্শ-স্থল। এখনকার পুস্তক বিক্রয়ের দোকানেও বিক্রেতাগণ 'পুস্তকের দোকান' (Book-shop) লিখিতে লজ্জা বোধ করিয়া, উহাকে 'পুস্তকালয়' (Library) এরূপ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ নামকরণ ঠিক নহে। পুস্তকালয় হইতে অবকাশমত এক একখানি গ্রন্থ পাঠার্থ ব্যবহার করিতে পারা যায়। উহা প্রত্যর্পণ করিলে পুনরায় অভিলষিত গ্রন্থগ্রহণে কোন আপত্তি থাকে না।

সাধারণতঃ পুস্তকালয় দ্বিবিধঃ—প্রথমতঃ নিজের মানসিক বৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তি সম্পাদনার্থ ও বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতিকল্পে কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পাঠাগার মধ্যে 'সেল্‌ফ' আলমারি অথবা অন্য কোন উপযোগী স্থানে, সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত পুস্তকাবলীই তাঁহার স্বকীয় (Private) পুস্তকালয় বলিয়া গণ্য।

দ্বিতীয়তঃ যাহা সাধারণের চাঁদায় অথবা দাতব্য অর্থে বা পুস্তকে এবং দেশবাসী সকলের ঐকান্তিক উদ্যমে সংগঠিত হয়, তাহাই সাধারণ পুস্তকালয় বা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী নামে খ্যাত। ঐ সকল পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লইতে হইলে, কোথাও অধ্যক্ষ অথবা অধিকারীর অনুমতি-গ্রহণেই কার্য্যোদ্ধার হয়, আবার কোথাও কোথাও পুস্তকালয়ের কলেবর বৃদ্ধি ও ব্যয়ভার-বহন জন্য প্রত্যেক সভ্যের (Member) নিকট হইতে

সামান্য ভাবে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক চাঁদা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আবার রাজভাণ্ডার হইতে যে সকল পুস্তকালয় স্থাপিত ও পরিপোষিত হইতেছে, তাহা কেবল বিদ্বমণ্ডলীর উপকারার্থ বিনা চাঁদা-গ্রহণেই পরিচালিত। তথাকার গ্রন্থগ্রহণ পরিচালক-সমিতির অনুমতি-সাপেক্ষ।

ভারতে আদি পুস্তকালয়ের কথা।

পুস্তকের আদর ভারতে চিরদিন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শনাদির আদর করেন; রাজা ইতিহাস, কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সংগ্রহে চেষ্টা করেন, দীন দরিদ্র নীচজাতিও দেশভাষায় রচিত উপদেশমূলক নানা কবিতাগ্রন্থ পরম সমাদরে রক্ষা করেন, এ প্রথা বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে।

সকল সভ্যজাতির আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, তাঁহাদের পুরোহিত বা আচার্য্যগণই আদিগ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও সংগ্রহকর্ত্তা। তাঁহারাই অতি যত্নে পুথি সকল রক্ষা করিতেন। এই ভারতবর্ষেও তাহাই দেখিতে পাই। এখানে আর্য্য ঋষিগণই ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতেন এবং তদ্‌-রক্ষায় যত্নশীল ছিলেন।

ভারতীয় নানা প্রাচীনগ্রন্থে লিখিত আছে,—এক এক মুনির দশহাজার পর্য্যন্ত শিষ্য থাকিত, তিনি ঐ শিষ্যদিগকে খাওয়াইতেন, পরাইতেন ও বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। প্রথমে যখন লিপিপ্রথা উদ্ভাবিত হয় নাই, তৎকালে কোন বৈদিক ঋষি একটী স্তুতি গান বা মন্ত্র প্রকাশ করিলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহা সহস্র সহস্র শিষ্যের কণ্ঠস্থ হইত। এইরূপে তাহা বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিত।

ইহার পর চিহ্ন বা চিত্রাঙ্কণদ্বারা সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার উপায় অবলম্বিত হয়। ভারতবর্ষের জলবায়ুর গুণে সেই প্রাচীন চিত্রলিপির নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু হকবতান (Ecbatana)-নগরে মদ্রদিগের এবং সুসা নগরে পারসিকদিগের সুপ্রাচীন সংগ্রহাগারে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চ্চা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিপিকার্য্যের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মসূত্রের সময় হইতে লিপিকরের উৎপত্তি। পাণিনির ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারি, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই লিপিপদ্ধতি বা কোন গ্রন্থ পত্রস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পাণিনির পূর্ব্বেও পটল, কাণ্ড, পত্র, সূত্র ও গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই বৃক্ষের বক্কলে, অথবা কাণ্ডে বা পত্রে লিপিকার্য্য সম্পাদিত হইত, সেই জন্যই গ্রন্থ বিশেষের অংশের নাম পটল, পত্র, কাণ্ড ইত্যাদি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। আবার ঐ সকল বিভিন্ন পটল, বা কাণ্ড অনেকগুলি একত্র গাঁথিয়া রাখা হইত বলিয়া মূল পুথির 'গ্রন্থ' নাম হইয়াছে। নিরুক্তে "অর্থতো-গ্রন্থতশ্চ" ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা মূলপুথির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। তবে পূর্ব্বকালীন গ্রন্থ বলিলে এখানকার মত 'পুস্তক' বুঝাইত না। এরূপ পুস্তকের সৃষ্টি বেশীদিন নহে, যবন-প্রভাবের পর হইয়াছে অনুমিত হয়। [কাগজ শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বে তালপত্র, তাড়িতপত্র, ভূর্জ্জপত্র, বল্কল প্রভৃতিতে লেখাই রীতি ছিল। তাহা এখনও 'পুথি' বলিয়া খ্যাত। এই সকল পুথি যথায় রক্ষিত হইত, তাহাকে 'গ্রন্থকুটী' (Library) বলিত। প্রত্যেক ধর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রত্যেক রাজা, প্রত্যেক ধর্ম্মাধিকরণ অথবা বহু জনাকীর্ণ দেবমন্দির বা মঠে এইরূপ 'গ্রন্থকুটী' থাকিত। পাণিনির অনুসরণ করিলে বলা যায়, যে তিনহাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে 'গ্রন্থ'-রক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়। অবশ্য তৎকালে কোন বিদ্যার্থীর পক্ষে পুথি দেখিয়া পাঠ অভ্যাস করা এককালে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এ নিয়ম ছিল না। সাধারণের সুবিধার জন্য লিপিকরেরা গ্রন্থ-বিশেষ নকল করিত। [পুস্তক শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বকালে বেদ লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু যখন বেদের অনেক মন্ত্র লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল এবং কোন্ মন্ত্র কোন্ ঋষি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্নির্ণয়ে গোল উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভিন্ন ভিন্ন বেদমন্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। এই বেদবিভাগের পরই সম্ভবতঃ বেদ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই বিভিন্নবেদের উচ্চারণ স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাতিশাখ্য রচিত হয়। মহাভারতের সময় যে বেদ ও শাস্ত্র-সমূহ লিপিবদ্ধ হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] কিন্তু লিপিবদ্ধ বেদের প্রচার অতি বিরল ছিল।

(১) "বশিষ্ঠ উবাচ। যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদ্‌যথা চৈতন্নিগৃহ্লাতি তথা ভবান্॥১১
ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো যথাবত্ত্বং নরেশ্বর॥১২
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা॥১৩
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥১৪
গ্রন্থস্যার্থস্য পৃষ্টঃ সংস্তাদৃশো বক্তুমর্হতি।" (শান্তিপর্ব্ব ৩০৫ অঃ)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ (জনক)! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐরূপই বটে, কিন্তু তুমি উহার যথার্থ তাৎপর্য্য-গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াছ, কিন্তু উহাতে তোমায় কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস

বৈদিক গ্রন্থ ব্যতীত অপর সকল গ্রন্থ যথেষ্ট প্রচারিত ছিল; কিন্তু বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, অথবা যে যে গ্রন্থে বেদের প্রসঙ্গ আছে, সে সকল গ্রন্থ লিখিত হইলেও কোন শূদ্রকে দেখান হইত না, অথবা যাহাতে কোন শূদ্র দেখিতে না পায়, এরূপ ভাবে রাখা হইত। নানা বিধর্ম্মীর বা সম্প্রদায়ের প্রভাবে ভারত হইতে এ প্রথা উঠিয়া গেলেও, আজও যবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে এ ভাব তিরোহিত হয় নাই। তথায় ব্রাহ্মণেরা প্রাণান্তেও শূদ্রের নিকট কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন না, এমন কি তাঁহাদের প্রিয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-খানি পর্য্যন্তও কোন শূদ্রকে দেখিতে দেন না। তথায় শূদ্রগণের মহাভারত, রামায়ণ ও অপর কাব্যাদি দেখিবার অধিকার আছে।

পাণিনির পূর্ব্বে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার প্রথা প্রচলিত থাকি-লেও এবং বহুগ্রন্থ রচিত হইলেও পূর্ব্বকালে নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকুটী বা গ্রন্থাগারের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রভাবের সহিত যখন বহু লোক স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতনমত গ্রহণ করিতে ছিলেন, যখন তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের নিত্যউচ্চারিত গ্রন্থাবলীও ভুলিতে ছিলেন, সেই সময় হইতেই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থকুটী স্থাপনের আবশ্যকতাও সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া-ছিলেন। সেই ধর্ম্ম-সঙ্ঘর্ষের সময়, সকলেই স্ব স্ব মতের প্রাধান্য-স্থাপনে এবং ভিন্ন মতের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন। কাজেই একজন অপরের মত অবগত হইবার জন্য সেই সকল ধর্ম্মমূলক বা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই বহুতর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল। এই কারণেই আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে 'গ্রন্থসংগ্রহ' পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া উল্লেখ দেখি। এই জন্যই বৌদ্ধ ও জৈনমঠে বা সঙ্ঘারামে সকল সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র গ্রন্থ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইত। [জৈন ও বৌদ্ধ শব্দ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং নালন্দা-বিহারে সহস্র সহস্র পুথি দেখিয়াছিলেন এবং যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎকালে তিনি ভারত হইতে ২২টী অশ্বে চাপাইয়া মহাযান মতাবলম্বীদিগের ১২৪ খানি সূত্র ও ৫২০ খণ্ডে বিভক্ত অপরাপর গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ও পরেও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এদেশের পুথি চীনরাজ্যে লইয়া গিয়া-ছেন। এখনও চীন ও জাপানের অনেক পুরাতন মঠে তাহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদির মত পূর্ব্বতন ভারতীয় রাজগণ প্রাচীন তাম্রশাসন ও প্রশস্তিসমূহও সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। এইরূপ তাম্রশাসনাদি প্রস্তরপেটিকাবদ্ধ ও গ্রন্থকুটী মধ্যে রক্ষিত থাকিত। এই প্রাচীন প্রথা মধ্যযুগেও পরিত্যক্ত হয় নাই। উৎকল হইতে ২য় নরসিংহ দেবের যে ৩ প্রস্থ তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কএক বর্ষ হইল বারাণসীর নিকট যে এককালে ২৫ প্রস্থ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে,তাহাতেই সেই প্রাচীন রীতির কতকটা নিদর্শন পাওয়া যায়।

[গাঙ্গেয় শব্দ ও Epigraphia Indica, Vol II. বৈদ্য দেবের তাম্রশাসন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

আসিরীয়রাজ্য।

প্রাচীন রাজধানী নিনিভি-নগরের উৎখাত স্তূপমধ্য হইতে যে সকল কোণাকার অক্ষর-মণ্ডিত মৃৎফলক (Clay-tablets) আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ঐ গুলি মহিমান্বিত অসুরবণিপাল (Sardanapalus of the Greeks) রাজার পুস্তকালয়ের ভূষণ স্বরূপ ছিল[১]। ইহার আরও পূর্ব্বে বাবিলোনীয় জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল কাল্‌দীয় (Chaldeans)-গণের মানসিক উন্নতিতে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের বিকাশ আরম্ভ হয়। বিশেষ কোন নিদর্শন না থাকিলেও গ্রন্থাদি প্রমাণে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়।

[বাবিলনশব্দ দেখ

ইজিপ্ত।

পূর্ব্বতন ইজিপ্তরাজ্যে পুস্তকালয় ছিল কি না, তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃত প্রমাণ আমরা পাই নাই। যে চিত্রাক্ষর (Hiero-glyphic writings) আজও নানা স্থানে বিদ্যমান আছে, তাহা খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শতাব্দে কল্পিত হইয়া থাকিবে। অতঃপর বৃক্ষত্বক্-নির্ম্মিত (Papyrus) কাগজের উদ্ভাবনা-কাল।

খৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী ষোড়শ শতাব্দে রাজা এমিনোফিসের (Ame-

করিতে তৎপর, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। উহারা কেবল গ্রন্থের ভার-বহন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহা-দিগেরই পরিশ্রম সার্থক।

এখানে বেদাদিশাস্ত্রের ভারবহনের কথা থাকায় বেদাদি শাস্ত্রের পুথি-কেই বুঝাইতেছে।

(১) Menant সাহেব তাঁহার *Bibliotheque du Palais de Ninive* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে প্রায় ১০ হাজার গ্রন্থ ও রাজকীয় দলিলাদি মৃৎফলকে খোদিত হইয়া উক্ত পুস্তকালয় মধ্যে ন্যস্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ ফলকের কতকাংশ British Museum নামক পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে এবং ন্যূনাধিক প্রায় ২০ হাজার ফলক নিমিরুদের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে।

nophis I. of the 18th dynasty) রাজত্ব-সময়ের একখানি ঐরূপ কাগজের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ভূর্জ্জপত্রসদৃশ ঐ পরিষ্কৃত কাগজ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহারও পূর্ব্বে কাগজের প্রথম সৃষ্টি সূচিত হইয়াছিল। তদবধিই কাগজে লিখিত গ্রন্থাদির রচনাকাল কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতের ন্যায় ইজিপ্তেও ধর্ম্মমন্দিরে গ্রন্থাদি রক্ষিত হইত। 'থথ্' (Thoth) নামক পবিত্র পুস্তকে২ তাহারা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত। কেবল যে মন্দিরাদিতেই উক্ত গ্রন্থ সমুদায় রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা নহে। মৃত রাজন্যবর্গের সমাধি-মন্দিরেও পুস্তক সংগৃহীত হইত।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দে রাজা ওসিমাণ্ডিয়াস্ (King Osymandyas, identified with Ramses I.) কর্ত্তৃক স্থাপিত এইরূপ একটী পুস্তকালয়ের উল্লেখ আছে৩। ওসিমাণ্ডিয়াসের গ্রন্থরক্ষকদ্বয়েরও সমাধিমন্দিরে ঐরূপে পুস্তকাদি রক্ষিত ছিল। লেপ্সিয়াস্ তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মেম্ফিসের মন্দিরে আরও একটী পুস্তকাগারের কথা য়ুষ্টাথিয়াস্ (Eustathius) লিখিয়া গিয়াছেন। উপর্য্যুপরি পারসিক আক্রমণে ইজিপ্তীয় সাহিত্যে ঘোর বিপ্লব ঘটে, সংঘর্ষণে কতক গ্রন্থ লয় প্রাপ্ত এবং উহার কতকাংশ বিজেতা কর্ত্তৃক পারস্য রাজধানীতে আনীত ও পরে গ্রীকরাজের হস্তগত হইয়াছিল। এতন্নিবন্ধন ইজিপ্তের পূর্ব্বতন গৌরব বৈদেশিকের হস্তে পড়িয়া ক্রমশঃই ম্রিয়মাণ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

গ্রীস্।

গ্রীস্‌রাজ্যেও পিসিষ্ট্রাটস্ (Pissistratus), পোলিক্রেটিস্ (Polycrates of Samos), ইউক্লিড (Euclid the Athenian), নিকোক্রেটিস্ (Nicocrates of Cyprus), ইউরিপাইডিস্ ও আরিষ্টটল্ প্রভৃতির পুস্তকসংগ্রহবার্ত্তা আমরা জানিতে পারি। পিসিষ্ট্রাটস্ সর্ব্বপ্রথমে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করেন। তৎপরে অলেস্ গেলিয়াস্ (Aules Gellius) ও প্লেটোর (Plato) পুস্তক সংগ্রহের কথা জানা যায়। জেনোফন্‌ও ইউথিডিমাস্ (Euthydemus) নামক জনৈক ব্যক্তির পুস্তকাগারের উল্লেখ করিয়াছেন। আরিষ্টটল স্বকীয় পুস্তকালয় প্রিয়শিষ্য থিওফ্রাষ্টাস্‌কে (Theophrastus) দান করিয়া যান। থিওফ্রাষ্টাস্‌ও পক্ষান্তরে নিলিয়াস্‌কে অর্পণ করেন। পার্গামাস্-রাজগণের (Kings of Pergamus) গ্রন্থলোলুপতা হইতে স্বীয় পুস্তকাবলী রক্ষা করিবার জন্য নিলিয়াস্ সেপ্সিসে (Scepsis) পলায়ন করেন। পরে উহা হস্তান্তরিত হয়৪। শিলালিপিপাঠে আরও কএকটি পুস্তকালয়ের অধিষ্ঠান আমরা জানিতে পারি, কিন্তু ঐ সকল পাঠাগারে কিরূপ ভাষার লিখিত বা কত গ্রন্থ ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাই নাই। ষ্ট্রাবোর কথা বিশ্বাস করিতে হইলে প্রথমে আরিষ্টটলকেই পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহারই প্রসাদে ইজিপ্তরাজগণ পুস্তক-সংগ্রহের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকালয় জগতে সুপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। উন্নতমনা টলেমিবংশীয় রাজগণের সুশাসনে এবং বিদ্যোন্নতিতে রাজ্যমধ্যে অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হয়। টলেমি সোতর (Sotor) পুস্তক সংগ্রহে ব্রতী হইয়া যে কার্য্য আরম্ভ করেন, তদীয় বংশধর ফিলাডেলফাস নানাদেশ হইতে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তদীয় উদ্যম সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সুপ্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র বাটিকা মধ্যে বিভিন্ন পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়া যান। ইহারা বিভিন্ন ভাষার পুস্তক নকলের জন্য লোক নিযুক্ত রাখিতেন। তৎপুত্র ইউয়ারগেটিস্ (Ptolemy Euergetes) বৈদেশিকগণের নিকট হইতে বহুশত গ্রন্থ লইয়া পুস্তকালয়ের শ্রীসম্পাদন করেন। আলেক্‌সান্দ্রিয়া-মহানগরীতে দুইটী পুস্তকালয় স্থাপিত ছিল। অপেক্ষাকৃত বৃহৎটী যাদুঘর (Museum) ও বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত হইয়া ব্রুকিয়ম্। (Bruchium quarter) বিভাগে এবং অপরটী সিরাপিয়ম্ (Serapeum) বিভাগে রক্ষিত হয়। উহাতে যে কত সংখ্যক গ্রন্থ ছিল তাহার কোন স্থির করা যায় না। আলেক্‌সান্দ্রিয়ার পুস্তকালয়ে জেনোডোটাস্ (Zenodotus), কালিমাকাস্ (Callimachus), এরাটোস্থেনিস্ (Eratosthenes), আপোলোনিয়াস্ (Apollonius) ও আরিষ্টোফেনিস্ (Aristophanes) প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থরক্ষকের নাম পাওয়া যায়। কালিমাকাস্

(২) প্রথমে 'থথ্' গ্রন্থ ৪২ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ক্রমে সেই সূত্রগুলির টীকা ও টিপ্পনীতে উহার আকৃতি বৃদ্ধি হয়। গ্রীকবাসিগণ যখন ইজিপ্তরাজ্য জয় করেন, তখন 'থথ্' সাহিত্যে ৩৬৫২৫ খানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। Lepsius, *Chronologie der Aegypter*, p. 42.

(৩) থেবিসের (Thebes) নিকটবর্ত্তী Ramesseum নামক বিখ্যাত প্রাসাদমন্দিরে ঐ পুস্তকসমূহ রক্ষিত ছিল। শিলালিপিতে উহার নাম। আত্মার ঔষধালয়' লিখিত আছে। (Ancient Egypt 1.iiisq.)

(৪) ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেন, উক্ত পুস্তকালয় টিয়স্‌বাসী এপেলিকন (Apellicon of Teos) নামা জনৈক ব্যক্তি ক্রয় করিয়া আথেন্স-নগরে প্রতিষ্ঠা করেন। রোমরাজ সিলার (Sulla) গ্রীক্‌জয়ের পর উহা রোম-রাজধানীতে আনীত হয়। (Strabo, XIII. pp 608-9) কিন্তু আথেনিয়াস্ (Athenaeus I. 4.) লিখিয়াছেন, টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস্ (Ptolemy Philadelphus) নিলিয়াসের নিকট হইতে উহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন।

স্বীয় গ্রন্থরক্ষকতা-কালে যে সুবৃহৎ পুস্তক-তালিকা (Catalogue) প্রণয়ন করেন, তাহাতে উভয় পুস্তকালয়ের গ্রন্থসংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৫]। যখন সিজার আলেক্‌সান্দ্রিয়ার উপকূলস্থ রণতরীসমূহ অগ্নিদানে ভস্মীভূত করেন, তখন ব্রুকিয়ামের বিখ্যাত বিদ্যালয় পুস্তক সহ নষ্ট হইয়াছিল[৬]। পরবর্ত্তী সময়ে আণ্টনি মহোদয় উক্ত ক্ষতিপূরণার্থ পার্গামাসের অধিকৃত পুস্তকালয় ক্লিওপেট্রাকে দান করিয়া আলেক্‌সান্দ্রিয়ার বিদ্যাগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ২৭৩ খৃঃ অব্দে অরেলিয়ন্ (Aurelian) কর্ত্তৃক ব্রুকিয়ম-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই একটী পুস্তকালয়ের অস্তিত্ব লোপ হয়। ৩৮৯ বা ৩৯১ খৃঃ অব্দে থিওডোসিয়সের অনুশাসনে (Edict of Theodosius) লিখিত আছে, খৃষ্টানগণ সিরাপিয়মের পুস্তকাগার ধ্বংস ও লুট করিয়াছিলেন। অতঃপর ৬৪০ খৃঃ অব্দে ক্লিওপেট্রা-প্রতিষ্ঠিত ঐ বিখ্যাত পুস্তকালয় সারাসেনদিগের (Saracens) আক্রমণে বিলুপ্ত হয়। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, ওমার খলিফার সৈন্যগণের উপদ্রবে তাহাও কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে।

পার্গামাস্।

সাহিত্যচর্চ্চার উন্নতিকল্পে পার্গামাস্-রাজগণ টলেমিবংশীয় রাজাদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। টলেমিরাজগণ (Papyrus) কাগজের রপ্তানি বন্ধ করিলেও অট্টলির (Attali) পুস্তকালয় জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যখন ঐ পুস্তকাগার ইজিপ্তে স্থানান্তরিত হয়, তখন উহাতে প্রায় দুইলক্ষ গ্রন্থ ছিল। সুইডাসের (Suidas) বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ২২১ খৃঃ পূর্ব্বে মহাত্মা অন্তিয়োক (Antiochus the Great) কাল্‌সিস্‌বাসী বিখ্যাত বৈয়াকরণ ইউফোরিয়ন্‌কে (Euphorion of Chalcis) তদীয় পুস্তকাগারের গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রোম।

জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা সুসভ্য রোমবাসীর সাহিত্যচর্চ্চার কোন সুপ্রাচীন ইতিহাস পাই না। তাঁহারা স্বভাবতঃই কর্ম্মশীল ও রণকুশল ছিলেন, প্রবল রণপিপাসার দুর্দ্দম-স্রোতে অর্থলালসা ও দেশজয়াকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যোন্নতির পথে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। ১৬৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এমিলিয়াস্ পলাস্ (Emilius Paulus) মাকিদোনিয়া হইতে পার্সিয়াস্ (Perseus) যুদ্ধজয়ের চিহ্নস্বরূপে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইহাই রোমরাজ্যের প্রথম পুস্তকালয়ের সৃষ্টি। ১৪৬ খৃষ্ট পূর্ব্বে যখন সিপিও (Scipio) কার্থেজ জয় করিয়া তথাকার পুস্তকালয় হইতে কেবলমাত্র মাগোর লিখিত কৃষিবিষয়ক পুস্তকাবলী স্বদেশে লইয়া আসেন এবং অপরাপর পুস্তকগুলি আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণকে প্রদান করেন,[৭] অতঃপর অপলিকন্ দি তাইয়ান্‌কে (Apellicon the Teian) পরাজয় করিয়া ৮৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিলা এথেন্স হইতে স্বদেশে পুস্তকালয় উঠাইয়া আনেন। লুকুলাস্ (Lucullus) ৬৭ খৃঃ পূঃ পূর্ব্বদেশ জয় করিয়া স্বদেশের সাহিত্যভাণ্ডারে বহুমূল্য গ্রন্থাদি অর্পণ করেন। এই সময় হইতে পুস্তকসংগ্রহ ও পুস্তকালয়-স্থাপন ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সৌখিনতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সিসিরো ও আটিকাস্ নিজে বহুতর গ্রন্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। টিরানিওন্ (Tyrannion) নিজ পুস্তকাগারে ত্রিশহাজার গ্রন্থ রাখিয়াছিলেন।

সিসিরো স্বয়ং টরেন্সাস্ ভারোর পুস্তকালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সিরিনাস্ সামোনিকাস্ (Serenus Sammonicus) ৬২ হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সিজার রোমরাজধানীতে একটী সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া যান। এখানে গ্রন্থরক্ষকরূপে থাকিয়াই ভারোর গ্রন্থতৃষ্ণা বলবতী হইয়াছিল। প্লিনি ও অবিড্ পোলিওকেই (Asinius Pollio) সাধারণ-পুস্তকালয়ের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করেন। আবেণ্টাইন্ (Mount Aventine) পর্ব্বতে এট্রিয়ম্ লিবারটাটিস্ (Atrium Libertatis) নামক স্থানে ঐ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। অতঃপর সম্রাট্ অগাষ্টাস্ ৩৩ খৃষ্টাব্দে ওক্টেবিয়ান্ ও প্যালাটাইন্ নামে দুইটী সাধারণ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু দুর্দৈবক্রমে দুইটীই যথাক্রমে টাইটস্ ও কোমোডিয়াস্-রাজের রাজত্বকালে অগ্নিদগ্ধ হয়। অতঃপর টাইবিরিয়স্, ভেস্পেসিয়ান্, ডোমিটিয়ান্, হাড্রিয়ান প্রভৃতি নরপতিগণ একএকটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া যান।[৮]

ট্রাজান ফোরামে উলপিয়াস্ ট্রাজানাস্ (Ulpius Trajanus) সাধারণের উপকারার্থ স্বনামে একটী সুবৃহৎ (Imperial Library) পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করেন, পরে উহা ডাইওক্লিসিয়ানের স্নানাগারে (Baths of Diocletian) স্থানান্তরিত হয়। খৃষ্টীয়

(৫) কিন্তু অলাস্ গেলিয়াস (৭০০০০০) ও সেনেকা (Seneca) ৪০০০০০ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। Ritschl, *Die Alexandrinischen Bibliothenken* p. 22. জেৎজস (Tzetzes) স্বলিখিত টিপ্পনীতে কালিমাকাস্ ও ইরাটস্থেনিসের বচন-প্রামাণ্যে সিরাপিয়মে ৪২৮০০ ও ব্রুকিয়ামে ৪৯০০০০ গ্রন্থের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৬) Parthay প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ কথার মৌলিকত্ব স্বীকার করেন না।

(৭) Pliny, H. N., XVIII. 5.

(৮) কেহ কেহ বলেন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে পোপগ্রেগরী-দি-গ্রেটের আদেশে ঐ পুস্তকাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহা নিতান্ত অমূলক। Ency. Britt. Vol. XIV. p. 511.

৪র্থ শতাব্দে রোমরাজধানীতে প্রায় ২৮টী সাধারণ-পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কেবল যে রোমনগরেই পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়া নগরবাসী ও রাজন্যগণ ধন্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিবার (Tibur), কোমাম্ (Comum), মিলান Milan, আথেন্স (Athens), স্মির্ণা, পাট্রী (Patræ) ও হার্কুলেনিয়ম্ (Herculaneum) প্রভৃতি স্থানেও পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া তাঁহারা মহাযশস্বী হইয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থাগারে প্রাচীর সংলগ্ন কাষ্ঠতক্তে (তাকে) হস্তলিখিত পুথি ও কোষ্ঠীর ন্যায় গোলভাবে জড়ান কাগজে লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত খ্যাতনামা মনুষ্যের চিত্রপট, প্রস্তর ও মৃণ্ময়-মূর্ত্তি (Statue) প্রভৃতি সজ্জিত থাকিত। পুস্তকালয়ের বৃদ্ধি সঙ্গেই আমরা C. Hymenæus, C. Julius Vestimus প্রভৃতি কএকটী মহাপণ্ডিতকে গ্রন্থরক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই, শিলালিপিতে তাহাদের অক্ষয় নাম খোদিত রহিয়াছে।

কনস্তান্তিনোপল।

সম্রাট্ কনস্তান্তাইন্ বস্ফরাস্ উপকূলে রাজধানী স্থাপন করিয়া পুস্তকসংগ্রহে ব্রতী হন। একমাত্র খৃষ্টান্‌ধর্ম্মসাহিত্য-সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিয়া তিনি ৬৯০০ গ্রন্থ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কারণ ডাইওক্লিশিয়ান্ খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকাংশ পুস্তকই নষ্ট করিয়া দেন। পরবর্ত্তী রাজগণের উদ্যমে পুস্তকালয়ের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। জুলিয়ান ও থিওডোসিয়াসের বিশেষ উদ্যোগে প্রায় ১ লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। জুলিয়ানের সাহায্যে নিসিবিস্ নগরেও একটী পুস্তকাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জেনোর (Emperor Zeno) রাজত্ব সময়ে কনস্তান্তিনোপলের পুস্তকালয় অগ্নিদগ্ধ হইলেও সাধারণের আগ্রহে উহা পুনঃ স্থাপিত হয়।

কালে খৃষ্টধর্ম্ম প্রসার লাভ করিলে, খৃষ্টান্ সাহিত্যেরও আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল। কাজেই ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায়ের রক্ষাভার একমাত্র গির্জ্জাঘরের অধীন হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে জেরুসালেম্ নগরীর ভজনমন্দির স্থাপিত হইলে, ধর্ম্মগ্রন্থসম্বলিত একটী পুস্তকালয় তৎসঙ্গে যোজিত হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারাভিপ্রায়ে ক্রমশঃই প্রত্যেক গির্জ্জাঘরে বা গ্রাম্যভজনা-মন্দিরে খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থসংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সিজারিয়া নগরে পম্ফিলাস্ (Pamphilus) ও ইউসিবিয়াস্ (Eusebius) এই শ্রেণীর একটী বিখ্যাত পুস্তকাগার স্থাপিত করিয়া যান এবং হিপোর (Hippo) গির্জ্জায় সেন্ট অগাষ্টাইন্ স্বকীয় পুস্তকাগার প্রদান করেন।

উক্ত রাজধানীর বাইজান্টিয়মে (Byzantium) উঠিয়া আসাতে সাহিত্যভাণ্ডার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বাণ্ডাল, গথ্ প্রভৃতি অসভ্যজাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে ইতালীয়রাজ্যও ছার খার হইয়া যায়। ঐ সময়ে প্রাণের দায়ে পূর্ব্বতন বিদ্যানুরাগ ও পুস্তকালয়-রক্ষা ইতালীবাসীর হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। রোমক ও গ্রীকগণের পরস্পর গ্রন্থসংগ্রহে বিরক্তি ও খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ণ প্রাদুর্ভাবে পশ্চিমখণ্ডে (Western Empire) ঘোর বিপ্লব ঘটে এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাস এই সময় হইতেই লোপ পাইতে থাকে।

মধ্যযুগ।

পাশ্চাত্য-জগতে সাহিত্যচর্চ্চার অবসাদ ঘটিলেও সুদূর ফরাসীরাজ্যে (Gaul) পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠার উদ্যম হ্রাস হয় নাই। পাব্লিয়াস্ কন্স্টেন্টিয়াস্, টোনান্সিয়াস্ ফেরিওলাস্ ও থিওডোরিক রাজমন্ত্রী কসিওডোরাসের পুস্তকালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে গথ্ জাতিও উল্‌ফিলাসের নিকট খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া গ্রন্থালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিল। কসিওডোরাস্ স্থাপিত কালাব্রিয়ার মঠ-পুস্তকাগারে গ্রন্থাদি লিপিকরণার্থ খৃষ্টান সন্ন্যাসিগণ নিযুক্ত হইতেন।

এই সময় হইতে বিদ্যাশিক্ষা ক্রমশঃই ধর্ম্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের লোপহেতু নানা স্থানে মঠ স্থাপিত হইতে থাকে। কাজেই তৎকালে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অভিলাষে যাহা কিছু বিদ্যালোচনা হইত মাত্র।

য়ুরোপমহাদেশ হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে আয়র্লণ্ড-দ্বীপে বিদ্যানুরাগ বিস্তৃত হয় এবং গ্রন্থসঞ্চয়প্রথাও প্রসারিত হইতে দেখা যায়। ৭ম শতাব্দে টসাস্‌বাসী থিওডোর (Theodore of Tarsus) রোমনগরী হইতে কাণ্টার্বারি নগরে বহুতর পুস্তক আনয়ন করেন। অতঃপর আর্কবিশপ্ এগবার্ট, অল্‌কুইন্, শার্লিমেন (Charlemagne), লুপাস্ শার্ভাটস্, সার্লিমেন পুত্র লুই, গার্বার্ট ও পোপ সিল্‌ভেষ্টার ২য় প্রভৃতি মহাত্মা-প্রতিষ্ঠিত অনেক পুস্তকালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চার্লস্ দি বোল্ডের পরবর্ত্তী ৪।৫ শতাব্দকাল পুস্তকসঞ্চয় একমাত্র মঠেই সংশ্লিষ্ট ছিল। বেনিডিক্টাইন্, অগাষ্টিনিয়ান্ ও ডোমিনিকান্ প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্প্রদায় পুস্তকালয়-সংগঠনে বিশেষ উদারতা দেখাইয়াছিলেন। সেণ্ট বেনিডিক্টের যত্নে নবাধিষ্ঠিত প্রত্যেক মঠেই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকরক্ষণে বিশেষ ঔদার্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ফ্লুরি (Fleury), মেল্ক (Melk), সেণ্ট গল্ (St. Gall), সেণ্ট মউর (St. Maur), সেণ্ট জেনিভাইভি (St. Genevieve), সেণ্ট ভিক্টর ও সর্ রিচার্ড উইটিংটন-নির্ম্মিত গ্রে-ফ্রায়ার-সম্প্রদায়ের পুস্তকালয় উল্লেখ যোগ্য।

এতদ্ভিন্ন ইতালিস্থ মণ্টে কেসিনোর (Monte Cassino) পুস্তকালয় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দ হইতে নানা অশনিসম্পাত সহ্য করি-

য়াও অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১০ম শতাব্দে মুরাতোরি যে বোবিওর (Bobbio) পুস্তকালয়ের তালিকা প্রকাশ করেন, তাহা পরিশেষে মিলানের এম্ব্রোসিয়ান্ পুস্তকালয়ে মিলিত হয়[৮]। পোম্পোসিয়া পুস্তকাগারের ১১শ শতাব্দের একটী তালিকা পাওয়া গিয়াছে[৯]।

ফরাসীরাজ্যে ফ্লুরী (Fleury), ক্লুনী (Cluny) সেণ্ট রিকার (St. Requier) ও কর্বি (Corbie) প্রভৃতি স্থানীয় মঠে বহুতর পুস্তক সংগৃহীত ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ১৭৯৩ খৃঃ অঃ ফ্লুরীর পুস্তকাবলী ওর্লিন (Orleans) পুস্তকালয়ে মিলিত হয়। কর্বির গ্রন্থ সংগ্রহও ঐরূপে ১৬৩৮ খৃঃ অঃ সেণ্ট জর্ম্মান-দেস্-প্রে (St. Germain-des Pres) নামক মঠে এবং ১৭৯৪ খৃঃ অঃ কতক পারী নগরীর জাতীয় পুস্তকালয়ে ও কতক আমেন্ (Amiens) পুস্তকাগারে আসিয়া পড়ে।

জর্ম্মান দেশস্থ ফুলদা (Fulda), কর্ভে (Corvey), রিচনৌ (Reichenau) ও স্পনহিম (Sponheim) প্রভৃতি মঠাগারই প্রধান। শার্লিমেন-রাজের যত্নে ফুলদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবট হ্রাবেনাসের অধ্যক্ষতাকালে এখানে চারিশত সাধুসন্ন্যাসী গ্রন্থাদি নকলকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ওয়েসার নদীতীরবর্ত্তী কর্ভে পুস্তকালয় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মার্বার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া মিলিত হয়। রিচনৌ পুস্তকাগার ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (Thirty years' War) ভস্মীভূত হয়। ১৫শ শতাব্দীতে জন ট্রিথিমের (John Tretheim) উদ্যমে স্পনহাইমের গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ৮১৬ খৃঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট গল পুস্তকালয় আজিও বর্ত্তমান আছে।

ইংলণ্ডরাজ্যেও কাণ্টারবারি, ইয়র্ক, ওয়ারমাউথ, হুইট্বি, গ্লাষ্টোনবারি, ক্রয়ল্যাণ্ড, পিটারবরো ও ডার্হাম প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ পুস্তকালয় ছিল। থিওডোর ও আগষ্টাইন্ প্রতিষ্ঠিত কাণ্টার্বারি (Christ Church)-পুস্তকাগারের উল্লেখ করিয়াছি। ৮৬৭ খৃঃ অব্দে দিনেমার (Danes) আক্রমণে ওয়ারমাউথ্ গ্রন্থাগার উৎসাদিত হইয়াছিল। ক্রয়ল্যাণ্ড ১০৯১ খৃঃ অঃ অগ্নিদগ্ধ হয়। হুইটবির (১২শ শতাব্দের), পিটারবরোর (১৪শ শতাব্দের), গ্লাষ্টোনবারি ও ডার্হামের (ছাপা) পুস্তকতালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সাধুসঙ্ঘে পুস্তকসংগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ আরও অনেক পুস্তকতালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১০]।

(৮) Antiq. Ital. Med. Æv III. 817-24.
(৯) Diarium Italicum, Chap. XXII.
১০। D' Achery, Martene, Durand, Pez, প্রভৃতি মহোদয়ের সংগৃহীত পুস্তকালয়স্থিত এবং Naumann, Petzholdt, The Rev. Joseph Hunter ও Mr. Edwards প্রভৃতির প্রকাশিত তালিকাই তাহার প্রমাণ। মিউনিচের রাজকীয় পুস্তকাগারেও (Royal Library at Munich) ঐরূপ দুই শত তালিকা দেখা যায়।

আরবজাতির অভ্যুদয়ে সাহিত্যাকাশে মেঘমালা দেখা দেয়। রণপিপাসু ও রাজ্যলোলুপ বিধর্ম্মী আরবীয়গণ কখনও জ্ঞানোন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই, বরং বিজাতীয় আক্রোশে ও যুদ্ধবিপ্লবে শত শত বৈদেশিক গ্রন্থ অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিয়াছিল। প্রাজ্যজয়-লালসা প্রশমিত হইলে, খলিফারাজগণ জ্ঞানোন্নতি ও বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে পারস্য হইতে সুদূর পশ্চিম স্পেনরাজ্য পর্য্যন্ত এবং উত্তর আফ্রিকার স্থানে স্থানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যখন য়ুরোপের পূর্ব্বতন সভ্যতা একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে পূর্ব্বে বোগদাদ ও পশ্চিমে কর্ডোভা নগরই মুসলমানাধিকারে বিদ্যাচর্চ্চার শীর্ষস্থান অধিকার করে। কায়রো (Cairo) ও ত্রিপলীতে (Tripoli) পুস্তকালয় ছিল। ফতিমাসম্প্রদায়ের (Fatimites in Africa) রাজকীয় পুস্তকাগারে প্রায় লক্ষাধিক গ্রন্থ (Mss) সংগৃহীত ছিল। ওমিয়াদ্‌গণের (Omayyads) সংরক্ষিত স্পেন পুস্তকাগারে ৬ লক্ষ গ্রন্থ ছিল বলিয়া শুনা যায়। আণ্ডালুসিয়ায় (Andalusia) প্রায় ৭০টী পুস্তকালয় ছিল। আরববাসী ও তদ্বংশীয় স্পেনদেশীয় মূরগণ খৃষ্টানদিগের ন্যায় স্ব স্ব মতাবলম্বী ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ তাঁহাদের অনুগ্রহলাভ করে নাই। এ কারণ ৯৭৮ খৃঃ অঃ আলমনসুর নৃপতি (Almanzor) কর্ত্তৃক কর্ডোভার সুবৃহৎ পুস্তকালয় উৎসাদিত হয়।

আরবদিগের বিদ্যোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া বৈজয়ন্তীবাসী (Byzantine Empire) গ্রীকগণও সাহিত্য-চর্চ্চায় নবজীবন লাভ করে। দার্শনিক লিও (Leo the Philosopher) ও কনস্তান্তিন্ পর্ফিরোজেনিটসের (Constantine Porphyrogenitus) উদ্যমে কনস্তান্তিনোপলের পুস্তকালয় পুনরুদ্দীপিত হয়। এথোস্ ও ইজিপ্তানের মঠাগারে নানাগ্রন্থ বহুপরিশ্রমে নকল করা হইয়াছিল। ১৪৫৩ খৃঃ অঃ কনস্তান্তিনোপলের অধঃপতনে ষ্টোবিয়াস্ (Stobæus), ফোটিয়াস্ (Photius) ও সুইদাস (Suidas) প্রভৃতি গ্রন্থকারের সঙ্কলিত সুপ্রাচীন গ্রন্থ ইতালী প্রভৃতি পশ্চিমবর্ত্তী রাজ্যগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে।

নবযুগ।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে য়ুরোপখণ্ডে সাহিত্যালোচনার পুনর্জ্জন্মকাল (renaissance period) উপস্থিত হয়। ১৩৭৩ খৃঃ অব্দে ৫ম চার্লস্ ৯১০ খানি গ্রন্থ লইয়া একটী চিরস্থায়ী পুস্তকাগারের সূত্রপাত করেন। আর্ল অব ওয়ারউইক্ ১৩১৫ খৃঃ অব্দে স্বকীয় পুস্তকালয় বোর্ডেস্লি এবিতে (Bordesley

Abbey) দান করিয়া যান। অতঃপর রিচার্ড অঙ্গারভেল্ (Richard d' Aungervyle of Bury, Edward III's chancellor and ambassador.) অক্সফোর্ডের ডার্হাম্ কলেজ ও পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ১৪৩৩ খৃঃ অঃ কসিমো ডি মেডিসি (Cosimo de' Medici) ভেনিস্ নগরে ও পরে ফ্লোরেন্সে (Florence) মেডিসিয়ান্ পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে নিকোলো নিকোলি (Niccolo Niccoli) ইতালীয় সর্ব্বপ্রথম সাধারণ-পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রেড্রিকের (Duke of Urbino) পুস্তকাগারের কথা তদীয় প্রথম গ্রন্থরক্ষক ভেস্পাসিয়ানোর (Vespasiano) বর্ণনায় জানিতে পারি।

পূর্ব্বসাম্রাজ্যের (Eastern Empire) রাজধানী কনস্তান্তিনোপলের পতনভয়ে ইতালীয় রাজগণের যত্নে গ্রীকপণ্ডিতগণ আল্পস্ পর্ব্বতের অপরপারস্থিত রাজ্যসমূহে যাইয়া বাস করেন। হাঙ্গেরিরাজ মেথিয়াস্ কর্বিনাসের (Mathias Corvinus) যত্নে ৫০ হাজার গ্রন্থ সংগৃহীত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৫২৭ খৃঃ অব্দে তুর্কহস্তে বুদা নগরের পতনে উক্ত গ্রন্থাগার সমূলে উন্মূলিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও তাঁহার গ্রন্থনিচয় য়ুরোপের কোন কোন পুস্তকালয়ের শোভাবৃদ্ধি করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগের পুস্তকালয়ের উল্লেখ করিতে হইলে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের স্থাপিত বৃটিশ-মিউজিয়মকেই (British Museum) সর্ব্বাগ্রে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থাধিক্যে ফরাসীরাজধানী পারী নগরীর বিব্লিওথেক্ ন্যাসনেল্ (Bibliotheque Nationale) জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও ব্রিটিস্ মিউজিয়মের ন্যায় সুপ্রণালীবদ্ধ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখন এই পুস্তকাগারে ১৫৫০০০০ মুদ্রিত ও ৫০০০০ হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে। ১৮৩৭ খৃঃ অঃ সর এণ্টনিও পানিজীর (Sir Antonio Panizzi) তত্ত্বাবধানে এবং ইংলণ্ডেশ্বর (George II, III & IV) ও তদ্দেশবাসী মহাপুরুষগণের উদ্যমে ইহার গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভিন্নদেশীয় গ্রন্থ-মধ্যে এখানে ১২ হাজার হিব্রু, ২৭ হাজার চীন ও ১৩ হাজার সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় (Oriental languages) মুদ্রিত পুস্তক ও ৫০০০ পুথি আছে। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হয়। এক্ষণে লণ্ডন মহানগরীতে ৯২টী প্রধান ও সাধারণ-পুস্তকালয় দৃষ্ট হয়। লণ্ডন ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেন্ ও আয়র্লণ্ড রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে প্রায় ২৮৬টী সাধারণ পুস্তকাগার আছে, তন্মধ্যে এবার্ডিন্ ইউনিভার্সিটী (৯০ হাজার), বার্মিংহাম-ফ্রি (১ লক্ষ), কেম্ব্রিজ-ট্রিনিটী কলেজ (৯২ হাজার) ও কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটী (২ লক্ষ ৬ হাজার); ডব্লিন্—নেশানেল (৮৫ হাজার) ও ট্রিনিট কলেজ (১ লক্ষ ৯৪ হাজার); এডিন্বরা—এড্ভোকেট (২ লক্ষ ৬৮ হাজার) ও ইউনিভার্সিটী (১ লক্ষ ৪২ হাজার); গ্লাসগো-ইউনিভার্সিটী (১ লক্ষ ২৫ হাজার); লীডস্—লীডস্ (৮৫ হাজার) ও লীডস্ সাধারণ-গ্রন্থালয় (১লক্ষ ১০ হাজার), লণ্ডন—লণ্ডন (৯০ হাজার), পেটেণ্ট আপিস্ (৮০ হাজার) ও ইউনিভার্সিটী (১ লক্ষ), মেঞ্চেষ্টার-ফ্রিপাবলিক (৮৫ হাজার), অক্সফোর্ড-বোড্লিয়ান্ (৪ লক্ষ ৩০ হাজার), সেণ্ট-এণ্ড্রু-ইউনিভার্সিটী (৯০ হাজার) প্রভৃতি গ্রন্থালয়ের ন্যূনাধিক পুস্তক সংখ্যা দেওয়া গেল।

ফরাসীরাজ্যে জগতের সর্ব্বপ্রধান পুস্তকাগার অবস্থিত। পারীনগরীর বিব্লিওথিক্ ন্যাসনেল্ নামক পুস্তকালয়ে ২২৯০০০০ পুস্তক ও প্রায় ৯২ হাজার পুথি ১৮৮০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাতে আরও গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে। পুস্তক ভিন্ন এখানে প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার মুদ্রাপদক প্রভৃতি ও ২২লক্ষ খোদিত চিত্র (Engravings) বিদ্যমান আছে। ফরাসীর রাজন্যবর্গ ও খ্যাতনামা বিদ্বজ্জনের ঐকান্তিক যত্নে এই জাতীয়-পুস্তকাগারের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হয়। অনুসন্ধিৎসু লেখকগণ শার্লিমেন ও চার্লস্ দি বোল্ডের সংগৃহীত পুথিমধ্যে এই পুস্তকালয়ের উল্লেখ পাইয়াছেন। নানা গোলযোগের পর, পুনরায় রাজা জনের (King John, the Black-Prince's captive) রাজত্ব কালে বিব্লিওথিক্ ডু রয় (Bibliotheque du Roi) নামে এই বিদ্যামন্দিরের প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিখ্যাত ফরাসী-বিপ্লবের (The French Revolution) পর জাতীয়-একতাবদ্ধ ফরাসীগণ এই গ্রন্থালয়ের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হন। কাজেই রাষ্ট্রবিপ্লব জাতীয় বিদ্যামন্দিরের উৎকর্ষ সাধক হইয়াছিল; সন্দেহ নাই। এই সময় হইতেই ইহার "*Bibliotheque Nationale*" নামকরণ হইয়াছিল[১]। প্রজাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও রণকেশরী নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থানে এবং তদীয় বদান্যতায় এই পুস্তকালয়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। তিনি নিজ ভুজবলে বর্লিন, হনোভার, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, রোম, হেগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরী হইতে পুস্তকালয় উঠাইয়া আনিয়া ইহাতে সংযোজিত করেন এবং ফরাসী গবর্মেণ্টের দান বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেবল যে ফরাসী রাজধানীই এরূপ বিদ্যানুশীলনের আদর্শস্থল ছিল

(১) এই সুবৃহৎ পুস্তকালয়ের পুস্তক-তালিকা নাই। পূর্ব্বে যাহা ছাপা ছিল, তাহার পশ্চাদ্ভাগে নূতন গ্রন্থের তালিকা সংযোজিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮০৭ ও ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে এখানকার সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থের তালিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

তাহা নহে, প্রত্যেক ফরাসী প্রদেশে (Provinces) ঐরূপ বিদ্যোন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়। জাতীয়-পুস্তকাগার ব্যতীত পারীনগরে আরও ১৪টী সাধারণ পুস্তকালয় আছে, তন্মধ্যে B. de l'Arsenal (২লক্ষ ৬ হাজার), B. de l'Institut (১লক্ষ), B Mazarine (দেড়লক্ষ), B. Sainte, Genevieve (১লক্ষ ২৩ হাজার) ও B de l' Universite (১লক্ষ ২৬হাজার) এবং অপরাপর গুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আছে। সমগ্র ফরাসী রাজ্যে যে ৭০টী বিখ্যাত পুস্তকাগার আছে, তন্মধ্যে আরও ১০ লক্ষাধিক গ্রন্থ রক্ষিত।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যেও পুস্তকালয়ের অভাব নাই। ১৮৭৫ খৃঃ অঃ বার্লিন নগরেই ৭২টী পুস্তকাগার রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছিল। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণরাজ ফ্রেডরিক-উইলিয়ম-প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় পুস্তকালয়ই (Konigliche Bibl iathek) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে ৭লক্ষ ৫০হাজার গ্রন্থ ও ১৬হাজার পুথি আছে। জর্ম্মণ-রাজ্যে বিদ্যোন্নতির যেরূপ পূর্ণপ্রভাব, তাহাতে এখানে যে বহু গ্রন্থযুক্ত বিস্তৃত পুস্তকাগারসমূহ বিরাজিত থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি! সংস্কৃতশাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনায় জর্ম্মণদেশ জগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। বিদ্যোন্মাদে উল্লসিত জর্ম্মণগণ নগরে নগরে লক্ষাধিকগ্রন্থযুক্ত পুস্তকালয় স্থাপনে সাধারণে ধন্য হইয়াছেন এবং স্বদেশকে 'শর্ম্মণ্য' দেশাভিধানে কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অগস্‌বার্গ (১লক্ষ ৫১হাজার), বার্লিন ইউনিভার্সিটী (২লক্ষ ১হাজার), বন্ (২লক্ষ ৫১হাজার), ব্রেমেন্ (১লক্ষ), ব্রেস্‌লু-ইউনিভার্সিটী (৩লক্ষ ৫৪হাজার), ও বিব্লিওথিক্ (২লক্ষ ২॥ হাজার), কার্ল্‌স্রু (১লক্ষ ৩৯হাজার), কাসেল (১লক্ষ ৬৭হাজার), ডার্ম্মষ্টাড (৫লক্ষ ৩ হাজার), ডেস্‌ডেন্ (৩লক্ষ ৫৭হাজার), আর্লাঞ্জেন (১লক্ষ ৪৯হাজার), ফ্রাঙ্কফোর্ট (১লক্ষ ৫০হাজার), ফ্রাইবার্গ (২লক্ষ ৭১হাজার), গিসেন (১লক্ষ ৬২হাজার), গোথা (২লক্ষ ৫১হাজার), গটিঞ্জেন (৪লক্ষ ৫হাজার), গ্রীফস্‌বাল্ড (১লক্ষ ২১হাজার), হেলি (২লক্ষ ২০হাজার), হাম্বার্গ (৩লক্ষ ৫৬হাজার), হনোভার (১লক্ষ ৭৪হাজার), হেডেলবর্গ (৩লক্ষ ৫হাজার), জেনা (১লক্ষ ৮০হাজার), কাএল (১লক্ষ ৮২হাজার), কোনিগ্‌স্‌বার্গ (১লক্ষ ৮৪হাজার), লিপ্‌সিক্-বিব্লিওথিক্ (১লক্ষ ২হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (৫লক্ষ ৪হাজার), লুবেক্ (১০০২৫০), মেহিঞ্জেন (১লক্ষ ২হাজার), মেঞ্জ (১লক্ষ ৫২হাজার), মার্বার্গ (১লক্ষ ৪০হাজার), মেনিঞ্জেন (১লক্ষ ৬০হাজার), মিউনিচ্-বিব্লিওথিক (১০লক্ষ ২৬হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (৩লক্ষ ২৫হাজার), মুনষ্টার (১লক্ষ ২৪হাজার), ওল্ডেন্‌বার্গ (১লক্ষ), রষ্টক্ (১লক্ষ ৪১হাজার), ষ্ট্রাস্‌বর্গ (৫লক্ষ ১৩হাজার), ষ্টাটগার্ট (৪লক্ষ ২৯হাজার), টুবিঞ্জেন (২লক্ষ ৩৮হাজার), ওয়াইমার (১লক্ষ ৮২হাজার), বাইস্‌থেডেন (লক্ষাধিক), উলফেন্‌বুটেল (৩লক্ষ ১০হাজার), উর্জ্জবর্গ (৩লক্ষ ২হাজার), এবং অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ও সুজর্লণ্ড একত্র করিয়া ধরিলে লক্ষাধিক, গ্রন্থযুক্ত আরও অনেক পুস্তকালয় দেখা যায় ; তন্মধ্যে ১৮০২ খৃঃ অঃ বুদা-পেস্ত মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয়ে ৪লক্ষ পুস্তক ও ৬৩ হাজার হস্তলিখিত পুথি আছে। কিন্তু আজ ২০ বৎসর যাবৎ ঐ সকল গ্রন্থালয়ে আরও কতশত নব প্রকাশিত পুস্তক ও পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না।

রুষরাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গ নগরে জগতের শ্রেষ্ঠ তৃতীয় পুস্তকাগার অবস্থিত। এখানকার ইম্পিরিয়াল-পাবলিক লাইব্রেরিতে ১০লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক, ২৬হাজার পুথি, ২০হাজার মানচিত্র, ৭৫হাজার ফটোচিত্র, ৪২হাজার অটোগ্রাফ ও প্রায় ৫হাজার সনদ সংগৃহীত আছে। এতদ্ভিন্ন ডর্পাট্ (১লক্ষ ৪৪হাজার), হেলসিংফর্ (১লক্ষ ৪০হাজার), কাএফ (১লক্ষ ১০হাজার), মস্কাউ-গলিট্‌জিন মিউজিয়ম (৩লক্ষ ৫হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (১লক্ষ ৭০হাজার), সেণ্টপিটার্সবর্গ-সাএন্স একাডেমী (১লক্ষ ৫০হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (১লক্ষ ৩৯হাজার) প্রভৃতি পুস্তকালয়ের গ্রন্থ সংখ্যা ২০ বর্ষ পূর্ব্বেকার তালিকা দৃষ্টে লিখিত হইল। এখন আরও কত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ফরাসী (৭১), জর্ম্মণ (৯৭), অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি (৫৬), সুইজর্লণ্ড (১৮), ইতালী (৭৪), হলণ্ড (৬), ডেন্মার্ক (৪), আইস্‌ল্যাণ্ড (২), নরওয়ে (৩), সুইডেন (৩), স্পেন (১৬), পর্ত্তুগাল (৬), গ্রীস্ (২), রুসিয়া (১৩), প্রভৃতি য়ুরোপীয় রাজ্যে, ইজিপ্ত (১), অষ্ট্রেলিয়া (৫), বৃটীশগায়না (১), কানাদা (৪), জামেকা (১), মুরিসস্ (১), নিউজীলণ্ড (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (৪), ও তাস্মানিয়া প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশে (২), আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (৮৩), এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টাইন রিপাব্লিক (৩), ব্রেজিল (১), চিলি (১), মেক্সিকো (৫), নিকারাগোয়া (১), পেরু (১), ওরাগুই (১), ও ভেনিজুএলা (১)। উপরোক্ত রাজ্যসমূহের সাধারণ-পুস্তকালয়ের যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল, কালপ্রভাবে তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং আরও কত নূতন পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃততত্ত্ব অবগত না হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত দেশস্থিত পুস্তকালয় সমূহের নাম ও পুস্তক তালিকা দেওয়া গেল না[১২]।

(১২) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ দেশসমূহের সর্ব্বপ্রধান পুস্তকালয়ের গ্রন্থ সংখ্যা যেরূপ পাওয়া যায়—

দেশ	নগর	সংখ্যা
সুইজর্লণ্ড	বাসেল	১ লক্ষ ২৪ হাজার
ইতালী	ফ্লোরেন্স	৩ লক্ষ ১৫ হাজার

বাবিলোনীয়া।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাবিলোনীয়-রাজ্যে বিস্তৃতভাবে বিদ্যালোচনা হইত, কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহার কোন বিবরণ প্রকটিত হয় নাই। সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের নিপ্পুর নগরে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাচীন পুস্তকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে দেড় লক্ষেরও অধিক ফলক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যে সত্তর হাজার ফলকের পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ফলকগুলিতে ইতিহাস, শব্দবিদ্যা, সাহিত্য, পুরাণ, ব্যাকরণ, অভিধান, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের নানাবিধ গ্রন্থ লিখিত। উহার সকলগুলিই খৃঃ পূঃ ২২৮০ অব্দেরও পূর্ব্বকালে লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত উদ্ধার হইলে প্রাচীন হিন্দুগৌরবের নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

ভারত, চীন ও জাপান রাজ্যের স্থানে স্থানে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। চীন-সাম্রাজ্যে খৃষ্ট জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে পুস্তকাদি লিখনপ্রথা প্রচলিত ছিল।

হলণ্ড	দি-হেগ্	২ লক্ষ ৪ হাজার
ডেন্মার্ক	কোপেন্‌হেগেন্	৫ লক্ষ ৪ হাজার
আইস্‌লাণ্ড	রেকজবিক্	৩০ হাজার
নরওয়ে	খৃষ্টিয়ানা	২ লক্ষ ৩২ হাজার
সুইডেন্	ষ্টকহলম্	২ লক্ষ ৫৮ হাজার
স্পেন্	মাড্রিড্	৪ লক্ষ ১০ হাজার
পর্ত্তুগাল	লিস্‌বন্	২ লক্ষ ১০ হাজার
গ্রীস্	আথেন্স	১ লক্ষ ৫১ হাজার
ইজিপ্ত	কায়রো	৪০ হাজার
অষ্ট্রেলিয়া	মেলবোর্ণ	১ লক্ষ ১২ হাজার
গায়না	জর্জটাউন	২৫ হাজার
কানাডা	অটোয়া	১ লক্ষ
মরিসস্	লুইবন্দর	১০ হাজার
নিউজিলণ্ড	ওয়েলিংটন	১০ হাজার
কেপকলনি	কেপটাউন	৩৯ হাজার
তাস্‌মানিয়া	হোবার্টটাউন	৯ হাজার
ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্	বোষ্টন্	৩ লক্ষ ৯৬ হাজার
	ওয়াশিংটন	৩ লক্ষ ৯৭ হাজার
আর্জেন্টাইন্ রিপ্	বিউনস্‌এয়িরজ্	৪০ হাজার
ব্রেজিল	রাইও জেনিরো	১ লক্ষ ২১ হাজার
চিলি	সেণ্টিয়াগো	৬৫ হাজার
মেক্সিকো	মেক্সিকো	১ লক্ষ
পেরু	লিমা	৩৫ হাজার
নিকারাগোয়া	মেনাগোয়া	১৫ হাজার
উরুগুই	মণ্টিভিডো	১৫ হাজার
ভেনিজিউলা	কারাকাস	২৯ হাজার

ভারত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভারতবাসী চিরদিনই পুস্তকের আদর করিতেন। পুস্তক তাঁহাদিগের উপাস্য-দেবতা বলিলেও হয়। এখনও ভারতের নানাস্থানে কোন কোন পুথির নিত্যপূজা হইয়া থাকে। মাঘমাসে সরস্বতীপূজার দিন গৃহস্থ-মাত্রই, তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলিকে দেবী সরস্বতীরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় মঠ বা ধর্ম্মমন্দিরে নানাগ্রন্থ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইত। নালন্দার গ্রন্থকুটীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নালন্দার নিকটবর্ত্তী ওদন্তপুরী নামক স্থানে (বর্ত্তমান বিহারে) পালরাজগণের সময়ে বহুসহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। মিন্‌হাজের তবকাত্-ই-নাসিরি-পাঠে জানা যায়, যে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার যখন বিহার আক্রমণ করেন, তখনও এখানে বৌদ্ধদিগের বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুসংখ্যক শ্রমণের বাস ছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুসহস্র গ্রন্থ দেখিয়া মুসলমানেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থমর্ম্ম অবগত হইবার জন্য কোন কোন পণ্ডিতকে আহ্বান করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মুসলমানের করাল কৃপাণে সমস্ত মুণ্ডিতশির শ্রমণগণ দ্বিখণ্ডশির হইয়াছিলেন।

মুসলমানের আক্রমণে বিহারের সেই অমূল্য বৌদ্ধগ্রন্থালয় বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানের করালগ্রাস হইতে যাঁহারা পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণতুল্য ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখনও নেপাল হইতে সেই সকল প্রাচীন পুথি বাহির হইতেছে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আক্রমণ বলিয়া নয়, কতবার মুসলমানের আক্রমণে কতশত অমূল্য গ্রন্থালয় বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তারিখ-ই-ফিরিস্তা-পাঠে জানা যায়, ফিরোজ তোগলক যখন নগরকোট আক্রমণ করেন, সে সময়ে জ্বালামুখীর মন্দিরে একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থকুটী ছিল। তন্মধ্যে ফিরোজ ১৩০০ হিন্দুপুথি পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি দর্শন, জ্যোতিষ ও জাতকসম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

তুজুক্-ই-বাবরি নামক মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে—সম্রাট্ বাবর গাজী খাঁর গ্রন্থকুটীতে বহুসংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন।

আইন্-ই-অক্‌বরীতে বর্ণিত হইয়াছে, অকবর পাদশাহেরও বৃহৎ পুস্তকালয় ছিল। তাঁহার পুস্তকালয় সাতখণ্ডে বিভক্ত ছিল, তাহা আবার গদ্য, পদ্য, হিন্দী, পারসী, গ্রীক, কাশ্মীরী, আরবী ইত্যাদি পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে সজ্জিত থাকিত।

অকবর যেমন নানা ভাষার গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়া আপনার গ্রন্থালয়ের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, টিপু সুলতান

সেইরূপ নানাদেশ হইতে অমূল্য পারসী গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া আপনার পুস্তকালয়ে রক্ষা করিয়া যান। তাঁহার অধঃপতনের পর সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ বৃটীশ গবর্মেন্টের হস্তগত হইয়াছে। তাহার অনেক গ্রন্থ এক্ষণে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে দেখা যায়।

আধুনিক কালে হিন্দুরাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তঞ্জোররাজ শরভোজী ও নেপাল-রাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনা যায়, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতে তঞ্জোররাজ পুথিসংগ্রহে যত্ন করেন, শরভোজীর সময়ে তাঁহার পুস্তকালয়ে ২৫ সহস্রের অধিক হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। এখনও তঞ্জোররাজ-পুস্তকালয়ে অষ্টাদশসহস্রের অধিক হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথি বিদ্যমান। এই সকল পুথি দেবনাগরী, নন্দিনাগরী, কর্ণাড়ী, তৈলঙ্গী, উড়িয়া প্রভৃতি নানা অক্ষরে লিখিত। এরূপ বহুসংখ্যক পুথি ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই।

নেপাল।—নেপালের রাজকীয় পুস্তকালয়ে প্রায় ৮ হাজার হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও সংগ্রহকার্য্য চলিতেছে। এই পুস্তকালয়ে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে লিখিত হস্তলিপি বিদ্যমান; এরূপ সুপ্রাচীন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ-পুথি আর কোথাও নাই *।

কাশ্মীর।—কাশ্মীরের রাজপুস্তকালয়েও নানাভাষায় লিখিত প্রায় দশসহস্রাধিক পুস্তক ও তন্মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথি আছে, এইরূপ মূল্যবান্ হিন্দুগ্রন্থ আর কোথাও নাই[১]।

রাজপুতানা।—রাজপুতানার সামন্তরাজগণের গৃহেও বহুতর পুথি-সংগ্রহ আছে। তন্মধ্যে জয়পুর, মেবার, আলবার, বিকানীর, জসলমীর, কোটা, বুন্দী ও ইন্দোরের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য।

উ° প° প্রদেশ।—উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের মধ্যে কাশীধামেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্কৃত পুথি-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়। কাশীধামের গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশীরাজের পুস্তকালয় এবং কবি হরিশ্চন্দ্রের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য[২]।

বোম্বাইপ্রদেশ।—বোম্বাই প্রদেশে আহ্মদাবাদ, পাটন, কাম্বে, সুরত, পুণা, নাসিক, কোল্হাপুর, ভরোচ প্রভৃতি নানাস্থানে হস্তলিখিত পুথির গ্রন্থকুটী আছে। ঐ সকল গ্রন্থালয়ের মধ্যে আহ্মদাবাদ, পাটন ও কাম্বে সহরে অনেকগুলি জৈন-পুস্তকালয় দৃষ্ট হয়। জৈন যতিগণ তীর্থভ্রমণকালে মধ্যে মধ্যে যেস্থানে আসিয়া বিশ্রামার্থ বাস করেন, জৈনেরা তাহাদিগকে উপাশ্রয় বলিয়া থাকেন। এইরূপ উপাশ্রয়ে জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ অতি যত্নের সহিত রক্ষিত থাকে। গুজরাতের প্রাচীন রাজধানী পাটন-সহরে এইরূপ ১১টী উপাশ্রয় ও আহ্মদাবাদে ৬টী উপাশ্রয় আছে। পাটনের পোফলিয়ানোপাড়োর উপাশ্রয়ে তিন হাজারের অধিক এবং হেমচন্দ্রভাণ্ডারে প্রায় চারি হাজার সুপ্রাচীন হস্তলিপি আছে। এই দুই উপাশ্রয় হইতে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে লিখিত তালপত্রের পুথি বাহির হইয়াছে। হেমচন্দ্র-ভাণ্ডারে সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত পুথি দৃষ্ট হয়[৩]। পুণার বিশ্রাম-আবাস সংস্কৃত-পাঠশালায় পেশবাদিগের সংগৃহীত অনেক পুথি দৃষ্ট হয়।

মলবার।—কালিকটে এখানকার সামরী-রাজপুস্তকালয় এবং তিরুম্‌নিত্তুর নামক স্থানে কোচিন-রাজের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। এখানে সংস্কৃত ও দাক্ষিণাত্যের নানা ভাষায় লিখিত বহুতর হস্তলিপি দৃষ্ট হয়।

মহিসুর।—মহিসুরের রাজপ্রতিষ্ঠিত সরস্বতীভাণ্ডারে প্রায় ৫ সহস্রাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। মহিসুরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরির শঙ্করাচার্য্য-স্বামিমঠেও বহুসহস্র সংস্কৃত পুথি আছে।

তঞ্জোর।—তঞ্জোর-রাজপুস্তকালয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন তঞ্জোর-জেলায় গঙ্গাধরপুর, গোবিন্দপুর, কুম্ভঘোণম্, মল্লারপুর, বেদারণ্য, নাগপট্টন প্রভৃতি নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থকুটী দৃষ্ট হয়। এই সমুদায়ের মধ্যে পুদুকোটের রাজপুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবাঙ্কোড়।—ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজের পুস্তকালয়েও বহুসহস্র হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত কাঞ্চনীর মন্দির, মদুরা জেলায় শিবগঙ্গা ও রামনাথমঠ, বিশাখপত্তন জেলায় বিজয়নগরাধিপের পুস্তকালয় ও বোব্বিলির রাজ-পুস্তকালয়, দক্ষিণ-আর্কটে চিদম্বর, কোয়ম্বাতোরে কুমারলিঙ্গ ও রাজপুস্তকালয়, উল্লেখযোগ্য।[৪]

বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সি।—বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কলি-

* সম্প্রতি নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে লিখিত সংস্কৃত তান্ত্রিক-গ্রন্থ বেঙ্গল গবর্মেণ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন।

(১) Dr. Buhler's Reports, 1877; Dr. Stein's catalogue of Sanskrit Mss দ্রষ্টব্য।

(২) উ° প° প্রদেশে গবর্মেন্টের আদেশে পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ যে সংস্কৃত পুথিসমূহের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এ অঞ্চলের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

(৩) Dr. Buhler, Dr. Peterson, Dr. Bhandarkar প্রভৃতির প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তকবিবরণী দ্রষ্টব্য।

(৪) দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে ছোট বড় সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে। Dr. Oppert's Catalogue of the Sanskrit Mss in Southern India ও Dr. Hultzch's Reports of the Sanskrit Mss. দ্রষ্টব্য।

কাতার এসিয়াটিক সোসাইটী, ও তথায় রক্ষিত বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সংস্কৃত পুস্তকালয়, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ, ৺রাজা রাধাকান্তদেবের পুস্তকালয়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। এসিয়াটিক সোসাইটী ও তৎসংলিপ্ত বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের সংগৃহীত সংস্কৃত হস্তলিপি প্রায় ৮ হাজারের অধিক এবং পারসী গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় ৮ হাজার হইবে। সংস্কৃত কলেজে প্রায় ৪ হাজার হস্তলিপি আছে।

এতদ্ভিন্ন আর আর যে সকল স্থানে ও যে যে ব্যক্তির নিকট বহুসংখ্যক সংস্কৃত হস্তলিপি রক্ষিত আছে, অকারাদিক্রমে তাহাদের নাম লিখিত হইল :—

আজিমগঞ্জে রায় ধনপৎসিংহের জিনমন্দির।
কাকিনা (রঙ্গপুর) রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী।
জাফরগঞ্জ বড় আখড়া গোপালদাস মহন্ত।
জিয়াগঞ্জ বালুচর খরতরগচ্ছীয় পঞ্চায়ত-পোশালা (উপাশ্রয়)।
দরভাঙ্গা রাজ-পুস্তকালয়।
নবদ্বীপ-রাজবাটী (মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়)।
নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বাটী,
নশীপুর, মুর্শীদাবাদ, রাজা রণজিৎ সিং।
নাটোর রাজবাটী, পুটিয়া রাজবাটী, পুরীর শঙ্করমঠ, ব্রাহ্মণী-গ্রাম (মুর্শিদাবাদ) রামানুজমঠ।
ভট্টেশ্বর গ্রাম (বিক্রমপুর) গঙ্গাচরণ তর্করত্নের বাটী।
ভগ্রাণী—দরভাঙ্গা ছোটিলাল ঝাঁ।
ভাওয়াল—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর।
মধুবনী (দরভাঙ্গা) কানাইলাল ঝাঁ।
মানকর (বৰ্দ্ধমান) হিতলাল মিশ্রের বাটী।
রাজনগর (বিক্রমপুর) কালিকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী।
রোয়াইলের জমিদারবাটী।
বহরমপুর ৺রামদাস সেন ও তাঁহার আত্মীয় রাধিকাপ্রসাদ সেনের ঠাকুরবাটী।
বেতিয়া—মহারাজ রাজেন্দ্রকিশোর সিংহ বাহাদুর।
শান্তিপুর—৺ কালিদাস বিদ্যাবাগীশের বাটী।
শ্রীরামপুর-কলেজ।
সেরপুর, (ময়মনসিংহ) হরচন্দ্র চৌধুরীর পুস্তকালয়।
ত্রিপুরা—মহারাজের পুস্তকালয়।
বৰ্দ্ধমান—সংস্কৃত পুস্তকালয়।
হাতোয়ারাজের পুস্তকালয়।*

* বাঙ্গালার যে যে স্থানে পুথি রক্ষিত আছে তাহাদের নাম—Raja Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. I—IX, ও Mahámahopádhyáya Hara Prasad Shastri's Notices of Sanskrit Mss, published under the orders of the Government of Bengal দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষে নানাস্থানে পুথি রক্ষিত হইলেও প্রধান প্রধান দুই একটী রাজ-পুস্তকালয় ব্যতীত কোন পুস্তকালয়ের রীতিমত তালিকা পাওয়া যায় নাই। এই জন্য আনুমানিক গ্রন্থসংখ্যা লিখিত হইল না।

বাঙ্গালার নানাস্থানে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেকার বহু সংখ্যক বঙ্গভাষায় লিখিত পুথি দৃষ্ট হয়। একমাত্র বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়েই আট শতাধিক এরূপ বঙ্গভাষায় লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মুদ্রিত গ্রন্থের পুস্তকালয় মধ্যে বরোদার গাইক-বাড়ের পুস্তকালয় ও কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুই স্থানে সকল বিষয়ক গ্রন্থ একত্র করিলে প্রায় ৫০০০০ পুস্তক হইতে পারে।

কলিকাতার মেট্‌কাফ হল, বোম্বাইএর রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী, মান্দ্রাজের কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী, প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, উত্তরপাড়ার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী, ঢাকার নর্থব্রুক হল, কোচবিহার রাজ-পুস্তকালয়, ত্রিপুরার মহারাজ স্থাপিত লাইব্রেরী, কাকিনার রাজা মহিমা রঞ্জনের লাইব্রেরী, জয়দেবপুরের রাজ-পুস্তকালয়, কলিকাতার ৺ রসিকচন্দ্র নিয়োগীর লাইব্রেরী, আলবার ও জয়পুরের রাজপুস্তকালয়, কাশীর কলেজ লাইব্রেরী এবং পুণার ডেকান কলেজ লাইব্রেরীই উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল পুস্তকালয়ে বহু সহস্র মুদ্রিত গ্রন্থ আছে।

পুস্তকরক্ষার ব্যবস্থা।

সাধারণ পুস্তকাগার কিরূপ হইলে সকলের সুবিধাজনক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরিচালক সমিতির লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রত্যেক পুস্তকালয়ে পাঠাগার[১] (Reading-rooms), গ্রন্থ-গৃহ (Book-rooms), কর্ম্মগৃহ (Work-room) ও দপ্তর-খানা (Office) প্রভৃতি থাকা আবশ্যক। পাঠগৃহের আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়া চাই। বহুলোক একত্র পাঠ করিতে পারে, তদুপযোগী মেজ (table) ও কাষ্ঠাসন (chair)

(১) বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। পাঠকের সুবিধা ও আরামের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গৃহের গঠন ও সজ্জাদি প্রস্তুত হইয়াছে। টেবিলটী চক্রাকার, প্রত্যেক চক্রদণ্ডে পাঠকের বসিবার আসন। সাধারণের অসুবিধা নিবারণ-জন্য পরিদর্শকের (Superintendents) অবস্থান-গৃহের সম্মুখে পুস্তকতালিকা-রক্ষণ-স্থান (Catalogue-stand)। পাঠকের পরস্পর-দর্শনে মনঃসংযোগের হানি হওয়া সম্ভব, এজন্য পর্দা আড়াল দেওয়া আছে। শীতপ্রধান দেশ, তাই শীতলতা নিবারণ জন্য পদতলে খোলাকার ফুটরেল আছে। উহার মধ্যে টিনবায়ু গৃহে গৃহে উত্তাপ প্রেরিত হইতেছে। পাঠকের সুবিধার্থ প্রত্যেক আসনের সন্নিকটে স্বতন্ত্র ৪ ফিট স্থান ছাড়া আছে, ঐ স্থানে পাঠক নিজের ইচ্ছামত পুস্তকাদি নাড়াচাড়া করিতে পারেন।

সজ্জিত রাখা কর্ত্তব্য। স্বদেশ ও ভিন্নদেশীয় প্রনাম-ধন্য পুরুষের চিত্র (Paintings), প্রতিকৃতি (Bust or Statue) প্রভৃতি দ্বারা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতে হয়। কারণ তদ্দৃষ্টে কোমলহৃদয় মানবমাত্রেরই "মহাজনগত পন্থায়" আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে। সকল গৃহগুলি উষ্ণবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। মেজের অথবা বাহিরের ঠাণ্ডায় পুস্তকালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগিলে সেল্‌ফ, আলমারি, বুককেশ, পেডেস্‌ বা তাক প্রভৃতিতে উই (white-ants) লাগিতে পারে এবং বাহিরের ঠাণ্ডায় পুস্তকাদিতে একপ্রকার কীট জন্মে, উহারা পুস্তক কাটিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলে। এই সমস্ত ক্ষয়কারী কীটের দংশন হইতে পুস্তকের পরিত্রাণ জন্য গ্রন্থগৃহে তাপদান আবশ্যক। খোলা জায়গায় অগ্নি জ্বালিয়া অথবা লৌহ উনানে অগ্নি-স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ষ্টীম্‌, সান্‌লাইট গ্যাস (Sunlight System) বা বেন্‌হেম্‌ (Benham light) আলোক দ্বারা গৃহগুলির বায়ু উত্তপ্ত রাখা চাই। বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক আলোকেও পুস্তক রক্ষাবিষয়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রন্থে নিম্‌পাতা, নেপ্‌থালিন্‌ বা টার্পিন্‌ দিয়া রাখিলে কিছুকালের জন্য কীটদংশন হইতে পুস্তকাদি রক্ষা করা যায়। কাষ্ঠনির্ম্মিত আলমারি, 'সেলফ', 'বুককেশ' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অধুনা কলাইকরা লৌহ (Galvanized iron) প্রভৃতি ধাতু বা শ্লেট-নির্ম্মিত সেল্‌ফই পুস্তকরক্ষার বিশেষ উপকারী হইয়াছে[১]। কারণ উহাতে আর উই লাগিবার সম্ভাবনা নাই। র‍্যাক্‌ (Rack) কিংবা সেলফ মধ্যে পুস্তক সাজাইয়া রাখিলেও সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা উচিত, যেন ধূলা পড়িয়া উহা নষ্ট না হয়। আলমারি, দেরাজ কিংবা গ্লাসকেশ মধ্যেও গ্রন্থাদি সজ্জিত রাখা যায়; কিন্তু অনেকে উহা ভাল পছন্দ করেন না। কারণ কাচ মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে গরমে কাগজাদি শুমিয়া যাইতে পারে এবং কাষ্ঠ অথবা কোনরূপ অস্বচ্ছ আচ্ছাদনে উহার সম্মুখভাগ আবদ্ধ রাখিলে, পুস্তক-নির্ব্বাচনে সাধারণে বড়ই অসুবিধা বোধ করেন।

কোন পাঠক কোন একখানি গ্রন্থ দেখিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে সেই পুস্তকের শ্রেণীগত নম্বর ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থরক্ষকের নিকট পুস্তকখানি চাহিবেন। তিনিও নিজ তালিকাবহি-দৃষ্টে সাঙ্কেতিক চিহ্নানুসারে সেলফ-নির্ব্বাচন করিয়া নিয়মানুক্রমে সজ্জিত গ্রন্থ বাহির করিয়া প্রার্থীর হস্তে সমর্পণ করিবেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থ পুস্তকালয় মধ্যে সন্নিবেশিত আছে কি না, তাহা জানিবার কোন সহজ উপায় ছিল না। পাঠক ও পুস্তকরক্ষককে বৃথা বহুসময় অতিবাহিত করিতে হইত। পরে 'ইণ্ডিকেটর' (Indicator) প্রথার উদ্ভাবনায় অনেক শ্রম-লাঘব হইয়াছে। মিঃ মর্গান (বার্মিংহাম ইণ্ডিকেটর), মিঃ ইলিয়ট্‌, মিঃ রাইট ও মিঃ কট্‌গ্রীভ-প্রবর্ত্তিত প্রথাবলম্বনে সকলেই কার্য্যসমাধা করিয়া থাকেন। প্রথমে একটী কাষ্ঠ-ফ্রেমে কতকগুলি ক্ষুদ্র খোপে (small pigeon-holes) কাটিয়া একএকটী নম্বর দিত এবং ঐ নম্বরের সহিত পুস্তক-নম্বরের সমন্বয় রাখা হইত। কালে কট্‌গ্রীভের ইণ্ডিকেটর বহির সাহায্যে "লেজার" গ্রন্থের ন্যায় প্রত্যেক ব্যক্তির নামে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিয়া, দেয়পুস্তক খরচ কাটিয়া দেওয়া হয়। গ্রন্থরক্ষকগণের সুবিধার্থ মিঃ পার (Mr. G. Parr)-প্রবর্ত্তিত 'কার্ড-লেজার' (Card-ledger) প্রশস্ত।

অতঃপর পুস্তকের বাঁধাই। যত উৎকৃষ্ট বাঁধাই হইবে, গ্রন্থখানিও তত অধিককাল স্থায়ী হইবে। ভাল বাঁধাই করিতে হইলে, অবশ্যই বেশী খরচ হয়; কিন্তু বর্ত্তমান অধিক ব্যয় ভবিষ্যতে স্বল্প বলিয়া বোধ হইবে। কারণ উহাকে আর দুইবার বাঁধাইতে হইবে না, অন্যথা উহা একবারে নষ্টও হয় না। মরক্কো (Morocco) চর্ম্মে পুস্তক বাঁধাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অধিককাল স্থায়ী হয়। জলবায়ুর উত্তাপ ও গ্যাসালোকে মরক্কোচর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। ভেলম্‌ (Vellum)-পরিষ্কৃত বাছুরের চর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী; কিন্তু সকলপ্রকার কার্য্যে বিশেষ উপযোগী নহে। পর্য্যায়ক্রমে কাফ্‌, রুসিয়া, বেসিল, রোয়ন্‌, বাক্‌রাম্‌, কার্পাসবস্ত্র, লিনোলিয়ম্‌, ক্রেটোন্‌ ও লেদারেট প্রভৃতি চর্ম্ম, বস্ত্র বা তদনুকরণে নির্ম্মিত কাগজাদিদ্বারা পুস্তক বাঁধান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদের স্থায়িত্ব কালও ঐরূপ পর্য্যায়ানুযায়ী জানিতে হইবে। রঙের বিচার করিয়া দেখিলে নীল ও সবুজ (গাঢ় বা তরল), লাল, কৃষ্ণ, অলিভ ও ব্রাউন বর্ণই প্রশস্ত। এক পুস্তকের সকল খণ্ডগুলি (Volumes) এক বর্ণের হওয়া চাই, তাহা হইলে সহজে চিনিয়া লইতে পারা যায়। দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থগুলির বাঁধাই সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সাধারণ পুস্তকগুলি 'হাফ্‌বাউণ্ড' করিলেই চলে; কিন্তু দুষ্প্রাপ্য বহুপ্রাচীন গ্রন্থগুলিকে চর্ম্ম দিয়া 'ফুলবাউণ্ড' করা আবশ্যক[১]। যখন বন্ধনার্থ পুস্তকখানি দপ্তরির

(১) ডাঃ অক্‌লাণ্ড-উদ্ভাবিত রাড্‌ক্লিফ্‌ আইরন্‌ বুককেশ, মিঃ জার্গোর বুককেশ ও তোঙ্‌সের (Tonks's) বুককেশ উল্লেখযোগ্য। পুস্তকালয় ও তদধীন দ্রব্যসমূহের বিস্তৃত বিবরণ Mr. Edwards, *Memoirs of Libraries* (1859). Dr. Petzoldts কৃত *Katachismus der Bibliothekenlehre* ও Library Journal নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১) বৃটীশ মিউজিয়মের সকল পুস্তকই মরক্কো 'হাফ্‌বাউণ্ড' অর্থাৎ পশ্চাতে মরক্কো চর্ম্ম দিয়া দুইখানি ডালা কব্জার ন্যায় জুড়ান আছে। ডালা দুইটি নানাপ্রকার বস্ত্রাচ্ছাদিত; কিন্তু চারিকোণ (vellum)-চর্ম্মমণ্ডিত।

নিকট দিবে, তখন তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া বলিবে সীলাই, বস্ত্র, চর্ম্ম ও সোনালির নাম কিরূপ হইবে।

বাঁধান পুস্তকগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজান উচিত। যথা সাহিত্য, কাব্য, গীতিকাব্য (Melo-drama) নাটক (Drama, Tragedy, Comedy) নবন্যাস ও উপন্যাস, (Novels), ইতিহাস (History), জীবতত্ত্ব, (Zoology), পক্ষিতত্ত্ব (Ornithology), মানবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, (Zeology) দেহতত্ত্ব, অস্থিতত্ত্ব (Osteology), অঙ্কবিদ্যা, বীজগণিত, রেখাগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, আয়ুর্ব্বেদ ও ভৈষজ্য (Medicine), বিজ্ঞান (Science and Arts), প্রাণিতত্ত্ব (Natural History), ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology), ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি (Jurisprudence), আইন (Law), স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য (Archœology and Art of sculpture, painting &c.), দর্শনশাস্ত্র (Philosophy), ভূগোল (Geography), জীবনী (Biography), শব্দবিদ্যা (Philology), বাণিজ্য, (Commerce), সমাজ-নীতি (Sociology), কৃষিবিদ্যা (Agriculture), মাসিকপত্র, (Periodicals) ও অব্যক্ত অক্ষরায় লিখনবিদ্যা (Palygraphy) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সেল্ফমধ্যে সন্নিবেশ করা আবশ্যক। পুস্তক সজ্জিত করিবার চারিটী প্রণালী:—(১) আকৃতি—সমান আকৃতির পুস্তকগুলি সেলফের একতাকে রাখিলে সুন্দর দেখায়, (২) গ্রন্থকারের নাম—অকারাদি ক্রমে গ্রন্থকর্ত্তার নাম লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি ১২ নম্বর ক্রমে সাজান; (৩) বিষয়—অর্থাৎ ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা Natural Philosophy), রসায়ন (Chemistry) প্রভৃতির বৈষয়িক পার্থক্য ধরিয়া সেলফমধ্যে সংখ্যাক্রমে তাহাদের সংস্থান এবং (৪) প্রাপ্তি-স্বীকারের পরই নিরূপিত নম্বর বসাইয়া তাহাকে সেল্ফে রক্ষা কিংবা উপরোক্ত দুই প্রকারের প্রথার মিশ্রণে তাহাদের সজ্জা। প্রথমে বিষয়ের সঙ্কেত ও পরে তদ্বিভাগীয় চিহ্ন বসাইয়া নম্বর দিলে সহজেই পুস্তক-নির্ব্বাচনে সুবিধা হইতে পারে। যেমন জ্যামিতিকে অঙ্কবিদ্যার (Mathematics) তৃতীয় স্থান দিতে হইবে অর্থাৎ অঙ্কগণিত (Arithmatics), বীজগণিত (Algebra) ও পরে জ্যামিতি এবং উহা স্বাভাবিক বিজ্ঞানের (Natural Science) একটী অংশ। এইরূপে জ্যামিতিকে প্রথমে বিজ্ঞানের অংশভূত করিয়া তাহাকে অঙ্কবিদ্যার তৃতীয় স্থান দানপূর্ব্বক ১,২,৩ নং ক্রমে সাজাইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে ডিউয়ে (Melvil Dewey) সাহেবের মত সাধারণের গ্রহণীয়[১]। প্যারী নগরীর 'বিব্লিওথিক্ ন্যাস্নেল' নামক পুস্তকালয়ের ইতিহাস (Histoire de France) ও ভৈষজ্য সম্বন্ধীয় (Medicine) গ্রন্থাবলীর সুসমাবেশ (Classification) জগতের একটী আদর্শস্থল।

পুস্তকগুলি আপনাপন শাখাগত অঙ্কমধ্যে নিবদ্ধ হইলে তাহার একটী তালিকা প্রয়োজন। কারণ ঐ তালিকা দৃষ্টে গ্রন্থরক্ষক ও পাঠক উভয়েই সুবিধামত পুস্তক-নির্ব্বাচন ও গ্রহণে সমর্থ হইবেন। যে পুস্তকালয়ের তালিকা নাই, তাহা কখন কার্য্যকারী হয় না। সামান্য কথায় উহা একটী পুস্তক-স্তূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাই যখন সাধারণের উপকারার্থ, তখন কেন না সেই প্রত্যুপকারের অভিলাষী হওয়া যায়। তালিকা হইতে প্রথমতঃ পুস্তকের নাম, গ্রন্থকার ও কোন্ বিষয়ের গ্রন্থ তাহা জানিতে পারা যায়। অস্মদ্দেশীয় সাধারণ-পাঠ্য-পুস্তকাগারে যেরূপ তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে কাব্য নাটকাদিভেদে গ্রন্থ বিভাগ করিয়া অকারাদি ক্রমে গ্রন্থের নাম (titles) ও প্রণেতৃগণের নাম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু পুস্তক-বহুল স্থানে এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রথা ফলদায়ী হয় না; যেখানে লক্ষাধিক পুস্তক আছে, সেরূপ স্থানে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম-নির্ব্বাচনে অকারাদি ক্রমে গ্রন্থাদির তালিকা সন্নিবেশ করিতে হয়; তাহা হইলে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই সকল কার্য্য পরিদর্শন জন্য একজন গ্রন্থরক্ষক (Librarian) আবশ্যক। ঐ ব্যক্তি জ্ঞানী, কর্ম্মঠ, সুবিবেচক এবং নানা ভাষা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইবেন। কারণ তাঁহার নিকটে কোন আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রশ্ন করিলে যেন যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী গ্রন্থরক্ষকই সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়া থাকেন। গ্রাহককে অভিমত পুস্তক বাহির করিয়া দেওয়া তাঁহার কার্য্য নয়। যিনি গ্রাহককে পুস্তক দেন, তাঁহাকে Issuing officer বলা যায়।

কেন পুস্তক-তালিকা (Catalogue) প্রস্তুত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ৬টী জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে।—(১) অমুক গ্রন্থকারের অমুক পুস্তক আছে কি না? (২) অমুক গ্রন্থকারের কি কি পুস্তক আছে; (৩) অমুক গ্রন্থ পুস্তকালয়ে আছে কি? (৪) অমুক বিষয়ক বা ঘটনাবলম্বিত কোন পুস্তক গ্রন্থালয়ে পাওয়া যাইতে পারে কি না? (৫) অমুক বিষয়ের কি কি গ্রন্থ আছে? (৬) কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা ভাষা সম্বন্ধে কত পুস্তক পাওয়া যায়? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর-সম্বলিত গ্রন্থই পুস্তক-তালিকা পদবাচ্য। এ কারণ কোন কোন

(১) A Classification and Subject-Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library by Melvil Dewey, Amherst, 1876.

পুস্তকাগার (১) ও (২), কোথাও (৩), কোথাও (৪) বা (৫) লইয়া তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু কি বিষয়গত, কি গ্রন্থের নামগত, কি গ্রন্থকর্ত্তার নামগত, সকল গুলিই অকারাদি ক্রমে (Alphabetically) সজ্জিত হয়। তালিকা মুদ্রণে খরচ হয় বটে কিন্তু তাহার ব্যবহারে তত কষ্ট হয় না। হস্তলিখিত তালিকায় গ্রন্থ বাছিয়া লওয়া সুকঠিন। তালিকা বার বার ছাপা সুপরামর্শ নহে, কারণ মাস দুই পরে যখন আবার (প্রাপ্ত বা ক্রীত) নূতন গ্রন্থ সংযোজিত হয় তখন উহা কার্য্য বহির্ভূত হইয়া পড়ে। কোন কোন ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে তালিকা প্রস্তুত না করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পুস্তকালয়ের তালিকা লইয়া উহাতে কথিত পুস্তকালয়ের গ্রন্থনাম মিলাইয়া দাগ দিয়া রাখিলেই চলে।[১]

বর্ত্তমান প্রথায় যে সমস্ত তালিকা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা, গ্রন্থ ও গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের মূলাংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থ ও সামান্যতঃ তদ্বর্ণিত বিষয় জানিতে পারিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহাতে তাহার লেখ্য প্রতিপোষক কোন ঘটনা লিখিত আছে কি না।

কার্য্যপ্রণালীই (Administration) পুস্তকালয়ের প্রধান অঙ্গ। যাহাতে গ্রাহক ও সভ্যমহোদয়গণ সন্তুষ্ট থাকিয়া গ্রন্থাদি পান ও নিজ নিজ ইচ্ছামত পুস্তকালয়ের কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে পরিচালক-সমিতির দৃষ্টি থাকা উচিত। যাহাতে আয়ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার থাকে এবং প্রতিমাসেই নূতন গ্রন্থক্রয়ের সুবন্দোবস্ত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থাদিতে ধূলা না লাগে, ধূলা ঝাড়িবার সময় কর্ম্মচারিগণ পাতা না ছিঁড়িয়া ফেলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বৎসরে ২।৩ বার গ্রন্থসংখ্যা (Stock) নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য। নূতন পুস্তক গ্রন্থাগারে স্থান পাইলে তাহা সর্ব্বসমক্ষে কিছুদিনের জন্য রাখিবে, যেন সকল গ্রাহকেই নূতন পুস্তক দেখিতে পায়। পরে তথা হইতে উঠাইয়া পুস্তকালয়ের নাম ষ্ট্যাম্প করিবে এবং নম্বর দিয়া সেল্‌ফ মধ্যে যথাস্থানে রাখিবে। পুস্তকালয় হইতে গ্রাহককে পুস্তক দিতে বা তাহা ফিরাইয়া লইতে একটী পরিষ্কার হিসাব রাখিবে, যতদিন ঐ পুস্তক তিনি রাখিতে পারিবেন, তাহা বাদে উহা ফিরাইয়া লইবে। ইহার জন্য হয় 'লেজার' না হয় স্লিপ্ সিষ্টেম্ (slip system) মতে কার্য্য করিবে। পুস্তকালয়ের রক্ষা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়, যেন গ্রাহক বা সভ্যের গোলমালে কোন পুস্তক নষ্ট না হয় ; অথবা আগুনে পুড়িয়া না যায়, এজন্য প্রত্যেক পুস্তকাগারে একএকটী জলযন্ত্র (pump) থাকা উচিত।

(১) "It is obvious that if a universal catalogue of printed literature existed, it would be only necessary for each Library to mark in a copy the particular works it chanced to possess. Such a plan on a small scale has been adopted in many cathedral and college libraries, where a copy of the Bodleian printed catalogue is used for the purpose" (Ency. Brit. vol. 14 p. 539.) Copy-right Act. প্রচলন হওয়া অবধি রাজকীয় পুস্তকাগারে নূতন পুস্তকের অভাব হয় নাই, প্রত্যেক গ্রন্থকারকেই গ্রন্থপ্রকাশিতপুস্তক পাঠাইতে হয়।

পুস্তময় (ত্রি) বস্ত্ররচিত। (সুশ্রুত সূ° ৯ অঃ)

পুস্তশিল্পী (স্ত্রী) শিম্বীলতাভেদ।

পুস্ফুস (পুং) ফুস্‌ফুস্ রোগ।

পুস্ফুসশ্বাসক, (Pulmonata) যাহা বায়ুতে পুস্ফুসদ্বারা শ্বাস লয়, যথা স্থলজশম্বুক।

পূ, শোধ, শোধন। দিবাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ পূয়তে। লোট্ পূয়তাং। লঙ্ অপূয়ত। লিট্ পুপুবে। লুঙ্ অপবিষ্ট।

পূ, শোধন। দিবাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্-পবতে। লোট্ পবতাং। লঙ্ অপবত। লুঙ্ অপবিষ্ট। লৃট্ পবিষ্যতে।

পূ, শোধন। ক্র্যাদি, উভয়°, সক°, সেট্। লট্ পুনাতি পুনীতে। লোট্ পুনাতু পুনীতাং। লঙ্ অপুনাৎ, অপুনীত। লুঙ্ অপাবীৎ, অপবিষ্ট। সন্ পুপূষতি-তে। যঙ্ পোপূয়তে। যঙ্-লুক্ পোপতি। ণিচ্ পাবয়তি-তে। লুঙ্ অপীপবৎ-ত। ক্ত,—পূত, পবিত। বররুচির মতে কোন কোন স্থলে ক্র্যাদিগণীয় 'পূ' ধাতুর প্বাদিত্ব হেতু শ্না-প্রত্যয়ের আকারও হ্রস্ব হইবে।

"স্মরণাৎ পুনতে পাপং ধারণাৎ পূর্ব্বসঞ্চিতং।
দর্শনাদ্ভবতে মোক্ষমেতদ্যোগস্য লক্ষণম্॥" (দুর্গাদাস)

পূঁই (দেশজ) পূতিকা, পূঁইশাক।

পূঁজ (দেশজ) পূয।

পূঁয়া (দেশজ) কেঁচোর ন্যায় সূক্ষ্ম সরীসৃপ জাতীয় জন্তু-বিশেষ। পূঁয়ে সাপ।

পূথী, দোয়াবের অন্তর্গত মৈনপুরীর একজন প্রসিদ্ধ কবি। প্রায় ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

পূগ (স্ত্রী) পূয়তে মুখমনেনেতি পূ-গন্ কিচ্চ। (ছাপুখঞ্জিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১২৩) গুবাকফল, (অমরটীকা রায়মুকুট) চলিত সুপারি।

"পিণ্ডখর্জ্জুরং জাতিস্চ এলা চৈব হরীতকী।
নারিকেলং তথা পূগং রম্ভাপক্কফলং তথা॥" (ভবিষ্যপু°)

পর্য্যায়—পূগফল, চিক্কণী, চিক্কা, চিক্কণ, সোঙ্কক, উদ্বেগ, ক্রমুকফল, ইত্যাদি। (রাজনি°) [গুবাক শব্দ দেখ।] ইহার গুণ কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, বক্ত্রক্লেদমলনাশক, কষায় ও ঈষৎ মধুর এবং সারক। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ)। অত্রিসংহিতায়

মতে কষায় মধুর, অর্থাৎ প্রথমে কষায় তৎপরে মধুর, ভেদক, পিত্ত ও কফনাশক। (অত্রিস° ১৭ অঃ) পক্ক পূগফল বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, ভেদন, কফনাশক, শুক্র, অভিষ্যন্দি, মধুর, বহ্নিনাশক, প্রথম বৎসরে পূগ বিষতুল্য, দ্বিতীয়ে ভেদক ও দুর্জ্জর এবং তৃতীয়াদি বৎসরে ইহা সুধাতুল্য রসায়ন।* (রাজব°)

পূগ (পুং) ১ গুবাক, পূগবৃক্ষ সুপারির গাছ। ক্রমুকবৃক্ষ। ২ অক্ষোট। ৩ পনসবৃক্ষ। (শব্দর°) ৪ তুঁৎবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৫ ছন্দস্। ৬ ভাব। ৭ কণ্টকিবৃক্ষ। (শব্দর°) ৮ সমূহ, বৃন্দ।

"অনন্ততেজা গোবিন্দঃ শত্রুপূগেষু নির্ব্যথঃ।
পুরুষঃ সনাতনতমো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥" (ভারত ৬।২১।১৪)

পূগকৃত (ত্রি) ১ স্তূপাকারে স্থাপিত। ২ সংগৃহীত।

পূগখণ্ড (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সুপারিচূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২॥ সের, ঘৃত ২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলশুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলী, মালতীপুষ্প, আমলকী ও কর্পূর প্রত্যেকে ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিতে হইবে। পরে ইহা একটী স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা। রোগীর অবস্থানুসারে ইহার কম বেশী হইতে পারে। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার শূল, বমি, অম্লপিত্ত, হৃদ্দাহ, ভ্রমি, মূর্চ্ছা, আমবাত, মেদোবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। এই মণ্ড অতিশয় রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। ইহা সেবনে বন্ধ্যা পুত্র এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি তরুণতা লাভ করে। শূলরোগে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

পূগপাত্র (ক্লী) পূগস্য দন্তচর্ব্বিতপূগরসস্য আধারভূতং পাত্রং। পূগপীঠ, পিক্‌দানী, পর্য্যায়—করঙ্কক। (হারাবলী)

পূগপীঠ (ক্লী) পূগস্য দন্তচর্ব্বিতপূগরসস্য পীঠমাধারপাত্রং। নিষ্ঠীবনপাত্র, পূগপাত্র। পর্য্যায়—কটকোল, পতদ্গ্রহ। (ত্রিকা°)

পূগপুষ্পিকা (স্ত্রী) পূগসহিতং পুষ্পমত্রেতি পূগপুষ্প-কপ্, কাপি অতইত্বং। বিবাহসম্বন্ধি পুষ্পতাম্বূল। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে সপুষ্প তাম্বূল দিতে হয়, তাহাকে পূগপুষ্পিকা কহে। পর্য্যায়—কুহলি। (ত্রিকা°)

পূগফল (ক্লী) পূগস্য গুবাকস্য ফলং। গুবাকফল। [পূগ দেখ।]

পূগমণ্ড (পুং) প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (বৈদ্যকনি°)

পূগরোট (পুং) পূগবৃক্ষ ইব রোটয়তি, দীপ্যতে প্রকাশতে ইতি রুট: অচ্। হিন্তালবৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (ত্রিকা°) ২ খর্জ্জুর-বিশেষ, একজাতীয় খেজুর। (বৈদ্যকনি°) এই শব্দের 'পূগ-বোট' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

পূগবৃক্ষ (পুং) ক্রমুকবৃক্ষ, সুপারিগাছ।

পূগিন্ (পুং) গুবাকবৃক্ষ। (মদনপাল)

পূগীফল (ক্লী) গুবাক। (বৈদ্যকনি°)

পূগ্য (ত্রি) পূগে ভবঃ, দিগাদিত্বাৎ যৎ। (পা ৪।৩।৫৪) পূগ-ভব, পূগোৎপন্ন, সুপারি হইতে যাহা হয়।

পূঙ্কাড়ু, মান্দ্রাজের আর্কটজেলায়, আর্কট হইতে ৪ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে, পালার-আনিকটের নিকট অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। প্রাচীন চোলরাজ-নির্ম্মিত ভরদ্বাজেশ্বরের মন্দিরের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। আরুকাড়ু বা ছয় বনের মধ্যে যে ছয়টী প্রধান মন্দির আছে, তন্মধ্যে এই ভরদ্বাজেশ্বরের মন্দির একটী।

পূজ, পূজন। চুরাদি, উভয়পদী, সক°, সেট্। লট্-পূজয়তি-তে। লোট্ পূজয়তু-তাং। লঙ্-অপূজয়ৎ-ত। লৃট্ পূজয়িতা। লিট্ পূজয়ঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপূপুজৎ-ত। সন্-পুপূজিষতি-তে। যঙ্ পোপূজ্যতে।

পূজক (ত্রি) পূজয়তীতি পূজ-ণ্বুল্। পূজাকর্ত্তা। দেবপূজক, যিনি পূজা করেন।

"যত্রৈব ভানুস্তু বিয়ত্যুদেতি প্রাচীতি তাং বেদবিদো বদন্তি।
তথা পুরঃ পূজকপূজ্যয়োশ্চ তদাগমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি তাঞ্চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পূজন (ক্লী) পূজ-ভাবে-ল্যুট্। পূজা, অর্চ্চনা। [পূজা দেখ।]

পূজনী (স্ত্রী) পূজ্যতে ইতি পূজ-কর্ম্মণি ল্যুট্ ঙীপ্। চটকা। (ভরত) ২ ব্রহ্মদত্ত-গৃহস্থিত শকুনি, বিহঙ্গম-স্ত্রী-বিশেষ।

"শৃণুষ রাজন্! যদ্‌বৃত্তং ব্রহ্মদত্তনিবেশনে।
পূজন্যা সহ সংবাদং ব্রহ্মদত্তস্য ভূপতেঃ॥" (ভারত ১২।১৩৯ অঃ)

রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে পূজনী নামে এক শকুনি ছিল, এক-সময়ে রাজার ও ঐ শকুনির পুত্র হয়। রাজা পরে ঐ শকুনি-পুত্রকে বিনষ্ট করেন। শকুনি শোক ও ক্রোধে অধীর হইয়া ঐ রাজপুত্রের চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়াছিল।

এই পূজনী ও ব্রহ্মদত্তসংবাদ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৩৯ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

পূজনীয় (ত্রি) পূজ-অনীয়র্। আরাধ্য, পূজার যোগ্য।

পূজয়িতৃ (ত্রি) পূজি-তৃচ্। পূজক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পূজা-কারিণী স্ত্রী।

পূজা (স্ত্রী) পূজনমিতি পূজ-অঙ্ (চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ। পা ৩।৩।১০৫) ততষ্টাপ্। পূজন, পর্য্যায়—নমস্যা, অপচিতি, সপর্য্যা, অর্চ্চা, অর্হণা, স্তুতি। (শব্দরত্না°)

* "পক্কন্তু বাতলং রুক্ষং ভেদনং কফনাশনং।
শুক্রাভিষ্যন্দি মধুরং ভেদনং বহ্নিনাশনং।
আদৌ পূগং বিষং ঘোরং দ্বিতীয়ে ভেদি দুর্জ্জরং।
তৃতীয়াদিষু পাতব্যং সুধাতুল্যং রসায়নং॥" (রাজবল্লভ ও পন্নি°)

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পূজার ব্যবস্থা লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

দেবপূজক প্রথমে স্নান, শিখাবন্ধন, পাণি ও পাদ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া কুশহস্তে আসনে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিবেন।

"স্নাতঃ সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদঃ শুচির্ব্বদ্ধশিখঃ দর্ভপাণির্য়াচান্তঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা উপবিষ্টো ধ্যানী দেবতাং পূজয়েদিতি।"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

পঞ্চোপচার, দশোপচার ও ষোড়শোপচার প্রভৃতি দ্বারা দেবপূজা করিতে হয়।

পূজার সাধারণ বিধান।—পূজা করিতে হইলে প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস, করশুদ্ধি, অর্থাৎ অঙ্গ ও করাঙ্গন্যাস, অঙ্গুলি ও ব্যাপকন্যাস, হৃদাদিন্যাস, তালত্রয়, দিগ্‌বন্ধন, প্রাণায়াম, তৎপরে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহার ধ্যান, পাদ্যাদিদ্বারা পূজা ও জপ করিয়া পূজা শেষ করিতে হইবে।

"আদাবৃষ্যাদিকন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরং।
অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসৌ হৃদ্যাদিন্যাস এব চ॥
তালত্রয়ঞ্চ দিক্‌বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরং।
ধ্যানং পূজা জপশ্চৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ॥" (তন্ত্রসার)

দেবপূজায় পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

দশোপচার—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ, আচমন, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন। *

অন্যবিধ ষোড়শোপচার—পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বূল, অর্চ্চনা, স্তোত্র, তর্পণ ও প্রণাম।

অষ্টাদশোপচার—

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, দর্পণ, মাল্যানুলেপন, প্রণাম ও বিসর্জ্জন। (তন্ত্রসার)

ষট্‌ত্রিংশৎ উপচার—

আসন, অভ্যঞ্জন, উদ্বর্তন, নিরূক্ষণ, সম্মার্জ্জন, সর্পিরাদি-স্নপন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল, নৈবেদ্য, পুষ্পমালা, অনুলেপন, শয্যা, চামরব্যজন, আদর্শ-দর্শন, নমস্কার, নর্ত্তন, গীতবাদ্য, গান, স্তুতি, হোম, প্রদক্ষিণ, দন্তকাষ্ঠ-প্রদান ও দেব-বিসর্জ্জন। (একাদশী তত্ত্ব)

শক্তি-বিষয়ে চতুঃষষ্টি উপচার—

১ আসনারোহণ, ২ সুগন্ধি তৈলাভ্যঙ্গ, ৩ মজ্জনশালাপ্রবেশন, ৪ মজ্জনমণিপীঠোপবেশন, ৫ দিব্যস্নানীয়, ৬ উদ্বর্ত্তন, ৭ উষ্ণোদক স্নান, ৮ কনককলসস্থিত সকলতীর্থাভিষেক, ৯ ধৌত বস্ত্র পরিমার্জ্জন, ১০ অরুণ দুকূল-পরিধান, ১১ অরুণ দুকূলোত্তরীয়, ১২ আলেপমণ্ডপপ্রবেশন, ১৩ আলেপমণিপীঠোপবেশন, ১৪ চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তূরী, রোচনা ও দিব্যগন্ধি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গানুলেপন, ১৫ কেশকলাপে কালাগুরু, ধূপ, মল্লিকা, মালতী, জাতী, চম্পক, অশোক, শতপত্র, পূগ, কুহরী, পুন্নাগ প্রভৃতি সর্ব্ব ঋতুৎপন্নপুষ্প দ্বারা মাল্যভূষণ, ১৬ ভূষণমণ্ডপপ্রবেশন, ১৭ ভূষণমণিপীঠোপবেশন, ১৮ নবমণিমুকুট, ১৯ চন্দ্রশকট, ২০ সীমন্তসিন্দূর, ২১ তিলকরত্ন, ২২ কালাঞ্জন, ২৩ কর্ণপালী-যুগল, ২৪ নাসাভরণ, ২৫ অধরযাবক, ২৬ গ্রথনভূষণ, ২৭ কনক-চিত্রপদক, ২৮ মহাপদক, ২৯ মুক্তাবলি, ৩০ একাবলি, ৩১ দেব-চ্ছন্দক, ৩২ কেয়ূরযুগলচতুষ্টয়, ৩৩ বলয়াবলি, ৩৪ উর্ম্মিকাবলি, ৩৫ কাঞ্চীদাম, ৩৬ কটিসূত্র, ৩৭ শোভাখ্যাভরণ, ৩৮ পাদকটক, ৩৯ রত্ননূপুর, ৪০ পাদাঙ্গুরীয়ক, ৪১ এককরে পাশ, ৪২ অন্য করে অঙ্কুশ, ৪৩ অপর করে পুণ্ড্রেক্ষুচাপ, ৪৪ অপর করে পুষ্পবাণ, ৪৫ মাণিক্যপাদুকা, ৪৬ আবরণ-দেবতার সহিত সিংহাসনারোহণ, ৪৭ কামেশ্বরপর্য্যঙ্কোপবেশন, ৪৮ অমৃতাশনচষক, ৪৯ আচমনীয়, ৫০ কর্পূরবটিকা, ৫১ আনন্দ, উল্লাস, বিলাস ও হাস, ৫২ মঙ্গলারাত্রিক, ৫৩ শ্বেতচ্ছত্র, ৫৪ চামরযুগল, ৫৫ দর্পণ, ৫৬ তালবৃন্ত, ৫৭ গন্ধ, ৫৮ পুষ্প, ৫৯ ধূপ, ৬০ দীপ, ৬১ নৈবেদ্য, ৬২ পুনরাচমনীয়, ৬৩ তাম্বূল, ৬৪ বন্দন। এই চতুঃষষ্টি উপচার। (সিদ্ধযামল)

যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুসারে পঞ্চ-আদি করিয়া এই সকল উপচার দ্বারা দেবপূজা করিবেন। বিত্তের শঠতা করিয়া দেবপূজায় উপচার হীন করিলে দেবপূজার ফল হয় না, বরং তাহাতে অনিষ্টই হইয়া থাকে, এই

* 'গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তাঃ পূজাঃ পঞ্চোপচারিকাঃ।'

দশোপচারাঃ—
"পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং মধুপর্কাচমনন্তথা।
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ॥"

ষোড়শোপচারাঃ—
"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমনী স্নানং বসনাভরণানি চ।
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥"

অন্যবিধষোড়শোপচারাঃ—
"পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং স্নানং বসনভূষণে।
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাচমনন্ততঃ॥
তাম্বূলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।
প্রপূজয়েৎ প্রপূজায়াং উপচারাংস্তু ষোড়শ॥" (তন্ত্রসার)

কারণে কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না। অশৌচাদি হইলে দেবপূজা করিতে নাই।

"অশুচির্ন মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন।
অবশ্যন্তু স্মরেন্মন্ত্রং সোঽত্যন্তভক্তিযুক্তো নরঃ॥
দন্তরক্তে সমুৎপন্নে স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ব্রজেৎ॥" ইত্যাদি।
(কালিকাপু° ৫৪ অঃ)

অশুচি অবস্থায় দেবপূজা করিতে নাই, কিন্তু শুচি হইয়া করিতে পারে, জনন বা মরণাশৌচে দেবপূজা করিতে নাই, কিন্তু অত্যন্ত ভক্তি-পরায়ণ হইলে মন্ত্র স্মরণ করিতে পারে। দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে মন্ত্রস্মরণও করিতে নাই। শরীরে রক্তস্রাব হইলে, ক্ষৌরকর্ম্ম, ও মৈথুনাদির পর দেবপূজা করিবে না। মহাগুরুনিপাতে একবৎসরের মধ্যে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ না হইলে দেবপূজার অধিকারী হওয়া যায় না।

বৈদিক কার্য্যে ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়াই সকল দেবপূজা করিতে পারেন, কিন্তু তান্ত্রিক কার্য্যে তন্ত্রানুসারে দীক্ষিত না হইলে কোন তন্ত্রোক্ত পূজাদিতে তাঁহার অধিকার হয় না।

প্রতিমা, পট, ঘট বা জলাদিতে দেবপূজা কর্ত্তব্য। দেবপূজার প্রথমে গণেশপূজা করিতে হয়, গণেশের পূজা না করিয়া অন্য দেবতা পূজা করিলে পূজার ফল হয় না।

"দেবতাদৌ যদা মোহাৎ গণেশো ন চ পূজ্যতে।
তদা পূজাফলং হন্তি বিঘ্নরাজো গণাধিপঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পূজাবিধিতে প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য, গণেশপূজা, দুর্গা ও শিবাদি পঞ্চদেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া তৎপরে মূলপূজা করিতে হইবে।

সমস্ত দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। ভগ্ন আসনে উপবেশন বা অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে না। ঊষর, ক্ষারভূমি, কৃমিযুক্ত স্থান অথবা অমার্জ্জিত স্থানে উপবেশন করিয়া পূজা করিবে না।

পূজা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যে সকল পূজা নিষ্কামভাবে কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে কোনপ্রকার আড়ম্বর থাকে না ও সকল উপচারে বিধিপূর্ব্বক ও পরমভক্তি সহকারে সত্ত্বপ্রকৃতি কর্ত্তা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিকীপূজা কহে।

যে পূজা বিধিপূর্ব্বক অতি সমারোহে ও সকাম ভাবে সকলপ্রকার উপচারযুক্ত হইয়া রাজসিকপ্রকৃতি কর্ত্তা দ্বারা দৃঢ়ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজসিক পূজা।

যে পূজা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল লোক দেখাইবার জন্য অনুষ্ঠিত হয় ও নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর হইয়া থাকে, উপচারবিহীন ও তামসিকপ্রকৃতিকর্ত্তা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামসিক পূজা কহে। এই তামসিক পূজা নিকৃষ্ট পূজার মধ্যে গণনীয়।

পূজাদি করিয়া তাহার ফল ভগবানে সমর্পণ করাই বিধেয়। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহা কিছু করিবে, সকলই আমাতে সমর্পণ কর, 'তৎকুরুষ মদর্পণং' (গীতা।) পূজাদির শেষে 'এতৎপূজা কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' 'এই পূজাকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম' এই বাক্য বলিতে হয়। এইরূপ মন্ত্র পড়িলেই যে ভগবানের উপর সকল কর্ম্মফলই দেওয়া হইল, তাহা নহে। যদি বাস্তবিকই আমি যাহা কিছু করিতেছি, তৎসমস্তই ভগবৎপ্রেরিত হইয়া করিতেছি, এই বুদ্ধিতে পূজাদির ফল কায়মনোবাক্যে ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত অর্পণ করা হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণাদিবর্ণের (স্নানাহারের ন্যায়) নিত্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণনীয়। যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত ইহা না করে, তাহা হইলে তাহাদের পাতক হইবে।

এই পূজা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ত্রিবিধ। শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবপূজাই নিত্যপূজা। কামনা করিয়া, অর্থাৎ সুখসৌভাগ্যাদির আকাঙ্ক্ষায় অথবা বিপৎপ্রতীকারের জন্য যে পূজাদি তাহাই কাম্য। দুর্গোৎসব, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিও কাম্যপূজার মধ্যে গণনীয়। নিমিত্ত জন্য যে পূজা অর্থাৎ পুত্রজন্মনিবন্ধন ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি নৈমিত্তিক পূজা।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ পূজা প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। পূজার প্রণালী পূজাপদ্ধতি দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে তাহা লিখিত হইল না।

পূজাখণ্ড, বৌদ্ধগ্রন্থ ভেদ।

পূজাধার (পুং) পূজানাং আধারঃ। দেবতাদিগের পূজনাধার জলাদি। জল, বিষ্ণুচক্র, যন্ত্র, প্রতিমা, শালগ্রামশিলাদিতে দেবপূজা করা বিধেয়, এইজন্য ইহাদের নাম পূজাধার। তান্ত্রিক পূজায় যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে পূজা করিতে হইবে, যন্ত্র ভিন্ন দেবপূজা বিকল, কারণ যন্ত্র দেবতা-স্বরূপ। যন্ত্র ব্যতীত দেবগণ প্রসন্ন হন না।

"শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমামণ্ডলেষু বা।
নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা নতু কেবলভূতলে॥" (গৌতমীয়তন্ত্র)

পূজার্হ (ত্রি) পূজামর্হতীতি পূজা অর্হ-অচ্ (অর্হঃ। পা ৩।২।১২) পূজার যোগ্য, মান্য।

"পূজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" (মনু ৯।২৬)

পূজাবিপু, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবন্দরমের একটী মহোৎসব। দশেরা

উৎসবের সময় পদ্মনাভপুরের কুমারস্বামী (কার্ত্তিকেয়) ত্রিবন্দরে আনীত হন। এই দেবমূর্ত্তি আনিবার জন্ত ত্রিবাঙ্কোড়রাজের ৩০০০ ফনম্ (মুদ্রাবিশেষ) খরচ হয়। কুমারস্বামীকে নেয়ুর, তাম্রপর্ণী ও করমনয়ুর এই তিনটা বৃহৎ নদী পার হইয়া আসিতে হয়। প্রবাদ এইরূপ, কুমার স্বামী বুল্লে নামে এক কুরবরমণী ও থৈবমল্লৈ নামে এক পরবকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এই নীচ জাতীয় রমণীর সংস্রবহেতু তাঁহাকে পদ্মনাভদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কুমারস্বামীর পূজার পর রাজ-সরকার হইতে তাঁহাকে পাথেয়স্বরূপ ৩০০০ ফনম্ দেওয়া হয়। তাঁহার প্রত্যাগমনকালে বহুসংখ্যক দেবনর্ত্তকী, নায়রসৈন্য, তহশীলদার প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তি মহাসমারোহে দেবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। অবশেষে স্বয়ং মহারাজ আসিয়া সেই উৎসবে কিছুকালের জন্য যোগদান করেন।

পূজিত (ত্রি) পূজ-ক্ত। প্রাপ্তপূজ, অর্চ্চিত। পর্য্যায়—অঞ্চিত।
"প্রপেদে পূজিতস্তস্মিন্ দণ্ডকারণ্যমীযিবান্।" (ভট্টি ৪।১)

পূজিতব্য (ত্রি) পূজ-তব্য। পূজনীয়।

পূজিল (পুং) পূজ্যতে ইতি পূজ-ইলচ্, স চ কিৎ (গুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ দেবতা। (ত্রি) ২ পূজ্য, পূজনীয়।

পূজ্য (পুং) পূজয়িতুমর্হঃ পূজ-যৎ (অর্হে কৃত্যতৃচশ্চ। পা ৩।৩।১৬৯) ১ শ্বশুর। (ত্রি) ২ পূজনীয়। পর্য্যায়—প্রতীক্ষ্য। (অমর)
"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।" (রঘু ১ম স°)

পূজ্যতা (স্ত্রী) পূজ্যস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। পূজ্যত্ব, পূজনীয়ের ভাব।

পূজ্যমান (ত্রি) পূজ-কর্ম্মণি শানচ্। ১ সেব্যমান, যাহাকে সেবা করা হইতেছে। (ক্লী) ২ শ্বেতজীরক। (বৈদ্যকনি°)

পূজ্যপাদ (ত্রি) যাঁহার পাদ পূজা করা যায়। ২ একজন বিখ্যাত জৈন বৈয়াকরণ। ইনি পাণিনীয় কারিকাবৃত্তি রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ নাম নহে উপাধি। সম্ভবতঃ জৈন-পণ্ডিত দেবনন্দি বা গুণনন্দির উপাধি হইলেও হইতে পারে।

পূণ, সংঘাত, রাশীকরণ। চুরাদি, উভ°, সক°, সেট্। লট্ পূণয়তি-তে। লোট্-পূণয়তু-তাং। লিট্ পূণয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপুপূণৎ-ত।

পূণি, উত্তর আর্কট জেলার আর্ণী জায়গীরের অন্তর্গত আর্ণিসহর হইতে ২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। একসময় এখানে অতি বৃহৎ তাম্রের জিনমূর্ত্তি ছিল। এখনও বহু শিলালিপিযুক্ত তাঁহার প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। এ অঞ্চলে ইহাই জৈনদিগের সর্ব্বপ্রধান মন্দির।

পূত (ত্রি) পূ-শোধে ক্ত। ১ ব্রতাদিদ্বারা শুদ্ধ। পর্য্যায়—পবিত্র, প্রযত। ২ শুদ্ধ, দধি গোময় প্রভৃতি স্বভাবতঃ পবিত্র। পর্য্যায়—পবিত্র, মেধ্য।
"চক্ষুঃ পূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাক্যং বুদ্ধিপূতং বিচিন্তয়েৎ॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)
৩ সত্য। (পুং) পূয়তে-স্ম যেনেতি পূ-করণে-ক্ত। ৪ শঙ্খ। ৫ শ্বেতকুশ। ৬ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচিগাছ। ৭ প্লক্ষবৃক্ষ। ৮ তিলকবৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) পূয়তে স্মেতি পূ-কর্ম্মণি-ক্ত। ৯ অপনীত বুষধান্য, নির্বুষধান্য। পর্য্যায়—বহলীকৃত। (অমর) স্ত্রিয়াং টাপ্, ১০ দূর্ব্বা।

পূতক্রতা (স্ত্রী) বেদোক্ত ঋষিপত্নী ভেদ।

পূতক্রতায়ী (স্ত্রী) পূতক্রতোরিস্ত্রস্য স্ত্রী পূতক্রতু-ঙীপ, ঐকারা-দেশশ্চ। (পূতক্রতোরৈচ। পা ৪।১।৩৬) ইন্দ্রপত্নী, শচী। (জটাধর)

পূতক্রতু (পুং) পূতঃ ক্রতুর্যেন। ইন্দ্র। (জটাধর)

পূতগন্ধ (পুং) পূতঃ পবিত্রো গন্ধো যস্য। বর্ব্বরক, কালবাবুই শাক। (রাজনি°)

পূততৃণ (ক্লী) পূতং পবিত্রং তৃণমিতি নিত্য কর্ম্মধা°। শ্বেতকুশ।

পূতদক্ষ (ত্রি) শুদ্ধবল, "ক্রতুং দধতে পূতদক্ষঃ" (ঋক্ ১।২৪।৭ 'পূতদক্ষঃ শুদ্ধবলঃ বরুণঃ' (সায়ণ)

পূতদ্রু (পুং) পূতঃ পবিতো দ্রুঃ। পলাশ বৃক্ষ। (রাজনি°)

পূতধান্য (ক্লী) পূতং ধান্যমিতি নিত্যকর্ম্মধা°। তিল। (রাজনি°)

পূতন (পুং) গুহকুন্দরোগ। (বাভট উ° ২ অঃ)

পূতনা (স্ত্রী) পূতং করোতীতি, তৎকরোতীতি ণিচ্, ততো যুচ্। হরীতকী। ২ গন্ধমাংসী; সুগন্ধ জটামাংসী। (রাজনি°)
৩ দানবীভেদ। ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ইহার আখ্যায়িকা এইরূপ লিখিত আছে। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে মারিবার জন্য কংস বালঘাতিনী পূতনাকে আদেশ করেন। কামচারিণী পূতনা মায়াবলে পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিয়া নন্দের গৃহে উপস্থিত হয়। তথায় শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখে বিষপূর্ণ স্তনদান করে। শ্রীকৃষ্ণ স্তনপান করিতে লাগিলেন, পরে তাহার স্তনে তীব্র যাতনা উপস্থিত হইল, তখন পূতনা স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে স্তন ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অসহ্য যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে কালসদনে নীত হইল। তাহার পর্ব্বতসদৃশ দেহ ঘোররবে ভূতলে পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—কংসের আদেশে কংস-ধাত্রী পূতনা শকুনীবেশ ধারণ করিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়ে নন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। পূতনা বারংবার বিকট শব্দ করিয়া স্তনদুগ্ধ বর্ষণ করিতে করিতে শকটের অক্ষোপরি উপবেশন করিল। রাত্রি দুইপ্রহর, নিদ্রায় গৃহস্থিত সকলই অচেতন। এই অবসরে সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দিতে লাগিল। কৃষ্ণ স্তনপান

করিতে লাগিলেন, অনতিবিলম্বে সেই শকুনীবেশধারিণী পূতনা ছিন্নস্তনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন নন্দাদি জাগিয়া উঠিয়া পূতনার মৃতদেহ দেখিবামাত্র সকলে চমৎকৃত হইলেন এবং তাহার মৃত্যুর কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। (হরিবংশ ৬২ অঃ)

এখনও মথুরানগরের অনতিদূরে 'পূতনাখাড়' নামে একটী জোল দেখা যায়। প্রবাদ, ভগবানের স্পর্শে দানবী পূতনা ঐখানে রাক্ষসীদেহ বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি দেহভরে ঐ স্থান গর্ত্তাকারে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বৃহদ্বন-মাহাত্ম্যে মহাবনতীর্থ-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই স্থান পবিত্রতীর্থ মধ্যে পরিগণিত *। কার্ত্তিকশুক্ল ষষ্ঠীতে মহাবনে পূতনামেলা আরম্ভ হইয়া থাকে।

৪ বালগ্রহবিশেষ। এই গ্রহের বিকারবশতঃ পীড়া উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ হইয়া থাকে।

বালক পূতনাগ্রহপীড়িত হইলে সর্ব্বাঙ্গে শিথিলতা, দিবাভাগে বা রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরল মলনিঃসরণ, দেহে কাকতুল্য গন্ধ, বমন, লোমহর্ষণ এবং তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ হয়।

ইহার চিকিৎসা—কপোতবঙ্কা (লতাকটকী), অরলুক, বরুণ, পারিভদ্রক, আস্ফোতা, ইহাদিগের কাথ পরিষেচন করিলে; বচ, হরীতকী, গোলমী, হরিতাল, মনঃশিলা, কুষ্ঠ এবং সর্জ্জরস এই সকল দ্রব্যসহযোগে পাকতৈল মাখাইলে; তুগাক্ষীর, মধুরক, কুষ্ঠ, তালিশ, খদির ও চন্দন এই সকল দ্রব্য দ্বারা পাক করা ঘৃত সেবনে; বচ, কুষ্ঠ, হিঙ্গু, গিরিকদম্ব, এলাইচ এবং হরেণু এই সকলের ধূম প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

গন্ধনাকুলী, কুম্ভিকা, কুলের আঁটির মজ্জা, কর্কটের অস্থি ও ঘৃত ইহাদিগের ধূপ প্রয়োগও হিতকর। কাকাদনী, চিত্রফলা, বিম্বী ও গুঞ্জা এই সকল দ্রব্য অঙ্গে ধারণও বিশেষ উপকারক।

মৎস, অন্ন, কৃশর ও মাংস এই সকল দ্রব্য শরাবে রাখিয়া শরাব আচ্ছাদনপূর্ব্বক শূন্যগৃহে নিবেদন করিয়া উপহারের সহিত পূজা দিবে। পরে উচ্ছিষ্টজলে স্নান করাইতে হইবে। তদনন্তর এই মন্ত্রে স্তব করিতে হয়।

মন্ত্র—"মলিনাম্বরসংবৃতা মলিনা রুক্ষমূর্দ্ধজা।
শূন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা॥
দুর্দ্দর্শনা সুদুর্গন্ধা করালা মেঘকালিকা।
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেবী দারকং পাতু পূতনা॥" (সুশ্রুত উ° তন্ত্র ৩৩অঃ)

পূতনারি (পুং) পূতনায়া অরিঃ শত্রুঃ। শ্রীকৃষ্ণ। (শব্দরত্না°)

পূতনাসূদন (পুং) পূতনাং সূদয়তি সূদিতবানিতি বা সূদ-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রিকা°)

পূতনাহন্ (পুং) পূতনাং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

পূতফল (পুং) পূতানি পবিত্রাণি ফলানি যস্য। পনস, কাঁঠাল।

পূতবন্ধু (ত্রি) পবিত্র স্তোত্রাবৃত। "বাজিনা পূতবন্ধু ঋতা" (ঋক্ ৬।৩৭।৪) 'পূতবন্ধু পূতস্তোত্রাবৃতৌ' চ' (সায়ণ)

পূতভৃৎ (পুং) পূতং শুদ্ধং সোমরসং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। সোমরসাধার পাত্রভেদ। (শুক্লযজুঃ ১৮।২১)

পূতমতি (ত্রি) পূতা মতিঃ কর্ম্মধা°। ১ পবিত্র মতি। ২ পূতা মতির্যস্য। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি। ৩ শিবের নামভেদ।

পূতমাক্ষ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সহ্যাদ্রি° ২৭।১৮।)

পূতযব (অব্য°) পূতা নিস্তুষীকৃতা যবা অত্র তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। পূতযবাধার খলাদি।

পূতা (স্ত্রী) পূত-টাপ্। দূর্ব্বা। (রাজনি°)

পূতাত্মন্ (পুং) পূতঃ পবিত্র আত্মা স্বভাবঃ। ১ পবিত্রস্বভাব। পূত আত্মা স্বরূপং যস্য। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৫) (ত্রি) ৩ শুদ্ধদেহ।

"শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনং।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্॥"(শাম্বপু° সূর্য্যস্তব)

পূতি (স্ত্রী) পুনাতীতি পূ-কর্ত্তরি ক্তিচ্। রোহিষতৃণ। (রাজনি°)

পূতি (স্ত্রী) পূ-ভাবে-ক্তিন্। ১ পবিত্রতা। ২ দুর্গন্ধ। (অমরটীকা রায়মুকুট)

"মেষমূত্রসৈন্ধবাভ্যাং কর্ণয়োর্ভরণাৎ শিব।
কর্ণয়োঃ পূতিনাশঃ স্যাৎ কৃমিস্রাবো বিনশ্যতি॥"
(গরুড়পু° ১৮০ অঃ)

৩ খট্টাশমুক্, গন্ধমার্জ্জারাণ্ড, চলিত খাটাসী। (ত্রি) ৪ দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

"যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥" (গীতা ১৭।১০)

পূতিক (স্ত্রী) পূত্যা দুর্গন্ধেন কায়তীতি কৈ-ক। বিষ্ঠা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ দুর্গন্ধবিশিষ্ট। (পুং) ৩ পূতিকরঞ্জবৃক্ষ।

পূতিকরজ (পুং) পূতিযুক্তঃ করজঃ। করঞ্জভেদ। [পূতিকরঞ্জ দেখ।]

পূতিকণ্টক (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিকন্যা (স্ত্রী) পূতিকা, পুদিনাশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পূতিকরঞ্জ (পুং) পূতিযুক্তঃ করঞ্জঃ। করঞ্জভেদ। (Guilandina Bonducella) নাটাকরঞ্জ, ঘোড়াকরঞ্জ, হিন্দী কটকরেজ। পর্য্যায়—প্রকীর্য্য, পূতীকরজ, পূতিকরজ, পূতিক, পূতীক, কলিকারক, কলিমালক, কলহনাশন। (অমর ভরত)

---

* "পূতনা পতনস্থানম্ তৃণাবর্ত্তাপ্যপাতনম্।"

প্রকীর্ণ, রজনীপুষ্প, সুমনস্, পূতিকর্ণিক, কৈড়র্য্য, কলিমাল্য। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং বিষ, বাতপীড়া, কণ্ডূ, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ ও ত্বগ্দোষনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায় করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্বক। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিরোগ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, কৃমি ও কফনাশক। ইহার পত্রগুণ—কফ, বায়ু, অর্শ, কৃমি ও শোথনাশক, ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। ফলগুণ—কফ, বায়ু, প্রমেহ, অর্শ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পূতিকর্ণ (পুং) পূতির্দুর্গন্ধঃ কর্ণো যস্মাৎ। কর্ণরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—কুপিত দোষ কর্তৃক ক্ষত কিংবা অভিঘাত হইতে কর্ণবিদ্রধি উৎপন্ন হয়, এই কর্ণবিদ্রধি পাকিলে বা কর্ণে জল প্রবেশ করিলে কর্ণ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূযস্রাব হইলে তাহাকে পূতিকর্ণ কহে। এইরোগে কর্ণ হইতে পূয নির্গত হয় এবং কাণ কামড়াইতে থাকে।

ইহার চিকিৎসা—ছোলঙ্গনেবুর রসে স্বর্জ্জিকাক্ষার চূর্ণমিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব, বেদনা ও দাহ প্রশমিত হয়। আম্র, জম্বু, (জাম) মধুক ও বটের নূতন পত্রদ্বারা পক্বতৈল করিয়া এবং জাতীপত্রদ্বারা তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ আশু প্রশমিত হয়। নারীদুগ্ধদ্বারা রসাঞ্জন পেষণ করিয়া মধুর সহিত একত্র কর্ণে পূরণ করিলে বহুকালোৎপন্ন কর্ণস্রাব ও পূতিকর্ণ নষ্ট হয়। কুড়, হিঙ্গু, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, শুণ্ঠী ও সৈন্ধব ইহাদ্বারা তৈলপাক করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া কর্ণে পূরণ করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। এইরোগে গুগ্গুলুর ধূমও বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতের মতে—সুরসাদিগণের কাথে প্রথমে উত্তমরূপে কাণ ধুইয়া তৎপরে সুরসাদিগণের চূর্ণ কর্ণে পূরণ করিলেও এই রোগ প্রশমিত হয়। নিসিন্দার রসদ্বারা পাককরা তৈল অথবা মধুসংযোগে নিসিন্দার রস, গৃহধূম ও গুড় একত্র কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° ২৬ অঃ)

বালকের পূতিকর্ণ রোগ জন্মিলে, তাহাতে নিম্নলিখিত তৈলৌষধ উপকারী।—প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ বহেড়া, কুড়, হরিতাল, মনছাল, প্রত্যেক ৪ সের, পাকের জল ১৬ সের। (ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাধি°)

বরুণ, আর্দ্র, কপিত্থ, আম্র ও জম্বু এই সকলের পত্র জাতীফুলের পাতাদ্বারা তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

"বরুণার্দ্রকপিত্থাম্রজম্বুপল্লবসাধিতং।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসেন বা॥" (চক্রপাণিদত্ত)

পূতিকর্ণক (পুং) পূতিঃ কর্ণো যস্মাৎ কপ্। পূতিকর্ণরোগ।

পূতিকা (স্ত্রী) পূত্যা কায়তীতি কৈ-ক, টাপ্। ১ মার্জ্জারী। (রাজনি°) ২ কীটবিশেষ।

"পুলকা ইব ধান্যেষু পূতিকা ইব পক্ষিষু।
মশকা ইব মর্ত্ত্যেষু যেষাং ধর্ম্মো ন কারণম্॥" (পঞ্চতন্ত্র ৩।৯৯)

৩ লতাশাক বিশেষ। পুঁইশাক। (Basella Rubra) পর্য্যায়—কলম্বী, পিচ্ছিলা, পিচ্ছিলচ্ছদা, মোহনী, মদশাক, বিশালা, বলিপোদকী। ইহা তিনপ্রকার, সামান্যা, ক্ষুদ্রপত্রা ও বনজাতা। ইহার গুণ—কটু, মধুর ও নিদ্রা, আলস্য, রুচি, বিষ্টম্ভ ও শ্লেষ্মকারক। (রাজনি°) ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এই শাক ভোজন নিষিদ্ধ। এই শাকভোজনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। দ্বাদশীর দিনও এই শাকভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, পূতিকাভক্ষণ সামান্যতোনিষিদ্ধ, আবার দ্বাদশীর দিন ইহার নিষেধের কারণ কি, ইহার মীমাংসা এইরূপ শূদ্রাদির ইহা ভক্ষণে দোষ নাই ; কিন্তু শূদ্রাদি বর্ণ দ্বাদশীর দিন ইহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যদি দ্বাদশীর দিন ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাহারও বিশেষ দোষ হইবে।

"পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা, যদপি—
কুসুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পৌতিকীং তথা।
ভক্ষয়ন্ পতিতস্তু স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ॥
ইত্যুশনসা সামান্যতোঽভিহিতং।
পূতিকা চ দ্বাদশ্যামধিকদোষায় শূদ্রবিষয়িকা বা॥" (তিথিতত্ত্ব)

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে লিখিত আছে, পূতিকা সোমের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য যদি সোমের অভাব হয়, তাহা হইলে সোমের প্রতিনিধিরূপে অর্থাৎ সোমের বদলে ইহা লওয়া যাইতে পারে।

"তস্য যে হ্রিয়মাণস্যাংশবঃ পরাপতংস্তে পূতীকা অভবন্" (তাণ্ড্য° ব্রা° ৮।৪।৫।৩) 'পূতীকাচ্ছান্দসো দীর্ঘঃ। হ্রিয়মাণস্য সোমস্য পতিতা অংশবঃ পূতিকা অভবন্, তস্মাৎ সোমাভাবে পূতিকাদীনাং প্রতিনিধিত্বেন স্বীকর্ত্তব্যতামভিধাতুমিতি' (ভাষ্য)

পূতিকামক্ষিকা (স্ত্রী) পৃথুমধুমক্ষিকাবিশেষ। চলিত ডাঁশমাছি। (বৈদ্যকনি°)

পূতিকামুখ (পুং) পূতিকায়া মুখমিব মুখং যস্য। শম্বূক। (শব্দমালা)

পূতিকাষ্ঠ (ক্লী) পূতিকাষ্ঠমিতি কর্ম্মধা°। ১ দেবদারু, সরলবৃক্ষ। ২ পবিত্রদারু।

পূতিকাষ্ঠক (ক্লী) পূতিকাষ্ঠ-স্বার্থে কন্। সরলবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পূতিকাহ্ব (পুং) পূতিকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিকীট (পুং) কীটভেদ, চলিত পেদোঁপোকা।

পূতিকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ। (শিবপু°)

পূতিকেসর (পুং) গন্ধমার্জ্জার, চলিত খটাস।

পূতিগন্ধ (ক্লী) পূতির্গন্ধো যস্য। ১ রঙ্গধাতু। ২ সুগন্ধতৃণ। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ দুর্গন্ধ।

"নিত্যানধ্যায় এব স্যাৎ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা॥" (মনু ৪।১০৭)

পূতিগন্ধা (স্ত্রী) সোমরাজী।

পূতিগন্ধি (ত্রি) পূতির্গন্ধো যস্য, তত ই, (গন্ধস্যেদুৎপূতিসুসুরভিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৫) দুর্গন্ধ।

পূতিগন্ধিক (ত্রি) পূতিগন্ধি স্বার্থে কন্। দুর্গন্ধ। (হেম)

পূতিগন্ধিকা (স্ত্রী) পূতিগন্ধিক-টাপ্। ১ বাকুচী। ২ পূতিকা।

পূতিঘাস (পুং) সুশ্রুতোক্ত জন্তুভেদ। এই জন্তু মৃগ-জাতীয়।

"মদ্গু-মূষিক-বৃক্ষশায়িকাঽবকুশপ্রতিঘাসবানরপ্রভৃতয়ঃ মৃগাঃ।" (সুশ্রুত)

পূতিতৈলা (স্ত্রী) পূতি দুর্গন্ধং তৈলং যস্যাঃ। জ্যোতিষ্মতী, নয়াফট্কী। "পারাবতপদী পিণ্যা নগণাস্ফুটবন্ধনী।
জ্যোতিষ্মতী পূতিতৈলা কেচিত্তামিঙ্গুদীং বিদুঃ॥" (বৈদ্যকরত্ন°)

পূতিদ (পুং) তরুবিড়াল, চলিত গেছোবিড়াল। (বৈদ্যকনি°)

পূতিদলা (স্ত্রী) তেজপত্র।

পূতিনস্য (পুং) পূতির্দুর্গন্ধো নস্যঃ নাসিকাভবো রোগঃ। নাসারোগভেদ। ইহার লক্ষণ—দূষিতপিত্ত, রক্ত ও কফ কর্তৃক গল ও তালুমূলস্থ বায়ু পূতিভাবাপন্ন হইলে মুখ ও নাসিকা হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে পূতিনস্য কহে।

ইহার চিকিৎসা—কণ্টকারী, দন্তী, বচ, সজিনা, তুলসী, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কল্কদ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে পূতিনস্য প্রশমিত হয়।

সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব, এই সকলের কল্ক এবং বিল্বপত্রের রস এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পূতিনস্য আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র° পীনসরোগাধি°)

সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—গলদেশ ও তালুমূলে দোষ বিদগ্ধ হইয়া মুখ এবং নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গত হইলে তাহাকে পূতিনস্য কহে।

এই রোগে নাড়ীস্বেদ, স্নেহস্বেদ, বমন এবং স্রংসন প্রযোজ্য। তীক্ষ্ণরসযোগে লঘু অন্ন অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্ণোদকপান এবং উপযুক্তকালে ধূমপান কর্ত্তব্য। হিঙ্গু, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, শিবাটী, লাক্ষা, কুঙ্কুম, কটফল, বচ, কুষ্ঠ, ছোট-এলাচি, বিড়ঙ্গ এবং করঞ্জ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রযোগে সর্ষপতৈলে পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাতে পূতিনস্যরোগ আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° ২৩ অঃ)

পূতিনাসিক (ত্রি) পূতির্নাসিকাঽস্য। দুর্গন্ধনাসাযুক্ত, পূতিনস্য রোগগ্রস্ত।

"ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ।
তৈলকৃত্তৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।২১১)

যাহারা পিশুন, তাহারা পরজন্মে পূতিনাসিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

পূতিপত্র (পুং) পূতি পত্রং যস্য। শ্যোনাকভেদ, বড় শ্যোনা গাছ। (রাজনি°) ২ পীতলোধ্র। (বৈদ্যকনি°)

পূতিপর্ণ (পুং) ১ করঞ্জবৃক্ষ, ডহরকরঞ্জা। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিপল্লবা (স্ত্রী) রাজসুষবী, গয়াকরলা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পূতিপুষ্প (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জিয়াপুতা। (পর্য্যায়মু°)

পূতিপুষ্পিকা (স্ত্রী) পূতি পুষ্পমস্যাঃ, কাপি অত-ইত্বং। মধুমাতুলুঙ্গ, মধুরলেবু বা মৌটা বা। [মাতুলুঙ্গ দেখ।]

পূতিফল (স্ত্রী) পূতি ফলং যস্যাঃ, ঙীষ্। সোমরাজী। (রত্নমালা)

পূতিফলী (স্ত্রী) পূতিফলং যস্যাঃ, ঙীষ্। সোমরাজী।
পর্য্যায়—অবল্গুজ, বাকুচী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী, ও কুষ্ঠঘ্নী। (ভাবপ্র°)

পূতিমজ্জা (স্ত্রী) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিময়ূরিকা (স্ত্রী) পূতির্ময়ূরীব। ততঃ স্বার্থে কন্, হ্রস্বশ্চ। অজগন্ধা। (রাজনি°) ২ বন্য তুলসী। (বৈদ্যকনি°)

পূতিমারুত (পুং) কর্কন্ধু। ২ বিল্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিমাষ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

"সংকৃতিপূতিমাষতণ্ডিশধুশৈবেতি।" (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১২।৫)

পূতিমাংস (ক্লী) দুর্গন্ধ মাংস, পর্য্যুষিত মাংস। গুণ—সদ্যপ্রাণনাশক। (রাজব°)

পূতিমুক্ত (পুং) মলনির্গম।

পূতিমূষিকা (স্ত্রী) ছুছুন্দরী। (বৈদ্যকনি°)

পূতিমৃত্তিক (ক্লী) নরকভেদ।

"রৌরবং কুট্মলং পূতিমৃত্তিকং কালসূত্রকম্।" (যাজ্ঞব° ৩।২২২)

পূতিমেদ (পুং) পূতির্মেদোঽস্য। অরিমেদ, চলিত বিট্‌খদির।

পূতিযুগদলা (স্ত্রী) গন্ধতৃণ, রোহিষতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিযোনি (পুং) উপপ্লুতানামক যোনিরোগভেদ। (Morbid sensibility of the uteras.) [যোনিরোগ দেখ।]

পূতিরক্ত (পুং) নাসারোগভেদ। (নিদান)

পূতিরজ্জু (স্ত্রী) লতাভেদ।

পূতিবক্ত্র (পুং) পূতি বক্ত্রমস্য। দুর্গন্ধযুক্ত মুখ, যাহার মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়।

"তৈলহৃত্তৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ।" (যাজ্ঞব' ৩।২২১)

পূতিবর্ব্বরী (স্ত্রী) বনতুলসী। (বৈদ্যকনি')

পূতিবাত (পুং) পূতয়ে পাবিত্র্যায় বাতো যস্য। বিল্ববৃক্ষ।

"বিল্বো মহাকপিত্থাখ্যঃ শ্রীফলো গোহরীতকী।

পূতিবাতোঽথ মাঙ্গল্যো মালূরশ্চ মহাফলঃ॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

পূতিবৃক্ষ (পুং) পূতির্বৃক্ষঃ। শ্যোনাক। ২ পবিত্র বা দুর্গন্ধ বৃক্ষ।

পূতিশাক (পুং) বকবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা')

পূতিশারিজা (স্ত্রী) পূতিঃ শারিরিব জায়তে ইতি জন-ড, টাপ্। খট্টাশী, চলিত খটাশী। (ত্রিকা')

পূতিস্পঞ্জয় (পুং) জনপদবিশেষ ও তদ্বাসী লোক।

পূতীক (পুং) পূতি বা ঙীষ্, তদ্বৎ কায়তীতি, কৈ-ক, বা পূতিক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ পূতিকরঞ্জ। ২ গন্ধমার্জ্জার। (রাজনি')

"পূতীকশ্চিত্রকঃ পাঠা বিড়ঙ্গৈলা হরেণবঃ।" (সুশ্রুত' ১।৩৬)

পূতীকদ্বয় (পুং) করঞ্জদ্বয়, করঞ্জ এবং নাটাকরঞ্জ।

পূতীকপত্র (ক্লী) করঞ্জপত্র। (চক্রদত্ত')

পূতীকরঞ্জ (পুং) পূতিকরঞ্জ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। করঞ্জভেদ।

পূতীকা (স্ত্রী) পূতিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পূতিকা, পুঁইশাক।

পূতুদারু (পুং) পলাশবৃক্ষ।

পূতুদ্রু (পুং) ১ খদির। ২ দেবদারু। (ক্লী) ৩ তদ্বৃক্ষের ফল।

পূৎকারী (স্ত্রী) ১ সরস্বতী। ২ নাগরাজধানী।

পূতিপ্রবাল (পুং) করঞ্জপল্লব। কণ্টকিকরঞ্জপল্লব।

পূত্যণ্ড (পুং) পূতি দুর্গন্ধমণ্ডমস্য। গন্ধকীট, পেদোপোকা।

"পুলাকা ইব ধান্যেষু পূত্যণ্ডা ইব পক্ষিষু।

তদ্বিধাস্তে মনুষ্যেষু যেষাং ধর্ম্মো ন কারণং॥"

(ভারত ১২।৩২২।৭)

পূত্রিম (ত্রি) পবনসাধন, শুদ্ধিকর।

"হিরণ্যং বর্চ্চস্তদ্রুপূত্রিমমেব" (অথর্ব্ব ৬।১২৪।৩)

'পূত্রিমং পবনসাধনমেব শুদ্ধিকরমেব' (ভাষ্য)

পূথিকা (স্ত্রী) পূতিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পূতিকা, পুঁইশাক।

পূন (ত্রি) পূ-ক্ত (পূঞো বিনাশে। পা ৮।২।৪৪ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা) তস্য ন। নষ্ট।

পূনী (স্ত্রী) পূতি, শুদ্ধি।

পূপ (পুং) পূ-ক্বিপ্, পুবং পবিত্রং পাতি রক্ষতীতি পা-ক। পিষ্টক।

"মধু হৃত্বা নরো দংশঃ পূপং হৃত্বা পিপীলিকঃ।"(মার্কণ্ডেয়পু' ১৫।২৪)

পূপ হরণ করিলে পিপীলিকা হইতে হয়।

পূপলা (স্ত্রী) পূপং তদাকারং লাতি লা-ক। পোলিকা, পূপলী। (হারা')

পূপলী (স্ত্রী) পূপল-ঙীষ্। পোলী, ঘৃতপক্ক পিষ্টকবিশেষ।

পূপশালা (স্ত্রী) অপূপ-বিক্রয়ার্থ গৃহ।

"সভা প্রপা পূপশালা বেশমদ্যান্নবিক্রয়াঃ।" (মনু ৯।২৬৪)

পূপালী (স্ত্রী) পূপায় অলতীতি অল-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পোলী। (ত্রিকা')

পূপাষ্টকা (স্ত্রী) পূপদ্রব্যসাধনী অষ্টকা অষ্টমী। গৌণচন্দ্র পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, এই দিন পূপ দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে পূপাষ্টকা কহে। এই শ্রাদ্ধ অবশ্য-কর্ত্তব্য। রাসপূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাষ্টমী, সেই দিন এই শ্রাদ্ধ হইবে। তিনটী অষ্টকা শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, পূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা ও শাকাষ্টকা। পূপ, মাংস এবং শাক এই ত্রিবিধ দ্রব্য দ্বারা অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এইজন্য পূপাষ্টকাদি নাম হইয়াছে।*

পূপিক (স্ত্রী) পূপঃ পূপাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি ঠন্, ততষ্টাপ্। পূলিকা। (হেম)

পূয, ১ দুর্গন্ধ। ২ ভেদন। ৩ বিশরণ। দিবাদি, আত্মনে, দুর্গন্ধার্থে অক। ভেদন ও বিশরণার্থে সক আত্মনে, সেট্। লট্ পূয্যতে। লোট্ পূয্যতাং। লিট্ পুপূয়ে। লুঙ্ অপূয়িষ্ট। পূয ধাতু একটী ভ্বাদি গণীয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা - লট্ পূয়তে। ইত্যাদি।

পূয (ক্লী) পূয়তে দুর্গন্ধো ভবতীতি পূয-অচ্। পক্কব্রণাদি সম্ভব ঘনীভূত শুক্লবর্ণ বিকৃত রক্ত, চলিত পুঁজ, বিকৃত রক্ত। পর্য্যায়— ক্ষতজ, মলজ, পূযন, প্রসিত। (শব্দচন্দ্রিকা)

পক্ক ব্রণাদি হইতে পূয নির্গত হইয়া থাকে। পূযবর্দ্ধক দ্রব্য—নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, তিল, কলাই, কুলত্থকলাই, বরবটী, হরিদ্বর্ণ শাক, অম্লদ্রব্য, লবণ, কটুদ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, শুষ্কমাংস, ছাগ, অথবা মেষমাংস, নির্জ্জল দেশে যে পশু জন্মে তাহার মাংস, শীতল জল, কৃশর (খিচুড়ী), পায়স, দধি, দুগ্ধ ও তক্র প্রভৃতি পূযবর্দ্ধক, এইজন্য এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

(সুশ্রুত)

পূয় (ক্লী) পূয়তেঽনেনেতি পূয়-ল্যুট্। পূয। (শব্দচ')

পূয়মানযব (অব্য) পূয়মানা নিস্তুষীক্রিয়মাণা যবা যত্র, তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। পরিক্রিয়মাণ যবাধার পলাদি।

পূযরক্ত (পুং) পূযবিশিষ্টং রক্তমস্মিন্। নাসারোগভেদ। এই রোগের নিদান—রক্তপিত্তের আধিক্য অথবা ললাটে অভিঘাতাদি

---

* "পিত্র্যাদানায় মূলে স্যুরষ্টকাস্তিস্র এব চ।

কৃষ্ণপক্ষে বরিষ্ঠা হি পূর্ব্বা চৈত্রী বিভাব্যতে॥

প্রাজাপত্যা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া বৈশ্বদেবকী।

আদ্যা পূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেৎ তথা।

শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া স্যাদেব দ্রব্যগতো বিধিঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

হেতু নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইলে তাহাকে পূযরক্ত কহে। (ভাবপ্র° নাসারোগাধি°)

ইহার চিকিৎসা—পূযরক্তরোগে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং বমন করাইয়া অবপীড়ন, তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ধূম ও শোধনী দ্রব্যের চূর্ণ নলের দ্বারা প্রয়োগ করিলে ইহা আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত ২৩ অ:)

এই পূযরক্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"নিচয়াদভিঘাতাদ্বা পূযাসৃঙ্ নাসিকা ভবেৎ।

তৎ পূযরক্তমাখ্যাতং শিরোদাহরুজাকরম্॥"

(বাভট উত্তরস্থা° ১৯ অ:)

পূযবর্দ্ধন (পুং) পূযং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিচ্-ল্যুট্। সুশ্রুতোক্ত নবধান্যাদি দ্রব্যগণভেদ। এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে পূয বৃদ্ধি হয়। [পূয দেখ।]

পূযবাহ (পুং) নরকভেদ।

পূয়ারি (পুং) পূযানামরিঃ, তদ্বিনাশকত্বাৎ। নিম্ববৃক্ষ। (শব্দচ°)

পূয়ালস (পুং) পূয অলস ইব যত্র, সান্দ্রত্বেন চিরান্নির্গমনাদেব তথাত্বং। নেত্রের সন্ধিগত রোগভেদ।

ইহার লক্ষণ—নেত্রের সন্ধিস্থানে পক্ব শোফ জন্মিয়া তাহা হইতে পূতিগন্ধবিশিষ্ট পূয নির্গত হইলে তাহাকে পূযালস কহে। (সুশ্রুত উত্তরত° ২ অ:)

পূযস্রাব (পুং) নেত্রসন্ধিগত রোগবিশেষ। চক্ষে পূয পড়া।

ইহার লক্ষণ—নেত্রের সন্ধিস্থান পাকিয়া পূয পড়িতে থাকিলে তাহাকে পূযস্রাব কহে। (সুশ্রুত উত্তরত° ২ অ:)

২ অশ্বের নেত্ররোগবিশেষ। (জয়দত্ত ৩০ অ:)

পূযোদ (ক্লী) পূযমেবোদকমত্র, উদাদেশঃ। নরকভেদ।

(ভাগ° ৫।২৬।৭)

পূর, ১ পূর্ত্তি। ২ প্রীণন। দিবাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ পূর্য্যতে। লোট্ পূর্য্যতাং। লঙ্ অপূর্য্যত। লিট্ পুপূরে। লুঙ্ অপূরিষ্ট।

পূর, ১ পূর্ত্তি। ২ প্রীণন। চুরাদি, উভয়, সক° সেট্। লট্ পূরয়তি-তে। লোট্ পূরয়তু-তাং। লিট্ পূরয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপূপুরৎ-ত।

পূর (ক্লী) পূরয়তি সৌগন্ধেনেতি পূর-ক। ১ দাহাগুরু। (রাজনি°) (পুং) ২ জলসমূহ।

"মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাৎ" (রঘু ৩।১৭)

৩ ব্রণসংশুদ্ধি। ৪ খাদ্যবিশেষ। (মেদিনী) ৫ পূরক প্রাণায়ামকারীর নাসারন্ধ্র দ্বারা বাহিরে পবনাকর্ষণ।

"প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।

প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথাস্থিরমচঞ্চলং॥" (ভাগ° ৩।২৮।৯)

পূরক (পুং) পূরয়তীতি পূরি-ণ্বুল্। ১ বীজপূর। ২ গুণক-অঙ্ক, যে অঙ্কদ্বারা গুণ করা যায়, তাহাকে পূরক কহে। (লীলাবতী) ৩ ধ্যানকারীর নাসিকাগত উচ্ছ্বাস, প্রাণায়ামের অঙ্গবিশেষ।

"পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ।

নাসিকাকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্যাতুঃ পূরক উচ্যতে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

[বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম দেখ।]

(ক্লী) ৪ প্রেতদেহনিষ্পাদক অশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড। মৃতব্যক্তির দেহ ভস্মীভূত হইলে তৎপরে অশৌচকাল মধ্যে পিণ্ডদ্বারা দেহ পূরণ করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম পূরক। দশটী পিণ্ডদ্বারা দেহের পূরণ করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে দশপিণ্ডও কহে। এই পিণ্ড যিনি প্রেতব্যক্তির মুখানল করিবেন, তিনি নয়দিনে ৯টী এবং যিনি শ্রাদ্ধাধিকারী, তিনি অশৌচান্তদিনে পূরকপিণ্ড অর্থাৎ দশমপিণ্ড দিবেন। এই পিণ্ডদ্বারা সমস্ত দেহ পূর্ণ হইয়া থাকে।

দেহব্যতীত কোনরূপ স্বর্গ বা নরকাদি ভোগ হইতে পারে না। যখন এই ষাট্‌কৌষিক দেহ ভস্মাদিরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার এই পিণ্ডদ্বারা প্রেত-দেহ হইয়া থাকে, এই প্রেত-দেহ হইলে পর তাহার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পন্ন হয়। পরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পর তাহার ভোগদেহ হইবে। এই ভোগদেহদ্বারা স্বর্গনরকাদি ভোগ হইয়া থাকে।*

* "প্রেতপিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দ্দেহমাপ্নোতি ভার্গব।

ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ।

প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং।

শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্যো আকল্পং নৈব বিদ্যতে।

তত্রাস্য যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ।

ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ।

পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।

ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা।"

তথাচ বায়ুপুরাণং—

পূরকেণ তু পিণ্ডেন দেহো নিষ্পাদ্যতে যতঃ।

কৃতস্য করণাযোগাৎ পুনর্নাবর্ত্তয়েৎ ক্রিয়াং।

অতএব অতিবাহিকদেহপরিত্যাগায় তৎকালীনকর্ম্মাসমর্থপুত্রসত্ত্বে ঽপ্যন্যেন দাহাদিঃ ক্রিয়তে।

তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং।

ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাৎ তস্য বিগ্রহাৎ।

ত্রীণি ভূতানি তেজোবায্বাকাশানি পৃথিবী জলে তু অধোগচ্ছতঃ।

তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ।

আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব।

কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ।" ইত্যাদি।

(শুদ্ধিতত্ত্ব)

মৃত্যুর পরেই তেজ, বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয় সহযোগে অতিবাহিক দেহ হইয়া থাকে, ইহাকে প্রেতদেহ বলা যায়।

এই সময় আকাশস্থিত, নিরালম্ব, বায়ুভূত ও নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান করে। ('আকাশস্থো নিরালম্বঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।') এবং শীত, বাত ও তপোদ্ভূত ভয়ানক যাতনা অনুভব করে।

পূরক পিণ্ডের ব্যবস্থা।—যাহার অগ্নিক্রিয়া হইবে, তাহারই পূরকপিণ্ড বিধেয়। যিনি মুখানল করিবেন, তিনিই পূরক পিণ্ড দিবেন। অশৌচের প্রথম ৯ দিন প্রত্যহ এক একটা পিণ্ড দিতে হইবে। দশ দিনে শেষ পিণ্ড দিতে হয়। শূদ্রাদির ৯ দিনে ৯টী পিণ্ড এবং ৩০ দিনে দশম পিণ্ড দিতে হইবে। যাহার পূর্ণাশৌচ হয় না, তাহার যে দিন অশৌচান্ত হইবে, সেইদিন পূরক পিণ্ড দিতে হইবে।

প্রথম পিণ্ডদ্বারা মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা, তৃতীয় পিণ্ডে গলদেশ, অংস, ভুজ ও বক্ষঃস্থল, চতুর্থ পিণ্ডে নাভি, লিঙ্গ ও গুদ, পঞ্চম পিণ্ডে জানু, জঙ্ঘা ও পাদদ্বয়, ষষ্ঠপিণ্ডে মর্ম্ম, সপ্তমে নাড়ীসকল, অষ্টমে দন্ত ও রোম, নবমে বীর্য্য এবং দশম পিণ্ডে সমস্ত দেহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মৃতব্যক্তির দেহের অঙ্গাদি পূরণ হইয়া থাকে।

"শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা।
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্তু সমাসতঃ॥
গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথা ক্রমাৎ।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা।
সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ॥
দন্তরোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেন তু।
দশমেন চ পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই পিণ্ড প্রতিদিন এক একটী করিয়া দিবে; কিন্তু তিন দিন অশৌচ স্থলে প্রথম দিন এক, দ্বিতীয় দিনে চারিটী এবং তৃতীয় দিনে পাঁচটী এইরূপে দশপিণ্ড দিতে হইবে। যাহার একদিন অশৌচ, তাহার সেই দিনই পূরকপিণ্ড দিতে হইবে।

যদি কোন কারণবশতঃ অগ্নিদাতা পূরকপিণ্ড না দেন, তাহা হইলে আদ্যশ্রাদ্ধকারী অন্তিমদিন বা আদ্যশ্রাদ্ধ দিনে পূরকপিণ্ড দিয়া ঊর্ণাতন্তুময় বাসদ্বারা উহার অর্চ্চনা করিবেন।*

* "দিবসে দিবসে দেয়ঃ পিণ্ড এবং ক্রমেণ তু।
সদ্যঃ শৌচেঽপি দাতব্যাঃ সর্ব্বেঽপি যুগপৎ তথা॥
ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যাঃ প্রথমে ত্বেক এব হি।
দ্বিতীয়েঽহনি চত্বারস্তৃতীয়ে পঞ্চ চৈব হি॥"
দৈবাৎ অগ্নিদাত্রা পূরকপিণ্ডাদানে আদ্যশ্রাদ্ধাধিকারিণা অন্তিম-দিনে আদ্যশ্রাদ্ধদিনে বা তৎ করণীয়মিতি।
"প্রথমাহনি যো দদ্যাৎ প্রেতায়ান্নং সমাহিতঃ।
যস্তান্ন বহু চাদ্যেযু স এব প্রদদাত্যপি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

পুত্রাদির অভাববশতঃ স্ত্রী যদি স্বামীর পূরকপিণ্ড প্রদান করেন এবং তিনি সেই সময় যদি রজস্বলা থাকেন, তাহা হইলে বস্ত্রত্যাগ করিয়া পুনরায় স্নানপূর্ব্বক পূরকপিণ্ড দিবেন।

(পূরকপিণ্ডদানের প্রয়োগ সর্ব্বসংকর্ম্মপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে তাহার বিষয় এইস্থলে লিখিত হইল না।)

(ত্রি) ৫ পূরণকর্ত্তা। (শব্দরত্না°)

"প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখাণাঞ্চ পূরকম্।" (মনু ৯।২৮৯)

পূরণ (ক্লী) পূর্য্যতেঽনেনেতি পূর-করণে ল্যুট্। পিণ্ডপ্রভেদ, পূরকপিণ্ড। ২ বৃষ্টি। ৩ কুটন্নট। (শব্দমালা) ৪ অঙ্কের গুণন। (শুভঙ্কর) ৫ বস্তিনেত্র প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা কর্ণাদিতে তৈলাদি পূরণকর্ম্ম। ৬ বাপতন্ত, প'ড়েন। (হেম) (পুং) ৭ সেতু। ৮ সুগন্ধতৃণ। ৯ নাগরমুথা। (শব্দমা°) ১০ পূরণার্থ পক্বতৈল। ১১ বিষ্ণুতৈল। (ধরণি°) পূরয়তীতি পূরি কর্ত্তরি-ল্যু। সংখ্যাপূরণ। ১২ বাতজন্য ব্রণবেদনাবিশেষ। (সুশ্রুত সূ° ২২ অঃ) ১৩ সমুদ্র। (ত্রি) ১৪ পূরক, পূর্ণকারক।

"পতির্গণানাং মহতাং সংকৃতীনাং
পায়ান্নেশঃ পূরণঃ ষড়্ গুণানাং॥" (হরিবংশ ১২৯।৫২)

১৫ পুনর্নবা। (রসেন্দ্রচি° ৯ অঃ)

পূরণকাশ্যপ (পুং) [পূর্ণকাশ্যপ দেখ।]

পূরণমল, (পূর্ণমল্ল) গিধোড়ের জনৈক রাজা। সম্রাট্ অকবর-শাহের সেনাপতি রাজা মানসিংহ বেহারে আসিয়া ইহাকে পরাজয় করেন।

২ কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক নরপতি। পৃথ্বীরাজ কচ্ছবাহের পুত্র।

৩ উক্ত রাজের ভ্রাতৃপৌত্র। পিতামহের নাম রাজা বিহারী-মল্ল ও পিতার নাম রায়সিনহদি পুরবিয়া। ইহারা গহলোত-বংশীয় রাজপুত। এই পূরণ চন্দেরি ও রায়সিন্-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৩২ খৃঃ অব্দে গুজরাতপতি বাহাদুর-শাহের আক্রমণ হইতে রায়সিন্-দুর্গ ও নিজ রাজ্যরক্ষার জন্য ইহারা পিতাপুত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর হুমায়ুন-প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বৃত্ত শেরশাহ তাহার আচরণে কুপিত হইয়া রায়সিন-অধিকারে মনস্থ করিলেন। সদলে তদ্রাজ্যে উপস্থিত হইয়াই সম্রাট্ শেরশাহ পূরণমলকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজমহিষী বুঝিয়াছিলেন, এবার রাজার নিস্তার নাই। তাই তিনি স্বামীকে গোপনে শিখাইলেন। রাজাও চতুরা প্রিয়তমা পত্নীর পরামর্শ-মতে ৬০০০ অশ্বারোহী সেনা লইয়া রাজাকে অভিনন্দন করিলেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলী হইল। সম্রাট্ ছয়হাজার দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতকে পরাজয় করা অসম্ভব জানিয়া রাজাকে ১ শত

অশ্বারোহী ও ১শত বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিয়া বদান্যতা দেখাইলেন। কিন্তু রাজাকে জব্দ করিবার মানসে তথায় ছয় মাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক তদীয় সৈন্যের বলপরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৯৫০ হিজিরায় পুনরায় উভয়ে বিরোধ বাধিল। শের-শাহ রায়সিন্-দুর্গ অধিকার করিলেন এবং রাজাকে বারাণসীর শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করিবার ছলে দুর্গ-বহিষ্কৃত করিলেন ; রাজাও দুর্গত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কালের কুচক্রে শত্রুহস্তে তিনি নজরবন্দী হইলেন। রাজা চক্রান্ত বুঝিয়া স্বহস্তে প্রিয়তমা প্রণয়িনীর জীবননাশ করিলেন এবং আত্মীয়বর্গকেও ঐরূপ স্ত্রীহত্যাপাতকে নিমজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। যখন তাঁহারা অন্তঃপুর-নিবদ্ধা প্রিয়-প্রণয়িনীগণের সতীত্ব-রক্ষার্থ এরূপ দৃঢ়ব্রতে ব্রতী ছিলেন, ঠিক সেই সময় রজনী-প্রভাতে আফ্‌গানগণ আসিয়া চারিদিক্ হইতে হিন্দুর জীবননাশ করিতে লাগিল। পূরণমলও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া জীবনদান করিলেন। যে সকল রাজপুত-মহিলা ধৃত হইয়াছিল, সেই রাজপুত-কুলললনাগণের উপর দুর্বৃত্ত মুসলমাননায়ক শেরশাহ অত্যাচার করিতে ক্রটী করেন নাই। ছয় মাসের মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলমানের বৈরনির্য্যাতন পূর্ণমাত্রায় দেখাইয়াছিলেন। এমন কি মিথ্যাকথায় বঞ্চনা করিয়া তিনি পূরণমলকে ধৃত ও নিহত এবং অবশেষে তাঁহার কন্যাকে বাজারে নর্ত্তকীরূপে নৃত্যগীতব্যবসায়ীর হস্তে সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই*।

পূরণী (স্ত্রী) পূর্য্যতে অনয়েতি পূরি-ল্যুট্, ঙীপ্। ১ শাল্মলিবৃক্ষ, শিমুল গাছ। পর্য্যায়—

"শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ।
রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তূলিনী॥" (ভাবপ্র°)

২ পূরণকারিকা, যথা 'পঞ্চানাং পূরণী পঞ্চমী' ইত্যাদি।

পূরণীয় (ত্রি) পূর-অনীয়র্। পূরণের যোগ্য।

পূরয়িতৃ (ত্রি) পূর-তৃচ্। ১ পূরণকর্ত্তা, পূরক। (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৬)

পূরয়িতব্য (ত্রি) পূর-তব্য। পূরণীয়, যাহা পূরণ করা যায়।

পূরাম্ল (স্ত্রী) পূরং পূরকমম্লমত্র। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

পূরিকা (স্ত্রী) পূর্য্যতে ইতি পূরি-ক, স্ত্রিয়াং-ঙীপ্, পূরী, ততঃ স্বার্থে কন্, টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। পিষ্টকভেদ, চলিত কচুরী। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে, মাসকলাই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে, তৎপরে ময়দার মধ্যে উহা পূরিয়া পিষ্টকাকারে প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘৃতে ভাজিলে তাহাকে পূরিকা কহে। ইহার গুণ মুখরোচক, মধুর রস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দোষজনক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং চক্ষুর তেজোহারক। ইহা তৈলপক্ক না হইয়া ঘৃতপক্ক হইলে চক্ষুর হিতকারক ও রক্তপিত্তনাশক হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পূরিন্ (ত্রি) পূর্ণকারী।

পূরিত (ত্রি) পূর্য্যতে স্মেতি পৃ-পূরি-বা ক্ত (বা দান্তশান্তপূর্ণেতি। পা ৭।২।২৭) ইতি পক্ষে ইট্। কৃতপূরণ, পর্য্যায়— পূর্ণ। ২ গুণিত। (অমর)

পূরু (পুং) পৄ-বাহুলকাৎ কু। ১ মনুষ্য। (নিঘণ্টু)

"যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে।" (ঋক্ ১।৫৯।৬)
'পূরবো মনুষ্যাঃ' (সায়ণ)

মনুষ্যার্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত। ২ বৈরাজ মনুর নড়্বলাতে জাত পুত্রভেদ। (হরিবংশ ২ অঃ) ৩ জহ্নুপুত্রভেদ। (ভাগ ৯।১৫।৩) ৪ রাক্ষসভেদ।

"অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু" (শুক্লযজু° ১২।৩৪)
'পৃতনাসু সংগ্রামেষু পূরুং রাক্ষসং' (বেদদীপ°)

৫ যযাতিপুত্রভেদ। (ভারত আদি ৭৫ অঃ)

"সুতং ত্বমপি সাম্রাজং সেব পূরুমবাপ্নু হি" (শকুন্তলা ৪ অঙ্ক)

পূরুজিৎ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৭)

পূরুভুজ, সমুদ্রজ জীবযোনিভেদ। আবয়বিক বিভিন্নতা-দৃষ্টে বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন। সাধারণ ইংরাজিতে ইহারা Polypes ও Polypiers নামে দুইটী বিশিষ্ট শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে। যে গুলির আকার ক্ষুদ্রাকার পাণার ন্যায় তাহাই Polypes এবং যে গুলি গুল্মাদি ক্ষুদ্র তরুর সদৃশ, তাহাই Polypiers নামে খ্যাত। বাঙ্গালাভাষায় ইহাদের প্রকৃত নাম কি, তাহা জানিবার উপায় নাই*। এই শ্রেণীর জীব কিরূপ? তাহা কেহ নির্দ্ধারিতরূপে বলিতে পারেন না। কোন কোন পূরুভুজের আকৃতি প্রকৃতই উদ্ভিদের মত। ইহারা জলজকীট, কি জীবভুক্ শৈবাল বা উদ্ভিদ, এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত টণ্ডোন্ (M. Tandon) সাহেব স্বকৃত 'সামুদ্রিক ভুবন'

* তারিখ-ই শেরশাহী নামক মুসলমান ইতিহাসে এই ভীষণ অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৫৩২ খৃঃ অঃ বাহাদুরের আক্রমণ সময়েও ঐরূপ আর একটী অত্যাচার সংঘটিত হয়। সুলতান বাহাদুর শাহ তৎকালে পূরণমলের বিমাতা দুর্গাদেবীর রূপমাধুর্য্যশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কর প্রার্থনা করেন।

[বিস্তৃত বিবরণ 'মিরাট্-ই সিকন্দরী' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

* ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে এই জীবকে পূরুভুজ নামে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অবধি বাঙ্গালায় এই নামই চলিয়া আসিতেছে।

নামক পুস্তকে গভীর গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে যে জীবতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই সাধারণে গৃহীত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র জীব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে উত্তরোত্তর কুতূহল বৃদ্ধি হয় এবং জগদীশ্বরের অপার মহিমা প্রকাশ পায়। জলের তারতম্যানুসারে ইহাদের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সুমিষ্ট নদী-জলে ও লবণাক্ত সমুদ্র-জলে জাত-জীবের মধ্যে অনেকাংশে ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। উভয়ের কার্য্যপ্রণালীও কতকাংশে বিভিন্ন।

এই বৃহদাকার জীব কদাচও এক ইঞ্চের একতৃতীয়াংশের অধিক দেহ ধারণ করে না। এরূপ ক্ষুদ্রাকার দেহ হইতে ইহাদের প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। একমাত্র অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে প্রাণিবিদ্‌গণ ইহাদের শারীরিক গঠন ও অবস্থানাদি যেরূপ অনুমান করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহাই প্রদত্ত হইল।

সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ও নদীর সুমিষ্ট সলিলে যে দুইটী স্বতন্ত্র প্রকারের পুরুভুজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংক্ষেপ পরিচয় এইরূপ। নদী-জল-প্রবাহে ভাসমান পুরুভুজগুলি সাধারণতঃ Fresh-water-polype বা Hydra Viridis নামে পরিচিত। ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও দেখিতে প্রায় পদ্মদলের ন্যায়, মূল মৃণালদণ্ড ব্যতীত তাহাতে আরও কতকগুলি শাখা-প্রশাখা বিলম্বিত আছে। মূল-দণ্ডের মধ্যভাগ ফাঁপা ও ইহাই তাহাদের উদর বলিয়া অবধারিত। সমগ্র অবয়বই লম্বমান উপনলাকৃতি থলির মত, হরিদ্রাভ ও অর্দ্ধস্বচ্ছ। এই ডাল-পালাকৃতি দেহের মধ্যে কেবল একটী মাত্র ছিদ্র আছে। উক্ত মুখবিবর 'ট্রাম্পেট'-যন্ত্রের মুখের মত। কোনরূপ জলজ কীট গলাধঃকৃত হইলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। মুখরন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে ৬ হইতে ১০টী পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম সূত্রাকার সুকোমল বাহুবল্লী প্রসারিত থাকিয়া যেন মুখবিবরের মুকুট-স্বরূপ হইয়াছে। উপরে পুরুভুজের দেহ, উদর, মুখ ও বাহুর বিষয় লিখিত হইল। মানবদেহের সহিত ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের সামঞ্জস্য করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহার কার্য্যাবলী জীব-জগতের সহিত অনেকাংশে প্রায় সমান।

ইহারা আলোকপ্রিয় এবং সামান্য শব্দ অনুভবে সমর্থ। সাধারণতঃ জলমধ্যস্থ কোন বৃক্ষে অথবা অন্য কোন পদার্থে ইহারা সংযোজিত থাকে। নদীতে শম্বুকাদির গাত্রেও সময় সময় পুরুভুজের অবস্থিতি দেখা যায়। যখন তাহারা এইরূপে অন্যের পৃষ্ঠে ভর দিয়া সমুদ্রস্রোতে ভাসমান হয়, তখন তাহাদের ক্ষুদ্রাকার বাহুগুলি চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে এবং প্রত্যেক মিনিটে প্রায় ২৫০ বার প্রকম্পিত হয়। এইরূপে ভ্রমণ-সময়ে যদি কোন দুর্ভাগ্য কীটাণু নিয়তিবশে আসিয়া তাহাদের করাল বাহুবল্লীতে জড়িত হয়, তাহা হইলে পুরুভুজগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। ঐ সময় বাহুগুলি ক্রমশঃ কুণ্ডলীকৃত হইয়া পড়ে ও উদরথলি কুঞ্চিত হয়। উদরস্থ জীব জীর্ণ হইলে, উহার সারাংশ অন্তরেই থাকে এবং অসারাংশ পুনরায় মুখবিবর দিয়া উদ্গারিত হইয়া পড়ে। কখন কখন ইহারা পরস্পরে দলবদ্ধ, বা একত্র গ্রথিত অবস্থায় বিচরণ করে। এই সময়ে জলবেগে প্রবাহিত কোন কীট ঐ দল মধ্য দিয়া যাইতে প্রয়াস পাইলে, তাহাদের বাহুবল্লীতে বিজড়িত হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরিশেষে উদরগত হইয়া থাকে। Hydra-জাতীয় পুরুভুজগণ সময় বিশেষে আপনাদের শরীর অপেক্ষা ৩৪ গুণ অধিক পরিমাণে আহার করিয়া ফেলে। এরূপ অপর্য্যাপ্ত আহারের পর ইহারা আর ঠিক থাকিতে পারে না, স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া জলের নিম্নতম তলদেশে পতিত হয়।

ইহাদের মুখদেশে দন্ত বা চোয়াল নাই। উদরস্থ জীব মুখবিবর দিয়া নির্গত হইবার চেষ্টা করিলে ইহারা নিজ বাহুবল্লী মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া পলায়মান জীবের গতিরোধ করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, উদরগত জীব জীর্ণ হইলেও প্রবিষ্ট পুরুভুজবাহুর কোনও ক্ষতি হয় না। ইহাদিগকে দ্বিখণ্ডে বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করিলে জীবন-হানির কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। নলোদরের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া দিলেও Hydra শ্রেণীর পুরুভুজেরা খাইতে বিরত থাকে না। একমুখে খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইলেও অন্যমুখ দিয়া তাহা নির্গত হইয়া পলাইয়া যায়।

নদী জলে যে সকল পুরুভুজ জন্মে, খাদ্যাদিভেদে তাহাদের গাত্রবর্ণ বিভিন্ন হইয়া থাকে*। তাহাদের গর্ভস্থলীর বহির্দ্দেশে যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকার উপনল সংশ্লিষ্ট দেখা যায়, তাহাই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া একটী স্বতন্ত্র পুরুভুজের আকার ধারণ করে। যখন এই অংশাবয়ব স্বীয় ভরণপোষণে উপযুক্ত হয়, তখন তাহারা মাতৃগাত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জীবরূপে গণ্য হয়। একটী পুরুভুজের গাত্রে আর একটী ক্ষুদ্রাকার নলরূপী পুরুভুজের উদ্ভব প্রায় শরৎকালেই ঘটিয়া থাকে। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেই উহা খসিয়া জল-তলে পড়িয়া যায়। শীতকালে তাহা ঐ ভাবেই থাকে, পরে বসন্ত ঋতুর সমাগমে উহার কলেবর বৃদ্ধি পায়। কখন কখনও প্রথম পুরুভুজের গাত্রে দ্বিতীয়টী জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, দ্বিতীয়ের গাত্রে তৃতীয় ও পুনরায় তদগাত্রেই আবার চতুর্থটী আসিয়া দেখা দেয়। এইরূপে ৪র্থ বংশাবলী

* Wood louse নামক কীট ভক্ষণে লাল, Water-bug ভক্ষণে সবুজ ও tadpoles ভক্ষণে উদরনলী কৃষ্ণবর্ণ হইতে দেখা যায়।

গ্রথিত একটী পুরুভুজবংশের একত্র উদ্ভব হইয়া থাকে। যদি কখনও একটী পুরুভুজকে সাত বা আট খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দুই দিনের মধ্যে ঐ এক এক খণ্ড কর্ত্তিত পুরুভুজ পুনরায় পূর্ণাকার ধারণ করে। Roesel সাহেব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, একটী পুরুভুজের বাহুবল্লী অতি ক্ষুদ্রায়তনে বিভক্ত করিলেও উহার খণ্ডিত অংশ হইতে পুনরায় আর একটী স্বতন্ত্র (Hydra) পুরুভুজদেহের আবির্ভাব হয়। কেবল বাহুতেই নহে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে কোন অংশই হউক না কেন, কর্ত্তিত হইলে আর একটী নবজাত পুরুভুজের সৃষ্টি হইবে। একারণ একটীকে কাটিয়া নষ্ট করায় উহাদের বিশেষ কোন কষ্ট বা ক্ষতি হয় না—বরং নিত্য নূতন পুরুভুজ-বংশের বিস্তার প্রাপ্তি হয় মাত্র।

আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয়, উদরস্থলীর ভিতর দিক্ মোজার ন্যায় উল্টাইয়া দিলেও ইহাদের জীবজগতের বাহ্য ক্রিয়াদির কোন ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা স্বচ্ছন্দে খাদ্যাদি গলাধঃকরণ করে। বহির্দ্দেশস্থ যে গাত্রত্বক্ পূর্ব্বাবস্থায় নিশ্বাসপ্রশ্বাসের একমাত্র ক্রিয়াস্থল ছিল, এক্ষণে তাহাই পাকস্থলীর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্বতন গর্ভাভ্যন্তর ত্বক্ শ্বাসাদি প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ গাত্রাবরণ উল্টান, তাহারা বড় ভালবাসেনা। মাতৃগাত্রসংশ্লিষ্ট কোন শিশু পুরুভুজকে ঐরূপ করিলেও তাহাদের জীবনের কোন আশঙ্কা থাকে না। সময় মত তাহারা আপনাপন অবয়ব সংগঠিত করিয়া থাকে। উল্টাইয়া টুকরা করিয়া কাটিলেও অথবা পূর্ব্বোক্তরূপে পাল্টাইয়া সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখিলেও কোন বিশেষ রূপান্তর লক্ষিত হয় না। নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট গঠন ও পরিবর্দ্ধন-কার্য্যে তাহাদের বিরাম নাই।

প্রকৃত পক্ষে, পুরুভুজগণের হৃদয়, হৃদযন্ত্র, যকৃৎ, ধমনী, মস্তক বা মস্তিষ্ক কিছুই নাই, কেবল মাত্র ধূসর শৈবালকণাসদৃশ বাহুগুলিই তাহাদের হস্ত, পদ, ওষ্ঠ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। শীকার সম্মুখে আসিলেই তাহারা জানিতে পারে এবং সহজেই উহাকে উদরস্থ করিয়া ফেলে। কখন কখন শীকার লইয়া তাহারা পরস্পরে বিবাদ উপস্থিত করে এবং কার্য্যক্ষেত্রে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে আপনাপন পরিত্রাণের উপায় ও আশ্রয়-নির্ব্বাচনে সমর্থ হয়।

সমুদ্রজগুলি সকল বিষয়েই পূর্ব্বোক্ত নাদের-জীবের ন্যায়। বিশেষের মধ্যে এই, ইহাদের বাহু অনেক ও আকৃতি বিভিন্ন। আকারভেদে ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি বংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিতাকার সমুদ্রজ পুরুভুজগণ Polypier নামে খ্যাত। নিম্নে কএকটী বংশের নাম দেওয়া গেল।

Hydraria শ্রেণীতে *Polypier hydraria*, *Sertularia ramea*; *Actinaria* শ্রেণীতে *Gerardia Lamarckii*, ইহাদের মধ্যেও আবার *Tabularia indivisa*, *Campanularia dichotoma*, *Tabularia ramea*, *Sertularia* (*Plumularia*) *falcata*, *Sertularia Argentea* প্রভৃতি আরও কতকগুলি শাখা দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত গুলি, সাধারণতঃ লম্বমান উদ্ভিদাকৃতি। এক্ষণে যাহা লিখিত হইতেছে, সে গুলি কন্দাকৃতি ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। এই নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে Zoantharia, Alcyonidæ, Antipathidæ, Madreporidæ, Actiniidæ, Caryophylliæ, Astræa, Meandrinæ, বা Poritidæ প্রভৃতি আরও কএকটী বিশিষ্ট শাখা আছে।

পুরুষ (পুং) পুরুভি অগ্রে গচ্ছতীতি পুর-কুষন্ (পুরঃ কুষন্। উণ্ ৪।৭৪) ততঃ (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭) ইতি নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। পুরুষ, নর। [পুরুষের শুভাশুভাদি লক্ষণ পুরুষ দেখ।]

পূরুষ (পুং) নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বভাব, চেতন। আত্মা।

সাংখ্যদর্শনে পুরুষের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, পুরুষ চেতন, প্রমাতা অর্থাৎ প্রমা-সাক্ষী। ইনি 'পুরি শেতে' অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে অবস্থান করেন বলিয়া পুরুষ নামে অভিহিত হন এই পুরুষই চেতনহেতু আত্মপদবাচ্য। সাংখ্যমতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক। ইহার মধ্যে প্রকৃতি বা পুরুষ কে, তাহার বিষয় সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতানুযায়ী আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পুরুষ ভিন্ন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই প্রকৃতি। ইহার মধ্যে মূলপ্রকৃতি যারপরনাই সূক্ষ্ম ও আদিম। সেই মূল-প্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখনও ব্রহ্মাণ্ডাকারে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহা এই জগতের মূল বা সূক্ষ্ম বীজ, তাহাই প্রকৃতি। যাহা তাহার বিকার, তাহাই জগৎ।

জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি, আর ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। [প্রকৃতির বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সাংখ্যাচার্য্য কপিল পদার্থনির্ণয়ের মূলপত্তনকালে কোন্ পদার্থ প্রকৃতি, কোন্ পদার্থ বিকৃতি এবং কোন্ পদার্থ অনুভয় অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রকৃতিকে অব্যক্ত, বিকৃতিকে ব্যক্ত এবং উভয়াত্মক পদার্থকে ব্যক্তাব্যক্ত এবং অনুভয় পদার্থকে জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা বা পুরুষ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহাদের সংখ্যা, পরীক্ষা ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই অনুভয়রূপ 'জ্ঞ' পদার্থ পুরুষ ও আত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত। পুরুষ অনুভয়াত্মক, অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। প্রকৃতি শব্দে কারণ এবং বিকৃতি শব্দে তাহার কার্য্য বুঝিতে হইবে। *

পুরুষ কূটস্থ, অর্থাৎ জন্মধর্ম্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। এইজন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য তাহার উৎপত্তি নাই; সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক।

এই পুরুষ চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, হস্তপদের অগ্রাহ্য ও মনের অগম্য। এই 'জ্ঞ' পদার্থ বিবিধ সম্প্রদায়ের নিকট বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তন্মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যদিগের সম্মত পুরুষ যে ভাবে ও যেরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই বিষয় এইস্থলে আলোচ্য।

পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহাতে কপিল বলেন, 'অস্তি হ্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ' নাস্তিত্বসাধক প্রমাণ না থাকায় মনুষ্য আত্মনাস্তিক হইতে পারে না। 'আমি' 'আমি আছি' 'আমার' এই আত্মানুভাবক জ্ঞান সকলেরি আছে। যাহার আত্মা আছে, তাহারই ঐ জ্ঞান আছে। অতএব পুরুষ (আত্মা) নাই, এই কথা কেহই বলিতে পারেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

পুরুষ আছে, তদ্বিষয়ক সামান্য জ্ঞানও আছে; কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান নাই। 'আমি আছি' এইমাত্র জ্ঞান আছে; কিন্তু আমি কি বা আমার স্বরূপ কি? তাহা অযোগীদিগের জানা নাই।

ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যাসক্ত-স্বভাব হওয়াতেই অযোগী ব্যক্তি পুরুষ-যথার্থজ্ঞানে বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগবলে লৌহ ও অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মানবও সেইরূপ ভ্রম ও প্রকৃতির অতিসান্নিধ্যপ্রযুক্ত অনাত্মপদার্থে একীভূত হইয়া আমি করিতেছি, কখন বহিঃস্থ মাংসপিণ্ডে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 'আমার পুত্র', 'আমার কলত্র' বলিয়া ব্যাকুল হইতেছি, ইত্যাদি প্রকৃতির মায়ায় মোহিত হইয়া, এইরূপে দেহেন্দ্রিয়াদি নানা পদার্থে আত্মত্বস্থাপন করিয়া বৃথা ক্লেশ পাইতেছি; কিন্তু আমি (পুরুষ) কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, এই সুখ ও দুঃখভোগ আমার প্রকৃত কি না, তাহার কিছুই স্থিররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না।

পূর্ব্বে মনীষিগণের আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের শরণাগত হইতেন। তাঁহারা এই আত্মবিষয়ক যথার্থতত্ত্ব উপদেশ দিয়া সকল সন্দেহ নিরাকরণ করিতেন। নানাপদার্থে পুরুষত্বভ্রম হইত না।

দৃশ্যপদার্থ মাত্রের মধ্যে কোনটাই পুরুষ নহে। পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে যাহারা অভিলাষী, তাঁহারা যোগ আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের বহির্গমন রুদ্ধ করিয়া জ্ঞানদ্বারা সমস্তই অবগত হইতে সমর্থ হইতেন। 'গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে' পুরুষ (আত্মা) স্বীয় পার্শ্বচর অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আবৃত আছেন, সেই কারণে অযোগী, অব্রহ্মচারী ও অবিবেকী-পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশ পান না। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' পুরুষকে বাক্‌পাণ্ডিত্যে পাওয়া যায় না। 'ন শরীরপরিকর্ত্তনৈঃ' সমস্ত শরীর খণ্ডবিখণ্ড করিয়া তন্মধ্যে অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরুষ হস্তপদাদি অবয়ব, তদ্‌ঘটিত দেহ, তত্রস্থ পঞ্চধা প্রাণ, একাদশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, এ সকলের অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত পদার্থের স্ফূর্ত্তি, ভান বা সাক্ষাৎকারলাভের একমাত্র উপায় ধ্যান। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (শ্রুতি) ধ্যানের আলম্বন আপ্তবাক্য, অনুকূল তর্ক বা বিচার তাহার বিঘ্ননিবারক।

'ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাঽপি ন শক্যতে।' সেই আত্মা বা পুরুষ এই,—এরূপ নির্দ্দেশ করিতে গুরুও সমর্থ হন না। গুরু শব্দে আত্মবিদ্ গুরু বুঝিতে হইবে।

বিরাগী মানব গুরুর উপদেশ অনুসারে বিঘ্ন সকল দূর এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ হওয়ার পর অবিবেক দূর হইলে জ্ঞান দ্বারা পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হন। কপিল এই কথায় 'দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ' এই সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এইরূপ— এই স্থূল দেহ, পঞ্চপ্রাণ, এতন্নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সকলের কিছুই পুরুষ নহে, পুরুষ এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক্।

এই পুরুষ (আত্মা)-বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থূল শরীর, প্রাণ, বায়ু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এ সকল পুরুষ (আত্মা) নহে সত্য; কিন্তু মন যে আত্মা নহে, তাহার প্রমাণ কি? জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন গুণ, সঙ্কল্প বিকল্প অবধারণ প্রভৃতি যে কিছু চেতনকার্য্য সমস্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ, নির্ব্যাপার হইলেও মন নিবৃত্ত থাকে না। ইত্যাদি বিরুদ্ধমতের উত্তরে কপিল বলেন,—মনকে আত্মা বা পুরুষ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মুমুক্ষুজীবের উচিত নহে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞাদ্বারা জানিয়াছিলেন, পুরুষ নিত্য, শুদ্ধস্বভাব ও চিৎস্বরূপ। পুরুষ যে মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা মননশীল জ্ঞানী মনুষ্যের অনুভব-সিদ্ধ।

* "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥
দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥" (সাংখ্যকারিকা ২-৩)

অনুভবপ্রণালী এইরূপ,—মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে,—'আমি আত্মা নহি, আত্মার অধীন। আমি পুরুষের ভোগোপকরণমাত্র। মন সক্রিয় ও সবিকার; কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং নির্ব্বিকার।' কোন কালে বা কোন অবস্থায় পুরুষের বিকার হয় না। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্য্যয়, সন্ধান ও নির্ব্বাচন এই সকল মনেরই ধর্ম্ম, পুরুষ ঐ সকলের দর্শক বা সাক্ষি-মাত্র।

মন পুরুষ হইতে পৃথক্ এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই হইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যবহারিক জ্ঞান ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে। 'আমার মন' ব্যতীত 'আমি মন' এ কথা কেহ বলে না এবং তদাকার জ্ঞানও হয় না। 'আমার মন' এই স্বতঃ-উৎপন্ন জ্ঞানের ব্যবহার-পরম্পরা লক্ষ্য করিলে পুরুষের সহিত মনের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাব ব্যতীত ঐক্যসম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। পুরুষ দ্রষ্টা, মন দৃশ্য। পুরুষের সহিত মনের যদি ঐরূপ স্থিরতর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে মানব অবশ্য কখন না কখন 'আমার মন' ইহার পরিবর্ত্তে 'আমি মন' এইরূপ বলিত; কিন্তু ভ্রমেও এই ব্যবহারের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

'আমি' এই জ্ঞানটী মনের চির-নিরূঢ় এবং স্বতঃসিদ্ধ ভাব-বিশেষ। সেইজন্য তাহা বৃত্তিরূপে কল্পিত। যেহেতু মনোবৃত্তি, সেই হেতুই সে 'আমি', প্রকৃত 'আমি' (পুরুষ) হইতে ভিন্ন। যাহা প্রকৃত 'আমি', তাহা আমি ইত্যাকার মনোবৃত্তি-সমারূঢ় কেবল-চৈতন্য। বৃত্তিরূপ আমিত্বে প্রকাশক-কেবল-চৈতন্যই প্রকৃত আমি।

পুরুষ চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। পুরুষের স্বভাব প্রকাশ, জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড় বা অপ্রকাশ-স্বভাব, তাহা অনুভব ও যুক্তি উভয়-সিদ্ধ। মন যদি পুরুষের ন্যায় প্রকাশ-স্বভাব হইত, তাহা হইলে মনুষ্য সুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মুগ্ধাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইত না, কেন না, যাহা যাহার স্বভাব, কদাচ তাহার তাহা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না। উষ্ণতা নাই, অথচ অগ্নি আছে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। অতএব সুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি মানস অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের জড়ত্ব অবাধে নির্ণীত হইতে পারে।

ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, পুরুষকে প্রকাশ-রূপী বলিলেও যে ফল, মনকে প্রকাশরূপী বলিলেও সেই ফল। সুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতি অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের যেরূপ অপ্রকাশত্ব অবধারণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ পুরুষেরও জড়ত্ব অবাধে নির্ণীত হইতে পারে।

ইহাতে কপিল বলেন,—তাহা নহে। পুরুষের প্রকাশ-স্বভাব কোন সময়ে তিরোহিত হয় না। কিন্তু একটু বিশেষত্ব এই যে, মনঃ-সংযোগে পুরুষের প্রকাশ দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। দিবসে গৃহভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছ কাচদ্বারা যখন বাহিরের আলোক তাহাতে প্রতিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই ভিত্তিস্থ সাধারণ আলোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুণিত আলোক অতি তীব্র ও অত্যধিক উজ্জ্বল। সেইরূপে পুরুষের মনঃ-সংযোগ-কালের প্রকাশ দ্বিগুণিত। দ্বিগুণিত বলিয়া জাগ্রৎ কালের চৈতন্য অধিক বিস্পষ্ট, অর্থাৎ জাজ্বল্যমান। কাচস্থানীয় মন যখন তমোগুণোদ্রেকবশতঃ মলিন থাকে, অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের প্রতিবিম্বগ্রহণে অক্ষম থাকে, তখন পুরুষের প্রকাশ বিলুপ্ত-প্রায় বা স্বল্প হইয়া থাকে। তাহাই সুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি কালের একগুণপ্রকাশ। জাগ্রৎ কালের দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়া গিয়া একগুণিত হয়, কাজেই তখন লোকে বলে, মূর্চ্ছায় জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তখনও পুরুষ স্বীয় একগুণিত প্রকাশে বিরাজিত থাকেন। যদি বল, এই অবস্থায় পুরুষের সত্তা স্ফূর্ত্তি থাকে,—এই সিদ্ধান্তে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে,—সুপ্তোত্থিত মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সুপ্তিও মূর্চ্ছাভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অনুভব। আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই, এই অনুভবের একদেশে যে 'আমি' ও 'ছিলাম' অংশ আছে, তাহাই তাৎকালিক আত্মসত্তার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অনুমাপক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্তাস্ফূর্ত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কদাচ জীবের ঐ রূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইত না। পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কারের বলেই স্মরণাত্মক জ্ঞান উদিত হয়, এ নিয়ম স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি (পুরুষ) নিজ স্বাভাবিক প্রকাশে অবস্থিত ছিলাম। বিস্ময়ের অস্ফুরণ, মনের অপ্রকাশ ও অজ্ঞান এ সকল তুল্য কথা। মন যে তৎ-কালে আত্মপ্রতিবিম্ব-গ্রহণে অক্ষম ছিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পায় নাই, কেবল পুরুষ তাহা দেখিয়া ছিলেন। পুরুষ তখন দেখিতে ছিলেন,—মন তমসাচ্ছন্ন। পুরুষ তমসাচ্ছন্ন মনকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই, সুপ্তিভঙ্গের পর তাহা স্মরণ বা অনুমান করিতে সমর্থ হন।

নাস্তিক তার্কিকগণের মন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যকেও প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার, মনের অভাবে নির্ব্ব্যাপার, সুতরাং মনই 'আত্মা' (পুরুষ) এ সকল কথা নিতান্ত হেয়।

নাস্তিকগণ মনে করেন—'চৈতন্যং সংহতভূতধর্ম্মঃ' পুরুষ (আত্মা) দেহাকারে পরিণত ভূতরাশির সংযোগোৎপন্ন চৈতন্য নামক গুণ বা শক্তি। কিন্তু কপিল বলেন—'ন সাংসিদ্ধিকং

চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ'। দেহ ভৌতিক হইলেও চৈতন্য তাহার গুণ বা ধর্ম্ম নহে। পুরুষ অপরিণামী, অতিরিক্ত ও নিত্যবস্তু। যেহেতু প্রত্যেক ভূতই অচেতন। পরীক্ষা করিলে যখন কোনও ভূতে চৈতন্যের অবস্থান দৃষ্ট হয় না, তখন চৈতন্য পদার্থ ভূতের অথবা ভৌতিকের সাংযোগিক অথবা নৈমিত্তিক গুণ হইতে পারে না। পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ এবং নিত্য পদার্থ।

প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরমকার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জড়-বর্গই সংহত বা মিলিত গুণত্রয়-স্বরূপ। সুতরাং সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। অতএব পরার্থ, অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ তাহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা আসনাদি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। তদনুসারে সংঘাতমাত্রই পরার্থ ইহা স্থির হইতেছে, প্রকৃতি মহদাদি সমস্তই সংঘাত, অতএব পরার্থ, সেই পর অপর কেহ পুরুষ নহে।

কপিল বলেন,—

"শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্।

সংহতপরার্থত্বাৎ।" (সাংখ্যসূ° ১।১৩৭-১৩৮)

পুরুষ শরীর হইতে ভিন্ন, তাহা সংহত বস্তুর পরার্থতা দেখিলে অনুমিত হইতে পারে। ইহার বিষয় একটু বিশেষ-রূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই সংঘাত অর্থাৎ সংহত পদার্থ। সংঘাত মাত্রই পরার্থ, অর্থাৎ অন্যের প্রয়োজন-সম্পাদক। জগতে ইহার ব্যভিচার নাই। শরীরও সংহত পদার্থ বা সংঘাত। অতএব শরীরও পরার্থ হইবে, ইহাতে অন্যথা হইবে না। জগতের সমস্ত সংহত পদার্থ পরার্থ, কেবল শরীর সংহত হইয়াও পরার্থ হইবে না, এইরূপ কল্পনা যুক্তি-বিগর্হিত। এবং ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। শরীর পরার্থ ইহা সিদ্ধ হইলেই ইহা সিদ্ধ হয় যে শরীর চেতন নহে। শরীর হইতে অতিরিক্ত অপর চেতন আছে। শরীর তাহারই প্রয়োজন সম্পাদন করে। কেন না, যাহা অচেতন, তাহার কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। ইষ্টসাধনতাই জ্ঞান-প্রবৃত্তির হেতু। যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই ইষ্ট, তাহাই প্রয়োজন। শরীর সংহত বলিয়া অপর পদার্থের প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে। সেই অপর পদার্থ অন্য কেহ নহে, অসংহত পুরুষ। তাহার চেতনা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শরীর চেতন, ইহা ভ্রান্ত কল্পনামাত্র। স্ফটিকমণি বস্তুতঃ লোহিত না হইলেও সন্নিহিত জবাকুসুমের লৌহিত্যে যেমন স্ফটিকগতরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ শরীর বস্তুতঃ চেতন না হইলেও সন্নিহিত আত্মার চেতনা শরীর-গতরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। অসংহত পুরুষ এবং সংহত শরীর এই উভয়ের চেতনা স্বীকার করিবার কোনই হেতু নাই। প্রত্যুত শরীর চেতন হইলে তাহা পরার্থ ই হইতে পারে না। কেন না, চেতন স্বতন্ত্র। যাহা স্বতন্ত্র তাহা পরার্থ নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, ভৃত্য প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে; প্রভুর ন্যায় ভৃত্যও চেতন। অতএব এক চেতন অপর চেতনের প্রয়োজন সম্পাদন করে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চেতন ভৃত্য, কিন্তু ভৃত্যের আত্মা প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করে না, ভৃত্যের অচেতন-শরীরই প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে। শরীর চেতন হইলে কোন মতেই তাহা পরার্থ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথি প্রভৃতি চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ্যাদিও অন্য কর্ত্তৃক অর্থাৎ চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে, সেই অন্যই পুরুষ। তৃতীয়তঃ সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে অনুকূলবেদনীয় এবং প্রতিকূলবেদনীয়। সুখের অনুকূলনীয় এবং দুঃখের প্রতিকূলনীয় গুণাতীত পুরুষ। বুদ্ধ্যাদি নিজেই সুখ ও দুঃখাত্মক, এইজন্য সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতি-কূলনীয় হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে স্বক্রিয়া-বিরোধ হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, অতএব তাহার দ্রষ্টৃরূপেও পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে। কেন না, দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে না।

সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।

পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥"

(সাংখ্যকারিকা ১৭)

সংঘাতপরার্থত্ব, ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়, ভোক্তৃভাব ও কৈবল্যার্থপ্রবৃত্তি এই সকল হেতুতে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই পুরুষ এক না বহু, ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—

"জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥" (সাংখ্যকা° ১৮)

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সর্ব্বশরীরে এক পুরুষ নহে। সমস্তশরীরে এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মরণে সকলের মরণ, একের অন্ধতাদিতে সকলের অন্ধতাদি, একের প্রবৃত্তিতে সকলের প্রবৃত্তি এবং একের সুখ দুঃখে সকলের সুখ দুঃখ হইতে পারে। তাহা হয়না বলিয়াই শরীর-ভেদে পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন। এই পুরুষ সাক্ষী। কেন না, প্রকৃতি নিজের সমস্ত আচরণ পুরুষকে দেখায়। বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদ বিষয় যাহাকে দেখায়, লোকে তাহাকে সাক্ষী কহে। প্রকৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী ও

দ্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণাতীত, এই জন্য অকর্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাব-কৈবল্য। দুঃখ গুণধর্ম, পুরুষ গুণাতীত, এইজন্য পুরুষ কৈবল্যযুক্ত। প্রধান মহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে, কেন না, ভোক্তা ভিন্ন ভোগ্যতা হইতেই পারে না। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদি-গত দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে। বিবেক-জ্ঞান হইলে পুরুষের এই ব্যবহারিক দুঃখের অবসান হয়। এই বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষ প্রকৃতির অপেক্ষা করে। উভয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়া প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হয়। এই সংযোগবশতঃই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" (সাংখ্যকা° ২১)

গতিশক্তিহীন ও দৃক্‌শক্তি-সম্পন্ন পঙ্গু এবং দৃক্‌শক্তিহীন ও গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ এই উভয়ের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু গতিশক্তি-যুক্ত অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ দেখাইয়া দেয়, অন্ধ তদনুসারে গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলষিত সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগও তদ্রূপ। পুরুষ দৃক্‌শক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তি-শূন্য বলিয়া পঙ্গুস্থানীয়। প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত ও দৃক্‌শক্তি-শূন্য বলিয়া অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগহেতুতেই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ বস্তুতঃ অকর্তা হইয়াও গুণের কর্তৃত্বে কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব স্বচ্ছ, লঘু ও প্রকাশক।

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" (সাংখ্যকা° ১৩)

তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। মলিন আদর্শ উজ্জ্বল আলোকের নিকটবর্তী হইলেও সমুজ্জ্বল হয় না; কিন্তু নির্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে। সেইরূপ চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্বসমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্য-বশতঃ চিত্তও উজ্জ্বলতা বা প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা চিৎপ্রতিবিম্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

বুদ্ধিসত্ত্বে চিৎশক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলেই জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি বস্তুতঃ বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তি পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ বা পৌরুষেয় বোধ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও ইহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া ইহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ত্ব অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বাচস্পতিমিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতি-বিম্বিত হয়, পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। পাতঞ্জল-ভাষ্যকার বেদব্যাসের মতও ঐরূপ; কিন্তু সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েই উভয়ের প্রতিবিম্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার-পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয়। পুরুষ অথচ তাহার বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারতা ভিন্ন বিষয় গ্রহণ বা বিষয়ভোগ হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপ বিষয়াকারতা স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজ মত সমর্থনের জন্য এই প্রমাণ দিয়াছেন—

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥"

(সাংখ্যদ° ১৷১ সূত্রভাষ্য)

তটস্থ বৃক্ষ যেমন সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বিস্তৃত সেই চৈতন্যস্বরূপ দর্পণে সমস্ত বস্তুদৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকার বৃত্তিসকল প্রতিবিম্বিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলিয়াছেন—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব ন।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥"

সাংখ্যদিগের মতে বিশুদ্ধ চেতন অর্থাৎ পুরুষ প্রমাতা বা প্রমাসাক্ষী। বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। এই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি সকলের চেতনে কিনা পুরুষে প্রতিবিম্বনই প্রমা। প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানাদি স্থলে ও সাংখ্যমতে উক্তরূপ প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরস্পর প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডে অগ্নি-ব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধ ব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধি-বৃত্তি ক্ষণভঙ্গুর, এই জন্য বোধও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্পবুদ্ধিব্যক্তিসকল বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ নহে। তার্কিক ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই এবিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন। সাংখ্যেরা বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, জ্ঞানাত্মক

বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় সুখ ও দুঃখাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখদুঃখাদি না থাকিলেও প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব আছে। ইহাই সাংখ্য-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। পুরুষ বাস্তবিক দুঃখাদি শূন্য হইলে এইরূপে সুখাদিসম্পন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। অথচ পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী। যেরূপ গৃহে বহুশত দীপ জ্বালিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে, কেহ কাহাকে বাধা দেয় না, সকলের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্তি থাকে, তেমনি জীবভাবাপন্ন অসংখ্য পুরুষও পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে, অথচ কাহারও কোন ব্যাঘাত হয় না। একটী দীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত হইলে যেমন অন্য দীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত হয় না, সেইরূপ এক পুরুষের বন্ধনে বা মোক্ষে সকলের বন্ধ বা মোক্ষ হয় না। এই জন্য পুরুষ প্রতিশরীরে ভিন্ন। সাংখ্যাচার্য্যগণ পুরুষ বহু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; কিন্তু বেদান্তদর্শনে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে।

বেদান্ত-মতে পুরুষ এক,—বহু নহে। একই পুরুষ মনের নানাত্বে নানারূপে প্রকাশিত। শঙ্করাচার্য্য আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা বহু পুরুষবাদ-মত খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন। তাহারা বলেন, 'এ সকলই ব্রহ্মাত্মক' 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা' 'তিনিই তুমি' 'এ সমুদয় ব্রহ্ম' 'এই আত্মায় কোনরূপ নানাত্ব ভেদ নাই' ইত্যাদি। * যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন উষর ভূমির অনতিরিক্ত, তেমনি ভোক্তৃভোগ্য প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম অনতিরিক্ত। পরমার্থ-দর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই।

যদি বল, ব্রহ্ম বহুরূপ, বৃক্ষ যেমন বহুশাখান্বিত, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত ; সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব নানাত্ব উভয়ই সত্য। বৃক্ষ যেরূপ বৃক্ষরূপে এক, শাখা পল্লবাদিরূপে নানা, সমুদ্রও সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু ফেনতরঙ্গাদিরূপে নানা, এইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপে এক ; কিন্তু জীবাদিভাবে নানা। [এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি ও তর্ক আছে, তাহা বেদান্তদর্শন-শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসার, সুখ ও দুঃখ পুরুষের নহে। ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

স্মরণ করিতে হইবে যে, অগ্নি সংযোগে অয়ঃপিণ্ড যেমন অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষ-সংযোগে চিৎপ্রতিবিম্ব-দ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব পুরুষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাই পুরুষের সংসার।

মনোযোগ-সহকারে দেখিলে দেখা যায় যে, সংসার-দশাতেও বাস্তবিক পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। কেন না, পুরুষ তৎকালেও কেবলই রহিয়াছে। উক্ত প্রণালী-ক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ-সম্পাদিকা এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞান দ্বারা পুরুষের মুক্তি-সাধিকা। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার বস্তুতঃ পুরুষের নাই। পুরুষের আশ্রয়ে বুদ্ধিই বদ্ধ, মুক্ত এবং সংসার-ভাগী হইয়া থাকে।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল গ্রামাধ্যক্ষের, মন বিষয়াধ্যক্ষের অর্থাৎ দেশাধ্যক্ষের, বুদ্ধি সর্ব্বাধ্যক্ষের এবং পুরুষ মহারাজস্থানীয়। গ্রামাধ্যক্ষ প্রজাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়া বিষয়াধ্যক্ষের নিকট অর্পণ করে। বিষয়াধ্যক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষের নিকট দেয়। সর্ব্বাধ্যক্ষ মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহা মনের নিকট উপস্থিত করে, মন সঙ্কল্পপূর্ব্বক বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে। বুদ্ধি উক্ত ক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়ের আলোচনা, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় যথাক্রমে হইয়া থাকে। পুরুষার্থ-নির্ব্বাহের জন্যই ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।*

প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি-কর্ত্রী। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥"

(সাংখ্যকা° ৫৭)

বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি হয়। নর্ত্তকী যেমন সভাসদ্দিগকে নৃত্যদর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥"

(সাংখ্যকা° ৫৯)

* "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, ইত্যেবমাদ্যপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরম্।"

"নন্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম, অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব।"

(বেদান্তদ° ২।১।১৪ সূত্রভাষ্য)

* "যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ ॥
স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিং।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্ ॥"

(সাংখ্যকারিকা ৩০-৩১)

গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোনরূপে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্রকৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্গুণ পুরুষের উপকার করিয়া তাহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করে না। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ দৈবাৎ স্খলিতবস্ত্রাঞ্চল অবস্থায় এক বার মাত্র কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লজ্জায় যেমন দ্বিতীয়বার তাহার দর্শনপথবর্ত্তী হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বিবেকজ্ঞানদ্বারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হয় না অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির দৃষ্টি হয় না। পুরুষের আশ্রয়ে প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। বাস্তবিক পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই। ভৃত্যগত জয় ও পরাজয় যেমন স্বামীতে উপচরিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিগত বন্ধ-মোক্ষও পুরুষে উপচরিত হয়।

কোশকার কীট যেমন নিজেই নিজকে বন্ধন করে, প্রকৃতি তেমনি নিজেই নিজকে বন্ধন করে। যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে পুরুষের বন্ধমোক্ষ কিছুই নাই।*

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব নাই, এইরূপ বিবেক-বিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও মিথ্যাজ্ঞান-বাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেক-জ্ঞান-বাসনা সাদি। তথাপি বিবেক-জ্ঞান মিথ্যা-জ্ঞানের এবং বিবেক-জ্ঞান-বাসনা মিথ্যা-জ্ঞান-বাসনার উচ্ছেদ সাধন করে। কেননা, তত্ত্ববিষয়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রবল ও মিথ্যা জ্ঞান দুর্ব্বল। বিরোধস্থলে প্রবল দুর্ব্বলের উচ্ছেদ সাধন করে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-বাধের আশঙ্কা এবং পুনর্ব্বার বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কা হইতে পারে না। যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিলেও বিবেকখ্যাতিদ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার আর সৃষ্টি হয় না। শব্দাদি বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে। মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা হেতু। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং তখন সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। উক্তরূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা জন্মাদিরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, * জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারে। প্রখর সূর্য্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তথাবিধ ঊষরভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিত কর্ম্মফল-জননে সমর্থ হয়; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে সমস্ত ক্লেশরূপ সলিল নিপীত হইলে বুদ্ধিভূমি ঊষর হইয়া যায়। তাদৃশ ঊষরভূমিতে অঙ্কুরোৎপত্তি কিরূপে হইবে?

যদিও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কর্ম্মফল হইতে পারে না। তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রভাবে যাহার ফলভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্তবেগ বলিয়া তাহার প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। কুম্ভকার দণ্ডাদিদ্বারা চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে; কিন্তু ঐরূপে কয়েকবার চক্র ঘুরাইয়া দণ্ডটী তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখ্যসংস্কারবলে চক্র কিছুকাল আপনিই ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও যে কর্ম্মফল জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ প্রারব্ধ ফলকর্ম্মানুসারে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগের পর বিবেকজ্ঞ পুরুষের শরীর কিছুকাল অবস্থিতি হইবার পরে এই ভোগদেহের অবসান হইলে পুনরায় আর দেহোৎপত্তি হয় না। কেন না, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজভাব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন পুরুষের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক শব্দের অর্থ অবশ্যম্ভাবী এবং অবিনাশী বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সকল প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভোগ

* "ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তং।
নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি।
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।
তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।" (সাংখ্যকা° ৫৮-৬২)

* "ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ।" (বাচস্পতিমিশ্র)

ব্যতিরেকে প্রারব্ধ ফল কর্ম্মাশয়ের ক্ষয় হয় না। অনারব্ধ বিপাক বা অনারব্ধ ফল-কর্ম্মাশয় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দগ্ধ বীজের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হয়। উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না। ভোগ শেষ হইলে তখন পুরুষ তৎস্বরূপে অবস্থান করে।

পুরুষ মুক্ত ও অমুক্ত। অমুক্ত এক একটী পুরুষের এক একটী সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বগৃহীত স্থূলদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই পুরুষের সংসার।* চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিও আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইজন্য স্থূলশরীর লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। সুপণ্ডিত বাচস্পতি-মিশ্রের মতে শরীর স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুইটী। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর তিন—সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠানশরীর ও স্থূলশরীর। তিনি বলেন, স্থূলদেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে, লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর কোন সময়েই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূলভূতের সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠানশরীর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই অধিষ্ঠানশরীরের অপর নাম অতিবাহিকশরীর। যতদিন পুরুষের বিবেকখ্যাতি না হয়, ততদিন তাহার এই সকল শরীরগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। একদিন না একদিন পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইবেই হইবে। বিবেকখ্যাতি হইলে পুরুষ অসঙ্গ, নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব। প্রকৃতিধর্ম্মে পুরুষ আপনাকে সুখী দুঃখী ভাবিয়াছিল, যখন বিবেকখ্যাতি হইল, তখন দেখিল, উহা কিছুই আমার নহে। 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে নাবস্থানং'। তখন পুরুষ কেবল দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

[প্রকৃতি ও সাংখ্যদর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পূর্ণ (ত্রি) পূর্য্যতেস্মেতি পৃ-পূরি বা-ক্ত (বা দান্তশান্তপূর্ণদস্তস্পষ্টচ্ছন্নজ্ঞপ্তাঃ। পা ৭।২।২৭) ইতি ইড়ভাবো নিপাত্যতে চ। ১ পূরিত, কৃতপূরণ। ২ স্বীয় সুখেচ্ছাবদন্ত, স্বেচ্ছাবস্থির, অপেক্ষাশূন্য। (গদাধর) ৩ সকল। ৪ সমগ্র।

"তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোঽবতিষ্ঠতে॥" (পঞ্চদশী ৭।৭৭)

৫ আপ্তকাম। ৬ প্রধার পুত্র গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৭) ৭ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।৫) ৮ পক্ষিবিশেষের স্বরভেদ।

"বঞ্জুলকরুতং তিত্তিড়িতি দীপ্তমথ কিল্কিলীতি তৎপূর্ণং।"
(বৃহৎস° ৮৮।১১)

৯ সকল। ১০ জল। ১১ বিষ্ণু, পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৬) ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র পূর্ণ। ১২ কাশ্মীরবাসী জনৈক শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, ইনি বিভাষাশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। ১৩ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মৈত্রায়ণীপুত্র।

পূর্ণক (পুং) পূর্ণ (সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৫।৩।৭৫) ইতি কন্। ১ স্বর্ণচূড়পক্ষী, তাম্রচূড়, চলিত মোরগ। (মেদিনী) ২ দেবযোনিবিশেষ। (ভারত ৭।৫৫।৪) স্বার্থে ক। ৩ পূর্ণশব্দার্থ।

পূর্ণকংস (পুং) পরিপূর্ণ-ঘট।

পূর্ণককুদ্ (ত্রি) পূর্ণং ককুদমস্য, অবস্থায়ামন্ত্যলোপঃ সমাসান্তঃ। তারুণ্যাবস্থবৃষ, তরুণবয়স্কবৃষ। অনবস্থা বুঝাইলে অন্ত্যের লোপ হইবে না।

পূর্ণকাকুদ (ত্রি) পূর্ণং কাকুদং তালু অস্য ন অন্ত্যলোপঃ। পূর্ণতালুকমাত্র।

পূর্ণকাম (পুং) পূর্ণঃ কামো যস্য। আপ্তেচ্ছু, পরমেশ্বর। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৩ অঃ)

পূর্ণকূট (পুং) পক্ষিভেদ। ভস, কুট, পুরি, করবক ও করায়িকা এই সকল পক্ষী পূর্ণকূট সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এইশব্দ 'পূর্ণকূট' এইরূপ দীর্ঘ-উকারযুক্তও দেখা যায়। (বৃ°স° ৮৮।৪)

পূর্ণকুম্ভ (পুং) সলিলাদিভিঃ পূর্ণঃ কুম্ভঃ। জলপূরিত ঘট, ভদ্রকুম্ভ।

"প্রায়শ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকুম্ভমপাং নব।
তেনৈব সার্দ্ধং প্রাস্যেয়ুঃ স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে॥" (মনু ১১।১৮৭)

পূর্ণকুম্ভ সম্মুখে রাখিয়া যাত্রা করিলে বিশেষ শুভ হইয়া থাকে। সকল শুভকর্ম্মেই দ্বারদেশে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়া থাকে।

পূর্ণকলাবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা এক তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ, ধাঁইফুল, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগা ও শিলাজতু প্রত্যেকে তিন তোলা, থানকুনি, পঞ্চমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়া, দাড়িম, পাণিফল, নাগেশ্বর, জাম, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তী ও কেশরাজ প্রত্যেকে দুইতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান ঘোল। ইহা সেবনে গ্রহণী, শূল, দাহ, জ্বর প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীচি°)

পূর্ণকাশ্যপ, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত একজন প্রসিদ্ধ তীর্থিক। শাক্যবুদ্ধ যে ছয়জন তীর্থিককে স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইনি তন্মধ্যে একজন।

---

* "চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং॥
পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গং॥"
(সাংখ্যকা° ৪১-৪২)

বুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, তৎপূর্ব্বেই পূর্ণকাশ্যপ স্বীয় মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং বহুলোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। মগধের রাজা হইতে দীন দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে,—বুদ্ধদ্বেষী ছয়জন তীর্থিকের মধ্যে পূর্ণকাশ্যপ সর্ব্বপ্রধান। ইনি নগ্নবেশে সর্ব্বসমক্ষে বিচরণ করিতেন। তিনি বলিতেন, এই জগৎ অনন্ত, অথচ সান্ত, অক্ষর অথচ ক্ষরণীল, অসীম অথচ সসীম, চিৎ ও দেহ এক অথচ অভিন্ন। পরলোক আছে, অথচ নাই। কে পিতা, কেই বা মাতা? জন্ম মৃত্যু নাই। যিনি পরম সত্য জানিয়াছেন ও পরম সত্য পাইয়াছেন যে, এই জীবন ও পরজীবন এক নহে, পরস্পর ভিন্ন, এই জন্মেই মুক্তি হইবে। সেই সাধু ব্যক্তি জানেন, পরজন্ম নাই, ইহজীবনেই তাঁহার শেষ, ধ্বংস বা মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুর পর পুনরায় আবার জন্ম হয় না। এই দেহ চারিভূতে গঠিত। মৃত্যু হইলে এই চারিভূতের মধ্যে ক্ষিতি পৃথিবীতে, অপ্ জলে, তেজ অগ্নিতে এবং মরুৎ বায়ুতে মিশিয়া যাইবে। পূর্ণকাশ্যপের মতে,—ইহাই পরম তত্ত্ব।

শ্রাবস্তী ও জেতবনের মধ্যে বুদ্ধের সহিত পূর্ণকাশ্যপের দেখা হয়। তখন পূর্ণকাশ্যপ অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। বুদ্ধ এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছিলেন, যে পূর্ণ ও অপর ৫ জন তীর্থিক সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ণকাশ্যপ বুদ্ধের ঐশ্বর্য্যে পরাভূত হইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি স্নান করিবার ছলে এক সরোবরে নামিয়া গলায় বালুকাপূর্ণ এক কলস বাঁধিয়া চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

পূর্ণকোশা (স্ত্রী) লতাভেদ।

পূর্ণকোষা (স্ত্রী) যবপিষ্টময় ভক্ষদ্রব্য। (সুশ্রুত চিকি° ১০ অঃ)

পূর্ণকোষ্ঠা (স্ত্রী) পূর্ণং কোষ্ঠমস্যাঃ। নাগরমুস্তা। (রাজনি°)

পূর্ণগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৬°৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২০´ পূঃ। রত্নগিরি নগরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার মচকুন্দী নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এখানে একটী কেল্লা আছে।

পূর্ণগভস্তি (ত্রি) সম্পূর্ণধনহস্ত। "সুজিহ্বং পূর্ণগভস্তিং" (ঋক্ ৭।৪৫।৪) 'পূর্ণগভস্তিং সম্পূর্ণধনহস্তং' (সায়ণ)

পূর্ণগর্ভা (স্ত্রী) পূর্ণঃ গর্ভঃ যস্যাঃ। ১ আসন্নপ্রসবা স্ত্রী। ২ পূরণপোলিকা, পুরপিটে। (বৈদ্যকনি°)

পূর্ণচন্দ্র (পুং) পূর্ণঃ চন্দ্রঃ। ১ পূর্ণিমার চন্দ্র। ২ ধাতুপারায়ণনামে গ্রন্থপ্রণেতা। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ণচন্দ্ররস (পুং) রসৌষধবিশেষ। এই পূর্ণচন্দ্ররস দ্বিবিধ স্বল্প ও বৃহৎ। স্বল্পের প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধু ও ঘৃতে পেষণ করিয়া একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ বিশেষ বলকর। (রসেন্দ্রসারস° রসায়নাধি°)

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররসের প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, কাংস্য ১ তোলা, জাতিফল, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, প্রত্যেকে দুইতোলা, এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া ত্রিফলা ও এরণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া এবং এরণ্ডপত্রে বেষ্টিত করিয়া তিনরাত্রি ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহার বটী চণকপ্রমাণ হইবে। অনুপান পাণের রস। এই ঔষধ বল্য, বৃষ্য, রসায়নশ্রেষ্ঠ এবং বাজীকরণ। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি, আমশূল, কটিশূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমবাত, অম্লপিত্ত, ভগন্দর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ ও বাতরক্ত এই সকল রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে মেধাবৃদ্ধি, মদনের ন্যায় কমনীয় কান্তি ও দেহে বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সেবন করিলে বৃদ্ধব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হন। ইহা রসায়নশ্রেষ্ঠ এবং রাজসেব্য। (রসেন্দ্রসার° বাজীকর°)

পূর্ণচন্দ্রোদয়রস (পুং) রসৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরিতাল, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ৮ তোলা, কর্পূর, পারা, গন্ধক, প্রত্যেকে একতোলা, জৈত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিপ্পলীমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেকে দুইতোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র বটী করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিণামশূল প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। ইহা অতীসাররোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান ও মাত্রা রোগীর অবস্থানুসারে স্থির করিতে হইবে। (রসেন্দ্রসারস° অতীসারচি°)

পূর্ণতা (স্ত্রী) পূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। পূর্ণত্ব, পূর্ণের ভাব।

"রিক্তঃ সর্ব্বোভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়।" (মেঘদূত ২০)

পূর্ণদর্ব্ব (ক্লী) বৈদিক ক্রিয়াভেদ।

পূর্ণপরিবর্ত্তক (Metabola) যাহারা জন্মাবধি বারংবার সম্যক্‌রূপে দেহ পরিবর্ত্তন করে যথা—দংশ, মশক, মক্ষিকা ও প্রজাপতি প্রভৃতি।

পূর্ণপর্ব্বেন্দু (স্ত্রী) পূর্ণঃ পর্ব্বণি ইন্দুঃ পর্ব্বেন্দুঃ যত্র। পৌর্ণমাসী, পূর্ণিমা।

"যে যে চিত্রাদিতারাণাং পূর্ণপর্ব্বেন্দুসঙ্গতে।"

'পূর্ণপর্ব্বেন্দুসঙ্গতে পৌর্ণমাসীযুতে॥' (মলমাসতত্ত্ব)

পূর্ণপাত্র (ক্লী) পূর্ণঞ্চ তৎ পাত্রঞ্চেতি নিত্যকর্ম্মধারয়ঃ। বস্ত্রপূর্ণপাত্র, বর্দ্ধাপক। (মেদিনী) ২ উৎসবকালে গৃহীত বস্ত্রালঙ্কারাদি, পুত্রজন্মাদি উৎসব সময়ে পারিতোষিক বস্ত্রাদি।

'হর্ষাচ্ছৎসবকালে যদলঙ্কারাংশুকাদিকম্।

আকৃষ্য গৃহ্যতে পূর্ণ-পাত্রং পূর্ণালকঞ্চ তৎ॥' (জটাধর)

পর্য্যায়—পূর্ণালক। ৩ হোমান্তে ব্রহ্মাকে দেয় দক্ষিণারূপ দ্রব্যভেদ। হোমকর্ম্মে ব্রহ্মস্থাপন করিতে হয়, পরে হোম শেষ হইলে তাহাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। একটী পাত্র আতপতণ্ডুলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে তাম্বূল নানাবিধ উপকরণ এবং ফল দিতে হইবে। পূর্ণপাত্রের পরিমাণ সংস্কারতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে—অষ্টমুষ্টিতে এককুঞ্চি ও অষ্টকুঞ্চিতে এক পুষ্কল হয়। চারিপুষ্কল, পরিমাণ তণ্ডুলাদিযুক্ত পাত্রকে পূর্ণপাত্র কহে। ইহাতে অশক্ত হইলে যাহাতে অনেক লোকের তৃপ্তি হয়, এইরূপ পরিমাণে তণ্ডুলাদি পূর্ণপাত্র দিতে হইবে। হোমকর্ম্মে এইরূপ পূর্ণপাত্রই ব্রহ্মদক্ষিণারূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য ব্রহ্মদক্ষিণা দিতে নাই। ২৫৬ মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুলাদিপূর্ণ পাত্রই পূর্ণপাত্রপদবাচ্য।*

এই শব্দ পুংলিঙ্গেও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ জলপূর্ণপাত্র। (কাত্যা° শ্রৌ° ৩।৮।৮)

পূর্ণপ্রকাশ, জনৈক গ্রন্থকার। মন্ত্রমুক্তাবলীরচয়িতা।

পূর্ণপ্রজ্ঞ (ত্রি) পূর্ণা প্রজ্ঞা যস্য। ১ সম্পূর্ণবুদ্ধি। ২ বায়ুর তৃতীয়াবতার মধ্ব, অপর নাম আনন্দতীর্থ। বৈষ্ণবমতস্থাপক আচার্য্যভেদ।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ-প্রবর্ত্তিত দর্শন। পূর্ণপ্রজ্ঞের আরও দুইটী নামান্তর আছে মধ্ব-মন্দির ও মধ্ব। পূর্ণ-প্রজ্ঞ স্বকীয় মাধ্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার। বায়ুর প্রথম অবতার হনুমান, দ্বিতীয় ভীম এবং তৃতীয় স্বয়ং তিনি।

শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে বেদান্তসূত্রের শারীরকভাষ্যে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েরই ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েরই মত প্রায় অনুরূপ। পূর্ণপ্রজ্ঞ বেদান্তসূত্র ও তাহার রামানুজকৃত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। স্থূলতঃ ধরিতে গেলে তৎকৃত বেদান্তভাষ্যই এই দর্শনের মূল। বেদান্তসূত্রের অর্থবিপর্য্যয়হেতু এই দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ণপ্রজ্ঞের মতে, পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশকে পুনর্ব্বার শতাংশ করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম। অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য, অচেতন-স্বরূপ, জড়াত্মক জগৎ এবং ভোগ্যত্ব বিকারাস্পদত্বাদি স্বভাবশালী। ঐ অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ এবং ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য কহে। যেরূপ অন্নপানীয় প্রভৃতি। যাহাদ্বারা ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ কহে। যথা ভোজনপাত্রাদি। যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন কহে। যথা—শরীর প্রভৃতি। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক হরিপদবাচ্য, জগতের কর্ত্তা, উপাদান এবং সকলের অন্তর্যামী। তিনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন।

চিৎ ও অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাঁহার শরীর-স্বরূপ। পুরুষোত্তম ও বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক এবং ভক্তবৎসল; উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশতঃ পাঁচ প্রকার মূর্ত্তিধারণ করেন। প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি, দ্বিতীয় রামাদ্যবতারস্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম এবং সম্পূর্ণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী—সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচপ্রকার মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তর উপাসনাতে অধিকার জন্মে। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগভেদে ভগবানের উপাসনাও পাঁচপ্রকার। দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন কহে। গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ ও স্তোত্রপাঠ, নামকীর্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপে ভগবদুপাসনা দ্বারা জ্ঞানলাভ হইলে করুণাময় ভগবান্ নিজ ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান

---

* "ব্রহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ॥
গোভিলেনাপি দর্ভাদিবাগমভিধায় পূর্ণপাত্রে দক্ষিণা ব্রহ্মণে দদ্যাদিত্যুক্তং।
তস্য প্রমাণঞ্চ গৃহ্যসংগ্রহে।
অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ চ পুষ্কলং।
পুষ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে॥
অত্র ষট্পঞ্চাশদধিকশতদ্বয়মুষ্টিমিতং পূর্ণপাত্রং। অসম্ভবে তু ছন্দোগপরিশিষ্টং।
যাবতা বহুভোক্তুস্তু তুষ্টিঃ পূর্ণেন জায়তে।
নাবরার্দ্ধমতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ণপাত্রমিতি স্থিতিঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

করিয়া থাকেন। ঐ পদপ্রাপ্তি হইলে ভগবান্‌কে যথার্থরূপে জানিতে পারা যায়। তখন আর পুনর্জন্মাদি কিছুই হয় না।

এই সকল বিষয়ে রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েরই মত তুল্য। কিন্তু রামানুজ বলেন, চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ, ও ভেদাভেদ তিনই আছে। যেমন বিভিন্ন স্বভাবশালী পশু ও মনুষ্যাদির পরস্পর ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্বভাব ও স্বরূপের বৈলক্ষণ্যবশতঃ চিদচিদের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। আর যেমন 'আমি সুন্দর' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি ব্যবহারসিদ্ধ ভৌতিক শরীরের সহিত জীবাত্মার অভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিৎ অচিৎ সকল বস্তুই ঈশ্বরের শরীর, সুতরাং শরীরাত্মভাবে চিদচিৎ সকল বস্তুর সহিত ঈশ্বরের অভেদও আছে, বলিতে হইবে। যেমন একমাত্র মৃত্তিকাই বিভিন্ন ঘট ও শরাবাদি নানারূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ঘটের সহিত মৃত্তিকার ভেদাভেদ প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বর চিদচিদ্‌ নানারূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চিদচিদের সহিত তাহার ভেদাভেদও আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে হেতু ঈশ্বরের আকারস্বরূপ চিদচিদের পরস্পরভেদ লইয়া এবং ঐ উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদবশতঃ ভেদাভেদ ঘটিয়াছে। দেখ, যাহার অন্তর্যামী যে হয়, তাহাই তাহার শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়। ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব বলিয়া ভৌতিক দেহ জীবের শরীর। সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, সুতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর বলিতে হইবে। অতএব যেমন 'আমি সুন্দর' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি ব্যবহারদ্বারা ভৌতিক শরীরে জীবাত্মার শরীরাত্মভাবে অভেদপ্রতীতি হয়, সেইরূপ 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' হে শ্বেতকেতো! তুমি ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মা ও ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ফলতঃ এই শ্রুতিদ্বারা একেবারে অভেদ প্রতীতি হয় না, তবে ভেদাভেদ বলা যাইতে পারে। রামানুজের এই কথায় অর্থাৎ ভেদ, অভেদ এবং ভেদাভেদ এই বিরুদ্ধ তত্ত্বত্রয় স্বীকার করায় পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, ইহাতে তিনি কেবল প্রকারান্তরে শঙ্করাচার্য্যেরই মতের পোষকতা করিয়াছেন মাত্র, যথার্থরূপে গন্তব্য পথে যাইতে পারেন নাই। অতএব তাঁহার মত অশ্রদ্ধেয়। মধ্বাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, জীব ও ঈশ্বরের সহিত যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহাতে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। ঐ ভাষ্যে লিখিত আছে, 'স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে ভেদ নাই, জীব ও ঈশ্বর একই। এই শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ 'হে শ্বেতকেতো, 'তস্য ত্বং' তাহার তুমি, এই ষষ্ঠী সমাসদ্বারা উহাতে জীব ঈশ্বরের সেবক, অর্থাৎ তাঁহারই তুমি, তাহার জন্যই তোমার সৃষ্টি, এই অর্থই সুসঙ্গত। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ এইরূপ অর্থ কোনরূপেই সুসঙ্গত হয় না। ইহাভিন্ন এরূপ অর্থও বুঝাইতে পারে যে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে ভগবান্ সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, অশেষ সদ্‌গুণের আশ্রয়স্বরূপ, বিষ্ণুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইরূপে সেব্য সেবক-ভাবাবলম্বী ঈশ্বর ও জীবের পরস্পর ভেদ ও যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে। যেমন রাজা ও ভৃত্যের পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদচিন্তাকে উপাসনা কহেন এবং ঐরূপ উপাসনা যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের পরলোকে কিছুমাত্র সুখ হয় না, বরং নরক হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, দেখ—যদি ভৃত্যাপদস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে, অথবা আমি রাজা এইরূপ ব্যক্ত করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বিলক্ষণ দণ্ডবিধান করেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষ দ্যোতনপূর্ব্বক নৃপতির গুণানুকীর্ত্তন করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আমি ঈশ্বরের সেবক এই জ্ঞানে ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির কীর্ত্তনরূপ সেবাব্যতীত কোন ক্রমেই অভিলষিত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। 'আমি ঈশ্বর' অথবা 'আমি ঈশ্বর হইব' এইরূপে তাঁহার উপাসনায় অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্ট ফল নাই।

ঈশ্বর পূর্ণ এবং তিনিই এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায়, ঈশ্বরের সেই পূর্ণভাব লইয়া নিখিল সংসার পূর্ণ হয়।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বেদান্তসূ° মধ্ব° ১।১।৯)

এই ঈশ্বর সম্বন্ধে মনীষিগণ নানাবিধ তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু তর্কদ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে না। 'নৈষা তর্কেণ মতিরপনীয়া।' (মধ্বভাষ্য বেদান্তসূ° ১।১।১৮)

ভগবান্ বিষ্ণু হইতে এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু যিনি অনন্ত সমুদ্রশায়ী, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কোষই যাঁহার বীর্য্য, তিনি আপন শরীর হইতে বিবিধপ্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন।*

* 'স হি বিষ্ণুঃ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী, তস্য বীর্য্যমণ্ডকোষঃ—
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।

পরব্রহ্ম শব্দে বিষ্ণুকেই বুঝায়। শিব ও রুদ্রাদি নানাবিধ নামের কারণ-স্থলে পূর্ণপ্রজ্ঞ লিখিয়াছেন—ভগবান্ বিষ্ণু রোগকে বিদ্রাবিত করেন, এইজন্ত তাঁহার নাম রুদ্র, সকলের ঈশ্বর বলিয়া ঈশান, মহত্বাধিক্যবশতঃ মহাদেব, যাঁহারা সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে সুখভোগ করেন, তাঁহাদিগকে নাক, এই নাকদিগের আশ্রয় বলিয়া পিনাকী, সুখময় বলিয়া শিব, মায়াজাল বিস্তার করিয়া সকলকে রুদ্ধ করেন বলিয়া শর্ব্ব, ক্রতুস্বরূপ দেহ বস্ত্ররূপে পরিধান করেন বলিয়া কৃত্তিবাস, বিরেচন-হেতু বিরিঞ্চি, (বৃংহণ অর্থাৎ) বৃদ্ধি করেন বলিয়া ব্রহ্ম, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এই জন্য ইন্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ নামে এক ভগবান্ বিষ্ণুই অভিহিত হইয়া থাকেন।*

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের মতে—এই ভগবান্ বিষ্ণুর সেবা তিন প্রকার,—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। তন্মধ্যে অঙ্কনের পদ্ধতি সকল সাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত আছে, এবং উহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের চক্রাদি অস্ত্রের চিহ্ন যাহাতে সমস্ত অঙ্গে চিরকাল বিরাজিত থাকে, তপ্ত লৌহাদি দ্বারা তাহা করিতে হইবে। দক্ষিণ-হস্তে সুদর্শনচক্রের এবং বামহস্তে শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিবে। যেহেতু ঐ চিহ্নদর্শনে অনুক্ষণ ভগবানের স্মরণ হইবে এবং তদ্দ্বারা আশু অভিলষিত ফলসিদ্ধিও হইবে। অঙ্কনের প্রক্রিয়া সকল অগ্নিপুরাণেও লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে বর্ণিত হইল না।

দ্বিতীয় সেবা নামকরণ। নিজ পুত্রাদির কেশবাদি নাম রাখিতে হইবে, তাহা হইলে কথায় কথায় ভগবানের নামকীর্ত্তন হইবে। তৃতীয় সেবা ভজন। এই ভজন ত্রিবিধ, কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিনপ্রকার, দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারিপ্রকার—সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ এবং মানসিকও তিনপ্রকার—দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। যেমন—

'সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ।'

এই বাক্যদ্বারা শূদ্রও ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থই বোধ হয়। তদ্রূপ 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এই অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হয়। শ্রুতিতে 'মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা' এই যে ছয়টী শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছামাত্র, অদ্বৈতবাদীদিগের কল্পিত অবিদ্যা নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত আছে, তাহার অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ। যথা—জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ ও জীবগণের এবং জড়পদার্থের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য এবং অনাদি সিদ্ধ।

বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করা সকল শাস্ত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ। ইহাদের মধ্যে মোক্ষই নিত্য। আর সকল অস্থায়ী। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে মোক্ষের আর কোন উপায় নাই এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন না। এই জ্ঞানশব্দে বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ-জ্ঞানকে বুঝায়। কেবল মন্দবুদ্ধিরাই জীবপ্রেরক বিষ্ণুকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না, কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষ্ণু ও জীবের পরস্পর ভেদ আছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ অনিত্য ও ক্ষর এবং লক্ষ্মী অক্ষর-শব্দবাচ্য। ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে বিষ্ণু প্রধান ও স্বাতন্ত্র্যশক্তি, বিজ্ঞান ও সুখাদি গুণসমূহের আধার স্বরূপ, অপর সকলেই বিষ্ণুর অধীন। এই সকলের সম্যক্রূপে জ্ঞান হইলে

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
ইতি ব্যাস-স্মৃতেঃ—
অহং তস্তেজোরশ্মীন্ নারায়ণং পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
পুরুষাৎ প্রকৃতির্জ্জগদণ্ডমিতি।' (মধ্বভাষ্য বেদান্তসূত্র ১।১।২০)

* "রুজং দ্রাবয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্রুদ্রো জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন শর্ব্বঃ সংরোধনাদ্ধরিঃ।
কৃত্যাত্মকমিদং দেহং অতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥
কৃত্তিবাসা স্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেকএব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥
ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সম্ভবঃ।
অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥
স্বতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজবর্ত্তে স্বকং পুরঃ॥
চতুর্ম্মুখো শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥" (বেদান্ত° মধ্ব° ৩।১।৪)

বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয় এবং ইহাতে সকল দুঃখ তিরোহিত হইয়া নিত্য সুখের উপভোগ হইয়া থাকে।

শ্রুতিতে লিখিত আছে, এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিতে পারিলে গ্রাম জানা হয় এবং পিতাকে জানিতে পারিলে পুত্র জানা হয়, অর্থাৎ পুত্রকে জানিতে আর অপেক্ষা থাকে না। সেইরূপ এই জগতের প্রধানভূত ও পিতার স্বরূপ যে, ব্রহ্ম তাহাকে জানিতে পারিলেও সমুদায়ই জানা হয়, অর্থাৎ অন্যকে জানিবার আর অপেক্ষা থাকে না এই মাত্র, নতুবা এ শ্রুতিদ্বারা বাস্তবিক অভেদ বুঝাইবে না।

অদ্বৈতমতাবলম্বীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের কূটার্থ করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে। ঐ সকল সূত্রের এইরূপ অর্থ করাই সুসঙ্গত। কএকটী সূত্রের যথাশ্রুত তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হইল। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন যে শাঙ্করাদি ভাষ্যে কূটার্থই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রের 'অথ শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ।

'অথ শব্দো মঙ্গলার্থোঽধিকারানন্তর্য্যার্থশ্চ।'(বেদান্ত°মধ্ব° ১।১।১)

আর 'অতঃ' এই শব্দের অর্থ হেতু, ইহা গরুড়পুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে। যখন নারায়ণের প্রসন্নতাব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই ঐ সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, নিত্য, নির্দ্দোষ, অশেষ সদ্‌গুণাশ্রয়, সেই নারায়ণই ব্রহ্ম। তাদৃশ ব্রহ্মের প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রহ্মের প্রমাণ। যেহেতু ব্রহ্মই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য। ঐ সূত্রোক্ত শাস্ত্র শব্দে চারিবেদ, মহাভারত, নারদপঞ্চরাত্র, রামায়ণ এবং ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিপোষক গ্রন্থ সকল বুঝিতে হইবে। কিরূপে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যতা স্বীকার করা যায়, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, 'তত্তু সমন্বয়াৎ' শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ আশঙ্কায় সমন্বয় অর্থাৎ সমাধা হইয়াছে।

বাহুল্যভয়ে সকল লিখিত হইল না। এই দর্শন বিশেষরূপে জানিতে হইলে আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্য, রামানুজ-দর্শন, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

[রামানুজ, মধ্ব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দেখ।]

পূর্ণভবা, বাঙ্গালীর দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ব্রাহ্মণপুকুর নামক জলা হইতে উত্থিত হইয়া মালদহ জেলায় মহানন্দায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। চেপা, নর্ত্তা, শিয়ালডাঙ্গা, ঘাগ্‌রা, হান্‌চাকাটাখাল, হরডাঙ্গা ও মীনা নামে ইহার কএকটী শাখা আছে।

পূর্ণবীজ (পুং) পূর্ণং বীজং যস্য। বীজপূর, মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। (রাজনি°)

পূর্ণভদ্র (পুং) ১ নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অঃ) ইহার পুত্র রত্নভদ্র; তৎপুত্র হরিকেশ। (কাশীখণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।) ২ জনৈক রাজপণ্ডিত। ইনি সোমমন্ত্রীর আদেশে ১৫১৪ খৃঃ অব্দে পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থ পুনঃসংস্কার করেন।

পূর্ণমল্ল, মালবদেশের জনৈক রাজা। ইনি গুজরাতরাজ বিশালদেবের সমসাময়িক ও ১৩০০ বিক্রম সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ণমা (স্ত্রী) পূর্ণঃ কলাপূর্ণশ্চন্দ্রো মীয়তেঽস্যাং ম-ঘঞর্থে ক-টাপ্। পূর্ণমাসী তিথি, পূর্ণিমা।

পূর্ণমাস্ (স্ত্রী) পূর্ণঃ কলাভিঃ পূর্ণো মাশ্চন্দ্রমা যত্র। ১ পূর্ণিমা পূর্ণং মাসং মিমীতে মা-অসুন্। ২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র।

"এষ বৈ পূর্ণমাঃ, য এষ তপত্যহরহর্হ্যেবৈষ পূর্ণোঽথৈষ দর্শো যচ্চন্দ্রমা দদৃশ ইবেতি॥" (শতপথব্রা° ১১।২।৪।১)

পূর্ণমাস (পুং) পূর্ণমাসী পূর্ণিমা, সাধনত্বেনাস্ত্যস্যেতি, অচ্। পৌর্ণমাসযাগ। পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য যাগভেদ। "বৈ তিষাঃ সোমঃ পূর্ণমাসঃ সাক্ষাদেব ব্রহ্মবর্চ্চসমবরুন্ধে"

(তৈত্তিরীয়স° ২।২।১০।২)

২ ধাতার অনুমতি-নাম্নী ভার্য্যাতে জাত পুত্রভেদ। (ভাগ° ৬।১৮।৩) পূর্ণো মাসো যত্রেতি। ৩ পূর্ণিমা।

"দর্শে চ পূর্ণমাসে চ চাতুর্মাস্যে পুনঃ পুনঃ।" (ভারত ১২।২৯।১১৪)

পূর্ণমাস যাগের বিধান শতপথব্রাহ্মণে (১১।২।৪।৮) লিখিত আছে।

পূর্ণমাসী (স্ত্রী) পূর্ণমাস-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পূর্ণিমা। (শব্দমালা)

পূর্ণমুখ (পুং) জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ নাগভেদ।

(ভারত ১।৫৭ অঃ)

পূর্ণমৈত্রায়নীপুত্র, শাক্য তথাগতের জনৈক অনুচর। ইনি পশ্চিমভারতে সূর্পারক নামক স্থানে বাস করিতেন। সূত্রাভ্যাসকারী বৌদ্ধগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূর্ণযোগ (পুং) বাহুযুদ্ধভেদ। জরাসন্ধের সহিত ভীম এই যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"অধোহস্তং স্বকণ্ঠে তূরস্যুরসি চাক্ষিপৎ।
সর্ব্বাতিক্রান্তমর্য্যাদং পৃষ্ঠভঙ্গঞ্চ চক্রতুঃ॥
সপূর্ণমূর্চ্ছং বাহুভ্যাং পূর্ণকুম্ভং প্রচক্রতুঃ।
তৃণপীড়ং যথাকামং পূর্ণযোগং সমুষ্টিকং॥" (ভারত সভা° ২২ অঃ)

পূর্ণরাজ, তোমর-বংশীয় জনৈক রাজা।

পূর্ণবন্ধুর (ত্রি) স্তোতাদিগকে দেয় ধনে পূরিত রথ দ্বারা যুক্ত। "প্রনূনং পূর্ণবন্ধুরঃ" (ঋক্ ১৮২।৩) 'পূর্ণবন্ধুরঃ স্তোতৃভ্যো দেয়ৈর্ধনৈঃ পূরিতেন রথেন যুক্তঃ' (সায়ণ)

পূর্ণবপুস্ (ত্রি) পূর্ণদেহবিশিষ্ট।

পূর্ণবর্ম্মন্ (পুং) মগধের জনৈক বৌদ্ধ রাজা। ইনি সম্রাট্ অশোকের শেষ বংশধর। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক বোধগয়াস্থ বোধিদ্রুম উৎপাটিত ও বিনষ্ট করিলে তিনি বিশেষ উদ্যোগে উক্ত বৃক্ষ সঞ্জীবিত করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তিনি মগধ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বোধগয়ার শিলাদিত্য-বিহারের নিকট ইহার প্রতিষ্ঠিত ৮০ ফিট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তির আচ্ছাদন জন্ম একটী মন্দিরের কথাও উক্ত পরিব্রাজক উল্লেখ করিয়াছেন। [পুষ্পমিত্র দেখ।]

২ যবদ্বীপবাসী জনৈক রাজা। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ণবৈনাশিক (পুং) সর্ব্ববৈনাশিক, সর্ব্বশূন্যত্ববাদি-বৌদ্ধভেদ।

পূর্ণশৈল, পর্ব্বতভেদ। (যোগিনীতন্ত্র)

পূর্ণসেন, বররুচিকৃত যোগশতকের টীকাকার।

পূর্ণহোম (পুং) পূর্ণঃ হোমঃ। পূর্ণাহুতি। হোমের শেষে পূর্ণাহুতি দিতে হয়। পূর্ণাহুতিতে মৃড়নামাগ্নি হইবে। অতএব মৃড়-নামা অগ্নিকে আবাহনাদি করিয়া যজমান পুরোহিত উত্থিত হইয়া অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিবেন। "তত্র পূর্ণাহুত্যাং মৃড়নামেতি প্রাগুক্তবচনাৎ মৃড়নামানমগ্নিমাবাহ্য সংপূজ্য 'দদ্যাদুত্থায় পূর্ণাং বৈ নোপবিশ্য কদাচনেতি' ভবিষ্যাগ্নিপুরাণাভ্যামুত্থায় পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ।" (সংস্কারতত্ত্ব)

পূর্ণা (স্ত্রী) পূর্ণ-টাপ্। তিথিবিশেষ। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই সকল তিথিকে পূর্ণা তিথি কহে।

"নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণা প্রতিপদক্রমাৎ।"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই পূর্ণা তিথিতে স্ত্রীসংসর্গ করিতে নাই।

"পূর্ণাসু যোষিৎ পরিবর্জ্জনীয়া।" (তিথিতত্ত্ব)

বৃহস্পতিবারে পূর্ণা তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধিযোগ যাত্রাদিতে বিশেষ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসারস°)

পূর্ণা, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। প্রাচীন নাম পয়োষ্ণী। সাতপুর পর্ব্বত হইতে (অক্ষা° ২১° উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ পূঃ) উত্থিত হইয়া তাপ্তী নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। কাটাপূর্ণা, মূর্ণা, মান, ধান, শাহনুর, চন্দ্রভাগা ও বান নামে ইহার কয়টী শাখা আছে। বেরারের অন্তর্গত পূর্ণাসৈকতে প্রচুর ও উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে।

পূর্ণাঙ্গদ (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭ অঃ)

পূর্ণাঞ্জলি (পুং) অঞ্জলিপূর্ণ দ্রব্য।

পূর্ণানক (স্ত্রী) পূর্ণানক। পূর্ণপাত্র। (মেদিনী)

পূর্ণানন্দ (পুং) পূর্ণ আনন্দো যত্র। ১ পরমেশ্বর। ২ তন্ত্রপ্রকরণকার বিদ্বদ্ভেদ।

পূর্ণানন্দ, মহাবাক্যার্থপ্রবন্ধ, যোগসংগ্রহটীকা, শ্রুতিসার, শ্রুতিসারসমুচ্চয় ও সুরেশ্বরবার্ত্তিকটীকা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতার নাম। এক ব্যক্তিই যে উপরি উক্ত পাঁচখানি পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।

২ মন্ত্রসারসমুচ্চয়প্রণেতা। ইনি রামচন্দ্রাশ্রমের শিষ্য ছিলেন। এ কারণ তিনি পূর্ণচন্দ্রাশ্রম নামেও অভিহিত হইতেন।

৩ ষট্চক্রনিরূপণবিরূপাক্ষপঞ্চাশিকা-টীকা-রচয়িতা।

পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। নারায়ণভট্টের শিষ্য। ইনি তত্ত্বমুক্তাবলী, মায়াবাদশতদূষণী, তত্ত্বাববোধটীকা (সাংখ্য), যোগবাসিষ্ঠসারটীকা ও শতদূষণীযমন নামে কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সাধারণের নিকট ইনি গৌড়-পূর্ণানন্দ নামেই পরিচিত।

পূর্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী, জনৈক সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত। ইনি সুন্দরীশক্তিদানটীকা, শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, তত্ত্বচিন্তামণি ও ষট্চক্রপ্রকরণ নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পূর্ণানন্দতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি অদ্বৈতমকরন্দটীকা, অন্তঃকরণপ্রবোধটীকা, অবধূতগীতাটীকা, অষ্টাবক্রগীতাটীকা, আত্মজ্ঞানোপদেশটীকা, আত্মানাত্মবিবেকটীকা, আত্মাববোধটীকা ও দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রটীকা প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা।

পূর্ণানন্দনাথ, জনৈক গ্রন্থকার। [পূর্ণানন্দপরমহংস দেখ।]

পূর্ণানন্দপরমহংস, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের শিষ্য। ইনি ককারাদি-কালীসহস্রনাম, কালিকাদি সহস্রনামস্তুতিরত্নটীকা, কালিকারহস্য, গদ্যবল্লরী, তত্ত্বচিন্তামণি (১৫৭৭ খৃঃ অব্দে রচিত), তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, বামকেশ্বরতন্ত্রে মহাত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রনামসহস্র, শাক্তক্রম (১৫৭২ খৃঃ অঃ), শ্যামারহস্য, ষট্চক্রক্রম বা ষট্চক্রপ্রভেদ, সুভগোদয়দর্পণ এবং ব্রহ্মানন্দকৃত ষট্চক্রদীপিকার একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

পূর্ণানন্দসরস্বতী, তত্ত্ববিবেকসিদ্ধান্তত্ত্ববিন্দুটীকা নামে গ্রন্থরচয়িতা। ইনি পুরুষোত্তমানন্দ যতি ও অদ্বৈতানন্দ যতির শিষ্য ছিলেন।

পূর্ণানন্দব্রহ্মচারী, জনৈক কবি। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ণামৃতা (স্ত্রী) চন্দ্রের ষোড়শ কলার নাম।

পূর্ণাভিষেক (পুং) পূর্ণঃ অভিষেকঃ। তন্ত্রোক্ত কৌলাভিষেকভেদ। [তন্ত্রশব্দ দেখ।]

পূর্ণায়ুস্ (পুং) প্রাধের গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।৬৫।৫৭)

পূর্ণমায়ুরস্য। ২ শতায়ুষ্ক। (স্ত্রী) ৩ শতবর্ষমিত জীবনকাল।

পূর্ণালক (স্ত্রী) পূর্ণপাত্র, ইহার পাঠান্তর 'পূর্ণানক' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। [পূর্ণপাত্র দেখ।]

পূর্ণাবতার (পুং) পূর্ণঃ অবতারঃ। ভগবানের পূর্ণাবতার নৃসিংহ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণ। অন্যান্য অবতার কলাবতার।

"পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপবিরাড়্বিভুঃ।
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠে গোলোকে স্বয়ং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৯ অঃ)

বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গদেবকে বিষ্ণুর পূর্ণাবতার বলিয়া থাকেন, আবার কাহারও মতে তিনি অংশাবতার। [চৈতন্যশব্দ দেখ।]

পূর্ণাশা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬।৯ অঃ)

পূর্ণাশ্রম, প্রয়োগসারণী নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পূর্ণাহুতি (স্ত্রী) পূর্ণা আহুতিঃ। হোমসমাপ্তিতে শেষ আহুতি।
"আহবনীয়ং পূর্ণাহুতিং জুহোতি" (শতব্রা° ২।২।৪।১)
[পূর্ণহোম দেখ।]

পূর্ণি (স্ত্রী) পৄ-নিঙ্। পূর্ত্তি, পূর্ণিমা।

পূর্ণিকা (স্ত্রী) নাসাচ্ছিন্নী নামক পক্ষী। (ত্রিকা°)

পূর্ণিমন্ (পুং) মরীচিপুত্র।
"পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমাণঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ॥" (ভাগ° ৪।১।১৩)

পূর্ণিমা (স্ত্রী) পূর্ণিঃ পূরণং, পূর্ণিং মিমীতে ইতি মা-ক-টাপ্। পঞ্চদশীতিথি। পর্য্যায়—পৌর্ণমাসী, পিত্র্যা, চান্দ্রী, পূর্ণমাসী, অনন্তা, চন্দ্রমাতা, নিরঞ্জনা, জ্যোৎস্নী, ইন্দুমতী, সিতা। (রাজনি°)

দেবীপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ণিমা দ্বিবিধ। রাকা ও অনুমতী। যে পূর্ণিমায় কলান্যূন চন্দ্র সূর্য্যাস্তের কিয়ৎ পূর্ব্বে উদিত হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ণিমা অনুমতী নামে অভিহিত। এই পূর্ণিমা অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা দেবপিতৃগণের অনুমত, এইজন্য ইহার নাম অনুমতী। সূর্য্যাস্ত হইলে অথবা সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেই পূর্ণিমার নাম রাকা। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা, অনুমতী আর তদ্ভিন্ন রাকা। চন্দ্রের রঞ্জনকারিকা বলিয়া শেষ পূর্ণিমার নাম রাকা। *

পরিপূর্ণমণ্ডলের সহিত চন্দ্র যে তিথিতে উদিত হন, সেই দিন পূর্ণিমা।

"কালক্ষয়ে ব্যতিক্রান্তে দিবাপূর্ণো পরস্পরং।
চন্দ্রাদিত্যৌ পরাহ্ণে তু পূর্ণত্বাৎ পূর্ণিমা স্মৃতা॥" (কালমাধবীয়)

তিথিতত্ত্বে ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমাই প্রশস্ত। চতুর্দ্দশীর সহিত পূর্ণিমার যুগ্মাদর-বশতঃ চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমাই দৈব বা পৈত্রকর্ম্মে আদরণীয়।

"সা চ চতুর্দ্দশীযুক্তা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।
পক্ষান্তে স্রোতসি স্নানাৎ তেন নায়াতি মৎপুরং॥" (তিথিতত্ত্ব)

অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে গঙ্গাদিতীর্থে স্নানাদি করিলে যমপুর দর্শন হয় না।

পূর্ণিমা তিথিতে যদি চন্দ্র ও বৃহস্পতিগ্রহের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। ইহাতে স্নানদানাদি অধিক ফলদায়ক।

যদি বৈশাখ-মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেবতা, যম ও পিতৃ-গণকে মধুসংযুক্ত তিলদ্বারা তর্পণ করা যায়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন ধরিয়া অনুষ্ঠিত পাপ নিরাকৃত এবং দশহাজার বৎসর স্বর্গলোকে গতি হইয়া থাকে।

মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা—জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে যদি বৃহস্পতি ও চন্দ্রগ্রহ থাকেন এবং এই দিন যদি গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। জ্যেষ্ঠা বা অনুরাধা-নক্ষত্রে বৃহস্পতি ও চন্দ্র থাকিলে এবং রোহিণী নক্ষত্রে রবি ও গুরুবার না হইলেও এই যোগ হয়। †

জ্যৈষ্ঠনামা সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। যে বৎসর মূলা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরের নাম জ্যৈষ্ঠ সম্বৎসর।

মহাজৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে পুরুষোত্তম দর্শন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত এবং গঙ্গা-স্নানে মোক্ষ হইয়া থাকে।

"মহাজ্যৈষ্ঠ্যান্তু যঃ পশ্যেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমং।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গাম্বুমজ্জনাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

---

* "রাকা চানুমতীচৈব দ্বিবিধা পূর্ণিমা মতা।
পূর্ব্বোদিতকলাহীনে পৌর্ণমাস্যা নিশাকরে।
পূর্ণিমানুমতী জ্ঞেয়া পশ্চাদস্তমিতভাস্করে।
যস্মাত্তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ।
তস্মাদনুমতী নাম পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা।
যদা চাস্তমিতে সূর্য্যে পূর্ণচন্দ্রস্য চোদগমঃ।
যুগপৎ সোত্তমা রাগাৎ তদানুমতিপূর্ণিমা।
রাকান্তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ।
রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়োঽব্রুবন্।" (দেবীপুরাণ)

† "মাসসংজ্ঞে যদা ঋক্ষে চন্দ্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
গুরুণা যাতি সংযোগং সা তিথির্মহতী স্মৃতা।
পৌর্ণমাসীষু চৈতাসু মাসর্ক্ষসহিতাসু চ।
এতাসাং স্নানদানাভ্যাং ফলং দশগুণং স্মৃতং।
গৌরান্ বা যদি বা কৃষ্ণান্ তিলান্ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতান্।
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজেতি পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
অব্দাযুতঞ্চ তিষ্ঠেত্তু স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ঐন্দ্রে গুরুঃ শশী চৈব প্রাজাপত্যে রবিস্তথা।
পূর্ণিমাগুরুবারেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥" ইত্যাদি। (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ ও শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি এই তিথি উভয় দিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে কোন্ দিন শ্রাদ্ধাদি হইবে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ—যদি পূর্ব্বদিন সঙ্গব বা রোহিণ লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, যদি উভয় দিনে সঙ্গব কাল লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে করিতে হইবে। সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তৎপরে মুহূর্ত্তত্রয়ের নাম সঙ্গব।

আষাঢ়, মাঘ ও কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাশক্তি-দান অবশ্যকর্ত্তব্য। ফাল্গুনের পূর্ণিমাকে দোলপূর্ণিমা কহে, এই দিন শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণোৎসব সকলেরই বিধেয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। [ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় কোজাগরীশব্দে দ্রষ্টব্য।]

কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমায় রাসোৎসব সকলের বিধেয়। পূর্ণিমা-তিথি পর্ব্বমধ্যে পরিগণিত, এই জন্ম এইদিন স্ত্রীসম্ভোগ এবং তৈলমাংসাদি বর্জ্জনীয়। ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা মম্বন্তরা, ইহাতে স্নানদানাদি অক্ষয় ফলপ্রদ। (তিথিতত্ত্ব) [অমাবস্যা দেখ।]

পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে কন্দর্পতুল্য রূপবান্, যুবতী-প্রিয়, বলবান্, শাস্ত্রে সুনিপুণ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত এবং ন্যায়দ্বারা বিপুলধন অর্জ্জন করিয়া থাকে।

"কন্দর্পতুল্যো যুবতীপ্রিয়শ্চ ন্যায়াপ্তবিত্তঃ সততং সহর্ষঃ।
শূরো বলী শাস্ত্রবিচারদক্ষশ্চেৎ পূর্ণিমা জন্মনি যস্য জন্তোঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

পূর্ণিয়া, বাঙ্গালার ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটবাহাদুরের শাসনাধীন। উক্ত বিভাগের উত্তরপূর্ব্ব অংশে অক্ষা° ২৫°১৫´ হইতে ২৬°৩৫´ এবং দ্রাঘি° ৮৭°২´ হইতে ৮৮°৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমা নেপালরাজ্য ও দার্জ্জিলিঙ্গ, পূর্ব্বে জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ, দক্ষিণে গঙ্গানদী এবং পশ্চিমে ভাগলপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৪৯৫৭ বর্গমাইল। পূর্ণিয়া নগর ইহার সদর।

এখানকার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিরাতীজাতির (কিরাত)-কল্পনায়[১] ও পুরাকল্পিত গল্পসমূহে আর্য্য (হিন্দু) ও অনার্য্য কিরাতগণের যুদ্ধ ও পরাভব বর্ণিত আছে। কুশী ও করতোয়া নদীর উত্তর ও পূর্ব্বতীর-ভূমে কিরাত, কীচক প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বসবাস দেখা যায়। উক্ত বংশীয় সর্দারগণ আপনাদিগকে 'রাই' শাখাভুক্ত রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু কেহ কেহ উঁহাদিগকে কোচ-বংশোদ্ভব বলিয়া অনুমান করেন।

মুসলমানগণের আগমন হইতে এখানকার প্রকৃত ইতি-হাসের সূত্রপাত। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বঙ্গাক্রমণকালে ইহার কতকাংশ নদীয়ারাজ লক্ষ্মণের অধিকারভুক্ত ছিল। শুনা যায়, মুসলমান-কবল হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে উক্ত রাজা কর্ত্তৃক ভাগলপুরের নিকটস্থ বীরবাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহা বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনাধীন হয়।

১৭শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত এই জেলার আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না, এমন কি একজন ফৌজদারের নামও পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার আফগান-শাসনকর্ত্তা শেরশাহের সহিত দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের যুদ্ধ ঘটিলে সম্রাটের সাহায্যার্থ এখান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হয়। ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে অস্তবল-খাঁ ফৌজদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি নবাব উপাধি লাভ করিয়া রাজস্বসংগ্রহের (আমীন) কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তৎপরে আবদুল্লা খাঁ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে অস্-ফন্দিয়ার খাঁ পূর্ণিয়ার নবাবপদ লাভ করেন। দ্বাদশবৎসর-শাসন পরে ভাবনীয়ার খাঁ তদীয় মসনদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ভাবনিয়ারের মৃত্যুতে সাইফ্ খাঁ শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন্। নিজ বংশগৌরবে মত্ত থাকিয়া তিনি যথার্থই পূর্ণিয়ার নবাবীপদকে গৌরবশূন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। বংশমর্য্যাদায় আপনাকে উচ্চ জানিয়া তিনি বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁর পৌত্রী নফিসা বেগমের পাণিগ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পূর্ণিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নেপাল-সীমান্ত আক্রমণপূর্ব্বক "তরাই" পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি বীরনগরের জমীদার বীরশাহকেও আক্র-মণপূর্ব্বক তদধিকৃত ধর্ম্মপুর প্রভৃতি চারিটী পরগণা জয় করিয়া লন।[২]

সৈফ খাঁর মৃত্যুর পর যথাক্রমে মহম্মদ আবেদ ও বাহাদুর খাঁ পূর্ণিয়ার মসনদ অধিকার করেন। বাহাদুরকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে আলীবর্দ্দীর জামাতা সৌলৎজঙ্গকে নিযুক্ত করা হয়। ইনি সৈয়দ আহম্মদ নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে

(১) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও কিরাতপরাভবাদি এখানকার অধিবাসিবৃন্দের সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ যোগ্য ঘটনা।

(২) ইনি একজন বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উড়িষ্যা শাসনকালে কতকগুলি উড়িয়া রমণীর প্রতি অত্যাচার করায় তদ্দেশ-বাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পূর্ণিয়াশাসন সুবিবেচনা ও ন্যায়পরতায় পূর্ণ ছিল।

তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার একমাত্র পুত্র সকৎজঙ্গ পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। সকৎ নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজ্যবাসী ও পূর্ব্বতন রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার কঠোর ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে সকৎ পূর্ণিয়ার সিংহাসনে বসিয়া অত্যাচারে দেশ ভাসাইতেছেন, অপরদিকে দুর্বৃত্ত সিরাজ বাঙ্গালার মসনদে বসিয়া রাজ্যবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কুলমান বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মৃত আলীবর্দ্দীর দুই দৌহিত্রই পূর্ণরূপে তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। সিরাজ বক্সি মীরজাফর খাঁকে পদচ্যুত করিলেন। অপমানবিষে জর্জ্জরিত মীরজাফর প্রতিহিংসাবিধানার্থ পূর্ণিয়ার আগমন করেন এবং বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিতে সকৎকে কুমন্ত্রণা দেন। প্রলুব্ধ হৃদয়ে আশাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভ্রাতার ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

সিরাজ ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন৩। রাজা মোহনলাল সিরাজের সৈন্যবাহিনী লইয়া চলিলেন। কাঁকজোল পরগণার বাল্দিয়াবাড়ী নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। মূর্খ সকৎ কাহারও সদুপদেশ শুনিলেন না, বরং ক্রোধান্ধ হইয়া বঙ্গেশ্বরকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। জলাভূমে তাহার অশ্বারোহী সেনাদল ভূমিসাৎ হইল, কিন্তু কায়স্থকুল-গৌরব শ্যামসুন্দর তাঁহার অধীনস্থ কামানবাহী সেনাদল হইয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রণক্ষেত্রে সকৎ হত হইলে সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ও নগর মধ্যে পলাইয়া আশ্রয় লইল। বিজয়ী সেনাদল দুইদিন পরে নগর অধিকার করিল। সকতের পর রায় মেহ্‌রাজ খাঁ, হাজির আলী খাঁ, কাদির হুসেন খাঁ, আল্লাকুলী খাঁ, শেরআলী খাঁ, সিপাহীদার জঙ্গ, রাজা সুচেতরায়, রাজীউদ্দীন মুহম্মদ খাঁ ও মুহম্মদ আলী খাঁ প্রভৃতি কএকজন পর পর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ আলিকে পদচ্যুত করিয়া মিঃ ডুকারেল (Mr. Ducarrel) প্রথম ইংরাজ-রাজপরিচালকরূপে (Superintendent) নিযুক্ত হন।

স্থানীয় জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে। মতিহারির নিকটবর্ত্তী ছোট পাহাড় ও নেপাল-সীমান্তবর্ত্তী ক্রমোচ্চনিম্নভূমি ব্যতীত সমুদয় স্থান প্রায় সমতল। তদ্ভিন্ন কুশী, কালাকুশী, পনার ও মহানন্দা প্রভৃতি গঙ্গার চারিটী শাখানদী৪ জেলা মধ্যে প্রবাহিত থাকায় জেলার উর্ব্বরতার বিশেষ হানি করে নাই। কুশীনদী পূর্ব্বগতি পরিত্যাগ করিয়া আরও পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। বালুকাময় পূর্ব্বখাত পড়িয়া আছে। বর্ষাকালে তাহাতে সামান্য স্রোত বহিতে থাকে। কুশী ও মহানন্দায় বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করা যায়। এখানে চাউল, তামাক, পাট ও নীলের বিস্তৃত চাষ আছে। নদী ব্যতীত এখানে প্রায় ৫৮টী সুবিস্তৃত জলাভূমি বিদ্যমান আছে। দারুণ গ্রীষ্মেও উহাদের জল শুকায় না। কোটাপুরের ঝিল ১০ হাজার বিঘা ও শক্তিঝিল প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত। দেখিলেই হ্রদবিশেষ বলিয়া মনে হয়। জেলার পশ্চিমভাগে চাষবাসের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র গো-মেষমহিষাদির বিচরণোপযোগী তৃণাচ্ছাদিত সুদূর ময়দান। গোয়ালারা স্ত্রীপুরুষে গোচারণ করে। ঐ সকল 'রায়না' জমির জমা লইতে হয়। গঙ্গার কূলে ও ধর্ম্মপুর পরগণায় দরভাঙ্গা-মহারাজের যে জমীদারী আছে তথাকার গোচারণভূমের খাজনা নাই—কেবল মহিষাদি চরাইবার খাজনা লাগে।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণ কতকাংশে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা রাজপুতদিগের ক্রিয়াকলাপে বিশেষ অনুকরণশীল। জনসংখ্যায় জেলাটী হিন্দু-প্রধান, মুসলমানের সংখ্যা এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। এতদ্ভিন্ন অঘোরী, অতিথ, বৈষ্ণব, কবীরপন্থী, নানকশাহী, সন্ন্যাসী, শিখ, সুত্রাশাহী ও খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক দেখা যায়। এই জেলার চারিটী উপবিভাগে পূর্ণিয়া, বংশগাঁও, শীতলপুর-খাস, কৃষ্ণগঞ্জ, রাণীগঞ্জ, তাতগাঁও ও কস্‌বা নামে ৭টী প্রধান নগর ও কএকটী গণ্ডগ্রাম আছে।

বাঙ্গালার ন্যায় এখানেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউল জন্মে। পাট ও তামাক তদপেক্ষা অল্প। উত্তরে উৎকৃষ্ট পাট ও দক্ষিণে নীল উৎপন্ন হয়। প্রতিবৎসর বন্যায় শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হয়। বৃষ্টির প্লাবনে ভাসিয়া গেলেও ফসল কম হয় না; কিন্তু অনাবৃষ্টি হইলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়া থাকে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে এখানে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহাতে অন্ন বিনা শতশত লোক মরিয়াছিল। ১৭৮৮ ও ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ঐরূপে দুইবার শস্যের হানি হয়; কিন্তু দুর্ভিক্ষ করাল হস্ত বিস্তার করিতে পারে নাই।

দক্ষিণে নীল-প্রস্তুত যেরূপ নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের

(৩) দলবল সহ সিরাজ আত্মদমনে রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ঐ সময়ে কলিকাতায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের ঔদ্ধত্যের কথা শুনিয়া সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর অন্ধকূপ (the Black Hole) হত্যা সূচিত হয়।

(৪) ঐ চারি নদীর আরও প্রশাখা আছে,—কুশী—(কুশীর অপর নাম কৌশিকী, গাধিরাজ কুশিকের কন্যা, মুনিপত্নী, এই ক্ষত্রিয়কন্যা ঋষি-প্রার্থনায় সরিৎরূপা হইয়াছিলেন;) নাগরধার, মরা-হিরণ ও রাজমোহন; কালাকুশী—সৌরা; পনার—বাকুড়া, পর্ব্বাণ; মহানন্দা—(দক্ষিণে) নাগর, পিতানু, ধঙ্ক, কোজাই ও (বামে) বকুয়া, মেছি যমুনা, বুড়িগঙ্গা, চেঙ্গা, বলাসন। আরও কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে।

প্রধান জীবনোপায়, উত্তরেও তদ্রূপ পাট হইতে চট ও থলি প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। ইহাই এখানে 'উত্তরে খোলে' নামে প্রসিদ্ধ। তামা ও দস্তার সহযোগে নির্ম্মিত 'বিদ্রী' নামক উপধাতুনির্ম্মিত হুকা, থালা ও জলপাত্র পাওয়া যায়। কারিগরগণ উহাতে রূপার ফুল প্রভৃতি কারুকার্য্য বসাইয়া বিক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন তুলা হইতে সূতা বা পশমী কম্বল নির্ম্মাণ, মিসি, সিন্দুর, চূড়ী প্রভৃতি প্রস্তুতই এখানকার রমণী ও পুরুষগণের একটী ব্যবসা। কৃষ্ণগঞ্জে কাগজিয়া নামে প্রায় ত্রিশ ঘর মুসলমান আছে, তাহারা মুনিয়াসি ও কোষ্টা পাট কুটিয়া কাগজ প্রস্তুত করে, উহাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। দরিদ্রা রমণীগণ নীল-প্রস্তুত ও গোচারণ প্রভৃতি কার্য্যে উদর পূর্ত্তি করে।

২ উক্ত জেলার উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৬৪৪ বর্গ মাইল। সমগ্র উপবিভাগে ১৪৩০টী গ্রাম ও নগর আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-বিভাগের সদর, সৌরানদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৬´১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৩০´ ৪৪´´ পূঃ। পশ্চিম উপকণ্ঠবর্ত্তী পূর্ব্বতন রামবাগ রাজধানী এক্ষণে পূর্ণিয়া নগরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুরাতন কালকুশীর খাত ও তৎসংলগ্ন জেলা হইতে হউক অথবা অন্য কারণে হউক ১৮২০ খৃঃ অব্দ হইতে এখানকার স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং দিনদিন লোকসংখ্যা কমিতেছে। এখানে পাটের বিস্তৃত কারবার আছে।

পূর্ণেন্দু (পুং) পূর্ণইন্দুঃ কর্ম্মধাঃ। পঞ্চদশ কলাদ্বারা পরিপূর্ণ চন্দ্র। পূর্ণিমার চন্দ্র।

পূর্ণৈয়া, ইনি 'দেওয়ান্ পূর্ণৈয়া' নামে খ্যাত। জাতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, মহিসুর রাজ্য-সচিব। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে মুসলমান-রাজ টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তন-অবরোধে ভূতলশায়ী হইলে মহিসুর-রাজ্য ইংরাজ-করতলগত হয়। ইংরাজরাজ পূর্ব্বতন রাজবংশীয় চমরাজপুত্র কৃষ্ণরাজকে সিংহাসনে বসাইলেন। বালকরাজের নাবালক অবস্থায় (১৭৯৯-১৮১০ খৃঃ) রাজকার্য্যপরিদর্শনার্থ ইনি সচিব নিযুক্ত হন। চক্ষুলজ্জা ছাড়িয়া দিয়া ইনি যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই রাজকোষ পূর্ণ হইয়া পড়ে। স্বয়ং ইংরাজরাজই ইঁহার নিরপেক্ষতা, পরিণামদর্শিতা ও ন্যায়পরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তৎকৃত কার্য্যাবলীতে প্রীত হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ ১৮০৭ খৃঃ অব্দে একটী জায়গীর দান করেন। আজিও সেই তালুক তাঁহার বংশধরগণ ভোগ দখল করিতেছে। তিনি মহিসুরের ইংরাজপ্রতিনিধি ক্লোজ সাহেবের (Sir Bary Close) নামে ক্লোজপেট ও নিজ পুত্র শ্রীনিবাসের নামে শ্রীনিবাসপুর নগর স্থাপনা করিয়া যান।

পূর্ণোৎকট (পুং) প্রাচ্যদেশস্থ পর্ব্বতভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮ অঃ)

পূর্ণোৎসঙ্গ (পুং) ১ অন্ধ্রবংশীয় জনৈক রাজা। (ত্রি) ২ পূর্ণ-ক্রোড়দেশ, যাহার ক্রোড় পূর্ণ হইয়াছে। "তৎ পুত্র পূর্ণোৎসঙ্গা-মায়ুষ্মতীং দ্রষ্টুমিচ্ছামি" (উত্তরচরিত ১ অঙ্ক)

পূর্ণোদরা (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

পূর্ণোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। যে স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সমস্ত ধর্ম্মই তুল্য, তথায় পূর্ণোপমা হয়।

পূর্ত্ত (ক্লী) পৃ-পালনে ভাবে ক্ত (ন ধ্যাখ্যাপৃমূর্চ্ছিমদাং। পা ৮।২।৫৭) ইতি নিষ্ঠা তস্য ন নত্বং। ১ পালন। (শব্দর°) পিপর্ত্তি পালয়ত্যনেন জীবানিতি ক্ত। ২ খাতাদি কর্ম্ম।

"পুষ্করিণ্যঃ সভা বাপী দেবতায়তনানি চ।
আরামস্য বিশেষেণ পূর্ত্তং কর্ম্ম বিনির্দ্দিশেৎ॥" (ভরত)

পুষ্করিণী, সভা, বাপী, দেবগৃহাদি ও আরাম এই সকল কর্ম্ম পূর্ত্তকর্ম্ম নামে অভিহিত। পুষ্করিণীখনন, রাস্তা প্রস্তুত প্রভৃতিই পূর্ত্ত কার্য্য। এই পূর্ত্তকার্য্য বিশেষ পুণ্যপ্রদ। দ্বিজাতিগণের ইহা প্রথম ধর্ম্মসাধন। যদি কেহ পূর্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত না করিয়া কূপবাপী প্রভৃতির উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তাহারও পূর্ত্তকর্ম্মের ন্যায় ফল হইয়া থাকে। পূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

"ইষ্টাপূর্ত্তং দ্বিজাতীনাং প্রথমং ধর্ম্মসাধনং।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতি॥
বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে॥" (বরাহপু°)

'দ্বিজাতীনাং ইষ্টাপূর্ত্তং' এই বচনানুসারে দ্বিজাতিদিগেরই ইষ্টাপূর্ত্ত বিহিত হইয়াছে, ইহাতে শূদ্রদিগের অধিকার নাই, এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে, বচনান্তরদ্বারা স্ত্রী ও শূদ্র উভয়েরই পূর্ত্তকর্ম্মে অধিকার আছে।•

(ত্রি) পৃ কর্ম্মণি ক্ত। ৩ পূরিত। ৪ ছন্ন। (বিশ্ব)

"ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ-
বীর্য্যশ্রিয়া পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে।" (ভাগ° ৩।২৪।৩১)

পূর্ত্তবিভাগ (পুং) ইমারতাদি নির্ম্মাণ ও খননাদি কার্য্যে নিযুক্ত রাজকীয় বিভাগ। (Public-works Department)

• "বাপীত্যাদীনাং পূর্ত্তত্বাভিধানাৎ শূদ্রস্যাধিকার মাহ জাতুকর্ণঃ।
বাপীকূপতড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে।
গ্রহোপরাগে যদ্দানং পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে।
ইষ্টাপূর্ত্তং দ্বিজাতীনাং ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।
অধিকারী ভবেৎ শূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে।
এবং স্ত্রীণামপি পূর্ত্তাধিকারঃ।" (জলাশয়তত্ত্ব)

পূর্ত্তি (স্ত্রী) পৃ-ভাবে ক্তি। ১ পূরণ। ২ গুণন।

পূর্ত্তিকাম (ত্রি) পূর্ত্তিঃ ধনাদিপূরণং কামো যস্ত। ধনাদি-পূর্ণ-প্রাপ্তিলাষী। "কো বজ্রকামঃ ক উ পূর্ত্তিকামঃ" (অথর্ব্ব৭।১০৮।১)

'পূর্ত্তিকামঃ অস্মাকং ধনাদিপূর্ত্তিং অভিবাঞ্ছন্' (ভাষ্য)

পূর্ত্তিন্ (ত্রি) পূর্ব্বমনেন পূর্ত্ত ইনিঃ (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮) ১ তৃপ্তিপ্রদ। ২ ইচ্ছাপূরক। ৩ শ্রাদ্ধ। ৪ ক্বত পূরণ।

পূর্দ্বার (স্ত্রী) পুরঃ দ্বারং। পুরের দ্বার, গোপুর। (অমর)

পূর্ধ্, যাচ্ঞা। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। নিঘণ্টুতে এই ধাতুর উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ চলিত নাই। লট্ পূর্ধতি। লোট্ পূর্ধতু। লুঙ্ অপূর্ধীৎ।

পূর্পতি (পুং) পুরঃ পতিঃ। পুরের পতি, পুরের স্বামী। "মিত্রাযুবো ন পূর্পতিং" (ঋক্ ১।১৭৩।১০) 'পূর্পতিং পুরঃ স্বামিনং' (সায়ণ)

পূর্ব, ১ নিমন্ত্রণ। ২ নিবাস। নিবাসার্থে অক°, নিমন্ত্রণার্থে সক° চুরাদি, উভয়, সেট্। লট্ পূর্বয়তি-তে। লোট্ পূর্ব্বয়তু-তাং। লিট্ পূর্বয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অপুপূর্বৎ-ত।

পূর্বভক্ষিকা (স্ত্রী) প্রাতরাশ। (দিব্যাবদান)

পূর্ভিদ্ (ত্রি) অসুরপুরভেদক। "ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্দাসমর্কৈঃ" (ঋক্ ৩।৩৪।১) 'পূর্ভিদ্ অসুরপুরাং ভেত্তা' (সায়ণ)

পূর্ভিদ্য (স্ত্রী) সংগ্রাম, যুদ্ধ, যুদ্ধে পুর সকল ভিন্ন হয়, এইজন্য পূর্ভিদ্য অর্থে সংগ্রাম।

"যাভিঃ পূর্ভিদ্যে ত্রসৎ" (ঋক্ ১।১১২।১৪)

'পূর্ভিদ্যে পুরাণি নগরাণি ভিদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি, পূর্ভিদ্যঃ সংগ্রামঃ, তস্মিন্।' (সায়ণ)

পূর্য্য (ত্রি) পৃ-ক্যপ্, পূর-ণ্যৎ বা। ১ পূরণীয়। ২ পালনীয়। (পুং) ৩ তৃণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূর্ব্ব, ১ নিবাস। ২ নিমন্ত্রণ। নিবাসার্থে অক°, নিমন্ত্রণার্থে সক°, ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্ পূর্ব্বতি। লোট্ পূর্ব্বতু। লুঙ্ অপূর্ব্বীৎ।

পূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্ব-নিমন্ত্রণে, নিবাসে বা-অচ্। ১ প্রথম, আদি।

"গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।

অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ২।১৮৪)

২ প্রাক্ দিক্ দেশ কাল, পূর্ব্বদিক্, পূর্ব্বদেশ ও পূর্ব্বকাল। ৩ সমগ্র। ৪ অগ্র। (হলায়ুধ) ৫ জ্যেষ্ঠ। ৬ পুরাকালীন। ৭ প্রাচ্যদেশীয়। ৯ পশ্চাদ্বর্ত্তী। দিক্, দেশ ও কালবাচক অর্থে এই শব্দ সর্ব্বনাম, ত্রিলিঙ্গে ইহার সর্ব্ব শব্দের ন্যায় শব্দ-রূপ হইবে। যে স্থলে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে না, তথায় নর-শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

পূর্ব্বকর্ম্মন্ (ক্লী) পূর্ব্বং কর্ম্ম। প্রথম কর্ম্ম। সুশ্রুতে তিন-প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে, যথা—পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধান কর্ম্ম এবং পশ্চাৎকর্ম্ম। রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে তত্তদ্ব্যাধির প্রতি যে সকল কর্ম্ম প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে পূর্ব্বকর্ম্ম কহে। (সু° ১৫ অঃ)

পূর্ব্বকল্প (পুং) ১ পূর্ব্বকাল। ২ পূর্ব্ববর্ত্তী কল্প।

পূর্ব্বকামকৃত্বন্ (ত্রি) পূর্ব্বকামনা-পূরণ।

পূর্ব্বকায় (পুং) পূর্ব্বং কায়স্য, বা কায়স্য পূর্ব্বং। কায়ের পূর্ব্বভাগ, নাভির উর্দ্ধ শরীরার্দ্ধ।

পূর্ব্বকারিন্ (ত্রি) পূর্ব্বকর্ম্মিষ্ঠ।

পূর্ব্বকাল (পুং) পূর্ব্বঃ কালঃ। পুরাকাল, প্রাচীনকাল।

পূর্ব্বকালিক (ত্রি) পূর্ব্বকালঃ সাধনত্বয়াংস্ত্যস্ত ঠন্। পূর্ব্বকাল-সাধ্য। ২ পূর্ব্বকালজাত। ৩ পূর্ব্বকালীন।

পূর্ব্বকাষ্ঠা (স্ত্রী) পূর্ব্বা কাষ্ঠা। পূর্ব্বদিক্।

পূর্ব্বকৃৎ (ত্রি) পূর্ব্ব-কৃ-ক্বিপ্। পূর্ব্বদিকের কর্ত্তা সূর্য্য।

"পুরোরুচা পূর্ব্বকৃদবাবৃধানঃ।" (শুক্ল যজু° ২০।৩৬)

'পূর্ব্বকৃৎ পূর্ব্বাং দিশং করোতীতি আদিত্যাত্মনা পূর্ব্বস্যাঃ কর্ত্তা॥' (বেদদীপ)

পূর্ব্বকৃত (ত্রি) পূর্ব্বে পূর্ব্বস্মিন্ বা কৃতঃ। পুরাকৃত, পূর্ব্বকালে অনুষ্ঠিত।

"ক্ষীণস্ত চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।" (মনু ৭।১৬৬)

পূর্ব্বকোটি (স্ত্রী) বিপ্রতিপত্তিতে পূর্ব্বোপাত্ত বিষয়, পূর্ব্বপক্ষ।

পূর্ব্বগ (ত্রি) পূর্ব্বে গচ্ছতীতি গম-ড। পূর্ব্বগামী।

পূর্ব্বগঙ্গা (স্ত্রী) পূর্ব্বা চাসৌ গঙ্গা চেতি। নর্ম্মদা নদী। (হেম)

পূর্ব্বগত, জৈনদিগের দৃষ্টিবাদের অন্তর্গত গ্রন্থভেদ।

পূর্ব্বগত্বন্ (ত্রি) পূর্ব্বগামী, পুরতোগন্তা। "এবঃ স্তুঃ বাং পূর্ব্ব-গত্বেব" (ঋক্ ৭।৬৭।৭) 'পূর্ব্বগত্বেব পুরতো গন্তা দূত ইব' (সায়ণ)

পূর্ব্বচিৎ (ত্রি) পূর্ব্ব-চি-ক্বিপ্ তুক্ চ। পূর্ব্বচয়নকারী। "পূর্ব্ব-চিতো নিকারিণঃ" (শুক্ল যজু° ২৭।৪) 'পূর্ব্বচিতঃ পূর্ব্বং চিন্বন্তি পূর্ব্বমগ্নিং চিতবন্তঃ' (বেদদীপ)

পূর্ব্বচিত্তি (ত্রি) চিত-ভাবে ক্তিন্, চিত্তিঃ, পূর্ব্বং চিত্তিঃ স্মরণং যস্ত। পূর্ব্বানুভববিষয়। "কাস্বিদাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ" (শুক্লযজু° ২৩।১১) 'পূর্ব্বং চিন্ত্যতে ইতি পূর্ব্বচিত্তিঃ সর্ব্বেষাং প্রথমস্মৃতি-বিষয়া' (বেদদীপ°) (স্ত্রী) ২ অপ্সরোভেদ। (ভা° ১।১২৩।৬১)

পূর্ব্বজ (পুং) পূর্ব্বে জায়তে পূর্ব্ব-জন-ড। ১ জ্যেষ্ঠভ্রাতা। (ত্রি) ২ পূর্ব্বকালোৎপন্ন।

"তামস্তিঃ পরিবিচার্য্যাং মহর্ষিরভিবাদ্য চ।

মাতরং পূর্ব্বজঃ পুত্রো ব্যাসো বচনমব্রবীৎ॥" (ভারত১।১০৫।২৬)

৩ চন্দ্রলোকস্থিত দিব্যপিতৃগণ। এই অর্থে বহুবচনান্ত। পর্য্যায়—চন্দ্রগোলস্থ, স্বস্তপত্র, স্বধাভুজ, কব্যবালাদি। (ত্রিকা°) এই সকলও বহুবচনান্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পূর্ব্বজা জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

পূর্ব্বজন (পুং) পুরাকালের লোক।

পূর্ব্বজন্মন্ (ক্লী) পূর্ব্বং জন্ম। বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে জন্ম, ইহজন্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে।
"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।" (হিতোপ°)

পূর্ব্বজাতি (স্ত্রী) পূর্ব্বজন্ম।

পূর্ব্বজিন (পুং) পূর্ব্বো জিনঃ। অতীত জিনবিশেষ। পর্য্যায়— মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুভদ্র, মঞ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবান্, স্থিরচক্র, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, আদিরাট্, নীলোৎপলী, মহারাজ, নীল, শার্দ্দূলবাহন, ধিয়াম্পতি, খড়্গী, দণ্ডী, বিভূষণ, বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, বাগীশ্বর। (ত্রিকা°)

পূর্ব্বজ্ঞান (ক্লী) পূর্ব্বস্য জন্মনঃ জ্ঞানং। পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান। পূর্ব্বের জ্ঞান।
"করণৈরবিতস্যাপি পূর্ব্বজ্ঞানং কথঞ্চন।
বেত্তি সর্ব্বগতাং কস্মাৎ সর্ব্বগোঽপি ন বেদনাম্ ॥"(যাজ্ঞ°৩।১৩০)

পূর্ব্বতন (ত্রি) পূর্ব্ব ভবার্থে-তন। পুরাকালীন, পূর্ব্বকার।

পূর্ব্বতস্ (অব্যয়) পূর্ব্ব-তসিল্। পূর্ব্ব হইতে। পূর্ব্বে। সকল বিভক্তিতেই 'তসিল্' প্রত্যয় হয়।

পূর্ব্বতাপনীয়, নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদের পূর্ব্বভাগ।

পূর্ব্বত্র (অব্য°) পূর্ব্ব-সপ্তম্যর্থে ত্র। পূর্ব্বে। "অপ্রাপ্তভৃতীয়-বর্ষস্য পুত্রাদেঃ পিত্রাদিসপিণ্ডৈকদকক্রিয়া ন কর্ত্তব্যেতি পূর্ব্বত্র নিবিদ্ধঃ" (মনুটীকায় কুল্লূক ৫।৭০)

পূর্ব্বত্ব (ক্লী) পূর্ব্বস্য ভাবঃ, ত্ব। পূর্ব্বের ভাব, পূর্ব্বের ধর্ম্ম।

পূর্ব্বথা (অব্য°) পূর্ব্ব-ইবার্থে ছন্দসি থাল্। পূর্ব্বের ন্যায়, পূর্ব্বতুল্য। "তস্মিন্ ব্রহ্মণি পূর্ব্বথেন্দ্রঃ" (ঋক্ ১।৮১।১৬) 'পূর্ব্বথা পূর্ব্বেষামস্তেষাং, প্রত্নপূর্ব্ববিশ্বেমাথাল্ ছন্দসি। পা ৫।৩।১১১) ইতি ইবার্থে পূর্ব্বশব্দাৎ থাল্' (সায়ণ)

পূর্ব্বদক্ষিণা (স্ত্রী) পূর্ব্বস্যাঃ দক্ষিণস্যাশ্চান্তরালা দিক্ 'দিঙ্-নামান্যন্তরালে' ইতি সমাসঃ। পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকের অন্তরাল দিক্, অগ্নিকোণ। ২ তদ্দিক্স্থিত দেশ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৯)

পূর্ব্বদিক্পতি (পুং) পূর্ব্বদিশঃ পতিরধিপতিঃ। ইন্দ্র। (হেম) ২ মেষসিংহাদি রাশি।
"প্রাগাদিককুভাং নাথা যথাসংখ্যং প্রদক্ষিণং।
মেষাদয়ো রাশয়ো জ্ঞেয়াস্ত্রিরাবৃত্তিপরিভ্রমাৎ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
মেষ, সিংহ ও ধনুরাশি পূর্ব্বদিকের অধিপতি।

পূর্ব্বদিগ্বদন (ক্লী) পূর্ব্বদিশি বদনমস্য। মেষ, সিংহ ও ধনু-রূপ রাশিত্রিক। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পূর্ব্বদিগীশ (পুং) পূর্ব্বদিশামীশঃ। পূর্ব্বদিকের অধিপতি, ইন্দ্র। ২ মেষ সিংহ ও ধনুরাশি।

পূর্ব্বদিন (ক্লী) পূর্ব্বস্য দিনং। পূর্ব্বের দিন।

পূর্ব্বদিশ্ (স্ত্রী) পূর্ব্বা দিক্। ২ পূর্ব্বদিক্, যে দিকে সূর্য্য উদিত হন। ২ তদধিপতি ইন্দ্র।

পূর্ব্বদিষ্ট (ক্লি) পূর্ব্বং দিষ্টং ভাগ্যং সাধনমস্য অত্যন্ত-অচ্। পূর্ব্বভাগ্যানুরূপ জাত দুঃখাদি।
"প্রতিগৃহ্নামি তে শাপমাত্মনোঽজলিনাধিকে।
দেবৈর্দ্দত্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্ব্বদিষ্টং হি তত্ত তৎ ॥"
(ভাগ° ৬।১৭।১৭)
পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ অদৃষ্টদ্বারা সুখ বা দুঃখাদি যাহা ভোগ হয়, তাহাকে পূর্ব্বদিষ্ট কহে।

পূর্ব্বদেব (পুং) পূর্ব্বশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বা পূর্ব্বঃ দেব ইতি সুপ্-সুপেতি সমাসঃ। অসুর। ইহারা প্রথমে সুর অর্থাৎ দেবতা ছিল, পরে অন্যায় কর্ম্মদ্বারা সুরত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দৈত্যভাব প্রাপ্ত হয়। ২ নরনারায়ণ। এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।
"পূর্ব্বদেবৌ ব্যতিক্রান্তৌ নরনারায়ণাবৃষী।" (ভারত ৫।৪৯।৫)

পূর্ব্বদেবতা (স্ত্রী) অনাদিদেবতারূপ পিতৃগণ।
"অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ ॥" (মনু ৩।১৯২)
'পূর্ব্বদেবতাঃ পিতরো নাম কল্পান্তরে তেঽপ্যেতে দেবতা এব' (মেধাতিথি) পূর্ব্বে অর্থাৎ কল্পান্তরে পিতৃগণ দেবতাস্বরূপ ছিলেন, এইজন্য তাঁহাদিগের নাম পূর্ব্বদেবতা।

পূর্ব্বদেবিকা (স্ত্রী) পূর্ব্বভারতের অন্তর্গত একটী গ্রাম।

পূর্ব্বদেশ (পুং) পূর্ব্ব দেশঃ কর্ম্মধা°। প্রাচীদিগবস্থিত জনপদ। পর্য্যায়—বর্ত্তনি। (ত্রিকা°)
"প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতমোলিপ্তপ্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
পূর্ব্বদিকে মাগধ, শোণ, বারেন্দ্র, গৌড়, রাঢ়, বর্দ্ধমান, তমলুক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও উদয়াদ্রি এই সকল দেশ পূর্ব্বপদবাচ্য।

পূর্ব্বদেহ (পুং) পূর্ব্বের দেহ, পূর্ব্বশরীর।

পূর্ব্বদৈহিক (ত্রি) পূর্ব্বজন্মকৃত।

পূর্ব্বনড়ক (ক্লী) জঙ্ঘাদেশস্থ অস্থিবিশেষ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৬।৭)

পূর্ব্বপক্ষ (পুং) পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। ১ শুক্লপক্ষ।
২ শাস্ত্রীয় সংশয়নিরাসার্থ প্রশ্ন, শাস্ত্রীয় প্রশ্ন, শাস্ত্রবিচার সময়ে সংশয়-নিরাশের জন্য যে প্রশ্ন করা হয়, তাহাকে পূর্ব্বপক্ষ কহে। পূর্ব্বপক্ষ হইলে তৎপরে তাহার উত্তর হইয়া থাকে।
৩ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোটি। পর্য্যায়—চোদ্য, দেশ্য, কক্ষিকা।
(শব্দরত্না°)
"পূর্ব্বপক্ষোক্তিসিদ্ধান্ত-পরিনিষ্ঠাসমন্বিতং।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৩)
৪ অধিকরণাদ্যবয়বভেদ, ব্যবহারবিশেষ। পর্য্যায়—প্রতিজ্ঞা,

পক্ষ।' (মিতাক্ষরা) বীরমিত্রোদয়ে চারিপ্রকার ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়পাদ এই চারিপ্রকার।

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিপাদস্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথা চান্যশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্মৃতঃ॥"
(মিতাক্ষরাধৃত বৃহস্পতি)

পূর্ব্বপক্ষকে চলিত নালিশ বলা যাইতে পারে। ব্যবহার-তত্ত্ব, মিতাক্ষরা ও বীরমিত্রোদয় প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [বিশেষ বিবরণ ব্যবহার শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বপক্ষপাদ (পুং) পূর্ব্বপক্ষ এব পাদঃ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত প্রথম পাদ।

পূর্ব্বপক্ষিন্ (ত্রি) যে পূর্ব্বপক্ষতা করে।

পূর্ব্বপক্ষীয় (ত্রি) পূর্ব্বপক্ষে ভবঃ, গহাদিত্বাৎ ছ। (পা ৪।২।১৩৮) পূর্ব্বপক্ষ-সম্বন্ধীয়।

পূর্ব্বপঞ্চাল, পঞ্চালের পূর্ব্বাংশ।

পূর্ব্বপদ (ক্লী) পূর্ব্বং পদং। পূর্ব্ববর্ত্তী বিভক্ত্যন্ত পদ। ২ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান।

পূর্ব্বপদিক (ত্রি) পূর্ব্বপদমধীতে পূর্ব্বপদ-ইকন্। তদ্বেত্তা, তদধ্যায়ী, পূর্ব্বপদবেত্তা, পূর্ব্বপদাধ্যায়ী।

পূর্ব্বপদ্য (ত্রি) পূর্ব্বপদভব।

পূর্ব্বপর্ব্বত (পুং) পূর্ব্বঃ পূর্ব্বদিক্স্থঃ পর্ব্বতঃ। উদয়াচল, উদয়-পর্ব্বত, যে পর্ব্বতে সূর্য্য উদিত হন, তাহাকে পূর্ব্বপর্ব্বত কহে।

পূর্ব্বপা (ত্রি) পূর্ব্ব-পা-কিপ্। পূর্ব্বপেয়, অগ্রপেয়। "ত্বং হি পূর্ব্বপা অসি" (ঋক্ ৪।৪৬।১) 'পূর্ব্বপা পূর্ব্বপেয়ং' (সায়ণ)

পূর্ব্বপাঞ্চালক (ত্রি) পূর্ব্বস্মিন্ পঞ্চালে ভবঃ, বুঞ্। পূর্ব্ব-পঞ্চালভব।

পূর্ব্বপাটলিপুত্রক (ত্রি) পূর্ব্বপাটলিপুত্রে ভবঃ, বুঞ্, ন পূর্ব্বপদবৃদ্ধিঃ। পূর্ব্ব-পাটলিপুত্রনগরভব।

পূর্ব্বপাণিনীয় (পুং) পাণিনির পূর্ব্বদেশীয় শিষ্যাধীত ব্যাকরণ।

পূর্ব্বপাদ (পুং) পূর্ব্বং পাদস্য একদেশিস°। অগ্রচরণ, অগ্র-পাদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।৯।১৪)

পূর্ব্বপান (ক্লী) অগ্রেপান।

পূর্ব্বপায্য (ক্লী) পূর্ব্বেপেয়, যজ্ঞমুখে পেয়। "বৃক্তে ন পূর্ব্বপায্যং" (ঋক্ ৮।৩৪।৫) 'পূর্ব্বপায্যং যজ্ঞমুখে পেয়ং' (সায়ণ)

পূর্ব্বপালিন্ (পুং) পূর্ব্বং দেশং দিশং বা পালয়তি পালি-ণিনি। ১ পৌরস্ত্যদেশপতি নৃপভেদ। ২ পূর্ব্বদিগীশ ইন্দ্র।

পূর্ব্বপিতামহ (পুং) পূর্ব্বঃ পিতামহাৎ। প্রপিতামহ।

পূর্ব্বপীঠিকা (স্ত্রী) কথাগ্রন্থাবতরণিকাভেদ।

পূর্ব্বপীতি (স্ত্রী) পূর্ব্বকালে প্রবৃত্ত পান।

"অভিত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি" (ঋক্ ১।১৯।৯)
'পূর্ব্বপীতয়ে পূর্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায়' (সায়ণ)

পূর্ব্বপুরুষ (পুং) পূর্ব্বঃ পুরুষঃ। ১ পিত্রাদিত্রিক পুরুষ। ২ ব্রহ্মা।

পূর্ব্বপূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্ব-বীপসায়াং দ্বিত্বং। বীপসার্থক পূর্ব্বশব্দার্থ।

পূর্ব্বপেয় (ক্লী) পূর্ব্বে পেয়ং। পূর্ব্বপান, অগ্রেপান। "পূর্ব্বপেয়ং হি বাং হিতং" (ঋক্ ১।১৩৫।৪)
'পূর্ব্বপেয়মিতরদেবেভ্যঃ পূর্ব্বপানং' (সায়ণ)

পূর্ব্বপ্রজ্ঞা (স্ত্রী) পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্বস্মৃতি।

পূর্ব্বফল্গুনী (স্ত্রী) পূর্ব্বা ফল্গুনীতি কর্ম্মধা°। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একাদশ নক্ষত্র। ইহার আকার খট্টার ন্যায় এবং দুইটী তারকাযুক্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সিংহরাশি হয়। পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে মঙ্গলের দশা এবং এই নক্ষত্রে ঐ দশার ভোগ-কাল ২।৮ মাস হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রের প্রতিপাদে ৮ মাস এবং প্রতিদণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতিপলে ১৬ দণ্ড দশার ভোগ হইয়া থাকে। এই নক্ষত্র অধোমুখ, শতপদ চক্রানুসারে ইহার নামকরণ করিতে হইলে এই নক্ষত্রে 'মো', ট, টি, ও টু প্রথমাদি পাদানুসারে ঐ সকল অক্ষরাদিক্রমে নাম হইবে। 'মজসিংহ' এই অনুসারে মকার বা জকারাদি নামও হইয়া থাকে। কিন্তু শতপদচক্রানুসারেই নামকরণ প্রশস্ত। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে শূর, ত্যাগী, সাহসী, ভূমিপতি, অত্যন্ত কোপন, শিরাল, অতিদক্ষ, ধূর্ত্ত, ক্রূর এবং বায়ুপ্রকৃতি হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°)

কোষ্ঠীকলাপের মতে, এই নক্ষত্রে জন্মিলে ধনবান্, প্রবাসশীল, হতশত্রু, কামকলাপণ্ডিত, জলাশ্রয়ী ও দুষ্টান্তঃকরণ হইয়া থাকে।

"ভগে প্রসূতো মনুজো ধনাঢ্যঃ প্রবাসশীলো হতশত্রুপক্ষঃ।
প্রজায়তে কামকলাবিদগ্ধো জলাশ্রিতো দুষ্টমনাঃ সদৈব॥"
(কোষ্ঠীকলাপ) [খগোল দেখ।]

পূর্ব্বফল্গুনীভব (পুং) পূর্ব্বফল্গুন্যাং ভবতীতি ভূ-অচ্। বৃহস্পতি।

পূর্ব্বভাদ্রপদ (পুং) অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত পঞ্চবিংশতি নক্ষত্র। পর্য্যায়—প্রোষ্ঠপদা, পূর্ব্বভাদ্রপদা ও পূর্ব্বভাদ্রপদা। ইহার আকার ঘণ্টার ন্যায় এবং দুইটী নক্ষত্রযুক্ত।

এই নক্ষত্রের প্রথম তিন পাদে কুম্ভরাশি ও শেষ পাদে মীনরাশি হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুর দশা হয়। এই নক্ষত্রের ভোগকাল চারি বৎসর। ইহার প্রতিপাদে একবৎসর, প্রতিদণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপলে ২৪দণ্ড হয়। শতপদচক্রানুসারে নামকরণ করিলে এই নক্ষত্রের প্রতিপাদে 'সে, সো, দ, দি' এই সকল অক্ষরাদি নাম হইবে। ইহাতে সিংহজাতীয় নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করিলে আয়বিত্ত-সম্পন্ন, দাতা,

বিনয়ী, প্রিয়বাক্য-কথনশীল,সৎ ভক্তি-পরায়ণ, চঞ্চলচিত্ত, প্রবাসশীল এবং রাজসেবক হয়। (কোষ্ঠী কলাপ) কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে—জিতেন্দ্রিয়, সকল কলাকুশল এবং প্রধান হইয়া থাকে।

"জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বকলাসু দক্ষো জিতারিপক্ষঃ খলু তস্য নিত্যং।
ভবেন্মহীয়ান্ সুতরামপূর্ব্বাপূর্ব্বা যদা ভাদ্রপদা প্রসূতৌ॥"(কোষ্ঠীপ্র°)

পূর্ব্বভাগ (পুং) ১ প্রথমভাগ। ২ উর্দ্ধভাগ।

পূর্ব্বভাগ্ (ত্রি) পূর্ব্বং ভজতে ভজ্-ণ্বি। অন্য হইতে প্রথম ভক্তা, পূর্ব্বভজনাকারী। "বন্দতে পূর্ব্বভাজং" (ঋক্ ৪।৫০।১) 'পূর্ব্বভাজমিতরদেবেভ্যঃ প্রথমভক্তারং' (সায়ণ)

পূর্ব্বভাদ্রপদা (স্ত্রী) নক্ষত্রবিশেষ, পঞ্চবিংশতিসংখ্যক নক্ষত্রের নাম। [পূর্ব্বভাদ্রপদ দেখ।]

পূর্ব্বভাব (পুং) পূর্ব্বো ভাবঃ। ১ পূর্ব্ববর্ত্তি-কারণত্ব।
"যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ কারণমাদায় বা যস্য।" (ভাষাপরি°)
২ পূর্ব্ববর্ত্তিভাব, পদার্থধর্ম্মভেদ। ৩ পূর্ব্বরাগের অপর পর্য্যায়—ভাবভেদ।

পূর্ব্বভাবিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং ভবতি ভূ-ণিনি। ১ কারণ। ২ পূর্ব্ববর্ত্তি পদার্থমাত্র।
"পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরহানোন্যতরযোগঃ" (সাংখ্যদ° ১।৭৩)

পূর্ব্বভাষিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। পূর্ব্ববক্তা।

পূর্ব্বভূত (ত্রি) ১ যাহা পূর্ব্বে হইয়াছে। ২ পূর্ব্ববর্ত্তী।

পূর্ব্বমারিন্ (ত্রি) পূর্ব্ব-মৃ-ণিনি। পূর্ব্বমৃত। "ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।" (মনু ৫।১৬৮) 'পূর্ব্বমারিণ্যৈ পূর্ব্বমৃতায়ৈ' (কুল্লূক) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পূর্ব্বমীমাংসা (স্ত্রী) [মীমাংসা দেখ।]

পূর্ব্বযক্ষ (পুং) পূর্ব্বশ্চাসৌ যক্ষশ্চেতি, বা পূর্ব্বে পূর্ব্বস্মিন্ কালে যক্ষঃ। জিনবিশেষ। পর্য্যায়—মণিভদ্র, জম্ভল, জলেন্দ্র।

পূর্ব্বযাযাত (ক্লী) যযাতিসম্বন্ধীয় পূর্ব্বাখ্যান।

পূর্ব্বযাবন্ (পুং) অগ্রগামী, অগ্রতোগন্তা। "দৈবীনামুত পূর্ব্বযাবা" (ঋক্ ৩।৩৪।২) 'পূর্ব্বযাবা অগ্রতোগন্তা' (সায়ণ)

পূর্ব্বরঙ্গ (পুং) পূর্ব্বং রজ্যতেঽস্মিন্নিতি, রঞ্জ-অধিকরণে ঘঞ্। নাট্যোপক্রম, পর্য্যায়—প্রাক্সংগীত, শুণনিকা। (জটাধর) নাটকের উপক্রম, ইহার লক্ষণ—

"যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্ব্বং রঙ্গ-বিঘ্নোপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্ব্বন্তি পূর্ব্বরঙ্গঃ স উচ্যতে॥" (সাহিত্য দর্পণ)

রঙ্গালয়ে কুশীলব (নট) নাট্য বস্তুর পূর্ব্বে বিঘ্নশান্তির জন্য যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পূর্ব্বরঙ্গ কহে। নাটকাভিনয়ের আগে গোলমাল থামাইবার জন্য নট নটী পূর্ব্বরঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ইহাতে প্রথমে লোক অনুরক্ত হয়, এইজন্য ইহার পূর্ব্বরঙ্গ নাম হইয়াছে।

পূর্ব্বরাগ (পুং) পূর্ব্বঃ পূর্ব্বজাতো রাগোঽনুরাগঃ। নায়ক ও নায়িকার দশা বিশেষ। নায়ক ও নায়িকার মিলনহেতু পূর্ব্বজাত অনুরাগভেদ, প্রথমানুরাগ। ইহার লক্ষণ—

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥" (সাহিত্যদ°)

ব্যাধি, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু।

ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন।

"অঙ্গসঙ্গ হওনের পূর্ব্বে যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্ররোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥" (রসমঞ্জরী)

পূর্ব্বরাগ নায়িকাদিগেরই প্রথমে হইয়া থাকে, পরে নায়কদিগের হয়। নায়িকা নায়ককে স্বয়ং দর্শন, দূতী প্রভৃতির মুখে তাহার গুণানুকীর্ত্তন, আলেখ্য বা স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি দ্বারা প্রথমে তাহাতে অনুরক্ত হয়,—যেমন দময়ন্তী হংসমুখে নলের রূপগুণাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিল। এই পূর্ব্বরাগ হইলে নায়ক-দর্শনে অভিলাষ, পরে তদ্বিষয়ে চিন্তা, সর্ব্বদা তাহার স্মরণ, সখী প্রভৃতির সমীপে গুণানুকীর্ত্তন, তাহার প্রাপ্তিবিষয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মত্ততা, রোগ, মূর্চ্ছা এবং পরে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বরাগের দশটী অবস্থা, তাহাকে কামদশাও কহে। নায়কের অপ্রাপ্তিতে ক্রমে ক্রমে এই সকল অবস্থা হইয়া থাকে।

মহাকাব্যে নায়িকার বিরহবর্ণনাস্থলে পূর্ব্বরাগ ও তাহার এই দশটী অবস্থা বর্ণনা করিতে হয়। পূর্ব্বরাগের শেষদশা মৃত্যু; কিন্তু ইহা বর্ণনা করিতে নাই। নীলী, কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাভেদে এই পূর্ব্বরাগ ত্রিবিধ।*

* "আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ পুংসঃ পশ্চাৎ তদিঙ্গিতৈঃ।
নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা॥
ন চাতি শোভতে যন্নাপৈতি প্রেম মনোগতং।
তন্নীলীরাগমাখ্যাতি যথা শ্রীরামসীতয়োঃ॥" ইত্যাদি।
"শ্রবণন্তু ভবেৎ তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনং॥
অভিলাষশ্চিন্তা স্মৃতিগুণকথনোদ্বেগসংপ্রলাপাশ্চ।
উন্মাদোঽথ ব্যাধির্জ্জড়তা মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ।
অভিলাষঃ স্পৃহাচিন্তা প্রাপ্ত্যুপায়াদিচিন্তনং।
উন্মাদশ্চাপরিচ্ছেদশ্চেতনা চেতনেষ্বপি॥" ইত্যাদি। (সাহিত্যদর্পণ)

শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে পূর্ব্বরাগের বিষয় বিবৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহারই সার সঙ্কলন-পূর্ব্বক এখানে লিখিত হইল।

নায়ক-নায়িকার সম্মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি-জনিত রতির উন্মীলনকে পূর্ব্বরাগ কহে। ইহার মধ্যে দর্শনজনিত পূর্ব্বরাগ আবার সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্নাদিতে দর্শনভেদে বিবিধ। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন যথা—

"কিরূপ দেখিনু মধুর মূরতি পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর।" ইত্যাদি।

চিত্রপটে দর্শন যথা—

"শুন মাধব আর কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু কুমারীবর সুন্দরী
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়।
তুয়া অনুরূপ একপট দেখিয়া
দেখলু তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
মাধই করম অভাগে।"

স্বপ্নে দর্শন যথা—

"মনের মরম কথা, তোমারে কহিএ এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যাম বরণ দে,
তাহা বিনু আর কারো নই।"

শ্রবণজনিত পূর্ব্বরাগ—

"বন্দিদূতীসখীবক্ত্রাদ্গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ।"

বন্দি দূতী সখী প্রভৃতি হইতে শ্রবণ যথা—

"পহিলে শুনলু অপরূপ ধ্বনি কদম্বকানন হৈতে।
তার পরদিনে ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে।
আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিল যাহার নাম।
গুণিগণ-গানে শুনিনু শ্রবণে তাহার এ গুণগাম।"

ইত্যাদি শ্রীরাধিকাবাক্য।

নামশ্রবণ যথা—

"সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

বংশীধ্বনি শ্রবণ—

"রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় হেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে জল জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া।
অস্ত্র নহে মনে-ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি,
বিচারিতে না পাইয়ে ওর।"

পূর্ব্বরাগ অবস্থায় নায়কনায়িকার অমিলন জন্য পরস্পরের যে ভাব হয়, তাহাকে দশা কহে। এই দশা দশ প্রকার, যথা—

"লালসোদ্বেগজাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥"

লালসা।—

"অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়-গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতাঘূর্ণাশ্বাসাদয়ঃ ক্রমাৎ॥"

তৃষ্ণাতিরেককে লালসা বলে। ইহার অনুভাব ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি। উদ্বেগ দশার অনুভাব—চিন্তা, অশ্রু-বিসর্জ্জন, অঙ্গের বিবর্ণতা এবং ঘর্ম্মাদি। জাগর্য্যা—'নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা' অনিদ্রার নাম জাগর্য্যা। ইহার অনুভাব—'স্তম্ভশোষ-গদাদিকৃৎ।'

তানব দশা—"তানবং কৃশতা গাত্র-দৌর্ব্বল্যং ভ্রমণাদিকৃৎ।"

গাত্রের কৃশতাকে তানব বলে, দৌর্ব্বল্য ও ভ্রমণাদি ইহার অনুভাব।

জড়িমা—"ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরং।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে॥"

ইষ্ট ও অনিষ্টের অপরিজ্ঞান, প্রশ্নের অনুত্তর এবং দর্শন-শ্রবণের অভাবকে জড়িমা বলে।

"অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কারঃ স্তম্ভশ্বাসভ্রমাদয়ঃ।"

ইহার অনুভাব—অকাণ্ডে হুঙ্কার, স্তম্ভ ও ভ্রম।

বৈয়গ্র্য—"বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্য-বিক্ষোভাসহতোচ্যতে।"

ভাবগাম্ভীর্য্যের বিক্ষোভ জন্য যে অসহিষ্ণুতা, তাহাকে বৈয়গ্র্য কহে।

ইহার অনুভাব—"অত্রাবিবেকনির্ব্বেদখেদাসূয়াদয়ো মতাঃ।"

অবিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া প্রভৃতি ঐ বৈয়গ্রের অনুভাব হইয়া থাকে।

ব্যাধি—"অভিষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।"

অভীষ্ট বস্তুর অলাভজন্য যে গাত্রের পাণ্ডুবর্ণতা ও উত্তাপ হয়, তাহাকে ব্যাধি কহে।

তাহার অনুভাব—"অত্র শীতস্পৃহামোহ-নিশ্বাসপতনাদয়ঃ।"

শীতস্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস ও পতন প্রভৃতিই ইহার অনুভাব হইয়া থাকে।

উন্মাদ দশার লক্ষণ—

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতোঽস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে॥"

সর্ব্বত্র সকল সময় সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় থাকিয়াই তদগত অভিপ্রায়ে 'এই বুঝি সেই প্রিয়জন' এইপ্রকার যে সর্ব্বত্র ভ্রান্তি হয়, তাহাকে উন্মাদ কহে।

ইহার অনুভাব—"অত্রেষ্টদ্বেষনিশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ।"

অভিলষিত ভোগ্য বস্তুর প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-শূন্যতা প্রভৃতি উক্ত উন্মাদের অনুভাব বলিয়া কথিত।

মোহদশার লক্ষণ—"মোহো বিচিত্রতা প্রোক্তঃ"—বিচিত্রতাকে মোহ কহে। ইহার অনুভাব—'নৈশ্চল্যপতনাদিকৃৎ।' নিশ্চলতা ও ভূমিপতনাদি উহার অনুভাব হইয়া থাকে।

মৃত্যুদশার লক্ষণ—

"তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥"

যদ্যপি সেই সেই প্রতিকার করিলেও প্রিয়জনের সহিত মিলন না হয়, তবে ক্রমে মদনবাণে পীড়িত হইয়া মৃত্যুদশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত্যুদশার অনুভাব—

"তত্র স্বপ্রিয়বস্তূনাং বয়স্যাসু সমর্পণং।
ভৃঙ্গমন্দানিলজ্যোৎস্না-কদম্বানুভবাদয়ঃ॥"

এই মৃত্যুদশায় সখীদিগকে স্বীয় প্রিয়বস্তু-সমর্পণ এবং ভৃঙ্গ, মন্দমারুত, জ্যোৎস্না ও কদম্ব প্রভৃতিই অনুভাবাদি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

দশদশার উদাহরণ যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীবাক্য।—

"অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি। ১
কিরূপ এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ। ২
জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ। ৩
অসিত চাঁদের উদয় দিন। ৪
জড়িত হৃদয় করয়ে ভেদ। ৫
অতি বেআকুল কো সহে খেদ। ৬
পাণ্ডুর বদন বেয়াধি বাধা। ৭
মূরছি নিশাস তেজই রাধা। ৮।৯
অব যদি তুহুঁ মিলহ কাণ।
গোকুলমঙ্গল সভাই গান।
জ্ঞানদাস কহে শুন হে শ্যাম।
জীবন ঔখধি তুহারি নাম।" ১০ ইত্যাদি।

[উজ্জ্বল-নীলমণি শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ এবং পদকল্পতরু প্রথম শাখা দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বরাত্র (পুং) রাত্রেঃ পূর্ব্বো ভাগঃ, অচ্‌সমাসঃ (রাত্রাহ্নাহাঃ পুংসি। পা ২।৪।২৯) ইতি পুংস্ত্বং। রাত্রির পূর্ব্বভাগ।

পূর্ব্বরূপ (ক্লী) পূর্ব্বং রূপমিতি কর্ম্মধা°। পূর্ব্বলক্ষণ, ভাবি-ব্যাধিবোধক চিহ্ন। রোগবিশেষের পূর্ব্বে যে সকল চিহ্ন হয়, তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে। এই পূর্ব্বরূপ সামান্য ও বিশিষ্টভেদে দুইপ্রকার।

"স্থানসংশ্রয়িণঃ ক্রুদ্ধা ভাবিব্যাধিপ্রবোধকং।
দোষাঃ কুর্ব্বন্তি যল্লিঙ্গং পূর্ব্বরূপং তদুচ্যতে॥" (মাধবনিদান)

দোষ সকল স্থানবিশেষের আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যৎ ব্যাধির যে সকল লক্ষণ সূচনা করে, তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে।

পূর্ব্বলক্ষণ (ক্লী) পূর্ব্বং লক্ষণং। পূর্ব্বচিহ্ন, ভাবিপদার্থের প্রথম চিহ্ন।

পূর্ব্ববৎ (অব্য°) পূর্ব্বস্যেব পূর্ব্বেণ তুল্যং বা ক্রিয়া, ইবার্থে বতি। ১ পূর্ব্বের ন্যায় ক্রিয়ান্বিত ভেদ। ২ পূর্ব্বতুল্য। (ক্লী) পূর্ব্বং কারণং বিষয়তয়া অস্ত্যস্য মতুপ্, মস্য ব। ৩ কারণদ্বারা কার্য্যানুমান, অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। এই অনুমানের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্বে কারণের সত্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে তদ্দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এই জন্য পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ, শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। অতএব যেখানে কারণদ্বারা কার্য্যের অনুমান হয়, তাহার নাম পূর্ব্ববৎ। মেঘের উন্নতি দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, এইপ্রকার অনুমান করার নাম পূর্ব্ববৎ অনুমান। এস্থলে কারণের দ্বারা কার্য্যের অনুমান হইতেছে। বৃষ্টির কারণ মেঘ, সেই কারণ দর্শন করিয়া কার্য্যানুমান হওয়ায় পূর্ব্ববৎ অনুমান হইয়াছে।

পূর্ব্ববৎ শব্দ—মত্বর্থপ্রত্যয় এবং বতিপ্রত্যয়, এই উভয় প্রকারেই ব্যুৎপাদিত হইতে পারে। মত্বর্থপ্রত্যয়-পক্ষে পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ পূর্ব্বযুক্ত, পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ। বতি-প্রত্যয়ার্থ হইলে পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ পূর্ব্বতুল্য। যে স্থলে সম্বন্ধ গ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে লিঙ্গ-লিঙ্গীর বা সাধ্য-সাধনের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরে প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট সাধন দ্বারা তথাবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, সেস্থলে পূর্ব্বদৃষ্টের তুল্যরূপ সাধ্যের অনুমান হয় বলিয়া ঐ অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। মহানসে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। কালান্তরে তথাবিধ অর্থাৎ মহানস-দৃষ্ট ধূমের তুল্য ধূম দেখিয়া পর্ব্বতাদিতে তথাবিধ অর্থাৎ মহানস-দৃষ্ট বহ্নির তুল্য বহ্নির অনুমান হয়। ইহাই পূর্ব্ববৎ অনুমান। যেস্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধ্য ও সাধনের উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ সাধনদ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অনুমান হইলে পূর্ব্ববৎ অনুমান হইয়া থাকে। (ন্যায়দর্শন) সাংখ্যদর্শনেও এই অনুমান স্বীকৃত হইয়াছে। বীত ও অবীত ভেদে অনুমান দুইপ্রকার। এই বীত অনুমান আবার দুইপ্রকার, পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। উক্ত অনুমান সম্বন্ধে ন্যায়দর্শন ও বাচস্পতিমিশ্রের মত

তুল্যত্বং।* সাংখ্যভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন—'অনুমানং ত্রিবিধং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ'। প্রত্যক্ষীকৃত জাতীয়-বিষয়কং পূর্ব্ববৎ। যথা—ধূমেন বহ্ন্যনুমানং। বহ্নিজাতীয়ো হি মহানসাদৌ পূর্ব্বং প্রত্যক্ষীকৃতঃ (সাংখ্যভা° ১।১০৩ সূত্র°)

ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনুমান অর্থাৎ ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান। [প্রমাণশব্দ দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্ববয়স্ (ত্রি) পূর্ব্বং বয়ঃ, কালাবস্থাভেদোঽস্য। ১ বাল্যাবস্থান্বিত। (ক্লী) পূর্ব্বং বয়ঃ। ২ পূর্ব্বাবস্থা, বাল্যাবস্থা।

পূর্ব্ববয়স (ক্লী) পূর্ব্বং বয়ঃ কর্ম্মধা° বেদে অচ্‌সমাসান্তঃ। বাল্যবয়স। (শত° ব্রা° ১২।২।৩।৪)

পূর্ব্ববয়সিন্ (ত্রি) জীবনের পূর্ব্ব বা প্রথমকাল, শিশু।

পূর্ব্ববর্ত্তিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। ১ অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। পূর্ব্ববর্ত্তিকারণ।

"অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।" (ভাষাপরি°)

২ প্রাক্‌বর্ত্তিমাত্র।

পূর্ব্ববহ্ (ত্রি) অগ্রে বহনকারী।

পূর্ব্ববাদ (পুং) পূর্ব্বো বাদঃ। ব্যবহারে রাজাদি সমীপে প্রাক্ আবেদন। রাজদ্বারে প্রথমাভিযোগ, প্রথমে নালিস।

"পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোঽন্যমালম্বতে পুনঃ।
পদসংক্রামণাজ্জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ॥" (মিতাক্ষরা)

পূর্ব্ববাদিন্ (পুং) পূর্ব্ববাদোঽস্ত্যস্যেতি পূর্ব্ববাদ-ইনি। প্রাগভিযোক্তা, প্রথমবিবাদী, পূর্ব্ববাদ-কারক, যিনি নালিস করেন, চলিত ফরিয়াদী বা বাদী।

"প্রাঙ্‌ন্যায়কারণোক্তৌ তু প্রত্যর্থী নির্দ্দিশেৎ ক্রিয়াং।
মিথ্যোক্তৌ পূর্ব্ববাদী তু প্রতিপত্তৌ ন সা ভবেৎ॥" (মিতাক্ষরা)

পূর্ব্ববায়ু (পুং) পূর্ব্বদিক্‌ভবঃ বায়ুঃ। পূর্ব্বদিক্ হইতে উত্থিত বাতাস, পূবে বাতাস। ইহার গুণ—পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও লবণরস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ভার, অম্লপিত্ত-জনক এবং রক্তপিত্তবর্দ্ধক, বিশেষতঃ যাহারা ক্ষতরোগ, বিষরোগ, অথবা ব্রণরোগ-বিশিষ্ট বা যাহাদের শরীর শ্লেষ্মল, তাহাদিগের পক্ষে এই বায়ু বিশেষ অনিষ্টকর; কিন্তু যাহারা বায়ুরোগী, শ্রান্ত অথবা যাহাদের শরীরের কফভাগ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদের পক্ষে এই বায়ু বিশেষ উপকারক।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২০ অঃ)

পূর্ব্ববার্ষিক (ত্রি) পূর্ব্বং বর্ষাণাং একদেশিস° 'কালাট্ঠঞ্' ইতি ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। বর্ষার পূর্ব্বভাগভব। বর্ষার পূর্ব্বভাগে যাহা হয়।

পূর্ব্ববাহ্ (পুং) পূর্ব্বে বয়সি বহতি বহ-ণ্বি। পূর্ব্ববয়সে বাহক (শত° ব্রা° ২।১।৪।১৭)

পূর্ব্ববিদ্ (ত্রি) পূর্ব্বং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। পূর্ব্ববৃত্তান্তবেত্তা, পুরাবিদ্, যাঁহারা পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত আছেন।

"পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।" (মনু ৯।৪৪)

পূর্ব্ববৃত্ত (ক্লী) পূর্ব্বং বৃত্তং। প্রাচীনবৃত্ত, ইতিহাস।

পূর্ব্ববৈরিন্ (পুং) পূর্ব্বশত্রু, পূর্ব্বে যাহাদের সহিত শত্রুতা হয়।

পূর্ব্বশারদ (ত্রি) পূর্ব্বং শারদঃ একদেশিসমাসঃ, 'অবয়বাদৃতোঃ' ইতি অণ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। শরৎ ঋতুর পূর্ব্বভব। যাহা শরৎ ঋতুর পূর্ব্বে হয়।

পূর্ব্বশীর্ষ (ত্রি) পূর্ব্বদিকে মস্তকযুক্ত, পূব্‌শিওর।

পূর্ব্বশৈল (পুং) পূর্ব্বঃ শৈলঃ। উদয়াচল, উদয়পর্ব্বত।

পূর্ব্বসক্থ (ক্লী) পূর্ব্বং সক্থঃ একদেশিসমাসঃ। (উত্তরমৃগ-পূর্ব্বাচ্চ সক্থঃ। পা ৫।৪।৯৮) ইতি অচ্‌সমাসান্তঃ। সক্থির পূর্ব্বভাগ।

পূর্ব্বসদ্ (ত্রি) সম্মুখে উপবিষ্ট।

পূর্ব্বসন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাতঃকাল।

পূর্ব্বসমুদ্র (পুং) পূর্ব্বঃ সমুদ্রঃ। পূর্ব্ববর্ত্তিসমুদ্র, পূর্ব্বসাগর।

পূর্ব্বসর (ত্রি) পূর্ব্বঃ সন্ সরতীতি পূর্ব্ব-সৃ (পূর্ব্বে কর্ত্তরি। পা ৩।২।১৯) ইতি ট। অগ্রগামী।

"দ্বিষন্ বনেচরাগ্র্যাণাং ত্বমাদায় চরো বনে।
অগ্রেসরো জঘন্যানাং মাভূৎ পূর্ব্বসরো মম॥" (ভট্টি ৫।৯৭)

পূর্ব্বসাগর (ত্রি) পূর্ব্বং দেশং সরতীতি অণ্। অগ্রগামী।

পূর্ব্বসারিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং সরতি গচ্ছতীতি সৃ-ণিনি। পূর্ব্বগামী।

পূর্ব্বসূ (ত্রি) পূর্ব্ব বা প্রথমোৎপন্না। "নমো দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং হোতৃভ্যাং পূর্ব্বসূভ্যাং" (শাঙ্খ° শ্রৌত° ১।৬।১১)

"পীযূষং ধয়তি পূর্ব্বসূনাং" (ঋক্ ২।৩৫।৫)

'পূর্ব্বসূনাং পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সকাশাদুৎপন্নানাং' (সায়ণ)

পূর্ব্বস্থ (ত্রি) পূর্ব্বে তিষ্ঠতি স্থা-ক। পূর্ব্বস্থিত।

পূর্ব্বহূতি (স্ত্রী) পূর্ব্বাহ্বান। "পত্নীব পূর্ব্বহূতিং" (ঋক্ ১।১২২।২)

'পূর্ব্বহূতিং পত্যুঃ পূর্ব্বাহ্বানং' (সায়ণ)

পূর্ব্বহোম (পুং) অগ্রে দেয় হোম।

পূর্ব্বা (স্ত্রী) পূর্ব্ব-টাপ্। পূর্ব্বাদিক্, পর্য্যায়—প্রাচী, পরা, মাঘোনী, ঐন্দ্রী, মাঘবতী। (রাজনি°)

পূর্ব্বা, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল বা উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬°৮´ হইতে ২৬°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৭´ হইতে ৮১°৫´৩০´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৫৪৭ বর্গ মাইল। ১০টী পরগণায় এবং ৫৩৮ গ্রাম ও মৌজায় এই উপবিভাগ গঠিত।

---

* "বীতঞ্চ দ্বেধা পূর্ব্ববৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ। তত্রৈকং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ং যৎ তৎপূর্ব্ববৎ পূর্ব্বং প্রসিদ্ধং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যমিতি যাবৎ তদস্য বিষয়ত্বেনাস্ত্যনুমানজ্ঞানস্যেতি পূর্ব্ববৎ, যথা—ধূমাৎ বহ্নিত্বসামান্যবিশেষঃ পর্ব্বতেঽনুমীয়তে ইত্যাদি।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

২ উক্ত তহসীলের সদর। উনাওনগর হইতে ৮মক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°২১´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৮´৫৫´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরেই উনাও জেলার সদর ছিল। ইংরাজাধীনে আসিবার পর, উনাও নগরে শাসন-বিভাগ উঠিয়া যাওয়ায় এখানকার সমৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছে। এখানে উনাও, রায়বরেলী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বক্সার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে যাইবার জন্য রাস্তা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে দুইবার হাট বসে এবং বৎসরে ৩টী মেলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাগ্নি (পুং) পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি। "গার্হপত্যো পূর্ব্বাগ্ন্যাবৃত" (অথর্ব্ব ৫।৩১।৪)

পূর্ব্বতি (পুং) লাজা, খই। (শব্দচি°)

পূর্ব্বাচল (পুং) পূর্ব্বঃ অচলঃ। পূর্ব্বাদ্রি, উদয়াচল।

পূর্ব্বাতিথ (ক্লী) সামভেদ।

পূর্ব্বাতিথি (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

পূর্ব্বাদি (ত্রি) পূর্ব্বে আদির্যস্য। পূর্ব্বআদি করিয়া শব্দগণ, যথা—পূর্ব্ব, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর, স্ব, অন্তর। (স্ত্রী) পূর্ব্বা আদি র্যস্যাঃ। ২ পূর্ব্বাদি দিক্।

পূর্ব্বাদ্রি (পুং) পূর্ব্বঃ পূর্ব্বাদিক্ স্থিতোবা অদ্রিঃ। উদয়াচল, পর্য্যায়,—দিনমূর্দ্ধা। (ত্রিকা°)

"পিঙ্গোত্তুঙ্গজটাজূটগতো যস্যাম্বুতে নবঃ।
সন্ধ্যাপিশঙ্গপূর্ব্বাদ্রিশৃঙ্গসঙ্গসুখং শশী॥"
(কথাসরিৎসা° ১।১৮)

পূর্ব্বাধিরাম (ক্লী) পূর্ব্বভারতে প্রচলিত রামের পূর্ব্বাখ্যান।

পূর্ব্বানিল (পুং) পূর্ব্বঃ অনিলঃ। পূর্ব্বদিকভব বায়ু, পূর্ব্বে বাতাস।

"পূর্ব্বস্তু মধুরো বাতঃ স্নিগ্ধঃ কটুরসান্বিতঃ।
গুরুর্ব্বিদাহশমনো বাতদঃ পিত্তনাশনঃ॥" (রাজনি°)
[পূর্ব্ববায়ু শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বানুযোগ (পুং) দৃষ্টিবাদভেদ। দৃষ্টিবাদ পাঁচপ্রকার,—প্রতিকর্ম্ম, সূত্র, পূর্ব্বানুযোগ, পূর্ব্বগত ও চুলিকা।

"প্রতিকর্ম্মসূত্রপূর্ব্বানুযোগপূর্ব্বগতচুলিকাঃ।
পঞ্চস্যু দৃষ্টিবাদ-ভেদাঃ"। (হেম)

পূর্ব্বান্ত (পুং) পূর্ব্বপদের শেষ। [পূর্ব্বকোটি দেখ।]

পূর্ব্বাপর (ত্রি) পূর্ব্বশ্চ অপরশ্চ। ১ পূর্ব্ব ও অপরদেশ। ২ আনুপূর্ব্বিক।

"পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য-
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" (কুমার ১।১)

পূর্ব্বাপর্য্য (ক্লী) পূর্ব্বাপরয়োর্ভাবঃ ষ্যঞ্ ন উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বাপরভাব, পৌর্ব্বাপর্য্য। (কাত্যায়নশ্রৌ° সূ° ভাষ্য।)

পূর্ব্বাপহানা (স্ত্রী) পূর্ব্বমপহীয়তে অপ-হা-কর্ম্মণি ল্যুট্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। পূর্ব্বাপহান কর্ম্ম।

পূর্ব্বাপুষ্ (ত্রি) ধনাদি দ্বারা পূর্ব্বস্তোতাদিগের পোষক। "পূর্ব্বাপুষং সুহবং পুরুস্পৃহং" (ঋক্ ৮।২২।২) 'পূর্ব্বাপুষং পূর্ব্বেষাং স্তোতৃণাং ধনাদিদানেন পোষকং' (সায়ণ)

পূর্ব্বাভিভাষিন্ (ত্রি) পূর্ব্বমভিভাষতে অভি-ভাষ-ণিনি। পূর্ব্ববক্তা, পূর্ব্বাভিভাষণশীল।

"অনসূয়ো নিরুৎসেকঃ প্রিয়বাক্ গুণবৎসলঃ।
পূর্ব্বাভিভাষী নির্লোভো ন বিদ্বেষো হি কস্যচিৎ॥"(রাজতর° ৪।৮৭)

পূর্ব্বাভিমুখ (ত্রি) পূর্ব্বমুখ।

পূর্ব্বাভিষেক (পুং) ১ প্রথম অভিষেক। ২ মন্ত্রভেদ।

পূর্ব্বাম্বুধি (পুং) পূর্ব্বঃ অম্বুধিঃ। পূর্ব্বসমুদ্র।

পূর্ব্বারাম (ক্লী) বৌদ্ধসঙ্ঘারামভেদ।

পূর্ব্বার্চ্চিক (ক্লী) সামবেদের প্রথম অংশ বা পূর্ব্বার্দ্ধ।

পূর্ব্বার্জ্জিত (ত্রি) পূর্ব্বং অর্জ্জিতঃ। পূর্ব্বে উপার্জ্জিত। পূর্ব্বে যাহা অর্জ্জন করা যায়।

পূর্ব্বার্দ্ধ (পুং) পূর্ব্বোঽর্দ্ধঃ। প্রথমার্দ্ধ।

পূর্ব্বার্দ্ধকায় (পুং) দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ বা সম্মুখ-ভাগ।

পূর্ব্বার্দ্ধ্য (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধে ভবঃ পক্ষে যৎ। পূর্ব্বার্দ্ধভব, যাহা পূর্ব্বার্দ্ধে হয়।

পূর্ব্বাবেদক (পুং) পূর্ব্বমাবেদয়তীতি আ-বিদ্-ণিচ্-ণ্বুল্। পূর্ব্বে আবেদন-কারক। যিনি প্রথম আবেদন করিয়াছেন, বাদী।

"শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ।
ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনং॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যসং-২।৭)

পূর্ব্বাশিন্ (ত্রি) পূর্ব্ব-অশ-ণিনি। পূর্ব্বে ভোজনকারী, যিনি অগ্রে ভোজন করেন।

পূর্ব্বাষাঢ়া (স্ত্রী) পূর্ব্বা চাসৌ আষাঢ়া চেতি। অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত বিংশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে চারিটী তারা এবং ইহার আকার সর্পের ন্যায়। মতান্তরে হস্তি-দন্তাকৃতি এবং দুইটী তারকা-যুক্ত। *

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জল এবং ইহা অধোমুখ-নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণে রাক্ষসগণ হয়। এই নক্ষত্র নকুল-জাতীয়। শতপদ- চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইলে প্রথমাদি করিয়া পাদে যথাক্রমে 'ভূ, ধ, ফ, ঢ' ঐ সকল অক্ষরাদি নাম হইবে। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের প্রথম

* "সর্পমূর্ত্তিনি শিরোগতে চতুস্তারকে করিকরোরু বারিতে।
অন্ত্যতাদযুতবাপি। নির্গতঃ খেচরাম্বর শশাকলিপ্তিকা॥"
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননি°)

পাদে জন্ম হইলে ধনুরাশি এবং শেষ তিন পাদে মকর রাশি হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা হইয়া থাকে। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪।৯ মাস, এবং প্রতি পাদে ১।২।১৫ দিন, প্রতিদণ্ডে ২৮।৩০ দণ্ড, এবং প্রতিপলে ২৮।৩০ পল ভোগ হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে বালক সকললোক কর্ত্তৃক স্তূয়মান, অনুগত, দেবতাভক্ত, বন্ধুগণের মাননীয়, অতিশয় পটু ও বৈরিবর্গের দণ্ড-স্বরূপ হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°)

কোষ্ঠীপ্রদীপে লিখিত আছে—

"ভূয়োভূয়স্তূয়মানানুরক্তো-
ভক্তো দেবে বন্ধুমান্যোঽতিদক্ষঃ।
পূর্ব্বাষাঢ়া জন্মকালে যদি স্যা-
দাষাঢ়ঃ স্যাদ্বৈরিবর্গে নিতান্তং॥"

পূর্ব্বাশিন (ত্রি) পূর্ব্বভোজী।

পূর্ব্বাহ্ন (পুং) অহ্নঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বাপরেত্যাদিনা একদেশি সমাসঃ, ততষ্টচ্ (অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ ততো ণত্বং (অহ্নোঽদন্তাৎ। পা ৮।৪।৭) পুংস্ত্বঞ্চ। (পা ২।৪।২৯) ত্রিধা-বিভক্ত দিনমানের প্রথমভাগ।

দিন মানকে সমান তিনভাগ করিলে তাহার প্রথম ভাগের নাম পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যভাগের নাম মধ্যাহ্ন এবং শেষ ভাগের নাম অপরাহ্ন। এই পূর্ব্বাহ্নকাল দেবতাদিগের, অর্থাৎ দেবতাদিগের যে সকল কার্য্য, তাহা এই পূর্ব্বাহ্ন-কালে করিতে হয়, এই জন্য পূজাদি সকল পূর্ব্বাহ্নকালে হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বাহ্নো বৈ দেবানাং মধ্যন্দিনং মনুষ্যাণামপরাহ্নঃ পিতৃণাং" (শ্রুতি)

পূর্ব্বাহ্ন দেবতাদিগের, মধ্যাহ্ন মনুষ্যদিগের এবং অপরাহ্ন পিতৃদিগের অর্থাৎ এই সকল কালে ইহাদের কার্য্যাদি করিতে হইবে।

২ দ্বিধাবিভক্ত দিনের পূর্ব্বভাগ, দিনমানকে দুইভাগ করিলে তাহার পূর্ব্বভাগকেও পূর্ব্বাহ্ন কহে। মলমাসতত্ত্বে লিখিত আছে, প্রহরদ্বয়াত্মক কালকেও পূর্ব্বাহ্ন বলা যাইতে পারে।

"আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্নো হ্যপরাহ্নস্ততঃ পরম্।"

আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য ছায়াপরিবর্ত্তনাৎ প্রাগিতিশেষঃ, অতএবোক্তং।

"অশ্বত্থং বন্দয়েন্নিত্যং পূর্ব্বাহ্নে প্রহরদ্বয়ে।
অত ঊর্দ্ধং ন বন্দেত অশ্বত্থন্তু কদাচন॥" (মলমাসতত্ত্ব)

পূর্ব্বাহ্নক (পুং) পূর্ব্বাহ্নে জাতঃ বুন্ (পূর্ব্বাহ্নাপরাহ্নার্দ্রামূল-প্রদোষাবস্করাদ্বুন্। (পা ৪।৩।২৮) ১ পূর্ব্বাহ্নজাত। স্বার্থে কন্। ২ পূর্ব্বাহ্ন।

পূর্ব্বাহ্নতন (ত্রি) পূর্ব্বাহ্নে ভবঃ ইতি ট্যু তুট্চ। (বিভাষা পূর্ব্বাহ্নাপরাহ্নাভ্যাং। পা ৪।৩।২৪) পূর্ব্বাহ্নভব, যাহা পূর্ব্বাহ্ন-কালে হয়। বিকল্প-বিধানানুসারে সপ্তমীর অলুক্ করিলে 'পূর্ব্বাহ্নেতন' এইরূপ পদ হইয়া থাকে। (ঘকালতনেষুকালনাম্নঃ। পা ৬।৩।১৭) এই সূত্রদ্বারা বিভক্তির অলুক্ হয়।

পূর্ব্বাহ্নিক (ত্রি) পূর্ব্বাহ্নঃ সাধনতয়াঽস্ত্যস্য ঠন্। পূর্ব্বাহ্নসাধ্য কর্ম্ম। প্রাতঃকালে যে সকল কর্ম্ম করা যায়।

"দৈবং পূর্ব্বাহ্নিকং কুর্য্যাদপরাহ্নে তু পৈতৃকং।" (ভারত ১।২৩অঃ)

পূর্ব্বাহ্নেতন (ত্রি) পূর্ব্বাহ্নভব। [পূর্ব্বাহ্নতন দেখ।]

পূর্ব্বিত (ত্রি) ১ পূর্ব্বে যাহা কৃত হইয়াছে। ২ পূর্ব্বে আমন্ত্রিত। ৩ পূর্ব্বক।

পূর্ব্বিণ (ত্রি) পূর্ব্বং কৃতমনেন 'পূর্ব্বাদিনিঃ' ইতি ইনি। ১ পূর্ব্ব-ক্রিয়াকারক। বেদে তু 'পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনযৌ চ' ইতি ইন, পত্বঞ্চ পূর্ব্বিণ পূর্ব্বকর্ত্তৃক কৃত। "আয়াস্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভিঃ" (আশ্ব° গৃ° ২।৭)

পূর্ব্বিণেষ্ট (ত্রি) পূর্ব্বে স্থিত। (বৈ)

পূর্ব্বেণ (অব্য) ১ পূর্ব্বদিকে, দেশে বা কালে। এই শব্দ তৃতীয়ান্ত অব্যয়।

পূর্ব্বেতর (ত্রি) পূর্ব্বভিন্ন, পশ্চিম।

পূর্ব্বেদ্যুস্ (অব্যয়) পূর্ব্বস্মিন্নহনীতি পূর্ব্ব-এদ্যুস্ (সদ্যঃ পরুৎ-পরার্য্যৈষমঃ পরেদ্যব্যদ্যপূর্ব্বেদ্যুরন্যেদ্যুরিতি। পা ৫।৩।২২) ইতি নিপাত্যতে। ১ পূর্ব্বদিন। ২ প্রাতঃকাল। ৩ ধর্ম্মবাসর।

"পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
নিমন্ত্রয়েত ত্র্যবরান্ সম্যগ্ বিপ্রান্ যথোদিতান্॥" (মনু ৩।১৮৭)

পূর্ব্বেষুকামশমী (স্ত্রী) পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি নগরীভেদ। পূর্ব্বেষুকাম-শম্যাং ভবঃ অণ্, উত্তরপদ-বৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বৈষুকামশম তদ্ভব।

পূর্ব্বোত্তরা (স্ত্রী) পূর্ব্বস্যাঃ উত্তরস্যাশ্চান্তরালা দিক্। ঈশান-কোণ, পূর্ব্ব ও উত্তরের মধ্যবর্ত্তিনী দিক্।

পূর্ব্বোৎপন্ন (ত্রি) পূর্ব্বকালে উৎপন্ন।

পূর্ব্ব্য (ত্রি) পূর্ব্বৈঃ কৃতঃ (পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনযৌ। পা ৪।৪।১৩৩) ইতি য। পূর্ব্বসিদ্ধ, পুরাণ, পূর্ব্বকৃত।

"সবিতঃ পূর্ব্ব্যাসোঽরেণবঃ" (ঋক্ ১।৩৫।১১)

'পূর্ব্ব্যাসঃ পূর্ব্বসিদ্ধাঃ, পূর্ব্বৈঃ কৃতাঃ পূর্ব্ব্যাঃ' (সায়ণ) বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'পূর্ব্ব্যাসঃ' হইয়াছে।

পূর্ব্ব্যস্তুতি (স্ত্রী) পূর্ব্ব ঋষিগণকৃত স্তুতি। "নকিষ্টে পূর্ব্ব্যস্তুতিং" (ঋক্ ৮।২৪।১৭) 'পূর্ব্ব্যস্তুতিং পূর্ব্বৈঋর্ষিভিঃ কৃতাং স্তুতিং' (সায়ণ)

পূল, সংহতি, রাশীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ পূলয়তি-তে। লোট্ পূলয়তু-তাং। লিট্ পূলয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপূপুলৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ পূলতি। লোট্ পূলতু। লুঙ্ অপূলীৎ।

পূলক (পুং) পুল-ধুল্। ১ তৃণাদির স্তূপ। ২ ধান্যতৃণাদির মুষ্টি। (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৩।৩০) ৩ কটিপ্রোথ, চলিত পোঁদের পেলো।

পূলাক (পুং) পূলাক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তুচ্ছধান্য। তস্য বিকারঃ অবয়বো বা পলাশাদিত্বাৎ অঞ্। পৌলাক তদবয়ব, বা তাহার বিকার।

পূলাস (ত্রি) পূল-রাশীকরণে ঘঞ্, তমসাতি অস-ক্ষেপে অণ্। তৃণাদিস্তূপবিক্ষেপক। তেন নির্বৃত্তং অণ্, পৌলাস, তন্নির্বৃত্ত।

পূলাসককুণ্ড (স্ত্রী) কুণ্ডস্য পূলাসকঃ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। কুণ্ডতৃণাদির নিবারক।

পূলিকা (স্ত্রী) পুরিকা রস্য ল। পূপভেদ। (হেম)

পূল্য (স্ত্রী) পুলাক। (অথর্ব্বসং ১৪।২।৬৩)

পূষ, বৃদ্ধি, অক, ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্-পূষতি। লোট্ পূষতু। বিধিলিঙ্ পূষেৎ। লিট্-পুপূষ। লুঙ্-অপূষীৎ।

পূষ (পুং) পূষতি পূষ-ক। ১ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, তুঁতগাছ। ২ পৌষমাস।

পূষ, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বাসিম নগরের উত্তরবর্ত্তী কাটাগ্রাম হইতে ইহার উৎপত্তি। অক্ষা° ২০°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১২´ পূঃ। প্রায় ৩২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গিয়া সঙ্গমের নিকট বেণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। যে অববাহিকা বহিয়া পূষ ও কাটাপূর্ণা প্রবাহিত, তাহার উপরি পার্শ্বস্থ ভূমিই উর্ব্বরা।

পূষা, বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৪৫২৮ একার। ত্রিহুত কালেক্টারির প্রাচীন নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, ১৭৯৬ খৃঃ অঃ লোদাপুর পূষা, চাঁদমারী ও দেশপুর প্রভৃতি স্থানের মালিক সর্দ্দারগণ ইংরাজরাজকে ঐস্থান নিষ্কর দান করেন এবং যাহাতে উত্তরাধিকারিগণ কোন আপত্তি উত্থাপন না করেন, এজন্য একটী কবালা লিখিয়া যান। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে বখ্তিয়ারপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বস্তুজমি উহার সহিত যোজিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এস্থান গবর্মেণ্টের অশ্বপালবৃদ্ধির আড্ডা ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে একটী চাসবাসের কারখানা স্থাপিত হয়। এখানে অত্যুত্তম তামাক জন্মে। কুসুমফুল ও উত্তম ধানের চাষও আছে।

পূষক (পুং) পূষ-স্বার্থে কন্। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। হিন্দী—পলাশপিপল। (রাজনি°)

পূষড়্, ১ বেরাররাজ্যের বাসিম্‌জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১২৭৩ বর্গমাইল। এখানে ২টী নগর ও ৩০৯টী গ্রাম আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও সদর। বাসিম্ নগর হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে পূষড়্ নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯° ৫৪´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৬´৩০´´ পূঃ। এখানকার অধিবাসী সকলেই হিন্দু। দুইটী সুপ্রাচীন হিন্দুমন্দির এবং কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন হইতেই এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধি কল্পনা করা যায়। এখন শ্রীহীন হইলেও তহশীলদারের সদরকাছারি ও রাজস্ববিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের আবাস প্রায় সার্দ্ধশতবর্ষকাল এখানে রহিয়াছে।

পূষণ (ত্রি) পূষ্ণঃ পৃথিব্যা ইদং অণ্ বেদে ন বৃদ্ধিঃ নোপধালোপঃ। পার্থিব পদার্থ। "বত্রিম বিদৎ পূষণস্য" (ঋক্ ১০।৫।৫) 'পূষেতি পৃথিবী নাম পার্থিবস্য লোকস্য' (সায়ণ)

পূষণা (স্ত্রী) পূষ-ল্যু, স্ত্রিয়াং টাপ্। কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৪৭ অঃ)

পূষণ্বৎ (ত্রি) পূষণ-মতুপ্, মস্য বঃ। পুষ্টিযুক্ত, সোমপানাদিজনিত পুষ্টিযুক্ত। "রতসা অমন্দিমু পূষণ্বান" (ঋক্ ১।৮২।৬) 'পূষণ্বান, অত্র পূষণ্ শব্দঃ পুষ্টৌ বর্ত্ততে, পুষ্টিৈ পূষা পুষ্টিমেবাবরুদ্ধঃ' ইতি শ্রুতেঃ। সোমপানজনিতয়া পুষ্ট্যা যুক্তঃ' (সায়ণ)

পূষদন্তহর (পুং) পূষ্ণঃ সূর্য্যভেদস্য দন্তং হরতি হৃ-অচ্। দক্ষযজ্ঞকালে পূষার দন্তোৎপাটক শিবাংশ বীরভদ্র।

পূষধ্র (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১১ অ°)

পূষণ্ (পুং) পুষ্যতীতি পুষ-বৃদ্ধৌ (শ্বন্ উক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। সূর্য্য।

"আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরং।
পূষাণমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১০৯।৬৪)

এই সূর্য্য দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একজন। মহাভারতে দ্বাদশাদিত্যের নাম কথন স্থলে নবম আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।*

পৌরাণিক গ্রন্থে পূষা দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একটী গণ্য হইলেও বেদে এরূপ নির্দ্দেশ নাই। চারি বেদেই এই পূষার স্তুতি আছে। ধাতুগত অর্থ ধরিলে পূষা অর্থাৎ পোষক বা পরিপালক। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "পূষা পশূনাং প্রজনয়িতা" (১।৭।২।৪) অর্থাৎ পূষা পশুদিগের প্রজননকারী। তৈত্তিরীয় সংহিতার মতে, "পূষা বা ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্য প্রদাতা" (২।২।১।৪) পূষাই ইন্দ্রিয় বা বীর্য্যের প্রদানকারী।

এইরূপে পূষা বেদের কোথাও পশুদিগের পোষক ও পরিবর্দ্ধক, কোথাও মানবের সম্পত্তি-পোষক, কোথাও তিনি গো-তাড়ন-দণ্ডহস্তে গোপাল, কোথাও ছাগবাহন। কোথাও

---

* "ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা।
একাদশস্তথা ত্বষ্টা দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।
জঘন্যজস্তু সর্ব্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ॥"
(মহাভারত ১।৬৫।১৫-১৬)

তিনি সূর্য্যদেবরূপে নিখিল জগৎ পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যেই দিনরাত্রি হইতেছে। কোথাও তিনি তাঁহার ভগিনীর অনুরাগী, ঐন্দ্রজালিকদিগের পৃষ্ঠ-পোষক, পাণিগ্রহণ-কালে তিনি বিবাহমন্ত্রে উপস্থিত। অনেক স্থলে তিনি ইন্দ্র ও ভগের সহিত স্তুত হইয়াছেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় লিখিত আছে, রুদ্রকে যজ্ঞভাগ না দেওয়ায় তিনি পূষার দন্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন। নিরুক্ত ও তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থে পূষা সূর্য্যরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন।

বাজসনেয়সংহিতায় এই মন্ত্রটী দেখিলেই তাহা বুঝা যায়—

"অবিত্তো অগ্নির্গৃহপতিঃ। আবিত্ত ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। আবিত্তৌ মিত্রাবরুণৌ ধৃতব্রতৌ। আবিত্তঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।" (১০।৯)

অর্থাৎ গৃহপতি অগ্নি এই যজমানকে অবগত হউন। প্রথিত-কীর্ত্তি ইন্দ্র এই যজমানকে অবগত হউন। ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ (সূর্য্য ও চন্দ্র) এই দেবদ্বয় এই যজমানকে অবগত হউন। এখানে সূর্য্য ও পূষা পৃথক্ দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেছেন।

পূষভাষা (স্ত্রী) পূষেব সূর্য্যইব ভাষতে ইতি ভাষ-অচ্-টাপ্। ইন্দ্রনগরী, পর্য্যায়—সুরপুরী। (শব্দরত্না°)

পূষমিত্র (পুং) গোভিলের নামান্তর।

পূষরাতি (পুং) পূষা তদাখ্যো দেবো রাতির্দাতা যস্য। সূর্য্যদেয় বস্তু। "মরুদ্‌গণাঃ দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ" (ঋক্ ১।২৩।৮)

'পূষরাতয়ঃ পূষাখ্যো দেবো রাতির্দাতা' (সায়ণ।)

পূষা (স্ত্রী) পৃথিবী।

পূষাত্মজ (পুং) পূষ্ণঃ আত্মজঃ। ১ মেঘ। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, এইজন্য পূষাত্মজ শব্দে মেঘ।

"আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" (মনু) ২ ইন্দ্র।

পূষাসুহৃদ্ (পুং) পূষ্ণোঽসুহৃদ্। শিব। শিব দক্ষযজ্ঞকালে স্বীয় অংশজ বীরভদ্ররূপে সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম পূষাসুহৃদ্।

পৃ, ব্যাপার। তুদাদি, আত্মনে°, অক° অনিট্। প্রায়ই এই ধাতু বি ও আঙ্ পূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। লট্ ব্যাপ্রিয়তে। লোট্ ব্যাপ্রিয়তাং। লিট্ ব্যাপপ্রিয়ে। লুঙ্ ব্যাপৃত।

পৃ, প্রীতি। প্রীণন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, প্রীতি অর্থে অক° প্রীণন অর্থে সক° অনিট্। লট্ পৃণোতি। লোট্ পৃণোতু। বিধি-লিঙ্ পৃণুয়াৎ। লিট্ পপার, পপ্রতুঃ, পপ্রুঃ। লুট্ পর্ত্তা। লুঙ্ অপার্ষীৎ, অপার্ষ্টাং, অপার্ষুঃ। এই ধাতুর আত্মনেপদের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

আত্মনেপদে লুঙ্ অপৃত, অপৃষাতাং, অপৃষত। সন্ পুপূর্ষতি-তে। যঙ্ পেপ্রিয়তে।

পৃ, ১ পালন। ২ পূরণ। জুহোত্যাদিগণীয়, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ পিপর্ত্তি। লোট্ পিপর্ত্তু। লিট্ পপার। লুঙ্ অপারীৎ, অপার্ষীৎ।

পৃ, পূর্ত্তি। চুরাদি, উভয়, সক°, সেট্। লট্ পারয়তি-তে। লোট্ পারয়তু-তাং। লিট্ পারয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপীপরৎ-ত।

পৃক্কা (স্ত্রী) স্পৃশ্যত ইতি স্পৃশ্-বাহুলকাৎ কক্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শাকবিশেষ, চলিত পিড়িংসাক। হিন্দী—পুরী। উৎকল ফিরিকিশাক। পর্য্যায়—মরুন্মালা, পিশুনা, দেবী, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা, লঙ্কায়িকা (অমর।) মরুৎ, মালা, স্পৃক্কা, কোটী, বর্ষা, লঙ্কাপিকা, বর্ষা লঙ্কায়িকা। (ভরত) তস্কর, চোরক, চণ্ড। (রত্নমালা) ইহার গুণ পাকে মধুর, হৃদ্য, পিত্ত ও কফনাশক। (রাজব°) ২ পৃক্কাপুষ্প। ৩ লতাকস্তুরী।

পৃক্ত (ক্লী) পৃচ্যতে স্ম, সংবধ্যতে স্মেতি পৃচ-সম্পর্কে ক্ত। ১ ধন। (হেম) (ত্রি) ২ সম্পর্ক-যুক্ত।

"পৃক্তস্তুষারৈর্গিরিনির্ঝরাণামনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধী।" (রঘু ২।১৩)

পৃক্তি (স্ত্রী) পৃচ-ভাবে ক্তিন্। ১ সম্পর্ক। ২ স্পর্শ, পর্য্যায়—স্পৃষ্টি। (অমর)

পৃক্থ (ক্লী) রিক্থ, ধন, সম্পত্তি।

পৃক্ষ (পুং) অন্ন, হবির্লক্ষণান্ন। "পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ" (ঋক্ ৩।৭।১০) 'পৃক্ষপ্রযজঃ পৃক্ষাণি হবির্লক্ষণান্যন্নানি প্রকর্ষেণ যষ্টুং প্রক্রমতে' (সায়ণ)

পৃক্ষস্ (পুং) পৃচ-বাহু° অসি-সুট্চ। অন্ন। (নিঘণ্টু)

"রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা" (ঋক্ ১।৪৭।৬) 'পৃক্ষোঽন্নং'। (সায়ণ)

পৃক্ষে (অব্য) সংপর্চনীয় বিষয়ে, বীর্য্যদ্বারা যুদ্ধ করিয়া প্রাপ্তব্য বিষয়ে। "বৃজনে পৃক্ষ আণৌ" (ঋক্ ১।৬৩।৩)

'পৃক্ষে সংপর্চনীয়ে বীর্য্যৈর্যোদ্ধুং প্রাপ্তব্যে' (সায়ণ)

২ সংগ্রাম। (নিঘণ্টু)

পৃক্ষযাম (ত্রি) অন্ন-নিযমন স্তোত্র বা যজ্ঞ। "শতা পৃক্ষযামেষু পজ্রে" (ঋক্ ১।১২২।৭) 'পৃক্ষযামেষু পৃক্ষাণামন্নানাং নিযমনং যেষু স্তোত্রেষু যজ্ঞেষু বা' (সায়ণ)

পৃক্ষুধ্ (স্ত্রী) প্র-ক্ষুধ্-ক্বিপ্, বেদে প্রশব্দস্য সম্প্রসারণং। প্রকৃষ্টক্ষুধা। "পর্য্যা-পৃক্ষুধো বীরুধো" (ঋক্ ১।১৪১।৪) 'পৃক্ষুধঃ প্রকর্ষেণ বুভুক্ষিতা ভোক্তুমিষ্যমানা' (সায়ণ)

পৃঙ, সংযমন। সম্পর্ক। সংযমনার্থে সক° সম্পর্কার্থে অক° চুরাদি, উভয়প° পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সেট্। লট্ পর্চয়তি-তে। লোট্ পর্চয়তু-তাং। লিট্-পর্চয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপীপৃচৎ-ত, অপপর্চৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে লট্-পর্চতি। লুঙ্ অপর্চীৎ।

পৃচ্, সম্পর্ক। অদাদি, আত্মনে°, অক°, সেট্। লট্ পৃক্তে। লোট্ পৃক্তাং। লিট্ পপৃচে। লুঙ্ অপর্চিষ্ট।

পৃচ্, সম্পর্ক। রুধাদিগণীয়, পরস্মৈ°, সক° সেট্। লট্ পৃণক্তি, পৃঙ্ক্তঃ, পৃঞ্চন্তি। লোট্ হি পৃঙ্গ্ধি। লঙ্ অপৃণক্, অপৃঙ্ক্তাং, অপৃঞ্চন্। লিট্ পপর্চ। লুট্ পর্চিতা। লৃট্ পর্চিষ্যতি।

লুঙ্ অপর্চীৎ, অপর্চিষ্টাং। সন্ পিপর্চিষতি। যঙ্ পরীপৃচ্যতে। ভাববাচ্যে পৃচ্যতে। অপর্চি। কৃদন্ত-পর্চনীয়। পর্চন, পর্ক, পর্কী, পর্চিতা, পৃক্ত, পর্চিতুং, পর্চিতব্য, পর্চিত্বা, পর্ক্য, পৃক্বৎ, পর্চিষ্যৎ। পৃচ্।

পৃচ্ছক (ত্রি) ১ জিজ্ঞাসাকারী। (পুং) ২ অনুসন্ধিৎসু।

পৃচ্ছা (স্ত্রী) প্রচ্ছ-জিজ্ঞাসায়াং-অ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) প্রশ্ন।

"ইহ কিমুষসি পৃচ্ছাশংসিকিংশব্দরূপ-
প্রতিনিয়মিতবাচা বায়সেনৈষ পৃষ্টঃ॥" (নৈষধ ১১৷৬০)

পৃচ্ছ্য (ত্রি) পৃচ্ছ, বাহুলকাৎ কর্ম্মণি-ক্যপ্, সম্প্রসারণং। জিজ্ঞাস্য।

পৃজ, সম্পর্ক। অদাদি, আত্মনে, অক° সেট্। লট্ পৃক্তে। লোট্ পৃক্তাং। লুঙ্-অপর্জিষ্ট।

পৃড়, হর্ষ। তুদাদি, পরস্মৈ°, সক° সেট্। লট্ পৃড়তি। লোট পৃড়তু। লুঙ্ অপর্ড়িষ্ট।

পৃণ, তর্পণ। তুদাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ পৃণতি। লোট্ পৃণতু। লিট্ পপর্ণ। লুঙ্ অপর্ণীৎ।

পৃৎ (স্ত্রী) পৃ-পালনে ক্বিপ্, তুক্ চ। ১ সেনা। ২ সংগ্রাম। "পৃৎস্বভাবধো ভবতঃ" (ঋক্ ২।২৭।১৫) 'পৃৎসু পৃতনাসু সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

পৃতনা (স্ত্রী) প্রিয়ন্তে ইতি পৃঙ্ ব্যায়ামে বাহুলকাৎ তনন্, গুণাভাবশ্চ। ১ সেনা, সেনাভেদ। (মেদিনী) ২ বাহিনীত্রয়।
"ত্রয়ো গুল্মা গণোনাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ।
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ॥" (ভারত ১।২।২১)

অমর ও ভরত লিখিয়াছেন ২৪৩ গজ, ২৪৩ রথ, ৭২৯ অশ্ব এবং ১২১৫ পদাতি মিলিত ২৪৩০ এই সমুদায় পৃতনা শব্দবাচ্য।

ব্যাপ্রিয়ন্তেঽত্র যোদ্ধারঃ ইতি তনন্। ৩ সংগ্রাম। "শ্রবস্য বো ন পৃতনাসু যেতিরে" (ঋক্ ১।৮৫।৮) 'পৃতনাসু সংগ্রামেষু' (সায়ণ) ৪ মনুষ্য। (নিঘণ্টু)

পৃতনাজ (ত্রি) সেনাজেতা। "ন পৃতনাজো অত্যাঃ" (ঋক্ ৯।৮৭।৫) 'পৃতনাজঃ সেনাজেতারঃ' (সায়ণ)

পৃতনাজিৎ (ত্রি) ১ সেনাজিৎ। (পুং) ২ একাহভেদ।

পৃতনাজ্য (ক্লী) সংগ্রাম। "পৃতনানামজনাৎ পৃতনাজ্যং জয়নাম্বা" (নিরুক্ত ৯।২৪)

পৃতনানী (স্ত্রী) সেনানী, সেনাপতি।

পৃতনাপতি (পুং) সেনাপতি।

পৃতনাসাহ্ (পুং) পৃতনাং সহতে সহ-ণ্বি। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

এই সাহ্ শব্দের ষাড়্ রূপ হইলে ষত্ব হইবে। অন্যত্র হইবে না। যথা—পৃতনাষাট্, 'পৃতনাসাহং' এইস্থলে ষাড় রূপ না হওয়ায় ষত্ব হইল না।

পৃতনাসাহ্য (ক্লী) পরকীয় সেনাভিভব। "শবসে পৃতনাসাহ্যায় চ (ঋক্ ৩।৩৭।১) 'পৃতনাসাহ্যায় পরকীয়সেনাভিভবায়। সহ মর্ষণ ইত্যস্মাদ্ভাবে শকি সহোশ্চেতি যৎ। সংহিতায়াং সহেঃ পৃতনর্তাভ্যাঞ্চ (পা ৮।৩।১০৯) ইতি ষত্বং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ' (সায়ণ)

পৃতনাহব (পুং) পৃতনাসু হবঃ, হ্বেঞো ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্, সম্প্রসারণঞ্চ। সংগ্রামে রক্ষার্থ আহ্বান। "প্রচর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু" (ঋক্ ১।১০৯।৬) 'পৃতনাহবেষু পৃতনাসু সংগ্রামেষু রক্ষার্থমাহ্বানেষু' (সায়ণ)

পৃতন্যা (স্ত্রী) সেনা। "তাং দেবধানীং স বরূথিনীপতিবহিঃসমন্তাদ্রুরুধে পৃতন্যয়া।" (ভাগ° ৮।১৫।২৩)
'পৃতন্যয়া সেনয়া' (স্বামী)

পৃতন্যু (ত্রি) যুদ্ধেচ্ছু, যুদ্ধাভিলাষী। "রুণুতাং যে পৃতন্যবঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫১) 'পৃতন্যবঃ যুদ্ধেচ্ছবঃ, পৃতনাং সেনাং যুদ্ধং বা ইচ্ছন্তি পৃতন্যন্তি 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্, পৃতনায়াষ্টিলোপঃ তত উপ্রত্যয়ঃ' (বেদদীপ°) (ঋক্ ১।৩৩।১২)

পৃৎসুতি (স্ত্রী) সেনা। "তিষ্ঠেম পৃৎসুতী রসুমন্তাং" (ঋক্ ১।১১০।৭) 'পৃৎসুতীঃ সেনাঃ' (সায়ণ)

পৃৎসুধ (পুং) পৃৎসু ধীয়তে ধা-কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক। সংগ্রাম।

পৃথ, প্রক্ষেপ। চুরাদি, উভয়°, সক°, সেট্। লট্ পার্থয়তি-তে। লোট্ পার্থয়তু-তাং। লুঙ্ অপীপৃথৎ-ত।

পৃথক্ (অব্য) প্রথয়তীতি প্রথ-বিক্ষেপে (প্রথঃ কিৎ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।১৩৬) ইতি অজি কিৎ-সম্প্রসারণঞ্চ। ভিন্ন, পর্য্যায়—বিনা, অন্তরেণ, ঋতে, হিরুক্, নানা, বর্জ্জন।

"তেষামেতৈঃ সিতৈঃ শাস্ত্রৈর্হুর্বিলপতাং স্বচঃ।
পৃথক্ কুর্ব্বন্তি বৈ যাম্যাঃ শরীরাদতিদারুণাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৪।৬৬)

২ ইতর নীচ।

পৃথক্করণ (ক্লী) ভিন্নকরণ, সম্মিলিত বস্তুর ভিন্নকরণ।

পৃথক্কার্য্য (ক্লী) ভিন্ন কার্য্য, ভিন্নকর্ম্ম। "তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্ কার্য্যাণি চৈব হি।" (মনু ৭।১২০)

থক্‌ক্রিয়া (স্ত্রী) পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া, ভিন্নকর্ম্ম, পৃথক্‌কার্য্য।
"পৃথগ্‌বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্‌ক্রিয়া।" (মনু ৯।১১১)

পৃথক্ক্ষেত্র (পুং) পৃথক্ ভিন্নং ক্ষেত্রং উৎপত্তিস্থানং যস্য। এক পিতার ঔরসে বিভিন্ন মাতার উদরে জাত সন্তান।

পৃথক্ত্ব (ক্লী) পৃথগিত্যস্য ভাবঃ পৃথক্-ভাবে ত্ব। বৈশেষিকোক্ত পৃথক্ত্ব-বুদ্ধি-সম্পাদক গুণবিশেষ। ইহা চতুর্বিংশতিগুণের অন্তর্গত সপ্তমগুণ। পৃথক্‌প্রত্যয়ের অসাধারণ-কারণত্ব। সংখ্যাবিশিষ্ট দ্রব্যের পৃথক্ প্রত্যয়ের কারণই পৃথক্ত্ব, এই বস্তু এই বস্তু হইতে পৃথক্, এই অসাধারণ প্রত্যয় কারণই পৃথক্ত্ব।

"সংখ্যাবচ্চ পৃথক্ত্বং স্যাৎ পৃথক্‌প্রত্যয়কারণং।
অন্যোন্যাভাবতো নাস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে॥
অস্মাৎ পৃথগিয়মিতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা॥" (ভাষাপরি°)

পৃথকৃত্বচ্ (স্ত্রী) পৃথক্ ত্বগ্ যস্যাঃ টাপ্। মূর্ব্বা। [মূর্ব্বা দেখ।]

পৃথক্কৃচ্ছদ (পুং) অক্ষোটবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পৃথক্পর্ণী (স্ত্রী) পৃথক্ পর্ণানি যস্যাঃ (পাককর্ণপর্ণপুষ্প-ফলেতি। পা ৪।১।৬৪) ইতি ঙীষ্। ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ, চলিত চাকুলিয়া, চাকুল্যা। পর্য্যায়—পৃশ্নিপর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিবল্লিকা।
"পৃথক্পর্ণ্যাত্মগুপ্তা চ হরিদ্রে মালতী সিতা।
কাকোল্যাদিশ্চ যোজ্যঃ স্যাৎ প্রশস্তো রোপণে ঘৃতে॥"
(সুশ্রুত ১।৩৬) [পৃশ্নিপর্ণী দেখ।]

পৃথগাত্মতা (স্ত্রী) পৃথক্ আত্মা স্বরূপং যস্য, তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বিবেক, বিরক্ততা, বিরাগ। ২ ভেদ। ৩ বিশেষ।

পৃথগাত্মিকা (স্ত্রী) পৃথক্ আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ, কাপি অত ইত্বং। ব্যক্তি। 'জাতির্জাতঞ্চ সামান্যং ব্যক্তিস্তু পৃথগাত্মিকা।' (অমর)

পৃথগ্জন (পুং) পৃথক্ সজ্জনেভ্যো বিভিন্নো জনঃ। ১ মূর্খ। ২ নীচ ব্যক্তি। ৩ পামর। (অমর)
"যৎ কিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্জনম্॥" (মনু ৭।১৩৭)
৪ পাপী। (শব্দর°) ৫ ভিন্নলোক।

পৃথগ্বিধ (ত্রি) পৃথক্ ভিন্না বিধা যস্য। নানারূপ। (অমর)

পৃথগ্বীজ (পুং) পৃথক্ বিভিন্নানি বীজানি যস্য। ভল্লাতকবৃক্ষ।

পৃথগ্ভাব (পুং) পৃথক্ত্ব।

পৃথগ্ভূত (ত্রি) স্বতন্ত্রীকৃত, যাহা পৃথক্ হইয়াছে।

পৃথবান (পুং) পৃথিবী। "প্রতদ্দুঃশীমে পৃথবানে" (ঋক্ ১০।৯৩।১৪) 'পৃথিবানঃ পৃথিঃ।' (সায়ণ)

পৃথবী (স্ত্রী) প্রথতে বিস্তারমেতীতি প্রথ-ষিবন্ সম্প্রসারণঞ্চ (প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।১৫০) ততো ঙীষ্। পৃথিবী।
'পৃথবী পৃথিবী পৃথ্বী ধরা সর্ব্বংসহা রসা।'
(ভরতধৃত বাচস্পতি)

পৃথা (স্ত্রী) কুন্তিভোজ-কন্যা কুন্তী। পাণ্ডুরাজার পত্নী। ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—মহারাজ দেবমীঢ়ের তনয় শূর। এই শূর হইতে মারিষার গর্ভে বসুদেবাদি দশটী তনয় এবং পৃথা প্রভৃতি পাঁচটী কন্যা হয়। রাজা শূর আপনার সখা কুন্তিভোজকে অনপত্য দেখিয়া পৃথাকে দত্তকপুত্রীস্বরূপে প্রদান করেন। পৃথা বাল্যকালে দুর্ব্বাসা মুনিকে পরিচর্য্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবাহ্বানবিদ্যা প্রাপ্ত হন। কুন্তী কুমারী অবস্থায় একদিন ঐ মন্ত্রপরীক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যদেবকে আহ্বান করেন। সূর্য্য মন্ত্রবলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলে কুন্তীর অতিশয় বিস্ময় হয়। তখন কুন্তী করজোড়ে কহিলেন,—আমি পরীক্ষার্থ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলাম, আপনা দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। তখন সূর্য্য কহিলেন, দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না, আমি তোমার গর্ভাধান করিব। যদি কন্যা বলিয়া সঙ্কোচ কর, তাহা হইলে যাহাতে তোমার যোনি দুষ্ট না হয়, তাহা করিব। সূর্য্য এইরূপ কহিয়া কুন্তীর গর্ভাধান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। কুন্তীরও তৎক্ষণাৎ একপুত্র হয়। কুন্তী লোকভয়ে ভীত হইয়া ঐ পুত্রকে নদীজলে পরিত্যাগ করেন। পরে পাণ্ডুর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই দেবাহ্বান-মন্ত্রবলে কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিন পুত্র লাভ করেন। (ভাগ° ৯।২৪ অঃ) [কুন্তী দেখ।]

পৃথাজ (পুং) পৃথায়াং জায়তে জন-ড। ১ যুধিষ্ঠিরাদি কুন্তীপুত্র। ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (রাজনি°)

পৃথাপতি (পুং) পৃথায়াঃ পতিঃ। পাণ্ডুরাজ। (ত্রিকা°)

পৃথিকা (স্ত্রী) প্রথ-ঘঞর্থে ক, স্বার্থে ক, অত ইত্বং। শতপদী।

পৃথিন্ (পুং) প্রথ-বাহুলকাৎ কিন্ সম্প্রসারণঞ্চ। বেণপুত্র পৃথুনামক নৃপ। "পৃথী হ বৈ বৈন্যো মনুষ্যাণাং প্রথমোঽভিষিষেচে।" (শত° ব্রা° ৫।৩।৫।৪)

পৃথিবী (স্ত্রী) প্রথতে বিস্তারং গচ্ছতীতি প্রথ-ষিবন্, সম্প্রসারণঞ্চ, (প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।১৫০) ততো ঙীষ্। মর্ত্ত্যাদির অধিষ্ঠানভূত। মর্ত্ত্য প্রভৃতি যাবতীয়ের আধার স্বরূপ। ইহার পর্য্যায়,—ভূ, ভূমি, অচলা, অনন্তা, রসা, বিশ্বম্ভরা, ধরা, স্থিরা, ধরিত্রী, ধরণী, জ্যা, ক্ষৌণী, ক্ষিতি, কাশ্যপী, বসুমতী, সর্ব্বংসহা, বসুধা, উর্ব্বী, বসুন্ধরা, গোত্রা, কু, পৃথ্বী, অবনি, মেদিনী, মহী, ভুব, ভূমী, ধরণি, ক্ষোণি, ক্ষোণী, ক্ষৌণি, ক্ষমা, অবনী, মহি, রত্নগর্ভা, সাগরাম্বরা, অব্ধিমেখলা, ভূতধাত্রী, রত্নাবতী, দেহিনী, পারা, বিপুলা, মধ্যমলোকবর্ত্মা, ধরণীধরা, ধারণী, মহাকান্তা, জগদ্বহা, গন্ধবতী, খণ্ডনী, গিরিকর্ণিকা, ধারয়িত্রী, ধাত্রী, সাগরমেখলা, সহা, অচলকীলা, গো, অব্ধিদ্বীপা, স্থিরা, ইড়া, ইড়িকা, ইলা, ইলিকা, উদধিবস্ত্রা, ইরা, আদিমা, ঈলা, বরা, উর্ব্বরা, আদ্যা, জগতী, পৃথু, ভুবনমাতা, নিশ্চলা, বীজপ্রসূ, শ্যামা, ক্রোড়কান্তা, খগবতী, অদিতি, পৃথবী। (শব্দার্ণব)

ইহার বৈদিক পর্য্যায়,—গো, গ্মা, জ্মা, ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষামা, ক্ষোণী, ক্ষিতি, অবনি, উর্ব্বী, পৃথ্বী, মহী, রিপ, অদিতি, ইলা, নির্ঋতি, ভূ, ভূমি, পূষা, গাতু, গোত্রা। (বেদনিঘণ্টু ১ অঃ)

বেদে পৃথিবীশব্দ পক্ষান্তরে অন্তরীক্ষ নামেও উক্ত হইয়াছে।
"স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং" (ঋক্ ১০।১২১।১) 'যদ্বা পৃথিবীত্যন্তরিক্ষ নাম' (সায়ণ)

শ্রুতি ও স্মৃতির মত।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতিতে লিখিত আছে,—"আকাশাৎ বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতোৎপদ্যতে" (শ্রুতি) এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এক সময়ে আকাশ বা বাষ্প সমস্ত জগন্মণ্ডলে ব্যাপ্ত ছিল। পরে প্রত্যেক বাষ্পকণার পরস্পর আকর্ষণে ও সংঘাতে অণু পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। জৈনদর্শনে লিখিত আছে—"অণ্বাদীনাং সংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যন্তে। তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্টশক্তিরেবাদ্যসংযোগে কারণভাবমাপদ্যতে।" অণুদিগের পরস্পর সংঘাতে দ্বি-অণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গে বিস্তৃতিলাভ করে। ক্রমে জগদ্ব্যাপকত্ব ও ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত আকৃষ্ট-শক্তিই আদ্যসংযোগে কারণতা * পাইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা একটী জগদ্ব্যাপী আণবিক আকর্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনীভূত অণুমণ্ডলীর আকর্ষণাধিক্যে দূরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর অণুগুলির গতিতে বায়ুই পরে দ্রুতগমন ও সংঘর্ষণহেতু অগ্নি, অগ্ন্যুত্তাপ ঘনীভূত হইয়া শীতল হইবার কালে জল এবং সেই জল হইতেই পৃথিবীর অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদসংহিতায় (১।৫৯।২) অগ্নিই পৃথিবীর নাভি ও জ্যোতীরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

"মূর্দ্ধাদিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্য্যায়॥"

ভাষ্য—'অয়মগ্নির্দিবো দ্যুলোকস্য মূর্দ্ধা শিরোবৎ প্রধানভূতো ভবতি। পৃথিব্যা ভূমেশ্চ নাভিঃ সংনাহকঃ রক্ষক ইত্যর্থঃ। অথানন্তরং রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোরয়মরতিরধিপতিরভবৎ। হে বৈশ্বানর তং তাদৃশং দেবং দানাদিগুণযুক্তং ত্বা ত্বাং দেবাসঃ সর্ব্বেদেবা আর্য্যায় বিদুষে মনবে যজমানায় বা জ্যোতিরিৎ জ্যোতীরূপমেবাজনয়ন্ত উদপাদয়ন্।' সায়ণভাষ্যের এইরূপ অর্থে প্রতিপত্তি হয় যে, তেজরূপ অগ্নিই স্বর্গাদি সৃষ্ট লোকের প্রধান এবং সেই জ্যোতীরূপী বৈশ্বানর যে পৃথিবীরক্ষক সূর্য্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সূর্য্যের আকর্ষণে ও উত্তপ্ত রশ্মিতে পৃথিবীর রক্ষণ এই পৌরাণিক উপপত্তি ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ ধ্রুবসত্যটী বৈদিক মতেও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বাজসনেয়-সংহিতায়ও "রুদ্রাঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং বৃহজ্জ্যোতিঃ সমীধিরে। তেষাং ভানুরজস্র ইচ্ছুক্রো দেবেষু রোচতে॥" (শুক্লযজু ১১।৫৪) এতদ্ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন, 'যে রুদ্রাঃ পৃথিবীং পার্থিবং পিণ্ডং সংসৃজ্য শর্করায়োরসাশ্মচূর্ণৈঃ সংযোজ্য বৃহজ্জ্যোতিঃ প্রৌঢ়মগ্নিং সমীধিরে সম্যক্ দীপিতবন্তঃ। তেষাং রুদ্রাণাং শুক্রঃ শুদ্ধো দেদীপ্যমানোঽজস্রঃ অনুপক্ষীণ ইব দেবেষু মধ্যে ভানুঃ দীপ্তিঃ রোচতে প্রকাশতে ইৎ এবার্থঃ॥'

রুদ্রগণ সূক্ষ্মসিকতালোহকিট্ট ও পাষাণচূর্ণ মিলাইয়া পিণ্ডাকারে পার্থিব পৃথিবী সৃষ্ট করিয়া বৃহজ্জ্যোতি প্রাপ্ত হইলেন। তৎফলে রুদ্রগণের দেদীপ্যমান দীপ্তি দেবগণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিণ্ডাকার পার্থিব জগৎ গোল এবং স্থূলভূত এই লৌহকীট্ট পাষাণচূর্ণাদি পদার্থ পাঞ্চভৌতিক বিকৃতিমাত্র, গন্ধতন্মাত্রে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর উৎপাদক হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণের "ইয়ং বৈ পৃথিবী ভূতস্য প্রথমজা" (শত° ব্রা° ১৪।১।২।১০) প্রভৃতি প্রয়োগে পৃথিবীর ভূতোৎপত্তির কথা প্রকটিত হইতেছে।

ভগবান্ মনু জগতের উৎপত্তি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও কোন মতপার্থক্য লক্ষিত হয় না। তন্মতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল, তদবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত বা লক্ষণদ্বারা অনুভূত হইবার নহে, তৎকালে ইহা জ্ঞান ও তর্কের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিদ্রিত ছিল। পরে স্বয়ম্ভূ ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্বসংসারকে প্রকটিত করিলেন এবং ক্রমে তিনিই সেই তমোবস্থার ধ্বংসরূপে ব্যক্ত হইয়াছিলেন। মনোমাত্রগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম অব্যক্ত সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষই শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হন। বিবিধ প্রজাসৃষ্টিমানসে তিনি নিজ শরীর হইতে ধ্যানযোগে প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। পরে ঐ জলে নিজ শক্তিবীজ মিলাইয়া সুবর্ণবর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট একটী অণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তদনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মরূপে তিনি স্বয়ং ঐ অণ্ড মধ্যে জন্ম লইলেন। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রসূত বলিয়া অপত্যপ্রত্যয়ে জলকে নারা এবং নারা ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার প্রথম আশ্রয়ভূত হওয়ায় ব্রহ্মের নারায়ণ নাম হইয়াছে। তিনি আদিকারণ, অব্যক্ত, নিত্য ও সদসদাত্মক, তৎকর্তৃক উৎপাদিত ঐ প্রথম পুরুষকেও লোকে ব্রহ্মা বলে। ভগবান্ ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মমানের সংবৎসরকাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

* মহর্ষি বাদরায়ণ জগৎকারণকেই ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"জগৎকারণত্বং ব্রহ্মলক্ষণং, অতএব ব্রহ্মমীমাংসায়াং অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রানন্তরং ব্রহ্মলক্ষণকথনায় জন্মাদ্যস্য যত ইতি দ্বিতীয়সূত্রং ভগবান্ বাদরায়ণঃ প্রণিনায় অস্য জগতো যতোজন্মাদি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়মিতি সূত্রার্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাস্য তদ্ব্রহ্মেতি সব প্রাধান্যেন জগদুৎপত্তিস্থিতিলয় নিমিত্তোপাদানব্রহ্ম প্রতিপাদনম্।" (মনুটীকায় কুল্লূক)।

ইহার ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি, মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ ও শাশ্বত সমুদ্র সকল সৃষ্ট হইল। আত্মানুভব হইতে ব্রহ্মা মনের উদ্ধার করেন। মনস্করণের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর বিষয়গ্রহণাত্মক ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি। অনন্তকার্য্যাত্মক অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রে আত্ম-যোজনায় দেবমনুষ্যাদি জীবের উদ্ভব। মূর্ত্তিসম্পাদক এই ছয়টী সূক্ষ্মতম অবয়ব পঞ্চভূতাদিকে আশ্রয় করে বলিয়া সেই আশ্রয়স্থান শরীর নামে উক্ত হইয়া থাকে। আকাশাদি মহাভূত সকলও শরীরকে আশ্রয় করে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী দৈবশক্তির সূক্ষ্মমাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—অবিনাশীকারণ হইতে এইরূপ অস্থির কার্য্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশাদি ভূত সকলের মধ্যে প্রথম ভিন্ন প্রত্যেকে স্ব স্ব গুণাতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ গ্রহণ করে। আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণ। অতঃপর সূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলতর দৃশ্যমান পদার্থাদির উদ্ভব। সেই পরমদেব (ব্রহ্ম) যখন জাগারিত থাকেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তৎকালে চেষ্টিত থাকে। সেই শান্তাত্মা সুষুপ্তি লাভ করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নিমীলিত হইয়া যায় এবং বিশ্বসংসারে মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্মরাত্রের অবসানে প্রসুপ্তাবস্থা হইতে উত্থিত ও প্রতিবুদ্ধ হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মদেব সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টিকামনায় প্রেরিত মন বা মহত্তত্ত্ব হইতে প্রথমে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের উৎপত্তি ও আকাশের বিকৃতি হইতে বলবান্ সর্ব্বগন্ধবহ স্পর্শগুণাত্মক পবিত্র বায়ু উৎপন্ন হইল। বায়ুর বিকৃতি হইতে তমোনাশক ও সকল বস্তুর প্রকাশক দীপ্তিমান্ তেজঃ (রূপ) সমুদ্ভূত হইলেন। তেজঃ বিকৃত হইয়াই জলে (রসে) পরিণত হইল, পরে কালক্রমে জল হইতেই গন্ধগুণসম্পন্না পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রথমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি এইরূপে গোচরীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য মন্বন্তর এবং লক্ষ লক্ষবার বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইয়াছে। (মনু ১।৮০ শ্লোক)

ব্রহ্মাণ্ডাদি বিভিন্ন পুরাণেও নিখিল বিশ্বের তমোময়ত্ব ও অনাদি অনন্তপরিব্যাপ্তত্ব কল্পিত হইয়াছে। এই তমোময় বিশ্বে গুণসাম্য উপস্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত-প্রধান-প্রকৃতির সৃষ্টিকাল আরম্ভ হইল এবং সর্ব্বপ্রথমেই সূক্ষ্ম ও মহদ্‌গুণসংযুক্ত অব্যক্ত সমাবৃত মহত্তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হইল। সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত সেই মহত্তত্ত্বকেই সত্ত্বগুণপ্রকাশক মন কহে। এই মনই কারণ নামে অভিহিত। তত্ত্ববিদ্‌গণ মহত্তত্ত্বকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় তাঁহার বৃত্তি, লোকতত্ত্বার্থের হেতুস্বরূপ ধর্ম্মাদি তাঁহার রূপ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তাঁহার গুণ। মহত্তত্ত্ব গুণত্রয়বিশিষ্ট হইলেও রজোগুণের আধিক্যবশতঃ তাহা হইতে মহৎপরিবৃত ও ভূতাদি-বিকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য থাকায়, তমোগুণাক্রান্ত ভূতসমূহের আদিকারণস্বরূপ ভূততন্মাত্র উৎপত্তি লাভ করে। ঐ ভূততন্মাত্র হইতে শব্দতন্মাত্র ও সচ্ছিদ্র আকাশের উৎপত্তি। বিকারজনক ভূতাদি হইতে শব্দতন্মাত্র ভূতাদি কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার আবরিত হওয়ায় তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র ও স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু উৎপন্ন হইল। শব্দতন্মাত্র ও আকাশের আবরণে স্পর্শতন্মাত্র হইতে রূপতন্মাত্র ও তেজের উৎপত্তি হয়। রূপতন্মাত্রের আবরণে রসতন্মাত্র ও জল, রসতন্মাত্রের আবরণে গন্ধতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র রসতন্মাত্র কর্ত্তৃক আবরিত হইলে গন্ধগুণযুক্ত ক্ষিতির আবির্ভাব হইয়াছিল *। এইরূপে গন্ধতন্মাত্র শব্দস্পর্শ, রূপ ও রস কর্ত্তৃক সমাবিষ্ট হওয়ায় শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পঞ্চগুণ পৃথিবীর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র স্থূলভূতেরই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ভূতসমূহ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় গুণযুক্ত বলিয়া বিশেষ নামে পরিচিত। ইহারা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের ধারণকর্ত্তা হইয়া থাকে। লোকালোকাচল-পরিবৃত এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই ভূমির অন্তর্ভূত। মহদাদি বিশেষান্ত সপ্ত পদার্থ পরস্পরে সংমিশ্রিত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রাপ্ত হয়, সেই অব্যক্তের অনুগ্রহে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। বিশেষ পদার্থসমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত অণ্ড ব্রহ্মকার্য্য-কলাপের কারণস্বরূপ। সেই প্রাকৃত অণ্ড বিবৃদ্ধ হইলেই ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা প্রথমশরীরী হিরণ্যগর্ভ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীবাত্মাসমূহের সৃষ্টি করেন। স্বর্ণময় সুমেরুপর্ব্বতই হিরণ্য-গর্ভের গর্ভ, সমুদ্র তাঁহার গর্ভোদক ও পর্ব্বতগণ তাঁহার জরায়ু। সপ্তসমুদ্র, সুমহৎ পর্ব্বতসমূহ ও শতসহস্রনদীপরি-বেষ্টিত-সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, চরাচর সমুদায় বিশ্ব এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় লোকালোকসমূহ এই অণ্ডেরই অন্তর্ভূত। অণ্ডের বহির্ভাগও দশগুণ জলদ্বারা পরিবেষ্টিত, তদুপরে দশগুণ তেজ, তেজোপরি দশগুণ বায়, বায়ু দশ গুণ আকাশ দ্বারা ও আকাশ ভূতগণ দ্বারা আচ্ছাদিত।

ভূতগণ মহৎপরিবৃত এবং মহান্ অব্যক্তের দ্বারা আবৃত; এইরূপে অষ্ট প্রকৃতিই পরস্পর পরস্পরের আবরণ হইয়া অণ্ডের আবরক হইয়াছে। বিকারিসমূহে বিকারের আধারাধেয়ভাবে

* সাংখ্যকার কপিলও এই মতের প্রচার করিয়াছেন—
"তত্র পৃথিবী ধারণভাবেন প্রবর্ত্তমানা চতুর্ণামুপকারং করোতি। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবতী পঞ্চগুণা পৃথিবী।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ: ১৫।১৬)

অষ্ট প্রকৃতিই পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি ও প্রলয়কালে লয় করিয়া থাকে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° প্রক্রিয়াপাদ ৪র্থ অঃ। ২৩-৮০ শ্লো°)

এতদ্দারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রকার মনু ও পুরাণকারগণ বৈজ্ঞানিক সত্যের পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন। হয় তাঁহারা যোগবলে এই সমস্ত সত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, না হয় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাপ্রসূত এই সমস্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট ঈশ্বর বা স্রষ্টার একত্বকল্পনা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাই এই সত্যসমূহের মূল ঈশ্বরে সকলই আরোপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভূবিদ্‌গণ জগৎসৃষ্টির আদিতে যে তমোময়ত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আমাদের প্রাচীনতম আর্য্য ঋষিগণও সেই কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরশক্তির বিকাশে ভূততন্মাত্র হইতে আকাশাদির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের (Ether) বা বাষ্প।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যখন বাষ্পকেই জগদুৎপত্তির মূলীভূতকারণ ধরিয়া লইলেন, তখন আকাশোৎপত্তির ক্রিয়া কোথা হইতে হইল? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহত্তত্ত্ব সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণত্রয় অহঙ্কার ও ভূততন্মাত্র' কোন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কল্পনার ফল। যাহাদের সহযোগে আকাশের উৎপত্তি। পরে আকাশাদির বিকৃতি হইতে বায়বাদি রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, সমগ্র সৌরজগৎও পৃথিবী, আর এই মানবাকাশই পার্থিব পৃথিবী। আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ পরস্পর পৃথক্ ও বক্রভাবে ভ্রমণ করে। সূর্য্যগ্রহ হইতে সমুদায় নক্ষত্রমণ্ডলের উদ্ভব, বায়ুযুক্ত কিরণজালে জগতের জলাকর্ষণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নকালে রশ্মিদ্বয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, সুষুম্না নামক রশ্মিতে প্রতিদিন চন্দ্রালোকবর্দ্ধন প্রভৃতি অনেক কথার ঐক্য আছে, কিন্তু প্রভেদ এই, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর ভ্রমণশীলতা ও সূর্য্যের স্থায়িত্ব কল্পনা করিয়াছেন। ভাস্করচার্য্য প্রভৃতি একথা সমর্থন করিলেও লল্লাচার্য্য, ব্রহ্মগুপ্ত ও পুরাণকারগণ সূর্য্যের ভ্রমণত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার গ্রহগণকে বায়ুনির্ম্মিত অদৃশ্য রশ্মিদ্বারা ধ্রুবনক্ষত্রে নিবদ্ধ ও যথানির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রাম্যমাণ দেখাইয়াছেন এবং ধ্রুবপরিবেষ্টিত সূর্য্যও যে ভ্রমণশীল তাহাও লিখিয়াছেন।[২]

পৌরাণিক কল্পিত মত।

এই পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলিলেন, মহর্ষে! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই পৃথিবী মধুকৈটভের মেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই বিরুদ্ধমত তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে যখন সেই দুর্দ্ধর্ষ মধুকৈটভ অসুরদ্বয় বিষ্ণুর সহিত বহুসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার অদ্ভুতবীর্য্য ও যুদ্ধ দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছিল, তখন তাহারা বলিল, আচ্ছা আমরা মরিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু যেখানে পৃথিবী জলমগ্ন নয়, সেই স্থানেই আমাদিগকে বধ করুন্। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় পৃথিবী স্বয়ংই আসিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষে ব্যক্ত হইলেন। অতঃপর সেই অসুরদ্বয়ের বিনাশে তাঁহাদের শরীরজাত মেদোরাশি উৎপন্ন হইল। এই ঘটনায় যাঁহারা পৃথিবীর 'মেদিনী' এই নাম দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত এই যে, পূর্ব্বে পৃথিবী জল-প্রবাহে বিধৌত হওয়ায় কৃশ হইয়াছিলেন, পরে অসুরদ্বয়ের মেদোরাশিযোগে পরিপুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাকালে পুষ্করতীর্থে থাকিয়া আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের নিকট সর্ব্ববাদি-সম্মত যে বিবরণ শুনিয়াছি, তাহাও তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বহু পূর্ব্বকালে চিরজল-মগ্ন মহাবিরাট্ পুরুষের শরীরে অনেক দিন ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী মল জন্মিয়াছিল। কালক্রমে সেই মল তাঁহার প্রত্যেক রোম-কূপ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে পৃথিবীর জন্ম হয়। হে মুনে! পৃথিবী তাঁহার প্রত্যেক রোমকূপ মধ্যে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া পরে বারংবার জলের উপর আবির্ভূত হইতে লাগিলেন এবং কোন সময় বা জলমধ্যে তিরোভূত হইতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথ্বী সৃষ্টিকালে আবির্ভূত, স্থিতিকালে জলোপরি স্থিত, এবং প্রলয়কালে জলমধ্যগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বসুধা প্রত্যেক বিশ্বমধ্যে অবস্থান করিয়া শৈল, বন, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, হিমালয়, মেরু, গ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমুদায়ে পরিবৃত হইলেন। পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি করিয়া সমস্ত সুরলোক, সমুদায় পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য ভারতে শোভিত হইলেন। পৃথিবীর অধোভাগে সপ্তপাতাল ও ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মলোক অবস্থান করিতে লাগিল। এই প্রকারে পৃথিবীতে সমগ্র বিশ্ব নির্ম্মিত হইল। এই বিশ্বের সর্ব্বোচ্চভাগে গোলোক ও বৈকুণ্ঠধাম অবস্থিত। এই দুইটী ধাম নিত্য, ইহার কোন সময়ে ধ্বংস নাই। এতদ্ভিন্ন অন্য সমগ্র বিশ্বই কৃত্রিম ও নশ্বর। হে ব্রহ্মন্! প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হইলে যখন ব্রহ্মারও বিলয় হয়, তখন সৃষ্টিপ্রারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু আত্মদ্বারা মহাবিরাট্ পুরুষকে সৃষ্টি করেন। ঐ প্রলয় সময়ে ক্ষিত্যধিষ্ঠাত্রী দেবীও দিক্, আকাশ ও ঈশ্বর এই তিন নিত্য পদার্থের সহিত অবস্থান করেন। ইনি বরাহকল্পে সুর, মুনি, বিপ্র ও গন্ধর্ব্ব

(১) স্বীকার্য্য যে, এই সকল সম্বন্ধে অবশ্যই কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে; ইহার অর্থও ঐরূপ স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে (৫।৮৫।১) পৃথিবীই সূর্য্যের আস্তরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ ৪৪-৫৭ অধ্যায়।

প্রকৃতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরে বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রুতি-সম্মতা পত্নী হন্। ইহার পুত্র মঙ্গল ও পৌত্র ঘণ্টেশ ইত্যাদি।*

বসুধা কহিলেন—হে ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে বরাহরূপ ধারণ করিয়া লীলাক্রমেই এই স-চরাচর বিশ্বমণ্ডল সমগ্র ধারণ করিব। কিন্তু মুক্তা, শুক্তি, হরির অর্চ্চনা, শিবলিঙ্গ, শিলা, শঙ্খ, প্রদীপ, যন্ত্র, মাণিক্য, হীরক, মণি, জপমালা, যজ্ঞসূত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, পুষ্পমালা, কর্পূর, সুবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন ও শালগ্রাম-জল এই সমস্ত বস্তু আমি ধারণ করিতে পারিব না। কেন না, উক্ত দ্রব্যসমূহ বিনা-আধারে আমার উপর রাখিলে আমার বড়ই ক্লেশ হইয়া থাকে। ভগবান্ কহিলেন, হে সুন্দরি! যে মূঢ় ব্যক্তিরা তোমার উপর এই সকল দ্রব্য বিনা আধারে রক্ষা করিবে, তাহারা দিব্য-পরিমিত শতবর্ষ পর্য্যন্ত কালসূত্র নরকে বাস করিবে।

এই পৃথিবীর পূজা, মন্ত্র, ধ্যান, দান, স্তব ও খনন প্রভৃতির বিধিনিষেধ-বিবরণ বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে পৃথিব্যুপাখ্যান দ্রষ্টব্য।]

উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে, মন্ত্র, মঙ্গলকুম্ভ, শিবলিঙ্গ, কুঙ্কুম, মধুকাষ্ঠ, চন্দন, কস্তুরী, তীর্থমৃত্তিকা, খড়্গ, গণ্ডকখড়্গ, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, সূর্য্যকান্তমণি, রুদ্রাক্ষ, কুশমূল, নির্ম্মাল্য ও হরিদ্বর্ণ মণি প্রভৃতি পৃথিবীর উপর রাখিতে নাই। এই সকল দ্রব্য পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। যাহারা কৃষ্ণভক্তিহীন ও কৃষ্ণভক্তদিগকে নিন্দা করে, যাহারা স্বীয় ধর্ম্মাচারহীন ও নিত্যক্রিয়া করে না, যাহাদের বেদবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, যাহারা পিতা, মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র, ও পোষ্য-পরিজনদিগের প্রতিপালন করে না, যাহারা মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুর, এবং যে সকল লোক গুরু-নিন্দক, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, মিথ্যাসাক্ষিদাতা, বিশ্বাসঘাতী, ন্যাসহর, হরিনামবিক্রয়ী, জীবঘাতী, গুরুদ্রোহী, গ্রামযাজী, লোভী, শবদাহী ও শূদ্রগৃহভোজী হয়, পৃথিবী তাহাদের ভারে পীড়িত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন যাহারা পূজা, যজ্ঞ, উপবাস, ব্রত ও নিয়ম ইহার কিছুই করে না, এবং সর্ব্বদা গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও বৈষ্ণবদিগের দ্বেষ করে এবং যাহাদের মুখে হরিকথা বা অন্তরে হরিভক্তি নাই, তাহারা পাপিষ্ঠ। পৃথিবী তাহাদের ভারে ক্লান্ত হইয়া থাকেন। (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪ অঃ)

এই পৃথিবীতে গ্রামশস্যাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমাংশে পৃথুচরিতে লিখিত আছে,—পৃথিবীপতি সম্রাট্ পৃথুর রাজত্ব প্রারম্ভে প্রজাগণ দুর্ভিক্ষাদি নানা ক্লেশে পীড়িত হইয়া রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল, রাজন্! ধরিত্রী, অরাজক অবস্থায় সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছেন; সুতরাং অন্নাভাবে সমগ্র প্রজা দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে, এরূপ অবস্থায় বিধাতা আপনাকেই আমাদের প্রতিপালক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, অতএব হে প্রজানাথ! আমরা আপনার প্রজা, যাহাতে আমাদের জীবনরক্ষা হয়, তাদৃশ জীবনৌষধি আমাদিগকে প্রদান করুন। রাজা পৃথু প্রজাগণের

* "শ্রূয়তাং বসুধাজন্ম সর্ব্বমঙ্গলকারণম্।
বিঘ্ননিঘ্নকরং পাপনাশনং পুণ্যবর্দ্ধনম্॥
অহো কেচিদ্বদন্তীতি মধুকৈটভমেদসা।
বভূব বসুধাজন্ম তদ্বিরুদ্ধমতং শৃণু॥
ঊচতুস্তৌ পুরা বিষ্ণুং তুষ্টৌ যুদ্ধেন তেজসা।
আবাং বধ ন যত্রোর্ব্বী পাথসা সংবৃতেতি চ॥
তয়োর্জীবনকালেন প্রত্যক্ষা সাভবৎ স্ফুটম্।
ততো বভূব মেদশ্চ মরণস্যান্তরং তয়োঃ॥
মেদিনীতি চ বিখ্যাতেত্যুক্তা যৈস্তন্মতং শৃণু।
জলধৌতা কৃতা পূর্ব্বং বর্দ্ধিতা মেদসা যতঃ॥
কথয়ামি চ তজ্জন্ম সার্থকং সর্ব্বসম্মতম্।
পুরা শ্রুতং যৎ শ্রুত্যুক্তং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ পুষ্করে॥
মহাবিরাট্শরীরস্য জলস্থস্য চিরং স্ফুটম্।
মলো বভূব কালেন সর্ব্বাঙ্গব্যাপকো ধ্রুবম্॥
স চ প্রবিষ্টঃ সর্ব্বেষাং তল্লোম্নাং বিবরেষু চ।
কালেন মহতা তস্মাদ্বভূব বসুধা মুনে॥
প্রত্যেকং প্রতিলোম্নাঞ্চ কূপেষু সা স্থিরা স্থিতা।
আবির্ভূতা তিরোভূতা সা জলে চ পুনঃ পুনঃ॥
আবির্ভূতা সৃষ্টিকালে তজ্জলোপর্য্যবস্থিতা।
প্রলয়ে চ তিরোভূতা জলাভ্যন্তরবস্থিতা॥
প্রতিবিশ্বেষু বসুধা শৈলকাননসংযুতা।
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপমিতা সতী॥
হিমাদ্রিমেরুসংযুক্তা গ্রহচন্দ্রার্কসংযুতা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ সুরলোকৈস্তদালয়ে॥
পুণ্যতীর্থসমাযুক্তা পুণ্যভারতসংযুতা।
পাতালসপ্ত তদধস্তদূর্দ্ধে ব্রহ্মলোককঃ॥
এবং সর্ব্বাণি বিশ্বানি পৃথিব্যাং নির্ম্মিতানি চ।
ঊর্দ্ধ্বে গোলোকবৈকুণ্ঠৌ নিত্যৌ বিশ্বপরৌ চ তৌ॥
নশ্বরাণি চ বিশ্বানি সর্ব্বাণি কৃত্রিমাণি চ।
প্রলয়ে প্রাকৃতে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণশ্চ নিপাতনে॥
মহাবিরাড়াদিসৃষ্টৌ সৃষ্টঃ কৃষ্ণেণ চাত্মনা॥ (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৭ অঃ)
নিত্যৌ স্থিতৌ চ প্রলয়ে কাষ্ঠাকাশেশ্বরৈঃ সহ॥
ক্ষিত্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা বারাহে পূজিতা সুরৈঃ।
মুনিভির্ম্মনুভির্বিপ্রৈর্গন্ধর্ব্বাদিভিরেব চ॥
বিষ্ণোর্ব্বরাহরূপস্য পত্নী সা শ্রুতিসম্মতা।
তৎপুত্রো মঙ্গলো জ্ঞেয়ো ঘণ্টেশো মঙ্গলাত্মজঃ॥

কাতরোক্তি শুনিয়া বসুন্ধরার প্রতি কুপিত হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ-হস্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। এদিকে বসুন্ধরাও পৃথুরাজকে তদবস্থায় আসিতে দেখিয়া, ভয়ে গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও গিয়া সুস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থলেই পৃথুরাজকে শরাসনহস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বসুধাদেবী পৃথুরাজকে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু স্ত্রীহত্যা করা মহাপাপ, ইহা কি আপনি বিবেচনা করিতেছেন না। রাজা কহিলেন, যদি একজন দুষ্ট ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে বহুলোকের জীবনরক্ষা হয়, তবে সেরূপ হিংসায় তো পাপ হইবে না, বরং তাহাতে আমার পুণ্যই হইবে। বসুধা কহিলেন, হে প্রজানাথ! আপনি প্রজাগণের উপকারের জন্য যদি আমাকে বিনাশ করেন, তবে বলুন দেখি, আপনার প্রজাদিগের বাসস্থান কোথায় হইবে? রাজা কহিলেন, হে বসুধে! তুমি আমার শাসন গ্রাহ্য কর নাই, এজন্য তোমাকে বিনাশ করিয়া আমি স্বীয় যোগবলে প্রজাগণকে ধারণ করিব। রাজা এইরূপ বলিলে, পৃথিবী ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি আপনাকে জীর্ণ ওষধি সকল আবার দান করিতেছি; কিন্তু আপনি আমাকে একটী বৎস দান করুন ও সর্ব্বত্র সমতল করিয়া দিউন, তাহা হইলেই আমার ক্ষীর ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত হইবে। পৃথুরাজ পৃথিবীর অনুরোধে ধনুষ্কোটিদ্বারা বহুসংখ্যক পর্ব্বত সরাইয়া দিলেন এবং নতোন্নত ভূ-ভাগ সকল সমতল করাইয়া পৃথিবী যাহাতে প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে পারে, তাহা করিলেন। মহারাজ পৃথুর রাজত্বকাল হইতেই এই পৃথিবী নগর গ্রাম ও প্রশস্ত বণিক্‌পথ প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষি, গোরক্ষা ও শস্যাদি সেই সময় হইতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে আর ঐরূপ ছিল না। পৃথুরাজ প্রজাগণের হিতাভিলাষে স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয় হস্তে এই পৃথিবী হইতে শস্যাদি দোহন করিয়াছিলেন, এজন্য ভূমির পৃথিবী এই নাম হয়।

নৈয়ায়িকদিগের মত।

ন্যায়মতে এই পৃথিবী গুরু ও রসযুক্ত। ইহাতে রূপ, নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ও প্রত্যক্ষযোগিতা বিদ্যমান আছে। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ, এই চতুর্দ্দশটী ইহার গুণ। গন্ধ দুইপ্রকার,—সৌরভ ও অসৌরভ, এই দ্বিবিধ গন্ধেরই হেতু পৃথিবী, অর্থাৎ যেখানে গন্ধ আছে তথায় ক্ষিত্যংশ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার রূপ ও ষড়্‌বিধ রস বিদ্যমান। ইহার স্পর্শ—অনুষ্ণ, অশীত ও পাকজ।

পৃথিবী দুইপ্রকার, নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী নিত্য এবং অবয়বশালিনী পৃথিবী অনিত্য। এই সাবয়ব-পৃথিবী দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যে যোনিজাদি দেহরূপা, ঘ্রাণরূপা ইন্দ্রিয়াত্মিকা ও দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পৃথিবী বিষয়াত্মিকা বলিয়া অভিহিত।*

পাশ্চাত্য বা আধুনিকমতে ভূতত্ত্ব।

নদনদীগিরিমালা পরিব্যাপ্ত আসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ ভূমিখণ্ড—যাহাতে আমরা (মনুষ্যমাত্রেই) বাস করিতেছি, যাহার উৎপন্নজাত দ্রব্যে আমরা উদরপূর্ত্তি করিতেছি, সেই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ভূখণ্ডই পৃথিবী। দিগ্বলয়-(দৃষ্টিব্যাপিকা Horizon) পরিবেষ্টিত বন উপবন প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে আমরা বিমোহিত হই, দৈত্যদানব মানব ও পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির বিচরণভূমিই ভূমণ্ডল। বায়ু ও বাষ্প যেরূপ জগতের অধীন, সূর্য্যালোকও তদ্রূপ জীবের প্রাণদায়ী। এই কারণ সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক সূচিত হইয়াছে। বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর উৎপত্তিকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন জীব জগৎস্রষ্টার অপার করুণায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশমান হইয়াছিল। পৌরাণিকী কল্পনায় আদি (সত্য) যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের আবির্ভাব কল্পিত হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবদেহাদির বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত প্রস্তরীভূত অস্থিদেহের অবস্থান হইতে তত্তৎ যুগীয় মৃত্তিকাস্তরের প্রাচীনতা

* "রূপদ্রবত্বপ্রত্যক্ষযোগিঃ স্যাৎ প্রথমস্ত্রিকম্।
গুরুণী দ্বে রসবতী দ্বয়োর্নৈমিত্তিকো দ্রবঃ।
স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ দ্রবত্বঞ্চ গুরুত্বকম্।
রূপং রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ।
স্নেহহীনা গন্ধযুতা ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশ।
তত্র ক্ষিতির্গন্ধহেতুর্নানারূপবতী মতা।
ষড়্‌বিধস্তু রসস্তত্র গন্ধোঽপি দ্বিবিধো মতঃ।
স্পর্শস্তু তস্যা বিজ্ঞেয়ো হ্যনুষ্ণাশীতপাকজঃ।
নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী।
সা চ ত্রিধা ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং বিষয়স্তথা।
যোনিজাদির্ভবেদ্দেহমিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণং।
বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

স্বীকার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় অদ্ভুতাকার বৃহদায়তন বহুতর জীব জগতে বিচরণ করিয়াছিল।*

পাশ্চাত্য মতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁহার জ্যোতিঃবিস্ফারিত আলোকরাশি না পাইলে আমরা কখনই দেখিতে পাইতাম না এবং সমুদয় জাগতিক পদার্থ চিরপ্রাণতা লাভ করিতে পারিত না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই পালয়িত্রী ধরিত্রী ও সর্ব্বপ্রাণদায়ী সূর্য্য কোথা হইতে আসিল? এই বাক্য কয়টী স্বল্প বুদ্ধিতে অনুধাবন করিতেও আমাদের কৌতূহল বৃদ্ধি হয় এবং আমরা এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি জানিবার জন্য স্বতঃই আগ্রহপ্রকাশ করি।

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, এই জন্যই পৃথিবীতত্ত্ব জানিতে আমরা এত ব্যাকুল; কিন্তু সৌরজগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত প্রত্যেকের এমনি বিশেষ সম্বন্ধ যে একটীর উৎপত্তি জানিতে হইলে অপরগুলিরও সেই সঙ্গে জানিতে হয়। কোন কোন জাতির প্রাচীন কিম্বদন্তীতে সৃষ্টিসম্পর্কীয় যে কথা সন্নিবেশিত আছে, তাহা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অগ্রাহ্য, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা এতদ্বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত ও সাধারণের অনুমোদিত।

সৌরজগৎ একটী বৃক্ষ, সূর্য্য তাহার কাণ্ড এবং গ্রহ উপগ্রহাদি তাহার শাখা প্রশাখা মাত্র। জর্ম্মণ দার্শনিক কাণ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করেন, যে, গ্রহ ও উপগ্রহাদির* আকাশমার্গে একই সমতলপথে সূর্য্যকে বেষ্টনপূর্ব্বক চক্রাকারে ভ্রমণ, কখনই দৈব-সমাশ্রিত হইতে পারে না, বরং কোন সাধারণ নিয়ম-বলে এই সমস্ত সৌরজগৎ একই পথে প্রধাবিত হইতেছে। কোন পদার্থদ্বারা জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে সমসূত্রে চলিতে পারিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইথারময় (Ether) আকাশে গ্রহগণ পরস্পরে অসংযুক্ত থাকিয়া ঘুরিতেছে। ইথারের ন্যায় এরূপ সূক্ষ্মতর পদার্থে সংলিপ্ত থাকিয়া গ্রহাদির এরূপ গতি কেন হয়? কাণ্টের মতে, প্রথমে সৌরজগৎ আবর্ত্তমান বিশৃঙ্খল বাষ্পময় পদার্থরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। কোন কোন স্থানে বাষ্পঘন থাকায় মাধ্যাকর্ষণবলে বাষ্প-জগতের লঘু অংশগুলি ঘন স্থানের বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া এক একটী গোলকে পরিণত হইয়াছে।

হর্শেল (Sir William Herschel) দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে আকাশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পখণ্ড দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রদীপ্ত নীহারিকা রাশির অবস্থান্তর হইতেই জগতের অভিব্যক্তি এবং আকাশে এখনও যে সকল নীহারিকা বিদ্যমান আছে কালক্রমে উহাও এক একটী জ্যোতিষ্কে পরিণত হইবে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পরীক্ষা দ্বারা উক্তমত সমর্থন করিয়াছেন। লাপ্লাস্ (Laplace) সৌরজগতের গতিসামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করিয়া যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বমতসাপেক্ষ। তাঁহার মতে আকাশে এখন যে গ্রহ উপগ্রহ বিরাজিত আছে, তাহা এক সময় (সৌরজগতের আদিম অবস্থায়) বিশাল গোলাকার অনন্ত বাষ্পরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। ক্রমে সেই বাষ্পরাশি একটী আবর্ত্তনশলাকা অবলম্বন করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত। এইরূপ উত্তপ্ত

* য়ুরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবী-জীবনের ইতিহাসকে চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম, আর্কিয়ান্ ইরা (Archæan Era) বা যুগে Laurentian Period ও Huronian Period নামে দুইটী পুরাতন প্রারব্ধবিভাগের উল্লেখ আছে। ২য়, পেলিওজোইক্ ইরা (Paleozoic Era) বা যুগে (Silurian, Devonian, Carboniferous) বিভাগে যথাক্রমে কশেরুকাদিবিহীন জীব, মৎস্য ও বৃক্ষলতা শম্বূকাদির উদ্ভব দেখা যায়। ৩য়, মেসোজইক্ (Mesozoic Era) যুগের (Triassic, Jurassic Cretaceous) কালে একমাত্র সরীসৃপের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ৪থ, সিনোজইক্ (Cenozoic Era) যুগের Tertiary ও Quaternary বিভাগে স্থূলচর্ম্মা স্তন্যপায়ী জীব ও মানবজাতির উৎপত্তি হয়। অতঃপর Post Tertiary প্রভৃতি যুগান্তরেরও উল্লেখ দেখা যায়। ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের পূর্ব্বে পৃথিবীর অস্তিত্ব আমরাও স্বীকার করি। সত্যযুগ হইতে হিন্দুজাতির বর্ত্তমান পৃথিবী। মৎস্যযুগ হইতেই যখন পৃথিবীর জীবেতিহাসের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন উহাকে প্রথম ধরিয়া পরবর্ত্তী যুগের কল্পনা করা গেল। ১ম, (Age of Fishes) ২য়—সরীসৃপযুগ (Age of Reptiles) ৩য়—স্তন্যপায়ীযুগ (Age of Mammals) ও ৪থ—মনুষ্যযুগ (Age of Man); পুরাণাখ্যানে জীবশূন্য অপার জলধিজলে মৎস্যই জগতের প্রথম জীব। ক্রমে কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির অধিষ্ঠান হইয়াছে। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই যখন সৃষ্টি, তখন তিনিই যেন ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এরূপ রূপক-কল্পনা নিতান্ত অন্যায় বোধ হয় না! পুরাণে দ্বিতীয়যুগে যেরূপ প্রকাণ্ডশরীর ও অদ্ভুদায়তন কূর্ম্মের অবতারণা করা হইয়াছে, তদ্রূপই দ্বিতীয় যুগস্তরপ্রাপ্ত 'প্লিসিওসোরস্, ইক্‌থিয়সোরস্' প্রভৃতি প্রকাণ্ডদেহী সরীসৃপের আমরা নিদর্শন পাই। অতঃপর স্থূলচর্ম্মা স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তুগণের আবির্ভাবকাল। হয়ত তৃতীয়যুগে ভারতবর্ষে বরাহেরই প্রাধান্য ছিল এবং সমরগুণে সংখ্যার আধিক্য সহকারেও প্রকাণ্ড হইত। সর্ব্বশেষে মনুষ্যযুগ—মনুষ্য প্রথমজন্মকালে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টাকার ছিল, মহামতি ডারুইন্ এতদ্বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাই আমাদের দেশে বামনরূপী মানবের পূর্ব্বে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ হইয়া থাকিবেক। এ অনুমান সত্য বলিয়া সাধারণে গৃহীত না হইলেও পৌরাণিক উপাখ্যান মধ্যে রূপকরূপে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সন্নিবেশিত আছে। বিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে উহা হইতে অনেক লুপ্ত সত্য উদ্ধার হইতে পারে।

* তৎকালে ৬টী গ্রহ ও ৯টী উপগ্রহ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে ঘূর্ণমান সকল পদার্থেরই গতির বেগবৃদ্ধি সহকারে কেন্দ্রাতিগ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঘূর্ণমান গোলকের কটিদেশের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কাজেই তথাকার কেন্দ্রাতিগ-শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক। গোলকের প্রত্যেক অংশের কেন্দ্রাতিগ-শক্তিও তত্তৎ অংশের মাধ্যাকর্ষণশক্তি যতদিন সমান ভাবে থাকে, ততদিন সেই গোলক অবিচ্ছিন্ন ঘুরিতে থাকিবে।* এইরূপে ঐ বাষ্প-গোলকের কেন্দ্রাতিগ-শক্তি বৃদ্ধি হেতু বিষুব রেখাসন্নিহিত স্থল কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও একটী স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়কাকার চক্ররূপ ধারণ করে। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ অতিবিস্তৃত বাষ্পরাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটী বৃহত্তর গোলকে পরিণত হয়। উহাই আমাদের সূর্য্য। এক একটী স্বতন্ত্রচক্রের ঘনস্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া এক একটী স্বতন্ত্র গ্রহরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে পরিত্যক্ত অতিবিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তাহার নাম উপগ্রহ। যদি কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেই হেতু আকর্ষণও সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত পদার্থরাশি স্বতন্ত্র গোলকে পরিণত না হইয়া শনিগ্রহের ন্যায় গ্রহের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, অথবা সেই চক্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালারূপে পরিণত হয়।

লাপ্লাসের মত বৈজ্ঞানিক-জগতে বিশেষ আদরণীয়। তম্মতানুসারে সৌরজগতে সূর্য্যই আদিম জ্যোতিষ্ক। অন্যগুলি সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর স্বভাব ও উৎপত্তি সম্বন্ধে লিবনিজ (Leibnitz), লাপ্লাস্, হর্শেল (Sir John Herschel), দার্শনিক কাণ্ট (Kant) ও সুইডেনবর্গ (Swedenborg) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অনেক শ্রম ব্যয়িত করিয়াছেন। লাপ্লাস্ নিগমনপ্রণালী হইতে নীহারিকাকল্পনের (Nebular hypothesis) যে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আধুনিক পণ্ডিত সর উইলিয়ম টম্সন্ ও হেল্মহলট্স্ ব্যাপ্তি (Induction) প্রণালীতে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সূর্য্যের উত্তাপ ব্যতিরেকে পৃথিবীর কোন কার্য্যই হইতে পারে না। ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বতের চূর্ণন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই সূর্য্যোত্তাপে সম্পাদিত হয়। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর জীবনরক্ষাকারী যত উত্তাপ আমরা পাই, সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য হইতে তাহার ২১৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হইতেছে। সূর্য্য এতাধিক উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়াও কিরূপে আপন উত্তাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? প্রাকৃতিক নিয়মে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যরূপ বাষ্পগোলক শীতল হইয়া যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, ততই উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতেছে[১]।

[সূর্য্য দেখ।]

সূর্য্যপরিত্যক্ত বাষ্পীয় চক্র গোলকরূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। ক্রমে উহা শীতল ও ঘন হইয়া পরে তরলতা প্রাপ্ত হয়। তরল গোলক ঘুরিলে তাহার দুই মেরু ঈষৎ দমিয়া যায় এবং মধ্যদেশ স্ফীত হইয়া উঠে[২]। উক্ত নিয়মানুসারে সূর্য্যত্যক্ত একটী বাষ্পচক্র পৃথিবীগোলক হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ লইয়া নিউটন বিষুব-রেখাস্থ প্রদেশের উন্নতি ও মেরুসন্নিহিত প্রদেশের অবনতির পরিমাণ স্থির করেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক সভা হইতে ক্লারো, লেমনিয়ে প্রভৃতি কএকজন পৃথিবীর বৃত্তাংশের পরিমাণ লইতে লাপ্লাণ্ডদেশে প্রেরিত হন, এবং ঐ একই সময়ে বুগেঁ ও কঁদামিন্ দক্ষিণ-আমেরিকায় বিষুবরেখার পরিমাণ অবলম্বনে অঙ্কগণনাদ্বারা নিউটনের গণনফল প্রতিপাদিত করেন।

বাষ্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। কতকটা সেই অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল এবং তাহার কতকাংশ এখনও পৃথিবীর উপরে রহিয়াছে। পৃথিবীর এই বাষ্পাবরণ যে একসময়ে চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০° সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীর পরিমাণ ছিল। তাপমান-যন্ত্রের ১০০° উত্তাপেই জল ফুটিতে থাকে, ২০০০° উত্তাপে লৌহ প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য ও অপরাপর বস্তু যে বাষ্পাকারে পৃথিবীর উপর ভাসিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

যে আকাশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, তথাকার উত্তাপ অতিশয় অল্প। উত্তপ্ত তরল পৃথিবী (২০০০°) শীতল আকাশপথে ভ্রমিয়া নিজ উত্তাপ অনেক কম করিল। শীতলতাহেতু তরল পদার্থ ঘন হইয়া আরও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। চক্রের আক-

* কুম্ভকারের ঘূর্ণমান কুলালচক্র ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(১) গণনাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্য্য উত্তাপশক্তি রক্ষকল্পে বৎসরে ২২০ ফিট নিজ ব্যাস সঙ্কুচিত করিতেছেন, তাহা হইলে প্রতি শতাব্দে সূর্য্যের ৪ মাইল সঙ্কোচন আবশ্যক। এইরূপে এক সময়ে সূর্য্যবাষ্প বুধ, পৃথিবীকক্ষ, এমন কি সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত ছিল।

(২) মেরুসন্নিহিত স্থানাপেক্ষা কোটিসন্নিহিত স্থানের কেন্দ্রাতিগ গতি অধিক বলিয়া তাহা কেন্দ্রানুগ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া স্ফীত হয় এবং উভয় মেরু বিষুবরেখা অভিমুখে দমিয়া দুই দিক্ চাপা হইয়া পড়ে।

র্ষণে জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে পৃথিবী উত্তাপ ফেলিয়া আরও শীতল হইল। ইত্যাদি কারণে যখন পৃথিবী একরূপ শীতল হইয়া আসিল, তখন মেরুসন্নিহিত সমুদ্র ভাসমান হিমশৈলের ন্যায় অর্দ্ধতরলাবস্থাপন্ন জমাট পদার্থরাশি ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এরূপ জমাট পদার্থরাশিতে আবৃত হইয়া এক আবরণ সৃষ্টি করিল। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম আচ্ছাদনে আভ্যন্তরীণ জোয়ার-ভাঁটা রোধ হইল না, মাঝে মাঝে আবরণ ভেদ করিয়া তরলপদার্থরাশি প্রচণ্ডবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পদার্থরাশিই শীতল হইয়া পর্ব্বতরূপে পরিণত হইল[৭]।

আমরা এখন পর্ব্বতশ্রেণী-সমাকীর্ণ বাষ্পমণ্ডিত উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি, ক্রমে ক্রমে আরও উত্তাপ হ্রাস হইল, যখন শূন্যে ভাসমান জলীয় বাষ্পের বাষ্পাকারে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল; তখন সেই বাষ্পরাশি জমিয়া উত্তপ্ত জলাকারে পৃথিবীতে পতিত হইল, পৃথিবীর উপর বৃষ্টিপতন-যুগের এই প্রথম আরম্ভ। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতল আকাশের সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইল। জলের ঘন ঘন অবস্থা-পরিবর্ত্তনে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী বিদ্যুতালোকে ও বজ্রধ্বনিতে ঘনঘটা বাজাইয়া দিল। এই ভৌতিক বিপ্লব কতদিন চলিয়াছিল, তাহার স্থিরনিশ্চয় নাই। জল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইলে বাষ্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া আসিল এবং অস্ফুট সূর্য্যরশ্মি সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজালোকে জলপ্লাবিত পৃথিবী পুলকিত করিয়াছিল।

ভারতীয় মতে পৃথিবীর আকার ও স্বভাব।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীনতম ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আকারনির্ণয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন পুরাণে পৃথিবী ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে[৮]। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে পদ্মপত্রের ন্যায় পৃথিবীর আকার লিখিত আছে। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গণিত ও যুক্তিবলে ধরণীর যেরূপ আকার ও স্বভাব নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মতপ্রতিপোষক।

"ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-
বৃত্তৈর্ব্বৃতোবৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ং।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে,
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ॥"

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

পঞ্চভূতময় এই গোলাকার ভূমিখণ্ড চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে আবৃত হইয়া অন্য আধারের অপেক্ষা না করিয়া নিজ শক্তিবলে নিয়তই আকাশপথে অবস্থিত আছে; আর সেই শক্তিপ্রভাবেই দেবদৈত্যাদি সহ বিশ্ব-সংসার অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

গোলাধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—
"ভূভূধরত্রিদশদানবমানবাদ্যা যে যাশ্চ ধিষ্ণ্যগমনেচরচক্রকক্ষাঃ।
লোকব্যবস্থিতিরূপর্য্যুপরিপ্রদিষ্টা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডজঠরে তদিদং সমস্তং॥"

জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবী, পর্ব্বত, দেবদানব, মানব ও উপর্য্যুপরি সপ্তলোকের ব্যবস্থিতি এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে কল্পনা করিয়াছেন[৯]। পৃথিবীর গোলত্ব পরে বিবৃত হইতেছে।

এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোলাকার ও বন, পর্ব্বত ও নগরাদি-পরিশোভিত[১০]।

"সর্ব্বতঃ পরতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসরৈরিব॥"

[ভূগোলশব্দে বিস্তৃতবিবরণ দেখ।]

---

(৭) পৃথিবী শীতলপ্রবণতা, উত্তপ্ততা ও আদিতে নীহারিকাময়ত্ব সকল জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞেরাই স্বীকার করেন। আবহমানকাল হইতে পৃথিবী যে নিজ গর্ভোত্তাপ উদ্গার করিয়া অনন্ত ক্রোড়ে বিলাইতেছেন। বিস্তৃত বিবরণ Newcomb & Holden's Astronomy নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(৮) কোন কোন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর আকৃতিগত সাদৃশ্যে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা ভূভাগের ত্রিকোণত্ব এবং য়ুরোপ-এসিয়ার একত্র চতুর্ভুজরূপে কল্পনা করেন। "It will be seen that the three continents of North and South America and Africa are triangular in shape and that the great continent of Europe and Asia, while it is more or less quadrilateral, sends great peninsulas into the ocean." (Beale's World's Progress, p. 3.)

(৯) কেহ কেহ ব্রহ্মাণ্ডমান এইরূপ নির্দ্দেশ করেন,—

"কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্কনখভূভূদ্ভুজঙ্গেন্দুভির্জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ—১৮৭১০৬৯২........" এবং তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটের বেষ্টন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পৌরাণিক পণ্ডিতগণ ইহাকে অদৃশ্য-দৃশ্যক-গিরি বলিয়া থাকেন।

"তদ্ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং।
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ॥"

সিদ্ধান্তশিরোমণিকার লিখিয়াছেন,—

"করতলকলিতামলকবদমলং সকলং বদন্তি যে গোলম্।
দিনকরকরনিকরনিহিত তমসো নভসঃ পরিধিরুদিতস্তৈঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্তু নো বা কল্পে গ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ॥"

ইত্যাদি যুক্তি অবলম্বনে উহাকে খকক্ষা বলিয়াছেন। [খগোল দেখ।]

(১০) য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ধরামণ্ডলকে কমলালেবুর ন্যায় গোল ও উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পৃথিবী যে গোল তৎপ্রমাণার্থ ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য। চন্দ্র নিজে স্বপ্রকাশক নহেন, সূর্য্যকিরণদ্বারা তিনি আলোকিত হইতেছেন।[১১] পৃথিবীর ছায়াপাতদ্বারা সূর্য্যকিরণের অবরোধকে চন্দ্রগ্রহণ বলে। ঐ সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়, তাহা নিয়তই গোলাকার দেখায়। ধরিত্রী গোলাকার না হইলে তাহার ছায়া কখনই গোলাকার দৃষ্ট হইত না। গ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের শৃঙ্গোন্নতিই গোলাকার ছায়াপাতের কারণ।

[চন্দ্রগ্রহণ ও শৃঙ্গোন্নতি শব্দ দেখ।]

মৎস্য ও কূর্ম্মপুরাণে পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

"উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ং॥"

(কূর্ম্মপু পূর্ব্ব ৪০।১৫ ও মৎস্যপু ১২৮।৬০)

কিন্তু কোন কোন পুরাণ-মতে বসুধা সমতল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহামতি ভাস্করাচার্য্য যুক্তিদ্বারা সেই মতের খণ্ডন করিয়াছেন—

"যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণীতরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥"

পৃথিবী যদি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল হইত, তাহা হইলে তদুপরে বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য নিরন্তর মানবগণের দৃষ্টিগোচর থাকিত অর্থাৎ তাহা হইলে কখনই দিবারাত্র সংঘটিত হইত না।

পৃথিবীর সমতলত্ব-মতের নিরসন ও গোলত্ব প্রতিপাদনার্থ পুরাতন জ্যোতির্ব্বিৎ লল্লাচার্য্য বলেন :—

"সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তালনিভাবহুচ্ছ্রয়াঃ।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং নুরহো যান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ॥"

পৃথিবী সমতল ক্ষেত্রবিশেষ হইলে তালপ্রমাণ অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? এতদ্দ্বারা পৃথিবীর গোলত্বই সূচিত হইয়াছে, কারণ আমরা যতই দূরদেশে গমন করি, লক্ষ্যবৃক্ষ ক্রমশঃ ছোট দেখাইতে থাকে, অবশেষে উহা একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

পৃথিবীর গোলত্ব-নিবন্ধনই যে দিবারাত্র হইতেছে, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে দিবারাত্রির নিমিত্ত ধরিত্রীর মধ্যস্থলে সুমেরুপর্ব্বতের অবস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের অন্তরালে সূর্য্যগমন জন্য পৃথিবী অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হয়। ভাস্করাচার্য্য উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদন্তরগঃ স ন দৃশ্যতে।
উদগয়ং ননু মেরুরথাংশুমান্ কথমুদেতি চ দক্ষিণভাগকে॥"

সুমেরু পর্ব্বতেই যদি রজনীর কারণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্য তাহার অপরদিকে গমনকালে সেই স্বর্ণপর্ব্বতের চাকচিক্য কেন দৃষ্ট হয় না? উক্ত পর্ব্বত নিয়তই উত্তরদিকে স্থিত আছে; কিন্তু দক্ষিণদিকে সূর্য্যদেব কেনই বা উহা হইতে বহুদূরে উদিত হন।[১২]

পৃথিবী গোল হইলেও প্রত্যক্ষতঃ ইহাকে সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় দেখায় কেন?

"অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতোমুখং।
পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

বিপুল অবনিমণ্ডল সম্বন্ধে মানবগণ অতি ক্ষুদ্র, এ কারণ পৃথিবী বাস্তবিক গোলাকার হইলেও তাহারা ইহাকে চক্রাকার সমতলক্ষেত্রের ন্যায় দেখিতে পায়, গোলাধ্যায়ে ইহা অপেক্ষা আরও বিশদ প্রমাণ পাওয়া যায় :—

"সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥"

(গোলাধ্যায়)

ভূমণ্ডল বিপুল বলিয়াই ভূপরিধির শতাংশ তৎপৃষ্ঠস্থিত মনুষ্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতিভাত হয়।

বসুধা গোলাকার হইলে অবশ্যই ঊর্দ্ধাধঃ মানিতে হয়, তবে কেন না নিম্নদিকস্থ গ্রামনগরবাসিগণ স্খলিত হইয়া পড়ে। বসুধা গোল হইলেও তাহার ঊর্দ্ধাধঃ নাই, উহা কল্পনামাত্র। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে :—

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং।
মন্যন্তে যে যতো গোলস্তস্য কোর্দ্ধং কবাপ্যধঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(১১) "অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে।" (ঋক ১।৮৪।১৫) নিরুক্তে যাস্কঋষি "তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতোঽস্য দীপ্তির্ভবতি" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা আদিত্য হইতেই চন্দ্রের দীপ্তি প্রতিপন্ন হইতেছে।

(১২) আপত্তি হইতে পারে, বহুদূরস্থ সুমেরুপর্ব্বত আমাদের দৃষ্টিপথারূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু অস্তকালে যখন সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই, তখন তন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত অদৃষ্ট হইবে কেন? রূপকাংশ বাদ দিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তজ্যোতিঃশাস্ত্রের সহিত পৌরাণিক মতের বিশেষ অনৈক্য বোধ হইবে না। ভূমণ্ডলের উত্তরাংশে সুমেরুপর্ব্বত। উত্তর-ধ্রুব-নক্ষত্রের নিম্নস্থ ভূভাগ তাহার শেখর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত শিখর দেশ দেবভূমি স্বর্গ ও তদ্বিপরীত দক্ষিণধ্রুবের নিম্নস্থ প্রদেশ পাতাল নামে খ্যাত। বাস্তবিক অধঃপ্রদেশের নাম পাতাল, এ কারণ আমেরিকা অধঃপ্রদেশ পাতাল নামে উক্ত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলের উত্তরাংশের রূপক নাম যদি সুমেরু হয়, তাহা হইলে সুমেরু পর্ব্বতকেই দিবারাত্রের কারণ বলা যাইতে পারে। ভূমণ্ডলের গোলতাই দিবারাত্রের কারণ ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রসম্মত। সূর্য্যের সুমেরু পর্ব্বতের অন্তরালে গমন এই পৌরাণিক মত প্রকারান্তরে উক্ত মতের পোষকতা করিতেছে। পুরাণে এই সুমেরু স্বর্ণময় বলিয়া কথিত। উত্তরকেন্দ্রস্থ বৃহজ্জ্যোতি (Aurora Borialis) সুমেরুর স্বর্ণময় রূপকত্বের কারণ।

পৃথিবী গোলাকার ও আকাশে স্থিত, সুতরাং তাহার ঊর্দ্ধই বা কোথা, আর অধঃই বা কোথা? ভূমণ্ডলে সকলেই স্ব স্ব স্থানকে উপরিস্থিত মনে করে। এতদ্বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য আরও বলেন,—

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থামাত্মানমস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থা মিথশ্চ তে তির্য্যগিবামনন্তি॥
অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছায়ামনুষ্যাইব নীরতীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃস্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র॥"

যে ব্যক্তি যে স্থানে থাকে, সেইস্থানে থাকিয়াই ধরাতলকে স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর ৪র্থ ভাগ (৯০° অংশ) স্থিত ব্যক্তিমাত্রেই ধরামণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও যেন তির্য্যগ্‌ভাবে আছে বলিয়া বোধ হয়। অপর যাহারা ঠিক বিপরীত ভাগে (১৮০° উপরে) বাস করে, জলাশয়তীরস্থ মনুষ্যের জলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাহাদিগকে আমরা অধঃশিরা হইয়া বিপরীত ভাবে দণ্ডায়মান বোধ করি। ফলতঃ ইহা একটী ভ্রমমাত্র। এ স্থানে আমরাও যেরূপ আছি, সেইরূপ তাহারও সেখানে সুখে অবস্থিতি করিতেছে। সকলের পদতলেই ধরণী ও মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি পৃথিবীর শূন্য মার্গে অবস্থিতি হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে বা কি আশ্চর্য্য শক্তিবলে মনুষ্যাদি জীব ও বিচ্যুত প্রস্তরখণ্ডাদি ভূপৃষ্ঠে সংগত রহিয়াছে? আকর্ষণ-শক্তি-বলে পার্থিবপদার্থসমূহ পৃথিবীতে সংগত থাকিয়া অনন্তশক্তির আধার সেই ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে পৃথিবীর অন্য কোন আধার কল্পিত হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর ভাস্করাচার্য্য পুরাণাদির এতদ্বিষয়ক ধারণা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন—

"মূর্ত্তোধর্ত্তা চেদ্ধরিত্র্যাস্তদন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽপ্যেবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিংনোভূমিঃ স্বাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥"

ধরিত্রীধারণের নিমিত্ত যদি মূর্ত্তিমৎ আধার স্বীকার করিতে হয়, তবে একটীর পর আর একটী ধরিয়া অনন্ত আধার মানিতে হয়। আর যদি শেষের টীকে স্বীয় শক্তি মনে কর, তাহা হইলে সেই শক্তি পৃথিবীতেই কেন স্বীকার কর না।[১৩] পৃথিবীও সামান্য নয়, শাস্ত্রে ইহা শিবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য এইরূপ যুক্তিতে এতদ্বিষয়ের উপসংহার করিয়াছেন—

"যথোষ্ণতার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্মনি।
মরুচ্চলো ভূরচলা স্বভাবতো যতো বিচিত্রাবত বস্তুশক্তয়ঃ॥"

যেরূপ সূর্য্যাগ্নিতে উষ্ণতা, চন্দ্রে শীতলতা, জলে প্রবাহ, পাষাণে কঠিনতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা স্বাভাবিক, তদ্রূপ পৃথিবীও স্বভাবতঃই অচলা। যেহেতু বস্তুশক্তি অতি বিচিত্র। এক অচলা শব্দপ্রয়োগেই যে ভাস্কর পৃথিবীর নিরাধারত্বপ্রতিপাদন করিয়াছেন, এরূপ নহে; [illegible] পৌরাণিক কূর্ম্মাদি আধার-বিষয়ক কল্পনা ও বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ধরণীর নিরন্তর অধোগমন-মত নিরাকৃত হইয়াছে। যে বস্তু স্বভাবতঃই অচল, তাহাকে ধরিয়া রাখা নিষ্প্রয়োজন। বৌদ্ধা[illegible] [illegible] দ্বারা পৃথিবীর অধোগমন প্রতিপাদন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তকার সেই ভ্রমমত নিরসন করিয়াছেন—

"ভপঞ্জরস্য ভ্রমণাবলোকাদাধারশূন্যা কুরিতি প্রতীতিঃ।
খস্থং ন দৃষ্টঞ্চ গুরু ক্ষমাতঃ খেঽধঃ প্রয়াতীতি বদন্তি বৌদ্ধাঃ॥"
(গোলাধ্যায়)

বৌদ্ধাচার্য্যগণ বলেন, ইতস্ততঃ রাশিচক্রের [illegible] বসুমতী আধারশূন্য বোধ হইতেছে।[১৪] উ[illegible] গুরুপদার্থ যেরূপ আকাশে স্থির না থাকিয়া [illegible] পতিত হয়, তদ্রূপ গুরুভার পৃথিবীও অধোগামিনী হইতেছে।[১৫] বৌদ্ধগণ যে কারণে বসুন্ধরার অধঃপতনে বিশ্বাস করেন, ভাস্করাচার্য্য সেই কারণ-নির্দ্দেশেই প্রতিবাদ করিয়াছেন—

"ভূঃ খেঽধঃ খলু যাতীতি বুদ্ধির্বৌদ্ধ মুধা কথম্।
যাতায়াতন্তু দৃষ্ট্বাপি খে যৎ ক্ষিপ্তং গুরুক্ষিতিম্॥"

আকাশে নিক্ষিপ্ত গুরুপদার্থের পৃথিবীতে যাতায়াত দেখিয়াও যে, ধরণী নীচে যাইতেছে বল, এ বৃথা বুদ্ধি তোমার কোথা হইতে আসিল।[১৬] জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ ভাস্কর বলেন, উক্ত শক্তি পৃথিবীর আকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে;—

(১৩) শ্রীমদ্ভাগবতে অনন্তদেব পৃথিবীর আধার বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন. এই অনন্তের অন্য নাম সংকর্ষণ। "তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্‌যোজনান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানং লক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইত্যাচক্ষতে।" (৫।২৫।১) এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে অসীম আকাশই অনন্ত এবং ঐশিক শক্তির ক্রিয়াস্বরূপ গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণকেই সংকর্ষণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

(১৪) এতদ্বিষয়ে বৌদ্ধমতও পৌরাণিক মতের বিরোধী। বৌদ্ধগণ পৌরাণিক মতের প্রতিবাদ করেন যে, পৃথিবীর আধারপরম্পরা থাকিলে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষরাশিচক্র কোন মতেই ভ্রাম্যমাণ হইতে পারিত না, অবশ্যই সেই আধার-পরম্পরাতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইত।

(১৫) পৃথিবীর নিয়ত অধোগমন স্বীকার করিলে পৃথিবী হইতে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণের দূরতা প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিক হইত, কিন্তু তাহা হয় না [illegible] বৌদ্ধাচার্য্যগণ অগত্যা সূর্য্য, সৌরজগতের অনন্ত আকাশে অধঃপতন স্বীকার করিয়া থাকেন; ইহা সংস্কৃত জ্যোতিষ ও পুরাণমত-বিরুদ্ধ।

(১৬) ধরণী নিরন্তর নিম্নগামিনী হইলে, আকাশে নিক্ষিপ্ত পদার্থ তাহার উপরে থাকিয়া যাইত, যেহেতু গুরুভার পৃথিবী অপেক্ষাকৃত লঘু

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥"
(গোলাধ্যায়।)

পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তি-বলেই শূন্যমার্গে ক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; বাস্তবিক তাহাকে পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। পৃথ্বী স্বয়ং চতুষ্পার্শ্বস্থ সমান আকাশের কোথায় পড়িবে?(১৭) বাস্তবিক বিশাল আকাশের ঊর্দ্ধাধঃ নাই। স্বভাবতঃই দণ্ডায়মান মনুষ্যের মস্তকদিক্ উচ্চ এবং পাদদেশ নিম্ন বলিয়া অভিহিত। এই গোলাকার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বসতি আছে, সকল স্থানের লোক ঐ এক কথা বলিলে আকাশের কোথায় উচ্চ বা নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে এবং ধরিত্রীই বা কোথায় পতিত হয়?

ভারতবর্ষীয় ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ গ্রাম-নগর-নদী-পর্ব্বতাদির সংস্থান-নির্ণয়ে বড়ই অসতর্ক ছিলেন। ভূগোলসংক্রান্ত গণিত গণনায়, ইহারা যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তত্তুলনায় ইহা কিছুই নহে। পুরাণাদিতে এতদ্বিষয়ে যাহা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, কাল সহকারে ঐ সকল বিলুপ্ত বা নামান্তরিত হইয়াছে; সুতরাং সেই সকল গুরুতর বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক গোলজ্ঞানের উপযোগী স্থানসমূহই আলোচিত হইতেছে।

"লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ।
কুবৃত্তপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড়্‌ গোলবিদো বদন্তি॥
লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥"
(গোলাধ্যায়।)

ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, পূর্ব্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোমক-পত্তন, অধস্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু ও দক্ষিণে বড়বানল (কুমেরু)। গোলবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত ছয়টী স্থানকে ভূপরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমানান্তরিতরূপে স্থিত বলিয়া থাকেন। লঙ্কাপুরে যে সময় সূর্য্যের উদয় হয়, সেই সময় যমকোটিতে দিবা দ্বিপ্রহর, সিদ্ধপুরে অস্তকাল ও রোমকপত্তনে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইয়া থাকে।

ধ্রুবোন্নতি ও অক্ষচ্ছায়ার অভাবদ্বারা ভূগোলের মধ্যস্থল জানা যায়।

"তেষামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
নতাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

দিবাকর বিষুবরেখাস্থ হইয়া প্রাগুক্ত লঙ্কা প্রভৃতি পুরচতুষ্টয়ের উপর দিয়া গমন করে, এই হেতু সেই সকল স্থানে অক্ষচ্ছায়া ও অক্ষাংশরূপ ধ্রুবোন্নতি নাই। জানা আবশ্যক যে, অক্ষচ্ছায়া ও ধ্রুবোন্নতি না থাকাতেই ভূগোলের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বাপর বৃত্তের নাম নিরক্ষবৃত্ত। যেদিনে দিবারাত্র সমান হয়, সেইদিনে সূর্য্য ঐ বৃত্তের উপর দিয়া ভ্রমণ করে, এজন্য তাহার বিষুবরেখা নাম হইয়াছে। ঐ বৃত্ত ও নিরক্ষবৃত্ত বাস্তবিকই অভিন্ন।

"মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে॥
অতো নাক্ষোচ্ছ্রয়স্তাসু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়োঃ।
নবতির্লম্বকাংশস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

দক্ষিণ ও উত্তর-মেরুর আকাশোপরি দুইটী ধ্রুবতারা আছে। নিরক্ষদেশস্থ ব্যক্তি এতদুভয়কে ক্ষিতিজবৃত্তের সহিত সংলগ্ন দেখিতে পায়। এই হেতু পুরচতুষ্টয়ের ধ্রুবোন্নতি নাই।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ যে প্রমাণে পৃথিবীর মধ্যস্থল গোল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই পক্ষান্তরে সমগ্র পৃথিবীর সম্যক্ গোলত্বের পরিচায়ক হইয়াছে।

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ।
তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবৎ তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি॥
উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা স্যান্নতমৃক্ষমণ্ডলং।
উদগ্ধ্রুবং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদন্তরে যোজনজাঃ পলাংশকাঃ॥"
(গোলাধ্যায়)

নিরক্ষদেশস্থ মনুষ্য দক্ষিণ ও উত্তর-ধ্রুবদ্বয়কে ক্ষিতি-মণ্ডলের সহিত সংলগ্ন এবং নিজ মস্তকোপরিস্থ আকাশে ধ্রুব-

---

পদার্থ হইতে আরও শীঘ্র নামিয়া পড়িত, ক্ষিপ্ত পদার্থ কোন মতে উহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

(১৭) ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে সর্ আইজাক্ নিউটন য়ুরোপখণ্ডে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির বিষয় প্রথম প্রকাশিত করেন, কিন্তু বহু শতবৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিল। আনুষঙ্গিক অন্তত্তত্ত্বের আবিষ্কারে তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানই পার্থিবাকর্ষণের মূল, তাহা নিউটনই প্রথম স্থির করেন, উহাই মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত। সকল গ্রহই যে পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে সংবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর স্ব স্ব কক্ষে বিচরণ করিতেছে, ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ২২শ অধ্যায়োক্ত "যথাকুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকা-দীনাং গতিরন্যৈব প্রদেশান্তরেষপ্যুপলভ্যমানত্বাৎ। এবং নক্ষত্ররাশিভিরুপ-লক্ষিতেন কালচক্রেণ ধ্রুবং মেরুঞ্চ প্রদক্ষিণতঃ পরিধাবতা সহ পরিধাব-মানানাং সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং গতিরন্যৈব নক্ষত্রান্তরে রাশ্যন্তরে চোপলভ্য-মানত্বাৎ॥" ইত্যাদি বচনপ্রমাণে সূর্য্যাদি গ্রহের কালচক্রে পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণের সূচিত হইতেছে। ফলতঃ নক্ষত্রান্তরে বা রাশ্যন্তরে ইহার অন্য-প্রকার গতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। জগতের অনন্তত্ব কল্পনা করিলে সূর্য্যাদির ভ্রমণ নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্দ্বারা আরও উপলব্ধি হয় যে, সুদূর পৃথিবী হইতে আমরা যে সূর্য্যের গতি দেখি, তাহা কাল্পনিক মাত্র। গ্রহগণের স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণই মাধ্যাকর্ষণ।

[মাধ্যাকর্ষণ দেখ।]

সংশ্লিষ্ট রাশিচক্রকে জলযন্ত্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দেখিতে পায়। মধ্য পরিধি হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায়, এই রাশিচক্র ততই দক্ষিণে অবনত ও উত্তরধ্রুব উন্নত দৃষ্ট হয়। আবার মধ্যপরিধি হইতে দক্ষিণ বা উত্তরে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, ততদূর স্থানই অপসার-যোজন বলিয়া কথিত। এই অপসার-যোজন দ্বারা পৃথিব্যংশ নিরূপিত হইয়া থাকে। নিরক্ষদেশস্থ ব্যক্তি যেমন ধ্রুবদ্বয়কে ক্ষিতিজের সংলগ্ন দেখে, মেরুস্থলবাসী জনগণও নক্ষত্রচক্রকে তদ্রূপ দেখিয়া থাকেন।

"সৌম্যং ধ্রুবং মেরুগতাঃ খমধ্যে যাম্যঞ্চ দৈত্যা নিজমস্তকোর্দ্ধে।
সব্যাপসব্যং ভ্রমদৃক্ষচক্রং বিলোকয়ন্তি ক্ষিতিজপ্রসক্তম্॥"
(গোলাধ্যায়)

মেরুদেশস্থ ব্যক্তিগণ উত্তরধ্রুবকে আকাশের মধ্যস্থলে (মস্তকোপরি) ও বড়বাস্থিত ব্যক্তিগণ দক্ষিণধ্রুবকে স্ব স্ব মস্তকোর্দ্ধে দেখিতে পায়। উক্ত উভয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক নক্ষত্র চক্র ক্ষিতিজের সহিত লগ্ন ও দক্ষিণবামে ভ্রাম্যমাণ দৃষ্ট হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর উর্দ্ধাধঃ (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং মধ্যস্থলে আকাশভূমি ও নক্ষত্রচক্র তত্তৎ দেশবাসীর নিকট সমভাবে উন্নত ও ক্ষিতিজসংলগ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন কিরূপে পৃথিবীর গোলত্বে অবিশ্বাস করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য মত।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

পৃথিবীর আকৃতিনিরূপণই বৈজ্ঞানিকগণের একটী মহদুদ্দেশ্য। কারণ তদ্দ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনেক তথ্য পরিস্ফুট হইতে পারে এবং ভূলোকের ব্যাসাংশ লইয়া দ্যুলোকস্থিত নক্ষত্রাদির অবস্থান ও দূরত্বগণনা সহজ হইয়া পড়ে। দৃষ্টিব্যাপিকার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ব্যক্তির পৃথ্বীপৃষ্ঠ গোলাকার ও সমতল এবং শিরোদেশস্থ উচ্চ আকাশ ক্রমশঃই দিগ্বলয়ে মিশ্রিত বলিয়া বোধ হয়। উত্তর বা দক্ষিণমুখে গমনকারী ব্যক্তি মেরুদেশস্থ নক্ষত্রাবলীর (Circumpolar Stars) ক্রমোন্নতি ও ভিন্নদিকের অবনতি দেখিতে পান। সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোতের ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি বহির্ভাগে গমন দেখিয়াও পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদ্গণ পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আরিষ্টটলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গণিতজ্ঞগণ ভূপরিধি ৪ লক্ষ ষ্টাডিয়া স্থির করিয়াছেন। এরাটোস্থেনিস্ পৃথিবীর আকৃতিনির্ণয়ে মনোযোগী হইয়া আনুষঙ্গিক যে সকল জাগতিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তৎপন্থাবলম্বনেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর গোলত্ব-প্রতিপাদনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। ইজিপ্তের উত্তরাংশবর্ত্তী সায়িনি (Syene) নগরে তিনি সূর্য্যকে উত্তর-(Summer Solstice) ক্রান্তিসীমাবর্ত্তী ও মস্তকোর্দ্ধলম্বরেখাস্থিত দেখিলেন এবং ঐ সময়ে সমদ্রাঘিমায় অবস্থিত আলেকসান্দ্রিয়া-নগরীতে ইহার শিরোবিন্দুর অন্তর ৭°১২´ ও উভয়ের ব্যবধান ৫০০০ ষ্টাডিয়া গণনা করিয়া পৃথিবীর পরিধি ২ লক্ষ ৫০ হাজার ষ্টাডিয়া অনুমান করিলেন। পরবর্ত্তী পোসিডোনিয়াস্ ভিন্ন পথাবলম্বনে সূর্য্যপরিবর্ত্তে তারকাসাহায্যে পৃথিবীর পরিধি ২ লক্ষ ৪০ হাজার ষ্টাডিয়া প্রতিপন্ন করেন। টলেমি তদীয় ভূবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে পৃথ্বীপরিধির ৩৬০ অংশের একাংশ ৫০০ ষ্টাডিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

৮১৪ খৃষ্টাব্দে আরবরাজ খলিফা অলমামুন পৃথিবীর আয়তন-অবধারণার্থ দুই দল জ্যোতির্ব্বিদ্কে উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে প্রেরণ করেন। মিসোপোটেমিয়া নগরের বৃহৎ ময়দানই তাহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রমকরিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে ফরাসী-দেশবাসী কার্ণেল (Fernel) নামা জনৈকব্যক্তি পারি-নগরীর দ্রাঘিমাংশের উপর দিয়া পরিভ্রমণকালে যান-চক্রগতিদ্বারা যে দূরত্বের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহারই সাহায্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অজ্ঞাত পৃথ্বীপরিধির এক (ডিগ্রী) অংশের পরিমাণনিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬১৭ খৃঃ অব্দে লেডেন (Leyden) নগরে ভূবিৎ স্নেল (Wsnell) পৃথিবীর পরিমাণনির্দ্দেশে বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করেন। তদীয় পরিশ্রমফল ১৭২৯ খৃঃ অব্দে মুসেনব্রুক (Muschenbroek) কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া প্রকাশিত হয়। রিচার্ড নরউড্ নামক জনৈক ইংরাজ ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর আকারনির্দ্দেশার্থ সফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন[১৮]। ১৬৩৩ খৃঃ অব্দে ১১ই জুন লণ্ডন-দ্রাঘিমার সূর্য্যের উচ্চতা ৬২°১´ ও ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে ৬ই জুন ইয়র্ক দ্রাঘিমার উচ্চতা (Meridian altitude) ৫৯°৩৩´ নিরীক্ষণ করিয়া এবং উভয় নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরতা অবলম্বনে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাতে ডিগ্রীর পরিমাণ ৩৬৭১৭৬ ফিট্ হইয়াছিল।

১৬৬৯ খৃঃ অব্দে পণ্ডিতবর পিকার্ড দূরবীক্ষণসাহায্যে দ্রাঘিমাংশ নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহাকে পারীর (Paris) নিকটবর্ত্তী মেলভোসিন্ হইতে আমেন্ সন্নিবিষ্ট সোর্দোঁ (Sourdon) নগর পর্য্যন্ত একটী ত্রিকোণব্যাপ্তি (Triangulation) স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উহার পরিমাণ

(১৮) তৎকৃত The Seaman's Practice, contayning a fundamentall probleme in Navigation experimentally verified, namely touching the compasse of the Earth and Sea and the quantity of a degree in our English Measures, নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৭৮৮৫০ টইজ (toise) নিরূপিত হয়; এতদনুসারে ১ ডিগ্রীর পরিমাণ ৫৭৬৬০ টইজ স্বীকার করা যায়।

য়ুরোপখণ্ডে এতাবৎ কাল পৃথিবীর পূর্ণগোলত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ভূপরিমাণনির্দ্দেশে আর বিশেষ কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। অবশেষে রিকারের (Richer) অভিনব আবিষ্কার হইতেই তদ্বিষয়ে গণিতজ্ঞগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে পৃথিবীর গোলকত্ববিশ্বাসে লোকের সন্দেহ জন্মিতে থাকে। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ ভূবক্রতা (Terrestrial refraction) নিরূপণার্থ ফরাসী-বিজ্ঞান-সভা (Academy of Sciences of Paris) কর্তৃক কায়েনদ্বীপে (Cayenne) প্রেরিত হন। তথায় তিনি নিজ ঘটিকাযন্ত্রের ২৷৷০ মিনিট গতি-বৈলক্ষণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। উক্তদ্বীপে ২৷৷০ মিনিট সময়ের হ্রাস হেতু তাঁহাকে দোলকের (Pendulum) গতি কম করিয়া দিতে হয়। বারিন্ ও দাশে (Varin and Dashayes) আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে এবং পরবর্ত্তী কালে মহামতি নিউটন তদীয় 'প্রিন্সিপিয়া' নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। পৃথ্বীর বিষুবরেখান্তর্বর্ত্তী স্থানসমূহের স্ফীতি এবং ভূ-কেন্দ্রের দূরত্বনিবন্ধন কেন্দ্রবিমুখী (Centrifugal) শক্তির প্রতিবন্ধকতাই আকৃষ্ট-শক্তি-হ্রাসের কারণ[১৯]।

১৬৮৪ হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কেসিনিদ্বয় (J. and D. Cassine) ভূবৃত্তের পরিমাণনির্দ্ধারণমানসে উত্তরে পারী হইতে ডানকার্ক ও দক্ষিণে পারী হইতে কোলিওর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যে ত্রিকোণব্যাপ্তিদ্বারা পরিমাণ গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ ভূবৃত্তের একাংশের (১° ডিগ্রী) পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬৯৬০ ও ৫৭০৯৭ টইজ প্রতিপাদিত হয়। এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, অক্ষাংশের বৃদ্ধির সহিত বৃত্তাংশের হ্রাসই পৃথিবীর প্রবর্দ্ধ লাভাসের (Prolate Spheroid) অন্যতম কারণ। এই মত নিউটন ও হিউগেন্স-প্রবর্ত্তিত মতের বিরুদ্ধ হওয়ায় য়ুরোপ-জগতে মহা হুলুস্থূল পড়ে এবং এতদ্বিষয় স্থিরীকরণ জন্য পারীর বৈজ্ঞানিক সভা হইতে দ্রাঘিমাংশের পরিমাণ-নির্দ্দেশার্থ একদল বিষুবরেখার সন্নিকট দেশে ও অপর দল উত্তর অক্ষাংশদেশে গমন করেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৫শ লুইর আজ্ঞানুসারে গুদাঁ, বুগার, কঁদামিন্ প্রভৃতি (M. M. Godin, Bouguer and De la Condamine) দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্যের অন্তর্গত বিষুবরেখার সমান্তরদেশে এবং ক্লারো, কামো প্রভৃতি (Clairaur, Camus, Maupertuis, Lemonnier and Outhier) বোথনিয়োপসাগর-সমীপবর্ত্তী মেরুদেশের বিস্তৃতির পরিমাণ গ্রহণ করেন। উভয়ের পরিদর্শনলব্ধ পরিমাণফল আলোচনায় ও দোলকদ্বারা আকর্ষণীশক্তিনিরূপণে স্থির হয় যে, এই ভূমণ্ডল প্রবর্দ্ধ লাভাস নহে; ইহা অবধর্দ্ধ লাভাস (Oblate) মাত্র।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কেসিনি ডি থুরি ও লাসেলি (Cassine de Thury and Lacaille) পূর্ব্ববর্ত্তী কেসিনীদ্বয়ের পদানুসরণে ভিন্ন পথারূঢ় হন। তাঁহাদের মতে অক্ষাংশের বৃদ্ধির সহিত ভূবৃত্তাংশের ১° ডিগ্রী বৃদ্ধি উপলক্ষিত হয়। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে উত্তমাশা অন্তরীপে লেসেলি যে ভূবৃত্তাংশের পরিমাণ গ্রহণ করেন, তাহাতে আশাতীত ফললাভ হয় এবং একটী ভূবৃত্তাংশ ৫৭০৩৭ টইজ নির্ণীত হইয়াছিল। অতঃপর বস্কোভিক্ ও বেকারিয়া (Boscovich and Beccaria) য়ুরোপখণ্ডে এবং মেসন ও ডিক্সন্ উত্তর-আমেরিকায় বর্ত্তমান ইংরাজী প্রথায় ত্রিকোণব্যাপ্তি দ্বারা বৃত্তাংশের পরিমাণ স্থির করেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে পারী ও গ্রীনইচের ভৌগোলিক সম্বন্ধনির্ণয়ের জন্য রয়েল-সোসাইটী হইতে জেনারল রয় (General Roy) ইংলণ্ড-পক্ষে এবং কাউণ্ট কেসিনী, মেকাএন্ ও ডেলাম্বে ফরাসী-পক্ষে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। রামসডেন্-প্রবর্দ্ধিত 'থিওডোলাইট্' যন্ত্র সাহায্যে পরিমাণগ্রহণে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা ঘটে[২০]।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে বেসেল-প্রণীত Gradmessung in Ostpreussen নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভূ-বিজ্ঞানে নূতন আলোক বিকাশিত হয়। ইহাতে নক্ষত্রনির্ণয় বা বৃত্তাংশ-নিরূপণে ত্রিকোণব্যাপ্তি ব্যতীত চতুরস্র-প্রথা (Least squares) অবলম্বিত হইয়াছিল। উহার গণিতাংশ এতই জটিল যে, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে ষ্ট্রুবে (F. G. Struve)-প্রণীত Arc du Meridien de 25° 20′ entre le Daaube et la Mer Glaciale mesure depuis 1816 Jusqu'en 1855 নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর আকৃতি-নির্ণয়ে এরূপ অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে সুদূরবর্ত্তী অক্ষাংশের পরিমাণ প্রায় অভ্রান্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

(১৯) ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে হুজেন্স (Huyghens), *De Horologio Oscillatorio* নামে একবিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু তৎকালে উহা পৃথিবীর আকৃতিতত্ত্বের পরিচায়ক ছিল না, নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়ার' প্রকাশ হইতেই, পৃথিবীর আকার-নিরূপণেই এই পন্থা নিয়োজিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে হুজেন্স *De Causa Gravitatis* নামে আর একখানি পুস্তকে সমগ্র জাগতিক পদার্থের ভূকেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ হইতে পৃথিবীর আকৃতি-গত প্রামাণ্য স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

(২০) The Account of Trigonometrical Survey of England and Wales নামক গ্রন্থ বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ ও কেন্দ্রবিমুখী বা কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) শক্তিকেই পৃথিবীর আকারনির্ণয়ে মূলাধার স্থির করিয়াছেন। সমভাবে কৌণিক (Angular) বেগে ভ্রাম্যমাণ কোন সমধর্ম্মা তরল পদার্থকে ভ্রমণশীল কোন একটী অবমর্দ্দুলাভাসের (Oblate spheroid) তুল্যাকৃতিত্বপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া, নিউটন তাহার মধ্যরেখার পরিমাণ ২৩০ : ২৩১ নিরূপণ করেন। তৎপরে তিনি স্থানবিশেষের আকর্ষণ-বৈলক্ষণ্য এবং বৃত্তাভাসত্ব (Ellipticity) ও ঘনত্বের (Density) ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পৃথিবীর জলাধারত্ব ও গোলত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। ক্লারো, লাপ্লেস্ প্রভৃতি মহাত্মগণও গণিতবিদ্যার সাহায্যে দুইটী বিভিন্ন স্থানের আকর্ষণ হইতে পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করিয়া যান[২১]।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ও সম্ভাব্য যে, আদিম অবস্থায় পৃথিবী একটী সুবৃহৎ তরল-পিণ্ড (Fluid mass)-রূপে পরিণত ছিল। কালসহকারে উত্তাপবিক্ষেপে শীতলতা পাইয়া ক্রমশঃই উহার উপরিভাগে দুগ্ধসরের ন্যায় আবরক সংস্থিত হয় এবং বিকৃতাঙ্গ ও পর্ব্বতাদি মণ্ডিত হইয়া বর্ত্তমান নিরেট (Solid) আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ পর্ব্বত নদনদী সমুদ্র ও দ্বীপাবলী বিরাজিত থাকায় গণনাকার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীর যে ঘুরিবার যোগ্য একটী পৃষ্ঠ আছে, তাহাও কল্পনাতীত হইয়া পড়ে।

তথাপি অঙ্কবিদ্যাসাহায্যে পৃথিবীর অণ্ডাকৃতিত্ব প্রতিপাদন জন্য গণিতজ্ঞগণ একটী আবর্ত্তনদণ্ড (Axis of rotation) স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ভূপৃষ্ঠে অক্ষ (latitude) ও দ্রাঘিমা (longitude)-রেখা বিলম্বিত করিয়া স্থাননির্ণয়ে সফলকাম হইয়াছেন।* ইত্যাকার যুক্তি ও গণনাদ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণীকৃত হইলেও তৎপরিমাণ-নির্দ্ধারণে তাহাদের যত্নের লাঘবতা দৃষ্ট হয় নাই। উত্তরোত্তর গণনা-সহকারে তাঁহার পৃথ্বীপৃষ্ঠের পরিধি ও ব্যাসাদি নিরূপণ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর পরিমাণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পৃথিবীর বিস্তার ৫০ কোটী যোজন লিখিত হইয়াছে। মেরুর মধ্যস্থান হইতে প্রতিদিকে এই পৃথিবীর আবাধবিস্তার ৫০ হাজার যোজন। সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবী মেরুর প্রত্যেকদিকে তিনকোটী ১ লক্ষ ৭৯ যোজন বিস্তীর্ণা। এই বিস্তার অপেক্ষা পৃথিব্যণ্ডের পরিধি ত্রিগুণ বিস্তৃত। তারকাসন্নিবেশের পরিধির ন্যায় ভূসন্নিবেশেরও মণ্ডলাকার পরিধি জানিবে।[২২] উক্ত অণ্ডকটাহের মধ্যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবস্থিত।[২৩] তদুপরে যথাক্রমে ভূ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য নামে ছত্রাকৃতি মণ্ডলাকার সাতটী লোক এবং অধোদেশে সপ্তপাতাল অবস্থিত ২৪।

---

(২১) Todhunter's *History of the Mathematical Theories of attraction of the Figure of the Earth*, Vol. I. p. 229.

* ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও ভূগোলককে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। ("যোজনসংখ্যা ভাংশৈর্ব্বিভক্তা" গোলাধ্যায়)। অক্ষাংশ ও লম্বাংশ (দ্রাঘিমাংশ)-নিরূপণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ স্থাননির্দ্দেশেও তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখা যায়।

'মেষাদিগে সায়নভাগসূর্য্যে দিনার্দ্ধজা ভা পলভা ভবেৎ সা।' (গ্রহলাঘব) অক্ষচ্ছায়া (পলভা) হইতে অক্ষাংশ নির্ণয় হয় :—

* * * * তথাচ।

স্বাক্ষেষুসূর্য্যাপক্রমাঃ কৃতিভিরক্ষযোনাঘবাধা পলাংশাঃ।' (গ্রহলাঘব)

যে সকল দেশে * অনুক্রমে অধিক ছায়াপাত হয়, তথায় বহিঃস্থযোগে পলভা নির্ণয় করিতে হয়।

"যষ্ট্যাত্মকলসংখ্যং [illegible]

[illegible] কোটিঃ।

কোটির্ [illegible] ।" (গোলাধ্যায়)

ধ্রুববেধের উন্নতিই অক্ষাংশ ও নতাংশই দ্রাঘিমাংশ।

গোলাধ্যায়ে স্ফুট-পরিধি ও লম্বাংশের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"যদ্দেশেমেষস্থরযোজনৈর্ব্বলম্বাংশজৈর্ব্বৈর্ক্রপিত্রেঃ সমন্তাৎ।

বৃত্তং স্ফুটো ভূপরিধির্যতঃ স্যাৎ ত্রিজ্যা হৃতো লম্বগুণঃ কৃতোঽস্মাৎ।"

এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার করিতেন, সংক্ষেপে তন্মধ্যে কএকটীর নামমাত্র প্রদত্ত হইল।

"গোলো নাড়ীবলয়ং যষ্টিঃ শঙ্কুর্ঘটী চক্রং।

চাপং তুর্য্যং ফলকং ধীরেকং পারমার্থিকং যন্ত্রং।" (গোলাধ্যায়)

ইংরাজীতেও ঐরূপ Quadrant, Sextant, Globe প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কারে বিশেষ সহায়তা ঘটিয়াছে।

(২২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ ৫৪ অধ্যায় ১৩-২১ শ্লোক। এখানে পুরাণকারগণ ভূমণ্ডলের গোলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মতে সূর্য্য হইতে নেপচুনের ব্যবধান ২৮০০০০০০০০ মাইল।

(২৩) "অণ্ডস্যান্তরিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।"

(ব্রহ্মাণ্ড অনু° ৫৪।২৪)

(২৪) বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ড ২৩ অঃ ও 'পাতাল' শব্দ দ্রষ্টব্য। কোন কোন গ্রন্থকার সুমেরুকে স্বর্গ, নিরক্ষদেশ মর্ত্ত্য ও বড়বাকেই পাতাল বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্য সুমেরুস্থানবাসী দেবলোকগণের দিবারাত্র আমাদের দিবারাত্র হইতে বিভিন্ন কল্পিত হইয়াছে। আমাদের ১২ মাসে সুমেরুবাসীর একদিন ও রাত্রি হয়। পুরাণে যখন সপ্তলোকের সপ্ত বিভিন্ন কেন্দ্র স্থির রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে সপ্তপাতালের একত্ব কল্পনা করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত জগৎ লইয়া যখন পৌরাণিক পৃথিবী, তখন উহার এতাদৃশ পরিমাণ-কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। যুক্তিশক্তির বহির্ভূত বলিয়াই বোধ হয় পৌরাণিকেরা সপ্তলোক ও সপ্তপাতালের কেন্দ্রতারকা নির্দ্ধারিত করিয়া যান নাই।

বৈজ্ঞানিক মতে পৃথিবী সূর্য্যকেন্দ্রক[২৫] ও সৌরজগতের অন্তর্গত ৫ম গ্রহরূপে[২৬] পরিগণিত। মঙ্গল ও বৃহস্পতি-কক্ষের-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র তারকাগণের (Asteroid) মধ্যে ইহার আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিষুববৃত্তে ভূমণ্ডলের ব্যাস ৭৯২৬ মাইল এবং মেরুদেশে ৭৮৯৮ মাইল। পৃথিবীর আয়তন ২৬১০০০০ লক্ষ ঘনমাইল ও ভূপৃষ্ঠ ১৯৭৩১০০০০ বর্গমাইল মাত্র।[২৭] জলাপেক্ষা ভূভাগ ৫.৬৭ গুণ গাঢ়। সূর্য্যের সহিত তুলনায় পৃথিবীর আকৃতিপরিমাণ ০০০০.২০৮১৭৩, এবং সূর্য্য হইতে ইহার দূরতা ৫ কোটি ক্রোশ।[২৮] এই সুদূর পথ বাহিয়া সূর্য্যকিরণমালার ধরামণ্ডলে পৌঁছিতে ও পূর্ণবিকাশ পাইতে মিনিট ১৩.৩ সেকেণ্ড লাগে। পৃথিবী গোলাকার, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদেশে ১৩ মাইল করিয়া চাপা।

দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন আইসে। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমে অস্তমিত হয়। রাত্রিকালে আকাশের নক্ষত্রগতি দেখিলেও, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির পৃথিবীপরিবর্ত্তন মনে হয়। এই কারণেই বোধ হয় পুরাকালে য়ুরোপখণ্ডেও পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া স্থির ছিল।[২৯] প্রথমে হিপার্কাস নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ এই মতটী উদ্ভাবন করেন। খৃষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দে মিসরবাসী টলেমী এতদ্বিষয় পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এতন্নিবন্ধন জ্যোতিষ্কজগতের এই কল্পিত ভ্রমণপ্রণালী 'টলেমিক্ থিওরি' নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভ্রান্তমত য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত ছিল। পরে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ কোপার্ণিকাস্ এই মত নিরাকরণ করিয়া প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় (দিবারাত্রে) এক একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিক্ আবর্ত্তন করে, সেই জন্য সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর ঐরূপ দৃশ্যমান গতি অনুভূত হয়।

কোপার্ণিকাস্ ১৫শ শতাব্দে যে সত্যটী প্রকাশ করেন, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আর্য্যভট কোপার্ণিকাসের বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর সেইরূপ গতিবিধি পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন[৩০]। পৃথিবীর সমস্ত গতিই প্রায় তৎকালে

"দ্বৈকৈয়াবরবৈঃ শুভৈস্তধার্য্যমাণা পৃথক্ পৃথক্।
দশভাগাধিকাভিশ্চ ভাভিঃ প্রকৃতিভির্বহিঃ ॥ ২৬
ধার্য্যমাণা বিশেষৈশ্চ সমুৎপন্নৈঃ পরস্পরম্ ॥২৭॥ (ব্রহ্মাণ্ড অনু° ৫অঃ)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দূরবর্ত্তী এক একটী ক্ষুদ্র তারকা আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা বৃহৎ।

(২৫) "ইত্যেবং সন্নিবেশো বৈ পৃথিব্যা জ্যোতিষাঞ্চ যঃ ॥ ৭৯
দ্বীপানাং উদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাং তথৈব চ ॥
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ ॥ ৮০
ইত্যেষোঽর্কবশেনৈব সন্নিবেশস্তু জ্যোতিষাম্।
আবর্ত্তঃ সাস্তয়ো মধ্যে সংক্ষিপ্তশ্চ ধ্রুবাত্ নঃ।" ৮১
(মৎস্যপুরাণ ১২৮ অধ্যায়)

(২৬) বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন, য়ুরেনাস্ প্রভৃতি গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা বড়।

(২৭) ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের গুণফলকেই ভূপৃষ্ঠ-ক্ষেত্রফল নির্ণীত করিয়াছেন—
"প্রোক্তো যোজনসংখ্যয়া কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাব্ধয়-
স্তদ্ব্যাসঃ কুভুজঙ্গসায়কভুবঃ সিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ।
পৃষ্ঠক্ষেত্রফলং তথা যুগগুণত্রিংশচ্ছরাষ্টাদ্রয়ঃ
ভূমেঃ কন্দুকজালবৎ কুপরিধিব্যাসাহতেঃ প্রস্ফুটম্ ॥" (গোলাধ্যায়)
যোজনসংখ্যাতে পৃথিবীর পরিমাণ ৪৯৬৭, ও ব্যাস ১৫৮১$\frac{1}{24}$ পৃষ্ঠক্ষেত্রফল ৭৮৫৩০৩৪। ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের সহিত য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিদের এতদ্বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভূপরিধির পরিমাণ নির্ণয়ে ভাস্করাচার্য্য যে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণকার [illegible] অসম্ভব।
"[illegible] ক্ষিতিষোড়শাংশে [illegible] গণিতেন যস্মাৎ।
[illegible] [illegible] কিং তদুক্তম্ ॥"
তাঁহারা যে [illegible] নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহারও ভূরি প্রমাণ আছে—
"পুরান্তরং চেদিদমুত্তরং স্যাৎ [illegible] কিম্।
চক্রাংশকৈরিত্যনুপাতযুক্ত্যা যুক্তং নিরুক্তং পরিধেঃ প্রমাণম্ ॥"
(গোলাধ্যায়)

(২৮) Lardner's Museum of Science & Arts Vol. II, p. 23, কিন্তু কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ ৯৫০০০০০০ মাইল স্থির করিয়াছেন।

(২৯) কোন কোন পুরাণকার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু মৎস্যপুরাণের উক্ত শ্লোকাংশ হইতে সে ভ্রম নিরাকৃত হইতেছে।

(৩০) "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ। [illegible] প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং ॥" আর্য্যভট এইরূপে পৃথিবীর আবর্ত্তন সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেও এবং কি কারণে এই গতিশীল ভূগোলের নিয়ত ভ্রমণ অনুভূতির আয়ত্তীকৃত হয় না, তদুত্তরে আর্য্যভট লিখিয়াছেন:—
"[illegible] অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
[illegible] অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্ ॥"
অনুলোমগতি জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদীতীরস্থ অচল পদার্থকে বিলোমগামী দেখিতে পায়, লঙ্কায় (বিষবৃত্ত প্রদেশে) অচল নক্ষত্রসকলকেও সেইরূপ সমপশ্চিমাভিমুখে গতিশীল বোধ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবীর পরিভ্রমণ জন্য অচলরাশিচক্র যেন পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতিমিশ্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্ লল্লাচার্য্য যে অযৌক্তিক প্রতিবাদ দ্বারা পৃথিবীর অচলত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমিত হইবে, তাঁহারা পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি এবং ভূবায়ুর সহিত ভ্রমণবিষয় অবগত ছিলেন না। অনুসন্ধিৎসু হইয়াই আর্য্যভট এই নূতন মতাবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাণশাস্ত্রে সূর্য্যের মধ্যকেন্দ্রমতপরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। সূর্য্যকে মধ্যকেন্দ্র বলিলেই যে পৃথিবীর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ স্বীকার করা হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি অয়নবিন্দুর চলনগতি (Precession of the Equinoxes) যে পৃথিবীর গতিসম্ভূত, তাহা য়ুরোপে নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন।৩১

পৃথিবীর গতি।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এই পৃথিবী ন্যূনকল্প ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বা এক নাক্ষত্রিক দিনে একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আইসে। ইহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি (Diurnal *Rotation* on its axis) এই আহ্নিক গতিই দিবারাত্রের কারণ। আহ্নিকগতি দ্বারা পৃথিবীর যখন যে অংশে সূর্য্য থাকে, সেই ভাগে দিন ও ঠিক তদ্বিপরীতার্দ্ধভাগে রাত্রি হয়। পৃথিবী যদি আপনার মেরুদণ্ডকে অয়নমণ্ডলের উপর রাখিয়া ঠিক সোজাভাবে ঘুরিত, তাহা হইলে সকল সময়ে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে দিবারাত্রের মান সমান দেখা যাইত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমরা দিবারাত্র সমান পাই না। শীতকালে দিন ছোট ও রাত্রি বড় এবং গ্রীষ্ম কালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইয়া থাকে।

গোলাকার পৃথিবী স্থির মেরুদণ্ডকে ধরিয়া অয়নমণ্ডলে যেন একটু বক্রভাবে বা চাপগতিতে ঘুরিয়া থাকে। উত্তর মেরু যখন সূর্য্যের যত অভিমুখে, তখন দক্ষিণমেরু সূর্য্যের তত বিমুখ হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত বিষুবরেখার উত্তরভাগে যত পরিমাণে দিবসের দৈর্ঘ্য, দক্ষিণভাগে ততোধিক মাত্রায় রাত্রির বৃদ্ধি হয়। কেবল বিষুববৃত্তস্থ প্রদেশসমূহে দিবারাত্রের ভাগ সমান। যতক্ষণ পৃথিবী এই অবস্থায় থাকিয়া ঘুরিবে, ততদিন ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার ঘুরিয়া গেলেও দক্ষিণ-মেরু সূর্য্যের অভিমুখী ও উত্তরমেরু সূর্য্যের বিমুখী হইবে না। সুতরাং দক্ষিণমেরুতে ২৪ ঘণ্টা ও উত্তরমেরুতে ২৪ ঘণ্টা দিন থাকিবে।

এইরূপে ভ্রমণশীল পৃথিবীর দক্ষিণমেরু হইতে বিষুবরেখা মধ্যবর্ত্তী দূরবর্ত্তীস্থান সকল তাহাদের দূরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রমেই যতটুকু সূর্য্যের অভিমুখে পড়িতেছে, তাহা অপেক্ষা অধিকভাগ বিমুখে থাকিতেছে। সেই জন্য এখানে রাত্রির পরিমাণ অধিক হইয়া পড়ে। এইরূপে সূর্য্যের কর্কটরাশিতে অবস্থানকালে উত্তর মেরুদেশে ছয়মাস দিন ও দক্ষিণে ছয়মাস রাত্রি এবং দক্ষিণায়নে মকররাশিতে স্থিতিসময়ে দক্ষিণমেরুতে ৬ মাস দিন ও উত্তরে ৬ মাস রাত্রি হয়।৩২

"অওমধ্যগতঃ সূর্য্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্।
সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫ স্কন্ধ ২০ অঃ)

মৎস্যপুরাণ ১২৮ অধ্যায়ে ঐ মতের প্রতিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে মণ্ডলাকারে অবস্থিত সূর্য্যের পর্য্যাস (পরিবর্ত্তন) ভ্রমণ হইতেই পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ আলোকিত হইয়া থাকে।

"প্রকাশতে যতাভিতৌ মণ্ডলাভ্যাং সমান্বিতৌ।
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং দ্বীপানাঞ্চ স বিস্তরঃ।
বিস্তারার্দ্ধং পৃথিব্যাস্তু ভবেদন্যত্র বাহ্যতঃ।
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশকৌ॥" (ব্রহ্মাণ্ড অনু ৫৩।২-৩)

কিন্তু বর্ত্তমান জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রমাণে সূর্য্যকে স্থির জানিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তন ও অর্দ্ধভাগ আলোকীকরণ হইতেও ভূমণ্ডলের গোলত্ব স্বীকার করা যায়। বৌদ্ধেরা দিবারাত্রের কারণ স্বরূপ সুমেরু-পর্ব্বতকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রমাণার্থ দুই সূর্য্য দুই চন্দ্র ও দুই নক্ষত্রচক্র স্বীকার করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত মতের বিরূদ্ধমত নিরাকৃত হইয়াছে,—

"কিং গণ্যং তব বৈগুণ্যং বৈগুণ্যং যো বৃথাকৃথাঃ।
তাকেন্দুনাং বিলোক্যাহো প্রবনংস্যাপরিক্রমং॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

বিষ্ণুপুরাণের ২।৮ অধ্যায়ে সূর্য্য হইতে জগতে আলোকান্ধকারব্যাপ্তি প্রসঙ্গ আছে। পুরাণ মতে প্রবহ-বায়ুবশে সূর্য্যাদিগ্রহগণের সহিত রাশিচক্রের পশ্চিমাভিমুখে আবর্ত্তনের যে ফল, জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে একমাত্র পৃথিবীর আবর্ত্তনে সেই ফল পাওয়া যায়।

"যন্তোভতন্তে সনুপূর্ব্বগত্যা সৈটাস্ত তস্যাঃ পরণিমবত্যা।
কুলালচক্রভ্রমি-বামগত্যা যত্যাত্মকীটা ইব ভাতি বাহ্যঃ॥" (গোলাধ্যায়)

ভূভ্রমণ ও রাশিচক্রের ভ্রমণ স্বীকার করিলে প্রবহবায়ু স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। পুরাণীয় উক্তভাবিজ্ঞান এরূপ কোন বায়ুরই উল্লেখ করেন নাই।

(৩১) আর্য্যভট্ট মতে ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরাবৃত্তি ও দক্ষিণাবৃত্তি আয়ন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

(৩২) নিরক্ষবৃত্তস্থ প্রদেশে দিবারাত্র সমান এবং উত্তর ও দক্ষিণে ক্ষয়বৃদ্ধি হয় কেন?

"সদ্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং সুরদ্বিষাং।
উপরিষ্টাৎ ভগোলোঽয়ং ব্যক্ষে পশ্চান্মুখঃ সদা॥
অতস্তত্র দিনং ত্রিংশন্নাড়িকং শর্ব্বরী তথা।
হানিবৃদ্ধি সদা বামং সুরাসুরবিভাগয়োঃ॥" (সূর্য্যসি°)

ভাস্করাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"অতস্চ সৌম্যে বিষয়ে মহান্ স্যাৎ রাত্রির্দ্যুর্য্যোবমতশ্চ যাম্যে।
দ্যুরাত্রবৃত্তে ক্ষিতিজাদধঃস্থে রাত্রির্যতঃ স্যাৎ দিনমানহ্রস্বং।
সমানমেবং দ্যুনিশে নিরক্ষে গোলগতং তত্র কুজাদ্যতোঽয়াৎ॥"

(গোলাধ্যায়)

সূর্য্য মেষরাশি হইতে উত্তরে অগ্রসর হইয়া ক্রমাক্রমে বৃষ মিথুন অতিক্রম করিয়া ২৩ অংশে কর্কটের আদি পর্য্যন্ত গমন করেন, এই ২৩ অংশ পরমক্রান্তি নামে অভিহিত। পরে সূর্য্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্রমে সিংহ, কন্যা অতিক্রম করিয়া তুলারাশিতে আসিয়া মিলিত হন। ঐরূপ দক্ষিণে ২৩ অংশে মকর পর্য্যন্ত আসিয়া আবার মেষরাশিতে বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্মিলন-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতীয় মতে ক্রান্তি পরিমাণ ২৪ অংশ, য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্ মতে ২৩½ অংশ। সূর্য্যগতির তারতম্যানুসারে এই পার্থক্য ঘটিয়াছে এবং কালক্রমে সূক্ষ্মতা লক্ষিত হইতেছে। জয়সিংহকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থে কালক্রমে ক্রান্তিহ্রাস নির্ণীত হইয়াছে।

অয়নমণ্ডলে কৌণিকভাবে থাকিয়া প্রত্যহ পৃথিবী একবার করিয়া আপন মেরুদণ্ড আবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু এই চাপাত্মক আবর্ত্তনহেতু দিবারাত্রের বৈষম্য ঘটে কেন এবং কখন উত্তর-মেরুতে আলোক, কখন বা অন্ধকার, এক স্থানের দিন ছোট, আবার কখন দিন বড়, এরূপ পরিবর্ত্তনই বা হয় কেন?

আহ্নিক-গতিই যদি পৃথিবীর একমাত্র গতি হইত, তাহা হইলে কখনই দিবারাত্রিবিপর্য্যয় সংঘটিত হইত না। সূর্য্য যে নক্ষত্ররাশির নিকট উঠিত, তাহাকে আমরা চিরকাল সেইখানে দেখিতাম। প্রত্যহ আপনার চারিদিকে একবার করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী একবৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে।[৩৩] ইহাকে পৃথিবীর বার্ষিক-গতি (Revolution on an orbit) বলে। প্রতিদিন সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির স্থান-পরিবর্ত্তনই ইহার প্রমাণ। আমরা সূর্য্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, ১০ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ) বাসন্ত বিষুবক্রান্তি-বৃত্তে (Vernal equinox) সূর্য্যদেব ঠিকপূর্ব্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান। অতঃপর ৩মাস উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া ১০ই আষাঢ় (২২শে জুন)* সূর্য্যদেব উত্তরক্রান্তিসীমায় (Summer Solstice) হন, ঐ সময় দিন-পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। আবার বক্রগতিতে ফিরিয়া তিনমাসের পর ১০ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর) হরিপদ বা তুলাক্রান্তিতে (Autumnal Equinox) রাত্রিদিবা সমান হয়। পরে সূর্য্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া ১০ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) দক্ষিণক্রান্তিসীমায় (Winter-solstice) উপস্থিত হন। ঐ দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। এইরূপে একবার উত্তরপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সূর্য্যের একবৎসর লাগে*। সূর্য্যের এই প্রত্যক্ষ গতি (apparent motion) দ্বারা আকাশে একটী বৃত্তাভাস অঙ্কিত হয়, তাহাকে রাশিচক্র বা সূর্য্যের অয়নমণ্ডল কহে। সূর্য্যের এইরূপ দৃশ্যমান গতি হয় কেন? তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী দিন দিন সূর্য্য হইতে একটু একটু সরিয়া আবার এক বৎসরে সেই পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আইসে। ছয়মাস আমরা মস্তকোপরি ব্রহ্মকটাহে যে তারকামণ্ডলী দেখি, আর ছয়মাস তাহারা আমাদের পদনিম্নের ব্রহ্মকটাহে থাকে। পৃথিবীর উভয় মেরুবর্ত্তী তারকা ব্যতীত সূর্য্যপরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল তারকার ঐরূপ পরিদৃশ্যমান গতি হয়। মেরুদ্বয়ের উপরি আকাশে যে সকল তারকা আছে, তাহা কখনও অদৃশ্য হয় না[৩৪]। কারণ পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলের উপর ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট কৌণিকভাবে অবস্থিত আছে। চিরকালই প্রায় ঐরূপ সমানভাবে চলিয়াছে[৩৫]। একারণ উত্তরমেরুর লক্ষ্য ঠিক একই দিকে নিবদ্ধ বোধ হইতেছে।

২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী আপনাকে আপনি একবার আবর্ত্তন করে এবং একবৎসরে তেমনি একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। পৃথিবীর এই দুইটী গতি মিশ্রিত হইয়া আর একটী গতি উৎপাদন করে।

উত্তর-দক্ষিণ গোলের ৬৬ অক্ষাংশের মধ্যবর্ত্তী দেশের পক্ষে ঐরূপ দিবারাত্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ৬৬ অংশ হইতে ৯০ অংশ পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে সুমেরু ও কুমেরু-প্রদেশের প্রাকৃতিক নিয়ম স্বতন্ত্র। তথায় ৬মাস দিন ও ৬মাস রাত্রি হয়।

"ষট্‌ষষ্টিভাগাভ্যধিকাঃ পলাংশা যত্রাথ তত্রাভ্যপরো বিশেষঃ।
লম্বাধিকা ক্রান্তিরুদক্ চ যাবৎ তাবদ্দিনং সন্ততমেব তত্র।
যাবচ্চ যাম্যা সততং তমিস্রা ততশ্চ মেরৌ সততং সমার্দ্ধম্।" (গোলাধ্যায়)

আরও বিশেষ প্রমাণ :—

"ত্র্যংশ যুং নবরসাঃ পলাংশকা যত্র তত্র বিষয়ে কদাচন।
দৃশ্যতে ন মকরো ন কার্ম্মুকং কিঞ্চ কর্কমিথুনৌ সদোদিতৌ।
যত্র সাক্ষি গজবাজিসম্মিতাস্তত্র বৃশ্চিকচতুষ্টয়ং ন চ।
দৃশ্যতেঽথ বৃষতো চতুষ্টয়ং সর্ব্বদা সমুদিতঞ্চ লক্ষ্যতে।
যত্র তেঽথ নবতিঃ পলাংশকাস্তত্র কাকনগিরৌ কদাচন।
দৃশ্যতে ন ভদলং তুলাদিকং সর্ব্বদা সমুদিতং ত্রিরাদিকম্।" (গোলাধ্যায়)

(৩৩) অয়নকক্ষ বিচরণ করিয়া একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতে ৩৬৫·২৫৬৩৭৪৪ সৌরদিন বা ৩৬৫ দিন ৬ঘণ্টা ৯মিনিট ১০·৭৫ সেকেণ্ড লাগে। ইহার অয়নবৃত্তস্থ বিষুপদ বা মেষসংক্রান্তি (Vernal Equinox) হইতে বিষুপদ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত (ঋতু-পরিবর্ত্তন-কালজ্ঞাপক) ভ্রমণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭·৮১ সেকেণ্ড সমাহিত হয়।

"শকাজরামাদ্বিধরঃ ধরাযাঃ খার্দ্ধিমিতাঃ ভূমিমাধ্যাযুক্তে।
ভক্তার্কমাসোঽর্কলবঃ প্রমিত্রিংশদ্দিনঃ সাবনমাসএব।" (গোলাধ্যায়)

এক সৌরবর্ষে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩০ পল ও ২২।০ সাড়ে বাইশ বিপলে সূর্য্যের কূটসাবন দিন হয়। সৌর বৎসরের দ্বাদশাংশকে ১ সাবন মাস হয়।

উত্তরায়ণে সূর্য্যের অবস্থানকালে উত্তরগোলে সূর্য্যকিরণ ও গ্রীষ্ম তীব্র বোধ হয়, ঐরূপ উত্তর পরমক্রান্তি হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া গ্রীষ্মের হ্রাস লক্ষিত হইতেছে।

"অত্যাসন্নতয়া তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরা রবেঃ।
দেবভাগে সুরাণাঞ্চ হেমন্তে মন্দতাঽন্যথা।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

* "ভানোর্মকরসংক্রান্তেঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্
কর্কটাদেস্তথৈব স্যাৎ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।" (সূর্য্যসি°)

মকর সংক্রান্তি হইতে মীনরাশি পর্য্যন্ত ক্রান্তিবৃত্তপথে সূর্য্যের রাশি চক্রান্বিত হয় যাস কাল তাহাই উত্তরায়ণ, আর এইরূপে কর্কট হইতে ধনু পর্য্যন্ত গমনই দক্ষিণায়ন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৩৪) একারণ উত্তরধ্রুবতারা নিশ্চল ও স্থির বোধ হয়।

(৩৫) জ্যোতির্ব্বিদগণ স্থির করিয়াছেন, একশতাব্দে পৃথিবীর অর্দ্ধ সেকেণ্ড মাত্র কৌণিক অবস্থানের পরিমাণ হ্রাস হয়। ঐ হ্রাস বৃদ্ধি ১ ডিগ্রী ২১ মিনিটের অধিক হয় না। অয়নাংশের নক্ষত্র আকর্ষণ ইহার কারণ।

পৃথিবী ভ্রমণগতিতে আকাশপথে সর্পকুণ্ডলাকৃতি চক্র করিয়া থাকে। সূর্য্যপ্রদক্ষিণকালে যে চক্রাকার পথে পৃথিবী ভ্রমণ করে, তাহাই তাহার অয়নমণ্ডল। এই অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, অনেকটা ডিম্বাকৃতি (বৃত্তাভাস), ইহার দুইটী অধিশ্রয় বা নাভি (Focus) আছে। এক অধিশ্রয়ে সূর্য্য অবস্থিত ও অপরটী শূন্য পড়িয়া আছে। এজন্য অয়নমণ্ডলের সকলস্থান হইতে সূর্য্য সমান দূরবর্ত্তী নহে।

আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আরও দুইপ্রকার গতি আছে। একটী ক্রান্তিপাতের[৩৬] বক্রগতি (Precession of the Equinoxes), আর একটী মেরুলক্ষ্য-পরিবর্ত্তনগতি (Nutation); এতদুভয়ের প্রকৃতি এতই জটিল যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার বিবৃতি সহজে বোধগম্য হয় না। সুতরাং সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলে চাপাত্মকগতিতে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিদিন ভ্রমণকালে স্বীয় বিষুবরেখার দুইটীমাত্র বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করাইতেছে। কিন্তু ঐ একই বিন্দুদ্বয় চিরদিন কক্ষের উপর সমভাবে পড়িতেছে না। প্রতিবৎসর ক্রান্তিপাত ৫০·১০″ সেকেণ্ড পূর্ব্বে পড়িতেছে অর্থাৎ আজ বিষুবরেখার যে বিন্দু কক্ষের উপর পড়িতেছে, আগামী বৎসর সেই দিবসে ঐ বিন্দু হইতে ৫০·১০″ সেকেণ্ড পশ্চাতে সেই বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করিতেছে। এইরূপে ২৫৮৬৮ বৎসরে আবার সেই একই বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পৌঁছিতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতি পৃথিবীর দুই স্বতন্ত্র গতির কার্য্যফল। পৃথিবীর মেরুদেশ অপেক্ষা বিষুবদ্বৃত্তস্থ পদার্থসমষ্টি (Equatorial protuberance) অধিক। সুতরাং মেরুদেশে চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণপ্রভাব বিষুবদ্বৃত্তস্থ স্থানাপেক্ষা অধিক হইবেই। আকর্ষণের এতাদৃশ বৈষম্যহেতু ক্রান্তিপাত ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বে পিছাইয়া পড়িতেছে। চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণপ্রভাবে যেমন ক্রান্তিপাতের বক্রগতি সম্পাদিত হইতেছে, তদ্রূপ গ্রহগণের সমবেত আকর্ষণে পৃথিবীর আর একটী অগ্রগতি উৎপন্ন হইতেছে। এই উভয় গতির কার্য্যফলে প্রতিবৎসরে ক্রান্তিপাত ৫০·১০″ সেকেণ্ড পিছাইয়া যাইতেছে বা ৫০·১০″ সেকেণ্ড অগ্রে সম্পন্ন হইতেছে।

এই গতি হইতে আমরা জাগতিক ব্যাপারে তিনটী ঘটনা-সমাশ্রিত দেখিতে পাই।

বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দু যতই সরিতে থাকে, ততই পৃথিবীর মেরু চক্রাকার-পথে ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর মেরু যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে, তাহার কেন্দ্র পৃথিবীকক্ষের মেরু, সুতরাং ২৫৮৬৮ বৎসরে ঐ কেন্দ্রের চারিদিকে পৃথিবীর মেরু এক একটী বৃত্ত অঙ্কিত করে। এই গতিদ্বারা মেরুবর্ত্তী নক্ষত্ররাশির সুদীর্ঘকালে স্থানপরিবর্ত্তন অনুভূত হয়।

বিষুবরেখার একএকটী বিন্দু সরিয়া যতই তাহার পূর্ব্বস্থিত বিন্দুকক্ষের উপর আসিয়া পড়ে, ততই নক্ষত্ররাশিতে সূর্য্যের উদয়কালপ্রভেদ ও ঋতু[৩৭]-বৈষম্য উপলক্ষিত হয়। একটী নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহাকে নাক্ষত্র বৎসর[৩৮] (Sidereal year) বলে[৩৯]। কৃত্তিকানক্ষত্রের উদয়স্থান হইতে সূর্য্য পুনরায় কৃত্তিকায় দৃশ্যতঃ ফিরিয়া আসিলে একটী বৎসর পূর্ণ হয়।

এক ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহাকে এক সৌর বৎসর (Tropical) বলা যায়। সৌরবৎসর নাক্ষত্র বৎসর অপেক্ষা ২০ মিনিট ২০ সেকেণ্ড অল্প সময়ে সম্পূর্ণ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিষুবরেখার একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হয় না, পর্য্যায়ক্রমে হটিয়া বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দুই পৃথিবীর কক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইলে, পৃথিবীকে যত দূর ভ্রমণ করিয়া আবার ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইতে হইত, তদপেক্ষা অল্পদূর ভ্রমণ করিয়াই পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপনীত হইতেছে। বাসন্তিক-সমরাত্রদিন (Vernal Equinox) হইতে সৌরবৎসর গণিত হয়।[৪০]

সৌর বৎসরের সময়াল্পতাই ঋতু-পরিবর্ত্তনের মূল এবং বর্ত্তমান বৈষম্যের প্রধান কারণ। যদি প্রতিবৎসরে ঋতুৎপাদক সৌর বৎসর নাক্ষত্রবৎসর হইতে ২০ মিঃ ২০ সেঃ অগ্রে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ পরিমাণে প্রত্যেক ঋতুও নাক্ষত্রবর্ষের অগ্রে সম্পাদিত

(৩৬) পৃথিবীর বিষুবরেখা (Equator) ও অয়নমণ্ডলের (Ecliptic) সংযোগস্থলকে ক্রান্তিপাত কহে।

(৩৭) "দ্বিরাশিনাথা ঋতবস্ততোঽপি শিশিরাদয়ঃ।
মেষাদয়ো দ্বাদশৈতে মাসাস্তৈরেব বৎসরাঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(৩৮) নাড়ীষষ্ট্যা তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
তত্ত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈস্তথা।" (সূর্য্যসি°)

(৩৯) অস্মদ্দেশীয় পঞ্জিকাদিতে নাক্ষত্রিক বৎসর-গণনা হইয়া থাকে।

(৪০) * * * * সাবনোঽর্কোদয়ৈস্তথা।
ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ সংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহ উচ্যতে।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

গোলাধ্যায়ে সৌর ও চান্দ্র মাসের অন্তর-কালকে অধিমাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

"সৌরাব্দমানেন [illegible] যথাক্রমাৎ সংখ্যয়া তেঽধিকাঃ স্যুঃ।
চান্দ্রাব্দকে সৌরচান্দ্রান্তরে যে মাসাস্তদৈক্যেঽধিমাসাঃ প্রদিষ্টাঃ।
চান্দ্রো ন সৌরেণ [illegible] চান্দ্রাদ্ [illegible]।
মাসৈর্দ্বাদশ [illegible] হ্যধিমাসঃ [illegible]।"
(গোলাধ্যায়)

হইবে। এই প্রকারে আবার ২৫৮৬৮ বর্ষপরে নাক্ষত্র ও সৌর-নূতন বর্ষ ঠিক একই সময়ে আরম্ভ হইয়া থাকে অর্থাৎ আজ নাক্ষত্রবর্ষের যে মাসে যে দিনে সমরাত্রিদিবা হইয়াছে, ২৫৮৬৮ বর্ষ পরে ঠিক সেইদিনে সেই সময়ে সমরাত্রিদিবা ঘটিবে।

হিন্দুগণ নাক্ষত্র এবং য়ুরোপীয়গণ সৌর বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয় গণনায় যে মাসে যে ঋতু তাহা প্রায় একই থাকে, কিন্তু আর্য্যদিগের নাক্ষত্র-গণনে প্রতিবৎসর সমরাত্রিদিবা ২০ মিঃ ২০ সেঃ অগ্রে হওয়াতে অনেক বর্ষপরে ক্রমে ঋতুকালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যে সময়ে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইত, এখন সে সময়ে নিদারুণ গ্রীষ্ম দেখা দিয়াছে; গ্রীষ্মের সময় বর্ষা আসিয়াছে, এই রূপে পৃথিবীর দুই অর্দ্ধে ঋতু কালের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে।

পূর্ব্বে যখন বৈশাখমাসের প্রথমদিনে বাসন্তিক সমরাত্রিদিন ঘটিত, তৎকালে সেইদিন হইতেই ভারতবাসিগণ নূতন বৎসর-গণনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এখন ১০ই চৈত্র সমরাত্রদিবা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং পুনরায় বৈশাখমাসের প্রথমে সমরাত্র-দিবা ঘটিতে প্রায় ২৫০০০ বৎসর লাগিবে। পূর্ব্বে বাসন্তিক-সমরাত্রদিবায় সূর্য্য মেষরাশিতে উদয় হইত, এখন ঐদিন মীনরাশি অতিক্রম করিতেও ১০° অংশ বাকি থাকে। এইরূপে সূর্য্যক্রমেই পিছাইয়া উঠিতে উঠিতে ২৫৮৬৮ বৎসর পরে আবার সেই একই নক্ষত্রে উদিত হইবে।

ক্রান্তিপাত সচল বলিয়া পৃথিবীর ইহাতে যে বৃত্তগতি হইতেছে, তাহাতে অয়নমণ্ডল ক্রমশঃই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িতেছে। এই কক্ষপরিবর্ত্তনগতিদ্বারা পৃথিবীর আর একটী বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজিতে Anomalistic বা সৌর-ব্যবধান-বৎসর বলে। পৃথিবীকক্ষের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সেই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুতে ফিরিয়া আসিলে এই বর্ষ পূর্ণ হয়। কক্ষ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যদি ঐ বিন্দু অচল থাকিত, তাহা হইলে সৌরব্যবধান ও নাক্ষত্রবর্ষের পরিমাণ সমান হইত। কিন্তু পৃথিবী এরূপ বৃত্তগতিতে তাহার অয়নমণ্ডল পরিবর্ত্তন করে যে, এক অবস্থা হইতে অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর ১০৮০০০ বৎসর লাগে।

কক্ষের এইরূপ পরিবর্ত্তনহেতু একবৎসর পূর্ব্বে অয়নের যে বিন্দুতে আসিয়া পৃথিবী সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইত, সেই বিন্দু [illegible] আরও ১২″ সেকেণ্ড [illegible] হইলে আবার পূর্ব্বের মত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়; সুতরাং সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীর আরও ১২″ সেকেণ্ড সময় লাগে। এই হেতু সৌর-ব্যবধান-বৎসরের পরিমাণ নাক্ষত্র বৎসর হইতে প্রায় ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক [illegible] সূর্য্যসম্পর্কে পৃথিবীর ব্যবধান সমান হইতে প্রতিবৎসর ৪′ মিনিট ৩৯″ সেকেণ্ড অধিক সময় আবশ্যক হয়[৩১]।

সূর্য্যের দূরত্ব সম্পর্কে পৃথিবীকক্ষের এক অবস্থা হইতে পুনরায় সেই অবস্থায় আসিতে ১০৮০০০ বর্ষ সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু ঋতু সম্পর্কে সূর্য্যের দূরত্ব-পরিমাণ সমান হইতে প্রায় ২০ হাজার বৎসর লাগে।

ঋতূৎপাদক সৌরবৎসর এবং সৌরব্যবধান-বৎসরের পরস্পর দৃশ্যতালের ব্যবধান ৬১.৯ সেকেণ্ড। এই দুই বৎসরের এক অবস্থায় আসিতেও ২০ হাজার বৎসর লাগে এবং ইহারই উপর ঋতুসম্পর্কে সূর্য্যের দূরত্ব পরিবর্ত্তন নির্ভর করে।

পৃথিবীর মেরুলক্ষ্য-পরিবর্ত্তনগতি প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণ-সম্ভূত, কিন্তু গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর মেরুদ্বয় যদিও উত্তরদক্ষিণে লক্ষ্যবদ্ধ, তথাপি চন্দ্রের আকর্ষণে উত্তরমেরুর উত্তরাকাশে এবং দক্ষিণ-মেরুর দক্ষিণাকাশে উর্দ্ধাধঃ গতি হইয়া থাকে। পৃথিবীমেরুর এই চক্রাকার মন্দগতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মেরুতেই পূর্ব্বোক্ত-রূপ অন্য একটী গতি হয়। এজন্য উত্তরমেরুই আকাশে লাটিমের ন্যায় বিসর্পশীল চিহ্ন অঙ্কিত করে। এই গতিবশে ১৯ বৎসর পরে চন্দ্রসূর্য্য ও পৃথিবীর এক অবস্থা হয়; সেইজন্য এইরূপ এক একটী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে অর্থাৎ একমেরুর নিম্নদিক্ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আবার সেই সেই নিম্নের স্থানটীতে আসিতে ১৯ বৎসর লাগে।

সৌরপরিবারবর্ত্তী পৃথিবী উপরিউক্ত নিয়মিত গতিতে অনন্ত আকাশপথে চক্রের উপর চক্র অঙ্কিত করিয়া সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে ছুটিয়া এবং আপন মেরুদণ্ডে প্রতি ঘণ্টায় সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যসহ পুষ্যানামক নক্ষত্রের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে।

---

(৩১) পৃথিবীর কক্ষপরিবর্ত্তনগতি হইতে অনেক নৈসর্গিক ব্যাপার সাধিত হয়। পুরাণে যুগে যুগে যে মহাপ্রলয়ের কথা লিখিত আছে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর এই বিভিন্নগতিই সেই সকল দুর্ঘটনার মূল। ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে জগতে এক এক সময়ে প্রলয় ঘটিয়াছিল। য়ুরোপখণ্ডে পোষ্টপ্লিওসিন্ যুগে অবশ্য তুষারে আবৃত ঐরূপ [illegible] একটী নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। [illegible] এডহিমার ইহার জ্যোতিষিক কারণ নির্দেশ করিয়া বলেন, ক্রান্তিপাতের অয়নগতিবশাৎ ২০ হাজার বৎসরে পৃথিবীর [illegible] সূর্য্যসম্পর্কে তাহার অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করে, এই নিয়মে [illegible] অতি নিকট [illegible] ১০ হাজার বৎসর পরে [illegible] গিয়া পড়ে। এই কারণে [illegible] য়ুরোপের যাবতীয় জীব নষ্ট হইয়া যায়।

ঘনত্ব।

পৃথিবীর পরিমাণ ও আকৃতিনির্ণয়ে জ্যোতির্ব্বিদগণ যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ইহার ঘনত্ব (Density) ও গুরুত্ব (weight) অনুধাবনে তাঁহারা তদ্রূপই যত্নশীল ছিলেন। কোন একটী পরিমেয় ক্ষুদ্রবস্তুর আকৃষ্টশক্তির সহিত পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির তুলনা করিলে এতদ্বিষয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। একটী পর্ব্বতস্তূপের মস্তকোর্দ্ধস্থান হইতে তাহার ওলনের বিচ্যুতি (Deflection of the plummet from the vertical position) অনুসরণ করিয়া বুগে, মাস্কেলিন প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্ পৃথিবীর গুরুত্বনিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের ওলনবিচ্যুতি ৪´ হইতে ৫´ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া এবং তত্তৎ পর্ব্বতের ঘনত্ব বা গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া স্থির করিলেন যে, পৃথিবীপিণ্ডের গুরুত্ব জলাপেক্ষা ৫ গুণ অধিক। কিন্তু পর্ব্বতের যথাযথ গুরুত্ব নিরূপিত না হওয়ায় ইহার যাথার্থ্য অবধারিত হয় নাই। অতঃপর কাভেণ্ডিস্-পরীক্ষা দ্বারা মিঃ ফ্রান্সিস্ বেলী (Mr. Francis Baily) সীসকের গুরুত্ব ও পৃথিবীর আকৃষ্টশক্তির তুলনায় জলাপেক্ষা পৃথিবীর গুরুত্ব ৫৬৭ স্থির করিয়া যান।[৪২] তৃতীয়তঃ রাজ-জ্যোতির্ব্বিদ্ এয়ারি (Mr. Airy, Astronomer Royal) ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে টাইন্ নদীকূলে ও হর্টন কয়লার খাতের ১২৬০ ফিট্ নিম্নতম প্রদেশে ঘড়ীর দোলকযন্ত্রের গতিবিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর গুরুত্ব নির্ণয়ের উপযোগী। তিনি ভূপৃষ্ঠ ও খাতনিম্নস্থ দোলকের দৈনিক ব্যবধান ২¼ সেকেণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে ঐ নিম্নস্থানে আকর্ষণ ১/১৯২০০ সংখ্যক অংশ অধিক। এই অঙ্কফলে তিনি পৃথিবীর গুরুত্ব জলাপেক্ষা ৬ হইতে ৭ গুণ অধিক নির্ণয় করেন, কিন্তু নদীতীরের নিম্নতা খাতপার্শ্বস্থ পর্ব্বতাদির আপেক্ষিক গুরুত্ব অবধারিত না থাকায় তিনি কোন সুফল স্থির করিতে পারেন নাই।

তাপ।

পৃথিবীর বাহিরে এবং ভিতরে উত্তাপ আছে। উত্তাপ জীবজগতের প্রাণদায়ী। অনন্তাকাশের তেজ, সূর্য্যের তাপদান ও বায়ুর নিষ্পীড়নে জগতে একটী উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা সূর্য্যকিরণে যে উত্তাপ উপলব্ধি করি, পৃথিবীর ভ্রমণ ও সূর্য্য হইতে স্থানবিশেষে পৃথিবীর অবস্থানভেদে তাহা হইতেই শীত-গ্রীষ্মাদি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ভূপৃষ্ঠ হইতে আমরা যতই নিম্নে নামিতে থাকি, দৈনিক উত্তাপের ব্যতিক্রম ততই অল্প অনুভূত হইতে থাকে। অবশেষে উহা এমন একটী স্থানে আসিয়া উপনীত হয় যে, তথায় আর কিছুমাত্র বাহ্যিক তাপ অনুভূত হয় না। ঋতুর পরিবর্ত্তনে ঐ স্থানের উত্তাপের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে আরও নিম্নতম প্রদেশে অবতরণ করিলে পুনরায় অল্পে অল্পে উত্তাপ অনুভূত হইতে থাকে। প্রতি ৪০।৫০ ফিটে ১° ফারেণহিট্ উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, কিংবা ১ মাইল অবতরণ করিলে প্রায় ১০০° উত্তাপ পাওয়া যায়। এইরূপ হিসাবে নিম্নের তাপও গৃহীত হইলে ৫০ মাইল আরও অভ্যন্তরভাগে ৫০০০° তাপ-প্রভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তাপের কল্পনায় জগতে উৎপত্তি-প্রারম্ভে সার্ব্বজনীন তেজের আবির্ভাব মনে হয়। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে, এরূপ প্রচণ্ডতাপে কোন ধাতুই গাঢ় হইয়া থাকিতে পারে না, অবশ্যই তাহাকে গলিয়া দ্রব হইতে হয়। আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত ধাতব তরল পদার্থাদি ইহার নিদর্শন। এই প্রমাণ হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর আদি তরলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তাপযুক্ত তরলপদার্থে পূর্ণ এবং এই ভূপৃষ্ঠ (crest) দুগ্ধসরের ন্যায় স্নিগ্ধ হইয়া উৎপন্ন। কেন্দ্রগত তাপ (central heat) স্বীকার করিয়া ফুরিয়ার, হম্বোল্ট প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদ্গণ অভিনব তত্ত্বাবিষ্কারে সফলকাম হইয়াছেন। পর্ব্বতাদির উৎপত্তি ও ভূমিকম্প এই তাপেরই নিদান। [তাপশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

অনন্তক্রোড়াবিষ্ট-বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া ক্রমশঃই তরল হইতে থাকে। সেই উত্তপ্ত তরল জলরাশি শীতল হইবার কালে দৃঢ় আবরণে আচ্ছাদিত হয়। ক্রমে তদুপরি স্তরের উপর স্তর পড়িয়া ভূপঞ্জর প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া পড়ে। উপরে যে মৃত্তিকারাশি দেখিতে পাই, কালে তাহা প্রস্তরীভূত হইবে এবং সেই প্রস্তরীভূত মৃৎপিণ্ড আরও অতীত কালে শ্লেটাদি ঘন-গ্রন্থিযুক্ত প্রস্তরে পরিণত হইবে। মৃত্তিকা ও পর্ব্বতাদির সুগভীর নিম্নস্তরের আরও নিম্নদেশে (ভূগর্ভমধ্যে) দ্রবময় প্রস্তর বা ধাতবাদির হ্রদ বা জলস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। [ভূতত্ত্ব ও পর্ব্বত শব্দ দেখ।] ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তরে যে সকল নিহিত প্রস্তরাস্থির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে একএকটী প্রলয়ের কল্পনা করা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ভূতত্ত্বের আলোচনা হইতে অর্থাৎ একএকটী স্তরের পর্য্যায়ক পরিবর্ত্তনে—চূর্ণ বালুকাবৎ মৃত্তিকা হইতে কঠিন প্রস্তররূপ পর্য্যন্ত—যে

(৪২) সর্ আইজাক নিউটনও ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন—

"Verisimile est quod copia materiæ totius in terra, *quasi quintuplo vel sextuplo* sit quam si tota ex aqua constarit"

Principia III. 10.

সময় লাগে এবং ঐ বিভিন্ন স্তরের রূপান্তর প্রাপ্তি কতকালে হয়, তাহারই বিশ্লেষণ-দ্বারা জগতের উৎপত্তিকাল সূচনা করিয়াছেন; কিন্তু এতাদৃশ আনুমানিক কল্পনার কতদূর সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অগম্য। [বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তরে সম্ভূত জীবাদির সম্যক্ আলোচনা ও তত্তৎ জীবজগতের প্রকৃষ্ট বিবরণ ভূ-পঞ্জর ও ভূ-তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পৃথিবীর উৎপত্তি-কাল।

কি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে, কি পূর্ব্বতন আর্য্য হিন্দুগণের মধ্যে, পৃথিবীর বয়স-নির্ণয়ে বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতির্ব্বিদ্গণ স্ব স্ব মতাবলম্বনে যেরূপ পৃথিবীর উৎপত্তিকালকল্পনে সমর্থ হইয়াছেন, পূর্ব্বতন হিন্দু-শাস্ত্রকারগণও সেই সকল বিষয় যোগবলে প্রকটিত করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাদিতে জগতের অনন্ত-কালব্যাপিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ মনু "আসীদিদং তমোভূতং" প্রভৃতি বচন দ্বারা তাহার সূচনা করিয়াছেন। ক্রমে সূর্য্যের বিকাশে ও তেজোবিকিরণে বাষ্প বা নীহারিকা হইতে পঞ্চভূতময় এই গোলাকার পিণ্ডের উদ্ভব। কিন্তু কতদিন হইল, এই উৎপত্তি সংসাধিত হইয়াছে, কেহই তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন।

পুরাণ হইতে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রলয়-প্লাবিত হইয়া পুনরায় সৃষ্ট হইয়াছে[১১]। একসপ্ততি (চতুঃ)যুগের পর প্রলয় ও এক একটী মন্বন্তর অর্থাৎ নূতন মনুর অবস্থিতি-কাল কল্পিত হয়[১২]। মন্বন্তর কালের সন্ধির পরিমাণ সত্যযুগের তুল্য, ঐ সন্ধি সময়ে পৃথিবী জল-প্লাবিত হইয়া থাকেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের[১৩] মহা-প্রলয়ের পর এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিরাজিত হইয়াছে। এখন পঞ্জিকাদৃষ্টে শ্রীম বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব কাল ও শ্বেত-বরাহ কল্পাব্দ ৪৩২০০০০০০০ অবগত হওয়া যায়; তন্মধ্যে ১৯৭২৯৪৯০০১ অব্দ গত হইয়াছে এবং ১৯৫৫৮৮৫০০১ অব্দ হইল ভূ-সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ নিউকোম ও হল্ডেন্-কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, "নীহারিকা হইতে (Nebular hypothesis) বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা এখনও পৃথিবীর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি স্বভাবের সম্যক্ পর্য্যালোচনা (Studies of nature) দ্বারা এই সূত্র দার্শনিক সিদ্ধান্তে গ্রাহ্য হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিভূত ব্যাপারের অনুশীলন হইতে দেখা যায় যে, এই বস্তু-মণ্ডল আত্মরক্ষণশীল শক্তিবিশিষ্ট (Self-sustaining) হয়, লৌকিক দেহের (Organism) ন্যায় একই ভাবে কারণ দ্বারা (Laws of action) পরিচালিত এবং কালে তাহাতেই ইহার লয় হইবে। নিউকোম পৃথিবীর উৎপত্তিকাল স্বীকার করেন; কিন্তু উহার প্রকৃত গুণফল না পাওয়ায়, দুই কোটি বর্ষেরও কিছু অধিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কালে সূর্য্য ও তারকাদির তেজ ক্ষয় হইবে, ধরা পুনরায় তামসে পূর্ণ হইবে এবং কল্পান্তরে নূতন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইবে[১৩]।

ভূবায়ু।

পৃথিবীতে যে বায়ুরাশি নির্লিপ্ত রহিয়াছে, যাহা সেবন করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, সেই বিশ্বজনীন বায়ুই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ভূবায়ু নামে কথিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সপ্ত প্রকার বিভিন্ন বায়ুস্তর স্বীকার করিয়াছেন। এই বায়ু না থাকিলে পৃথিবী প্রাণহীন শরীরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইত। জলজন্তুগণ যেরূপ নিয়ত জলমগ্ন থাকিয়া জীবন ধারণ করিতেছে,—ক্ষণমাত্র জলবিচ্যুত হইলেই তাহাদের জীবন সংশয় হয়, তদ্রূপ আমরাও এই ভূবায়ু মধ্যে নিরন্তর নিমজ্জিত আছি। বায়ু-বিহীন হইয়া এই জীব-জগৎ ক্ষণকালও জীবন-রক্ষণে সমর্থ নহে। পুরাণাদির ন্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রেও এই সপ্ত বায়ুর উল্লেখ আছে।

"ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ স্যাদুদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মাদ্
বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥
ভূমের্বহির্দ্বাদশযোজনানি ভূবায়ুরত্রাম্বুদবিদ্যুদাদ্যং।
তদূর্দ্ধগো যঃ প্রবহঃ স নিত্যং প্রত্যগ্গতিস্তস্য তু মধ্যসংস্থা॥
নক্ষত্রকক্ষাখচরৈঃ সমেতো যস্মাদতস্তেন সমাহতোঽয়ং।
ভপঞ্জরঃ খেচরচক্রযুক্তো ভ্রমত্যজস্রং প্রবহানিলেন॥" (গোলা°)

প্রথমতঃ ভূবায়ু, পরে আবহ, তৎপরে প্রবহ, তদুপরি উদ্বহ, তদূর্দ্ধে সংবহ, তদন্তর সুবহ, তাহার উপরে পরিবহ এবং সর্ব্বো-

(১০) ব্রহ্মাণ্ডপু° অনু° ৬ অ° ৬৭-৬৯ শ্লোক এবং History of the World's Progress নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(১১) "যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(১২) সন্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়—
"স সন্ধয়ো মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(১৩) "It must have had a beginning within a certain number of year which we can not yet calculate with certainty, but which cannot much exceed 20,000,000, and it must end in a chaos of cold, dead globes at a calculable time in future, when the sun and stars shall have radiated away all their heat, unless it is restored by the action of forces of which we at present know nothing."
(Newcomb and Holden's Astronomy.)

পরি প্রসিদ্ধ পরাবহ বায়ু অবস্থিত। পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে দ্বাদশ যোজন ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ভূবায়ুর সীমা। মেঘ ও বিদ্যুৎ এই ভূবায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে[৪৭]। বিজ্ঞানবিদ্গণ ব্যোমযানারোহণে পরীক্ষা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর উপরিস্থ এই বিভিন্ন বায়ুস্তর বিভিন্ন চাপে স্থূল ও সূক্ষ্ম বা লঘু হইয়া থাকে এবং তাহারা সততই ভিন্ন ভিন্নদিকে বহমান বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে মানবাবাস এই ধরা সপ্তদ্বীপা ও সপ্তসমুদ্রে আবৃতা[৪৮]। জম্বু, প্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপ ও ভারত, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক্, হিরণ্ময়, কুরু, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল প্রভৃতি বর্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ষেই সাতটী করিয়া কুলপর্ব্বত আছে। এতদ্ভিন্ন শত শত নদী উপনদী, পর্ব্বত, জনপদ ও নগর ঐ সকল বর্ষকে আলোকিত করিয়াছিল। কালসহকারে ঐ সকল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে অথবা সেই সকল জনপদাদি এককালে কালের অনন্তক্রোড়ে শায়িত হইয়াছে[৪৯]।

বর্ত্তমান গঠন লইয়া ধরিতে গেলে, পৃথিবী চারিটী বৃহৎ ভূখণ্ডে, দুইটী বৃহৎ ও কএকটী ক্ষুদ্র দ্বীপে এবং দ্বীপমালায় পরিপূর্ণ। ভূতত্ত্বের গঠন লইয়া অনুমান করিলে দেখা যায়, যে এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এক সময়ে পরস্পর সংযোজিত হইয়াছে। আবার ভূতত্ত্বের গঠনানুসারে কোন স্থান লয় ও কোথায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের উন্নতিসাধনার্থ ফরাসীদিগের ঐকান্তিক যত্নে আফ্রিকা মহাদেশ আরবকক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং ভূমধ্য ও লোহিত-সাগর পরস্পর যোজিত হইয়া একটী সুবিস্তৃত বাণিজ্যপথ গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও সিংহল দ্বীপের ব্যবধানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা দৃষ্ট হয়; তাহা সেতুবন্ধ[৫০] নামে প্রসিদ্ধ। ভূতত্ত্ববিদ্গণ উহার গঠনপ্রণালী হইতে অনুমান করেন, ঐগুলি ভারতের সহিত এক সময় সংযুক্ত ছিল। [পক্প্রণালী দেখ।]

এসিয়ার উত্তরপূর্ব্বরাজ্য সাইবিরিয়া হইতে উত্তর-আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী বেরিংপ্রণালীতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং সেই স্থানের জলের অল্পতা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, পানামাযোজকের দক্ষিণ আমেরিকা-সংযোগের ন্যায় একসময়ে আমেরিকাভূমিও এসিয়াখণ্ডের সহিত যুক্ত ছিল[৫১]। এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপাকার বৃহৎ ভূভাগগুলি মহাদেশ নামে খ্যাত। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ড অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ। তৎপরে মাদাগাস্কার, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড, আইসলণ্ড, সিংহল, সুমাত্রা, বর্ণিও, যব, বলি, কর্ম্বোজা, জাপান প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এতদ্ভিন্ন ফিলিপাইন, পোলিনেসিয়ান্, পাপুয়ান্, ইজিয়ান্ ও এণ্টার্টিকা প্রভৃতি আরও কএকটী দ্বীপপুঞ্জ আছে।

---

(৪৭) য়ুরোপীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে ভূবায়ু পৃথিবীর পঞ্চাশ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। এই পর্য্যন্তই পৃথিবীর আকর্ষণসীমা। অতঃপর অন্য গ্রহের অধিকার। য়ুরোপীয় মতের সহিত ভারতীয় মতের যে অনৈক্য লক্ষিত হয়, তাহার সামঞ্জস্যও ঘটিতে পারে। ভারতের নানাস্থানে ক্রোশাদির ন্যায় যোজনাদির পরিমাণেরও ভেদ আছে :—

"চতুর্হস্তং ধনুস্তত্র সহস্রং ক্রোশ উচ্যতে।
ক্রোশদ্বয়ন্ত গব্যূতিস্তদ্দ্বয়ং যোজনং বিদুঃ॥"

তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত দ্বাদশ যোজন ৪০০০ হাতে ক্রোশ ধরিয়া লইলে ৪৮ ক্রোশে প্রায় ৫০ মাইলেরই সমান হইতেছে।

(৪৮) "জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্॥" (বিষ্ণুপুঃ ২।২।৫-৬)

(৪৯) ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হওয়ায়, তৎসমুদায়ে বর্ণিত স্থানাদির নামপার্থক্য লক্ষিত হয়। একারণ তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না। জম্বুপ্লক্ষাদি দ্বীপ ও ভারতকিম্পুরুষাদি বর্ষসমূহের এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বত ও জনপদাদি স্থানে তৎ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

(৫০) ত্রেতাযুগে রাবণনিধন জন্য শ্রীরামচন্দ্র এই পথে লঙ্কায় গমন করেন।

(৫১) History of the World's Progress-প্রণেতা Beale সাহেব ভূতত্ত্বানুশীলনে অবগত হইয়াছেন যে, আমেরিকা মহাদ্বীপরূপে সংগঠিত হইবার পরেও য়ুরোপখণ্ড দ্বীপসমষ্টিতে পূর্ণ ছিল। টার্টিয়ারি যুগবিভাগেও লণ্ডন, প্যারী ও ভিয়ানা নগর সমুদ্রগর্ভ হইতে উন্মুখপ্রায় হইতেছিল। কারণ তত্রত্য স্তরের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ স্থান সমুদ্রগর্ভস্থ পলি হইতে উত্থিত এবং বল্টিক, কাস্পিয় ও ভূমধ্যসাগরও পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। য়ুরোপ ও এসিয়ার মধ্যদেশ এক সময়ে হ্রদ ও সমুদ্রবক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। হিমালয়, আল্প, পিরিনিজ প্রভৃতি সুবিস্তৃত পর্ব্বতমালাও ঐ সময়ে পৃথিবীবক্ষ ভেদ করিয়া উদ্ভূত হয় এবং ক্রমে উত্তর মহাদেশে সংযোজিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। গ্রীস, ইতালি, উত্তর জর্ম্মণি ও সাইবিরিয়ার ভূভাগক্ষেত্র আরও পরবর্ত্তী সময়ে সমুদ্রবক্ষে উত্থিত হইয়া দেশরূপে পরিগণিত হয়। অষ্ট্রেলিয়াকে তিনি অপুষ্ট দেশ ও জুরাসিক যুগে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন এবং তজ্জন্যই এ স্থানবাসীর অপকৃষ্টতা কল্পিত হইয়াছে।

আফ্রিকা ও আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"The continents of Africa was completed simultaneously with that of Asia while the South America was built up in any way analogous to that of its sister continent, to which it became united by the Isthmus of Panama at the close of the Tertiary age." (Beale's Worlds' Progress p. 20)

এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, পৌরাণিক পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ-কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

মহাদেশবিভাগ।

এসিয়া—সাইবিরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, জাপান[৫২], চীন, চীন-তাতার, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান, তুরুস্ক, আরব, পারস্য, আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান, ভারত, শ্যাম, ব্রহ্ম, কাম্বোজ, আনাম, কোচিন, মলয়, গঙ্গাবহির্ভূত উপদ্বীপ। এই সকল দেশ বা রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত।

য়ুরোপ—গ্রেটবৃটেন[৫৩], ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, তুরুস্ক, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া, সুইজর্লণ্ড, হলণ্ড, বেলজিয়ম, জর্ম্মণি, পোলণ্ড, দেন্মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, রুষিয়া।

আফ্রিকা—মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস্, ত্রিপলী, ইজিপ্ত, নিউবিয়া, আবিসিনিয়া, জাঞ্জিবর, মোজাম্বিক্, ট্রান্সভাল, নেটাল, কাফ্রেরিয়া, কেপকলনি, অরেঞ্জফ্রিষ্টেট, কঙ্গোফ্রিষ্টেট, সেনিগাম্বিয়া, গিনি, গোল্ডকোষ্ট ও মধ্য আফ্রিকার—বেচুয়ানা, মোম্বাসা, গ্রিকোয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য।

উত্তর-আমেরিকা—গ্রীন্লণ্ড, এলাস্কা, কানাডা রাজ্য, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো, য়ুকেটন, কোষ্টরিকা, গোয়াটিমালা, হন্দুরাস, নিকারাগোয়া, সান্সাল্ভেদর, ওয়েষ্টইণ্ডিয়া-দ্বীপপুঞ্জ।

দক্ষিণ-আমেরিকা—ইকোয়াডর, কলম্বিয়া, ভেনিজিউলা, ত্রিনিদাদ, গায়না (ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ), ব্রেজিল, পেরু, বলিভিয়া, পারাগুই, ওরাগুই, লা-প্লাটা (আর্জেন্টাইন্ রিপাব্লিক্), চিলি ও ককলণ্ড-দ্বীপপুঞ্জ। ক্ষুদ্রাকার দ্বীপসমূহের ভিন্ন ভিন্ন নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ, জর্ম্মণ, ফরাসী ও রুষ প্রভৃতি রাজগণের অধিকারভুক্ত।

সমুদ্রবিভাগ।

উপরি উক্ত স্থলবিভাগের ন্যায় পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ জলবিভাগের নামকরণ হইয়াছে। আট্লাণ্টিক মহাসাগর (য়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে), প্রশান্ত মহাসাগর (এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে), ভারত মহাসাগর (এসিয়ার দক্ষিণ হইতে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে ৩৫° অক্ষাংশ), দক্ষিণ মহাসাগর (ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে), উত্তর মহাসাগর (এসিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার উত্তর হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত), এতদ্ভিন্ন ভূমধ্যসাগর, উত্তর সাগর, আরব্যোপসাগর, বঙ্গোপসাগর, মেক্সিকো উপসাগর প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিভাগ রহিয়াছে। নদীব্যতীত দেশমধ্যগত জলবিভাগের নাম হ্রদ।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে কয়টী বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ হইল :—

মহাদেশ—এসিয়া, দেশ—রুষিয়া, পর্ব্বত—হিমালয়, দ্বীপ—অষ্ট্রেলিয়া, হ্রদ—কাস্পিয়ান, নদী—মিসিসিপি ও ইয়াংসিকিয়াং।

কালসহকারে পৃথিবীবক্ষে কএকটী অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎসমুদায়ের নির্ম্মাতার অকাতর ব্যয়শীলতা, নির্ম্মাণনৈপুণ্য ও পরিশ্রমস্বীকার মনে হইলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। ভারতের তাজমন্দির, বাবিলোনিয়ার আকাশোদ্যান, ইজিপ্তের পিরামিড্ ও স্ফিঙ্ক্সমূর্ত্তি, রোডস্ ও সাইপ্রাস্ দ্বীপের উপস্থিত কলোসাস্ মূর্ত্তি (Colossus), রোমরাজধানীর কলেসিয়াম্ ও চীনের সুবিখ্যাত প্রাচীর জগতের অত্যাশ্চর্য্য বিখ্যাত কীর্ত্তি (Wonders of the world.) বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে।

পৃথিবীকম্প (পুং) পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। ভূমিকম্প, পৃথিবীর কম্প। [ভূমিকম্প দেখ।]

পৃথিবীক্ষিৎ (পুং) পৃথিবীং ক্ষিয়তি ক্ষি-ঐশ্বর্য্যে ক্বিপ, তুক্ চ। পৃথিবীপতি, রাজা।

"রাজ্যান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং।" (মনু ৯।২২১)

পৃথিবীচন্দ্র (পুং) পৃথিব্যাশ্চন্দ্র ইব। রাজা।

"ত্রৈগর্ত্তং পৃথিবীচন্দ্রং নিজ্ঞে তমসি হাস্ততাং।" (রাজতর° ৫।১৪৮)

পৃথিবীগীতা (স্ত্রী) পৃথিব্যা গীতা। পৃথিবীকথা। বিষ্ণুপুরাণে ৪র্থ অংশে ২৪ অধ্যায়ে 'পৃথিবীগীতা' বর্ণিত হইয়াছে।

"মৈত্রেয়! পৃথিবীগীতাঃ শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
তানাহ ধর্ম্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৪।২৪ অঃ)

পৃথিবীগীতা শ্রবণ বা পাঠ করিলে পাপ প্রশমিত এবং পরলোকে সদ্গতি হইয়া থাকে।

পৃথিবীঞ্জয় (পুং) পৃথিবীং জয়তি-জি-বাহু খশ্, মুম্ চ। দানবভেদ। (হরিব° ২৩২ অঃ)

পৃথিবীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত বন° ৮৩ অঃ)

পৃথিবীধর মিশ্রাচার্য্য, জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্রকার। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

পৃথিবীপতি (পুং) পৃথিব্যাঃ পতিঃ। রাজা।

"সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যাৎ নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।" (মনু ৭।১৭৭)

২ ঋষভনামৌষধি। (মেদিনী) ৩ যম। (হেম)

পৃথিবীপতিসূরি, পঞ্চপত্যাষ্টক নামকগ্রন্থপ্রণেতা।

পৃথিবীপাল (পুং) পৃথিবীং পালয়তীতি পৃথিবী-পাল-অণ্। ১ রাজা। "বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাং।" (রঘু) ২ চাহমানবংশীয় নদোলের এক জন রাজা, জেন্দ্ররাজের পুত্র।

পৃথিবীভুজ্ (পুং) পৃথিবীং ভুনক্তি অবতি ভুজ অবনে ক্বিপ্। ভূপাল, রাজা।

পৃথিবীমণ্ড (পুং স্ত্রী) পৃথিবীর কর্দ্দম, জল।

পৃথিবীময় (ত্রি) মৃন্ময়, মৃত্তিকাযুক্ত।

(৫২) এক্ষণে স্বতন্ত্ররাজ্যমধ্যে গণ্য।

(৫৩) ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড একত্রে ইংরাজ-রাজ্য।

পৃথিবীমুল, জনৈক হিন্দু রাজা। কাম্পাগিতে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি মহারাজ প্রতাপমেরু পুত্র।

পৃথিবীরুহ (পুং) পৃথিব্যাং রোহতি রুহ-ক। ভূমিরুহ, বৃক্ষ।

পৃথিবীলোক (পুং) ভূলোক। (বৃহদারণ্য° ৩।১০)

পৃথিবীবর্ম্মা, ১ জনৈক গঙ্গার পূর্ব্বোত্তরদেশাধিপতি।

২ কলিঙ্গের একজন গঙ্গবংশীয় রাজা, মহেন্দ্রবর্ম্মদেবের পুত্র।

পৃথিবীশ (পুং) পৃথিব্যা ঈশঃ। রাজা।

পৃথিবীশক্র (পুং) পৃথিব্যাং শক্র ইব। রাজা।

পৃথিবীশ্বর (পুং) পৃথিব্যা ঈশ্বরঃ। পৃথিবীর অধিপতি, রাজা।

পৃথিবীষেণ, বাকাটকবংশীয় জনৈক হিন্দুরাজ, ইনি মহারাজ রুদ্রসেনের পুত্র।

পৃথিবীস্থ (ত্রি) যে পৃথিবীতে বাস করে।

পৃথিব্যাপীড় (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

পৃথী (পুং) বেণপুত্র রাজর্ষি পৃথুর অপর নাম।

"শুধী হবমিন্দ্র শূরপৃথ্যাঃ।" (ঋক্ ১০।১৪৮।৫)

'হে সুরেন্দ্র পৃথ্যাঃ পৃথোঃ বৈন্যস্য হবমাহ্বানং শুধি শৃণু।' (সায়ণ)

পৃথু (পুং) প্রথতে বিখ্যাতো ভবতীতি প্রথ-কু, সম্প্রসারণঞ্চ (প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ। উণ্ ১।২৯) ত্রেতাযুগের সূর্য্যবংশীয় পঞ্চম রাজা। বেন নৃপের দক্ষিণকরমন্থনে ইহার উৎপত্তি হয়। ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণগণ মৃত অপুত্রক বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলে তাহাতে একটী স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। এই স্ত্রী ও পুরুষ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া বিপ্রগণ নিরতিশয় প্রীতিসহকারে কহিলেন, 'এই পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর এবং এই স্ত্রীও লক্ষ্মীর অংশ। ইহার মধ্যে যিনি পুরুষ, ইনি সকল রাজার প্রথম হইয়া যশ বিস্তার করুন, এই জন্য ইহার নাম পৃথু ও এই কন্যাও একত্র উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ইহার পত্নী হউক।' এইরূপে বিপ্রগণ বেণপুত্রের নামকরণ করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন নানাবিধ বাদ্যগীতাদি মাঙ্গলিক কার্য্য সকল সম্পন্ন হইল।

স্বয়ং ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেই স্থলে আগমন করিয়া বেণোদ্ভব পৃথুর দক্ষিণ করে ভগবানের চক্র এবং পাদে পদ্মাদি রেখা দেখিয়া তাঁহাকে ভগবানের অংশ বলিয়া স্থির করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যে কন্যা উদ্ভূতা হইয়াছিল, তাহার নাম অর্চ্চি হইল। বিপ্রগণ সপত্নীক পৃথুর যথাবিধানে অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

তখন ধনদ কুবের [illegible] স্বর্ণময় আসন, বরুণ ছত্র, বায়ু চামরযুগল এবং ধর্ম কীর্ত্তিময়ী মালা; পরে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট, ধর্ম্মরাজ দমনকারক দণ্ড, ব্রহ্মা বেদময় কবচ, সরস্বতী মনোহর হার, হরি সুদর্শনচক্র এবং লক্ষ্মী বিবিধ সম্পত্তি প্রদান করিলেন। অনন্তর রুদ্র অসি, অম্বিকা চর্ম্ম, সোম অমৃতময় অশ্ব, বিশ্বকর্ম্মা সুন্দর রথ, অগ্নি ছাগ ও গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ, সূর্য্য রশ্মিময় বাণ ও ভূমি যোগময়ী পাদুকা উপহার দিলেন। নাট্যাদি কুশল খেচরগণ সর্ব্বদা ইহাকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এবং অন্তর্দ্ধানবিদ্যা প্রদান করিলেন। ঋষিগণ অমোঘ আশীর্ব্বাদ, সমুদ্র স্বসলিলোৎপন্ন শঙ্খ এবং সিন্ধু পর্ব্বত ও নদী ইহারা অসংখ্য রত্ন আনিয়া দিল।

সূত, মাগধ ও বন্দিগণ সভার্থে পৃথুর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে পৃথু তাহাদিগকে এই স্তব হইতে বিরত করাইয়া বলিলেন, 'এখন আমার গুণাবলী অব্যক্ত আছে, যখন আমি স্তবের উপযুক্ত হইব, তখন তোমরা স্তব করিও।'

তখন বিপ্রগণ পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া 'তুমি এই পৃথিবীর পালক,' যথাবিধি ইহাকে পালন কর' এইরূপ আদেশ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা পৃথু প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলে পৃথ্বী নিরন্ন থাকায় প্রজাগণ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া পৃথুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ আপনাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ ও শরণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, যেন অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই, আপনি অন্ন প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি অখিল লোকের পালক এবং সকলের জীবনদাতা।

মহারাজ পৃথু প্রজাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানদ্বারা প্রজাদিগের ক্লেশের কারণ অবগত হইয়া কহিলেন, পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ গ্রাস করায় শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে না, এই জন্য প্রজাগণের এই প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা এই ক্লেশ-নিবারণের জন্য শরাসনে শরারোপণ করিয়া পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইলেন। পৃথিবী পৃথুকে এইরূপ শর সন্ধান করিতে দেখিয়া গোরূপধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। রাজাও তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

তখন পৃথিবী পলায়নে বিরত হইয়া পৃথুকে বিনয়সহকারে বলিলেন, রাজন্! আপনি আশ্রিত-বৎসল ও সকল প্রাণীর পালক। অতএব আমাকে রক্ষা করুন। আপনি প্রজা-পালনের জন্য আমাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের দৃঢ় তরণীস্বরূপ হইয়া আছি, আমার উপরই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জলরাশি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে আপনি কি প্রকারে এই সকল প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন? আপনি প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত দুই

হইয়া কি নিমিত্ত প্রজানাশের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি প্রকারে পৃথিবী নানাবিধ স্তব ও হিতকর বাক্য বলিলেন, তথাচ পৃথুর ক্রোধ শান্তি হইল না। তখন পুনরায় পৃথিবী কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সকল ওষধি সৃষ্ট করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, অসৎ লোকই সেই সকল ভোগ করিতেছে, আপনার সদৃশ কেহ উপযুক্ত রূপে প্রজাপালন ও যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তন করিতেছে না। সকল লোকই চোর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি যজ্ঞার্থ ওষধি সকল গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি; আমি এইরূপে ইহার রক্ষা না করিলে আপনি ইহার নামপর্য্যন্তও জানিতে পারিতেন না। ঐ সকল ওষধি বহুদিন ধরিয়া আমার উদরে থাকায় কালসহকারে জীর্ণ হইয়াছে, এখন আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া ঐ সকল আকর্ষণ করুন। তাহাতে আপনার অভিলাষ সিদ্ধি হইবে। আপনি আমার বৎস, দোহনপাত্র এবং দোগ্ধা স্থির করিয়া দোহন করুন, তাহাতে আমি ক্ষীরময় অভীষ্ট সকল প্রদান করিব। রাজন্! আপনি আমাকে এমন ভাবে সমতল করিয়া দিউন, যাহাতে বর্ষা ঋতুর অবসান হইলেও দেববৃষ্ট জলরাশি আমার উপর পতিত হইয়া সকল স্থানেই গড়াইয়া যাইতে পারে।

তখন পৃথু পৃথিবীর এই বাক্যে নিতান্ত প্রীত হইয়া মনুকে বৎস করিয়া আপনার হস্তরূপ পাত্রে ওষধি সকল দোহন করিলেন। পৃথুর দোহন শেষ হইলে তৎপরে পঞ্চদশ ঋষি যাহার যেরূপ অভিলাষ তদনুসারে পৃথুর বশীভূতা পৃথিবীকে দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনাদের শ্রোত্ররূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে বেদময় পবিত্র দুগ্ধ দোহন করিলেন।

তদনন্তর দেবতা সকল ইন্দ্রকে বৎস কল্পনা করিয়া হিরণ্ময় পাত্রে অমৃত, বীর্য্য, ওজঃ ও বলরূপ পয়ঃ দোহন করিলেন।

তৎপরে দৈত্য ও দানবগণ প্রহ্লাদকে বৎস কল্পনা করিয়া লৌহময় পাত্রে সুরা ও আসব, তৎপরে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিশ্বাবসুকে বৎস কল্পনা করিয়া পদ্মময় পাত্রে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সহিত মধু, তৎপরে শ্রাদ্ধদেব পিতৃগণ অর্য্যমাকে বৎস কল্পনা করিয়া অপক্ব মৃণ্ময়-পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কব্য, তদনন্তর সিদ্ধগণ ভগবান্ কপিলকে বৎস কল্পনা করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও সঙ্কল্পময়ী সিদ্ধি, বিদ্যাধর ও খেচরাদি তাহারাও ঐ কপিলকে বৎস করিয়া খেচরত্বাদি বিদ্যা, কিন্নর ও মায়াবী ব্যক্তিরা ময়দানবকে বৎস করিয়া অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা এবং মায়া দোহন করিয়াছিলেন। এই মায়া অতি আশ্চর্য্য। ইহার বলে সংকল্পমাত্রেই সকল অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে। তৎপরে যক্ষ, রাক্ষস, ভূত ও পিশাচাদি মাংসভোজী ব্যক্তিরা রুদ্রকে বৎস করিয়া কপালপাত্রে রুধিররূপ আসব, ফণাহীন সর্পগণ ও সকল সর্পজাতি এবং বৃশ্চিকাদি দংদশূক সকল তক্ষককে বৎস করিয়া বিলরূপপাত্রে স্ব স্ব জাতির বিষ দোহন করিয়াছিলেন। এইরূপে পশুগণ রুদ্রবাহন বৃষভকে বৎস করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণরূপ ক্ষীর, মাংসাশী জন্তু সকল মৃগেন্দ্রকে বৎস করিয়া স্ব স্ব শরীররূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ, পর্ব্বত সকল হিমালয়কে বৎস করিয়া স্ব স্ব সানুরূপ পাত্রে বিবিধ ধাতু দোহন করিলেন। এইরূপে সকলে পৃথিবীকে দোহন করিয়া যাহার যেরূপ অভিলাষ তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইলেন।

পরে পৃথু পৃথিবীর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুহিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইজন্য পৃথিবী পৃথুর দুহিতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পরে পৃথু ধনুঃদ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে সমান করিলেন। তখন ঐ সকল বীজ পৃথিবীর চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। এই সময় পুর, নগর, গ্রাম, হট্ট প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমস্তই প্রস্তুত হইল। তখন পৃথিবী শস্যশালিনী এবং প্রজা সকল আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এই সময় পৃথু ক্রমান্বয়ে ৯৯টী অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র এই যজ্ঞীয়াশ্ব অপহরণ করিলেন। পৃথু ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের পশ্চাদগামী হইলেন। তখন ইন্দ্র নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের গৃহীত এই সকল রূপ পাপময়। এই সকল রূপ হইতে কালে জৈন, বৌদ্ধ ও কাপালিক প্রভৃতি মতের সৃষ্টি হইয়াছে।*

পৃথু ইন্দ্রের নিকট হইতে অশ্ব লইয়া আসায় ইহার নাম 'বিজিতাশ্ব' হইয়াছিল। এই যজ্ঞে মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রকে ভস্মীভূত করিবার সময় হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা এই যজ্ঞস্থলে আসিয়া উভয়ের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া দেন। পরে পৃথু যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করেন। এইরূপে পৃথু কর্ত্তব্য সকল শেষ হইলে সনৎকুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া পুত্রের উপর দুহিতৃ-

---

* "যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া।
তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে॥
এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া।
তদ্‌গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃণাং॥
ধর্ম্ম ইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু॥
তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ।
ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্ম্মুকঃ॥"

(ভাগবত ৪।১৯।২৪—২৭)

সহ্গী পৃথিবীর ভার অর্পণ করেন। পরে তিনি পত্নীর সহিত কঠোর তপশ্চর্য্যার পর যোগদ্বারা এই ভোগদেহের অবসান করেন। (ভাগবতে ৪।১৫ অঃ আরম্ভ করিয়া ২৪ অঃ পর্য্যন্ত পৃথুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, তত্তদধ্যায় সকল দ্রষ্টব্য।)

২ চতুর্থ মন্বন্তরের মধ্যে একজন সপ্তর্ষি। (হরিবংশ ৭ অঃ)

৩ ককুৎস্থের পুত্র অনেনাভূরাজপুত্র।

"অযোধস্তস্য পুত্রোঽভূৎ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্।
ককুৎস্থস্য অনেনাভূত্তস্য পুত্রঃ পৃথুঃ স্মৃতঃ॥" (অগ্নিপু°)

৪ অজমীঢ়বংশীয় পারপুত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) ৫ ক্রোষ্টুবংশীয় চিত্রের পুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ৩৫ অঃ) ৬ দানবভেদ। (হরিব° ১৬ অঃ) ৭ প্রিয়ব্রতবংশোদ্ভব বিভুর পুত্র।

"ভুবস্তস্মাৎ ভথোদ্গীথঃ প্রস্তারস্তৎসুতো বিভুঃ।
পৃথুস্ততোঽভবন্নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ সুতঃ॥" (বিষ্ণুপু° ২।১।৩৮)

৮ তামস মন্বন্তরীয় ঋষিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৪।৫৯) ৯ মহাদেব। (ভারত আশ° ৯ অঃ) ১০ অগ্নি। (মেদিনী) (স্ত্রী) ১১ কৃষ্ণজীরক। পর্য্যায়—

"কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ।
কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা॥" (ভাবপ্রকাশ)

১২ ত্বক্‌পর্ণী। ১৩ হিঙ্গুপত্রী। (মেদিনী) ১৪ অহিফেন। (শব্দরত্না°) (পুং) ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৭) (ত্রি) ১৬ মহৎ।

"উল্লসিতভ্রূধনুষা তব পৃথুনা লোচনেন রুচিরাজি।
অচলা অপি ন মহান্তঃ কে চঞ্চলভাবমানীতাঃ।"

(আর্য্যাসপ্তশতী ১১৭)

১৭ নিপুণ। (শব্দর°)

পৃথু, ১ চণ্ডিকাভক্ত বসিষ্ঠমুনির গোত্রবংশসম্ভূত জনৈক রাজা। ইনি পাঠারীয় প্রভু জাতীয় ছিলেন। (সহ্যাদ্রিখ° ২৭।৩৪)

২ চন্দ্রবংশীয় কান্তিরাজের পুত্রভেদ।

৩ মুদ্রারাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্তের পিতা।

পৃথুক (পুং) পৃথুরেব পৃথুসংজ্ঞায়াং কন্ বা প্রথতে ইতি প্রথ-(অর্ভকপৃথুকেতি। উণ্ ৫।৫৩) ইতি কুকন্ সম্প্রসারণঞ্চ। চিপিটক, চলিত—চিড়ে। এই শব্দের ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারও দেখা যায়।

"চিপিটমন্নং পৃথুকং শুল্কং দেশবিশেষকে।
সাত্ত্বিকানাং বিপ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে।
অভক্ষ্যঞ্চ যতীনাঞ্চ বিধবাব্রহ্মচারিণাং॥" (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্ম° ২১অঃ)

চিপিটক প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ধান্য সিদ্ধ এবং উহা রৌদ্রপক্ক করিয়া তদনন্তর আবার সিদ্ধ করিয়া ঢেঁকিতে কুটিলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই জন্য ইহা 'চিপিট' অন্য নামে অভিহিত হয়। এই চিপিটক দেশবিশেষে বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারী ইহাদিগের ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ইহা দেবতাদিগকে নিবেদন করা যায় না। ইহার গুণ—গুরু, বলকারক, কফ ও বিষ্টম্ভকারক। (বাভট সূত্রস্থা° ৬ অঃ)

২ চাক্ষুষ মন্বন্তরের দেবগণবিশেষ।

"আদ্যা প্রসূতা ভব্যাঃ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ।" (হরিব° ৭।৩২)

পৃথু যথা স্যাৎ তথা কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। ৩ বালক। (মে°)

"প্রক্রীড়িতান্ রেণুভিরেত্য তূর্ণং নিম্মার্জনস্তঃ পৃথুকান্ পথিস্যাঃ॥"

(মাঘ ৩।৩০)

পৃথু-স্বার্থে ক। ৪ পৃথুশব্দার্থ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ হিঙ্গুপত্রী। পর্য্যায়—"হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বিকা পৃথুকা পৃথুঃ।" (ভাবপ্রকাশ) ৬ বালিকা।

পৃথুকর্ম্মন্ (পুং) শশবিন্দুর পুত্র ও চিত্ররথের পৌত্রভেদ।

পৃথুকল্পিনী (স্ত্রী) পৃথুকল্পনা। বিস্তৃত কল্পনা।

পৃথুকা [পৃথুক দেখ।]

পৃথুকীয় (ত্রি) পৃথুকায় হিতং অপূপাদিত্বাৎ ছ। পৃথুকহিত।

পৃথুকীর্ত্তি (পুং) ১ শশবিন্দুর পুত্রভেদ। (স্ত্রী) ২ শূরের কন্যাভেদ। (হরিবংশ) ৩ পৃথানুজা বসুদেবভগিনী। পৃথার কনিষ্ঠা ভগিনী।

"পৃথুকীর্ত্ত্যাং তু সংজজ্ঞে তনয়ো বৃদ্ধশর্ম্মণঃ।
করূষাধিপতির্বীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ॥" (হরিবংশ ২৭ অঃ)

(ত্রি) পৃথুঃ কীর্ত্তির্যস্য। ৪ বৃহদ্যশস্বী, মহাযশস্ক।

পৃথুকোল (পুং) পৃথুঃ কোলঃ। রাজবদর। (রাজনি°)

পৃথুক্য (ত্রি) পৃথুকায় হিতং যৎ। পৃথুকহিত, পৃথুকীয়।

পৃথুগ (পুং) চাক্ষুষমন্বন্তরের দেবতাভেদ।

পৃথুগ্রীব (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামা° ১৯ অঃ) (ত্রি) পৃথুঃ গ্রীবা যস্য। বিস্তীর্ণগ্রীব, বিস্তীর্ণ গ্রীবাযুক্ত, যাহার গ্রীবাদেশ বিপুল।

পৃথুচ্ছদ (পুং) পৃথবশ্ছদাঃ পত্রাণি যস্য। ১ হরিদর্ভ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃহৎপত্র।

পৃথুগ্মন্ (ত্রি) পৃথুভাবপ্রাপ্ত।

"পৃথুগ্মানং বাধ্রং।" (ঋক্ ১০।৯৯।১)

'পৃথুগ্মানং পৃথুভাবং প্রাপ্নুবন্তং।' (সায়ণ)

ইহার পাঠান্তর 'পৃথুজ্মান্' দেখিতে পাওয়া যায়। (অথর্ব্ব ৫।১।৫)

পৃথুজাঘন (ত্রি) বিস্তীর্ণ জঘন, বিপুল-নিতম্ব।

"পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে।" (ঋক্ ১০।৮৬।৮)

'পৃথুজাঘনে বিস্তীর্ণ-জঘনে।' (সায়ণ)

বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'পৃথুজাঘনে' এইরূপ হইয়াছে।

পৃথুজয় (পুং) শশবিন্দুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

পৃথুজ্রয় (ত্রি) শীঘ্রগামী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"পূণতো ন দক্ষিণা পৃথুজ্রয়ী।" (ঋক্ ১।১৬৮।৭)

'পৃথুজ্রয়ী পৃথুজবা শীঘ্রগামিনী' (সায়ণ)

পৃথুতা (স্ত্রী) পৃথোর্ভাবঃ পৃথু-তল্-টাপ্। পৃথুত্ব, পৃথুর ধর্ম, পৃথুর ভাব।

পৃথুদর্শিন্ (ত্রি) পৃথু-দৃশ-ণিনি। দূরদর্শী।

পৃথুদান (পুং) শশবিন্দুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

পৃথুপক্ষস্ (ত্রি) পৃথুনী পক্ষসী যস্য। পৃথুপার্শ্বদ্বয়যুক্ত, বৃহৎ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত। "বহন্ত মন্দঃ পৃথুপক্ষসা রথে" (ঋক্ ৮।২৬।২৩)

'পৃথুপক্ষসা পৃথুপার্শ্বদ্বয়যুক্তাবশ্বৌ।' (সায়ণ)

পৃথুপত্র (পুং) পৃথুনি পত্রাণি যস্য। রক্ত লশুন। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃহৎ পত্রযুক্ত। পৃথু পত্রং কর্ম্মধা°। ৩ বৃহৎ পত্র।

পৃথুপর্শু (ত্রি) বিস্তীর্ণ পার্শ্বাস্থিযুক্ত, বিস্তীর্ণ অশ্বপশুহন্তা। "পৃথুপর্শবো যযুঃ" (ঋক্ ৭।৮৩।১) 'পৃথুপর্শবঃ পৃথুঃ বিস্তীর্ণঃ পশুঃ পার্শ্বাস্থি যেষাং তে তথোক্তাঃ বিস্তীর্ণাশ্বপশুহন্তাঃ' (সায়ণ)

পৃথুপলাশিকা (স্ত্রী) পৃথুনি পলাশানি যস্যাঃ, কপ্ টাপি অত ইত্বম্। শটী। (রাজনি°)

"শটী পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গন্ধারিকা গন্ধবধূর্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পৃথুপাজস্ (ত্রি) ১ অতিতেজস্বী, পৃথুতেজাঃ। ২ পৃথুবেগ, বিপুল বেগযুক্ত। "বৈশ্বানরঃ পৃথুপাজা অমর্ত্ত্যো" (ঋক্ ৩।২।১১)

'পৃথুপাজাঃ পৃথুতেজাঃ অথবা পৃথুবেগঃ।' (সায়ণ)

পৃথুপাণি (ত্রি) পৃথুঃ পাণির্যস্য। বিপুলহস্ত, আজানুলম্বিতভুজ। "পৃথুপাণিঃ সিসর্ত্তি" (ঋক্ ২।৩৮।২)

'পৃথুপাণিঃ মহৎকরঃ' (সায়ণ)

পৃথুপ্রগাণ (ত্রি) পৃথু প্রগাণং যস্য। পৃথুগীতিযুক্ত। "পৃথুপ্রগাণমুবক্ষ" (ঋক্ ৩।৫।৭) 'পৃথুপ্রগাণং পৃথুগীতিং' (সায়ণ)।

পৃথুপ্রগামন্ (ত্রি) পৃথুগামী, পৃথুপ্রগমন্। "শবসা পৃথুপ্রগামা" (ঋক্ ১।২৭।২)

'পৃথুপ্রগামা পৃথু; প্রগামা যস্যাসৌ' (সায়ণ)

পৃথুপ্রথ (ত্রি) বিস্তৃতকীর্ত্তি, যাহার কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।

পৃথুপ্রোথ (ত্রি) অশ্বাদির ন্যায় বিপুল নাসারন্ধ্রবিশিষ্ট।

পৃথুবুধ্ন (ত্রি) স্থূলমূল। "যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্নঃ" (ঋক্ ১।২৮।১)

'পৃথুবুধ্নঃ স্থূলমূলঃ' (সায়ণ)

পৃথুভৈরব, বৌদ্ধদিগের দেবতাভেদ।

পৃথুমৃদ্বীকা (স্ত্রী) হৃদ্য দ্রাক্ষা, কিস্‌মিস্।

পৃথুযশস্ (ত্রি) পৃথু মহৎ যশো যস্য। ১ শশবিন্দুর পুত্রভেদ। ২ বিপুল যশস্বী, মহাযশস্বী।

পৃথুযশস্, ১ ষট্‌পঞ্চাশিকাপ্রণেতা। ২ হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা প্রণয়নকর্ত্তা, বরাহমিহিরের পুত্র।

পৃথুযামন্ (ত্রি) পৃথুরথ। "পৃথুযামন্ ত্বে" (ঋক্ ৬।৬৩।৪) 'পৃথুযামন্ পৃথুরথঃ' (সায়ণ)

পৃথুরশ্মি (পুং) ১ যতিভেদ। ২ বিস্তৃত রশ্মিশালী।

পৃথুরাজ, নরপতিভেদ।

পৃথুরাষ্ট্র, বৌদ্ধ গণ্ডব্যূহবর্ণিত জনপদভেদ।

পৃথুরুক্ম (পুং) ক্রোষ্টুবংশীয় রুক্মকবচপুত্রভেদ। (হরিব° ৩৭অঃ)

পৃথুরোমন্ (পুং) পৃথূনি রোমাণি, লোমস্থানীয়ানি শকলান্যস্যেতি। ১ মৎস্য। (ত্রি) ২ বৃহদ্রোমযুক্ত।

পৃথুল (ত্রি) পৃথুং পৃথুত্বমস্ত্যস্যেতি পৃথু-সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্, বা পৃথুং লাতীতি লা-ক। ১ মহৎ। ২ স্থূল। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"শ্রোণিষু প্রিয়করঃ পৃথুলাসু স্পর্শমাপ সকলেন তলেন॥" (মাঘ ১০।৫৫)

৩ হিঙ্গুপত্রী। (জটাধর)

পৃথুলাক্ষ (ত্রি) পৃথুলে অক্ষিণী যস্য ষচ্ সমাসান্তঃ। ১ বৃহন্নেত্রযুক্ত, বিশালনেত্র। (পুং) ২ পুরুবংশীয় চতুরঙ্গ-পুত্রভেদ। (হরিব° ৩১অঃ)

পৃথুবক্ত্র (ত্রি) পৃথু বক্ত্রং যস্য। ১ বৃহন্মুখযুক্ত। (স্ত্রী) ২ কুমারানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

পৃথুবেগ (ত্রি) পৃথুঃ বেগঃ যস্য। মহৎ বেগযুক্ত। (পুং) পৃথুঃ বেগঃ কর্ম্মধা°। ২ প্রবল বেগ।

পৃথুশিম্ব (পুং) পৃথুঃ শিম্বা যস্যাঃ। ১ শ্যোনাকভেদ।

"দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ।" (ভাবপ্র°)

২ পীতলোধ্র। ৩ অসিশিম্বী। (বৈদ্যকনি°)

পৃথুশিরস্ (ত্রি) বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট (অথর্ব্ব° ৪।১৭।১৩)

পৃথুশিরা (স্ত্রী) কৃষ্ণজলৌকা। (সুশ্রুত সূ° ১৩ অঃ)

পৃথুশৃঙ্গক (পুং) মেষবিশেষ, দুম্বা। (বৈদ্যকনি°)

পৃথুশেখর (পুং) পৃথু মহৎ শেখরং শৃঙ্গং যস্য। পর্ব্বত।

পৃথুশ্রব (ত্রি) পৃথুঃ শ্রবঃ কর্ণো যস্য। ১ বৃহৎ কর্ণযুক্ত।

পৃথুশ্রবস্ (পুং) ১ কুমারানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অঃ) ২ শশবিন্দু-নৃপপুত্রভেদ। (হরিব° ৩৬ অঃ) ৩ নবম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডপু° ৯৪।৯) সনন্দুর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১০।১১) 'পৃথুশ্রবস্ এবং পৃথুশ্রবস' এই দুই প্রকারই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথুশ্রবা, জনৈক হিন্দুরাজা। মহাকালীর ভক্ত ও মুক্তভণ্ডমুনির গোত্রজাত।

পৃথুশ্রোণি (ত্রি) পৃথুঃ শ্রোণির্যস্য। বিপুলনিতম্ব, বৃহৎ নিতম্বযুক্ত।

পৃথুষেণ (পুং) ভরতবংশীয় রুচিরশ্বপুত্রভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) ইহার পাঠান্তর 'পৃথুষেণ'।

পৃথুস্কন্ধ (পুং) পৃথুঃ স্থূলঃ স্কন্ধো যস্য। শূকর। (রাজনি°)

পৃথূদক (স্ত্রী) পৃথু-প্রস্রবণাৎ মহাপাতক নাশ। কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি নগর ও প্রাচীন তীর্থ। বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের

অম্বালা-জেলায় প্রবাহিত-পুণ্যসলিলা সরস্বতীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। ইহা এখন পেহেবা (পেহোআ) নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৯° ৫৮″ ৪৫″ উত্তর এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩১′ ১৫″ পূর্ব। প্রসিদ্ধ থানেশ্বর নগর হইতে ৬।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

মহাত্মা বেণের পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী পৃথু সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হন। পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত রাজা সরস্বতীতীরে এই স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করেন এবং তাহাতে ১২ দিন পর্য্যন্ত উক্ত নদীকূলে উপবিষ্ট থাকিয়া অভ্যাগতগণকে জলদান করিয়াছিলেন। এই কারণ ঐ জলতট পৃথূদক নামে পরিচিত হয়। পিতার শ্রাদ্ধগৌরবরক্ষার জন্ত মহারাজ পৃথু এখানে একটী নগর স্থাপন করেন, তদবধি উহা প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামেই ঘোষিত হইতেছে।

থানেশ্বরের ন্যায় ইহার পবিত্রতার প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় ৩০ হইতে ৪০ ফিট্ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর ও নিম্নতলে অবস্থানহেতু সাধারণ লোকে এ স্থানের প্রাচীনত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। এখানকার স্তূপমধ্য হইতে প্রাপ্ত বৃহৎ ইষ্টক ও খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি, দেউল ও দ্বারদেশাদির ধ্বংসাবশেষ, স্তম্ভ ও মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি আলোচনা করিলে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এ স্থান হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রাদি ও অন্যান্য নিদর্শনগুলি প্রায় থানেশ্বরের সমকালবর্ত্তী।

পেহেবা নগরের পশ্চিমদিকস্থ নিম্নতলে গোরক্ষনাথের শিষ্য গরিবনাথের মন্দির। ঐ মন্দিরগাত্রে রামভদ্রদেবের পুত্র রাজা ভোজদেবের ২৭৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে পঞ্জাবের সন্নিকটে "সিদ্ধগিরিকা হাবেলী" নামক অট্টালিকাগাত্রে আর একখানি শিলালিপি নিবদ্ধ দেখা যায়; ঐখানি ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালদেবের ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন দেবরাজ কর্তৃক উৎকীর্ণ।

সম্ভবতঃ গজনীপতি মামুদের থানেশ্বর-লুণ্ঠনকালে এই নগরের পূর্ব্বশ্রী হ্রাস পায়। পরবর্ত্তী মুসলমানরাজ এই স্থানের তীর্থমাহাত্ম্য লোপকরণাভিপ্রায়ে স্তম্ভপ্রবায় একটী উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করান। কোন তীর্থযাত্রী এখানে আসিলেই ঐ স্থান হইতে গুলি চালান হইত। এইরূপে ক্রমশই এখানকার জনসংখ্যা হ্রাস হইয়া পড়ে। অবশেষে শিখজাতির অভ্যুদয়ে কতকগুলি তীর্থ পুনঃসংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এখানে অনেকগুলি পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী ও তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ধ্বংসপ্রায় ও কতকগুলি অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।— মধুস্রবা, ঘৃতস্রবা, পাপান্তক, যযাতি, বৃহস্পতি ও পৃথ্বীশ্বরাদি তীর্থই প্রধান, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি তীর্থ আছে। [কুরুক্ষেত্র শব্দে তৎসমুদায়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বামনপুরাণে লিখিত আছে, মহামুনি বিশ্বামিত্র এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে তাহা অক্ষয় এবং অন্তিমে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। (বামনপু° ৩৮ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে, পৃথূদকতীর্থ সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রতীর্থ অতিশয় পুণ্যপ্রদ। তদপেক্ষা সরস্বতী এবং এই সরস্বতী হইতেও ইহা অধিক পুণ্যদায়ক। এই তীর্থে মৃত্যু হইলে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। সনৎকুমার ও স্বয়ং ব্যাসদেব এইরূপ বলিয়াছেন।*

পৃথূদকস্বামী চতুর্ব্বেদ, মধুসূদনের পুত্র। ব্রহ্মগুপ্তকৃত খণ্ডখাদ্যের টীকা ও ব্রহ্মসিদ্ধান্তবাসনাভাষ্যরচয়িতা।

পৃথূদর (পুং) পৃথু মহদুদরং যস্য। ১ মেষ। (ত্রি) ২ বৃহৎকুক্ষি। স্ত্রিয়াং স্বাঙ্গত্বাৎ জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পৃথ্বাদি (পুং) 'ইমনিচ্' প্রত্যয়নিমিত্তক পাণিন্যুক্ত শব্দগণবিশেষ। যথা,—পৃথু, মৃদু, মহৎ, পটু, তনু, লঘু, বহু, সাধু, আশু, উরু, গুরু, বহুল, খণ্ড, দণ্ড, চণ্ড, অকিঞ্চন, হোড়, পাক, বৎস, মন্দ, স্বাদু, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রিয়, বৃষ, ঋজু, ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র, অণু। 'পৃথ্বাদিভ্য ইমনিচ্'। ভাব অর্থ বুঝাইলে পৃথু প্রভৃতি শব্দের উত্তর ইমনিচ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

পৃথ্বী (স্ত্রী) পৃথুঃ স্থূলত্বগুণযুক্তা (বোতোগুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ইতি ঙীষ্। পৃথিবী। ইহা অতিশয় বিস্তীর্ণ বলিয়া অথবা পৃথুর দুহিতা বলিয়া পৃথ্বী নাম হইয়াছে।

"মধুকৈটভয়োর্ম্মেদসংযোগাৎ মেদিনী স্মৃতা।

ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ॥" অন্যচ্চ—

"দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বী তথোচ্যতে।" (অগ্নিপু°)

[পৃথিবী দেখ।] ২ হিঙ্গুপত্রী। ৩ কৃষ্ণজীরক। (ভাবপ্র°) ৪ বৃত্তার্হৎমাতৃভেদ। (হেম) ৫ পুনর্ণবা। ৬ স্থূলৈলা।

(১) পৃথিবী ও পৃথু শব্দ দেখ।

* "পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতী।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকম্।
উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো ন তস্য মরণং ভবেৎ।
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা।
বেদে চ নিয়তং রাজন্নভিগচ্ছেৎ পৃথূদকম্।
পৃথূদকাৎ তীর্থতমং নান্যৎতীর্থং কুরূদ্বহ।
তন্মেধ্যং তৎ পবিত্রঞ্চ পাবনঞ্চ ন সংশয়ঃ।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যেঽপি পাপকৃতা নরাঃ।
(ভারত ৩।৮৩।১৪২-১৪৪)

(রাজনি°) ৭ অর্কবৃক্ষ। ৮ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। (বৈদ্যকনি°) ৯ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি পাদে ১৭টী অক্ষর এবং অষ্টম বা নবমে যতি থাকিবে। ইহার ২, ৩, ৮, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৭ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

ইহার লক্ষণ—

"জসৌ জসযলাবসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ।" (বৃত্তরত্না°)

উদাহরণ—

"তুরঙ্গজমুজেশ্বরপ্রকরদুঃস্থ পৃথ্বীভরং
জহার নিজলীলয়া যদুকুলেঽবতীর্য্যাশু যঃ।
স এব জগতীপতির্দুরিতভারমস্মাদৃশাং
হরিষ্যতি হরিঃ স্তুতিস্মরণচাটুভিস্তোষিতঃ॥"

পৃথ্বীকা (স্ত্রী) পৃথ্বী স্বার্থে কন্। বৃহদেলা। বড় এলাচি।
"এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটীঃ॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)
২ সূক্ষ্মৈলা, ছোট এলাচি। ৩ কৃষ্ণজীরক। (রত্নমা°) ৪ হিঙ্গুপত্রী। (রাজনি°)

পৃথ্বীকুরবক (পুং) পৃথ্ব্যাং ভূমৌ কুররক ইব। শ্বেত মন্দারক।

পৃথ্বীগর্ভ (পুং) পৃথ্বীব লম্বমানো গর্ভ উদরমস্ত। ১ লম্বোদর, গণেশ। (হেম)

পৃথ্বীগৃহ (ক্লী) গুহা, গহ্বর।

পৃথ্বীচন্দ্রসূরি, একজন জৈন পণ্ডিত।

পৃথ্বীচাঁদ, ১ চম্বার ভূম্যধিকারী। পিতৃহন্তা জগৎসিংহের প্রতিশোধবিধানার্থ ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্পুত্র শাহজহানের অনুজ্ঞায় সসৈন্যে উপস্থিত হন। এই কার্য্যের জন্য তিনি দিল্লী-সরকার হইতে এক হাজারী মনসবদার ও চারিশত অশ্বারোহী সৈন্য পান। অতঃপর সম্রাটের আদেশে চম্বায় ফিরিয়া আসিয়া তারাগড়-দুর্গের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক পুনরুত্থমে গোয়ালিয়ারপ্ররাজ মানসিংহের সহযোগে তারাগড় আক্রমণ ও জগৎসিংহকে পরাজিত করিলেন।

২ কচ্ছবাহবংশীয় রায় মনোহরের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি রায় উপাধি এবং পাঁচশত পদাতি ও তিনশত অশ্বারোহীসেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন।

পৃথ্বীজ (ত্রি) পৃথ্ব্যাং জায়তে ইতি জন-ড। ১ ভূমিজাত। ২ (ক্লী) গড়লবণ। (রাজনি°)

পৃথ্বীদণ্ডপাল, রাজদণ্ডদাতা, কোতোয়াল, পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী। যিনি রাজদণ্ড বিধান করেন।

পৃথ্বীদেব ১ম, হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ্যের জনৈক নরপতি। রাজা রত্নরাজের পুত্র। রত্নপুরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল।

পৃথ্বীদেব ২য়, হৈহয়বংশীয় রাজা ২য় রত্নদেবের পুত্র ও ১ম পৃথ্বীদেবের প্রপৌত্র। চোড়গঙ্গ-পরাজয়ের পর কলিঙ্গনগরে রত্নদেবের রাজধানী হয়। রত্নপুরের শিলালিপিতে ৮৯৩ কলচুরী সংবৎসরে ইঁহার রাজ্যকাল লিখিত আছে।

পৃথ্বীদেব ৩য়, ইনি পৃথ্বীদেব দ্বিতীয়ের প্রপৌত্র। রত্নপুরে রাজত্ব করিতেন।

পৃথ্বীদেবী, বৌদ্ধ দেবতাভেদ। আর্য্যা বসুন্ধরা নামে প্রসিদ্ধ। বসুন্ধরা-ব্রতোৎপত্ত্যবদান নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে ইঁহার বাস তুষিত নামক স্বর্গে বর্ণিত হইয়াছে। মহাবস্তু-অবদানে লিখিত আছে, ইনি গুরু কাশ্যপের প্রার্থনায় ব্রাহ্মণগণকে ধ্বংস করেন।

[বসুন্ধরাব্রত দেখ।]

পৃথ্বীধর (পুং) ধরতীতি 'পচাদ্যচ্' ইতি অচ্। পর্ব্বত, মহীধর।

পৃথ্বীধর, মিথিলারাজ রামসিংহদেবের আশ্রিত একজন পণ্ডিত, মৃচ্ছকটিকটীকা-রচয়িতা।

পৃথ্বীধর আচার্য্য, ১ কাতন্ত্রবিস্তরবিবরণপ্রণেতা। ২ শম্ভুনাথের শিষ্য। ইনি ভুবনেশ্বরীস্তোত্র, লঘুসপ্তশতীস্তোত্র, সরস্বতীস্তোত্র ও ভুবনেশ্বর্য্যর্চ্চনপদ্ধতি নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ রত্নকোষ রচয়িতা।

পৃথ্বীধর ভট্ট, অভিজ্ঞান-শকুন্তল টীকাপ্রণেতা রাঘবভট্টের পিতা। ইনি একজন কবি ছিলেন।

পৃথ্বীনারায়ণ শাহ, নেপালের এক গোর্খারাজ। ইঁহার পিতার নাম নরভূপাল শাহ। পালপা হইতে আসিয়া উদয়পুর-রাজবংশ সপ্তগণ্ডকীতীরবর্ত্তী গোর্খালিরাজ্যে রাজ্যস্থাপন করেন। পৃথ্বীনারায়ণ স্বীয় ভুজবলে নেপালরাজ্য জয় করেন। তাঁহারই অত্যাচারে কীর্ত্তিপুরের মহিমা লুপ্ত এবং নাসকাটাপুর নাম প্রবর্ত্তিত হয়। [নাসকাটাপুর ও নেপাল দেখ।]

পৃথ্বীপৎ, সাগর-প্রদেশের জনৈক রাজা। ইনি পেশবার নিকট হইতে বিলিহরা নামক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

পৃথ্বীপতি (পুং) পৃথ্ব্যাঃ পতিঃ। পৃথিবীপাল, পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজা।

পৃথ্বীপাল (পুং) পৃথ্বীং পালয়তীতি পালি-অণ্। পৃথিবীপালক, যিনি পৃথিবী পালন করেন, রাজা।

২ রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত কাশ্মীরের একজন রাজা।

"নিপতত্ত্ব সঙ্কটে বীরঃ পৃথ্বীপালাভিধস্ততঃ।
চক্রে রাজপুরীরাজকাশ্মীরিকবলক্ষয়ম্॥" (রাজত° ৬।৩৪৯)

পৃথ্বীপুর (ক্লী) মগধরাজ্যের অন্তর্গত নগরভেদ।

পৃথ্বীভুজ্ (পুং) পৃথ্বীং ভুঙ্ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। মহীপতি, রাজা।

পৃথ্বীমল্ল, মিবারের একজন রাণা। রাহুপ ও লক্ষ্মণসিংহের মধ্যবর্ত্তী রাজ্যকালে তিনি চিতোরের রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হন। যবনগ্রাস হইতে হিন্দুর পবিত্রতীর্থ গয়াপুরি উদ্ধার করিবার

জন্ত তিনি অসীম-সাহসে ভর করিয়া রাজপুতশোণিতদানে মুসলমান কবল হইতে হিন্দুর প্রধান তীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা ও স্বধর্ম্মপ্রেমিকতা দর্শনে ভীত হইয়া যবনগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হয়।

পৃথ্বীরাজ, ভারতের একজন শেষ ও প্রধান হিন্দু নরপতি। তিনি যে কেবল সমস্ত ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু এক সময়ে তাঁহার সুতীব্র প্রভাব এই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং দিল্লীর সিংহাসন মুসলমান করতলগত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দু-রাজন্যবর্গ-মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পদলাভ করিয়াছিলেন।

চাঁদকবির প্রসঙ্গ।

চাঁদকবি লিখিয়াছেন, 'দিল্লীপতি অনঙ্গপাল যখন কামধ্বজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে অজমেরপতি সোমেশ্বর তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন; তজ্জন্ত দিল্লীশ্বর আপন কনিষ্ঠা কন্যা কমলাকে সোমেশ্বরের করে অর্পণ করেন। এই সোমেশ্বরের ঔরসে কমলার গর্ভে পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করেন। অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠকন্যা সুন্দরীর সহিত বিজয়পালের বিবাহ হয়। এই সুন্দরীর গর্ভে কনোজপতি জয়চন্দ্রের জন্ম।'

চাঁদকবির বর্ণনায় এই কয়টী প্রধান কথা জানা যায়—'পৃথ্বীরাজের পিতামহের নাম আনন্দমেবজি, প্রপিতামহের নাম জয়সিংহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম আনা। তিনি ১১১৫ বিক্রমশাকে জন্মগ্রহণ করেন[১]। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দরবারে প্রতাপসিংহ চালুক গোঁফে তা দিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ (কানহ) চৌহান্ তাঁহাকে বধ করেন। তৎপ্রতি পৃথ্বীরাজ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাজসভায় তাহার চক্ষু বাঁধিয়া রাখিতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছিলেন।[২] পৃথ্বীরাজ রাজা হইবার পূর্ব্বেই নাহররায় ও মেবাতিদিগকে পরাজয় করেন।[৩] ইহার পরেই সহাবুউদ্দীন্ ঘোরীর প্রেরিত হুসেন-খানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সহাবুদ্দীন্ পরাজিত ও হুসেন নিহত হন।[৪] একদিন মৃগয়াকালে সহাবুদ্দীন্ পৃথ্বীরাজকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, এ সময়ে চৌহান বীরের সঙ্গে বেশী লোকজন ছিলনা, তথাপি পৃথ্বীরাজ অতুল বিক্রমে ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[৫]

'গুজরাতের রাজা ভোলারায় বড়ই অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহার দর্পচূর্ণ করেন।[৬] ইহার পর ইঞ্ছিনীর সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ হয়।

(১) "একাদসসৈ পঞ্চদহ। বিক্রম সাক অনন্দ।
তিহি রিপুজয় পুর হরন কোং। ভয় পৃথিরাজ নরিন্দ।
একাদসসৈ পঞ্চদহ। বিক্রম জিম ধ্রম সুত্ত।
এতিয় সাক প্রথিরাজ কো। লিখ্যো বিপ্র গুন গুপ্ত।"

(পৃথিরাজরাসো ১।৬৯০-৫)

আনন্দময় ১১১৫ বিক্রম শাকে সেই রিপুহারী ও পুরজয়কারী পৃথ্বীরাজ নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

'পৃথিরাজরাসো'-গ্রন্থের আদিপর্ব্বপ্রকাশক পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পাণ্ড্যের মতে,—চাঁদকবি উক্ত দোহায় যে 'অনন্দ' শব্দ লিখিয়াছেন, উহার অর্থ অ-নন্দ (৯) অর্থাৎ ১০০-৯=৯০।৯১ এইরূপ কল্পিত অর্থ ধরিয়া তিনি বলিতে চাহেন, ১১১৫ বিক্রম+৯০।৯১=১২০৫।৬ সনন্দ বিক্রমে পৃথ্বীরাজ জন্মপরিগ্রহ করেন। [কাশী হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত পৃথ্বীরাজরাসো ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] কিন্তু তাঁহার এ কষ্ট-কল্পিত অর্থ সমীচীন নহে। এখানে 'অনন্দ' শব্দ 'আনন্দ' স্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ 'অনন্দ' শব্দের প্রয়োগ 'পৃথিরাজরাসো'-মধ্যে অভাব নাই। যথা—

"অনঙ্গপাল তুংঅর বরণ কিয় তীরথ্থ অনন্দ।"

(এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত পৃথিরাজরাসো, ২য় ভাগ ৯৯ পৃঃ।)

বিশেষতঃ পরবর্ত্তী-পদ্ধতী শ্লোকে পৃথ্বীরাজের জন্মপত্রী উপলক্ষে চাঁদকবি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দরবার বৈঠি সোমেস রাই। লীনে হকার জোতিস বুলাই।
কহো জন্ম কর্ম্ম বালক বিনোদ। সুভ লগন মহূরত সুনত মোদ।
সংবত্ত ইক্কদস পঞ্চ অগ্গ। বৈসাষ মাস পষ্ষ কৃষ্ণলগ্গ।
গুর সিদ্ধিজোগ চিত্রা নিষত্র। গর নাম করণ সিসুপরম হিত্ত।
উষা প্রকাস ইক ঘরিয় রাত্ত। পল তীস অংস ত্রয়বাল জাত।
গুরু বুদ্ধ শুক্র পরিদসৈ থান। অষ্টমৈ বার শনি ফল বিনান।
পঞ্চদুজ থান পরি সোম ভোম। গ্যারমৈ রাহ বল করন হোম।
বারমৈ সূর সো করন রঙ্গ। অনমী নমাই তিন করৈ ভঙ্গ।
প্রথিরাজ নাম বল হরৈ ছত্র। দিল্লীয় তখত বঠৈ সুছত্র।
চ্যালীস তীন তিন বর্ষ সাজ। কলি পুহমি ইন্দ্র উদ্ধার কাজ।"

(আদিপর্ব্ব ৭০৫-৭১০)

রাজা সোমেশ্বর দরবারে বসিয়া জ্যোতিষীকে সম্মুখে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'বালকের জন্ম, কর্ম্ম ও শুভ লগ্ন কহ, শুনে আমার আনন্দ হউক।' সংবৎ ১১১৫, বৈশাখ মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, গুরুবার, সিদ্ধিযোগ, চিত্রা নক্ষত্র, ও শিশুর পরম হিতকর গরকরণ; এক দণ্ড ৩০ পল ৩ অংশ রাত্রি থাকিতে উষা-প্রকাশ কালে শিশু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দশম স্থানে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র, অষ্টমে শনি বিন্যস্ত ছিল; পঞ্চমে ও দ্বিতীয়ে সোম ও মঙ্গল, একাদশে (খলদিগের নাশনার্থ) রাহু, দ্বাদশে সূর্য্য, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে বালক অনায়াসে দুরন্ত শত্রুদলকে নিপাতন করিতে সমর্থ হইবে। ইহার নাম হইবে পৃথ্বীরাজ, ইনি দিল্লীর সিংহাসনে সুছত্রে মণ্ডিত হইবেন। এই কলিযুগে তিনি ৪৩ বর্ষ কাল পৃথিবীর উদ্ধারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন অর্থাৎ ৪৩ বর্ষ মাত্র জীবিত থাকিবেন। চাঁদকবি-বর্ণিত জন্মপত্রী হইতেও পৃথ্বীরাজের জন্মকাল ১১১৫ বিক্রমসংবৎ অর্থাৎ ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতেছে, সুতরাং পণ্ডিত বিষ্ণুলালের কষ্টকল্পনা গ্রহণযোগ্য নহে।

(২) পৃথিরাজরাসো—কানহপট্টিকথা দ্রষ্টব্য। (৩) নাহররায় ও মেবাতিমুগলকথা দ্রষ্টব্য। (৪) হুসেনকথা। (৫) 'আখেটকচুখ' দ্রষ্টব্য।

(৬) ভোলারায়প্রসঙ্গ ও ইঞ্ছিনীব্যাহ দ্রষ্টব্য।

'দিল্লীপতির সহিত মুগলদিগের যুদ্ধ বাধে, তাহাতে পৃথ্বীরাজ যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করেন।[৭] চন্দ্রপুণ্ডিরের দাহিমী নামে এক পরমরূপবতী কন্যা ছিলেন, পৃথ্বীরাজ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।[৮] কৈমাস, চন্দ্রসেনী পুণ্ডির ও চামণ্ডরায় এই তিনজনেই দাহিমীর সহোদর ও এই তিনজনই পরবর্ত্তীকালে দিল্লীশ্বরের অধীনে সমুচ্চপদ প্রাপ্ত করেন। পৃথ্বীর মাতামহ অনঙ্গপালের, দুইটী কন্যা ব্যতীত আর কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি পৃথ্বীরাজের পরাক্রম, বুদ্ধি ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই দিল্লীরাজ্য সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেন। ১১৩৮ বিক্রমসংবতে হেমন্তকাল মার্গশীর্ষ শুক্লপঞ্চমীতিথি ও সিদ্ধিযোগে পৃথ্বীরাজ মাতামহকর্ত্তৃক দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।[৯]

'অনঙ্গপাল দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছেন শুনিয়া সহাবুদ্দীন্ মহোৎসাহে দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিলেন। মাধো-ভাট আসিয়া একথা জানাইল। হিন্দু-মুসলমানে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সহাবুদ্দীন্ পরাজিত ও বন্দী হইলেন, পরে তিনি উপযুক্ত অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তিলাভ করেন।[১০] ইহার পর পদ্মাবতীর সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ হয়।[১১] এই সময়ে চন্দেলরাজ পরিমাল অতি প্রবল হইয়া উঠেন।

দিল্লীপতির সহিত তাঁহার মহাসংগ্রাম বাধিল। আল্হা ও উদল নামে বনাফররাজপুতবংশীয় দুইজন মহাবীর পরিমালের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু সকলেই পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন।[১২] ইহার পর পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার সহিত চিতোরপতি সমরসিংহের বিবাহ হয়।*

'দিল্লীপতি খট্টু-বনে বহু ধন লাভ করেন। মৃত্তিকা খনন করিয়া সেই ধন তুলিবার সময় সুলতান তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এবারও তিনি পূর্ব্ববৎ পৃথ্বীরাজের হস্তে বন্দী হন এবং বহু অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তিলাভ করেন।[১]

'দেবগিরি-রাজকন্যা শশিব্রতাকে পাইবার আশায় কনোজাধিপতি জয়চন্দ্র দেবগিরি গমন করেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ এই রাজকন্যাকে হরণ করিয়া আনেন। তাহা লইয়া পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চন্দ্রের যুদ্ধ ঘটে।[২] জয়চন্দ্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া দেবগিরি অবরোধ করেন। অবশেষে তিনি পৃথ্বীরাজের সেনাপতি চামণ্ডরায়ের নিকট পরাজিত হন।[৩]

'চামণ্ডরায় দেবগিরি জয় করিয়া ফিরিলেন, তাঁহার আবাহনে দিল্লীপতি রেবাতটে হস্তীশিকারে বাহির হইলেন। রেবাতটে তিনি লাহোরের শাসনকর্ত্তা চন্দ্রপুণ্ডীরের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে সহাবুদ্দীনের সেনাপতি তাতার মারুফ্ খাঁ দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দিল্লীশ্বর আর কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে পঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে শুনিলেন যে চন্দ্রপুণ্ডীর তাঁহার অগ্রগামী সৈন্য লইয়া গজনীপতির গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। দিল্লীপতি স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া সহাবুদ্দীনের গতিরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষেই অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করেন। অবশেষে সহাবুদ্দীন্ পরাস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ বন্দিত্ব স্বীকার করেন। গজনীপতি এক মাস তিন দিন বন্দী থাকিয়া পরে বহু অর্থ দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।[৪]

'এদিকে বদরিকাশ্রমে অনঙ্গপালের নিকট সংবাদ গেল যে তাঁহার প্রিয় প্রজাগণ পৃথ্বীরাজের নিকট উৎপীড়িত হইতেছে, এখন আবার তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ সংবাদে সুযোগ পাইয়া মালবরাজ মহীপাল প্রথমে সোমেশ্বরের রাজধানী সম্ভর ও পরে দিল্লী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সোমেশ্বরের নিকট মহীপাল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। এদিকে অনঙ্গপালের পক্ষীয় কতিপয় লোক বদরীতে আসিয়া অনঙ্গপালকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহাদের কথায় অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজের নিকট নিজ মন্ত্রীদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় তুমি রাজ্য পরিত্যাগ কর, নয় তুমি বদরীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।"

পৃথ্বীরাজ বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। গজনীর সুলতানও সসৈন্যে আসিয়া অনঙ্গপালের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পৃথ্বীরাজ তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। রণক্ষেত্রে মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ

(৭) মুগল যুদ্ধপ্রসঙ্গ। (৮) দাহিমী-ব্যাহ।

(৯) "একাদশ সংবতহ অট্ঠঅগ্‌ গহ তি তীস ভনি।
প্রথম হরিতু তহং হেম হুব মগসির হুমাস গনি।
সেত পথ্থ পঞ্চমির সকল বাসর গুরু পূরন।
হরি নক্ষত্রির সম ইন্দ্রযোগ সিদ্ধহি সিধ চূরন।
গহ অনঙ্গপাল অসির পুহমি পৃথির পুত্র পবিত্ত মন।
হংজ্যো মুংতাই দ্রগ তখ তকসি পতি বদ্রী নভ্যে গমন।"
(পৃথিরাজরাসৌ—দিল্লিদান ৩১)

পরবর্ত্তী ভাটেরাও ভাব এইরূপ লিখিয়াছেন—
"আঠস্ত সৈ অট্ঠতীস সাকে তৌ দিল্লী বৃপখা চৌহানং।
বিক্রম সিংহাসনে বসী শুক্ল অজী রাজ পৃথিরাজ করানং।"
(মাহোবাভাট কথা ৩৮)

(১০) মাধো ভাটকথা প্রস্তাব। (১১) পদ্মাবতীব্যাহ।
(১২) আল্হা-উদল কথা। * পৃথাব্যাহ।

(১) ধনকথা। (২) শশিব্রতাব্যাহ। (৩) দেবগিরিযুদ্ধ। (৪) রেবাতট।

করিলেন। তাঁহার প্রিয়মন্ত্রী কৈমাস অনঙ্গপালের হস্তীকে আহত করিয়া বৃদ্ধরাজাকে বন্দী করিতে আসিলেন। সুলতান তাঁহাকে রক্ষা করিতে গেলেন, কিন্তু চামুণ্ডরায়ের হস্তে তিনিও বন্দী হইলেন। পৃথ্বীরাজ অতি সমাদরে ও সসম্মানে মাতামহকে গ্রহণ করিলেন। সহাবদীন এবারও বহু অর্থ দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। বৃদ্ধ অনঙ্গপালের তখনও রাজ্যলিপ্সা যায় নাই। তিনি বৎসরাধিককাল দিল্লীতে থাকিয়া ও পৃথ্বীরাজের ব্যবহারে প্রীত হইয়া পুনরায় বদরী-যাত্রা করিলেন।[৫]

'গজনীপতি পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইয়া এবার বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ঘঘর-নদীতটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবারও সুলতান পূর্ব্ববৎ প্রতিফল পাইলেন।[৬]

'ইহার পর পৃথ্বীরাজ কর্ণাটযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি কেলহন-নামা এক নায়ককে সঙ্গে লইয়া ১১৪১ সংবতে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন।[৭]

'পূর্ব্ব হইতেই কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের শত্রু ছিলেন। তিনিও সুলতান সহাবদীনের সহিত মিলিত হইয়া বিধিমতে তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিলেন। ইহাতেই পীপাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৮] ইহার পর দিল্লীপতি ইন্দ্রাবতী নাম্নী এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন।[৯] তাহার সহবাসে কিছুদিন সুখে কাটাইয়া দিল্লীশ্বর মৃগয়ায় বহির্গত হন। এই সুযোগে সুলতানও তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তৎকালে দিল্লীর অন্যতম সেনাপতি জৈতরাও মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া সুলতানকে পরাজয় করেন।[১০] ইহার পর পৃথ্বীরাজ কাঙ্গুরার গিরিদুর্গ অধিকার[১১] ও হংসাবতীর পাণিগ্রহণ করেন।[১২]

'গুর্জ্জররাজের সহিত অজমেরপতি সোমেশ্বরের বহুদিন হইতেই বিবাদ ছিল। গুর্জরপতি ভোলাভীম গুপ্তভাবে সোমেশ্বরকে বধ করেন।[১৩] ইহার পর সুলতান সহাবদীন আবার দিল্লী আক্রমণ করিলেন। খট্টুবনে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। এবারও মন্ত্রিবর কৈমাসের প্রভাবে ১১৪০ সংবতে সুলতান সহাবদীন্ পরাজিত হইলেন।[১৪] গজনীপতির দর্পচূর্ণ হইলে পৃথ্বীরাজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য গুজরাত-যাত্রা করিলেন। গুর্জররাজের চালুক্যরাজ ভোলারায়-ভীমও বহু সৈন্য লইয়া দিল্লীশ্বরের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজের কৌশলে শীঘ্রই তাঁহাকে কালের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল।[১৫]

'এখন পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও অজমের উভয়স্থানের অধীশ্বর হইলেন। একদিন দিল্লীতে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, কনোজপতি জয়চন্দ্রের কন্যা সংযোগিতা পণ করিয়াছেন যে, পৃথ্বীরাজ ভিন্ন আর কাহারও কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিবেন না। এদিকে জয়চন্দ্র কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতেছেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের মর্ম্মবৈরি হইলেও এখন তাঁহার কন্যার অভিলাষপূর্ণ করিবার জন্য দিল্লীপতি কনোজে যাত্রা করিলেন। কতকগুলি বিশ্বাসী লোক নগর বাহিরে রাখিয়া সংযোগিতার প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য ছদ্মবেশে কনোজরাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং অতি গোপনে সংযোগিতার সাক্ষাৎ পাইয়া জানিতে পারেন যে, যথার্থই জয়চন্দ্রকন্যা তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্তা, তাঁহাকে ভিন্ন সংযোগিতা আর কাহাকেও চায় না।[১৬] ইহার পর মেবারপতি সমরসিংহের সহিত জয়চন্দ্রের যুদ্ধ বাঁধে।[১৭]

প্রথম সংযোগিতালাভ ও দ্বিতীয় সমরসিংহের পক্ষে থাকিয়া জয়চন্দ্রের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

'সংবৎ ১১৫০ শাকে পৃথ্বীরাজ তাঁহার প্রিয়তম মন্ত্রী কৈমাসকে হারাইলেন।[১৮] সংবৎ ১১৫১ শাকে তিনি সংযোগিতাকে আনিবার জন্য মহাসমারোহে কনোজ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[১৯] কনোজপতি জয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। অবশেষে দিল্লীপতি কনোজপতিকে পরাজয়

(৫) অনঙ্গপাল-কা-দিল্লী আগম। (৬) ঘঘর কি লরাই প্রস্তাব।

"গ্যারহ সৈ চালীস সোম গ্যারস বদি চৈতহ।
ভয়ে সাহ চহুআন লরন ঠাঢ়ে বদি খেতহ।"

(৭) "সংবত ইকতালীস দিবস প্রথিরাজতর।
অতি সামন্ত উভার আই অতিক্রম ঢিল্লিধর।"

(পৃথিরাজরাসো—কর্ণাটীপাত্রসময় ৫)

(৮) পীপাযুদ্ধপ্রস্তাব দ্রষ্টব্য। (৯) ইন্দ্রাবতী-ব্যাহ।

(১০) জৈতরাও-যুদ্ধ। (১১) কাঙ্গুরা প্রস্তাব। (১২) হংসাবতী ব্যাহ।

(১৩) সোমেশ্বর-বধ। (১৪) কৈমাসযুদ্ধ।

(১৫) ভীমবধপ্রস্তাব। (১৬) সংযোগিতাপ্রস্তাব।

(১৭) সমরপঙ্গযুদ্ধ।

(১৮) "সংবত্ গ্যারহসৈ পচাস।
আষাঢ় সুকল দসমীনিবাস॥
চাবণ্ডরায় গজরাজকাজ।
বেরী সমস্যো প্রথিরাজরাজ॥
ভাদো সুকল দসমী প্রমান।
কয়মাস দাস কৃতহত্যো বান॥
বাসনী তাস সহগমনি কীন।
সামন্তস্য পাবনৈকীন।" (কৈমাসবধ ৯২)

চাঁদকবি এখানে ১১৫০ সংবৎ নির্দ্দেশ করিলেন, অথচ তিনিই 'কমধজ্জ যুদ্ধ'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে ১১৫১ সংবতে কৈমাস কনোজ-আক্রমণার্থ প্রস্তুত ছিলেন। 'কমধজ্জসময়' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১৯) "গ্যারহ সৈ ইকাবনা চৈত তীজ রবিবার।
কনবজ্জদিষন কারনৈ চল্যো সুসংভরিবার।" (কনবজ্জসং)

করিয়া ও তাঁহার পরমরূপবতী কন্যা সংযোগিতাকে লইয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিলেন।[২০] এ অপমান জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি পৃথ্বীরাজকে অধঃপাতিত করিবার আশায় গজনীপতির আশ্রয় লইলেন। এবার জয়চন্দ্রের সাহায্যে সুলতান প্রোৎসাহিত হইয়া আবার দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিলেন। এবার প্রথম যুদ্ধে বীরপুণ্ডিরের বীরত্বে সুলতান পরাজিত হইলেন।[২১] কিন্তু তথাপি তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন না। জয়চন্দ্র বহু অর্থ ও সৈন্যদ্বারা সুলতানের সাহায্য করিলেন। এবার সুলতানও বহু সহস্র মুসলমান সৈন্যসহ যথাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজও প্রধান প্রধান সামন্তবর্গকে একত্র করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি সমরসিংহও তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এরূপ মহাসমর বহু দিন হয় নাই। ১১৫৮ সংবতে শ্রাবণমাসে শনিবার কর্কট-সংক্রান্তিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।[২২] এই যুদ্ধে প্রথমে পৃথ্বীরাজের ভাগ্যাই সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুদিগের গ্রহবৈগুণ্যে সুলতানই বিজয়লক্ষ্মী অর্জন করিলেন। সমরসিংহ স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিলেন। পৃথ্বীরাজ যবনকরে বন্দী হইয়া গজনীতে প্রেরিত হইলেন।[২৩] এখানে বন্দী পৃথ্বীরাজের চক্ষু উৎপাটিত হইল। কবিচন্দ্র (চাঁদকবি) প্রভুর উদ্দেশে অনেক কষ্টে গজনীতে আসিয়া কৌশলক্রমে গজনীর অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরে একদিন কারাগারে পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সুলতান কবিচাঁদের মুখে পৃথ্বীরাজের অপূর্ব্ব ধনুঃচালনার সংবাদ পাইয়া একদিন তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন। এই সুযোগে অন্ধ পৃথ্বীরাজ সুলতানের স্বর লক্ষ্য করিয়া শর-নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরাঘাতেই সুলতানের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সুলতানের অনুচরবর্গ অবিলম্বে পৃথ্বীরাজ ও চাঁদ কবিকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন।[২৪] পৃথ্বীরাজ যবনকরে বন্দী হইলে তৎপুত্র রায়নসি (নারায়ণসিংহ) দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর কিছু দিন রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করিতে হয় নাই। শীঘ্রই তিনি মুসলমান-করে নিহত হইলেন এবং দিল্লীরাজ্য মুসলমান করকবলিত হইল।'[২৫]

চাঁদকবি তাঁহার "পৃথিরাজরাসৌ" নামক সুবৃহৎ কাব্যে* পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেব এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ও দেশীয় অনেক ঐতিহাসিকই চাঁদের আখ্যান প্রকৃত ইতিহাসমূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।†

স্বীকার করি, হিন্দী সাহিত্যে চাঁদকবির 'পৃথিরাজরাসৌ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া আদৃত হইবে, কিন্তু ঐতিহাসিক সাহিত্যে ইহার কিরূপ আসন হইবে, বলিতে পারি না। নানা-কারণে আমরা প্রচলিত পৃথ্বীরাজরাসের অধিকাংশ বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

১ম, পৃথ্বীরাজের ও সমরসিংহের সমকালে যে সকল শিলা-লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহার সহিত চাঁদকবির উক্তির প্রায়ই সামঞ্জস্য নাই।‡

২য়, পৃথ্বীরাজের সমকালে তাঁহার সভাস্থ কোন কবিকর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় 'পৃথ্বীরাজবিজয়' নামক এক কাব্য লিখিত হয়।‡ ইহাতে পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিতও চাঁদকবির কথা মিলে না।

৩য়, পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন, তাহার সহিতও পৃথ্বীরাজরাসের সামঞ্জস্য নাই।

এখন দেখা যাউক, শিলালিপি প্রভৃতি সাময়িক গ্রন্থ হইতে পৃথ্বীরাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথ্বীরাজের ঐতিহাসিক পরিচয়।

পৃথ্বীরাজের পিতামহ অর্ণোরাজ[১] ও পিতা সোমেশ্বর।

(২০) সংযোগিতারূপপ্রস্তাব। (২১) বীরপুণ্ডিরপ্রস্তাব।

(২২) "শাক সুবিক্রম সত্তপিষ অট্ঠনগ পকাস।
শনিবাসর সংক্রান্তি কক আবন অবৌ মাস॥
শ্রাবন মাসহ শুভ দিবস উত্তর ঘটী উদিয়ত।
প্রথম রোস দুই দীর্ঘ দল মিলন মুক্কর মন রত্ত।"

(২৩) 'বড়ীলরাই' প্রস্তাব। (২৪) বাণবেধপ্রস্তাব। (২৫) রায়নসি-প্রস্তাব।

* এই মহাকাব্য প্রায় লক্ষাধিক কবিতায় সম্পূর্ণ। এরূপ উচ্চ দরের মহাকাব্য হিন্দীভাষায় আর নাই। ৭০টী প্রস্তাবে এই মহাকাব্য বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে যে প্রস্তাবের সাহায্য লইয়াছি, সেই সেই প্রস্তাবের নাম টিপ্পনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† মেবাড়ের রাজকবি মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাস এই মহাকাব্যের প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1886, part I, p. 5-65) পরে মেবার-দরবারের সেক্রেটারী পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল তাহার প্রতিবাদ করেন। (The Defence of Prithiraj Rasa of Chanda Bardai, by Pundit Mohanlal Visnulal Pandia, Medical Hall Press, Benares, 1887 এবং তৎপ্রকাশিত "পৃথীরাজ-রাসৌ" আদিপর্ব্ব ১০৯-১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) সুপণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেবও পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলালের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। (The Modern Literary History of Hindustan, by G. A. Grierson, p. 3)

‡ চারিশত বর্ষের উপর হইল, জোনরাজ ইহার টীকা লিখিয়াছেন। (See Dr. Buhler's Report of Kasmir Mss, p. 62-63.)

(১) মেবাড়ের অন্তর্গত বিজোলী-গ্রামে পার্শ্বনাথের মন্দিরের নিকট প্রাপ্ত

সোমেশ্বর ১২২৬ সংবতের (১১৬৯ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুনীর কৃষ্ণ-তৃতীয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বর্ষেই পৃথ্বীরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর নাম কাদম্ববাস ও প্রধান রাজভাটের (বন্দিরাজের) নাম পৃথ্বীভট্ট।[৩] সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই পৃথ্বীরাজ নানা দিগ্দেশ জয় করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ৫৭১ হিজরায় (১১৭৫ খৃষ্টাব্দে) সহাবুদ্দীন্ ঘোরী মূলতান অধিকার করেন। এই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে ভারতজয়-লিপ্সা বলবতী হয়। ৫৭৪ হিজরায় (১১৭৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি উচ ও মূলতান হইয়া (গুজরাতের রাজধানী) নাহরবালা (অনহলবারাপত্তন) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মূলরাজ ও ভীমদেবের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঘোরীরাজের আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ সৈন্য পাঠাইয়া গুর্জ্জরাধিপকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে বিফলমনোরথ হইয়া সহাবুদ্দীন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এ সংবাদ পাইয়া দিল্লীপতি গুর্জ্জররাজদূতকে যথেষ্ট উপহার দিয়া ছিলেন।[৪] ইহার পর সহাব্-উদ্দীন্ খোরাসান অধিকার করেন, এবং তদুপলক্ষে তিনি 'সুলতান মুইজ্জ্-উদ্দীন্' ও তাঁহার ভ্রাতা সাম্সুদ্দীন্ 'সুলতান গিয়াস্উদ্দীন্' উপাধিতে বিভূষিত হইলেন।[৫] ৫৭৭ হিজরায় (১১৮১ খৃষ্টাব্দে) মুইজ্জ্-উদ্দীন্ সুলতান মাস্কুদের বংশধর খুস্রু মালিকের নিকট হইতে লাহোর অধিকারের চেষ্টা করেন। এই সময়ে ১২৩৯ সংবতে পৃথ্বীরাজ চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবকে পরাস্ত ও তাঁহার অধিকারভুক্ত জেজাকভুক্তিদেশ অধিকার করেন।[৬] এই বর্ষেই (৫৭৮ হিজরায়) সুলতান মুইজ্জ্-উদ্দীন্ দেবলাভিমুখে সৈন্যচালনা করেন এবং তাহার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহু জনপদ ও বহু অর্থ অধিকার করিয়া ফিরিয়া যান।[৭]

৫৭৯ হিজরায় (১১৮৩ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুইজ্জ্-উদ্দীন্ আবার ভারতজয়ে অগ্রসর হইলেন। জম্বুরাজ চক্রদেব বহু উপঢৌকনসহ আপন অনুজ রামদেবকে দিয়া সুলতানের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, খুস্রুর রাজ্য-অধিকারের এখন বিশেষ সুবিধা হইবে। সুলতান সাদরে রাজদূতকে গ্রহণ করেন ও এই বর্ষ মধ্যেই তিনি পেশাবর ও মূলতান গ্রহণ করিলেন এবং খুস্রু মালিকের হস্ত হইতে লাহ্নোর (লাহোর) নিজ রাজ্যভুক্ত বলিয়া প্রচার করিলেন; কিন্তু এবারও তিনি লাহ্নোর দখল করিতে না পারিয়া ইহার চতুঃপার্শ্ব প্রদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলেন। অবশেষে রাজা চক্রদেবের অনুরোধে তিনি পুনরায় আসিয়া ধ্বংসপ্রায় শিয়ালকোটদুর্গ জয় করেন। এই দুর্গের পুনরায় সংস্কার করিয়া তথায় হুসেন-ই-খরমীলকে দুর্গাধ্যক্ষ রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরই খুস্রুমালিক হিন্দুস্থানী সৈন্য ও খোখরজাতির সাহায্যে আবার শিয়ালকোট-দুর্গদ্বারে উপস্থিত হন। কিন্তু চক্রদেবের সৈন্যগণ আসিয়া খরমীলকে সাহায্য করায় খুস্রু দুর্গ অধিকারে সমর্থ হন নাই।[৮] তখনও সমস্ত লাহোর প্রদেশ খুস্রু মালিকের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু মাস্কুদীবংশের গৌরব-রবি প্রায় অস্তমিত হইয়া আসিয়াছে! ৫৮২ হিজরায় (১১৮৬ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুইজ্জ্-উদ্দীন্ সিন্ধুনদপার হইয়া পঞ্চনদ আক্রমণ করিলেন।

এ সময়ে চক্রদেবের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপুত্র বিজয়দেব তৎকালে জম্মুর অধিপতি। তাঁহার পুত্র নরসিংহদেব বহু সৈন্য সহ বিতস্তাকূলে সুলতানের সহিত মিলিত হইলেন। খুস্রু-মালিক আর উপায় নাই ভাবিয়া সুলতানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন ও সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে লাহোরের বাহিরে আসিলেন। সুলতান অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সেই সঙ্গে লাহোর ও খুস্রুর অধিকৃত পঞ্চনদ-প্রদেশ গজনীপতির শাসনাধীন হইল। মূলতানের দুর্গপতি সিপাসালার আলি-ই-করমাখ লাহোরের ভার পাইলেন এবং (তবকাৎ-ই-নাসিরি-রচয়িতা মিনহাজের পিতা) মৌলানা সরাজ্-উদ্দীন-ই-মিনহাজ্ সুলতানের অধীনস্থ হিন্দুস্থানের সৈন্যবর্গের কাজি নিযুক্ত হইলেন।[৯]

সোমেশ্বরের ১২২৬ সংবতের শিলালিপিতে* (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1886, part I. p. 40-42.) এবং মদনপুরের শিলালিপি ও মুকজী-ভাটের কারিকায় এই নাম পাওয়া যায়। (Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. X. p.98-99) কিন্তু চাঁদকবি কল্পনার চক্ষে 'আনন্দমেবজী' নাম করিয়াছেন। তাঁহার মতে আনা (প্রকৃতঃ অর্ণোরাজ) পৃথ্বীরাজের বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

(২) মেবাড়ের মৈনালগড়ের প্রাসাদে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায়। (J. A. S. Bengal, 1886, part I. p. 46.)

(৩) পৃথ্বীরাজবিজয় গ্রন্থে একথা আছে।

(৪) পৃথ্বীরাজবিজয় ১১সর্গ ও তবকাত-ই-নাসিরি দ্রষ্টব্য।

(৫) Col. Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, p. 370, 393.

(৬) মদনপুরের শিলালিপিতে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীচাহমানবংশেন পৃথিবীরাজভূভুজা।

পরমর্দ্দিনরেন্দ্রস্য দেশোয়মুদ্বাসিতঃ।"

"অর্ণোরাজস্য পৌত্রেণ শ্রীসোমেশ্বরসূনুনা।

জেজাকভুক্তিদেশোয়ং পৃথ্বীরাজেন লুনিতঃ সং ১২৩৯।"

(Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol X. plate xxxii, no 9-10.)

* এই লিপিতে অর্ণোরাজের পূর্ব্বপুরুষগণের যে নামমালা পাওয়া যায়, চাঁদকবির গ্রন্থে তাহার মিল নাই।

(৭) Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, p. 452-3.

(৮) জম্বুরাজকথা (See Raverty's Tabaqat, p. 454n)

(৯) তবকাত-ই-নাসিরি।

উক্ত ঘটনার পরই কনোজপতি (বিজয়চন্দ্রের পুত্র) জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আজমেরপতি 'পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে বিভূষিত হইলেন।[১০]

৫৮৭ হিজরায় (১১৯১ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুইজ্জ-উদ্দীন্ তবরহিন্দা (ভাটিন্দা)-র দুর্গ অধিকার করেন এবং কাজী জিআউদ্দীনের* উপর তাহার রক্ষাভার অর্পণ করিয়া যান। জিআউদ্দীন্ ১২০০ তুলাকী অশ্বারোহী লইয়া আট মাসকাল দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। এ দিকে পৃথ্বীরাজ † দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও ৩০০০ নিষাদীসহ ভাটিন্দা-উদ্ধার ও সুলতানবন্ধু জম্মুরাজ বিজয়দেবকে শাসন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সুলতান মুইজ্জউদ্দীনও প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যসহ 'তরাইনগড়ে' ‡ পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হইলেন। জয়চন্দ্র বিজয়দেব প্রভৃতি কএকজন নৃপতি ব্যতীত হিন্দুস্থানের অনেক রাজাই পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের এই মহাসমরে পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা দিল্লীপতি গোবিন্দরায় § গজারোহণে অগ্রগামী হইয়া সৈন্য-পরিচালনা করিতেছিলেন। সুলতান সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রণহস্তীকে আক্রমণ করিলেন ও বর্ষা দিয়া গোবিন্দরায়ের দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু মহাবীর গোবিন্দরায় অবিলম্বে কবচ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া ভীম বেগে সুলতানকে আক্রমণ করিলেন। সন্ধান ব্যর্থ হইল না। সুলতান আঘাতের গুরুতর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তিনি ধরাশায়ী হইতেছিলেন, এমন সময় একজন খালজ-সৈনিক সুলতানকে চিনিতে পারিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া রণক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া আসিল। মুসলমান-সৈন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।[১১] হিন্দুবীরগণের জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল।

পলায়মান ঘোরী আমীর ও ওমরাহগণ প্রথমে সুলতানকে না পাইয়া সকলেই ব্যথিত হইয়াছিলেন। অবশেষে খালজ-সৈনিক-আনীত সুলতানকে পাইয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। সুলতানের প্রাণরক্ষা পাইয়াছে শুনিয়া আবার ছত্রভঙ্গ মুসলমান-সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল।

পূর্ব্ববৎ জিআউদ্দীনকাজী তুলাকীর হস্তে তবরহিন্দদুর্গের ভার দিয়া সকলে গজনী অভিমুখে যাত্রা করিল।

পৃথ্বীরাজ তবরহিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। ১২ মাসের অধিককাল মুসলমানেরা এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল। সুলতানের নিকট সংবাদ আসিল যে তবরহিন্দ আর রক্ষা হয় না। শীঘ্রই পৃথ্বীরাজের করকবলিত হইবে।

কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। দর্পদলনকারী পৃথ্বীরাজের কিরূপে শাস্তি বিধান করিবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে সুলতান মুইজ্জ-উদ্দীনের নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন, 'তিনি যথাসাধ্য সুলতানের সাহায্য করিবেন, পৃথ্বীরাজকে অধঃপাতিত করিবার জন্য তিনি ধনবল সমস্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।' জয়চন্দ্রের ন্যায় জম্মুপতি বিজয়দেবও সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ও গৃহশত্রু হিন্দুরাজগণের প্রশ্রয়ে আবার সুলতান বিপুল উৎসাহে ভারতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত ১২০০০০ সুদক্ষ ও ভীষণ অস্ত্রধারী

(১০) বিশলপুরে বিশলদেবের মন্দিরে ১২৪৪ বিক্রম সংবতে (১১৮৭ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও উক্ত উচ্চ উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা—
"সমস্ত রাজাবলী সমলঙ্কৃত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীপৃথ্বীরাজদেবরাজ্যে তত্র তস্মিন্ কালে সংবৎ ১২৪৪।" (Cunningham's Arch. Survey Reports, Vol. VI plate xxi.)

* ইনি তবকাত-ই-নাসিরি-প্রণেতা মিনহাজের মাতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র।

† এখানে মিন্হাজ 'রায় কোলা পিথোরা' নাম দিয়াছেন ও জম্মুরাজকথায় 'পিথোরা' বলদেব চোহানের অষ্টম পুরুষ অধস্তন ও হিন্দুস্থানের অধিপতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

‡ আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকই 'তিরোরি' 'নারায়ণ' ইত্যাদি কল্পিত নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাজ উল্ মআসির ও তবকাত-ই-নাসিরি প্রভৃতি সাময়িক ইতিহাসে 'তরাইন্' এবং জম্মুরাজ কথায় 'তরাইন্ গড়' নাম দৃষ্ট হয়। ইহার পরবর্ত্তী নাম আজিমাবাদ-ই-তলবারী বা তরাবরী, ইহা থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ দূরে সরস্বতীর কূলে অবস্থিত। (Raverty's Tabaqat i-Nasiri)

§ জম্মুরাজকথা, তাজ-উল্ মআসীর, তবকাত্ ই-অকবরী, তজ্‌করত-উল্-মুলুক, ফিরিস্তা প্রভৃতি গ্রন্থে ইনি 'খাণ্ডীরায়' বা 'খানীরায়' নামেই বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু মিন্হাজ স্পষ্ট দিল্লীর 'রায় গোবিন্দ' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরিস্তার মতে, খাণ্ডীরায় দিল্লীরাজের সিপা-সালার (প্রধান সেনাপতি) ছিলেন। ফিরিস্তার এ উক্তি সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ তৎকালে পৃথ্বীরাজই দিল্লী ও আজমের প্রদেশের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। টড সাহেব ইঁহাকে পৃথ্বীরাজের সেনাপতি ও শ্যালক 'চামণ্ডরায়' বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। কিন্তু অপর সকল ঐতিহাসিকই ইহাকে পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, p. 460n.) অধিক সম্ভব, পৃথ্বীরাজ রাজরাজেশ্বর হইবার পর আপন ভ্রাতা গোবিন্দ রায়কে প্রধান সেনাপতিত্ব ও দিল্লীশাসন ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

(১১) তবকাত-ই-নাসিরি, হসন-নিজামীর তাজুল-মআসির, জৈন-উল্-মাসির, ফিরিস্তা, তবকাত-ই-অকবরী, তুজ্‌করত্-উল্-মুলুক, জম্মুরাজকথা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

যোদ্ধা ছিল। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজ তবরহিন্দ দুর্গ অধিকার করিয়া তরাইনের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত প্রায় দুই লক্ষ রাজপুত ও আফগান-সৈন্য ছিল।

আবার সেই কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পুণ্যসলিলা সরস্বতী-তীরে (তরাইনে) উভয়দলে সাক্ষাৎ হইল। এবার সুলতান চারিদিক্ হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রত্যেক দিক্ হইতে দুর্দ্দম তীরন্দাজ অশ্বারোহী ধাবিত হইল। জয়চন্দ্রের সৈন্যগণ ও জম্মুরাজকুমার নরসিংহদেব সসৈন্যে সুলতানের সহিত যোগদান করিল। আবার যেন কুরুপাণ্ডবের সেই মহাসমর আরম্ভ হইল। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী মুসলমানদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। যুদ্ধের দিন অতি প্রত্যূষে যে সময়ে হিন্দুসৈন্যগণ সকলেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন, সেই সময় অকস্মাৎ সুলতান পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলেন। গৃহবৈরিতায় ৫৮৮ হিজরায় (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) মহাবীর পৃথ্বীরাজ সুলতানের নিকট পরাজিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মহাবীর গোবিন্দরায় এই যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিলেন। সুলতান সেই পতিত ভগ্নদন্ত-বীরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ বরাবর গজে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন। গোবিন্দরায়ের পতন ও আপনার পরাজয় জানিতে পারিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। সরস্বতীর নিকট তিনি শত্রুকরে বন্দী ও পরে মুসলমানহস্তে নিহত হইলেন। এই সঙ্গে পৃথ্বীরাজের রাজধানী অজমের, শিবালিক প্রদেশ, হান্‌সি, সরস্বতী প্রভৃতি জনপদ সুলতান মুইজ্জ্‌উদ্দীনের অধিকারভুক্ত হইল।[১২] সুলতান মুইজ্জ্‌উদ্দীন্ আসিয়া অজমের অধিকার করিলে পৃথ্বীরাজের আত্মজ সুলতানের অধীনতা স্বীকার করেন ও তজ্জন্য তিনি সুলতান কর্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপরে সুলতান কুতবুদ্দীনের উপর শাসনভার দিয়া গজনী যাত্রা করেন।[১৩] কিন্তু তখনও দিল্লী মুসলমান করতলগত হয় নাই।[১৪] পরবর্ষে ৫৮৯ হিজরায় (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) কুতবুদ্দীন দিল্লীনগরী অধিকার করেন।[১৫]

মতান্তরে—সুলতান মুইজ্জ্‌উদ্দীন অজমীরে পৃথ্বীরাজের পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল্লীতে আগমন করেন। তখন দিল্লীনগর খাণ্ডিরায়ের এক জ্ঞাতির অধিকারে ছিল। তিনিও অধীনতা স্বীকার করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া সুলতান গজনী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই বর্ষেই কুতব্ শুনিলেন যে, নাহরবালার রাজা (গুর্জ্জররাজ) বহুসংখ্যক জাট সৈন্যসহ হান্‌সি আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া হান্‌সি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নাহরবাড়ার সৈন্যগণ কুতবের আগমনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। ইহার পর কুতব্‌উদ্দীন দিল্লীতেই আপন আবাস মনোনীত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা হম্মীররাজ রণস্তম্ভগড়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তাহাতে অজমীরপতি পৃথ্বীরাজকুমারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। কুতব্-উদ্দীন্ অজমীররাজের বিপদ্‌বার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ বহু সৈন্য লইয়া অজমীরে আসিলেন। মুসলমান-সৈন্যের আগমনে হম্মীর পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইলেন। এদিকে কুতবের অনুপস্থিতিকালে দিল্লীর চাহমানরাজ বহু সৈন্যসংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পথে কুতব্‌উদ্দীনের সহিত তাঁহার একটী যুদ্ধ হইল। কিন্তু চাহমানরাজ মুসলমান-হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার মস্তক দিল্লীতে প্রেরিত হইল। এই সঙ্গে দিল্লীর হিন্দুরাজত্বেরও অবসান হইল।[১৬]

উপরোক্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত স্থানীয় প্রবাদ হইতে পৃথ্বীরাজসম্বন্ধে আমরা এই কয়টী কথা জানিতে পারি ;—

পৃথ্বীরাজ অকোরি নামক স্থানে পরমাল (পরমর্দ্দী)-দেবকে এবং পেহ্বাৎ নামক স্থানে জয়চ্চন্দ্রকে পরাজিত করেন।[১] তিনি দিল্লীর চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ, লোনী ও সম্ভলে দুর্গপত্তন এবং চনার অধিকার করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করেন।[২] সহাবুদ্দীন্ ঘোরীর নিকট পরাজয়ের পর তিনি খৈরাগড়ে বন্দী

(১২) তবকাত্-ই-নাসিরি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

(১৩) নুরু-উৎ-তবারীখ-ই-হিন্দ্ ও তাজ্‌উল্-মআসীর।

(১৪) দিল্লীপ্রান্তে পালমগ্রামে ১৩৩৭ সংবতে উৎকীর্ণ কূপপ্রশস্তিতে লিখিত আছে—

"ঢিল্লিকাখ্যা পুরী তত্র তোমরৈরস্তি নির্ম্মিতা।
তোমরানন্তরং যস্যাং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥
চাহমানা নৃপাশ্চক্রুঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ।
অথ প্রতাপদহনদগ্ধারিকুলকাননঃ।
ম্লেচ্ছঃ সহাবদীনস্তাং বলেন জগৃহে পুরীম্ ॥"

(প্রাচীনলেখমালা ২য় ভাগ ৮০ পৃষ্ঠা।)

উক্ত শ্লোকদ্বারা অনুমিত হয়, চাহমানবংশীয় পৃথ্বীরাজই যে কেবল দিল্লী-শাসন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তদ্বংশীয় অপর কোন ব্যক্তিও সম্ভবতঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে দিল্লীনগরী সহাবুদ্দীন ঘোরীর অধিকারভুক্ত হয়।

(১৫) তবকাত-ই-নাসিরি।

(১৬) তাজুল্-মআসীর ও মূল ফিরিস্তা দ্রষ্টব্য।

(১) Dr. Fuhrer's Archaeological Survey List of N. W. P. and Audh, Vol. II. p. 112, 258.

(২) Do. p. 10, 37, 258

ছিলেন।[৩] বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথ্বীরাজের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার একদিকে পৃথ্বীরাজদেব ও অপর দিকে তাঁহার বিজেতা 'মুইজ্‌উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ সাম্' অঙ্কিত আছে।[৪] অধিক সম্ভব, পৃথ্বীরাজপুত্র ঘোরীর অধীনতা স্বীকার করিবার পর যে সকল মুদ্রা প্রচার করেন, তাহাতেই ঐরূপ নাম হইয়া থাকিবে।

এখন চাঁদকবির বর্ণনা ও উপরোক্ত বর্ণনা মিলাইয়া দেখুন, বহু অংশেই মিল নাই। চাঁদকবি ও তদনুবর্ত্তী টড চিতোরপতি সমরসিংহকে পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতেই পারে না, আবুপাহাড়ে অচলেশ্বর-মন্দির-সমীপস্থ সন্ন্যাসিমঠে রাণা সমরসিংহের যে শিলাপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে ১৩৪২ সংবতে (১২৮৫ খৃষ্টাব্দে) সমরসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন।[৫] [সমরসিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ইত্যাদি নানা কারণে চাঁদকবির উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে তিনি পূর্ব্বতন পৃথ্বীরাজের কাহিনীমূলক কোন গ্রন্থ দেখিয়া আপনার 'রাসৌ' প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে পৃথ্বীরাজের প্রকৃত জীবনীর কথাও পাওয়া যাইতেছে।[৬]

পৃথ্বীরাজ, রুক্মিণীকৃষ্ণবল্লীকাব্যপ্রণেতা।

পৃথ্বীরাজ, বাপ্পাবংশসম্ভূত কুম্ভরাণার পৌত্র ও রায়মল্লের দ্বিতীয় পুত্র। তিন ভ্রাতায় পরস্পরে বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকায় পিতা রায়মল্ল পৃথ্বীর দুঃশীল ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। চৌহানবীর দিল্লীশ্বর-পৃথ্বীরাজের ন্যায় তাঁহারও বীরচরিত্র শৌর্য্যবীর্য্যময় সাহস ও উৎসাহ বিবেকশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়কে রণপিপাসায় দগ্ধ রাখিত, এমন কি তিনি উন্মত্তের ন্যায় সকল সময়ে "বিধাতা মেবারশাসন আমার ভাগ্যে লিখিয়াছে" এই কথা বলিয়া বেড়াইতেন। একদিন তাঁহারা পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের সহিত একত্র চিতোরের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে সঙ্গ[১] আসিয়া বলিলেন, 'নাহরমুগরার চারণী দেবীর পরিচারিকা যাঁহাকে রাজা মনোনীত করিবেন, সকলের একমতে তিনিই মেবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন।' তদনুসারে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ সকলেই সেই সন্ন্যাসিনীর আবাসে যাইয়া উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসিনীর নির্দ্দেশে সঙ্গকেই ভাবী অধীশ্বর জানিয়া পৃথ্বীরাজ মন্দিরাভ্যন্তরেই ভ্রাতা ও পিতৃব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। ঘাতপ্রতিঘাতে উভয়েই ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। আরোগ্য হইয়াও পৃথ্বী সঙ্গহিংসা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

রাণা রায়মল্ল পৃথ্বীর এতাদৃশ ঔদ্ধত্য শুনিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

পৃথ্বী পাঁচ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া গড়বারের অন্তর্গত নদোল নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মীনাগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পৃথ্বী উক্ত দলভুক্ত হইয়া মীনাদিগকে নিহত করিয়া সোচাগড়ে আগমন করেন। তথায় তিনি চৌহানবংশীয় সঙ্গ-সোলাঙ্কীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। গড়বার তাঁহারই বাহুবলে সুশাসন লাভ করিল। পৃথ্বীরাজ স্বীয় শ্বশুর ও ওঝা[২] নামক জনৈক মহাজনকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করেন।

সঙ্গ লুক্কায়িত, জয়মল্ল[৩] মৃত এবং পৃথ্বীর গৌরবরবি উদীয়মান প্রভায় আলোকিত দেখিয়া রাণা রায়মল্ল পৃথ্বীকে স্বরাজ্যে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। পৃথ্বী প্রত্যাগত হইয়া ভ্রাতার অবমাননা কাপুরুষের ন্যায় বহন করিলেন না। বরং নিজ বীরোচিত উদ্যমে সুরতানকে আক্রমণ করিয়া তাঁরা-

(৩) Fuhrer's List, II. p. 285.

(৪) Thomas, Chronicle of the Pathan Kings of Delhi, p. 11, 17.

(৫) প্রাচীনলেখমালা ১ম ভাগ ৪৭ পৃষ্ঠা। চিতোরগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও জানা যায়, সমরসিংহের পিতা রাবল তেজসিংহ ১৩২৪ সংবতে (১২৬৭ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিতে ছিলেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1886, part I. p. 17.)

(৬) চাঁদকবি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"গোরে সৈ সত্তোত্তরে বিক্রম সাক বদীত।
দিল্লীশ্বর চীত্তোড়পত লেখণ্গাং বল জীত॥" ৬৩২

অর্থাৎ ১৬৭৭ সংবতে (১৬২১ খৃষ্টাব্দে) চিতোরপতি দিল্লী আক্রমণ করিবেন। এ উক্তি দ্বারাও তাঁহার গ্রন্থের আধুনিকতা জ্ঞাপন করিতেছে। (J. A. S. B. 1885, P. 26) টড সাহেব লিখিয়াছেন, মেবারপতি অমরসিংহ (রাজ্যকাল ১৫৯৭-১৬২২ খৃষ্টাব্দে) এই পৃথ্বীরাজরাসৌ সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ চাঁদকবির গ্রন্থ এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই চাঁদকবির গ্রন্থ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির লওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

(১) ইনিই লক্ষরাজপুত সঙ্গে লইয়া তৈমুরকুলতিলক বাবরের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

(২) পৃথ্বীরাজ যখন গড়বারে উপস্থিত হন, তখন খাদ্যসংগ্রহের জন্য নিজ অঙ্গুরী ওঝার নিকট বিক্রয় করেন। অদৃষ্টক্রমে ঐ অঙ্গুরীয়ক তাঁহার দ্বারাই রাজপুত্রের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল। ওঝাই তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া মীনা দলভুক্ত করান।

(৩) ইনি রাও সুরতানের কন্যা তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণে প্রয়াসী হইয়া তৎপিতা কর্তৃক শমনসদনে প্রেরিত হন।

বাইকে গ্রহণ করিলেন। এই বীররমণী অনেক সময় ধনুর্ব্বাণ-হস্তে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসিনীর কথায় প্রণোদিত সূর্য্যমল্ল রাজ্যলাভাশায় (লক্ষরাণার বংশীয়) সারঙ্গদেবের সহযোগে মালবরাজের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে কতক স্থানও অধিকার করিয়া লইলেন। তাহাদিগের চিতোর-আক্রমণকালে স্বয়ং রায়মল্ল গম্ভীরা নদীতটে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত রায়মল্ল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে পৃথ্বীরাজ হাজার অশ্বারোহী লইয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধে যোগ দিলেন। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু পৃথ্বী স্বয়ং সূর্য্যমল্লকে আহত করিয়া পিতার বৈরনির্য্যাতন সাধন করিলেন। পরে তিনি জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহিদল কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না; উপর্য্যুপরি আক্রমণে পৃথ্বীরাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল; কিন্তু তাহাতেও পৃথ্বীরাজ ক্লান্তিবোধ করিলেন না। সারঙ্গদেব তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। সূর্য্যমল্ল সদ্রিতে পলাইয়া গেলেন এবং প্রতাপগড়-দেবলে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন। পৃথ্বী আবুর অধিপতি নিজ ভগিনীপতি কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। ইনি শিশোদিয়-কুলগৌরব ছিলেন।

পৃথ্বীরাজ, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও অকবর-শাহের সভাসদ্। ইনি বিকানির রাজকুমার, একে কবি, তায় তেজস্বীহৃদয়, বীরভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি উদার হৃদয়ে চিতোরের রাণা প্রতাপকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিতেন। যখন অকবর প্রতাপের সন্ধিপত্র পৃথ্বীকে দেখান, তখন তিনি সম্রাট্‌কে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, 'সমগ্র সাম্রাজ্যের বিনিময়েও প্রতাপ আপনার অবনতি স্বীকার করিবেন না।' পরক্ষণেই তিনি প্রতাপকে স্বীয় দূতদ্বারা একখানি গুপ্ত পত্র প্রেরণ করেন। তৎপাঠে প্রতাপের নির্ব্বাণোন্মুখ তেজোবহ্নি সহসা সংধুক্ষিত হইয়া উঠে। পৃথ্বীরাজ ঐ পত্রের একস্থলে লিখিয়াছিলেন, "পবিত্র রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কে নওরোজার জন্য আপন মানসম্ভ্রম বিক্রয় করিতে পারে।"

তিনি মেবাররাজভ্রাতা শক্তসিংহের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই গুণবতী বনিতার পবিত্র সতীত্ব-বলেই বীরকবি পৃথ্বীরাজ আত্মকুলগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা খোসরোজের অধিবেশনকালে সম্রাট্ মেবার-রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রেমাসক্তি প্রকাশ করেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী অকবরের মায়াজালে জড়িত হইলেন, কিন্তু সম্রাট্ বাহু প্রসারিয়া সম্মুখে আসিলে তিনি তীক্ষ্ণ ছুরিকা দেখাইয়া অকবরের হৃদয়রক্ত পান করিতে চাহিয়াছিলেন। অকবরও বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতপ্রায় থাকিয়া সতীর সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। অমরকবি পৃথ্বীরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আজিও রাজপুতনার স্থানে স্থানে গীত হইয়া থাকে।

পৃথ্বীরাজ, রাঠোর রাজপুতবংশীয় একজন সেনানী। সম্রাট্ শাহজহানের কার্য্য করিয়া তিনি বহু সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পৃথ্বীরাজ, গুহিলবংশীয় রাজপুত। রাণা রাজ্যমল্লের পুত্র। ১৫৫৭ সংবতে মহাকুমার পৃথ্বীরাজ বিদ্যমান ছিলেন। মেবারের অন্তর্গত মেদপাট নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

পৃথ্বীরাজ, জনৈক হিন্দুরাজ। গড়হাদেশাধিপতি রাজা হৃদয়েশের শিলালিপিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথ্বীবর্ম্মা, কালঞ্জরের চন্দ্রাত্রেয়-(চন্দেল্লা) বংশীয় একজন রাজা। কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র, ভ্রাতা সল্লক্ষণবর্ম্মার পুত্র জয়বর্ম্মার পর রাজ্য লাভ করেন।

পৃথ্বীমল্ল, মদনপালের পুত্র ও মান্ধাতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ইনি বালচিকিৎসা বা শিশুরক্ষারত্ন নামে বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

পৃথ্বীমল্লরাজ, মহার্ণব নামক গ্রন্থরচয়িতা।

পৃথ্বীরাম, রট্টবংশীয় জনৈক সর্দ্দার।[১] পিতা মেরদ ও পুত্র পৃথ্বী উভয়েই প্রথমে পবিত্র মৈলাপতীর্থের কারেয়া নামক জৈনসম্প্রদায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। ৭৯৭ শকে (৮৭৫-৭ খৃঃ অব্দে) তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাসামন্ত ও মহামণ্ডলেশ্বর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীশ (পুং) পৃথ্ব্যাঃ ঈশঃ। ভূমিপতি।

পৃথ্বীশ, নাগপুরের অন্তর্গত রত্নপুরাধিপ রত্নরাজের পুত্র, ইঁহার মাতার নাম নোনল্লাদেবী।

পৃথ্বীসিংহ, কচ্ছবাহবংশীয় জয়পুরের একজন অধিপতি। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভ্রাতা প্রতাপসিংহের প্রবঞ্চনায় রাজ্যভ্রষ্ট হন।

পৃথ্বীসিংহ, জনৈক বুন্দেলা রাজা। জাহাঙ্গীর ও শাহজহানের সমকালে উর্চ্ছায় ইহাদের রাজধানী ছিল।

পৃথ্বীসিংহ, বুন্দেলাসর্দ্দার পন্নাপতি ছত্রশালের বংশধর। নিজভ্রাতা শোভাসিংহের রাজত্বকালে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) মনোমত অংশ না পাওয়ায় পেশবার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গড়হাঁকোট রাজ্য অধিকার করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মালথোন্ নগর জয় করিয়া তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান এবং একটী দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া উহা সুরক্ষিত করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(১) কেহ কেহ এই রট্ট বংশকে রাষ্ট্রকূট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরে ইহাদিগকে স্থানীয় রেড্ডী বা রট্ট জাতির একটী বিভাগ বলিয়া কল্পনা করেন।

পৃদাকু (পুং) পর্দতে ইতি পর্দ অপানশব্দে (পর্দেনিৎ সম্প্রসারণমল্লোপশ্চ। উণ্ ৩।৮০) ইতি কাকু, রেফস্য সম্প্রসারণং অল্লোপশ্চ। ১ সর্প।

"স তীমং সহসাভ্যেত্য পৃদাকুঃ কুপিতো ভৃশম্।
অগ্রাহাজগরো গ্রাহো ভুজয়োরুভয়োর্বলাৎ॥"

(ভাগ° ৬।১৭৮।২৭)

২ বৃশ্চিক। ৩ ব্যাঘ্র। ৪ চিত্রক। (মেদিনী) ৫ কুঞ্জর। ৬ বৃক্ষ। (সংক্ষিপ্তসার° উণাদিবৃ°)

পৃদাকুসানু (পুং) পৃদাকুঃ গজইব সানুঃ সমুন্নতঃ। ১ ইন্দ্র। ২ সর্পবৎ উন্নতশিরস্ক।

"পৃদাকুসানুর্যজতোগবেষণ একঃ" (ঋক্ ৮।১৭।১৫)

'পৃদাকুসানুঃ পৃদাকুঃ সর্পঃ স ইব সানুঃ সমুচ্ছ্রিতঃ, উন্নতশিরস্ক ইত্যর্থঃ। যথা পৃদাকুবৎ সানুঃ সংভজনীয়ঃ স যথা বহুভির্মণিমন্ত্রৌষধাদিভিঃ সংসেব্যো নান্যৈঃ এবমিন্দ্রোঽপি বহুভিঃ স্তোত্রাদিভির্যজ্ঞৈঃ সেব্য ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

পৃশন (ত্রি) স্পর্শনসাধ্য বাহুযুদ্ধ। 'যা পৃশনে যা বধত্রে।' (ঋক্ ৯।৯৭।৫৪) 'পৃশনে স্পর্শনসাধ্যে বাহুযুদ্ধে'। (সায়ণ)

পৃশনায়ু (ত্রি) আত্মনঃ পৃশনমিচ্ছতি ক্যচ্ ততঃ উ। তদিচ্ছু, আপনার স্পর্শেচ্ছু। "তা অস্য পৃশনায়ুবঃ" (ঋক্ ১।৮৩।১১)

'পৃশনায়ুবঃ স্পর্শনকামাঃ।' (সায়ণ)

পৃশন্য (পুং) স্পৃশ-ভাবে ক্যু, পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ পৃশনং স্পর্শঃ তত্র সাধুঃ যৎ। স্পর্শসাধ্য। (ঋক্ ১।৭১।৫)

পৃশ্নি (ত্রি) স্পৃশ্যতে ইতি স্পৃশ-সংস্পর্শে (ঘৃণি পৃশ্নীতি। উণ্ ৪।৫২) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অল্পতনু।

"দদর্শ পৃশ্নিং বৃহতীং বিপ্রকৃষ্টাং
শিরাম্বৃত্তাং ভগিনীং সুপ্রসন্নাম্॥" (ভারত ২।৬৪৮)

২ দুর্বলাদিযুক্ত খর্ব। (ভরত) ৩ শুক্লবর্ণ। "ধেনুশ্চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসম্" (ঋক্ ১।৮।১৩।৪।১১) 'পৃশ্নিং শুক্লবর্ণাং ধেনুং' (সায়ণ)। ৪ নানাবর্ণ। 'শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ' (ঋক্ ১।৮৪।১১) 'পৃশ্নয়ো নানাবর্ণাঃ' (সায়ণ)। ৫ প্রাপ্ততেজাঃ। (ঋক্ ১০।১৮৯।১) স্পৃশতি দ্রব্যজাতং ইতি বা স্পৃশ-নিপাতনাৎ সাধুঃ (ঘৃণি পৃশ্নীতি। উণ্ ৪।৫২।১২) (স্ত্রী) ৬ রশ্মি। (শব্দর°) ৭ অন্ন। ৮ বেদ। ৯ জল। ১০ অমৃত। (ভারত ১২।৩৪১।৪৪) (ত্রি) ১১ সাধারণ। (পুং) ১৩ ঋষিভেদ। (ভারত দ্রোণপ°. ১৯১ অঃ) ১৪ যুধাজিত নৃপের মাদ্রীগর্ভজাত পুত্রভেদ। (অগ্নিপু°) ১৫ সুতপারাজার পুত্রী, ইনি জন্মান্তরে দেবকীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভাগবতে দশম স্কন্ধে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। ১৬ পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া গাছ।

পৃশ্নিকা (স্ত্রী) পৃশ্নয়ো জলে কায়তে শোভতে ইতি কৈ-ক, যদ্বা পৃশ্নি অল্পং কং জলং যত্র। কুম্ভিকা। (শব্দর°)

পৃশ্নিগর্ভ (পুং) পৃশ্নির্দেবমাতুর্গর্ভে যস্য যদ্বা পৃশ্নিঃ জন্মান্তরজাতদেবকী তস্যাঃ গর্ভঃ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। শ্রীকৃষ্ণ। অন্ন, বেদ, জল ও অমৃত ইহার নাম পৃশ্নি, এই পৃশ্নি শ্রীকৃষ্ণের গর্ভস্বরূপ এইজন্য পৃশ্নিগর্ভ নাম হইয়াছে।

"পৃশ্নিরিত্যুচ্যতে চান্নং বেদা আপোঽমৃতং তথা।
মমৈতানি সদা গর্ভঃ পৃশ্নিগর্ভস্ততোহ্যহম্॥" (ভারত ১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ পৃশ্নির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া পৃশ্নিগর্ভ নাম হইয়াছে।

ভগবানের চতুর্বিংশতি প্রকার লীলাবতারের মধ্যে একাদশ অবতার, ইহার অন্য নাম ধ্রুবপ্রিয়।

"ত্বমেবপূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নি স্বায়ম্ভুবে সতি।"

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিলেন—হে সতি! তুমিই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি হইয়াছিলে। পৃশ্নিগর্ভের বাসস্থান ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে।

"পৃশ্নিগর্ভস্তু বসতিত্র্যকো ভুবনোপরি।" (লঘুভাগবতামৃত)

পৃশ্নিগু (ত্রি) পৃশ্নয়ো নানাবর্ণত্বাৎ সাধারণা গাবো রশ্ময়োঽস্য। নানাবর্ণ দীপ্তিযুক্ত, যাহার নানাবর্ণের দীপ্তি আছে।

"যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবতং।" (ঋক্ ১।১১২।৭)

"পৃশ্নিগুং পৃশ্নয়ো নানাবর্ণা গাবো যস্য স তথোক্তঃ।
'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্য।' (পা ১।২।৪৮)
ইতি গোশব্দস্য হ্রস্বত্বম্' (সায়ণ)

পৃশ্নিপর্ণী (স্ত্রী) পৃশ্নি অল্পং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। লতাবিশেষ। (Hemionitis Cordifolia) চলিত—চাকুলিয়া, হিন্দী—পীতবন, পীতবন, পঠৌনী, মহারাষ্ট্র—সেবরা, কলিঙ্গ—নরিয়ল বোন, তৈলঙ্গ—কোলা কৃপোন্না, উৎকল—ক্রষ্টপনি।

সংস্কৃত পর্য্যায়—পৃথক্পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিবল্লিকা, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাবনি, গুহা (অমর।) পিষ্টপর্ণী, লাঙ্গলী, ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলশী, ক্রোষ্টুকমেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবৃন্তা, ত্রিপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অতিগুহা, ঘৃষ্টিলা, চিত্রপর্ণিকা (রত্নমালা।) মহাগুহা, শৃগালবিন্না, ধমনী, মেখলা, লাঙ্গলিকা, পৃষ্টিপর্ণী, দীর্ঘপর্ণী। (রাজনি°) অঙ্ঘ্রিপর্ণী, ধাবনী। (ভাবপ্রকাশ)

ইহার গুণ—কটু রস, এবং অতিসার, কাস, বাতরোগ, জ্বর, উন্মাদ, ব্রণ ও দাহনাশক। (রাজনি°) ত্রিদোষঘ্ন, বৃষ্য, মধুর, সারক এবং শ্বাস, রক্তাতীসার, তৃষ্ণা ও বমিনিবারক।

(ভাবপ্রকাশ)

অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, 'পৃশ্নিপর্ণী' 'বিরাল হাই' এই

নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত ; কিন্তু বৈদ্যগণ একথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা 'চাকুলিয়া' গাছকেই পৃশ্নিপর্ণী বলিয়া থাকেন।

পৃশ্নিভদ্র (পুং) পৃশ্নৌ ভদ্রং যস্য। পৃশ্নিগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ। (ব্রহ্মমা°)

পৃশ্নিমৎ (ত্রি) পৃশ্নিবিশিষ্ট।

পৃশ্নিমাতৃ (পুং) পৃশ্নিঃ নানাবর্ণা ভূমির্মাতেব জন্মভূমির্যস্য। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। ১ নানাবর্ণ ভূমিজাত।

"উগ্রাছি পৃশ্নিমাতরঃ।" (ঋক্ ১।২৩।১০)

'পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্নেঃ নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ।' (সায়ণ)

পৃশ্নিশৃঙ্গ (পুং) পৃশ্নির্বেদাদয়ঃ শৃঙ্গমিব যস্য। ১ বিষ্ণু। (শব্দমা°) পৃশ্নি স্বল্পং শৃঙ্গমিব শুণ্ডাগ্রং যস্য। ২ গণেশ। (ত্রিকা°)

পৃশ্নিসকৃথ (ত্রি) পৃশ্নিযুক্ত সক্থিবিশিষ্ট।

পৃশ্নিহন্ (ত্রি) পৃশ্নিযুক্ত সর্পহননকারী।

পৃশ্নী (স্ত্রী) স্পৃশতি জলমিতি স্পৃশ-নি ততো বা ঙীষ্। বারিপর্ণী। কুম্ভিকা, চলিত—পানা। (শব্দরত্না°)

পৃষ, সেক। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ পর্ষতে। লোট্ পর্ষতাং। লিট্ পপৃষে। লুঙ্ অপর্ষিষ্ট। এই ধাতু দুর্গাদাস পরস্মৈপদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লট্ পর্ষতি ইত্যাদি।

পৃষৎ (ক্লী) পর্ষতি সিঞ্চতি পৃষ-সেচনে (বর্ত্তমানে পৃষদ্বৃহদ্ মহদিতি। উণ্ ২।৮৪) ইতি অতিপ্রত্যয়ো গুণাভাবশ্চ নিপাত্যতে। ইহার কার্য্য 'শতৃ' প্রত্যয় তুল্য হইবে। জলবিন্দু।

"পৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি।" (ভাগ° ৫।৮ অঃ) 'পৃষৎ জলবিন্দুস্তদ্বৎ—।' (স্বামী) এই শব্দ দ্বিবচন এবং বহুবচনান্তও হইয়া থাকে।

পৃষত (পুং) পর্ষতীতি পৃষি-সেকে (পৃষিরঞ্জিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৩।১১১) ইতি অতচ্ সচ কিৎ। বিন্দু।

"করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং শুচিব্যপায়ে বনরাজিপল্বলম্।" (রঘু ৩।৩)

২ শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগ। (মেদিনী) পর্য্যায়—রঙ্কু, শবলপৃষ্ঠক। (রাজনি°) ৩ দ্রুপদরাজের পিতা।

"ভরদ্বাজসখা চাসীৎ পৃষতো নাম পার্থিবঃ।

তস্যাপি দ্রুপদো নাম তদা সমভবৎ সুতঃ॥" (ভার° ১।১৩১।১৭)

৪ মণ্ডলিসর্পের অন্তর্গত সর্পবিশেষ। (সুশ্রুতকল্পস্থা° ৪ অঃ) ৫ রোহিতমৎস্য।

পৃষতাম্পতি (পুং) পৃষতাং বিন্দুনাং পতির্নেতা, ইত্যলুকসমাসঃ। বায়ু। (জটাধর) "গজপতিদ্বয়সীরপি হৈমনস্তুহিনয়ন্ সরিতঃ পৃষতাম্পতিঃ।" (মাঘ ৬।৫৫)

পৃষতাশ্ব (পুং) পৃষতো মৃগবিশেষোঽশ্ব ইব গতিসাধনং বাহনো যস্য। বায়ু। (অমর)

পৃষতী (স্ত্রী) পৃষত-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শ্বেতবিন্দুযুক্তা মৃগী। (মেদিনী)

"পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ।" (রঘু৮।৫৯)

পৃষৎক (পুং) পৃষ্যতে সিচ্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি পৃষ-অতি। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। বাণ। "অপার্দ্ধভাগে পরবাণলূনা ধনুর্ভৃতাং হস্তবতাং পৃষৎকাঃ।" (রঘু ৭।৪৫)

পৃষত্তা (স্ত্রী) পৃষতো ভাবঃ তল্-টাপ্। পৃষতের ভাব বা ধর্ম্ম।

পৃষদংশ (পুং) পৃষতি বিন্দৌ অংশোঽস্য। বায়ু।

পৃষদশ্ব (পুং) পৃষন্ মৃগবিশেষোঽশ্ব ইব বাহকো যস্য। বায়ু।

"সহিষন্দ্রুৎ পৃষদশ্বো যুবা।" (ঋক্ ১।৮৭।৪)

'পৃষদশ্বঃ পৃষত্যঃ শ্বেতবিন্দ্বঙ্কিতা মৃগ্যোঽশ্বস্থানীয়া যস্য স' (সায়ণ)

পৃষতী মৃগী বায়ুর অশ্বের কার্য্য করে বলিয়া উহার নাম 'পৃষদশ্ব' হইয়াছে। ২ রাজর্ষিভেদ।

"ব্যশ্বঃ সদশ্বো ব্যঞ্জশ্বঃ পৃথুবেগঃ পৃথুশ্রবাঃ।

পৃষদশ্বো বসুমনাঃ ক্ষুপশ্চ সুমহাবলঃ॥" (ভারত ২।৮।১২)

৩ বিরূপাক্ষের পুত্র। (ভাগ° ৯।৬।১)

পৃষদাজ্য (ক্লী) পৃষদ্ভিঃ দধিবিন্দুভিঃ সহিতমাজ্যং। সদধ্যাজ্য, দধিমিশ্রিত ঘৃত।

"সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।" (ঋক্ ১০।৯০।৮)

'পৃষদাজ্যং দধিমিশ্রমাজ্যং' (সায়ণ)

পৃষদ্বরা (স্ত্রী) ১ মৃগীভেদ, রুরুর পত্নী মেনকার কন্যা।

পৃষদ্বল (পুং) পৃষদেব বলমস্য। বায়ুর অশ্ব।

'ধুবিত্রমরুদান্দোলঃ কুচৈবশ্চামরানিলঃ।

পৃষদ্বলস্তু বায়ুশ্বঃ কুবেরে তু প্রমোদিতঃ॥' (শব্দমালা)

পৃষদ্ধ্র (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১০ অঃ)

পৃষদ্ধ্রু (পুং) দ্বাপরযুগীয় যুধিষ্ঠিরপক্ষস্থিত নৃপভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব ১৫৬ অঃ)

পৃষন্তি (পুং) পর্ষতি সিঞ্চতীতি পৃষ-সেচনে অতি, নিপাতনাৎ সাধুঃ। বিন্দু।

"পয়ঃ পৃষন্তিভিঃ স্পৃষ্টা বান্তি বাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ।" (ভরতধৃত জাম্ববতীবিজয়কাব্য)

পৃষভাষা (স্ত্রী) পর্ষতীতি পৃষ-সেকে ক, পৃষা অমৃতবর্ষিণী ভাষা যত্র। অমরাবতী। (শব্দর°)

পৃষাকরা (স্ত্রী) পৃষ-ভাবে ক্বিপ্ পৃষে সেচনায় আকীর্য্যতে ইতি আ-কৃ-অপ্ টাপ্। ক্ষুদ্রশিলা, চলিত—বাট্খারা।

পৃষাতক (ক্লী) পৃষন্তং পৃষদাজ্যং আতকতে হসতীতি তক-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দধিযুক্ত ঘৃত। (হেম)

"পৃষাতকমঞ্জলিনা জুহুয়াৎ।" (আশ্ব° গৃহ্য° ২।২)

পৃষোদর (ত্রি) পৃষদুদরং যস্য (পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং। পা ৬।৩।১০৯) ইতি ত-লোপঃ। ১ স্বল্পোদর। (পুং) ২ বায়ু।

পৃষোদরাদি (পুং) পৃষোদর আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা—পৃষোদর, পৃষোত্থান, বলাহক, জীমূত, শ্মশান, উলূখল, পিশাচ, বৃষী, ময়ূর। (পাণিনি)

যে সকল পদ ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে সিদ্ধ হয় না, সেই সকল পদ পৃষোদরাদিত্বহেতু সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোন স্থলে বর্ণাগম, বা বর্ণবিপর্য্যয়, কোন স্থলে বর্ণের বিকার বা নাশ, ইত্যাদি হইলে তাহাকে পৃষোদরাদি কহে। যথা—পৃষোদর পৃষৎ—উদর এই স্থলে পৃষৎ ইহার ত ভাগের লোপ হওয়ায় পৃষোদর এই পদ হইল। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥"
(পাণিনি)

বর্ণাগম করিয়া হংস, বর্ণের বিপর্য্যয়ে সিংহ, বর্ণের আদেশ করিয়া গূঢ়াত্মা এবং বর্ণের লোপে পৃষোদর পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

"ভবেদ্ বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্য্যয়াৎ।
বর্ণাদেশাচ্চ গূঢ়াত্মা বর্ণলোপাৎ পৃষোদরঃ॥" (গোয়ীচন্দ্রধৃতকা)

পৃষোদরাদিত্ব হেতু যে যে স্থলে পদ সিদ্ধ হইবে, সেই সেই স্থলেই পূর্ব্বোক্তরূপবর্ণবিপর্য্যয়াদি হইয়া পদ সিদ্ধ হইবে।

পৃষোদ্যান (ক্লী) পৃষৎ উদ্যানং পৃষোদরাদিত্বাৎ ত-লোপঃ। ক্ষুদ্রোদ্যান, ছোটবাগান।

পৃষ্ট (ত্রি) পৃষ্-সেকে প্রচ্ছ বা ক্ত। ১ সিক্ত। ২ সংস্পৃষ্ট।
"পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা।" (ঋক্ ১।৯৮।২)
'পৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টঃ।' (সায়ণ) ৩ জিজ্ঞাসিত।
"না পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়াৎ।" (মনু)

পৃষ্টবন্ধু (পুং) অপেক্ষিতফলপ্রশ্নবিষয়স্তোতার বন্ধু। "ত্বে পূর্ব্বীঃ সংদধুঃ পৃষ্টবন্ধো" (ঋক্ ৩।২০।৩) 'পৃষ্টবন্ধো অপেক্ষিতফলপ্রশ্নবিষয়াণাং স্তোতৄণাং বন্ধো হে অগ্নে' (সায়ণ)

পৃষ্টহায়ন (পুং) ১ ধান্যভেদ। ২ গজ। (মেদিনী) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পৃষ্টি (স্ত্রী) পৃষ্-সেকে ভাবে ক্তিন্। ১ সেক। (শত° ব্রা° ৭।৫।১।১৩) প্রচ্ছ-ক্তিন্। ২ জিজ্ঞাসা। পৃষ্-কর্ত্তরি ক্তিচ্। ৩ পার্শ্বস্থ। ৪ পৃষ্ঠদেশ।

পৃষ্ঠবহ (ত্রি) পৃষ্ঠে বহনকারী।

পৃষ্ট্যাময় (পুং) পৃষ্ঠরোগ।

পৃষ্ট্যাময়িন্ (ত্রি) পৃষ্ঠরোগযুক্ত, পৃষ্টিদেশে আময় যুক্ত।
"তত্রৈব পৃষ্ট্যাময়ী বিভ্রং" (ঋক্ ১।১০৫।১৮)

'পৃষ্ট্যাময়ী স্পৃশ সংস্পর্শনে, স্পৃশ্যতেহনেনেতি স্পৃষ্টিঃ ছান্দসো বর্ণলোপঃ পৃষ্টাবাময়ঃ পৃষ্ট্যাময়ঃ, তদ্বান্ পৃষ্ট্যাময়ী' (সায়ণ)

পৃষ্ঠ (ক্লী) পৃষ্যতে সিচ্যতে ইতি পৃষ—(তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ইতি থক্প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। শরীর-পশ্চাদ্ভাগ, চলিত—পীঠ।

"ন বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাদ্বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতম্॥" (মনু ৪।৭২)

২ চরম মাত্র। (মেদিনী) ৩ স্তোত্রবিশেষ।
"ত্রিবৃত্তস্তোমাদ্রথন্তরং পৃষ্ঠং নিরমিমীত।" (শত° ব্রা° ৮।১।১।৫)

পৃষ্ঠক (ক্লী) পৃষ্ঠ-স্বার্থে কন্। পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদ্ভাগ, পৃষ্ঠশব্দার্থ।
"অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা তু পৃষ্ঠকে।" (চাণক্য)

পৃষ্ঠগোপ (পুং) পৃষ্ঠং গোপায়তি গুপ-বা অন্। পৃষ্ঠদেশ-রক্ষক যোধভেদ। (ভারত ১।২০১ অঃ)

পৃষ্ঠগ্রন্থি (পুং) পৃষ্ঠস্য গ্রন্থিঃ। গড়ু। চলিত—কুঁজ। (হেম)

পৃষ্ঠগ্রহ (পুং) অশ্বদিগের বাতব্যাধিরোগ।
"স্তব্ধং পৃষ্ঠোন্নতঞ্চৈব রন্ধ্রৌ ক্ষিপ্তস্য যস্য চ।
তস্য পৃষ্ঠগ্রহং রোগমূর্দ্ধগ্রীবস্য নির্দ্দিশেৎ॥" (জয়দত্ত ৫৫ অঃ)

পৃষ্ঠচক্ষুস্ (পুং) পৃষ্ঠে পশ্চাদ্ভাগে চক্ষুঃ দৃষ্টিঃ তস্যাপারোহস্ত। পশ্চাদ্ দৃষ্টিযুক্ত ভল্লূক। (শব্দার্থক°) ২ কর্কট। (বৈদ্যকনি°)

পৃষ্ঠচর (ত্রি) পৃষ্ঠে চরতীতি চর-ট। ১ পশ্চাদ্ভাগে স্থিত। ২ পশ্চাদ্গামী।

পৃষ্ঠজ (ত্রি) পৃষ্ঠে পশ্চাৎ জায়তে জন-ড। পশ্চাজ্জাত।

পৃষ্ঠজাহ (ত্রি) পৃষ্ঠস্য মূলং কর্ণাদিত্বাৎ মূলে জাহচ্। পৃষ্ঠমূল।

পৃষ্ঠতল্পন (ক্লী) তল্পমিব আচরতি তল্প-ল্যুট্, পৃষ্ঠস্য তল্পনং ৬তৎ। পৃষ্ঠের তল্পন, পীঠে শোয়া।

পৃষ্ঠতস্ (অব্য) পৃষ্ঠ (প্রতিযোগে পঞ্চম্যাস্তসিঃ। পা ৫।৪।৪৪) ইত্যস্য 'আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা তসি। ১ পশ্চাৎ। ২ পৃষ্ঠদেশ।
"পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।" (মনু ৮।৩০০)

পৃষ্ঠদৃষ্টি (পুং) পৃষ্ঠে দৃষ্টির্দর্শনং যস্য। ভল্লূক। (রাজনি°)

পৃষ্ঠমর্ম্মন্ (ক্লী) পৃষ্ঠে মর্ম্ম। পৃষ্ঠস্থিত মর্ম্মভেদ। সুশ্রুতে এই মর্ম্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—মাংস, শিরা, অস্থি স্নায়ু ও সন্ধি ইহাদিগের একত্র সন্নিবেশকে মর্ম্ম কহে। মর্ম্মস্থানে প্রাণ সর্ব্বদাই অবস্থিত। অতএব মর্ম্মদেশ আহত হইলে নানাপ্রকার পীড়া এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠদেশস্থ মর্ম্মের বিষয় বলা যাইতেছে। মেরুদণ্ডের উভয় দিকে শ্রোণিরস্থানে যে অস্থিময় মর্ম্ম, তাহাতে কটীক ও তরুণ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে। যদি কোনরূপে এই মর্ম্ম আহত হয়, তাহা হইলে রক্তক্ষয় এবং তজ্জন্য পাণ্ডু, বিবর্ণ ও রূপের বিকৃতি হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

পার্শ্ব ও জঘনের বহির্ভাগে পৃষ্ঠবংশের অল্প নিম্নভাগে উভয়দিকে 'কুকুন্দর' নামক মর্ম্মদ্বয়। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে

শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না ও ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত হয়। শ্রোণিমধ্যস্থিত অস্থিকাণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগে যে স্থান আশয়ের আচ্ছাদন ও অধোভাগের পার্শ্বদেশে সংলগ্ন, শরীরের উভয় পার্শ্বের সেই স্থানে নিতম্ব নামে অস্থিমর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম আহত হইলে শরীরের অধোভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং ক্রমে মৃত্যু হইয়া থাকে। জঘনদ্বয় হইতে বক্রভাবে ঊর্দ্ধদিকে এবং জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থলে অধোভাগের পার্শ্বদ্বয়ে সংলগ্ন পার্শ্বসন্ধি নামে শিরা-মর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম কোনরূপে আহত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনমূলের সহিত সমান রেখায় স্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়পার্শ্বে বৃহতী নামক মর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম আহত হইলে অতিশয় রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু হয়। পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে ত্রিক সন্ধি (তিন অস্থির সন্ধি)-সংলগ্ন অংশফলক নামক অস্থি মর্ম্মদ্বয়, ইহা বিদ্ধ হইলে বাহুদ্বয় নিস্পন্দ বা শুষ্ক হয়। বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে গ্রীবার মধ্যস্থলে এবং অংশফলক ও স্কন্ধের সন্ধিস্থানে অংশ নামক স্নায়ুমর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে বাহুস্তব্ধ হয়। পৃষ্ঠদেশে এই চতুর্দ্দশ মর্ম্ম অবস্থিত, এই জন্য এই সকল মর্ম্ম পৃষ্ঠমর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা ৬ অঃ)

পৃষ্ঠমাংস (ক্লী) পৃষ্ঠস্থ মাংসং। পশুপ্রভৃতির পৃষ্ঠস্থিত মাংস।

"পৃষ্ঠমাংসং বৃথা মাংসং গর্হ্যমাংসঞ্চ পুত্রক।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস ও নিন্দিত মাংস ইহা কখনও ভক্ষণ করিবে না।

পৃষ্ঠমাংসাদ (ত্রি) পৃষ্ঠে পরোক্ষে মাংসাদ ইব, অসমক্ষমনিষ্টজনকবাক্যকথনাদস্য তথাত্বং। পরোক্ষে শাঠ্যপূর্ব্বক বাক্যাভিধায়ী ও দোষোদ্‌ঘোষক ব্যক্তি। (ত্রিকা°) পৃষ্ঠমাংসমত্তীতি মাংস-অদ-অণ্। (ত্রি) ২ পৃষ্ঠমাংস-ভক্ষক।

পৃষ্ঠমাংসাদন (ক্লী) পৃষ্ঠে পরোক্ষে মাংসাদনং মাংসভক্ষণমিব (কীর্ত্তনস্যাস্যানিষ্টজনকত্বাৎ) ১ পরোক্ষে দোষ-কীর্ত্তন। (হেম) (ত্রি) ২ পরোক্ষে দোষ-কীর্ত্তক, যে অসমক্ষে দোষ কীর্ত্তন করে। পৃষ্ঠমাংস-অদ-কর্ত্তরি ল্যু। ৩ পৃষ্ঠমাংসভক্ষক।

পৃষ্ঠযজ্বন্ (পুং) পৃষ্ঠৈঃ রথন্তরাদিভিরিষ্টবান্ যজ-বনিপ্। রথন্তরাদি ৬টী স্তোত্রসমূহদ্বারা যজ্ঞকারক। (ঋক্ ৫।৫৪।১)

পৃষ্ঠযান (ক্লী) পৃষ্ঠেন যানং গমনং। পিঠে যাওয়া, পৃষ্ঠদ্বারা গমন।

পৃষ্ঠরক্ষ (পুং) পৃষ্ঠং রক্ষতীতি রক্ষ-অণ্। পৃষ্ঠদেশ-রক্ষক যোধভেদ, পৃষ্ঠগোপ। (ভারত ৬।২৬।৮)

পৃষ্ঠরক্ষণ (ক্লী) পৃষ্ঠস্য পৃষ্ঠদেশস্য রক্ষণং। পৃষ্ঠদেশের রক্ষা, পশ্চাদ্‌রক্ষা।

পৃষ্ঠবংশ (পুং) পৃষ্ঠস্য বংশঃ বংশ ইব দণ্ড ইত্যর্থঃ। পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া। পর্য্যায়—রীঢ়ক। (হেম)

পৃষ্ঠবাস্তু (ক্লী) গৃহের উপর যে গৃহ, তাহাকে পৃষ্ঠবাস্তু কহে। এক শালার উপরিভাগ।

"পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্ব্বীত বলিং সর্ব্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্ব্বং দক্ষিণতো হরেৎ॥" (মনু ৩।৯১)

'আবাসকস্য উপরি য আবাসঃ তৎপৃষ্ঠবাস্তু, একশালায়া অপ্যুপরিভাগঃ।' (মেধাতিথি) 'গৃহস্যোপরি যদ্‌গৃহং তৎপৃষ্ঠবাস্তু।' (কুল্লুক) বলিদাতার পৃষ্ঠভাগস্থ বাস্তু।

পৃষ্ঠবাহ্ (পুং) পৃষ্ঠং যুগপার্শ্বং বহতীতি বহ-ণ্বি। যুগপার্শ্বগ বৃষ, চলিত—পাঁড়ে বাঁধা গরু। (ত্রি) পৃষ্ঠং পৃষ্ঠভাগং বহতীতি বহ-ণ্বি। ২ পশ্চাদ্‌ভাগবাহক।

"দারুকং পৃষ্ঠবাহন্তু কৃত্বা কেশব ঈশ্বরঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রং সংযোজ্য শরে কস্মিংশ্চিদীশ্বরঃ॥"

(হরিবংশ ভবিষ্য ৫৫।৩১)

পৃষ্ঠবাহ্য (পুং) পৃষ্ঠে বাহ্যং বহনীয়দ্রব্যমস্য। পৃষ্ঠদ্বারা ভারবাহক বৃষ। পর্য্যায়—স্থৌরী, পৃষ্ঠ্য। (হেম)

পৃষ্ঠশয় (ত্রি) পৃষ্ঠে শেতে পৃষ্ঠরূপাধিকরণোপপদে কর্ত্তরি অচ্। পৃষ্ঠশায়ী, উত্তানশয়।

পৃষ্ঠশৃঙ্গ (পুং) পৃষ্ঠে শৃঙ্গমস্য, শৃঙ্গস্য বক্রভাবেন পৃষ্ঠগমনাৎ তথাত্বং। বনছাগ। (হেম)

পৃষ্ঠশৃঙ্গিন্ (পুং) পৃষ্ঠে শৃঙ্গমিব অস্ত্যাস্তীতি শৃঙ্গ-ইনি। ১ মহিষ। ২ ভীমসেন। ৩ নপুংসক। (মেদিনী)

পৃষ্ঠানুগ (ত্রি) পৃষ্ঠে অনুগচ্ছতীতি অনু-গম-ড। পৃষ্ঠদেশে অনুগমনকারী।

পৃষ্ঠানুগামিন্ (ত্রি) পশ্চাদ্‌গামী।

পৃষ্ঠাস্থি (ক্লী) পৃষ্ঠস্য অস্থি। পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া, কসেরু, মেরুদণ্ড।

পৃষ্ঠেমুখ (পুং) পৃষ্ঠে মুখমস্য অলুক্‌সমাসঃ। কুমারানুচরভেদ। (ভারত শ° প° ৪৬ অঃ)

পৃষ্ঠোদয় (পুং) পৃষ্ঠেন উদয়ো যস্য। মেষ, বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর ও মীন লগ্ন। এই ৬টী রাশিকে পৃষ্ঠোদয় লগ্ন বা রাশি কহে।

পৃষ্ঠ্য (ক্লী) পৃষ্ঠানাং স্তোত্রবিশেষাণাং সমূহ ইতি (ব্রাহ্মণমাণববাড়বাদ্ যৎ। পা ৪।২।৪২) ইত্যস্য 'পৃষ্ঠাদুপসংখ্যানং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ। ১ স্তোত্রসমূহ। (পুং) পৃষ্ঠেন বহতীতি পৃষ্ঠ-যৎ। ২ ভারবাহক অশ্ব।

"পৃষ্ঠ্যানামপি চাশ্বানাং বাহ্লিকানাং জনার্দ্দনঃ॥"

(ভারত ১।২২২।৪৯) (ত্রি) ৩ ধারক। "অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন" (ঋক্ ৪।৩।১০) 'পৃষ্ঠ্যেন ধারকেণ পয়সাক্তঃ' (সায়ণ) পৃষ্ঠে ভবঃ যৎ। ৩ পৃষ্ঠভব।

পৃষ্ঠ্যস্তোম (পুং) পৃষ্ঠ্যস্তোমসাধনতয়া অস্ত্যস্য অচ্। সামবেদপ্রসিদ্ধ ষট্‌ক্রতুভেদ। "পৃষ্ঠ্যস্তোমাস্ত্রিবৃৎপঞ্চদশসপ্তদশৈকবিংশত্রিনবত্রয়স্ত্রিংশাঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৬।২৩)

'পৃষ্ঠ্যস্তোমসংজ্ঞকাঃ ষট্‌ক্রতবো ভবন্তি ত্রিবৃদাদয়ঃ' (কর্ক)

পৃক্ষি (পুং) পৃশ্নি-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ নানাবর্ণযুক্ত। (স্ত্রী) ২ পার্ষ্ণিভাগ।

পৃক্ষিপর্ণী (স্ত্রী) পৃশ্নিপর্ণী পৃষোদরা° সাধুঃ। পৃশ্নিপর্ণী।

পৃ, ১ পালন। ২ পূর্ত্তি। ক্র্যাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। শ্না-প্রত্যয় পরে হ্রস্ব হইবে। লট্ পৃণাতু। লোট্ পৃণাতু। লিট্ পপার। লুঙ্ অপারীৎ।

পৃ, পূর্ত্তি। চুরাদি, উভয়° সক° সেট্। লট্ পারয়তি-তে। লোট্ পারয়তু-তাং। লিট্ পারয়ামাস-সে। লুঙ্ অপীপরৎ-ত।

পেই (দেশজ) পান করা।

পেঁক (দেশজ) পঙ্ক, কর্দ্দম।

পেঁকা (দেশজ) কর্দ্দমযুক্ত।

পেঁচ (পারসী) পাক, যথা—স্ক্রুপের পেঁচ। ২ ষড়যন্ত্র। ৩ ঘোরা। ৪ বিপদ্।

পেঁচপাঁচ (পারসী) ষড়যন্ত্রকরণ।

পেঁচাইতে (দেশজ) পেঁচ দিতে, পাক দিতে।

পেঁচাও (দেশজ) প্রতারক, ধূর্ত্ত।

পেঁচাওনল (দেশজ) হুকার পাকান নল।

পেঁচানিয়া (দেশজ) পাকান। গোলযোগ উত্থাপনকারক।

পেঁচাপেঁচি (দেশজ) পরস্পরের গোলযোগকরণ।

পেঁচাল (দেশজ) ১ পাকযুক্ত, ঘোরাল। ২ কূটবুদ্ধি, প্রতারক, ক্রূর।

পেঁচুয়া (দেশজ) উপদেবতাভেদ। স্ত্রীলোকেরা সন্তানাদি নষ্ট হইলে এই দেবতার কাছে মানস করে।

২ ধূর্ত্ত, কূটবুদ্ধি।

পেঁচুটি (দেশজ) চক্ষুঃমল।

পেঁজন (দেশজ) তূলা পেঁজা।

পেঁজা (দেশজ) তূলা নির্ব্বীজ করা।

পেঁজিয়া (দেশজ) যে তূলা পিঁজে।

পেঁটরা (দেশজ) পেটিকা।

পেঁপিয়া (দেশজ) পেপে। [পেপিয়া দেখ।]

পেকনা (দেশজ) কৌতুক। ২ ক্ষমা।

পেগম্বর (পারস্ত) ১ দূত। ২ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

পেগান [পগান দেখ।]

পেগাম (পারসী) সংবাদ।

পেগু, (পইগু) দক্ষিণব্রহ্মের একটী বিভাগ। রেঙ্গুন, হংসবতী, থরাবতী, প্রোম, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্ম ও পেগুনগর ইহার অন্তর্ভুক্ত। অক্ষা° ১৬°১´৪০´´ হইতে ১৯°৫৫´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১২´ হইতে ৯৬°৫৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৯১৫৯ বর্গমাইল। সর্ব্বসমেত এখানে ৫টী নগর ও ৪৪২৫টী গ্রাম আছে। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৯১ ভাগ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী। ধান্যের চাষ অতি বিস্তৃত, প্রায় ৫০ লক্ষ বিঘা ব্যাপিয়া আছে। অধিবাসী রবিশস্য, তামাকু, তুলা ও ফলাদির চাষে জীবন যাপন করে। অন্যান্য সকলে দাসবৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে।

২ উক্ত বিভাগের হংসবাড়ী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ইহার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বন ও পর্ব্বতাদি-সমাকীর্ণ, ক্রমে মন্দোচ্চ হইয়া দক্ষিণভাগে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে পেগুনদী প্রবাহিত। পেগুর উপত্যকাভূমি ১৫০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উত্তরে উক্ত নদীর উভয় তীর নিবিড়য় বনে আচ্ছন্ন। মধ্যস্থলে প্রবাহিত পইংক্যুং-নদী পূর্ব্বাভিমুখে সিতুঙ্গ্ নদীতে গিয়া মিলিয়াছে এবং মএৎক্যো নগর পর্য্যন্ত একটী কাটা-খাল থাকায় স্থানীয় উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। রেঙ্গুন হইতে পেগু পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাস্তা আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে পেগুরাজ থ-বিন্-সিউ-তি-নির্ম্মিত রাস্তার পরিবর্ত্তে আর একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। সিতুঙ্গ-ভেলী ও ইরাবতী-ভেলীষ্টেট্ রেলওয়ে এখানে বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

৩ উক্ত তালুকের সদর, প্রাচীন নাম কাম লঙ্কা। অক্ষা° ১৭°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৬°৩০´ পূঃ, সিতুঙ্গ (এসিৎ-তুঙ্) নগর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে পেগুনদীতীরে অবস্থিত। থ-ম-ল ও বে-ম-ল নামে থতুম রাজপুত্রদ্বয় বহুশত প্রজা সমভিব্যাহারে ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া নগর স্থাপন করেন, তৎপূর্ব্বে প্রাচীন পেগুনগর ওলইঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজবংশধরগণ এক সময়ে সিতুঙ্গ ও ইরাবতী উপত্যকা, আবা, পক-চান, শ্যাম ও আরাকান পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

পর্চাসের ইতিবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ষোড়শ শতাব্দে পেগুরাজ্যের আকৃতি, বিস্তৃতি ও সৌন্দর্য্য বহুদূরব্যাপী হইয়াছিল। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ফ্রেডারিক্ (Caesar Frederick) লিখিয়াছেন, "আমরা নিরাপদে পেগুনগরে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, পুরাতন নগরে দেশীয় ও বৈদেশিক বণিক্, মহাজন প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক নানা কারবারে লিপ্ত আছেন। নগরটী ছোট হইলেও বাণিজ্য অতি বিস্তৃত, তজ্জন্য লোকসমাগমও

অত্যন্ত অধিক, কিন্তু ইহার উপকণ্ঠদেশ নগরাপেক্ষা বড় ও বংশবাসে পূর্ণ। গৃহাদি সাধারণতঃ বেত বা খড়দ্বারা আচ্ছাদিত। বণিক্‌গণ প্রায় একটী বৃহৎ বাটীতে থাকে; ঐ বাটী ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং গুদামবাড়ী নামে পরিচিত। খড়ের বাটীতে থাকিলে পাছে আগুনে অথবা দস্যুহস্তে তাহাদের পণ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা ঐ গুদামে আপনাপন দ্রব্যাদি আবদ্ধ করিয়া রাখে। নূতন নগরে রাজা, রাজপুরুষ ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বাসস্থান[1]। ইহার আকৃতি বৃহৎ এবং চারি চত্বরস্রভাগে গঠিত, সর্ব্বত্রই সরল ও সমতল। নগরের চারিধার প্রাচীরবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের বহির্দ্দেশে খালকাটা আছে। খালের উপর টানাপুল না থাকিলেও ২০টী দ্বার আছে অর্থাৎ প্রত্যেক চতুরস্রমুখে পাঁচটী করিয়া দ্বার আছে। পাহারা দিবার জন্য প্রাচীরগাত্রে প্রহরীদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; ঐগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও সোণালীর কাজ করা। রাস্তাগুলি সরল ও এক দ্বার হইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রস্থে দ্বাদশজন অশ্বারোহীর গমনোপযোগী স্থান আছে। রাস্তার দুইধারেই গৃহদ্বার ও সুপারিবৃক্ষে সজ্জিত। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ। ইহারও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও খাল আছে। গৃহগুলি কাষ্ঠের, ছাদ টাইল-আচ্ছাদিত ও চূড়া-বিলম্বিত, অভ্যন্তরভাগ সোণালীদ্বারা নানা কারুকার্য্যে শোভিত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে আলোম্প্রা (আলউঙ্গ্ পয়) পেগুরাজ্য জয় করিয়া তলইঙ্গ্ জাতির চিহ্নলোপ করিতে কৃতপ্রযত্ন হন, তিনি প্রত্যেক গৃহ ধ্বংস করিয়া অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তদীয় প্রপৌত্র বোদত্ত-পয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভিন্ন প্রথা অবলম্বনে রাজ্যশাসন করিয়া পেগু ও রেঙ্গুন্ নগরে রাজকীয় সদর স্থাপন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল সাইমস্ (Colonel Symes) পেগুনগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, 'এখনও চারিদিকের প্রাচীর ও খাল হইতে পুরাতন নগরের সীমা নির্দ্দেশ করা যায়। ধ্বংসের স্তূপ বা কিনারা ধ্বসিয়া খালের স্থানে স্থানে বুজিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও ইহার প্রস্থ প্রায় ৬০গজ দেখিতে পাওয়া যায় এবং খাতটী প্রায় ১০।১২ ফিট্ পড়িয়া আছে। এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, যে ঐ নগর এক সময়ে বেশ সুরক্ষিত ছিল। চারিদিকের প্রাচীরের পরিমাণ নিতান্ত মন্দ নহে। ঊর্দ্ধদিকে ভগ্ন হইলেও তাহা ৩০ ফিটের কম বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহার ভিত্তি এখনও ৪০ ফিট্ বিস্তৃত রহিয়াছে। গাঁথনি কাদার হইলেও প্রায় ৩০০ গজ ব্যবধানে এক একটী গুম্বজ (Bastion) ও প্রাচীরাদির (Parapet of masonry) কতক নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু উহার অবস্থা এতই ভগ্ন যে, দিন দিন উহার পূর্ব্বস্মৃতি লয় পাইতেছে।'

কেল্লার প্রত্যেক দিকের মধ্যস্থলে ৩০ ফিট্ প্রশস্ত এক একটী প্রবেশদ্বার। নালার উপর দিয়া দুর্গে আসিতে একটী মাত্র পথ ছিল, এখন তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। পেগুনগর পুনঃ সংস্কৃত হইলেও আর জনতা বৃদ্ধি হয় নাই। পূর্ব্বতন নগরের প্রায় অর্দ্ধাংশ লইয়া বর্ত্তমান নগর গঠিত। ইহারও উত্তরে প্রায় ১২ ফিট্ প্রাচীর আছে এবং পূর্ব্বে প্রাচীন দেউলই নগরের রক্ষাবিধান করিতেছে। নগরটী এখনও গৃহাদিতে পূর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রাস্তাই প্রধান। ইহার মধ্যভাগে উত্তরদক্ষিণে আরও দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাস্তা আছে। সদররাস্তার দুই দিকের দুইটী দ্বারই সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধ হয়। এতন্নিবন্ধন সন্ধ্যাকালে নগরপ্রবেশ করিতে হইলে ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া আসিতে হয়। নগরের রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ ইষ্টকাদি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। রাস্তার দুইদিকেই জলপ্রবাহের জন্য নর্দ্দমা আছে।[2]

ইংরাজ-ব্রহ্মের প্রথম যুদ্ধে রেঙ্গুন্-অবরোধের সময় ব্রহ্মসেনানী পেগুতে পলায়ন করেন। তাঁহার সৈন্যগণ দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অধিবাসিগণ বিরোধী হইয়া ইংরাজহস্তে নগর সমর্পণ করিলে বৃটিশরাজ সসৈন্যে গিয়া নগর অধিকার করিলেন। ২য় ব্রহ্ম-যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ ইংরাজের কামান ও রসদখানা লুটিয়া লয় এবং পাগোদা (মন্দির)-চত্বর অধিকার করে। ঐ বৎসর নবেম্বর মাসে ব্রিগেডিয়ার নীল সদলে যাইয়া বহুক্লেশে ব্রহ্মদিগকে পরাজিত করেন। নীল ফিরিতে না ফিরিতেই উভয় পক্ষে আবার যুদ্ধ হয়। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলে। অবশেষে জেনারল গড্‌বিন্ সসৈন্যে আসিলে ব্রহ্মগণ ঘোরতর যুদ্ধের পর পলাইয়া যায়।

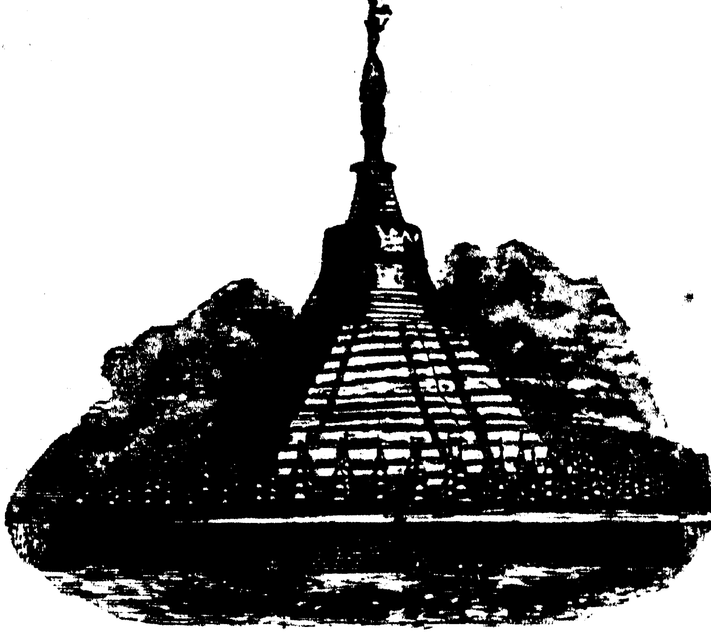
এখানকার জায়েঙ্গ্-গা-নইঙ্গ ও শোএমডু-পাগোদা দেখিবার জিনিস। তলইঙ্গ্‌গণের এই মন্দিরকীর্ত্তি রেঙ্গুনের শোএদাগোন্-পাগোদা অপেক্ষা সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য। ইহা দ্বিতল, চারিদিকের চাতাল ভাগ ১০ ফিট্ উচ্চ এবং ১৩৯১ বর্গ ফিট্, অন্তভাগ ২০ ফিট্ উচ্চ ও ৬৮৪ বর্গফিট্ বিস্তৃত। ইহারই মধ্যভাগ হইতে পাগোদার চূড়াদেশ উত্থিত হইয়াছে, উহার ব্যাস ৩৯৫ ফিট্, চারিদিকে প্রায় ১১৩টী ক্ষুদ্রাকার পাগোদা আছে, উহাদের উচ্চতা ২৭ ফিট্। ভূমি হইতে মূল পাগোদার শিখর ৩৬১ ফিট্ এবং দ্বিতীয় চাতালের উপর হইতে

(১) ফ্রেডরিক্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার উপস্থিত কালেই নূতন নগরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়।

(২) Symes' Embassy to Ava, p. 182. এই প্রাচীন সীমা ধরিয়া লওয়ায় শিও-মধু পাগোদা নূতননগরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রায় ৩৩১ ফিট্ উচ্চ। ইহার এই আকৃতি আফ্রিকার সর্ব্ব বৃহৎ পিরামিডের তুলনায় প্রায় ৮৩ ফিট্ কম ও ইংলণ্ডের সেণ্ট-পল-গির্জ্জার সমকক্ষ। প্রবাদ, শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবের কিছু-দিন পরেই দুইজন বণিক্ এই প্রদেশে আসিয়া উক্ত পাগোদার ভিত্তি ১২হাত তুলিয়া যান, পরবর্ত্তী পেগুরাজগণের যত্নে সময়ে সময়ে তাহা সংস্কৃত হয়, পরে বিগত চারিশত বৎসর পূর্ব্বে উহার বর্ত্তমান আকার সংগঠিত হইয়াছে।

পেগু, হংথবাড়ী জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। পেগু-যোমা



কায়লজায় (পেগুর) শোএমিহু পাগোদা।

পর্ব্বতমালার পূর্ব্বসানু হইতে নির্গত। অক্ষা° ১৮° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩° ১০´ পূঃ। দক্ষিণপূর্ব্ব ও পরে দক্ষিণপশ্চিম অভি-মুখে প্রবাহিত হইয়া রেঙ্গুন নগরের নিকটে হ্লাং-বারেঙ্গন নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। বর্ষায় বন্যায় নৌকা বা ষ্টীমার যোগে পেগু-নগরে যাওয়া বড়ই কঠিন। নদীর উভয় তীরেই বিস্তৃত শাল ও সেগুনের বন। ঐ বন হইতে ভারতে কাষ্ঠাদি আনীত হয়। এই নদীর জলে ধান্যক্ষেত্রের বিশেষ উর্ব্বরতা সাধিত হইয়া থাকে।

পেঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Cynometra polyandra)।

পেঙ্গুইন্, স্বনামখ্যাত জলচর পক্ষিজাতি বিশেষ (Penguin)। ইহাদের আকৃতি হংসের ন্যায়। দক্ষিণসমুদ্রের নীহার ও বরফাবৃত নিভৃত স্থানে ইহাদের বাস। সমুদ্রজ শম্বুকই ইহাদের একমাত্র আহার। শম্বুক সংগ্রহ করিতে, বিস্তৃত ও খর্ব্বাগ্র পক্ষসাহায্যে দাঁড়ের ন্যায় বাহিয়া ইহারা সুগভীর সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া শম্বুকাদি উত্তোলন করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের দেহাবরণ লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কোমল, তাহাতে পালখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুচ্ছও এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে,—নাই বলিলেই চলে। পদদ্বয় পুচ্ছসংলগ্ন এবং হংসের ন্যায় জোড়া থাকায় ইহারা ভূমিতে বা পর্ব্বতের পাড়ে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারে। গাত্রবর্ণ সর্ব্বত্রই সমান নহে। মস্তক ও স্কন্ধদেশ কৃষ্ণবর্ণ, কণ্ঠ পীত, বক্ষোদেশ ও উদর উজ্জ্বল শ্বেত এবং পৃষ্ঠদেশ নীলাভ পাংশুল। ইহারা দলচারী, এক এক দলে ৩০ বা ৪০ সহস্র পক্ষী সৈন্যসজ্জার ন্যায় ঋজুভাবে থাক বাঁধিয়া থাকে। একএকটী বৃদ্ধ পক্ষী প্রায় দুই হাত লম্বা হয় এবং ওজনে পোনের সেরের কিছু অধিক হইয়া থাকে। তৈল ও মেদে পূর্ণ থাকায় ইহাদের মাংস সুখাদ্য নহে।

পেঙ্গুইন্ ধৃতকারী শিকারীদল একব্যক্তির কোমরে শিকল বাঁধিয়া, তাহাকে পক্ষিপরিবৃত পর্ব্বতগাত্রে নামাইয়া দেয়, ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছামত পক্ষী ধরিতে পারে।

বিজ্ঞানবিদ্গণ এইজাতিকে Spheniscenæ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে Sphenicus, Eudyptes, Pygosceles ও Aptenodytes কএকটী থাক আছে। Sphenicus demersus-এর চঞ্চু লম্বা ও উপরাগ্রভাগ বক্র ও নিম্ন চঞ্চুপৃষ্ঠ সরু। পদ ও চঞ্চুর বর্ণ কৃষ্ণ। পৃষ্ঠদেশ কাল সাদায় রঞ্জিত, বক্ষোভাগ শ্বেত। আট্লান্টিক ও কুমেরুবৃত্তস্থ সমুদ্র (Antartic seas)-তীর, ফক্‌লণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তমাশা অন্তরীপে ইহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

Eudyptes chrysocome—মাথার ঝুঁটি ছোট, রক্তাভ,

পাংশুল, চেপ্টা ও লম্বা, পৃষ্ঠদেশ নীলাভ কৃষ্ণ ও উদরদেশ মখমলের ন্যায় কোমল ও শ্বেত, মাথার উপর কাল, ভিতর শাদা। পদদ্বয় জরদাভ। দক্ষিণসমুদ্রের অক্ষা° ৪৩° ৮´ ৩৮´´ দঃ ও দ্রাঘি° ৫৬° ৫৬´ ৪৯´´ পশ্চিমে লেসন সাহেব এই জাতীয় পক্ষী শিকার করিয়াছিলেন।[১]

Aptenodytes Patachonica—চঞ্চু মস্তকাপেক্ষা বড়, সরু, সরল, অগ্রে বক্র ও নীচের দিকে লাল। মাথা ও গলার পালখ কাল। মাথা ও গলার মধ্যভাগে কাণের দুই পার্শ্ব হইতে কমলানেবুর ন্যায় জরদপালখবিলম্বিত। পেটের পালখগুলি সাটিনের ন্যায় চকচকে শাদা ও মধ্যে মধ্যে জরদ দাগযুক্ত। পদদ্বয় ক্ষুদ্র ও দৃঢ়। ইহারা দাঁড়াইলে প্রায় ৩ ফিট্ উচ্চ হয়। মেগেলন প্রণালী, ফকলণ্ড দ্বীপ ও কুমেরু সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলীতে এই জাতীয়ের বাস[২]। পাপুয়া, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে Pygosceles শাখার পক্ষিজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-সমুদ্রের পেঙ্গুইন্ ও উত্তরসমুদ্রের অক্ (Auk) নামক পক্ষী প্রায় একরূপ, তবে চঞ্চু, পদদ্বয় ও অবয়বে কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়।

পেচক (পুং) পচতি পচ্যতে বা পচ-(পচিমচোরিচচ। উণ্ ৫।৩৭) ইতি বুন্, উপধায়া অত ইত্বং। পক্ষিবিশেষ, চলিত পেচা। পর্য্যায়—উলূক, বয়সারাতি, শক্রাখ্য, নিবান্ধ, বক্রনাসিক, হরিনেত্র, দিবাভীত, নখাশী, পীয়ু, ঘর্ঘর, কাকভীরু, নক্তচারী। (ত্রিকা°।) নিশাচর, কৌশিক, রূপনাশন, পেচ, রক্তনাসিক, ভীরুক। (শব্দরত্না°) ২ করিপুচ্ছমূলোপান্ত। ৩ গুদাচ্ছাদকমাংসপিণ্ডবিশেষ। ৪ পর্য্যঙ্ক। ৫ যূক। ৬ মেঘ।

'পেচকো গজলাঙ্গূলমূলোপান্তে চ কৌশিকে।' (মেদিনী)

স্বনাম-খ্যাত পক্ষিজাতিভেদ। চলিত—পেচা। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে আউল (Owl) বলে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ দুইপ্রকার পেচক প্রসিদ্ধ—লক্ষ্মীপেচা ও কালপেচা। কালপেচাগুলি আকৃতিতে বড়। লক্ষ্মীপেচা ক্ষুদ্রাকার ও গায় জরদাভ বিন্দুযুক্ত। ইহারা নিশাচর, ইহাদের নিশায় চক্ষু উজ্জ্বল হয়, এই কারণ রাত্রিতে ইহারা বেড়াইয়া ইন্দুরাদি ধরিয়া খায়। দিবাভাগে ইহারা কোটরের বাহির হয় না। একবার বাহিরে দেখিলেই কাকে তাড়াইয়া ঠোক্রাইতে থাকে।[৩] ইহাদের গাত্র পালখে আবৃত, মুখদেশ চক্রাকার। চক্ষু দুইটী মানবজাতির ন্যায় সম্মুখে বসান। নাসা-সম্বলিত চঞ্চুটী মনুষ্যের নাকের সমান। পদদ্বয় শিকারী পক্ষীর ন্যায়, চারি অঙ্গুলাগ্রেই তীক্ষ্ণধার নখ আছে, তদ্দ্বারা তাহারা রাত্র্যন্ধকারেই শীকার ধরিতে সমর্থ হয়। ইহাদের দৃষ্টি যেরূপ তীব্র, শ্রবণশক্তিও তেমনি সূক্ষ্ম। ইন্দুরাদি নিয়ে নড়িলেই ইহারা শুনিতে পায়। য়েরেল (Mr. Yarrell) সাহেব লিখিয়াছেন,—গোলাকার মুখকেন্দ্রের মধ্যস্থলে সুচিক্কণ পক্ষগহ্বরে চক্ষু দুইটী ন্যস্ত থাকায় চক্ষুগোলকে আলোকরশ্মিসঙ্করের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্যই ইহারা দূরে বিচরণশীল ইন্দুরাদিকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। ইহাদের ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদশক্তি প্রায় অন্যান্য শিকারী পক্ষীর ন্যায়।

পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ পেচকজাতিকে (Strigidæ) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য শিকারী পক্ষীর ন্যায় ইহাদেরও থাক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফরাসী পক্ষিবিদ্‌গণ পেচকের (Chats-Huants) দুইটী থাক কল্পনা করেন;—১ দিবাচারী তীক্ষ্ণদৃষ্টি শিকারলোলুপ পেচক (Accipitrine owl) ও নিশাচর, যাহারা রাত্র্যন্ধকারেই শিকার করে, আদৌ দিবাভাগে বহির্গত হয় না (Nocturnal owls)। প্রথমভাগে *Strix Lapponica*, *S. Nyctea*, *S. Uralensis* ও *S. funerea* এবং দ্বিতীয় ভাগে *S. nebulosa*, *S. Aluco*, *S. flammea*, *S. passerina*, *S. Tengmalmi* ও *S. Acadica* নামে কএকটী ভিন্ন জাতীয় পেচক অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

যাহাদের মস্তকোপরি পশুশৃঙ্গের ন্যায় ঝোটন দেখা যায়, পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদিগকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়াছেন। আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য অবলম্বনে পেচকজাতির Strix brachyotus, S. Bubo, S. Otus ও S. scops প্রভৃতি আরও কএকটী জাতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সোয়েন্সন্ (Mr. Swainson) সাহেব পেচকজাতিকে তিনটী বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন;—১ Typical group—বৃহৎকর্ণ, ২ Subtypical ক্ষুদ্র কর্ণ, ও ৩ Aberrant—ক্ষুদ্র মস্তক ও ক্ষুদ্র পুচ্ছ, (পদদ্বয় লোমদ্বারা আচ্ছাদিত)।

গ্রেসাহেব (Mr. G. R. Gray) নিশাচর পেচকদিগকে (*Accipetres Nocturni*) *Surninæ*, *Buboninæ*, *Ululinæ* ও *Strigidæ*, নামক চারিটী উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উক্ত উপবিভাগ মধ্যে আরও বিভিন্ন জাতীয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় পেচকজাতির বাস আছে। গ্রীষ্মের সময় সুদূর সুমেরু ও কুমেরুবৃত্তস্থিত দ্বীপসমূহে ইহাদের অভ্যুদয় হয়। প্রবল শীতের সময় বিক্টোরিয়া বন্দরে বহু শত পেচক

(১) M. Lesson কৃত *Zoologie de la Coquille* নামক গ্রন্থে ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে।

(২) Mr. Weddell-লিখিত Voyage to the South Pole নামক পুস্তকে এই জাতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(৩) পেচক তস্করের ন্যায় রাত্রিতে বহির্গত হয়। দুই দুশ্চরিত্র বাক্তিগণ দিবাভাগে পুলিসের ভয়ে বহির্গত হইয়া রাত্রিতেই বাবুগিরি করিয়া থাকে অথবা যাহারা দিনে নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া রাত্রিকালে বাবু সাজে, তাহাদিগকে 'পেচক' বলিয়া শ্লেষ করা হয়।

দেখা গিয়াছিল। জেম্‌সরোজ নামা জনৈক পরিদর্শক লিখিয়াছেন যে, ঐ শীতের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শরৎকালে পেচকগণ এখানে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল। মেগেলন-প্রণালীস্থিত ফেমিন্ বন্দরেও (*S. Rufipes* ও *S. nana*) পেচকজাতির গমনাগমন হইয়া থাকে। এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে নানা জাতীয় পেচকের বাস দেখা যায়।

ইহারা সাধারণতঃ পক্ষী ও চতুষ্পদাদি জন্তুর মাংসে উদর পূরণ করে। *S. nyctea* ও *S. flammea* শ্রেণীর পক্ষী কেবল মৎস্যাদি খাইয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় বৃহৎ-শৃঙ্গ (Large-horned) পেচকগণ খরগোস, তিতির, বনকুক্কুট ও পেরুজাতীয় পক্ষী ধরিয়া খায়। ইন্দুর, ছুঁচা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী, সর্প, রুই, চিংড়া, কাঁকড়া প্রভৃতিও ক্ষুদ্রাকার পেচকের খাদ্য।

ক্ষুদ্রকর্ণ পেচকগণ (Short eared—*Strix brachyotus*) কেবলমাত্র বাদুড় আহার জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

Strix flammea—শ্বেত-পেচক, গাত্রবর্ণ বিভিন্নতায় ইংরাজীতে Barn, white, church, Gillihowlet, Howlet, Madge-howlet, Madge, Hissing ও Screech পেচক প্রভৃতি এবং ফরাসী Pelit chathuant Plombe, ইতালী Barbagianni, জর্ম্মণি Scheleierkauz, perl Elue, নেদারলণ্ড De kerkuil, ওয়েলস্ Dyiluan wen নাম আছে। ইহারা লম্বে প্রায় ১৩ ইঞ্চ। পক্ষী অপেক্ষা পক্ষিণীদিগের বর্ণ উজ্জ্বল। শাবকগণ শ্বেতপক্ষমণ্ডিত হইয়া অনেক দিন কুলায় থাকে। প্রথম পালক গজাইতে কিঞ্চিৎ দেরী হয়। পরবর্ত্তী শরতে তাহারা পক্ষত্যাগ করে। পুরাতন বাটী, গির্জ্জার চূড়া ও গ্রামের সমীপবর্ত্তী বৃক্ষ কোটরাদিতে ইহারা বাসা করে ও ডিম্ পাড়ে। ইহাদের নীড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। পক্ষিণী ৩টী বা ৪টী অণ্ড প্রসব করে। Ivy নামক পেচকের ডিম্বাপেক্ষা ইহাদের ডিম্ব ক্ষুদ্র; কিন্তু অপেক্ষাকৃত গোলাকার।[১] ইহারা হাড়, মাংস, পালখ ও লোম একত্র গিলিয়া খায়। পরে হাড় পালখাদি উদ্গার করে। অন্যান্য পালিত পক্ষীর সঙ্গে ইহারা মিলিয়া থাকে এবং কুকুরের ন্যায় ইহারা খাদ্য লুকাইয়া রাখে।

উরাল পর্ব্বতে যে পেচক (Surnia Uralensis) দেখা যায়, তাহাদের মুখ শাদা ও বড়, পক্ষ অপেক্ষা পুচ্ছ লম্বা, পুচ্ছে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাগ আছে। ইহারা প্রায় দুই ফিট লম্বা হয়, তন্মধ্যে পুচ্ছ প্রায় ১০ ইঞ্চ। ইহারা বিড়াল ও টার্মিগণ পক্ষী-পর্য্যন্ত ধরিয়া খায়। Surnia funerea বা শিকুরে-পেচক উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, লম্বে প্রায় ২৫ ইঞ্চ। পক্ষিণীগুলি পক্ষী অপেক্ষা আকারে বড় হয়। শাবকগুলি নীড়াশ্রয় ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উজ্জ্বল ধূসরবর্ণের পালকে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন Strix pesserina, S. badia (যবদ্বীপের 'বোবোবিবি'), S. capensis, Athene Capensis, Otus Capensis ও Noctua Boobook নামে কয়টী স্বতন্ত্র পেচকজাতি দেখা যায়।

শৃঙ্গের ন্যায় ঝোঁটনযুক্ত পেচকগণ 'Bubo' শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে B. maximus ও B. Varginianus নামে দুইটী থাক আছে। প্রথমোক্ত জাতির শৃঙ্গ ও আকৃতি শেষোক্ত অপেক্ষা অনেক বড়। ইংরাজি Great or eagle owl, ইতালী Gufo grande, ফরাসী Le Hibou, Grand Duc, জর্ম্মাণ Grosse ohreule, অষ্ট্রীয়া Buhu এবং বৈজ্ঞানিক Strix Bubo প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র মূল মৃগশাবক, খরগোস, ছুঁচা, ইন্দুর, পক্ষী, ভেক, সরীসৃপ ও পতঙ্গাদি ইহাদের আহার। পর্ব্বতের ফাটাল, পুরাতন দুর্গ বা ধ্বংসাদিতে ইহারা নীড় বাঁধে। পক্ষিণী ২, ৩ অথবা ৪টী ডিম্ব পাড়ে। ডিম্বগুলি দেখিতে প্রায় মুরগীর ডিমের ন্যায়। যখন ছানাগুলি কুলায়ে থাকিয়া ইচ্ছা মত খাইতে পারে, ঐ সময়ে তাহাদের গর্ভিণী আধার যোগায়।[২] অগষ্টমাসের শেষে শাবকগণ নিজেই খুটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের পায়ে খেঁকশিয়াল বাঁধিয়া দিয়া উড়িতে দেখা গিয়াছে। B. Varginianus বা ভার্জ্জিনিয়াস্ শৃঙ্গযুক্তপেচক আমেরিকায় নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের স্বভাব প্রায় পূর্ব্বোক্তের ন্যায়, তবে আকারে কিছু ক্ষুদ্র। চঞ্চুর অগ্র হইতে পুচ্ছাগ্র পর্য্যন্ত ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬ ইঞ্চ।

পেচকিন্ (পুং) পেচকোঽস্যাস্তীতি পেচক-ইনি। হস্তী। (শব্দরত্না°)

পেচিল (পুং) পচ-বাহুলকাৎ ইলচ্, অত ইৎ। হস্তী। (ত্রিকা°)

পেচু (স্ত্রী) পচ্যতে ইতি পচ-উন্, অত-ইত্বঞ্চ। পেচুলী, শাকভেদ। (ত্রিকা°)

পেচুলী [নী] (স্ত্রী) পচ্যতে ইতি পচ-উলচ্, অত ইত্বং, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শাকভেদ, কচুশাক।

'কেচুকং পেচুলী পেচু নাড়ীচো বিম্বরোচনঃ।' (ত্রিকা°)

(১) Mr. Blyth লিখিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে একটী নীড়ে দুইটী মাত্র ডিম্ব দেখা যায়, তা দিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুইটী ডিম পাড়ে। ঐ ডিম্বদ্বয় পূর্ব্বোক্ত ডিম্বের ছানা ফুটিবার পরে ফুটে, সেই সঙ্গে আবার তৃতীয়বার দুইটী ডিম্ব পাড়ে। একত্র ঐ ছয়টী ছানা ফুটিয়া বড় হইতে প্রায় শীতকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। (Field Naturalist's Magazine, Vol I.)

২ M. Cednstadt পর্ব্বত হইতে এই পক্ষিশাবক আনিয়া তাহার বৃত্তান্ত প্রকটিত করেন। (Eng. Cyc'o. Nat. Hist. Vol. I. p 975.)

পেট (পুং) পেটতীতি পিট-অচ্। ১ প্রহস্ত। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সংহিতাকারক। (স্ত্রী) ৩ পেটক।

পেটআটন (দেশজ) মলরোধ, উপযুক্ত মলত্যাগ না হওয়া।

পেটক (পুং) পেটতীতি পিট-ণ্বুল। পেটরা। বংশ বা বেত্রাদি-নির্ম্মিত বাক্স। চলিত—পেড়া। পর্য্যায়—পিটক, পেড়া, মঞ্জুষা। ২ সমূহ।

পেটকামড়ানী (দেশজ) আমাশয় জন্য পেটবেদনা।

পেটক্কা (দেশজ) পেটুক, অপরিমিতভোজী।

পেটখসা (দেশজ) গর্ভস্রাব।

পেটখোঁচন (দেশজ) পেটকামড়ানী।

পেটচলা (দেশজ) আমাশয়, অজীর্ণ।

পেটজ্বালা (দেশজ) আমাশয়াদি জন্য পেটের মধ্যে জ্বালা।

পেটডাকন (দেশজ) পেটের মধ্যে শব্দ।

পেটধরণ (দেশজ) মলত্যাগ না হওয়া, পেটআটা।

পেটন (দেশজ) পেটা, হাতুড়ি দিয়া ঘা-মারা।

পেটনরম (পারসী) বারংবার মলত্যাগ হওয়া।

পেটপোড়া (দেশজ) ঔষধভেদ। স্ত্রীলোকদিগের এই ঔষধ সেবনে গর্ভ হয় না।

পেটফাঁপন (দেশজ) উদরস্ফীতি।

পেটব্যথা (দেশজ) পেট কামড়ান।

পেটভরা (দেশজ) উদরপরিপূর্ণ।

পেটভাঙ্গা (দেশজ) পেটের অসুখ।

পেটরোগা (দেশজ) অজীর্ণরোগী।

পেটশূল (দেশজ) পেটকামড়ান রোগভেদ।

পেটসর্ব্বস্ব (দেশজ) পেটুক।

পেটা (দেশজ) আঘাত করা।

পেটাও (দেশজ) যাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে।

পেটাক (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পেটক। (ভর° দ্বি°)

পেটারা (দেশজ) পিটক, পেটিমেণ্ট।

পেটারী (দেশজ) গুল্মভেদ।

পেটাল (দেশজ) বৃহৎ।

পেটিকা (স্ত্রী) পিটতীতি পিট-ণ্বুল্ কাপি অত ইত্বং। বৃক্ষ-বিশেষ, চলিত—পেটারিগাছ। পর্য্যায়—কুবেরাক্ষী, কুলিজাক্ষী, কৃষ্ণবৃন্তিকা। (রত্নমালা)

"পেটিকা মূললেপাচ্চ যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি।" (চক্রপাণিস°)

পেটী (ত্রি) পেট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পেটক।

পেটী (দেশজ) ১ মাছের পেটী। ২ কোমরবন্ধ।

পেটীয়াপাড়ন (দেশজ) স্ত্রীলোকদিগের কেশবিন্যাসভেদ।

পেটুক (দেশজ) ঔদরিক, উদর-সর্ব্বস্ব।

পেটুকামী (দেশজ) পেটুকের কার্য্য।

পেটুয়া (দেশজ) ১ বৃহদ উদরযুক্ত। ২ পেটুক।

পেট্যা (দেশজ) স্ত্রীলোকদিগের কেশগুচ্ছ।

পেট্যাল (দেশজ) সুদক্ষ কর্ম্মচারী।

পেঠাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। সর্দারগণ বরোদার গাইকোবাড়কে বাৎসরিক ৮৬৩০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অনহলবাড়াপত্তনের যে হিন্দুরাজপুতবংশকে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ হতগর্ব্ব করিয়াছিলেন, এখানকার সামন্তগণ সেই প্রাচীন রাজপুতবংশ-সম্ভূত। উক্ত বংশের শেষরাজা নিজ পুত্র শ্রীরামসিংহকে (সারঙ্গ দেব) কালোল নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী কএকখানি গ্রাম দান করেন। ঐ ব্যক্তি হইতে ১০ম পুরুষে হেরুস্তাজিনামা কোন ব্যক্তি ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে নিজ মাতুল পিঠাজী গুহিলকে হত্যাপূর্ব্বক তদ্রাজ্য পেঠাপুর অধিকার করিয়া লন। মহীকান্থার অধিষ্ঠান হইতে এই বংশীয় সর্দারগণ অর্দ্ধস্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর গম্ভীর সিংহ তাঁহার পিতা হিম্মৎসিংহের পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু রাজা নাবালক বলিয়া গবর্মেণ্ট রাজ্য পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ইহারা বাঘেলাবংশীয় রাজপুত। ইহাদের দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা নাই, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর ও সর্দ্দারের বাসভূমি। অক্ষা° ২৩°১৩´১০´´ উঃ দ্রাঘি° ৭২°৩৩´৩০´´ পূঃ। শাবরমতী নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এখানে একপ্রকার রঙ্গিন কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণতঃ শ্যামরাজ্যেই প্রেরিত হইয়া থাকে।

পেড্ড ভট্ট, টীকাকার মল্লিনাথের নামান্তর।

পেড্ডন আচার্য্য, পঞ্চরাত্রদীপিকাপ্রণেতা।

পেড়াগাঁও, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শ্রীগোণ্ড হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে ভীমানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। এই নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধি আর নাই, তাহা এখন প্রায় ধ্বংসাবশেষেই পরিণত হইয়াছে। এখানে হেমাড়পন্থীদিগের বলেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, মল্লিকার্জ্জুন ও রামেশ্বর নামে চারিটী দেবালয় আছে। সকলগুলিই ভগ্নাবস্থাপন্ন,—কাহারও মণ্ডপ কাহারও পীঠস্থান এবং নানা শিল্পকার্য্যযুক্ত স্তম্ভ, দেউলাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই নগরে মোগল-সৈন্যের প্রধান আড্ডা এবং রসদখানা, বারুদখানা ও গোলাগুলি প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের মোগলশাসনকর্ত্তা খাঁ-জহান্ ১৬৭২

খৃষ্টাব্দে শিবাজীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া এখানে ছাউনী করেন এবং তৎপরে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভীমানদী হইতে নগর মধ্যে জলানয়নের জন্য তিনি একটা খাল কাটাইয়া দেন। নদী হইতে জল উঠাইবার জন্য হস্তিদ্বারা চক্রযোগে জলটানা হইত। ঐ হস্তিগৃহ ও কলগৃহ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। খাঁ-জাঁহান্ এই নগরকে বাহাদুরগড় নামে অভিহিত করেন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁ পেড়গাঁওর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।১ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর দুর্গ পেশবার হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই নগর পেশবা-ভ্রাতা সদাশিবরাওর করকবলিত হয়। তদবধি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা মহারাষ্ট্র-অধিকারে ছিল।২

পেড়া (স্ত্রী) পেটা-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মঞ্জুষা, মহাপেটিকা। (অমর) (দিব্যাবদান ২৫।১৪)

পেড়া (দেশজ) ক্ষীরের সন্দেশ।

পেড়ান (দেশজ) কেলান। মিংড়ান।

পেঢ়ান (পুং) অবসর্পিণীর জিনোত্তমভেদ। (হেম)

পেণ, গতি। ২ পেষণ। ৩ শ্লেষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক° শ্লেষ-অর্থে অক° সেট্। লট্ পেণতি। লোট্ পেণতু। লিট্ পিপেণ। লুঙ্ অপেণীৎ। সিচ্ পেণয়তি। লুঙ্ অপিপেণৎ।

পেতনা (দেশজ) ১ অপরিষ্কার, নোংরা। উপদেবতাভেদ।

পেতনী (দেশজ) ১ প্রেতযোনিবিশেষ। ২ অপরিষ্কার।

পেতিয়া (দেশজ) বংশনির্ম্মিত আধারভেদ। একপ্রকার ঝুড়ি।

পেতিয়ান (দেশজ) অবলম্ব, আধার, যাহাতে বাক্সাদি রাখা যায়।

পেতলাদ, বরোদারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। পেতলাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫০´ পূঃ। এখানে তামাকু ও বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

পেতেনিক, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন রাজবংশ। আহ্মদনগরের উত্তর পূর্ব্বে পৈঠাননগরে ইহারা ২৫০ খৃঃ পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারা ভোজরাজগণের সমসাময়িক।

পেত্ব (ক্লী) পীয়তে ইতি পা-পানে (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। উণ্ ৪।১০৫) ইতি ইত্বন্। ১ অমৃত। ২ ঘৃত। (উজ্জ্বল) (পুং) ৩ পতনশীল পশু, ছাগ।

"সাবিত্রো বারুণঃ কৃষ্ণ একশতিপাৎ পেত্বঃ।" (শুক্লযজুঃ ২৪।৫৮)
'পেত্বঃ পতনশীলো বেগবান্ পশুঃ।' (মহীধর)

(১) Fryer সাহেব লিখিয়াছেন, এখানে ৪০ হাজার অশ্বারোহী মোগলসৈন্য ছিল। East India & Persia, p. 139, 141.

(২) Grant Duff's Marathas, p. 385.

পেত্নু (পুং) রাজভেদ। (ঋক্ ১।১১২।১০)

পেদোপোকা (দেশজ) কীটভেদ। এই কীট অতিশয় দুর্গন্ধ।

পেদন্ন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। মসলীপত্তন নগর হইতে ২৷৷০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানকার জগন্নাথেশ্বর স্বামীর মন্দিরে ১খানি ১২২০ শকের ও তিনখানি ১২২৫ শকের শিলালিপি আছে।

পেদ্দকল্লেপল্লী (পেদ কুল্ল পল্লী) কৃষ্ণা জেলায় একটী প্রাচীন নগর। মসলিপত্তন নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার নাগেশ্বরস্বামীর মন্দির-প্রাকারে রাজা ২য় প্রতাপ-রুদ্রের সময়ে উৎকীর্ণ ১২১৪ শকের ১খানি ও অন্যান্য স্থানে আরও প্রায় ১৪খানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন খানি ১০৭৬শকে উৎকীর্ণ। অপরাপরগুলি প্রায় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পেদ্দকাঞ্চরলা, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। বিনুকোণ্ড হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার ভীমেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে ১০৭১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচায়ক আরও দুইটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে।

পেদ্দকানাল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণূল জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইহার অপর একটী নাম 'কৃষ্ণরায়সমুদ্র' নন্দ্যাল হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। বিজয়নগরাধিপ সদাশিবের রাজত্বকালে মন্দিরের ব্যয়ভারনির্ব্বাহার্থ দানজ্ঞাপক চেন্নকেশবস্বামীর মন্দিরে ১৪৮১ শকে ও বিট্ঠলস্বামীর মন্দিরে ১৪৬৯ শকে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

পেদ্দগার্লপাড়ু, কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। দাচেপল্লী হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে একটী বিচিত্র শিল্পকার্য্যযুক্ত প্রাচীন মন্দির আছে, শিলালিপি হইতে উহার পুনঃ সংস্কারকাল ১৬৯৫শক জানা যায়। কএকটী বীরকীর্ত্তি ও নাগকীর্ত্তি ছাড়া, এখানে আরও শিলালিপি ও দুইটী অতি প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পেদ্দচেরুকুরু, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বাপটলা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ত্রিবিক্রমস্বামীর মন্দিরের গরুড়স্তম্ভের উপর দুইখানি শিলালিপি ও তাহার সন্নিকটে আরও কএকখানি শিলাফলক নয়ন গোচর হয়। ঐ গ্রামবাসী অনেক ব্যক্তির নিকট আরও তিনখানি তাম্রফলক আছে, উহা যথাক্রমে বিষ্ণুবর্দ্ধন-মহারাজ মল্লিদেব ও বেমরাজের প্রদত্ত।

পেদ্দতিপ্প-সমুদ্রম্, (তিপ্পসমুদ্র) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়প্পা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মদনপল্লী হইতে ১৩ ক্রোশ

উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার কএকটী প্রাচীন মন্দির ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে শিলালিপি আছে।

পেদ্দপল্লী, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, রেপল্লী হইতে ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও নিজামপত্তন হইতে ২ ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এখানে সমুদ্রতীরে চড়া পড়ায় নগরের তীরবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে, এই বন্দরেই ইংরাজ-বণিকগণ সর্ব্বপ্রথমে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে কুঠীস্থাপন হইতেই এই স্থান পেট্টিপোলী নামে পরিচিত হয়। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় কুঠীর কার্য্য চলে মধ্যে দুএকবার বন্ধ হইয়াছিল মাত্র। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে নিজাম কর্ত্তৃক এই স্থান ফরাসীহস্তে সমর্পিত হয়, পরে নিজাম সলাবৎ জঙ্গ এই নগর নিজামপত্তন-সরকারের অন্তর্ভুক্ত ইংরাজদিগকে দান করেন।

পেদ্দপাড়ু, গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। ইলোরা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার সোমেশ্বর মন্দিরের কল্যাণমণ্ডপে ১১৪০ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মণ্ডপনির্ম্মাতার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে।

পেদ্দ বেগী (বেগী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইলোরা হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। বেঙ্গীর তৈলঙ্গ রাজদিগের এখানে রাজধানী ছিল। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ কর্ত্তৃক এইরাজগণ পরাজিত ও উৎসাদিত হয়। তাম্রশাসনপাঠে জানা যায় যে, চালুক্যদিগের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে এখানে শালঙ্কায়নবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন।[১] বেঙ্গীরাজ্য দক্ষিণ ভারতের একটী প্রাচীনতম রাজ্য। পল্লববংশীয় নরপতিগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজগণের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ আছে।[২] সম্ভবতঃ চালুক্য কর্ত্তৃক বেঙ্গী-বিজয়ের পরই কাঞ্চীপুরে পল্লবগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই পেদ্দ বেগীর নিকটবর্ত্তী চিন্নবেগী ও ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দেণ্ডলুরু নামক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহার প্রাচীনত্ব কল্পনা করা যায়। প্রবাদ, মুসলমান-রাজগণ বেগী ও দেণ্ডলুরুর ধ্বংসাবশেষ হইতে ইলোরা-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

পেদ্দহল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে বহুতর প্রাচীনকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় নদীর মধ্যস্থলে রঙ্গস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

(১) Indian Antiquary, Vol. V. p. 177 টলেমী এই রাজবংশের উল্লেখ না করায়, বুর্ণেল সাহেব তাঁহাদের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে অনুমান করেন।

(২) Burnell's S. Ind. Palæography, p. 15.

পেদ্দাপুর, গোদাবরী জেলার পেদ্দাপুর তালুকের সদর। অক্ষা° ১৭°৪′৫৫″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২°১০′৩৫″ পূঃ। রাজমহেন্দ্রী হইতে ১২॥০ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। এখানে মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্ম্মিত একটী দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার অভ্যন্তরভাগস্থ গৃহাদিতে কারুকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠশিল্পনৈপুণ্য আছে।

পেদ্দ বিজয়রাম, বিশাখপত্তন জেলার বিজয়নগরের অধিপতি। ১৭১০ খৃঃ অব্দে রাজ্যারোহণ করিয়া, ১৭১২ খৃঃ অব্দে পোৎনুর হইতে স্বীয় রাজধানী বিজয়নগরে উঠাইয়া আনেন ও স্বনামে নগরীর নামকরণ করেন। বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে তিনি স্বরাজ্যে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি চিকাকোলের ফৌজদার জাফর-আলিখাঁর সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন, পরে ফরাসী-সেনানী বুসির সহিত পরিচিত হওয়ায়, এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন। বুসির সাহায্যে তিনি ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে বোবিলির শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আপনার বৈরতার প্রতিশোধ লয়েন। তাঁহার এই বিজয়খ্যাতি বহুদূরব্যাপী হয় নাই। যুদ্ধাবসানের তৃতীয় রাত্রিতেই তিনি গুপ্ত শত্রুহস্তে নিজ শিবির মধ্যে নিহত হইয়াছিলেন। [বিজয়নগর দেখ।]

পেনগঙ্গা (বেণগঙ্গা) বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বুল্‌দানা জেলার পশ্চিমবর্ত্তী দেবলঘাট পর্ব্বতের অপর পার হইতে উদ্ভূত। মাহুরের নিকট ইহার উত্তরমুখী গতি হইয়া পরে পূর্ব্বদিকে বেঁকিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, জামদগ্ন্য পরশুরাম এইস্থানে শরচালনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য স্রোতের এই বক্রগতি হইয়াছে। এই স্থানটী সাধারণের নিকট পবিত্র ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত। এখানকার জলের প্রপাতগুলি সহস্রকুণ্ড নামে খ্যাত এবং নদীস্রোতও 'বাঁধগঙ্গা' নামে প্রবাহিত।• নানা বন, অধিত্যকা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া জগাদনগরের নিকটে (অক্ষা° ১৯°৫৩′৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ১১′৩০″ পূঃ) বর্দ্ধা নদীতে মিলিত হইয়াছে। অরান ও অর্ণা নামে ইহার দুইটী শাখা আছে।

পেন্নুগোণ্ডা, গোদাবরীজেলার তনুকু তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সদর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে তিনটী সুপ্রাচীন মন্দির ব্যতীত বসবিকল্পকার আর একটী মন্দির আছে। কন্যকাপুরাণ নামক ক্ষুদ্রকাব্যে উক্ত মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পেন্তাকোট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তনজেলার সর্ব্বসিদ্ধি তালুকের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে লবণের ও অন্যান্য দ্রব্যের কারবার আছে। জাহাজাদিতে মালবোঝাই করিবার সময় নদীমুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পেন্দ্রব, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার উত্তরভাগস্থিত একটী

সামন্ত রাজ্য। বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৮৫ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারেরা রাজগোঁড়বংশীয়। শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে ইহারা এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২ উক্ত রাজ্যের সদর। অক্ষা° ২২°৪৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° পূঃ। বিলাসপুর হইতে রেবা যাইবার পথে অবস্থিত। এই স্থান একারণে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িয়াছে। একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

পেণ্ডাৎ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। জোথৈয়ার পবিত্রক্ষেত্রে মহামেলা উপলক্ষে ধার্ম্মিকগণের সমাগমের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। সন্তান-লাভাশায় শত শত বন্ধ্যানারী এখানে আসিয়া থাকে।

পেণ্ডারা, কর্ণাটকবাসী তৃণবিক্রয়ী জাতিবিশেষ। ঘাস কাটিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের কার্য্য ও একমাত্র উপজীবিকা। এই জন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে।[১] ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং আপনাদিগকে সুন্নি শাখার হানিফি সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা দলে দলে ভারতের অধিকাংশ স্থলে ছড়াইয়া পড়ে এবং দস্যুবৃত্তি, অনাচার অত্যাচার প্রভৃতিতে ভূষিত হইয়া গৃহাদি দগ্ধ ও নানা যন্ত্রণা দিয়া গ্রামবাসীকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল। ইহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই লম্বা, সুদৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। হিন্দুস্থানী, মালবী ও মরাঠাই ইহাদের গ্রাম্যভাষা। বেশভূষা নিতান্ত মন্দ নহে, ইহারা কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমশীল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ও স্বভাবতঃই অপরিষ্কার।

স্বজাতির মধ্যেই ইহারা বিবাহাদি করে। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিতে ইহারা কাজীর আশ্রয় লয়। কিন্তু অন্যান্য কাজে একজনকে জমাদার বা মোড়োল স্থির করিয়া মীমাংসা করিয়া থাকে। মুসলমান হইতে ইহাদের পার্থক্য এই যে ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং হিন্দু দেবদেবীর পূজা ও পর্ব্বোপলক্ষে উপবাসাদি করে। যল্লমাদেবীর প্রতি ইহাদের বেশ ভক্তি আছে। নানা জাতির মিশ্রণে এই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি।

পেণ্ডারি, কর্ণাটকবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। স্থানবিশেষে 'পেণ্ডারা' নামেও খ্যাত। [পেণ্ডারা দেখ।] নানা জাতি হইতে এই সঙ্কীর্ণ জাতির উৎপত্তি। ইতিহাসে ইহারাই 'পিণ্ডারি' নামে পরিচিত। পেণ্ডারির মধ্যে কেহ কেহ বলে যে অতিশয় মদ্যপায়ী বলিয়াই ইহাদের এই নাম হইয়াছে।[২]

এক সময় সমস্ত মধ্যভারত এই দুর্দ্দান্ত দস্যুজাতির উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। পেণ্ডারির অত্যাচার, দেশলুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি আজও ভারতবাসী অতি ভয়ের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম 'পুণাপ্পা পিণ্ডারীর' নাম শুনা যায়।* এই পেণ্ডারি-সর্দ্দার জুলফিকার প্রভৃতি অরঙ্গজেবের সেনাপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, এই দস্যুসর্দ্দার শাহজীর রাজ্যকালে কর্ণাটক লুণ্ঠন করিয়া বেল্লুর অধিকার করিয়াছিল। এই সময় হইতেই সামান্য দস্যুবৃত্তি হইতে ক্রমে তাহারা মহারাষ্ট্র রাজসরকারে সৈনিক বৃত্তি লাভ করিয়া পরে বিষম অত্যাচারী ও নিদারুণ প্রজাপীড়ক হইয়া উঠে। যে সময়ে মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময় পেণ্ডারিগণ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং পাণিপথের যুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে চিঙ্গলী ও হুল সওয়ার নামে দুইজন পেণ্ডারি-সর্দ্দার ১৫০০০ অশ্বারোহীর সহিত উপস্থিত ছিল।

পুণাপ্পা হইতেই এই দস্যুসম্প্রদায় এক প্রকার দলবদ্ধ ও রীতিমত মিলিত এবং 'দররা' বা এক একটী নিয়মিত দলে বিভক্ত হয়। পাণিপথের যুদ্ধের পর হইতে মালবের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হীরু ও বারণ নামে দুইজন সর্দ্দারের অত্যাচারের কথা শুনা যায়। উভয়ের পুত্রগণও পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তবে কোন সম্ভ্রান্তজাতির ন্যায় পুরুষানুক্রমে কেহ সর্দ্দার হইতে পারিত না। ইহাদের মধ্যে যে বেশী চতুর, বেশী বুদ্ধিমান, বলশালী ও দস্যুতায় সিদ্ধহস্ত, এইরূপ লোকই প্রায় সর্দ্দার হইয়া পড়িত।

প্রথমে পেণ্ডারিরা কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে কৃষিকর্ম্ম করিত, তবে রাজ্যে অরাজকতা ঘটিলে ও সুবিধা পাইলে সামান্য দস্যুতায় পরাঙ্মুখ হইত না। কোন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র এই নিম্ন শ্রেণীর সহিত মিলিত হইতেন না। মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়-কালে ইহারা কোন মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারের পশ্চাতে থাকিত, কোন প্রকার বেতন না লইয়া কর্ম্ম করিত। বরং কথা থাকিত, যে ইহারা সর্ব্বদাই সর্দ্দারকে নজর দিবে অর্থাৎ লুণ্ঠনকালে যাহা পাইবে তাহার অংশ দিতে হইবে। মহারাষ্ট্রসর্দ্দারদিগের নিকট প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে ইহারা অতিশয় দুর্বৃত্ত ও ভীতিজনক হইয়া পড়িয়াছিল। সহস্র পেণ্ডারির মধ্যে অন্ততঃ চারিশত দক্ষ অশ্বারোহী থাকিত। প্রত্যেক অশ্বারোহীর হাতে বংশনির্ম্মিত ৮ হইতে ১২ হাত দীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ বর্শা এবং প্রতি ১৫ জনের মধ্যে একজনের হাতে বন্দুক থাকিত। এতদ্ভিন্ন আর সকলেই প্রায়

(১) স্থানীয় 'পেণ্ড' শব্দে তৃণগুচ্ছ বুঝায়।

(২) Grant's India, Vol. I, p. 746.

* Scott's Ferishta, Vol. I, p. 121.

অশিক্ষিত ও সামান্য বলদঘোটকে যাইত। ইহারা লুটের দ্রব্য বহন করিত, কেবল চিৎকার করিয়া সাধারণের ভীতিসঞ্চার ও অগ্নিদানাদি কার্য্য করিত এবং চারিদিকে থাকিয়া সংবাদ বলিয়া দিত। এত অশিক্ষিত লোক লইয়াও ইহারা কিরূপে যে দ্রুতবেগে যাইত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষ এই দস্যুদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দেখিয়াছেন, যে সকল দুর্গম প্রদেশে সহজে কোন অশ্বারোহী যাইতে পারে না, সেরূপ পার্ব্বত্যপ্রদেশেও ইহারা অশ্বারোহণপূর্ব্বক একদিনে ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এই ক্ষিপ্রগামিতার কারণ সহজে ইহাদিগকে কেহ ধরিতে পারিত না। এই কারণেই বোধ হয় ইহারা তুকাজীরাও হোলকর ও মাধোজী সিন্দিয়ার সৈন্যদলে গৃহীত হইয়াছিল। উভয়দলের পেণ্ডারি সৈন্যগণ যথাক্রমে 'হোলকরসাহী' ও 'সিন্দিয়াসাহী' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

সিন্দিয়াসাহী পিণ্ডারিদলের মধ্যে চিতু (সিতু) ও করিম খাঁ নামে দুইজন বিখ্যাত সর্দ্দার ছিল। জাঠকুলে চিতুর জন্ম, দুর্ভিক্ষের সময় এক পিণ্ডারি-দলপতি তাহাকে ক্রয় করে এবং তাহারই দরবারে চিতু ভাবী জীবনের বৃত্তি শিক্ষা করে। কাল-ক্রমে সেও একজন দলপতি হইয়া পড়িল। দৌলতরাও সিন্দিয়া তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে একটী জায়গীর ও 'নবাব' উপাধি প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে তাহারও উচ্চাশা বৰ্দ্ধিত হইল ও কএকটী স্থান অধিকার করিয়া প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করিল। তাহার অভ্যুদয়ে সিন্দিয়া পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন এবং উচ্চ-সম্মান দিবার লোভ দেখাইয়া আপনার শিবিরে আনিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। চিতু সিন্দিয়াকে সাতলক্ষ টাকা দিয়া ৪ বর্ষ পরে মুক্তি পাইয়াছিল। মুক্তিলাভ করিয়াই তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। চিতু অবিলম্বেই প্রায় ১২০০০ অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া ফেলিল ও সিন্দিয়ার অধিকৃত প্রদেশে দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। অবশেষে সিন্দিয়া ভুপালের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে আরও ৫টী জায়গীর দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। নর্ম্মদার কূলে নিমারে চিতুর গড় ছিল, কিন্তু নিকটবর্ত্তী শতবাস (শতবর্ষ) নামক স্থানেই সে অনেক সময় বাস করিত। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যদি এই চিতুর সঙ্গে উপযুক্ত রাজনীতি ও সমরনীতিকুশল লোক থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষে অশান্তির কারণ হইত সন্দেহ নাই।[১] অবশেষে চিতুর উপর বৃটীশ গবর্মে-ণ্টের দৃষ্টি পড়িল। ইংরাজসৈন্য গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। চিতু প্রাণভয়ে পুত্রপরিজনসহ নিবিড় জঙ্গলে চলিয়া যায়। শেষে ব্যাঘ্রকবলে পতিত হইয়া চিতু প্রাণত্যাগ করে।[১]

পেণ্ডারিদিগের অপর প্রধান সর্দ্দার করিম খাঁ জাতিতে রোহিলা। যে সময় নিজাম দৌলতরাও সিন্দিয়ার সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া কর্দলার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, সেই সময় করিম খাঁ সিন্দিয়ার দলে থাকিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয়দ্বারা ভাবী সৌভাগ্যের উপায় করিতেছিল। ভূপালরাজবংশের এক কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই ব্যক্তি ক্রমে বহু অশ্বারোহী, পদাতি ও কতকগুলি কামান সংগ্রহ করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। তাহাতে সিন্দিয়া পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। এমন কি শেষে সিন্দিয়া তাহাকে উচ্চসম্মান প্রদান করিবার লোভ দেখাইয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সুজাহলপুরে তাহার মাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়াই তাহার বিপুল ধনসম্পত্তিসহ কোটার জালিমসিংহের নিকট গিয়া আশ্রয় লাভ করে। অবশেষে করিম ছয় লক্ষ টাকা দিয়া সিন্দিয়ার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল।

করিম নিজ দলের ভিতর আসিয়াই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, চিতুও সেই সঙ্গে যোগ দিল। এবার উভয় সর্দ্দার একত্র হইয়া সিন্দিয়ার যথোচিত অনিষ্টসাধন করিতে লাগিল। এই দুই দল দশেরা (বিজয়া দশমীর) দিন একত্র হইত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৬০০০০।[২] এইরূপে প্রভূত অর্থ ও বল সঞ্চয় করিয়া করিম খাঁ রাঘোজী ভোন্সলের রাজ্য অধিকার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। চিতুকে রাঘোজী কতকগুলি জায়গীর দেওয়ায় সে করিমের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহাতেই উভয় সর্দ্দারের মনোমালিন্য ঘটে। এই কারণেই উভয়ের অধঃপতন শীঘ্রই সাধিত হয়।

উভয় দলে বিবাদের সময় সিন্দিয়ার সেনাপতি জগুবাপু করিমকে আক্রমণ করেন। চিতুও এই সময়ে গোপনে গোপনে সিন্দিয়াপক্ষে সাহায্য করিয়াছিল। করিম পরাস্ত হইয়া প্রথমে কোটায়, পরে তথায় সুবিধা না হওয়ায় আমীর খাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু আমীর খাঁ কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়া হোলকরের হাতে সমর্পণ করিলেন। এই সময় করিমের দল অনেকটা ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে। তিনবর্ষ পরে মুক্তি পাইয়া করিম আপনার অবশিষ্ট দল লইয়া হীরুসর্দ্দারের পুত্র দোস্ত মহম্মদ ও বাসিল মহম্মদের দরায় মিলিত হইল। এই সময়ে চিতুর দলে ১৫০০০, করিম খাঁর দলে ৪০০০ ও দোস্ত ও বাসিল মহম্মদের দলে ৭০০০, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারের 'দরা' ধরিলে পেণ্ডারি দস্যুদিগের সংখ্যা প্রায় ৩৪০০০ হইয়াছিল।

(১) Grant's India, Vol. I. p. 477; Prinsep's Transactions in India, 1813-18.

(১) Malcolm's Central India, Vol. I. p. 458.
(২) do. do.

১৮০৯ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পেণ্ডারিরা বৃটীশ অধিকারে প্রবেশ করিয়া দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনদ্বারা শত শত গ্রাম ধ্বংস করিতে থাকে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্টও যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে দোস্ত ও বাসিলমহম্মদের দল ধ্বংস করিবার জন্য বড় লাট হেষ্টিংস রেবা ও বুন্দেলখণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে করিম খাঁকে ধরিবার জন্য কর্ণেল মালকোম প্রেরিত হন। তাঁহাদের উদ্যোগে মধ্যভারত হইতে পেণ্ডারির অত্যাচার দূর হয়। করিম খাঁ নিরুপায় হইয়া কর্ণেল মালকোমের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ইহাতেও অপর পেণ্ডারি দস্যুর অত্যাচার দূর হয় নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় [illegible]০০ পেণ্ডারি নর্ম্মদা-পার হইয়া মধ্যে মেজর ফ্রেজরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণাতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে নদী উত্তরণ সুবিধাজনক না হওয়ায় তাহারা পূর্ব্বমুখে গিয়া পথে সমস্ত উর্ব্বর ও বহুজনাকীর্ণ গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন ও বিষম অত্যাচার করিতে থাকে। এ সময়ে গোদাবরী ও বরদাতীরস্থ সমুদায় জনপদই এই দুর্বৃত্তদিগের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল। এবার তাহাদের গতি কেহ রোধ করিতে পারে নাই, প্রভূত ধনরত্ন লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে। এবার সফলকাম হইয়া অতি সত্বরই প্রায় দশ সহস্র পেণ্ডারি অশ্বারোহী মসলিপত্তন-সীমায় উপস্থিত হইল; ১১ই মার্চ্চ তাহারা একদিনে ৩৮ মাইল চলিয়া ৯২টী গ্রাম ধ্বংস ও নিরস্ত্র অধিবাসিবৃন্দের নিকট হইতে অতি অল্প সময় মধ্যে যথাসর্ব্বস্ব লইবার জন্য যে কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তৎপরেও এইরূপ অত্যাচার ১১ দিন চলিয়াছিল, এই সময় শত শত গ্রাম বিধ্বস্ত, দগ্ধ ও যথাসর্ব্বস্বহীন হইয়াছিল। শুনা যায়, এই ১২ দিনে দস্যুদিগের হস্তে ১৮২জন অতি কঠোর ভাবে নিহত, ৫০৫ জন আহত এবং ৩৬০৩ জন অতি ঘৃণিতভাবে অত্যাচারপ্রাপ্ত হয়। পথে ইংরাজসৈন্য আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেও তাহারা লুণ্ঠিত বিপুল ধনরত্ন লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিল।

এখন বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য কেবল স্থানে স্থানে রক্ষী সৈন্য না রাখিয়া কি দুরারোহ পর্ব্বত প্রদেশ, কি নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ, যেখানে পিণ্ডারি দস্যুর সন্ধান হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তখন মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস বড়লাট, তাঁহার এই কার্য্য দেশহিতকর হইলেও বিলাত হইতে শাসনসভার সভাপতি কানিং তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া উপদেশ পাঠাইলেন, "পেণ্ডারিদিগকে নির্ম্মূল করিবার অনিশ্চিত অভিপ্রায়ে সাধারণ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না। এরূপ কার্য্যে অপর দেশীয় রাজগণের সন্দেহের কারণ হইতে পারে ও তাহাতে আমাদের বিপক্ষে শত্রুর দল উঠিতে পারে।" বড় লাটও তাহার যথোচিত উত্তর দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, সেই নিষ্ঠুর দস্যুদিগকে দমন করিতে না পারিলে প্রজার সুখ ও বৃটীশ রাজ্যের প্রভুতা থাকিবে না। বিলাত হইতে অধ্যক্ষগণ তাঁহার সদভিপ্রায় অবগত হইয়া পেণ্ডারিদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য অনুধাবণ করিতে অনুমতি করেন। বড়লাট আরল ময়রাও পেণ্ডারি-দমনের কঠোর শাসন চালাইয়াছিলেন। তখন পিণ্ডারি সর্দ্দারগণ অনেকেই মহারাষ্ট্র সামন্তগণের আশ্রয় লইল। অনেকেই বৃটীশ-হস্তে নিহত হইল। বৃটীশের হস্তে মহারাষ্ট্রজাতির অধঃপতনের সহিত এই পেণ্ডারি-দস্যুদলও ক্রমে বিলুপ্ত হয়।* [পেণ্ডারা দেখ।]

পেন্নকোণ্ডা (পেনুকোণ্ডা) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার পেনুকোণ্ড তালুকের সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ১৪° ৫´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮´ ১০´´ পূঃ। এখানকার গিরিদুর্গ সুন্দর ও সুরক্ষিত। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে, তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমান-হস্তে পরাজিত হইয়া বিজয়নগরাধিপ এই পার্ব্বত্যদুর্গে আশ্রয়লাভ করেন। দুর্গটী দানাদার (granite) প্রস্তরে নির্ম্মিত। ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ, ভাস্করশিল্প ও হিন্দুমুসলমানের জীর্ণমন্দির ও মসজিদের স্মৃতি-চিহ্নগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গগনমহল নামক রাজপ্রাসাদটী কালের স্রোতে গতপ্রায় হইলেও আজিও পূর্ব্বকীর্ত্তির গৌরব সূচনা করিতেছে। ইহার ভিত্তিভাগ প্রাচীন হিন্দুশিল্পের পরিচায়ক ও স্থানীয় মহাদেব-মন্দিরের সমকালবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। উপরিতলের গঠন দেখিলেই যেন পরবর্ত্তী মুসলমান-রাজত্বকালে নির্ম্মিত ও তৎকালীন শিল্পে পরিপূর্ণ বোধ হয়। শেরআলীর মসজিদ এখানকার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, এই অট্টালিকা কালপাথরে নির্ম্মিত। ইহার পরেই পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রায় ৬০০ ফিট্ উচ্চে মস্তক তুলিয়াছে। স্থানে স্থানে মসজিদ, মিনার, পান্থশালা, সমাধিমন্দির, চূড়াস্তম্ভ (tower), প্রস্তরস্তম্ভ ও অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নগর মধ্যস্থ দুইটী জৈন-মন্দিরের একটীতে আজিও পূজাদি হইয়া থাকে। দুর্গমধ্যস্থ দুইটী প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর,

* পেণ্ডারিগণের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য—Malcolm's Central India, Vol. I. pp. 426-62; Prinsep's Military Transactions of India, Beveridge's History of India, Vol. III. 45-53, Grant's Illustrated History of India, Vol. II, p. 476-481, Grant Duff's Mahratha, Vol. II. p. 15, Bombay Gazetteer, Vols XX, 209, XXI. 216, XXII, [illegible]30.

সমগ্র ভারতে এরূপ দুর্গনির্মাণ বিরল। দুর্গের উত্তর-দ্বারের এককোণে হনুমানের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পড়িয়া আছে।(১) এখানে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি দুর্গপ্রান্তে ও কএকখানি গোপাল স্বামী, আঞ্জনেয়, রামস্বামী, কেশবস্বামী ও অবিমুক্তেশ্বর স্বামীর মন্দিরে এবং সত্যভোদরায়ল স্বামীর মঠে একখানি দৃষ্ট হয়। শের সাহেবের মসজিদে ১৪৮৬শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়,—হয় মুসলমান-বিজেতারা মসজিদ-নির্ম্মাণকালে উহা অন্যস্থান হইতে আনিয়াছে, না হয় প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির উপর ঐ মসজিদ স্থাপিত করিয়াছে।

পেন্নার, দক্ষিণভারতে প্রবাহিত দুইটী নদী। প্রাচীন নাম পিনাকিনী। উভয়েই মহিসুর রাজ্যের নন্দীদুর্গ পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে কর্ণাটরাজ্যে প্রবাহিত ও বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। ১ম, নন্দীদুর্গের উত্তরপশ্চিমে চেন্নকেশব পর্ব্বত হইতে উত্তর-পিনাকিনীর উদ্ভব। প্রায় ৩৫৫ মাইল বহিয়া সাগরসঙ্গম হইয়াছে, পাপঘ্নী ও চিত্রাবতী ইহার দুইটী শাখা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহার উপরিস্থ রেলের পুল ভাঙ্গিয়া যায়। মান্দ্রাজ ইরিগেশন কোম্পানির একটী কাটাখাল কৃষ্ণা ও উত্তর-পেন্নারকে মিলিত করিয়াছে। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এই নদীবক্ষে আনিকট নির্ম্মিত হয়। সময় সময় বন্যার জল আনিকট ছাপাইয়া বিস্তর ক্ষতি করে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের বন্যাই উল্লেখযোগ্য। ২য়, দক্ষিণ পিনাকিনীও চেন্নকেশব পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত এবং সেণ্ট-ডেভিদ-দুর্গের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৫ মাইল। বঙ্গলুর জেলার কৃষিকার্য্যের জন্য ইহার জল পুষ্করিণী মধ্যে পূরিয়া রাখে। হোসকোট নামক পুষ্করিণীর বেড় প্রায় ১০ মাইল।

পেন্নাহোবিলম্ (পেন্নহোব্লাপগ্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গুটি হইতে ১৪ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন মন্দিরে বিজয়নগরাধিপ সদাশিবের রাজত্ব সময়ে তৎসেনাপতির উৎকীর্ণ ১৪৭৮ শকের একখানি শিলালিপি আছে।

পেপিয়া, স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষবিশেষ। (Carica Papaya) এই বৃক্ষের কাণ্ডদণ্ডে পত্র বা পল্লবাদি দেখা যায় না। তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির ন্যায় মাথার উপরে কেবলমাত্র ফল ও পত্রাদি জন্মিয়া থাকে। বৃক্ষদণ্ড যেরূপ সারহীন ও ফাঁপা, পত্রদণ্ডও তদ্রূপ। প্রত্যেক পত্রদণ্ডাগ্রে একটী করিয়া পাতা।

ভারতের নানা স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই এই বৃক্ষে ফল হয়। গ্রীষ্মকালেই ইহার আদর কিছু বেশী। ঐ সময়ে ইহার আস্বাদ সুমিষ্ট ও সুরস বলিয়া বোধ হয়। সরস মৃত্তিকা ও জলীয় বায়ুপ্রবাহিত স্থানে উদ্ভূত বৃক্ষের ফল, শীতপ্রধান শুষ্ক মৃত্তিকাযুক্ত স্থানাপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ মেক্সিকোপসাগরোপকূল, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রেজিলরাজ্যের কতকস্থান পেপিয়ার আদি জন্মস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই ফল ভারতে ছিল কি না তাহা বলা যায় না। উদ্ভিত্তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, আমেরিকাদেশীয় 'পাপায়া' জাতির নাম হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে পেঁপের নাম 'থিম্বথি,' উহার অর্থ সমুদ্রগমনকারী জাহাজ কর্ত্তৃক আনীত। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ বণিকগণের আগ্রহে ইহা ভারতে ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশে বিস্তার লাভ করে। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ইহার বীজ নেপলস্ নগরে প্রেরিত হয়। পুং ও স্ত্রী ভেদে এই বৃক্ষ দ্বিবিধ।

ভারতের নানা স্থানে পেপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙ্গালা—পেঁপে, পেঁপিয়া, পপেয়া, হিন্দুস্থান—পপিয়া, অম্বা, পেপিয়া, পোপৈয়া; পঞ্জাব—অরন্দখরবুজা বা খরবুজা; দাক্ষিণাত্য—পোপাই; মরাঠা ও কচ্ছ—পপয়া; বোম্বাই—পপৈ; সিন্ধু—পপুত, চিভড়ো; গুজরাত—পপিয়া, পপায়ি, কথ, চিব্দ, এরণ্ডককড়ি; তামিল—পপ্পায়ি, পপ্পালী; তেলগু—বপ্পায়ি, মদন অনপকায়; কণাড়ী—পেরঙ্গী, পেরঙ্গী; মলয়—পপ্পায়া; ব্রহ্ম—থিম্বো, থিম্বথি, থিম্বো, সিম্বোসি, তিম্বোসি, পিম্বোসি; আরব ও পারস্য—অম্বহিন্দি, আনবহে হিন্দি; সিংহাপুর—পপও, পিপোল, কোচীন-চীন—কৈদুদু।

পেঁপেগাছ কাটিলে গাত্র হইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার আটা নির্গত হয়। উহা নানারূপে ঔষধে ব্যবহার্য্য। আফ্রিকাদেশে ইহার আঁস (কোষ্ঠা) হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পক্বফল সুমিষ্ট ও সারক। কাঁচাপেঁপেও রেচকাদি গুণবিশিষ্ট। পেপের ডানলা ও মোহনভোগ প্রভৃতি অর্শরোগে উপকারী। কাঁচাফলের দুগ্ধবৎ আটা যকৃৎ রোগীকে সেবন করাইলে ফলদর্শে, ইহা উত্তেজক গুণযুক্ত, এই কারণ রোগীকে অল্পমাত্রায় সেবন বিধেয়। সহ্য না হইলে দুএকদিন বন্ধ রাখিতে হয়। ডাঃ লেমরচন্দ (Dr. Lemarchand) ইহার প্রয়োগের এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন;—টাটকা পেঁপের দুগ্ধ ও মধু উভয়ে এক এক চামচ মাত্রা গ্রহণপূর্ব্বক একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ৩ বা ৪ চামচ গরম জল ঢালিয়া দিবে, শীতল হইলে সেবন করিবে। ৭ হইতে ১০ বর্ষ বালকের পক্ষে উহার অর্দ্ধ ও তিন বর্ষবয়স্ক শিশুর পক্ষে তৃতীয়াংশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি যকৃতের বিকৃতিতে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত

(১) Madras Journal 1878, p. 166; District Manual, p. 63 ও Taylor's Oriental Annual 1840. গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ঔষধ সেবনের পরেই পরিস্কৃত এরণ্ডতৈল লেবুর রসের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাতে যদি পেটের কামড়ানি বৃদ্ধি পায়, তবে তন্নিবারণার্থ শর্করাযোগে বস্তিপ্রয়োগ বিধেয়। রক্তপিত্ত, রক্তস্রাবিঅর্শ, প্লীহা, লিভররোগ, মূত্রদ্বার-ক্ষত ও ডিফ্‌থিরিয়া নামক গলনলীরোগে ইহার প্রয়োগ শান্তিকর। পেঁপের আটা হইতে 'পাপায়া যুস' নামে একপ্রকার আরক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বল যকৃৎগ্রস্ত রোগীর পক্ষে হিতকর। দেশীয় রমণীরা পায়ের তিল বা আচিল উঠাইতে এই আটার প্রলেপ দিয়া থাকে। পেঁপের আটার আস্বাদ কটু। ইহা গাত্র-চর্ম্মের ক্ষতোৎপাদক। ইহার পত্রক্ষারে নিগ্রোজাতীয়েরা বস্ত্র ধৌত করে। কর্ণাভ্যন্তরে স্ফোটকাদি হইলে অথবা অন্য কোন কারণে কাণকট্‌কটানি হইলে ইহার শুষ্কনলের এক মুখ কাণে লাগাইয়া অপর মুখে অগ্নি দিলে যন্ত্রণা উপশম হয়।

পেয় (ক্লী) পীয়তে যদিতি পা-পানে কর্ম্মণি যৎ। (ঈদ্যতি। পা ৬।৪।৬৫) ইতি আত ঈৎ ততো গুণঃ। ১ জল। ২ দুগ্ধ। (শব্দচ°) ৩ অষ্টবিধ অন্নের অন্তর্গত অন্নবিশেষ।

"ভোজ্যং পেয়ং তথা চূষ্যং লেহ্যং খাদ্যঞ্চ চর্ব্বণম্।
নিষ্পেয়ঞ্চৈব ভক্ষ্যং স্যাদন্নমষ্টবিধং স্মৃতম্॥" (রাজনি°)

(ত্রি) ৪ পাতব্য। ৫ পানীয়, পানযোগ্য।

'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্।' (শ্রুতি)

পেয়া (স্ত্রী) পীয়তে ইতি পা-যৎ ততষ্টাপ্। সিক্থ-সমন্বিত পেয় দ্রব্য, অল্পসিক্থপেয় দ্রব্যমণ্ডবিশেষ। পর্য্যায়-মুক্তাবলীর মতে পঞ্চদশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ করিলে তাহাকে পেয়া কহে।

"তোয়ে পঞ্চদশগুণে সিদ্ধা পেয়াল্পসিক্থকা।"

চক্রদত্তে লিখিত আছে, তণ্ডুলাপেক্ষা একাদশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ হইলে পেয়া হয়। পরিভাষাপ্রদীপে লিখিত আছে তণ্ডুলাদি অপেক্ষা চতুর্দ্দশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ হইলে তাহাকে পেয়া কহে। ইহার গুণ স্বেদ ও অগ্নিজনক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগনাশক। (রাজব°)

"পেয়া লঘুতরা জ্ঞেয়া গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টিদা।" (পরিভাষাপ্র°)

ইহা অতিশয় লঘু, গ্রাহক এবং ধাতুপুষ্টিকর।

২ আর্দ্রক, আদা। ৩ শতপুষ্পী। (শব্দচ°) ৪ কষায়। (বৈদ্যকনি°) ৫ অচ্ছমণ্ড। ৬ শ্রাণা।

'পেয়ং পাতব্যপয়সোঃ পেয়া শ্রাণাচ্ছমণ্ডয়োঃ।' (মেদিনী)

৭ মিশ্রেয়া। (শব্দচ°)

পেয়াজ (পারসী) পলাণ্ডু। [পলাণ্ডু দেখ।]

পেয়াদা (পারসী) পাইক, পদাতি।

পেয়ার (দেশজ) ১ প্রিয়। প্রিয়শব্দের অপভ্রংশ।

পেয়ারা, স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষ বিশেষ। (Psidium Guyava) ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। স্থানবিশেষের উর্ব্বরতাভেদে ইহার ফলের উৎকৃষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দী—আমরুৎ, আমরুদ, জাম; বাঙ্গালা—পেয়ারা, পিয়ারা, গোয়া-আছি ফল, আসাম—মধুরিয়ম্, মুহুরিয়ম; নেপাল—অমুক; মঘ—গয়; উঃ পঃ প্রদেশ—আমরুদ, পিয়ারা; পঞ্জাব—অমরূদ, অমরুৎ, অঞ্জির জরদ; রাজপুতনা—অমরুৎ; সিন্ধু—জৈতুন; বোম্বাই—পেরল, পেরু; মরাঠা—জম্বা, তুপকেল; গুজরাট—পিয়ারা, পেরু, জমরূদ, জমরুখ; দাক্ষিণাত্য—গোয়াবা, জাম; তামিল—সেগপ্পু, কোয়য়, কোয়া, গোয়্যা পঝম্; তেলগু—জাম, কোর, জামপণ্ডু, গোয্যাপণ্ডু; কণাড়ি—সিবি, সিবি-হন্নু, সেপে; মলয়—পেলা, পেরা, পেরক মলাক্কাপ্পেরা; ব্রহ্ম—মালকাবেঙ্গ, মালকা; সিঙ্গাপুর—পেরা, পেরাগড়ি; সংস্কৃত—অমৃতফল, বহুবীজফল; আরব ও পারস্য—অমরূদ।

ফলরিডা হইতে মেক্সিকো ও পেরু ব্রেজিল প্রভৃতি আমেরিকা দেশে এইবৃক্ষ প্রথমে দেখা গিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ সম্ভবতঃ ঐ ফল এ দেশে আনিয়া থাকিবে। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ লিনিয়াস্ (Linnæus) গোলাকার ও অণ্ডাকৃতি পেয়ারাগুলিকে P. pomiferum এবং ঘটীর ন্যায় লম্বাকৃতি পেয়ারাগুলিকে P. pyriferum শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু স্থানের উর্ব্বরতা ও জলবায়ুভেদে ইহার ফলের আস্বাদ ও আকৃতির বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। এজন্য উত্তরপশ্চিম হইতে আনীত 'কাশীর পেয়ারা' ও বাঙ্গালা দেশজাত দেশী পেয়ারার প্রভেদ লক্ষিত হয়। একজাতীয় পেয়ারার শাঁস সাদা ও অন্যজাতির শাঁস কতকটা লাল।

পেয়ারার বীজ হইতে যে গাছ জন্মে, তিন চারি বর্ষ পরে তাহাকে ভিন্নস্থলে নড়াইয়া পুঁতিতে হয়। এই সময়ে বৃক্ষে দুই চারিটী ফুল ও ফল হইতে থাকে। দুই তিন বৎসর পরে বৃক্ষকে ফলভারে অবনত দেখা যায় এবং ৬।৭ বর্ষ পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ফল জন্মিতে থাকে। অবশেষে ফলের সংখ্যা কমিতে কমিতে বৃক্ষটী মরিয়া যায়। ফল উৎকৃষ্ট ও সুপুষ্ট করিবার জন্য তাহার উপর বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যেখানে বিস্তৃত পেয়ারার চাষ বা বাগান আছে, তথায় ইন্দুর, কাঠবিড়াল, বানর বা বাদুড় হইতে ফলরক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত থাকে।

আসাম প্রদেশে অন্যান্য গাছের ছালের সহিত ইহার ছাল ও পত্র মিশাইয়া একপ্রকার কাল রং প্রস্তুত করে। উহাতে আসামীদিগের 'ধড়া' কাপড় রঞ্জিত হয়। উঃ পঃ প্রদেশ ও বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আম্র, মহুয়া ও পেয়ারা পত্রের কাথে চর্ম্মাদি পরিষ্কার করে।

পেয়ারা ফল ধারকতাগুণবিশিষ্ট। উদরাময় রোগে

দেশবাসিগণ ইহা খাইতে দেয় ? ডাঃ ইউট্‌জ বালকের বহুদিন-ব্যাপী উদরাময় রোগে ইহার শিকড়ের ছালের কাথ খাওয়াইয়াছিলেন১। পত্রেরও গুণ ঐরূপ। ইহাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট পুলটীশরূপে ব্যবহার করা যায়। দন্তক্ষত-রোগে (Scury) ইহা সিদ্ধ করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিলে উপকার দর্শে। বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে প্রয়োগ করিয়া বমনোদ্রেক ও মলত্যাগ নিবারিত হইতে দেখা গিয়াছে। পুরাতন উদরাময়ে রোগীকে কাচা পেয়ারা সেবন করাইলে পীড়ার উপশম হয়। কচি পেয়ারা-পাতা, দাড়িম্ব ফল ও বাব্‌লা পাতা একত্র কাচাজলে ভিজাইয়া উহার কাথ বালককে সেবন করাইলে উদরাময়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পেয়ারাপাতা কাঠখোলায় ভাজিয়া অহিফেন-সংযোগে গুলি নামক একপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ভারতবাসী অর্দ্ধপক (ডাঁসান) ও পরিপক্ক ফল খাইতে ভালবাসে। আস্বাদ অম্ল-মধুর। য়ুরোপীয়গণ অল্পজলে সিদ্ধ বা জেলি কিংবা 'গোয়াবা চীজ' প্রস্তুত করিয়া খায়। ইহার কাষ্ঠ দৃঢ়। এক কিউবিক ফুটের ওজন ২১ সের। ইহাতে অস্ত্রাদির বাঁট ও খোদাই কার্য্য চলিতে পারে।

পেয়ালা (পারসী) পাত্রবিশেষ, বাটী।

পেয়ষ (পুং ক্লী) পীয়-পানে (পীয়েরূষন্। উণ্ ৪।৭৬) ইতি উষন্ বহুলবচনাৎ গুণঃ। অভিনব দুগ্ধ। নবপ্রসূতা গাভির প্রথম সাতদিনের দুগ্ধ।

'আসপ্তরাত্রপ্রভবং ক্ষীরং পেযূষউচ্যতে।' (হারাবলী)

মনুতে এই দুগ্ধভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"শেলুং গব্যঞ্চ পেযূষং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৫।৬)

আয়ুর্ব্বেদাদিতে লিখিত আছে, এইরূপ দুগ্ধ বিশেষ অপকারক, এই জন্ত ইহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। ২ অমৃত। ৩ অভিনব সর্পি, সদ্য প্রস্তুত ঘৃত।

পেরজ (ক্লী) উপমণিভেদ। (রাজনি°) [পেরোজ দেখ।]

পেরজাগড়, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় ভূভাগ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৩×৬ মাইল; চীমুর ও ব্রহ্মপুরী পরগণার মধ্যে অবস্থিত। সর্ব্বোচ্চ শিখরের নামেই পর্ব্বতমালার নাম হইয়াছে। এই শিখরদেশ হইতে 'সাতবহিনী' নামে সপ্ত জলধারা প্রবাহিত। প্রবাদ, পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ গুহায় সাত ভগিনীতে তপস্যায় রত ছিলেন। ঐ সপ্তধারা তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন। পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে স্থানে স্থানে ধান্যের চাষ হইয়া থাকে।

(১) প্রস্তুত প্রণালী—শিকড়ের ছাল ½ ঔন্স, জল ৬ ঔন্স, শেষ ৩ ঔন্স। মাত্রা অবস্থাভেদে এক দুই চামচ। দিনে তিনবার।

পেরম্বলুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লি জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৮৩ মাইল। সমগ্র স্থানই প্রায় সমতল। উত্তরার্দ্ধের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন, দক্ষিণার্দ্ধের সর্ব্বত্রই পর্ব্বতময়। এখানে রাগি (Eleusine corocane), কাদ্‌নি (Panicum miliaceum) ও কম্বু (Pennisetum typhoideum) প্রভৃতি শস্যের চাষই অধিক। উপবিভাগের প্রায় অর্দ্ধেক স্থানে তুলা জন্মে।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর ত্রিচীনপল্লি হইতে মান্দ্রাজ যাইবার পথে অবস্থিত।

পেরম্বাকম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৫৪´৩০´´ উ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৫´ ৪০´´ পূঃ। কাঞ্চীপুর নগর হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসী সকলেই হিন্দু। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরাজ-সৈন্যের দুরবস্থা ঘটে। কর্ণেল বেলী ৩৭০০ সৈন্য লইয়া এখানে উপস্থিত হইলে হাইদার আলীর সৈন্যদল উহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সকলকেই নিষ্ঠুররূপে নিহত করে। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে সর আয়ার কুট এখানেই হাইদার-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া সেলিনগড় পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান।

পেরলক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন তীর্থ। টলেমি এই স্থানকে Paralia নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঞ্জোর জেলার কোলেরুণ-নদীতীরবর্ত্তী স্থানকেই পেরলস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখানে প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির থাকায় ইহা হিন্দুর নিকট পরমপবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। [স্কন্দপুরাণের পেরলস্থল-মাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পেরবলি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। রেপল্লী হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে চোলরাজগণের প্রতিষ্ঠিত দুইটী প্রাচীন মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, মন্দিরগাত্রে কএকখানি শিলালিপি ও নিকটবর্ত্তী আরাদিম্নপুরে কএকখানি তাম্রশাসন আছে।

পেরা (দেশজ) বাদ্যবিশেষ। (ভক্তি ১৭।৭)

পেরু (পুং) পীয়তে রসানিতি পীঙ্-পানে। (মিপীভ্যাং রুঃ। উণ্ ৪।১০১) ইতি রু। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ সমুদ্র। (ত্রি) ৪ রক্ষক।

"নরো হিতমবমেহন্তি পেরবঃ।" (ঋক্ ৯।৭৪।৪)

'নরো নেতারঃ পেরবঃ, পা-রক্ষণে পাপোরিত্তে রুগিতি রুন্-প্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য রক্ষকাঃ।' (সায়ণ) ৫ পূরক। (ঋক্ ৫।৮৪।২)

পেরু, দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত একটী স্বাধীন রাজ্য। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক স্মৃতি-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। [আমেরিকা দেখ।]

পেরু, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিজাতি (Partridge)। ইহারা তিত্তির জাতীয়, কিন্তু আকৃতিতে উক্ত পক্ষীশ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। গাত্র সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যে মধ্যে লাল ও শাদার বিন্দু-সমন্বিত। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই শ্রেণীর *Perdicidæ* নামকরণ করিয়াছেন। আকৃতি বৈসাদৃশ্যে ইহাদের বিভিন্ন থাক আছে। আকৃতিতে কোন কোন জাতি হংস, মোরগ প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায়; কালিফর্নিয়া দেশে *Lophortyx Californicus* নামক পক্ষীর মস্তকে ঝুঁট আছে। আফ্রিকার *H. Lepurena* জাতীয় পেরু শিকারী। ইহারা 'বুলবুল' পক্ষীর ন্যায় পরস্পর লড়াই করিতে বিশেষ পটু।

পেরুক (পুং) রাজভেদ। (ঋক্ ৬৬৩।৯)

পেরুগঞ্জী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-আর্কট জেলার একটী প্রাচীন স্থান। বালাজাপেট হইতে ৪॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। নানা স্থানে এখনও জৈন-প্রতিমূর্ত্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। মহারাষ্ট্রগণ এই স্থানের একটী প্রাচীন শিবমন্দিরের জীর্ণসংস্কার করেন।

পেরুনগর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মদুরান্তকম্ হইতে ৯॥০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে নানা কারুকার্য্যযুক্ত একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। একটী ধ্বংসাবশিষ্ট জৈনমন্দিরের কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড এখানকার প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কএকখানি শিলালিপি আছে।

পেরুন্দলয়ুর, কোয়ম্বাতোর জেলার একটী প্রাচীন নগর। সত্য-মঙ্গলম্ হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন শিবমন্দিরে কএকখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে একখানি সুন্দরপাণ্ড্যদেবের ত্রয়োবিংশবর্ষে উৎকীর্ণ। মন্দিরের ব্যয়ভারবহনের জন্য মহিসুররাজ কৃষ্ণরাজ উদৈয়ারের প্রদত্ত এক খানি শাসন আছে।

পেরুন্দুরই, কোয়ম্বাতোর জেলার একটী প্রাচীন নগর। ইরোদ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একটী রেলষ্টেশন। এখানে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও পার্শ্ববর্ত্তী বিজয়-মঙ্গলগ্রামে একটী জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।(১)

পেরুমাল, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় (কেরল) রাজ্যের একটী প্রাচীন রাজবংশ। ত্রিবাঙ্কোড়ের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে পরশুরামাধিষ্ঠিত নম্বুরিগণের আধিপত্য শেষ হইলে, তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এক একজন ক্ষত্রিয় রাজা নির্ব্বাচিত করিতেন। অতঃপর পেরুমালবংশের আবির্ভাব। এই বংশের বিখ্যাত রাজা চেরমান পেরুমাল চেররাজ্যের অধীন সামন্তরূপে এ প্রদেশের শাসন কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই কেরলরাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তিরুবনকোড় নগরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের রাজধানী স্থাপিত হয়। ঐ বংশের চতুর্বিংশ পুরুষে রাজা রবিবর্ম্মা পেরুমাল রাজা হন। [পরবর্ত্তী রাজগণের বিবরণ ত্রিবাঙ্কুর শব্দে বিবৃত হইয়াছে।]

পেরুমালমলয়, মদুরাজেলার অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ। পলনি হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম ঢালুদেশে অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে।

পেরুমুকল, দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীননগর। তিণ্ডীবন হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°১২´ ১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৬´৩০″ পূঃ। এখানকার পর্ব্বতপৃষ্ঠে ৩৭০ ফিট উচ্চে একটী ক্ষুদ্রগড় আছে। পর্ব্বতের চূড়াদেশে একটী মন্দির আছে। পাহাড় ক্ষুদ্র হইলেও সহজে উপরে উঠা যায় না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বন্দিবাস-যুদ্ধে পরাজয়ের পর পুঁদিচেরী অভিমুখে পলায়িত ফরাসীগণ এই দুর্গে সৈন্যসমাবেশ করেন। ইংরাজসেনানী কূট সদর্পে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শত্রুকে হটাইতে না পারিয়া নিজেই আহত হইয়াছিলেন। পুনরুদ্যমে ইংরাজগণ চারিদিকে আক্রমণ করিল। অল্পসংখ্যক ফরাসীসৈন্য গুলিবারুদ ও রসদাদি হারাইয়া মৃত্যুপ্রায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। ১৭৮০খৃষ্টাব্দে হাইদার আলী এই স্থান আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে উহা হাইদারের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় ইংরাজহস্তে পতিত হইয়াছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টিপু-সুলতান ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

পেরুর, কোয়ম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। অক্ষা° ১০°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। কেহ কেহ উত্তর-চিদম্বরে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে 'মেল' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই স্থান দাক্ষিণাত্যের একটী পবিত্রতীর্থ বলিয়া গণ্য। চোলরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন মন্দিরের উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এক সময়ে এই স্থান হয়শাল-বল্লালবংশীয় রাজগণের অধিকারে ছিল। বিক্রমচোড়দেব, সুন্দর-পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজগণের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি পাওয়া যায়। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পথঘাটে নানাস্থানে প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ও বীরকীর্ত্তিজ্ঞাপক প্রস্তরসমূহ পড়িয়া আছে।

২ মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অঙ্গাডীপুর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন-মূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

(১) কেহ কেহ ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিচায়ক স্থির করিয়াছেন।

পেরুর, ত্রিবেন্দ্রী জেলার মধ্যগত একটী প্রাচীন স্থান, শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পেরেক (দেশজ) লৌহনির্ম্মিত শলাকাবিশেষ।

পেরিয়প্পা, একজন নাট্যকার। বীজরামের পুত্র ও রামভদ্রের সমসাময়িক। ইনি 'বৃন্দারমঞ্জরী-শাহরাজী' নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন।

পেরিম, বাবেল-মান্দেব্ প্রণালীস্থিত একটী দ্বীপ, আরব উপকূল হইতে ১॥০ মাইল ও আফ্রিকা উপকূল হইতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°৪০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪৩° ২৩´ পূঃ। দৈর্ঘ্যে ৩॥০ মাইল ও প্রস্থে ১॥০ মাইল। এইস্থান ইংরাজের অধিকৃত ও আদেন গবর্মেণ্টের শাসনাধীনে রক্ষিত। দ্বীপটী প্রায়ই পর্ব্বতময়। আগ্নেয়পর্ব্বত-নিঃসৃত ভস্মাবশেষ হইতে এই দ্বীপের উৎপত্তি। উপরে কেবল একটীমাত্র ২৪৫ ফিট উচ্চ পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয়, উহার অপরাংশ সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত। দ্বীপপৃষ্ঠে অন্যস্থলে যাহা দেখা যায়, তাহা স্থলবিশেষে প্রস্তর বাঁধান মেঝের ন্যায়, কিন্তু দ্বীপটী এরূপ পর্ব্বতাগ্রভাগে স্থাপিত হইলেও ইহার তীরভূমিতে জাহাজাদি লাগাইবার বন্দরের ন্যায় উপযুক্ত স্থান আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এই দ্বীপ 'দিওদোরস্ দ্বীপ' ও আরববাসী কর্ত্তৃক 'ময়ুন' নামে অভিহিত। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-সেনানী আলবুকার্ক লোহিতসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে এই দ্বীপের উচ্চস্থানে খৃষ্টের 'ক্রুশ' স্থাপনপূর্ব্বক ভেরা-ক্রুজ নাম দিয়া যান। পরে ইহা বাণিজ্যবিদ্বেষী দস্যুদিগের অধিকৃত হয়। ঐ দস্যুদল সর্ব্বদাই লোহিতসাগরের মুখে পণ্যদ্রব্য লুটিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত এবং এই দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লইত। তাহারা এখানে দুর্গাদি স্থাপন করিয়া বসবাস করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বহু পরিশ্রমে ৯½ ফিট পর্ব্বতভেদ করিয়াও তাহারা জল পায় নাই। পরে এই স্থান ত্যাগ করিয়া তাহারা মেরীদ্বীপে যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এই স্থান অধিকার করেন। ঐ সময়ে ফরাসী-সৈন্য টিপুর সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইজিপ্তরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।

'সুয়েজ কেনাল' কাটার পর লোহিতসাগর দিয়া য়ুরোপীয় বাণিজ্যপোতগুলির যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় ভারত-গবমেণ্ট ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে এখানে একটী 'লাইট-হাউস' নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই দ্বীপ পুনরায় দখল করেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ঐ আলোক-বাটিকা এবং সেই সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র সৈনিকাবাসও নির্ম্মিত হয়।

পেরিম, কাম্বে উপসাগরস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ১৮০০ গজ ও প্রস্থে ৩০০ হইতে ৫০০ গজ। সমুদ্রোপকূল হইতে ৭॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২৩´৩০´´ পূঃ। পেরিপ্লাসে এই দ্বীপ বাইওনেস (Baiones) নামে উক্ত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বত্রই পর্ব্বতময়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই দ্বীপকে টার্টিয়ারি স্তরে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে কতকগুলি বৃহদাকার জীবের (Mammels) প্রস্তরাস্থি পাওয়া গিয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এখানে একটী আলোকগৃহ বা 'লাইট হাউস' নির্ম্মিত হয়। জোয়ারের সময় ইহার উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট, ২০ মাইল দূরবর্ত্তী জাহাজের উপর হইতে ইহার আলোকরশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরিয়া, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। কন্ননূর হইতে সামন্তবাড়ী যাইবার রাস্তা এই ঘাটের উপর। অক্ষা° ১১°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০´২০´´ পূঃ। ২ মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী নীচ অস্পৃশ্য জাতিবিশেষ। [পরিয়া দেখ।]

পেরিয়াকুলম্, মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৬৯ বর্গমাইল। ২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর। বরাহনদীতীরে অবস্থিত।

পেরিয়া-পাটন, বর্ত্তমান নাম হুনসুর। মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৪৭ বর্গমাইল, ইহার উত্তর-পশ্চিমে কাবেরী নদী ও দক্ষিণপূর্ব্বে লক্ষ্মণতীর্থ নামে পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। এখানকার পেট্টডপুর-গিরিশৃঙ্গ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪৩৫০ ফিট উচ্চ।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হুনসুর নগরে সদর-কাছারি উঠিয়া যাওয়ায় এই স্থান এখন একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানটী অতিপ্রাচীন, ইহার পূর্ব্বনাম 'সিংহপাটন'। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে কোন চোলরাজ এখানে একটী মন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে কোড়গরাজ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান, মহিসুরের হিন্দুরাজসর্দ্দার পেরিয়া-উদৈয়ার এই দুর্গ অধিকার করিয়া প্রস্তর দ্বারা উহা পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এখনও উহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। হিন্দুসেনাপতি পেরিয়া উদৈয়ার সিংহপত্তন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নামে পেরিয়া-পাটন নাম দিলেন। টিপু সুলতানের রাজত্বসময়ে এখানে কোড়গ ও মহিসুর সৈন্যের যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। ইংরাজরাজ ভিন-বুর এই স্থান অধিকার করেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে জেনারল এবারক্রম্বির প্রতিরোধকরণার্থ টিপু এই নগরের কতকাংশ জ্বালাইয়া দেন।

পেরিয়ার, ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষা°

১০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৮´ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া কোড়ম-পূরের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। অরাই, পোয়ধোলী, পেরিড কোটাই, মূত্রপল্লী, কুন্দলপাড়া ও এরামলর প্রভৃতি কএকটী শাখা নদীই উল্লেখযোগ্য। পার্ব্বত্য-পথাতিবাহনে নদীর স্রোত স্থানবিশেষে নৌকা-গমনের অযোগ্য হইয়াছে।

পেরোজ (স্ত্রী) উপরত্নবিশেষ। পারসীক ফিরোজা। পর্য্যায়—হরিতাশ্ম, পেরজ। ইহা দ্বিবিধ—তাম্রাভ ও হরিত। ইহার গুণ—সুকষায়, মধুর, দীপন ও শূলনাশক, ইহার সংযোগে স্থাবর ও জঙ্গমবিষ এবং ভূতাদি দোষ বিনষ্ট হয়। (রাজনি°)

পেল, ১ কম্প। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, কম্পার্থে অক°, গত্যর্থে-সক°, পরস্মৈ, সেট্। লট্ পেলতি। লোট্ পেলতু। লিট্ পিপেল। লঙ্ অপেলিৎ। ণিচ্ পেলয়তি। লুঙ্ অপিপেলৎ।

পেল (ক্লী) পেলতি সদা চলতীতি পেল-অচ্। পুংচিহ্নাজ-ভেদ, অণ্ডকোষ। ২ [illegible] (পুং) ক্ষুদ্রাংশ। ৩ গমন।

পেলব (ত্রি) পেলং কম্পনং বাতীতি বা-ক। ১ বিরল। ২ কৃশ। ৩ কোমল, মৃদু। ৪ সূক্ষ্ম। ৫ ভঙ্গুর। ৬ লঘু।

"পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥" (কুমার ৫।৪)

পেলি (পুং) পেল-ইন্। গন্তা, গমনশীল।

পেলিন (পুং) ঘোটক। (বৈজয়ন্তী)

পেলিশালা (স্ত্রী) অশ্বশালা, চলিত আস্তাবল।

পেব, সেবন। ভ্বাদি, সক° আত্মনে° সেট্। লট্ পেবতে। লোট্ পেবতাং। লিট্ পেবে। লঙ্ অপেবিষ্ট। ণিচ্ পেব-য়তি-তে। লুঙ্ অপিপেবৎ-ত।

পেবলি, অভিনয়শূন্য কেবল অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যদ্বারা নৃত্য।

পেশ (পুং) পিশ-অচ্। রূপ। (নিঘণ্টু)

পেশ (পারসী) ১ সম্মুখভাগ। ২ বিষয়।

পেশওয়াজ (পারসী) নর্ত্তকীদিগের পরিধেয়বস্ত্রবিশেষ।

পেশকবজ (পারসী) খড়্গভেদ, দুইপার্শ্বে ধারবিশিষ্ট অস্ত্রভেদ।

পেশকস্ (পারসী) ১ বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র কটিবন্ধনের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়। ২ কোমর-বন্ধন। ৩ উপঢৌকন, সম্মান রাখিবার জন্য যাহা কিছু নজর দেওয়া যায়।

পেশকার (পারসী) ১ অধ্যক্ষ। ২ সচিব। ৩ সহকারী। ৪ যিনি পেশ করেন। আদালতে বিচারকের নিকট যিনি [illegible] করিয়া দেন। ৫ জমিদারের কাগজপত্র যাঁহার [illegible] এবং [illegible] মত [illegible] দাতে বা [illegible]রের নিকট [illegible] কাগজপত্র [illegible] পেশকার [illegible]

পেশকারী (পারসী) পেশকারের কার্য্য।

পেশল (ত্রি) পেশ-অবয়বে ভাবে ঘঞ্, পেশং লাতীতি লা-ক। বা পেশোঽস্যাস্তীতি সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। ১ চারু।

"মহিষস্য বচঃ শ্রুত্বা পেশলং মন্ত্রিসত্তমঃ।" (দেবীভাগ° ৫।১।৫২)

২ সুন্দর। ৩ দক্ষ। ৪ চতুর, ধূর্ত্ত। ৫ কোমল।

"ইদং শরীরং পরিণামপেশলং পতত্যবশ্যং শ্লথসন্ধি জর্জ্জরং।
কিমৌষধং ক্লিশ্যসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥"
(মুকুন্দমালা ২১)

(পুং) ৬ বিষ্ণু। অমরটীকাকার ভরত লিখিয়াছেন, এই 'পেশল শব্দ' তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য ষ এবং দন্ত্য স এই তিন সকারমধ্যেই হইবে অর্থাৎ 'পেশল, পেষল, পেসল' এইরূপ হইবে। ৬ সৌকুমার্য্য।

পেশলত্ব (ক্লী) পেশলস্য ভাবঃ ত্ব। পেশলতা, পেশলের ভাব বা ধর্ম্ম।

পেশবা (পেশওয়া, পেশওয়ে) (পারসীক) প্রধান রাজমন্ত্রী। ছত্রপতি শিবাজীর আদেশে রচিত "রাজব্যবহারকোষ" নামক পারসীক সংস্কৃত অভিধানে লিখিত আছে,—"প্রধানঃ পেশবা তথা।" প্রধান কাহাকে বলে ও তাঁহার কার্য্য কি কি, তৎসম্বন্ধে শুক্রনীতিগ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—

"পুরোধাশ্চ প্রতিনিধিঃ প্রধানঃ সচিবস্তথা।
মন্ত্রী চ প্রাড্বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্যো দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশ॥"
"সর্ব্বদর্শী প্রধানস্তু সেনাবিৎ সচিবস্তথা॥" ৮৪॥
"সত্যং বা যদি বাসত্যং কার্য্যজাতঞ্চ যৎ কিল।
সর্ব্বেষাং রাজকৃত্যেষু প্রধানস্তদ্বিচিন্তয়েৎ॥" ৮৯॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, সমস্ত রাজপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর যিনি পরিদর্শক এবং সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যবিষয়ে যিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি পুরাকালে 'প্রধান' নামে পরিচিত ছিলেন।

মুসলমান নরপতিগণের বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের সুলতান-দিগের প্রধান মন্ত্রিগণ পেশবা নামেই অভিহিত হইতেন। কিন্তু পেশবা শব্দ তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর প্রধান মন্ত্রীও পেশবা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। মহারাজ শিবাজী স্বীয় রাজ্যাভিষেককালে সে উপাধির পরিবর্ত্তে প্রাচীন হিন্দু নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া "পণ্ডিতপ্রধান" উপাধির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার ইহলোকত্যাগের পর সমস্ত মহারাষ্ট্র-রাজমন্ত্রীই "পণ্ডিতপ্রধান" উপাধিধারণ করিয়াছিলেন। [illegible] তথাপি পারসীক পেশবা শব্দের [illegible] শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহুর রাজত্বকালে [illegible] সহিত 'পেশবা' [illegible]

বারে পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু তাহাতেও ইতিহাসে পেশবা শব্দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শাহুর রাজত্বকালে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র প্রথম বাজীরাও ও পরে তৎপুত্র বালাজী বাজীরাও কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাগুণে পেশবাপদ লাভ করেন। মহারাজ শাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য পুরুষপরম্পরার আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহাদিগের মন্ত্রিবংশের প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি পায় ও তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্র-সমাজের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। এই কারণেও তাঁহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর সর্ব্বাধিক ক্ষমতাশালী লোকের জন্ম হওয়ায় এবং সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যে তাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হওয়ায় "পেশওয়া" নাম ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মুসলমানদিগের আমলে সাধারণতঃ মুসলমানগণই 'পেশওয়ে'* পদে নিযুক্ত হইতেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রসমাজে নবশক্তির সঞ্চার হওয়ায় তাঁহারা যখন মুসলমানদিগের শাসন-শৃঙ্খল উচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশকে স্বাধীনতারত্নে ভূষিত করিলেন, তখন মহারাষ্ট্রবাসী যোগ্য ব্যক্তিগণের ভাগ্যে স্বদেশীয় নরপতির অধীনে গৌরবকর পেশওয়াপদের ও পেশওয়া উপাধির লাভ ঘটিতে লাগিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদিগের শাসন-কালেও দুই একজন মহারাষ্ট্রীয় আপনাদের অসাধারণকার্য্যগুণে মুসলমান-দরবারে অতি উচ্চপদলাভ করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে 'কম্বরসেন' নামক এক ব্যক্তি নিজামশাহীবংশের সুলতান বুহ্রান্‌শাহ নামক নরপতির প্রধান মন্ত্রী বা পেশবাপদ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-প্রথম পেশবা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

'কম্বর-সেন'—ফিরিস্তার ইতিহাসে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ফিরিস্তার অনুবাদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইঁহাকে 'কম্বরসেন' অপরে "কাওওর সেন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদুভয় নামের মধ্যে কোনটারই স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না। হিন্দুর নাম-নির্দ্দেশে মুসলমান ও ইংরাজ-লেখকগণ যেরূপ ভ্রম করিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কোঙার-সেন বা কুমারসেন নাম বৈদেশিক লেখক ও অনুবাদকগণের হস্তে বিকৃত হইয়া কাঁওয়ের সেন বা কম্বরসেন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সে যাহা হউক, এই কুমারসেন বা কম্বরসেন মহা-রাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আহ্মদনগরের নিজামশাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহ্মদশাহের পুত্র বুহ্রান্‌ নিজামশাহের (১৫০৮ হইতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রতিভা, ধর্ম্মভীরুতা, দূরদর্শিতা ও রাজনীতি-নিপুণতা প্রভৃতি গুণদর্শনে বুহ্রান্‌শাহ তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই কারণে, তদানীন্তন মন্ত্রী "পেশবা শেখ জাফরের" অত্যাচারে প্রজাবর্গ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে দেখিয়া সুলতান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া কম্বর-সেনকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। কম্বরসেনের নীতিকৌশলে বুহ্রান্‌শাহ প্রতিদ্বন্দ্বী সুবাদারগণের ও দিল্লীশ্বরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা এবং মরাঠা-রাজন্যবর্গের বিদ্রোহদমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার পর একশত বৎসরের মধ্যে কোনও মহারাষ্ট্রীয় কোনও দরবারে "পেশওয়া" উপাধি লাভ করেন নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাত্মা শিবাজী যখন মুসলমানদিগের হস্ত হইতে এক একটী করিয়া প্রদেশের উদ্ধার করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাগ্যে যোগ্যতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক উচ্চপদ লাভ করিবার সুযোগ ঘটিল।

শ্যামরাজনীলকণ্ঠ রাঙ্গেকর নামক একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণকর্ম্মচারী শিবাজীর বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্বরাজ্য-স্থাপন-বিষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। শিবাজীর অধিকার বৃদ্ধি হইলে ও তিনি রাজা উপাধি ধারণ করিলে শ্যামরাজনীলকণ্ঠ পেশওয়া পদ প্রাপ্ত হন। (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) মহারাষ্ট্রদেশে রাজমন্ত্রীদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সমরব্যাপারে সহায়তা করিতে হইত, এই কারণে শিবাজী শ্যামরাজনীলকণ্ঠকে একদল সৈন্যেরও অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। নীরা ও কোয়না নদীর মধ্যবর্ত্তী নববিজিত প্রদেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্দোবস্তের ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য শিবাজী শ্যামরাজনীল-কণ্ঠকে প্রেরণ করেন। কোঙ্কণ-প্রদেশে তখন জঞ্জিরার সিদ্দি-দিগের (আবিসীনীয়দিগের) আধিপত্য ছিল। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে যে সকল কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাহা করিতে অক্ষম হওয়ায় পেশওয়ে শ্যামরাজের এই অভিযান বিফল হইল। ফতেখাঁ সিদ্দি পূর্ব্বাহ্নেই শ্যামরাজের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া অর্দ্ধ পথেই তাঁহাকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক পরাভূত করেন। শিবাজীর সৈন্য ইতিপূর্ব্বে আর কোনও স্থলে পরাজিত হয় নাই। সুতরাং এই প্রথম পরাজয়ে শিবাজী অতীব মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। শ্যামরাজনীলকণ্ঠকে এই পরাভবের জন্য পদচ্যুত হইতে হইল। মহারাজ শিবাজীর প্রথম পেশওয়া শ্যামরাজনীলকণ্ঠের একটী মুদ্রা (শীলমোহর) সাতারার রাজবাটীতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে,—

* মহারাষ্ট্রে 'পেশবা' শব্দ বহুবচনে সম্মানসূচক 'পেশওয়ে' নামেই ব্যবহৃত হয়।

"শ্রীশিব নরপতি হর্ষনিদান শ্যামরাজ মতিমত প্রধানঃ।"

শ্যামরাজনীলকণ্ঠের পর যিনি শিবাজী মহারাজের পেশওয়ে পদে বরিত হন তাঁহার নাম—

মযূরেশ্বর (মোরেশ্বর) ত্রিমল পিঙ্গলে।

তিনি সংক্ষেপে মোরেপণ্ড বা মোরো পণ্ডিত নামেও পরিচিত। ইঁহার পিতার নাম ত্রিমলাচার্য্য। তিনি শিবাজীর পিতা শাহজীর কর্ণাটকস্থিত জাইগীরের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মোরোপণ্ড পিতার সহিত কিছুদিন কর্ণাটদেশে অবস্থানের পর ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে আগমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে শিবাজীর অধীনতায় কর্ম্মগ্রহণ করিয়া পুরন্দরদুর্গের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হন। মোরোপণ্ডের কার্য্যে শিবাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি কৃষ্ণানদীর উৎপত্তিস্থলে সহ্যাদ্রিশিখরে একটী দুর্গনির্ম্মাণের ভারার্পণ করেন (১৬৫৫ খৃঃ)। এই কার্য্যও মোরোপণ্ড অতীব দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। ইহার পর আরও কতিপয় দুর্গনির্ম্মাণের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। স্থাপত্যবিদ্যার ন্যায় সামরিকবিভাগের কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। জাওলী প্রদেশ ও শৃঙ্গারপুররাজ্য-অধিকার-কার্য্যে তিনি শিবাজীকে বহু প্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি শিবাজীর প্রীতি বর্দ্ধিত হইল। অতঃপর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজপণ্ড যখন ফতেখাঁ সিদ্দির হস্তে পরাভূত হইয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন শিবাজী পেশওয়া মোরোপণ্ড পিঙ্গলেকে একদল সৈন্যের সৈনাপত্যপ্রদানপূর্ব্বক সিদ্দিগণের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। এই নবীন সেনাপতির সৈন্য-পরিচালন-কৌশলে ও শৌর্য্যগুণে ফতেখাঁকে বিব্রত হইতে হইল। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিজাপুর-সুলতানের প্রসিদ্ধ সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করায় মোরোপণ্ডকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়।

অনন্তর শিবাজীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আফজল খাঁ নিহত হইলে, তাঁহার দ্বাদশসহস্র সৈন্য ও প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণকে ছত্রভঙ্গপূর্ব্বক পরাজিত করিবার জন্য মোরোপণ্ড ও নেতাজী পালকর প্রভৃতি শিবাজীর সমরকুশল সেনানীগণ নিযুক্ত হন, এই যুদ্ধে সংক্রুদ্ধ পাঠান-সৈন্যের সহিত ব্রাহ্মণবীর মোরোপণ্ড বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষের ১৫০টী হস্তী, ৭ সহস্র তুরঙ্গ, ৪ শত উষ্ট্র ও ৭০ লক্ষ হোন (সুবর্ণ মুদ্রা) লুণ্ঠনপূর্ব্বক আনয়ন করেন। মহারাজ শিবাজী তাঁহার রণদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি প্রদানে গৌরবান্বিত করেন।

শিবাজীর দেশবিজয়ব্যাপারে এই ব্রাহ্মণযুবক বহু সহায়তা করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে বহু অভিযানে মোরেশ্বরপণ্ড বিজয়ী হইয়াছিলেন। রাজনীতিজ্ঞতায় ও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ কারণে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন দিল্লী গমন করেন, তখন তিনি সমস্ত-রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার মোরোপণ্ডের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর অবর্ত্তমানে মোরোপণ্ড যে কেবল তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যরক্ষা ও যথাবিধি প্রজাপালন করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি কতিপয় অভিনব প্রদেশ জয় করিয়া শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের সীমাবিস্তারও করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজস্বসংক্রান্ত নিয়মাদিও রাজা ও প্রজার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়নপূর্ব্বক মথুরায় আগমন করিলে মোগলসম্রাটের অনুচরেরা তাহার অনুসরণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হয়। শিবাজীর সঙ্গে তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র সাম্ভাজী ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করা সহজসাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া শিবাজী বিশেষ চিন্তিত হন। সে সময়ে মথুরায় মোরোপণ্ডের শ্যালক কৃষ্ণাজীপণ্ড ছিলেন। তিনি মহারাজকে বিপন্ন দেখিয়া সাম্ভাজীর রক্ষা ও নির্ব্বিঘ্নে দেশে পৌছাইয়া দিবার ভারগ্রহণ করিলে শিবাজী মথুরা ত্যাগ করেন। এদিকে মোগলের চরগণ সাম্ভাজীকে চিনিতে পারিয়া গোলোযোগ উপস্থিত করিল। কৃষ্ণাজীপণ্ড সাম্ভাজীকে স্বীয় ভাগিনেয় বলিয়া পরিচিত করিলেন এবং মোগল-দূতের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও সাম্ভাজীর সহিত একত্র ভোজন করিলেন। তাহার পর তিনি স্বীয় যুগল সহোদরের সাহায্যে সাম্ভাজীকে লইয়া গোপনে দীর্ঘপথ অতিক্রমপূর্ব্বক রায়গড়ে উপস্থিত হন। শিবাজী তাহাদিগকে ধন ও 'বিশ্বাসরাও' এই উপাধিদানে তুষ্ট করিলেন।

শিবাজীর দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর তাঁহার সহিত মোগলদিগের যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহার অনেকগুলিতেই মোরোপণ্ডের সমরকুশলতা প্রকাশ পায়। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে পুণার উত্তরাঞ্চলস্থিত কয়েকটী প্রসিদ্ধ দুর্গ তিনি তাঁহার দ্বাদশসহস্র পদাতিক সৈন্যের বলে মোগলদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়েন। তন্মধ্যে "সাল্হের" নামক দুর্গ অধিকার-কালে মোগল-সেনানী এখলাস খাঁর সহিত তাঁহার যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহা তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সাল্হেরীর যুদ্ধে মোরোপণ্ড অসাধারণ শৌর্য্য ও সমরকুশলতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ২২জন প্রসিদ্ধ মোগল-সেনাধ্যক্ষকে বন্দী করেন। তদ্ভিন্ন এই যুদ্ধে ৬ সহস্র অশ্ব, ১২৫টী হস্তী, ৬ সহস্র উষ্ট্র ও বহু ধনসম্পত্তিও হস্তগত হয়। শিবাজী এই বিজয়বার্ত্তায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিজয়ী ব্রাহ্মণবীরের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য তাঁহাকে এক প্রশংসাপূর্ণ পত্র, ১ হস্তী, ১টী উৎকৃষ্ট অশ্ব ও ভূষণ পরিচ্ছদাদি পুরস্কারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

মহারাষ্ট্রদেশের একটী গ্রাম্য-গীতিতে এই সাল্হেরীর যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুন যেরূপ কৌরবক্ষয় করিয়াছিলেন, সাল্হেরীর সংগ্রামে মোরোপণ্ড পেশওয়ে সেইরূপ মোগলসৈন্য বিনষ্ট করেন।"

ইহার পর ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর যখন রাজ্যাভিষেক হয়, তখন মোরোপণ্ডের পেশওয়ে-পদ দৃঢ়ীকৃত হয় এবং শিবাজীর অষ্টপ্রধানের মধ্যে তিনি "মুখ্যপ্রধান" নামে অভিহিত হন। রাজ্যাভিষেককালে শিবাজী তাঁহার সচিবগণের পারস্যনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকথিত সংস্কৃত নামকরণ করেন। তদনুসারে মোরোপণ্ডকে "সমস্ত রাজকার্য্যধুরন্ধর রাজমান্য রাজশ্রী মোরেশ্বরপণ্ডিতপ্রধান" এই পাঠসহ পত্র লিখিতে হইবে, স্থিরীকৃত হয়।

পেশওয়ে পদের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে এই সময়ে যাহা নির্দ্ধারিত হয় তাহা এই,—(১) রাজকার্য্যবিষয়ক মন্ত্রণা; (২) সকল কর্ম্মচারীকে একমত করিয়া রাজকার্য্যনির্ব্বাহ ও সকলের প্রতি সমদর্শিতা; (৩) অনলস ভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যের হিতসাধনে মনোযোগ; (৪) সৈন্যবলের সাহায্যে নব দেশবিজয়; (৫) শত্রুপক্ষের ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদসংগ্রহ, (৬) রাজকার্য্যবিষয়ক পত্রাদি রাজমুদ্রাঙ্কিত ও স্বনামাঙ্কিত করা। মোরোপণ্ড এই সকল কার্য্যই করিতেন। তাঁহার বেতন ১৫ সহস্র হোন বা স্বর্ণমুদ্রা ছিল (বর্ত্তমানকালের ৩৷০ টাকায় সেকালের এক হোন হয়)।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে শিবাজী তঞ্জোর-বিজয় করিতে গমন করেন। সে সময়ে আনাজীদত্তো নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সচিবের উপর রাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত হইলেও মোরোপণ্ডকে সর্ব্ব রাজকার্য্যপরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। কারণ মোরোপণ্ড অপেক্ষা শিবাজীর অধিকতর বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী আর কেহই ছিল না। এই কারণে শিবাজী তাঁহাকে আপনার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ মনে করিতেন। মোরোপণ্ডই উত্তর-কোঙ্কণ ও বাগ-লান-প্রদেশ হইতে মোগলশাসনের উচ্ছেদ করিয়া উক্ত প্রদেশদ্বয় শিবাজীর অধিকারভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রায় ৭০টী দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া শিবাজীর স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অনেক নূতন দুর্গও তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুরতলুণ্ঠনে, পর্ত্তুগীজ ও আবিসিনীয়-দিগের দমনে, দুর্গাদি ও রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণাদিতে তিনি সর্ব্বদা অগ্রসর ছিলেন। নিজের স্বার্থের প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। কাজেই শিবাজীর তাঁহার প্রতি অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। আনাজীদত্তো নামক শিবাজীর অন্যতম ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারীও একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। কিন্তু মোরোপণ্ডের প্রতি শিবাজীর অধিকতর নির্ভরশীলতা দেখিয়া তিনি তাঁহার (মোরোপণ্ডের) বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিবাজীর জীবদ্দশায় সে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নাই।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হইলে, নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র-রাজ্যে বিষম গোলযোগের সূত্রপাত হয়। শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র সাম্ভাজী নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন বলিয়া শিবাজী তাঁহাকে পনালাদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, "সাম্ভাজী রাজা হইলে স্বীয় বুদ্ধির দোষে রাজ্যক্ষয় করিবে; কনিষ্ঠপুত্র রাজারামের দ্বারা রাজ্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব।" শিবাজীর এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজকর্ম্মচারীরা রাজারামকে রাজা করিয়া রাজ্য-পালন করিবার সঙ্কল্প করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল রাজারামের জননী সোয়রাবাই জীবিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সাম্ভাজীকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে রাজা করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে অরঙ্গজেবও এই সময়ে দাক্ষিণাত্য বিজয় করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্যসহ হাইদরাবাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। মহা-রাষ্ট্রবিজয়ও তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজেই অকর্ম্মণ্য ও ক্রূরপ্রকৃতি সাম্ভাজীর পরিবর্ত্তে ধীরস্বভাব রাজারামকে সিংহাসনে স্থাপন করাই সকল রাজকর্ম্মচারিগণের বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই কারণে প্রথমে শিবাজীর মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়া পনালা-দুর্গ হইতে সাম্ভাজী যাহাতে অবতরণ করিতে না পারেন, তাহার জন্য সেখানকার হাবিলদারকে পত্র লিখিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পত্র সাম্ভাজীর হস্তগত হওয়ায় তিনি দুর্গস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া সিংহাসনলাভের জন্য কতিপয় মরাঠা-সর্দ্দারকে পত্র লিখিলেন। তাঁহার কৌশলে অনেকে তাঁহার বশীভূত হইল। তাহাদিগের সাহায্যে তিনি কয়েকজন সেনানীকে বন্দী করিয়া সসৈন্যে রায়গড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীমতী সোয়রা-বাইর আদেশে মোরোপণ্ড প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ রাজারামকে সিংহাসনারূঢ় করিয়াছিলেন। সাম্ভাজী রায়গড়ে উপস্থিত হইয়াই অগ্রে মোরো-পণ্ডের ও আনাজী-দত্তোর গৃহাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন[১] এবং রাজবিদ্রোহাপরাধী কতিপয় ব্রাহ্মণেতর

(১) আমরা বখর্‌লেখকের মতানুসরণ করিয়া এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। গ্রাণ্ট ডফ বলেন, অপরাপর কর্ম্মচারিগণের বিপদ্ দেখিয়া ও আনাজী দত্তোর সহিত নির্ব্বিবাদে কাজ করিতে না পারিয়া মোরোপণ্ড আত্মরক্ষার জন্য সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি কখনই সাম্ভাজীর বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন নাই।

জাতীয় কর্ম্মচারীর প্রতি তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। রাজারামও নজরবন্দী হইলেন। তাঁহার জননীকে অতীব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল!

সাম্ভাজী সিংহাসনারোহণকালে অভিষেকোৎসব উপলক্ষে মোরোপণ্ডকে মুক্ত করিয়াছিলেন। অপর কর্ম্মচারিগণও এই সময়ে মুক্তিলাভ করেন। শিবাজীর সময়ে যাঁহারা অষ্ট প্রধান ছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মোরোপণ্ডও পূর্ব্বপদ লাভ করেন, কিন্তু শিবাজীর সময়ে তাঁহার যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহা তিনি আর লাভ করিতে পারিলেন না। সাম্ভাজীর দুরাচারে অপর সকলের ন্যায় তাঁহাকেও হতমান হইতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার পূর্ব্ব তেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই। সাম্ভাজীর দুর্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া কতিপয় কর্ম্মচারী রাজারামকে পুনর্ব্বার সিংহাসনাধিরূঢ় করিবার চেষ্টা করেন। এই ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে মোরোপণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী আনাজী দত্তো অগ্রনায়ক ছিলেন। সাম্ভাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া বিপ্লবকারীদিগকে বন্দী করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই প্রাণদণ্ড হয়। আনাজী-দত্তোকেও দেহান্ত দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজ্যে এইরূপ ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সকলেই অতীব দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই এজন্য সাম্ভাজীকে কোনও কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। মোরোপণ্ডের প্রতি আনাজী দত্তোর বিদ্বেষ ভাব ছিল, তথাপি তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হত্যায় অসন্তুষ্ট হইয়া স্পষ্টাক্ষরে সাম্ভাজীকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনি একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী ও ব্রাহ্মণের বধসাধন করিয়া ভাল কার্য্য করিলেন না। আপনার কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত হইয়াছে, ইহার ফল আপনাকে একদিন ভোগ করিতে হইবে! মোরোপণ্ডের এই স্পষ্ট উক্তি সাম্ভাজীর নিকট প্রীতিকর হইল না। কাজেই ইহার জন্য মোরোপণ্ডকে একদিন গিরিদুর্গে বন্দিভাবে বাস করিতে হইয়াছিল। ইহার পর শিবাজীর কর্ণাটস্থিত প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা বহুমূল্য উপঢৌকনাদি সহ সাম্ভাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি সাম্ভাজীর রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যাবলীর জন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিলে সাম্ভাজী মোরোপণ্ডকে কারামুক্ত করেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহাকে আর পেশওয়ের পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ১৬৮৩।৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কষ্টময় বার্দ্ধক্যজীবনের অবসান হয়।

শিবাজী রাজ্যাভিষেককালে স্বীয় অষ্ট প্রধানের (সচিবের) যে সংস্কৃত নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহার একটী ভিন্ন অন্য সকলগুলিই মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের অবসান পর্য্যন্ত অক্ষিত ছিল। কিন্তু পেশওয়ে পদের "মুখ্যপ্রধান" এই সংস্কৃত নামটী শিবাজীর মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পারসীক "পেশওয়ে" শব্দের বহুল প্রচার হইয়াছিল।

নীলকণ্ঠ মোরেশ্বর পেশওয়ে।—ইনি ময়ূরেশ্বর ত্রিম্বক পিঙ্গলের পুত্র। মোরোপণ্ড দ্বিতীয় বার বন্দী হইলে নীলকণ্ঠ পণ্ড পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কিন্তু পেশওয়ে-পদ লাভ করাই তাঁহার সার হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত পদোচিত কোনও ক্ষমতারই অধিকারী হইতে পারেন নাই। কলশ বা কবজী নামক জনৈক কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ হীনমতি সাম্ভাজীর নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া কার্য্যতঃ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর (পেশওয়ের) পদ লাভ করেন। এই ব্যক্তির রাজকার্য্যে বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কবজী তন্ত্রশাস্ত্রে ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি মন্ত্রবলে রাজ্যবিস্তার ও ধনবৃদ্ধি করিতে সমর্থ সাম্ভাজীর মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার তোষামোদে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে অনেক প্রাচীন কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির হস্তে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া সাম্ভাজী সুরাপানে মত্ত হইয়া অন্তঃপুরবিহারসুখে নিমগ্ন হওয়ায় রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইল। শিবাজীর সময়ের সামরিক ও প্রজাপালনমূলক নিয়মাবলী লঙ্ঘিত হওয়ায় দেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল, প্রজাগণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মোগল ও বিজাপুর-রাজ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিল। এদিকে সাম্ভাজীর অবস্থাও বিলাসব্যসনে এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, কবজী ভিন্ন আর কাহারও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের আদেশ রহিল না। পরিশেষে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইল যে, কবজীও তাঁহার সম্মুখীন হইতে ভয় করিত। অবসর পাইয়া মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব এই সময়ে মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজ বণিকের এবং কোঙ্কণের হাবসীরাও (আবিসিনীয়েরাও) শত্রুতাসাধনে ক্রটী করিলেন না। সাম্ভাজী কয়েকবার শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে তেজঃ নির্ব্বাপিত হইল। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ লইয়া কার্য্যকরা তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। নিজের রাজনীতিজ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাপতিদ্বয়ের সহায়তা পাইয়াও তিনি মোগলদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন না। কাজেই মহারাষ্ট্রে মোগলদিগের প্রতাপ বাড়িল। পরিশেষে তাঁহাকে স্বয়ং শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইতে হইল। এই অন্তিম কালে তিনি একবার স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিলেন। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিবার

সংকল্প করিলেন। কিন্তু সে গৌরব তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। মোগলদিগের হস্তে বন্দী হইয়া তাঁহাকে অতীব নির্দ্দয় ভাবে নিহত হইতে হইয়াছিল।

সাম্ভাজীর রাজত্বকালে নীলকণ্ঠ পণ্ড নামেমাত্র পেশওয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও কবজীই কার্য্যতঃ পেশওয়ের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত। কাজেই নীলকণ্ঠের প্রতি কর্ণাটক-প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ প্রদেশেই অবস্থান করিতেছিলেন।

সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজারাম মুক্তিলাভ করিয়া রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার অল্পবয়স্কতা ও মোগলদিগের প্রাধান্যবশতঃ তাঁহাকে আত্মীয় বান্ধবগণ সহ ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র ত্যাগপূর্ব্বক শাহজীর (মহারাজ শিবাজীর পিতার) জাইগীর তঞ্জোর অঞ্চলে গিয়া জিঞ্জিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নীলকণ্ঠ পণ্ড তঞ্জোরের সমস্ত বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যুদ্গমন করেন। মোগলেরা যাহাতে তাঁহার তঞ্জোর-প্রবেশে বাধা দিতে না পারে, তিনি তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর তথায় রাজারাম সিংহাসনারোহণ করিয়া অষ্ট প্রধানের নিয়োগ করেন, তখন নীলকণ্ঠ পণ্ডের পেশওয়ে-পদ পুনর্ব্বার দৃঢ়ীকৃত হয়। বহু দিবস পর্য্যন্ত মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া যখন রাজারাম ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন নীলকণ্ঠ পণ্ডও তাঁহার সহিত বিশলগড়ে উপস্থিত হন। ইহার পর রাজারামের রাজত্ব কালের শেষ পর্য্যন্ত তিনি পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত অষ্ট প্রধানের মধ্যে পেশওয়াই মুখ্য প্রধান ছিলেন। রাজারামের সময়ে অষ্ট প্রধানের উপর "প্রতিনিধি" নামক একটী পদ সৃষ্ট হয়। প্রহ্লাদ নিরাজী নামে এক ব্রাহ্মণ রাজারামের জিঞ্জিগমনকালে তাঁহার পলায়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য ও কার্য্যকুশলতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কারণে রাজারাম "প্রতিনিধি"-পদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নীলকণ্ঠপণ্ড পিতার ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও যশস্বী ছিলেন না। কাজেই প্রতিনিধির প্রতিপত্তি সে সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এমন কি পেশওয়ের নামও অনেকে যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার রাজমুদ্রায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী উৎকীর্ণ ছিল,—

"শ্রীরাজারাম নরপতি হর্ষনিধান।
মোরেশ্বর-সুত নীলকণ্ঠ মুখ্যপ্রধান॥"

রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী তারাবাই স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে অমাত্য রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ প্রতিনিধি প্রহ্লাদ নিরাজী ও পেশওয়ে নীলকণ্ঠের সাহায্যে মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তারাবাই অতিশয় বুদ্ধিমতী ও রাজনীতিকুশলা রমণী ছিলেন। মোগলেরা ভাবিয়াছিল, রাজারামের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রগণ হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তারাবাই যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের ধারণায় ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইল। তারাবাই অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বয়ং নানা দুর্গে উপস্থিত থাকিয়া দুর্গপতি-গণকে সমর-ব্যাপারে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মুসলমান-দিগকে প্রমাদ গণিতে হইল। অরঙ্গজেব ২০ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও বিফলপ্রযত্ন হওয়ায় ও মহারাষ্ট্রদিগের বিক্রম দিন দিন বর্দ্ধমান দেখিয়া প্রাণভয়ে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীমাসে আহ্মদনগরে উপস্থিত হইয়াই হতাশায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহাতে মহারাষ্ট্র-দিগের ক্ষমতা অধিকতর বাড়িয়া যায়। তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যস্ত হইয়া মোগলেরা ভেদনীতির অবলম্বন করেন। সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র শাহু ও তাঁহার জননী যশোদা (এসু) বাই মোগলদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করেন নাই। এক্ষণে উত্তেজিত মরাঠাগণকে শান্ত করিবার জন্য মোগলেরা শাহু ও তাহার জননীকে ছাড়িয়া দিয়া মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি-লেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, শাহুকে ছাড়িয়া দিলে এক রাজ্যে দুইজন রাজা হইবে, রাজারামের পুত্রের সহিত শাহুর বিবাদ ঘটিয়া সেই কলহাগ্নিতে মহারাষ্ট্ররাজ্য ভস্মশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদিগের সে আশাও সফল হইল না।

শাহুর মুক্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তারাবাই তাঁহাকে রাজ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জালশাহু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফলোদয় হইল না। শাহু মহারাষ্ট্রে আসিয়া কয়েকজন বড় বড় সর্দ্দারকে হস্তগত করিয়া তারাবাইর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক স্বয়ং ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজারামের সময় সাতারায় মহারাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

শাহু মহারাষ্ট্রে আগমন করিলে নীলকণ্ঠপন্থ পেশওয়ে তারাবাইর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু তাঁহার অধীন অনেক সেনানী খাণ্ডেশে পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ শাহুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও নীলকণ্ঠের মত পরিবর্ত্তন হয় নাই। তারাবাই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেও তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

নীলকণ্ঠপণ্ড স্বীয় জীবদ্দশায় কখনও স্বাধীনভাবে স্বীয় কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

বহিরও (ভৈরব) মোরেশ্বর পিঙ্গলে।—মহারাজ শাহু ছত্রপতি উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হইলে নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহিরওপণ্ডকে স্বীয় পেশওয়ে নিযুক্ত করেন (১৭০৮ খৃঃ।) খৃষ্টীয় ১৭১৩ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি শাহুর প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করেন। নীলকণ্ঠপণ্ডের ন্যায় তাঁহার জীবনও বিশেষ ঘটনাপূর্ণ নহে। কল্যাণ, ভুরপ ও রাজমাচী প্রভৃতি তালুকের রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি মহারাজ শাহুর রাজ্যবিস্তারকার্য্যে কোনও সহায়তা করিতে পারেন নাই, বরং ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কাহ্নোজী আঙ্গ্রের বিদ্রোহদমন করিতে গিয়া স্বয়ং পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তাহার রক্ষণাধীন রাজমাচী প্রভৃতি স্থানও আঙ্গ্রের হস্তগত হইল। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারীর অভ্যুদয় হইতেছিল। তিনি আঙ্গ্রেকে পরাস্ত করিয়া বহিরওপণ্ডকে মুক্ত করিয়া আনিলে শাহু বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকেই পেশওয়ে বা মুখ্য-প্রধানের পদ প্রদান করেন। বহিরওপণ্ড পদচ্যুত হন। তদবধি বালাজী বিশ্বনাথের বংশধরগণের কার্য্যদক্ষতাগুণে মহারাষ্ট্ররাজ্যের পেশওয়ে-পদ তাঁহাদিগের বংশানুগত হইল। এমন কি পরিশেষে তাঁহারাই এক প্রকার মহারাষ্ট্রদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন।

পিঙ্গলেবংশের সহিত পেশওয়ে-পদের সম্বন্ধ এইখানেই ছিন্ন হইল। পিঙ্গলেবংশে এক মোরোপণ্ডই জন্মভূমির সুকৃতী সন্তান হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও বৈদিকশ্রেণীর ন্যায় মহারাষ্ট্রেও দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ ও কহ্লাড়ে এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। পিঙ্গলে-বংশীয়গণ দেশস্থ শ্রেণীর অন্তর্গত বা সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ছিলেন। অতঃপর পেশওয়ে-পদ যাঁহাদিগের পুরুষানুগত হয়, তাঁহারা কোঙ্কণস্থ বা সহ্যাদ্রির পশ্চিমস্থিত প্রদেশবাসী ছিলেন। কোঙ্কণস্থ পেশওয়েদিগের প্রভুত্বকালে দেশস্থগণ রাজকার্য্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কোঙ্কণদেশীয়েরা ইহার পূর্ব্বে রাজকার্য্যে বড় একটা প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই। বালাজী বিশ্বনাথের বংশধরগণের আমলে প্রায় সকল রাজকার্য্যেই কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের বাহুল্য ঘটিয়াছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ।—কোঙ্কণের অন্তর্গত "বাণকোট" নামক প্রণালীর উত্তরতীরস্থিত শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে বালাজী বিশ্বনাথের জন্ম হয়। শ্রীবর্দ্ধন গ্রাম তখন জঞ্জিরা দ্বীপের সিদ্দি বা আবিসিনীয়গণের অধীন ছিল। প্রাচীনকালে এই গ্রাম বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথের পিতামহ জনার্দ্দন পণ্ডভট্ট শ্রীবর্দ্ধন-গ্রামের দেশমুখ ও গ্রামলেখক ছিলেন। মহালের জমাবন্দীর কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ ও গ্রামের রাজস্ব আদায় প্রভৃতির ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। তাঁহার দুইটী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বনাথপণ্ড পৈতৃক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বালাজী বিশ্বনাথভট্টও দেশমুখ ও গ্রামলেখকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধ ছিল।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবর্ণদুর্গ (এই জলদুর্গ বাণকোট নামক প্রণালীর মোহানার নিকট অবস্থিত) ও উহার ১৫মাইল দক্ষিণস্থিত অঞ্জনবেল নামক দুর্গ এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ জঞ্জিরার সিদ্দিদিগের শাসনাধীন ছিল। এই কারণে বাণকোট-প্রণালীর উপরও তাঁহারা আপনাদিগের আধিপত্য রাখিয়াছিলেন। এদিকে আঙ্গ্রে উপাধিকারী মরাঠা-পরিবারের হস্তে মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনার আধিপত্য ছিল। কাজেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকার লইয়া তদানীন্তন নৌসেনানী কাহ্নোজী আঙ্গ্রের সহিত সিদ্দিগণের শত্রুতা চলিতেছিল। সময়ে সময়ে তাহাদিগের শত্রুতা বৃদ্ধি হইত। বালাজী বিশ্বনাথ-ভট্ট যখন যৌবনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যুবতী ও গুণবতী ভার্য্যা রাধাবাই এবং বাজীরাও ও চিমাজী আপ্পা নামক পুত্রদ্বয়কে লইয়া শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাহ্নোজী আঙ্গ্রে ও জঞ্জিরার অধিপতি সিদ্দি কাসিমের মধ্যে বিষম বিবাদানল প্রজ্বলিত হয়। কাহ্নোজী সিদ্দির কর্ম্মচারীদিগকে ভাঙ্গাইয়া স্বদলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে কোনও দুষ্টব্যক্তি সিদ্দি কাসিমকে গিয়া বলে যে, "বালাজী বিশ্বনাথ গোপনে আঙ্গ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।" কাসিম অতিশয় লঘুমতি ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বালাজীকে সপরিবারে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। প্রথমে বালাজীর কনিষ্ঠ জানোজী ধৃত হন। সিদ্দি বিনা বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করেন। হতভাগ্য জানোজীকে একটা বস্তার মধ্যে পুরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করা হয় (১৭০১ খৃষ্টাব্দে)।

এই ঘটনায় বালাজী বিশ্বনাথ অতিশয় ভীত হইয়া আত্ম-

রক্ষার জন্ত সপরিবারে সিদ্দির অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বাণকোট-প্রণালীর দক্ষিণাঞ্চলস্থিত বেলাস গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে হরি-মহাদেব-ভানুনামক এক সজ্জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বালাজীর সহিত তাঁহার বাল্যবন্ধুত্ব ছিল। বালাজী ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোঙ্কণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়া কোনও স্থানে চাকরী গ্রহণ করাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ভানু-পরিবারের অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। এ কারণে তাঁহারাও বালাজীর অনুবর্ত্তী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর ভট্ট ও ভানু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে সিদ্দি কাসিম বালাজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্ম অঞ্জনবেলের দুর্গাধিপতির প্রতি আদেশপত্র প্রেরণ করেন। সহ্যাদ্রির পাদমূলে তিওয়াঘাট নামক স্থানে বালাজী ধৃত ও অঞ্জনবেলের দুর্গে বন্দিভাবে প্রেরিত হন। সিদ্দির আদেশে তাঁহাকে ঐ দুর্গে ২৫ দিন বাস করিতে হয়। এই বিপৎকালে হরি-মহাদেব-ভানু তাঁহার দুই ভ্রাতৃসহ বহু যত্ন করিয়া কেল্লাদারকে বশীভূত করেন। তাঁহাদিগের চেষ্টার ফলে বালাজীর মুক্তিলাভ ঘটে। এই ঘটনায় কৃতজ্ঞ হইয়া বালাজী স্বীয় উপার্জ্জনের চতুর্থাংশ ভানুদিগকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

সহ্যাদ্রি উত্তীর্ণ হইয়া ভট্ট ও ভানু পুণার নিকটস্থিত সাসবড়-গ্রামের অম্বাজীত্রিম্বক পুরন্দরে (গ্রাণ্টডফ্ ইহাকে আবাজীপন্ত করিয়াছেন) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। মহারাজ রাজারামের পত্নী তারাবাই মহারাষ্ট্ররাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগলদিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইতেছিল। যে ব্যক্তি কোনরূপে একটী ঘোড়া ও একখানি বল্লম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, সে-ই মোগলদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল। অমাত্য রামচন্দ্রপন্ত, প্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বক, সচিব শঙ্করজীনারায়ণ ও ধনাজীজাধব প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের বীর্য্যবিক্রমে সমগ্র দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইতেছিল। মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রুদ্রমূর্ত্তিদর্শনে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। মোগল-শাসিত প্রদেশে মহারাষ্ট্র অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল। সুতরাং কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ সময়ে দেশে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না।

অম্বাজীপন্ত, বালাজীপন্ত ও ভানু ত্রিতয়ের পরামর্শে প্রথমে কোনও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহাদিগের লাভজনক হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। তদনুসারে তাঁহারা প্রথমে তাৎকালীন মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারায় গমন করিলেন (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ)। তথায় অম্বাজী ও বালাজী রাজপ্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বকের অনুগ্রহে একটা তালুকের রাজস্ব আদায় করিবার ঠিকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের অধীনতায় ৫ শত অশ্বারোহী সৈন্ত রহিল। অম্বাজীপন্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় দেশমুখের কার্য্যে সুদক্ষ ব্যক্তির পক্ষে সে কালে এরূপ কর্ম্মলাভ বিশেষ কষ্টকর ছিল না। সে যাহা হউক, সেই কার্য্যে তাহাদিগের দক্ষতা দেখিয়া প্রতিনিধি মহাশয় তাহাদিগকে সেনাপতি ধনাজীজাধব রাওয়ের অধীনতায় রাজস্ব-বিভাগে কারকুনের পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন (১৭০৬ খৃষ্টাব্দ)। বালাজীর বেতন বার্ষিক ১ শত মুদ্রা ধার্য্য হইল। ভানুত্রিতয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ রামাজী-মহাদেব সচিব শঙ্করজী নারায়ণের অধীনতায় কর্ম্ম পাইলেন। হরি মহাদেব ও বালাজী মহাদেব ভানু, বালাজী বিশ্বনাথের নিকট, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যে নানা প্রকার বিপ্লব চলিতেছিল বলিয়া রাজস্ব আদায়ের তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। শাহু সিংহাসনে আরোহণ করিলে সে বিশৃঙ্খলার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয়। সুতরাং বালাজী বিশ্বনাথ রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যের বিশেষ সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃষিকার্য্যে উৎসাহদানপূর্ব্বক তিনি রাজস্ব আদায়ের এরূপ সুনিয়ম সংস্থাপন ও তৎসংক্রান্ত হিসাবের কাগজপত্রগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত করিলেন যে, অল্পদিবসের মধ্যেই রাজস্ব বিভাগের সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। তাঁহার এইরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া সেনাপতি জাধবরাও তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। মহারাজ শাহুর নিকটেও বালাজী বিশ্বনাথের কার্য্যতৎপরতার কথা অবিদিত রহিল না। ১৭০৯।১০ খৃষ্টাব্দে ধনাজী জাধবের মৃত্যু হইলে মহারাজ শাহু রাজস্ববিভাগের সমস্ত ভার বালাজী বিশ্বনাথের উপর অর্পণ করিলেন। জাধব রাওয়ের পুত্র চন্দ্রসেনের হস্তে কেবল সামরিকবিভাগের ভার রহিল। বালাজীর উপর সেনাপতি চন্দ্রসেনের আর কোনও কর্ত্তৃত্ব রহিল না। এই ঘটনায় চন্দ্রসেনের মনে বালাজীর সম্বন্ধে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। ইহার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহাতে সেই বিদ্বেষ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া চন্দ্রসেনকে বালাজীর ঘোর শত্রুরূপে পরিণত করে।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাদুর শাহ সেনাপতি জুলফকরখাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। মোগল-সেনানী হায়দরাবাদ জয়করণার্থ যাত্রা করিলে মহারাষ্ট্রপতি শাহু তাহায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। জুলফকারখাঁ পূর্ব্বাবধি শাহুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বর্ত্তমান ঘটনায় তিনি বাহাদুরশাহকে বুঝাইয়া শাহুকে দক্ষিণা-

পথের চৌথ ও সরদেশমুখী (রাজস্বের দশমাংশ) স্বত্বের সনন্দ প্রদান করাইয়াছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুরশাহের মৃত্যু হইল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তদীয় পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের ফলে প্রথমে জহান্দর শাহ ও তৎপরে ফরুখশিয়ার রাজ্যারোহণ করেন। এই বিপ্লবের সময় জুলফকারখাঁ নিহত হন এবং চীনকিলিচখাঁ নামক এক মুসলমান-সর্দার "নিজাম উলমুল্‌ক্‌" পদবীসহ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার-পদে নিযুক্ত হন।

এই নূতন সুবাদারের আগমনে দাক্ষিণাত্যের মোগলরাজ্য হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের চৌথ ও সরদেশমুখী আয় পূর্ব্ববৎ যথা সময়ে আদায় হয় না দেখিয়া, মহারাজ শাহু ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি চন্দ্রসেনযাধবকে তাহা আদায় করিবার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। সংগৃহীত রাজস্বের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার সহকারীরূপে প্রেরিত হন। এই ঘটনায় সেনাপতির মনে হইল যে, বালাজী বিশ্বনাথকে তাঁহার কার্য্যপরিদর্শনের জন্যই প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে তিনি আপনাকে অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া বালাজী বিশ্বনাথের প্রতি অতীব জাতক্রোধ হইলেন এবং এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

অভিযানকালে একদিন মৃগয়াপ্রসঙ্গে বালাজীর অধীন জনৈক অশ্বারোহীর হস্তে দৈবক্রমে চন্দ্রসেনের জনৈক ভৃত্য আহত হয়। চন্দ্রসেন এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক অপরাধীকে কঠোর শাস্তিপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন। বালাজী স্বীয় অধীন অশ্বারোহীকে নিরপরাধ জানিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করেন। এতদুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। সেনাপতি বালাজী বিশ্বনাথকে বিপন্ন করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া সহসা স্বীয় সৈন্যদলসহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। বালাজীর সহিত তাঁহার দুইপুত্র ও অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে এবং স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাহাদিগের সহিত পলায়নপূর্ব্বক তিনি প্রথমে সাসবড় গ্রামে ও পরে তথা হইতে পুরন্দর-দুর্গে গমন করিলেন। ঐ দুর্গ শঙ্করজী নারায়ণ সচিবের রক্ষণাধীনে ছিল। তথাকার প্রধান কর্ম্মচারী বালাজীকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেনাপতি বহু সৈন্যসহ পুরন্দর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তিনি বালাজীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তথা হইতে সেনাপতির সৈন্যদল কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ পাণ্ডবগড়ের অভিমুখে আত্মরক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন। যে সময়ে পিলাজীরাও ও নাথজী ধুমাল নামক দুইজন মরাঠা পিলাজীর চেষ্টায় পথিমধ্যে ৫।৬ শত সৈনিক সংগৃহীত হয়। বালাজীর সঙ্গে প্রায় শতাধিক সৈনিক ছিল। এক্ষণে তিনি এই ৬।৭ শত সৈন্য লইয়া নীরা নদীর তীরে চন্দ্রসেনের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সৈন্যের অল্পতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে হইল। চন্দ্রসেন তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না।

বহুকষ্টে বালাজী পাণ্ডবগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে অম্বাজীপন্ত পুরন্দরেকে মহারাজ শাহুর নিকট সাহায্য-প্রার্থনার জন্য গোপনে প্রেরণ করিলেন। শাহু বালাজীকে কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া জানিতেন। তিনি তাঁহার এই বিপদবার্ত্তা অবগত হইবামাত্র তাঁহাকে অভয় পত্র প্রেরণপূর্ব্বক সাতারায় আহ্বান করিলেন। এদিকে চন্দ্রসেন পাণ্ডবগড় অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ অবগত হইয়া মহারাজ শাহুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বালাজীকে আমার হস্তে অর্পণ না করিলে আমি মোগলদিগের সহিত মিলিত হইব।" সেনাপতির এইরূপ ঔদ্ধত্যদর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দমনের জন্য সর-লস্কর হয়বৎরাও নিম্বালকরকে প্রেরণ করেন। নিম্বালকরের সহিত যুদ্ধে চন্দ্রসেনের পরাজয় ঘটে। পরাস্ত সেনাপতি মোগল সুবাদার নিজামউলমুল্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া পুত্রদ্বয়সহ সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

হয়বৎরাও নিম্বালকর চন্দ্রসেনকে পরাজিত করিয়া মোগলরাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে নিজামউলমুল্ক চন্দ্রসেনকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। মহারাজ শাহু এই সংবাদ অবগত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথকে "সেনাকর্ত্তা"[১] এই গৌরবসূচক উপাধিপ্রদানপূর্ব্বক বহু সৈন্যসহ নিম্বালকরের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। বালাজী সর-লস্করের সহিত মিলিত হইলে পুরন্দরের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণের আংশিক জয় হয় (১৭১৩ খৃঃ)।

(১) মহারাষ্ট্ররাজ্যের প্রধান সেনাপতি চন্দ্রসেন শত্রুপক্ষ অবলম্বন করায় শাহুর সৈন্যসংখ্যা কমিয়া গেল। এই সময়ে তারাবাই চন্দ্রসেনকে হস্তগত করিয়া নানা উপায়ে শাহুর অপর সর্দারগণকে স্বপক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ না করিলে শাহুকে বিপন্ন হইতে হইত। বালাজীর বুদ্ধিকৌশলেই শাহুর-সর্দারগণ তারাবাইর দলে মিলিত হইতে পারেন নাই। বরং বহুসংখ্যক নূতন সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বালাজী শাহুর সৈন্যাভাব দূর করেন। এই কারণেই তাঁহাকে "সেনাকর্ত্তা" উপাধি প্রদত্ত হয়। গ্রাণ্ট-ডফ "সেনাকর্ত্তা" শব্দের অর্থ Agent in charge of the army এইরূপ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না। মহারাষ্ট্র-লেখকেরা "সেনাকর্ত্তা" অর্থে "সৈন্যদলের পরিকর্ত্তা" বুঝেন এবং তাহাই ঠিক।

এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাহুর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তারাবাই কোল্হাপুরে স্বীয় পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তথায় এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে (গ্রাণ্ট-ডফের মতে জানুয়ারিতে) সেই বালকের মৃত্যু ঘটিলে অমাত্যগণ রাজারামের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত "সাম্ভাজী" নামক বালককে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কাজেই মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের মধ্যে কেহ শাহুর পক্ষ কেহ বা কোল্হাপুরাধিপতি সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কেহ বা মোগলগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ কোনও পক্ষাবলম্বী না হইয়া স্ব স্বপ্রধান ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সর্দ্দারগণের মধ্যে দামাজী থোরাত ও উদয়জী চৌহানই প্রধান ছিলেন। উদয়জীর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাহু তাঁহাকে স্বীয়রাজ্যের একাংশের চৌথ আদায়ের স্বত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হন। কাহ্নোজী আঙ্গ্রে কোল্হাপুরপতি সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়া শাহুর অধিকৃত কল্যাণ-প্রদেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অপর দিকে কৃষ্ণরাও খটাওকর নামক রাজা উপাধিধারী এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ মরাঠা-সামন্ত শাহুর অধীনতা স্বীকার করিতেন না।

বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিকৌশলে ও শৌর্য্যগুণে এই সকল অরাজকতা দূরীভূত হইয়াছিল। শাহুর আদেশ লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পুণার ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত "হিঙ্গন" গ্রামের সুদৃঢ় ক্ষুদ্র দুর্গের তিনি অধিপতি ছিলেন। হিঙ্গনদুর্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ২০ ক্রোশব্যাপী প্রদেশ থোরাতের শাসনে ছিল। বালাজীকে সসৈন্যে আগমন করিতে দেখিয়া দামাজী প্রথমে তাঁহাকে একবার বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পর নিতান্ত ভীতির ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি সন্ধিপ্রার্থী হইলেন এবং বিল্বপত্র ও হরিদ্রাস্পর্শপূর্ব্বক বশ্যতা-স্বীকারের শপথ করিয়া বালাজীকে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু বালাজী সদলে দুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র সে তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। অম্বাজীপণ্ড পুরন্দরে প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক থোরাত তাহাদিগের নিষ্ক্রয়স্বরূপ বহু অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রপতি শাহু বালাজীবিশ্বনাথের মুক্তির জন্য প্রার্থিত দান করিতে বাধ্য হইলেন।

থোরাতের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সাতারায় ফিরিয়া আসিলে বালাজী-বিশ্বনাথের প্রতি কৃষ্ণরাও খটাওকরকে দমন করিতে যাত্রা করিবার আদেশ হয়। সচিব নারায়ণশঙ্কর থোরাতের বিরুদ্ধে এবং পেশওয়ে বহিরওপণ্ড পিঙ্গলে কাহ্নোজী আঙ্গ্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। সাতারা হইতে তিনজন প্রায় একসময়েই তিনদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে বালাজীবিশ্বনাথই এ যাত্রায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। আউন্ধ নামক স্থানের নিকটে তিনি কৃষ্ণরাও-খটাওকরকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে পরাভূত করেন। থোরাতের সহিত যুদ্ধে নারায়ণশঙ্কর ও আঙ্গ্রের সহিত যুদ্ধে বহিরওপণ্ড পরাজিত হইয়া বন্দী হন। আঙ্গ্রে কেবল বহিরওপণ্ডকে বন্দী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি লোহগড় ও রাজমাচী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন বালাজী-বিশ্বনাথের প্রতি আঙ্গ্রের দমনের ভার অর্পিত হইল। বালাজী বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ আঙ্গ্রের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া লোহগড় প্রভৃতি দুর্গ অধিকার ও শত্রু-সৈন্যের পরাজয় সাধন করিলেন এবং কাহ্নোজীকে সন্ধি করিয়া মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহুর শরণাপন্ন হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। আঙ্গ্রের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কৌশলে বশীভূত না করিলে তাহার দ্বারা রাজ্যের বহু অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল জানিয়াই বালাজী এই নীতির অবলম্বন করিলেন। বলা বাহুল্য, বালাজীর এই সামনীতি সুফলপ্রদ হইল। আঙ্গ্রে কোল্হাপুরের সাম্ভাজীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শাহুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। বালাজীর মধ্যস্থতায় যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তাহার ফলে পেশওয়ে বহিরও-পণ্ড কারামুক্ত হইলেন, কোল্হাপুরের সহিত কাহ্নোজীর সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। শাহু মহারাজের যে সমস্ত দুর্গ আঙ্গ্রে বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, রাজমাচী ব্যতীত তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। আঙ্গ্রে শাহুর নিকট দশটী সুদৃঢ় দুর্গ ও ১৬টী সামান্য দুর্গ এবং শাহুর পক্ষে মহারাষ্ট্র-রণতরিসমূহের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত কাহ্নোজীকে "সর্খেল" উপাধি প্রদত্ত হইল। সর্খেল উপাধি ও পোতাধ্যক্ষতার সনন্দ শাহুর পক্ষ হইতে স্বয়ং বালাজী বিশ্বনাথ কাহ্নোজী আঙ্গ্রেকে প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে পেশওয়েকে কারামুক্ত, মহাবল আঙ্গ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সাধন করিয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শেষে মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারায় প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার এই সকল কার্য্যপরম্পরায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। বহিরও-পণ্ড-পিঙ্গলে আঙ্গ্রের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া ও তাঁহার

কার্য্যদক্ষতার অভাবদর্শনে মহারাজ শাহু তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কার-স্বরূপ তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন (১৭১৩ খৃঃ ১৬ই নবেম্বর)। পেশওয়ে-পদে তাঁহার নিয়োগ-কালে মহারাজ শাহু সমস্ত সামন্তগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দরবার করিয়া মহাসমারোহের সহিত তাঁহাকে পদোচিত পরিচ্ছদাদি প্রদান করিলেন।

পেশওয়ে বা মুখ্য প্রধানের পদের পরিচ্ছদাদির তালিকা—(১) চাদর, (২) সুবর্ণ-সূত্রখচিত পাগড়ি, (৩) জামেয়ার নামক পরিচ্ছদ, (৪) কটিবন্ধনী, (৫) সুবর্ণ-মুদ্রাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্র, (৬) কিংখাব, (৭) রাজমুদ্রা ও ছুরিকা, (৮) অসি-চর্ম্ম, (৯) জরী পটকা নামক জাতীয় পতাকা, (১০) চৌঘড়া নামক রাজসম্ভ্রমোচিত বাদ্যভাণ্ড, (১১) তিনটী হস্তী, (১২) একটী অশ্ব, (১৩) শিরপেঁচ, (১৪) মুক্তার মালা, (১৫) চোগা, (১৬) মুক্তাযুক্ত কর্ণভূষা, (১৭) মুক্তাগুচ্ছময় শিরোভূষণ, (১৮) কলমদান।

সকল পেশওয়ে বা মুখ্য-প্রধানকেই এই সকল রাজচিহ্ন প্রদত্ত হইত। "শ্রীমন্ত" এই উপাধি এই সময়েই পেশওয়েগণ প্রথম প্রাপ্ত হন। তদনুসারে বালাজী সরকারী কাগজপত্রে "শ্রীমন্ত বালাজী বিশ্বনাথ পণ্ড (পণ্ডিত) প্রধান" এই নামে উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজমুদ্রা এইরূপ ছিল,—

"শাহু নরপতি হর্ষ নিধান।
বালাজী বিশ্বনাথ মুখ্য প্রধা২॥"[১]

বালাজী বিশ্বনাথের পেশওয়ে-পদ প্রদান-কালে তাঁহার বন্ধু অম্বাজী পণ্ড পুরন্দরেকে তাঁহার মুতালিক বা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। বালাজীর অনুরোধে মহারাজ শাহু হরি মহাদেব ভানুকে পেশওয়ের ফড়নবীশের (Sadet) কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এইরূপে যে বালাজী বিশ্বনাথ ছয় বৎসর পূর্ব্বে সিদ্দিদিগের ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া স্বীয় বন্ধুদিগকেও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শাহুর সহিত সন্ধির ফলে আঙ্গ্রে যে সকল দুর্গ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীবর্দ্ধন প্রভৃতি কতিপয় স্থান সিদ্দিগণ সুবিধা পাইয়া করতলগত করিয়াছিলেন। সিদ্দিগণের নিকট হইতে তাহা পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য কাহ্নোজী পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর বালাজী ও কাহ্নোজীর সমবেত অভিযানের ফলে সিদ্দিদিগকে পরাজিত হইতে হইল (১৭১৫ খৃঃ জানুয়ারি)।

ইহার পর বালাজী বিশ্বনাথ সেনাপতি মানসিংহ মোরে (চন্দ্রসেনের পর ইনিই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করেন) ও সর-লস্কর হয়বৎরাও নিম্বালকরের সহযোগে দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন (১৭১৫ খৃঃ)। সচিব নারায়ণ-শঙ্কর থোরাতের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অতএব দামাজীর বিরুদ্ধে সহসা যুদ্ধযাত্রা করিলে পাছে সে সচিবকে নিহত করে, এই ভয়ে বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে শত্রুস্তাচরণে প্রবৃত্ত না হইয়া নিষ্ক্রয় প্রদানপূর্ব্বক সচিবকে মুক্ত করিলেন। সচিব অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে থোরাতের গড় আক্রান্ত হইল। বালাজীর তোপে গড় ভূমিসাৎ এবং পরে দামাজী বন্দী হইয়া সাতারায় নীত হইল।

এইরূপে সচিবকে রক্ষা করায় তাঁহার জননী এসুবাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে স্বীয় অধিকারস্থিত পুরন্দর দুর্গ ও পুণা-প্রদেশ দান করিলেন। বালাজী শাহু মহারাজের অনুমতি ও সনন্দপত্র লইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে পুণাপ্রদেশ মোগল-পক্ষীয় সর্দ্দার বাজীকদম নামক এক ব্যক্তির অধিকারে ছিল। বালাজী ঐ ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুণায় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় পুণায় চৌরভয় নিবারিত ও কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি হইল (১৭১৮ খৃঃ অক্টোবর)। পরিশেষে পুণাই পেশওয়ে-বংশের প্রধান বাসস্থান ও মহারাষ্ট্র-শক্তির কেন্দ্রস্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল।

এই সময় হইতে মহারাজ শাহুর দরবারে বালাজী বিশ্বনাথের প্রতিপত্তি দিনদিন বাড়িতে লাগিল। এমন কি, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত রাজ্যের কোনও কার্য্যই সংসাধিত হইত না। তিনি প্রায় সকল বিষয়ে মহাত্মা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর অনুসরণপূর্ব্বক কার্য্য করিতেন। কিন্তু সাম্ভাজীর সময় হইতে মোগলদিগের অনুকরণে একটী কুৎসিত প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল যে, যে সর্দ্দার নিজ ভুজবলে যে প্রদেশ অধিকার করিতে পারিতেন, তাঁহাকে সেই প্রদেশ জাইগীর স্বরূপ প্রদত্ত হইত। শিবাজী এই নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। বালাজী তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শাহু মহারাজের দ্বারা অনেক সর্দ্দারকে অনেক সনন্দপত্র প্রদান করাইয়াছিলেন। ইহাতে রাজ্যের যে কি ক্ষতির সূত্রপাত হইতেছিল, তৎপ্রতি দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিভাশালী মুখ্য-প্রধানের দৃষ্টিপাত হয় নাই।

এই সময়ে উত্তর-ভারতে দিল্লীর দরবারে এক ভয়ানক

---

(১) পেশওয়েদিগের রাজমুদ্রায় এইরূপ উল্টা "২" লিখিবার কারণ এই, পূর্ব্বে মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতে পিঙ্গলে-বংশের পুরুষেরা পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ শাহু পিঙ্গলে-বংশের হস্ত হইতে পেশওয়ের অধিকার "ভট্ট" বংশের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই বংশান্তরের চিহ্নরূপে "প্রধান" শব্দের নকার বিপরীত ভাবে লিখিবার প্রথা শাহু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।

গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। আরঙ্গজেবের প্রপৌত্র ফরুখ্‌শিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হুসেন আলীখাঁর হস্তে তাঁহাকে অনেকটা ক্রীড়া-পুত্তলীবৎ থাকিতে হইত বলিয়া তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সৈয়দ-যুগলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে সৈয়দেরাও নানা উপায়ে আপনাদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা হইল। তখন সৈয়দ হুসেন আলী মহারাজ শাহুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি বলিলেন যে, শাহু যদি এই সময়ে তাঁহাকে ৫০ সহস্র সৈনাসহ সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি বাদশাহের দ্বারা তাঁহাকে নর্ম্মদার দক্ষিণস্থিত সমস্ত মোগল-রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার সনন্দ প্রদান করাইবেন। তদ্ভিন্ন ঐ সৈন্যের ব্যয়ভার মাসিক ১৫ লক্ষ টাকা বহন করিতেও তিনি প্রস্তুত হইলেন।

এ সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যে অন্তর্বিগ্রহের পরিসমাপ্তি হইয়া সর্ব্বত্র শাহুর একাধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কাজেই সৈয়দদিগকে সৈন্য সাহায্য করা এ সময়ে মহারাষ্ট্রগণের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। মহারাজ শাহু সেনাপতি মানসিংহ মোরে, পরসোজী ভোনসলে, সান্তাজী ভোন্‌সলে, বিশ্বাসরাও পবার প্রভৃতি সেনানীদিগকে ৫০ সহস্র সেনা লইয়া সৈয়দের সাহায্যার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের উপর এই সমস্ত সেনানীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল।

মহারাষ্ট্রসেনা দিল্লীতে উপস্থিত হইল। দিল্লীর গোলযোগ কিন্তু ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সেই বিপ্লবে ফরুখ্‌শিয়র নিহত হইয়া মহম্মদ শাহ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন (১৭১৯ খৃঃ)। দিল্লী-বাসীরা সৈয়দ-যুগলের প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তাঁহাদিগের সাহায্যকারী মরাঠাদিগের উপরও তাঁহাদের জাতক্রোধ হইয়াছিল। একদিন বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দগণের সহিত বাদশাহের দরবারে গমন করিলে দিল্লীবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া মরাঠাদিগকে আক্রমণ করে। এই দুর্ঘটনায় প্রায় ১৫ শত মরাঠার জীবন বিনষ্ট হয়। কিন্তু সৈয়দ অর্থদানে যথাসাধ্য তাঁহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিলেন। তাঁহারা বাদশাহের মুদ্রাঙ্কিত একটী সনন্দ দ্বারা মরাঠাগণকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ, সরদেশমুখী ও স্বরাজ্যের[১] সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদান করিলেন।

এ স্থলে একটা পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক। শাহু মোগলদিগের শিবির হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাদশাহের নিকট হইতে একটা নিদর্শন বা সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন। মহাত্মা শিবাজীর উপার্জ্জিত স্বরাজ্যের তিনি বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী হইলেও তাঁহার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রে যে সকল গোলযোগ ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার খুল্লতাতপত্নী তারাবাই যেরূপে স্বীয় পুত্রকে রাজ্যের একমাত্র অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উত্তরাধিকার-স্বত্ব মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগের নিকট কতদূর স্বীকৃত হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার মনে স্বভাবতঃই সংশয় উদিত হইয়াছিল। কাজেই তিনি বাদশাহের নিকট স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার-লাভ সম্বন্ধে একটী সনন্দ লইয়াছিলেন। এই সনন্দের বলে তিনি আপনাকে দিল্লীর সম্রাটের অধীন সামন্ত রাজারূপে পরিচিত করিয়া মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর কিয়ৎপরিমাণে এই সনন্দের বলে, কতকটা স্বরাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া এবং কতকটা জাইগীর প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া শাহু অধিকাংশ মহারাষ্ট্রসেনানীকেই স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে শাহুর আগমনে মহারাষ্ট্ররাজ্যে দুইটী নূতন বিষয়ের সূচনা হইল—১ম শিবাজী, সাম্ভাজী ও রাজারাম প্রভৃতি ভোঁসলে-নরপতিগণ আপনাদিগকে যে স্বাধীন হিন্দুনরপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাহা এই সময় হইতে বিলুপ্ত হইল। শাহু আপনাকে মোগল-সম্রাটের অধীন সামন্ত নরপতি বলিয়া স্বীকার করায় অতঃপর মহারাষ্ট্রে ছত্রপতিগণের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইল। পরবর্ত্তীকালে মোগল-সম্রাটের ক্ষমতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও পেশওয়ে সিন্দে, হোলকর প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকেও নামমাত্র দিল্লীশ্বরের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ শিবাজীর সময়ে সরঞ্জামী জাইগীর বা সৈন্যপোষণের জন্য পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ভূসম্পত্তি-ভোগের স্বত্ব কাহাকেও প্রদত্ত হইত না। শাহু মহারাষ্ট্রসেনানীদিগকে স্বপক্ষ ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে বংশানুক্রমিক জাইগীর স্বত্ব প্রদান করায় যে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্ররাজ্যনাশের একটী কারণের বীজ উপ্ত হইল। সর্দ্দারেরা পুরুষানুক্রমে জাইগীর ভোগ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং সাম্রাজ্যঘটিত রাজনীতির সহিত তাঁহাদিগের জাইগীরভুক্ত প্রদেশের স্বার্থাদির সময়ে সময়ে বিরোধ ঘটিতে লাগিল এবং তাহারই পরিণামে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল।

যাহা হউক, শাহু বাদশাহের নিকট হইতে নির্ব্বিরোধে স্বরাজ্য ভোগ করিবার সনন্দপ্রাপ্ত হইলে ফরুখ্‌শিয়রের দাক্ষিণাত্য-সুবাদার নিজামউলমুল্‌ক্ সে সনন্দ অবজ্ঞা করিয়া মহারাষ্ট্রদিগের

(১) স্বরাজ্য—ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর শাসিত প্রদেশগুলি মহারাষ্ট্রদেশে "স্বরাজ্য" নামে পরিচিত। স্বরাজ্য বলিলে প্রধানতঃ পুণা, সুপা, ইন্দাপুর, বাই, মাবল, সাতারা, কহ্লাড়, খটাও, মাণ, ফলটণ, মলকাপুর, তারলে, পহালা, অজেরা, জুন্নর, কোহলাপুর, কোঙ্কণ ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরস্থিত কোপাল, গদক এবং হল্যাল পরগনা—এই সমস্ত ভূভাগ বুঝায়।

স্বরাজ্যের অনেক স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে মোগলদিগের সহিত মহারাষ্ট্রদিগের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ঘটিত। এই বিগ্রহের নিবারণ করিবার জন্য শাহুকে নূতন বাদশাহের নিকট হইতে নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইল। দিল্লীর গোলযোগ-নিবৃত্তির জন্য সৈয়দ তাঁহার নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিলে শাহু যে সকল স্বত্ব বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ দিল্লী হইতে আগমনকালে আদায় করিয়া আনিয়াছিলেন। শাহুর পক্ষ হইতে বালাজী বিশ্বনাথ নিম্নলিখিত স্বত্বগুলির প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

১। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর উপার্জ্জিত স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ উপভোগ যাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা করিতে পারেন, তাহার সনন্দ।

২। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজাপুর, হায়দরাবাদ, কর্ণাটক, তঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী ও মহিসুর এই ছয়টী বাদশাহী প্রদেশ হইতে চৌথ (জমাবন্দীর বা রাজস্বের চতুর্থাংশ) এবং সরদেশমুখী (রাজ্যের মোট আয়ের দশমাংশ) মরাঠাগণকে অর্পণ।

৩। মোগলদিগের অধিকৃত শিবনেরী দুর্গ (এই দুর্গে মহাত্মা শিবাজীর জন্ম হয়) ও ত্রিম্বক-দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যর্পণ।

৪। গোণ্ডবন ও বেরারের যে সকল প্রদেশ "সেনা সাহেব সুবে" কাহ্নোজী ভোঁসলে কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, সেগুলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া দেওয়া।

৫। শাহুর মহারাষ্ট্র-আগমনকালে তাঁহার জননী ও অপর আত্মীয়গণ প্রতিভূরূপে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহাদিগকে স্বদেশে গমনের অনুমতিপ্রদান।

৬। কর্ণাটকে মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার পিতা শাহজীর সময়ে যে সকল অংশ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা মরাঠাদিগকে পুনঃ প্রদান। খান্দেশে শিবাজীর যে সকল স্থানে অধিকার ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত পণ্টরপুর প্রভৃতি প্রদেশ-দান।

বাদশাহ এই সকল স্বত্বপ্রদান করিলে মহারাষ্ট্রপতি শাহু নিম্নলিখিত সর্ত্তে স্বীকৃত হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন :—

১। ছত্রপতি মহারাজ শাহু সামন্তরূপে দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক দশলক্ষ টাকা কর প্রদান করিবেন।

২। সরদেশমুখী স্বত্বলাভের প্রতিদানে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী হইতে হইবে। যে সকল প্রদেশ হইতে তাঁহারা সরদেশমুখী আদায় করিবেন, সেই সকল প্রদেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব ঘটিলে তাঁহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

৩। চৌথ আদায়ের স্বত্বের জন্য মহারাষ্ট্রগণকে ১৫ সহস্র সৈন্যসহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন যে কোনও স্থানে আবশ্যক হইবে, তখন সেই স্থানে বাদশাহী সুবাদারকে ১৫ সহস্র সৈন্য সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।

৪। কোল্হাপুরের সাম্ভাজী ও তাঁহার পক্ষীয় সর্দ্দারগণ কর্ণাটক, বিজাপুর ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি বাদশাহী প্রদেশে উপদ্রব অত্যাচার করিলে মহারাজ শাহুকে তাঁহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এমন কি সাম্ভাজীর অত্যাচারে বাদশাহী প্রজার ক্ষতি ঘটিলে তাহাও শাহুকে পরিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

হুসেনআলী এই সকল সর্ত্তের প্রায় সকলগুলিই পালন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের দিল্লী-গমনকালে মহারাজ শাহু তাঁহাকে বাদশাহের নিকট হইতে দৌলতাবাদ ও বাঁদা এই দুটী দুর্গ এবং গুজরাত ও মালব-প্রদেশের চৌথ আদায় করিবার স্বত্ব আদায় করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বালাজী সৈয়দের সাহায্যে বাদশাহের নিকট হইতে স্বরাজ্যের সনন্দ পুনর্গ্রহণ করেন (১৭১৯ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ), একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহারাজ শাহুর জননী ও অপর আত্মীয়গণকেও তিনি মুক্ত করিয়া স্বীয় তত্ত্বাবধানে স্বদেশে আনয়ন করেন। শাহুর প্রার্থিত অপর সমস্ত অধিকারই তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। কেবল দুই একটী বিষয়ে সৈয়দেরা তাঁহার ইচ্ছার পূরণ করিলেন না। সেগুলি এই,—

(১) খান্দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রদিগের যে সকল দুর্গে অধিকার ছিল, তাহা। (২) ত্রিম্বক দুর্গ ও তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ। (৩) তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণস্থিত যে সকল প্রদেশ মরাঠারা বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা।

তদ্ভিন্ন সেনাসাহেব সুবে কাহ্নোজী ভোঁসলে বেরার অঞ্চলে যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া দিতে সৈয়দেরা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। গুজরাত ও মালব-প্রদেশে চৌথ আদায়ের অধিকার তাঁহারা মরাঠাগণকে দিয়াছিলেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। মহারাষ্ট্রীয় লেখকেরা বলেন, বাদশাহ তাহাদিগকে এ অধিকারও প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের মতে এই সকল অধিকার তাঁহাদিগকে সময়ান্তরে প্রদান করিতে সৈয়দেরা প্রতিশ্রুত হওয়ায় বালাজী বিশ্বনাথ তাহার সনন্দ আদায় করিবার জন্য দেবরাও হিঙ্গণে নামক জনৈক সুচতুর ব্রাহ্মণকে দিল্লীতে দূত-স্বরূপ রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি পথিমধ্যে জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি

স্থানের রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শাহুর সহিত যাহাতে তাঁহাদিগের মিত্রতা থাকে, এইরূপ সন্ধি করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের দিল্লী নগরে অবস্থান-কালে একটী ঘটনা ঘটে, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের মোগল-শাসিত প্রদেশে চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছে অবগত হইয়া দিল্লীর অধিবাসীরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়। সনন্দ লইয়া দরবার হইতে বালাজী যমুনার দক্ষিণতীরস্থিত আপনার শিবিরে গমনকালে তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে সনন্দপত্রগুলি কাড়িয়া লইতে হইবে,—দিল্লীর কতিপয় দুষ্টব্যক্তি এইরূপ পরামর্শ করে। বালাজী দরবার হইতে বহির্গত হইবার সময় এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার বন্ধু বালাজী মহাদেব-ভানুকে এ বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পরিশেষে ভানুর উপদেশে বালাজী বিশ্বনাথ সামান্য ভৃত্যের বেশে সনন্দগুলি লইয়া শিবির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বালাজী মহাদেব ভানু পেশওয়ের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শিবিকারোহণে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া গমন করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহাকে পেশওয়ে ভাবিয়া আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করিল। এ সময় সহচরেরা তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ নানা-ফড়ণবীস এই আত্মোৎ-সর্গকারী বালাজী-মহাদেব-ভানুর পৌত্র। পিতামহের ন্যায় পৌত্র নানা-ফড়ণবীসও পেশওয়েগণের রাজ্যরক্ষার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই সাতারায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার বিজয়ী পেশওয়ের সম্মানার্থ মহাসমারোহ সহকারে স্বয়ং প্রত্যুদ্-গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই সনন্দ-লাভের ফলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের মধ্যে যে সকল মোগল থানা ছিল, তাহার সকলগুলি উঠিয়া গেল। "স্বরাজ্য" মধ্যে আর কোনও স্থানে মুসলমান অধিকার রহিল না। তদ্ভিন্ন ইহার ফলে শাহুর প্রতিপত্তি বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইল। মহারাজ শাহু এই সকল কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে পুণা জেলার অন্তর্গত পাঁচটী মহালের সরদেশমুখী স্বত্ব ও কয়েকটী গ্রামের সমস্ত উপস্বত্ব-ভোগের অধিকার দান করিলেন। খান্দেশ ও বালাঘাট অঞ্চলের শাসনভার তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাবধি অর্পিত ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যের বহিঃশত্রুগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া এক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মনোযোগী হইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের আয় ব্যয়ের ও সর্দ্দারগণের প্রাপ্য অংশের কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রায়ই অংশীদারগণের মধ্যে কলহ ঘটিত। বালাজী বিশ্বনাথ তাহা নিবারণের জন্য জমাবন্দীর সূক্ষ্ম হিসাবপত্র দেখিয়া আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন। এই অভিনব নির্দ্ধারণের ফলে রাজকার্য্যের অনেক গোলযোগ নিবৃত্ত হইল এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের দিকে সকলের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিল। তদ্ভিন্ন মুসলমান-দিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ নূতন নূতন প্রদেশ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইল। এই কারণে সে নিয়মগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—

(১) সরদেশ-মুখীর আয় রাজার (গদির মালিকের) সম্পূর্ণ প্রাপ্য, ইহাতে অপর কাহারও স্বত্ব থাকিবে না।

(২) রাজ্যের অবশিষ্ট আয় "স্বরাজ্য" নামে খ্যাত হইবে। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর উপার্জ্জিত রাজ্যখণ্ডকে এতদিন স্বরাজ্য বলিত। বালাজী বিশ্বনাথ উহার পরিবর্ত্তে অন্য অর্থে ঐ শব্দের প্রবর্ত্তন করিলেন। সরদেশমুখী ভিন্ন অন্য সকল প্রকার স্বত্ব ও আয় এখন হইতে "স্বরাজ্য" নামে অভিহিত হইল। বালাজী বিশ্বনাথ তাহার ব্যয়ের নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যবস্থা করিলেন—

(ক) স্বরাজ্যের শতকরা ২৫৲ টাকা আয় রাজা পাইবেন। ইহার নাম "রাজবাবতী।"

(খ) স্বরাজ্যের অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশের নাম "মোকাসা"। ইহার মধ্যে দুই অংশ রাজা স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের যে দুই জনকে ইচ্ছা দান করিবেন। তন্মধ্যে স্বরাজ্যের সমস্ত আয়ের শতকরা ৬ অংশ একজনকে দেওয়া যাইবে। ইহা "সাহোত্রা" নামে পরিচিত। মহারাজ শাহু এই অংশ পন্ত-সচিবকে বংশপরম্পরা-ক্রমে দান করিয়াছিলেন।

(গ) অবশিষ্ট শতকরা ৬৯ অংশ "আয়েন্ মোকাসা" নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে তিন অংশ রাজা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিতে পারেন। এই অংশকে "নাড়গৌড়া" বলিত।

(ঘ) স্বরাজ্যের সমগ্র আয়ের অবশিষ্ট ৬৬ অংশ সর্দ্দারদিগকে জায়গীর দিবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

(৩) "রাজবাবতী" আদায় করিয়া দিবার ভার পেশওয়ে, প্রতিনিধি ও সচিবের প্রতি অর্পিত থাকিবে।

মোকাসার মধ্যে আপনার প্রাপ্য অংশ সচিব মহাশয় আদায় করিয়া লইবেন। বহুদূরস্থিত তালুক হইতে রাজা স্বীয় কর্ম্ম-চারীদিগকে প্রেরণ করিয়া মোকাসার টাকা আদায় করাইবেন।

"নাড়গৌড়া" ও "জায়গীর" যাহারা পাইয়াছে, তাহারা আদায় করিয়া লইবে।

(৪) সর্দ্দারগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব-বৃদ্ধির জন্য এক

জনের জায়গীরে অন্য জনের কতিপয় স্বত্ব থাকিবে,*এইরূপ ব্যবস্থাও করা হইল।

এই অভিনব নিয়মাবলীর ফলে একজনের ক্ষতি বৃদ্ধির সহিত অপর ব্যক্তির স্বার্থ ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ হওয়ায় মরাঠা-সর্দ্দারগণের মধ্যে একতা-সংস্থাপনের পথ সুপরিষ্কৃত হইল এবং তাহারই ফলে ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই সকল নিয়ম-স্থাপন ভিন্ন মুসলমান-বিপ্লবে জর্জ্জরিত দেশের কৃষক-সমাজকে কয়েক বৎসরের জন্য নিতান্ত অল্পহারে খাজনা স্থির করিয়া কৃষিভূমির উন্নতিসাধনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দস্যু তস্করের ভয়-নিবারণার্থ তিনি ব্যবস্থার ত্রুটী করেন নাই। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কিছুদিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া বালাজী বিশ্বনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই অবস্থাতেও তাঁহাকে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ও কিছুদিন বিশ্রামলাভের বাসনায় মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া "সাসবড়" গ্রামে গিয়া বাস করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারিল না। ঐ স্থানে অবস্থানকালেই ১৭২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে (গ্রাণ্ট ডফের মতে অক্টোবর মাসে) তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বালাজীর মৃত্যুসংবাদশ্রবণে শাহু অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ সমরকুশল বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলেও সাহসী, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিশারদ বলিয়া বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। শাহু বাল্যকালে মোগল-রাজপরিবারে থাকিয়া প্রতিপালিত হওয়ায় কিয়ৎপরিমাণে বিলাসপরায়ণতার দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় কার্য্যদক্ষ পেশওয়ের সহায়তা না পাইলে তিনি কখনও মহারাষ্ট্রদেশে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুকালে তাহার স্ত্রী রাধাবাঈ, পুত্র বাজীরাও ও চিমাজী আপ্পা তাঁহার নিকটেই ছিলেন। ইহার পর ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাধাবাঈর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বালাজীর বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর হইবে। বাজীরাও ও চিমাজী ভিন্ন তাঁহার দুইটী কন্যাও ছিল।[১]

বাজীরাও বল্লাল পেশওয়ে—১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যাবধি পিতার সহিত প্রায় সকল অভিযানেই উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ভবিষ্যতে সর্ব্বপ্রকার শৌর্য্য ও সাহসের আধার হইতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রসেনের সহিত বালাজীর বিগ্রহকালে, দামাজীথোরাতের বিরুদ্ধে অভিযানকালে, ও সৈয়দদিগের কার্য্যোদ্ধারের জন্য দিল্লীগমনকালে বাজীরাও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে সৈয়দগণের প্রতিনিধি আলমআলীর সহায়তা করিবার জন্য তিনি খানদেশে গমন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর ১৫ দিন পরে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল বাজীরাও শাহুর নিকট পেশওয়ের পরিচ্ছদাদিসহ উক্ত পদ লাভ করিলেন। শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি প্রভৃতি কয়েকজন রাজপুরুষ এ বিষয়ে শাহুকে অন্যপ্রকার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া ও তিনি ৬।৭ বৎসরের অধিক কাল পেশওয়েপদের সুখভোগ করিতে পারেন নাই ভাবিয়া মহারাজ শাহু বাজীরাওকে পিতৃপদে নিয়োজিত করিতে কালবিলম্ব করিলেন না।

পেশওয়েপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বাজীরাও মহারাজ শাহুর নিকট পুণায় স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় জননী ও আত্মীয়গণকে পুণায় আনিয়া রাখিলেন। বাপুজী শ্রীপতি নামক একব্যক্তি পুরন্দর-দুর্গের অধিপতি ছিলেন, বাজীরাও তাঁহাকে পুণার সুবেদার-পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি রস্তাজী জাধব নামক একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে বাপুজীর অধীনতায় থাকিয়া পুণাগ্রামকে সহরে পরিণত করিবার ভারার্পণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুণায় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও কারিকরের বসবাস হইয়া উহা ক্রমে সহরে পরিণত হইল।

বাজীরাও যখন পেশওয়ের পদলাভ করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তাহা হইলে পাঠকেরা বাজীরাওয়ের কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্ম প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই সময়ে মরাঠা-সর্দ্দারগণের আত্মবিগ্রহ বহুল পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তবে রাজবংশের কলহে কতিপয় সর্দ্দার শাহুর পক্ষ ও অপরে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাজ শাহুর পক্ষই প্রবলতা লাভ করিয়াছিল এবং দেশের দস্যুদল সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছিল। দিল্লীর রাজপরিবর্ত্তন-ব্যাপারে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিশেষ সহায়তা করায় মহারাষ্ট্রশক্তির প্রতিপত্তি উত্তরভারতে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ বণিকজনের জন্মভূমি এই সংবাদ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য-বণিকগণ ইহার পূর্ব্বেই এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

(১) তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা আনুবাঈ "ইচলকরঞ্জী" প্রদেশের জমীদার ব্যঙ্কটরাও ঘোরপড়ের সহিত ও কনিষ্ঠা কন্যা ভাগুবাঈ বা ভিউবাঈ বারামতী নগরের প্রসিদ্ধ উত্তমর্ণ বাপুজী নায়কের সহোদর আবাজী নায়কের সহিত পরিণীতা হন।

প্রথমে পর্ত্তুগীজ-বণিকেরাই এদেশে আগমন করেন। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা স্বল্পদিনের মধ্যেই বণিকবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এদেশীয় রাজন্তবর্গের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত শক্তিপরীক্ষার বাসনাও তাঁহাদিগের বলবতী হইল। পশ্চিমসমুদ্রের তীরবর্ত্তী বহুসংখ্যক বন্দর তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণও মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলিষ্ঠ শত্রুর শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে।

পর্ত্তুগীজদিগের সমৃদ্ধি দেখিয়া ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরাও এ দেশের ধনসম্পত্তি-লুণ্ঠনের জন্য পশ্চিমভারতে শুভাগমন করিলেন। গোয়া, দমন, দীউ, বোম্বাই, খম্বায়ৎ, সাষ্টী, সুরাট, চৌল, বসই, পুঁদিচেরী, রাজাপুর, বেঙ্গুর্লে, করিকাল, যানান, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে এই সকল বৈদেশিক বণিকেরা আপনাদিগের পণ্যশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী অথবা ইংরাজেরা এ দেশের রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

এদিকে উত্তর-ভারতে মোগলবাদশাহের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছিল। সৈয়দগণের চেষ্টায় মহম্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে যেরূপ বিলাসপ্রিয় ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গও সেইরূপ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সুতরাং রাজদরবার যথেচ্ছাচার ও বিলাসব্যসনের লীলাভূমি হইল। প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল। অথচ বাদশাহের দৈনন্দিন ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযুক্ত রাজস্বও আদায় হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। বাদশাহ তখন ঋণ করিতে লাগিলেন। ঋণশোধের জন্য প্রজার উপর নিত্য নূতন কর বসিতে লাগিল। দুর্ব্বল প্রজার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে, এরূপ কেহ রহিল না।

এই সময়ে অরঙ্গজেবের আমলের একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিশারদ সর্দ্দার স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতে মুসলমানদিগের প্রণষ্টপ্রায় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবর্দ্ধমান মহারাষ্ট্রশক্তির গতিরোধের জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহা বহু পরিমাণে সফল হয়। এই বীরবরের নাম চিন্‌কিলিজ খাঁ বা নিজাম উল্‌মুল্‌ক্। সৈয়দেরাই তাঁহাকে মালবের সুবেদাররূপে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারে সৈয়দগণের অসাধারণ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া তিনি বিপদ গণিলেন। বাদশাহকে করতলগত করিবার তাঁহার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার আশা সুদূরপরাহত হইতেছে দেখিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে স্বীয় ক্ষমতাবিস্তারপূর্ব্বক নিজ বলবৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-ঘোষণা ও মালব হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ আক্রমণ করিলেন। আশীরগড় দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তিনি অধিকাংশ মোগলসর্দ্দারকে স্বপক্ষভুক্ত করিতে সফলকাম হন। সৈয়দেরা এই সংবাদ পাইয়া দিলাবর খাঁ নামক জনৈক সেনানীকে নিজাম উল্‌মুলকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অরঙ্গাবাদ হইতে হুসেন আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলম্‌আলীও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আলিমআলীর সাহায্যার্থ খণ্ডেরাও দাভাড়ে, দমাজী গায়কবাড়, বাজীরাও প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সেনানী গমন করিয়াছিলেন। বাজীরাও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। তবে অন্যান্য মরাঠা সর্দ্দারেরা এই যুদ্ধে বিশেষ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তথাপি নিজামের হস্তে আলম আলী ও দিলাবর খাঁকে পরাস্ত হইতে হয়। তাঁহাদিগের পরাভববার্ত্তা-শ্রবণে হুসেন-আলী দিল্লী হইতে বাদশাহকে লইয়া নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বোধ হয় বাদশাহের ইঙ্গিত ক্রমেই তাঁহাকে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে হয়। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আব্দুল্লাও বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

এইরূপে বিনা আয়াসে নিজাম উল্‌মুলকের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত করিয়া দিল্লীতে আহ্বান করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ১৭২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীগমনের অবকাশ পান নাই। সে যাহা হউক, বাজীরাও পেশওয়ে পদ লাভ করিয়া দেখিলেন যে, মুসলমানদিগের মধ্যে নিজাম উল্‌মুলকই তাঁহার একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাক্ষিণাত্যে বিরাজ করিতেছেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বিপ্লবকালে খান্দেশ হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী-সংক্রান্ত প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। বাজীরাও পেশওয়ে হইয়াই শুনিলেন যে, খান্দেশের মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয় মোকাসাদারদিগের আদায়-কার্য্যে বাধা দিতেছে। ১৭২১ খৃঃ অব্দে তিনি রামচন্দ্র গণেশ নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সেনানীকে খান্দেশ ও মালবপ্রদেশে চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্ব আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র গণেশকে মোগলেরা প্রাণপণে বাধা দিতে ত্রুটী করে নাই। তথাপি তিনি বাহুবলে আপনাদিগের সমস্ত স্বত্ব আদায় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরেও আদায়ে গোলযোগ ঘটায় বাজীরাও উদাজী পবারকে সসৈন্যে মালবপ্রদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। উদাজী মালবের প্রত্যেক পরগণায়

রাজপুরুষের নামে মহারাজ শাহুর আদেশপত্র লইয়া ১৭২২ ও ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মালব হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়া আসেন। পরবর্ত্তী বৎসরে উদাজী পবারের সহিত বাজীরাও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পা মালবে গমন করেন। রাজা গিরিধর নামক তথাকার কোনও সুবেদার সমরলিপ্সু হইয়া তাঁহাদিগের গতিরোধ করেন। বলাবাহুল্য তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হয়।

বাজীরাওয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, মালব-দেশকে সম্পূর্ণরূপে স্বকরতলগত করিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন। তিনি শৌর্য্য ও উৎসাহের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে তিনি প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওর বিশেষ ঈর্ষ্যার ভাজন হইয়াছিলেন। বাজীরাও যাহাতে স্বীয় বিক্রম ও কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়া মহারাজ শাহুর অধিকতর প্রীতি ভাজন হইতে না পারেন, তিনি সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। মহারাজ শাহুর নিকট বাজীরাও উত্তর-ভারতে অভিযান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই শ্রীপতিরাও নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। কয়েকবার এইরূপ ঘটায় মহারাজ শাহু সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত করিবার জন্য একদিন সভা আহ্বান করেন। দরবারে সকল সর্দ্দার ও সামন্তগণ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদে নানা কথার অবতারণা করেন। তিনি বলেন,—

"পেশওয়ে স্বপক্ষের বলাবলের বিচার না করিয়া কেবল আগ্রহাতিশয্যবশতঃ হিন্দুস্থান (উত্তর ভারত) বিজয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে একটী সামান্য বিদ্রোহদমনেরও এখন আমাদিগের সামর্থ্য নাই। নিজামের মহাবল পরাক্রম সৈন্যসমূহ আমাদিগের দ্বারদেশে আসিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছে। তাহাদিগের রণকণ্ডূতি নিবৃত্ত করিবার আমাদিগের শক্তি নাই। অধিক কি, আমাদিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বই আমরা সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে আদায় করিতে অসমর্থ। এ অবস্থায় বিদেশ-জয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া অগ্রে স্বরাজ্যের দৃঢ়তা-সম্পাদনে যত্নশীল হওয়াই কর্ত্তব্য। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর সহিত আমাদিগের যে বিরোধ আছে, তাহার মীমাংসা ও কর্ণাটক অঞ্চলে মহাত্মা শিবাজী যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার না করিয়া উত্তর ভারতে অভিযান করা আমি কিছুতেই রাজ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করি না। পেশওয়ের ন্যায় আমারও শৌর্য্য ও সাহস আছে। কিন্তু বিদেশে গিয়া শৌর্য্যপ্রকাশের ইহা উপযুক্ত সময় নহে।"

বাজীরাও একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি প্রতিনিধির এই প্রতিবাদের উত্তরে ওজস্বিনী ভাষায় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—"প্রতিনিধির উপদেশ অতীব বিস্ময়কর। বর্ত্তমান কালের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে মোগল-সাম্রাজ্যরূপ মহাতরু এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার এতদপেক্ষা উপযুক্ত অবসর আর হইতে পারে না। কারণ মোগল বাদশাহেরা এখন মরাঠাগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। বীরশ্রেষ্ঠ মরাঠাগণেরই সাহায্যে আপনার অধিকার রক্ষা করিতে এখন মোগলগণ চেষ্টা করিতেছেন। এ অবস্থায় মারাঠাগণ যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মোগল বাদশাহীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে। নিজাম উলমুলকের ভয়ে মোগল-রাজ্য বিনাশের এ সুযোগ ত্যাগ করা আমি কখনই সঙ্গত মনে করি না। এরূপ ভীত হইলে রাজ্যবৃদ্ধি কিরূপে হইবে? পরলোকগত মহারাজ শিবাজী দৌলতাবাদে অওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রবল শত্রুর অবস্থিতিকালেও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বিরত হন নাই এবং উক্ত সুলতানদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিবার পূর্ব্বে কর্ণাটক অধিকারের সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। মহারাজ সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর মহারাজ রাজারামকেও বহুবার এরূপ সাহস প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। প্রতিনিধির ন্যায় ভীরুতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোনও কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন না। ফলতঃ নিজাম উলমুল্ককে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর সহিত যখন ইচ্ছা সন্ধি করিয়া কর্ণাটকের ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে না। অগ্রে হিন্দুদিগের নিজস্ব হিন্দুস্থান হইতে বৈদেশিকদিগকে বিতাড়িত করিয়া অলৌকিক যশোলাভ করিতে পারিয়াছি ও ঈশ্বরের কৃপায় যখন আমরা মোগলদিগের হস্ত হইতে প্রণষ্টপ্রায় স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে পারিয়াছি, তখন এই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বীর্য্যবলে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশস্থিত "আটকে" মহারাষ্ট্রীয় বিজয়-পতাকা রোপণ করিতে পারিব। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যদি মহৎকার্য্য সাধন করিতেই না পারিলাম, তাহা হইলে রাজ্যের উচ্চ পদলাভ করিয়া ফল কি?[১] মহারাজ আমাকে কেবল সনন্দ প্রদান করুন। আমি নূতন সৈন্যদল গঠন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছি। নিজাম উলমুল্ককে দমন করিবার ভারও আমার উপর থাকিল। সমগ্র যবন-

(১) বাজীরাওয়ের এই বাক্য প্রতিনিধির অন্তরে বোধ হয় বিষম আঘাত লাগিয়াছিল।

রাজ্যের উচ্ছেদপূর্ব্বক ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য মহাত্মা শিবাজী মহারাজের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। মহারাজের (শাহুর) পুণ্যবলে আমি সে কার্য্য সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ পিতৃদেবের সহিত উত্তর-ভারতে গিয়া আমি সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। হিন্দুস্থানের দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আমাদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এখন কেবল মহারাজের আদেশ হইলেই আমি কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারি। কর্ণাটকের ও কোল্হাপুরের সাম্ভাজীর ব্যাপার যদি প্রতিনিধি মহাশয়ের নিকট বিশেষ গুরুতর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্প্রতি যে সৈন্য সজ্জিত আছে, তাহা লইয়া কতিপয় বড় বড় সর্দ্দারের সহিত তিনি সেদিকে অভিযান করিতে পারেন। উত্তর-ভারত-বিজয়ের ভার মহারাজের আদেশ পাইলে আমি লইতেছি।"

বাজীরাওয়ের এই উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহারাজ শাহু অতীব প্রীত হইলেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"বালাজী পন্তের ঔরসে আপনার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ সম্ভবপর। আপনার ন্যায় কর্ম্মচারী যাহার অধীনতায় থাকেন, তাঁহার পক্ষে হিমালয়ের অপর পারস্থিত কিন্নরখণ্ডেও বিজয়পতাকা রোপণ কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। হিন্দুস্থান বিজয় ত অতি তুচ্ছ কথা। অতএব আপনি উত্তর-ভারতে গমন করুন, নিজাম উলমুলক্ ও কর্ণাটক-বিজয়ের ভার আমাদিগের উপর রহিল।" এই বলিয়া মহারাজ শাহু ভূষণ-পরিচ্ছদাদি দানে বাজীরাওকে সম্মানিত করিলেন। সেদিনকার দরবারে বাজীরাওয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বক্তৃতার ফলে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার-সমাজে তাঁহার প্রশংসার সীমা রহিল না। সাতারার দরবারে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাওয়ের যে গৌরব ও প্রভুত্ব ছিল, এই ঘটনায় তাহা হ্রাস পাইল। মহারাজ শাহুও বাজীরাওয়ের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে উত্তর ভারত-বিজয়ের জন্য সনন্দপত্র প্রেরণ করিলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

রাজসভায় বাজীরাও যেরূপ বীররসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য ও সাহসও তদনুরূপ ছিল। তিনি এরূপ সুদৃঢ়কায় ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন যে, যুদ্ধাভিযান-কালে সময়ে সময়ে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়া এবং কাঁচা ছোলা ও ভুট্টা হস্তে মর্দ্দনপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ভক্ষণপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার বুদ্ধিও অতীব বিশাল ছিল। রাজকার্য্যে তাঁহার ন্যায় ধুরন্ধর ব্যক্তি মহারাষ্ট্রে আর কেহ ছিলেন না। তিনি আমামিষ ও কিয়ৎ পরিমাণে বিলাসপ্রিয় ছিলেন।

উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতা-বিস্তারের জন্য তিনি যে সৈন্যদল গঠন করেন, তাহার মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মহ্লার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে (সিন্ধিয়া), গোবিন্দরাও বুন্দেলা ও উদাজী পবার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] ইঁহারা সকলেই (উদাজী পবার ভিন্ন) পূর্ব্বে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন এবং বাজীরাওয়ের সঙ্গে থাকিয়া ইতিহাসে অমরত্ব-লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন।

মহারাজ শাহুর নিকট সনন্দ লাভ করিয়া বাজীরাও প্রথমতঃ মালব-বিজয়ের জন্য দুইবার অভিযান করেন। উভয় বারই তথাকার রাজা গিরিধরের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে করদানে বাধ্য করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর যে লুণ্ঠন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তাহাতে বহু সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয়। মহ্লার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে ও উদাজী পবার এই যুদ্ধে বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বাজীরাও তাঁহাদিগকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা আদায় করিবার বংশপরম্পরাগত অধিকারপত্র দান করিলেন এবং সৈন্য-পোষণের জন্য "মোকাসা" নামক আয়ের অর্দ্ধাংশ (তন্মধ্যে হোলকর শতকরা ২২৷৷০, শিন্দে ২২৷৷৵ ও পবার ১০৲ হিসাবে) গ্রহণের আদেশ করিলেন (১৭২৫ খৃঃ অব্দ)।

(১) মহ্লার রাওয়ের পিতা পুণা জিলার অন্তর্গত নীরা নদীর তীরবর্ত্তী হোল নামক গ্রামের চৌগুলা বা গ্রামরক্ষকের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। মেষ-পালন তাঁহার পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় ছিল। মহ্লাররাও বাল্যকালে মেষচারণ করিতেন। যৌবনে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। বাজীরাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইহার পর ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতি হইয়া তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হন।

রাণোজী শিন্দে—গোয়ালিয়ারের সিন্দিয়া বংশের আদিপুরুষ। তিনি প্রথমে মোগলদিগের অধীনে কার্য্য করিতেন। মোগলদিগের অবনতির সূত্রপাত ও স্বজাতির অভ্যুদয়-দর্শনে তিনি পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের নিকট বারগীর বা অশ্বসাদীর কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সামান্য ভৃত্যভাবেই বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাণোজীর নিষ্ঠা দেখিয়া বাজীরাও তাহার পদোন্নতি করেন। মহ্লাররাওয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল।

গোবিন্দরাও বুন্দেলা রত্নগিরি-জেলার অন্তর্গত নেবরে গ্রামের কুলকর্ণীর পুত্র।[১] পিতার মৃত্যুর পর ইনি অন্নকষ্টে পীড়িত হইয়া বাজীরাওয়ের সেবাকার্য্য গ্রহণ করেন। কার্য্যতৎপরতা-গুণে ইনি বুন্দেলখণ্ডের সুবেদার নিযুক্ত হন।

মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় কর্ণাটক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইয়াছিল। নিজাম-উল্-মুলুক্ দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী লাভ করিলে ঐ প্রদেশ আপন করতলগত করিয়াছিলেন। তাহা পুনরধিকার করিবার জন্ত প্রতিনিধির বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। বাজীরাও মালববিজয়পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতিনিধি-মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে মহারাজ শাহু তাঁহাকে কর্ণাটক-জয়ার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সময় কর্ণাটদেশে অভিযান করিবার উপযুক্ত অবসর বলিয়া বাজীরাওয়ের নিকট বিবেচিত হইল না এবং তাঁহার অভিপ্রায় তিনি মহারাজ শাহুর গোচর করিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিনিধির তুষ্টিসাধ-নোদ্দেশে তাঁহাকে সেই সময়েই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। ফলে কর্ণাট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় হইল বটে; কিন্তু ঐ প্রদেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক-দিগের অনেকেই রোগে প্রাণত্যাগ করিল (১৭২৬ খৃঃ অঃ)।

বাজীরাওয়ের গতিরোধ করা সহজ নহে দেখিয়া নিজাম-উল্-মুলক্ এক অভিনব কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়-দিগের অভ্যুদয়-নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়েরাই এই সময়ে নিজাম-উলমুল্কের একমাত্র ভীতির স্থল ছিলেন। দিল্লী-দরবারে প্রাধান্য লাভ করাই এতদিন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইল। কারণ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে গিয়া বাদশাহী দরবারের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলেন, তাহাতে বাদশাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব করা তাঁহার নিকট গৌরবকর বলিয়া বোধ হইল না। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই দিল্লী হইতে পদত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে আসিয়া স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি প্রথমেই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়া আপনাকে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন অধিপতি বলিয়া প্রচার করিলেন। দিল্লীর বাদশাহের জন্য তাঁহার কোনও ভয় ছিল না। দাক্ষিণাত্যে অক্ষুন্ন প্রতাপ স্থাপন-বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরাই তাহার নিকট বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপাত-সাধনই এখন হইতে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব-বিজয়-পূর্ব্বক গুজরাত ও উত্তর-ভারতে আপনাদিগের অধিকার-বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া নিজাম প্রথমতঃ মনে মনে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৃষ্টি উত্তর-ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি বলসঞ্চয়ের অবকাশ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বাদশাহের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিগ্রহ ঘটিলে তাহার ফলে উভয় দলেরই দৌর্ব্বল্য ঘটিবার সম্ভাবনা—অন্ততঃ বাদ-শাহের শক্তি নিশ্চয়ই ক্ষয়িত হইবে। কিন্তু ইহা ভাবিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন।

মোগল বাদশাহের প্রদত্ত সনন্দের বলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রতি বৎসর নিজামের রাজ্য হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী-বিষয়ক কর আদায় করিতেন এবং তদুপলক্ষে তাঁহার রাজ্যে প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিবিধি হইত। তাহা বন্ধ করিবার জন্য তিনি শাহুর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজ যদি নিজাম রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব ত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিজাম তাঁহাকে একবারে কয়েক কোটী নগদ টাকা ও তাহার শাসনাধীন ইন্দাপুরের নিকটস্থ কয়েকটী পরগণা নিষ্কর জায়গীর-স্বরূপ প্রদান করিবেন। বাজীরাও এই প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবেন না, ইহা নিজামের অবিদিত ছিল না। এই কারণে বাজীরাওকে কর্ণাটকপ্রদেশে যুদ্ধে লিপ্ত দেখিয়া সেই অবসরে শাহুর নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। রাজসভায় তাহার প্রস্তাবের সমর্থন করিবার জন্য তিনি শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি মহাশয়কে বেরার অঞ্চলে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। লঘুমতি প্রতিনিধি মহারাজ শাহুকে বুঝাইয়া দিলেন যে, নিজামের প্রস্তাবমত কার্য্য করিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিশেষ লাভ হইবে। কাজেই সরলমতি শাহু ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

এমন সময়ে সহসা কর্ণাট-বিজয়-সমাপন করিয়া বাজীরাও সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি এই ঘটনার বিষয় শ্রবণমাত্র নিজামের কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি শাহু মহারাজকে বুঝাইলেন যে, কোনও কারণে নিজাম-রাজ্যে চৌথ ও সরদেশ-মুখী আদায়ের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে উক্ত রাজ্যে আমাদিগের প্রতিপত্তির হানি হইবে এবং নিজামের মহারাষ্ট্রভীতি কমিয়া গিয়া তিনি আমাদিগের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা পাইবেন।" তখন শাহু উক্ত প্রস্তাবে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। প্রতিনিধির উপর মহারাজের অসন্তোষ হইল এবং বাজীরাওয়ের সহিত প্রতিনিধি বদ্ধবৈর হইলেন।

এই কৌশলজাল ব্যর্থ হওয়ায় নিজাম আর এক কৌশল খেলিলেন। তিনি কোল্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহারাষ্ট্র-সমাজে গৃহ-বিবাদানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেন। বর্ষশেষে যখন শাহুর কর্ম্মচারিবর্গ চৌথ ও সরদেশমুখীর প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য নিজামরাজ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন নিজাম বলিলেন, "মহারাজ শাহু ও মহারাজ সাম্ভাজী উভয়েই আমার নিকট মহারাষ্ট্রগণের প্রাপ্য চৌথ প্রার্থনা

করিতেছেন। এ অবস্থায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী নির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা কাহাকেও প্রদান করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া তিনি মহারাজ শাহুর কর্ম্মচারীদিগকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নিজামের এ কৌশলও বাজীরাওয়ের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিল না। তিনি বলিলেন, চৌথ আদায় করিবার বাদশাহী সনন্দ যাঁহার নামে আছে, নিজাম তাঁহাকেই চৌথ দিতে বাধ্য। শাহ তাঁহার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজামের কার্য্য গর্হিত বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিজামের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার হুকুম দিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বাজীরাও রাজ্যের যাবতীয় যোদ্ধৃপুরুষদিগকে লইয়া অভিযানের আয়োজন করিলেন। নিজামও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এই সময়ে নিজামের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাজীরাওয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। তিনি প্রথমে বুহান্‌পুর লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ ও নগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে নিজাম স্বীয় দলবল সহ বুহান্‌পুর-রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন। নিজামের সমস্ত সৈন্য ওদিকে গিয়াছে দেখিয়া তিনি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য বুহান্‌পুর অঞ্চলে প্রেরণ করিয়া প্রধান প্রধান সেনানী সহ সহসা গুজরাতে প্রবেশ করিয়া তথাকার সুবেদার সরবুলন্দ খাঁকে যুদ্ধে জর্জ্জরিত করিয়া সমগ্র গুজরাত লুণ্ঠন করিলেন। এদিকে নিজাম তাঁহার অপেক্ষায় বুহান্‌পুরে বহুদিন যাপন করিবার পর তিনি বাজীরাওয়ের গুজরাত আক্রমণের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি পুণা অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বাজীরাও এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র শ্যেনবৎ বিদ্যুদ্বেগে গুজরাত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাজীরাওকে পৃষ্ঠোপরি দেখিয়া নিজাম পুণার অভিমুখ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বাজীরাওয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুচতুর বাজীরাও তাঁহার সহিত বিবিধ খণ্ডযুদ্ধে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়া গোদাবরী-তীরবর্ত্তী এক বিকট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, নিজাম স্বীয় বিপদ্ আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। বাজীরাও নিজাম-পক্ষীয় সৈন্যের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের আশ্রয়-গ্রহণের পথ রুদ্ধ করিলেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রের সৈন্যেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল, তখন উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিজামের তোপখানা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাতে বহু মহারাষ্ট্র-সৈন্য বিনষ্ট হইল। তথাপি বাজীরাও সাহসপূর্ব্বক স্থানত্যাগ করিলেন না এবং নিজামের সৈন্যদল যাহাতে খাদ্যাদির সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। এতক্ষণে নিজাম স্বীয় বিপদ্ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোল্হাপুরের সাম্ভাজী, চন্দ্রসেন জাধব, রাও রম্ভা নিম্বালকর প্রভৃতি মরাঠা সেনানী ছিলেন। নিজাম তাঁহাদিগের সাহায্যে বাজীরাওয়ের পরাভব সাধন জন্য মহারাজ সাম্ভাজীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে নানাবিষয়ে মতভেদ হওয়ায় নিজামের দলে মহা গণ্ডগোলের অভিনয় আরম্ভ হইল। এদিকে খাদ্যাভাবে সকলেই দীনভাব ধারণ করিল। বাজীরাওয়ের সৈন্যদল হইতে শন্ শন্ শব্দে গুলি আসিয়া অনেকের ইহলীলা সাঙ্গ করিল। তখন নিরুপায় হইয়া নিজাম সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। নানা তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল,—

(১) নিজাম কোল্হাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন।

(২) নিজাম-রাজ্যে যে সকল মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর চৌথ প্রভৃতি আদায় করিতে যান, তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য নিজাম স্বরাজ্যস্থ কতিপয় দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিবেন।

(৩) চৌথ ও সরদেশমুখীর প্রাপ্য সমস্ত বাকী টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন।

এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইলে নিজাম বাজীরাওকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন। অসাধারণ সাহসসম্পন্ন বাজীরাও ২।৩জন মাত্র ভৃত্যসহ একাকী শত্রু-শিবিরে গমনপূর্ব্বক নিজামের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা ১৭২৮ খৃঃ অব্দে ঘটে। এই সময়ে বাজীরাও সৈন্য-পোষণ-ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য শিন্দে (সিন্দিয়া) ও হোল্করকে ১২টী পরগণা জায়গীর-স্বরূপ দান করিলেন।

গুজরাতের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনেক দিন হইতে দৃষ্টি ছিল। নিজামের সহিত প্রথম যুদ্ধকালে বাজীরাও একবার গুজরাত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু সৈন্যসহ স্বীয় ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পাকে গুজরাতে প্রেরণ করেন এবং পরে নিজেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সরবুলন্দ-খাঁকে বলিলেন যে, গুজরাতের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের স্বত্ব তাহাদিগকে প্রদত্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাতের শান্তি-রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। সর বুলন্দ খাঁ তাহাতে সম্মত হইয়া যে সন্ধি করিল, তদনুসারে,—

(১) সুরত প্রদেশ ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত গুজরাতের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব মহারাজ শাহুকে প্রদত্ত হইল।

(২) গুজরাত-বাসীকে দস্যু তস্করের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রপতি সর্ব্বদা ২৫শত অশ্বসাদী গুজরাতে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(৩) গুজরাতের বিদ্রোহপ্রিয় জমীদারদিগকে কোনও মহারাষ্ট্রীয় কোনও প্রকারে সহায়তা করিতে পারিবেন না।

এই সন্ধির কালে বাজীরাও সেনাপতি ত্রিম্বক রাও দাভাড়েকে তথাকার মোকাসা ও সরদেশমুখের স্বত্বের একাংশ প্রদান করেন।

এই সময়ে মালবের রাজা গিরিধর মহারাষ্ট্রদিগের চৌথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণ করেন। কাজেই যুদ্ধ বাধে। তাহাতে রাজা গিরিধর নিহত হন। তখন দিল্লীর বাদশাহ রায়বাহাদুর নামক স্বীয় জনৈক আত্মীয়কে মালবে প্রেরণ করেন। এই নবীন সুবেদারের শৌর্য্যবলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রথমে পশ্চাৎপদ হইলেও তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য চিমনাজী আপ্পা, পিলাজী জাধব ও মল্হাররাও গমন করিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় লাভ হয় এবং রায়বাহাদুর যুদ্ধে নিহত হন।

ইহার পর মহম্মদ খান বঙ্গশ নামক জনৈক সেনানীর উপর মালবের শাসনকর্তৃত্ব অর্পিত হয়। আলাহাবাদ অঞ্চলও তাঁহারই শাসনাধীন ছিল। বুন্দেলখণ্ড নামক রাজ্য এই দুই রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহার পূর্ব্বে ছত্রপতি শিবাজীর উপদেশক্রমে ক্ষত্রিয়বীর ছত্রসাল কর্ত্তৃক এই দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। মহম্মদ খান এই হিন্দুরাজ্য নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হন। রাজা ছত্রসাল পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত মহম্মদখানের আক্রমণ রোধ করিতে পারিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া ও বাজীরাওকে হিন্দুদিগের একমাত্র বন্ধু জানিয়া ছত্রসাল তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন,—"পূর্ব্বকালে নক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমরাও অদ্য সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছি। বুন্দেলাগণ বাজী হারিতেছে, এ সময়ে হে বাজীরাও! তুমি তাহাদিগের লজ্জারক্ষা কর।"

এই কাতরোক্তিপূর্ণ শ্লোক পাঠ করিয়া বাজীরাওয়ের হৃদয় মুসলমানদিগের গ্রাস হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় সৈন্য দলসহ মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি স্বীয় পরাক্রমবলে বঙ্গশকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। সমরবিজয়ী বাজীরাও ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বৃদ্ধ নরপতি হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সকলের সমীপে তাঁহাকে স্বীয় তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত শত্রুর প্রতি মহারাষ্ট্রীয়েরা অতীব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য ছত্রসাল বাজীরাওকে যমুনাতীরবর্ত্তী ঝাঁসি (ঝান্সী) নামক দুর্গ ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রায় সওয়া দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিলেন। এই ঘটনা ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল সংঘটিত হয়।[১]

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ছত্রসালের মৃত্যুকালে বাজীরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজা তাঁহাকে আরও একলক্ষ দশ হাজার টাকা আয়ের রাজ্যাংশ দান করেন। গোবিন্দরাও বুন্দেলা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সর্দ্দারের প্রতি এই ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয়ের প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। কাল্পী ও সাগর প্রভৃতি নগর গোবিন্দরাও কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মহারাষ্ট্রশক্তির প্রতাপ গোবিন্দরাওয়ের বাহু-বলেই অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে ইহার মৃত্যু ঘটে।

ইহার পূর্ব্বে নিজাম বাজীরাওয়ের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন ও তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভের আশা অল্প ছিল বলিয়া তিনি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে গোপনে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে একটা গৃহবিবাদের সূচনা হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সে সুযোগ উপস্থিত হইল। গুজরাতে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সরবুলন্দ খানের সহিত যে সন্ধি হয়, বাজীরাও তাহাতে সহগামী সেনাপতি ত্রিম্বকরাও দাভাড়ের মতামত গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র বাজীরাওয়ের প্রতিপত্তি-দর্শনে তিনি তাঁহার প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তিনি আপনাকে নিতান্ত অবজ্ঞাত মনে করিয়া বাজীরাওয়ের উপর অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন।

নিজাম এই অসন্তোষের বিষয় অবগত হইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং এই বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন প্রক্ষেপের প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে সেনাপতিকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ত্রিম্বকরাও সসৈন্যে বাজীরাওকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

---

(১) আমরা এই তারিখ বাজীরাওয়ের সহকারী সেনানী পিলাজী জাধব রাওয়ের বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লিখিত মূলপত্র ও মহারাষ্ট্রীয় খবর অবলম্বনে নির্ণয় করিলাম। গ্রাণ্টডফ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনার জন্য বলিয়া নির্ণয় করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই পত্রে লিখিত আছে যে, বঙ্গশ পরাজিত ও অবরুদ্ধ হইলে, তাঁহার পুত্র [illegible] সৈন্যসহ পিতার উদ্ধারার্থ আগমন করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শত্রুপক্ষকে [illegible] করেন।

তাঁহার উদয়জনায় পিলাজী গায়কবাড় প্রভৃতি কয়েকজন সেনানী তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ গুজরাত হইতে বাজীরাওয়ের সর্ব্বনাশ করিবার জন্ত পুণা অভিমুখে অভিযান করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, বাজীরাওয়ের প্রতিপত্তি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় মহারাজ শাহুর শক্তি খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই কারণে তিনি পেশবার দর্প চূর্ণ করিয়া শাহুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ মরাঠা-সেনানী এই কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই কথা শুনিয়া অনেকে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল। বাজীরাও এই সংবাদ অবগত হইয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি যথা সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক সেনাপতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "সেনাপতি হিন্দু হইয়াও নিজামের পরামর্শক্রমে মহারাষ্ট্ররাজ্যে গৃহবিবাদের সূচনা করিতেছেন। অতএব যাঁহারা প্রকৃত স্বরাজ্যের মঙ্গল-কামী তাঁহাদের সেনাপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য।" এই ঘোষণার ফলে বাজীরাওয়ের সৈন্যদল কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্ট হইল।

১৭৩০ খৃঃ, সেপ্টেম্বর, বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পা আত্ম-রক্ষার জন্য ১৮ সহস্র সৈন্য লইয়া সেনাপতি ত্রিম্বকরাও দাভাড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গুজরাতে উপস্থিত হইয়া সেনাপতির সহিত প্রথমেই সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ যে অনর্থের মূল, একথা না বুঝিয়া ও পেশ-ওয়েকে ভীত জানিয়া সেনাপতি যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলেন। বড়োদার নিকটবর্ত্তী দভোই নামক স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম হইল। নিজাম উল্‌মুল্‌কের নিকট যে সাহায্য পাইবার আশা ছিল তাহা আসিল না। বাজীরাওয়ের অদ্ভুত সৈনাপত্য-গুণে ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ বিপক্ষদল পরাজিত হইলেন। স্বয়ং সেনাপতিও যুদ্ধে গতাসু হইলেন। পিলাজী গায়কবাড়ের দুই পুত্রও এই যুদ্ধে নিহত হন। স্বয়ং পিলাজী আহত হইয়া পলায়ন করেন। হোলকর ও সিন্দিয়া এই যুদ্ধেও বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। (১৭৩১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী)।

পেশওয়ে গুজরাতের বন্দোবস্ত করিয়া সাতারায় ফিরিয়া আসিলে প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা মহারাজ শাহুকে বলিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে মহারাজ অতীব দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বাজীরাও সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করায় নিজামের উপর তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। তিনি সেনাপতি-পুত্র যশোবন্তরাওকে সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক বাজীরাওয়ের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে আর যাহাতে কোনও প্রকারের কলহ না হয়, সে জন্য উভয়ের নিকট হইতে লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র গ্রহণ করিলেন। তদবধি গুজ-রাতের সম্পূর্ণ শাসনভার সেনাপতির উপর অর্পিত হইল। মালবে বাজীরাও সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন এবং স্থির হইল যে, গুজরাতের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ বাজীরাওয়ের হস্তে রাজকোষে প্রেরিত হইবে, সর বুলন্দ খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রদেশের আয় সেনাপতি স্বয়ং রাজসরকারে প্রেরণ করিবেন। এই সময়ে পিলাজী গায়কবাড়ের সঙ্গেও বাজীরাওয়ের সখ্য হয় এবং গায়কবাড় শাহুর নিকট "সেনাখাস খেল" উপাধি লাভ করেন (১৭৩১ খৃঃ আগষ্ট)।

সেনাপতি ত্রিম্বকরাও দাভাড়ে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে দেশবিদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যানুসারে তাঁহাদিগকে দক্ষিণাদি দানে পুরস্কৃত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই দক্ষিণাদান কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তদবধি বাজীরাও উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন। এই কার্য্যে বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইত। তাঁহার পুত্র বালাজী বাজী-রাও পেশওয়ের আমলে দক্ষিণার ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইংরাজেরাও ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দানকার্য্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে ঐ টাকার একাংশ কতিপয় শাস্ত্রালোচনাপ্রিয় ব্রাহ্মণ-পরিবারকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট টাকা "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটি" ও "দক্ষিণা ফেলোশিপ" পরীক্ষায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। "দক্ষিণা-প্রাইজ-কমিটি" হইতে অদ্যাপি মহারাষ্ট্র-ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে যোগ্যতানুসারে ৫০ হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

সেনাপতির সহিত বিরোধ-শান্তির পর বাজীরাও নিজামকে এই গৃহবিবাদের মূল জানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়ো-জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিজাম ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে স্থির হইল যে নিজাম অতঃপর মহারাষ্ট্রদিগের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং বাজীরাও স্বাধীন ভাবে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র আধিপত্য করিবেন।

পরবর্ত্তী বর্ষে বাজীরাওর মালবে গমনকালে নিজামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া স্থির হয় যে,—মালবে গমনাগমনকালে বাজীরাওয়ের সৈন্য খান্দেশস্থিত নিজামের অধিকারে উপদ্রব করিতে পারিবে না এবং নিজাম চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা বিনা তাগাদায় পেশওয়েকে যথানিয়মে প্রতিবৎসর প্রদান করিবেন।

ইহার পর জঞ্জিরার সিদ্দিদিগের সহিত মহারাষ্ট্রপতির বিরোধ ঘটে। মহারাজ শাহ প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওকে তাহা-

দিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরাজয় ঘটিল। তখন শাহু মালব হইতে বাজীরাওকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বাজীরাও রাণোজী শিন্দে ও মহলারাও হোলকরকে মালবের ভার দিয়া জঞ্জিরা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে সিদ্দি পরাজিত হয়। ঐ অঞ্চলের ১১টী মহালের আয়ের অর্দ্ধাংশ মহারাষ্ট্রীয়েরা পাইলেন। রায়গড় প্রভৃতি পাঁচটী প্রসিদ্ধ দুর্গও তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ শাহু বাজীরাওকে রায়গড় ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

অতঃপর উত্তর-ভারতের প্রতি বাজীরাওয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কতিপয় কারণ ঘটে। প্রথমতঃ বাজীরাও গুজরাত ও মালব-বিজয়ের পর ঐ প্রদেশের চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বের সমস্ত পত্র বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করেন। বাদশাহ পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ বালাজী বিশ্বনাথকে ঐ প্রদেশদ্বয়ের চৌথ প্রভৃতির সনন্দ দেওয়া হইবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল তাহা) বিস্মৃত হইয়া বাজীরাওয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সর বুলন্দ খান বাজীরাওকে ঐ স্বত্ব দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত ও অবজ্ঞাত করেন এবং তাঁহার স্থানে যোধপুরের রাজা অভয়সিংহকে গুজরাতের সুবেদার করিয়া পাঠান। অভয়সিংহ অতীব ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। তিনি পিলাজী গায়কবাড়কে পরাজিত করিয়া পরে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁহার বধসাধন করেন। এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা ভীত না হইয়া বরং অতীব উত্তেজিত হয়। তাঁহাদিগের উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে অভয়সিংহ ভয় পাইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন। ইহার পর মহম্মদখাঁনবঙ্গশের মৃত্যুর পর জয়পুরের রাজা সবাই জয়সিংহ মালবের সুবেদাররূপে প্রেরিত হন। তাঁহার সহিত বাজীরাওয়ের সখ্য ছিল। (বালাজীবিশ্বনাথের দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই সখ্য ঘটিয়াছিল।) তাঁহার সাহায্যে বাজীরাও বাদশাহের মৌখিকভাবে মালবের অস্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি গুজরাত ও মালবের চৌথ ও সরদেশমুখীর লিখিত সনন্দ প্রার্থনা করিয়াও পাইলেন না। এই সকল কারণে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন সিদ্দির বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন শিন্দে ও হোলকরকে আগ্রা পর্য্যন্ত মোগল-প্রদেশ আক্রমণ করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

এই সকল কারণ ভিন্ন আর একটী কারণ হইয়াছিল। বাজীরাওয়ের সৈন্য সামন্ত অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার অনেক ঋণ হইয়াছিল। সৈন্যগণ যথাসময়ে বেতন না পাওয়ায় অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, বাজীরাও বড় বিপন্ন হইলেন। মহাত্মা রামদাস স্বামী যেমন রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর গুরু ছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী নামে এক মহাপুরুষ বাজীরাওয়ের গুরু ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন। বাজীরাও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া এই সময়ে তাঁহাকে পত্র লিখেন। উত্তরে স্বামীজী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে,—"বিপদের সময় ধৈর্য্য হারান তোমার ন্যায় ব্যক্তির অকর্ত্তব্য। তুমি মালবদেশ সম্পূর্ণ অধিকারপূর্ব্বক দিল্লী আক্রমণের চেষ্টা কর। তাহা হইলে অর্থকষ্ট নিবারণ, ম্লেচ্ছদমন ও হিন্দুসাম্রাজ্যের বিস্তার—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" ইত্যাদি উৎসাহপূর্ণ উপদেশসম্বলিতপত্র পাঠ করিয়া বাজীরাও ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংকল্প করিলেন।

বাজীরাওয়ের আদেশে মহারাষ্ট্রসেনা মালব হইতে চম্বল (চর্ম্মণ্বতী) নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। মহলাররাও হোলকরের অধীনতায় এক দল সৈন্য আগ্রা অতিক্রম করিল। তাহাদিগের তাণ্ডব-নৃত্য-দর্শনে বাদশাহ শঙ্কিত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী খান-দৌরান্ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বাদশাহের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বাজীরাওকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখী এবং গুজরাতের সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বাদশাহের অধীন তুরাণী সর্দ্দারগণের প্রতিবন্ধকতায় যে প্রস্তাব রহিত হইল। তখন খান-দৌরান্ বাজীরাওকে জানাইলেন যে, বাদশাহ তাঁহার সন্ধির বিনিময়ে চম্বলনদীর দক্ষিণাঞ্চলস্থিত মোগলশাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা দান করিতে এবং পশ্চিমে বুন্দী কোটা হইতে পূর্ব্বদিকে বুধাওর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপুতশাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করাদায়ের অধিকার দিতে প্রস্তুত আছেন। বাজীরাওকে শেষোক্ত অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়া উভয়েই গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত হইবেন এবং সেই সুযোগে মুসলমানগণ আপনাদিগের প্রনষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধারের অবকাশ পাইবেন। কিন্তু বাজীরাও ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অধিক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি এবার যে সকল স্বত্ব বাদশাহের নিকট চাহিলেন তাহার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী ও গয়া এই চারিটী প্রদেশ যাহাতে বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাসনাধীন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বাজীরাও বাদশাহকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাদশাহ কিছুতেই সে প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইলেন না। তাঁহার অপর

প্রার্থনাসমূহের মধ্যেও একটীর অধিক পূর্ণ হইল না। খান দৌরান্ বাজীরাওয়ের নিকট হইতে ৬ লক্ষ টাকা উপঢৌকন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের "সরদেশপাণ্ডে" নামক পদের স্বত্ব দান করিলেন। এই স্বত্বানুসারে দাক্ষিণাত্য-স্থিত নিজাম-উলমুল্কের শাসিত প্রদেশের সমস্ত আয়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। নিজামের সহিত খান দৌরানের মনোমালিন্য ছিল বলিয়া তিনি নিজামকে অবজ্ঞাত করিবার জন্যই বাজীরাওকে এই স্বত্ব দান করিয়াছিলেন। নিজামের উপর প্রভুত্ববিস্তারের সুযোগ ত্যাগ করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বাজীরাও ৬ লক্ষ টাকা দিয়া এই স্বত্ব বাদশাহের নিকট ক্রয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। ইহার ফলে নিজামের হৃদয়ে বাজী-রাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। এদিকে বাজী-রাওয়ের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ না করায় ও মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া বাদশাহ আত্মরক্ষার উপায়ান্তর অবলম্বন করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি নিজাম-উলমুল্ককে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট মহারাষ্ট্র-অভিযান-নিবারণের জন্য সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত বিদ্রোহাপরাধ ক্ষমা করিলেন। ইহাতে নিজামের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া সৈন্যদল সহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য উত্তর-ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সংবাদ অবগত হইয়া বাজীরাও সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। খান্ দৌরানের অধীনতায় বাদশাহী ফৌজ তাঁহার গতিরোধের জন্য আগ্রা যাত্রা করিল। অযোধ্যার সুবেদার সাদত-খান সহসা একদল সৈন্যসহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কতিপয় মহারাষ্ট্রীয়-সৈন্য নিহত হওয়ায় হোলকর পশ্চাৎপদ হইয়া যমুনার অপর পারে হাটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এই জয়লাভে অযোধ্যা হইতে সাদত খান্ অতীব উৎফুল্ল হইয়া বাদশাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"আমরা দুই সহস্র মহারাষ্ট্রসেনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছি। মল্লাররাও হোলকর সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন। একজন মরাঠা-সেনানী আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাণভয়ে চম্বলনদী উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। পলায়নকালে যমুনা পার হইতে গিয়া দুই সহস্র মরাঠাসৈন্য জলমগ্ন হইয়াছে।" বলা বাহুল্য এই পত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ অলীক। কিন্তু ইহাতে দিল্লীর দরবারে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। বাজীরাওয়ের দর্পচূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দিল্লীর উমরাহেরা উৎসব করিতে লাগিলেন এবং আগ্রাস্থিত মহারাষ্ট্রীয় দূতকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন (১৭৩৬ খৃঃ)।

বাজীরাও তখন রাজপুতনায় ছিলেন। তিনি বুধাওয়ের রাজপুত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করিয়া ও তথায় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া মল্লাররাওয়ের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিতেছিলেন। এমন সময়ে হোলকরের পরাজয়বার্ত্তা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বড় বড় কুচ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-দূতের অবমাননার প্রতিকারস্বরূপ দিল্লীনগরীকে অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন দিল্লীবাসীরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাজীরাও দিল্লীলুণ্ঠন বা দাহ না করিয়া বাদশাহের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। বাদশাহের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই বাজীরাও দিল্লীর লুণ্ঠন বা দাহকার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। কিন্তু তথাকার উমরাহগণ বিপরীত বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা বাজীরাওকে ভীত মনে করিয়া ৮ হাজার সৈন্যসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে ৬ শত মোগল-সেনা নিহত হয়। মোগল-পক্ষীয় একজন সর্দ্দার আহত ও একজন সেনানী নিহত হন। মোগল-দিগের একটী হস্তী ও দুই সহস্র অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। বাজীরাওয়ের অতি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য এই যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল (১৭৩৭ খৃঃ)।

দিল্লীর উমরাহগণের তখন চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা বাদশাহের পক্ষ হইতে বাজীরাওয়ের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। এই অবকাশে বাজীরাও গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদী (দোয়াব) অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু সহসা শাহু মহারাজ তাঁহাকে কোঙ্কণে গিয়া পর্ত্তুগীজ-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কাজেই বাজীরাওকে বাদশাহের সহিত সন্ধি করিয়া যথাসম্ভব সত্বর সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। এই সন্ধির কালে বাজীরাও মালব-প্রদেশের একচ্ছত্র অধিকার ও যুদ্ধব্যয়স্বরূপ ১৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে মহারাষ্ট্র-নৌসেনানী আঙ্গ্রের সহিত পর্ত্তুগীজ-গণের মনোমালিন্য ঘটায় আঙ্গ্রে মহারাজ শাহুর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। মহারাজের আদেশে বাজীরাও পর্ত্তুগীজ-গণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। কোলাবার নিকট উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইয়া মরাঠা-সৈন্যের জয়লাভ ঘটে (১৭৩৭ খৃঃ)।

কোলাবার পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া বাজীরাও ষষ্ঠী (Salsette) ও বসই (Bassein) আক্রমণ করিলেন। তাহাতে বসইর নিকটবর্ত্তী ঘোড়বন্দর-দুর্গ মরাঠাগণের অধিকৃত হয়। তাহার পর ঠানা-নগর আক্রান্ত হয়। ঐ স্থানও পর্ত্তুগীজগণের

হস্ত হইতে বাজীরাও উদ্ধার করেন। ইহার পর আহাদিগের বান্দরা নামক সেনা-নিবাসের প্রতি বাজীরাওয়ের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। বাজীরাও বান্দরায় আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা বোম্বাই আক্রান্ত হইবার ভয়ে গোপনে পর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধসামগ্রীদানে সাহায্য করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বাজীরাও সমরদক্ষ আরবী, মাবলী ও হেটকরীদিগকে[1] স্বীয় সৈন্য দলভুক্ত করিলেন। কিন্তু বান্দরায় আক্রমণের পূর্ব্বেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিনাশের জন্য দিল্লীতে নানা প্রকার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র হইতেছে। কাজেই তাঁহাকে পর্ত্তুগীজ-দমন পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল।

ইহার পূর্ব্বে বাদশাহকে সাহায্য করিবার জন্য নিজাম্ উলমুল্ক্ সসৈন্যে দিল্লীতে আহূত হইয়াছিলেন। নিজামকে এই কার্য্যে তৎপর করিবার জন্য বাদশাহ তাঁহার পুত্রকে মালব ও গুজরাত-প্রদেশের সুবেদারী প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীতে বাজী-রাওয়ের হস্তে বাদশাহী সৈন্যের পরাজয় ঘটিবার পর নিজাম উলমুল্ক্ সসৈন্যে উত্তর-ভারতে উপস্থিত হন। বাদশাহ বাজীরাও-য়ের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজামকে মরাঠাগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। স্বীয় সামন্ত নরপতিগণকেও নিজামের সহায়তা করিতে আদেশ করি-লেন। বুন্দীর রাজা ভিন্ন আর সকলেই নিজামের সহিত মিলিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের সমস্ত সামন্ত-নরপতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদী হইতে ফিরিয়া মালবে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নিকট ৩৪ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এদিকে বাজীরাও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত প্রায় ৮০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে নিজাম সিরোঞ্জ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে ভোপাল নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধেই নিজামের পক্ষীয় ৫শত রাজপুত নিহত এবং শত্রুপক্ষের ৭ শত অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়। মহারাষ্ট্রপক্ষে ১ শত নিহত ও ৩ শত আহত হইয়াছিল। আর একদিন মুসলমানগণের ১৫শত সৈনিক নিহত হয়। বাজীরাও অসাধারণ দক্ষতার সহিত নিজামকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। নিজাম বিপদ্ গণিয়া বাদশাহের নিকট সহায়তা চাহিলেন। কিন্তু খানদৌরানের সহিত মনোমালিন্য ও বাদশাহের তাঁহার প্রতি আন্তরিক বিরাগ থাকায় দিল্লী হইতে সাহায্য আসিল না। তখন নিজামের সহকারী রাজপুতেরা বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু নিজামকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রথমে সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই খাদ্য-সামগ্রীর অভাবে নিজাম বিশেষ ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া পিতার সহায়তার জন্য সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বাজীরাওয়ের নির্দেশক্রমে তাঁহার ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পা স্বীয় সৈন্যবল সহ তাহার গতিরোধ করিতে লাগিলেন। তখন নিজাম নিরুপায় হইয়া ২৪ দিবস অবরোধকষ্ট সহ্য করিয়া বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির হইল। সমস্ত মালবদেশ এবং নর্ম্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যাহাতে মহারাষ্ট্রীয়-গণের হস্তগত হয়, তিনি বাদশাহকে বলিয়া তাহাই করিয়া দিবেন এবং যুদ্ধব্যয়স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া নিজাম বাজীরাওয়ের কবল হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন (১৭৩৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারি)। এই যুদ্ধের ফলে মালবে মহারাষ্ট্রের অধিকার নিষ্কণ্টক হইল।

এদিকে কোঙ্কণ পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের আবার কলহ উপস্থিত হইল। চিমনাজী আপ্পা ও শিন্দে-হোল-করের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ত্তুগীজগণ তারাপুরের যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিল (১৭৩৯ খৃঃ অঃ)। এই সময়ে রঘুজী ভোঁসলে শাহ মহারাজের বিনানুমতিতে পূর্ব্বদিকে কটক ও উত্তরে প্রয়াগ পর্য্যন্ত প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া আত্মশক্তি বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। কাজেই তাঁহার দমনের জন্য বাজী-রাওকে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু সেনানীর মূর্খতায় ঐ সৈন্যদল পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসে। তখন বাজীরাও স্বয়ং রঘুজীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহাতে বাজীরাওয়ের উত্তর-ভারতে উপস্থিতি আবশ্যক হইল। বাজীরাও সংবাদ পাইলেন যে, ইরাণের বাদশাহ নাদির-শাহ দিল্লী আক্রমণপূর্ব্বক মোগলদিগের পরাভব ও ময়ূরসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিজাম পরাজিত, সাদতখান বন্দীভূত ও খানদৌরান নিহত হইয়াছেন—কেবল তাহা নহে, তিনি একলক্ষ সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্য আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। এই সংবাদে বাজীরাও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নাদিরশাহের গতিরোধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নাসিরজঙ্গকে পত্র লিখিলেন যে, নাদিরশাহ হিন্দুমুসলমান উভয়েরই শত্রু; অতএব এ সময়ে আমাদিগের গৃহবিবাদ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার গতিরোধ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তিনি চিমনাজী আপ্পাকেও কোঙ্কণে পর্ত্তুগীজ-দিগের দমন স্থগিত রাখিয়া সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে

(১) রত্নগিরি অঞ্চলের বরকন্দাজদিগকে হেটকরী বলে। ইহারা অব্যর্থভাবে লিক্ষ্যভেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। ফলে নাদিরশাহ যাহাতে চম্বল-নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, বাজীরাও তাহার আবশ্যক উপায় অবলম্বনে বিশেষ তৎপর হইলেন।

নাদিরশাহের দিল্লী আক্রমণের কারণাবলীর ও তৎকৃত অত্যাচার-উৎপীড়নের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তথাপি এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। নাদিরশাহ ভারত-আক্রমণের যে সকল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা দিল্লীর দরবার বহুদিন জানিতে পারেন নাই। এমন কি, তিনি সিন্ধুনদের উপর সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক পঞ্জাবে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনও সংবাদ রাখিবার অবসর পান নাই, ইহার কারণ একমাত্র বাজীরাওয়ের ভীতি। বাজীরাওয়ের দমনের আবশ্যকতা দিল্লীর দরবারে বিশেষরূপে অনুভূত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সেইদিকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সুযোগে নাদির বিনা বাধায় দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের কারণ যাহাই হউক ভারতের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তদনুসারে তিনি দিল্লী লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রায় ১৪০ কোটী টাকার ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। সুতরাং বাজীরাওয়ের আর যুদ্ধাভিযানের আবশ্যক হইল না।

এই সময়ে কোঙ্কণে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত একটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধে চিমনাজী আপ্পা জয় লাভ করেন। এই যুদ্ধের বিবরণ ও মরাঠাগণের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের কলহের কারণ এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোয়া, দভোল, দমন, দীব, সাষ্টী ও বসই প্রভৃতি স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা যে কেবল এই সকল স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক আপনাদিগের অধিকার দৃঢ় করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। এদেশবাসীর প্রতি ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন। তাঁহারা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বলপূর্ব্বক অপরকে খৃষ্টান করা তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বিধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা স্বদেশে একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতেও তাহার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। বিধর্ম্মীকে খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করাইবার জন্য এই সভার সদস্যেরা অপর সাধারণকে বন্দী, উপবাসাদি ক্লেশপ্রদান, বেত্রাঘাত, উত্তপ্ত তাওোপরি স্থাপন, তাহাদের অঙ্গে জ্বলন্তবর্ত্তিকা স্থাপন করিয়া প্রাণনাশ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতেন। বাস্তবিক খৃষ্টানেরা এই সময়ে এদেশে আসিয়া যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেরূপ জগতে বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীরা করেন নাই। ইহারা মুসলমান-দিগেরও প্রতি এইরূপ অত্যাচারে বিরত হইতেন না। আর হিন্দুদিগের ত কথাই ছিল না। পর্ত্তুগীজেরা আপনাদিগের অধিকৃত স্থানের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা-দানে উৎপীড়িত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক হিন্দু স্ব স্ব বাস্তু ভিটা ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রশাসিতদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। অনেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ-পূর্ব্বক দুঃসহ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া-ছিলেন। কেহ কেহ বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। পরি-শেষে তাহারা নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রপতি শাহুর ও পেশওয়ে বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তাহারা তাহা-দিগের নিকট এই বলিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন যে, মহারাষ্ট্রপতি যখন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, তখন বিধর্ম্মী পর্ত্তু-গীজদিগের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই আবেদনপত্র পাইয়া মহারাজ পর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মীদিগকে রক্ষার জন্য বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পাকে কোঙ্কণে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র-নৌসেনানী আঙ্গ্রে পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে শাহুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরে বাজীরাওর সাহায্যে আঙ্গ্রে পর্ত্তুগীজগণের উপর জয়লাভ করিলেও যে বাজীরাও স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের অন্যান্য নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ পূর্ব্বকথিত আবেদনপত্র। পর্ত্তুগীজদিগের দমনের জন্য গুরু ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীও চিমনাজী ও বাজীরাওকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পর্ত্তু-গীজদিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মীদিগের রক্ষার জন্যই—বাজীরাও দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেও, চিমনাজী আপ্পা বহুদিন কোঙ্কণ ত্যাগ করেন নাই। পর্ত্তুগীজদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া তিনি পূর্ণ দুইবৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া সাষ্টী প্রভৃতি বহু প্রদেশ অধিকার করিয়া-ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে আবশ্যক হইলে সম্মুখ সমরে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

দুই বৎসর কাল নানা স্থানে খণ্ড-যুদ্ধের পর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বসই আক্রমণ করেন। তিন মাস অবরোধের পরও দুর্গ তাঁহাদিগের হস্তগত হইল না। পর্ত্তুগীজেরা সুযোগ

হইতে সাহায্য আনাইয়াছিলেন। তাহাদিগের তোপের সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা পুনঃ পুনঃ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। মরাঠারা সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদের সাহায্যে দুর্গপ্রাচীর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাচীরে একটা ছিদ্রও করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। তখন চিমনাজী আপ্পা একদিন দুর্গ অধিকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীয় সর্দারগণকে বলিলেন যে,—"তোমরা যদি দুর্গে প্রবেশ করিতে না পার, তাহা হইলে আমাকে তোপের মুখে বাঁধিয়া গোলার সহিত দুর্গ মধ্যে নিক্ষেপ কর।" তখন দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত সকলে পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় হইল। মরাঠারা বসইর দুর্গস্থিত ক্রুশচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিলেন (১৭৩৯ খৃ: অ:, ১৬ই মে)। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেরূপ অতি অল্প সময়েই দেখাইতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের ৭ শত ও মরাঠাদিগের ৫ সহস্র সৈনিক নিহত হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ দুই বৎসরের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সমরে ১৪ সহস্র মহারাষ্ট্রসেনা হতাহত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে গোয়া ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ ভিন্ন পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত বহু স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে হিন্দুগণের নির্যাতনভোগেরও অবসান হইয়াছিল। বসইদুর্গ অধিকার-কালে দুর্গাধিপতির পরিবারস্থ একটী মহিলা মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকবৃন্দের হস্তগত হয়। কিন্তু চিমনাজী আপ্পা তাহাকে সসম্মানে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ করেন। বসইর খৃষ্টানদিগের মুখে এখনও এ সম্বন্ধে চিমনাজী আপ্পার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়।

এদিকে নাদিরশাহের প্রস্থানের পর দিল্লীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, বাজীরাও চেষ্টা করিলে অনায়াসে মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মহারাষ্ট্র-বিজয়পতাকা রোপণ করিয়া মোগল-বাদশাহীর বিলোপসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে সাক্ষীগোপালস্বরূপ একজন বাদশাহকে রক্ষা করা তাঁহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তিনি দিল্লীশ্বরের এই বিপন্নদশাতেও তাঁহাকে ১০১টী মোহর উপঢৌকন পাঠাইয়া একখানি বশ্যতাস্বীকারপত্র প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ সেই পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারপূর্ব্বক বাজীরাওকে গজবাজিসহ ভূষণ-পরিচ্ছদাদিদানে প্রতিসম্মানিত করিলেন। কিন্তু নিজামউল্‌ মুল্কের সহিত ভোপালে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে বাজীরাওকে মালবপ্রদেশের নূতন সনন্দ দিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা রক্ষিত হইল না। বাজীরাও সেজন্য আর পীড়াপীড়ি করা আবশ্যক মনে করিলেন না।

এই সময়েও শিন্দে-হোলকর প্রভৃতি বাজীরাওয়ের সর্দারেরা কোঙ্কণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। এই কারণে ইত্যবসরে বাজীরাও রাজপুত ও বুন্দেলখণ্ডের রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া লইলেন। নিজামের বিরুদ্ধে অভিনব অভিযানের উদ্দেশ্যেই তিনি রাজপুত-রাজাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে নিজামের অস্তিত্ব লোপ করাই তাঁহার এই সময়ে প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল। কিন্তু তদুপযোগী আয়োজনের তাঁহার অভাব ছিল। তদ্ভিন্ন রঘুজী ভোঁসলে ও দমাজী গায়কবাড় তাঁহার প্রতি আদৌ সদ্ভাবসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহাদিগের শত্রুতার জন্যও বাজীরাওকে এই সময়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রঘুজীর সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক নিজামের সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন এবং কর্ণাটক হইতে নিজামের উচ্ছেদ করিতে পারিলে লুণ্ঠন সামগ্রীর একাংশ তাঁহাকে দিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিলেন।

রঘুজী তখন কর্ণাটক-বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। নিজাম তখনও উত্তরভারতে ছিলেন, এই কারণে বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে তাঁহার পুত্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে প্রথমে বাজীরাওয়ের পরাজয় ঘটিলেও তিনি পরিশেষে জয় লাভ করিলেন। কিন্তু নাসিরজঙ্গও সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। কাজেই বাজীরাওকে বহুদিন তাঁহার সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইল। এই সকল যুদ্ধে তাঁহার বিজয় লাভ হইলেও এরূপ জয়লাভে মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিশেষ কোনও স্থায়ী লাভ হইবে না দেখিয়া তিনি নাসিরের সহিত প্রতিষ্ঠান-নগরে এক সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির ফলে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী দুইটী প্রদেশ তিনি নিজামের পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

নাসিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধের পরিণাম তাঁহার ইচ্ছামত না হওয়ায় তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্রমাগত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় বাজীরাও বিশেষরূপে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাজনদিগের তাগাদায় তিনি বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলিতেছেন,—"আমি বিবিধ বিপদ, ঋণ ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়া নিতান্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যে অবস্থায় লোকে বিষপান করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি এক্ষণে সেই অবস্থাপন্ন

হইয়াছি। মহারাজের নিকট আমার অনেক শত্রু আছে। এ সময়ে আমি সাতারায় গমন করিলে তাহারা আমাকে বিপন্ন করিতে ছাড়িবে না। এই সময়ে মৃত্যু যদি আমার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিব।"

কিন্তু বাজীরাও বিপদে অধীর হইবার লোক ছিলেন না। তিনি সাতারা বা পুণায় প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া নূতনদেশ বিজয় দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য উত্তরভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি নর্ম্মদানদীর তীরে উপস্থিত হইলে সহসা তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া নবজ্বরে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল (বৈশাখ শুক্লা ত্রয়োদশী দিবসে) ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার জন্য শিন্দে ও হোলকরকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে বাজীরাওয়ের বয়স ৪৫ বৎসর ছিল। তাঁহার বীরত্ব ও শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র মহারাষ্ট্রে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। মহারাজ শাহু শোকে অধীর হইয়াছিলেন। এমন কি কথিত আছে, যে, নিজামউল্‌-মুল্কও তাঁহার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে বিমর্ষ হইয়াছিলেন।

বাজীরাও বিংশতিবর্ষকাল পেশওয়েপদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালের অধিকাংশই যুদ্ধাভিযানে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরত্বের ন্যায় তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও অসাধারণ ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষকে যবনদিগের শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার চরিত্রে কোনও অংশে নীচতা ছিল না। তিনি দূরদর্শী, সরল ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়ালুতা-গুণে নিজাম উলমুল্ক্ কয়েকবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। অনেকের বিবেচনায় এই দয়ালুতার জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ বিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক কঠোরতার সহিত শরণাপন্ন নিজামের বিনাশসাধন করিলে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের একটী প্রধান কণ্টক দূরীভূত হইত।

স্বরাজ্যে বাজীরাওয়ের অনেক শত্রু ছিলেন। প্রতিনিধি রঘুজী ভোঁসলে, সেনাপতি দাভাড়ে ও গায়কবাড় প্রভৃতি সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করিতেন। বালাজী বিশ্বনাথ সচিবগণের রাজস্ব-বিভাগের যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণে ইষ্ট, সেইরূপ আবার একটা মহৎ অনিষ্টেরও সূচনা হইয়াছিল। মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিস্তারে সচিব ও সেনানীগণের স্বার্থ সম্বদ্ধ হওয়ায় উহা রাজ্যবৃদ্ধির যেমন কারণ হইয়াছিল, সেইরূপ রাজপুরুষদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাবিদ্বেষও উহারই কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

বাজীরাওয়ের সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের সম্পূর্ণ দমন হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজবণিকেরা অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পর্ত্তুগীজদিগের গতিবিধির বিষয় চিমনাজী আপ্পাকে সময়ে সময়ে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ইহার ফলে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বসই অধিকৃত হইলে তিনি তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রে বাণিজ্যবিস্তারের অধিকার প্রদান করেন।

বাজীরাও দেখিতে সুশ্রী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি একটু বিলাসীও হইয়া পড়িয়াছিলেন। মস্তানী নাম্নী এক অপরূপ লাবণ্যবতী মুসলমান-যুবতীর প্রেমে পড়িয়া তিনি কিছুদিন রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া অন্তঃপুরবিহারসুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। মহারাজ শাহু এজন্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা চিমনাজী বৈরাগ্যগ্রহণপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলেন। তখন বাজীরাও প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই অবসরে তাঁহার শত্রুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। ঋণদাতাগণ তাঁহাকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া পরিশোধের জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিল। তখন তাঁহার যে মনস্তাপ হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীকে লিখিত পত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে।

বাজীরাওয়ের তিনটী পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বালাজী বাজীরাও, মধ্যমপুত্রের নাম জনার্দ্দন বাবা ও কনিষ্ঠপুত্রের নাম রঘুনাথরাও। জনার্দ্দন বাবা দ্বাদশবর্ষ বয়সে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বাজীরাওয়ের ঔরসে মস্তানীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম সমশের বাহাদুর।

বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে।

১৭২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইহার জন্ম হয়। বাল্যাবধি রাজকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বালাজী অল্পবয়সেই সে বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাজীরাও ও চিমনাজী যুদ্ধে গমন করিলে বালাজীই শাহুর নিকট থাকিয়া পিতৃপদের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় খুল্লতাতের সহিত কোঙ্কণে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে রঘুজী ভোঁসলে কর্ণাটকে ত্রিচিনপল্লীর দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বাজীরাওয়ের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাবুজী নায়ক নামক জনৈক বন্ধুকে

সঙ্গে লইয়া যথাসম্ভব সত্বরে সাতারায় উপস্থিত হইলেন। বাজীরাওয়ের পদে যাহাতে বাবুজী নায়কের নিয়োগ হয়, সে সম্বন্ধে তিনি মহারাজ শাহুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাবুজী নায়ক অতিশয় ধনশালী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিলে মহারাজ উপঢৌকন স্বরূপ বহু অর্থ লাভ করিতে পারিবেন, একথাও রঘুজী তাঁহাকে বুঝাইলেন। কিন্তু প্রতিনিধি ও গায়কবাড় এ সময়ে রঘুজীর অনুকূলতা না করায় এবং চিমনাজী আপ্পাকে লইয়া বালাজী শাহুর নিকট উপস্থিত হওয়ায় রঘুজীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বাজীরাওয়ের কার্য্যকলাপের বিষয় স্মরণ করিয়া শাহু তাঁহার পুত্রকেই পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিলেন।

বালাজী বাজীরাওকে পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিবার সময় যথারীতি দরবার আহূত হয়। সেই সময়ে নবীন পেশওয়েকে মহারাজ শাহু যে উপদেশ করেন তাহা এই,—"বাজীরাও মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইরাণীকে (নাদির শাহকে) দমিত করিবার জন্য আমি তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারও সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইরাণী এ দেশ হইতে যে ধনরত্নাদি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া আনিবার তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। কিন্তু তাঁহার আয়ুঃ শেষ হওয়ায় সে কার্য্য সাধিত হয় নাই, তুমি তাঁহার পুত্র; অতএব তাঁহার ও আমার এই বাসনা পূর্ণ করিতে তোমার যত্ন থাকা উচিত। আটকের অপর পারে, মরাঠা অশ্বসাদীদিগকে লইয়া গিয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন কর।" বলা বাহুল্য ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বালাজী শাহুর এই সংকল্পানুসারে কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে মহারাজ শাহু তাহা দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন না!

বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে নিযুক্ত হইলে রঘুজী পুনর্ব্বার কর্ণাটকে গমন করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ত্রিচিনাপল্লী অধিকৃত হইল। পেশওয়ের সৈন্যগণের প্রতি এই দুর্গরক্ষার ভার অর্পিত হইল এবং আর্কটের রাজস্ব হইতে বালাজীকে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইবে স্থির হইল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইহাই বালাজীর প্রধান লাভ হইল।

বাজীরাও ইহলোক ত্যাগ করিবামাত্র দিল্লীর বাদশাহ আজিম উল্লা খান নামক জনৈক সর্দ্দারের প্রতি মালবের সুবেদারী অর্পণ করিলেন। বালাজী বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পা বাদশাহকে পূর্ব্বকৃত সন্ধি ও প্রতিশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া মালবের অধিকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে পূর্ব্বকৃত সন্ধির বাবতে ১৫ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলেন এবং মালবের অধিকারপ্রদান সম্বন্ধে সর্ত্তস্থির করিবার জন্য তৎপরতা দেখাইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কতিপয় সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল; কিন্তু বাদশাহ তদনুসারে কার্য্য করিয়া বালাজীকে মালবের অধিকার দান করিলেন না।

বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর চিমনাজী আপ্পা ও বালাজীরাও যখন সাতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন শঙ্করজী নারায়ণ ও খণ্ডোজী মাণকর নামক দুই ব্যক্তিকে কোঙ্কণে আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে রাখিয়াছিলেন। সেই দুই বীরপুরুষের চেষ্টায় সিদ্দি (হাবসী) ও পর্ত্তুগীজেরা বহু স্থানে পরাভূত হইল এবং রেওদণ্ডা, যশোবাতগড়, মনোহরগড়, মাণ্ডবী, ঘোড়বন্দর ও উরণ প্রভৃতি স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই চিমনাজী আপ্পা ইহলোক ত্যাগ করেন (১৭৪১ খৃঃ অঃ জানুয়ারি।) প্রসিদ্ধ সদাশিব রাও বা ভাউসাহেব তাঁহারই পুত্র।

চিমনাজীর মৃত্যুর পর বালাজী মালবত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর একবৎসর কাল পুণা ও সাতারায় থাকিয়া তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারের সংস্কার সাধন করিলেন। এই কার্য্যে বালাজীর বিশেষ দক্ষতার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ শাহু তাঁহাকে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে বিজিত প্রদেশসমূহের অধিকার প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি গুজরাত ও মালবের করআদায়ের সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পেশওয়ের ক্ষমতা অতীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এই সময়ে বঙ্গদেশে ও বিহার অঞ্চলে রঘুজী ভোঁসলের সৈন্যগণ প্রবেশ করিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। রঘুজী মহারাজ শাহুর আদেশ না লইয়াই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার দমনের জন্য বালাজী প্রেরিত হইলেন। বারাণসী, প্রয়াগ, গয়া ও মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি মুসলমানদিগের শাসন হইতে উদ্ধার করিবার বাজীরাওয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তাই বালাজী প্রথমে প্রয়াগ অধিকারপূর্ব্বক বেহারে গিয়া রঘুজীকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু রঘুজীর ইঙ্গিতে এই সময়ে গুজরাত হইতে গায়কবাড় মালব আক্রমণ করায় বালাজীকে প্রয়াগ অধিকারের ও বিহার অঞ্চলে গমনের সংকল্প কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হইল। গায়কবাড়ের আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য বালাজী ধার-রাজ্যের অধিপতি আনন্দরাও পবারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি নিজাম্ উলমুল্ক্ (তিনি তখনও উত্তর-ভারতেই ছিলেন) ও জয়সিংহের মধ্যস্থতায় বাদশাহের নিকট উত্তর-ভারতের মোগল-শাসিতপ্রদেশের চৌথ প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবর্দ্ধমান শক্তিদর্শনে ভীত হইয়া বাদশাহ

বহুমূল্য খেলাতসহ যে অধিকার তাঁহাকে দান করিলেন বটে; কিন্তু সে বিষয়ে লিখিত সনন্দ প্রদান করিলেন না। তিনি কখনও বর্ষশেষে চৌথের টাকা নগদ পাঠাইয়া দিতেন, কখনও বা অন্য প্রদেশ হইতে আদায় করিবার বরাত দিতেন। বাদশাহ ভাবিয়াছিলেন, বার্ষিক নগদ টাকা দিয়া বালাজীকে কিছুদিন সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সেই অবকাশে রঘুজীর সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিবার সুবিধা হইবে এবং বাদশাহ সনন্দদানের দায়ে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইবেন। বালাজী কিছু শান্তিপ্রিয় ছিলেন বলিয়া ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে বঙ্গে রঘুজীর সর্দার ভাস্কর-পন্তের অত্যাচার বর্দ্ধিত হওয়ায় বাদশাহ বালাজীকে মালবের সনন্দ ও আজিমাবাদের চৌথ আদায় করিবার অধিকার প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশের রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। বালাজী সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। পথে যাহাতে সৈন্য-গণের উপদ্রবে কৃষকদিগের কোনও প্রকার ক্ষতি না হয়, সেজন্য তিনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে আলিবর্দ্দি তাঁহাকে সৈন্যের ব্যয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। বালাজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রঘুজী বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন। তথাপি বালাজী দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহার বহুসৈন্য নাশ করিলেন।

এই জয়লাভের পর বালাজী মালবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাদ-শাহের নিকট প্রতিশ্রুত সনন্দ প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহের পক্ষে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার কোনও কারণ আর রহিল না, তথাপি মালবের ন্যায় একটা প্রদেশের সনন্দ দান করিতে তাহার অনিচ্ছা থাকায় তিনি নিজাম ও জয়সিংহের পরামর্শক্রমে স্বীয় পুত্র আহম্মদ শাহকে মালবের নামে মাত্র অধিপতি করিয়া বালাজীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে মালব-শাসনের ক্ষমতা প্রদান করিলেন (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে)।

এই সনন্দ লাভ করিয়া বালাজী যে সন্ধিপত্র লিখিয়া দেন তাহার সর্ত্তগুলি এই,—

(১) মালবের বহির্ভূত অপর কোনও মোগল-প্রদেশে কোন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার গমনপূর্ব্বক হাঙ্গামা করিবেন না।

(২) বাদশাহের নিকট একজন উপযুক্ত মরাঠা-সর্দ্দার ৫ শত অশ্বারোহীসহ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) বাদশাহের কোন স্থানে অভিযানকালে বালাজী ১২ সহস্র অশ্বসাদী তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন। ইহার মধ্যে ৮ সহস্র সৈন্যের ব্যয় বাদশাহকে দিতে হইবে।

(৪) চম্বল নদীর উত্তরাঞ্চলস্থিত জমিদারগণের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত 'পেশকাশ' অপেক্ষা অধিক অর্থ কখনও প্রার্থনা করা হইবে না এবং ঐ প্রদেশের কোনও জমিদার বিদ্রোহী হইলে তাহার দমনের জন্য ৪ সহস্র সৈন্য দিয়া বাদ-শাহকে সাহায্য করা হইবে।

(৫) মালবের লোকে বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর ও দেবোত্তর-সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা মহারাষ্ট্রীয়েরা অব্যাহত রাখিবেন।

এই সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বাদশাহের পক্ষে জয়সিংহ ও বালাজীবাজীরাওয়ের পক্ষে রাণোজী শিন্দে, মহলার-রাও হোলকর, যশোবন্তরাও পবার ও পিলাজীজাধব জামীন হইলেন। বলা বাহুল্য, এ জামিনের কোনও মূল্য ছিল না।

এই মহৎ কার্য্য শেষ করিয়া বালাজী সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব মহারাজ শাহুকে বুঝাইয়া দেন। এ সময়ে বিলাসব্যসনাসক্ত শাহু নামে মাত্র মহারাজ হইলেও সমস্ত ক্ষমতা বালাজীরই হস্তগত হইয়াছিল। তথাপি তিনি কখনও প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করিয়া প্রতিবৎসর রাজ্যের সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব যথারীতি শাহুকে বুঝাইয়া দিতেন।

এই সময়ে রঘুজী বালাজীর সহিত মিত্রতাস্থাপনেচ্ছু হইয়া পত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেরার ত্যাগ করিলেন। রঘুজী এইরূপে বালাজীকে প্রতারিত করিয়া সাতারা আক্রমণ করিবার যথা-সম্ভব আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে গুজরাত হইতে গায়কবাড় সাতারার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য আসিতে-ছিলেন। সাতারায় শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও বালাজীর ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তিনি রঘুজীর সহিত মিলিত না হইলেও গায়ক-বাড়ের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যাহা হউক, এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় বালাজীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি স্বীয় সৈন্যবলের সাহায্যে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা সামনীতি অবলম্বন করা অধিকতর বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। এ সময়ে আত্মবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া মুসলমানদিগকে মস্তক উত্তোলনের অবসর প্রদান কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়া তিনি শাহুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বঙ্গাদি দেশের চৌথ আদায়ের অধিকার রঘুজীকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। মহারাজ শাহুর মধ্যস্থতায় রঘুজীর সহিত তাঁহার যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তদনুসারে রঘুজী লক্ষ্ণৌ, পাটনা, বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশের কর আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। বালাজীর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের উপার্জ্জিত জায়গীর ও মোকাসাস্বত্ব, কোঙ্কণ ও মালবপ্রদেশের আধিপত্য, আলাহাবাদ, আগ্রা, অজমীর, মোগলশাসিত মজলবেড়ে প্রভৃতি

প্রদেশের চৌথ এবং পাটনা অঞ্চলের তিনটী পরগণা, আর্কট অঞ্চল হইতে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা ও বেরারের অন্তর্গত রঘুজীর অধীন কতিপয় গ্রামের স্বত্ব বালাজী অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পাইবেন স্থির হইল। এই সন্ধির ফলে বালাজীর সহিত রঘুজীর বিরোধ বিলুপ্ত হইল এবং গায়কবাড় নিতান্ত সহায়শূন্য ও একক হইয়া পড়িলেন।

শাহুর মৃত্যুর পর সাতারার সিংহাসন স্বয়ং অধিকার করিবার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রঘুজীর মনে বহুদিন হইতে জাগরিত ছিল, তাহা এই সন্ধির ফলে প্রশস্ত হইয়া বঙ্গাদিদেশে যথেচ্ছা স্বীয় আধিপত্য-বিস্তারের দিকে তাঁহার অধিকতর মনোযোগ পড়িল।

এই সময় পর্য্যন্ত উত্তরভারতে নর্ম্মদা, সুবর্ণরেখা ও গঙ্গা এই নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বালাজীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে মহারাজ শাহ বালাজীকে গঙ্গার উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার-বিস্তারের অধিকার প্রদান করিয়া একটী সনন্দ লিখিয়া দিলেন (১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে)।

ইহার পর রঘুজী বঙ্গদেশে পুনর্ব্বার স্বীয় অধিকার বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ ভাস্করপন্তকে প্রেরণ করিলেন। এ সময়ে পূর্ব্বকৃত বাদশাহী সন্ধিঅনুসারে বালাজী আলিবর্দ্দিকে সহায়তা করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু রঘুজীর সহিত সংপ্রতি যে নূতন সন্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি রঘুজীর বঙ্গবিজয়ে বাধা দিতে পারিলেন না। এজন্য বাদশাহ তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার কোনও সন্তোষকর উত্তর দিতে না পারিয়া স্বরাজ্যের কার্য্য পরিদর্শন লইয়া বিশেষ ব্যস্ত আছেন, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত উত্তরভারতে বা মালব অঞ্চলে না গিয়া সাতারায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পরবর্ত্তী বর্ষে অর্থাৎ ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে বালাজী স্বীয় খুল্লতাত-পুত্র (চিমনাজী আপ্পার পুত্র) সদাশিবরাওকে মহাদাজী পন্ত পুরন্দরের কারকুন সখারাম বাপুর সহিত সসৈন্যে কর্ণাটক-বিজয়ার্থ প্রেরণ করিলেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের পর পেশওয়েগণের পক্ষীয় কেহ এ পর্য্যন্ত কর্ণাটক-জয়ের চেষ্টা করেন নাই। কর্ণাট-প্রদেশের উপর প্রতিনিধি ও তাঁহার পক্ষীয়গণের দৃষ্টি ছিল। এই কারণে আত্মবিগ্রহের ভয়ে বাজীরাও কর্ণাটকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে নিজামের ক্ষমতা অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রঘুজীকে কর্ণাটকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তৎপুত্র বালাজী এতদিন কর্ণাটকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওয়ের পরলোকপ্রাপ্তির পর কর্ণাটকরক্ষার বিশেষ কোনও চেষ্টা হইতেছে না, এবং ঐ প্রদেশের দেশমুখেরা মহারাষ্ট্রীয় স্বত্বাপহারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় আদায়কারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে, তখন তিনি সদাশিবরাওকে পূর্ব্বোক্ত অর্থে কর্ণাটকের বিদ্রোহদমনার্থ প্রেরণ করিলেন। সদাশিবরাওয়ের সহিত যুদ্ধে সাবন্থরের নবাব পরাস্ত হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বার্ষিক ৫০ সহস্র টাকা আয়ের রাজ্যাংশ তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট সমস্ত সাবন্থর প্রদেশ অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরাঞ্চলস্থিত সমস্ত প্রদেশ মহারাষ্ট্র-রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। কর্ণাটকে প্রনষ্ট মহারাষ্ট্রশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া সদাশিবরাও সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে মহারাজ শাহু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিমনাজী আপ্পা বাজীরাওয়ের অধীন সহকারী সেনানায়ক ছিলেন। সদাশিবরাওকে বালাজীর অধীনে সেই পদ প্রদত্ত হইল। এই সদাশিবরাও ভাউ ইতিহাসে 'ভাউসাহেব' নামে পরিচিত।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের রাজার সহিত বালাজীর এক নূতন সন্ধি হয়। তাহার ফলে তিনি বাজীরাওয়ের প্রাপ্ত রাজ্যাংশ ব্যতীত ছত্রসালের পুত্রের নিকট বার্ষিক ১৬৷৷০ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ পাইলেন। পান্নার হীরকখনি হইতে যে আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ এই সময়েই তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এদিকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোযোগী হইয়া কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। দস্যু তস্করের হস্ত হইতে গ্রামবাসীদিগের রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থার প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিলেন। অপরাপর বিভাগেও তাঁহার চেষ্টায় বহু সংস্কার সাধিত হইল। রাজ্যের সর্ব্বত্র উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে উত্তর ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও কর্ণাটকে কতিপয় ঘটনার সূত্রপাত হওয়ায় বালাজীকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হইল।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ আব্দালী প্রথমবার ভারত আক্রমণ করেন এবং মোগলদিগের হস্তে পরাভূত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। এই ঘটনার একমাস পরে মহম্মদশাহের মৃত্যু ঘটে। তাহার পুত্র আহ্মদশাহ দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইহার দুই তিন মাস পরে ১০৪ বৎসর বয়সে নিজাম্ উলমুল্কের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে বিষম বিগ্রহ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে বালাজী দাক্ষিণাত্য হইতে নিজামের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সাতারায় যে শোচনীয় ব্যাপারের অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহার জন্য বালাজীর তথায় উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত একে একে শাহুর দুইটী পত্নী ও একটী তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র পরলোক গমন করায় তিনি রাজকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন হইয়া পড়িলেন। ১৮৪৮ খৃঃ, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা সগুণা বাইয়ের মৃত্যুতে তিনি শোকাকুল হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে উন্মাদগ্রস্তবৎ হইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভঙ্গ হইতে লাগিল। তাঁহার চিত্তের স্থিরতা বিলুপ্ত হইল। একদিন সামান্য কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি বালাজীকে পদচ্যুত করিবার বাসনা প্রকাশ এবং পেশওয়ের সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন। বালাজী উপঢৌকনস্বরূপ সর্ব্বস্ব দানে প্রতিশ্রুত হওয়ায় শাহু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। পেশওয়ে একাকী তাহার সম্মুখীন হইলেন।

শাহু তাঁহাকে দেখিবামাত্র শূন্যপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সুচতুর বালাজী তাঁহার পাদুকাগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তখন শাহু পশ্চাতে ফিরিলেন। তৎক্ষণাৎ বালাজী হস্তস্থিত পাদুকাদ্বয় তাঁহার চরণের সমীপবর্ত্তী করিলেন। ইহাতে শাহু নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ক্রমশঃ তাঁহার মানসিক বিকৃতির উপশম হইল। কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি কোনও প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। বাঁচিবার আশা অল্প জানিয়া তিনি রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাঁহার অষ্ট প্রধান ও সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর কোহ্লাপুরের তারাবাইর পৌত্র রাজা রামকে দত্তকগ্রহণ করিতেছি। তাঁহাকে রাজা করিয়া সকলে বিশ্বস্ততার সহিত রাজ্যপালন করিবে।"

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজের পাটরাণী সকবারবাই নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তারাবাইয়ের পৌত্র রাজা হইলে তাঁহার প্রভুত্ব লোপ হইবে। এই কারণে তিনি স্বীয় মনোনীত একটী বালককে দত্তক লইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধি জগজীবনরাও ও তাঁহার মুতালিক যমাজী শিবদেও তাঁহার পক্ষপাতী হইলেন। কোহ্লাপুরের শাম্ভাজীকেও তিনি স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তারাবাই তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিবার জন্য যশোবন্তরাও ন্যায়াধীশ মহাশয়কে আদেশ করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর মতানুসারে কার্য্য করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি সকবারবাই নিতান্ত বিদ্বেষপরায়ণ হইলেন। তদ্ভিন্ন দরবারেও তাঁহার অনেকে শত্রু ছিলেন।

মহারাজের স্বাস্থ্য দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইতে লাগিল। সকবারবাই বালাজীর পক্ষের কোনও ব্যক্তিকে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিবেন না, এই আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে মহারাজ অতীব দুঃখিত হইলেন। তিনি সকবারবাইকে বুঝাইলেন যে, বালাজী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী ও উপযুক্ত ব্যক্তি এখন রাজ্যের মধ্যে কেহ নাই। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কে পারিবে? এই বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে বালাজী ভিন্ন কে পারিবে? রাণী সে কথা বুঝিলেন না। তিনি প্রতিনিধি প্রভৃতিকে রাজ্যরক্ষায় সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। শাহু বলিলেন, "তোমার চেষ্টা সফল হইবে না। পেশওয়ের ক্ষমতা অতুল, বুদ্ধিকৌশল অপ্রতিহত। অতএব তাঁহার পরামর্শ মতে কার্য্য কর।" রাণীর সঙ্কল্প তথাপি টলিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"হয় মৃত্যু নয় উদ্দেশ্যসাধন। চেষ্টা বিফল হইলে পতির সহমৃতা হইয়া ভাবী অবমাননার শান্তি করিব।" ইহার পর তারাবাইর পৌত্রকে জাল রাজারাম বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। এদিকে বালাজী বা তাঁহার পক্ষীয় কেহ প্রাসাদে প্রবেশ করিলে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আয়োজন করিতেও তিনি বিরত হইলেন না। বালাজীর অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন হইল।

বালাজীর সাহসও অতুল ছিল। এই অবস্থাতেও তিনি মহারাজের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন পরম বিশ্বাসী গোবিন্দরাও চিটনবীসের সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজ শাহু রাজ্যের ভাবী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বালাজীর নামে একটী আদেশপত্র লিখিলেন। তাঁহার এই শেষ আদেশপত্রানুসারে বালাজী বাজীরাও সমস্ত মহারাষ্ট্রসেনার আধিপত্য ও সৈনাপত্য লাভ করিলেন। সাতারা ও কোহ্লাপুরের রাজ্য যাহাতে একত্র না হয় এবং রাজারামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া যথানিয়মে রাজকার্য্য যেন পরিচালিত হয়, তাহারও আদেশ এই পত্রে লিখিত ছিল। তদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য ও হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, তৎসমস্ত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। অতঃপর এই আদেশপত্রানুসারে কার্য্য করিবার জন্য তিনি পেশওয়েকে শপথ করিতে বলেন, পেশওয়ে তদনুসারে শপথ করিলে পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্র তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। এই আদেশপত্রের বলে বালাজী বাজীরাও শাহুর পরলোকপ্রাপ্তির পর মহারাষ্ট্রসমাজের নেতা হইলেন।

শাহু রাজ্যের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপে বন্দোবস্ত করিলেও সকবারবাই নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি শাসনশক্তির সাহায্যে তারাবাইর পৌত্রকে রাজ্যচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প গোপনের জন্য তিনি রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, মহারাজের শারীরিক অমঙ্গল ঘটিলে তিনি

তাঁহার অনুমৃতা হইয়া পতিপ্রেমের চরমদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। মহারাজ শাহু রাণীর এই অভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া বালাজীকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য এ সময়ে সৈন্যসংগ্রহ করা আবশ্যক। বালাজী তৎক্ষণাৎ ৩৪ সহস্র সৈন্যসজ্জিত করিলেন। সকবারবাইও ৭৮ হাজার সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীকেও সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। এদিকে মহারাজের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর শুক্রবারে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

পেশওয়ে এই সংবাদ পাইবামাত্র নিমেষ মধ্যে প্রতিনিধি ও তাঁহার মুতালিক যমাজী শিবদেওকে বন্দী করিয়া পুরন্দর নামক গিরিদুর্গে প্রেরণ করিলেন। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজী এ গোলযোগের সহিত সংস্রব রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া সকবারবাইর পক্ষত্যাগ করিয়াছিলেন। রঘুজীকে ও গায়কবাড়কে রাণী সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সময়ে আসিতে পারিলেন না। বালাজী সর্ব্বত্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন সকবারবাই প্রমাদ গণিলেন। মহারাজের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইল। অতঃপর বালাজীর ও তারাবাইর অধীনতা স্বীকার করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুশ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তিনি নারীধর্ম্মানুসারে অনুমৃতা হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সহগমনকালে তিনি পেশওয়ের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ বালাজীকে একটী অঙ্গুরীয় ও চৌকড়া নামক কর্ণভূষণ প্রদান করিলেন। বালাজী রাণীর ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনন্তর যথারীতি শাহুর সংকার ও রাণীর সহগমনব্যাপার সুসম্পন্ন হইল।

এ বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে গ্রাণ্টডফ প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ বালাজীর চরিত্রে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ ও প্রতিবাদ আবশ্যক। প্রথমতঃ ডফ বলিয়াছেন, বালাজী রাণীকে স্বামীর অনুমৃতা হইতে প্রকারান্তরে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন, আপনার ভগিনী মহারাজের সহমৃতা না হইলে আপনাদিগের বংশের কলঙ্ক সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে এবং সমগ্র মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সম্মান লাঘব হইবে। তদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাকে জায়গীরদানেরও লোভ দেখাইয়াছিলেন। ডফ্ সাহেব এ তত্ত্ব কোথায় পাইলেন তাহা আমরা জানি না। মহারাষ্ট্রবখর (ইতিহাস) লেখকদিগের মত আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে বালাজীকে দোষী করা যায় না। বরং রাণীর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীর সহগমন করা তাঁহার সেই হতাশ অবস্থায় নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। স্বামীর সহগমন সে সময়ে মহারাষ্ট্রসমাজে ও রাজপরিবারে অবশ্যপালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাও নহে। সকবারবাইর ষড়যন্ত্র সফল হইলে তিনি তাঁহার পূর্ব্বঘোষিত সহগমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেও সমাজে নিন্দাভাগিনী হইতেন না। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবার পরও যদি তিনি পূর্ব্বঘোষণানুসারে সহমৃতা না হইতেন তাহা হইলে যে তাঁহার সম্মানের কিছুমাত্র লাঘব হইত না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা বালাজী বুঝাইয়া না দিলে যে তিনি বুঝিতে পারিতেন না তাহা আমাদের বোধ হয় না। বরং সকবারবাইর ন্যায় অভিমানিনী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না রমণী যে ইষ্টসাধনে অসমর্থ হইলে সহমৃতা হইয়া বিফলজনিত অবমাননা সংগোপিত করিবেন, পূর্ব্বেই এরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

তাহার পর গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় বলিয়াছেন যে, দেশের প্রকৃত ইতিহাসে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ঘটনাকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এরূপ ভাবে সহগমনে বাধ্য করা অপেক্ষা সকবারবাইর প্রতি কোনও দোষারোপ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করাও ভাল ছিল। একদল লোক বালাজীর শত্রু ছিল। তাহাদিগকেই কি ডফ মহোদয় ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? জনসাধারণের মতামত তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন। কোনও মহারাষ্ট্রীয় রচনায় এরূপ ভাব প্রকাশিত হয় নাই। অন্যান্য স্থলেও এইরূপে জনসাধারণের মতের দোহাই দিয়া ডফ মহোদয় অতীব অদ্ভুত সিদ্ধান্তসমূহের স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শিবাজীচরিত্রের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, চন্দ্ররাও মোরের হত্যায় যে শিবাজীর দোষ ছিল, একথা মহারাষ্ট্র-বাসীরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আফজল খাঁ-হত্যায় শিবাজীর দোষ ছিল, একথা কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তি ভিন্ন সাধারণে স্বীকার করে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় কোনও গ্রন্থে এরূপ ভাবের আভাস নাই। পক্ষান্তরে স্বজাতীয় হিন্দু রাজাকে শিবাজী হত্যা করাইয়াছিলেন, একথা যাহারা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহারা বিধর্ম্মী আফজল খাঁর হত্যায় শিবাজীর কপটতা স্বীকার করে না, একথাই বা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? বরং মহারাষ্ট্রীয় বখর গ্রন্থে ডফ মহোদয়ের উক্তির বিরোধী বিবরণই পাওয়া যায়। এই কারণে এক্ষেত্রেও বালাজী সম্বন্ধে তিনি বিজ্ঞ মহারাষ্ট্রবাসীর দোহাই দিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপনে

প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার যথার্থ্য-বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। সেই সকবার-বাইর ভ্রাতাকে জায়গীর দানের প্রলোভনপ্রদর্শন সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকেরা যখন নীরব, তখন কোনও লিখিত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে কথাতেও আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

শাহুর শেষ আদেশপত্র বিষয়েও ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা নানা প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্র প্রকৃত পক্ষে শাহু মহারাজের লিখিত ছিল কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ বালাজী বাজীরাও কৌশলে সমস্ত রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এরূপ মনে করিবার কারণ কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পেশওয়েগণের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ ভিন্ন এরূপ মনে করিবার কারণ আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। কারণ, শাহুর সন্তানাদি না থাকায় ও রাজবংশে রাজ্যশাসনযোগ্য পুরুষ কেহ না থাকায় শাহুর পক্ষে তাঁহার অষ্ট প্রধানের উপর রাজ্যের ভার দিয়া দত্তকগ্রহণ ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। অষ্ট প্রধানের মধ্যে পেশওয়ে পদমর্য্যাদায়, কার্য্যদক্ষতায় ও ক্ষমতায় প্রকৃতপক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উপর রাজকার্য্য-পরিদর্শনের সমস্ত ভার দেওয়াই শাহুর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে বালাজীর ন্যায় ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও রাজ্যের প্রধান রক্ষক নিযুক্ত করিলে যে অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যনাশ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। শাহু ইহা বুঝিতে পারিয়াই স্বেচ্ছায় বালাজীকে রাজকার্য্যের সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছিলেন। সকবার-বাইর আকাঙ্ক্ষা উচ্চ হইলেও তাঁহা দ্বারা যে বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইয়া রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই শাহু বালাজীকে রাণীর সংকল্প বিজ্ঞাপন করিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। তাহার পর শাহুর দত্তকপুত্র যেরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে যে কেহ রাজ্যের কার্য্য-পরিদর্শক থাকিলেও তাঁহাকে তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলবৎ অবস্থান করিতে হইত। সুতরাং সে বিষয়ে বালাজীকে দোষ দেওয়া বা তাঁহাকে রাজ্যাপহারক বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

শাহুর মৃত্যুর পর বালাজী তারাবাইর পৌত্র রাজারামকে সাতারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিলেন। রাজ্যের ভাবী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য শাহুর জীবদ্দশাতেই রঘুজী ভোঁসলে, গায়কবাড় ও সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতি সর্দ্দারগণ আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক রঘুজী ভিন্ন তাঁহারা কেহই এ সময়ে আসিলেন না। রামরাজার অভিষেককালে এক রঘুজী ও জায়গীরদারগণ ভিন্ন সাতারায় আর কেহ উপস্থিত হন নাই। মহারাজ শাহু চিটনবীস ও পেশওয়েকেই সমস্ত রাজকার্য্যপরিচালনের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। রামরাজা কোল্লাপুরপতি সাম্ভাজীর ভয়ে স্বীয় মাতৃস্বসার আলয়ে গোপনে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেককালে তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে অজ্ঞাতবাসনিবন্ধন রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞানই ছিল না। এদিকে মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য তখন প্রায় অর্দ্ধ-ভারতব্যাপী হইয়াছিল। ভোঁসলে তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। গায়কবাড় ও দাভাড়ে সাতারার রাজকার্য্য অপেক্ষা স্ব স্ব জায়গীরের উন্নতিবিধানে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। কাজেই পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওয়ের স্কন্ধে বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভার পড়িল। নূতন রাজার আমলে রঘুজী ও অপর জায়গীরদারগণকে বালাজী নূতন সনন্দ প্রদান করিলেন। মহারাজ শাহু রাজ্যের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই উহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে পেশওয়ে প্রধানতঃ পুণায় থাকিতেন। সুতরাং সেই স্থানে থাকিয়া তিনি যাহাতে অধিকাংশ রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতে পারেন, চিটনবীস ও রঘুজীর সম্মতিক্রমে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিল, তাহাতে সাতারার সহিত মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সম্বন্ধ কমিয়া গিয়া পুণাই মহারাষ্ট্ররাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইল।

রামরাজের অকর্ম্মণ্যতায় বালাজী মহারাষ্ট্র-সমাজের নেতৃত্ব পাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষবিজয়পূর্ব্বক মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের উচ্ছেদ-সাধন ও দেশীয় হিন্দুরাজবর্গকে মহারাষ্ট্রদিগের অধীনতা-স্বীকারে বাধ্য করিবার বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন—অন্ততঃ তাঁহার লিখিত পত্রাদি পাঠ ও তাঁহার কার্য্যকলাপের পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপই মনে হয়।

শাহুর মৃত্যুর সময় শিন্দে ও হোলকর বালাজীর নিকট সাতারায় উপস্থিত ছিলেন। রাজারাম নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনারূঢ় হইলে বালাজী যখন জায়গীরদারদিগকে নূতন সনন্দ করিয়া দিলেন, সেই সময়ে মালবের আয় শিন্দে ও হোলকরকে বিভাগ করিয়া দেন। মালবের সর্ব্বশুদ্ধ দেড় কোটী টাকা আয়ের মধ্যে হোলকর ৭৪॥০ লক্ষ ও শিন্দেকে ৬৫॥০ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর সৈন্যপোষণের ব্যয় স্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর-ভারতে গমন করিবার আদেশ

প্রদান করিলেন, তাঁহারা মালবে গমনকালে নিজামের পুত্রকে দক্ষিণ আর্কটের সমরব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া খান্দেশের অন্তর্গত থোড়প প্রভৃতি কতিপয় দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক হস্তগত করিলেন। এদিকে গুজরাতের রাজস্ব বহুদিন হইতে দাভাড়ের নিকট পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্ত পেশওয়ে রঘুনাথ-রাওকে ঐ প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। গুজরাতের পাওনা প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছিল (১৭৫০ খৃঃ)। এদিকে নিজাম উলমুলুকের মৃত্যুর সময় তাঁহার রাজ্যে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া বালাজী মহারাষ্ট্র-রাজ্যবিস্তারের যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা মহারাজ শাহুর মৃত্যুকালীন গোলযোগের জন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে রাজারামকে সাতারায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি নিজামের ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। ইহার মধ্যে নিজামের দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ পিতার গদি অধিকার করিলেন। নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন দিল্লীর রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া যথাসময়ে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এদিকে নিজামের অপর পক্ষপুত্রের ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মজফর-জঙ্গের মধ্যে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইল। ফরাসীরা মজফরের ও ইংরাজেরা নাসিরের পক্ষাবলম্বী হইয়া এই প্রসঙ্গে কিছু লাভ করিয়া লইলেন। ইহার পর গুপ্তঘাতকের হস্তে সেই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত হইলে, ফরাসীরা নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গকে সিংহাসন অধিকারে সহায়তা করিলেন। এই সকল সুন্দর সুযোগে ইংরাজ ও ফরাসীরা করমণ্ডল-তীরে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বালাজীও এ সুযোগে মহারাষ্ট্র-রাজ্য পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা করিবার সংকল্প করিলেন।

সাতারায় তাঁহার শত্রুপক্ষ এই সময়ে সলাবৎজঙ্গকে বালাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে গোপনে উত্তেজিত করিলেন। বালাজী সলাবৎজঙ্গের দমনের জন্ত নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজী-উদ্দীনকে দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে আহ্বান করিয়া নিজামের সিংহাসন প্রদান করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন, এবং তাহা গাজীউদ্দীনকে জ্ঞাপন করিবার জন্ত উত্তর-ভারতে শিন্দে ও হোলকরকে পত্র লিখিলেন। সলাবৎকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ ও রাজ্যাংশগ্রহণ করাই বালাজীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে তিনি শিন্দে ও হোলকরকে লিখিলেন যে, তাঁহারা যেন গাজী উদ্দীনকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দানের প্রতিশ্রুতি না করেন, তাঁহাকে কেবল আশায় মুগ্ধ করিয়া যেন দাক্ষিণাত্য অভিমুখে পাঠান হয়।

প্রথমতঃ সলাবৎকে কথঞ্চিৎ ভীত করিবার জন্ত বালাজী ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অরঙ্গাবাদের নিকট তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ১৫ লক্ষ টাকা করস্বরূপ আদায় করিয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণাতীরে রায়চুরের নিকট তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গাজীউদ্দীনকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সলাবৎজঙ্গ তখন সাতারার রাজপুরুষদিগের আহ্বানে তাঁহাদিগের সহায়তা পাইবার জন্ত গমন করিতেছিলেন। সহসা পেশওয়েকে গাজীউদ্দীনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে দেখিয়া সলাবৎজঙ্গ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

এদিকে উত্তর-ভারতে শিন্দে ও হোলকর রোহিলাদিগের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের তদানীন্তন উজীর অযোধ্যার নবাব সফদরজঙ্গের সহিত রোহিলাদিগের ঘোরতর শত্রুতা চলিতেছিল। রোহিলারা পুনঃ পুনঃ অভিযান করিয়া উজীরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কাজেই উজীর শিন্দে হোলকরের সহায়তায় তাহাদিগের দমনের ব্যবস্থা করিলেন। উজীর সফদরজঙ্গের আহ্বানে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শিন্দে ও হোলকর গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে উপস্থিত হইয়া সমগ্র দোয়াব প্রদেশ ছারখার করিলেন। ৫০।৬০ হাজার রোহিলা-সৈন্য বিধ্বস্ত হইল। উজীর ইহার জন্য দোয়াবের একাংশ শিন্দে ও হোলকরকে দান করিলেন। তদ্ভিন্ন লুণ্ঠনাদিতে বহু সহস্র গজবাজী ও ধনসম্পত্তিও তাঁহা-দিগের হস্তগত হইল। এই সংবাদ অবগত হইয়া পেশওয়ে শিন্দে ও হোলকরের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। মরাঠী সৈন্য গঙ্গাযমুনা উত্তীর্ণ হইয়া পাঠানদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক উজীরকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া তিনি হর্ষপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে উজীরের জন্য রোহিলাদিগের সর্ব্বনাশ করা ভাল হয় নাই। তাঁহার মতে রোহিলাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে দমন করিয়া উজীরের নিকট হইতে পুরস্কার ও রোহিলাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট হইতে দোয়াবের একাংশ গ্রহণ করাই এ ক্ষেত্রে উচিত ছিল, এ কথাও তিনি শিন্দে-হোলকরকে জানাইলেন। ফলতঃ এ ক্ষেত্রে রোহিলাদিগের সহিত সন্ধি না করিয়া উজীরের নিকট হইতে দোয়াবের একাংশ গ্রহণ যে রাজনীতি হিসাবে দোষাবহ হইয়াছিল, তাহা পাণিপথের যুদ্ধের সময় শিন্দে-হোলকর বুঝিতে পারিলেন।

রোহিলা-দমনে নিযুক্ত হওয়ায় গাজীউদ্দীনকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন করিতে শিন্দে-হোলকরের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। এদিকে বালাজী বাজীরাও রায়চুরের নিকট সলাবৎজঙ্গকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ ও রাজ্যাংশ গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সাতারা হইতে এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের সংবাদ আসিল ; সুতরাং সলাবতের নিকট হই

লক্ষ টাকা লইয়াই বালাজীকে অতিশয় ব্যস্ততার সহিত সাতারায় উপস্থিত হইতে হইল।

রাজারাম সাতারার সিংহাসনে আরূঢ় হইলে তারাবাই পেশওয়ে বালাজীকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণপূর্ব্বক নূতন পেশওয়ে-নিয়োগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারাবাই কিরূপ বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এই রমণী শাহকে "জালশাহ" প্রতিপন্ন করিবার জন্য ও তাঁহার রাজ্যাধিকার লোপ করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শাহ রাজ্যারূঢ় হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অন্ন ষড়যন্ত্র করেন নাই। এই কারণে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে শাহ তাঁহাকে ধৃত করিয়া সাতারার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ৭০ বৎসর বয়সে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার স্বীয় অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধি জগজীবনরাও ও যমাজী শিবদেওকে বালাজী পূর্ব্বেই মুক্তিদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে তারাবাইর সহায় হইলেন এবং তাঁহারই ইঙ্গিত ক্রমে তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বালাজীর ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাহাতে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয় এবং শিন্দে ও হোলকর যাহাতে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তারাবাইর পক্ষাবলম্বী হয় এবং রঘুজী ভোঁস্‌লে যাহাতে বালাজীকে পরিত্যাগ করিয়া মোগল পক্ষাবলম্বন করেন, তিনি তাহারও যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে ক্রটী করিলেন না। নিজাম সলাবৎজঙ্গকেও তিনি স্বীয় সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতি কৌশলে তারাবাইর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

বালাজী প্রথমতঃ প্রতিনিধির বিদ্রোহদমনের জন্য ভাউসাহেবকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। রামরাজা স্বেচ্ছায় এই অভিযানে ভাউসাহেবের সহায়রূপে গমন করিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিনিধি সন্ধিপ্রার্থী হইলেন না। সাঙ্গোলা নামক স্থানে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইয়া প্রতিনিধি ও যমাজী শিবদেও পরাস্ত হইলেন। পেশওয়ে ও তারাবাইর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহার পরিণাম শুভকর হইবে না বিবেচনা করিয়া এবং সাম্রাজ্যশাসনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া রামরাজা এই সময়ে পেশওয়েকে সমস্ত রাজকার্য্য-পরিচালনের সনন্দপত্র প্রদান করিয়া স্বয়ং বার্ষিক ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ লইয়া নির্বিঘ্নে কালাতিপাত করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে সাঙ্গোলা দুর্গেই এবিষয়ের শেষ বন্দোবস্ত করিয়া তিনি সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গুজরাতে দাভাড়ের শাসনাধিকার ছিল। কিন্তু পরলোকগত ত্রিবকরাও দাভাড়ের পুত্র নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন বলিয়া গুজরাতে প্রায়ই অশান্তি ঘটিত। এই কথায় ও বাকী খাজনার উল্লেখ করিয়া ভাউসাহেব এই সময়ে বালাজীর নামে গুজরাতের অর্দ্ধাংশের সনন্দ প্রার্থনা করিলেন। রামরাজা তাহাও প্রদান করিলেন। কর্ণাট অঞ্চলে বাবুজীনায়ক সুবেদার ছিলেন। উপঢৌকন ও অধিক রাজস্বদানে স্বীকৃত হইয়া পেশওয়ে এই সময়ে তাহাও রামরাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তারাবাই নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু রামরাজা সে গুরুভারবহনে অসম্মতিজ্ঞাপন করিলে তারাবাই তাঁহাকে সাতারাদুর্গে বন্দী করিলেন (২৪শে নবেম্বর ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ)। পেশওয়ে তাঁহাকে যে জায়গীর দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা না দিয়া তাঁহাকে বার্ষিক নগদ ৬৫ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ঘটনায় সাতারার সিংহাসনের মাহাত্ম্য নিতান্ত কমিয়া গেল।

রামরাজাকে বন্দী করিয়া তারাবাই তথাকার সেনাপতির প্রতি আদেশ করিলেন যে,—"সাতারায় যাবতীয় কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের (বালাজী পেশওয়ে কোঙ্কণপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন) প্রতি বন্দুকের গুলিবর্ষণ করিয়া সাতারা ত্যাগে বাধ্য কর!" কেবল তাহাই নহে, তিনি দামাজী গায়কবাড়কে লিখিলেন যে, "মরাঠা ক্ষত্রিয়ের রাজ্য ব্রাহ্মণেরা অপহরণ করিতেছে! এ সময়ে তাহা রক্ষা করিতে আপনার সাহায্য করা কর্ত্তব্য।" এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র দামাজী সসৈন্যে সাতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নিজামউলমুলুকের তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গ তারাবাইর আহ্বানে তাঁহার সহায়তার জন্য সাতারায় গমন করিতেছিলেন। বালাজী কৃষ্ণাতীরে গিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন। সলাবৎ সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। এমন সময় দামাজীর সাতারা অভিমুখে গমনের সংবাদ বালাজীর কর্ণগোচর হইল। সুতরাং তিনি সলাবৎজঙ্গের প্রার্থনা মত ১২ লক্ষ মাত্র টাকা লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিপূর্ব্বক প্রভঞ্জনবেগে গায়কবাড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি সাতারারক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। তারাবাই যাহাতে দুর্গত্যাগ করিতে না পারেন, সে বন্দোবস্তও তাঁহাকে করিতে হইল। এদিকে গায়কবাড়কে বাধা দিবার জন্যও তিনি প্রস্তুত হইলেন। সালপিঘাটের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। তাহাতে প্রথমে বালাজীর সৈন্যেরা পশ্চাৎপদ হইলেও পরিশেষে দামাজী গায়কবাড়ের পরাজয় ঘটে। গায়কবাড় তখন অন্য পথে সাতারায় গিয়া তারাবাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে মহাদজী অম্বাজী পুরন্দরে পেশওয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। পেশওয়ের ভয়ে প্রতিনিধি আর এ সময়ে তাঁহার

সাহায্যের জন্য আগমন করিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং গায়কবাড়কে পেশওয়ের সহিত সন্ধি করিতে হইল।

দাভাড়ের নিকট গুজরাতের রাজস্ব বহুদিন হইতে বাকী ছিল। দামাজী দাভাড়ের মুতালিক ছিলেন বলিয়া এই সময়ে বালাজী তাঁহার নিকট বাকী রাজস্ব প্রার্থনা করিলেন। দামাজী সে বিষয়ে অসম্মত হওয়ায় বালাজী যুদ্ধ দ্বারা অকারণে রক্তপাত করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিলেন।[১] (১৭৫১ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসে) গুজরাতের খাজনার জন্য দাভাড়েকেও বন্দী করা হইল। পরে উভয়েই শরণাগত হইয়া পেশওয়ের শত্রুতাচরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায় ও গুজরাতের অর্দ্ধাংশ প্রদান করায় দাভাড়েকে ১৭৫১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ও দামাজীকে ১৭৫২ অব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তারাবাইকে রাজবংশীয়া জানিয়া বালাজী বন্দী করিতে চেষ্টা না করিয়া মিষ্টবচনে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। তখন বালাজী সাতারায় তারাবাইকে ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে তারাবাইর কঠোরতায় রামরাজা সাতারার দুর্গে একটী আর্দ্র প্রকোষ্ঠে কদন্নভক্ষণে রুগ্নদেহে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারাবাই পরলোক গমন করিলে বালাজীর পুত্র পেশওয়ে মাধবরাও তাঁহাকে মুক্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে বালাজী কয়েকবার তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য তারাবাইকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধাকে কিছুতেই সে বিষয়ে সম্মত করিতে পারেন নাই। গ্রাণ্টডফ বলেন, রামরাজাকে মুক্ত করা বালাজীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না এবং রাজা মুক্ত হইবার পরও পেশওয়ে তাঁহাকে সাতারানগরের বাহিরে স্বচ্ছন্দাচরণের অধিকার দেন নাই। পেশওয়ের এইরূপ ব্যবহার সামান্য নীতির চক্ষে দূষণীয় হইলেও রাজনীতিহিসাবে তাহা বিশেষ দোষার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কারণ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া রাজনীতির মর্য্যাদা রক্ষা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত থাকা রাজ্যের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর।

তারাবাইর বিপ্লবদমনে যখন বালাজীবাজীরাও বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গৃহে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক। রামচন্দ্রবাবা শেণবি নামক ব্যক্তিকে বাজীরাও রাণোজীশিন্দের দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাণোজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়াপ্পা শিন্দের দেওয়ানের পদলাভের জন্য রামচন্দ্রবাবা ভাউসাহেবকে লক্ষাধিক মুদ্রা নজর দিয়া পেশওয়ের নিকট স্বপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। জয়াপ্পার সহিত রামচন্দ্রবাবার মনোমালিন্য ছিল, হোলকরের সহিতও তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। কাজেই বালাজী রামচন্দ্রবাবাকে পদচ্যুত করিলেন। এই ব্যাপারে ভাউসাহেবের অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া রামচন্দ্ররাওকে স্বীয় দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। মহ্লাররাও হোলকর রামচন্দ্র বাবার পদচ্যুতিব্যাপারে সহায়তা করিয়া ভাউসাহেবের বিদ্বেষভাজন হইলেন। এই বিদ্বেষের ফলে পরিশেষে পাণিপথে মহারাষ্ট্রবৈভবের পূর্ণাহুতি হইল।

রামচন্দ্র বাবা এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভাউ সাহেবকে বালাজীর নিকট পেশওয়ের প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের পদ প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদজীপন্ত পুরন্দরে তখন পেশওয়ের মুতালিক ছিলেন। পুরন্দরে পরিবারের সহিত পেশওয়ে-বংশের বহুদিন হইতে সদ্ভাব ও সখ্য ছিল। সুতরাং তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বালাজী সম্মত হইলেন না। তখন রামচন্দ্র বাবা কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর নিকট হইতে ভাউ সাহেবের নামে পেশওয়ে-পদ-গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণপত্র আনয়ন করিলেন। ভাউ সাহেবকে কোহ্লাপুরপতি পেশওয়ে পদ প্রদান করিলে তিনি বালাজীর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবেন এবং তাহার ফলে রাজ্যনাশ হইবার সম্ভাবনা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বদেশভক্ত মহাদজী পন্ত পুরন্দরে স্বয়ং পদত্যাগ করিয়া ঐ পদে ভাউ সাহেবকে নিযুক্ত করিতে বালাজীকে অনুরোধ করিলেন। বালাজীকে তাহাই করিতে হইল। মহাদজীর আত্মত্যাগফলে এইরূপে পেশওয়ের গৃহবিবাদ মিটিয়া গেল। বালাজী পুরন্দরেকে অতঃপর একদল সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন।

রামচন্দ্র বাবার সহিত হোলকরের দেওয়ান গঙ্গাধর যশোবন্তের প্রণয় ছিল। এই কারণে তিনি তাঁহার মধ্যস্থতায় মহ্লাররাও হোলকরকে তারাবাইর পক্ষাবলম্বনে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিন্দেকেও এইরূপে তারাবাইর

(১) গ্রাণ্ট ডফ বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বালাজী দামাজীকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী এ সম্বন্ধে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ শিন্দে ও হোলকরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, প্রথমে দামাজী তাঁহার সহিত সন্ধিবিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি তাঁহাকে বন্দী করিতে বাধ্য হন। শত্রুপক্ষীয়েরা যে, দামাজীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা গোপন করিয়া বালাজীর স্কন্ধে মিথ্যাদোষারোপ করিতেছে, একথাও ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, এই পত্র গ্রাণ্টডফের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পক্ষে টানিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পেশওয়ের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন; বিশেষতঃ শিন্দের প্রভুভক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া রামচন্দ্র বাবার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ফলতঃ রামরাজা সিংহাসনারূঢ় হইবার পর দুই এক বৎসরের মধ্যে তারাবাই বালাজীকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও অসাধারণ ধৈর্য্য, সাহস ও নীতিকৌশলে সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তারাবাইর সমস্ত সাহায্যকারীদিগকে দমিত ও বশীভূত করিলেন। তখন তারাবাই নিরুপায় হইয়া সাতারার শান্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পেশওয়ে বালাজী তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ৬০।৭০ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারও যথারীতি ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন তিনি ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে পেশওয়েকে জায়গীর ফেরত লইয়া নগদ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। সমগ্র মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ধুরীণত্ব গ্রহণের জন্য যিনি পেশওয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহার এইরূপ অক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি হ্রাস হইল, ইহা বলাই বাহুল্য। তারাবাইর বিপ্লব-দমনের জন্য বালাজীকে ২৫ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়া ১৫ সহস্র নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার পূর্ব্বতন ৪০ সহস্র সৈন্য ছিল।

তারাবাইর উদ্ভাবিত অন্তর্বিপ্লবের নিরাকরণকালে বালাজী বাজীরাওয়ের প্রধানসহায় শিন্দে ও হোলকর রোহিলা-দমনে নিযুক্ত থাকায় আহূত হইয়াও যথা সময়ে তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে দূরদেশগত দেখিয়া সলাবৎজঙ্গ ফরাসীদিগের সাহায্যে বালাজী বাজীরাওকে আক্রমণ করিলেন। সাতারার বিপক্ষগণ তখন সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছিলেন বলিয়া বালাজীও নির্ভীকচিত্তে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সলাবৎ অগ্নিসংযোগে সমস্ত দেশ ছারখার করিতে করিতে পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তলেগাঁও নামক স্থানের নিকট উভয় পক্ষের সংঘর্ষ ঘটে। প্রথম দিবস মরাঠারা চন্দ্রগ্রহণ (১৮৫১ খৃঃ অব্দ ২২এ নবেম্বর) উপলক্ষে স্নানদানাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে রাত্রিকালে ফরাসী সেনানী বুসী সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। পরদিনেই মহারাষ্ট্রীয়েরা এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সেই সংঘর্ষে সলাবতের বহু সৈন্য নিহত হয়। ফরাসী-সেনানী বুসীর তোপখানার আশ্রয়ে থাকিয়া মোগল-সৈন্য কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা পায়। কান্হের ত্রিম্বক একবোটি নামক জনৈক মরাঠা সেনানী এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া "ধাঁকড়ে" অর্থাৎ মহাবীর উপাধি লাভ করিলেন। এই সময়ে সলাবৎজঙ্গ সংবাদ পাইলেন যে, খান্দেশস্থিত ত্রিম্বক নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ বালাজীর জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি উহার উদ্ধারের জন্য আহ্মদনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রঘুজী ভোঁসলে পূর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করায় ও বহুদিন হইতে বেতন না পাইয়া সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠায় সলাবৎজঙ্গকে বালাজীর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া হায়দরাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। ইহার দিন কয়েক পরেই তাঁহার মন্ত্রী রামদাসপন্ত (রাজা রঘুনাথ দাস) বিদ্রোহী সৈনিকগণের হস্তে নিহত হইলেন (১৭৫২ খৃঃ অঃ ৭ই এপ্রিল)। এই রামদাস পন্তের ভ্রাতুষ্পুত্রকে তারাবাই বালাজী বাজীরাওয়ের পদে পেশওয়ে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

সলাবৎজঙ্গকে দুর্ব্বল করিবার জন্য পূর্ব্বেই বালাজী ভেদনীতির অবলম্বনেও ক্রটী করেন নাই। হায়দরাবাদের দরবারে বৈদেশিক ফরাসীদিগের প্রাবল্য দেখিয়া সর-লস্কর ও নিম্বালকর প্রভৃতি নিজামের মরাঠা-সর্দ্দারেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বালাজী তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, গাজীউদ্দীন্কে দাক্ষিণাত্যে আনয়ন করিয়া হায়দরাবাদে স্থাপন করিতে পারিলেই ফরাসীদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাবল্য বর্দ্ধিত হইবে। এই কথায় নিজামের মরাঠা সর্দ্দারেরা বালাজীর পক্ষাবলম্বী হইলেন।

এদিকে এই সকল ব্যাপারে বালাজী অতীব ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। একে অর্থাভাব, তাহার উপর তারাবাইর গোলযোগের আশঙ্কায় বালাজী গাজীউদ্দীন্কে যথাসম্ভব সত্বর দাক্ষিণাত্যে আনিবার জন্য শিন্দে ও হোলকরকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সফদরজঙ্গের সাহায্যে বাদসাহের নিকট হইতে গাজীর নামে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী সনন্দ লইয়া ঘোর বর্ষাকালেই অরঙ্গাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পেশওয়েও গাজীকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বালাজীর পক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ দেড় লক্ষ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। গাজী হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইলে বালাজী তাঁহার নিকট পারিশ্রমিক স্বরূপ তাপ্তী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বেরারের পশ্চিমাঞ্চলস্থিত সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ স্থির হইল।

পেশওয়ের সৈন্যসংখ্যা ও গাজীউদ্দীনের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সলাবৎজঙ্গ ভীত হইলেন। পেশওয়ের সহিত সন্ধি করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে নিজাম উলমুল্কের কনিষ্ঠ পুত্র নিজাম আলীর জননী সহসা গাজীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন (১৭৫২ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর)।

ইহাতে পেশওয়ে ও শিন্দে হোলকর অতীব বিরক্ত হইলেন। তথাপি তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনও বাধা হইল না। কারণ এ সময়ে পেশওয়ের অধীনতায় প্রায় সমস্ত মরাঠা-সর্দারেরা যেরূপ ভাবে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাতে গাজীর অঙ্গীকৃত প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান না করিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ফরাসী সেনানী বুসীও মরাঠাদিগের সৈন্য-সম্ভার-দর্শনে ভীত হইয়া সলাবৎজঙ্গকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। বালাজী বেরার, তাপ্তী ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ বিনা যুদ্ধে লাভ করিলেন।

অতঃপর গুজরাত অধিকার করিবার জন্য বালাজী রঘুনাথ-রাওকে প্রেরণ করিলেন। প্রথমবার গুজরাতে গিয়া রঘুনাথ কিছু করিতে পারেন নাই। তখন সুরত অধিকার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তারাবাইর গোলযোগের জন্য তাঁহাকে শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বালাজী আদেশ করেন। এই কারণে দ্বিতীয়বার তাঁহাকে রামরাজার প্রদত্ত সনন্দ অনুসারে গুজরাতের অর্দ্ধভাগ অধিকার করিবার জন্য ১৭৫১ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে পাঠান হয়। কিন্তু ইহার পরই নিজাম পুণা আক্রমণ করায় তাঁহাকে বালাজীর সাহায্যের জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। এক্ষণে নিজামের সহিত সন্ধি হওয়ায় রঘুনাথরাও পুনরায় গুজরাত যাত্রা করেন (১৭৫৩ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি)। ইহার পূর্ব্বে ১৭৫২ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে দামাজী গায়কবাড় পুণার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পেশওয়ের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, গুজরাতের বাকী খাজনা বাবতে গায়কবাড় পেশওয়েকে ১৫ লক্ষ টাকা দিবেন, গুজরাতের অর্দ্ধাংশও তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে, তদ্ভিন্ন গায়কবাড় যে নূতন প্রদেশ জয় করিবেন, তাহার খরচ বাদে আয়ের অর্দ্ধাংশ পেশওয়ে প্রাপ্ত হইবেন এবং পেশওয়ের অভিযানকালে দামাজী ১০ সহস্র সৈন্য সহ তাঁহার সহায়তা করিবেন। দাভাড়ের মুতালিকরূপে পেশওয়েকে তিনি ৫।০ লক্ষ টাকা বার্ষিক করদান ও সাতারার রামরাজার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্যও কয়েক লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর দান করিবেন। এদিকে রঘুজী ভোঁসলের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র জানোজী ভোঁসলে "সেনাসাহেব সুবের" পদ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। বালাজী তাঁহাকে সাতারায় মহারাজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা প্রদান ও আবশ্যক সময়ে বালাজীকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাহা হউক, রঘুনাথ রাও পূর্ব্বোক্ত সন্ধি অনুসারে দামাজীর নিকট হইতে গুজরাতের অর্দ্ধাংশের অধিকার গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইয়া ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে আহ্মদনগর অধিকার করিলেন[১] এবং গায়কবাড়ের নিকট প্রাপ্ত সমস্ত প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দামাজীর পুণা-অবরোধকালে মোগলপক্ষীয় জোয়ানমর্দ খাঁ আহ্মদনগরদুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আহ্মদ-নগর-অধিকারকালে খান্দেশের অন্তর্গত মালেগাঁওএর দুর্গ-নির্ম্মাতা নারোশঙ্কর ও বিঞ্চুর অঞ্চলের জায়গীরদার বিট্ঠল শিবদেও অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুক্তিপুরী দ্বারকাও এই সময়ে পেশওয়েদিগের হস্তগত হয়। তথায় প্রত্যহ যাহাতে একশত ব্রাহ্মণ ভোজন হয়, তাহার জন্য পেশওয়েসরকার হইতে ৫ সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

গুজরাত হইতে রঘুনাথরাও সসৈন্যে মালব অতিক্রমপূর্ব্বক শিন্দে ও হোলকরের সাহায্যে কাঠিবাড়, বুন্দী, কোটা, রাজগড়, উদয়পুর, জুনাগড়, নরবার, গোয়ালিয়ার, ঝাঁসী, কাল্পী প্রভৃতি স্থান হইতে চৌথ ও কর আদায় করিতে করিতে ভরতপুরে উপস্থিত হন। জাঠেরা কুম্ভেরীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পেশওয়েকে করদান করিতে সম্মত হন এবং নগদ ৬০ লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি করেন (১৭৫৪ খৃঃ অব্দে)। তাহার পর রঘুনাথ দিল্লী, রোহিলখণ্ড, কুমায়ুঁ, কাশী, প্রয়াগ, জয়নগর, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে মহারাষ্ট্রশক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিয়া ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি বাদশাহ আহমদশাহকে ও তাঁহার উজীর সফদরজঙ্গকে পদচ্যুত করিয়া ইজুদ্দীন্ শাহ নামক রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের সহায়তায় শাহবুদ্দীন্ গাজী তাঁহার মন্ত্রিত্বলাভ করেন (১৭৫৪ খৃঃ ২রা জুন)। কিন্তু এই সকল ঘটনার ও অভিযানের সহিত বালাজী বাজীরাওয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় সে প্রসঙ্গ এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

(১) গ্রাণ্ট ডফ আহ্মদনগরবিজয়ের সময়-নির্দ্দেশ-স্থলে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ফলতঃ ঐ সময়ে শ্রীপতিরাও শেণবি নামক জনৈক সর্দ্দারের অধীনতায় মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার ঐ স্থান অধিকৃত হয়। মিরাট-আহমদী নামক পারসী ইতিহাসে ও রঘুনাথ রাওয়ের লিখিত বিবিধ পত্রে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেরই উল্লেখ দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় অধিকাংশ বখর-লেখকেরাই এই অব্দের সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, ইহার পূর্ব্বে রঘুনাথ যে দুইবার গুজরাতে অভিযান করিয়াছিলেন এবং ১৭৫৫ খৃঃ যে অভিযান করেন, তাহারও কোন সংবাদ গ্রাণ্টডফ অবগত নহেন। তিনি একস্থলে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, রঘুনাথ রাওয়ের অভিযানাদির বিবরণ তিনি সম্যক্ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

এইরূপে রঘুনাথরাও এবং শিন্দে হোলকর প্রভৃতি সর্দারেরা যখন উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন, তখন বালাজীরাও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সলাবৎজঙ্গের সহিত সন্ধির পরেই কর্ণাটক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ভাউসাহেব কর্ণাট প্রদেশের ৩৬টী পরগণা বা সাবনুরের নবাবের রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

কর্ণাট অঞ্চলের জমীদারেরা নিতান্ত অবাধ্য বলিয়া প্রায় মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের দমনের ও রাজস্ব আদায়ের জন্য পেশওয়েকে সৈন্যপ্রেরণ করিতে হইত। এদিকে কয়েক বৎসর নানা কারণে পেশওয়ে কর্ণাটের রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তাই এক্ষণে ভাউসাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং উহা আদায়ের জন্য অভিযান করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্য্যন্ত শ্রীরঙ্গপত্তন, সোন্দা, বিদনুরী প্রভৃতি প্রদেশের বিদ্রোহী জমীদারদিগকে করদানে বাধ্য করিয়া পুণায় প্রত্যাগত হন। পর বৎসর আবার অবশিষ্ট কর্ণাটে আধিপত্য স্থাপন জন্য ভাউসাহেব ও রামচন্দ্র বাবা প্রেরিত হন। তাঁহারা তোলী-হুন্নর নামক দুর্গ বাহুবলে দখল করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করেন। তদ্দর্শনে কর্ণাটের সমস্ত জমীদারেরা বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাকী রাজস্ব প্রদান ও ভবিষ্যতে নির্ব্বিরোধে যথাসময়ে রাজস্ব দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। স্বল্পায়াসে এই অভিযানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় ভাউসাহেব জুনমাসে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।[১]

কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের আধিপত্য স্থাপন বালাজীর উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে ১৭৫৫ খৃঃ অঃ জানুয়ারি মাসে তিনি বিদনুর অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করেন। ঐ স্থান সাবনুরের নবাবের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু নিজাম সলাবৎজঙ্গ পূর্ব্বাঞ্চলে ভোঁসলের অধিকৃত স্থানসমূহ অধিকার করিবার চেষ্টা করায় তাঁহাকে তাহার প্রতিশোধার্থ গমন করিতে হয়। সে বৎসর বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ হওয়ায় তীর্থযাত্রা করিবার জন্য তিনি নাসিকে গমন করায়তেও বিদনুরের ব্যাপার সে সময়ে অসম্পন্ন রহিল।

পরবর্ত্তী বর্ষের প্রারম্ভেই বালাজী বাজীরাও রঘুনাথরাও, ভাউসাহেব, মহাদজী পুরন্দরে, মল্লাররাও, জানোজী ও মুধোজী ভোঁসলে, বিট্‌ঠল শিবদেও বিঞ্চুরকর প্রভৃতি সর্দ্দার সহ সাবনুর আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুজফর-খান নামক জনৈক সর্দ্দার মহাদজী পুরন্দরের সহিত কলহ করিয়া সাবনুরের নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্যপ্রণালীক্রমে সৈন্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্য পেশওয়ে নবাবকে পত্র লিখায় নবাব সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। ইহাতে বালাজী বাজীরাও আপনাকে অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিকালে নবাব বাগলকোট নামক দুর্গ পেশওয়েকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই সময়ে তাহাও অধিকৃত হয়। সলাবৎজঙ্গকেও পেশওয়ে এই সময়ে স্ব-পক্ষভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও এই বিগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। কড়প্পা ও কর্ণুলের নবাব এবং মুরাররাও ঘোরপড়ে নামক জনৈক মরাঠা জমীদার সাবনুর-নবাবের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু সময়ে তাহারা কেহই উপস্থিত না হওয়ায় নবাব কয়েকমাস পর্য্যন্ত একাকী সাবনুর দুর্গ রক্ষা করেন। পরিশেষে মল্লারাওয়ের চেষ্টায় উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১১ লক্ষ টাকা ও মিশ্রিকোট, হুবলী, কুন্দগোল প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন সোন্দে ও বিদনুর প্রদেশের করাদানের অধিকার বালাজী প্রাপ্ত হন। নবাব নগদ ১১ লক্ষ টাকার সমগ্র একেবারে দিতে না পারায় বঙ্কাপুরের দুর্গের অধিকার কিছুদিনের জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। মুজফরজঙ্গ পুনরায় পেশওয়েগণের অধীনতা স্বীকার করেন। ইহার পর সোন্দে অঞ্চলে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপনের জন্য বালাজী গোপালরাও পটবর্দ্ধন নামক এক ব্রাহ্মণ-সর্দ্দারকে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ প্রদেশের দেশাইদিগকে (জমীদারদিগকে) দমিত করিয়া আট লক্ষ টাকা কর প্রদানে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। তন্মধ্যে তাঁহারা ২॥০ লক্ষ টাকা নগদ ও অবশিষ্ট টাকার পরিবর্ত্তে মর্দ্দনগড় বা ফোণ্ডা (Ponda) দুর্গ সমর্পণ করেন। এইরূপে ১৬৭৪ খৃঃ ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী যে ফোণ্ডা দুর্গ জয় করিয়া স্ব-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, এবং যাহা সাম্ভাজীর রাজত্বকালে মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা এতদিন পরে আবার মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরধিকার করেন। অতঃপর পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে গমনপূর্ব্বক নূতন-প্রাপ্ত বিদনুর প্রভৃতি প্রদেশ হইতে করগ্রহণপূর্ব্বক পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দশবৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের দক্ষিণ সীমায় কৃষ্ণানদী ছিল,

---

(১) ১৭৫০ খৃঃ হইতে ১৭৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত কালের ইতিহাস গ্রাণ্টডফ যথাযথরূপে প্রদান করিতে পারেন নাই। কুম্ভেরী হইতে রঘুনাথরাও কোন্ কোন্ প্রদেশে অভিযান করেন, ১৭৫৩ খৃঃ বালাজী যে কর্ণাটকে গমন করেন, তাহা গ্রাণ্টডফ জানিতে পারেন নাই। সংপ্রতি পেশওয়েদিগের যে সকল মূল বিধি পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অবলম্বনে এই দশবৎসরের অনেক ঘটনা যাহা গ্রাণ্ট ডফের নিকট অবিদিত ছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এক্ষণে তাহার পরিবর্তে তুঙ্গভদ্রা তাঁহাদিগের স্বরাজ্যের দক্ষিণ সীমা-স্বরূপ হইল (১৭৫৬ খৃঃ জুলাই)।

এই সময়ে তুলাজী আঙ্গে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্ক-ভাবে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তাহার অত্যাচার নিবারণ করা বালাজীর পক্ষে আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নৌ-সেনানী আঙ্গের সহিত জলযুদ্ধ বড় সহজ ব্যাপার নহে বুঝিতে পারিয়া বালাজী ইংরাজ বণিকদিগের সাহায্যে আঙ্গেকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ স্থির হয় যে, ইংরাজের ও পেশওয়ের নৌসেনা সম্মিলিত হইয়া ৬৪টী তোপসহ সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ আক্রমণ করিবেন। অতঃপর এই নির্দ্ধারণ অনুসারে কার্য্য হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরা স্থলপথে ও ইংরাজেরা জলপথে আঙ্গেকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে জাঞ্জিরা, সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ অধিকৃত হইল। পেশওয়ে সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ পাইলেন। বাণকোট দুর্গ ও তৎসন্নিহিত ১০টী গ্রাম ইংরাজেরা লইলেন (১২ই অক্টোবর ১৭৫৬ খৃঃ)। এই সময়ে মুসো বুসী নামক ফরাসী-সেনানীকে স্বীয় আশ্রয়ে রাখিয়া মরাঠা সৈন্যদিগকে পাশ্চাত্যসমরপ্রথা শিক্ষা দিবার বাসনা বালাজী বাজীরাওয়ের মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু বুসী যে সকল সর্ত্তে এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, তাহা বালাজীর নিকট সঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায় তাঁহাকে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি, বালাজীরাও ভাউসাহেবকে সঙ্গে লইয়া ৬০ সহস্র সৈন্যসহ দক্ষিণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। মুরাররাও ঘোরপড়ে ৬ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। পথিমধ্যে বাকী কর দান করিয়া মার্চ্চমাসে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হন এবং তথাকার অধিপতির প্রধান মন্ত্রীর নিকট বাকী খাজনার টাকা পরিশোধ করিতে বলেন। টাকার পরিমাণ লইয়াও গোলযোগ বাধিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পেশওয়ে শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিয়া ১৭ দিবস পর্য্যন্ত তাহার উপর গোলা বর্ষণ করিলেন। একদিন একটী গোলা নগরমধ্যস্থিত শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরশিখরে পতিত হইল। ঠিক সেই সময়ে বালাজীর তোপখানার একটী তোপ ফাটিয়া গিয়া কয়েকজন গোলন্দাজ নিহত হইল। এই ঘটনায় উভয় পক্ষ দৈবপ্রতিকূল মনে করিয়া সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। পেশওয়ে ৩২ লক্ষ টাকা লইয়া অবরোধ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। নন্দরাজ তন্মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা নগদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার পরিবর্তে অবশিষ্ট টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিলেন। এই চতুর্দ্দশ পরগণার কর সংগ্রহের জন্য ১৪টী মহালের অধিকার পেশওয়ে তথায় আপনার পক্ষীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও শান্তি-রক্ষার জন্য ৬ সহস্র সৈন্য রাখিয়া শিরে নামক প্রদেশ আক্রমণ করেন। শিরে, হোসকোট, কোলার, বালাপুর ও বঙ্গলুর (Bangalore) প্রভৃতি পাঁচটী পরগণা ছত্রপতি শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সকল প্রদেশকে পুনর্ব্বার স্বরাজ্যভুক্ত করিবার বাসনা বালাজীর হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হইল। তদনুসারে তিনি ঐ পঞ্চ পরগণার অধিকাংশ স্থানে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিলেন। বালাজী শিরে পরগণার নবাব (কর্ণাটকে যাঁহাদের সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তাহারাও আপনাদিগকে নবাব নামে খ্যাত করিতেন) মীর ফৈজুল্লাকে সামান্য জায়গীর শিরে নগর দান করিয়া দুর্গাদি সহ সমস্ত পরগণা মহারাষ্ট্র-রাজ্যভুক্ত করিলেন।

অতঃপর বর্ষাকাল সমীপবর্ত্তী হইলে বলবন্ত রাও গণপৎ মেহেন্দলে নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সর্দ্দারকে তথায় শিবিরসন্নিবেশ-পূর্ব্বক অবস্থান করিবার আদেশ করিয়া বালাজী বাজীরাও পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ঐ অঞ্চলের কড়পা নামক স্থানের নবাব কর্ণূল, সাবনুর প্রভৃতি স্থানের পাঠান নবাবদিগকে এবং মুরাররাও ঘোরপড়ে, মান্দ্রাজের ইংরাজ সৈন্য ও চিত্তলদুর্গের জমীদারদিগকে সঙ্গে লইয়া সহসা বলবন্ত রাওকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাহাদিগের কেহই কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না। সুতরাং বলবন্তরাওয়ের সহিত যুদ্ধে কড়পার নবাব নিহত ও হোসকোট, কড়পা প্রভৃতি স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। বর্ষাকালেই এই যুদ্ধ হয়। আর্কটের নবাবের নিকট হইতেও বলবন্তরাও ৪॥০ লক্ষ টাকা কর-স্বরূপ আদায় করিলেন। ইহার দুই লক্ষ টাকা নগদ ও আড়াই লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ পেশওয়ের হস্তগত হইল।

বর্ষাকালে পেশওয়ের সৈন্যকে অন্যদিকে যুদ্ধে লিপ্ত দেখিয়া হায়দর আলীর পরামর্শক্রমে শ্রীরঙ্গপট্টনের নন্দরাজ মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে স্বল্পকাল পূর্ব্বে প্রদত্ত ১৪ পরগণা হইতে বিতাড়িত ও তথায় পুনর্ব্বার স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সলাবৎজঙ্গের রাজ্য-বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় বলবন্ত রাও নন্দরাজকে তাঁহার ঔদ্ধত্যের প্রতিফল দিতে না পারিয়া সসৈন্যে পেশওয়ের সাহায্যের জন্য প্রস্থিত হইলেন। এই সময়ে বিদনুর প্রদেশে অধিকার-স্থাপনও বালাজীর ও মেহেন্দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নিজামের সহিত বিগ্রহ ঘটায় তাহা সিদ্ধ হইল না। এ সময়ে নন্দরাজকে দণ্ডিত ও বিদনুর প্রদেশ হস্তগত করিতে পারিলে দাক্ষিণাত্যে হায়দারআলীর অভ্যুদয় হইত কি না সন্দেহ।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট, সলাবৎজঙ্গের ভ্রাতা বুসালৎজঙ্গ ও নিজামআলী প্রধান মন্ত্রী শাহ নবাজখানের সাহায্যে সলাবৎ জঙ্গকে পদচ্যুত ও ফরাসীদিগকে নিজামরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হয়। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখিয়া বালাজী স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীর স্বার্থরক্ষার জন্য তৎপর থাকিতে আদেশ করিলেন। কাজেই বলবন্তরাও মেহেন্দলেকে কর্ণাটপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হয়। এই ষড়যন্ত্রে বিপ্লবকারীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শাহ নবাজ নিহত ও বুসালৎজঙ্গ প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফরাসীদিগের প্রভাব বর্দ্ধিত হইল। ইংরাজেরা এই গোলযোগের সুযোগে বলপূর্ব্বক সুরত দখল করিবার চেষ্টা করিলেন এবং বালাজী বাজীরাও নিজামআলীর উপদেশ মত যুদ্ধ করিয়া বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ লাভ করিলেন (১৭৫৮ খৃঃ অঃ এপ্রিল)।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বালাজী গোপালরাও গোবিন্দ-পটবর্দ্ধন* ও আনন্দরাও রাস্তের অধীনতায় একদল সৈন্য কর্ণাটে প্রেরণ করিলেন। পেশওয়ের সর্দ্দারেরা কর্ণাটে প্রবেশ করিয়াই নন্দরাজের পূর্ব্বদত্ত ১৪টী পরগণায় আপনা-দিগের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। গোপালরাও চেনাপট্টন অধিকারপূর্ব্বক বঙ্গলুর অবরোধ করিলে হায়দারআলী তাঁহা-দিগের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। তিনি এরূপ স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেখানে মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী সৈন্য আপনার বিক্রম প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইবে না। এই অভিযানকালে গোপালরাওয়ের সঙ্গে অধিক সংখ্যক কামানও ছিল না। এদিকে গুপ্ত ও আকস্মিক নৈশ আক্রমণ সম্বন্ধে হায়দার সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তথাপি গোপালরাও ও আনন্দরাও তিনমাস পর্য্যন্ত নানা খণ্ড যুদ্ধে হায়দারআলীকে ব্যতিব্যস্ত ও তাঁহার অধিকৃত কতিপয় স্থান অধিকার করিলেন। হায়দার অধ্যবসায়সহকারে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে ছাড়েন নাই। পরিশেষে উভয়েই এই যুদ্ধব্যাপারে বিরক্ত হইয়া সন্ধি করিলেন। তদনুসারে শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধকালে স্বীকৃত ৩২ লক্ষ টাকার অবশিষ্ট ২৭ লক্ষ ও আরও ৫ লক্ষ টাকা লইয়া গোপালরাও ১৪টী পরগণার অধিকার ত্যাগ করিলেন। এইরূপ সন্ধিস্থাপন করায় বালাজী কথঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া গোপালরাওয়ের প্রতি অকর্ম্মণ্যতার আরোপ করিয়াছিলেন।† এ সম্বন্ধে গোপালরাও বালাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, যে, "আমরা হায়দারকে যুদ্ধে জর্জ্জরিত না করিলে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি যে, নগদ ৩২ লক্ষ টাকা (ইহার মধ্যে ১৬ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল) দিয়া সন্ধি ক্রয় করিবেন, ইহা কি সম্ভবপর?" গোপালরাও যে যথার্থ কথাই লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে বালাজী বুঝিতে পারেন।

ইহার পর স্থানীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধবিগ্রহাদিতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা সুবিধামত একপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঐ প্রদেশের কতিপয় স্থান ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে উত্তরভারতে পাণিপথের যুদ্ধে তাঁহাদিগের যে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল, তাহাতে তিনচারি বৎসর পর্য্যন্ত কর্ণাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাহাদিগের হইল না। ইহার মধ্যে বালাজী বাজীরাওয়েরও জীবনকাল শেষ হইয়া গেল।

পাণিপথের যুদ্ধযাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে নিজামের সহিত একবার বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। আহ্মদনগর-দুর্গ খান্দেশের অন্তর্গত হইলেও নিজামের অধিকারে ছিল। বিসাজী কৃষ্ণনামক বালাজীর জনৈক সেনানী সেখানকার দুর্গরক্ষককে অর্থ-দানে বশীভূত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন (১০ই অক্টোবর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে)। এই কারণে সলাবৎজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পেশওয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। এই সময়ে ভাউসাহেব পাণিপথের জন্য সেনাদল সজ্জিত করিয়া উত্তরভারতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মঞ্জিরানদীর তীরে উদয়গিরি নামক স্থানে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ জয়লাভ করেন এবং নিজামপক্ষের ৩ সহস্র লোক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসিঘাতে নিহত হয়। দশটী হস্তী ও ৪টী তোপ হস্তগত হয়, মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও বহু সৈন্যনাশ হয়। নিজামআলী তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। বালাজীরাও, রঘুনাথরাও প্রভৃতি এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিলেও সৈন্যাপত্য ভাউসাহেবের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া নিজামকে সমূলে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সলাবৎজঙ্গ ও নিজামআলী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিহ্নস্বরূপ স্বরাজ্যের রাজমুদ্রা (Seal of State) খানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন নিজামকে নিতান্ত শরণাগত জানিয়া ভাউ-সাহেব সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন। দৌলতাবাদ, আশীরগড়, শিবনেরী, বিজাপুর, বুহ্রাণপুর, সাল্হের ও মাল্হের এই ছয়টী দুর্গ এবং বিজাপুর, বিদর ও অরঙ্গাবাদ প্রদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক ৬২ লক্ষাধিক টাকা আয়ের রাজ্যাংশ সন্ধির মূল্যস্বরূপ দান করিয়া নিজাম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শত্রুরাজ্য জয় করিয়া যে সকল প্রদেশ পাওয়া যাইত, তাহার

* গ্রান্ট ডফ্ ভ্রমক্রমে 'গোপালহরি' নামে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

† কর্ণেল উইল্কস্ এই যুদ্ধে হায়দর বশবর্তী হইয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অধিকাংশই পেশওয়েগণ সর্দারদিগকে অধিক সৈন্যরক্ষার জন্য জায়গীর স্বরূপ দান করিতেন। এ ক্ষেত্রেও ৬২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা আয়ের রাজ্যাংশের মধ্যে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকার প্রদেশ সর্দার ও কর্মচারিগণকে সৈন্যপোষণের জন্য অর্পিত হইয়াছিল। বালাজীর পুত্র মাধবরাও এবং তাঁহার খুল্লতাত পুত্র ভাউসাহেব প্রভৃতি আত্মীয়গণই এবার অধিকাংশ জায়গীর পাইয়াছিলেন। এ সময়ে নিজাম-রাজ্যের পরিমাণ যেরূপ অল্প হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রদিগেরই করতলগত হইত। কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধে তাহারা যে আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতে ভবিষ্যৎ ঘটনার স্রোত অন্য মুখে ধাবিত হইল।

বালাজীর শাসনকালে দক্ষিণ তুঙ্গভদ্রাতীর পর্য্যন্ত যেরূপ মহারাষ্ট্ররাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, উত্তরে সেইরূপে উহা আটকনদীর পরপার পর্য্যন্ত আপনার সীমা বিস্তার করিয়াছিল। দক্ষিণভারতে যেরূপ স্বয়ং বালাজী ও ভাউসাহেব মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, উত্তরভারতে সেইরূপ রঘুনাথরাও ও শিন্দে হোলকর প্রভৃতি সর্দ্দারেরা মুসলমানগণের ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা আপনাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত দেখিয়া আহ্মদশাহ আব্দালীর সাহায্যে পুনরায় ভারতে মোগল বাদশাহী স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাহারই ফলে পাণিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নাদিরশাহ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী ছারখার করিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ আছে। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অল্পদিন পরেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার অন্যতম সর্দ্দার আব্দালী ইরাণের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আব্দালী মূলতান ও লাহোর অধিকারপূর্ব্বক সরহিন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং মোগলসৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। তথাপি তাঁহার সর্ব্বনাশকর শক্তির পরিচয় পাইয়া দিল্লীর উমরাহেরা ভীত হইয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাহাতে আব্দালী পুনর্ব্বার ভারতে প্রবেশ করিলে তাঁহার আক্রমণ-নিবারণ বাদশাহী সৈন্যের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই সময়ে রোহিলাদিগের দমনও বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে আব্দালীর ও রোহিলাদিগের দমনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা-গ্রহণ দিল্লীর দরবারে আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল। তদনুসারে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ আহ্মদ শাহ উজীর সফদরজঙ্গের পরামর্শক্রমে বালাজী বাজীরাওয়ের নামে শিন্দে ও হোল্‌করের মধ্যস্থতায় যে "অহদনামা" বা ফরমাণ প্রদত্ত হইল, তাহাতে আব্দালী রোহিলা ও সিন্ধুপ্রদেশের আমীরগণকে দমন করিবার ও রাজপুতানা ও দিল্লীপ্রদেশের শান্তিরক্ষার জন্য বালাজী বাজীরাও বাধ্য হইলেন এবং তাহার প্রতিদানস্বরূপ লাহোর, মূলতান, রোহিলখণ্ড ও সিন্ধু-রাজপুতনা এই চারিটী প্রদেশের চৌথ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই সন্ধিপত্রের প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য রোহিলাদিগের সহিত এবং আব্দালীর সহিত পেশওয়েকে যুদ্ধ করিতে হয়। এই সনন্দপত্রে তাঁহারা যে চৌথ আদায় করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য অবাধ্য রাজপুতদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।[১]

১৭৫১ খৃঃ, শিন্দে হোলকর যে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল লুণ্ঠনাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির সর্ত্ত পালনে উহার প্রধান প্রবর্ত্তক হইয়াছিল। তাঁহারা যখন রোহিলা-সমরে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় আব্দালী দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। কিন্তু শিন্দে-হোলকর লইয়া উজীর তাঁহার প্রতিরোধার্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই বাদশাহ তাঁহাকে পঞ্জাব দানপূর্ব্বক বিদায় করেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে সেই প্রদেশদ্বয় আব্দালীর হস্ত হইতে উদ্ধার করা মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু গাজীউদ্দীনকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে গমনের জন্য সে বৎসর পঞ্জাবের উদ্ধার সাধিত হইল না। ইহার পর রঘুনাথ রাও উত্তর-ভারতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত সনন্দপত্রের বলে রাজপুতনা, কুম্ভেরী, নাগোর, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিতে করিতে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকাল নিকটবর্ত্তী হয়; সুতরাং রঘুনাথ রাও স্বদেশাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া আগষ্ট মাসে পুণায় উপস্থিত হন। পরবর্ত্তী বর্ষে জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত সাবনূরের অবরোধ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া বর্ষাকালের অবসান হইবামাত্র গুজরাতের কতিপয় মুসলমান-সর্দ্দার বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দমিত করিয়া রঘুনাথ রাও মালবে গমন করেন। এই সময়ে আব্দালীর আগমনবার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য বালাজীর অনুমতি লইয়া

(১) এই অহদনামার বিষয় ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা পরিজ্ঞাত না থাকায় উত্তর-ভারতে বালাজীর সর্দ্দারেরা যে সকল অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এই অহদনামা ও পেশওয়ের সর্দ্দারগণের বহুসংখ্যক পত্র সম্প্রতি জনৈক মহারাষ্ট্রীয়-ইতিহাস-সংগ্রাহকের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল পত্রাবলম্বনে আমরা পাণিপথের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

যথাসাধ্য সত্বর দিল্লী অভিমুখে প্রস্থিত হন। এদিকে বালাজী স্বয়ং শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রস্থান করেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রঘুনাথ রাও মহলার রাও হোলকরের সহিত আব্দালীর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য শিন্দেকে শীঘ্র প্রেরণ করিতে বালাজীকে পত্র লিখেন। তখন সলাবৎজঙ্গের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহার জন্য দত্তাজী শিন্দে সসৈন্যে পেশওয়ের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এই পত্র পাইয়া বালাজী তাঁহাকে রঘুনাথ রাওয়ের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের সহিত এ সময়ে ছয় সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না। তথাপি তিনি আব্দালীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বিতীয় অভিযানে পঞ্জাবের যে সকল প্রদেশ আব্দালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নূতন উজীর মীর শাহাবুদ্দীন গাজী তৎসমস্ত পুনরধিকার করেন। তাহার পর তিনি আপনাকে নিষ্কণ্টক ভাবিয়া অন্তাজী মাণিকেশ্বর নামক পেশওয়ের জনৈক ব্রাহ্মণ সর্দ্দারের প্রতি দিল্লীর শান্তিরক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং বিলাসস্রূপে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অনবহিত দেখিয়া বাদশাহ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বাধীনতালাভের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। নজীব খাঁ নামক গাজীর অধীন ও তাহারই অন্নে পরিপুষ্ট জনৈক রোহিলা-সর্দ্দার প্রভুর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। মোগলদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের রক্ষণাধীন হওয়ায় অনেক আমীরের পক্ষে তাহা অবজ্ঞাজনক বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু গাজীকে পদচ্যুত না করিলে দিল্লী হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাবল্য তিরোহিত হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা আব্দালীকে হিন্দুরক্ষকের হস্ত হইতে মোগলরাজধানী দিল্লীর উদ্ধারসাধন জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। নজীব খান ও শাহজাদী মল্কা-জমানী এই ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিলেন।

পঞ্জাব হস্তচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া এই নিমন্ত্রণপত্র পাইবার পূর্ব্বেই আব্দালী ভারতাক্রমণের সংকল্প করিয়াছিলেন। অতঃপর সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক তিনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, খাইবার গিরিসঙ্কটে তুষারপাত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কান্দাহার ত্যাগ করিলেন। তিনি সরহিন্দে উপস্থিত হইলে শাহাবুদ্দীন্ গাজীর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি যথাসত্বর কতিপয় সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক নজীবখানকে আব্দালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। আব্দালীর সৈন্য দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নজীব প্রকাশ্যভাবে শত্রুর সহিত মিলিত হইলেন। নজীবের এই বিশ্বাসঘাতকতায় গাজী ও দিল্লীর বাদশাহ ইরাণী বাদশাহের হস্তে বন্দী হইলেন এবং দিল্লীতে আফগান-সেনার পৈশাচিক তাণ্ডবে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। অন্তাজী মাণিকেশ্বর তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল সহ পলায়ন করিলেন। দিল্লীর লুণ্ঠন ও বহুসংখ্যক অধিবাসীর হত্যাকাণ্ড সমাপন করিয়া আব্দালী মার্চ্চমাসে মথুরায় গমন করেন। সে সময়ে তথায় পর্ব্বোপলক্ষে (সম্ভবতঃ দোল উপলক্ষে) নানাদেশীয় হিন্দুদিগের সমাগম হইয়াছিল। নির্ম্মম আফগান সৈন্যের খড়্গাঘাতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসী, বালক ও রমণী ছিন্নশীর্ষ হইলেন! রমণীদিগের প্রতি পাশব অত্যাচার ও গোরক্তে হিন্দু দেবদেবীকে স্নাত করিতেও পাপিষ্ঠেরা বিরত হয় নাই। এদিকে উত্তর-ভারতে নিদাঘের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় আব্দালীর সৈন্যদলে মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। এই কারণে তিনি তৈমুর শাহকে পঞ্জাবে রাখিয়া যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাসহকারে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এই ঘটনা ১৭৫৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে ঘটে।[১]

এদিকে জুলাই মাসের প্রারম্ভে রঘুনাথ রাও দিল্লীর উপকণ্ঠভাগে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ইহার মধ্যে অপরাপর সর্দ্দারেরাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার একখানি পত্রপাঠে বোধ হয়, তিনি দিল্লীর সমীপবর্ত্তী হইয়া আব্দালীর স্বদেশগমনবার্ত্তা শ্রবণে কথঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। তাই মহারাষ্ট্রীয় বখরকারেরা বলেন যে, রঘুনাথ রাওয়ের আগমনোদ্যোগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই আব্দালী ভয়ে স্বদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।

গাজী ও বাদশাহ আলমগীর শরণাপন্ন ও কুশলপ্রার্থী হওয়ায় আব্দালী তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করেন নাই। কিন্তু তিনি নজীবখানকে দিল্লীশ্বরের সৈন্যাপত্য প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দিল্লীতে নজীবের প্রভুত্বের সীমা রহিল না। পেশওয়ের প্রতিনিধি অন্তাজী মাণিকেশ্বরও দিল্লীতে পুনরাগমন করিতে পারিলেন না। এই কারণেও গাজীর সহিত নজীবের বিরোধ ও পেশওয়ের সহিত সখ্যপ্রযুক্ত গাজীকে সঙ্গে লইয়া রঘুনাথ

---

(১) গ্রাণ্টডফ মহোদয়ের মতে ১৭৫৫ খৃঃ আব্দালী আর একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। কীন সাহেবের মতে ১৭৫৭ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর আব্দালী কর্ত্তৃক দিল্লী লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু রঘুনাথ রাও ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা দিল্লীপ্রদেশ হইতে যে সকল পত্র বালাজী বাজীরাওকে ও অপর কর্ম্মচারীদিগকে লিখিয়াছেন, সে সকলে প্রকাশ যে, আব্দালী চান্দ্র চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মথুরায় থাকিয়া বৈশাখ মাসের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই কান্দাহার অভিমুখে প্রস্থান করেন। একাধিক পত্রে যখন এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন কীন বা ডফের উল্লিখিত তারিখ আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

দিল্লী আক্রমণ করিলেন। ১৫ দিন পর্য্যন্ত কোনও প্রকারে সহর রক্ষা করিয়া পরিশেষে নজীবখান শরণাপন্ন হইলেন। রঘুনাথ নজীবকে কপটাচারী বলিয়া তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য তাঁহার দোয়াবস্থিত জায়গীর (এই জায়গীর নজীব গাজীর অনুগ্রহেই লাভ করিয়াছিলেন) বাজেয়াপ্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু মল্লার রাও হোলকরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে বিনাদণ্ডে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। মল্লার রাওয়ের সৈন্যদল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নজীব অক্ষতশরীরে রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত শুক্রতালনগরে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন। বলা বাহুল্য, মল্লাররাও এজন্য নজীবের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ পাইয়াছিলেন। এই কপটাচারী নজীবের জন্যই পাণিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

অতঃপর রঘুনাথরাও দিল্লীর সহর ও দুর্গ অধিকার ও বাদশাহকে স্বহস্তে পুনরভিষিক্ত করিয়া অন্তাজী মাণিকেশ্বরকে পুনর্ব্বার সেখানকার শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দিল্লীপ্রদেশের ও রোহিলখণ্ডের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। আব্দালীর অনুগ্রহে ঐ সকল প্রদেশ আফগানসেনা কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া "বে-চিরাখ" (দীপশূন্য) হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ও মথুরার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আব্দালীর প্রতি তাঁহার বিশেষ ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং তিনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন।* লাহোর প্রভৃতি প্রদেশ তখন আব্দালীর পুত্র তৈমুরশাহের শাসনাধীন ছিল। রঘুনাথের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র তিনি সসৈন্যে কান্দাহারে পলায়ন করিলেন। রঘুনাথ লাহোর অধিকারপূর্ব্বক লক্ষ্মীনারায়ণ নামক ঐ দেশীয় এক জন কার্য্যদক্ষ কায়স্থ কর্ম্মচারীর হস্তে উহার শাসন-ব্যবস্থার ভারার্পণ করিয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইলেন (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মে)। অতঃপর তিনি প্রভঞ্জনবেগে মূলতান ও পঞ্জাবের অপরাপর অংশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অধিকার করিতে করিতে ভারতের উত্তর সীমায় আটক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহারাষ্ট্রীয় বিজয়চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগের জাতীয় গৈরিক পতাকা উড্ডীন করা হইল এবং কৃষ্ণাতীরজাত দাক্ষিণাত্য অশ্বসমূহ আটকে সিন্ধুনদীর জলে অবগাহন ও তাহার বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। এই ঘটনা মহারাষ্ট্রীয় বখরসমূহে অতীব গৌরবের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থানেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিভবোন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইল। মহারাজশাহু বালাজী বাজীরাওকে পেশওয়ে পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় যে কার্য্য সিদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে সিদ্ধ হইল। কিন্তু পেশওয়েদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই খানেই শেষ হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান শাসনের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন বালাজী-জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বহুবিধ পত্রে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। রঘুনাথরাওয়ের আকাঙ্ক্ষা এতদপেক্ষাও মহৎ ছিল। কান্দাহারে প্রবেশ করিয়া আব্দালী দর্পচূর্ণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি এই সময়ে বালাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"অকবর বাদশাহের অধীনতায় যে সকল প্রদেশ ছিল, পেশওয়েদিগের অধীনতায় তৎসমূহ থাকিবে না কেন?" এ পর্য্যন্ত কাবুল কান্দাহারে মহারাষ্ট্র আধিপত্য স্থাপন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভাউসাহেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সমুদ্রবলয়াঙ্কিতা ভারতভূমির অতিক্রমপূর্ব্বক "কনষ্টান্‌টিনোপলে" মহারাষ্ট্র-বিজয়কেতু উড্ডীন করিবার ইচ্ছা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

যাহা হউক, একমাসকাল আটকে অবস্থান করিয়া রঘুনাথরাও ও মল্লাররাও হোলকর লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে বর্ষাকাল সমীপবর্ত্তী হওয়ায় স্বদেশে প্রতিগমন করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইল। তিনি লাহোর ত্যাগ করিলেই আব্দালী পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইবেন, ইহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। কিন্তু বর্ষাকালে বিদেশে থাকাও সম্ভবপর নহে বিবেচনায় তিনি সীমান্তরক্ষার ভার কতিপয় সর্দ্দারের উপর অর্পণ করিয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দত্তাজীশিন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে রঘুনাথ তাঁহাকে নজীবখানকে হতবল করিবার আদেশ প্রদান করিয়া কুচ করিতে করিতে পুণায় উপস্থিত হইলেন (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর)।

এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র পেশওয়েগণের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। মহিসুর, হায়দরাবাদ, মারবাড় ও দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহাদিগের প্রভুত্ব ছিল। পঞ্জাব, অজমীর, মালব, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও কর্ণাট অঞ্চলে তাঁহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। রাজপুতনা ও অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগের চৌথ নির্ব্বিঘ্নে আদায় হইত। নিজাম, মহিসুরের নবাব প্রভৃতি প্রবলশক্তিসমূহ পেশওয়ের প্রতাপে বিনত হইয়া তাঁহাদিগকে করদান করিতেন। পেশওয়েগণ দিল্লীর সিংহাসনে স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিকে বাদশাহ করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ক্রীড়াপুত্তল করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহাদিগের আর কেহ ভীতিপ্রদ শত্রু ছিল না। মহারাষ্ট্ররাজ্যের সর্ব্বত্র এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও পেশওয়েগণ স্বদেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে

ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। বালাজীর সময়ে ও তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় দেশব্যাপী প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার বহুল চর্চ্চা আরব্ধ হয়। তিনি বেদ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি বর্ষে পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অর্থদানে তুষ্ট করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যে তিনি সময়ে সময়ে বার্ষিক ১৮লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। কাশী, রামেশ্বর, মিথিলা প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রতিবর্ষে পরীক্ষাদানপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্রহণের জন্য পুণায় সমবেত হইতেন। দক্ষিণার্থ সমাগত ব্রাহ্মণদিগের পরীক্ষাগ্রহণ ও দক্ষিণাদানের জন্য পুণায় একটী স্বতন্ত্র আবাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরস্কারের লোভে দেশের ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা শাস্ত্রজ্ঞানলাভে মনোযোগী হইলেন। দেশবিদেশ হইতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তৎসমূহের প্রতিলিপি করাইয়া পুণার রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও গীতবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণও তাঁহাদিগের আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হন নাই। দেশীয় কৃষক ও বণিকশ্রেণীর উন্নতির দিকেও বালাজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। [এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মহারাষ্ট্র শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই সময়ে যেরূপ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আরও কিছুদিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তারে এবং কলাবিদ্যার বিশিষ্ট সংস্কারে পেশওয়েগণ মনোযোগী হইতে পারিতেন।

কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিল না। একেবারে বহুরাজ্য বিজয় করায় তাঁহাদিগের শত্রুরা ক্ষমতায় হীন হইলেও সংখ্যায় অধিক হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, সর্দ্দারদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি না থাকায় ও তাঁহাদিগের মনে পাপবুদ্ধির উদয় হওয়ায় পেশওয়েরাজ্য ক্ষয়িতমূল হইতেছিল। গৃহবিবাদ ও আত্মীয়গণের মনোমালিন্যও তাঁহাদিগের শক্তিহ্রাসের এক প্রধান কারণ হইল। পানিপথে যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্ব হইতে যে প্রকারে এই সকল অনিষ্টকর উপাদানের সঞ্চয় হইতেছিল এবং যে প্রকারে তৎসমুদয় পানিপথে পেশওয়েগণের বৈভবনাশের কারণ হইল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনানিচয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিবৃত হইতেছে।

রঘুনাথ রাও দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দত্তাজী শিন্দে নজীব খানের বিনাশের জন্য যাত্রা করিলেন। পেশওয়ে দত্তাজীর প্রতি আর কয়েকটী কার্য্যেরও ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে (১) লাহোরের বন্দোবস্ত করিয়া তথা হইতে রাজস্ব সংগ্রহপূর্ব্বক প্রেরণ, (২) সুজা উদ্দৌলাকে বশীভূত করিয়া বারাণসী, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও গয়া এই চারি প্রধান তীর্থক্ষেত্রের অধিকার গ্রহণ, এই দুইটীই এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। লাহোরের বন্দোবস্ত করিয়া দত্তাজী নজীবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এমন সময়, মহলারাও হোলকর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অত্যুবিধ পরামর্শ দান করিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, "সমগ্র ভারতে ধূর্ত্ত নজীব ভিন্ন এক্ষণে পেশওয়ের আর কেহ শত্রু নাই। সেই নজীবকে বিনষ্ট করিলে আমাদিগকে পেশওয়ে আর পূর্ব্ববৎ সম্মান করিবেন না। পেশওয়ে নিষ্কণ্টক হইলে সামান্য দূত প্রেরণ করিয়া আটক হইতে অনায়াসে রাজস্বাদি আদায় করিবেন এবং আমাদিগকে "নির্ম্মাল্যবৎ" অনাবশ্যক জ্ঞানে অনাদর করিবেন। অতএব নজীবকে রক্ষা করিয়া পেশওয়েকে দমিত রাখা কর্ত্তব্য। সুজা উদ্দৌলার পরিবর্ত্তে নজীবকে সখ্যদ্বারা বশীভূত করিলেও অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি প্রদেশ হস্তগত হইতে পারিবে।" মহলার রাওয়ের এই দুষ্ট উপদেশে মুগ্ধ হইয়া শিন্দে সে সময়ে বালাজীর আদেশ অবজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নজীবকে রক্ষা করিয়া যে দুগ্ধদানে সর্প পোষণ করিতেছেন, তাহা অল্পদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন।

বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে-কুলের মধ্যে অসাধারণ রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। পেশওয়ে-পদ প্রাপ্তির পর হইতে নানা প্রকার আত্ম-বিগ্রহের দমনে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি সমগ্র ভারতে পেশওয়েগণের অপ্রতিহত প্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার গুরু রামদাস স্বামীর সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের হৃদয়ে যে হিন্দপৎ বাদশাহী বা হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের বাসনা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা বালাজী বাজীরাওয়ের সময়েই সফল হইবার অবসর উপস্থিত হইল। কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার সর্দ্দারেরা উত্তরভারতে যে সকল অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহ করেন, তাহাতে অনেক স্থলেই তাঁহার উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া তাহা ইষ্ট-ফলদায়ক হইল না। সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই স্বার্থলুব্ধ ও কিয়ৎপরিমাণে পেশওয়ের অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শাসন করিবার শক্তি বালাজীর ছিল না এবং সে সময়ে সর্দ্দারদিগের শাসন সম্পূর্ণ সম্ভবপরও ছিল না। সমগ্র ভারত জয় করিয়া সুশাসিত রাখা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে অতীব দুষ্কর কার্য্য ছিল, সেজন্য বহু সৈন্যপোষণ আবশ্যক হইয়া ছিল। বালাজী ইহা বুঝিতে পারিয়া বহু সৈন্য পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্দ্দারগণের অনেকেই যথাসময়ে রাজস্ব আদায় করিয়া পেশওয়ের নিকট প্রেরণ না করায় পেশওয়ে-সরকারকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

বালাজীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সর্দ্দারগণ যে ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পাণিপথে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ হয়। বালাজীর লিখিত বহু পত্রে এক জনের সহিত শত্রুতা

ও অপরের সহিত মিত্রতা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি উত্তরভারতে সকলের সহিত এককালে শত্রুতাচরণ করিতে সর্দ্দারগণকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা দত্তাজীর নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গাজী উদ্দীন্‌কে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে উজীর-পদ দান করিলে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। সেইরূপ নজীবখানও দিল্লীশ্বরের সৈনাপত্য লাভ করিলে ত্রিশলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী রাও এতদুভয়ের কোনও প্রস্তাবেই সম্মতি দান করা সঙ্গত মনে করেন নাই। কারণ, গাজী উদ্দীন্ মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই আশ্রিত ছিলেন; সুতরাং বিনা দোষে তাঁহাকে পদচ্যুত করা তাঁহার সঙ্গত বোধ হইল না। বিশেষতঃ সুজাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলে তিনি তাঁহার বন্ধু জাঠদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শত্রুতাচরণ করিতে পারেন, এইরূপ সন্দেহ বালাজীর মনে উদিত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি অন্যরূপ প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন যে, অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগ হিন্দুদিগের এই তিনটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র মুসলমান-শাসন হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলে তিনি সুজাকে বঙ্গদেশের একাংশ জয় করিয়া দিবেন। সুজার এ প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি ছিল না। বালাজীর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে উহা যে মহারাষ্ট্রশক্তির পক্ষে মঙ্গলকর হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিন্দে হোলকরের বুদ্ধির দোষে তাহা ঘটিল না। তাঁহারা নজীব খানের সহিত মিত্রতা-স্থাপন করিলেন। সুতরাং সুজা উদ্দৌলার সহিত সখ্য স্থাপিত হইল না।

নজীব খানের বিনাশ করিবার জন্য বালাজী সর্দ্দারদিগকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ্চ ও ২রা মে তারিখে তিনি এ বিষয়ে দত্তাজী ও জনকোজী শিন্দেকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ মূলপত্র হইতে এ স্থলে অনূদিত হইল,—"নজীব খানকে বক্সীগিরি (সৈনাপত্য) প্রদান করিলে সে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে পারে; কিন্তু নজীব খানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক ও পাকা জুয়াচোর বলিয়া জানিবে। তাহাকে দিল্লীর বক্সীগিরি দেওয়া ও আব্দালীকে দিল্লী দান করা একই কথা। নজীব খানকে সহায়তা করা সর্পকে দুগ্ধদানে পোষণ করার ন্যায় অনিষ্টকর হইবে। নজীব খানকে অর্দ্ধ আব্দালী জানিয়া তাহার সহিত মৈত্রীস্থাপনে বিরত থাকিবে।" পেশওয়ের এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ ও আদেশ সত্ত্বেও মল্লাররাও হোলকরের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া শিন্দে নজীবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন না। অন্তাজী মাণিকেশ্বর, মারোশঙ্কর প্রভৃতি বালাজীর অপর সর্দ্দারেরা এমন কি স্বয়ং জনকোজী শিন্দেও নজীবের দমনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু মল্লাররাও হোলকর ও দত্তাজী শিন্দে এবং গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলা প্রভৃতি সর্দ্দারগণের অবাধ্যতায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলার মধ্যস্থতায় শিন্দে হোলকর নজীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। বিশ্বাসঘাতক নজীবও তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে লাগিল, সে সুজার সহিত ও মহারাষ্ট্র-বিদ্বেষী যোধপুরপতি বিজয়সিংহের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিয়া ফরক্কাবাদের নবাব ও দিল্লীশ্বরের সাহায্যে আব্দালীকে আহ্বান করিল। শিন্দে-হোলকর এ সকল ষড়যন্ত্রের কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। দূরদর্শী বালাজীর উপদেশও তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহার ফল সমগ্র মহারাষ্ট্র-জাতিকে ভোগ করিতে হইল। স্বয়ং দত্তাজীকে কুটিল নজীবের হস্তে ইহার অল্পদিন পরেই প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। [তাহার বিবরণ শিন্দে (সিন্দিয়া) শব্দে দ্রষ্টব্য।]

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকারপূর্ব্বক উহার একাংশ সুজাকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগ গ্রহণ করিবার পেশওয়ের সংকল্প ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আব্দালী যখন দিল্লী ভস্মসাৎ করিতেছিলেন, ইংরাজেরা তখন পলাশী-যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভারতে আপনাদিগের সাম্রাজ্যস্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পেশওয়ের সংকল্প সিদ্ধ হইলে ভারতের ইতিহাস অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিত। পেশওয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রথমে লাহোর প্রদেশের সুবন্দোবস্ত করিয়া সমস্ত সৈন্য দিল্লীতে সমবেত করিতে সর্দ্দারদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহারা সুজা উদ্দৌলার সহযোগে বঙ্গদেশ অধিকারের জন্য যাত্রা করিবার উপদেশ পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ অধিকারের জন্য রঘুনাথরাও প্রেরিত হইবেন স্থির হইয়াছিল; কিন্তু সামান্য লাভের জন্য নজীবের সহিত সখ্য করিয়া শিন্দে-হোলকর বালাজীর সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিলেন। তাঁহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধির ফলে লাহোরের বন্দোবস্ত স্থায়ী হইল না, সুজা উদ্দৌলার সহিত বন্ধুত্ব ঘটিল না। 'ভুজঙ্গপ্রকৃতি' নজীবের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিলেন, এদিকে নজীবের প্ররোচনায় সমস্ত উত্তর-ভারতে মুসলমানেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে লাগিলেন; আব্দালী আহূত হইয়া বিপুল সৈন্যসহ ভারতাক্রমণ করিলেন।

এইরূপে বালাজীর উপদেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। নজীবের ষড়যন্ত্র পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত

হওয়ায় আব্দালী পঞ্জাবে সমাগত হইলে শিন্দে-হোলকরের চৈতন্যোদয় হইল। তখন তাঁহারা আব্দালীকে আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে, আব্দালীর হস্তে তাঁহাদিগের বহু সৈন্য সামন্তের নাশ হইল। এই সংবাদ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুণায় উপস্থিত হইল।

এই সংবাদ পাইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে উদয়গিরির যুদ্ধে পেশওয়ে নিজামকে পরাভূত করিয়াছিলেন। অতঃপর হায়দার-আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা বালাজীর উদ্দেশ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র দাক্ষিণাত্য হইতে মুসলমান-শাসনের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু আব্দালীর হস্তে শিন্দে-হোলকরের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করায়, তাঁহাকে সে সংকল্প স্থগিত রাখিয়া উত্তর-ভারতে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। এই সৈন্যের অধিনায়কত্ব কাহাকে প্রদত্ত হইবে এ বিষয়ে এই সময়ে বহু বাক্‌বিতণ্ডা হয়। রঘুনাথ রাওয়ের অভিযানের ফলে রাজ্যের আয়বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, আরও ৮০ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল। এই কারণে এবার সদাশিব ভাউকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া আব্দালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। সঙ্গে বিশ্বাস রাও নামক বালাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্রও গমন করিলেন। অনেকের মতে সদাশিব রাও ভাউকে সৈনাপত্য প্রদান করায় বালাজীর বিষম ভ্রম হইয়াছিল। অনেকে আবার সে সম্বন্ধে মতানৈক্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভাউ সাহেব স্বীয় বিপুলবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমরপ্রাঙ্গণে আহ্মদশাহ আব্দালী, নজীবখান রোহিলা, সুজা উদ্দোলা, কুতবশাহ, আহম্মদ খান, দুন্দেখান প্রভৃতি রোহিলা, পাঠান ও দুরাণী সর্দ্দারগণ স্ব স্ব চতুরঙ্গবলের সহিত সমবেত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারি তারিখে উভয় পক্ষের ঘোর সংগ্রাম হয়। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্পূর্ণ পরাভূত হন। [এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ভাউ সাহেব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উত্তর-ভারতে শত্রুপক্ষের প্রাবল্য অনুভব করিয়া বালাজী বাজীরাও সসৈন্যে ভাউ-সাহেবের সাহায্যার্থ উত্তর-ভারতে যাত্রা করিলেন। তিনি নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়াই পাণিপথের পরাভববার্ত্তা শ্রবণ করেন। যে ব্যক্তি এই সংবাদ আনয়ন করিয়াছিল, সে একজন শাহুকারের (মহাজনের) দূত ছিল। তাহার নিকট যে পত্র ছিল, তাহাতে সংক্ষেপে লিখিত ছিল যে,—"পাণিপথে দুইটী মুক্তা খলিত হইয়াছে, ২৭টী মোহর হারাইয়াছে এবং টাকা পয়সা যে কত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।" ইহা হইতে পেশওয়ে বুঝিলেন যে, ভাউসাহেব ও বিশ্বাসরাও তাঁহাদিগের ২৭জন সেনানীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। দিনকয়েক পরেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় উপস্থিত হয়। তখন পাণিপথে তাঁহার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি হতাশ-হৃদয়ে পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হন।

পাণিপথের দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসীম ক্ষতি হইল। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও লক্ষাধিক সৈনিক এই সংগ্রামানলে ভস্মীভূত হইলেন। মহারাষ্ট্রদেশের প্রায় সমস্ত সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার পাণিপথে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। বহুসংখ্যক মরাঠা-পরিবারের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। মহারাষ্ট্রের একটী পরিবারও এই ঘটনায় আত্মীয়-বিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই; সুতরাং গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বালাজী বাজীরাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাস রাও ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ভাউ সাহেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের এরূপ শোচনীয় পরিণামের বিষয় শ্রবণ করিয়া বালাজীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। ভাউ সাহেবের শোকে ও বিয়োগবিধুর অসংখ্য প্রজার হাহাকার রব-শ্রবণে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই (১৭৬১ খৃঃ জুন মাসের শেষে) গতাসু হইলেন। তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী নেতার অভাবে মহারাষ্ট্র-সমাজের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইল। পেশওয়ের অমিত প্রতাপ এখানেই খর্ব্ব হইল।*

[অবশিষ্ট পেশওয়েগণের বিবরণ মাধব রাও নারায়ণ, বাজী-রাও রঘুনাথ ও ফড়নবীস "নানা" প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পেশস্ (ক্লী) পিশ-অসুন্। ১ রূপ। "কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা।" (ঋক্ ১।৬।৩) 'পেশোরূপমভিব্যক্তমানং।' (সায়ণ) ২ হিরণ্য। (নিঘণ্টু)

পেশস্কার (ত্রি) পেশো রূপান্তরং করোতি কৃ-অণ্। স্বরূপকর কীটভেদ।

পেশস্কারী (স্ত্রী) পেশস্কার-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। রূপকর্ত্রী। "পতিং নিষ্কৃত্যৈ পেশস্কারী।" (শুক্ল যজু° ৩০।৯) 'পেশস্কারীং রূপ-কর্ত্রীং' (মহীধর)

পেশস্কৃৎ (পুং) পেশো রূপান্তরং করোতীতি পেশস্-কৃ-ক্বিপ্ (হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্। পা ৬।১।৭১) ইতি তুগাগমঃ। কীটবিশেষ, চলিত—কুমীরকে পোকা। এই কীট যে কোন্

* 'পেশবা' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীনই প্রথমে 'মন্ত্রী' উপাধি স্বরূপ এই "পেশবা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কীটকে ধরে, সেই সকল কীটই নিজ রূপ পরিত্যাগ করে, এইজন্ত এই কীটের নাম পেশস্কৃৎ হইয়াছে।

"কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।

যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্।" (ভার° ১১।৯।২৩)

পেশা (পারসী) ব্যবসা।

পেশাদার (পারসী) যে পেশা করে, যে অপরের নিকট অর্থ লইয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন করে।

পেশাদারী (পারসী) পেশাদারের কার্য্য।

পেশাবর, (পেশোয়ার) পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীনে কমিসনর-শাসিত একটী বিভাগ। অক্ষা° ৩২° ৪৭´ হইতে ৩৫° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৩৪´ হইতে ৭৪° ৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পেশাবর, হাজারা ও কোহাত জেলা এবং খাইবার গিরিসঙ্কট হইতে লুন্দীকোটাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধশাসিত পার্ব্বত্যজাতির আবাসভূমি এই বিভাগের অন্তর্গত। ভূ-পরিমাণ ৮৩৮১ বর্গমাইল। উত্তর ও পশ্চিমসীমায় আফগানরাজ্য ও পর্ব্বতবাসী স্বাধীন-সামন্তরাজ্যসমূহ, পূর্ব্বে কাশ্মীর এবং দক্ষিণভাগে রাবলপিণ্ডি ও বাণুজেলা। সমগ্রবিভাগে ১৬টী নগর ও ২২২৪টী গ্রাম দেখা যায়। এখানকার লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আফগানযুদ্ধসজ্জা, রেলপথ-স্থাপন ও স্বাতনদীর কাটা-খাল নির্ম্মাণ, জনতাবৃদ্ধির এক মাত্র কারণ। অধিবাসিবৃন্দের শতকরা ৯৩ জন মুসলমান, উহারা শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান প্রভৃতি বিভিন্নমতাবলম্বী। অবশিষ্ট হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টান।

নগর ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী, কতক লোক গবাদি চরাইয়া খায়। এতদ্ভিন্ন বাণিজ্য, মহাজনী, কারিগরী ও সৈনিকবৃত্তিদ্বারা অন্যান্য লোকে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সকল প্রকার রবি-শস্য ও হৈমন্তিক (খারীফ্) শস্যের চাষ এখানে প্রভূত পরিমাণে হয়। উপত্যকাবিশেষে এখানে উৎকৃষ্ট চাউল জন্মে। ইহাই 'পেশোয়ারী' চাউল নামে প্রসিদ্ধ। কোহাতে প্রায় ১৪টী লবণের খনি আছে, তন্মধ্যে জাত্তা, মলগিন্, নরী, খড়ক ও বাহাদুর-খেল নামক স্থানের ৫টী খনিতে এখনও লবণ উত্তোলিত হয়। কাঁচা ও পাকা রাস্তা ব্যতীত উত্তরপঞ্জাব-রাজকীয়-রেলপথ পেশাবর নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এখানে ৬০টী দেওয়ানী ও ৪৭টী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন। অক্ষা° ৩৩° ৪৩´ হইতে ৩৪° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ২৫´ হইতে ৭২° ৪৭´ পূঃ। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুনদী হইতে খাইবার গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃতস্থানে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৫০৪ বর্গমাইল।

উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে ইয়েন-কো ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা, দক্ষিণপূর্ব্বে সিন্ধুনদী এবং পূর্ব্বোত্তরে স্বাত ও বোনের পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতাদিতে পাঠানবংশীয় স্বাধীনজাতির বাস। জেলার মধ্য দিয়া কাবুল ও স্বাত নদী প্রবাহিত; উভয়ের পূর্ব্বে ওৎমান, বুলাক, মর্দ্দন ও হাস্তনগর (অষ্টনগর) এবং পশ্চিমদিকে দোয়াব, দাউদজৈ, পেশাবর ও মোমন্দর।

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পেশাবর উপত্যকা পরিপূর্ণ। চারিদিকের বিস্তৃত শৈলমালা যেন রঙ্গভূমির সোপানশ্রেণীবৎ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণদিকে খট্টক পর্ব্বতমালা ক্রমশঃই ৩ হাজার ফিট উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে ৭ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং ক্রমে কাবুলনদীর উপত্যকাভূমি অতিক্রম করিয়া খাইবার গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে মুল্লাধর নামক শৃঙ্গদেশ ৭০৬০ ফিট উচ্চ। কাবুলনদীর উত্তরাংশ হইতেই হিন্দুকুশ গিরিমালার বিস্তার। হিন্দুকুশ ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী নাতি-উচ্চ পর্ব্বতমালা স্বাত নামে পরিচিত। এই পর্ব্বতাবচ্ছিন্ন দেশসমুদায়ে য়ুসুফজৈ প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির বাস। হোতিমর্দ্দনের সন্নিকটস্থ করমার শৃঙ্গ ও পঞ্জপীর পর্ব্বত সাধারণের আবাসযোগ্য। কাবুল, স্বাত, কালাপানি ও বাড় প্রভৃতি কএকটী স্রোতস্বিনী এই সকল পর্ব্বতের অববাহিকাদেশ ধৌত করিয়া সিন্ধুনদীতে আসিয়া মিলিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের প্রাকৃতিক অবস্থান হইতে ভূতত্ত্ববিদ্গণ বিশেষ আলোচনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, 'পোষ্ট টার্টিয়ারী' যুগপ্রারম্ভে এই উপত্যকাভূমি হ্রদে পূর্ণ ছিল। কালের ক্ষয়শীল আক্রমণে উহার রুদ্ধ জলনির্গমপথ উন্মুক্ত হইলে, ক্রমে সেই জলরাশি ঢালুপথে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। পেশাবরের বর্ত্তমান গর্ভ-গভীরতা, বালুকাসংযুক্ত পলির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তরাদির অবস্থান, ও আটকদুর্গের অনতিদূরে নদীর জল ভূমি দিয়া গমন হইতেই প্রকৃত ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম ও মধ্যভাগে কাবুল ও স্বাত-নদী-প্রবাহিত স্থানে বিস্তৃত চাষবাস হয়। অন্যত্র জলকষ্ট থাকিলেও সকল ঋতুতেই উৎকৃষ্ট ও প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে। পর্ব্বতাচ্ছাদিত পশ্চিম দিকের প্রাকৃতিক শোভা মনোহর। সুগভীর বনরাজী, ভীতিসঙ্কুল গিরিসঙ্কট ও সুপ্রাচীন চূড়াশোভিত মসজিদ সকল পর্ব্বতশিখর-দেশসমূহে মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে। সম্মুখদিকে শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্রাদি ও পশ্চাদ্ভাগে সুদূরদেশস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বত-চূড়াগুলি রজতাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাশালী দেখাইতেছে। আটক নগরের উত্তর কাবুল ও সিন্ধুনদীতে সোণা পাওয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ ও আশ্বিন কার্ত্তিকে নৌকাবাহিগণ সাধারণতঃ

স্বর্ণরেণু ধৌত করিয়া বাহির করে। স্বর্ণব্যতীত এথানে কঙ্কর এবং বাজোরে লৌহ, সুরমা, চাথড়ি প্রভৃতি থনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। মনেরির নিকট জরদবর্ণের এক প্রকার প্রস্তর প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহাতে স্ফটিকের মালা ও চুড়ী প্রভৃতি অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যুসুফজৈ ও হস্তনগরের সমীপবর্ত্তী এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় বনমধ্যে তুত, শিশু, শিরিষ, ঝাউ, চকোর, শাল প্রভৃতি নানা জাতীয় মূল্যবান বৃক্ষসমূহ জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল অরণ্য-বিভাগে হরিণ, শূকর, উরিয়াল, মারথোর, চিতা, নেকড়ে, হায়না, শৃগাল ও নানাজাতীয় পক্ষীর বাস আছে। স্থানীয় অধিবাসী ও নানাস্থানের শিকারীগণের উপদ্রবে এথানকার পশুসংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। সম্রাট্ বাবর এথানে গণ্ডার-শিকারে আসিয়াছিলেন। [গণ্ডার দেখ।]

আর্য্য হিন্দুগণের ভারতাধিষ্ঠান হইতেই পেশাবর উপত্যকার ইতিহাস আরম্ভ। মহাভারতাদিতে এই স্থান গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিথিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় গন্ধার-রাজগণ পেশাবর নগরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইহার পরুষকস্থলী ও পুরুষপুর নাম ছিল, মুসলমান আধিপত্যে এইরূপ বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পেশাবর রাজ্য সেনকল-বংশীয়গণের অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত বংশীয় রাজন্যগণ পারস্য-সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষকে শত্রুর আক্রমণ ও বৈদেশিককে করদান হইতে রক্ষা করিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দে তাঁহারা রাজপুতবংশীয় কেদরাজকে* (Keda Raja) পেশাবর-বিজয়ে বিমুথ করিয়াছিলেন। আলেকসান্দর পুরুরাজকে পরাজিত করিবার মানসে এ প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, এথানকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ বাধা দিয়াছিল। যুসুফজৈ বিভাগের শেরগড়ের সন্নিকটে প্রাপ্ত সম্রাট্ অশোকের অনুশাসন হইতে এপ্রদেশে তাঁহার শাসনবিস্তার কল্পনা করা যায়। ১৬৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বৌদ্ধ-বিতাড়নপ্রসঙ্গে পুষ্পমিত্রের প্রভাব পেশাবর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বক্ত্রিয়া-রাজ মিলিন্দের (Menander) সময়ে সিন্ধুতীরে গ্রীকগণের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। তদ্বংশধর যেক্রাত (Eucratides, 145 B. C.) পঞ্জাব পর্য্যন্ত নিজ রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে শকনরপতিগণের অভ্যুদয়ে থোরাসান, আফগান, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ একটী রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। শকনৃপতিগণের প্রভাব দূর হইলে, এস্থান খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দ পর্য্যন্ত লাহোর ও দিল্লীর হিন্দুরাজগণের অধীনস্থ থাকে। মসুদী, আবুরিহান্ ও অলবেরুণি প্রভৃতি আরবভৌগোলিকগণ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে এ স্থানের পর্শাবর (পরশাবর) নামোল্লেথ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দে সম্রাট্ বাবরের লিপিমালায় পর্শাবর নাম পাওয়া যায়। সম্রাট্ অকবর পর্শাবরের অর্থবোধে অক্ষম হওয়ায় 'পেশাবর' বা সীমান্তনগর নাম রাথিয়া দেন।

আরিয়ানের বর্ণনায় জানা যায়, আলেকসান্দর-সেনানী হিফাষ্টিয়ান্ হস্তীকে (Astes) পরাজিত করিয়া পুষ্কলাবতী অধিকার করেন[১]। চিংতি-অনুবাদিত বসুবন্ধুচরিতে গান্ধার রাজ্যের রাজধানী পুরুষপুর নামে উল্লিথিত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ৪০০ খৃষ্টাব্দে ও সুঙ্-যুন্ ৫২০ খৃষ্টাব্দে পেশাবর নগরে আসিয়াছিলেন[২]। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এ প্রদেশে আগমন করেন। তিনি এই রাজধানীকে পুরুষপুর (পো-লু-ষ-পু-লো) নামে অভিহিত করিয়া এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[৩]। তাঁহারই বিবরণ হইতে আমরা অবগত হই যে, তাঁহার ভারতাগমনকালে এই গান্ধার-রাজ্যের কতকাংশ কপিশ বা কাবুলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

পরিব্রাজক হিউএনসিয়াংএর বর্ণনা (৬৩০ খৃ অঃ) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুরুষপুর রাজধানীর বেড় ৪০ লি বা প্রায় ৬॥০ মাইল; পূর্ব্বতন রাজবংশ লোপ হওয়ায়, কপিশ-রাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এই প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; নগর ও গ্রামাদি শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, একমাত্র পুরুষপুর-রাজপ্রাসাদের নিকটে প্রায় হাজার ঘর লোকের বসতি। এস্থান ফল, পুষ্প ও কলায়ে পূর্ণ। ইক্ষুরস হইতে দেশবাসীরা মিছরি প্রস্তুত করে। এথানে নারায়ণদেব, অসঙ্গবোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব, ধর্ম্মত্রাত, মনোর্হিত ও আর্য্য পার্শ্বিক প্রভৃতি বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এথানে বিদ্যাচর্চ্চা এতই প্রবল ছিল যে, হিউএন্-সিয়াং দেশবাসিগণকে ভীরু ও কোমল স্বভাবাপন্ন বলিয়া উল্লেথ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায় ব্যতীত তথায় অন্যান্য সম্প্র-

* ইনি দরায়ুসের পিতা বিস্তাস্পের সমসাময়িক।

(১) পুষ্কলাবতী দেথ। স্বাত-নদী তীরবর্ত্তী হস্তনগরের (Hashta nagar) ধ্বংসাবশেষই পুষ্কলাবতীর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন। বৌদ্ধাধিপত্যে এই স্থান নানা স্তূপে ভূষিত হইয়াছিল।

(২) Beal's Travels of F. H. & S. Y, p 34; and Bud. Rec. of West. World, Vol I. ফা-হিয়ান্ পুরুষ (ফো-লু-ষ) নামাভিধানে পেশাবর নগরের উল্লেথ এবং সুঙ্-যুন্ কনিষ্কস্তূপের বিবরণ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।

(৩) S. Jullien's Mem. de H. T. t 1, p 104.

দায়েরও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ কীর্ত্তিসমূহের নিদর্শনস্বরূপ লতাগুল্মাচ্ছাদিত ও ধ্বংসাবশিষ্ট এক হাজার সঙ্ঘারাম দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ স্তূপই কালের ক্রোড়ে শায়িত। রাজধানী মধ্যে যে কয়টী অমূল্য বৌদ্ধ কীর্ত্তি রহিয়াছে, পরিব্রাজক তাহাদেরই যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছেন,—১ ভিক্ষাপাত্রস্তূপ[৪], ২ পিপুল বৃক্ষ[৫], ৩ কনিষ্কস্তূপ,[৬] ও সঙ্ঘারাম[৭] বৌদ্ধকীর্ত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি ও পূর্ব্বতন বৌদ্ধযুগীয় প্রস্তরস্তম্ভাদিও আছে। আলেকসান্দরের পঞ্জাববিজয়ের পর এখানে গ্রীকজাতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎকালের খোদিত মূর্ত্তি বা অপরাপর কীর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ ও গ্রীক ভাবে পরিপূর্ণ (Græco-Buddhistic sculpture)। পেশাবরের কোন বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নদেশে ২৭৪ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে[৮]।

পুস্তকাদি পাঠে আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে এস্থান হিন্দুপ্রধান ছিল। স্থানীয় ইতিবৃত্তে ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভেই আফগান বা পাঠানজাতির শুভাগমন সূচিত হইয়াছে, অতঃপর পেশাবর-উপত্যকা দিল্লীর হিন্দু-সাম্রাজ্য ও আফগানরাজ্যের মধ্যে পড়িয়া উভয়পক্ষীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। এ সময়েও আফগানগণ মহম্মদপ্রবর্ত্তিত ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তাহারা হাজারা ও রাবলপিণ্ডিবাসী গক্করজাতির সাহায্যে কাবুলনদীর দক্ষিণতীরস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিয়া বাস করে, কিন্তু হিন্দুগণ পেশাবর, হস্তনগর ও যুসুফজৈ প্রদেশে রাজত্ব করিতে ছিলেন। ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে খোরাসানরাজ সবক্তগিনের সহিত লাহোররাজ জয়পালের যুদ্ধ হয়। রাজা জয়পাল পরাজিত ও পলায়িত হইলে, সবক্তগিন্ পেশাবর অধিকার করিয়া তথায় ১০ সহস্র অশ্বারোহী নিযুক্ত রাখিয়া যান। তৎপুত্র সুলতান মামুদ[৯] অনেকবার পেশাবর উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাবলপিণ্ডির চচ-ক্ষেত্রে অনঙ্গপালের সহিত যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসে একটী ঘোর দুর্ঘটনা। মামুদ পেশাবরে থাকিয়াই ভারতাক্রমণের আয়োজন করিতেন, তৎপরে প্রায় শতাব্দীকাল ইহা গজনীরাজের অধীন থাকে[১০]।

মামুদের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে দিলজাক নামক দুর্দ্ধর্ষ পাঠানবংশ এখানে অধিকার বিস্তার করে। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পর ঘোরের পাঠানবংশ সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত স্থান দখল করিয়া ছিল। কিন্তু দিলজাকগণ কিছুতেই পেশাবর ছাড়িয়া দেয় নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই এখানে আফগানজাতি বাস করিতে আরম্ভ করে।

তৈমুরবংশধর উলুঘবেগ খখৈ পাঠানদিগকে[১১] কাবুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, যুসুফজৈ, গিগিয়ানি ও মুহম্মদজৈ নামক তিনটী জাতীয় নামে তাহারা পেশাবর উপত্যকায়

---

(৪) শাক্যবুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পর, তদীয় ভিক্ষাপাত্র নানাদেশ হইয়া অবশেষে কান্দাহারে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং তদুপরে একটী সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত হয়। সর হেনরী রলিন্‌সন্ বলেন, তথাকার মুসলমানেরা উহাকে পবিত্র কীর্ত্তিবোধে ভক্তি করিয়া থাকে। গৌতমবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রের এই অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণ হইতে প্রাচীন খৃষ্টান সন্ন্যাসিগণের নিকট গৌতম সেণ্ট-জোসাফৎ (বোধিসত্ত্বের অপভ্রংশ) নামে পরিচিত ছিলেন, একথা মোক্ষমূলর প্রভৃতি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) হিউএন্-সিয়াং এই বৃক্ষকে ১ শত ফিট উচ্চ এবং তন্নিম্নে পূর্ব্ববর্ত্তী চারিবুদ্ধের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সুঙ্ যুন্ এই বোধিবৃক্ষ (কো-খি) ও তৎপার্শ্বস্থ মন্দির রাজা কনিষ্কের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল-সম্রাট্ বাবর ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে এই বৃক্ষ দেখিয়া ছিলেন।

(৬) রাজা কনিষ্কের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রস্তরস্তূপ। ফা-হিয়ান্ ইহাকে ৪ শত ফিট উচ্চ এবং হিউএনসিয়াং উহাকে ৫ তল ও তদপেক্ষা অধিক উচ্চের প্রায় হাজার হাত (১॥০ লি) পরিধিবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার আগমনকালে এখানে অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। হিউএন্-সিয়াং এই স্তূপকে অগ্নিদগ্ধ দেখিয়াছিলেন।

Beal's Bud. Rec. West. World, Vol. 1. p. 101-3.

(৭) ইহাও মহারাজ কনিষ্ক কর্ত্তৃক উক্ত বৃহৎ স্তূপের পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিচিত। হিউএন্‌সিয়াং যখন এখানে আসেন, তখনও সঙ্ঘারামের ভগ্নপ্রায় ত্রিতল গৃহাদি অবশিষ্ট ছিল। হিউএন্‌সিয়াং হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণকে এই সঙ্ঘারামে বিদ্যাভ্যাস করিতে দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। Journ. As. Soc. Beng, 1849, p. 494.

(৮) উহাকে কনিষ্কসংবতের (শক) অঙ্ক ধরিয়া লইলে ৩৫১-২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গণ্ডোফেরিসের (Goudaphares) তক্ৎ-ই বহির শিলালিপিতে ১০৩ সংবৎ পাওয়া যায়। গণ্ডোফেরিসরাজের প্রচলিত মুদ্রা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রচলিত সংবতাব্দ যে বিক্রমাব্দ (B. C. 57) অথবা অন্য কোন অব্দ সূচক হইবে এবং তিনিও যে বিক্রম সম্বৎ বা তৎসাময়িক কোন ঘটনা-সমাশ্রিতকাল গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। (Ind. Ant. XVIII. p. 257.)

(৯) ইঁহারই যত্নে পাঠানগণ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতাধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। [মামুদ দেখ।]

(১০) গজনী হইতে লাহোর পর্য্যন্ত গজনীরাজ্যের বিস্তার হয়। পেশাবর উক্তরাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে। মামুদ ভারত হইতে যাহা কিছু লুটিয়া লইতেন, সকলই পেশাবর দিয়া যাইত। তাঁহার এই উপর্য্যুপরি আক্রমণে ও লুণ্ঠনে এই স্থান ক্রমশঃই জনমানবহীন ও ব্যাঘ্রশৃগালাদিতে পূর্ণ হইয়া যায়।

(১১) ভ্রমণকারী পাঠান জাতিভেদ।

আসিয়া বাস করে। দিলজাকগণ তাহাদের বাসের জন্ত কতকটা অনুর্ব্বর জমী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অনতিবিলম্বে উভয়দলে বিবাদ বাধে। আতিথ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহারা দিলজাকদিগকে হাজারা অভিমুখে তাড়াইয়া দেয়। গিগিয়ানিগণ স্বাত ও কাবুলনদীর সঙ্গমস্থলে, মুহম্মদজৈগণ হস্তনগরে এবং য়ুসুফজৈগণ য়ুসুফজৈর উর্ব্বরক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে।

এইরূপে তিনটী স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত হইয়া পাঠানগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছিল। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ বাবর দিলজাক্ সর্দ্দারগণের সহিত মিলিত হইয়া এই পাঠান-জাতিত্রয়কে বশে আনিয়াছিলেন। বাবর ও শেরশাহবংশীয়গণের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে পেশাবরের ভাগ্যে অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া ছিল। হুমায়ুন দিলজাকদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক মাত্র অকবর-শাহের বিশাল সামদণ্ড পেশাবরকে শত্রুবিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজহান্ ও অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে পেশাবরবাসিগণ অনিচ্ছাসত্বেও দিল্লীসিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে অরঙ্গজেবের রাজ্যকালেই পাঠানেরা বিদ্রোহী হইয়া মোগল-অধীনতা-পাশ উন্মোচন করিতে সমর্থ হয়।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নাদিরশাহের করতলগত হয়। পরবর্ত্তী দুরাণীরাজবংশের অধিকারকালে কাবুলরাজসরকারের কার্য্যাদি পেশাবর রাজধানীতেই সমাহিত হইত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তৈমুরশাহের মৃত্যুতে আফগানরাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ভাগ্যবশে পেশাবরকেও সেই বিপ্লবে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবসর বুঝিয়া শিখগণ মুসলমান শত্রুর প্রতিহিংসা-সাধনে অগ্রসর হইলেন এবং উন্মুক্ত কৃপাণে তাঁহারা (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) পর্ব্বতের পাদ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান পদদলিত করিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শিখযশোভাতি নির্ব্বাপিত করিতে আজিম খাঁ কাবুল হইতে পেশাবর অভিমুখে অগ্রসর হন; কিন্তু রণজিৎ কর্ত্তৃক পরাহত হইয়া তাঁহার পদে রাজদণ্ড রক্ষা করিয়াছিলেন। রণজিৎ কেবলমাত্র রাজস্বের ভিখারী ছিলেন, শাসনকার্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরাজিত রাজগণ তাঁহাকে উপযুক্ত নজরাণা অথবা রাজকর দান করিয়া অব্যাহতি পাইতেন[১২]। যথা সময়ে রাজকরপ্রেরণে অসমর্থ হইলে, তাহাদের রাজ্য ছারখার হইত, লুণ্ঠনদ্রব্যে শিখরাজকোষ পূর্ণ হইয়া যাইত। আফগান ও শিখসৈন্যের কিছুকাল যুদ্ধের পর পেশাবরে শিখ-প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। সর্দ্দার অবিতাবিলে (General Avitabile) এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এখানকার সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অনেক কষ্টে জেনারল নিকলসন নৌসহর ও হোতিমর্দ্দানের সিপাহীগণকে পরাজিত করেন। পলাতকের মধ্যে যাহারা বন্দীভাবে আনীত হইয়াছিল, ইংরাজরাজ ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া অথবা কামানমুখে উড়াইয়া তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন।

৩ পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। পেশাবর রাজধানী হইতে খাইবার গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৩৭৪ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগীয় সদর। বারানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪°১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৬´ ৪০´´ পূঃ। স্বাত ও কাবুলসঙ্গম হইতে ৬।০ ক্রোশ, জমরুদ দুর্গ হইতে ৫।০ ক্রোশ ও লাহোর রাজধানী হইতে ১৩৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহাই প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতেছে। [জেলার ইতিহাস দেখ।] বর্ত্তমান নগরের গৃহবাটিকাদির গঠনকার্য্য তাদৃশ উপযোগী নহে। শিখ সর্দ্দার অবিতাবিলে এই নগরের চতুঃসীমা মৃত্তিকাপ্রাচীরে পরিবৃত করেন। নগর-প্রবেশের ১৬টী দ্বার আছে। দ্বার রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে প্রতি-রাত্রে তোপধ্বনি হইয়া থাকে। 'কাবুল গেট' ৫০ ফিট প্রশস্ত।[১৩] সর হার্বার্ট এড্ওয়ার্ডিসের স্মরণার্থ ইহা পুন-র্নির্ম্মিত হয়। নগরের মধ্যস্থলে একটী গাঁথা খাল প্রবাহিত, তদ্দ্বারা প্রক্ষালনাদি ধৌতকার্য্য সম্পন্ন হয়। পানের জল ইদারা হইতে উঠান হয়। প্রাচীন গৃহাদি উপর্য্যুপরি যুদ্ধবিপ্লবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি মসজিদ্ নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হয়, বর্ত্তমান ঘোর-খত্রি নামক বৃহৎ বাটিকা সেই সঙ্ঘারামের উপর নির্ম্মিত। এখন উহা সরাই ও তহশীলের কাছারীর জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীরের বহির্ভাগে উত্তরপশ্চিমদিকে বালা-হিসারের প্রাচীন দুর্গ[১৪]। নগরের দক্ষিণপশ্চিমে বানামরি বাঘবন ও বাঘশাহী নামক উপকণ্ঠে নানা জাতীয় ফল জন্মে। নগরবাসিগণ সানন্দে তত্তৎ প্রদেশে বিচরণ করিয়া থাকে।

(১২) মহারাজ রণজিতের আদেশে খড়্গসিংহ পেশাবরে পাঠানরাজ য়ার-মহম্মদকে পরাজিত করেন। য়ার মহম্মদ রণজিতের পদে উপযুক্ত নজরাণা দিয়া নিষ্কৃতি পান।

(১৩) কাবুল হইতে এই দ্বার পর্য্যন্ত একটী সোজা রাস্তা আছে।

(১৪) ইহা চতুষ্কোণ। ইহার প্রত্যেক ইষ্টকনির্ম্মিত দেউল সমতলক্ষেত্র হইতে ৯২ ফিট উচ্চ এবং দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখস্থ মৃত্তিকাস্তূপ ৩০ ফিট। চারিকোণে চারিটি বুরুজ, প্রত্যেকটীতে একটী কামান সজ্জিত আছে।

নগরের একক্রোশ পশ্চিমে পেশাবরের বিখ্যাত গোরাবাজার (Military Cantonment) অক্ষা° ৩৪°০´১৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১°৩৪´৪৫´ পূঃ। ১৮৪৮-৯ খৃঃ অব্দে এই নগর ইংরাজের অধীন হয়। দুরাণী সর্দ্দার আলী মর্দ্দানখাঁর উদ্যানবাটিকাতেই রেসিডেণ্টের আবাস। দপ্তরখানা ও রাজকোষ এই গৃহেই বর্ত্তমান। গোরাবাজারের সেনানিবাস তিন সারে সজ্জিত। সমগ্র স্থানের বেড় প্রায় ৪।০ ক্রোশ। নৌসহর, জমরুদ ও চেরাটের কেল্লা ইহার অধীন।

কাবুল, বোখারা ও মধ্য এসিয়ার অন্যান্য রাজ্যের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের ইহা কেন্দ্রস্থান। বিলাতী বস্ত্র, শাল, চিনি, ঘৃত, লবণ, গম, তৈল, শস্যাদি, ছুরি, কাঁচি ও শলমার কারুকার্য্য প্রভৃতি দ্রব্য ভারত হইতে মধ্য এসিয়া, এবং কাবুল, বোখারা ও বজৌর নগরে প্রেরিত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে কাবুল প্রভৃতি নানাদেশোৎপন্ন বোখারার চর্ম্ম, অশ্ব, অশ্বতর, রেশম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, পশম, ওষধি, পুস্তিন, চোগা, স্বর্ণ মুদ্রাখণ্ড, সোণা ও রূপার সূতা ও ফিতা প্রভৃতি দ্রব্য প্রথমে পেশাবরে প্রবেশ লাভ করে। তথা হইতে পঞ্জাব, কাশ্মীর, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পেশি (পুং) পিশ (হৃপিশীতি। উণ্ ৪।১১৮) ১ শতকোটি। (স্ত্রী) ২ মাষবিদল। ৩ অণ্ড, ডিম্ব। ৪ অটকাদি দ্বিদল। (বৈদ্যকনি°) ৫ আম্রাদি শলাটি, আমচুর প্রভৃতি। ৬ খণ্ডীকৃত আর্দ্রক শলাটি। (বাভট চিকি° ৭ অঃ)

পেশিতৃ (ত্রি) প্রতিমাদির অবয়বকর্ত্তা। "দেবলোকায় পেশিতারম্" (শুক্ল° যজু ৩০।১২) 'পেশিতারং পেশ অবয়বে পিংশতীতি পেশিতারম্ প্রতিমাত্মবয়বকর্ত্তারম্' (বেদদীপ)

পেশী (স্ত্রী) পিশ-ইন্ বা ঙীষ্। ১ অণ্ড, ডিম্ব। ২ বজ্র। ৩ মাষবিদল। ৪ সুপক্ক কলিকা। (সুশ্রুত উত্তরত° ৪০ অঃ) ৫ মাংসী। ৬ খড়্গাপিধান, খাপ। ৫ নদীভেদ। ৬ পিশাচীভেদ। ৭ রাক্ষসীভেদ। (শব্দরত্না°) ৮ বাদ্যবিশেষ।

"তথা ভের্য্যশ্চ পেশ্যশ্চ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তমুলোঽভবৎ॥" (ভারত ৬।৪২।৩)

৭ মাংসপিণ্ডী। ৮ গর্ভাবেষ্টনচর্ম্মময় কোষ।

"বিন্দু মাংসাদয়োঽবস্থাঃ শুক্রশোণিতসম্ভবাঃ।
যাসামেব নিপাতেন কললং নাম জায়তে॥
কললাৎ বুদ্‌বুদোৎপত্তিঃ পেশী চ বুদ্‌বুদাৎ স্মৃতা॥"
(ভারত শান্তি° ৩৩২ অঃ)

মাংসপিণ্ডীকে পেশী কহে। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—পেশী প্রত্যঙ্গ মধ্যে পরিগণনীয়। সমুদায়ে পেশীর সংখ্যা পাঁচশত। ইহার মধ্যে হস্তপাদে চারিশত এবং কোষ্ঠে, ৬৬, গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে ৩৪ এই একশত। প্রতি অঙ্গুলিতে তিন করিয়া পনর, পায়ের উপরিভাগে দশ, কূর্চ্চদেশে দশ, পদতলে ও গুল্ফদেশে দশ, গুল্ফ ও জানু উভয়ের মধ্যস্থলে বিংশতি, জানুতে পাঁচ, উরুদেশে বিংশতি, এবং বঙ্ক্ষণে দশ। এইরূপে প্রত্যেক পাদে একশত করিয়া দুইশত, এবং হস্তদ্বয়ের পেশীর সংখ্যা ও অবস্থানপদের সদৃশ। এইরূপে চারি হস্তপদে চারিশত পেশী।

পায়ুদেশে তিন, মেঢ়ে এক এবং মেঢ়দেশের সেবনীর স্থানে এক, মুষ্কদ্বয়ে দুই, দুই নিতম্বে পাঁচ করিয়া দশ, বস্তির উপরিভাগে দুই, উদরে পাঁচ, নাভিতে এক, পৃষ্ঠের উর্দ্ধভাগে পাঁচ করিয়া দশ দীর্ঘ ভাবে সন্নিবিষ্ট, উভয় পার্শ্বে ৬টী, বক্ষঃস্থলে দশ, স্কন্ধ সন্ধির চতুর্দ্দিকে সাত, হৃদয় ও আমাশয়ে দুই, যকৃৎ, প্লীহা ও উণ্ডুকে ছয়, গ্রীবাতে চারি, হনুতে আট, কাকলকে ও গলদেশে এক করিয়া দুই, তালুতে দুই, জিহ্বাতে এক, ওষ্ঠদ্বয়ে দুই, নাসিকাতে দুই, চক্ষুতে দুই, গণ্ডদ্বয়ে চারি, কর্ণদ্বয়ে দুই, ললাটে চারি এবং মস্তকে এক। শরীরের এই সকল স্থানে পাঁচশত পেশী অবস্থিত। শরীরের শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব এবং সন্ধি সমস্ত পেশীদ্বারা আবৃত থাকাতেই কার্য্যক্ষম হয়। স্ত্রীলোকের শরীরে ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিংশতি পেশী আছে। তাহার মধ্যে স্তনদ্বয়ে পাঁচ করিয়া দশ। যৌবনকালে এই সকল পেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপত্য পথে চারি, তাহার মধ্যে ঐ পথের মুখে দুই ও বাহিরে দুই, গর্ভচ্ছিদ্রে তিন এবং শুক্রশোণিতের প্রবেশের পথে তিন। পুরুষের মুষ্কদেশে যে সকল পেশী থাকে, স্ত্রীলোকের শরীরে সেই সকল পেশী অন্তর্ভূত ফলকোষ (গর্ভাশয়) আবৃত করিয়া থাকে।

(সুশ্রুত শারীরস্থা° ৫ অঃ)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতেও মানবদেহ পেশীমণ্ডিত, এজন্যে দেহযষ্টির অপর একটী ইংরাজী নাম Muscular System। যে সকল পেশীদ্বারা শারীরিক অংশসমূহ সঙ্কোচিত বা প্রসারিত হয়, তাহাদিগকে Tensor এবং উত্তোলনকারী পেশীগুলি Levator নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা স্থিতিস্থাপক, রক্তাভ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুময় পদার্থ (Myoline) দ্বারা আচ্ছাদিত। শরীরমধ্যস্থ মাংসপেশীগুলি অস্থির সহিত কণ্ডরা (Tendon) সহযোগে গ্রথিত। পেশীচ্ছেদ (Myotomy) দ্বারা জানা যায় যে, পেশীতে জলের ভাগ অধিক এবং জীবিত দেহে ইহা প্রায় অর্দ্ধস্বচ্ছ। কতকগুলি পেশী অনুপ্রস্থ (Transversalis) ও কতকগুলি ত্রিশীর্ষ (Triceps) অবস্থায় শরীর মধ্যে প্রলম্বিত রহিয়াছে। প্রত্যেক পেশীতন্তু যেরূপ ঝিল্লী (Myolemma) দ্বারা আচ্ছন্ন, তদ্রূপ এক একটী পেশী-

খণ্ড ও ঝিল্লী (Aponeurosis) সম্বদ্ধ আছে। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর পেশী শরীর মধ্যে বিদ্যমান। তন্মধ্যে কতকগুলি মানবেচ্ছায় সঞ্চালনক্ষম (Voluntary) এবং অপরগুলি ইচ্ছাক্রমেও সঞ্চালিত হয় না (Involuntary)। অন্নবহা-নালী, মূত্রাশয়, জননেন্দ্রিয়, ধমনী, শিরা ও লসিকানালীসমূহের প্রাচীর-স্থানে অচল ও অবশিষ্টাংশে সঞ্চালনক্ষম পেশীই বর্ত্তমান দেখা যায়।

ডাক্তারি-মতে পেশীর সংখ্যা প্রায় আয়ুর্ব্বেদ মতের সমান, তবে যে গুলির ক্রিয়া সাধারণতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদের যথাসম্ভব তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। করোটী-প্রদেশের ১ ললাট ও পশ্চাৎ কপালের (Occipito frontalis) পেশী দ্বারা ভ্রূযুগলের উত্তোলন, ললাটের আকুঞ্চন ও মুখমণ্ডলের বিভিন্নভাব প্রকাশিত হয়। ২, দুইটী মস্তকপেশী (Recti Minoris); ৩ অক্ষিপুটপেশীর সাহায্যে আমরা নয়নমুদ্রণে সমর্থ হই। ৪ ভ্রূসঙ্কোচক পেশী, ৫ অক্ষিপুটাগ্র আকর্ষক পেশী, ৬ অক্ষিপল্লবের উর্দ্ধোত্তোলক পেশী, ৭ অক্ষিগোলকের ঊর্দ্ধপেশী, ৮ তন্নিম্নপেশী, ৯ অক্ষিঘূর্ণনপেশী (Trochlearis) এবং ১০ অক্ষিগোলককে পশ্চাৎ ও বহির্দিকে ঘূর্ণন এবং কনীনিকাকে অক্ষিকোটরের বাহ্য ও ঊর্দ্ধকোণে নয়নকারী পেশীগুলি প্রধান।

সমস্ত মুখমণ্ডলের মধ্যে নাসিকায় ৩, ওষ্ঠে ৬, অধরে ৪, হনুতে ৫, কর্ণে ৩, কর্ণাভ্যন্তরে ৪, গ্রীবায় ৩৩, তালুতে ৮ এবং পৃষ্ঠদেশে ৭, বক্ষে ৫, উদরে ৬, বিটপে ৮ (স্ত্রীলোকদিগের ৭টী মাত্র), ঊর্দ্ধশাখার স্কন্ধে ও প্রগণ্ডে ১৫, প্রকোষ্ঠে ২২, হস্তে ১১ ও সক্থি বা নিম্নশাখার ৫২টী পেশীই প্রধান, এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় দ্বিশতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখাযুক্ত পেশী আছে। নাসিকাদেশে যে তিনটী পেশী আছে, তদ্দ্বারা নাসিকার নমনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ওষ্ঠস্থ পেশীসমূহের মধ্যে কোনটী মুখ বুজিতে, কোনটী নাসা ও ওষ্ঠ তুলিতে সমর্থ। কোনটীর দ্বারা মুখের দুইকোণ ভিতরে, কোনটীর দ্বারা উর্দ্ধে আকর্ষণ করা যায়। একটীতে হাস্যক্রিয়া সাধিত ও অপরটীর দ্বারা নাসাপুট বন্ধ করিতে পারা যায়। অধরস্থ পেশীসমূহের মধ্যে কোনটী অধরকে উর্দ্ধে ও কোনটী নিম্নে আকর্ষণ করে। অধঃ মাঢ়িপ্রদেশের পেশী (Menti), চর্ব্বণপেশী (Masseter), তূরীধ্বনি-পেশী (Buccinator), প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যশীল। গ্রীবাদেশের পেশীগুলিদ্বারা গ্রীবাদেশের ত্বক্ আকুঞ্চিত ও মুখ নমিত হয়। মস্তকের সঞ্চালক পেশী (Sterno-Cleido-Mastoidus), জত্রুপেশী (Clavicle), উরোবহিত পেশী (Sterno thyroid), স্কন্ধাস্থিপেশী (Trapezius), কণ্ঠত্রিক (Sterno mastoid clavicle) এবং স্কন্ধদেশ জিহ্বামূলাস্থি (Os hyoides) পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রীবাপেশীই (Omohyoidus) বিশেষ কার্য্যকারী। জিহ্বাস্থ পেশীসমূহ (Mesoglossi) জিহ্বামূলাস্থির নমন, ভিতরে বা বাহিরে আকর্ষণ ও উত্তোলনাদি কার্য্যক্ষম। কোন একটা পেশী-দ্বারা জিহ্বার পার্শ্বে বা বাহিরে সঞ্চালন ও অবনমনক্রিয়া সাধিত হয়; এজন্য উহার একটী সাধারণ নাম Polychrestus, জিহ্বামূল ও নিম্ন হনুর মধ্যস্থলের জিহ্বাপেশী Genio-glossus নামে খ্যাত।

তালব্যপেশী কোমল তালু উত্তোলিত করে। প্রত্যেক পেশীর কার্য্য স্বতন্ত্র। কেহ তালুকে টানে, কেহ আলজিহ্বা উত্তোলন করে। কোনটী তালু অবরোধ করে, কোনটী বা গলাধঃকরণে সহায়। আর একটী পেশীর দ্বারা পশ্চাদ্দিকের নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ করিতে পারা যায়।

মেরুদণ্ডের সম্মুখ প্রদেশের দুইটী পেশীদ্বারা মস্তক অবনত হয়। অন্য পেশীদ্বারা মস্তক দুইপার্শ্বে আকৃষ্ট হইয়া যায়। অপর একটী পেশীদ্বারা গ্রীবাবলম্বী কশেরুকাসমূহের আকুঞ্চন ও ঈষৎ ঘূর্ণন সম্পাদিত হয়। দুইটী পেশী গ্রীবাকে পার্শ্বে আনমন বা প্রথমপর্শুকা উত্তোলন করিতেছে। অন্য পেশীদ্বারা গ্রীবা পশ্চাদ্দিকে অবনমিত বা দ্বিতীয় পর্শুকা উত্তোলিত হইতেছে। মেরুদণ্ডের পশ্চাৎপ্রদেশের একটী পেশীদ্বারা মস্তক বহির্দিকে এবং অপর একটীর দ্বারা পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট ও অল্প ঘূর্ণিত হইতেছে। অন্য পেশীর সাহায্যেও মস্তক ঐরূপে ঘুরিতে ফিরিতে সক্ষম।

যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বাক্য উচ্চারণে বা স্বরলহরীর উত্তান ও বিক্ষেপণে সমর্থ হই, সেই স্বরযন্ত্রের তন্ত্রীগুলিকে লম্বিতভাবে টানিয়া রাখিতে একটী পেশী আছে। অন্য একটী পেশী স্বরতন্ত্রী টানিয়া রাখিয়া তাহার উপাস্থিকে বাহিরদিকে ঘুরাইয়া থাকে। আর একটী স্বরতন্ত্রীগুলিকে ছোট ও শিথিল করিয়া দেয়। পৃষ্ঠদেশ ও পৃষ্ঠবংশে সংলগ্ন পেশীগুলির একটী দ্বারা মস্তক বহির্দিকে আকৃষ্ট হয়। অপর পেশীর সাহায্যে উর্দ্ধ-বাহুকে নিম্ন ও পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ, কিংবা পর্শুকাগুলিকে উত্তোলন এবং দেহকাণ্ডকে সম্মুখদিকে আকর্ষণক্ষম দেখা যায়। অপর একটী পেশী (Supinator) বাহুকে উর্দ্ধোত্তোলনে সমর্থ। অংসপেশীদ্বারা অংসের কোণ উত্তোলন, অপরটী দ্বারা তাহার বাহিরে ও উর্দ্ধে আকর্ষণ এবং অন্য একটী দ্বারা অংস উর্দ্ধ ও পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। শ্বাসগ্রহণকালে একটী পেশী পর্শুকাগুলিকে উত্তোলিত রাখে ও অপরটী শ্বাসত্যাগ-সময়ে পর্শুকা সকলকে অবনমিত করে। কোন একটী পেশী মস্তককে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রীবা উন্নত রাখে। চারিটী পেশীর সাহায্যে পৃষ্ঠবংশ সোজা রাখিয়া দেহকাণ্ডটী পশ্চাদ্দিকে বক্র রাখিতে পারা যায়। একটী দ্বারা পৃষ্ঠবংশ ঋজু, অপর

দুইটী দ্বারা গ্রীবা সোজা, আর একটীর সাহায্যে মস্তকস্থিতি এবং অপর একটী দ্বারা মস্তককে ঘুরাণ ফিরাণ শক্তিবিশিষ্ট দেখা যায়। একটী গ্রীবাস্থ মেরুদণ্ড স্থির রাখে ও অপর তিনটী পৃষ্ঠবংশ সোজা রাখিয়া ঘুরাইতে সমর্থ হয়।

বক্ষপ্রদেশের একটী পেশী শ্বাসগ্রহণকালে পঞ্জরগুলিকে তুলিতে ও বহির্দিকে উন্টাইতে পারে। অপর একটী পেশী শ্বাসত্যাগকালে বক্ষের পশু কাগুলি নমিত ও পশু কার উপাস্থি-সমূহ সম্মুখে উত্তোলিত করে। অন্য একটী দ্বারা শ্বাস গ্রহণে সাহায্য পাওয়া যায়। শ্বাস ত্যাগ করিবার সময় কোন একটী পেশী উপাস্থিগুলিকে নিম্নে আকর্ষণ ও অপরটী পশু কাগুলি উত্তোলিত করে। বক্ষঃ উদরের মধ্যস্থলে ব্যবধানরূপে একটী পেশী (Diaphram বা Midriff) আছে। উদরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমুদয়কে চাপিয়া রাখিতে ও বক্ষঃস্থলকে বস্তির উপর অবনত রাখিতে দুইটী পেশী বিদ্যমান আছে। অপর কয়টী পেশীই বক্ষকে বস্তির উপর বা বস্তিকে বক্ষের উপর নমিত ও পার্শ্বভাবে নত ও উদরযন্ত্রকে সম্যক্ প্রকারে নিপীড়িত করিতে সমর্থ।

মানবদেহের দ্বারপথে পেশী আছে। আবশ্যক মতে যে গুলি মুদ্রিত হয়, তাহাকে বেষ্টক বা সঙ্কোচক (Sphincter) পেশী বলে। স্ত্রী বা পুরুষের বিটপদেশে যতগুলি পেশী আছে, তন্মধ্যে গুহ্যসঙ্কোচ-পেশীই (Sphincter Ani) মলদ্বার অবরুদ্ধ রাখে। মূত্রনালী পেশীর (Ejaculator) মধ্যে একটী মূত্র-নির্গম বৃদ্ধি ও শিশ্নের উত্থানসাধন এবং অপরটী পুংলিঙ্গের উত্থান সংরক্ষা করে। কোন পেশী সরলান্ত্রের নিম্নাংশ ও মূত্রাশয়কে ধারণ করে এবং প্রস্রাবের স্রোত রোধ করিয়া থাকে। শঙ্খাবর্ত্তপেশী শঙ্খাবর্ত্তকে ধারণ করে ও পশ্চাদ্দিকে বস্তির নির্গমপথ রোধ করিয়া রাখে। একটী পেশী যোনিকে সঙ্কুচিত রাখে এবং অপর একটী ভগাঙ্কুরকে উন্নমিত করে।

একটী বৃহৎ পেশী প্রগণ্ডকে সম্মুখে ও নিম্নাভিমুখে আক-র্ষণ এবং গভীর শ্বাসগ্রহণে পশু কাগুলিকে উত্তোলন করে। অপর গুলির মধ্যে শ্বাসগ্রহণকালে কেহ পঞ্জরাস্থি বা পশু কা-গুলি ও স্কন্ধাগ্রকে উত্তোলিত, কেহ জত্রু অস্থি অবনমিত, কেহ বা প্রগণ্ডাস্থি সম্মুখপশ্চাতে উত্তোলিত ও আবর্ত্তিত করিতেছে। কোন পেশীদ্বারা প্রকোষ্ঠ আকুঞ্চিত ও চিৎ হইতেছে। নিম্ন বাহু আকুঞ্চিত ও প্রকোষ্ঠ প্রসারিত করিবার দুইটী স্বতন্ত্র পেশী আছে। বঙ্ক্ষণাস্থি (Ischium) হইতে জানুদ্বয়ের ঊর্দ্ধাস্থি (Femur) পর্য্যন্ত বিলম্বিত পেশী (Quadratus Femoris) ঊরুদেশকে শক্তিশালী এবং ঐ কুচকী হইতে নিতম্বাংশে বিস্তৃত Glutæus নামক মাংসপেশীত্রয় নিতম্বপ্রদেশকে দৃঢ়সংবদ্ধ ও সঞ্চালন-ক্ষম করিয়াছে। কটিদেশের উভয়পার্শ্বে-ই Psoas magnus ও Psoas parvus নামে দুইটী শ্রোণিপেশী আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমটী জানুদ্বয়কে অগ্রবর্ত্তী হইবার শক্তি দেয় এবং শেষোক্তটী পৃষ্ঠবংশকে বস্তিগহ্বরের উপর বাঁকিয়া থাকিতে সমর্থ করে। শ্রোণীদ্বয়ে Obturator Externus ও Ob. internus নামক দুইটী পেশী রোধকশক্তিবিশিষ্ট, এই পেশীদ্বয় ও জানুদেশস্থিত Obturator নামক স্নায়ুই গুহ্যাদি দেশ অবরুদ্ধ ও জানুদ্বয়কে সুসংলগ্ন রাখিতে সমর্থ। Obturator Externus নামক শ্রোণীপেশীর নিম্নে Masculi gemini or Gemellus (Superior ও inferior) নামে আরও দুইটী মাংসপেশী আছে। নিম্নপদের পেশীগুলি Cruralis Cranœus বা জঙ্ঘাপেশী নামে খ্যাত। নিম্নপদের ডিম্বদ্বয় বা জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশী (Gastrocnemii) মানবগণকে ভ্রমণক্ষম করে। এতদ্ভিন্ন শরীরের প্রকোষ্ঠ, হস্ত ও নিম্নশাখায় আরও কতকগুলি পেশী আছে, তাহারা তত্তৎ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনোপযোগী।

পেশীসমূহ শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে সঞ্চালিত করে। মনুষ্যগণ পেশীর সাহায্যে উঠিতে বসিতে, দাঁড়াইতে, চলিতে ফিরিতে, ছুটাছুটী করিতে, কাঁদিতে, হাসিতে ও কথা কহিতে সমর্থ হয়। পেশী যতক্ষণ সক্রিয় থাকে, ততক্ষণ মানব স্বেচ্ছা-মত কার্য্য করিতে পারে। পেশী বলিষ্ঠ হইলে মানব অমিতবল-শালী হয়। পৈশিকশক্তির (Myodynamia) আধিক্যে মানব-বাহু বিশ্ববিজয়ী হইতে পারে। কণ্ঠের সুমোহন স্বরে জগন্মুগ্ধ একমাত্র পেশীসমূহের গুণ। স্নায়ুগণের সাহায্যে পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। [স্নায়ু দেখ।] স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে ক্রমশঃই পৈশিক দুর্ব্বলতা (Myasthenia) ও পৈশিক সঙ্কোচ-নীয়তা (Myotility) আসিয়া পড়ে। পেশীসমূহের বেদনা বা কামড়ানিকে পেশীশূল (Myalgia) বলা যায়। শ্রোণীপেশীর প্রদাহের নাম Psoites। বিভিন্ন স্থানের পেশীর বেদনায় স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয়।

পেশীকোষ (পুং) পেশ্যাঃ কোষঃ। অণ্ডকোষ।

পেশোরা সিংহ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পালিত পুত্র। রাণী দয়া কুমারী দুইটী বালককে গ্রহণ করিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নিজ পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই পুত্রদ্বয়ের (কাশ্মিরা ও পেশোরা) ভরণপোষণার্থ শিয়াল-কোটের অন্তর্গত পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের একটী জায়গীর দান করিলেন। মহারাজের পুত্রগণের মধ্যে নিজ শৌর্য্যবীর্য্যবলে পেশোরাই প্রতিভাবান্ হইয়া উঠে। দলীপের মাতুল জবাহির-সিংহের শাসন সময়ে কাশ্মিরা সিংহ গুপ্ত শত্রুদ্বারা নিহত হন, কিন্তু খাল্সা সৈন্য পেশোরার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ থাকায় তদীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে

প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনি নিজ গুজরান্‌বালার জায়গীর-সত্ত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এরূপ ভাবে কাল কাটাইতে তাঁহার মন উঠিল না, লাহোরের সিংহাসনে নিজ অধিকার স্থাপন করিতে তিনি গোলাবসিংহ কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইলেন। একদিকে গোলাব যুবরাজকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে উজীর জবাহিরকে মন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। বালবুদ্ধি পেশোরা সৈন্যগণের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় বিমুগ্ধ হইয়া লাহোরে উপস্থিত হইলেন এবং সেনামণ্ডলী হইতে সাদরসম্মান লাভ করিলেন। এখানে দলীপ-মাতা মহারাণীও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। ভগিনীর এতাদৃশ আচরণ জবাহিরের ভাল লাগিল না, তিনি দরবার মধ্যেই যুবরাজকে উপেক্ষা করিলেন। এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যুবরাজ নগর বাহিরে সর্দ্দার অবিতাবিলের উদ্যান-প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সৈন্য পঞ্চায়তও তাঁহাকে সাহায্যার্থ স্বীকৃত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা মহারাণীর পুরস্কার প্রতিশ্রুতিতে আপনাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল ও পেশোরাকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। রাজপুত্রও সদ্বিবেচনার সহিত স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যে পল্টনে তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়াছিল, উদারচেতা উজীর সেই সেই দলস্থ সেনাপতিদিগের নাক কাণ কাটিয়া নিজ প্রতিহিংসাব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। লাহোর-দরবার ও পেশোরা সিংহের মধ্যে কোন বিবাদ সংঘটিত হইল না দেখিয়া, জম্বুরাজ গোলাব যুবরাজের গুপ্তহত্যার জন্য মন্ত্রী জবাহিরকে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু খালসাদিগের ভয়ে তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না।

এ সময়ে পেশোরা শিয়ালকোটে ছিলেন। তদধীনস্থ শিখ-গণের কর্ম্মত্যাগে আপনাকে বলহীন দেখিয়া তিনি আটক নগরে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পাঠান জাতির সহযোগে দলপুষ্ট হইয়া আটকদুর্গ অধিকারপূর্ব্বক আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাবুলপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত তিনি পত্রদ্বারা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার এই ঔদ্ধত্য দমনের জন্য লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই যুবরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হইল না, কাজেই দলে দলে আসিয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিল।

খালসা সৈন্যদিগের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত ও প্রতারিত হইয়া লাহোর-মন্ত্রিসভা সর্দ্দার ছত্রসিংহ আঠারিবালা ও ফতে খাঁ তিবাল নামক দুই বিশ্বস্ত সেনানীকে আটক অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আটকে পৌঁছিয়া পেশোরার বল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা সন্ধির কথা পাড়িলেন। খালসা-বলে প্রদীপ্ত পেশোরা সিংহ তাঁহাদের কথায় কাণ দিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের সরলতা, সৌজন্যতা ও তোষামোদে পরিতৃপ্ত হইয়া অবশেষে তিনি আটক দুর্গ পরিত্যাগে স্বীকৃত হইলেন। তিনি সসম্মানে ও সসৈন্যে পরিবৃত হইয়া দুর্গ ছাড়িয়া রাজধানীতে আসিলেন[১]। বাহ্য আড়ম্বরে ও বদান্যতায় তিনি গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু শঠতায় রক্ষিহীন ও বন্দী হইয়া আটকদুর্গস্থ কালাবুরুজ নামক অন্ধ-কূপে নিক্ষিপ্ত হন। ঐ স্থানে রাত্রিতে শত্রুপক্ষ আসিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করে (১৮৪৫ খৃঃ অব্দ) ও সিন্ধুজলে ভাসাইয়া দেয়। যখন এই নিদারুণ হত্যাসংবাদ খাল্‌সাদলের কাছে পৌঁছিল, তখন তাহারা উন্মত্তের ন্যায় দলে দলে সমবেত হইয়া জবাহিরের প্রাণবিনাশে প্রস্তুত হইয়াছিল।

পেশ্যণ্ড (ক্লী) মাংসপিণ্ডাকার অণ্ড।

"কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্‌বুদম্।

দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্॥" (ভাগ° ৩।১।২)

'পেশী মাংসপিণ্ডাকারং অণ্ডং' (স্বামী) ২ মাংসগোলক।

পেষ, ১ সেবন। ২ নিশ্চয়। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ পেষতে। লোট্ পেষতাং। লঙ্ আপেষত। লুঙ্ অপেষিষ্ট। লিট্ পিপিষে। ণিচ্-পেষয়তি-তে। লিট্ পেষয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপিপেষৎ-ত।

পেষক (ত্রি) পেষণকারী।

পেষণ (ক্লী) পিষ-ভাবে-ল্যুট্। ১ অবয়ববিভাগ দ্বারা চূর্ণন।

"তপ্তকুম্ভে নিপততি ততো যান্তি পেষণম্॥" (মার্ক°পু° ১৪।৮৭)

২ খল। ৩ শতগুপ্তা। ৪ ত্রিধারস্নুহী বৃক্ষ, চলিত—তেঁকাটা সিজ।

পেষণি, পেষণী (স্ত্রী) পিষ্যতে হনয়েতি পিষ-অণি, বা ঙীষ্। পেষণ-শিলা। শিলে দ্রব্যাদি-পেষণ করা হয়, এই জন্য ইহাকে পেষণী কহে। পর্য্যায়—পেষণী, পট্ট, গৃহাশ্মা, গৃহ-কচ্ছপ। (শব্দরত্না°) ইহা পঞ্চসূনার মধ্যে একটী। পেষণীতে দ্রব্যাদি পেষণ করিবার সময় নানা কীট প্রভৃতির প্রাণ হানি হয়, এই জন্য পেষণকারীর স্বর্গ হয় না।

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যপস্করঃ।

কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥" (মনু ৩।৬৮)

পেষণীয় (ত্রি) পিষ-অনীয়র্। পেষণার্হ। পেষণযোগ্য।

---

(১) সর্দ্দার জবাহির সিংহ দরবারের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখেন যে, আটক ত্যাগ জন্য লাহোর-দরবার তাঁহাকে শিয়ালকোট ব্যতীত আর একটী লক্ষমুদ্রা আয়ের জায়গীর দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন এবং তিনি সদর্পে ও সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হইবেন।

পেষল (ত্রি) পেষো ঽস্যাস্তীতি পেষ-সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। পেশল।

পেষাক (পুং) পিষ-আকন্। পেষণি।

পেষি (পুং) পিষ-ইন্। বজ্র। (উজ্জ্বল)

পেষী (স্ত্রী) হিংসিকা, পিশাচিকা। "কুমারং পেষী বিভর্ষি" (ঋক্ ৫।২।২) 'পেষী হিংসিকা পিশাচিকা' (সায়ণ)

পেষ্টৃ (ত্রি) পিষ-তৃচ্। পেষণকারী।

পেষ্য (ত্রি) পেষণযোগ্য।

পেস, গতি, ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক, সেট্। লট্ পেসতি। লোট্ পেসতু। লিট্ পিপেস। লুঙ্ অপেসিষ। ণিচ্ পেষয়তি। লিট্ পেষয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপিপেষৎ।

পেসল (ত্রি) পেস-লচ্, বা পেশল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পেশল।

পেস্বক (ত্রি) পিস-বাহু° উকন্। অভিবর্দ্ধনশীল। (শতপথব্রা° ১।৭।৩।১৮)

পেস্তা, স্বনামপ্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষবিশেষ (Pistacia vera) ইহার ফলগুলি বাদামের ন্যায়। উপরের কঠিন আবরণ খুলিয়া ফেলিলে ভিতরে সবুজবর্ণের যে শাঁস দেখা যায়, তাহাই পেস্তাদানা বা পেস্তা, ইহা অতি উপাদেয় ও বলকারক খাদ্য। ইংরাজিতে ইহা Pistachia nut এবং হিন্দি, বাঙ্গালা, আরব, পারস্য ও আফগান প্রভৃতি ভাষায় পেস্তা বা পিস্তা নামে পরিচিত।

ইহার বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্রাকার। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট উচ্চে বেলেপাথরের স্তরে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। সিরীয়া, দামাস্কাস, মিসোপোটেমিয়া, তেরেক, ওর্ফা, বাদঘী, খোরাসান[১], পালেস্তিন ও পারস্যের নানাস্থানে এই বৃক্ষের প্রভূত চাষ হয়। পেস্তা বাগানগুলি নিবিড় অরণ্যের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। রোমরাজ টাইবিরিয়াসের রাজ্যশেষে এই বৃক্ষ ভিটেলিয়াস্ (Vitellius) কর্তৃক ইতালীদেশে রোপিত হয়, পরে তথা হইতে ফ্লাবিয়াস্ পোম্পিয়াস্ কর্তৃক স্পেনরাজ্যে বিস্তারলাভ করে।

গাছের ডাল হইতে একপ্রকার আটা নির্গত হয়। সদ্যোজাত অবস্থায় উহা তরল ও সদ্গন্ধযুক্ত, ঠাণ্ডা লাগিলে জমিয়া কঠিন হয়, তখন উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও ভঙ্গপ্রবণ। গুলযুক্ত পাতা (গুল্-ই-পিস্তা বা বোজা-গঞ্জ্), বীজকোষ (পোস্ত-ই-পিস্তা) ও অপুষ্টফলগুলি রেশম রঙ্ ও দৃঢ় করিতে ব্যবহৃত হয়। এজন্য পারস্য, তুর্কিস্থান ও ভারতবর্ষে ইহার আমদানি হইয়া থাকে।

পেস্তার বীজে তৈল আছে। উহা চর্ব্বির ন্যায় গাঢ় হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, সুমিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত। ঔষধার্থে উহার প্রায়ই ব্যবহার দেখা যায়। পেস্তার গুণ উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রক্তশোধক, বলকারক, কামোদ্দীপক ও বমনাবসাদক। আরবদেশীয় হাকিমগণ পেস্তা হইতে যে 'লোখ' নামক ঔষধ প্রস্তুত করে, ফরাসী ঔষধালয়ে তাহাই *Looch vert des pistaches* নামে পরিচিত। গুলগুলি ধারক, আটাল, বেদনা-নাশক ও বর্ণোজ্জ্বলকারী, তৈল স্নিগ্ধ ও রক্তপরিষ্কারক, ছাল বলকারক ও জীর্ণকারক।

প্রত্যেক পেস্তা ফলের উপরে একটী কঠিন খোলা আছে, উহা ভাঙ্গিলেই বীজ বা পেস্তাদানা পাওয়া যায়। যে অপুষ্ট ফলগুলিতে বীজ ধরে না, তাহা তদ্দেশবাসী সহজেই বুঝিতে পারে। বন্যবিভাগ-জাত পেস্তাগুলি অল্প তার্পিণের গন্ধযুক্ত। আফগানবাসীরা লবণজলে পাক করিয়া উহা খাইতে ভালবাসে। উহা 'খারা পেস্তা' নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। টাট্কা পেস্তা-তৈল খাইতে উত্তম ও সুস্বাদু; কিন্তু খানিক রাখিয়া দিলে অম্লরসাক্ত হইয়া যায়।

যুরোপীয় পেস্তার রাসায়নিক বিভাগ এইরূপ—জল ৫·৯, শুক্লাংশ ২৪·৪, শ্বেতসার ৩·৫, তৈল ৬২·৫, আঁশ ১·৩ ও ছাই ২·৪, কিন্তু আফগানিস্থানজাত পেস্তায় আরও ১১ ভাগ তৈলাংশ পাওয়া যায়। ছাগল, ভেড়া, উষ্ট্র প্রভৃতি ইহার পত্র আদরের সহিত খায়। ইহার কাষ্ঠ লাঙ্গলাদি কৃষিযন্ত্রের উপযোগী। আফগান-প্রদেশে পেস্তাকাষ্ঠে নির্ম্মিত হাতা বা চামচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পেস্বর (ত্রি) পিস-শীলার্থে বরচ্। গতিশীল।

পেহিতা (স্ত্রী) প্রসারণী, চলিত গন্ধভাদুলিকা। (বৈদ্যকনি°)

পৈ, শোষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ পায়তি। লোট্ পায়তু। লিট্ পপৌ। লুঙ্ অপাসীৎ।

পৈঙ্গ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত সভা° ৪ অ:)

পৈঙ্গরাজ (পুং) পক্ষিভেদ।

"বাচস্পতয়ে পৈঙ্গরাজোহলজঃ" (শুক্লযজু° ২৪।৩৪)

'পৈঙ্গরাজঃ পক্ষিবিশেষঃ' (সায়ণ)

পৈঙ্গরায়ণ (পুং-স্ত্রী) পিঙ্গলস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। পিঙ্গল ঋষির গোত্রাপত্য। 'পৈঙ্গরায়ণ' স্থলে পিঙ্গার ঋষির গোত্রাপত্য বা 'পিঙ্গর' ইহার র স্থানে ল করিয়া পিঙ্গল হইবে।

পৈঙ্গল (পুং) পিঙ্গলস্যাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, পিঙ্গল্য, তস্য ছাত্রাঃ কর্ণাদিত্বাদণ্, যলোপঃ। পিঙ্গলাপত্যের ছাত্রসমূহ। ইহা বহুবচনান্ত। ২ উপনিষদ্ভেদ। ৩ পিঙ্গলকৃত ছন্দোশাস্ত্র।

(১) আফগানিস্থানের অন্তর্গত খোরাসান ও বাদঘী নামক স্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আপনিই পেস্তাগাছ জন্মিয়া থাকে। ভারতে কাশ্মীর, শ্রীনগর ও রাবলপিণ্ডি অঞ্চলে ইহার ঝোপ দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষ বিবরণ Brigade Surgeon Aitchison কৃত *Notes on the Products of Western Afghanistan and North Eastern Persia* নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পৈঙ্গলোদায়নি (পুং-স্ত্রী) পৈঙ্গলোদায়নস্যাপত্যং ইঞ্। প্রাচ্যভব তন্নামক ঋষির গোত্রাপত্য। ততো যূনি ফক্, তস্য পৈলাদিত্বাৎ লুক্। ২ তদীয় যুবা অপত্য।

পৈঙ্গল্য (পুং-স্ত্রী) পিঙ্গলস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। পিঙ্গল ঋষির গোত্রাপত্য। (ক্লী) পিঙ্গলকৃত ছন্দোগ্রন্থ। (ত্রি) ৩ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

পৈঙ্গাক্ষীপুত্র (পুং) ঋষিভেদ।

পৈঙ্গি (পুং-স্ত্রী) পিঙ্গস্যাপত্যমিঞ্। পিঙ্গ ঋষির পুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পৈঙ্গী। "পৈঙ্গীপুত্রাৎ পৈঙ্গীপুত্রঃ" (শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)

পৈঙ্গিন্ (পুং) পিঙ্গেন ঋষিণা প্রোক্তঃ কল্পঃ ইনি। পিঙ্গ ঋষি-প্রোক্ত কল্পসূত্র।

পৈঙ্গ্য (পুং) পিঙ্গ-বাহুলকাৎ অপত্যে যঞ্। পিঙ্গ ঋষির পুত্র, ইনি একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি।

পৈচ্ছিল্য (ক্লী) পিচ্ছিলস্যেদং অণ্। পিচ্ছিলসম্বন্ধি, পিচ্ছিলতা।

পৈজবন (পুং) পিজবনস্যাপত্যং অণ্। নৃপভেদ, পৈজবন নামক নৃপ, সুদাস রাজা। [সুদাস দেখ।]

"বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈজবনে নৃপে।" (মনু ৮।১১০)

পৈজবনের পাঠান্তর—'পৈযবন' ও 'প্রৈযবন'।

পৈজূলায়ন (পুং) পিজূলস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। পিজূল ঋষির গোত্রাপত্য।

পৈঞ্জূষ (পুং) পিঞ্জূষে সাধুঃ অণ্। কর্ণ, শ্রোত্র। (হেম)

পৈটক (পুং) ১ পিটকস্যাপত্যং (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। পিটকাপত্য। (ত্রি) বৌদ্ধপিটকসম্বন্ধীয়।

পৈটকিক (ত্রি) পিটকেন হরতি (হরত্যুৎসঙ্গাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১৫) ইতি ঠক্। পিটকদ্বারা হরণকারী।

পৈটাক (পুং) পিটাক-শিবাদিত্বাৎ অপত্যার্থে অণ্। পিটাকাপত্য।

পৈঠর (ত্রি) পিঠরে সংস্কৃতং পক্কং, পিঠর-অণ্। স্থালীপক্ক মাংসাদি। "প্রতপ্তৈঃ পৈঠরৈশ্চৈব মার্গমায়ূরতৈত্তিরৈঃ॥"

(গো° রামায়ণ ২।১০০।৬৩)

পৈঠান, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। গোদাবরী-তীরে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই স্থান প্রতিষ্ঠানপুরী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথে এই নগরে এক সময়ে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, পেরিপ্লাস্ হইতে আমরা জানিতে পারি, এস্থান হইতে অকীক (Agate) প্রস্তরাদি ভরুকচ্ছ বন্দরে আসিয়া নানা-দেশে রপ্তানি হইত। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই নগ-রের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

পৈঠিক (পুং) অসুরভেদ। (হরিবংশ ১৬১ অঃ)

পৈঠীনসি (পুং) মুনিবিশেষ, একজন স্মৃতিকার। ২ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

পৈড়, (উড়িয়া) অপক্ক নারিকেল ফল, ডাব।

"চম্পাতি পৈড় কপূর যব না মিলব তবহুঁ মিলব হরি সঙ্গে।"

(পদকল্পতরু)

পৈড়িক (ত্রি) পিড়কা সম্বন্ধীয়।

পৈণ্ডপাতিক (ত্রি) ভিক্ষোপজীবী।

পৈণ্ডায়ন (পুং-স্ত্রী) পিণ্ডঋষের্গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। পিণ্ডঋষির গোত্রাপত্য।

পৈণ্ডিক্য (ক্লী) পিণ্ডং পরপিণ্ডং ভক্ষ্যত্বয়াঽস্ত্যস্য ঠন্ ততো স্বার্থে ষ্যঞ্ বা। পরপিণ্ডোপজীবিত্ব, ভিক্ষোপজীবন। (ত্রিকা°)

পৈণ্ডিন্য (ক্লী) পিণ্ডং পরপিণ্ডং ভক্ষ্যত্বয়াঽস্ত্যস্যেতি পিণ্ড-ইন্, ততঃ ষ্যঞ্। ভৈক্ষজীবিকা। (ত্রিকা°)

পৈণ্ড্য (ত্রি) পিণ্ড্যাং ভবঃ (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) পিণ্ডীভব।

পৈতদারব (ত্রি) পীতদারোর্বিকারঃ (প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।৪।১৫৪) ইতি অঞ্। পীতদারুর বিকার।

পৈতরাবণ (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

পৈতা (দেশজ) উপবীত, যজ্ঞোপবীত।

পৈতাপুত্রীয় (ত্রি) পিতাপুত্রসম্বন্ধীয়।

পৈতামহ (ত্রি) পিতামহস্যেদং পিতামহ-(তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্। পিতামহ-সম্বন্ধি ধনাদি।

"পৈতামহঞ্চ পিত্র্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্বয়মর্জ্জিতম্।

দায়াদানাং বিভাগেষু সর্ব্বমেতদ্বিভজ্যতে॥" (কাত্যায়ন)

পৈতামহিক (ত্রি) পিতামহাদাগতং (বিদ্যাযোনিসম্বন্ধেভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।৭৭) ইতি বুঞ্। পিতামহ হইতে আগত, পিতামহ হইতে প্রাপ্ত।

পৈতৃক (ত্রি) পিতুরাগতং পিতুরিদং বেতি, পিতৃ-ঠঞ্। পিতৃ-সম্বন্ধী। পিতৃপিতামহসম্বন্ধীয়।

"ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।

ভজেরন্ পৈতৃকং রিকথমনীশাস্তে হি জীবতোঃ॥" (মনু)

পৈতৃকভূমি (স্ত্রী) পৈতৃকী পিতৃসম্বন্ধিনী ভূমিঃ। পিতৃ-সম্বন্ধি-স্থান। পিতৃপিতামহাদিসম্বন্ধীয় স্থান, পিতৃপুরুষেরা যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহাকে পৈতৃক ভূমি কহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে—পৈতৃক ভূমি সকল তীর্থস্বরূপ। তীর্থে বাস করিলে যেরূপ ফল হয়, পৈতৃক ভূমিতে বাসও তদ্রূপ ফলদায়ক। পৈতৃক ভূমিতে যদি পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে সকল নিষ্ফল হয়। পিতৃ ও দেবকার্য্য পৈতৃক-ভূমিতে করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ এই স্থলে ঐ সকল কার্য্য সম্পূর্ণ ফলদায়ক। পুত্র, পৌত্র, কলত্র এবং প্রাণ হইতেও পৈতৃকভূমি গরীয়সী। পৈতৃক ভূমিস্থিত পুষ্করিণীতে স্নান

তীর্থস্নানতুল্য। পৈতৃক ভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তীর্থ মৃতের ফল হয়।*

পৈতৃকভূমিকে জন্মভূমিও কহে, এইজন্য কথিত হইয়াছে—
'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

পৈতৃমত্য (ত্রি) পিতৃমত্যাং অনূঢ়ায়াং কন্যায়াং ভবঃ কুর্ব্বাদিত্বাৎ ণ্য। (পা ৪।১।১৩২) অনূঢ়া কন্যাতে জাত, কানীন পুত্র।

পৈতৃমেধিক (ত্রি) পিতৃমেধসম্বন্ধীয়।

পৈতৃযজ্ঞিক (ত্রি) পিতৃযজ্ঞসম্বন্ধীয়। (লাট্যা° ৫।১।১৫)

পৈতৃযজ্ঞীয় (ত্রি) পিতৃযজ্ঞ-ছ। পিতৃযজ্ঞসম্বন্ধীয়। পিতৃযজ্ঞাঙ্গভূত।
"ন পৈতৃযজ্ঞীয়ো হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে।
ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ॥" (মনু ৩।২৮২)

পৈতৃষ্বস্রীয় (পুং-স্ত্রী) পিতৃষ্বসুরপত্যমিতি (পিতৃষ্বসুশ্ছণ্। পা ৪।১।১৩২) ইতি ছণ্ ততঃ ষত্বম্। পিতৃভগিনীপুত্র, পিস্তুত ভাই।

পৈতৃষ্বস্রেয় (পুং-স্ত্রী) পিতুঃ স্বসুরপত্যং (ঢকি লোপঃ। পা ৪।১।১৩৩) ইতি জ্ঞাপকত্বাৎ ঢক্ অন্ত্যলোপশ্চ ততঃ ষত্বং। পিতৃষ্বসার অপত্য, পিস্তুত ভাই।
"পৈতৃষ্বস্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥" (মনু ১১।১৭২)

পৈত্ত (ত্রি) পিত্তাদাগতং পিত্তস্য শমনং কোপনং বেতি পিত্ত-অণ্। পিত্তজ ব্যাধি। পিত্তজন্য রোগ।
"কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরূক্ষক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা।
আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্॥"
(মাধবনি° গুল্মাধিকা°)

* "বাসুদেব ন যাস্যামি ভূমিং তাং পৈতৃকীং পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থপরাং শুদ্ধাং দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে।
পারক্যে ভূমিদেশে চ পিতৃণাং নির্ব্বপেত্তু যঃ।
তদ্ ভূমিস্বামিপিতৃভিঃ শ্রাদ্ধকর্ম্ম নিহন্যতে।
পিতৃণাং নিষ্ফলং শ্রাদ্ধং দেবানামপি পূজনম্।
কিঞ্চিৎ ফলপ্রদঞ্চৈব সম্পূর্ণং পৈতৃকে স্থলে।
পুত্রপৌত্রকলত্রেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সী সদা।
দুর্লভা পৈতৃকী ভূমিঃ পিতুর্মাতুর্গরীয়সী।
তৎ শস্তঞ্চ পবিত্রঞ্চ দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে।
ক্রীতঞ্চ তদ্ভবেদ্দানং পরদত্তমশুদ্ধকম্।
ম্রিয়তে পৈতৃকী ভূম্যাং তীর্থতুল্যং ফলং লভেৎ।
পিতৃণাং তর্পণং তত্র পবিত্রং দেবপূজনম্।
পৈতৃকী জন্মভূমিশ্চেৎ ফলং তদ্দ্বিগুণং লভেৎ।
পৈতৃকী ভূমিতুল্যা চ দানভূমিঃ সতামপি।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১০৩ অঃ)

২ পিত্ত সম্বন্ধী। (পুং) ৩ তিলকুপ, তিলগাছ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পৈত্তল (ত্রি) পিত্তল-অণ্। পিত্তলসম্বন্ধী।

পৈত্তিক (ত্রি) পিত্তেন নির্বৃত্তঃ ইতি পিত্ত-ঠঞ্। পিত্তজ ব্যাধি, পিত্তজন্য রোগ।
"প্রততং কাসমানশ্চ জ্যোতীংষীব চ পশ্যতি।
শ্লেষ্মাণং পিত্তসংসৃষ্টং নিষ্ঠীবতি চ পৈত্তিকে॥" (চরক চিকি° ২২ অঃ)

পৈত্র (ক্লী) পিতুরিদমিতি পিতৃ-অণ্। ১ পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য স্থলকে পিতৃতীর্থ কহে। (ত্রি) ২ পিতৃসম্বন্ধী, পিতৃসম্বন্ধি শ্রাদ্ধাদি।
"ঐন্দ্রং যাম্যং বারুণং বৈত্তপাল্যং
পৈত্রং ত্বাষ্ট্রং কর্ম্ম সৌম্যঞ্চ তুভ্যম্।" (ভারত ৭।১৯৯।৭১)

পৈত্রাহোরাত্র (পুং) পৈত্রঃ অহোরাত্রঃ। পিতৃলোকের দিবারাত্র। একমাসে পিতৃ অহোরাত্র হইয়া থাকে।
'মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ।' (অমর ১।৪।২১)

পৈত্র্য (ত্রি) পিতৃসম্বন্ধীয়।

পৈদ্ব (পুং-স্ত্রী) অশ্ব। (নিঘণ্টু) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পৈনদ্ধক (ত্রি) পিনদ্ধ-চতুরর্থ্যাং বরাহাদিত্বাৎ কক্। পিনদ্ধসমীপাদি।

পৈনাক (ত্রি) পিনাকসম্বন্ধী।

পৈপ্পলাদ (পুং) পিপ্পলাদেন ঋষিণা প্রোক্তমধীয়তে অণ্। পিপ্পলাদঋষি-প্রোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়নকারী লোকসমূহ। ২ তদর্থবেত্তা। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পৈপ্পলাদক (ত্রি) পিপ্পলাদের শিক্ষাসম্বন্ধী।

পৈপ্পলাদি (পুং) পিপ্পলাদস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। পিপ্পলাদ ঋষির অপত্য। ইনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

পৈযবন, [পৈজবন দেখ।]

পৈযূক্ষ (ত্রি) পীযুক্ষায়াঃ বিকারঃ (তালাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৪।১৫২) ইতি বিকারার্থে অণ্। পীযুক্ষাবৃক্ষের বিকার।

পৈযূষ (ক্লী) পীযূষ।

পৈল (পুং) পীলায়াং পীলনাম্ন্যাঃ স্ত্রিয়ামপত্যং (পীলায়া বা। পা ৪।১।১১৮) ইতি অপত্যার্থে অণ্। পীলার অপত্য। পক্ষে ঠক্। পৈলেয়, পীলার অপত্য। ২ একজন ব্রাহ্মণ। বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিলে পৈল ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করেন।
(ভাগ° ১।৪।১১৮)

পৈলগর্গ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি যে আশ্রমে ছিলেন, তাহা তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৮৩ অঃ)

২ যুধিষ্ঠিরের কুলপুরোহিত ধৌম্যের পুত্র। ইনি রাজসূয়-যজ্ঞে হোতৃপদে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে ইনি নিদানের রচয়িতা।

পৈলব (ত্রি) পীলৌ দীয়তে কার্য্যং বা বুষ্টাদিত্বাৎ অণ্। ১ পীলুতে দীয়মান। ২ পীলুতে কার্য্য। (ত্রি) ৩ পীলুসম্বন্ধী।

"ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাসৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।

পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥" (মনু ২।৪৫)

পৈলুমূল (ত্রি) পীলুমূলে দীয়তে কার্য্যং বা (বুষ্টাদিভ্যোহণ্। পা ৫।১।৯৭) ১ পীলুমূলে দেয়।

পৈলুবহক (ত্রি) পীলুবহে ভবঃ (প্রস্থপুরবহান্তাচ্চ। পা ৪।২।১২২) ইতি বুঞ্। পীলুবহ জলাদি ভব।

পৈলাদি (পুং) পৈল আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। 'পৈলাদিভ্যশ্চ' এই সূত্রানুসারে যুব প্রত্যয় লুক্ নিমিত্ত শব্দগণ। যথা—পৈল, শালঙ্কি, সাত্যকি, সাত্যঙ্কামি, রাহবি, রাবণি, ঔদঞ্চী, ঔদব্রজী, ঔদমেঘি, ঔদমজ্জি, ঔদভৃজ্জি, দৈবস্থানি, পৈঙ্গলোদায়নি, রাহক্ষতি, ভৌলিঙ্গিরাণি, ঔদন্যি, ঔদ্গাহমানি, ঔজ্জিহানি, ঔদশুদ্ধি। (পাণিনি)

পৈশল্য (ক্লী) পেশল-ষ্যঞ্। পেশলতা। কোমলতা।

পৈশাচ (পুং) পিশাচস্যায়মিতি পিশাচ-অণ্। ১ অষ্টম প্রকার বিবাহের অন্তর্গত বিবাহভেদ। মনুতে লিখিত আছে—

"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।

স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ কথিতোহষ্টমঃ॥" (মনু ৩।৩৪)

নিদ্রায় অভিভূতা অথবা মদ্য পানে বিহ্বলা, বা উন্মত্তা স্ত্রীকে গোপনভাবে বিবাহ করিলে তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক এবং অধম। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকা ছলাৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৬১)

ছলক্রমে অর্থাৎ কন্যার নিদ্রাদি অবস্থায় হরণপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ। (ত্রি) ২ পিশাচ সম্বন্ধীয়। ৩ পিশাচকৃত। ৪ সুশ্রুতোক্ত রাজস কায়ের অন্তর্গত কায়বিশেষ।

"উচ্ছিষ্টাহারতা তৈক্ষ্ণ্যং সাহসপ্রিয়তা তথা।

স্ত্রীলোলুপত্বং নৈর্লজ্জং পৈশাচকায়লক্ষণম্॥" (সুশ্রুত ২।৪ অ°)

উচ্ছিষ্ট আহার করা, স্বভাবের তীক্ষ্ণতা, অতিমাত্র সাহসিতা, সর্ব্বদা নারীকামনা এবং নির্লজ্জতা এই সকল পৈশাচকায়ের লক্ষণ। ৫ হারিতোক্ত দানভেদ। স্বার্থে অণ্। ৬ পিশাচ শব্দার্থ। (পুং) পিশাচ পর্ব্বাদিত্বাৎ অণ্। ৭ আয়ুধজীবি সঙ্ঘভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৮ প্রাকৃত ভাষাভেদ। [প্রাকৃত দেখ।]

পৈশাচিক (ত্রি) ১ পিশাচ সম্পর্কীয়, বীভৎস।

পৈশুন (ক্লী) পিশুনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (হায়নান্তযুবাদিভ্যোহণ্। পা ৫।১।১৩০) ইতি অণ্। পিশুনের ভাব বা কর্ম্ম, পিশুনতা।

পৈশুনিক (ত্রি) পশ্চাৎ হইতে নিন্দাকারী, উত্তেজনকারী, কর্ণেজপ।

পৈশুন্য (ক্লী) পিশুনস্য ভাবঃ পিশুন (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। পিশুনতা, খলতা। ইহা দশবিধ পাপের অন্তর্গত বাঙ্ময় পাপবিশেষ।

"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।

বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পৈষ্ট (ত্রি) পিষ্টস্যেদমিতি পিষ্ট-অণ্। পিষ্টসম্বন্ধী।

"যস্তুপদস্তকঃ পূষা পৈষ্টমত্তি সদা চরুম্।

অগ্নীক্রেশ্বরসামান্যাৎ তণ্ডুলোহত্র বিধীয়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

পৈষ্টিক (ক্লী) পিষ্ট-ঠঞ্। ১ পিষ্টসমূহ। (ভরত) ২ মদ্য-বিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অঃ) পৈষ্টী মদ্য।

পৈষ্টী (স্ত্রী) পিষ্টেন নির্বৃত্তেতি পিষ্ট-অণ্-ঙীপ্। বিবিধ ধান্য বিকার-জাত অম্ল মদ্য, সুরাবিশেষ। চলিত—ধেনোমদ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, অতি দীপন, বাতনাশক, কফ-বর্দ্ধক, ঈষৎ পিত্তকর এবং মোহজনক। (রাজনি°)

"গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী নির্য্যাসা কথিতাপরা।

ইতি চতুর্বিধা জ্ঞেয়াঃ সুরাস্তাসাং প্রভেদকাঃ॥" (হারীত ১১ অঃ)

এই পৈষ্টী মদ্যসেবন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহারা এই মদ্য পান করে, তাহারা মহাপাতকী মধ্যে গণ্য।

"ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।

এতে সর্ব্বে পৃথক্ জ্ঞেয়া মহাপাতকিনো নরাঃ॥" (মনু ৯।২৩৫)

'সুরাপঃ দ্বিজাতিঃ পৈষ্ট্যাঃ পাতা ব্রাহ্মণশ্চ পৈষ্টীমাধ্বী-গৌড়ীনাম্' (কুল্লূক) [মদ্য ও সুরাশব্দ দেখ।]

পৈস্থকায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

পো (ত্রি) পবতে পুনাতি বা পূ, পূ বা বিচ্। ১ শুদ্ধ। ২ শোধক। (দেশজ) ৩ সন্তান।

পোআ (দেশজ) পাদ শব্দের অপভ্রংশ, সেরের চারিভাগের একভাগ। ২ ঢেঁকির দুই পার্শ্বে হাড়িকাষ্ঠের আকৃতি কাষ্ঠখণ্ড।

পোআতি (দেশজ) প্রসূতি শব্দের অপভ্রংশ, নবপ্রসূতা স্ত্রী। ২ গর্ভবতী স্ত্রী। স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় তাহাকে পোআতি কহে।

পোআন (দেশজ) কুম্ভকারের পণ, কুমারেরা যাহাতে ঘটাদি প্রস্তুত করে এবং যাহাতে করিয়া পোড়ায়।

পোআল (দেশজ) তৃণ।

পোমরণ, পশ্চিম বঙ্গবাসী পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

পোঁচ (দেশজ) একবার বা ফের। যেমন এক পোঁচ কলি দেওয়া। ২ এক কোপ।

পোঁচড়া (দেশজ) তুলিকা, দেওয়ালে কলি প্রভৃতি দেওয়ার তুলি।

পোঁচমাটি (দেশজ) পোঁচ দিবার মৃত্তিকা।

পোঁচা (পারসী) হাতের কব্জী, মণিবন্ধ।

পোঁচান (দেশজ) পুঁছিয়া ফেলা, পোঁচাইয়া কাটা।

পোঁটল (দেশজ) পুটলী।

পোঁটা (দেশজ) ১ নাড়ী, অন্ত্র, আঁত। ২ শ্লেষ্মা।

পোঁদ (দেশজ) পায়ু শব্দের অপভ্রংশ। গুহ্যদেশ, গুদ।

পোঁদছেচড় (দেশজ) ১ দুষ্ট প্রকৃতি। ২ পোঁদ ঘস্‌ড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া।

পোঁদপট্‌কা (দেশজ) ১ পোঁদ গলা। ২ দুর্ব্বল।

পোঁদাপোঁদী (দেশজ) পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

পোকরণ (পোকর্ণ) রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৬° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৭´ ৪৫´´ পূঃ। ফুলোদি হইতে জয়শালমীর যাইবার পথে অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন অনেকাংশে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার বিস্তৃত লবণময় জলাপ্রদেশে লবণ[illegible]ত হয়। প্রাচীন নগরের নামে তৎপার্শ্বে বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে। একটী জৈন মন্দির ও তথাকার রাজবংশধরগণের প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিস্তম্ভাদি এই পূর্ব্বতন পরিত্যক্ত নগরের অক্ষয় কীর্ত্তি। নগরের চারিদিক্ প্রস্তর-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। রাজপুতানার অন্যান্য নগর ও সিন্ধু-প্রদেশের সহিত এখানকার বিস্তৃত বাণিজ্য চলে। যোধপুর-রাজবংশের জনৈক ব্যক্তি এখানকার প্রধান পদে অধিষ্ঠিত।

পোকর্ণ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে[১]। ইহারা বলে, 'পুষ্পকর্ণ' নামের অপভ্রংশ তাহাদের পোকর্ণ নাম হইয়াছে। এই নামকরণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে একটী গল্পও প্রচলিত আছে—তাহারা বৈষ্ণব ও লক্ষ্মীর পূজা করিতেন। একদা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা মাংসভোজনে অস্বীকার করায় অভিশপ্ত হন এবং জয়শালমীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধু, কচ্ছ, মুলতান ও পঞ্জাবের নানাস্থানে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হন। অন্যান্য জাতীয়েরা বলে যে, ব্রাহ্মণ-ঔরসে মোহিনী ধীবরকন্যার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি[২]। উপনয়নপ্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহকালে অথবা কোন পুণ্যতীর্থে যৎসামান্য বিধি-বিহিত কর্ম্মের পর উপবীত দান করা হয়। কোন সুব্রাহ্মণ তাহাদের সহিত একত্র ভোজন করে না। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। জাত বালকের ৬ষ্ঠ দিনে (ষেটেরা পূজার দিন) গৃহস্থরমণীগণ গান করিতে করিতে বালকের মাতুলালয়ে গমন করে এবং তথা হইতে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘোটক লইয়া আইসে। বিবাহকালে পুরুষেরা নৃত্য করে ও স্ত্রীলোকগণ অশ্লীল গান গাইয়া থাকে। যে কুঠারে তাহারা পুষ্কর খনন করিয়াছিল, এখনও পঞ্জাববাসী পোকর্ণগণ সেই কুঠারের পূজা করে। রাজপুতনাবাসী ভাটীয়ারগণের ইহারাই একমাত্র ব্রাহ্মণ। সকল প্রকার নিত্য কর্ম্মই ইহাদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। জাত্যংশ ও সামাজিক আচার ব্যবহারে ইহারা সারস্বত ব্রাহ্মণাপেক্ষা অনেকাংশে হেয়। সিন্ধুপ্রদেশে সারস্বতগণের সহিত ইহাদের প্রচলন দেখা যায়। পোকর্ণেরা প্রায়ই নিরামিষভোজী, হিন্দুদিগকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের প্রধান কার্য্য। ইহারা মস্তকদেশে উষ্ণীষ ধারণ করে। সিন্ধুপ্রদেশের পোকর্ণগণ স্বজাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য কঠোর আচরণে দিনযাপন করিয়া থাকে।

পোক (দেশজ) কীট, কৃমি।

পোকাখেগো (দেশজ) যাহা কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে।

পোক্ত (পারসী) ১ পরিপক, পাকা, মজবুদ। ২ দৃঢ়, কঠিন।

পোক্তান (পারসী) দৃঢ়তা, পক্কতা, সম্পূর্ণতা।

পোখরাজ (হিন্দী) পুষ্পরাগমণি। [পুখ্‌রাজ দেখ।]

পোগণ্ড (পুং) পুনাতীতি পূ-বিচ্, পৌঃ শুদ্ধো গণ্ডো যস্য। দশ বর্ষীয় বালক।

"রোগী বৃদ্ধশ্চ পোগণ্ডঃ কুর্য্যন্ত্যন্যোর্ব্রতং সদা।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

পাঁচ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালককে পোগণ্ড কহে। পৌঃ গণ্ড ইব একদেশোঽস্য। ২ অপোগণ্ড। ৩ স্বভাবতঃ ন্যূনাধিকাঙ্গ। ঊনবিংশাঙ্গুল বা একবিংশাঙ্গুল প্রভৃতি কোন অঙ্গের ন্যূনতা বা আধিক্য থাকিলে তাহাকে পোগণ্ড কহে।

'পোগণ্ডো বিকলাঙ্গে স্যাৎ' (হলায়ুধ)

পোগিল্লি, (মহারাজ) পশ্চিমচালুক্যরাজ বিনয়াদিত্যের অধীনস্থ জনৈক সেন্দ্রকবংশীয় সামন্তরাজ।

পোঙ্গল, দক্ষিণভারতে হিন্দুগণের অনুষ্ঠিত পর্ব্বোৎসবভেদ। পৌষমাসে যখন সূর্য্যদেব মকরসংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া বিষুবৎ-বৃত্তের অভিমুখে অগ্রসর হয়, সেই মকরসংক্রান্তি হইতেই এই উৎসব আরব্ধ হইয়া থাকে।

পোঙ্গা (দেশজ) পায়ু শব্দের অপভ্রংশ, পায়ু, গুহ্যদেশ।

পোট (পুং) পুটত্যশ্লেতি পুট-সংশ্লেষে আধারে ঘঞ্। ১ বেশ্ম, ভূমি। পুট-শ্লেষে ঘঞ্। ২ সংশ্লেষ। ৩ স্পর্শ। ৪ মিলন।

(১) কেহ কেহ বলেন পুষ্কর হ্রদের নাম হইতে ইহাদের পুষ্কর্ণ বা পোকর্ণ নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, এই জাতি পুষ্কর হ্রদ খনন করিয়াছিল, সেই কার্য্যের জন্য তাহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে সম্মানিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ জয়শালমীরের নিকটবর্ত্তী পোকর্ণ নামক স্থানে বাস হেতু ইহাদের পোকর্ণনাম হইয়া থাকিবে।

(২) সিন্ধুবাসীরা বলে, এক ব্রাহ্মণ ঋষিকে ঐ মোহনী ধীবরকন্যা স্বইচ্ছায় নদী পার করিয়া দেন। তাঁহাদের পুত্রগণ পোকর্ণ ব্রাহ্মণ। Burton's Sindh, p. 310.

পোটগল (পুং) পোটেন সংশ্লেষেণ গলতীতি গল-অচ্। ১ নল, চলিত—খাগড়া। ২ কাশ, কেশে।

"পোটগলো বৃহৎকাশঃ কাকেক্ষুঃ স চ খড়্গাকঃ।" (বৈদ্যকরত্ন°)

৩ মৎস্য। (মেদিনী) ৪ বৈকরঞ্জ-সর্পভেদ।

"রাজিলেন গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ পোটগলঃ।"

(সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ)

পোটলক (ক্লী) পোটেন লীয়তে লী-ড, স্বার্থে-ক। সংশ্লিষ্ট বস্ত্রাদি, চলিত পুটলি। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।১।৪)

পোটল, তিব্বত-রাজধানী লাসানগরীস্থ বিখ্যাত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম।

পোটলা, বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত একটী প্রাচীন নগর ও বন্দর। এই নগর সিন্ধুনদীর মোহানাস্থিত 'ব' দ্বীপাংশে অবস্থিত ছিল। শাক্যগণ কপিলবস্তুতে আসিয়া বাস করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে বাস করিত।

পোটলিকা (স্ত্রী) পোটেন সংশ্লেষেণ লীয়তে ইতি লী-ড, ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। সংশ্লিষ্ট বস্ত্রাদি, চলিত পুটুলি।

পোটা (স্ত্রী) পুটতি স্ত্রীপুরুষস্বরূপং সংশ্লিষ্যতীতি পুট-অচ্ টাপ্ চ। পুংলক্ষণা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীর স্তন ও শ্মশ্রু আছে, তাহাকে পোটা কহে।

পোটিক (পুং) পোটঃ সংশ্লেষো হস্ত্যস্যেতি ঠন্। বিস্ফোটক।

পোট্টলিকা (স্ত্রী) পোটলিকা, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুটুলী।

পোট্টলী (স্ত্রী) পোটেন সংশ্লেষেণ লীয়তে ইতি লী-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, ঙীপ্। পোট্টলিকা, বস্ত্রশুদ্ধ দ্রব্য, চলিত পুঁটুলি।

"শুদ্ধ্যর্থং ত্রিফলা কাথে গুড়ূচ্যা কাথ এব বা।
দোলাযন্ত্রে পুরঃ পাচ্যঃ পোট্টল্যা বস্ত্রবদ্ধয়া॥" (বৈদ্যক)

পোট্টিল (পুং) অবসর্পিণীর জিনোত্তমভেদ। (হেমচন্দ্র)

পোড়ন (দেশজ) দহন, জ্বলন।

পোড়া (দেশজ) দগ্ধ, কৃতদাহ।

পোড়াকপাল (দেশজ) দুরদৃষ্ট। হতভাগ্য।

পোড়াকপালিয়া (দেশজ) দুরদৃষ্টযুক্ত।

পোড়ান (দেশজ) ১ দগ্ধ করা। ২ কষ্ট দেওয়া।

পোড়ানি (দেশজ) অতিশয় জ্বালা করা।

পোড়ানিয়া (দেশজ) পোড়াইবার যোগ্য।

পোড়ামণিয়া, পক্ষিবিশেষ (Laxia Puncticularia)।

[মণিয়া দেখ।]

পোড়ু (পুং) পুড়তীতি পুড়-উন্। কপালাস্থিতল। (রাজনি°)

পোত (পুং) পুনাতি ইতি পূ-(হসীতি। উণ্ ৩।৮৬) ইতি তন্। ১ বহিত্র। ২ গৃহস্থান। চলিত—পোতা, ঘরের পোতা। ৩ বস্ত্র। (মেদিনী) ৪ দশবর্ষীয় হস্তী। (হেম) ৫ প্রস্তরবিশেষ। ৬ সমুদ্রযান। চলিত—জাহাজ ও নৌকাদি।

"সম্প্রাপ্য মানুষভবং সকলাঙ্গযুক্তং
পোতং ভবার্ণবজলোত্তরণায় কামম্।" (দেবীভা° ১।৩।৪২)

পোতক (পুং) পোত ইব কায়তি কৈ-ক, স্বার্থে ক বা। ১ পোতপদার্থ। ২ নাগভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১০২অঃ) ৩ শিশু, তিনমাসবয়স্ক শিশু। (রাজনি°) ৪ দশবর্ষবয়স্ক হস্তী।

পোতকী (স্ত্রী) পোতক-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উপোদকী, পূতিকা, পুঁইশাক। "পোতক্যুপোদকী সা তু মালবামৃতবল্লরী।" (ভাবপ্র°)

পোতগাঁও, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৪ বর্গমাইল। এখানে বিস্তৃত শালবন আছে। পোতগাঁও গ্রাম ইহার সদর। অক্ষা° ২০° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১১´ পূঃ।

পোতগার, উঃ পঃ প্রদেশে প্রতাপগড়-জেলাবাসী জাতিবিশেষ। সাধুভাষায় ইহাদের নাম 'প্রোতকার'[১], [illegible]টিকের মালা-নির্ম্মাণই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহাদের এরূপ নীচবৃত্তিগ্রহণ ও সমাজচ্যুতি সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতিই পাওয়া যায় না। ইহারা উপবীত ধারণ করে, অপরকে স্বজাতি মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহাদের আচার ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত, কেহ মদ্য ও মৎস্যমাংস খায়না, সকলেই নিরামিষাশী। স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহারও সহিত ইহারা একত্র আহার বা ধূমপান করে না।

পোতজ (পুং) পোতঃ সন্ নতু ডিম্বাদিরূপ ইতি ভাবঃ, জায়তে জন-ড। কুঞ্জরাদি, শিশুরূপে জায়মান গজাশ্বাদি।

"অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাঃ পোতজাঃ কুঞ্জরাদয়ঃ।" (হেম ৪।৪২১)

পোতধারিন্ (পুং) জাহাজের অধ্যক্ষ, কর্ণধার।

পোতন (ত্রি) পূ-তন। ১ পবিত্র। ২ পবিত্রতাকারক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

পোতন, একটী প্রাচীন জনপদ। (জৈনস্থবিরা° চরিত ১।৯২)

পোতনায়ক (পুং) পোতস্য নায়কঃ। পোতাধ্যক্ষ, জাহাজাদির কাপ্তেন, নৌকার মাঝি।

পোতপ্লব (পুং) পোতেন প্লবতে প্লু-অচ্। নৌকাদ্বারা তারক, নৌকাদ্বারা যে নদী প্রভৃতি পার হয়।

"স্বাতৌ মাগধচরদূতসূতপোতপ্লবনটাদ্যাঃ।" (বৃহৎস° ১০।১০)

পোতরাজা, ধারবারবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণবেশে দয়মব নাম্নী লক্ষ্মীদেবীর অংশভূতা কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করে। উভয়ের সহবাসে পুত্রসন্তানাদি জন্মে। একদা ঐ ছেলেয় পত্নীর অনুরোধে স্বীয় মাতাকে স্বগৃহে আনয়ন করে।

(১) হিন্দীতে পোত শব্দের অর্থ কাচের মালা বুঝায়।

দয়মব স্ববর্গকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মাতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা সত্য বল মহিষজিহ্বা-দগ্ধ ও এই মিষ্টান্নের মধ্যে কোনটী অধিক রুচিকর! দয়মব এরূপ নীচ সংসর্গে আপনাকে প্রতারিত, অপদস্থ ও অপমানিত জ্ঞানে নিজ সন্ততিবর্গকে হত্যাপূর্ব্বক স্বামিহত্যার জন্য অগ্রসর হইলেন। পরে মহিষমর্দ্দিনী মহিষরূপধারী স্বামীকে নিহত করিয়া জাতক্রোধ নিবারণ করিলেন, অবশেষে বাসগৃহ অগ্নি-দগ্ধ করিয়া স্বয়ং স্বর্গধামে প্রস্থানপর হইলেন। তদবধি ঐ স্বামীর বংশধরেরা 'পোতরাজা' বা মহিষের রাজা আখ্যায় পরিচিত হইতে লাগিল।

পোতরাজগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ধারবার জেলায় দয়মবের উদ্দেশে একটী অষ্টাহ মেলা হইয়া থাকে। মেলার সময় পোতরাজবংশধরেরা আমন্ত্রিত হইয়া নায়কতা করিয়া থাকে। মেলা আরব্ধ হইলে পর একদিন কএকটী মহিষ ও ছাগ উৎসর্গার্থ আনীত হয়। মহিষগুলি দয়মবের হোলয়-বংশীয় স্বামী ও ছাগগুলি তাহার বংশধররূপে গ্রাম্য দেবীসমক্ষে নিহত হইয়া থাকে। যে পোতরাজ উৎসবের নায়ক হইয়া আগমন করে, সে উলঙ্গ হইয়া একটী ছাগলের উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়ে এবং নিজদন্তদ্বারা উহার কণ্ঠ বিদারণপূর্ব্বক রক্তপান করিতে করিতে ঐ ছাগদেহ গ্রামের নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে লইয়া যায়। মেলার শেষদিনে ঐ ব্যক্তি অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় নিজ মস্তকোপরি অন্ন লইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে এবং গমনকালে চারিকোণে চারিটী ছাগ-বলি দিয়া থাকে। এই সকল কার্য্যের জন্য, নিহত জীবসমূহের কতকাংশ তাহার প্রাপ্য। অন্যান্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধে হোলয়গণের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। [হোলয় দেখ।]

পোতবণিজ্ (পুং) পোতেন বণিক্। বহিত্রদ্বারা বাণিজ্যকর্ত্তা, জলপথে বাণিজ্যকারী, যাহারা নৌকা করিয়া বাণিজ্য করে। পর্য্যায়—সাংযাত্রিক, নৌবাণিজ্যকর, সমুদ্রযানচারী। (জটাধর)

পোতভঙ্গ (পুং) নৌ-ব্যসন। ঝটিকা-তাড়িত জাহাজাদির সমুদ্র-গর্ভস্থ পর্ব্বতে লাগিয়া ভঞ্জন।

পোতরক (পুং) [পোতল দেখ।]

পোতরক্ষ (পুং) পোতং রক্ষতি রক্ষ-অণ্। কেনিপাতক, চলিত—হালি, হাল্। হাল্ না থাকিলে নৌকাদির চালনা হয় না।

পোতল, সিন্ধুতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন বন্দর। ২ তিব্বতরাজ-ধানী লাসা নগরীর দলৈ-লামার আবাস স্থান। ইহার অপর নাম পোতরক।

পোতলক (পুং) পর্ব্বতবিশেষ।

পোতলকপ্রিয় (পুং) পোতলকঃ পর্ব্বতবিশেষঃ প্রিয়োঽস্য। বুদ্ধবিশেষ। (ত্রিকা°)

পোতবরম্, মান্দ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, বেজবাড়ার ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ফকির-তক্য নামে একটী স্তূপের উপর একখানি প্রস্তর-ফলকে ১০৭৯ শকে উৎকীর্ণ মহামণ্ডলেশ্বর পোতরাজকন্যা প্রোলমদেবীর একখানি অনুশাসন আছে।

পোতবাহ (পুং) পোতং নাবং বহতীতি বহ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। বহিত্রবাহিক, চলিত—দাঁড়ি, মাঝি, যাহারা নৌকা বায়। পর্য্যায়—নিয়ামক।

পোতা (দেশজ) ১ পুত্র। ২ গৃহনির্ম্মাণার্থ উন্নত মৃত্তিকা, মণ্ডপ। ৩ প্রোথিত করণ। ৪ মাঝি। ৫ নাবিক।

পোতাচ্ছাদন (ক্লী) পোতমিব আচ্ছাদয়তীতি আ-ছাদি-ল্যু। বস্ত্রকুট্টিম, বস্ত্রকুটীর, বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, তাঁবু।

পোতাধান (ক্লী) আধীয়তেঽত্রেতি ল্যুট্ আধানং পোতানাং অণ্ডজমৎস্যানামাধানম্। ক্ষুদ্রাণ্ড মৎস্যসংঘাত। চলিত—পোণা, ইহার গুণ সুস্নিগ্ধ, লঘু এবং রুচিকর। ক্ষুদ্র মৎস্যসমূহ, পোনার ঝাঁক্।

"পোতাধানস্তু সর্ব্বেষাং সুস্নিগ্ধং লঘু রোচনং।" (রাজব°)

পোতাশ্রয় (পুং) যে স্থানে জাহাজাদি নির্ব্বিঘ্নে নোঙ্গর করা থাকে (Harbour)।

পোতুনূরু, বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বিমলীপত্তনের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কলিঙ্গগঙ্গদিগের নির্ম্মিত দুটী প্রাচীন দুর্গ ও বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণদেবরায়ের প্রতিষ্ঠিত জয়স্তম্ভ আছে।

পোতৃ (পুং) পূ-তৃণ্। যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিয়োজিত পুরোহিত-বিশেষ, ঋত্বিক্। ২ পবিত্র বায়ু। "যঃ পোতা স পুনাতু মা" (শুক্ল যজু° ১৯।৪২) 'যঃ পোতা পুনাতি পবতে বা পোতা বায়ুঃ' (মহীধর) ৩ বিষ্ণু। (ঋক্ ৪।৯।৩)

পোত্যা (স্ত্রী) পোতানাং সমূহঃ (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯) ইতি য, ততষ্টাপ্। পোতসমূহ।

পোত্র (ক্লী) পূয়তেঽনেনেতি পূ-(হলশূকরয়োঃ পুবঃ। পা ৩।২।১৮৯) ইতি ষ্ট্রন্। ১ শূকরমুখাগ্রভাগ, শূকরের মুখের থোবনা। ২ লাঙ্গল-মুখাগ্র। ৩ বজ্র।

'পোত্রং বজ্রে মুখাগ্রে চ শূকরস্য হলস্য চ।' (মেদিনী)

'বজ্র' স্থলে বস্ত্র এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ বহিত্র। ৫ পোতৃনামক ঋত্বিকের পাত্রভেদ।

"ঋতুনা পোত্রাদ্ যজ্ঞং পুনীতন।" (ঋক্ ১।১৫।২)

'পোত্রাৎ পোতৃনামকস্ত ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ' (সায়ণ)

পোত্রায়ুধ (পুং) তন্মুখাগ্রমেব আয়ুধং যস্ত। শূকর। (রাজনি°)

পোত্রিদংষ্ট্রাজ (ত্রি) পোত্রিদংষ্ট্রাতঃ জায়তে জন-ড। শূকর-দন্তজাতপদার্থ মাত্র। (স্ত্রী) ২ শূকরদন্তজাত বস্তু। (বৈদ্যকনি°)

পোত্রিন্ (পুং) পোত্রমস্তাস্তীতি পোত্র-ইনি। ১ শূকর। (ত্রি) ২ পোত্রবিশিষ্ট।

পোত্রিরথা (স্ত্রী) পোত্রী শূকরঃ রথ ইব গতিসাধকোঽস্তাঃ। জিনশক্তিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড)

পোত্রীয় (ত্রি) পোতুঃ কর্ম্ম-ছ। পোতৃকর্ত্তব্যকর্ম্ম, ঋত্বিক্-কর্ত্তব্য কার্য্যভেদ। (ঐত° ব্রা° ৩।৫০।৬।১৪)

পোথকী (স্ত্রী) বালকদিগের নেত্রবর্ত্মজ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"কণ্ডূস্রাবান্বিতা গুর্বী রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ॥" (সুশ্রুত উত্তর° ৩অঃ)

কণ্ডূ, স্রাব ও বেদনাবিশিষ্ট, গুরু ও রক্ত সর্ষপ সদৃশ পিড়কা হইলে তাহাকে পোথকী কহে, ইহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক।

পোদ, নিম্নবঙ্গবাসী একটী প্রসিদ্ধজাতি, পদ্মরাজ, চাষী ইত্যাদি নামেও পরিচিত। ইহারা আপনাদিগকে মহাভারতোক্ত পুণ্ড্র বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। মহাভারতে যে সুপুণ্ড্রক বা দক্ষিণ পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে, ইহারা সম্ভবতঃ সেই জাতি-ভুক্ত। [পুণ্ড্র দেখ।]

মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জাতির গঠন তুরাণীয় ও আদিম জাতির নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই জাতীয় কেহ কেহ আপনাদিগকে মহাভারতোক্ত পৌণ্ড্রক বাসু-দেবের বংশ, আবার কেহ বলরামের পত্নী রেবতীর গর্ভ হইতে প্রথম পোদের জন্ম কল্পনা করেন। এই জাতীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কায়স্থের ঔরসে ও নাপিতকন্যার গর্ব্ভে পোদজাতির জন্ম বলিয়া থাকেন।[১] ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে, বৈশ্যের ঔরসে শুণ্ডীকন্যার গর্ভে পৌণ্ড্রক জাতির উৎপত্তি।

এ দেশীয় পোদের মধ্যে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও ঔড্র এই চারিটী শ্রেণী এবং বাগাণ্ডে, বাঙ্গলা, চাষী পোদ, খোট্টা বা মৌনা ও উড়িয়া এই ৫টী থাক দেখা যায়। প্রথম তিন থাক ২৪ পরগণা ও যশোর, তৃতীয় থাক মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা এবং চতুর্থ থাক মেদিনীপুর ও বালেশ্বরে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আঙ্গিরস, আলম্যান, ধানেশ্রী, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কৌশিক, মৌদ্গল্য বা মধুকুল্য ও হংসল ইত্যাদি গোত্র আছে। উপাধি প্রধানতঃ কাথ্য, কয়াল, পাইক, পাত্র, পুণ্ডরী, মণ্ডল, মিস্ত্রী, লস্কর, বিশ্বাস, বৈদ্য, সরকার, সাপুই, হালদার ইত্যাদি।

উচ্চজাতির মত ইহাদের মধ্যেও বিবাহের বাঁধাবাধি নিয়ম আছে। সচরাচর ৫ হইতে ৯ বর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ হয়। বিধবার বিবাহ ঘটে না বা কেহ মনে করিলেই পতিপত্নীত্যাগ করিতে পারে না। ইহারা কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহের সকল অঙ্গই পালন করে, তবে সম্প্রদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই পাওয়া যায়। রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। তবে যিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করেন, বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা আর তাঁহার হাতে অন্নজল গ্রহণ করেন না। সাধারণতঃ রাঢ়ীশ্রেণীর গোস্বামীরাই ইহাদের দীক্ষা দিয়া থাকেন।

হিন্দুসমাজে ইহারা নিম্নশ্রেণী বলিয়াই গণ্য। ব্রাহ্মণ ও নবশাখ পর্য্যন্ত এই জাতির হাতে জল খায় না।[১] বৈষ্ণব পোদেরা অনেকটা নিষ্ঠাবান্, তাহারা মাংস খায় না।

এই জাতি সাধারণতঃ কৃষি ও মৎস্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অবস্থার গুণে এই জাতির মধ্যে কতকগুলি জমিদার ও মহাজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এক্ষণে উচ্চজাতির সমাজ-ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এতন্মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণকার, লৌহকার, সূত্রধার ও স্থপতি প্রভৃতির কার্য্যও করিতেছে।

পোদলকুরু, নেল্লূর জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন গণেশমন্দির ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

২৪ পরগণাতেই প্রায় আড়াই লক্ষ পোদের বাস।

পোদিকা (স্ত্রী) কলম্বীশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পোদিলে, নেল্লূর জেলাস্থ পোদিলেবিভাগের সদর, নেল্লূর সহর হইতে ৮৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন দেবমন্দিরসমূহে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কয়েকখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

পোদুবারপট্টি, মদুরাজেলাস্থ পলনিতালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, পলনি হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি আছে। এখানকার একটী প্রাচীন মস্‌জিদে উৎকীর্ণ শিলা-লিপিতে সিনপ্পনায়ক কর্ত্তৃক মুসলমানকে ভূমিদানের কথা লিখিত দেখা যায়।

পোদ্দার (পারসী) ফোতাদার শব্দের অপভ্রংশ, টাকা এবং স্বর্ণরৌপ্যাদি কৃত্রিম কি অকৃত্রিম যাহারা ইহার পরীক্ষা করে, তাহাকে পোদ্দার কহে, স্বর্ণরৌপ্যাদি পরীক্ষক। ২ টাকা পয়সা যে গণিয়া লয়।

পোদ্দারী (পারস্ত) পোদ্দারের কার্য্য।

(১) Risley's Tribes and Castes of Bengal.

(১) Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. II. p. 177

পোন (দেশজ) কুম্ভকারের ঘটাদি পোড়াইবার স্থান।

পোনা (দেশজ) ক্ষুদ্রমৎস্য, যথা 'মাছের পোনা।' ২ রোহিত মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যকেও পোনা মাছ কহে।

পোনানি, ১ মলবার জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩৯০ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের সদর। অক্ষা° ১০° ৪৭´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৭´ ৫৫´´ পূঃ। কালিকট ও কোচিনের মধ্যে মাপ্পিল্লাদিগের একটী প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য। এখান হইতে জলপথে কোচিন, ত্রিবাঙ্কোড় ও মান্দ্রাজ রেলওয়ের তিরুর ষ্টেশনে যাইবার সুবিধা থাকায় যথেষ্ট লবণ-বাণিজ্য হইয়া থাকে।

মাপ্পিল্লাদিগের প্রধান যাজক তঙ্গল এখানে বাস করেন এবং মুসলমানদিগের একটী মাদ্রাসাও আছে। এই মাদ্রাসা হইতে মুসলমান ছাত্রেরা উপাধি পাইয়া থাকে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা কোচিন অধিকার করিলে ইংরাজেরা এখানে আসিয়া আড্ডা করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মাক্লিওড হায়দর আলীকে আক্রমণ করিবার জন্য এখানে সৈন্য লইয়া অবতরণ করেন। এখানে প্রতিবর্ষে প্রায় লক্ষাধিক টাকার বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনমলয়-গিরি হইতে নির্গত একটী নদী। পালঘাট হইয়া পোনানি নগরের নিকট সাগরে মিশিয়াছে।

পোনের (দেশজ) পঞ্চদশ, ১৫।

পোন্নূরু, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন স্থান। বাপট্‌লার ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ডেপুটি তহসীলদারের সদর কাছারী আছে। এখানকার দেবমন্দির অতি প্রাচীন, ইহার পূর্ব্বদ্বারের একটী স্তম্ভে ১০৪১ শকে উৎকীর্ণ কুলোত্তুঙ্গ চোলের শিলালিপি আছে। এ অঞ্চলের হিন্দুগণের নিকট ঐ মন্দির অতি পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। পোন্নূরু-স্থলমাহাত্ম্যে ঐ দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পোন্নেরি, ১ মান্দ্রাজ প্রদেশের চেঙ্গলপট্টু জেলার একটী তালুক, ভূপরিমাণ ৩৪৭ বর্গমাইল। এই তালুকের কতকাংশ কৃষিক্ষেত্র ও কতকাংশ উষরময়। ইহার মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ যাইবার রাস্তা গিয়াছে।

২ চেঙ্গলপট্টু জেলাস্থ একটী নগর ও উক্ত তালুকের সদর; নারায়ণবরম্ (অরানিয়া নদীর) দক্ষিণকূলে, মান্দ্রাজ সহর হইতে ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী থানা ও ডাকঘর আছে।

পোপ, খৃষ্টান ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান যাজক। রোম-মহানগরীতে এই পোপ-নামধারী ধর্ম্মযাজকগণ থাকিতেন। তাঁহাদের পদ সকল খৃষ্টান সম্রাট্ হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব সমগ্র খৃষ্টান-মণ্ডলীর উপর ছিল। রোমান্ কাথলিক খৃষ্টান-সম্প্রদায়ে তাঁহারা সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের কথায় ও উদ্যমে 'ক্রুজেড' বা ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত, কত রাজ্যেশ্বর সিংহাসনচ্যুত ও কত কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ১৫শ শতাব্দে লুথার-প্রচারিত নবীন খৃষ্টীয় মতের অনুসরণ করিয়া অনেকেই পোপদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডরাজ ৮ম হেন্‌রী নিজ পত্নী কাথরাইনের বিবাহচ্যুতির ও বলিনকে বিবাহের অনুমতি দিবার প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে পোপের ঔদাস্য দেখিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি পোপের অধিকার উঠাইয়া দিয়া আপনাকে ইংলণ্ডের গির্জ্জাসমূহের প্রধান নায়ক (Supreme head of the English Church) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দিরগুলি পোপের অধিকার-ভ্রষ্ট হয়। ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রবল হইলে, পোপের প্রভাব আরও খর্ব্ব হইতে থাকে। পোপের অনুমতি ব্যতীত রোমান্ কাথলিকগণ নূতন কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। [বিস্তৃত বিবরণ খৃষ্টান, রোম, লুথার প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পোয়া (দেশজ) পাদশব্দের অপভ্রংশ, সেরের চারিভাগের এক ভাগ। ২ চারা গাছ।

পোরকাড়, তিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত আলেপি উপবিভাগস্থ একটী নগর। অক্ষা° ৯° ২১´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৬° ২৫´ ৪০´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে পোরকাড় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ও 'চম্বগচেরি' নামে খ্যাত এবং এ অঞ্চলের একটী প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য হইত। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে কোচিন ও তৎপরে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজদিগের কুঠি ছিল। এখনও পর্ত্তুগীজদিগের দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। আলেপির সমৃদ্ধির সহিত পোরকাড় বন্দরের গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে।

পোরূর (মাধবরম্) মান্দ্রাজের চেঙ্গলপট্টু জেলাস্থ একটী প্রাচীন স্থান, মান্দ্রাজের ৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী দুর্গ আছে, প্রবাদ চোল রাজাদিগের পূর্ব্বে কুরুম্বরেরা ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

পোরা (দেশজ) পূরে দেওয়া।

পোরুমামিল্ল, মান্দ্রাজের কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বড়্‌বেলের ১৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একজন পোলিগর সর্দ্দার বাস করিতেন। তাহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানকার ভৈরবের মন্দিরে ১২৯১ শকে উৎকীর্ণ বুক্ক-ভূপতির পুত্র ভাস্করভূপতির শিলালিপি আছে।

পোর্টক্যানিং, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী বিলুপ্ত বন্দর। অক্ষা° ২২° ১৯´ ১৫´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮৮° ৪৩´ ২০´´ পূঃ। মাতলা নদীর মুখে যেখানে বিদ্যাধরী, করতোয়া ও আঠারবাঁকা নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তথায় এই বন্দরটী অবস্থিত।

হুগলী নদীর পথ ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতে দেখিয়া ইংরাজ-বণিককুল ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং মাতলার মুখে একটী বন্দর ও নগর পত্তন করিবার জন্য বড়লাট ডালহৌসীর নিকট (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে) আবেদন করেন। তাঁহাদের আবেদনে অবিলম্বে গবর্মেণ্ট ২৫০০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিলেন। এখানে নূতন নগরের সকল সরঞ্জাম হইল, মিউনিসিপালিটী গঠিত হইল। গবর্মেণ্ট তাঁহার হস্তে নগরের ভার অর্পণ করিলেন। সকল বড় বড় সওদাগর এখানে আপিস করিবার আয়োজন করিলেন, কলিকাতা হইতে বাণিজ্যের সংস্রব-স্থাপনের জন্য বরাবর রেলপথ হইল। মাতলার মুখে অনেকগুলি পোতাশ্রয়, জাহাজ রাখিবার জন্য জেঠী ও বৃহৎ বৃহৎ চাউলের কল প্রস্তুত হইল। পরে বড় লাট ক্যানিং এর নামানুসারে "পোর্টক্যানিং" নাম রাখা হইল। এখানে নগর ও বন্দর করিবার জন্য কত লক্ষ টাকা খরচ হইয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইল না। সমুদ্রগামী কোন জাহাজই এ বন্দরে আসিল না। গবর্মেণ্ট আশা করিয়াছিলেন, চাউলের ব্যবসা চালাইতে পারিলে অনেক লাভ হইবে ও অনেক জাহাজ আসিবে; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ লোকসান হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ছোটলাট এখানকার বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতে এখানে যে সমস্ত কার্য্যালয় গঠিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল, পূর্ব্ববৎ এই বন্দরের অধিকাংশ জঙ্গলে পরিণত হইল। এখন এখানে পোর্ট-কমিসনরদিগের কাছারী ও রেলওয়ে ষ্টেসন আছে।

পোর্টব্লেয়ার, আন্দামানদ্বীপপুঞ্জের প্রধান বন্দর।

[আন্দামান দেখ।]

পোর্টোনোবো, (পরঙ্গীপেতই, মাহ্মুদবন্দর) মান্দ্রাজপ্রদেশের দক্ষিণ আর্কটজেলার একটী বন্দর ও রেলওয়ে ষ্টেসন, বেল্লারনদীর মুখে পুঁদিচেরি হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত; অক্ষা° ১১° ২৯´ ২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৮´ ১৩´´ পূঃ।

এখানে এক সময়ে দিনেমার ও পর্ত্তুগীজদিগের বিস্তৃত কারবার ছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এখানে কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সর্ আয়ার কুট ৮০০০ সৈন্য লইয়া হায়দরের ৬০ হাজার সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এখানে প্রতিবর্ষে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি ও লক্ষটাকার দ্রব্য আমদানী হয়। এখানকার মাদুর বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১৪০৬১।

পোল (ত্রি) পুল-জলাদিত্বাৎ ণ। ১ মহত্ত্বযুক্ত। ২ পিষ্টকভেদ। (পুং) ৩ কটিপ্রোথ, পাছার পেলো। (অমরটীকা ভরত)

পোল (পাল) গুজরাতের মহীকান্তা এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, মহীকান্তার উত্তরপূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। এই ভূভাগের অধিকাংশ বন ও পর্ব্বতময়। কথিত অংশে জোয়ার, বজরা, ছোলা ও কাঙ্গনি উৎপন্ন হয়।

এখানকার রাজবংশ কনোজের শেষ হিন্দুনরপতি জয়চাঁদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। জয়চাঁদের দুই পুত্র ছিল শিবজী ও শোনকজী। মারবারের রাজগণ শিবজীর বংশধর। শোনকজী ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে ইদরে রাজ্য স্থাপন করেন। ২৬ পুরুষ পর্য্যন্ত এখানে শোনকজীর বংশ "রাও" উপাধি ধারণ করিতেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে, এই বংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা জগন্নাথরাও মুসলমান কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তখন পোল নামক স্থানে আসিয়া রাজপরিবারগণ বাস করিতে থাকেন। পরে তাঁহারা এই পার্ব্বত্য ভূভাগের রাও বলিয়া বিখ্যাত হন। এখানকার অধিপতি অপর কোন রাজার অধীন নহেন। বর্ত্তমান রাজার নাম হম্মীরসিং। তিনি নিজেই রাজকার্য্য পরিপালন করিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমে উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইয়া থাকে।

পোলণ্ড, য়ুরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজ্য। এক সময়ে ইহা বল্টিক সমুদ্র হইতে বেসারাবিয়া ও কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা এবং পশ্চিমে প্রুসিয়া হইতে পূর্ব্বে রুষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্য উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতমালা-সমাকীর্ণ। ভূপরিমাণ প্রায় ২৮২০০০ বর্গ মাইল।

পূর্ব্বকালে পোলণ্ড রাজ্য ডিউক উপাধিধারী সর্দ্দারদিগের দ্বারা শাসিত হইত। উক্ত সর্দ্দারগণ পোল[১] জাতীয় ছিলেন। ৮৪০ খৃষ্টাব্দে পিয়াষ্ট (Piast বা Piastus) রাজ্যাধিকার করিবার পূর্ব্বে আর কোন রাজবংশই এখানে ধারাবাহিক রাজত্ব করেন নাই। পিয়াষ্ট-বংশধরগণ প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর নির্ব্বাচন-প্রণালীর সূত্রপাত হয়। উপযুক্ত পাত্রে রাজমুকুট প্রদত্ত হইত। উক্ত রাজগণের রাজত্বকালে অনেকটা সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও গৃহবিবাদের ফলে অশান্তির কারণ হইয়াছিল। ক্রমে গৃহবিগ্রহে রাজ্য উৎসন্ন যাইতে বসিল। পরস্পরের যুদ্ধে রাজ্য মধ্যে অরাজকতা প্রবল দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণ গোলযোগ মিটাইতে মধ্যস্থ হইলেন। অবশেষে ছলে কৌশলে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রুষিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া পোলণ্ডকে গ্রাস

(১) প্রাচীন ইতিহাসে এই জাতি পোলনি নামে স্লাবোনিক শাখার (Slavonic race) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ওদের (oder) ও ভিষ্টুলা (Vistula) নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ ইহাদের অধিকারে ছিল।

করিয়া ফেলিলেন। রুষিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ, অষ্ট্রীয়া দক্ষিণপশ্চিম ও প্রুসিয়া বাণিজ্যপ্রধান উত্তরপশ্চিম লইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। পুনরায় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ করিয়া ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রুষরাজ ভাগ মিটাইয়া লইলেন। বোনাপার্টির পোলণ্ড-বিজয়ে নানা পরিবর্ত্তন ঘটে। [নেপোলিয়ান দেখ।] অতঃপর ফরাসী রাজ্যের অধঃপতনে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া পূর্ব্বসম্পত্তির কতকাংশ প্রাপ্ত হন, অবশিষ্ট রুষিয়ার হস্তগত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পোলজাতি বিদ্রোহী হয়, ওয়ারস নগরবাসী রুষবিপক্ষে দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া আত্মসমর্পণ করে এবং পোলগণ রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড রুষসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়াধিকৃত ক্রাকোনগরে স্বাধীনতালাভের একটী চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এ উদ্যমেও ক্রাকোর প্রজাতন্ত্র বশ্যতাস্বীকার করে। ১৮৬৩-৪ খৃষ্টাব্দে আরও একটী রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। রুষসম্রাট্ অদ্ভুত পরিশ্রমে ঐ বিদ্রোহদমনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদবধি পোলণ্ড-রাজ্য রুষ অধিকারে রহিয়াছে।

পোলম্পল্লী, কৃষ্ণা জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম, নন্দিগ্রামের ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকট প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পোলা, মরাঠাদিগের মধ্যে বৃষোৎসবভেদ। মহাদেবের নামে বা বৃষোৎসর্গে যে সকল ষাঁড় ত্রিশূলাঙ্কিত আছে, শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন তাহাদিগকে সাজাইয়া পূজা ও নগর প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে। এদিন তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় না।

পোলাবরম্, মান্দ্রাজের গোদাবরী জেলাস্থ একটী জমিদারী। ১২খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। জমীদার পোলাবরম্ নামক গ্রামে বাস করেন, উহার অক্ষা° ১৭°১৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪০´ ৪০´´ পূঃ। এখানে প্রায় চারি হাজার লোকের বাস।

পোলুর, উত্তর আর্কটের অন্তর্গত পোলুর তালুকের সদর। অক্ষা° ১২° ৩´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৯´ ৩০´´ পূঃ। বেল্লূর হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। নগরের পার্শ্বে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও ৫ মাইল দূরে লৌহখনি দৃষ্ট হয়।

পোলেপল্লি, কৃষ্ণা জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। দাচেপল্লীর ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন তিনটী শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী পরশুরামের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ। সিদ্ধেশ্বরস্বামীর মন্দিরে প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

পোল্লচি, কোয়ম্বাতোর জেলাস্থ পোল্লচি তালুকের সদর, অক্ষা° ১০° ৩৯´ ২০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩´ ৫´´ উঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এখানে হাট, পথিকের জন্য বাঙ্গালা, হাসপাতাল ও মাজিষ্ট্রেটের বাড়ী আছে।

পোলাৎ (পারসী) ১ লৌহবিশেষ। ২ ইস্পাত।

পোলিকা (স্ত্রী) পোলী-স্বার্থে-কন্, টাপ্, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। পিষ্টকবিশেষ, পাতলারোটী। পর্য্যায়—পূলিকা, পৌলি, পুপিকা, পুপলা। (হেম)

"কুর্য্যাৎ সমিতযাতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ।
স্বেদয়েৎ তপ্তকে তাস্তু পোলিকাং তাং জগুর্ব্বুধাঃ॥
তাং খাদেল্লপ্সিকাযুক্তাং তস্যাং মণ্ডকবদ্ গুণাঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

প্রস্তুত প্রণালী—ময়দার অতি পাতলা পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লৌহনির্ম্মিত তপ্তপাত্রে সিদ্ধ করিলে পোলিকা হয়, এই পোলিকা লপ্সিকা অর্থাৎ মোহনভোগ সহযোগে ভক্ষণ করিবে। ইহার গুণ মণ্ডকের ন্যায়।

পোলিগর, দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দারবিশেষের উপাধি। তামিল 'পোলিয়ম্' শব্দের অর্থ দুর্গ ও 'করম্' অর্থ রক্ষা, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা গিরিসঙ্কট ও বন্যভূমি রক্ষা করিত বলিয়া 'পোলিগর' নাম হইয়াছে। পোলিগর বলিলেই পার্ব্বত্য সর্দ্দারদিগকে বুঝিতে হইবে। এই সামন্তগণ অনেকটা অর্দ্ধস্বাধীনভাবে স্ব স্ব প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অরিয়ালেরে, বাঙ্গরযাচম্, বোমরাজ, কোইলোরপেট্ট, এলেরেমপেনা, এট্টাপুরম্, মদুরা, তিন্নেবেলি, নটম্নোল্লকোট্ট, নোল্লতকুশবিল্লে, সাবনুর, উদয়গিরি, বরদাচলম্ ও সাবন্তবাড়ী একসময়ে বিভিন্ন পোলিগরের অধিকারভুক্ত ছিল।

তিন্নেবেলির পোলিগরেরা এক সময়ে অপর সকল পোলিগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহারা 'তোণ্ডমানরাজা মরবর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। মান্দ্রাজের উত্তরে বাঙ্গরযাচম্, দমরহা ও বোমরাজের পোলিগরেরা নিজাম ও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া ছিল। সাবন্তবাড়ীর পোলিগরেরা দেশাই ছিল। জুন্নর ও পণালার পোলিগরেরা শিবাজীর হস্তে দমিত হইয়াছিল। অপর স্থানের পোলিগরেরা ইংরাজহস্তে হতমান হইয়াছে।

পোলিন্দ (পুং) পোতস্য অলিন্দ ইবেতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নৌকাবয়বভেদ। পর্য্যায়—পাদারক। (ত্রিকাণ্ড)

পোলী (স্ত্রী) পোলতি মহত্বং গচ্ছতীতি পুল অলাদিত্বাৎ ণ ঙীষ্। পিষ্টকবিশেষ।

পোলো (দেশজ) ১ মৎস্যধারণ-যন্ত্রবিশেষ। ২ ক্রীড়াভেদ।

পোলো মার্কো, জনৈক ভিনিসবাসী। ইনি ১২৫০ খৃষ্টাব্দে পিতার সহিত কনস্তান্তিনোপলে আসেন, তথা হইতে বোখারা, পারস্য, চীনতাতার, চীন ও ভারত প্রভৃতি নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া তত্তৎ দেশসমূহের ও জনপদাদির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ

করেন। তিনি যে কেবল দেশভ্রমণে যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহা নহে, জেনোয়া যুদ্ধে তিনি একজন সেনানায়ক ছিলেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভিনিস নগরীর মহাসভার (Grand Council) সদস্যপদে বরিত হন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পোবার, রাজপুতজাতির শাখাভেদ। [পুয়ার দেখ।]

পোবিন্দ, ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী এক বণিকজাতি। মধ্য এসিয়ার সহিত ভারতীয় বাণিজ্য একমাত্র ইহাদের দ্বারাই পরিচালিত। ইহারা স্বভাবতঃই ভ্রমণশীল, এক স্থানে স্থায়িরূপে বাস করে না। ইহাদের মধ্যে লোহানী, নসর, নিয়াজি, দাও তানী, মিঞাখেল ও করোতি প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন শ্রেণী এবং তাহাদের মধ্যে আবার স্বতন্ত্র থাক আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ দিল্লী, কাণপুর, বারাণসী ও ভারতের অন্যান্য নগরে এবং গজনী, খিলাৎ-ই-ঘিলজৈ, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট প্রভৃতি স্থানে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করে। ইহারা পশম, রেশম, পশমী নানাবস্ত্র, কম্বল, শুষ্কফল, ওষধি, মসলা ও অশ্বগবাদি পর্য্যন্ত বিক্রয়ার্থ ভারতে লইয়া আসে এবং তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় শিল্পজাত নানা দ্রব্য ও বিলাতী বস্ত্রাদি লইয়া বিক্রয় করে। এইরূপ একচেটে বাণিজ্য করায় ইহাদের মধ্যে অনেকে ধনী হইয়াছে। সকলেরই প্রায় সুন্দর সুন্দর অশ্ব আছে। কোন লোকের সহিত ইহাদের বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে ১৪ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যরূপে সজ্জিত হইতে পারে। বণিক্ হইলেও ইহারা যুদ্ধনিপুণ এবং পার্ব্বতীয় শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু বলিষ্ঠ ও তেজস্বী। কাবুল হইতে কাটিবাজ পর্য্যন্ত ইহারা নির্ব্বিঘ্নে পণ্য দ্রব্য লইয়া আইসে, কিন্তু যতই ইহারা ভারত-সীমার মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ইহাদের ভয়ের বৃদ্ধি হয়। পাছে দস্যুদল অথবা ইংরাজসৈনিক ইহাদের দ্রব্যাদি কাড়িয়া লয়, এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহারা কাটিবাজ পরিত্যাগ করিয়াই দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। এক একটী দলে ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার পর্য্যন্ত বলিষ্ঠ পুরুষ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হয়। প্রত্যেক দলে একজন দলপতি নিযুক্ত হয়, তাহার উপাধি খাঁ। সুশিক্ষিত সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় আসিবার কালে ইহারা পথিমধ্যে খণ্ডযুদ্ধও করিয়া থাকে। মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ (Major Edwardes) লিখিয়াছেন যে, একজনও পোবিন্দকে অক্ষতদেহ দেখা যায় না—কেহ ভগ্ননাস, কেহ চক্ষুহীন, কেহ খঞ্জ, কেহ বা ছিন্নহস্ত এরূপ প্রায় সকলেই যুদ্ধবিগ্রহের অস্ত্রচিহ্ন বহন করিতেছে।

ওয়াজিরি জাতি ইহাদের মহাশত্রু। ওয়াজিরি-অধিবাসিত দেশের উত্তরপশ্চিমে করোতি শাখার পোবিন্দগণের বাস। এই প্রদেশে শীতের আধিক্য হেতু তাহারা তাম্বুতে বাস করে। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখম, পণির ও খুরুট্ তাহাদের বসন্তকালের খাদ্য। ঘৃত দুগ্ধ সেবনে এবং শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু তাহাদের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ও চাকচিক্যযুক্ত হইয়াছে। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশ্রী। পোবিন্দদিগের মধ্যে নসর শাখাই সমধিক বলশালী। গ্রীষ্মকালে তাহারা ঘিল্জৈ জাতির তোকি ও ওটক শাখার মধ্যে যাইয়া বাস করে এবং শীত পড়িলেই দেরাজাতে পলায়ন করে। নসরেরা বেশী বাণিজ্য-প্রিয় নহে। তাহাদের পালিত গো মেষ ও উষ্ট্রাদি হইতেই তাহাদের ভরণপোষণ ও আচ্ছাদনযোগ্য তাম্বু সংগৃহীত হয়। তাহারা নিষ্ঠুর, কুৎসিত ও ক্রূর স্বভাবাপন্ন, অকারণ জীবজন্তুর হত্যায় তাহারা কাতর হয় না, দেখিতে ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল স্বভাবতঃই ভয়োৎপাদক। পানি, দৌলতখেল ও মিঞাখেল নামক লোহানী শাখার পোবিন্দেরা কৃষিকার্য্যে জীবনযাপন করে, কেবল মিঞাখেলের কতক লোক মধ্যএসিয়ায় বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহারা নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণার্থ স্ব স্ব তাম্বুতে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া গ্রীষ্মঋতুতে বোখারা, সমরকন্দ ও কাবুল প্রভৃতি স্থানে গমন করে এবং আবশ্যকমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া গোমালগিরিসঙ্কট দিয়া দেরাজাতে উপস্থিত হয়। তথায় আসিয়া প্রায়ই তাহারা আপনাপন বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করে। কেহ কেহ বা লাহোর, বারাণসী প্রভৃতি নগরীর মাল আনিয়া বিক্রয় করে এবং গ্রীষ্ম পড়িলেই স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

পোবিন্দেরাই মধ্য এসিয়ার একমাত্র ব্যবসায়ী নহে। পরাঞ্চল, গণ্ডপুর ও বাবরজাতি এবং অন্যান্য হিন্দুগণ এখনও মধ্যএসিয়ার বাণিজ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শিখাধিপত্যে পোবিন্দদিগের পণ্যদ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আদায় করা হইত। ইংরাজ গবর্মেণ্ট কাবুল, খোরাসান, পারস্য প্রভৃতি মধ্যএসিয়ার রাজ্য হইতে আনীত দ্রব্যসমূহের উপর কম শুল্ক আদায় করিবার হুকুম দেন। ইংরাজাধিকারে প্রায় ২৫ হাজার পোবিন্দ আসিয়া ছাউনী করিয়া থাকে। তাহারা ভারতসীমার বাহিরে স্বাধীন ও দুর্দ্ধর্ষভাবে বিচরণ করে; কিন্তু গোমাল, মাঝি, হাইদার, জার্কানি প্রভৃতি গিরিপথ অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতে পৌছিলেই তাহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সুশীল ও সুভদ্র বলিয়া জ্ঞান হয় এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিবার কালে তাহারা কখন উগ্র-প্রকৃতির পরিচয় দেয় না, বরং নিরীহভাব দেখাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ থাকায় তাহাদের সতর্কতাপ্রবৃত্তি এরূপ শিথিল হইয়া

পড়ে যে, চোরে অনায়াসেই তাহাদের দ্রব্য চুরি করিতে পারে। কিন্তু পুনরায় গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলে তাহাদের কুটিল চক্ষু আবার প্রস্ফুটিত হয়, তাহারা দস্যুর আগমন বুঝিতে পারে এবং অসতর্ক থাকিলেও যেন আত্মরক্ষায় বিশেষ অসাবধান হয় নাই, এরূপ চতুরতা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

পোশাক (পারসী) পরিচ্ছদ।

পোশাকী (পারসী) পোশাকের উপযোগী। যে সকল বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ভদ্র সমাজে যাওয়া যায়, এবং যাহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে পোশাকী কহে।

পোষ (পুং) পুষ-ভাবে ঘঞ্। পোষণ, পালন।

"অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্বা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্ যাত্যধঃ স্বয়ং॥" (ভাগ° ৩।৩০।১০)

পোষক (পুং) পোষয়তীতি পুষ-ণিচ্-ণ্বুল্। পালক, যিনি পালন করেন।

"পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ।" (মনু ৩।১৬২)
২ বাক্যের সাহায্যকারী।

পোষণ (ক্লী) পুষ-ল্যুট্। ১ পুষ্টি। ২ ধৃতি। ৩ পালন। ৪ বর্দ্ধন।

পোষণপ্রবাহ, (Nutritive Strength) যে শক্তিদ্বারা অন্নপানীয় রক্তমাংসাদিতে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে।

পোষধ, উপবসথ, উপবাস। বৌদ্ধদিগের পোষধাবদানে পোষধব্রতের ব্যবস্থা আছে।

পোষধোষিত (ত্রি) উপোষিত। (দিব্যাবদান)

পোষয়িত্নু (পুং) পোষয়তীতি পুষ-ণিচ্ (স্তনিহৃষিপুষিগদিমদিভ্যো ণেরিত্নুচ্। উণ্ ২।২৯) ১ কাকপোষ্য, পিক, কোকিল। (ত্রি) ২ পোষণকর্ত্তা। ৩ ভর্ত্তা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

পোষয়িষ্ণু (ত্রি) পুষ-ণিচ্ ততঃ ইষ্ণুচ্ (অয়ামন্তাল্বায্যেত্নিষ্ণুষু। পা ৬।৪।৫৫) ইতি অয়্। পোষক, পালক।

"বো গোষ্ঠ ইহ পোষয়িষ্ণুঃ" (অথর্ব্ব ৩।১৪।৬)
'পোষয়িষ্ণুঃ পোষকঃ, পোষয়তেঃ ণেশ্ছন্দসি' ইতি ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ঃ' (ভাষ্য)

পোষা (দেশজ) পোষণ করা, পালন করা।

পোষিত (ত্রি) পুষ-ণিচ্-তৃচ্। পোষক।

পোষুক (ত্রি) পুষ-বাহু° উক। পোষণকরণশীল।

"তমস্মুপোষং পোষুকো ভবতি" (ষড়্বিংশব্রা° ৩।৭)

পোষ্ট আফিস, ডাকঘর। [বিস্তৃত বিবরণ ডাকঘর শব্দে দেখ।]

পোষ্টৃ (পুং) পুষ্ণাতীতি পুষ-তৃচ্। পূতীক, চলিত কাঁটাকরঞ্জ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ পোষণকর্ত্তা।

"তাভির্ধার্য্যাস্ত্রয়ো লোকাঃ প্রজাশ্চৈব চতুর্বিধাঃ।
পোষ্টা হি ভগবান্ সোমো জগতো জগতীপতে॥"(হরিব° ২৫।১৭)

পোষ্টৃবর (ত্রি) পোষ্টৄ বরঃ। পোষকশ্রেষ্ঠ।

পোষ্য (ত্রি) পুষ্যতে ইতি পুষ-ণ্যৎ। ১ পোষণীয়, পোষণযোগ্য, প্রতিপাল্য। ২ ভৃত্য। আবশ্যকে ণ্যৎ। অবশ্যপোষ্য। যাহাদিগকে অবশ্য প্রতিপালন করিতে হয়, তাহাদিগকে পোষ্য কহে। পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। এইজন্য সর্ব্বদা যত্নের সহিত পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিবে।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য দৃষ্টাদৃষ্টফলোদয়ং।
প্রত্যবায়োঽপ্যভরণে কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নতঃ॥
মাতা পিতা গুরুঃ পত্নী ত্বপত্যানি সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা অমী নব॥"(কাশীখ° ৪৫অ°)

মাতা, পিতা, গুরু, পত্নী, অপত্য, অভ্যাগত, শরণাগত, অতিথি এবং অগ্নি এই নয়টী পোষ্যবর্গ। ইহারা অবশ্য প্রতিপালনীয়। শত অপকর্ম্ম করিয়াও ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। ইহাদিগকে প্রতিপালন না করিয়া অন্য কোন কর্ম্ম করিবে না।

"জ্ঞাতির্বন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথা নাথঃ সমাশ্রিতঃ।
অন্যোঽপ্যধনযুক্তশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥" (দক্ষসং)

শরণাগত এবং দরিদ্র এই সকল ব্যক্তিও পোষ্যবর্গের মধ্যে গণনীয়।

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে, পোষ্যবর্গের পালনে উত্তম স্বর্গ লাভ হয় এবং ইহাদিগকে পীড়া দিলে নরক হইয়া থাকে।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তান্ ভরেৎ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

পোষ্যপুত্র (পুং) পোষ্যঃ পুত্রঃ পোষ্যত্বেনৈব পুত্রত্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। ১ পালনাদি দ্বারা পুত্রত্বপ্রাপ্ত। ২ দত্তকপুত্র, অপুত্র ব্যক্তি পিণ্ডপ্রাপ্তির জন্য যে পুত্র গ্রহণ করিয়া পালন করে, তাহাকে পোষ্যপুত্র কহে।

"অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যো যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসংকীর্ত্তনায় চ॥" (মনু)

অপুত্র ব্যক্তি পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া এবং নামকীর্ত্তনের জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। এই পোষ্যপুত্র তদন্তে তাহার পিণ্ডোদকাদি দিয়া ধন গ্রহণ করিবে। পোষ্যপুত্রের অশৌচ তিন দিন, কিন্তু তাহার পুত্রাদির সম্পূর্ণাশৌচ হইবে। পোষ্যপুত্রের পত্নীরও অশৌচ তিন দিন, কিন্তু কেহ কেহ পোষ্যপুত্রের পত্নীর মাসাশৌচ স্বীকার করেন। কিন্তু এই মত বিশেষ সমীচীন নহে। [পোষ্যপুত্রের বিশেষ বিবরণ দত্তক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পোষ্যবর্গ (পুং) পোষ্যাণাং প্রতিপালনীয়ানাং বর্গঃ। প্রতিপালনীয়গণ। [পোষ্যশব্দ দেখ]

পোস্ত, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Papaver Somniferum)।

ইহার ঢেঁড়ীতে অহিফেন প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার অপর একটী নাম অহিফেন বৃক্ষ। অহিফেন-চাষের বিস্তৃতির জন্য ভারতবর্ষে সাদা ফুল ও দানা পোস্তের (White poppy) চাষ অধিক। উদ্ভিদ্বিদ্গণ অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে, স্পেন, আল্জিরিয়া ও গ্রীস্ প্রভৃতি রাজ্যে এবং কর্সিকা, সিসিলি ও সাইপ্রস্ দ্বীপে যে বন্য পোস্তদানার গাছ (Papaver Setigerum) জন্মে, উপযুক্ত স্থানে ও জলবায়ুর গুণে তাহা হইতেই আফিম উৎপাদক পোস্তগাছ উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দি—অফিযুন, অফীম, কশকশ, পোস্ত, বাঙ্গালা—পোস্ত, নেপাল—আফিম, অযোধ্যা—পোস্তা, কুমাউন—পোষত, পঞ্জাব—খস্খস্, পোস্ত, ছোদ,আফীম, খিসখস্, বোম্বাই—আফীম, অপ্লো, খশখুন পোস্ত, মরাঠী—আফু, পোস্ত, খুসখুস্ (আফুকে ধর) ; গুজরাতী—আফিনা, পোস্ত, খুশখুস, দাক্ষিণাত্য—অফিম, খশ্খশকে-বোন্দে, খশখশ ; তামিল—অবিনি, গশগশ, পোস্তক-তোল, গশগশ-তোল, কসকস ; তেলগু—অভিনী, গসগসাল-তোলু, গসগসালু, কসকস ; কণাড়ী—খসখসি, গসগসে, আফীম ; মলয়—কশকশ-করূপ্প, কস্কশত্তোল, কশকশক্-কুরু, অফিযুন, ব্রহ্ম—ভৈন, ভৈনজী ; সিঙ্গাপুর—অবিন ; সংস্কৃত—অহিফেন (কোথাও কোথাও পোস্তবীজম্) ; আরব—অফিউন, কিশরুল-খশখাস, বিজরুল-খশখশ, আবুনোম ; পারস্য—খশখাশ, আফিউন্, পোস্তে কোকনর, তুখমি-কোকনর। এই গুলি কেবল গাছের নাম। পোস্ত গাছ হইতে উৎপন্ন অহিফেন (Opium), পোস্তদানা (Poppy-seed), ঢেঁড়ী (Capsule) ও পাতা প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অহিফেন বাহির করিবার পর ঢেঁড়ীমধ্যে যে বীজ বা দানা থাকে, তাহার নিষ্পেষণে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। বাঙ্গালাজাত পোস্তদানায় উৎকৃষ্ট তৈল উৎপন্ন হয়। মালবজাত পোস্ত-তৈলাপেক্ষা ইহা বিশেষ কার্য্যকারী ও ঔষধার্থ ব্যবহারোপযোগী। মালবের তৈল একমাত্র আলোক জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়। এই তৈলে বাতি ও সাবান প্রস্তুত হইতে পারে, য়ুরোপে ওলিভ তৈলে ইহার ভেজাল দেয়। মসিনা তৈলের পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও চিত্রকরগণ এই তৈল ব্যবহার করে।

ইংরাজশাসিত ভারতে গবর্মেন্টের বিনানুমতিতে পোস্তগাছ-বপন নিষিদ্ধ। একমাত্র অহিফেন-প্রস্তুতই গবর্মেন্টের ব্যবসা। অহিফেনের উৎপত্তিকল্পে যে সকল গাছ রোপিত হয়, তাহার ঢেঁড়ী পাকিলেই অহিফেন নির্য্যাস বাহির করিয়া লয়। অতঃপর ঢেঁড়ী মধ্যে যে পোস্তদানা থাকে, তাহাই বিক্রয়ার্থ নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ভারতবাসী মাত্রেই ব্যঞ্জনাদিতে পোস্ত দিয়া খায়, কোথাও বা বাটনার সহিত ইহা মিশাল দেয়। পোস্তর তৈল সুখাদ্য, জ্বালাইলে পরিষ্কার আলোক পাওয়া যায়। তৈল-নিষ্কাসনের পর যে খোল পড়িয়া থাকে, গরিব লোকে তাহা খায় এবং গোমেষাদিকেও দেয়। মিঃ বিনঘাম (Mr Bingham) লিখিয়াছেন যে, পোস্তদানার প্রায় ৩০ ভাগ তৈল আছে। তৈল স্বচ্ছ ও স্বাদহীন, রৌদ্রে রাখিলেই পরিষ্কৃত হয়। ইহার মাদকতা গুণ নাই। পোস্তদানা সুমিষ্ট। মিষ্টান্ন-বিক্রয়িগণ ইহাদ্বারা একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে।

প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, ঢেঁড়ী হইতে অহিফেন-মাদক নিষ্কাসিত হইবার পূর্ব্বে আরবগণ কর্ত্তৃক এই বৃক্ষ এসিয়া-মাইনর হইতে সুদূর চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গ্রীক্-কবি হোমর রণক্লিষ্ট গ্রীক্বীরগণের সহিত পুষ্পভারাবনত পোস্তগাছের তুলনা করিয়াছেন[১]। খলিফাগণের উদ্যমে অহিফেন বৃক্ষ ভারতে ও চীনরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। এখনও চীনদেশে, এসিয়া-মাইনর ও ইজিপ্ট্ রাজ্যে অহিফেনের প্রভূত চাষ হইয়া থাকে। হিমালয়ের পার্ব্বতীয় তটে সাদা, লাল ও কাল দানার পোস্ত গাছ জন্মে। গড়বালবাসিগণ ঘোলের সহিত কচি পোস্তগাছ রাঁধিয়া অথবা কাচা চাটনি করিয়া খায়।

ভারতবর্ষে আরও দুই প্রকার লাল দানা পোস্তগাছ (P. Rhœas ও P. dubium) জন্মে। উহার হিন্দী নাম—লালা বা লালপোস্ত, দাক্ষিণাত্য—লাল খশখশ-কা-ঝার। আরব—খশখশ-ই-মনসুর এবং ইংরাজী Red poppy বা Corn Rose। ইহার দলে ঔষধাদি রঙ্গ করা হয়। ঢেঁড়ীর দুগ্ধের গুণ মাদক ও বেদনাবসাদক। কাশ্মীর, গড়বাল, কুমায়ুন, হাজারা প্রভৃতি হিমালয়ের পার্ব্বত্যদেশে এবং গোধুম-ক্ষেত্রে P. Rhœas শ্রেণীর গাছ জন্মে। আফগানস্থান ও পারস্য রাজ্যে P. dubium জাতীয় বৃক্ষ বিস্তৃত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

মালবদেশে প্রায় ৩ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পোস্তের চাষ হয়। আফিম ব্যতীত প্রত্যেক বিঘাভূমিতে ২ মণ পোস্তদানা জন্মে। দেশীয় লোকেরা ঘাণিগাছে মাড়িয়া উহা হইতে তৈল পিষিয়া লয়, যে কতকাংশ বাকি থাকে, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতা মহানগরীতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। তৈললাভের আকাঙ্ক্ষায় ফরাসীদেশে এক প্রকার পোস্তগাছ রোপিত হইতেছে। ভারত হইতে যে সকল পোস্তদানা বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে প্রেরিত হয়, তাহার কতকাংশ পারস্যদেশ হইতে আনীত। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ-নগর হইতে নানাদেশে পোস্ত প্রেরিত হয়।

(১) Livy, Theophrastus, Virgil, Pliny, Dioscorides প্রভৃতি পোস্তের গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের ইজিপ্ত-বাসিগণ ঢেঁড়ীর ভেষজগুণ অবগত ছিলেন।

পোস্তগাছ হইতে প্রস্তুত অহিফেনের নানা ভেষজগুণ আছে। পূর্ব্বে য়ুরোপখণ্ডে ঐ সকল ওষধির ব্যবহার ছিল। এক্ষণে ভারতীয় অহিফেনের চাষ বৃদ্ধি হওয়ায় তজ্জাত ঔষধাদিরও বহুল ব্যবহার হইতেছে। ইহার গুণ—উত্তেজক, বেদনানাশক, বেদনানিবারক ও মাদক। ইহার বিষগুণ আছে। অতিরিক্ত সেবনে অধিক নেশা হয়। তখন গ্রীবাস্থিদেশে উহার প্রকোপ দেখা যায়। ঘাড় যেন ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু মাত্রা চড়িলেই প্রাণনাশের সম্ভাবনা। দারুণ প্রদাহে অথবা বিষমাদি জ্বরে অহিফেন-সংযুক্ত ঔষধাদি প্রদত্ত হয়। অহিফেন হইতে প্রস্তুত মর্ফিয়া, লডেনাম্ প্রভৃতি এলোপাথিক ঔষধ, গাঁজা ও অহিফেনমিশ্রিত তামাকু, চণ্ডু বা মোদক (গুলি) প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে অতিরিক্ত মাদকতা জন্মে, সময় সময় উহার আধিক্যে জীবননাশেরও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। [বিস্তৃত বিবরণ অহিফেন শব্দে দেখ।]

পোস্তা (পারসী) প্রাচীর ও গৃহাদির রক্ষার্থ মাটী দিয়া যাহা গাঁথিয়া দেওয়া যায়, তাহাকে পোস্তা কহে।

পোস্তাবন্দী (পারসী) বাঁধা।

পৌংশ্চলীয় (ত্রি) পুংশ্চলীর পুত্র।

পৌংশ্চলেয় (পুং-স্ত্রী) পুংশ্চলী-অপত্যে ঢক্। পুংশ্চলীর অপত্য।

পৌংশ্চল্য (ক্লী) পুংশ্চল-ভাবে ষ্যঞ্। ১ অসতীত্ব, পরপুরুষগামিত্ব। ২ পুরুষ এবং স্ত্রীর গোপনে ব্যভিচার।

"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে॥" (মনু ৯।১৫)

পুরুষ দর্শনে স্ত্রীদিগের মনের বিকার উপস্থিত হইলে তাহাকে পৌংশ্চল্য কহে। মেধাতিথি পৌংশ্চল্য শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'যস্মিন্ কস্মিংশ্চ পুংসি দৃষ্টে ধৈর্য্যাচ্চলনং কথমনেন সংপ্রযুজ্যেয়েতি রেতসো বিকারঃ, স্ত্রীণাং তৎপৌংশ্চল্যম্'।
(মেধাতিথি)

কুল্লূক এই অর্থেরই সমর্থন করিয়াছেন।

পৌংসবন (ক্লী) পুংসবনমেব স্বার্থে অণ্। পুংসবনসংস্কার।

পৌংসায়ন (পুং) সৌত্রামণীতে যাজক রাজভেদ।
(শত° ব্রা° ১২।৯।৩।২)

পৌংস্ন (ক্লী) পুংস ইদং পুংস-(স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌ ভবনাৎ। পা ৪।১।৮৭) ইতি স্নঞ্। ১ পুংস্ত্ব। (শব্দমালা) ২ ধৈর্য্য।

"কা দেববরং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগ-
বিস্রস্তপৌংস্নমুশতী ন ভজেত রত্যে।" (ভাগ° ৪।২৬।২৬)

(ত্রি) ৩ পুরুষে ভব। ৪ পুরুষ হইতে আগত।
(ভাগ° ৩।১৫।৪৫)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৫ পুরুষযোগ্যা। ৬ পুরুষহিতা।

"সংগচ্ছ পৌংস্নি! স্ত্রৈণং মাং যুবানং তরুণী শুভে।"(ভট্টি ৫।৯১)

পৌঁছন (দেশজ) নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওন।

পৌঁছান (দেশজ) ১ উপস্থিত করিয়া দেওয়া। ২ হাজিরকরণ।

পৌগণ্ড (ক্লী) পোগণ্ডস্য ভাবঃ, পোগণ্ড-অণ্। অবস্থাবিশেষ। পাঁচবৎসরের পর দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড অবস্থা।

"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ ততঃ পরম্॥"
(ভাগ° ১০।১২।৩৭ শ্লোকটীকায় স্বামী)

পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, তৎপরে দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তৎপরে যৌবন। (ত্রি) ২ পৌগণ্ডাবস্থাযুক্ত, তদবস্থাসম্বন্ধী।

"ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ।" (ভা° ৩।৩১।২৮)

স্বার্থে কন্। পৌগণ্ডক, পৌগণ্ডশব্দার্থ। (ভা° ১০।১২।৩৭)

পৌঞ্জিষ্ঠ (পুং স্ত্রী) অন্ত্যজ জাতিভেদ, পৌল্কস।

"নদীভ্যঃ পৌঞ্জিষ্ঠ" (শুক্লযজু° ৩০।৮)

'পৌঞ্জিষ্ঠং পুঞ্জিষ্ঠোহন্ত্যজঃ পুল্কসস্তদপত্যং।' (বেদদীপ°)

পৌটায়ন (পুং স্ত্রী) পুটস্য ঋষের্গোত্রাপত্যম্, (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি সূত্রেণ পুট-ফঞ্। পুট ঋষির গোত্রাপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পৌণিক্যা (স্ত্রী) পুণগোত্রস্য স্ত্রী অণ্ (গোত্রাবয়বাৎ। পা ৪।১।৭৯) ইতি ষ্যঙ্ টাপ্। পুণগোত্রস্ত্রী।

পৌণ্ডরীক (ক্লী) পুণ্ডরীকমিব পুণ্ডরীক (শর্করাদিভ্যোহণ্। পা ৫।৩।১০৭) ইত্যণ্। ১ প্রপৌণ্ডরীক, প্রপৌণ্ডরীয়ক বৃক্ষ, চলিত পুণ্ডরিয়া গাছ। ২ কুষ্ঠবিশেষ। ইহার আকার পদ্মপত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ৫ অঃ)

(পুং) ৩ যজ্ঞবিশেষ।* ৪ বোম্বাই প্রদেশে বেলগামের নিকটবর্ত্তী একটী পবিত্র ক্ষেত্র।

পৌণ্ডর্য্য (ক্লী) পুণ্ডর্য্যমেব স্বার্থে অণ্। প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডরিয়া গাছ। পর্য্যায়—প্রপৌণ্ডরীক ও পৌণ্ডরীয়ক। ইহার গুণ মধুর, তিক্ত, কষায়, শুক্রবর্দ্ধক, শীতল, চক্ষুর হিতকর, পাকে মধুর, পিত্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

২ স্থলপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

পৌণ্ড্র (পুং) দেশভেদ। সোহস্য অভিজনস্তস্য রাজা বা অণ্। ৩ পুণ্ড্রদেশবাসী। ৪ পুণ্ড্রদেশের রাজা। (পুং) ৫ পুণ্ড্রদেশোদ্ভব। [পুণ্ড্র দেখ।] ৬ ভীমসেনের শঙ্খের নাম।

* "যস্তু সংবৎসরং কাঙ্ক্ষেদ্ ভুক্তেঃ হস্তুমে নরঃ।
দেবকার্য্যপরো নিত্যং জুহ্বানো জাতবেদসম্।
পৌণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্।
পদ্মবর্ণনিভেনৈব বিমানমধিরোহতি।" (ভারত ১৩।১০৭।৩৬-৩৭)

"পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।" (গীতা ১।১৫) পুড়ি খণ্ডনে (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ৮ ইক্ষুভেদ। চলিত পুঁড়ি আক্। (রত্নমালা) ৯ বসুদেবের সুতনু-পত্নীজাত পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১৬১ অঃ) ১০ ক্রিয়ালোপ হেতু বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়ভেদ।

"পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" (মনু ১০।৪৩-৪৪)

এই সকল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের অভাবে উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পৌণ্ড্রক (পুং) পৌণ্ড্র এব স্বার্থে কন্। ইক্ষুভেদ, চলিত পুঁড়ি আক। ইহার পর্য্যায়—পৌণ্ড্রিক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তপেসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ। গুণ—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মল, সারক, অবিদাহী, গুরুপাক ও বৃষ্য। (সুশ্রুত ১৪৫ অঃ)

"বাতপিত্তপ্রশমনো মধুরো রসপাকয়োঃ।
সুশীতো বৃংহণো বল্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা॥" (ভাবপ্র°)

২ পৌণ্ড্রদেশীয় নৃপ। (ভারত ২।৩৪) ইনি পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে খ্যাত। [পৌণ্ডক বাসুদেব দেখ।]

৩ জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, শৌণ্ডিকার গর্ভে এবং বৈশ্যের ঔরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। [পোদ দেখ।]

৪ পৌণ্ড্রদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়বিশেষ। ইহারা ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। [পৌণ্ড্র দেখ।]

পৌণ্ড্রক বাসুদেব, পুণ্ড্রদেশের একজন পরাক্রান্ত রাজা। ইনি মগধাধিপ জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরিবংশ মতে—ইহার পিতার নাম বসুদেব। বসুদেবের দুই পত্নী ছিল, সুতনু ও নারাচী[1]। সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্রক ও নারাচীর গর্ভে কপিল জন্ম পরিগ্রহ করেন। কপিল যোগধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পৌণ্ড্রক পৌণ্ড্র-রাজ্যলাভ করিয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে বিখ্যাত হন। মহাভারতে লিখিত আছে—রাজসূয়যজ্ঞকালে ভীম ইহাকে পরাজয় করিয়াছিলেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, একদিন পৌণ্ড্রকের সভায় নারদ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি শঙ্খচক্রধারী অপর বাসুদেবের নাম শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, 'আমি ভিন্ন আর কে বাসুদেব আছে? আমি জীবিত থাকিতে কা'র আস্পর্দ্ধা আমার নাম গ্রহণ করে। আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।' পৌণ্ড্রক একলব্য প্রভৃতি মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা আক্রমণ করেন। তাঁহাদের আক্রমণে দ্বারকাবাসী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভয়-বিহ্বলচিত্তে অবস্থান করিয়াছিল। এই সংগ্রামে অনেক যাদব-বীর ও বঙ্গীয় বীর প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণের কৌশলে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হন। (হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতে ও ব্রহ্মপুরাণ ৯৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

পৌণ্ড্রনাগর (পুং) পৌণ্ড্রনগরে ভবঃ অণ্ তস্য প্রাচ্যদেশত্বেহপি নগরান্তত্বেন উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পৌণ্ড্রনগরভব।

পৌণ্ড্রমাৎসক (পুং) রাজভেদ। (ভারত ১।৩৩ অ°)

পৌণ্ড্রবৎস (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পুং) পৌণ্ড্রাণামিক্ষুবিশেষাণাং বর্দ্ধনং যত্র। নগরভেদ। মালদহের নিকট বড় পাঁড়ুয়া নামক স্থান। [পুণ্ড্রবর্দ্ধন দেখ।]

"অভবং তস্য ভার্য্যা চ নগরাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাৎ।"
(কথাসরিৎসা° ১৯।১৭)

পৌণ্ড্রিক (পুং) পুণ্ড্র-স্বার্থে ঠঞ্। ইক্ষুভেদ। পুঁড়ি আক। পর্য্যায়—পুণ্ড্রেক্ষু, পুণ্ড্র, সেব্য, অতিরস, মধু। (শব্দমা°) ২ গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ৩ লাবপক্ষী। (বৈদ্যকনি°) ৪ দেশভেদ। [পুণ্ড্র দেখ।]

পৌণ্য (ত্রি) পুণ্যেষু শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসু সাধুঃ অণ্। পুণ্যকর্ম্ম-কারক। (কাত্যা° ২৩।২।১৫)

পৌতন (ক্লী) পূতনা-অণ্। পূতনাসম্বন্ধীয়। জনপদভেদ ও তদধিবাসী।

পৌতিক (ত্রি) পূতিকেন দুর্গন্ধিনা নির্বৃত্তং (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) ইতি অণ্। পূতিক দ্রব্যনির্বৃত্ত।

পৌতিনাসিক্য (ক্লী) পূতিনাসিক-ষ্যঞ্। ১ পূতিনস্যরোগ-গ্রস্ত। নাসিকারোগ বা পীনসরোগগ্রস্ত ব্যক্তি।

"পৈশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সূচকঃ পূতিবক্ত্রতান্।
ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যন্তু মিশ্রকঃ॥" (মনু ১১।৫০)

পৌতিমাষ (পুং) পূতিমাষস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, তস্য ছাত্রাঃ (কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২।১১১) ইতি-অণ্ যলোপশ্চ। পৌতিমাষ্যের ছাত্রসমূহ, পূতিমাষ ঋষির গোত্রাপত্যের ছাত্রসমূহ। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পৌতিমাষিপুত্র (পুং) ঋষিভেদ।

পৌতিমাষ্য (পুং) পূতিমাষস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) পূতিমাষ ঋষির গোত্রাপত্য। ঋষিভেদ।

পৌতিমাষ্যায়ণ (পুং) পৌতিমাষ্যের পুং অপত্য।

পৌতৃক (ক্লী) পোতুরিদং ঠঞ্। ঋত্বিক্‌ভেদ, পোতৃসম্বন্ধী।

পৌত্তলিক (ত্রি) প্রতিমাপূজক, পুত্তল-পূজক।

পৌত্তিক (ক্লী) পুত্তিকাভির্মধুমক্ষিকাবিশেষৈঃ কৃতম্, পুত্তিকা

(১) মৎস্যপুরাণ-মতে রথরাজী।

(সংজ্ঞায়াং। পা ৪।৩।১১৭) ইতি ঠন্। এই প্রকার মধুর মধ্যে একজাতীয় মধু। পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকা নামে একপ্রকার বৃহজ্জাতীয় মধুমক্ষিকা আছে, এই মক্ষিকা কর্ত্তৃক আহৃত হয় বলিয়া ঐ মধুকে পৌত্তিক কহে। ঐ মধুর বর্ণ ঘৃততুল্য।

"পৌত্তিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকং ছাত্রমেব চ।
আর্ঘ্যমৌদ্দালিকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ॥" (সুশ্রুত ১৪৫ অ°)

পৌত্র (পুং) পুত্রস্যাপত্যং পুত্র (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। পুত্রের পুত্র, নাতি। পর্য্যায় নপ্তা।

"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপং॥" (দায়ভাগ)

পৌত্রী (স্ত্রী) পুত্রস্য অপত্যং স্ত্রী, পুত্র-অঞ্-ঙীপ্। পুত্রাত্মজা, চলিত নাতিনী। পর্য্যায়—নপ্ত্রী।

পৌত্রজীবিক (ক্লী) পুত্রঞ্জীববীজে নির্ম্মিত মাদুলি বা কবচ।

পৌত্রায়ণ (পুং) পুত্রস্য অপত্যং পুত্র (হরিতাদিভ্যোঽঞঃ। পা ৪।১।১০০) ইতি অপত্যার্থে ফক্। পুত্রের অপত্য।

পৌত্রিকেয় (পুং) পুত্রিকার অপত্য, পুত্রিকার পুত্র, দৌহিত্র।

"দৌহিত্রঃ প্রকৃতত্বাৎ পৌত্রিক এব"
(মনুটীকা কুল্লূক ৯।১৩৫)

পৌত্রিক্য (ক্লী) পুত্রিকস্য পুত্রিকায়াঃ বা ভাবঃ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি ভাবে যক্। পুত্রিক বা পুত্রিকার ভাব।

পৌত্রিন্ (ত্রি) পৌত্রবিশিষ্ট।

পৌদন্য (পুং) অশ্মক নৃপের নগর (ভারত ১।১৭৭ অ°)

পৌদ্গালিক (ত্রি) স্বার্থপর। (দিব্যাবদান)

পৌনঃপুনিক (ত্রি) পুনঃ পুনর্ভবঃ, পুনঃপুনঃ-ঠঞ্, টিলোপঃ। পুনঃ পুনঃ ভব, পুনঃ পুনর্জাত, যাহা একরূপে বারংবার উৎপন্ন হয়। ২ দশমিক ভগ্নাংশভেদ। (Recurring)

পৌনঃপুন্য (ক্লী) পুনঃ পুনঃ স্বার্থে-ষ্যঞ্, টিলোপঃ। পুনর্ব্বার, পর্য্যায়—বারংবার, মুহুঃ, শশ্বৎ, অসকৃৎ, পুনঃ পুনঃ, বারংবারেণ, আভীক্ষ্ণ, প্রতিক্ষণ। (শব্দরত্না°)

পৌনরাধেয়িক (ত্রি) পুনরায় অগ্ন্যাধানসম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৫)

পৌনরুক্ত (ত্রি) পুনরুক্তস্য ভাবঃ-অণ্ (যুগপন্নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ইতি ভবার্থে অণ্। ১ পুনর্ব্বার উক্তি, পুনর্ব্বার কথন। ২ দ্বৈগুণ্য।

পৌনরুক্তিক (ক্লী) পুনরুক্তমর্থং বেত্তি, তৎ পদং বা অধীতে (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। ১ পুনরুক্তার্থাভিজ্ঞ। ২ পুনরুক্তপদাধ্যেতা।

পৌনর্ণাব (পুং) সন্নিপাত জ্বরভেদ। লক্ষণ—

"উৎক্ষিপ্য যঃ স্বমঙ্গং ক্ষিপত্যধস্তাৎ নিতান্ত মুহুর্ম্মুহুঃ।
তং পৌনর্ণাবজুষ্টং বিচিত্রকষ্টং বিজানীয়াৎ॥" (ভল্লূকী তন্ত্র ১ অঃ)

পৌনর্ভব (পুং) পুনর্ভুবোঽপত্যমিতি পুনর্ভূ-(অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যো ঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ, পুনর্ভূর পুত্র।

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥" (মনু ৯।১৭৫)

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, অথবা বিধবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহাকে পৌনর্ভব পুত্র কহে। ঐ স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি থাকিয়া পরপুরুষগত অথবা পূর্ব্বপতির নিকট প্রত্যাগত হয়, তাহা হইলে ভর্ত্তা উহার পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার করিয়া লইবেন। ঐ স্ত্রী ভর্ত্তার পুনর্ভূ-পত্নী হইবে। এই জন্য উহার স্বামীকে পৌনর্ভব কহে।

"সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥" (মনু ৯।১৭৬)

(স্ত্রী) ২ কন্যাবিশেষ। উদ্বাহতত্ত্বে সপ্তবিধ পৌনর্ভব কন্যা উক্ত হইয়াছে এবং এই সপ্তবিধ কন্যাই বর্জ্জনীয়া।

"সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বাক্‌দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নিপরিগতা ও পুনর্ভূকন্যা এই সপ্তবিধ কন্যা বর্জ্জনীয়া, অর্থাৎ এই সপ্তবিধ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই।

পৌপিক (ত্রি) অপূপ-নির্ম্মাণদক্ষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ°)

পৌর (ক্লী) পুরে ভবম, পুর-(তত্র ভবঃ। পা ৪।২।৫৩) ইত্যণ্। ১ রোহিষতৃণ, চলিত রামকর্পূর। পর্য্যায়—কত্তৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ব্যাসপৌর, শ্যামক, ধূমগন্ধিক। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ পুরোদ্ভূত। "ইতি সমগুণযোগপ্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ শ্রবণকটুনৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ॥" (রঘু ৬।৮৫)

(পুং) ৩ পুরুরাজপুত্র। (ঋক্ ৮।৩।১২) পুরু পুরুক এব, স্বার্থে অণ্। ৪ উদরপূরক। "সুতঃ পৌর ইন্দ্রমাব।" (ঋক্ ২।১১।১১) 'পৌর উদরপূরকঃ' (সায়ণ) পুরোভবঃ পুরস-অণ্ টিলোপঃ। ৫ পূর্ব্বদিক্ দেশ ও কালভব। (বৃহৎস° ১৭ অ°) ৬ বোল। ৭ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (বৈদ্যকনি°)

পৌরক (পুং) পৌর ইব কায়তীতি কৈ-ক। গৃহবাহ্যোপবন। 'নিষ্কুটস্তু গৃহারামো বাহ্যারামস্তু পৌরকঃ।' (হেম)

পৌরকুৎস (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৯৮।১২)

পৌরকুৎসী (স্ত্রী) পুরুকুৎসস্য অপত্যং স্ত্রী-পুরুকুৎস-ইঞ্, ঙীপ্। গাধিরাজমাতা। (হরিবংশ ২৭ অ°)

পৌরগীয় (ত্রি) পুরগ-কৃশাশ্বাদিত্বাৎ ছণ্। (পা ৪।২।৮০) পুরজনসমীপাদি।

পৌরজন (পুং) পুর বা জনপদবাসী।

পৌরঞ্জন (ত্রি) রাজা পুরঞ্জন সম্বন্ধীয়।

"যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ॥" (ভাগ° ৪।২৭।১)

পৌরণ (পুং) পুরণস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং অণ্। ১ পূরণ ঋষির-গোত্রাপত্য। গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪) পুরণ-স্বার্থে অণ্। ২ পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌরন্দর (স্ত্রী) পুরন্দরস্যেদং পুরন্দরো দেবতাঽস্য বা অণ্। ১ ইন্দ্রসম্বন্ধী। ২ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। (বৃহৎস° ১৫ অ°)

পৌরব (পুং) পুরোরপত্যমিতি পুরু-অণ্। পুরুবংশ।

"দ্রুহ্যোস্তু তনয়া ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
পুরোস্তু পৌরবো বংশো যত্র জাতোঽসি পার্থিব॥"
(মৎস্যপু° ৩৪ অ°)

পুরুর বংশধরগণ পৌরবনামে বিখ্যাত। পুরু যযাতির জরাভার গ্রহণ করার পর, যযাতি পুরুকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ করায় যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিয়াছ, এইজন্য তোমার বংশ পৌরব নামে বিখ্যাত হইবে। ২ দেশবিশেষ, উদীচ্যদেশভেদ।

"ত্রিনেত্রাঃ পৌরবাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাশ্চ দ্বিজোত্তম।
পূর্ব্বোত্তরাস্তু কূর্ম্মস্য পাদমেতে সমাশ্রিতাঃ॥" (মার্ক°পু°৫৮।৫২)

সোঽভিজনোঽস্য তস্য রাজা বা অণ্। পিত্রাদিক্রমে ৪ তদ্দেশবাসী। ৫ তদ্দেশের নৃপ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌরবক (পুং) পৌরব-স্বার্থে কন্। পৌরবশব্দার্থ।

পৌরবীয় (ত্রি) পৌরবো রাজা ভক্তিরস্য (জনপদিনা জনপদবৎ সর্ব্বং জনপদেন সমানশব্দানাং বহুবচনে। পা ৪।৩।১০০) ইতি-ছ। পৌরবনৃপভক্তিযুক্ত।

পৌরশ্চরণিক (ত্রি) পুরশ্চরণস্য ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো বা ঠঞ্। (পা ৪।৩।৭২) ১ পুরশ্চরণপ্রতিপাদক গ্রন্থব্যাখ্যানগ্রন্থ। ২ এই গ্রন্থভব।

পৌরস্ত্রী (স্ত্রী) অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী। (রামা° ২।৪৫।১৯)

পৌরস্ত্য (ত্রি) পুরোভবঃ, পুরস্ (দক্ষিণাপশ্চাৎপুরসস্ত্যক্। পা ৪।২।৯৮) ইতি ত্যক্। ১ প্রথম। ২ পূর্ব্বদিক্‌ভব, প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয়। "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।" (রঘু ৪।৩৪) ৩ অগ্রেভব।

পৌরাগীয় (ত্রি) পুরাগ-কৃশাশ্বাদিত্বাৎ ছণ্। (পা ৪।২।৮০) পূর্ব্বকাল গতের অদূরদেশাদি।

পৌরাণ (ত্রি) পুরাণে পঠিতঃ অণ্। ১ পুরাণপঠিত। ২ পুরাণ সম্বন্ধীয়।

পৌরাণিক (ত্রি) পুরাণমধীতে বেদ বা পুরাণ-(আখ্যানাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেভ্যশ্চ। পা ৪।২।৬০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠক্। ১ পুরাণবেত্তা। ২ পুরাণাধ্যেতা।

"ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড়্‌বৈ পৌরাণিকা ইমে॥"(ভাগ° ১২।৭।৫)

ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন ও হারীত এই ছয়জন পৌরাণিক। ইঁহারা পুরাণশাস্ত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন। ৩ পুরাণসম্বন্ধীয়। ৪ পূর্ব্বতনকালীন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌরিক (পুং) ১ দাক্ষিণাত্যদেশভেদ। ২ পুরসম্বন্ধীয়।

পৌরুকুৎস (পুং) পুরুকুৎসস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং অণ্। পুরুকুৎস ঋষির গোত্রাপত্য, গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

পৌরুকুৎসি (পুং) পুরুকুৎসস্যাপত্যং ইঞ্। পুরুকুৎসের অপত্য। "প্রপৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুভাবঃ" (ঋক্ ৭।১৯।৩) 'পৌরুকুৎসিং পুরুকুৎসস্যাপত্যং' (সায়ণ)

পৌরুকুৎস্য (পুং) পুরুকুৎসস্যাপত্যং ষ্যঞ্। পুরুকুৎসের অপত্য। (ঋক্ ৫।৩৩।৮)

পৌরুমদ্গ (ক্লী) সামভেদ।

পৌরুমদ্ধ (ক্লী) সামভেদ।

পৌরুমীঢ় (ক্লী) সামভেদ।

পৌরুশিষ্টি (পুং) ঋষিভেদ।

পৌরুষ (ক্লী) পুরুষস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা যুবাদিত্বাদণ্। ১ পুরুষের ভাব। ২ পুরুষের কর্ম্ম। ৩ পুরুষের তেজ, পুরুষত্ব। ৪ পরাক্রম। ৫ রেতঃ। ৬ সাহস। ৭ উদ্যম, উদ্যোগ।

"ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষং।
দৈবং পুরুষকারেণ ঘ্নন্তি শূরাঃ সদোদ্যমাঃ॥" (অগ্নিপু°)

(ত্রি) ৮ ঊর্দ্ধপাণি পুরুষপ্রমাণ, ঊর্দ্ধবিস্তৃত দোঃপাণি-মনুষ্যপরিমাণ

'পৌরুষং পুরুষস্য স্যাৎ ভাবে কর্ম্মণি তেজসি।
ঊর্দ্ধবিস্তৃতদোঃপাণিনৃমাণে ত্রভিধেয়বৎ॥' (মেদিনী)

৯ পুরুষসম্বন্ধীয়। ১০ পুরুষপরিমিত। ১১ পুরুষবাহ্য।

"পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুষোঽর্দ্ধপণং তরে।" (মনু ৮।৪০৪)

১২ পুরুষকার। মানব যে কর্ম্মদ্বারা ইহজগতে শুভাশুভ ফললাভ করে, তাহাকে পৌরুষ কহে।

"যৎস্বয়ং কর্ম্মণা কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পূরুষঃ।
প্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি স্মৃতম্॥"(ভা°অ১২১৯শ্লো°)

স্বার্থে-অণ্। ১৩ পুরুষশব্দার্থ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌরুষমেধিক (ত্রি) পুরুষমেধসম্বন্ধীয়।

পৌরুষাধিক (ত্রি) পুরুষবৎ পুরুষাকার।

পৌরুষাংশকিন্ (পুং) পুরুষাংশকেন ঋষিণা প্রোক্তমধীয়তে শৌনকাদিত্বাৎ ণিনি। পুরুষাংশক ঋষিপ্রোক্তাধ্যেতৃসমূহ। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পৌরুষাদ (ত্রি) পুরুষাদ বা নরখাদকসম্বন্ধী।

পৌরুষিক (ত্রি) পুরুষসম্বন্ধীয়। (পুং) পুরুষের উপাসক।

পৌরুষেয় (পুং) পুরুষ (সর্ব্বপুরুষাভ্যাং ণঢঞৌ। পা ৫।১।১০) ইত্যত্র পুরুষাদ্বধবিকারসমূহস্তেন কৃতেষু এষ্বর্থেষু ঢঞ্। ১ সমূহ, পুরুষসমূহ।

"একাকিনোঽপি পরিতঃ পৌরুষেয়বৃতা ইব।" (মাঘ ২।৪)

২ বধ। ৩ পুরুষের পদান্তর। (ত্রি) ৪ পুরুষকৃত। ৫ পুরুষবিকার।

'পৌরুষেয়ঃ কৃতে পুংসাং বিকারে পুরুষস্য চ।
ত্রিষু না সঙ্ঘবধয়োঃ পুরুষস্য পদান্তরে॥' (মেদিনী)

৬ পুরুষসম্বন্ধী। 'যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা' (ঋক্ ১০।৮৭।১৬) 'পৌরুষেয়েণ পুরুষসম্বন্ধিনা' (সায়ণ)

পৌরুষেয়ত্ব (ক্লী) পৌরুষেয়স্য ভাবঃ ত্ব। পৌরুষেয়ের ভাব বা কর্ম্ম।

পৌরুষ্য (ত্রি) পুরুষসম্বন্ধী। (ক্লী) পুরুষতা, সাহস।

পৌরুহূত (ত্রি) পুরুহূত, ইন্দ্র, তৎসম্বন্ধীয়। বজ্র।

পৌরূরবস (ত্রি) পুরূরবা-সম্বন্ধী। (পুং) পুরূরবার গোত্রাপত্য।

পৌরেয় (ত্রি) পুরস্যাদূরদেশাদি, পুর-(সখ্যাদিভ্যো ঢঞ্। পা ৪।২।৮) ইতি ঢঞ্। নগরসমীপাদি, পুরের সমীপদেশাদি।

পৌরোগব (পুং স্ত্রী) পুরোঽগ্রে গৌর্নেত্রং যস্যেতি, পুরোগুঃ, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ পাকশালার অধ্যক্ষ, পাকগৃহের কর্ত্তা।

"বৃক্ষান্নসৌবর্ণফলচক্রপূর্ণান্ পৌরোগবোক্তানুপজহ্রুরেষাং।" (হরিবংশ ১৪৬।৫৮)

পৌরোডাশ (পুং) পুরোডাশ-এব প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ পুরোডাশ। ২ পুরোডাস-সহচরিত মন্ত্র।

পৌরোডাশিক (পুং) পুরোডাশসহচরিতো মন্ত্রঃ, পুরোডাশঃ সএব পৌরোডাশঃ, তস্য ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো বা। পৌরোডাশ-(পুরোডাশাৎ ষ্ঠন্। পা ৪।৩।৭০) ইতি ষ্ঠন্। পুরোডাশিক, পুরোডাশসহচরিত মন্ত্র।

পৌরোভাগ্য (ক্লী) পুরোভাগিন্-ষ্যঞ্, অন্ত্যলোপং আদ্যচো বৃদ্ধিশ্চ। কেবল দোষমাত্র দর্শন।

"ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্॥" (রঘু ১২।২২)

পৌরোহিত (ত্রি) পুরোহিতস্য ধর্ম্মং পুরোহিত-(অণ্ মহিষ্যাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।৪৮) ইতি অণ্। পুরোহিতের ধর্ম্ম, পুরোহিতের কার্য্য।

পৌরোহিতিক (পুং) পুরোহিতিকা (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অপত্যার্থে অণ্। পুরোহিতিকার অপত্য। পাণিনির শিবাদিগণে 'পুরোহিতিকা' এই শব্দ ধৃত হইয়াছে।

পৌরোহিত্য (ক্লী) পুরোহিতস্য কর্ম্ম, ষ্যঞ্। পুরোহিতের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম।

"অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরোহিত্যে মহাতপাঃ।
স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥" (ভাগ° ৬।৭।৩৪)

পৌর্ণদর্ব (ক্লী) পূর্ণয়া দর্ব্যা নিষ্পাদ্যং কর্ম্ম-অণ্। বৈদিককর্ম্মভেদ। "রাত্র্যা বিবাসে পৌর্ণদর্বং জুহুয়ঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৮।১২)

পৌর্ণমাস (পুং) পৌর্ণমাস্যাং ভবঃ পৌর্ণমাসী (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইত্যণ্। পৌর্ণমাসীবিহিত যাগবিশেষ, পূর্ণিমাতে বিহিত যজ্ঞভেদ। পূর্ণিমাতে এই যজ্ঞ করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম পৌর্ণমাস হইয়াছে।

"অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥" (মনু ৪।২৫)

এই যাগের বিধান কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে বিবৃত হইয়াছে।

পৌর্ণমাসায়ন (ক্লী) পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় যাগভেদ।

পৌর্ণমাসিক (ত্রি) পূর্ণমাস্যাং ভবঃ 'কালাৎ ঠঞ্' ইতি ঠঞ্। পৌর্ণমাসভব যাগাদি।

পৌর্ণমাসী (স্ত্রী) পূর্ণোমাসোঽস্যাং বর্ত্ততে ইতি 'পূর্ণমাসাদণ্ বক্তব্যঃ' ইত্যণ্ ততো ঙীপ্। পূর্ণিমা তিথি। ২ তদন্তর প্রতিপদ্ তিথি। "দ্বে হ বৈ পৌর্ণমাস্যৌ পূর্ব্বা উত্তরা চ তত্র পঞ্চদশী পূর্ব্বা প্রতিপচ্চুত্তরা।" (শ্রুতি)

পূর্ণিমা ও পূর্ণিমার পর প্রতিপদ উভয়ই পৌর্ণমাসী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠা এবং প্রতিপৎ গৌণী অর্থাৎ নিন্দিতা।

পৌর্ণমাসী, বৃন্দাবনস্থা বৃদ্ধা তপস্বিনী। বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকায় উক্ত হইয়াছে, ইনি অবন্তীপুরবাসী সান্দিপনিমুনির মাতা এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা।

পৌর্ণমাস্য (ক্লী) পৌর্ণমাস্যাং ভবঃ [illegible]কাৎ যৎ। পৌর্ণমাসভব যাগাদি।

পৌর্ণমী (স্ত্রী) পূর্ণতয়া চন্দ্রো মীয়তেঽত্র মা-আধারে ঘঞর্থে ক, স্বার্থে অণ্ ততো ঙীপ্। পূর্ণিমা তিথি। (ত্রিকাণ্ড)

পৌর্ণসৌগন্ধি (পুং) পূর্ণসৌগন্ধের গোত্রাপত্য।

পৌর্ত্ত (ক্লী) পূর্ত্ত-অণ্। পূর্ত্তকর্ম্মসম্বন্ধীয়। পূর্ত্তকার্য্য।

পৌর্ত্তিক (ত্রি) পূর্ত্তায় সাধুঃ ঠক্। পূর্ত্তসাধনকর্ম্ম।

"তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকম্।" (মনু ৩।১৭৮)

পৌর্য্য (পুং স্ত্রী) পুরস্য অপত্যং (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য। পুরনামক নৃপের অপত্য।

পৌর্ব্বদেহিক (ত্রি) পূর্ব্বদেহ-ঠক্। পূর্ব্বদেহসম্বন্ধীয়, পূর্ব্বদেহে কৃতকর্ম্ম।

"দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্॥" (যাজ্ঞ° ১।৩৪৯)

পৌর্ব্বনগরেয় (ত্রি) পূর্ব্বনগর্য্যাং ভবঃ, (নদ্যাদিভ্যঃ ঠক্। পা ৪।২।৯৭) ইতি ঠক্। পূর্ব্বনগরীভব।

পৌর্ব্বপঞ্চালক (ত্রি) পূর্ব্বপঞ্চালে ভবঃ অণ্ ততঃ (দিশোঽমদ্রাণাং। পা ৭।৩।১৪) ইতি বৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বপঞ্চালভব, যাহা পূর্ব্বপঞ্চালে হয়।

পৌর্ব্বপদিক (ত্রি) পূর্ব্বপদং গৃহ্লাতি (পদোত্তরপদং গৃহ্লাতি। পা ৪।৪।৩৯) ইতি ঠঞ্। পূর্ব্বপদগ্রাহক।

পৌর্ব্বমদ্র (ত্রি) পর্ব্বমদ্র-(মদ্রেভ্যোঽঞ্। পা ৪।২।১০৮) ইতি অঞ্, পূর্ব্বপদবৃদ্ধিঃ। মদ্রের পূর্ব্বদিক্।

পৌর্ব্ববর্ষিক (ত্রি) পূর্ব্বাসু বর্ষাসু ভবঃ পূর্ব্ববর্ষা-ঠক্। পূর্ব্ববর্ষাভব, যাহা পূর্ব্ব বর্ষাতে হয়।

পৌর্ব্বশাল (ত্রি) পূর্ব্বস্যাং শালায়াং ভবঃ অঞ্। (পা ৪।২।১০৭) পূর্ব্বশালাভব, যাহা পূর্ব্বশালাতে হয়।

পৌর্ব্বাতিথ (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪।১)

পৌর্ব্বাপর্য্য (ক্লী) পূর্ব্বাপরয়োর্ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ পূর্ব্বাপরত্ব। ২ অনুক্রম। ৩ কারণ। ৪ ফল।

পৌর্ব্বার্দ্ধ (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধে ভবঃ অঞ্। পূর্ব্বার্দ্ধভব, যাহা পূর্ব্বার্দ্ধে হয়।

পৌর্ব্বার্দ্ধিক (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধে-ভব ঠঞ্। যাহা পূর্ব্বার্দ্ধে হয়।

পৌর্ব্বার্দ্ধ্য (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধ-ষ্যঞ্। পূর্ব্বার্দ্ধভব।

পৌর্ব্বাহ্লিক (ত্রি) পূর্ব্বাহ্ল-(বিভাষা পূর্ব্বাহ্লাপরাহ্লাভ্যাং। পা ৪।৩।২৪) ইতি ঠঞ্। ১ পূর্ব্বাহ্লে ভব। ২ পূর্ব্বাহ্লসম্বন্ধী।

পৌর্ব্বাহ্লিক (ত্রি) পূর্ব্বাহ্ল-(বিভাষা পূর্ব্বাহ্লাপরাহ্লাভ্যাং। পা ৪।৩।২৪) ইতি ঠঞ্। পূর্ব্বাহ্লে ভব, যাহা পূর্ব্বাহ্লে হয়। ২ পূর্ব্বাহ্লসম্বন্ধী।

পৌর্ব্বিক (ত্রি) পূর্ব্বস্মিন্ ভবঃ ঠঞ্। পূর্ব্বকালে ভব, যাহা পূর্ব্বকালে হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্।" (মনু ৪।১৪৮)

পৌলস্তী (স্ত্রী) পুলস্তস্য স্ত্র্যপত্যং, পুলস্ত-যঞ্ ঙীপ্ যলোপঃ। পুলস্ত্যের স্ত্রী অপত্য, শূর্পণখা। 'পুলস্ত্য এবং পুলস্তি' উভয় পাঠ আছে, 'পুলস্তি' হইলে 'পুলস্তেঃ স্ত্র্যপত্যং' এইরূপ হইবে।

পৌলস্ত্য (পুং) পুলস্তেঃ পুলস্তস্য বা অপত্যং পুলস্তি-গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। পুলস্তের অপত্য। পুলস্তজ ১ কুবের। ২ রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ।

"মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনানুযাচিতঃ।" (হরি° ৩৩।৩৫)

৩ চন্দ্রের নামান্তর। ৪ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ।

পৌলস্ত্যী (পুং) ১ পুলস্ত্যবংশজা। ২ সূর্পণখা।

পৌলাক (ত্রি) পুলাকস্য বিকারঃ পলাশাদিত্বাৎ অঞ্। পুলাকবিকার।

পৌলাস (ত্রি) পুলাসঃ তৃণাদি স্তূপবিক্ষেপকঃ তেন নির্বৃত্তং, (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) ইতি অঞ্। তৃণাদি স্তূপবিক্ষেপদ্বারা নির্বৃত্ত।

পৌলি (পুং) পোলতীতি পুল-মহত্বে জলাদিত্বাৎ ণ, পৌলেন নির্বৃত্তঃ সুতঙ্গমাদিত্বাদিঞ্। পাকাবস্থাগতকলায়াদি। ২ আরব্ধপাক যবসর্ষপাদি। কাহারও কাহার মতে—ঈষদ্দগ্ধ চট্ চট্ শব্দযুক্ত। ৩ দরদগ্ধ। (শ্রীধর) পর্য্যায়—আপক, অভ্যুষ, অভ্যুষ, অভ্যোষ। (অমর ভরত) (স্ত্রী) ৪ পোলিকা।

পৌলিশ, পুলিশরচিত সিদ্ধান্তভেদ। [পুলিশ দেখ।]

পৌলুষি (পুং) পুলুবংশীয় সত্যযজ্ঞ ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১০।৬।১।১)

পৌলোম (ত্রি) পুলোম্নঃ অপত্যমিতি পুলোমন্-অণ্ অণো লোপঃ। পুলোমার অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পৌলোমী, শচী, ইন্দ্রের পত্নী। ইন্দ্রাণী।

"বিরাজমানঃ পৌলোম্যা সহার্দ্ধাসনয়া ভৃশম্।" (ভাগ° ৫।৭।৬)

পৌল্কস (পুং) পুল্কস-অণ্। পুল্কসজাতি-সম্বন্ধীয়, পুল্কসজাতি।

পৌষ (পুং) পৌষী পৌর্ণমাস্যস্মিন্নিতি, সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীত্যণ্। বৈশাখাদি দ্বাদশমাসের অন্তর্গত নবম মাস। এই মাসে পূর্ণিমার দিন পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয় বলিয়া 'পৌষ' এই নাম হইয়াছে। ইহা সৌর এবং চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। চান্দ্রপৌষও গৌণ ও মুখ্য ভেদে দুই প্রকার, গৌণচান্দ্র ও মুখ্য চান্দ্র। সৌর মাসে সূর্য্য বৃশ্চিকরাশি হইতে ধনুরাশিতে আসিলে এই মাস আরম্ভ হয়। যতদিন সূর্য্য এই রাশিতে থাকেন, তত দিনই পৌষমাস। এই মাস প্রায়ই ২৯ দিনে হইয়া থাকে। চান্দ্রমাসে রবি ধনুরাশিতে থাকিলে শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র পৌষ এবং কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র পৌষ। (স্মৃতি) পৌষমাসে জন্মগ্রহণ করিলে মন্ত্রণারক্ষক, কৃশ, পরোপকারী, পিতৃধনবর্জ্জিত, কষ্টলব্ধার্থ, ব্যয়শীল, বিধিজ্ঞ ও ধীর হইয়া থাকে।

"নিগূঢ়মন্ত্রঃ সুকৃশাঙ্গযষ্টিঃ পরোপকারী পিতৃবিত্তহীনঃ।
কষ্টান্বিতার্থব্যয়কৃদ্বিধিজ্ঞঃ পৌষপ্রসূতঃ পুরুষঃ সুধীরঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

এই মাসের পর্য্যায়—তৈষ, সহস্য, পৌষিক, হৈমন, তিষ্য, তিষ্যক। (শব্দরত্না°) ২ জৈববর্ষভেদ। ৩ পক্ষ।

পৌষী (স্ত্রী) পুষ্য 'নক্ষত্রেণ যুক্তঃ' ইত্যণ্। তিষ্য পুষ্যেতি যলোপঃ। পুষ্যযুক্তা পৌর্ণমাসী, পৌষমাসের পূর্ণিমা। ২ পুষ্যনক্ষত্রযুক্তা রাত্রি। (মুগ্ধবোধবা°)

পৌষ্কর (ক্লী) পুষ্করস্যেদমিতি পুষ্কর-অণ্। পুষ্করমূল, কুষ্ঠভেদ, কুড়বিশেষ। পর্য্যায়—পুষ্কর, পদ্মপত্র, কাশ্মীর, কুষ্ঠভেদ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, বাত, কফ, জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাস ও পার্শ্বশূলনাশক। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহার অভাবে কুষ্ঠ (কুড়) দেওয়া যাইতে পারে। ২ পদ্মমূল। ৩ এরণ্ডমূল। ৪ স্থলপদ্ম। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৫ পুষ্করসম্বন্ধী।

পৌষ্করক (ত্রি) নীলপদ্মসম্বন্ধীয়। পদ্মরূপ বিষ্ণুর আবির্ভাবসম্পর্কীয়। 'পৌষ্করক প্রাদুর্ভাব' (হরিবংশ ও পদ্মপু°)

পৌষ্করমূল (ক্লী) পুষ্করং সুগন্ধদ্রব্যং তস্য ইদং পৌষ্করং মূলং। পুষ্করমূল, সুগন্ধি দ্রব্যভেদ। (ভরত)

পৌষ্করসাদি (পুং) পুষ্করসদ্, তন্নামকো ঋষিঃ তস্য গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্, অনুশতিকাদিত্বাৎ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। পুষ্করসদ্ ঋষির গোত্রাপত্য। ২ মহাভাষ্যধৃত বৈয়াকরণভেদ।

পৌষ্করিণী (স্ত্রী) পুষ্করাণাং সমূহোঽস্যা অস্তীতি পৌষ্কর-ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পুষ্করিণী। (শব্দরত্না°)

পৌষ্করেয়ক (ক্লী) পুষ্করে জাতঃ (কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫) ইতি ঢকঞ্। পুষ্করে জাত, পুষ্করেজাতাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌষ্কল (ত্রি) পুষ্কলেন নির্বৃত্তং সঙ্কলাদিত্বাদণ্। (পা ৪।২।৭৫) পুষ্কলনির্বৃত্ত। (ক্লী) সামভেদ। "উষিতহি শকং ককুভি পৌষ্কলং" (সামস° ভাষ্যধৃত শ্রুতি)

পৌষ্কলাবত (পুং) দিবোদাসধন্বন্তরির প্রতি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞানার্থ প্রশ্নকারক সুশ্রুত-সহাধ্যায়িভেদ। (সুশ্রুত)

পৌষ্কলেয়ক (ত্রি) পুষ্কলে জাতাদি, কত্র্যাদিত্বাৎ ঢকঞ্। পুষ্কলে জাতাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌষ্কল্য (ক্লী) পুষ্কল-ষ্যঞ্। সম্পূর্ণত্ব।

"গর্ত্তে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা।
লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা॥" (ভাগ° ৪।২৯।৭২)
'অপৌষ্কল্যাৎ অসম্পূর্ণত্বাৎ।' (স্বামী)

পৌষ্টিক (ক্লী) পুষ্টৌ বৃদ্ধৌ হিতম্, পুষ্টি-ঠঞ্। পুষ্টিসাধন-কর্ম্ম, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুষ্টি হয়, তাহাকে পৌষ্টিক কহে। ধন-জনাদি বৃদ্ধির নাম পুষ্টি।

"পুষ্টির্ধনজনাদীনাং বৃদ্ধিরিত্যভিধীয়তে।
তদ্বেতুভূতং যৎকর্ম্ম পৌষ্টিকং তদিহোচ্যতে॥"
(স্মৃতিদুর্গভঞ্জন)

পুষ্টিসাধন কার্য্যমাত্রই পৌষ্টিকপদবাচ্য। ২ ক্ষৌর সময়ে গাত্রাচ্ছাদনবস্ত্রবিশেষ। চলিত কাবাই। ইহার গুণ ধন-চিহ্নত্ব, আয়ুষ্যত্ব, শুচিত্ব, রূপবিরাজনত্ব। (রাজব°)

৩ পুষ্টিকর ঔষধ, যে ঔষধ সেবনে পুষ্টি হয়। ৪ পুষ্টিকর দ্রব্যগণ। (অর্কচি°) * (ত্রি) ৫ পুষ্টিহিত।

"সতাং বৃত্তমধিষ্ঠায় নিহীনাস্তুভিজ্জিহীর্ষবঃ।
মন্ত্রবন্তঃ ন দুষ্যন্তি কুর্ব্বাণাঃ পৌষ্টিকীঃ ক্রিয়াঃ॥"
(ভারত ১২।২৯৩।২৯)

পৌষ্টী (স্ত্রী) পুরু নৃপের স্ত্রীভেদ। (ভারত ১।৯৪ অঃ)

পৌষ্ণ (ত্রি) পূষা দেবতাঽস্য তস্যেদং বা অণ্, ষণন্তত্বাৎ উপধালোপঃ। পূষদেবতাক চরু প্রভৃতি। ২ পূষসম্বন্ধী। (ক্লী) ৩ রেবতীনক্ষত্র।

পৌষ্ণাবত (পুং) পুষ্ণাবৎ গোত্রাপত্য।

পৌষ্প (ক্লী) পুষ্পেণ নির্বৃত্তং পুষ্পস্যেদং বেতি পুষ্প-অণ্। ১ পুষ্পনির্ম্মিত। ২ পুষ্পসম্বন্ধী।

"আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্পং দারুজমেব বা।
বাস্ত্রং বা চার্ম্মণং কৌশং মণ্ডলস্যোত্তরে সৃজেৎ॥"

৩ পুষ্পসার মধু। ৪ পুষ্পরেণু। (বৈদ্যকনি°)

পৌষ্পক (ক্লী) পুষ্পেণ কায়তীতি কৈ ক, বা পুষ্পক-স্বার্থে অণ্। কুসুমাঞ্জন। (অমর)

পৌষ্পী (স্ত্রী) পুষ্পস্য ইয়ং পুষ্প-অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দেশবিশেষ। পুষ্পপুর, পাটনা।

'অথ পুষ্পপুরং পৌষ্পী তথা পাটলিপুত্রকং।' (শব্দরত্না°)

পৌষ্য (পুং) পুষ্ণোঽপত্যমিতি পূষণ-ষ্যঞ্। করবীর পুরাধিপতি পূষের পুত্র। শিবাংশজ চন্দ্রশেখর ইহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"পূষ্ণঃ পুত্রোঽভবৎ পৌষ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
স পুত্রহীনো রাজাঽভূৎ পৌষ্যো নৃপতিসত্তমঃ॥" (কালি° ৪৬অঃ)

(কালিকাপুরাণের ৪৬ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।) ২ নৃপভেদ। ইনি উতঙ্ক ঋষিকে গুরুদক্ষিণার জন্য নিজের কুণ্ডলদ্বয় দিয়াছিলেন। (ইহার বিশেষ বিবরণ মহাভারত ১।৩।১১২ অঃ দ্রষ্টব্য।)

তদধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। (ক্লী) মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পর্ব্বভেদ।

প্যাঁচ (দেশজ) পেঁচ, পাক, কুচক্র, ষড়যন্ত্র।

প্যাঁদ (দেশজ) স্ত্রীরোগভেদ।

প্যাঁদড়ী (দেশজ) গলিত বস্ত্র।

---

* "চতুর্দ্ধা তু তুগাক্ষীরী চন্দ্রসূর্য্যোঽষ্টবর্গকঃ।
জীবান্তরাবচা বিল্বং ত্বক্পত্রং নাগকেশরং।
তালীশপত্রং ত্বক্ক্ষীরী বচা গোক্ষুরয়োহিণী।
কপিকচ্ছুক্ষোরকন্দ্রী ভূতলং পৌষ্টিকোগণঃ।" (অর্কচিকিৎসা)

প্যাঁদী (দেশজ) প্যাঁদরোগগ্রস্ত।

প্যাট্ (অব্য) ভোঃ, হে, সম্বোধন। (অমর)

প্যান (ত্রি) স্ফীত। মেদোযুক্ত। খুব মোটা।

প্যায়, বৃদ্ধি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক° সেট্। লট্ প্যায়তে। লোট্ প্যায়তাং। লিট্ পপ্যে। লুঙ্ অপ্যায়ি, অপ্যায়িষ্ট। লুট্ প্যাতা। স্ফ-পীন।

প্যায়ন (ত্রি) বর্দ্ধনশক্তিশীল।

"সর্ব্ববৃদ্ধিহেতু" (নিরুক্তটীকা ১২।১৯)

প্যায়স্থূণ (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

প্যারী (স্ত্রী) শ্রীরাধিকা।

প্যারীচাঁদ মিত্র, কলিকাতার নিমতলানিবাসী জনৈক কায়স্থ-সন্তান। ইহার পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র নিমতলায় আসিয়া বাস করেন এবং প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বণিক্ রামদুলাল দের কার-বারে অংশীদার হন। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ মিত্র সঙ্গীত-বিদ্যার উন্নতিকল্পে রাধামোহন সেনের সহযোগে সঙ্গীত-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্যারী ১৮২৭ খৃঃ অঃ হিন্দুকলেজে-প্রবেশ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা সমাপনপূর্ব্বক বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। উচ্চশিক্ষায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ ইহার সহপাঠী ছিলেন। ঐ সময়ে সাধারণে ইংরাজানুকরণপ্রিয় ছিলেন। ডফ্ (Mr. Duff) সাহেব প্যারীচাঁদকে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। বিদ্যাশিক্ষাবলে তিনি ভারতে বড়লাট প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন। এতাদৃশ উচ্চশিক্ষা পাইয়াও তিনি গবর্মেণ্টের চাকরী স্বীকার করেন নাই। বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইবেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান্ ও পর-বৎসরে ৩০০৲ টাকা বেতনে গ্রন্থরক্ষকপদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। টেকচাঁদ ঠাকুর নাম দিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল", "অভেদী", "মদ খাওয়া বড় দায়", "আধ্যাত্মিকা" প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক লিখেন। তাঁহার লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ পরিচিত। বঙ্গভাষাকে এরূপ প্রাঞ্জল করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। এই পুস্তক এখনও সিভিল সার্ভিস্ (Civil Service) পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত আছে। G D. O-will M. A., কর্তৃক এই গ্রন্থ ইংরাজীতে "the Spoilt Child" নামে অনুবাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ব্যতীত ইংরাজীতেও তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতা-রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিত জমিদার এবং প্রজা সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরগণের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি হেয়ার সাহে-বের (David Hare) স্মরণার্থ সভা, পশুকষ্ট-নিবারিণী সভা, বেথুন সভা প্রভৃতির স্থাপয়িতা ও British Indian Asso-ciation প্রভৃতির উদ্যমশীল সভ্য ছিলেন। জন্ম ১৮১৪ খৃঃ অব্দ—মৃত্যু ১৮৮৩, ২৩শে নবেম্বর।

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার সন্নিকটস্থ গঙ্গা-তীরবর্ত্তী উত্তরপাড়া নামক গ্রামনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান। বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি ইংরাজরাজের অধীনে 'মুনসিফ' পদগ্রহণ করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি আলাহাবাদে ছিলেন। বিদ্রোহীদলকে ঘোরতর অত্যাচারী দেখিয়া তিনি দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি সেনাদলসংগ্রহে সফলকাম হইয়াছিলেন। সসৈন্যে ও সশস্ত্রে ইংরাজপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বিদ্রোহী বিপক্ষদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয়, তজ্জন্য তিনি ইংরাজ সাধারণের নিকট "Fighting Munsiff" উপাধি লাভ করেন।

প্যুক্ষ (ক্লী) অপি-উক্ষ বাহুলকাৎ নক্ অপেরল্লোপঃ। ১ স্নায়ু। ২ অজগর সর্প। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৩।৩১)

প্যুষ, উৎসর্গ। চুরাদি, উভ, সক° সেট্। লট্ প্যোষয়তি-তে, লোট্ প্যোষয়তু-তাং। লিট্ প্যোষয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অপুপ্যুষৎ-ত।

প্যুষ, বিভাগ। ২ দাহ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। প্যুষ্যতে। লোট্ প্যুষ্যতাং। ইদিৎ। লিট্ পুপ্যোষ। লুঙ্ অপ্যুষৎ অপ্যোষীৎ।

প্যুস, বিভাগ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ প্যুসতি। লোট্ প্যুস্যতু। লিট্ পুপ্যোস। লুঙ্ অপ্যুসৎ, অপ্যোসীৎ।

প্যৈ, বৃদ্ধি। [প্যায় দেখ।]

প্র (অব্য) প্রথয়তীতি, প্রথ-ড। বিংশতি উপসর্গের অন্তর্গত প্রথম উপসর্গ। ১ গতি। ২ উৎকর্ষ। ৩ সর্ব্বতোভাব। ৪ প্রাথম্য। ৫ খ্যাতি। ৬ উৎপত্তি। ৭ ব্যবহার। ৮ আরম্ভ (দুর্গাদাসধৃত পুরুষোত্তম)। ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে ইহার উপসর্গত্ব হইয়া থাকে।[১]

প্রউগ (ক্লী) প্রাগ্‌যুগং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রাগ্‌বর্ত্তী যুগ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।৯।৫) ২ শস্ত্রভেদ।

(১) "প্র আদি কর্ম্মদীর্ঘেণভৃশসম্ভবতৃপ্তিবিয়োগশুদ্ধিশক্তীচ্ছাশান্তি-পূজাগ্রদর্শনেষু প্রযাতঃ প্রবাল মূষিকঃ, প্রভুর্দেশস্য, প্রবদন্তি দায়াদাঃ, হিম-বতোগঙ্গা প্রভবতি প্রভুক্তমন্নং, প্রোষিতঃ, প্রসন্নং জলং. প্রশক্তঃ, প্রার্থয়তে, প্রশান্তোঽগ্নিঃ, প্রাঞ্জলিঃ, প্রলোকয়তি।" (গণরত্নটীকা)

"প্রউগমুক্থমব্যথায়ৈ।" (শুক্লযজু° ১৫।১৮)
'প্রউগং শস্ত্রং' (বেদদীপ°)
৩ ঈষার অগ্রে যুগবন্ধনস্থান। (সায়ণ)

প্রকঙ্কত (পুং) ১ প্রকৃষ্টবিষ। ২ প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত সর্পবিশেষ।
"সূচীকা যে প্রকঙ্কতাঃ।" (ঋক্ ১।১৯১।৭)
'প্রকঙ্কতাঃ প্রকৃষ্টবিষাঃ প্রকৃষ্টগামিনো বা মহোরগাঃ।' (সায়ণ)

প্রকচ (ত্রি) যাহার কেশ সোজা।

প্রকট (ত্রি) প্রকটতীতি প্র-কট-অচ্ স্পষ্ট।
"জ্ঞাতং ময়াদ্য জননি! প্রকটং প্রমাণং
যদ্বিষ্ণুরপ্যতিতরাং বিবশোঽথ শেতে॥" (দেবীভা° ১।৩।৪৪)

প্রকটন (ক্লী) প্র-কট-ল্যুট্। ব্যক্তীকরণ।

প্রকটাদিত্য, কাশীধামের একজন বৈষ্ণব নরপতি। ইঁহার পিতার নাম বালাদিত্য ও মাতার নাম ধবলা।

প্রকটিত (ত্রি) প্র-কট-ক্ত। প্রকাশিত। (হেম)

প্রকটীকৃত (ত্রি) অপ্রকটং প্রকটং করোতি প্রকট-অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ক্ত। ১ সম্প্রতি ব্যক্তীকৃত, প্রকাশিত। ২ বিষদীকৃত।

প্রকণ্ব (পুং) প্রকৃষ্টাঃ কণ্বা যত্র, ঋষিভিন্নত্বাৎ ন সুট্। দেশভেদ। (পা ৬।১।১৫৩।)

প্রকথন (ক্লী) প্র-কথ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে কথন।

প্রকম্প (পুং) প্র-কম্প-অচ্। প্রকম্পন।

প্রকম্পন (পুং) প্রকম্পয়তীতি প্র-কপি-ণিচ্-ল্যু। ১ বায়ু।
"নিশান্তনারীপরিধানধূননস্ফুটাগসাপ্যূরুষু লোলচক্ষুষঃ।
প্রিয়েণ তস্যানপরাধবাধিতাঃ প্রকম্পনেনানুচকম্পিরে সুরাঃ।"
(মাঘ ১।৬১)

২ নরকবিশেষ। (শব্দরত্না°) ৩ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ) (ক্লী) ৪ কম্পাতিশয়, অতিশয় কাঁপুনি। ৫ কম্পমান। (ত্রি) ৬ প্রকম্পনকারক। ৭ বায়ুর স্থিতিস্থাপক পদার্থ।

যে পদার্থ আঘাত বা অন্য কোন উপায়ে অবস্থান্তরিত হইলেও অল্পক্ষণ মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক পদার্থ কহে। আঘাত দ্বারা যে পরমাণুসমূহ অপসারিত হয়, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী অন্য কতকগুলি পরমাণুকে অপসারিত না করিয়া নিজে অপসারিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগকে অপসারিত করিতে গিয়া আপনারা প্রতিঘাত হয়। এইরূপে তাহাদের একটী গতি জন্মে, তদ্দ্বারা তাহারা একবার একপার্শ্বে আবার অপর পার্শ্বে অপসারিত হইয়া দোলায়মান হইতে থাকে। আহত পদার্থ কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়া স্থির হয় ও পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণুসমূহের এইরূপ গতি ও প্রত্যাগতিকে কম্পন বা প্রকম্পন (Vibration) কহে। এই প্রকম্পন হইতেই সুরের জন্ম। ঐ প্রকম্পন সুসম্পাদিত যন্ত্র হইতে উত্থিত হইলেই সংগীত স্বর উৎপন্ন করে। যদি যন্ত্রের কোন তার উত্তমরূপে কসিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে তাহার কম্পন সংখ্যা অধিক হইবে, অর্থাৎ অল্প সময়ে অধিক কাঁপিয়া স্থির হইবে।

প্রকম্পনীয় (ত্রি) প্র-কম্পি-অনীয়র্। প্রকম্পনযোগ্য।

প্রকম্পিত (ত্রি) প্র-কম্পি-ক্ত। প্রকম্পনযুক্ত, যাহা কম্পিত হইয়াছে।

প্রকম্পিন্ (ত্রি) প্রকম্পোঽস্যাস্তীতি ইনি। প্রকম্পযুক্ত।

প্রকম্প্য (ত্রি) প্র-কম্পি-যৎ। প্রকম্পনযোগ্য, প্রকম্পনার্হ।

প্রকর (ক্লী) প্রকীর্য্যতে ইতি প্র-কৃ-কর্ম্মণি-অপ্। ১ অগুরুচন্দন। (মেদিনী) (পুং) ২ সমূহ। ৩ বিকীর্ণ কুসুমাদি।
"যত্রাশয়ো লগতি তত্রাগজা বসতু কুত্রাপি নিস্তলশুকা।
সুত্রামকালমুখসত্রাশনপ্রকরসুত্রাণকারিচরণা।" (অষ্টাষ্টক ৩)
৪ অতিক্ষেপ। ৫ পুষ্পাদির স্তবক। ৬ সাহায্য। ৭ অধিকার। ৮ কর্ম্মপটু।

প্রকরণ (ক্লী) প্রক্রিয়তে অস্মিন্নিতি প্র-কৃ-আধারে ল্যুট্। ১ প্রস্তাব। ২ বৃত্তান্ত। "এতৎ প্রকরণং রাজন্ [illegible]ষ্ঠিরঃ।
পতিব্রতানাং নিয়তং ধর্ম্মজ্ঞাবহিতঃ শৃণু॥" (ভারত° ৩।২০৪।২১)
৩ অভিনেয় প্রকার। ৪ রূপকভেদ, দৃশ্যকাব্যভেদ, নাটকাদি দশ প্রকার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে ইহা একপ্রকার।
"ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতং।
শৃঙ্গারোঽঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোঽমাত্যোঽথবা বণিক্॥
সাপায়ধর্ম্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ।
নায়িকা কুলজা কাপি বেশ্যা কাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।
তেন ভেদাস্ত্রয়স্তস্য তত্র ভেদস্তৃতীয়কঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৬।৫১১-১২)

অর্থাৎ প্রকরণের বৃত্তান্ত লৌকিক অথবা কবি-কল্পিত হইবে। ইহাতে সামাজিক প্রতিকৃতি ও প্রেমবিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। প্রকরণে শৃঙ্গার-রসই প্রধান। ইহা দুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সংকীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের কামিনী বা সহচরী। ইহার নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক্। আর আর লক্ষণ নাটকের তুল্য। নাটকের ন্যায় ইহার অভিনয় হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভূত। সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব ও পুষ্পভূষিত প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত। ইহার মধ্যে মৃচ্ছকটিকের নায়ক ব্রাহ্মণ, মালতীমাধবের নায়ক অমাত্য এবং পুষ্পভূষিতের নায়ক বণিক [নাটক দেখ।] ৫ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রতিপাদ্য গ্রন্থভেদ।

"অস্য চ বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ।" (বেদান্তসা°)

৫ কর্ত্তব্যার্থক বচন, এই কার্য্য অবশ্যকরণীয় এইরূপ বাক্যের নাম প্রকরণ।

"শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং।" (জৈমিনি৩।৩।১৪)

৬ গ্রন্থসন্ধি। ৭ পাদ, একার্থাবচ্ছিন্ন সূত্রসমূহ। (মুগ্ধবোধ-টীকায় দুর্গাদাস) যথা 'সুবন্ত প্রকরণ, তিঙন্ত প্রকরণ' ইত্যাদি। সুবন্তপ্রকরণে কেবল সুবন্তপ্রতিপাদক সূত্রসমূহ থাকে, এই জন্য উহাকে প্রকরণ বা একার্থাবচ্ছিন্ন সূত্রসমূহ বলা যায়।

প্রকরণপাদ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

প্রকরণসম (পুং) গৌতমোক্ত হেত্বাভাসভেদ, ইহাকে সৎপ্রতি-পক্ষও কহে।

"যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ।" (গৌতমসূ°)

প্রকরণী (স্ত্রী) নাটিকাভেদ। ইহার লক্ষণ—

"নাটিকৈব প্রকরণী সার্থবাহাদিনায়কা।
সমানবংশজা নেতুর্ভবেদ্যত্র চ নায়িকা॥" (সাহিত্যদ° ৬।৫৫৪)

নাটিকার নামই প্রকরণী বা প্রকরণিকা। ইহাতে শৃঙ্গার রস প্রধান, সার্থবাহাদি ইহার নায়ক, ইহার নায়িকা নায়কের তুল্যবংশজা হইবে। যথা—রত্নাবলী নাটিকা। [নাটিকা ও নাটক শব্দ দেখ।]

প্রকরী (স্ত্রী) প্রকীর্য্যতে অত্রেতি প্র-কৃ-অপ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ নাট্যাঙ্গভেদ। ২ চত্বর ভূমি, চলিত—উঠান। (শব্দরত্না°)

প্রকরিতৃ (ত্রি) বিক্ষেপ্তা, বিক্ষেপকারক। "দেবলোকস্য পেশিতারং মনুষ্যালোকায় প্রকরিতারং" (শুক্ল যজু° ৩০।১২)

'প্রকরিতারং কৃ-বিক্ষেপে বিক্ষেপ্তারং' (বেদদীপ)

প্রকর্ত্তব্য (ক্লী) প্র-কৃ-তব্য। প্রকৃষ্টরূপে করণীয়। অবশ্যকরণীয়।

"আত্মার্থংন প্রকর্ত্তব্যং দেবার্থন্তু প্রকল্পয়েৎ।"(ভা°১৩।৪৯৯৫শ্লো°)

প্রকর্ত্তৃ (ত্রি) প্র-কৃ-তৃন্। প্রকৃষ্টরূপে কারক।

প্রকর্ষ (পুং) প্র-কৃষ-ভাবে-ঘঞ্। উৎকর্ষ।

"গুণপ্রকর্ষেণ জনোঽনুরজ্যতে
জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদঃ॥" (কাব্যপ্র°)

২ আধিক্য। ৩ প্রকৃষ্টরূপে কর্ষণ।

প্রকর্ষক (পুং) প্র-কৃষ-ণ্বুল্। উৎকর্ষক, প্রকর্ষতাযুক্ত।

প্রকর্ষণ (ক্লী) প্র-কৃষ-ল্যুট্। ১ উৎকর্ষ। ২ আধিক্য।

প্রকর্ষণীয় (ত্রি) প্র-কৃষ-অনীয়র্। উৎকর্ষণীয়। প্রকর্ষের যোগ্য।

প্রকর্ষবৎ (ত্রি) প্রকর্ষো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। উৎকর্ষ-যুক্ত, গুণবান্।

"পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।" (মনু ২।১৩৭)

'গুণবন্তি চ প্রকর্ষবন্তি' (কুল্লূক)

প্রকর্ষিন্ (ত্রি) প্রকর্ষো বিদ্যতে অস্য, ইনি। প্রকর্ষযুক্ত।

প্রকর্ষিত (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে আকর্ষিত। ২ যে সুদে টাকা ধার হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আদায়।

প্রকলবিদ্ (পুং) প্রকৃষ্টাং কলাং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ১ বণিকজন। (নিরুক্ত ৬।৬) ২ অজ্ঞাতা। (ঋক্ ৭।১৮।১৫)

প্রকলা (স্ত্রী) কলার ৬০ ভাগের এক ভাগ।

প্রকল্পনা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টরূপে কল্পনা, স্থিরকরা।

"অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা।" (মনু ৮।২১১)

প্রকল্পয়িতৃ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে কল্পনাকারী, বিধানকর্ত্তা।

প্রকল্পিত (ত্রি) বিহিত, সম্পাদিত।

প্রকল্পিতা (স্ত্রী) বৃহচ্চালনীবিশেষ।

প্রকল্প্য (ত্রি) প্র-কল্প-যৎ। প্রকল্পনীয়, প্রকল্পনের যোগ্য।

"প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্যথার্থতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥" (মনু ১০।১২৪)

প্রকল্যাণ (ত্রি) অতি উৎকৃষ্ট, অত্যুত্তম।

প্রকশ (পুং) প্র-কশ-অপ্। পীড়ন, মাড়ন।

প্রকশী (স্ত্রী) শূকরোগ। (নিদান)

প্রকাণ্ড (পুং ক্লী) প্রকৃষ্টঃ কাণ্ডঃ ইতি প্রাদিসমাসঃ। মূল হইতে আরম্ভ করিয়া শাখাবধি বৃক্ষভাগ। চলিত গুঁড়ী, পর্য্যায়—স্কন্ধ, কাণ্ড, দণ্ড। (রাজনি°) ২ শাখা, ডাল। ৩ বিটপ। ৪ শস্ত, প্রশস্ত। প্রকাণ্ড-স্বার্থে কন্। প্রশস্তার্থ।

"দণ্ডকামধ্যবাস্তাং যৌ বীর! রক্ষঃপ্রকাণ্ডকৌ।
নৃভ্যাং সংখ্যেঽহক্ষযাতাং তৌ সভৃত্যৌ ভূমিবর্দ্ধনৌ॥" (ভট্টি ৫।৬)

'রক্ষঃপ্রকাণ্ডকৌ প্রশস্তৌ রাক্ষসৌ' (জয়মঙ্গল) ৫ বৃহৎ, বড়।

প্রকাণ্ডর (পুং) প্রকাণ্ডং রাতি গৃহ্লাতীতি রা-ক। বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

প্রকাম (ত্রি) প্রগতং কামমিতি প্রাদিসমাসঃ। যথেপ্সিত, যথেষ্ট, যথাভিলষিত।

"চিত্রমাল্যাম্বরধরা সর্ব্বাভরণভূষিতা।
কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাসিনি॥" (ভা° ৪।১৩।২৯)

২ প্রকৃষ্টকামক।

প্রকামম্ (অব্য) প্র-কম-ণমুল্। ১ অত্যর্থ, অনুমতি। (অমর)

প্রকামোদ্য (পুং) দেবভেদ।

"স্মরকারীং প্রকামোদ্যায়োপসদং" (শুক্লযজু° ৩০।৯)

'প্রকামোদ্যায় তৎসংজ্ঞায় দেবায়' (বেদদীপ)

প্রকার (পুং) প্রভেদকরণং প্রকৃষ্টকরণং বেতি, প্র-কৃ-ঘঞ্। ১ ভেদ। "অন্নাতি বা নবান্নাতি ভুঙ্‌ক্তে বা স্বেচ্ছয়াম্ভথা।
যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি॥" (পঞ্চদশী ৭।১৪৪)

২ সাদৃশ্য। ৩ বিশিষ্ট জ্ঞানহেতু ভাসমান পদার্থ।

"স্বব্যধিকরণপ্রকারাবচ্ছিন্না যা যা বিষয়তা তন্নিরূপকত্বং সর্ব্বাংশে ভ্রমভিন্নত্বমিতি" (গদাধর)

প্রকারক (ত্রি) প্রকার সম্বন্ধীয়, সেই ভাবের, সেই প্রকারের।

প্রকারতা (স্ত্রী) প্রকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বিষয়তাভেদ, জ্ঞায়মান বিশেষণ-প্রতিযোগিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন বিষয়ত্ব।

প্রকারবৎ (ত্রি) প্রকারঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য-ব। প্রকারযুক্ত।

প্রকারান্তর (পুং) অন্যঃ প্রকারঃ। অন্যপ্রকার।

প্রকালন (ত্রি) প্রকালয়তি প্র-কালি-ল্যু। ১ হিংসক। (পুং) ২ সর্পভেদ। (ভারত ১।৭৫অ°) (স্ত্রী) ভাবে ল্যুট্। ৩ মারণ।

প্রকাশ (ক্লী) প্রকাশতে ইতি প্র-কাশ-অচ্। ১ কাংস্য। ২ দীপ্তি। "পুনঃ প্রকাশমভবৎ তমসা গ্রস্যতে পুনঃ।
ভবত্যদর্শনো লোকঃ পুনরপস্সু নিমজ্জতি॥" (ভারত ৩।১৭।১২৭)
(পুং) ৩ রৌদ্র, পর্য্যায়—দ্যোত, আতপ। (রাজনি°) ৪ প্রদীপ্ত, পর্য্যায়—স্ফুট, স্পষ্ট, প্রকট, উল্বণ, ব্যক্ত, প্রব্যক্ত, উদ্রিক্ত। (জটাধর) ৫ প্রহাস। ৬ অতিপ্রসিদ্ধ। (শব্দরত্না°) ৭ প্রকটন। ৮ বিস্তার। ৯ বিকাশ।

সাংখ্য-মতে—পুরুষ প্রকাশস্বভাব। 'জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ' (সাংখ্যসূত্র) প্রকৃতি ইহার সহিত প্রকাশ অর্থাৎ পুরুষের যোগ হইলে প্রকাশ হইয়া থাকে। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি, পুরুষ ও সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য]

বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে—আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেক স্থানে আবির্ভাব হইলে তাহাকে প্রকাশ বলে। যেমন দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমন্দিরেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকলের নয়নগোচর ছিলেন।

১৯ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°) ১১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৯১)

প্রকাশক (ত্রি) প্রকাশয়তি প্র-কাশ-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রকাশকারক সূর্য্যাদি। ২ কাংস্য। ৩ সাংখ্যমতসিদ্ধ সত্ত্বগুণ।
"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥" (গীতা ১৪।৬)

প্রকাশকজ্ঞাতৃ (পুং) প্রকাশকস্য আতপস্য জ্ঞাতা। ১ কুক্কুট। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ প্রকাশক জ্ঞাতৃমাত্র, প্রকাশকজ্ঞানবিশিষ্ট।

প্রকাশধর্ম্মন্ (পুং) সূর্য্য।

প্রকাশকাম (ত্রি) সৌন্দর্য্য বা-সম্মান-অভিলাষী।

প্রকাশতা (স্ত্রী) প্রকাশস্যভাবঃ, তল্ টাপ্। প্রকাশের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রকাশত্ব।

প্রকাশদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীরের জনৈক রাণী। ইনি প্রকাশিকা-বিহার স্থাপন করেন। (রাজতর° ৪।৭৯)

প্রকাশধর, তত্ত্বচিন্তামণিটীকাপ্রণেতা।

প্রকাশন (ত্রি) প্রকাশয়তি প্র-কাশ-ণিচ্-ল্যু। ১ প্রকাশকারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪২)

প্রকাশনবৎ (ত্রি) প্রকাশনং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। প্রকাশনযুক্ত।

প্রকাশবর্ষ, কাশ্মীরদেশবাসী জনৈক কবি। ইনি হর্ষের পুত্র এবং কবি দর্শনীয়ের পিতা। ইহার রচিত কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকার বিষয় মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রকাশমতি, চীনদেশবাসী জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ। ইহার চৈনিক নাম যুয়ান্ চউ, ভারতে ইনি প্রকাশমতি নামেই বিখ্যাত ছিলেন। ইহার পিতা মাতা উভয়েই সদ্বংশজাত ও ধনীর সন্তান। এরূপ অর্থস্বচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়াও ইহার মনে সংসারবৈরাগ্য জন্মিল। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে তিনি সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিতে অভিলাষী হন। এতদুদ্দেশ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তা-হিং-সিং মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠ-সমাপনান্তে তিনি যতিধর্ম্ম ও দণ্ডগ্রহণ করিয়া জেতবন-সঙ্ঘারাম-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরিব্রাজকব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি তুখাররাজ্য, জালন্ধর, মহাবোধি (মগধ), নালন্দ, নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর, লাটদেশ বাহ্লিক প্রভৃতি নানা রাজ্যে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন ও বিহারাদি দর্শনে গমন করেন। মধ্যভারতের অমরাবতী নগরে ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রকাশাত্মন্ (পুং) প্রকাশ আত্মা স্বরূপং দেহো বা যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ ব্যক্তস্বভাব। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪২) স্বার্থে-ক। প্রকাশাত্মক, প্রকাশস্বরূপ।

প্রকাশাত্মা, একজন গ্রন্থকার। রামের শিষ্য। ইনি মৈত্র্যু-পনিষদ্দীপিকা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রকাশাত্মা যতি বা স্বামী, জনৈক নৈয়ায়িক। ইনি অনন্তানুভবস্বামীর ছাত্র। দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রার্থপ্রতিপাদকনিবন্ধ বা মানসোল্লাস, পঞ্চপাদিকাবিবরণ, লৌকিকন্যায়মুক্তাবলী, শারীরক মীমাংসান্যায়সংগ্রহ ও ব্রহ্মসূত্র নামে কএকখানি গ্রন্থ ইহার রচিত।

প্রকাশাদিত্য, লঘুমানসোদাহরণপ্রণেতা।

প্রকাশাদিত্য, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা। ইহার প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহাতে অশ্বচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

প্রকাশানন্দ (পুং) [প্রবোধানন্দ দেখ।]

প্রকাশানন্দ, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইহার অপর নাম মল্লিকার্জ্জুন যতীন্দ্র। ইনি জ্ঞানানন্দের শিষ্য এবং নানা দীক্ষিত ও মহাদেব সরস্বতীর গুরু ছিলেন। তারাভক্তিতরঙ্গিণী, মহা-

লক্ষ্মীপদ্ধতি, বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী, শ্রীবিদ্যাপদ্ধতি ও তদ্গুরু সুভগানন্দ-আরব্ধ মনোরমা নামে তন্ত্ররাজটীকার অবশিষ্টাংশ তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যশোভাগী হইয়াছিলেন।

২ প্রয়োগমুখটীকা-রচয়িতা।

প্রকাশিত (ত্রি) প্রকাশো জাতোঽস্যেতি প্রকাশ-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্, বা প্র-কাশ-ণিচ্-ক্ত। প্রকাশবিশিষ্ট, পর্য্যায়—দর্শিত, আবিষ্কৃত, প্রকটিত। (হেম) ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ প্রকাশ। ৩ শোভিত। ৪ দীপিত। ৫ প্রস্ফুটিত। ৬ উদ্ভাবিত।

প্রকাশিতা (স্ত্রী) প্রকাশিনো ভাবঃ, তল্-টাপ্। প্রকাশিত্ব, প্রকাশের ভাব বা ধর্ম্ম।

"অপ্রজ্ঞানং তমোভূতং প্রজ্ঞানন্তু প্রকাশিতা।"

(ভা° ১২।৬২২৮ শ্লো°)

প্রকাশিন্ (ত্রি) প্রকাশ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রকাশযুক্ত।

প্রকাশীকরণ (ক্লী) অপ্রকাশঃ প্রকাশকরণং, অভূততদ্ভাবে চ্বি। যাহা অপ্রকাশ ছিল, তাহার প্রকাশকরণ।

প্রকাশেতর (পুং) প্রকাশাদিতরঃ। প্রকাশভিন্ন, অপ্রকাশ।

প্রকাশ্য (ত্রি) প্র-কাশি-কর্ম্মণি যৎ। ১ প্রকাশনীয়, প্রকাশের যোগ্য, যাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্রকিরণ (ক্লী) প্রক্ষেপ। বিতরণ।

"অন্নপ্রকিরণং যত্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি।" (মার্ক° ৩১।৮)

প্রকীর্ণ (ক্লী) প্রকীর্য্যতে স্মেতি প্র-কৄ-বিক্ষেপে ক্ত। ১ গ্রন্থাংশ, গ্রন্থবিচ্ছেদ। ২ চামর। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) ৩ বিক্ষিপ্ত। ৪ বিস্তৃত, চলিত ছড়ান।

"প্রকীর্ণভাণ্ডামনবেক্ষ্যকারিণীং সদৈব ভর্ত্তুঃ প্রতিকূলবাদিনীং।
পরস্ত বেশ্মাভিরতামলজ্জামেবংবিধাং স্ত্রীং পরিবর্জ্জয়ামি॥"

(লক্ষ্মীচরিত্র)

৫ নানা প্রকার। ৬ মিশ্রিত। ৭ বিভিন্ন জাতীয়। ৮ পূতিকরঞ্জ, চলিত নাটা। (ত্রিকাণ্ড) ৯ উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গপ্রস্থিত।

প্রকীর্ণক (ক্লী) প্রকীর্ণ-স্বার্থে কন্। ১ চামর। ২ বিস্তার। ৩ গ্রন্থবিচ্ছেদ। (হেম) ৪ অনুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকভেদ, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তাহাকে প্রকীর্ণক কহে।

"প্রকীর্ণপাতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্।
প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানুমতে সদা॥" (বিষ্ণু)
'অনুক্তং অনুক্তনিষ্কৃতিকং পাপং অতিপাতকাদ্যন্যতমত্বেন বিশেষতোঽনুক্তকম্।' (প্রায়শ্চিত্তবিবেক) [প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দেখ।]

প্রকীর্ণ সংজ্ঞায়াং কন্। ৫ তুরঙ্গম। (মহাভারত ৭।৩৫।৩৭)

প্রকীর্ণকেশী (স্ত্রী) দুর্গা।

প্রকীর্ত্তন (ক্লী) ১ ঘোষণ। ২ উচ্চৈঃস্বরে নামগান।

প্রকীর্ত্তি (স্ত্রী) ১ প্রশস্তি, প্রশংসা। ২ প্রসিদ্ধি। ৩ ঘোষণা।

প্রকীর্ত্তিত (ত্রি) প্রকীর্ত্ত্যতে স্মেতি প্র-কৄৎ-ক্ত। কথিত।

"প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্॥" (চাণক্যসংগ্র)

প্রকীর্য্য (পুং) প্রকীর্য্যতে ইতি প্র-কৃ-যক্। ১ করঞ্জভেদ, চলিত নাটাকরঞ্জ। ২ ঘৃতকরঞ্জ। ৩ রীঠাকরঞ্জ। (রাজনি°)

"ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ।
স প্রোক্তঃ পূতিকরঞ্জঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

(ত্রি) ৪ বিক্ষিপ্য। ৫ ব্যাপ্য।

প্রকুঞ্জ (পুং) ফলরূপ মানভেদ।

"প্রকুঞ্জঃ ষোড়শীং বিশ্বং ফলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে।" (ভাবপ্র°)

প্রকুপিত (ত্রি) প্র-কুপ-ক্ত। অতিশয় ক্রুদ্ধ।

প্রকুল (ক্লী) প্রকর্ষেণ কোলতি রাশীকরোতি মৈত্রীকরোতি বেতি, প্র-কুল-ক। প্রশস্তবপুঃ, প্রশস্ত দেহ, সুন্দরদেহ। (ত্রিকা°)

প্রকুষ্মাণ্ডী (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

প্রকৃত (ত্রি) প্রক্রিয়তে স্মেতি প্র-কৃ-ক্ত। ১ অধিকৃত। ২ আরব্ধ। ৩ প্রকরণপ্রাপ্ত। ৪ নির্ম্মিত, রচিত। ৫ যথার্থ, বাস্তবিক। ৬ প্রকর্ষরূপে কৃত। ৭ অবিকৃত। ৮ প্রক্রান্ত।

"প্রকৃতজপবিধীনামাস্যমুদ্রশ্মিদন্ত-
মুহুরপি হিতমৌষ্ঠৈরক্ষরৈর্লক্ষ্যমন্তৈঃ।" (মাঘ ১১।৪২)

প্রকৃততা (স্ত্রী) ১ যাথার্থ্য। ২ প্রকৃতের ভাব। ৩ আরম্ভ, আরব্ধতা। ৪ তর্কাদির যাথার্থ্য-নিরূপণ।

প্রকৃতি (স্ত্রী) প্রক্রিয়তে কার্য্যাদিকমনয়েতি, প্র-কৃ-ক্তিন্। ১ স্বভাব। "তত্র প্রকৃতিরুচ্যতে স্বভাবো যঃ স পুনরাহারৌষদ্রব্যাণাং স্বাভাবিকো গুর্ব্বাদিগুণযোগঃ।"

(চরক বিমানস্থা° ১ অঃ)

২ যোনি। ৩ লিঙ্গ। ৪ স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই সপ্তাঙ্গ, ইহাকে প্রকৃতি বা রাজ্য কহে।

"স্বাম্যমাত্যৌ পুরং রাষ্ট্রং কোষদণ্ডৌ সুহৃত্তথা।
সপ্ত প্রকৃতয়ঃ হ্যেতাঃ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে॥" (মনু ৯।২৯৪)

৫ ধর্ম্মাধ্যক্ষাদি সপ্তপ্রকৃতি,—

"ধর্ম্মাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ কোষাধ্যক্ষশ্চ ভূপতিঃ।
দূতঃ পুরোধা দৈবজ্ঞঃ সপ্ত প্রকৃতয়োঽভবন্॥" (মনু)

ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ভূপতি, দূত, পুরোধা ও দৈবজ্ঞ এই সপ্ত প্রকৃতি। ৬ শিল্পী। (হেম) ৭ শক্তি। ৮ যোষিৎ। (শব্দরত্না°) ৯ পরমাত্মা। ১০ আকাশাদি ভূতপঞ্চক। ১১ করণ। ১২ গুহ্য। ১৩ জন্তু। ১৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ১৫ মাতা। ১৬ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দভেদ। যাহাতে প্রত্যয় হয়, তাহাকে

প্রকৃতি কহে। যথা—ভূ-তিপ্ ভবতি, এই স্থলে ভূধাতু প্রকৃতি এবং তিপ্ প্রত্যয়। এইরূপ সকল স্থলেই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির পরই প্রত্যয় হইয়া থাকে। নাম ও ধাতুভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার। নাম শব্দের অর্থ 'প্রাতিপদিক' নাম ও ধাতু এই দুই-ই প্রকৃতি।

"নিরুক্তা প্রকৃতির্দ্বেধা নামধাতুপ্রভেদতঃ।
যৎ প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নো নাতিরিচ্যতে ॥"(শব্দশক্তিপ্র°)

প্রকৃতি ভিন্ন প্রত্যয় হইতে পারে না, যাহা আগমাদি হয়, তাহাকে প্রত্যয় কহে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ইহার বিচারাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

প্রকর্ষেণ সৃষ্ট্যাদিকং করোতীতি প্র-কৃ-কর্ত্তরি ক্তিচ্। ১৭ ভগবানের মায়াখ্যা শক্তি। ইহা পরাপরা ভেদে দুইপ্রকার—পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে—প্রকৃতি পঞ্চবিধা।

"গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

গণেশজননী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী সৃষ্টি-বিধানে এই পাঁচজনই প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি-শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ—

"প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥"

"গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ°)

প্রশব্দে প্রকৃষ্টবাচক এবং কৃতিশব্দের অর্থ সৃষ্টিবাচক, যে দেবী সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃষ্টা, তিনিই প্রকৃতি, অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাহাকে প্রকৃতি কহে। অথবা প্রশব্দের অর্থ সত্ত্ব, কৃশব্দের অর্থ রজঃ এবং তি শব্দের অর্থ তমঃ, যিনি এই ত্রিগুণাত্মস্বরূপা এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা ও সৃষ্টিকরণে প্রধান-ভূতা, তিনিই প্রকৃতি। অথবা প্রশব্দের অর্থ আদ্য এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি, যে দেবী সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার নাম প্রকৃতি। যখন ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন প্রথমে যোগদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন, দক্ষিণাদ্ধে পুরুষ এবং বামাদ্ধে প্রকৃতি। অতএব এই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, নিত্যা এবং সনাতনী। *

দুর্গা প্রভৃতি যে পঞ্চপ্রকৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপ ও লক্ষণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বিস্তৃত লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

পুরুষ নামের পূর্ব্বে প্রকৃতি নাম উচ্চারণ করিতে হয়। যদি কেহ পুরুষের নাম প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর প্রকৃতির নাম করে, তাহা হইলে তাহার মাতৃগমনতুল্য পাতক হয়।

"আদৌ পুরুষমুচ্চার্য্য পশ্চাৎপ্রকৃতিমুচ্চরেৎ।
স ভবেন্মাতৃগামী চ বেদাতিক্রমণে মুনে ! ॥
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎকৃষ্ণং বিদুর্ব্বুধাঃ।
নিমিত্তমস্য মাং ভক্তং বদ ভক্তজনপ্রিয় ! ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৫০ অ°)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ভাব-প্রকাশে লিখিত আছে, প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য ইহাকে প্রকৃতি বলা যায়। মহদাদি প্রকৃতির বিকার বা কার্য্য।

"প্রকৃতেঃ কারণাযোগাদ্যতা প্রকৃতিরেব সা।
মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত শক্তের্বিকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার পর্য্যায়—প্রধান, মায়া, শক্তি, চৈতন্য। (রাজনি°)

যখন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ সমভাবে অবস্থিত থাকে, তখন তাহাকে মূলপ্রকৃতি কহে। ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুত প্রভৃতিতে প্রকৃতির বিবরণ যাহা লিখিত আছে, তাহা সাংখ্য-মতানুরূপ, এইজন্য তাহার বিষয় লিখিত হইল না।

এক্ষণে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সাংখ্যমতানুরূপ প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতিই জগতের মূল বা বীজ। প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতির যখন বিকৃতি অবস্থা, তখনই জগৎ অবস্থা, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার বা পরিণামে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির যখন স্বরূপাবস্থা, তখন প্রলয়াবস্থা। প্রকৃতির দুই প্রকার পরিণাম, স্বরূপ-পরি-

* "যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গাৎ বামাঙ্গাৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ যা যা নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মা চ যথাশক্তি র্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা ॥
অতএব হি যোগীন্দ্র স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া।
সাবির্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্ম্মণি ভেদতঃ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ°)

পাম ও বিরূপ-পরিণাম। স্বরূপ-পরিণামে প্রকৃতির অবস্থা, অর্থাৎ অব্যক্তাবস্থা! বিরূপ পরিণামে এই জগদবস্থা। প্রকৃতির যখন বিরূপ-পরিণাম হয়, তখনই এই জগতের আবির্ভাব হয়। আবার যখন স্বরূপ-পরিণাম হয়, তখনই এই জগতের ধ্বংস হইয়া প্রলয় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির স্বরূপ ও বিরূপ পরিণামে একবার জগতের আবির্ভাব ও আবার তিরোভাব হইতেছে। প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ বা জগতের বীজ। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্বটী অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য, ব্যাপক ও শব্দস্পর্শাদি গুণবর্জ্জিত। অতএব প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া বিশেষ কঠিন। সংসারী পুরুষের পক্ষে মূলপ্রকৃতির ও তাহার নিজের অসংসারীরূপ নিরাকরণ করা বড়ই কঠিন। যে কখন দুগ্ধ দেখে নাই, কেবল ঘৃতমাত্র দেখিয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে ঘৃতের প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান দুগ্ধের আকার অনুভব করান যেরূপ কঠিন, তদ্রূপ বর্ত্তমান জগদ্দ্রষ্টা সাধারণ জীবকে ইহার মূল-প্রকৃতির স্বরূপ অনুভব করান একপ্রকার দুঃসাধ্য।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় রূপকভাবে এইরূপ বর্ণিত আছে, প্রকৃতি কুলকামিনীস্থানীয়া এবং সংসারী পুরুষ স্বামিস্থানীয়। প্রকৃতি সর্ব্বদাই স্বামী পুরুষের নিকট আত্মশরীর আবৃত রাখিয়া হর্ষশোকাদি জন্মাইতেছে। পুরুষও সেই আবৃতাঙ্গীর বৃথা আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া বৃথা হর্ষশোকাদি অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় যদি কেহ প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার এই অভিলাষ সহজে পূর্ণ হইবে না।

প্রথমে অধিকারী হইতে হইবে। অধিকারী হইতে হইলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। শ্রবণাদি দ্বারা ক্রমে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইবে। চিত্ত যখন যার পর নাই সুপ্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হইবে, তখন প্রকৃতির আলিঙ্গন অর্থাৎ বিষয়ানুভবজনিত সুখ ভাল লাগিবে না। তখন এ সকল সুখ সুখ বলিয়া গণ্য হইবে না, প্রত্যুত কিসে ইহার পরিহার হয়, কিসে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এইরূপ চেষ্টাই জন্মিবে। যখন দেখা যাইবে চিত্ত দুঃখমিশ্রিত সাংসারিক সুখে অত্যন্ত বিরত হইয়াছে ও আমি কি, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি দেখিবার অধিকার হইয়াছে, তখন প্রকৃতিকে দেখিতে যে চেষ্টা হইবে, তাহা আর বিফল হইবে না।

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, প্রকৃতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গোচর নহেন। প্রকৃতিদর্শনের নিমিত্ত তিনটীমাত্র উপায় নির্দ্ধারিত আছে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রকৃতি-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল আপ্তবাক্য আছে, তৎসমুদায়ের অর্থাবধারণ করা শ্রবণ, অনন্তর অবধৃত অর্থকে অনুকূলযুক্তিদ্বারা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য করা মনন। পরে সেই দৃঢ়কৃত অর্থের নিরন্তর ধ্যান করা নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসন সাংখ্যে তত্ত্বাভ্যাস নামে খ্যাত। তত্ত্বাভ্যাস বারংবার করিতে করিতে চিত্তের জড়ত্ব বিনাশ হইয়া সত্ত্বোৎকর্ষ হয় এবং মনের প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন সেই সূক্ষ্মাপ্রকৃতি নির্ম্মল আদর্শে প্রতিভাত হয়।

প্রকৃতি পরিজ্ঞানের জন্ম এই সকল আপ্তবাক্য শাস্ত্রে সন্নিবেশিত আছে। "নেদমমূলং ভবতি" "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" (শ্রুতি) যাহা যাহা জন্মে, সেই সেই বস্তু প্রজা, যে যে বস্তু প্রজা, সেই সেই বস্তু জন্মবান্। যাহা জন্মে তাহার মূল আছে। জগৎও জন্মিয়াছে, এইজন্ম জগতেরও মূল আছে। সে মূল কি? সে মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি—মূলকারণের সংজ্ঞা, অন্য কিছু নহে। এই মূল সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয়ের সমাহার। শ্রুতিতে লিখিত আছে— "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ। অজা যে তাং জুষমানাং ভজন্তে জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্॥ (শ্রুতি) 'লোহিত' রজঃ, 'শুক্ল' সত্ত্ব এবং 'কৃষ্ণ' তমঃ এই সম্মিলিত তিন দ্রব্য আদিতত্ত্ব বা মূল। সেই মূল হইতেই এই অসংখ্য বিচিত্র প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন পিতামাতার অধিকাংশ গুণ সন্তানে সংক্রামিত হয়, তেমনি প্রকৃত্যুৎপন্ন জগতে তদীয় গুণ সকল সংক্রান্ত হইয়াছে।

'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ' সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো নামক দ্রব্যত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যত্রয় যখন সমভাবে বা অন্যূনাতিরিক্তভাবে অবস্থান করে, তখন তাহা প্রকৃতিপদবাচ্য। প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত, জগদ্যোনি, জগদ্বীজ এই সকল এক পর্য্যায়শব্দ। যখন তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হয়, অর্থাৎ একটী প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্যটীকে অভিভূত করে, অন্নে অন্নে তখন তাহার নানা পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতির এইরূপ পরিণাম আরম্ভ হইলে প্রথম পরিণাম মহৎ, দ্বিতীয় অহংকার, তৃতীয় ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র। এইরূপে প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতি ক্ষণকালমাত্রও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না, 'না পরিণম্যক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে' এই জন্ম তিনি সর্ব্বদাই পরিণতা হইতেছেন।

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী সম্মিলিত দ্রব্যের বা তিনটী অবয়বযুক্ত একটী অনশ্বর দ্রব্যের পারিভাষিক নাম প্রকৃতি। ইনি অনাদি ও অনন্ত। প্রকৃতি গুণপদার্থ কি দ্রব্যপদার্থ? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন, প্রকৃতি দ্রব্যপদার্থ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী যদি দ্রব্যই হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে গুণ কহে কেন? ইহার কারণ এই শাস্ত্রকারগণ উপকরণদ্রব্যকে গুণ ও অঙ্গ বলিয়া থাকেন

সত্ত্বাদি দ্রব্যও আত্মার সুখ-দুঃখের উপকরণ, তাই তাহারা গুণ। পশু রজ্জুবদ্ধ হয়, আবার তদভাবে মুক্ত হয়, সে কারণে রজ্জু গুণ। পুরুষও সত্ত্বাদি গুণে বদ্ধ ও তদ্বিচ্ছেদে মুক্ত হন, তদনুসারেই সত্ত্বাদি গুণ। পুরুষরূপ পশু ইহাতে বদ্ধ হয়, এইজন্য ইহা গুণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

যেমন সূক্ষ্মতম বীজ হইতে ফলপত্রাদিসম্পন্ন প্রকাণ্ড মহীরুহ জন্মে, সেইরূপ জগদ্বীজ প্রকৃতি হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-মহীরুহ জন্মিয়াছে।

প্রকৃতির পরিণামের অর্থাৎ জগতীস্থ পদার্থরাশির কার্য্য-কারণ ভাব পরীক্ষা করিলে তাহা হইতে চারিটী সত্য উপলব্ধি হয়। প্রথম—কারণদ্রব্যের যে কিছু গুণ, তাহা কার্য্য-দ্রব্যে সংক্রমিত হয়,—যেমন মৃত্তিকার সকল গুণ তদুৎপন্ন ঘটে অনুক্রান্ত হয়। দ্বিতীয়—যে যখন বিনষ্ট হয়, সে তখন স্বীয়-কারণেই বিলীন হয়। দীপ নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু সেই শিখাকার অগ্নিপিণ্ড কোথায় গেল, দেখা যায়, বাতাস লাগিয়া বা বাতাস অভাবে নিবিয়া গেল। নিবিয়া যাওয়া এই ব্যাপারের প্রতি প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, যে বায়ু প্রজ্বলনের কারণ, দীপ নামক অগ্নিপিণ্ডটী সেই কারণ-বায়ুতেই লীন হইয়াছে, অন্য কিছুই নহে। অতএব যে যখন বিনষ্ট হয়, সে তখন আপন কারণেই বিলীন হয়। কারণে বিলীন হওয়া—কারণাপন্ন হওয়াই বিনাশ। তৃতীয়—কার্য্য অপেক্ষা কারণের সূক্ষ্মতা। ন্যগ্রোধবৃক্ষের কারণীভূত ন্যগ্রোধ বীজ, তদপেক্ষা কত সূক্ষ্ম। চতুর্থ—কার্য্য আপনার কারণকে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না; কিন্তু কারণ তাহা পারে। এই নিয়ম-চতুষ্টয় হইতেই প্রকৃতিজ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা, তাহার অস্তিত্ব ও স্থিতি প্রকার অবগত হইবার নিমিত্ত যোগবল ও তাহার সাধন আবশ্যক; নচেৎ কিছুতেই প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা এইটুকু বুঝা যায় যে, আত্মা (পুরুষ) ভিন্ন আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি যারপর নাই সূক্ষ্ম ও আদিম। সেই আদিম প্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ও এখনও তিনি ব্রহ্মাণ্ডাকারে অবস্থান করিতেছেন। জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি। আর ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। প্রকৃতির অর্থ ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃতির অবস্থাগত ভেদ অনুসারে প্রকৃতির ধর্ম্ম বা স্বভাব অত্যন্ত পৃথক্। তাহার অব্যক্তাবস্থায় কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রকাশ থাকে না। যত পরিণাম হইতে থাকে, ততই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রকট হইতে থাকে। প্রকৃতি বুঝিবার আরও একটী সংকীর্ণ পথ আছে, তাহা এই। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে কিছু দৃশ্য সমুদায়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের মূল অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্বের মূল মহত্তত্ব, যাহা মহত্তত্ত্বের মূল তাহাই প্রকৃতি।

প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি আর তাহার ব্যক্তাবস্থা জগৎ। অব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম ব্যক্ত অবস্থার ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অবস্থাদ্বয়ের সমস্ত ধর্ম্ম দুই শ্রেণী করিয়া বুঝিতে হয়। এক শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম্ম, আর এক শ্রেণীতে অসাধারণ ধর্ম্ম। সাংখ্যশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থায় থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না, আবার কতকগুলি অব্যক্তাবস্থায় থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না এবং কতকগুলি উভয় অবস্থাতেই থাকে। যাহা কেবল অব্যক্তাবস্থায় থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা অব্যক্তাবস্থার অসাধারণ ধর্ম্ম। এইরূপ ব্যক্তাবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইবে। আর যাহা সকল অবস্থাতেই থাকে, তাহা প্রকৃতি ও বিকৃতি এই উভয় অবস্থাতেই থাকে, তাহা প্রকৃতি ও বিকৃতি এই উভয় অবস্থার সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য এবং যাহা ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।

ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য—প্রত্যেক ব্যক্ত সহেতুক, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক ও আশ্রিত অর্থাৎ কারণ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া স্থিত হয়; লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন। এই গুলি ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য এবং অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য *।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য—অহেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিষ্ক্রিয়, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও অপরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন নহে। এইগুলি অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য এবং ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য। উভয় অবস্থার সাধর্ম্ম্য ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ গুণত্রয়ের অবস্থিতি, অবিবেকিতা, বিষয়, সামান্য, প্রসবধর্ম্মী। এই সকল ব্যক্তাবস্থাতেও আছে, অব্যক্তাবস্থাতেও আছে। এই সকল ধর্ম্ম প্রকৃতির স্বরূপ শক্তিতে আরূঢ় থাকায় ইহাদের দ্বারা কেবল প্রকৃতির অবস্থাপ্রভেদ ও আত্মার স্বতন্ত্রতা নির্ণীত হয়। কিন্তু যদ্দ্বারা আত্মার ভোগসিদ্ধি হইতেছে, জগতের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে, সে সকল ধর্ম্ম তাহার অবয়বশক্তিতে অবস্থিত।

* "হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তং॥
ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥" (সাংখ্যতত্ত্ব ১০-১১)

অবয়বশক্তিতে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম বিরাজিত আছে, তাহার বিষয় বলিতেছি। প্রকৃতির একটী অবয়বের নাম সত্ব এই সত্ব লঘুপ্রকাশ ও সুখশক্তিবিশিষ্ট; প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা ও সন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্যতঃ সুখাত্মক বলা হইল। আর একটী অবয়ব রজঃ। এই রজঃ গুরুলঘুর সমাবেশসাধক, উপষ্টম্ভক, বাধা ও বলের সমাবেশকারক, চলনশীল ও দুঃখাত্মক। ইহারও শোকাদি নানা ভেদ আছে। আর একটী অবয়ব তমঃ। এই তমঃ গুরু, আবরক, অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক এবং মোহরূপী। এই তমোগুণের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপে ইহা মোহাত্মক বলা হইয়াছে।

উক্ত গুণান্বিত তিন দ্রব্য যখন সমভাগে থাকে, তখন প্রকৃতি পদাভিধেয় ও বর্ণনার অতীত। বৈষম্য বা বিকৃত হইতে আরম্ভ হইলে প্রকৃতিতে সেই সেই ধর্ম্ম উদ্ভূত বা প্রব্যক্ত এবং বর্ণনীয় হইয়া থাকে। এই জন্য সত্বাদি দ্রব্যের ক্রমানুযায়ী অন্য নাম শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির ত্রিগুণতা-নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিযমন, লঘু, চল ও গুরু; এই সকল ধর্ম্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। এমন কি একটা সামান্য তৃণশরীরেও ঐ সকল গুণ অল্পাধিক পরিমাণে আছে। এইরূপ তারতম্যের কারণ গুণসংযোগের তারতম্য। জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার কারণ। প্রকৃতিই সকল জগতের কারণ, জগৎ তাহার কার্য্য। কারণে যাহা না থাকে, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না। গুণত্রয়ের কথিত প্রকার ধর্ম্মব্যতীত আরও কয়েকটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহা থাকাতে জগতের এত বিচিত্রতা। সে ধর্ম্ম অভিভাব্য ও অভিভাবক ভাব। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, খাট করে এবং সকলেই সকলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে—এই ভাব। সত্ব প্রবল হইলে যথা-সম্ভব রজ ও তমঃ অভিভূত হয়। তমঃ প্রবল হইলে সত্ব ও রজকে অভিভব করে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করার নাম অভিভাব্য অভিভাবক ভাব। সত্বাদি তিনগুণ সকলেই সকলের অভিভাব্য ও অভিভাবক অথচ পরস্পর পরস্পরের সহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। তমঃ আছে, সত্ব নাই, বা সত্ব আছে, তমঃ নাই, এইরূপ হয় না। তিন তিনেরই সহচর। সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণ বটে, কিন্তু সমত্রিগুণ নহে। সমান তিন গুণ জগদবস্থায় থাকে না। ন্যূনাধিক ভাবে থাকে বলিয়াই জগৎ এত বিচিত্র।

প্রকৃতির পরিণাম।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতি পরিণা-মিনী, প্রকৃতি পরিণতা না হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির সে অবস্থা মহাপ্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কিন্তু সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণা-মের বিরাম ছিল না। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দ্বিবিধ, সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপ-প্রচ্যুতি এ সকল কথা একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। মহা-প্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, তাহা সদৃশপরিণাম, সত্ব সত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে যে পরিণত হয়, তাহাকে সদৃশপরিণাম কহে। যখন বিসদৃশ-পরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই জগৎ রচনার আরম্ভ। জগৎ অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ-পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ-পরিণা-মের বিবরণ এই যে, মহৎ তন্মাত্র উৎপত্তি ও তাহারই স্থূলভূত প্রভৃতির ফলে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম।

উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত-নিয়মিত। অতিদূর অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত-নিয়মিত। স্বাভাবিক বা সহজজ্ঞানে যাহাকে অপরিণামী ভাবিতেছি, তাহাও প্রকৃতি পক্ষে অপরিণামী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে ঐ সকল প্রাকৃতিক জড় পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মৃদু ও সূক্ষ্ম। বস্তুর তীব্র পরিণাম অতি শীঘ্র অনুভূত হয়। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি মৃদু পরিণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের পরিণাম অনুভবগোচরে না আসিলেও যুক্তিগোচরে আইসে। মৃদু পরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার-দৃষ্টান্ত। তীব্র পরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদু-পরিণামের এত মৃদুতা আছে, যে, বহুশতাব্দীতে তাহার কিছু মাত্র উপলব্ধি হয় না।

প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, নবতা, মধ্যতা ও দৃঢ়তা ইত্যাদি। গত দিবস সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, আজ তাহার সে অবস্থা নাই, পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল এবং কপিলের সময়ে যেরূপ ছিল, আজ আমাদের সময়ে সেরূপ নাই, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব, পরিণামস্বভাবা প্রকৃতির ও তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্ব্বাচ্য পরিণামের কথা মনে মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার।

সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি জড়া, অস্বাধীনা অথচ জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী। এই সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধবাদিগণ

কহেন, জড়বস্তু আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না, যদিচ কখন কোন জড় স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না, তাহা হইলে তাহার সে প্রবৃত্তি অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাহীন। জ্ঞানশক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না। এরূপ সুকৌশলসম্পন্ন জগতের নির্ম্মাণ কি ইচ্ছাদি গুণশূন্য জড়স্বভাবা প্রকৃতি দ্বারা সম্ভবে? জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী হইলে এতদিন উহা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। হয়ত নিয়মিতরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদি পরিভ্রমণ করিত না। মানুষের পুত্র মানুষ এবং বৃক্ষের অঙ্কুর বৃক্ষ না হইয়া হয়ত একটা কিম্ভূত কিমাকার ঘটনা হইত। অতএব জগৎ বৈচিত্র দেখিয়া অনুমান করিতে হইবে যে, ইহার মূলে অব্যাহতেচ্ছ জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ কোন এক কর্তৃপুরুষ অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছেন। তিনিই প্রকৃতি দ্বারা সুনিয়মে জগৎসৃষ্টি এবং স্থিতি বিধান করিতেছেন।

ইহাতে কপিল বলেন, না,—রথ একটী অচেতন বস্তু, চেতনাবান্ পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিতরূপে গতিমান্ করে, অথবা সুবর্ণখণ্ড এক জড়দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন পরিণামিত করে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সেরূপ পরিমাপক বা প্রেরণকর্ত্তা কেহ নাই।. সেরূপ অধিষ্ঠাতার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাঁহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া তাহাকে পরিণামিত করিবার জন্য অন্য পৃথক্ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। অনাদি ও অনন্ত পুরুষগণই তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিজশক্তিই তাহার পরিণামের প্রযোজক।

ইহাতে কপিল বলেন—"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।"

যেমন সন্নিধানবশতঃ ইচ্ছাদি গুণহীন জড়স্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ সান্নিধ্যবশতঃ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের বিক্রিয়া উপস্থিত করে। সেইরূপ আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নিরিচ্ছ হইলেও এবং প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিতা হইলেও সন্নিধানবিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণামশক্তির উদয় হইয়া থাকে।

জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক আশঙ্কা। কেননা নিয়মিতরূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। দুগ্ধের দধিভিন্ন কর্দ্দম-পরিণাম হয় না।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সলিলবৎ প্রতি প্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ" মেঘ নির্ম্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও একরস। কিন্তু সেই এক ও একরসাত্মকজল পৃথিবীতে আসিয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ তাল ও তালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করিল, তাহা একরস হইল, নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল, তাহা অন্যরস হইল। অতএব একই জল যেমন কারণ-বিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে ও বিভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও অম্ল প্রভৃতি রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠ গুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্ব্বল গুণগুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা অকল্পনীয়।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ত্ব। ইহা সৃষ্টিপ্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। পূর্ব্বে গুণসমুদায়ের সাম্যভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে মূলপ্রকৃতি হইতে তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইয়াছে। মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র এই পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব। এই সকলতত্ত্ব প্রকৃত্যুৎপন্ন, সুতরাং জড়। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই সকল তত্ত্ব চারিশ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৩)

কোন তত্ত্ব কেবলই প্রকৃতি, অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে। কোন তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভয়াত্মক, প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। কোন কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ কোন তত্ত্বেরই প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি শব্দের অর্থ উপাদানকারণ, বিকৃতিশব্দের অর্থ কার্য্য। মূলপ্রকৃতি যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই। কেননা মূলপ্রকৃতি কারণজন্য হইলে সেই কারণও কারণান্তরজন্য। আবার সেই কারণও অপরকারণজন্য, ইত্যাদিরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। অতএব এই অনবস্থাদোষনিবারণের জন্য মূলপ্রকৃতির কোন কারণ নাই, অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব মূলপ্রকৃতি কেবলই প্রকৃতি, কাহারও বিকৃতি

নহে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী প্রকৃতি-বিকৃতি বা উভয়রূপ অর্থাৎ ইহারা কোনতত্ত্বের প্রকৃতি এবং কোন তত্ত্বের বিকৃতি। মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা মূলপ্রকৃতির বিকৃতি। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার-তত্ত্বের প্রকৃতি। উক্ত রূপে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। পঞ্চতন্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কারতত্ত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বান্তরের উপাদান বা আরম্ভক হয় না। সুতরাং উহারা প্রকৃতি নহে, কেবল বিকৃতি। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি জগতের মূল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই বিষয়ে বাদীদিগের বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা সকলে স্বীকার করেন না।

বৌদ্ধেরা অসদ্বাদী, তাহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। তাহারা বলেন,—বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইলে তবে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ভাবরূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে। বীজের প্রধ্বংসরূপ অভাবই অঙ্কুররূপ ভাবপদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্তদ্বারা সর্ব্বত্র অভাবই ভাবোৎপত্তির কারণ,—বৌদ্ধেরা এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন; কিন্তু ইহাতে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। বীজের প্রধ্বংসের পর অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য; কিন্তু বীজের নিরবয়ব বিনাশ হয় না, বীজ বিনষ্ট হয় বটে; কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব নষ্ট হয় না। ঐ ভাবভূত বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক। বীজাভাব (বীজের অভাব) অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে অভাব সর্ব্বস্থলে সুলভ বলিয়া সর্ব্বস্থলে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ নহে। ভাব-পদার্থই ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। বৌদ্ধদিগের অসদ্বাদের ন্যায় বৈদান্তিক বিবর্ত্তবাদও সাংখ্যাচার্য্যদিগের নিকট আদৃত হয় নাই। প্রকৃতির পরিণাম দ্বারাই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সাংখ্যাচার্য্যগণ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিবর্ত্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ :—

"স্বতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ॥"

বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা কি না অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা বিকার, আর বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং কার্য্যরূপ বস্তু আছে। কার্য্যজ্ঞান নির্ব্বস্তুক নহে। বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুগত্যা কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের দধিভাবোৎপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুসর্পের প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয়দোষ, সেইরূপ প্রপঞ্চপ্রতীতির কারণ অনাদি অবিদ্যারূপ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চও প্রতীয়মানমাত্র।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হইবার পর নৈপুণ্যসহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐরূপ বাধজ্ঞান কখনই হয় না। অতএব প্রপঞ্চ-প্রতীতি ভ্রমাত্মক ইহা বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি অনুসারে সাংখ্যাচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিণামবাদে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডল-রূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অত-এব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু হইতে বস্তুগত্যা ভিন্ন, ইহা বলা যাইতে পারে না। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক ঐ সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না, তাহার পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। অতএব কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে,—অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক অর্থাৎ পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ও অব্যক্তরূপে কার্য্য বিদ্যমান ছিল, কারকব্যাপার দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। এখন বুঝা যাইতেছে যে, সাংখ্যাচার্য্যেরা পরিণামবাদ অবলম্বন করায় সৎকার্য্যবাদই স্থির করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই সকল মত নিরাকরণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এইস্থলে সেই সকল বিষয় আলোচিত হইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই

জগতের মূলকারণ। যেমন বর্ত্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনল-বিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া অনলের সহিত রূপ-প্রকাশরূপ কার্য্য সম্পাদন করে এবং বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও যেমন মিলিত হইয়া শরীরধারণরূপ কার্য্যনির্ব্বাহ করে, সেইরূপ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও মিলিত হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। এই গুণত্রয় কোনও রূপ পরিণাম ভিন্ন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। জগতে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, পরিণাম-বৈষম্য তাহার হেতু। প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরম পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই সংহত বা মিলিত গুণত্রয় স্বরূপ। সুতরাং সুখ-দুঃখ মোহাত্মক। ইহারা পরার্থ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন সম্পাদনার্থ ইহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা, আসনাদি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদনুসারে সংঘাতমাত্রই পরার্থ ইহা স্থির করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি দুই প্রকার প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহার অসাধারণবৃত্তি বা ব্যাপার অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। বুদ্ধির ধর্ম্ম আটটী,—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহাদের প্রথম চারিটী সাত্ত্বিক এবং পরবর্ত্তী চারিটী তামস। মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব। অভিমান তাহার বৃত্তি। আমি ইহাতে শক্ত এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন-সম্পাদনের জন্য ইত্যাদিরূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। এই অহঙ্কার তিনপ্রকার—বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস ও ভূতাদি বা তামস। একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তন্মাত্রপঞ্চক তামস অহ-ঙ্কার হইতে উৎপন্ন; রাজস অহঙ্কার উভয়বর্গের উৎপত্তির সাহায্যকারীমাত্র। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং উহা উভয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই। কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহাদের কেহই মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটী যথাক্রমে চক্ষুরাদি পাঁচটী বুদ্ধী-ন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপার। বচন বা কথন, আদান বা গ্রহণ, বিহরণ বা গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ ও আনন্দ এই পাঁচটী যথা-ক্রমে বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনটী অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি দশটী বাহ্যকরণ। অন্তঃকরণ-ত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তির বিষয় বলা যাইতেছে। উহাদের সাধা-রণবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু।

তন্মাত্র সকল অতিসূক্ষ্ম, এই জন্য উহারা অবিশেষ। পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল এবং কেহ বিষাদকর বা গুরু। অতএব ইহারা বিশেষ নামে অভিহিত। বিশেষ সকলও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সূক্ষ্মশরীর, মাতাপিতৃজ বা স্থূলশরীর এবং তদতিরিক্ত মহাভূত।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই সকলের সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। ইন্দ্রিয় সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক, অতএব বিশেষ। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত; অতএব বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। প্রতি পুরুষের জন্য এক একটী শরীর পরিকল্পিত। পুরুষ এক একটী শরীর গ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে। যতদিন না পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গত্যাগ করিবে না। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক-খ্যাতি জন্মাইয়া আপনিই অপসৃত হইবে।

[পুরুষের বিশেষ বিবরণ পুরুষ শব্দে দেখ।]

যে সকল সৃষ্টির কথা বলা হইল, ইহা প্রকৃতির বিরূপ-পরিণামে হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির এইরূপ বিরূপ পরিণাম থাকিবে, ততদিন এই জগৎ থাকিবে। আবার যখন স্বরূপ-পরিণাম হইতে আরম্ভ হইবে, তখনই এই জগতের প্রলয় হইবে এবং যখন প্রলয় হইবে, তখন এইরূপ প্রণালীতে পদার্থ সকল কারণদ্রব্যে লীন হইবে। যে তত্ত্ব যে তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা তাহাতেই লীন হইবে। পঞ্চমহাভূত তাহার কারণসামগ্রী পঞ্চতন্মাত্র তাহাতে এবং পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে এবং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে সর্ব্বশেষে মহৎ প্রকৃতিতে লীন হইলে কেবল তখন মূল-প্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এইরূপ প্রকৃতির স্বরূপ ও বিরূপ-পরিণামে একবার জগতের উৎপত্তি আবার জগতের প্রলয় হইতেছে। [অন্যান্য বিষয় সাংখ্যদর্শন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রকৃতিজ (ত্রি) প্রকৃত্যা জায়তে জন-ড। ১ স্বভাবজ। প্রকৃতিরূপেণ জায়তে জন-ড। ২ প্রকৃতিস্বভাবরূপ সাংখ্যমত-সিদ্ধ সত্ত্বাদিগুণ।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" (গীতা ৩।৫)

প্রকৃতিধর্ম্ম (পুং) প্রকৃতের্ধর্ম্মঃ। সাংখ্যমতসিদ্ধ প্রকৃতির ধর্ম্ম-ভেদ। প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যাদি ধর্ম্মভেদ। [প্রকৃতি দেখ।]

প্রকৃতিপুরুষ (পুং) প্রধান পুরুষ।

"জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।" (মেঘদূত)
'প্রকৃতিপুরুষং প্রধানপুরুষং' (মল্লিনাথ)

প্রকৃতিভাব (পুং) স্বভাব।

প্রকৃতিমণ্ডল (ক্লী) প্রকৃতীনাং মণ্ডলং। ১ রাজ্যাঙ্গস্বামী ও অমাত্যাদি। ২ প্রজাসমুদয়, লোকসমূহ।

প্রকৃতিমৎ (ত্রি) প্রকৃতি-মতুপ্। প্রকৃতিবিশিষ্ট।

প্রকৃতিবৎ (অব্য) প্রকৃত্যা তুল্যং প্রকৃতি-বতি। ১ প্রকৃতিতুল্য, প্রকৃতিসদৃশ, ২ ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ আদিশ্যমান প্রকৃতিভূতের স্থানিবৎ কার্য্য।

প্রকৃতিস্থ (ত্রি) প্রকৃতি-স্থা-ক। ১ স্বীয়ভাবাপন্ন। ২ স্বাভাবিক।

প্রকৃতীশ (পুং) প্রকৃত্যাঃ ঈশঃ। প্রকৃতির অধিপতি।

প্রকৃত্যাদি (পুং) প্রকৃতিশব্দ আদির্যস্য। তৃতীয়ানিমিত্ত শব্দগণভেদ। 'প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া' প্রকৃত্যাদি শব্দের উত্তর সকল বিভক্তির অপবাদে তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। অর্থাৎ অন্য কোন বিভক্তি না হইয়া কেবল তৃতীয়াই হইবে। গণ যথা—প্রকৃতি, প্রায়, গোত্র, সম, বিষম, দ্বিদ্রোণ, পঞ্চক, সাহস্র। (পাণিনি) 'প্রকৃত্যা প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ' ইত্যাদি।

প্রকৃষ্ট (ত্রি) প্রকৃষ্যতে ইতি প্র-কৃষ-ক্ত। ১ প্রকর্ষযুক্ত। পর্য্যায়—মুখ্য, প্রমুখ, প্রবর্হ, বর্য্য, বরেণ্য, প্রবর, পুরোগ, অনুত্তর, প্রাগ্রহর, প্রবেক, প্রধান, অগ্রেসর, উত্তম, অগ্র, গ্রামণী, অগ্রণী, অগ্রিম, জাত্য, অগ্র্য, অনুত্তম, অনবরার্দ্ধ্য, প্রেষ্ঠ, পরার্দ্ধ্য, পর। (হেম)

"যদা প্রকৃষ্টা মন্যেত সর্ব্বাস্ত প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্ব্বীত বিগ্রহম্॥" (মনু ৭।১৭০)

২ আকৃষ্ট। (দেবীভাগ° ১।৯।৮২)

প্রকৃষ্টত্ব (ক্লী) প্রকৃষ্টতা, উৎকৃষ্টতা।

প্রকৃষ্য (ত্রি) প্র-কৃষ-কর্ম্মণি-ক্যপ্। যাহাকে ভূমি লগ্ন করিয়া আকর্ষণ করা হয়।

"উলূখলবুধ্নো যূপঃ প্রকৃষ্যঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৫।২৭)

'প্রকৃষ্যঃ দেশান্তরনয়নেন প্রকর্ষণীয়ঃ ভূমিসংলগ্নতয়া প্রেরণীয়ো ন তু উৎপাটনেনেতি।' (ভাষ্য)

প্রকৢপ্ত (ত্রি) প্র-কৢপ-ক্ত। ১ রচিত। ২ সম্ভূত।

প্রকৢপ্তি (স্ত্রী) প্র-কৢপ-ভাবে ক্তিন্। উপকৢপ্তি, বিদ্যমানতা। (কাত্যা° ১।৮।২২)

প্রকেত (ত্রি) প্র-কিত-ণিচ্-অচ্। ১ প্রকর্ষরূপে জ্ঞাপক। (ঋক্ ১।১১৩।১) ২ প্রকৃষ্টসুখসাধন অন্ন।

"প্রকেতেনাদিত্যেভ্য আদিত্যান্ জিম্ব।" (শুক্লযজু° ১৫।৬)
'প্রকেতেন প্রকর্ষেণ কং সুখমীয়তেঽনেনেতি প্রকেতমন্নং।' (বেদদীপ)

প্রকেতন (ক্লী) ১ অন্ন। ২ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপন।

প্রকোথ (পুং) প্র-কুথ-ভাবে ঘঞ্। ১প্রকৃষ্টপতন। ২ সংশোষ। (সুশ্রুত চি° ২২ অঃ) ৩ পূতিভাবাপন্ন, পচা।

প্রকোপ (পুং) প্র-কুপ-ঘঞ্। ১ অতিশয় কোপ। ২ জ্বরাদির উৎকটতা। ৩ ক্ষোভ। ৪ চাঞ্চল্য। (বৈদ্যকনি°) বাতাদির সংক্ষোভহেতু।

প্রকোপন (ক্লী) প্র-কুপ-ল্যুট্। ১ বর্দ্ধন। ২ রাগান, ক্রুদ্ধকরণ। ৩ অগ্ন্যাদির উদ্দীপন, চলিত আগুন উস্কান। ৪ ক্ষোভ, ৫ চাঞ্চল্য। (বৈদ্যকনি°) ৬ বাতাদির সংক্ষোভহেতু। বাতাদির সংক্ষোভের কারণকে প্রকোপ বা প্রকোপন কহে। সুশ্রুতে লিখিত আছে,—নিম্নোক্ত কারণে দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। বলবানের সহিত ব্যায়াম বা অতিরিক্ত ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, অধ্যয়ন, পতন, ধাবন, প্রপীড়ন, অভিঘাত, লঙ্ঘন, প্লবন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, গজ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহনে অথবা পদব্রজে গমন, কটু, কষায়, তিক্ত, বা রুক্ষদ্রব্য, লঘু অথবা শীতল তেজঃবিশিষ্ট দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, কোদ্দালক, কোরদূষক প্রভৃতি ধান্য এবং মুদ্গ, মসূর, অরহর ও কলাই এই সকল দ্রব্যভোজন, অনশন, বিপরীত ভোজন, অধিক ভোজন এবং বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, ছর্দ্দি, হাঁচি, উদ্গার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগধারণ, এই সকল কারণে বায়ুর প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীতলবায়ু প্রবহনকালে, ঘর্ম্মনিবারণ সময়ে, প্রতিদিন প্রভাত ও অপরাহ্ণকালে এবং অন্ন পরিপাক হইয়া যাইলে বায়ুর প্রকোপ হয়।

ক্রোধ, শোক, ভয়, চিন্তা, উপবাস, অগ্নিদাহ, মৈথুন, উপগমন, অথবা কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিলতৈল, পিণ্যাক, কুলত্থ, সর্ষপ, মসিনাশাক, গোধা, মৎস্য, ছাগ বা মেষমাংস, দধি, তক্র, দধিমস্ত, ছানা, কাঁজি, সুরা বা কোনরূপ সুরার বিকৃতি ও অম্লরসবিশিষ্ট ফল, ঘোল এবং রৌদ্রের উত্তাপ এই সকল দ্বারা পিত্তের প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ উষ্ণক্রিয়া করিলে, বা উষ্ণকালে, মেঘের অবসানে, মধ্যাহ্নকালে বা অর্দ্ধরাত্রে এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের সময় পিত্তের প্রকোপ হয়।

দিবানিদ্রা, শ্রমের অভাব, মধুর রস, অম্লরস, লবণরস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, দ্রববস্তু, হৈমন্তিক ধান্য, যব, মাষ, গোধূম, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশর, পায়স, ইক্ষুবিকার, মাংস, মৃণাল, কেশুর, শৃঙ্গাটক, মধুররসবিশিষ্ট অলাবু ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি [illegible]ফল, সম্যক্‌ভোজন বা অতিরিক্ত ভোজন এই সকল দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ শীতক্রিয়া করিলে শীত ও বসন্ত ঋতুতে এবং প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে এবং আহার করিবামাত্র শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। (সুশ্রুত সূ° ২১ অঃ)

(আত্রেয়সংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রকোপনীয় (ত্রি) প্র-কুপ-ণিচ্ অনীয়র্। প্রকোপনের যোগ্য, প্রকোপনার্হ।

প্রকোপিত (ত্রি) প্র-কুপ-ণিচ্-ক্ত, বা প্রকোপঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। রাগান।

প্রকোপিতৃ (ত্রি) প্র-কুপ-ণিচ্-তৃণ্। প্রকোপক, প্রকোপনকারী।

প্রকোষ্ঠ (পুং) প্রকুষ্যতেঽনেনেতি প্র-কুষ-নিষ্কর্ষে (উষিকুষীতি। উণ্ ২।৪) ইতি স্থন্। ১ কূর্পরের অধোভাগস্থিত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। ২ দ্বারের অংশবিশেষ, দ্বারের পার্শ্বগৃহ, মহল। "ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে প্রমথ্যমানার্ণবধীরনাদিনীম্॥" (রঘু ৩।৫৯)

প্রকৃথর (পুং) প্রখর পৃষোদরাদিত্বাৎ বা প্র-ক্ষর-অচ্ বা। ১ অশ্বসন্নাহ, অশ্বকবচ। (শব্দমালা) ২ কুক্কুর। ৩ অশ্বতর। (ত্রি) ৪ অত্যন্ততীব্র। (ত্রিকাণ্ড) শব্দমালা ও ত্রিকাণ্ডশেষে 'প্রকৃথর ও প্রক্ষর' এই দুইরূপই পাঠ ধৃত হইয়াছে।

প্রক্রন্তৃ (ত্রি) প্র-ক্রম-তৃচ্। উপক্রমকর্ত্তা, আরম্ভকর্ত্তা।

প্রক্রম (পুং) প্র-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। ১ ক্রম। ২ অবসর। ৩ অতিক্রম। ৪ প্রথমারম্ভ, পর্য্যায়—উপক্রম।
"পূর্ব্বজৈরপি হি প্রাচী প্রক্রমেণ জিতা দিশঃ।
গঙ্গোপকণ্ঠে বাসশ্চ বিহিতো হস্তিনাপুরে॥" (কথাসরিৎ ১৮।৬৩)

প্রক্রমণ (ক্লী) প্র-ক্রম-ল্যুট্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্রমণ। ২ প্রক্রম।

প্রক্রমভঙ্গ (পুং) প্রক্রমস্য ভঙ্গঃ। সাহিত্যদর্পণোক্ত দোষভেদ। এক নিয়মে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া অন্য নিয়মে বর্ণনা করিলে এই দোষ হয়। [ভগ্নপ্রক্রমতা দেখ।]

প্রক্রান্ত (ত্রি) প্র-ক্রম-ক্ত। প্রকরণস্থ, প্রকরণপ্রাপ্ত। ২ আরব্ধ।
"আতিষ্ঠদ্গু জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবম্।" (ভট্টি ৪।১১)

প্রক্রামণি, ভোজবিদ্যা বা ভৌতিকবিদ্যার প্রকরণবিশেষ। (দিব্যাবদান ৬৩৬।২৭)

প্রক্রিয়া (স্ত্রী) প্র-কৃ-শ। ১ প্রকরণ। ২ নৃপাদির চামরব্যজন এবং ছত্রধারণ প্রভৃতি ব্যাপার। পর্য্যায়—অধিকার, অধীকার, নিয়তবিধি। (শব্দরত্না) ৩ প্রকৃষ্টকার্য্য।
"নোচ্ছিতং সহতে কশ্চিৎ প্রক্রিয়া বৈরকারিকা।
শুচেরপি হি যুক্তস্য দোষ এব নিপাত্যতে॥" (ভার° ১২।১১১।৫৮)
৪ শব্দপ্রয়োগাবস্থা। ৫ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি। (গৌতমসূ° ৫।১।১৬)

প্রক্রীড় (পুং) প্রকৃষ্ট ক্রীড়ন।
"নেন্দ্রং প্রক্রীড়েন মরুতোবলেন।" (শুক্ল যজুঃ ৩৯।৭)
"প্রকৃষ্টং ক্রীড়নং প্রক্রীড়ঃ তেনেন্দ্রং দেবং।' (মহীধর)

প্রক্রীড়িন্ (ত্রি) প্র-ক্রীড়-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে ক্রীড়াযুক্ত।
'বৎসাসো ন প্রক্রীড়িনঃ পয়োধাঃ।" (ঋক্ ৭।৫৬।১৬)
'প্রক্রীড়িনঃ প্রকর্ষেণ ক্রীড়মানাঃ' (সায়ণ)

প্রক্রোশ (পুং) আক্রোশ।

প্রক্লিন্ন (ত্রি) প্র-ক্লিদ-ক্ত। ১ তৃপ্ত। (জটাধর) ২ প্রকৃষ্টরূপে ক্লেদযুক্ত, বহুক্লেদযুক্ত।

প্রক্লিন্নবর্ত্মন্ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ, ক্লিন্নবর্ত্ম রোগ। ইহার লক্ষণ—নেত্রবর্ত্মের বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া তাহার উপান্ত অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম কহে। (ভাবপ্র°)

প্রক্লেদ (পুং) প্র-ক্লিদ-ঘঞ্। আর্দ্রতা।

প্রক্লেদন (ক্লী) আর্দ্রকরণ, ভিজন।

প্রক্লেদবৎ (ত্রি) প্রক্লেদ-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। প্রক্লেদযুক্ত, প্রক্লিন্ন।

প্রক্লেদিন্ (ত্রি) প্রক্লেদ-অস্ত্যর্থে-ইনি। প্রক্লেদযুক্ত।

প্রক্বণ (পুং) ক্বণ-শব্দে, (ক্বণোবীণায়াঞ্চ। পা ৩।৩।৬৫) ইতি-অপ্। ১ বীণাধ্বনি। পর্য্যায়—প্রক্বাণ, নিক্বণ, নিক্বাণ, উপক্বাণ, উপক্বণ। (ভরত) ২ শব্দ।

প্রক্বাণ (পুং) প্র-ক্বণ-ঘঞ্। প্রক্বণ।

প্রক্ষয় (পুং) প্র-ক্ষি-অপ্। নাশ।
"গমিতাঃ প্রক্ষয়ং কেচিৎ ত্রিদশৈর্দানবা রণে।" (হরিবংশ)

প্রক্ষয়ণ (ত্রি) বিনাশন।

প্রক্ষর (পুং) প্রকর্ষেণ ক্ষরতি সঞ্চলতীতি প্র-ক্ষর-অচ্। অশ্বসন্নাহ, অশ্বকবচ। (হেম)

প্রক্ষরণ (ক্লী) প্র-ক্ষর-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরণ। "প্রস্রবে দুহ্যমানায়া গোর্বৎসঃ পয়ঃপ্রক্ষরণার্থং" (মনুটী° কুল্লূক ৫।১৩০)

প্রক্ষাল (ত্রি) প্রক্ষালয়তি ক্ষালি-অচ্। শোধক প্রায়শ্চিত্ত।
"পরিপৃষ্টিকা বৈষসিকান্তপ্রক্ষালাস্তথৈব চ।"(ভারত আশ্ব° ৯২ অঃ)
'অপ্রক্ষালাঃ নিষ্পাপতয়া শোধকহীনাঃ' (নীলকণ্ঠ)

প্রক্ষালন (ক্লী) প্র-ক্ষালি-ল্যুট্। ধাবন, মার্জ্জন।
"ধর্ম্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্॥" (হিতোপদে° ১ পরি°)

প্রক্ষালনীয় (ত্রি) প্র-ক্ষালি-অনীয়র্। প্রক্ষালনের যোগ্য।

প্রক্ষালিত (ত্রি) প্র-ক্ষালি-ক্ত। ১ ধৌত। ২ মার্জ্জিত।

প্রক্ষাল্য (ত্রি) প্র-ক্ষালি-যৎ। প্রক্ষালনীয়।

প্রক্ষিপ্ত (ত্রি) প্র-ক্ষিপ্-ক্ত। ১ নিক্ষিপ্ত। ২ বিন্যস্ত। ৩ অন্তর্নিবেশিত।

প্রক্ষেপ (পুং) প্র-ক্ষিপ-ঘঞ্। ঔষধাদিতে ক্ষেপণীয় দ্রব্য। কল্কে ইহার মাত্রা কর্ষপরিমাণ।
"প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ কাথ্যাৎ স্নেহে কল্কসমো মতঃ।
ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং ধাতুপিত্তকফার্ত্তিষু॥
ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা।
মাত্রা ক্ষৌদ্রঘৃতাদীনাং স্নেহে কাথে চ চূর্ণবৎ॥" (বৈদ্যকপরি°)

২ বিক্ষেপ। "সমিৎপ্রক্ষেপান্তং কর্ম্ম কৃত্বা" (ভবদেবভট্ট) ৩ প্রহরণ।

"পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ॥" (ভাগ° ৪।২৯।১৯)

৪ যৌথ ব্যবসায়ে মূলধনের কথক অংশ।

প্রক্ষেপণ (ক্লী) প্র-ক্ষিপ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ক্ষেপণ। নিক্ষেপণ।

"অর্দ্ধপ্রক্ষেপণাৎ বিংশং ভাগং শুল্কং নৃপো হরেৎ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৪)

অর্ণবপোতাদির পরিচালন। (দিব্যা° ৩৩৪।১২)

প্রক্ষেপিন্ (ত্রি) প্রক্ষেপ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রক্ষেপযুক্ত।

প্রক্ষেপ্তব্য (ত্রি) প্র-ক্ষিপ-তব্য। প্রক্ষেপণীয়, প্রক্ষেপের যোগ্য।

প্রক্ষেপ্য (ত্রি) প্র-ক্ষিপ-যৎ। প্রক্ষেপযোগ্য।

প্রক্ষোভণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে ক্ষোভন।

প্রক্ষ্বেড়ন (পুং) প্রক্ষ্বেড়য়তীতি প্র-ক্ষ্বিড়-অব্যক্তশব্দে-ল্যু। নারাচ। স্ত্রিয়াং টাপ্। নারাচ। (অমরটীকা ভগীরথ)

প্রক্ষ্বেদন (পুং) প্রক্ষ্বেদতীতি প্র-ক্ষ্বিদ-অব্যক্তশব্দে, ল্যু। নারাচ। স্ত্রিয়াং টাপ্। নারাচ। (অমরটীকা ভগীরথ)

প্রখর (পুং) প্রকৃষ্টঃ খরঃ। ১ হয়সন্নাহ, অশ্বসজ্জা। ২ অশ্বতর। ৩ কুকুর। (ত্রি) ৪ অত্যন্ত খর, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, তীব্র।

প্রখাদ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে খাদিতা, খাদক। "সুপ্রবস্তা প্রখাদঃ পৃক্ষো" (ঋক্ ১।১৭৮।৪) 'প্রখাদঃ প্রকর্ষেণ খাদিতা' (সায়ণ)

প্রখ্য (ত্রি) প্রখ্যাতীতি প্র-খ্যা-খ্যাতৌ-ক। উত্তরপাদে তুল্যার্থবাচক।

'স্যুরুত্তরপদে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমো নিভঃ।' (হেম) ২ শ্রেষ্ঠ।

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।

যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মনমাত্মনি ॥" (ভারত ১২।২০৪।৮)

প্রখ্যা (স্ত্রী) প্র-খ্যা-ভাবে-অঙ্। ১ বিখ্যাতি। ২ উপমা। বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপাদে এই শব্দ থাকিলে উপমাযুক্ত অর্থ হইয়া থাকে। যথা—'বজ্রপ্রখ্য' ইত্যাদি।

প্রখ্যাত (ত্রি) প্র-খ্যা-ক্ত। প্রকৃষ্ট খ্যাতিযুক্ত। বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। "যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাস্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।"(মুগ্ধবোধ)

প্রখ্যাতবপ্তৃক (পুং) প্রখ্যাতো বপ্তা জনয়িতা যস্য, 'নদ্যৃতশ্চেতি' কপ্। বিখ্যাতপিতৃক, যাহার পিতা সুবিখ্যাত।

'স্যাদামুষ্যায়ণোঽমুষ্যপুত্রঃ প্রখ্যাতবপ্তৃকঃ।' (হেম)

প্রখ্যাতি (স্ত্রী) প্র-খ্যা-ক্তিন্। প্রকৃষ্টকীর্ত্তি, বিখ্যাতি।

প্রখ্যাস্ (পুং) প্র-চক্ষ-অসি, 'বহুলং শিচ্চ' ইত্যুক্তের্ন শিৎ। প্রজাপতি। (উজ্জ্বল)

প্রগণ্ড (পুং) প্রত্যাসন্নো গণ্ডোগ্রন্থির্যস্য। কূর্পরোপরি কক্ষপর্য্যন্তভাগ, কনুই অবধি স্কন্ধপর্য্যন্ত বাহুভাগ।

প্রগণ্ডী (স্ত্রী) প্রগণ্ড-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বহিঃপ্রাকার, দুর্গের প্রাকার ভিত্তিতে বীরদিগের উপবেশনস্থান।

"সঞ্চারো যত্র লোকানাং দূরাদেবাববুধ্যতে।

প্রগণ্ডী সা চ বিজ্ঞেয়া বহিঃপ্রাকারসংজ্ঞিতা ॥

প্রণিধিস্তত্র যত্নেন কর্ত্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা।

স এবাকাশরক্ষীতি হ্যচ্যতে শস্ত্রকোবিদৈঃ ॥"

(ভারত ১২।৬৯।৪৩ টীকা ধৃতবাক্য)

যেখানে অবস্থিত হইয়া দূর হইতে লোকসমূহের বিবরণ অবগত হওয়া যায়, তাহাকে প্রগণ্ডী কহে।

প্রগতজানু (ত্রি) প্রগতে সংশ্লিষ্টে জানুনী যস্য। অসংহতজানুক, যাহার জানুর মধ্যে মহৎ অন্তরাল আছে। চলিত পা-ফারাক লোক। পর্য্যায়—প্রজ্ঞু, প্রজ্ঞ, প্রগতজানুক।

প্রগন্ধ (পুং) প্রকৃষ্টো গন্ধোঽস্য। পর্পট। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগন্ধযুক্ত।

প্রগম (পুং) প্র-গম-অপ্। প্রগমন।

প্রগমন (ক্লী) প্র-গম-ল্যুট্। ১ দূরে গমন। ২ বিবাদ, ঝকড়া।

প্রগমনীয় (ত্রি) প্র-গম-অনীয়র্। গমনের যোগ্য।

প্রগর্জ্জন (ক্লী) অতি গর্জ্জন, ভীষণ শব্দ।

প্রগর্দ্ধিন্ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে অভিকাঙ্ক্ষাযুক্ত। "ন বেরন্থ বাতি প্রগর্দ্ধিনঃ" (ঋক্ ৪।৪০।৩) 'প্রগর্দ্ধিনঃ প্রকর্ষেণাভিকাঙ্ক্ষতঃ' (সায়ণ)

প্রগল্‌ভ (ত্রি) প্রগল্‌ভতে ইতি প্র-গল্‌ভ-ধার্ষ্ট্যে পচাদ্যচ্। ১ প্রত্যুৎপন্নমতি, পর্য্যায়—প্রতিভাম্বিত।

"প্রজ্ঞাপ্রগল্‌ভং কুরুতে মনুষ্যং রাজা কৃশান্ বৈ কুরুতে মনুষ্যান্ ॥"

(ভারত ১২।৬৮।৫৮)

২ উদ্ধত। ৩ নির্লজ্জ। ৪ দাম্ভিক। ৫ অক্ষুব্ধ। ৬ সমর্থ। ৭ দৃঢ়। ৮ প্রধান। ৯ নির্ভীক। ১০ সাহসী। ১১ উৎসাহী। ১২ অবিনীত।

প্রগল্‌ভ, কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় জনৈক রাজা। বৃষধ্বজের পুত্র। কেহ কেহ ইহাকে প্রগর্ভ নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

প্রগল্‌ভ আচার্য্য, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। পিতার নাম নরপতি; মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। ইনি শুভঙ্কর নামেও পরিচিত। তত্ত্বচিন্তামণিটীকা, শ্রীদর্পণখণ্ডন নামে খণ্ডনখাদ্যটীকা, উপমানখণ্ড, ন্যায়মতখণ্ডন ও প্রমাণখণ্ডন নামে কএকখানি গ্রন্থ ইহার রচিত।

২ অপর একজন পণ্ডিত। বিদ্যার্ণব নামে একখানি গ্রন্থরচয়িতা। ইনি বিষ্ণুশর্ম্মার শিষ্য।

প্রগল্‌ভতা (স্ত্রী) প্রগল্‌ভস্য ভাবঃ 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি তল্। প্রাগল্‌ভ্য, পর্য্যায়—উৎসাহ, অভিযোগ, উদ্যম, প্রৌঢ়ি, উদ্যোগ, কিয়দেতিকা, অধ্যবসায়, ঊর্জ্জ। (হেম) ইহার লক্ষণ—

"নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা।" (উজ্জ্বলনীলমণি)
প্রয়োগবিষয়ে নির্ভীকতার নাম প্রগল্ভতা।
"আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা॥" (কুমার ৬।৩২)
২ ঔদ্ধত্য। ৩ নির্লজ্জতা। ৪ প্রতিভা। ৫ অধ্যবসায়। ৬ অক্ষোভ। ৭ দম্ভ, অহঙ্কার। ৮ সামর্থ্য। ৯ প্রাধান্য। ১০ কার্য্যে নির্ভয়তা। ১১ সাহস।

প্রগল্ভা (স্ত্রী) প্রগল্ভতে ধৃষ্টা ভবতীতি প্র-গল্ভ-ধার্ষ্ট্যে পচাদিত্বাদচ্, ততষ্টাপ্। নায়িকাভেদ।
"স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা।
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্ভাক্রান্তনায়কা॥" (সাহিত্যদ° ৩।১০১)
কামান্ধা, পূর্ণ-যৌবনা, সকল প্রকার রতিবিষয়ে অভিজ্ঞা, ভাবোন্নতা এবং অল্পলজ্জাযুক্তা ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রগল্ভা নায়িকা কহে।
রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—সকল-প্রকার কেলিকলাপ-বিষয়ে বিদুষী হইলে তাহাকে প্রগল্ভা কহে। ইহার চেষ্টা রতিপ্রীতি এবং আনন্দহেতু আত্মসংমোহ। * এই নায়িকা মানাবস্থায় ত্রিবিধ,—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। [ইহার বিশেষ বিবরণ নায়িকাশব্দে দেখ।]

প্রগল্ভিত (ত্রি) প্রগল্ভযুক্ত।

প্রগাঢ় (ত্রি) প্রকর্ষেণ গাহ্যতে স্মেতি প্র-গাহ-ক্ত (যস্য বিভাষা। পা ৭।২।১৫) ইতি ন ইট্। ভৃশ, কৃচ্ছ্র, অধিক, অতিশয়।
"অহমিন্দ্রাদ্দৃঢ়াং মুষ্টিং ব্রহ্মণঃ কৃতহস্ততাং।
প্রগাঢ়ে তুমুলং চিত্রমভ্যশিক্ষং প্রজাপতেঃ॥" (ভারত ৪।৫৯।২৬)
২ দৃঢ়, কঠিন। ৩ নিবিড়, ঘন।

প্রগাতৃ (ত্রি) প্র-গৈ-তৃচ্। উত্তম গায়ক।
"ততো গোপাঃ প্রগাতারঃ কুশলা নৃত্যবাদিতে।"
(ভারত ৩।২৩৯।৮)

প্রগাথ (পুং) প্র-গ্রন্থ বাহু° আধারে ঘঞ্। 'ছন্দসঃ প্রগাথেষু' ইতি নির্দ্দেশাৎ নিপাতনাৎ নরয়োর্লোপে উপধাবৃদ্ধিঃ। বেদে যেথানে দুইটী ঋক্ তিনটী করা হয়, সেই অর্থ, অর্থাৎ যে স্থলে দুইটী ঋক্ তিনটী করা হয়, তাহাকে প্রগাথ কহে। সামসংহিতাভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।
২ প্রগাথরূপে ধ্যেয় মন্ত্র।
"প্রগাথা যে যজামহাঃ।" (শুক্লযজু ১৯।২৪)
'প্রগাথাঃ প্রগাথরূপত্বেন ধ্যেয়াঃ।' (মহীধর)

প্রগাদ্য (ক্লী) প্র-গদ-ণ্যৎ। প্রকৃষ্টরূপে গদনীয় অর্থাৎ কথনীয়। গদধাতু উপসর্গ পূর্ব্বক না হইলে বিশেষ সূত্রানুসারে যৎ হইত। (গদমদচরযমশ্চানুপসর্গে। পা ৩।১।১০০)

প্রগামিন্ (ত্রি) প্র-গম-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে গমনশীল।
"স্থিতং প্রগামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাঞ্জলিম্।" (রামা ২।৩১।৯)

প্রগায়িন্ (ত্রি) প্র-গা-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে গায়ক।

প্রগাহন (ক্লী) প্র-গাহ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে অবগাহন, মজ্জন।

প্রগীতি (স্ত্রী) প্র-গা-ক্তিন্। প্রকৃষ্টরূপে গীতিভেদ।

প্রগুণ (ত্রি) প্রকর্ষেণ গুণো যত্র। ১ ঋজু। ২ প্রকৃষ্টগুণযুক্ত। ৩ অনুকূল। ৪ দক্ষ, কার্য্যকুশল।
"শ্রমজয়াৎ প্রগুণাশ্চ করোত্যসৌ তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ।"
(রঘু ৯।৪৯)

প্রগুণিন্ (ত্রি) প্রগুণ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রকৃষ্ট গুণশালী।
"আবাং ভবতি বংস্যাবঃ কঞ্চিৎ কালং হিতায় তে।
যথাবৎ পৃথিবীপাল! আবয়োঃ প্রগুণীভব॥"
(ভারত ১২।১০৫২ শ্লো°)

প্রগুণ্য (ত্রি) কার্য্যকুশল।

প্রগৃহীত (ত্রি) প্র-গ্রহ-ক্ত। ১ প্রকৃষ্টরূপে গৃহীত। যাহা ভালরূপে গ্রহণ করা হয়। ২ সমুচ্চ। (দিব্যাবদান)

প্রগৃহ্য (ত্রি) প্র-গৃহ্যতে ইতি প্র-গ্রহ-ক্যপ্ (পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ। পা ৩।১।১১৯) ক্যপ্ ততঃ (গ্রহিজ্যেতি। পা ৬।১।১৬) সম্প্রসারণম্। সন্ধিরহিতপদ, ব্যাকরণোক্ত স্বরসন্ধিরাহিত্য যোগ্য পদভেদ। (ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্। পা ১।১।১১)
দ্বিবচন সম্বন্ধীয় ঈৎ, ঊৎ, এৎ, ইহাদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। অর্থাৎ প্রগৃহ্য বলিলে দ্বিবচন সম্বন্ধীয় ঈৎ, ঊৎ ও এৎ বুঝাইবে। ২ স্মৃতি। ৩ বাক্য। 'আপ্রগৃহ্যঃ স্মৃতৌ বাক্যে।' (অমর)

প্রগে (অব্য) প্রকর্ষেণ গীয়তেঽত্রেতি প্র-গৈ-কে। প্রাতঃ, প্রভাত। "ইত্থং রথাশ্বেভনিষাদিনাং প্রগে
গণো নৃপাণামথ তোরণাদ্বহিঃ।" (মাঘ ১২।১)

প্রগেতন (ত্রি) প্রগে প্রাতর্ভব ইতি প্রগে (সায়ঞ্চিরমিতি। পা ৪।৩।২৩) ইতি ট্যু তুট্ চ। প্রগেভব, প্রাতর্ভব, পর্য্যায়—স্বস্তন। (রাজনি°)

প্রগেনিশা (ত্রি) প্রগে প্রাতঃকালো নিশেব স্বাপহেতুর্যস্য। প্রাতঃকালশায়ী। যাহারা প্রাতঃকালে শয়ন করে।

---

* "রতিপ্রীতিঃ—সংস্পৃশ্য স্তনমাকলয্য বদনং সংশ্লিষ্য কণ্ঠস্থলং
নিষ্পীয়াধরবিম্বমম্বরমপাকৃষ্য ব্যুদস্যালকং।
দেবস্যাম্বুজিনীপতেঃ সমুদয়ং জিজ্ঞাসমানে প্রিয়ে
বামাক্ষী বসনাঞ্চলৈঃ শ্রবণয়োর্নীলোৎপলং নিহ্নুতে।
আনন্দাদাত্মসংমোহঃ—নখাঙ্কিতমুরঃস্থলেঽধরতলে রদস্য ক্ষতং
চ্যুতা বকুলমালিকা বিগলিতা চ মুক্তাবলী।
রতান্তসময়ে ময়া সকলমেতদালোচিতং
স্মৃতিঃ ক চ পতিঃ ক চ ক চ তথালিশিক্ষাবিধিঃ" (রসমঞ্জরী।)

"উৎসৃষ্ট্যশাগ্নিনশ্চাসন্ সর্ব্বে চাসন্ প্রগেনিশাঃ।"

(ভারত শান্তিপর্ব্ব ২২৮ অঃ)

প্রগেশয় (ত্রি) প্রগে শেতে শী-অচ্। প্রাতঃশায়ী, প্রাতঃকালে যাহারা শয়ন করে।

প্রগ্রথন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে গ্রথন।

প্রগ্রহ (পুং) প্রগৃহ্যতে ইতি প্রগৃহ্ণাত্যনেনেতি বা (গ্রহবৃ-দৃ-নিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি ঘঞ্, ভাবপক্ষে অপ্। ১ তুলা-সূত্র, নিক্তি প্রভৃতির দড়ী। ২ অশ্বাদির রশ্মি। ৩ বন্দী। ৪ নিয়মন। ৫ ভুজ। ৬ রশ্মি।

"ইন্দোঃ প্রাচ্যাং ভবতি তরণেঃ প্রগ্রহঃ কিং প্রতীচ্যাং।"

(গোলাধ্যায় ৮ অঃ)

৭ সুবর্ণালু মহীরুহ। (মেদিনী) ৮ কর্ণিকারবৃক্ষ। (রাজনি°) প্র-গ্রহ ভাবে অপ্। ৯ ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়দমন।

"ব্যগো হি কেবলং তস্য প্রগ্রহো বাহুগোচরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চিত্তং রক্ষ জনার্দ্দন॥" (হরিব° ভ° ৮।৩৮)

১০ ধারণ। (হরিবং ভ° ২২।৪) ১১ অবলম্বন। ১২ বিষ্ণু।

"প্রগ্রহো নিগ্রহো ব্যগ্রোহনেকশৃঙ্গো গদাগ্রজঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৯৪)

'ভক্তৈরুপাহৃতং পত্রপুষ্পাদিকং প্রগৃহ্ণাতীতি প্রগ্রহঃ।' (ভাষ্য)

(ত্রি) ১৩ প্রকৃষ্টাধিষ্ঠানাদি।

"তামার্য্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রগ্রহাং সভাং।
দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রাং নিশামিব॥" (রামায়ণ)

'প্রগ্রহা প্রকৃষ্টৈর্বশিষ্ঠাদির্বিগ্রহো অধিষ্ঠানং যস্যাং সা।' (তট্টীকা)

১৪ উদ্যতবাহু।

"এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ।" (রামা° ৭।৯৫।১৪)

১৫ সুবর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

প্রগ্রাহ (পুং) প্রগৃহ্যতে ইতি প্র-গ্রহ (প্রবণিজাং। পা ৩।৩।৫২। 'রশ্মৌচ।' পা ৩।৩।৫৩) ইতি চ ঘঞ্। প্রগ্রহশব্দার্থ। (প্রে লিপ্সায়াং। পা ৩।৩।৪৬) ইতি ঘঞ্। প্রগ্রহণ।

'পাত্রপ্রগ্রাহেণ চরতি ভিক্ষুঃ।' (সিদ্ধান্তকৌ°)

প্রগ্রীব (পুং, ক্লী) প্রকৃষ্টা গ্রীবাকৃতিরস্য। ১ গৃহাদিতে প্রান্তধার্য্য দারুপংক্তি। ২ বাতায়ন। ৩ সুখশালা। ৪ অশ্বশালা। ৫ দ্রুমশীর্ষক, বৃক্ষশীর্ষক। (ত্রি) ৬ প্রকৃষ্ট গ্রীবান্বিত।

প্রঘটক (ত্রি) ঘটনাকারী।

প্রঘটাবিদ্ (ত্রি) প্রঘটাং আড়ম্বরং বেত্তীতি। শাস্ত্রগণ্ড। শাস্ত্রাভিজ্ঞ। (ত্রিকাণ্ড)

প্রঘট্টক (পুং) প্র-ঘট্ট-ণ্বুল্। একার্থপ্রতিপাদনার্থ গ্রন্থাবয়ব-ভেদ। (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য) ২ সংযোজক।

প্রঘণ (পুং) প্রবিশদ্ভির্জনৈঃ পাদৈঃ প্রকর্ষেণ হন্যতে ইতি প্র-হন-(অগারৈকদেশে প্রঘণঃ প্রঘাণশ্চ। পা ৩।৩।৭৯) কর্ম্মণি অপ্, ণত্বঞ্চ। বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠক, চলিত গাড়ীবারাণ্ডা। পর্য্যায়—প্রঘণ, অলিন্দ, আলিন্দ। (ভরত) ২ তাম্রকুম্ভ। ৩ লৌহ-মুদ্গর। (মেদিনী) ৪ গৃহাভ্যন্তরশয্যার্থ পিণ্ডিকা।

'প্রঘাণপ্রঘণালিন্দা দ্বারবাহ্যপ্রকোষ্ঠকে।
গৃহাভ্যন্তরশয্যার্থপিণ্ডিকায়ামপি ত্রয়ম্॥' (শব্দরত্না°)

প্রঘন (পুং) প্রকর্ষেণ হন্যতে ইতি প্র-হন-অপ্ বা ণত্বং। প্রঘণ।

প্রঘস (পুং) প্রকর্ষেণ অত্তীতি প্র-অদ-অপ্। (ঘঞপোশ্চ। পা ২।৪।৩৮) ইতি ঘস্লাদেশঃ। ১ অসুর। ২ দৈত্য। ৩ রাক্ষস-ভেদ। "পর্ব্বণঃ পূতনো জম্ভঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ। প্ররুজশ্চারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ॥" (ভারত ৩।২৮৪।২)

৪ প্রকৃষ্ট ভোজন। (ত্রি) ৫ অস্মর। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৬ কুমারানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত সভাপ° ৪৭ অঃ)

প্রঘাণ (পুং) প্রহন্যতে ইতি প্র-হন-অপ্ পক্ষে বৃদ্ধিশ্চ। (পা ৩।৩।৩৯) প্রঘণ।

"নম্রতি ভগবানস্তোজস্তানিবন্ধনবান্ধবঃ।
কিমপি মঘবৎ প্রাসাদস্য প্রঘাণমুপন্নতাম্॥" (নৈষধ ১৯।১১)

প্রঘাত (পুং) প্রকর্ষেণ হন্যতে যত্রেতি প্র-হন-ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (হেম)

প্রঘান (পুং) প্র-হন-অপ্ বৃদ্ধঞ্চ পক্ষে ন ণত্বং। প্রঘাণ।

প্রঘাস (পুং) প্র-ঘস্-ঘঞ্। প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষণীয় হবিরাদি। ২ বরুণপ্রঘাস, চাতুর্ম্মাস্য যাগভেদ।

প্রঘাসিন্ (ত্রি) প্রঘাসযুক্ত মরুদ্গণ, প্রঘাসযজ্ঞযুক্ত।

"প্রঘাসিনো হবামহে।" (শুক্লযজু° ৩।৪৪) 'প্রঘাসিন প্রকর্ষেণ ঘস্যতে ভক্ষ্যতে ইতি প্রঘাসো হবির্বিশেষঃ স এষা-মস্তীতি তান্ প্রঘাসিনঃ এতন্নামকান্' (বেদদীপ)

প্রঘাস্য (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষণীয়।

প্রঘুণ (পুং) প্র-ঘুণ-ক। অতিথি। (হেম)

প্রঘূর্ণ (পুং) প্রঘূর্ণতি ভ্রমতীতি প্র-ঘূর্ণ অচ্। অতিথি। (হেম) (ত্রি) প্রকৃষ্টঘূর্ণযুক্ত।

প্রঘোষক (পুং) প্র-ঘুষ ভাবে ঘঞ্, ততঃ কন্। ধ্বনি। (জটা°)

প্রচক্র (ক্লী) প্রগতশ্চক্রমিতি প্রাদিসমাসঃ। চলিত সৈন্য, স্বচক্র হইতে পরচক্রের প্রতি চালিত সৈন্য, প্রস্থিত সৈন্য, যে সকল সেনা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রচক্ষস্ (পুং) প্রকর্ষেণ চক্ষতে বক্তীতি প্র-চক্ষ-অসি, ন খ্যাদেশঃ। বৃহস্পতি। (উজ্জ্বলদ°)

প্রচণ্ড (ত্রি) প্রকর্ষেণ চণ্ডঃ। ১ দুর্ব্বহ। ২ দুর্দ্ধর্ষ। ৩ প্রগল্ভ। ৪ অত্যুগ্র। ৫ প্রখর। ৬ অসহ্য। ৭ দুঃসহ। ৮ ভয়ানক, ভীষণ। ৯ অতিকোপন। ১০ প্রবল, প্রতাপশালী। (পুং) প্রকর্ষেণ

চণ্ডঃ উগ্রগুণত্বাৎ। ১১ শ্বেতকরবীর। (মেদিনী) ১২ বৎসপ্রী-নামক নৃপতির সুনন্দাগর্ভজাত পুত্রভেদ। (মার্ক° পু° ১৬৮।২)

প্রচণ্ড, রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় কৃষ্ণের মহাসামন্ত। ইনি ব্রহ্মবকবংশীয় ধবলপ্পের পুত্র। পিতার বলবীর্য্যোপার্জ্জিত ৭৫০ খানি গ্রামের আধিপত্য ইঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তদধীনে চন্দ্রগুপ্ত নামা জনৈক দণ্ডনায়ক এই ভূভাগ শাসন করিতেন। ৮৩২ শকে ইনি বিদ্যমান ছিলেন[১]।

প্রচণ্ড, বৌদ্ধরাজ অজাতশত্রুর একজন মন্ত্রী, বেশ্যাসক্তিপ্রযুক্ত ইনি রাজা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন।

প্রচণ্ডদেব, গৌড়দেশাধিপতি জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা। ধার্ম্মিক রাজা নিজ কার্য্যকুশলতার জন্য সাধারণের পূজ্য ছিলেন। তিনি শাক্ত ও বীরবতীর উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবকালে তাঁহার মনে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। তিনি নিজপুত্র শক্তিদেবকে রাজপদ প্রদানপূর্ব্বক সাধুসমাবৃত হইয়া নানাদেশে তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন। নেপালরাজ্যে উপনীত হইয়া তিনি জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হন। ক্রমে তথাকার সমুদয় তীর্থ ও পীঠস্থানাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ত্রিরত্ন ও স্বয়ম্ভূনাথের পূজা সমাপন করেন, তৎপরে মঞ্জুশ্রীপর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক গুণাকর ভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও তজ্জন্য শান্তশ্রী নাম হইল। যে সকল হিন্দুমতাবলম্বী তাঁহার সহিত নেপালে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই বৌদ্ধ হইয়া সঙ্ঘারামাদিতে বাসপূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিল। তিনিই স্বয়ম্ভূনাথের পবিত্র বহিরক্ষার জন্য স্বীয় গুরু গুণাকরকে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'ত্রয়োদশাভিষেক' দ্বারা পূতশরীর করিয়া দীক্ষিত শান্তিকর বজ্রাচার্য্য নামে অভিহিত করেন। এই সময় হইতে নেপালে গৌড়দেশবাসীর আগমন আরম্ভ হয়। [স্বয়ম্ভূপুরাণের ৭ম অধ্যায়ে ইহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-সমূহ বর্ণিত আছে।]

প্রচণ্ডমূর্ত্তি (স্ত্রী) প্রচণ্ডা মূর্ত্তির্যস্য। ১ বরুণবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ উগ্রমূর্ত্তি, ভয়ানক দেহবিশিষ্ট।

প্রচণ্ডসেন (পুং) এক তাম্রলিপ্তদেশাধিপতি।

প্রচণ্ডা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ চণ্ডা। ১ অতি কোপনা। ২ ভগবতীর সখীবিশেষ। "উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।"

(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

৩ দুর্গার অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। (কালিকাপু°) দেবীভাগবতে লিখিত আছে—ছগলণ্ড নামক পীঠস্থানে এই প্রচণ্ডা দেবী বিরাজিতা আছেন।

"ছগলণ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকামরকণ্টকে।" (দেবীভা° ৭।৩০।৭২)

৪ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

প্রচতা (অব্য) দেবগণ কর্ত্তৃক যাচমান।

"অদেবাৎ দেবঃ প্রচতা গুহা।" (ঋক্ ১০।১২৪।২)

'প্রচতা দেবানাং প্রযাচনেন।' (সায়ণ)

প্রচয় (পুং) প্রচীয়তে ইতি প্র-চি-অচ্। চয়নে (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ইত্যচ্। ১ সমূহ। ২ রাশি। ৩ জমাট। ৪ বৃদ্ধি, উপচয়। ৫ শিথিল সংযোগবিশেষ, ইহা পরিমাণজনক।

"সংখ্যাতঃ পরিমাণাচ্চ প্রচয়াদপি জায়তে।
প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।
পরিমাণস্থলকাদৌ নাশস্ত্বাশ্রয়নাশতঃ॥" (ভাষাপরি°)

৬ যষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা পুষ্প ও ফলাদি চয়ন।

প্রচয়ন (ক্লী) বৈদিকস্বরগ্রামভেদ।

প্রচয়স্বর (পুং) ১ প্রচিতিস্বর। ১ সঞ্চয়। উপচরণ।

"উদাত্তময়ং প্রচিতমেকশ্রুতীতি পর্য্যায়ঃ।"

(বাজসনেয়প্রাতি° ৪।১৩৮)

প্রচর (পুং) প্রচরত্যস্মিনিতি প্র-চর-আধারে অপ্। মার্গ, পন্থা (ধরণি) ২ প্রকৃষ্টরূপে গমন।

প্রচরণ (ক্লী) বিচরণ।

প্রচরদ্রূপ (ত্রি) প্রচরৎ প্রকাশমানং রূপং স্বরূপং যস্য। ১ ব্যক্তরূপ। ২ প্রচারবিশিষ্ট। প্রচারিত, প্রচলিত।

প্রচল (ত্রি) প্র-চল-অচ্। প্রকৃষ্টচলনযুক্ত, চঞ্চল। ২ ময়ূর।

প্রচলক (পুং) কীটভেদ, সৌম্যকীটবিশেষ। (সুশ্রুত ৩ অঃ)

প্রচলন (ক্লী) চলিত হওন, প্রবর্ত্তন।

প্রচলাক (পুং) প্রকর্ষেণ চলতীতি প্র-চল-আকন্। ১ শরাঘাত ২ শিখণ্ড। ৩ ভুজঙ্গম। (মেদিনী)

প্রচলাকিন্ (পুং) প্রচলাক-শিখণ্ডোঽস্যাস্তীতি প্রচলাক-ইনি। ময়ূর। (ত্রিকা°)

"এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈঃ।
কুদ্বেল্লন্তি পুরাণচন্দনতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥" (উত্তররামচ° ২ অঃ)

প্রচলায়, নামধাতু। প্রচল-ভূশাদিত্বাৎ অভূততদ্ভাবে-ক্যঙ, আত্মনে, অক° সেট্। লট্ প্রচলায়তে। লুঙ্ অপ্রচলায়িষ্ট।

প্রচলায়িত (ত্রি) প্রচলায়-ক্ত। নিদ্রাদিদ্বারা ঘূর্ণিত। (অমর)

প্রচলিত (ত্রি) প্র-চল-ক্ত। ১ প্রস্থিত। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ যাহা চলন হইয়াছে।

প্রচায় (পুং) প্র-চি-ঘঞ্। ১ হস্তদ্বারা দ্রব্যাদি একত্র করণ। ২ রাশি। ৩ বৃদ্ধি। ৪ উপচয়।

প্রচায়িকা (স্ত্রী) প্র-চি-ভাবে ণ্বুল্, টাপ্ কাপি অত ইত্বং। ১ প্রচয়নকর্ত্রী স্ত্রী। ২ পরিপাটীপূর্ব্বক পুষ্পাদির চয়ন।

---

(১) উক্ত শক-সংবতে প্রদত্ত প্রশস্তিতে তাঁহার অমুক নাম স্বাক্ষরিত আছে। (Epigraphia Indica, I, 53—58.)

প্রচার (পুং) প্রচরণমিতি প্র-চর-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রচরণ, চলন। ২ ব্যক্ত। ৩ প্রসিদ্ধি। ৪ প্রকাশ।

"দমনকতরুশাপালম্বিছোলঙ্গযুগ্মং
তুহিনকিরণবিম্বে খঞ্জরীটপ্রচারঃ॥" (শঙ্করাচার্য্য)

প্রচরত্যস্মিন্ প্র-চর আধারে ঘঞ্। ৫ গবাদির চরণস্থান। (ভারত ১।৪০।২১৮) ৬ অশ্বের নেত্ররোগবিশেষ।

"প্রচ্ছাদয়তি যদ্দৃষ্টং মাংসং পর্য্যন্তবর্জ্জিতম্।
প্রচারকাখ্যং তং বিদ্যাৎ নেত্ররোগং কফাত্মকম্॥
ক্ষিতৌ নিপাত্য তুরগং ততো নেত্রং প্রসারয়েৎ।
কৃতকর্ম্মা ভিষগ্বিদ্বান্ বড়িশেনাক্ষিবর্ত্মনি॥" ইত্যাদি।
(অশ্ববৈদ্যক ৩০।৩১-৩২)

মাংস বর্দ্ধিত হইয়া দৃষ্টিকে আচ্ছাদন করিলে এই রোগ হয়। কিন্তু এই রোগে মাংস পর্য্যন্তদেশ অবধি বৃদ্ধি হয় না। অশ্বের এই রোগ হইলে কৃতবিদ্য অশ্বচিকিৎসক সেই অশ্বকে মাটিতে শোয়াইয়া চক্ষুঃ প্রসারণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণশস্ত্রদ্বারা ঐ মাংস ছেদন করিবে, কিন্তু এইরূপ ভাবে ছেদন করিবে যে, চক্ষুঃস্থিত অক্ষিগোলকের কোনরূপ পীড়া না হয়। পরে মধু বা সৈন্ধব দ্বারা নেত্রপূরণ করিতে হইবে, পরে উহা ধুইয়া ফেলিয়া শঙ্খজা শিরা বেধ এবং কুষ্ঠ, বচ, চই, ত্রিকটু, এইরূপ লবণ ও সুরার সহিত প্রতিপান দিতে হইবে। অশ্বকে নির্ব্বাত স্থানে রাখিয়া দূর্ব্বা খাওয়াইতে হইবে। অশ্বের এই অবস্থায় মধুর ভোজন বা গুরুভোজন নিষিদ্ধ। (অশ্ববৈদ্যক)

প্রচারক (ত্রি) প্রচারয়তীতি প্র-চারি-ণ্বুল্। প্রকাশক, যিনি প্রচার করেন।

প্রচারণ (ক্লী) প্র-চারি-ল্যুট্। ১ প্রকাশকরণ, প্রচারকরণ। ২ চলন।

প্রচারিত (ত্রি) প্রচার, তারকাদিত্বাদিতচ্ বা প্র-চারি-ক্ত। যাহা প্রচার হইয়াছে। প্রকাশিত।

প্রচারিন্ (ত্রি) প্র-চর-ণিনি। ১ প্রচারকারী। ২ গমনশীল

"প্রচারিভিশ্চান্যৈশ্চারৈস্তস্করনিবারণার্থং প্রচারয়েৎ।"
(মনুটীকায় কুল্লূক ৯।৬৬)

প্রচাল (পুং) প্রকৃষ্টঃ চালঃ। ১ বীণার কাষ্ঠময় অবয়ব। ২ যূপের কটকভেদ। (ভারত দ্রোণ° ৬১ অঃ)

প্রচালিত (ত্রি) প্র-চালি-ক্ত। যাহা প্রচলিত করা হইয়াছে, চালান।

প্রচিকিত (ত্রি) বশিষ্ট চৈতন্যযুক্ত।

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা।" (শুক্লযজু° ১৯।৫২)

'প্রচিকিতঃ কিংজ্ঞানে প্রকর্ষেণ চিকিতঃ চেতনাবান্ বিশিষ্টচৈতন্যযুক্তঃ।' (বেদদীপ)

প্রচিকীর্ষু (ত্রি) প্রকর্ত্তুমিচ্ছুঃ প্র-কৃ-সন্, তত-উ। প্রতিকারেচ্ছু।

"খরৈরবিধ্যন্ যুগপৎ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ।" (ভাগ° ৪।১০।১০)

প্রচিত (ত্রি) প্র-চি-ক্ত। ১ কৃতচয়ন, যাহার পুষ্পচয়ন করা হইয়াছে। ২ প্রচয়স্বরযুক্ত। সংখ্যায়াং কন্। ৩ দণ্ডকভেদ।

প্রচীবল (ক্লী) প্রচেয়ং বলং যত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বীরণ, চলিত বেণার মূল।

প্রচীর (পুং) বৎসপ্রীনৃপের সুনন্দাগর্ভজাত পুত্রভেদ।
(মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।১)

প্রচুর (ত্রি) প্রচোরতীতি প্র-চুর (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। বা প্রগত চুরায়া ইতি প্রাদিস°। ১ অনেক, পর্য্যায়—প্রভূত, প্রাজ্য, অদভ্র, বহুল, বহু, পুরুহ, পুরু, ভূয়িষ্ঠ, স্ফির, ভূয়, ভূরি। (অমর) "ন যৎ হৃষীকেশ যশঃকৃতাত্মনাং মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥" (ভাগ° ৫।১৩।২১)
২ চৌর।

প্রচুরতা (স্ত্রী) প্রচুরস্য ভাবঃ প্রচুর-তল্-টাপ্। প্রাচুর্য্য, বাহুল্য, প্রচুরত্ব।

প্রচুরপুরুষ (পুং) প্রচোরতীতি প্র-চুর-ক প্রচুরশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি। ১ চোর। ২ বহুনর।

প্রচেতগড়, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী দুর্গ। শিবাজী কৌশলে এই দুর্গ হস্তগত করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইংরাজরাজ এই স্থান দখল করিয়া লন।

প্রচেতস্ (পুং) প্রচেততীতি প্র-চিত-অসুন্। ১ বরুণ।

"হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ।
ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি॥" (রঘু ১।৮০)

২ মুনিবিশেষ। (মনু ১।২৫)

প্রকৃষ্টং চেতোঽস্য। (ত্রি) ৩ প্রকৃষ্টহৃদয়, মহাশয়। (মেদিনী)

প্রচেতস্, ১ প্রজাপতিভেদ। ২ একজন প্রাচীন মুনি ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ৩ পৃথুর প্রপৌত্র ও প্রাচীনবর্হির ১০টী পুত্র। বিষ্ণুপুরাণ মতে তাহারা দশসহস্রকাল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত থাকিয়া বিষ্ণুর কঠোর তপস্যা করেন এবং প্রজাসৃষ্টির বর লাভ করেন। কণ্ডুকন্যা মারিষার গর্ভে তাঁহাদের ঔরসে দক্ষের জন্ম হয়। ৪ প্রাচীনবর্হিরাজপুত্র।

"প্রাচীনবর্হিস্তৎপুত্রঃ পৃথিব্যামেকরাড়্ বভৌ।
উপযেমে সমুদ্রস্য লবণস্য স বৈ সুতাং॥" (গরুড়পু° ৬ অঃ)

৫ প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত।

"তে অসূর্য্যা প্রচেতসো বৃহস্পতে।" (ঋক্ ২।২৩।২)

'প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ।' (সায়ণ)

৬ অনুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ৩২ অঃ)

৭. প্রাচীনবর্হির সামুদ্রী ভার্য্যাতে জাত পুত্রভেদ। এই শব্দ বহুবচনান্ত। (হরিব° ২ অ:)

প্রচেতসী (স্ত্রী) প্রচেতয়তি মূর্চ্ছিতমিতি প্র-চিৎ-ণিচ্ অতস্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কটূফল। (রাজনি°) ২ প্রচেতার কন্যা।

প্রচেতুন (ত্রি) প্র-চিত-উন্। প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত। (ঋক্ ১।২।১৬)

প্রচেতৃ (পুং) প্রচেতভি যুদ্ধাদি স্থানে বীরান্ [illegible]নোতীতি প্র-চিত-তৃচ্। সারথি। (হেম)

প্রচেয় (ত্রি) প্র-চি-য। ১ বর্দ্ধনীয়। ২ চয়নীয়। ৩ গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য।

প্রচেল (ক্লী) প্রচোতীতি প্র-চেল-অচ্। পীতকাষ্ঠ। (শব্দচ°)

প্রচেলক (পুং) প্রকর্ষেণ চেলতি গচ্ছতীতি প্র-চেল-ণ্বুল্। ১ অশ্ব, ঘোটক। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগতিযুক্ত।

প্রচেলুক (পুং) পাচক। পচেলুক শব্দের বিকৃত পাঠ।

প্রচোদ (পুং) প্র-চুদ-ঘঞ্। প্রেরণ।

প্রচোদক (ত্রি) প্রচোদয়তি প্রেরয়তীতি চুদ-প্রেরণে ণ্বুল্। প্রেরক। নিয়োগকারী।

প্রচোদন (ক্লী) প্র-চুদ-ল্যুট্। প্রেরণ।

প্রচোদনী (স্ত্রী) প্রচোদ্যতে অপমার্য্যতে রোগোঽনয়া চুদ-ণিচ্-ল্যুট্-ঙীপ্। কণ্টকারিকা। (অমর)

প্রচোদিত (ত্রি) প্র-চুদ-ক্ত। প্রেরিত।

"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী।" (ভাগ° ২।৪ অ°)

প্রচোদিন্ (ত্রি) প্রেরণাকারী, উত্তেজনাকারী।

প্রচোদিনা (স্ত্রী) লতাভেদ। কণ্টকারিকা।

প্রচ্ছ, জিজ্ঞাসা। তুদাদি, পরস্মৈ, দ্বিকর্ম্ম, অনিট্। লট্ পৃচ্ছতি। লোট্ পৃচ্ছতু। লিট্ প্রপচ্ছ। লুঙ্ অপ্রাক্ষীৎ।

প্রচ্ছদ (পুং) প্রচ্ছাদ্যতেঽনেনেতি প্র-চ্ছদ-ণিচ্ করণে ঘ (ছাদের্ঘেঽদ্ব্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬) ইতি উপধায়া হ্রস্বঃ। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি।

"প্রচ্ছদান্তগলিতাশ্রুবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্নবলয়ৈর্বিবর্ত্তনৈঃ॥"

(রঘু ১৯।২২)

প্রচ্ছদ্ (ক্লী) প্রচ্ছাদয়তি প্র-ছাদি-কিপ্ হ্রস্বঃ। অন্ন। "আচ্ছচ্ছন্দঃ প্রচ্ছচ্ছন্দঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫) 'প্রচ্ছদ, প্রচ্ছাদয়তীতি প্রচ্ছদন্নং।' (দেবদীপ)

প্রচ্ছদপট (পুং) প্রচ্ছাদ্যতেঽনেন স-চাসৌ পটশ্চেতি। আচ্ছাদনপট, আবরণবস্ত্র, চলিত পাছুড়ি। পর্য্যায় নিচোল, নিচুল, নিচোলী। "বলীভঙ্গাভোগৈরলকপতিতৈঃ শীর্ণকুসুমৈঃ।

স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বাবস্থং কথয়তি রতং প্রচ্ছদপটঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩অঃ)

প্রচ্ছনা (স্ত্রী) প্রচ্ছ-বাহুলকাৎ যুচ্ টাপ্। জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা, আমন্ত্রণা। (জটাধর)

প্রচ্ছন্ন (ক্লী) প্র-ছদ-ক্ত। ১ অন্তর্দ্বার, গুপ্তদ্বার। (ত্রি) ২ আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, গোপিত, ঢাকা।

"প্রচ্ছন্না হি মহাত্মানশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।" (ভার° ৩।১১।৩১)

প্রচ্ছর্দ্দন (ক্লী) প্র-চ্ছর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। ১ বমন। ২ কোষ্ঠবায়ুর নাসিকাপুটদ্বারা নিঃসারণপ্রযত্নভেদ, রেচন, শ্বাসবায়ুর নিঃসারণ।

"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" (পাতঞ্জলসূত্র°)

প্রচ্ছর্দ্দিকা (স্ত্রী) প্র-চ্ছর্দ্দ-বমনে (রোগাখ্যায়াং ণ্বুল্ বহুলম্। পা ৩।৩।১০৮) ইতি ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপি অত ইত্বং। ১ বমি। ২ বমনরোগ। (ত্রি) ৩ বমনকারক।

প্রচ্ছাদন (ক্লী) প্রচ্ছাদ্যতেঽনেনেতি প্র-চ্ছদ-ণিচ্ ল্যুট্। উত্তরীয় বস্ত্র, পর্য্যায়—প্রাবরণ, সংব্যান, উত্তরীয়ক। ২ নেত্রচ্ছদ।

"প্রচ্ছাদনং ভবেদ্বর্ম্ম চাক্ষিকূটমতঃ পরম্।" (অশ্ববৈদ্যক ২।১০)

'বর্ম্ম নেত্রচ্ছদং প্রচ্ছাদনং প্রচ্ছাদনাপরনামকং।' (টীকা)

ভাবে ল্যুট্। ৩ গোপন। (ভারত ১।১৯।১৭) ৪ আচ্ছাদন।

"নবোদকে নবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।" (স্মৃতি)

প্রচ্ছাদিত (ত্রি) প্র-চ্ছদ-ণিচ্ ক্ত। আচ্ছাদিত। (হলায়ুধ)

প্রচ্ছান (ক্লী) প্র-চ্ছো-ভাবে-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টচ্ছেদন। ২ সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রবিস্রাবণভেদ। (সুশ্রুত)

প্রচ্ছায় (ক্লী) প্রকৃষ্টা ছায়া (যত্র) প্রকৃষ্ট ছায়া। উত্তম ছায়া।

"প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

২ প্রকৃষ্ট ছায়াবিশিষ্ট স্থান।

প্রচ্ছিদ (ত্রি) প্র-ছিদ-কিপ্। প্রচ্ছেদকর্ত্তা।

"সংশরায় প্রচ্ছিদং।" (শুক্লযজু° ৩০।১৭)

'প্রচ্ছিদং প্রচ্ছেদকর্ত্তারং' (বেদদীপ)

প্রচ্ছিল (ত্রি) প্রচ্ছ-বাহুলকাৎ ইলচ্। নির্জ্জল, জলশূন্য। (হেম)

প্রচ্ছেদ (পুং) প্র-ছিদ-ঘঞ্। প্রকৃষ্ট ছেদ, কর্ত্তিত তৃণখণ্ড।

(কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৮।৩)

প্রচ্ছেদ, শীতাদির অবসর বা বিরাম। (দিব্যাবদান ৫৯৭।১৯)

প্রচ্ছেদন (ক্লী) খণ্ডকরণ। (ষড়্বিংশব্রা° ৪।৩)

প্রচ্ছেদ্য (ত্রি) ছেদনযোগ্য।

প্রচ্যব (পুং) প্র-চ্যু-অচ্। প্রচ্যুতিযুক্ত। ভাবে-অপ্। প্রক্ষরণ, স্বভাবক্ষরণ।

"প্রকৃতেঃ স্বভাবপ্রচ্যবঃ।" (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য°)

প্রচ্যবন (ক্লী) প্র-চ্যু-ল্যুট্। ক্ষরণ। ক্ষালন।

প্রচ্যাবন (ক্লী) গতিপরিবর্ত্তন। ১ আরব্ধ কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া অন্য কার্য্যে প্রবর্ত্তন করা। ২ ক্ষরণ।

প্রচ্যাবুক (ত্রি) ক্ষণস্থায়ী।

"ব্রহ্মক্ষত্রে এব প্রচ্যাবুকে বিড়প্রচ্যাবুকা।"(সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ১৬৪)

প্রচ্যুতত্ব (ক্লী) প্রচ্যুত-ভাবে ত্ব। প্রচ্যুতের ভাব।

প্রচ্যুতি (স্ত্রী) প্র-চ্যু-ক্তিন্। ক্ষরণ। "নিত্যং প্রচ্যুতিশঙ্কয়া ক্ষণমতি স্বর্গে ন মোদামহে।" (শান্তিশতক)

প্রজ (পুং) প্রবিশ্য জায়ায়াং জায়তে প্র-জন-ড। পতি, স্বামী, ভর্ত্তা। পতি জায়ার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্ম প্রজ অর্থে পতিকে বুঝায়।

প্রজঙ্ঘ (পুং) প্রকৃষ্টা জঙ্ঘা যস্য। রাক্ষসভেদ। (রামা° ৬।১৮।৯)

প্রজগ্মি (ত্রি) প্র-গম জ্ঞানে কি, দ্বিত্বং উপধালোপঃ। প্রজ্ঞাশীল। (শত° ব্রা° ৫।১।১।১০)

প্রজন (পুং) প্রজায়তেঽনেনেতি প্র-জন-করণে ঘঞ্ (জনিবধ্যোশ্চ। পা ৭।৩।৩৫) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। উপসর, স্ত্রীগবাদিতে পুঙ্গবাদির অভিগমন, গর্ভগ্রহণার্থ মৈথুন, চলিত পাল্‌নেওয়ান। ২ পশুদিগের গর্ভগ্রহণকাল। (অমর) ৫ মৈথুনসাধন উপস্থেন্দ্রিয়, লিঙ্গ। "বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং।" (মনু ১২।১২১) প্র-জন-ভাবে-ঘঞ্। ৪ পুত্রোৎপাদন। "উপসর্জ্জনং প্রধানস্য ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে।

পিতা প্রধানং প্রজনে তস্মাদ্ধর্ম্মেণ তং ভজেৎ॥"(মনু ৯।১২৪)

(ত্রি) ৫ জনয়িতা। (ভাগ° ৮।৫।৩৪)

প্রজনন (ক্লী) প্রজায়তেঽনেনেতি প্র-জন-ল্যুট্। যোনি। (সুশ্রুত) প্র-জন-ভাবে ল্যুট্। ২ জন্ম। (মেদিনী) ৩ ধাত্রীকর্ম্ম। (সুশ্রুত শারীর° ১০ অ°) ৪ প্রগম।

'ভবেৎ প্রজননং যোনৌ জন্মনি প্রগমেঽপি চ।' (বিশ্ব)

প্রজনয়তীতি প্র-জন-ল্যু। (ত্রি) ৫ প্রজোৎপাদক, জনক। "ইদং হবিঃ প্রজননং" (শুক্লযজু° ১৯।৪৮) 'প্রজননং প্রজনয়তীতি প্রজননং প্রজোৎপাদকং' (বেদদীপ)

প্রজনিকা (স্ত্রী) প্রজনয়তীতি প্র-জন-ণিচ্-ণ্বুল্, টাপি অত-ইত্বং। মাতা। (জটাধর)

প্রজনয়িতৃ (পুং) সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। "এষ বৈ প্রজনয়িতা যদুক্তঃ" (শতপথব্রা° ৩।৭।২।৮) ২ অগ্নি। "অগ্নিঃ প্রজানাং প্রজনয়িতা" (তৈত্তিরীয় ১।৭।২।৩)

প্রজনিষ্ণু (ত্রি) প্র-জনি-ইষ্ণুচ্। জনন। (শত° ব্রা° ৬।৪।১।৭)

প্রজনুক (পুং) প্র-জন বাহুলকাৎ উক। প্রজননশীল। (হেম°)

প্রজনু (স্ত্রী) প্র-জন-বাহু° উ। প্রজনন। (তৈত্তি° ৩।১১।৪।২)

প্রজয় (পুং) প্র-জি-অচ্। প্রকৃষ্টজয়।

প্রজল্প (পুং) প্র-জল্প-ভাবে ঘঞ্। বাক্যবিশেষ।

"অসূয়েের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া।

প্রিয়স্য কৌশলোদগারঃ প্রজল্পঃ স তু কথ্যতে॥"(উজ্জ্বলনীলমণি)

২ প্রকৃষ্ট কথাভেদ। ৩ বহুভাষণ।

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্যোগো বিনশ্যতি॥" (হঠযোগদীপিকা)

প্রজল্পন (ক্লী) কথোপকথন (পঞ্চতন্ত্র ৮৫।২১)

প্রজল্পিত (ত্রি) ১ কথিত। ২ ব্যক্তবাক্য। ৩ বাক্যারম্ভী, যে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রজল্পিতা (স্ত্রী) ১ যে কথিত হইয়াছে। কর্ত্তরি ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ জল্পনাকারিণী, বাক্যোচ্চারিণী।

"স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি"(কুমার ১ সর্গ)

প্রজব (পুং) প্রজবনমিতি প্র-জু-ভাবে-অপ্। বেগগতৌ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি ভাবে অপ্। প্রকৃষ্টবেগ। (ঋক্ ৭।৩৩।৮)

প্রজবিন্ (ত্রি) প্রজবতীতি প্র-জু (প্রজোরিনিঃ। পা ৩।২।১৫৬) ইতি ইনি। প্রকৃষ্টবেগযুক্ত। (অমর)

প্রজহিত (পুং) ১ পুরাণ। ২ গার্হপত্য অগ্নি। (তাণ্ড্যব্রা° ১।৪।১০)

প্রজা (স্ত্রী) প্রজায়তে ইতি প্র-জন (উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।৯৯) ইতি ড স্ত্রিয়াং টাপ্। সন্তান, সন্ততি।

"মাতৃণাং শীলদোষেণ পিতৃশীলগুণেন চ।

বিভিন্নাস্তু প্রজাঃ সর্ব্বা ভবন্তি ভবশীলিনাম্॥" (অগ্নিপু°)

পিতা ও মাতার দোষানুসারে বিভিন্নপ্রকার প্রজার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২ জন, অধিকারস্থ জন। ৩ উৎপত্তি, জনন। (ঋক্ ১০।৭২।৯)

প্রজাকর (পুং) তরবারি (প্রজ্ঞাকর শব্দের অপভ্রংশ) যাহা দ্বারা প্রজা হইয়া থাকে। বিকল্পে তরবারিকে বুঝায়, কারণ ভুজবলেই (তরবারিদ্বারা) প্রজাবৃদ্ধি, ও দেশজয় হইবার সম্ভাবনা। (ঐ[illegible]ব্রা° ৩।৭)

প্রজাকা[illegible] পুত্রাভিলাষী, পুত্রেচ্ছু।

প্রজাকার (পুং) সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রজাপতি, ব্রহ্মা। (হরিবংশ ৫৩৮)

প্রজাগর (পুং) প্র-জাগৃ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি ভাবে-অপ্। ১ প্রকৃষ্টরূপে জাগরণ।

"প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নসমাগমঃ

বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি।" (শকু° ৬ অঃ)

২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৫) ৩ প্রাণ।

"তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা।

হর্ত্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎ প্রজাগরঃ॥" (ভাগ° ৪।২৭।১৫)

'প্রজাগরঃ প্রাণঃ' (স্বামী) ৪ পালক, [illegible]কর্ত্তা। "প্রজাগরেণাস্তু (রাজ্ঞঃ) জগৎপ্রবুধ্যতে" (কাম°নীতি ৭।৫৮)

প্রজাগরণ (ক্লী) অত্যন্ত জাগরণ। নিদ্রাহীনতা।

প্রজাগরা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (মহাভা° ৩।১৭।৮৫)

প্রজাঘ্ন (ত্রি) প্রজাং হন্তীতি। প্রজানাশকারী। (পারস্কর-গৃহ্য° ১।১১।২)

প্রজাচন্দ্র (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (রাজতর° ৮।৩৩৬)

প্রজাত (ত্রি) প্র-জন-ক্ত। প্রকৃষ্টরূপে জাত। (পুং) ২ অশ্বভেদ। "প্রজাতে বায়বাম্" (কাত্যায়নশ্রৌত° ২০।৩।২০) 'বড়বায়াং কৃতরেতঃস্কন্দনঃ প্রজাত ইত্যুচ্যতে' (ভাষ্য)

প্রজাতন্তু (পুং) প্রজায়াঃ প্রজনস্ত তন্তুরিব। সন্তান। (তৈত্তিরিয়োপনি°) ২ পুত্রপরম্পরা, বংশ।

প্রজাতা (স্ত্রী) প্রজাতং প্রজননং সুতাদীনামুৎপত্তিরিত্যর্থঃ, তদস্যা অস্তীতি অচ্, ততষ্টাপ্। জাতাপত্যা, প্রসূতা স্ত্রী।
"স্ত্রীণামপত্যজাতানাং প্রজাতানাং তথা হিতৈঃ।
দাহজ্বরকরো ঘোরো জায়তে রক্তবিদ্রধিঃ॥" (সুশ্রুত নিদান° ৯ অঃ)

প্রজাতি (স্ত্রী) প্র-জন-ক্তিন্। ১ প্রজা। ২ প্রজনন। ৩ পৌত্রোৎপত্তি। "প্রজা চ স্বাধ্যায়বচনে চ প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়বচনে চ" (তৈত্তিরীয়োপনি°) 'তত্র প্রজা স্বয়মুৎপাদ্যা প্রজনশ্চ প্রজননমৃতৌ ভার্য্যাগমনঃ প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ' (ভাষ্য) ৪ রাজপুত্রভেদ। ইহার অপর নাম প্রজানি। (মার্কপু° ১১৮।১৯)

প্রজাতিমৎ (ত্রি) প্রজাতি সম্বন্ধীয়। [প্রজাতি দেখ।]

প্রজাদ (স্ত্রী) প্রজাং দদাতীতি। পুত্রদ। বন্ধ্যা বা বাধকত্ব অপনয়নকর, ওষধিবিশেষ।

প্রজাদা (স্ত্রী) প্রজাং গর্ভদোষনিবারণেন সন্ততিং দদাতীতি দা-ক-টাপ্। ১ গর্ভদাত্রী ক্ষুপ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রজাদাতা।

প্রজাদান (ক্লী) প্রজায়াঃ দানং। ১ প্রজার দান। ২ প্রজার আদান, গ্রহণ। প্রজাতঃ জন্মতঃ দানং শুদ্ধিরস্য। ৩ রজত।

প্রজাদ্বার (ক্লী) ১ পুত্রোৎপত্তির পথ বা উপায়। ২ সূর্য্যের নামান্তর। (মহাভা° ৩।১৫৩)

প্রজাধর্ম্ম (পুং) প্রজা বা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রজাধ্যক্ষ (পুং) প্রজায়াঃ অধ্যক্ষঃ। ১ প্রজাপতি। ২ দক্ষ। ৩ কর্দ্দম। (ভাগ° ৩।২১।২৪) ৪ সূর্য্য। (মহাভারত ৩।১৫২)

প্রজানাথ (পুং) প্রজায়াঃ নাথঃ। ১ লোকনাথ, নৃপ, প্রজাপাল।
"প্রজাঃ প্রজানাথ পিতেব পাসি" (রঘু ১)
২ ব্রহ্মা। ৩ মনু। দক্ষ প্রভৃতি।

প্রজানন্তী (স্ত্রী) প্রজানাতীতি প্র-জ্ঞা-শতৃ-ঙীপ্। পণ্ডিতা, প্রাজ্ঞী। (হেম) (ত্রি) ২ বিশেষবেত্তা।
"তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদঘোরমপ্রিয়ং।
অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা॥" (রামা° ২।৭২।১৪)

প্রজানিষেক (পুং) ১ গর্ভধারণ। ২ গর্ভস্থ ভ্রূণ, পুত্র।

প্রজান্তক (পুং) প্রজায়াঃ অন্তকঃ। কাল, যম।

প্রজাপ (পুং) প্রজাঃ পাতীতি পা-রক্ষণে-ক। রাজা। (হেম)

প্রজাপতি (পুং) প্রজানাং পতিঃ। ১ ব্রহ্মা।
"যস্মাৎ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্মনুঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ" (ভারত ১।১।৩২)

ব্রহ্মাপুত্র প্রজাপতি হইতে বিরাটের উদ্ভব হয়। [বিরাট্ দেখ।]

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করিবার পর, মায়ায় অভিভূত হইয়া তত্তৎ শরীরে প্রবিষ্ট ও আবদ্ধ হন। তাঁহাকে এই অবরোধ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দেবগণ একটী অশ্বমেধ যাগের অনুষ্ঠান করেন।[১] শরীর পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবগণকে ঐশ্বর্য্যলাভের বরদান করিয়াছিলেন। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, প্রজাপতি ঋষ্যরূপে রোহিতরূপধারিণী নিজ কন্যা উষায় উপগত হন, সেই কুকর্ম্মজাতরূপনাশে নিযুক্ত ভূতবান্ ভবানীপতি দেবগণের পরামর্শে তাহাকে বিদ্ধ করিলে মৃগনক্ষত্রের উৎপত্তি হয়, ভূতবান্ মৃগব্যাধ ও উষা রোহিণী নামক নক্ষত্রপুঞ্জে রূপান্তরিত হয়। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুরপতি বৈরোচন আত্মজ্ঞানান্বেষী হইয়া প্রজাপতির অনুসরণ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উভয়েই আত্মতত্ত্ববিদ্যা লাভ করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সূক্ষ্মতম আত্মজ্ঞান এবং বৈরোচন স্থূলতর ও মোহকর ইন্দ্রিয়-প্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাপতির কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

আহ্নিকতত্ত্বে দশ প্রজাপতির উল্লেখ আছে—যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে একবিংশতি প্রজাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মা, স্থাণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, বিবস্বৎ, সোম, কর্দ্দম, ক্রোধ, অর্ব্বাক্ ও ক্রীত এই একবিংশতি প্রজাপতি।[২] পুরুষমেধযজ্ঞে প্রজাপতির নিকট পুরুষবলি দিতে হয়। [পুরুষমেধ দেখ।]

---

(১) "প্রজাপতি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা প্রেণানুপ্রাবিশৎ। তাভ্যঃ পুনঃ সম্ভবিতুং নাশক্নোৎ। সোঽব্রবীৎ। ঋধ্নবদিৎসঃ যো মেতঃ পুনঃ সম্ভরদিতি। তন্দেবা অশ্বমেধেনৈব সমভরন্। ততো বৈ ত আর্ধ্নুবন্। যোঽশ্বমেধেন যজতে। প্রজাপতিমেব সম্ভরন্ ঋধ্নোতি।" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ)

(২) দশপ্রজাপতয়ো যথা—
"মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।
দেবান্ সর্ব্বানৃষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
একবিংশতি প্রজাপতয়ো যথা—
ব্রহ্মা স্থাণুর্মনুর্দক্ষো ভৃগুর্ধর্ম্মস্তথা যমঃ।
মরীচিরঙ্গিরাত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী চ বিবস্বান্ সোম এব চ।
কর্দ্দমশ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ ক্রোধোঽর্ব্বাক্ ক্রীত এব চ।
একবিংশতিরুৎপন্নাস্তে প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভারত মোক্ষধর্ম্ম)

পুরাণাদিতে এই সকল ভিন্ন আরও প্রজাপতির উল্লেখ আছে। যথা—শংযু, "শযুঃ প্রজাপতিঃ।" (শ্রুতি)

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কুম্ভারেরা নিজ নিজ 'চাক'কে প্রজাপতিরূপে পূজা করিয়া থাকে।

২ দক্ষাদি। ৩ মহীপাল। (মেদিনী) ৪ ইন্দ্র। ৫ জামাতা। ৬ দিবাকর। ৭ বহ্নি। ৮ ত্বষ্টা।

'প্রজাপতির্ব্রহ্মরাজ্ঞোর্জামাতরি দিবাকরে।
বহ্নৌ ত্বষ্টরি দক্ষাদৌ।' (হেম) ৯ পিতা।

"জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্।
ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ॥' ব্রহ্মবৈ° গণ° ৪৪ অ:)

১০ যজ্ঞ। (নিঘণ্টু) ১১ স্বনামখ্যাত কীটভেদ।

প্রজাপতি, স্বনামপ্রসিদ্ধ পতঙ্গভেদ। (Butter-fly) ইহাদের দেহযষ্টি ফড়িং আদি পতঙ্গের ন্যায় তিনভাগে বিভক্ত—মুখমণ্ডল, বক্ষ ও উদর এবং গুহ্যদেশ। শরীরের দুই পার্শ্বে দুইখানি পক্ষ আছে। পক্ষে দুইটী বিভাগ, অগ্রবর্ত্তী অংশ বৃহৎ ও তৎপশ্চাদংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উহা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও ভঙ্গপ্রবণ। কেবল গুটীপোকাজাত লোহিতাভ প্রজাপতির পক্ষ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্বচ্ছ দেখা যায়। দেহগাত্রে পক্ষদ্বয়কে সংলগ্ন রাখিতে পক্ষকোটর হইতে পক্ষের মূলদেশে দুইটী দৃঢ় তন্তু আছে। এতদ্ভিন্ন মধ্যভাগেও কএকটী স্নায়ু আছে। মুখ প্রদেশের উন্নস (Proboscis) দিয়া পুষ্পাদি হইতে ইহারা মধু আহরণে এবং অন্যান্য রস গলনলী (œsophagus) মধ্যে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ শুণ্ড যখন মধু আহরণে বিরত থাকে, তখন উহা মস্তকের নিম্নে অক্ষিদ্বয়ের মধ্যভাগে গুপ্ত থাকে। প্রজাপতির জাতিভেদে পক্ষ, পদ, অক্ষি ও শুণ্ডাদির আকৃতিবিভেদ লক্ষিত হয়। ইহারা নিরীহ স্বভাব। বৃক্ষপত্রাদি গলিতকাষ্ঠ ও জীবলোমপশমাদির উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে; শলভাদির ন্যায় ইহারা শস্যবৃক্ষাদির ক্ষয়কারক নহে। ইহাদের ডিম্ব ও সন্তানোৎপত্তি অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায়।

[পতঙ্গশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বৈজ্ঞানিকগণ এই জাতীয় পতঙ্গকে Lepidoptera নাম দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে আবার *L. Diurna, Nocturna* ও *L. Crepusculária* নামে তিনটী শ্রেণী বিভাগও করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যে প্রজাপতিগুলি দিবালোকে বিহার করে, তাহাই Diurna, সূর্য্যাস্তকালে বিহারকারী Nocturna এবং প্রাতঃ, দ্বিপ্রহর ও সায়ংকালে বিহারকারী Crepuscularia নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আকৃতি অনুসারে ইহাদেরও পদসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার প্রজাপতির পদসংখ্যা ১০টী, অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিতাকারগুলির পদসংখ্যা ১৬টী, তন্মধ্যে ৬টী মুখভাগে, ৮টী উদরদেশে ও ২টী গুহ্যদেশে অবস্থিত আছে। ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে ও দার্জিলিঙ্গ নামক স্থানে নানা বর্ণে চিত্রিত বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি দেখা যায়। উহাদের গাত্রবর্ণ এরূপ মনোহারী যে দেখিলেই সংগ্রহেচ্ছা বলবতী হয়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যত্নে বহুশত বিভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি সংগৃহীত হইয়া কলিকাতার 'এসিয়াটিক মিউজিয়ম্' নামক যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রজাপতি, ষষ্টি সম্বৎসরভেদ।

প্রজাপতি, হিঙ্গুলবাসী জনৈক হিন্দু সাধু। তিনি ব্রহ্মে সাকারত্ব কল্পনা করিয়া শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা দেন, তাঁহার মতে পরমাত্মায় মানবাত্মার লীনতাই দেহের মোক্ষ।

প্রজাপতিগৃহীত (ত্রি) ধাতৃসৃষ্ট, বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট।
"প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া মনো গৃহ্নামি প্রজাভ্যঃ।"(শুক্লযজু ১৩।৫৫)
"প্রজাপতিগৃহীতয়া ধাতৃসৃষ্টয়া।' (বেদদীপ)

প্রজাপতিদাস, গ্রন্থসংগ্রহ, পঞ্চস্বরা, পঞ্চস্বরনির্ণয় এবং মেঘমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

প্রজাপতিপতি (পুং) দক্ষপ্রজাপতি।
"প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতিম্।
কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রুহ্যব্যক্তমার্গবিৎ॥" (ভাগ° ৩।২০।৯)

প্রজাপতিযজ্ঞ (পুং) প্রজাপতের্যজ্ঞঃ। দক্ষযজ্ঞ।

প্রজাপতিলোক (পুং) ব্রহ্মলোক।

প্রজাপতিহৃদয় (ক্লী) সামভেদ।
"প্রজাপতের্হৃদয়ং গায়তি।" (শতপথব্রা° ৯।১।২।৫০)
'প্রজাসু চ প্রজাপতৌ চ গায়তি প্রজাপতের্হৃদয়মিতি কিঞ্চিৎ সাম তদপ্যত্র গায়েৎ। প্রজাপতের্হৃদয়ং গায়ত্র্যাদি সামবৎ কস্যাংশ্চিদৃচি ন গীয়তে অপি তু কেবলং প্রজাশব্দে প্রজাপতিশব্দে চ গীয়তে।' (ভাষ্য)

প্রজাপতী (স্ত্রী) শাক্যবুদ্ধের পালয়িত্রী গোতমী।

প্রজাপাল (পুং) প্রজাং পালয়তীতি পাল অণ্। প্রজাপালক।

প্রজাপাল্য (ক্লী) প্রজাপালনযোগ্য।

প্রজাবৎ (ত্রি) রাজাহস্ত্যস্য-মতুপ্ মস্য ব। ১ সন্তানযুক্ত। ২ প্রকৃতিযুক্ত নৃপ।

প্রজাবতী (স্ত্রী) প্রজাবৎ-ঙীপ্। ভ্রাতৃজায়া। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী।
"প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।
স ত্বং রথী তদ্ব্যপদেশনেয়াং প্রাপয্য বাল্মীকিপদং ত্যজৈনাম্॥"
(রঘু ১৪।৪৫)

২ প্রিয়ব্রতপত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৩।১৩) ৩ সন্তানবিশিষ্টা।
"সাম্প্রতং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম।
সোঽহং পত্নীমভিপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীম্॥"(মার্ক° পু° ৯৭।১৮)

প্রজাবিদ্ (ত্রি) প্রজাং বিন্দতীতি ক্বিপ্। প্রজালাভকারী।

প্রজাসনি (পুং) প্রজাং সনোতি দদাতি সন-ইন্। প্রজোৎপাদক। সন্তানদায়ক। "আত্মসনি প্রজাসনি" (শুক্লযজুঃ ১৯।৪৮)

প্রজাসৃজ্ (পুং) সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মা। কশ্যপ।

প্রজাহিত (স্ত্রী) প্রজায়ৈ হিতম্। ১ জল। (ত্রি) ২ প্রজোপকার, প্রজাদিগের হিত।

প্রজিৎ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে জয়শীল। বিজয়ী।

প্রজিন (পুং) প্রকর্ষেণ জয়তীতি প্র-জি বাহুলকাৎ নক্। বায়ু।

প্রজিহীর্ষু (ত্রি) প্রহর্ত্তুমিচ্ছুঃ। প্র-হৃ-সন্ উ। প্রহারেচ্ছু।

প্রজীবন (স্ত্রী) জীবিকা, জীবিকোপজীবি অর্থ।

"এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্ত বসুনঃ প্রভুঃ।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্॥" (মনু ৯।১৬৩)

প্রজুষ্ট (ত্রি) প্র-জুষ-ক্ত। প্রসক্ত।

প্রজেশ (পুং) প্রজানামীশঃ। প্রজাপতি, রাজা, প্রজেশ্বর।

প্রজেশ্বর (পুং) প্রজানামীশ্বরঃ। রাজা।

প্রজ্ঝটিকা (স্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোভেদ। পজ্‌ঝটিআ।

প্রজ্ঞ (ত্রি) প্রকর্ষেণ জানাতীতি প্র-জ্ঞা। (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। পণ্ডিত। "নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং" (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্) ২ প্রগতজ্ঞানুক।

প্রজ্ঞতা (স্ত্রী) প্রজ্ঞস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। প্রজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) প্র-জ্ঞা-ণিচ্-ক্তিন্। ১ সঙ্কেত। (ত্রিকা°)

"বিষ্ণোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দৈরেতৈরুদীর্য্যতে।
প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ সানন্দলক্ষণা॥" (সর্ব্বদর্শনস° পূর্ণপ্র°)

২ জ্ঞান। ৩ জ্ঞাপন। "ভাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥" (ভাগ° ৩।২৫।১) ৪ জিনবিদ্যাদেবীবিশেষ। (হেম)

প্রজ্ঞপ্তিবাদিন্ (ত্রি) জ্ঞানবাদী।

প্রজ্ঞপ্তী (স্ত্রী) প্রজ্ঞপ্তি বাহ° ঙীষ্। জিন-বিদ্যাদেবীবিশেষ।

প্রজ্ঞা (স্ত্রী) প্র-জ্ঞা-ক, টাপ্। বুদ্ধি। "আকরসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।" (রঘু ১।১৫) ইহার ১১টী বৈদিক পর্য্যায় আছে, যথা—কেতু, কেত, চেতস্, চিত্ত, ক্রতু, অসু, ধী, শচী, মায়া, বয়ুন, অভিখ্যা। (নিঘণ্টু ৩ অ°) ২ একাগ্রতা। "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।" (পঞ্চদশী ৭।১০৬) ৩ প্রাজ্ঞী। প্রকর্ষেণ জানাতি যা। ৪ সরস্বতী। (শব্দরত্না°)

"মতিরাগামিকা জ্ঞেয়া বুদ্ধিস্তৎকালদর্শিনী।
প্রজ্ঞা চাতীতকালস্য মেধা কালত্রয়াত্মিকা॥" (হেম)

প্রজ্ঞা, বৌদ্ধশাস্ত্রে 'প্রজ্ঞা' শব্দে জ্ঞান বা বুদ্ধিকে বুঝায়। গুণকারণ্ডব্যূহে লিখিত আছে—যখন জগতে কিছুই ছিল না, তখন স্বয়ম্ভু আদি বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই এক বুদ্ধ চারি হস্তের কল্পনা করিয়া স্বইচ্ছায় প্রজ্ঞার সৃষ্টি করেন। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা একত্র মিলিত হইয়া 'প্রজ্ঞা উপায়' নাম ধারণ করে। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—একমাত্র বুদ্ধই জগতের গুরু এবং প্রজ্ঞা গুণসমূহের আধার; ক্রমে পৌত্তলিক প্রবাহে পড়িয়া 'প্রকৃতি' স্বরূপা প্রজ্ঞাদেবী দেবতারূপে আদৃত হইয়াছিলেন। পূজাখণ্ডে তিনি জগন্মাতা, নিরূপ, প্রজ্ঞারূপ প্রজ্ঞাপারমিতা ও প্রকৃতি এই সকল নামে পূজিত হইয়াছেন। প্রজ্ঞাদেবীই জগৎপ্রকৃতির অনুরূপা (Diva Natura) এবং তিনিই ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। বৌদ্ধ ধর্ম্মপুরাণে গৌহাটীর কামেশ্বরী মন্দিরের যোনিপীঠ ত্রিকোণাকার যন্ত্র জগন্মাতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। আদি প্রজ্ঞা বা ধর্ম্মই প্রজ্ঞাদেবী, যখন সমুদায়ই শূন্যময় ছিল, তখন একমাত্র প্রজ্ঞাদেবীই আকাশ হইতে ৮ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যোনিপীঠস্থ ত্রিকোণাকার যন্ত্রের বিন্দু হইতে স্বইচ্ছায় তিনি আদি প্রজ্ঞারূপে উদ্ভূত হন এবং উক্ত ত্রিকোণের পার্শ্বদণ্ড হইতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উৎপত্তি হয়।

প্রজ্ঞাকর, জনৈক মৈথিলপণ্ডিত। বিদ্যাকরের পুত্র ও মিশ্র আনন্দকর স্বামীর পৌত্র। ইনি সুবোধিনী নামে নলোদয়টীকা রচনা করেন।

প্রজ্ঞাকায় (পুং) প্রজ্ঞা কায় ইব অস্য। বৌদ্ধাচার্য্য মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°)

প্রজ্ঞাকূট (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

প্রজ্ঞাচক্ষুস্ (পুং) প্রজ্ঞা এব চক্ষুর্যস্য। ধৃতরাষ্ট্র।

"শ্রুত্বাতু মম বাক্যানি বুদ্ধিযুক্তানি তত্ত্বতঃ।
ততো জ্ঞাস্যসি মাং সৌতে প্রজ্ঞাচক্ষুরমিত্যুত॥" (ভারত ১।১।১৬৩)

(ত্রি) ২ প্রজ্ঞাচক্ষুঃযুক্ত, যাহার প্রজ্ঞারূপ চক্ষু আছে।

প্রজ্ঞাচন্দ্র, একজন বৌদ্ধ পুরোহিত। চীনপরিব্রাজক ই-ৎসিং যখন নালন্দার তিন যোজন পশ্চিমবর্ত্তী তিলাঢ়ক সঙ্ঘারামে উপনীত হন, তখন ইনি তথায় আচার্য্য ছিলেন।

প্রজ্ঞাঢ্য (পুং) প্রজ্ঞয়া আঢ্য যুক্তঃ। প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত।

প্রজ্ঞাতর, মধ্যভারতবাসী জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তথাকার ২য় রাজপুত্র বোধিধর্ম্মকে[১] ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চিতারোহণ করিয়াছিলেন।

প্রজ্ঞাতৃ (ত্রি) প্র-জ্ঞা-তৃণ্। সর্ব্বাভিজ্ঞ। (ঋক্ ১০।৭৮।২)

প্রজ্ঞাদি (পুং) স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণভেদ, প্রজ্ঞ আদি করিয়া শব্দগণ। গণযথা—প্রজ্ঞ, বণিজ্, উশিজ্, উষ্ণিজ্, প্রত্যক্ষ, বিদ্বস্, বিদন্, ষোড়ন্, বিদ্যা, মনস্, শ্রোত্র, শরীর, জুহ্বৎ, কৃষ্ণমৃগ, চিকীর্ষৎ, চোর, শত্রু, যোধ, চক্ষুস্, বসু, এনস্,

(১) এই বোধিধর্ম্ম ৫২৬ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

মরুৎ, কুরু, সত্বৎ, দশার্হ, বয়স্, ব্যাকৃত, অসুর, রক্ষস্, পিশাচ, অশনি, কর্ষাপণ, দেবতা ও বন্ধু। ২ অন্যার্থে ণ-প্রত্যয় নিমিত্ত শব্দগণভেদ। এই গণ যথা—প্রজ্ঞা ও শ্রদ্ধা। (পাণিনি)

প্রজ্ঞাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]
"প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্॥"(রাজতর° ৩।৪৯৫)

প্রজ্ঞান (ক্লী) প্রজ্ঞায়তে হনেনেতি প্র-জ্ঞা-ল্যুট্। ১ বুদ্ধি।
"ত্বমেব মুহ্যসে মোহাৎ ন প্রজ্ঞানং তবাস্তি হ।" (ভারত ৩।১৮৫।১৬) ২ চিহ্ন। ৩ চৈতন্য।
"যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বসাদ্ বিজানাতি তৎপ্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥" (পঞ্চতন্ত্র ৫।১)
যাহাদ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহাকে প্রজ্ঞান কহে। (ত্রি) প্রজ্ঞানমস্ত্যস্য অচ্। ৪ পণ্ডিত। (দ্বিরূপকো°)

প্রজ্ঞানন্দ, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। প্রজ্ঞাস্বরূপের শিষ্য। ইনি তত্ত্বপ্রকাশিকা নামে তত্ত্বালোকটীকা ও ত্রিপুটী-প্রকরণটীকা নামে আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রজ্ঞানাশ্রম, স্বাত্মনিরূপণপ্রকরণ নামক গ্রন্থের টীকারচয়িতা।

প্রজ্ঞাপ্ত, ১ সজ্জিত, শ্রেণীবদ্ধ। ২ আদিষ্ট। (দিব্যা° ২১১৯)

প্রজ্ঞাভদ্র, জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং যখন তিলাঢক সঙ্ঘারামে আগমন করেন, তখন ইনি তথায় পৌরোহিত্য করিতেন, হিউএন্সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি ভ্রম নিরাকরণ করিয়া লন।

প্রজ্ঞাবর্ম্মন্, জনৈক বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা। চীনরাজ্যের অন্তর্গত কোরিয়াবিভাগের সিং-কো নামক স্থানবাসী। চৈনিক নাম হ্বুই-লুন্। ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিবার জন্য উদাসীন হইয়া তিনি স্বরাজ্য ত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী সহবাসে কাল কাটাইতে মনস্থ করেন। পথে আসিয়া তিনি য়ুয়ন-চৌর সহিত মিলিত হন। ইনি ১০ বৎসরকাল অমরাবত সঙ্ঘারামে বাস করেন। তৎপরে গন্ধারসন্দ মন্দিরে আসিয়া সংস্কৃত অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন।

প্রজ্ঞাপারমিতা (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের দর্শনশাস্ত্রভেদ।

প্রজ্ঞাময় (ত্রি) প্রজ্ঞা-স্বরূপে ময়ট্। প্রজ্ঞাস্বরূপ।

প্রজ্ঞাল (ত্রি) প্রজ্ঞাস্ত্যস্য সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। বুদ্ধিযুক্ত, প্রজ্ঞাযুক্ত।

প্রজ্ঞাবৎ (ত্রি) প্রজ্ঞা বিদ্যতেহস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রজ্ঞাযুক্ত।

প্রজ্ঞাসহায় (পুং) জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্।

প্রজ্ঞিন্ (ত্রি) প্রজ্ঞাস্ত্যস্যেতি ইনি। পণ্ডিত।

প্রজ্ঞিল (ত্রি) প্রজ্ঞা-অস্ত্যর্থে পিচ্ছাদিত্বাৎ ইলচ্। (পা ৫।২।১০০) প্রজ্ঞাযুক্ত, পণ্ডিত।

প্রজ্ঞু (পুং) প্রগতে জানুনী যস্য জানুনো জ্ঞঃ (পা ৫।৪।১২৯।) বিরলজানুকজন, প্রগতজানুক, খঞ্জপাদ।

প্রজ্বলন (ক্লী) প্র-জ্বল-ল্যুট্। প্রকৃষ্টজ্বলন। স্পষ্টীকরণ, বুঝাইয়া দেওন। (দিব্যাবদান ৩৩৩।২৩)

প্রজ্বলিত (ত্রি) প্র-জ্বল-ক্ত। প্রকৃষ্টজ্বলনযুক্ত। প্রদীপিত, জ্বালানো। "অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্॥" (ভবদেবভট্ট)

প্রজ্বার (পুং) জ্বরের প্রবাহ।

প্রডীন (ক্লী) প্র-ডী-নভ গতৌ ক্ত। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

প্রণ (পুং) প্র (নশ্চ পুরাণে প্রাৎ। পা ৫।৪।৫) ইতি ন। পুরাণ, প্রাচীন, পুরাতন।

প্রণখ (পুং) প্রকৃষ্টঃ নখঃ পূর্ব্বপদাৎ ণত্বং। নখাগ্র।
"আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।" (ছান্দোগ্য উপ°)

প্রণত (ত্রি) প্র-নম-ক্ত। কৃতপ্রণাম, প্রণতিবিশিষ্ট।
"ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" (ভাগবত)
প্রকৃষ্টরূপে নত। ২ বক্র। ৩ পট।

প্রণতি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং নমনং প্র-নম-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রণাম, পর্য্যায়—প্রণিপাত, অনুনয়। (হেম)
"নির্জ্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্ত্তয়ে॥" (রঘু ১১।৮৯) ২ নম্রভাব, নম্রতা।

প্রণদন (পুং) প্র-নদ-ভাবে ল্যুট্ ণত্বং। প্রণাদ। (অমর)

প্রণপাৎ (ত্রি) প্রকর্ষেণ নপাৎ। নভ্রাড়িত্যাদিনা নস্য প্রকৃতিভাবঃ পূর্ব্বপদাৎ ণত্বং। প্রকর্ষরূপে পাতয়িতা নহে।
(ঋক্ ৮।১৭।১৩)

প্রণময্য (ত্রি) প্রণম্য, নমস্কারার্হ। (দিব্যাবদান ৪৬৩।২২)

প্রণয় (পুং) প্রণয়নং প্র-নী-(এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ইতি অচ্। প্রীতি দ্বারা প্রার্থন, পর্য্যায়—প্রশ্রয়, প্রসর। (ভরত)
"তদ্ভূতনাথানুগ নার্হসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্॥" (রঘু ২।৫৮) ২ প্রেম, ভালবাসা।
"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"
(গীতা ১১।৪)
৩ যাচ্ঞা, প্রার্থনা। ৪ বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস। ৫ নির্ব্বাণ। (মেদি°) ৬ প্রসব। ৭ শ্রদ্ধা।

প্রণয়ন (ক্লী) প্র-নী-ভাবে ল্যুট্ ণত্বং। প্রকর্ষরূপে নয়ন। ২ প্রকর্ষরূপে করণ। ৩ অগ্নির সংস্কারভেদ। হোমাদিতে অগ্নি প্রণয়ন করিতে হয়। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১০।১৪)

প্রণয়নীয় (ত্রি) প্র-নী কর্ম্মণি-অনীয়র্। ১ প্রকর্ষরূপে নেতব্য। ২ সংস্কার্য্য বহ্নিভেদ। প্রণয়নস্য বহ্নিসংস্কারভেদং ছ। ৩ অগ্নিসংস্কারসম্বন্ধী ইধ্মকাষ্ঠাদি। (কাত্যা° ১৩।২১)

প্রণয়বৎ (ত্রি) প্রণয়-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। প্রণয়যুক্ত।

প্রণয়বিহতি (স্ত্রী) প্রণয়স্য বিহতিঃ। অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান, নিরাকৃতি।

প্রণয়িতা (স্ত্রী) প্রণয়িনো ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রণয়ীর ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রণয়িন্ (পুং) প্রণয়োঽস্যাস্তীতি প্রণয়-ইনি। ১ স্বামী। (ত্রি) ২ প্রণয়যুক্ত। "প্রণয়িনি নিজনাথে লজ্জয়া মৌনভাবাং।

প্রতি কিমিহ নবোঢ়াং রৌতি বিবোকথাক॥" (উদ্ভট)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রণয়িনী—ভার্য্যা।

প্রণব (পুং) প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তে আত্মা স্বেষ্টদেবতা চানেনেতি প্র-নু (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্ ততো ণত্বং, অথবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশরূপত্বাং প্রণমাতে ইতি প্র-নম কর্ম্মণি-ঘঞ্ সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাং বৃদ্ধ্যভাবঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ মস্ত বা। ওঙ্কার। বেদাদিতে পাঠ্যশব্দভেদ। বেদপাঠের পূর্ব্বে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে হয়।

"ওঙ্কারপ্রণবস্তারো বেদাদির্ব্বর্ত্তুলো ধ্রুবঃ।

ত্রৈগুণ্যং ত্রিগুণো ব্রহ্ম সত্যো মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ।

ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ত্বঞ্চ পঞ্চরশ্মিস্ত্রিদৈবতঃ॥" (বীজবর্ণাভিধানতন্ত্র)

অ, উ এবং ম এই তিনটী অক্ষরে সন্ধি হইয়া ওঙ্কার শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অকার শব্দে বিষ্ণু, উকার মহেশ্বর এবং মকার অর্থে ব্রহ্মা এবং ওঙ্কার বা প্রণব বলিলে এই তিনই বুঝিতে হইবে।

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।

মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

মনুতে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ বেদপাঠের পূর্ব্বে এবং শেষে প্রণব উচ্চারণ করিবেন।

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।

স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে॥" (মনু ২।৭৪)

পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে,—প্রণব ঈশ্বরের বাচক।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" (পাতঞ্জলসূত্র)

প্রণব জপাদি দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা হয়। প্রণব বেদের আদি বা প্রথম।

"আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবচ্ছন্দসামিব।" (রঘুব° ১ স°)

ওঁকার বা প্রণব ইহা মাঙ্গলিক, যে কোন কার্য্যের প্রথমে ইহা উচ্চারণ করিলে মঙ্গল হয়। ওঙ্কার ও অথ এই দুইটী শব্দ পূর্ব্বে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল, এই জন্য এই দুইটী শব্দ মঙ্গলজনক।

"ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।

কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, পাঠ বা যজ্ঞাদিকালে যদি কিছু ন্যূন, অতিরিক্ত, ছিদ্রযুক্ত বা অযজ্ঞিয় হয়, তাহা হইলে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলে ঐ সকল অচ্ছিদ্র বা অবিকল হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাতে সদোষও নির্দ্দোষ হইয়া থাকে।

"যন্ন্যূনং চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।

যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।

তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মৃত্যুকালে যদি কেহ বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া ওঁ এই অক্ষর উচ্চারণপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করে, তবে তাহার পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে।

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" (গীতা ৮।১৩)

[ওঁকার দেখ।]

২ সামাবয়বভেদ। (পুং) ৩ পরমেশ্বর। (ভাগ ১১।১৪।৫৭)

প্রণস (ত্রি) প্রগতা নাসিকা যস্য, নাসিকা শব্দস্য নসাদেশঃ, অচ্ সমাসান্তঃ ণত্বঞ্চ। বিগতনাসিক, যাহার নাসিকা গিয়াছে।

প্রণাড়ী (স্ত্রী) প্রণালী-লস্য ড। ১ প্রণালী শব্দার্থ। ২ দ্বারমাত্র।

প্রণাদ (পুং) প্রণদনমিতি প্র-নদ-ঘঞ্। ১ অনুরাগজশব্দ, প্রণয়নিবন্ধন মুখকণ্ঠাদির শব্দ, প্রীতিজনিত শীৎকৃত, আনন্দধ্বনি।

'অনুরাগকৃতে শব্দে প্রণাদঃ শীৎকৃতং নৃণাং।' (শব্দার্ণব)

গুণান্তরকলোকপ্রভব শব্দ। (মধুমাধব) অনুরাগজন্য শব্দ। (কলিঙ্গ) ২ তারশব্দ, উচ্চশব্দ। "পুরুষাণাং সুবিপুলাঃ প্রণাদাঃ সহসোত্থিতাঃ॥" (মভাভা° আদিপ°) ৩ শ্রবণাময়, কর্ণরোগভেদ, ইহার নামান্তর কর্ণনাদ। এইরোগ হইলে কর্ণবিবর মধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খাদির ন্যায় বিবিধ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

"কর্ণস্রোতঃ স্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বরান্।

ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে॥" (মাধবকর)

৪ চক্রবর্ত্তীভেদ।

প্রণাম (পুং) প্র-নম-ভাবে ঘঞ্। প্রণতি, প্রণিপাত, ভক্তি-শ্রদ্ধাতিশয়যুক্ত নমস্কার, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপারবিশেষ, ইহা চারি প্রকার—অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও করশিরঃসংযোগ।

"পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।

বচসা মনসাচৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥ (কালিকাপু°)

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানু, বক্ষস্থল, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন এই অষ্ট অঙ্গসংযোগে যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে অষ্টাঙ্গপ্রণাম কহে। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এইরূপ অষ্টাঙ্গপ্রণাম করিলে সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

পঞ্চাঙ্গপ্রণাম—"বাহুভ্যাং চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।

পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥" (কালিকাপু°)

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য এবং চক্ষু এই পঞ্চ অঙ্গ-সহযোগে যে প্রণাম করা যায়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গপ্রণাম কহে। দেবতা ও ব্রাহ্মণাদি দেখিলে প্রণাম করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে কখনও প্রণাম করে নাই, তাহার দেহ শব-তুল্য, এই জন্য তাহার সহিত আলাপ করিতে নাই।

"সকৃদ্বা ন নমেদ্যস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে।
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥" (বৃহন্নারদীয়পু°)

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ইহা তিন প্রকার। ব্রাহ্মণ শূদ্র-পূজিত দেবতাকে প্রণাম করিবেন না।

"যঃ শূদ্রেণার্চ্চিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা প্রণমেদ্যদি।
নিষ্কৃতিস্তস্য নাস্ত্যেব প্রায়শ্চিত্তায়ুতৈরপি ॥" (কর্ম্মলোচন)

দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলে অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। [অন্যান্য বিবরণ নমস্কারশব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রণামিন্ (ত্রি) প্রণামকারী, পূজাকারী।

প্রণায়ক (পুং) ১ সেনানায়ক, সর্দ্দার। ২ পথপ্রদর্শক।

প্রণায্য (ত্রি) প্রণীয়তে ইতি প্র-নী-ণ্যৎ। (প্রণায্যোঽসম্মতৌ। পা ৩।১।১২৮) ইতি সাধুঃ। অসম্মত। "ন প্রণায্যো জনঃ কশ্চিৎ নিকায্যং তেঽধিতিষ্ঠতি।" (ভট্টি ৬।৬৬) ২ অভিলাষ-বিবর্জ্জিত, নিস্পৃহ। (মেদিনী) ৩ সাধু, ন্যায়বান্। ৪ প্রিয়।

প্রণাল (পুং) প্রণল্যতে জলাদি নিঃসার্য্যতেঽনেনেতি প্র-ণল-ঘঞ্। জলনিঃসরণমার্গ, চলিত পয়নালা।

প্রণালী (স্ত্রী) প্রণাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। জলনিঃসরণমার্গ, চলিত পয়নালা।

"তদ্বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্।
কৌশল্যা ব্যসৃজদ্বাষ্পং প্রণালীব নবোদকম্ ॥" (রামা° ২।৬২।১০)

২ পরম্পরা। ৩ শ্রেণী। ৪ দ্বার। ৫ রীতি, ধারা। ৬ জলভাগভেদ। যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

প্রণাশ (পুং) প্র-নস-ঘঞ্, ততো ণত্বং। ১ মৃত্যু, মরণ। ২ পলায়ন। (দিব্যাবদান ৬২৬।৪)

প্রণাশন (ত্রি) প্র-নশ-ণিচ্ ল্যু। সম্যক্‌রূপে নাশ বা ধ্বংস। অস্তিত্ব লোপকরণ।

প্রণাশিন্ (ত্রি) নাশকারী, লয়কারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রণাশিনী।

প্রণিংসিত (ত্রি) প্র-নিংস-ক্ত ণত্বং। চুম্বিত, কৃতচুম্বন।

প্রণিক্ষণ (ক্লী) প্র-নিক্ষ-ল্যুট্ ণত্বং। উত্তমরূপে চুম্বন।

প্রণিধান (ক্লী) প্রণিধীয়তেঽনেনেতি প্র-নি-ধা ল্যুট্, ণত্বং।

"প্রণিধানেন ধৈর্য্যেণ রূপেণ বয়সা চ মে।
মনঃ প্রবিষ্টো দেবর্ষে গুণকেশ্যাঃ পতির্বরঃ ॥" (ভারত° ৫।১০৩।২১)

২ সমাধি, মনোনিবেশ, মনের একাগ্রতা। ৩ ধ্যান। ৪ সমাধি দ্বারা দৃষ্টি। ৫ অর্পণ। ৬ ভক্তিবিশেষ। ৭ কর্ম্মফলত্যাগ। ৮ ভবিষ্যৎ জন্মের কোন বিষয়ের প্রার্থনা। (দিব্যাবদান)

প্রণিধি (পুং) প্রণিধীয়তে প্র-নি-ধা-কি, ণত্বং। ১ চর, অনুচর।

"প্রণিধিং প্রেরয়ামাস হয়ারিস্তু শচীপতিম্।" (দেবীভা° ৫।৩।৯)

২ যাচন। ৩ অবধান। ৪ কাশ্যপগোত্রীয় বৃহদ্রথের পুত্র। (ভারত ৩।২১৯।৯) ভজনা, প্রার্থনা। (দিব্যাবদান ১০২।৯)

প্রণিধেয় (ত্রি) প্র-নি-ধা-যৎ। প্রণিধানযোগ্য।

প্রণিনাদ (পুং) প্র-নি-নদ-ঘঞ্। বজ্রশব্দবৎ গর্জ্জনশব্দ।

প্রণিপতন (ক্লী) প্র-নি-পত-ল্যুট্। প্রণিপাত, প্রণাম।

প্রণিপাত (পুং) প্র-নি-পত-ঘঞ্, ণত্বং। প্রণতি, প্রণাম।

"তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।"
(কুমার ৩।৬১)

প্রণিহিত (ত্রি) প্র-নি-ধা-ক্ত, ধাঞো হি, ণত্বং। ১ স্থাপিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ সমাহিত। (মেদিনী) ৪ মিলিত।

"ততঃ প্রণিহিতাঃ সর্ব্বা বানর্য্যোঽস্য বশানুগাঃ।
চুক্রুশুর্ব্বীরবীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশন্তি তাঃ প্রিয়ম্ ॥" (রামা° ৪।২৫।৩৪)

প্রণী (ত্রি) প্রণয়তি প্র-নী-ক্বিপ্। ১ কারক। ২ ঈশ্বর।

"সায়ন্তনীং তিথিপ্রণ্যঃ।" (ভট্টি)

প্রণীত (ত্রি) প্র-নী-ক্ত। ১ নির্ম্মিত, রচিত, কৃত। ২ পাক দ্বারা রূপরসাদি সম্পন্ন ব্যঞ্জনাদি। (দিব্যাবদান ৩৮৫।২০) ৩ ক্ষিপ্ত। ৪ বিহিত। ৫ প্রবেশিত। (মেদিনী) ৬ কৃত। (হেম) ৭ সংস্কৃত অগ্নি, যজ্ঞে মন্ত্রপূত অগ্নিভেদ। "যথাধ্বরে বহ্নিরভি-প্রণীতঃ" (ভট্টি ১ স°) ৮ মন্ত্রসংস্কৃতমাত্র। ৯ মন্ত্রসংস্কৃত জল।

প্রণীতা (স্ত্রী) প্রণীত-টাপ্। মন্ত্রসংস্কৃত জলাধারপাত্রবিশেষ।

"প্রণীতানামাপো মন্ত্রসংস্কৃতা আহবনীয়স্যোত্তরতো নিহিতাঃ।"
(আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।৫)

প্রণীয় (ত্রি) প্রণী-কর্ম্মণি বেদে ক্যপ্। যে মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করা যায় সেই মন্ত্র। বৈদিক প্রয়োগেই 'প্রণীয়' এই পদ হইয়াছে, লৌকিক প্রয়োগে 'প্রণেয়' এইরূপ প্রয়োগই সাধু। প্র-নী-ল্যাচ্ প্রত্যয় করিলে 'প্রণীয়' এইরূপ পদ হয়; কিন্তু উহা অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থ 'প্রণয়ন করিয়া' এইরূপ হইবে।

প্রণুত (ত্রি) প্র-ণু-ক্ত। স্তুত। প্রশংসিত।

প্রণুদ্ (ত্রি) প্র-নুদ-ক্বিপ্। ১ প্রেরণকারী। ২ মুগ্ধ। ৩ বিচলিত। ৪ অনুরোদ্ধা। ৫ বিতাড়নকারী।

প্রণুন্ন (ত্রি) প্র-নুদ-ক্ত। ১ নিযুক্ত। ২ প্রেরিত। ৩ কম্পিত। ৪ বিতাড়িত।

প্রণেজন (ত্রি) ১ প্রক্ষালন। ২ (ত্রি) প্রক্ষালনকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"ধিক্ত্বাং জাল্মি পুরুষস্য পুরুষস্য শিশ্নপ্রণেজনি।" (লাট্যা ৪।৩।১১)

প্রণেতৃ (ত্রি) প্র-নী-তৃচ্। রচয়িতা, নির্ম্মাতা, যিনি প্রণয়ন করেন।

প্রণেয় (ত্রি) প্রকর্ষেণ নেতুং শক্যঃ, প্র-নী (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ। ১ বশ্য, অধীন। "অস্মৎপ্রণেয়ো রাজেতি লোকাংশ্চৈব বদন্ত্যত।" (ভারত ১২।৫৬।৬০) ২ কৃতলৌকিকসংস্কার, যাহাদিগের লৌকিক সংস্কার কৃত হইয়াছে। (হেম) ৩ প্রাপণীয়।

প্রণোদিত (ত্রি) প্র-নুদ-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ নিয়োজিত। "তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।" (রঘু ১ স°)

প্রতক্বন্ (পুং) প্র-তক-গতৌ বনিপ্। প্রকর্ষদ্বারা গতিযুক্ত। "নভোঽস্তি প্রতক্বা" (তাণ্ড্য ব্রা° ১৪।৩২) 'প্রকর্ষেণ প্রতক্বা স্বাবয়বৈঃ পাংশুভিঃ সর্ব্বান্ ধিষ্ণ্যান্ প্রতিগন্তা তকতির্গতিধর্ম্মা' (ভাষ্য)

প্রতত (ত্রি) প্র-তন-ক্ত। বিস্তৃত।

প্রততি (স্ত্রী) প্র-তন-ক্তিচ্। ১ বিস্তৃতি। ২ বল্লী। (মেদিনী)

প্রততী (স্ত্রী) প্রততি-ঙীষ্। ব্রততী। (অমরটীকা ভারত)

প্রতদ্বসু (পুং) প্রতৎ প্রাপ্তং বসু ধনং যেন। ১ প্রাপ্তবসুক, যিন ধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ বিস্তীর্ণ ধন। (ঋক্ ৯।১৩।২৭)

প্রতন (ত্রি) প্র-(নশ্চ পুরাণেপ্রাৎ। পা ৫।৪।২৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা চকারাৎ ট্যু তুট্ চ্। পুরাতন। (অমর)

প্রতনু (ত্রি) প্রকৃষ্টস্তনুঃ প্রাদিস°। ১ অতি অল্প। ২ অতি সূক্ষ্ম। "প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈঃ" (উত্তররামচরিত ১ অঃ)

প্রতপন (ক্লী) ১ নরকভেদ। ২ উত্তাপ। ৩ প্রজ্বলিতকরণ। ৪ তাপদান। "প্রদুষ্টস্যাগ্নিপ্রতপনম্" (সুশ্রুত ১।৩৭)

প্রতপ্ত (ত্রি) প্র-তপ-ক্ত। ১ উত্তপ্ত। ২ তাপিত। ৩ কথিত।

প্রতমক (পুং) শ্বাসরোগভেদ, তমকশ্বাস। (মাধবনি°)

প্রতমাম্ (অব্য) প্র-তমপ্-আমু। অত্যন্ত প্রকর্ষ। তরপ্ প্রত্যয়ে 'প্রতরাম্' এইরূপ পদ হইবে।

প্রতর (পুং) প্র-তৃ-ভাবে-অপ্। ১ প্রকৃষ্টরূপে তরণ। ২ প্রতরণাধার।

প্রতর্ক (পুং) প্র-তর্ক-অপ্। সংশয়।

প্রতর্কণ (ক্লী) প্র-তর্ক ভাবে ল্যুট্। বিতর্ক, বাদানুবাদ। পর্য্যায়—তর্ক, ব্যূহ, বহ, উহ, বিতর্কণ, অধ্যাহার, অধ্যাহারণ, উহন। (শব্দরত্না°)

প্রতর্ক্য (ত্রি) প্র-তর্ক-যৎ। অতর্কনীয়। "অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" (মনু ১।৫)

প্রতর্দ্দন (ক্লী) প্র-তৃদ ভাবে ল্যুট্। ১ তাড়ন। (ত্রি) কর্ত্তরি-ল্যু। ২ তাড়ক। (পুং) ৩ দিবোদাসপুত্রভেদ। কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র। বীতহব্য নামে জনৈক রাজা তাঁহার বংশ নাশ করিলে, তিনি ভৃগু সহায়ে একটী পুত্রেষ্টি যাগ করেন এবং প্রতর্দনকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন, বীরবর প্রতর্দন পিতৃশত্রুকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলে বীতহব্য ভৃগু মুনির আশ্রয়লাভ করেন ও ব্রহ্মর্ষিপদ প্রাপ্ত হন। (হরিব° ২৯ অঃ) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২০) ৫ ঋষিভেদ। (ভারত ১।৯২।১৪)

প্রতল (ক্লী) প্রকৃষ্টং তলং। ১ পাতালভেদ। (পুং) প্রকৃষ্টং তলমস্য। ২ বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চপেট, চাপড়।

প্রতান (পুং) প্র-তন-ঘঞ্। ১ বিস্তৃত। ২ তন্তু।

"লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈ-
রধিজ্যধন্বা বিচচার দাবম্।" (রঘু ২।৮)

৩ বায়ুরোগবিশেষ, ইহার অপর নাম অপতানক। এই বায়ুরোগকে মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ বলা যাইতে পারে।

"দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি।
হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ॥
বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকম্॥" (মাধবকর)

৪ ঋষিভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ তন্তুযুক্ত।

প্রতানবৎ (ত্রি) প্রতান-মতুপ্ মস্য ব। প্রতানযুক্ত।

প্রতানিন্ (ত্রি) প্র-তন-ণিনি। ১ বিস্তীর্ণ।

প্রতানিনী (স্ত্রী) প্রতানিন্-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ প্রতানবতী। ২ বিস্তৃতলতাদি।

প্রতাপ (পুং) প্র-তপ-ঘঞ্। কোষদণ্ডজ তেজ, প্রভাব, কোষদণ্ড এবং ধনসৈন্যাদি জনিত তেজ। ২ পৌরুষ। ৩ তাপ।

"যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা।
তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ॥" (রঘু ৪।১২)

৪ তেজঃ। ৫ অর্করক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ৬ যুবরাজের ছত্র। "নীলো দণ্ডশ্চ বস্ত্রঞ্চ শিরঃ কুম্ভস্তু কানকঃ।
সৌবর্ণং যুবরাজস্য প্রতাপং নাম বিশ্রুতম্॥"
(ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

প্রতাপ, একজন প্রাচীন রাজা। অর্ব্বুদপর্ব্বতের শিলালিপিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতাপউজ্জৈনীয়, বিহারবাসী জনৈক রাজা। ইহার পিতার নাম দলপৎ।[১] শাহজহানের রাজত্বের ১ম বৎসরে (১৬৬৬ খৃঃ অঃ) ইনি দেড়হাজারী মনসবদার হইয়াছিলেন। আরায় পশ্চিম ও সাসেরামের উত্তর দিক্‌স্থ ভোজপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। উক্ত সম্রাটের রাজ্যকালের ১০ম বৎসরে প্রতাপ বিদ্রোহী হইলে আবদুল্লা খাঁ ভোজপুর দখল করেন, প্রতাপ আত্মসমর্পণ করিলেও সম্রাটাদেশে শমনভবনে প্রেরিত হন। তাঁহার স্ত্রীকে

(১) ইনি সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বের ৪০ বৎসরে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বলপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আবদুল্লার পৌত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

প্রতাপক্ষিতীন্দ্র, একজন রাজা। রোহ্‌তাস্‌গড়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি ১২২৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

প্রতাপগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের বারাবাঙ্কিজেলার একটী তহসীল।

প্রতাপগড়, অযোধ্যার রায়বরেলী বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৫°৩৪´ হইতে ২৬°১০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮১°২২´ হইতে ৮২°২৯´৪৫´´ পূঃ। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গানদী ও পূর্ব্বসীমায় গোমতীনদী প্রবাহিত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রসাদপুর ও সলোন্ পরগণা রায়বরেলীর সীমাভুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তন কমিয়াগিয়াছে। বর্ত্তমান ভূপরিমাণ ১৪৩৬ বর্গ-মাইল। প্রতাপগড় নগর হইতে ২ ক্রোশদূরে বেলা নগরে ইহার বিচারবিভাগীয় সদর স্থাপিত।

সমগ্র ভূভাগ বনরাজি ও শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। নদীসৈকতবর্ত্তী ভগ্নস্তরের বিশালদৃশ্য এবং ক্রমোচ্চ নিম্নভূমির শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাদির আম্রকানন জেলার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। গঙ্গা ও গোমতী ব্যতীত এখানে সৈ নামে অপর একটী নদী প্রবাহিত আছে। বর্ষাকালে উহার জলস্রোত বর্দ্ধিত হইয়া নৌকা গমনের উপযোগী হয় এবং অনেকগুলি শাখানদী আসিয়া উহাতে যোগদান করে। এখানে কএকটী বড় বড় ঝিল আছে, বর্ষাকালে উহা জলে পূর্ণ হইয়া আরও বিস্তৃতায়তন হয়। কিন্তু গভীরতা অল্প বলিয়া নৌকাগমনের অনুপযোগী। এখানকার ভূমি হইতে লবণ, সোরা ও কঙ্কর পাওয়া যায়। গবর্মেণ্ট-বাহাদুর লবণ ও সোরার ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার রবি ও খারিফ্ শস্য ও নানা প্রকারের চাউল এখানে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল শস্য ব্যতীত তামাকু, চিনি, ঘি, গুড়, অহিফেন, তৈল, গো, ছাগ, শৃঙ্গ ও চর্ম্ম প্রভৃতি এখান হইতে নানা স্থানে প্রেরিত হয়। স্ফটিকের মালা, চুড়ী ও কুজা ব্যতীত এখানকার রাখালগণ আপনাপন মেষদলের পশম হইতে একপ্রকার কম্বল বুনিয়া বিক্রয় করে।

স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ হইলেও এখানকার অধিবাসিগণ বিশেষ সুখী নহে। শীতকালে রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এখানে বিসূচিকা ও বসন্তের সহিত দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেশ প্রায় জনশূন্য করিয়া ফেলে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৩৪ বর্গমাইল। এখানে ৭০২টী গ্রাম আছে।

৩ উক্ত জেলার একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৫৫ বর্গ মাইল। এখানকার ৬৩৪টী গ্রামের মধ্যে ৫০৮টী গ্রাম সোমবংশী রাজপুতগণের অধীন। এই সোমবংশীগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর। আলাহাবাদ হইতে ১৮ ক্রোশ ও বেলানগর হইতে দুই ক্রোশদূরে অবস্থিত। আলাহাবাদ হইতে প্রতাপগড় পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। অক্ষা° ২৫°৫৩´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৫৯´১০´´ পূঃ। ১৬১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপসিংহ প্রাচীন অলারিখপুর বা আরোর নগরের উপর এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত দুর্গটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অযোধ্যা-রাজ এই স্থান দখল করিয়া লন। অযোধ্যা ইংরাজের করতলগত হইবার পর এই স্থান প্রাচীন রাজবংশের অজিতসিংহনামা কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয়। নগরটী বৃহদায়তন ছিল। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পর (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ইহার বহিঃ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ভিতরের ক্ষুদ্র প্রাচীর ও বাগান বিদ্যমান আছে। এখানে ৪টী হিন্দুদেব-মন্দির ও ৬টী মসজিদ দেখা যায়। সকর্ণি ও সৈ নদীর সঙ্গমস্থলে, পঞ্চসিদ্ধা নামে দুর্গা-মন্দির অবস্থিত। সন্দবণ্ডিক গ্রামে চণ্ডিকাদেবীর মন্দির একটী বিখ্যাত তীর্থ। নিকটবর্ত্তী গোণ্ডাগ্রামে এখনও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতাপগড় নগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে হিন্দোর নামক গ্রাম। প্রবাদ হন্দবী নামক রাক্ষস এই নগর প্রতিষ্ঠা করে। এখানকার ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতাপগড়, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। মেবার এজেন্সীর শাসনভুক্ত। অক্ষা° ২৩°১৭´ হইতে ২৪°১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩১´ হইতে ৭৫°৩´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১৪৬০ বর্গ মাইল। উত্তরপশ্চিম বিভাগ পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পূর্ণ। এখানে এক মাত্র ভীলজাতিরই বাস। দেওলিয়ার দক্ষিণে প্রাচীন দুর্গ-সুরক্ষিত জুনাগড়, পর্ব্বতের উপরে বৃহৎ পুষ্করিণী ও ইন্দারা আছে। দকোর নামক স্থানে পূর্ব্বে অনেক পাথর পাওয়া যাইত।

প্রতাপগড়ের মহারাবল উপাধিধারী অধিকারী শিশোদীয়-বংশীয় রাজপুত। ইহারা উদয়পুর-রাজবংশের কনিষ্ঠশাখা সমুদ্ভূত। মালবরাজ্যে মরাঠাপ্রভাব বিস্তার লাভ করিলে, এখানকার সর্দ্দারগণ হোলকরপতিকে রাজকর দিতেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজ গবর্মেণ্টের আশ্রয়াধীন হয়। মন্দেশ্বরের সন্ধিসূত্রে ইংরাজরাজ হোলকরের নিকট প্রতাপগড়ের রাজস্ব লাভ করেন; কিন্তু শেষে উহা বৃটীশরাজকোষ হইতে হোলকরকে প্রদত্ত হয়। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে দলপৎ সিংহ এখানকার সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র উদয়সিংহ (জন্ম ১৮৩৯ খৃঃ) রাজ্যভার প্রাপ্ত

হন। ইংরাজ গবর্মেন্টের নিকট তিনি ১৫টী মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ৫০ জন জায়গীরদার আছেন। এখানকার বিচার ও শাসনাদি কার্য্য একমাত্র সর্দারের অধীন। তিনি প্রজাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার ১২টী কামান, ৪০ জন বরকন্দাজ, ২৭৫ অশ্বারোহী ও ৯৫০ পদাতি সৈন্য আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°২২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৫২´১৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে মহারাবল প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৬০ ফিট্ উচ্চ। ইহার চারিদিকে গর্ত্তকাটা প্রাচীর-দ্বারা সুরক্ষিত। সলিম সিংহ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করান, উহাতে ৮টী প্রবেশ-দ্বার আছে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমদিক্‌স্থিত ক্ষুদ্র দুর্গে মহারাবল-পরিবারের বাস। বর্ত্তমান সর্দার নিজ বাসের জন্য অন্যত্র রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করায়, পূর্ব্বাবাস পরিত্যক্ত ও জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বিষ্ণুর উদ্দেশে ৩টী, শিবের ৩টী ও ৪টী জৈনমন্দির আছে। পান্না বা মীনার উপর সোণা বাঁধান জড়োয়া কারুকার্য্যের জন্য প্রতাপগড় বিখ্যাত। এ জড়োয়া-কার্য্য এখানকার দুইটী পরিবারের ঘরবাঁধা, সেরূপ কার্য্য অপর কেহ করিতে পারে না। এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী দেওলিয়া একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইস্থান প্রতাপগড় হইতে ৩।০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

প্রতাপগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের শিখরদেশে মহাবলেশ্বর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৮´৩০´´ পূঃ। এই দুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫৪৩ ফিট্ উচ্চ। ইহার উত্তরপশ্চিমদিকে ৭ হইতে ৮ শত ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতচূড়া, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ৩০।৪০ ফিট্ গুম্বেজ ও চূড়াদি উন্নত দেখা যায়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী জাবলীর রাজাকে হত্যা করিয়া তদধিকৃত রোহিলদুর্গ দখল করিয়া লন এবং প্রতাপগড় দুর্গ স্থাপন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বিজাপুররাজপ্রেরিত মুসলমান-সেনানী আফ্‌জল্ খাঁর নিষ্ঠুর হত্যা এখানেই সম্পাদিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় প্রতাপগড় ইংরাজহস্তে সমর্পিত হয়।

প্রতাপগড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। মোতুরের নিকট অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৮৯ বর্গমাইল। পূর্ব্বে ইহা হরাই সর্দারগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে উহা শোণপুর হইতে বিচ্যুত হইলে, হরাই-সর্দারের ভ্রাতা ইহার শাসনভার প্রাপ্ত হন। পগারা নামক প্রধান গ্রামে সর্দারদিগের প্রাসাদ আছে।

প্রতাপগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার একটী জমিদারী সম্পত্তি। [কিমেদি দেখ।]

প্রতাপচন্দ্র, কুমায়ুন্ প্রদেশের জনৈক রাজা। ১৩৮৩ শকে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রতাপদেব, কাশ্মীরের জনৈক রাজা। তিনি তিথিনির্ণয়রচয়িতা সিদ্ধলক্ষ্মণের প্রতিপালক ছিলেন।

প্রতাপদেবরায়, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয়নগরের জনৈক রাজা। শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, তিনি ১৩৬৮ শকসম্বতে বৈশাখমাসে গতাসু হইয়াছিলেন।

প্রতাপধবলদেব, জাপিলাধিপতি। ইহার মহানায়ক উপাধি ছিল। দক্ষিণবিহারের সাসেরামের নিকটবর্ত্তী তারাচণ্ডী পর্ব্বতে ১২২৫ শকে উৎকীর্ণ তাঁহার শিলালিপি পাওয়া যায়।

প্রতাপন (ক্লী) প্র-তপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ পীড়ন।

"কানকং রাজতং তাম্রং রৈত্তিকং ত্রপুসীসকং।
চিরস্থানাদ্বিলীয়ন্তে পিত্ততেজঃপ্রতাপনাৎ॥" (সুশ্রুত ১।২৬ অঃ)

(পুং) প্রতাপয়তীতি প্র-তপ-ণিচ-ল্যু। ২ নরকবিশেষ। (শব্দর°) ইহার অপর নাম কুম্ভীপাক। (ভাগবত) (ত্রি) ৩ ক্লেশদায়ক। (পুং) ৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°)

প্রতাপনগর, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

প্রতাপপাল, করৌলীর জনৈক রাজা।

প্রতাপভানু, প্রতাপমার্ত্তণ্ডরচয়িতা।

প্রতাপমল্ল, নেপালের জনৈক রাজা। ইনি লক্ষ্মীনৃসিংহের পুত্র, ইহার অপর নাম জয়প্রতাপমল্লদেব (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ)।

প্রতাপমল্ল, বাঘেলা (চালুক্য) বংশীয় জনৈক রাজা। ছণিগ-দেবের পুত্র।

প্রতাপরাজ, পরশুরামপ্রতাপপ্রণেতা। ইহার পূর্ণনাম সাবাজী প্রতাপরাজ।

প্রতাপরাজ, একজন রাজা। ন্যায়সিদ্ধান্তদীপপ্রভাপ্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শেষান্তের প্রতিপালক।

প্রতাপরায়, হিমালয়তটবর্ত্তী মানকোটের জনৈক রাজা। ইনি সম্রাট্ অকবরশাহের বিরোধী হইলে তৎসেনাপতি জৈন খাঁ কর্ত্তৃক বন্দী হন।

প্রতাপরুদ্র, বরঙ্গলের বিখ্যাত রাজা। তিনি নিজ বাহুবলে দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া রাজশিরোভূষণ হইয়াছিলেন।

কাকতীয়[১] প্রতাপ আন্ধ্রুরাজ্যের রাজধানীতে বাস করিতেন

(১) এই রাজবংশ কাকতী (দুর্গা) দেবীর উপাসনা করিতেন বলিয়া

তিনি অনেক দেশ জয় করেন। সিবনেরির যাদবরাজ রামচন্দ্র তাঁহার ভয়ে গোদাবরী পার হইয়া পলায়ন করিলেন। ১২৯৫ হইতে ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ত্রিচীনপল্লীর অথুকেশ্বরমন্দিরের প্রাকারবহিস্থ প্রাচীরে তাঁহার উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

প্রতাপরুদ্র, উৎকল প্রদেশের জনৈক রাজা। গজপতি তাঁহার বংশোপাধি ছিল। তিনি পুরুষোত্তমদেবের পুত্র, তাঁহার মাতার নাম পদ্মাবতী। কপিলেশ্বর দেব তাঁহার পিতামহ। তিনি বিদ্বজ্জন-প্রতিপালক ও মহাধার্ম্মিক ছিলেন। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়প্রণেতা বিশ্বনাথ সেন তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিল। কৌতুকচিন্তামণি, নির্ণয়সংগ্রহ, প্রতাপমার্ত্তণ্ড ও সরস্বতীবিলাস নামে কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

বাল্যকাল হইতে বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিয়া তিনি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধবিদ্যায়ও বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যভারগ্রহণপূর্ব্বক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক খ্যাতি ও বিজয়-গৌরব সমগ্র দক্ষিণভারতে রাষ্ট্র হইয়াছিল। প্রথমে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজ পত্নীর অনুরোধে ও কোন বিশেষ কারণে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নদীয়ার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষালাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে বিদ্বেষী হইয়া অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের বিলোপসাধন করিয়াছিলেন।

রাজ্যজয়ে অভিলাষী হইয়া তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। অসংখ্য দুর্গ ও বিজয়নগর রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ইত্যবসরে বাঙ্গালার পাঠান-রাজগণ উৎকল আক্রমণ করে। কটকের শাসনকর্ত্তা অনন্ত-সিংহ তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম হইয়া পলায়নপর হন এবং কাটজুড়ির দক্ষিণতীরবর্ত্তী সারঙ্গগড়ে আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। ম্লেচ্ছগণ জয়লাভে প্রণোদিত হইয়া পুরীধাম আক্রমণে কৃতসংকল্প হইল। পাণ্ডাগণ পবিত্র দেবমূর্ত্তি লইয়া চিল্কা-হ্রদে লুকাইলেন। প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ পাইয়া সদলে উৎকলাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ম্লেচ্ছগণকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার এতাদৃশ বলক্ষয় হইয়াছিল যে, তিনি যবনরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাঠানগণ অতঃপর উৎকল ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আইসে। একবিংশবর্ষ রাজত্বের পর প্রতাপ-রুদ্র ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ৩২টী পুত্র ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রাজ্যকালের পর উড়িষ্যা-দেশে গঙ্গরাজবংশের অবসান হয়। তিনি উৎকলের বরাহ-মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

প্রতাপবর্ম্মন্, চন্দেলবংশীয় জনৈক নরপতি।

প্রতাপ বুন্দেলা, জনৈক বুন্দেলা রাজা। ইনি ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ওর্চ্ছা জায়গীর স্থাপন করিয়া তথায় বুন্দেলার অধিষ্ঠান করেন।

প্রতাপবল্লাল, বেল্লিগোলের অধিপতি। গুণচন্দ্রাচার্য্য তাঁহার রাজকার্য্যের পরিদর্শক ছিলেন।

প্রতাপশীল, কনোজাধিপতি। পুষ্পভূতির বংশধর। ইহার অপর নাম প্রভাকরবর্দ্ধন। [প্রভাকরবর্দ্ধন দেখ।]

প্রতাপশীল, উজ্জয়িনীপতি হর্ষ বিক্রমাদিত্যের পুত্র।

প্রতাপসিংহ, কাশ্মীরের একজন মহারাজ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতা মহারাজ রণবীরসিংহের মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

প্রতাপসিংহ, জয়পুরের এক রাজা। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পিতা মধু-সিংহের মৃত্যুতে রাজপদ লাভ করেন। তিনি একজন উদার-নৈতিক রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্বে (১৭৮৮ খৃঃ অঃ) কর্ণেল পোলিয়ার বেদশাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধানে জয়পুর রাজধানীতে গমন করেন। তিনি ডন্ পেঁদ্রো দি সিল্‌ভা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজকে রাজবৈদ্যরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

প্রতাপসিংহ, তঞ্জাবুরের জনৈক রাজা। ইনি মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শরভোজীর পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা শাহজী রাজ্যচ্যুত হইলে সেণ্টডেভিড দুর্গে ইংরাজের আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইংরাজ বণিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইলে ও

কাকতীয় নাম লাভ করেন। প্রতাপচরিত্রে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন হইতে এই বংশের উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু বরঙ্গলের কাকতীয়গণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। কাঞ্চীপুরের গণপতি-বংশাবতংশ কাকতীয় বংশের বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক গোলমাল দৃষ্ট হয়। [বিস্তৃত বিবরণ বরঙ্গল শব্দে দেখ।]

বিদ্যানাথবিরচিত 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ' নামক গ্রন্থে কাকতীয় বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে।

(২) পূর্ব্বে অনুমকোণ্ড নগরে কাকতীয়-রাজগণের রাজধানী ছিল। রাজা কাকতীপ্রলয় তাহা বরঙ্গলে উঠাইয়া আনেন। পরে প্রতাপ কর্ত্তৃক নূতনরাজধানী স্থাপিত হয়। প্রতাপরুদ্রীয়নাটকে প্রতাপের মাতা মুমড়ম্বা ও পিতা মহাদেব (-বীররুদ্র) বলিয়া উক্ত আছে। প্রতাপের প্রপিতামহ গণপতি অপুত্রক হওয়ায় নিজকন্যা রুদ্রাদেবীকে পুত্রনামে পালন করেন। রুদ্রা মহারাজ রুদ্র নামে রাজ্য করিয়া শেষবয়সে নিজ দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রকে রাজ্যদান করেন।

কর্ণাটরাজ্যে বিদ্রোহ সূচিত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন এবং দেবীকোটা নামক স্থান ইংরাজহস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার পর হইতে তঞ্জোর-রাজবংশ 'প্রতাপসিংহ' উপাধিতে ভূষিত হইতে থাকে।

প্রতাপসিংহ, নেপালাধিপতি গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণের পুত্র। ইনি ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন।

প্রতাপসিংহ, (নারায়ণ) সাতারার অধিপতি। মহারাজ ২য় শাহুর পুত্র ও রাঘোজী ভোঁসলের পৌত্র। পেশবা বাজীরাও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অপ্পাসাহেব রাজ্যচ্যুত হইলে তিনি মুক্তিলাভ করেন ও ইংরাজানুগ্রহে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হন। ইনি ইংরাজানুগ্রহ লাভ করিয়া বরণা ও নীরা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ পশ্চিমে সহ্যাদ্রি ও পূর্ব্বে পন্ঢরপুর পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। পুণার কতকাংশ তাঁহার জায়গীরভুক্ত হয়, ইংরাজ সহায়ে ১৮১৮ খৃঃ অঃ তিনি পেশবাকে আক্রমণ করিয়া এবং শোলাপুরে উপস্থিত হইয়া নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি ইংরাজপ্রসাদে আরও সম্পত্তিলাভ করেন; কিন্তু ঐ সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করায় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত হন ও বারাণসী-ধামে গমনপূর্ব্বক ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপসিংহ, প্রতাপগড়প্রতিষ্ঠাতা জনৈক রাজা। [প্রতাপ-গড় দেখ।]

প্রতাপসিংহ, রামকর্ণামৃত-প্রণেতা।

প্রতাপসিংহদেব, প্রতাপকল্পদ্রুম নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থরচয়িতা।

প্রতাপসিংহ, একজন গ্রন্থকার। রাজ্যলাভস্তোত্র ও রাম-বিজ্ঞাপনস্তোত্র নামে দুইখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

প্রতাপসিংহ (রাণা), রাজপুতকুলগৌরব মেবারের একজন রাজা, চিতোরাধিপতি রাণা উদয়সিংহের পুত্র। তিনি পিতার ন্যায় দুর্ব্বল-হৃদয় ছিলেন না। তিনি মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভারতবাসীর স্পর্দ্ধা ও গৌরবপরিচায়ক। প্রতাপের উদারহৃদয়তা, নীতি-কুশলতা, দুঃখকাতরতা, রণনিপুণতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে, সকলই অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার অরণ্যবাস, হলদিঘাটের যুদ্ধ ও চিতোরসিংহাসনপ্রাপ্তি বড়ই বিস্ময়কর এবং হিন্দুবীরত্বের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজপুতশক্তির আবাসভূমি অজেয় চিতোর-পুরী বিজিত ও বিধ্বস্ত হইল। মোগল-সৈন্যপ্রবাহে মথিত চিতোর নর-নারী-শোণিতে প্লাবিত ও শ্মশানে পরিণত হইয়া ছিল। অকবরের কঠোর তাড়নে দেবালয় ও প্রাসাদমালা এবং রাজনিদর্শনসমূহ ধ্বংসসলিলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। রাণা উদয়সিংহ দুঃখসন্তপ্ত-হৃদয়ে চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজপিপ্পলীর গুহিলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার অনুধাবন করিয়া ৪ বৎসর পরে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল উদয়পুরের নূতন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাণা উদয়সিংহের অন্ত-তমা মহিষী শোণিগুরু রাজকুমারীর গর্ভে প্রতাপের জন্ম হয়। প্রতাপকে শিশোদীয় রাজসিংহাসনে অভিষেক করিতে সমুৎসুক হইয়া তদীয় মাতুল ঝালোরপতি তথায় উপনীত হইলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় মেবারের প্রধান রাণা চন্দ্রাবৎ কৃষ্ণ প্রতাপের পক্ষাবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। উভয় বীরে জয়মল্লের বাহুধারণপূর্ব্বক গদি হইতে নামাইয়া নিম্নাসনে বসিতে বলিলেন এবং প্রতাপকে দেবীদত্ত খড়্গে সজ্জিত করিয়া তিনবার ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক মেবারপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অতঃপর অন্যান্য রাজপুতসর্দ্দারগণ সালুম্ব্রার রাবৎ কৃষ্ণের উদাহরণ অনুসরণ করিয়াছিলেন। অভিষেকোৎসব সমাহিত হইবার অব্যবহিত পরেই নবীন ভূপতি প্রতাপ সকলকেই পিতৃপুরুষানুষ্ঠিত প্রাচীন 'আহেরিয়া' উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। অশ্বারোহণে বরাহমৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা গৌরীদেবীর সন্তোষবিধানার্থ যে অসংখ্য বরাহনিধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রতাপ সমভিব্যাহারী সর্দ্দারগণ তাহা হইতেই মেবারের ভবিষ্য-ভাগ্য মঙ্গলময় জ্ঞান করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সুপ্রসিদ্ধ শিশোদীয়কুলের সমুদয় রাজোপাধি ও মানসম্ভ্রমের উত্তরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, উপায় নাই, অবলম্বন নাই। যে কয়টীমাত্র আত্মীয় ও স্বদেশীয় সেনানী মুসলমানের পাপপ্রলোভনে রাজপুতগৌরব উপেক্ষা করে নাই, বিপদের উপর্য্যুপরি কঠোর কশাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া তাঁহারাও ক্রমে নিঃস্পৃহ, নিষ্প্রভ, স্ফূর্ত্তিহীন ও বিমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রতাপের বীরহৃদয় ক্ষণমাত্রের জন্যও ভীত বা বিষন্ন হয় নাই। স্বজাতির প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সংকল্পে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি স্বদেশবৈরীর বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে অগ্রসর হইলেন। যখন তিনি আপনাকে একাকী, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল দেখিতেন, আর তাঁহার চিরবৈরী অকবরশাহকে প্রবলপ্রতাপশালী ও বিপুল সহায়সম্পন্ন মনে করিতেন; তখন তাঁহার ক্ষুদ্রহৃদয় দ্বিগুণতর আনন্দে নাচিয়া উঠিত।

বাল্যকাল হইতে প্রতাপ স্বদেশীয় কবিগণের কাব্যগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অদ্ভুত বীরকীর্ত্তির বৃত্তান্তসমূহ অবগত হইতেন। সেই সময় তাঁহার সুকুমার হৃদয় দুর্জ্জয় বীরত্বে পূর্ণ হইয়া যাইত। পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত পাঠ

করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনই তিনি মারবার, অম্বর, বিকানীর ও বুন্দিপতি অথবা তাঁহার সহোদর ভ্রাতা সাগরজীর ন্যায় মোগলচরণে আত্মবিক্রয় করিয়া মাতৃদুগ্ধ কলুষিত করিবেন না। অনেক রাজপুত প্রবল প্রতাপ অকবরের করে আপনাপন কন্যা বা ভগিনী অর্পণ করিয়া তদীয় প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তেজস্বী প্রতাপ ঘৃণাসহকারে সে সকল প্রস্তাব উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণেও তিনি এতাদৃশ ঘৃণিত পন্থাবলম্বনে স্বীকৃত হন নাই। বরং বিপদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহস ও উদ্যমশীলতা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত ও দৃঢ় হইয়াছিল। সেই সাহসের আনুকূল্যেই তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের সমবেত বল ও উদ্যম ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

প্রতাপের অদ্ভুত বীরত্ব ও লোকবিস্ময়কর কীর্ত্তিকলাপ আজিও মেবারের প্রত্যেক উপত্যকায় জলন্ত অক্ষরে প্রতিফলিত রহিয়াছে। জপমালার ন্যায় আজিও তাহা রাজপুতমুখে উদ্গীত হইয়া থাকে। পাপপ্রলোভন বা ভয়ে ভীত হইয়া রাজপুতগণ প্রতাপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগলপক্ষ অবলম্বন করিলেও তিনি একবারে সহায়শূন্য হন নাই। বীরবর জয়মল্ল ও পুত্তের বংশধরগণ তাঁহার জন্য শত্রু-প্রহরণ হৃদয়ে পাতিয়া লইয়াছিলেন এবং দেউলবাড়ার সর্দ্দার আত্মোৎসর্গ স্বীকার করিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন।

মোগলসৈন্য কর্ত্তৃক উৎসাদিত চিতোরপুরীকে ভট্ট কবিগণ বিভূষণা বিধবা রমণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতাপ জননী-জন্মভূমির শোকে বিষাদচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক সকল প্রকার ভোগ-সুখ ও বিলাসলালসা বিসর্জ্জন দিলেন। হৈম ও রাজত পান-ভোজনপাত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি তৎপরিবর্ত্তে 'পত্তেরা'* সকল ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি শয়নার্থ তৃণশয্যা প্রস্তুত করাইলেন এবং শোকচিহ্নস্বরূপ কেশ ও শ্মশ্রুরাজি রাখিয়া দিলেন। চিতোরের শোচনীয় অধঃপতনবার্ত্তা জ্ঞাপন করাইতে ও মেবারবাসীদিগকে চিতোরোদ্ধারে প্রোৎসাহিত করিতে তিনি রণসজ্জায় সৈন্যপুরোভাগে শব্দিত নাগরা পশ্চাদ্ভাগে ধ্বনিত হইতে আদেশ করিলেন। আজিও সেই স্বদেশপ্রেমিক আর্য্যবীরের বংশধরগণ তদনুষ্ঠিত বিধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

জন্মভূমির তাদৃশ দুরবস্থা অবলোকন করিয়া প্রতাপ প্রায়ই বলিতেন, "যদি তাঁহার ও রাণা সঙ্গের ব্যবধানে কাপুরুষ উদয়-সিংহ না জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কোন তুর্কই রাজস্থানে শাসন বিস্তার করিতে পারিত না।"

* পত্তেরা—পলাশ বা বটপত্রে নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ। বর্ত্তমানে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রকে পত্তেরা বলে। Tod's Rajasthan, Vol. I. 333n.

রাজনীতিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামন্তগণের সাহায্যে প্রতাপ স্বরাজ্যের তৎকালোপযোগী বিধিনিয়ম সকল প্রণয়ন করিলেন। সামরিক কার্য্যে সাহায্য পাইবার আশায় তিনি নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, প্রয়োজন বোধে কমলমীরে প্রধান রাজপাট স্থাপিত হইল। নানা সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া ঐ নগর শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষণের উপযোগী হইল। সেই সঙ্গে গোগুণ্ডা ও অন্যান্য গিরিদুর্গসমূহ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিলেন। সৈন্যের স্বল্পতাপ্রযুক্ত মেবারের সমতলক্ষেত্রে সেনাদল সন্নিবেশ করিতে না পারিয়া, প্রতাপ পিতৃপুরুষগণের আচরণ অনু-সরণপূর্ব্বক আপন প্রজাদিগকে পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন। যে এই আদেশের প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রতাপের এই আদেশপালন করিয়া রাজপুতগণ মুসলমানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। সমগ্র মেবার প্রদেশের জনস্থানসমূহ বিজন-বিপিনে পরিণত হইল। এমন কি, যতদিন না সেই ঘোর মহা সমরের অবসান হইয়াছিল, ততদিন আরাবলী শৈলমালার পূর্ব্বদিকস্থ অধিত্যকাভূমি 'বে-চিরাগ' (প্রদীপশূন্য) হইয়াছিল। কথিত আছে, বীরবর প্রতাপ সেই রাজাজ্ঞা সম্যক্ প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতাশ্রম হইতে অশ্বারোহণে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতেন। প্রতাপের কঠোর অনুশাসনে রাজস্থানের কুসুমকানন অচিরে বন্যপাদপে পূর্ণ হইয়া গেল। ধনলোভী বিজেতৃগণের তাহাতে আর বিজয়-স্পৃহার সম্ভাবনা থাকিল না। মোগলরাজসরকারের সহিত য়ুরোপে যে বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসংক্রান্ত পণ্যদ্রব্য সৌরাষ্ট্রাদি ভারতীয় বন্দর হইতে মেবার প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইত। প্রতাপের অনুচরগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সেই সামগ্রীনিচয় বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া লইত।

অকবর এই রাজপুতরাজের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া, তদ্দমনার্থ অজমীরে আপনার প্রধান সেনাদল সংস্থাপন করি-লেন এবং প্রকাশ্যে তদ্বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সেই প্রচণ্ড সমরবহ্নি প্রতিরোধ করিতে একজন মাত্র রাজপুত হৃদয় পাতিয়াছিলেন। নচেৎ প্রায় সকল নরপতিই অকবরশাহের চরণতল আশ্রয় করিয়াছিল।[২] এই রূপে রাজস্থানের অধিকাংশ রাজন্য মুসলমানপদে আত্মবিক্রয়

(২) প্রতাপের সিংহাসনাধিকারের দুই বর্ষ পরে (হিজরা ৯৭৭— ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে) মারবারপতি মালদেব মোগলসৈন্যের হস্তে পরাজিত হন ও নিজ পুত্র উদয়সিংহের কন্যা যোধাবাইকে (শাহজহানের মাতা) সম্রাট্-করে সমর্পণ করেন এবং তদ্বিনিময়ে ২০ লক্ষ টাকা মূনফার ৪টী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

করায়, প্রতাপের সহায়বল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি উদ্যমভঙ্গ হইলেন না। তাঁহার স্বদেশীয়-গণ মোগলের পাপপ্রলোভনে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের বিরুদ্ধে—মাতৃভূমির বিপক্ষে অসিধারণ করিয়াছিলেন। রাণা এই সকল ম্লেচ্ছপদানত রাজন্যগণের সহিত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া দিল্লী, পত্তন, মারবার ও ধারাবাসী প্রাচীন রাজবংশের সহিত সখ্যতা ও কুটুম্বিতা স্থাপন করিলেন। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন যে, তিনি পতিত রাজপুতগণের সহিত কখন আহার ব্যবহার বা কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না। তিনি বীরের ন্যায় শিশোদীয়কুলের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন।[১] উপেক্ষিত রাজপুতগণ ক্রমে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তিনি শত শত বিপদে পড়িয়াও জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন; মুহূর্ত্তের জন্যও সে প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই।

শোলাপুর-সমরক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া অম্বররাজকুমার মান-সিংহ দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বে কমলমীরে আসিয়া প্রতাপের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। প্রতাপও বিশেষ সৌজন্যতা সহকারে উদয়সাগরতটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সেই সরোবরের সমুচ্চতটে অম্বর-পতির সম্মানার্থ একটী ভোজ অনুষ্ঠিত হইল। আহার্য্যসামগ্রী প্রস্তুত হইলে রাজা ভোজনার্থ আহূত হইলেন। কুমার অমরসিংহ তাঁহার যথোচিত সম্মানসম্বর্দ্ধনার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। কুমার মানসিংহ তথায় রাণা প্রতাপকে না দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে অমর পিতার শিরঃপীড়ার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতেও মানসিংহের সন্দেহ নিরাকৃত না হওয়ায়, প্রতাপ অগত্যা তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি তুর্কিহস্তে আপন ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছে ও তুর্কির সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকে, সূর্য্যবংশীয় রাণা কখনই তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন না।" কুমার মানসিংহ নিজ কর্ম্মদোষেই অপমানিত হইলেন। প্রতাপ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, সেই হেতু এই অসৌজন্যের ভাগী তিনি নহেন। মানসিংহের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, অবমানিত বোধে তিনি অন্ন স্পর্শ না করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন, তবে যে কয়টী মাত্র অন্ন ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাই উষ্ণীষ মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি এই আচরণের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন।[১] প্রতাপও তাঁহার সহিত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিলে আনন্দিত হইবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সংবাদ সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি প্রদীপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তিনি মানসিংহের অবমাননায় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া দারুণ ক্রোধানলে দগ্ধীভূত হইলেন। প্রতাপের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। লীলাক্ষেত্র হল্‌দীঘাটের সমর-প্রাঙ্গণে প্রতাপ অক্ষয় নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যতদিন একজন মাত্র শিশোদীয় মেবারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিবে এবং একজনও রাজপুত কবি জীবিত থাকিবে, ততদিন হল্‌দীঘাটের স্মৃতি কেহই বিস্মৃত হইবে না।

প্রথম যুদ্ধে যুবরাজ সেলিম বিপুল মোগলসেনার অধিনেতা হইলেন। কুমার মানসিংহ ও সাগরজীর ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্র মহব্বত খাঁ তাঁহার সহকারী হইয়া গমন করিলেন; কিন্তু প্রতাপ গিরি-গহ্বর মধ্যে দ্বাবিংশতিসহস্র রাজপুত সেনা লইয়া অকবর-সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মোগলবাহিনী আরাবলীর পশ্চিম বাহিয়া চলিল। প্রতাপ তাঁহার সেনাদলকে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালার মধ্যে সন্নিবেশিত রাখিলেন। উত্তরে কমলমীর তাহার দক্ষিণে প্রায় ৪০ ক্রোশ ব্যবধানে রিকুমনাথ শৈল, পশ্চিমে মীরপুর এবং পূর্ব্বে শাতোলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বত-বন-সমাকীর্ণ প্রদেশ লুক্কায়িত প্রতাপসৈন্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। নিবিড় পর্ব্বতমালা ও কাননরাজি-সমাচ্ছাদিত বিশাল ভূভাগ প্রতাপের কার্য্যক্ষেত্র। এইস্থানে উঠিবার কোন সুপ্রশস্ত পথ ছিল না। চারিদিকে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় আততায়ীর আক্রমণ হইতে এই স্থানকে রক্ষা করিতেছে। এই গিরি প্রদেশের নাম হল্‌দীঘাট। প্রতাপ রাজপুত বীরগণ ও মেবারের সামন্তদল সমভিব্যাহারে এই ভীষণ হল্‌দীঘাটক্ষেত্রের সংকীর্ণ গিরিপথে গম্ভীরভাবে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন। দেখিতে দেখিতে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় মোগলসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাপের বীর-বিক্রান্ত রাজপুতসৈন্য

(১) গৌরবের বিষয় এই যে, মোগলপ্রভাবের অবসানেও প্রতাপের বংশধরগণ দিল্লীশ্বরের সহিত মিত্রতাস্থাপন বা মারবার, অম্বর প্রভৃতি কলঙ্কিত রাজবংশের সহিত কন্যাপুত্রের আদান প্রদান করেন নাই।

Tod's Rajasthan, Vol. I. p. 335.

(১) অকবরনামায় লিখিত আছে—অকবরের রাজত্বের ১৮শ বর্ষে রাজা মানসিংহ দুঙ্গরপুর ও ইদরাধিপতিকে দমিত করিয়া সম্রাটের অনুমত্যানুসারে উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রাণা প্রতাপকে সম্রাটদত্ত পরিচ্ছদপ্রদান করিলেন। রাণা যথোচিত সম্মানের সহিত রাজাকে স্বগৃহে আনিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় সন্দিহান হইয়া অপমান-জনক বক্তৃতাকারে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

(Elliot, Vol. VI. p. 42-43)

অতুলসাহসে শত্রুসেনাভিমুখে ধাবমান হইল। উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। রাণা আপনার ভীষণ বৈরী মানসিংহের অন্বেষণার্থ অরাতিসৈন্য মথিত করিয়া ফেলিলেন। কতশত মোগল, কতশত যবনবীর তাঁহার শাণিত অসিমুখে নিপতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি শত্রুসেনাব্যূহ মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে মানসিংহের পরিবর্ত্তে অবশেষে সেলিমের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ধর্ম্মবৈরীর জ্যেষ্ঠপুত্রকে সম্মুখে সমরসজ্জায় পাইয়া প্রতাপ প্রদীপ্তসিংহের ন্যায় প্রচণ্ডরোষে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অসিঘাতে সেলিমের রক্ষীদল শমনভবনে প্রেরিত হইল। তদীয় প্রিয়তম অশ্ব চৈতক স্বীয় প্রভুর সহায়স্বরূপ হইয়া সেলিমের ঐরাবত অভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইল, কিছুমাত্রও ভীত হইল না। প্রতাপ স্বহস্তস্থিত বর্শা উত্তোলনপূর্ব্বক সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। হাওদা লৌহবিমণ্ডিত ছিল, শূলাগ্র তাহাতে প্রতিহত হওয়ায় সম্রাট্পুত্র সে যাত্রা প্রাণ পাইলেন, কিন্তু শূলের প্রতিগতিশক্তিতে মাহুত নিপতিত হইল। মদোন্মত্ত মাতঙ্গ নিরঙ্কুশ হওয়ায় সেলিমকে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এদিকে প্রভুভক্ত মোগলগণের রাজপুত্ররক্ষার্থ ভীষণ প্রাণপণ, অপরদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুতগণের রাজপুতপতির সহায়তায় কঠোর উৎসাহ। উভয়পক্ষের বীরত্বোচ্ছ্বাস এককেন্দ্রীভূত হইয়া উভয়দলকে বিমুগ্ধ করিল। মৃতদেহে সেই স্থান প্লাবিত হইয়া গেল। প্রতাপ সপ্তবার আহত হইয়াও মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসদৃশ রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত ছিলেন। রাজছত্র তখনও তাঁহার মস্তকে ছিল, বৈরীদল সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনবার সঙ্কটময় বিপদে পড়িয়াও তিনি নিজ ভুজবলে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন ও অগণ্য নরমুণ্ডের গড়াগড়ি দেখিয়া তিনি ক্রমেই অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগলগণ ভীমবিক্রমে রাণাকে আক্রমণ করিল। ঝালাপতি মান্না রাণার জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া মেবারের প্রসিদ্ধ রাজচিহ্ন 'সুবর্ণতপন' প্রতাপের পার্শ্ব হইতে অপসারিত করিয়া স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। মোগলসৈন্য সেই ছত্র দেখিয়া মান্নাকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ রাজপুতবীরগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর ঝালাপতি মান্না সদলে ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার এই আত্মত্যাগে তদীয় বংশধরগণ সেইদিন হইতে মেবারের রাজচিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। ঝালাপতির এই আত্মদান জগতে অতুলনীয়।

প্রতাপ একাকী চৈতকে আরোহণপূর্ব্বক পার্ব্বতীয় নদনদী অতিক্রম করিয়া পলায়নপর হইলেন। পশ্চাতে কেবলমাত্র হলদীঘাটের অত্যদ্ভুত যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সৈনিকগণের মৃত দেহরাশি পড়িয়া রহিল। মোগলবাহিনী ব্যতীত দ্বাবিংশতি-সহস্রক সমবেত রাজপুতসেনার মধ্যে কেবল আটসহস্রমাত্র জীবিতদেহে যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রতাপকে পলাইতে দেখিয়া দুইজন মোগলবীর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। শত্রু পশ্চাতে আসিতেছে ভাবিয়া রাণা প্রাণপণে অশ্বচালনা করিলেন। চৈতকও স্বীয় প্রভুর ন্যায় ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইলেও তীরবৎ বেগে ছুটিতে লাগিল। এমন সময় প্রতাপ শুনিলেন পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে আর কেহই নহে—তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহ। প্রতাপের সহিত বৈরতাবশতঃই শক্ত ভ্রাতার পক্ষ ত্যাগ করেন এবং মেবারের ঘোর শত্রু হইয়া তিনি অকবরশাহের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিলেন। শক্ত সম্রাট্সৈন্যের মধ্যে থাকিয়াই দেখিয়াছিলেন,—নীল অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাঁহারই স্বদেশের ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বলকারী তদীয় ভ্রাতা একাকী অবিশ্রান্তগতিতে পথাতিবাহন করিতেছেন। জাতীয়-সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর ভ্রাতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়নিবদ্ধ রোষানল নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ভ্রাতৃস্নেহবিগলিতহৃদয়ে তিনি মোগলরাজের অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অপর যে মুসলমানসৈনিক প্রতাপের পদানুসরণ করিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করিয়া ভ্রাতার জীবনরক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বহুদূর সেই মুসলমানবীরের সহযোগে আসিয়া তিনি বর্শাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে প্রতাপের সমীপবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এইখানেই উভয়ের সম্মিলনস্থলেই শ্রমকাতর চৈতকের জীবলীলা শেষ হয়। প্রতাপ চৈতকের পরিবর্ত্তে শক্তের তুরঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু চৈতকের স্মৃতিচিহ্নরক্ষার্থ তথায় একটী অত্যুন্নত বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন[২]। ক্ষণকালের জন্য ভ্রাতৃসম্মিলন-সুখভোগ করিয়া শক্ত পূর্ব্বোক্ত মৃত খোরাসানী সৈন্যের অশ্বারোহণে সেলিম সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেলিম অভয়দানপূর্ব্বক শক্তসিংহকে এরূপ ঘোটকবিনিময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শক্তও নিঃসঙ্কোচে অগ্রজের জীবনরক্ষার কথা প্রকাশ করিলে, সেলিম তাঁহাকে বিদায়

(১) আইন-ই-অকবরী নামক গ্রন্থে তিনি শক্রা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্রাটের অধীনে তিনি দুই শত সৈন্যের নায়কত্ব লাভ করেন।

(Ain-i-Akbari by Blochmann, p. 519)

(২) রাণোলের নিকটবর্ত্তী 'চৈতক কা চাবুত্রা' আজিও বিদ্যমান আছে।

দিলেন। তিনি সানন্দচিত্তে উদয়পুরে আসিয়া প্রতাপসিংহের সহিত মিলিত হইলেন।

১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ (১৫৭৬ খৃঃ অঃ জুলাই) হলদী-ঘাট-মহাযুদ্ধের অবসান হয়। প্রথম সমরাভিনয় সমাহিত হইলে সম্রাট্‌পুত্র সেলিমশাহ জয়োল্লাসিতচিত্তে গিরিপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। প্রাবিট্‌ধারায় গিরিতরঙ্গিণী সকল স্ফীত হইয়া উঠিল, কাজেই শত্রুসৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল। বসন্তসমাগমে মোগলগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রতাপ সেবারও পরাজিত হইয়া কমলমীরের গিরিদুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেলিমের অধীনস্থ কোকা সেনাপতি শাহবাজ খাঁ বৃহৎ সেনাদল লইয়া কমলমীর অবরোধ করিলেন। প্রতাপ তথায় থাকিয়া অসীম বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্যের আগমন ব্যর্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু আবু-পতি দেওরা-সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাকে সেই স্থানও পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি চৌন্দ নামক স্থানে গমন করিয়া আশ্রয় লইলেন।

কমলমীরের (কুম্ভমেরু) গিরিদুর্গ প্রতাপের হস্তস্খলিত হইল। স্বদেশবৈরী রাজপুতবীর মানসিংহ গোগুণ্ডা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহব্বৎ খাঁ উদয়পুর অধিকার করিল। অকবরের অন্যতম সেনাপতি ফরিদ খাঁ ছাপন প্রদেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক চৌন্দপর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। প্রতাপ সহসা প্রচণ্ডবিক্রমে অতর্কিত মোগল-সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। শত্রুসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তাহারা আর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহিল না। পুনরায় বর্ষা আগমনে যুদ্ধ স্থগিত রহিল, প্রতাপও বিশ্রামের অবসর পাইলেন।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। সৈন্যসংক্ষয়ে তিনিও আপনাকে বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার উৎকণ্ঠার একমাত্র কারণ হইয়া উঠিল। এক সময়ে কারা-নিবাসী ভীলগণ তাঁহার পুত্রকলত্রাদিকে জবরার রঙ্গ (tin) খনিতে ঝুড়িমধ্যে লুকাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। স্বয়ং দিল্লীশ্বর রাণার এই অদ্ভুত বীরত্বের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। বনমধ্যে ক্ষুৎপিপাসাকাতর সন্তানসন্ততিগণের আহারাভাবেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। একদা ক্ষুধাতুর কন্যাপুত্রের আর্ত্তনাদে তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি রাজনামে ধিক্কার দিয়া সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

প্রতাপের এরূপ আশাতীত নম্রতাদর্শনে আনন্দিত হইয়া দিল্লীশ্বর রাজধানী মধ্যে আনন্দোৎসবের আদেশ দিলেন এবং বিকানের-রাজকুমার কবিবর পৃথ্বীরাজকে রাণাপ্রেরিত সেই পত্রখানি দেখাইলেন। [পৃথ্বীরাজ দেখ।]

পত্র পাইয়া পৃথ্বীরাজ সম্রাট্‌কে বলিলেন, প্রতাপ কখনও বিজাতীয়ের নিকট মস্তক অবনত করিবেন না এবং সম্রাটের অনুমতি লইয়া তিনি এ সম্বন্ধে একখানি পত্র পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপের অবনতি স্বীকার-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না করিয়া তিনি ওজস্বিনীভাষায় কএকটী কবিতা লিখিয়া এরূপ হীনকার্য্য হইতে প্রতাপকে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। পত্রপাঠমাত্র প্রতাপের ধমনীমধ্যে স্বাধীনতা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি যেন ১০ সহস্র সৈন্যবলে বলী হইয়া পুনরায় যুদ্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায়;—সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বের ২১শ বর্ষে মানসিংহ মোগলসৈন্যের নায়ক হইয়া প্রতা-পের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মোগলসৈন্য পরাজিত হইলেও রাজা বিহারীমল্লের পুত্র জগন্নাথ মোগলগৌরবরক্ষা করিয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তী ২২শ বর্ষে (হিজরা ৯৮৪=১৫৭৭ খৃঃ অব্দে) রাজা ভগবান্‌দাস মোগলবাহিনী লইয়া প্রতাপবিপক্ষে যুদ্ধ করেন। উক্ত বৎসরে সম্রাট্ অজমীরে অবস্থানকালে সুদক্ষ সেনানী কুমার মানসিংহকে পঞ্চসহস্র সেনাদল দিয়া রাণা কীকার (প্রতাপের অপর নাম) বিরুদ্ধে গোগুণ্ডা ও কমলমীর দখল করিতে পাঠাইয়া দেন। আসফ খাঁ এই সেনাদলের মীর বক্সি নিযুক্ত হইলেন। চিতোরযুদ্ধের পর প্রতাপ হিন্দুবাড়ার পর্ব্বত মধ্যে গোগণ্ডা* নগর স্থাপন করেন এবং এই নিভৃত নিবাসে থাকিয়া তিনি মোগলসৈন্যের বিপক্ষতাচরণ করিতেন। কুমার মানসিংহ গোগুণ্ডার নিকটবর্ত্তী হইলে প্রতাপ হলদীঘাট (ঘাটি হলদেও) পর্ব্বতের বহির্ভাগে আসিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন।† উভয় পক্ষে শত শত রাজপুতবীর বিনষ্ট হইল। এই যুদ্ধে প্রতাপ-পক্ষে রামেশ্বর গোলিয়ারী ও তৎপুত্র শালিবাহন এবং চিতোরপতি জয়মল্লের পুত্র রামদাস নিহত হন। রাণা প্রতাপ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, শেষে তিনিও রণক্ষেত্র পরি-ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। পরাজিত রাজপুতগণ মোগলহস্তে প্রাণ হারাইল। মানসিংহ আপনার বিজয়বার্ত্তা সম্রাট্‌কে জ্ঞাপন করিয়া হলদীঘাট গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া গোগুণ্ডা অধিকার করিলেন (৯৮৫ হিজরা)‡। প্রতাপ ও

* বদাউনী এই স্থানের নাম কোকণ্ডা লিখিয়াছেন।

† মোগল পক্ষে মানসিংহের অধীনে সাজরপতি রাজা লোনকরণ, ভগবান দাসের পুত্র মধুসিংহ ও রাজা বিহারীমল্লের পুত্র জগন্নাথ প্রভৃতি ছিলেন। (Badauni, in Elliot, Vol. V. p. 397-398 and Blochmann's Ain, p. 387,)

‡ বদাউনী এই যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে দুই পক্ষের রাজপুত সৈন্য এত নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে যে তাহাদের পক্ষ নির্ব্বাচন করা দুরূহ। (Badauni, Vol. II. p. 231; তবকাৎ-ই অকবরী Elliot, Vol. V. p. 399.)

উদধীনস্থ সামন্তগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে (হিজরা ৯৮৬-৭) মীর বক্সি শাহ্বাজ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। রাজা ভগবানদাস, মানসিংহ প্রভৃতি রাজপুত সর্দ্দারগণ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। শাহ্বাজ কমলমীরদুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিলেন। অতঃপর গোগুণ্ডা দুর্গ ও উদয়পুর নগর তাঁহার হস্তগত হইল।*

বর্ষে বর্ষে প্রচণ্ডবৈরিপীড়নে প্রতাপের সহায় সম্বল ক্ষয় হইতেছিল। তিনি শ্মশানতুল্য মেবাররাজ্য ও চিতোর পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদীরবর্ত্তী প্রাচীন সগ্দী রাজধানীতে শিশোদীয় কুলের গৌরবকেতন স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার জীবন-সহচর সামন্তগণ যাঁহারা পরাধীনতা অপেক্ষা নির্ব্বাসন শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন—তাঁহারা তাঁহার অনুগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রতাপ সামন্ত ও আত্মীয় জন পরিবৃত হইয়া আরাবলী পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুদেশে অবতীর্ণ হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়সচিব ভামশা পিতৃপুরুষার্জ্জিত রাশীকৃত ধনরত্ন লইয়া তদীয় চরণতলে সমর্পণ করিল। নিতান্ত নিরুপায় ও সামর্থ্যহীন প্রতাপ অসময়ে এই অর্থ পাইয়া মাতৃভূমি-পরিত্যাগ-সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঐ ধনরত্ন লইয়া তিনি আরও দ্বাদশবৎসরকাল পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যসংগ্রহ করিয়া স্বদেশের গৌরবরক্ষা করিতে পারিবেন।

প্রতাপ অর্থবান্ হইয়া পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মোগলগণ তাঁহার তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাবিল যে, তিনি মরু পার হইয়া পলায়ন করিতেছেন। কিন্তু অচিরে তাহাদের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। প্রতাপ অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় সদলে দেবীরে আসিয়া শাহ্বাজের সেনাদলের উপর নিপতিত হইলেন এবং সেনাসমূহকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যাহারা অমৈতের অভিমুখে পলায়ন করিতেছিল, তাহারাও নিষ্কৃতি পাইল না। মোগলগণ আত্মরক্ষার আয়োজন করিবার পূর্ব্বেই কমলমীর অধিকৃত হইল। আবদুল্লা প্রতাপের প্রচণ্ডগতি রোধ করিতে না পারিয়া সসৈন্যে নিহত হইলেন। এইরূপে বত্রিশটী দুর্গ তাঁহার করায়ত্ত হইল এবং বিধর্ম্মী যবনসেনাগণ নির্দ্দয়রূপে রাজপুতহস্তে জীবনদান করিল। এইরূপে একবৎসরের মধ্যে প্রতাপ সমস্ত মেবারভূমি শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। চিতোর, অজমীর ও মণ্ডলগড়মাত্র বাকী রহিল। এখনও তাঁহার প্রতিজিঘাংসাবৃত্তি উপশমিত হয় নাই। স্বদেশদ্রোহী মানসিংহের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য তিনি অম্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তদ্রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক বাণিজ্যক্ষেত্র মালপুর নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন।

অনন্তর অচিরকাল মধ্যেই উদয়পুর তাঁহার করতলগত হইল। মোগলসম্রাট্ স্বাধীনতাপ্রয়াসী রাজপুতবীরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। উদয়পুরে থাকিয়াও প্রতাপ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। যখন তাঁহার নয়নপথে চিতোরের 'কাঙরা'গুলি পতিত হইত, তখন তাঁহার হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা ও ক্ষোভ উপস্থিত হইত। যেদিন প্রতাপের হৃদয়ে এই দারুণ শেল বিদ্ধ হইল, সেইদিন হইতেই তাঁহার শরীর জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তিনি নিজপুত্র অমরসিংহকে স্বাধীনতাপহারক স্বদেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে শপথ করাইয়া লইলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার অন্তঃকরণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতেছিল। সালুম্ব্রাপতি তাঁহার মর্ম্মচ্ছেদকারী নিশ্বাস দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন মহারাজ এ অন্তিম সময়েও আপনি এরূপ কষ্ট পাইতেছেন?' প্রতাপ বলিলেন, 'এত কষ্টে যে মাতৃভূমির উদ্ধার হইল, তাহা যেন আর তুর্কহস্তে নিপতিত না হয়।'

রাণা মৃত্যুমুখে পড়িয়াও অমরসিংহের কথা ভাবিয়াছিলেন। অপরিসীম যন্ত্রণাভোগে তাঁহার অন্তিম সময় বড়ই কষ্টপ্রদ হইয়াছিল। যে স্বজাতীয় গৌরব অর্জ্জনের নিমিত্ত তিনি অনাহারে অনিদ্রায় বিংশতি বৎসর পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া পথে ঘাটে অবিরাম যুদ্ধ করিলেন, বোধ হয় অমর আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে না! প্রতাপ রাজপুত্র হইলেও পিতৃপুরুষগণের ন্যায় সুধাধবলিত অট্টালিকায় বাস করেন নাই; তাঁহার কুসুমসুকোমল শয্যা ছিল না—একমাত্র বন্যভূমে কুটীরাভ্যন্তরে তৃণশয্যাই তাঁহার বিরামস্থল ছিল। মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে প্রতাপ যে দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, অপরে তত দূর পরিশ্রম স্বীকার করিবে কি না অথবা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মেবার রাজ্য পুনরায় বিজাতীয়ের শৃঙ্খলধারণ করিবে কি না এই ভাবনাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। তিনি জানিতেন, সুখাভ্যস্ত অমর কখনই তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে না। কুটীরের পরিবর্ত্তে অট্টালিকা গঠিত হইবে; কঠোর বনবাসব্রত পরিত্যক্ত এবং নানা বিলাসিতা প্রবর্ত্তিত হইবে।

চিতোরের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনে একটী ক্ষোভ রহিয়া গেল। তিনি রাজ্যহীন রাণা হইয়া জীবনপণে মেবারের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বর হইয়াও তাঁহার মনের কষ্ট

* আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, রাণা সন্ন্যাসী সাজিয়া পলায়ন করেন। অকবরনামায় ও তবকাৎ-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, প্রতাপ রাত্রিযোগে বাঁশবাড়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া যান। (Elliot's Muhammadan Historians, Vol. V. p. 410 and VI. p. 58.)

দূর হয় নাই। চিতোর লাভ ও স্বজাতির স্বাধীনতা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণ তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করেন নাই। মৃত্যুকালেও তিনি পেশোলা-তীরে* কএকখানি কুটীর বাঁধিয়া সামন্তবর্গপরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। সামন্তগণ তাঁহার দুঃখবার্ত্তা অবগত হইয়া অসিস্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারাই অমরসিংহের পক্ষ হইয়া মেবারের সিংহাসন রক্ষা করিবেন এবং যতদিন না মেবার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, তদবধি কোন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে না। প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, শান্তি ও পরমানন্দ আসিয়া তাঁহার ভবযন্ত্রণা লাঘব করিল। দেখিতে দেখিতে ভারতাকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত হইল (১৫৯৭ খৃঃ অঃ)।

যে বিপুল মোগলবাহিনীর সহিত প্রতাপ বিংশবৎসর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা গ্রীকবিপক্ষে প্রেরিত পারস্যরাজ জরক্ষেশের মহতী চমূ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। যদি মেবারের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিত, যদি একজন থুসিডাইডিস্ (Thucydides) বা জেনোফন (Zenophon) মেবাররাজ্যে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পিলোপনিসাসের (Peloponnesus) সমরাভিনয় অথবা 'দশসহস্রের' প্রত্যাবর্ত্তন, কখনও প্রতাপের জীবনের সমতুল্য হইতে পারিত না। এক দিকে মোগলসৈন্যের দুর্দ্দম দুরাকাঙ্ক্ষা, অসাধারণ রণচাতুর্য্য, অপরিমেয় উদ্যম এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মানুরাগ, অপর দিকে তদ্রূপ প্রতাপের অদম্য বীরত্ব, প্রস্ফুরিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অনন্যসাধারণ স্বদেশানুরাগ অলৌকিক অধ্যবসায়, সুবিজ্ঞ-সৈন্যপরিচালনা এবং ধর্ম্মপ্রণোদিত মনোবেগ। এই সকল বীরগুণে বিভূষিত হইয়া বীরকেশরী প্রতাপ প্রবলবলশালী সম্রাট্ অকবরের বাহিনী বিমুখ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরাবলীর বিশালক্ষেত্রই প্রতাপের কার্য্যাবলীর প্রমাণ স্থল। উক্ত গিরিবক্ষে এমন স্থান ছিল না, যথায় প্রতাপের পবিত্র বীরকীর্ত্তি না অনুষ্ঠিত হইয়াছে†।

মৃত্যুকালে প্রতাপ সপ্তদশ পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অমরসিংহ চিরন্তন প্রথানুসারে পিতৃরাজ্যে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন।

প্রতাপাদিত্য, বঙ্গজকায়স্থকুলতিলক গুহবংশীয় যশোহরাধিপতি। যে সময় (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে‡) প্রতাপের জন্ম হয়, সে সময় আফগান বা পাঠানজাতীয় মুসলমান রাজারা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রতাপের জন্মের কিছু পূর্ব্বে সুলেমান করাণী বাঙ্গালা ও বেহার হস্তগত করিয়া উড়িষ্যাজয়ের আয়োজন করিতেছিলেন। কালাপাহাড় নামক জনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দু কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হয়। এই সময় প্রবলপ্রতাপ অকবরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। সুলেমান সম্রাট্‌কে উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। সুতরাং অকবর বাঙ্গালার দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। এই সময় গৌড়নগরে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল।

গৌড়নগরে প্রতাপের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা শ্রীহরি তখন নবাব সরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের গৌড়ে বসতি ছিল না। প্রতাপের প্রপিতামহ রামচন্দ্রগুহ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় পাটমহল পরগণায় আসিয়া উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে একাকী রামচন্দ্র ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বিদেশে আসিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন। তাই আসিবামাত্র রামচন্দ্র পাটমহলের সরকারবংশীয় জনৈক ব্যক্তির স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বালক বয়স, সুন্দর মুখশ্রী ও শ্রমশীলতা দেখিয়া সরকার মহাশয় তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন এবং স্বসম্পর্কীয় একটী কন্যার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সপ্তগ্রামের নবাবের কাছারীতে কানন্‌গোই দপ্তরে একটী মহরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই রামচন্দ্রের উন্নতির সূত্রপাত হইল। রামচন্দ্র আজীবন কানন্‌গোই-দপ্তরে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ, এই তিন ভ্রাতাও সপ্তগ্রামের কাছারীতে কানন্‌গোই দপ্তরে কার্য্য পাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ এতদূর দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সুখ্যাতির কথা রাজধানী গৌড় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং নবাব নসরৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন

---

* এই সুবিস্তৃত হ্রদতট মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সৌধমালায় পরিবৃত হইয়া উদয়পুরের ভাবী রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল।

† "There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Protap, some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldi Ghat is the Thermopylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon." (Tod, Rajasthan, Vol. I. p 350)

‡ নদীয়া রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপের বিরুদ্ধে মহারাজ মানসিংহের সাহায্য করিয়া পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ১০১৫ হিজরা অর্থাৎ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [নবদ্বীপরাজবংশ দেখ।] ইহা হইতে আমরা প্রতাপের মৃত্যুকাল অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রবাদ অনুসারে, প্রতাপ বিয়াল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল। কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যুকাল ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কেন না পর্ত্তুগীজ-লেখকগণ প্রতাপের রাজধানীতে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত ছিলেন।

এবং সেখানে কাননগোই-দপ্তরের অধ্যক্ষপদে সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তদবধি গৌড়নগরই তাঁহাদের বসতি স্থান হইয়াছিল। বৃদ্ধ রামচন্দ্র তখনও জীবিত ছিলেন এবং পুত্রগণের সহিত গৌড়ে যাইয়া বাস করেন।

রামচন্দ্রের তিনপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শিবানন্দ নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠ ভবানন্দের শ্রীহরি নামে পুত্রই প্রতাপাদিত্যের পিতা। গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ 'বসন্তরায়' নামে পরিচিত। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ সহোদর না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে এমনই সদ্ভাব ও ভ্রাতৃস্নেহ ছিল যে, সকলেই তাঁহাদিগকে সহোদর মনে করিত। এখনও অনেকের সে বিশ্বাস আছে। যাহা হউক ক্রমে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ নবাবসরকারে কাননগোই দপ্তরে কার্য্য পাইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ সকলেই হরিনামগাথা গান করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কথিত আছে যে, যে সময় কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিয়া জগন্নাথমূর্ত্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা করেন, সেই সময় শ্রীহরির চেষ্টায় পাণ্ডারা জগন্নাথমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া শ্রীহরি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র কয়েকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি যখনই বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছেন, তিনি শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। সুলেমানশাহ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া প্রথমে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে সচিবত্ব প্রদান করেন। কিন্তু জানকীবল্লভ কাননগোই-দপ্তরের অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া দেন নাই। এখন যেমন কাননগোই বলিলে অতি কষ্টকর রাজকার্য্য বুঝায়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। জমী জমার যাবতীয় বন্দোবস্ত কাননগোর হাতে ছিল; জমিদারেরা সকলেই কানুনগোর বাধ্য ছিলেন। খালিসা-দপ্তর প্রভৃতি কাননগোর অধীন থাকায় তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা ছিল। এই জন্য জানকীবল্লভ সচিবত্ব পাইলেও কাননগোই পদ ছাড়েন নাই। বিশেষতঃ যে দপ্তর হইতে পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে কে সহজে সম্মত হয়? অতঃপর সুলেমানশাহ শ্রীহরিকে "বিক্রমাদিত্য" ও জানকীবল্লভকে "বসন্তরায়" উপাধি দান করেন। তখন হইতে তাঁহারা উক্ত উপাধিতেই প্রসিদ্ধ হইলেন।

যখন প্রতাপের জন্ম হয়, তখন শ্রীহরি-বিক্রমাদিত্যের বয়স যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সন্তান হইল না ভাবিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ মনে কাল যাপন করিতেছিলেন। তিনি পুত্রমুখদর্শনের আশা যখন প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রতাপের জন্ম হয়। জন্মমাত্র প্রতাপ অতি বিকৃত রব করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। সে জন্য বিক্রমাদিত্য পুত্রবর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ-জননী কিছুতেই সে প্রস্তাবে স্বীকৃতা হন নাই। তাঁহার পিতা ভবানন্দ ও ভ্রাতা বসন্তরায়ও বিক্রমাদিত্যকে উক্ত অসাধু সংকল্প ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। কাজেই সে যাত্রা প্রতাপ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু যখন প্রতাপের জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত হইল, যখন সুপণ্ডিত জ্যোতির্বিগণ স্থির করিলেন যে, অনেক গ্রহ তুঙ্গস্থানে থাকায় প্রতাপ স্বাধীন রাজা হইতে পারিবেন, কিন্তু পাপগ্রহযোগে তাঁহার পিতৃদ্রোহী হওয়াও সম্ভব, তখন বিক্রমাদিত্য বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। পুনর্ব্বার পুত্রবর্জ্জনের ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু এবারও সকলের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। কাজেই পুত্রত্যাগ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশতঃই প্রতাপ পিতা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই। প্রতাপ কর্ত্তৃক বঙ্গের মুখোজ্জ্বল হইবে বলিয়াই বিক্রমাদিত্য এ অসাধু সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সেকালের রীতি অনুসারে প্রতাপ পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। তখন পারসী রাজভাষা ছিল, কাজেই যাহাদের রাজসেবা বা প্রতিষ্ঠালাভের অভিলাষ হইত, তাহাদিগকে পারসী শিখিতে হইত। কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া পারসী ও আরবী উভয় ভাষা শিখিত। প্রতাপকে বাল্যকালে উক্ত দুই ভাষা শিখিতে হইয়াছিল।

এখনও যেমন পল্লীগ্রামে বালকদিগকে তীরধনু লইয়া খেলা করিতে দেখা যায়, তখনও সেইরূপ ধনুর্ব্বিদ্যা সকলে রীতিমত অভ্যাস করিত। দস্যু তস্কর হইতে আত্মরক্ষায় তখন ধনুর্ব্বাণ প্রধান অস্ত্র ছিল। যুদ্ধেও ধনুর্ব্বাণ ব্যবহৃত হইত। এজন্য সকলেই আগ্রহের সহিত ইহা শিক্ষা করিত। প্রতাপও তীরত্যাগ এবং শরসন্ধানে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। তাঁহার লক্ষ্য প্রায়ই ব্যর্থ হইত না। অন্যান্য অস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি কার্য্যেও প্রতাপ বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন।

বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরায় প্রায় প্রতাপের সমবয়স্ক ছিলেন এবং একত্র অবস্থানজনিত উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবও বিলক্ষণ ছিল; কিন্তু সকল সময় প্রতাপের সমকক্ষ হইতে না পারায় তিনি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইতেন। এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে;—

একদিন প্রতাপ ও গোবিন্দ উভয়ে গৃহের ছাদের উপর বেড়াইতেছিলেন। উভয়ের হাতে তীরধনু ছিল। সহসা

একটা চিল তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। বালস্বভাবসুলভ ব্যগ্রতার বশবর্ত্তী হইয়া উভয়ে চিলটীকে লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপ করিলেন। প্রতাপের শরবিদ্ধ হইয়া চিলটী ভূপতিত হইল। ঘটনাক্রমে যেখানে বিক্রমাদিত্য স্নান করিতে-ছিলেন, সেইখানে শরবিদ্ধ চিলটী পতিত হইল। অনুসন্ধান দ্বারা বিক্রমাদিত্য জানিলেন, প্রতাপের শরেই পক্ষীটী বিদ্ধ হইয়াছে। বসন্তরায় অষ্টমবর্ষীয় বালকের অব্যর্থ লক্ষ্য দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরমভাগবত বিক্রমাদিত্য বিমর্ষ হইলেন। পুনরায় পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মরণ হইল। বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রতাপ দুঃশীল হইয়া উঠিবে, কুকার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে, নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিতে তাহার আমোদ বোধ হইবে, কালে পিতৃদ্রোহীও হইতে পারে, এই সকল ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। বসন্তরায় তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দের মনে ঈর্ষা জন্মিতে লাগিল। সকলে এমন কি নিজ পিতা বসন্তরায়কেও প্রতাপের প্রশংসা করিতে দেখিয়া গোবিন্দের মন অভিমানে পূর্ণ হইত। বিদ্বেষ-ভাবও তাঁহার মনে স্থান পাইত। কালে তাহাই জ্ঞাতিবিরোধে পরিণত হইয়াছিল।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে নবাব দাউদ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় রাজা হইলেন। তিনি সুলেমান করাণীর কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়াজিদ অল্পদিনের মধ্যে গতাসু হইলে নবাব দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলেমান যেরূপ উপ-ঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়া সম্রাট্‌কে তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, দাউদ তাহা করিলেন না। বরং আপনাকে অকবর শাহের সমকক্ষ মনে করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ভাণ্ডার ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ, দুই লক্ষ পাঠানসেনা তাঁহার আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত; বহুপরিমাণ যুদ্ধোপকরণ, সহস্র সহস্র তোপ তাঁহার অস্ত্রাগারে সঞ্চিত রহিয়াছে; কালাপাহাড় প্রভৃতি রণনিপুণ সৈন্যগণ তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ইহা দেখিয়া যুবকের মন চঞ্চল হইবারই কথা। বিশেষতঃ পাঠানেরা তখন এতদূর নিস্তেজ হয় নাই যে, একবার বল পরীক্ষা না করিয়া সহজেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবে।

সুলেমান খাঁর মৃত্যুর পরবৎসর মোগল-সেনানী মুনাইম্ খাঁ দাউদের নিকট সম্রাটের প্রাপ্য কর চাহিয়া পাঠাইলেন। যৌবনসুলভ তেজ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া নবাব দাউদ সম্রাট-সেনানীকে অবজ্ঞাসূচক উত্তর পাঠাইলেন। যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার অল্প পূর্ব্বে প্রতাপের পিতা নবাব দাউদের নিকট একটা জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। জায়গীরটীর নাম চাঁদ খাঁ। দক্ষিণবঙ্গে কপোতাক্ষী ও ইছামতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ চাঁদ খাঁ নামে পরিচিত ছিল। উক্ত নামধের একজন মুসলমান উক্ত জায়গীরের পূর্ব্বাধিকারী ছিলেন। নিঃসন্তান চাঁদ খাঁ পরলোকগত হইলে নবাব প্রিয় সচিব বিক্রমাদিত্যকে এই জায়গীর দান করেন। এ ভূভাগ প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। গ্রাম জনপদ অতি অল্পই ছিল।

সম্রাটের সহিত নবাবের যুদ্ধ বাধিবে বুঝিয়া বিক্রমাদিত্য চাঁদখাঁতে বসতিস্থাপনের ইচ্ছা করেন। এই স্থানের নৈসর্গিক দুর্গমতা দেখিয়াই তিনি যমুনা ও ইছামতী নদীদ্বয়ের বিয়োগ-স্থানে নগরপত্তন ও গড় প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিলেন। ক্রমে নগর নির্ম্মিত হইলে আত্মীয় স্বজনদিগকে পূর্ব্ববাস বাকলা হইতে নূতন নগরে আনিলেন এবং সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী ভূমি দান করিলেন। এইরূপে জ্ঞাতিবন্ধু, গুরু-পুরোহিত সকলকে আনাইয়া নিজ নগরে বাস করাইলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। এইরূপে যশোহর-পুরীর পত্তন হইল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে এই নবনির্ম্মিত নগর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বিক্রমাদিত্য যুদ্ধ উপস্থিত হই-বার পূর্ব্বে নিজ পরিজনদিগকে যশোহরে পাঠাইলেন। তথায় তাঁহার মাতুল জিতামিত্র নাগ সকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। প্রতাপও যশোহরে প্রেরিত হইলেন। গৌড়ের অনেক ধনী ব্যক্তি ও নবাব দাউদ স্বয়ং নিজ নিজ ধনরত্নাদি নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য যশোহরে পাঠাইলেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় নবাবের রাজধানীতে রহিলেন। নবাব তাঁহাদের উপর আবশ্যক কার্য্যের ভার দিয়া নিজ সৈন্য-সহ বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং প্রথমে সম্রাটের অধিকারস্থ একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অকবরশাহ এই সংবাদ পাইয়া সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য উপস্থিত করিলেন। সম্রাট্-সেনানী মুনাইম খাঁ ও রাজা টোডরমল্ল পাঠানসৈন্য পরাজয় করিয়া দাউদকে হঠাইয়া দিলেন। শেষে পাটনার অপর পারে হাজিপুরের নিকট উভয় পক্ষে অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। শেষে মোগলসৈন্য হাজিপুর অধিকার করিল। পরাজিত হইয়া দাউদ উড়িষ্যার দিকে পলাইলেন। গৌড়ের ধনিগণ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ রাজধানী ছাড়িয়া যশোহরে গমন করিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং নবাব সরকারের আবশ্যকীয় কাগজপত্র মৃত্তিকাগর্ভে পুতিয়া রাখিলেন। দাউদ পরাজিত হইয়া মোগলসেনাপতিকে বাঙ্গালা ও বেহার ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

সন্ধিস্থাপনের পর সেনানী মুনাইম খাঁ গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে সেখানে লোকক্ষয়কর ঘোর মহামারী

উপস্থিত হইল। লোকে শব সৎকার করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে শব নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেনাপতি মুনাইম্ খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নাগরিক লোকজন যে যেমন পারিল পলাইল। পৌরজনের মধ্যে অনেকে যশোহরে যাইয়া আশ্রয় লইল। গৌড়নগর এইরূপে উৎসন্ন হইল। যে স্থান প্রায় সহস্রাধিক বৎসর ভারতের অন্যতম প্রধান নগর বলিয়া গণ্য ছিল, যেখানকার হিন্দুরাজগণ উত্তরভারতের উপরও একদিন প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, যে স্থানের ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখনও দেশ বিদেশের দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করে, সেইস্থান ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে ভারতের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইল এবং তাহার স্থানে সুদূর সুন্দরবনের জঙ্গলপ্রদেশে একটী অপরিচিত স্থান "যশোহর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক মোগল-সেনাপতির মৃত্যুসংবাদ নবাব দাউদের নিকট প্রেরিত হইলে, নবাব আহ্লাদে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি সত্বর সৈন্যসজ্জা করিবার আদেশ দিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দ্রুতপদে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহহীন মোগলসৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। দাউদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী মোগল-বাহিনী বিনাশ করিয়া রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে সম্রাটসেনানী খাঁ জাহান ও রাজা টোডরমল্ল তাঁহার গতিরোধ করিলেন। মোগল-পাঠানে পুনরায় তুমুল সংগ্রাম বাধিল। পাঠানেরা মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। এবারও রাজা টোডরমল্লের চেষ্টায় কালাপাহাড় প্রভৃতি পাঠানসেনাপতিদিগের শ্রম বৃথা হইল। দাউদ নিহত হইলেন। কালাপাহাড়ও মরিল, পাঠানসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দাউদের মৃত্যুর সহিত পাঠানসৈন্যের জয়াশা ফুরাইল। এইরূপে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন ভূপতির মৃত্যু ঘটিল। দাউদের মৃত্যুর সহিত মোগলপ্রভুতা বাঙ্গালায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল।

রাজা টোডরমল্ল যুদ্ধ জয় করিয়া ঘোষণা দিলেন "যে কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালার রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র বুঝাইয়া দিবে, তাহাকে তিনি বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন।" নবাব দাউদের মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের আশা ভরসা ফুরাইয়াছিল। এখন উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া ভ্রাতৃদ্বয় সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা টোডরমল্ল তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহারাও রাজ্যের রাজস্ববিষয়ক যাবতীয় কাগজপত্র টোডরমল্লকে বুঝাইয়া দিলেন। টোডরমল্ল তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের জায়গীর বহাল রাখিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহাদের "মহারাজা" ও "রাজা" উপাধির সনন্দ আনাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া টোডরমল্ল বাঙ্গালায় রাজস্ব-সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যে সময়ে বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, সে সময় প্রতাপ যশোহরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নবাব দাউদের পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদে বিশেষ কষ্টবোধ করিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে যে সরকারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা ধন, মান ও যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের নিকট বিশাল ভূভাগের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই অন্নদাতার সর্ব্বনাশে প্রতাপ যে মর্ম্মাহত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপর তিনি যে মোগলদিগকে অপ্রীতির চক্ষে দেখিবেন, তাহাও অসম্ভব নহে। যখন মোগলপাঠানে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন প্রতাপ আগ্রহের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, কৌতূহলের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন এবং পাঠানপক্ষের পরাজয় শুনিলে বিমর্ষ হইতেন। এই সময় হইতে মোগল-পাঠান নামে একটী খেলার সৃষ্টি হয়। শুনা যায়, প্রতাপ এই খেলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিজ সঙ্গী ও সমবয়স্কদিগকে লইয়া তিনি দুই দলে বিভক্ত করিতেন এবং একদলকে মোগলপক্ষ ও অপর-দলকে পাঠানপক্ষ সাজাইয়া খেলিতে বলিতেন। পাঠানপক্ষ পরাজিত হইলে তিনি বিমর্ষ হইতেন। (খেলাটা কতকটা কপাটী খেলার মত)।

যশোহরে অবস্থানকালে যে কয়টী বালকের সহিত তাহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে, তন্মধ্যে প্রতাপসিংহ দত্ত, সূর্য্যকান্ত গুহ ও কালিদাস রায়ই প্রধান। এই বালকত্রয় তাঁহার সমবয়স্ক এবং অস্ত্রশস্ত্রচালনায় বিশেষ পটু ছিল। তাহাদিগকে লইয়া প্রতাপ মৃগয়ায় বাহির হইতেন। প্রতাপ ও তাঁহার সঙ্গিগণের মৃগয়া-কার্য্যে যথেষ্ট তৃপ্তি হইত। কিন্তু নাগ মহাশয়ের বিনানুমতিতে প্রতাপ অধিকদূর যাইতে পারিতেন না। নাগমহাশয় প্রতাপকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, যেরূপ তাঁহার শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, সেইরূপ তাঁহাকে শাসনে রাখিতেও চেষ্টা করিতেন। প্রতাপও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে প্রতাপ রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত বীরগণের জীবনী পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই দুই গ্রন্থপাঠ করিয়া তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-তর্কপঞ্চানন নামে জনৈক মহাপণ্ডিত, উদারহৃদয় ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি যশোহরে বাস করিতেছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের ইষ্টদেব ছিলেন। তিনি প্রতাপকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী দেখিয়া বিশেষ যত্নের সহিত শাস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রতাপও আগ্রহের সহিত সকল বিষয় শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজমহলের যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্য যশোহরে আগমন করেন। তাঁহার আগমনের কিছু পরে চন্দ্রদ্বীপের এক রাজকুমারীর সহিত প্রতাপের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে যশোহরে মহা ধুমধাম হইয়াছিল। একপক্ষ ধরিয়া নৃত্যগীত ও উৎসবাদি চলিয়াছিল। প্রতি গৃহের সম্মুখে মঙ্গলচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল। অভ্যাগত ও অনাহূত লোকে যশোহর নগর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সকলকেই আশাতিরিক্ত দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমায়িকতায় ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

অতঃপর রাজা টোডরমল্ল দিল্লীগমনকালে নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া বসন্তরায়কে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সম্রাট্‌-দরবারে গমন করিলে তাঁহার বিশেষ আদর ও সম্মানলাভ ঘটিবে তাহাও বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য এ সময় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাজনীতিঘটিত ব্যাপারে পুনরায় লিপ্ত হইতে তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহাদের সম্মুখেই বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র তিনবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নবাব দাউদের পরাজয়ে তাঁহারা আন্তরিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করাই তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ ছিল। আপনাদের নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড ভোগ করিয়া তাহার উন্নতিসাধন করাই তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। সাধ্যমত দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথির সেবা, হরিনামগুণগাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনে অতিবাহিত করাই তাঁহারা প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য অসুস্থতা-প্রযুক্ত ভ্রাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়াছিলেন। বসন্তরায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। রাজ্যের উন্নতি-কামনায় নানাস্থানে বাপী, তড়াগ ও খাল খনন করাইলেন। বনাকীর্ণ স্থানের বন পরিষ্কার করিয়া জনপদ স্থাপন করিলেন। বসন্তরায়ের স্থাপিত একটী জনপদ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম বসন্তপুর। তদ্ভিন্ন তিনি লবণাম্বুর আক্রমণ হইতে জনপদরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিলেন। এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসন্তরায় সকলের নিকট প্রিয় হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য নিজে এ সকল কিছু দেখিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেরূপ পণ্ডিত, সেইরূপ ধর্ম্মানুরাগী ও চরিত্রবান্ ছিলেন। তাঁহার নিকট শাস্ত্রকথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আজও শুনিতে পাওয়া যায়—

"যশোহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো বসন্তঃ কালভৈরবঃ॥"

ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগমে যশোহরপুরী দ্বিতীয় কাশীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বসন্তরায় কাশীর কালভৈরবের ন্যায় দুষ্টের দমন ও নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের উপদ্রব নিবারণ করিতেছিলেন এবং অশেষ শাস্ত্রবিৎ শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ব্যাসদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। যশোহর পুরীর নৈসর্গিক শোভাও কম ছিল না। নগরের তিন দিকে প্রবলা নদী ও দক্ষিণে অদূরে সুন্দরবন ছিল। যশোহর অল্পদিনের মধ্যে জনাকীর্ণ হইবার কারণ দুইটী। যুদ্ধের সময় যে সকল ধনী লোক গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে যশোহরে নিরাপদ হইবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ গৌড়ের মহামারীকালে অনেকে আসিয়া যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। এ সময় সপ্তগ্রামের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইতেছিল। এজন্য যশোহর শীঘ্রই জনসমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। বিক্রমাদিত্য শেষবয়সে পীড়িত হইয়া বসন্তরায়কে দিল্লী পাঠাইতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সম্রাট্‌সেনানীর অভিপ্রায়মত কার্য্য না করিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। এজন্য বালক প্রতাপকে নিজের উকিল স্বরূপ দিল্লীতে পাঠানই কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

এ সময় প্রতাপের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। তিনি এই অল্প বয়সেই যশোহরবাসীর প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে একটু চিন্তাশীল ও নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও তিনি সামাজিকতা ও অমায়িক ব্যবহার জানিতেন। তাঁহার সঙ্গিগণ যেমন তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল, সেইরূপ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত এবং তাঁহার হিত বা প্রিয়কার্য্যসাধনের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। সর্ব্বজনের প্রীতি আকর্ষণ করিতে প্রতাপ পটু ছিলেন, যে কেহ একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত, সেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। লোকের মনোরাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে প্রতাপ বাল্যকাল হইতেই শিখিয়াছিলেন।

প্রতাপ দিল্লী যাইবেন শুনিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ অনেকে তাঁহার সহিত যাইতে চাহিল। অবশেষে সূর্য্যকান্ত গুহ ও প্রতাপসিংহ দত্ত প্রভৃতি কয়েকটী সহচর যাইবার অনুমতি পাইল। প্রতাপের শিক্ষক অভিভাবকস্বরূপ সঙ্গে গেলেন। উক্ত শিক্ষক জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। বসন্তরায় তাহাদিগকে লইয়া নিজে টোডরমল্লের শিবির পর্য্যন্ত গমন করিলেন। টোডরমল্ল প্রতাপকে দেখিয়াই তাঁহাকে ভাল বাসি-

লেন। প্রতাপের নম্রতা ও শিষ্টাচার তাঁহারও প্রীতি আকর্ষণ করিল। টোডরমল্ল প্রতাপকে লইয়া শুভ দিনে দিল্লীযাত্রা করিলেন। বসন্তরায় সাশ্রুনয়নে প্রতাপের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

বসন্তরায় সাশ্রুনয়নে বিদায় হইলে প্রতাপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিমনা রহিলেন। তাঁহার অভিভাবক ও সঙ্গিগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। ক্রমে শোকবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। পথের রমণীয় শোভা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইল। রাজা টোডরমল্লও প্রতাপকে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠালাভের ও মোগলসম্রাটের অনুগ্রহলাভের আশা দিতে লাগিলেন। প্রতাপ কখনও তাহাতে ভুলিতেন, কখনও বা মোগলের দাসত্ব করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিতেন। এইরূপে তাঁহারা দিল্লীতে পৌঁছিলেন। রাজা টোডরমল্লের কৃপায় সম্রাট্‌-দরবারে পরিচিত হইতে প্রতাপের কষ্ট পাইতে হইল না।

যখন প্রতাপাদিত্য মোগলরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, তখন মেবারপতি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের যশোগীতি সর্ব্বত্র গীত হইতেছে। স্বদেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের অসামান্য বীরত্ব ও ক্লেশসহিষ্ণুতা শত্রুমিত্র সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে। মোগলসম্রাট্‌ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথাপি তিনি মস্তক নত করিয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। যদিও তাঁহার মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান ছিল না, যদিও ভূমিতলে তৃণশয্যায় তাঁহাকে শয়ন করিতে হইত, যদিও তরবারি ভিন্ন তাঁহার তখন অন্য সম্বল ছিল না, তথাপি তাঁহার তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্বাধীনতাস্পৃহা ও সহিষ্ণুতা শত্রুমিত্র সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। সম্রাট্‌ অকবরের গুণগ্রাহী সভাসদ খাঁ খানান প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করিয়া নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কবিতাটীর ভাবার্থ এই—"এই পৃথিবীতে সকলই ক্ষণস্থায়ী। সম্পত্তি বা অর্থ চিরদিন থাকে না; কিন্তু মহৎ নামের গৌরব কখনই লুপ্ত হয় না। চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকে। প্রতাপসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও মস্তক নত করেন নাই, শত্রুর প্রসাদ ভিখারী হন নাই। ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যে একাকী তিনিই হিন্দুনামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া মেবারপতির বীরত্বকাহিনী শুনিলেন। সম্ভবতঃ বিকানীররাজের কনিষ্ঠভ্রাতা সুকবি পৃথ্বীরাজের সহিত তিনিও পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হলদীঘাটের যুদ্ধ, ঝালাপতি মান্নার প্রভুভক্তি, শক্তের ভ্রাতৃস্নেহ ও রাজপুত বীরগণের অসাধারণ প্রভুপরায়ণতার পরিচয় শুনিয়া প্রতাপ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। এই অবধি প্রতাপসিংহই প্রতাপাদিত্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। মেবারপতির কার্য্যকলাপ বালক প্রতাপের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে স্বাধীনতালাভের আশা প্রতাপের মনে অঙ্কুরিত হইয়া থাকিবে। সুন্দরবনের দুর্গম-প্রদেশে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইলে মোগলবাহিনী যে সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, তাহাও তিনি ভাবিয়া থাকিবেন।

মোগল-রাজধানীতে অবস্থিতিকালে প্রতাপ সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ সেলিমের সহিত পরিচিত হইলেন। সেলিম প্রতাপের বিনয় ও নম্রতায় বশীভূত হইয়া প্রথম হইতেই তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু যুবরাজের অবস্থা তখন শোচনীয়। তিনি অপরিমিত মদ্যপান করিতেন ও সময়ে সময়ে সুরার উত্তেজনায় এরূপ নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিয়া বসিতেন যে, সম্রাট্‌ অকবরও বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক প্রতাপের প্রতি সেলিম সদয় হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্তও তাঁহার সে ভাব ছিল। প্রতাপের মৃত্যুতেও তিনি শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রতাপ বয়োবৃদ্ধির সহিত মোগল-দরবারের অবস্থা ও মোগলের রাজনীতির গূঢ় রহস্য অবগত হইতে লাগিলেন। মোগলসৈন্যের সমরকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন, রাজধানীতে তিনি যত বেশী দিন কাটাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন হইতে মোগলবিদ্বেষ দূর হইতে লাগিল। শুনিতে পাওয়া যায়, খোসরোজের ব্যাপারে তাঁহার মনে সম্রাটের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল। অকবর শাহের ন্যায় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সম্রাট্‌ যে মহিলামেলায় ছদ্মবেশে বেড়াইয়া মুসলমান ও হিন্দুরমণীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিতেন, তাহাতে মনস্বী ব্যক্তিমাত্রেরই বিরক্ত হইবার কথা।

প্রবাদ আছে, সম্রাট্‌সভায় একদিন একটী সমস্যাপূরণ করিয়া প্রতাপ সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। সম্রাট্‌ একদিন সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে একটী কবিতার শেষচরণ বলিয়া অপর তিন চরণ পূরণ করিতে বলেন—"শ্বেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ।" কেহই সে সমস্যা সম্রাটের মনোমতরূপে পূরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রতাপ সম্রাটের অনুমতি লইয়া এইরূপ পূরণ করেন—

"সো বরকামিনী নীর নিহারতি রীত ভালি হেঁ।
চির আঁচরকে পীঠ পর বাণীকে ধারেহঁ চলচলি হেঁ।
যায় যেচারী আপন মনমে উপমা চাহি হেঁ।
কৈহন মনাবতী শ্বেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ।"

এইরূপ সমস্যা পূরণ করিয়া প্রতাপ সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর রাজা টোডরমল্ল পুনরায় বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। এই সময় বঙ্গদেশে জায়গীরদারগণের বিদ্রোহ ঘটে। সম্রাটের উজীর এই সময় বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান জায়গীরদারদিগের নিকট জায়গীরের হিসাব ও সম্রাটের প্রাপ্য কর দাবী করেন। তাহাতে সকল জায়গীরদার একমত হইয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। এইরূপে অকবরের ত্রিশহাজার স্বজাতীয় সৈন্য ও সেনানী তাঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়াছিল। অবিচলিতচিত্ত অকবর-শাহও এই বিপদে অধীর হইলেন। অতঃপর তাঁহার স্বজাতীয় সেনাগণও যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা তিনি বুঝিলেন। এই সঙ্কটে অকবর হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিলেন। রাজপুতের বলবীর্য্য ও প্রভুভক্তির পরিচয় তিনি পূর্ব্ব হইতেই পাইয়াছিলেন। তাহারা যে বিশ্বাসঘাতক নহে, তাহা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেনাপতি টোডরমল্লকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইলেন। টোডরমল্লের ভুজবলেই বাঙ্গালা অধিকৃত হইয়াছিল। অনেক হিন্দুভূস্বামী ও জায়গীরদারগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল। এই সকল কারণে সম্রাট্ টোডরমল্লকেই মনোনীত করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমল্ল বাঙ্গালায় আসিয়া হিন্দু ভূস্বামীদিগকে স্বপক্ষে আনিলেন। কাজেই মুসলমান জায়গীরদারেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন তাঁহাদিগকে পরাভূত করা টোডরমল্লের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইল না।

রাজধানী হইতে টোডরমল্লের অনুপস্থিতিকালে প্রতাপ একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। চাঁদখাঁ জায়গীরের দেয় রাজস্ব বসন্তরায় প্রতাপের নিকট পাঠাইয়া রাজকোষে অর্পণ করিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ তাহা না দিয়া রাজস্ব-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী দ্বারা সম্রাটের কর্ণগোচর করিলেন যে চাঁদখাঁর খাজনা বাকী পড়িয়াছে। সম্রাট্ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন প্রতাপ সজলনয়নে সম্রাট্-সমীপে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, পিতৃব্য বসন্তরায় বিষয়কার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্যে অধিক সময় ক্ষেপণ করেন, এজন্য রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে। সম্রাট্ অনুমতি করিলে প্রতাপ বাকী রাজস্ব দিতে প্রস্তুত আছেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রতাপের প্রতি সম্রাটের স্নেহদৃষ্টি ছিল। এক্ষণে তাঁহার সজলনয়ন দেখিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইল। তিনি প্রতাপের নামে চাঁদ খাঁ জমিদারীর সনন্দ দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং প্রতাপকে রাজোপাধি দিয়া দেশে পাঠাইলেন। প্রতাপের পিতৃদ্রোহ এইরূপে ফলিয়া গেল।

অতঃপর প্রতাপ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দেশে ফিরিলেন। দিল্লীতে প্রায় পাঁচবৎসর থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পিতা ও পিতৃব্যকে বিষয়সম্পত্তি হইতে নিরাশ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স আঠার বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল।

বিক্রমাদিত্য বা বসন্তরায় প্রতাপের সহসা প্রত্যাগমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রের ব্যবহারে বিশেষ ব্যথিত হইলেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্ব হইতে অসুস্থ ছিল, এক্ষণে আরও অসুস্থ হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জমিদারীর দশ আনা প্রতাপকে ও ছয় আনা বসন্তরায়কে দিয়া যান এবং অবিলম্বে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার জন্য বসন্তরায়কে বলিয়া যান।

বসন্তরায় প্রতাপের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইলেও তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে প্রতাপকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, জমিদারী ভাগ করিয়া দিলেন এবং যাহাতে সকলে নবভূপতির অনুগত হয়, সে চেষ্টাও করিলেন। প্রতাপ বসন্তরায়ের ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। বসন্তরায় তাঁহার হিংসা করেন না দেখিয়া তিনি মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং সকল বিষয়ে পিতৃব্যের পরামর্শ মতে চলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পরে ভাসিয়া গেল। কিছুকাল প্রতাপ যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যতই তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, ততই তিনি বসন্ত-রায়ের সহানুভূতি হারাইতে লাগিলেন। একত্র অবস্থান অতঃপর কষ্টকর দেখিয়া প্রতাপ যশোহরের দক্ষিণপূর্ব্বে কালিন্দীতীরে ধূমঘাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ধূমঘাট পূর্ব্বে বন ছিল। প্রতাপ জঙ্গল কাটাইয়া এখানে বসতি স্থাপন করেন। রাজ্যলাভ করিয়াই প্রতাপ নিজের অধিকার মধ্যে গ্রাম ও নগর পত্তনের অভিলাষ করিলেন। যশোহরের অনতিদূরে কয়েকটী কেল্লা স্থাপিত হয়। মুকুন্দপুর গ্রামে যে কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পরমানন্দ-কাঠী গ্রামে যে গড় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। কালিগঞ্জের নিকট একটী নগর পত্তন করিয়া নিজ নামে তাহার নাম "প্রতাপনগর" রাখেন। ইছা-মতী নদীতীরে রায়পুর গ্রামে খাল খনন করিয়া প্রতাপ জাহাজ-নির্ম্মাণ ও সংস্কারের আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি পাশ্চাত্যধরণে পোর্ত্তুগীজগণের সাহায্যে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। যশোহর হইতে প্রতাপনগর হইয়া জাহাজ-

যাত্রা রায়পুর যাইবার জন্য একটী সুবিস্তৃত জাঙ্গাল নির্ম্মিত হয়। ঐ পথের উভয় পার্শ্বে বকুলবৃক্ষসমূহ রোপণ করিয়া শ্রান্তপথিকেরা শ্রান্তিবিনোদনের উপায় করিয়াছিলেন। এই পথের চিহ্ন ও পথপার্শ্বস্থ বকুলবৃক্ষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কালিন্দীতীরে বংশীপুর নামক স্থানে একটী রাজবাটী ও দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গটী এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, যে কোন নদীপথে শত্রু আসিলে অনায়াসে তাহার গতিরোধ করা যাইতে পারিত।

দিল্লী হইতে আগমনকালে প্রতাপ কমলখোজা নামক জনৈক হাব্সীজাতীয় অশ্বসেনানায়ককে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে প্রতাপ ক্রমে দশহাজার অশ্বসেনা সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ তাহাকে প্রথমে শরীররক্ষী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়াছিলেন। পরে সমুদয় অশ্বসৈন্য ও হস্তীদলকার পরিচালনভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করেন। রুঢা বা রডারিগো নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ প্রতাপের গোলন্দাজ সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়াছিল। প্রতাপ সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপীয় প্রথায় গোলন্দাজসৈন্য তৈয়ার করেন এবং পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে কামান, গোলাগুলি ও বারুদ তৈয়ারি করিবার কারখানা স্থাপন করেন।

প্রতাপ দেশের সকল লোককে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার অভিলাষ করেন। তাঁহার সময়ে উৎকৃষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণেরাও পদাতি সৈন্য হইতে অপমান বোধ করিতেন না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা লাঠীখেলা, তীরধনুশিক্ষা ও মল্লক্রীড়ায় অপমান বোধ করিতেন না। দস্যু তস্করের ভয়ে আগ্রহসহকারে সকলে এ সকল শিখিতেন। সেইরূপ প্রতাপের সময় কুলীন ব্রাহ্মণেরা ঢালীর কার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে যে, খড়্দহমেলের কামদেব মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া একদিন নবভূপতি প্রতাপের রাজধানীতে উপস্থিত হন। কামদেব তখন দেশের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও কুলাভিমানী ছিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজের সৈন্যদলে কাঁটাদিয়া বন্দ্যো চতুর্ভুজের পুত্রত্রয় লোহাই, সবাই ও সুন্দর-বংশীয়গণ কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগকে কন্যাদান না করিতে পারিলে আমার কুলরক্ষা হয় না।" এই কথা শুনিয়া প্রতাপ উক্ত ভাই তিনজনকে ডাকাইলেন। তাহারা কিন্তু কোটী ধরিল যে, ঢাল পূরিয়া টাকা না পাইলে পণ্ডিতের কন্যা বিবাহ করিবেন না। শুনিয়া পণ্ডিত বিষণ্ণ হইলেন। অত টাকা দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। এজন্য তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া ঢাল পূরিয়া একহাজার করিয়া টাকা দিলেন। তাহারাও প্রফুল্লচিত্তে পণ্ডিতের কন্যা গ্রহণ করিলেন। তাহাদের কনিষ্ঠ কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায় নিকুল হইলেন।

প্রতাপ য়ুরোপীয় প্রথায় রণতরী নির্ম্মাণ করেন। এবিষয়ে তিনি পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বারখানা যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর কোষা অর্থাৎ দেশীয় যুদ্ধজাহাজ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। এ সময় মগেরা সমুদ্রের উপকূলভাগে বিস্তর উপদ্রব করিত। তাহাদের অত্যাচার হইতেও 'হরমাদ' (Armada) অর্থাৎ জলদস্যুগণের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গ বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইত। এই উৎপীড়ন হইতে দেশরক্ষার মানসে প্রতাপ নৌবল সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হন এবং পর্ত্তুগীজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া জলদস্যু দমন করিতে থাকেন। প্রতাপের অর্থের অভাব ছিল না। নবাব দাউদের রাজকোষের অনেক ধনরত্ন যশোহরের রাজকোষে আসিয়াছিল; কিন্তু নবাবের মৃত্যু হইলে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই। এজন্য যে কোন কার্য্য করিতে তিনি অভিলাষ করিতেন, তাহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। এ কারণ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ সম্রাট্সেনানী খাঁনি আজমের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। উক্ত সেনানী তখন বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চাঁচড়ার রাজবংশীয়দিগের পারিবারিক ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, খাঁনি আজম প্রতাপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সৈয়দপুর প্রভৃতি দুইটী মহাল বা পরগণা লইয়া মহাতাপ রায়কে দান করেন। মহাতাপ রায় চাঁচড়ার রাজাদিগের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ কত দূর মূল্যবান্, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ঐ সময়ে বাস্তবিক খাঁনি আজম বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কি কারণে প্রতাপ তাঁহার কোপে পতিত হন, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহাতাপরায় খানি আজমের সৈন্যদলে ছিলেন। তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ঐ দুইটী পরগণা প্রতাপের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে জানা যায় ভবেশ্বর রায় প্রতাপের অধীনে কসবা (আধুনিক যশোহরের) কিল্লাদার ছিলেন এবং প্রতাপের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহকে সাহায্য করায় পুরস্কার স্বরূপ কয়েকটী পরগণা প্রাপ্ত হন।

প্রতাপ প্রথম বয়সে বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের নিকট হরিনাম সংকীর্ত্তন শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায় যেরূপ রাজকার্য্যে দক্ষ ছিলেন, সেইরূপ একজন উৎকৃষ্ট কবিও ছিলেন। তাঁহার ক্রত রচনাশক্তিও ছিল। তাৎকালিক বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে প্রধান পদাবলিরচয়িতা গোবিন্দদাসের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। গোবিন্দদাস অবসরমতে যশোহরে যাইতেন। তাঁহার সুমধুর নামসংকীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হইত। কবিদলের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, তাঁহারা দুই দল হইয়া গাহিয়া থাকেন। এক দল যাহা গাইবেন, অপর দল তাহার উত্তর দিবেন। গোবিন্দদাসের সহিত বসন্তরায়ের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত। বসন্তরায় অতিশয় অনুসন্ধানী ছিলেন। পদরচনাকালে সত্বর অথচ রসভাবপূর্ণ প্রকৃত উত্তর দিতেন। এজন্য গোবিন্দদাস গাহিয়াছিলেন,—

"রায় বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত, নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"

বসন্তরায়ের ভাবুকতা অপেক্ষা গোবিন্দদাসের বিরহ মাথুর প্রতাপের বড় মিষ্ট বোধ হইত। গোবিন্দদাসের পদাবলীর মধ্যে প্রতাপের গুণীগুণগ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মাথুর সংবাদের এক স্থানে গাহিয়াছেন,

"প্রতাপ আদিত, এরসে ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান।"

প্রতাপাদিত্যের রাজ্যলাভের পূর্ব্ব হইতে কুশদহের অন্তর্গত জলেশ্বর ও ইছাপুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূস্বামীদিগের বাসস্থান ছিল। জলেশ্বরের কাশীনাথ রায় নদীয়া প্রভৃতি কয়েকটী পরগণার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের সিদ্ধান্তী থাকের রাঘবসিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর কতকাংশ ভোগ করিতে ছিলেন প্রতাপ তাঁহার নিকট কর প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ কর দিতে স্বীকার করেন নাই। এজন্য সসৈন্য প্রতাপ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এখান হইতে ইছাপুর দুই ক্রোশমাত্র। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া সিদ্ধান্তবাগীশ ছদ্মবেশে প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বাক্যকৌশলে প্রতাপের ক্রোধ শান্তি করিলেন। প্রতাপ তাঁহার জমিদারী গ্রহণ করিলেন না। তবে যে স্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সেই স্থান টুকু লইলেন এবং ঐ স্থানের নাম প্রতাপপুর রাখিলেন, ঐ স্থান টুকুমাত্র গ্রহণের কারণ এই শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রতাপ নিজ অধিকার ভিন্ন অন্য স্থানে অন্ন আহার করিতেন না। এখনও উক্ত নামধেয় গ্রামটী বিদ্যমান আছে এবং সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধরগণ প্রতাপের সৌজন্য ও দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অতঃপর প্রতাপ হালিসহর অধিকার করিয়া কুমারহট্ট নামে গ্রাম পত্তন করেন এবং জগদ্দল নামক স্থানে এক গড় প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাতীরে বাসযোগ্য একটী ভবনও প্রস্তুত করেন। প্রতাপ হালিসহরের অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। আজও কোন কোন ব্রাহ্মণের নিকট প্রতাপ-দত্ত সনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। জগদ্দলে গড় ও রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এ সময় বাঙ্গালা ও বেহারে মোগলপ্রভুত্ব বদ্ধমূল হইলেও উড়িষ্যার পাঠানেরা একবারে মোগলের পদানত হয় নাই। তাহারা অবসর মত বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতে ছিল। এই সকল উপদ্রব নিবারণ ও রাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্ত সুনিয়মে নির্ব্বাহিত করিবার জন্যই সম্রাটের প্রধান সেনানী রাজপুতবীর মানসিংহ কাবুল হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সময় পাঠানেরা কত্লুখার নেতৃত্বে উড়িষ্যা হস্তগত করিয়া বঙ্গদেশে দামোদর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। রাজা মানসিংহ দুএকটী খণ্ডযুদ্ধের পর তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন। সম্রাট্‌কে কর দিতে স্বীকার করিয়া তাহারা উড়িষ্যার অধিকার লাভ করেন। কিন্তু ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা উড়িষ্যার জগন্নাথমন্দির লুণ্ঠন করিল ও যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করিল। ইহাতে মানসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহূত হইলেন। প্রতাপের সহানুভূতি পাঠানদিগের প্রতি থাকিলেও মানসিংহের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ জগন্নাথমন্দির লুণ্ঠনে তিনি পাঠান দলপতির প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কত্লুখাঁ এ সময় জীবিত ছিলেন না। প্রতাপ একদল অশ্বসৈন্য ও একদল পদাতিক লইয়া স্বয়ং মানসিংহের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যাজয়ের পর অনেক দেবমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, বসন্তরায় ঐ সকল দেবমূর্ত্তি পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এই সকল দেবমূর্ত্তির মধ্যে গোবিন্দদেব নামক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রধান। নূরনগরে মহাসমারোহে অদ্যাপি তাঁহার দোল উৎসব হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ মূর্ত্তি বসন্তরায়ের বংশধরগণ সেবা করিতেছেন। উৎকলেশ্বর শিব নামে আর একমূর্ত্তি সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানসিংহ প্রতাপের ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। এই সময় হইতে তিনি প্রতাপকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। প্রতাপও সাধ্যমত সম্রাট্‌সেনানীর প্রিয় হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন এক গুণ ছিল

যে কেহ তাঁহাকে দেখিত, সে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। সেই জন্য অল্পসময়ের মধ্যে প্রতাপ লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম বা হুগলীতে একজন মোগল ফৌজদার থাকিতেন। রাজা মানসিংহের শাসনকালে বাঙ্গালার রাজস্ব-বিষয়ক বন্দোবস্ত হইতে থাকে। এই উপলক্ষে প্রজার প্রতি যেরূপ ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

এ সময় সুরকার সিলিমাবাদ, সাতগাঁ বাকলা প্রভৃতি সরকারে যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছিল। এ সময় প্রজারা সাতপুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রতাপের নিকট এইরূপ নিরাশ্রয় যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলকেই প্রতাপ আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাদের বাসোপযোগী স্থান ও চাষের উপযোগী ভূমি ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের উপর বিরক্ত হইয়া মানসিংহকে জানাইয়াছিলেন। প্রতাপ প্রথমে এ বিষয়ের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য নিজ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসলমান কর্ম্মচারীগণের চক্রান্তে শঙ্কর কারারুদ্ধ হন। পরে প্রতাপের চেষ্টায় শঙ্কর মুক্তিলাভ করেন এবং মানসিংহেরও ক্রোধশান্তি হয়। কিন্তু হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের প্রতি বিষদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। মানসিংহের নিকট প্রতাপের প্রতিপত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি কিছু করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে প্রতাপ যশোহরেশ্বরী শিলাময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত হন। প্রবাদ আছে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থগণের অদ্যাপি স্থির বিশ্বাস যে, প্রতাপের গুণে মুগ্ধ হইয়া ভগবতী ভবানী শিলাময়ীরূপে যশোহরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই পাষাণ-প্রতিমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকেই বলেন, রাত্রিকালে কয়েকদিন অপূর্ব্ব জ্যোতির আবির্ভাব দেখিয়া কেহই কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। প্রাসাদরক্ষী কমলখোজা ও খেয়াঘাটের যশাপাটুনী উভয়ে এই জ্যোতি দেখিয়া রাজার নিকট নিবেদন করে। প্রতাপ স্বপ্ন দেখেন যে, "ভগবতী শিলাময়ীরূপে সে স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি প্রতাপকে ও তাহার রাজ্যখণ্ড রক্ষা করিবেন, তাঁহার কৃপায় প্রতাপ অজেয় হইবেন, যে পর্য্যন্ত প্রতাপ তাঁহাকে যাইতে না বলিবেন বা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার না করিবেন, ততদিন ভগবতী তাঁহার রক্ষয়িত্রীরূপে অবস্থান করিবেন।" এই স্বপ্ন দেখিয়া প্রতাপ ভক্তিবিহ্বলচিত্তে শিলাময়ীকে নিজালয়ে আনয়ন করিলেন। নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক দেবীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাহার একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কিন্তু মন্দিরের ছাদ হইলে ছাদ পড়িয়া গেল। প্রতাপ স্বপ্ন দেখিলেন, ছাদ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই ঘটনার পর হইতে প্রতাপ নববলে উৎসাহিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। প্রতাপও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীর নাম যশোহরেশ্বরী রাখিয়া তাঁহার সেবার জন্য যশোহরের উপস্বত্ব দান করিলেন।

এই ঘটনার অল্প পরে চন্দ্রদ্বীপের রাজকার্য্যে প্রতাপের হস্তক্ষেপ করিতে হইল। চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইল, তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রামচন্দ্ররায় সিংহাসনে আসীন হইলেন। রামচন্দ্রের বয়স তখন ৬ বৎসরের অধিক নহে। সম্ভবতঃ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজ্যলাভ করিবার অল্পপরেই রামচন্দ্র রায় বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তাহার নিজের ও প্রজাগণের ধন প্রাণরক্ষা করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জলদস্যুভয়ে দক্ষিণবঙ্গ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণের লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহারা আরাকানের রাজার অধিকারস্থ বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের উপর অত্যাচার করিত। তাহাদের নেতা কার্বালহো বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপে আড্ডা করিয়া মগদিগের ও বাঙ্গালার নৌযাত্রিগণের বিশেষ ক্ষতি ও অপমান করিত। এজন্য আরাকানরাজ বাকলার কতকাংশ অধিকার করেন। চন্দ্রদ্বীপের বালকভূপতি দুই অত্যাচারীর প্রবল প্রতাপে প্রায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় প্রতাপের সাহায্য লওয়া ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। উভয় রাজবংশে শোণিত-সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ রামচন্দ্রের পিতার সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন। কেন না সে কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। তবে উভয় রাজবংশে যে নিকট সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক রামচন্দ্রের জননী বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হইলেন।

প্রতাপ নিজের নৌবল সজ্জিত করিয়া মগ ও পোর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। চন্দ্রদ্বীপে প্রতাপের আগমন শুনিয়া জলদস্যুগণ শীঘ্রই বাকলা-রাজ্য পরিত্যাগ করিল। অতঃপর প্রতাপ আরাকানরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। এ সময় আরাকানরাজ অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। এজন্য তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়া তাহার সৈন্যদিগকে বাকলা পরিত্যাগ করিতে সম্মত করিলেন। তাহারাও সম্মত হইল। সন্ধির নিয়ম অনুসারে একজন অপরের অপরাধীকে প্রেরণ বা আশ্রয়

দিবেন না এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ চট্টগ্রাম ও সন্দীপের দিকে পলায়ন করিল।

অতঃপর শ্রীপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সহিত প্রতাপ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। সন্দীপ তাহাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু বৈদেশিকগণের অত্যাচারে সন্দীপের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভৌমিকেরা বলশালী হইলেও বিপক্ষ পক্ষকে আঁটিতে পারেন নাই। এজন্য প্রতাপের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহারাও প্রতাপের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, একজন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তাঁহার সহায়তার জন্য অগ্রসর হইবেন। ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য নিজে ইচ্ছা করিয়া এই সময় প্রতাপের সহিত মিলিত হন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সকল জলদস্যুর উপদ্রব-নিবারণকালে প্রতাপের সহিত বসন্তরায়ের মনোমালিন্য ঘটে। বাকলার নিকটে বসন্তরায়ের চাকসিরি নামে একটী পরগণা বা ভূখণ্ড ছিল। প্রতাপ দেখিলেন, সেটী পাইলে স্থায়ীরূপে তিনি সমুদ্রোপকূলভাগের উপদ্রব নিরাকরণ করিতে পারেন। এজন্য পিতৃব্যের নিকটে অন্য ভূখণ্ডের বিনিময়ে চাকসিরি প্রার্থনা করেন। বসন্তরায়ের অনিচ্ছা না থাকিলেও তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দরায় ও জামাতা রামচন্দ্র বসু তাহা করিতে দেন নাই। যতই প্রতাপের মানসম্ভ্রম ও ক্ষমতাপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতেছিল, ততই গোবিন্দরায় ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। এক্ষণে যাহাতে প্রতাপের সুবিধা হইতে পারে, তাহা তিনি হইতে দিলেন না। প্রতাপ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। স্নেহবন্ধনও একটু শিথিল হইল। এখনও প্রবাদ আছে, "সারারাত ঘুরে মরি তবু না পাই চাকসিরি।"

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে রাজা মানসিংহ দক্ষিণাপথের যুদ্ধে সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। মানসিংহ গমন করিলে হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের উপর প্রতিশোধ লইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে যে কোন প্রকারে প্রতাপকে অপমানিত করাই তাহার লক্ষ্য হইল। যিনি নূতন শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন, তিনি সহজে ফৌজদারের কথা বিশ্বাস করিলেন। প্রতাপ শাসনকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শাসনকর্ত্তার হঠকারিতায় শীঘ্রই প্রতাপের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মোগল-শাসন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এ সময় দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গে তাঁহার ক্ষমতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ সময় তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আপনাকে দৈববলে বলীয়ান্ মনে করিয়া তিনি উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে ৫২ বায়ান্নহাজার ঢালী, ৫১ একান্নহাজার ধানুকী, দশসহস্র অশ্বারোহী ও ১৬ শত হস্তী যুদ্ধার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। এতদ্ভিন্ন "মুদ্গরপ্রাসহস্ত" অর্থাৎ অনিয়মিত বহু সৈন্য ছিল। য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্য ও তোপ অনেক ছিল। তাঁহার ভাণ্ডার ধনরত্নাদিতে পূর্ণ থাকায় ও আপনাকে নৌবলে বিশেষ বলীয়ান্ মনে করায় প্রতাপ মোগল কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া আত্মহারা হইলেন। এ সময় টোডরমল্ল জীবিত ছিলেন না। রাজা মানসিংহও দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন না। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কাজেই প্রতাপ সম্রাট্দরবারে প্রতিকারের আশা দেখিলেন না। নিজের তরবারী ভরসা করিলেন; কিন্তু সহসা কোন কাজ করা অবিধেয় মনে করিয়া পিতৃব্য বসন্তরায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বসন্তরায় দিল্লীশ্বরের ক্ষমতার বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র তিনি অনেকবার পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছিলেন, নবাব দাউদের ভাগ্যবিপর্য্যয় সর্ব্বদা তাঁহার অন্তরে জাগরিত ছিল, এক্ষণে শেষ বয়সে হরিনাম করিয়া দিনযাপন করাই তাঁহার ইচ্ছা, এ অবস্থায় প্রতাপের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রতাপকে তিনি বারংবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু প্রতাপের হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে মনস্থ করিলেন।

সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ আপনাকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। ধূমধামে মহাসমারহে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে বঙ্গের তাৎকালিক ভৌমিকগণ অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন এবং প্রতাপের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কথিত আছে সর্ব্বপ্রথমে শিলাময়ীর নিকট প্রতাপ হত্যা দিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবার অভিলাষী হন এবং তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া তবে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা করেন। তৎকালে লোকের দেবদেবীর প্রতি যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহাতে প্রতাপকে দেবীর বরপুত্র মনে করা অসম্ভব নহে। এ কালেও অনেকে প্রতাপকে এখনও "বরপুত্র ভবানীর" বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

প্রতাপ রাজ্যাভিষেকের দিনে কল্পতরু হইয়াছিলেন অর্থাৎ যে যাহা দান চাহিয়াছিল, তাহাকে তাহাই দান করিয়াছিলেন। প্রতাপের মহিষী প্রতাপের সহিত রাজাসনে আসীনা হইয়া অভিষিক্তা হন। সে দিন প্রতাপ ও তাঁহার মহিষী মুক্তহস্তে দান করিতেছিলেন। ভূমি, অর্থ, গো, অশ্ব, হস্তী, যান

বাহনাদি যে যাহা দান চাহিল, সে তাহাই পাইল। ইহা দেখিয়া একজন বিটল ব্রাহ্মণ প্রতাপের দানশক্তির দৌড় বুঝিবার জন্য একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রতাপকে বলিলেন, "মহারাজ আমি আপনার মহিষীকে প্রার্থনা করি।" ব্রাহ্মণের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে ক্রোধে অভিভূত হইলেন। সকলেই ব্রাহ্মণকে সভাস্থল হইতে বাহির করিয়া দিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ কিন্তু সকলকে নিরস্ত করিলেন। তিনি মহিষীকে ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের সেবায় শেষজীবন অতিবাহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে যাহা আজ আমার নিকট চাহিবে, তাহাকে তাহাই দান করিব। এক্ষণে আমার অর্দ্ধাঙ্গ দান করিয়া সেই সত্য পালন করিব। প্রতাপের দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। প্রতাপমহিষী প্রতাপের অনুরূপা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে ব্রাহ্মণের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও এ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। এক্ষণে বলিলেন, "মহারাজের দানশক্তি বুঝিবার জন্য আমি এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মহিষী আমার কন্যাস্থানীয়া, আমি পুনরায় মহারাজকে দান করিতেছি। যখন আপনি রাজা, তখন আমার দান গ্রহণ করিতেও আপনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" প্রতাপ প্রথমে কিছুতেই স্বীকার হন নাই। শেষে শাস্ত্রের ব্যবস্থামত মহিষীর ওজনের অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া মহিষীকে পুনর্গ্রহণ করেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, মহিষীর তখন জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যের বয়স ১২ বার বৎসর। কন্যা বিন্দুমতীর বয়সও প্রায় আট বৎসর এবং অপর দুই পুত্রের বয়স ৪।৫ বৎসরের কম নহে।

কোন সময়ে দিল্লী হইতে একজন ভাটকবি প্রতাপের নিকট কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতাপ তখন রাজধানীতে ছিলেন না। এজন্য কিছুদিন তাঁহার সহিত আগন্তুকের সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। একদিন প্রতাপ মৃগয়াগমন করিতেছেন, এমন সময় ভাটকবি নিজের প্রার্থনা জানাইলেন। প্রতাপ তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন; কিন্তু কবি বহুদিন আসিয়াছেন, আবার সুযোগক্রমে মহারাজের সাক্ষাৎ পাইবেন কি না ইত্যাদি আপত্তি উত্থাপন করিয়া উপস্থিতমত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে একটী অশ্ব ও সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। ভাট প্রতাপের দানশীলতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতের নানাস্থান আমি ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু মহারাজের ন্যায় দানশীল ভূপতি আমি দেখি নাই।" সেই অবধি প্রবাদ হইয়াছে, "না চাইতে ঘোড়াটা হ'ল চাহিলে হাতিটা পেতাম।"

প্রতাপের দানশীলতা প্রতাপকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। বসন্তরায় মিতব্যয়ী ছিলেন। দুষ্টের দমন করিতে তাঁহার আগ্রহ ছিল। এজন্য অশেষগুণে ভূষিত হইলেও তিনি প্রতাপের ন্যায় লোকপ্রিয় হন নাই। প্রতাপের যেমন লোকের মনোরাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ক্ষমতা ছিল, তিনি সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার উদারতাও অসাধারণ ছিল। এজন্য দেশের লোক তাঁহারই অধিক অনুগত হইয়াছিল।

প্রতাপ যে সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, সে সময় তাঁহার গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন না। ইহার অল্প পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতাপ তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পৌরোহিত্যপদে বরণ করেন। তর্কালঙ্কার জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপের মতি ফিরাইতে পারিতেন। কিন্তু 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?'

প্রতাপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বসন্তরায় যশোহরে বাস করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। গঙ্গাতীরে রায়গড় নামক স্থানে পূর্ব্ব হইতেই তিনি এক বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রায়গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। কলিকাতার প্রায় তিনক্রোশ দক্ষিণে বেহালা গ্রাম। তাহার নিকটে রায়গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে উৎকৃষ্ট ফল ও ফুলের গাছ এখনও যথেষ্ট আছে। "রায়ের দীঘী" নামে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকার কতকাংশ জঙ্গলপূর্ণ অবস্থায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তরায় এই স্থানের নাম "রায়গড়" রাখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, নিজে নিরাপদ হইবার আশায় বসন্তরায় সপরিবারে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। যশোহরে তাঁহার কর্ম্মচারী রূপ বসু ও জামাতা রামচন্দ্র রহিলেন।

প্রতাপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন জয়তি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্যরায়স্য।" অন্য পৃষ্ঠায় "বাজৎ ছিকা রহিম জররে বঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দ্দাল" লেখা।

প্রতাপ স্বাধীনতা লাভ করিলে হুগলীর ফৌজদার ও মোগলশাসনকর্ত্তা উভয়েই অবসর পাইলেন। প্রতাপকে জব্দ করিবার যে সুযোগ তাঁহারা খুঁজিতেছিলেন, তাহা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা সত্বর সৈন্য সজ্জা করিয়া যশোহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি মোগলসেনানীর আগমনের সংবাদ পাইয়া সৈন্য সজ্জা করিয়া বাহির

হইলেন না। মোগলসৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া অনিয়মিত যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। মোগলসৈন্য গঙ্গা পার হইলে প্রতাপের সৈন্য তাহাদের রসদ লুণ্ঠন করিল এবং গঙ্গার পরপারের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের পথ বন্ধ করিল। তথাপি মোগলসেনানী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আধুনিক বসুরহাট নামক স্থানের নিকট ইছামতীতীরে প্রতাপ-সৈন্য মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিল। সংগ্রামপুর গ্রামে যুদ্ধ হইয়াছিল। মোগলসৈন্য পরাজিত হয়। যাহারা ইছামতী পার হয় নাই, তাহারাই অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল, অপরাপর সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। হুগলীর ফৌজদার ও মোগলসেনানী পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ঘটে। কেন না ডু জারিক নামক পাশ্চাত্যলেখক এই সময় বাঙ্গালা স্বাধীন হইয়াছিল ও ভৌমিকগণের চেষ্টায় মোগলেরা পরাভূত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এ ঘটনার পরে মোগলেরা শীঘ্র প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার অবসর পায় নাই। উড়িষ্যায় পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে মোগলদিগের ১৬০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই প্রতাপ নিজ বল সঞ্চয় করিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন।

প্রতাপ স্বাধীন হইয়া অধিকারস্থ মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। বরং মুসলমানগণের উপাসনার জন্য নিজ রাজধানী ধুমঘাটে 'টেঙ্গা মসজিদ' নামে একটী সুন্দর মসজিদ বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কতকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, পাঠানেরা মোগলের নিকট পরাজিত হইয়া অনেকে প্রতাপের নিকট আসিয়া চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। প্রতাপ পোর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজকদিগকে নিজের অধিকার মধ্যে গির্জ্জানির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। পোর্ত্তুগীজেরা অনেকে তাঁহার নিকট সৈনিককার্য্য করিত, তাহাদিগের উপাসনার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে প্রকৃত অবস্থায় হিন্দু হইলেও কোন ধর্ম্মের লোকের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। তিনি গোঁড়ামী ভালবাসিতেন না।

প্রথম বয়সে প্রতাপ বৈষ্ণব ছিলেন। পরে শিলাময়ীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া শাক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যতদিন তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার শরীরে কোন দোষ প্রবেশ করে নাই। পরে তান্ত্রিকগণের প্ররোচনায় তিনি সুরাপান করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে মনের একাগ্রতা আনয়ন-মানসে বা যে কোন কারণে সুরাপান করিতে শিখিয়া শেষে প্রতাপ ঘোর মদ্যপায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সুরার উত্তেজনায় এমন কাজ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে।০

পোর্ত্তুগীজলেখক ডু জারিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৬০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পোর্ত্তুগীজেরা চাঁদখাঁ-পতির আশ্রয় লাভের জন্য তাহাদের দলপতি কার্বালহোর অধীনে যশোহরে গমন করেন। প্রতাপ তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি আরাকানরাজের তুষ্টিসাধনার্থ দলপতি কার্বালহোকে হত্যা করাইয়াছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নহে। প্রবাদ আছে, ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রামের নিকটবর্ত্তী চারঘাট নামক স্থানে হরিশুঁড়ী নামে এক বণিক্ বাস করিত। তাহার সাতখানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। পোর্ত্তুগীজ-জলদস্যু কর্ত্তৃক হরি অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার জাহাজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছিল। কার্বালহো প্রভৃতি পোর্ত্তুগীজগণ যশোহরে গমন করিলে যে সকল লোক তাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা প্রতিশোধ লইবার কল্পনা করিয়াছিল। এক উন্মত্ত জনতা কার্বালহোকে বধ করে। প্রতাপ তখন ধুমঘাটে ছিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তিনি উক্ত হত্যা সংবাদ পাইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বোক্ত লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপ হরিশুঁড়ীকে কার্বালহোর নিধনকার্য্যে লিপ্ত মনে করিয়া তাহার বিচার করিতে আরম্ভ করেন। তাহার বাটীতে পরিবার সকল এই বিষয়ের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। কথা ছিল হরি যে শিক্ষিত পায়রাবত সঙ্গে লইয়াছিল, তাহারা উড়িয়া আসিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হরির অনবধানতায় পায়রা উড়িয়া আসিয়াছিল। হরি জানিতে পারিয়া প্রতাপের নিকট পরিবারগণের বিপদের কথা বলে। প্রতাপ তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন ও এক দ্রুতগামী অশ্ব দিয়া তাহাকে বাটীতে পাঠাইলেন। হরি বাটীতে পৌছিবার অল্পপূর্ব্বেই তাহার পরিবারেরা যমুনাগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল। হরিও তাহাই করিল। যে স্থানে হরি ও তাহার পরিবারবর্গ জলমগ্ন হয়, সে স্থান এখনও 'হরেশুঁড়ীর দহ' নামে খ্যাত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঠাকুর বর নামক একজন ব্রাহ্মণপুত্র মুসলমান হইয়া হরিকে এই বিপদে ফেলিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে বাকলার অধিপতি রামচন্দ্ররায়ের সহিত প্রতাপদুহিতা বিন্দুমতীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতাপ যখন চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন, সেই সময়ই সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। পোর্ত্তুগীজ লেখকগণ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপকে রামচন্দ্র রায়ের ভাবী শ্বশুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তখন রামচন্দ্র ও বিন্দুমতী উভয়ের শৈশবকাল গত হয় নাই। বিবাহের সময় রামচন্দ্রের বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইয়াছিল অথবা কিছু বেশী হইতেও পারে। বিন্দুমতীর বয়স তখন ১০।১১ হইবে।

রামচন্দ্র রায় স্বগণের সহিত মহাধুমধামে যশোহরে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপও সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। চন্দ্রদ্বীপ হইতে আগত বরপক্ষীয়েরা সকলেই প্রতাপের মধুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়াছিল। দৈব-বিড়ম্বনায় বিবাহের রাত্রিতে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে উভয় রাজপরিবার মধ্যে চিরস্থায়ী বিবাদের সূত্রপাত হইল। প্রতাপচরিত্রেও অযথা কলঙ্ক আরোপিত হইল। প্রবাদ, রামচন্দ্র রায়ের সহিত একজন ব্রাহ্মণ ভাড় আসিয়াছিল। সাধারণতঃ সে রমাই ভাড় নামে পরিচিত ছিল। বালক রামচন্দ্রের সে নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। রামচন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিতেন না। একে তিনি অল্পবয়স্ক, তাহাতে তিনি উত্তমরূপ শিক্ষালাভের অবকাশ পান নাই, তদুপরি সে সময়ের রুচিও মার্জ্জিত ছিল না, কাজেই ভাড়ের প্রতিপত্তি রামচন্দ্রের নিকট যে অত্যন্ত অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন এখনকার শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি বরগণ নিজের বন্ধুগণকে কৌশলে বাসরে লইবার বাসনা করেন, তখন রামচন্দ্রকে সেজন্য অপরাধী করা যায় না। কিন্তু যেরূপ এখনও ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইল।

আমাদের দেশে একটা কুপ্রথা আছে যে, বরের গুরুজনেরা বরকে শাশুড়ী লইয়া তামাসা করেন এবং কন্যার পিতা প্রভৃতি সকলই কন্যার মাকে "জামাই পছন্দ হইল কি না" এরূপ দ্ব্যর্থভাবের পরিহাস করেন। বিরুক্তিকর হইলেও দেশের প্রথানুসারে ইহাতে আপত্তি করা চলে না। রমাইভাড় বিবাহের রাত্রিতে স্ত্রীবেশে প্রতাপের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীর সহিত এইরূপ রসিকতা করিয়াছিল। কিন্তু মহিষীও ত চন্দ্রদ্বীপের মেয়ে, বিশেষ রমাইয়ের নাম তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন, কাজেই রমাই ধরা পড়িল। তাহার ভাড়ামিতে গরল উৎপন্ন হইল। রমাই পলাইল, প্রতাপ এ কথা শুনিলেন। তখন তিনি সম্ভবতঃ সুরাপানে উত্তেজিত ছিলেন। এজন্য নানা প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র তাহাকে দাসী বলিয়া পরিচিত করিয়া যে তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে, ইহাই ধারণা জন্মিল এবং জামাতাকে বধ করিয়া প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। বালক রামচন্দ্র প্রাণভয়ে ও অপমানভয়ে ভীত হইলেন।

এই বিবাহের সময় প্রতাপ অনেক অনুরোধ করিয়া পিতৃব্য বসন্তরায়কে যশোহরে আনিয়াছিলেন। তিনি এখন প্রাচীন হইয়াছেন, এজন্য গঙ্গাতীরে রায়গড়ে থাকিতেই ভালবাসিতেন; কিন্তু প্রতাপের সবিশেষ অনুরোধে দিনকয়েকের জন্য যশোহরে আসিয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে এরূপ রীতি আছে যে, বিবাহরাত্রে বরকন্যাকে আত্মীয়েরা যথাযোগ্য যৌতুক দিয়া থাকেন। সেই বিবাহরাত্রে যে সকল আত্মীয় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতাপের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। সকলেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বসন্তরায় বা তাঁহার গৃহিণী আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা বরকন্যাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রতাপ তাহাতে আপত্তি করেন নাই, এক্ষণে সকলে বরকন্যাকে সেখানে পাঠাইয়া রামচন্দ্রকে নিঃশঙ্ক করিতে চাহিলেন। বরকন্যা গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু পথিমধ্যে রামচন্দ্র এক মশালবাহকের বেশ ধরিয়া পলায়ন করিলেন ও নিজ দলে মিলিত হইয়া সেই রাত্রিতেই যশোহর পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ যাত্রা করিলেন। প্রতাপ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতে প্রতাপ রামচন্দ্রের পলায়ন সংবাদ পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন। আপনার হঠকারিতার পরিণাম বুঝিলেন; কিন্তু বিদ্বেষ বুদ্ধিতে বসন্তরায়কেই সকল চক্রান্তের মূল বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। বসন্তরায়ের সাহায্যে ও পরামর্শে যে রামচন্দ্র পলাইয়াছেন, এই ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল হইল।

যশোহরে অবস্থানকালে বসন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের বাৎসরিক তিথি উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে বসন্তরায় প্রতাপকে ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতাপ কতিপয় সহচরের সহিত সশস্ত্র হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। গোবিন্দরায় যশোহরে অবস্থানকালে সতর্ক হইয়া চলিতেন। তিনি দ্বারবান্‌দিগকে সশস্ত্র লোক প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রতাপ সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন না। প্রতাপ যখন প্রবেশ করেন, তখন কেহ বাধা দিল না। কিন্তু তাঁহার সহচরগণের সশস্ত্র প্রবেশলাভে দ্বারবানেরা আপত্তি করিল। প্রতাপের কোন সহচর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারবান্‌কে আঘাত করিল, ইহাতে একটা গোলমাল হইল। গোবিন্দ রায় প্রতাপকে সশস্ত্র ও সানুচর প্রবেশলাভের চেষ্টা করিতে দেখিয়া ও দ্বারবান্‌কে আঘাত করার সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, প্রতাপ তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে আসিয়াছেন। যাহাহউক তিনি শরত্যাগ করিলে প্রতাপ আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, কৌশলে তাঁহাকে নিধন করিবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। গোবিন্দরায়ের প্রথম লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। প্রতাপ দেখিলেন, গোবিন্দরায় পুনরায় শরত্যাগ

করিবার অবসর পাইলে তিনি নিশ্চয়ই হত হইবেন। এই ভাবিয়া আত্মরক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে গোবিন্দরায়ের দিকে ধাবিত হইলেন ও তাঁহাকে সংহার করিলেন। মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গোবিন্দরায়ের অপর ভ্রাতারা তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও নিহত হইলেন। বসন্তরায় এ সময় পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভৃত্যকে তাঁহার "গঙ্গাজল" নামক অস্ত্র আনিতে কহিলেন; কিন্তু ভৃত্য ভুল বুঝিয়া একপাত্র জাহ্নবীবারি লইয়া উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে প্রতাপও তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ গঙ্গাজল অস্ত্রের গুণ অবগত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, বসন্তরায় যখন সেই অস্ত্র চাহিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিবার উদ্দেশ্য করিয়াছেন, এজন্য পিতৃব্যের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই এক আঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। বসন্তরায়ের মস্তক ছিন্ন হইয়া পাত্রস্থ গঙ্গাজলে পড়িল। দেহ ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কেবলমাত্র বসন্তরায়ের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র রাঘবরায় ধাত্রী কর্ত্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়া রক্ষা পাইল। চন্দ্রশেখর রায় প্রভৃতি বসন্তরায়ের যে পুত্র কএকটী উপস্থিত ছিলেন না, তাহারাও রক্ষা পাইলেন।

প্রতাপ সুরাপানে মত্ত হইয়া এ কার্য্য করিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। তবে উভয়পক্ষে যে ভুল বুঝিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়। প্রতাপপক্ষীয়েরা এখনও বলেন, পিতৃব্যহত্যা প্রতাপের উদ্দেশ্য ছিল না। গোবিন্দরায়ের হঠকারিতায় এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক প্রতাপ যে কার্য্য করিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরকলঙ্কে নিমগ্ন রহিল। জ্যোতিষীর গণনাও সফল হইল। এই ঘটনার পর হইতে মানসিক ক্লেশ নিবারণ জন্য প্রতাপ অধিক পরিমাণে সুরাপান করিতে আরম্ভ করেন।

অতঃপর বসন্তরায়ের পুত্র রাঘবরায় 'কচুরায়' আখ্যা লাভ করেন। কচুরায় নিজ মন্ত্রী রূপবসুকে সঙ্গে লইয়া বসন্তরায়ের প্রিয় সুহৃদ্ ইসা খাঁ মছন্দরীর নিকট হিজলীতে গমন করেন। প্রতাপ ইচ্ছা করিলে কচুরায় প্রভৃতি সকলকেই নিহত করিতে পারিতেন, কিন্তু উত্তেজনার সময় অতীত হইলে তাঁহার মনে পরিতাপ উপস্থিত হইল। তিনি কচুরায় বা রূপবসুর কার্য্যে বাধা দেন নাই। বসন্তরায়ের পুরমহিলাগণের প্রতিও যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতাপকৃত অত্যাচার কচুরায় বা রূপবসু ভুলিতে পারিলেন না। এজন্য তাঁহারা ইসাখাঁর আশ্রয় লইলেন। সেজন্য প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্তরায়ের রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন।

এই উপলক্ষে ইসা খাঁর সহিত প্রতাপের বিবাদ বাধিল। প্রতাপও সসৈন্যে গমন করিয়া হিজলী অধিকার করিলেন। ইসাখাঁ নিজে শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ানের ভুজবলেই তিনি হিজলী ও পাটনাপুর রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। পাঠানরাজাদের সময় বসন্তরায়ের নিকট তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। এজন্য নিরাশ্রয় কচুরায়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন; কিন্তু এ সময় সেকেন্দর পালোয়ানের মৃত্যু হইয়াছিল, এজন্য প্রতাপ কর্ত্তৃক ইসা খাঁ সহজেই পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে ইসা খাঁর মৃত্যু ঘটে এবং প্রতাপ হিজলী অধিকার করেন। অতঃপর কচুরায় ও রূপবসু হুগলীর মোগল ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলেন। ফৌজদার তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া প্রতাপকে দমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তাঁহার প্রেরিত সৈন্য প্রতাপের নিকট বার বার পরাজিত হইল। তখন তিনি কচুরায়কে দিল্লীগমন করিবার পরামর্শ দিলেন এবং সম্রাট্‌সমীপে প্রতাপের অত্যাচারসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিলেন। কচুরায় হুগলীতে থাকিয়া পারসীভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ফৌজদারের অনুগ্রহে দিল্লীদরবারে পরিচিত হইবার অবসর পাইয়া সত্বর মন্ত্রী রূপবসুকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলেন।

কচুরায় যে সময় দিল্লী গমন করেন, সে সময় সম্রাট্ অকবর যুবরাজ সেলিমের অবাধ্যতা ও তাঁহার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের মৃত্যুতে বিশেষ কাতর ছিলেন। এজন্য প্রথমে কচুরায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা খাঁ আজমের অনুগ্রহে সম্রাটের সমীপে নিজ দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলেন। সম্রাটের এ সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইবার কল্পনা করিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বঙ্গদেশ শাসনে আনিবার জন্য তিনি রাজা মানসিংহকে পাঠাইলেন। মানসিংহের সহিত বাইশজন ওমরাহ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। প্রায় দেড়লক্ষ মোগল ও রাজপুতসৈন্য বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের বলপরীক্ষায় জন্য প্রেরিত হইল। এই সৈন্যদলের সহিত বাজার ও রেশালা লোক অনেক চলিল। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে যাত্রা করিয়া মানসিংহ কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর সহায়তায় করিয়া অনেক রহস্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, বড়িসার সাবর্ণচৌধুরীগণের আদিপুরুষ

লক্ষীকান্ত মজুমদার বাল্যকালে একজন গোপজাতীয় বৃদ্ধ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। লক্ষীকান্তের জন্মের পরে তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার পিতা কামদেব শিশুপুত্রকে গৃহে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। লক্ষীকান্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত গোহট্ট গোপালপুরের ঘোষবৃদ্ধ কর্তৃক প্রায় আট বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উপনয়নের সময় আগত দেখিয়া ঘোষবৃদ্ধ তাঁহাকে প্রতাপের নিকট লইয়া যায় ও যথাযথ পরিচয় প্রদান করে। প্রতাপ নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দিয়া তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও শিলাময়ীর বাটীতে সেবায়তের সহকারীকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই হইতে লক্ষীকান্ত প্রতাপের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। রূপবসু এ রহস্য অবগত ছিলেন, এজন্য কাশীতে আগমন করিয়া ব্রহ্মচারীর সন্ধান করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নিকটে প্রতাপের অত্যাচারের পরিচয় দিয়া লক্ষীকান্তকে প্রতাপপক্ষ ত্যাগ করিয়া মানসিংহের পক্ষ গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। কামদেব সম্মত হইয়া লক্ষীকান্তকে এক পত্র লিখিলেন। সম্রাট্‌সেনানী বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে রূপবসু জনৈক বিশ্বাসী কর্ম্মচারী দ্বারা সেই পত্র লক্ষীকান্তকে পাঠাইয়া দেন। লক্ষীকান্ত তৎ-পাঠে পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতাপকে ত্যাগ করিয়া রাত্রিকালে যশোহর পরিত্যাগ করিলেন এবং যথাসময়ে মান-সিংহের সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ লক্ষীকান্তের পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তবে নিজে যে সকল মতলব করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ পরিত্যাগ করিলেন। কেন না লক্ষীকান্ত তাঁহার নূতন আশ্রয়-দাতাকে প্রতাপের সকল রহস্য অবগত করাইবেন, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

মানসিংহ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে প্রতাপ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় কেবল যশোহরে অবস্থিতি করিলেন না। নিজের নৌবল সমভিব্যাহারে গঙ্গাপারকালে মানসিংহের গতিরোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য শ্রীপুরের অধিপতি কেদাররায়কে সতর্ক রাখিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং অধিকারস্থ অন্যান্য স্থানের দুর্গগুলি পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নৌসৈন্য, অধিকাংশ গোলন্দাজ সৈন্য ও অপর সৈন্য লইয়া ভাগীরথী-তীরে জগদ্দল নামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীতীরের উভয়পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে যে সকল নৌকা ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখিলেন এবং উভয় তীরের গ্রামবাসিগণকে স্থানান্তরিত করিয়া সম্রাট্‌সেনানীর আহারীয় সংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

মানসিংহ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে নদীয়া-রাজবংশের আদি-পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ তখন হুগলীর ফৌজদারের অধীনে কানন্‌গোই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতাপ কর্তৃক হুগলীর ফৌজদার তাড়িত হইলে ভবানন্দ নিজ গ্রাম বাগোয়ানে যাইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে মানসিংহের আগমনে উৎ-সাহিত হইয়া আবশ্যকীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া সম্রাট্‌সেনানীর প্রসন্নতা লাভের জন্য গমন করিলেন। ভবানন্দ মানসিংহের নিকট যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আপনার আগমনে এ দেশের সকল ভূম্যধিকারী পলায়ন করিয়াছেন, আমি কতি-পয় গ্রামাধিকারী, আপনার সাক্ষাৎ লাভের আশায় উপস্থিত হইয়াছি। যদি কোন কার্য্য করিতে আদেশ করেন, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।" মানসিংহের তখন ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন। এজন্য ভবানন্দকে নৌকা সংগ্রহের ভার দিলেন। ভবানন্দও সম্রাট্‌সেনানীর অনুগ্রহভাজন হইবার আশায় মাটীয়ারী, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শকটে করিয়াও বহু নৌকা আনীত হইতে লাগিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে যথেষ্ট নৌকা সংগৃহীত হইলে মানসিংহ ভাগীরথী পার হইবার আয়োজন করিলেন।

মানসিংহের সহিত সৈন্য, সৈনিকবাজার ও অপর রেশালা লোক প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ তিন লক্ষ লোক ছিল। পথে আসিবার সময় তিনি কোন কোন স্থানে সহকারী সৈন্যসংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। রাজমহল হইয়া আসিবার সময় পাকুড়-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক পাঁড়ে প্রায় ২।৩ হাজার ধনুর্ব্বাণধারী অনিয়মিত সৈন্য লইয়া সম্রাট্‌সেনানীর সহিত যোগ দিয়া-ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পাঁড়েজীর অব্যর্থ শরসন্ধান দেখিয়া মানসিংহ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। প্রত্যাগমন-কালে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

মানসিংহ যাহাতে একদিনের মধ্যে গঙ্গাপার হইতে পারেন, পূর্ব্ব হইতে তাহার সমস্ত আয়োজন করিলেন। এ সময় চৈত্র মাসের প্রথম বা মধ্য সময়। যদি মানসিংহের গঙ্গাপার হইবার সময় প্রতাপের নৌসৈন্য বাধা দিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে মহাবিপদ্ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় মানসিংহ যত সত্বর সম্ভব পর পারে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্বস্থলী হইতে সমুদ্র-গড়ের নিকটবর্ত্তী চাপড়াগ্রামের নিম্নস্থ ভাগীরথীতীরে নৌকা সংগৃহীত হইল। যাহাতে বিভিন্ন সৈন্যসম্প্রদায় নানা স্থানে

দিয়া একই সময়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া মানসিংহ রাত্রিকালে বর্দ্ধমান হইতে শিবিরভঙ্গ করিলেন এবং এক রাত্রিতে চৌদ্দক্রোশপথ কুচ করিয়া প্রভাতে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন সৈন্য সকল পার হইল। মানসিংহ নিজে চাপড়াগ্রামের নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

সসৈন্য মানসিংহ গঙ্গাপার হইয়াছেন শুনিয়া প্রতাপ ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট্‌সেনানী আধুনিক কলিকাতার নিকট বা ত্রিবেণীর নিম্নে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইবেন। তিনিও তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে ভবানন্দের সহায়তায় নবদ্বীপের নিকট সম্রাট্‌সেনানীর গঙ্গাপার হওয়ার কথা শুনিয়া তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিন্তু নিরাশা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। এজন্য তিনি কণামাত্র ভীতিচিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অগ্রসর হইয়া মানসিংহকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল দৈববশে তাঁহার সকল মতলব ও সকল কৌশল বিফল হইল। যে দিন প্রতাপ সসৈন্য অগ্রসর হইবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। প্রবল ঝটিকার সহিত মুসলধারে বৃষ্টি ও শিলাখণ্ড পড়িতে লাগিল। জলে আটঘাট পরিপূর্ণ হইল। বৃষ্টিতে যুদ্ধোপকরণ ভিজিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িল। সৈন্য ও অশ্ব হস্তী প্রভৃতি রসদবাহী জন্তুগণ আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক সপ্তাহকাল এই ঝড়বৃষ্টি স্থায়ী হইয়াছিল। ইহাতে লোকজনের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত ও আহারীয় সামগ্রীর অভাব দেখিয়া প্রতাপ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেনানীগণের পরামর্শে যশোহরে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয় মনে করিলেন। মানসিংহকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তিনি সসৈন্য রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময়ে কাননীর দত্তঃ প্রতাপের অধীনে করসংগ্রাহক ছিলেন। অনিয়মিত সৈন্য সংগ্রহ করাও তাঁহার কার্য্য ছিল। তাঁহাকে আবশ্যকীয় সংবাদাদি সংগ্রহের ও শত্রুশিবিরে আহারীয় অভাব ঘটাইবার ভার দিয়া এবং যমুনা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে মানসিংহকে বাধা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সেনাদল রাখিয়া প্রতাপ প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু তিনি যদি জানিতেন, শত্রুশিবিরের তখন কিরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ একবার বলপরীক্ষা না করিয়া প্রতিগমন করিতেন না।

এদিকে মোগলসৈন্য মধ্যে তখন বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। মানসিংহ স্বয়ং চাপড়াগ্রামে নিজের বিশহাজার রাজপুত সৈন্য লইয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর সৈন্যগণের দুর্দ্দশার [illegible] শেষ হইয়াছিল। যাহারা ঝড়বৃষ্টির সময় নদীপার হইতেছি[illegible] তাহারা নদীগর্ভেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। যাহারা তাঁবুতে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের তাঁবু কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার সন্ধান হইল না। বজ্রপাতে ও বৃক্ষপাতে শত শত লোক মরিল। কামান ও গাড়ী কাদায় পুতিয়া গেল। হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল জন্তু নদীর চরে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ভাসিয়া গেল ও অনেক ডুবিয়া মরিল। সৈন্যদিগের সঙ্গে যে বাজার থাকে, তাহা সমস্তই নষ্ট হইল। এক কথায় মোগলসৈন্য দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইল।

মানসিংহ গাড়ীতে যে সকল নৌকা আনিয়াছিলেন, তাহাতে উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন এবং সৈন্যগণের দুরবস্থা দেখিয়া বিশেষ কাতর হইলেন। কি করিবেন কি হইবে ভাবিয়াই আকুল হইলেন। তাঁহার হিন্দুসৈন্য ও সেনানীগণ ভীত হইল। তাহারা প্রতাপাদিত্যকে ভবানীর বরপুত্র বলিয়া জানিত। এ সকল দৈববিড়ম্বনা যে প্রতাপের প্রতি দেবীর প্রসন্নতার পরিচয় ইহাই সকলে মনে করিতে লাগিল। মানসিংহ সৈন্যগণের মনোভাব বুঝিয়া চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইলেন। এমন সময় ভবানন্দ মজুমদার নৌকা করিয়া অনেক আহারীয় আনিয়া মানসিংহকে উপহার দিলেন। মানসিংহ ভবানন্দের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ভবানন্দ এ সময় বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক আহারীয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন মোগল-সৈন্যদিগকে দান করিলেন। ভবানন্দের নিকট এই উপকার না পাইলে মোগলসৈন্যের দুর্গতির সীমা থাকিত না। মানসিংহ এক্ষণে বিশেষ উৎসাহিত হইলেন এবং যশোহরগমনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে মোগল-সেনাপতিরা অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া যেরূপ যশোহরের দিকে অগ্রসর হইয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, মানসিংহ তাহা করিলেন না। তিনি প্রতাপপক্ষীয় লোকদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কসবার কিল্লাদার ভবেশ্বর রায় মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং সাধ্যমত সম্রাট্‌সেনানীকে সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর সৈন্য ও তোপশ্রেণীর গমনের সুবিধার জন্য মানসিংহ পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই পথের নাম গৌড়বঙ্গের জাঙ্গাল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে ইহা বর্ত্তমান আছে। মানসিংহ সৈন্যগণের জন্য আবশ্যকীয় আহারীয় ও ভারবাহী জন্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া শুভদিনে যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(১) রায়বাহাদুর ৺বিষ্ণুচন্দ্র দত্তের পূর্ব্বপুরুষ।

প্রতাপ যখন শুনিলেন, কসবা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং ভবেশ্বর সম্রাট্‌সেনানীর সাহায্য করিতেছেন, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু কালনীর দত্তের প্রভুভক্তি দেখিয়া পুনরায় উৎসাহিত হইলেন। অতঃপর সকল কেল্লাদারকে পূত জাহ্নবীবারি স্পর্শ করাইয়া দেবী শিলাময়ীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন, কেহ দেহে প্রাণ থাকিতে শত্রুহস্তে কেল্লা সমর্পণ করিবেন না। প্রতাপ যশোহররক্ষার ভার নিজ ভাগিনেয় শুগুজয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শুগুজয় দৃঢ়চিত্ত, সাহসী ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ঐ সকল গুণ থাকায় তিনি প্রতাপের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না, এজন্য সমরাঙ্গনে না পাঠাইয়া প্রতাপ তাহাকে নিজ পুরীর রক্ষা-কার্য্যে নিয়োগ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। প্রতিপালক মাতুলের পরাজয়ের পর তিনি ভবানীবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া কাল কাটাইতেন।

প্রতাপ যশোহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকে নিরাতঙ্ক রাখিতে দুর্গসুরক্ষিত যশোহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। যশোহরে প্রভূত খাদ্যসামগ্রীও আহৃত হইয়াছিল। পুরের বাহিরে আক্রমণযোগ্য স্থান সকল সুরক্ষিত করা হইল। মৃত্তিকার নিম্নদেশে অনেক স্থানে বারুদ পুতিয়া রাখা হইয়াছিল। দুর্গ ও নদীতীরস্থ স্থানসমূহে তোপশ্রেণী সজ্জিত ছিল এবং কতিপয় রণতরী ইছামতী ও যমুনার বিয়োগস্থানে শত্রুকে বাধা দিবার জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রস্তুত হইয়া প্রতাপ মানসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মোগলবাহিনী ধীরে ধীরে যশোহর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মানসিংহ হঠাৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ সুনিয়মে সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, মানসিংহ যে নিয়মে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলে ফললাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্য অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন না। যমুনা উত্তীর্ণ হইবার সময় বাধা দেওয়াই কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। অজগর সর্পের ন্যায় মোগল-সৈন্য অগ্রসর হইয়া যশোহরের অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বৈশাখমাস প্রায় শেষ হইয়াছে।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দের বৈশাখমাসের শেষভাগে মানসিংহ যশোহর বা ঈশ্বরীপুরের পশ্চিম পারে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন এবং শিষ্টাচারমত প্রতাপের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত বেড়ী বা শৃঙ্খল ও তরবারী লইয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে হয় বশ্যতাস্বীকার করিয়া বন্দী হউন অথবা তরবারী লইয়া যুদ্ধ করুন। প্রতাপ মানসিংহের পত্রপাঠ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজ ভাট কেশবভট্টকে সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কেশবভট্ট দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, ক্ষত্রিয়েরা অসিবলেই রাজ্য-রক্ষা করে। যে ক্ষত্রিয় মৃত্যুভয়ে শত্রুর পদানত হয়, সে ইহকালে অপযশ ও পরকালে নরকভোগ করে। যবনের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মানসিংহ ইহা বুঝেন নাই। যাহা হউক তিনি যেন যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত না হন। প্রতাপাদিত্যকে অসি দিয়া কেশবভট্ট নিস্তব্ধ হইলে, দূত প্রত্যাগমন করিয়া মানসিংহের নিকট যথাযথ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মানসিংহ যশোহর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন।

ঈশ্বরীপুর আক্রমণ করিতে হইলে কালিন্দী পার হইতে হয়। যে স্থানে মানসিংহের সৈন্য শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল, সে স্থান হইতে পার হইবার সুবিধা ছিল না। কেন না তাহার পরপারে প্রতাপের তোপশ্রেণী সজ্জিত এবং অদূরে তাঁহার রণতরী অবস্থিত ছিল। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ও অন্যান্য গুপ্তচরের মুখে মানসিংহ এ সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। এজন্য সেস্থানে কালিন্দীপার হওয়া মানসিংহের ইচ্ছা ছিল না। তাহার পাঁচক্রোশ দক্ষিণে একটী অরক্ষিত স্থানে নদী পার হইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ মানসিংহ প্রতাপকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য দেখাইতে লাগিলেন যেন তিনি সেইখানেই নদীপার হইবেন। এজন্য যেরূপ উদ্যোগ ও চেষ্টা করা আবশ্যক, তাহা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপনে তিনি অভিলষিত স্থানে পার হইবার সমুদয় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভাগীরথী পার হইবার সময় নৌকা অভাবে তিনি অনেক অসুবিধাভোগ করিয়াছিলেন, এজন্য এবারে তিনি অনেক নৌকা গাড়ী করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই সকল নৌকা গোপনে সৈন্যদলের সহিত গন্তব্যস্থানে পাঠাইলেন; কিন্তু প্রতাপকে প্রবঞ্চনার জন্য তিনি নদীতীরে এমনভাবে তোপশ্রেণী সাজাইয়া রাখিলেন যে প্রতাপের মনে আর সন্দেহ রহিল না যে, তিনি অন্য স্থানে পার হইতে মতলব আটিয়াছেন। মোগলগণ প্রতাপের রণতরীর উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল ও প্রতাপের দুর্গ লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতে লাগিল। প্রতাপ এই গোলাবর্ষণের উত্তর দিতে লাগিলেন। তাঁহার গোলাবর্ষণের নিকট বাদশাহী গোলন্দাজেরা দাঁড়াইতে পারিলেন না। প্রহরকাল পর্য্যন্ত গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদের কামান ভূমিসাৎ হইল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। এখনও মোগলেরা গোলাবর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এদিকে তাঁহাদের সৈন্যগণ নৈশ অন্ধকারে দক্ষিণমুখে হটিয়া অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সত্বর পার হইতে লাগিল। নিকটে যে কয়েক

জন প্রতাপের প্রহরীসৈন্ত ছিল, তাহারা সহজেই পরাজিত হইল। অন্যান্য সৈন্য সমবেত হইবার পূর্ব্বেই অনেক মোগল-সৈন্য পার হইয়া পড়িল। সংবাদ প্রতাপের নিকট পৌছিয়া সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই মোগলসৈন্যের একাংশ অতিশয় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পর পারে নীত হইল। পরদিন প্রত্যূষে প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু দেখিলেন মোগলসৈন্য পার হইয়াছে।

মোগলসৈন্য পার হইয়াছে দেখিয়া প্রতাপ সত্বর শত্রু-গণকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রধান সেনাপতি সূর্য্যকান্তগুহ মোগলসৈন্যের মধ্যভাগ, সেনানী প্রতাপসিংহ দত্ত বামপার্শ্ব ও গোলন্দাজ সৈন্যনায়ক রডা বিপক্ষব্যূহের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। সামন্ত মদনমল্ল ঢালী সৈন্য লইয়া গোলন্দাজসৈন্যের পার্শ্বভাগ রক্ষা করিবার আদেশ পাইলেন। সুখা নামক কূটযুদ্ধবিশারদ সেনাপতি ও স্বয়ং প্রতাপাদিত্য পার্ব্বতীয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মানসিংহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহরচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। প্রতাপের আক্রমণের কৌশল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তথাপি সত্বর সৈন্যচালনা করিয়া বঙ্গসৈন্যের গতিরোধ করিলেন। কিন্তু বঙ্গসৈন্যের প্রথম আক্র-মণ-বেগ মোগলসৈন্য সহিতে পারিল না। প্রথমেই যে দশজন মোগল ওমরাহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারা গোলন্দাজ সৈন্যের আক্রমণ ও সূর্য্যকান্তগুহের আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। উভয় আক্রমণের বেগে তাঁহারা নিষ্পেষিত হইলেন। আমীর দশজন নিহত হইলেন। তখন সূর্য্যকান্ত প্রতাপসিংহ ও রডা একত্র হইয়া মোগলসৈন্যের বামভাগ আক্রমণ করিলেন। সৈন্যগণের বিপদ্ বুঝিয়া স্বয়ং মানসিংহ বঙ্গসৈন্যের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই প্রায় দশসহস্র মোগলসৈন্য নিহত হইয়াছিল। এদিকে রডার গোলন্দাজসৈন্যের আক্রমণে অনেক মোগলসৈন্য ধরাশায়ী হইতেছিল। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া মানসিংহ দশ সহস্র সৈন্য ছাড়িলেন এবং সূর্য্যকান্তগুহের গতিরোধার্থ নিজ বিশহাজার রাজপুত সৈন্য পাঠাইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। উভয়পক্ষে অনেক সৈন্য হতাহত হইল। কিন্তু বঙ্গসৈন্যের কিছু অধিক ক্ষতি হইল। প্রায় দশহাজার সৈন্য হতাহত হইল। তথাপি তাহারা যুদ্ধ ছাড়িল না। প্রাণপণ করিয়া লড়িতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত গুহ অসীম সাহসে ভর করিয়া রাজপুতসেনানায়ক গাজি উপাধিধারী ওমরাহকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। সেনানায়কের মৃত্যুতে রাজপুতেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের বিক্রমে বঙ্গসৈন্য বিচলিতপ্রায় হইল। সুযোগ বুঝিয়া মানসিংহ বিশহাজার তুর্কীসৈন্য পাঠাইয়া প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ সৈন্য-গণকে আক্রমণ করিলেন। ইহারা সকলেই বন্দুকধারী। তাহাদের গুলির আঘাতে প্রায় পাঁচহাজার বঙ্গসৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধে বলক্ষয় দেখিয়া প্রতাপাদিত্য আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পার্ব্বতীয় সৈন্যদল লইয়া বজ্রপাতের ন্যায় মানসিংহের অধীনস্থ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমমাংসাশী এই পার্ব্বতীয় সৈন্যগণ চর্ম্ম ও অসি লইয়া যুদ্ধ করিত। তাহারা কখনও পৃথক্ পৃথক্ দলে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও সমবেত হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে লাগিল। হাতাহাতি যুদ্ধে বন্দুকধারীরা তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না। মোগল বন্দুকধারিগণের অধিকাংশ প্রাণ-ত্যাগ করিল। অতঃপর মদনমল্লের অধীনস্থ ঢালী সৈন্য মানসিংহের অধীনস্থ সৈন্যকে আক্রমণ করিল। যে ঘোর-দর্শন কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া মানসিংহ যুদ্ধ করিতেছিলেন, ঢালীসৈন্য সেটাকে সংহার করিল। লম্ফ দিয়া মানসিংহ ভূমি-তলে নামিলেন এবং অদ্ভুত শিক্ষাবলে আক্রমণকারীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। মানসিংহের বিপদ্ বুঝিয়া মাহ্মুদ প্রভৃতি মুসলমান সেনাপতিগণ জয়পুরেশ্বরের সাহায্যার্থ আগমন করি-লেন। এই স্থানে ঘোরযুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু মানসিংহ শীঘ্রই আহত হওয়ায় মোগল সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া হঠিয়া গেল। পাঁচক্রোশ পথ দক্ষিণাভিমুখে হঠিয়া মোগলসৈন্য শিবির স্থাপন করিল। শ্রান্ত ক্লান্ত বঙ্গসৈন্য তাহাদের অধিক দূর অনুসরণ করিতে পারিল না। সমস্ত দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। মোগলসৈন্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ হতাহত হইয়াছিল ও অনেক সেনানী নিহত হইয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রথম সংঘর্ষে মানসিংহ বঙ্গাধিপের অদ্ভুত সমরকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি যত শত্রুর সহিত এপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ শিক্ষিত ও সমরকুশল সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। কাবুল, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি তিনি জয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রতাপের সৈন্যতুল্য শিক্ষিত সৈন্য তিনি দেখেন নাই। যে সকল মোগলসেনানী অকবরশাহের অধীনে ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বাঙ্গালীর রণকৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মানসিংহ পূর্ব্ব হইতে প্রতাপকে ভাল-বাসিতেন। এক্ষণে তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন। সৈন্যক্ষয় দেখিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরিমিত সৈন্যক্ষয় না করিলে প্রতাপকে তিনি সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। এদিকে

বর্ষাকাল আগতপ্রায় হইয়াছিল। এই সকল কারণে মানসিংহ প্রতাপের সহিত সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছুক হইলেন। কচুরায়ের ন্যায্য-ভাগ তাহাকে দেওয়াইয়া, প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী গমন করিবেন ও তথায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহিত প্রতাপের মিলন করিয়া দিবেন, মানসিংহ এইরূপ ইচ্ছা করিয়া প্রতাপের নিকট জনৈক বিশ্বাসী অনুচর পাঠাইলেন। প্রতাপ কিন্তু মানসিংহের কথায় বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হইলেন না। তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, মোগল-সম্রাটের সহিত তাঁহার আর মিত্রতার আশা নাই। তিনি রাজোপাধি ধারণ করিয়াছেন, স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছেন, পিতৃব্য হত্যা করিয়াছেন, অন্যান্য ভূস্বামিগণের রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন, এ সকল করিয়া যে আর তিনি সম্রাটের বিশ্বাস ও প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন এ আশা তাঁহার মনে হইল না। বিশেষতঃ ভগবতী ভবানীর কৃপায় তিনি জয়ী হইতে পারিবেন, এই আশায় তিনি সতত উৎসাহিত ছিলেন। উপস্থিত যুদ্ধে তাঁহার বলক্ষয় হইলেও মোগলদিগের অত্যন্ত অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। এই সকল কারণে তাঁহার মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও অপর কয়জন সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রতাপের আত্মীয়, স্বজন, গুরু, পুরোহিত সকলেই সন্ধির পক্ষ সমর্থন করিলেন; কিন্তু প্রতাপ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মন্ত্রীর কথাই শিরোধার্য্য করিলেন।

অতঃপর মানসিংহ যশোহর অবরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতাপ তাঁহার শিবিরে খাদ্যাভাব ঘটাইতে ছিলেন, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি প্রতাপের রাজধানীতে খাদ্যাভাব ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কচুরায়-পক্ষীয় লোকজন প্রকাশ্যে প্রতাপের বিপক্ষতা করিতে লাগিল। ইহাদের ও বিশ্বাসঘাতক প্রতাপ-পক্ষীয় কিল্লাদারগণের সহায়তায় মানসিংহের আহারীয় ও অন্যান্য অভাব দূর হইল। প্রতাপের সকল মতলব সকল কৌশল সম্রাট্-সেনানীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এই সময়ে যশোহর নগরে অনেক লোক অবস্থিতি করিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থানের লোক নিরাতঙ্ক হইবার আশায় যশোহরে আশ্রয় লইলেন। প্রতাপও অনেক গ্রাম জনশূন্য করিয়া গ্রামবাসী-দিগকে যশোহরে আনিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের আহার যোগাইতে ক্রমে সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গেল। কেবলমাত্র সৈন্যগণের আহারোপযোগী সামান্যমাত্র রসদ রহিল। যে যে স্থান হইতে আহারীয় সংগৃহীত হইতেছিল, কচুরায়ের চেষ্টায় সে স্থানের অনেকে মোগলপক্ষ গ্রহণ করিল। একমাত্র কালনীর দত্ত প্রতাপের বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন করিলেন না। তিনি সাধ্যমত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া যশোহরে পাঠাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার একমাত্র চেষ্টায় কতদূর হইতে পারে? অল্পদিনের মধ্যেই যশোহরে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। প্রতাপ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সে ক্লেশ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পুনরায় একদিন মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন, পুনরায় জয়লাভ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও মোগল-বাহিনী যশোহর পরিত্যাগ করিল না। তাহাদের সুরক্ষিত শিবিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে কচুরায়ের পরামর্শে নানা রূপ চক্রান্ত চলিতে লাগিল। প্রতাপ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তাঁহাকে যশোহর পরিত্যাগ করাইতে পারিলেন না। তখন এইরূপ দাঁড়াইল যে, মানসিংহ যশোহর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রতাপও মানসিংহকে দূরীভূত করিতে পারিলেন না। ইহাতে প্রতাপের শত্রুপক্ষ অনেকটা উৎসাহিত হইল। কিন্তু খাদ্যাভাবে প্রতাপকেই বিশেষ বিপন্ন হইতে হইল।

একদিন যুদ্ধাবসানের পর তিনি রাত্রিতে বসিয়া বন্ধু ও অমাত্যগণের সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে এক ভিক্ষার্থিনী বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহার নিকট নিজের দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিল। সে একে বৃদ্ধা, তাহাতে অন্নক্লিষ্টা, কাজেই রাজনীতির অর্থ বুঝিতে পারে নাই। বারংবার অন্নভিক্ষা করিয়া প্রতাপকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। এক্ষণে প্রতাপের পূর্ব্বভাব আর ছিল না। তিনি কঠোর হইতে শিখিয়াছিলেন। তাহাতে এই অন্নকষ্টের সময়ে কয়জনের অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন? বিশেষতঃ এ সময় তিনি মধুপানে মত্ত ছিলেন। বৃদ্ধার কাতরোক্তিতে তাঁহার দয়া না হইয়া ক্রোধের উদয় হইল। তিনি তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া তাহার স্তনদ্বয় ছেদন করিবার আদেশ দিলেন। ঘাতক তাহাই করিল, শঙ্কর প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন না। রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিলেন না।

বিজাতীয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতাপ এই কার্য্যের আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় আর মন বসিল না। মহিষীর নিকট যাইয়া মানসিক শান্তিলাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি যে কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? জীবনে আর শান্তি তিনি কোথায় পাইবেন? এদিকে তাঁহার দুষ্কার্য্যের চারিপোয়া পূর্ণ হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে, প্রতাপ সেই রাত্রিতে মানসিক ক্লেশ নিবারণের আশায় মধুপান করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরার উত্তেজনায় তিনি শীঘ্র সকল কথা ভুলিলেন। কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকিলেন না। মহিষীর সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া রাত্রি অতিবাহিত

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক দিব্যবস্ত্রপরিধানা দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়শী দিব্যাঙ্গনা তাঁহার কেলিগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষার প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ভ্রষ্টা স্ত্রী মনে করিয়া কঠোরবাক্যে তাঁহাকে রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনিও বলিলেন, "মহারাজ সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমাকে "যাও" বলিয়াছ, কাজেই তুমি আর আমার অনুগ্রহলাভের যোগ্য নহ।"

এ বিষয় অন্যরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার ষোড়শী কন্যা বিন্দুমতীর আকার ধারণ করিয়া মহামায়া তাঁহাকে ছলনা করিতে গিয়াছিলেন। কন্যা রাজসভায় যাইয়া শ্বশুর বাটী যাওয়ার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহার অপমান করিয়াছে ভাবিয়া প্রতাপ কন্যাকে "দূর হও" বলেন। ইহাতে ভবানী সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন।

ব্যাপার যাহাই হউক ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরদত্ত শক্তির অপব্যবহার না করে, ততক্ষণ ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনগণের উপর অত্যাচার করিলে ঈশ্বরানুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। ভগবতী ভবানী কাজেই তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হন। প্রতাপাদিত্য যতদিন পর্য্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন নাই, ততদিন সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি তাঁহার দিকে ছিল। তিনি যেমন লোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন, অমনই সাধারণের অপ্রিয় হইলেন ও দৈবানুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইলেন।

এদিকে রাত্রিতেই নগর মধ্যে বৃদ্ধার স্তনচ্ছেদবৃত্তান্ত প্রচারিত হইল। সকলই এই ঘটনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। প্রতাপকে যাহারা আন্তরিক ভালবাসিত, তাহারাও বিষম বিরক্ত হইল। প্রতাপের পক্ষীয় স্বজন, গুরু পুরোহিত সকলেই এক্ষণে প্রতাপের পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করিলেন। সকলেরই মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। প্রতাপ সাধারণের সহানুভূতি হারাইলেন। কেবল সৈন্যগণ তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। এই ঘটনার সংবাদ মোগল-শিবির পর্য্যন্ত পৌছিল। কচুরায় ইহাতে উৎসাহিত হইলেন। তিনি বিশ্বাসী চরকে গুপ্তভাবে যশোহরে পাঠাইলেন ও নগরবাসিগণের সহিত চুক্তি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, তাহাতে পৌরবাসিগণ আরও বিচলিত হইলেন।

যশোহরেশ্বরী শিলাময়ী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা ছিলেন। হঠাৎ রাত্রি মধ্যে তিনি পশ্চিমাস্যা হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, দেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিমুখী হইলেন। সর্ব্বসাধারণের মন এই ঘটনায় নিতান্ত বিহ্বল হইল। তাহারা মনে করিল প্রতাপ দেবী ভবানী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। তাঁহার আর জয়ের আশা নাই। সকলের মনে এইরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইল। কচুরায়ের লোকেরা অবসর বুঝিয়া সকলকে আরও বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। ক্রমে যশোহরবাসিগণ কচুরায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করিল এবং রাত্রিকালে গোপনে মোগলসৈন্যদিগকে যশোহর ছাড়িয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল।

যশোহর-দুর্গরক্ষক শুভঙ্কর এ সংবাদ পূর্ব্বে অবগত হইতে পারেন নাই ; সুতরাং সেরূপভাবে প্রস্তুতও ছিলেন না। তিনি মনে করিতে পারেন নাই যে, প্রতাপের গুরু পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজনগণ কচুরায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গোপনে শত্রু হস্তে নগর সমর্পণ করিবেন ; কিন্তু নিশীথ সময়ে রাজপুতসৈন্য যখন নগর প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ করিল, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন, নগর অধিকার করিয়া অপরিমেয় মোগলসেনা দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখন তিনি সাধ্যমত দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ক্ষিপ্রগতিতে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইল এবং শত্রুর উপর অজস্রধারে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। দুর্গরক্ষী সৈন্য সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল, তথাপি প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিল এবং প্রতাপ আসিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন ভাবিয়া তাহারা সকলে উৎসাহিত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রতাপ তখন ধূমঘাটের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। সময়মত আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। দুর্গরক্ষীসৈন্য সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অনেকে নিধনপ্রাপ্ত হইল। মোগলদিগের গতিরোধে সমর্থ হইল না। শুভঙ্কর দুর্গরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে ও যথাসম্ভব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং ধূমঘাট অভিমুখে গমন করিলেন। দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল। মোগলপক্ষ নিতান্ত উৎসাহিত হইল। প্রতাপ এই দারুণ সংবাদ পাইয়াও বাহ্যতঃ কোনরূপ বিষাদচিহ্ন দেখাইলেন না।

যশোহরদুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল, শিলাময়ী বিমুখী হইলেন, নিজ গুরু পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন প্রতাপকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর সহিত মিলিত হইলেন। তথাপি প্রতাপের সাহস ও উৎসাহ কমিল না। তিনি যুদ্ধই পণ করিলেন। তাঁহার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। প্রতাপ এক সময় মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া এই যুদ্ধ শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু জয়পুররাজ এ সময়ে প্রায় বৃদ্ধ

হইয়াছিলেন, কাজেই প্রতাপের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। প্রতাপ একণে অতর্কিতভাবে মানসিংহকে আক্রমণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মানসিংহের শিবিরে প্রতাপের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা চরমুখে প্রচারিত হইত, এজন্য মোগলসৈন্য প্রতাপের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। মধ্যে মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল।

একদিন প্রতাপ অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অতর্কিতভাবে একদল মোগলসৈন্য আক্রমণের জন্য বহির্গত হইলেন। প্রতাপের সহিত তাঁহার প্রধান সেনাপতিগণ ও পুত্র উদয় ছিল। সম্ভবতঃ মোগলেরা পূর্ব্ব হইতে এ সংবাদ পাইয়াছিল। অথবা প্রতাপকে প্রতারণা করিবার জন্য মানসিংহ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। যাহা হউক, উক্ত মোগল-সেনাদল আক্রমণ করিলে তিনি দেখিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে মোগলসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিবার উপক্রম করিতেছে। তিনি ফিরিবেন মনে করিলেন; কিন্তু মানসিংহ ও কচুরায় আসিয়া তাঁহার পথ রুদ্ধ করিলেন। অতঃপর জয়ের আশা বা প্রাণের আশা নাই দেখিয়া প্রতাপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অল্পমাত্র সৈন্য লইয়াই বজ্রপাতের ন্যায় মানসিংহের উপর পতিত হইলেন; কিন্তু ক্ষণকাল যুদ্ধের পর সম্রাট্-সেনানীর শরীররক্ষী সেনাগণকে সংহার করিয়া প্রতাপ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মানসিংহের বয়স এ সময় ষাট বৎসরের অধিক হইয়াছিল। গতযুদ্ধে আহত হইয়া তাঁহার শরীরও তাদৃশ সুস্থ ছিল না, তথাপি মানের দায়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং বিচিত্র শিক্ষা ও অদ্ভুত কৌশলে প্রতাপের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। মানসিংহ যে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়া যৌবনের প্রারম্ভে সম্রাট্ অকবরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সেও সে যুদ্ধপটুতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তথাপি প্রতাপ তাঁহার কবচ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। মানসিংহ অসিচর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় সৈন্য দর্শকের ন্যায় এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া প্রতাপ মানকে ভূমিশায়ী করিতে সমর্থ হইলেন এবং খড়্গ লইয়া সম্রাট্সেনানীকে প্রহার করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। ঠিক এই সময়ে পশ্চাদ্দিক্ হইতে কচুরায় আসিয়া প্রতাপের উত্তোলিত দক্ষিণ হস্ত খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিলেন। প্রতাপও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। মোগলেরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল।

প্রতাপের মৃত্যু নিশ্চয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া বঙ্গ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইল। কুমার উদয়, সেনাপতি সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি পরাজয়ের পর প্রাণ রাখিবার আবশ্যকতা নাই মনে করিয়া সৈন্যদিগকে ফিরাইলেন এবং মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। অনেক মোগলসৈন্য বিনষ্ট হইল। এদিকে কুমার উদয়ও কচুরায়ের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। সূর্য্যকান্ত, রুডা প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে যুদ্ধ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। মুষ্টিমেয় বঙ্গসৈন্য তথাপি যুদ্ধ ছাড়িল না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নিহত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মোগলসৈন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। প্রতাপের সহিত প্রতাপের সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও সেনাপতিগণ প্রাণবিসর্জ্জন করিল। মন্ত্রী শঙ্করও বন্দী হইলেন।

মানসিংহ আহত প্রতাপকে বন্দী করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রতাপ সংজ্ঞালাভ করিয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন; কিন্তু কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। মোগলশিবিরে নীত হইয়া জীবনধারণের জন্য বারিবিন্দুও স্পর্শ করিলেন না। মানসিংহ তাঁহাকে লৌহময় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। প্রতাপের মহিষী এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ধূমঘাটের নিম্নে যমুনাগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। কচুরায় "যশোহরজিৎ" উপাধি পাইয়া যশোহরে রাজা হইলেন। প্রতাপপুত্র কুমার উদয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কুমার প্রতাপভীম বন্দী হন। অপর ভ্রাতা মুকুটমণি ভুলুয়ায় যাইয়া লক্ষ্মণমাণিক্যের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। প্রতাপের যে পুত্র বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পঞ্জাবে বাস করাইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার বংশ অদ্যাপি আছে। কচুরায় নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার ভ্রাতা চন্দ্রশেখররায়ের বংশ অদ্যাপি নূরনগর ও খোড়াগাছী গ্রামে বাস করিতেছেন।

মানসিংহ কচুরায়কে যশোহরে অভিষিক্ত করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন, গমনকালে যশোহরের অধিষ্ঠাত্রী শিলাময়ী দেবীপ্রতিমা সঙ্গে লইলেন এবং নিজ রাজধানী অম্বরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গালী সেবায়ত ব্রাহ্মণও সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ জয়পুরে অদ্যাপি আছে। পুরাতন জয়পুরে এখনও এই প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁহাকে শিলাদেবী বলে। [অম্বর দেখ।]

প্রতাপ দিল্লীতে নীত হইবার সময়ে বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে নীত হইয়াছিল; কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। শুনিতে পাওয়া যায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীর প্রতাপের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে নিজের প্রাণ আহুতি দিয়া প্রতাপ মাতৃপূজারূপ মহাযজ্ঞের উদ্‌যাপন করেন।

প্রতাপপুর (ক্লী) জনপদভেদ। (রাজতর° ৪।১০)

প্রতাপমুকুট (পুং) রাজপুত্রভেদ।

প্রতাপবৎ (ত্রি) প্রতাপঃ বিদ্যতেঽস্য প্রতাপ-মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রতাপযুক্ত। (পুং) ২ স্কন্দানুচর গণভেদ। (ভারত ৪৬ অঃ) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৩)

প্রতাপস (পুং) তপসি সাধুঃ অণ্ প্রকৃষ্টস্তাপসঃ, প্রাদিস°। প্রকৃষ্টতাপস, উত্তমতপস্বী। ২ শুক্লার্ক বৃক্ষ, শ্বেত আকন্দ।

"শ্বেতার্কোগণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পো সদাপুষ্পঃ সবালমর্কঃ প্রতাপসঃ ॥" (ভাবপ্র°)

প্রতাপাদিত্য, গড়াদেশাধিপতি জনৈক নরপতি।

প্রতাপাদিত্য, (১ম) কাশ্মীর প্রদেশের একজন রাজা। রাজা ১ম যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতির পরে কাশ্মীররাজ্য হর্ষরাজের অধীন থাকিয়াও অরাজক হইয়া পড়িল। মন্ত্রিবর্গ রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া প্রতাপাদিত্য নামক কোন ভিন্নদেশীয় রাজপুত্রকে স্বদেশে আনয়নপূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।
(রাজতর° ২।৫)

প্রতাপাদিত্য, কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় জনৈক নরপতি। রাজা দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র। এজন্য তাঁহার অপর একটী নাম দুর্লভক। রাজমহিষী নরেন্দ্রপ্রভার গর্ভে প্রতাপাদিত্যের চন্দ্রাপীড়, মুক্তাপীড় ও তারাপীড় নামে তিনটী পুত্র জন্মে।*

প্রতারক (ত্রি) প্রতারয়তীতি প্র-তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বঞ্চক। ২ ধূর্ত্ত, শঠ। "শশ্বন্নাস্তীতি বাদী যো মিথ্যাবাদী প্রতারকঃ।
দেবদ্বেষী গুরুদ্বেষী স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখণ্ড ২৭ অঃ)

প্রতারণ (ক্লী) প্র-তৃ ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। বঞ্চন, বঞ্চনা, ঠকান। পর্য্যায়—প্রতারণা, ব্যলীক, অভিসন্ধান। (হেম)

প্রতারণা (স্ত্রী) প্রতারণ-স্ত্রিয়াং টাপ্। বঞ্চনা।
"যদীচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
উপাস্যতাং কলৌ কল্পলতা দেবী প্রতারণা ॥" (উদ্ভট)

প্রতারণীয় (ত্রি) প্র-তৃ-ণিচ্ অনীয়র্। প্রতারণযোগ্য।

প্রতারিত (ত্রি) প্র-তৃ-ণিচ্ ক্ত। বঞ্চিত, যাহাকে ঠকান হয়, কৃতপ্রতারণ। পর্য্যায়—ব্যংসিত। (ত্রিকাণ্ড) ২ পারপ্রাপিত।

প্রতি (অব্য) প্রথতে ইতি প্রথ-বিখ্যাতৌ বাহুলকাৎ ডতি। বিংশতি উপসর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ উপসর্গ।

১ প্রতিনিধি। মুখ্যসদৃশ, যথা—'প্রদ্যুম্নঃ কেশবাৎ প্রতি।' ২ বিপরীত। ৩ প্রতিকূল। ৪ পরিবর্ত্ত। ৫ প্রত্যেক। ৬ পুনর্ব্বার। ৭ লক্ষ্য। ৮ উপরি। ৯ লক্ষণ, চিহ্ন। ১০ আভিমুখ্য। ১১ বীপ্সা। ১২ ব্যাবৃত্তি। ১৩ প্রশস্তি। ১৪ বিরোধ। ১৫ ইত্থম্ভূত কথন। ১৬ অল্পমাত্রা। ১৭ অংশ, ভাগ। ১৮ প্রতিদিন। ১৯ সাদৃশ্য। ২০ নিশ্চয়। ২১ নিন্দা। ২২ স্বভাব। ২৩ ব্যাপ্তি। ২৪ সমাধি। ২৫ ব্যাবৃত্তি। ২৬ প্রশস্তি। (শব্দর°)

প্রতিক (ত্রি) কার্ষাপণেন ক্রীতঃ (কার্ষাপণাট্টিঠন্ বক্তব্যঃ প্রতিরাদেশশ্চ বা। পা ৫।১।২৫ বার্ত্তিক) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা টিঠন্। ১ কার্ষাপাণিক, কার্ষাপণদ্বারা ক্রীত, যাহা ১৬ পণ কড়ি দিয়া ক্রীত হইয়াছে।

প্রতিকঞ্চুক (পুং) বিপক্ষ, শত্রু।

প্রতিকণ্ঠ (অব্য) কণ্ঠে কণ্ঠস্য সমীপে বা বীপ্সায়াং সামীপ্যে বা অব্যয়ীভাবঃ। ১ কণ্ঠে কণ্ঠে। ২ কণ্ঠসামীপ্য। কণ্ঠের সমীপ প্রদেশ। প্রতিকণ্ঠং গৃহ্ণাতি ঠক্। প্রতিকণ্ঠিক, কণ্ঠ সমীপগ্রাহী।

প্রতিকণ্ঠুকা, পৃথক্ পৃথক্ রূপ। (দিব্যাবদান ২৪৪।৮)

প্রতিকর (পুং) প্রতি-কৄ বিক্ষেপে ভাবে অপ্। ১ বিস্তীর্ণতা। ২ বিক্ষেপ।

প্রতিকর্ত্তৃ (ত্রি) প্রতি-কৃ-তৃচ্। প্রতীকারকর্ত্তা। "ন হ্যস্তে প্রতিকর্ত্তা চ যুগে ক্ষীণ ভবিষ্যতি।" (হরিব° ১১১৭০ শ্লোক)

প্রতিকর্ত্তব্য (ত্রি) প্রতি-কৃ-তব্য। প্রতিকরণীয়।

প্রতিকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রত্যঙ্গং প্রতিখ্যাতং বা কর্ম্ম, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ১ প্রসাধন। ২ বেশ। ৩ প্রতীকার।
"উষিতাঃ স্মো বনে বাসং প্রতিকর্ম্মচিকীর্ষবঃ।
কোপং নার্হসি নঃ কর্ত্তুং সদাসমরদুর্জ্জয় ! ॥" (ভারত ৪।৫৬।১৮)
৪ অঙ্গসংস্কার। ৫ বিদ্যমান গুণান্তরাধান।

প্রতিকর্ষ (পুং) প্রতি-কর্ষ-ভাবে-ঘঞ্। ১ সমাকর্ষণ।

প্রতিকল্প্য (ত্রি) প্রতিকল্পনীয়, সাজাইয়া রাখা।
"ফলকান্যথ চর্ম্মাণি প্রতিকল্প্যান্যনেকশঃ।" (ভারত ১২।৩৬৯০)

প্রতিকশ (ত্রি) প্রতি কশ-গতিশাসনয়োঃ অচ্। ১ সহায়। ২ পুরোগ। ৩ বার্ত্তাহর। (মেদিনী) প্রতিগতঃ কশাং প্রাদি সমাসঃ। ৪ কশাঘাতপ্রাপ্ত অশ্ব।

প্রতিকষ্ট (ক্লী) প্রতিরূপং কষ্টং। ১ কর্ম্মানুরূপ কষ্ট। ২ তদ্ধেতু।

প্রতিকাঙ্ক্ষিন্ (ত্রি) আকাঙ্ক্ষাযুক্ত।

প্রতিকাম (অব্য) কামং কামং প্রতি অব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেক কাম।

প্রতিকায় (পুং) প্রতি-চি-ঘঞ্ ক্যাদেশঃ বা প্রতিগতঃ কায়ো যত্র। ১ শরব্য। ২ প্রতিরূপক। (জটাধর) ৩ প্রতিপক্ষ।
"ফলঞ্চ তস্য প্রতিকায়সাধনং" (কিরাতা° ১৪।১৭)

প্রতিকার (পুং) প্রতি-কৃ-ঘঞ্। ১ প্রতীকার, বৈরনির্য্যাতন, কৃতাপকারের তুল্যরূপ অপকারকরণ দ্বারা শোধন।

* চীনেতিহাসে এই কর্কোটবংশীয় রাজপুত্রগণের নাম পাওয়া যায়। Ind. Ant. Vol. II, p. 106.

"প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে।"(রঘু ৮।৪০)

২ রোগাদির চিকিৎসা। (শব্দরত্না')

প্রতিকারিন্ (ত্রি) প্রতি-কৃ-ণিনি। প্রতিকারক।

প্রতিকার্য্য (ক্লী) ১ প্রতিকারযোগ্য। (অব্য) ২ প্রত্যেক কার্য্য। "প্রতিকার্য্যে চ বিস্তস্থ ততঃ কৃতবতী মতিম্।" (ভারত ১।৬২৫৯)

প্রতিকাশ (ত্রি) প্রতি-কশ-ঘঞ্। প্রতীকাশ। (অমরটীকা)

প্রতিকাস (ত্রি) প্রতি-কাস-ঘঞ্। প্রতীকাশ, তুল্য। (অমরটীকা)

প্রতিকিতব (পুং) প্রতিকূলঃ কিতবঃ প্রাদিতৎপুরুষঃ। দ্যূতকারের প্রতিকূল দ্যূতকার।

প্রতিকুঞ্চিত (ত্রি) প্রতি-কুঞ্চ-ক্ত। ১ বক্র, বাঁকা। ২ বক্রীকৃত, যাহাকে বাঁকান হইয়াছে।

প্রতিকুঞ্জর (পুং) প্রতিপক্ষ কুঞ্জর, প্রতিপক্ষীয় হস্তী।

প্রতিকূপ (পুং) প্রতিরূপঃ কূপঃ। পরিখা। (হারাবলী)

প্রতিকূল (ত্রি) প্রতীপং কূলাদিতি। অনমুকূল, বিপক্ষ। পর্য্যায়—প্রসব্য, অপসব্য, অপষ্ঠু, প্রতীপ। (অমর)

"রাজ্ঞঃ কোষাপহর্তৄংশ্চ প্রতিকূলেষু চ স্থিতান্।
ঘাতয়েদ্ বিবিধৈর্দ্দণ্ডৈরবীণাঞ্চোপজাপকান্॥" (মনু ৯।২৭৫)

(ক্লী) ২ বিপরীতাচরণ।

প্রতিকূলকারিন্ (ত্রি) প্রতিকূল-কৃ-ণিনি। প্রতিকূল আচরণকারী, যাহারা বিপরীত আচরণ করে।

প্রতিকূলকৃৎ (ত্রি) প্রতিকূলং করোতি কৃ-ক্কিপ্ তুক্ চ। প্রতিকূলাচরণকারী। বিরুদ্ধাচারী।

প্রতিকূলতস্ (অব্য) প্রতিকূল-তসিল্। প্রতিকূলে।

প্রতিকূলতা (স্ত্রী) প্রতিকূলস্ত ভাবঃ তল-টাপ্। প্রতিকূলত্ব, প্রতিকূলের ভাব। বিপরীতাচরণ।

"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ
বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা" (মাঘ ৬ সর্গ)

প্রতিকূলপ্রবর্ত্তিন্ (ত্রি) প্রতিকূলে প্রবর্ত্ততে প্র-বৃত-ণিনি। যাহা প্রতিকূলে প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রতিকূলবচন (ক্লী) প্রতিকূলং যৎ বচনং। প্রতিকূল বাক্য, বিরুদ্ধবাক্য।

প্রতিকূলবাদিন্ (ত্রি) প্রতিকূলং বদতি প্রতিকূল-বদ-ণিনি। যিনি প্রতিকূলে বলেন।

প্রতিকৃতি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা কৃতিঃ। ১ প্রতিমা। ২ প্রতিনিধি। বস্ত্রাদিতে প্রতিফলিত মনুষ্যচিত্র। প্র-কৃ-ভাবে ক্তিন্। ৩ প্রতীকার।

"শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শক্রপ্রতিকৃতিং পরাম্।
অবধ্যা দানবাঃ সর্ব্বে ঋতে শঙ্করমব্যয়ম্॥" (হরিব' ২৫৭।২৩)

৪ প্রতিবিম্ব। (ত্রিকা') ৫ পূজন।

'প্রতিকৃতিঃ প্রতীকারে প্রতিমায়াঞ্চ পূজনে।' (বিশ্ব)

প্রতিকৃত্য (ত্রি) প্রতীকারযোগ্য। প্রতিকারার্হ।

"সংসারপ্রতিকৃত্যানি সর্ব্বত্র বিচিকিৎসিতে।" (ভাগবত ৫।১০০৪)

প্রতিক্রম (পুং) ১ প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া আসা। ২ বিপরীত ভাব, প্রতিকূল আচার।

প্রতিক্রিয়া (স্ত্রী) প্রতীকার। প্রতিবিধান।

প্রতিকৃষ্ট (ত্রি) প্রতিকৃষ্যতে স্মেতি প্রতি-কৃষ-ক্ত। ১ গর্হ্য, নিন্দিত, নিকৃষ্ট। ২ দুইবার কর্ষিত ক্ষেত্রাদি।

প্রতিক্রুষ্ট (ত্রি) ১ দরিদ্র। ২ নীরস(ভূমি)। (দিব্যা' ৫০০।২১)

প্রতিক্রোধ (পুং) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি প্রতিরূপ ক্রোধ। 'সঞ্জাতক্রোধায় কস্মৈচিৎ প্রতিক্রোধং ন কুর্য্যাৎ' (মনুটী' কুল্লূক ৬।৪৮)

প্রতিক্ষণ (অব্য) ক্ষণং ক্ষণং প্রতি। পৌনঃপুন্য, ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিমুহূর্ত্তে। "প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং
ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্।" (কুমার ৫।১০)

প্রতিক্ষয় (পুং) প্রতিক্ষিণোতি হিনস্তি বিপক্ষাদীনিতি প্রতি-ক্ষি-অচ্। রক্ষক। (শব্দরত্নাবলী)

প্রতিক্ষিপ্ত (ত্রি) প্রতিক্ষিপ্যতে স্মেতি প্রতি-ক্ষিপ-ক্ত। ১ বারিত। ২ প্রেষিত। ৩ অধিক্ষিপ্ত। ৪ নিন্দিত, তিরস্কৃত। ৫ আহূয়, প্রেরিত। 'আহূয় প্রেষিতো যস্ত প্রতিক্ষিপ্তঃ স উচ্যতে।' (কৃষ্ণদাস)

প্রতিক্ষেপ (পুং) প্রতি-ক্ষিপ-ভাবে ঘঞ্। ১ নিরাস। ২ তিরস্কার।

প্রতিক্ষেপণ (ক্লী) প্রতি-ক্ষিপ-ণিচ্-ল্যুট্। নিরাকরণ। প্রক্ষেপণ।

প্রতিখুর (পুং) মূঢ়গর্ভভেদ।

"নিঃসৃতহস্তপাদশিরঃকায়মঙ্গী প্রতিখুরঃ।" (সুশ্রুত শারী' ৮ অঃ)

প্রতিখ্যাতি (স্ত্রী) প্রতি-খ্যা-ভাবে-ক্তিন্। ১ বিখ্যাতি। ২ অতিখ্যাতি। ৩ প্রসিদ্ধি।

প্রতিগজ (পুং) প্রতিপক্ষীয় হস্তী।

প্রতিগত (ক্লী) প্রতিমুখং গতং গমনং। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। 'গতাগতপ্রতিগতসম্পদাদ্যাশ্চ পক্ষিণাং।
গতিভেদাঃ পক্ষিগৃহং কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়াম্॥' (জটাধর)

(ত্রি) ২ পরাবৃত্ত। প্রত্যাগত।

প্রতিগর (পুং) প্রতিগীর্য্যতে প্রত্যুচ্চার্য্যতে প্রতি-গৄ-ভাবে অপ্। বৈদিকমন্ত্রবিশেষের উচ্চারণভেদ।

"শস্ত্রস্বরঃ প্রতিগর ওথামো দৈবেতি।" (আশ্ব' শ্রৌ' ৫।৯।৪)

'ও থামো দৈব ইত্যয়ং প্রতিগরসংজ্ঞো ভবতি প্রতিগীর্য্যতে প্রত্যুচ্চার্য্যতে ইতি প্রতিগরঃ।' (ভাষ্য)

প্রতিগরিতৃ (ত্রি) প্রতি-গৄ-তৃচ্। প্রতিশব্দকারী। (সাংখ্যা' শ্রৌ' ১৫।২৭।১৭)

প্রতিগর্জ্জন (স্ত্রী) প্রতিকূলে গর্জ্জন।

প্রতিগিরি (পুং) ১ পর্ব্বত সদৃশ। ২ ক্ষুদ্রপর্ব্বত।

প্রতিগৃহ (অব্য°) গৃহং গৃহং প্রতিগৃহং। প্রত্যেক গৃহে, গৃহে গৃহে।

প্রতিগৃহীত (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ক্ত। গৃহীত, স্বীকৃত।

"প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচঃ" (শকু° ১ অঙ্ক)

প্রতিগৃহীতৃ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-তৃচ্। প্রতিগ্রহকারক, যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

প্রতিগৃহীতব্য (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-তব্য। প্রতিগ্রহের যোগ্য।

প্রতিগৃহ্য (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ক্যপ্। প্রতিগ্রহণীয়, প্রতিগ্রহের যোগ্য।

প্রতিগেহ (অব্য) গৃহে গৃহে, প্রত্যেক গৃহ।

প্রতিগ্রহ (পুং) প্রতিগ্রহণমিতি প্রতি-গ্রহ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি ভাবে অপ্। ১ স্বীকরণ। ২ সৈন্যপৃষ্ঠ। প্রতিগৃহ্লাতি নিষ্ঠীবনাদিকমিতি প্রতি-গ্রহ-(বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩।১।১৪৩) ইতি পক্ষে অচ্। ৩ পতদ্‌গ্রহ, চলিত পিক্‌দান। প্রতিগৃহ্যতে ইতি প্রতি-গ্রহ-অপ্। ৪ ব্রাহ্মণকে বিধিবদ্দেয়, ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে প্রতিগ্রহ কহে। ব্রাহ্মণের ৬টী কর্ম্মের মধ্যে ইহা একটী। ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবেন।

"প্রতিগ্রহার্জ্জিতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে শস্ত্রনির্জ্জিতাঃ।
বৈশ্যে ন্যায়ার্জিতাশ্চার্থাঃ শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জিতাঃ॥"
(গরুড়পু° ২১৫ অঃ)

অযাচিত ভাবে প্রতিগ্রহ করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

"অযাচিতোপপন্নে তু নাস্তি দোষঃ প্রতিগ্রহে।
অমৃতং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাত্তন্নৈব নির্ণুদেৎ॥" (গরুড়পু° ২১৫ অঃ)

অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। ব্রাহ্মণ ৬টী কর্ম্ম অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা কাল অতিবাহিত করিবেন। অতএব প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ইহা স্বধর্ম্ম হইলেও তীর্থাদিতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই। তীর্থাদি স্থলে প্রতিগ্রহ করিলে ঐ সকল তীর্থগমনজন্য কোন ফল হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ কখন তীর্থ বা পুণ্যায়তনে প্রতিগ্রহ করিবেন না।

"সুবর্ণমথ মুক্তাশ্মা তথৈবান্যপ্রতিগ্রহম্।
স্বকার্য্যে পিতৃকার্য্যে বা দেবতাভ্যর্চ্চনেঽপি বা॥
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং যাবত্তদ্ধনমশ্নুতে।
অতস্তীর্থে ন গৃহ্লীয়াৎ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ॥" (কূর্ম্মপু° ৩৩ অঃ)

রাজাদি, শূদ্র, পতিত ও নিন্দিত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্ন শূদ্রপতিতাদপি।
ন চান্যস্মাদশক্তশ্চ নিন্দিতান্ বর্জ্জয়েদ্‌বুধঃ॥" (কূর্ম্মপু° ১৫ অঃ)

বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ কখন প্রতিগ্রহ করিবেন না, সুবর্ণ, ভূমি, তিল, গো প্রভৃতি যদি অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে সকল ভস্মীভূত হয় এবং দাতার কিছুমাত্রও ফল হয় না। ব্রাহ্মণ গর্হিত প্রতিগ্রহ অর্থাৎ যে সকল প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে, তাহা কখনই গ্রহণ করিবে না।*

কিন্তু যখন অত্যন্ত বিপদ্ সময় উপস্থিত হয়, তখন গর্হিত প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে। দাতা দান করিয়া তাহা স্মরণ করিতে এবং প্রতিগ্রাহী প্রতিগ্রহ করিয়া পুনরায় আর কিছু চাহিতে পারিবেন না, যোহ প্রযুক্ত করিলে উভয়েরই নরক হইয়া থাকে।

"দাতা চ ন স্মরেদ্দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে।
তাবুভৌ নরকং যাতো দাতা চৈব প্রতিগ্রহী॥" (বৃহৎপারা°৪ অঃ)

প্রতিগ্রহসমর্থ কোন ব্যক্তি যদি প্রতিগ্রহ না করে, তাহা হইলে দানশীলদিগের যে লোক তাহার সেই লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"প্রতিগ্রহসমর্থো হি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং সতামাপ্নোতি পুষ্কলান্॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

নিজের ভোগের জন্য কখনই প্রতিগ্রহ করিবে না, তবে দেবতা ও অতিথিপূজাদির জন্য প্রতিগ্রহ বিধেয়।

প্রতিগ্রহার্জিত অর্থ দ্বারা যজ্ঞ করিতে নাই। যজ্ঞ করিলে চাণ্ডালযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে।

"চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকরণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

৫ প্রতিকূল গ্রহ। ৬ প্রত্যভিযোগ।

প্রতিগ্রহণ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ল্যুট্। স্বীকার, দান লওয়া।

প্রতিগ্রহিন্ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ণিনি। প্রতিগ্রহকারক। যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

প্রতিগ্রহীতৃ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-তৃচ্। প্রতিগ্রহকর্ত্তা, যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

---

* বিদ্যাহীনের প্রতিগ্রহনিষেধ। যথা—
"হেম ভূমিং তিলান্ গাশ্চ অবিদ্বানাদদাতি যঃ।
ভস্মীভবতি সোঽহ্লায় দাতুঃ স্যান্নিষ্ফলঞ্চ তৎ।
তস্মাদবিদ্বান্ বিভিয়াদ্যস্মাত্তস্মাদপি প্রতিগ্রহম্।
স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥"
গর্হিতপ্রতিগ্রহাদি যথা—
"হস্তিকৃষ্ণাজিনাদ্যাস্তু গর্হিতা যে প্রতিগ্রহাঃ।
সবিপ্রাস্তান্ গৃহীযুর্দ্বৃত্তস্থ পতন্তি তে।"
আপদ্‌গর্হিতপ্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য।—
"প্রোক্তপ্রতিগ্রহাভাবে ঘোরকালাৎ বৃহদাপদি।
বিপ্রোঽধমন্ প্রতিগৃহ্লন্ স্যাৎ বক্তত্তো দহ্যতি নাম্ভসা॥"-(বৃহৎ পারাশর)

প্রতিগ্রাম (অব্য°) গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক গ্রামে।

প্রতিগ্রাহ (পুং) প্রতিগৃহ্নাতি নিষ্ঠীবনাদিকমিতি প্রতি-গ্রহ (বিভাষা গ্রহঃ। পা [illegible]১।১৪৩) ইতি ণ। ১ পতদ্‌গ্রহ, চলিত পিক্‌দান। প্রতি-গ্রহ-ভাবে ঘঞ্। ২ প্রতিগ্রহণ, স্বীকার।

প্রতিগ্রাহক (পুং) প্রতিগ্রহকারক।

প্রতিগ্রাহিন্ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ণিনি। প্রতিগ্রহকারক, যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

প্রতিগ্রাহ্য (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ণ্যৎ (প্রত্যপিভ্যাং গ্রহেঃ। পা ৩।১।১১৮) প্রতিগ্রহের যোগ্য, যাহা প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে।

প্রতিঘ (পুং) প্রতিহন্যনেনেতি, প্রতি-হন-ড, ক্রুধাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ ক্রোধ। "প্রতিঘঃ কুতোঽপি সমুপেত্য নরপতিগণং সমাশ্রয়ৎ।" (মাঘ ১৫।৫৩) প্রতিহননমিতি। ২ প্রতিঘাত। (মেদিনী) ৩ মূর্চ্ছা। (শব্দরত্না°) ৪ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৫ প্রতিকূল।

প্রতিঘাত (পুং) প্রতি-হন-ণিচ্ ভাবে অপ্। ১ মারণ। ২ একটী বস্তু আর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তু যে পুনর্ব্বার উহাতে আঘাত করে, আঘাত, টক্কর। ৩ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪ নিরাশ, নিক্ষেপ।

প্রতিঘাতক (ত্রি) প্রতিঘাতকারী।

প্রতিঘাতন (ক্লী) প্রতি-হন-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ, হত্যা, বধ। ২ বাধা।

প্রতিঘাতিকা (স্ত্রী) বিঘ্নকারিণী।

প্রতিঘাতিন্ (ত্রি) প্রতিঘাতকারী, দূরকারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভাং" (কুমার ৫।২০)

প্রতিঘোষিন্ (ত্রি) প্রতি-ঘুষ-ণিনি। বিপক্ষে ঘোষণাকারী। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ৪।১৩।১০)

প্রতিঘ্ন (ক্লী) প্রতিহন্যস্মিন্নিতি প্রতি-হন ঘঞর্থে ক। ১ অঙ্গ, শরীর। (শব্দচ°)

প্রতিচক্র (ক্লী) প্রতিরূপং চক্রং। ১ প্রতিরূপ রাজমণ্ডল। ২ প্রতিরূপ চক্র।

প্রতিচক্ষণ (ক্লী) প্রতি-চক্ষ-ল্যুট্। প্রতিনিয়তদর্শন, নিয়তদর্শন।
"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।"
(ঋক্ ৬।৪৭।১৮)
'প্রতিচক্ষণায় প্রতিনিয়তদর্শনায় অয়মগ্নিরয়ং বিষ্ণুরয়ং রুদ্র ইত্যেবমসঙ্কীর্ণদর্শনায়।' (সায়ণ)

প্রতিচক্ষ্য (ত্রি) প্রতি-চক্ষ-ণ্যৎ বা খ্যাদেশাভাবঃ। প্রকর্ষরূপে দৃশ্য। (ঋক্ ১।১১৩।১১) 'প্রতিচক্ষ্যা প্রকর্ষেণ দ্রষ্টব্যা' (সায়ণ)

প্রতিচন্দ্র (পুং) প্রতিরূপ চন্দ্র, চন্দ্রের প্রতিকৃতি।

প্রতিচিকীর্ষা (স্ত্রী) প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছা প্রতি-কৃ-সন্-টাপ্। প্রতীকার করিতে ইচ্ছা, অভিলাষ।

প্রতিচিতি (ত্রি) প্রত্যেক স্তর। (কাত্যা° শ্রৌ° [illegible]২।১)

প্রতিচ্ছন্দস্ (ক্লী) ছন্দোঽভিপ্রায়ঃ, প্রতিগতং ছন্দঃ ইতি প্রাদিস°। ১ প্রতিরূপ। প্রতিচ্ছন্দ এইরূপও হয়।
"রক্ষঃশিরঃপ্রতিচ্ছন্দৈঃ স্থিরপ্রণতিসূচকঃ।
সনাথশিখরান্ প্রাদাৎ তস্মৈ রক্ষঃপতির্ধ্বজান্॥" (রাজতর° ৩।৭৭)
অভিপ্রায়ানুরূপ। ২ [illegible]রোধ। ৩ প্রতিকৃতি।

প্রতিচ্ছন্দক (ত্রি) প্রতি-ছন্দ-ণ্বুল্। প্রতিনিধি।

প্রতিচ্ছায়া (স্ত্রী) প্রতিগতা ছায়ামিতি। প্রতিকৃতি, মূর্ত্তিসদৃশ মৃৎ ও শিলাদিনির্ম্মিত প্রতিরূপ। (ভরত)
"মায়য়াস্ত প্রতিচ্ছায়া দৃশ্যতে হি নটালয়ে।
দেহার্দ্ধেন তু কৌরব্য সিষেবে চ প্রভাবতীম্॥" (হরিব° ১৫১।৩০)
২ চিত্র, ছবি। ৩ সাদৃশ্য।

প্রতিচ্ছেদ (পুং) প্রতি-ছিদ-ঘঞ্। বাধা, প্রতিবন্ধ।

প্রতিজঙ্ঘা (স্ত্রী) প্রতিগতা জঙ্ঘাং। অগ্রজঙ্ঘা। জঙ্ঘার অগ্রভাগ। (হেম)

প্রতিজন (অব্য°) বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেকের প্রতি। তত্র সাধুঃ প্রতিজনাদিত্বাৎ খঞ্। প্রতিজনীন।

প্রতিজনাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ, 'তত্র সাধুঃ' এই অর্থে প্রতিজনাদিগণের উত্তর খঞ্ প্রত্যয় হয়। গণ যথা— প্রতিজন, ইদংযুগ, সংযুগ, সমযুগ, পরযুগ, পরকুল, পরস্যকুল, অমুষ্যকুল, সর্ব্বজন, বিশ্বজন, মহাজন, পঞ্চজন। (পাণিনি)

প্রতিজন্য (ক্লী) প্রতিকূলং জন্যং যুদ্ধং যস্য, প্রতিজনে বিপক্ষজনপদে ভবঃ যৎ বা। ১ প্রতিবল। ২ প্রতিপক্ষজনপদভব।

প্রতিজল্প (পুং) প্রতিগতো জল্পং। বাক্যবিশেষ। স্বার্থে কন্।
"দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)
২ সম্মতিপ্রদান, অন্যের মতের সহিত স্বকীয় মতের মিলন।

প্রতিজাগর (পুং) প্রতিজাগরণমিতি প্রতি-জাগৃ-ঘঞ্। (জাগ্রোঽবীতি। পা ৭।৩।৮৫) ইতি গুণঃ। প্রত্যবেক্ষণ, পর্য্যায়—অপেক্ষা। ২ প্রত্যবেক্ষা, মনোযোগ, সতর্কতা। ৩ রক্ষার্থ নিয়োগ। ৪ রক্ষা। (দিব্যাবদান ১২৪।৯)

প্রতিজিহ্বা (স্ত্রী) প্রতিরূপা জিহ্বা। তালুমূলস্থ ক্ষুদ্রজিহ্বিকা। চলিত আলজিভ। পর্য্যায়—প্রতিজিহ্বিকা, মাধ্বী, [illegible], অলিজিহ্বিকা। (শব্দরত্না°)

প্রতিজিহ্বিকা (স্ত্রী) প্রতিজিহ্বা স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। প্রতিজিহ্বা। (ত্রিকা°)

প্রতিজীবন (ক্লী) পুনর্জীবনপ্রাপ্তি।

প্রতিজ্ঞা (স্ত্রী) প্রতিজ্ঞায়তে ইতি প্রতি-জ্ঞা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইতি অঙ্। কর্ত্তব্য প্রকারক জ্ঞানানুকূল ব্যাপার। কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ, অঙ্গীকার। "সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" (গৌতমসূ°) প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বের নাম ন্যায়। [বিশেষ বিবরণ ন্যায়শব্দে দেখ।]

পর্য্যায়—আং, প্রতিজ্ঞান, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রব, ওঁ, সমাধি, সংবিৎ, আগূ, আশ্রব, সংশ্রব, নিয়ম, অভ্যুপগম, বাঢ়, আস্থা, সন্ধা, সঙ্গর, সংশ্রাব, উররীকার, শ্রব। (জটাধর)

"পূর্ব্বন্তু রামস্তমিহানুযুজ্য শ্রুত্বা চ বাক্যং ভরতস্য তস্য।
চিকীর্ষমাণো রঘুনন্দনস্তাং পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং স বভূব তূষ্ণীম্॥"
(রামা° ২।১১০।৪)

প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে নাই। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে নরক হইয়া থাকে। ২ অভিযোগ।

প্রতিজ্ঞাকর মৈথিল, নলোদয়টীকারচয়িতা। ইনি প্রজ্ঞাকর নামে পরিচিত।

প্রতিজ্ঞাত (ত্রি) প্রতিজ্ঞায়তে স্মেতি প্রতিজ্ঞা-ক্ত। অঙ্গীকৃত, প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞাবিষয়, পূর্ব্বে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে।

"ঋণে দেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পঞ্চকং শতমর্হতি।
অপহ্নবে তদ্দ্বিগুণং তন্মনোরনুশাসনম্॥" (মনু ৮।১৩৯)

প্রতিজ্ঞান (ক্লী) প্রতি-জ্ঞা-ল্যুট্। প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞান্তর (ক্লী) অন্যা প্রতিজ্ঞা ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে ধর্ম্মবিকল্পাৎ তদর্থনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরং" (গৌতমসূ°) প্রতিজ্ঞাত অর্থের যে স্থানে নিষেধ হয়, তথায় সেই বাক্যকে স্থির করিবার জন্য অন্য যে প্রতিজ্ঞার নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাকে প্রতিজ্ঞান্তর কহে। [নিগ্রহস্থান দেখ।]

প্রতিজ্ঞাপত্র (ক্লী) প্রতিজ্ঞাসূচকং পত্রম্। মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। ভাষাপত্রবিশেষ।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ" (গৌতমসূ°) প্রতিজ্ঞা ও হেতু এতদুভয়ের যে বিরোধ, তাহাকে প্রতিজ্ঞাবিরোধ কহে।

প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস (ক্লী) গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসঃ"(গৌতমসূ°)

প্রতিজ্ঞাহানি (ক্লী) গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ" (গৌতমসূ°)

প্রতিজ্ঞেয় (পুং) প্রতিজ্ঞানাত্যনেনেতি প্রতি-জ্ঞা-যৎ। ১ স্তুতিপাঠক। ২ প্রতিজ্ঞা করিতে সমর্থ। (ত্রি) ৩ প্রতিজ্ঞাতব্য।

প্রতিতন্ত্র (ক্লী) প্রতিকূলং তন্ত্রং শাস্ত্রং প্রাদিসমাসঃ। স্বমতবিরুদ্ধশাস্ত্র।

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তভেদ। "সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ" (গৌতমসূ°) [সিদ্ধান্ত দেখ।]

প্রতিতর (পুং) প্রতিতীর্য্যতেঽনেন প্রতি-তৃ-করণে অপ্। তরণসাধন, নৌকাচালন-দণ্ডাদি।

প্রতিতাল (পুং) প্রতিগতস্তালম্। তালবিশেষ। কান্তার, সমরাখ্য, বৈকুণ্ঠ ও বাঞ্ছিত এই চারিটী প্রতিতাল।

"কান্তারঃ সমরাখ্যশ্চ বৈকুণ্ঠো বাঞ্ছিতস্তথা।
কথিতা শঙ্করেণৈব চত্বারঃ প্রতিতালকাঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

প্রতিতালী (স্ত্রী) প্রতিগতা তালমিতি গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তালকোদ্ঘাটনযন্ত্র, চলিত চাবি। (হেম)

প্রতিতূণী (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত বাতরোগভেদ। মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে প্রতিলোমক্রমে বেদনা উৎপত্তি হইয়া পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে। এই রোগ বায়ু দূষিত হইয়া জন্মিয়া থাকে। (সুশ্রুত নিদান° ১ অঃ

প্রতিথি (পুং) দেবরথ নামে একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

প্রতিদণ্ড (ত্রি) অবাধ্য, দুর্দ্ধর্ষ। (পঞ্চবি° ব্রা° ১৮।১০।৮

প্রতিদর্শন (ক্লী) ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখা, পরিদর্শন। (রামা° ৪।১৪।৭৫

প্রতিদান (ক্লী) প্রতিকৃত্য দানং প্রতিরূপং দানং বা। বিনিময়, পরিবর্ত্ত, বদল। ২ ন্যস্তার্পণ, গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ

প্রতিদারণ (ক্লী) প্রতিদার্য্যতেঽস্মিন্নিতি প্রতি-দৃ-ণিচ্-আধারে ল্যুট্। ১ যুদ্ধ। (শব্দমা°) ভাবে ল্যুট্। ২ ভেদন।

প্রতিদিন (ক্লী) দিনং দিনং প্রতি। প্রত্যহ, প্রত্যেক দিন

"ততঃ প্রতিদিনং বেলা বর্দ্ধতে ত্রিপলাত্মিকা।" (সংকৃত্যমুক্তা°

প্রতিদিবন্ (পুং) প্রতিদীব্যতীতি প্রতি-দিব (কনিন্ যুবৃষি তক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ। উণ্ ১।১৫৬) ইতি কনিন ১ সূর্য্য। (ত্রিকা°) ২ প্রতিদিন।

প্রতিদিবস (অব্য) প্রত্যেকদিন, প্রত্যহ, রোজরোজ।

প্রতিদীবন্ (পুং) প্রতিদিবন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সূর্য্য।

প্রতিদুহ্ (পুং) প্রত্যহ দোহন করা দুগ্ধ। (তৈত্তি° ব্রা° ২।৭।৬।২)

প্রতিদূত (পুং) প্রতিপক্ষে প্রেরিত দূত বা রাজকর্ম্মচারী।

"প্রাপ্তেষু প্রতিদূতেষু পূর্ণগ্রামথ সংবিদি।" (রাজতর° ৪।৫৪৪)

প্রতিদেয় (ত্রি) প্রতি-দা-যৎ। ক্রীতদ্রব্যের দুঃক্রীত বুদ্ধিদ্বারা দান, ক্রীতদ্রব্য পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া।

"ক্রীত্বা মূল্যেন যঃ পণ্যং দুঃক্রীতং মন্যতে ক্রয়ী।
বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ন্তৎ তস্মিন্নেবাহ্ন্যবিক্ষতম্॥" (মিতাক্ষরা)

২ প্রতিদান করিবার যোগ্য, ফিরাইয়া দিবার যোগ্য।

প্রতিদৈবত (ত্রি) প্রত্যেক দেবতার যোগ্য। (কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ২৫।১০।১৩।)

প্রতিদেবতা (স্ত্রী) প্রতিগতদেবতা। (মনু° উস° ৩২।৭)
প্রতিদৈবতম্ (অব্য) প্রত্যেক দেবতার উপযোগী।
প্রতিদৃষ্টান্তসম (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত জাতিভেদ।
[জাতি দেখ।]
প্রতিদ্রুহ্ (ত্রি) ১ প্রত্যুপকারসাধনেচ্ছু। ২ প্রতিহিংসাগ্রহণে সমুৎসুক। (ভাগবত ৪।২।৩)
প্রতিদ্বন্দ্ব (ক্লী) প্রতিরূপং দ্বন্দ্বং প্রাদিসমাসঃ। তুল্যযুদ্ধ।
প্রতিদ্বন্দ্বিন্ (ত্রি) প্রতিদ্বন্দ্বমস্ত্যস্ত ইনি। ১ প্রতিপক্ষ। ২ শত্রু। ৩ সমকক্ষ, তুল্যরূপদ্বন্দ্বযুক্ত।
প্রতিদ্বিরদ (পুং) প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তী, প্রতিগজ।
প্রতিধর্ত্তৃ (ত্রি) প্রতি-ধৃ-তৃচ্। নিরাকারক। (শুক্লযজুঃ ১৫।২০)
প্রতিধা (স্ত্রী) প্রতি-ধা-ভাবে কিপ্। প্রতিবিধান।
প্রতিধান (ক্লী) প্রতি-ধা-ভাবে ল্যুট্। প্রতিবিধান, নিরাকরণ।
প্রতিধাবন (ক্লী) প্রতি-ধাব-ল্যুট্। প্রতিমুখে গমন।
প্রতিধি (পুং) প্রতিমুখং ধীয়তে প্রতি-ধা-কর্ম্মণি-কি। স্তোত্র-বিশেষ, প্রতিসন্ধ্যার পর ইহা পাঠ্য। (তাণ্ড্য° ব্রা°) ২ ঈষার তির্য্যক্ গতকাষ্ঠ। (ঋক্ ১০।৮৫।৮) (শুক্লযজু° ১৫।৬)
প্রতিধুর (পুং) সজ্জিত অশ্বযুগ্মের একটী।
প্রতিধৃষ্য (ত্রি) ১ প্রতি যুদ্ধে শক্ত। (শুক্লযজুঃ ৩৮।৭) ২ উপেক্ষণীয়।
প্রতিধ্বনি (পুং) প্রতিরূপো ধ্বনিরিতি। প্রতিশব্দ, পর্য্যায়— প্রতিনাদ, প্রতিশ্রুত, প্রতিধ্বনি। (শব্দরত্না°)
"শ্রুতিপদময়ন্তেষামেব প্রতিধ্বনিরধ্বনি।" (নৈষধ ১৯।১০)
প্রতিধ্বনিত (ত্রি) ১ প্রতিশব্দিত। (ক্লী) ২ প্রতিশব্দ।
প্রতিধ্বান (ক্লী) প্রতিধ্বননমিতি প্রতি-ধ্বন-ঘঞ্। প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ।
প্রতিনন্দন (ক্লী) প্রতি-নন্দ-ভাবে ল্যুট্। আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক অভিনন্দন। (মনু ২।৫৪ টীকা)
প্রতিনপ্তৃ (পুং) প্রতিরূপো নপ্তা নপ্তুঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ। প্রপৌত্র।
প্রতিনব (ত্রি) প্রতিগতং নবং নবতামিতি। নূতন। (জটাধর)
"পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ।
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ॥" (মেঘদূত ৩৮)
প্রতিনর্ত্তক, মহারাজ ৭ম শিলাদিত্যের রাজকর্ম্মচারীর উপাধি-ভেদ। সম্ভবতঃ ভট্ট, কবি, রাজদূত বা ঘটকগণের মান্যসূচক পদবী। কেহ কেহ ইহাকে বংশ আখ্যা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।
প্রতিনাগ (পুং) প্রতিগজ, প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তী।
প্রতিনাড়ী (স্ত্রী) উপনাড়িকা। শাখানাড়ী।
প্রতিনাদ (পুং) প্রতি-নদ-ঘঞ্। প্রতিশব্দ।
প্রতিনামন্ (ত্রি) সমনামযুক্ত। নামসম্বন্ধীয়।
(শত° ব্রা° ২।১।২।১১)
প্রতিনায়ক (পুং) প্রতিকূলঃ নায়কঃ। প্রতিকূলনায়ক, কাব্য-নাটকাদি বর্ণিত নায়কের প্রতিপক্ষ। রাম নায়ক রাবণ তাঁহার প্রতিনায়ক।
"ধীরোদ্ধতঃ পাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ।" (সাহিত্যদ°)
প্রতিনিধি (পুং) প্রতি নিধীয়তে সদৃশী ক্রিয়তে ইতি প্রতি-নি-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। ১ প্রতিমা। ২ সদৃশ, প্রতিরূপ।
নিজে কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রে এই প্রতিনিধির বিষয় লিখিত আছে। কোন্ স্থলে প্রতিনিধির আবশ্যক এবং কোথায় প্রতিনিধি হইবে না, ইহার বিষয় কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে বিহিত হইয়াছে। রঘুনন্দন কাত্যায়নমতানুযায়ী একাদশীতত্ত্বে এইরূপ লিখিয়াছেন—
একান্ত অসমর্থ হইলে বিনয়ী পুত্র, ভগিনী বা ভ্রাতা ইহাদিগকে প্রতিনিধি করা যাইতে পারে, যদি ইহাদের অভাব হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে।
"পুত্রং বা বিনয়োপেতং [illegible]নীং ভ্রাতরং তথা।
এষামভাব এবান্যং ব্রাহ্মণং বিনিযোজয়েৎ॥" (একাদশীতত্ত্ব)
কাম্যকর্ম্মে প্রতিনিধি হইবে না। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রতিনিধি চলিতে পারে। কাম্যকর্ম্ম স্বয়ংই কর্ত্তব্য।
"কাম্যে প্রতিনিধির্নাস্তি নিত্যনৈমিত্তিকে হি সঃ।
কাম্যেষূপক্রমাদূর্দ্ধমন্যে প্রতিনিধিং বিদুঃ॥"
(একাদশীতত্ত্বধৃত কালমাধব)
মাধবাচার্য্য ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন যে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বয়ং আরম্ভ করিয়া পরে প্রতিনিধি দ্বারা করাইতে পারে। কাম্যকর্ম্ম নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া নিজেই সকল কার্য্য করিবে। কিন্তু কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা সেই কর্ম্ম করাইতে পারিবে। এই যে কাম্যকর্ম্মের কথা বলা হইল, ইহা শ্রৌতকাম্যপর। কিন্তু কাম্য স্মার্ত্তকর্ম্ম নিজে উপক্রম করিয়া পরে প্রতিনিধি দ্বারা করিতে পারে।
"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ॥" (একাদশীতত্ত্ব)
এই নিয়মে প্রতিনিধি করা বিধেয়। বৈধাদি কার্য্যে যে সকল দ্রব্যের বিধান আছে, সেই সকল দ্রব্য সংগৃহীত না হইলে তাহার প্রতিনিধি অর্থাৎ তৎপরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে। যেমন মধু অভাবে গুড়।
আয়ুর্ব্বেদ মতে—ঔষধাদি প্রস্তুতকরণে যে সকল ঔষধি বা

বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিহিত হইয়াছে, যদি তাহার মধ্যে কোন একটী দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া ঔষধ প্রস্তত করা বিধেয়। শাস্ত্রে প্রতিনিধি দ্রব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় চারিপ্রহর রৌদ্রে রাখিয়া শুকাইয়া লইবে। সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগরপাদুকার অভাবে শিউলী ছাপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সাধারণ সর্ষপ, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল, মুক্তিকার অভাবে তালমাখী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুকচূর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (চুনি) কিংবা কড়িভস্ম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহভস্ম, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, রাস্নার অভাবে বাঁদ্‌রা বা পরগাছা, রসাঞ্জনের অভাবে দারুহরিদ্রার কাথ, পুষ্পের পরিবর্ত্তে কচিফল, মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদার অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধিস্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতক ছালের পরিবর্ত্তে খাটাশী, এইরূপ অন্যান্য দুগ্ধের অভাবে গব্যদুগ্ধ গ্রহণ করা যায়। উপরি উক্ত দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের অভাব ঘটিলেও সেই দ্রব্যের সমগুণবিশিষ্ট অন্যতর দ্রব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তেলা না সহিলে তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন দেওয়া যায়।

প্রতিনিধি, মহারাষ্ট্রদেশস্থ একটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশ। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জুলফকার খাঁর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য রাজারাম জিঞ্জিতে পলাইয়া আইসেন। প্রহ্লাদ নীরাজী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রবীরের পরামর্শে তিনি আত্মজীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য জিঞ্জিতে একটী নূতন সভা আহূত হয়। উক্ত রাজসভায় অষ্টপ্রধান অপেক্ষা সম্মানসূচক 'প্রতিনিধি' উপাধিতে প্রহ্লাদ-নীরাজী ভূষিত হইয়াছিলেন[১]।

কোরেগাঁও তালুকের অধীন কিন্‌হই-গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ত্রিম্বক কৃষ্ণ কুলকরণীর পুত্র পরশুরাম পন্ত ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজারাম কর্ত্তৃক প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হন[২]। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাই তাঁহাকে পুনরায় প্রতিনিধি-পদে নিয়োজিত করেন। ঐ সময়ের গৃহবিগ্রহে (Civil war) তিনি প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহু কর্ত্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। প্রহ্লাদ নারায়ণের পুত্র গদাধর প্রহ্লাদ এই অবসরে প্রতিনিধিপদ প্রাপ্ত হন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে গদাধরের মৃত্যু ঘটিলে পরশুরাম পন্ত পুনরায় প্রতিনিধিপদে বরিত হইলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষেই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নারায়ণ প্রহ্লাদকে তৎপদে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর ১৭১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম পুনরায় প্রতিনিধি পদ প্রাপ্ত হন, তৎপরে ঐ পদ তাঁহার বংশাধীন হইয়াছে।

১ম বংশ— প্রহ্লাদ নীরাজী।
১৬৯০ খৃঃ অঃ
|
প্রহ্লাদ নারায়ণ ১৭১২-১৭১৪ — গদাধর প্রহ্লাদ ১৭০৭-৮

২য় বংশ— পরশুরাম পন্ত
১৬৯৯-১৭১৭ খৃঃ অঃ
|
কৃষ্ণাজীপণ্ড (কোলহাপুরের প্রতিনিধি) — শ্রীনিবাস ওরফে শ্রীপৎরাও ১৭১৮-১৭৪৬ — জগজীবনরাও ওরফে দাদা ১৭৪৬-১৭৫১

কৃষ্ণাজীপণ্ড
|
গঙ্গাধর রাও — ত্রিম্বকরাও

গঙ্গাধর রাও
|
শ্রীনিবাস ওরফে ভগবান্ রাও ১৭৫১-১৭৬২ ১৭৬৩-১৭৬৫
|
পরশুরাম পন্ত ১৭৭৭-১৮৪৮
|
দত্তক
শ্রীনিবাস রাও (ইহার পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির দখলিকার আছেন।)

ত্রিম্বকরাও
|
ভগবন্ত রাও ১৭৬৫-১৭৭৫

প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ উপভোগ্য সম্পত্তি হইতে সৈন্য-রক্ষা করিতেন। পেশবা বালাজী বাজীরাওর শাসনকালে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীপৎরাও রঘুজী ভোঁসলের সহিত কর্ণাট আক্রমণে অগ্রসর হন। অতঃপর তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহারা উত্তরে ত্রিচীনপল্লীর অভিমুখে গমন করেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ্চ তাঞ্জোররাজ মহারাষ্ট্রকরে আত্মসমর্পণ করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীপৎরাও কোল্হাপুররাজকে পরাজয় করেন। মহারাষ্ট্র অবনতির সহিত ক্রমশঃই প্রতিনিধিগণের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া আইসে। ইংরাজ-শাসনবিস্তারে প্রতিনিধিগণ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। [বিস্তৃত বিবরণ মহারাষ্ট্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রতিনিঃসৃষ্ট (ত্রি) বিতাড়িত। প্রতিনিস্সৃষ্টপাঠও পাওয়া যায়। (দিব্যাবদান ৪৪।২৭ ও ২৬৫।৮)

(১) ঐ সভায় নীলু পন্ত মোরেশ্বর পেশবা, জনার্দ্দন পন্ত হনুমন্ত অমাত্য, শঙ্করাজী মল্লার সচিব, রামচন্দ্র ত্রিম্বক পাণ্ডে মন্ত্রী, শান্তাজী ঘোড়পড়ে সেনাপতি, মহাদজী গদাধর সামন্ত, নীরাজী রাবজী ন্যায়াধীশ এবং শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য পণ্ডিতরাও পদে বরিত হইয়াছিলেন। (Duff's Marhattas, p. 164.)

(২) ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে পেশবা পদ পাইয়াছিলেন।

প্রতিনিনদ (ত্রি) প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ।

প্রতিনির্জ্জিত (ত্রি) পরাজিত। বিজড়িত। কর্তৃত্ব স্থাপন।

প্রতিনিপাত (পুং) ১ নিক্ষেপ। ২ প্রতিঘাতে স্খলিত।

প্রতিনিয়ম (পুং) প্রত্যেকং নিয়মঃ। ব্যবস্থা, প্রত্যেকের প্রতি এক নিয়ম।

"জন্মমরণকারণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপদপ্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং।" (সাংখ্যকা° ১৪)

প্রতিনির্দ্দেশ (পুং) পূর্ব্বনির্দ্দেশ, অগ্রে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রতিনির্দ্দেশক (ত্রি) পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। অগ্রে কথিত বা উক্ত।

প্রতিনির্দ্দেশ্য (ত্রি) প্রতি নির্-দিশ কর্ম্মণি ণ্যৎ। প্রথম নির্দ্দিষ্টের পুনগুর্ণান্তরবিধানার্থ নির্দ্দেশ বিষয় এবং বুভুৎসিতার্থ প্রতিপাদনের জন্য নির্দ্দেশ্য বিষয়।

প্রতিনির্য্যাতন (ক্লী) প্রতি-নির্-যাত-ল্যুট্। অপকারের প্রত্যপকার করার নাম প্রতিনির্যাতন। 'কৃতে প্রতিকৃতং প্রাহুঃ প্রতিনির্য্যাতনং স্মৃতম্।' (হলায়ুধ ৪।৮০) ২ প্রত্যর্পণ। ৩ প্রাতাহংসাসাধন।

প্রতিনিবর্ত্তন (ক্লী) প্রতি-নির্-বৃত-ভাবে ল্যুট্। ১ অভীষ্ট বস্তু হইতে নিবৃত্তি, অভীষ্ট বিষয়ের নিবৃত্তি। ২ নিবারণ।

প্রতিনিবারণ (ক্লী) প্রতি-নি-বৃ-ণিচ্ ল্যুট্। প্রতিষেধ। প্রতিবারণ। (ভাগবত ৫।১৪।৩৪)

প্রতিনিবাসন (ক্লী) বৌদ্ধদিগের গাত্রবস্ত্রভেদ।

প্রতিনিবৃত্ত (ত্রি) প্রতি নি-বৃত-ক্ত। প্রত্যাগত, ফিরিয়া আসা।

প্রতিনিশ (অব্য) নিশায়াং নিশায়াং প্রতি। প্রতিনিশাতে, এই শব্দ অব্যয়ীভাব সমাস হইলে অব্যয় হইয়া প্রতিনিশং এইরূপ হইবে।

প্রতিনোদ (পুং) প্রতি-নুদ-ঘঞ্। প্রতি প্রেরণ। পশ্চাতে বিতাড়ন। (পঞ্চ° ব্রা° ২৩।৬।৬)

প্রতিন্যস্ত (ত্রি) ১ প্রতিগচ্ছিত। ২ স্থগিদ্।

প্রতিন্যায় (অব্য) প্রতি নি-অয় বা ই-ঘঞ্। ন্যায়ঃ যুক্তিভেদো বা অনুক্রমে অনতিক্রমে বা অব্যয়ী°। ১ যথাগত প্রত্যাগমন। "প্রতিন্যায়ং যথা যোন্যা দ্রবতি" (বৃহদারণ্যক উপ°) 'প্রতিন্যায়ং নি-আয়ঃ ন্যায়ঃ, অয়নময়ঃ নিগমনং পুনঃ পুনঃ গমনবৈপরীত্যেন যদাগমনং স প্রতিন্যায়ঃ যথাগতং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ।' (ভাষ্য) ২ যুক্তি অনতিক্রম না করিয়া।

প্রতিন্যূঙ্খ (পুং) ওঙ্কার স্বরের প্রতিযোগ্য ন্যূঙ্খ শব্দের প্রয়োগ। (শাংখ্যায়নশ্রৌ° ১।৫।২৫)

প্রতিপ (পুং) প্রতি পাতি পালয়তীতি প্রতি-পা-ক। শান্তনুরাজের পিতা। (শব্দরত্না°)

প্রতিপক্ষ (পুং) প্রতিকূলঃ পক্ষঃ ইতি প্রাদিস°। ১ শত্রু। (হেম°) ২ সাদৃশ্য।

"প্রতিযন্দ্বিপ্রতিনিধিপ্রতিপক্ষবিড়ম্বকাঃ।" (কাব্যচন্দ্রিকা) ৩ প্রতিবাদী, আসামী। ৪ প্রত্যর্থী। ৫ যে বাধা দেয়, রোধকারী। (দিব্যা° ৩৫২।১৮)

প্রতিপক্ষতা (স্ত্রী) প্রতিপক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রতিপক্ষত্ব, প্রতিপক্ষের ভাব। (মঙ্গনীকার কুল্লুক ৩৫৭)

প্রতিপক্ষিত (পুং) প্রতিপক্ষঃ জাতোঽস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। হেত্বাভাসভেদ, সৎপ্রতিপক্ষরূপ দোষযুক্ত, পাঁচপ্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে চতুর্থপ্রকার হেত্বাভাস।

"অনৈকান্তোবিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ। কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসশ্চ পঞ্চধা।"(ভাষাপরিচ্ছেদ) [হেত্বাভাস দেখ।]

প্রতিপক্ষিন্ (ত্রি) ১ বিপক্ষ। ২ প্রতিপক্ষ।

প্রতিপণ (পুং) প্রতিরূপঃ পণঃ। পরিমাণ-কল্পন।

'প্রতিপণঃ প্রত্যানেতুং পরদ্রব্যস্য পরিমাণ কল্পনং' (অথর্ব্বভাষ্য ৩।১৫।৪)

প্রতিপণ্য (ক্লী) বিনিময়ে লব্ধপণ্য বা বাণিজ্যদ্রব্য। (দিব্যা° ১৭৩।৫)

প্রতিপত্তি (স্ত্রী) প্রতিপদনমিতি প্রতিপদ-ক্তিন্। ১ প্রবৃত্তি। ২ প্রাগল্ভ্য। ৩ গৌরব। ৪ সংপ্রাপ্তি, জ্ঞান।

"বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥" (রঘু ১।১)

৫ প্রবোধ। ৬ পদপ্রাপ্তি। (মেদিনী) ৭ মীমাংসক মতে সকল শূন্য কর্ম্মাঙ্গভেদ। ৮ শ্রাদ্ধাদিতে সর্ব্বশেষাঙ্গকর্ম্ম।

'প্রতিপত্তিঃ প্রবৃত্তৌ চ প্রাগলভ্য গৌরবেঽপি চ।
সম্প্রাপ্তে চ প্রবোধে চ পদপ্রাপ্তৌ চ যোষিতি॥' (মেদিনী)

প্রতিপত্তিপটহ (পুং) প্রতিপত্তয়ে পটহং। বাদ্যবিশেষ, চলিত নাগরা। পর্য্যায়—লম্বাপটহ। (হারাবলী)

প্রতিপত্তিমৎ (ত্রি) প্রতিপত্তিঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। প্রতিপত্তিযুক্ত।

প্রতিপত্তূর্য্য (ক্লী) প্রতিপদে সংবিদে তূর্য্যং। বাদ্যভেদ, দগড়বাদ্য। (ত্রিকা°)

প্রতিপত্রফলা (স্ত্রী) প্রতিপত্রং ফলং যস্যাঃ। ক্ষুদ্রকারবেল্ল, ছোটউচ্ছে। (রাজনি°)

প্রতিপথ (অব্য°) পথিমধ্যে।

প্রতিপথগতি (ত্রি) প্রতিপথাতিবাহনকারী। ২ বিপথগামী।

প্রতিপথিক (ত্রি) প্রতিপথমেতি প্রতিপথ—(প্রতিপথমেতি ঠংশ্চ। পা ৪।৪।৪২) ইতি ঠন্। প্রত্যেক পথে গমনকারী।

প্রতিপদ্ (স্ত্রী) প্রতিপদ্যতে উপক্রম্যতেঽনয়েতি প্রতি-পদ-করণে-ক্বিপ্। ১ দগড়বাদ্য। (ত্রি) ২ বুদ্ধি। ৩ তিথিবিশেষ। পর্য্যায়—পক্ষতি। (অমর) চন্দ্রের প্রথমকলার হ্রাস বা বৃদ্ধি বা বৃদ্ধিযুক্ত প্রক্রিয়ারূপ তিথি, শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম

তিথি। চন্দ্রকলার হ্রাসরূপ হইলে কৃষ্ণপক্ষের এবং বৃদ্ধিরূপ হইলে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইবে। শুক্লাপ্রতিপদ্ বলিলে ১ অঙ্ক এবং কৃষ্ণা হইলে ১৭ অঙ্ক বুঝিতে হইবে। এই তিথি উভয় দিনব্যাপিনী হইলে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ—কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত এবং শুক্লাপ্রতিপদ্ অমাবস্যাযুক্ত গ্রাহ্য। ইহাতে তিথিযুগ্মাদর হইবে না; কিন্তু উপবাসবিষয়ে কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে গ্রহণীয় নহে।*

কার্ত্তিক মাসে শুক্লপ্রতিপদের দিন বলির উদ্দেশে ধূপ দীপাদি দিয়া পূজা করিতে হয়। এই প্রতিপদকে বলি-প্রতিপদ্ কহে। মন্ত্র যথা—

"বলিরাজ! নমস্তুভ্যং বিরোচনসুত প্রভো।
ভবিষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই প্রতিপদে স্নানদানাদিতে শতগুণ ফল হইয়া থাকে।

"মহাপুণ্যা তিথিরিয়ং বলিরাজ্যপ্রবর্দ্ধিনী।
স্নানং দানং মহাপুণ্যং কার্ত্তিকেহস্যাং তিথৌ ভবেৎ॥"

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদের দিন রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে এই দিন গঙ্গাস্নানাদি করিলে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানাদির তুল্য ফল হয়।

"রোহিণ্যা প্রতিপদ্‌যুক্তা মার্গে মাসি সিতেতরা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদ্ তিথির নাম নন্দা।—

"প্রতিপদে একাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ্ প্রভৃতি তিথিতে তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই।

"নন্দাসু নাভ্যঙ্গমুপাচরেচ্চ ক্ষৌরঞ্চ রিক্তাসু জয়াসু মাংসম্।
পূর্ণাসু যোষিৎ পরিবর্জ্জনীয়া ভদ্রাসু সর্ব্বাণি সমাচরেচ্চ॥"

প্রতিপদ্ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিতে নাই। মোহপ্রযুক্ত যদি কেহ করে, তাহা হইলে অর্থহানি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই তিথিতে ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ক্ষৌরং বিশাখা প্রতিপদসু বর্জ্জ্যং।"(তিথিতত্ত্ব) [তিথি শব্দ দেখ।]

প্রতিপদ্ তিথি অগ্নির জন্মতিথি। (বরাহপুরাণের মহাতপোপাখ্যানে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

প্রতিপদ্ তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বদা মণিকনকবিভূষণে সংযুক্ত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও সূর্য্যবিম্বের ন্যায় স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশকর হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°)

* "সা চ কৃষ্ণা দ্বিতীয়াযুক্তা গ্রাহ্যা, প্রতিপৎসদ্বিতীয়াস্যাদিত্যাপস্তম্বীয়াৎ। শুক্লা অমাবস্যাগ্রাহ্যা, প্রতিপদাপ্যমাবস্যেতি বচনাৎ। কৃষ্ণাপি উপবাসে দ্বিতীয়াযুক্তা ন গ্রাহ্যা তথাচ বৃহদ্বশিষ্ঠঃ—

"দ্বিতীয়া পঞ্চমী বেধাদ্দশমী চ ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশী চোপবাসে হন্যুঃ পূর্ব্বোত্তরে তিথী॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ বহিষ্পবমান স্তোত্রের প্রথম স্তুতি।

"কয়স্তে বাযসাস্তরে সোমাঃ সহস্র পাজস ইতি গুহ্যবতী প্রতিপদ্ কার্য্যা" (তাণ্ড্যব্রা° ৬।২।১৫) 'প্রতিপদ্যতে প্রারভ্যতে বহিষ্পবমানস্তোত্রে এষা প্রতিপদ্ সা সহস্রবতী' (ভাষ্য)

প্রতিপদ (অব্য°) পদে পদে প্রতিপদমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ১ পদে পদে। ২ স্থানে স্থানে। (স্ত্রী) ৩ উপাক্রমে।

প্রতিপদা (স্ত্রী) প্রতিপদ্।

প্রতিপন্ন (ত্রি) প্রতিপদ্যতে স্মেতি প্রতিপদ-ক্ত। ১ অবগত।

"প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি।" (কুমার ৪।৩৩)

২ অঙ্গীকৃত। (মেদিনী) ৩ বিক্রান্ত। (হেম) ৪ সম্মানিত। ৫ জ্ঞাত। ৬ অবধারিত, নিশ্চিত। ৭ গৃহীত। ৮ প্রাপ্ত। ৯ অনুরক্ত, অভিযুক্ত।

প্রতিপন্নক (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত চারিপ্রকার আচার্য্য সম্প্রদায়। যথা—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ।

প্রতিপর্ণশিফা (স্ত্রী) দ্রবন্তী বৃক্ষ।

প্রতিপাণ (পুং) প্রতি-পণ-ঘঞ্। প্রতিরূপ দেবন, প্রতিরূপ দ্যূতক্রীড়া। পাশাদি খেলিবার সময় তুল্যরূপ যে পণ ধরা হয়, তাহাকে প্রতিপাণ কহে। ২ বিনিময়ে রক্ষিত পণ বা বাজী।

প্রতিপাত্র (অব্য°) পাত্রে পাত্রে প্রতি পাত্রমিত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেক লোক।

"তৎপ্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ" (শকু° ১ অঙ্ক)।

প্রতিপাদক (ত্রি) প্রতিপাদয়তীতি প্রতিপদ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ প্রতিপত্তিজনক, বোধক, জ্ঞাপক। "নমু সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতনানাত্বশূন্যং ব্রহ্মতত্ত্বমিতি প্রতিপাদকেষু বেদান্তেষু জাগরূকেষু কথমশেষশূন্যত্বমিতি।" (সর্ব্বদর্শনস° পূর্ণপ্রজ্ঞদ°)

২ নির্ব্বাহক। ৩ উৎপাদক। ৪ প্রতিপন্নকারক।

প্রতিপাদন (ক্লী) প্রতিপদ-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ দান। ২ প্রতিপত্তি। ৩ বোধন। (মেদিনী) ৪ নিষ্পাদন।

"ত্রেতা বিমোক্ষসময়ে দ্বাপর প্রতিপাদনে।"(ভার° ১২।২৪১।১৪)

প্রতিপাদনীয় (ত্রি) প্রতি-পদ-ণিচ্ অনীয়র্। দানীয়, দানের যোগ্য, প্রতিপাদ্য।

প্রতিপাদ (অব্য) পাদে পাদে ইত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রতিপাদে।

প্রতিপাদয়িতৃ (ত্রি) প্রতিপদ-ণিচ্ তৃচ্। প্রতিপাদক, প্রতিপাদনকারক।

প্রতিপাদিত (ত্রি) প্রতি-পদ-ণিচ্-ক্ত। ১ নিষ্পাদিত, সম্পাদিত। ২ দত্ত। ৩ স্থিরীকৃত, বিজ্ঞাপিত। ৪ পোষিত।

প্রতিপাদ্য (ত্রি) প্রতি-পদ-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। ১ বোধনীয়, বোধ্য। ২ অভিধেয়। ৩ বর্ণনীয় বিষয়।

প্রতিপান (ক্লী) প্রতি-পা-ল্যুট্। পানীয় জল।
"অম্বানাং প্রতিপানঞ্চ খাদনং চৈব সোহস্বপাৎ।"
(রামায়ণ২।৫০।৩৩)

প্রতিপাপ (ত্রি) ১ অনাচারের প্রতিদান। ২ পাপীর প্রতি তুল্যরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার।

প্রতিপালক (ত্রি) প্রতিপালয়তীতি প্রতি-পা-ণিচ্ ণ্বুল্। পালনকর্তা, রক্ষক, যিনি প্রতিপালন করেন। ২ অপেক্ষাকারী।

প্রতিপালন (ক্লী) প্রতি-পা-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ রক্ষণ। ২ পোষণ।
"সুকরং সর্ব্বথা মৈত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্।" (রামা° ৪।৩২।৭)

প্রতিপালনীয় (ত্রি) প্রতি-পা-ণিচ্ অনীয়র্। প্রতিপাল্য, পোষ্য, প্রতিপালনের যোগ্য।

প্রতিপাল্য (ত্রি) প্রতি-পা-ণিচ্ কর্ম্মণি যৎ। প্রতিপালনীয়, প্রতিপালিতব্য, প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত।
"যা পুত্রকস্য শুল্কস্য প্রতিপাল্যা তদা ভবেৎ।
অথ চেন্নাহরেৎ শুল্কং ক্রীতা শুল্কপ্রদস্য সা॥" (ভা° ১৩।৪৫।২)

প্রতিপিৎসা (স্ত্রী) প্রতিপত্তুমিচ্ছা, প্রতিপদ-সন্ অঙ্, টাপ্। ১ প্রতিপত্তির ইচ্ছা। ২ পাইবার ইচ্ছা।

প্রতিপীড়ন (ক্লী) প্রতি-পীড়-ল্যুট্। প্রতিরূপ পীড়ন, অনুরূপ পীড়ন।

প্রতিপুরুষ (অব্য°) পুরুষে পুরুষে প্রতিপুরুষমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ১ প্রত্যেক পুরুষ। (পুং) ২ প্রতিনিধি, যে অন্যের পরিবর্ত্তে কার্য্য করে। ৩ প্রতিরূপ পুরুষ, চোরেরা গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে গৃহমধ্যে একটী প্রতিরূপ পুরুষ নিক্ষেপ করে, তাহাতে গৃহস্থ কোন শব্দ না করিলে তাহারা স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। (মৃচ্ছকটিক ৪৮।১৪) ৪ সঙ্গী। ৫ সহকারী। (ত্রি) ৬ একএকটী মনুষ্য।
"প্রতিপুরুষং করম্ভপত্রাণি ভবন্তি।" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৬।৪।৫)

প্রতিপূজক (ত্রি) প্রতি-পূজ-ণ্বুল্। প্রতিরূপ পূজাকারী।

প্রতিপুষ্য (ত্রি) প্রতিবার চন্দ্রের পুষ্যানক্ষত্রে প্রবেশ। (বৃহৎস° ৪৭।৮২)

প্রতিপুস্তক (ক্লী) প্রতিরূপ লিখিত গ্রন্থ। একখানি পুথির অনুরূপ নকল। (শতপথব্রা° ৭।১।২।১১)

প্রতিপূজন (ক্লী) প্রতিপদং পূজনং প্রাদিস°। ১ অন্যের পূজাদর্শনে তদনুরূপ পূজা। ২ আভিমুখ্যদ্বারা পূজন।

প্রতিপূজা (স্ত্রী) প্রতিরূপ পূজা।

প্রতিপূজ্য (ত্রি) প্রতি-পূজ-যৎ। প্রতিরূপ পূজনীয়।
"গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥" (মনু ২।২১০)

প্রতিপূরণ (ক্লী) প্রতি-পূর-ল্যুট্। পূর্ণকরণ।

প্রতিপূর্ব্বাহ্ন (অব্য) প্রতি প্রাতঃকাল। সকালবেলা।

প্রতিপোষক (ত্রি) প্রতি-পুষ-ণিচ্-ণ্বুল্। সহায়কারী, আনুকূল্যকারী।

প্রতিজ্ঞাতি (স্ত্রী) প্রতিরূপ জানা, স্বীকার।

প্রতিপ্রণব (অব্য) উচ্চারিত প্রত্যেক ওঙ্কার শব্দ।
(কাত্যা° শ্রৌ° ৩।১।১০)

প্রতিপ্রণাম (পুং) প্রতি-প্র-ণম-ঘঞ্। প্রতি নমস্কার, একজন প্রণাম করিলে তাহার প্রতিরূপ নমস্কার।

প্রতিপ্রতি (অব্য) তুল্য, সমান সমান।
"ইন্দ্রো বৈ সর্ব্বান্দেবান্ প্রতিপ্রতিঃ।" (শত° ব্রা° ৮।৭।৩।৮)

প্রতিপ্রতীক (অব্য°) প্রতি আরম্ভ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।২০)

প্রতিপ্রদান (ক্লী) প্রতি-প্র-দা-ল্যুট্। প্রতিপাদন, প্রত্যর্পণ।

প্রতিপ্রভ (পুং) অত্রিবংশজাত ঋগ্বেদের ৫।৪৯ সূক্তের ঋষিভেদ।

প্রতিপ্রভা (স্ত্রী) প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ প্রভা বা ঔজ্জ্বল্য।

প্রতিপ্রভাত (অব্য) প্রাতঃকাল। সকালবেলা।

প্রতিপ্রয়বণ (ক্লী) পুনঃ পুনঃ মিশ্রণ। (পার° গৃহ° ১।৩)

প্রতিপ্রয়াণ (ক্লী) প্রতি-প্র-যা-ল্যুট্। প্রতিগমন। পলায়ন।

প্রতিপ্রশ্ন (পুং) ১ উত্তর। ২ প্রতিরূপ প্রশ্ন। "তে প্রজাপতিং প্রতিপ্রশ্নমেয়তুঃ।" (শতপথব্রা° ১।৪।৫।১১)

প্রতিপ্রসব (পুং) প্রতি প্রতিসিদ্ধং প্রসূতে ইতি প্রতি-প্র-সূ-অপ্। নিষিদ্ধের পুনর্বিধান। একবার যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, পুনরায় আবার তাহারই গ্রহণকে প্রতিপ্রসব কহে।
"রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।" ইত্যাদিনা নিষিদ্ধস্য তিলতর্পণস্য তীর্থেতরস্থপ্রতিপ্রসবমাহ স্মৃতিঃ—
'অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।' (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)
রবি, শুক্র, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধ দিনে তিলতর্পণ করিতে নাই, কিন্তু অয়ন, বিষুব, সংক্রান্তি বা গ্রহণে বা তীর্থস্থলে রবি শুক্র প্রভৃতি বারে তিলতর্পণে দোষ হইবে না। এইস্থলে প্রতিপ্রসব হইল, কারণ পূর্ব্বে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহার গ্রহণ করা হইল।

প্রতিপ্রসূত (ত্রি) প্রতিপ্রসূতে স্মেতি প্রতি প্র-সূ-ক্ত। ১ প্রতিপ্রসববিশিষ্ট। ২ পুনঃসম্ভাবিত।

প্রতিপ্রস্থাতৃ (পুং) প্রতি-প্র-স্থা-তৃচ্। সোমযাগীয় ঋত্বিগ্-ভেদ। (ঐত° ব্রা° ১২।৯।৭।১)

প্রতিপ্রস্থান (ক্লী) প্রতিকূলং প্রস্থানং প্রাদিস°। ১ বিরুদ্ধপক্ষাশ্রয়ণ। প্রতিকূলং প্রস্থানং যস্য। (ত্রি) ২ প্রতিকূল প্রস্থানযুক্ত। ৩ নিগ্রাহ্য। "আশ্বিনশ্চ মে প্রতিপ্রস্থানশ্চ মে শুক্রশ্চ।" (শুক্লযজু° ১৮।১৯) 'প্রতিপ্রস্থানশব্দেন নিগ্রাহ্যো-বিবক্ষিতঃ' (বেদদীপ°)

প্রতিপ্রহার (পুং) প্রতিরূপঃ প্রহারঃ প্রাদিস°। কৃতপ্রহারের অনুরূপ প্রহার। ২ প্রতিঘাতভেদ।

প্রতিপ্রকার (পুং) প্রতিরূপঃ প্রাকারঃ। ১ তুল্যরূপ প্রাচীর। ২ দুর্গের বহির্দ্দিকস্থ প্রাচীর।

প্রতিপ্রভৃত (ক্লীং) উপঢৌকন প্রত্যর্পণ। (দিব্যা° ৫৪৮।৮)

প্রতিপ্রাশ্ (ত্রি) অন্যের আহার্য্য গলাধঃকরণ। "প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহি" (অথর্ব্ব° ২।২৭।১)

প্রতিপ্রাস্থানিক (ত্রি) প্রতিপ্রস্থাতার কর্ম্মসম্বন্ধীয়। ২ প্রতিপ্রস্থাতার কার্য্য।

প্রতিপ্রিয় (ক্লী) প্রত্যুপকার, উপকারীর উপকার।

প্রতিপ্রৈষ (পুং) প্রতিরূপঃ প্রৈষঃ প্রাদিস°। নিযোজিত কর্ত্তৃক নিযোক্তার প্রতি পুনঃ প্রেরণ। (কাত্যা° ২৫।১০।৩)

প্রতিপ্লবন (ক্লী) পশ্চাদুল্লম্ফন। (রামা° ১।৩।৩১)

প্রতিফল (ক্লী) প্রতিফলতীতি প্রতিফল-অচ্। ১ প্রতিবিম্ব।

"প্রতিফলমবলোক্য স্বীয়মিন্দোঃ কলায়াং
হরশিরসি পরস্তা বাসমাশঙ্কমানা ॥" (রসমঞ্জরী)

২ যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার তুল্যরূপ প্রতিশোধ। ৩ প্রত্যুপকার। ৪ প্রত্যপকার। সাকল্যে অব্যয়ীভাবঃ। ৫ ফলসাকল্য।

প্রতিফলন (ক্লী) প্রতি-ফল-ল্যুট্। প্রতিবিম্ব। সাদৃশ্য। প্রতিবিম্বপড়া।

"ন বিম্বং ত্বদ্বিম্বপ্রতিফলনলাভাদরুণিতং
তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি ন লজ্জেত কলয়া ॥" (আনন্দল° ৬২)

প্রতিফলিত (ত্রি) প্রতি-ফল-ক্ত। প্রতিবিম্বিত।

"মোহাতীতো বিশুদ্ধো মুনিভিরতিহিতো মোহসংক্রান্তমূর্ত্তিঃ
সাক্ষীযাস্তে তদ্বুখে প্রতিফলিতবপুঃ"—(মুক্তিবাদ গাদাধরী)

প্রতিফুল্লক (ত্রি) প্রতিফুল্লতি বিকসতীতি প্রতি-ফুল্ল-ণ্বুল্। ২ প্রফুল্ল। (শব্দচ°) ২ পুষ্পযুক্ত।

প্রতিবদ্ধ (ত্রি) প্রতি বন্ধ-ক্ত। ১প্রতিবন্ধবিশিষ্ট, ব্যাহত। ২ বাধিত।

প্রতিবধ্য (ত্রি) প্রতি-বন্ধ-যৎ। প্রতিবন্ধনীয়, প্রতিবন্ধার্হ।

প্রতিবন্ধ (পুং) প্রতি বন্ধ-ঘঞ্। কার্য্যপ্রতিঘাত, বাধা, বিঘ্ন।

"স তপঃ প্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।"(রঘু ৮।৮০)

প্রতিবন্ধক (পুং) প্রতিবধ্নাতীতি প্রতিবন্ধ-ণ্বুল্। ১ বিটপ। (ত্রি) ২ প্রতিরোধক, বাধাজনক, ব্যাঘাতকারক।

"ত্যাগিনো নিষ্কলঙ্কস্য কো দোষোঽস্য মহীপতেঃ।
মমাপুণ্যস্য তন্নিন্দাং যস্ত্রেষ্ঠ্যঃ প্রতিবন্ধকম্ ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৩।১৯৯)

প্রতিবন্ধি (পুং) প্রতিবধ্নাত্যনেনেতি প্রতিবন্ধ-ইন্। অনিষ্টান্তর প্রসঞ্জক বাক্য, প্রতিবন্ধ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রতিবন্ধিকা (স্ত্রী) প্রতিবন্ধক-স্ত্রিয়াং টাপ্, কাপি অত ইত্বং। কারণীভূতাভাব প্রতিযোগিত্ব। প্রতিবন্ধক, কারণীভূত যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিতা।

"বলবদ্ বিষ্টহেতুত্বমতিঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধিকা।" (ভাষাপরি°)

২ অতিরিক্ত শক্তিনিরাশ। (অনুমানচিন্তা°)

প্রতিবন্ধু (পুং প্রতিরূপো বন্ধুঃপ্রাদিসমাসঃ। বন্ধুতুল্য দৌহিত্রাদি।

প্রতিবল (ত্রি) প্রতিগতং বলমস্য। ১ সমর্থ। ২ শক্ত। (ত্রিকাণ্ড) প্রতিরূপং বলং যস্য। তুল্যবল, সমান বল।

'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥" (চণ্ডী)

প্রতিবাণী (স্ত্রী) প্রতিরূপা বাণী। ১ প্রত্যুক্তি, প্রত্যুত্তর। ২ অনুপযুক্ত। ৩ অসুবিধাজনক। ৪ অমনোমত।

প্রতিবাধক (ত্রি) ১ বাধাজনক, বিঘ্নকর। ২ পীড়ক।

"এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ।" (রামায়ণ ১।২৯।২২)

প্রতিবাধন (ক্লী) প্রতি-বাধ-ল্যুট্। ১ বিঘ্ন। ২ পীড়া। ৩ বাধা। (ভাগব° ৫।২৪।২০)

প্রতিবাহু (পুং) প্রতিগতো বাহুং। ১ বাহুর অগ্র। ২ শ্বফল্কের পুত্রভেদ, অক্রূরের ভ্রাতা। (ভাগ° ৯।২৪।১৯)

প্রতিবীজ (ক্লী) নষ্টবীজ, যাহার উৎপাদিকা শক্তি নাই।

প্রতিবুদ্ধ (ত্রি) প্রতি-বুধ-কর্ত্তরি ক্ত। ১ জাগরিত। কর্ম্মণি-ক্ত। ২ জ্ঞাত। ৩ আলোচিত। ৪ উন্নত।

প্রতিবুদ্ধি (স্ত্রী) প্রতি-বুধ-ক্তিচ্। বিপরীত বুদ্ধি।

প্রতিবোধ (পুং) প্রতি-বুধ-ভাবে ঘঞ্। ১ জাগরণ। ২ জ্ঞান। কর্ত্তরি অচ্। ৩ জাগরিত। ৪ জ্ঞাতা। তস্য অপত্যং বিদাদিত্বাৎ অঞ্। প্রতিবোধ তদপত্য। যূনি তু হরিতাদিত্বাং ফক্। প্রতিবোধায়ন তদীয় যুবা অপত্য।

প্রতিবেদক, এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারিগণের উপাধি। সম্রাট্ অশোক (প্রিয়দর্শী) রাজ্যের যাবতীয় বার্ত্তা জ্ঞাপন জন্য ইহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

প্রতিবোধক (ত্রি) প্রতিবোধয়তীতি প্রতি-বুধ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ তিরস্কারকারক। ২ যিনি শিক্ষা দেন। ৩ প্রতিবোধকারী। ৪ জাগরণকারী। "বন্দিনঃ পর্য্যপাস্তিষ্ঠন্ পার্থিবং প্রতিবোধকাঃ।"

(রামায়ণ ২।৬৭।৩)

প্রতিবোধন (ত্রি) ১ প্রবোধন, জানান। (ভাগ° ৮।২৪।৫৩) (ক্লী) ২ জাগরণ।

প্রতিবোধবৎ (ত্রি) প্রতিবোধঃ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। প্রতিবোধযুক্ত।

প্রতিবোধিন্ (ত্রি) প্রতি-বুধ-ভবিষ্যতি ণিনি। ১ ভাবি প্রতিবোধযুক্ত। ২ শাস্ত্রপ্রতিবোধী।

প্রতিবোধিপুত্র (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

প্রতিভট (পুং) প্রতিকূলো ভটঃ প্রাদি সমাসঃ। প্রতিযোধ, যাহার সহিত প্রতিরূপ যুদ্ধ হয়।

প্রতিভয় (ত্রি) প্রতিগতং ভয়ং যত্র। ১ ভয়ঙ্কর।

"দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব বভূবুঃ শরসঙ্কুলাঃ।
তমসা পিহিতং সর্ব্বমাসীৎ প্রতিভয়ং মহৎ॥" (রামা° ৬৯০।৩৫)

(স্ত্রী) প্রতিগতং ভয়ং প্রাদিস°। ২ ভয়। (মেদিনী)

প্রতিভর্ত্তি (স্ত্রী) পিতামাতার ভরণপোষণ। (দিব্যাবদান ২।১৩)

প্রতিভা (স্ত্রী) প্রতি-ভাতি শোভতে ইতি প্রতি-ভা-কপ্ টাপ্। ১ বুদ্ধি। ২ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা। অসাধারণবুদ্ধিশক্তি।

"প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।" (রুদ্র)

প্রতিভায়তে ইতি প্রতি-ভ আতশ্চোপসর্গে। পা ৩৩।১০৬) ইতি অঙ্। ৩ দীপ্তি। ৪ সাদৃশ্য।

প্রতিভাগ (স্ত্রী) ১ প্রত্যেক ব্যক্তি রাজার নিজ ব্যবহারের জন্য যে ফল পুষ্পাদি দিয়া থাকে। (মনু ৮।২০৭) (অব্য°) ২ প্রত্যেকভাগ।

প্রতিভাগশস্ (অব্য) প্রত্যেক ভাগ।

প্রতিভাত (ত্রি) প্রতি-ভা-কর্ত্তরি ক্ত। ১ জ্ঞানে ভাসমান পদার্থ। ২ প্রদীপ্তিযুক্ত।

প্রতিভান (স্ত্রী) প্রতি-ভা-ল্যুট্। ১ বুদ্ধি। ২ প্রভা।

প্রতিভাকূট (পুং) বোধিসত্বভেদঃ।

প্রতিভানবৎ (ত্রি) প্রতিভান-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রতিভানযুক্ত।

প্রতিভান্বিত (ত্রি) প্রতিভয়া অন্বিতঃ। ১ প্রগলভ। ২ প্রত্যুৎপন্নমতিযুক্ত।

(পুং) শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি প্রকার মুখ্যগুণের অন্তর্গত গুণবিশেষ। "সদ্যঃ নবনবোল্লেখিজ্ঞানং স্যাৎ প্রতিভান্বিতঃ।" যাঁহার জ্ঞান সদ্যঃ নবনবোল্লেখী তাঁহাকেই প্রতিভান্বিত বলে। ইহার উদাহরণ—

'বাসঃ সম্প্রতিকেশব ক ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নম্বিদং,
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্গাত্রসংসর্গতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক ধূর্ত্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী-
ত্যেবং গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্ কৃষ্ণশ্চিরং পাতু বঃ॥"

প্রতিভামুখ (ত্রি) প্রতিভান্বিতং মুখমস্য। ১ প্রগলভ।

প্রতিভাবৎ (ত্রি) প্রতিভা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রতিভান্বিত, প্রাগলভ্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"আগচ্ছন্তীং সা দৃষ্ট্বা তাং কুমারনটিবো হঠাৎ
অগ্রহীদথ সাপ্যেনমবোচৎ প্রতিভাবতী॥" (কথাসরিৎ ৪।৩২)

প্রতিভাস (পুং) প্রতি ভাস-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রকাশ। কর্ত্তরি অচ্। ২ প্রকাশমান।

প্রতিভাসন (স্ত্রী) প্রতি-ভাস-ল্যুট্। প্রকাশন।

প্রতিভাহানি (পুং) প্রতিভায়াঃ হানিঃ। বুদ্ধিনাশ। (শব্দমালা)

প্রতিভূ (পুং) প্রতিরূপঃ প্রতিনিধির্বা ভবতীতি প্রতি-ভূ (ভুবঃ সংজ্ঞান্তরয়োঃ। পা ৩২।১৩৯) ইতি ক্বিপ্। লগ্নক, পারস্যভাষায় জামিন্। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণাদির মধ্যে বিশ্বাসের জন্য যিনি অবস্থিতি করেন, তাহাকে প্রতিভূ কহে।

"ধনিকাধমর্ণয়োরন্তরে যস্তিষ্ঠতি বিশ্বাসার্থং স প্রতিভূঃ।"
(সিদ্ধান্তকৌ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় প্রতিভূর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রতিভাব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যা বিতরস্য সুতা অপি॥" (যাজ্ঞ° ২।৫৪)

দর্শন, প্রত্যয় এবং দান এই ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য জামিন আবশ্যক। অর্থাৎ বিচারপতির নিকট 'আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিন আবশ্যক মতে আমি ইহাকে দেখাইয়া দিব' এইরূপ দর্শনের এবং কোন মহাজনকে 'আপনি ইহাকে ঋণ দিন, এই এই লোক আপনাকে ঠকাইবে না, এই লোক অতি বিশ্বাসী' এইরূপ বিশ্বাসের এবং 'ঐ ব্যক্তি না দিলে আমি দিব' এইরূপ দানের এই ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দর্শন এবং বিশ্বাস সম্বন্ধীয় প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে অর্থাৎ উভয়ে মিথ্যা কথা বলিলে রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন। কিন্তু যদি ইহাদের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের পুত্রাদিদ্বারা আর দেওয়াইতে পারিবেন না। যাহার জন্য প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে ঋণ পরিশোধ না করিলে প্রতিভূ উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করিবেন, যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তৎপুত্র ঐ ঋণশোধ দিবেন। দর্শন এবং প্রত্যয়ের প্রতিভূদিগের মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ যদি জামিনের অনুরূপ কার্য্য না করিতে পারে, তাহাতে তাহারা পাপী হইবে না। কিন্তু দানের প্রতিভূর পুত্র ঐ ঋণপরিশোধ না করিলে পাপী হইবে। যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া একজনের প্রতিভূ হয়, সেইরূপ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মিলিত হইয়া অধমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে ঋণ শোধ দিতে বাধ্য। প্রতিভূ সকলের সাক্ষাতে উত্তমর্ণ যাহা দিবে, অধমর্ণ-প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে। তবে স্ত্রীপশুর অধমর্ণ, স্ত্রীপশুপ্রদানকারী প্রতিভূকে সবৎস স্ত্রীপশু দিবে। ধান্যের অধমর্ণ তাহাকে তিন গুণ ধান্য, বস্ত্রের চতুর্গুণ বস্ত্র এবং রসের অধমর্ণ আটগুণ রস, প্রদান করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২ অ°)
[ইহার বিস্তৃত বিবরণ মনুর অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

প্রতিভেদ (পুং) প্রতি-ভিদ-ঘঞ্। প্রভেদ, ভিন্নতা প্রতি-রূপভেদ।

"ইত্যেব লেভে বৃত্তান্তঃ প্রতিভেদং ন কুত্রচিৎ।"(রাজতর°৬৮০)

২ আবিষ্কার। ৩ বিপথে লওন।

প্রতিভেদন (ক্লী) প্রতি-ভিদ-ভাবে ল্যুট্। ১ নেত্রাদির উৎপাটন। ২ ভেদন।

প্রতিভোগ (পুং) প্রতি-ভুজ-ঘঞ্। উপভোগ, সুখভোগ।

প্রতিম (ত্রি) প্রতিমাতীতি প্রতি-মা-ক। (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ১ উত্তরপদস্থ সদৃশবাচক, তুল্যত্ববাচক। যথা—জলদপ্রতিম। "স্যুরুত্তরপদে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমো নিভঃ।" এই শব্দ প্রায়ই উত্তরপদে ব্যবহার হইয়া থাকে।

"আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ম্।

যদ্দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন ভিদ্যতে॥" (রামা° ২।৫০।১৩)

প্রতিমণ্ডল (ত্রি) প্রতিরূপং মণ্ডলং, প্রাদিসমাসঃ। সূর্য্যাদি মণ্ডলের পরিধি, পরিবেশ। "তস্য মণ্ডলমধ্যাত্তু নিঃসৃতং প্রতিমণ্ডলম্।" (হরিব° ২০৩ অ°) (অব্য) মণ্ডলে মণ্ডলে প্রতিমণ্ডলমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ২ প্রত্যেক মণ্ডল।

প্রতিমৎস্য (পুং) জাতিবিশেষ। পুতিমৎস্য। (ভারত ভীষ্ম ৯।৫১)

প্রতিমন্ত্রণ (ক্লী) উত্তর দেওয়া।

প্রতিমর্শ (পুং) শিরোবস্তিবিশেষ। "জন্মপ্রভৃতি বালস্য প্রতিমর্ষো বিধীয়তে।" (রত্নমালা°) সুশ্রুতে লিখিত আছে—

ঔষধ অথবা ঔষধ সহযোগে পাক করা ঘৃতাদি নাসিকাদ্বারা প্রয়োগ করিলে তাহাকে নস্য কহে। নস্য দুইপ্রকার শিরোবিরেচন ও স্নেহন। এই দুইপ্রকার আবার পঞ্চপ্রকারে বিভাগ করা যায়। যথা—নস্য, শিরোবিরেচন, প্রতিমর্শ, অবপীড় ও প্রধমন। এই প্রতিমর্শ চতুর্দ্দশ কালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, দন্তধাবনের পর, গৃহ হইতে নির্গমনকালে, পুরীষ মূত্রত্যাগের পর, কবলগ্রহণ ও অঞ্জনপ্রয়োগের পর, ব্যায়াম, ব্যবায় বা পথভ্রমণের পর, অভুক্তকালে, বমনান্তে ও দিবানিদ্রার পর, এবং সায়ংকালে এই সকল সময়ই প্রতিমর্শের উপযুক্ত কাল। ইহাদের মধ্যে নিদ্রাভঙ্গে সেবন করিলে রাত্রিকালের নাসারন্ধ্রে সঞ্চিত মল পরিষ্কৃত ও মন প্রফুল্ল হয়। দন্তপ্রক্ষালনের পর সেবনে দন্ত দৃঢ় ও মুখ সুগন্ধযুক্ত হয়। গৃহ হইতে নির্গমনকালে সেবনে রজঃ ও ধূম প্রভৃতি নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। মলমূত্রত্যাগের পর সেবনে দৃষ্টির গুরুতা অপনীত হয়। অভুক্তকালে সেবনে স্রোতপথের বিশুদ্ধিতা ও লঘুতা, বমনান্তে সেবনে স্রোতপথসংলগ্ন শ্লেষ্মা সকল পরিষ্কৃত হইয়া অন্নে রুচি, দিবানিদ্রার পর সেবনে নিদ্রাজন্য গুরুত্ব ও মলনাশ এবং চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সায়ংকালে সেবন করিলে সুখে নিদ্রা ও উত্তম প্রবোধ হয়। নস্যে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া ঈষৎ টানিয়া লইলে যদি মুখ পর্য্যন্ত প্রসরণ করে, তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। ইহাতে কেবল মাত্র পরিমাণের ভেদ। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। (সুশ্রুত চিকি° ৪০ অ°) স্নেহযুক্ত নস্যের দ্রব্য নাক দিয়া ঈষৎ টানিলে উহা মুখমধ্যে আসিলে তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। নস্যের জন্য প্রতিমর্শ করিলে তাহাতে দোষ হয় না।

"ঈষদুৎসিংহনাৎ স্নেহো যাবদ্বক্ত্রং প্রপদ্যতে।

নস্যে নিষিক্তং তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্শং প্রমাণতঃ।

প্রতিমর্শঃ নস্যার্থং করোতি ন চ দোষবান্॥" (পরিভাষা)

প্রতিমল্ল (পুং) প্রতিকূলো মল্লঃ প্রাদিসমাসঃ। প্রতিযোধ।

প্রতিমা (স্ত্রী) প্রতিমীয়তে ইতি প্রতি-মা-অঙ্, ততষ্টাপ্। ১ অনুকৃতি। ২ গজদন্তবন্ধ। ৩ প্রতিবিম্ব।

"নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কং।" (রঘু ৭।৩৬) প্রতিমীয়তেঽনয়েতি করণে অঙ্। ৪ মৃদাদি নির্ম্মিত-দেব প্রভৃতির মূর্ত্তি। পর্য্যায়—প্রতিমান, প্রতিযাতনা, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া, অর্চ্চা, প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছন্দ, প্রতিনিধি, প্রতিকায়, প্রতিরূপ।

"গিরিপৃষ্ঠে তু সা তস্মিন্ স্থিতা স্বসিতলোচনা।

বিভ্রাজমানা শুশুভে প্রতিমেব হিরণ্ময়ী॥" (মহাভা° ১।১৭।২৭)

শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে মৃত্তিকা, শিলা ও স্বর্ণাদিদ্বারা দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই প্রতিমা ব্যক্ত ও স্থাপিত ভেদে দুই প্রকার। যাহা স্বয়মুৎপন্ন, তাহাই ব্যক্ত এবং যাহা মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহাই স্থাপিত প্রতিমা।

এই প্রতিমা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে দেবতাবিশেষে কিরূপ পার্থক্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কিরূপ মান হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মৎস্যপুরাণের প্রতিমালক্ষণ নামক ২৩২, ২৩৩ ও ২৩৪ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হইল না। [অন্যশাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দেবপ্রতিমা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দেবীপুরাণে লিখিত আছে,—ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিমার আরাধনাবিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়া প্রধান প্রধান সুরগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে কোন্ কোন্ প্রতিমার আরাধনা করিয়া কি কি রূপ বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে দেবেশ! পূর্ব্বে শম্ভু অক্ষমালা ধারণ করিয়া মন্ত্রশক্তিময়ী দেবীকে আরাধনা করেন, সেই জন্যই তিনি সকলের ঈশ্বর হইয়াছেন। আমি শৈলময়ী দেবীকে পূজা করি, সেই হেতু এই সুদুর্লভ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছি; বিষ্ণু সর্ব্বদাই ইন্দ্রনীলময়ী দেবীকে অর্চ্চনা করেন, তাই তিনি সনাতন বিষ্ণু

প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে বিশ্বেদেবগণ রৌপ্যময়ী, বায়ু পিত্তলময়ী, বসুগণ কাংস্যময়ী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পার্থিবময়ী, বরুণ স্ফটিকময়ী, অগ্নি অয়োময়ী, দিবাকর তাম্রময়ী, চন্দ্র মুক্তাময়ী, পন্নগগণ প্রবালময়ী, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ কৃষ্ণলোহময়ী, পিশাচগণ পিত্তল ও সীসকময়ী, গুহ্যকগণ ত্রিলোহময়ী এবং মাতৃকাগণ বজ্রলোহময়ী দেবীকে প্রতিনিয়ত ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বীয় পরম বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব হে ইন্দ্র! তুমিও যদি পরম গতি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মণিময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া শিবাদেবীকে আরাধনা কর। তাহা হইলেই তুমি সমুদায় অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে।'

উক্ত প্রতিমা সকল সর্ব্বপ্রকার প্রস্তর, শুভময় কাষ্ঠগৃহ এবং বলভীযুক্ত মণ্ডপে স্থাপন করাই প্রশস্ত। এই প্রতিমা স্থাপনকালে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও মাল্য আভরণাদি দ্বারা প্রথমে ইহার অধিবাস করিয়া পরে নানাবিধ বেদধ্বনি, বাদিত্র ও স্ত্রীকণ্ঠধ্বনি সহ স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ বিহিত উপকরণাদি দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমা স্থাপন করিবেন, তিনি ইহপরকালে অজস্র সুখলাভ করিয়া থাকেন। *

অগ্নিপুরাণমতে,—ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি ক্রিয়াবান্দিগের অগ্নিতে, মনীষীদিগের হৃদয়ে, স্বল্পবুদ্ধিদিগের প্রতিমায় ও জ্ঞানিগণের সর্ব্বত্রই বিরাজমান থাকি। অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্যক্তি অগ্নিতে, মনীষী হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধি মানব প্রতিমায় এবং জ্ঞানিগণ সর্ব্বত্রই আমার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

"অগ্নৌ ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাহং মনীষিণাম্।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামস্মি সর্ব্বতঃ॥" (অগ্নিপু°)

সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রত্ন, প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোহ ও সীসক সাধারণতঃ এই সকল ধাতু দ্বারাই সুন্দর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা প্রশস্ত। *

লক্ষণান্বিত মনোহর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মানব যদি পূজা করে, তবে অক্ষয় বিষ্ণুলোকে স্থান হইয়া থাকে।

"প্রতিমাং লক্ষণবতীং যঃ কুর্য্যাচ্চৈব মানবঃ।
কেশবস্য পরং লোকমক্ষয়ং প্রতিপদ্যতে॥" (অগ্নিপু°)

প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিবার কারণ তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥" (জ্ঞানসঙ্কলিনী)

সাধকদিগের সুবিধার জন্যই সেই চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিষ্কল ও অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। [অপরাপর বিবরণ দেবপ্রতিমা, জীর্ণোদ্ধার ও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র দ্রষ্টব্য।]

প্রতিমান (ক্লী) প্রতিমীয়তেঽনেনেতি প্রতি-মা-ল্যুট্। ১ প্রতিবিম্ব। ২ বাহিত্থের অধোভাগ, হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয়ের অন্তরাল স্থান। 'প্রতিমানং প্রতিচ্ছায়া গজদন্তান্তরালয়োঃ।' (বিশ্ব) ৩ হস্তীর ললাটদেশ। (ভারত ৬।৪৫।২৭ টীকায় নীলকণ্ঠ) ৪ সাদৃশ্য। "বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্" (ঋক্ ১।৩২।৭) 'প্রতিমানং সাদৃশ্যং' (সায়ণ) ৫ প্রতিনিধি। "নাস্য শত্রুর্নপ্রতিমানমস্তি" (ঋক্ ৬।১৮।১২) 'প্রতিমানং প্রতিনিধির্নাস্তি' (সায়ণ) ৬ দৃষ্টান্ত।

"যং সাধুগাথাসদসি রিপবোঽপি সুরা নৃপ।
প্রতিমানং প্রকুর্ব্বন্তি কিমুতান্যে ভবাদৃশাঃ॥" (ভাগ° ৭।৪।৩৫)

প্রতিমায়া (স্ত্রী) পঠ্যমান কবিতাবলী, স্মরণশক্তির পরিচয় দিবার জন্য যে সকল কবিতা পাঠ করা যায়। ২ প্রতিরূপ মায়া।

প্রতিমার্গক (পুং) প্রতিদিশং মার্গো গমনপন্থা যস্য। ১ পুরবিশেষ, ব্যোমচারিপুর। শৌভপুর। 'ব্যোমচারিপুরং শৌভমুদ্রঙ্কপ্রতিমার্গকঃ।' (জটাধর) (অব্য) প্রতিমার্গ, মার্গে মার্গে প্রতিমার্গমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ২ প্রত্যেক মার্গ।

প্রতিমালা (স্ত্রী) স্মরণশক্তি পরিচয় দিবার জন্য যে সেকল কবিতা পাঠ করা যায়।

প্রতিমাস (অব্য) মাসে মাসে প্রতিমাসমিত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেকমাস।

প্রতিমাস্য (পুং) জনপদ ও তজ্জনপদবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত ৬।৩৫৯)

প্রতিমিত্র (পুং) নৃপভেদ। (ভারত দ্রোণপ° ১০২ অঃ) (অব্য°) ২ প্রত্যেক মিত্র।

* "সর্ব্বশৈলেষ্টকাচ্ছোথং গৃহং বাস্তুবিভাজিতং।
বলভীমণ্ডপং বৎস। তাসান্তু স্থাপনে শুভং।
গন্ধনৈবেদ্যধূপেন বলিমাল্যবিভূষণৈঃ।
অধিবাসনপূর্ব্বান্তু স্থাপনীয়াস্তু তদ্বিদৈঃ।
বেদধ্বনিমহাঘোষৈঃ স্ত্রীসঙ্গীতোপশোভিতং।
কর্ত্তব্যং স্থাপনং তাসাং বহুবাদিত্রনাদিতং।
রাত্রৌ জাগরণং তত্র দেব্যাঃ পূজার্থবৃদ্ধয়ে।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্ব্বোপকরণান্বিতং।
বাপীকূপতড়াগাদি বাটিকাবনশোভিতং।
ঘণ্টাদর্পণদীপাদি দেয়ং দ্রব্যং নিরূপিতং।
ঘটিকা তত্র যন্ত্রাদি দিনসংখ্যার্থসিদ্ধয়ে।
কর্ত্তব্যা একমেকং বা যথা কালপরিচ্ছিদে।
অনেন বিধিনা যস্তু মাতরঃ স্থাপয়েন্নরঃ।
ইহাত্র পূজনীয়স্তু মৃতো যাতি পরাং গতিং॥"
(দেবীপু° মাতৃকাপ্রতিষ্ঠামহাত্ম্য)

* "সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী শুভা।
শৈলদারুময়ী বাপি লোহসীসময়ী তথা।
রীতিকা ধাতুযুক্তা বা তাম্রকাংস্যময়ী তথা।
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে॥" (মৎস্যপু°)

প্রতিমুকুল (অব্য) প্রত্যেক মুকুল।

প্রতিমুক্ত (ত্রি) প্রতিমুচ্যতে স্মেতি প্রতি-মুচ-ক্ত। ১ পরিহিত বস্ত্রাদি। ২ পরিত্যক্ত।

"গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার নতু মেদিনীম্॥" (রঘু ৪।৪৩)

৩ বদ্ধ। ৪ প্রতিনিবৃত্ত। ৫ বিচ্যুত। "নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু কৃমিঃ পতিতযাজকঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু ১৫।১) ৬ প্রত্যর্পিত।

প্রতিমুখ (ক্লী) সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকাঙ্গ সন্ধিভেদ।

"মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ।
ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে॥"(সাহিত্যদ' ৬ অ°)

মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি এই পাঁচটী নাটকের অঙ্গসন্ধি। নাটকের প্রতিমুখে বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, তাপন, নর্ম্ম, নর্ম্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্য্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার এই সকল প্রতিমুখের অঙ্গ অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিমুখ বর্ণিত হইবে, তথায় এই সকলের বর্ণনা করিতে হইবে। রতিভোগার্থ ইচ্ছার নাম বিলাস।

"সমীহা রতিভোগার্থা বিলাস ইতি কথ্যতে।" (সাহিত্যদ°)

ইহার উদাহরণ—

"কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।" শকুন্তলা)

প্রিয়া সুলভা নহে, তথাচ মন তাহাকে দর্শন করিতে নিতান্ত অভিলাষী। এই স্থলে রতিভোগার্থ ইচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা 'বিলাস' হইল। [এইরূপ পরিসর্প প্রভৃতির লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ পশ্চাদ্ভাগ। "ছিন্ননাস্যে ভগ্নযুগে তির্য্যক্ প্রতিমুখাগতে।
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ॥" (মনু ৮।২৯১)

প্রতিমুদ্রা (স্ত্রী) নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ।

প্রতিমুহূর্ত্ত (অব্য) প্রত্যেক মুহূর্ত, অনবরত।

প্রতিমূর্ত্তি (স্ত্রী) প্রতিরূপা মূর্ত্তিঃ, প্রাদিস°। দেবাদিমূর্ত্তি, সদৃশীমূর্ত্তি, আকৃতি, ছবি।

প্রতিমূষিকা (স্ত্রী) ইন্দুরবিশেষ।

প্রতিমোক্ষ (পুং) মোক্ষপ্রাপ্তি।

প্রতিমোক্ষণ (ক্লী) ১ মোক্ষপ্রাপ্তি। (কাম° ১৩।৪৪) ২ মোচন, ছেড়ে দেওয়া।

প্রতিমোচন (ক্লী) প্রতি-মুচ্-ল্যুট্। ১ বিমোচন, বন্ধনমোচন। ২ নির্যাতন। ৩ পরিধান।

প্রতিযত্ন (পুং) প্রতিযত্যতে ইতি প্রতি-যৎ প্রযত্নে (যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। ১ লিপ্সা, লাভেচ্ছা। ২ উপগ্রহ। ৩ নিগ্রহাদি। ৪ বন্দী, কয়েদী। ৫ গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার। ৬ সংস্কার।

"মুগন্ধিতামপ্রতিযত্নপূর্ব্বাং বিভ্রন্তি যত্র প্রমদায় পুংসাম্।" (মাঘ ৩।৫৪)

'যত্র পুরি ন প্রতিযত্নঃ সংস্কারঃ পূর্ব্বো যস্যাস্তাং।' (মল্লিনাথ)

৭ গ্রহণাদি। ৮ প্রতিগ্রহ। ৯ রচনা। (জটাধর) (ত্রি) ১০ প্রযত্নযুক্ত। 'প্রতিযত্নস্তু সংস্কারলিপ্সোপগ্রহণেষু চ।' (বিশ্ব)

প্রতিযাতন (ক্লী) প্রতি-যাত-ল্যুট্। বৈরনির্যাতন।

প্রতিযাতনা (স্ত্রী) প্রতিযাত্যতেঽনয়া ইতি প্রতি-যত-ণিচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ইতি যুচ্ ততষ্টাপ্। ১ প্রতিমা।

"অনির্বিদার্থা বিদধে বিধাত্রা পৃথ্বী পৃথিব্যা প্রতিযাতনেব।" (মাঘ ৩।৩৪)

প্রতিরূপা যাতনা প্রাদিসমাসঃ। ২ তুল্যরূপ যাতনা।

প্রতিযান (ক্লী) প্রতি-যা-ল্যুট্। প্রতিগমন। ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রতিযায়িন্ (ত্রি) প্রতি-যা-ভবিষ্যতি গম্যাদিত্বাৎ ণিনি। ভাবিযানযুক্ত, ভবিষ্যৎ যানযুক্ত।

"এতস্য সেনা দুর্দ্ধর্ষা সমরে প্রতিযায়িনঃ।" (ভা°৫।৫৭৭১ শ্লো°)

প্রতিযুদ্ধ (ক্লী) প্রতিরূপং যুদ্ধং প্রাদিসমাসঃ। তুল্যরূপযুদ্ধ, অনুরূপযুদ্ধ।

প্রতিযূথপ (পুং) তুল্যরূপ যূথপতি।

প্রতিযোগ (পুং) প্রতিযুজ্যতে ইতি প্রতিযুক্ত-ভাবে ঘঞ্। ১ বিরোধবিপক্ষতা। ২ বিরুদ্ধসম্বন্ধ। ৩ পুনরুদ্যোগ।

"ইতি ক্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ।" (ভাগ° ৪।১০।২২) 'প্রতিযোগঃ পুনরুদ্যোগঃ।' (স্বামী)

প্রতিযোগিক (ত্রি) প্রতিযোগযুক্ত। ২ নিকট সম্বন্ধযুক্ত।

প্রতিযোগিতা (স্ত্রী) প্রতিযোগিনঃ ভাবঃ, প্রতিযোগিন্-ভাবে তল্-স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম্ম, প্রতিযোগিত্ব।

"অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা।" (আচার্য্য)

বস্তুর অভাব-বিরহাত্মতার নাম প্রতিযোগিতা। 'স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষরূপা।' (দীধিতি)

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (ত্রি) প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম, যাহাতে প্রতিযোগিতা থাকে, তাদৃশধর্ম্ম।

প্রতিযোগিন্ (ত্রি) প্রতিরূপং যুজ্যতে ইতি প্রতি-যুজ-ঘিনুণ্। ১ বিরোধী। ২ প্রতিকূলসম্বন্ধযুক্ত।

'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী।' (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

যাহার যে অভাব সেই তাহার প্রতিযোগী। 'ঘটো নাস্তি' ঘট নাই, অভাবের প্রতিকূল সম্বন্ধবত্ত্বহেতু ঘটাদি তাহার প্রতিযোগী।

"সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যং।" (চিন্তা°)

সৎপ্রতিপক্ষ। "প্রতিযোগিনং দৃষ্ট্বা প্রতিযোগী নিবর্ত্ততে।" (প্রাচীনকারিকা)

প্রতিযোদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-যুধ-তৃচ্। প্রতিরূপ যোদ্ধা, তুল্যযোদ্ধা।

প্রতিযোধ (পুং) প্রতি-যুধ-ঘঞ্। প্রতিভট, প্রতিরূপ যোদ্ধা।

প্রতিযোনি (অব্য°) ১ প্রত্যেক যোনি। (শত° ব্রা° ১৪।৭।১।১৭) ২ উৎপত্তির অনুরূপ।

প্রতির (ত্রি) জঠরে চিরকালাবস্থান। (ঋক্ ৮।৪৮।১০)

প্রতিরথ (পুং) প্রতিকূলো রথো যস্য, প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রতিযোধ। ২ তংসুত্রাতা নৃপভেদ। (হরিব° ৩২ অঃ) ৩ যদুবংশীয় বজ্রাশ্বপুত্র। (হরিব° ১৬২ অঃ) (অব্য) ৪ প্রত্যেক রথ।

প্রতিরম্ভ (পুং) প্রতি-লম্ভ ভাবে ঘঞ্ লস্য র। প্রতিলম্ভ, লাভ। (দ্বিরূপকো°)

প্রতিরব (ক্লী) প্রতিরুবন্তি প্রতি-রু-কর্ত্তরি অচ্। ১ প্রাণ। (শুক্লযজুঃ ৩৮।১৫) ভাবে-অপ্। প্রতিকূলো রবঃ প্রাদিসমাসঃ। ২ প্রতিকূল শব্দ।

প্রতিরাজ (পুং) প্রতিপক্ষ রাজা, বিপক্ষ রাজা।

প্রতিরাজন্ (পুং) বিপক্ষ রাজা। (রামা° ১।৭০।২৭)

প্রতিরাত্র (অব্য°) প্রত্যেক রাত্রি।

প্রতিরাধ (পুং) ১ বাধা, বিঘ্ন। ২ অথর্ব্ববেদের মন্ত্রভেদ। (অথর্ব্ব ২০।১০৫।১-৩)

প্রতিরুদ্ধ (ত্রি) প্রতি-রুধ-ক্ত। ১ অবরুদ্ধ, আটক করা। ২ নিবারিত।

প্রতিরূপ (ক্লী) প্রতিগতং প্রতিকৃতং বা রূপমিতি প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রতিমা। "ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্।" (ত্রি) প্রতিগতং রূপমস্য। ২ অনুরূপ।) ভাগ° ৭।১০।২১) (পুং) ৩ দানববিশেষ। (ভারত ১।২২৭।৫১) ৪ প্রতিনিধি, তৎস্থানীয়। ৫ মেরুসাবর্ণির দুহিতা। (ভাগ° ৫।২।২৩)

প্রতিরূপক (ক্লী) প্রতিরূপ-স্বার্থে কন্। প্রতিবিম্ব।

"অগ্নিদৈর্গ্যদৈশ্চৈব প্রতিরূপককারকৈঃ।
শ্রেণী মুখ্যোপজাপেন বীরুধশ্ছেদনেন চ॥" (ভারত ১২।৫৯।৪৯)

প্রতিরূপ্য (ক্লী) সমরূপতা, তুল্যরূপতা। (ভাগ° ৭।১৪।৭ শ্লো°)

প্রতিরোদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-রুধ-তৃণ্। প্রতিরোধকারক।

প্রতিরোধ (পুং) প্রতিরুধ্যতেঽনেনেতি প্রতি-রুধ করণে ঘঞ্। ১ তিরস্কার। ২ নিরোধ। ৩ প্রতিবিম্ব। প্রতি-রুধ-কর্ত্তরি অচ্। ৪ সৎপ্রতিপক্ষ। "পক্ষসাধ্যসাধনা প্রসিদ্ধিস্বরূপাসিদ্ধিবাধপ্রতিরোধানাং নিরাসঃ।" (সব্যভিচার শিরোমণি)

প্রতিরোধক (পুং) প্রতিরুণদ্ধি প্রতিরুধ্য চৌর্য্যং করোতীতিপ্রতি-রুধ-ণ্বুল্। ১ প্রতিবন্ধক। ২ হটচোর, চলিত ডাকাইত ও চোর।

প্রতিরোধন (ক্লী) প্রতি-রুধ-ল্যুট্। প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধক।

"পিত্রে ন দদ্যাৎ শুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতুনাং প্রতিরোধনাৎ॥" (মনু ৯।৯৩)

প্রতিরোধিন্ (পুং) প্রতিরুণদ্ধীতি প্রতি-রুধ-ণিনি। প্রতিরোধস্তিরস্কারোঽস্ত্যস্যেতি বা প্রতিরোধ-ইনি। ১ প্রতিবন্ধক। ২ চোর, প্রতিরোধ করিয়া হটকারী চোর।

প্রতিরোধিত (ত্রি) প্রতি-রুধ-ণিচ্ ক্ত। ১ নিবারিত। ২ ব্যাহত।

প্রতিলক্ষণ (ক্লী) চিহ্ন। "বদ্ধা চ ভ্রুকুটীং বক্ত্রে ক্রোধস্য প্রতিলক্ষণং।" (ভা° ৭।৭৬২ শ্লো°)

প্রতিলভ্য (পুং) প্রতি-লভ-যৎ। প্রাপ্তিযোগ্য, যাহা লাভের যোগ্য। (ভাগ° ৮।৩।১১)

প্রতিলম্ভ (পুং) প্রতি-লম্ভ-ভাবে-ঘঞ্। ১ লাভ। পর্য্যায়—লম্ভন। (হেম) স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিলম্ভা, ও প্রতিলম্ভিকা পদসিদ্ধ হয়।

প্রতিলাভ (পুং) প্রতি-লভ-ঘঞ্। পুনরায় প্রাপ্তি, লাভ।

প্রতিলিঙ্গ (অব্য) প্রত্যেক লিঙ্গ। (রাজতর° ২।১২৩)

প্রতিলিপি (স্ত্রী) প্রতিরূপ লিপি। প্রত্যুত্তর।

প্রতিলোম (ত্রি) প্রতিগতং লোম আনুকূল্যং। (অচ্ প্রত্যন্বব-পূর্ব্বাৎ সামলোম্নঃ। পা ৫।৪।৭৫) ইতি সমাসান্তোঽচ্ প্রত্যয়ঃ। বাম, প্রতিকূল, বিপরীত।

"বহূনি প্রতিলোমানি পুরা স কৃতবান্ ময়ি।
কৃষ্ণো নারদ সোঢ়ানি ভ্রাতেতি স্ম মরানঘ॥"(হরিবংশ১২৭।১৪)

২ বিলোম, ব্যৎক্রম, উল্টা।

প্রতিলোমক (পুং) প্রতিলোম-স্বার্থে কন্। ১ বিপরীত, বাম। ২ লোমের বিপরীত।

প্রতিলোমজ (ত্রি) প্রতিলোমাৎ জায়তে ইতি প্রতিলোম-জন-ড। উত্তমবর্ণা স্ত্রীতে অধমবর্ণ পুরুষ হইতে জাত। প্রতিলোম ক্রমে যাহাদের উৎপত্তি হয়, তাহারা সংকীর্ণ জাতি, এই জাতি অতি নিকৃষ্ট।

"সংকীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥" (মনু ১০ অ°)

মনুতে লিখিত আছে—পরস্পরের আসক্তিবশতঃ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই সঙ্করজাতি অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ। এই সঙ্করজাতির মধ্যে চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ছয়টী প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ।

শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এইরূপ বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে সঞ্জাত সূত ইহাদেরও পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এই সকল জাতি নরাধম। (মনু ১০ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে,—প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্য্যগণের নিন্দিত। প্রতিলোমাসম্ভূতগণের মধ্যে শূদ্রোৎপাদিত বৈশ্যাপুত্র আয়োগব, বৈশ্যোৎপাদিত ক্ষত্রিয়াপুত্র

পুক্কস, শূদ্রোৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র চণ্ডাল, বৈশ্যোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র বৈদেহক, ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র সূত। এই সকল প্রতিলোমজ সঙ্করজাতির সাঙ্কর্য্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল জাতির মধ্যে আয়োগবদিগের রজাবতরণ, পুক্কসদিগের ব্যাধত্ব, মাগধদিগের স্তবপাঠ, চণ্ডালদিগের বধ্যবধ অর্থাৎ জল্লাদের কার্য্য, বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও স্ত্রীজীবন এবং সূতদিগের অশ্বসারথ্য এই সকল বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রামবহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ইহাই চণ্ডালদিগের বিশেষত্ব। (বিষ্ণুস° ১৬ অ°) [প্রতিলোমজ জাতির বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রতিলোমতস্ (অব্য) প্রতিলোম-তস্। প্রতিলোমক্রমে, প্রতিলোমরূপে।

"তাবুভাপ্যসংকার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ॥" (মনু ৯।৬৮)

প্রতিবক্তব্য (ত্রি) প্রতি-বচ-তব্য। প্রত্যুত্তর যোগ্য, প্রত্যুত্তরের উপযুক্ত।

প্রতিবচন (ক্লী) প্রতিরূপং বচনং প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রতিবাক্য। ২ উত্তর। ৩ বিরুদ্ধবাক্য। (ত্রিকা°)

"ন দদাতি প্রতিবচনং বিক্রয়কালে শঠোবণিগ্‌মৌনী।
নিক্ষেপপাণিপুরুষং দৃষ্ট্বা সম্ভাষণং কুরুতে॥" (কলাবিলাস ২।৯)

৪ প্রতিনির্দ্দেশ। (নিরুক্ত ৬।৩।৬)

প্রতিবচস্ (ক্লী) প্রতিরূপং বচঃ। প্রত্যুত্তর। "ভজ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী।" (দেবীভাগ° ১।১১।৫৪)

প্রতিবৎ (ত্রি) প্রতি অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। প্রতিশব্দযুক্ত।

প্রতিবৎসর (অব্য) বৎসরে বৎসরে প্রতিবৎসরমিত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেক বৎসরে।

প্রতিবন (অব্য) প্রত্যেক বনে।

প্রতিবর্ণিক (ত্রি) ১ অনুরূপ বর্ণসম্বন্ধী। ২ তুল্যবর্ণযুক্ত।

প্রতিবর্ত্তন (ক্লী) প্রতি-বৃত-ল্যুট্। ফিরে আসা, প্রত্যাগমন।

প্রতিবর্ত্মন্ (ত্রি) ভিন্নপথাবলম্বী, প্রতিকূলপ্রথানুচারী। (অথর্ব্ব ১০।১।৯)

প্রতিবর্দ্ধিন্ (ত্রি) প্রতি-বৃধ-ণিনি। তুল্যবলশালী, সমকক্ষ। "দ্বিষতাং প্রতিবর্দ্ধিনী" (মহাভা° ২।১৯৭)

প্রতিবসতি (অব্য) প্রত্যেক গৃহে।

প্রতিবসথ (পুং) গ্রাম। (হেম)

প্রতিবস্তু (স্ত্রী) প্রতিরূপং বস্তু প্রাদিসমাসঃ। তুল্যরূপ বস্তু, সদৃশপদার্থ।

প্রতিবস্তূপমা (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। যে স্থলে পদার্থদ্বয়ে উপমান ও উপমেয়ভাব না থাকিলেও পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যস্ত থাকে, তথায় এই অলঙ্কার হয়। ইহার লক্ষণ—

"প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ।
একোঽপি ধর্ম্মঃ সামান্যো যত্র নির্দ্দিশ্যতে পৃথক্॥"(সাহি°১০।১২৩)

উদাহরণ—"ধন্যাসি বৈদর্ভি গুণৈরুদারৈর্যয়া সমাকৃষ্যত নৈষধোঽপি
ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়া যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি॥"
(সাহিত্যদ° ১০ প°)

হে বৈদর্ভি! তুমি ধন্যা, যেহেতু উদার গুণসমূহদ্বারা তুমি নলকেও আকৃষ্ট করিয়াছ। চন্দ্রিকা সমুদ্রকে যে তরঙ্গাকুল করিয়া তুলে, ইহা আর তাহার স্তুতি কি? অর্থাৎ তোমার গুণে যে নল আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই স্থলে উত্তরলীকরণ ও সমাকর্ষণ এই দুইটী একই; কিন্তু ভিন্নবাক্যদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইল। এই অলঙ্কার মালাকার, অর্থাৎ দুইটী বাক্য না হইয়া যদি বিভিন্নশব্দ দ্বারা অনেক বাক্যগত একীকরণ হয়, তাহা হইলেও প্রতিবস্তূপমা হইবে। সাহিত্যদর্পণে ইহার উদাহরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"বিমল এব রবিবিশদঃ শশীপ্রকৃতিশোভন এব হি দর্পণঃ।
শিবগিরিঃ শিবহাসসহোদরঃ সহজসুন্দর এব হি সজ্জনঃ॥"

বৈধর্ম্ম দ্বারাও এই অলঙ্কার হইবে। ইহার সহিত দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের এইরূপ ভেদ আছে। যথা—"দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনং। সধর্ম্মস্যেতি প্রতিবস্তূপমাব্যবচ্ছেদঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

যে স্থলে অসমান ধর্ম্মদ্বারা দুই বা বহুবাক্যগত একীকরণ হয়, তথায় প্রতিবস্তূপমা এবং যে স্থলে সমান ধর্ম্মদ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্বন হয়, তথায় দৃষ্টান্ত।

প্রতিবহন (ক্লী) প্রতি-বহ-ল্যুট্। পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া।

প্রতিবাক্য (ক্লী) ১ প্রতিরূপ বাক্য। ২ উত্তর প্রত্যুত্তর। ৩ প্রতিধ্বনি।

প্রতিবাচ্ (স্ত্রী) প্রতিরূপা বাক্। উত্তর।

"লাঙ্গুলচালনং ক্ষ্বেড়া প্রতিবাচো নিবর্ত্তনম্।
দন্তদর্শনমারাবস্তুতো যুদ্ধং প্রবর্ত্তিত॥" (ভারত ৫।৭২।৭১)

প্রতিবাণি (স্ত্রী) প্রতিরূপা বাণিঃ প্রাদিস°। ১ উত্তর, প্রত্যুত্তর। ২ প্রতিকূলবাক্য। ৩ সমানার্থকবাক্য। ৪ প্রতিধ্বনি।

প্রতিবাত (ত্রি) প্রতিগতঃ বাতো যতঃ, প্রাদিসমাসঃ। যে দিক্ হইতে বায়ু আইসে সেই দিক্। (অব্য) ২ বাতাভিমুখ্য, বায়ুর প্রতিকূল। "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।"(শকু°)

প্রতিবাদ (পুং) প্রতি-বদ-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রতিকূলে উক্তি, বিরুদ্ধে বলা। ২ আপত্তি।

প্রতিবাদিন্ (ত্রি) প্রতিবাদোঽস্যাস্তীতি ইনি, বা প্রতিকূলং বদতীতি প্রতি-বদ-ণিনি। ১ বাদিপ্রযুক্ত ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্য যাহারা বলে। যথা—একজন বলিল 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত, বাদীর এই বাক্যে সাধ্য সিদ্ধি হইলেও ইহাতে যদি কেহ কেহ 'পর্ব্বতো ন বহ্নিমান্ পাষাণময়ত্বাৎ' পাষাণময়ত্ব হেতু পর্ব্বত বহ্নিমান্ নহে, এইরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তবে তাহাদিগকে প্রতিবাদী কহে। ২ প্রতিপক্ষ, আসামী।

"যদা ত্বেবংবিধঃ পক্ষঃ কল্পিতঃ পূর্ব্ববাদিনা।

দদ্যাত্তৎ পক্ষসম্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরম্॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

প্রতিবাপ (পুং) প্রতি-বপ-ঘঞ্। ১ কষায় ঔষধে চূর্ণাদি প্রক্ষেপ। বৃক্ষমূলাদির কাথ নিষ্কাশনের পর ঐ কাথের সহিত যে দ্রব্য মিশ্রিত করা যায়। ২ কল্ক। (সুশ্রুতচি° ২৩ অ°) ৩ ধাতুভস্মীকরণ। ৪ পানীয় ঔষধবিশেষ। (চক্রদত্ত)

প্রতিবার (পুং) প্রতি-বৃ-ঘঞ্। নিবারণ। প্রতিষেধ।

প্রতিবারণ (ত্রি) প্রতি-বারি কর্ত্তরি-ল্যু। ১ নিবারক। (পুং) ২ দৈত্যভেদ। ৩ মত্তহস্তী। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ নিবারণ।

প্রতিবার্ত্তা (স্ত্রী) প্রতিরূপা বার্ত্তা। প্রত্যুত্তর স্থানীয় বৃত্তান্তভেদ।

প্রতিবার্য্য (ত্রি) প্রতি-বৃ-ণ্যৎ। নিবারণীয়।

প্রতিবাশ (ত্রি) প্রতিবাদ, বাক্‌বিতণ্ডা। (পার° গৃ° ৩।১৩)

প্রতিবাসর (পুং) প্রতিগতো বাসরং। ১ প্রতিদিন, তদ্দিন। (হারা°) (ক্লী) বাসরে বাসরে প্রতিবাসরং। প্রতিদিন।

"ভূতেশবর্দ্ধমানেশবিজয়েশানপশ্চতঃ।

নিয়মো রাজকার্য্যেষু তস্যাভূৎ প্রতিবাসরম্॥"(রাজতর° ২।১২৭)

প্রতিবাসিন্ (ত্রি) প্রত্যাসন্নং বসতীতি প্রতি-বস-ণিনি। আসন্ন-গৃহী, নিকটস্থায়ী, নিকটস্থ গৃহস্থ, চলিত পড়সী।

প্রতিবাসুদেব (পুং) জৈনদিগের মতে বিষ্ণুর ৯ জন শত্রু।

প্রতিবাহ (পুং) অক্রূরের অনুজ, শ্বফল্কের পুত্র। (হরিব° ৩২অঃ)

প্রতিবিগত (পুং) বিপরীতে প্রস্থিত। (দিব্যা° ৫৭৩।৪)

প্রতিবিধান (ক্লী) প্রতি-বি-ধা-ল্যুট্। ১ প্রতিকার। ২ প্রকৃতির উপপাদনের জন্য উপায় অবলম্বন।

প্রতিবিধি (পুং) বিধীয়তে বি-ধা-কি, প্রতিরূপ বিধি, প্রতিবিধান। (ভাগ° ৮।১[illegible]২)

প্রতিবিধিৎসা (স্ত্রী) প্রতিবিধাতুমিচ্ছা প্রতি-বিধা-সন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রতিকারের ইচ্ছা, প্রতিবিধানের ইচ্ছা।

প্রতিবিধেয় (ত্রি) প্রতি-বি-ধা-যৎ। প্রতিবিধানের যোগ্য, প্রতিকারার্হ।

প্রতিবিন্ধ্য (পুং) ১ দ্রৌপদীর গর্ভসম্ভূত যুধিষ্ঠিরের পুত্র।

প্রতিবিমুদন (পুং) পরিত্রাণপ্রাপ্তি। বিমুক্ত হওন। (দিব্যা° ৩৪।২১)

প্রতিবিভাগ (পুং) প্রতি-বি-ভজ ঘঞ্। প্রত্যেক বিভাগ।

প্রতিবিম্ব, নামধাতু, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ প্রতিবিম্বতি। লুঙ্ অপ্রতিবিম্বীৎ। কাহারও মতে প্রত্যবিম্বীৎ।

প্রতিবিম্ব (পুং ক্লী) প্রতিরূপং বিম্বং প্রাদিস°। ১ প্রতিমা। ২ প্রতিচ্ছায়া। বিম্বানুরূপ প্রতিচ্ছায়াযুক্ত।

"চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।

ততো রজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥" (পঞ্চদশী ১।১৫)

প্রতিবিম্বন (ক্লী) প্রতিবিম্ব, নামধাতু ভাবে ল্যুট্। অনুকরণ, স্বচ্ছপদার্থে অনুরূপ আকৃতিপতন।

"দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্।" (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

প্রতিবিম্ববাদ (পুং) প্রতিবিম্বস্য বাদঃ ৬তৎ। জীবের ঈশ্বর-প্রতিবিম্বতা-স্থাপনার্থ বাদ। ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়, জীব ইহার প্রতি-বিম্ব। বৈদান্তিকদিগের মতে জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ কল্পনা দুই প্রকারে হইতে পারে, এক প্রতিবিম্বরূপে, অপর তত্তদবচ্ছিন্ন ভাব দ্বারা। বেদান্তশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

[বেদান্তদর্শন ও ব্রহ্ম শব্দ দেখ।]

প্রতিবিম্বিত (ত্রি) প্রতিবিম্বোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। জাতপ্রতিবিম্ব দর্পণাদি, প্রতিফলিত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন মুখাদি।

প্রতিবিরক্তি (ত্রি) প্রতি-বি-রম-ক্তিন্। ১ বৈরাগ্য, প্রত্যেক বস্তুর প্রতি বিরক্তি। ২ বিরাম।

প্রতিবিরুদ্ধ (ত্রি) বিদ্রোহভাবাপন্ন, বিরুদ্ধাচারী। (দিব্যা° ৪৪৫।২৪)

প্রতিবিশেষ (পুং) বিশেষ ঘটনা।

প্রতিবিশিষ্ট (ত্রি) প্রতি-বি-শাস-ক্ত। উৎকৃষ্ট।

প্রতিবিশ্ব (ত্রি) বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ।

প্রতিবিষা (স্ত্রী) প্রতীপং বিষং যস্যাঃ। অতিবিষা, আতাইচ।

"মহৌষধং প্রতিবিষা মুস্তং চৈত্যামপাচনাঃ।"

(সুশ্রুত উ° ৪০ অঃ)

প্রতিবিষয় (পুং) শব্দাদি প্রত্যেক বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। (সাংখ্যকা° ৫ অঃ)

প্রতিবিষ্ণু (ক্লী) বিষ্ণুং বিষ্ণুং প্রতি। প্রত্যেক বিষ্ণুর প্রতি। (পুং) ২ বিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বী, মুচুকুন্দ রাজা।

প্রতিবিষ্ণুক (পুং) প্রতিগতো বিষ্ণুর্যস্মিন্নিতি, প্রতিবিষ্ণুর্মুচু-কুন্দো নৃপতিঃ, তন্নাম্না কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। মুচুকুন্দ বৃক্ষ। 'মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ।' (রাজনি°) ২ ক্ষীরিণী ভেদ। (বৈদ্যকনি°)

প্রতিবীক্ষণীয় (ত্রি) প্রতি-বি-ঈক্ষ-অনীয়র্। প্রতিবীক্ষণের যোগ্য, দর্শনযোগ্য।

প্রতিবীজ (ক্লী) তারনাগাভ্র হেমকৃত পারদনিবন্ধন দ্রব্য।

"নাগাভ্রং বাহয়েত্তারে হেম্নি চ দ্বাদশে গুণে।

প্রতিবীজমিদং শ্রেষ্ঠং পারদস্ত নিবন্ধনং ॥" (রসেন্দ্রচিন্তা° ৩অঃ)

প্রতিবীর (পুং) ১ সমকক্ষবীর। ২ তুল্যশত্রু।

প্রতিবীর্য্য (ত্রি) প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন।

প্রতিবৃত্তি (অব্য°) শব্দের হ্রস্বদীর্ঘমাত্রা। (ঋক্‌প্রাতি° ১৩।১৮)।

প্রতিবৃষ (পুং) উন্মত্ত বৃষ।

প্রতিবেদ (অব্য) প্রত্যেক বেদে যাহা আছে।

প্রতিবেদশাখ (অব্য) বেদের প্রত্যেক শাখাতে।

প্রতিবেল (অব্য) প্রত্যেক বেলাতে, প্রতিমুহূর্ত্তে।

প্রতিবেশ (পুং) প্রত্যাগতো বেশো নিবেশঃ প্রতিবিশন্ত্যত্রেতি আধারে ঘঞ্ বা। ১ প্রতিবাসিগৃহ, আসন্নস্থিত গৃহীদিগের গৃহ। (শব্দর°) (ত্রি) ২ আসন্নবর্ত্তী। "ক্ষেত্রস্য পতিং প্রতিবেশমীমহে।" (ঋক্ ১০।৬৬।১৩) 'প্রতিবেশং সমীপে বর্ত্তমানং।' (সায়ণ)

প্রতিবেশবাসিন্ (ত্রি) প্রতিবেশং বসতীতি বস-ণিনি। প্রতিবাসী।

"নো জানে প্রতিবেশবাসিনি গুরো কিং ভাবি সম্ভাবিতং।" (অলঙ্কারকৌ°)

প্রতিবেশিন্ (ত্রি) প্রতিবেশ আসন্নবর্ত্তিগৃহমস্ত্যস্তীতি ইনি। প্রতিবাসী, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ। "দৃষ্ট্বা প্রভাতসময়ে প্রতিবেশিবর্গো দোষাংশ্চ মে বদতি কর্ম্মণি কৌশলঞ্চ।" (মৃচ্ছকটিক ৩ অঙ্ক)

প্রতিবেশ্মন্ (ক্লী) প্রতিবাসীর গৃহ।

প্রতিবেশ্য (পুং) প্রতিবাসী।

প্রতিবৈর (ক্লী) প্রতিহিংসা, অপকারের প্রত্যপকার।

প্রতিবোঢ়ব্য(ত্রি) প্রতি-বহ-তব্য। প্রতিবহনীয়, প্রতিবহনযোগ্য। "ন রক্ষং প্রতিবোঢ়ব্যং যন্ময়ং ক্ষয়মাবহেৎ।" (রামা° ৩।৫৫।২৭)

প্রতিব্যূহ (পুং) প্রতিরূপঃ ব্যূহঃ, প্রাদিস°। সৈন্যবিন্যাসের প্রতিরূপ ব্যূহ।

প্রতিব্যোম (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।১২।১০)

প্রতিশঙ্কা (স্ত্রী) সর্ব্বদাই শঙ্কা বা ভীতি।

প্রতিশত্রু (পুং) প্রতিপক্ষ শত্রু। (অথর্ব্ব ৪।২২।৭)

প্রতিশব্দ (পুং) প্রতিরূপঃ শব্দঃ প্রাদিস°। ১ প্রতিধ্বনি। ২ শব্দানুরূপ, শব্দজন্য শব্দভেদ।

প্রতিশব্দগ (ত্রি) শব্দানুসারে গমনকারী।

প্রতিশম (পুং) মুক্তি, নাশ।

প্রতিশময্য (পুং) যথানিযুক্ত। সৎপথে স্থাপনার্হ। (দিব্যা° ৫২।২৫)

প্রতিশয়ন (ক্লী) প্রতি-শী-ভাবে-ল্যুট্। প্রতিবাপ, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রত্যাদেশকামনায় দেবোদ্দেশে স্নানভোজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন, চলিত হত্যা দেওয়া।

প্রতিশয়িত (ত্রি) প্রতি-শী-ক্ত। প্রতিশয়নকারী।

প্রতিশর (পুং) খণ্ড খণ্ডকরণ, বিচূর্ণীকরণ।

প্রতিশরণ (পুং) স্বকর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন। (দিব্যা° ৩২৭।২২)

প্রতিশশিন্ (পুং) চন্দ্রের প্রতিবিম্ব।

প্রতিশাখ (অব্য) বেদের প্রত্যেক শাখাতে।

প্রতিশাপ (পুং) প্রত্যভিসম্পাত।

প্রতিশাসন (ক্লী) প্রতি-শাস্-ভাবে ল্যুট্। আহ্বান করিয়া ভৃত্যাদিকে কার্য্যে প্রেরণ। (অমর)

প্রতিশিষ্য (পুং) শিষ্যানুশিষ্য। (দিব্যাবদান ৫৩।১৪)

প্রতিশিষ্ট (ত্রি) প্রতিশাস্-ক্ত। ১ প্রেষিত। ২ প্রত্যাখ্যাত। (ত্রিকা°)

প্রতিশীবন (ত্রি) ১ বিরামস্থল। স্ত্রিয়াং প্রতিশীবরী। "সন্ধ্যব প্রতিশীবরী ভূমিস্ত্বোপস্থ আধিতঃ" (তৈত্তি° স° ।১।৪।৪০।১)

প্রতিশুক্র (অব্য) শুক্রগ্রহের অভিমুখে। (রামা° ৫।৩৮।২৬)

প্রতিশ্যা (স্ত্রী) প্রতিশ্যায়তে ইতি প্রতি-শ্যৈঙ্ গতৌ (আত-শ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক-টাপ্। প্রতিশ্যায়।

প্রতিশ্যায় (পুং) প্রতিক্ষণং শ্যায়তে প্রতি-শ্যৈন্ (শ্যাদ্ব্যধাস্রু সংস্রবতীণেতি। পা ৩।১।১৪১) ইতি ণ। নাসারোগাবশেষ। ইহার লক্ষণ সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি বা ধূমপ্রবেশ, অধিক বাক্য-কথন, ক্রোধ, ঋতুবিপর্য্যয়, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতল জলের অধিক ব্যবহার, শৈত্যক্রিয়া, হিমলাগান, অধিক মৈথুন ও রোদন প্রভৃতি কারণে মস্তকস্থিত কফ ঘনীভূত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া সদ্যঃপ্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। আর বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত ভাবে ক্রমশঃ মস্তকে সঞ্চিত এবং স্ব স্ব কারণে কুপিত হইলে কালান্তরে প্রতিশ্যায় রোগ জন্মে।

এই রোগের পূর্ব্বলক্ষণ—প্রতিশ্যায় হইবার পূর্ব্বে হাঁচি, মাথাভার, স্তব্ধতা, অঙ্গমর্দ্দন, রোমাঞ্চ, নাসিকা হইতে ধূমনির্গম-নের ন্যায় অনুভব, তালুজ্বালা ও নাক মুখ দিয়া জলস্রাব, সর্ব্বদা লোমহর্ষণ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরোগ বায়ু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষজ হইয়া থাকে।

প্রতিশ্যায় রোগ বায়ুজন্য হইলে নাসারন্ধ্র শুষ্ক, অবরুদ্ধ এবং অল্পস্রাববিশিষ্ট এবং গল, তালু, ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, শঙ্খদ্বয় তোদ-বিশিষ্ট অর্থাৎ দুই রগ টনটন্ করে এবং স্বর উপহত হয়। পিত্তজন্য হইলে নাসিকা হইতে ঈষৎ পীতবর্ণ উষ্ণ আস্রাব এবং গাত্রসন্তাপ হয়। রোগী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ ও তৃষ্ণাতুর হইয়া থাকে এবং ধূমসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় বমন করে। কফজ হইলে নাসিকা হইতে শুক্লবর্ণ শীতল কফ মুহুর্মুহু স্রাবিত হয়, নেত্রদ্বয় শুক্লবর্ণ ও ফুলিয়া উঠে, মস্তক ও মুখ ভারবোধ হয় এবং মস্তক গলদেশ, পৃষ্ঠ ও তালুদেশে সড়সড় করে। ত্রিদোষজ হইলে

রোগ পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া পক হউক বা না হউক পুনঃ পুনঃ আপনা হইতে নিবৃত্তি পায় এবং অপীনস রোগের সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। রক্তজন্য হইলে রক্তস্রাব, চক্ষু তাম্রবর্ণ এবং বক্ষঃস্থল আহত হওনের ন্যায় বেদনা, নিঃশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিনাশ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ও পরিণাম—যে কোন প্রতিশ্যায়ে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘ্রাণশক্তির লোপ, এবং নাসিকারন্ধ্র কখন আর্দ্র কখন শুষ্ক, কখন বন্ধ, কখন বিবৃত হইলে, তাহা দুষ্ট ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাকালে চিকিৎসা না হইলে প্রতিশ্যায় দুষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহাতে শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি জন্মিতে পারে, ঐরূপ কৃমি হইলে কৃমিজ শিরোরোগের লক্ষণসমূহই প্রকাশিত হয়। প্রতিশ্যায় গাঢ়তর হইলে ক্রমশঃ বাধির্য্য, নেত্রহীনতা বা নানাবিধ উৎকট নেত্ররোগ, ঘ্রাণনাশ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—সদ্যোজাত বা অভিনব প্রতিশ্যায় ব্যতীত সকল প্রকার প্রতিশ্যায়রোগে ঘৃতপান, বিবিধপ্রকার স্বেদ ও বমন এবং অধিক দিনের হইলে অবপীড়ন প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। প্রতিশ্যায় পাকিয়া না উঠিলে তাহা পাকাইবার জন্য স্বেদ-প্রয়োগ, হিম না হয় এইরূপ দ্রব্য অম্লসহযোগে ভোজন, অথবা দুগ্ধ এবং আর্দ্রক, ইক্ষুবিকার (গুড় প্রভৃতি) সহযোগে সেবন কর্ত্তব্য। প্রতিশ্যায় পাকিয়া ঘন বা অবলম্বিত হইলে শিরো-বিরেচন দ্বারা নির্গত করাইবে। সদ্বৈদ্য দোষ ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিরেচন, আস্থাপন, ধূমপান ও কবলগ্রহণ প্রয়োগ করিবেন। প্রতিশ্যায়রোগে বায়ুশূন্য স্থানে শয়ন, উপ-বেশন, অঙ্গচালনাদি ক্রিয়া, মস্তকদেশে গুরু এবং উষ্ণ বস্ত্রবন্ধন, ধূমসহযোগে তীক্ষ্ণশিরোবিরেচন, রুক্ষপলান্ন এবং সিদ্ধি সেবন উপকারজনক। শীতলজলপান, স্ত্রীসঙ্গ, চিন্তা, অতিশয় রুক্ষ অন্নসেবন, বেগধারণ এবং নূতন মদ্যসেবন প্রতিশ্যায় রোগীর পক্ষে বিশেষ অপকারক। বমন, অঙ্গের অবসাদ, জ্বর, অরুচি, অরতি এবং অতীসার এই সকল উপদ্রবে লঙ্ঘন, পাচন, অগ্নি-দীপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ঔষধ এবং আহারের নিয়মদ্বারা উপদ্রব সকল প্রতিকার করা বিধেয়।

বাতিক জন্য প্রতিশ্যায় হইলে বিদার্য্যাদিগণ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে পঞ্চলবণ মিশ্রিত করিবে, সেই ঘৃত নস্য, পান ও ধূম প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্ত বা রক্ত জন্য হইলে কাকোল্যাদিগণযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন অথবা শীতল পরিষেচন ও প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। সর্জ্জরস, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, মধু, শর্করা, দ্রাক্ষা, মৌরী, গাম্ভারী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য কবলে (কুলকুচা) এবং মধুরগণ বিরেচনযোগে প্রযোজ্য। ধববৃক্ষের ত্বক্, ত্রিফলা, শ্যামালতা, লোধ, যষ্টিমধু এবং গাম্ভারী এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধসহযোগে পাককরা তৈল উপযুক্তকালে অর্থাৎ পক্কাবস্থায় নস্যে প্রয়োগ করিবে।

এই রোগ কফজ হইলে অগ্রে তিল ও মাসকলাই যোগে পাককরা ঘৃতদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া যবাগু সংযোগে বমন করাইবে। পরে কফনাশক বিধি অবলম্বন করিবে। শ্বেত ও পীত বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, মনসা, শ্বেতামূল, শ্যামালতা, ভদ্রা, পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্যযোগে পাককরা তৈল নস্যে প্রয়োগ করিবে। দেবদারু, অপামার্গ, সরলকাষ্ঠ, দন্তী এবং ইঙ্গুদী এই সকল দ্রব্য একত্র বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে আশু এই রোগ প্রশমিত হয়। সন্নিপাত হইলে, কটু, তিক্ত, ঘৃত, তীক্ষ্ণ, ধূম ও কটু ঔষধ প্রযোজ্য। রসাঞ্জন, আতাইচ, মুথা এবং দেবদারু একত্র মিশাইয়া তৈলপাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। মুথা, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, চিতা, তুথ, করঞ্জবীজ, লবণ ও দেবদারু এই সকল যোগে কষায় প্রস্তুত করিলে এবং তৈলপাক করিয়া শিরোবিরেচনে প্রযোজ্য।

অর্দ্ধভাগ জলসংযুক্ত দুগ্ধে মৃগ বা পক্ষীর মাংস এবং জলজাত বাতঘ্ন ওষধির পুষ্পপাক করিবে, যখন জল মরিয়া দুগ্ধমাত্র অব-শিষ্ট থাকিবে, তখন তাহা নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃত দিবে, ঐ ঘৃতে সর্ব্বগন্ধা, অনন্তমূল, শর্করা, যষ্টিমধু বা রক্তচন্দ-নের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় দশগুণ দুগ্ধে পাক করিবে। ইহা নস্যে প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায় আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত উত্তরতং ২৪ অং)

অন্যান্য বৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে—প্রতিশ্যায়-রোগে পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণের নস্য, শটী, ভূঁই আমলকী ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। পুটপক জয়ন্তীপত্র, তৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত প্রত্যহ সেবন বিধেয়। চিত্রকহরীতকী ও লক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ এইরোগে বিশেষ উপকারক।

পথ্যাপথ্য—প্রতিশ্যায় প্রভৃতি নাসারোগে কফশান্তিকর পথ্য ব্যবস্থেয়। অতিমাত্র কফের উপদ্রব থাকিলে অন্ন বন্ধ করিয়া রুটি বা তদপেক্ষা রুক্ষ অথচ লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই রোগে জ্বর প্রবল থাকিলে অন্ন বন্ধ করিয়া লঘু পথ্য দিতে হইবে।

ভাবপ্রকাশ, চরক, চক্রদত্ত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে এইরোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয়ও লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

প্রতিশ্রম (পুং) পরিশ্রম। (দিব্যা° ১০৮।২৬)

প্রতিশ্রয় (পুং) প্রতিশ্রীয়তে অস্মিন্নিতি। প্রতি-শ্রি-আধারে অচ্। ১ যজ্ঞশালা। (জটাধর) ২ সভা। ৩ আশয়। 'প্রতিশ্রয়ঃ সভায়াং স্যাৎ আশয়ে চ প্রতিশ্রয়ঃ।' (মেদিনী)
আশয় ইহার পরিবর্তে আশ্রয় এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ ওকস্। (হেম) ৫ নিবাস। "চণ্ডালশ্বপচানাম্ভ বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।" (মনু ১০।৫১) 'প্রতিশ্রয়ো নিবাসঃ' (মেধাতিথি)

প্রতিশ্রব (পুং) প্রতি-শ্রু (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। অঙ্গীকার, স্বীকার।
"ইতি সোহভীষ্টসংপ্রাপ্তৌ কারয়িত্বা প্রতিশ্রবম্।
দূরমুৎক্রান্তমর্য্যাদঃ সঙ্গমং তমযাচত ॥" (রাজতর° ৩।৪২৪)

প্রতিশ্রবণ (ক্লী) প্রতি-শ্রু-ভাবে ল্যুট্। ১ অঙ্গীকার। প্রতিগতং শ্রবণং কর্ণং অত্যাদিত্বাৎ স°। ২ শ্রবণানুগত।

প্রতিশ্রবস্ (পুং) ১ গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। ২ পরীক্ষিৎপুত্র ভীমসেনাত্মজ। (ভারত ১।৯৫।৪৩)

প্রতিশ্রুৎ (স্ত্রী) প্রতিরূপং শ্রূয়তে ইতি প্রতি-শ্রু সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্। ১ প্রতিধ্বনি। "বিমানতঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ কণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি।" (রঘু ১৩।৪০)

প্রতিশ্রুত (ত্রি) প্রতিশ্রূয়তে স্মেতি প্রতি-শ্রু-ক্ত। অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত।

প্রতিশ্রুতি (স্ত্রী) প্রতি-শ্রু-ভাবে ক্তিন্। ১ অঙ্গীকার। ২ প্রতিধ্বনি।

প্রতিশ্রুৎকা (স্ত্রী) দেবতাভেদ। (শুক্লযজুঃ ২৪।৩২)

প্রতিশ্লোক (অব্য°) প্রত্যেক শ্লোকে।

প্রতিষিদ্ধ (ত্রি) প্রতি-সিধ-ক্ত। ১প্রতিষেধবিষয়, নিষিদ্ধ, নিবারিত।

প্রতিষেদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-সিধ্-তৃচ্। প্রতিষেধকর্ত্তা, নিষেধক, নিবারক, পর্য্যায়—মাশব্দিক। (ত্রিকা°)
"যদা তু প্রতিষেদ্ধারং পাপো ন লভতে ক্বচিৎ।
তিষ্ঠন্তি বহবো লোকাস্তদা পাপেষু কর্ম্মসু ॥" (ভারত ১।১৮১।১০)

প্রতিষেদ্ধব্য (ত্রি) প্রতি-সিধ্-তব্য। প্রতিষেধনীয়, প্রতিষেধের যোগ্য, নিবারণার্হ।

প্রতিষেধ (পুং) প্রতি-সিধ্ ভাবে ঘঞ্। নিষেধ, 'করিওনা' এই প্রকার নিষেধ বাক্য, নিবারণ।
"প্রাধান্যন্তু বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)
২ অর্থালঙ্কারভেদ। [প্রতিষেধোপমা দেখ।] ৩ দূষণাভিধান।

প্রতিষেধক (ত্রি) প্রতিষেধতীতি প্রতি-সিধ্-ণ্বুল্। প্রতিষেধকর্ত্তা। "ষষ্টিবর্ষসহস্রাণাং সহস্রাণি বসেৎ দিবি।
যোঽস্যমত্রাপি ভবতি নিরয়ে প্রতিষেধকঃ ॥" (অগ্নিপু°)

প্রতিষেধন (ক্লী) প্রতি-সিধ্-ল্যুট্। প্রতিষেধ, নিষেধ।

প্রতিষেধনীয় (ত্রি) প্রতি-সিধ্-অনীয়র্। প্রতিষেধযোগ্য, প্রতিষেধার্হ।

প্রতিষেধোক্তি (স্ত্রী) প্রতিষেধবাক্যকথন।

প্রতিষেধোপমা (স্ত্রী) উপমা অলঙ্কারভেদ। যে স্থলে উপমান উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষেধ দ্বারা অধিক বৈচিত্র্য বর্ণিত হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।
"ন জাতু শক্তিরিন্দোস্তে মুখেন প্রতিগর্জ্জিতুং।
কলঙ্কিনো জড়স্যেতি প্রতিষেধোপমৈব সা।" (কাব্যাদর্শ)
কলঙ্কী ও জড় চন্দ্রের সহিত তোমার ঐ মুখের তুলনা কখনই হইতে পারে না, এইস্থলে চন্দ্র ও মুখের সহিত উপমান ও উপমেয় ভাব, চন্দ্র কলঙ্কী ও জড় এবং তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক ও সচল ইহা বৈচিত্র্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবংবিধ চন্দ্রের সহিত তোমার মুখের তুলনা অসম্ভব, সাদৃশ্যদ্বারা এইরূপ প্রতিষেধ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

প্রতিষ্ক (পুং) প্রতিস্কন্দতি প্রতিগচ্ছতীতি প্রতি-স্কন্দ-বাহুলকাৎ ড। দূত। (শব্দরত্না°)

প্রতিষ্কশ (পুং) প্রতিকশতীতি প্রতি-কশ-অচ্, বাহুলকাৎ সুট্। ১ সহায়। ২ বার্ত্তাহর। ৩ পুরোগ। 'প্রতিষ্কশঃ সহায়ে স্যাৎ বার্ত্তাহরপুরোগয়োঃ।' (মেদিনী)

প্রতিষ্কষ (পুং) প্রতি কষ্যতেঽনেনেতি প্রতি কষ-হিংসায়াং অচ্, বাহুলকাৎ সুট্। চর্ম্মরজ্জু, চামের দড়ী। (জটাধর)

প্রতিষ্কস (পুং) প্রতিকসতি প্রতিগচ্ছতীতি প্রতি-কস্-অচ্-সুট্। চর। (শব্দরত্না°)

প্রতিষ্টব্ধ (ত্রি) বাধাপ্রাপ্ত। রুদ্ধগতি।

প্রতিষ্টম্ভ (পুং) প্রতিষ্টম্ভনমিতি প্রতি-স্তনভ ভাবে-ঘঞ্, ষত্বং। ১ প্রতিবন্ধ। "বাহুপ্রতিষ্টম্ভবিবৃদ্ধমন্যুরভ্যর্ণমাগস্কৃতমস্পৃশদ্ভিঃ ॥" (রঘু ২।৩২)

প্রতিষ্টুতি (স্ত্রী) প্রতি-স্তু-ক্তিন্। প্রতিলক্ষ্য করিয়া স্তুতি। (ঋক্ ৮।১৩।৩৩)

প্রতিষ্টোভ (ত্রি) স্তুতিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ।

প্রতিষ্ঠ (পুং) প্রতিষ্ঠা অস্যাস্তীতি অচ্। ১ জৈনভেদ, সুপার্শ্ব নামক সুপার্শ্বতের পিতা। (হেম) (ত্রি) ২ প্রতিষ্ঠাযুক্ত, খ্যাতিযুক্ত। "আত্মৈব স্থানং মম জন্ম চাত্মা ওতপ্রোতোঽহমজরঃ প্রতিষ্ঠঃ ॥" (ভারত ৫।৪৬।৩০)

প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) প্রতি তিষ্ঠতীতি প্রতি-স্থা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইতি-অঙ্, টাপ্। ১ গৌরব। ২ ক্ষিতি। ৩ স্থান। ৪ আশ্রয়। "গোষ্ঠীঘমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা" (চৌও) ৬ যাগনিষ্পত্তি, যজ্ঞের শেষ। ৭ চতুরক্ষর পদ্য। ৮ স্থিতি।

৯ শরীর। (ঋক্ ১০।১৭৩।৬) ১০ সংস্কারবিশেষ।

দেবতাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পূজাদি কিছুই হয় না। রঘুনন্দন দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে প্রতিষ্ঠার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুবর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাস প্রশস্ত। উত্তরায়ণ অতীত হইলে, শুভ শুক্লপক্ষে, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, দশমী, পৌর্ণমাসী ও ত্রয়োদশীতে প্রতিষ্ঠা শুভফলদা হইয়া থাকে।

"চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা।
সময়ঃ সর্ব্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ॥
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে।
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা॥
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী।
তাসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা ভবেৎ॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

সকল দেবতা বিশেষতঃ কেশবের প্রতিষ্ঠা উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে ও শুভদিনে কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপক্ষে করিতে হইলে পঞ্চমী ও অষ্টমী তিথিতে করা যাইতে পারে। ভুজবলভীমে লিখিত আছে—যুগাদি, অয়ন, বিষুবদ্বয়, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ বা পর্ব্বদিন এবং যে দেবতার যে তিথি সেই তিথিতে প্রতিষ্ঠাই প্রশস্ত।*

প্রতিষ্ঠাবিধেয় তিথি যথা—ধনদের প্রতিপদ, লক্ষ্মীর দ্বিতীয়া, ভবানীর তৃতীয়া, তৎপুত্রের চতুর্থী, সোমরাজের পঞ্চমী, গুহের ষষ্ঠী, ভাস্করের সপ্তমী, দুর্গার অষ্টমী, মাতৃদিগের (গৌরী, পদ্মা প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার) নবমী, বাসুকির দশমী, ঋষিদিগের একাদশী, চক্রপাণির দ্বাদশী এবং নারায়ণের পৌর্ণমাসী তিথি প্রতিষ্ঠাবিষয়ে শুভ। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই কয় মাসে প্রতিষ্ঠাকার্য্য শুভজনক।

"মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি চৈত্রবৈশাখয়োরপি।
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়কয়োর্বাপি প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ॥"
(দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বধৃত প্রতিষ্ঠাসমুচ্চয়)

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধবারে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। মৎস্যপুরাণের মতে—পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া, মূলা, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা ও স্বাতিনক্ষত্রে প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। দীপিকামতে—রোহিণী, জ্যেষ্ঠা, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অশ্বিনী, রেবতী, মৃগশিরা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং কর্ম্মকর্ত্তার চন্দ্র ও তারাবিশুদ্ধিতে, বৃহস্পতি কেন্দ্রগত হইলে শুভতিথিতে বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিবে।*

দেবাদির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উপযুক্ত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে আচার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠাকার্য্য করাইতে হইবে। যে সকল দেবতার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে, সেই সকল দেবতাকে স্ত্রী, অনুপনীতদ্বিজ ও শূদ্র ব্যক্তি স্পর্শ করিবে না; যদি ইহারা অজ্ঞানবশতঃ স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ দেবপ্রতিমার অভিষেক বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণই দেবপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণদ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইবেন। দেবতার প্রতিষ্ঠা হইলে তখন তাহাতে দেবত্ব হইবে। যে কোন দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে পূজা করিতে হইবে।

"অকৃতায়াং প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাং প্রতিমাসু চ।
যথাপূর্ব্বং তথাভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিষ্ণুতা॥
অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাসু চ পার্থিব।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্মাৎ দেবত্বসিদ্ধয়ে॥
প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণদ্বারৈব কর্ত্তব্যা।" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

---

* "প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদেবানাং কেশবস্য বিশেষতঃ।
উত্তরায়ণমাপন্নে শুক্লপক্ষে শুভে দিনে।
কৃষ্ণপক্ষে চ পঞ্চম্যামষ্টম্যাঞ্চৈব শস্যতে।
ভুজবলভীমে—যুগাদাবয়নে পুণ্যে কর্ত্তব্যং বিষুবদ্বয়ে।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে বাপি দিনে পুণ্যেঽথ পর্ব্বসু।
যা তিথির্যস্য দেবস্য তস্যাং বা তস্য কীর্ত্তিতা।
গৃহাশ্রমবিশেষেণ প্রতিষ্ঠা মুক্তিদায়িনী॥"
পদ্মপুরাণে—প্রতিপদ্ধনদস্যোক্তা পবিত্রারোহণে তিথিঃ।
শ্রিয়া দেব্যা দ্বিতীয়া তু তিথীনামুত্তমা স্মৃতা।
তৃতীয়া তু ভবান্যাশ্চ চতুর্থী তৎসুতস্য চ।
পঞ্চমী সোমরাজস্য ষষ্ঠী প্রোক্তা গুহস্য হ।
সপ্তমী ভাস্করস্যোক্তা দুর্গায়া অষ্টমী তথা
মাতৃণাং নবমী প্রোক্তা দশমী বাসুকেস্তথা।
একাদশী ঋষীণাঞ্চ দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

* ভবিষ্যে—সোমোবৃহস্পতিশ্চৈব শুক্রশ্চৈব বুধস্তথা।
এতে সৌম্যগ্রহাঃ প্রোক্তাঃ প্রতিষ্ঠা যজ্ঞকর্ম্মণি।
দীপিকায়াং—প্রাজেশবাসবকরাদিতি তাশ্বিনীষু
পৌষ্ণামরেজ্যশশিভেষু তথোত্তরাসু।
কর্ত্তুঃ শুভে শশিনি কেন্দ্রগতে চ জীবে
কার্য্যা হরেঃ শুভতিথৌ বিধিবৎ প্রতিষ্ঠা॥
আষাঢ়ে দ্বে তথা মূলমুত্তরাত্রয়মেব চ।
জ্যেষ্ঠাশ্রবণরোহিণ্যঃ পূর্ব্বভাদ্রপদস্তথা।
হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যা মৃগশিরস্তথা।
অনুরাধা তথা স্বাতী প্রতিষ্ঠাসৌ প্রশস্যতে॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

দেবতার পূজাপদ্ধতি অনুসারে অঙ্গ-দেবতার পূজাদি করিয়া পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র—"আঁং হ্রীং ক্রোঁং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অমুষ্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহস্থিত, আমিত্যাদি অমুষ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আমিত্যাদি অমুষ্য বাঙ্‌মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা তে যজুরীরয়ন্॥"

এই মন্ত্রে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দেবতার নাম ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। দেবতার হৃদয়ে হস্তস্থাপন করিয়া প্রাণস্থাপন এবং মন্ত্রে যে সকল স্থানের কথা লিখিত আছে, সেই সেই স্থানে হস্ত দিয়া তত্তৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উজ্জীবন করিতে হইবে। এই নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে দেবতার দেবত্ব হইয়া থাকে।

দেবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কর্ম্মকর্ত্তার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"পুত্রোৎপত্তৌ সদা শ্রাদ্ধমন্নপ্রাশনিকে তথা।
চূড়াকার্য্যে ব্রতে চৈব নাম্নি পুংসবনেঽপি চ॥
পাণিগ্রহে প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
এতদ্বৃদ্ধিকরং নাম গৃহস্থস্য বিধীয়তে॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

পুত্রজনন, পুত্রের অন্নপ্রাশন, চূড়া, পুংসবন, ব্রত, পাণিগ্রহণ, দেবাদির প্রতিষ্ঠা, ও নবগৃহে প্রবেশ এই সকল গৃহস্থের বৃদ্ধিকর, এইজন্য এই সকল কার্য্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। যথাবিধি দেবপ্রতিষ্ঠা করিলে ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। সকলেরই বিভবানুসারে দেবপ্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। এক-দিনে যদি দেবপ্রতিষ্ঠা, বাস্তুযাগ ও গৃহোৎসর্গ এই তিনটী কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে একটী বৃদ্ধি করিলেই হইবে, পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য আর অধিক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। (এই প্রতিষ্ঠার বিষয় গরুড়পুরাণে ৪৮ অধ্যায়ে এবং মৎস্যপুরাণে বিশেষ লিখিত আছে।)

জলাশয়প্রতিষ্ঠা, দেবগৃহপ্রতিষ্ঠা, মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা জানিতে হইবে।

যদি কেহ দেবতার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই গৃহে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ গৃহ যদি বিবিধ চিত্রদ্বারা শোভিত করেন, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠাতা সেই দেবলোক প্রাপ্ত হন।

"কৃত্বা দেবালয়ং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্।
বিধায় বিধিবৎ চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্॥"(মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

দেবগৃহের জন্য যদি কেহ ভূমিদান করে, তাহা হইলে তাহারও সেই দেবলোকে গতি হইয়া থাকে। মৃৎনির্ম্মিত দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে তাহার কোটিগুণ অধিক ফল, ইষ্টকালয়ে ইহার দ্বিগুণ ও প্রস্তরনির্ম্মিত করিলে দ্বিপরার্দ্ধগুণ ফল হইয়া থাকে। ইহাতে ধনী ও দরিদ্রের বিশেষ এই যে, ধনীব্যক্তি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে যে ফললাভ করিবেন, দরিদ্র ব্যক্তি মৃৎনির্ম্মিত গৃহেও সেই ফলভোগী হইবে।

"স্বল্পে মহতি বা বিত্তে ফলমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ।
মৃণ্ময়াৎ কোটিগুণিতং ফলং দাম্বাকৃতিঃ কৃতে॥
কোটিকোটিগুণং পুণ্যং ফলং স্যাদিষ্টকালয়ে।
দ্বিপরার্দ্ধগুণং পুণ্যং শৈলজে তু বিদুর্বুধাঃ॥
মৃচ্ছৈলয়োঃ সমং জ্ঞেয়ং পুণ্যমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ॥" (মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

যথাবিধি প্রতিষ্ঠাদি করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। সহস্র, অষ্টোত্তরশত, পঞ্চাশ বা বিংশতিজন ব্রাহ্মণভোজন করা-ইতে হয়, ইহাতে অসমর্থ হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

"ততঃ সাহস্রং বিপ্রাণামথবাষ্টোত্তরং শতম্।
ভোজয়েচ্চ যথাশক্ত্যা পঞ্চাশদ্বাথ বিংশতিম্॥" (মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

যে সকল দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রতিদিন যথাবিধানে সেই সকল মূর্ত্তির পূজা আবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির যদি একদিন পূজা না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্চ্চনা করিবে। একমাস বা তদধিক দিন যদি উহার পূজা না হয়, তাহা হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ইহাতে কেহ কেহ বা বলেন, প্রতিষ্ঠা না করিয়া অভিষেক করিলে চলিতে পারে; কিন্তু পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যকল্প। অস্পৃশ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অর্থাৎ যাহাদের স্পর্শ করিতে নাই, তাহারা ছুঁইলে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি খণ্ডিত, স্ফুটিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, স্থানবর্জ্জিত, যাগহীন, পশুস্পৃষ্ট, দুষ্টভূমিতে পতিত, অপরদেবতার মন্ত্রদ্বারা পূজিত ও পতিতস্পর্শদূষিত এই দশপ্রকার দোষদুষ্ট হইলে তাহাতে দেবত্ব থাকে না। *

জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তত্তৎ পদ্ধতি অনুসারে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠার যে কালের বিষয় বিহিত হইয়াছে, সকল প্রকার

* "অথ প্রতিষ্ঠিতমূর্ত্তৌ কদাচিৎ পূজাভাবে মহাকপিলপঞ্চরাত্রং—
একাহপূজাবিহিতা কুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চনম্।
মাসমূর্দ্ধমনেকাহং পূজয়েৎ যদি হন্ততে।
প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ।
সংপ্রোক্ষণন্তু দেবস্য দেবস্যাপেতি পূর্ব্ববৎ।
অথাস্পৃশ্যস্পর্শনে তু বৌধায়নঃ—দুষ্যাবৎকৃতশৌচানাং দেবার্চ্চায়াঃ ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি।
খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে স্থানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু।
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে।
দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ॥" (মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

প্রতিষ্ঠাই ঐ সকল কালে বিধেয়। কেবল ব্রতপ্রতিষ্ঠাস্থলে যে ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য, সেই বৎসরের শেষে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে প্রতিষ্ঠা করিলে অকাল ও মলমাস প্রভৃতি কোন দোষাবহ হইবে না। যদি ঐ প্রতিষ্ঠা কোন বিঘ্নবশতঃ না হয়, তাহা হইলে অকালে বা মলমাসে প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৎসর কালশুদ্ধি থাকিবে, সেই বৎসরই প্রতিষ্ঠা বিধেয়। (হরিভক্তিবিলাসে তুলসী ও তুলসীবেদিকা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার বিষয় এবং রামচন্দ্রকৃত প্রতিষ্ঠাতিলকে ২৪ জন জৈন-তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তিস্থাপনপ্রসঙ্গে পবিত্রীকরণ ও পূজনবিধি লিখিত আছে।)

৯ হ্রস্ব। ১০ স্থৈর্য্যভেদ।

"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" (পাত° ২।৩৫)

অহিংসা প্রতিষ্ঠা হইলে তৎসন্নিধানে আর কাহারও শত্রুতা থাকে না, অর্থাৎ চিত্ত যদি হিংসাশূন্য এবং অহিংসাধর্ম্ম প্রবল বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট হিংস্রজন্তুরা অহিংস্র হইবে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও সর্পাদিপূর্ণ গিরিগহ্বর বা নিবিড় অরণ্য, কোন স্থলেই অহিংসাপ্রতিষ্ঠব্যক্তির সমাধির বিঘ্ন হইবে না। কোন হিংস্রজন্তুই তাহাকে আর হিংসা করিবে না। ব্যাঘ্রাদি যে লোকদিগকে হিংসা করে, তাহা কেবল তাহাদের দোষ নহে, লোকদিগেরও দোষ আছে। তুমি হিংসা কর বলিয়া তাহারাও তোমায় হিংসা করে। তোমার মন হিংসার আশঙ্কা করে বলিয়া তাহারাও তোমাকে শত্রুজ্ঞানে হিংসা করে। মনুষ্য দেখিবামাত্র তাহাদের যে হিংসাবৃত্তির উদয় হয়, তাহা মনুষ্যের দোষেই হয়। চিত্ত যদি অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ হিংসাকে যদি জন্মের মত ভুলিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে এক অপূর্ব্ব শ্রী উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিলে সকল প্রাণীই তাহার নিকট হিংসাস্বভাব পরিত্যাগ করে। কেহই আর তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না।

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।" (পাতঞ্জলদ° ২।৩৬)

সত্যপ্রতিষ্ঠ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ক্রিয়াফলের স্বাধীন হওয়া যায়। মিথ্যাকে যদি একেবারে ভুলিতে পারা যায়, চিত্ত যদি কখনও কোনপ্রকারে মিথ্যাসম্পর্কে কলুষিত না হয়, কেবল-মাত্র সত্যই যদি হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে থাকে, তাহা হইলে কার্য্যের ফলও তাহার অধীন হয় অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি যে বাক্যপ্রয়োগ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই সিদ্ধ হইবে, স্বর্গে যাও বলিলে স্বর্গে, বা নরকে যাও বলিলে নরকে যাইবে। তাহার বাক্য কখনও ব্যাহত হইবে না।

"অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।" (পাতঞ্জল দ° ২।৩৭)

অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অচৌর্য্য যদি দৃঢ়মূল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার নিকট সমস্ত রত্নই আপনা হইতে উপস্থিত হইবে।

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" (পাতঞ্জলদ° ২।৩৮)

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধ বিষয়ে সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরমধাতুর কণামাত্রও বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ভ্রমক্রমেও যদি কখন মনে কামোদয় না হয়, তাহা হইলে চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মে যে, তদ্বলে চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হয়। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির এমনই এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে যে, তিনি যখনই যাহাকে যে উপদেশ দিবেন, তৎসমস্তই অবিলম্বে সিদ্ধ হইবে। তখন তাহার অণিমাদি শক্তি উপস্থিত হইবে। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য তাহার অধিগত হওয়ায় তিনি যাহা মনে করিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক যোগী-মাত্রেরই অহিংসাদি প্রতিষ্ঠাবিষয়ে যত্ন করিতে হয়।

(পাতঞ্জলদ° ২ পা°)

১১ পৃথিবী। ১২ ব্রতাদির উদ্‌যাপন।

প্রতিষ্ঠাকাম (ত্রি) ১ যশঃপ্রার্থী। ২ গৃহাদির প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। ৩ স্থিতিকাম। (ভাগ° ২।৩।৫)

প্রতিষ্ঠাতৃ (পুং) প্রতি-স্থা-তৃণ্। ঋত্বিক্‌ভেদ।

প্রতিষ্ঠাত্ব (ক্লী) প্রতিষ্ঠা-ত্ব। প্রতিষ্ঠার ভাব। (বৃহদারণ্যক)

প্রতিষ্ঠান (ক্লী) প্রতিতিষ্ঠত্যত্রেতি প্রতি-স্থা-অধিকরণে ল্যুট্। ১ জনপদভেদ। পুরূরবার রাজধানী।

"সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ।
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্বনমস্কৃতম্।
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ॥" (দেবীভা° ১।১৩।১-২)

হরিবংশে লিখিত আছে—এই নগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে ঐলের রাজধানী ছিল। (হরিবংশ ২৬।৪৭-৪৮)

প্রতি-স্থা-ভাবে ল্যুট্। ২ ব্রতাদির সমাপ্তিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম-ভেদ। ৩ দেবাদির পূজ্যতাপ্রযোজক সংস্কারভেদ। ৪ বিখ্যাতি।

প্রতিষ্ঠান(পুর), চন্দ্রবংশীয় প্রথমরাজ পুরূরবার রাজধানী। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগের অপরতীরে গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ঝুসী। এখানে সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষ-গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহাতে প্রত্যেকের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ইন্দারা আছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে এখানে কুমারগুপ্তের ২৪ খানি মুদ্রা মৃত্তিকা মধ্য হইতে পাওয়া যায়। এখানকার হিন্দুমন্দির ও মসজিদ-গুলি অপ্রাচীন।

২ (ভুক্তি)—গোদাবরীতীরবর্তী মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাজধানী। এখন নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শালিবাহন রাজার রাজধানী ছিল। টলেমী লিখিয়াছেন, অন্ধ্রবংশীয় মহারাজ শ্রীপুলোমায়ী এখানে রাজত্ব করিতেন। [পৈঠান দেখ।]

প্রতিষ্ঠাপন (ক্লী) প্রতি-স্থা-ণিচ্ ল্যুট্। দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকরণ।

প্রতিষ্ঠাপয়িতৃ (ত্রি) প্রতি-স্থা-ণিচ্ তৃচ্। প্রতিষ্ঠাপনকর্ত্তা।

প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য (ত্রি) প্রতি-স্থা-ণিচ্-তব্য। স্থাপনযোগ্য, স্থাপনার্হ, স্থাপনা করার যোগ্য।

"স শিক্ষকানাং ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব।" (মালবিকা° ১৫)

প্রতিষ্ঠাবৎ (ত্রি) প্রতিষ্ঠা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রতিষ্ঠাযুক্ত, খ্যাতিযুক্ত, প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিষ্ঠি (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠাশ্রয়, সকলের প্রতিষ্ঠা।

"নাস্য শত্রুর্ন প্রতিমানমস্তি ন প্রতিষ্ঠিঃ।" (ঋক্ ৬।১৮।১২) 'অস্য প্রতিষ্ঠিঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়ো নাস্তি, সএব সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ।'(সায়ণ)

প্রতিষ্ঠিত (ত্রি) প্রতিষ্ঠা জাতা অস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ প্রতিষ্ঠাযুক্ত। "সত্ত্বস্তত্ত্বহঙ্কারস্তেনাহং কারণং শিবা। অহঙ্কারশ্চ মে কার্য্যং ত্রিগুণোঽসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ॥"(দেবীভা°৩।৬।৭৩)

২ গৌরবান্বিত। ৩ বিখ্যাত, প্রশংসিত, সম্মানিত। ৪ সংস্কৃত, ৫ জাতপ্রতিষ্ঠ দেবাদি। ৬ অধিগত। ৭ সমাপিত। (পুং) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৮)

প্রতিষ্ঠিতি (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠান।

"রথন্তরং সাম প্রতিষ্ঠিত্যা অন্তরীক্ষে।" (শুক্লযজু ১৫।১০)

'অন্তরীক্ষে লোকে প্রতিষ্ঠিত্যৈ প্রতিষ্ঠানায়' (বেদদীপ°)

প্রতিষ্ণাত (ত্রি) প্রতি-স্না-ক্ত ষত্বং। ১ প্রতিস্নাত, বিশুদ্ধ, পবিত্র। ২ পূত।

প্রতিষ্ণিকা (স্ত্রী) প্রতি-স্না-স্বার্থে ক, কাপি অত-ইত্বং। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। প্রতিস্নানকারিণী স্ত্রী।

প্রতিসংক্রম (পুং) প্রতিরূপঃ সংক্রমঃ প্রাদিসমাসঃ। ১ প্রতিচ্ছায়া। (ত্রি) ২ প্রতিসংক্রান্ত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন। ৩ সঞ্চার।

"চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধানন্তা চেতি।" (পাতঞ্জলভা°) চিতিশক্তির কোনরূপ পরিণাম বা প্রতিসংক্রম (সঞ্চার) কিছুই হয় না।

প্রতিসংখ্যা (স্ত্রী) প্রতি-সম্-খ্যা-ভাবে অঙ্। ১ প্রসংখ্যান, সাংখ্যাদি সিদ্ধ জ্ঞানভেদ। [বিশেষ বিবরণ সাংখ্য শব্দে দেখ।]

প্রতিসংখ্যানিরোধ (পুং) প্রতিসংখ্যাপূর্ব্বকো নিরোধঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবপদার্থের নাশরূপ বৌদ্ধমতসিদ্ধ পদার্থভেদ।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ এই তিনটী পদার্থ স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র এইরূপ স্থির করিয়াছেন। মহামতি শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন,—

"প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ"

(বেদান্তসূত্র ২।২।২২)

বৈনাশিকগণ বলেন, তিনটী ব্যতীত সমস্তই সংস্কৃত অর্থাৎ উৎপাদ্য, ক্ষণিক (ক্ষণকালস্থায়ী) ও বুদ্ধিবোধ্য অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রকাশ্য। সেই তিনটী পদার্থ এই—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ। নিরোধশব্দের অর্থ বিনাশ। কতক বস্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হয়। কতক আপনাআপনি নিরুদ্ধ হয়। বৌদ্ধগণ এই তিনটীকে স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র বিবেচনা করিয়া থাকেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহা নষ্ট করি, এইরূপ বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ। ভামতী ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, 'ভাবপ্রতীপা সংখ্যাবুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা, তয়া নিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ সন্তমিমমসন্তং করোমীত্যেবমাকারতা চ বুদ্ধের্ভাবপ্রতীপত্বম্।'

তোমরা যাহাকে সৎ বলিতেছ, আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহাকে অসৎ করিব, ইহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আবরণাভাবের নাম আকাশ। বৈনাশিক যে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের কথা বলেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব। কারণ তাহাদের মতেও বিচ্ছেদের অভাব নাই। এখন বিবেচ্য এই যে, এই প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কাহার? সন্তান না সন্তানীর?

সন্তান অর্থে প্রবাহ। সন্তানী অর্থে প্রবাহান্তর্গত পদার্থ। ইহার অন্য নাম ভাব বা বস্তু। যেমন তরঙ্গ ও জল। স্রোতঃ ও জল। একটী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, তাহা আবার অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ একটী ভাব অন্য ভাব জন্মাইয়া নষ্ট হয় এবং সেটী নষ্ট না হইতে তাহা হইতে অন্য একটী জন্মে। এইরূপ চিরকাল জন্মবিনাশের স্রোত বহিতেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কারবিজ্ঞান জন্মাইয়া মরে; সুতরাং সেগুলিও কারণ-কার্য্যের স্রোত বলিয়া গণ্য।

পূর্ব্বে যে বলিলাম, এ নিরোধ কাহার সন্তান বা সন্তানীর? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সন্তানের নিরোধ অসম্ভব, কেন না সন্তানী সকল সন্তান মধ্যে পরস্পর কারণকার্য্যরূপে অনুস্যূত থাকে, সুতরাং সন্তানের বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়। সন্তানীর নিরোধও অসম্ভব। তাহারও কারণ এই যে, কোনও ভাবের (পদার্থের) নিরন্বয় ও নিরুপাখ্য বিনাশ হয় না। বস্তুমাত্রই যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন, প্রত্যভিজ্ঞাবলে তাহার

অবিচ্ছেদই দেখা যায়। অমুক বস্তু এখন এইরূপ হইয়াছে, এই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান তদ্বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ না হওয়ায় সাক্ষ্য দিতেছে। কোন কোন অবস্থায় স্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা হয় না সত্য, না হইলেও কচিদ্ দৃষ্ট অন্বয়ের বিচ্ছেদাভাববলে তদ্বস্তুর অন্বয় বা অবিচ্ছেদ অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে সুগতদিগের দ্বিপ্রকার বিনাশ অযুক্ত, অর্থাৎ পরম্পর সংলগ্ন কারণকার্য্য-ধারার বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া সৌগত মত সিদ্ধ প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অসম্ভব হয়।

ইহাতে বৌদ্ধগণ অবশ্যই বলিলেন, অবিদ্যাদির নিরোধে মোক্ষ। অবিদ্যাদির নিরোধ উক্ত নিরোধদ্বয়ের অন্তঃপাতী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, অবিদ্যাদির নিরোধ কি সসহায়, (যমনিয়মাদি অঙ্গের সহিত) সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা হয়, না আপনা আপনি হয়? যদি সসহায় সম্যক্ জ্ঞানে হয় বল, তাহা হইলে 'ক্ষণিকবাদ', সমুদয় পদার্থ স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি বল, আপনা আপনি হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে; সুতরাং উভয় পক্ষেই দোষ। অতএব অবিদ্যাদির প্রতিসংখ্যানিরোধ বিষয়েও দোষ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধবিষয়েও দোষ, অতএব বৌদ্ধদিগের ঐ মত নিতান্ত অযৌক্তিক। (বেদান্তদ° ২।২।২২-২৩) [বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

প্রতিসংযোদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-সম-যুধ-তৃচ্। প্রতিযোদ্ধা, তুল্যরূপ যোদ্ধা।

প্রতিসংলয়ন (ক্লী) প্রতি-সম-লী-ল্যুট্। সম্পূর্ণরূপে লীন হওন। গুপ্ত বা লুক্কায়িতের ভাব। (দিব্যাবদান ১৫৬।২)

প্রতিসংবৎসর (অব্য) প্রত্যেক বৎসর। প্রতিবৎসরে।

"প্রতিসংবৎসরং ত্বর্ঘাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্থিবাঃ।
প্রিয়ো বিবাহশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১১০)

প্রতিসংবিদ্ (স্ত্রী) প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ জ্ঞান।

প্রতিসংবিদ্প্রাপ্ত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (দিব্যাবদান ১৮০।২৭)

প্রতিসংবেদক (ত্রি) পূর্ণতত্ত্বজ্ঞ।

প্রতিসংবেদিন্ (ত্রি) সুখভোগী।

প্রতিসংস্থান (ক্লী) প্রতি-সম-স্থা-ল্যুট্। মধ্যে অবস্থান, প্রবেশ।

প্রতিসংহার (পুং) প্রতি-সং-হৃ-ঘঞ্। ১ নিবর্তন। ২ প্রত্যাকর্ষণ, সঙ্কোচ।

প্রতিসংহৃত (ত্রি) প্রতি-সং-হৃ-ক্ত। ১ সঙ্কুচিত, প্রত্যানীত। ২ নিবর্তিত। ৩ অনুরুদ্ধ।

প্রতিসঙ্গক্ষিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধভিক্ষুদিগের ধূলি প্রভৃতি নিবারণার্থ পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ।

প্রতিসঙ্গিন্ (ত্রি) প্রতিসঙ্গ-ইনি। প্রতিসঙ্গ, যুক্ত। নঞ্-পূর্ব্বক হইলে বিঘ্নরহিত অর্থ হয়।

প্রতিসঞ্চর (পুং) প্রতি সঞ্চরন্তি ক্রিয়াশূন্য বিলীয়ন্তেঽস্মাৎ প্রতি-সম-চর-আধারে অপ্। ১ প্রলয়ভেদ।

"যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥"(মার্কপু° ৪৬অ°)

যে সময় এই বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে, তখন তাহার নাম প্রতিসঞ্চর। ২ প্রলয়মাত্র।

প্রতিসঞ্জিহীর্ষু (ত্রি) প্রতিসংহর্ত্তুমিচ্ছুঃ প্রতি-সম্-হৃ-সন্, তত উ। প্রতিসংহার করিতে ইচ্ছুক।

"ক্ষ্মাম্ভোনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতঃ প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ।" (ভাগবত ৩।৩২।৯)

প্রতিসদৃক্ষ (ত্রি) প্রত্যেকের প্রতি সমানদর্শী। (শুক্লযজুঃ ১৭।৮৪)

প্রতিসদৃশ (ত্রি) প্রত্যেকের প্রতি সমানদর্শী। "সদৃঙ্ চ প্রতিসদৃঙ্ চ" (শুক্লযজু° ১৭।৮১) 'প্রতিসদৃঙ্ প্রতিসমানং পশ্যতীতি প্রতিসদৃঙ্' (বেদদীপ)

প্রতিসন্দেশ (পুং) প্রতিরূপঃ সন্দেশঃ প্রাদিসমাসঃ। সন্দেশানুসারে প্রত্যুত্তররূপ বাচিক বৃত্তান্তভেদ।

প্রতিসন্ধান (ক্লী) প্রতি-সম্-ধা-ভাবে-ল্যুট্। ১ অনুসন্ধান, অনুচিন্তন, নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণ।

প্রতিসন্ধি (পুং) প্রতীপঃ সন্ধিঃ প্রাদিসমাসঃ। ১ বিয়োগ। ২ উপরম। প্রতি সম্-ধা-কি। ৩ প্রতিসন্ধান। "অদৃষ্টতোঽনুপায়াচ্চ প্রতিসন্ধিশ্চ কর্ম্মণঃ।" (ভারত শান্তিপ° ২০৬ অ°) সন্ধৌ সন্ধৌ বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। ৪ সন্ধিতে সন্ধিতে। ৫ পুনর্জন্ম। (দিব্যা° ৫৭।২৫)

প্রতিসন্ধেয় (ত্রি) প্রতি-সম্-ধা-কর্ম্মণি যৎ। প্রতীকার্য্য, প্রতীকারযোগ্য।

প্রতিসম (ত্রি) প্রতিকূলঃ সমঃ। বিসদৃশ।

প্রতিসমন্ত (ত্রি) প্রতিগতং সমন্তাৎ যেন প্রাদিবহু° পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রাপ্তসমস্তাভাব। (শত° ব্রা° ৩।৭।১।১৩)

প্রতিসমাধান (ক্লী) প্রতি-সম্-আ-ধা-ল্যুট্। প্রতিকার।

প্রতিসমাধেয় (ত্রি) প্রতি-সম্-আ-ধা-যৎ। প্রতীকার্য্য, প্রতীকারের যোগ্য।

প্রতিসমাসন (ক্লী) প্রতি-সম্-আ-অস-ভাবে-ল্যুট্। নিরসন, নিবারণ।

প্রতিসর (পুং) প্রতিসরতীতি প্রতি-সৃ-অচ্। ১ মন্ত্রভেদ। ২ মাল্য। ৩ কঙ্কণ। ৪ ব্রণশুদ্ধি। ৫ চমূপৃষ্ঠ। ৬ প্রাতঃকাল। (শব্দমালা) (পুং ক্লী) ৭ মণ্ডল। ৮ হস্তীর আরক্ষ। ৯ হস্তসূত্র। (ত্রি) ১০ নিযোজ্য। ১১ ভৃত্য।

'এবং প্রতিসরো মন্ত্রভেদে মাল্যে চ কঙ্কণে।
ব্রণশুদ্ধৌ চমূপৃষ্ঠে পুংসি ন স্ত্রীতু মণ্ডলে।
আরক্ষে করসূত্রে চ নিযোজ্যে স্বস্তলিঙ্গকঃ॥'' (মেদিনী)
স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রতিসরা, পরিচারিকা।

প্রতিসরণ (ক্লী) প্রতি-সৃ-ল্যুট্। ঠেস দিয়া থাকা।

প্রতিসর্গ (পুং) প্রতিরূপঃ সর্গঃ। ব্রহ্মার সৃষ্টির পর দক্ষাদির সৃষ্টি, মরীচ্যাদি কর্ত্তৃক সৃষ্টি। পুরাণের পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত লক্ষণবিশেষ।

"আদিসর্গস্বয়া সূত কথিতো বিস্তরেণ চ।
প্রতিসর্গশ্চ যে যেষামধিপাস্তান্ বদস্ব নঃ॥"(কালিকাপু° ২৬অ°)

কালিকাপুরাণে প্রতিসর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রুদ্র, বিরাট্পুরুষ, মনু, দক্ষ এবং মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ প্রত্যেকে যে যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের নাম প্রতিসর্গ। বিরাট্পুত্র মনু, অন্য ৬ জন মনুকে সৃষ্টি করিয়া বহুতর প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, ক্রমে সেই মনুর সন্ততিগণে জগৎব্যাপ্ত হইল। স্বায়ম্ভুব মনু প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে যে ৬টী পুত্র উৎপাদন করেন, তাহারা সকলেই মনু। তাহাদের নাম যথা—স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এবং বিবস্বান্।

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধ, ভূত, বিদ্যুৎ, মেঘ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মৎস্য, পশু, কীট এবং অন্যান্য জলজ স্থলজ প্রাণী, স্বায়ম্ভুব মনু পুত্রদিগের সহিত এই সকল সৃষ্টি করেন, এ জন্য ইহাকে তাহার প্রতিসর্গ বলা যায়। স্বায়ম্ভুবপুত্র ছয় জন মনুও স্ব স্ব অধিকারকালে প্রত্যেকে প্রতিসর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন। বরাহযজ্ঞ, যূপাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং যাবতীয় গুণ সৃষ্টি করেন। এ জন্য ঐ সকলকে বারাহপ্রতিসর্গ বলা যায়। দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ঊরু হইতে বৈশ্যগণ ও পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারিমুখ হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার প্রতিসর্গ বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মসর্গ। মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি, কশ্যপ হইতে সমস্ত জগৎ, দেব, দৈত্য, দানব প্রভৃতি তাঁহার সৃষ্ট, ইহা মারীচ প্রতিসর্গ। অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্দ্র হইতে জগৎব্যাপক চন্দ্রবংশ, ইহাই সোমসর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ। পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ নামক পিতৃগণ এবং রাক্ষসবৃন্দ, ইহা পুলস্ত্যের প্রতিসর্গ। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর প্রজা পুলহ সৃষ্টি করেন, ইহা পুলহের প্রতিসর্গ। সূর্য্যসন্নিভ অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্যগণ ক্রতুর পুত্র, ইহারা ক্রতুর প্রতিসর্গ। ষড়শীতিসহস্র প্রাচেতসগণ প্রচেতার পুত্র, ইহা প্রচেতার প্রতিসর্গ। সুকালিন পিতৃগণ ও অরুন্ধতীগর্ভসম্ভূত অন্য ৫০ জন যোগী বশিষ্ঠের পুত্র, ইহার নাম 'বাসিষ্ঠ প্রতিসর্গ। ভৃগু হইতে ভার্গবদিগের উৎপত্তি, তাহারা দৈত্যগণের পুরোহিত, কবি এবং মহাপ্রাজ্ঞ, ইহারা অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই ভার্গব প্রতিসর্গ। নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রশ্ন, উত্তর, নৃত্য, গীত ও কৌতুক সকল উৎপন্ন হয়, ইহা নারদ প্রতিসর্গ। এই দক্ষমরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদের বিবাহ দিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিপূর্ণ করিলেন। তদীয় পুত্রপৌত্রাদির সন্তানসন্ততি অদ্যাপি ভুবনমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও উৎপন্ন হইতেছে। বিষ্ণুর নয়ন হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, কর্ণ হইতে বসু ও দশদিক্, আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণুর প্রতিসর্গ। পরে চন্দ্র সৃষ্ট হইবার জন্য অত্রির নেত্র হইতে সমুদ্ভূত হন, সূর্য্য কশ্যপপত্নী অদিতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হন। রুদ্র হইতে চতুর্ব্বিধ ভূতগণ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্ররূপধারী একপ্রকার, শৃগালাস্য, বানরাস্য আর একপ্রকার, ভল্লুকানন ও বিড়ালানন অন্যপ্রকার, সিংহমুখ ও ব্যাঘ্রমুখ অন্যবিধ। ইহারা সকলেই নানা শস্ত্রধারী এবং কামরূপী ও মহাবল পরাক্রান্ত। ইহা রুদ্রের প্রতিসর্গ। কল্পশেষে এই সকল প্রতিসর্গের লয় হইয়া থাকে। (কালিকাপু° ২৬ অঃ) ২ প্রলয়।

"সংগ্রহেণ ময়া খ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ।
ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্॥"(ভা°৪।৮।৫)
'প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ অধর্ম্মস্য প্রলয়হেতুত্বাৎ প্রতিসর্গত্বম্।'(স্বামী)

(অব্য°) সর্গে সর্গে প্রতিসর্গমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ৩ সর্গে সর্গে, প্রত্যেক সর্গে। (মনু ১।১১২)

প্রতিসর্য্য (পুং) প্রতিসরে ভবঃ যৎ। রুদ্রভেদ।

"নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ।" (শুক্লযজু° ১৬।৩৩)

'প্রতিসরো বিবাহোচিতং হস্তসূত্রমভিচারো বা তত্র ভবঃ প্রতিসর্য্যঃ তস্মৈ নমঃ।' (বেদদীপ)

২ বিবাহোচিত হস্তসূত্রভবমাত্র।

প্রতিসব্য (ত্রি) প্রতিগতং সব্যং বামমিতি। প্রতিকূল, বিপরীত।

প্রতিসন্ধানিক (পুং) প্রতিসন্ধানং প্রয়োজনমস্তেতি প্রতিসন্ধান-ঠক্। মাগধ, স্তুতিপাঠক। (শব্দরত্নাবলী)

প্রতিসাম (ত্রি) সান্নি সান্নি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ অচ্ সমাসান্তঃ। প্রত্যেকসামে, প্রত্যেকসামমন্ত্রে।

প্রতিসামন্ত (পুং) বিপক্ষ, শত্রু।

প্রতিসায়ম্ (অব্য) প্রতি সন্ধ্যাকালে।

প্রতিসারণ (ত্রি) প্রতিসারয়তি প্রতি-সৃ-ণিচ্ ল্যু। ১ অপ-

সারক। ২ দূরীকারক। ভাবে ল্যুট্। ৩ দূরীকরণ। করণে ল্যুট্। ৪ সুশ্রুতোক্ত অগ্নিকার্য্যভেদ। অর্শ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে অগ্নিকার্য্য বিধেয়। এই অগ্নিকার্য্য চারিপ্রকার,— বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। উষ্ণ ঘৃততৈলাদি তরল দ্রব্য সংযোগে দগ্ধ করার নাম প্রতিসারণ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১২)

৫ ব্রণচিকিৎসাঙ্গ উপক্রমভেদ।

"গুটিকা মূত্রপিষ্টানাং ব্রণানাং প্রতিসারণম্।" (সুশ্রুত)

'প্রতিসারণং ব্রণস্য স্বস্থানাৎ স্থানান্তরানয়নং।' (টীকা)

৬ দন্তঘর্ষণভেদ। "দন্তজিহ্বামুখানাং যচ্চূর্ণকল্কাবলেহকৈঃ। শনৈর্ঘর্ষণমঙ্গুল্যা তদুক্তং প্রতিসারণম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

চূর্ণ, কল্ক বা অবলেহ দ্বারা দন্ত, জিহ্বা ও মুখ ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দিয়া ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ কহে। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রতিসারণ করিলে মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, মুখশোষ, তৃষ্ণা, অরুচি ও দন্তপীড়া সকল বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

প্রতিসারণীয় (ত্রি) প্রতি-সৃ-ণিচ্ কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ স্থানান্তর নয়নীয় সুশ্রুতোক্ত ক্ষারপাকবিধিভেদ।

"স দ্বিবিধঃ পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়ঃ কুষ্ঠকিটিভদদ্রু প্রভৃতিষূপদিশ্যতে।" (সুশ্রুত সূত্র° ১১ অঃ) কুষ্ঠ, কিটিভ (মাথার উকুন), দদ্রু, কিলাস, মণ্ডল (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ), ভগন্দর, আব, দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ (মুখে বিবর্ণ দাগ বিশেষ), মশক, বাহ্যব্রণ, কৃমি, বিষ ও অর্শ এই সকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষারপ্রয়োগবিশেষ হিতকারক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১১ অঃ)

২ প্রতিসারণযোগ্য, স্থানান্তরে নয়নীয়।

প্রতিসারা (স্ত্রী) পঞ্চবুদ্ধশক্তিভেদ। এই শক্তি তান্ত্রিক দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহার ধারণী ধারণ করিলে নানা বিঘ্ন হইতে রক্ষা লাভ হয়। (বৌদ্ধশাস্ত্র)

প্রতিসারিত (ত্রি) প্রতি-সৃ-ণিচ্ ক্ত। ১ পরিচালিত, অপসারিত, সরাইয়া দেওয়া। ২ প্রবর্ত্তিত। ৩ দূরীকৃত। ৪ সংশোধিত।

প্রতিসারিন্ (ত্রি) প্রতীপং সরতি সৃ-ণিচ্-ণিনি। ১ প্রতীপগামী। ২ নীচগামী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ভারত বনপ° ৫১ অঃ)

প্রতিসিদ্ধ, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত (রাজা ৩য় জয়সিংহের সমসাময়িক) রাজকরবিশেষ।

প্রতিসীরা (স্ত্রী) প্রতি সিনোতি প্রতিবধ্নাতীতি প্রতি-সি (শুসিচিমিমাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।২৫) ক্রন্ দীর্ঘশ্চ, ততষ্টাপ্। যবনিকা, ব্যবধায়কপট, তিরস্করিণী, পর্দ্দা।

প্রতিসূর্য্য (পুং) প্রতিরূপঃ সূর্য্যঃ প্রাদিস°। ১ কৃকলাস, কাঁকলাস। (ত্রিকাণ্ড) ২ দ্বিতীয় সূর্য্য প্রাদুর্ভাবরূপ আন্তরীক্ষোৎপাতবিশেষ। ৩ সূর্য্যপরিবেশ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—যে ঋতুতে সূর্য্যের যে প্রকার বর্ণ হয়, সেই ঋতুতে প্রতিসূর্য্যের বর্ণও তদ্রূপ বা স্নিগ্ধ হইলে অথবা বৈদূর্য্যসদৃশ, স্বচ্ছ ও শুক্লবর্ণযুক্ত হইলে ক্ষেম ও সুভিক্ষকর হয়। পীতবর্ণ হইলে ব্যাধি, অশোকপুষ্পের ন্যায় হইলে শস্ত্রপ্রকোপ অর্থাৎ যুদ্ধাদি উপস্থিত হয়। প্রতিসূর্য্যের মালা অর্থাৎ অনেকগুলি প্রতিসূর্য্য উদিত হইলে দস্যুভয়, আতঙ্ক ও নৃপবিনাশ হইয়া থাকে। উত্তরে প্রতিসূর্য্য হইলে অধিকজল, দক্ষিণে হইলে প্রবল বায়ু, উভয় দিকস্থিত হইলে সলিলভয়, উপরিস্থিত হইলে রাজভয় এবং অধঃস্থিত হইলে মারীভয় উপস্থিত হয়। (বৃহৎস° ৩৭ অঃ)

প্রতিসূর্য্যক (পুং) প্রতিসূর্য্য-স্বার্থে কন্। কৃকলাস।

"প্রতিসূর্য্যকদষ্টানাং সর্পদষ্টবদাচরেৎ।" (সুশ্রুতকল্পস্থা° ৮ অঃ)

প্রতিসূর্য্যক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে তাহার চিকিৎসা সর্পদষ্টের ন্যায় কর্ত্তব্য। ২ সূর্য্যের পরিবেশ। [প্রতিসূর্য্য দেখ।]

প্রতিসূর্য্যশয়ানক (পুং) ১ সূর্য্যের উত্তাপে শয়নকারী (কুম্ভীর সরট প্রভৃতি)।

প্রতিসৃষ্ট (ত্রি) প্রতি-সৃজ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ প্রেষিত। ২ প্রত্যাখ্যাত। (মেদিনী) ৩ বিসৃষ্ট, দত্ত। (ধরণি)

প্রতিসেনা (স্ত্রী) বিপক্ষদিগের সেনা, শত্রুসেনা।

প্রতিসোমা (স্ত্রী) প্রতিরূপঃ সোমঃ সোমবল্লী যস্যাঃ। মহিষবল্লী।

প্রতিস্কন্ধ (পুং) ১ কুমারানুচরভেদ। (ভারত° শল্য° ৪৬ অঃ) ২ নিয়মসন্ধ্যঙ্গভেদ। "পরিচ্ছিন্নং ফলং যত্র প্রতিস্কন্ধেন দীয়তে। স্কন্ধোপনেয়ং তং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিদো জনাঃ॥" (কামন্দকী)

প্রতিস্ত্রী (স্ত্রী) প্রতিরূপা স্ত্রী প্রাদিসমাসঃ। ১ পরনারী। আভিমুখ্যে অব্যয়ীভাবঃ। (অব্য) ২ স্ত্রীর অভিমুখে।

প্রতিস্থান (অব) প্রত্যেক স্থানে।

প্রতিস্নেহ (পুং) প্রতি-স্নিহ-ঘঞ্। প্রতিরূপ স্নেহ, ভালবাসার প্রতিদান।

প্রতিস্পর্দ্ধা (স্ত্রী) প্রতি-স্পর্দ্ধ-ভাবে-অঙ্। প্রতিরূপা স্পর্দ্ধা, প্রতিকক্ষা। (শব্দরত্না°)

প্রতিস্পর্দ্ধিন্ (ত্রি) বিদ্রোহী, প্রতিস্পর্দ্ধাযুক্ত।

প্রতিস্পশ (পুং) প্রতিরূপঃ স্পশঃ। ১ প্রতিদূত। ২ আগমনপ্রতীক্ষা। "ইন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বার্ত্রঘ্নস্তনূপানঃ প্রতিস্পশঃ।" (তৈত্তি° স° ৫।৭।৩।১)

প্রতিস্পাশন (ত্রি) প্রতিস্পশ। প্রতিমুখ, বাধক।

"প্রতিস্পাশনমণ্ডিতং।" (অথ° ৮।৫।১১) 'প্রতিস্পাশিনং অভিচরতঃ প্রতিমুখং বাধকং।' (ভাষ্য)

প্রতিস্মৃতি (স্ত্রী) প্রতিরূপা স্মৃতি প্রাদিসমাসঃ। প্রতিরূপস্মৃতিশাস্ত্র।

প্রতিস্রোতস্ (ক্লী) প্রতীপং স্রোতঃ প্রাদিস°। স্রোতের প্রতিকূল গমন।

প্রতিস্বর (পুং) প্রতি-স্ব-শব্দোপতাপয়োঃ, ভাবে আধারে বা অপ্। ১ প্রতিশব্দ। ২ উপতাপাধার, সূর্য্যকিরণসম্পর্কস্থান। (নিরুক্ত)

প্রতিহত (ত্রি) প্রতিহন্যতে স্মেতি প্রতি-হন-ক্ত। ১ নিরস্ত। ২ ব্যাহত। ৩ আহত। ৪ প্রেরিত। ৫ দ্বিষ্ট। ৬ প্রতিবদ্ধ। ৭ রুদ্ধ। ৮ প্রতিস্খলিত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৯ নিরাশ।

প্রতিহতি (স্ত্রী) প্রতি-হন-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রতিঘাত। ২ রোষ। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে ক্রোধ হয়, এই জন্য প্রতিহতি শব্দের অর্থ রোষ।

প্রতিহন্তৃ (ত্রি) প্রতি-হন-তৃচ্। প্রতিহননকারী, প্রতিহর্ত্তা, নিবারক। প্রতিজিঘাংসক।

প্রতিহন্তব্য (ত্রি) প্রতি-হন-তব্য। প্রতিহননের যোগ্য, বিনাশের যোগ্য।

"সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য বিপরীতং য আচরেৎ।
গুরুর্ব্বা যদি মিত্রং বা প্রতিহন্তব্য এব সঃ॥"
(ভারত ১২।২০৫১ শ্লো°)

প্রতিহরণ (ক্লী) প্রতি-হৃ-ল্যুট্। বিনাশ।

প্রতিহর্ত্তৃ (ত্রি) প্রতি-হৃ-তৃন্। ১ নিবারক, প্রতিহরণকর্ত্তা নাশক। "দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্ত্তা ত্বমপদাং" (রঘু ১সঃ) ২ পুনরাহরণকর্ত্তা, ঋত্বিক্‌ভেদ। (ঐত° ব্রা° ৭।১) ৩ ভরতবংশীয় প্রতীহরাজার পুত্রভেদ।

প্রতিহর্ষণ (ক্লী) প্রতিরূপং হর্ষণং প্রাদিসমাসঃ। ১ হর্ষানুরূপ হর্ষ, হর্ষণের অনুরূপ হর্ষ। হৃষ-ণিচ্-ল্যুট্। ২ প্রতিরূপ সন্তোষ সম্পাদন। (গৌ° রামা° ২।৯২।২০)

প্রতিহস্ত (পুং) প্রতিরূপঃ হস্তোঽবলম্বনরূপো যস্য। প্রতিনিধি। কপ্,—প্রতিহস্তক।

"আশ্রিতানাং ভৃতৌ স্বামিসেবায়াং ধর্ম্মসেবনে।
পুত্রস্যোৎপাদনে চৈব ন সন্তি প্রতিহস্তকাঃ॥" (হিতোপদেশ)

প্রতিহার (পুং) প্রতিবিষয়ং প্রত্যেকং বা হরতি স্বামিসমীপমানয়তীতি প্রতি-হৃ-অণ্। ১ দ্বারপাল। প্রতি-হৃ-আধারে ঘঞ্। ২ দ্বার। "ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্তবংশা পুংবৎ প্রগলভা প্রতিহাররক্ষী।" (রঘু ৬।২০) প্রতিরূপং হরতীতি-হৃ-অণ্। ৩ মায়াকার। (ভরত) ৪ পরমেষ্ঠীর পুত্র। "পরমেষ্ঠী ততস্তস্মাৎ প্রতিহারস্তদন্বয়ঃ।" (বিষ্ণুপু° ২।১।৩৭) ৫ সামের অবয়বভেদ। (ছান্দোগ্য উপ°) ৫ রাজকর্ম্মচারীভেদ। রাজার সন্নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া ঘটনাদি জ্ঞাপনই ইহাদের কার্য্য। সদ্বংশজাত জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অথবা রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে এই পদে নিয়োজিত করা হইত। প্রতিহার শ্রেষ্ঠকে 'মহাপ্রতীহার' বলা যায়। ৬ দাক্ষিণাত্যবাসী রাজবংশভেদ। উত্তর ভারতের পরিহারগণ দক্ষিণে প্রতিহার নামে খ্যাত ছিলেন। [পরিহার দেখ।]

প্রতিহারক (পুং) প্রতিরূপং হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। ১ মায়াকর, বাজীকর, ঐন্দ্রজালিক। (ত্রি) ২ স্থানান্তরপ্রাপক। (পুং) ৩ প্রতিহাররূপ সামাবয়বগাতা। যিনি প্রতিহার সাম গান করেন।

প্রতিহারণ (ক্লী) প্রতি-হৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ প্রবেশদ্বার। ২ প্রবেশন, দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি।

প্রতিহারিন্ (ত্রি) প্রতি-হৃ-ণিনি। দ্বারপাল। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রতিহারিণী দ্বারপালিকা।

প্রতিহার্য্য (ত্রি) প্রতি-হৃ-ণ্যৎ। পরিহার্য্য, ত্যাজ্য, প্রতিহারের যোগ্য।

"সর্ব্বথা প্রতিহার্য্যং হি তব বীর্য্যমনুত্তমম্।" (রামা° ৫।৭৮।২২)

প্রতিহাস (পুং) প্রতিরূপঃ হাসঃ প্রাদিস°। ১ উপহাসকারীর প্রতি হাস্য। (ত্রি) ২ তৎকারক। (পুং) ৩ করবীর বৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ শুক্লকরবীর। (বৈদ্যকনি°)

প্রতিহিংসা (স্ত্রী) প্রতি হিংস-অঙ্-টাপ্। বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্যাতন।

প্রতিহিতি (পুং) শরযোজনা। জ্যারোপণ।

প্রতিহৃদয় (অব্য) প্রত্যেক হৃদয়ে।

প্রতিহ্বর (পুং) প্রতি-হ্বৃ-আধারে অপ্। সমীপ। (ঋক্ ৭।৬৬।১৮)

প্রতীক (পুং) প্রতি-কন্ নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। ১ অবয়ব। (অমর) ২ প্রতিরূপ। ৩ বিলোম। (মেদিনী) ৪ উপাসনাভেদ। শ্রুতিতে প্রতীকোপাসনার বিধান বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক স্থলে এই উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনে ও তদ্ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে;—"ন প্রতীকে ন হি সঃ" (বেদান্ত সূ° ৪।১।৪) 'মনোব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি' (ছা° ৩।১৮) তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ, স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ' (শঙ্করভা°)

মনব্রহ্ম, আদিত্যব্রহ্ম, নামব্রহ্ম ইত্যাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, অতএব ইহাদের উপাসনা করিবে। মন, আদিত্য ও নাম (ওঁ, তৎ, সৎ, হরিবিষ্ণু প্রভৃতি) এই সকল প্রতীক। এই সকলে ব্রহ্মবুদ্ধি উৎথাপিত করিতে হইবেক। এইরূপে উপাসনা করার নাম প্রতীকোপাসনা। ব্রহ্ম ও উপাসকজীব অভিন্ন এই ভাব স্থির রাখিয়া আমিই নাম, আমিই মন, আমিই আদিত্য এইরূপ জ্ঞান উৎথাপিত করিবেক? কি অহংজ্ঞান ব্রহ্মে মিলাইয়া ব্রহ্মই মন, আদিত্য ও নাম এইরূপ ভাবিবেক। শঙ্করাচার্য্য এতদ্বিষয়ে বলিয়াছেন—প্রতীকে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবেক না। কারণ প্রতীকোপাসক প্রতীককে অহং অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জানেন না। সেই কারণে প্রতীকে 'অহংগ্রহ'

উপাসনা সিদ্ধ হয় না। 'ন প্রতীকে নহি সঃ' এই সূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন :—মন ব্রহ্ম। মনের এইরূপ উপাসনার নাম অধ্যাত্ম-উপাসনা। আকাশ ব্রহ্ম—এইরূপ উপাসনার নাম অধিদৈব-উপাসনা এবং নামরূপে ব্রহ্মোপাসনাই নামব্রহ্ম-উপাসনা। অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও নামব্রহ্ম ইত্যাদিরূপ উপাসনার নাম প্রতীকোপাসনা।

অধ্যাত্মাদিরূপে অনেক প্রকার প্রতীকোপাসনা বিহিত আছে। ইহাতে সংশয় এই যে, এই সকল প্রতীকে অহংজ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবে কি না ? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায় যে, ঐ সকল প্রতীকে আত্মমতি (অহংজ্ঞান) করাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে কোন প্রতীকই হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্ম-বিকার, তখন অবশ্যই সে সকল প্রতীক ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা। সুতরাং প্রতীকে আত্মভাব উৎপাদন বা স্থাপন অনুপপন্ন নহে। ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন—

'ন প্রতীকেষ্বাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ, নহ্যুপাসকঃ, প্রতীকানি ব্যস্তান্যাত্মত্বেনাকলয়েৎ' (বেদান্তদ° ভাষ্য)

প্রতীকে আত্মমতি অর্থাৎ অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে না। কারণ এই যে, প্রতীকোপাসক কোনও প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না অর্থাৎ আত্মা বলিয়া অবগত নহেন। প্রতীক ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্মই আত্মা এই কথা যাহারা বলিয়া থাকেন, তাহাদের বাক্য নিতান্ত অসৎ। কারণ তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্ব বিলোপ হইতে পারে। নাম প্রভৃতি প্রতীক (উপাসনার অবলম্বন) ব্রহ্মের বিকার সত্য ; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে বিকারভাব উপমর্দ্দিত হইবেক এবং সে সকলে ব্রহ্মভাব আশ্রয় করিবেক। যদি নামাদির স্বরূপ বিলুপ্তই হইল, তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ ! কিসে অহংজ্ঞান প্রবাহিত হইবে।

ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব স্থির রাখিলে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশে আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে পারা যায় বটে ; কিন্তু তাহাতেও ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ সেরূপ দর্শনে কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না। ব্রহ্মই আত্মা—এই দর্শনই কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বসংসারধর্ম্ম নিরাকরণপূর্ব্বক উদিত হয়। তাহার অনিরাকরণ অবস্থাতেই ঐ সকল উপাসনার বিধান। ফলিতার্থ এই যে, উক্তবিধ কল্পনায় উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে চেষ্টা করিলেও কদাপি তাহাতে অহংজ্ঞান জন্মিবে না। জীবের ও প্রতীকের স্বরূপগত ভেদ থাকায় এবং বিধিশ্রবণ না থাকায় প্রতীকে অহংগ্রহ-উপাসনা আদৌ সম্ভব হয় না। যাহা রুচক তাহাই স্বস্তিক। রুচক ও স্বস্তিক পূর্ব্বকালের অলঙ্কার-বিশেষ। অলঙ্কাররূপে এ দুয়ের ঐক্য নাই ; কিন্তু সুবর্ণরূপে ঐক্য আছে। অতএব সুবর্ণত্ব প্রকারে অভেদ থাকিলেও তদ্দ্বয়ের (স্বস্তিক ও রুচক) স্বরূপে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সুবর্ণত্বপ্রকারে রুচক স্বস্তিকের একতার ন্যায় ব্রহ্মাত্মভাবের একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতীকাভাবের প্রাপ্তি হয়, এইজন্যই প্রতীকে অহংজ্ঞান করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রতীকোপাসনায় অহংজ্ঞান লাভ হয় না।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে মনব্রহ্ম ইত্যাদি উপাসনায় আরও অনেক সংশয় আছে। ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধি ন্যস্ত করিতে হইবে, কি আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হইবে ? এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকার হইবেক, তাহা লিখিত হইল। প্রতীকোপাসনাবিধায়ক বাক্যনিচয়ে ব্রহ্মশব্দের সহিত আদিত্যাদি শব্দের সামানাধিকরণ্য দেখা যাইতেছে। যথা—'আদিত্য ব্রহ্ম' 'প্রাণ ব্রহ্ম' 'বিদ্যুৎ ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে সমান বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় একার্থতাই প্রতীত হয়। আদিত্যশব্দের ও ব্রহ্ম শব্দের বাস্তবিক সামানাধিকরণ্য (একার্থতা) অসম্ভব। কারণ উক্ত উভয় শব্দ বিভিন্নার্থবাচী। যেমন গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দের বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই, তেমনি ঐ সকল বিভিন্নার্থবাচী শব্দেরও বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই। যদি বল ব্রহ্মাদিত্যের প্রকৃতিবিকৃতিভাব আছে—ব্রহ্ম প্রকৃতি ও আদিত্য বিকৃতি—তদনুসারে ব্রহ্মাদিত্যেরও ব্রহ্মাকাশ প্রভৃতির মৃদ্‌ঘটাদির ন্যায় সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়, অর্থাৎ মৃদ্‌বিকার ঘটকে মৃত্তিকা বলার প্রথা আছে, তদনুসারে ব্রহ্মবিকার আদিত্যাদিকে ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা সামানাধিকরণ্য সম্ভবে না। কারণ প্রকৃতি ব্রহ্মের সহিত আদিত্যাদি বিকারের অভেদ সাধিতে গেলে বিকারের বিলয় সাধিত হয় এবং তাহাতে প্রতীকের (উপাসনার আলম্বনের) অভাব উপস্থিত হয়।

শ্রুতি প্রমাণানুসারে পাওয়া যায় যে, একাদ্বৈতবোধকালে কে কাহার উপাস্য হয় ? কেহই হয় না—এই অভিপ্রায় অকাট্য হইলে অবশ্যই শ্রুতির পরিমিতবিকারগ্রহণ ব্যর্থ হইবে। তাহা হইলে কেন তিনি (শ্রুতি) আদিত্যাদি বিকারের উল্লেখ করেন, ব্রহ্মজ্ঞানার্থ প্রতীক নির্দ্দেশ করেন ? ইহাতে উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণই অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিতুল্য ইত্যাদিস্থলে ব্রাহ্মণে অগ্নিবুদ্ধির আরোপ, তেমনি প্রস্তাবিত স্থলেও ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধির অথব আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ ইহাই অবধারিত হইতেছে। কিন্তু সংশয় এই যে, কাহাতে কোন্ বুদ্ধি আরোপিত করিতে হইবে ? আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি কি ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধি ? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন কোন নিয়ামক শাস্ত্র নাই, তখন অবশ্যই অনিয়ম অর্থাৎ উপাসক স্বেচ্ছাক্রমে অন্যতমপক্ষ আশ্রয়

করিতে পারেন। অথবা ব্রহ্মেই আদিত্যাদি বুদ্ধি উৎপাদন করিতে হইবেক। কেন না, ব্রহ্মই উপাস্য। ব্রহ্মকে আদিত্য-জ্ঞানে ধ্যান করিলে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা সিদ্ধ হইয়া ফলপ্রদ হইবেক। ইহাই শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তি হওয়ায় তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদর্শন করিবেক। তৎপ্রতিকারণ উৎকৃষ্টতা, ব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তদদৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে উৎকৃষ্ট হইয়া যথোক্ত ফলদান করিবেন।

'ব্রহ্মেত্যাদেশঃ', 'ব্রহ্মেত্যুপাসীত', 'ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মশব্দের ও শুদ্ধ আদিত্যাদি শব্দের উচ্চারণ হইয়াছেন। ইহাতে বিনির্ণীত হয় যে, শুক্তিকে রজত বলিয়া জানিতেছি, ইত্যাদি স্থলে শুক্তি শব্দ যেরূপ শুক্তিকা-বাচী, তাহাতে যে রজতশব্দের প্রয়োগ, তাহা কেবল রজত জ্ঞানের উপলক্ষক। অর্থাৎ রজত ইত্যাকার প্রতীতি হইতেছে মাত্র, বস্তুতঃ তাহা রজত নহে। 'আদিত্যো ব্রহ্মেতি' ইত্যাদি স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবেক। ফলিতার্থ এই—প্রথমে আদিত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক।

"স য এতদেবং বিদ্বান্ আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে।"
(ছান্দোগ্য° উপ° ৩।১১)

যে উপাসক বা যে জ্ঞানী প্রদর্শিত প্রকারে আদিত্যকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, যে উপাসক 'বাকই ব্রহ্ম' এইরূপে বাক্যের উপাসনা করে ইত্যাদি প্রতীকোপাসনায় ফললাভ হয় সত্য, কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় না। অতিথি উপাসনায় (সেবায়) যেরূপ ফল পাওয়া যায়, সেইরূপ আদিত্যাদি প্রতীকো-পাসনাতেও ফল হইয়া থাকে। সেই ফলদাতা ব্রহ্ম। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুদর্শন, সেইরূপ আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মদর্শন। যেমন প্রতিমায় বিষ্ণুর উপাসনা, তেমনি আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মের উপাসনা। "ঈদৃশঞ্চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্তত্বং যৎপ্রতীকেষু তদদৃষ্ট্যধ্যা-রোপণং প্রতিমাদিষ্বিব বিষ্ণ্বাদীনাং"। (বেদান্তভাষ্য° ৪।১।৫ সূ°) ৫ পটোল। (ভাবপ্রকাশ) ৬ ওঘবতের পিতা ও বসুর পুত্র। (ভাগ° ৯।২।১৮)

প্রতীকবৎ (ত্রি) প্রতীক-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১প্রতীকযুক্ত। ২ মুখযুক্ত। ৩ অগ্নির নামভেদ। (তৈত্তি° স° ২।৪।১।২)

প্রতীকার (পুং) প্রতিকরণমিতি প্রতি-কৃ-ঘঞ্ উপসর্গস্যেতি পক্ষে দীর্ঘঃ। কৃতাপকারের প্রত্যপকার, প্রতিকার, পর্য্যায়—বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্যাতন। ২ প্রতিবিধান।

"দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ।
অবশ্যম্ভাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে॥" (দেবী° ৩।২৫।৩)

২ চিকিৎসা। (শব্দমালা)

প্রতীকার্য্য (ত্রি) প্রতিকারযোগ্য।

প্রতীকাশ (পুং) প্রতিকাশতে ইতি প্রতি-কাশ-ঘঞ্ উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। উপমা, প্রতিকাশ।

"অস্তু ত্বাং ভগিনী রক্ষঃ কৃষ্যমাণং ময়াসকৃৎ।
ক্রব্যাত্যাগ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাদ্বিপম্॥" (ভার° ১।১৫৪।৩২)

প্রতীকাশ্ব (পুং) ভানুবৎ নৃপের পুত্র ভেদ। (ভাগ° ৯।১২।৬)

প্রতীকাস (পুং) প্রতি-কস-ঘঞ্। প্রতীকাশ।

প্রতীক্ষ (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-অচ্। প্রতীক্ষাকারী।

প্রতীক্ষক (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-ণ্বুল্। প্রতীক্ষাকারক, যিনি অপেক্ষা করেন। (রামায়ণ ১।১৭।৩৪) ২ পূজক।

প্রতীক্ষণ (ক্লী) প্রতি-ঈক্ষ-ল্যুট্। প্রতীক্ষাকরণ, অপেক্ষণ। ২ কৃপাদৃষ্টি। (ভাগ° ৩।৪।১৪)

প্রতীক্ষণীয় (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-অনীয়র্। প্রতীক্ষণযোগ্য, অপেক্ষাহ

প্রতীক্ষা (স্ত্রী) প্রতি-ঈক্ষ-অঙ্। প্রতীক্ষণ, অপেক্ষা।

"মিত্রপ্রতীক্ষয়া শল্য ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
অপবাদতিতিক্ষাভিস্ত্রিভিরেতৈর্হি জীবসি॥" (ভার° ৮।৪০।৪২)

২ প্রতিপালন। ৩ পূজা।

প্রতীক্ষিন্ (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-ণিনি। ১ প্রতীক্ষাকারক। ২ পূজা-কারক। (রাজতর° ৬।২৫৭)

প্রতীক্ষ্য (ত্রি) প্রতীক্ষতে ইতি প্রতি-ঈক্ষ-ণ্যৎ। ১ পূজ্য।

"ভক্তিঃ প্রতীক্ষ্যেষু কুলোচিতা তে
পূর্ব্বান্ মহাভাগ তয়াতিশেষে।" (রঘু ৫।১৪)

২ প্রতীক্ষণীয়, প্রতীক্ষার উপযুক্ত।

"প্রতীক্ষ্যং তৎপ্রতীক্ষায়ৈ প্রতিষ্বন্ত্রে প্রতিক্রুতম্।" (মাঘ২।১০৮)

প্রতীঘাত (পুং) প্রতি-হন-ভাবে ঘঞ্ বাহুলকাৎ দীর্ঘঃ। প্রতিঘাত, একটী বস্তু আর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তু যে পুনর্ব্বার উহাকে আঘাত করে। আঘাত, টক্কর। ২ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৩ নিরাস। ৪ নিক্ষেপ।

প্রতিঘাতিন্ (ত্রি) প্রতি-হন্-ণিনি। প্রতিঘাতযুক্ত।

প্রতীচী (স্ত্রী) প্রতিদিনাস্তং প্রতিদিনান্তে ইত্যর্থঃ অঞ্চতি গচ্ছ-মিতি অঞ্চু—গতিপূজনয়োঃ, (ঋত্বিক্ দধৃক্ স্রগ্ দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজি-ক্রুঞ্চাঞ্চ। পা ৩।২।৫৯) ইতি ক্বিন্ অনলোপো দীর্ঘশ্চ, 'উগিতশ্চেতি' ইতি ঙীপ্। পশ্চিমদিক্।

"যেনাসৌ ব্যজয়ৎ কৃৎস্নাং প্রতীচীং দিশমাহবে।
কলাপোহেষ তস্যাসীন্মন্ত্রীপুত্রস্য ধীমতঃ॥" (ভার° ৪।৪১।১৮)

২ পশ্চিমাভিমুখী। "বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচীচক্ষু-র্বিয়া বিভাতি। (ঋক্ ১৯২।৯) 'প্রতীচী প্রত্যঙ্মুখী সতী।'(সায়ণ) ৩ প্রতিনিবৃত্তমুখী। (ঋক্ ১।১২৪।৭)

প্রতীচীন (ত্রি) প্রতীচিভবং প্রত্যচ্ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং

পা ৫।৪।৮) ইতি খ, অল্লোপো দীর্ঘশ্চ। ১ প্রত্যক্। ২ প্রত্যক্ ভব, পশ্চিমদিক্‌জাত। ৩ পশ্চিমদিক্‌স্থ। ৪ পরাঙ্মুখ।

"প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।" (ঋক্ ৩।৫৫।৮) 'প্রতীচীনং পরাঙ্মুখং।' (সায়ণ)

প্রতীচ্য (ত্রি) প্রতীচ্যাং ভবঃ, প্রতীচী-যৎ। পশ্চিমদিগ্‌জাত।

"রামঠান্ হারহূণাংশ্চ প্রতীচ্যাশ্চৈব যে নৃপাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ স্ববশে চক্রে শাসনাদেব পাণ্ডবঃ॥" (ভার° ২।৩২।১২)

প্রতীচিনেড় (ক্লী) সামভেদ।

প্রতীচীশ (পুং) পশ্চিমদিকের অধিপতি, বরুণ।

প্রতীচ্ছক (ত্রি) প্রতিগতা ইচ্ছা যস্য প্রাদিস° ততঃ কপ্। গ্রাহক।

"তথা নিমজ্জতোহধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ।" (মনু ৪।১৯৪)

প্রতীত (ত্রি) প্রতীয়তে স্ম প্রত্যেকমগাদবেতি। প্রতি-ইণ্-কর্ম্মণি, কর্ত্তরি বা ক্ত। ১ খ্যাত। প্রসিদ্ধ।

'প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্।
উপস্থাস্যসি কৌশল্যাং দাসীবত্বং কৃতাঞ্জলিঃ॥ (রামা° ২।৮।১০)

২ সাদর। ৩ জ্ঞাত। ৪ হৃষ্ট। (মেদিনী) (পুং) ৫ বিশ্বদেবের অন্যতম। (ভারত ১৩।৯১।৩২) স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রতীতসেন (পুং) রাজপুত্র ভেদ।

প্রতীতাক্ষরা (স্ত্রী) প্রতীতঃ অক্ষরঃ যত্র। বিশ্বাসযোগ্য বাক্যসম্বলিত।

প্রতীতার্থ (ত্রি) স্বীকৃতার্থ, অনুমোদিতার্থ।

প্রতীতি (স্ত্রী) প্রতি-ইন্ ভাবে ক্তিন্। ১ জ্ঞান।

"অন্যোন্যাভাবতো নাস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে।
অস্মাৎ পৃথগিয়ং নেতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা॥" (ভাষাপরি° ১১৪)

২ খ্যাতি। ৩ হর্ষ। ৪ আদর। ৫ বিশ্বাস।

প্রতীতোদ (পুং) বেদমন্ত্রাদির পদবিশেষ।

উধঃ শাকরমষ্টাক্ষরমভ্যাসবৎ তস্য
দ্ব্যক্ষরান্ পদাদীন্ প্রতীতোদা ইত্যাচক্ষতে।" (নিদান° ৩।১৩)

প্রতীত্যসমুৎপাদ, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নিদানতত্ত্বভেদ। যে সকল ইতরেতর কারণপরম্পরা হইতে জীবের জাতি-উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রত্যয়নিবন্ধনই দুঃখের কারণ। ক্লেশ-ব্যাধি-প্রপীড়িত মানবগণের দুঃখে কাতর হইয়া শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভের সময় জীবনব্যাধির কারণ-স্বরূপ দ্বাদশটী নিদান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশ নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।

ললিতবিস্তরে লিখিত আছে :—

"অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ, সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং, বিজ্ঞান-প্রত্যয়ং নামরূপং, নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং, ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ, স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্ণাপ্রত্যয়ং উপাদানম্, উপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ, ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতি-প্রত্যয়া জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্মনস্যোপায়াসাঃ সম্ভবন্ত্যেব কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ো ভবতি সমুদয়ঃ॥"

(ললিতবিস্তর ৪৪৪ পৃ°)

অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও দুঃখ এই দ্বাদশটী জীবোৎপত্তির নিদান। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, এইরূপ অন্যোন্যসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, দুঃখ, পরিদেব, দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। মানবজীবনের উৎপত্তি-কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে অগ্রে মৃত্যুকারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। জাতি বা জন্ম না থাকিলে মৃত্যু ঘটিতে পারে না।* মৃত্যুর উৎপত্তি-কারণ জাতি হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কোন একটী বিষয় জাতির উৎপত্তিনিদান। এইরূপে মানবদুঃখের কারণভূত দ্বাদশটী পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট নিদান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই নিদানতত্ত্ব বা ধর্ম্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ লইয়া বিবিধ মতভেদ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধাচার্য্যগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হীনযানমতাবলম্বিগণের সহিত মহাযান সম্প্রদায়ের মতৈকতা নাই। বৌদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য দার্শনিকগণও ইহার ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্য-সমুৎপাদের মূলস্বরূপ দ্বাদশ নিদানে যে পারিভাষিক সংজ্ঞা কয়টী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহ না হইলেও যথাসম্ভব সেই শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে :—

অবিদ্যা—অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব :—জগৎ ও জাগতিক পদার্থসমূহে নিত্য ও সত্য জ্ঞান (বাস্তবিক পক্ষে জগৎ অসৎ)।

সংস্কার—অবিদ্যাজাত ভ্রান্তিজ্ঞান নিবন্ধন মানসিক ব্যাপার ভেদ। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—এককথায় শীত গ্রীষ্ম জ্বালা যাতনা সুখ দুঃখ স্মৃতি অনুভূতি ভয় হর্ষ লজ্জা চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সংস্কার। সংস্কার যোগে মনঃশরীর সংগঠিত। সংস্কারগুলি বাদ দিলে আমার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সংস্কারগুলি একত্র সমষ্টিকৃত হইলে আমি পূর্ণ, জাগ্রত, নানা উপাধি-ভূষিত মহৈশ্বর্য্যময় ও 'অহং' রূপে দণ্ডায়মান হই, কিন্তু তাহা বিজ্ঞানাদির সহায়সাপেক্ষ।

বিজ্ঞান—জ্ঞান।† উহা ষড়বিধঃ—১ চাক্ষুষ, ২ শ্রাবণ ৩ ঘ্রাণজ, ৪ রাসন, ৫ ত্বাচ ও ৬ মানস।

---

* "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥" (গীতা ২য় অঃ)

† বেদান্তশাস্ত্রে ইহা সংবিদ্ ও পাশ্চাত্য-দর্শনে Consciousness নামে উল্লিখিত।

নামরূপ—প্রত্যক্ষ জগৎ, 'নাম' শব্দে অন্তর্ বা মনোজগৎ এবং 'রূপ' অর্থে বাহ্য বা জড় জগৎ। নামরূপ একত্রে সমগ্র জগৎকেই বুঝায়। বৌদ্ধ দর্শনে নামরূপ পদার্থ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বলিয়া কথিত।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধচতুষ্টয়ের যোগে নাম এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই মহাভূত চতুষ্টয়ের সমষ্টিতে 'রূপ' নামক পঞ্চম স্কন্ধের উৎপত্তি। বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার বলিলে, সমস্ত চিত্তবৃত্তিরই উল্লেখ করা হইল। উহাতে বিজ্ঞানযুক্ত হইলেই অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নির্ম্মিত হয়। সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নামমাত্র। আর 'পুদ্গল' পুরুষ একেশ্বর আমিই—একটা নাম ও একটা রূপের সমষ্টি মাত্র।[১]

ষড়ায়তন—জড় শরীর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, শরীর ও মন এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ আমাদের শরীর।

স্পর্শ—জড় শরীরের সহিত জড় জগতের সম্বন্ধ।

বেদনা—স্পর্শজাত রূপরসগন্ধাদির অনুভূতি।[২]

তৃষ্ণা—আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তি, বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধরক্ষণেচ্ছা। মতান্তরে সুখকর বিষয়ের লাভেচ্ছা ও কষ্টজনক বিষয়ের বর্জ্জনেচ্ছা।

উপাদান—উপকরণ, স্থূল হিসাবে (স্ত্রীর প্রতি স্বামীর) অনুরাগ বা প্রবল আসক্তির ভাব।

ভব—সত্তা বা অস্তিত্ব (Becoming or Existence)

জাতি—জন্ম বা উৎপত্তি।

জরামরণ—জন্মজন্য দুঃখাদি।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী পদার্থ ইতরেতর সম্বন্ধবিশিষ্ট। ব্রহ্মসূত্র-টীকাকার গোবিন্দনাথ এই নিদান-শৃঙ্খলাকে মনুষ্যজীবনের ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ মধ্যে মনুষ্যজীবনের আরম্ভ। তথায় প্রথমে কতকগুলি সংস্কার বা সামান্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখাদির অনুভূতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই প্রভেদানুভূতির মূল অবিদ্যা, অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। সংস্কারগুলি ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া আসিলে বিজ্ঞানের উদয় হয়। তাহাতে যেন ভ্রূণ কতকটা সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে শিখিয়াছে। ক্রমে নামরূপের বিকাশ—উহা কতকটা সূক্ষ্মশরীর ভাবের—বিজ্ঞান ও সংস্কারের আশ্রয়-ভূত। অতঃপর ষড়ায়তন বা অবয়বাদিসম্পন্ন জড়শরীর কতকটা পূর্ণাকার ধারণ করে। এখন হইতেই ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যারম্ভ, ক্রমে বাহ্যজগতের সহিত সেই স্থূলশরীরের স্পর্শ ঘটে। জানিতে হইবে এখন ভ্রূণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। মাতৃগর্ভই তাহার বাহ্যজগৎ। সেই জগতের সহিত স্পর্শ-জন্য তাহার বেদনাদি অনুভূতি ফুটিয়া উঠে। বেদনা হইতে 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও দুঃখপরিহারের আকাঙ্ক্ষা; তাহা হইতে 'উপাদান' বা সুখলাভ ও দুঃখপরিহারের বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে 'ভব' অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ণরূপে মনুষ্যসত্তা লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। এই সময়েই বোধ হয়, সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া 'জাতি' বা মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বেচারার জাতিলাভের ফলই জরামরণের অভিব্যক্তি (Evolution)। বোধিদ্রুমমূলে ভগবান্ তথাগত যে মীমাংসার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা যেন একটা ফিজিওলজিতত্ত্বের (শারীরবিদ্যা) ন্যায়।[৩]

হিন্দুশাস্ত্রে মানবের ১০টা দশার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারটাও মানবজীবনের ইতিহাসমাত্র, ১২টা দশায় ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছে। কিরূপে বুদ্ধদেব এই ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করেন এবং কত প্রাচীনকাল হইতে ইহা বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত ও আদৃত হইয়াছিল, বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে তাহার একটী ইতিহাস প্রদত্ত হইল।

মহাবংশের ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বর্ষবয়সে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তিনি গঙ্গার নিকটবর্ত্তী

---

(১) নামরূপের প্রকৃত অর্থ নিম্নলিখিত প্রমাণ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে :—

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম"

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১৪।১ ও ৬।৩।২ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩।১২।৭ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১২)

বেদান্তভাষ্যে লিখিত আছে :—"এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধী-শ্বরো ভবতি ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি" (২।১।১৪)

'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—যে তু ব্রহ্মৈব নামরূপপ্রপঞ্চাত্মনা পরিণমতে ইত্যাহুঃ তান্ প্রতি আহঃ' (১।১।২২)

"সম্পূর্ণং নবমে মাসি জন্তোর্জাতস্য মৈথিল।

জায়তে নামরূপঞ্চ স্ত্রীপুমান্বেতি লিঙ্গতঃ।" (ভারত শান্তি' ৩২০।১১৮)

বেদান্তটীকা ২।২।১৯ আনন্দগিরি নীলকণ্ঠের মতানুসরণ করিয়াছেন।

(২) Elementary Sensations or feeling, Cognition Volition &c.

(৩) ওল্‌ডেনবর্গ, রিস্ ডেভিড্‌স্, চাইলডার্স, আলেক্‌সন্দার কোমা, মোক্ষমূলর, স্পেন্স হার্ডি ও ওয়ারেন প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং মহাযানাদি সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই সকল বচনের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্প্রতি ডাঃ ওয়াডেল অজন্টার গুহামধ্যে বৌদ্ধগণের ভবচক্রের একটী চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ ছবিতে ১২টী নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। তিনি তিব্বত হইতে ভবচক্রের যে ছবি আনয়ন করেন, লামাগণ কর্ত্তৃক সেই ছবির প্রদত্ত ব্যাখ্যা গোবিন্দ-নাথের ব্যাখ্যারই অনুরূপ। [ভবচক্র দেখ।] খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে জরামরণের উৎপত্তি (Origin of Evil) একটী প্রধান সমস্যা।

নৈরঞ্জনা নদীতীরে ছয় বৎসরকাল বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তদীয় তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া 'মার' সদলে পলায়নপর হইল। ৩৫ বর্ষ বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'রূপ ধর্ম্মজ্ঞান অর্জ্জন করেন।[৫]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পরস্পর কার্য্যকারণভাবাপন্ন এই প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। কারণপরম্পরা দ্বারা অবিদ্যাসংস্কারাদি হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা শৃঙ্খলাযুক্ত না হইলেও (অগোচরে) নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত হইয়া স্বতঃই কার্য্যোন্মুখ হইয়া থাকে। কারণসমবায়ের নাম প্রত্যয় (dependence)। মাধ্যমিকসূত্রে চারিপ্রকার প্রত্যয়ের কথা লিখিত আছে—

"চত্বারঃ প্রত্যয়া হেতুশ্চালম্বনমনন্তরম্।
তথৈবাধিপতেয়ং যৎ প্রত্যয়ো নাস্তি পঞ্চমঃ॥" (মাধ্যমিকসূত্র ১।৩)

(৫) ললিতবিস্তর ১৭,১৮ ও ২২ অধ্যায়। বুদ্ধচরিত (১৪শ অঃ) ও জাতক (২য় অঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বরাত্রের শেষপ্রহরে উৎপত্তিকারণ ১২টী নিদানের ধ্যান করিয়াছিলেন। মহাবগ্গের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব প্রথম, মধ্য ও শেষ প্রহরে প্রতীত্যসমুৎপাদ অবগতির জন্য ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নাগার্জ্জুনবিরচিত মাধ্যমিকসূত্রে, মহাকাশ্যপের প্রজ্ঞাপারমিতায়, শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতারে, লঙ্কাবতারসূত্রে এবং ধর্ম্মসংগ্রহ, ধম্মপদ প্রভৃতি পালি এবং চীন ও ভোটভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থে ইহার পরিচয় আছে।

বেদান্তসূত্রকৃৎ মহর্ষি বাদরায়ণ প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ একই অর্থে 'সমুদায়' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—

"সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।
ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ন উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।"
(বেদান্তসূত্র ২।২।২৮-২৯)

বাচস্পতিমিশ্র তট্টীকায় লিখিয়াছেন, "তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ তত্রাস্য হেতুপনিবন্ধো যদিদমবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতিপ্রত্যয়ং জরামরণাদিতি। (২।২।২৯) দার্শনিকপ্রবর মাধবাচার্য্য 'সমুদায় ও প্রতীত্যসমুৎপাদ' শব্দকে তুল্যার্থবোধক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'সমুদায়ো দুঃখকারণং স দ্বিবিধঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধনো হেতুপনিবন্ধনশ্চ'
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ শালিস্তম্বসূত্রে (২২২-২৮০ পৃষ্টাব্দ মধ্যে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়) ইহার প্রতিরূপ বচন আছে, "প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যামেব কারণাভ্যামুৎপদ্যতে। কতমাভ্যাং কারণাভ্যাং? হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ।' (শালিস্তম্বসূত্র)

ললিতবিস্তরেও প্রতীত্যসমুৎপাদের পরিবর্ত্তে সমুদায় শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কার্য্যকারণসম্বন্ধহেতু অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন।

হেতু, আলম্বন, অনন্তর ও আধিপতের ভিন্ন অপর পঞ্চম সম্বন্ধ নাই। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বে যে দ্বাদশটী নিদানের উল্লেখ হইয়াছে, সেইগুলি পরস্পর হেতুপনিবদ্ধ না হইলেও কোন কোনটী অন্যোন্যসম্বন্ধে নিবদ্ধ আছে। অবিদ্যা ও সংস্কারে হেতুসম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু সংস্কার ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অন্যরূপ। আমাদের অক্ষিপটে কোন চিত্র প্রতিভাসিত হইলে আমরা প্রথমেই তাহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। অবিদ্যা হইতেই ক্রমে আমরা ঐ মূর্ত্তির বিশেষত্ব নিরূপণ করিয়া লই। এইরূপে সংস্কার বা অনুভূতি দ্বারা আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের সার্থকতা করি। এইটী বৃক্ষ, এটা পশু, এই আমার মাতা ইত্যাদি ভ্রান্তজ্ঞান অবিদ্যাজনিত। ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ মনোমধ্যে যে ব্যাপারাদি সংঘটিত হয়, তাহা সংস্কার জন্য। এই হেতু সংস্কার ও অবিদ্যা পরস্পর উৎপাদকশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পিত। এইরূপে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন প্রভৃতি পরস্পরে অবচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে। 'জাতি' বা জন্ম না হইলে দুঃখের আস্থান থাকে না, এই জন্য জরামরণকল্প জড়শরীরই জন্ম জন্য দুঃখের মূলস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শঙ্কর-পদানুসৃত পূজ্যপাদ আনন্দগিরি নিজ বেদান্তভাষ্যের (২।২।১৯) উপর যে টীকা রচনা করেন, তাহাতে জন্মাদি পূর্ব্বাপর বিষয় অবিদ্যাজনিত, পক্ষান্তরে অবিদ্যাদিও জন্মাদির সহিত পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে ইহা একটী দ্বাদশ গ্রন্থিযুক্ত শৃঙ্খলবিশিষ্ট হইয়া জলযন্ত্রের (ঘটীযন্ত্র) ন্যায় অবিশ্রান্ত ঘূর্ণমান হইতেছে।

হিন্দুদার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র উক্ত সূত্রের টীকায় বুদ্ধধর্ম্মমূলক প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের একটী সংক্ষেপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—"বুদ্ধদেব সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, প্রতীত্যসমুৎপাদলক্ষণ প্রত্যয়ফল মাত্র। ইহার দুইটী কারণ হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে ইহাকে আরও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। বাহ্যহেতুপনিবন্ধ এইরূপ,—বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শূক, শূক হইতে পুষ্প এবং পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপে বীজ হইতে নির্লিপ্তভাবে ফলপুষ্পাদির উদ্ভব হইতেছে, কিন্তু বীজ জানিতেছে না যে, সেই অঙ্কুরের কর্ত্তা, অথবা অঙ্কুরও বুঝিতে পারে না যে, বীজই তাহার উৎপাদক। এইরূপে ফল ও পুষ্পের মধ্যে নির্বর্ত্তক ও নির্বর্ত্তিত সম্বন্ধ থাকিলেও কাহারও উৎপাদক-উৎপাদ্যত্বজ্ঞান জন্মে না। বীজাদির চৈতন্য অসিদ্ধ হইলেও এবং অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব হইলেও কার্য্যাকারণভাবনিয়ম উপলব্ধি হয়। প্রত্যয়োপনিবন্ধ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, হেতু-সমবায়ের নাম

প্রত্যয়। ষড়্ধাতুর সমবায় হইলে বীজহেতু অঙ্কুর জন্মিতে পারে। পৃথিবী বীজের সংগ্রহকার্য্য সমাধা করিয়া অঙ্কুরকে দৃঢ় করে, জলদ্বারা বীজ স্নেহযুক্ত হয়। তেজ দ্বারা বীজের পরিপাক হয়, বায়ুযোগে বীজ অভিনির্হৃত হইয়া অঙ্কুরোৎপাদন করে। আকাশ বীজকে আবরণশূন্য এবং ঋতুদ্বারা বীজ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই সকল অবিকৃত ধাতুর সমষ্টিতে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। পৃথিবী জানে না যে সে বীজের সংগ্রহকার্য্য করিতেছে অথবা বীজও বলিতে পারে না যে, আমি তাহার (অঙ্কুরের) পরিণামসাধন করিতেছি।

আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদেরও ঐরূপ দুইটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবিদ্যাসংস্কার হইতে জাতিজরামরণাদি পর্য্যন্ত প্রত্যয় আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ। এস্থলে অবিদ্যাও অবগত নহে যে, সেই সংস্কারের নির্ব্বর্ত্তনকর্ত্তা অথবা সংস্কারও বলিতে পারে না যে, সে অবিদ্যা-নির্ব্বর্ত্তিতা। এইরূপে জাত্যাদিও পরস্পরের নির্ব্বর্ত্তক ও নির্ব্বর্ত্তিত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অবিদ্যাদি স্বয়ং অচেতন হইলেও তাহাতে চেতনান্তরের অধিষ্ঠান হইয়াছে; সুতরাং অচেতন বীজাদি পদার্থের অঙ্কুরাদির উৎপত্তির ন্যায় সংস্কারাদির অন্ত চেতনাধিষ্ঠান প্রতীয়মান হইতেছে।

পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞানধাতুর সমষ্টিতে কায়ের উৎপত্তি। ইহাই প্রত্যয়োপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের অভিব্যক্তি। পৃথিবী হইতে কায়ের কাঠিন্য জন্মে, জলে স্নেহতা, তেজ হইতে অশিতপীতরূপতা, বায়ুদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসাদি এবং আকাশ হইতে কায়া সুষিরভাবাপন্ন হয়। পঞ্চবিজ্ঞানকার্য্যসংযুক্ত বিজ্ঞানধাতুই নামরূপ অঙ্কুরের সম্পাদক। আধ্যাত্মিকা অবিকলা পৃথিব্যাদি ধাতুর একত্র সমাবেশে কায়ার উৎপত্তি; কিন্তু পৃথিবীও জানে না যে, তদ্দ্বারাই কায়ার কাঠিন্য জন্মিয়াছে অথবা কায়ারও এরূপ জ্ঞান নাই যে সে বলিতে পারে আমার উৎপত্তির হেতু পৃথিবী। ইহাই প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাদ[৬]। দার্শনিকপ্রবর বাচস্পতিমিশ্র বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে গিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্মতত্ত্বের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহার মূলাংশ এতাদৃশ দুর্ব্বোধ্য, যে তাহার কোন পরিস্ফুট ভাব ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায় না।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যও বৌদ্ধদর্শনভাগে সমুদায় শব্দে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের পূর্ব্বোক্তরূপ বিবৃতি করিয়াছেন অশ্বঘোষ তৎকৃত বুদ্ধচরিতে অবিদ্যাকেই জগৎরূপ বৃক্ষের ও দুঃখের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাধ্যমিকসূত্রের টীকাকার চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন যে, ইতরেতর সম্বন্ধবিশিষ্ট দ্বাদশটী নিদানতত্ত্বই প্রতীত্যসমুৎপাদ। ইহা ক্ষণস্থায়ীও নহে, চিরস্থায়ীও নহে, জ্ঞাতাও নহে জ্ঞেয়ও নহে, ইহার নাশও নাই অথচ কাহাকেও নষ্ট করে না। কেবল নদীস্রোতের ন্যায় নিরন্তর বহমান রহিয়াছে। শালিস্তম্বসূত্রে আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১ হেতূপনিবন্ধ, ও ২ প্রত্যয়োপনিবন্ধ। হেতূপনিবন্ধে অবিদ্যাদি কারণপরম্পরা পরস্পরের উৎপত্তিসাধক হইয়াছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান এই ষট্‌পদার্থসমবায়ে প্রত্যয়োপনিবন্ধ নিষ্পাদিত। ক্ষিতি হইতে দেহ, জলে তাহার পরিপুষ্টি, অগ্নিতে পাককার্য্য, বায়ুদ্বারা শ্বাসক্রিয়া ও আকাশ হইতে কায়ের সুষির ভাব হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানদ্বারাই শরীর ইন্দ্রিয়সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। এই ষড়্ধাতুর পরস্পর সমষ্টিতে পূর্ণদেহবিশিষ্ট হইয়া জীব 'নাম' পাইয়া থাকে। অথচ পৃথিব্যাদি কেহই বলিতে পারে না যে, আমিই পরবর্ত্তীগুলির নিষ্পাদক অথবা পরবর্ত্তীটীও আপনাকে পূর্ব্বের নিষ্পন্ন বলিতে পারে না। [বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা দেখ।]

মায়ালক্ষণ-স্বভাববিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অস্বামিক। হেতু ও প্রত্যয়ের অবিকলত্ব হেতু তাহারা নিরন্তর কার্য্যকারী হইয়াছে। ইহা না স্বয়ংকৃত, না পরকৃত, ঈশ্বরকৃতও নহে, কালপরিণামিতও নহে, প্রকৃতিসম্ভূতও নহে, একৈককারণাধীনও নহে এবং অহেতুসমুৎপন্নও নহে। বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমগ্‌গ নামক পালিগ্রন্থে 'সংস্কার বা কর্ম্মই মনুষ্যের জাতিত্বের মূলকারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ

(৬) 'তত্রৈতেষেব ষট্‌সু ধাতুষু যৈকসংজ্ঞা পিণ্ডসংজ্ঞা নিত্যসংজ্ঞা সুখসংজ্ঞা সত্ত্বসংজ্ঞা পুদ্গলসংজ্ঞা মনুষ্যসংজ্ঞা মাতৃদুহিতৃসংজ্ঞা অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা সেয়মবিদ্যাসংসারানর্থসম্ভারস্য মূলকারণম্। তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কারা রাগদ্বেষমোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞানং। বিজ্ঞানাৎ চত্বারো রূপিণ উপাদানস্কন্ধাস্তন্নাম তান্যুপাদায় রূপমভিনির্ব্বর্ত্ততে তদৈকধ্যমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরুচ্যতে। শরীরস্যৈব কললবুদ্বুদাদ্যবস্থা। নামরূপসম্মিশ্রিতানীন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং নামরূপেন্দ্রিয়াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ স্পর্শঃ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যমেতৎ সুখং পুনর্ময়েত্যধ্যবসানং তৃষ্ণা ভবতি। তত উপাদানং বাক্কায়চেষ্টা ভবতি। ততো ভবঃ। ভবত্যস্মাজ্জন্মেতি ভবো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তদ্ধেতুকঃ স্কন্ধপ্রাদুর্ভাবঃ। জাতিঃ জন্ম। জন্মহেতুকা উত্তরে জরামরণাদয়ঃ। জাতানাং স্কন্ধানাং পরিপাকো জরা। স্কন্ধানাং নাশো মরণং ম্রিয়মাণস্য মূঢ়স্য সাভিষঙ্গস্য পুত্রকলত্রাদাবন্তর্দাহঃ শোকঃ। তদুত্থং প্রলপনং হা মাতঃ হা তাত হা চ মে পুত্রকলত্রাদীতি পরিদেবনা পঞ্চবিজ্ঞানকার্য্যসংযুক্তমসাধ্বনুভবনং দুঃখং মানসঞ্চ দুঃখং দৌর্ম্মনস্যং এবং জাতীয়কাশ্চোপায়াস্ত উপক্লেশা 'সুহৃত্তে' তেহমী পরস্পরহেতুকা জন্মাদিহেতুকা অবিদ্যাদয়োঽবিদ্যাদিহেতুকাশ্চ জন্মাদয়ো ঘটীযন্ত্রবদনিশমাবর্ত্তমানাঃ সন্তীতি তদেতৈরবিদ্যাদিভিরাক্ষিপ্তঃ সংঘাত ইতি' (বেদান্তসূত্রটীকা।)

করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের বিভিন্নস্থলে তৎকর্ত্তৃক উক্ত দ্বাদশ-তত্ত্বের এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে :—চারিসত্যের অজ্ঞানতাই অবিদ্যা, সংস্কার—শারীরিক বাচনিক বা মানসিক সদসৎকর্ম্মাদি, প্রত্যক্ষজ্ঞানই বিজ্ঞান; বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপস্কন্ধ সহযোগে—নামরূপ; চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্‌ ও মন এই ষড়ায়তন; সুখদুঃখাদির অনুভূতিমাত্রই বেদনা; রূপরসাদির বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা; উপাদান—আসক্তি; ভব—কর্ম্মসত্তা, জাতি—জন্ম এবং জরামরণাদি—দুঃখকারণ।[৭]

প্রতীদর্শ (পুং) শতপথব্রাহ্মণোক্ত এক ব্যক্তির নাম। (শত-পথব্রা° ২।৪।৪।৩)

প্রতীনাহ (পুং) প্রতি-নহ-ঘঞ্‌, বাহ° দীর্ঘ। ১ বাধা দেওয়া। ২ কর্ণরোধভেদ। ৩ পতাকা।

"কৃষ্ণাজিনং প্রত্যানহ্যতি প্রতীনাহভাজনং" (শতপথব্রা° ৩।৩।৪।৫)

প্রতীন্ধক (পুং) বিদেহরাজপুত্রভেদ। (রামা° ১।৭১।৯)

প্রতীপ (ত্রি) প্রতিকূলা আপো যস্মিন্‌। (ঋক্‌ পূরব্‌ঃ পথা-মানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি অপ্রত্যয়ঃ, (দ্ব্যন্তরূপসর্গেভ্যো-ঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭) ইতি ঈৎ। ১ প্রতিকূল। (ভাগ° ৩।১।১৪) ২ চন্দ্রবংশীয় নৃপভেদ। (হেমচ°) (ক্লী) ৩ অর্থা-লঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"প্রসিদ্ধস্যোপমানস্যোপমেয়ত্বপ্রকল্পনম্‌।
নিষ্ফলত্বাভিধানং বা প্রতীপমিতি কথ্যতে॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭৪১)

যদি প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয়রূপে কল্পনা করা হয় অথবা যদি প্রসিদ্ধ উপমানের নিষ্ফলতা বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে।

"ত্বল্লোচনসমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং
মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী।
যেঽপি ত্বদ্‌গমনানুকারিগতয়স্তে রাজহংসা গতাঃ
ত্বৎসাদৃশ্যবিনোদমাত্রমপি মে দৈবেন ন ক্ষম্যতে॥"

হে প্রিয়ে! তোমার নয়নের ন্যায় যাহার কান্তি ছিল, সেই ইন্দীবর এক্ষণে সলিলে নিমগ্ন রহিয়াছে। যে শশী তোমার মুখ-শোভা ধারণ করিত, সেও সম্প্রতি মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। আর যাহারা তোমার গমনের অনুকরণ করিত, সেই সকল রাজহংসও সম্প্রতি মানস-সরোবরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রিয়ে! আমি যে তোমার সাদৃশ্য দেখিয়াও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব, প্রতিকূল দৈব তাহাও সহ্য করিতে অক্ষম।

এই স্থানে ইন্দীবর, শশী ও রাজহংস, ইহারা প্রসিদ্ধ উপমান হইলেও উহাদিগকে উপমেয়রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় উদাহরণ যথা—

"তদ্বক্ত্রং যদি মুদ্রিতা শশিকথা হা হেম সা চেদ্দ্যুতি-
স্তচ্চক্ষুর্যদি হারিতং কুবলয়ৈস্তচ্চেৎ স্মিতং কা সুধা।
ধিক্‌ কন্দর্পধনুর্ভ্রুবৌ যদি চ তে কিংবা বহু ব্রূমহে
যৎসত্যং পুনরুক্তবস্তুবিমুখঃ সর্গক্রমো বেধসঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০ পরি°)

তাহার মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনা হয় না, বর্ণপ্রভায় হেম হীনপ্রভ হয়, চক্ষু দুইটীর নিকট কুবলয়দল হার মানিয়া যায়। একটী বার ঈষৎ হাস্য করিলে সুধার কথা আর মনে ধরে না। ভ্রূ দুইটী দেখিলে মদনের কুসুমধনুকেও ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। অধিক আর কি বলিব, সত্যসত্যই বিধাতা বুঝি আর তুল্যরূপ বস্তু সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়াছেন।

এইস্থলে মুখ ও চন্দ্র, কান্তি ও সুবর্ণদ্যুতি, চক্ষু ও কুবলয়, হাস্য ও সুধা, ভ্রূ ও ধনু এই সকল উপমান ও উপমেয়ভাবে চিরপ্রসিদ্ধ। মুখ এতই সুন্দর যে, চন্দ্রের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না, অতএব চন্দ্রের কথন নিষ্ফল, এই নিষ্ফলত্বের অভিধান-হেতু এইস্থলে প্রতীপ অলঙ্কার হইল। এইরূপ চক্ষু, হাস্য, ভ্রূ প্রভৃতিরও কুবলয়াদি উপমান কথনটী নিষ্ফল বলিয়া উল্লেখ করায় এই শ্লোকে প্রতিচরণেই প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে। এইরূপ প্রসিদ্ধ উপমানের উপমেয় কল্পনা নিষ্ফল হইলে এই অলঙ্কার হইবে।

সাহিত্যদর্পণে এই সকল অলঙ্কারের আরও একটী লক্ষণ লিখিত আছে—

---

(৭) তেলকটাহগাথা নামক পুস্তকের 'পতিচ্চসমুপ্পাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে (১০-৯৩ শ্লোক) লিখিত আছে—কারণব্যতীত জগতের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। যেমন দুই হাতে তালি দিলে শব্দ উত্থিত হয়, তদ্রূপ কারণসাধ্য কার্য্যগুলির অস্তিত্ব ও বিলয় ঘটিয়া থাকে। অবিদ্যাই কর্ম্মের কারণ এবং এই কর্ম্মজন্যই জন্ম। জরামরণাদি জন্মের সম্বন্ধমাত্র। অবিদ্যাব্যতিরেকে কর্ম্মের উদ্ভব হইতে পারে না এবং কর্ম্ম ব্যতীত জগতে জন্ম ঘটিতে পারে না। জন্মের বিরাম ঘটিলে জরামরণাদি দুঃখ নির্ব্বাতপ্রদীপের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অভিধর্ম্মত্থ সংগহ নামক পালিগ্রন্থে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের এইরূপ বিভাগ আছে :—

তিন কাল যথা, অবিদ্যা ও সংস্কার—ভূত, জাতি ও জরা—ভবিষ্যৎ এবং মধ্যাষ্ট—বর্ত্তমান।

দ্বাদশ অঙ্গ—অবিদ্যা হইতে জরামরণাদি দ্বাদশতত্ত্ব।

বিংশতি আকার—অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব পঞ্চ ভূতকারণ; বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনাদি পঞ্চ বর্ত্তমানকার্য্য বা ফল, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা পাঁচটী বর্ত্তমান কারণ এবং তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ পঞ্চভবিষ্যৎফল।

চারি সংক্ষেপ—উপরি উক্ত আকারের চারিবিভাগ।

তিন বর্ত্ম—ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাক।

দুই মূল—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা।

"উক্ত্যা চাত্যন্তমুৎকর্ষমত্যুৎকৃষ্টস্য বস্তুনঃ।
কল্পিতেহপ্যুপমানত্বে প্রতীপং কেচিদূচিরে॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৪২)

অত্যুৎকৃষ্ট বস্তুর অত্যন্ত উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া উপমানস্বরূপে কল্পিত হইলেও কাহার মতে এই অলঙ্কার হয়। যথা—
"অহমেব গুরুঃ সুদারুণানামিতি হালাহল তাত মাস্ম দৃপ্যঃ।
নহু সন্তি ভবাদৃশানি ভূয়ো ভুবনেঽস্মিন্ বচনানি দুর্জ্জনানাং॥"
৪ চন্দ্রবংশীয় ঋক্ষরাজপুত্র, শান্তনুরাজের পিতা।
(ভারত ১।৯৭।২০)

প্রতীপক (পুং) প্রতীপ-স্বার্থে কন্। ১ প্রতীপশব্দার্থ। ২ হর্য্যশ্ব-নৃপপুত্র যদুর পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।১৬)

প্রতীপগ (ত্রি) প্রতীপং গচ্ছতি গম-ড। প্রতিকূলগামী। (রঘু ১১।৫৮) স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রতীপগতি (স্ত্রী) প্রতিকূলগতি।

প্রতীপগমন (ক্লী) প্রতীপং গমনং। প্রতিকূলগমন।

প্রতীপগামিন্ (ত্রি) প্রতীপং গচ্ছতি গম-ণিনি। প্রতিকূল-গমনকারী।

প্রতীপতরণ (ক্লী) জলস্রোতের বিপরীতমুখে পোতচালন।

প্রতীপদর্শিন্ (ত্রি) প্রতীপং বামং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। প্রতি-কূলদর্শক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ স্ত্রীমাত্র। (অমর)

প্রতীপবচন (ক্লী) প্রতীপং বচনং। প্রতীকূলবাক্য।

প্রতীপাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

প্রতীপিন্ (ত্রি) প্রতীপঃ বিদ্যতেঽস্য (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১৩১) ইতি ইনি। প্রতীপযুক্ত, যিনি কার্য্যের প্রতিকূল।

প্রতীবোধ (পুং) প্রতি-বুধ-ঘঞ্, বাহু° দীর্ঘঃ। ১ বোধ, জ্ঞান। ২ সতর্কতা। ৩ প্রতিক্ষণ বুধ্যমান। (অথর্ব্ব ৮।১।১৩)

প্রতীর (ক্লী) প্রতীরয়তি জলগতিকর্ম্মসমাপ্তিং নয়তীতি প্র-তীর-কর্ম্মসমাপ্তৌ ক। ১ তট। ২ ভৌত্যমনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০০ অ°)

প্রতীরাধ (পুং) প্রতি-রাধ-ঘঞ্ বাহু° দীর্ঘঃ। [প্রতিরাধ দেখ।]

প্রতীবর্ত্ত (ত্রি) প্রতি-বৃৎ-ঘঞ্-বাহু° দীর্ঘঃ। গোলাকার। (অথর্ব্ব ৮।৫।৪)

প্রতীবাপ (পুং) প্রত্যুপ্যতে প্রক্ষিপ্যতে অথবা নিবিচ্যতেঽস্মি-ন্নিতি প্রতি-বপ নিষেকাদৌ ঘঞ্, বাহু° দীর্ঘঃ। ১ গলিত স্বর্ণাদির দ্রব্যান্তর দ্বারা অবচূর্ণন। (স্বামী) ২ বপন, নিক্ষে-পণ। (সুভূতি) ৩ উপদ্রব। (মুকুট)
"আবাপস্তু প্রতীবাপো মারীরীতিরুপদ্রবঃ।" (রাজনি°)
৪ পানীয় ঔষধবিশেষ। মিশ্র ঔষধ, বৃক্ষমূলাদির কাথ নিষ্কাশনের পর ঐ কাথের সহিত যে দ্রব্য মিশ্রিত করা যায়।
"ঔষকাদি প্রতীবাপং পিবেৎ সংশমনায় বৈ।"
(চক্রপাণিদত্ত চিকিৎসিতবিধিচিকি°)

প্রতীবী (ত্রি) প্রতি-বী-ক্বিপ্-বেদে সাধুঃ। প্রতিগমনশীল। "ঈলিষ্বা হি প্রতীব্যং" (ঋক্ ৮।২৩।১) 'শত্রূন্ প্রতিগমনশীল-মগ্নিং' (সায়ণ)

প্রতীবেশ (পুং) প্রতিবিশতে ইতি প্রতিবিশ-ঘঞ্, উপসর্গস্য বাহু° দীর্ঘঃ। প্রতিবেশ, প্রতিবাসীদিগের গৃহ।

প্রতীবেশিন্ (ত্রি) প্রতীবেশোঽস্যাস্তীতি প্রতিবেশ (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। প্রতিবেশী।

প্রতীবৈশ্য, জনপদভেদ। (বামনপু° ১৩।৩৯)

প্রতীশা (স্ত্রী) সম্মাননা, শ্রদ্ধা।

প্রতীহ (পুং) ভরতবংশীয় সুবর্চ্চলাতে জাত পরমেষ্ঠীর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।১৫।৩)

প্রতীহার (পুং) প্রতি-হৃ-ঘঞ্, বাহু° দীর্ঘঃ। ১ দ্বার। প্রতি-হরত্যনেনেতি করণে ঘঞ্। ২ দ্বারপাল। ইহার লক্ষণ—
"ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥" (চাণক্যসংগ্রহ)
যিনি ইঙ্গিত ও আকার বিষয়ে অভিজ্ঞ (ইঙ্গিত শব্দের অর্থ হৃদয়গত ভাব ও আকার শব্দে অঙ্গচিহ্নাদি—ইহার তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন) এবং যিনি বলবান্, প্রিয়দর্শন, প্রমাদশূন্য ও সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে প্রতীহার কহে। মৎস্যপুরাণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—
"প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ।
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে॥" (মৎস্যপু° ১৯৮ অ°)
প্রাংশু, সুরূপ, কার্য্যদক্ষ, প্রিয়বাদী, অনুদ্ধত এবং সকলের চিত্তগ্রাহক এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে প্রতীহারপদবাচ্য হয়। ৩ সন্ধিনিয়ম।
"ময়াত্তোপকৃতং পূর্ব্বময়ঞ্চোপকরিষ্যতি।
ইতি যঃ ক্রিয়তে সন্ধিঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥" (হারাবলী)
পূর্ব্বে আমি উপকার করিব, পরে ঐ উপকৃত ব্যক্তি আমার উপকার করিবে, এইরূপ যে সন্ধি তাহাকে প্রতীহার কহে।

প্রতীহারিন্ (ত্রি) প্রতিহরতি স্বামিসমীপে সর্ব্ববিষয়মিতি প্রতি-হৃ-ণিনি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ বা প্রতীহারঃ রক্ষণীয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। দ্বারী, দ্বাররক্ষক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রতীহারী (স্ত্রী) প্রতীহারোঽস্যা অস্তীতি-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দ্বাঃস্থিতা, দ্বারপালিকা। (মেদিনী)

প্রতীহাস (পুং) প্রতিরূপো হাসোঽস্য উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। করবীর। (অমর)

প্রতুগুক (পুং) জীবকশাক। (বৈদ্যকনি°)

প্রতুদ (পুং) প্রতুদতীতি প্র-তুদ-ক। গৃধ্রাদি, আদিশব্দে শ্যেন, কঙ্ক, কাক, দ্রোণকাক, উলূক ও ময়ূর। (রাজনি°) ইহাদের মাংসগুণ লঘু, শীত, মধুর, কষায় এবং মানবের হিতকর। (রাজব°) সুশ্রুতে লিখিত আছে, কপোত, পারাবত, ভৃঙ্গরাজ, পরভৃতক, যষ্টিক, কুলিঙ্গ, গৃহকুলিঙ্গ, গোক্ষোড়ক, ডিণ্ডিমানক, শতপত্রক, মাতৃনিন্দক, ভেদশী, শুক, সারিকা, বল্‌গুলী, গিরিশাল, হ্বাল, দূষক, সুগৃহী, খঞ্জরীটক, হারীত ও দাত্যূহ প্রভৃতি প্রতুদজাতীয় পক্ষী। ইহাদের মাংসের গুণ—কষায়, মধুর, রুক্ষ, ফলাহারী, বায়ুকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক, শীতল, মূত্ররোধক ও অল্পতেজস্কর। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

চরকের মতে শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোযষ্টী, জীবঞ্জীবক, কৈরাত, কোকিল, অত্যূহ, গোপাপত্র, প্রিয়াত্মজ, লট্বা, লট্বাষক, বব্রু, বটহা, তিণ্ডিমানক, জটী, দুন্দুভি, বাক্বালোহ, পৃষ্ঠকু, লিঙ্গক, কপোত, শুকশারঙ্গ, চিরিটীক, কুযষ্টিক, শারিকা, কলবিঙ্ক, চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত ও পাণ্ডবিক এই সকল পক্ষী প্রতুদজাতীয়। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

প্রতুষ্টি (স্ত্রী) প্র-তুষ-ক্তিন্‌। ১ অতিশয় সন্তোষ। ২ উপাদেয়।

প্রতূণী (স্ত্রী) স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত রোগভেদ।

প্রতূর্ত্ত (ত্রি) প্র-ত্বর-রোগে ক্ত। ১ প্রকৃষ্টবেগান্বিত। ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ প্রকৃষ্টবেগ।

প্রতূর্ত্তক (ত্রি) প্রতূর্ত্ত মত্বর্থে বুন্‌ (গোষদাদিভ্যো বুন্‌। পা ৫।২।৬২) প্রকৃষ্টবেগযুক্ত।

প্রতূর্ত্তি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টবেগযুক্ত, প্রত্বরণশীল। "যো ব উর্ম্মিঃ প্রতূর্ত্তিঃ" (শুক্লযজু° ৯।৬) 'প্রতূর্ত্তিঃ প্রকৃষ্টাতূর্ত্তির্বেগো যস্য প্রত্বরণশীলঃ' বেদদীপ)

প্রতূলিকা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং তূলমত্র কপ্‌ কাপি ইত্বং। শয্যাভেদ, তোষক। (কাশীখ° ৭ অঃ)

প্রতৃদ্‌ (ত্রি) ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি, ইহার নামান্তর তৃৎসু। (ঋক্‌ ৭।৩৩।১৪)

প্রতোদ (পুং) প্রতুদ্যতেঽনেনেতি প্র-তুদ-করণে ঘঞ্‌। অশ্বাদিতাড়নদণ্ড, চলিত চাবুক। পর্য্যায়—প্রাজন, প্রবয়ন, তোত্র, তোদন। (জটাধর)

"প্রকালয়েদ্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রতোদেনেব সারথিঃ।
প্রত্যমিত্রশ্রিয়ং দীপ্তাং জিঘৃক্ষুর্ভরতর্ষভ !॥" (ভারত ২।৫৪।৮)

২ সামভেদ।

প্রতোদিন্‌ (ত্রি) ১ বেধকারী। ২ যিনি কষাঘাত করেন।

প্রতোলী (স্ত্রী) প্রতুল্যতে পরিমীয়তে ইতি প্র-তুল-পরিমাণে ঘঞ্‌, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ১ রথ্যা, রাস্তা।

"বহুপাংশুচয়াশ্চাপি পরিখা পরিবারিতাঃ।
তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ॥" (রামা° ২।৮০।১৮)

২ অভ্যন্তরমার্গ, নাছ ও কুলী নামে খ্যাত। ৩ হট্টাদি মধ্য নির্ম্মিত পথ। ৪ কাহারও কাহারও মতে দুর্গের নগর-দ্বার। (ভরত) ৫ সোপানশ্রেণীশোভিত নগরদ্বার। ৬ গ্রীবা ও মেঢ্রদেশের ব্রণবন্ধনবিশেষ।

প্রতোষ (পুং) প্র-তুষ-ভাবে ঘঞ্‌। ১ সন্তোষ। প্রকৃষ্ট-স্তোষোঽস্য, প্রাদিবহুব্রী°। (ত্রি) ২ সন্তোষযুক্ত। (পুং) ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৪।১।৭)

প্রত্ত (ত্রি) প্রদীয়তে স্মেতি প্র-দা-ক্ত (অচ উপসর্গাৎ তঃ। পা ৭।৪।৪৭) ইতি তাদেশঃ। দত্ত। (মুগ্ধবোধব্যাক°)

প্রত্তি (স্ত্রী) প্র-দা-ক্তি। দান। (ঐত° ব্রা° ২।৪৯)

প্রত্তিপাড়ু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার গুণ্টুর তালুকের একটী প্রাচীন স্থান। অক্ষা° ১৬°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২৪´ পূঃ। গুণ্টুর নগর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানকার দণ্ডেশ্বর স্বামীর শিবমন্দিরে সাতখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে ১১৪৪ শক সংবতে চোলরাজের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রবাদ ঐ মন্দির ১০২৩ শকে কোন চোলরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। স্থানীয় বেণুগোপালস্বামীর বিষ্ণুমন্দিরটী রেড্ডী সর্দ্দারগণের প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্ন (ত্রি) প্র-'নশ্চ পুরাণে প্রাৎ' ইতি চকারাৎ ত্নপ্‌। পুরাণ, পুরাতন।

"প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যস্যর্ত্তস্য ব্রহ্মণঃ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি॥" (ভাগ° ৫।২০।৫)

প্রত্নতত্ত্ব (ক্লী) পুরাতত্ত্ব। বিগত ঘটনা বা বিষয়ের ঐতিহাসিক আলোচনা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ (পুং) প্রত্নস্য তত্ত্বং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্‌। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, যাঁহারা পুরাতন তত্ত্ব অবগত আছেন, ইতিহাসবেত্তা।

প্রত্নথা (অব্য) প্রত্ন ইবার্থে থাচ্‌। পুরাতনের ন্যায়। "সপ্রত্নথা সহসা জায়মানঃ" (ঋক্‌ ১।৯৬।১) 'প্রত্নথা প্রত্নইব চিরন্তন ইব'। (সায়ণ)

প্রত্নবৎ (অব্য) প্রত্ন-ইবার্থে বতি। পুরাতনের তুল্য। "তাঃ প্রত্নবৎ" (ঋক্‌ ১।১২৪।৯) 'প্রত্নবৎ পুরাতনস্য ইব' (সায়ণ)

প্রত্যংশ (ক্লী) প্রত্যেক অংশ বা বিভাগ। (দিব্যা° ৭১।৮-৯)

প্রত্যংশু (ত্রি) প্রতিগতোঽংশুং অত্যা° স°। ১ প্রাপ্তাংশুক। প্রতিগতা অংশুর্যেন। (ত্রি) ২ প্রতিগতাংশুক।

প্রত্যক্‌চেতন (পুং) প্রতীপং বিপরীতমঞ্চতি জানাতি প্রতি অঞ্চ-ক্বিপ্‌, ততঃ প্রত্যক্‌ চেতনঃ কর্ম্মধা°। সাংখ্যমতসিদ্ধ পুরুষ অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" (যোগসূত্র ১।২৯)

চিত্ত যখন নিতান্ত নির্ম্মল হয়, কোনরূপ গুণাধিকার থাকে

না, তখন প্রত্যক্-চৈতন্যের জ্ঞান অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে, ইহা জন্মিলে আর কোনরূপ বিঘ্ন থাকে না। বিবেকখ্যাতিযুক্ত পুরুষই প্রত্যক্-চৈতন্য নামে অভিহিত হয়।

রজোজন্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা প্রভৃতি সমাধির প্রবল-বিঘ্ন। পুরুষ যখন প্রণবাদি জপ দ্বারা আপনার স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হন, তখন আর তাহার কোন বিকার থাকে না, কেবল 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং' এই অবস্থায় অবস্থিত হন। ইহাকে প্রত্যক্-চেতন বলা যাইতে পারে।

২ সর্ব্বজ্ঞ, অন্তরাত্মা, পরমেশ্বর, তদভিন্ন জীব।

প্রত্যক্ (ক্লী) ১ পশ্চাদ্দিকে। ২ নিজের দিকে।

প্রত্যক্‌পর্ণী (স্ত্রী) প্রত্যঞ্চি পর্ণানি অস্যাঃ, পাককর্ণেতি ঙীষ্। ১ রক্তাপামার্গ। পর্য্যায়—

"রক্তোঽন্যো বশিরো বৃত্তফলোধামার্গবোঽপি চ।
প্রত্যক্‌পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

২ দ্রবন্তী, দন্তীবৃক্ষ।

প্রত্যক্‌পুষ্পী (স্ত্রী) প্রত্যঞ্চি পুষ্পাণি যস্যাঃ। অপামার্গ।

প্রত্যক্‌বোধি, বৌদ্ধ যতিদিগের অবস্থাভেদ।

প্রত্যক্‌স্বরূপ, মানসনয়নপ্রসাদিনী প্রত্যক্‌তত্ত্বদীপিকাটীকা-প্রণেতা। প্রত্যক্‌প্রকাশের শিষ্য।

প্রত্যক্‌শিরস্ (ত্রি) পশ্চাদ্দিকে মস্তকযুক্ত, যাহার মস্তক পেছনদিকে ফিরান আছে।

প্রত্যক্‌শ্রেণী (স্ত্রী) প্রতীচী শ্রেণী যস্যাঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ কপ্। দন্তীবৃক্ষ, মূষিকপর্ণী। পর্য্যায়—

"প্রত্যক্‌শ্রেণী দ্রবন্তী চ পুত্রশ্রেণ্যাখুপর্ণিকা।
বৃষপর্ণ্যাখুপর্ণী চ মূষিকা কাঞ্চিপত্রিকা॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

প্রত্যক্ষ (ত্রি) প্রতিগতমক্ষি ইন্দ্রিয়ং যত্র, সমাসে-অচ্, বা প্রত্যক্ষমস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পর্য্যায়—ঐন্দ্রিয়িক। (ক্লী) ২ নির্ব্বাচন, ভেদজ্ঞান, নির্ণয়। (দিব্যা° ৭১।৮-৯) ৩ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান। প্রত্যক্ষপ্রমাণ। অক্ষি শব্দে চক্ষু, অতএব এই চক্ষুদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ কহে। অক্ষি শব্দে ইন্দ্রিয়মাত্র বোধ হইবে। এই জ্ঞান ছয় প্রকার।

আস্তিক বা নাস্তিক প্রভৃতি সকল দার্শনিকপণ্ডিতই প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

গৌতমসূত্রে লিখিত আছে—

"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।" (গৌতমসূ° ১।৩)

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণ। এই অনুমান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ এইরূপ "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।" (গৌতমসূত্র ১।৪)*

চক্ষু, ত্বক্ ও নাসিকা প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়, কিংবা আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় মন বিষয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়া যে অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যভিচার হয় না—যথার্থ জ্ঞানের জনক হয়, তাদৃশ জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষপ্রমাণ। চক্ষু ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদির যাহা সাক্ষাৎকার হয়, উক্ত সাক্ষাৎকারই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। এই স্থানে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, চক্ষু যখন বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে, তৎকালে চক্ষু শরীরেই থাকে, শরীর হইতে নির্গত হয় না। কিরূপে ঘটাদিতে সংযুক্ত হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে, এই শঙ্কা একটু প্রণিধান সহকারে দেখিলেই নিরাকৃত হইতে পারে। দীপ যেরূপ গৃহাদির একদেশে থাকিলেও তাহার প্রভা সমস্ত গৃহকে ব্যাপ্ত ও উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ চক্ষুপদার্থ তৈজস অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ, সুতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহার সূক্ষ্মপ্রভা নির্গত হয়। উক্ত সূক্ষ্মপ্রভা অগ্রবর্ত্তী পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া 'এই মনুষ্য' 'এই গো' ইত্যাদি জ্ঞান সম্পাদন করিয়া দেয়।

ত্বগিন্দ্রিয় সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব হস্তপদাদি কোন অবয়বের সহিত শীতউষ্ণাদি কোন বস্তু সংযুক্ত হইলেই তাহার প্রত্যক্ষ হয়। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। রূপ ভিন্ন নয়ন দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয়, ত্বক দ্বারাও তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। রসনেন্দ্রিয় রসযুক্ত পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাধুর্য্যাদিগুণকে সাক্ষাৎকার করে। ঐরূপে নাসিকা গন্ধকে ও কর্ণেন্দ্রিয় শব্দকে গ্রহণ করিয়া এবং মন জ্ঞান ও সুখাদিরূপ আভ্যন্তরিক পদার্থকে অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া থাকে।

রক্তবস্তু সমীপস্থিত স্ফটিকাদিতে যে রক্ততা প্রত্যক্ষ হয়, ঐ প্রত্যক্ষটী ভ্রমাত্মক। কারণ স্ফটিক শুক্লবর্ণ, তাহাতে রক্তবর্ণ জ্ঞানটী অযথার্থ। এই জন্য প্রত্যক্ষলক্ষণে 'অব্যভিচারি'পদ অর্থাৎ ভ্রম ভিন্ন এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকিলে প্রত্যক্ষ

---

* 'অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্। ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং প্রত্যক্ষং। ন তর্হীদানীমিদং ভবতি আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি, নেদং কারণাবধারণমেতাবৎ প্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি যৎপ্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টকারণং তদুচ্যতে, যত্তু সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্ত্ততে ইতি।'

(ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়নভাষ্য)

হয়, সেই সম্বন্ধের নাম সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। যথা—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় ও বিশেষণতা।

ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্রব্যে যুক্ত হয়,' এই জন্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ, তাহাই সংযোগ গুণ ও ক্রিয়া। দ্রব্যেতে যে জাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ, তাহাকে সংযুক্তসমবায়। গুণ এবং ক্রিয়াতে যে জাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়। শব্দ প্রত্যক্ষে সমবায়-সন্নিকর্ষ। কারণ কর্ণেন্দ্রিয় গগনস্বরূপ। তাহার সহিত শব্দের সমবায়সম্বন্ধই আছে। শব্দত্বজাতি প্রত্যক্ষে সমবেত-সমবায়। অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ। ঐ প্রত্যক্ষ দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অব্যপদেশ্য বা নির্ব্বিকল্পক। এই জ্ঞান প্রথম ইন্দ্রিয়দ্বারা জন্মে এবং ইহা গোত্বধর্ম্ম ও গোধর্ম্মিপ্রভৃতিকে পৃথক্‌রূপে বিষয় করে, গোত্বাদি গবাদি সম্বন্ধকে করে না। দ্বিতীয় ব্যবসায়াত্মক, ইহাকে সবিকল্পও কহে। এই প্রত্যক্ষ গবাদিতে গোত্বাদির সম্বন্ধকে বিষয় করে, এজন্য গোত্ববিশিষ্ট গো এইরূপ প্রত্যক্ষের আকার হইয়া থাকে। এই প্রমাণের বিষয় পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ভাষ্যে উক্তরূপই সূত্রার্থ কল্পিত হইয়াছে।

গৌতমসূত্রে 'প্রত্যক্ষ' ইহা স্বতন্ত্র প্রমাণ কি না, ইহার পরীক্ষার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, প্রত্যক্ষ নামে একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ থাকিলে তাহার পরীক্ষা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে যদি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কি দোষ হয়, ইহাতে গৌতম বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমনুমানমেকদেশগ্রহণাদুপলব্ধেঃ।" (গৌত° ২।২।২৮)

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃক্ষের সন্নিকর্ষ জন্য 'এইটী বৃক্ষ' এই প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। এই প্রত্যক্ষ-রূপে অভিমত উক্ত জ্ঞান অনুমিত্যাত্মকমাত্র, অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষজ্ঞান অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র। যেহেতু একদেশ গ্রহণ দ্বারা সমুদায় বৃক্ষের জ্ঞান হইতেছে ; অতএব উক্ত জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেরূপ ধূমগ্রহণ (জ্ঞান) দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্নির জ্ঞান জন্মাইতেছে—এই জন্য উক্ত বহ্নিজ্ঞান যেরূপ অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করিতেছ—তাহার ন্যায় একদেশজ্ঞান দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত অপরাংশের যে জ্ঞান জন্মাইতেছে, উহাকেও অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুমান হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। বাদীদিগের এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এই সূত্র অভিহিত হইয়াছে—

"ন প্রত্যক্ষেণ যাবত্তাবদপ্যুপলম্ভাৎ।" (গৌতমসূত্র ২।২।২৯)

অনুমিতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ নাই, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ মূল বা শাখাদিরূপ কোন একদেশের প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ মাত্রের উচ্ছেদ হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে যে, অনুমান প্রত্যক্ষমূলক অর্থাৎ ইহার মূলে প্রত্যক্ষ আছে। নানাস্থানে ধূম এবং ধূমহেতু বহ্নির একত্র স্থিতিদর্শন ও বহ্নিশূন্য দেশে ধূমের অভাব দেখিয়া আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি যে, যে যে স্থানে ধূম আছে, তত্তৎ স্থানে বহ্নি আছে, ইহা একটী ব্যাপ্তিজ্ঞান মাত্র। অনন্তর কোন স্থলে ধূমদর্শন করিলে অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্নির অনুমিতি জন্মাইতেছে ; সুতরাং অনুমিতি প্রত্যক্ষমূলক। অতএব প্রত্যক্ষ-প্রমাণ না থাকিলে প্রথমতঃ অনুমানই সিদ্ধ হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সন্নিহিত বস্তুর অব-ধারণা জন্মে।* অনুমান প্রমাণদ্বারা অপ্রত্যক্ষভূত বস্তুর জ্ঞান হয়। অতএব প্রত্যক্ষ অনুমানের কার্য্য যখন বিভিন্ন, তখন অনুমান হইতে প্রত্যক্ষ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বৃক্ষাদি সাবয়ব পদার্থের প্রত্যক্ষস্থলে উক্ত আপত্তি কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য হইতে পারে বটে ; কিন্তু নিরবয়ব শব্দ ও গন্ধাদির প্রত্যক্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ উক্ত শব্দ ও গন্ধাদি নিরবয়ব বলিয়া তাহা-দের একদেশ গ্রহণ দ্বারা অপরদেশের অনুমিতি জন্মাইতে পারে না ; সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্রত্যক্ষমাত্রের উচ্ছেদ না হইলেও, উক্ত বৃক্ষাদি সাবয়ব বস্তুর জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক ইহা স্বীকার করিলে বোধ হয় দোষ হইবে না। গৌতমসূত্রে এই আপত্তিও নিরাকৃত হই-য়াছে,—"ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিসদ্ভাবাৎ।" (গৌ° ২।২।৩০)

উক্ত বৃক্ষ প্রত্যক্ষস্থলে একদেশ মাত্রের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বীর সত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অবয়ব প্রত্যক্ষকালে অবয়বীরও প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে। যদি ইহার উত্তরে এইরূপ বল, যে সমুদায় অবয়বের সহিত যখন চক্ষুরাদির সম্বন্ধ হইতেছে না, তখন কিরূপে অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে? ইহা সঙ্গত নহে বাস্তবিকপক্ষে অবয়বীরই প্রত্যক্ষ হয়। সমুদয় অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অপেক্ষা করে না। কোন ব্যক্তির হস্ত বা পদাদি কোন একটী অবয়ব স্পর্শ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ

* "যদিদমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে জ্ঞানং বৃক্ষ ইত্যেতৎ কিল প্রত্যক্ষং তৎ খল্বনুমানমেব কস্মাৎ, একদেশগ্রহণাৎ বৃক্ষস্যোপলব্ধে-রর্ব্বাগ্‌ভাগময়ং গৃহীত্বা বৃক্ষমুপলভতে, ন চৈকদেশো বৃক্ষঃ। তত্র যথা ধূমং গৃহীত্বা বহ্নিমনুমিনোতি তাদৃগেব তদ্ভবতি।" (বাৎস্যায়ন ২।২।২৮)

করা হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যদি সমুদায় অবয়বের সহিত স্পর্শ হইলেই উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা হয়, ইহা বল, তবে কোনকালেই উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব অবয়বান্তর দ্বারা ব্যবহিত আছে বলিয়া এককালে সমুদায় অবয়বের স্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং উক্ত অবয়বী ব্যক্তির কোন কালেই স্পার্শনিক প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে, কোন একটী অবয়বের সহিত স্পর্শ হইলেই অবয়বীর সহিত স্পর্শ হইয়া যায়। অবয়ব প্রত্যক্ষ কালে অবয়বীরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহার ন্যায় অবয়বীর চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং বৃক্ষাদি প্রত্যক্ষের আর কিছুমাত্র অনুপপত্তি থাকিল না।

এই সকল তর্কযুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, প্রত্যক্ষ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। যাহারা প্রত্যক্ষকে অনুমিত্যাত্মক বলেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। (ন্যায়দর্শন)

গৌতমসূত্রানুসারে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও প্রত্যক্ষ স্বতন্ত্র প্রমাণ কি না, এই বিষয় আলোচিত হইল। এখন দেখা যাউক কি প্রকারে প্রত্যক্ষ হয়। সকলে এই প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন কিনা, তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি দেখা যায় না, প্রমাণচিন্তকেরা বলেন, প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রমাণান্তরের জীবনস্বরূপ। প্রত্যক্ষপ্রমাণ যথার্থরূপে নির্ণীত হইলে অন্যান্য প্রমাণ সকল সহজ হয়। ইন্দ্রিয়ভেদ অনুসারে প্রত্যক্ষভেদ স্বীকৃত হয়।

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥" (বেদান্তকা°)

চার্ব্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে অনুমানাদি প্রমাণ নহে। এই মত বৌদ্ধদার্শনিকেরাও অনুমোদন করিয়াছেন।

"নানুমানং প্রমাণমিতি বদতা লৌকায়তিকেন অপ্রতিপন্নঃ সন্দিগ্ধঃ বিপর্য্যস্তো বা পুরুষঃ কথং প্রতিপদ্যেত।" (তত্ত্বকৌমুদী)

'অনুমান প্রমাণ নহে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' এই কথা যাহারা বলেন, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি তর্ক ও যুক্তিদ্বারা তাহাদের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় ও অযৌক্তিক বলিয়াছেন।

এক্ষণে এই প্রমাণের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। নয়নাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে। এই প্রমাণ ৬ প্রকার— চাক্ষুষ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্, শ্রোত্র ও মন, এই ছয়টী ইন্দ্রিয়দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। গন্ধ, তদ্গত সুরভিত্ব ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ, মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন প্রত্যক্ষ, নীলপীতাদিরূপ তত্তৎ রূপবিশিষ্ট দ্রব্য ও নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি এবং ঐ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তিসমবায়াদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; উদ্ভূত শীত উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির ত্বাচ প্রত্যক্ষ এবং শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব ও ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ ও সুখদুঃখাদি আত্মবৃত্তি গুণের, আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস প্রত্যক্ষ হয়।* উক্ত ষড়িন্দ্রিয় দ্বারা এইরূপে ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার এই ছয় প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রধান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। ইহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চাক্ষুষ জ্ঞান বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

চক্ষুরিন্দ্রিয় কি? কি প্রকারেই বা চক্ষুদ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মে? এ বিষয়ে ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়।

কোন বৌদ্ধ বলেন, চক্ষুর কেন্দ্রস্থানে যে স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ গোল লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, যাহাকে তারা বা মণি কহে, তাহার আর একটী নাম কৃষ্ণসার। চাক্ষুষ জ্ঞান বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটী মুখ্যকারণ। কেন না, কৃষ্ণসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই বস্তুগ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। সেইজন্য বলা উচিত কৃষ্ণসার যন্ত্রই ইন্দ্রিয়, কৃষ্ণসার ব্যতীত অপর কোন চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই।

ইহাতে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, কৃষ্ণসারকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ ভ্রম।

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানং"

---

* "ঘ্রাণজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতং।
ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।
তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ।
উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্ত্বসংখ্যে।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বস্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তম্।
ক্রিয়াং জাতিং যোগ্যবৃত্তিং সমবায়ঞ্চ তাদৃশম্।
গৃহ্লাতি চক্ষুঃসংযোগাদালোকোদ্ভূতরূপয়োঃ।
উদ্ভূতস্পর্শবদ্দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপান্যচ্চক্ষুষো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণম্।
মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ।
জ্ঞানং যন্নির্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে।
মহত্ত্বং ষড়্‌বিধে হেতুরিন্দ্রিয়ং করণং মতম্।
বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্‌বিধঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

যেটী বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটী অতীন্দ্রিয়। কোন কালেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমান কৃষ্ণসার তাহার অধিষ্ঠানমাত্র। অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) অধিষ্ঠিত বলা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বলা নিতান্ত ভ্রম।

প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে বস্তুগ্রহ হইতে পারে না। সন্নিকর্ষব্যতীত বস্তুদ্বয়ের সংযোগঘটনা হইতে পারে না। বিষয় এক প্রদেশে, চক্ষু অন্যপ্রদেশে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি? বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসন্নিকৃষ্টতানিবন্ধন সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগ না হইলেও উপলব্ধি হয় না। যত্তপি সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল কৃষ্ণসারের অস্তিত্বের দ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে এই জগতে কোনও বস্তু অজ্ঞাত থাকিত না। যাবৎ শরীর থাকে, তাবৎ কৃষ্ণসারও থাকে। কৃষ্ণসার সকল সময়েই বিদ্যমান আছে, বস্তুও সর্ব্বত্র নিপতিত আছে, তত্তাবতের জ্ঞান না হয় কেন? ব্যবহিত বস্তুই বা অজ্ঞাত থাকে কেন? আরও কথা আছে যে, জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই প্রকাশ করে। দীপ একটী প্রকাশক বস্তু। তাহা যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তুকেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পায় না, সে বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরীয়বস্তু প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব দূরস্থিত বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত, যে পদার্থ চক্ষুগোলককে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গোলক হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থিত বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে।

সেই পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজোবিশেষ। সাংখ্যকার বলেন, সে বস্তু আহঙ্কারিক, অর্থাৎ অহংতত্ত্বের পরিণামবিশেষ। চক্ষু ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ কৃষ্ণসারযন্ত্রে এক্প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। সেই রশ্মি সমসূত্রপাত-ন্যায়ে ধারাকারে ও অবিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া সম্মুখস্থিত বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত হইবামাত্র আত্মাতে ইহা 'অমুক বস্তু' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। দীপালোক যেরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে, অচক্ষু ব্যক্তির সহিত করে না। সেইরূপ রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও মনঃসংযুক্ত হইয়া রূপবিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করে। রূপহীন বস্তু বা অমনোযোগ চক্ষুঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না। প্রত্যক্ষের প্রতি মনঃসংযোগই প্রধান কারণ, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন প্রকার প্রত্যক্ষই হয় না। এই মত নৈয়ায়িকদিগের; কিন্তু সাংখ্যমত অন্যবিধ। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত এই যে ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক নহে, তাহারা আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণামে উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যূন বস্তু গ্রহণ করে, আবার বৃহৎ পরিমাণ বস্তুও গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে সে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এ পর্য্যন্ত অল্প পরিমিত ভৌতিক বস্তুকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বস্তু ব্যাপিতে দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা সে বিনা বিভাগে দূরস্থ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি তেজের এরূপ শক্তি থাকা কল্পনা কর, কেন না সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপগুলি প্রভারূপে দূরপ্রদেশে গমন করিতেছে এবং আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতেছে।

ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তিদ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নৈয়ায়িক-কল্পিত ভৌতিকত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সেই সকল তর্ক ও যুক্তি এস্থলে প্রদর্শিত হইল না।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া বা প্রণালী সম্বন্ধে কপিলের অভিপ্রায় ঠিক বুঝা যায় না। এই বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন আচার্য্য শক্তিবাদী, কেহ বা শক্তিসহকৃত বৃত্তিবাদী। শক্তিবাদী আচার্যেরা বলেন, কৃষ্ণসারে একপ্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি, তাহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্বমাত্র। কৃষ্ণসার যখন স্বীয় শক্তিতে আপনার স্বচ্ছাংশে বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তখন তদ্বস্তুর প্রথমতঃ অবিকল্পিত জ্ঞান হয়, তৎপরে মনের সাহায্যে ইহা অমুক বস্তু ইত্যাকার অবধারণ নিষ্পন্ন হয়।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহায্য থাকা আবশ্যক। বস্তুতে ব্যক্ত, রূপ ও বৃহত্ত্ব থাকা এবং কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান না থাকা প্রয়োজনীয় বস্তুর সর্ব্বশরীর প্রত্যক্ষের গোচর হয় না, সম্মুখের অর্দ্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অপরার্দ্ধ অনুমেয়। এই অনুমান সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থা[illegible] চক্ষুগোলক দুইটী হইলেও ইন্দ্রিয় একটী। অতিদূর ও অতিসামীপ্য প্রভৃতি নববিধ প্রতিবন্ধক থাকিলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে না।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়বধান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" (সাংখ্যকা°)

পক্ষী অতি দূরে উঠিলে দৃষ্টিবহির্ভূত হয়, লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতি সামীপ্যবশতঃ দেখা যায় না; গোলকের বা ইন্দ্রি-

য়ের কোনরূপ ব্যাঘাত হইলে জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে ; বিমনা ও উন্মনা হইলেও দৃষ্ট দৃশ্যের জ্ঞান থাকে না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্র হইলে তাহার প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে; কিন্তু যাবৎ না তাহা মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়া সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছেন, অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের নাশ, অমনোযোগ, অতিসূক্ষ্মতা, অভিভব, স্বজাতীয়ের সহিত সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা, এই সকল চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিজনক এমত নহে, স্থলবিশেষে কোন কোনটী বিপর্য্যয়-বোধেরও কারণ হয়।

শাস্ত্রের নানাস্থানে নানাপ্রকার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? আদর্শে আত্মবিম্বদর্শনকালে বিপরীত দেখা যায় কেন? বামভাগ দক্ষিণে ও দক্ষিণভাগ বামে অবস্থিত দেখায়, তীরস্থ বৃক্ষ অধঃশির দেখায়, উপরিস্থিত চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব জলের উপর ভাসমান না দেখাইয়া মধ্যনিমগ্ন অর্থাৎ ডুবিয়া থাকার ন্যায় দেখায়, এই সকল এইরূপ বিপরীত ভাবে দেখায় কেন?

কতদূর, কতসামীপ্য, কতসূক্ষ্ম ও কতস্থূল বস্তুর দর্শন হয় ও হয় না, কোথা হইতেই বা দৃষ্টিব্যতিক্রম আরব্ধ হয়? এই সকল বিষয় নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকলের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ইহা ভ্রমবশতঃই হইয়া থাকে। দার্শনিকগণ ইহাকে অধ্যাস, আরোপ ও অবিবেক প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তিকারণ বর্ণিত এবং অবান্তরপ্রভেদও নির্ণীত হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্ত-মতে ভ্রমজ্ঞান নিজে মিথ্যা; কিন্তু তাহার ফল সত্য। রজ্জুসর্প দেখিলে প্রকৃত সর্পদর্শনের ন্যায় ভয় ও কম্প উভয়ই জন্মে। ভ্রমমাত্রই অসিদ্ধবস্তু-অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে অর্থাৎ তাহার দ্বারা জীবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলভেদ আছে। এ সকল দেখিয়া ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই দুই ভেদে, তৎপরে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য এই চারিভেদ বা চারিশ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। [ভ্রম দেখ।]

ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী—দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার। তন্মধ্যে দোষ নানাপ্রকার, নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিয় দোষ-দুষ্ট হওয়া। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ, সেই চক্ষুঃ যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তবে অতিশ্বেত বস্তুও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতি দোষ কালদোষ এবং অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য প্রভৃতি দেশগত দোষ।

সম্প্রয়োগ—সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি না হওয়া। অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশে প্রকাশ পাওয়া।

সংস্কার—সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যই ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। সেই মতের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে ভ্রম জন্মে না। রজ্জুতেই সর্পভ্রম জন্মে, চতুষ্কোণক্ষেত্রে সর্পভ্রম জন্মে না। অতএব কোন সাদৃশ্যবান্ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রয়োগবশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে। ভ্রম ও প্রতিবন্ধক রহিত হইয়া চক্ষুর সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ জন্মে।

শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রাবণজ্ঞান বা শ্রাবণপ্রত্যক্ষ।

চক্ষুঃ কেবল রূপেই সংসক্ত, সেইজন্য চক্ষুদ্বারা রূপ বা রূপবিশিষ্ট পদার্থ দেখা যায়। তদ্দ্বারা শব্দস্পর্শাদির জ্ঞান হয় না, শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত আরও চারিটী ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের মধ্যে শব্দগ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় কথিত হইয়াছে।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষের অগোচর। কেবল অনুমিতিদ্বারাই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় অর্থাৎ গোলক কর্ণান্তঃপ্রদেশ। কর্ণশস্কুলির অভ্যন্তর প্রদেশে যে অবকাশ (ফাঁক) আছে, তাহার নাম শ্রোত্রাকাশ। শ্রবণেন্দ্রিয় শস্কুলিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শব্দগ্রহণকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। শাস্ত্রে শব্দগ্রহণের দ্বিবিধ প্রণালী বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একপ্রণালী বীচিতরঙ্গন্যায়ানুসারিণী ও অপর কদম্বগোলকন্যায়ানুসারিণী।

কোন এক স্থিরজল জলাশয়ে অভিঘাত উপস্থিত করিলে অভিঘাত স্থলে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগ জলকে তরঙ্গায়িত করে। যেমন প্রথমোৎপন্ন সেই বেগ হইতে বেগান্তর জন্মে, তেমনি তরঙ্গ হইতেও তরঙ্গান্তর জন্মে। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তর জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে তাহা বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরীর প্রকারপ্রাপ্ত হয়। মধ্যে যদি কোথাও বেগনিরোধক বস্তু

বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানেই পতিত হইয়া নষ্ট হয়। নচেৎ তাহা দূরে গিয়া বিলীন হয়। এইরূপ প্রথমে আকাশে ধ্বনি উৎপন্ন হইল, সেই ধ্বনি তরঙ্গায়মান.বায়ুতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়স্থান কর্ণশষ্কুলি প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট অর্পণ করিল। অভিপ্রায় এই যে, শব্দ কর্ণশষ্কুলীস্থিত শব্দবাহী স্নায়ু অবলম্বন করিয়া মনের নিকট গমন করে। নিকটস্থ আত্মা তাহা প্রকাশ করেন, অর্থাৎ অনুভব করেন। ইহারই অন্য নাম শুনা বা শ্রবণ। নিকটে যদি শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ হয়। সুতরাং আকাশোৎপন্ন শব্দ আকাশেই বিলীন হয়।

স্থিরজল জলাশয়ে আঘাত করিলে যে তদুত্থিত রঙ্গ কখন তীরস্পর্শ করে, কখন নাও করে, তাহার কারণ আঘাতের বল, অর্থাৎ আঘাতজন্য বেগের তারতম্য। বেগ অধিক পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের দূরগতি ও অল্প পরিমাণে জন্মিলে অদূরগতি হয়। শব্দের গতিও ঠিক সেইরূপ জানিবে। যে পরিমাণে বেগ উপস্থিত হইবে, শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে। দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইরূপ বীচীতরঙ্গের দৃষ্টান্তে শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন ও নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিকে সোপপত্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

শব্দবহনকারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হয় না। সাম্মুখ্য থাকিলে দূরোৎপন্ন শব্দও নিকটের ন্যায় শুনা যায়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘাত স্থান এতদুভয়ের মধ্যে বায়ুর বেগরোধক বস্তু ব্যবধান থাকিলে শুনা যায় না বা অল্প শুনা যায়। পার্থিব প্রদেশের দূরত্ব যে পরিমাণে শব্দজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে প্রতিবন্ধক হয়।

বীচিতরঙ্গন্যায়বাদীর মত আর কদম্বগোলকন্যায়বাদীর মত প্রায় একরূপ। একটু প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গবাদী বলেন, শব্দ একটীই জন্মে, কদম্বগোলকন্যায়বাদী বলেন, কদম্বকেশরের ন্যায় তদুপরি তদুপরি নানাশব্দ জন্মে। কদম্বকুসুমের কিঞ্জল্কারোহণস্থান বর্ত্তুল, সেই বর্ত্তুল অংশের সকল দিক্ ব্যাপিয়া একথাকে অনেক কেশর জন্মে, সেই সকল কেশরের শিরঃপ্রদেশে আবার একথাক কেশর জন্মে। শব্দও ঐরূপ আঘাতস্থল হইতে এককালে দশদিক্ অভিমুখে দশসংখ্যায় উৎপত্তিলাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশশব্দ জন্মে, ক্রমে অন্য দশ শব্দ এইরূপে ইন্দ্রিয়স্থান প্রাপ্ত হয়।

উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়স্থানে গিয়া প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, শব্দ আঘাতস্থলে উৎপন্ন হয় না, আঘাতস্থলে কেবল বেগ জন্মে। সেইবেগ শ্রোত্রপ্রাপ্ত হইলে তথায় অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে এবং তাহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত হয়। "শব্দস্তু শ্রোত্রোৎপন্নঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহ্যতে।" এইরূপে শ্রাবণপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

স্পার্শনপ্রত্যক্ষ বা স্পর্শ বা স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানাজাতীয় স্পর্শজ্ঞান জন্মে। দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ কোন গুণ ত্বক্ সংযুক্ত হইবামাত্র ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্ দ্রব্যগত শীতলত্বাদি গুণ গ্রহণ করিয়া জ্ঞানগোচর করায়, অর্থাৎ মনের সাহায্যে আত্মাতে সে সকলের জ্ঞান জন্মায়। ত্বকে দ্রব্যসংযোগ হইলেই ত্বক্ দ্রব্যগত সমস্ত গুণ গ্রহণ করে; কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব এই দুই গুণের গ্রহণপক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহণ হয় না। দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, তাদৃশ সংযোগই তদুভয় জ্ঞানের প্রধান কারণ।

ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থান ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মবিশেষ। দৃশ্যমান বাহ্যচর্ম্ম ইন্দ্রিয় নহে। যদি দৃশ্যমান চর্ম্ম ইন্দ্রিয় হইত, তাহা হইলে কেবল বাহ্য শীতলত্বাদির অনুভব হইত, বেদনাদি আন্তরস্পর্শের অনুভব হইত না। অতএব ত্বগিন্দ্রিয় যে কেবল বাহ্যচর্ম্মব্যাপক, তাহা নহে, প্রত্যুত তাহা আপাদতলমস্তক অন্তর্বাহ্য সমস্ত পরিব্যাপ্ত। এই ইন্দ্রিয় সমস্ত শরীরব্যাপী তজ্জন্য বাহ্যস্পর্শের ন্যায় অন্তরস্পর্শও যথাযথ অনুভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্ বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহার উৎকর্ষ আছে। সেই কারণে হস্তাঙ্গুলির ও পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মনুষ্য অত্যন্ত সূক্ষ্মস্পর্শাদি অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ন্যায়মতে এই ইন্দ্রিয় বায়বীয়; সাংখ্যমতে ইহা আহঙ্কারিক। এই ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা ত্বাচ বা স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়।

রাসন প্রত্যক্ষ, রসনা বা রাসন জ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি রসানুভবের দ্বারস্বরূপ। রসনার দ্বারা কটুতিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ হয়। রসজ্ঞান ও রাসনপ্রত্যক্ষ পর্য্যায়ক শব্দ। এই রাসনপ্রত্যক্ষ ও দ্রব্যাশ্রিত রসের সহিত রসনার সংযোগ হওয়ার পর উৎপন্ন হয়। রসনেন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ আশ্রয় জিহ্বা। ন্যায় মতে এই ইন্দ্রিয় জলীয়, সাংখ্য মতে আহঙ্কারিক, উক্তরূপে রসনা দ্বারা রাসনপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা গন্ধজ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী ভিন্ন ভিন্ন গন্ধজ্ঞানের হেতু। ইহার স্থান নাসাদণ্ডের অভ্যন্তর মূল। গন্ধ বায়ু কর্ত্তৃক আনীত হইয়া

ইন্দ্রিয় স্থানে সংযুক্ত হয়, তৎপরে তাহার প্রত্যক্ষ অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয় ন্যায় মতে পার্থিব। কিন্তু সাংখ্য মতে অহঙ্কারোৎপন্ন। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

মানস প্রত্যক্ষ, বা মানস।

মন একটী ইন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে যে প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হয়, তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ কহে। কেহ কেহ মনকে ইন্দ্রিয়-রূপে স্বীকার করেন না। কিন্তু সাংখ্যমতে মন ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যাহারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদের উত্তরে বলা যাইতে পারে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ধর্ম্মগুলি পঞ্চবিধ বাহ্যকরণের দ্বারা গৃহীত হয়, কিন্তু সুখ, দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্মগুলির গৃহীতা কে? বাহ্য পদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্যকরণ বা বহিরিন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক, তেমনি অন্তঃ পদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণ থাকা আবশ্যক। জ্ঞান-করণত্বরূপ ইন্দ্রিয়লক্ষণ চক্ষুরাদির ন্যায় মনেরও আছে। মনই সুখ দুঃখাদি জ্ঞানের অদ্বিতীয়করণ। অর্থাৎ মন দ্বারাই সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইতেছে, সুতরাং তাহার অপলাপ একেবারে অসম্ভব। সুখ দুঃখাদির সাক্ষাৎকার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ এ সকলের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে, এরূপ বলিতে পার না। মনই যে একমাত্র সুখদুঃখ সাক্ষাৎকারের দ্বার, ইহা স্বতঃই স্বীকার করিতে হয়। অতএব মনের দ্বারাই সুখ দুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। [এই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় মনস্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ষড়্বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় বর্ণিত হইল। ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষতঃ নব্যন্যায়ে ইহার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। (নব্য ন্যায় চারিখণ্ডের মধ্যে প্রথমে প্রত্যক্ষখণ্ড, এই প্রত্যক্ষখণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।)

(অব্য) অক্ষি অক্ষি প্রতীতি বীপ্সায়াং, অক্ষোরাভিমুখ্য-মিত্যর্থে, (লক্ষণেনাভিপ্রতি আভিমুখ্যে। পা ২।১।১৪) ইত্যব্যয়ীভাবঃ, ততষ্টচ্। ২ ইন্দ্রিয়লক্ষণ, অপরোক্ষ।

"ফলত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাস্তথা।
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্যোনির্গরীয়সী॥" (মনু ৯।৫২)

প্রত্যেকবুদ্ধ, মানবের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির ক্রমভেদ। ১ম প্রত্যেক, ২য় শ্রাবক ও ৩য় মহাযানিক, এই তিনটী একত্র 'ত্রি-যান' নামে অভিহিত। বৌদ্ধশাস্ত্রে বহুশত বুদ্ধের উল্লেখ আছে। একমাত্র শেষ মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহই বুদ্ধমার্গের তুঙ্গস্থানে অর্থাৎ মহাযানিকের অত্যুন্নত ক্রমে উন্নীত হইয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষতমাম্ (অব্য) প্রত্যক্ষ-তমপ,আমু। প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপে।

প্রত্যক্ষতস্ (অব্য) প্রত্যক্ষ-তসিল্। প্রত্যক্ষরূপে, প্রত্যক্ষে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে।

"তদেব দর্শিতং তুভ্যং যুক্ত্যা প্রত্যক্ষতো ময়া।" (কথা° ৪০।১০৭)

প্রত্যক্ষতা (স্ত্রী) প্রত্যক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রত্যক্ষত্ব, প্রত্যক্ষের ভাব, বা ধর্ম্ম।

"কেহস্তঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ।"(রাজ° ১।১৮৩)

প্রত্যক্ষদর্শন (ত্রি) প্রত্যক্ষং পশ্যতীতি প্রত্যক্ষ দৃশ-ল্যু, প্রত্যক্ষং দর্শনং যস্যেতি বা। সাক্ষী, যিনি সাক্ষাতে সকল দেখিয়াছেন। (স্ত্রী) ২ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা।

"প্রত্যক্ষদর্শনং বব্রে গতিঞ্চানুত্তমাং শুভাম্।
নৈষধায় দদৌ শক্রঃ প্রীয়মাণঃ শচীপতিঃ॥" (ভার° ৩।৫৭।৩৬)

প্রত্যক্ষদর্শিন্ (ত্রি) প্রত্যক্ষং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। সাক্ষী, প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রত্যক্ষদৃশ্ (ত্রি) প্রত্যক্ষং পশ্যতি দৃশ-ক্বিপ্। স্বয়ং দ্রষ্টা, প্রত্যক্ষ-দর্শী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯০।২১)

প্রত্যক্ষদৃশ্য (ত্রি) প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যঃ। প্রত্যক্ষরূপে দর্শনীয়, প্রত্যক্ষে দর্শনযোগ্য।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট (ত্রি) প্রত্যক্ষেণ দৃষ্টঃ। প্রত্যক্ষরূপে যাহা দেখা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষপ্রমা (স্ত্রী) যথার্থ জ্ঞান।

প্রত্যক্ষভক্ষ (পুং) প্রত্যক্ষরূপে ভক্ষণ।

প্রত্যক্ষলবণ (ক্লী) প্রত্যক্ষং পৃথক্‌তয়া উপলভ্যমানং লবণং। পাকনিষ্পত্তির পর, ব্যঞ্জনাদিতে দীয়মান লবণ, পাকশেষ হইলে ব্যঞ্জনে যে লবণ দেওয়া যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষলবণ কহে। শ্রাদ্ধকর্ম্মে এই প্রত্যক্ষলবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পাককালীন ভ্রমাদিক্রমে যদি লবণ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে পরে সেই ব্যঞ্জনে লবণ দিবে না। ইহা সকল বিষয়ে জানিতে হইবে। পাকের পর ব্যঞ্জনে লবণ মিশাইয়া ভোজন বা দান সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ।*

* 'সিদ্ধা কৃতাশ্চ যে ভক্ষাঃ প্রত্যক্ষলবণীকৃতাঃ সিদ্ধাঃ কৃতাঃ সিদ্ধ্যুত্তরকালং প্রত্যক্ষলবণপ্রক্ষেপকৃতাঃ' (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

"আরকাশ্চৈব নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ" (ব্রহ্মপু°)

"সৈন্ধবং লবণং চৈব যচ্চ সামুদ্রকং ভবেৎ।
পবিত্রে পরমে হ্যেতে প্রত্যক্ষেঽপি চ নিত্যশঃ॥"

পৃথক্‌তয়া উপলভ্যমানং লবণং প্রত্যক্ষলবণং নতু ব্যঞ্জনাদিসংস্কারকং সংস্কারপ্রত্যক্ষপ্রক্ষেপাৎ নতুতঃ সৈন্ধবাদেরপি প্রত্যক্ষলবণত্বেঽভ্যুক্তা আর্দ্রকাদিযোগে প্রতিপ্রসবঃ নতু সিদ্ধ্যুত্তরকালপ্রক্ষেপেঽপি প্রতিপ্রসবঃ অতঃ সিদ্ধ্যুত্তরকালং লবণমাত্রস্যৈব সর্ব্বত্র ভক্ষণে দানে প্রক্ষেপে চ নিষেধঃ' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রত্যক্ষর (অব্য) প্রত্যেক অক্ষর।

"প্রত্যক্ষরঃ শ্লেষময়ঃ প্রবন্ধঃ।" (বাসবদত্তা)

প্রত্যক্ষবাদিন্ (পুং) প্রত্যক্ষমেব প্রমাণত্বেন বদতীতি বদ-ণিনি। ১ বৌদ্ধ, ইহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করে না, এই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষবাদী কহে। ২ চার্ব্বাকও প্রত্যক্ষবাদী।

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ সুগতকণদৌ তথা।" (বেদান্তকা°)

(ত্রি) ৩ প্রত্যক্ষবাদিমাত্র।

প্রত্যক্ষবৃত্তি (ত্রি) প্রত্যক্ষরূপে দর্শনযোগ্য।

প্রত্যক্ষিন্ (ত্রি) প্রত্যক্ষমস্ত্যস্যেতি প্রত্যক্ষ-ইনি। ব্যক্তদৃষ্টার্থ, সাক্ষাৎ দ্রষ্টব্য। (ত্রিকাণ্ড)

প্রত্যক্ষীকরণ (ক্লী) অপ্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষকরণং অভুততদ্ভাবে চ্বি। অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষকরণ।

প্রত্যক্‌স্রোতস্ (ত্রি) প্রত্যক্ প্রতীচীগামিস্রোতো যস্য। ১ পশ্চিমদিগ্বাহী নদ।

'প্রাক্‌স্রোতসো নদ্যঃ, প্রত্যক্‌স্রোতসো নদাঃ নর্ম্মদাং বিনা।' (মাঘ ৪।৬৬ শ্লোকটীকায় মল্লিনাথ)

২ প্রত্যগাত্মায় নিবিষ্টচিত্ত যতিভেদ।

প্রত্যগক্ষ (ক্লী) ১ সমক্ষ।

"এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ।
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাম্॥" (ভাগ° ৩।২১।৩১)

প্রত্যগাত্মন্ (পুং) প্রতীচো জীবস্য আত্মা স্বরূপং। ১ পরমেশ্বর, ব্রহ্মচৈতন্য। "কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" (কঠোপনিষৎ)

ইহার ভাষ্যে প্রত্যগাত্মা অর্থে 'স্বস্বভাব' অর্থাৎ স্বস্বরূপ অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্য যথা—

'প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি, প্রত্যগাত্মা, প্রতীচ্যেবাত্মশব্দো রূঢ়ো লোকে নান্যস্মিন্ ব্যুৎপত্তিপক্ষেঽপি তত্রৈবাত্মশব্দো বর্ত্ততে। যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো-ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে। ইত্যাত্মশব্দব্যুৎপত্তিস্মরণাৎ তং প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবং ঐক্ষৎ পশ্যতীত্যর্থঃ।' (শাঙ্করভাষ্য)

[ব্রহ্মশব্দ দেখ।]

প্রত্যগানন্দ (ত্রি) ১ মনে মনে আনন্দযুক্ত। ২ ব্রহ্ম।

প্রত্যগাশাপতি (পুং) প্রত্যগাশায়াঃ পশ্চিমস্যা দিশঃ অধিপতিঃ। পশ্চিমদিকের অধিপতি বরুণ। (হলায়ুধ)

প্রত্যগুদচ্ (স্ত্রী) প্রতীচ্যা উদীচ্যাশ্চ অন্তরালা দিক্। পশ্চিম ও উত্তরদিকের অন্তরালা দিক্, বায়ুকোণ। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।৬)

প্রত্যক্‌দৃশ্ (স্ত্রী) প্রত্যক্-জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি। "স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসি প্রভূত প্রত্যক্‌দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে।" (ভা° ৮।৩।১৭)

'মনসি প্রতীতা প্রখ্যাতা যা প্রত্যক্ দৃক্‌জ্ঞানং তস্মৈ' (স্বামী)

প্রত্যক্‌ধামন্ (ত্রি) প্রতিলোম স্ফুরণযুক্ত ব্রহ্ম।

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥"

'প্রত্যগ্ধামা প্রত্যক্ প্রতিলোমং ধাম স্ফূর্ত্তির্যস্য' (স্বামী)

প্রত্যগ্নি (অব্য) প্রত্যেক অগ্নিতে।

প্রত্যগ্র (ত্রি) প্রতিগতমগ্রং শ্রেষ্ঠং প্রথমদর্শনং যস্যেতি। ১ নূতন।

"দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মাগধীনাং শতং তথা।
প্রত্যগ্রবয়সাং দদ্যাৎ যো মে ক্রয়াদ্ধনঞ্জয়ম্॥"(ভারত ৮।৩৮।১৮)

২ শোধিত। (জটাধর) (পুং) ৩ উপরিচর বসুর পুত্র-ভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৬)

প্রত্যগ্রগন্ধা (স্ত্রী) স্বর্ণযূথিকা। (বৈদ্যকনি°)

প্রত্যগ্রথ (পুং) অহিচ্ছত্রাদেশ। (হেমচ°)

প্রত্যগ্রহ (পুং) চেদিদেশের নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৩ অ°)

প্রত্যঙ্গ (ক্লী) প্রতিগতমঙ্গমিতি। অবয়ববিশেষ। "প্রত্যঙ্গং কর্ণনাসাক্ষিলিঙ্গাঙ্গানি করাদিকম্।" (শব্দচন্দ্রিকা) অবয়ব-বিশেষের নাম প্রত্যঙ্গ। সুশ্রুতে লিখিত আছে—

মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসা, চিবুক, বস্তি ও গ্রীবা এই সকল প্রত্যেকে এক একটী। কর্ণ, নেত্র, নাসা, ভ্রূ, শঙ্খ, অংস, গণ্ড, কক্ষ, স্তন, মুষ্ক, পার্শ্ব, নিতম্ব, জানু, বাহু ও উরু ইহারা প্রত্যেকে দুই দুইটী। অঙ্গুলি বিংশতি। এতদ্-ব্যতীত ত্বক্, কলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, হৃদয়, আশয়, অন্ত্র, বৃক্কদ্বয়, স্রোত, কণ্ডরা, জাল, রজ্জু, সেবনী, সঙ্ঘাত, সীমন্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ম্ম, শিরা, ধমনী ও যোগবহস্রোত। প্রত্যঙ্গ সকল এইরূপে বিভক্ত। ইহাদের ত্বক্, কলা, আশয় ও ধাতু ইহারা প্রত্যেক সাতটী, শিরা ১০৭, পেশী ৫০০, স্নায়ু ৯০০, অস্থি ৩০০, সন্ধি ২১০, মর্ম্ম ১২৭, ধমনী ২৪, দোষ ও মল তিন তিন ও শরীরের দ্বার ৯টী। (সুশ্রুত শরীরস্থা° ৫ অ°)

[এই সকল প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ অপ্রধান। "এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্ত্যপি" (নিরুক্ত ৭।১।৫)

৩ প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি।

"ধ্বান্তং নীলনিচোলচারুসুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি।" (গীতগোবিন্দ ১১।১১)

(পুং) ৪ নৃপবিশেষ। (ভারত ১।১।২৩৫)

প্রত্যঙ্গিরস (পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরোৎ-পন্ন ঋষিভেদ। (হরিব° ৩ অ°)

প্রত্যঙ্গিরা (স্ত্রী) দেবীবিশেষ। ইহার ধ্যান—

"শবোপরিসমাসীনাং রক্তাম্বরতনুচ্ছদাম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্॥
ষোড়শাব্দাঞ্চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং পরমানন্দরূপিণীম্।
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিত্তমাম্॥"

মন্ত্রমহোষধির ৮ম তরঙ্গে ইহার প্রয়োগাদির বিষয় লিখিত আছে।

প্রত্যঙ্মুখ (ত্রি) প্রত্যঙ্মুখং যস্য। পশ্চিমাভিমুখ।

"শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে" (মনু)

পশ্চিম মুখে বসিয়া ভোজন করিলে শ্রীলাভ হয়।

প্রত্যচ্ (ত্রি) প্রত্যঞ্চতীতি প্রতি-অঞ্চ-ক্বিন্। ১ পশ্চিমদিক্। ২ পশ্চিমদেশ। ৩ পশ্চিমকাল। প্রতি-অঞ্চ-বিচ্। ৪ প্রতিগত। ৫ অভিমুখ। "প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্" (ঋক্ ১।৫০।৫) 'দেবানাং বিশো মরুন্নামকান্ দেবান্, 'মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ তান্ মরুৎসংজ্ঞকান্ প্রত্যঙ্ উদেষি, প্রতিগচ্ছন্ উদয়ং প্রাপ্নোসি' (সায়ণ) ৬ অন্তর্যামী, আত্মা।

"প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ।" (ভাগবত ৬।৯।২০)

প্রত্যঞ্চিত (ত্রি) প্রতি-অঞ্চ-ক্ত। প্রতিপূজিত, সম্মানিত। (ভাগ° ৫।১৫।১১)

প্রত্যঞ্জন (ক্লী) প্রতিরূপমনুরূপমঞ্জনং প্রাদিস°। ১ অনুরূপাঞ্জন। (সুশ্রুত) ২ অঞ্জনদ্বারা নেত্রপ্রসাদন। (চক্রদত্ত)

প্রত্যদন (ক্লী) প্রতি-অদ-ল্যুট্। ভোজন, খাদ্য।

প্রত্যনন্তর (ত্রি) প্রতিপ্রাপ্তমনন্তরং অত্যা° স°। প্রত্যাসন্ন, সন্নিকৃষ্ট। "অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা। জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥" (মনু ১০।৮১)

প্রত্যনীক (পুং) প্রতিগতম্ অনীকং যুদ্ধমিতি। ১ শত্রু। ২ প্রতিপক্ষ। ৩ বিরোধী।

"যস্য যন্তা হৃষীকেশো যোদ্ধা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
রথস্য তস্য কঃ সংখ্যে প্রত্যনীকো ভবেদ্রথঃ॥"(ভার° ৭।১০।৩৬)

৪ বিঘ্ন। ৫ প্রতিবাদী। (ক্লী) ৬ প্রতিপক্ষ সৈন্য।

"ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।" (গীতা ১১।৩২) ৭ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"প্রতিপক্ষমশক্তেন প্রতিকর্ত্তুং তিরস্ক্রিয়া।
যা তদীয়স্য তৎস্তুত্যৈ প্রত্যনীকং তদুচ্যতে॥" (কাব্যপ্র°)

যদি কেহ প্রতিপক্ষের প্রতিকার করিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্য কোন বস্তুর তিরস্কার করে, এবং ঐ তিরস্কার যদি আবার রিপুরই উৎকর্ষজনক হয়, তবেই এই অলঙ্কার হইবে।

যথা—"ত্বং বিনির্জ্জিতমনোভবরূপঃ সা সুন্দর! ভবত্যনুরক্তা। পঞ্চভির্যুগপদেব শরৈস্তাং তাপয়ত্যনুশয়াদিব কামঃ॥" (কাব্যপ্র°)

হে সুন্দর! রূপে তুমি কন্দর্পকে জয় করিয়াছ। সেই স্ত্রীও তোমার উপরই অতিশয় অনুরক্তা। এই জন্য কন্দর্প তোমার প্রতি দ্বেষ করিয়াই যুগপৎ পঞ্চশরদ্বারা তাহাকে পীড়া দিতেছে। এই স্থলে কন্দর্প যাহার রূপে বিজিত হইল, তাহার কোনরূপ প্রতীকার করিতে পারিল না, পরন্তু তাহাকে যে ভাল বাসিত, সেই স্ত্রীকেই পীড়া দিতে লাগিল, এবং এই পীড়া রিপুরই উৎকর্ষজনক হওয়ায় এখানে প্রত্যনীক অলঙ্কার হইল।

প্রতাপরুদ্রাকরে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"বলিনঃ প্রতিপক্ষস্য প্রতিকারে সুদুষ্করে।
যত্তদীয়তিরস্কারঃ প্রত্যনীকং তদুচ্যতে॥"

বলবান্ প্রতিপক্ষের প্রতিকার করা সুদুষ্কর হওয়ায়, মাত্র তৎসম্বন্ধীয় তিরস্কার করার কথা বর্ণনা হইলেই এই অলঙ্কার হইবে।

প্রত্যনুমান (ক্লী) প্রতিরূপমনুমানং প্রাদি° তৎ। অনুমানের বিরুদ্ধ অনুমান, প্রতিপক্ষ অনুমান, প্রতীপানুমান। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইতি বাদিনোক্তে পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্ পাষাণময়ত্বাদিতি" ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত ইহা একজন অনুমান করিল; তাহাতে আর একজন অনুমান করিল, পর্ব্বত পাষাণময়ত্ব হেতু বহ্ন্যভাববান্ অর্থাৎ বহ্নির অভাবযুক্ত। এইরূপ অনুমানের নাম প্রত্যনুমান।

প্রত্যন্ত (পুং) প্রতিগতোঽন্তমিতি, 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে' ইতি সমাসঃ। ১ ম্লেচ্ছদেশ। ২ প্রান্তদুর্গ।

"স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ।
ষড়্বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্‌জিগীষয়া॥" (রঘু ৪।২৬)

'গুপ্তৌ মূলং স্বনিবাসস্থানং প্রত্যন্তঃ প্রান্তদুর্গঞ্চ যেন সঃ' (মল্লিনাথ) (ত্রি) ৩ তদ্দেশজাত। ৪ সন্নিকৃষ্ট।

প্রত্যন্তপর্ব্বত (পুং) প্রত্যন্তঃ সন্নিকৃষ্টঃ পর্ব্বতঃ। মহাপর্ব্বতসমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

প্রত্যপকার (পুং) প্রতি-অপ-কৃ-ঘঞ্। অপকারের প্রতিশোধ। "শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ।" (কুমারস° ২।৪০)

প্রত্যব্দ (অব্য) প্রত্যেক বৎসর।

প্রত্যভিঘারণ (ক্লী) পুনরায় জল সিঞ্চন করা। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৯।১১)

প্রত্যভিচরণ (ত্রি) নিবারণ। "প্রত্যভিচরণোঽসি" (অথর্ব্ব ২।১১।২) 'প্রত্যভিচর্য্যতে নিবার্য্যতেঽনেন ইতি প্রত্যভিচরণঃ' (ভাষ্য)

প্রত্যভিজ্ঞা (স্ত্রী) প্রতিগতা অভিজ্ঞা অত্যা° স°। অভিজ্ঞার অনুরূপ তজ্জন্য সংস্কারের সহিত জনিত প্রত্যক্ষভেদ। অভিজ্ঞার সদৃশ অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহার সদৃশ, পূর্ব্বে একজন অভিজ্ঞ এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে

গো কহে, পরে তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু দেখিয়া তাহাকে গোরূপে স্থির করার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। [প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন দেখ।]

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন (ক্লী) প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ দর্শনং শাস্ত্রং। মাহেশ্বর শাস্ত্রভেদ। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তদীয় দর্শনোক্ত বিষয় এই-স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে—

এই দর্শনের মতে ভক্তবৎসল মহেশ্বরই পরমেশ্বর নামে অভিহিত হন। এই দশনমতাবলম্বী তুরী তন্তু প্রভৃতি জড়াত্মক বস্তু সকলকে পটাদি কার্য্যের কারণ না বলিয়া একমাত্র মহেশ্বরকেই জগৎ কার্য্যের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। যেরূপ তপঃপ্রভাবশালী তাপসগণ ইষ্টক ও চূর্ণ প্রভৃতি লৌকিক কারণ সাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে নিবিড় অরণ্যে অট্টালিকানির্ম্মাণ, এবং স্ত্রীসংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর মহাদেব জগন্নির্ম্মাণবিষয়ে জড়াত্মক জগদন্তর্গত কোন বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নহে। যদি পটাদি কার্য্যের তুরীতন্তু প্রভৃতি জড়বস্তু কারণ হইত, তাহা হইলে কখনই তুরীতন্তু প্রভৃতি না থাকিলে কেবল যোগীদিগের ইচ্ছাদ্বারা পটাদি কার্য্য হইত না, যেহেতু কারণ না থাকিলে কখনই কার্য্য হয় না, এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, অতএব যখন তুরী ও তন্তু প্রভৃতি না থাকিলেও যোগীদিগের ইচ্ছাবশতঃ পটাদিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তখন পটাদিকার্য্যের প্রতি তুরী প্রভৃতি যে বাস্তবিক কারণ নহে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি। পরমেশ্বর মহাদেব কাহারও কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া এই জগৎ নির্ম্মাণ করেন নাই, এবং কোন বস্তুর সহায়তাও অবলম্বন করেন নাই। এজন্য তাহাকে স্বতন্ত্র বলা যায়। যেরূপ স্বচ্ছদর্পণে বদনাদির প্রতিবিম্ব পড়িলে বদনাদি দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ জগদীশ্বরে বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব পড়িলে বদনাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এইজন্য পরমেশ্বর মহাদেবকে জগদ্দর্শনদর্পণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যাইতে পারে এবং যেমত বহুরূপী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে কখন নৃপতি, কখন ভিক্ষুক, কখন স্ত্রী, কখন কুমার, কখন বা বৃদ্ধ প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ মহেশ্বরও স্থাবর জঙ্গমাদি নানারূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন, এবং ঐ ঐ রূপে অবস্থানও করিতেছেন। এই জন্য এই জগৎ যে ঈশ্বরাত্মক তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ ও প্রমাতা, অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং অস্মদাদির ঘটপটাদি বিষয়ক যে যে জ্ঞান হইতেছে, সে সকলই পরমেশ্বরস্বরূপ।

ইহাতে বাদিগণ এইরূপ আপত্তি করেন যে, যদি সকল বস্তুবিষয়ক সকল জ্ঞানই একমাত্র ঈশ্বরস্বরূপ হয়, তবে ঘটজ্ঞানের সহিত পটজ্ঞানের কোন ভেদ থাকে না, এই আপত্তি একটু বিবেচনা সহকারে দেখিলে উত্থাপিত হইতেই পারে না। বাস্তবিক সকল বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের ভেদ না থাকিলেও ঘটপটাদিবিষয়ের ভেদ লইয়া ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন, এইরূপ ব্যবহার হইবার বাধা কি। কুণ্ডল ও কটকাদিরূপে পরিণত সুবর্ণের বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও কুণ্ডল ও কটকাদিরূপ উপাধির ভেদে কুণ্ডল হইতে কটকালঙ্কার ভিন্ন এইরূপ সর্ব্বজনসিদ্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে। উপাধিভেদেই বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে।

এই দর্শনের মতে মুক্তিস্বরূপ পরাপর সিদ্ধির উপায় একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞা। অন্যমতের ন্যায় ইহাদের মতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সমুদয় সিদ্ধ হইতে পারে। 'স এবেশ্বরোহহং' সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। যেমন খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিকে বামন কহে, এইরূপ পূর্ব্বে উপদিষ্ট ব্যক্তির খর্ব্বাকৃতি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলে 'সোহয়ং বামনঃ' সেই এই বামন, এইরূপ যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে নৈয়ায়িক প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞা কহিয়া থাকেন।

প্রত্যভিজ্ঞালাভ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে, এইজন্য এই দর্শনের নাম প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও অনুমানাদি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিয়া সেই শক্তিও জীবাত্মাতে আছে, এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে 'স এবেশ্বরোহহং' সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে এতন্মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের প্রত্যভিজ্ঞা শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অমূলক বা স্বকপোলকল্পিত নহে। এইরূপ নিঃসংশয় প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রান্তর দ্বারা সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য এই শাস্ত্র যে শাস্ত্রান্তর অপেক্ষা আদরণীয় এবং শ্রেয়স্কর, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই।

এই দার্শনিকদিগের মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই জীবাত্মা। তবে যে, পরস্পরের ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রমমাত্র। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অনুমানসিদ্ধ। যে ব্যক্তির জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে, সে পরমেশ্বর, যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি নাই, সে পরমেশ্বর নহে। যেমন গৃহাদি। দেখ, যখন জীবাত্মার ঐ ঐ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন তাহার আর সন্দেহ কি।

এইস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, যদি জীবের ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঐ ঈশ্বরতাস্বরূপ শিবত্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন কি? যেরূপ জলসংযোগাদি হইলে মৃত্তিকার পতিতবীজ, জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে। সেইরূপ জ্ঞাত হউক বা না হউক, বাস্তবিক যদি জীবের ঈশ্বরতা থাকে, তবে ঈশ্বরের ন্যায় জীব জগন্নির্ম্মাণাদি করিতে না পারে কেন? এইরূপ আপত্তি আপাততঃ উঠিতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিলে এ আপত্তি একেবারে ছিন্নমূল হইয়া যাইবে। দেখ, কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই কার্য্য হইয়া থাকে, আবার কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত হইলেই কার্য্য হইয়া থাকে। যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সে কারণদ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে পিশাচ আছে, এইরূপ না জানিলে তদ্গৃহস্থিত পিশাচ হইতে ভীরুব্যক্তির কোন ভয় জন্মে না। কিন্তু ঐ রূপ জ্ঞান হইলেই ভীরু ব্যক্তির ভয় জন্মে, সেইরূপ জীবের ঈশ্বরতা থাকিলেও উহা জ্ঞাত না হইলে ঈশ্বরের ন্যায় জীবের কার্য্যকরণে ক্ষমতা জন্মে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও উহার অজ্ঞানাবস্থায় প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অপরিমিত ধন আছে, এইরূপ জানিতে পারিলেই অসীম আনন্দ হইয়া থাকে। সেইরূপ আমিই ঈশ্বর, এই-প্রকার জীবের ঈশ্বরতা জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ চমৎকার প্রীতি জন্মে। এই জন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাতে আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা করা প্রত্যেকের অবশ্যকর্ত্তব্য।

এই দর্শনের মতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন। যেরূপ আলোক-সংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্ব্বদা পরমাত্মরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান আছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ থাকিতে পারে না। কারণ যে বস্তুর অভেদ যে বস্তুতে থাকে, সে বস্তুর প্রকাশকালে অবশ্যই সে বস্তুর প্রকাশ হয়, এরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু পরমাত্মরূপে জীবাত্মার যে সর্ব্বদা প্রকাশ হইতেছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার ঐ রূপ প্রকাশের নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের আবশ্যকতা কি? জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধবিষয়সাধনে কখনই কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিলে এইমাত্র বক্তব্য, যেরূপ কোন কামাতুরা কামিনী ঐ বাটীতে এক সুরসিক নায়ক আছে, উহার স্বর অতি সুমধুর, অনুপম রূপলাবণ্য ও সহাস্য বদন। এইরূপ উপদেশ পাইয়া সেই বাটীতে সেই নায়কের নিকট গিয়া, তাহাকে দর্শন করিয়াও যতক্ষণ তাহার ঐ সকল গুণ দৃষ্টি-গোচর না হয়, ততক্ষণ আহ্লাদিত হয় না এবং তদীয় শরীরে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয় না। সেইরূপ পরমাত্ম-রূপে জীবের প্রকাশ হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ঈশ্বরতাদি গুণ আমাতেও আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, ততদিন পূর্ণভাব প্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমাতেও আছে; এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পূর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। অতএব ঐ পূর্ণতালাভের নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিশেষ আবশ্যকীয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। (সর্ব্বদর্শনসং°)

পদার্থনির্ণয়বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও রসেশ্বরদর্শনের মত প্রায় তুল্যরূপ। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহধৃত প্রত্যভিজ্ঞাদ°)

প্রত্যভিজ্ঞান (ক্লী) প্রতি-অভি-জ্ঞা-ল্যুট্। অভিজ্ঞান। (রামা° ১।১।৭২)

প্রত্যভিনন্দিন্ (ত্রি) প্রতি-অভি-নন্দ-ইনি। প্রত্যভিনন্দন-কারক, আহ্বানকারক।

প্রত্যভিভাষিন্ (ত্রি) প্রতি-অভি-ভাষ-ণিনি। অভিনন্দনকারক।

প্রত্যভিমর্শ (পুং) প্রতি-অভি-মৃশ-ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ স্পর্শন।

প্রত্যভিমর্শন (ক্লী) প্রতি-অভি-মৃশ্-ল্যুট্। অভিমর্শন।

প্রত্যভিমেথন (ক্লী) ঘৃণাসূচক প্রত্যুত্তর।

(সা° শ্রৌ° ২৬।৫।১৩)

প্রত্যভিযোগ (পুং) প্রতিরূপোঽভিযোগঃ। প্রত্যপরাধ, অভিযুক্ত প্রতিবাদী কর্ত্তৃক স্বাভিযোগীর প্রতি অভিযোগান্তর-করণ, অভিযোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মদোষ খণ্ডন করিয়া অভিযোক্তার প্রতিকূলে অভিযোগ।

"অভিযোগমনিস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ।
অভিযুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতিং নয়েৎ॥"

'অভিযুজ্যত ইতি অভিযোগোঽপরাধস্তমভিযোগমনিস্তীর্য্যা-পহ্নত্যৈনমভিযোক্তারং ন প্রত্যভিযোজয়েৎ, অপরাধেন ন সং-যোজয়েৎ। যদ্যপি প্রত্যভিযোজনং প্রত্যভিযোগরূপং তথাপি স্বাপরাধপরিহারাত্মকত্বাভাবাৎ প্রতিষেধস্য বিষয়ঃ অতঃ স্বাভি-যোগানুত্তরপদর্শনায় প্রত্যভিযোগন্তরং নিষেধঃ' (মিতাক্ষরা)

যদি কেহ একজনের উপর অভিযোগ করে, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের দোষ খণ্ডন না করিয়া আর

অভিযোক্তার প্রতি পুনরায় কোন অভিযোগ করিতে পারিবেন না।

প্রত্যভিবাদ (পুং) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্ ভাবে-ঘঞ্। অভিবাদকের তৎপ্রতিরূপ আশীর্বচনাদি, পূজ্যব্যক্তিকে প্রণাম করিলে তিনি যে আশীর্ব্বাদ করেন। ব্রাহ্মণাদি গুরুজনকে অভিবাদন করিলে তাহারা প্রত্যভিবাদন করিবেন।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—লৌকিক জ্ঞান, বৈদিকজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহার নিকট হইতে লাভ করা যায় এবং সদ্‌ব্রাহ্মণ ও গুরুজন ইহাদিগকে দেখিলে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অভিবাদনের পর তাহারা প্রত্যভিবাদন করিবেন। যাহারা অভিবাদনশীল হন, তাহাদিগের বিদ্যা, আয়ু, যশঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়। শ্রেষ্ঠজনকে অভিবাদনকালে অভিবাদনানন্তর 'অভিবাদয়ে অমুকনামহমস্মীতি' আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, এই বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবে। যদি তিনি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে তাহাকে অভিবাদনের পর 'আমি' এই কথা বলিবে। সমুদয় স্ত্রীলোকদিগকেও এইরূপে অভিবাদন করিতে হইবে। অভিবাদন করিলে 'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য' এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যভিবাদন করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করিতে জানে না, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহাকে অভিবাদন করিবেন না। শূদ্র যেমন অনভিবাদ্য, তিনিও তদ্রূপ। (মনু ২ অ°)

প্রত্যভিবাদক (ত্রি) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রত্যভিবাদনকারী, যিনি প্রত্যভিবাদন করেন।

প্রত্যভিবাদন (ক্লী) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্-ল্যুট্। প্রত্যভিবাদ।

"যো নবেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥" (মনু ২।১২৬)

[প্রত্যভিবাদ দেখ।]

প্রত্যভিবাদয়িতৃ (ত্রি) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্-তৃচ্। প্রত্যভিবাদক।

প্রত্যভিস্কন্দন (ক্লী) প্রতি-অভি-স্কন্দ-ভাবে ল্যুট্। প্রত্যভিযোগ। (ত্রিকা°)

প্রত্যভ্যনুজ্ঞা (স্ত্রী) প্রতি-অভি-অনু-জ্ঞা-অঙ্। প্রত্যাদেশ। অনুজ্ঞা। (আশ্ব° গৃ° ৪।৭)

প্রত্যমিত্র (ত্রি) শত্রু, আততায়ী শত্রু।

প্রত্যয় (পুং) প্রতি-ইণ্ ভাবকরণাদৌ যথাযথং অচ্। ১ অধীন। ২ শপথ। ৩ জ্ঞান। ৪ বিশ্বাস। 'তৎপ্রত্যয়াচ্চ কুসুমায়ুধবন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সুচরিতার্থপদৈর্বচোভিঃ।' (কুমার ৪।৪৫)

৫ প্রামাণ্যরূপে নিশ্চয়। ৬ হেতু। ৭ ছিদ্র। ৮ শব্দভেদ। ৯ আচার। ১০ খ্যাতি। ১১ নিশ্চয়। ১২ স্বাদু। ১৩ সহকারিকারণ। 'প্রত্যয়ঃ শপথে রন্ধ্রে বিশ্বাসাচারহেতুষু।
প্রথিতত্বে সনাদৌ চাপ্যধীনজ্ঞানয়োরপি॥
অতিক্রমে চ দণ্ডে চ বিনাশে দোষকৃত্ত্বয়োঃ॥' (বিশ্ব)

১৪ প্রকৃত্যুত্তর জায়মান। "প্রত্যয়স্ত্বীতি সুপ্তিঙ্কৃৎতদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ" (সংক্ষিপ্তসারব্যা°) সুপ্, তিঙ্, কৃৎ ও তদ্ধিত এই সকল প্রত্যয়। প্রকৃতির উত্তর এই সকল প্রত্যয় হইয়া থাকে। মুগ্ধবোধ মতে প্রত্যয়ের 'ত্য' সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে।

"ইতরার্থানবচ্ছিন্নে স্বার্থে যো বোধনাক্ষমঃ।
তিঙর্থস্ত নিভাদ্যস্তঃ স বা প্রত্যয় উচ্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৩)

প্রত্যয়কারিন্ (ত্রি) প্রত্যয়ং করোতীতি কৃ-ণিনি। ১ বিশ্বাসকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রত্যয়কারিণী মুদ্রা, মোহর, মোহরের ছাপ থাকিলে লোকের প্রত্যয় হয়, এইজন্য ইহাকে প্রত্যয়কারিণী কহে।

প্রত্যয়ত্ব (ক্লী) প্রত্যয়স্য ভাবঃ ত্ব। প্রত্যয়ের ভাব বা ধর্ম্ম। কারণতা।

প্রত্যয়নস্ত্র (ক্লী) পুনঃপ্রাপ্ত। (তৈত্তি° ব্রা° ১।১।৯।৬)

প্রত্যয়িক (ত্রি) প্রত্যয়যুক্ত।

প্রত্যয়িত (ত্রি) প্রত্যয়ো বিশ্বাসঃ সঞ্জাতোঽস্যেতি প্রত্যয়-(তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) ইতি ইতচ্। ১ আপ্ত। ২ বিশ্বস্ত। ৩ প্রতিগত। "তৎ শ্রুত্বা ব্যস্জজ্‌দ্রাজা সোঽথ প্রত্যয়িতান্ দ্বিজান্।" (কথাসরিৎ ১৫।৬৮)

প্রত্যয়িন্ (ত্রি) প্রত্যয়-ইনি। প্রত্যয়যুক্ত, বিশ্বস্ত।

প্রত্যরা (স্ত্রী) প্রতিনিহিতাঃ অরাঃ প্রাদিস°। অরার দৃঢ়তায় জন্য উপনিহিত কীলক। "শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ" (শ্বেতাশ্ব° উপ°) 'পূর্ব্বোক্তানাং অরাণাং দার্ঢ্যায় যে প্রতিবিধীয়ন্তে কীলকাস্তে প্রত্যরা ইত্যুচ্যন্তে' (ভাষ্য)

প্রত্যরি (পুং) প্রতি-ঋ-ইন্। ১ শত্রু। ২ জন্মতারা হইতে পঞ্চম, চতুর্দ্দশ ও ত্রয়োবিংশ তারক।

"জন্ম সম্পদ্‌বিপৎ ক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মর্ক্ষাত্তু ত্রিধা পুনঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

প্রত্যরি তারা শুভকার্য্যমাত্রে নিন্দনীয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে সকল কার্য্য করিতে হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি না হইলে কোন কার্য্য করিতে নাই। প্রত্যরি-তারায় লবণ দান করিয়া শুভকার্য্য করা যাইতে পারে। 'প্রত্যরৌ লবণং দদ্যাৎ' (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

প্রত্যর্ক (পুং) প্রতিসূর্য্য, সূর্য্যাভাস, সূর্য্যমণ্ডলভেদ।

(বৃহৎস° ৩০।৩৩)

প্রত্যর্চ্চন (ক্লী) প্রতি-অর্চ-ল্যুট্। প্রতিনমস্কার, প্রতিপূজা।

প্রত্যর্থক (পুং) শত্রু।

প্রত্যর্থিক (ত্রি) শত্রু, বিপক্ষ।

প্রত্যর্থিন্ (ত্রি) প্রতিশোধং প্রতিকূলং বা অর্থয়তে ইতি প্রতি-কূলং বা অর্থয়তে ইতি প্রতি-অর্থ-ণিনি। ১ শত্রু।

"নেত্রে খঞ্জনগঞ্জনে সরসিজপ্রত্যর্থি পাণিদ্বয়ং।
বক্ষোজৌ করিকুম্ভবিভ্রমকরীমত্যুন্নতিং গচ্ছতঃ॥"(সাহিত্যদ°৩পরি°)

(পুং) ২ প্রতিবাদী। ব্যবহারে প্রতিবাদী। ৩ অর্থিপ্রতিপক্ষ।

প্রত্যর্পণ (ক্লী) প্রতি-ঋ-ণিচ্-ল্যুট্ পুকাগমঃ। প্রতিদান, গৃহীত ধনাদির পুনর্দান, প্রতিসমর্পণ।

প্রত্যর্পণীয় (ত্রি) প্রতি-ঋ-ণিচ্ অনীয়র্। প্রত্যর্পণের যোগ্য।

প্রত্যর্পিত (ত্রি) প্রতি-ঋ-ণিচ্-ক্ত। প্রতিদত্ত, যাহা ফিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। "অর্থব্যবহারেঽপি একস্মিন্ বৎসরে যৎ-সংখ্যাকং যদ্দ্রব্যং যেন গৃহীতং প্রত্যর্পিতঞ্চেতি।" (মিতাক্ষরা)

প্রত্যর্দ্ধ (পুং) ঢালুপ্রদেশ। ২ পার্শ্বদেশ।

"দক্ষিণাপ্রবণস্ত প্রত্যর্দ্ধে শ্মশানং কুর্য্যাৎ।"(শত° ব্রা° ১৩।৮।১।৮)

প্রত্যর্হ (অব্য) প্রতিপূজার যোগ্য। সম্মাননীয়।

প্রত্যবকর্শন (ত্রি) প্রতি-অব-কর্শি-ল্যুট্। কৃশত্বকর, নিবর্ত্তক। 'প্রত্যবকর্শনং কৃশত্বকরং নিবর্ত্তকং।' (ভাগ° ১।৭।২৮, স্বামী)

প্রত্যবনেজন (ক্লী) প্রতিরূপমবনেজনং প্রাদি-স°। শ্রাদ্ধে প্রথমজলাদি দানের অনুরূপ পিণ্ডের উপরিভাগে ক্রিয়মাণ পুনরবনেজন। শ্রাদ্ধকার্য্যে পিণ্ডপূজাদির পর পিণ্ডে প্রত্য-বনেজন করিতে হয়। (শ্রাদ্ধতত্ত্বে রঘুনন্দন)

প্রত্যবমর্শ (পুং) প্রতি-অব-মৃশ-কাস্তৌ ভাবে ঘঞ্। ১ অনুসন্ধান। "স্মৃতিঃ প্রত্যবমর্শশ্চ তেষাং জাত্যস্মরেঽভবৎ।" (হরিবংশ ২১)

২ বিবেক। (ভাগ° ৫।১।৩৮)

প্রত্যবমর্শন (ক্লী) প্রতি-অব-মৃশ-ল্যুট্। ১ অনুসন্ধান। ২ যুক্তাযুক্ত বিচার।

প্রত্যবমর্শবৎ (ত্রি) প্রত্যবমর্শঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রত্যবমর্শযুক্ত। ২ চিন্তান্বিত।

প্রত্যবমর্ষ (পুং) প্রতি-অব-মৃষ-ক্ষান্তৌ ভাবে ঘঞ্। সহন। "স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ, সপ্রত্যবমর্ষঃ পঞ্চশিখাচার্য্যঃ, স-প্রত্যবমর্ষঃ প্রত্যবমর্ষেণ সহিষ্ণুতয়া সহ বর্ত্ততে ইতি।" (তত্ত্বকৌ°)

প্রত্যবমর্ষণ (ক্লী) প্রতি-অব-মৃষ-ভাবে ল্যুট্। ১ সহন। ২ যুক্তাযুক্ত বিচার।

"কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্ষণাৎ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে মষ্যপি চাদরাৎ॥" (ভাগ° ৩।১৪।৪২)

'প্রত্যবমর্ষণাৎ যুক্তাযুক্তবিচারাৎ' (স্বামী)

প্রত্যবর (ত্রি) প্রতিরূপে অবরঃ প্রাদি° স°। অতিনিকৃষ্ট।

"প্রতিগ্রহাৎ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ॥" (মনু ১০।১০৯)

ব্রাহ্মণের নিন্দিতাধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহ প্রত্যবর অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট।

প্রত্যবরূঢ়ি (স্ত্রী) অভিমুখে অবতরণ। (তৈত্তি° স° ৭।৩।৪।৩)

প্রত্যবরোধন (ক্লী) প্রতি-অব-রুধ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ অবরোধন। ২ বাধা দেওয়া, বিঘ্নোৎপাদন করা।

প্রত্যবরোহ (পুং) প্রতি-অব-রুহ-ঘঞ্। ১অবরোহ, অবতরণ। ২ সোপান। ২ অগ্রহায়ণ মাসে গৃহ্য উৎসব বিশেষ। (আশ্ব°২।১)

প্রত্যবরোহণ (ক্লী) প্রতি-অব-রুহ-ল্যুট্। ১ নিম্নে অবতরণ। ২ অগ্রহায়ণমাসে গৃহ্য উৎসববিশেষ। (আশ্ব° গৃ° ২।১)

প্রত্যবরোহণীয় (ত্রি) প্রতি-অব-রুহ-ণিচ্-অনীয়র। ১ অব-রোহণের যোগ্য, অবরোহণার্হ। ২ বাজপেয় যজ্ঞের একাহ সাধ্য বলি। (সাংখ্য° ১৪।১।১)

প্রত্যবরোহিন্ (ত্রি) প্রতি-অব-রুহ-ণিনি। ১ নিম্নে অব-তরণকারী।

প্রত্যবসান (ক্লী) প্রতি-অব-সো-ল্যুট্। ভোজন। পর্য্যায়—
"জগ্ধিঃ প্রত্যবসানঞ্চ ভক্ষণং ভোজনাশনে।" (বৈদ্যকরত্নমা°)

প্রত্যবসিত (ত্রি) প্রতি-অব-সো-ক্ত। ভক্ষিত।

প্রত্যবস্কন্দ (পুং) প্রতি-অব-স্কন্দ-ঘঞ্। ব্যবহারে উত্তরভেদ, চতুর্বিধ উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ। প্রত্যবস্কন্দন।

প্রত্যবস্কন্দন (ক্লী) প্রতি-অব-স্কন্দ-ল্যুট্। চতুর্বিধ উত্তরের অন্ত-র্গত উত্তরবিশেষ। প্রত্যর্থীর প্রত্যুত্তর বিশেষ, বাদীর প্রদর্শিত দোষ খণ্ডনার্থ প্রতিবাদী যে কারণ দেখায়, তাহাকে প্রত্যবস্কন্দন কহে। ইহাকে জবাব বলা যাইতে পারে।

"প্রত্যবস্কন্দনং নাম সত্যং গৃহীতং প্রতিদত্তং প্রতিগ্রহলব্ধমিতি বা। যথাহ নারদঃ—অর্থিনা লেখিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা। প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং স্মৃতম্॥" (মিতাক্ষরা)

"অর্থিনাভিহিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা।
প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং হি তৎ॥" (ব্য°বৃহস্পতিঃ)

প্রত্যবস্থা (স্ত্রী) প্রতি-অব-স্থা-ভাবে অঙ্। প্রতিপক্ষরূপে অবস্থান।

প্রত্যবস্থাতৃ (ত্রি) প্রতিপক্ষতয়া অবতিষ্ঠতে প্রতি-অব-স্থা-তৃচ্। শত্রু। (হেম)

প্রত্যবস্থান (ক্লী) প্রতি-অব-স্থা-ল্যুট্। বিপক্ষরূপে অবস্থান, শত্রুতারূপে থাকা।

প্রত্যবহার (পুং) প্রতি অব-হৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ সংহার। (রঘু ৪।৪৪) ২ যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যুক্ত সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ।

প্রত্যবায় (পুং) প্রত্যবায়্যতে ইতি প্রতি-অব-অয় গতৌ ঘঞ্। পাপ, দুরদৃষ্ট। "ক্ষয়ং কেচিদুপাত্তস্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে। অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্যতে॥" জাবাক°)

২ বিপরীতাচরণ, শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিন্দিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় জন্মে। ব্রাহ্মণ প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্॥" (মনু ৪।২৪৫)

প্রত্যবেক্ষণ (ক্লী) প্রতি-অব-ঈক্ষ-ভাবে ল্যুট্। পূর্ব্বাপর আলোচন, বিশেষরূপে দর্শন, তত্ত্বাবধান। ২ অনুসন্ধান। ৩ বিচার। ৪ প্রতিজাগর।

প্রত্যবেক্ষা (স্ত্রী) প্রতি-অব-ঈক্ষ ভাবে অ। প্রত্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান।

প্রত্যবেক্ষ্য (ত্রি) প্রতি-অব-ঈক্ষ-যৎ। ১ প্রত্যবেক্ষণযোগ্য ২ অনুসন্ধেয়। ৩ বিচার্য্য।

প্রত্যশ্মন্ (পুং) প্রতিরূপঃ অশ্মা। গৈরিক, গেরিমাটী। (ত্রিকা°)

প্রত্যষ্ঠীলা (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত অষ্ঠীলাতুল্য রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—"অষ্ঠীলাবদ্ঘনং গ্রন্থিমূর্দ্ধমায়তমুন্নতম্।
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াৎ বহির্মাংসাবরোধিনীম্॥
এতামেব রুজাযুক্তাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীম্।
প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেৎ জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্॥"
(সুশ্রুত নি° ১ অঃ)

বায়ু কফ কর্ত্তৃক আকুলিত হইয়া অষ্ঠীলার ন্যায় ঘনগ্রন্থি উর্দ্ধদিকে আয়ত ও উন্নতভাবে জন্মে। ইহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। এই বাতাষ্ঠীলা দ্বারা দেহের বাহ্যপথ রুদ্ধ হয়। এইরূপ অষ্ঠীলা অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং বায়ু, মল ও মূত্ররোধ করিয়া ঘনগ্রন্থির আকারে জঠরে তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে। [বাতব্যাধি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রত্যস্তগমন (ক্লী) সূর্য্যের অস্তগমন। (ছান্দোগ্য° ৩।১১।৩)

প্রত্যস্তময় (পুং) ১ অস্তগমন। ২ বিরাম। ৩ শেষ, ধ্বংস।

প্রত্যস্ত্র (ক্লী) প্রতিরূপং অস্ত্রং। প্রতিরূপ অস্ত্র, তুল্যরূপ অস্ত্র। "কৃতবর্ম্মা প্রযুঙ্‌ক্তে স্ম যদ্ যদস্ত্রং প্রাকৃতঃ প্রত্যস্ত্রৈঃ প্রতিহন্তি স্ম তৎতৎ সূর্য্যপ্রভঃ ক্ষণাৎ॥" (কথা° ৫০।৬৫)

প্রত্যহ (অব্য) অহঃ অহঃ প্রতি (নপুংসকাদন্যতরস্যাম্। পা ৫।৪।১০৯) ইতি টচ্। প্রতিদিন।

"গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী।" (কুমার)

প্রত্যাকার (পুং) প্রতিরূপঃ খড়্গেন সদৃশঃ আকারো যস্য। খড়্গকোষ, খাপ্। (হেম)

প্রত্যাক্ষেপক (ত্রি) উপহাসকারী। (কুবলয়ানন্দ ১৫২)

প্রত্যাখ্যাত (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-ক্ত। দূরীকৃত, পর্য্যায়—প্রত্যাদিষ্ট, নিরস্ত, নিরাকৃত, নিকৃত, বিপ্রকৃত। (অমর)

"বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া বাপি যশস্বিনি।
প্রত্যাখ্যাতা ন জীবামি সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে॥"
(ভারত ১।১৫৬।৮) ২ অস্বীকৃত। ৩ নিরুৎসাহীকৃত।

প্রত্যাখ্যাতৃ (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-তৃচ্। প্রত্যাখ্যানকারক, যিনি প্রত্যাখ্যান করেন। (ভাগ° ৮।১৯।১৩)

প্রত্যাখ্যান (ক্লী) প্রতি-আ-খ্যা-ভাবে ল্যুট্। ১ নিরাকরণ, নিরসন, দূরীকরণ। পর্য্যায়—প্রত্যাদেশ, নিরাকৃতি। (অমর) "প্রত্যাখ্যানাদহং মৃত্যুং স্বরূপাপমবাপ্স্যসি।" (মার্কপু° ৬১।৭২)

প্রত্যাখ্যায়িন্ (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-ণিন্, যুকাগমঃ। প্রত্যাখ্যাতা, প্রত্যাখ্যানকারক, যিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রত্যাখ্যেয় (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-যৎ। প্রত্যাখ্যানের যোগ্য, নিরাকরণীয়।

প্রত্যাগত (ত্রি) প্রতি-আ-গম-ক্ত। প্রতিনিবৃত্ত, ফিরিয়া আসা।

প্রত্যাগতি (স্ত্রী) প্রতি আ-গম-ভাবে-ক্তিন্। প্রত্যাগমন, পুনরায় আগমন।

প্রত্যাগম (পুং) প্রত্যাগমনমিতি, প্রতি-আ-গম-অপ্। প্রত্যাগমন, ফিরে আসা। "তীর্থযাত্রাসমারম্ভে তীর্থপ্রত্যাগমেষু চ।"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

প্রত্যাগমন (ক্লী) প্রতি-আ-গম-ল্যুট্। প্রত্যাগম, ফিরিয়া আসা।

প্রত্যাচার (পুং) প্রতি-আ-চর-ঘঞ্। সদাচারসম্পন্ন।

প্রত্যাতাপ (পুং) প্রতি-আ-তপ্-ঘঞ্। রৌদ্রযুক্ত স্থান।
(কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৪।৩৪)

প্রত্যাত্মন্ (ত্রি) ১ প্রত্যেকটী। ২ একাকী।

প্রত্যাত্মক (ত্রি) একজনের অধিকৃত।

প্রত্যাত্ম্য (ক্লী) প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্যবিশিষ্ট।

"প্রত্যাত্ম্যেন প্রতিবিম্বেন।" (ভাগ° ৩।২০।৪৫ স্বামী)

প্রত্যাদর্শ (পুং) প্রতিরূপ চিত্র।

প্রত্যাদান (ক্লী) প্রতি-আ-দা-ল্যুট্। পুনর্গ্রহণ। (ঋক্ প্রাতি১০।৫

প্রত্যাদিত্য (পুং) প্রতিসূর্য্য। [প্রতিসূর্য্য দেখ।]

প্রত্যাদিষ্ট (ত্রি) প্রত্যাদিশ্যতেস্মেতি প্রতি-আ-দিশ্-ক্ত। প্রত্যাদেশবিশিষ্ট। পর্য্যায়—নিরস্ত, প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত, নিকৃত বিপ্রকৃত। ২ ত্যক্ত। ৩ জ্ঞাপিত।

প্রত্যাদেশ (পুং) প্রত্যাদেশনমিতি প্রতি আ-দিশ-ঘঞ্ ১ নিরাকরণ, প্রত্যাখ্যান।

"প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসং।" (মেঘদূত ৯৬)

২ প্রসঙ্গ নিবারণ। (মনু ৮।৩৩৪) ৩ ভক্তের প্রতি দেবদিগের আদেশ। দৈববাণী।

প্রত্যাধান (ক্লী) প্রতিপত্যা ধীয়তে প্রতি-আ-ধা-কর্ম্মণি-ল্যুট্। ১ মস্তক।

"যো হ বৈ শিশুং সাধানং প্রত্যাধানং।" (শত° ব্রা° ১৪।৪।২।১)

'মস্তকস্ত সর্ব্বদেহেষবয়বেষু আধীয়মানত্বাৎ তথাত্বং।' (ভাষ্য) ভাবে ল্যুট্ প্রাদিস°। ২ দ্বিতীয়াধান।

প্রত্যাধ্মান (পুং) প্রতিগতমাধ্মানমীষৎ শব্দো যত্র। বাতব্যাধি-রোগবিশেষ।

ইহার লক্ষণ—বায়ু রুদ্ধ হইয়া শব্দ ও বাতনা সহকারে উদর শীঘ্র আধ্মাত হইলে আধ্মানরোগ কহে। ইহা পার্শ্ব ও হৃদয়দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া আমাশয়ে আধ্মানরোগ জন্মাইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ১ অঃ)* [বাতব্যাধি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রত্যাধ্মান রোগে বমন, লঙ্ঘন, দীপন ও বস্তিকর্ম্ম আবশ্যক।

"প্রত্যাধ্মানে সমুৎপন্নে কুর্য্যাদ্ বমনলঙ্ঘনে।
দীপনাদি নিরূহ্রঞ্চ পূর্ব্ববদ্‌বস্তিকর্ম্ম চ॥" (ভাবপ্র°)

প্রত্যানয়ন (ক্লী) প্রতি-আ-নী-ল্যুট্। পুনরুদ্ধার, ফিরিয়া আনা।

প্রত্যানীত (ত্রি) প্রতি-আ-নী ক্ত। যাহা ফিরিয়া আনা হইয়াছে, যাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে।

প্রত্যানেয় (ত্রি) ১ ফিরাইয়া আনিবার যোগ্য। ২ সৎপথে আনিবার যোগ্য।

প্রত্যাপত্তি (স্ত্রী) প্রতি-আ-ভাবে-ক্তিন্। ১ বৈরাগ্য। (ভারত শান্তিপ° ২৯৩ অ°) ২ পুনরাগমন।

প্রত্যাপীড় (পুং) ছন্দোভেদ।

প্রত্যাপ্লবন (ক্লী) প্রতি-আ-প্লু-ল্যুট্। আপ্লাবিত হওয়া, উথলিয়া উঠা।

প্রত্যাম্নান (ত্রি) প্রতিরূপতয়া আম্নায়তে প্রতি-আ-ম্না-কর্ম্মণি ল্যুট্। প্রতিনিধি। "যজমানকর্ত্তৃত্বেন বিধীয়ন্তে প্রত্যাম্নানাশ্চ ঋত্বিজো নিবর্ত্তন্তে" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৬।১৩)

প্রত্যাম্নায় (পুং) প্রতিরূপতয়া আম্নায়তে প্রতি-আ-ম্না-কর্ম্মণি-ঘঞ্। প্রতিনিধিরূপে বিধীয়মান।

প্রত্যায় (পুং) কর, রাজস্ব। (হেম)

প্রত্যায়ক (ত্রি) প্রতি-ই-ণ্বুল্। ১ বিশ্বাসকারক। ২ বোধক।

প্রত্যায়ন (ক্লী) প্রতি-আ-ই-ণিচ্ 'নৌগমিরবোধনে' ইতি ন গমাদেশঃ ভাবে ল্যুট্। ১ বোধন। ২ বিশ্বাসজনন।

প্রত্যায়িত (ত্রি) ১ বিশ্বস্ত। ২ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। "গন্ধর্ব্বা হ বা ইন্দ্রস্ত সোমমপ্সু প্রত্যায়িতা গোপয়ন্তি" (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১২।৩)

* "বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্।
প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্॥
বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং পার্শ্বে হৃদয়ে বিহায় জাতং তদেবাধ্মানং। কফব্যাকুলিতানিলং কফেনাবরুদ্ধবাতং।" (ভাবপ্র°)

প্রত্যায়িতব্য (ত্রি) বিশ্বাসের উপযুক্ত, প্রত্যয়ের যোগ্য। (মালবিকাগ্নি°)

প্রত্যারম্ভ (পুং) প্রতিরূপঃ আরম্ভঃ প্রাদিস°। পশ্চাৎ আরম্ভ, প্রথমে আরম্ভ করিয়া তৎপরে আরম্ভকরার নাম প্রত্যারম্ভ।

প্রত্যালীঢ় (ক্লী) প্রতি-আ-লিহ-ক্ত। ধন্বীদিগের পাদসংস্থান-বিশেষ। বাণ নিক্ষেপ সময়ে উপবেশন, অর্থাৎ বামপাদ প্রসারণ করিয়া দক্ষিণপাদ সঙ্কুচিত করিয়া বসা। ধনুর্দ্ধারিগণ পাঁচপ্রকারে উপবেশন করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন।

"তাৎ প্রত্যালীঢ়মালীঢ়সমং পাদং তথাপরম্।
বৈশাখং মণ্ডলঞ্চেতি ধন্বিনাং স্থানপঞ্চকম্॥
তাদ্দক্ষপাদসঙ্কোচাৎ বামপাদপ্রসারণাৎ।
প্রত্যালীঢ়মিতি প্রোক্তমালীঢ়ং তদ্বিপর্য্যয়াৎ॥" (শব্দরত্না°)

(ত্রি) ২ আস্বাদিত। ৩ অশিত, ভুক্ত, ভক্ষিত।

প্রত্যাবর্ত্তন (ক্লী) প্রতি-আ-বৃত-ণিচ্ বা ভাবে ল্যুট্। ১ প্রতিনিবৃত্তি। ২ প্রতিনিবারণ।

প্রত্যাবৃত্ত (ত্রি) প্রতি-আ-বৃত-ক্ত। ১ প্রত্যাগত। ২ পুনরাবৃত্ত।

প্রত্যাশা (স্ত্রী) প্রতি-কিঞ্চিৎ বস্তু লক্ষীকৃত্য আ সমন্তাৎ অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি প্রতি-আ-অশ্-অচ্, ততষ্টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা, ভরসা। "মূঢ়োহন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি" (শান্তিশতক) ২ প্রত্যয়।

প্রত্যাশ্রয় (পুং) প্রতি-আ-শ্রি-অচ্। আশ্রয়গৃহ।

প্রত্যাশ্রাব (পুং) প্রতি-আ-শ্রু-ণিচ্, ভাবে অচ্। ১ উচ্চৈঃ করিয়া শ্রাবণ। কর্ম্মণি অচ্। ২ 'অস্তু ঔষট্' এইপ্রকার শব্দ। "শ্রোত্রিয়াঃ প্রত্যাশ্রাবো অনুরূপঃ" (শুক্লযজু° ১৯।২৪) 'প্রত্যাশ্রাবঃ অস্তু ঔষড়িতি শব্দঃ' (বেদদীপ)

প্রত্যাশ্রাবণ (ক্লী) প্রতি-আ-শ্রু-ণিচ্, ভাবে-ল্যুট্। অগ্নীধ্র কর্ত্তৃক অধ্বর্য্যুর প্রতি মন্ত্রবিশেষের আশ্রবণ।

"ওঁ স্বধেত্যাশ্রাবণমস্তু স্বধেতি প্রত্যাশ্রাবণং" (আশ্ব° গৃ° ২।১৯)

প্রত্যাশ্বাস (পুং) প্রতি-আ-শ্বস-ঘঞ্। পুনর্ব্বার আশ্বাস।

প্রত্যাশ্বাসন (ক্লী) প্রতি-আ-শ্বস-ণিচ্-ল্যুট্। সান্ত্বনার্থ আশ্বাসন।

প্রত্যাসঙ্গ (পুং) ১ সংশ্রব। ২ সংযোগ।

প্রত্যাসত্তি (স্ত্রী) প্রতি-আ-সদ-ভাবে-ক্তিন্। ১ নৈকট্য। ২ নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ অলৌকিক প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধমাত্র।

"আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু" (ভাষাপরি°)

'আসত্তিঃ প্রত্যাসত্তিঃ' (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

প্রত্যাসন্ন (ত্রি) প্রতি-আ-সদ-ক্ত। নিকটবর্ত্তী। সন্নিহিত, নিকটস্থ। (জটাধর) "আর্য্য! প্রত্যাসন্নো মহারাজঃ তৎপ্রত্যুদ্গমনেন সংভাব্যতামার্য্যেণ" (প্রবোধচন্দ্রোদয় ২ অ°)

প্রত্যাসন্ন (পুং) প্রত্যাস্রিয়তে ইতি-প্রতি আস্থ-(ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইত্যপ্। সৈন্যপৃষ্ঠ। (শব্দরত্না°)

প্রত্যাসার (পুং) প্রত্যাস্রিয়তে প্রতি-আ-স্থ-ঘঞ্। সৈন্যপৃষ্ঠ, পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যব্যূহ, ব্যূহের পশ্চাদ্ব্যূহান্তর, ব্যূহপার্ষ্ণি।

প্রত্যাস্তার (পুং) বৌদ্ধভিক্ষুর আস্তরণ।

প্রত্যাস্বর (পুং) প্রত্যাস্বরতি প্রতি-আ-স্থ-অচ্। ১ প্রত্যাগত। ২ অস্তভাব হইতে পুনর্ব্বার প্রত্যাগত আদিত্য। সূর্য্য অস্তমিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয়, এইজন্য আদিত্যকে প্রত্যাস্বর কহে।

"স্বর ইতীমং (প্রাণং) আচক্ষ্যতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি চামুং" (ছান্দোগ্য উপ°) 'কিঞ্চ স্বর ইতীমং প্রাণমাচক্ষতে কথয়ন্তি তথা স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি চামুং সবিতারং। যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরত্যেব ন পুনর্মৃতঃ প্রত্যাগচ্ছতি। সবিতা ত্বস্তমিত্বা পুনরপ্যহন্যহনি প্রত্যাগচ্ছতি। অতঃ প্রত্যাস্বরোঽস্মাদ্গুণতো নামতশ্চ সমানমিতরেতরং প্রাণাদিত্যৌ' (ভাষ্য)

প্রত্যাহরণ (ক্লী) প্রতি-আ-হৃ-ভাবে-ল্যুট্। প্রত্যাহার। (শব্দরত্না°) ২ প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া লওন।

প্রত্যাহার (পুং) প্রতি-আ-হৃ-ভাবে-ঘঞ্। ১ স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ। পর্য্যায়—উপাদান, প্রত্যাহরণ। ২ যোগাঙ্গ বিশেষ।

"প্রত্যাহারশ্চ তর্কশ্চ প্রাণায়ামস্তৃতীয়কঃ।
সমাধির্ধারণং ধ্যানং ষড়ঙ্গো যোগসংগ্রহঃ॥" (ভরত)

প্রত্যাহার, তর্ক, প্রাণায়াম, সমাধি, ধারণ ও ধ্যান এই ৬টী যোগের অঙ্গ। পাতঞ্জলদর্শনে যম নিয়ম প্রভৃতি আটটী যোগাঙ্গ অভিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রত্যাহার পঞ্চম যোগাঙ্গ। ইহার লক্ষণ—"স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইতীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।" (পাতঞ্জলদ° ২।৫৪) "ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্" (পাত° ২।৫৫) যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম নামক যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর ও মন পরিষ্কৃত বা সুসংস্কৃত হইলে প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত চারিটী সিদ্ধ হইলে ইহা সহজ হইয়া পড়ে। প্রত্যাহার শব্দের অর্থ এইরূপ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে রূপাদির প্রতি ধাবিত হয় বা আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাদিগের তদ্রূপ বাহ্যগতি ফিরাইয়া আনা বা তাহাদিগের সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার। অর্থাৎ চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হইবে—ব্যাসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে রূপ হইতে উঠাইয়া লইবে এবং রূপ রহিত করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিবে। চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ অর্পণ না করে, কর্ণ যাহাতে শব্দ অর্পণ না করে, নাসিকা যাহাতে গন্ধ বহন না করে, এইরূপ করিবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যাহাতে আপন আপন গৃহীতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অবিকৃত অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাকে, তাহাই করিতে হইবে। এইরূপ করার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ যখন অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ সহজ হইয়া আইসে, তখন জানিতে হইবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বশীভূত হইয়াছে। মনোহর রূপ দেখিলে চক্ষু স্বভাবতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু যতই মনোহর রূপ হউক না কেন, চক্ষু তাহা দেখিয়াও যেন দেখিবে না, অর্থাৎ তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত হইবে না। সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন এইরূপ হইবে, তখন প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যখন ইচ্ছানুরূপ বশীভূত হয়। সমাধি তখন করতলগত হইয়া পড়ে।

প্রত্যাহার যোগাঙ্গ অভ্যাস করা বড়ই কঠিন। যেরূপ কোন অস্ত্রধারী এক রাজা ভৃত্যের হস্তে পরিপূর্ণ এক শরাব তৈল দিয়া বলে যে, শীঘ্র যাও, দৌড়িয়া যাও, কিন্তু সাবধান, তৈল যেন না পড়ে, পড়িলেই তোমার মস্তক ছেদ করিব। এমত স্থলে ভৃত্যের যেরূপ দৃঢ়চিত্ততার আবশ্যক, যেরূপ অঙ্গ-সংযমের আবশ্যক—প্রত্যাহার অভ্যাসকালেও তাদৃক্ দৃঢ়চিত্ততা ও অঙ্গসংযমের আবশ্যক। কিছু দিন পরে যখন তাহা অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া যাইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির করিতে পারিবে। চিত্ত যখন ইচ্ছামাত্রেই যথেপ্সিত বস্তুতে ধৃত হইবে, স্থির হইবে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও তখন তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। কোনপ্রকার রূপ তখন আর চক্ষুকে এবং কোনও শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করিবে না। যখন এই প্রত্যাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইবে, তখন ধারণা, ধ্যান বা সমাধি কিছুই আর দূরবর্ত্তী থাকিবে না। যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এই চারিটী যোগাঙ্গ দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত না হইলে ইহা সিদ্ধ হইবে না।

(পাতঞ্জলদ° সাধনপা°) *

৩ সংজ্ঞাবিশেষ, অল্প দ্বারা বহুগ্রহণ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে 'অণ্ ইণ' প্রভৃতি সংজ্ঞা বিহিত আছে, 'অণ্' বলিলে অ, ই, উ এই তিনটী বর্ণ বুঝায়। 'অণ্' এইস্থলে অল্প কথা দ্বারা বহুর গ্রহণ হওয়ায় প্রত্যাহার হইল। এইরূপ 'সুপ্' 'তিঙ্' প্রভৃতিও প্রত্যাহার। অর্থাৎ সুপ্ বলিলে সু, ঔ, জস্, প্রভৃতি সমস্ত বিভক্তিই পাওয়া যাইবে, এইজন্য উহার নাম প্রত্যাহার।" (পা ৩।৪।৩৮)

---

* বিষ্ণুপুরাণে প্রত্যাহারের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—
"শব্দাদিষনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৬।৭ অ°)
অপিচ—ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য স্থিতো হি সঃ।
মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥" (গরুড়পু° ২৪০ অ°)

প্রত্যাহার্য্য (ত্রি) প্রত্যাহারের যোগ্য।

প্রত্যুক্ত (ত্রি) প্রতি-বচ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ উত্তরিত। ২ প্রতিবাক্যদ্বারা নিরাকৃত।

প্রত্যুক্তি (স্ত্রী) প্রতিবচনমিতি প্রতি-বচ-ভাবে ক্তিন্, প্রতিরূপা উক্তিরিতি বা। প্রত্যুত্তর, প্রতিবাক্য কথন।

প্রত্যুচ্চারণ (ক্লী) পুনর্ব্বার উচ্চারণ।

প্রত্যুজ্জীবন (ক্লী) প্রতি-উদ্-জীব-ভাবে ল্যুট্। পুনর্জীবন, মরণোত্তর পুনর্জীবন।

"রসবিচ্ছেদহেতুত্বাৎ মরণং নৈব বর্ণ্যতে।
বর্ণ্যতেঽপি যদি প্রত্যুজ্জীবনং তাদদূরতঃ॥" (সাহিত্যদ°)

রসবিচ্ছেদ হেতু কাব্য ও নাটকাদিতে মৃত্যু বর্ণন করিবে না। যদিই মৃত্যু বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় শীঘ্রই তাহার পুনর্জীবন বর্ণন করাও আবশ্যক। যেমন কবি কাদম্বরীতে প্রথমতঃ মৃত্যুবর্ণন করিয়া পুনরায় জীবনপ্রাপ্তিও বর্ণন করিয়াছেন।

প্রত্যুত (অব্য°) প্রতি চ উতচ ইতি দ্বন্দ্বঃ। বৈপরীত্য, পরপক্ষ নিরাকরণ বা স্বপক্ষ স্থাপনের জন্য উক্ত বাক্যের বৈপরীত্য ভাব।

"বিহিতাকরণাৎ পুংভিরসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ।
সংযমো মুক্তয়ে সোঽস্মে প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ॥"(মার্ক°পু°৯৫।২০)

প্রত্যুৎকর্ষ (পুং) মূল্যাধিক্য। অবস্থার আধিক্য।

প্রত্যুৎক্রম (পুং) প্রত্যুৎক্রমমিতি প্রতি-উৎ-ক্রম-ঘঞ্। ১ প্রকৃষ্ট যোগ, যুদ্ধার্থ উদ্যোগ। ২ প্রধান প্রয়োজনানুকূল প্রয়োজনানুষ্ঠান, পর্য্যায়—প্রয়োগার্থ। প্রধান প্রয়োজনোদ্দেশে তদনুকূল প্রয়োজনের আরম্ভ। ৩ যুদ্ধের প্রথম আক্রমণ।

প্রত্যুৎক্রান্তি (স্ত্রী) প্রতি-উৎ-ক্রম-ক্তিন্। প্রত্যুৎক্রম।

প্রত্যুত্তব্ধি (স্ত্রী) ১ ধারণ। ২ অবলম্বন। ৩ রক্ষণ। ৪ স্থাপন।

প্রত্যুত্তম্ভ (পুং) প্রত্যুত্তব্ধি।

প্রত্যুত্তর (ক্লী) প্রতিরূপমুত্তরং। উত্তরের উত্তর, বাদিকর্ত্তৃক উপন্যস্ত পক্ষের তদ্বিরুদ্ধপক্ষ প্রতিপাদক বাক্য।

প্রত্যুত্থান (ক্লী) প্রত্যুত্থীয়তে ইতি প্রতি-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ অভ্যুত্থান, আগত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আসন হইতে পুনরায় উত্থান।

"ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥" (মনু ২।১২০)

বৃদ্ধ ও মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিলে তাহাকে আসন হইতে উত্থিত হইয়া অভিবাদন করা বিধেয়।

প্রত্যুত্থায়িন্ (ত্রি) প্রতি-উৎ-স্থা-ণিনি যুকাগমঃ। প্রত্যুত্থানকারক, প্রত্যুত্থানশীল। (শত° ব্রা° ১১।৬।২।৪)

প্রত্যুত্থেয় (ত্রি) প্রত্যুত্থানের উপযুক্ত। (ঐত° ব্রা° ২।২০)

প্রত্যুৎপন্ন (ত্রি) প্রতি-উৎ-পদ-ক্ত। উৎপত্তিবিশিষ্ট, পুনরুৎপন্ন, পুনরায় জাত। ২ সত্বর, হঠাৎ।

প্রত্যুৎপন্নমতি (ত্রি) প্রত্যুৎপন্না তৎকালোচিতা মতির্যস্য। ১ তৎকালোচিত বুদ্ধি, উপস্থিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধির স্ফুরণ হয়, বিপদের সময় যাহার বুদ্ধি যোগায়। ২ সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত, পর্য্যায়—কুশাগ্রীয়বুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শী, তৎকালধী, প্রতিভান্বিত। (জটাধর)

"প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্‌পাদ উচ্যতে॥"(সুশ্রুত সূত্র° ৩৪ অ°)

প্রত্যুদাহরণ (ক্লী) প্রতিকূলমুদাহরণং প্রাদিস°। উদাহরণের বৈপরীত্যদ্বারা উদাহরণ। "সর্ব্বেষু প্রত্যুদাহরণেষু প্রকৃতিস্বরো ভবতি" (পা° ৬।২।১৫০ বৃত্তি)

প্রত্যুদ্গতি (স্ত্রী) প্রতি-উৎ-গম-ক্তিন্। প্রত্যুদ্গম। (কথাসরিৎসা° ৬।৫৫)

প্রত্যুদ্গম (পুং) প্রতি-উৎ-গম-অপ্। প্রত্যুত্থান, মাননীয় ব্যক্তি আসিলে আগে গিয়া তাহাকে আনয়নার্থ গমন। "একত্রাসনসংস্থিতিঃ পরিহৃতা প্রত্যুদ্গমাদ্ দূরতঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।৭৩) ২ প্রতিগমন।

প্রত্যুদ্গমন (ক্লী) প্রতি-উৎ-গম-ল্যুট্। প্রত্যুত্থান।

প্রত্যুদ্গমনীয় (ত্রি) প্রতি-উৎ-গম-অনীয়র্। প্রত্যুদ্গমনের উপযুক্ত, সমুপস্থানযোগ্য, পূজনীয়। (ক্লী) ২ ধৌতবস্ত্রযুগ্ম, জোড়, ধুতি ও উড়ানি।

"সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপ্রত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।"
(কুমারসম্ভব ৭।১১)

প্রত্যুদ্গার (পুং) বায়ুজন্যরোগভেদ। (বৈদ্যকনি°)

প্রত্যুদ্যাম (পুং) ১ তুল্যপরিমাণ। (ত্রি) প্রত্যুদ্যমোঽস্যাস্তীতি অর্শ আদিভ্যোঽচ্। ২ প্রত্যুদ্যমযুক্ত। ৩ তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট।

প্রত্যুদ্যমিন্ (ত্রি) প্রতি-উৎ-যম-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট। ২ অদম্য। ৩ তুল্য বলশালী।

প্রত্যুদ্যাতৃ (ত্রি) প্রতি-উদ্-যা-তৃচ্। বিরুদ্ধে গমনকারী। শত্রুকে আক্রমণকারী।

প্রত্যুদ্যামিন্ (ত্রি) প্রতি-উৎ-যম-ণিনি। ১ তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট। ২ অদম্য। ৩ সমকক্ষ।

"তত্রৈব তদ্বিশং প্রত্যুদ্যামিনং কুর্য্যুঃ।" (ঐত° ব্রা° ৬।২১)

প্রত্যুন্নমন (ক্লী) প্রতিকূলমুন্নমনং প্রাদি স°। উন্নমন প্রতিকূল অবনমন।

"অনুল্যাহবপীড়িতে প্রত্যুন্নমনম্।" (সুশ্রুত)

প্রত্যুপকার (পুং) প্রতিরূপঃ উপকারঃ প্রাদিস°। উপকারানুরূপ

হিতানুষ্ঠান, কোন ব্যক্তির উপকার করিলে সেই উপকর্ত্তার যে উপকার করে।

প্রত্যুপকারিন্ (ত্রি) প্রতি-উপ-কৃ-ণিনি। প্রত্যুপকার, যিনি প্রত্যুপকার করেন।

প্রত্যুপক্রিয়া (স্ত্রী) প্রতিরূপা উপক্রিয়া প্রাদিস°। প্রত্যুপকার।

প্রত্যুপদেশ (পুং) প্রতি-উপ-দিশ-ঘঞ্ বা প্রতিরূপঃ উপদেশ প্রাদি স°। ১ উপদেশানুরূপ শিক্ষাপ্রদান। ২ উপকারানুরূপ হিতাচরণ।

প্রত্যুপভোগ (পুং) প্রতি-উপ-ভুজ-ঘঞ্। সুখভোগ। ভোগ।
"সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।" (সাংখ্য ৩৭)

প্রত্যুপমান (ক্লী) উপমানের বৈপরীত্য।
"উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ।" (বিক্রমো° ২২)

প্রত্যুপবেশ (পুং) বলপূর্ব্বক রাজী করান। (রাম° ২।১১১।১৭)

প্রত্যুপস্থান (ক্লী) নিকটবর্ত্তিস্থান।

প্রত্যুপস্পর্শন (ক্লী) জলদ্বারা ধৌতকরণ। (গোভিল ১।২।৩৪)

প্রত্যুপহ্ব (পুং) দেবতাদিগের আবাহন মন্ত্রপাঠ। (আশ্ব° ৪।১)

প্রত্যুপহার (পুং) প্রতিরূপঃ উপহারঃ প্রাদিস°। অনুরূপ উপহার, উপঢৌকনীয় দ্রব্য।

প্রত্যুপাকরণ (ক্লী) পুনরায় বেদপাঠারম্ভ। (গোভিল ৩।৩।১৪)

প্রত্যুপেয় (ত্রি) ১ প্রতিদানের যোগ্য। প্রতিফলের উপযুক্ত। ২ আলোচনীয়।

প্রত্যুপ্ত (ত্রি) প্রতি-বপ্ ক্ত। ১ যাহার পন করা হইয়াছে। ২ সজ্জিত। ৩ খচিত। ৪ বিচিত্রিত।

প্রত্যুরস (অব্য°) উরসি বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। (প্রতেরুরসঃ সপ্তমীস্থাৎ। পা ৫।৪।৮২) উরঃস্থলে, বক্ষঃস্থলে। প্রতিপূর্ব্বক উরস্ শব্দের সপ্তমীর অর্থ বুঝাইলে অচ্‌সমাসান্ত হয়। 'প্রতি গতং উরঃ' এই বাক্যে প্রত্যুরস্ এইরূপ পদ হইবে।

প্রত্যুলূক (পুং) প্রতিকূল উলূকস্য প্রাদি স°। ১ কাক, কাক উলূকের প্রতিকূল অর্থাৎ শত্রু।
"প্রত্যুলূকঃ কাকঃ।" (ভাগবত ১।১৪।১৪, স্বামী)
প্রতিরূপঃ উলূকো যস্য কপ্। প্রত্যুলূক উলূকানুরূপ পক্ষিভেদ। (হরিবং ৩ অঃ)

প্রত্যুষ (পুং) প্রত্যোষতি বিনাশয়তি অন্ধকারমিতি প্রতি-উষ্ দাহে (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৬) ইতি-ক। প্রত্যুষ, প্রাতঃ।

প্রত্যুষস্ (ক্লী) প্রত্যোষতি নাশয়ত্যন্ধকারমিতি প্রতি-উষ্ (উষঃ কিৎ। উণ্° ৪।২৩৩) ইতি অসি, স চ কিৎ। প্রত্যুষ, প্রাতঃকাল।
"যাতি ব্যক্তিং পুরস্তাদরুণকিসলয়ে প্রত্যুষঃ পারিজাতঃ।"
(ভরতধৃত সূর্য্যশতক)

প্রত্যূহ্য (ত্রি) দহনীয়, দহনযোগ্য। (শত° ব্রা° ১।৯।৩।২)

প্রত্যূর্দ্ধ (অব্য) উপরে, উর্দ্ধদিকে।

প্রত্যূষ (পুং) প্রত্যূষতি রুজতি কামুকানিতি প্রতি-উষ্ রোগে ক। প্রভাত। (অমর)
"দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং।
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ॥" (মেঘদূত ৩৩)
২ সূর্য্য। (শব্দরত্না°) ৩ বসুভেদ। (বিষ্ণুপু° ১।১৫।১৫১

প্রত্যূষস্ (ক্লী) প্রতি-উষ্-অসি। প্রভাত।
"প্রত্যূষস্য পরাহ্নে তু জীর্ণেঽহ্নে চ প্রকুপ্যতি।" (সুশ্রুত ১।২১)

প্রত্যূহ (পুং) প্রত্যূহনমিতি প্রতি-উহ-ঘঞ্। বিঘ্ন।
"ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাদেব ময়া প্রাপ্তং মহৎ ফলম্।
সর্ব্বকামফলাবাপ্ত্যা প্রত্যূহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (মার্ক°পু°১৬।৫৫)

প্রত্যূহন (ক্লী) প্রতি-উহ-ল্যুট্। বিঘ্ন। ([illegible] ১০)

প্রত্যৃচ (অব্য) ঋচং ঋচং প্রতি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। অচ্-সমাসান্তঃ। এক একটী ঋকে। (আশ্ব° ৬।৪)

প্রত্যেক (ক্লী) একং একং প্রতি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। একে একে সমুদয়, এক শব্দার্থ।
"প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং।"
(কর্পূরাদিস্তোত্র)

প্রত্যেকবুদ্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ। (ত্রিকাণ্ড)

প্রত্যেকশস্ (অব্য) প্রত্যেক-চশস্। একে একে।

প্রত্যেতব্য (ত্রি) স্বীকৃত। (ঋক্ প্রাতি° ৩।৪)

প্রত্যেনস (পুং) বিচারক। "উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ।"
(শত° ব্রা° ১৪।৭।১।৪৩)
২ উত্তরাধিকারী, যিনি মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্য দায়ী হন।

প্রত্রাস (পুং) প্র-ত্রস্-ঘঞ্। ১ ভয়। ২ কম্প।

প্রত্বক্ষস্ (ত্রি) প্র-ত্বক্ষ্-তনূকরণে অসুন্। ১ প্রকর্ষরূপে তনূকরণ। ২ শত্রুঘাতী। (ঋক্ ১।৮৭।১)

প্রথ, খ্যাতি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক°, সেট্। লট্ প্রথতে। লোট্ প্রথতাং। লুঙ্ অপ্রথিষ্ট। ঘটাদিত্বাৎ ণিচ্ প্রথয়তি।

প্রথ, খ্যাতি। ২ বিক্ষেপ। খ্যাতার্থে অক°। বিক্ষেপার্থে সক° উভয়পদী, সেট্। লট্ প্রথয়তি-তে। লোট্ প্রথয়তু-তাং। লিট্ প্রথয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অপপ্রথৎ-ত।

প্রথন (ক্লী) প্রথ-ল্যুট্। ১ প্রকাশকরণ। ২ বিস্তার। ৩ গুল্মভেদ।

প্রথম (ত্রি) প্রথতে প্রসিদ্ধো ভবতীতি প্রথ (প্রথেরমচ্। উণ্ ৫।৬৮) ইতি অমচ্। ১ প্রধান।
"রাম ইত্যভিরামেণ বপুসা তস্য চোদিতঃ।
নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎপ্রথমমঙ্গলম্॥" (রঘু ১০।৬৭)
২ আদিম, পর্য্যায়—আদি, পূর্ব্ব, পৌরস্ত্য, আদ্য, অগ্রিম,

প্রাক্। 'বাহ্যার্থানখিলাংশ্চিত্তং ত্যজয়েৎ প্রথমং নরঃ।' (বিষ্ণুপু° ১।১১।৫২)

প্রথমক (ত্রি) প্রথম-স্বার্থে কন্। প্রথমশব্দার্থ।

প্রথমকল্পিত (ত্রি) প্রথমে যাহা কল্পনা করা হইয়াছে।

প্রথমকুসুম (পুং) শুক্লমরুবকবৃক্ষ, শ্বেতবক। (বৈদ্যকনি°)

প্রথমগর্ভ (পুং) প্রথমবারের গর্ভ। (শুক্ল যজু° ২৪।১৬) স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রথমচ্ছদ (ত্রি) ১ প্রথমের আচ্ছাদন। ২ অগ্নির আচ্ছাদয়িতা। (ঋক্ ১০।১১।১)

প্রথমজ (ত্রি) প্রথমং জায়তে জন-ড। ১ পূর্ব্বজাত। ২ প্রথম-গর্ভজাত। (শুক্লযজু° ১৬।২৫) অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ।

প্রথমজাত (ত্রি) প্রথমে জাতঃ। অগ্রজ। প্রথমে জাতমাত্র।

প্রথমতস্ (অব্য) প্রথম-সপ্তম্যর্থে তসিল্। প্রথমে, অগ্রে।

প্রথমপুরুষ (পুং) ১ আদি পুরুষ, পুরাণপুরুষ। ২ ব্যাকরণোক্ত আখ্যাত বিভক্তির সংজ্ঞাবোধক শব্দ। তিঙের অর্থাৎ লট্ লোট্ প্রভৃতি দশ লকারের মধ্যে প্রথম তিন তিনটীর প্রথম পুরুষ সংজ্ঞা হয়। লটের তি, তস্, অন্তি ও তে, আতে, অন্তে, লোট্ তু, তাং, অন্তু ও তাং, আতাং, অন্তাং, লঙ্ দীপ্, তাং, অন্ ও ত, আতাং, অন্ত। লিট্ ণল্, অতুস্, উস্ ও এ, আতে, ইরে ইত্যাদি। ক্রিয়ায় প্রথমপুরুষের বিভক্তি থাকিলে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ ভিন্ন কর্ত্তা হয়। 'তিঙাং ত্রীণি ত্রীণি প্রথমমধ্যমোত্তম-পুরুষসংজ্ঞকানি' (ব্যাকরণ)। বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ব্যাকরণে আমি বা তুমি ব্যতীত অপর সকল কর্ত্তৃপদই প্রথম পুরুষ। কিন্তু ইংরাজী প্রভৃতি যুরোপীয়ব্যাকরণে 'আমি' কর্ত্তৃপদই প্রথমপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৩ মৈত্রায়ণীসূত্রপ্রণেতা। প্রথমপ্রকাশের শিষ্য।

প্রথমভাজ্ (ত্রি) প্রথম-ভজ-ণ্বি। যিনি প্রথমভাগ গ্রহণ করেন। ২ উৎপত্তিকালবিভাগকারী। (ঋক্ ৬।৪৯।১)

প্রথমযজ্ঞ (পুং) যজ্ঞের প্রথম উৎসর্গ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৪।১)

প্রথমরাত্র (পুং) রাত্রির প্রথমভাগ। (সাংখ্যা° ব্রা° ১৭।৮)

প্রথমবয়সিন্ (ত্রি) প্রথমবয়োঽস্ত্যস্য বাহু° ইনি সান্তত্বাৎ ন পদত্বং। প্রথমবয়োযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (শত° ব্রা° ১৩।১।৭।৮)

প্রথমবাস্য (ত্রি) পূর্ব্বপরিহিত। (অথ° ২।১৩।৫)

প্রথমবিত্তা (স্ত্রী) প্রথমং বিত্তা বিন্না লব্ধা। প্রথমপরিণীতা স্ত্রী, মহিষী। (কাত্যা° (১৬।৩।২১।৫)

প্রথমশ্রবস্ (ত্রি) অতিশয় খ্যাতিযুক্ত। যাহার ধনে বা যশখ্যাতি আছে। (ঋক্ ৪।৩৬।৫)

প্রথমসঙ্গম (পুং) প্রথম সম্মিলন।

প্রথমসাহস (পুং) সাহসদণ্ডভেদ, আড়াইশত পণ দণ্ড হইলে তাহাকে প্রথম সাহস কহে। 'পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধং প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।' (বিষ্ণু)

প্রথমস্থান (স্ত্রী) বেদমন্ত্র উচ্চারণকালে নিম্নস্বর। (কাত্যা° শ্রৌ° ৩।১।৩)

প্রথমস্বর (স্ত্রী) সামভেদ।

প্রথমাগামিন্ (ত্রি) প্রথমোক্ত। (নিরুক্ত ৮।৪)

প্রথমাঙ্গুলি (পুং স্ত্রী) প্রথমা অঙ্গুলিঃ কর্ম্মধা°। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

"শব্দময়ং মহাপ্রাণং প্রথমাঙ্গুলিযোগতঃ
প্রথমাঙ্গুলির্বৃদ্ধাঙ্গুলিঃ।" (তন্ত্রসার)

প্রথমাদেশ (পুং) কোন পদের প্রথমে আদেশ।

প্রথমার্দ্ধ (পুং স্ত্রী) পূর্ব্বার্দ্ধ, প্রথম অর্দ্ধ ভাগ।

প্রথমাশ্রম (পুং স্ত্রী) প্রথমঃ আশ্রমঃ কর্ম্ম°। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। "শরীরবন্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।" (কুমার)

প্রথমেতর (ত্রি) প্রথমাদিতরঃ। প্রথম ভিন্ন, দ্বিতীয়।

প্রথয়িতৃ (ত্রি) প্রথ-ণিচ-তৃণ্ বিখ্যাতিকারক। বিস্তৃতিকারক। "অত্র বঃ প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ।" (ভাগ৪।১৫।৬) ২ ঘোষণাকারী।

প্রথস্ (স্ত্রী) প্রবৃদ্ধ। "প্রবাতস্য প্রথসঃ।" (ঋক্ ১০।৮৭।১১) 'বাতস্য বায়োঃ প্রথসঃ প্রথিম্নোঽপি প্রবৃদ্ধঃ' (সায়ণ)

প্রথস্বৎ (ত্রি) বিস্তারযুক্ত। 'প্রথস্বতীমস্তরীক্ষং।' (শুক্ল° ১৪।১২) 'প্রথস্বতীং প্রথনং প্রথো বিস্তারস্তদ্যুক্তাং।' (বেদদীপ°)

প্রথা (স্ত্রী) প্রথ-(ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা-৩।৩।১০৪) ইত্যঙ্ ততষ্টাপ্। ১ খ্যাতি। ২ রীতি, নিয়ম।

"যা প্রথামগমন্নৈতি সাপি বাচ্যপ্রকাশনে।" (রাজতর° ১।১২)

প্রথিত (ত্রি) প্রথ-ক্ত। ১ খ্যাত। (রঘু ৯।৭৬)

(পুং) ২ স্বারোচিষ মনুর পুত্র। (হরিবংশ ৩।১৪)

প্রথিতত্ব (স্ত্রী) প্রথিতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রথিতের ভাব বা ধর্ম্ম, খ্যাতত্ব।

প্রথিতি (স্ত্রী) প্রথ, (পদিপ্রথিভ্যাং নিৎ। উণ্ ৪।১।১৮২) ইতি তি স চ নিৎ। খ্যাতি।

প্রথিমন্ (পুং) পৃথোর্ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি-ইমনিচ্, প্রথাদেশঃ। পৃথুর ভাব, পৃথুত্ব। বিপুলতা। "প্রথিমানং দধানেন জঘনেন ঘনেন সা।" (ভট্টি ৪।১৭)

(ত্রি) অতিশয়েন পৃথুঃ ইমনিচ্। ২ অতিশয়পৃথুত্বযুক্ত। বিস্তারযুক্ত।

প্রথিমিনী (স্ত্রী) প্রথিমাঽস্ত্যস্যা ইতি প্রথিমন্ (সংজ্ঞায়াং মন্মাভ্যাং। পা ৫।২।১৩৭) ইতি ইনি। প্রথিমযুক্ত স্ত্রী, পৃথুত্বযুক্ত স্ত্রী। সংজ্ঞা বুঝাইলে এই পদ হইবে। যে স্থলে সংজ্ঞা বুঝায় না সেই স্থলে মতুপ্ প্রত্যয় এবং মতুর ম স্থানে ব করিয়া 'প্রথিতবৎ' এইরূপ পদ হইবে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

অধিক ঘৃতে প্রথমে মাংস উত্তমরূপে ভাজিয়া লইবে, তৎপরে উষ্ণজলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিতে হইবে। জীরকাদি সংযুক্ত করিয়া পরে তাহা নাবাইয়া লইবে, তাহাই পরিশুষ্ক এবং ঘৃত, তক্র ও ত্রিজাতক (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র) যুক্ত হইলে প্রদিগ্ধ নামে কথিত হয়। ইহার গুণ—বলকর, মাংসকর অগ্নিবর্দ্ধক ও কফপিত্তনাশক। (রাজ° ৩ প°) ২ লিপ্ত। মাখান।

"অব্যক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাং পাংশুপ্রদিগ্ধামিব হেমরেখাং।"

(রামায়ণ ৫।৫।২৮)

প্রদিব (ত্রি) প্রকর্ষেণ দীব্যতি প্র-দিব্ ক্বিপ্। ১ প্রকর্ষরূপে দ্যোতমান। (ঋক্ ৩।৩৮।৫) (স্ত্রী) ২ প্রকৃষ্টদিন। ৩ পূর্ব্বদিন। (ঋক্ ৩।৪৭।১) ৪ পুরাতন। (নিঘণ্টু)

প্রদিশ্ (স্ত্রী) প্রগতা দিগ্‌ভ্যঃ। বিদিক্, দিকের অন্তরাল দিক্, দুইদিকের মধ্যভাগ।

"ততো বিভ্রান্তমনসো জনাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ।
গৃহাণি সংপরিত্যজ্য বভ্রমুঃ প্রদিশো দিশঃ॥" (ভাগ° ১।১৭৪।৩৯)

২ প্রকৃষ্টা দিক্। (হরিবংশ ২৬৩৮)

প্রদীপ (পুং) প্রকর্ষেণ দীপয়তি প্রকাশয়তি প্রদীপ্যতে ইতি বা, প্র-দীপ-ণিচ্ বা-ক। দীপ, বর্ত্তিস্থ জলন্ত অগ্নিশিখা। পর্য্যায়—স্নেহাদীপক, কজ্জলধ্বজ, শিখাতরু, গৃহমণি, জ্যোৎস্নাবৃক্ষ, দশেন্ধন, দোষাতিলক, দোষাস্য, নরনোৎসব। (শব্দরত্না°)

"ন কারণাৎ স্যাদ্‌বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।" (রঘু ৫।৩৭)

দেবতা পূজায় দীপদান করিতে হয়। দীপদান বিশেষ পুণ্যজনক।

কালিকাপুরাণে এই প্রদীপের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে*—

প্রদীপ সাতপ্রকার,—ঘৃতপ্রদীপ, তিলতৈলযুক্তপ্রদীপ, সার্ষপতৈলযুক্ত প্রদীপ, নির্যাসজাতপ্রদীপ, রাজিকাজাত প্রদীপ, দধিজাত ও অন্নজাত প্রদীপ। প্রদীপ না জ্বালিয়া কোন প্রকার দৈবকার্য্যই করিতে নাই। দৈব বা পৈত্র যে কোন কার্য্যই করিতে হইবে অগ্রে প্রদীপ জ্বালা আবশ্যক। এই সাতপ্রকার প্রদীপে পাঁচপ্রকার বর্ত্তিকা (বাতি, বা সলিতা) ব্যবহার করা যাইতে পারে। পদ্মভব সূত্র, দর্ভগর্ভসূত্র, শণজ, বাদর ও কোষোত্তবসূত্র এই ৫ প্রকার সূত্র প্রদীপের বর্ত্তিকার্য্যে প্রশস্ত। তৈজস, দারুময়, লৌহনির্ম্মিত, মৃণ্ময় বা নারিকেলজাত এই কয়প্রকার প্রদীপের আধার করা যাইতে পারে এবং এই সকল আধারের উপরই প্রদীপ রাখিয়া দিতে হয়; কদাচ মৃত্তিকাতে রাখিবে না। বসুমতী সমস্তই সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু দুইটী সহ্য করিতে পারেন না, অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং প্রদীপের তাপ। অতএব যাহাতে পৃথিবীতে তাপ না লাগে, এইরূপ করিয়া প্রদীপ দিতে হয়। পৃথিবী যাহাতে তাপ পান, এইরূপ প্রদীপ দিলে তাম্রতাপ নামক নরকপ্রাপ্তি হয়। শোভন, বৃত্তাকারবর্ত্তিযুক্ত, সুস্নেহ, অভগ্নপাত্রে স্থিত, সুদৃশ্য ও সুচ্ছায় প্রদীপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্ব্বক দিবে। দেবতাদিগকে যে দীপ দান করিতে হয়, তাহার তাপ চতুরঙ্গুল দূর হইতে পাওয়া যাইলে তাহাকে পাপবহ্নি কহে, এইরূপ প্রদীপদান বিশেষ অনিষ্টজনক। নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভনার্চ্চিযুক্ত, ভূমিতাপবিবর্জ্জিত, সুশিখ, শব্দশূন্য, নির্ধূম, অনতিহ্রস্ব এবং দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্তিযুক্ত, প্রদীপই লক্ষ্মীপ্রদ হইয়া থাকে। প্রদীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয় এবং তাহার পাত্র স্নেহদ্বারা পরিপূরিত থাকে এবং বর্ত্তি যদি দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বলভাবে জ্বলে, তাহা হইলে সেই প্রদীপই সর্ব্বোত্তম এবং সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ। যদি ঐ দীপ বৃক্ষে না থাকে, তাহা হইলে উহা মধ্যম। যদি প্রদীপপাত্র তৈলহীন হয়, তাহা হইলে অধম। সাধক শণসূত্র বা বৃক্ষের ত্বক্ কিংবা জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র সলিতা নির্ম্মাণের জন্য গ্রহণ করিবে না। শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা তুলা লইয়া সলিতা প্রস্তুত করিবে। কোষজ বা রোমজ সূত্র সলিতার জন্য গ্রহণ করিতে নাই। ঘৃত ও তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে

* "ঘৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ।
সার্ষপঃ ফলনির্যাসজাতো বা রাজিকোদ্ভবঃ।
দধিজশ্চান্নজশ্চৈব প্রদীপাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।
তত্র পঞ্চপ্রকারা বর্ত্তিকা—
পদ্মসূত্রভবা দর্ভগর্ভসূত্রভবাথ বা।
শণজা বাদরী বাপি ফলকোষোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ॥
প্রদীপপাত্রাণি—
তৈজসং দারবং লৌহং মার্ত্তিক্যং নারিকেলজম্।
তৃণধ্বজোদ্ভবং বাপি দীপপাত্রং প্রশস্যতে।"
দীপবৃক্ষে দীপস্থাপনং ভূমৌ তন্নিষেধঃ—
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষে চ দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন।
সর্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন ত্বিদং দ্বয়ম্।
অকার্য্যপাদঘাতঞ্চ দীপতাপং তথৈব চ।
তস্মাৎ যথা তু পৃথিবী তাপং নাপ্নোতি বৈ তথা।
দীপং দদ্যান্মহাদেব্যৈ অন্যেভ্যোঽপি চ ভৈরব।
কুর্ব্বন্তং পৃথিবীতাপং যো দীপমুৎসৃজেৎ নরঃ।
স তাম্রতাপং নরকমাপ্নোত্যেব শতং সমাঃ॥' ইত্যাদি।
(কালিকাপু° ৬৮ অঃ)

না। ঘৃত ও তৈল একত্র মিশাইয়া স্নেহ করিলে তামিস্র নরক হইয়া থাকে। প্রাণীর অঙ্গসমুদ্ভব বসা, মজ্জা এবং অস্থিনির্য্যাস প্রভৃতি স্নেহদ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে না। এইরূপে প্রদীপ জ্বালিলে নরকে গতি হয়। অস্থিনির্ম্মিত পাত্রে অথবা পচা দুর্গন্ধাদিযুক্ত পাত্রে প্রদীপস্থাপন করিবে না। দেবতার নিমিত্ত কল্পিত প্রদীপ কদাচ নির্বাপিত করিবে না। জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও প্রদীপ হরণ করিবে না। কারণ দীপহারক অন্ধ এবং নির্ব্বাপক ব্যক্তি বধির হয়। (কালিকাপু° ৬৮ অ°) কার্ত্তিকমাসে আকাশে প্রদীপ দিতে হয়। ইহাতে অক্ষয়ফল লাভ হয়।

"কার্ত্তিকে মাসি যো দদ্যাৎ প্রদীপং সর্পিরাদিনা।
আকাশে মণ্ডলে বাপি স চাক্ষয়ফলং লভেৎ॥" (কর্ম্মলো°)

অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে এই প্রদীপের বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে প্রদীপদান বিধি আছে। [দীপ শব্দ দেখ।]

২ প্রকাশক। ৩ আলোকস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ। যথা—'কুলপ্রদীপ' ইত্যাদি।

প্রদীপক (পুং) প্রদীপয়িতা, প্রদীপনকারী।

প্রদীপন (ক্লী) প্র-দীপ-ল্যুট্। ১ প্রকাশন। ২ উদ্দীপন, উজ্জ্বলীকরণ। (পুং) প্রদীপয়তীতি প্র-দীপ-ণিচ্ ল্যু। ৩ স্থাবর-বিষভেদ।

"কাকোলো গরলঃ ক্ষ্বেড়ো বৎসনাভঃ প্রদীপনঃ।
শৌক্লিকেয়ো ব্রহ্মপুত্রো বিষং স্যাদ্গরলো বিষঃ॥" (রাজনি°)

প্রদীপশরণধ্বজ (পুং) মহোরগরাজভেদ।

প্রদীপসাহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

প্রদীপসিংহ, গঙ্গচিন্তামণি ও চিত্রচূড়ামণিরচয়িতা।

প্রদীপীয় (ত্রি) প্রদীপায় হিতঃ অপূপাদিত্বাৎ ছ। প্রদীপহিত।

প্রদীপ্ত (ত্রি) প্র-দীপ-কর্ত্তরি-ক্ত। উজ্জ্বল।

প্রদীপ্তবর্ম্মা, সিংহপুর-রাজবংশের জনৈক রাজা। ইনি জালন্ধরে রাজত্ব করিতেন।

প্রদীর্ঘ (ত্রি) অতীবর দীর্ঘ, অতিবিপুল। (বৃহৎস° ৩।১৪)

প্রদুহ্ (ত্রি) প্র-দুহ সংস্কৃষিবেত্যাদিনা ক্বিপ্। প্রকর্ষরূপে দোগ্ধা।

প্রদূষক (ত্রি) নষ্টকারী। (সুশ্রুত)

প্রদৃপ্তি (স্ত্রী) প্র-দৃপ-ক্তিচ্। দৃপ্তিযুক্ত, অত্যন্ত অহঙ্কারী।

প্রদূষণ (ত্রি) ১ নষ্ট। ২ নষ্টকারী।

প্রদেয় (ত্রি) প্র-দা-যৎ। ১ দানের উপযুক্ত, বিবাহযোগ্যা কন্যা। (পুং) ২ উপহার, উপঢৌকন। "প্রদানঞ্চ প্রদেয়ানামদেয়ানাঞ্চ সংগ্রহঃ।" (কাম° ১৩৫২)

প্রদেশ (পুং) প্রদিশ্যতে ইতি-প্র-দিশ্ (হলশ্চ। পা ৩৩।১২৩) ইতি ঘঞ্, (উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলং। পা ৬৩।১২২) ইতি পাক্ষিকো দীর্ঘাভাবঃ। দেশমাত্র। পর্য্যায়—আস্থান, আস্থা, ভূ, অবকাশ, স্থিতি, পদ। (রাজনি°) ২ ভিত্তি, দেয়াল। (মেদিনী) ৩ সংজ্ঞা। (নিরুক্ত) ৪ তন্ত্রযুক্তিবিশেষ। "প্রকৃতস্যাতিক্রান্তেন সাধনং প্রদেশঃ" (সুশ্রুত) ৫ প্রদেশ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে তর্জ্জনীর অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ। ৬ একদেশ। ৭ জেলা-সমষ্টি। ৮ পদ। 'প্রদেশো দেশমাত্রে স্যাৎ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসম্মিতে৷ ভিত্তাবপি প্রদেশঃ স্যাৎ" (বিশ্ব)

প্রদেশকারিন্ (ত্রি) প্রদেশং করোতি কৃ-ণিনি। ১ একদেশ-কারী। ২ যোগীদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

প্রদেশন (ক্লী) প্রদিশ্যতে অনেনেতি প্র-দিশ-করণে ল্যুট্। ১ নৃপাদির উপঢৌকন, চলিত ভেট। পর্য্যায়—প্রাভৃত, উপায়ন, উপগ্রাহ্য, উপহার, উপদা। (অমর)

প্রদেশনী (স্ত্রী) প্রদেশন-ঙীষ্। তর্জ্জনী। (ভরত)

প্রদেশবৎ (ত্রি) প্রদেশঃ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রদেশযুক্ত।

প্রদেশিনী (স্ত্রী) প্রদিশতীতি প্র-দিশ-ণিনি, ঙীপ্। তর্জ্জনী।

"তেহদর্শয়ন্ প্রদেশিন্যা তমেব নৃপসত্তমম্।
শর্ম্মিষ্ঠাং মাতরঞ্চৈব তথা চক্রুশ্চ দারকাঃ॥" (ভারত ১।৮৩।১৬)

২ শাস্ত্রবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৮ অ°)

প্রদেষ্টৃ (পুং) ধর্ম্মাধিকরণিক, বিচারক।

প্রদেহ (পুং) প্রদিহ্যতে ইতি প্র-দিহ লেপনে-ঘঞ্। প্রলেপ, ব্রণাদি উপশমনের জন্য দ্রব্যবিশেষের ব্রণাদিতে লেপন।

"ইন্দুবজ্রাগ্নিদগ্ধেহপি জীবতি প্রতিকারয়েৎ।
স্নেহাভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রদেহৈশ্চ তথা ভিষক্॥" (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৩ অ°) ২ ব্যঞ্জনবিশেষ। (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অ°)

প্রদোষ (পুং) দোষা রাত্রিঃ, প্রারব্ধো দোষায়া ইতি প্রাদিস°। প্রক্রান্তা দোষা রাত্রিরত্রেতি বা। রজনীমুখ, রাত্রির প্রথমদণ্ড-চতুষ্টয়ের নাম প্রদোষ। "প্রদোষোহস্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে।" 'ঘটিকা দণ্ডদ্বয়ং' (তিথিতত্ত্ব) সূর্য্য অস্তমিত হইলে পর ঘটিকাদ্বয় সময়কে প্রদোষকাল কহে। সূর্য্যাস্তের পর চারি-দণ্ডকালই প্রদোষ। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি প্রদোষকালে করিতে হয়।

রাত্রি প্রথমভাগ অর্থাৎ প্রথম প্রহরকেও প্রদোষ বলা যায়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথির প্রদোষে অধ্যয়ন করিতে নাই। এই সকল প্রদোষের নাম যথাক্রমে সারস্বত, গাণপত, সৌর ও বৈষ্ণবপ্রদোষ। এইস্থলে প্রদোষ শব্দের অর্থ রাত্রিপর। অর্থাৎ ত্রয়োদশী প্রভৃতির রাত্রিতে অধ্যয়ন করিবে না। প্রদোষব্রতস্থলে প্রদোষ শব্দে রাত্রির প্রথম একপ্রহর, এইরূপ অর্থ স্থির করিতে হইবে। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি স্থলে

প্রদোষ শব্দে সূর্য্যাস্ত হইতে ৪ দণ্ডকাল বুঝাইবে। স্থানবিশেষে প্রদোষ শব্দে ৪ দণ্ড, একপ্রহর ও সমস্ত রাত্রি বুঝা যাইবে। প্রদোষব্রতের বিষয় হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে,—শাস্ত্রের অনেক স্থানে প্রদোষকালে ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধান আছে, কিন্তু প্রদোষ শব্দের অর্থ ৪ দণ্ড, একপ্রহর ও সমুদায় রাত্রি—এইরূপ অর্থ হইলে, কোন্ সময়ে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে? ইহাতে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, কর্ম্মবিশেষে শাস্ত্রের উক্তি দেখিয়া তাহা স্থির করাই বিধেয়; ফলতঃ প্রায় অধিকাংশ স্থলেই সূর্য্যাস্তের পর প্রথম চারিদণ্ডই প্রদোষ কাল উক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষে প্রদোষ শব্দের অর্থ একপ্রহর বা সমস্ত রাত্রি হইলেও তাহা কর্ম্মবিশেষে বিশেষোক্তি দ্বারাই পৃথক্‌রূপে বুঝাইবে। 'প্রদোষো রজনীমুখং' (অমর) রজনীর মুখভাগের নাম প্রদোষ। এই উক্তিদ্বারাও প্রদোষ শব্দে রাত্রির প্রথম চারিদণ্ডকালই সূচিত হইয়াছে। *

"বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥" (কুমার ৫।৪৪) ২ দোষ। (হেম) প্রকৃষ্টো দোষো যস্তেতি (ত্রি) ৩ দুষ্ট।

"যে চান্যে কালযবনশাল্বরুক্মিদ্রুমাদয়ঃ।
তমঃস্বভাবাস্তেঽপ্যেনং প্রদোষমনুযায়িনঃ॥" (মাঘ ২।৮)

'যে চান্যে কালযবনাদয়ঃ রাজানস্তমঃস্বভাবাঃ অতএব তেঽপি প্রদোষং প্রকৃষ্টদোষং' (মল্লিনাথ)

প্রদোষক (ত্রি) প্রদোষে ভবঃ কালাৎ ঠঞংবধিত্বা পূর্ব্বাহ্নে-ত্যাদিনা বুন্। প্রদোষকালভব। যাহা প্রদোষকালে হয়।

প্রদোহ (পুং) প্র-দুহ-ঘঞ্। দোহন।

---

* "ত্রয়োদশ্যাশ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশীতিথেঃ।
প্রদোষেঽধ্যয়নং ধীমান্ ন কুর্ব্বীত যথাক্রমং॥
সারস্বতো গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ণবস্তথা॥
প্রদোষশব্দোঽত্র প্রথমপ্রহর ইতি হেমাদ্রিঃ।
রাত্রিপর ইতি নির্ণয়ামৃতকৃৎ। তথা ব্রতভেদে রাত্রিপ্রথমযামপরতা হেমাদ্রৌ ব্রতখণ্ডে—
ত্রয়োদশ্যাং তথা রাত্রৌ সোপহারং ত্রিলোচনং।
ইষ্টেশং প্রথমে যামে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥
ইদং প্রদোষব্রতমিতি হেমাদ্রিঃ। শিবরাত্রিব্রতে তু প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা। প্রদোষোঽস্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে। ঘটিকা দণ্ডদ্বয়ং। তথাচ প্রদোষশব্দস্ত রাত্রিমাত্রং রাত্রেঃ প্রথমযামঃ প্রথমদণ্ডচতুষ্টয়ং চার্থঃ কর্ম্মভেদে তস্ত গ্রাহ্যতা। তত্রানধ্যায়ে শর্ব্বরীমাত্রপরতা প্রদোষব্রতে প্রথমযামপরতা শিবরাত্রিব্রতাদৌ দণ্ডচতুষ্টয়পরতেতি বিবেকঃ। 'প্রদোষো রজনীমুখং' ইত্যমরোক্তেঃ রাত্রেঃ প্রথমপ্রহরপ্রথমদণ্ডচতুষ্টয়-পরত্বাভিপ্রায়েণ রাত্রিমাত্রে তক্ত্যেতি বোধ্যং" (তিথিতত্ত্ব)

প্রদ্যু (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা দ্যৌঃ স্বর্গো যস্মাৎ তৎ। পুণ্য।

প্রদ্যুম্ন (পুং) প্রকৃষ্টং দ্যুম্নং বলং যস্য। কন্দর্প।

কামদেব, রুক্মিণীগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি ভগবান্ বাসুদেবের চতুর্থাংশ।

'একদেবং চতুষ্পাদং চতুর্ধা পুনরচ্যুতঃ।
বিভেদ বাসুদেবোঽসৌ প্রদ্যুম্নো হরিরব্যয়ঃ॥" (কূর্ম্মপু° ৪৮ অ°)

তথা—"অনিরুদ্ধঃ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রদ্যুম্নঃ কাম এব চ।
বলদেবঃ স্বয়ং শেষঃ কৃষ্ণশ্চ প্রকৃতেঃ পরঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম ১১৬ অ°)

পুরাণে লিখিত আছে যে, কামদেব হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলে, পতিবিয়োগ-বিধুরা রতিদেবী পার্ব্বতীপতির নিকট বহুস্তুতি ও বিলাপ করিয়া স্বামিলাভবর প্রার্থনা করেন। রতির সকরুণশোকে হরের ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ঔরসে প্রদ্যুম্নরূপে মদনলাভকথা জ্ঞাপন করিয়া রতিদেবীকে বিদায় দিলেন। কালবশে লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর গর্ভে কন্দর্পরূপধারী প্রদ্যুম্ন জন্মলাভ করিলেন। সপ্তম দিনে নিশাকালে শম্বরাসুর সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ এবিষয় অবগত হইয়াও দানবের নিগ্রহ করিলেন না। দৈত্যপতির মায়াবতী নাম্নী এক মহিষী ছিল। অনেক দিন পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় শম্বর এই শিশুকে স্বীয় আত্মজের ন্যায় পত্নীকে প্রদান করিলেন। মায়াবতীও পুলকিতান্তঃকরণে বালকের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তসমূহ সমুদিত হইতে লাগিল। 'দেবাদি-দেব শূলপাণি ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাকেই অনঙ্গ করিয়াছিলেন, ইনিই আমার জন্মান্তরের স্বামী।' শিশুকে স্বামী জানিয়া তিনি আর পালনভার গ্রহণ করিলেন না। ধাত্রীহস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন এবং রসায়নপ্রয়োগে তাঁহার অঙ্গপুষ্টি করিতে লাগি-লেন। এইরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে তিনি মায়াবতীর নিকট দানবীমায়াসমূহ শিক্ষা করিলেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনে পদার্পণ করিলে, মায়াবতী তাঁহাকে হাবভাবাদিদ্বারা স্বীয় অনুরক্তি জানাইলেন। প্রদ্যুম্ন পালয়িত্রীর এতাদৃশ ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। পরে মায়াবতীর বাক্যাভাসে তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ব্ব-জন্মকথা প্রতিভাত হইল। অনুরাগ ও আসক্তিতে উভয়েই আকৃষ্ট হইলেন। শম্বর কর্ত্তৃক তদীয় অপহরণবার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

মায়াবতী-প্রণোদিত প্রদ্যুম্নও শম্বরের ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানারূপ চিন্তার পর তিনি ভল্লাস্ত্রদ্বারা সিংহদ্বারের উপরিস্থ রত্নধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন। এই বার্ত্তা

শ্রবণগোচর হইবামাত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া শম্বর স্বীয় পুত্রগণকে প্রদ্যুম্ননিধনে প্রোৎসাহিত করিলেন। তদনন্তর চিত্রসেনাদি তাঁহার শতপুত্র অস্ত্রশস্ত্রে পরিবৃত হইয়া রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহার শরজালে বিদ্ধ হইয়া একে একে শম্বরপুত্রগণ সমরশায়ী হইলেন। অতঃপর পুনঃসমরাকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত কেশরীর ন্যায় তিনি সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শম্বর পুত্রগণের মৃত্যুতে হতচেতন হইয়াও দৃপ্ত শত্রুর প্রভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং রণসজ্জা করিলেন এবং রথারূঢ় হইয়া সমরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। শম্বর দৃক্‌পাত না করিয়াও বিপক্ষনিধনে অগ্রসর হইলেন। দুর্দ্ধর, কেতুমালী, শত্রুহন্তা ও প্রমর্দ্দন প্রভৃতি দৈত্যবীরগণ ঘোরতর যুদ্ধের পর নিহত হইলেন। তদ্দর্শনে দৈত্যসেনাগণ সমরাঙ্গণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিল।

অনন্তর দৈত্যরাজ শম্বর ব্যথিতহৃদয়ে প্রদ্যুম্নের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রতিজিঘাংসাবৃত্তি কিছুতেই অপনোদিত হইল না। পরস্পরে সম্মুখীন হইলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। বাহুযুদ্ধের পর মায়াযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণতনয় পূর্ব্ব হইতেই মায়াবতীর নিকট এতদ্বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। শম্বর কোন উপায়ে শত্রুকে পরাজিত করিতে না পারিয়া পার্ব্বতী-প্রদত্ত হেমমুদ্গার প্রহারে কৃতসংকল্প হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবরাজ নারদকে দিয়া প্রদ্যুম্নের নিকট বৈষ্ণবাস্ত্র ও অভেদ্য কবচ পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার কর্ণে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে অনুরোধ করিলেন। নারদও যথানিবেদন করিয়া ইন্দ্রসন্নিধানে প্রত্যাগত হইলেন। শম্বর মহাক্রুদ্ধ হইয়া হেম-মুদ্গার হস্তে লইলেন। প্রদ্যুম্ন তৎসাময়িক উৎপাতাদি দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবীবরে দৈত্যনিক্ষিপ্ত মুদ্গার কন্দর্পের কণ্ঠদেশে পদ্মমালার ন্যায় শোভাধারণ করিল। অতঃপর শরাসনে বৈষ্ণবাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক তিনি শম্বররাজকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যপতি শম্বর নিহত হইলে প্রদ্যুম্ন শ্রীলাভপূর্ব্বক সমরক্লান্তি অপনোদনার্থ অন্তঃপুরে রতিদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদনন্তর শম্বরবন্তনগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পত্নী মায়াবতী সমভিব্যাহারে পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহারা দ্বারকাপুরীতে উপনীত হইলেন। অন্তঃপুরচারী কেশবমহিষীগণ ঈদৃশ কন্দর্পবপু অবলোকন করিয়া যুগপৎ বিস্মিত, হৃষ্ট ও ভীত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইতি-পূর্ব্বে নারদের মুখে শম্বরনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সহসা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ মায়া-বতীকে দেখিতে পাইলেন। পরে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ইনি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন ও এই সাধুশীলা কামিনীই তোমার তনয়ের ভার্য্যা। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে রুক্মিণীদেবী পুত্র ও পুত্রবধূকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিলেন। (হরিবংশ ১৬২-১৬৫ অধ্যায়)

২ বৈষ্ণবদিগের আগমোক্ত চতুর্ব্যূহাত্মক বিষ্ণুর অংশভেদ। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্তব্যূহ। (রামানুজদ°) ৩ সনৎকুমারাংশজাত। (ভারত ১।৬৭ অ°) ৪ নড্‌লা গর্ভজাত মনুর অপত্যভেদ।

"মনোরসূত মহিষী বিরজান্ নড্‌লা সুতান্।
পুরুং কুৎসং মৃতং দ্যুম্নং সত্যবন্তং মৃতং ব্রতম্॥
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবমুল্মুকং।" (ভাগ° ৪।১৩।১৫)

প্রদ্যুম্ন, একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্। ব্রহ্মগুপ্ত স্বরচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক কবি। ৩ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত জনৈক জৈনসূরি, বোধিসাগরের শিষ্য ও দেবচন্দ্রের গুরু।

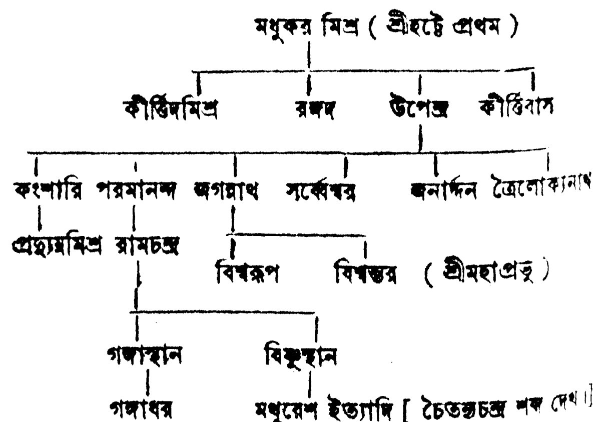
প্রদ্যুম্নআচার্য্য, ইনি বেদান্ততীর্থ নামেই পরিচিত। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে গতাসু হন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র, চৈতন্যমহাপ্রভুর সহচর জনৈক বৈষ্ণব। বাটী শ্রীহট্ট—ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। 'কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানি ইঁহার বিরচিত। গ্রন্থের শেষে এই শ্লোকটী লিখিত—

"তস্যৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য দয়ানিধেঃ।
প্রদ্যুম্নাখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াবলী॥"

ইহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সমকালে তাঁহার আদেশে গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে লেখা আছে—"শ্রীমৎ উপেন্দ্রমিশ্রবংশোদ্ভবপ্রদ্যুম্নমিশ্রেণ বির-চিতম্।" ইহাতে গ্রন্থকারের বংশপরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে—

প্রদ্যুম্নমিশ্রের বংশাবলী।



চৈতন্যচরিতামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অবগত হওয়া যায় যে, প্রদ্যুম্নমিশ্র নামক একব্যক্তি মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে রামানন্দ

রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা জানিতে গিয়াছিলেন। রামানন্দের আচার ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগে নাই, তিনি ফিরিয়া মহাপ্রভুকে তাহা বলিয়াছিলেন। রামানন্দরায় অতি উচ্চপদস্থ লোক, নীলাচলের সকলেই তাঁহাকে চিনিত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহাকে চিনিতেন না, জানা যাইতেছে। অতএব ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উদয়াবলীরচয়িতা ও পঞ্চম পরিচ্ছেদোক্ত প্রদ্যুম্নমিশ্র এক ব্যক্তি। ভিন্ন দেশীয় বলিয়া তিনি রামানন্দের কথা জানিতেন না। এই সময় শ্রীহট্টবাসী কেহ কেহ নীলাচলে গিয়াছিলেন, চৈতন্যভাগবতে সে কথা আছে। প্রদ্যুম্নমিশ্রও ঐ সঙ্গে গিয়া থাকিবেন।

"সহস্র সহস্র লোক না জানি কোথায়।
জগন্নাথ দেখিবার আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরাবাসী কেহ বাটীগ্রামবাসী।
শ্রীহটিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী॥" (চৈতন্যভাগবত)

প্রদ্যুম্নমিশ্র, নীলাচলবাসী, জগন্নাথের সেবক মধ্যে একজন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম অপরাপর ভক্তগণের সহিত ইহাকেও শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্নপীঠ, কাশ্মীরের শ্রীনগরের অন্তর্গত হরিপর্ব্বতস্থ পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

প্রদ্যুম্নপুর (ক্লী) প্রদ্যুম্নের রাজধানী। চন্দ্রভাগাতীরবর্ত্তী নগরভেদ।

প্রদ্যুম্নসূরি, ১ রাজগচ্ছের অন্তর্গত জনৈক জৈন পণ্ডিত। অভয়দেবের গুরু। তর্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দিগম্বরদিগকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের যশোভাতি থর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য চেঙ্কনগর লাভ করেন। তিনি ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। সপাদলক্ষ, ত্রিভুবনগিরি প্রভৃতি জনপদের রাজন্যগণ তাঁহার কবিতা-পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ২ চন্দ্রগচ্ছভুক্ত সর্ব্বদেবের শিষ্য। ৩ আসড়-প্রণীত বিবেকমঞ্জরীর ভাষ্যকার বালচন্দ্রের সহকারী। উক্ত টীকা ১৩২২ সংবতের কার্ত্তিকমাসে সমাপ্ত হয়, ধর্ম্মকুমার সাধুর শালিভদ্রচরিত্ররচনাকালে (১৩৩৪ সম্বতে) তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি কনকপ্রভাসূরির শিষ্য।

৪ বিচারসারপ্রকরণপ্রণেতা দেবপ্রভার শিষ্য।

৫ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্ভুক্ত একজন জৈনাচার্য্য। যশোদেবের শিষ্য ও মানদেবের গুরু। তপাগচ্ছের পট্টাবলীতে ইহার নাম দ্বাত্রিংশ পর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রদ্যোত (পুং) প্রকৃষ্টো দ্যোতঃ। ১ রশ্মি, আলোক। ২ যক্ষভেদ। ৩ দীপ্তি।

"কশেরকো গণ্ডকণ্ডুঃ প্রদ্যোতশ্চ মহাবলঃ॥" (ভার° ২।১০।১৫)

প্রদ্যোতন (পুং) প্রদ্যোততে ইতি-প্র-দ্যুৎ (অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯) ইতি যুচ্। ১ সূর্য্য। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ২ দ্যুতি, দীপ্তি। ৩ দ্যোতনশীল।

প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য, একজন রাজকবি। বলভদ্রের পুত্র। ইনি বুন্দেলারাজ বীরভদ্রদেবের আদেশে শরদাগমচন্দ্রালোকপ্রকাশ রচনা করেন। প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ ও সময়ালোককাব্য নামে তৎপ্রণীত অপর দুইখানি গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদ্যোতনসূরি, খরতরগচ্ছের অন্তর্গত একজন জৈনসূরি। বৃদ্ধদেবের শিষ্য ও মানদেবের গুরু[১]।

প্রদ্যোতিন্ (ত্রি) প্রদ্যোততে প্র-দ্যুৎ-ণিনি। আলোকযুক্ত।

প্রদ্রব (পুং) প্রকৃষ্টো দ্রবঃ, প্রাদিস°। পলায়ন।

প্রদ্রাণক (ত্রি) প্র-দ্রা-কুৎসিতায়াং গতৌ ক্ত, স্বার্থে কন্। কুৎসিতগতি প্রাপ্ত, অন্ত্যাবস্থাপ্রাপ্ত। "উষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।" (ছান্দোগ্য° উপ°) 'প্রদ্রাণকঃ কুৎসিতাং গতিং গতঃ অন্ত্যাবস্থাং প্রাপ্তঃ।' (ভাষ্য)

প্রদ্রাব (পুং) প্র-দ্রু (প্রে দ্রুস্তুস্রুবঃ। পা ৩।৩।২৭) ইতি-ঘঞ্। পলায়ন। (অমর)

প্রদ্রাবিন্ (ত্রি) প্র-দ্রু তাচ্ছিল্যে ণিনি। পলায়নশীল।

প্রদ্বার (ক্লী) প্রগতং দ্বারং প্রাদিস°। দ্বারপ্রান্তভাগ।

প্রদ্বিষ্ (ত্রি) প্র-দ্বিষ্-কিপ্। ঘৃণাযুক্ত।

প্রদ্বেষ (পুং) প্র-দ্বিষ্-ঘঞ্। ১ দ্বেষ। ২ ঘৃণা। ৩ শত্রুতা।

প্রদ্বেষণ (ক্লী) প্র-দ্বিষ্-ল্যুট্। হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ।

প্রদ্বেষী (স্ত্রী) দীর্ঘতমার পত্নীভেদ। (ভারত)

প্রধন (ক্লী) প্রদধ্যতীতি প্র-ধা (কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ। উণ্ ২।৮১) ইতি বাহুলকাৎ ক্যুঃ আতো লোপশ্চ। যুদ্ধ।

"নৈবং ভবতি বিত্তার্থং দ্বারার্থং বা পরস্পরম্।
এষণারহিতৌ কস্মাৎ চক্রতুঃ প্রধনং মহৎ॥" (দেবীভা° ৪।৭।৫৩)

প্রকৃষ্টং ধনং যস্য। (ত্রি) ২ প্রভূত ধনবিশিষ্ট।

প্রধন্য (ত্রি) প্রভূতধননিমিত্ত গো। "জুহোতি সুধান্যাং" (ঋক্ ১০।৯১।৪) 'প্রধন্যাসু প্রকৃষ্টধননিমিত্তাসু গোষু ভূমিষু' (সায়ণ)

প্রধমন (ক্লী) প্র-ধম-ধ্বানে ভাবে ল্যুট্। মুখমারুতব্যাপারভেদ। (সুশ্রুত) ২ নস্যবিশেষ। (ভাবপ্র°)

প্রধর্ষ (পুং) প্র-ধৃষ্-ঘঞ্। ধর্ষণ, আক্রমণ।

প্রধর্ষক (ত্রি) প্রধর্ষণকারী।

(১) ইঁহা হইতে ৮ম পুরুষে পার্শ্বনাথচরিত্রচয়িতা মাণিক্যচন্দ্র সূরি (সম্বৎ ১২৭৬) বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইঁহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়।

প্রধর্ষণ (ক্লী) প্র-ধৃষ্-ল্যুট্। আক্রমণ।

প্রধর্ষণীয় (ত্রি) প্র-ধৃষ্-অনীয়র্। প্রধর্ষণের যোগ্য।

প্রধা (স্ত্রী) প্র-ধা-ভাবে-অঙ্। ১ নিধান। ২ দক্ষসুতা কশ্যপের পত্নীভেদ। (ভারত ১।৬৫।১২) প্রধায়া প্রপত্যং ঢক্। প্রাধেয়, তদপত্য।

প্রধান (ক্লী) প্রধত্তে সর্ব্বমাত্মনীতি প্র-ধা-যুচ্। ১ প্রকৃতি।

"সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদি জগৎপ্রপঞ্চসূঃ স নোঽস্তু বিষ্ণুর্গতিভূতিমুক্তিদঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ১।১।২)

প্রকৃতির প্রথম যে পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্বকেই প্রধান বলা যায়। জগৎ সৃষ্টিবিষয়ে এই প্রধানই মূল। কারণ এই প্রধান হইতে সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার যখন জগতের তিরোভাব হইবে, তখন এই প্রধানেই জগৎ লীন হইবে। [প্রকৃতি দেখ।]

২ মহাপাত্র। (মনু ৩।২০২) প্রধত্তেঽনেনাস্মিন্ বা প্র-ধা-ল্যুট্। ৩ পরমাত্মা। ৪ বুদ্ধি। (ত্রি) ৫ প্রশস্ত। পর্য্যায়—প্রমুখ, প্রবেক, অনুত্তম, উত্তম, মুখ্য, বর্য্য, বরেণ্য, প্রবর্হ, অনবরার্দ্ধ্য, পরার্দ্ধ্য, অগ্র, প্রাগ্রহর, প্রাগ্র্য, অগ্র্য, অগ্রীয়, অগ্রিম। (অমর)

'প্রধানং স্যাৎ মহাপাত্রে প্রকৃতৌ পরমাত্মনি।
প্রজ্ঞায়াঞ্চ প্রধানং স্যাৎ একত্বে তু সদোত্তমে॥' (বিশ্ব)

৬ সচিব। (পুং) ৭ মহাপাত্র, সেনাধ্যক্ষ। ৮ [illegible]

"প্রধানো নাম রাজা চ ব্যক্তং বৈ শ্রোত্রমাগতঃ।
কুলে তস্য সমুৎপন্নাং সুলভাং নাম বিদ্ধি মাং॥"
(ভারত ১২।২৩০।১৮১)

প্রধান, মহারাষ্ট্র রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের উপাধি-বিশেষ। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য একটী শাসন-সভা সংগঠিত করেন। আটপ্রকার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য আটটী পদের সৃষ্টি হয়।* তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ৮ জন ব্যক্তি এই পদে নির্ব্বাচিত হইতেন।

শিবাজী রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারিগণের পারসিক নামের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত নামকরণ করিলেন। নিম্নে উক্ত আটজন মন্ত্রীর নাম প্রদত্ত হইল—

নাম	পূর্ব্বোপাধি	সংস্কৃতাভিধান।
মোরোপন্ত পিঙ্গলে	পেশবা	মুখ্যপ্রধান
রামচন্দ্র পন্ত	মজুমদার	পন্ত অমাত্য
অন্নাজী দত্ত	সুর্‌নীস্	পন্ত সচিব
দত্তাজী পন্ত	বক্‌নীস	মন্ত্রী
হাম্বীররাওমোহিতে	সরনোবৎ	সেনাপতি
জনার্দ্দনপন্ত হনুমন্ত	দবীর	সামন্ত
বালাজী পন্ত	ন্যায়াধীশ	ন্যায়াধীশ
রঘুনাথ পন্ত	ন্যায়শাস্ত্রী	পণ্ডিত রাও

পদগুলি সংস্কৃত নামে পরিবর্ত্তিত হইবার পর উক্ত মন্ত্রিদল 'অষ্টপ্রধান' নামে খ্যাত হন। আটজনেই রাজ্যের সকল বিপদাপদেই রাজার সৎপরামর্শদাতা ছিলেন। কোথাও কোন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইলে তাঁহারা সসৈন্যে রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতেন। পূর্ব্বে যেরূপ পদাতি ও অশ্বারোহী সেনার দুইজন বিভিন্ন নায়ক ছিল, এখন হইতে একজন সেনাপতিই উভয়বিধ কার্য্যের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন [illegible] প্রধানসভা আহূত হইত। [illegible] [মহারাষ্ট্র দেখ।]

প্রধানক ([illegible]) প্রধান-স্বার্থে কন্। প্রধান পদার্থ, সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব।

প্রধানকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রধানং কর্ম্ম। ১ প্রধান কার্য্য। সুশ্রুতে লিখিত আছে, কর্ম্ম তিনপ্রকার, পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম ও পশ্চাৎকর্ম্ম। ইহার মধ্যে রোগের উৎপত্তি হইলে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রধান কর্ম্ম কহে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৫ অ°)

প্রধানতস্ (অব্য) প্রধান-তসিল্। প্রধানরূপে, প্রাধান্যরূপে।

---

* ১ পেশবা— প্রধানমন্ত্রী বা কার্য্যাধ্যক্ষ— মোরেশ্বর পিঙ্গলে।
২ মজুমদার—আয়ব্যয়-পরিদর্শক ও ধনরক্ষক—আবাজী সোনদেব কল্যাণীর সুবাদার।
৩ সুর্‌নীস—রাজকীয় কাগজপত্রাদির রক্ষক এবং পত্র ও দানপত্রাদির পরিদর্শক } —অন্নাজী দত্ত।
৪ বক্‌নীস—গোপনীয় কাগজপত্রাদির রক্ষক এবং পুররক্ষী সেনাদলের ব্যবস্থাপক } —দত্তাজীপন্ত।
৫ সরনোবৎ— { অশ্বারোহী সৈন্য— প্রতাপরাও গুজর। পদাতিক সৈন্য— যেশজী কঙ্ক।
৬ দবীর (ডবীর)— পররাষ্ট্রসচিব— সোমনাথ পন্ত।
৭ ন্যায়াধীশ—বিচারবিভাগাধ্যক্ষ— নীরাজী রাওজী ও গুমাজী-নায়ক।
৮ ন্যায়শাস্ত্রী—হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মবিধি, দণ্ডবিধি ও জ্যোতিষাদি বিজ্ঞানতত্ত্বের সংগ্রহই ইঁহাদের কার্য্য, } শম্ভু উপাধ্যায় ও পরে রঘুনাথ পন্ত।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির উক্ত অষ্টপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ন্যায়াধীশ ও ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত অপর ৬র জনকেই সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যে সময়াভাব ঘটিত। কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের সকলকেই সহকারীদ্বারা কার্য্যপরিচালনা করিতে হইত। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে প্রদত্ত হইল। ১ কারবারী বা মুতালিক, ২ মজুমদার, ৩ ফড়নবিস, ৪ সব্‌নীস্ বা দফ্তরদার, ৫ কারখানীস্, ৬ চিট্‌নীস্, ৭ জমাদার ও ৮ পোতনীস্।

প্রধানতা (স্ত্রী) প্রধানস্য-ভাবঃ প্রধান-তল্-টাপ্। প্রধানত্ব।

প্রধানধাতু (পুং) প্রধানং ধাতু কর্ম্মধা°। চরমধাতু, শুক্রবীর্য্য।

প্রধানভাজ্ (ত্রি) প্রধানং ভজতে ভজ্-ণি। প্রধানভাগী, যিনি প্রধান ভাগপ্রাপ্ত হন।

প্রধানাত্মন্ (পুং) বিষ্ণু, পরমাত্মা। প্রধানস্বরূপ।

প্রধারণ (ত্রি) প্র-ধারি-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ধারণ।

প্রধাবন (ক্লী) প্র-ধাব-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টরূপে ধাবন, উত্তমরূপে ধৌতকরণ। (পুং) ২ বায়ু।

প্রধি (পুং) প্রধীয়তেঽনেনেতি প্র-ধা (উপসর্গে ধোঃ কিঃ। পা ৩৩।৯২) ইতি কি। নেমি, চক্রাবয়ব, কাষ্ঠাসঞ্জনস্থান, রথনাভি। (অমর)

"মন্যে পর্য্যায়ধর্ম্মোঽয়ং কালস্যাত্যন্তগামিনঃ।
চক্রে প্রধিরিবাসক্তো নাস্য শক্যং পলায়িতুম্॥" (ভারত ৫।৫১।৫৮)

প্রধী (ত্রি) প্রকৃষ্টা ধীর্য্যস্য। ১ প্রকৃষ্ট-বুদ্ধিযুক্ত। উত্তমবুদ্ধিযুক্ত। (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা-ধীঃ প্রাদিস°। ২ উৎকৃষ্টা বুদ্ধি। প্রকৃষ্টং ধ্যায়তি ধ্যৈ কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ৩ প্রকৃষ্টধ্যানকারক।

প্রধূপিত (ত্রি) প্র-ধূপ-ক্ত বা প্রকর্ষেণ ধূপিতঃ। ১ প্রকর্ষরূপে সন্তপ্ত, প্রকর্ষরূপে দীপ্ত। ২ সন্তাপিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ ক্লেশিতা। ৪ জ্যোতিঃশোক্তা সূর্য্যাগন্তব্যা দিক্। (মেদিনী)

প্রধৃষ্টি (স্ত্রী) প্র-ধৃষ-ক্তিন্। দমন, ধর্ষণ, দলন।
(শাংখ্যা° শ্রৌ° ৮।২৪।১৩)

প্রধৃষ্য (ত্রি) প্র-ধৃষ-ক্যপ্। প্রধর্ষণযোগ্য। সম্যক্ ধর্ষণীয়।

প্রধ্মাত (ত্রি) প্র-ধ্মা-ক্ত। ১ শব্দিত, ধ্বনিত, বায়ুপূরণদ্বারা শব্দিত। ২ সন্ধুক্ষিত।

প্রধ্মাপন (ক্লী) প্র-ধ্মাপি-ল্যুট্। অবরুদ্ধবায়ুনালীর শ্বাসক্রিয়া-সম্পাদনার্থ প্রক্রিয়াভেদ। (সুশ্রুত)

প্রধ্মাপিত (ত্রি) প্র-ধ্মা-স্বার্থে ণিচ্-ক্ত। ধ্বনিত। শব্দিত।

প্রধ্যান (ক্লী) প্র-ধ্যৈ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান, গভীরধ্যান।

প্রধ্বংস (পুং) প্র-ধ্বংস-ভাবে ঘঞ্। ১ নাশ। ২ সাংখ্যমতে অতীতাবস্থা। সাংখ্যকার ধ্বংস স্বীকার করেন না, তিনি বলেন কোন জিনিসই ধ্বংস হয় না। বস্তুর অতীতাবস্থার নাম ধ্বংস।

প্রধ্বংসন (ত্রি) ১ ধ্বংসক, ধ্বংসকারী। (ক্লী) ২ ধ্বংস।

প্রধ্বংসিন্ (ত্রি) প্র-ধ্বংস-ণিনি। প্রধ্বংসশীল। নাশশীল।

প্রধ্বস্ত (ত্রি) প্র-ধ্বংস-ক্ত। ১ নাশপ্রতিযোগী। ২ অতীত। ৩ মন্ত্রভেদ।

"একোনবিংশত্যর্ণো বা যো মন্ত্রস্তারসংযুতঃ।
হৃল্লেখাঙ্কুশবীজাঢ্যং প্রধ্বস্তং তং প্রচক্ষতে॥" (তন্ত্রসার)

প্রনপ্তৃ (পুং) প্রগতো নপ্তারং জনকতয়া অত্যা° স°। পৌত্রের পুত্র, প্রপৌত্র।

প্রনর্দ্দক (ত্রি) প্রনর্দ্দ-ণ্বুল্, ণোপদেশত্বাভাবাৎ ন ণত্বং। প্রকর্ষরূপে নর্দ্দনকারক।

প্রনষ্ট (ত্রি) প্র-নশ-ক্ত। প্রকর্ষরূপে নাশযুক্ত।

'কচ্চিদজ্ঞানসম্মূঢ়ঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়!।" (গীতা ১৮ অঃ)

'নশের্ন ষত্বে' এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে বলিয়া ণত্ব হইল না। যে স্থলে ষত্ব হইবে, তথায় ণত্ব হইবে না।

প্রনায়ক (ত্রি) প্রকৃষ্টো নায়কোঽস্য প্রশব্দস্য নয়তিং প্রতি উপসর্গত্বাভাবাৎ ন ণত্বং। প্রকৃষ্টনায়কযুক্ত। প্র-নী-ণ্বুল্, উপসর্গত্বাৎ ণত্বং। প্রণায়ক, প্রনয়কারক।

প্রণাশিন্ (ত্রি) প্র-নশ-ণিনি, ততঃ ণত্বং। প্রণাশশীল। প্রণাশিন্ শব্দ মূর্দ্ধণ্য ণকারই হইবে, দন্ত্য নকার হইবে না।

প্রনিংসিত (ত্রি) প্র-নিংস-ক্ত। চুম্বিত, প্রকৃষ্টরূপে চুম্বিত।

প্রনিঘাতন (ক্লী) প্র-নি-হন্-ণিচ্ ভাবে ঘঞ্ বিকল্পে ণত্বাভাবঃ। প্রণিঘাতন। বধ। (হেম)

প্রনিন্দন (ক্লী) প্র-নিন্দ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে নিন্দা।

প্রনীড় (ত্রি) প্রগতো নীড়াৎ। নীড়ত্যাগী, যে পক্ষী নীড় পরিত্যাগ করিয়াছে।

প্রনৃত্য (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য, প্রনৃত্ত।

প্রপক্ব (ত্রি) প্র-পচ-ক্ত। প্রকৃষ্টরূপে পক্ব। (সুশ্রুত)

প্রপক্ষ (পুং) প্রগতঃ পক্ষং অত্যা° স°। পক্ষাগ্র।
(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ২০ অঃ)

প্রপঞ্চ (পুং) প্রপঞ্চ্যতে ইতি প্র-পচি ব্যক্তীকরণে ঘঞ্। ১ বিপর্য্যাস। ২ বিস্তার। অমরটীকাকার লিখিয়াছেন প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ বিপর্য্যাস, বৈপরীত্য, ভ্রম বা মায়া। (ভরত) ৩ সঞ্চয়। ৪ প্রতারণ। (মেদিনী)

'প্রপঞ্চঃ সঞ্চয়েঽপি স্যাৎ বিস্তরে চ প্রতারণে।' (বিশ্ব)

৫ বিপ্রলম্ভন। (হেম) ৬ সংসার।

"পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতম্।
ষড়াম্নায়ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতি দুর্ল্লভম্॥"(গুরুপাদুকাস্তোত্র)

শঙ্করাচার্য্যের মতে—এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

প্রপঞ্চক (ত্রি) প্রপঞ্চ-কন্। ১ বিস্তৃতিকরণ। ২ বিস্তারক।

'ভাষ্যং সূত্রোক্তার্থপ্রপঞ্চকং।' (হেম)

প্রপঞ্চন (ক্লী) বিস্তৃতিকরণ। বাহুল্যকরণ।

"এবমেবৈতৎ কিঞ্চিদানীং বহুপ্রপঞ্চনং নিষ্প্রয়োজনং।" (হিতো°)

প্রপঞ্চিত (ত্রি) প্রপঞ্চ্যতে স্মেতি প্র-পচি-ক্ত। ১ বিস্তৃত। ২ ভ্রমযুক্ত।

"আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎপ্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥"
(ভাগ° ১০।১৪।২৫)

৩ প্রতারিত, ভ্রান্তিজ্ঞানবিষয়তা দ্বারা সম্পাদিত।

প্রপণ (পুং) বিনিময়। বাঁটা। (অথর্ব ৩।১৫।৪)

প্রপতন (ক্লী) প্রপতত্যস্মাৎ প্র-পত-ল্যুট্। ১ পতনাপাদান-বৃক্ষাদি। ভাবে ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে পতন। (ত্রি) তৎপ্রয়োজন-মস্য ছ। প্রপতনীয়, প্রপতনসাধন।

প্রপথ (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ পন্থা যত্র। ১ শিথিল। (ভূরিপ্র°) প্রকৃষ্টঃ পন্থা প্রাদিস°। ২ প্রকৃষ্টমার্গ। (ঋক্ ১০।১৭।৪) (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত।

প্রপথ্য (ত্রি) প্রকৃষ্টং পথ্যং প্রাদিস°। ১ অত্যন্তহিত। ২ বহু-সেবিত মার্গভব। "নমঃ ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ।" (শুক্লযজুঃ ১৬।৪৩) 'প্রপথ্যায় প্রকৃষ্টঃ পন্থাঃ প্রপথো বহুসেবিতো মার্গঃ তত্র ভবঃ প্রপথ্যঃ।' (বেদদীপ) (স্ত্রী) ২ হরীতকী। (রাজনি°)

প্রপদ (ক্লী) প্রারব্ধং প্রগতং বা পদমিতি প্রাদিস°। পাদাগ্র, পাদের অগ্রভাগ। "ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দিনম্। স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপযন্ পঃ॥" (মনু ৬।২২)

প্রপদন (ক্লী) প্র-পদ-ল্যুট্। প্রবেশ।

"এতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং।"

(ছান্দোগ্য° ৮।৬।৫)

প্রপদীন (ত্রি) প্রপদং ব্যাপ্নোতি খ। পাদাগ্রব্যাপক। (মাঘ৩।১২)

প্রপন্ন (ত্রি) প্রপদ্যতে স্মেতি প্র-পদ-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ শরণা-গত, আশ্রিত।

"গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ম্।

কেশবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥"(মার্ক° পু° ৭ অঃ)

প্রপন্নাড় (পুং) প্রপন্নমলতি ভূষয়তীতি প্রপন্ন-অল্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্ ডলয়োরৈক্যং। প্রপুন্নাড়, চক্রমর্দ্দক, চলিত চাকুন্দে গাছ। ২ দক্রমর্দ্দন।

প্রপর্ণ (ক্লী) পতিত পত্র।

প্রপলায়ন (ক্লী) প্র-পলায়-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে পলায়ন। উত্তম-রূপে পলায়ন।

প্রপবণ (ক্লী) প্র-পূ-ল্যুট্। ১ পবিত্রীকরণ। ২ পরিষ্কৃতকরণ।

প্রপবণীয় (ত্রি) প্র-পূ-অনীয়র্। প্রপবণযোগ্য। প্রপবণের উপযুক্ত।

প্রপা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ পিবন্ত্যস্যামিতি, প্র-পা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইত্যঙ্ ঘঞর্থে কো বা। পানীয়-শালিকা। চলিত জলসত্র। হেমাদ্রির দানখণ্ডে লিখিত আছে—ফাল্গুনমাস অতীত হইলে মাস চতুষ্টয় অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারিমাস 'প্রপা' প্রস্তুত করিয়া আগন্তুক লোকদিগকে জলদান করিবে। যে দিন ইহার আরম্ভ করিবে, সেইদিন ব্রাহ্মণভোজন এবং শেষদিন ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও কুটুম্বাদি ভোজন করাইয়া ইহার উদ্যাপন করিবে। যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাহার অক্ষয়স্বর্গ হইয়া থাকে। [পানীয়শালিকা দেখ।] ২ যজ্ঞশালা।*

প্রপাক (পুং) প্র-পচ্ ঘঞ্। পক্বতাকরণ। স্ফোটকাদি পাকান।

প্রপাঠক (পুং) প্রকৃষ্টঃ পাঠোঽত্র কপ্। ১ বেদের অধ্যায়ের অংশভেদ। ২ শ্রৌতগ্রন্থের অংশভেদ।

প্রপাণি (পুং) প্রকৃষ্টঃ পাণিঃ প্রাদিসমাসঃ। করের অধোদেশ, পাণিতল। (রাজনি)

প্রপাণ্ডু (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ পাণ্ডুঃ। অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ।

প্রপাণ্ডুর (ত্রি) অতিশয় পাণ্ডুর, অতিশয় শ্বেত।

প্রপাত (পুং) প্রপতত্যস্মাদিতি প্র-পত (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৯) ইতি ঘঞ্। ১ নিরবলম্বন পর্ব্বতাদির পার্শ্ব, পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চস্থান বিশেষ, ভৃগুদেশ। যেস্থান হইতে পতিত হইলে অবস্থান করা যায় না। তাদৃশ স্থান। পর্য্যায়—অতট, ভৃগু। (অমর)

"মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি।

করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকাৎ ন বিভেতি চ॥" (দেবী ৪।৭।৬২)

২ নির্ঝর। (মেদিনী) ভাবে ঘঞ্। ৩ অভ্যবস্কন্দ, কূল। (হেম) ৪ উড্ডীনগতিবিশেষ।

"সম্পাতঞ্চ প্রপাতঞ্চ মহাপাতং নিপাতনং।

চক্রং তির্য্যক্ তথা চোর্দ্ধমষ্টমং লঘুসংজ্ঞকম্॥" (হিতোপ°)

৫ প্রপাতন। (চরক চিকি° ৪ অঃ)

প্রপাতন (ক্লী) ফেলিয়া দেওয়া, পাতন।

প্রপাতিন্ (ত্রি) প্রপাতঃ অস্ত্যর্থে ইনি। প্রপাতযুক্ত পর্ব্বত।

প্রপাথ (পুং) পন্থা।

প্রপাদ (পুং) ১ অসময়ে প্রসব। ২ অসময়ে দান।

(তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।২।১।৩)

প্রপাদিক (পুং) ময়ূর। (শব্দার্থচি°)

প্রপাদুক (ত্রি) ১ গমন। ২ প্রত্যাগমন। (তৈত্তি° ৫।৬।১।১)

প্রপান (ক্লী) জলছত্র, প্রপা, পানীয়শালা।

প্রপানক (ক্লী) প্রকৃষ্টং পানমস্য কপ্। খণ্ডমরিচাদি মিশ্রিত পানীয় দ্রব্যভেদ। চলিত পানা। খণ্ড অর্থাৎ খাঁড়গুড়ে জল ও মরিচাদি মিশ্রিত করিয়া পানীয় প্রস্তুত করিলে অতি স্বাদু হয়।

প্রপাপূরণ (ক্লী) প্রপায়াঃ পূরণং। জল দ্বারা প্রপা পূর্ণকরণ।

প্রপাপূরণীয় (ত্রি) প্রপাপূরণপ্রয়োজনমস্য, ছ। প্রপাপূরণ-প্রয়োজনক।

* "বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দশ্চ ধার্ম্মিকঃ।

প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ॥" (রামা° ১।৭৩।২°)

'প্রপামধ্যে যজ্ঞশালামধ্যে ইতি কতকঃ।' (রামানুজ)

প্রপায়িন্ (ত্রি) প্রপিবতীতি প্র-পা-ণিনি। ১ পানকর্ত্তা। ২ রক্ষণকর্ত্তা। (মুগ্ধবোধব্যা°)

প্রপালন (ক্লী) প্র-পাল-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে পালন। রক্ষাকরণ।

প্রপালিন্ (ত্রি) প্র-পালি-ণিনি। ১ পালক, পালনকারী। ২ বলদেবের নামভেদ। (হেম)

প্রপাবন (ক্লী) প্রপেব কামপূরকং বনং বা প্রকর্ষেণ পাবয়তীতি পূ-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু। ১ বনভেদ। কামারণ্য। (শব্দমালা)

প্রপিতামহ (পুং) প্রকর্ষেণ পিতামহঃ, পিতামহস্যাপি পিতা। ১ ব্রহ্মা। (ত্রিকা°) ২ পরব্রহ্ম। ব্রহ্মা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ব্রহ্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জন্য তিনি প্রপিতামহপদবাচ্য। "ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুস্তারঃ স পিতা প্রপিতামহঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।১১৭) ৩ পিতামহের পিতা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রপিতামহী, প্রপিতামহপত্নী।

"স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভুঙ্ক্তে স্বধাময়ম্।
পিতামহী চ স্বৈনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী॥" (দায়ভাগ)

প্রপিতৃব্য (পুং) প্রপিতামহের ভ্রাতা।

প্রপিত্ব (পুং) ১ প্রক্রম। ২ সংগ্রাম। ৩ সমীপ। ৪ প্রাপ্ত। ৫ সন্নিহিত। (ঋক্ ১।৮৯।৭)

প্রপিত্বে (অব্য) উত্তরায়ণ। (নিঘণ্টু)

প্রপিৎসু (ত্রি) প্র-পদ-সন্, উ। পাইবার নিমিত্ত অভিলাষ।

"কৃতারিষড়্বর্গজয়েন মানবীমগম্যরূপাং পদবীং প্রপিৎসুনা।"
(ভারবি ১ সঃ)

প্রপীড়ন (ক্লী) প্র-পীড়-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টরূপে পীড়ন, অতিশয় পীড়ন। ২ ধারক ঔষধ।

প্রপুত্র (পুং) পৌত্র।

প্রপুনাড় (পুং) পুমাংসং নাড়য়তীতি নড়—ভ্রংশে অণ্ প্রকৃষ্টঃ পুন্নাড়ঃ প্রাদিসং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রপুন্নাড়, চক্রমর্দ্দ। প্রপুন্নাড়শাকের গুণ—কফনাশক, রুক্ষ, লঘু, শীত এবং বাত ও পিত্তপ্রকোপক।

"কফাপহং শাকমুক্তং বরুণপ্রপুনাড়য়োঃ।
রুক্ষং লঘু চ শীতঞ্চ বাতপিত্তপ্রকোপণম্॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

প্রপুন্নড় (পুং) প্রপুন্নাড় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রপুন্নাড়।

প্রপুন্নাট (পুং) পুমাংসং নাটয়তি নট-ণিচ্-অণ্। প্রকৃষ্টঃ পুন্নাটঃ প্রাদিস°। চক্রমর্দ্দ। (রাজনি°)

প্রপুন্নাড় (পুং) প্রপুন্নাট, চক্রমর্দ্দ। (অমর)

প্রপুন্নাল (পুং) প্রপুন্নাড়, রস্য লত্বং। প্রপুন্নাড়। (ভরত-দ্বিরূপকোষ)

প্রপুষ্পিত (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে পুষ্পিত, অতিশয় পুষ্পযুক্ত।

প্রপূরক (ত্রি) ১ পূরণকারী। ২ আনন্দদায়ক।

প্রপূরণ (ক্লী) প্র-পূর-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে পূরণ।

প্রপূরিকা (স্ত্রী) প্রপূর্য্যতে কণ্টকৈরিতি প্র-পূর-কর্ম্মণি-ঘঞ্ বা প্রপূরয়তীতি প্র-পূর-ণ্বুল্-টাপ, কাপি অতইত্বং। কণ্টকারী।

প্রপূরিত (ত্রি) প্র-পূর-ক্ত। যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

প্রপূর্ব্বগ (পুং) প্রকৃষ্টঃ পূর্ব্বগঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাদিস°। সৃষ্টির প্রাগবর্ত্তী পরমেশ্বর। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, এইজন্য তিনি প্রপূর্ব্বগ নামে অভিহিত।

প্রপৃথক্ (অব্য) পৃথক্‌রূপে। (অথর্ব্ব ৬।১২২।৫)

প্রপৃষ্ঠ (ত্রি) উন্নতপৃষ্ঠ।

প্রপৌণ্ডরীক (ক্লী) পুণ্ডরীক-স্বার্থে অণ্, প্রকৃষ্টং পৌণ্ডরীক-স্যেব পুষ্পং যস্য। হস্তী ও মনুষ্যাদিগের চক্ষুর হিতকর ক্ষুদ্রবিটপ, চলিত পুণ্ডরিয়া। ইহার পত্র শালপর্ণীপত্রের তুল্য। পর্য্যায়—চক্ষুষ্য, শীত, শ্রীপুষ্প, পুণ্ডরী, পুণ্ডরীয়ক, পৌণ্ডরীয়, সুপুষ্প, সানুজ, অনুজ। ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকর, মধুর, তিক্ত, শীতল, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে—মধুর, তিক্ত, কষায়, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, পাকে মধুর, কান্তিপ্রদ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক।

প্রপৌত্র (পুং) প্রকর্ষেণ পৌত্রঃ পৌত্রস্যাপি পুত্রত্বাৎ তথাত্বং। পৌত্রের পুত্র। পর্য্যায়—প্রতিনপ্তা।

"পুত্রান্ পৌত্রান্ প্রপৌত্রাংশ্চ তথান্যানিষ্টবান্ধবান্।
পশ্যতো মে মৃতান্ দুঃখং কিমল্পং হি ভবিষ্যতি॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১১০।১৫)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রপৌত্রী—প্রপৌত্রের কন্যা।

প্রপ্যায়ন (ক্লী) প্র-প্যায়-ল্যুট্। বৃদ্ধি, স্থূলতা।

প্রপ্যায়নীয় (ত্রি) প্র-প্যায়-অনীয়র্। বৃদ্ধির যোগ্য।

প্রপ্যায়তৃ (ত্রি) প্র-প্যায়-তৃচ্। বৃদ্ধিযুক্ত, যাহা স্থূল হইয়াছে। (শত° ব্রা° ১।৭।১।৩)

প্রপ্রোথ (পুং ক্লী) গুল্মভেদ। ইহা সোমলতার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ৮।৪।১)

প্রপ্লাবন (ক্লী) প্র-প্লু-ণিচ্-ল্যুট্। জলপ্লাবন। ২ জলদ্বারা অগ্ন্যাদি নির্ব্বাপণ। (ঐত° ব্রা° ৭।১২)

প্রফর্বী (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং পর্ব্ব নিতম্বস্থানং যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ প্রশস্তনিতম্বা স্ত্রী। (ঋক্ ১০।৮৫।১২) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগতিযুক্ত। (শুক্ল যজুঃ ১২।৭৬)

প্রফুল্ত, প্রফুল্ল (ত্রি) ফলতীতি ফলাবিসরণে ক্ত। (আদিশ্চেতি। পা ৭।২।১৬) ইতি ইড়ভাবঃ (তি চ। পা ৭।৪।৮৯) ইতি উৎ (অনুপসর্গাৎ ফুল্লক্ষিবেতি। পা ৮।২।৫৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য লঃ, ততঃ প্রাদিস°। বা প্রফুল্লতীতি ফুল্লবিকশনে অচ্।

১ বিকাশযুক্ত, প্রস্ফুটিত। পর্য্যায়—উৎফুল্ল, সংফুল্ল, ব্যাকোষ, বিকচ, স্ফুট, ফুল্ল, বিকসিত, পুল্ল, জৃম্ভ, স্মিত, উন্মিষিত, দলিত, স্ফুটিত, উচ্ছ্বসিত, বিজৃম্ভিত, স্মের, বিনিদ্র, উন্নিদ্র, বিমুদ্র, হসিত। (হেম)

"স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুমষ্যাং লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্॥"
(রঘু ২।২৯)

রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথ প্রফুল্ত ও প্রফুল্ল এই পাঠই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাতকার স্থানে ল না করিয়া প্রফুল্ত এবং ল করিয়া প্রফুল্ল এই দুইই স্থির করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন খ্যাতনামা বঙ্গীয় গ্রন্থকার।

নদীয়া জেলায়, রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত চূর্ণীনদীর তীরবর্ত্তী নারায়ণপুরগ্রামে ১২৫৩ সালের ১১ই আশ্বিন বিজয়াদশমীর দিনে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম সারদাসুন্দরী দেবী। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

প্রফুল্লচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃদেব নয়বর্ষকাল উত্তরভারতে তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত করেন, এই সময়ে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদরগণ তখনও শৈশবসীমা অতিক্রম করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহার পরিচালনের ভার অপরের হস্তে অর্পিত হয়। তাহাতে অল্পদিন মধ্যেই যাহা কিছু ছিল, সমস্তই পরহস্তগত হইল, এমন কি সংসার চালাইবার উপযুক্ত সম্বল রহিল না। এই দুঃসময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেব গৃহে ফিরিলেন; ইহার একবৎসর পরেই দুঃখরাশি সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। সংসার চলে না, কাজেই তাঁহার পিতৃদেবকে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদরকে সামান্য চাকুরী স্বীকার করিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে এই বংশে কেহ কখনও চাকুরী স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক তাঁহাদের সামান্যবেতনে অতি ক্লেশে কোনও রকমে সংসার চলিত। প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম হইতেই দারিদ্র্যদুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, অশেষকষ্টভোগ করিয়াই তিনি জীবনের ভাবী উন্নতিমার্গ চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একেত সাংসারিক অবস্থা এই, তাহার উপর গ্রামের নিকট একটীও ইংরাজী বা বাঙ্গলা স্কুল ছিল না। স্থানান্তরে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করা প্রফুল্লচন্দ্রের অবস্থায় কুলায় নাই, কাজেই একাদশবর্ষ পর্য্যন্ত গ্রাম্যপাঠশালায় অতিবাহিত হয়; এই বাল্যকালে প্রফুল্লচন্দ্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার গুরুমহাশয় ও আত্মীয় স্বজনগণ চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার পিতৃদেবও প্রায়ই বলিতেন, বহুতীর্থসেবার পুণ্যে এই পুত্রের জন্ম, শিক্ষার কোনও সুবিধা না হইলেও কালে এই শিশু বিদ্বান্ ও সৌভাগ্যশালী হইবে। বাস্তবিক প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি মামজোয়ানী গ্রামে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। ঐ স্কুলে বিনাবেতনে বালকেরা পড়িতে পাইত। মামজোয়ানী নারায়ণপুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রফুল্লচন্দ্র সৌভাগ্যক্রমে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি প্রত্যহ দেড় ক্রোশ পথ হাটিয়া স্কুলে যাইতেন এবং দেড় ক্রোশ পথ চলিয়া আসিতেন; পায়ে জুতা বা মাথায় ছাতা থাকিত না, গায়ের জামাও পান নাই, ছিন্ন মলিন বসন পরিয়া এইরূপে চারিবৎসরকাল হৃষ্টান্তঃকরণে অম্লানবদনে বিদ্যা উপার্জ্জনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই চারিবৎসর মধ্যেই তিনি আপন চেষ্টা ও যত্নে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষমাত্র, এই সময়ে তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব সংসার আঁধার করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। বালক প্রফুল্লচন্দ্রের স্কন্ধে সংসারের গুরুভার ন্যস্ত হইল, তিনি চারি দিকে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের আশাপূর্ণ হইল না, তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। সংসারদায়ে এই পঞ্চদশবর্ষীয় বালককে সামান্য পাঁচ সাত টাকা মাহিনায় চাকুরীর জন্য কতই না উমেদারী করিতে হইয়াছিল। পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় কতদিন তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছে। এ সময়ে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যদি সামান্য বেতনেও তিনি কোনও গ্রাম্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পাইতে পারেন, কিন্তু কোন ক্রমেই স্কুলের চাকুরী জুটিল না, বালক প্রফুল্লচন্দ্র নিরাশ হৃদয়ে কতই না অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের গ্রামের নিকট আড়ংঘাটায় রেলওয়ে ষ্টেসন খুলিল। সুযোগ পাইয়া ষ্টেসনে গিয়া তিনি শিক্ষানবিসী করিতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচমাস শিক্ষার পর তাঁহার রামনগর ষ্টেসনে একটী চাকুরী হইল। তাঁহার কাজ হইতেছে টিকিট বিক্রয় করা। তখনও তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়; এমন কি কর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য তাঁহাকে কর্জ্জ করিয়া কাপড় জুতা কিনিতে হইয়াছিল। তখনও তিনি জামা গায়ে দিতে পারেন নাই, দুই এক মাস চাকুরীর পর তাঁহার জামা কিনিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। চাকুরীস্থলে ৪।৫ মাস বেশ কাটিয়া গেল, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার কুসংসর্গ জুটিল, সেই উদ্যমশীল যুবক প্রথমে স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কুসংসর্গের ফল কি ভয়ানক। কুসংসর্গে উচ্চ হৃদয়কেও কতদূর অবনত করিয়া ফেলে, এই কুসংসর্গপ্রভাবে

প্রফুল্লচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার উন্নতিশীল জীবনের ভাবী সুখশান্তি কতকটা তিমিরাবৃত হইল। এই সময়ে যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, ইহজীবনে অতি যত্নে আর সেই সুখময় স্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।

রামনগরে ছয়মাস চাকুরীর পর প্রফুল্লচন্দ্র বদলি হইলেন, কুষ্টিয়া হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে ষ্টীমার চলিত, তাহাতে ৩০৲ টাকা বেতনে কার্য্য পাইলেন, কিন্তু এ চাকুরী তাঁহার ভাল লাগিল না। কার্য্যে মন না বসায় কার্য্যও ভাল করিতে পারিতেন না; তাহাতে ষ্টীমারের কাপ্তেন সাহেব প্রফুল্লচন্দ্রের উপর চটিয়া গেল, কত ভর্ৎসনা করিল, অবশেষে একদিন গালি দিতেও ছাড়িল না। উন্নতহৃদয় অভিমানী প্রফুল্লচন্দ্রের তাহা ভাল লাগিল না, তাহার আর দেরি সহিল না, তিনি একটু দূরে গিয়া একটী ঢিল কুড়াইয়া ধা করিয়া সাহেবকে ছুড়িয়া মারিলেন। সাহেব ত মাথায় হাত দিয়া আহাঃ উহুঃ করিতে থাকুন, আর প্রফুল্লচন্দ্র সেই অবকাশে উৰ্দ্ধশ্বাসে এক দৌড়ে বাজারে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। চাকুরী গেল, উদরান্নের জন্য তিনি বড়ই কষ্টে পড়িলেন; লজ্জায় আর বাড়ীতে যাইতে পারিলেন না। আবার চাকুরীর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি ডাকঘরের খবর রাখিতেন, ডাকবিভাগে সামান্য চাকুরী পাইবার আশায় তিনি সকল ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টারের নিকট এক এক খানি দরখাস্ত পাঠাইলেন; আসাম ও দারজিলিং লাইনের ডাকবিভাগ হইতে তাহার দরখাস্তের উত্তর আসিল। এখনকারমত তৎকালে দারজিলিং বা আসাম সুগম ছিল না, এই সকল স্থানে সহজেও কেহ যাইতে চাহিত না। এখন বেকার প্রফুল্লচন্দ্র কি করেন, দায়ে পড়িয়া দারজিলিং লাইনেই কার্য্য স্বীকার করিলেন। তিনি তথাকার কারাগোলা ডাকঘরে ২০৲ টাকা বেতনে বুলকট্রেণক্লার্ক নিযুক্ত হইলেন, এই কর্ম্ম হইতেই তাঁহার ভাবী সৌভাগ্যের সূত্রপাত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের তখনও বিদ্যাবুদ্ধি যৎসামান্য, তাহার উপরওয়ালা সব্‌পোষ্টমাষ্টার সর্ব্বদাই তাঁহার কার্য্যে গলদ বাহির করিতেন, প্রফুল্লচন্দ্রের তাহাতে চমক হইল, এবার তিনি অবসর মত দুই একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কর্ম্ম পাইবার অনতিকালপরে পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ড রোলো সাহেব, কারাগোলায় তদারকে আসিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াইবার ভয় দেখাইলেন। এবার প্রফুল্লচন্দ্র মানের দায়ে প্রাণপণে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার হাতের লেখাও বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। যিনি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা কেমন পরিষ্কার ও সুন্দর। তিনমাস পরে সেই রোলোসাহেব আবার কারাগোলায় আসিলেন, এবার তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা ও ইংরাজীতে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বড়ই খুসি হইলেন। ৩ মাসের মধ্যে নিজের যত্নে এক ব্যক্তি যে এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারে, তদ্দর্শনে রোলোসাহেব তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এখন হইতে প্রফুল্লচন্দ্র সাহেবের সুনজরে পড়িলেন, নিজ অধ্যবসায়গুণে ও সাহেবের চেষ্টায় প্রফুল্লচন্দ্র শীঘ্র উন্নতিলাভ করিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সৌভাগ্যদ্বার উন্মুক্ত হইল। তাঁহার পদবৃদ্ধির সহিত বিদ্যানুরাগিতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে এবং আপন প্রতিভাবলে তিনি বহুসংখ্যক ইংরাজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঈশ্বরানুগ্রহে প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপযুক্ত উপদেষ্টার আশ্রয় লইতে হয় নাই, তাঁহার প্রতিভা, মেধা, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতার বিষয় স্মরণ করিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়; কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ, লাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষাব্যতীত তাঁহাকে কাহারও আশ্রয় লইতে হয় নাই। তিনি একান্ত তন্ময়তা ও অসাধারণ চিন্তাশীলতার গুণে কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয় সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার "গ্রীক ও হিন্দু" নামক গ্রন্থে তাঁহার বহুদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যানুরাগী প্রফুল্লচন্দ্রের আর এই কারাগোলার দুর্গমস্থান বেশীদিন ভাল লাগিল না। তাঁহার মনের কথা তাহার উন্নতির একমাত্র সহায় স্নেহ রোলোসাহেবকে খুলিয়া বলিলেন। রোলোসাহেব তাঁহার আবেদন শুনিলেন। তাঁহাকে ঐ ২০৲ টাকা বেতনে ভাগলপুরের অন্তর্গত কাহালগাঁয়ে বদলি করিয়া দিলেন। এখানে মাস ৬।৭ থাকিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র ৫০৲ টাকা বেতনের হেডক্লার্ক হইয়া দারজিলিঙ্গে আসিলেন। সেখানে দেড়মাস দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিবার পরেই জলপাইগুড়ির অন্তর্গত তেওলিয়াগ্রামে ৬৫৲ টাকা বেতনে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার হইয়া বদলি হইলেন। এ চাকুরীতে তাঁহার সুবিধা হইল না, সে সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের স্বভাবটীও কিছু উদ্ধত ছিল, যথেষ্ট বল থাকায় তিনি কাহাকেও বড় দৃক্‌পাত করিতেন না। এই স্বভাবদোষেই এক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার মনোবিবাদ ঘটে, সেই ইংরাজ কর্ম্মচারীর অভিযোগেই প্রফুল্লচন্দ্র দেড়মাস সস্‌-পেণ্ড হইলেন, ইহার পরেই সেই রোলো সাহেবের অনুগ্রহে পুনরায় তিনি একটী ৩০৲ টাকা বেতনের চাকুরী পাইলেন। চারিমাসকাল এই চাকুরী করিয়া সৌভাগ্যক্রমে আবার ৭০৲ টাকায় উঠিলেন; কিন্তু ৩ মাস পরেই সে

পদ উঠিয়া গেল, আবার তিনি সেই তেঁওলিয়া গ্রামে ৬৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই তেঁওলিয়া গ্রামেই প্রফুল্লচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনার হাতে খড়ি। প্রথম বয়সে যেমন সকলেরই কবি হইবার সাধ হয়, প্রফুল্লচন্দ্রও সেইরূপ কবি হইবার ইচ্ছায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি দুইখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন; এ দুইখানি বঙ্গসাহিত্যে স্থানলাভ করে নাই। এখন এ দুইখানির অস্তিত্বও পাওয়া যায় না। তৎকালে বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ডাকবিভাগের একজন উচ্চতম কর্ম্মচারী ছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্যদক্ষতা ও বিবিধ গ্রন্থপাঠে অদ্ভুত অনুরাগ দর্শনে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তৎপ্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার উন্নতির পথেও যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। রায় দীনবন্ধু ও রোলো সাহেবের অনুগ্রহে ১৮৬৯ সালে নবেম্বর মাসে তিনি ১০০ শত টাকা বেতনে পূর্ণিয়ার পোষ্টমাষ্টার পদ লাভ করিলেন। ইহার পরবর্ষে জানুয়ারী মাসে প্রফুল্লচন্দ্র চট্টগ্রামের পোষ্টমাষ্টারের পদে বদলি হইলেন। ইহারই অনতিকাল পরে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুসংসর্গদোষে তাঁহার সচ্চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্রকে সেই ঘোর অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী মিলাইয়া দিলেন, এই সহধর্ম্মিণীর গুণে প্রফুল্লচন্দ্র আবার নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। সেই সাধ্বী রমণীর গুণে তিনি বিষম যৌবনজলতরঙ্গে নিমজ্জিত হন নাই। এই রমণীর প্রভাবেই তিনি এই বঙ্গভূমে চরিত্রবান্ পুরুষ বলিয়া সম্ভ্রম ও সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং এতদূর আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার পর প্রফুল্লচন্দ্র সংস্কৃতানুরাগী হইয়া পড়িলেন। তিনি পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ নামক একজন অধ্যাপককে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিতে থাকেন। এক বৎসর পরেই তিনি অধ্যাপক মহাশয়কে সসম্মানে বিদায় করেন। তাঁহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম হইতে তিনি বালেশ্বরে বদলি হন, এসময়ে তিনি সর্ব্বদাই নিবিষ্টচিত্তে তত্ত্ববিষয়ক বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তৎকালে তিনি উড়িয়া, তৈলঙ্গ, লাটিন ও গ্রীকভাষা শিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফাদার দাপট নামক একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রির নিকট তিনি লাটিন ও গ্রীক পড়িয়াছিলেন।

এই বালেশ্বরে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে। তজ্জন্য তিনি নানা গ্রন্থ হইতে বিবরণী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎকালে জগদীশনাথ রায় মহাশয় বালেশ্বরের পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তিনি একদিন প্রফুল্লবাবুর বাসায় আসিয়া সাহিত্যবিষয়ক নানাকথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শন বাহির করিতেছেন। তুমি ইতিহাস ছাড়িয়া বঙ্গদর্শনের জন্য দুই একটা প্রবন্ধ লেখ দেখি।' প্রসঙ্গকালে তাঁহার হাতের কাছে একখানি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ছিল। জগদীশ বাবু তাহা হাতে করিয়া প্রফুল্লবাবুকে সেই রামায়ণ হইতে তৎকালিক সমাজের অবস্থা লিখিতে অনুরোধ করেন। জগদীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এই জগদীশবাবু হইতেই বঙ্কিমবাবুর সহিত প্রফুল্লবাবুর আলাপ পরিচয় ঘটে। প্রফুল্লবাবুও বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনে রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করেন। এরূপ প্রবন্ধ তৎপূর্ব্বে আর বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই, ইহার পত্রে পত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণা ও প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র এই গ্রন্থ পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে প্রফুল্লবাবু বোম্বায়ের একখানি ইংরাজী পত্রে দুইটা প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎকালীন পোষ্টমাষ্টার জেনারল্ গ্রীবল সাহেব অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবুকে প্রবন্ধলেখকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বঙ্কিমবাবু বলেন যে, লেখক আপনারই অধীনে একজন সামান্য পোষ্টমাষ্টার। গ্রীবল সাহেব শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ প্রতিভাশালী লেখক এখনও একজন সামান্য পোষ্টমাষ্টার, ইহা ডাকবিভাগের পক্ষে নিতান্ত ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। যাহা হউক অতি অল্পদিন মধ্যেই গ্রীবল সাহেবের অনুগ্রহে ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রফুল্লচন্দ্র ডাকবিভাগের উচ্চ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইলেন। এত অল্প বয়সে এরূপ পদোন্নতি বা এই উচ্চপদলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহা তাঁহার পূর্ব্বতন সুকৃতি ও কৃতিত্বের পরিচয় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফুল্লবাবুর প্রথম গ্রন্থ "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত"। দ্বিতীয় গ্রন্থ "মণিহারী" এখানি সন্দর্ভ।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবার পরেই প্রফুল্লবাবু বঙ্গদর্শনে গ্রীক ও হিন্দু নামে আর একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ৮।৯ বৎসরকাল গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ একাগ্রচিত্তে পাঠ করিয়া এই গ্রীক ও হিন্দু লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থেরও দ্বিতীয় সংস্করণ নূতন অবয়বে বহুবিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিপত্রে জটিল ভাষায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, বহুদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বাল্মীকি

ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ, ইহা দ্বিতীয়াংশে সম্পূর্ণ করিবার জন্ত প্রফুল্লবাবু ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপিখানি দৈব দুর্ব্বিপাকে নষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় শত শত প্রবন্ধ লিখিয়া ষোড়শোপচারে তিনি বঙ্গভাষার পূজা করিয়াগিয়াছেন। আজ ৩ বর্ষ হইল তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অস্থায়ী ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারল পদে ১০০৲ টাকা বেতনে বরিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় 'বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব' নামে যে গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে তাহার স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, স্বাধীন গবেষণা, মৌলিক আলোচনা ও ভূতত্ত্বে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রফুল্লবাবুর সাহিত্যসেবায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ১৩০৫ সালে তাঁহাকে সহকারী সভাপতিপদে বরণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রফুল্লবাবুর কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের স্থায়ী ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার-জেনারল্‌পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে তিনি ঢাকায় গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তথায় ৭।৮ দিন পরেই তাঁহার পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের উপর একটী ব্রণ দৃষ্ট হয়, অদৃষ্টক্রমে ব্রণটীর মুখ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তাহা পৃষ্ঠব্রণরূপে পরিণত হইল। ২১শে তারিখে তিনি নারায়ণপুরে আনীত হইলেন। ৩১শে প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র অনন্তধামে গমন করিলেন।

প্রফুল্লবাবুর জীবন কর্ম্মময় ও উপদেশপূর্ণ। তিনি রাজকীয় গুরুতর কার্য্যের মধ্যেও সর্ব্বদাই দার্শনিক গ্রন্থ সমুদায় অধ্যয়ন করিতেন, দিবসে নানাকার্য্যে পাঠের বিঘ্ন হইত বলিয়া তিনি গভীর নিশীথকালে যোগমগ্ন যোগীর ন্যায় পাঠ-ধ্যানে নিরত থাকিতেন, এই কারণে স্বভাবতঃই তিনি রাত্রি ৮।৯টার মধ্যেই শয়ন করিতেন। আবার দ্বিপ্রহর রজনীতে নিদ্রাত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কোনও প্রিয় দার্শনিক গ্রন্থ লইয়া পাঠে বসিতেন। এইরূপ পাঠ করিতে করিতে কখন কখন তাঁহার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। এরূপ অসাধারণ অধ্যয়নফলেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যবান্ধব রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সহিত সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ করিতেন। সাহিত্যালাপকালে কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে একটী শ্লোক বা কবিতা ধরিয়া দিলে তৎপরবর্ত্তী অধিকাংশ তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। সেক্সপীয়ার, মিল্টন ও কার্লাইলের বহু ইংরাজী গ্রন্থ এবং কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, তাহাই পাথরের রেখার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। পাঠে এরূপ মনঃসংযোগ ও স্মৃতিশক্তির এরূপ প্রভাব ইদানীন্তনকালে অল্প লোকেরই দেখা যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতার প্রসঙ্গ উঠিলেই প্রেমাশ্রুতে তাঁহার নয়নযুগল ছলছল করিত। নারায়ণপুর গ্রামে তাঁহার পিতৃদেব শিবচন্দ্রের নামানুসারেই তাঁহার একমাত্র চেষ্টায় 'শিবনারায়ণপুর' ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র আর দুইটী মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১ম বাঙ্গালা ভাষায় স্বাধীন গবেষণায় একখানি সবিস্তার মনোবিজ্ঞান (Mental Philosophy) প্রকাশ এবং ২য়টী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ইতিহাস-সঙ্কলন। বিশ্বকোষ-সম্পাদকপ্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেলকাণ্ডে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ প্রফুল্লচন্দ্রের করকমলনিঃসৃত। তিনি যে বাঙ্গালায় মনোবিজ্ঞান লিখিতেছিলেন, তাহা 'অনুভূতি' নামে প্রায় ৩শত পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরল। এই গ্রন্থখানি কোন দার্শনিক গ্রন্থের ছায়া লইয়া রচিত হয় নাই। ইহার প্রতি পত্রে তাঁহার গবেষণা ও চিন্তাশীলতা প্রকটিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ (পুং) প্রবধ্যতে ইতি প্র-বন্ধ-ঘঞ্। সন্দর্ভ। (ত্রিকা°) প্র-বন্ধ-ভাবে-ঘঞ্। ২ কাব্যাদি গ্রথন, পরম্পরান্বিত রচনা।
"প্রবন্ধোঽয়ং বন্ধোরখিলজগতাস্তস্ত সরসাম্।" (হংসদূত)
৩ অবিচ্ছেদ। ৪ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি। ৫ প্রকৃষ্টবন্ধন। ৬ পরস্পরান্বিত বাক্যসমূহ।

প্রবন্ধকল্পনা (স্ত্রী) প্রবন্ধস্য কল্পনা রচনা। ১ সন্দর্ভরচনা। ২ বহ্বনৃতা স্তোকসত্যা কথা, যে প্রবন্ধে বহুতর মিথ্যা এবং অল্পসত্য থাকে, তাহাকে প্রবন্ধকল্পনা কহে।
"প্রবন্ধকল্পনাং স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাং বিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাথ্যায়িকা কচিৎ॥"
(কোলাহলাচার্য্য, অমরটীকাভরত)

প্রবর্হ (ত্রি) প্র-বহ স্তুতৌ বৃদ্ধৌ বা অচ্। প্রধান। (অমর)

প্রবল (পুং) প্রকৃষ্টং বলতীতি প্র-বল-প্রাণনে অচ্। ১ পল্লব। (শব্দমা°) (ত্রি) প্রকৃষ্টং বলং যস্য। প্রকৃষ্টবলযুক্ত, অতিশয় বলবান্। "আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ।" (মার্কণ্ডেয় পু° ৮১।৬) প্রকৃষ্টং বলং কর্ম্মধা°। (ক্লী) ৩ প্রকৃষ্টবল, অতিশয় বল।

প্রবলা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং বলমস্যাঃ। ১ প্রসারিণী। (রাজনি°)

২ প্রকৃষ্টবলবতী। "সহতাং হতজীবিতং মম প্রবলামাত্মকৃতেন বেদনাং।" (রঘু ৮।৫০)

প্রবলাকিন্ (পুং) সর্প। (বিশ্ব)

প্রবাল (পুং ক্লী) প্রবলতীতি প্র-বল-প্রাণনে (জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণ। পা ৩।১।১৪০) বা প্র-বল ণিচ্-অচ্। রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার রত্নবিশেষ।

"পুরঃ প্রবালৈরিব পূরিতার্দ্ধয়া
বিভান্তমচ্ছস্ফটিকাক্ষমালয়া" (মাঘ ১ সঃ)

পর্য্যায়—বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাঙ্গ, রক্তাকার, লতামণি। (Coral)

এই প্রবালের চলিত নাম পলা ও মুঙ্গা। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঙ্গল। জ্যোতিষ মতে, মঙ্গলগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে প্রবাল দান ও প্রবাল ধারণ করিলে শুভ হয়। মঙ্গলগ্রহ বিরুদ্ধ হইয়া শরীরে যদি ব্রণপীড়াদি হয়, তাহা হইলে প্রবাল দান, ধারণ ও ঘষিয়া একটু একটু করিয়া প্রতিদিন ভোজন করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, তাহাই প্রবাল শ্রেণীর প্রথম ও প্রধান। যাহা গুঞ্জা বা কুঁচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর বা দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবাল। যাহা পলাশ বা পাটুলি পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্রুম এবং যে সকল প্রবাল কোকনদের তুল্য বর্ণধারণ করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট[৪]।

প্রসন্ন অর্থাৎ পরিষ্কার কান্তিযুক্ত, কোমল অর্থাৎ সুখবেধ্য, স্নিগ্ধ বা দেখিতে ঘৃততৈলাদি ম্রক্ষিতের ন্যায় এবং সুরাগ অর্থাৎ মনোজ্ঞ বর্ণবিশিষ্ট বিদ্রুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ধারণ করিলে ধনধান্যাদি বৃদ্ধি ও বিষভয় নষ্ট হয়[৫]। অন্যান্য রত্নের ন্যায় প্রবালেরও চারিবর্ণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর প্রবালও ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি ও বিভিন্ন গুণশালী বলিয়া কথিত আছে[৬]। সুরাগ, সুস্নিগ্ধ, সুখবেধ্য, বহুকালস্থায়ী লাবণ্য ও সুন্দর বর্ণই প্রবালের প্রধান গুণ। এইরূপ প্রবালধারণে ধনধান্য লাভ হয়। হিমালয় প্রদেশে এক প্রকার রক্তবর্ণ প্রবাল পাওয়া যায়। রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে—বিশুদ্ধ অর্থাৎ শ্যামিকাদি দোষরহিত, দৃঢ়, ঘন, সুগোল, স্নিগ্ধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট, সমান, ওজনে ভারি ও শিরাশূন্য প্রবালধারণে শুভফল প্রদান করে। বিবর্ণ ও খর বা খশখশে এই দুইটী ইহার প্রধান দোষ। এতদ্ভিন্ন রেখা প্রভৃতি আরও কএকটী দোষ পরিহার্য্য। রেখাযুক্ত প্রবালধারণে যশ ও লক্ষ্মীভাগ্য হয় না। আবর্ত্ত থাকিলে বংশনাশ করে। পট্টলদোষ নানারোগের উৎপাদক, বিন্দু ধনবিনাশক, ত্রাসদোষ ভয়োৎপাদক এবং নীলিকাদোষ মৃত্যুকারক। রাজনির্ঘণ্টকার আরও বলেন যে, গৌরবর্ণ, রঙ্গ ও জলভাবাপন্ন, বক্র, সূক্ষ্মকোটর অর্থাৎ ছিদ্রপ্রায় চিহ্নযুক্ত, রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, হাল্কা ও শ্বেতবিন্দুযুক্ত প্রবাল অশুভজনক।

শুক্রাচার্য্য বলেন যে, মুক্তা ও প্রবাল এককালে ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়। শুক্রনীতির মতে ১ তোলা উৎকৃষ্ট প্রবাল এক সুবর্ণের অর্দ্ধমূল্য[৭]। কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে—"মূল্যং শুদ্ধপ্রবালস্য রৌপ্যাদ্দ্বিগুণমুচ্যতে।"—নির্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ দুইতোলা শুদ্ধরৌপ্যের যে মূল্য ১ তোলা প্রবালেরও সেই মূল্য।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্যজনপদে প্রবালরত্ন অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। থিওফ্রাষ্টাস প্রবালের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন গলজাতিও প্রবালের অলঙ্কার ব্যবহার করিত। বর্ত্তমানকালে অলঙ্কারের জন্য যে সমস্ত প্রবাল ব্যবহৃত হয়, ভূমধ্য ও লোহিতসাগরগর্ভ হইতে তৎসমুদায় উত্তোলিত হইয়া থাকে। এই মণিরত্ন সাধারণে অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের অধিবাসিমাত্রই পলাকাটীর মালা ধারণ করে। এখনও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী ও সাঁওতাল কোল প্রভৃতি আদিম জাতির মধ্যে ইহার বিশেষ আদর দেখা যায়। জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই রত্ন মঙ্গলগ্রহের অতিপ্রিয়। ধারণ করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় এবং অলক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে না। এইজন্য ইহার অপর নাম

---

(৪) "তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং গুঞ্জাজবাপুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্।
জবাবন্ধুকসিন্দূরদাড়িমীকুসুমপ্রভম্।
পলাশকুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্।"
'রক্তোৎপলদলাকারম্'—

(৫) "প্রসন্নং কোমলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিদ্রুমং হি তৎ।
ধনধান্যকরং লোকে বিষাগ্নিভয়নাশনম্।"

(৬) "ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তচ্চতুর্বিধমুচ্যতে।
অরুণং শশরক্তাখ্যং কোমলং স্নিগ্ধমেব চ।
প্রবালং বিপ্রজাতিঃ স্যাৎ সুখবেধ্যং মনোরমম্।
তথা বন্ধুকসিন্দূরদাড়িমীকুসুমপ্রভম্।
কঠিনং দুর্বেধ্যমস্নিগ্ধং ক্ষত্রজাতিং তদুচ্যতে।
পলাশকুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্।
বৈশ্যজাতির্ভবেৎ স্নিগ্ধং কঠিনং ন চিরদ্যুতি।
বিদ্রুমং শূদ্রজাতিঃ স্যাৎ অনুবেধ্যং তথৈব চ।"

(৭) এস্থলে সুবর্ণশব্দে তৎকালপ্রচলিত ৮০ রতি পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা।
"প্রবালং তোলকমিতং স্বর্ণার্দ্ধং মূল্যমর্হতি" (শুক্রনীতি)

ভৌমরত্ন হইয়াছে। বৈদ্যকশাস্ত্রমতে বিদ্রুমের সাধারণ গুণ সারক, কষায়, স্বাদু ও শীতল। রাজনির্ঘণ্টকার বলেন—প্রবাল মধুর, অম্লরসযুক্ত, কফপিত্তাদি দোষনাশক, বলকারী ও কান্তিপ্রদ। স্ত্রীলোকে ধারণ করিলে বিশেষ মঙ্গলদায়ক হয়১। ইহাতে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজবল্লভ এ ছাড়া আরও কয়টী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন;—সারক, শীতবীর্য্য, কষায়, স্বাদুপাক, বমিকারক ও চক্ষুর হিতজনক। পাকাকলার মধ্যে পলাখণ্ড পুরিয়া সেবন করিলে রক্তদোষজন্য গাত্রক্ষত (খোসপেচড়া ও স্ফোটকাদি) আরোগ্য হয়। শুক্রনীতিমতে 'নীচে গোমেদবিদ্রুমে' ইহা স্বল্পরত্ন বলিয়া গণ্য।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—প্রবাল সনীসক, দেবক ও রোমক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য স্থানেও প্রবাল জন্মে; কিন্তু সেগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।২ প্রবালমণির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, শ্বেত-সমুদ্রের মধ্যে বিদ্রুমা নামে একপ্রকার লতা জন্মে, তাহা হইতে বজ্রসদৃশ গুণবিশিষ্ট অতি দুর্লভ বিদ্রুমরত্ন পাওয়া যায়৩। রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হওয়া ইহার স্বাভাবিক গুণ নহে, যত্নপূর্ব্বক জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে উহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়, নচেৎ প্রথমাবস্থায় উহা ঘনীভূত মাংসনির্য্যাসের মত দেখায়।৪ শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে, এই বিদ্রুমরত্ন লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করা যায়। ইহার বর্ণপরীক্ষা সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"সপীতরক্তবাক্‌ভৌমপ্রিয়ং বিদ্রুমমুত্তমং।" অল্প পীতমিশ্রিত রক্তকান্তি বিদ্রুমই উত্তম এবং তাহাই সকলের প্রিয়। গরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রবাল পাপ ও অলক্ষ্মীনাশক। (রাজব°) ২ কিশলয়।

"পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ
মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থং।" (কুমার ১।৪৪)

৩ বীণাদণ্ড। (মেদিনী)

প্রবালক (পুং) যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ° ১০ অঃ)

প্রবালকীট, স্বনামপ্রসিদ্ধ সমুদ্রজ ক্ষুদ্রাকার কীটযোনিবিশেষ (Actinozoa)। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে Cœlenterata শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। পুরুভুজ শব্দে যে সকল Polypes নামক কীটজাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা তাহারই অন্যতম। দেহবল্লী নলাকার, নিম্নদেশ চোষক নলের ন্যায়, শীর্ষদেশ চেপ্টা। ঐ চেপ্টা মস্তকভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গোলাকার শুঁয়া আছে। মস্তকভাগের মধ্যস্থলে মুখবিবর, হাঁ করিলে উদরভাগ বাহির হইয়া পড়ে। পাকস্থলীর চারিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর, সেগুলি আবার লম্বিতভাবে বা সোজাসুজি বিভক্ত, এইরূপে এই ক্ষুদ্র কীটজাতির শরীর অসংখ্য গর্ত্তসমন্বিত হইয়াছে। ইহার বহির্ভাগের শারীরিক আচ্ছাদন দুইটী (The ectoderm ও the endoderm)। ঐ সকল গর্ত্ত গহ্বরের মুখে পুষ্পাকৃতি ডিম্বকোষ (ovaria), এই পুষ্পস্থানের উপর্য্যুপরি প্রস্ফুটনে দ্বিতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের এক এক স্থানে কএক জাতীয় প্রবালের অসংখ্যদল জন্মিয়া থাকে। পুরুভুজের ন্যায় ইহারাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া একত্র গ্রথিতবৎ থাকে; কিন্তু এই গ্রথিত জীবসঙ্ঘের প্রত্যেকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। Ctenophora শ্রেণী ব্যতীত অপর Actinozoa জাতির স্নায়ুমণ্ডলী অথবা গর্ভকোষসকল নাই। ইহাদের শরীরের বেষ্টনীদ্বয় মাংসল হইলেও তাহাতে সময়মত খড়িবৎ চূর্ণ পদার্থসমূহ সঞ্চিত হইয়া থাকে। কালে উহাই অস্থির ন্যায় কঠিন হইয়া শম্বূকাদির খোলার ন্যায় অন্তর বা বহির্ভাগের আবরণস্বরূপ হয়। এই খড়ির ন্যায় কঠিন আবরণযুক্ত হওয়ায় প্রবালের ইংরাজী নাম Coral হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রবালকীটকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—১ কঠিন আবরণযুক্ত স্বতন্ত্র-কীট, ২ বাহ্যাবরণযুক্ত জীব এবং ৩ অন্তরাবরণযুক্ত জীব। বাণিজ্যার্থ যে সকল প্রবাল সংগৃহীত হয়, তাহা প্রায় শেষোক্ত দুই শ্রেণী হইতে আহৃত। সমুদ্রগর্ভে যে সকল প্রবালমণ্ডিত পর্ব্বত (coral reef) বা দ্বীপমালা (Coral island) উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তিনির্ণয়ে একমাত্র বলা যাইতে পারে যে অভ্যন্তরে আবরণাত্মক কীটের মাংসযুক্ত স্থানে পুনঃ পুনঃ পুষ্পপ্রস্ফুটনে দ্বিতীয় জীবের অবতারণা এবং সেই আবরণাত্মক জীবসঙ্ঘের দৃঢ়তাই এরূপ খড়িবৎ প্রবাল-পর্ব্বতের উৎপত্তির কারণ।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ Actinozoa শ্রেণীকে Zoantharia, Alcyonaria, Rugosa ও Ctenophora প্রভৃতি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পেলিওজইক্ (palæozoic) পর্ব্বতমালার মধ্যে এখনও Rugosa জাতীয় প্রবালের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তরণশীল Ctenophora-গণের শরীরে খড়িবৎ কঠিনাবরণ (calcarious skeleton) জন্মে না। ভারত-

(১) "প্রবালো মধুরস্তাম্লঃ কফপিত্তাদিদোষনুৎ।
বীর্য্যকান্তিকরঃ স্ত্রীণাং ধৃতোমঙ্গলদায়কঃ॥"

(২) "সনীসকং দেবকরোমকঞ্চ স্থানানি তেষু প্রভবঃ সুরাগম্।
অন্যত্র জাতঞ্চ ন তৎ প্রধানং মূল্যং ভবেৎ শিল্পিবিশেষযোগাৎ॥"

(৩) "শ্বেতসাগরমধ্যে তু জায়তে বল্লরী তু যা।
বিদ্রুমা নামরত্নাখ্যাদুর্লভা বজ্ররূপিণী॥"

(৪) "পাষাণং প্রভজতোষা প্রযত্নাৎ কথিতা সতী।
বিদ্রুমং নাম তদ্রত্নমামনন্তি মনীষিণঃ॥"

বর্ষে যে সকল প্রবাল ব্যবহৃত হয়, তাহা Alcyonaria ও Zoantharia হইতে উৎপন্ন। শেষোক্ত জাতিদ্বয়েরই গাত্র মাংসল। Zoantharia শ্রেণীতেও দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে— Z. Sclerodermata ও Z. Sclerobasica। ইহাদের দেহের অন্তর্বেষ্টনী (Endoderm) হইতে কার্বনেট অব্ লাইম নামক একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই জাতীয় জীবের অভ্যন্তরভাগ কঠিন হইলেও বহির্ভাগ মাংস-কোমল হইয়া থাকে। এই মাংস গাত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া কএকটী স্বতন্ত্র কীট মাতৃগাত্রসংযুক্ত হইয়া বহুজীবের একত্র সমাবেশ সংঘটন করে। ইহাদের গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ চূর্ণবৎ পদার্থ নির্গত হয়। পরে তাহা পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া সমুদ্রগর্ভ মধ্যে পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া থাকে। Sclerobasica ও Alcyonaria জাতীয় কীটসঙ্ঘের রূপান্তরপ্রাপ্তিতে অলঙ্কারব্যবহার্য্য রক্তবর্ণ প্রবাল উৎপন্ন হয়। ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল হইতে কএকটী পর্ব্বতশৃঙ্গের উৎপত্তি দেখা যায়। লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রবালমণ্ডিত। পারস্যোপসাগর ও লোহিত সাগরের সুগভীর স্থলে প্রবাল পাওয়া যায়। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে মলবার উপকূল ও তিন্নেবেলী প্রদেশে বহু প্রাচীন প্রবালাস্থি আছে। এইগুলি গৃহাদি নির্ম্মাণকালে প্রস্তর বা চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রবালের বিভিন্ন নাম, হিন্দি—মূর্জান, মুঙ্গা; পঞ্জাবে—বেথ-ই-মর্জান, সঙ্গ-ই-মর্জান, দাক্ষিণাত্য—গুল্লি; তামিল—পাবালম্, নুরৈকল; তেলগু—পাগাড়ম্; বাঙ্গালা—পলা, প্রবাল; আরব—বেসেদ্; পারস্য—মূর্জান বা মের্জান; সিঙ্গাপুর—বুবালো; মলয়ালম্—পোয়ালম্, করজ; ব্রহ্ম—ক্য-অ-বেথত; ওলন্দাজ—Koraalen; ফরাসী—Corail; জর্ম্মণি—কোরালেন, হিব্রু—রামুথ্, ইতালী—Corale।

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে স্থিত প্রায় ৯ শত ক্রোশ পরিমিত স্থানকে প্রবালবন্ধ (Coral zone) বলা যায়। মরেসাহেব (Mr. J. Murray) আট্লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাল দেখিয়াছেন। এগুলি মসুমবায়ুদ্বারা জলস্রোতে পরিচালিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিতাড়িত হইয়াছে। জলগর্ভস্থ যে উষ্ণতার মধ্যে প্রবাল বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপরিতলের তাপ ৭০° ডিগ্রী ফারেণহিট্। সময়ে সময়ে এথানকার উৎত্তাপও ১২° ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে প্রবাল হইতে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়, তাহা সমুদ্রের গভীরতলে ২০ হইতে ১২০ হাতের মধ্যে জন্মে। সূর্য্যের সামান্য উত্তাপ লাগিলে ইহারা মরিয়া যায়, তাই করুণাময় জগদীশ্বর তাহাদিগকে অন্ধকারতম সাগরগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিভাগ ব্যতীত তাহাদের অসংখ্য শাখা আছে। বাজারে নানাআকারের ও নানাবর্ণের প্রবাল পাওয়া যায়, উহাতে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্বেতপ্রবাল (*Oculina virginea*), রক্তবর্ণপ্রবাল (*Corallum rubrum*) কৃষ্ণবর্ণ প্রবাল (*G. Antipathes*) লতাকৃতি (*Sea shrub, Gorgonida*), চোঙ্গাকার (Sea-pens, *Penatula*), যন্ত্রনলাকৃতি (Organ-pipe), ব্রেণষ্টোন (Brain-stone—*Meandrina (cerebriformis)*) প্রবালের নানা ভেষজগুণ আছে। সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। তিনটী হরিতকীর জলে প্রবাল সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়। মূত্ররোগে ও কাশরোগে (Consumption) ইহার ব্যবহার আছে। ইহা সেবনে দুর্ব্বল শরীরে শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তামিল বৈদ্যগণ রক্তবর্ণ প্রবালভস্ম বহুমূত্র ও রক্তক্ষরণকারী অর্শরোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রবালপদ্ম (স্ত্রী) রক্তোৎপল। (সুশ্রুত)

প্রবালফল (ক্লী) প্রবালবদ্রক্তং ফলং যস্য। রক্তচন্দন। (ভাবপ্র)

প্রবালবৎ (ত্রি) প্রবাল-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। প্রবালযুক্ত।

প্রবালাশ্মন্তক (পুং) প্রবাল ইব অশ্মন্তকঃ রক্তত্বাৎ রক্তাশ্মন্তক বৃক্ষ। (সুশ্রুত)

প্রবালিক (পুং) প্রবালোঽস্ত্যস্য বাহুল্যেনেতি প্রবাল (অত-ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্। জীবশাক। (রাজনি°)

প্রবাহু (পুং) প্রগতো বাহুমিতি। কূর্পরের অধোভাগ। কনুয়ের অধোভাগ। বাহুমূল।

"মুখং বাহুপ্রবাহু চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৫।৫।১৯)

প্রবাহুক (অব্য) প্রকৃষ্টৌ বাহুরত্র কপ্। ১ সমকাল, সমানকাল। ২ উর্দ্ধার্থ। (মনোরমা)। ইহার পাঠান্তর প্রবাহুক ও প্রবাহম্, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রবাহুকসতঃ শির এব বিষুবান্।" (ঐত° ব্রা° ৪।২২)

প্রবুদ্ধ (ত্রি) প্র-বুধ-ক্ত। ১ প্রবোধযুক্ত। ২ পণ্ডিত। ৩ প্রফুল্ল, বিকশিত।

"প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥" (রঘু ১০।৯)

৩ জাগরিত, স্বাপরহিত। (ভক্তি ৪।১৪)

৪ ভাগবতধর্ম্মপ্রধান ঋষভদেব-পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।৪।১১)

প্রবুদ্ধতা (স্ত্রী) প্রবুদ্ধস্য ভাবঃ, তল্ টাপ্। প্রকৃষ্টবোধ, প্রকৃষ্টজ্ঞান। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০।৩৩)

প্রবুধ্ (ত্রি) প্র-বুধ-ক্বিপ্। প্রবুদ্ধ।

প্রবুধ (পুং) প্র-বুধ-ক। বোধ, জ্ঞান।

প্রবোধ (পুং) প্র-বুধ অপগমে ভাবে ঘঞ্। বিনিদ্রত্ব, নিদ্রাপগম, নিদ্রার নাশ।

"প্রবোধশ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তমেতৌ মহাসুরৌ॥" (মার্ক° পু° ৮১।৬৭)

২ প্রকৃষ্টজ্ঞান, যথার্থজ্ঞান, বিকাশ। ৩ সান্ত্বনা।

প্রবোধক (ত্রি) যাহারা জাগরণ করায়, ঘুম ভাঙ্গায়।

প্রবোধন (ক্লী) প্র-বুধ-ল্যুট্। ১ যথার্থজ্ঞান। ২ জাগরণ, নিদ্রাপগম। ৩ জাগরিতকরণ। ৪ জ্ঞাপন। ৫ সান্ত্বনা, বোঝান। ৬ নাশপূর্ব্বগন্ধ চন্দনাদির প্রযত্ন বিশেষদ্বারা পুনর্ব্বার সৌগন্ধ্যোৎপাদন, সুগন্ধি দ্রব্যের পূর্ব্বগন্ধ পুনরুৎপাদন। পর্য্যায়—অনুবোধ। ৭ বিকাশ। "সুগন্ধিনিঃশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং
মনোহরং কামরতিপ্রবোধনম্।" (ঋতুস° ৫।১০)

প্রবোধনী (স্ত্রী) প্রবোধ্যতেঽনয়েতি প্র-বুধ-ণিচ্ ল্যুট্, ঙীপ্। ১ দুরালভা। (রাজনি°) প্রবুধ্যতে হরিরত্রেতি। ২ শ্রীহরির উত্থানৈকাদশী। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী। শ্রীহরি এই একাদশীর দিন প্রবুদ্ধ হন, এইজন্য ইহাকে প্রবোধনী কহে। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীর দিন বিষ্ণুশয়ন করেন এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীর দিন উত্থান করেন, এইজন্য ইহার অপর নাম উত্থান একাদশী।

"বিষ্ণুঃ শেতে সদাষাঢ়ে প্রবুধ্যতে চ কার্ত্তিকে।" (তিথিতত্ত্ব)

এই একাদশী সকলেরই করিতে হয়। একাদশীমাত্রই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ উত্থানএকাদশী। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

"জন্ম প্রভৃতি যৎপুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎসর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরম্॥"(হরিভক্তি° ১৬বি°)

জন্মাবধি যে কোন পুণ্যানুষ্ঠান করা হইয়াছে, বোধবাসর অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করিলে সেই সকল পুণ্য বিফল হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই একাদশী করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে নানা প্রকার উৎসব করিতে হয়। এইদিন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণে পাপক্ষয় ও পুণ্যবর্দ্ধিত এবং অবশেষে মুক্তি হইয়া থাকে। যিনি প্রবোধনী করেন, তাহার কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয় এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি সকল যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই দিন বিষ্ণুর উদ্দেশে স্নান, দান, তপঃ ও হোম প্রভৃতি যে কিছুর অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

হরিভক্তিবিলাসের ১৬ বিলাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল না।

যাহারা এই একাদশী করিবেন, তাহারা ইহার পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া পরদিন উপবাস করিবেন। এই একাদশীর দিন জলাশয় সমীপে যাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিষ্ণুর মূর্ত্তিকে জলাশয়ে লইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক তাহার প্রবোধন করিবেন। প্রবোধনের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

'ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নিকুবেরসূর্য্যসোমাদিভির্বন্দিতপাদপদ্মঃ।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্রপ্রভাবেন সুখেন দেব॥
ইয়ন্তু দ্বাদশী চৈব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিতা।
ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়ি সুপ্তে জগৎসুপ্তমুত্থিতে চোত্থিতং ভবেৎ॥
গতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্ম্মলং নির্ম্মলা দিশঃ।
শারদানি চ পুষ্পাণি গৃহাণ মম কেশব॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রৈরবিতর্ক্যভাবো ভবানৃষির্বন্দিতবন্দনীয়।
প্রাপ্তা তব দ্বাদশী কৌমুদাখ্যা জাগৃষ জাগৃষ চ লোকনাথ॥
মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃশারদ্যপুষ্পাণি চ লোকনাথ।'(হরি°১৬)

এই মন্ত্রে প্রবোধন করিতে হয়।*

প্রবোধিতা (স্ত্রী) বৃত্তিভেদ।

---

* "প্রবোধনাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
মুক্তিদং কৃতবুদ্ধীনাং শৃণু ত্বং মুনিসত্তম॥
মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যত্যুর্জ্জিতান্যপি।
একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধনী॥
পৃথিব্যাং যানি দানানি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুতে।
একেনৈবোপবাসেন দদাতি হরিবোধনী॥
জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতং।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল! কৃতা যেন প্রবোধিনী॥
যানি কানি চ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি চ।
তানি তস্য গৃহে সম্যক্ যঃ করোতি প্রবোধনীম্॥
সর্ব্বং কৃত্যং পরিত্যজ্য তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ।
উপর্য্যেকাদশী সম্যক্ কার্ত্তিকে হরিবোধনী॥
কিং তস্য বহুভিঃ কৃত্যৈঃ পরলোকপ্রদৈর্মুনে!।
সকৃচ্চোপাসিতা যেন কার্ত্তিকে হরিবোধিনী॥
স জ্ঞানী স হি যোগী চ স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বর্গমোক্ষৌ চ তস্যাস্তামুপাস্তে হরিবোধনীম্॥
বিষ্ণোঃ প্রিয়তমা হ্যেষা ধর্ম্মসারস্য দায়িনী।
ইমাং সকৃদুপোষ্যৈব ন গর্ভং বিশতে নরঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুর্ব্বীত নারদ!।
স্নানং দানং তপো হোমঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনং।
নরৈর্যৎ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্যাং তদক্ষয়ম্॥
মহাব্রতমিদং পুত্র! মহাপাপৌঘনাশনম্।
প্রবোধবাসরং বিষ্ণোর্বিধিবৎ সমুপোষয়েৎ॥" ইত্যাদি।
(হরিভক্তিবিলাস ১৬ বিঃ)

প্রবোধিন্ (ত্রি) প্রবোধয়তি প্র-বুধ-ণিচ্ ণিনি। প্রবোধকারক, যিনি জাগান।

প্রবোধিনী (স্ত্রী) প্রবোধয়তি হরিমিতি প্রবোধন-ঙীষ্। উত্থানৈকাদশী। [প্রবোধনী দেখ।]

প্রবোধ্য (ত্রি) প্রবোধযুক্ত।

প্রভঙ্গ (ত্রি) প্র-ভঞ্জ-ঘঞ্। ১ প্রকৃষ্টরূপে ভাঙ্গা। ২ ভঙ্গবিশিষ্ট।

প্রভঙ্গুর (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে ভঙ্গুর, নাশশীল, নিতান্তধ্বংসশীল।

প্রভঞ্জন (পুং) প্রকর্ষেণ ভণক্তি বৃক্ষাদীনিতি প্র-ভনজ-যুচ্। বায়ু।

"ঘটোৎকচসুতঃ শ্রীমান্ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
রুরোধ দ্রৌণিমায়ান্তং প্রভঞ্জনমিবাদ্রিরাট্॥" (ভার° ৭।১৪৪।৭৮)

২ মণিপুরাধিপতিরাজবিশেষ। (ভারত ১।২১৭।১৯)

(ত্রি) ৩ ভঞ্জনকারক। (হরিবং ২৪৫।১৩)

প্রভঞ্জন, জনৈক রাজা। রাজর্ষি সুশর্ম্মার বংশীয় বলিয়া পরিচিত। মহারাজ দেবাঢ্যের পুত্র।

প্রভদ্র (পুং) প্রকৃষ্টং ভদ্রং যস্মাৎ। ১ নিম্ব। (রাজনি°) প্রকৃষ্টো ভদ্র ইতি প্রাদিসং। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ।

প্রভদ্রক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৫টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"ভবতি ন জৌ ভজৌ রস হিতৌ প্রভদ্রকং।" (বৃত্তরত্নাকর)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ও ১২ এই সকল অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন গুরু।

প্রভদ্রা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং ভদ্রং যস্মাৎ, টাপ্। প্রসারিণী লতা। (রাজ°)

প্রভর্তৃ (ত্রি) প্র-ভৃ-তৃচ্। ১ সম্যক্রূপে প্রভরণ। ২ নিকটে আনা।

প্রভর্ম্মন্ (পুং) ভৃ-ভাবে কর্ত্তরি বা মণিন্, প্রকৃষ্টঃ ভর্ম্ম ভরণং, প্রকৃষ্টঃ ভর্ম্মা ভর্ত্তা ঋত্বিক্ বা যস্মিন্। ১ যজ্ঞ। (ঋক্ ৮।৮২।১) প্র-ভৃ-ভাবে মনিন্। (ক্লী) ২ প্রকর্ষরূপে ভরণ, সম্পাদন। (ঋক্ ১।৭৯।৭)

প্রভব (পুং) প্রভবত্যস্মাদিতি প্র-ভূ 'অকর্ত্তরি চ কারকে' ইত্যধিকারাৎ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। জন্মহেতু, উৎপত্তিস্থান। আদ্যোপলব্ধিস্থান, যেরূপ হিমবান্ গঙ্গার প্রভব। "ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ" (রঘু ১।২) ২ জলমূল। ৩ মুনিভেদ। ৪ পরাক্রম। ৫ জন্ম। (শব্দরত্না°)

'প্রভবো জলমূলে স্যাৎ জন্মভূমৌ পরাক্রমে।
আদ্যোপলব্ধয়ে স্থানে' (বিশ্ব) ৬ সৃষ্টি। (দেবীভা° ১।১৬।২)

৭ সাধ্যভেদ। (হরিবংশ ১৯৬।৪৪) (ত্রি) ৮ প্রভূত।

"তিষ্ঠতে প্রভবঃ শোকো অগ্নেঃ।" (ঋক্ ২।৩৮।৫)

'প্রভবঃ প্রভূতঃ' (সায়ণ) ৯ জ্যোতিষোক্ত ষষ্টিসংবৎসর মধ্যে সংবৎসরভেদ। যে বৎসর প্রভব নামে সম্বৎসর হয়, সেই বৎসর মেঘ সকল বহুতোয়ান্বিত, পৃথিবী বহুশস্যশালিনী, গাভি সকল অতিশয় দুগ্ধবতী, লোক সকল ব্যাধি ও রোগবর্জ্জিত এবং রাজগণ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

"বহুতোয়াস্তথা মেঘা বহুশস্যা চ মেদিনী।
বহুক্ষীরাস্তথা গাবো ব্যাধিরোগবিবর্জ্জিতাঃ॥
প্রশান্তাঃ পার্থিবাশ্চৈব প্রভবে পরিকীর্ত্তিতা।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—বৃহস্পতি যে সময় ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রের প্রথমাংশ প্রাপ্ত হইয়া মাঘমাসে উদিত হইবেন, সেই বৎসর প্রভব নামে সংবৎসর হইবে। এই বৎসর প্রাণিগণের হিতপ্রদ। প্রভব নামক বর্ষপ্রবৃত্ত হইলে যদিও কোন স্থানে অনাবৃষ্টি, কোন স্থানে বায়ু বা অগ্নির কোপ, কোন স্থানে ঈতি ভয় প্রভৃতি হয়, তাহা হইলেও এই বৎসরে প্রাণিগণের বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। (বৃহৎস° ৮ অঃ) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

(পুং) ১০ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১) ১১ জৈন স্থবিরভেদ।

প্রভবন (ক্লী) প্র-ভূ-ল্যুট্। ১ উৎপত্তি। ২ আকর। ৩ মূল। ৪ অধিষ্ঠান। (ত্রি) ৫ উৎপন্ন।

প্রভবপ্রভু (পুং) জৈনদিগের ষষ্ঠশ্রুতকেবলী। (হেম)

প্রভবাদি (পুং) প্রভব আদির্যেষাং। প্রভব প্রভৃতি ষষ্টিসংবৎসর। [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

প্রভবিতৃ (ত্রি) প্র-ভূ-তৃচ্। প্রভাবশালী।

প্রভবিষ্ণু (ত্রি) প্রভবিতুং শীলমস্যেতি প্র-ভূ-(ভুবশ্চ। পা৩।২।১৩৮।) ইতি ইষ্ণুচ্। ১ প্রভাবশীল। ২ প্রকর্ষরূপে ভবনশীল। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত অনুশা° ৭১ অঃ) ৩ প্রভু।

"ন ভর্ত্তা নৈব চ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥" (দায়ভাগ)

প্রভবিষ্ণুতা (স্ত্রী) প্রভবিষ্ণু-ভাবে তল্-টাপ্। প্রভুতা, প্রভবিষ্ণুর ভাব।

"যদ্যসাধ্যানি দুঃখানি ছেত্তুং ন প্রভবিষ্ণুতা।
তন্মহীপাল! মহতাং মহত্ত্বং কিমলক্ষনম্॥" (রাজত° ২।৪৬)

প্রভব্য (ত্রি) প্রভু-যৎ। প্রভবনীয়।

প্রভা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ ভাতীতি প্র-ভা (আতশ্চোপসর্গে। পা। ৩।১০৬) ইতি অঙ্। কুবেরপুরী। (হেম) ভা-ভাবে অঙ্। ২ দীপ্তি। পর্য্যায়—রোচিস্, দ্যুতি, শোচিস্, ত্বিষা, ওজস্, ভাস্, রুচি, বিভা, আলোক, প্রকাশ, তেজস্, রুচ্। (রাজনি°) ৩ সূর্য্যপত্নীভেদ। (মৎস্যপু° ১১ অঃ) ৪ দুর্গা।

"প্রভা প্রভানশীলত্বাৎ জ্যোৎস্না চন্দ্রার্কমালিনী।" (দেবীপু°)

৫ স্বর্ভানুর কন্যাভেদ, নহুষের মাতা। (হরিবংশ)

৬ গোপীবিশেষ।

"দৃষ্টস্থং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বৃন্দাবনে বনে।
সদ্যো মৎশব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া ॥"(ব্রহ্মবৈ° ৩।১১।৫৩)

৭ সূর্য্যের বিম্ব। ৮ অপ্সরোভেদ। ৯ দ্বাদশাক্ষরপাদক বৃত্তিভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ও একাদশ অক্ষর লঘু, অপরগুলি গুরু। ইহার লক্ষণ—

"বসুযুগ বিরতির্নৌ স্রৌপ্রভা।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

প্রভা, সূর্য্যের পত্নী। উত্তর প্রশ্চিম প্রদেশবাসী কাঁজর জাতীয়েরা ইহার উপাসনা করে। তাহারা বলে, আলোকময়ী প্রভাদেবীই গোমেষাদি সুস্থ রাখেন। আহীরেরাও ইহার পূজা করে।

প্রভাকর (পুং) প্রভাং করোতীতি কৃ (দিবাবিভানিশাপ্রভেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ চন্দ্র।

"তাবতীত্য রথানীকং বিমুক্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
দদৃশাতে যথা রাহোরাস্যান্মুক্তৌ প্রভাকরৌ ॥" (ভারত৭।৯৯।৫)

'প্রভাকরৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ' (টীকা) ৪ সমুদ্র। (শব্দরত্না°) ৫ অর্কবৃক্ষ। ৬ অষ্টমমন্বন্তরীয় দেবগণভেদ।

"তপস্তপুশ্চ শক্রশ্চ দ্যুতির্জ্যোতিঃপ্রভাকরঃ।" (মার্ক° ৮০।৬)

৭ অত্রিবংশীয় মুনিবিশেষ। (হরিবংশ ৩১।১০)

৮ নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫।১৫)

৯ মীমাংসকভেদ। দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে ইহার মত 'প্রাভাকর মত' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইনি গুরুরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০ কুশদ্বীপস্থিতবর্ষভেদ।

"মহিষং মহিষস্যাপি পুনশ্চাপি প্রভাকরম্।" (মৎস্যপু°১২১।২৮)

প্রভাকর, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের জনৈক সামন্ত রাজা। রাজা পৃথিবীমূলের পিতা। [পৃথিবীমূল দেখ।]

প্রভাকর, কএকজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম। ১ তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। ২ কাশীখণ্ডকথাকেলি, কাশীতত্ত্বদীপিকা ও গয়াপদ্ধতিদীপিকারচয়িতা। ৩ কৃষ্ণবিলাসকাব্যপ্রণয়নকর্ত্তা। ৪ ধর্ম্মসারপ্রণেতা। ৫ ভূধরের পুত্র। ইনি ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে গীতরাঘব রচনা করেন। ৬ অলঙ্কাররহস্যপ্রণেতা। মাধবের পুত্র।

৭ মাধবভট্টের পুত্র ও রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র। ইনি বিশ্বনাথ ও রঘুনাথের ভ্রাতা ও তাঁহাদের ছাত্র। একাবলীপ্রকাশ কুমারসম্ভবটীকা, চূর্ণিকা নামে বাসবদত্তাটীকা, রাসপ্রদীপ (১৫৮৩), লঘুসপ্তশতিকাস্তব (১৬২৯), বিবাহপটল ও শাস্ত্রদীপিকা নামে কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত দেখা যায়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

প্রভাকরগুরু, বৃহতীমীমাংসাসূত্রভাষ্যরচয়িতা। শালিকনাথের গুরু। বিদগ্ধমুখমণ্ডনে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রভাকরদত্ত, জনৈক সংস্কৃত কবি।

প্রভাকরদেব, একজন সংস্কৃত কবি।

প্রভাকরদেব (পুং) একজন অভিধান-প্রণেতা।

প্রভাকর দৈবজ্ঞ, গোত্রপ্রবর এবং বাকৃপুষ্পমালা নামে কেশবকৃত গোত্রপ্রবরনির্ণয়ের টীকারচয়িতা।

প্রভাকরনন্দন, একজন সংস্কৃত কবি।

প্রভাকর ভট্ট, কএকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ১ পয়োগ্রহসমর্থনপ্রকার রচয়িতা বাসুদেবের পিতা। ২ ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ক্ষেমেন্দ্র-উদ্ধৃত একজন কবি। ৩ ন্যায়বিবেক নামক মীমাংসাগ্রন্থপ্রণেতা। ৪ প্রভাকরাহ্নিকপ্রণেতা।

প্রভাকরবর্দ্ধন, কনৌজের বৈশ্যবংশীয় এক নরপতি। স্থাথীশ্বরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতার নাম আদিত্যবর্দ্ধন এবং মাতার নাম মহাসেনগুপ্তা। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াংএর বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে তিনি হর্ষবর্দ্ধনের ও রাজ্যবর্দ্ধনের পিতা। মহারাজ হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট হর্ষচরিতে লিখিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠরাজ্যের[১] পুষ্পভূতি (পুষ্যভূতি) নামা জনৈক অধিবাসী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার অপর নাম প্রতাপশীল। গন্ধার, হূণ, সিন্ধু, গুর্জ্জর, লাট ও মালব প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার অঙ্কশায়ী হয়। তিনি যশোমতীকে বিবাহ করেন[১]। ইহারই গর্ভে উক্ত দুইপুত্র ও মহাদেবী (রাজ্যশ্রী) নামে একটী কন্যা জন্মে। ভণ্ডী নামা জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর তিনি বালকদ্বয়ের শিক্ষাভার অর্পণ করেন। মৌখরিরাজ অবন্তিবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। আজমগড় জেলার মধুবন গ্রাম হইতে প্রাপ্ত রাজা হর্ষের ২৫শ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রবল পরাক্রমশালী রাজা প্রভাকর সূর্য্যোপাসক ছিলেন। কিন্তু তদীয় পত্নী যশোমতী সুগতের ভক্ত ও তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মমতের পক্ষপাতিনী ছিলেন। প্রভাকরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসন প্রাপ্ত হন[৩]।

প্রভাকর মিত্র, জনৈক কবি।

প্রভাকরী, বোধিসত্ত্বগণের তৃতীয়াবস্থা। প্রথম প্রমুদিতা, ২য় বিমলা এবং ৩য় প্রভাকরী। এই তৃতীয়াবস্থায় মানবহৃদয়ের বৃত্তিগুলি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া বিশ্বাস বা ভক্তি আনয়ন করে।

প্রভাকীট (পুং) প্রভান্বিতঃ কীটঃ মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। খদ্যোত।

প্রভাগ (পুং) প্র-ভজ-ঘঞ্। ১ বিভাগ। ২ ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ।

---

(১) এই রাজ্যের রাজধানী স্থাণ্বীশ্বর—বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর।

(২) Epi. Indi. Vol. IV. p. 204 & (২) Corps. Ins. Indi. Vol. III. p. 232. Indi. Ant. XIII p. 75.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. I p. 67-74.

প্রভাচন্দ্র, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। জৈনেন্দ্রব্যাকরণে ইঁহার উল্লেখ আছে।

প্রভাচন্দ্র, জনৈক জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। দিগম্বর পট্টাবলীতে ইনি নেমিচন্দ্রের গুরু ও লোকচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রুত-কেবলি ও সূরিদিগের পরবর্ত্তী সাতজন স্থবির মধ্যে একজন।

২ পৃথিবীচন্দ্রের শিষ্য। ১৩৯০ সম্বতে তিনি হরিভদ্রকৃত জম্বূদ্বীপসংগ্রহিনীর টীকা রচনা করেন। তিনি কৃষ্ণগচ্ছের অন্ত-র্ভুক্ত, ১৩৯১ সম্বতে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

প্রভাচন্দ্রদেব, দিগম্বরপট্টাবলী বর্ণিত রত্নকীর্ত্তির শিষ্য ও পদ্মনন্দির গুরু। তিনি পূজ্যপাদীয় শাস্ত্রের একখানি টীকা রচনা করেন। ১৩১০ সম্বতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

প্রভাচন্দ্র সূরি, প্রভাবকচরিত্রপ্রণেতা। ১৩৩৪ সংবতে ইঁহার লিখিত ধর্ম্মকুমারসাধুর শালিভদ্রচরিত্রের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

প্রভাজ (পুং) প্র-ভজ-ঘি। বিভাগকারী।

প্রভাঞ্জন (পুং) শোভাঞ্জন। (ত্রিকাণ্ড)

প্রভাত (ক্লী) প্রকর্ষেণ ভাতুঃ প্রবৃত্তমিতি প্র-ভা-আদি কর্ম্মণি ক্ত, বা প্রকৃষ্টং ভাতং দীপ্তিরত্রেতি। প্রাতঃকাল, পর্য্যায়—প্রত্যূষ, অহর্মুখ, কল্য, উষস্, প্রত্যুষস্, দিনাদি, নিশান্ত, ব্যুষ্ট, প্রগে, প্রাহ্ণ, গোল, গোসঙ্গ, উষস্, উষক, উষা, ঊষা, বিভাত।

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

শাস্ত্রমতে প্রভাতকালে প্রতিদিন দুর্গা নাম স্মরণ করিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আপদ নাশ হইয়া থাকে। প্রভাতকালে আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তিগণ বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞ ইঁহাদিগকে দর্শন করিবেন।

"বৈদ্যঃ পুরোহিতো মন্ত্রী দৈবজ্ঞোঽপ চতুর্থকঃ।
প্রভাতকালে দ্রষ্টব্যো নিত্যং স্বপ্রিয়মিচ্ছতা॥" (রাজবল্লভ)

[প্রাতঃকৃত্য শব্দ দেখ।]

প্রভাতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ। (শিবপু°)

প্রভান (ক্লী) প্র-ভা-ল্যুট্। জ্যোতিঃ, দীপ্তি।

প্রভানন্দ সূরি, চন্দ্রগচ্ছের জনৈক জৈনগুরু, দেবভদ্রের শিষ্য এবং চন্দ্রসূরি ও বিমলসূরির গুরু।

প্রভানীয় (ত্রি) প্র-ভা-অনীয়র্। দীপ্তি।

প্রভাপন (ক্লী) দীপ্তিসম্পাদন।

প্রভাপনীয় (ত্রি) প্রভাপনযোগ্য।

প্রভাপাল (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

প্রভাপ্ররোহ (পুং) আলোকরশ্মি।

প্রভামণ্ডল (ক্লী) ১ গোলাকার রশ্মি। ২ দীপ্তিপুঞ্জ।

"স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে" (কুমার ১ স°)

প্রভাময় (ত্রি) দীপ্তিময়।

প্রভামিত্র, জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। মধ্য-ভারত ইঁহার জন্মস্থান। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনরাজ্যে গমন করেন। ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রভারক (পুং) নাগভেদ।

প্রভাব (পুং) প্র-ভূ-ঘঞ্। ১ কোষদণ্ডজাত তেজঃ। ২ তেজঃ। ৩ সামর্থ্য। ৪ বিক্রম। ৫ শক্তি। ৬ উদ্ভব। (মেদিনী)

৭ কলাবতীগর্ভে জাত স্বরোচিষ্ মনুর পুত্রভেদ।

"ততশ্চ জজ্ঞিরে তস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ।
বিজয়ো মেরুনন্দশ্চ প্রভাবশ্চ মহাবলঃ॥" (মার্ক°পু° ৬৬।৫)

৮ প্রভাগর্ভজাত সূর্য্যপুত্র। (মৎস্যপু° ১১।৩)

প্রভাবক (ত্রি) প্রভাবশালী।

প্রভাবজ (ত্রি) প্রভাবাৎ জায়তে ইতি জন-ড। শক্তিবিশেষ, প্রভুশক্তিভেদ, কোষ ও দণ্ডদ্বারা সাধ্য তেজ।

(ত্রি) ২ প্রভাবজাত।

"রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্মবিশিষ্টং তৎপ্রভাবজং।" (ভাবপ্রকাশ)

প্রভাবতা (স্ত্রী) প্রভাবস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রভাবের ভাব।

প্রভাবৎ (ত্রি) প্রভা অস্যাস্তেতি প্রভা-মতুপ্ মস্য ব। প্রভাযুক্ত।

প্রভাবতী (স্ত্রী) প্রভাবৎ-ঙীষ্। ১ প্রভাবিশিষ্টা। ২ অর্হৎ নামক ঊনবিংশ বুদ্ধার্হৎমাতা। ৩ গণসমূহের বীণা। (হেম) ৪ সূর্য্যপত্নী। (ভারত ৫।১১৭।৮) ৫ ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"যস্যাঃ প্রিয়ে প্রথমকমক্ষরদ্বয়ং
তুর্য্যন্তথা গুরুনবমং দশান্তিমম্।
সান্ত্যং ভবেৎ যতিরপি চেদ্গুরুগ্রহৈঃ
সালক্ষ্যতামমৃতরুচে প্রভাবতী॥" (শ্রুতবোধ)

৬ কুমারানুচর মাতৃগণবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।৩) ৭ অঙ্গেশ্বর চিত্ররথের স্বনামখ্যাত ভার্য্যা। (ভারত ১৩।৪২।৮)

প্রভাবতী, ১ জনপদভেদ। ২ নদীবিশেষ, এই প্রভাবতী ও বাগ্মতীর সঙ্গমস্থলে জয়তীর্থ। (স্বয়ম্ভূপু°)

প্রভাবতী গুপ্তা, বাকাটকবংশীয়া এক মহারাজ্ঞী। মহারাজাধি-রাজ দেবগুপ্তের কন্যা। ইনি রাজা ২য় রুদ্রসেনকে বিবাহ করেন। ইঁহার পুত্রের নাম প্রবরসেন।

প্রভাবন (ত্রি) ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী।

প্রভাবনা (স্ত্রী) উদ্ভাবনা, প্রকাশ।

প্রভাব্যূহ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবতাভেদ। (ললিতবি°)

প্রভাষ (পুং) প্রভাষতে যঃ সঃ প্রভাষ-অচ্। বসুভেদ। (জটাধর)

"প্রত্যূষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোঽষ্টাবিতি স্মৃতাঃ।" (ভারত ১৷৬৬৷১৮)
প্র-ভাষ-ভাবে-ঘঞ্। প্রকৃষ্টকথন।

প্রভাষণ (ক্লী) প্র-ভাষ-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টরূপে ভাষণ, উত্তমরূপে কথন।

প্রভাষিন্ (ত্রি) প্র-ভাষ-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে কথনশীল।

প্রভাস (পুং) প্রভাসতে শোভতে ইতি প্র-ভাস-অচ্। ১ সোম-তীর্থ। (ত্রিকা°) এই তীর্থ অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রভাসং তীর্থমুত্তমং।
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্বয়মেব হুতাশনঃ॥
দেবতানাং মুখং বীর জ্বলনোঽনিলসারথিঃ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"
(ভারত ৩৷৮২৷৫৬-৫৭)

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম সোমনাথ। [সোমনাথ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ বসুভেদ। (মৎস্যপু° ৫৷২৩) ৩ প্রকৃষ্ট দীপ্তিযুক্ত। ৪ জৈন-গণাধিপভেদ। (হেম) ৫ কুমারানুচর গণভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অঃ) ৬ অষ্টমমন্বন্তরে দেবগণভেদ। (মার্ক°পু° ৮০অঃ

প্রভাসন (ক্লী) দীপ্তি, জ্যোতি।

প্রভাস্বর (ত্রি) দীপ্তিশালী।

প্রভিদ্ (ত্রি) প্র-ভিদ্-ক্বিপ্। প্রকৃষ্টরূপে ভেদকারক।

প্রভিন্ন (পুং) প্র-ভিদ্-ক্ত। মদমত্তহস্তী। পর্য্যায়—গর্জ্জিত, মত্ত, ভ্রান্ত, মদকল। (রাজনি°) "ততো মহামেঘমহীধরাভং প্রভিন্নমত্যঙ্কুশমত্যসহ্যম্।" (রামায়ণ ৭৷২৭৷২০) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্ট ভেদবিশিষ্ট। "প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোত্থিত-কন্দলীদলৈঃ।" (ঋতুস° ২৷৫)

প্রভু (পুং) প্রভবতীতি প্র-ভূ-ডু। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। (ভারত ১৩৷১৭৷২১) ৩ পারদ। (রাজনি°) ৪ শব্দ। (ধরণি) (ত্রি) প্রভাতীতি (বিপ্রসংভ্যোড়্ সংজ্ঞায়াং। পা ৩৷২৷১৮০) ইতি ডু। ৫ অধিপতি, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, যিনি নিগ্রহ ও অনু-গ্রহ করিতে সমর্থ, তিনি প্রভুপদবাচ্য। পর্য্যায়—স্বামী, ঈশ্বর, পতি, ঈশিত, অধিভূ, নায়ক, নেতা, পরিবৃঢ়, অধিপ, পালক।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥" (গীতা ৫৷১৪)

৬ নিত্য। (ধরণি) ৭ শক্ত। (নানার্থরত্ন°) "আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি॥" (কুমার ৩৷৪০) ৮ শ্রেষ্ঠ। "সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।" (মনু ১০৷৩) ৯ অষ্টম মন্বন্তরীয় দেবগণভেদ। (মার্ক° পু° ৮০ অঃ) ১০ বোম্বাইপ্রদেশের কায়স্থগণের উপাধি। [কায়স্থ ও পত্তনী-প্রভু দেখ।]

প্রভুতা (স্ত্রী) প্রভোর্ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ প্রভুত্ব। ২ ঐশ্বর্য্য।
"উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী॥" (শকুন্তলা ৫ অঃ)

প্রভুত্বাক্ষেপ (পুং) অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—যদি কোন স্বাধীনপতিকা নায়িকা নায়কের বিদেশগমনাদি বিষয়ে কোন বিঘ্নজনক বিশিষ্ট কারণ না দেখাইয়া কেবল স্বীয় প্রভুত্বাভিমানেই নায়ককে রুদ্ধ করিয়া রাখে, অর্থাৎ নায়ককে গমনাভিলাষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। যেমন কোন নায়িকা স্বীয় নায়ককে বলিতেছে—'হে প্রিয়! তুমি বিদেশে গমন করিলে তথায় বহুতর ধনসুখাদি লাভ করিবে এবং গমনকালে পথিমধ্যে তোমার কোনরূপ ক্লেশও হইবে না, এদিকে আমারও কোন-রূপ বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি আমার অনুরোধ—অয়ি জীবিতনাথ! তুমি বিদেশে যাইও না।'

এই স্থলে নায়কের বিদেশ গমনের প্রতি কোনরূপ বিঘ্নজনক হেতু না থাকিলেও তদ্বিষয়ে কেবল নায়িকার প্রভুত্বেই নায়কের গমন প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।*

প্রভুদেব (পুং) যোগশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

প্রভুভক্ত (পুং) প্রভোর্ভক্তঃ। উত্তমঘোটক। "প্রভুভক্তা ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ।" (শব্দচ°) ২ স্বাম্যনুরক্ত, প্রভুভক্তিপরায়ণ।

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥" (চাণক্যস°)
৩ কুলীন।

প্রভূত (ত্রি) প্র-ভূ-ক্ত। প্রচুর।
"তত্রাভূদভিভূতপ্রভূতমায়ানিকায়শতধূর্ত্তঃ।
সকলকলানিলয়ানাং ধুর্য্যঃ শ্রীমূলদেবাখ্যঃ॥" (কলাবিলাস ১৷৭)
২ উদ্গত। (মেদিনী) ৩ ভূত। ৪ উন্নত। (শব্দরত্না°)

---

* "ধনঞ্চ বহু লভ্যং তে সুখং ক্ষেমঞ্চ বর্ত্মনি।
ন চ মে প্রাণসন্দেহস্তথাপি প্রিয়! মাস্ম গাঃ॥
ইত্যাচক্ষাণয়া হেতূন্ প্রিয়যাত্রানুবন্ধিনঃ।
প্রভুত্বেনৈব রুদ্ধস্তৎ প্রভুত্বাক্ষেপ উচ্যতে॥"

'হে প্রিয়! তে বিদেশগমনে ইতি অধ্যাহার্য্যং বহুধনং সুখঞ্চ তথা বর্ত্মনি পথি ক্ষেমং কুশলঞ্চ লভ্যং। অত্র চ মে প্রাণসন্দেহঃ ন তব শীঘ্র প্রত্যাগমনস্য বহুধনলাভস্য চ সম্ভবাদিতি ভাবঃ। তথাপি মাস্ম গাঃ মাগচ্ছ, অত্র প্রিয়-যাত্রায়াঃ প্রিয়স্য বিদেশগমনস্য অনুবন্ধিনঃ পোষকান্ হেতূন্ আপেক্ষ্যণয়া কীর্ত্তয়ন্ত্যা কদাচিৎ স্বাধীনপতিকয়েতি শেষঃ প্রভুত্বেন স্বাধীনত্বয়া এব পতিঃ রুদ্ধঃ বিদেশগমনাৎ নিবর্ত্তিতঃ তস্মাৎ এষঃ প্রভুত্বাক্ষেপ উচ্যতে।'
(বাচস্পত্যধৃত প্রেমটীকা)

প্রভূতক (ত্রি) প্রভূতঃ বিদ্যতেঽস্য প্রভূত-মত্বর্থে (গোষদাদিভ্যো বুন্। পা ৫।২।৬২) ইতি বুন্। প্রভূতযুক্ত। প্রচুর বলাদিযুক্ত।

প্রভূতত্ব (ক্লী) প্রভূতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রচুরতা, প্রভূতত্বা, প্রভূত্বের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রভূততীক্ষ্ণদগ্ধা (স্ত্রী) রাজিকা, চলিত সরিষা। (বৈদ্যকনি°)

প্রভূতরত্ন (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। (ত্রি) ২ বহুধনযুক্ত।

প্রভূতি (স্ত্রী) প্রভূ-ভাবে ক্তিন্। ১ প্রকর্ষরূপে ভবন। ২ উৎপত্তি। ৩ শক্তি। ৪ প্রচুরতা।

প্রভূবন্ (ত্রি) প্র-ভূ-কনিপ্। সামর্থ্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। 'বনোরচ' নস্য রঃ। প্রভূবরী—সামর্থ্যযুক্তা। "বিশ্বা আশাঃ প্রভূবরীঃ" (শুক্লযজু° ২৩।৩৫) 'প্রভূবরীঃ প্রভবন্তি সর্ব্বভূতানি ধারয়িতুং সমর্থা ভবন্তি' (বেদদীপ)

প্রভূবসু (ত্রি) প্রভূতধনশালী ইন্দ্র। 'বেত্থারত্যা চরামসি প্রভূবসো' (ঋক্ ।৫৭।৪) 'প্রভূবসো প্রভূতধন' (সায়ণ) ২ সোম। (ঋক্ ৯।২৯।৩) ৩ ইন্দ্রের নামান্তর। ৪ অঙ্গিরাবংশোদ্ভব। ৫ ঋগ্বেদোক্ত ৫।৩৫।৩৬ এবং ৯।৩৫।৩৬ মন্ত্রদ্রষ্টা জনৈক ঋষি।

প্রভূষ্ণু (ত্রি) প্রভবতীতি প্র-ভূ-(গ্লাজিস্থশ্চ গস্নু। পা ৩।২।১৩৯) ইতি গস্নু। ১ ক্ষম। ২ শক্ত। (হেম) ৩ প্রভাশীল।

প্রভৃতি (অব্য°) প্র-ভৃ-ক্তিচ্। তদাদি, ইত্যাদি, আদি, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া। "ততঃ প্রভৃতি পিতরঃ পিতৃসংজ্ঞাস্তু লেভিরে।" (তিথিতত্ত্ব) (স্ত্রী) ২ প্রকৃষ্টাযোজন। (চরক সূত্র° ১৬ অঃ)

প্রভৃথ (ত্রি) প্রভৃ-বাহু° থক্। প্রকৃষ্টভরণ। "সমন্ত প্রভৃথেষু বাজং" (ঋক্ ১।১২২।১২) 'প্রভৃথেষু প্রকৃষ্টভরণেষু যাগেষু' (সায়ণ)

প্রভেদ (পুং) প্র-ভিদ-ঘঞ্। ভেদ, বিভিন্নতা, বৈলক্ষণ্য, পর্য্যায়—প্রকার, বিশেষ, ভিদা, অন্তর। (জটাধর) ২ স্ফোটন।

"বভূব তেনাতিতরাং সুদুঃসহঃ কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ॥"
(রঘু ৩।৩৭)

প্রভেদক (ত্রি) ১ প্রকৃষ্টরূপে ভেদক। ২ বিভাগকারী।

প্রভেদন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে ভেদন। ২ (ত্রি) প্রভেদক।

প্রভেদিকা (স্ত্রী) ১ ভেদকারিণী। ২ বেধন অস্ত্রবিশেষ।

প্রভেদনী (স্ত্রী) যে অস্ত্রদ্বারা ভেদ করা যায়।

প্রভেশ্বর (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ। (শিবপু°)

প্রভ্রংশ (পুং) প্র-ভ্রংশ-অচ্। ভ্রষ্ট হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া।
(শত° ব্রা° ১২।৮।৩।২২)

প্রভ্রংশথু (পুং) সুশ্রুতোক্ত নাসাগত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচনপ্রয়োগ, কটু দ্রব্যের অতিশয় আঘ্রাণ, সূর্য্য নিরীক্ষণ অথবা সূত্রাদির দ্বারা তরুণাস্থি নামক মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইলে ক্ষবথু (হাঁচি) হয়। পরে তাহা হইতে মূর্দ্ধি সঞ্চিত, গাঢ়, বিদগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কফ পিত্ততাপিত হইয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা মূর্দ্ধিদেশ হইতে ক্ষরিত হয়। উহাকে ভ্রংশথু প্রভ্রংশথু রোগ কহে।* (সুশ্রুত নিদানস্থান ৩২ অ°)

ভাবপ্রকাশমতে পূর্ব্বসঞ্চিত শিরোগত গাঢ় লবণরসাত্মক ও বিদগ্ধ কফ পিত্ত কর্ত্তৃক তাপিত হইয়া নাসিকারন্ধ্র হইতে বিগলিত হইলে তাহাকে প্রভ্রংশথু বা ভ্রংশথু রোগ কহে।

(ভাবপ্র° নাসারোগাধি°) [নাসারোগ দেখ।]

প্রভ্রংশিন্ (ত্রি) প্রভ্রংশ-অস্ত্যর্থে-ইনি। প্রভ্রংশথু, প্রভ্রংশশীল।

প্রভ্রংশুক (ত্রি) প্রভ্রংশশীল। (শতপথ ব্রা° ১৩।৫।৫।৪)

প্রভ্রষ্ট (ত্রি) প্র-ভ্রন্শ-ক্ত। ভ্রংশযুক্ত। সংজ্ঞায়াং কন্। ২ শিখাবলম্বি মাল্য, যে মাল্য চূড়াদেশ হইতে লম্বমান। (অমর)

প্রমংহিষ্ঠীয় (ক্লী) সামভেদ।

প্রমগন্দ (পুং) বার্দ্ধুষিকপুত্র, যাহারা টাকার সুদে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে বার্দ্ধুষিক কহে। "আনোভর প্রমগন্দস্য বেদো" ঋক্ ৩।৫৩।১৪) 'প্রমগন্দস্য বৈশ্যগ্যাদিলক্ষণপরিমাণং গতোঽর্থঃ মামেব গমিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা পরেভ্যো দদাতীতি মগন্দঃ বার্দ্ধুষিকঃ তস্যাপত্যং পুত্রাদিঃ প্রমগন্দঃ' (সায়ণ) ২ রাজভেদ।

প্রমঙ্গন (ক্লী) অগ্রগামী।

প্রমনস্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং মনো যস্য, সংজ্ঞাবে পত্বং অন্যত্র অণঃ। ১ হর্ষযুক্ত। ২ সুমনস্, উত্তমমনোযুক্ত। (অথর্ব্ব ২।২৮।১)

প্রমণ্ডল (পুং ক্লী) চক্রনেমি।

প্রমতক (পুং) প্রাচীন ঋষিভেদ।

প্রমতি (ত্রি) প্রকৃষ্টা মতির্যস্য। ১ প্রকৃষ্টমতিযুক্ত, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন। (পুং) ২ প্রতীচীশ্বর সুনয় নৃপের পুরোহিত কশ্যপবংশীয় ঋষিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮ অঃ) ৩ চ্যবন ঋষির পুত্রভেদ। (ভারত ১৫ অঃ) ৪ গৃৎসমদঋষিবংশীয় বাগিন্দ্রঋষির পুত্র ঋষিভেদ। (ভারত অনুশাসন ৩০ অঃ) ৫ নৃগের পুত্র নৃপভেদ। ৬ তদ্বংশীয় বৎসপ্রীর পুত্র নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২।১৬)

প্রমত্ত (ত্রি) প্রমাদ্যতি স্মেতি প্র-মদ-গত্যর্থেতি ক্ত। তস্য নত্বাভাবঃ। অনবধানতাযুক্ত, প্রমাদী।

"মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ॥" (ভাগ° ১।৭ অঃ)

'মত্তং মদ্যাদিনা প্রমত্তমনবহিতং' (স্বামী) অসাবধান, যাহাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যে অকর্ত্তব্য জ্ঞান এবং অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য

* "প্রভ্রংশতে নাসিকয়ৈব যশ্চ সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণো কফশ্চ।
প্রাক্ সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি পিত্ততপ্তঃ প্রভ্রংশথুঃ ব্যাধিমুদাহরন্তি।"
(সুশ্রুত নাসারোগাধিকার)

জ্ঞান, তাহাদিগকে প্রমত্ত কহে। ২ সন্ধ্যাদিহীন, যাহারা কুকর্ম্মরত।

"সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৭ অঃ)

প্রমত্তগীত (ক্লী) প্রমত্তেন গীতং। প্রমত্ত কর্তৃক গীত।

প্রমত্তবৎ (ত্রি) প্রমত্ত-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। প্রমাদযুক্ত, মত্ত।

প্রমথ (পুং) প্রমথতীতি প্র-মথ-অচ্। ১ ঘোটক। ২ শিবের পারিষদ। (শব্দরত্না°) ইহাদের সংখ্যা ৩৬ কোটি।

"ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি প্রমথা দ্বিজসত্তমাঃ।
তত্রৈকত্র সহস্রাণি ভাগে ষোড়শ সংস্থিতাঃ॥" ইত্যাদি।
(কালিকাপু° ২৯ অঃ)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—মহাদেবের মুখনির্গত ফেন হইতে প্রমথগণের উৎপত্তি হইয়াছে। যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎসৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিতে-ছিলেন, তখন চারিভাগে বিভক্ত ষষ্টিশতসহস্র সংখ্যক প্রমথগণ আগমন করিয়া মহাদেবের অর্চনা করিতে লাগিল। চারিভাগে বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট ১৬ হাজার প্রমথ ছিল। ইহারা ভোগবিমুখ, ধ্যানপরায়ণ, যোগী এবং মদমাংসর্য্যাদিরহিত। ইহারা কখন কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিত না এবং স্রকৃচন্দনাদি উপভোগ্য বিষয়ে তাহাদের অনুরাগ ছিল না। তাহারা স্ত্রীপুত্রাদি সংসারসুখে নিরভিলাষ হইয়া যোগশিক্ষার জন্য ধ্যানপরায়ণ হইয়া মহাদেবের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিত।

এতদ্ভিন্ন অন্য প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে সহায়। এই সকল প্রমথগণ বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত, জটাজুট ও অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট, শিবের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃষারূঢ়, উমার ন্যায় সুন্দরী কামিনীগণসেবিত, বিচিত্র মাল্যদ্বারা বিভূষিত, এইরূপে নানাপ্রকার মনোহরবেশে উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগমন করিত। এই সকল প্রমথগণ মহাদেবের ন্যায় অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া থাকিত। মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত যে কালে সুখে বিলাসাদি করিতেন, সেই সময় ইহারা মহাদেবের দ্বারদেশ রক্ষা করিত। প্রতিদিন যে কালে মহা-দেব আকাশপথে বিচরণ করেন, উক্ত প্রমথগণ সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করে এবং তিনি যে সময়ে ধ্যান করেন, তখন ইহারা তাঁহার পরিচর্য্যা করে। এই প্রমথগণ মায়াবী।

যে সকল প্রমথগণ যুদ্ধস্থানে গমন করিয়া শত্রু বিদলন করে, তাহাদের সংখ্যা ৯ কোটি। গায়ক প্রমথগণ মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতি বাদ্যসংযোগে মধুর স্বরে গান করিয়া মহাদেবের সমীপে নৃত্য করেন। তিন কোটি প্রমথ নানারূপ ধরিয়া মহাদেবের পশ্চাতে গমন করে। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ বলবান্ প্রমথগণ সকলেই মায়াবলে সকল কার্য্য সাধন করিতে পারেন। অধিক কি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী ঐ প্রমথগণ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ত্রিভুবন বিচরণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন। রুদ্র নামক অন্য প্রমথগণ জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরেন্দ্রের আদেশে সর্ব্বদা স্বর্গে বাস করিতেন। এক কোটি প্রবল-পরাক্রান্ত প্রমথ নিরন্তর মহাদেবের সেবা করিতেন। যে সকল প্রমথ পাপীদিগকে নিজ মহিমায় বিস্ময়ান্বিত করিয়া ধার্ম্মিক-দিগকে পরিপালন এবং তাহাদিগের সকল প্রকার বিস্ময় দূর করিত, তাহারা বরাহগণকে নিধন এবং মহাদেবের সেবা করি-বার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাদেব বরাহগণ, নরসিংহ ও হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তাপূর্ব্বক যে শব্দ করিয়া-ছিলেন, সেই শব্দ কালে মুখ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাহা-দের উৎপত্তি হেতু, ইহারা বহুরূপী হইয়াছিল। মহাবল প্রমথ-গণ যদিও ক্রূরকার্য্য করিত না, তথাপি তাহাদের দর্শনই ক্রূরতা প্রকাশ পাইত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্রূর কার্য্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ পাইত। তাহারা পর্ব্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র এবং মূল প্রভৃতি ভোজন করিত এবং তাহারা ফলপুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন করিত। মহাদেবের যে কিছু ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল ভোজন করিত। প্রমথগণ চৈত্র মাসের চতুর্দ্দশী ভিন্ন সকল তিথিতেই আমিষ ভোজন করিয়া থাকে। (কালিকাপু° ৩১ অঃ) ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।১২)

প্রমথন (ক্লী) প্র-মথ-ভাবে ল্যুট্। ১ বধ, হত্যা, বিনাশ।

"বালিপ্রমথনঞ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্॥" (রামা° ১।৩।২৪)

২ ক্লেশন। ৩ বিলোড়ন। ৪ উন্মূলন। ৫ মর্দন। ৬ যন্ত্রণা দেওয়া। ৭ ত্যাগ। ৮ পরিভব। প্রকর্ষেণ মথতীতি প্রমথ-ল্যুট্। (ত্রি) ৯ প্রমাথক।

"স চাশ্বিরূপসদৃশো দেবতুল্যপরাক্রমঃ।
সর্ব্বাসামেব নারীনাং চিত্তপ্রমথনো রহঃ॥"(ভার° ১।১০২।৬২)

প্রমথা (স্ত্রী) প্রমথতি ত্রিদোষানিতি প্র-মথ-অচ্। ১ হরীতকী। ইহা ত্রিদোষনাশক এই জন্য ইহার নাম প্রমথা। ২ পীড়া।

প্রমথাধিপ (পুং) প্রমথানাং অধিপঃ। মহাদেব।

প্রমথালয় (পুং) নরকভেদ।

প্রমথিত (ক্লী) প্রকর্ষেণ মথিতং। ১ নবনীত। ২ নির্জল-তক্র। (ত্রি) ৩ প্রকর্ষরূপে মথিত।

প্রমদ্ (স্ত্রী) ১ জ্যোতিঃ। ২ ইচ্ছা, প্রবৃত্তি। (শুক্লযজুঃ ৩০।৬)

প্রমদ (পুং) প্র-মদ-(প্রমদসম্মদৌ হর্ষে। পা ৩।৩।৬৮) ইতি অপ্। হর্ষ। "প্রমদমদনমাদ্যদ্যৌবনোদ্দামরামা।" (মাঘ ১১ স°)

"তচ্ছ্রুত্বা মম রাজশ্চ বিষাদপ্রমদৌ যয়োঃ।
অভূতাং মেঘমালোক্য হংসচাতকয়োরিব॥" (কথাস° ৬।১৬২)

প্রমাদ্যত্যনেনেতি প্র-মদ-করণে অপ্। ১ ধস্তূরফল। (শব্দচ°) ২ দানববিশেষ। (হরিব° ৩।৮৭) ৩ বশিষ্ঠপুত্রদিগের মধ্যে একটী পুত্র। ইনি উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (ভাগ° ৮।১।২৪) প্রমাদ্যতীতি প্র-মদ-কর্ত্তরি অচ্ বা প্রকর্ষেণ মদোঽস্ত (ত্রি) ৪ মত্ত, প্রমাদযুক্ত। (মেদিনী)

প্রমদক (পুং) পরলোকাসত্ত্ববাদী নাস্তিকভেদ, যে সকল নাস্তিক পরলোকের সত্তা স্বীকার করে না, ইহাদের মত ইহলোকের অতিরিক্ত আর পরলোক নাই।

"প্রমদকো যোঽয়মেব লোকোঽস্তি ন পরঃ।" (নিরুক্ত ৬।৩২)

প্রমদ-স্বার্থে-কন্। ১ প্রমদ শব্দার্থ।

প্রমদকানন (ক্লী) প্রমদানাং কাননং (ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলম্। পা ৬।৩।৬৩) ইতি হ্রস্বঃ বা প্রমদায় হর্ষায় যৎ কাননং। ১ প্রমদাবন, রাজাদিগের অন্তঃপুরোচিত উদ্যান। আনন্দকানন।

প্রমদবন (ক্লী) প্রমদানাং বনং, ঙ্যাপোরিতি হ্রস্বঃ। প্রমোদকানন। আনন্দকানন।

প্রমদা (স্ত্রী) প্রমদয়তি পুরুষমিতি প্র-মদ-হর্ষে ণিচ্-অচ্ বা প্রমদো হর্ষোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্ টাপ্। উত্তমযোষিৎ, উত্তমাস্ত্রী, সুন্দরী নারী।

"নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥"(কুমার ৪।১২)

২ চতুর্দ্দশাক্ষরপাদক বৃত্তিবিশেষ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"নজভজলা গুরুশ্চ ভবতি প্রমদা।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১৩ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রমদাকানন (ক্লী) প্রমদানাং কাননং। প্রমদবন।

প্রমদাবন (ক্লী) প্রমদানাং বনং। প্রমদবন।

প্রমদিতব্য (ক্লী) প্র-মদ-তব্য। উপেক্ষাযোগ্য।

"দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।" (তৈত্তিরীয়উপ° ১।১১।১)

প্রমদ্বরা (স্ত্রী) শুনক ঋষির মাতা, রুরুর ভার্য্যা। গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু হইতে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। স্থূলকেশমুনি ইহাকে লালনপালন করেন। স্থূলকেশ মুনি প্রমতি মুনির পুত্র রুরুকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন। (ভারত ১।৫ অঃ)

প্রমনস্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং মনো যস্ত। হর্ষযুক্ত।

"ইতি বহুপুরুষং প্রভাবতি প্রমনসি মদ্রপতৌ রিপূন্ত্বরং।"
(ভারত ৮।৩৭।৪১)

প্রমন্থ (পুং) অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ°) কোন কোন পুরাবিদের বিশ্বাস এই শব্দই রূপকভাবে গ্রীকদিগের নিকট Prometheus নামে বর্ণিত হইয়াছে। [অগ্নি দেখ।]

প্রমন্থু (পুং) প্রিয়ব্রতবংশীয় বীরব্রতের এক পুত্র, মন্থুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (ভাগ° ৫।১৫।১৫)

প্রমন্দ (পুং) সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষভেদ।

প্রমন্দনী (স্ত্রী) সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব)

প্রমন্যু (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ মন্যুর্যস্ত। ১ অতিশয় ক্রোধযুক্ত। (পুং) ২ অতিক্রোধ।

প্রময় (পুং) প্র-মী বধে-ভাবে অচ্। বধ। (হেম)

"দৃষ্টং দৃষ্টং নৃপো দস্যুং বধ্বা প্রময়মীয়ুষাম্।
অর্ব্বাক্ কালভবৈর্বার্ত্তা যৎপ্রবন্ধেষু পূর্য্যতে॥" (রাজত° ১।২)

প্রময়ু (ত্রি) প্র-মী-বধে কর্ত্তরি-উন্। হিংসক। (অথ° ৮।১।১৬)

প্রমর (পুং) প্রকৃষ্টরূপে মারয়িতা, যিনি উত্তমরূপে শত্রু মদ্দন করেন।

"এতৌ মে গাবৌ প্রমরস্য যুক্তৌ।" (ঋক্ ১০।২৭।২০)

"প্রমরস্য প্রকর্ষেণ শত্রূণাং মারয়িতুঃ।" (সায়ণ)

প্রমরণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে মর্দ্দন।

প্রমর্দ্দক (ত্রি) প্র-মৃদ-ণ্বুল্। প্রকৃষ্টরূপে মর্দ্দক।

প্রমর্দ্দন (ত্রি) প্রমৃদ্নাতি প্র-মৃদ-ল্যু। ১ প্রকর্ষরূপে মর্দ্দক। (পুং) ২ দৈত্যভেদ। (হরিব° ১৬৪ অঃ) (পুং) ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) প্রলয়কালে ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত জগৎ মর্দ্দন করেন, এই জন্ত তাঁহাকে প্রমর্দ্দন কহে।

প্রমর্দ্দিতৃ (ত্রি) প্রমর্দ্দনকর্ত্তা।

প্রমর্দ্দিন্ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে মর্দ্দনশীল।

প্রমহস্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং মহঃ তেজঃ যস্ত। প্রকৃষ্ট তেজস্বী, অতিশয় তেজস্বী। "সমিদ্ধস্য প্রমহসোঽগ্নে বন্দে।" (ঋক্ ৫।২৮।৪) 'প্রমহসঃ প্রকৃষ্টতেজসঃ' (সায়ণ)

প্রমা (স্ত্রী) প্রমীয়তে ইতি প্র-মাঙ্ মানে (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইতি অঙ্ টাপ্। যথার্থ জ্ঞান, প্রমিতি, প্রমাণ।

"প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধ-বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥"
(প্রবোধচ° ২ অঃ)

নৈয়ায়িকদিগের মতে অর্থবিজ্ঞানের নাম প্রমা। 'যৎ অর্থবিজ্ঞানং সা প্রমা' (বাৎসায়ন) যাহাতে অর্থের বিজ্ঞান অর্থাৎ সম্যক্ বোধ হয়, তাহাকে প্রমা কহে। যাহাতে যাহা আছে, তাহাতে তাহার অনুভবের নাম প্রমা। 'যত্র যদস্তি তত্র তস্যানুভবঃ' 'তদ্বতি তৎপ্রকারকো জ্ঞানং' (বাৎসা°) তাহাতে তৎপ্রকারক জ্ঞানের নাম প্রমা। এই সকল বাক্যের স্থূল

তাৎপর্য্য এই যে ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানের নাম প্রমা। যে জ্ঞানে কোন রূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই, তাহাই প্রমাপদবাচ্য। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ দুষ্ট হইলে অপ্রমা হইবে এবং ভ্রমশূন্য হইলেই প্রমা হইবে।*

যাহার যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তত্তদ্ গুণ ও দোষযুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া ও অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। [বিশেষ বিবরণ প্রমাণ শব্দে দেখ।]

প্রমাণ (ক্লী) প্রমীয়ন্তে বিশ্বমনেনেতি প্র-মা-ল্যুট্। ১ বিষ্ণু।
"প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ।" (ভারতশান্তিপর্ব্ব)
২ নিত্য। ৩ মর্য্যাদা। ৪ শাস্ত্র। ৫ সত্যবাদী। প্র-মা ভাবে ল্যুট্। ৬ ইয়ত্তা। ৭ হেতু। প্রমিণোতীতি প্র-মা-কর্ত্তরি ল্যু। (পুং) ৮ প্রমাতা। (মেদিনী) ৯ প্রমা। (ক্লী) এই শব্দ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ এবং একবচনান্ত হয়। যথা 'বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণমিত্যাদি'।

নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমার কারণ প্রমাণ। সকল দর্শনশাস্ত্রেই প্রমাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

সাংখ্যদর্শনে কপিল প্রমাণের এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকং তত্ত্রিবিধং প্রমাণম্।" বস্তু যতক্ষণ না বুদ্ধ্যারূঢ় হয়, তৎক্ষণ তাহা অসন্নিকৃষ্ট বা অসম্বদ্ধ থাকে। অসন্নিকৃষ্ট বস্তু ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধ্যারূঢ় হইলে যে তদ্বস্তুর পরিচ্ছেদ, ইয়ত্তার ধারণ বা স্বরূপনিশ্চয় হয়, সেই পরিচ্ছেদ বা অবধারণ প্রমানামে খ্যাত। প্রমা প্রমাতৃপুরুষের অথবা বুদ্ধির ধর্ম্ম। যাহা সেই বস্তুনিশ্চয়কারিণী প্রমার সাক্ষাৎকারক অর্থাৎ জনক, তাহাই প্রমাণ নামে খ্যাত।

বস্তু যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা অসন্নিকৃষ্ট থাকে, পরে সেই অসন্নিকৃষ্ট বস্তু সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া অথবা পুরুষের নিকট পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহা এতদ্রূপ ও অমুক ইত্যাকারে অবধৃত হয়। সেই অধ্যবসায় বা বুদ্ধির বিকাশ বিশেষ প্রমা নামে কথিত হইয়া থাকে।

উক্ত বিধ প্রমাজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রমাণ কত প্রকার, এক না বহু? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যখন দেখা যাইতেছে, বস্তু নানাবিধ এবং তাহাদের অবস্থাও অনেক প্রকার—অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা। এই সর্ব্ববিধ বস্তুর পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক, তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থপরিপূর্ণ বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে একটীমাত্র প্রমাণ থাকিবে, ইহা অসম্ভব। জগতের কোন বস্তুই অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে। পরীক্ষাসাধক পদার্থ একটী হইলে যে কালে পরীক্ষিতব্য বর্ত্তমান, সে কালে পরীক্ষাসাধক সামগ্রীটী হয় ত নাও থাকিতে পারে এবং যে কালে পরীক্ষাসাধক প্রমাণ বিদ্যমান, সেকালে পরীক্ষিতব্য বস্তু না থাকিতেও পারে। এইরূপ হইলে পরীক্ষা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষপরিহারের জন্য এমন কোন পদার্থ স্বীকার্য্য, যে তাহা কালত্রয়াবস্থায়ী। প্রমাণ একটী হইলে ত্রৈকালিক পরীক্ষা সিদ্ধ হয় না; সুতরাং বর্ত্তমান পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন সর্ব্বসম্মত প্রত্যক্ষ উপস্থিত আছে, তেমনি অতীত ও অনাগত পরীক্ষার জন্য প্রমাণান্তর থাকা আবশ্যক। পরীক্ষা কার্য্যটীকে জগদন্তঃপাতী স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে জগতের অসম্পূর্ণতার আপত্তি হয়, সেই কারণে বলা উচিত বা স্বীকার করা উচিত যে, জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন নানা, তেমনি তদ্গ্রাহক প্রমাণও নানা।

প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মতভেদ আছে, কেহ এক, কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ চার, কেহ পাঁচ, কেহ বা ছয় প্রমাণ স্বীকার করেন। বেদান্তকারিকায় এই প্রমাণের মতভেদবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ॥" (বেদান্তকা°)

ন্যায়দর্শনে প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম স্বপ্রণীত গৌতমসূত্রে যে ষোড়শ পদার্থের স্বীকার

* "দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ॥
প্রত্যক্ষে তু বিশেষ্যেণ বিশেষণবতা সমম্।
সন্নিকর্ষো গুণস্তু স্যাদথ ত্বনুমিতৌ গুণঃ॥
পক্ষে সাধ্যবিশিষ্টে চ পরামর্শো গুণো ভবেৎ।
শক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধিস্তু ভবেদুপমিতৌ গুণঃ।
শাব্দবোধে যোগ্যতায়াস্তাৎপর্য্যস্যাথ বা প্রমা॥
গুণঃ স্যাদ্ভ্রমভিন্নন্তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা।
অথবা তৎপ্রকারং যৎ জ্ঞানং তদ্বদ্বিশেষ্যকম্॥" (ভাষাপরি° ১৩১-১৩৩)

করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই প্রমাণ শব্দে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ প্রমাণ দ্বারা সকল পদার্থ স্থিরীকৃত হয়। এই জন্ত তিনি প্রথমে প্রমাণ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি গৌতম চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" (গৌতমসূ° ১।১।৩) প্রমাণ এই শব্দটী প্র+মা+লুাট্, প্র-উপসর্গ, মা-ধাতু ও লুাট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্র-উপসর্গের সহিত মাধাতুর অর্থ যথার্থজ্ঞান এবং লুাট্ প্রত্যয়ের অর্থ করণ। তিনটী মিলিত হইয়া প্রমিতির কারণকে বোধ করায়, এই জন্ত উহাকে প্রমাণ কহে।

কার্য্যমাত্রেই কর্ত্তা ও করণকে অপেক্ষা করে। কর্ত্তা ও করণ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না ও হইতেও পারেনা। বস্ত্রাদি কার্য্যের কর্ত্তা তন্তুবায় প্রভৃতি এবং করণ তুরী মাকু আদি। এইরূপ জ্ঞানও একটী কার্য্য বলিয়া তাহার কর্ত্তা ও করণ অবশ্যই আছে। যাহার যত্নে কার্য্য জন্মে, তাহাকে কর্ত্তা কহে। যাহার ব্যাপারের অন্তরই কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম করণ। আত্মার যত্নে জ্ঞান জন্মাইতেছে, এজন্ত জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মা। ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি প্রভৃতির ব্যাপারের অনন্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এজন্ত ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তি জ্ঞানাদি জ্ঞানের করণ। ঐ জ্ঞানের করণই প্রমাণ। এই প্রমাণ চারি প্রকার— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ শব্দ জ্ঞানবিশেষকে এবং জ্ঞানবিশেষের করণকেও বুঝায়। [প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় প্রত্যক্ষ শব্দে দেখ।]

অনুমান শব্দটী অনুমিতি-করণের বোধক। এজন্ত অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ। অনু পশ্চাৎ, মান অর্থাৎ জ্ঞান, পশ্চাদ্ জ্ঞানই অনুমান। ব্যাপ্য পদার্থের (ধূমাদির) দর্শনান্তর ব্যাপক পদার্থের (বহ্নি প্রভৃতির) নিশ্চয়কে অনুমিতি কহে। যেরূপ কোন গৃহাদিতে দূর হইতে ধূম দর্শন করিলে ঐ গৃহে বহ্নি আছে, এইরূপ সকলেরই নিশ্চয় হইয়া থাকে। নদীতে জলবৃদ্ধি বা বেগের আধিক্য দেখিলে কোন দেশে বৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ নির্ণয় অবশ্যই হয়। এ স্থলে উক্ত বহ্নির নিশ্চয় ও বৃষ্টি হইয়াছে, এই নির্ণয় বাহ্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্মে না, কিন্তু ব্যাপ্য ধূমাদি বা নদীবৃদ্ধি ও বেগদর্শনান্তর জন্মাইতেছে, এজন্ত উক্ত নিশ্চয়কে অনুমান বলা যায়। এই স্থলে ধূমটী বহ্নির ব্যাপ্য ও বহ্নি ধূমের ব্যাপক। নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য এবং বৃষ্টি নদীবৃদ্ধি ও বেগের ব্যাপক। যে পদার্থ না থাকিলে যে বস্তুর অভাব থাকে, উক্ত পদার্থের ব্যাপ্য উক্ত বস্তু হয়। যথা বহ্নি না থাকিলে ধূম কখন থাকিতে পারেনা, অতএব ধূম বহ্নি পদার্থের ব্যাপ্য এবং ধূমের ব্যাপক। বৃষ্টি না হইলে নদী বৃদ্ধি বা জলের বেগ কখনই হইতে পারেনা, সুতরাং নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য ও বৃষ্টি উহার ব্যাপক।

যে জ্ঞানটী যে পদার্থের অনন্তর নিয়ত উৎপন্ন হয়, অথচ মধ্যে ব্যাপার থাকে, সেই পদার্থটী সেই জ্ঞানের করণ হয়। উপরোক্ত স্থলে বহ্নি আছে, এই জ্ঞানটী ধূমদর্শনের অনন্তর উৎপন্ন হইতেছে এবং নদীবৃদ্ধিদর্শনের অনন্তর বৃষ্টি হইয়াছে, এই নিশ্চয়টী নিয়ত হয় ও মধ্যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বত ইত্যাদি পরামর্শ জন্মে। অতএব ঐ ধূমদর্শনাদি বহ্ন্যাদির অনুমিতির করণ হইয়াছে। এইরূপ উপমিতির করণ উপমান এবং শব্দবোধের করণ শব্দপ্রমাণ স্থির করিতে হইবে।

গৌতমসূত্রে অনুমানের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—

"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ" (গৌতমসূ° ১।১।৫)

কোন ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া অন্য কোন ব্যাপকের যে নিশ্চয় হয়, তাহা অনুমিতি। অনুমিতিস্থলে প্রথমে লিঙ্গ দর্শন, তৎপরে লিঙ্গলিঙ্গীর অর্থাৎ হেতুসাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরিশেষে অপ্রত্যক্ষ অর্থের (সাধ্যের) জ্ঞান হয়। এই সাধ্যের জ্ঞান অনুমিতি। ব্যাপ্তিজ্ঞান বা লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শনই করণ, পরামর্শ অর্থাৎ সাধ্যব্যাপ্তিযুক্ত হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই ব্যাপার। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ বলিয়া তাহাই অনুমান। কেন না প্রথমে লিঙ্গদর্শন, তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান বা স্মরণ হইয়া থাকে। অনু পশ্চাৎ অর্থাৎ লিঙ্গদর্শনের পর মান অর্থাৎ লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ-জ্ঞান হওয়ার নামই অনুমান। এই অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, কেন না লিঙ্গের প্রত্যক্ষ না হইলে লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ স্মরণ হইতে পারে না। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধও পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কেন না অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মহানসে বহ্নি ও সহচার অর্থাৎ সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইলে তাহার পক্ষেই বহ্নিধূমের সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তির স্মরণ হইতে পারে। যে ব্যক্তি বহ্নি ও ধূমের সামানাধিকরণ্য কখনও অনুভব করেন নাই, তাহার পক্ষে বহ্নিধূমের ব্যাপ্তি স্মরণ অসম্ভব। ফলে অব্যবহিত ভাবেই হউক বা ব্যবহিত ভাবেই হউক অনুমানের মূলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া অন্য কোন ব্যাপকের যে নিশ্চয় হয়, তাহাই অনুমিতি। কোন পদার্থ দেখিলেই অন্যের নিশ্চয় হয়, এইরূপ নহে। তাহা হইলে গো দেখিলে ঘোটকের নিশ্চয় হইত ও ঘট দেখিলে পটের নিশ্চয় হইত, এই জন্ত ব্যাপ্য দেখিলেই ব্যাপকের নিশ্চয় হয়,

ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। যথা—ধূম দর্শন করিয়া পর্ব্বত ও গৃহাদিতে অগ্নির এবং নদীবৃদ্ধি দেখিলে বৃষ্টির, পত্রদর্শন দ্বারা লেখকের নির্ণয় হইয়া থাকে। এইস্থলে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়াই তাহার নাম ব্যাপ্য। সাধ্যশূন্যদেশে অর্থাৎ সাধ্যটী যে স্থানে থাকে, সেই দেশে না থাকা তাহাকে সাধ্যের ব্যাপ্তি কহে। সাধ্য শব্দটী যাহার অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। এস্থলে বহ্নিবৃষ্টি প্রভৃতির অনুমিতি হইতেছে. এজন্য বহ্নি ও বৃষ্ট্যাদি সাধ্য। বহ্নিশূন্য দেশে কখন ধূম থাকে না অর্থাৎ বহ্নি যে দেশে নাই, সে স্থলে ধূমের অসদ্ভাব আছে, একারণে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। বৃষ্টি না হইলে কোনরূপেই নদী বৃদ্ধি হয় না। যে স্থানে অধিক বৃষ্টি হয়, সেই স্থানেই নদীর বৃদ্ধি হয়। একারণ বৃষ্টির ব্যাপ্য নদীবৃদ্ধিকে বলিতে হইবে। পর্ব্বতাদিতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমাদির দর্শন হইয়া তৎপরে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি এবং বৃষ্টি-ব্যাপ্য নদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদি নিশ্চয় হয়, তদনন্তর বহ্নিমান্ পর্ব্বতাদি এবং নদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদিরূপ অনুমিতি জন্মে। এই প্রকারে যে বহ্নি প্রভৃতির অনুমান হয়, তাহার কারণ যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হইয়া হয় না। এস্থলে পর্ব্বতাদিতে যে বহ্নির নির্ণয় কিংবা দেশাদিতে বৃষ্টির নির্ণয় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই এবং কোন বাক্যদ্বারাও ঐ জ্ঞানটী জন্মাইতেছে না, এই জন্য উহা শব্দ-প্রমাণও বলা যাইতে পারে না। এই জন্য সাধ্যব্যাপ্য হেতু-বিশিষ্ট পক্ষ পর্ব্বতাদিরূপ জ্ঞান হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অনুমিতি।

এই অনুমান তিনপ্রকার পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে কারণহেতুক অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। যথা—মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া শীঘ্র বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান এবং রোগ বিশেষ দেখিয়া অচিরে মৃত্যু হইবে এইরূপ অনুমান। এস্থলে বৃষ্টির কারণ মেঘের উন্নতি এবং মৃত্যুর কারণ রোগ বিশেষ। ইহারা হেতুজ্ঞাপক হওয়ায় ঐ অনুমিতি সকল কারণলিঙ্গক অনুমান হইয়াছে।

কার্য্যহেতুক অনুমান অর্থাৎ কার্য্যকে হেতু করিয়া কারণের যে অনুমিতি হয়, তাহার কারণকে শেষবৎ অনুমান কহে। যথা—ধূমাদি দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতির অনুমিতি এবং নদীর বেগাধিক্য দেখিয়া অতীতবৃষ্টি অনুমিতি।

যে স্থলে কার্য্য ও কারণ-ভিন্নহেতুক যে অনুমান হয়, তাহা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা—জন্যত্ব দেখিয়া বিনাশিত্বের অনুমিতি ইত্যাদি।

নব্য নৈয়ায়িকগণ, কেবলান্বয়ি অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ অনুমান, কেবলব্যতিরেকী অনুমানের নাম শেষবৎ ও অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

যে স্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান না থাকিয়া কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিয়া যে অনুমিতি জন্মে, সেই অনুমিতির কারণকে কেবলান্বয়ী কহে। অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের অজন্য হইয়া ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য যে অনুমিতি, তাহার কারণ কেবল-ব্যতিরেকী। উভয় ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য যে অনুমিতি, তাহার কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী। ব্যাপ্তি দুই প্রকার। অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সকল বিষয় লইয়া এত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন যে, তাহা ঐ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী না হইতে পারিলে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিবার সাধ্য নাই। বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় ঐ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রকটন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্ববৎ অনুমান—কারণ ও কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্বে কারণের সত্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে তদ্দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এইজন্য পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ এবং শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। অতএব যেখানে কারণ দ্বারা কার্য্যের অনুমান হয়, তাহারই নাম পূর্ব্ববৎ। যথা মেঘের উন্নতি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। পূর্ব্ববৎ শব্দ মত্বর্থপ্রত্যয় ও বতিপ্রত্যয় এই উভয় প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে। মত্বর্থপ্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইলে পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ পূর্ব্বযুক্ত। পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ। কারণযুক্ত অনুমানের উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ শব্দ বতিপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইলে ইহার অর্থ পূর্ব্বতুল্য। তদনুসারে প্রকারান্তরে অনুমানের ত্রৈবিধ্যই ব্যাখ্যাত হইতেছে। যেস্থলে সম্বন্ধ-গ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে লিঙ্গলিঙ্গীর বা সাধ্য-সাধনের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট সাধন দ্বারা তথাবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, সে স্থলে পূর্ব্বদৃষ্টের তুল্যরূপ সাধ্যের অনুমান হয় বলিয়া উহারও নাম পূর্ব্ববৎ। মহানসে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। কালান্তরে তথাবিধ অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট ধূমের তুল্য ধূম দেখিয়া পর্ব্বতাদিতে তথাবিধ বহ্নির অনুমান হয়। যে স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধ্য ও সাধন উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ সাধন দ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অনুমান হইলে পূর্ব্ববৎ অনুমান হইয়া থাকে। এই অনুমান স্থলে প্রত্যক্ষ সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষদৃষ্ট নিয়ত সম্বন্ধ পদার্থদ্বয়ের একটী পদার্থ দেখিয়া অপর পদার্থের অনুমান হয়। ইহাই পূর্ব্ববৎ অনুমান।

শেষবৎ অনুমান—কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমানের না

অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া যে স্থলে কারণ অনুমিত হয়, তথায় শেষবৎ অনুমান। নদীর পরিপূর্ণতা এবং স্রোতের প্রখরতা-বিশেষ দর্শনে যে অতীতবৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা শেষবৎ অনুমান। কারণ নদীর পূর্ণত্ব এবং স্রোতের প্রখরত্ববিশেষ বৃষ্টির কার্য্য। বৃষ্টির জলই উহা সম্পাদন করিয়াছে, সুতরাং এস্থলে কার্য্যদর্শনে কারণের অনুমান হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য দেখিয়া যে যে স্থলে কারণের অনুমিতি হইবে, তথায় এই অনুমান হইবে। ইহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে,—শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং শব্দ সামান্ত বা বিশেষাদি হইতেই পারে না। কেন না সামান্তাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থ অনিত্য। শব্দও অনিত্য, অতএব শব্দ দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্মপদার্থের অন্তর্ভূত, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে যদি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, শব্দ দ্রব্য পদার্থ হইতে পারে না। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই অনেকদ্রব্যবৃত্তি। কোন উৎপন্ন দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে থাকে না। অনেক দ্রব্যেই থাকে। কপাল ও কপালিকা দ্রব্যদ্বয় ঘটের অধিকরণ। যে সকল তন্তু-দ্বারা পাট বা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ সমস্ত তন্তু পটের অধিকরণ। অবয়ব-দ্রব্য সকলের পরস্পর সংযোগে অবয়বিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। অতএব অবয়বদ্রব্য অবয়বিদ্রব্যের আশ্রয় বা অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য অনেক, সুতরাং অবয়বিদ্রব্যও অনেকাশ্রিত বা অনেকবৃত্তি। উহা এক দ্রব্যবৃত্তি হইতেই পারে না। শব্দ কিন্তু একদ্রব্যবৃত্তি। আকাশ শব্দের অধিকরণ। আকাশ একমাত্র, অনেক নহে। জন্যদ্রব্য মাত্রই অনেকদ্রব্যবৃত্তি, শব্দ জন্য, অথচ একদ্রব্যবৃত্তি। এই কারণে শব্দ দ্রব্যপদার্থ হইতে পারে না। শব্দকে কর্ম্মপদার্থ বলিয়া স্থির করাও সঙ্গত নহে, তাহার কারণ এই যে, কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের জনক হয় না। শব্দ কিন্তু শব্দান্তরের জনক হইয়া থাকে। অভিঘাত দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়, দূরস্থিত ব্যক্তি ঐ শব্দ শুনিতে পায় না। ঐ প্রথমোৎপন্ন শব্দ শব্দান্তরের উৎপত্তি করে, শব্দান্তর অপর শব্দের, অপর শব্দ অন্য শব্দের উৎপত্তি করে। এইরূপে বীচীতরঙ্গের ন্যায় শব্দপরম্পরায় উৎপত্তি হইতে হইতে দূরস্থ শ্রোতার কর্ণপ্রদেশে সেই শব্দের উৎপত্তি হয়; দূরস্থ শ্রোতা সেই শব্দই শুনিতে পায়। নিকটস্থ ব্যক্তি তীব্র, দূরস্থ ব্যক্তি মন্দ, দূরতরস্থ ব্যক্তি মন্দতর শব্দ শুনিয়া থাকে। সকলে এক শব্দ শ্রবণ করিলে তাহার তীব্রমন্দভাব হইতে পারে না। অতএব স্থির হইতেছে যে, উক্ত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শ্রবণ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দ পর পর শব্দের জনক, অতএব শব্দ কর্ম্ম নহে। কেন না কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের জনক হয় না। উক্ত প্রকারে শব্দের দ্রব্যত্ব এবং কর্ম্মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল। শব্দে সামান্যাদির প্রসক্তি বা সম্ভাবনাই নাই। কেন না শব্দ অনিত্য, সামান্যাদি নিত্য। সুতরাং সম্ভাবিতের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট রহিল, শব্দ সেই পদার্থ। এইরূপে শব্দের গুণত্ব স্থির হইতেছে। ইহাই শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান—পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ অনুমান ভিন্ন সমস্ত অনুমানের নাম সামান্যতোদৃষ্ট। দেশান্তরদৃষ্ট বস্তুর দেশান্তরে দর্শন, ঐ বস্তু গতিপূর্ব্বক দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে দৃষ্ট ব্যক্তির রথ্যাতে দর্শন, তাহার গতিপূর্ব্বক সন্দেহ নাই। আদিত্যও দেশান্তরে দৃষ্ট হইয়া দেশান্তরে দৃষ্ট হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও আদিত্যের গতি অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট। কেন না, সামান্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, অন্যত্র দৃষ্টের অন্যত্র দর্শন গতিপূর্ব্বক। তদনুসারে আদিত্যের গতির অনুমান করা যাইতেছে।

যে লিঙ্গী বা সাধ্য কোনও কালে প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ সাধ্য ও সাধন অনুসারে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে অনুমিত হয়, তাদৃশ নিত্য-পরোক্ষ-সাধ্যের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। কেন না, সামান্যতঃ কোন বিষয় দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়ের অনুমান হইতেছে। রূপাদির উপলব্ধি বা জ্ঞান দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। ছিদাদি ক্রিয়া পরশু প্রভৃতি করণসাধ্য অর্থাৎ পরশুকরণ দ্বারা ছেদক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ পাকাদিক্রিয়া কাষ্ঠাদিরূপ করণসাধ্য, এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বিশেষ বিশেষ করণসাধ্য দেখিয়া ক্রিয়ামাত্রই করণসাধ্য, এইরূপ সামান্যাকারে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়। অতএব রূপাদির উপলব্ধি ও ক্রিয়াও করণসাধ্য। এইরূপে রূপাদি উপলব্ধির কারণ অনুমিত হয়। যাহা রূপাদির উপলব্ধির কারণরূপে অনুমিত, তাহাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয়, উহা কোনকালেও প্রত্যক্ষ হয় না। সচরাচর লোকে যে সকল সংস্থানকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে, উহা বস্তুতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা স্থান মাত্র। প্রকারান্তরে ইহা দুইপ্রকার, স্বার্থ ও পরার্থ। নিজে বুঝিবার জন্য যে অনুমান করা যায়, লিঙ্গদর্শনে ও ব্যাপ্তিস্মরণেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পরার্থ অনুমান অর্থাৎ অন্যকে বুঝাইবার যে অনুমান হয়, তাহা ন্যায়সাধ্য। পঞ্চ অবয়বযুক্ত বাক্যবিশেষের নাম ন্যায়। [এই পঞ্চ অবয়বযুক্ত ন্যায়ের বিষয় ন্যায়দর্শন দেখ।]

প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রায় বর্ত্তমান বিষয়গ্রহণেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অনুমান সেরূপ নহে, অনুমানের কার্য্যক্ষেত্র

বর্তমানের ন্যায় অতীত ও অনাগতবিষয়গ্রহণেও সমর্থ। ধূম দর্শনে বর্ত্তমান অগ্নির, নদীবৃদ্ধিদর্শনে অতীত বৃষ্টির এবং মেঘোন্নতিদর্শনে অনাগত বা ভবিষ্যদ্বৃষ্টির অনুমান হয়।

অনুমানের লক্ষণ বলা হইল। এক্ষণে উপমান-প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহর্ষি গৌতম উপমানের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং" (গৌতমসূ° ১।১।৬)

'প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ প্রজ্ঞাপনীয়স্ত প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি'(বাৎসা°)

যে পুরুষ গবয় কখন দেখে নাই এবং তাহার স্বরূপ কিছুই অবগত নহে, ঐ ব্যক্তি গোসদৃশ পশু গবয় এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া অরণ্যাদিতে গমন করিলে পরে গবয় দর্শন করিয়া এই পশু গোসদৃশ এইরূপ মনে করে। তৎপরে সে গোসদৃশ পশু গবয়-পদবাচ্য, এই পূর্ব্ববাক্যার্থের স্মরণ করিয়া এই পশু গবয় পদবাচ্য এইরূপ স্থির করে। এইপ্রকার স্থির করার নাম উপমিতি। গোসদৃশ গবয় এই বাক্যার্থের যে স্মরণ তাহাই ব্যাপার। পরে এই পশু গোসদৃশ এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম উপমান। সূত্রস্থিত প্রসিদ্ধ শব্দটী প্রসিদ্ধ গবাদির বোধক, তাহার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ গবাদির সাদৃশ্যজ্ঞান, এইরূপ সাধ্যসাধনই উপমান শব্দার্থ। নৈয়ায়িকগণ বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানকেও উপমান কহিয়া থাকেন। যথা—অতিদীর্ঘ গলবিশিষ্ট ও কঠিন কণ্টকভক্ষণকারী, অতিচঞ্চল অধর ও ওষ্ঠশালী যে পশু তাহা করভপদবাচ্য। এইরূপ উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া কোন পুরুষ উষ্ট্র দেখিলে নিশ্চয় করে যে, এই পশুটীর গলদেশ অতি লম্বা ও ইহার অধর ওষ্ঠ অতি চঞ্চল এবং কঠিন কণ্টকভোজী। এই সকল দেখিয়া এই জন্তুই করভপদের বাচ্য, এইরূপ নিশ্চয়ই উপমিতি। এস্থলে এই পশুতে বর্ত্তমান যে অতি দীর্ঘ গলদেশাদি, তাহা অন্যপশুর বৈধর্ম্ম্য, অর্থাৎ অন্য পশুতে এই সকল ধর্ম্ম নাই। এই পশু তদ্বিশিষ্ট এই জ্ঞানই উপমান এবং ঐরূপ দীর্ঘ গলাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পশুই করভপদবাচ্য, ইত্যাদি উপদেশ বাক্যার্থের যে জ্ঞান, তাহাকে ব্যাপার বলে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্যদ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন বা জ্ঞানের নাম উপমান। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধ জ্ঞান অর্থাৎ এই পদার্থের এই নাম, বা এই বস্তু এই শব্দের অর্থ, এতাদৃশ উপমানের ফল—গোসদৃশগবয়, পূর্ব্বে ইহার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। একটু বিশদ করিয়া বলিলেই এই উপমান প্রমাণের বিষয় সহজবোধ্য হইবে। গবয় নামে এক প্রকার আরণ্য পশু আছে। গবয় কিরূপ পশু, তাহা নগরবাসীর অপরিজ্ঞাত। কথাপ্রসঙ্গে নগরবাসীর প্রশ্নানুসারে আরণ্যক বলিল যে, গবয় পশু দেখিতে গো পশুর মত। কালে ঐ নগরবাসী মৃগয়াদি প্রয়োজনে অরণ্যে গমন করিলে তথায় দৈবাৎ একটী গবয় পশু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নগরবাসী ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুতে গোপশুর সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া আরণ্যকের পূর্ব্ববাক্যানুসারে বুঝিতে পারিল যে, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুর নাম গবয় বা এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ। এ স্থলে প্রসিদ্ধ গোপশুর সাদৃশ্য দ্বারা অপ্রসিদ্ধ গবয় পশুর সাধন বা প্রজ্ঞাপন হইয়াছে। কেননা অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুতে গো পশুর সাদৃশ্য দর্শন করিয়াই ইহার নাম গবয় বা এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ, দ্রষ্টা ঈদৃশ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলে অদৃষ্টপূর্ব্ব আরণ্য পশুতে গোসাদৃশ্যদর্শন করণ। আরণ্যকের বাক্য বা তদর্থের স্মরণ ব্যাপার। এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ এই জ্ঞানফল। এইরূপে উপমিতি হইয়া থাকে।

মহর্ষি গৌতম শব্দপ্রমাণের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আপ্তোপদেশঃ শব্দ ইতি। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ।"

(গৌতমসূ° ১।১।৭-৮)

আপ্তোপদেশের নাম শব্দপ্রমাণ। শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থবিষয়ে যিনি অভ্রান্ত, যাঁহার প্রতারণাদিরূপ দূষিত অভিসন্ধি নাই, নিজে যাহা যথার্থ বলিয়া জানিয়াছেন, তাহা অন্যকে বুঝানই যাহার উদ্দেশ্য, তিনি তদ্বিষয়ে আপ্ত। তাঁহার উপদেশ শব্দরূপপ্রমাণ।

আপ্তোপদেশ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানশালী ও প্রতারণাদিশূন্য বক্তা, তাহার উপদেশ, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্যযুক্ত বাক্যই প্রমাণ হইবে। যথা 'পুত্র তুমি বিদ্যাভ্যাস কর এবং তুমি সত্যবাক্য কহিবে। যে বিদ্বান্ না হয় ও মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে কেহ সম্মান করে না', এইরূপ পিতা প্রভৃতির বাক্য। বালুকাময় ভূমিতে সূর্য্যের কিরণপাত হওয়ায় ঐ ভূমি দর্শনে যাহার জলভ্রম হইয়াছে, ঐ পুরুষ ভ্রমবশে এই স্থানে জল আছে, এইরূপ বাক্য কহিলে ঐ বাক্যটী বস্তুতঃ জলের বোধক হয় না, এ জন্য উহা প্রমাণ নহে। খল ও বণিক্‌গণ প্রতারক, এ জন্য তাহাদের বাক্যও প্রামাণিক নহে। ঐ সকল বাক্যে অতিব্যাপ্তিকরণ জন্য সূত্রে আপ্ত এইরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আপ্তবাক্য ভ্রমপ্রমাদাদি দোষশূন্য, যাহাতে কিছুমাত্র দোষভ্রম নাই।

যে বাক্যের পদ সকল কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ প্রভৃতির বোধক স্বর কিংবা হল্‌বর্ণরূপ চিহ্নযুক্ত হয়, তাহাকে সাকাঙ্ক্ষ বাক্য কহে এবং যে বাক্য ঐ সকল চিহ্নরহিত হয়, তাহার নাম নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য। যথা শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ স্থলে শিষ্যপদোত্তর কর্ত্তৃবোধক 'অ' এবং গুরুপদোত্তর কর্ম্মবোধক'কে' এই বর্ণদ্বয় থাকায় শিষ্য গুরুকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে, এইরূপ অর্থবোধক হইতেছে। এ স্থলে যদি শিষ্যপদোত্তর 'অ',

না থাকিয়া 'এ' থাকিত এবং গুরুপদোত্তর 'কে' না থাকিয়া 'র' থাকিত, তাহা হইলে শিষ্যে গুরুর জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই বাক্যদ্বারা কদাচ শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এইরূপ অর্থ বোধ হইত না। এ জন্য এই বাক্যটী নিরাকাঙ্ক্ষ। ফলে যে যেরূপে বাক্যের পদগুলিকে প্রয়োগ করিলে স্বীয় স্বীয় অর্থের বোধজনক হয়, সেই সেইরূপ যুক্ত পদঘটিত বাক্যই সাকাঙ্ক্ষ বাক্য। যথা চন্দ্র দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে, এ স্থলে 'চন্দ্র' শব্দের পর 'দেখিয়া' এই পদটী থাকায় চন্দ্রদর্শনান্তর আহ্লাদিত হইতেছে, এইরূপ বোধ জন্মে। অতএব চন্দ্র দেখিয়া ইত্যাদি পদঘটিত ঐ বাক্য সাকাঙ্ক্ষ। যদি 'চন্দ্রের দেখিয়া' বা 'চন্দ্র দেখা আনন্দিত' এই প্রকার বাক্য কহিলে কদাচ উক্ত বোধ জন্মে না। এ কারণে চন্দ্রের দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে ও চন্দ্র দেখা আনন্দিত হইতেছে এই দুইটী বাক্যই নিরাকাঙ্ক্ষ। এইরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যও প্রমাণ হইবে না। যে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকে, ঐ পদার্থের বোধজনক বাক্যের নাম অযোগ্য বাক্য। যথা বহ্নিশীতল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, এ স্থলে বহ্নি ও শৈত্যগুণের এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকায় ঐ সকল বাক্যকে অযোগ্য বাক্য বলিতে হইবে। যে পদ দুইটী পরস্পর অর্থবোধক হইবে, তাহার মধ্যে অন্য পদ ব্যবধান না থাকিলে, তাহাকে আসত্তি কহে। যথা সূর্য্য উদিত হইতেছেন, এ স্থলে সূর্য্যপদ ও উদিতপদের মধ্যে অন্যপদ ব্যবধান না থাকায় উহাকে আসক্তিযুক্ত পদ বলিতে হইবে। 'গো সকল আসিতেছে, সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন বৎসের সহিত' এ স্থলে গো সকল ও বৎসের সহিত পদ, এ উভয়ের মধ্যে সূর্য্য প্রভৃতি পদের ব্যবধান থাকায় ঐ উভয় পদ আসক্তিরহিত হইয়াছে। উহা দ্বারা বৎসের সহিত গো সকল আসিতেছে, এরূপ অর্থবোধ হইবে না। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান হইয়া অর্থের স্মরণ হইলে শব্দবোধ জন্মে। ঐ সম্বন্ধের নাম শক্তি ও লক্ষণা; তন্মধ্যে পদ ও পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের নাম শক্তি, তাদৃশ সম্বন্ধযুক্ত যে অর্থ সেই শক্য। ঐ শক্যের যে সম্বন্ধ তাহার নাম লক্ষণা। শব্দপ্রমাণের প্রতি তাৎপর্য্যজ্ঞানও কারণ। এই বাক্যের দ্বারা এইরূপ অর্থের বোধ হউক, এইরূপ বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য পদার্থ।

এই শব্দপ্রমাণ আবার দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। ইহলোকে প্রসিদ্ধ যে পদার্থ তাহার বোধজনক বাক্যের নাম দৃষ্টার্থক। যথা পুত্রকামনা করিয়া পুত্রেষ্টি নামক যাগ করিবে এবং শরীরের পুষ্টি ইচ্ছুক হইলে ঘৃতভোজন করিবে ইত্যাদি বাক্য প্রসিদ্ধ পুত্র ও যাগ এবং শরীরপুষ্টি প্রভৃতির বোধ করাইতেছে, এইজন্য এই সকল বাক্য দৃষ্টার্থক। পরলোকপ্রসিদ্ধ পদার্থের বোধক যে বাক্য তাহার নাম অদৃষ্টার্থক। যথা 'স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' স্বর্গকামনা করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিবে ও ইন্দ্রত্ব ইচ্ছা করিয়া অগ্নিষ্টোম যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্য সকল পরলোক মাত্র প্রসিদ্ধ যে স্বর্গাদি তাহার বোধক। এই কারণে ইহা অদৃষ্টার্থক।

নৈয়ায়িকোক্ত প্রমাণের বিষয় এক প্রকার বলা হইল। মীমাংসক প্রভৃতি উক্ত চারি প্রকার প্রমাণ ভিন্ন ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব নামে আরও চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। গৌতম বলেন, এই সকল প্রমাণ প্রমাণপদবাচ্য নহে, সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। ঐতিহ্য প্রমাণ—যাহার প্রথম প্রবর্ত্তক কে তাহার স্থিরতা নাই, অথচ বহুকাল হইতে প্রবাদ মাত্র চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ কহে। 'ইতেহোচুর্ব্বৃদ্ধাঃ ইত্যৈতিহ্যং ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি' বৃদ্ধেরা এই প্রকার বলেন যথা এই বৃক্ষে যক্ষবাস করে, এইরূপ প্রমাণ। ইহাই ঐতিহ্য প্রমাণ।

২। অর্থাপত্তিপ্রমাণ—অর্থাধীন আপত্তি অর্থাপত্তি। যাদৃশ স্থলে কোন একটী পদার্থ সংস্থাপন করিতে হইলে অপর কোন পদার্থের অর্থায়ত্ত হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। যেমন মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এইটী সিদ্ধ করিতে হইলে মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থাধীন সিদ্ধ হইয়া যায়; অতএব অর্থাপত্তিও স্বতন্ত্র একটী প্রমাণ।

৩। সম্ভব প্রমাণ—যাহা দ্বারা ব্যাপক কোন পদার্থের সত্তাগ্রহণাধীন ব্যাপ্য কোন পদার্থের সত্তা গ্রহণ করা যায়, তাহাকে সম্ভবপ্রমাণ কহে। যেমন ব্যাপক সহস্রজ্ঞানাধীন ব্যাপ্য শতের জ্ঞান হয়; অর্থাৎ সহস্র বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে হইলে শতবস্তুর জ্ঞান হইয়া পরে সহস্র বস্তুর জ্ঞান হয়।

৪। অভাবপ্রমাণ—যাহা দ্বারা বিরোধী কোন বস্তুর অভাব দর্শনে তদ্বিরোধী পদার্থের কল্পনা করা যায়, তাহাকে অভাবপ্রমাণ কহে। যেমন নকুলাভাব দর্শনে তদ্বিরোধী সর্পকল্পনা করিতে পারা যায়, এজন্য নকুলাভাব, একটী অভাব নামক প্রমাণ।

গৌতম এই চারিটী প্রমাণ সম্বন্ধে তর্ক ও যুক্তি দেখাইয়া ভিন্ন প্রমাণ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

"শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদনুমানেঽর্থাপত্তিসম্ভবাভাবানার্থান্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ।" (গৌতমসূ° ২।২।২) উক্ত ঐতিহ্য নামক প্রমাণ অতিরিক্ত নহে, উহা শব্দপ্রমাণান্তর্ভূত। যেরূপ শব্দ প্রমাণ স্থলে প্রমাণযোগ্য শব্দাধীন অর্থবোধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ঐতিহ্য স্থলেও তাদৃশ শব্দাধীন অর্থগ্রহ হইয়া থাকে,

সুতরাং উহাকে শব্দপ্রমাণান্তর্ভূত স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকার অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। কিন্তু ইহা অনুমানপ্রমাণের অন্তর্ভূত। কারণ প্রত্যক্ষীভূত পদার্থদর্শন জন্য অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের জ্ঞানকরণকে অনুমান কহে। যেমন প্রত্যক্ষীভূত ধূমদর্শন অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্নিজ্ঞানকে অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করিতেছে। তাহার ন্যায় অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব স্থলেও প্রত্যক্ষীভূত বস্তু জ্ঞানাধীন যখন অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে অনুমানের অন্তর্ভূত স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক পক্ষে অর্থাপত্তি প্রভৃতি স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। কারণ উপপাদ্যজ্ঞান দ্বারা উপপাদক কল্পনাকে অর্থাপত্তি কহে। যেমন আমরা যদি সবল সুস্থ অথচ স্থূলকায় এবং দিবায় অভোক্তী কোন ব্যক্তিকে দেখিলে, তখন আমাদের অবশ্যই জ্ঞান হইয়া থাকে, যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয় রাত্রিতে ভোজন করিয়া থাকে; কারণ দিবায় অভোক্তী ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন না করিলে উহার স্থূলত্ব কখনই থাকিতে পারে না। অতএব রাত্রিতে ইনি ভোজন করিয়া থাকেন, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে। যদ্ব্যতিরেকে যে বস্তু অনুপপন্ন হয়, সেই বস্তু উপপাদ্য। প্রকৃতস্থলে রাত্রিভোজন ব্যতীত দিবায় অভুক্ত ব্যক্তির স্থূলত্ব অনুপপন্ন, এই হেতু স্থূলত্ব উপপাদ্য এবং যাহার অভাব হইলে যাহার অনুপপত্তি হয়, তাহাকে উপপাদক কহে। যেমন রাত্রিভোজনের অভাব হইলে স্থূলত্বের অনুপপত্তি হয়, এজন্য রাত্রিভোজন উপপাদক। অতএব এ স্থলে স্থূলত্বের দ্বারা উপপাদক রাত্রিভোজন কল্পিত হইয়াছে বলিয়া অর্থাপত্তি হইল। এই অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণই হইতে পারেনা।

কারণ, দেখিতে হইবে, যে কোন বস্তুর উপপাদক যে কোন বস্তু হইতে পারে কিনা? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তুর উপপাদক যে কোন বস্তু নহে। কারণ ঘটের উৎপাদক পট হইতে পারে না; কিন্তু স্থূলত্বের উপপাদক ভোজন। অতএব বলিতে হইবে যে, উপপাদক ও উপপাদ্যের পরস্পর ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্য উপপাদ্যের দ্বারা ব্যাপক উপপাদক কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অব্যাপক কখনই আপাদ্য এবং অব্যাপ্য আপাদক হইতে পারে না। সুতরাং আপাদ্য ও আপাদকের পরস্পর ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব যেরূপ ব্যাপ্যধূমদ্বারা ব্যাপক বহ্নিজ্ঞানকে অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করিতে হইবে, তাহার ন্যায় প্রকৃত স্থলেও উক্ত জ্ঞানকে অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করা বিধেয়।

মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না। ইহা দ্বারা মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয়, এই প্রকার অর্থাধীন আপত্তিই অর্থাপত্তি। ঐ অর্থাপত্তি কখনই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ মেঘ হইলেও কদাচিৎ যখন বৃষ্টি হয় না, তখন অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, ইহাদ্বারা মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় এইরূপ অর্থাপত্তি নহে; কিন্তু মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই বৃষ্টি হইতে হইলে মেঘের আবশ্যকতা। যে স্থলে কার্য্যসত্ত্বাদ্বারা কারণসত্ত্বা অর্থাধীন সিদ্ধ হয়, সেই স্থানে অর্থাপত্তির উদাহরণ জানিতে হইবে। ইত্যাদি প্রকারে অর্থাপত্তির প্রমাণ নহে, ইহা অনুমান প্রমাণের মধ্যেই নিবিষ্ট এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

অভাব প্রমাণ কিনা? ইহার উত্তরে বাক্তব্য এই অভাব নামে কোন প্রমাণ নাই, কারণ তাহা প্রমেয় নহে। যাহা প্রমাজ্ঞানের (যথার্থ জ্ঞানের) বিষয় নহে, তাহার অস্তিত্ব নাই। অভাব প্রমাজ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং অলীকের প্রমাণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে অভাববাদী বলেন, অভাব পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ অভাব জ্ঞান দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, যাহার জ্ঞান দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। নীলঘট লইয়া আইস, এই প্রকার কাহাকে আদেশ করিলে আদিষ্ট ব্যক্তির নীলত্ব জ্ঞান থাকায় সাধারণ ঘটের মধ্যে নীলঘটটী লইয়া আইসে। তদ্রূপ অনীলঘট লইয়া আইস, এই প্রকার আদেশ করিলেও সাধারণ ঘট হইতে নীলাভাববিশিষ্ট ঘটটী পৃথক্ করিয়া লইয়া আইসে। অভাব জ্ঞান না হইলে কখনই তাদৃশ ব্যবহারের উপপত্তি হইতে পারে না। অতএব প্রতিপত্তিসাধক অভাব পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, অনীলঘট আনয়ন কর, এই বাক্যদ্বারা নীলাভাব জ্ঞান হইয়া অনীলঘটের জ্ঞান জন্মাইতেছে। কিন্তু এইপ্রকার নীলাভাব জ্ঞান কিরূপে হইবে? যদি উক্ত ঘটে নীলোৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে নীলাভাব নাই এবং যদি তাহাতে নীলগুণ না থাকে, তবে অভাব জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ অভাব জ্ঞান প্রতিযোগী জ্ঞানসাপেক্ষ, যে বস্তু নাই, তাহার অভাববিষয়ক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। সুতরাং নীলগুণ ঘটে না থাকিলে নীলাভাব জ্ঞান কিরূপে হইবে? এইরূপ আশঙ্কায় বলা যায় যে, প্রতিযোগ্যধিকরণীভূত দেশান্তরে প্রতিযোগিসত্তারূপ লক্ষণদ্বারা অভাবের উপপত্তি হইতে পারে; কিন্তু অভাবাধিকরণে প্রতিযোগিসত্তা অপেক্ষিত নহে। যে কোন দেশে প্রতিযোগিসত্তা দ্বারা অনধিকরণ দেশে অভাবের সিদ্ধি হইতে পারে।

ইত্যাদিরূপে উহার বাদ প্রতিবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। ফল—স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অভাবাদির প্রামাণ্য কিছুই স্বীকার করা যায় না। (ন্যায়দ°) প্রমাণের বিষয় এক প্রকার বলা হইল।

কোন কোন দর্শনে কয়টী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। চার্ব্বাকদর্শনে একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ইহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্যপ্রমাণ স্বীকার করেন না।

২। বৌদ্ধদার্শনিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ।

৩। রামানুজ মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ।

৪। পূর্ণপ্রজ্ঞ মতে তিন প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

৫। বৈশেষিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ।

৬। ন্যায় মতে, চারিটী প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

৭। সাংখ্য মতে, তিন প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

৮। পাতঞ্জল মতে, তিন প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসাকার বলেন, চক্ষু যেমন স্বতঃপ্রমাণ, প্রমাণনিচয়ের মধ্যে (আগম) আপ্তবাক্য সেইরূপ স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষু প্রমাণ কিনা, চক্ষু ঠিক দেখিল কিনা সংশয় হয় না। যাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহা যেমন পরীক্ষা করিবে না, সেইরূপ আপ্তবাক্যপ্রসূতজ্ঞানও পরীক্ষা করিবে না। বাক্যপ্রমাণ পরিনিশ্চিত জ্ঞানের প্রামাণ্য আপনা আপনি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

সেই জন্য মীমাংসা-পরিশোধিত বা বিচারিত বেদার্থবিজ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। বিচারিত বেদবাক্য যে জ্ঞান প্রসব করে, সে জ্ঞান অভ্রান্ত, অর্থাৎ যথার্থ লৌকিক বাক্যেও বিচারযোগ আবশ্যক। বিচারিত লৌকিক বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য ঐহিক পদার্থ প্রতিপাদন করে। আর বৈদিক বাক্য ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ পদার্থ প্রতিপাদন করে।

বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য্য দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে গিয়া শব্দ রাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে বিচিত্র অর্থপ্রত্যায়ক সামর্থ্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়ার নাম ব্যুৎপত্তি। ব্যুৎপত্তিমান্ পুরুষই বিচারের অধিকারী। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষরহিত ব্যুৎপন্ন পুরুষ বিচারপূর্ব্বক যাহা বলেন, তাহা সত্য। সাংখ্যমতে বিচারিত বেদবাক্য এবং যোগী পুরুষের বাক্য উভয়ই সত্যজ্ঞান প্রসব করে ও তাদৃশ বাক্যই আপ্ত বাক্য। তদ্বিধ আপ্ত বাক্য-সমুত্থ ঔপদেশিক জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তির উপায়। ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, সংশয় প্রভৃতি কোনপ্রকার দোষ নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা বৈদান্তিকদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সমস্তই আপ্ত বাক্যের উপর নির্ভর দেখিয়া ঋষিরা বিচারিত বেদবাক্যকে চক্ষু অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ মনে করেন। এই জন্যই ঋষিদিগের নিকট বেদের অত সম্মান। যোগীদিগের ও ঋষিদিগের বাক্যও বেদার্থানুযায়ী। এই জন্য তাহাদের বাক্যও প্রমাণ। ইহাই সাংখ্য ও বেদান্তোক্ত আগম প্রমাণ।

প্রমাণক (ত্রি) প্রমাণ-স্বার্থে কন্। ১ প্রমাণশব্দার্থ। ২ বেড়।

প্রমাণতা (স্ত্রী) প্রমাণস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। প্রামাণ্য, প্রমাণের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রমাণত্ব।

"প্রমাণমপ্রমাণং বৈ যঃ কুর্য্যাদবুধো জনঃ।
ন স প্রমাণতা মর্হো বিবাদজননোহি সঃ॥" (ভারত ১৩।৭৫৫৭)

প্রমাণলক্ষণ (ক্লী) প্রমাণস্য লক্ষণং ৬-তৎ। প্রমাণের লক্ষণ, যে লক্ষণ দ্বারা প্রমাণ বর্ণিত হয়।

প্রমাণবৎ (ত্রি) প্রমাণং বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্, মস্য ব। প্রমাণযুক্ত, প্রামাণ্য বাক্য।

প্রমাণবাক্য (ক্লী) প্রমাণং প্রামাণ্যরূপং যৎ বাক্যং। প্রামাণ্যস্বরূপ বাক্য, বেদবাক্য, আপ্তবাক্য, ইহা প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয়, এই জন্য ইহা প্রমাণবাক্য। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ হইলেও তাহা যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রমাণবাক্য হইবে না।

প্রমাণবাধিতার্থক (পুং) প্রমাণেন বাধিতঃ অর্থো যস্য, ততঃ কপ্। তর্কবিশেষ। ইহা দুই প্রকার, ব্যাপ্তিগ্রাহক ও বিশেষ পরিশোধক। 'স দ্বিবিধঃ, ব্যাপ্তিগ্রাহক-বিষয়পরিশোধকশ্চ তত্রাদ্যো ধূমো যদি বহ্নিচারী স্যাত্তদা বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ। দ্বিতীয়স্তু পর্ব্বতো যদি নির্বহ্নিস্যাত্তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ" (তর্কজাগদীশী) ধূম যদি বহ্নিব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে প্রমাণ জন্য হইতে পারে না। ইহাই ব্যাপ্তিগ্রাহক। পর্ব্বত যদি নির্বহ্নি হয়, তাহা হইলে নির্ধূম হইবে। ইহাই বিষয়পরিশোধক।

প্রমাণান্তরতা (স্ত্রী) অন্যৎ প্রমাণং, তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। অন্য প্রমাণের উপায়।

প্রমাণিক (ত্রি) প্রমাণং সিদ্ধিহেতুতয়াঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ প্রমাণসিদ্ধ। ২ পরিমাণভেদযুক্ত, মধ্যমাঙ্গুল ও কূর্পরান্তরমিত পরিমাণযুক্ত হস্ত।

প্রমাণিকা (স্ত্রী) প্রমাণ-স্ত্রিয়াং টাপ্। অষ্টাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে আটটী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—"প্রমাণিকা জরৌ লগৌ" (বৃত্তরত্না°) ইহার ১, ৩, ৫ ও ৭ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রমাণীকৃত (ত্রি) অপ্রমাণং প্রমাণং কৃতং প্রমাণ অভূততদ্ভাবে চ্বি, ততঃ কৃ-ক্ত। প্রমাণরূপে নিশ্চিত, যাহা পূর্ব্বে প্রমাণ ছিল না, তাহা প্রমাণরূপে স্বীকৃত।

"তন্ত্রভিরপি দেবস্ত শাসনং প্রমাণীকৃতম্" (শকু°)

প্রমাতব্য (ত্রি) প্রমথনযোগ্য, হনন করাইবার যোগ্য।

প্রমাতামহ (পুং) প্রকৃষ্টো মাতামহস্তস্যাপি জনকত্বাদিতি প্রাদিস'। মাতামহের পিতা।

'পিতামহপিতৃপিতা তৎপিতা প্রপিতামহঃ।

মাতুমাতামহাদ্যেবং সপিণ্ডাস্ত সনাভয়ঃ॥' (অমর)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রমাতামহী। প্রমাতামহের পত্নী।

প্রমাতৃ (ত্রি) প্রমিনোতি প্র-মি-তৃচ্। প্রমাজ্ঞানকর্তা। প্রমাজ্ঞানের কর্ত্তা, যাহার প্রমাজ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতে আত্মা। সাংখ্যমতে শুদ্ধচেতন পুরুষ, ইনি বুদ্ধিসাক্ষী। বেদান্ত মতে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত বা তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতা। "মোহাতীতো বিশুদ্ধো মুনিভিরভিহিতো মোহসংক্রান্তমূর্ত্তিঃ। সাক্ষী সংবিৎপ্রমা তৎপ্রতিফলিতবপুর্গীয়তেঽসৌ প্রমাতা।" (বেদান্ত)

প্রমাত্র (পুং স্ত্রী) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা।

প্রমাত্ব (ক্লী) প্রমায়াঃ ভাবঃ ত্ব। প্রমার ধর্ম্ম বা ভাব।

প্রমাথ (পুং) প্র-মথ-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রমথন। ২ বলপূর্ব্বক হরণ। ৩ নিপাতন করিয়া ভূমিতে পেষণ।

"কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সুশঙ্কটৈঃ।

সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মাথনৈস্তথা॥" (ভারত ৪।১২।২৭)

'নিপাত্য পেষণং ভূমৌ প্রমাথ ইতি কথ্যতে।' (নীলকণ্ঠ)

৪ মর্দ্দন। ৫ পীড়ন। ৬ বধ। ৭ কুমারানুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।২৯) ৮ শিবপারিষদ প্রমথগণ।

"তে প্রদীপ্তপ্রহরণা দৈত্যাদানবরাক্ষসাঃ।

প্রমাথগণমুখ্যাশ্চ প্রাযুধান্ কৃষ্ণমব্যয়ম্॥" (হরিবংশ ১৭৮।৫৩)

প্রমাথিন্ (ত্রি) প্র-মথ-ণিনি। ১ পীড়নকর্ত্তা। ২ মারণকর্ত্তা। ৩ প্রমথশীল, দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভক।

"ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।" (গীতা)

৪ পীড়াদায়ক, ক্লেশকর। (পুং) ৫ রাক্ষসবিশেষ।

(ভারত বনপর্ব্ব ২৮৪ অঃ)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৬ অপ্সরোভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব ১২৪ অঃ)

প্রমাদ (পুং) প্র-মদ-ঘঞ্। ১ অনবধানতা, অসাবধানতা। ২ ভ্রম। ৩ অন্তঃকরণের দৌর্ব্বল্য।

"লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতে ত্রিভিঃ।

তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদো ন ন বিশ্বসেৎ॥"

(গরুড়পু° ১১৫ অঃ)

প্রমাদ তমোগুণের ধর্ম্ম, তমোগুণের আধিক্য হইলে সর্ব্বদাই প্রমাদ হয়।

প্রমাদবৎ (ত্রি) প্রমাদোঽস্ত্যস্যেতি প্রমাদ-মতুপ্, মস্ত বঃ। প্রমাদযুক্ত, প্রমত্ত, পর্য্যায়—জন্ম, অসমীক্ষ্যকারী, খট্টারূঢ়। (জটাধর)

"নিদ্রালুঃ ক্রূরকৃল্লুব্ধো নাস্তিকো যাচকস্তথা।

প্রমাদবান্ ভিন্নবৃত্তো ভবেত্তির্য্যক্ষু তামসঃ॥"(যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।১৩৯)

প্রমাদিকা (স্ত্রী) প্রমাদোঽনবধানতাঽস্ত্যস্যা ইতি, প্রমাদ-ঠন্, টাপ্। দূষিতা কন্যা। পর্য্যায়—সংবেদা, দূষিতা, ধর্ষকারিণী।

প্রমাদিন্ (ত্রি) প্রমাদোঽস্ত্যস্যেতি প্রমাদ-ইনি। প্রমাদবিশিষ্ট, অনবধানতাযুক্ত।

"কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥"

(শ্রীধরধৃত বাক্য)

প্রমাপণ (ক্লী) প্র-মী-হিংসায়াং স্বার্থে ণিচ্, ভাবে-ল্যুট্। ১ মারণ। "অস্থিমতান্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্ত প্রমাপণে।

পূর্ণে চানস্যনস্থ্নাস্তু শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ॥" (মনু ১১।১৪)

প্রমাপয়িতৃ (ত্রি) ১ প্রমথনযোগ্য। ২ অনিষ্টকর। ৩ ঘাতক।

প্রমায়ু (ত্রি) বিনাশযোগ্য, ধ্বংসযোগ্য, নাশশীল।

প্রমায়ুক (ত্রি) প্র-মী-তাচ্ছীল্যে উকঞ্। মরণশীল।

"ন চাস্ত প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" (বৃহদা° উপ°)

'প্রমায়ুকং মরণশীলং।' (ভাষ্য)

প্রমার (পুং) ১ প্রকৃষ্টরূপে মৃত্যু। ২ রাজপুত শ্রেণীভেদ।

প্রমার্জ্জক (ত্রি) ১ প্রমার্জ্জনকারক। ২ পরিষ্কারক।

প্রমার্জ্জন (ক্লী) প্রোঞ্ছন, বালাঙ্গুলিবস্ত্র দ্বারা অক্ষিরজঃশল্যাদিতে প্রোঞ্ছন। (সুশ্রুত সূ° ৭ অঃ)

প্রমিত (ত্রি) প্র-মি-ক্ত, বা প্র-মা-ক্ত (দ্যতিস্যতিমাস্থেতি। পা ৭।৪।৪০) ইতীত্বং। ১ জ্ঞাত, বিদিত, অবগত। ২ নিশ্চিত। ৩ পরিমিত। ৪ প্রথমাবধারিত। ৫ অল্পতম।

"প্রমিতান্নাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুনসেবনম্।"(নিদান অর্শরোগা°)

৬ অন্যূনাতিরিক্ত। (বৈদ্যকনি°)

প্রমিতাক্ষরা (স্ত্রী) প্রমিতানি পরিমিতানি অক্ষরাণি যস্যাং। ১ সিদ্ধান্তশিরোমণিব্যাখ্যানরূপা টীকা। ২ মুহূর্ত্তচিন্তামণি-টীকাভেদ। ৩ দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"প্রমিতাক্ষরা সজসসৈঃ কথিতা।" (ছন্দোম°)

এই ছন্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ ও একাদশ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু। উদাহরণ—

"অমৃতস্য শীকরমিবোদ্গিরতীরদমৌক্তিকাংশলহরী ছুরিতা ?

প্রমিতাক্ষরা মুররিপোর্ভণিতি ব্রজসুভ্রুবামভিজহার মনঃ॥"

(শ্রুতবোধ)

প্রমিতি (স্ত্রী) প্র-মা-ক্তিন্, বা মি-ক্তিন্। প্রমা, প্রমাণ।

প্রমিতাশন (ক্লী) প্রমিতমশনং। অত্যল্পমাত্র ভোজন।

(চরক শারীরস্থা° ৮ অঃ)

প্রমীঢ় (ত্রি) প্র-মিহ সেচনে-ক্ত। ১ ঘন। ২ মূত্রিত।
"ত্বগ্দোষিণাং প্রমীঢ়ানাং স্নিগ্ধাভিস্যন্দিবৃংহিণাং।
শিশিরে লঙ্ঘনং শস্তমপি বাতবিকারিণাং॥"(চরক সূত্রস্থা ২২অঃ)

প্রমীত (ত্রি) প্রী-মী হিংসায়াং-ক্ত। ১ মৃত। ২ যজ্ঞার্থ হত পশু। (অমর)

প্রমীতি (স্ত্রী) হনন, নিধন, মৃত্যু।

প্রমীলন (ক্লী) প্র-মীল-ল্যুট্। ১ নিমীলন, মুদ্রণ।

প্রমীলা (স্ত্রী) প্রমীলনমিতি প্র-মীল-সংমীলনে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ, ততষ্টাপ্। ১ তন্দ্রী। ২ তন্দ্রা, ঝিমান। ৩ অবসাদ। ৪ মুদ্রণ। ৫ ইন্দ্রজিতের পত্নী।

প্রমীলিন্ (পুং) মুদ্রণকারী।

প্রমুক্তি (স্ত্রী) প্র-মুচ্-ক্তি। মোক্ষ, প্রকৃষ্টরূপে মোচন।

প্রমুখ (ক্লী) প্রকৃষ্টং মুখমারম্ভঃ। ১ তদাত্ব, তৎকাল। (ত্রি) ২ সম্মুখ। "বানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।" (গীতা ২ অঃ) (পুং) প্রকৃষ্টং মুখং অগ্রভাগো যস্য। ৩ পুন্নাগ বৃক্ষ। (শব্দচ°) ৪ সমূহ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) প্রকৃষ্টং মুখমাদ্যং যস্য। ৫ প্রধান।
"জ্বলন্মণিশিখাশ্চৈনং বাসুকিপ্রমুখানিশি।
স্থিরপ্রদীপতামেত্য ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে॥" (কুমার ২।৩৮)
৫ শ্রেষ্ঠ। ৬ প্রথম। ৭ মান্য। (শব্দরত্না°) ৮ আরম্ভ।

প্রমুখতস্ (অব্য) প্রমুখ-তসিল্। প্রমুখে।
"ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥" (গীতা ১।২৫)

প্রমুচ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত শান্তিপ° ২০৮ অঃ) (ত্রি) প্রমুঞ্চতি প্র-মুচ-ক। ২ প্রকর্ষরূপে মোক্তা, মোচনকারী।

প্রমুচু (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ১৮০ অঃ)

প্রমুদ্ (ত্রি) প্রকৃষ্টা মুৎপ্রীতির্যস্য। ১ হৃষ্ট, আনন্দিত। (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা মুৎ কর্ম্মধা°। ২ প্রকৃষ্ট আনন্দ।
"কন্যা তু পার্থিবস্তৈতৎ সর্ব্বৈঃ প্রমুদং গতঃ।" (ভারত ১৪।৭।৬)

প্রমুদিত (ত্রি) প্র-মুদ্-ক্ত (উদুপধাদিতি। পা ১।২।২১) ইতি কিৎ। হৃষ্ট, আনন্দিত।
"বাক্যত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং
পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।" (দেবীভাগ° ১।১২।৪৭)

প্রমুদিতবদনা (স্ত্রী) দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—
"প্রমুদিতবদনা ভবেন্নৌচরৌ।" (বৃত্তরত্না°)
এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও একাদশ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রমুষিত (ত্রি) চোরিত, অপহৃত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রমৃগ (অব্য°) প্রকৃষ্টা মৃগা যত্র, তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। বহুমৃগযুক্তস্থান।

প্রমৃগ্য (ত্রি) প্রমৃগ-যৎ। প্রকৃষ্টরূপে অন্বেষণীয়।
"সম্পন্নশস্যং বিষয়ং পরস্য যায়াৎ প্রমৃগ্যাঃ বিজয়ায় রাজা।"
(কাম° ১৫।৪)

প্রমৃণ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে হিংসক। "সেনাঃ প্রমৃণো যুধা।" (ঋক্ ১০।১০৩।৪) 'প্রমৃণঃ প্রকর্ষেণ হিংসন, মৃণহিংসায়াং ইগুপধলক্ষণঃ কঃ' (সায়ণ)

প্রমৃত (ক্লী) প্রকৃষ্টং মৃতং প্রাণিহিংসিতং যত্র। মনুক্ত কর্ষণরূপ জীবনোপায়ভেদ।
"মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং।" (মনু)
'কর্ষণঞ্চ ভূমিগতপ্রচুরপ্রাণিমরণনিমিত্তত্বাৎ বহুতঃখফলকং প্রকর্ষেণ মৃতমিব প্রমৃতং' (কুল্লূক) হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিলে, হলকর্ষণ সময়ে অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়, এইজন্য উহাকে প্রমৃত কহে।

প্রমৃতক (ত্রি) প্রমৃত স্বার্থে কন্। মৃতশব্দার্থ।

প্রমৃশ (ত্রি) প্রমৃশতি মৃশ-ইগুপধেতি-ক। পণ্ডিত। "নমো-মৃশয়ে চ প্রমৃশায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৩৬) 'প্রমিশতি বিচারয়তি প্রমৃশঃ পণ্ডিতঃ' (বেদদীপ)

প্রমৃষ্ট (ত্রি) প্র-মৃজ্-ক্ত। ১ নিরস্ত। ২ মার্জ্জিত।

প্রমৃষ্য (ত্রি) প্রমর্ষণযোগ্য।

প্রমেয় (ত্রি) প্র-মা-কর্ম্মণি যৎ। প্রমাজ্ঞানবিষয় পদার্থ। ন্যায়দর্শনে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, "আত্মশরীরে-ন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্"
(গৌতমসূ° ১।১।৯)

প্রমেয় শব্দের অর্থ প্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। সূত্রে আত্মাশরীর ইত্যাদি শব্দদ্বারা কেবল লক্ষ্য নিরুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ, এই দ্বাদশটী এবং তু শব্দবোধ্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটী লক্ষ্য, সর্ব্বসমেত এই উনবিংশতিটী প্রমেয়ের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করাতে পদার্থ মাত্রেই প্রমেয়পদবাচ্য। তাহার মধ্যে আত্মাশরীর প্রভৃতি দ্বাদশটী জানিলে দুঃখময় সংসারে বিরাগ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়া শীঘ্র মোক্ষলাভ হয়। এই জন্য ঐ দ্বাদশটী বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে। তদতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞান ও পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী বলিয়া তু শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রে মহর্ষি গৌতম আত্মাদি অপবর্গান্ত দ্বাদশটী প্রমেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কণাদোক্ত আত্মা

আংশিকভাবে ভূতপঞ্চক, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, দ্বেষ এইগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে সত্য ; কিন্তু কাল ও দিক্ নামক দ্রব্য, সংযোগাদি গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং কণাদোক্ত পদার্থ সমূহ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। এই আপত্তি আপাত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় বটে ; কিন্তু ভাষ্যকারের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত আপত্তি সহজে নিরাকৃত হইতে পারে। উক্ত সূত্রে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন— 'অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ং তদ্ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ং। অস্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যা জ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণ।' (ভাষ্য)

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এবং তাহাদের অবান্তরভেদে অপরিসংখ্যেয় অন্য প্রমেয়ও আছে; কিন্তু আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের সাধন এবং তাহাদের মিথ্যাজ্ঞান সংসারের হেতু, এই জন্য আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্যটীকাকার বলেন—"যেষাং তত্ত্বজ্ঞানাতত্ত্বজ্ঞানাভ্যামপবর্গসংসারৌ ভবতস্ত এব ন ন্যূনা নাধিকাঃ" (তাৎপর্য্যটীকা) যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ এবং যাহাদের অতত্ত্বজ্ঞানে সংসার হয়, তাদৃশ প্রমেয় এই কয়টী অর্থাৎ আত্মাদি অপবর্গান্ত দ্বাদশটী। ইহা অপেক্ষা ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। ইহাতে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন,—"অন্যদপি প্রমেয়মস্তি যস্য তু তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং তদিদং প্রমেয়মিতি তু শব্দেন জ্ঞাপয়তি।" (ন্যায়বার্ত্তিক) অন্যও প্রমেয় আছে, কিন্তু যাহার তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয়, তাদৃশ প্রমেয় এই কয়টী।

মহর্ষি গোতম স্বকৃতসূত্রে 'তু' শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয় মোক্ষোপযোগিরূপে মুমুক্ষুর প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্দ্বারা অন্য প্রমেয়ের নিরাকরণ হয় নাই। সুতরাং কণাদোক্ত পদার্থসমূহও গোতমের প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সূত্রকারের অভিপ্রায় বুঝিবার আরও কারণ আছে—

"প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ" (গৌতমসূ) এই সূত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা আরও বিশদ হইয়া পড়ে।

যে দ্রব্যদ্বারা দ্রব্যান্তরের গুরুত্বের ইয়ত্তাপরিজ্ঞান হয়, তাহার নাম তুলা। এই তুলা দ্রব্যপ্রমাণ, সুবর্ণাদি গুরুদ্রব্য প্রমেয় ; কিন্তু তুলা দ্রব্য যেরূপ প্রমাণ হয়, সেইরূপ প্রমেয়ও হইতে পারে। যখন তুল্য দ্রব্যের পরিমাণ পরিজ্ঞানের জন্য সুবর্ণাদি দ্রব্যদ্বারা তুলাদ্রব্যের ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ করা হয়, তখন পরিচ্ছেদক সুবর্ণাদি দ্রব্যপ্রমাণ এবং পরিচ্ছেদ্য তুলা দ্রব্য প্রমেয় হইবে। ইহাতে বার্ত্তিককার বলেন—

"গুরুত্বপরিজ্ঞানসাধনং তুলাদ্রব্যং সমাহারগুরুদ্রব্যেয়ত্তাপরিচ্ছেদনিমিত্তত্বাৎ প্রমাণং সুবর্ণাদিনা চ পরিচ্ছিন্নমানে যন্ত্বেয়া তুলেতি পরিচ্ছেদবিষয়ত্বেন ব্যবতিষ্ঠমানা প্রমেয়ং" (ন্যায়বার্ত্তিক)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুলাদ্রব্য যৎকালে অপর দ্রব্যের ইয়ত্তায় পরিচ্ছেদের হেতু হয়, তৎকালে তাহা প্রমাণ। যৎকালে দ্রব্যান্তর দ্বারা তুলাদ্রব্যের ইয়ত্তার পরিচ্ছেদ করা যায়, তৎকালে ঐ পরিচ্ছেদক দ্রব্যের প্রমাণ এবং পরিচ্ছেদ্যমান তুলাদ্রব্য প্রমেয় হইবে। বাস্তবিক নিমিত্তভেদে এক পদার্থে অনেক পদের প্রয়োগ পরিহার্য্য। যে অবস্থায় কোন বস্তু প্রমার সাধন হয়, সে অবস্থায় তাহা প্রমাণ। আর যে অবস্থায় ঐ বস্তু প্রমার বিষয় হয়, সে অবস্থায় তাহা প্রমেয়, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সূত্রোক্ত দ্বাদশটীমাত্র প্রমেয় হইলে 'তুলা-প্রমেয়' সূত্রকারের এই উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। কেন না, সূত্রনির্দ্দিষ্ট দ্বাদশটী পদার্থের মধ্যে তুলা পঠিত হয় নাই। অথচ তুলাকে প্রমেয় বলা হইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের এবং অতত্ত্বজ্ঞান সংসারের হেতু, তথাবিধ প্রমেয়ই প্রমেয়সূত্রে অভিহিত হইয়াছে। অন্যবিধ প্রমেয়ও সূত্রকারের সম্মত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি হইতে পারে না। অতএব কণাদোক্ত পদার্থগুলি গোতমের প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত, ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমেয় পদার্থে সমস্ত পদার্থের অন্তর্ভাব হইলে এক প্রমেয় পদার্থ বলিলেই হইত। গোতম ষোড়শ পদার্থ এবং দ্বাদশ প্রমেয় ইহা স্বীকার করিলেন কেন? ভাষ্যকার ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রস্থান ভেদরক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থ কথিত হইয়াছে। তাহা না হইলে আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রে পর্য্যবসিত হইত।

ইহাতে বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে, এইরূপ স্বীকার না করিলে আন্বীক্ষিকীও ত্রয়ীর অন্তর্গত হইয়া পড়িত। ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী পৃথক্ প্রস্থান এই চারিটী বিদ্যা প্রাণীদিগের উপকারের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়ীর প্রস্থান অগ্নিহোত্রহবনাদি, বার্ত্তার প্রস্থান হলশকটাদি, দণ্ডনীতির প্রস্থান স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি এবং আন্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশয়াদি। প্রস্থান শব্দের অর্থ অসাধারণ প্রতিপাদ্যবিষয়। প্রস্থানভেদেই বিদ্যাভেদ হইয়া থাকে। ফলে ন্যায়ের সহিত যে সকল পদার্থের সংস্রব আছে, গোতম সেই সকল পদার্থ বলিয়াছেন, সুতরাং সংশয়াদির কীর্ত্তন নিরর্থক ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। প্রমাণ পদার্থ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহারা সাক্ষাৎ প্রমেয় পদার্থে পঠিত হইয়াছে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান এবং সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান, ইহা বুদ্ধিরূপ প্রমেয়ের অন্তর্গত। শব্দরূপ প্রমাণ অর্থরূপ প্রমেয়ের অন্তর্গত; কিন্তু চক্ষুরাদি পদার্থ প্রমার সাধন অবস্থায় প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রমার বিষয় অবস্থায় তাহাই আবার প্রমেয়পদবাচ্য হয়। উল্লিখিত কারণে প্রমাণ পদার্থ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত হইলেও পৃথক্‌ভাবে কথিত হইয়াছে। (ন্যায়দর্শন) [আত্মাদি দ্বাদশটী প্রমেয়ের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বেদান্ত মতে শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মই একমাত্র প্রমেয়। ২ পরিচ্ছেদ। ৩ অবধার্য্য।

প্রমেয়ত্ব (ক্লী) প্রমেয়স্য ভাবঃ ত্ব। প্রমেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রমেহ (পুং) প্রকর্ষেণ মেহতি ক্ষরতি বীর্য্যাদিরনেনেতি প্র-মিহ ক্ষরণে করণে ঘঞ্। স্বনামখ্যাত রোগবিশেষ। মেহরোগবিশেষ। (A urinary affection, a gleet, gonnorrhœa) পর্য্যায়—মেহ, মূত্রদোষ। (রাজনি°) বহুমূত্রতা। (হেম) এই রোগের লক্ষণ—

"আস্যা সুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রাম্যোদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥"
(মাধবনি°)

সর্ব্বদা উপবেশন বা শয়ন, দধি, গ্রাম্যমাংস, ঔদকমাংস ও আনূপমাংস, দুগ্ধ, ও নূতন তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ, নূতন জল, চিনি ও সন্দেশ প্রভৃতি অতিশয় মিষ্টভোজন এবং কফজনক দ্রব্য সকল ভোজন করিলে প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয়।

সুশ্রুতে লিখিত আছে—দিবাস্বপ্ন, অপরিশ্রমী ও আলস্যপ্রসক্ত হইলে এবং শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর দ্রব অন্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই প্রমেহ হয়। এইরূপ অহিতাচারী পুরুষের বাতপিত্তশ্লেষ্মা পরিপাক না হইয়াই মেদধাতুর সহিত একত্র হইয়া মূত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে। তথায় বস্তিমুখ আশ্রয় করিয়া ভেদকরণের ন্যায় যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। এই সকল লক্ষণ হইলে প্রমেহ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। করতল ও পদতলে দাহ, দেহ স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও ভার, মূত্র শুক্লবর্ণ ও মধুর, তন্দ্রা, অবসাদ, পিপাসা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, তালু, গলদেশ, জিহ্বা ও দন্তে মলের উৎপত্তি, কেশের জটিলভাব এবং নখবৃদ্ধি প্রমেহরোগের পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে হইবে। সকল প্রকার প্রমেহেই মূত্র আবিল ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। প্রমেহরোগে দোষযুক্ত পীড়কা সকল উৎপন্ন হয়। এই রোগে জননেন্দ্রিয়ের উপর যে ব্রণ হয়, তাহাকে পীড়কা কহে। প্রমেহরোগ ২০ প্রকার। তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই দশ প্রকার কফজ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ছয় প্রকার পিত্তজ; বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই চারিপ্রকার বাতজ।

এই সকল প্রমেহরোগ হইবার পূর্ব্বে দন্ত, চক্ষু ও কর্ণাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত ও পদাদি জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। অধিক পরিমাণ মূত্র ও মূত্রের আবিলতা এই দুইটী সাধারণ লক্ষণ। উদকপ্রমেহে মূত্র আবিল, কখন বা স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, পরিমাণে অধিক শ্বেতবর্ণ, শীতল ও গন্ধহীন হয়। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় মিষ্টাস্বাদ হয়। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিলে ঘন হইয়া যায়। সুরামেহে সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নভাগে ঘন মূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পিষ্টমেহে মূত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত এবং পিটুলীগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও বহুপরিমাণে প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রতুল্য বা শুক্রমিশ্রিত হয়। সিকতামেহে মূত্রের সহিত বালুকাকণার ন্যায় কঠিন পদার্থ নির্গত হয়। শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল, মধুস্বাদ ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। শনৈর্মেহে অতি মন্দবেগে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। লালামেহে লালাযুক্ত তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়। ক্ষারমেহে মূত্র ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ, আস্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়। নীলমেহে নীলবর্ণের এবং কালমেহে কালবর্ণের মূত্র নিঃসৃত হয়। হরিদ্রামেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসযুক্ত এবং মূত্রত্যাগকালে লিঙ্গনালে জ্বালা বোধ হইয়া থাকে। মাঞ্জিষ্ঠমেহে মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও আঁসটে গন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়। রক্তমেহে মূত্র আঁসটে গন্ধযুক্ত, উষ্ণ ও লবণাস্বাদ হয়। বসামেহে বসাতুল্য অথবা বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বসামেহকে সর্পির্মেহ নামেও অভিহিত করেন। মজ্জমেহে মূত্র মজ্জতুল্য বা মজ্জমিশ্রিত হইয়া থাকে। হস্তিমেহে রোগী সর্ব্বদা মত্তহস্তীর ন্যায় অধিক মূত্র ত্যাগ করে ও মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে কোনরূপ বেগ উপস্থিত হয় না। কখন কখন বা মূত্ররোধ হইতে দেখা যায়।

প্রমেহরোগের উপদ্রব—দশ প্রকার কফজমেহে অজীর্ণ, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, কাসের সহিত কফনিষ্ঠীবন ও পীনস; ছয় প্রকার পিত্তজমেহে বস্তি ও লিঙ্গনালে সূচীবেধবৎ বেদনা, লিঙ্গনাল মধ্যে পাক, অণ্ডকোষ কাটাফাটা হওয়া, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদগার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এবং চারিপ্রকার বাতজমেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোভ, শূল,

অনিদ্রা, শোষ, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। উপদ্রবযুক্ত সকল প্রকার প্রমেহই প্রায় কষ্টসাধ্য।

পিত্তজ প্রমেহে বৃষণদ্বয়ের অবদারণ (লম্বিত হওয়া), বস্তিভেদ, মেঢ্রতোদ (উপস্থের টনটনানি), হৃদিশূল, অম্লিকাজ্বর, অতিসার, অরুচি, বমন, গায়ের উত্তাপ, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, নিদ্রানাশ, পাণ্ডুরোগ, বিষ্ঠা ও মূত্রের পীতবর্ণতা এই সকল উপদ্রব হয়।

এই সকল প্রমেহ উপস্থিত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে অসাধ্য হয়। শরীরে বসা ও মেদ অধিক থাকিলে এবং সমস্ত ধাতু ত্রিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে প্রমেহরোগীর শরীরে দশ প্রকার পীড়কা জন্মে। এই সকল পীড়কার নাম শরাবিকা, সর্ষপিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, পুত্রিণী, মসূরিকা, অলজী, বিদারিকা ও বিদ্রধিকা। ইহাদের লক্ষণ—শরাবের ন্যায় পরিমাণ ও তাহার মধ্যস্থল নিম্ন হইলে শরাবিকা; শ্বেতসর্ষপ তুল্য পরিমাণ ও তাহার ন্যায় শরীরে স্থিত হইলে সর্ষপী; দাহযুক্ত ও কূর্ম্মের ন্যায় সংস্থিত হইলে কচ্ছপিকা; তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজালে আবৃত হইলে জালিনী, পীড়কা নীলবর্ণ ও উন্নত হইলে বিনতা, ইহা সঙ্কুচিত ও উন্নত হইলে পুত্রিণী, মসূরের ন্যায় সংস্থিত হইলে মসূরিকা, রক্ত ও শ্বেতবর্ণ কঠিন স্ফোটযুক্ত হইলে অলজী, ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোল ও কঠিন হইলে বিদারিকা এবং বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট হইলেও বিদ্রধিকা এই সকল নামে অভিহিত হয়। যদি রোগীর দুর্ব্বল অবস্থায় মলদ্বারে, হৃদয়ে, মস্তকে, অংসদেশে, পৃষ্ঠে ও মর্ম্মস্থানে উপদ্রববিশিষ্ট পীড়কা হয়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য এবং সমস্ত শরীর নিষ্পীড়ন করিয়া যদি মেদ, মজ্জা ও বসাযুক্ত আস্রাব বায়ু কর্তৃক অধোভাগে নিঃসৃত হয়, তবে তাহা বায়ু জন্য এবং ইহাও অসাধ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে। প্রমেহের পূর্ব্ব লক্ষণের ভাব দৃষ্ট হইলে ও মূত্র অধিক পরিমাণে হইলেই প্রমেহ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। পীড়কাতে অতিশয় পীড়িত ও উপদ্রববিশিষ্ট হইলে মধুমেহ হয়, এই মধুমেহ দুঃসাধ্য।

সকল প্রকার প্রমেহ রোগ অচিকিৎস্যভাবে অধিক দিন অবস্থিত থাকিলে মধুমেহরূপে পরিণত হয়। তাহাতে মূত্র মধুর ন্যায় ঘন, পিচ্ছিল, পিঙ্গলবর্ণ ও মিষ্টাস্বাদ হইয়া থাকে। মধুমেহ অবস্থায় যে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই সেই দোষজাত প্রমেহ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত নিদান° ৬ অঃ)

প্রমেহরোগ স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য। এ জন্য এই রোগ হইবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করা আবশ্যক। সুশ্রুতের মতে—প্রমেহরোগ দুই প্রকার সহজ ও কুপথ্য জন্য। পিতামাতার বীজদোষ জন্য হইলে এই রোগ সহজ এবং কুপথ্য দ্বারা জন্মিলে কুপথ্যজন্য কহে। উক্ত প্রকার প্রমেহেরই প্রথম উপদ্রব শরীরের কৃশতা, রুক্ষতা, অল্প আহার, পিপাসা ও বেগে পরিসরণ। উত্তর কালের উপদ্রব—দেহের স্থূলতা, স্নিগ্ধতা, অধিক আহার, শয্যাপ্রিয়তা, আসনপ্রিয়তা বা নিদ্রাশীলতা। এই সকল লক্ষণই প্রায় ঘটিয়া থাকে। কৃশ হইলে অন্নপানের নিয়ম দ্বারা ও স্থূল হইলে উপবাসাদি কার্শকর ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা বিধেয়।

প্রমেহরোগীর পক্ষে সৌবীরক (কাঁজী), তুষোদক, শুক্ত, সুরা, আসব, দুগ্ধ, জল, তৈল, ঘৃত, ইক্ষুবিকার, দধি, পিষ্টান্ন, অম্লপানক, গ্রাম্য বা অনূপদেশজাত পশুর মাংস এই সকল বিশেষ নিষিদ্ধ।

শালি, ষষ্টি, যব, গোধূম, কোদ্রব, ও উদ্দালক এই সকল পুরাতন হইলে প্রমেহরোগী ভক্ষণ করিতে পারে। চণক, আঢ়কী, কুলথ, মুদ্গ বা নিকুম্ভাদি তৈলে পাক করা, তিক্ত বা কষায় রসবিশিষ্ট শাক, মূত্ররোধকারী জাঙ্গলমাংস ও অপর যে সকল দ্রব্যে মেদ শুষ্ক হয়, সেই সকল দ্রব্য ঘৃত ভিন্ন পাক করিয়া প্রমেহরোগী ভোজন করিতে পারে। অম্লভোজন নিষিদ্ধ। স্নান সহ্যমত করা আবশ্যক। প্রমেহের আধিক্য অবস্থায় স্নান না করিলেই ভাল।

প্রমেহরোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার তৈলের দ্বারা বা প্রিয়ঙ্গু আদি সিদ্ধ ঘৃতদ্বারা নিঃশেষে বমন ও বিরেচন করাইতে হইবে। বিরেচনের পর সুরসাদিকষায়দ্বারা আস্থাপন করিবে। শরীরে দাহ থাকিলে স্নেহবর্জ্জিত ন্যগ্রোধাদির কষায়ে শুণ্ঠী, ভদ্রদারু ও মুস্তা প্রক্ষেপপূর্ব্বক মধু ও ক্ষৌদ্র-যোগে পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাদ্বারা দেহবিশুদ্ধ হইলে হরিদ্রা, আমলকীর রস, মধুযোগে পান অথবা ত্রিফলা, রাজগুমুক, দেবদারু ও মুস্ত ইহাদের একযোগে কষায় বা শাল কম্পিল্ল ও মুষ্কক একযোগে অক্ষপরিমিত কল্ক অথবা হরিদ্রাযুক্ত আমলকীর রস মধুসংযোগে পান করিবে। কুটজ, কপিত্থ, রোহিত, বিভীতক ও সপ্তপর্ণপুষ্প একযোগে কল্ক অথবা নিম্ব, আরগ্বধ, সপ্তপর্ণ, মূর্ব্বা, কুটজ, সোমবৃক্ষ বা পলাশ এই সকল বৃক্ষের ত্বক্‌, পত্র, মূল, ফল ও পুষ্প একযোগে কষায় প্রস্তুত করিয়া সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

উদকমেহে পারিজাতকষায়, ইক্ষুমেহে জয়ন্তীকষায়, সুরামেহে লিম্বকষায়, সিকতামেহে চিত্রককষায়, শনৈর্মেহে খদির-কষায়, লবণপ্রমেহে পাঠা ও অগুরু একযোগে কষায়, পিষ্টমেহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একযোগে কষায়, সান্দ্রমেহে সপ্তপর্ণকষায়, শুক্রমেহে দূর্ব্বা, শৈবাল, প্লব, হঠ, করঞ্জ ও কসেরুক একযোগে কষায়, অথবা ককুভ ও রক্তচন্দন একযোগে কষায়, ফেনমেহে ত্রিফলা, আরগ্বধ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের একযোগে কষায় মধুযোগে পান করিবে। কক্ষ প্রমেহে

শেষোক্ত দুই প্রকার অধিক পরিমাণে মধুসংযোগে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। পিত্তজ নীলপ্রমেহে শালসারাদি কষায়, বা অশ্বত্থকষায়, হরিদ্রামেহে রাজবৃক্ষকষায়, অম্লমেহে মধুমিশ্রিত ন্যগ্রোধাদি কষায়, ক্ষারমেহে ত্রিফলাকষায়, মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা ও চন্দন একত্র করিয়া কষায়, শোণিতমেহে গুড়ুচি, তিন্দুকাস্থি, খর্জ্জুর ও গাম্ভারী একত্র করিয়া কষায় ও মধুসংযোগে পান বিশেষ উপকারজনক।

যে সকল প্রমেহ অসাধ্য বলা হইয়াছে, ঐ সকল প্রমেহরোগ চিকিৎসিত হইলে যাপ্য হইয়া থাকে। এই জন্য অসাধ্য প্রমেহেরও চিকিৎসা বিধেয়। অসাধ্যপ্রমেহ মধ্যে সর্পিমেহে কুষ্ঠ, কুটজ, পাঠা, হিঙ্গু, ও কটুকী ইহাদের কল্ক, গুড়ুচি ও চিত্রকের কষায় সহযোগে পান; বসামেহে অগ্নিমন্থ বা শিংশপার কষায়, ক্ষৌদ্রমেহে খদির বা গুবাককষায়, বস্তিমেহে তিন্দুক, কপিত্থ, শিরীষ, পলাশ, পাঠা, মূর্ব্বা ও দুরালভা, একযোগে কষায় মধুসংযোগে সেবনে ঐ সকল অসাধ্য প্রমেহ যাপ্য থাকে। এই সকল প্রমেহে হস্তী, অশ্ব, শূকর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ইহাদিগের অস্থির ক্ষার সেবনেও প্রশমিত হয়। প্রমেহে জ্বালা থাকিলে জলীয় কন্দ ও দুগ্ধ সহ যবাগু প্রস্তুত করিয়া মধুসংযোগে সেবন করিলে উপকার হয়।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তা, যূথিকা, পদ্মা, লোহিতিকা, অম্বষ্ঠা, দাড়িমত্বক, শালপর্ণী, পুন্নাগ, নাগকেশর, ধাতুকী, ধাতকী, বকুল, শাল্মলী ও মোচরস ইহাদের একযোগে অরিষ্ট, অবলেহ বা আসব প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহরোগ নিরাময় হয়। শৃঙ্গাটক, গিলোড্যবিষ, মৃণাল, কশেরুক, যষ্টিমধু, আম্র, জম্বু, অসন, অর্জ্জুন, শোনালী, রোধ্র, ভল্লাতক, চর্ম্মবৃক্ষ, গিরিকর্ণিকা, শৈলজ, নিচুল, দাড়িম, অজকর্ণ, হরিবৃক্ষ, রাজাদন, গোপঘণ্টা ও বিকঙ্কত, এই সকল একযোগে অরিষ্ট, অবলেহ বা আসব প্রস্তুত করিয়া সেবনে প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়।

প্রমেহরোগ বৃদ্ধি হইলে ব্যায়াম, যুদ্ধ, ক্রীড়া, গজ, তুরঙ্গ ও রথাদিতে ভ্রমণ এবং অস্ত্রসঞ্চালন করিলে উপকার হয়। রোগী নির্দ্ধন ও নিঃসহায় হইলে পাদুকা ও ছত্র পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাহার ও সংযতচিত্ত হইয়া শত যোজনের অধিক ভ্রমণ করিবে। শ্যামাক, নীবার, আমলক, কপিত্থ, তিন্দুক ও অশ্মন্তক ফল আহার করিয়া বনে বনে ভ্রমণ, সর্ব্বদা গো ও ব্রাহ্মণের অনুগামী হইয়া গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণ করিবে। ইহাতে প্রমেহরোগের শান্তি হয়। প্রমেহরোগের পীড়কা হইলে তাহারও চিকিৎসা বিধেয়। প্রমেহরোগীর মূত্র পিচ্ছিলতা ও আবিলতাশূন্য, নির্ম্মল, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট হইলে রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যাইবে। (সুশ্রুত চিকিং ১২-১৩অং)

প্রমেহরোগের কতকগুলি মুষ্টিযোগ—প্রমেহরোগ স্বভাবতঃই কষ্টসাধ্য। এই রোগ হইবামাত্রই বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস ও কচি শিমুলের রস প্রমেহরোগের উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের কাথ, মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহই প্রশমিত হয়। মধু ও হরিদ্রাযুক্ত আমলকীর রসও ঐরূপ উপকারী। শুক্রমেহে দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস, অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাচাদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া এবং জল অর্দ্ধপোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পলাশফুল একতোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা একত্র করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়। বঙ্গভস্ম প্রমেহরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিমুলফুলের রস, মধু ও হরিদ্রাচূর্ণের সহিত ১ রতি পরিমাণে বঙ্গভস্ম সেবন করিলে প্রমেহরোগ আশু প্রশমিত হয়।

প্রমেহরোগে মূত্ররোধ হইলে কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিবে। কুষ্মাণ্ডলেহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পাতরকুচি পাতার রস ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে মূত্ররোধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

এলাদিচূর্ণ, মেহকুলান্তকরস, মেহমুদ্গারবটিকা, বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, বৃহৎহরিশঙ্কররস, চন্দনাসব ও দাড়িমাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রমেহমিহির প্রভৃতি তৈল রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার প্রমেহরোগেই প্রয়োগ করা যায়।

প্রমেহ জন্য পীড়কা হইলে তাহাতে যজ্ঞডুমুরের আটা লাগাইবে, অথবা সোমরাজী বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কটুকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুর বীজ, এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবনে প্রমেহপীড়কা প্রশমিত হয়। শারিবাদিলৌহ, শারিবাদি আসব ও মকরধ্বজরস এই অবস্থায় উপযুক্ত ঔষধ। প্রমেহরোগের অন্যান্য ঔষধও ইহাতে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্টদ্রব্য, অধিক মৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্লদ্রব্য, কলাইয়ের দাইল, দধি, গুড়, লাউ, তালশাঁস ও অন্যান্য কফবর্দ্ধক দ্রব্যভোজন, মদ্যপান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মূত্রের বেগধারণ ও অধিক ধূমপান প্রভৃতি প্রমেহ রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহরোগ হয় না।

"রজঃ প্রবর্ত্ততে যস্মাৎ মাসি মাসি বিশোধয়েৎ।
সর্ব্বান্ শরীরদোষাংশ্চ ন প্রমেহস্ততঃ স্ত্রিয়ঃ॥" (ভাবপ্র°)

নারীগণের প্রতিমাসে রজোরক্ত স্রাব হইয়া শারীরিক সমস্ত দোষ বিশোধিত হয়, একারণ স্ত্রীগণ প্রমেহরোগাক্রান্ত হয় না। কিন্তু কোন কোন অনার্ত্তবা স্ত্রীলোকের এ রোগ হইতে দেখা যায়। প্রমেহরোগী, কেহ বা বলবান্, কৃশ বা দুর্ব্বল থাকে। তন্মধ্যে কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বল ও মাংসবৃদ্ধিকর ঔষধ এবং অধিক দোষ ও বলসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বিরেচনাদি দিলে উপকার হয়, বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল উর্দ্ধাধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তর্পণক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে প্রমেহরোগীকে সংশোধন সেবন করান নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে সংশমন ঔষধ উপযুক্ত। বিষ্কির (হংস, ময়ূর, ও কুক্কুটাদি), প্রতুদ (কপোতাদি) পক্ষী এবং ছাগাদি জাঙ্গল পশুর মাংসের যূষ, অল্প পরিমাণে কষায় রস, চূর্ণ, অবলেহ, মসুর ও মুদ্গ প্রভৃতি লঘু আহার প্রমেহরোগে হিতকর। শ্যামাক, কামিনীধান্য, গোধূম, ছোলা, অড়হর, ও কুলত্থ কলাই, এই সকল দ্রব্য বৎসরাতীত হইলে তাহা সেবনে হিতকর। মধু ও হরিদ্রাসংযুক্ত আমলকীর রস, ত্রিফলা, দেবদারু ও মুথার কাথ, এবং মধুসংযুক্ত ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথার কাথ পান করিলে প্রমেহ প্রশমিত হয়। ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু বা হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে বা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি চূর্ণ নারিকেলের মধ্যভাগে নিহিত করিয়া ঐ ফল একরাত্রি পঙ্ক মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিবে, প্রাতঃকালে তাহা তুলিয়া লইয়া ঐ চূর্ণ ও জল একত্র পান করিলে বহুদিনের প্রমেহ নষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন কুশাবলেহ, শিলাজতু, সালসারাদিলেহ, দাড়িমাদ্যঘৃত, বৃহদ্ দাড়িমাদ্যঘৃত, মহাদাড়িমাদ্য ঘৃত, বিড়ঙ্গাদি লৌহ, পঞ্চাননরস, মেহকুলান্তকরস, মেহানলরস, চন্দ্রকলা, তারকেশ্বর, সোমেশ্বররস, সর্ব্বেশ্বররস, বেদবিদ্যাবটী, বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, বঙ্গাষ্টক, বসন্তকুসুমাকররস, চন্দ্রপ্রভাদি বটিকা, মেহমিহিরতৈল, প্রমেহমিহিরতৈল, ইন্দ্রবটী, মেহমুদ্গরবটিকা, সোমনাথরস ও দেবদার্ব্বরিষ্ট এই সকল ঘৃত ও তৈল সেবনে প্রমেহরোগ আশু প্রশমিত হয়। চিকিৎসক রোগীর ধাতু এবং বলাবল বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগা°)

ভাবপ্রকাশ, চরক, চক্রদত্ত প্রভৃতিতে এই রোগের বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে, তাহা লিখিত হইল না।

এই রোগ মহাপাতকজ। অতএব এই রোগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। [মেহরোগ দেখ।]

প্রমেহমিহিরতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ শুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বামুনহাটি, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণারমূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগরপাদুকা, প্রত্যেক ২ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহ, পিপাসা ও মুখশোষাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার প্রমেহ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগা°)

প্রমেহিন্ (পুং) প্র-মিহ-ণিনি। প্রমেহরোগী। প্রমেহরোগযুক্ত।
"কিঞ্চিচ্চাপ্যধিকং মূত্রং তং প্রমেহিনমাদিশেৎ।"(সুশ্রুত নি° ৬অঃ)

প্রমোক্তব্য (ত্রি) প্র-মুচ্-তব্য। মুক্তির যোগ্য।

প্রমোক্ষ (পুং) ১ বিমুক্তি। ২ নির্ব্বাণ। ৩ ত্যাগ, ফেলা।

প্রমোক্ষণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে মুক্তি।

প্রমোচন (ত্রি) প্রকর্ষেণ মুচ্যতেঽনেন প্র-মুচ-ল্যুট্। প্রকৃষ্ট মোচনকর্ত্তা, যিনি উত্তমরূপে মোচন করেন।
"মহাশ্রমে বসেদ্রাত্রিং সর্ব্বপাপপ্রমোচনে।" (ভারত ৩৮৪।৫০)
২ প্রমোচনসাধন। (ক্লী) ৩ প্রকৃষ্টরূপে মোচন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রমোচনী। ৪ গবাক্ষী। ৫ গোতুম্বা। (জটাধর)

প্রমোদ (পুং) প্র-মুদ-হর্ষে-ভাবে ঘঞ্। ১ হর্ষ, প্রিয়লাভ নিমিত্ত প্রকৃষ্ট হর্ষ। "উৎপাদ্য পুত্রজননপ্রভবং প্রমোদং
দত্ত্বা পুনর্বিরহজং কিল দুঃখভারম্।" (দেবীভাগ°৪।২৪।৫৫)
২ আমোদ, গন্ধবিশেষ। প্রকৃষ্টো মোদো যস্য। (ত্রি) ৩ প্রমোদযুক্ত, হর্ষযুক্ত। (পুং) ৪ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭ অ°) ৫ কুমারানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অ°) ৬ মুখ্য সিদ্ধিভেদ।
"তিস্রশ্চ মুখ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রমোদমুদিতমোদমানাঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)
তিন প্রকার মুখ্যসিদ্ধি—প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। সর্ব্বোৎকর্ষে যখন আধ্যাত্মিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তখন এই সিদ্ধি হয়।

প্রমোদক (পুং) ১ ষষ্টিকধান্য। ২ শালিধান্য বিশেষ। (চরক-সূ° ২৭ অ°)

প্রমোদন (ত্রি) প্রমোদয়তি প্র-মুদ-ণিচ্-ল্যু। ১ হর্ষকারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৯) ণিচ্-ল্যুট্। (ক্লী) ৩ হর্ষসম্পাদন। আনন্দ জন্মান।

প্রমোদমান (ক্লী) সাংখ্যবর্ণিত অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটী।

প্রমোদসট্টক (স্ত্রী) ভক্ষ্যান্নভেদ। ইহার লক্ষণ—
"সাদ্রে দধ্নি মরীচং পিপ্পলী শুণ্ঠী লবঙ্গকর্পূরম্।
এষাং চূর্ণং শাকং শর্করয়া মর্দ্দ্য শুভ্রবস্ত্রেণ॥
গালয়িত্বা ক্ষিপেত্তস্মিন্ পক্বদাড়িমবীজকম্।
প্রমোদসট্টকং হেতদ্বর্দ্ধমানগুণৈঃ সমম্॥" (বৈদ্যকনি°)
ঘন দধিতে মরীচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, লবঙ্গ ও কর্পূর ইহাদের চূর্ণ চিনির সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রে ছাকিয়া ফেলিতে হইবে, তৎপরে ইহাতে পক্বদাড়িমবীজ নিক্ষেপ করিলে তাহাকে প্রমোদসট্টক বলা যায়। ইহার গুণ গুরু, দীপ্তি ও রুচিকর, বলবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, কফ, বাত, পিত্ত, শ্রম, গ্লানি ও তৃষ্ণানাশক।

প্রমোদিত (ত্রি) প্র-মুদ-হর্ষে-ক্ত (উদুপধাদিতি। পা ১।২।২১) ইতি কিদ্ভাবঃ। প্রমোদোঽস্য জাত ইতি তারকাদিত্বাদিতচ্ বা। ১ প্রমোদযুক্ত, আনন্দিত। (পুং) ২ কুবের।

প্রমোদিন্ (ত্রি) প্রমোদয়তীতি প্র-মুদ-ণিচ্-ণিনি। ১ প্রকৃষ্ট হর্ষযুক্ত। ২ প্রহর্ষজনক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রমোদিনী, জিঙ্গিনী বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৪ প্রকৃষ্ট হর্ষযুক্তা।

প্রমোহ (পুং) প্র-মুহ-ঘঞ্। প্রকৃষ্টরূপমোহ, মূর্চ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব। স্বার্থে-কন্। প্রমোহক, মূর্চ্ছা।

প্রমোহন (স্ত্রী) প্রমুহ্যতে হনেন প্র-মুহ-করণে-ল্যুট্, প্রমোহয়তি প্র-মুহ-ণিচ্-ল্যু বা। প্রমোহসাধন, প্রমোহকারক অস্ত্রভেদ। যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে বিপক্ষদিগের মোহের উৎপত্তি হয়, তাহাকে প্রমোহনাস্ত্র কহে। (ভারত ভীষ্মপ° ৭৭ অ°) (ত্রি) ২ প্রমোহকারক মাত্র।

প্রমোহিন্ (ত্রি) প্রমোহয়তীতি প্র-মুহ-ণিনি। মোহজনক।

প্রম্লোচন্তী (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (শুক্লযজু° ১৫।১৭)

প্রম্লোচা (স্ত্রী) প্রম্লোচতি তাপসাদীন্ প্রতিগচ্ছতীতি প্রম্লুচ-গতৌ অচ্-টাপ্। অপ্সরোবিশেষ।
"তত্র তস্যাপ্সরদীমধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মনোরমা।
প্রম্লোচা নাম তন্বঙ্গী তৎসমীপে বরাপ্সরাঃ॥" (গরুড়পু° ৯০ অ°)

প্রযক্ষ (পুং) প্র-যক্ষ-পূজায়াং অচ্। পূজ্য। "তচ্ছ-প্রযক্ষতমমস্য কর্ম্ম"(ঋক্ ১।৬২।৬)'প্রযক্ষতমং অতিশয়েন পূজ্যং'(সায়ণ)

প্রযজ (স্ত্রী) বলি, উৎসর্গ।

প্রযজ্যু (ত্রি) প্র-যজ 'যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুচ্' ইতি যুচ্ নিরনুনাসিকত্বাৎ অনাদেশো ন। অধ্বর্যু। "অসাবিহি প্রযজ্যবঃ" (ঋক্ ১।৩।১) 'প্রযজ্যবঃ প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ' (সায়ণ)

প্রযত (ত্রি) প্র-যম-ক্ত বা প্রযতে ধর্ম্মার্থমিতি প্র-যত-অচ্। পবিত্র, সংযত।
'ব্রহ্মচার্য্যা হরেদ্ভৈক্ষং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্।" (মনু ২।১৮৩)
২ নম্র। প্র-যত-অচ্। ৩ প্রযত্নবিশিষ্ট। প্র-যম-ক্ত। ৪ দত্ত।

প্রযতি (স্ত্রী) প্র-যম-ক্তিন্। প্রখর সংযম।

প্রযতিতব্য (ত্রি) প্র-যত-তব্য। প্রযত্নের যোগ্য।

প্রযত্তব্য (ত্রি) প্রযত্নযোগ্য।

প্রযতাত্মন্ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৭) প্রযতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য। ২ প্রযতস্বভাব।

প্রযত্ন (পুং) প্র-যত যত্নে (যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। প্রকৃষ্টযত্ন, প্রয়াস, অধ্যবসায়। চেষ্টা।
"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্।
চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা॥
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ।
নিবৃত্তিস্তু ভবেদ্দ্বেষা দ্বিষ্টসাধনতা ধিয়ঃ॥
যত্নো জীবনযোনিস্তু সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।
শরীরে প্রাণসঞ্চারে কারণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)
নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রযত্ন তিন প্রকার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান, চিকীর্ষা (ইহা আমার কর্ত্তব্য এইরূপ ইচ্ছা), কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান ও উপাদানপ্রত্যক্ষ এইগুলি প্রবৃত্তির কারণ। যাহা করিবার ইচ্ছা হয় না, তাহা করিবার জন্ত কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা হইলেও যদি বিবেচনা হয় যে, এ কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। এ সমস্ত হইলেও যে উপাদানে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, সেই উপাদানের প্রত্যক্ষ না হইলে সে কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটশরাবাদির নির্ম্মাণে ও তণ্ডুলের প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে কেহ প্রবৃত্ত হয় না এবং হইতেও পারে না। শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি যে প্রযত্নপ্রভাবে হয়, তাহার নাম জীবনযোনি-প্রযত্ন। ২ ফলার্থীদিগের প্রারব্ধ কর্ম্মের অবস্থাপঞ্চকের অন্তর্গত অবস্থাভেদ।
"প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরাম্বিতঃ।" (সাহিত্যদ°)
ফলের অপ্রাপ্তিতে অতিত্বরান্বিত যে ব্যাপার তাহাকে প্রযত্ন কহে।

প্রযত্নবৎ (ত্রি) প্রযত্নোঽস্যাস্তি প্রযত্ন-মতুপ্ মস্য ব। প্রযত্নযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রযত্নশৈথিল্য (স্ত্রী) স্বাভাবিক প্রযত্নের উপরমপূর্ব্বক প্রযত্ন-ভেদ। ইহা যোগাঙ্গ আসনসিদ্ধির নিমিত্ত আবশ্যক। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে—"প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাং" (পাতঞ্জলদ° ২।৪৭) 'চলনাৎ দৈর্য্যবিঘাতকস্য স্বাভাবিক-

প্রযত্ন শৈথিল্যং উপরমঃ' (ভোজবৃত্তি) আসন জয় করিতে হইলে শাস্ত্রবিহিত প্রযত্নের আবশ্যক। আসন জয় করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রযত্ন করিতে নাই, অর্থাৎ অযোগী মনুষ্য সর্ব্বদা যেরূপ প্রযত্নে উপবেশন করে, সেইরূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন শিক্ষা করিয়া সেই প্রযত্ন প্রয়োগ-পূর্ব্বক আসন জয় করিতে হয়। স্বাভাবিক প্রযত্নের উপরম হইলে যোগশাস্ত্রোক্ত যে প্রযত্নবিশেষ, তাহাই প্রযত্নশৈথিল্য-নামে অভিহিত হয়।

প্রযন্তৃ (ত্রি) প্র-যম-তৃচ্। ১ প্রকর্ষরূপে যন্তা। ২ দাতা। (ঋক্ ১।৫১।১৪)

প্রযস্ (স্ত্রী) প্রযতন্তেঽত্র প্র-যস-আধারে ক্বিপ্। অন্ন। (নিঘণ্টু)

প্রযস্ত (ত্রি) প্র-যস-প্রযত্নে-ক্ত। ১ প্রয়াসদ্বারা কৃত। ২ সুসংস্কৃত। (ত্রি) ৩ ঘৃতচতুর্জাতকাদি দ্বারা প্রযত্নসংস্কৃত ব্যঞ্জন।

প্রযস্বৎ (ত্রি) হবির্লক্ষণান্নযুক্ত। "ত্বা বয়ং প্রযস্বন্তঃ সুতে সচা" (ঋক্ ১।১৩০।১) 'প্রযস্বন্তঃ হবির্লক্ষণান্নবন্তঃ' (সায়ণ)

প্রযা (স্ত্রী) প্রকর্ষরূপে শত্রুর প্রতি অভিযায়ী বল। "অমিত্রাযুধো মরুতামিব প্রযাঃ" (ঋক্ ৩।২৯।১৫) 'প্রযাঃ প্রকর্ষেণ শত্রূনভিযাতীতি প্রযা বলানি।' (সায়ণ)

প্রয়াগ (পুং) প্রকৃষ্টো যাগো যাগফলং যস্ম যস্মাৎ বা। ১ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমজাত তীর্থ।

প্রয়াগ তীর্থের বিষয় প্রায় সকল পুরাণেই লিখিত আছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার মাহাত্ম্যের বিষয় লিখিত হইল। প্রয়াগ তীর্থের মধ্যে প্রধান। এ সম্বন্ধে একটী চলিত প্রবাদ আছে, তাহা এই—

'প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মরগে পাপী যথা তথা'

পাপী সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি প্রয়াগতীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর পাপের ভীতি থাকে না। মৎস্যপুরাণে প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্যের বিষয় ১০২ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

"এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
ন শক্যং কথিতং রাজন্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥" ইত্যাদি।
(মৎস্যপু° ১০২ অ°)

প্রয়াগতীর্থ প্রজাপতির ক্ষেত্র এবং ত্রিলোকবিখ্যাত। ইহার মাহাত্ম্য শতবর্ষ ধরিয়া বলিলেও শেষ করা যায় না। এই তীর্থে স্রোতস্বতী গঙ্গা ও যমুনা বিদ্যমান আছেন। ষষ্টি সহস্র বীরপুরুষ গঙ্গাকে এবং স্বয়ং সূর্য্যদেব যমুনাকে সতত রক্ষা করেন। এখানে একটী বট আছে, স্বয়ং শূলপাণি তাহার রক্ষক। দেবতা সকল মিলিত হইয়া এই সকল পাপনাশক স্থানকে রক্ষা করেন। ইহার এমনই মাহাত্ম্য যে, নাম মাত্র স্মরণে পাপের ক্ষয় এবং এই তীর্থের দর্শনে সকল পাপ দূর হয়। এই তীর্থে পাঁচটী কুণ্ড আছে, তাহার মধ্যে জাহ্নবী দেবী অবস্থিত আছেন। প্রয়াগতীর্থে প্রবেশ করিবামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে পাপ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মনে মনে যে সকল কামনা করা যায়, তাহা সকলই সিদ্ধ হয়। এই তীর্থে স্নানদানাদি এবং পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যদি দেহাবসান হয়, তাহা হইলে দীপ্তকাঞ্চনসদৃশ ও সূর্য্যতুল্য তেজস্ক বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গতি হইয়া থাকে* এবং স্বর্গলোকে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মধ্যে বাস হইয়া থাকে। দেশ, বিদেশ, গৃহ বা অরণ্য যে কোন স্থলে মৃত্যুকালে প্রয়াগ নাম স্মরণপূর্ব্বক মৃত্যু হইলে তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যখন তাহাদের পুণ্যক্ষয় হয়, তখন তাহারা স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

প্রয়াগতীর্থে যদি একটীমাত্র পয়স্বিনী গাভী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, তাহা হইলে তাহার শতকোটিগুণ অধিক ফললাভ হয়। এই তীর্থে যানদ্বারা গমন করিতে নাই। যদি কেহ ধনগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া যানযোগে এই তীর্থে গমন করে, তাহার পক্ষে এই তীর্থ নিষ্ফল হয়। অতএব তীর্থফলকামী কেহই যানারোহণে এই তীর্থে গমন করিবে না।

"ঐশ্বর্য্যলোভমোহাদ্বা গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ।
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাৎ যানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (মৎস্যপু°)

* "সংক্ষেপেণ তু বক্ষ্যামি তস্য তীর্থস্য যৎফলম্।
ষষ্টিবীরসহস্রাণি যত্র রক্ষন্তি জাহ্নবীম্।
যমুনাং রক্ষতি সদা সবিতা সপ্তবাহনঃ।
তং বটং রক্ষতি শিবঃ শূলপাণির্মহেশ্বরঃ।
স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
প্রয়াগং স্মরমাণস্য যান্তি পাপানি সংক্ষয়ম্।
দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পঞ্চ কুণ্ডানি রাজেন্দ্র ! তেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী।
প্রয়াগস্য প্রবেশাদ্বৈ পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
মনসা চিন্তিতান্ কামান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ততো গত্বা প্রয়াগস্য সর্ব্বদেবাভিরক্ষিতং।
ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সমাগতা মহাভাগ ! যমুনা যত্র নির্ম্মলা।
তত্রোপবিশ্য রাজেন্দ্র ! স্বর্গলোকমুপাশ্নুতে।
গঙ্গাযামুনমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দীপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সূর্য্যবর্চ্চসৈঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মধ্যে স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ॥" (মৎস্যপু° ১০২ অ°

এই তীর্থে আসিয়া যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুযায়ী দান করিবেন। কখন বিত্তের শঠতা করিবেন না। এই তীর্থে অক্ষয়বট আছেন, তাহার মূলে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহা-হইলে তাহার রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়।

"বটমূলং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বলোকানতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥" (মৎস্যপু°)

এই তীর্থ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল, এইজন্য এই স্থলে সকল দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষি সকল সতত বিদ্যমান আছেন। মাঘমাসে এই তীর্থে সকলতীর্থের সমাগম হয়, এইজন্য মাঘমাসে এই তীর্থ করিলে সকল তীর্থের ফললাভ হয়।

"মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযামুনসঙ্গমং।
গবাং শতসহস্রস্য সম্যক্‌দত্তস্য যৎফলং।
প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যহং স্নাতস্য তৎফলম্॥" (মৎস্যপু°)

বিধিপূর্ব্বক সহস্রসংখ্যক গাভী দান করিলে যে ফল হয়, মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে তিন দিন স্নান করিলে তাদৃশ ফল হয়। মাঘমাসে প্রয়াগস্নানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে যিনি নিজ দেহ অগ্নিতে সমর্পণ করেন, তাহার শরীরের রোমপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে গতি হয়।

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে যোঽগ্নৌ স্বাঙ্গং পরিত্যজেৎ।
অহীনাঙ্গোঽপ্যরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিতঃ॥
যাবন্তি রোমকূপানি তস্যাঙ্গেষু চ ধীমতঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (মৎস্যপু°)

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে যিনি অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন, তিনি তাহার শরীরস্থিত রোমপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে বাস করেন। প্রয়াগ তীর্থে সমগ্র মস্তক মুণ্ডন করিলে তাহার কেশপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে গতি হয়। এইস্থলে কেশমুণ্ডনেরই প্রাশস্ত্য অভিহিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের কেশচ্ছেদ-স্থলে কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমিত কেশ ছেদন করিতে হয়। ইহাই স্ত্রীদিগের কেশচ্ছেদের সাধারণ বিধি, কিন্তু প্রয়াগে স্ত্রীদিগের সমস্ত কেশই মুণ্ডন করিতে হইবে। কেশমূল আশ্রয় করিয়া দেহীদিগের পাপ অবস্থিত থাকে, এই জন্য কেশ ছেদন করিতে হয়। যদি কেহ কেশচ্ছেদন না করে, তাহা হইলে কোটিকুলের সহিত কল্প পর্য্যন্ত তাহার রৌরব নরকে বাস হয়। এইজন্য প্রয়াগে কেশ ছেদন অবশ্যকর্ত্তব্য।*

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে ১২৩ অধ্যায়ে এবং কূর্ম্মপুরাণে ৩৩ অধ্যায়ে প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্যাদির বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ত্রিস্থলীসেতু গ্রন্থে প্রয়াগযাত্রাবিধি দ্রষ্টব্য। [আলাহাবাদ শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ।]

প্রয়াগদত্ত, বিজ্ঞানন্দকরী নামে বৈদ্যজীবনটীকা-রচয়িতা।

প্রয়াগদাস, পদ্মকোশ নামক অভিধান-প্রণেতা।

প্রয়াগভয় (পুং) প্রকৃষ্ট যাগকারিত্বাৎ বিভেতি স্বপদ-পরিগ্রহশঙ্কয়েতি ভী-অচ্। ইন্দ্র। (শব্দমা°)

প্রযাচক (ত্রি) প্রার্থনাকারী, যাচ্ঞাকারী।

প্রযাচন (ক্লী) যাচ্ঞা, প্রার্থনা।

প্রযাজ (পুং) প্র-যজ-ঘঞ্ যজ্ঞাঙ্গত্বাৎ ন কুত্বং। দর্শপৌর্ণমাসাদ্যঙ্গযাগভেদ। "পঞ্চ প্রযাজান্" (কাত্যা° শ্রৌ° ৩।২।১।১৭) প্রযাজ যজ্ঞ পাঁচ প্রকার।

প্রযাজবৎ (পুং) প্রযাজ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। প্রযাজরূপ কর্ম্মভেদপঞ্চকযুক্ত প্রধান যাগ দর্শাদি।

প্রয়াণ (ক্লী) প্র-যা-ল্যুট্, ণত্বং। গমন।

"উদ্ঘাটিতনবদ্বারে পঞ্জরে বিহগোঽনিলঃ।
যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্য্যং প্রয়াণে বিস্ময়ঃ কুতঃ॥" (উদ্ভট)

পর্য্যায়—প্রস্থান, গমন, ইজ্যা, অভিনির্যাণ, প্রয়াণক। (হেম) ২ যুদ্ধযাত্রা। রাজাদিগের যুদ্ধাদি প্রয়াণে এই সকল বর্ণনীয়। যথা—ভেরীনিস্বন, ভূকম্প, বলধূলি, করভ, বৃষ, ধ্বজ, ছত্র, বণিক, শকট ও রথ। (কবিকল্পলতা)

প্রয়াণক (ক্লী) প্রয়াণ-স্বার্থে কন্। প্রয়াণ শব্দার্থ।

প্রয়াণভঙ্গ (পুং) যাত্রাভঙ্গ।

প্রয়াণপুরী, দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদীর উত্তরস্থিত একটী প্রাচীন তীর্থ। এখানে বহু প্রাচীন একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। [স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রয়াণপুরী-মাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রযাণীয় (ত্রি) প্র-যা-অনীয়র্, ণত্বং। গম্য, অগ্রসরযোগ্য।

প্রযাত (পুং) প্রকর্ষেণ যাতঃ বা প্র-যা-কর্ত্তরি-ক্ত। ১ ভৃগু, উচ্চদেশ। ২ সৌপ্তিক। (হেম) (ত্রি) ৩ প্রকর্ষরূপে

---

* তত্র মুণ্ডনবিধি যথা—
"গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে মাতাপিত্রোর্গুরৌ মৃতে।
আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতম্॥" ইতি স্মৃতি-সমুচ্চয়-লিখিতবচনং প্রয়াগাবচ্ছিন্নগঙ্গায়াং বিধায়কং। ভাস্করক্ষেত্রং প্রয়াগঃ। অপিচ প্রয়াগমধিকৃত্য—কেশানাং যাবতী সংখ্যা ছিন্নানাং জাহ্নবীজলে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে।
প্রয়াগে স্ত্রীণামপি মুণ্ডনং নতু কেশানাং দ্ব্যঙ্গুলচ্ছেদনমাত্রং—
কেশমূলমুপাশ্রিত্য সর্ব্বপাপানি দেহিনাং।
তিষ্ঠন্তি তীর্থস্নানেন তস্মাত্তান্ বাপয়েৎ॥
গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে মুণ্ডনং যো ন কারয়েৎ।
স কোটিকুলসংযুক্ত আকল্পং রৌরবে বসেৎ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

গন্তা। ৪ গত। কর্ম্মণি-ক্ত। ৫ প্রবাণদ্বারা প্রাপ্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৬ গমন, প্রস্থান।

"ময়া ক্লেশিতঃ কালিয়ে ত্বং কুরুক্ষ্বং।
কুরুজ প্রয়াতং ক্রতং সাগরায় ॥" (ছন্দোম°)

প্রযাত (ত্রি) প্র-যা-তৃচ্। প্রকৃষ্টরূপে গন্তা, অগ্রগামী।
"বিহগে লক্ষং যোজনানাং প্রযাতরি" (কথাস° ১২।১৪)

প্রযাতব্য (ত্রি) প্র-যা-তব্য। ১ প্রগন্তব্য, অগ্রেগত। ২ আক্রম্য।

প্রযাপণ (ক্লী) ১ অগ্রগমন। ২ বিতাড়ন।

প্রযাপণীয় (ত্রি) ১ অগ্রগামী। ২ প্রেরণীয়।

প্রযাম (পুং) প্র-যম-ঘঞ্। ১ দুষ্প্রাপ্যতা, মূল্যের আধিক্যবশতঃ যাহা দুষ্প্রাপ্য হয়, যাহা সহজে পাওয়া যায় না। ২ মাহাত্ম্যহেতু ধান্যাদিতে জনসমূহের আদরাতিশয়। ৩ ক্রয়দেয়। ৪ মূল্যা-ধিক্য পরিচ্ছেদন। (ভরত) ৫ দৈর্ঘ্য। ৬ সংযম।

প্রযামন্ (ত্রি) প্রয়াণ, গমন। "প্রতাস্য প্রযামনাধারি" (ঋক্ ১।১১৯।২) 'প্রযামনি প্রয়াণে প্রগমণে সতি যা-প্রাপণে আতো মন্নিতি কৃত্যাল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ ভাবে মণিন, দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং' (সায়ণ)

প্রযায়িন্ (ত্রি) প্র-যা-ণিনি, আদন্তাৎ যুকচ। গন্তা, গমনকারী।

প্রযাস (পুং) প্র-যস-প্রযত্নে-ঘঞ্। ১ প্রযত্ন, পর্য্যায় শ্রম, ক্লম, ক্লেশ, পরিশ্রম, আয়াস, ব্যায়াম। (হেম)

"প্রত্যাহারঃ প্রযাসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্যোগো বিনশ্যতি ॥" (হটদী° ১।১৫)

প্রযস্যতেঽনেন করণে ঘঞ্। ২ ক্লেশদায়ক অবিদ্যাদি পঞ্চ। ৩ ইচ্ছা।

প্রযিযু (ত্রি) প্র যা বাহুলকাৎ কু, দ্বিত্বে অভ্যাসস্য অত ইত্বং। প্রযাণযুক্ত। (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

প্রযুক্ত (ত্রি) প্র-যুজ-ক্ত। প্রকর্ষরূপে যুক্ত।

"গুণপ্রযুক্তাঃ পরমর্ম্মভেদিনঃ শরা ইবাবংশভবা ভবন্তি হি।
তথাবিধা যে তু বিশুদ্ধবংশজা ব্রজন্তি চাপা ইব তেঽতি নম্রতাং ॥"
(উদ্ভট)

২ প্রকৃষ্ট সমাধিযুক্ত। ৩ প্রকৃষ্ট সংযোগবিশিষ্ট। ৪ প্রকৃষ্ট নিন্দাযুক্ত। ৫ প্রকৃষ্ট সংযমবিশিষ্ট। ৬ প্রেরিত। ৭ প্রযোজ্য।

প্রযুক্তি (স্ত্রী) প্র-যুজ-ভাবে-ক্তিন্। প্রয়োজন। শব্দোচ্চারণভেদ।

"তরুণ্যো বৃষলীভার্য্যা প্রবীরং পুত্রকাম্যতি।
ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গা ইতি নস্যুঃ প্রযুক্তয়ঃ।" (ব্যাকরণকৌ°)

২ প্রয়োগ। "ঋতা বানামনসো ন প্রযুক্তিষু" (ঋক্ ১।১৫১।৮) 'প্রযুক্তিষু প্রয়োগেষু' (সায়ণ) ৩ প্রেরণ। ৪ প্রকৃষ্ট যুক্তি।

প্রযুগ (ক্লী) প্রউগ। [প্রউগ দেখ।]

প্রযুজ্ (ত্রি) প্র-যুজ-সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা-ক্বিপ্। প্রযুক্ত।
"প্রযুজো জনানাং রথে বহন্ত" (ঋক্ ১০।৯৬।১২) 'প্রযুক্তাঃ' (সায়ণ)

প্রযুজ্, চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত ক্রিয়াভেদ। [চাতুর্ম্মাস্য দেখ।]

প্রযুজ্যমান (ত্রি) প্র-যুজ-শানচ্। যাহাকে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রযুঞ্জান (ত্রি) প্র-যুজ-শানচ্। প্রয়োগকারী।

প্রযুত (ক্লী) প্রকর্ষেণ যুতং। ১ নিয়ত। ২ দশলক্ষ সংখ্যা, দশলক্ষে এক প্রযুত হয়। "একদশশতসহস্রাযুতলক্ষপ্রযুত কোটয়ঃ ক্রমশঃ" (লীলাবতী) ৩ সংযুত।

প্রযুতি (স্ত্রী) প্র-যু-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রকর্ষরূপে যোগ। ২ প্রয়োগ। (ঋক্ ১০।৩৭।১২)

প্রযুতেশ্বর (ক্লী) স্কন্দপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

প্রযুৎসু (পুং) ১ যোদ্ধা। ২ মেষ। ৩ সন্ন্যাসী। ৪ বায়ু। ৫ ইন্দ্র।

প্রযুদ্ধ (ক্লী) প্রকৃষ্টং যুদ্ধং প্রাদিস°। অত্যন্ত যুদ্ধ।

প্রযুদ্ধার্থ (পুং) প্রযুদ্ধঃ অর্থো যস্য সঃ। প্রত্যুৎক্রম।

প্রযুধ্ (ত্রি) প্র-যুধ-ক্বিপ্। প্রকৃষ্ট যোদ্ধা, অতিশয় যোদ্ধা।
"শূরা ইব প্রযুধঃ প্রোত যুযুধুঃ" (ঋক্ ৫।৫৯।৫) 'প্রযুধঃ প্রযোদ্ধারঃ' (সায়ণ)

প্রযোক্তৃ (ত্রি) প্রযুণক্তীতি প্র-যুজ-তৃচ্। ১ প্রয়োগকর্ত্তা।

"সংমোহনং নাম সখে মমাস্ত্রং প্রয়োগসংহারবিভক্তমন্ত্রং।
গান্ধর্ব্বমাদৎস্ব যতঃ প্রযোক্তুর্নচারিহিংসা বিজয়শ্চ হস্তে ॥"
(রঘু ৫।৫৭)

২ অনুষ্ঠাতা। (রঘু ৬।২৬) ৩ নিয়োগকর্ত্তা। (ভারত ১৩।২৩।৬২) ৪ প্রয়োজক মাত্র। (পুং) ৫ উত্তমর্ণ, ঋণাদি প্রয়োগকারী, যিনি ঋণ দেন।

'উত্তমর্ণাধমর্ণৌ দ্বৌ প্রযোক্তৃগ্রাহকৌ ক্রমাৎ।' (অমর)

প্রযোক্তব্য (ত্রি) প্র-যুজ-তব্য। ১ প্রয়োগযোগ্য। উচ্চারণযোগ্য।

প্রয়োগ (পুং) প্র-যুজ-ভাবকর্ম্মাদৌ যথাযথং ঘঞ্, ততোকুত্বং। ১ অনুষ্ঠান। ২ শব্দাদির উচ্চারণভেদ। ৩ বশীকরণাদ্যুপায়-কারণ কর্ম্ম। ৪ প্রযুক্তি।

"প্রত্যব্রবীচ্চৈনমিষুপ্রয়োগে তৎপূর্ব্বভঙ্গে বিতথপ্রযত্নঃ।"
(রঘু ২।৪২)

৫ নিদর্শন। "স্বয়মাত্মেতি পর্য্যায়স্তেন লোকে তয়োঃ সহ।
প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বয়মাত্মত্বমন্যবারকম্ ॥" (পঞ্চদশী ৬।৪৩)

৬ ঘোটক। (শব্দমালা) ৭ সামাদ্যুপায়ানুষ্ঠান। (মাঘ ১১।৬)
৮ অভিনয়। (রঘু ১৯।৩৬) ৯ বৃদ্ধির জন্য ঋণদান, সুদ বন্দোবস্ত করিয়া ঋণ দেওয়া। ইহা ধনবৃদ্ধির একটী উপায়।

"সপ্তবিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ ॥" (মনু ১০।১১৫)

১০ অনুমানাঙ্গ পঞ্চাবয়ব বাক্যোচ্চারণ। ১১ ভূতপ্রেতা-

দির উচ্চারণাদিসাধন মন্ত্রোচ্চারণভেদ। (অমর) ১২ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের ইতিকর্তব্যতাবোধক মনুজপ্রতিপাদক পদ্ধতি, প্রয়োগপদ্ধতি, ইহাতে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিধান লিখিত আছে। ১২ শস্ত্রাদিমোচন। ১৩ নায়ক ও নায়িকার মিলনরূপ ক্রিয়াভেদ।

প্রয়োগবস্তি (পুং) বমায়ন ও বাজীকরণে প্রযোজ্য বস্তি। এই বস্তি ৮ প্রকার। ইহার প্রথমে এক স্নেহবস্তি, পরে তিন নিরূহবস্তি ও তদনন্তর ৪ স্নেহবস্তি। এই ৮ প্রকার বস্তি প্রয়োগবস্তি। (চরক সিদ্ধিস্থা° ৯ অ°)

প্রয়োগবিধি (পুং) প্রয়োগজ্ঞাপকো বিধিঃ মধ্যপদলোপী কর্মধা°। প্রয়োগের অবিলম্বজ্ঞাপক বিধি। "প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ" (লৌগাক্ষি)

প্রয়োগাতিশয় (পুং) সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকাঙ্গপ্রস্তাবনা-ভেদ। ইহার লক্ষণ—*

"যদি প্রয়োগ একস্মিন্ প্রয়োগোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।
তেন পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ প্রয়োগাতিশয়স্তদা॥" (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

যদি একটি প্রয়োগে অন্য প্রয়োগ প্রযুক্ত হয় এবং তাহা উপলক্ষ্য করিয়া পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহা হইলে প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা হয়। কুন্দমালা ও উত্তররামচরিত প্রভৃতি নাটকে প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়।*

প্রয়োগার্থ (পুং) প্রয়োগস্তার্থঃ 'অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ বিভক্ত্যলোপশ্চ' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা প্রয়োগোঽর্থপ্রয়োজন-মস্য বা। প্রধানপ্রয়োগানুষ্ঠানানুকূলব্যাপারভেদ, প্রত্যুৎক্রম, প্রধান প্রয়োগানুকূল প্রয়োজনানুষ্ঠান।

প্রয়োগিন্ (ত্রি) প্রয়োগোঽস্যাস্তীতি প্রয়োগ। (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। প্রয়োগযুক্ত। প্রয়োগকর্তা। 'সমূহঃ পরিচাযোপচায্যাবয়ৌ প্রয়োগিণঃ।' (অমর)

প্রয়োগীয় (ত্রি) (ঔষধে যাহা) ব্যবস্থেয়।

* যথা কুন্দমালায়াং—নেপথ্যে ইত ইতোঽবতরত্বার্য্যা সূত্র:— কোঽয়ং খলু আর্য্যাহ্বানেন সহায়কং মে সম্পাদয়তি বিলোক্য কষ্ট-মতিকরুণো বর্ত্ততে—

'লঙ্কেশ্বরস্য ভবনে সুচিরং স্থিতেতি
রামেণ লোকপরিবাদভয়াকুলেন।
নির্বাসিতাং জনপদাদপি গর্ভগুর্বীং
সীতাং বনায় পরিকর্ষতি লক্ষ্মণোঽয়ম্॥'

অত্র নৃত্যপ্রয়োগার্থং স্বকার্য্যাহ্বানমিচ্ছতা সূত্রধারেণ 'সীতাং বনায় পরিকর্ষতি লক্ষ্মণোঽয়ম্' ইতি সীতালক্ষ্মণয়োঃ প্রবেশং সূচয়িত্বা নিষ্ক্রান্তেন স্বপ্রয়োগমতিশয়ান এব প্রয়োগঃ প্রয়োজিতঃ' (সাহিত্য ৬ পরি)

প্রযোগ্য (ত্রি) প্রযুজ্যতে প্র-যুজ্-কর্মণি ণ্যৎ, যুক্তং। প্রযোজ্য অশ্ব। "যথা প্রযোগ্য আচরণে নিযুক্তঃ" (ছান্দোগ্য উপ° ৮।১২।৩)

প্রযোজক (ত্রি) প্রযুনক্তি প্রেরয়তি কার্য্যাদৌ ভৃত্যাদীনিতি, প্র-যুজ্-ণ্বুল্। ১ প্রয়োগকর্তা, নিয়োগকর্তা। ২ প্রেরক। 'স্বতন্ত্র তৎপ্রযোজকৌ কর্তা' (মুগ্ধবোধ) স্বতন্ত্র এবং তৎপ্রযোজক-কর্তা। যিনি কার্য্যাদিতে প্রয়োগ করেন, তিনিই প্রযোজক। ভৃত্যাদির প্রেরক ও ব্যাকরণোক্ত হেতুসংজ্ঞ কর্তা। 'তৎ-প্রযোজকহেতুশ্চ।' (পাণিনি)

যিনি কার্য্যে প্রেরণ করেন, তদ্বিষয়ে তাহার প্রযোজক কর্তৃত্ব আছে। 'নরান্তরব্যাপারব্যবধানেন স্বনিষ্পাদকঃ কর্তা, যঃ কর্তারং কারয়তি স প্রযোজকঃ। সোঽপি দ্বিবিধঃ একঃ স্বতোঽপ্রবৃত্তং পদাতিং বেতনাদিনা যথার্থং প্রবর্তয়তি অপরঃ স্বতঃ প্রবৃত্তমেব মন্ত্রোপায়োপদেশাদিনা প্রোৎসাহয়তি' (প্রা°বি°) যিনি কর্তাকে করান, তিনিই প্রযোজক কর্তা। নরান্তর ব্যবধান থাকিলেও তাহার কর্তৃত্ব আছে জানিতে হইবে। ২ নিয়ন্তা। "শাতাতপস্তুবশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৫)

প্রয়োজন (ক্লী) প্রযুজ্যতে ইতি প্র-যুজ-ল্যুট্। ১ কার্য্য। প্রযুজ্যতেঽনেনেতি করণে ল্যুট্। ২ হেতু। ৩ উদ্দেশ।

"সর্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ কেন প্রযুজ্যতে॥" (প্রাচ)

যিনি যে বিষয় বলিবেন, সর্বাগ্রে তাহার প্রয়োজন বলা আবশ্যক। কারণ বিনা প্রয়োজনে কাহারও কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না এবং হইতেও পারে না। এই প্রয়োজন দ্বিবিধ মুখ্য এবং গৌণ।

যদুদ্দেশে যাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। লোকে যে কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ পরিহার তাহার চরম লক্ষ্য। অতএব সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সমস্তই গৌণ প্রয়োজন বলিয়া পরিগণিত।

গৌতম যে ষোড়শ পদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, প্রয়োজন তন্মধ্যে চতুর্থ। ইহার লক্ষণ—"যমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎপ্রয়ো-জনং" (গৌতমসূ° ১।১।২৪) 'যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় তদাপ্তিহানোপায়মনুতিষ্ঠতি প্রয়োজনং তদ্বেদিতব্যং' (বাৎস্যা°)

যে বস্তুকে অভিলাষ করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই বস্তুই প্রয়োজন পদার্থ। সুখ কিংবা পরিশ্রমাদি জন্য দুঃখনিবৃত্তিকে ইচ্ছা করিয়া ভোজন ও শয়নাদি করিয়া থাকে, এজন্য সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি ইহার প্রয়োজন। ভোজনাদিকে ইচ্ছা করিয়া পাক প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন হয়, এজন্য ভোজ-নাদিও প্রয়োজন। পাকাদি উদ্দেশ করিয়া কাষ্ঠ ও অগ্নি

আহরণ করিলে পাকাদির প্রয়োজন নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, কার্য্যমাত্রই কোন কার্য্যের প্রয়োজন। ইহাতে ইচ্ছাবিষয়ই প্রয়োজন সামান্যের লক্ষণ হইল; কিন্তু ভোজন করিলে সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ উদ্দেশ করিয়াই ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ভোজন করিলে সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইবে না, যদি এইরূপ নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে কখন ভোজনাদি করিতে কেহই ইচ্ছা করে না, এ জন্য ভোজনাদি বিষয়ে ইচ্ছাটী সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তিবিষয়ক ইচ্ছার অধীন, একারণে ভোজনাদি গৌণ প্রয়োজন। সুখদুঃখনিবৃত্তিবিষয়ে ইচ্ছা স্বভাবতঃই হয়, অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইলে অন্য ফল হইবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তিবিষয়ক ইচ্ছা জন্মে না। এজন্য সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি মুখ্য প্রয়োজন। ভোজন ও পাক প্রভৃতি গৌণ প্রয়োজন। কেহ সুখসাক্ষাৎকারকেও মুখ্য প্রয়োজন কহেন। তন্মতে সুখ, দুঃখাভাব এবং সুখসাক্ষাৎকার এই তিনই মুখ্যপ্রয়োজন।

মনীষিগণ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই একমাত্র মুখ্যপ্রয়োজন বলিয়া গিয়াছেন। মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনের দুইটী লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—'অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং মুখ্যপ্রয়োজনত্বং' 'অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং গৌণপ্রয়োজনত্বং' (মুক্তিবাদে গদাধর।) যেস্থলে অন্যের ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছাবিষয়ত্ব হইবে, তথায় মুখ্যপ্রয়োজন এবং যেস্থলে অন্যেচ্ছার অধীন ইচ্ছাবিষয়ত্ব হইবে, তথায় গৌণ প্রয়োজন, অন্যেচ্ছার অধীন এবং অনধীন ইহাই গৌণ মুখ্যের প্রভেদ। (ন্যায়দর্শন)

প্রয়োজনবৎ (ত্রি) প্রয়োজনং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রয়োজনযুক্ত। "প্রয়োজনবতীং প্রীতিং লোকঃ সমনুবর্ত্ততে।" (রামা° ৬৮২।৪৫)

প্রযোজ্য (ত্রি) প্র-যুজ-ণ্যৎ। (প্রযোজ্যনিযোজ্যৌ শক্যার্থে। পা ৭।৩।৬৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। প্রয়োগের যোগ্য। যাহাকে প্রয়োগ করা যায়। "বাক্চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা।" (মনু ২।১৫৯) ২ কর্ত্তব্য। ৩ প্রেষ্যভৃত্য। (ক্লী) ৪ মূলধন। ৫ ণিজন্তধাতুর প্রকৃত্যর্থ কর্ত্তা। 'প্রযোজ্যস্তাত কর্তৃত্বং গত্যাদের্বিধিত্যোচিতা।' (ব্যাক°) তস্য ভাবঃ ত্ব। (ক্লী) ৬ প্রযোজ্যস্বরূপ সম্বন্ধভেদ।

প্রযোতৃ (ত্রি) প্র-যু-তৃচ্। প্রকৃষ্টরূপে মিশ্রয়িতা। "যশ্চ নেদনুস্তভ্রু প্রযোতা" (ঋক্ ৭।৮৬।৩) 'প্রযোতা প্রকর্ষেণ মিশ্রয়িতা' (সায়ণ)

প্রয়্যমেধ, প্রৈয়্যমেধ (পুং) প্রিয়মেধের পুং অপত্য।

প্ররক্ষ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে রক্ষাকারী, রক্ষক।

প্ররক্ষণ (ক্লী) সংরক্ষণ, প্রকৃষ্টরূপে রক্ষাকরণ।

প্ররথ (অব্য) প্রগতো রথো যত্র তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। প্রগতরথযুক্তকাল।

প্ররাধস্ (পুং) অঙ্গিরসবংশীয় ঋষিভেদ।

প্ররাধ্য (ত্রি) প্র-রাধ-যৎ। প্রকৃষ্টরূপে স্তত্য। 'দিৎসু প্ররাধ্যং মনঃ' (ঋক্ ৫।৩৯।৩) 'প্ররাধ্যং প্রকর্ষেণ স্তত্যং' (সায়ণ)

প্ররিকন্ (ত্রি) প্র-রিচ-ক্বনিপ্। প্রকৃষ্টরূপে বিরেচনকর্ত্তা। "স প্ররিকা তক্মা" (ঋক্ ১।১০০।১৫) 'প্ররিকা প্রকর্ষেণ রেচকো ভবতি' (সায়ণ)

প্ররুজ (ত্রি) প্র-রুজ-ক। ১ প্রকৃষ্টরোগকারক। (পুং) ২ দেবসৈন্যাধিপভেদ। (ভারত ১।৩২ অ°) ৩ রাক্ষসভেদ। (ভারত বনপ° ২৮৪ অ°)

প্ররুহ (ত্রি) প্র-রুহ-ক। প্ররোহণকারী অঙ্কুরাদি।

প্ররূঢ় (ত্রি) প্র-রুহ-ক্ত। ১ প্ররোহণকর্ত্তা। ২ সঞ্জাত বৃক্ষাদি। ৩ বদ্ধমূল। (মেদিনী) 'প্ররূঢ়ভাবো ভগবত্যধোক্ষজে প্রহৃঃ পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে।' (ভাগ° ৪।১৩।১) ৪ জাত। (রঘু ১৩।১) ৫ প্রবৃদ্ধ। (শব্দরত্না°) প্ররোহত্যস্মিন্নিতি প্র-রুহ-ক্ত। (পুং) ৬ জঠর। কোন কোন স্থলে 'জরঠ' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। 'প্ররূঢ়ো জরঠে বদ্ধমূলে' (মেদিনী)

প্ররূঢ়ি (স্ত্রী) প্র-রুহ-ক্তিন্। বৃদ্ধি, উন্নতি, বাড়া। "মূঢ়াং প্ররূঢ়িং নোজ্ঝন্তি দ্রোহে শ্রীলোভমোহিতাঃ।" (রাজতর° ৬।১৪৬)

প্ররেক (পুং) প্ররেচন, দান। "দেবস্য ধীমহি প্ররেকে" (ঋক্ ৩।৩০।১৯) 'প্ররেকে প্ররেচনে দানে' (সায়ণ)

প্ররেচন (ক্লী) প্র-রিচির বিরেচনে ভাবে ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে অধিক ধন। "ধীমহি তাদৃত প্ররেচনং" (ঋক্ ১।১৭।৬) 'প্ররেচনং ভুক্তাৎ নিহতাচ্চ প্রকর্ষেণ অধিকং ধনং' (সায়ণ)

প্ররোচন (ক্লী) প্র-রুচ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ রুচিসম্পাদন, যথার্থবাদাদির বিধ্যর্থ অনুষ্ঠান।

প্ররোচনা (স্ত্রী) প্র-রুচ্-ণিচ্-যুচ্ টাপ্। ১ উত্তেজনা, চলিত উসকে দেওয়া। ২ রুচিসম্পাদন। ৩ প্রস্তাবনার অঙ্গভেদ।

"তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনা মুখে।

অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা॥" (সাহিত্যদ°)

৪ নাটকাঙ্গ বিমর্ষাঙ্গভেদ। 'প্ররোচনা বিমর্ষে স্যাৎ' ইত্যুপক্রমে "প্ররোচনা তু বিজ্ঞেয়া সংহারার্থপ্রদর্শিনী।" (সাহিত্যদ°)

প্ররোধন (ক্লী) প্র-রুধ-ল্যুট্। আরোহণ, উঠন।

প্ররোহ (পুং) প্ররোহতীতি প্র-রুহ-অচ্। ১ অঙ্কুর।

"ক্রমেষু সখ্যা কৃতজন্মসু স্বয়ং ফলং তপঃ সাক্ষিষু দৃষ্টমেষপি।
ন চ প্ররোহাভিমুখোঽপি দৃশ্যতে মনোরথোঽস্যাঃ শশিমৌলিসংশ্রয়ঃ॥"

(কুমার ৫।৬০)

২ নন্দীবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৩ আরোহ। (হেম) ভাবে-ঘঞ্। ৪ উৎপত্তি।

প্ররোহণ (ক্লী) প্র-রুহ-ভাবে-ল্যুট্। ১ উৎপত্তি। ২ বীজাদি অঙ্কুরিত হওন।

প্রলপন (ক্লী) প্র-লপ-ভাবে-ল্যুট্। ১ প্রলাপ। ২ অনর্থক বাক্য।

প্রলপিত (ত্রি) প্র-লপ-ক্ত। কথিত।

"জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া।
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্রু প্রলপিতম্॥" (কাব্যপ্রকা°)

২ বৃথা উক্ত, অনর্থক কথিত। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ৩ প্রলাপ।

প্রলব্ধব্য (ত্রি) প্র-লভ-তব্য। ১ প্রকৃষ্টরূপে লব্ধব্য, লাভের যোগ্য। ২ প্রবঞ্চনার্হ।

প্রলম্ব (পুং) প্রলম্বতে ইতি প্র-লম্ব-অচ্। অতিদীর্ঘত্বাদেব তথাত্বং। ১ দৈত্যভেদ। এই দৈত্য দনুর পুত্র এবং মনুষ্য কর্তৃক নিহত হয়।* (অগ্নিপু°)

২ ভাগবতোক্ত একজন দানব। বলরাম ইহাকে বিনাশ করেন। ভাগবতে লিখিত আছে—একদা গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণ, বলরাম এবং গোপবালকগণ বৃন্দাবনে খেলা করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্বাসুর গোপবেশ ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিয়া গোপদিগের সহিত কৃত্রিম মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যিনি এই যুদ্ধে পরাজিত হইবেন, তিনি তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেন। পরস্পর এই নিয়ম হইল। গোপবেশধারী প্রলম্ব পরাজিত হইয়া বলরামকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। প্রলম্বের উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে, তাহাকে দূরে লইয়া যাইয়া বধ করিবে; কিন্তু বলরাম তাহার স্কন্ধে উঠিয়া এরূপ ভয়ানক ভার হইলেন যে, প্রলম্ব আর কিছুতেই তখন তাহাকে বহন করিতে সমর্থ হইল না। তখন প্রলম্ব স্বীয়মূর্ত্তি ধারণ এবং বলরামের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। বলরাম কর্তৃক প্রলম্ব নিহত হইলে দেবগণ পরমনির্বৃত্তি লাভ করিলেন। (ভাগ° ১০।১৮ অ°) ২ ত্রপুষ। ৩ পয়োধর। ৪ লতাঙ্কুর। ৫ শাখা। ৬ হারভেদ। ভাবে ঘঞ্। ৭ প্রলম্বন।

"প্রলম্বো দৈত্যভেদে স্যাৎ ত্রপুষেঽপি পয়োধরে।
লতাঙ্কুরেঽপি শাখায়াং হারভেদে প্রলম্বনে॥" (মেদিনী)

৮ রামায়ণোক্ত জনপদবিশেষ।

"ন্যন্তেনাপরতালস্য প্রলম্বস্যোত্তরং প্রতি।
নিষেবমাণাস্তে জগ্মুর্নদীমধ্যেন মালিনীম্॥" (রামায়ণ ২।৬৮।১২)
(ভারত ১।১৯৫।১০) ১০ অঙ্কুর। ১১ বস্ত্র। (বৈদ্যকনি°) ১২ তালাঙ্কুর। (রসে° চিঁ° ৯ অঃ) ১৩ তালদণ্ড, তালের শোঁটা। (চক্রদত্ত) ১৪ ত্রপুষবীজ, শশার বীজ। (ত্রি) ৯ লম্বমান।

প্রলম্বক (পুং) সুগন্ধতৃণ, গন্ধখড়। (বৈদ্যকনি°) প্রলম্ব-স্বার্থে-কন্। প্রলম্বশব্দার্থ।

প্রলম্বঘ্ন (পুং) প্রলম্বং হন্তীতি হন-ক। বলরাম।

প্রলম্বন (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে লম্বন, ঝুলাইয়া দেওয়া। অবলম্বন।

প্রলম্বভিদ্ (পুং) প্রলম্বং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। বলরাম।

প্রলম্বাণ্ড (পুং) প্রলম্বো লম্বমানঃ অণ্ডো যস্য। দীর্ঘাণ্ডকোষ-বিশিষ্ট, লম্বমানকোষ। (হেম)

প্রলম্বিন্ (ত্রি) প্রলম্ব-অস্ত্যর্থে-ইনি। ১ প্রলম্বযুক্ত। ২ আশ্রয়ী।

প্রলম্বিত (ত্রি) প্র-লম্ব-ক্ত। প্রকর্ষরূপে লম্বিত মাল্যাদি।

প্রলম্ভ (পুং) প্র-লভ-ঘঞ্, মুমাগমঃ। প্রকর্ষরূপে লাভ।

প্রলম্ভন (ক্লী) প্র-লভ-ভাবে ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে লাভ।

"ন স্থানচ্যবনাৎ মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ।" (ভাগ° ৮।২০।৫)

প্রলয় (পুং) প্রলীয়তেঽস্মিন্নিতি প্র-লী-আধারে অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) নিখিল ভূতাদির লয়াধার কালভেদ। পর্য্যায়—সংবর্ত্ত, কল্প, ক্ষয়, কল্পান্ত, লয়, সংক্ষয়, বিলয়, প্রতিসর্গ, প্রতিসঞ্চর। এই প্রলয় নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিকভেদে চতুর্বিধ। যথা—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা।
নিত্যং সংকীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥" (কূর্ম্মপু° ৪২ অঃ

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত লোকে যে ক্ষয় দেখা যায়, তাহাই নিত্য প্রলয় নামে অভিহিত। কল্পাবসানে এই ত্রিলোকের যে ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহাই নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ম প্রলয় নামে কথিত। যে সময় মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়, তাহাই প্রাকৃত প্রলয় এবং জ্ঞানবশতঃ যোগিগণের পরমাত্মায় যে লয় হইয়া থাকে, তাহাই আত্যন্তিক প্রলয়।*

* "একাদশ বৎসরোৎপন্নৈঃ প্রলম্বনরকৌ তথা।
ইন্দ্রবাধনকেশী চ পুরঃ পঞ্চোহথ ধেনুকঃ॥
গবেষ্টিকো গবাক্ষশ্চ তালকেতুশ্চ বীর্য্যবান্।
এতে মনুষ্যবধ্যাস্তু দনোঃ পুত্রাবয়াঃ স্মৃতাঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

* "যোঽয়ং সংদৃশ্যতে নূনং নিত্যং লোকে ক্ষয়ং দ্বিজ।
নিত্যং সংকীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম কল্পান্তে যো ভবিষ্যতি।
ত্রৈলোক্যস্যাস্য কথিতঃ প্রতিসর্গো মনীষিভিঃ॥
মহদাদ্যং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ং॥
প্রাকৃতং প্রতিসর্গোঽয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ॥
জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি।
প্রলয়ঃ প্রতিসর্গোঽয়ং কালচিন্তাপরৈর্দ্বিজৈঃ॥" (কূর্ম্মপু°)

নৈমিত্তিক প্রলয় সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—চতুর্যুগসহস্রান্তে যে প্রলয় উপস্থিত হয়, ঐ প্রলয়ে ভগবান্ প্রজাপতি প্রজাগণকে আত্মসংস্থ করিতে মনন করিলে এই সমগ্র ভূতলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দারুণ অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। ক্রমে ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হওয়ায় লোক সকল ক্ষয় পাইতে থাকে। শস্য সকল অসার হইয়া মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, সপ্তরশ্মি দিবাকর গগনে উত্থিত হইয়া উত্তপ্ত কিরণজাল দ্বারা মহার্ণবের জলরাশি পান করিতে থাকেন। ক্রমে জলপানে প্রদীপ্ত রশ্মিসকল সপ্তসূর্য্যরূপে চতুর্দ্দিকে উদিত হইয়া অগ্নির ন্যায় এই লোক সকল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরে ঐ অগ্নিতুল্য কিরণরাশি ঊর্দ্ধ এবং অধোলোক পর্য্যন্তও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। জল-প্রদীপ্ত বহুসহস্র শিখাসমাকুল সপ্তসূর্য্য এইরূপে সমস্ত বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করেন, ক্রমে দহ্যমান বসুন্ধরার উপরিস্থিত যাবতীয় নদী, নদ, দ্বীপ ও পর্ব্বত প্রভৃতি সূর্য্যতাপে শুষ্ক হইয়া একেবারে স্নেহহীন হইয়া পড়ে। ঐ সময় জ্বালামালাসমাকুল প্রদীপ্ত পাবকও স্বীয় তেজ দ্বারা এই লোক-চতুষ্টয় দগ্ধ করিতে থাকেন। অতঃপর স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থ বিলীন হইলে পৃথিবীর কোথাও তরুলতাদি কিছুই থাকে না। একমাত্র ভূমি কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থান করে। নভোমণ্ডল অগ্নিশিখায় জাজ্জ্বল্যমান হয়, সমুদ্র বা পাতালগত যে সকল তীর্থ আছে, তৎকালে তাহাও সেই সেই স্থানে বিলীন হইয়া ভূমিরূপে পরিণত হয়। সপ্তধা বিভিন্ন হব্যবাহন এইরূপে দ্বীপ, পর্ব্বত, বর্ষ ও মহোদধি সকল ভস্মসাৎ করিয়া নদী প্রভৃতি হইতে জল-পানে প্রদীপ্ত হন ও একমাত্র পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া জ্বলিতে থাকেন। অনন্তর ঘোর বাড়বানল উত্থিত হইয়া পর্ব্বত সকল দগ্ধ করে, পরে পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে রসাতল পর্য্যন্ত শোষণ করিতে থাকে। এই-রূপে বিশ্বাত্মা কাল অগ্নিরূপে চরাচর নিখিল জগৎ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার শিখা সকল বহুসহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। কালাগ্নিপ্রভাবে গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস সকল এবং এতদ্ভিন্ন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক পর্য্যন্ত অশেষ প্রকারে দগ্ধ হইতে থাকে।

এদিকে আবার নীল, পীত, হরিত, ধূম্র প্রভৃতি নানাবর্ণের ভয়ঙ্কর জলদজাল গগনতলে সমুত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত সকল সমাচ্ছন্ন করে ও তাহারা শ্রবণকঠোর অতি ভৈরব নিনাদে নভ-স্থল পূর্ণ করিয়া অজস্র ধারে নিরন্তর বর্ষণ করিতে থাকে। ক্রমে বহুকাল বর্ষণ হওয়ায় সেই সপ্তধা-বিভিন্ন বিশ্বগ্রাসী বিভাবসু শান্ত হইয়া যায় এবং সর্ব্বত্র জলপূর্ণ হওয়ায় হীনতেজা অগ্নিও জল মধ্যেই প্রবেশ করে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে মহা জল-প্রবাহে দ্বীপশৈল-সমন্বিতা বসুন্ধরা ও সপ্তসাগর পূর্ণ হইয়া যায়। সাগর সকল স্বীয় বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক বর্ষাজলমিলিত জলপ্রবাহ দ্বারা সমগ্র বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতাদি যাহা কিছু পদার্থ তৎসমস্তই জলপ্রবাহে বিলীন হইয়া যায়। সেই একার্ণবীভূত জলপ্রবাহে একমাত্র প্রজাপতি যোগনিদ্রা অবলম্বনে শয়ন করিয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—দ্বিপরার্দ্ধকাল অতীত হইলে লোকসংহারক কালাগ্নি এই নিখিল জগৎ ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়া আত্মাকে আত্মায় সমাবেশপূর্ব্বক মহেশ্বররূপে সুর, অসুর ও মানুষসহ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে থাকেন। ভগবান্ মহাদেবও অগ্নিরূপে অতি ভয়ঙ্করভাবে লোকদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করেন এবং সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যরূপেও দগ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপে তিনি সমগ্র প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মশিরা নামে একটী মহাস্ত্র দেবতাদিগের শরীরে নিক্ষেপ করেন। সেই মন্ত্র-প্রভাবে দেবতাদিগের দেহ সকলও ভস্মীভূত হইয়া গেলে একমাত্র হিমশৈলনন্দিনী ভগবতীই সেই সাক্ষিরূপী ভগবান্ শম্ভুর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থান করেন। তৎকালে শম্ভু চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থসমূহে গগনমণ্ডল পূরিত করিয়া দেবতাদিগের মস্তক ও কপাল সকল দ্বারা মালারচনা করিয়া স্বশরীর ভূষিত করেন। তাঁহার সহস্র নয়ন, সহস্র দেহ, সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ ও শরীরে সহস্র প্রভা বিদ্যমান, তিনি ভয়ঙ্কর বদন মণ্ডল ও প্রদীপ্ত নয়ন সকল ধারণ করেন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি তৎকালে ঐশ্বরিক যোগ অবলম্বন করিয়া পরমানন্দপ্রচুর আত্মামৃত পান করিতে থাকেন ও দেবী গিরিজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাণ্ডব আরম্ভ করেন। পরে মঙ্গলময়ী ভবানীও ভর্ত্তার তাণ্ডবামৃত পান করিয়া যোগাবলম্বনে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করেন। ভগবান্ পিনাকপাণি তাণ্ডবরস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল দগ্ধ করিয়া স্বীয় ইচ্ছায় আবার প্রকৃতিস্থ হন্। ক্রমে সমস্ত পৃথিবী জলে বিলীন হইয়া যায়। অগ্নি সেই জলতত্ত্ব গ্রাস করেন। এইরূপে সগুণ তেজ বায়ুতে, সগুণ বায়ু আকাশে, সগুণ আকাশ ভূতাদিতে এবং ইন্দ্রিয় সকল তৈজসে বিলীন হয়। বৈকারিক অবস্থায় দেবগণেরও লয় হইতে থাকে। বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহতে বিলীন হয়, মহৎও অহঙ্কারত্রয়ের সহিত সংহারপ্রাপ্ত হয়।

মহেশ্বর এইরূপে যাবতীয় ভূত ও তত্ত্ব সকল সংহার করিয়া প্রধান ও পরম পুরুষকেও পরস্পর সংহার করিতে নিয়োগ করেন। প্রধান এবং পুরুষ ইহারা জন্মমরণহীন। তাঁহা-

দিগের তখন বিলয় হয় না। কিন্তু এ সময় মহেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহাদিগেরও সংহার হইয়া থাকে। প্রধান হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত সকলকেই রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহারই সংহারিণী শক্তি নিত্য। যাঁহাদিগের মন সর্ব্বদা পরম জ্ঞানে নিবিষ্ট রহিয়াছে, শঙ্কর সেই যোগিদিগেরও আত্যন্তিক লয় বিধান করিয়া থাকেন। (কূর্ম্মপু°)

বিষ্ণুপুরাণে প্রলয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে প্রলয় তিন প্রকার। কল্পান্ত কালে যে ব্রাহ্ম প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় কহে। মোক্ষরূপ প্রলয়ের নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপরার্দ্ধিক যে প্রলয় তাহাই প্রাকৃত প্রলয় নামে অভিহিত।

ব্রাহ্ম নৈমিত্তিক প্রলয় অতি ভয়ানক। চতুর্যুগ সহস্রের পর মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে একশতবৎসর অনাবৃষ্টি হয়। ইহাতে অল্পসার যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্ররূপে প্রজাদের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহ বিলীন করিয়া সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয় জলসমূহ পান করেন এবং জলজ জীব ও ভূমিগত জলসমূহ নিঃশেষরূপে শোষণ করিয়া শৈল, প্রস্রবণ ও পাতাল প্রভৃতি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত জল আছে, তৎসমস্তই শোষণ করেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে জলপান দ্বারা পুষ্ট হইলে সূর্য্যের যে ৭টী রশ্মি অবলম্বন করিয়া জলশোষণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল সূর্য্যরশ্মি তখন সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হয়। প্রদীপ্ত এই সপ্ত ভাস্কর ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থিত সমুদয় ভুবনকে অশেষরূপে দগ্ধ করেন। এইরূপে ত্রিভুবন সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া নিস্নেহ পরিশুষ্ক হইয়া উঠে। এই সময় ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিশুষ্ক হওয়ায় একমাত্র বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হয়। তৎপরে ভগবান্ রুদ্ররূপী বিষ্ণু অনন্তদেবের নিঃশ্বাসসম্ভূত কালাগ্নিরূপে পাতালসমূহকে ভস্ম করেন। তৎপরে সেই কালানল সমস্ত পাতালকেও দগ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া পৃথিবীতল, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোককেও ভস্মসাৎ করে। প্রখর কালানলতেজে বিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন সেই সময়ে একখানি তপ্তকটাহের ন্যায় অনুমিত হয়, এই সময়ে লোকদ্বয়নিবাসী লোকসমূহ প্রচণ্ড অনলতাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোক আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু তথায়ও সুস্থ না হইয়া জনলোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ নিঃশ্বাসদ্বারা নানাবর্ণের মেঘসমূহের সৃষ্টি হয়। তাহারা আকাশতল ব্যাপ্ত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া মুষলধারে বর্ষণ করিতে থাকে, ইহাতে প্রচণ্ড অনল প্রশমিত হয়। তৎপরে মেঘ সকল জগৎকে বৃষ্টিধারা প্লাবিত করিয়া ক্রমে ভুবর্লোক ও স্বর্লোককে প্লাবিত করিয়া থাকে। এই সময় লোকসমূহ অন্ধকারময় এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া কেবল সেই মেঘ সকল শতবৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বারি বর্ষণ করিতে থাকে। যখন সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্য্যন্তও জলময় হইয়া যায়, তখন অখিল ব্রহ্মাণ্ড একটী মহাসমুদ্রের ন্যায় বোধ হয়। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণুর নিঃশ্বাস হইতে প্রবল বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই বায়ু শত বৎসর ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইলে তাহাতে মেঘ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে ভগবান্ বিষ্ণু সেই বায়ুকে ধ্বংস করিয়া অনন্তসমুদ্রে শেষশয্যায় শয়ন করেন।

এই সময় কেবল সনকাদি ঋষি ভগবানের নিরন্তর স্তব করিতে থাকেন। আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কেবল অনন্ত জলরাশি বিদ্যমান থাকে। ৩৬০ দিনে মনুষ্যদিগের এক বৎসর, এই এক বৎসরই দেবগণের এক দিবারাত্র। এইরূপে ৩৬০ দিনে দেবগণের এক বৎসর। এইরূপ ১২ হাজার বৎসরে মনুষ্যদিগের চারিযুগ। ঐরূপ চারিযুগ সহস্র বৎসর পরিমিত কাল ব্রহ্মার একদিন এবং তৎপরিমিত কালই এক রাত্রি। এই রাত্রিকালেই প্রলয় হইয়া থাকে। আবার যখন উক্ত পরিমিত কাল গত হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাভাগ আসিবে, তখন এই জগতের পুনরায় সৃষ্টি হইবে। ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়।

প্রাকৃতিক প্রলয়—পূর্ব্বোক্তরূপে অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোক নিঃস্নেহ হইলে মহত্তত্ত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রথমে জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধগুণকে গ্রাস করিয়া থাকে, যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন এই পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হয়। গন্ধ তন্মাত্র বিনষ্ট হইলে পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রস হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং জলও রসাত্মক। এই সময় জলসমূহ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। তৎপরে জলের গুণ যে, রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে অগ্নি কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া রসতন্মাত্র অগ্নিতে বিলীন হয়, তখন সেই রসহীন জলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সেই তেজ ক্রমশঃ অগ্নির প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়, সেই অগ্নি সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করিয়া নিরন্তর তাপ প্রদান করে। ঊর্দ্ধাধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নির

দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রত্যেকরকে গ্রাস করিয়া থাকে। তেজ সকল বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্তব্ধরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়। তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয় এবং তেজসমূহ বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হইয়া উঠে। তৎপরে সেই প্রচণ্ড বায়ু আপনার উৎপত্তিবীজ আকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হয়। ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ আকাশ তাহাকে গ্রাস করে, তখন বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই সমস্তই মূর্ত্তিহীন আকাশে বিলীন হয়। তখন একমাত্র শব্দই অবস্থিত থাকে। পরে অহঙ্কার-তত্ত্ব এই শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে। তখন আর শব্দাদি কিছুই থাকে না। এই অহঙ্কারতত্ত্বও স্বীয় প্রকৃতি মহতত্ত্বে লীন হয়। তৎপরে মহত্তত্ত্বও প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ আপন আপন প্রকৃতিতে লীন হওয়ায়, কেবল প্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। ইনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়স্বরূপিণী। এতদ্ব্যতিরিক্ত সকলের অধিষ্ঠাতা-রূপে এক পুরুষ আছেন, তিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপ। তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মার অংশ। পরে এই ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশস্বরূপ যে পুরুষ ইহারা উভয়েই পরমাত্মাতে লীন হইবেন। তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই তখন ব্রহ্মময় হইবে। ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়। দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। যদিও সেই নিত্য পরমাত্মার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই, তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য পূর্ব্বোক্তপরিমিত কালই তাঁহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে।

আত্যন্তিক প্রলয়।—জীবের মোক্ষরূপ যে প্রলয় তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে। পণ্ডিত ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপ-ত্রয়কে জানিয়া জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আত্যন্তিক লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমে দেখেন, এই জগৎ দুঃখময়, এখানে কিছুমাত্র সুখ নাই, সর্ব্বদা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় জীবগণকে নিপীড়িত করিতেছে, অতএব এই ত্রিবিধ তাপের যাহাতে আত্যন্তিক লয় হয়, তাহার উপায়ানুষ্ঠান বিধেয়। মনীষিগণ এইরূপ বিবেচনা করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা মোক্ষ-লাভ করেন। মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে তখন তাহাদের আত্যন্তিক লয় হইবে। পূর্ব্বে আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের কথা বলা হইয়াছে, ঐ আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ, শারীর ও মানস। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মানিবন্ধন নানাপ্রকার ব্যাধি শারীর এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুজনিত মানস দুঃখ। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ-প্রভৃতি দ্বারা আধিভৌতিক এবং শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। এই সকল দুঃখ এবং বারংবার জন্মমৃত্যুতে ক্লেশের আর অবধি থাকেনা। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মানবের যত পরিমাণে ক্লেশ হয়, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সংসার দুঃখময়, মুক্তিব্যতীত আর কোথাও সুখ নাই। এজন্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন। কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু। জ্ঞান দুই প্রকার আগম ও বিবেকজ। শব্দব্রহ্ম আগমদ্বারা এবং বিবেকদ্বারা পরমব্রহ্মকে জানা যায়। প্রদীপ যেরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করে, সেইরূপ আগমদ্বারা শব্দব্রহ্মকে জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক দ্বারাই একমাত্র পরব্রহ্মকে জানা যায়। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার একেবারে তিরো-হিত হয়, তখন তিনি বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া সকল প্রকার দুঃখের হাত হইতে নিবৃত্তি হন, অর্থাৎ তখন তিনি মুক্ত হন। যাহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের আত্যন্তিক প্রলয় হইয়াছে। ইহাতে জীবগণ শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপে আত্যন্তিকরূপে লয় হয়, এই জন্য ইহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। (বিষ্ণুপু° ৬।১৭ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রাকৃত প্রলয়ই মহাপ্রলয়।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—যখন কল্পের অবসান হয়, তখন দৈনন্দিন প্রলয় হইয়া থাকে। এই সকল প্রলয়কে মন্বন্তর বলা যাইতে পারে। মন্বন্তর শব্দে মনুর অধিকারকাল। এক একজন মনু যতদিন প্রজাশাসন করেন, ততদিন তাঁহার নামে মন্বন্তর প্রচলিত হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। এই কল্পই বিধাতার দিন। ব্রহ্মার দিবাবসানে জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে, মহামায়া যোগনিদ্রা ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভিকমলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে নিদ্রা যান। অনন্তর বিষ্ণু স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহর্ত্তা রুদ্ররূপী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন। তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে বায়ু ও বহ্নির সাহায্যে সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন প্রলয়েও ত্রিলোক দাহ করিয়া থাকেন। ত্রৈলোক্যদাহকালে কৃশানুতাপপীড়িত মহর্লোকবাসিগণ তাপার্ত্ত হইয়া জনলোকে গমন করেন। অনন্তর রুদ্র নানাবর্ণ মেঘসমূহ দ্বারা বৃষ্টি করা-ইয়া ধ্রুবলোক পর্য্যন্তব্যাপী জলরাশি দ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন। তখন পরমেশ্বর ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। এই সময় ব্রহ্মা তাঁহার নাভি-

কমলে এবং লক্ষ্মী তাঁহার সমীপে অবস্থান করেন। যখন কালানলে সমস্ত ভুবনমণ্ডল দগ্ধ হয় এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্ত্তী হন, তখন অনন্ত পৃথিবী ছাড়িয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। অনন্ত পৃথিবীকে ত্যাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কূর্ম্মপৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। তখন কূর্ম্ম পদনিকর দ্বারা জলোপরি ভাসমানা পৃথিবীকে ধারণ করেন। পৃথিবী চঞ্চল জলরাশিসংসর্গে দুলিতে থাকিলে কূর্ম্ম নিজ পৃষ্ঠকে বহুতর ব্রহ্মাণ্ডধারণক্ষম করিয়া বিস্তার করেন। ক্ষীরোদসমুদ্রে যে স্থলে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নিদ্রাভিলাষী, অনন্ত তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্যগ্রাসতৃপ্ত সেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণা দ্বারা ধারণ করেন। তাহার পূর্ব্বফণা পদ্মাকারে উর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত এবং দক্ষিণফণা উপাধান ও উত্তরফণা পাদোপাধান হইয়া থাকে। অনন্তের পশ্চিমফণা তালবৃন্তের কার্য্য করে। বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অনন্তের আগ্নেয় ফণায় রক্ষিত হয়। অনন্ত এইরূপে নিজদেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর উপর অধোদেহ স্থাপন করিয়া লক্ষ্মী-সহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন। তৎকালে নারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মা ও জঠরাভ্যন্তরে ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকে। নারায়ণ ব্রহ্মার দিবসের সমপরিমিতকাল এইরূপে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন।

এই প্রলয় ব্রহ্মার প্রতিদিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবিদ্‌গণ ইহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলিয়া থাকেন। রজনী অতীত হইলে পুনরায় আবার সৃষ্টি হয়। এইরূপে ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্টি ও রাত্রিকালে প্রলয় হইয়া থাকে। (কালিকাপু° ২৭ অ°)

নৈয়ায়িকগণ প্রলয় দুই প্রকার স্থির করিয়াছেন, খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয়; কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে খণ্ড ও মহাপ্রলয়ের লক্ষণ এইরূপ—"জন্যদ্রব্যানধিকরণকালত্বং খণ্ডপ্রলয়ত্বং

জন্যভাবানধিকরণকালত্বং মহাপ্রলয়ত্বং।"

জন্যদ্রব্যের অনধিকরণকালত্বই খণ্ডপ্রলয়ত্ব অর্থাৎ যখন জন্য দ্রব্যের অধিকরণ মাত্রেরই অভাব হইবে, তখন খণ্ডপ্রলয় এবং জন্যভাবের অনধিকরণকালেই মহাপ্রলয়। নব্য নৈয়ায়িকগণ বহুপ্রকার তর্ক ও যুক্তিদ্বারা মহাপ্রলয়ের অপ্রামাণ্যতা স্থির করিয়াছেন। [বিশেষ বিবরণ মহাপ্রলয় দেখ।]

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে প্রকৃতির পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হয়। প্রকৃতির সর্ব্বদাই পরিণাম হইতেছে। এই পরিণাম দুইপ্রকার, স্বরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম। যখন স্বরূপপরিণাম হয়, তখনই প্রলয় হইয়া থাকে। আবার বিরূপপরিণামে জগতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা। এই প্রকৃতির সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে যখন পরিণাম হয়, তখনই প্রলয় হয়। প্রকৃতির কখন স্বরূপপরিণাম এবং আবার কখন বিরূপপরিণাম হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই। যেমন পৌরাণিকদিগের মতে ব্রহ্মার রাত্রিকালে প্রলয় হয়, তদ্রূপ ইহার কোন সময়ের স্থিরতা নাই। পরিণাম হইতে হইতে যখন স্বরূপ পরিণাম হইবে, তখনই প্রলয় এবং এই স্বরূপপরিণাম হইতে হইতেই আবার বিরূপ পরিণামের আরম্ভ হইলে জগৎসৃষ্টি হয়। যখন প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম হইতে আরম্ভ হয়, তখন এইরূপে হইয়া থাকে, প্রথমে মহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হইবে, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে লীন হইবে। এই অহংতত্ত্ব স্বীয়কারণ মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। তখন একমাত্র কেবল প্রকৃতিই থাকিবে। আর কিছুই থাকিবে না, ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রলয়। [ইহার বিষয় সাংখ্যদর্শন ও প্রকৃতি ও পৃথিবী দেখ।]

২ বৈষ্ণবদিগের মতে নায়িকাদিগের আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে অষ্টম সাত্ত্বিকভাব। প্রলয় সাত্ত্বিকভাব সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই অনুভূত হয়। ভূমিপতন আদি ইহার অনুভব। ৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত সাত্ত্বিকভাবভেদ।

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।" (সাহিত্যদ°)

৪ মূর্চ্ছা। "অবধানপরে চকার সা

প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে" (কুমার ৪।২)

প্রলয়তা (স্ত্রী) প্রলয়স্য ভাবঃ, তল্, টাপ্। প্রলয়ত্ব, প্রলয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রলয়ন (ক্লী) উৎপত্তিস্থান। "অসিতং তে প্রলয়নমাস্থানমসিতং তব" (অথর্ব্ব ১।২৩।৩) 'প্রলয়নং প্রকর্ষেণ লীয়তে সংশ্লিষ্যতে অত্রেতি প্রলয়নং উৎপত্তিস্থানং' (সায়ণ)

প্রললাট (ত্রি) প্রকৃষ্টো ললাটোহস্য (উপসর্গাৎ স্বাঙ্গং ধ্রুবমপর্শু। পা ৬।২।১৭৭) ইতি অন্তোদাত্তত্বং। প্রকৃষ্টললাটযুক্ত, প্রশস্ত ললাটবিশিষ্ট।

প্রলব (পুং) প্র-লূ-ভাবে-অপ্। ১ প্রকর্ষরূপে ছেদন। প্রলূয়তে কর্ম্মণি অপ্। ২ খণ্ডভেদ। ৩ লেশ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৬।১।১০)

প্রলবন (ক্লী) প্র-লূ-ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে ছেদন।

প্রলম্ব (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে লম্বযুক্ত। একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

প্রলবিতৃ (ত্রি) প্র-লূ-তৃণ্। প্রকর্ষরূপে ছেদনকারী।

প্রলবিত্র (ক্লী) প্রলূয়তে অনেন প্র-লূ-করণে ইত্র। ছেদনসাধন অস্ত্রাদি।

প্রলাপ (পুং) প্রলপনমিতি প্র-লপ-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রলাপন।

২ অনর্থক বাক্য। ৩ নিষ্প্রয়োজন উন্মত্তাদি বচন। ৪ আলাপ। ৫ রোগের উপসর্গভেদ। জ্বরাদি রোগের বেগাধিক্য হইলে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। ইহার লক্ষণ—

"স্বদেহকুপিতাম্বাতাদসম্বদ্ধং নিরর্থকং।
বচনং যন্নরো ব্রূতে স প্রলাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

নরগণ স্বদেহে কুপিত বায়ু দ্বারা নিরর্থক যে সকল বাক্য বলে, তাহাকে প্রলাপ কহে। বায়ুকুপিত হইলেই প্রলাপ, এই প্রলাপ হইলে, যে রোগজন্য প্রলাপ হইয়াছে, সেই রোগের শান্তি করিলে প্রলাপের শান্তি হয়।

প্রলাপক (পুং) এতন্নামক সন্নিপাতজ্বরভেদ, ইহার নাম প্রলাপী। ইহার লক্ষণ—যে সন্নিপাত জ্বরে ঘর্ম্ম, ভ্রম, গাত্রবেদনা, কম্প, সন্তাপ, বমি, কণ্ঠবেদনা এবং শরীর অত্যন্ত গুরু হয়, তাহাকে প্রলাপক বা প্রলাপি-সন্নিপাত কহে। ইহার চিকিৎসা—তগরপাদুকা, ক্ষেতপাপড়া, সোঁদাল, মুথা, কটুকী, লামজ্জক অভাবে বেণার মূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, চন্দন, দশমূল এবং শঙ্খপুষ্পী সমভাগে মিশাইয়া এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে প্রলাপক সন্নিপাত আশু প্রশমিত হয়। সান্ত্বনাবাক্য, অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য এবং তিমির সেবন দ্বারা মন প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাতেও প্রলাপের শান্তি হয়। (ভাবপ্র°)

প্রলাপন (ক্লী) প্র-লপ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ আলাপন। ২ প্রলাপ বকা।

প্রলাপবৎ (ত্রি) প্রলাপঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্ মস্য ব। প্রলাপ-যুক্ত, যাহারা প্রলাপ বলে।

প্রলাপহন্ (পুং) প্রলাপং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। কুলত্থাঞ্জন।

প্রলাপিতা (স্ত্রী) প্রলাপিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রলাপিত্ব, প্রলাপীর ভাব বা ধর্ম্ম। ২ প্রেমালাপ।

প্রলাপিন্ (ত্রি) প্র-লপ (প্রেলপসৃদ্রুমথবদবসঃ। পা ৩।২।১৪৫) ইতি তাচ্ছীল্যে ঘিনুন্। ১ প্রলপনশীল। যাহাদের স্বভাব প্রলাপ বলা। ২ সন্নিপাত জ্বরভেদ। [প্রলাপক দেখ।]

প্রলীন (ত্রি) প্র-লী-কর্ত্তরি ক্ত। ১ প্রলয়প্রাপ্ত। ২ চেষ্টাশূন্য।

প্রলীনতা (স্ত্রী) প্রলীনস্য নিশ্চেষ্টস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রলয়, পর্য্যায়—ইন্দ্রিয়বাপ, চেষ্টানাশ। (রাজনি°)

প্রলূন (পুং) ১ কীটভেদ। (ত্রি) প্র-লূ-ক্ত। ২ ছিন্ন।

প্রলেপ (পুং) প্র-লিপ্-ভাবে-ঘঞ্। ব্রণাদি শোষণার্থ দ্রব্য-বিশেষ দ্বারা লেপনবিশেষ। প্রলেপদ্বারা সময়বিশেষে ব্রণাদির বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে চলিত পুল্টিস কহে। সুশ্রুতে লিখিত আছে—সকল প্রকার শোকের (ফুলার) উপক্রমে প্রথমে প্রলেপই বিধেয়। প্রথমতঃ প্রলেপ দুইপ্রকার, সামান্য ও বিশেষ। আবার ইহাকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা—প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। যে রোগে বা যে অবস্থায় যে প্রকার প্রলেপ বিধেয়, তাহা সেই সকল রোগ-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রলেপ শুষ্ক হইলে শরীরে রাখিতে নাই। শুষ্ক প্রলেপ কোন কার্য্যকারী হয় না, অথচ শরীরের পীড়াকর হয়। এই তিন প্রকার প্রলেপের মধ্যে শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল এবং অল্প হইলেই প্রলেপ বলা যায়। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক বা অল্প এইরূপ হইলে প্রদেহ এবং এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে আলেপ কহে। রক্তপিত্তজ রোগে আলেপ বিধেয়। বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ হইলে অথবা ভগ্ন অস্থির সংযোগ করিতে হইলে বা ব্রণের শোধন এবং পূরণ করিতে হইলে প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত উভয় স্থলেই প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কল্ক অথবা নিরুদ্ধালেপন কহে। ইহা দ্বারা ব্রণের স্রাব (অর্থাৎ রসরক্তাদি নির্গত হওয়া) রুদ্ধ এবং ব্রণ কোমল হয়।

যে শোফ ক্ষারদ্বারা দগ্ধ হয় না, তাহার পক্ষে আলেপন হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ দোষের শান্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরের ত্বক্-স্থিত সেই দোষের শান্তি হয়। শরীরের মর্ম্মস্থানে অথবা গুহ্যস্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়। আলেপন প্রস্তুত করিতে হইলে পিত্ত জন্য রোগে সকল আলেপন মিলিয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শভাগের ৬ ভাগ স্নেহদ্রব্য অর্থাৎ ঘৃত, তৈল ও বসা প্রভৃতির কোন একটী তাহাতে সংযোগ করিবে। বায়ুজন্য রোগে চারিভাগে এবং শ্লেষ্মজরোগে অর্দ্ধেক পরিমাণ স্নেহদ্রব্য মিশাইতে হইবে। ইহা অতিশয় পুরু করিয়া দিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে উষ্ণতা নির্গত হয়, ততক্ষণ তাহাতে শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে না, উষ্ণ করিয়া দিতে হইবে।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন করাই বিধেয়। বিশেষতঃ পিত্ত জন্য ও রক্তজ অভিঘাত অর্থাৎ শরীরে কোন আঘাত জন্য, অথবা বিষ জন্য হইলে দিবাভাগেই লেপন করা কর্ত্তব্য। যে প্রলেপ পূর্ব্বদিনে প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কখন প্রয়োগ করিবে না। কারণ সে প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায় এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিতে নাই; অথবা যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা হয়, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ প্রলেপ শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অনেক স্থলে প্রলেপ দিয়া তাহা বাঁধিয়া রাখিতে হয়, কারণ উহা বাঁধিয়া না রাখিলে প্রলেপ খসিয়া যায়, এইজন্য বন্ধন করা

আবশ্যক। এই বন্ধন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—প্রলেপ বন্ধন করিতে হইলে বৃক্ষের ত্বকনির্ম্মিত বস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কম্বল, পট্টবস্ত্র, চর্ম্ম, বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থিত ছাল, অলাবুখণ্ড ও তুলফল এই সকল দ্রব্য প্রলেপের উপর দিয়া তাহার পর বন্ধন করিয়া রাখিবে, রোগ এবং কাল বিবেচনা করিয়া ভিষক্ বন্ধন দ্রব্য স্থির করিবেন। বন্ধন করিতে হইলে প্রথমতঃ ঘন প্রলেপ দিবে। তাহার উপরিভাগে সরল এবং অসঙ্কুচিতভাবে কোমল পট্টবস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণের উপরিভাগে যদি দৃঢ় গ্রন্থি দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রলেপের ঔষধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বিপরীতভাবে বন্ধন হইলে অর্থাৎ যে স্থলে যেরূপে বন্ধন করা উচিত, তাহার বিপরীত হইলে ব্রণের মুখ দুষ্ট হয়। ব্রণের আরম্ভানুসারে এই বন্ধন তিন প্রকার হইয়া থাকে—দৃঢ়, সম এবং শিথিল। বন্ধনে কষ্টবোধ হইলে দৃঢ়-বন্ধ, বন্ধনের মধ্যে বায়ু গমনাগমন করিতে পারিলে শিথিলবন্ধ এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে সমবন্ধ কহে। নিতম্ব, উদর, বগল, কুঁচকী, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক এই সকল স্থানে দৃঢ়বন্ধন করিতে হয়। হস্ত, পদ, মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র, মুষ্ক, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব এবং উদর এই সকল স্থানে সমবন্ধন করিবে। চক্ষুর সন্নিধানে কেবল শিথিল বন্ধন করিতে হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৮ অঃ)

প্রলেপ দ্বারা দুঃসাধ্য ব্রণাদি আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। চরক ও সুশ্রুতাদি বৈদ্যকগ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না।

প্রলেপক (ত্রি) প্র-লিপ-ণ্বুল্। ১ প্রলেপকর্ত্তা। যে লেপন করে। (পুং) ২ জীর্ণ জ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ—জ্বরযুক্ত, কৃশ ও মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্পাবশিষ্ট দোষ বায়ু কর্ত্তৃক বৃদ্ধি পাইয়া কফের দোষ অনুসারে জ্বর উৎপাদন করে। দিবা ও রাত্রির মধ্যে দোষ সকল দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকাশ পায়। এই প্রলেপক জ্বর ধাতুশোষণকারী। যাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, তাহার পক্ষে এই রোগ প্রাণনাশক। ইহার চিকিৎসা অতিশয় কষ্টসাধ্য। প্রলেপক জ্বর বাতশ্লেষ্মা জন্য, তাহার মধ্যে শ্লেষ্মারই প্রাধান্য থাকে। (সুশ্রুত চিকি° ৩৯ অঃ)

> "প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ চ।
> মন্দজ্বরবিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

[বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দে দেখ।]

স্ত্রিয়াং টাপ্, কাপি অত ইত্বং। প্রলেপিকা তস্যা ধর্ম্মঃ মহিষ্যাদিত্বাদণ্। ৩ প্রলেপিকার ধর্ম্ম।

প্রালেপ্য (ত্রি) ১ প্রলেপযোগ্য, লেপনীয়। (পুং) ২ কুঞ্চিত কেশদাম।

প্রলেহ (পুং) প্রলিহ্যতে ইতি প্র-লিহ্-ঘঞ্। ব্যঞ্জনবিশেষ। ইহাকে চলিত কোয়মা কহে। পাকরাজেশ্বরে ইহার প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রথমে স্থূল মাংসখণ্ড উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিয়া ঘৃত বা তৈল উত্তপ্ত হইলে তাহাতে ঐ মাংস দিবে, পরে তাহা হাতা দিয়া উত্তমরূপে সঞ্চালন করিবে, মাংস ভাজাভাজা হইলে উহাতে তপ্ত লবণযুক্ত জল দিবে, ও মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিলে, যখন পটপট শব্দ হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাক করিবে, পরে ইহাতে দাড়িমীনীর প্রক্ষেপ দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, এইরূপভাবে পাক করিয়া তাহাতে শুণ্ঠী ও জীরক দিতে হইবে। তৎপরে মাংস নামাইয়া ও প্রলেহ হইতে আলাহিদা করিবে। এই প্রলেহ উত্তম বস্ত্রপূত করিয়া হিঙ্গু ও ঘৃতযুক্ত ধূপ দ্বারা ধূপিত করিয়া অন্ত একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে। এইরূপে প্রলেহ প্রস্তুত হয়।

গৌড়দেশীয় প্রলেহ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাংস পাক করিয়া হিঙ্গু, আর্দ্রক, বীজপূর, এলাচি ও লবণ মিশ্রিত করিয়া লইলে গৌড়দেশীয় প্রলেহ হয়। ইহার গুণ রুচিকর, বল্য, কফ ও বায়ুরোগনাশক, গ্রাহক, পিত্তবর্দ্ধক ও আধ্মাননাশক।

পূর্ণপ্রলেহ—মাংসপূরণের যোগানুসারে কোষ্ঠাকার করিয়া ঘৃতে মাংস ভাজিয়া লইয়া প্রলেহের বিধি অনুসারে পাক করিলে পূর্ণপ্রলেহ হয়। ইহার গুণ বাতনাশক, শ্লেষ্মা ও মুখবৈরস্য-নাশক এবং শুক্র।*

---

* "স্থূলানি মাংসখণ্ডানি ক্ষালিতানি চ বারিণা।
তপ্তস্নেহে বিনিঃক্ষিপ্য দর্ব্ব্যা সঞ্চালয়ন্ পচেৎ॥
তপ্তং তত্র বিনিঃক্ষিপ্য সলবণং জলমল্পকং।
পচেৎ পটপটাশব্দং তস্মিন্ মাংসে প্রকুর্ব্বতি॥
প্রক্ষিপেৎ দাড়িমীনীরং বহুলেন পচেৎ পুনঃ।
মাংসপিণ্ডেষু সিদ্ধেষু দেয়া শুণ্ঠী সজীরকা॥
ততশ্চোত্তার্য্য তন্মাংসং পৃথক্ কুর্য্যাৎ প্রলেহতঃ।
প্রলেহং বাসসা পূতং স্থাপয়েদন্তভাজনে॥
হিঙ্গুনা ঘৃতযুক্তেন ধূপেনৈতং ধূপয়েৎ।
গৌড়দেশীয়-প্রলেহস্তু—
হিঙ্গ্বার্দ্রবীজপূরৈলালবণৈঃ সংযুতেন তু।
কুট্টিতামিষপিণ্ডেন তত্র দাড়িমবীজতঃ॥
সোষণাবেসবারঞ্চ প্রলেহো গৌড়দেশজঃ।
প্রলেহো রুচিদো বল্যঃ কফানিলরুজাপহঃ।
সংগ্রাহী পিত্তকৃৎ কিঞ্চিৎ শিলাধ্মানগদান্ জয়েৎ॥
পূর্ণপ্রলেহস্তু—
মাংসপূরণযোগেন কোষ্ঠাকারং বিধায় তু।
স্থিরং তত্তং ঘৃতে ভৃষ্টং প্রলেহবিধিনা পচেৎ॥
পূর্ণাখ্যঃ প্রলেহোঽয়ং নির্দ্দিষ্টো বাতনাশনঃ।
শ্লেষ্মশুক্রকরস্তদ্বন্ মুখবৈরস্যনাশনঃ॥" (পাকরাজেশ্বর)

শুক্লবর্ণ প্রলেহ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাংস পাক করিয়া বেসর, ধনে, হিঙ্গু, দধি ও ঘৃতে অর্দ্ধ পক্কাবস্থায় খিন্ন মাংস নিঃক্ষেপ করিয়া নাবাইয়া লইলে শুক্লবর্ণ প্রলেহ হয়।

পীতবর্ণ প্রলেহ—শুক্লবর্ণ প্রলেহের মত মাংস পাক করিয়া হরিদ্রা বা কুঙ্কুমমিশ্রিত করিলে এই প্রলেহ হয়। এতদ্ভিন্ন রক্তবর্ণ প্রলেহ, হরিদ্বর্ণ প্রলেহ, এবং বটকপ্রলেহ প্রভৃতি নানাবিধ প্রলেহের প্রস্তুত বিবরণ লিখিত আছে। মাংসের মতন মৎস্যেরও প্রলেহ প্রস্তুত করা যায়।

মৎস্যপ্রলেহ—মৎস্যের প্রলেহও মাংসের মত করিয়া পাক করিতে হইবে। কেবল ইহা প্রথমে তৈলে ভাজিয়া লইবে, আর সমস্তই মাংসের মতন হইবে।

"মাংসং প্রলেহবৎ কার্য্যং প্রলেহো মৎস্যসম্ভবঃ।
আদৌ তৈলে পরং পক্কং সর্ব্বমন্যত্তু পূর্ব্ববৎ॥
বর্ণস্য করণে দেয়ং পূর্ব্বোক্তং দ্রব্যকং হি যৎ।
উদ্‌গলনং সুগন্ধায় দাতব্যং পূর্ব্বসম্ভবম্॥" (পাকরাজেশ্বর)

প্রলেহন (ক্লী) প্র-লিহ-ল্যুট্। চাটা।

প্রলোপ (পুং) প্র-লুপ-ঘঞ্। প্রকৃষ্টরূপে লোপ, ধ্বংস।

প্রলোভ (পুং) প্র-লুভ-ঘঞ্, বা প্রকৃষ্টঃ লোভঃ। প্রকৃষ্ট লোভ, অতিশয় লালসা।

প্রলোভক (পুং) প্রলোভনকারী।

প্রলোভন (ত্রি) ১ প্রবঞ্চক, লোভনকারী। (ক্লী) ২ লোভ দেখান, আকর্ষণ।

প্রলোভিন্ (ত্রি) প্র-লুভ-ণিনি। প্রলোভযুক্ত, লুব্ধ।
"ইতি পিত্রা সুতস্নেহাৎ প্রলোভি মধুরাক্ষরম্।"(মার্ক° পু° ১০।১৪)

প্রলোভ্য (ত্রি) ১ প্রলোভনযোগ্য। ২ আকর্ষণীয়। ৩ অভিলাষযোগ্য।

প্রলোলুপ (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ লোলুপঃ প্রাদিস°। অতিশয় লোলুপ। (পুং) গরুড়বংশীয় কুক্ষিপুত্র পক্ষিভেদ।

প্রব (ত্রি) গতি, গমন।
"ত্রিপ্রঃ পৃথিবীরুপরিপ্রবা দিবো" (ঋক্ ১।২৪।৮)
'প্রবা প্রবন্তৌ গচ্ছন্তৌ যুবাং প্রুঙ্ গতৌ পচাদ্যচ্' (সায়ণ)

প্রবক (ত্রি) প্র-গতৌ সাধুকারিত্বে দ্যোত্যে বুন্। ১ ভূয়োগতিযুক্ত, ২ তাহাতে সাধুকারী।

প্রবক্তৃ (ত্রি) প্রকর্ষেণ বক্তি যঃ, প্র-বচ-তৃচ্। ১ বেদাদিবাচক, প্রকর্ষরূপে বক্তা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক বেদাদি বাচক। ২ বেদার্থোপদেশক।
"জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্নতু শূদ্রঃ কদাচন॥" (মনু ৭ অঃ)
৩ সদ্বক্তা, উত্তমকথক।

প্রবক্তব্য (ত্রি) প্র-বচ-তব্য। প্রকৃষ্টরূপে বচনীয়, উত্তমরূপে বলিবার যোগ্য।
"শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যক্ নান্যেন কেন চিৎ।" (মনু ১।১০৩)

প্রবক্তৃত্ব (ক্লী) প্রবক্তুর্ভাবঃ প্রবক্তৃ-ত্ব। প্রবক্তার ভাব বা ধর্ম্ম, সদ্বক্তার কার্য্য।

প্রবগ (পুং-স্ত্রী) প্লবগ-লস্য রঃ। খগ পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (অমরটীকা)

প্রবঙ্গ (পুং-স্ত্রী) প্লবঙ্গ লস্য-রঃ। প্লবঙ্গ, পক্ষী। প্রবঙ্গম প্রভৃতিও ল স্থানে র করিয়া হইয়াছে।

প্রবচন (ক্লী) প্রকর্ষেণ উচ্যতে ইতি প্র-বচ-ল্যুট্। অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কথন।
'অনূচানঃ প্রবচনে সাঙ্গেঽধীতী গুরোস্তু যঃ।
লব্ধানুজ্ঞঃ সমাবৃত্তঃ সুত্বা ত্বভিষবে কৃতে॥' (অমর ২।৭।১০)
২ বেদাঙ্গ। "অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।"(মনু ৩।১৮৪)
'প্রকর্ষেণৈব উচ্যতে বেদার্থ এভিরিতি প্রবচনান্যঙ্গানি তেষু অগ্র্যাঃ ষড়ঙ্গবিদঃ।' (কুল্লূক)
৩ প্রকৃষ্টবাক্য। ৪ অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কথন।
"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।"
(মুণ্ডকোপনি° ৩।২।৩)

প্রবচনীয় (ত্রি) প্র-বক্তীতি প্র-বচ (ভব্যগেয়প্রবচনীয়েতি। পা ৩।৪।৬৮) ইতি কর্ত্তরি অনীয়র্। ১ প্রবক্তা। প্রোচ্যতে ইতি প্র-বচ-কর্ম্মণি অনীয়র্। ২ প্রবাচ্য।

প্রবট (পুং) প্র-অট-স্বার্থে অণ্। গম। গোধূম। (জটাধর)

প্রবণ (ত্রি) প্রবতেঽত্রেতি প্রু অধিকরণে ল্যুট্। ১ ক্রমনিম্নভূমি।
"দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ।" (মনু ৩।২০৬)
২ উদর। ৩ প্রহ্ব। ৪ আয়ত। ৫ প্রগুণ। ৬ ক্ষণ। (বিশ্ব)
৭ প্লুত। ৮ স্নিগ্ধ। (শব্দরত্না°) ৯ আসক্ত। ১০ ক্ষীণ। (ধরণি) (পুং) প্রবন্তে গচ্ছন্তি জনা অনেনেতি প্রু গতৌ করণে ল্যুট্। ১১ চতুষ্পথ। (অমর) ১২ নত। ১৩ রত। ১৪ নম্র। ১৫ অনুকূল। ১৬ নিপুণ। ১৭ বিনীত। ১৮ আহুতি। ১৯ উন্মুখ, উৎকৃষ্ট, উদার, প্রবন্ধ।

প্রবণতা (স্ত্রী) প্রবণস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রবণের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রবণবৎ (ত্রি) প্রবণ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রবণযুক্ত।

প্রবৎ (স্ত্রী) প্রবণে বাতি বা ডতি। ১ প্রবণ দেশে অর্থাৎ নিম্ন স্থানে গন্তা। (ঋক্ ৭।৫০।৪) ২ পর্ব্বতের ঢালুদেশ।

প্রবত্বৎ (ত্রি) প্রবৎ অস্ত্যর্থে মতুপ্-মস্য ব। তান্তত্বাৎ ন পদত্বং। অত্যন্ত বিস্তারযুক্ত।
"আবাং রথোঽবনির্নপ্রবত্বান্" (ঋক্ ১।১৮১।৩)
'প্রবত্বান্ ভূমিরিব অত্যন্তবিস্তারবান্' (সায়ণ)

প্রবৎস্যৎপতিকা (স্ত্রী) প্রবৎস্যন্ প্রবাসং গমিষ্যন্ পতির্যস্যাঃ। নায়িকাভেদ, যে নায়িকার পতি কিছু পূর্ব্বে বিদেশ গমন করিবে, তাদৃশী নায়িকা। এই নায়িকার চেষ্টা—কাকুবচন, কাতর প্রেক্ষণ, গমনবিঘ্নোপদর্শন, নির্ব্বেদ, সন্তাপ, সম্মোহ, নিঃশ্বাস ও বাষ্পাদি। রসমঞ্জরীতে মুগ্ধা প্রবৎস্যৎপতিকা, মধ্যাপ্রবৎস্যৎ-পতিকা, প্রৌঢ়াপ্রবৎস্যৎপতিকা, পরকীয়া প্রবৎস্যৎপতিকা ও সামান্য প্রবৎস্যৎপতিকা প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে। রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—প্রবৎস্যৎপতিকা—

"প্রাণেশ্বরে কিমপি জল্পতি নির্গমায়
কামোদরী বদন মানময়াঙ্ককার।
আলীপুনর্নিভৃতমেত্য লতানিকুঞ্জ-
মুন্মত্তকোকিলকলধ্বনিমাততান॥

মধ্যাপ্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
গন্তং প্রিয়ে বদতি নিঃশ্বসিতং ন দীর্ঘ-
মাসীন্নবা নয়নয়োর্জ্জলমাবিরাসীৎ।
আয়ুর্লিপিং পঠিতুমেণদৃশঃ পরন্তু
ভালস্থলীং কিমুকরঃ সমুপাজগাম॥

প্রৌঢ়া প্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
নায়ং মুঞ্চতি সুভ্রুবামপি তনুত্যাগে বিয়োগজ্বর-
স্তেনাহং বিহিতাঞ্জলির্যদুপতে পৃচ্ছামি সত্যং বদ।
তাম্বূলং কুসুমং পটীসমুদকং যদ্দন্তভির্দীয়তে
তৎ স্যাদত্র পরত্র বা কিমু বিষজ্বালাবলী দুঃসহম্॥

পরকীয়া প্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
ন্যস্তং পন্নগমূর্দ্ধি পাদযুগলং ভক্তির্বিমুক্তা গুরৌ
ত্যক্তা নীতিরকারি কিং ন ভবতো হেতোর্ময়া দুষ্কৃতং।
অঙ্গানাং শতযাতনা নয়নয়োঃ কোপক্রমো রৌরবঃ
কুম্ভীপাকপরাভবশ্চ মনসোযুক্তং ত্বয়ি প্রস্থিতে॥

সামান্য প্রবৎস্যৎপতিকা—
"মুদ্রাং প্রদেহি বলয়ায় ভবদ্বিয়োগ-
মাসাদ্য বাঞ্ছতি বহিঃ সহসা বদেতৎ।
ইত্থং নিগদ্য বিগলন্নয়নাম্বুধারা
বারাঙ্গনা প্রিয়তমং করয়ো র্বভার" (রসমঞ্জরী)

প্রবদ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপ বাদ্য। (অথর্ব্ব ৫।২০।৯)

প্রবদন (ক্লী) ঘোষণা।

প্রবদিতৃ (ত্রি) প্র-বদ-তৃচ্। ঘোষক, ঘোষণাকারী।

প্রবদ্যামন্ (ত্রি) যা-ভাবে বাহুলকাৎ মণিন্। প্রবৎ প্রকৃষ্ট-গতিযুক্তঃ যামা গতির্যস্য। প্রকৃষ্টগমনকারী, শীঘ্রগামী। "প্রবদ্যা-মনা সুবৃতা রথেন" (ঋক্ ১।১১৮।৩) 'প্রবদ্যামনা প্রকৃষ্টগমনেন শীঘ্রগামিনা' (সায়ণ)

প্রবপ (ত্রি) অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত মেদোযুক্ত।

প্রবপন (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে বপন। ২ গোঁপ দাড়ি কামান।

প্রবয়ন (ক্লী) প্রবীয়তেঽনেনেতি প্র-অজ-গতৌ ক্ষেপণে চ ল্যুট্ (বাযৌ। পা ২।৪।৫৭) ইতি বী, কৃত্যচঃ। পা ৮।৪।২৯ ইতি ণত্বং। ১ প্রতোদ। (হেম) প্র-বয়-গতৌ ভাবে ল্যুট্। ২ প্রকর্ষ-রূপে গমন।

প্রবয়নীয় (ত্রি) প্র-অজ-অনীয়র্, অজে-বী। প্রবয়নযোগ্য।

প্রবয়স্ (ত্রি) প্রগতং বয়ো যস্য। ১ বৃদ্ধ। ২ পুরাণ।

প্রবয্যা (স্ত্রী) প্র-বি-যৎ 'ভয্যপ্রবয্যে চ ছন্দসি' ইতি নিপাতনাৎ সিদ্ধং। প্রকর্ষরূপে গতিযুক্তা, স্ত্রী।

প্রবর (ক্লী) প্র-ব্রিয়তে ইতি প্র-বৃ-অপ্। ১ অগুরুচন্দন। (ভাবপ্র) ২ গোত্র। (ত্রি) ৩ শ্রেষ্ঠ। (মেদিনী) (পুং) ৪ সন্ততি। ৫ গোত্রব্যাবর্ত্তক মুনিগণ।

যজ্ঞকালে যে গোত্র যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই ঋষি প্রবর। অথবা প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ পরিচয়ার্থ সেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক ঋষিকে লইয়া প্রবর হয়।

[বিশেষবিবরণ গোত্রশব্দে দেখ।]

প্রবরগিরি, একটী প্রাচীন পর্ব্বত। বর্ত্তমান নাম বরাবর। গয়া হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

প্রবরণ (ক্লী) ১ দেবতাদিগের আবাহন। আরাধন। ২ বর্ষা-ঋতুর শেষে বৌদ্ধদিগের উৎসবভেদ।

প্রবরদাস, চৈতন্যপ্রকরণপ্রণেতা। ইহার উপাধি ব্রহ্মবিদ।

প্রবরধাতু (পুং) মূল্যবান্ ধাতুবিশেষ। (বৃহৎস° ৯৪।২১)

প্রবরপুর, ১ কাশ্মীরস্থ নগরভেদ। রাজা প্রবরসেন এই নগর স্থাপন করেন। ২ মধ্যপ্রদেশস্থ প্রবরসেনপ্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন গ্রাম।

প্রবরভূপতি (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৪।৩১৫) [প্রবর-সেন দেখ।]

প্রবরললিত (ক্লী) ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬টী অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—"যমৌ নঃ সো রোগঃ প্রবরললিতং নাম বোধ্যং।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা) এই ছন্দের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও চতুর্দ্দশ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রবরবাহন (পুং) প্রবরং বাহনং যয়োঃ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। (হেমচ°) এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

প্রবরসেন, (১ম) গোনন্দবংশীয় জনৈক কাশ্মীররাজ। (২য়) সেতুবন্ধকাব্যপ্রণেতা কাশ্মীররাজ। ইহার কবিত্বশক্তি উল্লেখ করিয়া ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় তৎকৃত একএকটী শ্লোক উদ্ধৃত এবং বাণভট্ট কবি শ্রীহর্ষচরিতের অনুক্রমণিকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাকৃতভাষায় রচিত কাব্য মধ্যে 'সেতুবন্ধ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। [কাশ্মীর দেখ।]

প্রবরসেন (১ম) বাকাটকবংশীয় মহারাজ। ইনি ২য় প্রবরসেনের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও রাজা ১ম রুদ্রসেনের পিতামহ। ইনি বিষ্ণুবৃদ্ধগোত্রীয় ছিলেন। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি অগ্নিষ্টোম, অপ্তোর্যাম, উক্থ্য, ষোড়শিন্, অতিরাত্র, বাজপেয়, বৃহস্পতিসব ও চারিটী অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার উপাধি 'বরাহদেব' ছিল।

অজন্টার গুহামন্দিরস্থ শিলালিপিতে তাঁহার 'প্রবরসেন বরাহদেব' নাম পাওয়া যায়।

প্রবরসেন (২য়) বাকাটকবংশীয় জনৈক মহারাজ। প্রবরপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা ২য় রুদ্রসেনের ঔরসে ও প্রভাবতী গুপ্তার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। শিলালিপিতে তাঁহার দানশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবরা, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। প্রাচীন নাম পয়োধরা। সহ্যাদ্রি হইতে উদ্ভূত হইয়া ৬ ক্রোশের পর রাণোডের নিকট ইহার একটী প্রপাত আছে। মুলা, মহালুঙ্গী ও অড়ুলা নামক শাখাত্রয় ইহাতে আসিয়া মিলিয়াছে। প্রায় ১২০ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া তোকনগরের নিকট গোদাবরী নদীতে পড়িয়াছে। রাজুর, অকোল, সঙ্গমের, রাচরি, নেবাস, তোক ও প্রবরাসঙ্গম নামক নগর সকল ইহার তীরে অবস্থিত। ইহার জল স্বাস্থ্যকর।

প্রবরাসঙ্গম, আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রবরা নদীর দক্ষিণকূলে গোদাবরীসঙ্গমতটে অবস্থিত। ইহার অপর তীরে তোকনগর। দুইটী নগরই ব্রাহ্মণপ্রসিদ্ধ। এখানে অনেকগুলি হিন্দুমন্দির ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথযুদ্ধের পর নিজাম আলী এখানকার কতকগুলি মন্দির ধ্বংস করেন। এই স্থান সাধারণের নিকট পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানকার সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। প্রতি বৎসর মহাশিবরাত্রিব্রতোপলক্ষে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

প্রবরেশ্বর (পুং) প্রবরসেন রাজা। (রাজতর° ৩।৯৯)

প্রবর্গ (পুং) প্রবৃজ্যতে নিঃক্ষিপ্যতে হবিরাদিকমস্মিন্নিতি প্র-বৃজ-অধিকরণে ঘঞ্। হোমাগ্নি।

"দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্।
উপকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ॥" (হরিব° ৪১।৩৪)

প্রবৃজ্যতেঽসৌ ঘঞ্। ২ প্রবর্গ্যযজ্ঞে অনুষ্ঠেয় হোম।

প্রবর্গ্য (পুং) প্র-বৃজ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ, কুত্বং। প্রবর্গ্যযজ্ঞে অনুষ্ঠেয় হোম। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬ অঃ)

প্রবর্গ্যাবৎ (ত্রি) প্রবর্গ্য-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রবর্গ্যযুক্ত। (পুং) ২ যজ্ঞভেদ। (শত° ব্রা° ৩।৪।৪।১)

প্রবর্দ্ধন (ক্লী) প্রবর্গ্যযজ্ঞে উত্তপ্ত পাত্রে-বা ঘৃতে দুগ্ধ নিঃক্ষেপ। (শত° ব্রা° ৭।১।২।৯) ২ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধন।

প্রবর্ত্ত (পুং) ১ কার্য্যারম্ভ। ২ গোলাকার অলঙ্কারভেদ। (অথর্ব্ব ১৫।২।১)

প্রবর্ত্তক (ত্রি) প্রবর্ত্তয়তীতি প্র-বৃত-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ প্রবর্ত্তনকারী। ২ প্রবৃত্তিজনক।

"প্রবর্ত্তকং বাক্যমুবাচ চোদনাং নিবর্ত্তকং নৈবমুবাচ ভাষ্যকৃৎ।
ততশ্চ বিদ্মো নহি চোদনাস্তি সা প্রবর্ত্তিকা বা ন ভবেদিতি স্থিতিঃ॥

বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী ইষ্টসাধনত্ববিষয়ে কৃতিসাধ্যতাবিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ এই কার্য্য করিলে আমার অভিষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইবে এবং অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই ও ইহা আমার কৃতিসাধ্যত্ব অর্থাৎ করিবার ক্ষমতা আছে, এইরূপ জ্ঞান। "বলবদনিষ্টানুবন্ধীষ্টসাধনত্বে সতি কৃতিসাধ্যতাবিষয়কং জ্ঞানং ইষ্টসাধনতাবিষয়কং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানং বা প্রবর্ত্তকং" (ইতি জরন্নৈয়ায়িকাঃ) চোদনা, ক্রিয়া অর্থাৎ নিয়োগের প্রবর্ত্তক বচন।

"চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনং" (চোদনাসূত্রে শবরভাষ্য)

২ প্রবৃত্তিদায়ক। ৩ প্রদর্শক। ৪ অনিবর্ত্তক, অবিচ্ছেদকারী। ৫ প্রণেতা।

প্রবর্ত্তন (ক্লী) প্র-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্। প্রবৃত্তি।

"তেঽন্যৈর্বান্তং সমশ্নন্তি পরোৎসর্গঞ্চ ভুঞ্জতে।
ইতরার্থগ্রহে যেষাং কবীনাং স্যাৎ প্রবর্ত্তনম্॥" (কাব্যপ্র°)

২ আরম্ভ। (মিতাক্ষরা)

প্রবর্ত্তনা (স্ত্রী) প্র-বৃত্ ণিচ্-যুচ্, টাপ্। প্রবৃত্তিদান।

"অথবা ভবতঃ প্রবর্ত্তনা ন কথং পিষ্টমিয়ং পিনষ্টি ন।"(নৈষধ ২।৬১)

২ আরম্ভ। ৩ উত্তেজনা। ৪ প্রেরণা। ৫ নিয়োজন।

প্রবর্ত্তনীয় (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-অনীয়র্। প্রবর্ত্তনযোগ্য।

প্রবর্ত্তমান (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-শানচ্। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

প্রবর্ত্তমানক (ত্রি) প্রবর্ত্তমান স্বার্থে-কন্। প্রবর্ত্তমান।

"গিরেঃ প্রবর্ত্তমানকঃ" (ঋক্ ১।১৯১।১৬) 'প্রবর্ত্তমানকঃ প্রবর্ত্তমানঃ অতিশীঘ্রমভিগচ্ছন্' (সায়ণ)

প্রবর্ত্তয়িতৃ (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-তৃণ্। ১ প্রবর্ত্তক। ২ অনিবর্ত্তক, অবিচ্ছেদকারী। ৩ সংস্থাপক।

প্রবর্ত্তিত (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-ক্ত। ১ চালিত। ২ যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়। ৩ উৎপাদিত, জাত।

"ন কারণাৎ স্বাৎ বিভিদে কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥" (রঘু ৫।৩৭)

৪ আরব্ধ। ৫ প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান। ৬ উত্তেজিত, প্রেরিত।

প্রবর্ত্তিতৃ (ত্রি) প্র-বৃত-তৃণ্। প্রবর্ত্তনকারী।

প্রবর্ত্তিতব্য (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-তব্য। ১ প্রবর্ত্তনযোগ্য। ২ অনুষ্ঠেয়।

প্রবর্ত্তিন্ (ত্রি) প্র-বৃত-ণিনি। ১ প্রবর্ত্তযুক্ত, প্রবর্ত্তক। ২ অগ্রগামী। ৩ প্রবাহশীল। ৪ উৎপত্তিশীল।

প্রবর্ত্ত্য (ত্রি) কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত বা উত্তেজনযোগ্য।

প্রবর্দ্ধক (ত্রি) প্র-বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রবর্দ্ধনকারী।

প্রবর্দ্ধন (ক্লী) প্র-বৃধ-ভাবে-ল্যুট্। ১ বিবর্দ্ধন। বাড়ান। (ত্রি) ২ বৃদ্ধিকারক।

"বাতপিত্তোপশমনঃ শুক্রশুক্রপ্রবর্দ্ধনম্॥" (সুশ্রুত ১।৪৬ অ°)

প্রবর্ষ (পুং) ১ প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ, অতিবৃষ্টি। ২ বৃষ্টি।

প্রবর্ষণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ।

প্রবর্ষিন্ (ত্রি) অতিশয় বর্ষণশীল।

প্রবর্হ (ত্রি) প্রবর্হতি প্রবর্দ্ধতে প্র-বৃহ্-অচ্। প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

প্রবলাকিন্ (পুং) ১ ভুজঙ্গ। ২ চিত্রমেখলক। (বিশ্ব)

প্রবল্হ (পুং) প্রহেলিকা।

প্রবল্হিকা (স্ত্রী) প্রহেলিকা।

প্রবসথ (ক্লী) ১ প্রস্থান। ২ প্রবাস।

প্রবসন (ক্লী) ১ প্রবাসযাত্রা। বিদেশগমন। ২ বহির্গমন।

প্রবসু (পুং) ইলিনৃপপুত্র দুষ্মন্তভ্রাতা নৃপভেদ। (ভা° ১।৯৪ অঃ)

প্রবস্তব্য (ত্রি) প্র-বস-তব্য। প্রস্থানযোগ্য, নির্গমনযোগ্য। (তৈত্তি° স° ৬।২।৫।৫)

প্রবহ (পুং) প্র-বহ-ভাবে-অচ্। ১ গৃহনগরাদি হইতে বহির্গমন। প্রবহতীতি। প্র-বহ-অচ্। ২ বায়ু, সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত দ্বিতীয় বায়ু। এই বায়ু আবহ বায়ুর উপরিদেশে অবস্থিত।

"যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ।" (বিষ্ণুপু° ২ অঃ ১২ অঃ)

প্রবাহ বায়ু আশ্রয় করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডল আকাশতলে অবস্থিত আছে। ৩ মেঘবিশেষ।

"আবহঃ প্রবহশ্চৈব উদহাসো মহাংস্তথা।
পরীবহঃ পঞ্চমশ্চ নিবহশ্চ পরাবহঃ॥" (ব্রহ্মপু° সহ্যাদ্রিস° ৫।৬)
৪ প্রাহ।

প্রবহন (ক্লী) প্রোহ্যতেঽনেনেতি প্র-বহ-করণে ল্যুট্। ১ কর্ণীরথ। স্ত্রীপ্রভৃতির বহনার্থ উপরিদেশে বস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্যবাহ্য যানবিশেষ। চলিত ডুলি, ইহার উপরিভাগে কাপড় দিয়া আচ্ছাদন করা থাকে। ২ যান। ৩ পোত।

"প্রবিশ্য সপ্রবহনশ্চেটঃ" (মৃচ্ছকটিক ৪ অঃ)

প্রবহ্লি (স্ত্রী) প্রবহ্লতে আচ্ছাদয়তীতি প্র-বহ্ল-ইন্। প্রবহ্লিকা, পক্ষে ঙীষ্ প্রবহ্লী।

প্রবহ্লিকা (স্ত্রী) প্র-বহ্ল-ণ্বুল্-টাপ্, অত ইত্বং। প্রহেলিকা।

প্রবা (পুং) প্রকর্ষেণ বাতি গচ্ছতি বা ক্বিপ্। ১ অশ্ব। "প্রবয়াহ্নাহঙ্কিব" (শুক্লযজু° ১৫।৬) 'প্রবয়া প্রকর্ষেণ বাতি বেগং গচ্ছতীতি প্রবা অশ্বঃ' (বেদদীপ)

প্রবাল (পুং) ১ ঘোষণা। ২ ঘোষক, ঘোষণাকারী।

প্রবাচ (ত্রি) প্রকৃষ্টা বাগ্ যস্য। যুক্তিযুক্ত বাক্যবক্তা, যিনি উপযুক্ত বাক্য বলেন। যুক্তিপটু।

'বাচো যুক্তিপটুর্বাগ্মী বচোজ্ঞঃ প্রবচাঃ প্রবাক্।' (জটাধর)

(স্ত্রী) প্রকৃষ্টা বাগিতি প্রাদিস°। ২ প্রকৃষ্টবাক্য, প্রকৃষ্ট বচন।

প্রবাচক (ত্রি) প্রকৃষ্টং বক্তীতি প্র-বচ-ণ্বুল্। প্রকৃষ্টবক্তা, উত্তম বক্তা।

প্রবাচন (ক্লী) প্র-বচ-ণিচ্-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে কথন।

"তদৃতস্য প্রবাচনং দেবানাং" (ঋক্ ১০।৩৫।৮)

'প্রবাচনং প্রকর্ষেণ গুণানাং কথনং' (সায়ণ)

প্রবাচ্য (ত্রি) প্র-বচ-ণ্যৎ (যজ্যাচরুচপ্রবর্চশ্চ। পা ৭।৩।৬৬) ইতি কুত্বাভাবঃ। ১ সম্যক্ বক্তব্য, প্রকর্ষরূপে বক্তব্য। "তে ভুবনেষু প্রবাচ্যা" (ঋক্ ১।৫১।১৩) 'প্রবাচ্যা প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি' (সায়ণ) ২ নিন্দ্য, নিন্দনীয়।

প্রবাড় (পুং) প্রবাল লস্য ড়ত্বং। প্রবাল।

প্রবাড়সাগর (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°)

প্রবাণ (ক্লী) কাপড়ের পাড় বাধা।

"আবিকানি লোহিতপ্রবাণানি বসনানি" (লাট্যা° ৮।৬।২০)

প্রবাণি (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ উয়তেঽনয়েতি প্র-বে করণে-ল্যুট্, ঙীপ্ নিপাতনাৎ ঙীপো হ্রস্বঃ। তন্ত্রশলাকা, মাকু। (ভরত)

প্রবাণী (স্ত্রী) প্র-বে-ল্যুট্-ঙীপ্। তন্ত্রশলাকা, তুরী মাকু।

প্রবাত (ত্রি) প্রকর্ষেণ বাতি প্র-বা-শতৃ। ১ প্রকৃষ্ট গতিযুক্ত। (পুং) ২ প্রাণ। "প্রাণো বৈ প্রবান্" (শত° ব্রা° ১।৪।৩।৩)

প্রবাত (ত্রি) প্রকৃষ্টো বাতো যত্র। ১ সুখসেব্য বাতযুক্ত দেশাদি। প্রকৃষ্টো বাতঃ প্রাদিস°। ২ প্রকৃষ্টবাত, প্রবল বায়ু। প্র-বা-ক্ত। ৩ নিম্ন, প্রবণ।

প্রবাতসার (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবিস্তর)

প্রবাতেজ (ত্রি) প্রবাতে জায়তে জন-ড, অলুক্স°। নিম্ন প্রদেশে জাত। "মাদয়ন্তি প্রবাতেজাঃ ইরিণে" (ঋক্ ১০।৩৪।১) 'প্রবাতেজাঃ প্রবণে দেশে জাতাঃ' (সায়ণ)

প্রবাদ (পুং) প্রকৃষ্টো বাদঃ প্র-বদ-ঘঞ্ বা। ১ পরস্পর বাক্য। ২ জনরব, জনশ্রুতি।

"প্রেয়াংস্তেঽহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ-
স্ত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ।

ত্বং মে তেহস্যামহমপি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে !
ব্যাহারে নৌ নহি সমুচিতে যুষ্মদস্মৎপ্রয়োগঃ ॥"

(অলঙ্কারকৌস্তুভ)

৩ অপবাদ। "ব্যাঘ্রো মানুষং খাদতীতি লোকপ্রবাদো দুর্নিবারঃ" (হিতোপদেশ) ৪ জনসমাজে প্রসিদ্ধ বাক্য। ৫ পরস্পর কথোপকথন।

প্রবাদক (ত্রি) প্রকৃষ্টো বাদকঃ প্রাদিস। প্রকৃষ্টরূপে বাদক, বাদ্যকারী।

প্রবাদিন্ (ত্রি) প্র-বদ-তাচ্ছীল্যে ণিনি। পরস্পর কথনকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রবাদ্য (ত্রি) প্র-বদ-ণ্যৎ। ১ কথনযোগ্য। ২ ঘোষণার্হ।

প্রবাপয়িতৃ (ত্রি) প্র-বপ-ণিচ্-তৃণ্। রোপয়িতা। রোপণকারী।

প্রবাপিন্ (ত্রি) প্র-বপ-ণিনি। বপনকারী, যিনি বপন করেন।
"তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্।" (মনু ৯।৫১)

প্রবায্য (ক্লী) ক্ষিপ্রতা। (অথর্ব্ব ৬।১০৫।১)

প্রবার (পুং) প্র-বৃণোত্যনেনেতি প্র-বৃ-করণে ঘঞ্। ১ প্রবর। ২ বস্ত্র। ৩ উত্তরীয় বস্ত্র, আচ্ছাদন বস্ত্র।

প্রবারণ (ক্লী) প্র-বৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ কাম্যদান। স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে দান করা যায়। প্রকর্ষেণ বারণমিতি, ২ নিষেধ। (মেদিনী) ৩ বর্ষা ঋতুর শেষে বৌদ্ধদিগের অনুষ্ঠেয় উৎসব বিশেষ।

প্রবার্য্য (ত্রি) প্র-বৃ-ণ্যৎ। ১ সন্তোষযোগ্য, তৃপ্তিযোগ্য।

প্রবাস (পুং) প্রবসন্ত্যস্মিন্নিতি প্র-বস (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্। ১ বিদেশ। ২ বিদেশস্থিতি, বিদেশে থাকা, গৃহ হইতে প্রস্থিত ব্যক্তির ভিন্নদেশে বাস।* যদি কোন ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষকাল বিদেশে থাকে, এবং তাহার যদি কোন সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রেতাবধারণ করিতে হয়, অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে হয়। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যদি কোনরূপ প্রমাণজনক সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রেতাবধারণ হইবে না। প্রবাসের দিন হইতে দ্বাদশ বর্ষের পর ত্রয়োদশ বর্ষের প্রারব্ধ দিনে প্রবাসীর প্রেতাবধারণ বিধেয়। যে মাসে যে দিনে গিয়াছিল, সেই মাস ও সেই দিনই প্রেত-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যেরূপ মৃত্যু হইলে করিতে হয়, সেইরূপই শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে। তবে ইহাতে বিশেষ এই যে, তাহার কুশপুত্তলিকা করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে, তৎপরে ঐ কুশপুত্ত-লিকার দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ করিবে। বিদেশগত ব্যক্তির প্রথম গমনদিন যদি স্থির না থাকে, তাহা হইলে সেই মাসের কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্যার দিন প্রেতকার্য্য করিতে হইবে। দিন ও মাস অজ্ঞাত হইলে আষাঢ় মাসের অমাবস্থার দিন প্রেতকৃত্য করা যাইতে পারে। মদনরত্নে লিখিত আছে, পিতৃবিষয়ে পঞ্চদশবর্ষ প্রবাসের পর প্রেতাবধারণ হইবে। দ্বাদশ বৎসর অপরের সম্বন্ধে, অর্থাৎ পিতৃ ভিন্ন আর সকলেরই ১২ বৎসরের পর প্রেতাবধারণ হয়।

গৃহ্যকারিকায় লিখিত আছে,—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যদি প্রবাসী হয়, আর তাহার ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রেতাবধারণ বিধেয়। এইরূপ মধ্যম বয়স্কব্যক্তির পঞ্চদশ বৎসর এবং বৃদ্ধব্যক্তির দ্বাদশবৎসরের পর হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

প্রবাসী ব্যক্তি প্রবাস হইতে আসিয়া গুরুলোকদিগের পাদ বন্দনা করিবে। (কূর্ম্মপু° উপবি° ১৩ অঃ)

প্রবাসন (ক্লী) প্র-বাস-ছেদে ল্যুট্। ১ বধ। (অমর) প্র-বস-ণিচ্-ল্যুট্। ২ বিদেশবাসন, নির্বাসন। পুর হইতে বহির্যাপন।
"সীতাপ্রবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে।" (উত্তরচরিত)

প্রবাসিত (ত্রি) প্র-বস-ণিচ্-ক্ত। ১ নির্ব্বাসিত, যাহাকে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। ২ হত।

প্রবাসিন্ (ত্রি) প্রবসিতুং শীলমস্যেতি প্র-বস (প্রেলপস্রুদ্রুমথবদবসঃ। পা ৩।২।১৪৫) ইতি ঘিণুন্। ১ প্রোষিত, বিদেশস্থ।

---

* "গতস্তু ন ভবেৎ বার্ত্তা যাবৎ দ্বাদশবার্ষিকী।
প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যঃ সুতবান্ধবৈঃ॥
যন্মাসি যদহর্যাতস্তন্মাসি তদহঃ ক্রিয়া।
দিনাজ্ঞানে কুহূস্তস্য আষাঢ়স্যাথ বা কুহূঃ॥
নির্ণয়সিন্ধুধৃতবৃদ্ধমনুঃ—
প্রোষিতস্য তথা কালো মতশ্চেদ্দ্বাদশাব্দিকঃ।
প্রাপ্তে ত্রয়োদশে বর্ষে প্রেতকার্য্যাণি কারয়েৎ॥
বৃহস্পতিঃ—
যস্য ন শ্রূয়তে বার্ত্তা যাবদ্ দ্বাদশবৎসরান্।
কুশপুত্রকদাহেন তস্য স্যাদবধারণা॥
ভবিষ্যে—
পিতরি প্রোষিতে যস্য ন বার্ত্তা নৈব চাগমঃ।
ঊর্দ্ধং পঞ্চদশাদ্বর্ষাৎ কৃত্বা তৎ প্রতিরূপকম্।
কুর্য্যাত্তস্য তু সংস্কারং যথোক্তবিধিনা ততঃ।
তদাদীন্যেব সর্ব্বাণি প্রেতকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
দ্বাদশাব্দপ্রতীক্ষা পিতৃভিন্নবিষয়েতি মদনরত্নে উক্তং, গৃহ্যকারিকায়ান্তু—
তস্য পূর্ণবয়স্কস্য বিংশত্যব্দোর্দ্ধতঃ ক্রিয়া।
দ্বাদশাব্দৎসরাদূর্দ্ধমুত্তরে বয়সি স্থিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

'অধ্বনীনোঽধ্বগোঽধ্বন্যঃ পান্থঃ পথিকদেশিনৌ।

প্রবাসী তদগণোহারিঃ পাথেয়ং সম্বলং সমে॥' (হেম)

প্রবাস্য (ত্রি) প্র-বস্-ণ্যৎ। প্রবাসনযোগ্য, যাহাকে নির্ব্বাসন করা যাইতে পারে।

"ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।

মাংসভেত্তা তু ষন্নিষ্কান্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ॥" (মনু ৮।২৮৪)

অস্থিভেদকারীর প্রবাসদণ্ড বিধেয়।

প্রবাহ (পুং) প্র-বহ-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রবৃত্তি। ২ জলস্রোত। (মেদিনী) ৩ ব্যবহার। (বিশ্ব) ৪ প্রকৃষ্টাশ্ব। (নানার্থরত্নমা°) ৫ পুরীষাদির নির্গম।

"প্রবাহেন গুদভ্রংশে মূত্রাঘাতে কটিগ্রহে।" (সুশ্রুত উত্ত° ৪০ অ)

৬ প্রসার, বিস্তার। ৭ অবিচ্ছেদে কার্য্যকরণ।

প্রবাহক (পুং) প্রবহতীতি প্র-বহ-ণ্বুল্। ১ রাক্ষস। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টবহনকর্ত্তা।

প্রবাহণ (পুং) ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪।৯।১।১) তস্য অপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্ পূর্ব্বপদস্য বৃদ্ধিঃ। প্রাবাহণেয় তাহার অপত্য। (ত্রি) প্রবাহয়তি প্র-বহ-ণিচ্ ল্যু। ২ প্রবা-হয়িতা, প্রবহণকারী।

প্রবাহণ জৈবলি, পঞ্চালপ্রদেশের জনৈক রাজা। (ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনি°)

প্রবাহিকা (স্ত্রী) প্রবহতি মুহুর্মুহুঃ প্রবর্ত্ততে ইতি প্র-বহ-ণ্বুল্, টাপ্, অত ইত্বং। ১ গ্রহণী রোগ। (রাজনি°)

২ অতীসার ভেদ, আমাশয়রোগ। ইহার লক্ষণ—মন্দ-ভোক্তী ব্যক্তির বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া সঞ্চিত মল অল্প অল্প করিয়া প্রবাহরূপে বহুবার নির্গত হইলে প্রবাহিকা রোগ হয়। ইহা বাতকৃত হইলে অতিশয় শূল (পেটকামড়ানি), পিত্তকৃত হইলে পেটজ্বালা এবং কফজ হইলে কফের সহিত নির্গত হয়। অন্যান্য লক্ষণ ও চিকিৎসা অতীসার ও গ্রহণীরোগের ন্যায় করিতে হইবে। [বিশেষ বিবরণ গ্রহণী ও অতীসার দেখ।]*

বাভট চিকিৎসিত স্থানে এইরূপ লিখিত আছে,

"ক্ষতে রক্তে পুরীষে চ বায়ুনা বিট্‌বিবর্জ্জিতম্।

প্রবাহিকেতি বিখ্যাতং যৎফেণাক্তং প্রবর্ত্ততে॥"

অতীসার রোগে বায়ু কর্ত্তৃক রক্ত এবং পুরীষ ক্ষত হইলে যখন ফেণার আভাযুক্ত মল নির্গত হয়, তখন তাহা প্রবাহিকা নামে কথিত হয়।

* "বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য।

প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ।

প্রবাহিকা বাতকৃতা সশূলা পিত্তাৎ সদাহা সকফা কফাচ্চ।

সশোণিতা শোণিতসম্ভবা চতাঃ স্নেহরুক্ষ প্রভবা মতাস্তু॥" (মাধবনি°)

প্রবাহিন্ (ত্রি) প্র-বহ-ণিনি। ১ প্রবাহযুক্ত। প্রবাহ-পুষ্করা-দিত্বাৎ দেশার্থে ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রবাহিণী, প্রবাহযুক্তদেশ।

প্রবাহী (স্ত্রী) প্রোহ্যতে ইতি প্র-বহ-ঘঞ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বালুকা। (রাজনি°)

প্রবাহ্য (ত্রি) প্রবাহে ভবঃ যৎ। প্রবাহভব, স্রোতোভব।

"নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ নমঃ।" (শুক্লযজু° ১৬।৪৩)

'প্রবাহে স্রোতসি ভবঃ প্রবাহ্যঃ' (বেদদীপ।)

প্রবিখ্যাতি (স্ত্রী) প্র-বি-খ্যা-ক্তিন্। অতি প্রসিদ্ধি। পর্য্যায়—বিশ্রাব।

প্রবিগ্রহ (ত্রি) সন্ধিভঙ্গ।

প্রবিচয় (পুং) ১ অনুসন্ধান। ২ পরীক্ষা।

প্রবিচার (পুং) উত্তমরূপে বিচার, সুবিচার।

প্রবিচিন্তক (ত্রি) ভবিষ্যৎদর্শী, যিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কর্ম্ম করেন।

প্রবিচেতন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে চেতন, জ্ঞান।

প্রবিজয় (পুং) ১ জনপদ ভেদ। ২ তজ্জনপদবাসী লোক। (মার্ক° পু° ৫।৭৪৩)

প্রবিদ্ (স্ত্রী) প্র-বিদ্-ক্বিপ্। প্রবেদন।

"উতো পিতৃভ্যাং প্রবিদানু ঘোষং।" (ঋক্ ৩।৭।৬)

'প্রবিদা প্রবেদনেন' (সায়ণ।)

প্রবিদার (পুং) প্র-বি-দৃ-ঘঞ্। অবদারণ, বিদীর্ণ হওয়া।

প্রবিদারণ (ক্লী) প্রবিদারয়ন্ত্যত্রেতি প্র-বি-দৃ-ণিচ্, আধারে ল্যুট্। ১ যুদ্ধ। প্র-বি-দৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ২ অবদারণ। (মেদিনী) ৩ আকীর্ণ। (শব্দরত্না°) প্র-বি-দৃ-ণিচ্-কর্ত্তরি ল্যুট্ (ত্রি) ৪ প্রবিদারক, বিদারণকারী।

প্রবিপল (পুং) কালপরিমাণভেদ, বিপলের ৬০ ভাগের একভাগ।

প্রবিভাগ (পুং) প্র-বি-ভজ-ঘঞ্। ১প্রকৃষ্টরূপে বিভাগ। ২অংশ।

প্রবির (পুং) পীতকাষ্ঠ, চন্দনভেদ। (শব্দচ°)

প্রবিরল (ত্রি) ১ অত্যল্প, অতিসামান্য। ২ অতিদুষ্প্রাপ্য।

প্রবিলম্বিন্ (ত্রি) প্র-বি-লম্ব-ণিনি। বিলম্বযুক্ত।

প্রবিলয় (পুং) প্র-বি-লী-ঘঞ্। ১ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস। ২ সম্পূর্ণ রূপে গলিয়া যাওয়া।

প্রবিলসেন (পুং) পুরাণোক্ত অন্ধ্রবংশীয় নরপতিভেদ।

প্রবিলাপিন্ (ত্রি) প্র-বি-লপ-ণিনি। ১ বিলাপকারী। ২ দুঃখ।

প্রবিবাদ (পুং) প্রকৃষ্টো বিবাদঃ প্রাদিস°। প্রকৃষ্টরূপে বিবাদ। তর্কবিতর্ক হওয়া।

প্রবিবিক্ষু (ত্রি) প্র-বিশ-সন্-উ। প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।

প্রবিশ্লেষ (পুং) প্রকৃষ্টো বিশ্লেষো যস্য। প্রকৃষ্ট বিশ্লেষ, পর্য্যায়—বিধুর। 'বৈক্লব্যেঽপি প্রবিশ্লেষে বিধুরং বিকলে ত্রিষু।' (ভরত)

প্রবিষা (স্ত্রী) প্রহতং বিষমনয়া। অতিবিষা। [অতিবিষা দেখ।]

প্রবিষ্ট (ত্রি) প্র-বিশ-কর্ত্তরি ক্ত। প্রবেশবিশিষ্ট।
"স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভির্ভটৈরনেকৈরবলোক্য মাধবঃ।"
(ভাগবত ১০।৬১।৩১ অঃ)
কৃতপ্রবেশ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পৈপ্পলাদিকৌশিকের মাতা।
(হরিব° ১৯১ অঃ)

প্রবিষ্টক (ক্লী) ১ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। ২ গৃহে প্রবেশকারী।

প্রবিস্তর (পুং) প্র-বি-স্তৃ-অচ্। বিস্তার, বিস্তৃতি, বেড়।

প্রবিস্তার (পুং) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃতি।

প্রবীণ (ত্রি) প্রকৃষ্টা সংসাধিতা বীণাহস্ত, বা প্রবীণয়তি বীণয়া গায়কস্থ নৈপুণ্যসিদ্ধেস্তত্ত্ব্যানৈপুণ্যাৎ তথাত্বং। প্রকৃষ্টরূপে যিনি বলেন। পর্য্যায়—নিপুণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, নিষ্ণাত, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, কৃতমুখ, কৃতী, কুশল।
'বিশ্বাবসুপ্রাগ্রহরৈঃ প্রবীণৈঃ সঙ্গীয়মানত্রিপুরাবদানঃ।
অধ্বানমধ্বান্তবিকারলঙ্ঘ্যস্ততার তারাধিপখণ্ডধারী॥"
(কুমার ১৷৪৮)
(পুং) ২ ভৌত্যমনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

প্রবীর (পুং) প্রকৃষ্টঃ বীরঃ। সুভট। উত্তমযোদ্ধা।
"ইতি তস্যাঃ বচঃ শ্রুত্বা স প্রবীরোঽপ্যুবাচ তাম্।"
(কথাসরিৎ° ২৫।১৪৫)
২ ভৌত্যমনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭।৮৮ অঃ) ইহার পাঠান্তর 'প্রবীণ'। ৩ পুরুবংশীয় প্রচিন্বতের পুত্র। (হরিবংশ ৩১।৫) ৪ উপদানবীগর্ভজাত ধর্ম্মনেত্রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩২।৭-৮) ৫ চণ্ডাল পুরুষবিশেষ। (মার্ক° পু° ৮।৮৬) (ত্রি) ৬ উত্তম। "কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং।"(দেবীভাগ°২।৫।২০)
৭ মাহিষ্মতী পুররাজ নীলধ্বজের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ বীর-রমণী জ্বালার গর্ভজাত। মহাভারতে এই প্রবীর অথবা জ্বালার নামগন্ধ নাই। জৈমিনিভারতে জ্বালা ও প্রবীরের গল্প আছে। মুদ্রিত কাশীদাসী ভারতে জ্বালা 'জনা' নামে বর্ণিত।
জৈমিনীয় আশ্বমেধিকে লিখিত আছে, 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-কালে তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব মাহিষ্মতীপুরে আসিয়া পড়িল। নীলধ্বজ-রাজকুমার প্রবীর তখন রমণীয় প্রমোদকাননে সহস্র সহস্র রমণীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। সে সঙ্গে তাঁহার প্রেয়সী মদনমঞ্জরীও ছিল। সুন্দর অশ্বটীকে দেখিয়া মদনমঞ্জরী বলিল, নাথ! ঐ বিচিত্র ঘোড়াটী আমায় ধরিয়া দাও, আর উহার ললাটে পত্রবদ্ধ রহিয়াছে, ওখানি পাঠ করিয়া শোনাও। প্রবীর ঘোড়া ধরিলেন ও পত্রখানি খুলিয়া প্রিয়তমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, 'রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধের জন্য ঘোড়া ছাড়িয়াছেন, অর্জ্জুন ইহার রক্ষায় নিযুক্ত আছেন। যাহার সাধ্য থাকে; সে এই ঘোড়া ধরুক।' প্রবীর অর্জ্জুনকে তৃণজ্ঞান করিয়া ঘোড়া ধরিয়া রাখিলেন ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।
এদিকে অর্জ্জুন বৃষকেতু, অনুশাল, প্রদ্যুম্ন ও যৌবনাশ্বসহ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বৃষকেতুর সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধে বৃষকেতু হারিলেন। কিন্তু অনুশালের নিকট প্রবীর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন।
তখন মহাবীর নীলধ্বজ আসিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কন্যা স্বাহার সহিত সূর্য্যের বিবাহ হইয়াছিল। সূর্য্য এতদিন ঘরজামাই ছিলেন। শ্বশুরের মনস্তুষ্টির জন্য তিনিও অর্জ্জুনের বহু সৈন্য পোড়াইয়া দিলেন। শেষে কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে ধিক্কার জন্মিল। তাঁহার পরামর্শে নীলধ্বজ অর্জ্জুনকে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বীররমণী জ্বালা পতির আচরণে ব্যথিত হইলেন। তিনি পতিকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি বীর, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কেন অশ্ব ফিরাইয়া দিবে।' তিনি আপনার পুত্রকেও রণস্থলে পাঠাইয়া দেন। পত্নীর উত্তেজনায় নীলধ্বজ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই রণশয্যায় শয়ন করিল। তিনিও রণস্থলে একদিন সংজ্ঞা হারাইলেন।
পরদিন প্রভাত হইলে নীলধ্বজ জ্বালাকে কতই তিরস্কার করিলেন ও অশ্ব ফিরাইয়া দিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইলেন।
পুত্র রণে প্রাণ দিয়াছে, পতি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তবু বীররমণীর হৃদয় শান্ত হয় নাই। তিনি পটচ্চরদেশে পিত্রালয়ে আসিলেন, ভ্রাতা উল্মুককে কতই উত্তেজিত করিলেন, কিন্তু উল্মুক সে পাত্র নহেন। ভগিনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বরং তাঁহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।
জ্বালা ভ্রাতৃগৃহ ছাড়িলেন। নৌকায় চড়িয়া পার হইবার সময় তাঁহার পায়ে গঙ্গাজল লাগিল, জ্বালা আপনাকে পাপগ্রস্ত মনে করিলেন। গঙ্গা সহসা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্বালা বলেন, 'রে অপুত্রে! তোকে আর অধিক কি বলব, তুই সাতপুত্র ডুবাইয়া মারিয়াছিস্। তোর যে একপুত্র ছিল, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকেও মারিয়া ফেলিয়াছে। তুই পুত্রহীনা হইয়াছিস্, তোর জলস্পর্শেও তাই পাপ আছে'। গঙ্গা তখন রাগিয়া এই বলিয়া অর্জ্জুনকে শাপ দিলেন, 'আজ হইতে ছয় মাস মধ্যে তাহার মাথা ভূমিশায়ী হইবে।' গঙ্গার কথা শুনিয়া জ্বালা আশ্বস্তা হইলেন। তিনি আগুনে ঝাঁপ দিলেন ও অর্জ্জুনের সংহারবাসনায় ভয়ঙ্কর-বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণী আশ্রয় করিলেন।' (জৈমিনিভারত)

প্রবীরবাহু (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামা° ৬।৩৫।৮)

প্রবীরবর (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১৯)

প্রবৃজ্য (ত্রি) প্রবর্গ্য। (তৈত্তিরীয় আর° ৫।৬।২)

প্রবৃঞ্জন (ক্লী) প্রবর্জ্জন।

প্রবৃঞ্জনীয় (ত্রি) প্র-বৃজ-কর্ম্মণি-অনীয়র্। ১ প্রবর্গ্য। প্রবর্গ যাগের ব্যবহারের যোগ্য। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৬।৭।১৪।৪১)

প্রবৃৎ (স্ত্রী) প্রবৃণোতি ভূতানি প্র-বৃ-ক্বিপ্। ১ অন্ন। "প্রবৃদসি প্রবৃতেত্বা" (শুক্লযজু° ১৫।৯) 'প্রবৃণোতি ভূতানীতি প্রবৃদন্নং' (বেদদীপ)

প্রবৃৎহোম (পুং) হোমভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৯।৮।১৬)

প্রবৃতাহুতি (স্ত্রী) ঋত্বিক্ নিয়োগকালে অনুষ্ঠেয় হোমভেদ। (শাংখ্যা° ব্রা° ১০।৬)

প্রবৃত্ত (ত্রি) প্রবর্ত্ততে স্মেতি প্র-বৃৎ-ক্ত। প্রবৃত্তিবিশিষ্ট।

"প্রবৃত্ত এব স্বয়মুজ্ঝিতশ্রমঃ ক্রমেণ পেষ্টুং ভুবনদ্বিষামসি।
তথাপি বাচালতয়া যুনক্তি মাং মিথস্বদাভাষণলোলুপং মনঃ॥"
(শিশুপালবধ ১।৪০)

২ আরব্ধ। ৩ প্রকৃষ্টবর্ত্তনবিশিষ্ট। ৪ বৃত্ত। ৫ উৎপন্ন। ৬ চলিত। ৭ নিযুক্ত। ৮ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মবিশেষ। (ক্লী) ৯ প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তক (ক্লী) বৈতালীয় প্রবরণীয় মাত্রাবৃত্তভেদ। ইহার লক্ষণ— "যদা সমাহেবাজযুগ্মকৌ পূর্ব্বাগ্যোর্ভবতি তৎপ্রবৃত্তকম্।" (বৃত্তরত্না°)

প্রবৃত্তচক্র (পুং) প্রবৃত্তং স্বাজ্ঞানুসারেণ চক্রং রাষ্ট্রাদি যস্য। রাষ্ট্রাদিতে অপ্রতিহতাজ্ঞ। "প্রবৃত্তচক্রতাং চৈব বাণিজ্যং প্রভূতাং তথা॥" (মিতাক্ষরা)

প্রবৃত্তি (স্ত্রী) প্রবর্ত্ততে ইতি প্র-বৃত-ক্তিন্। ১ প্রবাহ। ২ বার্ত্তা, উদন্ত। "প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্॥" (মেঘদূত ৪)

প্রবর্ত্তনমিতি প্র-বৃত-ক্তিন্। ৩ প্রবর্ত্তন। প্রবর্ত্ততে ব্যাপ্নোতি প্রসিদ্ধত্বেন প্র-বৃৎ ক্তিচ্। ৪ যজ্ঞাদিব্যাপার।

"অসচ্চ সদসচ্চৈব যস্মাদ্বিশ্বং প্রবর্ত্ততে।
সন্ততিশ্চ প্রবৃত্তিশ্চ জন্মমৃত্যুপুনর্ভবাঃ॥" (ভারত ১।১।২৫৫)

'প্রবৃত্তির্যজ্ঞাদি' (নীলকণ্ঠ) ৫ অবন্তি প্রভৃতি দেশ। (মেদিনী) ৬ হস্তিমদ। (হেম) ৭ নৈয়ায়িকদিগের মতে যত্নবিশেষ। ইহার কারণ চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, উপাদানপ্রত্যক্ষ।

"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্॥
চিকীর্ষাকৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা।
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ॥" (ভাষাপরি°)

ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতা জ্ঞান নিবৃত্তির কারণ। ইহা একটু বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। পরিশ্রম করিলে কষ্ট বা দুঃখ হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দুঃখ স্বভাবতঃই দ্বিষ্ট অর্থাৎ দ্বেষের বিষয়। কেহই দুঃখকে ভাল বাসে না এবং সকলেই দ্বেষ করিয়া থাকেন। সুতরাং দুঃখ দ্বিষ্ট। পরিশ্রম দুঃখজনক, অতএব দ্বিষ্টসাধন, ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইল যে, দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানই নিবৃত্তির কারণ। অতএব পরিশ্রমে প্রবৃত্তি না হইয়া নিবৃত্তিই হইতে পারে। ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানও যেরূপ নিবৃত্তির কারণ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও সেইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। ইষ্ট—ইচ্ছার বিষয়, যাহা পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, তাহার সাধন, অর্থাৎ যদ্দ্বারা অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকে ইষ্টসাধন কহে। পরিশ্রমদ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভ করা যায়, সুতরাং পরিশ্রম ইষ্টসাধন। কেননা সুখ ও দুঃখাভাবই ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। পরিশ্রম দ্বারা সুখ ও দুঃখাভাব সম্পন্ন হয়, অতএব পরিশ্রমের দ্বিষ্টসাধনতা আছে বলিয়া যেমন তদ্বিষয়ে নিবৃত্তি হইতে পারে, ইষ্টসাধনতা আছে বলিয়া সেইরূপ প্রবৃত্তিও হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। একবিষয়ে এককালে এক পুরুষের পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হওয়া একান্ত অসম্ভব। কেবল ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই বিষয় দুর্লভ হইয়া পড়ে। কারণ এমন বিষয় নাই, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সম্পাদন করে। সকল বিষয়ই অল্পবিস্তর সুখ-দুঃখের সাধন। সুখসম্পাদনে প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক। অভিলষিত শব্দাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অভিমত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়পরিচালনাসাপেক্ষ। অনেক স্থলে অভিমত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধসম্পাদন চেষ্টাসাপেক্ষ। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক সুখসাধনের সহিত অন্ততঃ কিয়ন্মাত্র দুঃখ অপরিহার্য্য রহিয়াছে। নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া কখনই বিষয় গ্রহণ করা যায় না। অন্ততঃ শারীরিক শক্তিগুলির পরিচালনা আবশ্যক। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানমাত্র প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র নিবৃত্তির কারণ হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য আচার্য্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ বটে; কিন্তু বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতা জ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক। যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশয় দ্বেষ হয়, তাহার নাম বলবদ্দ্বিষ্ট। মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন বিষয়ে কাহারই প্রবৃত্তি হয় না। মধুমিশ্রিত অন্ন সুস্বাদু। তাহার

ভোজন ইষ্টসাধন হইলেও বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন বলবদ্‌-দ্বিষ্টসাধন। কেননা বিষমিশ্রিত অন্নভোজনে মৃত্যু হইতে পারে, মৃত্যু বলবদ্দ্বিষ্ট। এইজন্য মধুমিশ্রিত অন্নভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইলে মধুবিষমিশ্রিত অন্নভোজনেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহা হয় না বলিয়াই বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক রূপে স্বীকৃত হইয়াছে এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ হইলেও বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশয় অভিলাষ জন্মে, তাহাকে বলবদ্দিষ্ট কহে। বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতি-বন্ধক না হইলে পাকাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বরং নিবৃত্তি হওয়াই সঙ্গত। কারণ পাক করিতে কষ্ট হয়, সুতরাং পাকের দ্বিষ্টসাধনতা আছে; কিন্তু পাকে বলবদিষ্টসাধনতা আছে, এইজন্য পাকবিষয়ে নিবৃত্তি হয় না, বরং প্রবৃত্তিই হইয়া থাকে। কেননা পাক করিয়া ভোজন করিলে যে তৃপ্তি বা সুখ হয়, তাহাই বলবদিষ্ট। ইষ্ট ও দ্বিষ্টগত বলবত্ত্ব স্বভাবতঃ ব্যবস্থিত নহে। অবস্থাভেদে ও রুচিভেদে ইহা বিবেচিত হইয়া থাকে। এক অবস্থায় যাহা বলবদ্দিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, অবস্থা-ন্তরে তাহার অন্যথা হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইল যে, বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান না হইলে কোন বিষয়ের প্রবৃত্তি হয় না। এই বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান রুচি ও অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে, হয়ত একজনের যাহা অভিলষিত, অপ-রের তাহা অভিলষিত নহে। এইজন্য রুচি ও অবস্থাভেদে ভিন্ন বলা হইয়াছে। ফল ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে বলবদিষ্ট-সাধনতাজ্ঞান হইলে কার্য্যে প্রবৃত্তি এবং বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান হইলে নিবৃত্তি হইবে।

মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তির লক্ষণ ও বিভাগ করিতে যাইয়া এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভ ইতি" (গৌতমসূ° ১।১।১৭) 'প্রবৃত্তিহেতুত্বং প্রবর্ত্তনাজ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা' (বাৎস্যা°) জগতে প্রাণিমাত্রকেই তিনপ্রকার কার্য্য করিতে হয়। যখন অন্য ব্যক্তিকে কোন বিষয় জানাইবার ইচ্ছা হয়, তখন বাক্যপ্রয়োগ করিতে হয়, ঐ বাক্য একটী কার্য্য এবং যৎকালে এই কার্য্য কর্ত্তব্য ও এই কার্য্য অকর্ত্তব্য ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হয়, তৎ-কালে মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদিও আবশ্যক হয়, এজন্য মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদিও কার্য্য এবং কোন বস্তুকে যখন উৎপাদন বা গ্রহণ রক্ষণ প্রভৃতি আবশ্যক হয়, তখন শরীরের ব্যাপার অপেক্ষা করে। শরীরের চালনা না হইলে বস্তুর উৎ-পাদন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এজন্য শরীরের ব্যাপ-রটীও একটী কার্য্য। যখন ঐ তিন কার্য্যের মধ্যে যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, সেকালে আত্মাতে একটী প্রবৃত্তি (যত্ন) উৎপন্ন হয়, ঐ প্রবৃত্তি বা যত্ন হইলেই কার্য্য সকল হইতে থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রবৃত্তি না জন্মে, সেই-কাল পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। বাক্য উচ্চা-রণ করিতে হইলে প্রথমে আত্মাতে যত্ন হয়, পরে ঐ যত্নদ্বারা কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানের চালনা হয়, অনন্তর বাক্যটী উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদি কার্য্য যখন জন্মে, তৎকালে যে যে বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি কর্ত্তব্য হয়, সেই সেই বিষয়ে মনের অভিনিবেশ ও আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইয়া থাকে। ঐ অভিনিবেশ কি মনের সংযোগ আত্মাতে না হইলে কদাচ দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারে না। এ কারণে মানসিক চিন্তা প্রভৃতিও প্রবৃত্তিসাধ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, আত্মাতে যত্ন না হইলে জন্মাইতে পারে না। ঐ যত্নের নাম প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি ও যত্ন একই পদার্থ। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তিকে জানাইবার জন্য ঐ তিনকার্য্যের অনুকূলি অর্থাৎ জনকরূপে পরিচয় দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বিভাগ করিয়াছেন। সূত্রস্থ বাক্‌শব্দটী বাক্যের নাম এবং বুদ্ধি শব্দটী মানসিকচিন্তার বোধক ও আরম্ভ শব্দটী অনুকূলকে বুঝায় অর্থাৎ বাক্যানুকূল ও চিন্তা প্রভৃতির অনুকূল এবং চেষ্টানুকূল এই তিন প্রকার প্রবৃত্তি ইহাই সূত্রের অর্থ। আবার সকল প্রবৃত্তিই দুই প্রকার, শুভরূপা ও অশুভরূপা। হিতকর কার্য্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই প্রবৃত্তি শুভরূপা এবং অহিত কার্য্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা অশুভরূপা। (ন্যায়দর্শন) শব্দের অর্থবোধনশক্তিভেদ। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চতুর্ব্বিধ শব্দ প্রবৃত্তি। ৯ ব্যাপার। ১০ উৎপত্তি।

প্রবৃত্তিজ্ঞ (পুং) প্রবৃত্তিং বৃত্তান্তং জানাতীতি জ্ঞা-ক। চারভেদ, চরবিশেষ, পর্য্যায়—বার্ত্তিক, বার্ত্তায়ন। (ত্রিকাণ্ড)

প্রবৃত্তিনিমিত্ত (ক্লী) অভিধেয়, বাচ্যার্থ, শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, শব্দের বোধনাশক্তিনিমিত্ত শক্যতাবচ্ছেদক, যথা—গোত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি।

প্রবৃদ্ধ (ত্রি) প্রবর্দ্ধতে স্মেতি প্র-বৃধ-ক্ত। ১ বৃদ্ধিযুক্ত, পর্য্যায়—এধিত, প্রৌঢ়। ২ প্রসারিত, পর্য্যায়—প্রসৃত। (অমর)

"সত্ত্বং সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং শাস্ত্রদর্শনাৎ।
বৈরাগ্যং তৎফলং জাতং তামসার্থেষু নারদ॥"(দেবীভা° ৩।৮।২৯)

প্রবৃদ্ধাদি (ক্লী) উত্তরপদের অন্তোদাত্ততা-নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। যথা—প্রবৃদ্ধ, প্রযুত, অবহিত, অনবহিত, খট্বারূঢ়, কবিশস্ত। (পাণিনি)

প্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) অতিশয় বৃদ্ধি, বাড়া। ২ বৃদ্ধি। ৩ প্রম। ৪ উন্নতি।

প্রবেক (ত্রি) প্রবিচ্যতে পৃথক্ ক্রিয়তে ইতি প্র-বিচ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ উত্তম। ২ প্রধান। (ভাগ° ২।৯।১১)

প্রবেগ (পুং) প্রকৃষ্টো বেগঃ প্রাদিস°। প্রবলবেগ, অতিশয় বেগ। (ত্রি) ২ বেগবিশিষ্ট।

প্রবেগিত (ত্রি) প্রবেগ-ইতচ্। প্রবেগযুক্ত, ত্বরান্বিত।

প্রবেণি (স্ত্রী) ব্যাপ্নোতীতি প্র-বেণ-গতৌ ইন্। ১ কুথ। ২ বেণী।

প্রবেণী (স্ত্রী) প্রবেণি-কৃদিকারাদিতি পাক্ষিকো-ঙীষ্। বেণী, কেশবিন্যাস।

"হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে॥" (রঘু ১৫।৩০)

২ গজপৃষ্ঠস্থিত বিচিত্র কম্বল, হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল। ৩ নদীবিশেষ।

"প্রবেণ্যুত্তরমার্গেতু পুণ্যে কণ্বাশ্রমে তথা। (ভারত ৩।৮৮।১১)

প্রবেতৃ (পুং) প্র-অজ-তৃন্, অজে-বী। সারথি। (হেম)

প্রবেদ (পুং) প্র-বিদ-ঘঞ্, বা প্রকৃষ্টো বেদঃ প্রাদিস°। প্রকৃষ্ট-জ্ঞান।

প্রবেদকৃৎ (ত্রি) প্রবেদ-কৃ-ক্বিপ্। জ্ঞাপক, যিনি জানান।

প্রবেদন (ক্লী) প্র-বিদ্-ণিচ্-ল্যুট্। জ্ঞাপন, ঘোষণ।

প্রবেদ্য (ত্রি) প্র-বিদ-ণিচ্-যৎ। প্রবেদনযোগ্য।

প্রবেপ (পুং) প্র-বেপ্-ঘঞ্। অতিশয় কম্প, প্রকম্প।

প্রবেপক (পুং) প্র-বেপ-ণ্বুল্। ১ কম্পক, যাহার কাঁপনি হয়। স্বার্থে কন্। ২ কম্পন।

প্রবেপথু (পুং) প্র-বেপ-অথুচ্। কম্পন।

প্রবেপন (পুং) ১ দৈত্যভেদ। (ক্লী) ২ কম্পন। ৩ আন্দোলন।

প্রবেপনিন্ (ত্রি) যিনি শত্রুকে কাঁপান (ইন্দ্র)। (ঋক্ ৫।৩৪।৮)

প্রবেপনীয় (ত্রি) প্র-বেপ-অনীয়র্। কম্পনার্হ।

প্রবেপিন্ (ত্রি) প্র-বেপ-ইনি। কম্পনশীল।

প্রবেরিত (ত্রি) ইতস্ততঃ পাতিত। (ভারত ১৮।১।৪৭)

প্রবেল (পুং) প্র-বেল-অচ্। পীতমুদ্গ, চলিত সোণামুগ। (হেম)

প্রবেশ (পুং) প্র-বিশ্-(হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ভাবে ঘঞ্। অন্তর্বিগাহন, অন্তর্নিবেশ, ভিতরে যাওয়া।

"নির্গমে চ প্রবেশে চ রাজমার্গং সমন্ততঃ।
প্রোৎসারিতং জনং গচ্ছেৎ সম্যগাবিষ্কৃতোরতি॥"(কামন্দক৭।৩৯)

প্রবেশক (ত্রি) প্রবিশতি প্র-বিশ-ণ্বুল্। ১ মধ্যে গন্তা, যিনি ভিতরে গমন করেন। ২ সাহিত্যদর্পণোক্ত অর্থাক্ষেপক মুখাঙ্গ-ভেদ। "অর্থোপক্ষেপকাঃ পঞ্চ বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ।' ইত্যুপক্রমে

"প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।
অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা॥" (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

প্রবেশন (ক্লী) প্রবিশ্যতেঽনেনেতি প্র-বিশ-করণে ল্যুট্। ১ সিংহদ্বার। (হেম) প্র-বিশ-ভাবে ল্যুট্। ২ প্রবেশ।

"তব যোগপ্রতাবেন শক্যং তত্র প্রবেশনম্।"(হরিব°১৭৪।১১২)

প্র-বিশ-ণিচ্-ল্যুট্। ৩ প্রবেশ-সম্পাদন। ৪ প্রবেশকরণ, প্রবেশসাধন।

প্রবেশনীয় (ত্রি) প্রবেশনং প্রয়োজনং যস্য অনুপ্রবচনাদিত্বাৎ ছ। (পা ৫।১।১১১) প্রবেশসাধন।

প্রবেশয়িতব্য (ত্রি) প্রবেশ করাইবার যোগ্য।

প্রবেশিকা (স্ত্রী) ১ যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ২ প্রবেশার্থ দেয় অর্থ।

প্রবেশিত (ত্রি) প্র-বিশ্-ণিচ্-ক্ত। যাহাকে প্রবেশ করান হইয়াছে।

প্রবেশিন্ (ত্রি) প্র-বিশ-ইনি। ১ প্রবেশকারী। ২ প্রবেশযুক্ত। ৩ প্রবেশ।

প্রবেশ্য (ত্রি) প্র-বিশ্-ণ্যৎ। প্রবেশার্হ, প্রবেশযোগ্য।

প্রবেষ্ট (পুং) প্রবেষ্টতে ইতি বেষ্ট বেষ্টনে-অচ্। ১ বাহু। ২ বাহুনীচভাগ। (শব্দচ°) ৩ হস্তিদন্তমাংস। ৪ গজপৃষ্ঠাস্তরণ। (ত্রিকা°)

প্রবেষ্টক (পুং) প্রবেষ্ট-স্বার্থে প্রাশস্ত্যে-ক। দক্ষিণ বাহু। "প্রবেষ্টকেন নিমিত্তং শুচয়িত্বা" (শব্দ°)

প্রবেষ্টব্য (ত্রি) প্র-বিষ-ণিচ্-তব্য। প্রবেশার্হ,প্রবেশের যোগ্য।

প্রবেষ্টৃ (ত্রি) প্র-বিশ-তৃণ্। প্রবেশকারী, যিনি প্রবেশ করেন।

প্রবোঢ় (ত্রি) প্র-বহ-তৃচ্, প্রবর্ণস্তোকারঃ। ১ প্রবহনকারী। ২ বহন করা।

প্রবোধ, ১ জ্ঞান। ২ মহাবুদ্ধের অবস্থাভেদ।

প্রবোধানন্দসরস্বতী, প্রবোধানন্দের পূর্ব্বনাম প্রকাশানন্দ। ইঁহার নিবাস কাবেরীনদীর তীরবর্তী রঙ্গক্ষেত্রস্থ বেলগুণ্ডিনামক গ্রাম। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামক বেঙ্কটভট্ট এবং মধ্যমভ্রাতার নাম ত্রিমল্লভট্ট, কনিষ্ঠেরই সন্ন্যাসাবস্থার প্রথম নাম প্রকাশানন্দ। গোপালভট্ট গোস্বামী ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য ছিলেন।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ ভারতের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিদ্যাগৌরবে একজন শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। নৃসিংহ মহান্তের শিষ্য টীকাকার আনন্দি ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীপাদপরিব্রাজরাজো বেদান্ত-সাংখ্যবৈশেষিকপাতঞ্জল-মীমাংসাগমনিগমমহাপুরাণসেতিহাসপঞ্চরাত্রালঙ্কারকাব্যনাটকাদি-রহস্যসিদ্ধান্তানর্গলবক্তৃত্বোজ্জ্বলীকৃতাসংখ্য" ইত্যাদি অর্থাৎ প্রকাশানন্দ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং ঐ সকল বিষয়ে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

ভক্তমালে ইঁহার বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিত্তয়ে আকাশ॥

বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিকভাষ্য মতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন॥"

চরিতামৃতে লিখিত আছে—

"প্রকাশানন্দ নাম ইহ সন্ন্যাসীপ্রধান।"

প্রকাশানন্দ পৃথক্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা অবতার স্বীকার করিতেন না। ভক্তি বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহা তাঁহার বোধ ছিল না। ভক্তমাল বলেন—

"ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কাঁদে কি কারণে?"

এই প্রকাশানন্দের সময়েই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন; কাজেই প্রকাশানন্দের তৎসহ বিবাদ উপস্থিত হইল। কেবল ইহাই নহে, প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, এই সন্ন্যাসী তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে যাইয়া তাঁহার অতি স্নেহের শিষ্য গোপালকে ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে চৈতন্যদেবের উপরে প্রকাশানন্দ কাজেই বিরূপ হইলেন। কিন্তু দুইজন দুই পৃথক্ স্থানে থাকেন। প্রকাশানন্দের ইচ্ছা, কাছে পাইলে একবার দেখিবেন—সে কেমন লোক। দেখিবেন যে, তাহার ভক্তিধর্ম্ম তখন কোথায় থাকে। কিন্তু আপাততঃ তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা গেল না। ক্রমে প্রকাশানন্দ—যিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ছিলেন, তিনিও অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন এবং একটী যাত্রীর সহিত নিম্নের শ্লোকটী লিখিয়া চৈতন্যের কাছে পাঠাইলেন। যথা—

"যত্রাস্তে মণিকর্ণিকামলসরঃ স্বর্দীর্ঘিকাদীর্ঘিকা,
রত্নস্তারকমোক্ষদং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুতধামনি স্মররিপোর্নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে,
মূঢ়োহন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥"

অর্থাৎ প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকারান্তরে "মূঢ়" বলিয়া গালি দিলেন। যাহা হোক, গৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দের সম্মান রক্ষার্থ নিম্নের শ্লোকটী তদুত্তরে পাঠাইলেন,—

"ধর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বুভাগীরথী,
কাশীনাং পতিরর্দ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ং।
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদনির্ব্বাণদং॥"

যে প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসিগণের রাজা, তাঁহাকে উপদেশ? এবার প্রকাশানন্দ স্পষ্টরূপে গালাগালি করিয়া আর একটী শ্লোক পাঠাইলেন; তাহা এই,—

"বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়োবাতাম্বুপর্ণাশনা
স্তেঽপি শ্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যান্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরং॥"

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিতেন না এবং ভক্তগণের আগ্রহে কখন কখন উত্তম বস্তুও গ্রহণ করিতেন, ইহা উল্লেখ করিয়াই প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠাইলেন।

মহাপ্রভু ইহার উত্তর আর কি দিবেন? কিন্তু তিনি না দিলেও একজন ভক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে ইহার উত্তর দান করেন। সে শ্লোকটীও উদ্ধৃত হইল—

"সিংহো বলী দ্বিরদশূকরমাংসভোজী,
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবতঃ খলু শিখাকণমাত্রভোজী,
কামী ভবেদনুদিনং বদকোঽত্র হেতুঃ॥"

অতঃপর প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন যে, নীলাচলের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঐ চৈতন্যের ফাঁদে পড়িয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। সার্ব্বভৌমও প্রকাশানন্দের ন্যায় ক্ষমতাশালী ভারতপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এই সার্ব্বভৌমের সংবাদ শ্রবণে চৈতন্যের প্রতি প্রকাশানন্দের ভক্তি হইল না, কিন্তু রাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। ভাবিলেন, চৈতন্য অবশ্যই ঐন্দ্রজালিক হইবে।

ঐ সময় শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন গমন করেন; পথে কাশী, প্রভু কাশীতে গেলেন; কিন্তু প্রকাশানন্দের সহ তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রকাশানন্দ সমাজে বড় লোক, নিমাইর তাঁহার কাছে যাওয়া উচিত, কিন্তু তিনি গেলেন না, কাজেই দেখা হইল না। ইহাতে প্রকাশানন্দ আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আপন দশ সহস্র শিষ্যকে একত্র করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য ঐন্দ্রজালিক। যে তাঁহার কাছে যায়, মোহিনীবশে তাহাকেই সে মুগ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা কেহ সে প্রতারকের নিকট যাইও না। এই কাশীপুরে তাহার ভাবকালি বিকাইবে না। সে ভয়েই আমার সহিত সম্মিলিত হইতেছে না।"

গৌরাঙ্গ কাশী হইতে বৃন্দাবন গেলেন, তৎপর ফিরে আসিবার কালে পুনর্ব্বার কাশীতে আসিলেন। এবার প্রায় দুইমাস তাঁহাকে কাশীতে থাকিতে হইয়াছিল।

এবারও প্রকাশানন্দ চৈতন্যের নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহার ইচ্ছা, গৌরাঙ্গকে লোকের কাছে ধূর্ত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কাশীতে প্রভুর ভক্ত মোটে তিনজন ছিলেন, ইহারা যথা তথা প্রভুর নিন্দা শুনিতে পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। ভক্তদুঃখকাতর চৈতন্যদেব একদিন কোন ভক্তের কথার উত্তরে বলিলেন, 'যখন বোঝা লইয়া আসিয়াছি,

এবং গ্রাহক একান্তই না মিলে, তখন বিনামূল্যে বিলাইয়া দিয়া যাইব।"

ইহার পর একটী মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র কাশীবাসী সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশিতেন না, আজ বিপ্রের আগ্রহে কিন্তু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। আজ তাঁহাকে প্রকাশানন্দের সহ মিলিতে হইবে।

প্রকাশানন্দ নির্ভীক, এ ভারতে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে পারেন, এমন পণ্ডিত কোথায়?—সহস্র সহস্র শিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, চৈতন্য আসিলে দুইটী মাত্র কথার অধিক বলিবেন না, দুই একটী কথায়ই তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়া রাখিবেন।

এমন সময় প্রভু প্রসন্নবদনে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে তাঁহার ভক্তগণের সহিত সেই সহস্র সন্ন্যাসিসমন্বিত সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে কোন বিশেষ ভাব নাই; কিন্তু সঙ্গের ভক্তগণ বড় ব্যাকুল, না জানি আজ কি লীলা হয়?

প্রভু সলজ্জিত ভাবে প্রথমতঃ সন্ন্যাসীসভাকে নমস্কার করিলেন। তার পর পাদপ্রক্ষালনের স্থানে যাইয়া পা ধুইয়া সেই খানেই উপবেশন করিলেন।

প্রকাশানন্দ সদাশয় ব্যক্তি, চিরশত্রু হইলেও চৈতন্যকে কেন অপবিত্র স্থানে বসিতে দিবেন? তিনি আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সভায় আনিয়া বসাইলেন। বস্তুতঃ প্রভুর বিনয়নম্র-বাক্যে, তাঁহার বিনীত ব্যবহারে এবং তাঁহার মধুর মূর্ত্তিদর্শনে প্রকাশানন্দ মোহিত হইলেন। মোহিত হইয়া কহিলেন—

"বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥" (চৈ° চ°)

একথায় যথোচিত বিনীত ভাবে—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

* * *

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥" (চৈ° চ°)

প্রকাশানন্দ বলিলেন, তাহা বেশ কথা। নামের মহিমা শাস্ত্রে এইরূপই কথিত হইয়াছে। সে তাঁব পাইয়াছ—ভাল; কিন্তু বেদান্ত পড়না কেন?

প্রভু কহিলেন, বেদান্তসূত্র ঈশ্বরের বটে, তাহাতে ভ্রম প্রমাদাদি দোষ কিছুমাত্র নাই; কিন্তু বেদান্তের ভাষ্য, শাঙ্করিকভাষ্য—

"গৌণ বৃত্তে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য॥" (চৈ° চ°)

এতক্ষণে গোল বাধিল, আর কাহাকেও নহে—স্বয়ং শঙ্করস্বামীর ভাষ্যে দোষ দেওয়া। এত সহজ কথা নহে। প্রকাশানন্দ কহেন, 'তবে শাঙ্করভাষ্যের দোষ প্রদর্শন কর।" তখন মহাপ্রভু আশ্চর্য্য ভাবে—"প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥" (চৈ° চ°)

প্রকাশানন্দ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন, তোমার দূষণ শুনিলাম, এখন—

"মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।"

তখন—"মুখ্যার্থ লাগাল প্রভু সূত্র সকল॥" (চৈ° চ°)

প্রকাশানন্দের গর্ব্ব অন্তর্হিত হইল। যিনি শঙ্করস্বামীর ভাষ্যে সুস্পষ্টরূপে দোষ দেখাইয়া দিতে পারেন এবং শঙ্কর স্বামী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনি কি মনুষ্য? যাঁহার বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ, তিনি কি মনুষ্য? বিনয়ে, বাক্চাতুর্য্যে, রূপে,—কেহই ত এই চৈতন্যের তুল্য নহে? তবে সার্ব্বভৌম বৃথা ইহাকে ঈশ্বর বলেন নাই। প্রকাশানন্দ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই সহস্র সহস্র শিষ্যের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। তখন—

"সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

এই প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করায় কাশীপুরে হরিনামের বন্যা উঠিল, সকলেই চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিল। এখন চৈতন্যের আর অবসর নাই, সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, স্নানে যখন বাহির হন, অসংখ্য দর্শকের ভীড়ে পথ চলা দায় হয়।

একদিন প্রভু বিন্দুমাধবের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন, এসংবাদ প্রকাশানন্দের কাণে পৌছিল, তিনি শুনিয়াই দৌড়িলেন, শিষ্যগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রকাশানন্দ দাঁড়াইয়া সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিলেন, আর তাঁহার জ্ঞানগরিমা মুহূর্ত্তে পলায়ন করিল; তিনি প্রভুকে প্রণাম করিলেন। এই মহামান্য প্রকাশানন্দ প্রণাম করায় প্রভুর (ভাবোন্মত্তের ন্যায়) বাহ্যজ্ঞান হইল এবং তিনিও প্রণাম করিলেন। এই যে মধুর

নৃত্য, প্রকাশানন্দের হৃদয়ে এ চিত্রটি চিরতরে অঙ্কিত হইল। তিনি স্বয়ং একটী শ্লোকে এই কথা বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডৌ প্রকাণ্ডৌ,
বাহুপ্রোদ্ভৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং।
বিশ্বত্রাণমঙ্গলাং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদে-
র্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রং।"

প্রকাশানন্দ দেখিলেন, যে গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীটি (চৈতন্য) তাঁহার বহুকালের বৈদিকধর্ম্ম হৃদয় হইতে দূর করিয়াছিলেন; বুঝিলেন, এই গৌরবর্ণ বালকটীর ক্ষমতা কিরূপ অদ্ভুত। তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়াছেন—

"নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততির্লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জাপ্রহসনসমুদ্গাননাট্যোৎসবেষু।
যে বাভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্মা:
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ॥"

প্রকাশানন্দের পূর্ব্বাবস্থা তখন স্মরণ হইল, সেই অবস্থা মনে পড়িল, তখন তিনি নিম্নের শ্লোকটীতে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন—

"ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্নকেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ॥"

প্রকাশানন্দের সাধন ভজন তখন আর গৌর ব্যতীত কিছু নহে। 'গৌর গৌর' বলিয়া প্রকাশানন্দ উন্মত্তপ্রায় হইলেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। প্রভু তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন। প্রভু কহিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনে যাও—স্মরণ করিলে সেখানেই আমাকে দেখিতে পাইবে।" প্রকাশানন্দ জানেন যে ভগবানের বাক্য অব্যর্থ, তিনি তখন বলিলেন, "প্রভো! তোমার প্রবোধ বাক্যে আমি আনন্দ লাভ করিলাম।" প্রভু বলিলেন—"তোমার এই আনন্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, আজ হইতে তোমার নাম—প্রবোধানন্দ।"

প্রভু নীলাচলে চলিলেন, আর প্রবোধানন্দ বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে তিনি নন্দকূপে বাস করিতেন, তাঁহার কৃত প্রসিদ্ধ 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামক গ্রন্থ,—যাহা হইতে উপরের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ঐখানেই রচিত হয়। নন্দকূপে প্রকাশানন্দের সমাধি আছে। প্রকাশানন্দের শিষ্যই গোপালভট্ট গোস্বামী। প্রকাশানন্দ রাগানুগা ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কৃত আরও দুইখানি পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে—এক শ্রীবৃন্দাবনশতক, ও অন্যখানি সঙ্গীতমাধব (এখানি গীতগোবিন্দ-কাব্যের অনুরূপ)। সার্ব্বভৌমউদ্ধার ও জগাই মাধাই উদ্ধারের ন্যায় এই প্রকাশানন্দ উদ্ধারও মহাপ্রভুর একটী অদ্ভুত কার্য্য।

প্রব্যক্ত (ত্রি) প্রব্যজ্যতেস্মেতি প্র-বি-অন্জ-ক্ত, বা প্রকর্ষেণ ব্যক্তঃ প্রাদিস্ন। স্ফুট, স্পষ্ট।

"জাতেন্দ্রৈতানি রূপাণি প্রব্যক্ততরাণি ভবন্তি।" (সুশ্রুত)

প্রব্যক্তি (স্ত্রী) প্রকাশ।

প্রব্যাধ (পুং) প্রকৃষ্টো ব্যাধোযত্র। বলাধিক্যদ্বারা ক্ষিপ্তশরের পতন যে স্থানে হয়, তাদৃশ স্থান।

"সপ্তদশ প্রব্যাধা নাজিং ধাবন্তি।" (তৈত্তি' ব্রা' ১।৩।৬।৩)

প্রব্রজন (ক্লী) প্রান্তগৃহাদি ব্রজনং। সন্ন্যাস, গৃহস্থাশ্রম ও পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন।

প্রব্রজিত (পুং) প্র-ব্রজ-ক্ত। বুদ্ধভিক্ষুশিষ্য, পর্য্যায়—চেলুক, শ্রামণের, মহাপাশক, গোমী। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) প্রব্রজ্যা-শ্রমবিশিষ্ট, যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥" (পরাশর ৪।২৬)

(ক্লী) প্র-ব্রজ-ভাবে-ক্ত। ৩ সন্ন্যাস। (ভারত ৫।১৭৬।৫)

প্রব্রজিতা (স্ত্রী) প্রব্রজিতস্য লিঙ্গমিব জটাদিকমস্ত্যস্যা ইতি অচ্, টাপ্। ১ মাংসী। ২ মুণ্ডীরী। প্রব্রজিত-টাপ্। ৩ তাপসী।

প্রব্রজ্যা (স্ত্রী) প্র-ব্রজ (ব্রজযজোর্ভাবে ক্যপ্। পা ৩।৩।৯৮) ইতি ভাবে ক্যপ্। সন্ন্যাস, সন্ন্যাসাশ্রম, ভিক্ষাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ ও বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বা-শ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে নাই।

"বৃথা সঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাং।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া॥" (মনু ৫।৮৯)

যাহারা বৃথা প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করে, তাহারা পাপী হইয়া থাকে। (ক্লী) ৩ প্রব্রজন।

প্রব্রজ্যাবসিত (পুং) প্রব্রজ্যায়া অবসিতো বিচ্যুতঃ। সন্ন্যাস-ভ্রষ্ট, যাহারা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে চ্যুত হয়।

"প্রব্রজ্যাবসিতা যত্র ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নির্বাসং কারয়েদ্বিপ্রং দাসত্বং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ॥" (কাত্যায়ন)

প্রব্রজ্যা হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সমাজে চলিতে পারিবেন না। সাধু সকল প্রব্রজ্যাভ্রষ্ট ব্যক্তির সহিত আহার বিহারাদি কিছুই করিবেন না। মোহপ্রযুক্ত যদি কেহ ইহার বিপরীত আচরণ করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।*

* "বানপ্রস্থো দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ ভিক্ষুর্বানপ্রস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জ্জম্।

প্রব্রজ্যাব্রত, নেপালী বৌদ্ধদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানভেদ। কোন ব্যক্তি 'বাঁড়া' হইতে অভিলাষী হইলে তাহাকে প্রথমে এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়।* [নেপাল দেখ।]

প্রথমে গুরুর নিকট গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, গুরু তাঁহার মঙ্গলার্থ কলসীপূজা আরম্ভ করেন। অতঃপর কলসী অভিষেক হয়। এই সময় গুরু প্রার্থীর মস্তকে জল সিঞ্চন করিলে পর নায়ক বাঁড়া আসিয়া তাহার হস্তে একটী অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দেন। তারপর সেই নায়ক 'বজ্ররক্ষা' সমাধান করিয়া গুরুমণ্ডলের পূজা সমাপনপূর্ব্বক দ্বিতীয়দিনের কার্য্যশেষ করেন। ব্রতক্রিয়ার এই কার্য্যের নাম 'ছুসল'। তৃতীয় দিনে প্রব্রজ্যাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিবস প্রাতঃকালে একটী চৈত্য মূর্ত্তি, ত্রিরত্নমূর্ত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ, একটী কলস[১], দধিপাত্র, অপর চারিটী জলপূর্ণ কুম্ভ, চীবর, নিবাস, পিণ্ডপাত্র, কাষ্ঠপাদুকা, পত্র, গন্ধপাত্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য ক্ষুর ও ভোজ্যাদি সজ্জিত পাত্রাদি সম্মুখে রাখিয়া ঐ ব্যক্তি স্বস্তিক আসনে উপবেশনপূর্ব্বক গুরুমণ্ডল, চৈত্য, ত্রিরত্ন ও প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের উপাসনা করিবেন। অতঃপর তিনি গুরুর সমীপে বাঁড়া বলিয়া গণ্য হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। গুরুদেব তখন সেই ব্যক্তিকে ত্রিরত্ন, পঞ্চশিক্ষা ও উপবাসাদি করিতে তিনবার প্রতিশ্রুত করাইয়া তাহাকে 'বাঁড়া' করিতে স্বীকৃত হন; অতঃপর মুণ্ডন ও পঞ্চাভিষেকক্রিয়া সমাধা হয়। ঐ সময় গুরু ও অপর চারিজন নায়ক আসিয়া তাঁহার মস্তকে জলদানপূর্ব্বক দীক্ষা দেন এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্য রত্নসম্ভব বুদ্ধের নিকট প্রার্থনাও করিয়া থাকেন। পরে তাঁহাকে লইয়া পূজাদি সমাপনপূর্ব্বক গুরু তাঁহাকে নূতন চীবর ও নিবাস এবং কর্ণের জন্য স্বর্ণাভরণ দান করেন। এই সময় তাহার পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধ যতিদিগের ন্যায় নূতন নাম দেওয়া হয়।[১] ক্রিয়ান্তে পূজাদি সমাপনান্তে নানা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং গুরুসমক্ষে শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ ও বিমুক্তিস্কন্ধ পরিপালন করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। অতঃপর পঞ্চোপচারপূজা, অধিবাসন, মহাবলি প্রভৃতি কএকটী ধর্ম্মাচারের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রব্রশ্চন (পুং) কাষ্ঠচ্ছেদনাস্ত্রভেদ, কুঠার।

প্রব্রস্ক (পুং) কর্ত্তন, কাটা।

প্রব্রাজ্ (পুং) ১ নদীগর্ত্ত। ২ নদীর অত্যন্ত নিম্নদেশ। (ঋক্ ৭।৬০।৭)

প্রব্রাজ (পুং) প্র-ব্রজ-আধারে ঘঞ্। ১ অত্যন্ত নিম্নদেশ। ২ সন্ন্যাস।

প্রব্রাজন (ক্লী) প্র-ব্রজ-ণিচ্-ল্যুট্। নির্ব্বাসন।

প্রব্রাজিত (ত্রি) প্র-ব্রজ-ণিচ্-ক্ত। নির্ব্বাসিত।

প্রব্রাজিন (পুং) প্রব্রাজ। (শত ব্রা° ১৪।৭।২।২৫)

প্রব্লয় (পুং) নিমজ্জন। (ঐত ব্রা° ৮।১৯)

প্রশংসক (ত্রি) ১ প্রশংসন। ২ তোষামোদ। ৩ প্রশংসাকারী।

প্রশংসন (ক্লী) প্র-শন্স-ভাবে ল্যুট্। ১ গুণকীর্ত্তন দ্বারা স্তুতি, স্তব। ২ ধন্যবাদ। গুণকীর্ত্তন। প্রশন্স-যুচ্ টাপ্। প্রশংসনা, স্তুতি।

প্রশংসা (স্ত্রী) প্র-শন্স-ভাবে-অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রশংসন, পর্য্যায় বর্ণনা, ঈড়া, স্তব, স্তোত্র, স্তুতি, নুতি, শ্লাঘা, অর্থবাদ। (হেম) নিজে নিজের প্রশংসা করিতে নাই।

"ন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (কূর্ম্মপু° উপ° ১৩)

প্রশংসনীয় (ত্রি) প্রশংস-অনীয়র্। প্রশংসার যোগ্য, সুখ্যাতিভাজন, প্রশংসার্হ।

প্রশংসিত (ত্রি) প্রশনস-ক্ত। ১ প্রশংসাযুক্ত। ২ প্রশংসা।

প্রশংসিন্ (ত্রি) প্র-শনস-ণিনি। যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে।

প্রশংসোপমা (স্ত্রী) কাব্যাদর্শোক্ত অর্থালঙ্কারভেদ। যেখানে উপমেয় অতিশয় প্রশংসিত হয় এবং ঐ প্রশংসিত উপমেয়ের দ্বারা উপমানের আবার প্রশংসার আতিশয্য বোধ হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়।

"ব্রহ্মণোঽপ্যুদ্ভবঃ পদ্মশ্চন্দ্রঃ শম্ভুশিরোধৃতঃ।
তৌ তুল্যৌ ত্বন্মুখেনেতি সা প্রশংসোপমোচ্যতে।"

'তৌ পদ্মচন্দ্রৌ ত্বন্মুখেন তুল্যৌ ইতি প্রশংসিতয়োরপি ত্বন্মুখসাম্যেন প্রশংসাতিশয়াৎ মুখস্য চ সমধিকোৎকর্ষব্যঞ্জনাং প্রশংসোপমা উচ্যতে॥' (কাব্যাদর্শ)

এই অলঙ্কারের উদাহরণ—ব্রহ্মা হইতে পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে

কৃতপ্রায়শ্চিত্তানামপি তেষামব্যবহার্য্যতা। যথা বহিস্তু তথাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ। (শাং সূং ⅓) যদূর্দ্ধরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং যদি বোপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্ত্তব্যাঃ। আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্। উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। চৈবমাদি নিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যঃ শিষ্টাচারাচ্চ নহি যজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ'। (ভাষ্য)

* ইহা কতকটা ব্রাহ্মণগণের উপনয়নকালীন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ন্যায়।

(১) পূর্ব্বোক্ত কলসীপূজার ন্যায় এই কলসীতেও পঞ্চপুষ্প, পঞ্চগন্ধ, পঞ্চব্রীহি, পঞ্চামৃত, পঞ্চরত্ন, পঞ্চৌষধি, পঞ্চবৃক্ষ, পঞ্চবর্ণের সূত্র ও মিষ্টান্নাদি দিতে হয়।

(১) আনন্দশাক্যিপুত্র, কাশ্যপ ধর্ম্মশ্রীমিত্র, পারমিতাসাগর প্রভৃতি

এবং স্বয়ং মহাদেব যে চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করেন, হে সুন্দরি! তাদৃশ পদ্ম ও চন্দ্র তোমার মুখের সহিত তুলনীয়। এইস্থলে পূর্ব্বে পদ্ম ও চন্দ্র প্রশংসিত হইয়াছে এবং ঐ প্রশংসিত উপমেয়ের দ্বারা তাহার মুখের সহিত তুলনা হওয়ায় ঐ মুখের সৌন্দর্য্যাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে এই অলঙ্কার হইল।

প্রশংস্য (ত্রি) প্র-শন্স-যৎ। প্রকর্ষরূপে স্তুত্য। প্রশংসার যোগ্য। 'মিত্রং ন ক্ষিতিষু প্রশংস্যং' (ঋক্ ২।২।৩) 'প্রশংস্যং প্রকর্ষেণ স্তুত্যং' (সায়ণ)

প্রশত্বন্ (পুং) প্র-সদ-ক্বনিপ-তুট্ চ। ১ সমুদ্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ 'বনোরচ' ইতি র। প্রশত্বরী নদী।

প্রশম (পুং) প্রশমনমিতি প্র-শম-ভাবে-ঘঞ্। ১ শমতা, উপশম, শান্তি, নিবৃত্তি। "এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্ত জাহ্নবি!।" (তিথিতত্ত্ব) ২ রন্তিদেবের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।২৫) প্র-শম-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। প্রশমী—অপ্সরোভেদ। (ভারত অনু° ১৯ অঃ)

প্রশমন (ক্লী) প্র-শম-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ২ বধ। (হেম) প্র-শম ল্যুট্। ৩ শমতা, প্রশান্তি।

"সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥" (মার্কপু° চণ্ডী ৯১।৩৫)

৪ প্রতিপাদন, দান। (মনু ৭।৫৬) ৫ স্থিরীকরণ।

"লব্ধপ্রশমনস্বস্থমথৈনং সমুপস্থিতা।
পার্থিবশ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎপঙ্কজলক্ষণা॥" (রঘু ৪।১৪)

'প্রশমনেন স্থিরীকরণেন' (মল্লিনাথ) (ত্রি) ৫ শান্তিকর। (সুশ্রুত)

প্রশর্ধ (ত্রি) প্রকর্ষরূপে অভিভবকারী। 'অস্থানবেহসি প্রশর্ধ-তুর্বশে' (ঋক্ ৮।৪।১) 'হে প্রশর্ধ! প্রকর্ষেণ শর্ধয়িতর অভি-ভাবতর ইন্দ্র' (সায়ণ)

প্রশস্ (স্ত্রী) ১ প্রশস্ত। ২ প্রশস্ত ছেদন। ৩ কুঠার। (বৈদিক)

প্রশস্ত (ত্রি) প্রশস্যতে স্মেতি প্র-শন্স-ক্ত। ১ ক্ষেম। (শব্দ-রত্না°) ২ প্রশংসনীয়। ৩ অতিশ্রেষ্ঠ। "সত্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে বসংশ্চতুর্থোঽগ্নিরিবাগ্ন্যগারে।" (রঘু ৫।২৫) ৪ কর-জ্যোড়ি পাষাণভেদ। (বৈদ্যকনি°)

প্রশস্ত, একজন কবি। ইনি পণ্ডিত প্রশস্তক নামে খ্যাত।

প্রশস্তকর (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [প্রশস্তপাদ দেখ।]

প্রশস্তপাদ, জনৈক নৈয়ায়িক। ইনি প্রশস্তপাদভাষ্য নামে বৈশেষিক সূত্রের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ খানি দ্রব্যভাষ্য, পদার্থোদ্দেশ বা পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ নামেও পরিচিত। শঙ্করমিশ্র ইহাকে প্রশস্তদেবাচার্য্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের ব্যোমশিবাচার্য্যকৃত ব্যোমবতী, শ্রীধরকৃত ন্যায়-কন্দলী, উদয়নকৃত কিরণাবলী, শ্রীবৎসকৃত লীলাবতী, জগদীশ-কৃত পদার্থতত্ত্বনির্ণয়, মল্লিনাথকৃত নিষ্কণ্টিকা ও শালিখানাথকৃত কএকখানি টীকা পাওয়া যায়। [ন্যায় ও বৈশেষিক দেখ।]

প্রশস্তব্য (ত্রি) প্রশংসার যোগ্য।

প্রশস্তাদ্রি (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত মধ্যদেশস্থিত পর্ব্বতভেদ। (বৃহৎস° ১৪।২০)

প্রশস্তি (স্ত্রী) প্র-শন্স-ভাবে ক্তিন্। ১ প্রশংসা, স্তুতি। 'দেবা উপপ্রশস্তয়ে' (ঋক্ ১।৭৪।৬) 'প্রশস্তয়ে স্তুতয়ে' (সায়ণ) ২ প্রশংসাসূচক অনুশাসন। "উত্তমো লোকপালোঽয়মিতি লব্ধপ্রশস্তিষু।" (রাজতর° ১।৩৪৬)

প্রশস্তি, রাজকীয় অনুজ্ঞাপত্রবিশেষ। এইরূপ পত্রাদি লেখন সম্বন্ধে ভাস্কর, শম্ভুদেব, বালকৃষ্ণ প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন রাজগণ তাম্র বা শিলাফলকে এইরূপ আজ্ঞাপত্র খোদিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিতেন।

প্রশস্তিকৃৎ (ত্রি) প্রশস্তিং স্তবং করোতীতি প্রশস্তি-কৃ ক্বিপ্ তুকচ। স্তুতিকর, যিনি স্তব করেন। 'প্রশস্তিকৃৎ ব্রহ্মণে নো' (ঋক্ ১।১১৩।১৯) 'প্রশস্তিকৃৎ সম্যক্স্তুতমিতি প্রশংসনং কুর্ব্বতী নোঽস্মদীয়ায় ব্রহ্মণে।' (সায়ণ)

প্রশস্য (ত্রি) প্র-শন্স-কর্ম্মণি-ক্যপ্। প্রশংসনীয়, প্রশংসার যোগ্য। "অপশ্চাৎ তাপকৃৎসম্যগনুরক্তিফলপ্রদঃ।
অদীর্ঘকালোঽভীষ্টশ্চ প্রশস্যো মন্ত্র ইষ্যতে॥" (কাম° ১১।৫৫)

(ক্লী) ২ প্রশংসন। অতিশয় প্রশস্য এই অর্থ বুঝাইলে ইষ্ঠ ও ঈয়সুন্ প্রত্যয় হয়।

প্রশস্যতা (স্ত্রী) প্রশস্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা।

প্রশাখ (ত্রি) ১ বিস্তৃত শাখাযুক্ত। ২ ভ্রূণগঠনের পঞ্চমাবস্থা।

প্রশাখা (স্ত্রী) প্রগতা শাখাং অত্যা° সমাসঃ। অগ্রশাখা।

প্রশাখিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা।

প্রশান্ (ত্রি) প্রকর্ষেণ শাম্যতি যঃ প্র-শম-ক্বিপ্ (অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃক্ঙিতি। পা ৬।৪।১৪) ইতি দীর্ঘঃ। শান্ত।

প্রশান্ত (ত্রি) প্রকর্ষেণ শান্তঃ। প্রকৃষ্টশমতাবিশিষ্ট, স্থিত। "প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্।" (মার্ক°পু° ৮।১৯)

প্রশান্তচারিত্রমতি (পুং) বোধিসত্বভেদ। (ললিতবি°)

প্রশান্তচারিন্ (ত্রি) ১ স্থিরভাবে ভ্রমণকারী। (পুং) ২ দেবতাভেদ।

প্রশান্তচেষ্ট (ত্রি) প্রশান্তা চেষ্টা যস্য। ১ ব্যাপারশূন্য। ২ স্থির।

প্রশান্ততা (স্ত্রী) প্রশান্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রশান্তের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রশান্তত্ব।

প্রশান্তরাগ, গুর্জ্জরবংশীয় নরপতি ২য় দদ্দের বিরুদ। [রাষ্ট্রকূট দেখ।]

প্রশান্তাত্মন্ (পুং) ১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫৫) (ত্রি) ২ প্রশান্তস্বভাব।

প্রশান্তি (স্ত্রী) প্রকৃষ্ট শান্তি।

প্রশাসন (স্ত্রী) প্র-শাস-ভাবে ল্যুট্। শিষ্যাদির ইষ্টাদিবোধনের জন্য কর্ত্তব্যতাবোধক বাক্যোচ্চারণ। "কাত্রস্তৈব প্রশাসনমভূৎ" (ছান্দোগ্যউপ°)

প্রশাসিতৃ (ত্রি) প্র-শাস-তৃণ্। শাসনকারী, নিয়ন্তা। "প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।" (মনু ১২।১২২) 'প্রশাসিতারং নিয়ন্তারং' (কুল্লূক)

প্রশাস্তৃ (ত্রি) প্রশাস্তীতি প্র-শাস-তৃচ্ (প্রসিতস্কভিতেতি। পা ৭।২।৩৪। ইতি নিপাতনাদিড়ভাবঃ, বা (তৃণ্‌তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াঞ্চানিটৌ। উণ্ ২।৯৪) ইতি তৃণ্, ইট্ চ ন। ১ ঋত্বিক্। ২ মিত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণা°) ৩ শাসনকর্ত্তা, যিনি শাসন করেন। "প্রশাস্ত্রধ্যক্ষসেনানাং মন্ত্রামাত্যপুরোধসাম্।
সম্যক্‌প্রচারবিজ্ঞানং দুষ্টানাঞ্চাববোধনম্॥" (কাম° নী° ১৩।৪৫)

প্রশাস্ত্র (ত্রি) প্রশাস্তুরিদং অণ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। শস্ত্ররূপ শংসনকর্ত্তৃসম্বন্ধী। ২ প্রশাস্তার যাগ। "প্রশাস্ত্রাদাপিবস্তং সোম্যং মধু" (ঋক্ ২।৩৬।৬) 'প্রশাস্ত্রাৎ প্রশাস্তৃযাগাৎ' (সায়ণ) ৩ প্রশাস্তার কর্ম্ম। "তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি" (ঋক্ ২।১।২) 'প্রশাস্ত্রং প্রশাস্তুর্মৈত্রাবরুণস্ত কর্ম্ম তৎ' (সায়ণ)

প্রশিথিল (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ শিথিলঃ প্রাদিস°। অতিশয় শিথিল, অতি আলগা।

প্রশিষ্টি (স্ত্রী) আদেশ। অনুশাসন। "অস্ত স্নুষা শ্বশুরস্ত প্রশিষ্টিং" (তৈত্তি° ব্রা° ২।৪।৬।১২)

প্রশিষ্য (পুং) প্রগতঃ শিষ্যমধ্যাপকত্বেন অত্যা° স°। শিষ্যের শিষ্য। "শিষ্যপ্রশিষ্যৈরুপগীয়মানমবেহি তন্মণ্ডনমিশ্রধাম।" (শঙ্করদিগ্বিজয়)

প্রশিস্ (স্ত্রী) প্র-শাস-ক্বিপ্। প্রশাসন, আজ্ঞা। "তবেমে সপ্তসিন্ধবঃ প্রশিষং" (ঋক্ ৯।৬৬।৬) 'প্রশিষং প্রশাসনমাজ্ঞাং'(সায়ণ)

প্রশুক্রীয় (ত্রি) ঋক্‌সংহিতাবর্ণিত 'প্র শুক্রা' ইতি মন্ত্রসম্বন্ধীয়।

প্রশুদ্ধি (স্ত্রী) বিশুদ্ধি।

প্রশুশ্রুক (পুং) মরুদেশের রাজভেদ। (রামায়ণ)

প্রশোচন (ত্রি) দাহন, পুড়িতে দেওয়া। (বৈদিক)

প্রশোষ (পুং) শুষ্ক হওয়া। (সুশ্রুত)

প্রশোষণ (পুং) উপদেবভেদ। (হরিব°)

প্রশ্ন (পুং) প্রচ্ছনমিতি প্রচ্ছ-(যজযাচযতেতি। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্, (চ্ছ্বোঃ শূড়িতি। পা ৬।৪।১৯) ইতি শ, (প্রশ্নেচেতি। পা ৩।২।১১৭) ইতি ন সম্প্রসারণং। ১ জিজ্ঞাসা, পর্য্যায়—অনুযোগ, পৃচ্ছা, অবিজ্ঞাতার্থ জ্ঞানের জন্য ইচ্ছাপ্রযোজ্যবাক্য। "অবিজ্ঞাতপ্রবচনং প্রশ্ন ইত্যভিধীয়তে।" (ব্যাক°) ২ উপনিষদ্‌ভেদ।

প্রশ্নদূতী (স্ত্রী) প্রশ্নস্য দূতীব। প্রহেলিকা। হেয়ালী। (ত্রিকা°)

প্রশ্নবিবাক (পুং) কৃতান্ প্রশ্নান্ বিবক্তি, উত্তরয়তি বি-বচ কর্ত্তরি সংজ্ঞায়াং ঘঞ্। প্রশ্নোত্তরদায়ক জ্যোতির্বিদ্‌ভেদ। "অভিপ্রশ্নিনং মর্য্যাদায়ৈ প্রশ্নবিবাকং।" (শুক্লযজু° ৩০।১০) 'প্রশ্নবিবাকঃ কৃতান্ প্রশ্নান্ যো বিবিনক্তি ব্রূতে স প্রশ্নবিবাকঃ' (বেদদীপ)

প্রশ্নবিবাদ (পুং) তর্কবিতর্ক। বিতণ্ডা।

প্রশ্নব্যাকরণ (পুং) প্রশ্নান্ শিষ্যকৃতপ্রশ্নান্ ব্যাকরোতি উত্তরয়তি, বি-আ-কৃ-ল্যু। প্রশ্নস্য ব্যাকরণঃ। ১ জৈনশাস্ত্রভেদ। (হেমচ°) ভাবে ল্যুট্। (স্ত্রী) ২ পৃষ্টার্থ উত্তর জ্ঞাপন।

প্রশ্নি (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ২৬ অঃ) ২ কুম্ভিকা, পানক, পানা। (ত্রিকাণ্ড)

প্রশ্নিন্ (ত্রি) প্রশ্নযুক্ত, প্রশ্নকারী। "নক্ষত্রদর্শমাশিক্ষায়ৈ প্রশ্নিনং।" (শুক্লযজু° ৩০।১০) 'প্রশ্নিনং প্রশ্নবন্তং' (বেদদীপ)

প্রশ্নী (স্ত্রী) পৃশ্নি, পৃষোদরাদিত্বাৎ র, বাহু° ঙীষ্। কুম্ভিকা, চলিত পানা। (ত্রিকাণ্ড)

প্রশ্নোত্তর (ক্লী) ১ প্রশ্নের উত্তর। ২ শব্দালঙ্কারভেদ।

প্রশ্নোপনিষদ্ (স্ত্রী) প্রশ্নাধিকারেণ প্রবৃত্তা উপনিষদ্। আথর্ব্বোপনিষদ্‌ভেদ। পাঁচটী প্রশ্ন অধিকার করিয়া এই উপনিষদ্ হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম প্রশ্নোপনিষদ্।

প্রশ্রয় (পুং) প্রশ্রয়ণমিতি প্র-শ্রি-ভাবে-অচ্। প্রণয়। "অদীর্ঘসূত্রতা শৌর্য্যং প্রশ্রয়ঃ স্বপ্রধানতা।" (কামন্দক ৮।৮)

প্রশ্রয়ণ (ক্লী) সৌজন্য, শিষ্টাচরণ।

প্রশ্রয়িন্ (ত্রি) শিষ্ট, শান্ত, সুজন।

প্রশ্রবস্ (ত্রি) প্রকৃষ্ট অন্ন। "অচ্ছোক্তৌ প্রশ্রবসো মরুতো।" (ঋক্ ৪।৪১।১৬) 'প্রশ্রবসঃ প্রকৃষ্টান্নাঃ।' (সায়ণ)

প্রশ্রিত (ত্রি) প্র-শ্রি-ক্ত। বিনীত। "অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্।" (রামা° ১।১৩।২)

প্রশ্লথ (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ শ্লথঃ প্রাদিস°। শিথিল। (ত্রিকাণ্ড)

প্রশ্লিত (ত্রি) বৈদিক সন্ধ্যঙ্গ ভেদ, ইহাতে হ্রস্ববর্ণের পূর্ব্বে অণ স্থানে ও হয়। (ঋক্‌প্রাতিশাখ্য)

প্রশ্লিষ্ট (ত্রি) প্র-শ্লিষ-ক্ত। সুসম্বদ্ধ, যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্লেষ (পুং) ১ ঘনসন্নিবেশ। ২ সম্মিলন। ৩ উচ্চারণভেদে স্বরসংযোগ। (বাজসনেয়প্রা°)

প্রশ্বসিতব্য (ত্রি) প্রশ্বাস ফেলিবার যোগ্য।

প্রশ্বাস (পুং) প্র-শ্বস-ভাবে ঘঞ্। কোষ্ঠবায়ুর বহির্নিঃসারণ, যে শ্বাস বায়ু বাহিরে পরিত্যাগ করা যায়, তাহাকে প্রশ্বাস কহে। [প্রাণায়াম দেখ।]

প্রষ্টি (পুং) প্রচ্ছ-কর্ত্তরি বাহুলকাৎ তি। ১ বাহনত্রয়মধ্যবর্ত্তী যুগবিশেষ। "প্রষ্টির্বহতিরোহিতঃ। (ঋক্ ১।৩৯।৬)

'প্রষ্টিরেতৎসংজ্ঞকো বাহনত্রয়মধ্যবর্ত্তী যুগবিশেষঃ।' (সায়ণ)

২ পার্শ্বস্থ।

প্রষ্টিমৎ (ত্রি) প্রষ্টি-মতুপ্। যুগপার্শ্ববাহনবিশিষ্ট।

প্রষ্টিবাহন (ত্রি) বাহনত্রয় দ্বারা যাহা বাহিত হয়।

প্রষ্টিবাহিন্ (ত্রি) রথ।

প্রষ্টব্য (ত্রি) প্রচ্ছ-তব্য। জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য। পরামর্শের যোগ্য।

প্রষ্টৃ (ত্রি) প্রচ্ছ-তৃচ্। প্রশ্নকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রষ্ঠ (ত্রি) প্রতিষ্ঠতে অগ্রতো গচ্ছতীতি প্র-স্থা-(সুপি স্থঃ। পা ৩।২।৪) ইতি ক, (প্রষ্ঠোঽগ্রগামিনি। পা ৮।৩।৯২) ইতি ষত্বং। অগ্রগামী। "আদিত্যবর্ম্মা মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতাং বরঃ। বিররাজ রথপ্রষ্ঠৈর্বালখিল্যৈরিবাংশুমান্॥" (রঘু ১৫।১০)

প্রষ্ঠবাহ (পুং) প্রষ্ঠঃ অগ্রগামী সন্ বহতীতি প্রষ্ঠ-বহ (বহশ্চ। পা ৩।২।৬৪) ইতি ণ্বি। ১ যুগপার্শ্বগ প্রথমযোজিত দম্য গবাদি।

প্রষ্ঠী (স্ত্রী) প্রষ্ঠ-ঙীষ্। প্রষ্ঠভার্য্যা, অগ্রগামিপত্নী। (জটাধর)

প্রষ্ঠৌহী (স্ত্রী) প্রষ্ঠবাহ (বাহঃ। পা ৪।১।৬১) ইতি ঙীষ্। বালগর্ভিণী, প্রথম গর্ভবতীগাভি, চলিত পলুটী গাই।

"প্রষ্ঠৌহীনাং পীবরাণাঞ্চ তাবৎ
অগ্র্যা গৃষ্ট্যো ধেনবঃ সুব্রতাশ্চ।" (ভারত ১৩।৯৩।৩৩)

প্রস, ১ প্রসব। ২ ততি, বিস্তৃতি। দিবাদি, সক° আত্মনে, সেট্। লট্ প্রস্যতে। লোট্ প্রস্যতাং। লুঙ্ অপ্রসিষ্ট। মিৎ-ঘটাদি। ণিচ্ প্রসয়তি-তে।

প্রসক্ত (ক্লী) প্র-সন্জ-ক্ত। ১ নিত্য।

"প্রসক্তবেগস্ত সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব।" (নিদান)

'প্রসক্তবেগঃ সততকাসবেগঃ।' (বিজয়রক্ষিত)

(ত্রি) ২ আসক্ত। ৩ সংসৃষ্ট, সংলগ্ন। ৪ প্রস্তাবিত। ৫ প্রসঙ্গবিষয়। "প্রসক্তং হি প্রতিসিধ্যতে।" (মীমাংসাদ°)

প্রসক্তি (স্ত্রী) প্র-সন্জ-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রসঙ্গ।

"মাভূবন্নপথহরাস্তবেন্দ্রিয়াশ্বাঃ
সন্তাপে দিশতু শিবঃ শিবাং প্রসক্তিং।" (কিরাত ৫।৫০)

২ অনুমিতি। ৩ আপত্তি। (সব্যভিচার শিরো°) ৪ ব্যাপ্তি।

"অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে।" (সাংখ্যসূ°)

'অতিপ্রসক্তিঃ অতিব্যাপ্তিঃ।' (বিজ্ঞানভিক্ষু)

প্রসহিন্ (পুং) প্র-সহ-বাহুলকাৎ-ণিনি। প্রসহনশীল। (ঋক্ ৮।১০।১০)

প্রসংখ্যা (স্ত্রী) ১ প্রকৃষ্ট সংখ্যা, মোট।

"অধ্যায়াঃ সপ্ততিজ্ঞেয়াস্তথা চাষ্টৌ প্রসংখ্যয়া।" (ভা° আদিপ°)

২ চিন্তা, অনুধ্যান।

প্রসংখ্যান (ক্লী) প্র-সম-খ্যা-ভাবে ল্যুট্। ১ সম্যক্ জ্ঞান। ২ আত্মানুসন্ধান, ধ্যান। (ত্রি) ৩ প্রকৃষ্টরূপে সংখ্যাযুক্ত। ৪ সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত।

প্রসঙ্গ (পুং) প্র-সন্জ-ঘঞ্। ১ প্রকৃষ্ট সঙ্গ। ২ ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ, যথা অতিপ্রসঙ্গ, অপ্রসঙ্গ ইত্যাদি রূপ সঙ্গতিভেদ।* ৩ প্রকরণান্তরদ্বারা সমাপনের নাম প্রসঙ্গ।

"প্রকরণান্তরেণ সমাপনং প্রসঙ্গঃ।" (সুশ্রুত)

৪ অন্য কার্য্যের উদ্দেশে প্রবৃত্তি হইলে তাহাতে অন্য কার্য্যের সিদ্ধি। এক কার্যের উদ্দেশে অন্য কার্য্যসিদ্ধি।

"দৃষ্টা তু হরতে পাপং স্পৃষ্টা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।
প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা ত্বরগাহিতা॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৫ অনুমিতি। গদাধর প্রসঙ্গশব্দের 'অনুমিতি' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ৬ অনুরক্তত্ব। ৭ মৈথুনাশক্তি। ৮ ব্যাপ্তি।

"কৃতাকৃতপ্রসঙ্গি নিত্যং, তদ্বিপরীতমনিত্যং, তত্র প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তিরেব ইত্যাদি।" (ব্যা° পরি) [ব্যাপ্তি দেখ।] ৯ প্রস্তাব।

প্রসঙ্গবৎ (ত্রি) প্রসঙ্গ-অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। প্রসঙ্গযুক্ত। ২ আকস্মিক, হঠাৎ।

প্রসঙ্গসম (পুং) হেতুভেদ, স্থাপনাহেতু প্রয়োগ, প্রতিষেধ হেতুরূপ জাত্যন্তরভেদ। "দৃষ্টান্তস্য কারণানপদেশাৎ প্রত্যবস্থানাচ্চ প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তসমৌ।" (গৌতমসূ° ৫।১।৯) [হেতু দেখ।]

প্রসঙ্গিন্ (ত্রি) ১ প্রসঙ্গযুক্ত। ২ অনুরক্ত।

প্রসজ্ম (পুং) ১ বহুসংখ্যা, অনেকত্ব। ২ শ্রেণীবদ্ধ।

প্রসজ্য (পুং) প্রসজ্যপ্রতিষেধস্য ভীমো ভীমসেনবৎ অন্ত্যলোপঃ। প্রসজ্যপ্রতিষেধ, অত্যন্তাভাব।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ (পুং) প্রসজ্য প্রসক্তিং সম্পাদ্য আরোপ্যেতি যাবৎ প্রতিষেধঃ। অত্যন্তাভাব। 'প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে' প্রসক্তই প্রতিসিদ্ধ হয়, এই ন্যায় অনুসারে বায়ুর রূপ নাই, এই স্থলে প্রথমে রূপ আরোপিত হইয়াছিল, তৎপরে সিদ্ধান্ত হইল যে, বায়ুর রূপ নাই, এইরূপ নিষেধ বা অভাবই প্রসজ্যপ্রতি-

* "স প্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা
নির্ব্বাহকৈককার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥"

তস্য লক্ষণং, স্মৃতস্যোপেক্ষানর্হত্বং, তদর্থস্য স্মৃতিবিষয়ত্বাপন্নত্বে সতি ষেষ-বিষয়তানাপন্নত্বং' (গদাধর অনুমিতি)

ষেধ। প্রথমে রূপাদি আরোপিত হইয়া তাহার নিষেধ হইলে প্রসজ্য প্রতিষেধ হইবে।* ২ নঞ্ ভেদ।

"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥" (নঞর্থবাদ)

যে স্থলে বিধির অপ্রাধান্য এবং নিষেধের প্রধানতা হয়, ও ক্রিয়াতে নঞ্ অর্থের অন্বয় হইয়া থাকে, তথায় প্রসজ্য-প্রতিষেধ নঞ্ হয়। ইহার উদাহরণ 'নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি' অতিরাত্র শব্দে অতিরাত্র যজ্ঞ এবং ষোড়শী শব্দের অর্থ সোমলতারসপূর্ণ পাত্র। অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শি-গ্রহণ করিবে না। এস্থলে বিধেয় কর্ম্ম ষোড়শিগ্রহণ, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধ্যর্থবাচক লটের সহিত অন্বয় হয় নাই, এজন্য বিধির অপ্রাধান্য এবং নঞর্থ 'ন' নিষেধের বিধ্যর্থবাচক লড়র্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে। এজন্য এইস্থলে প্রসজ্যপ্রতিষেধ নঞ্ হইল।

"পৌষে চৈত্রে কৃষ্ণপক্ষে নবান্নং নাচরেদ্বুধঃ।
ভবেজ্জন্মান্তরে রোগী পিতৄণাং নোপতিষ্ঠতে॥
"অত্র রোগীতি নিন্দাশ্রবণাৎ প্রসজ্যতা" (মলমাসতত্ত্ব)

পৌষ চৈত্র ও কৃষ্ণপক্ষে নবান্ন করিবে না, করিলে জন্মান্তরে রোগী হইতে হয়, এই নিষেধও প্রসজ্য প্রতিষেধ। [নঞ্ দেখ।]

প্রসত্তি (স্ত্রী) প্র-সদ-ক্তিন্। ১ প্রসন্নতা। ২ নৈর্ম্মল্য।

প্রসত্বন্ (পুং) প্রসীদতীতি প্র-সদ-কনিপ্। ১ ধর্ম্ম। ২ প্রজাপতি।

প্রসত্বরী (স্ত্রী) প্রসত্বন্ (বনোরচ। পা ৪।১।৭) ইতি ঙীপ্ রশ্চ। প্রতিপত্তি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

প্রসন্ধান (স্ত্রী) ক্রমপাঠোক্ত সন্ধি, যোগ। (অপর্ক্কপ্রা°)

প্রসন্ধি (পুং) ১ মনুপুত্রভেদ। (ভারত আশ্ব° ৪ অঃ)

প্রসন্ন (ত্রি) প্রসীদতীতি প্র-সদ গত্যর্থেতি ক্ত। ১ নির্ম্মল। পর্য্যায়—অচ্ছ। ২ সন্তুষ্ট। ৩ প্রফুল্ল। ৪ অনুকূল। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুরা, মদিরা। (পুং) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৮৮)

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, একজন ভাবুক ভক্ত কবি। সঙ্গীতরচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা এবং গীতবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতাও দেখা যাইত। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্তও তিনি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এজন্য তাঁহার পরিচিত মাত্রেই তাঁহাকে 'প্রসন্ন পণ্ডিত' বলিয়া ডাকিত।

রামজয় চট্টোপাধ্যায় নামা জনৈক ব্যক্তির তৃতীয় পত্নীগর্ভে (বাঙ্গালা ১২৫৫ সালের ১৭ই মাঘ বুধবারে) প্রসন্নকুমারের জন্ম হয়। বিক্রমপুর পরগণার রাজবাড়ী থানার নিকটবর্ত্তী যয়েরক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম এক-বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার দুরদৃষ্টে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার যা কিছু পৈতৃক জমি জমা ছিল, সে সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহার অল্পবয়স্কা মাতার উপর ন্যস্ত রহিল। অভিভাবকবিহীন সম্পত্তি দেখিয়া কোন এক প্রতিবেশী তাহার অধিকাংশ দখল করিয়া লইলেন, অবশিষ্টাংশ পদ্মার অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার এক মাতুল ডিব্রুগড়ে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ভগিনীপতির মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ বৎসরকাল তাঁহাদের ভরণ-পোষণ করেন; কিন্তু দুঃখের কপালে সুখ কখনও হয় না। যখন প্রসন্নকুমারের বয়স ছয় বৎসর, তখন ঐ মাতুল ইহজীবনের খেলা সাঙ্গ করেন। সুতরাং এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাদিগকে দারুণ ক্লেশ উপভোগ করিতে হয়। অবশেষে উপা-য়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার জননী কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া বালকের লালনপালন করেন। তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়সেই অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া প্রসন্নকুমার চাকুরি করিতে বাধ্য হন। কিছুকালের জন্য তিনি পুলিশ কর্ম্মচারীর অধীনে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শারীরিক দুর্ব্ব-লতা হেতু সে কঠিন পরিশ্রম তাঁহার সহ্য হয় নাই। তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। অনেক কষ্টে ও আন্তরিক যত্নে নর্ম্যালস্কুল হইতে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইখানেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়। পরে তিনি ঢাকা জেলার নানাস্থানের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজ করিয়া ছিলেন। সন ১৩০৬ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তিনি গতাসু হইয়াছেন।

পিতার ন্যায় তিনিও একাধিক বিবাহ করেন। তাঁহারা স্বভাব কুলীন, ভঙ্গ হন নাই। প্রথম পত্নীজাতকন্যা পঞ্চদশ বর্ষীয়া হইলে পুত্রলাভের আশা না দেখিয়া মাতৃআজ্ঞায় তিনি আর দুইটী দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র জন্মে, তৃতীয়া নিঃসন্তান ছিলেন। প্রসন্নকুমার চিরদিন দারি-দ্র্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পণ্ডিতী করিয়া তাঁহার সপরিবারের অন্ন সংস্থান হইত না। তিনি নিজে বুড়ী-গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনিতেন, এত কষ্টেও কমলার কোপ প্রশমিত হয় নাই। কিন্তু বাগ্দেবীর অনুগ্রহে তিনি দারিদ্র্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শৈশব হইতেই তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়স হইতেই তিনি গীতরচনা করিতে পারিতেন। প্রথম বয়সে তিনি যাত্রা, কবি ও হলির গান রচনা করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে স্বয়ং দলে মিশিয়া গান করিতেন। সংসারের

* "প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে" ইতি ন্যায়েন আরোপিতপ্রসঙ্গস্যৈব নিষেধঃ, তেন বায়ৌ রূপং নাস্তীত্যাদাবপি বায়ৌ রূপারোপঃ কৃত্বৈব নিষেধঃ নঞা বোধ্যতে।" (মলমাসতত্ত্ব)

নিষ্ঠুরতায় অল্প বয়সেই তিনি দার্শনিক হইয়াছিলেন। আপনার প্রকৃতির গুণে ও সুকৃতিবলে তাঁহার ধর্ম্মভাব চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান ছিল; তাই অল্প বয়সেই তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সাধকত্বে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি ধর্ম্মবিষয়ক ও ভাষাবিষয়ক গীতাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কত শত গীত যাহা তিনি মুখে রচিয়া গাহিতেন, তাহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়াছে। চিরদিন জঠর জ্বালায় জর্জ্জরিত, কাজেই রচিত গীতগুলির মুদ্রণ কার্য্য ঘটিয়া উঠে নাই। যে দুই খানি মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায়[১], তাহাতে প্রায় তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনাই অধিক।

প্রসন্নকুমার আত্মপ্রকাশে বড় অনিচ্ছুক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কাহারও অনুরোধ উপরোধের ধার ধারিতেন না। তিনি কালী নামের উপাসক ছিলেন। গানে তাঁহার মনের কথা জগজ্জননী মাকে জানাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। মানুষকে বলিতে তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন না। একারণ অনেকে তাঁহাকে 'পাগলা পণ্ডিত' বলিয়া উপেক্ষা করিত। তিনি সর্ব্বদা গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষের মালা ব্যবহার করিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি কালী নামের উপাসক ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, জ্ঞান হইবার পরে তিনি স্নেহময়ী জননীকে চিনিয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'মা' ডাকই স্বাভাবিক। দরিদ্রা গর্ভধারিণীর একমাত্র নয়নপুত্তলী হইয়া তিনি মাতৃস্নেহের যে বিমল আস্বাদ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সেই বিশ্বপ্রসূতির অসীম প্রেমের প্রভা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার আপন জননীর ন্যায় জগজ্জননীকে চিনিতে পাগল হইয়াছিলেন। শৈশবে যেরূপ তিনি নিজ মনের কথা জননীকে বলিতেন, তাঁহার কবিত্ব এবং সাধনায়ও তিনি সেইরূপে মনের কথা জননীকে বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গানে তিনি মায়ের কাছে কখনও ভক্তি, কখনও ভালবাসা, কখনও প্রার্থনা, কখনও অনুযোগ, কখনও বা আব্দার জানাইয়াছেন। তাঁহার সকল গীতগুলির মূলমন্ত্র এক। ঐহিক সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ বড়ই অনিত্য, বড়ই অস্থায়ী। মুগ্ধ মানব যদি বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া একাগ্রচিত্তে মার চরণে শরণ লয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ধারের পথ মুক্ত হইতে পারে—এই এক মহামন্ত্রই তাঁহার সঙ্গীতসমূহের প্রাণ। তিনি মার নিকট কাঁদিয়াছেন, কেবল নিজের জন্য নহে, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ভবজীবের জন্য কাঁদিয়াছেন। তিনি সকলকেই এক মায়ের সন্তান ভাবিতেন। নিজে নিষ্ঠাবান্ পবিত্র হিন্দু হইলেও, অহিন্দুর প্রতি তাঁহার ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল না। মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকলের প্রতি তিনি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার কালীনাম অথবা মা-নামেও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তাহার অপ্রকাশিত গীত অনেক থাকিলেও, আমরা তাঁহার মুদ্রিত পুস্তক হইতে কএকটী গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(১) গ্রন্থ দুইখানি তাঁহার কএকজন সাহায্যদাতার ব্যয়ে মুদ্রিত।

(১)

তাঁহার মাতৃপদ-চিন্তন—

"কোন প্রাণে মা মা বিনে আর অন্য ডাকে ডাকি তোরে?
মা ডাকের মত ডাক কি মা আছে আর এ সংসারে?

*　　*　　*

জন্মমাত্র মা বুঝেছি, তারপরে আর সব চিনেছি,
মায়ের কৃপায় বেঁচে আছি মা বিনে কি মুখে সরে?

*　　*　　*

মা ত গো মা তোমার ছায়া, তাইতে তাহার এত মায়া,
কতই অগাধ অপার তোমার দয়া, প্রসন্ন তাই মা মা করে।"

(২)

ভেদাভেদশূন্যতা—

"আল্লা কালী ভেদ কি কারণ।
ও ভাই দ্বিভাবে নাই ত্রাণ কদাচন॥
কেহ কারণ হতে কার্য্য পেলে, কেহ কার্য্য হতে বোঝে কারণ।
ও ভাই যে যে পদেই যাউক না কেন গোবিন্দলাভ সবার মনন॥
ভেদ ভাবে হয় দ্বন্দ্ব উদ্ভব দ্বন্দ্বই ত হয় ঈর্ষ্যার কারণ,
তাতে ধর্ম্মে হয় অধর্ম্মের সঞ্চার উদ্ধার হয় না, হয়ত পতন॥"

(৩)

জীবনের অস্থায়িত্বসম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ—

"কি কাজ ভবিষ্যৎ বিচারে?
যখন পরক্ষণ তোর অন্ধকারে?
স্রোতের মুখের তৃণ তুমি কুয়াশায় তোর সমুখ ঘিরে,
যেটুক এগোও সেই টুক্ দেখ সাধ্য কি দেখিবে পরে।
কি করিলে কি হইবে তুমি বুঝতে পার বুদ্ধির জোরে,
তোমার কাজ সেইরূপ হবে কিনা তা রয়েছে খোদের ঘরে।
যেমন মেয়ের বিয়ে দেবে বলে উদ্যোগ কল্লে ধুমধাম করে,
তোমার এমন জ্বরে দিল ঠাসা বিয়ে গেল কোথায় উড়ে।
দাবার চালে শত্রুদমন করবে ভাবলে তিন সন পরে,
তুমি কাল যে মরবে সন্ন্যাসরোগে তাও কি জান চিন্তা করে?
স্নান করতে যাও নদীর ঘাটে, আহার এসে করবে পরে,
ও মন! এমনও ত হতে পারে, ফিরে না আসিবে ঘরে।
কেহ দালান তুলে বাস করে না কারও অর্দ্ধেক দালান আছে পড়ে,
কারও ইটের স্তূপই পড়ে আছে, ইটকেটেই সে গেছে মরে,
গাছ রোপিছ ফল খাইতে, নিশ্বাসের ত বিশ্বাস নাইরে।
দ্বিজ প্রসন্ন কয় রোওনা বৃক্ষ স্রষ্টার সৃষ্টিরক্ষার তরে॥"

(৪)

তাঁহার সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব—

"নাই ত কারও গতি বারণ
আছ তুমিও যেমন আমিও তেমন।
মিঠা মুখে আলাপ করে পথ হাঁটিতে সুখটী যেমন।
ও ভাই দ্বন্দ্বে কেবল দ্বিগুণ কষ্ট, হব শৃগাল কুকুর কিসের কারণ।
এস ভবে সবে মিলে মার কাযা করে যাই সাধন,
ও ভাই প্রসন্ন ত দুর্ব্বল পথিক ধরে নাও তোমরা দশজন।"

(৫)

অভিমান পরিহারের উপদেশ—

"আগে পাছে ত সবাই সমান।
তবে কেনই এত মান অভিমান?
নিঝর মুখে জলবিন্দু ঝরে আসা একই প্রমাণ।
মাঝে দিন দুই চারি ঢেউ খেলিয়ে সাগরেতেই শেষে মিলান।
রেলগাড়ীতে চড়ার মত পথ দুইদিকেই ত একই ধরান
সবার আঁতুড়ঘর দে আসিতে হয়, আর শ্মশান দিয়েই করবে পয়ান,
প্রথম শ্রেণীর গাড়ীই কর, কিংবা নিম্ন শ্রেণীর যান,—
ও ভাই সকলকেই ত নাবতে হবে, গাড়ীতে নয় জীবন কাটান।"

(৬)

মায়ের নিকট তাঁহার প্রার্থনা—

"ভবের বড় বিড়ম্বনা
ওমা আপন দোষ ত কেউ দেখে না।
যে দোষেতে দোষী নিজে সে দোষ করে অন্য জনা
ওমা তার প্রতি হয় খড়্গহস্ত নিজের কথা মনে হয় না,
(ফেরে) লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে, তুই যে দেখিস তা দেখে না।
মা তোর প্রসন্ন তো ঐ দলের লোক, তারে কেন মেজে নেনা।"

(৭)

তিনি মার কাছে আবদার ও অনুযোগ করিতেছেন—

"তোর দুঃখে মা আমি দুঃখী,
তোর তিলেক অবসর নাহি দেখি।
লোকে লোকে সবাই ডাকে, সবার ঘরে তুই একাকী।
তুই বড়বাপের বেটী বটিস্ তাই কিহে এত ঝুঁকি।
অচেতন যার পরিবর্ত্তন, ফল ফুল পাতা চাহে শাখী।
জীবের ত অশেষ যন্ত্রণা দিবারাত্র ডাকাডাকি।
সকল গড়াও সকল সাজাও, কোথাও কিছু রয়না বাকি।
মা! তোর প্রসন্নের মন গড়াইতে অবসর হয় না কি?"

(৮)

"বুঝলাম আমি সন্তান নাকো।
যারা সন্তান তাদের বুকে রাখো।
পেটে হলেই সন্তান হয় না, ক্রিমি[illegible] পেটেই দেখ;
তারে সন্তান বলে কে আদরে, প্রসন্ন সেই ক্রিমি পোক।
তোর সন্তান থাকে ফুলবাগানে, তাতে আবার কোলে রাখ।
আমি পুরীষে পড়িয়া মরি দেখিয়াও নাহি দেখ।
একটী পরমাণু অবয়ের নাই যত খুঁজিলে অনন্তলোক,
আমার দৃষ্টি ছাড়া করে খুলি,—কোথায় রাখি দারুণ দুখ।"

(৯)

প্রসন্নের মা জগদ্ব্যাপিনী—

"মা তুমি মা জগদ্ভরা
কেবল সন্তান নিয়ে করছ ক্রীড়া।
নাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ কোথায়, কোথায় দিচ্ছ দুধধারা।
কোথাও করছ সোহাগ, কোথাও বা রাগ, ঘুরাইয়ে নয়নতারা।
কোথাও বুকে রেখে ঘুম পাড়াচ্ছ,
কোথাও কোলে নিয়ে বেড়াও পাড়া।
কোথাও গাছে বসে ডিম তা দিচ্ছ, কোথা অশৌচ গৃহে আসমরা;
আবার রুগ্ন পুত্র নিয়ে কোথাও দিনরাত আহার নিদ্রা ছাড়া।
কোথাও শোকাতুরা লোটাও ভূমে, ফেলিয়ে অশ্রুধারা।
মা! তোর মধুময় ভাব পবিত্রভাব যেদিকে চাই পূর্ণধরা।
মা তুই শান্তিময়ী ঘরে ঘরে, প্রসন্ন কি জগৎ ছাড়া।"

(১০)

ভবজীবের দুঃখে তাঁহার কাতর অভিব্যক্তি—

"কেন তবে ভবে জীবে এত দুখ পায়!
যত সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সব যদি তোর ইচ্ছায়?
ভেকে দিলি সাপে খেতে, ভেকের সুখ দিলি তাইতে
সাপের মুখে ভেকে যাইতে কেন কাঁদে উত্তরায়।
ব্যাঘ্রে যে চক্ষু ডুবায়ে হতজন্তুর রক্ত খায়—
সেটা বাঘের দোষ না জিহ্বার দোষ না দোষ দিব জিহ্বাদাতায়।
যত তৃণজীবিগণে, দিলি হিংস্রক জঙ্গলে,—
হিংস্রকের তৃণ অশনে তোর বাপের কি খোরাক যায়।
খাদ্যখাদকের মিল হইলে দম্পতির প্রায়
ভবের অর্দ্ধেক দুঃখ কমে যেত, কতই সুখ বাড়িত তায়।"

(১১)

মাকে বকিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়াছেন—

"মন তোর কেন কাজিল কথা
অনধিকার চর্চ্চায় ঘুরাও মাথা।
ভবজীবের দুঃখ দেখে দুঃখী তুমি হও সর্ব্বথা;
যার মাথা তার ত ব্যথা নয় মন! তোর দেখি সে মাথা ব্যথা।
জীব যাহার ব্যবস্থা তাঁহার, তিনিই জানেন কার কি ব্যথা।
তার কি প্রসন্নের যন্ত্রণা লাগে, অসীম রাজ্যের যিনি নেতা।"

(১২)

"মন তোর এত বিষাদ কেন?
মা যে দুঃখ দেন সুখের কারণ, জেনো।
রোগীর ইচ্ছামত খাদ্য কবিরাজ কি দেন কখনও?
কর্দ্দমের পথ্য খেয়ে রোগ সারিলে, খাওগে শেষে যা চায় মন।
মা দেন দুঃখ ভোগ কাটিতে, ভোগ কাটলেই গেল বিড়ম্বন,
যেমন সুদ খেয়ে ঋণশোধ করিলে ধরে না আর মহাজন।
মা যা করেন ভালই করে, অপকার তার নাই কখনও।"

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশীয় জনৈক ব্যক্তি। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র ও গোপীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বর্ত্তমান মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুল্লতাত ছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইংরাজী ভাষায় প্রথম পাঠ সমাপনের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে শেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি হিন্দু ও ব্রাহ্মণের মত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে একরূপ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ম্লেচ্ছাদি জাতিসংসর্গে ঘৃণাই বোধ করিতেন। একদিন রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সদালাপে তাঁহার এই ধারণা দূর হয়। সেই সময়ে তিনি স্বদেশীয় নিকট আবেদন করিয়া একটী একেশ্বরবাদমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্রসন্নকুমার বাল্যকাল হইতেই ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। নীলকর ও তৈলের কল সংক্রান্ত মকদ্দমা দুইটীর অযথা বিচার দেখিয়া তাঁহার আইন শিক্ষার ইচ্ছা জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভাবী বিষয়াধীন মকদ্দমাগুলির আপনি জবাব করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হন। কঠোর অধ্যবসায় গুণে তিনি অল্পকাল মধ্যে আইনজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন। সদর আদালতে উন্নতি ও সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি বেলি সাহেবের (Mr. Baley, Govt. Pleader) কর্ম্মাবসরে গবর্মেণ্ট পক্ষে উকিল নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি আপন সম্পত্তি-সমূহ উদ্ধার করিয়া অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয় করেন। ওকালতি করিয়া তিনি বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা রোজকার করিতেন। তিনি হিন্দুকালেজের পরিচালকরূপে (Governor) নিযুক্ত হইয়া অনেক গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার পরামর্শ-মতে ইংরাজীবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রথা ও পুস্তকাবলী নির্দ্ধারিত হয়। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে তিনি উদারতা ও সহৃদয়তা দেখাইয়া হিন্দুকলেজের সব শিক্ষাবিভাগের করে সমর্পণ করেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার এই স্বার্থত্যাগে যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তিনি বালিকাবিদ্যালয়ের বিশেষ পক্ষপাতী[১] না হইলেও গৃহ মধ্যে আপন কন্যাগণকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বৃদ্ধবয়সে তিনি 'অনুবাদক' নামে বাঙ্গালা ও 'রিফর্মার' নামক ইংরাজী পত্রিকার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক রাজকীয় ও সামাজিক আন্দোলনে মনোযোগী হন।

নিষ্কর দখলদার ভূম্যধিকারীর প্রতিকার নির্দ্ধারণের জন্য গবর্মেণ্ট ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৩ ধারা মতে একটী সভা সংগঠন করিতে কৃতসংকল্প হন। প্রসন্নকুমার ব্রহ্মোত্তরাদি লাখেরাজ-ভূম্যাধিকারীর সমূহ ক্ষতি দেখিয়া রামমোহন রায়ের একযোগে ডিরেক্টার-সভায় (Court of Directors) একখানি প্রতিবাদ প্রেরণ করেন। তাহার ফলে ভারত-গবর্মেণ্টকে এরূপ আইন বিধিবন্ধের জন্য জবাব দিতে হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃঃ অঃ নবেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মমন্দিরে ইংলণ্ডেশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার জন্য একটী সভা হয়। তিনি উহার নেতা ছিলেন। ১৮৩৭ ও ৩৮ খৃষ্টাব্দে বোর্ডের সেক্রেটারী (Secretary to the Board of Revenue) ম্যাঙ্গেলস্ সাহেব (Mr. Ross Mangles) পুনরায় নাখেরাজ সম্পত্তি হইতে করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হন। প্রসন্নকুমারের সহিত তাঁহার এসম্বন্ধে 'বেঙ্গল হরকরা' নামক পত্রিকায় অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতেও কোন ফল ফলে নাই। অবশেষে ১৮৩৯ খৃঃ অঃ তাঁহার ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে টাউন-হলে নাখেরাজদারদিগের একটী মহাসভা হয়। সেদিন চাঁদপালঘাট হইতে বড়লাটের প্রাসাদ পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সাধারণের সম্মতিক্রমে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণের এইরূপ উত্তেজনা দেখিয়া লর্ড অকলণ্ড ভীত হইয়াছিলেন। তিনি টাউনহলে মাজিষ্ট্রেটকে সদলে থাকিতে এবং পুলিশ প্রহরীগণকে গবর্মেণ্ট হাউসে পাহারা দিতে আদেশ করেন। বড়লাট সেক্রেটারীসহ প্রাসাদে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই এই সভার কার্য্যফল পাইতে আশা করিতেছিলেন। এই সভানুষ্ঠানের পর গবর্মেণ্ট হইতে একটী সার্কুলার বাহির হয় যে পঞ্চাশ বিঘার ন্যূনতর নিষ্কর ভূমির উপর আর গবর্মেণ্ট কর আদায় করিবেন না। জীবনের সুখকর ও জাতীয় উন্নতির প্রসাধক সুকুমার শিল্পেও প্রসন্নকুমারের অনুরাগ ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শুঁড়ার বাগানে সর্ব্বপ্রথম নাট্যাভিনয় হইয়াছিল[২]। তিনি দাতা ছিলেন। তাঁহার গৃহে শতাধিক ছাত্র অন্ন পাইত, এতদ্ভিন্ন দরিদ্র অবস্থাপন্ন অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন। তিনি পণ্ডিতগণকে বাৎসরিক অথবা

(১) তিনি সমাজ লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী বালিকার সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ অভিকর জানিয়া বেথুনসাহেবকে একখানি প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

(২) *The Enquirer*, 30th December 1831. ঐ সময়ে উত্তররামচরিত ও জুলিয়াস্ সিজারের অভিনয়ে The Hon'ble Sir Edward Ryan, Col. Young, Major Beatson, Mr. Hare, Mr. Melville প্রভৃতি য়ুরোপীয় মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। তাহারই আদর্শে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে অভিনয়ের চর্চ্চা বাড়িয়াছিল।

মাসিক বৃত্তি দান করিতেন, আর্থিক সাহায্য ব্যতীত স্বদেশবাসীর সাহায্যার্থ তিনি একটী চিকিৎসালয় (এক্ষণে Mayo Native Hospital) ও একটী ঔষধালয় (Garauhatta Branch Dispensary) স্থাপন করিয়া যান। প্রজার কষ্টের জন্ত জমিদারী মধ্যেও অনেকগুলি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার সাহিত্য ও ব্যবহারশাস্ত্রানুরাগ তাঁহার গৃহস্থিত পুস্তকালয় দেখিলেই বুঝা যায়। তাঁহার অর্থাভিমান ছিল না। গরিব প্রজাগণের সহিত তিনি অতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক চাঁদা তুলিয়া তাঁহার ব্যবহারের জন্ত একখানি পাল্কী প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তিনি সাধারণকে এই প্রস্তাব হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দেন। দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত স্বীয় অধীন প্রজাবর্গের বাণিজ্যের সুবিধার্থ লক্ষটাকা ব্যয়ে করতোয়া নদীর পঙ্কোদ্ধার করেন। তাঁহারই প্রার্থনায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১২ আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে তিনি উক্ত মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) সহকারিতায় নিযুক্ত হন। পেনেলকোড নামক ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধনকালে তিনি সরবর্ণিস্ পিককের (Sir Barnes Peacock) বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম আসন পাইয়াছিলেন। তাঁহার সুবিচারের প্রভূত নিদর্শন উক্ত সভার কার্য্যপ্রণালীতে প্রকাশ আছে।

তাঁহার মেধাশক্তি অদ্ভুত ছিল। তাঁহাকে কোন ঐতিহাসিক পূর্ব্বঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই সেই পুস্তকের পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি উত্তর-পশ্চিমদেশভ্রমণকালে কাশ্মীরপতি মহারাজ গোলাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ মানসে গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রসন্নকুমারকে দেখিবার জন্ত কাশ্মীররাজের ইচ্ছা ছিল, প্রসন্নকুমার রাজদর্শনে যাইতে ইচ্ছুক; কিন্তু রাজসম্মানযোগ্য কোন নজর দিতে তিনি অক্ষম এবং তিনিও কোনরূপ খিলাত লইতে অনিচ্ছুক। তিনি প্রায় ২৫ দিন কাশ্মীরে ছিলেন, সর্ব্বদাই তিনি মহারাজকে সদযুক্তি দান করিতেন।

প্রসন্নকুমারের দানে ও উদ্যোগে কলিকাতায় আইন শিক্ষার পথ বিস্তৃত হয়। তাঁহার লিখিত ইচ্ছাপত্রানুসারে Tagore-law-Professorship এর প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতার ইউনিভার্সিটীই তাঁহার পরিচালক রহিলেন। দাহঘাটের লোপ ও গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নদীতীরবর্ত্তী ভূমি সকলের দখল বিরুদ্ধে তিনি অনেক লড়িয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের পর তিনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি মূলাজোড়ে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্ত এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।[১]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজরাজকে বাঙ্গালীর রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৬১ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখে কাতর হইয়া যথাযোগ্য চাঁদা দান করেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রেবারাজকে স্বগৃহে আহ্বান করেন। মহারাজের সম্মানের উপযুক্তই অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তিনি যেখানে রাজাকে বসিতে মসনদ দিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখেই একখানি জহরতাবৃত তরবারি রাখিয়া দেন। রাজা তরবারি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন যে, "তাঁহারা বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধের বংশধর, তাঁহারা অদ্যাপিও পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত সেই রাজসম্মান পালন করিয়া আসিতেছেন।"*

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রেল তিনি C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন।[২] প্রসন্নকুমার য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে সম্ভাব স্থাপনে যত্নপর ছিলেন। এমন দিনই ছিল না, যে দিন না তিনি একজন বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারীকে স্বগৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অনেক সময় তিনি একত্র বসিয়া আহার করিতেন। রাজপুত্র ডিউক ডি ব্রাবাণ্ট (পরে Leopold II. King of Belgium) কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ আগষ্ট মাতৃভক্ত প্রসন্নকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডে জীবনাতিপাত করিতেন। তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

প্রসন্নচন্দ্রসূরি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। অভয়দেবের ছাত্র ও সুমতির গুরু। ইনি জৈনদিগের নয়টী অঙ্গের টীকা রচনা করেন।

প্রসন্নতা (স্ত্রী) প্রসন্নস্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। ১ অনুগ্রহ, প্রসাদ।

---

(১) তাঁহার দানের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—ঠাকুর ল লেকচারের জন্ত ৩ লক্ষ টাকা; জেলার দাতব্য সোসাইটীতে ১০ হাজার, স্বদেশীয় হাঁসপাতালের জন্য ১০ হাজার, মূলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ার্থ ৩৫ হাজার, মূলাজোড়-ডিস্পেন্সারী ১ লক্ষ, আশ্রিতগণের জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার, আমলা চাকর প্রভৃতি ১ লক্ষ ৬ হাজার।

* এ পরিচয় ঠিক নহে, কারণ উক্ত হলায়ুধ বাৎস্য গোত্র এবং প্রসন্নকুমার শাণ্ডিল্যগোত্র।

(২) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Oriental Miscellany, No. xix নামক পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

২ হর্ষ, সন্তোষ। ৩ প্রফুল্লতা। ৪ স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা। ৫ উজ্জ্বলতা।

"বপুঃ কৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা নাদস্ফুটত্বং নয়নে সুনির্ম্মলে।" (হটযোগদী°)

প্রসন্নত্ব (ক্লী) প্রসন্নস্য ভাবঃ ত্ব। প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা।

প্রসন্নবেঙ্কটেশ্বর, একটী প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীরঙ্গের পশ্চিমে কাবেরী নদীর কূলে ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত। ভবিষ্যোত্তর পুরাণের প্রসন্নবেঙ্কটেশ্বরমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

প্রসন্না (স্ত্রী) প্রসন্ন-টাপ্। মদ্যবিশেষ। (রাজনি°)* ইহার গুল্ম-গুল্ম, বাত, অর্শ, বিবন্ধ, আনাহ, শূল, প্রবাহিকা, আটোপ, কফ ও বাতনাশক। (রাজব°) ২ প্রসাদবিশিষ্টা।

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" (মার্ক°চণ্ডী ৮১।৪৩)

প্রসন্নাত্মন্ (ত্রি) প্রসন্নো নির্ম্মলঃ আত্মা যস্য। ১ প্রসন্নান্তঃকরণ। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

প্রসন্নান্ধ (পুং) অশ্বের নেত্ররোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"শুদ্ধন্ত চক্ষুষা রূপং নৈব পশ্যতি যো হয়ঃ।
প্রসন্নান্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নৈব শক্যশ্চিকিৎসিতুম্॥" (জয়দত্ত ৩০অঃ)

যে সকল অশ্বের চক্ষুর রূপের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, অথচ দেখিতে পায় না, তাহা হইলে এই রোগ হয়। এই নেত্ররোগ চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয় না।

প্রসন্নেরা (স্ত্রী) প্রসন্না নির্ম্মলা ইরা জলমিব। মদিরা। (ভরত)

প্রসভ (ত্রি) প্রগতা সভা সভাধিকারোঽস্মাৎ প্রাদি° বহুব্রী। ১ বলাৎকার। ২ হঠাৎ।

"যস্মিন্ বিনির্ম্মিতবতি প্রসভং প্রকোপা-
দত্যুগ্রনিগ্রহনবাম্বুভবোপদেশম্।" (শ্রীকণ্ঠচ° ৫।৪২)

প্রসভহরণ (ক্লী) বলপূর্ব্বক হরণ, ডাকাইতী।

প্রসয়ন (ক্লী) প্র-সি বন্ধনে করণে ল্যুট্। ১ বন্ধনসাধন তন্তু, জাল। "প্রসিতিঃ প্রসয়নাৎ তন্তুর্বা জালং বা।" (নিরুক্ত ৬।১২)

প্রসর (পুং) প্র-সৃ ভাবাধারাদৌ যথাযথং অপ্। ১ তন্তু ব্রণবিটপাদির বিসর্পণ। ২ প্রকর্ষরূপে নিকটে সরণ, সর্পণ পর্য্যায়—বিসর্প। ৩ প্রণয়। ৪ বেগ। (মেদিনী) ৫ সমূহ। (শব্দরত্না°) ৬ বিস্তার। ৭ ব্যাপ্তি। ৮ প্রকর্ষ। ৯ স্বার্থপ্রবৃত্তি। ১০ উৎপত্তি। ১১ গমন, চলন, প্রকৃষ্ট সঞ্চালন।

"অত ঊর্দ্ধং প্রসরং বক্ষ্যামঃ।" ইত্যাদি। (সুশ্রুত সূত্র ২১ অঃ)

সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

কুপিতদোষ কিরূপ ভাবে শরীরে প্রসারিত হয়, তাহার বিষয় কথিত হইতেছে। সুরাপ্রস্তুত কালে যেমন কিণ্বোদক (মশলার জল) এবং পিষ্টতণ্ডুল একত্র বাটিলে বৰ্দ্ধিত হয়, সেইরূপ দোষ সকল কুপিত হইলে বৰ্দ্ধিত হইয়া গতিবিশিষ্ট হয়। বায়ুর গতিশক্তিদ্বারাই ইহাদের গতি হইয়া থাকে। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলেও তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোগুণ আছে। রজোগুণ সকল ভাবের প্রবর্ত্তক। যেমন একটী সেতুর একদিকে সমধিক জলরাশি একত্র সঞ্চিত, সেই জলরাশি সেতু ভঙ্গ করিয়া অপরদিক্ স্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাদিকে প্রসারিত হয়। সেইরূপ সকল দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত হইলে সেই সকল দোষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা দুইটী বা সকলে একত্র মিলিয়া অথবা শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকারে প্রসারিত হইতে থাকে। সকল দোষ স্বতন্ত্র অথবা মিলিত হইয়া পঞ্চদশ প্রকারে প্রসারিত হয়।—যথা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশোণিত, পিত্তশোণিত, শ্লেষ্মাশোণিত, বাতপিত্তশোণিত, বাতপিত্তশ্লেষ্মা এবং বাতপিত্তশোণিত, এই পঞ্চদশ প্রকার। ইহার নাম প্রসর।

যে রূপ আকাশের মধ্যে যে স্থলে মেঘের সঞ্চার হয়, সেই স্থানেই বৃষ্টি হয়; সেইরূপ কুপিত দোষ যে যে স্থলে প্রসারিত হয়, সেই সেই স্থলে বিকৃতি জন্মে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২১ অ°) ১২ যুদ্ধ। (বিশ্ব) ১৩ নারাচাস্ত্র। (ভূরিপ্র°) (ত্রি) ১৪ বিসর্পণকর্ত্তা। গমনশীল।

প্রসরণ (ক্লী) প্র-সৃ-ভাবে-ল্যুট্। ১ সৈন্যদিগের সর্ব্বতোব্যাপ্তি, শত্রুপক্ষের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। পর্য্যায়—প্রসরণী, প্রসরণি, প্রসারণী। ২ সৈন্যদিগের তৃণকাষ্ঠাদি হেতু ইতস্ততঃ গমন। (হেম) ৩ গমনমাত্র। ৪ ব্যাপ্তি। ৫ উৎপত্তি। ৬ বিস্তার। ৭ স্বার্থপ্রবৃত্তি।

প্রসরণী (স্ত্রী) প্র-সৃ 'অর্ত্তিসৃভ্রিত্যানিঃ' ইতি অনি। প্রসরণ। প্রসরণি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। প্রসরণী, প্রসরণ। (ভরত)

প্রসর্গ (পুং) প্র-সৃজ-ঘঞ্। প্রসর্জ্জন, বর্ষণ।

"অপাং প্রসর্গে যদমদিষাতাং।" (ঋক্ ৭।১০৩।৪)

'প্রসর্গে প্রসর্জ্জনে বর্ষণে।' (সায়ণ)

প্রসর্জ্জন (ত্রি) নিক্ষেপণ।

প্রসর্প (পুং) প্র-সৃপ-ঘঞ্। ১ গমন। (ক্লী) ২ সামভেদ।

প্রসর্পক (পুং) ১ যজ্ঞদর্শক। ২ ঋত্বিকের সহকারিভেদ। ৩ অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি।

প্রসর্পণ (ক্লী) প্র-সৃপ-ল্যুট্। ১ গমন। ২ প্রসরণ। সৈন্যদিগের সর্ব্বতোব্যাপ্তি।

"প্রসর্পণং মহীপাল! দ্রোপ্যায়ামমিতৌজসঃ।" (ভার° ৩।১২৯।৬)

---

* "প্রসন্না কফবাতার্শো বিবন্ধানাহনাশিনী।
পিত্তলাল্পকফা রূক্ষা যবৈর্বাতপ্রকোপনী।" (সুশ্রুত°৪১ অঃ)
প্রসন্না স্যাৎ সুরামণ্ডমাংকাদম্বরী ঘনা।
মদ্যমাদ্যবিকারোঽসৌ প্রসন্না প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (তোড় বৃক্ষ°সু°)

(ত্রি) ৩ গতিসাধন। "ইদং তব প্রসর্পণং" (ঋক্ ১০।৬০।৭)
'প্রসর্পণং প্রকর্ষেণ সর্পণসাধনং' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রসর্পিন্ (ত্রি) প্র-সৃপ-ণিনি। ১ বক্রগতিশীল। ২ গতিশীল।

প্রসল (পুং) হেমন্ত ঋতু।

প্রসব (পুং) প্র-সূ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইত্যপ্। ১ গর্ভ-মোচন। পর্য্যায়—প্রসূতি। (অমর)

"পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমভ্রিতামিব।"
(রঘু ৩।১২)

২ গর্ভগ্রহণ। (মনু ৯।৭০) ৩ উৎপাদ, জন্ম।

"জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য স প্রসবাইব॥" (রঘু ১।২২)

'সহপ্রসবো জন্ম যেষাং তে সপ্রসবাঃ' (মল্লিনাথ)

৪ অপত্য। (রঘু ৮।৩০) ৫ ফল। ৬ কুসুম। (মেদিনী)
৭ আজ্ঞা। "মরুতাং প্রসবেন জয়ঃ" (শুক্লযজুঃ ১০।২১)
'প্রসবেন আজ্ঞয়া' (বেদদীপ)

প্রসবের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, গর্ভবতী স্ত্রী নবম, দশম, একাদশ বা দ্বাদশ মাসে সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নবম মাসের মধ্যে কিংবা দ্বাদশ মাসের উর্দ্ধে প্রসব হইলে তাহা অস্বাভাবিক জানিতে হইবে। ভাবপ্রকাশের মতে একাদশ বা দ্বাদশ মাস প্রসবের কাল উক্ত হইলেও সাধারণতঃ নবম দশম মাসেই প্রসব হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত সময়ে প্রসব হইলে তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যায়।

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে, যদি গর্ভবতী স্ত্রী প্রসববেদনায় অতিশয় কাতর হয়, এবং প্রসব হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে বটপত্রে সুখপ্রসবমন্ত্রচক্র লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিবে, তাহা হইলে সুখপ্রসব হয়।

সুখপ্রসবমন্ত্র—"অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥"

সুখপ্রসবচক্র—"পঞ্চরেখাঃ সমুল্লিখ্য তির্য্যগূর্দ্ধক্রমেণ হি।
পদানি ষড়্দশাপাদ্য স্বেকমাদ্যে স্তনৌ ত্রয়ম্॥
নবমে সপ্ত দদ্যাত্তু বাণং পঞ্চদশে তথা।
দ্বিতীয়েঽষ্টাবষ্টমে ষট্ দিশি দ্বৌ ষোড়শে শ্রুতিঃ॥
একাদিনা সমং জ্ঞেয়মিচ্ছাম্বার্দ্ধং ত্রিকোণকে।
তদা দ্বাত্রিংশদাদিঃ স্যাচ্চতুষ্কোষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ॥
দর্শনাদ্ধারণাত্তাসাং শুভং স্যাদেষু কর্ম্মসু।
দ্বাত্রিংশৎ প্রসবে নার্য্যাশ্চতুস্ত্রিংশদ্রণে নৃণাম্॥
ভূতাবিষ্টেষু পঞ্চাশন্নৃতাপত্যাসু বৈ শতম্।
দ্বাসপ্ততিস্তু বন্ধ্যায়াং চতুঃষষ্টী রণাধ্বনি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

	৩২	৩২	৩২	৩২	
৩২	১	৮	৯	১৪	৩২ সুখপ্রসবচক্র
৩২	১১	১২	৩	৬	৩২ ইহাকে চলিত
৩২	৭	২	১৫	৮	৩২ ৩২শের ঘর
৩২	১৩	১০	৫	৪	৩২ পূরণ কহে।
	৩২	৩২	৩২	৩২	

যে কার্য্যদ্বারা জরায়ু হইতে ভ্রূণ, তৎসংলগ্নফুল (Placenta) ও আচ্ছাদনী ঝিল্লির (Foetal membrane) সহিত ভূমি[ষ্ঠ] হইয়া নিরপেক্ষভাবে জীবনরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা[কে] প্রসব কহে। [ইহার বিশেষ বিবরণ ধাত্রীবিদ্যাশব্দে দেখ।]

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগের প্রসববিকা[র] হইলে বা দুই তিন কিংবা চারিটী সন্তান একবারে প্রসূত অথ[বা] হীনাতিরিক্ত কালে প্রসব হইলে দেশ ও কুলের সম্যকরূপে ক[্ষয়] হইয়া থাকে। বড়বা, উষ্ট্রী, মহিষী, গবী ও হস্তিনীর যম[জ] জন্মিলে ইহাদের মরণ হয়। ছয় মাস অতীত হইলে প্রস[ব] বৈকৃতের ফল হইয়া থাকে। এজন্য ইহার শান্তি করা কর্ত্তব্য। শান্তিবিষয়ে গর্গ বলিয়াছেন,—ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ এবং ব্রাহ্ম[ণ]দিগকে কামনানুরূপ দান ও চতুষ্পাদ জন্তুদিগকে পরভূমি[তে] পরিত্যাগ করিবেন। অন্যথা নগরস্বামী ও স্বীয় দল বিনষ্ট হয়।*

বৃহজ্জাতক প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে প্রসূতির কষ্টপ্রসব বা সু[খ]প্রসব প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

প্রসবক (পুং) প্রসবেন পুষ্পাদিনা কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক। পিয়ালবৃক্ষ। (শব্দমালা)

প্রসবন (ক্লী) ১ আনয়ন। ২ গর্ভধারণ।

প্রসববন্ধন (ক্লী) প্রসবানাং পুষ্পফলানাং বন্ধনং যত্র। [বৃ]ন্ত, চলিত বোঁটা।

প্রসববেদনা (স্ত্রী) প্রসবজন্য বেদনা। [ধাত্রীবিদ্যাশব্দ দেখ]

প্রসবস্থলী (স্ত্রী) প্রসবস্য স্থলীব। উৎপত্তিস্থান, মাতা।

---

* "প্রসববিকারে স্ত্রীণাং দ্বিত্রিচতুঃপ্রভৃতি সম্প্রসূতৌ বা।
হীনাতিরিক্তকালে চ দেশকুলসংক্ষয়োভবতি।
বড়বোষ্ট্র-মহিষ-গো-হস্তিনীষু যমজোদ্ভবে মরণমেষাং
ষণ্মাসাৎ সূতিফলঃ শান্তৌ শ্লোকৌ চ গর্গোক্তৌ।
নার্য্যঃ পরস্তবিষয়ে ত্যক্তব্যাস্তা হিতার্থিনা।
তর্পয়েচ্চ দ্বিজান্ কামৈঃ শান্তিঞ্চৈবাত্র কারয়েৎ।
চতুষ্পাদঃ স্বযূথেভ্যস্তক্তব্যাঃ পরভূমিষু।
নগরং স্বামিনং যূথমন্যথা হি বিনাশয়েৎ।
ইতি প্রসববৈকৃতং। (বৃহৎসংহিতা ৪৬।৫২-৫৫)

"ইয়মিয়ং ময়দানবনন্দিনী ত্রিদশনাথজিতঃ প্রসবস্থলী।" (মহানা°)

প্রসবিতৃ (পুং) প্রসুতে জনয়তীতি প্র-সূ-তৃচ্। ১ পিতা। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ অনুজ্ঞাকর্ত্তা। "উদ্বেতি প্রসবিতা জনানাং" (ঋক্ ৭।৬৩।২) 'জনানাং সর্ব্বেষাং প্রসবিতা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু অনুজ্ঞাতা' (সায়ণ)

প্রসবিন্ (ত্রি) প্র-সূ-শীলার্থে ইনি। প্রসবশীল।

প্রসবিত্রী (স্ত্রী) প্রসবিতৃ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ জনয়িত্রী। "সাবিত্রী প্রসবিত্রী চ বহির্বাক্ মনসী ততঃ॥" (ভারত ১২।২৬৩।৮) ২ মাতা।

প্রসবোত্থান (ক্লী) যজুর্বেদের সপ্তদশ পরিশিষ্ট।

প্রসব্য (ত্রি) প্রগতং সব্যাদিতি। ১ প্রতিকূল। ২ প্রদক্ষিণ।

"প্রসব্যাঙ্কাপিতকরুগ্ম মিক্ষোহগ্নিচিতং নৃপম্।" (রামা° ২।৭৩।২০)

প্র-সূ-কর্ম্মণি-যৎ। প্রসবনীয়।

প্রসহ (পুং) প্রসহতীতি প্র-সহ-অচ্। বলপূর্ব্বক ধরিয়া যে পক্ষী ভক্ষণ করে, শিকারীপক্ষী, কুরর ও শ্যেনাদি। কাক, গৃধ্র, উলূক, চিল্ল, শশঘাতক, চাষ, ভাস ও কুরর ইহারা যাহা পায়, তাহাই ধরিয়া ভক্ষণ করে, একারণ ইহাদিগকে প্রসহ কহে। ইহাদিগের মাংস উষ্ণবীর্য্য; যে ব্যক্তি ইহাদের মাংস ভক্ষণ করে, সে শোষ, ভস্মক ও উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং ক্ষীণশুক্র হইয়া পড়ে। (ভাবপ্র°)

"প্রসহ্যভক্ষ্যযস্তোতে প্রসহাস্তেন কীর্ত্তিতাঃ।
গুরুশ্চ মধুরাঃ স্নিগ্ধা বাতঘ্নাঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ॥" (রাজবল্লভ)

রাজবল্লভ মতে, ইহারা হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া প্রসহ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মাংসগুণ গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

প্রসহন (পুং) প্রগতং সহনং সহ্যগুণো যস্মাৎ। ১ হিংস্রপশু। ২ ক্ষমারহিত। (রাজনি°) (ক্লী) ৩ আলিঙ্গন। "পরস্পরপ্রসহনচুম্বনাদিকাঃ শুচৌ মুখে বহুলবিধা ভিদামতাঃ।" (কাব্যপ্র° টীকা) প্র-সহ-ভাবে-ল্যুট্। ৪ সহন। ৫ প্রকর্ষরূপে ক্ষমা। (ত্রি) ৬ প্রসহনযুক্ত।

প্রসহা (স্ত্রী) প্র-সহ-অচ্-টাপ্। বৃহতিকা। (রত্নমালা)

প্রসহ্য (অব্য) প্রকর্ষেণ ষোঢ়া ইতি প্র-সহ-ক্ত্বাচো ল্যপ্। হঠার্থক, বলাৎকারার্থক, হঠাৎ, বলাৎকার। "প্রসহ্যতেজোভিরসঙ্খ্যতাং গতৈরদভ্রয়া মুন্নমমুত্তমং তমঃ।" (মাঘ ১।২৭) (ত্রি) প্রসোঢ়ুং শক্য ইতি প্র-সহ-যৎ। ২ প্রকর্ষরূপে সহন করিতে সমর্থ, অতিশয় সহ্য করিতে পারগ। (রঘু ১৪।৬২)

প্রসহ্যচৌর (পুং) প্রসহ্য বলাৎকারেণ চৌরঃ। হঠাৎ চৌর্য্যকারী, চলিত ডাকাইত। পর্য্যায়—বন্দীকার, মাচল, চিল্লাভ। (ত্রিকা°)

প্রসহ্যহরণ (ক্লী) প্রসহ্য বলাৎকারেণ হরণং। ১ বলপূর্ব্বক হরণ, ডাকাইতি। ২ ক্ষত্রিয়েরা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে তাহাকেও প্রসহ্যহরণ কহে। (ভারত ১।২১৯ অঃ)

প্রসহ্বন্ (ত্রি) প্র-সহ-বনিপ্। প্রসহনকর্ত্তা। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৩।৪।২১।)

প্রসাতিকা (স্ত্রী) সো-নাশে ভাবে-ক্তিন্, প্রগতা সাতির্নাশো যস্যাঃ কপ্। অণুব্রীহি, সূক্ষ্ম ধান্য। (রত্নমালা) এই ধান্যের তণ্ডুলদ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন।

"শ্যামাকরাজশ্যামাকৌ তদ্বচ্চৈব প্রসাতিকাঃ।
নীবারাঃ পৌষ্কলাশ্চৈব ধান্যানাং পিতৃতৃপ্তয়ে॥" (মার্ক°পু° ৩২।৯)

প্রসাদ (পুং) প্র-সদ-ঘঞ্। ১ প্রসন্নতা। ২ নৈর্ম্মল্য। ৩ অনুগ্রহ।

"তস্যাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং গুরুর্নৃপাণাং গুরবে নিবেদ্য।
প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব॥" (রঘু ২।৬৮)

৪ কাব্যের গুণভেদ, রসের ধর্ম্মভেদ, রসই কাব্যের প্রাণ। যেস্থলে পাঠমাত্রই অর্থবোধ হয়, অথচ বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে চিত্তে স্থায়িভাব অঙ্কিত হয় এবং গ্রাম্য বা জটিল শব্দের প্রয়োগ থাকে না, সেই স্থলেই প্রসাদগুণ হয়। ইহার লক্ষণ—

"চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ॥"
'ব্যাপ্নোতি আবিষ্করোতি' (সাহিত্যদ° ৮।৬১২)

শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি লাগিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিয়া উঠে, তদ্রূপ যে রচনা শ্রবণমাত্রই চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহাই প্রসাদ গুণ এবং ইহাতে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইবে, তাহার অর্থবোধ যেন শ্রবণমাত্রই হইবে। "শব্দাস্তদ্ব্যঞ্জকা অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ।" (সাহিত্যদ° ৮।৬১৩) মহাকবি কালিদাসের রচনা প্রায়ই প্রসাদগুণবিশিষ্ট। যেস্থলে সরলভাষায় পরিস্ফুট ভাবে বিষয় সকল বর্ণিত হয়, সেখানেই প্রসাদ গুণ হইয়া থাকে। কাব্যাদর্শে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রসাদবৎ প্রসিদ্ধার্থমিন্দোরিন্দীবরদ্যুতি।
লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতীতি প্রতীতিং সুভগং বচঃ॥" (কাব্যাদর্শ)

৫ স্বাস্থ্য। ৬ দেবনৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে যে সকল নৈবেদ্যাদি উৎসর্গীকৃত হয়, তাহাকে প্রসাদ কহে। (ভাগ° ৪।১।৩৯)

৭ গুরুজনভুক্তাবশিষ্ট।

"প্রসাদং সত্যবেদস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ্য সঃ॥"
(স্কন্দপু° সত্যনারা° ব্রতকথা)

৮ ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিতে জাত পুত্রভেদ। দেবতার উদ্দেশে যাহা উৎসর্গ করা যায়, তাহাই পরে ভক্তের নিকট প্রসাদ বলিয়া গণ্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির নিকটই উপাস্যদেবের প্রসাদ বড় আদরের জিনিস। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথের প্রসাদায় মহাপ্রসাদ বলিয়া খ্যাত। অন্য স্থানে অন্য দেবের প্রসাদান্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির স্পর্শে অপবিত্র হয়; কিন্তু এই মহাপ্রসাদে সেরূপ দোষ

স্পর্শে না; শুষ্ক হউক, বাসি হউক, যে কোন জাতিই স্পর্শ করুক, সর্ব্বত্রই এই মহাপ্রসাদ পবিত্র ও বৈষ্ণবের নিকট দুর্লভ সামগ্রী।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধেরাও বুদ্ধের উদ্দেশে সর্ব্বত্রই অন্ন নিবেদন করিয়া থাকে। প্রোমের স্বয়-সনদৌ বুদ্ধমন্দিরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর স্তূপাকার প্রসাদান্ন পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। হিন্দুরা কখন প্রসাদ অবহেলা করে না, প্রসাদ পাইলে তাহা মাথায় করিয়া রাখে।

দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপ্রদর্শন হইতেই প্রসাদের সৃষ্টি। বাইবেলেও দেখা যায়, আবেল দেবপ্রসাদলাভের জন্ত হোম ও উৎসর্গ করিতেছেন। বাইবেলে একস্থানে আছে, মাংস-বিক্রয় স্থানে যে প্রসাদী মাংস থাকে, তাহা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া গ্রহণ করিবে। (Corinthians, x. 25) কিন্তু আর এক স্থানে আছে, "প্রতিমাসমূহের সমক্ষে যাহা উৎসৃষ্ট হইবে, তাহা কখন গ্রহণ করিবে না।" (Act xv. 29) এখন আর কোন খৃষ্টান প্রতিমার সমক্ষে কোন দ্রব্য উৎসর্গ করেন না। তবে হিব্রু ও মুসলমানেরা স্ব স্ব ইষ্টদেবের উদ্দেশে তাঁহাদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পশুর মাংস নিবেদন করিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাই মুসলমানদিগের 'হলাল করনা।' এখনও য়ুরোপে যেখানে হিব্রুদিগের বাস, তথায় ব্যবহার্য্য পশু চিহ্নিত করা থাকে। নিষিদ্ধ পশু মাংস কেহ যেন না খায়, এজন্ত ঐ সকল পশুবধকালে একজন হিব্রুযাজক উপস্থিত থাকিয়া নিহত পশুর মাংসে চিহ্ন দিয়া 'কোষার' অর্থাৎ শাস্ত্রমতে ব্যবহার্য্য লিখিয়া দেন। যেখানে ঐরূপ প্রসাদী মাংস রন্ধন হয়, সে স্থান অতি পরিষ্কার রাখা হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণবেরাও প্রসাদান্ন রন্ধনস্থানে কাহাকেও যাইতে দেন না, পাছে অপবিত্র হয়।

প্রসাদক (ত্রি) ১ প্রসাদকর, নির্ম্মলতাসম্পাদক। ২ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। ৩ প্রীতিকর। ৪ নির্ম্মল। (পুং) দেবধান্ত, দেধান। ৫ বাস্তুক, বেতোশাক। (বৈদ্যকনি°)

প্রসাদন (ক্লী) প্রসাদয়তীতি প্র-সদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ অন্ন। (ত্রিকা°) ২ প্রসন্নতাকারণ, প্রসন্নতাসম্পাদন।

"প্রসাদনং পাণ্ডবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচয়ে।" (ভা° ৪।৬৯।২২)

প্রসাদনা (স্ত্রী) প্র-সদ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। সেবা, পরিচর্য্যা। (হেম)

প্রসাদনীয় (ত্রি) প্র-সদ-ণিচ্-অনীয়র্। প্রসাদনযোগ্য।

প্রসাদপট্ট (পুং) সম্মানসূচক পট্টভেদ। চলিত পাকড়ী। ৫ই অঙ্গুলি বিস্তৃত পট্টের নাম প্রসাদপট্ট। এই প্রসাদপট্ট সেনাপতির শুভজনক।

"যে চ প্রসাদপট্টাঃ পঞ্চৈতে কীর্ত্তিতাঃ পট্টাঃ।" (বৃহৎস° ৪৯।৩)

প্রসাদপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বেরেলী বিভাগের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। সাই নদীর উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে বহু-বেগমের জায়গীর ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা স্বতন্ত্র পরগণারূপে গণ্য হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। ইহার সন্নিকটে প্রাচীনতম ভগ্নাবশেষসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে হিন্দু-বক্ত্রিয়-রাজগণের প্রচলিত মুদ্রা ও ধ্বংসাবশেষ দুর্গাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রসেনজিৎ, ১ কোশলাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় জনৈক রাজা। সুগন্তির পুত্র। ইনিও অজাতশত্রু বুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন।

২ জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পার্শ্বনাথদেবের শ্বশুর ও জনৈক রাজা। ৩ শ্রাবস্তির অধিপতি। অশোকাবদানলিখিত বিম্বিসার-বংশোদ্ভব জনৈক রাজা।

প্রসাদবৎ (ত্রি) প্রসাদ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রসাদযুক্ত, অনুগ্রহবিশিষ্ট। ২ প্রসন্ন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ সমাধিভেদ।

প্রসাদান্ন (ক্লী) দেবতার প্রসাদরূপ অন্ন। যেমন জগন্নাথের প্রসাদ।

প্রসাদিন্ (ত্রি) ১ প্রীতিকর। ২ শান্তিকর। ৩ শান্ত। ৪ অনুগ্রহপ্রকাশক। ৫ নির্ম্মল। ৬ উজ্জ্বল।

প্রসাদ্য (ত্রি) প্রসাদনযোগ্য।

প্রসাধক (ত্রি) প্রসাধয়তি প্র-সাধি-ণ্বুল্। ভূষক, যাহারা প্রসাধন করে, অলঙ্কর্ত্তা, প্রসাধনকারী। ২ সম্পাদক, নির্ব্বাহক। (পুং) ৩ রাজাদিগের প্রসাধনার্থ ভৃত্যবিশেষ।

"সূদব্যঞ্জনকর্ত্তারস্তম্বকা ব্যয়কাস্তথা।
প্রসাধকা ভোজকাশ্চ গাত্রসংবাহকা অপি॥
জলতাম্বূলকুসুম-গন্ধভূষণদায়কাঃ॥" (কামন্দক)

প্রসাধন (ক্লী) প্রসাধ্যতে অনেনেতি প্র-সাধ-ল্যুট্। ১ বেশ।

"অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্।" (মনু ২।২১১)

২ কঙ্কতিকা, চলিত কাঁকুই। (ভরতধৃত রত্নমালা) ৩ প্রকৃষ্ট নিষ্পত্তি। প্র-সাধ্-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৪ প্রসাধয়িতা। ৫ মহাবলা লতা। (বৈদ্যকনি°)

প্রসাধনী (স্ত্রী) প্রসাধ্যতে অনয়েতি প্র-সাধ-ল্যুট্-ঙীপ্। ১ সিদ্ধি। (মেদিনী) ২ কঙ্কতিকা, চলিত কাঁকুই বা চিরুণী।

প্রসাধিকা (স্ত্রী) প্রসাধয়তি নিষ্পাদয়তি প্র-সাধ্-ণ্বুল্, টাপি অতইত্বং। ১ নীবার ধান্য। (ভাবপ্র°) ২ ধান্তভেদ, অগ্রব্রীহি। (বৈদ্যকরত্ন°) প্রসাধয়তি অলঙ্করোতি ণিচ্-ণ্বুল্। ৩ বেশকারিণী স্ত্রী। যে সকল স্ত্রীলোক বেশ ভূষা করাইয়া দেয়।

"প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিৎ দ্রবরাগমেব॥"
(রঘু ৭।৭)

প্রসাধিত (ত্রি) প্র-সাধি-ক্ত। ১ অলঙ্কৃত। ২ প্রকৃষ্ট নিষ্পন্ন। ৩ নিষ্পাদিত।

প্রসাধ্য (ত্রি) প্র-সাধি-যৎ। ১ প্রসাধনযোগ্য। ২ কর্ত্তব্য। ৩ নিহননযোগ্য। ৪ পরাজয়।

প্রসার (পুং) প্র-সৃ-ঘঞ্। প্রসরণ। (হেম)

"প্রসারাকুঞ্চনার নং নিঃশল্যামিতি নির্দ্দিশেৎ।" (সুশ্রুত ১।২৬)

২ তৃণকাষ্ঠাদির প্রবেশ। ৩ বিস্তার। ৪ ইতস্ততঃ গমন। ৫ গমন। ৬ নির্গম।

প্রসারণ (ক্লী) প্র-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। পঞ্চবিধ কর্ম্মের অন্তর্গত কর্ম্মবিশেষ। ভাষাপরিচ্ছেদে পাঁচপ্রকার কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচপ্রকার কর্ম্ম।

"উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥" (ভাষাপরি°)

২ পরিবর্দ্ধন। (কামন্দকী ১৩।৩৫) ৩ বিস্তার করণ।

প্রসারণী (স্ত্রী) প্রসার্য্যতে ইতি প্র-সারি-ল্যুট-ঙীপ্। লতাবিশেষ। (Poederia focetida) চলিত গন্ধভাদালিয়া, গাঁধাল। হিন্দী গান্ধালি, গন্ধালি, মহারাষ্ট্র চাঁদবেলি। কলিঙ্গ ফেসরণে। তৈলঙ্গ গোস্তেম গোরুচেট্টু, সবিরেল চেট্টু। ইহার গুণ গুরু, বৃষ্য, বল ও সন্ধানকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণ, বাতনাশক, তিক্ত, বাত, রক্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্র°) রাজনিঘণ্টুর মতে গুরু, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, অর্শ ও শ্বয়থুনাশক এবং মলবিষ্টম্ভহারক। পর্য্যায় সুপ্রসরা, সারিণী, প্রসরা, চারুপর্ণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা। (রাজনি°)

প্রসারিন্ (ত্রি) প্রসরতীতি প্র-সৃ-ণিনি। ১ প্রসরণশীল। পর্য্যায়—বিসৃত্বর, বিসৃমর, বিসারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"প্রসারিণী সপদি নভস্তলে ততঃ
সমীরণভ্রমিতপরাগরূষিতা।" (মাঘ ১৩।৪৪)

প্রসারণী। ২ লজ্জালুলতা। ৩ দেবধান্য, দেধান। (বৈদ্য°)

প্রসার্য্য (ত্রি) প্র-সৃ-ণ্যৎ। প্রসারণযোগ্য।

প্রসাহ (পুং) ১ পরাজয়। ২ আত্মশাসন।

প্রসিত (ক্লী) প্র-সো-ক্ত। ১ পূয। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ আসক্ত। ব্যাকরণে প্রসিত ও উৎসুক শব্দযোগে বিষয়াধিকরণে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'প্রসিতোৎসুকাভ্যাং' (পাণিনি) 'হরিণা হরৌ বা প্রসিতঃ' ইত্যাদি।

প্রসিতি (স্ত্রী) প্রসিনোতি বধ্যাত্যনয়েতি প্র-সি-করণে-ক্তিন্। ১ বন্ধনসাধন রজ্জু নিগড়াদি। (অমর) ২ জালা। "অগ্নেরিব প্রসিতির্নাহ বর্ত্তবে" (ঋক্ ২।২৫।৩) 'প্রসীয়তে বধ্যতে হনয়েতি প্রসিতির্জ্বালা' (সায়ণ) প্র-সি-ভাবে ক্তিন্। ৪ প্রবন্ধন। (ঋক্ ৬।৬।৫)

প্রসিদ্ধ (ত্রি) প্রসিধ্যতীতি প্র-সিধ-গত্যর্থেতি ক্ত। ১ ভূষিত। ২ খ্যাত, বিখ্যাত। "প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখীভব॥" (পঞ্চদশী ৪।৫৭) ৩ উন্নত।

প্রসিদ্ধক (পুং) ১ জনকবংশীয় রাজভেদ। মরুর পুত্র ও কীর্ত্তিরথের পিতা। (রামা°) ২ প্রসিদ্ধার্থ।

প্রসিদ্ধতা (স্ত্রী) প্রসিদ্ধ-তল্-টাপ্। খ্যাতি, প্রসিদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রসিদ্ধি (স্ত্রী) প্র-সিধ্-ক্তিন্। ১ খ্যাতি, প্রতিপত্তি। ২ ভূষা।

"বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা ইতি নো গুরুদর্শনম্।
পৃথক্ পৃথক্ প্রসিদ্ধ্যর্থং যাসু লোকব্যবস্থিতঃ॥" (কাম° ২।৬)

প্রসিদ্ধিমৎ (ত্রি) প্রসিদ্ধি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। প্রসিদ্ধিযুক্ত।

প্রসুৎ (ত্রি) প্রবাহশীল। (সামবে°)

প্রসুত (ত্রি) ১ উৎপন্ন। (ক্লী) ২ সংখ্যাভেদ।

প্রসুপ্ (ত্রি) শত্রুদিগের নিদ্রাকারক।

"মৎসরাসঃ প্রসুপঃ সাকমীরতে" (ঋক্ ৯.৬৯।৬)

'প্রসুপঃ শত্রূণাং প্রস্বাপকাঃ' (সায়ণ)

প্রসুপ্ত (ত্রি) প্র-স্বপ-ক্ত। নিদ্রিত, প্রকৃষ্টরূপে সুপ্ত।

প্রসুপ্তি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা সুপ্তিঃ বা-প্র-সুপ্-ক্তিন্। উত্তমনিদ্রা।

প্রসুব (পুং) নির্যাসন। নিঙ্ড়ান।

প্রসুশ্রুত (পুং) মরুরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।১২।৭)

প্রসুহ্ম (পুং) ১ সুহ্মদেশসমীপস্থ দেশভেদ। ২ তদ্দেশের নৃপ। (ভারত সভাপ° ২৯ অঃ)

প্রসূ (স্ত্রী) প্রসূতে ইতি প্র-সূ-(সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্। ১ মাতা। "পিতৄণাং মানসী কন্যা মেনকা সাধ্বিকা প্রসূঃ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ২১।১২৮) ২ ঘোটকী। ৩ কদলী। ৪ বীরুৎলতা। (মেদিনী) ৫ প্রসবকর্ত্রী।

প্রসূকা (স্ত্রী) প্রসূরেব প্রসূ-স্বার্থে-কন্। বাজিনী। (রাজনি°)

প্রসূত (ত্রি) প্র-সূ- কর্ত্তরি-ক্ত। ১ সঞ্জাত।

"তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব॥" (রঘু ১।১২)

২ কৃতপ্রসব। ৩ প্রকৃষ্ট সূত। (পুং) ৪ চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৫ অঃ) ৫ কুসুম। (মেদিনী)

প্রসূতা (স্ত্রী) প্রসূতেস্ম ইতি প্র-সূ-কর্ত্তরি-ক্ত। জাতসন্তানা। পর্য্যায়—জাতাপত্যা, প্রজাতা, প্রসূতিকা। (অমর)

"অকালে চ প্রসূতা স্ত্রী স্নেহপানং বিবর্জ্জয়েৎ।" (সুশ্রুত চিকি° ৩১) ২ ঘোটকী।

প্রসূতি (স্ত্রী) প্র-সূয়তে ইতি প্র-সূ-ক্তিন্। ১ প্রসব। (ভাবপ্র°) প্র-সূ-ভাবে ক্তিন্। ২ উদ্ভব।

"আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ।
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥" (শকু° ৪ অঃ)

৩ তনয়। ৪ দুহিতা। (মেদিনী) ৫ সন্ততি। (রঘু ৫।৭) ৬ কারণ। (রঘু ২।৬৬) ৭ উৎপত্তিস্থান। ৮ দক্ষের পত্নী, সতীজননী। "দেবহূতিঃ কর্দ্দমস্ত প্রসূতির্দক্ষকামিনী।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ২।১।১২৮) ৯ জাতপ্রসবা স্ত্রী।

প্রসূতিকা (স্ত্রী) প্রসূতঃ সূতোঽস্তা অস্তীতি ঠন্। প্রসূতা, জাতপ্রসবা স্ত্রী। (অমর)

প্রসূতিজ (ক্লী) প্রসূতের্দুঃখমারভ্যোত্যর্থঃ জায়তে ইতি জন-ড। ১ দুঃখ। (ত্রি) ২ প্রসবজাত মাত্র।

প্রসূন (ক্লী) প্রসূতে স্মেতি প্র-সূ-ক্ত, ওদিত্বাৎ নিষ্ঠা তস্ত নত্বঃ। ১ পুষ্প। "অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈরাচারলাজৈরিব পৌরকন্যাঃ।" (রঘু ২।১০) ২ ফল। (ত্রি) ৩ জাত। (মেদিনী)

প্রসূনক (ক্লী) ১ প্রসূন। ২ মুকুল, কুঁড়ি।

প্রসূনবাণ (পুং) কামদেব।

প্রসূনেষু (পুং) প্রসূনং পুষ্পং ইষুর্বাণোযস্ত। কামদেব। (ত্রিকা°)

প্রসূমৎ (ত্রি) পুষ্পবিশিষ্ট।

প্রসূবন্ (ত্রি) ফলযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ নস্ত রঃ। প্রসূবরী। "প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ" (ঋক্ ১০।৯৭।৩) 'প্রসূবরী প্রকর্ষেণ সূয়ন্তু উপভোগায়েতি প্রসবাঃ ফলানি, তদ্বত্যঃ' (সায়ণ)

প্রসৃত (ত্রি) প্র-সৃ-ক্ত। ১ প্রবৃদ্ধ। ২ প্রসারিত। "ন শশাক নিয়ন্তুঞ্চ স ব্যাসঃ প্রসৃতং মনঃ।" (দেবীভাগ° ১।১৪।৫) ৩ বিনীত। ৪ বেগিত। (মেদিনী) ৫ গত। (ত্রিকা°) ৬ নিযুক্ত। (হলায়ুধ) (পুং) ৭ নিকুঞ্চপাণি, অর্দ্ধাঞ্জলি। (শত°ব্রা° ৪।৫।১০।৭) ৮ ফলদ্বয়। (শব্দমালা) ৯ প্রসরণযুক্ত।

প্রসৃতজ (পুং) ১ কুণ্ডগোলকরূপ পুত্রভেদ।

"আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়স্তস্থানন্তরজশ্চ সঃ।
নিরুক্তজশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সুতঃ প্রসৃতজস্তথা ॥"(ভারত অনু° ৪৯অঃ)

'প্রসৃতজঃ প্রসৃতোঽনিরুক্তঃ, যো লোল্যাৎ পরক্ষেত্রে রেতঃ সিঞ্চতি তজ্জঃ প্রসৃতজঃ স চ কুণ্ডগোলকরূপঃ' (নীলকণ্ঠ) জারজ সন্তানই প্রসৃতজ।

প্রসৃতা (স্ত্রী) প্র-সৃ-ক্ত, টাপ্। জঙ্ঘা। (মেদিনী)

প্রসৃতি (স্ত্রী) প্র-সৃ-ক্তিন্। ১ প্রসৃত। ২ কুঞ্চিতপাণি।

"দেবাম্বুগ্রান্ সমভ্যর্চ্য তৎস্নানোদকমাহরেৎ।
সংশ্রাব্য পায়য়েৎ তস্মাৎ জলাৎ স প্রসৃতিত্রয়ম্ ॥"(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১১২)

৩ সন্ততি। ৪ ফলদ্বয়, ১৬ তোলা পরিমাণ। "ফলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতশ্চ নিগদ্যতে।" (ভাবপ্র°)

প্রসৃষ্ট (ত্রি) প্র-সৃজ-ক্ত। ১ প্রকর্ষরূপে সৃষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ প্রসৃতা অঙ্গুলি। "তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ।" (ভারত বিরাট ১৩ অঃ) 'অঙ্গুল্যঃ প্রসৃতা যাস্তু তাঃ প্রসৃষ্টা উদীরিতাঃ' (নীলকণ্ঠ)

প্রসেক (পুং) প্রসেচনমিতি প্র-সিচ্-ঘঞ্। ১ সেচন। ২ চ্যুতি। "মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ ॥" (ঋতুসংহার ৩।৫)

২ রোগবিশেষ। (সুশ্রুত) ৩ কফজন্য লালাদি স্রাব। (চরক)

প্রসেকতা (স্ত্রী) প্রসেকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ প্রসেকের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ বমনাদি সময়ে শ্লেষ্মাদি নির্গমন।

প্রসেকিন্ (পুং) প্র-সিচ্-বাহু° ঘিণুন্। ১ প্রসেচনশীল। ২ প্রসেকযুক্ত। ৩ ব্রণভেদ। ৪ অসাধ্যরোগভেদ। (সুশ্রুত)

প্রসেদিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রারাম, ক্ষুদ্র উপবন। কোন কোন পুস্তকে উহার পাঠান্তর প্রসীদিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসেদিবৎ (ত্রি) প্র-সদ-কর্ত্তরি-ক্বসু। প্রসন্ন।

প্রসেন (পুং) অনমিত্রপৌত্র সত্রাজিৎ নৃপভ্রাতা ক্ষত্রিয়ভেদ। রাজা সত্রাজিতের একটী স্যমন্তক মণি ছিল। এই মণি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মণি তখন আর ছিল না। একদা প্রসেন ঐ মণি ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে গমন করেন, তথায় এক কেশরী প্রসেনকে নিহত করিয়া ঐ মণি গ্রহণপূর্ব্বক যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করিল, অমনি জাম্ববান্ সেই গুহা মধ্যে কেশরীকে নিহত করিয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক তাহা স্বীয়কুমারের ক্রীড়া দ্রব্য করিয়া দিলেন। যথাসময়ে প্রসেন গৃহে প্রত্যাগত না হওয়ায় সত্রাজিৎ বিশেষ ভাবিত হইলেন এবং তিনি লোকের নিকট বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ এই মণিলোভে প্রসেনকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই মিথ্যা অপবাদ শ্রীকৃষ্ণেরও কর্ণগোচর হইল। তখন কৃষ্ণ এই অপবাদ অপনোদনের জন্য নগরস্থিত জনগণের সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অন্বেষণ করিতে করিতে কেশরী কর্তৃক নিহত অশ্বের সহিত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং তথায় সেই সিংহও নিহত রহিয়াছে ইহা দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন কৃষ্ণ ঐ গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঋক্ষরাজের নিকট হইতে স্যমন্তক মণি গ্রহণ করেন। ঋক্ষরাজ তাঁহাকে অভীষ্টদেব জানিতে পারিয়া স্বীয় দুহিতা জাম্ববতীকে প্রদান করেন। কৃষ্ণ তখন সকলের সমক্ষে মণিপ্রদান করিয়া নিজের অপবাদ খণ্ডন করেন। (ভাগ° ১০।৫৬ অঃ) যদি কেহ নষ্টচন্দ্রের দিন হঠাৎ চন্দ্র দর্শন করে, তাহা হইলে পরদিন প্রাতে এই মণিহরণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহার সেই দোষ দূর হয়। (ভাগবতে ১০।৫৬ অধ্যায় এবং হরিবংশে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

প্রসেনজিৎ (পুং) নৃপভেদ। (হরিব° ১২ অঃ)

প্রসেব (পুং) প্রসীব্যতে স্মেতি প্র-সিব-(অকর্ত্তরি চেতি। পা ৩।৩।১৯) ইতি-ঘঞ্। ১ বীণাঙ্গ। ২ স্যূত। ৩ প্রথিত। (মেদিনী) প্র-সেব-ভাবে ঘঞ্। ৪ প্রকৃষ্ট সেবন।

প্রসেবক (পুং) প্র-সিব-ণ্বুল্ বা প্রসেব এব স্বার্থে কন্। ১ বীণা-প্রান্তচক্রকাষ্ঠ। ২ দণ্ডের অধোদিকে শব্দের গাম্ভীর্য্যের জন্ত দারুময় ভাণ্ড। কাহারও কাহার মতে বীণাস্থিত অলাবুফল। (ভারত) পর্য্যায়—ককুভ। ৩ সূত্ররচিত পাত্র, চলিত ধোকড়া। পর্য্যায়—স্যান, স্যোন, ধৌতকট, স্যোত, স্যূত। (ভরত) (ত্রি) ৪ প্রকৃষ্ট স্যূতিকারক।

প্রস্কণ্ব (পুং) প্রগতং কণ্বং পাপং যস্মাদিতি (প্রস্কণ্বহরিশ্চান্দ্রৌ। পা ৬।১।১৫৩) ইতি সুট্। ঋষিবিশেষ, ইনি বৈদিক সন্ধ্যার অন্তর্গত সূর্য্যোপস্থানমন্ত্রের ঋষিভেদ। "প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ু-জীবসে" (ঋক্ ১।৪৪।৬।)

প্রস্কন্দন (ক্লী) প্র-স্কন্দ-ল্যুট্। ১ বিরেক, চলিত জোলাপ। "অগ্নিপ্রস্কন্দনপরস্ত্বঞ্চাপ্যেবং ভবিষ্যতি।" (ভারত১।৮৪।২৬)

২ আস্কন্দন। প্র-স্কন্দ-অপাদানে ল্যুট্। ৩ আস্কন্দনের অপাদান, যাহা হইতে আস্কন্দন হয়, তাহা। (পুং) প্র-স্কন্দ-কর্ত্তরি-ল্যু। ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬২) ৫ অতীসার রোগ। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্কন্দিকা (পুং) সংগ্রহগ্রহণীরোগ। (নিদান)

প্রস্কন্ন (ত্রি) প্রকর্ষেণ স্কন্নঃ। প্রাদিস°। পতিত। (হেম) (পুং) ২ অশ্বরোগবিশেষ। যদি অশ্বের বক্ষদেশ গুরু এবং গাত্রপরিক্রম স্তব্ধ হয় ও কুব্জীভূত পৃষ্ঠদ্বারা বদ্ধের ন্যায় গমন করে, তাহা হইলে এই রোগ হয়।

"গুরু যস্য ভবেদ্বক্ষঃ স্তব্ধগাত্রপরিক্রমঃ।
কুব্জীভূতেন পৃষ্ঠেন যো বাজী যাতি বদ্ধবৎ॥" (জয়দত্ত)

প্রস্কুন্দ (পুং) প্রগতঃ কুন্দং চক্রং, অত্যাদি° স°, পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। কুন্দাখ্য চক্রাকার বেদিকা। "প্রস্কুন্দেন প্রতিস্তব্ধশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।" (ভারত উদ্যোগ ৭২ অঃ)

প্রস্খলন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে স্খলন, পতন।

প্রস্তর (পুং) প্রস্তৃণাতি আচ্ছাদয়তি যঃ, প্র-স্তৃ-পচাদ্যচ্। শিলা, পাথর। পর্য্যায়—গ্রাবন্, পাষাণ, উপল, অশ্মন্, দৃশৎ, দৃষৎ, পাদারুক, পারটীট, মন্মরু, কাচক, শিলা।

অল্পসংখ্যক প্রস্তরখণ্ডের একত্র সমাবেশে গণ্ডশৈল ও বহুল পরিমাণ প্রস্তর-সমষ্টিতে পর্ব্বতাদির উৎপত্তি। যেরূপে মৃত্তিকান্তর জলবায়ুপ্রভাবে কঠিন হইয়া প্রস্তরাকারে রূপান্তরিত হয়, তাহার বিবরণ পর্ব্বত শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। [পর্ব্বত দেখ।]

বর্ষার অবিরত জলস্রোতে এবং সাময়িক ভীষণ ঝটিকায় শিলাখণ্ড পর্ব্বতগাত্র হইতে ধৌত বা বিচ্যুত হইয়া নিম্নদেশে পতিত হয়। এইরূপ বহুবর্ষব্যাপী সংঘর্ষণে খণ্ড খণ্ডাকারে বিচূর্ণ পর্ব্বতেরই পাথর অভিধান হইয়া থাকে। সময় সময় পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া আমরা আবশ্যকমত[১] যে শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা প্রস্তর অর্থাৎ এক কথায় পর্ব্বত-বিশ্লিষ্ট অংশ বিশেষকেই পাথর বলা যাইতে পারে।[২]

প্রস্তর সাধারণতঃ দুইপ্রকার—১ সচ্ছিদ্র (pervious) অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া জল-নিঃসরণ হইয়া থাকে এবং ২ ছিদ্রহীন (Inpervious) অর্থাৎ যাহার ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারেনা[৩]। উপরি উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান্তরভেদে প্রস্তরের নানারূপ বিভাগ ও নামসংজ্ঞা হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত উত্তপ্ত ও গলিত দ্রাবাদি শীতল হইয়া প্রস্তরাকারে পরিণত হয়, তাহাকে আগ্নেয় প্রস্তর (Igneous rock) বলা যায়[৪]। জলমধ্যস্থিত পরমাণুসমষ্টি স্বীয় শক্তিবশে জমিয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। জলগর্ভে উৎপত্তি হেতু এই শ্রেণীর পাথর জলজ বা পলিময় (Aqueous বা Sedimentary) নামে অভিহিত। ঐ পলিময় ভূখণ্ড দৃঢ়ীভূত হইয়া কালে প্রস্তর-স্তরে (Stratified rocks) রূপান্তরিত হয়[৫]।

যে প্রস্তরগুলি অন্যের সহযোগে উৎপন্ন, তাহা অপরজ বা "সেকেণ্ডারি" (Secondary rocks) নামে কথিত[৬]।

পূর্ব্বোক্ত স্তরমধ্যে নিহিত জীবদেহের প্রস্তরীভূত কঙ্কালকে সেই সেই জীবের "প্রস্তরাস্থি" (Fossils) বলা যায়। কোন কোন প্রস্তর বিশিষ্ট জল-বায়ুর গুণে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্ফটিকের (কাঁচের ন্যায়) আকার ধারণ করে, উহাই Pebble নামে খ্যাত[৭]।

ভারতের নানাস্থানে লাল, নীল, জরদ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তর পাওয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণে, প্রতিমূর্ত্তি গঠনে ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুতকরণে এই প্রস্তরসমূহ বিশেষ উপযোগী[৮]।

---

(১) গৃহাদি নির্ম্মাণার্থ এবং আবশ্যকমত পানভোজনপাত্রাদি প্রস্তুত করিতে আমরা পর্ব্বতাংশ হইতে প্রস্তর গ্রহণ করিয়া থাকি। উঃ পঃ প্রদেশের অধিকাংশ বাটীই প্রস্তরনির্ম্মিত। উহার মেজে প্রভৃতিও মর্ম্মরাদি শোভিত হইয়া থাকে। জয়পুরের সাদা পাথরের বাসন দেশবিখ্যাত।

(২) যেমন বেলে পাথর, চূণাপাথর, গ্রেভল প্রভৃতি।

(৩) কর্দ্দম প্রভৃতি।

(৪) দানাদার (Granite) বা কলমে, বউলমালা (basalt) ও লাভা (lava)।

(৫) স্লেট, বেলে পাথর, চূণাপাথর, খড়ি, মর্ম্মর এবং স্ফটিক ও বালুকামিশ্রিত conglomerate.

(৬) শম্বুকাদি সমুদ্রজ জীবের সহযোগে যেরূপ খড়ি, চূণাপাথর ও মর্ম্মরের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৭) ইহাতেই প্রসিদ্ধ পাথরের চস্‌মা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৮) দিল্লীর সমীপদেশবর্ত্তী লাল পাথর, নর্ম্মদা, গোদাবরী ও কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী স্লেট, চূণা ও মর্ম্মরপ্রস্তর, হিন্দুমন্দিরাদির বেসল্টিক গ্রীনষ্টোন,

ভারত, আমেরিকা কি যুরোপবাসিগণ যখন ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিখেন নাই, সেই সময় আদিম জাতীয়গণ একমাত্র প্রস্তরাস্ত্র দ্বারাই আপনাদের আবশ্যকীয় কার্য্যসমূহ সমাধা করিতেন। ঐ সমস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠার, ছুরিকা ও তীরের ফলার নিদর্শন জগতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে[৯]।

পুরাকালে রাজগণ প্রস্তরফলকে রাজকীয় বিশেষ কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন। রাজাজ্ঞা, গ্রামদান, মন্দির উৎসর্গ ও সাধারণ দানের পত্রলিপি (সনন্দ) স্বরূপ ইহা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনতম রাজগণের কীর্ত্তিকলাপ, তাহাদের প্রবর্ত্তিত অনুশাসন ও বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করিয়া যে উৎকীর্ণ প্রস্তর-ফলকসমূহ দেখা যায়, সেই সমস্ত শিলাফলকসমূহে তৎসাময়িক ঘটনা বা তত্তৎ রাজন্যগণের বংশানুচরিতও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মোজেস একখানি প্রস্তরফলকে ঈশ্বরের ১০টী অনুজ্ঞা (Ten Commandments) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পিকিন মহানগরীর কনফুচীর মন্দিরে ১০টী ঢক্কাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের উপর কবিতা লিখিত আছে, প্রবাদ যে সান্ ও যৌএর সময় ঐ ফলক কয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[১০]। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক তদীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার্থ ও ধর্ম্মানুশাসন প্রচারার্থ পর্ব্বতগাত্রে অনুশাসনসমূহ (Edicts) উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। [বিস্তৃত বিবরণ শিলালিপি এবং প্রিয়দর্শী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।] বালি-পাথর বা চুনা পাথর লইয়াই যে পাথরের সৃষ্টি তাহা নহে। হিমালয়পর্ব্বত যে প্রস্তররাশি লইয়া গঠিত, বিন্ধ্যগিরিতে তাহা নাই। উহার উপাদান সম্যক্ স্বতন্ত্র। যেমন মৃত্তিকা কঠিন হইয়া প্রস্তরে পরিণত হয়, সেইরূপ কালসহায়ে ও জলবায়ুর গুণে এবং পার্শ্বস্থ মৃত্তিকারসের বিশেষত্বহেতু সাধারণ প্রস্তর রূপান্তরিত হইয়া মূল্যবান্ হীরক ও বৈদূর্য্যাদি মণিরত্নে (Precious stones) পরিণত হইয়া থাকে। [তত্তৎ মণিশব্দে দ্রষ্টব্য।]

যখন হীরকাদি মূল্যবান্ মণি অথবা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের প্রস্তরাদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে অর্থাৎ পর্ব্বতগহ্বরস্থ খনি-মধ্যে বা পর্ব্বতগাত্রে নিবদ্ধ থাকে, তখন তাহা মনুষ্যের কোন উপকারেই আইসে না। উহাদিগকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে আবশ্যক মত কাটিয়া লইতে হয়। শ্বেত, বেলে, চুণা বা দানাদার প্রস্তরাদি গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী করিতে গোলাকার, লম্ব, ত্রিকোণ বা চতুরস্র ভাবে কাটিয়া লইতে হয়। জল ও বালুকা সহযোগে করাতযন্ত্র দ্বারা একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকে শতধা করিয়া নির্ম্মাতা ব্যবহার করেন। বাটী, গেলাস, কলা প্রভৃতি পাত্র ইচ্ছানুসারে ছেনী যন্ত্রের সাহায্যে খোদিত হইয়া থাকে। মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলকের (Slab) উপর উৎকীর্ণ শিল্পকার্য্য ও চারুচিত্রসমূহ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মনুষ্যের প্রতিকৃতিসমূহ ভাস্কর-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

[ভাস্করবিদ্যা দেখ।]

খোদিত শিল্পের দ্বারা মোটা পাথরের যেরূপ শ্রীসম্পাদন হইয়া থাকে, তদ্রূপ হীরকাদি মণির পল কাটিয়া, তাহার উজ্জ্বলতা সাধন করিতে হয়। হীরক, চুণী, পান্না, মরকত, নীলা, ওপাল, গার্নেট প্রভৃতি মণির পল-কাটার গুণে ঔজ্জ্বল্য ও মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহাদের আবশ্যক মত কাটিয়া লইতে দুই তিন প্রকার কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। [হীরক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রস্তর বহুবিধ শিল্পকার্য্যে, পালিশদ্বারা তাহার শ্রী ও চাকচিক্য সম্পাদনে, তদ্গাত্রে অক্ষর-লিপিমালার সন্নিবেশে, প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহসংরক্ষণে ও ভাস্করবিদ্যার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ বিবিধ মূর্ত্তি সংগঠনে এবং সুদৃঢ় পর্ব্বতমালা খোদিত করিয়া তন্মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বৈদেশিক চিত্রাবলীর সংস্থাপনে হিন্দুগণ বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বলিতে কি গঠনপ্রণালী, কি উৎকৃষ্ট পালিশ ও কঠিন প্রস্তরকে স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিদানবিষয়ে তাঁহারা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অসাধারণ মানসিক শক্তির প্রভাবে ও পিন্সলের ন্যায় ক্ষুদ্র যন্ত্রের[১১] সাহায্যে তাঁহারা গ্রেণাইট প্রস্তর কাটিয়া দৌলতাবাদের দৃঢ় পার্ব্বত্যদুর্গ স্থাপন ও তদভ্যন্তরে খোদিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহ রক্ষা করেন। অজন্টার অপূর্ব্ব গুহামন্দির ও তদভ্যন্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তি সমূহ উৎকীর্ণ করিয়া তাঁহারা সভ্য জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ভাস্করবিদ্যার এরূপ উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

স্পর্শমণি বা পরেশপাথর (Alchemist's stone) নামে একপ্রকার পাথরের কথা শুনা যায়। উহার গুণ অপরাপর ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করা; কিন্তু এই প্রস্তর আছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

ব্রজের মর্ম্মর (বুদ্ধমূর্ত্তি-নির্ম্মাণের জন্য প্রশস্ত), হরনা পর্ব্বতের মর্ম্মর তুল্য শ্বেতপ্রস্তর, জয়পুরের বাসন-নির্ম্মাণের সাদা পাথর, কৈমুর গিরিশ্রেণীর বেলে পাথর, এবং চয়েনপুর, সাসেরাম, তিরোহ ও অকবরপুরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের প্রস্তরে কলের জাঁতা (millstone), নদীর পুল, বাটী, দেবদেবীর মূর্ত্তি ও জয়স্তম্ভাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৯) মিঃ ব্লানফোর্ড, লেফটেনাণ্ট মুইনি, সার্জ্জন প্রিমরোজ, সর আলেকসান্দার, কনিংহাম প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বপ্রণীত গ্রন্থে ইঁহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।

(১০) উক্ত চীন মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাব-কাল (সান) ২২৫৫ খৃঃ পূঃ এবং (যৌ) ২০০৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ।

(১১) এখনও দৌলতাবাদের পর্ব্বতোপরি ও ইজিপ্টের স্থানবিশেষে ঐ chisel যন্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

চুম্বক (Load-stone) নামে আর এক প্রকার প্রস্তর আছে, যাহা নিজগুণে দূরস্থিত লৌহাদি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ঐ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদ্রগর্ভে ও অন্যান্য স্থানে এই প্রস্তর পাওয়া যায়। লৌহখণ্ডে এই প্রস্তর ঘসিয়া লইলে সেই লৌহও চুম্বকের শক্তিবিশিষ্ট হয়।

জগতের সভ্য ও অসভ্য জাতীয়ের মধ্যে শিলা-পূজার বিধি প্রচলিত ছিল। সুসভ্য য়ুরোপখণ্ডে পূর্ব্বকালে প্রস্তর-পূজার যেরূপ সমাদর ছিল, ভারতের নানাস্থানেও তদ্রূপ পূজাবাহুল্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতে পৌত্তলিকতার স্রোত প্রবল হইলে নানারূপ দেবমূর্ত্তিগঠন ও বিঘ্নবিনাশের জন্য নানা দেবতাকল্পন প্রয়োজন হয়। তাই ভারতের স্থানে স্থানে সুসভ্যজাতির মধ্যেও খোদিত শিলমূর্ত্তি এবং অখোদিত শিল-নুড়ীর গ্রাম্য-দেবতারূপে পূজা প্রচলিত আছে[১২]। ভারতীয় আর্য্যগণ ব্যতীত অনার্য্যগণের মধ্যেও ঐরূপ শিলাময়ী প্রতিমাপূজার নিদর্শন পাওয়া যায়[১৩]। হিব্রুধর্ম্মগ্রন্থেও শিলামূর্ত্তির উল্লেখ আছে। ফিনিকীয়গণ একটী অখণ্ড প্রস্তরে কোন এক দেব-মূর্ত্তির পূজা করিতেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত আরবীয়গণ একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, পরে উহা কাবার প্রাচীরে সংন্যস্ত হয়। জুরানগরেও এইরূপ আর একখানি পবিত্র প্রস্তর আছে। তথাকার অধিবাসিগণ ধর্ম্মের অনুরোধে সূর্য্যের অভিমুখে ঐ প্রস্তরখানি ঘুরাইয়া থাকেন। হিব্রাইডিসে একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর আছে, অধিবাসিগণ বলে উহা জাগ্রত; সময় সময় তিনি আকাশবাণী-দ্বারা সাধারণকে বিষয় সকল জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

মোগলসম্রাট্ বাবর লিখিয়াছেন যে, জামযুদ্ধের অভিনয়ে পারসিকগণের মধ্যে আত্মবিবাদ উপস্থিত করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিকগণ স্ব স্ব প্রস্তর (Magic stone) লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল[১৪]। এখনও মধ্য-এসিয়ার ভ্রমণশীল জাতির মধ্যে ঐ প্রস্তরের গুণাবলীর আদর আছে[১৫]।

ইংলণ্ডদেশীয় বৃত্তাকার ন্যস্ত প্রস্তরাবলীকে ষ্টোনহেঞ্জ (Stone-henge) বলে, উহা একটী প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন। দক্ষিণ-ভারতে কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী অমরাবতীনগরের বৃত্তাকারে প্রোথিত লম্বমান প্রস্তর প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন হইলেও পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ। বর্ত্তমান প্রথায় খোদিত ও শিল্পযুক্ত 'ক্রুশ'-চিহ্নিত প্রস্তরস্তম্ভের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বকালে সমাধিস্তম্ভরূপে শবদেহের উপর যে প্রস্তর সজ্জিত হইত, তাহা 'ক্রমলেক' (Cromleche) নামে পরিচিত। যে ভাগ্যপ্রস্তরে (Stone of Destiny) আয়র্লণ্ডের রাজগণ রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন, তাহা এক্ষণে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে প্রাচীন রাজতক্তের নিম্নে গ্রথিত রহিয়াছে[১৬]। কোল ও খসদিগের মধ্যে স্মরণার্থ প্রস্তরখণ্ড (Monoliths) রক্ষিত হইয়া থাকে। হিমালয়পর্ব্বতবাসী কুনাবরদিগের মধ্যে শস্যরক্ষার জন্য ক্ষেত্রমধ্যে প্রস্তরপূজা বিধি আছে। ঐ ভূমি অধিক শস্যশালিনী হইবে বলিয়া তাহারা একখণ্ড প্রস্তরে চূণ লেপিয়া ও সিন্দূরে পঞ্চাঙ্গুলাকৃতি চিহ্ন স্থাপন করিয়া পূজা করে। দাক্ষিণাত্যে উদ্যান মধ্যে অথবা মাঠের ধারে বৃক্ষতলে সিন্দূরের টিপ দিয়া প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া দেয়। মহিসুরবাসী অসগেরাও শিলা লইয়া ভূমি-

(১২) গণ্ডকীশিলা লইয়া শালগ্রামরূপে নারায়ণের পূজা, বট অশ্বথ প্রভৃতি বৃক্ষতলে নুড়ী রাখিয়া তাহাতে সিন্দুর ও চন্দনলেপনপূর্ব্বক শিব পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবতারপূজা, মনসা বৃক্ষের পাদদেশে নুড়ী রাখিয়া মনসাদেবীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, রাখালপূজা প্রভৃতি। এই নুড়ীপাথর নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া আনা হয়, অথবা প্রস্তরখণ্ডে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন খোদিত প্রস্তরে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি শক্তি মূর্ত্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্র, যম, রাম, কৃষ্ণ, ও বুদ্ধ মূর্ত্তিরও পূজা দেখা যায়। [শালগ্রাম প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

(১৩) পার্ব্বতীয় আদিম অনার্য্য জাতীয়ের প্রস্তরপূজা কোল, গোঁড়, প্রভৃতি শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

(১৪) Baber's Memoirs, p. 450.

(১৫) তুর্কমানদিগের রজিয়া সর্দ্দার ও কীরঘীজ্ বরস্তী সর্দ্দারগণ অদ্যাপিও এই প্রস্তর সঙ্গে লইয়া ফিরেন। বিষাক্ত সর্প বা বিছার (scorpions) দংশনে ইহা কোরাণের কতিহা-মন্ত্রাপেক্ষা উপকারী বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।

(১৬) পূর্ব্বে য়ুরোপখণ্ডে রাজাদিগকে প্রস্তরে বসাইয়া যেরূপ মহা সমারোহে অভিষেক করাইবার প্রথা ছিল, রাজপুত-রাজগণের মধ্যেও তদ্রূপ রাজ্যাভিষেক দেখা যায়। এইরূপ প্রস্তরসিংহাসনাভিষেক কানান জাতীয়ের মধ্যে (Canaanitish of Origin) প্রচলিত ছিল। সুইডেন ও দিনেমার-রাজগণ গোলাকার প্রস্তরে অভিষিক্ত হন। অবিমেলেকরাজ (King Abimelech) সাচেমের স্তম্ভে (Pillers of Shechem) ও জেহোয়াস্ (Jehoash) প্রস্তরস্তম্ভে বসিয়া রাজা হন। গায়েল (Gael) যে প্রস্তরে উপবিষ্ট থাকিতেন, তাহা পবিত্র ও ঐশীশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। জ্যাক কেড্ (Jack Cade) লণ্ডননগরের প্রস্তর ছুঁইয়াই মর্টিমারকে লণ্ডনের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। আইরীস্ সর্দ্দারগণ সম্পদপ্রাপ্তিকালে প্রস্তরে বসিতেন। হিরোদোতস্ প্রস্তরে বীরগণের পদচিহ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। গয়ায় বিষ্ণুপদ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণপদ ও সিংহলে বৌদ্ধপদচিহ্নসমূহ প্রস্তরে অঙ্কিত। শকনৃপতিগণ (Scythians) পর্ব্বতের উপরে হার্কিউলিসের পদচিহ্ন খোদিত করিয়াছিলেন।

দেবতার পূজা করে। বেরার হইতে বস্তার পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সভ্য ও অসভ্যগণের মধ্যে প্রস্তরপূজা দেখা যায়। দাক্ষি-ণাত্যের বকাদার ও বেতদার নামক নিকৃষ্ট জাতীয়েরা প্রত্যেক গৃহে প্রস্তরখণ্ডে ভূতদেবতার পূজা করিয়া থাকে। তথাকার অন্যান্য স্থানে শস্যক্ষেত্রাদিতে কৃষকগণ পাঁচ খণ্ড প্রস্তর সিন্দূর লেপিয়া পুতিয়া রাখে। উহারাই শস্যক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্তা ও পঞ্চপাণ্ডু নামে অভিহিত। প্রত্যেক খোন্দগ্রামের দেবতামূর্ত্তি তিন খানি প্রস্তরে গঠিত হইয়া থাকে। কেয়েনগণ শিলারূপা দেবমূর্ত্তিকে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে। লম্পৎ রাজ্যের বেক্কুনই নগরবাসীরা একখণ্ড শায়িত প্রস্তরের বক্ষে অপর এক শিলা দণ্ডায়মান রাখিয়া ধর্ম্ম বলিয়া ভক্তি করে। তাহাদের বিশ্বাস এই, দেবতার সমীপে অভক্তিপূর্ব্বক গমন করিলে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হয়।

পলিনেসিয়াগণ প্রস্তরমূর্ত্তি গঠনে ও পূজনে বিশেষ ভক্তি ও শ্রম স্বীকার করে। টার্ণার (Mr Turner) সাহেব নিউ-হিব্রাইডিজ্ হইতে কএকটী মসৃণ প্রস্তরমূর্ত্তি আনিয়া-ছিলেন। তিনি বলেন, পলিনেসিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশ শিলাময়ী দেবতাকেই বহু শূকরশাবকপ্রাপ্তির আশায় পূজা করে। ফিজিদ্বীপের অধিদেবতা দিজি (Degei) তথাকার পরিখাগর্ভস্থ দুই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড হইতে উৎপত্তিলাভ করি-য়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস[১৭]।

ভারতে যেরূপ হিন্দুদেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তির বিশেষ সমাদর আছে, গ্রীসদেশেও পুরাকালে সেইরূপ জুপিটর, ভিনাস প্রভৃতি শিলামূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল, এখনও সেই সকল দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

'পল্লবাদ্যৈবিরচিতে শয়নীয়ে তু সংস্তরঃ।
প্রস্তরঃ প্রস্তিরশ্চেতি প্রস্তারোঽপি চ কুত্রচিৎ॥'(শব্দরত্নাবলী)

৩ মণি। (মেদিনী) ৪ দর্ভমুষ্টি। "অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং প্রহরতি" (তাণ্ড্য ব্রা° ৬।৭।১৬) 'প্রস্তরো দর্ভমুষ্টিঃ' (ভাষ্য)

প্রস্তরণ (ক্লী) আস্তরণ, বিছানা।

প্রস্তরণী (স্ত্রী) প্রস্তরস্তদাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি প্রস্তর-ইনি, ঙীপ্। ১ গোলোমিকা, শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°) ২গোজিহ্বা। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্তরভেদ (পুং) পাষাণভেদ, পাথরকুচা। (ভৈষজ্যম্°)

প্রস্তরস্বেদ (পুং) বাতাদিরোগে স্বেদবিশেষ। (চরক)

প্রস্তরেষ্ঠ (পুং) প্রস্তরে তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্ সমাসঃ, ততঃ ষত্বং। প্রস্তরস্থায়ী বিশ্বদেবভেদ। "প্রস্তরেষ্ঠাঃ পরিধেয়াশ্চ দেবাঃ" (শুক্লযজু° ২।১৮) 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ 'প্রস্তরে তিষ্ঠন্তীতি প্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রস্তরস্থায়িনঃ' (বেদদীপ)

প্রস্তরোদ্ভূত (ক্লী) প্রস্তরজল। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্তরোপল (পুং) চন্দ্রকান্তমণি। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্তব (পুং) ১ স্তুতি, প্রশংসা। ২ প্রস্তাব, শুভমুহূর্ত্ত।

প্রস্তার (পুং) প্র-স্তৃ-ঘঞ্। ১ তৃণবন। পর্য্যায়—তৃণাটবী, কক্ষ। (হেম) ২ পল্লবাদি রচিত শয়নীয়। (শব্দরত্না°) ৩ শয্যা-মাত্র। প্রস্তার্য্যন্তে বিস্তার্য্যন্তে গুরুলঘুরূপতয়াবর্ণা মাত্রা বা অনেন প্র-স্তৃ-ণিচ্-করণে অচ্। ৪ ছন্দের গুরু-লঘুজ্ঞাপক ক্রিয়া-ভেদ, ছন্দঃ প্রভৃতির প্রভেদজ্ঞাপক সঙ্কেতবিশেষ।

"পাদে সর্ব্বগুরাবাদ্যাৎ লঘু ন্যস্য গুরোরধঃ।
যথোপরি তথা শেষং ভূয়ঃ কুর্য্যাদমুং বিধিম্॥
ঊনে দদ্যাৎ গুরূনেব যাবৎ সর্ব্বলঘুর্ভবেৎ।
প্রস্তারোঽয়ং সমাখ্যাতশ্ছন্দোবিচিতিবেদিভিঃ॥" (বৃত্তরত্নাবলী)

প্রস্তারপঙ্ক্তি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

প্রস্তারিন্ (ত্রি) প্রস্তারোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। প্রস্তারযুক্ত, বিস্তার যুক্ত। "দধার পৃষ্ঠেন সলক্ষযোজনপ্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্।" (ভাগ° ৮।৭।৯) 'প্রস্তারো বিস্তারো যস্যাস্তীতি তথা ভূতেন পৃষ্ঠেন' (স্বামী)

প্রস্তার্য্যর্ম্মন্ (ক্লী) নেত্ররোগভেদ। "প্রস্তার্য্যর্ম্ম তনুস্তীর্ণং শ্যাবং রক্তনিভে সিতে।" (মাধবনি°) দোষ সকল কুপিত হইয়া বা সন্নিপাত দ্বারা চক্ষুর চারিদিকে যদি বিস্তৃতভাবে শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ মাংস সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে এই রোগ হয়।

"সমাস্তাদ্বিস্তৃতঃ শ্যাবো রক্তো বা মাংসসঞ্চয়ঃ।
সন্নিপাতেন দোষাণাং প্রস্তার্য্যর্ম্ম তদুচ্যতে॥"(রক্ষিতধৃত নেমি)

প্রস্তাব (পুং) প্র-স্তু-(প্রক্রন্দ্রুস্তুবঃ। পা ৩।৩।২৭) ইতি ঘঞ্। ১ অবসর। ২ প্রসঙ্গস্তুতি। (ভরত) ৩প্রসঙ্গ। (ভানুদীক্ষিত।) ৪ প্রকর্ষরূপে স্তব। ৫ প্রকরণ। (কাব্যপ্র°) ৬ সামের অবয়বভেদ। ইহা প্রস্তোতৃ নামক ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক গেয় সামের প্রথমাংশ। ইহার দেবতা ব্রহ্মরূপ প্রাণ। "প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা।" (ছান্দোগ্যউপ°) ৭ অবসর, সুযোগ।

প্রস্তাবনা (স্ত্রী) প্রস্তাবয়তি বিজ্ঞাপয়তি কার্য্যাদিকমিতি প্র-স্তু-ণিচ্-টাপ্। ১ আরম্ভ। ২ নাটকাদি গ্রন্থে অভিনয়ারম্ভ-বিষয়ক কথা। যে নাটক অভিনীত হইবে, সেই নাটকোক্ত বিষয়ের প্রথমারম্ভ। ইহার লক্ষণ—

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥
চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥"(সাহিত্যদ°৬।২৮৭)

(১৭) ফিজিবাসীদিগের মধ্যে শিলাময়ী দেবতার অলৌকিক শক্তির কথা লিখিত আছে। তাহারা বলে, রাজধানীর কোন সম্ভ্রান্তরমণী গর্ভ-বতী হইলে বও (Baw) নগরের প্রস্তরখণ্ডও শিলা প্রসব করিয়া থাকে।

নাটকের নান্দীর পর রঙ্গপ্রসাধন করিয়া নটী, বিদূষক কিংবা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের সহিত যেখানে আলাপ করে, তথায় প্রসঙ্গক্রমে স্বকার্য্যোত্থ মনোহর বাক্যদ্বারা প্রস্তাবিত বিষয় সূচিত হইলে তাহাকে প্রস্তাবনা কহে। প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় কথার সূচনা অর্থাৎ আরম্ভ করিয়া ইহারা চলিয়া যায়। এই প্রস্তাবনা পাঁচপ্রকার—উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

"উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।
প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনা ভিদাঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।২৮৮)

[ইহাদের লক্ষণ তত্তদশব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রস্তাব্য (ত্রি) প্রস্তাবনার যোগ্য।

প্রস্তির (পুং) প্রস্তর নিপাতনাৎ ইত্বং। পল্লবাদিরচিত শয্যা।

প্রস্তীত, প্রস্তীম (ত্রি) প্র-স্ত্যৈ-ক্ত, (প্রস্ত্যোঽন্যতরস্যাম্। পা ৮।২।৫৪) ইতি নিষ্ঠা তস্য মো বা। ১ সংহত। ২ ধ্বনিত।

প্রস্তুত (ত্রি) প্রস্তূয়তে স্মেতি-প্র-স্তু-ক্ত। ১ প্রকরণপ্রাপ্ত।
"অপ্রস্তুতপ্রশংসা সা যা চৈব প্রস্তুতাশ্রয়া।" (কাব্যপ্রকাশ)
২ প্রাকরণিক। ৩ প্রাসঙ্গিক। (অলঙ্কারকৌ°) ৪ নিষ্পন্ন। ৫ প্রকর্ষস্তুতিযুক্ত। ৬ উপস্থিত। ৭ প্রতিপন্ন। ৮ উৎযুক্ত। ৯ প্রশংসিত। ১০ উদ্যত। কলাপব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয়ে প্রস্তুতার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা—'অন্নং প্রস্তুতং অন্নময়ং' 'যবাগূঃ প্রস্তুতা যবাগূময়ী' ইত্যাদি।

প্রস্তুতি (স্ত্রী) ১ প্রস্তাবনা। "প্রস্তুতির্বাধাম ন প্রযুক্তিরযামি" (ঋক্ ১।১৫৩।২) 'প্রস্তুতি প্রস্তাবনা' (সায়ণ) ২ প্রকৃষ্টাস্তুতি।

প্রস্তৃত (পুং) চাক্ষুষমন্বন্তরে দেবভেদ।

প্রস্তৃত (ত্রি) প্র-স্তৃ-ক্ত। ১ অস্তরিত। (ত্রিকা°) ২ প্রকর্ষরূপে বিস্তারিত।

প্রস্তোক (পুং) ১ সৃঞ্জয়পুত্রভেদ। ২ সামভেদ।

প্রস্তোতৃ (ত্রি) প্রকৃষ্টং স্তৌতি প্র-স্তু-তৃচ্। ১ প্রকর্ষরূপে স্তোতা। (পুং) ২ সামের প্রথমভাগগায়ক ঋত্বিক্‌ভেদ। প্রস্তোতুর্হিতং তস্যেদং বা ঘ, প্রস্তোত্রিয় তৎপাঠ্য সামের প্রথমভাগ, তৎসম্বন্ধী।

প্রস্তোভ (পুং) প্র-স্তুভ-ঘঞ্। ১ নিবৃত্তিমার্গ, প্রোৎসাহন।
"শ্রুত্বাগাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ।" (ভাগ° ৯।১৯।২৬) 'প্রস্তোভং নিবৃত্তিমার্গপ্রোৎসাহনং মেনে' (স্বামী) ২ সামভেদ।

প্রস্থ (পুং ক্লী) প্রকর্ষেণ তিষ্ঠতীতি প্র-স্থা (আতশ্চোপসর্গে। পা। ৩।১।১৩৬) ইতি ক। বা প্রতিষ্ঠতে হস্মিন্ অনেন বেতি ঘঞর্থে ক। ১ পরিমাণবিশেষ। ইহা চারিকুড়ব পরিমাণ। (অমরভরত) আড়কের চতুর্থাংশ পরিমাণ। (লীলাবতী) দ্বিশরাব পরিমাণ। (বৈদ্যকপরি°) বৈদ্যকমতে বমনাদিতে সার্দ্ধত্রয়োদশপল পরিমাণ।

"বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে।
সার্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ॥" (পরিভাষাপ্রদীপ।)

বমন, বিরেচন ও শোণিত মোক্ষণে সার্দ্ধত্রয়োদশ পলে এক প্রস্থ গণ্য। ২ অদ্রির সমভূভাগ। ৩ অদ্রির একদেশ। (ভারত) পর্য্যায়—স্নু, সানু। (অমর) "ইত্থং হিমাদ্রের্মৃগনাভিগন্ধি কিঞ্চিৎক্বণৎকিন্নরমধ্যুবাস।" (কুমার ১।৫৪)
৩ উথিত বস্তু। (মেদিনী) ৪ বিস্তার।

প্রস্থকুসুম (পুং) মরুবকবৃক্ষ, গন্ধতুলসী। (রাজনি°)

প্রস্থপুষ্প (পুং) প্রস্থমিতং পুষ্পমস্য। ১ শ্বেত মরুবক বৃক্ষ। ২ ক্ষুদ্রপত্র কৃষ্ণমরুবক, স্বল্পপুষ্প তুলসী। কেহ কেহ ইহার অর্থ জম্বীরভেদ বলেন, আবার কেহ জম্বীরার্থেই এই শব্দের প্রয়োগ করেন। (ভরত)

প্রস্থম্পচ (ত্রি) প্রস্থপচনশীল।

প্রস্থল (পুং) সুশর্ম্মরাজের অধিকৃত দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৭৫অ°) পঞ্জাবের নিকট ছিল।

প্রস্থান (ক্লী) প্র-স্থা-ল্যুট্। ১ বিজিগীষুর প্রয়াণ, অভিযান।
"সেনাভিযোগং প্রস্থানং বলসংখ্যা যথার্থতঃ।
ধীরাণাঞ্চ পরিজ্ঞানং কৃত্বা যান্তু ত্বরান্বিতাঃ॥"(দেবীভা° ৫।৪।১২)
২ গমনমাত্র। প্রস্থানং বর্ণ্যতয়াঽস্ত্যত্র ঠন্। ৩ প্রস্থানপ্রতিপাদক গ্রন্থ, যথা—যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানপ্রতিপাদক মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্বভেদ। প্র-স্থা- করণে-ল্যুট্। ৩ মার্গ। ৪ উপদেশোপায়।

প্রস্থানবিঘ্ন (পুং) প্রস্থানস্য বিঘ্নঃ। গমন-ব্যাঘাত।

প্রস্থানীয় (ত্রি) প্র-স্থা-অনীয়র্। প্রস্থানযোগ্য, প্রস্থানার্হ।

প্রস্থাপন (ক্লী) প্র-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ প্রস্থান করান। ২ প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন। ৩ প্রেরণ।

প্রস্থাপিত (ত্রি) প্র-স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রেষিত। (হেম) ২ প্রকর্ষরূপে স্থাপিত।

প্রস্থাপ্য (ত্রি) ১ প্রস্থানযোগ্য। ২ প্রেরণযোগ্য।

প্রস্থায়িন্ (ত্রি) প্র-স্থা 'ভবিষ্যতি গমিগাম্যাদয়ঃ' ইতি ণিনি। ১ ভাবিগমনকর্ত্তা, যিনি পরে গমন করিবেন।

প্রস্থাবৎ (ত্রি) প্রয়াণসমর্থ। 'শীবরীং প্রস্থাবদ্রথবাহনং' (শুক্লযজু° ১৯।৭১) 'প্রস্থাবৎ প্রস্থা প্রস্থানং গতিরস্যাস্তীতি প্রস্থাবৎ প্রয়াণসমর্থং' (বেদদীপ) ঋগ্বেদে—'প্রস্থাবন্' শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছে। যথা—"প্রস্থাবানো মাপস্থাতা" (ঋক্ ৮।২০।১) 'প্রস্থাবানো গমনশীলাঃ' (সায়ণ)

প্রস্থিকা (স্ত্রী) প্রস্থস্তদাকারোঽস্যা ইতি প্রস্থ-ঠন্। ১ অম্বষ্ঠা। (ভাবপ্র°) আম্রাতক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ মাচিকা, পুদিনা।

প্রস্থিত (ত্রি) প্র-স্থা-ক্ত। ১ গমনোদ্যত। ২ যে গমন করিয়াছে। (পুং) ৩ সোমপাত্রভেদ।

প্রস্থিতি (স্ত্রী) প্র-স্থা-ক্তিন্। (পা ৩।৩।৯৮) ১ প্রস্থান, যাত্রা।

প্রস্থেয় (ত্রি) প্রস্থানযোগ্য।

প্রস্ন (পুং) স্নানপাত্র।

প্রস্নব (পুং) প্র-স্নু-অপ্। ১ ক্ষীরাভিষ্যন্দ, দুগ্ধক্ষরণ। ২ ক্ষরণ।

প্রস্নাতৃ (ত্রি) স্নানকারী।

প্রস্নাবিন্ (ত্রি) ক্ষরণশীল।

প্রস্নিগ্ধ (ত্রি) ১ তৈলাক্ত। ২ স্নেহলিপ্ত। ৩ প্রিয়বন্ধু।

প্রস্নুষা (স্ত্রী) স্নুষায়াঃ স্নুষা পৃষোদরা° সাধুঃ। নপ্তৃবধূ, নাতবউ।

"স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ॥" (ভা° শল্য° ৬০অ°)

প্রস্নেয় (ত্রি) প্রস্নাতুমর্হতি প্র-স্না-অর্হার্থে যৎ। স্নানার্হ জলাদি। (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।২।১৩)

প্রস্পন্দন (ক্লী) প্র-স্পন্দ-ভাবে-ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে স্পন্দন।

"তত্র প্রস্পন্দনোদ্বহনপূরণবিরেকধারণলক্ষণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রবিভক্তঃ শরীরং ধারয়তি।" (সুশ্রুত)

প্রস্ফুট (ত্রি) প্রস্ফুটতি বিকশতীতি প্র-স্ফুট-ক। ১ প্রফুল্ল। (শব্দরত্না°) ২ প্রকাশিত।

"নিক্ষিপ্য শাসনং তস্মাদ্দদৃশে প্রস্ফুটাক্ষরম্।"(মার্ক° পু° ২৭।২১)

প্রস্ফোটন (ক্লী) প্রস্ফোট্যতে হননেনেতি প্র-স্ফুট-ণিচ্, করণে-ল্যুট্। ১ সূর্প। (অমর) প্র-স্ফুট-ভাবে ল্যুট্। ২ তাড়ন। ৩ বিকাশন। (মেদিনী) ৪ পবন। ৫ তুষাদি শোধন। (হেম) ৬ পক্ক হওয়া।

প্রস্যন্দ (পুং) প্র-স্যন্দ-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। 'কৃদভিহিতভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে' (ব্যাকরণ) কৃদভিহিত ভাবপ্রত্যয় দ্রব্যের ন্যায় হয়। এই নিয়মানুসারে স্যন্দমান ঘৃতাদি এই অর্থও হইবে। কর্ত্তরি-অচ্। (ত্রি) ৩ প্রক্ষরণ-কর্ত্তা। "প্রস্যন্দমাধ্বীকভূঃ" (কুসুমাঞ্জলি)

প্রস্যন্দন (ক্লী) প্র-স্যন্দ-ল্যুট্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। ২ ক্ষরণ। নিঃসরণ।

প্রস্যন্দিন্ (ত্রি) প্র-স্যন্দ-অস্ত্যর্থে ইনি। ১প্রস্যন্দযুক্ত। ২ক্ষরণশীল।

প্রস্রংস (পুং) পতন, ভ্রংশন।

প্রস্রংসিন্ (ত্রি) ১ পতনশীল। ২ অকালপ্রসবশীল।

প্রস্রব (পুং) প্র-স্রু-অপ্। ১ ক্ষরণ, গলন।

প্রস্রবণ (পুং) প্রস্রবতি জলমস্মাদিতি প্র-স্রু অপাদানে ল্যুট্। ১ মাল্যবৎ পর্ব্বত। (হেম) ২ স্বেদঘর্ম্ম। (ক্লী) প্রস্রবতি জলমস্মাদস্মিন্ বা অপাদানে অধিকরণে বা ল্যুট্। গিরির উপরিদেশে নির্ঝরাদিপ্রভব জলসংঘাত, নির্ঝর, ঝরণা। পর্য্যায়—উৎস, জলপ্রস্রাব।

"স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ।" (মনু° ৪।২০৩)

প্রস্রবণজলগুণ—স্বচ্ছ, লঘু, মধুর, রোচন, ও দীপক। (রাজনি°) প্র-স্রু-ভাবে ল্যুট্। ৩ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। ৪ দুগ্ধ। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্রবিন্ (ত্রি) প্রস্রব-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রস্রবযুক্ত, ক্ষরণযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং গামগ্রতঃ প্রস্রবিণীং ন সিংহং॥" (রঘু ২।৬১) 'প্রস্রবিণীং প্রস্রবঃ ক্ষীরস্রাবঃ অস্তি যস্যাঃ সা তাং প্রস্রবিণীং'। (মল্লিনাথ)

প্রস্রাব (পুং) প্রস্রূয়তে ইতি প্র-স্রু (প্রেদ্রুস্তুস্রুবঃ। পা ৩।৩।২৭) ইতি ঘঞ্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। ২ মূত্র। [ইহার বিশেষ বিবরণ মূত্র শব্দ দেখ।] ৩ গোমূত্র। গোমূত্র অতি পবিত্র। রোহিণীনক্ষত্রে গোমূত্রে মানব স্নান করিলে সকল প্রকার পাপ-কৃত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়।

"প্রস্রাবেণ তু যঃ স্নায়াৎ রোহিণ্যাং মানবো দ্বিজঃ। সর্ব্বপাপকৃতান্ দোষান্ দহত্যাশু ন সংশয়ঃ॥" (বরাহপু°)

প্রস্রুত (ত্রি) প্র-স্রু-ক্ত। ক্ষরিত, গলিত।

প্রস্রুতি (স্ত্রী) ক্ষরণ, নিঃসরণ।

প্রস্বন (পুং) প্র-স্বন-ভাবে-অপ্। উচ্চৈঃশব্দ।

প্রস্বাদস্ (ত্রি) প্র স্বদ-ণিচ্-অসুন্। প্রকর্ষরূপে স্বাদয়িতা। "যস্ত প্রস্বাদসো গিরঃ" (ঋক্ ১০।৩৩।৬) 'প্রস্বাদসঃ প্রকর্ষেণ স্বাদয়িত্র্যঃ' (সায়ণ)

প্রস্বান (পুং) প্র-স্বন-ঘঞ্। উচ্চৈঃশব্দ।

প্রস্বাপ (পুং) প্রস্বাপ্যতে শত্রুরনেন প্র-স্বপ-ণিচ্-করণে অচ্। ১ শত্রুর প্রস্বাপনসাধন অস্ত্রভেদ, শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্রবিশেষ, শত্রুর প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে শত্রুগণ যুদ্ধস্থলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ২ নিদ্রাজনক।

"উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ।" (ভাগ° ৬।১৬।৬)

প্রস্বাপন (ক্লী) প্র-স্বপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্রভেদ। (ত্রি) ২ নিদ্রাজনক।

প্রস্বাপিনী (স্ত্রী) সত্যভামার সপত্নী শ্রীকৃষ্ণের এক ভার্য্যা। (হরিবংশ ৩৮ অ°)

প্রস্বেদ (পুং) প্র-স্বিদ-ঘঞ্। অতিশয় ঘর্ম্ম।

"নরেন্দ্রপুত্রাঃ প্রস্বেদজলক্লিন্নাননাসমম্।" (মার্ক°পু° ১২৪।১৩)

প্রস্বেদিন্ (ত্রি) প্রস্বেদ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রস্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত।

প্রহণন (ক্লী) প্র-হন-ল্যুট্ (হন্তেরৎ পূর্ব্বস্য। পা ৮।৪।২২) ইতি ণত্বং। প্রকৃষ্টরূপে হনন।

প্রহত (ত্রি) প্রহন্যতে স্মেতি প্র-হন-ক্ত। ১ বিস্তৃত। ২ ক্ষুণ্ণ।

(শব্দরত্না°) ৩ প্রকর্ষরূপে হিংসিত। "প্রহতরথনরাশ্বকুঞ্জরং প্রতিভয়দর্শনমুল্বণব্রতম্।" (ভারত ৮।৩০।৬)

৪ প্রকর্ষরূপে গত। ৫ বিতাড়িত। ৬ বাদিত। (রঘু ১৯।১৪)

প্রহনেমি (পুং) গ্রহাণাং নেমিরিব, নিপাতনাৎ গ্রস্য প্র। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°)

প্রহন্তব্য (ত্রি) প্র-হন-তব্য। প্রহননযোগ্য। বধযোগ্য।

প্রহন্তৃ (ত্রি) প্র-হন-তৃচ্। প্রকৃষ্টরূপে হন্তা। প্রকর্ষরূপে হিংসিতা। "অনাধীদামহমস্মি প্রহন্তা" (ঋক্ ১০।২৭।১) 'প্রহন্তা প্রকর্ষেণ হিংসিতা' (সায়ণ)

প্রহর (পুং) প্রহ্রিয়তে ঢক্কাদিরস্মিন্নিতি প্র-হৃ-ঘঞ্ অপ্ বা। বাসরের অষ্টভাগের একভাগ, সমস্ত দিবারাত্রকে ৮ ভাগ করিলে তাহার একভাগের নাম প্রহর হয়। দিবা ও রাত্রিমান সমান থাকে না, এই জন্য দিবা দণ্ডকে চারিভাগ করিয়া তাহার একভাগের নাম দিবা প্রহর এবং রাত্রিমানের চারিভাগের একভাগ রাত্রিপ্রহর জানিতে হইবে। [যাম শব্দ দেখ।]

প্রহরক (পুং) ১ প্রহরী, প্রহরে প্রহরে বাদনকারী। ২ প্রহরিতা, পাহারা। "প্রহরকমপনীয় স্বং নিদিদ্রাসয়িমুঃ
প্রতিপদমুপহূতঃ কেনচিৎ জাগৃহীতি।" (মাঘ ১১ স°)

প্রহরকুটুবী (স্ত্রী) প্রহরস্য কুটুবী কুটুম্বিনীব। কুটুম্বিনীক্ষুপ।

প্রহরণ (ক্লী) প্রহ্রিয়তেঽনেনেতি প্র-হৃ করণে ল্যুট্। ১ অস্ত্র। "ধনুঃ প্রহরণং শ্রেষ্ঠমতীবাত্র পিতামহঃ!" (ভারত ১২।১৬৬।২) প্রহ্রিয়তেঽস্মিন্নিতি। ২ যুদ্ধ। (হলায়ুধ) প্র-হৃ ভাবে ল্যুট্। ৩ প্রহার। "যানে প্রহরণে চৈব তথৈবাস্ত্রিষু ভারত।"(ভা°৪।৪।৭) ৪ দম। ৫ কর্ণীরথ, স্ত্রীলোকাদির বাহনার্থ আচ্ছাদিত শকট। (সারসুন্দরী)

প্রহরণকলিকা (স্ত্রী) চতুর্দ্দশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং সপ্তম ও চতুর্দ্দশ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। ইহার যতি ৭ অক্ষরে হইবে। ইহার লক্ষণ—

"ন ন ভ ন ল গিতি প্রহরণকলিকা।" (ছন্দোম°) উদাহরণ—
"ব্যথয়তি কুসুমপ্রহরণকলিকা প্রমদবনভবা তব ধন্বয়ি ততা।
বিরহবিপদি মে শরণমিহ ততো মধুমথনগুণস্মরণমবিরতম্॥"
(ছন্দোম°)

প্রহরণীয় (ত্রি) প্র-হৃ-অনীয়র্। প্রহরণের যোগ্য।

প্রহরিন্ (পুং) প্রহরোঽধিকারকালত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। ১ যামিক। ২ প্রহরকালাধিকৃত সৈন্যভেদ। পাহারাওয়ালা, চৌকীদার, ইহারা প্রহরে প্রহরে বদল হয়।

প্রহর্ত্তব্য (ত্রি) প্র-হৃ-তব্য। প্রহরণীয়, প্রহারযোগ্য।

প্রহর্ত্তৃ (ত্রি) প্র-হৃ-তৃচ্। ১ প্রহারকর্ত্তা। ২ যোদ্ধা।

প্রহর্ষ (পুং) প্র-হৃষ-ঘঞ্। ১ আনন্দ।
"প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব।"
(রঘু ২।৬৮)

প্রহর্ষণ (পুং) প্রহর্ষয়তীতি প্র-হৃষ-ণিচ্-ল্যু। ১ বুধগ্রহ। (ত্রি) ২হর্ষবিশিষ্ট,হর্ষকারক। (ক্লী)প্র-হৃষ-ভাবে ল্যুট্। ৩ আনন্দ। "স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভো।" (ভার° ১২।৩৩৬।২৫)

প্রহর্ষণী (স্ত্রী) প্রহর্ষয়তীতি প্র-হৃষ-ণিচ্, ল্যু, ঙীষ্। ১ হরিদ্রা। (হারাবলী) ২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। এ সকল অক্ষরের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ১০, ১২ ও ত্রয়োদশবর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু হইবে। ইহার লক্ষণ—
"ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষণীয়ং।" উদাহরণ—
"গোপীনামধরসুধারসস্য পানৈরুত্তুঙ্গস্তনকলসোপগূহনৈশ্চ।
আশ্চর্য্যৈরপি রতিবিভ্রমৈর্মুরারেঃ সংসারে মতিরভবৎ প্রহর্ষণীহ॥"
(ছন্দোম°)

প্রহর্ষুল (পুং) মারকারী।

প্রহস (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ লঙ্কাকা° ৩৯ অ°)

প্রহসন (ক্লী) প্র-হস-ভাবে ল্যুট্। ১ প্রহাস। প্রহসত্যত্রানেন বা প্র-হস্-আধারে করণে বা ল্যুট্। ২ পরিহাস। ৩ রূপকভেদ। (মেদিনী) ৪ হাস্যরসপ্রধান নাটকাঙ্গভেদ।

ইহাতে হাস্যরসই থাকিবে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ করিতে হয়। সমাজাদির কুরীতিসংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজ-পারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেশ্যা।

ইহার মধ্যে নীচ জাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করে। 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুকসর্ব্বস্ব,' এবং 'ধূর্ত্তসমাগম' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রহসন। ইহা নাটকবৎ অভিনেয়।

সাহিত্যদর্পণ-মতে প্রহসনে 'ভাণের' মত সন্ধি, সন্ধির অঙ্গ-সমূহ, লাস্য ও অঙ্গাঙ্কাদি হইবে। ইহাতে বৃত্ত অর্থাৎ নাটকীয় বিষয় কবিকল্পিত হওয়া বিধেয়। প্রহসনে হাস্যরস অঙ্গী। তপস্বী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নায়ক। হাস্যই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।* [নাটক দেখ।] ৩ ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস, ঠাট্টা।

প্রহসন্তী (স্ত্রী) প্রহসতি প্রকর্ষেণ বিকশতীতি প্র-হস-শতৃ-ঙীপ্। ১ যূথী। (ত্রিকা°) ২ বাসন্তী। (রাজনি°) ৩ প্রকৃষ্ট অঙ্গারধানী।

---

* "ভাণবৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্ম্মিতে।
ভবেৎ প্রহসনে বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্।
তত্র নারভটীনাপি বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ।
অঙ্গীহাস্য রসস্তত্র বীথ্যাঙ্গানাং স্থিতির্নবা।
তপস্বিভগবদ্বিপ্রপ্রভৃতিষত্র নায়কঃ।
একো যত্র ভবেদ্ ধৃষ্টোহাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে।" (সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি°)

প্রহসিত (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবি°)

প্রহস্ত (পুং) প্রততঃ প্রসৃতো বা হস্তো যত্র। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চপেট, চাপড়। ২ রাবণের একজন সেনাপতি।

"ততো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শূরঃ সেনাপতিস্তদা॥" (রামা° ৬৮ স°)

প্রহা (স্ত্রী) প্রহন্ত্রা, প্রহণনকারী।

"উতপ্রহামতিদীব্যা" (ঋক্ ১০।৪২।৯) 'প্রহাং প্রহন্তারং' (সায়ণ)

প্রহাণ (ক্লী) পরিত্যাগ।

প্রহাণি (স্ত্রী) প্র-হা-নি, ততো ণত্বং। অপচয়, হানি।

প্রহার (পুং) প্রহরণমিতি প্র-হৃ-ঘঞ্। ১আঘাত। ২ নিগ্রহ, যুদ্ধ।

"করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্।" (চণ্ডী)

প্রহারক (পুং) প্রহারকারী।

প্রহারণ (ক্লী) প্র-হৃ-ণিচ্ ল্যুট্। কাম্যদান। (সারসুন্দরী)

প্রহারবর্ম্মন্ (পুং) মিথিলার জনৈক রাজা।

প্রহারবল্লী (স্ত্রী) মাংসরোহিণী লতা।

"মাংসরোহিণ্যতিরুহাবৃত্তা চর্ম্মকরীকৃশা।
প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে॥" (ভাবপ্রকাশ)

প্রহারিন্ (ত্রি) প্র-হৃ-ণিনি। ১ প্রহারকর্ত্তা, যিনি প্রহার করেন। (পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামা° ৩।২৫।২৬)

প্রহারুক (ত্রি) বলপূর্ব্বক হরণকারী।

প্রহার্য্য (ত্রি) ১ প্রহারযোগ্য, যাহাকে প্রহার করা যায়। ২ হরণের যোগ্য।

প্রহাবৎ (ত্রি) প্রহা-মতুপ্ মস্য ব। প্রহরণযুক্ত। "শিক্ষানরঃ সমিথেষু প্রহাবান্।" (ঋক্ ৪।২০।৮) 'প্রহাবান্ প্রহরণবান্।'

প্রহাস (পুং) প্রকৃষ্টো হাসো যস্য বা প্র-হস-ঘঞ্। ১ শিব। (ত্রিকাণ্ড) ২ কার্ত্তিকেয়ের অনুচরবিশেষ। (ভারত ৯।৪৫।৬৬) ৩ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৫) প্রকৃষ্টো হাসো যস্মাৎ। ৪ নট। (ধরণি) ৫ সোমতীর্থ। (জটাধর) প্রকৃষ্টো হাসঃ। ৬ অট্টহাস, উচ্চহাস্য।

"ন নর্ম্মসচিবৈঃ সার্দ্ধং কিঞ্চিদপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।
তে হি মর্ম্মাণ্যভিঘ্নন্তি প্রহাসেনাপি সংসদি॥" (কামন্দকী ৫।২০)

প্রহাসিক (পুং) হাস্যজনক, অর্থাৎ যাহারা লোককে হাসায়।

প্রহাসিন্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং হাসয়তি হসতি চ যঃ। প্র-হস-ণিচ্ বা ণিনি। ১ হাসকারক, চলিত ভাঁড়, যিনি হাসাইতে পটু। পর্য্যায়—বাসন্তিক, কেলিকিল, বৈহাসিক, বিদূষক, প্রীতিদ। (হেম) ২ হাসকারী।

'আপাকেষ্ঠাঃ প্রহাসিনস্তম্বে যে কুর্ব্বতে।" (অথর্ব্ব ৮।৬।১৪)

প্রহি (পুং) প্রকর্ষেণ হ্রিয়তে হস্ত্রেতি প্র-হৃ (প্রহরাতেঃ কূপে। উণ্ ৪।১৩৪) ইতি ইণ্, স চ ডিৎ। কূপ।

প্রহিত (ক্লী) প্রধীয়তেস্মে তি প্র-ধা-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ সূপ। (হেম) (ত্রি) ৩ ক্ষিপ্ত। ৪ সামভেদ।

প্রহিতঙ্গম (ত্রি) কোন কর্ম্মোদ্দেশে গমনকারী।

প্রহীণ (ত্রি) প্র-হা ত্যাগে ক্ত (ঘুমাস্থাগেতি। পা ৬।৪।৬৬) ইতি আত ঈৎ, (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠা তস্য ন, ততো ণত্বং। পরিত্যক্ত।

"প্রহীণপূর্ব্বে ধ্বনিনাধিরূঢ়স্বকামধাবেণ শরদ্ঘনেন।" (রঘু)

প্রহুত (ক্লী) প্রহূয়তে স্মেতি প্র-হু-ক্ত। ১ ভূতযজ্ঞ।

"অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ।
ব্রাহ্মং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥
জপোঽহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ।
ব্রাহ্মং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চ্চা প্রাশিতং পিতৃতর্পণম্॥" (মনু ৩।৭৩)

অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রহ্মাহুত ও প্রাশিত এই পাঁচটী যজ্ঞ পঞ্চ মহা যজ্ঞ। ইহার মধ্যে জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত এবং ভূতযজ্ঞের নাম প্রহুত। ভূতযজ্ঞ শব্দে অতিথিসেবাকেও বুঝাইয়া থাকে। এই ভূতযজ্ঞ বা প্রহুত সকলেরই অনুষ্ঠেয়।

"দেবানভাজয়েৎ হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ যদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি প্রহুহুতি" (বৃহদারণ্যক উপ°)

প্রহুতি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা হুতিঃ প্রাদিস°। প্রকৃষ্টা আহুতি। "ঈশানায় প্রহুতিং" (ঋক্ ৭।৯০।২) 'প্রহুতিং প্রকৃষ্টাং আহুতিং চরুপুরোডাশাদিসাধ্যাং' (সায়ণ)

প্রহৃত (ত্রি) প্র-হৃ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ কৃতপ্রহার, নিগৃহীত, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ২ প্রহার। (ত্রি) ৩ আঘাত। (পুং) ৪ ঋষিভেদ। তস্যাপত্যং যঞ্। প্রাহৃতায়ন, প্রহৃত ঋষির অপত্য।

প্রহৃষ্ট (ত্রি) প্র-হৃষ-ক্ত। অতিশয় আহ্লাদিত।

প্রহেণক (ক্লী) প্রহেলকং পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য ণ। পিষ্টক-বিশেষ। পর্য্যায়—বাচন, ব্রতোপায়ন, প্রহেলক, বাচনক।

প্রহেলক (ক্লী) প্রহিলতি স্বাদাদিনা অভিপ্রায়ং সূচয়তীব প্র-হিল-ভাব সেচনে-ণ্বুল্ বা। প্রহেণক। (হারা°) ২ হেঁয়ালি।

প্রহেলিকা (স্ত্রী) প্রহিলতি অভিপ্রায়ং সূচয়তীতি প্র-হিল অভিপ্রায়সূচনে ক্বুন্, টাপি অত-ইত্বং। দুর্বিজ্ঞানার্থ প্রশ্ন, কূটার্থভাষিতা কথা, চলিত হেঁয়ালি, পর্য্যায়—প্রবলহিকা, প্রবহ্লিকা, প্রবহ্লি, প্রবহ্লী, প্রহেলি, প্রশ্নদূতী, প্রহ্লীকা। ইহার লক্ষণ—"ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ।
যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যেতে সা প্রহেলিকা॥
সা দ্বিবিধা চ শাব্দী চ বিখ্যাতা প্রশ্নশাসনে।
আর্থী স্যাদর্থ বিজ্ঞানাৎ শাব্দী শব্দস্য ভঞ্জিতঃ॥" (বিদগ্ধমুখম°)

স্বরূপার্থের গোপন যাহিরে হইবে এবং অন্য কোন একটী

অর্থ প্রকাশিত থাকিবে, অর্থাৎ এমনি ভাবে শব্দের প্রয়োগ থাকিবে যে, আপাততঃ শুনিলে একটী অর্থ বোধ হইবে, কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলে প্রকৃত অর্থ জানিতে পারা যাইবে। এইরূপ বাহ্য ও আভ্যন্তর দুইটী অর্থ হইলে প্রহেলিকা হয়। ইহা দুই প্রকার শাব্দী ও আর্থী। শব্দের ভঙ্গী অনুসারে শাব্দী এবং অর্থগত হইলে আর্থী প্রহেলিকা হয়।

প্রার্থী প্রহেলিকা—

"তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থলমাশ্রিতঃ।
গুরূণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ॥"

ইহার উত্তর পানীয় কুম্ভ। (বিদগ্ধমুখম°)

'কণ্ঠে তরুণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত এবং নিতম্বস্থলাশ্রিত কোন্ ব্যক্তি গুরু সন্নিধানে মুহুর্মুহু কূজন করিয়া থাকে।' এই বাক্যে প্রথমতঃ একটী অর্থের প্রতীতি হয়, পরে বিশেষ করিয়া দেখিলে পানীয় কলসী স্ত্রীলোকদিগের নিতম্বস্থলে থাকিলে অর্থগত আর কোনরূপ গোল হয় না। এইরূপ অর্থগত হইলে আর্থী প্রহেলিকা হয়। শাব্দী যথা—

"সদারিমধ্যাপি ন বৈরিযুক্তা নিতান্তরক্তাপ্যসিতৈব নিত্যং।
যথোক্তবাদিন্যপি নৈব দূতী কা নাম কান্তেতি নিবেদয়াশু॥"
(বিদগ্ধমুখম°) *

এই সকল প্রহেলিকার বিস্তর ভেদ দৃষ্ট হয়। ভেদ যথা—সমাগতাপ্রহেলিকা, বঞ্চিতা, ব্যুৎক্রান্তা, প্রমুষিতা, পরুষা, সংখ্যাতা, প্রকল্পিতা, নামান্তরিতা, নিভৃতা, সম্মূঢ়া, পরিহারিকা, একচ্ছন্না, উভয়চ্ছন্না ও সঙ্কীর্ণা। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে এই সকল ভেদ ও তাহাদের উদাহরণ লিখিত আছে। ইহার আবার দুষ্ট ও নির্দুষ্ট ভাবেও অনেক প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লিখিতগুলি নির্দুষ্ট প্রহেলিকার অন্তর্গত। সাহিত্যদর্পণকার ইহাকে অলঙ্কার মধ্যে পরিগণিত করেন নাই; কেন না, তাঁহার মতে প্রহেলিকা রসের পরিপন্থী হইয়া থাকে। [হেঁয়ালি দেখ।]

প্রহোষ (পুং) প্রকর্ষরূপে হোম করিতে অসমর্থ। "ধনিনঃ প্রাহোষে চিদরুষঃ" (ঋক্ ১।১৫০।২) 'প্রহোষে প্রকর্ষেণ হোতুমসমর্থে' (সায়ণ)

প্রহোষিন্ (ত্রি) প্রহু-বাহু° ইনি, সুগাগমশ্চ। প্রকর্ষরূপে হানকর্ত্তা। (ঋক্ ৮।৮।১৪)

প্রহ্লত্তি (স্ত্রী) প্র-হ্লাদ-ক্তিন্ হ্রস্বঃ। প্রীতি।

প্রহ্রাদ (পুং) প্রহ্লাদতে ইতি প্র-হ্লাদ-শব্দে অচ্ বা প্রহ্লাদয়তি প্র-হ্লাদ-ণিচ্-অচ্, রলয়োরৈক্যাং। ১ প্রহ্লাদ। ২ নাগভেদ। (ভারত সভাপ° ৯ অঃ) প্রহ্রদ-ভাবে ঘঞ্। ৩ শব্দ।

প্রহ্রাস (পুং) ক্ষয়। "যথা তৈলক্ষয়াদ্দীপঃ প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি।
তথা কর্ম্মক্ষয়াদ্দৈবং প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি॥" (ভারত ১।[illegible]৩৮ শ্লো°)

প্রহ্রাদি (পুং) প্রহ্রাদের অনুচর।

প্রহ্লন্ন (ত্রি) প্র-হ্লাদ-ক্ত (হ্লাদোনিষ্ঠায়াং। পা ৬।৪।৯৫) ইতি হ্রস্বঃ। প্রীত।

প্রহ্লাদ (পুং) প্রহ্লাদয়তীতি প্র-হ্লাদ-ণিচ্-অচ্। পুরাণপ্রসিদ্ধ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র ও একজন প্রধান বিষ্ণুভক্ত।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু, ব্রহ্মার বরে ত্রিলোকের আধিপত্য, সর্ব্বদেবত্ব ও সকল যজ্ঞভাগ অধিকার করিয়াছিল। সিদ্ধ ঋষিসকলেই তাহার স্তবগান করিতেন। ক্রমে দৈত্যরাজ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও মদিরাসক্ত হইয়া পড়িল। তখন প্রহ্লাদ বালক মাত্র, তাহার পাঠ্যাবস্থা। এক দিন মাতাল অবস্থায় দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে পড়িতে বলিল। সঙ্গে তাহার গুরুও ছিলেন। প্রহ্লাদ আরম্ভ করিল—

"অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্॥"

হিরণ্যকশিপু বালকের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ও গুরুকে বলিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে আমারই শত্রুর স্তুতি শিখাইয়াছ?' গুরু অস্বীকার করিলেন। প্রহ্লাদ বলিল, 'কে কাহাকে শিখায়? হৃদিস্থ সেই পরমাত্মা বিষ্ণুই অনুশাসনকর্ত্তা। যাঁহার যোগিধ্যেয় পরমপদ শব্দগোচরে নাই, যাহা হইতে এই বিশ্ব, যিনি স্বয়ংই বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু।'

হিরণ্যকশিপু বলিল, 'আমি থাকিতে আর কে পরমেশ্বর। তুই কি মরিবার জন্য এরূপ বলিতেছিস্?' প্রহ্লাদ উত্তর করিল, 'তিনিই সকলের পরমেশ্বর, কেবল আমার হৃদয়ে নহে, সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন।' দৈত্যপতি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, 'দূর হ। কে এমন শিখাইয়াছে?'

প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে আনীত হইল। গুরু কতই বুঝাইলেন, কতই শিখাইলেন! কিছুদিন পরে দৈত্যপতি আবার প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া আনিল, আবার পাঠ জিজ্ঞাসা করিল। প্রহ্লাদের মুখে পুনরায় সেই কথা। এবার হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিল, শত শত দৈত্য ভীষণ অস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই দারুণ অস্ত্রাঘাতেও প্রহ্লাদের সুকোমল শরীরে বেদনা বোধ হয় নাই। হিরণ্যকশিপু পুত্রকে বুঝাইয়া কহিল। 'নির্বোধ!

---

* "সাহিত্যদর্পণ-মতে—রসস্য পরিপন্থিত্বাৎ নালঙ্কারঃ প্রহেলিকা।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরিচ্ছেদ)

কাব্যাদর্শ মতে—"প্রহেলিকাপ্রকারাণাং পুনরুদ্দিশ্যতে গতিঃ।
ক্রীড়াগোষ্ঠীবিনোদেষু তজ্জ্ঞৈরাকীর্ণমন্ত্রণে।
পরব্যামোহনে চাপি সোপযোগাঃ প্রহেলিকাঃ।" (কাব্যাদর্শ)

এখনও অভয় দিতেছি, সে শক্রর স্তব ভুলিয়া যা।' প্রহ্লাদ নির্ভয়ে উত্তর করিল, 'সমস্ত ভয়হারী সেই অনন্ত হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায়? বাবা, তাঁহার নাম স্মরণ করিলেই যে সকল ভয় দূর হয়।'

হিরণ্যকশিপু পুত্রকে প্রথমে সহস্র বিষধরের মুখে ও পরে দিগ্‌গজের পায়ে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিল; কিন্তু তাহাতেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিলেও প্রহ্লাদ বলিয়া উঠিল, 'দেখ বাবা, অগ্নি আমাকে সুশীতল করিতেছে।'

পরে দৈত্যপুরোহিত ভার্গবাত্মজ (ষণ্ড ও অমর্ক) প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া বিষ্ণুকে ভুলাইবার জন্য কতই শিক্ষা দিলেন; কিন্তু যাহা হৃদয় মধ্যে গাঁথা হইয়া গিয়াছে, কে তাহাকে ভুলিতে পারে? বালক গুরুগৃহে অপরাপর দানবশিশুকে ডাকিয়া বলিত, 'পরমার্থ শোন।' তোমরা সকলেই দেখিতেছ, এ দেহে জন্ম হইতেই দুঃখ ভোগ করিতেছি, কিছুতেই সুখ নাই। যাহাকে যে যত ভালবাসে, তাহারই জন্য তত বেশী কষ্ট হয়। ধনে বল, জনে বল, সবেই শোক দুঃখ টানিয়া আনে, এই জন্য কিছুতেই অনুরাগ করা উচিত নহে। আমরা বালক, মনে করি, যুবাকালে কর্ত্তব্য পালন করিব। যুবকেরা মনে করে বুড়া হইলে করা যাইবে। আবার বৃদ্ধেরা মনে করে, 'আমার শক্তি সামর্থ্য সব গিয়াছে, সময় থাকিতে করি নাই, এখন আর কি হইবে? এইরূপে চিরজীবনই বৃথা কাটিয়া যায়, আত্মার কাজ হয় না। সমস্ত জগৎ এইরূপ দুঃখময়। এই অতি দুঃখময় ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণুই আশ্রয়। যদি আমার কথা মিথ্যা না ভাব, তাহা হইলে সেই বিষ্ণুকে স্মরণ কর। তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই দুর্লভ থাকে না। সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা। অভেদ বুদ্ধি হইলে আমরা অসুরভাব ত্যাগ করিয়া নির্বৃতি লাভ করিব।'

প্রহ্লাদ আপনি মজিয়াছে, অপরকে মজাইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সংবাদ দৈত্যপতির কাণে গেল। দৈত্যরাজ অবিলম্বে পাচকদিগকে ডাকাইল ও প্রহ্লাদের অন্নের সহিত হলাহল বিষ মিশাইয়া দিতে আদেশ করিল। প্রহ্লাদ অনায়াসে সেই হলাহল বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন হিরণ্যকশিপু পুরোহিতদিগকে ডাকাইয়া কৃত্যা করিয়া প্রহ্লাদের প্রাণনাশ করিতে বলিল। পুরোহিতগণ প্রহ্লাদকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'পিতা পরম গুরু। তাহার কথা লঙ্ঘন করা কি উচিত?' তাহাতে প্রহ্লাদও উত্তর করিয়াছিল, 'পিতা সমস্ত গুরুর গুরু, তাহাতে ভুল নাই। তিনি আমার পূজনীয়, তাঁহার কাছে কোন অপরাধ করিব না, আমারও এই ইচ্ছা। চতুর্বর্গ যাহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে কে না চায়? তোমরা আমাকে কৃত্যা করিয়া নাশ করিবে; কিন্তু কে কাহাকে নাশ করে? আত্মাই আত্মাকে বিনাশ ও রক্ষা করিয়া থাকেন।'

প্রহ্লাদকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া দৈত্যপুরোহিতগণ ভীষণ আগের কৃত্যা সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময় শূল প্রহ্লাদের বক্ষে লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল, পরে সে কৃত্যার পুরোহিতেরাই দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রহ্লাদ 'কৃষ্ণ রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিতে বলিতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিল। প্রহ্লাদের স্পর্শে যাজকগণ রক্ষা পাইল।

হিরণ্যকশিপু এই অপূর্ব্ব প্রভাবের কথা শুনিল ও প্রহ্লাদকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, 'ইহা মন্ত্রাদিকৃত বা আমার নৈসর্গিক নহে, যাহার যাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস করেন, ইহা তাহাদের সামান্য প্রভাব। যে আপনার ন্যায় অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না, যে সকলের শুভকামনা করে, তাহারই এইরূপ প্রভাব। বাবা, যে কায়মনোবাক্যে পরের অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহারই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।'

হিরণ্যকশিপু আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই সমুচ্চ প্রাসাদচূড়া হইতে প্রহ্লাদকে গিরিপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিতে কহিল। অনুচরগণ রাজাদেশ পালন করিল। কিন্তু প্রহ্লাদের শরীরে এক বিন্দু আঁচড়ও লাগে নাই। তখন দৈত্যপতি শম্বরকে কহিল, 'শম্বর, তুমি মায়া জান, মায়াদ্বারা ইহাকে বিনাশ কর।'

শম্বরকে দেখিয়া প্রহ্লাদ মধুসূদনকে স্মরণ করিল। তাঁহার জন্য ভগবান্ সুদর্শনকে পাঠাইলেন। সেই চক্রদ্বারা শম্বরের সহস্র মায়া বিনষ্ট হইল। প্রহ্লাদ হৃষ্ট মনে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিল। গুরু তাহাকে শুক্রনীতি শিক্ষা দিলেন।

কিছুদিন পরে দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে ডাকিয়া নীতিশাস্ত্রের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, আবার প্রহ্লাদও বলিল, 'আমি এই নীতিশাস্ত্র শিখিয়াছি, কিন্তু এই শাস্ত্র ভাল নহে, ইহাতে মিত্রাদির সাধন উপায় কথিত। বাবা, সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? সেই পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্রামিত্রের কথা থাকিতে পারে না, তিনি আমাতে আপনাতে ও সর্ব্বত্রই আছেন। তাই বলি, স্থাবর জঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। এরূপ জানিলে ভগবান্ প্রসন্ন হন। তিনি প্রসন্ন হইলে সকল ক্লেশ দূর হয়। অনলে অনিলে সলিলে হলাহলে কিছুতেই অপকার করিতে পারে না'।

ইহা শুনিয়া দৈত্যপতি সিংহাসন হইতে উঠিয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল। তাহার আদেশে দৈত্যেরা প্রহ্লাদকে সাগরে ফেলিয়া দিল ও তাহার উপর পর্ব্বত চাপা দিতে লাগিল।

এইরূপে বহুকাল গেল, সে অবস্থায় প্রহ্লাদ একমনে সর্ব্বদাই গোবিন্দকে ডাকিতে লাগিল। বিষ্ণুকে ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তন্ময় হইয়া পড়িল। এখন যোগপ্রভাবে প্রহ্লাদ বিষ্ণুময় দেখিতেছে ও আপনি বিষ্ণুময় হইয়া গিয়াছে। তাহার সকল বন্ধন খসিয়া গেল।

আবার প্রহ্লাদ প্রকৃতিস্থ হইল। ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'প্রহ্লাদ, তোমার অচলা ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছামত বর লও।'

প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, 'হে নাথ! যে যে সহস্র যোনিতে আমার জন্ম হইবে, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার ঐকান্তিক-ভক্তি থাকে। তোমার নিন্দা করিয়া আমার পিতার যে পাপ হইয়াছে, তাহাও দূর হউক।' হরি 'তাহাই হইবে' বলিয়া বর দিলেন ও যাইবার সময় বলিলেন, 'প্রহ্লাদ! আমার ভক্তিতে তোমার নির্ব্বাণ মুক্তি হইবে।'

দৈত্যনাথ বহুদিন প্রহ্লাদকে দেখে নাই। এখন প্রহ্লাদকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল ও তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ লইল। প্রহ্লাদও পিতার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। (বিষ্ণুপু' ১ম অংশ ১৭ হইতে ২১ অ:, ভাগবত ৭।৩-৮ অ:।)

এদিকে দেবগণ যজ্ঞভাগ হারাইয়া সকলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল যে, সৃষ্ট কোন জীবের হস্তে তাহার মৃত্যু নাই। তাই ভগবান্ হরি এখন আধসিংহ ও আধ নরাকারে আবির্ভূত হইলেন। হিরণ্যকশিপু সভাস্থলে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধরিতে বলিল। প্রহ্লাদ সেই পরমপুরুষকে চিনিতে পারিল ও পিতাকে বলিল, 'বাবা! আর নিস্তার নাই। তোমার জন্য এই মূর্ত্তি আসিয়াছে।'

দৈত্যগণ বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নরসিংহকে আক্রমণ করিল। বহু শত বর্ষ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। হিরণ্যকশিপু নিজেও তাঁহার সহিত বহু সহস্রবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে তাঁহারই হস্তে সে বিনষ্ট হইল।* (হরিবংশ ২৩০ হইতে ২৩৬অ:) এখন প্রহ্লাদ রাজা হইলেন। এখন আর বালক নহেন। তৎপুত্র বিরোচন ও তৎপৌত্র বলি। প্রহ্লাদ বলিকে রাজ্যভার দিয়া তীর্থ যাত্রা করেন। তিনি বদরিকাশ্রমে গিয়া নরনারায়ণকে ভণ্ড তপস্বী মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। বহুশতবর্ষ ধরিয়া মহা যুদ্ধ হয়, তথাপি প্রহ্লাদ নরনারায়ণকে জয় করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি নৈমিষারণ্যে আসিয়া বিষ্ণুর তপস্যা করিতে থাকেন। বিষ্ণুর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নরনারায়ণই সাক্ষাৎ ভগবান্, বলে বা কৌশলে তাঁহাকে পরাজয় করা কাহারও সাধ্য নাই। আবার তিনি বদরিকাশ্রমে আসিয়া নারায়ণের পাদ বন্দনা করিলেন। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! তুমি ভক্তি-গুণে আমায় পরাজয় করিয়াছ।

এই সময়ে বলি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে! প্রহ্লাদ স্বর্গে গিয়া পৌত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বিষ্ণুধ্যানে সময় যাপন করিবেন ভাবিয়া তিনি স্বর্গরাজ্যও তুচ্ছ বোধে গ্রহণ করেন নাই।

দেবগণকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত ও বলিকে ছলিবার জন্য বামন অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবে দৈত্যগণের বল হ্রাস হইতে লাগিল। বলি একদিন প্রহ্লাদকে বীর্য্যহ্রাস হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু প্রহ্লাদের মুখে বামনই ইহার কারণ জানিয়া বলি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'হরি কে? তাহা হইতে আমার শত শত বীরপুরুষ রহিয়াছে। কোন দেবতার সাধ্য নাই, যে আমার একজন বীরকে পরাজয় করে।' বলির গর্ব্বোক্তি শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, 'রে দুর্ব্বুদ্ধে! তোকে ধিক্, তুই বৈকুণ্ঠনাথের নিন্দা করিলি? আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তম হরিকে জানিয়াও তুই তাহাকে অগ্রাহ্য করিলি? এই মহাপাপে তোর স্বর্গরাজ্য যাইবে, তোকে পাতালে বাস করিতে হইবে।' বাস্তবিক প্রহ্লাদের অভিশাপেই বলি পাতালবাসী হইয়াছিল। (বামনপুরাণ ৭-১০ অ:, ৪৫-৪৭ অ: দ্রষ্টব্য।] অবশেষে প্রহ্লাদ তপস্যা দ্বারা নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করেন। (বিষ্ণুপু' ১।২২ অ:)

২ জনপদবিশেষ। ৩ প্রমোদ। ৪ শব্দ। ৫ নাগবিশেষ। (ভারত ২।৯।১০)

প্রহ্লাদ, প্রবোধচন্দ্রোদয়হস্তামলক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

প্রহ্লাদ, নরসিংহস্তুতি ও হর্য্যষ্টক নামক দুইখানি গ্রন্থরচয়িতা।

প্রহ্লাদ, চৌহানবংশীয় জনৈক রাজা, রাজা বাল্হনের পুত্র।

প্রহ্লাদক (ত্রি) আহ্লাদজনক, সন্তোষজনক।

প্রহ্লাদন (ক্লী) প্র-হ্লাদ-লুট্। আহ্লাদকরণ, আনন্দকরণ।
"যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা।" (রঘু ৪।১২)
'প্রহ্লাদনাৎ আহ্লাদকরণাৎ' (মল্লিনাথ)
(ত্রি) ২ আহ্লাদজনক।

প্রহ্লাদন দেব, মালবের জনৈক যুবরাজ। ইনি অনহিলবাড়ের চালুক্যরাজের অধীনস্থ সামন্তরাজ ধারাবর্ষদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সকলকলাবিদ্, ষড়্দর্শনাশ্রমী ও সাধারণের পূজ্য

* ভাগবতে একটু ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ভাগবতে লিখিত আছে, রাজসভায় একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় তোর হরি! যদি সর্ব্বত্রই তোর হরি থাকে, তাহা হইলে কেন তাহাকে এই স্তম্ভে দেখিতে পাইতেছি না।' হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিবামাত্র স্তম্ভ ভেদ করিয়া নরসিংহ বাহির হইলেন ও দৈত্যপতিকে নাশ করিলেন।

ছিলেন। তাঁহার বিরচিত পার্থপরাক্রমব্যায়োগ নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

প্রহ্লাদ নীরাজি, একজন মহারাষ্ট্রসচিব। ইনি কএকটী মহারাষ্ট্রযুদ্ধে বিশেষ সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। [প্রতিনিধি শব্দ দেখ।]

প্রহ্লাদিন্ (ত্রি) প্রহ্লাদ-ইনি। প্রহ্লাদযুক্ত।

প্রহ্ব (ত্রি) প্রহ্বয়তে ইতি প্র-হ্বে-(সর্ব্বনিঘৃষরিষ্যেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্, আলোপশ্চ। ১ নম্র।

"সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতি সঞ্জহার প্রহ্বেষনির্বন্ধরুষো হি সন্তঃ।"(রঘু১৬৮০)

২ বিনীত। ৩ প্রবণ। ৪ আসক্ত। ৫ আবর্জ্জিত।

প্রহ্বণ (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে আহ্বান, প্রহ্বাণ।

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।"

(ভাগ° ৩৩৩৬) ২ ভক্তিতে প্রণত হওন।

প্রহ্বলীকা (স্ত্রী) প্রবহ্লিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রহেলিকা।

প্রহ্বাঞ্জলি (ত্রি) কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তকাবনতভাবে দণ্ডায়মান।

প্রহ্বায় (পুং) ১ আবাহন। ২ স্তব।

প্রা, পূর্ত্তি। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ প্রাতি। লোট্ প্রাতু। লিট্ পপ্রৌ। লুঙ্ অপ্রাসীৎ।

প্রাংশু (ত্রি) প্রকৃষ্টা অংশবোহস্ত। ১ উচ্চ, উন্নত।

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥" (রঘু ১।৩)

(পুং) ২ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবং ১০ অ°) ৩ বৎসপ্রীনৃপের সুদক্ষিণাতে জাত পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু°১১৮।১) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩০)

প্রাংশুতা (স্ত্রী) প্রাংশোর্ভাবঃ তল-টাপ্। প্রাংশুর ভাব বা ধর্ম্ম, উচ্চতা।

প্রাকর (পুং) দ্যুতিমান্নৃপের পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৩ অ°)

প্রাকরণিক (ত্রি) প্রকরণেন প্রাপ্তঃ ঠক্। প্রকরণপ্রাপ্ত।

প্রাকর্ষ (ক্লী) সামভেদ।

প্রাকর্ষিক (ত্রি) প্রকর্ষং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। ১ নিত্যপ্রকর্ষার্হ। ২ উৎকর্ষযোগ্য।

প্রাকষিক (পুং) প্র-আ-কষ-কিরন্। ১ স্ত্রীদিগের নর্ত্তক। ২ পরদারোপজীবী।

প্রাকাম্য (ক্লী) প্রকামস্ত ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইচ্ছানভিঘাতরূপ ঐশ্বর্য্যবিশেষ। ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত, অর্থাৎ সফল ইচ্ছা। পর্ব্বতাভ্যন্তরে, কি ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিব, এইরূপ যে কোন ইচ্ছা হইবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে। ইহাই প্রাকাম্য। ইচ্ছাশক্তি কোনরূপে ব্যাহত হইবে না, যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, তখনই তাহা সফল হইবে।

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥" (তত্ত্বকৌমুদী)

স্বাচ্ছন্দ্যানুমান, পর্য্যায়—অবসর্গ, সাচ্ছন্দ্যানুমতি। (ত্রিকা°)

প্রাকার (পুং) প্রক্রিয়তে ইতি প্র-কৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্য ঘঞীতি দীর্ঘঃ। প্রাচীর, চলিত পাচিল।* ইষ্টকাদিরচিত বেষ্টন। পর্য্যায় শাল, সাল, বরণ, বপ্র। প্রাকারের পরিমাণ—

"ঊর্দ্ধং বিংশতিহস্তেভ্যঃ প্রাকারং ন শুভপ্রদম্॥"(ব্রহ্মবৈ°৪।১০৩অ°)

১৬ হাতের ঊর্দ্ধ গৃহ এবং ২০ হাতের উপর প্রাচীর করিতে নাই, তাহা গৃহীদিগের শুভাবহ নহে। প্রাচীর বা গৃহের দ্বার প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘে তিন হাত করিতে হইবে ও ইহার দ্বার ঠিক মধ্যস্থলে না করিয়া একটু পাশ ঘেসিয়া করিতে হয়।

"প্রস্থে হস্তদ্বয়াৎ পূর্ব্বং দীর্ঘে হস্তত্রয়স্তথা।
গৃহিণাং শুভদং দ্বারং প্রাকারস্ত গৃহস্ত চ॥
ন মধ্যদেশে কর্ত্তব্যং কিঞ্চিন্ন্যূনাধিকং ভবেৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১০৩ অ°)

২ সর্ব্বতোবিস্তার।

প্রাকারমর্দ্দিন্ (ত্রি) প্রাকারং মৃদ্নাতি মৃদ-ণিনি। ৬তৎ। প্রাকারভেদক, প্রাচীরভেদক, যিনি প্রাচীর ভেদ করেন। ততো বাহ্বাদিত্বাৎ অপত্যার্থে ইঞ্,সংযোগোপধেনাস্তত্বাৎ ন টিলোপঃ। প্রাকারমর্দ্দিনি—তদপত্য।

প্রাকারীয় (ত্রি) প্রকারায়াং ছ। ১ প্রাকারপ্রকৃতি, ইষ্টকাদি। ২ সম্ভবৎপ্রাকার দেশ, যে স্থলে প্রাচীর দেওয়া যাইবে।

প্রাকাশ (পুং) প্র-কশ-ঘঞ্, ঘঞি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। প্রকাশ।

প্রাকাশ্য (ক্লী) ১ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশন। ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

প্রাকৃত (ত্রি) প্রকৃষ্টমকৃতমকার্য্যং যস্য। ১ নীচ। ২ অবিকারক।

"বদন্তি বর্ষং চাজীর্ণং প্রাকৃতং প্রতিবাসরম্।"

'প্রাকৃতং অবিকারকং' (ভাবপ্র°) ৩ প্রকৃতি সম্বন্ধী।

"স কৃত্বা প্রাকৃতং কৃচ্ছ্রং ব্রতশেষং সমাপয়েৎ।" (মনু ১১।১৫৯)

প্রকৃতৌ ভবঃ তত্র আগতো বা প্রকৃতি (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩) (তত আগতঃ। পা ৪।৩।৭৪) ইতি বা অণ্। ৪ ভাষাভেদ। সংস্কৃত নাটকাদি মধ্যে ব্যবহৃত ও এক সময়ে ভারতের প্রচলিত ভাষা। কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া, কি হিন্দী, কি মহারাষ্ট্রী ভারতে যতগুলি দেশী ভাষা প্রচলিত, এ সমস্তই এক সময়ে প্রাকৃত নামে গণ্য ছিল এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা হইতেই প্রচলিত দেশী ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

হেমচন্দ্র স্বীয় প্রাকৃত ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং

(১) বৈদ্যবাড়ের তেজঃপালের মন্দিরে উৎকীর্ণ সোমেশ্বরের প্রশস্তি এবং আবুপর্ব্বতের ১২৩০ সম্বতে উৎকীর্ণ ২য় ভীমদেবের শিলালিপিতে ইঁহাদের বংশপরিচয় আছে। [Epi. Indi. Vol I. 224 & Ind Ant. xi p 223.]

তত্র ভবঃ তত আগতং বা প্রাকৃতং।" অর্থাৎ সংস্কৃতই প্রকৃতি বা মূল, তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে বা আসিয়াছে তাহাই প্রাকৃত।

কৃষ্ণপণ্ডিতের প্রাকৃতচন্দ্রিকায়ও লিখিত আছে—

"প্রকৃতি সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্।
তদ্ভবং তৎসমং দেশীত্যেবমেতত্রিধা মতং॥" (১।৪)

সংস্কৃত প্রকৃতি, তাহা হইতে উদ্ভব বলিয়া প্রাকৃত নাম হইয়াছে, ইহা আবার সংস্কৃতভব, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিন প্রকার।

উপরোক্ত প্রমাণ অনুসারে এ দেশীয় সকল পণ্ডিতই বলিয়া থাকেন যে, সংস্কৃতই প্রাকৃত ভাষার জননী। কিন্তু বেবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ এ মত অনুমোদন করেন না।

অধ্যাপক বেবার (Weber) বলেন, 'সংস্কৃত ভাষা সমস্ত আর্য্য জাতির কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা কেবল বিদ্বানের ভাষা। বৈদিক ভাষা হইতেই একদিকে সুগঠিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি এবং অপর দিকে মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ও অনিয়তবেগে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন। প্রাচীন বৈদিক ভাষাই ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সাধারণের মুখে প্রাকৃত ভাষা হইয়াছে। আবার সেই বৈদিক ভাষাই বৈয়াকরণের হাতে সুগঠিত ও পণ্ডিতের হাতে মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষার অনিয়মিত-রূপ সংস্কৃত ভাষায় নাই, কিন্তু বৈদিক ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন কুট = কৃত (ঋক্ ১।৫৬।৪), কাট = কর্ত্ত, যাবৎসঃ = যাবচঃ, কৃকলাস = কৃকদাসু, খুল্লক = ক্ষুদ্রক, ভুজ = ভ্রজ্ ইত্যাদি। এমন কি রামায়ণ ভারতাদি কাব্যেও এমন অনেক কথা আছে, যাহা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়, যেমন "গোপেন্দ্র" স্থানে গোবিন্দ।'*

অধ্যাপক ওক্রেকুট সাহেবের মতে—'অধ্যাপক বেবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে প্রাকৃত ভাষা বৈদিক ভাষার সমকালীন, তাহা সমীচীন নহে। ঋগ্‌বেদের ভাষা সমস্ত ভারতে কখন প্রচলিত ছিল না। আর্য্যগণের আদিনিবাস পঞ্জাবেই কেবল প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণের চারিদিকেই বহু সংখ্যক অনার্য্য জাতির বাস ছিল, তাহারা বিজেতার ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের মুখেই আর্য্যভাষা বিকৃত হইতেছিল। আবার আর্য্যসন্তানও শূদ্রকন্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহাদের সংশ্রবে আর্য্যগৃহে অনার্য্য ভাষা প্রচলিত হইতে থাকে। অবশেষে রাজনৈতিক বিপ্লবে অনার্য্য জাতিই রাজ্যশাসন লাভ করিলেন ও তাঁহাদের প্রভাবে সাধারণের চলিত ভাষা প্রচলিত হইল। বাস্তবিক রামায়ণ মহাভারতাদিতে কি ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন কি বেদের ব্রাহ্মণের ভাষা পরিষদ্ বা পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে কখন কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল না।'

অধ্যাপক লাসেনের মতে—'বৈদিক ভাষা এক সময়ে কথিত ভাষা হইলেও পাণিনির সময়ে 'ভাষা' বলিলে তৎকালপ্রচলিত লৌকিক সংস্কৃত বুঝাইত, তাহা পাণিনির উক্তি হইতে জানা যায়। কোন কোন বৈদিক মন্ত্রে প্রাকৃতের বিকৃত রূপ দেখা যায় বটে। কিন্তু প্রাকৃতভাষায় এরূপ ভাঙ্গা ছাঁদ হইতে অনেক সময় গিয়াছে। তাই, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের উৎপত্তি এক সময়ে স্বীকার করা যায় না। হিন্দু আর্য্যগণের ভারতে বিস্তৃতি ঘটিবার পরে প্রাকৃতের উৎপত্তি। তবে স্থান বিশেষের সংস্কৃত হইতে যে প্রাকৃতের উদ্ভব, তাহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ স্থানভেদে সংস্কৃতভাষার ভেদ এখন নির্ণীত হয় নাই। অশোকের সময়ে প্রাকৃত লিখিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ সময়ে পূর্ব্বভারত, গুজরাত ও কাবুলের পূর্ব্বাংশ এই তিন স্থানে স্থানীয় প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। সুতরাং মূল প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ বুদ্ধের উক্তি সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।'

অধ্যাপক বেনফাই (Benfey)র মতে, 'অশোকের সময়ে দুই প্রকার দেশী ভাষা প্রচলিত ছিল। এক গুজরাতে ও অপর মগধে, ঐ দুই ভাষার গঠন পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে ঐ দুই প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার সহিত একত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল না, এক সময়ে ঐ স্থানে যে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাই ক্রমশঃ প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। অতএব অশোকের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষা মৃত হইয়াছিল এবং প্রাকৃত ভাষার সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রভাষা পালি। প্রথম বৌদ্ধগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের কথিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভাষা মগধের প্রচলিত ভাষা হইতে অনেক অংশে পৃথক্ হইলেও, অশোকলিপির ভাষার সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিত উক্ত ভাষারও সেইরূপ সম্বন্ধ। অধিক সম্ভব, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, সে সময় জনসাধারণ সংস্কৃতভাষায় কথা বলিত না। অন্ততঃ ইহারও তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে সংস্কৃত জনসাধারণের ভাষা বলিয়া গণ্য হইলেও হইতে পারে।'

এইরূপে য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ পণ্ডিতগণের প্রত্যেকের কথাতেই যে কতক কতক সত্য রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আর্য্যজাতির আদি ভাষা বেদে। ঐ বৈদিকভাষারূপ-স্রোতস্বতী হইতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ধারাই বাহির হইয়াছে;

* Weber's Indische Studien, Vol. II, p. 110-11.

তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সময় হইতে ভাষা লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় হইতেই লিখিত ও কথিত ভাষা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পৃথক্ হইতে থাকে; কিন্তু বেদসংহিতা-প্রচারকালে লিপিপদ্ধতি ছিল না; সুতরাং তৎকালে আর্য্য-জনসাধারণ যে ভাষায় কথা কহিতেন, সেই ভাষাই বেদে পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ বেদসংহিতার ভাষাই বৈদিকযুগের কথিত ভাষা। পঞ্চনদ ও সরস্বতীপ্রবাহিত কুরুক্ষেত্রে এক-সময় এই ভাষা প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণের ভারতে আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষায় অপর প্রাদেশিক ভাষা অল্পে অল্পে প্রবেশলাভ করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন কালের প্রভাব অনুসারে কথিত ভাষাও সামান্য রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই কারণেই আমরা বেদের সংহিতায় ও উপনিষদের ভাষায় অতি সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি; কিন্তু প্রাদেশিক ভাষা ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষায় যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার নিদর্শন প্রাচীনতম সংস্কৃতভাষায় অতি বিরল। প্রাচীন-তম সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমস্তই প্রায় উত্তরভারতবাসী মুনিঋষিপ্রণীত; সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলেও পূর্ব্বভারত, পশ্চিম-ভারত অথবা দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক ভাষার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। পাণিনি ও নিরুক্তকার যাস্কের সময় বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত ভাষা কতকটা পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাও প্রাদেশিক ভাবে নহে। তাহা বহুসহস্রবর্ষব্যাপী কালপ্রভাবের ফল। এ সময়ে সংস্কৃত 'লৌকিক' বা জনসাধারণের কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইলেও স্থানভেদে তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা-তেও অল্লাধিক পার্থক্য লক্ষিত হইত।

যাস্ক লিখিয়াছেন—"অথাপি ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে দমূনাঃ ক্ষেত্রসাধা ইতি। অথাপি নৈগমেভ্যো ভাষিকা উষ্ণং ঘৃতমিতি। অথাপি প্রকৃতয় এবৈকেষু ভাষ্যন্তে বিকৃতয় একেষু। শবতির্গতিকর্ম্মা কম্বোজেম্বেব ভাষ্যতে বিকারমস্যার্য্যেষু ভাষন্তে শব ইতি। দাতির্লবনার্থে প্রাচ্যেষু দাত্রমুদীচ্যেষু।" (নিরুক্ত ২।২)

'বৈদিক অনেক বিশেষ্যপদ (যেমন দমূনা, ক্ষেত্রসাধা) ভাষায় প্রচলিত ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ভাষার অনেক পদ যেমন 'উষ্ণং' 'ঘৃতং' বৈদিক ধাতু হইতে আসি-য়াছে। আবার একস্থলে প্রকৃতি (ধাতু) হইতে ও অন্যস্থলে বিকৃতি (অর্থাৎ বিশেষ্য) হইতেও বলা হইয়া থাকে। যেমন 'শবতি' ধাতুদ্বারা কম্বোজদেশে 'গতিকর্ম্ম' বুঝায়, আবার আর্য্যদিগের মধ্যে ইহারই বিকার 'শব' (অর্থাৎ মৃতদেহ) শব্দের ব্যবহার আছে। পূর্ব্বদেশীয়েরা কর্ত্তন অর্থে 'দাতি' ব্যবহার করে; কিন্তু উত্তরদেশীয়েরা 'দাত্র' (দা) ব্যবহার করেন।'

যাস্কের উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে কাম্বোজ দেশেও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং দেশভেদে এই ভাষা-প্রয়োগের একটু তারতম্য ঘটিয়াছিল। যখন দেশভেদে ও কালভেদে সংস্কৃত ভাষায় অল্লাধিক পার্থক্য ও অর্থব্যত্যয় ঘটিতে ছিল, সেই সময়েই পাণিনি, যাস্ক প্রভৃতি শাব্দিকগণ ব্যাকরণাদি প্রণয়ন দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে লিপি প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং পণ্ডিতগণের চেষ্টায় এখন হইতে ব্যাকরণের পথ প্রদর্শিত হইয়া যে সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইল, চলিত ভাষার সহিত ক্রমেই তাহার পার্থক্য হইতে চলিল। সেই কথিত ভাষা হইতেই পরে আদি প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি। কিরূপে প্রাচীনতম আর্য্যভাষা হইতে প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি হইয়াছে,—নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল—

পুংলিঙ্গে একবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	অগ্নিঃ	অগ্‌গি	অগ্‌গি	অগ্‌গী
কর্ম্ম	অগ্নিং	অগ্‌গিং	অগ্‌গিং	অগ্‌গিং
করণ	অগ্নিনা	অগ্‌গিণা	অগ্‌গিনা	অগ্‌গিণা
অপা	অগ্নেঃ	অগ্‌গিণো	অগ্‌গিস্মা	অগ্‌গিণো
			অগ্‌গিনা	অগ্‌গীহিংতো
	অগ্নিতঃ	অগ্‌গিত্তো	অগ্‌গিত্তো	অগ্‌গিত্ত
সম্বন্ধ	অগ্নেঃ	অগ্‌গিণো, অগ্‌গিস্স	অগ্‌গিনো, -স্স,	অগ্‌গিণো, -স্স
অধি	অগ্নৌ	অগ্‌গিম্মি	অগ্‌গিম্হি, -স্মিং	অগ্‌গিম্মি
সম্বো	অগ্নে	অগ্‌গি	অগ্‌গি	অগ্‌গি

পুংলিঙ্গে বহুবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	অগ্নয়ঃ	অগ্‌গয়ো	অগ্‌গয়ো	অগ্‌গীও
কর্ম্ম	অগ্নীন্	অগ্‌গয়ো	অগ্‌গয়ো	অগ্‌গীউ
করণ	অগ্নিভিঃ	অগ্‌গিহি, -হিং	অগ্‌গিভি-, হি	অগ্‌গীহি
অপা	অগ্নিভ্যঃ	অগ্‌গিহিংতো	অগ্‌গিভি, -হি	অগ্‌গীহিংতো
সম্বন্ধ	অগ্নীনাং	অগ্‌গীণ, -ণং	অগ্‌গীনং	অগ্‌গীণং, -ণ
অধি	অগ্নিষু	অগ্‌গিসু, -সুং	অগ্‌গিসু	অগ্‌গীসু, -সুং

স্ত্রীলিঙ্গে একবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	বুদ্ধিঃ	বুদ্ধি	বুদ্ধি	বুদ্ধী
কর্ম্ম	বুদ্ধিং	বুদ্ধিং	বুদ্ধিং	বুদ্ধিং
করণ	বুদ্ধ্যা	বুদ্ধীএ	বুদ্ধিয়া, বুদ্ধিয়ং	বুদ্ধীএ, বুদ্ধীই
অপা	বুদ্ধ্যাঃ			
সম্বন্ধ	বুদ্ধেঃ			
সম্বো	বুদ্ধে	বুদ্ধি	বুদ্ধি	বুদ্ধি বা বুদ্ধী

স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	বুদ্ধয়ঃ	বুদ্ধী, বুদ্ধীও	বুদ্ধী, বুদ্ধিয়ো	বুদ্ধীও, বুদ্ধীউ
কর্ম্ম	বুদ্ধীঃ	বুদ্ধী	বুদ্ধী	বুদ্ধী
করণ	বুদ্ধিভিঃ	বুদ্ধিহি, -হিং	বুদ্ধিভি, -হি	বুদ্ধীহি, -হিং

	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
অপা	বুদ্ধিভ্যঃ	বুদ্ধিহিংন্তো	বুদ্ধিভি,-হি	বুদ্ধীহিংন্তো
সম্বন্ধ	বুদ্ধীনাং	বুদ্ধীণং,-ণ	বুদ্ধীনং	বুদ্ধীণং,-ণ
অধি	বুদ্ধিষু	বুদ্ধিসু,-সুং	বুদ্ধিসু	বুদ্ধীসু,-সুং

ক্লীবলিঙ্গে।

এক কর্ত্তা	দধি	দহি, দহিং	দধি	দহি, দহিং
বহু "	দধীনি	দহীনি, দধি	দধী, দধীনি	দহীণি, দহীইং

অস্মদশব্দের একবচন।

কর্ত্তা	অহং	অহং	অহং	অহং, অম্হি, অম্মি
কর্ম্ম	মাং	মাং	মং, মম	মং, মমং, মিমং
করণ	ময়া	মএ, মে	ময়া	মএ, মই, মে, মমএ
অপা	মৎ	মইত্তো	ময়া	মইত্তো, মমাদো, মজ্ঝত্তো
সম্ব	মে, মম	মে, মম, অম্হং	মে, মমং	মে, মম, অম্হ
অধি	ময়ি	মমি	ময়ি	মই, মমম্মি, অম্হম্মি

অস্মদশব্দের বহুবচন।

কর্ত্তা	বয়ং	বয়ং, অম্হে	বয়ং, অম্হে,	বয়ং, অম্হে, অম্হো
কর্ম্ম	অস্মান্, নঃ	অম্হে, নো	অম্হে, নো	অম্হে, অম্হো, ণে
করণ	অস্মাভিঃ	অম্হেহি,-হিং	অম্হেভি,-হি	অম্হেহিং, অম্হাহিং
অপা	অস্মৎ	অম্হেহিংতো অম্হাহিংতো	অম্হেভি,-হি	অম্হেহিংতো,-সুংতো মমাহিংতো
সম্ব	অস্মাকং নঃ	অম্হাণং, অম্হাহ নো	অম্হাকং নো	অম্হাণ, অম্হাইঁ ণো, ণে, মমাণ
অধি	অস্মাসু	অম্হেসু,-সুং	অম্হেসু	অম্হেসু, অম্হসু, মমেসু, মমসু, মহেসু, মজ্ঝসু

যুষ্মদ শব্দের একবচন।

	সংস্কৃত	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	ত্বং	ত্বং তুমং	ত্বং তুবং	তং, তুমং, তুবং
কর্ম্ম	ত্বাং	ত্বাং, তাং, তুমং, তুএ	তং তুমং	তুং, তুবং, তুমং তুহ, তুএ, তুমে,
করণ	ত্বয়া	তএ, তই তে, তুমে,	তয়া,	তত্র, তই, তে তুমএ, তুমই, তুমে
অপা°	ত্বৎ	তইত্তো, তুমাত্তো, তুমাহিং, তুমাহিন্তো	ত্বয়া, তয়া	তইত্তো, তুমত্তো, তুমাও, তুমাহিং, তুমাহিংতো, তুবত্তো, তুবাও তুম্হত্তো, তুম্হাও ইত্যাদি
সম্ব°	তে, তব	তে, তব তুহ, তুজ্ঝ তুম্হ	তে, তব তুম্হং তুয্হং	তে, এ, ই তুমং, তুম, তুহ, তুহং তুব, উজ্ঝ, উম্হ, উয্হ, তুব্ভ, উ, য্ভ,

	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
অধি	ত্বয়ি	ত্বয়ি, তয়ি,	ত্বয়ি, তয়ি	তই, তুম্মি, তুমে, তুমম্মি, তুবম্মি, তুহম্মি তুজ্ঝম্মি, তুমহম্মি, তুবত্তম্মি

যুষ্মদ শব্দের বহুবচন।

কর্ত্তা	যূয়ং	তুম্হে, তুম্মে	তুম্হে	তুম্হে, তুম্হ, তুম্হে, উম্হে, তুজ্ঝে, তুয্হে, তুব্ভ
কর্ম্ম	যুষ্মান্ বঃ	তুম্হে, তুম্মে, বো	তুম্হে (তুম্হাকং) বো	তুম্হে, তুব্ভে, তুব্ভ, তুয্হে, উয্হে, তুজ্ঝে, বে-
করণ	যুষ্মাভিঃ	তুম্হেহি, তুম্হেহিং তুব্ভেহি	তুম্হেভি তুম্হেহি	তুম্হেহিং, উম্হেহিং তুব্ভেহিং, তুয্হেহিং তুজ্ঝেহি, উয্হেহিং
অপা	যুষ্মৎ	তুম্হেহিংতো	তুম্হেভি তুম্হেহি	তুম্হেহিংতে তুম্হে- সুংতো, তুম্হাহিংতো তুম্হাসুংতো, তুব্ভে- হিংতো, তুব্ভাহিংতো, তুয্হেহিংতো, তুম্হা- হিংতো, তুজ্ঝেহিংতো ইত্যাদি।
সম্ব	যুষ্মাকং বঃ	তুম্হাণ তুম্হাণং তুম্হাহং তুম্হাহ বো	তুম্হাকং তুম্হং বো	তুমহ, তুজ্ঝং, তুমহাণং, তুমহাণ, তুমহাইঁ, তুহাণং, তুমাণং, তুবাণং, তুব্ভাণ, তুজ্ঝাণ, বো
অধি°	যুষ্মাসু	তুম্হেসু,-সুং	তুম্হেসু	তুম্হেসু, তুম্হাসু তুম্মেসু, তুমসু, তুমেসু তুবসু, তুহেসু, তুহসু, তুব্ভেসু, তুব্ভসু, তুজ্ঝেসু, তুজ্ঝসু, তুয্হ ইত্যাদি।

অঙ্ক সংখ্যা।

দ্বৌ দ্বে	দো, দুবে, বে	দ্বে, দুবে	দো, দুবে, বে, বেন্নি
ত্রি	তি	তিন্নি	তি
চত্বার	চত্তারো	চত্তারো	চত্তারো
চতুরঃ	চতুরো	চতুরো	চউরো
চতস্রঃ	চতস্সো	চতস্সো	চতস্সো
চত্বারি	চত্তারি	চত্তারি	চত্তারি
ষট্	ছ	ছ	ছ
ষষ্ঠ	ছট্ঠো	ছট্ঠো, সট্ঠো	ছট্ঠো
দশ	দহ	দস	দস দহ
ত্রয়োদশ	তেরহ	তেলহ, তেরহ	তেরহ

সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
ষোড়শ	সোলস	সোলস	সোলহ
বিংশতি	বীসা	বীসতি, বীসং	বীসা
ত্রিংশৎ	তীসা	তিংসতি, তীসং	তীসা
পঞ্চাশৎ	পন্না	পঞ্ঞাসং	পন্নাসা
পঞ্চপঞ্চাশৎ	পণপন্নস	পঞ্চপঞ্ঞাস	পণবন্না

ক্রিয়াপদ।

বর্ত্তমানকাল একবচন।

পুরুষ।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রা।	পালি।	প্রাকৃত।
১ম	ভণতি	ভণতি	ভণতি	ভণই
মধ্যম	ভণসি	ভণসি	ভণসি	ভণসি
উত্তম	ভণামি	ভণামি	ভণামি	ভণামি ভণমি

বর্ত্তমানকাল বহুবচন।

১ম	ভণন্তি	ভণংতি	ভণন্তি	ভণংতি
মধ্য	ভণথ	ভণথ	ভণথ	ভণহ ভণিথ
উত্তম	ভণামঃ	ভণামো	ভণাম	ভণামো, ভণমো ভণাম, ভণম

অনুজ্ঞা।

১ব	ভণ	ভণ	ভণ	ভণ
	ভণতু	ভণতু	ভণতু	ভণউ
বহু	ভণত	ভণথ	ভণথ	ভণহ
	ভণন্তু	ভণংতু	ভণংতু	ভণংতু

লট্ কর্ম্মবাচ্য।

১ব ১ম	ভণ্যতে	ভণ্যতে	ভঞ্ঞতে	ভণ্ণএ, ভণ্ণই
		ভণীয়তে	ভণিজ্জতে	ভণীঅএ, ভণিজ্জএ

লট্ ণিচ্।

১ব ১ম	ভাণয়তি	ভাণেতি	ভাণেতি ভণাপেতি	ভাণেই ভণাবেই

উপরোক্ত তালিকা মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আর্য্য পণ্ডিতগণের মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণ দ্বারা যে ভাষা সংস্কৃতরূপে গণ্য ছিল, তাহাই সাধারণের মুখে কথঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া প্রাকৃতরূপে পরিণত হইয়াছে। বেদসংহিতার প্রচলনস্থান পঞ্চনদ অথবা ব্রহ্মাবর্ত্তভূমে প্রথমে সংস্কৃত বিকৃত হইয়া প্রাকৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছিল কি না, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলে বহুকাল সংস্কৃত ভাষাই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে প্রাচীন 'গাথা' নামক ভাষার প্রয়োগ আছে, অধিক সম্ভব তাহাই এখানকার প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার পরবর্ত্তী কথিত রূপ। এই গাথাই পরে পালিভাষায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আদি প্রাকৃত ভাষা প্রথমে কোন্ স্থানে প্রচলিত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অনেকের বিশ্বাস, মহারাষ্ট্রদেশই প্রাকৃত ভাষার আদি স্থান। এই জন্যই লক্ষ্মীধর ষড়্ভাষাচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন, "প্রাকৃতং মহারাষ্ট্রোদ্ভবম্" অর্থাৎ মহারাষ্ট্র হইতেই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি। চণ্ডীদেবের প্রাকৃতদীপিকায় লিখিত আছে—

"এতদপি লোকানুসারাৎ নাটকাদৌ মহাপ্রয়োগদর্শনাৎ প্রাকৃতং মহারাষ্ট্রদেশীয়ং প্রকৃষ্টভাষণম্। তথাচ দণ্ডী—

"মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।"

লোকব্যবহার অনুসারে এবং নাটকাদি ও মহাকবিগণের প্রয়োগ অনুসারে মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রাকৃতই উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া গণ্য। দণ্ডীও তাই লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রদেশে যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত তাহাই শ্রেষ্ঠ।

রামতর্কবাগীশ তাঁহার প্রাকৃত-কল্পতরুর প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,

"সর্ব্বাসু ভাষাস্বিহ হেতুভূতাং ভাষাং মহারাষ্ট্রভবাং পুরস্তাৎ।

নিরূপয়িষ্যামি যথোপদেশং শ্রীরামশর্ম্মাহমিমাং প্রযত্নাৎ॥"

মহারাষ্ট্রী ভাষাই সকল প্রাকৃত ভাষার সার। অর্থাৎ অপর স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাগুলিও মহারাষ্ট্রী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে রামশর্ম্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আবার মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী হইতে মাগধী ভাষার উৎপত্তি।'

তবে কি মহারাষ্ট্রদেশ হইতেই প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর্ষ সংস্কৃত বা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতমরূপ যেমন বৈদিক ভাষায়, তেমনি প্রাকৃত ভাষারও আদিরূপ আর্ষ প্রাকৃতে বিদ্যমান। প্রাচীন আর্য্যজাতি যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, অথচ পাণিন্যাদি শাব্দিকগণের সময়ে তৎকালপ্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে যাহা সাধ্য ছিল না, তাহা যেমন আর্ষ বলিয়া গণ্য ছিল, সেইরূপ যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ বিরচিত হইতেছিল, অথচ তাহা তৎকালপ্রচলিত প্রাকৃতের সহিত যে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হইত, তাহাই 'আর্ষ' বা 'পুরাণ প্রাকৃত' বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

এখন আর্ষ প্রাকৃত আলোচনা করা আবশ্যক। এই আর্ষপ্রাকৃতের আদিরূপ ও গঠনাদি নির্ণীত হইলেই আমরা প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তিস্থান অনেকটা ঠিক করিতে পারিব।

কোন কোন বৌদ্ধ ও জৈন-পণ্ডিতের মতে, পাণিনিই প্রথম আর্ষ প্রাকৃতের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। কেদারভট্ট লিখিয়াছেন,—

"পাণিনির্ভগবান্ প্রাকৃতলক্ষণমপি বক্তি সংস্কৃতাদন্যৎ।

দীর্ঘাক্ষরঞ্চ কুত্রচিদেকাং মাত্রামুপৈতীতি॥"

'ভগবান্ পাণিনি সংস্কৃত ভিন্ন প্রাকৃতের লক্ষণও প্রকাশ করিয়াছেন, যে দীর্ঘাক্ষর কোথাও কোথাও একমাত্রাযুক্ত অর্থাৎ হ্রস্ব হইয়া থাকে।'

সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিটীকায় মলয়গিরিও লিখিয়াছেন,—

"চত্তারি ইতি চ সূত্রে নপুংসকত্বনির্দ্দেশঃ প্রাকৃতত্বাৎ। প্রাকৃতে হি লিঙ্গং ব্যভিচারি, যদাহ পাণিনিঃ স্বপ্রাকৃতলক্ষণে লিঙ্গং ব্যভিচার্য্যপীতি।"

'এই সূত্রে প্রাকৃত ভাষা বলিয়াই 'চত্তারি' নপুংসকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় লিঙ্গের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। পাণিনি স্বরচিত প্রাকৃতলক্ষণে বলিয়াছেন, 'লিঙ্গও ব্যভিচারী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনীয়।'

আমরা এখন পাণিনিরচিত কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যাকরণের সন্ধান পাই নাই। মলয়গিরির মতে, পাণিনি যে প্রাকৃত-ব্যাকরণ লিখিয়া ছিলেন, তাহার নাম 'প্রাকৃত-লক্ষণ।' এখন চণ্ডরচিত 'প্রাকৃতলক্ষণ'-নামধেয় এক খানি আর্ষ প্রাকৃতের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চণ্ডের গ্রন্থে "হ্রস্বং সংযোগে" (২।৩) এই সূত্রে কেদারভট্টের উক্তি এবং "কচিদ্‌ব্যত্যয়ঃ।" (১।৪) এই সূত্রে মলয়গিরির উক্তি সমর্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পাণিনির দোহাই দিয়া যে সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, ঠিক সে সূত্র চণ্ডের প্রাকৃত লক্ষণে নাই। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, পাণিনি-নামধেয় কোন ব্যক্তি 'প্রাকৃত-লক্ষণ' নামে একখানি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এই পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ি-রচয়িতা পাণিনি উভয়ে এক ব্যক্তি কি না? অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি যাহাকে প্রচলিত 'ভাষা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা। সুতরাং তাঁহার সময়ে এরূপ প্রাকৃত ভাষা চলিত ছিল কি না এবং তাহার ব্যাকরণ লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস অষ্টাধ্যায়ী নামক সংস্কৃত-ব্যাকরণ-রচয়িতা পাণিনি ও প্রাকৃতলক্ষণপ্রণেতা পাণিনি উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি।

যাহা হউক চণ্ডরচিত আর্ষ-প্রাকৃত-লক্ষণে আমরা সুপ্রাচীন প্রাকৃত ভাষার কতকটা পরিচয় পাই।

চণ্ড প্রাকৃত, অপভ্রংশ (৩।৩৭), পৈশাচিকী (৩।৩৮) ও মাগধী (৩।৩৯) এই চারি প্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারিপ্রকার প্রাকৃতের ভেদও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ন লোপোঽপভ্রংশেঽধো রেফস্য।" (৩।৩৭)

অপভ্রংশে অধো"র" অর্থাৎ রফলার লোপ হয় না। যথা—ব্যগ্র, ভ্রসি।

"পৈশাচিক্যাং রণয়োর্ লনৌ।" (৩।৩৮।)

পৈশাচিকীতে 'র' স্থানে 'ল' এবং 'ণ' স্থানে 'ন' হয়। যথা—অরে = অলে, প্রণমত = পনমত।

"মাগধিকায়াং রসয়োর্ লশৌ।" (৩।৩৯)

মাগধী-ভাষায় 'র' স্থানে 'ল' ও 'স' স্থানে 'শ' হয়। যথা—চন্দ্রকরনিকর = চন্দকলনিকল, হংস = হংশ।

উক্ত প্রাকৃত-লক্ষণের টীকাকার সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পৈশাচিকী, মাগধী ও শৌরসেনী এই ছয়টী ভাষা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও কোন স্থানে মহারাষ্ট্রী ভাষার উল্লেখ করেন নাই*।

বররুচিই আপনার প্রাকৃতপ্রকাশে সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের আলোচনা করেন। তাঁহার মতে মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনী এই চারি প্রকার প্রাকৃত।

হেমচন্দ্র (মূল) প্রাকৃত, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চুলিকা পৈশাচী ও অপভ্রংশ এই ৬ প্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র যাহা কেবল প্রাকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত জৈনশাস্ত্রে ব্যবহৃত অর্দ্ধমাগধীর সাদৃশ্য অধিক, বররুচি-কথিত মহারাষ্ট্রীর সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই। অতএব হেমচন্দ্র-বর্ণিত মূল প্রাকৃতকে মহারাষ্ট্রী বলিয়াই বা কিরূপে গ্রহণ করা যায়। আবার চণ্ড আর্ষপ্রাকৃতের বর্ণনাকালে মূল প্রাকৃতের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত বররুচি-বর্ণিত মূল প্রাকৃত বা মহারাষ্ট্রীর অনেক স্থলে ঐক্য নাই, সুতরাং চণ্ড যখন মহারাষ্ট্রী নামে কোন প্রাকৃতের উল্লেখ করেন নাই, অথচ বররুচি-নির্দ্দেশিত মূল প্রাকৃত বা মহারাষ্ট্রীর সহিত স্থানে স্থানে পার্থক্য দেখা যাইতেছে, তখন কি করিয়া বলিব যে আর্ষ প্রাকৃতের উৎপত্তিকালে মহারাষ্ট্রীর উৎপত্তি হইয়াছিল? এরূপস্থলে মহারাষ্ট্রীকে আদি প্রাকৃত ও তাহা হইতে অপর প্রাকৃতসমূহের উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? অধিক সম্ভব, বররুচি মহারাষ্ট্রীকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করিলে তৎপরবর্ত্তী দুই এক জন আলঙ্কারিক ও আধুনিক বৈয়াকরণ মহারাষ্ট্রীকেই আদি প্রাকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রী ভাষাকে আদি প্রাকৃত বলিয়া কোন প্রাচীন বৈয়াকরণ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

আবার বৌদ্ধেরা মাগধীকে মূল ভাষা বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারা কচ্চায়নের (কাত্যায়নের) 'পয়োগসিদ্ধি' হইতে এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"সা মাগধী মূলভাসা নরা যেয়াদিকপ্পিকা।
ব্রহ্মানো চ সম্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

তাহাই মাগধী, যে মূল ভাষা সকল ভাষার আদিকল্পক, যে অশ্রুতপূর্ব্ব ভাষায় মনুষ্যেরা ও ব্রহ্মেরা, এমন কি সম্যক্‌বুদ্ধেরাও কথা বলিতেন।

* "সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈবাপভ্রংশোঽথ পিশাচিকী।
মাগধী শৌরসেনী চ ষড়্‌ভাষাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

জৈনেরা অর্দ্ধমাগধী ভাষাকেই আদি ভাষা বলিয়া মনে করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা 'পন্নবনা-সূত্ত' হইতে এই প্রমাণ দিয়া থাকেন—

"সে কিং তং ভাষারিয়া? জেণং অদ্ধমগহাএ ভাষাএ ভাসেন্তি জথ য নং বম্ভীলিবি পবত্তই।" অর্থাৎ কি ভাষায় তাহার প্রয়োগ? অর্দ্ধমাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি।

লিপিসৃষ্টির পর যত প্রকার লিপিমালা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মীলিপিই ভারতবাসীর আদিলিপি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যগণের শ্রুতি যখন প্রচলিত হয়, তখনও লিপিপদ্ধতি ছিল না। অধিক সম্ভব, দেশপ্রচলিত ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্ত সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মীলিপিই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের আদি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ মাগধী (পালি) ও অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত। জৈন তীর্থঙ্করদিগের উপদেশাবলীও এই অর্দ্ধমাগধী ভাষায় গ্রথিত। জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে চাতুর্যাম-ধর্ম্মপ্রকরণে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উক্তি পাওয়া যায়। ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথের সমেতশিখরে নির্ব্বাণ হয়। তাঁহার লীলাক্ষেত্র কাশী ও মগধ। অতএব তৎকালে এই প্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, অবশ্য তিনি সেই ভাষাতেই আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথের মত ভগবতীসূত্রে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় দৃষ্ট হয়।

পার্শ্বনাথ, মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধ ইঁহারা যে মাগধী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার কতক নিদর্শন প্রিয়দর্শীর মাগধীয় অনুশাসন-লিপিতে ও চণ্ডের আর্ষ প্রাকৃতে রহিয়াছে।

প্রিয়দর্শীর গুজরাত হইতে আবিষ্কৃত অনুশাসনে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ সেই ভাষাই কতক রূপান্তরিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রী নামে গণ্য হইয়াছিল। আবার পূর্ব্বভারত হইতে প্রিয়দর্শীর যে সকল অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই মাগধী নামে খ্যাত ছিল।

অধ্যাপক লাসেনের মতে, 'বররুচি-বর্ণিত মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী এই চারি প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে শৌরসেনী ও মাগধী এই দুইটীই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থানীয় লক্ষণাক্রান্ত। এই দুইএর মধ্যে শৌরসেনী এক সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত প্রদেশে কথিত ভাষারূপে ছিল, এবং মাগধী অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে ও পূর্ব্বভারতে এই ভাষাই এক সময়ে প্রচলিত ছিল। মহারাষ্ট্র নাম থাকিলেও ইহাকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশের ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। পৈশাচী নামটীও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়।'

যাহা হউক, অতি পূর্ব্বকালে ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় একরকম প্রাকৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল। এখন যেমন মহারাষ্ট্রীর সহিত মাগধী বা বেহারী ভাষার বহু প্রভেদ লক্ষিত হয়, পূর্ব্বকালে এরূপ প্রভেদ লক্ষিত হইত না। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত প্রিয়দর্শীর অনুশাসনলিপির ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়, দুই কি আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে যে কথিত বা প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ, অতি সামান্ত ইতরবিশেষ ছিল। যেমন চণ্ড অথবা বররুচি স্থানভেদে চারিপ্রকার প্রাকৃত ভাষায় উল্লেখ করিলেও ঐ সকল ভাষার মূল ও গঠন আলোচনা করিলে পরস্পর বেশী প্রভেদ বলিয়া মনে হয় না। এখন যেমন পশ্চিম বঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় যৎসামান্ত প্রভেদ দেখা যায়, পূর্ব্বকালে বহুদূর ব্যবধান হইলেও মহারাষ্ট্রী ও মাগধী ভাষার মধ্যে সেইরূপ অতি সামান্য প্রভেদ ছিল। এই জন্তই বররুচি ১ম ৯ পরিচ্ছেদে ৪২৪টী সূত্রে মহারাষ্ট্রী ভাষার আলোচনা করিলেও ১৪টী সূত্রে পৈশাচী, ১৭টী সূত্রে মাগধী ও ৩১টী সূত্রে শৌরসেনীর বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া "শেষং মহারাষ্ট্রীবৎ" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

চণ্ড ও বররুচি উভয়েই প্রাকৃত ভাষায় ত্রিবিধরূপ স্বীকার করিয়াছেন; যথা সংস্কৃতযোনি, সংস্কৃতসম ও দেশী। যাহা সংস্কৃতযোনি তাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। যথা সংস্কৃত মাত্রা= প্রাকৃত মত্তা; নিত্যং=নিচ্চং।

যাহার রূপ বিকৃত হয় নাই, ঠিক সংস্কৃতের মতই থাকে, তাহাই সংস্কৃতসম। যথা—হরো, সোহো, জালং, কমলং।

সংস্কৃতের সহিত যাহার কিছু মিল নাই, অথচ ভিন্ন ভিন্ন দেশে তদ্দেশীয় লোকের মুখে চলিত আছে, তাহাই দেশী। যথা—মহারাষ্ট্রদেশে তাতু, তেটু। অন্ধ্রদেশে বণ্টকমু কুড়ু। কর্ণাটদেশে কুলু। দ্রাবিড়ে চোরু।

যাঁহারা প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, প্রাকৃতের উক্ত ত্রিবিধরূপ আলোচনা করিলে তাঁহাদের সকল কথা সমর্থন করা যায় না। প্রাকৃত ভাষার অনেকাংশ সংস্কৃতভব হইলেও যাহা দেশী, ভারতবাসীর মুখে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে আমরা কখনই সংস্কৃতভব বলিতে পারি না। প্রাকৃতের এই অংশই ভারতবাসীর নিজস্ব। এই অংশপ্রভাবেই দেশভেদে, কালভেদে ও লোকের উচ্চারণভেদে প্রাকৃত ভাষা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং শব্দশক্তির নিয়মানুসারে ভারতের এক প্রান্তের ভাষা অপর প্রান্তে অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্য হইতেই এই দেশীয় ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণপণ্ডিত তাঁহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন,—

"অপভ্রংশস্ত যো ভেদঃ ষষ্ঠঃ সোঽত্র ন লক্ষ্যতে।
দেশভাষাদিতুল্যত্বান্নাটকাদাবদর্শনাৎ ॥
অনত্যন্তোপযোগাচ্চাতিপ্রসঙ্গভয়াদপি।
এবমন্যেঽপি যে ভেদা লক্ষিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥
নেহোক্তাঃ কিংতু নামৈতে কীর্ত্ত্যন্তে স্পষ্টবুদ্ধয়ে।—
মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী শৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকী মাগধী চৈব ষড়েতা* দাক্ষিণাত্যজাঃ ॥
শকারাভীরচণ্ডাল-শবরদ্রবিড়োড্রজাঃ।
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকাশ্রয়াঃ ॥
ব্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।
বার্ব্বরাবন্ত্যপাঞ্চালটাক্কমালবকৈকয়াঃ ॥
গৌড়োড্রদৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌন্তলসৈংহলাঃ।
কালিঙ্গপ্রাচ্যকর্ণাট-কাঞ্চ্যদ্রাবিড়গৌর্জ্জরাঃ ॥
আভীরো মধ্যদেশীয়ঃ সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতাঃ।
সপ্তবিংশত্যপভ্রংশা বৈড়ালাদিপ্রভেদতঃ ॥
কাঞ্চীদেশীয়পাণ্ড্যে চ পাঞ্চালং গৌড়মাগধং।
ব্রাচণ্ডদাক্ষিণাত্যঞ্চ শৌরসেনং চ কৈকয়ং ॥
শাবরং দ্রাবিড়ং চৈব একাদশ পিশাচজাঃ।
এবমার্ষমনার্ষঞ্চ সঙ্কীর্ণং চোপজায়তে ॥"

'প্রাকৃতের ষষ্ঠভেদ অপভ্রংশ, দেশপ্রচলিত যে সমুদায় ভাষা আছে, উহা তাহারই তুল্য। নাটকাদিতে উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। পূর্ব্বপণ্ডিতগণ আরও যে সকল ভেদ কল্পনা করিয়াছেন, বাহুল্য ও অতিপ্রসঙ্গভয়ে তাহাও বলিলাম না। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ঐ সমুদয়ের কেবলমাত্র নাম কীর্ত্তন করা যাইতেছে। মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকী ও মাগধী, এই ছয়টী ভাষা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। শকার, আভীর, চণ্ডাল, শবর, দ্রাবিড় ও উড্রদেশে যে সমুদায় ভাষা ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদায় এবং বনেচরদিগের ব্যবহৃত হীন ভাষাসকল বিকল্পে নাটকাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্রাচণ্ড, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর, আবন্ত্য, পঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকয় গৌড়, উড্র, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, গুর্জ্জর, আভীর ও মধ্যদেশীয় বৈড়ালাদিভেদে এই সপ্তবিংশতি ভাষা অপভ্রংশ বলিয়া কথিত এবং ঐ সকল ভাষার মধ্যে পরস্পরের সহিত অতিসামান্যই প্রভেদ আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাচণ্ড, কাঞ্চী, পাণ্ড্য, পাঞ্চাল, গৌড়, মাগধ, দাক্ষিণাত্য, শৌরসেন, কৈকয়, শাবর ও দ্রাবিড় এই একাদশটী পৈশাচ ভাষা। এতদ্ভিন্ন এ সকল ভাষা আবার আর্ষ, অনার্ষ ও সঙ্কীর্ণ ভেদেও তিন প্রকার হইয়া থাকে।'

* কোন কোন পুস্তকে "অষ্টেতা" এইরূপ পাঠ আছে।

এখন বাঙ্গালা, উড়িয়া, গুজরাতী, মহারাঠী প্রভৃতি দেশী বা অপভ্রংশ ভাষায় কত প্রভেদ! কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ প্রভেদ ছিল না, কৃষ্ণপণ্ডিতের উদ্ধৃত বচনদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। ইহা বহুকালের কথা। এমন কি পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা মিথিলা, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, মিলাইয়া দেখিয়াছি, তখনও এই কয় ভাষার ধাতু, প্রকৃতি, গ্রাম্য শব্দ ও রূঢ় শব্দ অনেকটা মিল ছিল। এখনও বঙ্গের গ্রামবাসীর মুখে এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যাহা পঠিত বাঙ্গালায় স্থান না পাইলেও মহারাষ্ট্রসাহিত্যে অথবা মহারাষ্ট্রের গ্রামবাসীর মুখে সেই সকল মৌলিক শব্দ পাওয়া যাইতেছে! বড়ই দুঃখের বিষয়, যতই দিন যাইতেছে, যতই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে, ততই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে! যাহাদের সহিত পূর্ব্বে আমরা এক ছিলাম, এখন কালপ্রভাবে ভিন্ন ও সংস্রবশূন্য হইয়া পড়িতেছি।

প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ সংস্কৃত হইতে বহু প্রভেদ হইলেও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃতানুসারী; কিন্তু প্রাকৃতোদ্ভব হইলেও এখন ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের ব্যাকরণের নিয়মাদি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। [বঙ্গভাষা, মহারাষ্ট্র ও মৈথিল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রাকৃত ভাষার বিশেষত্ব।

সংস্কৃতভাষায় মোট ৬৪ বর্ণ; কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় ৩৬টী মাত্র। যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও এই ৮টী স্বর। ক খ গ ঘ, চ ছ জ ঝ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ, প ফ ব ভ, য র ল ব, স হ এই ২৮টী ব্যঞ্জন। তবে পৈশাচিকী ভাষায় 'ন' এবং মাগধী ভাষায় 'শ' কারের প্রয়োগ দেখা যায়। এই দুইটী ধরিলে প্রাকৃত ভাষায় ৩৮টী মাত্র বর্ণ হয়। অর্থাৎ সাধারণ প্রাকৃত ভাষায় প্লুত বর্ণ[১] এবং ঐ ঔ ঋ ৠ ঌ ৡ অঃ, ঙ ঞ ন শ এবং ষ এই কয়েকটী অক্ষর নাই।[২]

(১) "ন প্লুতঙনঞাঃ।" (চণ্ড ২।১৪) অর্থাৎ আর্ষপ্রাকৃতে প্লুত ঙ ঞ এবং নকার নাই।

(২) "ঐ ঔ স্বরৌ ততঃ পশ্চাৎ ঋ ৠ ঌ ৡ চতুঃস্বরাঃ।
অঃঙঞনশষাঃ সন্তি প্রাকৃতে নৈব কর্হিচিৎ ॥"
(চণ্ডটীকাধৃত কারিকা)

শেষকৃষ্ণও প্রাকৃতচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—
"ঐ ঔ ⏝ ক ⏝ প ঋ ৠ ঌ ৡ প্লুতশষাঃ সর্গশ্চতুর্থীভ্যাসি
প্রান্তে হল্ ঙঞনাঃ পৃথক্ দ্বিবচনং নাষ্টাদশ প্রাকৃতে।
হুম্বিতঙ্লিঙ্গনয়াজ্ঝলাদিবহুলং ষষ্ঠী চতুর্থ্যাঃ সদা
তাদর্থ্যাদিকভেদ্ব বা বহুবচো দ্বিত্বে প্রযোজ্যং সদা ॥" (১।১৩)

কৃষ্ণপণ্ডিতের উদ্ধৃত বচন হইতে জানা গিয়াছে, প্রাকৃত প্রধানতঃ তিনপ্রকার—আর্ষ, অনার্ষ ও সঙ্কীর্ণ।

আর্ষ প্রাকৃতে প্রথমার স্থানে দ্বিতীয়া এবং সপ্তমী স্থানে তৃতীয়া বিভক্তি দেখা যায়[৩]। যথা—চতুর্বিংশতিরপি জিনবরাঃ=চউবীসং বি জিণবরা। তস্মিন্ কালে তস্মিন্ সময়ে=তেণং কালেণং তেণং সমএণং।

অনার্ষ বা সাধারণ প্রাকৃতে সংস্কৃতের মত লিঙ্গ ও বিভক্তি থাকিলেও বহুস্থানে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। যথা সংস্কৃতে বিদ্যুৎ স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু প্রাকৃতে 'বিজ্জু' পুংলিঙ্গ।

এইরূপ দ্বিবচন স্থানে বহুবচন[৪] হয়। যথা—সংস্কৃত দেবৌ, ব্রাহ্মণৌ পাদৌ ইত্যাদি স্থানে প্রাকৃতভাষায় যথাক্রমে দেবা, বম্ভণা, পায়া।

চতুর্থীর প্রয়োগ অনেকটা ষষ্ঠীর মত।[৫] যথা—নমঃ জিনায়=নমো জিণস্স।

হেমচন্দ্রের মতে ঋষিকথিত প্রাকৃতই আর্ষ বা পুরাণ প্রাকৃত। (৪।২৮৭) তিনি লিখিয়াছেন, আর্ষপ্রাকৃতের বহুরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাতে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই।[৬] ইহার সকল বিধিই বিকল্পে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[৭]

জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গাদি অর্দ্ধমাগধীভাষায় রচিত। এই জন্যই বোধ হয় হেমচন্দ্র অর্দ্ধমাগধীকেই আর্ষ বা পুরাণ প্রাকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৮]। তাঁহার মতে, কর্ত্তৃ একবচনে পদের অন্তে 'অ' থাকিলে মাগধীভাষায় 'অ' স্থানে 'এ' হয়; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরূপ বিধি নাই। মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী উভয়ের পার্থক্য এই, অর্দ্ধমাগধীভাষায় যেখানে 'র' ও 'স' হয়, মাগধীভাষায় তথায় যথাক্রমে 'ল' এবং 'শ' হয়। এই সামান্য প্রভেদ ভিন্ন উভয় ভাষায় আর কোন পার্থক্য নাই।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, চণ্ড প্রাকৃত, মাগধী, পৈশাচী ও অপভ্রংশ এই চারিপ্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রী বা শৌরসেনীর উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ এই দুই শ্রেণীর প্রাকৃত ভাষা তাঁহার সময়ে গ্রন্থনিবদ্ধ হয় নাই। চণ্ড মূল প্রাকৃত বলিয়া যে ভাষার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত অর্দ্ধমাগধী ভাষার অনেকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এরূপস্থলে চণ্ডের মূল বা আর্ষ প্রাকৃতই অর্দ্ধমাগধী ভাষার পুরাণরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে।[৯] কিন্তু তাঁহার সময়েও অর্দ্ধমাগধী, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর পৃথক্ নামকরণ হয় নাই।

হিমালয় হইতে বিন্ধ্য ও গঙ্গাসাগর হইতে সিন্ধু এই বিস্তৃত জনপদ হইতে সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর যে সকল অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা পালি বা প্রাকৃত ভাষার ত্রিবিধরূপ পাইতেছি:—পঞ্জাবী বা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয়, উজ্জয়িনী বা মধ্যপ্রদেশীয় এবং মাগধী বা প্রাচ্যদেশীয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় ভাষায় সর্ব্বত্রই 'র' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং চণ্ড 'অপভ্রংশ' বলিয়া যে ভাষার লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত অনেকটা মিল আছে। মধ্যপ্রদেশীয় বা আবন্ত্য ভাষাই চণ্ডবর্ণিত মূল প্রাকৃত। ইহা এক সময়ে উজ্জয়িনী, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় সর্ব্বত্রই 'র' স্থানে 'ল' আছে। খালসী, মিরত, লৌরিয়া, সহসরাম, বরাবর, রামগড় ও ধৌলি হইতে প্রাপ্ত প্রিয়দর্শীর লিপিতে সর্ব্বত্রই এইরূপ 'ল' প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহাই চণ্ডবর্ণিত মাগধী।[১০]

স্বরবিধান।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, ঐ ও এই ছয়টী স্বর নাই।

ঋ স্থানে রি অথবা স্থানবিশেষে অ ই উ এ ও এই কয়টী হইয়া থাকে। (চণ্ড ২।৫, বররুচি ১।২৭-৩১) যথা—ঋণং=রিণং, ঘৃতং=ঘতং, ঋষি=ইসি, বৃদ্ধঃ=বুড্ঢো, বৃন্তং=বেণ্টং, উৎকৃষ্টং=উকোসং।

ঐ স্থানে এ, অই, এবং কচিৎ ই বা ঈ হইয়া থাকে। (চণ্ড ২।৬-৭, বররুচি ১।৩৫-৩৯) যথা—তৈলং=তেলং, শৈল=সেলো, সৈন্ধবং=সেন্ধবং, সিন্ধবং, ঐশ্বর্য্যং=অইসরিয়ং, ভৈরবঃ=ভইরবো; ধৈর্য্যং=ধীরং।

আ, ঈ, ঊ, এই কয়টী দীর্ঘস্বরের পর সংযোগাক্ষর থাকিলে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়, (চণ্ড ২।৩) যথা—কার্য্যং=কজ্জং, তীক্ষ্ণং=তিক্খং, ঊর্দ্ধং=উড্ঢং, উদ্ধং।

---

(৩) "প্রথমায়া দ্বিতীয়া আর্ষে।" ২।১৩। "সপ্তম্যাং তৃতীয়া আর্ষে।" (চণ্ড ২।১৪।)

(৪) "দ্বিত্বং বহুত্বং।" (চণ্ড ২।১২)

(৫) "ষষ্ঠীবৎ চতুর্থী।" (চণ্ড ২।১৩)

(৬) "আর্ষং প্রাকৃতং বহুলং ভবতি।" (হেম ১।৩)

(৭) "আর্ষে হি সর্ব্বে বিধয়ো বিকল্প্যন্তে।" (১।১৩)

(৮) "যদপি 'পোরাণমদ্ধমাগহভাসানিয়য়ং হবই সুত্তং' ইত্যাদিনা আর্ষস্য অর্দ্ধমাগধভাষানিয়তত্বমাম্নায়ি বৃদ্ধৈস্তদপি প্রায়োঽস্য এব বিধানাৎ, ন বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য।" (৪।২৮৭)

(৯) ডাক্তার হোর্ন্‌লি সাহেবের মতে, চণ্ড মূল প্রাকৃত বলিয়া যে ভাষার ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আর্দ্ধমাগধী, মহারাষ্ট্র ও সৌরসেনী ভাষার আর্ষ বা পুরাণরূপ।

(১০) অসভ্য ও অনার্য্যের মুখে যে প্রাকৃতভাষা উচ্চারিত হইত, তাহাই চণ্ডবর্ণিত 'পৈশাচী' বলিয়া বোধ হয়।

আবার হ্রস্ব স্বরের পর যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয় এবং একটী ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা—জিহ্বা = জীহা।

আর্ষ প্রাকৃতে পরে সংযোগ বা যুক্তব্যঞ্জন থাকিলে পূর্ব্বস্বরের লোপ হয়। (চণ্ড ২।২) যথা—ধনাঢ্যঃ = ধনড্ঢো, দেব ইন্দ্র বা দেবেন্দ্র = দেবিন্দো।

ব্যঞ্জন-বিধান।

প্রাকৃত ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ষ বা তালব্য শ নাই*। শ ও ষ স্থানে স হয়। (বররুচি ২।৪৩) যথা—নিশা = ণিসা, ষণ্ঢঃ = সণ্ঢো, কষায় = কসায়ং। এইরূপ ট স্থানে ড, ও ড স্থানে ল হইয়া থাকে। (বররুচি ২।২০-২৩) যথা—নতা, বিটপ = বিড়বো; দাড়িমং = দালিমং।

প্রাকৃত ভাষায় দন্ত্য ন নাই, কাজেই সর্ব্বত্রই ণ হইয়া থাকে। তবে পৈশাচী ভাষায় আবার ণ নাই, সর্ব্বত্রই 'ণ' স্থানে দন্ত্য ন হইয়া থাকে। (চণ্ড ৩।৩৮)

শব্দের অন্ত্যস্থ হলের লোপ হইয়া থাকে। (বররুচি ৬।১২) যথা—যশস্ = জসো, নভস্ = ণহো, কর্ম্মন্ = কম্মো, যাবৎ = জাব।

স্ত্রীলিঙ্গ হইলে শব্দের অন্ত্যস্থ হল স্থানে আকার হইয়া থাকে। যথা—সরিৎ = সরিয়া, প্রতিপদ্ = পড়িবআ; কিন্তু বিদ্যুৎ, শরদ্ ও প্রাবৃট্ শব্দ স্থানে হয় না, এই তিন শব্দ স্থানে যথাক্রমে বিজ্জু, সরদো, পাউসো হইয়া থাকে। (বররুচি ৪।৯-১১) শব্দের আদিতে য স্থানে জ হয়। (চণ্ড ৩।১৫) যথা—যৌবনং = জুব্বণং, সূর্য্যঃ = সুজ্জো; কিন্তু যুষ্মদ্ শব্দের 'যকার' স্থানে তকার হয়। (চণ্ড ৩।১৭) যথা—যুষ্মাভিঃ = তুম্হেহি। আবার যকার মধ্যে থাকিলে পূর্ব্বরূপ থাকে। যথা—প্রয়াগজলং = পয়াগজলং।

ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, বর্গীয় ব, অন্তস্থ ব, য প্রায়ই লোপ হইয়া থাকে। (বররুচি ২।২)। যথা, মুকুল = মউলো, সাগর = সাঅরো, বচনং = বঅণং, রজতং = রঅদং, বিতানং = বিআণং, গদা = গআ, বিপুলং = বিউলং, বায়ুনা = বাউণা, জীবং = জীঅং।

কিন্তু কোন কোন স্থানে শ্রুতিমধুর হইবার জন্য লোপ হয় নাই। যথা,—কুসুমং, পিঅগমণং, (অপজলং =) অবজলং, অতুলং, আদরো, অপারো, (অযশস্ =) অজসো।

খ, থ, ধ, এবং ভ স্থানে হ হয়। (বররুচি ২।২৭) যথা, মুখং = মুহং, মেঘঃ = মেহো, গাথা = গাহা, রাধা = রাহা, সভা = সহা।

আবার স্থানবিশেষে লোপও হয় না। যথা, প্রখলঃ = পখলো, প্রলংঘন = পলংঘণো, অধীরো, উপলব্ধভাব = উবলদ্ধভাবো।

* কেবল মাগধীভাষায় সকারস্থানে সর্ব্বত্রই 'শ' হইয়া থাকে।

(ভামহ ২।২৭)। কিন্তু শৌরসেনী ভাষায় ত স্থানে দ এবং থ স্থানে ধ হইয়া থাকে। (চণ্ড ৩।৩৯ টীকা, বররুচি ১২।৩) র স্থানে কখন কখন ল হয়। কিন্তু মাগধী ও অপভ্রংশে সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। যথা, হরিদ্রা = হলিদ্দা, চরণো = চলণো, যুধিষ্ঠির = জুহিট্ঠিলো, অঙ্গুরী = অংগুলি, কিরাত = কিলাদো, পরিখা = ফলিহা।

ণ, ম, ল, য এবং হ এই পঞ্চবর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না। স্থান বিশেষে শ স্থানে হ হয়। (বররুচি ২।৩৪) যথা দশ = দহ, একাদশ = এগারহ, দ্বাদশ = বারহ, ত্রয়োদশ = তেরহ।

কোন স্থানে আবার শ স্থানে হ ও স উভয়বিধ হইয়া থাকে। যথা, দশবল = দহবলো, দসবলো।

প্রাকৃত ভাষায় সংযুক্তব্যঞ্জনের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

ক গ, ড, ত, দ, প, ষ, স, এই আটটী বর্ণ কোন বর্ণের সহিত উপরে যুক্ত হইলে লোপ হইয়া থাকে। যথা, ভক্ত = ভত্তং, সিক্থক = সিত্থও, স্নিগ্ধ = সিনিদ্ধো, খড়্গ = খগ্গো, উৎপলং = উপ্পলং, মুদ্গর = মুগ্গরো, সুপ্ত = সুত্তো, গোষ্ঠী = গোট্ঠী, স্খলিত = খলিঅং। (বররুচি ৩।১)

ম, ন এবং যকার কোন বর্ণের সহিত অধোযুক্ত হইলে লোপ হইয়া থাকে। যথা, রশ্মি = রস্সী, যুগ্মং = যুগ্গং, নগ্ন = ণগ্গো, সৌম্য = সোম্মো। (বররুচি ৩।২)

ল, ব এবং রকার কোন বর্ণের সহিত উপরে বা অধোভাগে যুক্ত হইলেও লোপ হয় (বররুচি ৩।৩)। যথা—উল্কা = উক্কা, বল্কলং = বক্কলং, লুব্ধক = লোদ্ধও, পক্ব = পিক্কং, অর্ক = অক্কো, শক্র = সক্কো।

কোন কোন স্থানে যুক্ত বর্ণের মধ্যে আবার স্বরাগম হইয়া থাকে। (বররুচি ৩।৬২) যথা, শ্রী = সিরী, হ্রী = হিরী, ক্রীত = কিরীতো, ক্লান্ত = কিলংতো, ক্লেশ = কিলেসো।

সংস্কৃতের যুক্তবর্ণ প্রাকৃত ভাষায় কিরূপ আকার ধারণ করে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রাকৃত।	সংস্কৃত।
ক্ক =	ৎক, প্ক, ক্ত, ক্য, ক্র, র্ক, ক্ল, ল্ক, ক্ব।
ক্খ =	ৎখ, প্খ, খ্য, ক্ষ, ষ্ক, স্ক, স্খ, ষ্খ, ঃখ।
গ্গ =	ড়্গ, দ্গ, গ্ন, গ্য, গ্র, র্গ, ল্গ।
গ্ঘ =	ড্ঘ, দ্ঘ, ঘ্ন, ঘ্র, র্ঘ।
ঙ্খ =	ঙ্ক্ষ।
চ্চ =	চ্য, ত্য, চ্র, র্চ।
চ্ছ =	থ্য, র্ছ, ছ্র, ক্ষ, ৎক্ষ, ৎস, ৎস্ত, প্স, শ্চ।
জ্জ =	জ্ঞ, জ্ব, জ্র, র্জ, জ্ঞ, দ্য, র্য, ৰ্য্য।
জ্ঝ =	ধ্য, হ্য।

প্রাকৃত।	সংস্কৃত।
ঞ্ঞ =	জ্ঞ, ঞ্জ, ণ্য, ন্ন।
ট্ট =	র্ত, ত্ত।
ট্ঠ =	ষ্ট, ষ্ঠ, স্থ, ষ্ট।
ড্ড =	র্ত, র্দ।
ড্ঢ =	ঢ্য, র্ধ।
ণ্ট, ণ্ড =	ন্ত, ন্দ।
ণ্ণ =	ঘ্ন, জ্ঞ, ম্ন, ন্ন, ণ্য, ন্য, র্ণ, ণ্ব, ন্ব।
ণ্হ =	ষ্ণ, শ্ন, হ্ণ, স্ন, হ্ন, হ্ন।
ত্ত =	ক্ত, প্ত, ত্ত, ত্ম, ত্র, ত্ব, র্ত।
ত্থ =	ক্থ, প্থ, ত্র, র্থ, স্ত, স্থ।
দ্দ =	ব্দ, দ্ব, দ্ম, দ্র, র্দ, দ্ব।
দ্ধ =	গ্ধ, দ্ধ, র্ধ, ধ্ব।
ন্দ =	ন্ত। (শৌরসেনীতে)
ন্ধ =	হ্ন।
প্প =	ক্প, ৎপ, প্য, প্র, র্প, ল্প, প্ন, প্ম, প্ব।
প্ফ =	ক্ফ, ৎফ, ষ্ফ, স্ফ, :ফ, ষ্প, স্প।
ব্ব =	গ্ব, ড্ব, দ্ব, র্ব, ব্র।
ব্ভ =	গ্ভ, ড্ভ, দ্ভ, ভ্য, ভ্র, র্ভ, হ্ব।
ম্ব =	ম্র।
ম্ম =	গ্ম, ণ্ম, ন্ম, ম্য, র্ম, ল্ম, ম্ন।
ম্হ =	ষ্ম, শ্ম, স্ম, হ্ম।
য্য =	র্য, র্জ।
র =	র্য।
রি =	র্য (ক্বচিৎ পৈশাচীতে), দৃ (ক্বচিৎ)।
রিস, রিহ =	র্শ, র্ষ, র্হ।
ল্ল =	ল্য, র্ল, ল্ব, র্য।
ল্হ =	হ্ল।
ব্ব =	দ্ব, ব্য, ব্র, র্ব।
ংস =	র্শ, শ্র, শ্ব, স্ব।
স্স =	শ্ব, শ্য, শ্ম, স্য, শ্র, র্শ, ষ্ব, র্ষ, ষ্য, স্র, স্ব।

শব্দের রূপ।

প্রাকৃত ভাষায় দ্বিবচন ও সম্প্রদান কারক নাই। সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। অপাদানে শব্দের অন্তে হিন্তো ও সুন্তো বিভক্তি হইয়া থাকে।

প্রাকৃত ভাষায় প্রধানতঃ ৫ প্রকার শব্দের রূপ দেখা যায়—১ম কতকগুলি অ বা আকারান্ত, ২য় কতকগুলি হ্রস্ব ই বা দীর্ঘ ঈকারান্ত, ৩য় কতকগুলি উ বা ঊকারান্ত, ৪র্থ যাহা পূর্ব্বে ঋকারান্ত ছিল, এরূপ কতকগুলি এবং ৫ম পূর্ব্বে ব্যঞ্জনান্ত এরূপ কতকগুলি। শেষোক্ত দুই রূপ মধ্যে ঋ স্থানে প্রায়ই ই উ অথবা অর্ বা আর্ হইয়া থাকে, সম্বন্ধ পদেও এইরূপ। যেমন মাতৃ শব্দ স্থানে মাআ হয় এবং আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় শব্দরূপ হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষবর্ণ লোপ হয় এবং প্রথম ৩ প্রকারের কোনটীর রূপ পাইয়া থাকে। যথা—সরস্ স্থানে সর (পুংলিঙ্গবদ্রূপ), আশিস্ স্থানে আসিসা (স্ত্রীলিঙ্গরূপ), কিন্তু হলন্ত প্রাকৃতের রূপ সাধারণ সংস্কৃতবৎ হইয়া থাকে। যথা—ভবদা (ভবৎ শব্দের তৃতীয়া), আউসা = আয়ুষা (আয়ুস্ শব্দের ৩য়া)।

নিম্নে অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের রূপ দেখান হইল :—

পুংলিঙ্গ সর = সরস্। ক্লীবলিঙ্গ বণ = বনং।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা।	সরো। (বণং)	সরা। (বণাইং, বণাণি)
২য়া।	সরং	সরে, সরা।
৩য়া।	সরেণ।	সরেহিং, সরেহি।
৫মী।	সরাদো, সরাত্ত, সরাহি, সরা।	সরাহিংতো, সরেহিংতো, সরাসুংতো, সরেসুংতো।
৬ষ্ঠী।	সরস্স।	সরাণং, সরাণ।
৭মী।	সরে, সরম্মি।	সরেসু, সরেসুং।
সম্বো।	সর। (বণ)	সরা। (বণাইং, বণাই।)

স্ত্রীলিঙ্গ মাআ = মাতৃ।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা।	মাআ।	মাআও, মাআউ, মাআ।
২য়া।	মাঅং।	মাআও, মাআউ।
৫মী।	মাআদো,-ত্ত,-হি।	মাআহিংতো, মাআসুংতো।
৩য়া।	মাআই, মাআএ।	মাআহিং, মাআহি।
৬ষ্ঠী।	মাআই, মাআএ।	মাআণং, মাআণ।
৭মী।	মাআই, মাআএ।	মাআসু, মাআসুং।
সম্বো।	মাএ	মাআও, মাআউ।

স্ত্রীলিঙ্গ ণঈ* = নদী।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা।	ণঈ	ণঈও, ণঈউ।
২য়া।	ণঈং	ণঈও, ণঈউ।
৫মী।	ণঈদো,-ত্ত-হি	ণঈহিংতো, ণঈসুংতো।
৩য়া।	ণঈঅ, ণঈআ, ণঈই, ণঈএ	ণঈহিং, ণঈহি।
৬ষ্ঠী।	ণঈঅ, ণঈআ, ণঈই, ণঈএ	ণঈণং, ণঈণ।
৭মী।	ণঈঅ, ণঈআ, ণঈই, ণঈএ	ণঈসু, ণঈসুং।
সম্বো।	ণঈ	ণঈও, ণঈউ।

* হ্রস্ব ইকারান্ত শব্দের রূপ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, ৪৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বনাম।

প্রাকৃত ভাষায় সর্ব্বনাম শব্দের কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন কিম্ যদ্ তদ্ স্থানে যথাক্রমে 'ক' 'জ' ও 'ত' হয়; এতদ্ স্থানে 'এদ' বা 'এ', ইদম্ স্থানে 'ইম', অদস্ স্থানে 'অমু' কচিৎ 'অহ' হইয়া থাকে। আবার কিম্, যদ্ ও তদ্ স্থানে স্থলবিশেষে 'কি' 'জি' 'তি' এইরূপ হইতে দেখা যায়।

ত = তদ্ (পুংলিঙ্গ)।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা।	তো (ক্লীবলিঙ্গে তং)	তে। (ক্লী° তাই, তাইং)
২য়া।	তং	তে।
৩য়া।	তেণ, তিণা	তেহিং।
৫মী।	তত্তো, তত্ত, তদো, তদু।	তাহিংতো, তাসুংতো।
৬ষ্ঠী।	তস্স, তাস, সে।	তাণং, তাণ, তেসিং।
৭মী।	তস্সিং,-স্সি, তম্মিং,-তম্মি, তহিং, তথ।	তেসু, তেসুং।

স্ত্রীলিঙ্গ।

	একবচন।		বহুবচন।
১মা।	তা।		তাও, তাউ।
২য়া।	তং।		তীও, তীউ।
৫মী।	তাদো, তাদু		তাহিংতো, তীহিংতো,-সুংতো।
৩য়া।	তিণা	তাএ, তাই	তাহিং, তীহিং।
৬ষ্ঠী।	তস্সা, তাসে, সে	তীএ, তীই	তাসাং তেসিং, তাসিং, তাণং।
৭মী।	তিস্সা, তীসে তাহে, তইআ	তীঅ, তীআ	তীণং, তীণ, তীসিং। তাসু, তাসুং, তীসু, তীসুং।

ক্রিয়াপদ।

প্রাকৃতভাষার ক্রিয়াপদেও দ্বিবচন হয় না। নিম্নে হস ধাতুর রূপ প্রদত্ত হইলঃ—

বর্ত্তমানকাল।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথম।	হসদি, হসই।	হসংতি।
মধ্যম।	হসসি।	হসহ, হসধং-ধ, হসিথা, হসথ।
উত্তম।	হসামি, হসমি, হসম্হি।	হসামো,-মু,-ম, হসিমো-মু-ম, হসম, হসম্হ।

অনুজ্ঞা।

	একবচন	বহুবচন
১ম।	হসদু, হসউ।	হসংতু।
মধ্যম।	হসসু, হসাহি, হসস্স।	হসহ, হসধ-ধং।
উত্তম।	হসমু।	হসামো-ম, হসমো-ম, হসম্হ।

পদান্তে 'অ' স্থানে 'এ' ইচ্ছামত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা—হসেমি, হসেহু।

ভবিষ্যৎকালে প্রাকৃতের নানারূপ হইয়া থাকে। যথা।—

১ বচন—১ হস্সং, হস্সামি। ২ হস্সসি। ৩ হস্সদি।
বহুবচন—১ হস্সামো। ২ হস্সধ, হস্সহ। ৩ হস্সংতি।

আবার স্থানবিশেষে ইকারের আগমও দেখা যায়। যথা—হসিস্সম্, কোথাও বা ভবিষ্যৎকালে 'স্স' স্থানে 'চ্ছ' হইয়া থাকে। যেমন শ্রু ধাতু হইতে সোচ্ছম্ বা সোচ্ছিস্সম্, বচ ধাতু হইতে বোচ্ছম্ বা বোচ্ছিস্সম্। আবার কোথাও স্স স্থানে হি হইতে দেখা যায়। যথা—হসিহিমি।

প্রাকৃতে কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃবাচ্যের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (সংস্কৃত 'য' স্থানে ঈঅ বা ইজ্জ আদেশ হয়) যথা—পঠ্যতে = পঢ়ীঅই, পঢ়িজ্জই। কোন কোন স্থানে য লোপ না হইলেও তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী হলের রূপ ধারণ করে। যথা—গম্যতে = গম্মই, গমিজ্জই। ণিচ্ প্রত্যয়ের সংস্কৃতে অয় স্থানে এ হইয়া থাকে। যথা,—কারয়তি = কারেই, হাসয়তি = হাসেই।

আবার ণিচে 'আবে' এইরূপ আদেশও হইয়া থাকে। যথা—করাবেই, হসাবেই। (বররুচি ৭।২৭)

হলের পর তুম্ হইলে এবং স্বরের পর তুম্ হইলে পূর্ব্ব-বর্ণের সহিত যুক্ত হয়। যথা—বচ্-তুম্ বক্তুং = বত্তুম্। ণি-দুম্ = ণেদুম্ (সংস্কৃত নেতুং)।

ত্বা স্থানে তূণ বা উণ। যথা—কৃত্বা = কাউন। প্রাকৃত গদ্যে কোথাও ত্বা স্থানে দুঅ হয়। যথা,—গদুঅ = গত্বা। বর্ত্তমানে শতৃ ও শানচ্ স্থানে অন্ত বা এন্ত ও মাণ আদেশ হয়। যথা—পঢ়ন্ত, পঢ়েন্ত, পঢ়মাণ। স্ত্রীলিঙ্গে শতৃ শানচের পর ঈ ও আকার আদেশ হয়। যথা, হসঈ, হসংতী, হসমাণা।

কর্ম্মবাচ্যে অতীত কালে প্রায় সংস্কৃত রূপই থাকে, তবে প্রাকৃতের নিয়মে বর্ণব্যত্যয় হয়। যথা—শ্রুত = সুদ, সুঅ।

কর্ম্মবাচ্যে ভবিষ্যৎকালে 'য' পূর্ব্ব হলের রূপ ধারণ করে, অনীয় স্থানে অণীঅ বা অণিজ্জ হয়।

অব্যয়।

প্রাকৃতের অব্যয়-বিধানও অনেকটা সংস্কৃতবৎ। বিশেষত্ব এই, 'ইতি' স্থানে ত্তি হয়। ইহা পূর্ব্বশব্দের সহিত যুক্ত হইলে পূর্ব্ববর্ণের আ, ঈ ও উকার হ্রস্ব হইয়া থাকে। খলু স্থানে হ্রস্ব স্বর বা অনুস্বারের পরবর্ত্তী এ ওকারের পর ক্খু এবং দীর্ঘস্বরের পর খু হয়। এইরূপে অপি স্থানে বি, ইবস্থানে বিঅ বা ব্ব, এব স্থানে জ্জেব্ব বা জেব্ব হইতে দেখা যায়।(১)

(১) সাধারণের প্রাকৃতের লক্ষণ লিখিত হইল। আর্য প্রাকৃতে অন্ন ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয়। যেমন—এব = এই, চেয় বা চিয়। (চণ্ড ২।১৭) যথা—গত্বা এব = গন্তি এই। ইব (উপমায়) = পিব, বিব, বিয়, ব্ব, ব। (চণ্ড ২।২২) যথা,—চন্দনমিব = চংদণং পিব ইত্যাদি।

অপি = পি। (চণ্ড ২।১৮) যথা—কতং পি, সুয়ো পি।

খলু = খু। (২।২৩) যথা—এবং খু।

যে সাধারণ প্রাকৃতের বিষয় আলোচিত হইল, ডাক্তার হোর্‌ণলি সাহেবের মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাকৃতের এই রূপ বিদ্যমান ছিল। তৎপরে প্রাকৃত ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনকার প্রচলিত ভাষায় সেই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি।

বহুতর সংস্কৃত নাটকেও বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যেমন বহুকাল হইল সংস্কৃত ভাষা মৃত হইলেও পণ্ডিতগণের নিকট পূর্ব্ববৎ আদৃত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন নাটক বা সেতুবন্ধাদি প্রাচীন প্রাকৃতকাব্যবর্ণিত প্রাকৃত ভাষা বহুদিন হইতে লোপ হইয়া গেলেও সংস্কৃত অলঙ্কার ও ছন্দোশাস্ত্রে প্রাকৃত এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই।

এখন সংস্কৃত নাটক লিখিতে হইলে কাহার মুখে কিরূপ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার কৃষ্ণপণ্ডিত লিখিয়াছেন,—'দেবগণ, রাজগণ, মন্ত্রিগণ এবং অমাত্য ও বণিক্‌দিগের ভাষা সংস্কৃত হইবে। কেহ কেহ সংস্কৃতে, কেহ বা প্রাকৃতে, কেহ কেহ সাধারণ ভাষায় ও কোন কোন ব্যক্তি ম্লেচ্ছ ভাষায় কথা কহিবে। যাগযজ্ঞাদিতে ম্লেচ্ছ ভাষা এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রাকৃত ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতে নাই। কুলীন ব্যক্তির সঙ্কীর্ণভাষা ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির সংস্কৃত প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু যাঁহারা পরিব্রাজক, মুনি অথবা ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়-সিদ্ধ নহে। প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায়ই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবেন, তবে তাহাদের মধ্যে ভাষান্তরের ব্যবহারও কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বৈশ্য ও অপ্সরাগণ ইঁহাদের সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে বৈচিত্র্যের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করা অসঙ্গত নয়। উত্তম ব্যক্তি যদি ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা প্রমত্ত অথবা দারিদ্র্যে উপহত হন, তবে প্রাকৃত ভাষা উচ্চারণ করা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ হইবে না। রাজা বা ব্রাহ্মণ ইঁহারা ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। ভাষা বিষয়ে স্বয়ং ভরত ঐ সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অবাধে গ্রহণ করা যাইতে পারে।'*

'এই ভাষা সম্বন্ধে ভরদ্বাজ আবার একটু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন;—তাঁহার মতে গাথা মাত্রই মহারাষ্ট্রীভাষায় নিবদ্ধ হইবে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় ভাষাই নাট্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাহারা বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, শ্রাবক অথবা কপটদণ্ডী এবং গ্রহাভিভূত, মত্ত বা ষণ্ডরূপী তাহারা প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করিবে। তদ্ভিন্ন নায়িকা বা সখীদিগের শৌরসেনী, বিদূষকাদির প্রাচ্য, ধূর্ত্তদিগের অবন্তিকা, রাক্ষসদিগের মাগধী, এবং অন্তঃপুরবাসী চেট্, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীগণের অর্দ্ধমাগধী ভাষা বিহিত। শকার, দিব্যভাবী, যোধ এবং ভারিশ প্রভৃতির মধ্যে যথাক্রমে শকারী, বাহ্লিকী ও শাবরী ভাষাই প্রশস্ত। দ্রাবিড়াদি দ্রাবিড়ী, খনক ও রাক্ষসদিগের ঔড্রী এবং কাব্যাদে বৈতালিকদিগের বেতালাদি ভাষাই প্রসিদ্ধ। কিরাত এবং বর্ব্বর প্রভৃতি জাতির কোনরূপ ভাষা বা তাহার লক্ষণ নাই।' †

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে—'কৃতাত্মা উত্তম পুরুষগণ সংস্কৃতভাষা এবং তাদৃশ যোষিদ্‌গণ শৌরসেনী ভাষা প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু এই যোষিদ্‌গণের যে সকল গাথা থাকিবে তাহাতে মহারাষ্ট্রীভাষাই প্রযুক্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন যাহার

ইত্তি—ইয় (২।২৮)। যথা—ইয় এবং।

আর্ষপ্রাকৃতে এইরূপ অনুস্থলেও কিছু ভেদ দেখা যায়। চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণে এই আর্ষপ্রাকৃতের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

* "দেবানাং ভূপতীনাঞ্চ সচিবানাং পুরোধসাম্।
অমাত্যবণিগাদীনাং পাঠ্যমিষ্টং তু সংস্কৃতম্।
সংস্কৃতেনৈব কেচিৎস্যুঃ প্রাকৃতেনৈব কেচন।
সাধারণ্যাদিভিঃ কেঽপি কেচন ম্লেচ্ছভাষয়া।
ন ম্লেচ্ছভাষ্যং যজ্ঞাদৌ স্ত্রীষু নাপ্রাকৃতং পঠেৎ।
সঙ্কীর্ণং নাভিজাতেষু নাপ্রবুদ্ধেষু সংস্কৃতম্।
পরিব্রাণ্মুনিবিপ্রাণাং সংস্কৃতং নাভিধীয়তে।
অন্যোন্যামুত্তমানাঞ্চ প্রাকৃতং কাপি দৃশ্যতে।
বালস্ত্রীবৃদ্ধবৈশ্যানাং হিতং নাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা।
ঐশ্বর্য্যাদিপ্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপহতস্য চ।
উত্তমস্যাপি পঠতঃ প্রাকৃতং নৈব দুষ্যতি।
ক্রীড়ার্থং নৃপতেরিষ্টং প্রাকৃতঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
ভরতেনোদিতং ভাষাম্বধাবিতমিদং যতঃ॥" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)

† "বিশেষমাহ—ভরদ্বাজঃ।
গাথাসু তু মহারাষ্ট্রী অন্যা নাট্যাশ্রয়া মতাঃ।
বালস্ত্রীবৃদ্ধভিক্ষূণাং শ্রাবকব্যাজলিঙ্গিনাং।
গ্রহোপসৃষ্টমত্তানাং প্রাকৃতং ষণ্ডরূপিণাং।
নায়িকানাং সখীনাঞ্চ শৌরসেন্যবিরোধিনী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানামপ্যবন্তিকা।
মাগধী রাক্ষসাদীনামন্তঃপুরনিবাসিনাম্।
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
শকারাণান্তু শাকারী বাহ্লীকী দিব্যভাষিণাম্।
যোধানাং ভারিশাদীনাং শাবরী চ প্রশস্যতে।
দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদীনামৌড্রী খনকরক্ষসাং।
কাব্যে বৈতালিকাদীনাং বেতালাদিস্বভাষিতম্।
কিরাতবর্ব্বরাদীনাং ন ভাষা নৈব লক্ষণম্॥" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)

রাজাদিগের অন্তঃপুরচারী, তাহারা মাগধী এবং চেট, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠী ইহাদিগকে অর্দ্ধমাগধী ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। বিদূষক প্রভৃতির প্রাচ্য, ধূর্ত্তদিগের অবন্তিকা, যোধনাগরিক প্রভৃতির দাক্ষিণাত্য, শকার ও শকদিগের শাকারী, দিব্যদিগের বাহ্লীকী, দ্রবিড় প্রভৃতির দ্রাবিড়ী, আভীরদিগের আভীর, পুক্কসদিগের চাণ্ডালী এবং কাষ্ঠ ও পত্রাদি দ্বারা যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদের শাবরীভাষা প্রশস্ত। এইরূপ অঙ্গারকারাদির পৈশাচী, উত্তম চেটীদিগের শৌরসেনী এবং বালক, ষণ্ড, গ্রহবিচারক, উন্মত্ত বা আতুরদিগেরও শৌরসেনীভাষাই প্রসিদ্ধ। তবে কোন কোন সময়ে সংস্কৃতভাষাও ব্যবহৃত হয়। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত, দারিদ্র্যযুক্ত ও ভিক্ষু প্রভৃতির ভাষা প্রাকৃত এবং উত্তম-পরিব্রাজিকা ব্রহ্মচারিণীদিগের সংস্কৃত ভাষা হইবে, তদ্ভিন্ন দেবী, মন্ত্রী, কন্যা ও বেশ্যা ইহাদের সম্বন্ধেও সংস্কৃত ভাষা বিহিত হইয়া থাকে। কার্য্যবশতঃ উত্তমাদির ভাষা বিপর্য্যয় করা যাইতে পারে। কিন্তু যোষিৎ, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত ও অপ্সরা বৈচিত্র্যের নিমিত্ত ইহাদের ভাষা সংস্কৃত দেওয়া যাইতে পারে।*

প্রাকৃত বৈয়াকরণ।

প্রাকৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বহু পণ্ডিত প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে চণ্ড, শাকল্য, ভরত, কোহল, বররুচি ও ভামহ এই কয়জনই প্রধান ও প্রাচীন। মার্কণ্ডেয়-কবীন্দ্র আপনার প্রাকৃতসর্ব্বস্বে এই কয়জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃতসঞ্জীবনীরচয়িতা বসন্তরাজের নামও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।[১] এতদ্ভিন্ন লঙ্কেশ্বররচিত প্রাকৃত-কামধেনু বা প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর, সমন্তভদ্রকৃত প্রাকৃত-ব্যাকরণ, হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃত-শব্দানুশাসন, ত্রিবিক্রমদেবকৃত প্রাকৃতব্যাকরণবৃত্তি, উদয়সৌভাগ্যগণিকৃত প্রাকৃতপ্রক্রিয়াবৃত্তি নামে তাহার টীকা, নরচন্দ্রকৃত প্রাকৃতপ্রবোধ নামে হৈম-প্রাকৃতাধ্যায়টীকা, ক্রমদীশ্বরকৃত সংক্ষিপ্তসারপ্রাকৃতপাদ ও নারায়ণকৃত তাহার টীকা, রামতর্কবাগীশকৃত প্রাকৃতকল্পতরু, প্রাকৃতকৌমুদী, কৃষ্ণপণ্ডিতকৃত প্রাকৃতচন্দ্রিকা, বামনাচার্য্য-করঞ্জ-কবিসার্ব্বভৌম-রচিত প্রাকৃতচন্দ্রিকা, চণ্ডীবরশর্ম্ম-বিরচিত প্রাকৃতদীপিকা নামে সংক্ষিপ্তসারের প্রাকৃতপাদটীকা, প্রাকৃতরহস্য বা ষড়্ভাষাবার্ত্তিক, লক্ষ্মীধরের ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, কাত্যায়নকৃত প্রাকৃতমঞ্জরী, বসন্তরাজরচিত প্রাকৃতসঞ্জীবনী, মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, বাল্মীকি-রচিত প্রাকৃতসূত্র, রঘুনাথ-শর্ম্মবিরচিত প্রাকৃতানন্দ, নরসিংহরচিত প্রাকৃতপ্রদীপিকা, চিন্নবোম্মভূপাল-রচিত প্রাকৃতমণিদীপিকা প্রভৃতি বহুতর প্রাকৃত ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাকৃত পিঙ্গল বা পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, ও রত্নশেখরের প্রাকৃত-ছন্দোকোষ হইতেও প্রাকৃততত্ত্বনির্ণয়ের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে।

প্রাকৃতভাষায় একসময়ে বহুতর কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এখন যে সমস্ত প্রাকৃত কাব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহারাজ সাত-বাহন (হাল শতকর্ণী)-রচিত সপ্তশতী, রাজা প্রবরসেন-রচিত সেতুবন্ধ এবং বাক্‌পতি-রচিত গৌড়বধকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(পুং) ৫ প্রলয়বিশেষ।

"নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ।।
নিত্যশ্চ সর্ব্বভূতানাং প্রলয়োঽয়ং চতুর্ব্বিধঃ।" (বিষ্ণুপু° ১।৭।৩৮)

প্রাকৃতজ্বর (পুং) প্রাকৃতঃ প্রকৃতিসম্বন্ধী জ্বরঃ। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই তিন ঋতুতে উৎপন্ন যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফজ্বর।

"বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ।" (মাধবকর)

চরকে লিখিত আছে—কালের প্রকৃতি উদ্দেশ করিয়া যে জ্বর হয়, তাহাই প্রাকৃত জ্বর। অর্থাৎ যে কালের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতি অনুসারে যে জ্বর হয়। "কালপ্রকৃতিমুদ্দিশ্য প্রোচ্যতে প্রাকৃতঃ জ্বরঃ।" (চরক চিকি° ৩ অ°)

* "পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং সংস্কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্॥
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিণাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দীব্যতাম্।
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাম্॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ।
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপদ্রুতস্য চ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ।
সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ॥
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতম্।
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতম্॥
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্য্যয়ঃ।
যোষিৎসখীবালবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥" (সাহিত্যদর্পণ)

(১) "শাকল্যভরতকোহলবররুচিভামহবসন্তরাজাদ্যৈঃ প্রোক্তান্ গ্রন্থান্ নানালক্ষ্মাণি চ নিপুণমালোক্য ব্যাকীর্ণং বিপুলং সারং [illegible]-পদ্যং মার্কণ্ডেয়কবীন্দ্রঃ প্রাকৃতসর্ব্বস্বমারভতে।" (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব)

প্রাকৃতত্ব (ক্লী) প্রাকৃতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রাকৃতের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রাকৃতদোষ (পুং) প্রাকৃতো দোষঃ। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে যথাক্রমে কুপিত বাত, পিত্ত ও কফপ্রকৃতিসম্পন্ন বাতাদি দোষ। বর্ষা ও শিশিরকালে বায়ুর কোপ, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্তের প্রকোপ, হেমন্ত ও বসন্তকালে কফ-প্রকোপ এই সকল প্রাকৃতদোষ। (চরক সূত্রস্থান° ১০ অঃ)

প্রাকৃতপ্রলয় (পুং) প্রাকৃতঃ প্রকৃতিসম্বন্ধী প্রলয়ঃ। প্রাকৃতিক লয়। যে প্রলয়ে প্রকৃতি পর্য্যন্ত লীন হইবে, তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় কহে। তখন আর প্রকৃতির নামগন্ধও থাকিবে না।

"এবং গতে শতাব্দে চ শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতের্লয়ঃ।
প্রকৃত্যাঞ্চ প্রলীনায়াং তত্রৈবং প্রাকৃতো লয়ঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫১ অঃ) [প্রলয় দেখ।]

প্রাকৃতমানুষ (পুং) প্রাকৃতঃ সামান্যঃ মানুষঃ। সামান্য মানুষ।

"একাদশ চমূনাথং ভীম ! পাদের মাস্পৃশ।
পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃতমানুষঃ॥" (ভারত গদাপ°)

প্রাকৃতইতিবৃত্ত (Natural History) প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত। অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুসমূহের বিবরণ। জন্তু-বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি।

প্রাকৃততত্ত্ববিবেক (Natural Theology) যে শাস্ত্র দ্বারা সৃষ্টপদার্থদর্শনজনিত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

প্রাকৃততন্ত্র, (Democracy) প্রজাতন্ত্র, প্রজাদের হস্তগত রাজ্যশাসন।

প্রাকৃতভূগোল (Physical Geography) যে ভূগোল-বৃত্তান্ত-দ্বারা পৃথিবীর জল স্থল বিভাগ, পর্ব্বতাদির বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জলবায়ু ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় জানা যায়। [ভূগোল দেখ।]

প্রাকৃতমিত্র (ক্লী) প্রাকৃতং স্বাভাবিকং মিত্রং। স্বভাবসিদ্ধ-মিত্র, যাহাদের সহিত স্বাভাবিক মিত্রতা হয়।

"সখা গরীয়ান্ শত্রুশ্চ কৃত্রিমস্তৌ হি কার্য্যতঃ।
স্যাতামমিত্রৌ মিত্রে চ সহজপ্রাকৃতাবপি॥" (মাঘ ২।৩৬)

প্রাকৃত মিত্রও ব্যবহারদ্বারা প্রাকৃত শত্রুর ন্যায় হইয়া থাকে। স্বদেশব্যবহিত দেশাবস্থিত রাজাদি।

প্রাকৃতশত্রু (পুং) প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকঃ শত্রুঃ। ১ স্বাভাবিক শত্রু। ২ স্বদেশাব্যবহিত দেশাবস্থিত রাজাদি, বিষয়ানন্তরবর্ত্তী নৃপ। "বিষয়ান্তরঃ প্রাকৃতঃ শত্রুঃ" (মাঘটীকায় মল্লিনাথ ২।৩৩)

প্রাকৃতসমাজ, (House of Commons) ইংলণ্ডদেশের রাজ-কীয় সভাসংক্রান্ত সাধারণ লোকের সমাজ।

প্রাকৃতিক (ত্রি) প্রকৃতি-ঠঞ্। ১ প্রকৃতিবিকার, প্রকৃতি-সম্বন্ধী, স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ। "এবং সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং বিনা।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫১ অঃ) (পুং) ২ প্রলয়বিশেষ।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত (Natural History) যে শাস্ত্রদ্বারা সৃষ্টপদার্থের স্বরূপ ও অবস্থার বিষয় জানা যায়।

প্রাকৃতিক কার্য্য (ক্লী) সৃষ্টপদার্থ। যে পদার্থ কেবল একমাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, যেমন আলোক, শব্দ ও তাপ প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (ক্লী) (Natural science) যে শাস্ত্রে প্রাকৃতিক কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

প্রাক্‌কর্ম্মন্ (ক্লী) প্রাক্তন-কর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্মরূপ অদৃষ্ট। "প্রাক্‌কর্ম্মো-পার্জ্জিতং জন্তোঃ সর্ব্বমেব শুভাশুভম্।" (কথাসরিৎসা° ৪০।১১১)

প্রাক্‌কল্প (পুং) পুরাকল্প, পূর্ব্বকল্প। (মার্ক° পু° ১১৮।৩০)

প্রাক্‌কূল (ত্রি) প্রাগগ্রদর্ভ, পূর্ব্বভাগ অগ্রে আছে এইরূপ কুশ।

"প্রাক্‌কূলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি॥" (মনু ২।৭৫)

'প্রাক্‌কূলান প্রাগগ্রান্ দর্ভান' (কুল্লূক) 'কূলশব্দো দর্ভাগ্রবচনঃ তান্ পর্য্যুপাসীনঃ তেষু প্রাগগ্রেষু দর্ভেষূপবিষ্টঃ' (মেধাতিথি)

প্রাক্‌কেবল (ত্রি) প্রথম হইতেই ভিন্ন আকারে প্রকাশিত।

প্রাক্‌চরণা (স্ত্রী) জননেন্দ্রিয়।

প্রাক্‌চির (অব্য) বিলম্ব হইবার পূর্ব্বে, যথাকালে।

প্রাক্‌ছায় (ত্রি) প্রাক্ পূর্ব্ববর্ত্তিনী ছায়া যত্র দিনে। পূর্ব্বদিক্-বর্ত্তী ছায়াযুক্ত কাল, অপরাহ্লের কাল।

"অপি নঃ সকুলে জায়াদ্যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পিভ্যাং প্রাক্‌ছায়ে কুঞ্জরস্য চ॥" (মনু ৩।২৭৪)

'কুঞ্জরস্য প্রাক্‌ছায়ে প্রাচ্যাং দিশি গতায়াং ছায়ায়াং অপ-রাহ্লেতরে কালে ইত্যর্থঃ' (মেধাতিথি)

প্রাক্তন (ত্রি) প্রাক্ প্রাচিকালে দেশে প্রাচ্যাং দিশি বা ভবঃ কালবাচিনোঽব্যয়াৎ ট্যু ট্যুলৌ ইতি ট্যু, তুট্ চ। প্রাগ্‌ভব, পূর্ব্বে যাহা করা যায়, তাহাকে প্রাক্তন কহে। এই প্রাক্তন অনুসারে সকলে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে।

"বিধাত্রা লিখিতং কর্ম্ম প্রাক্তনং কেন বার্য্যতে।
মাতুকং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° ১৪ অঃ)

প্রাক্তনকর্ম্ম (ক্লী) প্রাক্তনং পুরাভবং কর্ম্ম অত্রাস্য তর্জ্জনকত্বা-দপি তজ্জন্যত্বারোপঃ। ১ ভাগ্য, অদৃষ্ট। প্রাক্তনকর্ম্মই অদৃষ্ট নামে খ্যাত। অদৃষ্টে যেরূপ থাকে, তাহাই হইবে। একথার অর্থ—পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, সেই প্রাক্তনকর্ম্মই অদৃষ্টা-কারে পরিণত হইয়া পরে তদনুসারে শুভাশুভ ফল প্রদান করিবে। অতএব শুভাশুভ যে কোন ফলভোগ করিয়া থাকি, তাহার মূল সেই প্রাক্তন কর্ম্ম। কেহ বা ধার্ম্মিক আবার কেহ বা নাস্তিক হইয়া থাকে। [ভাগ্য দেখ।]

প্রাক্তনময় (পুং) পূর্ব্বশিষ্য। "সবান্ন দেবাসুচরং প্রশান্তং বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনময়ং প্রতীতং।" (ভাগ° ৩।১।২৪) 'প্রাক্তনময়ং পূর্ব্বশিষ্যং' (স্বামী)

প্রাক্পদ (পুং) প্রাক্রূপঃ পদঃ কর্ম্মধা°। পূর্ব্ববর্ত্তী পদ।

প্রাক্পুষ্পা (স্ত্রী) প্রাক্পুষ্পং যস্যাঃ অজাদিত্বাৎ টাপ্। প্রাক্-বর্ত্তি-পুষ্পান্বিত লতা।

প্রাক্ফল (পুং) প্রাক্ ফলং যস্য। পনস, কাঁঠাল, পুষ্প না হইয়াই ফল হয়, এইজন্য ইহার নাম প্রাক্ফল।

প্রাক্ফল্গুনী (স্ত্রী) প্রাচী ফল্গুনী। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র। "প্রাক্-ফল্গুনেশ্চেৎ জন্মকালে চ যস্য।" (কোষ্ঠীপ্র°)

প্রাক্ফল্গুনীভব (পুং) প্রাক্ ফল্গুন্যাং ভব উৎপত্তির্যস্য। ১ বৃহস্পতি। (হারাবলী) (ত্রি) ২ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে জাতমাত্র।

প্রাক্ফাল্গুন (পুং) প্রাক্ ফল্গুন্যাং ভবঃ অণ্। বৃহস্পতি।

প্রাক্ফাল্গুনেয় (পুং) প্রাক্ ফল্গুন্যাং ভব ইতি প্রাক্ ফল্গুন-ঠঞ্। বৃহস্পতি। (ত্রিকা°)

প্রাক্শিরস্ (ত্রি) প্রাক্ শিরো যস্য। পূর্ব্বদিকে বা অগ্রভাগে মস্তকযুক্ত।

প্রাক্শিরস্ক (ত্রি) প্রাক্শিরস্।

প্রাক্শৃঙ্গবৎ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত শল্যপ° ৫৩ অঃ)

প্রাক্সন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাচী সন্ধ্যা কর্ম্মধা°। পূর্ব্বসন্ধ্যা, সূর্য্যোদয়াসন্ন-সন্ধ্যা, প্রত্যূষকাল।

প্রাক্সবন (ক্লী) প্রাক্কালিকং সবনং। যজ্ঞিয় প্রথম সবন।

প্রাক্সৌমিক (ত্রি) সোমাৎ সোমযাগাৎ প্রাক্ অব্যয়ীভাবঃ, প্রাক্সোমং তত্র ভবঃ ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ সোমযাগের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পশুযাগ। ২ যজ্ঞ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স তু সোমং পিবেৎ দ্বিজঃ।
প্রাক্সৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ যস্যান্নং বার্ষিকং ভবেৎ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২৪)

যাহার তিনবৎসরভোগ্য বা তদধিক অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপান করিবে এবং যাহার বর্ষ-ভোগ্য অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্ব্বকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণ-মাসাদি ক্রিয়াকলাপ করিবে।

প্রাক্স্রোতস্ (স্ত্রী) প্রাক্বহিঃ স্রোতোঽস্যাঃ। ১ নদী। "প্রাক্স্রোতসো নদ্যঃ প্রত্যক্স্রোতসো নদ্যা নর্ম্মদাং বিনা" (মল্লিনাথধৃত বাক্য)

প্রাখর্য্য (ক্লী) প্রখরস্য ভাবঃ প্রখর-ষ্যঞ্। প্রখরত্ব, তীক্ষ্ণতা।

প্রাগগ্র (ত্রি) প্রাক্ অগ্রং যস্য। পূর্ব্বাভিমুখ।

প্রাগদ্য (ত্রি) প্রগদিনোঽদূরদেশাদি চতুরর্থ্যাদিত্বাৎ ঞ্য। প্রগদীর অদূর দেশাদি।

প্রাগভাব (পুং) প্রাগ্বর্ত্তী অভাবঃ। অভাববিশেষ। অভাব তিনপ্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। যে অভাব নিজের প্রতিযোগীকে জন্মায়, তাহার নাম প্রাগভাব। যাহার অভাব তাহাকে তাহার প্রতিযোগী কহে। 'ইহ কপালে ঘটো ভবিষ্যতি' এই কপালে ঘট হইবে, কপালে ঘটের প্রাগভাব আছে। যেমন এই বীজে বৃক্ষ হইবে, এখন বৃক্ষ নাই ভবিষ্যতে হইবে। অর্থাৎ এখন বৃক্ষের অভাব রহিয়াছে, পরে বৃক্ষ হইবে। এই অভাব প্রতিযোগীকে জন্মাইয়া নষ্ট হয়, অর্থাৎ বীজে বৃক্ষ হইলে আর ঐ প্রাগভাব থাকে না। যে বস্তুতে যে যে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভাবনা আছে, তাহাতে তাহার প্রাগভাব আছে। বৃক্ষ জন্মাইয়া বীজ [illegible] হয়। এইরূপ বস্তু উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব নিজে নষ্ট হয়। প্রাগভাবের নাশ আছে। উৎপত্তি নাই।

"অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ।
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥" (ভাষাপরি° ১২)
'বিনাশ্যভাবত্বং প্রাগভাবত্বং' (মুক্তাবলী)

প্রাগল্ভ্য (ক্লী) প্রগল্ভস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। প্রগল্ভতা।

"প্রাগল্ভ্যহীনস্য নরস্য বিদ্যা শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্য হস্তে।
ন তৃপ্তিমুৎপাদয়তে শরীরে বৃদ্ধস্য দারাইব দর্শনীয়া॥" (জ্যোতি°)

২ স্ত্রীলোকদিগের অযত্নজ ভাববিশেষ, স্ত্রীগণ চেষ্টা না করিলেও প্রগল্ভতা তাহাদের স্বাভাবিক।

'প্রাগল্ভ্যোদার্য্যমাধুর্য্য-শোভাধীরত্বকান্তয়ঃ।
দীপ্তিশ্চাযত্নজাভাবহাব-হেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ॥' (হেম ৩।১০২)

সাহিত্যদর্পণমতে ইহার লক্ষণ—
'নিঃসাধ্বসত্বং প্রাগল্ভ্যং'। (সাহিত্যদ° ৩।১০২)

ভয়শূন্যতাই প্রাগল্ভ্য, স্ত্রীদিগের ভয়শূন্যত্বরূপ সাত্ত্বিক ভাবভেদ। নায়িকা সকলের যখন নায়কের নিকট ভয় থাকে না, তখন তাহাদের প্রগল্ভতা প্রকাশ পায়। ইহার উদাহরণ—

"সমাশ্লিষ্টাঃ সমাশ্লেষৈশ্চুম্বিতাশ্চুম্বনৈরপি।
দষ্টাশ্চ দংশনৈঃ কান্তং দাসীকুর্ব্বন্তি যোষিতঃ॥"(সাহিত্যদ°৩পরি)

প্রাগল্ভ্যবৎ (ত্রি) প্রাগল্ভ্য-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রাগল্ভ্যযুক্ত, প্রগল্ভতাবিশিষ্ট। ২ বিশ্বাসী। ৩ বৃথাবাক্যযুক্ত।

প্রাগবস্থা (স্ত্রী) প্রাচী অবস্থা কর্ম্মধা°। পূর্ব্বাবস্থা।

প্রাগহি (পুং) শাখাপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ।

প্রাগাথ (ত্রি) ১ প্রগাথ সম্বন্ধীয়। (পুং) কলি, ভর্গ ও হর্য্যতের পুং অপত্য।

প্রাগাথিক (ত্রি) প্রগাথ বা ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলসম্বন্ধীয়।

প্রাগায়ত (ত্রি) পূর্ব্বমুখে আয়ত বা বিস্তৃত।

প্রাগার (পুং ক্লী) প্রাসাদ, গৃহ।

প্রাগাহ্নিক (ত্রি) পৌর্ব্বাহ্নিক, পূর্ব্বাহ্নভব, যাহা পূর্ব্বাহ্নে হয়।

প্রাগুদীচী (স্ত্রী) প্রাচী উদীচী দিগিতি কর্ম্মধা°। পূর্ব্বোত্তর-দিক্, ঈশান কোণ।

"তত্রোৎকীর্ণমৃত্তিকাঃ প্রাগুদীচ্যাং দিশি ক্ষিপেৎ।" (ভবদেবভট্ট)

প্রাগুক্তি (স্ত্রী) প্রাচী উক্তিঃ কর্ম্মধা। পূর্ব্বোক্তি, পূর্ব্বের কথন।

প্রাগুত্তরা (স্ত্রী) প্রাচী উত্তরাদিক্। পূর্ব্বোত্তর দিক্, ঈশান-কোণ।

প্রাগ্গমনবৎ (ত্রি) প্রাক্গমন-মতুপ্ মস্ত ব। প্রাক্গমনযুক্ত, পূর্ব্বগামী, অগ্রগামী।

প্রাগ্গামিন্ (ত্রি) পূর্ব্বগামী, অগ্রগামী।

প্রাগ্গ্রীব (ত্রি) পূর্ব্বমুখে গ্রীবা ন্যস্ত।

প্রাগ্জন্মন্ (ক্লী) পূর্ব্বজন্ম।

প্রাগ্জাতি (স্ত্রী) পূর্ব্বজাতি।

প্রাগ্জ্যোতিষ (পুং) প্রাক্ জ্যোতিষং নক্ষত্রং যত্র। কামরূপ দেশ, কামাখ্যা প্রদেশ।

"অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ চ।
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥"(কালিকাপু° ৩৭)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—এই নগরীতে করতোয়া নামে গঙ্গা পূর্ব্বদিক্ ভাগে বহিতেছেন। এই স্থানে দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সকল সময়েই বিরাজিত আছেন। এই স্থানে লৌহিত্য এবং ব্রহ্মপুত্রনামক নদ আছে, সকল দেবতা এই স্থানে ক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন করেন। এ স্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন। ইহা পরম পবিত্র ও রহস্যময় স্থান। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই পুরীতে একটী নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রপুরীসদৃশ এই পুরীর নাম প্রাগ্জ্যোতিষ হইয়াছে। এই পুরী নরকাসুরের রাজধানী ছিল। (কালিকাপু° ৩৭ অঃ) [কামরূপ দেখ।]

রামায়ণে লিখিত আছে,—কুশের পুত্র অমূর্ত্তরজস্ 'প্রাগ্-জ্যোতিষপুর' স্থাপন করেন। এই প্রাগ্জ্যোতিষপুরের বর্ত্তমান নাম গৌহাটী। এই প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নাম হইতেই এক সময়ে সমস্ত আসাম ও তন্নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'প্রাগ্-জ্যোতিষ' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু লৌহিত্য (অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র) পার হইলে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর কম্পিত হইয়াছিলেন। (৪।৮১)

মহাভারতে এই জনপদ উত্তরে (বনপ° ২৫৩ অঃ) এবং পুরাণে ইহা ভারতের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত (মার্ক° পু° ৩৭।৪৪)। অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় হইতে জানা যায় যে তিনি উত্তরে শাকলদ্বীপ ও সপ্তদ্বীপের রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া প্রাগ্-জ্যোতিষ জয় করেন। তথা হইতে কুবেরাধিকৃত উত্তর দেশে গমন করেন। (সভাপর্ব্ব ২৫)

প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত 'শৈলালয়' অর্থাৎ পর্ব্বতবাসী ও ম্লেচ্ছাধিপ বলিয়া অভিহিত। (স্ত্রীপর্ব্ব ২৩ অঃ) তিনি চীন, কিরাত ও সাগরানূপবাসীসহ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে উপস্থিত ছিলেন। (উদ্যোগপর্ব্ব ১৮ অঃ ও কর্ণপর্ব্ব ৫ অঃ)

তাঁহার এই চীন ও কিরাত সৈন্যগণ "কাঞ্চন"বৎ (রূপ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান চীন ও ব্রহ্মবাসী বলিয়াই মনে হয়। রাজসূয়কালে ভগদত্ত যুধিষ্ঠিরকে শীঘ্রগতি ও উৎকৃষ্ট অশ্ব ও হস্তিদন্তখচিত তরবারি প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও আসাম হস্তিদন্তের জন্য বিখ্যাত ও ব্রহ্মদেশীয় টাটু ঘোড়াও সকলে আদর করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে ব্রহ্ম, কম্বোজ প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে 'কিরাত' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এক সময় সমস্ত আসাম, জলপাইগুড়ি এবং সাগরতীরবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত (ভগদত্তের অধিকারে) প্রাগ্জ্যোতিষ নামে খ্যাত ছিল। তখনও 'কামরূপের' নামের উৎপত্তি হয় নাই। [কামরূপ দেখ।]

কামরূপের প্রসিদ্ধির সহিত ও পূর্ব্বপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছজাতির অভ্যুদয়ে প্রাগ্জ্যোতিষের আকার কমিয়া আসে।

দশবর্ষ পূর্ব্বে এই বিশ্বকোষে 'কামরূপ' শব্দ যখন লিখিত হয়, তখন অনেক প্রাচীন প্রমাণাদি সংগৃহীত হয় নাই। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে বহুতর তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন জানা যাইতেছে, আসামের বুরুঞ্জী, যোগিনীতন্ত্র ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কামরূপের যে প্রাচীন বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই কাল্পনিক।

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদির সাহায্যে জানা যাইতেছে, নরকের পুত্র ভগদত্তের বংশই বহুকাল প্রাগ্জ্যোতিষে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।

ভগদত্তের পর তাঁহার কনিষ্ঠ বজ্রদত্ত* রাজা হন। তৎপরে পুষ্পদত্ত প্রভৃতি বংশপরম্পরায় রাজত্ব করিলে পর এই বংশে মহারাজ ভূতিবর্ম্মা, তৎপুত্র চন্দ্রমুখবর্ম্মা, তৎপুত্র স্থিরবর্ম্মা, তৎপুত্র সুরবর্ম্মা রাজত্ব করেন। এই সুরবর্ম্মার ঔরসে ও শ্যামাদেবীর গর্ভে কুমার ভাস্করবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্, সেই সময় কুমার ভাস্করবর্ম্মা প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। ইনি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।† ইনি একজন পরম শৈব ছিলেন। চীনপরি-

* মতান্তরে পুত্র। † শ্রীহর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস।

ব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং কামরূপে আসিয়া ভাস্করবর্ম্মার গুণে ও যত্নে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপরে কে রাজা হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। নেপালের লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেব গৌড়-উড্র-কলিঙ্গ ও কোশলাধিপ ভগদত্তবংশীয় জয়দেবের কন্যা রাজ্যমতীর পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত ২য় জয়দেবের মাতামহ আদিত্যসেন। এই আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয়বয়স্ত ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মগধে আদিত্যসেন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিগ্রহণ করেন। ইহারই কিছু পরে সুযোগ বুঝিয়া ভগদত্তবংশীয় (সম্ভবতঃ কুমার ভাস্করবর্ম্মারই কোন বংশধর) হর্ষদেব গৌড়-উড্র প্রভৃতি জনপদ অল্প দিনের জন্য জয় করিয়া 'গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গকোশলাধিপ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। জয়দেবেরও রাজত্বকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ। ইহার পর কে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহারই পর প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য হর্ষদেবের সন্তানগণ মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড় প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তাঁহার শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিলেন। এই সময়ে সুযোগ পাইয়া চীন কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। ম্লেচ্ছাধিপ সালস্তম্ভ প্রাগ্‌জ্যোতিষ অধিকার করিয়া বসিলেন। সালস্তম্ভের পর বিগ্রহস্তম্ভ, পালকস্তম্ভ ও বিজয়স্তম্ভ প্রভৃতি প্রায় দশজন স্তম্ভরাজা যথাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় শেষ রাজার নাম "হরিষ"।

হরিষের পর প্রলম্ভ নামে আর এক ভিন্নবংশীয় রাজা প্রাগ্‌-জ্যোতিষ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বংশও আপনাদিগকে প্রাচীন ভগদত্তবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রলম্ভের পুত্র হর্য্যর হইতে এই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। হর্য্যরের পুত্র বনমালদেব। ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের নানা স্থানে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিও পরম শৈব ছিলেন। তেজপুর হইতে এই বনমালদেবের একখানি তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে।

বনমালের পর তৎপুত্র জয়মাল, তৎপরে তৎপুত্র বীরবাহু ও অবশেষে তৎপুত্র বলবর্ম্মদেব রাজত্ব করিয়াছেন।

লৌহিত্যতটে 'হারুপ্পেশ্বর' নামক স্থানে ইঁহাদের রাজধানী ছিল, তাহা বলবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। ডাক্তার হোর্‌নলি সাহেব এই বলবর্ম্মার রাজ্যকাল ৯৭৫ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ অনুমান করেন। ইহার পর এই বংশে কে কে রাজত্ব করেন, তাহা জানিতে পারি নাই।

তৎপরে তাম্রশাসনে 'পাল' উপাধিধারী ভৌম* রাজগণের সন্ধান পাই। রত্নপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, যে স্তম্ভ এবং তৎপরে প্রলম্ভবংশীয় ম্লেচ্ছরাজগণের রাজত্বশেষে ত্যাগসিংহ রাজা হন। এই ত্যাগসিংহের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সালস্তম্ভ হইতে ত্যাগসিংহ পর্য্যন্ত ২১ জন রাজার রাজত্বের পর প্রজাগণের যত্নে ব্রহ্মপাল রাজা হন। এই ব্রহ্ম-পালের পুত্র রত্নপাল। এই রত্নপাল গুর্জ্জর, গৌড়, কেরল ও দাক্ষিণাত্যদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। ইঁহার সুদীর্ঘ কাল রাজত্বে কামরূপে অনেক হিতকর কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নিকট 'দুর্জ্জয়া' নামক স্থানে রাজধানী করেন। ইঁহার পুত্রের নাম পুরন্দরপাল। পুরন্দরের অদৃষ্টে ভগবান্ রাজ্যভোগ লেখেন নাই। তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন; কাজেই তৎপুত্র ইন্দ্রপাল পিতার স্থানে পিতামহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার হোর্‌নলিসাহেবের মতে ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। মগধ ও গৌড়ের পালরাজগণ প্রবল হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যও তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তিগ্ম্যদেব নামে একজন সামন্ত কিছুদিন তাঁহাদের অধীনে প্রাগ্‌জ্যোতিষ শাসন করিয়াছিলেন। তিগ্ম্যদেবের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া গৌড়াধিপ কুমারপাল তাঁহার মন্ত্রিপুত্র বৈদ্যদেবকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন (১১০৩-১১১০ খৃষ্টাব্দে।) এই বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। তাঁহার তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্যদেব অথবা তাঁহার বংশ কতদিন কামরূপ শাসন করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তৎপরে ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে যাঁহারা কামরূপ শাসন করেন, তাঁহা-দের সমসাময়িক শিলালিপি এখনও পাওয়া যায় নাই।

বুরুঞ্জীতে যে সকল রাজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই বিশ্বাসজনক নহে। তৎপরে কোচবংশ হইতেই এখন পর্য্যন্ত অনেকটা ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। [কামরূপ ও কোচবিহার শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রাগ্‌দক্ষিণ (ত্রি) পূর্ব্বদক্ষিণ। (অব্য) দক্ষিণপূর্ব্বমুখে।

প্রাগ্‌দক্ষিণা (স্ত্রী) পূর্ব্বে যে দক্ষিণা দেওয়া যায়।

প্রাগ্‌দণ্ড (ত্রি) পূর্ব্বদিকে দণ্ডযুক্ত।

প্রাগ্‌দিশ (স্ত্রী) পূর্ব্বদিক্।

প্রাগ্‌দিশীয় (ত্রি) পূর্ব্বদিকৃভব।

প্রাগ্‌দেশ (পুং) পূর্ব্বদেশ, পূর্ব্বাঞ্চল।

প্রাগ্‌দ্বার (স্ত্রী) পূর্ব্বদিকৃস্থ দ্বার।

প্রাগ্‌বোধি (স্ত্রী) পর্ব্বতভেদ।

* ভগদত্তের বংশ 'ভৌম'-বংশ নামে খ্যাত।

প্রাগ্‌ভক্ত (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত অন্নভক্ষণের প্রাক্‌কালরূপ ঔষধসেবন-কালভেদ। সুশ্রুতে দশপ্রকার ঔষধসেবনের কাল বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নির্ভক্ত, প্রাগ্‌ভক্ত, অধোভক্ত ও মধ্যভক্ত প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবনের নাম প্রাগ্‌ভক্ত। এরূপ ঔষধসেবনে শীঘ্র পরিপাক হয়, বলের হানি হয় না এবং মুখ হইতে নির্গত হয় না। ইহাতে বলবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু এবং স্ত্রীগণের এইরূপ প্রাগ্‌ভক্ত ঔষধসেবনই বিধেয়। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৩ অঃ)

প্রাগ্‌ভার (পুং) প্রকৃষ্টো ভারো যত্র। পর্ব্বতাগ্রভাগ। (ত্রিকা°) কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর 'প্রাগ্‌ভাব' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃষ্টো-ভাবঃ প্রাদিস°। ২ উৎকর্ষ। ৩ পরভাগ।

"মাংসমস্তিষ্কপঙ্কঃ প্রাগ্‌ভারঃ।" (প্রবোধচন্দ্রো°)

প্রাগ্রসর (ত্রি) অগ্রগ, শ্রেষ্ঠ, প্রথম।

প্রাগ্রহর (ত্রি) প্রাগ্রে প্রকৃষ্টাগ্রে হ্রিয়তেঽসৌ হৃ-অপ্। শ্রেষ্ঠ। (রঘু ১৬।২৩)

প্রাগ্রাট (ক্লী) প্রাগ্রে অটতীতি অট-অচ্। অঘন দধি, পাতলা দই।

প্রাগ্র্য (ত্রি) প্রকর্ষেণাগ্রে ভব ইতি প্রাগ্র-যৎ। শ্রেষ্ঠ।

"জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাগ্র্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাচিতম্।" (ভারত ৯।৫৮।১১)

প্রাগ্‌বংশ (পুং) প্রাঞ্চতীতি প্র-অঞ্চ-কিন্ প্রাক্‌বংশঃ সপত্নীকযজমানাদি সমূহোঽত্র। ১ হবির্গৃহ হইতে পূর্ব্বভাগস্থিত যজমানাদির স্থিতির জন্য গৃহ। ২ বিষ্ণু। "প্রাগ্বংশো বংশবর্দ্ধনঃ" (ভারত ১৩।১৪৯ অঃ) প্রাক্‌চাসৌ বংশশ্চেতি। ৩ পূর্ব্বকুল।

প্রাগ্বচন (ক্লী) প্রাগুক্তং বচনং। মন্বাদি কর্তৃক পূর্ব্বোক্ত বচন, মনু প্রভৃতি পূর্ব্বে যে বাক্য বলিয়াছেন।

"যথোক্তমেতদ্বচনং প্রাগেব মনুনা পুরা।
প্রাগিদং বচনং প্রোক্তমতঃ প্রাগ্বচনং বিদুঃ॥"(ভার° শান্তি° ১২১অঃ)

প্রাগ্বৎ (অব্য) প্রাগিব বতি। পূর্ব্বদেশ বা কালতুল্য, পূর্ব্বের ন্যায়, পূর্ব্বের মত।

প্রাগ্বাট (ক্লী) শিলালিপি-বর্ণিত একটী বিস্তৃত জনপদ। মেদপাট বা মেবাড় ইহার অন্তর্গত ছিল। [মেবাড় দেখ।]

প্রাগ্বেশ (পুং) পূর্ব্ববেশ।

প্রাঘর্ম্মসদ্ (ত্রি) প্রকর্ষরূপে দীপ্তস্থানে বর্ত্তমান। "দ্বিবর্হজ্যা প্রাঘর্ম্মসৎপিতা নঃ" (ঋক্ ৬।৭৩।১) 'প্রাঘর্ম্মসদ্ প্রকর্ষেণ দীপ্তস্থানে বর্ত্তমানঃ নোঽস্মাকং পিতা' (সায়ণ)

প্রাঘাত (পুং) প্রকৃষ্ট আঘাতোঽস্মিন্, বা প্রাহন্যতেঽস্মিন্নিতি, প্র-আ-হন-আধারে ঘঞ্। বিশেষরূপে আঘাত।

প্রাঘার (পুং) প্রাঘরণমিতি প্র-ঘৃ-প্রস্রবণে ঘঞ্, উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলং। পা ৬।৩।১২২) ইত্যুপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ঘৃতাদিক্ষরণ। পর্য্যায়—শ্চোত।

প্রাঘুণ (পুং) প্রাঘোণতে ভ্রাম্যতীতি প্র-আ-ঘুণ-ক। ১ অতিথি। (ত্রিকাণ্ড) প্রাঘুণ-স্বার্থে-কন্। প্রাঘুণক তত্রার্থ।

"তদাগচ্ছ প্রাঘুণকন্যায়েন অস্মদাবাসং।" (পঞ্চত° ৪ তন্ত্র)

প্রাঘুণিক (পুং) প্রাঘুণ-স্বার্থে ঠক্। অতিথি।

"অমিতং মধু তৎকথা মম শ্রবণপ্রাঘুণিকীকৃতা জনৈঃ।
মদনানলবোধনেঽভবৎ খগ! ধাষ্যা ধিগধৈর্য্যধারিণঃ॥"(নৈষ২।৫৬)

প্রাঘূর্ণিক (পুং) প্র-আ-ঘূর্ণ ভাবে ঘঞ্, প্রাঘূর্ণো ভ্রমণং তত্র সাধু ইতি ঠঞ্। অতিথি। (হেম)

প্রাঙ্গ (পুং) প্রহতঃ প্রকৃষ্টঃ বাঙ্গমস্য প্রাদি বহু°। ১ পণববাদ্য। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্ট দেহযুত। স্ত্রিয়াং সাঙ্গত্বাৎ ঙীষ্।

প্রাঙ্গণ (ক্লী) প্রকৃষ্টমঙ্গনমঙ্গং যস্য। ১ পণববাদ্য। (শব্দরত্না°) প্রকর্ষেণ অঙ্গনং গমনং যত্র গত্বং। গৃহভূমি, চলিত আঙ্গিনা বা উঠান। পর্য্যায়—অজির, চত্বর, অঙ্গন। (হেম)

"প্রদোষসময়ে স্ত্রীভিঃ পূজ্যো জীমূতবাহনঃ।
পুষ্করিণীং বিধায়াথ প্রাঙ্গণে চতুরস্রিকাম্॥" (ভবিষ্যোত্তর)

শাস্ত্রানুসারে প্রাঙ্গণ সূর্য্যবিদ্ধ হইলে অশুভকর হয়। এইরূপ ভাবে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইবে যে, তাহার উঠান পূর্ব্ব পশ্চিম আয়ত না হইয়া উত্তর দক্ষিণ আয়ত হয়। পূর্ব্বপশ্চিম আয়ত হইলে সূর্য্যবিদ্ধ হয়। দক্ষিণোত্তর আয়ত হইলে চন্দ্রবিদ্ধ হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্রবিদ্ধ প্রাঙ্গণ মনুষ্যের শুভকর হইয়া থাকে।

"অভদ্রদং সূর্য্যবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ।"(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণ° ১০৩অঃ)

প্রাঙ্‌ন্যায় (পুং) প্রাক্ ন্যায়ঃ। ব্যবহারবিষয়ে উত্তরভেদ। বিবাদ পদের চতুর্থ উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ।

"আচারেণাবসন্নোঽপি পুনর্লেখয়তে যদি।
সোঽভিধেয়ো জিতঃ পূর্ব্বং প্রাঙ্‌ন্যায়শ্চ স উচ্যতে॥"(মিতাক্ষরা)

প্রাঙ্‌মুখ (ত্রি) প্রাক্ পূর্ব্বদিকস্থং মুখং যস্য। পূর্ব্বদিঙ্মুখ। পূর্ব্বদিকে মুখ, প্রাতঃসন্ধ্যাদি পূর্ব্বমুখী হইয়া করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে স্থলে কোন দিকের কথা বিশেষ করিয়া অভিহিত হয় নাই, তথায় প্রাঙ্মুখ হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব মুখে সকল কার্য্য করিবে।

প্রাচ্ (ত্রি) প্র-অন্চ-কিপ্। পূর্ব্বদেশ, পূর্ব্বকাল ও পূর্ব্বদিক্। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পূজ্য, পূজকের অন্তরাল দেশ।

"যত্রৈব ভানুস্তু বিয়ত্যুদেতি প্রাচীতি তাং বেদাবিদো বদন্তি।
তথা পুরঃ পূজকপূজ্যয়োশ্চ সদাগমজ্ঞা প্রবদন্তি তন্ত্রে॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রপূর্ব্বক অন্চ ধাতু কিপ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইলে তাহার প্রথমার রূপ 'প্রাক্' এইরূপ হইবে; কিন্তু প্রপূর্ব্বক অন্চ

ধাতু কিন্ করিলে প্রাঙ্ এইরূপ হয়। যথা—প্রকর্ষেণ অঞ্চতি প্র-অন্চ (ঋত্বিক্ দধৃকস্রগিতি। পা ৩।২।৬৯) ইতি ক্বিন্। অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতি। পা ৬।৪।২৪) ইতি ন লোপঃ, 'উগিদচা'মিতি নুম্, সংযোগান্তস্ত লোপঃ, নুমো নকারস্ত (ক্বিন্-প্রত্যয়স্ত কুঃ। পা ৮।২।৬২) ইতি কুত্বেন ঙকারঃ প্রাঙ্। প্রাচ্ শব্দ ভিন্নও 'প্রাক্' একটী অব্যয় আছে। প্রাচ্-হলন্তাৎ বা টাপ্। প্রাচা। যথা—প্রাচা মনুঃ, ইত্যাদি। (ঋক্ ৮।৫০।৯)

প্রাচ্ (অব্য) প্রাচি সপ্তম্যর্থে অসি তস্ত লুক্। পূর্ব্বদিকে।

প্রাচ (পুং) প্র-আ-চল-ভৃতৌ বাহুলকাৎ ড। ১ প্রকর্ষরূপে রক্ষক। "প্রাচোহস্তস্থে" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।৯২) প্র-অন্চ ভাবে ঘঞ্। ২ প্রকৃষ্টগমন।

প্রাচাজ্জিহ্ব (ত্রি) প্রাক্‌দেশস্থিত জিহ্বাস্থানীয় জ্বাল। "প্রাচাজ্জিহ্বং ধ্বসয়ন্তং" (ঋক্ ১।১৪০।৩) 'প্রাচাজ্জিহ্বং প্রাক্‌দেশস্থিতজিহ্বাস্থানীয়জ্বালং' (সায়ণ)

প্রাচার (পুং) কীটভেদ।

প্রাচার্য্য (পুং) ১ আচার্য্য। ২ বিদ্বান্।

প্রাচিকা (স্ত্রী) প্রাঞ্চতীতি প্র-অঞ্চ-ক্বুন্ টাপি অত ইত্বং। বনমক্ষিকা, ডাঁশ।

প্রাচিন্বৎ (পুং) রাজভেদ। (ভারত ১।৯৫।১২)

প্রাচী (স্ত্রী) প্রথমং অঞ্চতি সূর্য্যং প্রাপ্নোতীতি প্র-অঞ্চ-ক্বিন্ (উগিতশ্চ। পা ৪।১।৬) ইতি ঙীপ্। ১ পূর্ব্বদিক্। ২ পূজ্য পূজকের অগ্রদেশ। "দেবাগ্রে স্বস্ত চাপ্যগ্রে প্রাচী প্রোক্তা গুরুক্রমৈঃ।" (তিথিতত্ত্ব) দেবতা ও নিজের অগ্রদেশকে প্রাচী কহে। ৩ পানী আমলা। (বৈদ্যকনি°)

প্রাচীন (ত্রি) প্রাগেবেতি প্রাক্ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা ৫।৪।৮) ইতি খ, খস্যেনাদেশঃ। পূর্ব্বদিক্‌দেশকালভব। অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌ভব, পূর্ব্বদেশভব ও পূর্ব্বকালভব। ২ পূর্ব্ব। ৩ পূর্ব্বকালীন, পুরাতন। ৪ বৃদ্ধ। ৫ প্রাগগ্র। "প্রাচীনং বর্হিরোজসা" (ঋক্ ১।১৮৮।৪) "প্রাচীনং প্রাগগ্রং" (সায়ণ) ৬ প্রকৃষ্টগন্তা, অর্থাৎ অপরাঙ্মুখ। "প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা।" (ঋক্ ১।৫৪।৫) 'প্রাচীনেন প্রকর্ষেণ গন্ত্রা অপরাঙ্মুখেনেত্যর্থঃ' (সায়ণ) (পুং) ৭ প্রাচীর। পর্য্যায়—আবেষ্টক, বৃতি। (হেম)

প্রাচীনকুল, প্রাচীনগর্ভ (পুং) প্রাচীন ঋষিভেদ, অপর নাম অপান্তরতমঃ।

প্রাচীনগৌড় (পুং) গৌড়দেশীয় একজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি সংবৎসরপ্রদীপ রচনা করেন।

প্রাচীনগ্রীব (ত্রি) অগ্রে বা পূর্ব্বে যাহার গ্রীবা ন্যস্ত।

প্রাচীনতিলক (পুং) চন্দ্র।

প্রাচীনপক্ষ (ত্রি) অগ্রভাগে পক্ষবিশিষ্ট।

প্রাচীনপনস (পুং) প্রাচীনঃ পনসঃ কর্ম্মধা। বিল্ববৃক্ষ। (ত্রিকা°)

প্রাচীনবর্হিস্ (পুং) ১ ইন্দ্র। (হেম) ২ রাজবিশেষ।

ইনি অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণ-মতে রাজা হবির্ধানের পুত্র। ইনি প্রজাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন।* ৩ মনুভেদ। "পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ প্রাচীনবর্হি ঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ।" (ভাগ° ২।৭।৪২)

প্রাচীনযোগ (পুং) প্রাচীনো যোগোঽস্ত। ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। প্রাচীনযোগ্য তদীয় গোত্রাপত্য।

প্রাচীনযোগীপুত্র (পুং) যজুঃশাখাস্থ ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।৩২)

প্রাচীনরশ্মি (ত্রি) দেবাভিমুখ, দেবতার অভিমুখ। "প্রাচীনরশ্মিমাহুতং ঘৃতেন" (ঋক্ ১০।৩৬।৬) 'প্রাচীনরশ্মিং দেবাভিমুখং' (সায়ণ)

প্রাচীনবংশ (ত্রি) প্রাগ্বংশ, যাহার অবলম্বনবংশদণ্ড সম্মুখে বা পূর্ব্বদিকে আছে।

প্রাচীনশাল (পুং) ১ পূর্ব্বদিগস্থ গৃহ। ২ পুরাতন গৃহ।

প্রাচীনা (স্ত্রী) প্রাচীন-টাপ্। ১ বনতিক্তিকা, চলিত আকনাদি। ২ রাস্না। (শব্দচ°) ৩ পাঠা। (ভাবপ্র°) ৪ প্রাক্‌ভবা, বৃদ্ধা।

প্রাচীনামলক (ক্লী) পানীয়ামলক, পানী আমলা। পর্য্যায়—বারিবদর। ইহার গুণ ত্রিদোষ ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

প্রাচীনাবীত (ক্লী) প্রাচীনং প্রদক্ষিণং আবীয়তে স্মেতি আ-বী-গত্যাদৌ-ক্ত, বা প্রাচীনং আবেতীতি গত্যর্থেতি ক্ত। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে বামকর বহিষ্কৃত করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে অর্পিত যজ্ঞসূত্রাদি। উপবীত যেরূপ ভাবে থাকে, তাহার বিপরীতদিকে থাকিলে প্রাচীনাবীত হয়।

"সব্যং বাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে তু ধৃতং দ্বিজাঃ।
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্রে কর্ম্মণি যোজয়েৎ॥"
(কূর্ম্মপু° উপবি° ১০ অঃ)

প্রাচীনাবীতিন্ (পুং) প্রাচীনাবীতমস্ত্যস্যেতি প্রাচীনাবীত-ইনি। প্রাচীনাবীতবিশিষ্ট। দক্ষিণ স্কন্ধস্থ যজ্ঞসূত্রাদি সমন্বিত। "সব্যং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় দক্ষিণেঽংশে প্রতিষ্ঠাপয়তি সব্যং কক্ষমবলম্বং ভবতি এবং প্রাচীনাবীতী ভবতীতি" (গোভিল)

প্রাচীনোপবীত (ত্রি) প্রাচীনাবীত। (অথর্ব্ব ৯।১।২৪)

---

* "হবির্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী পুত্রানজনয়দ্‌ব্রতম্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং প্রজাজিনৌ॥
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ।
হবির্দ্ধানাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ॥" ইত্যাদি।
(অগ্নিপুরাণ বংশসর্গ নামাধ্যায়)

প্রাচীপতি (পুং) প্রাচ্যাঃ পূর্ব্বস্যা দিশঃ পতিঃ। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

প্রাচীর (ক্লী) প্রাচীয়তে ইতি প্র-আ-চিঞ্ চয়নে (শুসিচিমিঞাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।২৫) ইতি ক্রন্, দীর্ঘশ্চ। প্রান্ততোবৃতি, পাচীল, আবৃতি, বেষ্টন, বেড়া। নগরাদি প্রবেশের দুর্গমার্থ তাহার প্রান্তভাগে বেণু, কণ্টক বা বেত্রাদিময়ী বৃতি অর্থাৎ বেষ্টন। ঐ বেষ্টন মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলে তাহাকে প্রাচীর কহে। (স্বামী) ইষ্টক ও মৃত্তিকাদিদ্বারা গৃহবাট্যাদির যে বেষ্টন তাহাকে প্রাচীর কহে।

'প্রাচীরং প্রাবরোঽপি স্যাৎ প্রাবৃতিঃ প্রান্ততোবৃতিঃ।
ইষ্টকামৃত্তিকাদৌশ্চ গৃহবাট্যাদিবেষ্টনে॥' (শব্দরত্না°)

লোকে হঠাৎ বাটীতে প্রবেশ না করিতে পারে এই জন্য সকলেরই প্রাচীর দিতে হয়। যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে—রাজগণ যে প্রাচীর প্রস্তুত করিবেন, তাহা যেন হস্তীর অভেদ্য এবং মনুষ্যের অলঙ্ঘনীয় হয়। রাজগণের প্রাচীর সকল রাজদণ্ডের ন্যায় উন্নত এবং চারিদিকে বিংশতি হস্ত হইবে। অর্থাৎ উর্দ্ধে পাঁচহাত, পার্শ্বে পাঁচ পাঁচ হাত এবং পশ্চাতে পাঁচহাত এইরূপে বিংশতি হাত হইবে। এইরূপে চারিদিকে আবরণযুক্ত হইলে তাহা প্রাচীর নামে অভিহিত। প্রাচীর সকলের মধ্যে চারিদিকে গুপ্তদ্বার রাখিতে হইবে।*

প্রাচুর্য্য (ক্লী) প্রচুরস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। প্রচুরতা, আধিক্য।

প্রাচেতস্ (পুং নিত্য বহুবচনান্ত) প্রাচীনবর্হি-রাজপুত্র।
"এবমুক্তাস্ত তে পুত্রাস্ততঃ প্রাচেতসো দশ।
পয়োধিসলিলে মগ্নাস্তপস্তেপে সুদারুণম্॥" (অগ্নিপু°)

প্রাচেতস (পুং) প্রচেতসোঽপত্যমিতি প্রচেতস্-অণ্। ১ বাল্মীকি মুনি। "অথ প্রাচেতসো যজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ।
মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর্গুরুচোদিতৌ॥" (রঘু ১৫।৬৩)
২ প্রচেতার অপত্যমাত্র। ৩ বিষ্ণু। (হরিব° ২০৩।১৪) ৪ দক্ষ। (ভারত ১।৭৫।৫) ৫ বরুণপুত্র।

প্রাচৈস্ (অব্য) প্র-আ-চি বাহু, ডৈসি। প্রাচীন। (ঋক্ ১।১৮৩।২)

প্রাচ্য (পুং) প্রাচি ভবঃ, প্রাচ্ (দ্যুপ্রাগপাগুদক্ প্রতীচো যৎ। পা ৪।২।১০১) ইতি যৎ। ১ শরাবতী নদীর প্রাক্‌দক্ষিণদেশ। (অমর) (ত্রি) ২ পূর্ব্বদিক্ ভব, পূর্ব্বদেশ বা পূর্ব্বকালভব।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে অঙ্গারক, সুদকর, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, মালদ, মালবর্ত্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, মল্লক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, ভদ্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মল্ল, মগধ ও গোনর্দ্দ এই সকল প্রাচ্যজনপদ। ৩ পূর্ব্বদেশীয়। (ভারত ৮।৪৫।৮২)

প্রাচ্যক (ত্রি) প্রাচ্য-স্বার্থে কন্। প্রাচ্যার্থ। (ভাগ° ৯।২৩।৬)

প্রাচ্যপদবৃত্তি (স্ত্রী) বৈদিক ব্যাকরণোক্ত পদবৃত্তিভেদ, ইহাতে স্থলভেদে 'অ'র পূর্ব্বে 'এ' পরিবর্ত্তিত হয় না।

প্রাচ্যবাট (ক্লী) প্রাচ্যো বাটো যস্য। প্রাক্‌দেশস্থ।

প্রাচ্যবৃত্তি (স্ত্রী) বৃত্তরত্নাকরোক্ত ছন্দোভেদ। "পূর্ব্বেণ যুতোঽথ পঞ্চমঃ প্রাচ্যবৃত্তিরুদিতেহযুগ্ময়োঃ।" (বৃত্তরত্না°) ২ প্রাচীনা বৃত্তি। (ত্রি) ৩ প্রাচীনা বৃত্তিযুক্ত।

প্রাচ্যসপ্তসম (ত্রি) সপ্তসমাঃ প্রমাণমস্য মাত্রচ্, তস্য দ্বিগুত্বাৎ লুক্। প্রাচীন সপ্তসম।

প্রাচ্যাধ্বর্য্যু (পুং) প্রাচ্য অধ্বর্য্যু।

প্রাচ্যায়ন (পুং স্ত্রী) প্রাচ্যস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।১১০) প্রাচ্যের গোত্রাপত্য।

প্রাচ্ছ্ (ত্রি) পৃচ্ছতি প্রচ্ছ-ক্বিপ্ নিপাতনাৎ দীর্ঘশ্চ। (উণ্ ২।৫৭) ১ জিজ্ঞাসক। ২ প্রাড়্‌বিবাক।

প্রাজক (পুং) প্রাজয়তি প্রকর্ষেণ গময়তি ঘোটকাদীনিতি প্র-অজ-ণিচ্-ণ্বুল্। সারথি।
"যত্রাপবর্ত্ততে পুণ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য চ।
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্॥" (মনু ৮।২৯৩)

প্রাজন (ক্লী) প্রবীয়তেঽনেনেতি প্র-অজ-ল্যুট্। (বা যৌ। পা ২।৪।৫৭) ইতি পক্ষে ব্যভাবঃ। তোদন, পাচনবাড়ী। (অমর)

প্রাজহিত (পুং) গার্হপত্য অগ্নি। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৬।১৩)

প্রাজাপত (ত্রি) প্রজাপতেঃ ধর্ম্মং মহিষ্যাদিত্বাদণ্। প্রজাপতির ধর্ম্ম।

প্রাজাপত্য (ক্লী) প্রজাপতিদেবতাস্যেতি প্রজাপতি-(দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাৎ ণ্যঃ। পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। দ্বাদশাহসাধ্যব্রতবিশেষ, প্রাজাপত্যব্রত ১২ দিনে করিতে হয়। এই ১২ দিনের মধ্যে প্রথম তিনদিন রাত্রিতে ২২ গ্রাস অন্নভোজন, তৎপরে তিনদিন দিবাতে ২৬ গ্রাস অন্নভোজন, তৎপরে তিনদিন অযাচিতভাবে ২৪ গ্রাস করিয়া ভোজন করিবে। এইরূপে ৯ দিনের পর শেষ তিনদিন কেবলমাত্র উপবাস করিয়া থাকিবে। এইরূপ উপবাস ও আহারের ন্যূনাধিকতাই এই ব্রতের অঙ্গ।

"ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহং পরন্তু নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥
গ্রাসসংখ্যা পরাশরেণোক্তা—
"সায়ং দ্বাবিংশতির্গ্রাসাঃ প্রাতঃ ষড়্‌বিংশতিস্তথা।
অযাচিতে চতুর্বিংশঃ পরঞ্চানশনং স্মৃতম্॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

---

* "গজৈরভেদ্যা মনুজৈরলঙ্ঘ্যাঃ প্রাচীরখণ্ডা নৃপতের্ভবন্তি।
রাজদণ্ডোন্নতাঃ সর্ব্বে প্রাচীরাঃ পৃথিবীভুজঃ।
বিংশতিস্তে তু পঞ্চাগ্রে পার্শ্বয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ চ॥
পশ্চাৎ পঞ্চ চ বিজ্ঞেয়াঃ প্রাচীরাঃ পৃথিবীভুজঃ।
সর্ব্বপ্রান্তেষ্বাবরণো নাম প্রাচীর উচ্যতে।
প্রতিপ্রকারসংস্থানং দ্বারং নাতিমুখস্থিতম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

অগম্যাগমন, মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি গুরুতর পাপ করিলে ক্ষত্রিয়গণ প্রাজাপত্যব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করেন।

"অগম্যাগমনং কৃত্বা মদ্যগোমাংসভক্ষণাৎ।
শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজাপত্যেন ভূমিপঃ॥" (গরুড়পু° ২২৬অঃ)

২ রোহিণীনক্ষত্র। প্রজাপতেরপত্যমিতি ণ্য। ৩ প্রজাপতিপুত্র। (ত্রি) প্রজাপতেরিদমিতি। ৪ প্রজাপতিসম্বন্ধীয়।

"প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্॥"(মার্ক°পু° ৪৯।৭৭)

(পুং) ৫ প্রয়াগ। (ত্রিকা°) ৬ জৈনরাজভেদ। পর্য্যায়—ত্রিপৃষ্ঠ। (হেম) ৭ মনুক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে বিবাহভেদ। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ ধর্ম্মের আচরণ কর, এই প্রতিজ্ঞায় উভয়কে আবদ্ধ করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরকে যে কন্যাদান করা হয়, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ কহে।* [বিবাহ দেখ।] ইহাকে কায় নামক বিবাহও কহে।

"ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহজ্ঞা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষট্‌ষড়্‌বংশ্যান্ সহাত্মনা॥" (মিতাক্ষরা)

প্রাজাপত্যা (স্ত্রী) প্রজাপতির্দেবতাস্যা প্রজাপতি-ণ্য, স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রব্রজ্যাশ্রমপূর্ব্বকর্ত্তব্য প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে সর্ব্বস্ব-দক্ষিণা দেয় ইষ্টিভেদ। ইহা প্রব্রজ্যাশ্রমের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ইহার দেবতা প্রজাপতি। এই যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়।

"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ॥" (মনু ৬।৩৮)

প্রাজাপত্য যাগ সমাধা করিয়া তাহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবে, তৎপরে আত্মাতে অগ্নি আধান করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন।

প্রাজাবত (ত্রি) প্রজাবত্যা ধর্ম্ম্যং মহিষ্যাদিত্বাদণ্। ভ্রাতৃজায়ার ধর্ম্ম।

প্রাজিক (পুং) শ্যেন, বাজপাখী।

প্রাজিতৃ (পুং) প্রাজতীতি প্র-অজ-তৃচ্, বীভাবাভাবঃ। ১ সারথি। (অমর) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগন্তা।

প্রাজিন্ (পুং) প্র-অজ-ণিনি, ব্যভাবঃ। পক্ষিভেদ। (মেদিনী)

প্রাজিমঠিকা (স্ত্রী) স্থানভেদ।

প্রাজেশ (ক্লী) প্রজেশো দেবতাস্য অণ্। ১ রোহিণী নক্ষত্র। (ত্রি) ২ প্রজাপতিদেবতাকে দেয় চরু প্রভৃতি।

প্রাজ্ঞ (পুং) প্রকর্ষেণ জানাতীতি প্র-জ্ঞা-ক, ততঃ প্রজ্ঞএব স্বার্থে অণ্। ১ কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। (কল্কিপু° ২ অ°) ২ পণ্ডিত। ৩ রাজশুক। (রাজনি°) প্রকর্ষেণ অজ্ঞঃ ৪ মূর্খ। (ত্রি) ৫ পণ্ডিত। ৬ দক্ষ। (শব্দরত্না°) ৭ বিজ্ঞ।

"নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈব চ॥"(মনু ২।১২৩)

৮ বেদান্তসারোক্ত ব্যষ্ট্যুপহিত চৈতন্য, এক অজ্ঞানমাত্রভাসক জীবচৈতন্য। "এতদুপহিতচৈতন্যমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য প্রাজ্ঞত্বং" (বেদান্তসার)

প্রাজ্ঞমানিন্ (ত্রি) আত্মানং প্রাজ্ঞং মন্যতে প্রাজ্ঞ-মন্-ণিনি। পণ্ডিতাভিমানী। যে ব্যক্তি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে।

"দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে।
যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি॥" (চরক)

প্রাজ্ঞা (স্ত্রী) প্রজ্ঞাঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। ১ বুদ্ধিমতী। পর্য্যায়—ধীমতী। ২ বুদ্ধি। 'প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞা ধরা জ্ঞপ্তি পণ্ডা সংবেদনং বিদা।' (রায়মুকুটধৃত শব্দার্ণব)

প্রাজ্ঞী (স্ত্রী) প্রজ্ঞ-স্বার্থে-অণ্ ঙীপ্। ১ স্বয়ংজ্ঞাত্রী। ২ পণ্ডিতপত্নী। ৩ সূর্য্যপত্নী।

প্রাজ্য (ত্রি) প্র-বীয়তে ইতি প্র-অজ-ণ্যৎ, বীভাবাভাবঃ। ১ প্রচুর।

"স্বাগতঃ স্বানধীকারান্ প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ।
যুগপদ্‌যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ॥" (কুমার ২।১৮)

'প্রভূতঃ আজ্যঃ যস্য। ২ প্রচুর ঘৃতসম্পন্ন। (ক্লী) প্রভূত আজ্য, প্রচুর ঘৃত।

প্রাজ্যভট্ট (পুং) রাজাবলীপতাকারচয়িতা একজন সংস্কৃত ঐতিহাসিক।

প্রাঞ্চ (ত্রি) প্র-অঞ্চ-বিচ্। পূর্ব্বদেশকালবর্ত্তী।

প্রাঞ্জন (ক্লী) ১ অঞ্জন বা রঙ্। ২ প্রকৃষ্টরূপে অঞ্জন।

প্রাঞ্জল (ত্রি) প্র-অঞ্জ-বাহুলকাৎ অলচ্। সরল।

'ঋজাবজিহ্মপ্রগুণৌ প্রাঞ্জলঃ সরলোঽপিচ।' (জটাধর)

প্রাঞ্জলি (ত্রি) প্রবদ্ধোঽঞ্জলির্যেন প্রাদি বহুব্রী°। ১ বদ্ধাঞ্জলিপুট। প্রবদ্ধোঽঞ্জলিঃ প্রাদিস°। (পুং) ২ বদ্ধাঞ্জলি। (রামা° ২।৩৫।৪০)

প্রাঞ্জলিক (ত্রি) প্রাঞ্জলি।

প্রাঞ্জলিন্ (ত্রি) প্রাঞ্জলিরস্ত্যস্য ব্রীহ্যাদিত্বাদিনি। বদ্ধাঞ্জলিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাড়াহত (পুং) প্রশ্নকারকের দ্বারা আহত। তস্যাপত্যমিতি ইঞ্। প্রাড়াহতি—তদপত্য। অপত্যার্থে যূনি ফক্, তৌল্বাদিত্বাৎ ন লুক্। প্রাড়াহতায়ন—তদীয় যুবা অপত্য।

প্রাড়্বিবাক (পুং) পৃচ্ছতীতি প্রাট্ বিবিচ্য বক্তীতি বিবাকঃ

* "ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।" (মনু ৩।২১)
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥" (মনু ৩।৩০)

ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক, (Judge) জজ্। পর্য্যায়—অক্ষদর্শক, ব্যবহারদর্শী। ব্যবহার দর্শনের জন্য রাজনিযুক্ত বিচারক। শাস্ত্রে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল বিবাদের যিনি মীমাংসা করেন, তাহাকে প্রাড়্বিবাক কহে। রাজা প্রজাদিগের সকল প্রকার বিবাদ স্বয়ংই মীমাংসা করিবেন। যদি তিনি কার্য্যের ব্যস্ততায় বিবাদ পদ দেখিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে প্রাড়্বিবাক নিযুক্ত করিবেন। এই প্রাড়্বিবাকগণ প্রজাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। ইহার লক্ষণ—

"বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপ্রশ্নং তথৈব চ।
প্রিয়পূর্ব্বং প্রাগ্বদতি প্রাড়্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥"

বৃহস্পতিঃ ব্যাসোঽপি—

"বিবাদানুগতঃ পৃষ্ট্বা সসভ্যস্তৎপ্রযত্নতঃ।
বিচারয়তি যেনাসৌ প্রাড়্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥" (বীরমিত্রোদয়)

বিবাদ-বিষয়ে যিনি প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করেন এবং প্রথমে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে প্রাড়্বিবাক কহে। যে বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই বিষয় সভ্যগণের সহিত আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিয়া যিনি বিচার করেন, তাঁহাকে প্রাড়্বিবাক কহে।

রাজা স্বয়ং যখন এই সকল কার্য্য দর্শন না করিবেন, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। ঐ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিতভাবে বিচারাদি কার্য্য করিবেন। যে তিনজন সভ্য হইবে, তাঁহারা যেন যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবেত্তা হন। কখনই অনুপযুক্ত লোককে এই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না। কারণ অযথার্থ বিচার জন্য যে পাপ হয়, রাজা তাহার চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে, অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়; কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত ও জ্ঞানশূন্য এমন ব্রাহ্মণকেও রাজার ইচ্ছা হইলে বিচারকের পদ প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু সর্ব্বগুণান্বিত ও ধার্ম্মিক, ও ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কখনই ঐ পদে নিয়োগ করিবেন না। যে রাজ্যে শূদ্রবিচারক হয়, সেই রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়। (মনু ৮ অঃ)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে,—নরপতি ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার অর্থাৎ মোকদ্দমা স্বয়ং বিচার করিবেন, তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহার প্রতিনিধি দিতে হয়। মীমাংসাব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে এবং কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ নিযুক্ত করিবেন। যদি অনতিক্রমণীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহার না দেখিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহারদর্শনে নিযুক্ত করিবেন। ইনিই বিচারক বা প্রাড়্বিবাক নামে অভিহিত হন। সভ্যগণ স্নেহ, লাভ, অথবা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণদণ্ড করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২অঃ)

বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে, রাজা নিজে বিচার না করিতে পারিলে সকল শাস্ত্রপারগ, শমদমপরায়ণ, কুলীন, মধ্যস্থ, উদ্বেগশূন্য, স্থিরপ্রকৃতি, পরলোকভীরু, ধার্ম্মিক এবং ক্রোধরহিত ব্রাহ্মণকে প্রাড়্বিবাকের পদে নিযুক্ত করিবেন। যিনি একটী মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি বিচারকের উপযুক্ত নহেন। যদি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাব হয়, অর্থাৎ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় অথবা তদভাবে বৈশ্যকে নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু কখন শূদ্রকে বিচারকের পদ দিবেন না। যদি কোন রাজা ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া বৃষলের উপর বিচারকার্য্যের ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়। রাজা যেরূপ অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, তদ্রূপ প্রাড়্বিবাকও যথাবিহিত অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। যাহাতে তাঁহারা কোনরূপ ভ্রমাদিতে পতিত না হন, তাহার প্রতি বিশেষরূপে সচেষ্ট হইবেন। (বীরমিত্রোদয়)* [বিচার, বিচারক ও বিচারালয় দেখ।]

---

* "যদা ন কুর্য্যান্নৃপতিঃ স্বয়ং কার্য্যবিনির্ণয়ম্।
তদা তত্র নিযুঞ্জীত ব্রাহ্মণং শাস্ত্রপারগম্॥
দান্তং কুলীনমধ্যস্থমনুদ্বেগকরং স্থিরম্।
পরত্র ভীরুং ধর্ম্মিষ্ঠমুদ্যুক্তং ক্রোধবর্জ্জিতম্॥ ইতি কাত্যায়নস্মরণাচ্চ
শাস্ত্রপারগং বহুশাস্ত্রাভিযোগশালিনং; যথাহি—
একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তস্মাদ্ বহ্বাগমঃ কার্য্যো বিবাদেষূত্তমো নৃপৈঃ॥
এবংবিধ ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং বা প্রতিনিদধীত, ন শূদ্রং, তথাচ—
যত্র বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ (মনু)
জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্নতু শূদ্রঃ কদাচন॥
যস্য রাজ্ঞস্তু কুরুতে শূদ্রো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥
ব্যাসঃ—বিপ্রান্ বিহায় যঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি বৃষলৈঃ সহ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং বলং কোশশ্চ নশ্যতি।" ইত্যাদি (বীরমিত্রোদয়)

প্রাণ্ (পুং) প্রাণিতি প্র-অন-ক্বিপ্, পত্বং। প্রাণ।

প্রাণ (পুং) প্রাণিতি জীবতি বহুকালমিতি, প্র-অন-অচ্ প্রাণিতি তানেমেতি করণে ঘঞ্। ১ ব্রহ্ম। "অতএব প্রাণঃ।" (বেদান্তসূ° ১।১।১২) 'অতএব তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দেন ব্রহ্মৈব তথাহি, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব অভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, ইতি ছান্দো° উপ° সর্ব্বভূতোৎপত্তিপ্রলয়-হেতুরূপলিঙ্গাৎ ব্রহ্মণ এব প্রাণশব্দবাচ্যতা।' (শাঙ্করভাষ্য) একমাত্র প্রাণ থাকিলেই জীবন থাকে, প্রাণ নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়, অতএব জীবের উৎপত্তি ও নাশ প্রাণহেতুই হয়, এইজন্য প্রাণই ব্রহ্ম। ২ পঞ্চবৃত্তিক দেহস্থিত বায়ু, হৃদয়মারুত। হৃদয়দেশে যে বায়ু থাকে, তাহাকে প্রাণ কহে।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" (তর্কামৃত)

৩ বোল। ৪ কাব্যজীবন, কাব্যের জীবনই প্রাণ, রস। ৫ অনিল। ৬ বল। (ত্রি) ৭ পূরিত। (মেদিনী) (পুং) ৮ সূক্ষ্মশরীর সমষ্ট্যুপহিতচৈতন্য। ইহা প্রাগ্গমনবান্ ও নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। (বেদান্তসার) ৯ জীবন, ইহার কর্ম্ম নাসাগ্র-স্থান হইতে বহির্গমন। ১০ প্রাণোপাধিক জীব।

"প্রাণোহ মাতা প্রাণঃ! পিতা।" (শ্রুতি)

১১ ধাতার পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° রুদ্রসর্গাধ্যায়) ১২ দেহ-স্থিত পঞ্চবৃত্তিক বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবায়ু এই অর্থে এই শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

"প্রাণিনাং সর্ব্বতো বায়ুশ্চেষ্টাং বর্দ্ধয়তে পৃথক্।
প্রাণনাচ্চৈব ভূতানাং প্রাণ ইত্যভিধীয়তে॥"
(ভারত ১২।৩২৮।৩৫)

বায়ু পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রাণীদিগের সকলপ্রকার চেষ্টা বর্দ্ধিত করে এবং ভূতসমূহের প্রাণন হেতু প্রাণ নামে অভিহিত হয়। যোগার্ণবে লিখিত আছে—

"ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং প্রাণরূপং প্রকীর্ত্তিতম্।
আস্যনাসিকয়োর্মধ্যে হৃন্মধ্যেনাভিমধ্যগে॥
প্রাণালয় ইতি প্রাহুঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেঽপি কেচন।
অপানয়ত্যপানোঽয়মাহারঞ্চ মলার্পিতম্॥" (যোগার্ণব)

প্রাণ ইন্দ্রনীল সদৃশ, আস্য ও নাসিকার মধ্যভাগে, হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে প্রাণের আলয়। কোন কোন মতে পাদাঙ্গুষ্ঠও প্রাণালয়। সাংখ্য মতে—

"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বাঃ পঞ্চ।" (সাংখ্যকা° ২৯)

প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু ইন্দ্রিয়সামান্যের মিলিতবৃত্তি, জীবন ধারণ তাহার কার্য্য। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে করণ তেরটী। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী অন্তঃকরণ। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এই দশটী বাহ্যকরণ। এই সকল করণের দুই প্রকার বৃত্তি আছে, অসাধারণ ও সাধারণ। ভিন্ন ভিন্ন করণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির নাম অসাধারণ বৃত্তি। বলা বাহুল্য যে, অসাধারণবৃত্তি করণভেদে ভিন্ন। দুইটী করণের একটী অসাধারণবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ দুইটী করণের এক বৃত্তি হইলে ঐ বৃত্তির অসাধারণত্ব থাকে না। উহা সাধারণ হইয়া পড়ে। নির্ব্বিশেষে সমস্ত করণের যে বৃত্তি হয়, তাহার নাম সাধারণ বা সামান্যবৃত্তি। প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক, করণ সকলের সাধারণবৃত্তিমাত্র। সুতরাং সাংখ্য মতে প্রাণ করণ-দিগের সাধারণবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্মরণ করিতে হইবে যে সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে বৃত্তি ও বৃত্তিমন্তের ভেদ নাই। অর্থাৎ যাহার বৃত্তি হয় এবং যে বৃত্তি হয়, এই উভয়ের ভেদ নাই, উভয়ই এক পদার্থ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রাণই আত্মা। এই প্রাণাত্মবাদী-দিগের মত নিতান্ত ভ্রান্ত। এই প্রাণাত্মবাদের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রাণাত্মবাদীরা বলেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও প্রাণ থাকিলে লোক জীবিত থাকে। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, প্রাণই আত্মা। উপনিষদে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও প্রাণ শব্দে অভিহিত হয়। নাসিক্য প্রাণ মুখ্য প্রাণ বলিয়া কথিত। প্রাণের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য-উপনিষদে লিখিত আছে,—এক সময়ে পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা লইয়া প্রাণদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুরাদি প্রত্যেক প্রাণ আপনাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমিই শ্রেষ্ঠ সকলেরই এইরূপ অভিমান হইয়াছিল। কেহই নিজের ন্যূনতা বা অশ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং প্রাণদের মধ্যে এ বিবাদ মীমাংসিত হইতে পারিল না। অপর কোন মহৎ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া বিবাদের মীমাংসা করা আবশ্যক হইল। সমস্ত প্রাণ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ মৃত হয়, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি এইরূপ বলিলে প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হইলেন, অর্থাৎ শরীর হইতে চলিয়া গেলেন। বাগিন্দ্রিয় সংবৎসরকাল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, তিনি না থাকাতেও শরীর জীবিত রহিয়াছে। তিনি তখন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ভিন্ন কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? উত্তর হইল, যেমন মূকেরা কথা বলিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণনক্রিয়া নির্বাহ, চক্ষুঃ

দ্বারা দর্শন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ এবং মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে। সেইরূপে জীবিত ছিলাম। বাগিন্দ্রিয় বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। চক্ষুঃ উৎক্রান্ত হইলেন, তিনিও সংবৎসর পরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার অভাবে শরীর মৃত হয় নাই। তিনিও বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি না থাকায় কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিলে? উত্তর হইল, যে অন্ধেরা দেখিতে পায় না বটে; কিন্তু তাহারা যেমন প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বদন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ এবং মনদ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ জীবিত ছিলাম। চক্ষু বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন। সংবৎসর পরে তিনি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি না থাকায় শরীর মৃত হয় নাই, তখন তিনিও বুঝিলেন, আমিও শ্রেষ্ঠ নহি। পুনরায় তিনি শরীরে প্রবেশ করিলেন। মন উৎক্রমণ করিলেন। সংবৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অসন্নিধানে শরীর মৃত হয় নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি না থাকায় কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? উত্তর হইল যে অমনস্ক বালকগণ যেমন প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বদন, চক্ষুদ্বারা দর্শন ও শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ জীবিত ছিলাম। মন বুঝিলেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। বলবান্ অশ্ব যেমন বন্ধনরজ্জুর শঙ্কু সকল শিথিল করে, সেইরূপ প্রাণের উৎক্রমণেচ্ছাতে বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। তখন শরীরপাতের আশঙ্কা হইল। তখন বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় এককালে প্রাণকে বলিলেন, ভগবন্ অবস্থিতি করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ। উৎক্রমণ করিবেন না!

এই শ্রৌত আখ্যায়িকা দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু প্রাণ আত্মা ইহা সমর্থিত হয় নাই। প্রাণ আত্মা এবিষয়ে উক্ত আখ্যায়িকায় ঘুণাক্ষরেও কোনরূপ ইঙ্গিত করা হয় নাই। সুতরাং প্রাণ আত্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত হইতে হইবে। কেন না ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল প্রমাণ হইতেছে প্রাণের শ্রুত্যুক্ত শ্রেষ্ঠতা। শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া প্রাণ আত্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা উচিত। কি জন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা তাহা শ্রুতিতেই প্রদর্শিত হইয়াছে;—"তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ উবাচ, মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" (শ্রুতি) শ্রেষ্ঠপ্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে কহিলেন যে, তোমরা ভ্রান্ত হইও না। আমিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচরূপে বিভক্ত হইয়া এই শরীর আলম্বনপূর্ব্বক ইহাকে ধারণ করি। আরও লিখিত আছে, "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং" (শ্রুতি) নিকৃষ্ট দেহ নামক গৃহ প্রাণদ্বারা রক্ষিত করিয়া জীব সুষুপ্ত হয়। শ্রুতিতে আরও লিখিত আছে,—"যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব উচ্ছুষ্যতি তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি" (শ্রুতি।) যে কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয়, সে অঙ্গ শুষ্ক হয়। প্রাণদ্বারা যাহা ভোজন বা পান করা যায়, তদ্দ্বারা অপরাপর প্রাণ পরিপুষ্ট হয়। শরীরের যে অঙ্গে কোন কারণে আধ্যাত্মিক বায়ুর সঞ্চার রহিত হয়, সে অঙ্গ পরিশুষ্ক হয়। ভোজন বা পানদ্বারা শরীর ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয়বর্গের পরিপুষ্টি বা বলাধান হয়; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইজন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা। শ্রুতিও বলেন, "কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতেঽহং প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত।" (শ্রুতি) কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন। যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ অধিষ্ঠিত থাকে, সেই পর্য্যন্ত দেহে আত্মাও অধিষ্ঠিত থাকেন। দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মারও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এইজন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা।

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাণ আত্মা না হইলে প্রাণ দেহের প্রভু নহেন, আত্মাই দেহের প্রভু; সুতরাং দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। প্রভু কেন ভৃত্যের অনুগামী হইবেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রভুর নিয়ম পর্য্যানুযোজ্য। প্রভু কেন এই নিয়ম করিলেন, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। আত্মা নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেই তিনি উৎক্রান্ত হইবেন। এইজন্যই প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন না। শত্রুভয়ে মহারাজ সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে লইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুপক্ষ দুর্গের অবরোধ করিলে সেনাপতি ও সৈন্যগণ যে পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত মহারাজ দুর্গ পরিত্যাগ করেন না; কিন্তু সেনাপতি ও সৈন্যগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে মহারাজ দুর্গের প্রভু হইলেও তাঁহাকে ভৃত্যের অনুগমন করিতে হয়। অর্থাৎ তৎকালে তাঁহাকেও দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেনাপতি ও সৈন্য দুর্গের প্রভু না হইলেও যেমন তৎকর্ত্তৃক দুর্গ রক্ষিত হয়,

সেইরূপ প্রাণ আত্মা না হইলেও তদ্দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়। প্রাণদ্বারা শরীর রক্ষিত হয়, এইজন্ত ইহাকে আত্মা বলা অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং পাকস্থলীর কোন অংশ নষ্ট হইলে শরীর রক্ষিত হয় না বলিয়া তাহাদিগকে আত্মা বলিতে হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অভাবেও প্রাণসত্ত্বে জীবন থাকে। তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব বলা যায় না, সেইরূপ প্রাণেরও আত্মত্ব বলা যায় না। সুতরাং প্রাণাত্মবাদের কোন প্রমাণ নাই।

বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের মতে অধ্যাত্মভাবাপন্ন বায়ুই প্রাণ। প্রাণ বায়ুবিশেষ হইলে প্রাণাত্মবাদীদিগের মতে বায়ুর চৈতন্ত স্বীকার করিতে হয়। বায়ুর চৈতন্ত স্বীকার করা অসম্ভব। কেন না বায়ু ভূতপদার্থ।

আত্মা ভোক্তা ও চেতন। প্রাণ ভোক্তা বা চেতন নহে। স্তম্ভাদি যেরূপ গৃহে সংহত, প্রাণ সেইরূপ শরীরে সংহত। স্তম্ভাদি সংহত পদার্থ যেমন পরার্থ, প্রাণও সেইরূপ পরার্থ। মূর্চ্ছা এবং সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে প্রাণের ক্রিয়া উপলব্ধি হইলেও তৎকালে চেতনা থাকে না। ইহাতেও প্রাণের অনাত্মত্ব প্রতিপন্ন হইল। প্রাণাদির অনাত্মত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।)

বেদান্তদর্শনে প্রাণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—"তথা-প্রাণাঃ" (বেদান্তসূ° ২।৪।১)" ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই। প্রত্যুত কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। যথা—সৃষ্টির পূর্ব্বে ঋষিরাই অসদ্রূপে ছিলেন, ঐ ঋষিরাই প্রাণ। এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অনুৎপত্তি বা প্রাণাসদ্ভাব কথিত হইতেছে। আবার অন্ত শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। "যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" (শ্রুতি) যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মা হইতে প্রাণ সকল উৎপন্ন হয়। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ', 'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' (শ্রুতি) ইত্যাদি। 'আত্মা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে' 'সেই আত্মাই প্রাণ সৃষ্টি করিলেন' 'প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন জন্মিয়াছে' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি থাকায় এবং একতর নির্দ্ধারণের কারণ নিরূপণ না থাকায় প্রাণ উৎপন্ন কি অনুৎপন্ন অর্থাৎ জন্ত কি নিত্য তাহা বুঝা যায় না। এই সংশয় অপনয়নের জন্ত "তথা প্রাণাঃ" সূত্রে তথা শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকাদি যেরূপ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তেমনি প্রাণও তাহা হইতে উৎপন্ন। এই অর্থ তথা শব্দের প্রয়োগে প্রকটিত হইয়াছে। 'তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি সকলই জন্মিয়াছে' ইত্যাদি উদাহরণেও আকাশাদির ন্তায় প্রাণের উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। কিংবা এরূপ বলিতেও পারা যায় যে, জৈমিনি যেমন বহুসূত্রব্যবহিত উপমানের গ্রহণ করিয়াছেন; তেমনি ব্যাসও আকাশাদি যেরূপ ব্রহ্মোৎপন্ন, তেমনি প্রাণও পরব্রহ্মোৎপন্ন ইহাই বলিয়াছেন। প্রাণ যে বিকারী, অর্থাৎ জন্মবান্ তৎপ্রতি হেতু শ্রুতি। শ্রুতি বলিয়াছেন বলিয়াই প্রাণের জন্মবত্তা স্বীকার করা যায়। কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তি শ্রবণ থাকিলেও শ্রুত্যন্তরে তাহার উৎপত্তি শুনা যায়। যাহা বহু ও প্রবল শ্রুতিতে শুনা যায়, একস্থানে অশ্রবণ তাহার নিষেধ করিতে পারে না। অতএব শ্রুতত্বের বিশেষ না থাকায় আকাশাদির ন্তায় প্রাণও উৎপন্ন পদার্থ, এই উক্তি নির্দ্দোষ। প্রাণ যে উৎপন্ন, ইহাতে কোন আর আপত্তি বা সন্দেহ নাই। মহামতি শঙ্করাচার্য্য নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক এবং শ্রুতি সকলের বিরোধ পরিহার করিয়া প্রাণের জন্যত্ব স্থির করিয়াছেন। ইহাতে আর কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই।

কাহারও কাহারও মতে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব শ্রবণ থাকায় শ্রুত্যন্তরোক্ত উৎপত্তি মুখ্য উৎপত্তি নহে, কিন্তু গৌণী। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, গৌণত্বের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, কারণ যে হেতু প্রতিজ্ঞাহানি প্রসক্ত হয়, সেই হেতুই প্রাণের উৎপত্তি গৌণ নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, 'ভগবন্! কি বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়' শ্রুতি এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানসাধনার্থ 'ইহা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন। ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, যদি প্রাণ প্রভৃতি সমুদয় জগৎ ব্রহ্মোৎপন্ন হয়। কেননা প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত বিকৃতি নাই। অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতিই বস্তুসৎ, বিকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকাই বস্তু ঘটনাম মাত্র। প্রাণোৎপত্তি গৌণ হইলে অবশ্যই ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হইবে, প্রতিজ্ঞাও গৌণ এইরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন না শ্রুতি উপসংহারেও ব্রহ্মকে বিশ্বাভিন্ন বলিয়াছেন; 'এই বিশ্বই ব্রহ্ম অন্ত কিছু নহে'। যদি বল সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণসদ্ভাবশ্রবণের গতি কি? তাহার প্রত্যুত্তর, সে কথন মূলপ্রকৃতিবিষয়ক নহে অর্থাৎ প্রাণ পরমমূল নহে। 'যাহা পরমমূল, তাহা অপ্রাণ অমন' ইত্যাদি। এই শ্রুতিতেও প্রাণাদি সর্ব্ববিশেষবর্জ্জিত বলিয়া অবধারিত আছে। ঐ বাক্য অবান্তর প্রকৃতিবিষয়ক। ইহার অর্থ এই যে স্ববিকার অপেক্ষা উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব।

প্রাণের উৎপত্তিও আকাশাদির উৎপত্তির ন্তায় মুখ্য।

ইহার প্রতি অন্ত হেতু এই যে, 'জায়তে' এই জন্মবাচী পদটী প্রথমে প্রাণবিষয়ে শ্রুত হইয়া পরে আকাশাদি পঞ্চ পঞ্চপদার্থে অনুবর্ত্তিত হওয়ায় এবং আকাশাদির জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে, ইহা স্থাপিত হওয়ায়, আকাশাদির সহিত পঠিত প্রাণের জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে।

প্রথমে প্রাণ কতগুলি তাহার অবধারণ আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বলায় সংখ্যাবিষয়ক সংশয় জন্মে। কোন শ্রুতি সপ্তপ্রাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, 'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' (শ্রুতি) কোন শ্রুতি আবার অষ্টপ্রাণ, কেহ বা নবপ্রাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—'উত্তমাঙ্গস্থিত সাত প্রাণ তন্নিম্নস্থ প্রাণ দুই'। আবার কোন শ্রুতিতে দশ প্রাণের কথা লিখিত আছে। যথা—'পুরুষে নব প্রাণ দশম প্রাণ নাভি'। আবার শ্রুতিতে একাদশ প্রাণের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'পুরুষে দশটী প্রাণ আর একাদশ প্রাণ আত্মা'। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত প্রাণের সংখ্যা বিষয়ে শ্রুতিগণের মধ্যে ঐরূপ বিরুদ্ধবাদ দেখা যায়। বিচারে পাওয়া যায়, প্রাণের সংখ্যা সপ্ত, ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। শঙ্করাচার্য্য ইহাতে বহুতর যুক্তি ও শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন। (বেদান্তদর্শনের ২ পাদে চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

বেদান্তে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণ নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ প্রাণ মুখ্য ও অমুখ্য। ইন্দ্রিয় সকল অমুখ্য প্রাণ এবং প্রাণই মুখ্য প্রাণ। প্রাণ সকল অণু। সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছিন্নতাই প্রাণের অণুত্ব, পরমাণুতুল্যতা নহে। প্রাণ পরমাণুতুল্য হইলে যুগপৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণ সকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ দৃষ্টিপথাতীত মাত্র। মুখ্য প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। এই শ্রৌতনির্দ্দেশই শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রাণবাচকত্বের প্রমাণ। প্রাণের জ্যেষ্ঠতাও আছে, কারণ শুক্র নিষেককাল হইতেই প্রাণবৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ গর্ভস্থ শুক্র স্পন্দনক্রিয়ান্বিত হয়। নিষেক সময়ে শুক্রে প্রাণবৃত্তি উদ্ভূত না হইলে যোনিনিষিক্ত শুক্র অপত্যাকারে পরিণত হইত না, পচিয়া যাইত। শ্রোত্রাদি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অনেক পরে স্বীয় স্বীয় স্থানের বিভাগ নিষ্পত্তি হওয়ায় সেই সেই স্থানে বৃত্তি লাভ করে, সেজন্য তাহারা জ্যেষ্ঠ নহে। গুণাধিক্যপ্রযুক্ত মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী আখ্যায়িকাদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত মুখ্যপ্রাণ কিরূপ? শ্রুতিপ্রমাণানুসারে বায়ুই প্রাণ। "যঃ প্রাণঃ সএব বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ।' (শ্রুতি) যে প্রাণ সেই বায়ু। বায়ু পাঁচপ্রকার, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত পক্ষও পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়। সাংখ্যবাদীরা বলেন, প্রাণ আর কিছুই না, ইন্দ্রিয়গণের সাধারণবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াই প্রাণ। এই পক্ষদ্বয়ের উপর বলা যায়, প্রাণ বায়ুও নহে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারও নহে। কেননা প্রাণ পৃথক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ' ব্রহ্ম চতুর্থপাদ প্রাণ বায়ুরূপ জ্যোতি-দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া তাপপ্রদ অর্থাৎ কার্য্যক্ষম হয়। এই শ্রুতি প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন।

প্রাণ বায়ু হইলে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়া উপদিষ্ট হইবে কেন? ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতেও প্রাণের পার্থক্য আছে এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গণনায় প্রাণের গণনাও বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদোপচার স্বীকার আছে। প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইলে তাহা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে কথিত হইবে কেন? 'তাহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু জন্মিয়াছে' এই শ্রুতিতেও প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলেন, 'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে এই নীচতম দেহগৃহ প্রাণের দ্বারাই রক্ষিত হয়। প্রাণ যখন যে অঙ্গ ত্যাগ করে, তখন সে অঙ্গ শুষ্ক হয়। প্রাণ যে পান করে, ভোজন করে, তাহাতে ইতর প্রাণ সকল রক্ষা পায় অর্থাৎ জীবিত থাকে। শ্রুতিতেও প্রাণ কর্তৃক শরীরেন্দ্রিয়ের পুষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা ভাবিলেন, কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, শরীর ত্যাগ করিয়া যাইব, কাহার অবস্থানে আমি স্থিতি করিব।' অনন্তর তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিলেন। এ শ্রুতিতেও জীবের প্রাণাধীন উৎক্রান্তি ও স্থিতি বলা হইয়াছে।

মুখ্য প্রাণের যে বিশেষ কার্য্য আছে, তাহা শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায়। প্রাণের পাঁচটী বৃত্তি বা অবস্থা, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণের এই পাঁচটীবৃত্তি ক্রিয়ার ভেদ অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা—প্রাক্‌বৃত্তির নাম প্রাণ, তাহার কার্য্য উচ্ছ্বাসাদি। অবাগ্‌বৃত্তির নাম অপান, তাহার কার্য্য উৎসর্গাদি, অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি। যাহা উক্ত উভয়ের সন্ধিস্থলে বৃত্তিমান্, তাহার নাম ব্যান, ইহার কার্য্য বীর্য্যবৎ অর্থাৎ অগ্নিমন্থনাদি বলসাধ্য কার্য্যনির্ব্বাহ। ঊর্দ্ধবৃত্তির নাম উদান, ইহা উৎক্রান্ত্যাদির কারণ। যাহা সর্ব্বাঙ্গে সমবৃত্তি, তাহার নাম সমান। সমানদ্বারা ভুক্তান্ন রসরক্তাদি ভাবপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়। এইরূপে প্রাণ মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তিক।

মুখ্যপ্রাণও ইতর প্রাণের ন্যায় অণু, ইহা জানিতে হইবে। এই অণু পরমাণু-সমান নহে, সূক্ষ্মদৃষ্টির অগোচর ও পরিমিত বলিয়া অণু। প্রাণ অবস্থাপঞ্চকে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত

আছে, সেজন্ত পরমাণু-সমান নহে। প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হন, তখন ইহাকে নিপুণ পার্শ্বস্থ পুরুষেরাও দেখিতে পান না। সে কারণে প্রাণ সূক্ষ্ম। শ্রুতিতে প্রাণের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি কথিত আছে, সেই কারণে ইনি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত। প্রাণ ব্যাপক, প্রাণের ঐ ব্যাপিত্ব কথন আধিদৈবিক অভিপ্রায়ে, আর অব্যাপিত্ব কথন আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ে। আধিদৈবিক প্রাণ সমষ্টিরূপ, ইহারই অন্তনাম হিরণ্যগর্ভ। আধ্যাত্মিক প্রাণ ব্যষ্টিরূপ, তাহার অন্ত নাম প্রাণ। প্রাণের বিভুত্ব-কথন আধিদৈবিকের, আধ্যাত্মিকের নহে।

প্রস্তাবিত প্রাণ সকল কি আপন আপন মহিমায় অর্থাৎ স্বাধীন ক্ষমতায় আপন আপন কার্য্য করেন, কি দেবতার অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের শক্তিতেই কার্য্য করেন? এখন ইহাই বিচার করিয়া দেখা যাউক। বিচারের পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, কার্য্যশক্তির যোগ থাকায় প্রাণেরা নিজ নিজ মহিমায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দেবতাধিষ্ঠিত প্রাণগণের কার্য্য প্রবৃত্তি অর্থাৎ তাহারা দেবতাবিশেষের অনুগ্রহে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা স্বীকার করিতে গেলে সেই সেই দেবতারই ভোক্তৃত্বপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং জীবের ভোক্তৃত্ব লোপ পায়। তৎপরিহারার্থ প্রাণগণের স্বাধীন প্রবৃত্তি স্বীকার করা উচিত। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই বাগাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তৎপ্রতি হেতু শ্রুতিবাক্য, অর্থাৎ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। যথা—'অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন' ইত্যাদি। অগ্নির এই বাক্যভাব ও মুখপ্রবেশ দেবতাত্মার অধিষ্ঠানরূপে কথিত। দেবতার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ ব্যতীত বাক্যে অথবা মুখে প্রসিদ্ধ অগ্নির অন্ত কোন বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। 'বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছেন।' ইত্যাদি রূপে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা আছেন, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে।

প্রাণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও শ্রুতির দ্বারা প্রাণবানের অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্বামী জীবের সহিতই পূর্ব্বোক্ত প্রাণসমূহের সম্বন্ধ থাকা প্রতিপন্ন হয়। জীবের সহিতই প্রাণের নিত্য অর্থাৎ অনুচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত নহে। কেন না প্রত্যেক প্রাণকে উৎক্রান্ত্যাদিতে অর্থাৎ মরণাদি সময়ে জীবানুগমন করিতে দেখা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে, 'জীব উৎক্রমণে উদ্যত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাদ্গামী হয় এবং মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসঙ্গে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রমণ করে।' এই কারণে প্রাণ সকলের নিয়ন্ত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের ভোক্তৃত্ব বিলোপ হয় না। নিয়ন্ত্রী দেবতারা প্রাণ সকলেরই পক্ষভুক্ত, ভোক্তৃত্বের পক্ষভুক্ত নহে। যেমন প্রদীপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপকারক বলিয়া চক্ষুর সহায়মাত্র। তেমনি তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল কেবল তাহাদের সহায় মাত্র। এক প্রধান প্রাণ ও অবশিষ্ট অপ্রধান একাদশ প্রাণ (একাদশ ইন্দ্রিয়) বর্ণিত হইয়াছে।

মুখ্যপ্রাণের ও অন্যান্য প্রাণের লক্ষণভেদ আছে। বাগাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে অর্থাৎ তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার উপরত হইলে কেবল এক মুখ্যপ্রাণই জাগ্রত থাকে, স্বব্যাপারে রত থাকে। একমাত্র মুখ্যপ্রাণই মৃত্যুগ্রস্ত নহে। মৃত্যু শব্দে আসঙ্গ দোষ অন্যান্য প্রাণেরা মৃত্যুগ্রস্ত। মুখ্যপ্রাণেরই অবস্থানে দেহের অবস্থান এবং তাহারই উৎক্রান্তিতে দেহের পতন। ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের আলোচনা করে, প্রাণ তাহা করে না। মুখ্যে অমুখ্য প্রাণের অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এইরূপ বহুতর বৈলক্ষণ্য আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সে সমুদয় এস্থলে আলোচিত হইল না। (বেদান্তদ° ২।৪ অঃ)

বেদান্তসারে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে পাঁচটী প্রাণের উল্লেখ আছে। মৃত্যুকালে প্রাণসকল ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া পরে নিজে উৎক্রান্ত হয়। দেহীর শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ জীবন থাকে, প্রাণ বহির্গত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রাণ কিরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মে ব্যাসক্ত হয়। তাহাতে নানাপ্রকার সংস্কার বা অদৃষ্ট জন্মিয়া থাকে। সেই সকল সংস্কার সূক্ষ্ম শরীরে পর পর উপলিপ্ত হয়। মানবের জরা উপস্থিত; জীর্ণবস্ত্রের ন্যায়, সর্পের নির্ম্মোক ত্যাগের ন্যায়, পুনর্ব্বার জরাজীর্ণ দেহের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আর আয়ুঃ নাই, মৃত্যুকাল উপস্থিত। যে বাহ্যবায়ু এতদিন প্রাণবায়ুকে অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, যে বাহ্য তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া আসিয়াছে, সে বায়ু ও সে তেজ এখন শরীর-বায়ুর ও শরীর-তেজের প্রতিকূল। সেই কারণে এখন ভুক্তদ্রব্যের যথাযথ পাক, রসরক্তাদির উৎপত্তি ও সঞ্চয়ন অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল,—মুমূর্ষু। অবিলম্বে শরীরতেজ ও বাহ্যতেজ উভয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। অমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল, অমুক হিমাঙ্গ হইয়াছে, আর বাঁচিল না। এই সময় মুখ্যপ্রাণ আপনার বৃত্তি অর্থাৎ কার্য্য গুটাইয়া লইলেন ও বলবৎ বেগধারণ করিলেন। তখন শ্বাসোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইল, দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল, শ্বাস বা টান হইয়াছে। এই শ্বাস বা টান আর কিছুই নহে, প্রাণ বলবদ্বেগে ইন্দ্রিয়গণকে

আকর্ষণ করিতে থাকেন, তজ্জন্ত নিশ্বাস বায়ুর আধিক্য হইয়া থাকে। শ্বাস বা টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে টানিতে লাগিল। তাহারাও তখন আপন আপন স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণে আসিয়া মিলিল। লোকে দেখিল মুমূর্ষুর চক্ষে জাল পড়িয়াছে, তখন আর সে দেখিতে পায় না। মুখ্যপ্রাণ এই অবসরে ইন্দ্রিয়ময় সূক্ষ্মশরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া স্বস্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল, কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই। তখন মুখ্যপ্রাণ এইস্থানে থাকিয়া চিত্তকে আকর্ষণ করিল। চিত্তও স্থানচ্যুত হইল ও প্রাণে আসিয়া মিলিল। লোকে বলিল, আর জ্ঞান নাই, নামাও। এই অবকাশে মুখ্যপ্রাণ স্বীয় উৎক্রমণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বহির্গত হইল। তখন ষাট্‌কৌশিক বা স্থূল শরীর পড়িয়া রহিল।

শাস্ত্রে লিখিত আছে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই কয়েকটী স্থান প্রাণ-নির্গমনের দ্বার। যে স্থান দিয়া মনুষ্যের প্রাণ নির্গত হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হয়। চক্ষু দিয়া নির্গত হইলে চক্ষু শিথিল হইয়া থাকে। মুখ দিয়া নির্গত হইলে মুখ ফাঁক হয়। লিঙ্গ দিয়া নির্গত হইলে লিঙ্গচ্ছিদ্র বিস্ফারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে ঊর্দ্ধচ্ছিদ্র এবং অধম জন্ম হইবার হইলে অধশ্ছিদ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হয়। ঊর্দ্ধচ্ছিদ্রের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রই শ্রেষ্ঠ এবং অধশ্ছিদ্রের মধ্যে পাদাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হওয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির লক্ষণ এবং পাদাঙ্গুলি দিয়া বহির্গত হওয়া নরকগমনের লক্ষণ। বোধ হয়, এই জন্যই মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তর্জ্জলিকালে পদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখা হয়; কিন্তু সূক্ষ্মতম প্রাণ চাপিয়া রাখার বস্তু নহে। যাহার যেরূপ গতি হইবে, প্রাণ তদনুরূপ ভাবে চলিয়া যাইবে, ইহাতে যে কোন চেষ্টা করা যাউক না কেন, তাহা বিফল হইবে। যদি কাহারও হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও উক্ত ব্যবস্থার অন্যথা হয় না। শিরশ্ছেদ ও বজ্রপতনাদির দ্বারা মৃত্যু হইলেও কথিত প্রকার নিয়ম সকল প্রতিপালিত হয়; কিন্তু ইহা এত অতিশীঘ্র নির্ব্বাহ হইয়া যায়, যেন সমস্ত ক্রিয়াগুলি একযোগেই হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়।

বেদান্ত-মতে, প্রাণ-মিলিত আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রাণাদি পঞ্চকে প্রাণময় কোশ কহে। "ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং সৎ প্রাণময় কোশো ভবতি" (বেদান্তসার)

ভারতীয় দর্শনসমূহে যেরূপ প্রাণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ঠিক এরূপ ভাবে আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক শরীরে শরীররক্ষক অসংখ্য সজীব কোষাণু (Cells) রহিয়াছে, চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখা যায় না। সেই কোষাণুর মধ্যে অতি তরল প্রাণপঙ্ক (Protoplasm) বিদ্যমান। কোনপ্রকার জড় হইতে এই প্রাণপঙ্কের উৎপত্তি হয় নাই। ইহা সচেতন। ইহার কোন খানে প্রাণ আছে, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অনুসন্ধান করিতেছেন। [শরীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সুশ্রুতে প্রাণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ স্বয়ম্ভূই প্রাণবায়ু নামে কথিত। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্ব্বগত। ইনি প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। ইনি স্বয়ং অব্যক্ত; কিন্তু ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। রূক্ষ, শীতল, লঘু, খর, তীর্য্যগ্‌গামী শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট, রজোগুণবহুল, অচিন্ত্যশক্তি ও দেহস্থ দোষসমূহের নায়ক এবং রোগ সকলের রাজা। ইনি দেহমধ্যে আশু কার্য্যকারী ও শীঘ্রাবচরণশীল। পক্কাশয় ও গুহ্যদেশ ইহার আলয়। প্রাণবায়ু কুপিত না হইলে দোষ, ধাতু ও অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় এবং ইহারও ক্রিয়া সরলভাবে হইতে থাকে। নাম-স্থান-ক্রিয়াভেদে অগ্নি যেরূপ পাঁচপ্রকারে বিভক্ত, এই প্রাণও সেইরূপ পঞ্চধা বিভক্ত। যথা—প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান। এই পঞ্চ প্রাণবায়ু পঞ্চস্থানে থাকিয়া দেহীদিগের দেহ রক্ষা করে। যে বায়ু মুখ মধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। প্রাণবায়ু দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণধারণ হয়। এই প্রাণবায়ু দূষিত হইলে প্রায় হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদানবায়ু কহে। এই উদানবায়ু দূষিত হইলে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত রোগ সকলই বিশেষরূপে জন্মে। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে সমান বায়ু অবস্থিতি করে। সমানবায়ু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মে। ব্যানবায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে এবং আহারজনিত সকল রস শরীরে বহন করে। ইহাদ্বারা ঘর্ম্ম-নিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্তস্রাব হয় অথবা পঞ্চবিধ কার্য্যই হইয়া থাকে। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে প্রায় সর্ব্বদেহগত রোগই জন্মে। অপানবায়ু পক্কাশয়ে অবস্থিত। ইহাদ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব-শোণিত কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশে আশ্রিত সকল রোগ জন্মে। ব্যান ও অপান এই দুই বায়ু একত্র কুপিত

হইলে শুক্রদোষ ও প্রমেহ রোগ হয়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

(সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অঃ)

বেদান্তসারেও লিখিত আছে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ বায়ুই পঞ্চপ্রাণ। ইহার মধ্যে ঊর্দ্ধে গমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল পায়ু-আদিস্থানবর্ত্তী বায়ুর নাম অপান, সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীরস্থায়ী বায়ুর নাম ব্যান, ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণবায়ু উদান এবং ভুক্ত পীত অন্নজলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান কহে। সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যেরা কহেন যে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচটী বায়ু আছে। উদ্গিরণকারী বায়ুর নাম নাগ, উন্মীলনকারী বায়ুর নাম কূর্ম্ম, ক্ষুধাজনক বায়ু কৃকর, জৃম্ভণকারক দেবদত্ত এবং পোষণকারী বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যেরা এই নাগাদি পঞ্চবায়ুকে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর অন্তর্গত বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। (বেদান্তসার) *

কর্ম্মলোচনে প্রাণকর ও প্রাণহর দ্রব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—সদ্যোমাংস, নবান্ন, বালাস্ত্রীসম্ভোগ, ক্ষীরভোজন, ঘৃত এবং উষ্ণোদকসেবন এই ৬টী দ্রব্য সদ্যঃপ্রাণকর। শুষ্ক মাংস, বৃদ্ধাস্ত্রীগমন, শরৎকালের সূর্য্যসেবন, তরুণদধি (পচাদই), প্রভাতকালে মৈথুন ও প্রভাতকালে নিদ্রা এই ৬টী সদ্যঃ প্রাণনাশক।

"সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্।
শুষ্কং মাসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥" (কর্ম্মলো°)

যখন জীবের প্রাণান্তকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিবে। পরে প্রাঙ্গণে কুশশয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া যতক্ষণ না প্রাণত্যাগ হয়, ততক্ষণ তাহার কর্ণমূলে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইবে। পরে প্রাণত্যাগ হইলে যথাবিধি তাহার সৎকার করিতে হয়। সৎকারের পর তাহার অশৌচ গ্রহণ হইয়া থাকে। (বরাহপু°) ১৭ বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৩ অঃ) ১৮ ধরাখ্য বসুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৬ অঃ) ১৯ বিষ্ণু। ২০ মূলাধারস্থিত বায়ু।

(শারদাতি°)

প্রাণক (পুং) প্রাণৈঃ প্রাণেন বা কায়তীতি কৈ-ক। ১ সত্ত্বজাতীয়। ২ প্রাণিমাত্র। ৩ জীবকবৃক্ষ। স্বার্থে-ক। ৪ বোল। (মেদিনী) ৫ প্রাণশব্দার্থ।

প্রাণকর (ত্রি) প্রাণং বলং করোতীতি কৃ-ট। বলকারক। সদ্যোমাংস ও নবান্নাদি প্রাণকর। [প্রাণশব্দ দেখ।]

প্রাণকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রাণানাং কর্ম্ম ৬তৎ। প্রাণসমূহের কর্ম্মভেদ।

"সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।" (আনন্দগিরি)

ইন্দ্রিয়ের যে সকল কর্ম্ম, কেহ কেহ তাহাকে প্রাণকর্ম্ম বলিয়াছেন। উপনিষদে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণ নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা গৌণ প্রাণ। প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ মুখ্য প্রাণ। তাহাদের কর্ম্ম বা ইন্দ্রিয় সকলের কর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম বলা যায়। [এই কর্ম্মের বিষয় প্রাণশব্দে দেখ।]

প্রাণকৃষ্ণ, জাতকমকরন্দ নামে সংস্কৃত জ্যোতিষপ্রণেতা।

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, সংস্কৃতশাস্ত্রানুরাগী কায়স্থবংশীয় একজন জমিদার। ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বকূলে প্রসিদ্ধ খড়দহ গ্রামে বিশ্বাসগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা ৺ রামহরি বিশ্বাসের বাস ছিল, প্রাণকৃষ্ণ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহাদের মূল উপাধি "দাস"। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শিবচন্দ্রদাস হাবড়া জেলার অন্তর্গত সাঁকরাইল গ্রামে বাস করিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর খাজাঞ্চীখানায় সহকারী মুন্সীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বর্গীর হাঙ্গামা চলিতেছিল। প্রভুর কার্য্যে রামহরি বর্গীর হাতে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। তজ্জন্য আলীবর্দ্দী শিবচন্দ্রের পুত্র রামজীবনকে আহ্বান করিয়া বসন্তপুর নামক গ্রাম জায়গীর স্বরূপ দান এবং বিশ্বাস উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদবধি রামজীবন পৈত্রিক বাসস্থান সাঁকরাইল ত্যাগ করিয়া বসন্তপুরে বাস করিতে লাগিলেন। রামজীবনের পুত্র দয়ারাম কোন দেশীয় রাজার জমিদারীতে নায়েবীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রভুর মনোরঞ্জননিমিত্ত অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হইয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে হত্যা ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাটী আক্রমণ করে। দয়ারামের স্ত্রী ভবানী দাসী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বিপদের সময় সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কৌশলক্রমে তাঁহার একমাত্র পুত্র রামহরিকে ও এক বিশ্বাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বাটীর পশ্চাদ্দ্বার

* "বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ।

প্রাণো নাম? প্রাগ্গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অপানো নাম? অবাগ্ গমনবান্ পায়্বাদিস্থানবর্ত্তী। ব্যানো নাম? বিষ্বগ্গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী। উদানঃ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ ঊর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ। সমানঃ? শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদিসমীকরণকরঃ। সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণং। কেচিত্তু নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে বায়বঃ সন্তীত্যাহুঃ। তত্র নাগঃ উদ্গিরণকরঃ। কূর্ম্মঃ নিমীলনাদিকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ। দেবদত্তঃ জৃম্ভণকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ। এতেষাং প্রাণাদিষন্তর্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চৈবেতি কেচিৎ।" (বেদান্তসার)

দিয়া পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। তথায় থাকিয়া বহুকষ্টে উক্ত বালককে লালন পালন করেন ও বিদ্যাশিক্ষা দেন।

রামহরি প্রথমে বীরভূম জেলার কালেক্টরের অধীনে ও পরে নোয়াখালির নিমকমহলের দেওয়ানীতে ন্যূনাধিক কোটী মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। চাকরীতে অবসরগ্রহণকালে মাতা ভবানী দাসীর অভিমতে তিনিই নিত্য গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য খড়দহে আসিয়া ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহুবিস্তৃত জমিদারী ক্রয়, ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থদর্শন ও বিবিধ সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি ১২১০ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে ৺ বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রাণকৃষ্ণ ও জগমোহন নামে দুই পুত্র এবং ত্রিশলক্ষ টাকা নগদ ও প্রায় লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছিলেন। রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র জগমোহন বিশ্বাস লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে দশশালার বন্দোবস্তের সময় আলাহাবাদের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের রাজা ও জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য দেওয়ান নিযুক্ত হন, ইহাতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমস্তই দান ও পুণ্যকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কার্য্য পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগধামে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে হিন্দুযাত্রীর কর রহিতকরণ। প্রয়াগে যাহারা স্নানার্থ গমন করিত, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত লোক সকল তাঁহাদের নিকট হইতে করস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিত, দেওয়ান জগমোহন এককালীন দুইলক্ষ টাকা কোম্পানিকে দিয়া ঐ প্রথা উঠাইয়া দেন। তাঁহার পিতা রামহরি যখন ৺ কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি কনিষ্ঠপুত্র জগমোহনকে আদেশ করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন মণিকর্ণিকার নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মানলে দাহ করা হয়। জগমোহন পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশপালনে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ব্রহ্মানলে দাহ করা সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং উক্ত ঘাটের যত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ আপত্তি করিয়া কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জগমোহন তাঁহাদিগকে প্রভূত অর্থপ্রদান করিতে চাহিলেন; কিন্তু কিছুতেই সফলমনস্কাম হইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি তৎকালীন কাশীর রাজার ও কালেক্টর সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া ও কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে জগমোহন উক্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিলেন। ১২২৩ সালে জগমোহন এক কন্যা ও কৃষ্ণানন্দ নামে এক পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

রামহরির জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণ পিতার অনুরূপ ধার্ম্মিক ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন, তিনি ১১৭১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৪২ সালে ৭১ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি কোচবিহারের কালেক্টরের দেওয়ানী করিয়া ও সওদাগরী কর্ম্মে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই রামহরির ত্যাজ্য সম্পত্তির বিভাগ লইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণানন্দের সহিত বিস্তর মামলা মোকদ্দমা হয়, ঐ মোকদ্দমায় উভয়পক্ষে বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

প্রাণকৃষ্ণ একজন উচ্চ প্রকৃতির সাধক ও ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। স্বর্গীয় পিতার ত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশের অধিপতি হইয়া তিনিও নিজগ্রামে পিতৃকীর্ত্তি ৺ গঙ্গাতীরস্থ শিবমন্দিরের পার্শ্বে আরও চতুর্দ্দশটী বাণলিঙ্গ ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরসমূহের মধ্যস্থলে নবরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রত্নবেদীর উপর দক্ষিণা কালী স্থাপন করিবার অভিপ্রায় ছিল।

রত্নবেদীর জন্য একলক্ষ শালগ্রাম শিলা আবশ্যক; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা পরিপূর্ণ না হইতেই, (প্রায় আশীহাজার পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইলে) হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়, সুতরাং উক্ত রত্নবেদীস্থাপনের সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। উহা সম্পূর্ণ করিতে পারিলে তাঁহার রত্নবেদী ভারতবর্ষে দ্বিতীয় হইত; কারণ ৺ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতীত ভারতে আর কোথাও রত্নবেদী নাই। অদ্যাপি ঐ আশীহাজার শালগ্রাম তাঁহার খড়দহের ভদ্রাসনে স্তূপাকারে রহিয়াছে। কলিকাতার এবং মফঃস্বলের অনেক ভদ্র গৃহস্থ ঐ স্তূপ হইতে সুচিহ্নিত শিলা বাছিয়া আনিয়া নিজ বাটীতে স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার জমিদারী আনরপুর পরগণায় ৺ কালীস্থাপনা ও নিজগ্রামে ৺ গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ঐ পঞ্চবটীর তলে এক ত্রিকোণ ঘরের মধ্যে পঞ্চ শবের মুণ্ডরোপণপূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া তিনি নিশীথকালে মহাশঙ্খের মালা হস্তে লইয়া ইষ্টদেবতার জপ করিতেন, তথায় তাঁহার নিকট বহু সাধু ও সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা সমাগম হইত।

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন; বহু অর্থব্যয়ে বহুবিধ দুর্ল্লভ তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন এবং আটখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রাণতোষিণীতন্ত্র, প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী, বৈষ্ণবামৃত, ক্রিয়াম্বুধি ও প্রাণকৃষ্ণশব্দাম্বুধি মুদ্রিত হইয়াছিল, তন্ত্রকৌমুদী, বিষ্ণুকৌমুদী প্রভৃতি কএকখানির হস্তলিপি অদ্যাপি অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার 'প্রাণতোষিণী' তান্ত্রিকদিগের নিকট অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। যে সময় ৺ রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সম্পূর্ণ হয় নাই, সে সময়ে তিনি অকারাদিক্রমে শ্লোকবদ্ধে 'শব্দাম্বুধি' প্রকাশ করিয়া বাস্তবিক আপনার

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অপূর্ব্ব সংস্কৃতানুরাগিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি শব্দকল্পদ্রুমে যে শব্দ বা শব্দের অর্থ লিখিত হয় নাই, এরূপ বহু শব্দ শব্দাম্বুধিতে পাইয়াছি।

তাঁহার আনন্দময়, রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ ও চন্দ্রনাথ নামে ছয় পুত্র ও গোকুলমণি ও বামাসুন্দরী নামে দুই কন্যা হইয়াছিল; তন্মধ্যে দ্বিতীয় রামচন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দময় স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। আনন্দময়ের একান্তমানস ছিল, যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সঙ্কল্প রত্নবেদী পরিপূর্ণ করিবেন; কিন্তু তিনিও দুই বর্ষ মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। আনন্দময়ের মৃত্যুর পর প্রাণকৃষ্ণের বংশধরদিগের মধ্যে গৃহবিবাদে প্রধান প্রধান জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং অবস্থান্তরের সহিত অর্থোপার্জ্জনোদ্দেশে সকলেই এখন কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন।

প্রাণগ্রহ (পুং) প্রাণাখ্য ইন্দ্রিয়। "প্রাণো বৈ গ্রহঃ।" (তৈত্তি° স° ৩।৫।১০।১)

প্রাণঘ্ন (ত্রি) প্রাণং হন্তি হন-টক্। প্রাণনাশক, (বিষ)।

প্রাণচ্ছিদ্ (ত্রি) প্রাণান্ ছিনত্তি ছিদ্-ক্বিপ্। প্রাণচ্ছেদকারক।

প্রাণচ্ছেদ (পুং) প্রাণবধ, হত্যা।

প্রাণজীবন (ত্রি) প্রাণং জীবয়তি জীবি-ল্যু। ১ প্রাণস্থাপক। (পুং) ২ প্রাণপোষক বিষ্ণু।

"প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।১২৬)

"প্রাণয়তি প্রাণিনো জীবান্ জীবয়তি প্রাণজীবনঃ।
ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥" (ভাষ্য)

প্রাণতজ্ঞ (পুং) কল্পপ্রভব বৈমানিক ভেদ। (হেম) 'প্রাণযজ্ঞ' পাঠই সাধু।

প্রাণত্যাগ (পুং) প্রাণানাং ত্যাগঃ। প্রাণের পরিত্যাগ।

প্রাণথ (পুং) প্রাণিত্যানেনেতি প্র-অন-প্রাণনে (শীঙ্শপিরুগ-নীতি। উণ্ ৩।১১৩) ইতি অথ। ১ বায়ু। প্রাণিতীতি কর্ত্তরি অথ। ২ বলবান্। ৩ প্রজাপতি। ৪ তীর্থ। ৫ প্রাণশব্দার্থ।

প্রাণদ (ক্লী) প্রাণং প্রাণনং জলং বা দদাতীতি প্রাণ-দা, (আতো-হনুপসর্গেতি। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ১ জল। ২ রক্ত। (হেম) (ত্রি) ৩ প্রাণদাতা, প্রাণদানকারী।

"অর্থপ্রদানমেবাহুঃ সংসারে সুমহৎ তপঃ।
অর্থদঃ প্রাণদঃ প্রোক্তঃ প্রাণাহ্যর্থেষু কীলিতা॥" (কথাসরি° ২৮।৯)

(পুং) ৪ জীবকবৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ বিষ্ণু। (ভার° ১৩।১৪৯।২৪)

প্রাণদা (স্ত্রী) প্রাণদ-টাপ্। ১ ঋদ্ধিবৃক্ষ। ২ হরীতকী। (রাজনি°) ৩ প্রাণদাত্রী। "যশোহরে কিমাশ্চর্য্যং প্রাণদা যমদূতিকা।" (উদ্ভট)

প্রাণদাগুড়িকা (স্ত্রী) অর্শরোগাধিকারে চক্রদত্তোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ২ পল, চই একপল, তালীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ পল, ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, বেণারমূল ১ তোলা, (ইহাতে কেহ কেহ শেষোক্ত দুই দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করেন), পুরাতন গুড় ৩০ পল, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী ব্যবহার্য্য। পিত্তার্শরোগে গুড়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ॥০ তোলা, অনুপান রোগীর দোষের অবস্থা অনুসারে দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার অর্শরোগ, পানাত্যয়, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° অর্শোঽধিকার)

প্রাণদাতৃ (ত্রি) প্রাণ-দা-তৃণ্। প্রাণদায়ী, যিনি প্রাণদান করেন। প্রাণদাতা পিতৃমধ্যে পরিগণিত।

"শরীরকৃৎ প্রাণদাতা যস্য চান্নানি ভুঞ্জতে।
ক্রমেণৈতে ত্রয়োঽপ্যুক্তাঃ পিতরো ধর্ম্মশাসনে॥"

(ভারত ১।২৯৫০)

প্রাণদান (ক্লী) প্রাণস্য দানং। জীবনদান।

প্রাণদ্যূত (ক্লী) প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ।

প্রাণদ্রোহ (পুং) প্রাণস্য দ্রোহঃ হিংসা। প্রাণহিংসা।

প্রাণধর মিশ্র, জাতকচন্দ্রিকারচয়িতা।

প্রাণধার (ত্রি) ১ জীবিত, জীবনশীল। (পুং) ২ প্রাণযুক্তজীব।

প্রাণধারণ (ক্লী) প্রাণানাং ধারণং। ১ জীবনধারণ। (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১৩)

প্রাণন (ক্লী) প্র-অন-প্রাণনে ল্যুট্। ১ জীবন। (জটাধর)

"ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোদ্দনম্।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ॥" (ভাগ° ৩।২৬।৪১)

২ চেষ্টন। "বিশ্বস্য হি প্রাণনং।" (ঋক্ ১।৪৮।১০)

'বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণনং চেষ্টনং।' (সায়ণ)

প্রাণিত্যানেনেতি করণে ল্যুট্। ৩ জল। (শব্দরত্না°)

প্রাণনাথ (পুং) প্রাণানাং নাথঃ ৬তৎ। পতি। (শব্দরত্না°)

"চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

স্ত্রিয়াং টাপ্ প্রাণনাথা—পত্নী।

"বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি।"

(বিষ্ণুস্তোত্র ৯)

প্রাণনাথ, ১ মালবনিবাসী একজন তান্ত্রিক, তিনি সাধকসর্ব্বস্ব

নামে একখানি তন্ত্র রচনা করেন। ২ দৈবজ্ঞভূষণ-রচয়িতা, ইহার পিতার নাম জীবনাথ।

প্রাণনাথ বৈদ্য, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইনি সংস্কৃত ভাষায় ভৈষজ্যরসামৃতসংহিতা, রসপ্রদীপ ও বৈদ্যদর্পণ রচনা করেন।

প্রাণনাথী, গুরু প্রাণনাথ প্রতিষ্ঠিত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়। ক্ষত্রিয়-বংশে প্রাণনাথের জন্ম। দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যকালে প্রাণনাথের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্রই জানিতেন এবং 'মহিতারিয়ল' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া বেদের সহিত কোরাণের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া বুন্দেলার প্রসিদ্ধ রাজা ছত্রসাল তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই জন্য কোন কোন মুসলমানলেখক ছত্রসালকে ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাস্তবিক ছত্রসাল কোনকালে ইস্লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রাণনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করাতেই বোধ হয় এইরূপ প্রবাদ চলিয়াছে। গুরু প্রাণনাথও কখন ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে ইস্লামধর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল, তিনি হিন্দু মুসলমানকে এক করিবার জন্য স্বীয় মত প্রচার করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। প্রাণনাথের মতাবলম্বী উক্ত জনসাধারণ প্রাণনাথী নামে খ্যাত।

এক সময়ে বুন্দেলখণ্ড, গোরখপুর ও মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বহুসংখ্যক প্রাণনাথীর বাস ছিল। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার সময় হিন্দুমুসলমান উভয় দলের লোকের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আর কোন বিশেষত্ব নাই। হিন্দু হিন্দুসাধারণের ও মুসলমান নিজ পিতৃপুরুষগণের আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে। ইহাদের মতে ঈশ্বর এক ও সকল ধর্ম্মের সার। ইহারা কোন মূর্ত্তির পূজা করে না। শিখদিগের নিকট যেমন গ্রন্থসাহেব, ইহাদের নিকট প্রাণনাথের গ্রন্থ সমুদয়ও সেইরূপ পূজ্য।

প্রাণনাথ বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়।—১ রাসনাম, ২ প্রকাশ, ৩ ষট্‌রিৎ, ৪ কলস, ৫ সনন্দ, ৬ কীর্ত্তন, ৭ খুলাসা, ৮ খেলবৎ, ৯ পরাক্রম ইলাহী দুল্‌হন, ১০ সাগরশিঙ্গার, ১১ বড়ীশিঙ্গার, ১২ সিদ্ধিভাসা, ১৩ মারফৎসাগর, ১৪ কিয়ামৎ-নামা।

প্রাণনারায়ণ, কামরূপের একজন রাজা। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই জগন্নাথপণ্ডিতরাজ 'প্রাণাভরণ' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। [কামরূপ ও কোচবিহার দেখ।]

প্রাণনাশ (পুং) প্রাণবিনাশ, প্রাণত্যাগ।

প্রাণনিগ্রহ (পুং) প্রাণের নিগ্রহ, প্রাণায়াম।

প্রাণন্ত (পুং) (প্রাণিত্যনেনেতি প্র-অন (রুদিহনন্দিজীবিপ্রাণিভ্যঃ ষিদাশিষি। উণ্ ৩।১২৭) ইতি ঝচ্। ১ বায়ু। ২ রসাঞ্জন।

প্রাণন্তী (স্ত্রী) প্রাণন্ত ষিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ক্ষুৎ। ২ হিক্কা।

প্রাণপত (ত্রি) প্রাণপতেরপত্যাদিঃ (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্ অন্ত্যলোপঃ। প্রাণপতির অপত্যাদি।

প্রাণপতি (পুং) প্রাণানাং পতিঃ ৬তৎ। প্রাণের পতি। ১ আত্মা। ২ স্বামী। ৩ হৃদয়।

প্রাণপত্নী (স্ত্রী) ১ প্রাণসমা পত্নী। ২ স্বর।

প্রাণপরিক্রয় (পুং) প্রাণের মূল্য। প্রাণপণ।

প্রাণপরিক্ষীণ (ত্রি) যাহার জীবনক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। (স্ত্রী) বৃদ্ধাবস্থা।

প্রাণপরিগ্রহ (পুং) প্রাণানাং পরিগ্রহঃ। প্রাণধারণ, জন্ম।

প্রাণপরিত্যাগ (পুং) প্রাণানাং পরিত্যাগঃ। প্রাণবিনাশ।

প্রাণপা (স্ত্রী) প্রাণরক্ষক।

"প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুষ্পাঃ।" (শুক্লযজু° ২০।৩৪)

'ত্বং মে প্রাণপা অসি প্রাণান্ পাতি রক্ষতি প্রাণপাঃ।" (বেদদীপ)

প্রাণপ্রদ (ত্রি) প্রাণং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। ১ প্রাণদাতা, প্রাণদানকারী।

"তাঞ্চ দৃষ্ট্বাধুনাম্বীয়ো দেবি! প্রাণপ্রদঃ সুহৃদ্।
সার্থবাহসুতঃ শ্রীমান্ বসুদত্তো ময়া স্মৃতঃ॥"(কথাসরিৎ ২২।৮৯)

স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ ঋদ্ধিনামক ঔষধ। (রত্নমালা)

প্রাণপ্রদায়ক (ত্রি) প্রাণপ্রদানকারী, প্রাণদাতা।

প্রাণপ্রদায়িন্ (ত্রি) প্রাণ-প্র-দা-ণিনি। প্রাণদাতা।

প্রাণপ্রিয় (ত্রি) ১ প্রাণতুল্য প্রিয়। (পুং) ২ ভালবাসা।

প্রাণবাধ (পুং) প্রাণপীড়া, প্রাণবিনাশ।

"ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথা সুখমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণাবাধভয়েষু চ॥" (মনু ৪।৫১)

প্রাণভক্ষ (পুং) প্রাণেন ঘ্রাণেন ভক্ষঃ ৩তৎ। ঘ্রাণদ্বারা অবঘ্রাণ মাত্র। (কাত্যা° শ্রৌ° ১০।২৬)

প্রাণভাস্বৎ (পুং) প্রাণেন বায়ুনা জলেন বা ভাস্বান্ উদ্দীপ্তঃ। ১ সমুদ্র। (শব্দরত্না°)

প্রাণভৃত (ত্রি) প্রাণস্বরূপ।

"জলদসময় এব প্রাণিনাং প্রাণভূতঃ।" (ঋতুস° ২।২৯)

প্রাণভৃৎ (ত্রি) প্রাণং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ প্রাণী, প্রাণধারী জীবমাত্র। ২ প্রাণপোষক। (পুং) ৩ বিষ্ণু।
(ভারত ১৩।১৪৯।১১৬)

প্রাণমল্ল, নেপালের একজন রাজা। সুবর্ণমল্লের পুত্র।

প্রাণময় (পুং) প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ময়ট্। জীবস্বরূপাবরক কোষ-ভেদ, প্রাণময়কোষ।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽসৌ
প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোষঃ।" (বিবেকচূড়া°)

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণই প্রাণময়কোষ। এই প্রাণময় কোষ কার্য্যরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট।

"প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ।" (বেদান্তসার)

প্রাণময় কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ অবস্থিত।

প্রাণমোক্ষণ (ক্লী) প্রাণানাং মোক্ষণং ৬তৎ। প্রাণপরিত্যাগ।

প্রাণযম (পুং) প্রাণো যম্যতেঽনেন যম-করণে ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। প্রাণায়াম, প্রাণ ইহাতে সংযত হয়, এইজন্য ইহাকে প্রাণযম কহে।

প্রাণযাত্রা (স্ত্রী) প্রাণানাং যাত্রা ৬তৎ। প্রাণের শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি ব্যাপার। শ্বাস ও প্রশ্বাস ভিন্ন জীবনযাত্রা হইতে পারে না। ২ তৎসাধনভোজনাদি। ভোজন না করিলে প্রাণ থাকে না, এই জন্য ভোজনাদিও প্রাণযাত্রা।

প্রাণযাত্রিক (ত্রি) প্রাণযাত্রাঽস্ত্যস্য প্রয়োজনত্বেন ঠন্। প্রাণ-ধারণ ভোজনযুক্ত, বিশিষ্ট ভোজনপর, এইরূপ পরিমাণে ভোজন যাহাতে প্রাণ থাকে।

"অলাভে ন বিষাদী স্যাৎ লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যাৎ মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ॥" (মনু ৬।৫৭)

প্রাণযোনি (পুং) প্রাণস্য যোনিঃ কারণং। ১ পরমেশ্বর। ২ জগৎপ্রাণ বায়ু।

প্রাণরন্ধ্র (ক্লী) ১ প্রাণবহির্গমনের ছিদ্র। ২ নাসিকা। ৩ মুখ।

প্রাণরোধ (পুং) প্রাণান্ রুধ্যতেঽনেন রুধ-করণে ঘঞ্। প্রাণায়াম, প্রাণ প্রাণায়াম দ্বারা রুদ্ধ হয়।

প্রাণবৎ (ত্রি) প্রাণ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। প্রাণযুক্ত, প্রাণি-মাত্র, জীববৎ।

প্রাণবিদ্যা (স্ত্রী) প্রাণতত্ত্ব জানিবার বিদ্যা।

প্রাণবৃত্তি (স্ত্রী) প্রাণানাং বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ। প্রাণের কার্য্য, প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণের কার্য্য। [প্রাণ দেখ।]

প্রাণব্যয় (পুং) প্রাণস্য ব্যয়ঃ ৬তৎ। প্রাণের ব্যয়, প্রাণনাশ।

প্রাণশরীর (পুং) প্রাণঃ শরীরং স্বরূপং যস্য। প্রাণাত্মরূপে ধ্যেয় পরমেশ্বর। "স ক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ।" (ছান্দোগ্য উপ°) 'প্রাণো লিঙ্গাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়যুতঃ। 'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা প্রজ্ঞা' ইতি শ্রুতেঃ স শরীরং যস্য সঃ' (শাঙ্করভাষ্য) প্রাণশব্দের অর্থ লিঙ্গাত্মা, এই লিঙ্গাত্মা শরীর যাহার, তিনিই প্রাণশরীর।

প্রাণসংযম (পুং) প্রাণানাং সংযমঃ। প্রাণায়াম। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ সংযমিত হয়।

প্রাণসংরোধ (পুং) শ্বাসরোধ।

প্রাণসংবাদ (পুং) প্রাণানাং সংবাদঃ ৬তৎ। প্রাণ সকলের সংবাদ—একাদশ ইন্দ্রিয় ও মুখ্য প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদরূপ সংবাদ। একাদশ ইন্দ্রিয় ও মুখ্য প্রাণ ইহারা সকলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতারক্ষার জন্য বিবাদ করিয়াছিল।

[প্রাণ শব্দ দেখ।]

প্রাণসংশয় (পুং) প্রাণানাং সংশয়ঃ ৬তৎ। জীবনসংশয়, প্রাণের স্থিতি বা অস্থিতিবিষয়ে সন্দেহ, জীবন থাকিবে কি না, এইরূপ সন্দেহ। ২ মরণফলক ব্যাপারভেদ।

প্রাণসঙ্কট (পুং) প্রাণানাং সঙ্কটঃ ৬তৎ। প্রাণসংশয়।

"স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥"

(ভাগবত ৮।১৯।৪৩)

প্রাণসদ্মন্ (ক্লী) প্রাণানাং সদ্ম গৃহম্। শরীর।

প্রাণসংত্যাগ (পুং) প্রাণস্য সংত্যাগঃ ৬তৎ। মৃত্যু, প্রাণ-পরিত্যাগ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২১।১৫)

প্রাণসন্দেহ (পুং) প্রাণসংশয়।

প্রাণসংন্যাস (পুং) মরণ, প্রাণগমন।

প্রাণসম (পুং) ৬তৎ। প্রাণতুল্যপ্রিয়। স্ত্রিয়াং টাপ। প্রাণসমা, প্রাণতুল্যা প্রিয়া পত্নী।

"রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমাহিতা।" (রামা° ১।১।২৬)

প্রাণসম্ভৃত (পুং) বায়ু।

প্রাণসম্মিত (ত্রি) ১ নাসিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (বৈ) ২ প্রাণের-মত প্রিয়।

প্রাণসার (ত্রি) প্রাণের সার, বল। ২ বলশালী। (শকু° ২ অঃ)

প্রাণসুখ, একজন পারস্যভাষাবিৎ কায়স্থ পণ্ডিত। ইনি বাদ-শাহ মহম্মদশাহের সময়ে 'ইন্‌শাএ রাহৎ জাত' নামে একখানি পত্ররচনাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাণসূত্র (ক্লী) জীবনের খেই।

প্রাণহর (ত্রি) প্রাণং হরতি দেহাৎ দেহান্তরং প্রাপয়তি বলং বা হৃ-অচ্। ১ প্রাণের দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপক। ২ বলনাশক।

"শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥" (চাণক্য)

৩ বিষাদি, যাহা সেবনে প্রাণবিনষ্ট হয়। (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৩)

প্রাণহারক (ক্লী) প্রাণান্ হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। বৎসনাভ। (রাজনি°) (ত্রি) দেহ হইতে প্রাণহারক, প্রাণনাশক, অসুনাশক।

প্রাণহারিন্ (ত্রি) প্রাণান্ হরতীতি হৃ-ণিনি। প্রাণহারক, প্রাণনাশক।

প্রাণহিতা, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। চান্দা জেলায়

সিরোঞ্চের নিকট বর্দ্ধা ও বেণগঙ্গা একত্র মিলিত হইয়া প্রাণহিতা নামে গোদাবরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী জলে পূর্ণ থাকিলেও গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়।

প্রাণাগ্নিহোত্র (ক্লী) প্রাণরূপেঽগ্নৌ হোত্রম্। প্রাণসমূহের পঞ্চাহুতিরূপ অগ্নিহোত্রাত্মক ভোজন। ভোজনের সময় পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশে প্রথমে যে আহুতিরূপ ভোজন করা হয়, তাহাকে প্রাণাগ্নিহোত্র কহে। যথা—'প্রাণায় স্বাহা', 'অপানায় স্বাহা', 'সমানায় স্বাহা', 'উদানায় স্বাহা' 'ব্যানায় স্বাহা' এই পঞ্চপ্রাণরূপ অগ্নিতে আহুতি। [প্রাণাহুতি শব্দ দেখ।]

২ প্রাণাগ্নিহোত্র-প্রতিপাদক কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্ভেদ।

প্রাণাঘাত (পুং) ১ প্রাণের আঘাত বা পীড়া। ২ জীবহত্যা।

প্রাণাতিপাত (পুং) প্রাণানাং অতিপাতঃ। প্রাণনিপাত, প্রাণবিনাশ, জীবহত্যা।

প্রাণাত্মন্ (পুং) প্রাণরূপঃ আত্মা। প্রাণরূপ আত্মা, লিঙ্গাত্মা, জীবাত্মা। উপনিষদে প্রাণই আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে, বেদান্তদর্শনে মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলের সমন্বয় করিয়া এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। [প্রাণ দেখ।]

প্রাণাত্যয় (পুং) প্রাণধারণের অসম্ভাবনা, যদি কাহারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয়, আর মিথ্যা কথাদ্বারা তাহার উপকার হইতে পারে, তাহা হইলে তাদৃশ মিথ্যাকথায় কোন পাতক হয় না।

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত বচন)

পরিহাসচ্ছলে স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণাত্যয়ে এবং সকল ধননাশে মিথ্যা কথা বলিলে পাতক হয় না।
২ মৃত্যুকালোপলক্ষিতকাল, প্রাণাত্যয়কালে সকল প্রকার অন্নাদি ভোজনে কোনরূপ পাতক হয় না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির দিবাতে দুই বার ভোজন করিতে নাই, কিন্তু প্রাণাত্যয় কালে যদি বারংবার অন্নভোজনে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্ন দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ অন্নাদি ভোজন তাহার পাতকজনক নহে।

"প্রাণাত্যয়ে চ সংপ্রাপ্তে যোঽন্নমত্তি যত স্ততঃ।
ন স পাপেন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" (স্মৃতি)

প্রাণাদ (ত্রি) প্রাণভক্ষক, জীবননাশক।

প্রাণাধিক (ত্রি) প্রাণেভ্যোঽধিকঃ। প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়, পতি ও পুত্র প্রভৃতি। স্ত্রিয়াং টাপ্ প্রাণাধিকা পত্নী।

প্রাণাধিনাথ (পুং) প্রাণানামধিনাথঃ ৬তৎ। পতি। (হলায়ুধ)

প্রাণাধিপ (পুং) প্রাণানাং অধিপঃ। ১ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

প্রাণান্ত (পুং) প্রাণানাং অন্তঃ ৬তৎ। মরণ, প্রাণনাশ।
"অব্রাহ্মণঃ সংগ্রহণে প্রাণান্তং দণ্ডমর্হতি।" (মনু ৮।৩৯)

প্রাণান্তিক (ত্রি) প্রাণান্তঃ প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। মরণকালিক প্রায়শ্চিত্তাদি, মরণকালে কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি।

প্রাণাপান (পুং) প্রাণশ্চ অপানশ্চ দ্বন্দ্বঃ। প্রাণ ও অপান বায়ু। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। ২ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।
"প্রাণাপানৌ কথং দেবাবশ্বিনৌ সংবভূবতুঃ।" (প্রজাপালপ্র°)

প্রাণাবাধ (পুং) প্রাণানামাবাধং পীড়া ৬তৎ। প্রাণসংশয়, প্রাণ সংপীড়া। 'প্রাণাবাধঃ প্রাণসংপীড়া।' (মনু ৪।৫১ ভাষ্যে মেধাতিথি।)

প্রাণায়তন (ক্লী) ৬তৎ। প্রাণের ছিদ্ররূপ মুখ্যস্থানভেদ
"অক্ষিণী কর্ণরন্ধ্রে চ পায়ূপস্থাস্তনাসিকাঃ।
নবচ্ছিদ্রাণি তান্যেব প্রাণস্যায়তনানি তু ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

চক্ষুঃদ্বয়, কর্ণরন্ধ্রদ্বয়, পায়ু, উপস্থ, মুখ ও নাসিকারন্ধ্র এই ৯টী ছিদ্র মুখ্যপ্রাণের প্রধান আয়তনস্থান। এই ৯টী স্থানকে নবদ্বারও কহে। মৃত্যু সময়ে এই সকল দ্বার দিয়া প্রাণ বহির্গত হয়।

প্রাণায়ন (পুং স্ত্রী) প্রাণস্যাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। প্রাণের অপত্য।

প্রাণায়াম (পুং) প্রাণস্য বায়ুবিশেষস্য আয়ামঃ রোধঃ যদ্বা প্রাণ আয়ম্যতেঽনেনেতি আ-যম্-করণে ঘঞ্। প্রাণবায়ুর গতিবিচ্ছেদকারক ব্যাপারভেদ। ইহা যোগাঙ্গবিশেষ।
"প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥"(ভা°৩।২৮।১১)

প্রাণায়াম দ্বারা পাপ সকল বিদূরিত হয়। পূজা জপ প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার প্রথমে প্রাণায়াম করা আবশ্যক। কারণ প্রাণায়ামদ্বারা চিত্ত স্থির হয়। চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন না হইলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা হয় না। যোগসূত্রমতে—বায়ুর প্রচ্ছর্দন অর্থাৎ আকর্ষণপূর্ব্বক ত্যাগ, বিধারণ অর্থাৎ আক্রম্যমাণ বায়ুকে যথোক্ত বিধানে ধারণ করিলে প্রাণায়াম হইবে। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া গুরূপদেশক্রমে নাসিকাদ্বারা অমৃতময় বাহ্যবায়ু আকর্ষণ করিবে। পরে পরিমিতরূপে ও যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানক্রমে তাহা ধারণ করিতে হইবে। শেষে ধীরে ধীরে শাস্ত্রানুযায়ি-নিয়মদ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার নাম প্রাণায়াম। প্র-আ-যম=প্রাণকে সম্যক্ সংযত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ নিরোধকরণ। প্রাণের গতি যদি ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে চিত্তকে সহজে স্থির করা যায়। কেননা যে কোন ইন্দ্রিয়কার্য্য সমস্তই প্রাণগতির

অধীন। প্রাণই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ গতি অবলম্বন করিয়া সমুদায় দেহযন্ত্র পরিচালিত করিতেছে,—ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে উন্মুখ করিয়া দিতেছে। প্রাণই খাদ্যদ্রব্যকে রস-রক্তাদি আকারে পরিণত করিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ও প্রত্যেক দেহযন্ত্রের গতি, বল ও স্বভাব রক্ষা করিতেছে। প্রাণই ইন্দ্রিয়চক্রের, নাড়ীচক্রের ও মনের পরিচালক এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। প্রাণের চলনে মনের চলন, প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ ও প্রাণের স্থিরতায় মনের স্থিরতা হয়। প্রাণগতির দোষেই মনের গতি দূষিত হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোদোষ, যে কিছু বিক্ষেপ সমস্তই প্রাণগতির দোষে হইয়া থাকে। প্রাণ যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মনোদোষও নিবারিত হয়। প্রাণ যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহাতে মনের গতিও রুদ্ধ হয়। মনীষিগণ এই গূঢ় রহস্য যোগদ্বারা অবগত হইয়া মনোদোষ নিবারণের জন্য, তাহার বিক্ষেপ বিনাশের জন্য বা পাপক্ষয়ের জন্য প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রাণায়াম যদি সুসিদ্ধ হয় বা আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে মনের যে কিছু বিক্ষেপ সমস্তই বিদূরিত হয়। নির্দোষ ও নির্বিক্ষেপচিত্ত হইয়া তখন আপনা হইতেই সুপ্রসন্ন, সুপ্রকার, স্বচ্ছস্থিতি, প্রবাহযোগ্য বা একাগ্র হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—প্রাণায়াম যোগের অঙ্গবিশেষ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ৮টী যোগের অঙ্গ। প্রথমে যম, নিয়ম ও আসন জয় হইলে প্রাণায়াম নামক যোগাভ্যাস করা বিধেয়। যম, নিয়ম ও আসন সিদ্ধির পূর্ব্বে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

পতঞ্জলি প্রাণায়ামের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ" (পাতঞ্জলদ° ২।৪৯) আসন সিদ্ধ হইলে শ্বাস এবং প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তাহাকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থান-বিশেষে বিধৃত করার নাম প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ হইলেই এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, নচেৎ বড়ই দুষ্কর। এই প্রাণায়াম আবার তিন প্রকার। এক বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয় অভ্যন্তরবৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। "বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিদেশ-কালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ।" (পাতঞ্জলদ° ২।৫০)

এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। প্রাণায়ামের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া বিশেষ কঠিন। যোগশাস্ত্র মাত্রেই ইহার কৌশল ও ব্যবস্থা-বিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সেই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, প্রাণায়াম এক প্রকার প্রাণবায়ুর যন্ত্র। অর্থাৎ প্রাণবায়ু যে বিনাপ্রযত্নে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রযত্নবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্য একপ্রকার নূতন ভাবের অধীন করাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণযন্ত্র আয়ত্ত হইলে চিত্ত যে কতদূর কৌশলী ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণবায়ুর চিরাভ্যস্ত বা স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া নূতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম; কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার বৃত্তি, অর্থাৎ বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। ঔদর্য্যবায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্যবৃত্তি। এই বাহ্যবৃত্তির অন্য নাম রেচক বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূরণ করার নাম অভ্যন্তরবৃত্তি। ইহার অপর নাম পূরক। এই রেচক ও পূরক কিছুই না করিয়া প্রপূরিত বায়ুরাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এই স্তম্ভবৃত্তির অন্য নাম কুম্ভক। কুম্ভ মধ্যে জলপূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়ে না, সেইরূপ শরীরও বায়ুপূর্ণ হইলে তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তম্ভবৃত্তির নাম কুম্ভক। শরীরের শিরা প্রভৃতি সমস্ত ছিদ্র যদি বায়ুপূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ উপস্থিত হইয়া শরীরকে বিকল করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং শরীরও নির্বিকল, লঘু ও স্ফীতপ্রায় হয়।

তপ্তশিলায় জলবিন্দু স্থাপন করিলে তাহা যেমন সঙ্কুচিত বা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সন্নিরুদ্ধ বায়ুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ উদ্বেগজনক বেগের হ্রাস হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রাণায়ামত্রয় আবার দ্বিবিধ, দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষ দ্বারা জানা যায়। রেচক প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতাবোধক স্থান কিরূপ? তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়, প্রাদেশ বিতস্তি বা হস্তপরিমিত স্থান বাহিরে যায়, কি তদপেক্ষা অধিকদূর যায়, অল্পদূর যায় ত সূক্ষ্ম, নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে পঁজিয়া তুলা,

কি সক্ত রাখিয়া রেচন করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ বুঝা যায়। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কি? তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পূরককালে ও কুম্ভককালে শরীরাভ্যন্তরে সর্ব্বস্থান যদি বায়ু পরিপূর্ণ থাকে এরূপ অনুভূত হয়, তবে তাহা দীর্ঘ নচেৎ সূক্ষ্ম। পূরক ও কুম্ভকের দীর্ঘই ভাল। পূরককালে বা কু ককালে যদি আপাদমস্তক সর্ব্বত্রই পিপীলিকা-সঞ্চরণ-স্পর্শের ন্যায় স্পর্শ, কি অন্য কোন বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিতে হইবে যে প্রপূরিতবায়ু শরীরের সর্ব্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের দ্বারাও উক্ত প্রাণায়ামত্রয়ের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় করা যায়। রেচক হউক, পূরক হউক, আর কুম্ভকই হউক, দেখিতে হইবে যে, কি পরিমাণ বা কি পরিমিত কাল স্থায়ী হইতেছে। যত অধিককাল উহা স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ এবং ততই তাহা ভাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যোগের উপযোগী। এইরূপ সংখ্যাগণনাদ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। যোগসিদ্ধ তপস্বিগণ প্রাণায়ামের এইরূপ দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে মনে বিধিক্রমে ১৬।৬৪।৩২ বার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে পারিলেই লিখিত প্রকারের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণীত হয়। যোগীরা প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিকে অথবা মন্ত্রজপের সংখ্যাগুলিকে এরূপ সুকৌশলে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মন্ত্রগুলির যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই প্রাণনিরোধের কালাদি পরিমাণ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। বাদ্যের বোল যেরূপ তালমাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত, প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিও সেইরূপ কালমাত্রার নিয়মানুসারে রচিত।

উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত স্থান, হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, কি সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত শিরা প্রশিরা প্রভৃতি অভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিহিত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম অভ্যাসের সময়ে এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে তখন আর স্থানের কি কালের পরিণামাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান বা লক্ষ্য না থাকিলেও সুদৃঢ় অভ্যাসের বলে তাহা আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়।

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রাণায়াম যখন বিনা ক্লেশে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, তখন জানিতে হইবে যে, প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ নিয়োগ করা যায়। এ বিষয়ে যোগীদিগের মত এই যে, বুদ্ধিসত্ত্ব বা মানবীয় অন্তঃকরণ সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ এবং রাগদ্বেষাদিরূপ মনোদোষ বা পাপ তাহার তাদৃশ ব্যাপকতা, প্রকাশকতা ও অসীমক্ষমতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং তখন চিত্তের যথার্থস্বরূপ, স্বভাব অথবা পূর্ণপ্রকাশশক্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা শরীর ও মন সুসংস্কৃত ও পরিষ্কৃত হয়। প্রাণায়াম যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের পর প্রত্যাহার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

(পাতঞ্জলদ° ২ পাদ)

যাহারা প্রথমে প্রাণায়াম যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারা বিশেষ সাবধান হইয়া করিবেন, নচেৎ তাহাদের নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী ব্যক্তি প্রথমে গুরুসন্নিধানে থাকিয়া শাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক সাবধানের সহিত অল্পে অল্পে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহা আয়ত্তীকৃত হয়। সুতরাং যোগী তখন যথা ইচ্ছা তথায় প্রাণপরিচালন করিতে সমর্থ হন। প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই থাকে না; কিন্তু অযথা বা অনিয়মে অভ্যাস করিতে গেলে সকল প্রকার রোগই হয়। বায়ুর গতিব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ হয়। অতএব প্রাণবায়ুর ত্যাগের সময় অর্থাৎ রেচককালে উপযুক্তরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পূরকের সময় উপযুক্তরূপে পূরণ এবং কুম্ভকের সময় উপযুক্তরূপে কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ ধারণ করিবে। ক্রমে ক্রমে ও উপযুক্তরূপে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই উহা আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়, অন্যথা অনিষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু যদি হঠাৎ বা সহসা আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত হইয়া তদুপলক্ষে দেহকে সে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি ক্ষতরোগ সকল উৎপাদন করে। অতএব আরণ্য হস্তীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ুকে বশীভূত করিতে হইবে। একেবারে করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে কুফল ব্যতীত কিছুমাত্র সুফলের আশা নাই। কি প্রাণবায়ু, কি অপানবায়ু সবেগে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। এরূপ অল্পবেগে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্ত যেন উড়িয়া না যায়। শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ ও প্রপূরিত বায়ুর পরিত্যাগ উভয় ক্রিয়াই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে। কুম্ভকের সময় কি রেচকের সময়, কি পূরকের সময় ইহার কোন সময়েই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবে না।* নিঃশ্বসিত বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসা

* "ক্রমেণ সেব্যমানোঽয়নৌ যন্ত্রতে যত্র চেষ্টতি।
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ।

স্বাভাবিক তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে। বায়ুর স্বাভাবিক বহির্গতির পরিমাণ জানা না থাকিলে প্রাণায়াম দ্বারা কি পরিমাণে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে হয়, তাহা নির্ণীত হইবে না। নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলে ইহা দ্বারা প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা। এজন্য প্রাণবায়ুর বহির্গতির স্বাভাবিক পরিমাণ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ প্রাণসংযমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পবনবিজয়স্বরোদয়-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

"দেহাদ্বিনির্গতে বায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং বৈ ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতে মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃ ক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে॥"

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গানের সময় ১৬ আঙ্গুল, ভোজনের সময় ২০, সবেগ গমনের সময় অর্থাৎ দৌড়াইয়া যাইলে ২৪, নিদ্রাকালে ৩০, স্ত্রীসংসর্গকালে ৩৬, এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক বহির্গত হইয়া থাকে। যে যোগী প্রাণসাধনা দ্বারা তাহার বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারেন, সেই যোগীরই পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। প্রাণবায়ুর বহির্গতি যদি অস্বাভাবিক হয় বা স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক পরিমাণ বহির্গতি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। ইহাই যোগশাস্ত্রের নিয়ম। এই জন্য প্রাণায়ামশিক্ষু প্রথম যোগী প্রাণের এইরূপ স্বাভাবিক বহির্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণসাধনা করিবেন। তিনি যখন কুম্ভকের পর রেচক করিবেন, অর্থাৎ আকৃষ্যমাণ বাহ্যবায়ুকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন যেন বিশেষ সাবধান হন।

অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ॥
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥
সুযুক্তঞ্চ ত্যজেৎ বায়ুং সুযুক্তং পূরয়েৎ সুধীঃ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বগ্নীয়াদিত্থং সিধ্যন্তি যোগবিৎ॥
হঠান্নিরুদ্ধঃ প্রাণোঽয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ।
দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদীন্ জনয়ত্যপি॥
ততঃ প্রত্যাপিতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ।
বন্যো গজো গজারির্বা ক্রমেণ মৃদুতামিয়াৎ॥
ন প্রাণং নাপপানং বা বেগৈর্বায়ুং সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্রূন্ করম্বাংশ্চ শ্বাসযোগেন চালয়েৎ॥'
শনৈর্নাসাপুটে বায়ুমুৎসৃজেন্নতুবেগতঃ।
ন কম্পয়েৎ শরীরন্তু স যোগী পরমো মতঃ॥" (যোগচিন্তামণি)

প্রাণায়াম যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে তাহার অধিকারী হইতে হইবে। যাহারা সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত এবং বৃদ্ধ, যুবাকালেও যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের সত্ত্ব অর্থাৎ ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি আদৌ নাই, কিংবা যাহাদের মানসিক তেজ নাই এবং যাহারা গৃহবাসী অর্থাৎ গৃহ ছাড়িয়া কোন পুণ্যতমস্থানে থাকিতে পারে না, স্নেহমমতাদিতে পরিপূর্ণ, যাহাদের উৎসাহ অতি অল্প, নির্বীর্য্য অর্থাৎ ক্লীবতুল্য নিরুৎসাহী, এই সকল লোক যদি প্রাণায়াম বা যোগ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের দীর্ঘকালে সাফল্য হইতেও পারে, নাও পারে। না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। এই সকল ব্যক্তি নিকৃষ্ট অধিকারী।

যাহারা অতি প্রৌঢ় নহে, অথচ নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাসে রত থাকে, যাহাদের বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ বা অধ্যবসায় আছে, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান এবং যাহারা যোগপথের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিয়াছে, যাহাদের উৎসাহ মধ্যম এবং সংসারাশক্তি তত প্রবল নহে। এইরূপ ব্যক্তিরাই প্রাণায়ামশিক্ষার মধ্যমাধিকারী।

যাহাদের আশয় অর্থাৎ মনের অভিপ্রায় অতি পবিত্র ও মহান্, যাহারা বীর্য্যশালী, অতিশয় উৎসাহযুক্ত, ক্ষমাশীল, যাহারা এক স্থানে নিশ্চল বা সুস্থির থাকিতে পারে, অর্থাৎ অচঞ্চলস্বভাব, যাহারা অরোগী, সুস্থমনাঃ, স্থিরবুদ্ধি এবং শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সদা শাস্ত্রাভ্যাসে রত, এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত অধিকারী। এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি চেষ্টা করিলে যথাসম্ভবকালে প্রাণায়ামযোগ শিক্ষা করিতে সমর্থ হন।

যাহারা প্রভূত বলশালী, যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুদৃঢ়, মানসিক অধ্যবসায় অতি তীক্ষ্ণ বা তীব্র, যাহারা গুণগ্রাম-বিভূষিত, অত্যন্ত শান্তস্বভাব, সকল ভূতের মঙ্গলেচ্ছু, করুণা বা দয়াদিতে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, শরীর ব্যাধিহীন, অন্তর এবং বাহিরে কোনরূপ মালিন্য নাই, কিছুতেই যাহারা ভীত হন না, বাধা বিঘ্ন যাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং কিছুতেই ব্যাকুলচিত্ত হন না এবং যাহারা যোগীর কুলে, বিদ্বান্ বা সিদ্ধ পুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই বিশেষ অধিকারী।

এই সকল অধিকারী প্রথমে জ্ঞানী বা যোগীর নিকট সুশিক্ষিত হইবেন। পরে যমনিয়মাদি যোগসাধক গুণ সকল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। কিছুকাল পরে কোন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে গমন করা আবশ্যক। তথাকার কোন এক শুচি অর্থাৎ পবিত্রস্থানে অথবা নদীসমীপস্থ অরণ্যের অন্তর্গত মনোরম প্রদেশে মনস্তুষ্টিকর একটী মঠ

প্রস্তুত করিবেক। তাদৃশ স্থানে থাকিয়া ত্রিকালস্নায়ী, শুচিস্বভাব, একাগ্রচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি, শুভ্রভস্মধারী এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। কুশ কিংবা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কোন এক আসন বদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট হইবেক। অনন্তর ইষ্টদেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিংবা উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকায় অর্থাৎ গ্রীবা, মস্তক ও দেহযষ্টি ঠিক সমান রাখিতে হইবেক, যেন নত, আনত বা বক্র না হয়। আস্তসংযত (মুখ বিকৃত না থাকে) এবং শরীর নিশ্চল হয়। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাসাগ্রে ধৃত থাকে। এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম, ধ্যান বা ধারণাদি অভ্যাস করিতে হইবেক।

যোগচিন্তামণির বিধান অনুসারে অগ্রে কোমলকুশা, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন, এতদ্রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম শিক্ষা করা উচিত।

আবার কোন যোগশাস্ত্রের মতে—প্রাণায়াম বা যোগানুষ্ঠানের জন্য নদীতীর, কানন, কি পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিতেই হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। মনের অনুকূল ও নিরুপদ্রব স্থান পাইলেই তথায় থাকিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা যাইতে পারে।

"রাত্রিশেষে নিশীথে বা সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।" ইত্যাদি।

উপদেশবাক্য থাকায় প্রাতঃ ও সায়ংকালে প্রাণায়ামের এবং রাত্রিশেষে ও মধ্যরাত্রে ধ্যানের অনুত্তমকাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক সুস্থতা কিছু অধিক হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে,—"প্রথমতঃ স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর মিতাহার, সর্ব্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দূরদেশ অর্থাৎ গুরুর বসতিস্থান হইতে সমধিক দূরস্থান, অরণ্য অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যবিহীন বন, রাজধানী ও জনতাপূর্ণ স্থানে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে। এই সকল স্থানে প্রাণায়াম করিলে সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং বিঘ্ন ঘটিতে পারে। এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক মনোরম-প্রদেশে, ধার্ম্মিক রাজ্যে, সুভিক্ষ অর্থাৎ যে স্থানে সহজে ভক্ষ্যলাভ হয়, অথচ কোন উপদ্রব সম্ভাবনা নাই, এইরূপ স্থানে গিয়া প্রাচীরবেষ্টিত মধ্যমাকার একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ঐস্থান সুপরিষ্কৃত এবং গোময়লিপ্ত থাকিবে। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে প্রাণায়াম বা যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল ঋতুতে প্রাণায়াম বা যোগ আরম্ভ করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে।* (ঘেরণ্ডসংহিতা)

যোগাঙ্গ প্রাণায়ামের বিষয় একরূপ বলা হইল। [যোগ দেখ।] পূজাদি করিতে হইলে প্রথমে প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়াম ব্যতীত কোন পূজাদিই সম্পন্ন হয় না। তন্ত্রসারে এই প্রাণায়ামের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামক্রমেণ চ।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্ ॥
প্রাণায়ামঃ সবিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা ॥" (তন্ত্রসার)

পূজাদিস্থলে প্রাণায়ামক্রমে ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে। কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা যথোক্ত নিয়মে নাসাপুটে যে ধারণ করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। অর্থাৎ মন্ত্র সকল উক্ত অঙ্গুলিদ্বারা নাসাপুটে ৪, ১৬, ৮, ১৬ বা ৬৪, ৩২ বার শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বায়ুধারণ ও ত্যাগ করার নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামকালীন নাসিকাপুটে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি লাগাইতে নাই। এই প্রাণায়াম দুই প্রকার, সগর্ভ এবং নির্গর্ভ। যেস্থলে মন্ত্ররূপ দ্বারা প্রাণায়াম হয়, তাহা সগর্ভ এবং মাত্রা দ্বারা যেস্থলে হয়, তাহা নির্গর্ভ। মূলমন্ত্র বীজ, অর্থাৎ যে দেবতার প্রাণায়াম করিতে হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র বা প্রণব প্রথমত বামনাসাপুটে অনামিকা ও কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ নাসামূলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া প্রথমে ১৬ বার জপ করিবে এবং ঐ ১৬ বার জপ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিতকাল বামনাসা-দ্বারা বায়ুপূরণ করিতে হইবে। তৎপরে বাম ও দক্ষিণনাসাপুটে ৬৪ বার জপ, আর ঐ জপসংখ্যার পরিমিত কাল বায়ুর কুম্ভক করিবে। পূর্ব্বে যে বায়ু নাসাপুট দ্বারা পূরিত হইয়াছে, ঐ বায়ু সমস্ত শরীরে লইতে হইবে। তৎপরে ঐ বায়ু ৩২ বার জপ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিতকালে ঐ বায়ু আবার ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ তিনবার করিতে হয়। বায়ুপূরণ, কুম্ভক বা রেচনের সময় উক্ত পরিমিত জপও করিতে হইবে। প্রথমে যদি ১৬, ৬৪, ৩২ বার

* "আদৌ স্থানং ততঃ কালমিতাহারস্তুতঃ পরম্।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ তস্মাত্ত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
দূরদেশে তথারণ্যে রাজধানৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে ভক্ষ্যবর্জ্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাত্ত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েৎ ॥
বাত্যাচৈর্য্যাতিরূপঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতম্।
সম্যক্‌গোময়লিপ্তঞ্চ কুটীরন্তু বিনির্ম্মিতম্ ॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা ॥
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ যোগদুষ্ট ভবেৎ ॥" (ঘেরণ্ডসংহিতা)

এইরূপ প্রাণায়াম করিতে কেহ সমর্থ না হন, তাহা হইলে ইহার তুরীয়ক চতুর্থভাগের একভাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে ৪, ১৬, ৮ বার জপ ও তৎপরিমিতকালে বায়ুধারণ ও রেচনাদি করিতে হয়। ৪, ১৬, ৮ ইহার কম আর প্রাণায়াম হয় না। প্রথমে যাহারা প্রাণায়াম করেন, তাহারা এই নিয়মেই করিয়া থাকেন। ইহা উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পরে ১৬, ৬৪ ও ৩২ বার করা যাইতে পারে। প্রাণায়ামের ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, যে পরিমিত বায়ুপূরণ তাহার চতুর্থগুণ কুম্ভক এবং তদর্দ্ধ রেচন করিতে হয়। প্রাণায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম না করিয়া পূজা ও মন্ত্রজপ প্রভৃতি কিছুই হয় না। এই জন্য প্রাণায়ামের নিত্যত্ব ও অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব অভিহিত হইয়াছে। (তন্ত্রসার) * [পূজা ও ভূতশুদ্ধি দেখ।]

কি বৈদিক সন্ধ্যা বা তান্ত্রিক সন্ধ্যা উভয় সন্ধ্যাতেই প্রাণায়াম করিতে হয়। তান্ত্রিক প্রাণায়ামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণেরই সমান অধিকার আছে। যিনিই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ করিবেন, তাহারই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে এই তিন সময়ে সন্ধ্যায় সহিত এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা যথাবিহিত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হয়। এইস্থলে ব্রাহ্মণশব্দে উপলক্ষণমাত্র বুঝিতে হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি যে কোন বর্ণই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহাদের সকল পাতক বিদূরিত হইবে। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ যিনি প্রাণায়াম আচরণ করেন, তাহার পাপ নষ্ট হয়। এই প্রাণায়ামই আদ্য ও শ্রেষ্ঠতপ বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। † (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব) [বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে দ্রষ্টব্য।]

প্রাণায়ামিন্ (ত্রি) প্রাণায়াম অস্ত্যর্থে ইনি। প্রাণায়ামানুষ্ঠানকারী, যিনি প্রাণায়াম নামক যোগাভ্যাস করেন।

"প্রাণায়ামী জলে স্নাত্বা খরযানোষ্ট্রযানগঃ।
নগ্নস্নাত্বা চ সুপ্ত্বা চ গত্বা চৈবং দিবাস্ত্রিয়ম্॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।২৯০)

প্রাণায্য (ত্রি) উপযুক্ত, যোগ্য।

প্রাণার্থবৎ (ত্রি) প্রাণ ও ধনবান্।

প্রাণাবায় (স্ত্রী) প্রাণেনাবৈতি অব-ই-অচ্। জৈনদিগের চতুর্দ্দশ পূর্ব্বের মধ্যে একখানি অঙ্গ। (হেম)

প্রাণাসন (স্ত্রী) রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসনভেদ। এই প্রাণাসন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক।

"এতদ্‌প্রাণাসনং নাম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
বায়ুংমূলে সমারোপ্য ব্যাস্বাকুঞ্চ্য প্রসারয়েৎ॥" (রুদ্রযামল)

প্রাণাহুতি (স্ত্রী) প্রাণরূপেভ্যঃ অগ্নিভ্য আহুতিঃ। ভোজনের পূর্ব্বে গৃহস্থের কর্ত্তব্য প্রাণরূপ অগ্নির উদ্দেশে আহুতি। ভোজনের পূর্ব্বে পঞ্চপ্রাণাগ্নিকে এই আহুতি দিয়া ভোজন করিতে হয়। প্রাণাহুতি মুদ্রাদ্বারা পঞ্চ প্রাণাগ্নিকে আহুতি দিতে হয়। প্রাণাগ্নির উদ্দেশে যখন আহুতি দেওয়া হয়, তখন তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ লগ্ন করিয়া দিতে হইবে। অপান বায়ুর উদ্দেশে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ লগ্ন করিয়া, ব্যানবায়ুর উদ্দেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিযোগে, উদানবায়ুর উদ্দেশে একমাত্র তর্জ্জনী বাহির করিয়া অন্য সমস্ত অঙ্গুলি সংযোগে আহুতি দিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। ঘৃত ও ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন প্রথমে 'প্রাণায় স্বাহা প্রাণস্তৃপ্যতি' 'অপানায় স্বাহা অপানস্তৃপ্যতি' 'উদানায় স্বাহা উদানস্তৃপ্যতি' 'সমানায় স্বাহা সমানস্তৃপ্যতি' 'ব্যানায় স্বাহা ব্যানস্তৃপ্যতি' এইরূপে পঞ্চপ্রাণাগ্নিকে পঞ্চ আহুতি দিয়া ভোজন করিতে হয়। এই পঞ্চপ্রাণকে আহুতি দিবার সময় যদি অন্নের সহিত ঘৃত না দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরে আর ঘৃত ভোজন করিতে নাই। আহুতি দিবার সময় মন্ত্রে প্রণবসংযুক্ত অর্থাৎ 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'

---

* "প্রাণায়ামো দ্বিবিধঃ সগর্ভো নির্গর্ভশ্চ। তথাচ—সগর্ভো মন্ত্রজাপেন নির্গর্ভোমাত্রয়া ভবেৎ। তত্র চ মূলমন্ত্রস্য বীজস্য প্রণবস্য বা যোড়শবারাদিজপেন বামনাসাপুটাদিনা বায়ুপূরকাদিকং কুর্য্যাৎ। তথা চ কালীহৃদয়ে—'অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ' যথা তস্য যোড়শবারজপেন বায়ুং পূরয়েৎ তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। তস্য দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ।

পূরয়েৎ যোড়শভির্বায়ুং ধারয়েত্ চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কম্।'
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থমেব প্রাণস্য সংযমঃ।" (তন্ত্রসার)

† "কুর্ব্বতোঽপীহ পাপানি যে স্বাং ধ্যায়ন্তি পাবনি।
উক্তে সন্ধ্যে ন তেষাং হি বিদ্যতে তু কিপাতকম্।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামেন যো দ্বিজঃ।
বর্ত্ততে ন স লিপ্যেত পাতকৈরুপপাতকৈঃ॥'

বৃহদ্বিষ্ণুঃ—"প্রাণায়ামান্ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্য তু॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ—
সর্ব্বদোষহরঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামো দ্বিজন্মনাম্।
ততস্তত্যাধিকং নাস্তি পাপপ্রশমকারণম্॥

অত্রি—কর্ম্মণা মনসা বাচা অহ্না পাপং কৃতঞ্চ যৎ।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি॥

অগ্নিপুঃ—প্রাণায়ামং ত্র্যহং কৃত্বা প্রাণায়ামৈস্ত্রিভির্নিশি।
অহোরাত্রকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥" ইত্যাদি।
(ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

এইরূপ বলিয়া দিতে হইবে। পঞ্চপ্রাণকে এইরূপে আহুতি না দিয়া ব্রাহ্মণ কখনই ভোজন করিবেন না।* (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রাণিঘাতিন্ (ত্রি) প্রাণিনং হন্তি হন-ণিনি। যে প্রাণিহনন করে।

প্রাণিনিষু (ত্রি) প্রাণেচ্ছু, জীবনেচ্ছু।

প্রাণিদ্যূত (ক্লী) প্রাণিভির্মেষাদিভিঃ কৃতং দ্যূতমিতি মধ্যপদলোপিসমাসঃ। পণপূর্ব্বক মেষকুক্কুটাদির যুদ্ধ। পর্য্যায়—সমাহ্বয়, সাহ্বয়। (শব্দরত্না°) ২ সমাহ্বয়াখ্য বিবাদপদভেদ।

"এষ এব বিধিজ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে।" (যাজ্ঞবল্ক্য২।২০৬)

প্রাণিন্ (ত্রি) প্রাণাঃ সন্ত্যস্যেতি প্রাণ (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। প্রাণবিশিষ্ট, মনুষ্যাদি, পর্য্যায়—চেতন, জন্মী, জন্তু, জন্যু, শরীরী। (অমর)

"কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনং॥" (মনু ১।২২)

প্রাণিমৎ (ত্রি) প্রাণিন অস্ত্যর্থে মতুপ্। প্রাণিযুক্তস্থান, প্রাণিবিশিষ্ট দেশাদি।

প্রাণিমাতৃ (স্ত্রী) প্রাণিনাং মাতেব গর্ভদাতৃত্বাৎ। গর্ভদাত্রী ক্ষুপ। (রাজনি°)

প্রাণিহিত (ত্রি) প্রাণিনাং হিতঃ। ১ প্রাণীদিগের হিতসাধন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পাদুকা। (ত্রিকাণ্ড) ৩ লোকহিতকারিণী।

প্রাণীত্য (ক্লী) প্রাণীতস্য প্রযোজিতস্য ভাবঃ, প্রণীত-ষ্যঞ্। ঋণ।

'প্রাণীত্যমৃণমর্থানাং প্রয়োগঃ স্যাৎকুসীদিকা।' (ত্রিকাণ্ড)

প্রাণেশ (পুং) প্রাণানামীশঃ ৬তৎ। পতি। (জটাধর)

"স্বামিন্ ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু।
প্রাণেশত্রুটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয়॥" (সাহিত্যদ° ৩ প°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রাণেশা—পত্নী।

প্রাণেশ্বর (পুং) প্রাণানামীশ্বরঃ ৬তৎ। পতি, প্রাণেশ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রাণেশ্বরী—পত্নী।

প্রাণোপহার (পুং) প্রাণস্য উপহারঃ ভোজনং ৬তৎ। প্রাণের উপহার, আহার। আহার করিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল সবল হয়।

"প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।"
(ভাগ° ৪।৩১।১৪)

'প্রাণস্য উপহারো ভোজনং তস্মাদেব ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ।'(স্বামী)

প্রাণ্যঙ্গ (ক্লী) প্রাণানামঙ্গং ৬তৎ। প্রাণীদিগের অবয়ব হস্তপাদাদি।

প্রাতঃকার্য্য (ক্লী) প্রাতঃ প্রভাতকালস্য কার্য্যং কর্ত্তব্যা ক্রিয়া। প্রভাত কালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। [প্রাতঃকৃত্য দেখ।]

প্রাতঃকাল (পুং) প্রাতঃ প্রভাতঃ কালঃ কর্ম্মধা°। ১ প্রভাতকাল। ২ সূর্য্যোদয়াবধি মুহূর্ত্তত্রয়-পরিমিতকাল। সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত অর্থাৎ প্রায় ৬ দণ্ড কাল প্রাতঃকাল।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেবতু।" (স্মৃতি)

প্রাতঃকৃত্য (ক্লী) প্রাতঃ প্রভাতকালে কৃত্যং কর্ত্তব্যং কার্য্যং বা প্রাতঃ প্রভাতকালস্য কৃত্যং কর্ত্তব্যা ক্রিয়া। প্রভাতকালে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত প্রাতঃকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া পুনরায় রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিতে হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে প্রাতঃকৃত্যের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। রাত্রির পশ্চিমযামের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকাল উপস্থিত হয়।* এই সময়ে শয্যায় থাকিয়াই 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং নবগ্রহ' আমার সুপ্রভাত করুন, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

'ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুকুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥'

পরে গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া তাহার উদ্দেশে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে। মন্ত্র—

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥"

আপনাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবেন এবং সেই হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছি, এইরূপ ভাবিবেন—

---

* "প্রাণেভ্যোঽথ পঞ্চভ্যঃ স্বাহা প্রণবসংযুতাঃ।
পঞ্চাহুতীস্তু জুহুয়াৎ প্রলয়াগ্নিনিভেষু চ॥
প্রাণাহুতিমুদ্রামাহ শৌনকঃ—
তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈ লগ্না প্রাণাহুতির্ভবেৎ।
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানে জুহুয়াত্ততঃ॥
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানে চ জুহুয়াদ্ধবিঃ।
তর্জ্জনীন্তু বহিষ্কৃত্বা উদানে জুহুয়াত্ততঃ॥
সমানে সর্ব্বহস্তেন সমুদায়াহুতির্ভবেৎ।
স্মৃত্যর্থসারে—প্রাণাহুতৌ ঘৃতাভাবে পঞ্চাৎ ভুঞ্জীত নো ঘৃতম্।
অত্র পাঠক্রমেণ প্রাণাপানব্যানোদানসমানরূপেভ্য আহুতিরুক্তা। 'তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি।' ইত্যাদি। (আহ্নিকতত্ত্ব)

* "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেবান্ দ্বিজান্ ঋষীন্।
রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।
পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে।" (আহ্নিকতত্ত্ব)



"লোকেশচৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

তৎপরে 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ।' এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া প্রথমে দক্ষিণ পদ বাড়াইবে। গাত্রোত্থান করিয়া শ্রোত্রিয়, সুভগা, অগ্নি বা অগ্নিচিৎ দর্শন করিবে, পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা, মদ্য, নগ্ন ও নাককাটা লোকের মুখ দেখিবে না। যেখানে ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্য আছে, সেখানেই বাস করিবার ব্যবস্থা। পাপিষ্ঠাদির মুখ দেখিলে—

"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥"

এইরূপ উচ্চারণ করিবে। পরে অরুণোদয়ে মূত্রপুরীষোৎসর্গ ও দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে।

[দন্তধাবন ও প্রাতঃস্নান দেখ।]

নৈঋর্তদিকে প্রাতঃকালে পুরীষ ত্যাগ করাই বিধি। পুরীষত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে উপবীত রাখিবে। বামহাতে অধঃশৌচ করিবে, দক্ষিণ হস্তে করিতে নাই। আবার নাভির উর্দ্ধভাগে শৌচকালে বামহস্ত প্রয়োগ করিতে নাই। * শৌচে অরত্নিমাত্র জল চাই। এরূপ জল না হইলে শুচি হয় না।

হাতে মাটি দিবারও ব্যবস্থা আছে, যথা—লিঙ্গে এক, গুহ্যে তিন ও বামকরে দশ, পরে উভয় করে সপ্তবার মৃত্তিকা দিতে হয়। † [শৌচ দেখ।]

প্রক্ষালন ও মার্জ্জনাদি শেষ করিয়া আচমনান্তে যথাসম্ভব সূর্য্যদর্শন করিবে। পূর্ব্বমুখী হইয়া পদপ্রক্ষালন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ অগ্রে দক্ষিণপদ ও শূদ্র অগ্রে বামপদ প্রক্ষালন করিবেন। পরে হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শিখা বাঁধিয়া আচমন করিবে। দ্বিজ গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের নৈঋতে শিখা ও পরে ঝুটি বাঁধিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন ‡। শূদ্রের শিখাবন্ধনে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

"ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণীশতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥
গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠন্ত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং॥"

আচমনকালে জল না পাইলে দক্ষিণশ্রবণ স্পর্শ করিতে হয়। [আচমন দেখ।]

তৎপরে যথারীতি দন্তধাবন করিবে। [দন্তধাবন দেখ।] তবে শ্রাদ্ধে, জন্মদিনে, বিবাহে, অজীর্ণ হইলে, ব্রতে ও উপবাসে দন্তধাবন করিতে নাই। খদির, কদম্ব, বট, তিন্তিড়ী, বেণুপৃষ্ঠ, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক, বা উড়ুম্বর এই সকল কাষ্ঠে দন্তধাবন করিতে হয়। তবে চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই সকল দিনে দন্তকাষ্ঠ না পাওয়া গেলে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল লইয়া মুখপ্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধি হইবে। অনামিকা বা অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই। মধ্যাহ্নকালে স্নানের সময়ও দন্তধাবন করিবে না। দন্তধাবনের পর প্রাতঃস্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা, হোম, দেবকার্য্য ও গুরু ও শুভদর্শন করিবে। এই গুলিই প্রাতঃকৃত্য। (আহ্নিকতত্ত্ব)

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া মনে মনে ইষ্টদেব ও ধর্ম্ম অর্থ চিন্তা করিবে। উষা দেখা দিলে আবশ্যক কার্য্য সারিয়া দন্তধাবনান্তে নদীজলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। স্নান না করিলে দেহশুদ্ধি হয় না, সে জন্য হোমাদি সকল শুভকর্ম্মের অগ্রে স্নান করিতে হয়। নিত্য স্নানে শরীর ও মন পবিত্র হয়। [প্রাতঃস্নান ও দন্তধাবন শব্দ দ্রষ্টব্য।] স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়। কুশে জলবিন্দু লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। প্রথমে আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র, গায়ত্রী ও বারুণমন্ত্র পড়িবে, বেদমাতা গায়ত্রী ও সূর্য্যের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিবে। পরে নদীর পূর্ব্বকূলে কুশাসনে বসিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সন্ধ্যা করিবে। এই সন্ধ্যাই জগৎপ্রসূতি, মায়াতীতা, নিষ্কলা, ঈশ্বরী ও পরাশক্তি। পরে সূর্য্যমণ্ডলগতা সাবিত্রীর জপ করিবে। বিপ্র পূর্ব্বমুখী হইয়াই নিত্য সন্ধ্যাপূজা করিবেন। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সকল কর্ম্মে অযোগ্য। তাহার অপর কোন কার্য্যই সফল হইবে না। বরং তাহার নরক হইয়া থাকে। উদীয়মান সূর্য্যকে ঋগ্, যজুঃ ও সামবেদোক্ত সৌরমন্ত্রদ্বারা নমস্কার করিবে। নমস্কার-মন্ত্র এই—

'ওঁ খং খখোল্কায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে জ্ঞানরূপিণে॥
নমস্তে ঘৃণয়ে তুভ্যং সূর্য্যায় ব্রহ্মরূপিণে॥
ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতীরসোঽমৃতম্।
ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বমোঙ্কারঃ সর্ব্বে রুদ্রাঃ সনাতনাঃ।

---

* "ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ।
তথৈব বামহস্তেন নাভেরূর্দ্ধং ন শোধয়েৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত দেবল)

† "একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্তদাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥"
(আহ্নিকতত্ত্বধৃত মনু ও দক্ষ)

[শৌচমৃত্তিকাপ্রয়োগ সম্বন্ধে মতান্তরও দৃষ্ট হয়, তদ্বিবরণ আহ্নিকতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।]

‡ "গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধা নৈঋর্ত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ।
জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপু°)

পুরুষঃ সন্মহোঽতস্ত্বাং প্রণমামি কপর্দ্দিনম্॥
ত্বমেব বিশ্বং বহুধা সদসৎ সূয়সে চ যৎ।
নমো রুদ্রায় সূর্য্যায় ত্বামহং শরণং গতঃ॥
প্রাচেতসে নমস্তুভ্যমুমায়াঃ পতয়ে নমঃ।
নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় নমস্তুভ্যং পিনাকিনে॥
বিলোহিতায় ভর্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ।
নম উমাপতয়ে তুভ্যমাদিত্যায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে বজ্রহস্তায় ত্র্যম্বকায় নমোস্তু তে।
প্রপদ্যে ত্বাং বিরূপাক্ষ! মহান্তং পরমেশ্বরম্॥
হিরণ্ময়ে গৃহে গুপ্তমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম্॥
বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নরনারীশরীরিণম্।
নমঃ সূর্য্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে।
উগ্রায় সর্ব্বভক্ষ্যায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈব হি॥"

এই বলিয়া স্তব পাঠ করিবে। ইহার পর গৃহে আসিয়া আচমনাদি শেষ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

প্রাতঃসন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাতঃ প্রথমার্দ্ধীয়া সন্ধ্যা। প্রাতঃকাল-কর্ত্তব্য বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনাবিশেষ। বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যার ১ মার্জ্জন, ২ প্রার্থনা, ৩ প্রাণায়াম, ৪ আচমন, ৫ আপোমার্জ্জন, ৬ অঘমর্ষণ, ৭ সূর্য্যোপস্থান, ৮ দেবতর্পণ, ৯ সাবিত্র্যাবাহন, ১০ সাবিত্রীধ্যান, ১১ সাবিত্রীজপ, ১২ সাবিত্রীবিসর্জ্জন, ১৩ আদিত্যশুক্রপ্রীণন, ১৪ আত্মরক্ষণ, ১৫ রুদ্রোপস্থান, ১৬ ব্রহ্মাদিকে জলদান, ১৭ সূর্য্যার্ঘদান ও ১৮ সূর্য্যপ্রণাম।

তান্ত্রিক প্রাতঃসন্ধ্যায়—১ মন্ত্রাচমন, ২ জলশুদ্ধি, ৩ করন্যাস, ৪ অঙ্গন্যাস, ৫ অঘমর্ষণ, ৬ হস্তক্ষালন, ৭ আচমন, ৮ সূর্য্যার্ঘদান, ৯ গায়ত্রীকে জলদান, ১০ তর্পণ, ১১ গায়ত্রীধ্যান, ১২ গায়ত্রীজপ, ১৩ জপসমর্পণ, ১৪ ইষ্টদেবধ্যান, ১৫ প্রাণায়াম, ১৬ মূলমন্ত্রজপ ও ১৭ নমস্কার এই কয়টী বিহিত আছে।

প্রাতঃসবন (ক্লী) প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় সোমযাগ।

প্রাতঃস্নান (ক্লী) প্রাতঃ প্রভাতসময়ে যৎ স্নানং ৭-তৎ। প্রভাতকাল-কর্ত্তব্য অবগাহনাদি। ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য রাখিবার পক্ষে প্রাতঃস্নান একান্ত উপযোগী। এই প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে গরুড়পুরাণের ৫০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যখন উষাকাল আগত হইবে, ঐ সময় বিধিবিহিত আবশ্যকমত শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া পবিত্র নদীজলে স্নান করিতে হইবে। যাহারা প্রতিনিয়ত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রাতঃস্নান করিলে তাহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতে পারে; সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাতঃস্নান করা সকলের পক্ষেই উচিত। প্রাতঃস্নান নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া সকলেই উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে অবিশ্রান্ত লালা প্রভৃতি নির্গত হয়, এ নিমিত্ত প্রথমতঃ স্নান না করিয়া কাহার কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতে নাই। বস্তুতঃ পাপক্ষালন করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে একমাত্র স্নান ভিন্ন অন্য কোন প্রসিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা উহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জপ কিংবা হোমাদি কর্ম্মে স্নান করিতেই হইবে, তবে অশক্ত পক্ষে অশিরস্ক স্নান করা অশাস্ত্রীয় নহে।*

উক্ত পুরাণেরই ২১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, প্রাতে সংক্ষেপে ও মধ্যাহ্নে বিধানক্রমে স্নান করিতে হইবে। ঐ দ্বৈকালীন স্নান কেবল বানপ্রস্থ ও গৃহস্থদিগের সম্বন্ধেই প্রশস্ত। যতি বা ব্রহ্মচারীর পক্ষে এরূপ নিয়ম হইবে না। যতি ত্রিসন্ধ্যাই স্নান করিবেন এবং ব্রহ্মচারী মাত্র একবার স্নান করিবেন।† যাঁহারা প্রতিদিন উষাকালে রবির উদয় ও অস্তকালীন স্নান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ঐ স্নান প্রাজাপত্য ব্রতের তুল্য হইয়া থাকে; সুতরাং উহাদ্বারা মহাপাতকেরও বিনাশ হইতে পারে। যদি কেহ এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে প্রাতঃস্নান করে, তাহা হইলে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাতে তাহাই লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহারা বিপুল ভোগ কামনা করেন, তাঁহাদিগের মাঘ ও ফাল্গুন এই দুইমাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা উচিত। হবিষ্যাশী হইয়া মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিলে ভীষণ অতিপাতকের হাত হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। যদি কেহ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ অথবা গুরু ইহাদিগের উদ্দেশে স্নান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ স্নানফলের দ্বাদশ অংশ লাভ করিতে পারিবে।

প্রাতর্ (অব্য) প্র-অত-অরন্। (প্রাতস্তেররন্। উণ্ ৫।৫৯)

---

* "উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃত্বাচাবশ্যকং বুধঃ।
স্নায়ান্নদীষু শুদ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি।
প্রাতঃস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
মুখে সুপ্তস্য সততং লালাদ্যাঃ সংস্রবন্তি হি।
অতো নৈবাচরেৎ কর্ম্ম অকৃত্বা স্নানমাদিতঃ।
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্ব্বিচিন্তিতং।
প্রাতঃস্নানেন পাপানি পূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
হোমে জপ্যে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ।
অশক্তাবশিরস্কন্তু স্নানমস্য বিধীয়তে।" (গরুড় ৫০ অঃ)

† "প্রাতঃসংক্ষেপতঃ স্নানং মধ্যাহ্নে বিধিবিস্তরঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং প্রোক্তং সকৃৎ তু ব্রহ্মচারিণঃ।" ইত্যাদি (গরুড় ২১৫ অঃ)

১ প্রভাত। সূর্য্যোদয়াবধি ত্রিমুহূর্ত্তকাল। "প্রবতা প্রাতরযেতু সায়ং প্রত্যুদ্ব্রজেদপি।" (রঘু ১।৯০)

প্রাতর (পুং) নাগভেদ। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

প্রাতরনুবাক (পুং) প্রাতঃসবনে গেয় বেদমন্ত্র। "প্রাতরনুবাকোমহতি রাত্র্যা অনূচ্যঃ।" (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৫)

প্রাতরভিবাদ (পুং) প্রাতঃপ্রণাম। (গোভিল ৭।১৩)

প্রাতরহ্ন (পুং) দিনের আদ্যংশ, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বকাল।

প্রাতরাশ (পুং) প্রাতর্ভোজন, প্রাতঃকালের ভোজন। (Breakfast) পর্য্যায়—কল্যজগ্ধি, কল্যবর্ত্ত।

"অস্তি কিঞ্চিৎ প্রাতরাশো ন বেত্তি।" (মৃচ্ছকটিক ১ অঃ)

প্রাতরাশিত (ত্রি) প্রাতঃকালে ভুক্ত, যে প্রাতঃকালে ভোজন করিয়াছে। (মনু ৪।৬২)

প্রাতরাহুতি (স্ত্রী) প্রাতঃকালের আহুতি, দৈনিক অগ্নিহোত্রযাগের দ্বিতীয়াংশ। (ঐত° ব্রা° ৫।২৮)

প্রাতরিত্বন্ (ত্রি) প্রাতরাগত, প্রাতঃকালে আগমনকারী।

"প্রাতা রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি।" (ঋক্ ১।১২৫।১)

প্রাতর্গেয় (পুং) প্রাতঃকালে গেয় ঈশ্বরাদির্যৈঃ। স্তুতিপাঠক, স্তুতিব্রত।

প্রাতর্জিৎ (ত্রি) প্রাতঃকালে জয়কারী। (ঋক্ ৭।৪১।২)

প্রাতর্দ্দন (পুং) প্রতর্দ্দনের গোত্রাপত্য।

প্রাতর্দিন (ক্লী) প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বকাল।

প্রাতর্দুগ্ধ (ক্লী) প্রাতঃকালে পেয়দুগ্ধ। (শত° ব্রা° ৩।২।২।১৬)

প্রাতর্দোহ (পুং) প্রাতঃকালে দুধ দোহা।

প্রাতর্ভোক্তৃ (পুং) প্রাতর্ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-তৃচ্। কাক। (ত্রি) ২ প্রভাতে ভোজনকারী।

প্রাতর্ভোজন (ক্লী) প্রাতরাশ। (জটাধর)

প্রাতর্যাবন্ (ত্রি) ১প্রাতরিত্বন্, প্রাতরাগত। ২ প্রাতর্যজ্ঞগন্তা।

"প্রাতর্যাবানা প্রথমা যজধ্বম্" (ঋক্ ৫।৭৭।১)

"প্রাতরেব যজ্ঞে গন্তা।" (সায়ণ)

প্রাতর্যুক্ত (ত্রি) প্রাতঃকালে যুক্ত, প্রাতে যাহা জুতিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাতর্যুজ (ত্রি) প্রাতঃকালে অশ্বদ্বারা যুজ্যমান। (ঋক্ ১০।৪১।২) 'প্রাতঃকালেঽশ্বৈর্যুজ্যমানং' (সায়ণ) (পুং) ২ প্রাতঃসবনগ্রহণে সংযুক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়। (ঋক্ ১।২২।১)

প্রাতর্বস্তৃ (ত্রি) প্রাতঃকালে দীপ্তিশীল।

প্রাতর্হোম (পুং) প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোম।

প্রাতস্তরাম্ (অব্য) অতি প্রত্যূষে।

"প্রাতস্তরাং পতত্রিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ প্রণমন্ রবিং" (ভট্টি)

প্রাতস্ত্য (ত্রি) প্রাতঃকাল সম্বন্ধীয়।

প্রাতস্ত্রিবর্গা (স্ত্রী) গঙ্গা।

প্রাতঃসারিন্ (ত্রি) প্রাতঃকালে স্নানকারী।

প্রাতি (স্ত্রী) ১ পূরণ। ২ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী বিতস্তি, প্রাদেশ।

প্রাতিকণ্ঠিক (ত্রি) প্রতিকণ্ঠং গৃহ্নাতি। কণ্ঠগ্রহণকারী।

প্রাতিকা (স্ত্রী) প্র-অত-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বম্। জবাবৃক্ষ।

প্রাতিকামিন্ (পুং) ১ ভৃত্য। ২ দুর্য্যোধনের একজন দূত।
(ভারত ভীষ্ম ৬৫ অঃ)

প্রাতিকূলিক (ত্রি) প্রতিকূলং বর্ত্ততে প্রতিকূল-ঠক্। প্রতিকূল বর্ত্তমান। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "তাং প্রাতিকূলিকীং মত্বা।" (ভট্টি)

প্রাতিকূল্য (ক্লী) প্রতিকূলস্য ভাবঃ গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। প্রতিকূলের ভাব। প্রতিকূলতাচরণ, বিরুদ্ধাচরণ, বিপক্ষতা, বাধা।

প্রাতিক্য (ক্লী) প্রতিক-পুরোহিতাদিত্বাৎ যক্। প্রতিকভাব।

প্রাতিক্ষেপিক (ত্রি) প্রতিক্ষেপকারী।

প্রাতিজনীন (ত্রি) প্রতিজনং সাধু প্রতিজন-খঞ্। প্রতিজন বা বিপক্ষের উপযুক্ত।

প্রাতিজ্ঞ (ক্লী) প্রতিজ্ঞার বিষয়, আলোচনার বিষয়।

প্রাতিথেয়ী (স্ত্রী) আশ্বলায়নগৃহোক্ত এক সাধ্বী রমণী। (৩।৪)

প্রাতিদৈবসিক (ত্রি)প্রতিদিবসে ভবঃ। প্রতিদিবসে যাহা হয়।

প্রাতিনিধিক (পুং) প্রতিনিধি স্বার্থে ঠক্। প্রতিনিধি।

প্রাতিপক্ষ (ত্রি) ১ প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষসম্বন্ধীয়। ২ বিরুদ্ধ, প্রতিকূল।

প্রাতিপক্ষ্য (ক্লী) প্রতিপক্ষস্য ভাবঃ। বিপক্ষতা, শত্রুতা।

প্রাতিপথিক (ত্রি) প্রতিপথে গমনকারী।

প্রাতিপদ (ত্রি) ১ প্রতিপদ সম্বন্ধীয়।

প্রাতিপদিক (ত্রি) প্রতিপদায়াং তিথৌ ভব ইতি প্রতিপদ-ঠঞ্ (কালাৎ ঠঞ্। পা ৪।৩।১১) ১ প্রতিপৎতিথিভব, প্রতিপদ্ তিথিতে যাহা হয়। (পুং) ২ অগ্নি। অগ্নি পুরাকালে জগতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট একটী তিথি প্রার্থনা করেন, ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রতিপদ্ তিথির অধিপতি করিয়া দেন।*

প্রতিপদে ধাতুভিন্নপদে ভব ইতি প্রতিপদ-ঠক্ (ক্লী)

---

* "ইত্থম্ভূতো মহানগ্নিব্রহ্মক্রোধোদ্ভবো মহান্।
উবাচ দেবং ব্রহ্মাণং তিথির্মে দীয়তাং প্রভো।
যস্যামহং সমস্তস্য জগতঃ খ্যাতিমাপ্নুয়াং ॥ ব্রহ্মোবাচ—
দেবানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সত্তম।
আদৌ প্রতিপদা যেন ত্বমুৎপন্নোঽসি পাবকঃ ॥
ত্বৎপদাৎ প্রাতিপদিকং সম্ভবিষ্যন্তি দেবতাঃ।
অতস্তে প্রতিপন্নাম তিথিরেষা ভবিষ্যতি ॥" (বরাহপু°)

৩ নামশব্দভেদ। ব্যাকরণ-মতে—ইহা একটী সংজ্ঞারূপে গৃহীত হইয়াছে। ধাতু ও বিভক্তিবর্জ্জিত অথচ অর্থবিশিষ্ট যে শব্দরূপ, তাহাই প্রাতিপাদিকসংজ্ঞক বলিয়া অভিহিত। যথা—বিপ্রঃ কর্ত্তা কুণ্ডং ইত্যাদি। 'অধাতুবিভক্ত্যর্থবৎ প্রাতিপদিকং' (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বিভক্তি প্র ১ সূত্র)

প্রাতিপীয় (পুং) ১ রাজভেদ। (ভারত দ্রোণ° ১৫৭ অঃ) ২ গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

প্রাতিপেয় (পুং) ভারতীয় একজন রাজা। (ভা° সভা ৬৯ অঃ)

প্রাতিপৌরুষিক (ত্রি) প্রতিপুরুষ সম্বন্ধীয়, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধীয়।

প্রাতিবোধ (পুং) প্রতিবোধের পুং অপত্য।

প্রাতিবোধায়ন (পুং) প্রতিবোধের গোত্রাপত্য।

প্রাতিভ (ত্রি) প্রতিভাংস্তস্য প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ্। ১প্রতিভান্বিত। ২ যোগীদিগের যোগবিঘ্নকারক উপসর্গভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—

"প্রাতিভঃ শ্রাবণো দৈবো ভ্রমাবর্ত্তৌ তথাপরৌ।
পঞ্চৈতে যোগিনাং যোগবিঘ্নায় কটুকোদয়াঃ॥
বেদার্থাঃ কাব্যশাস্ত্রার্থাঃ বিদ্যাঃ শিল্পান্যশেষতঃ।
প্রতিভান্তি যদস্যেতি প্রাতিভঃ স তু যোগিনঃ॥
শব্দার্থান্ অখিলান্ বেত্তি শব্দং গৃহ্লাতি চৈব যৎ।
যোজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রাবণঃ সোঽভিধীয়তে॥
সমন্তাদ্বীক্ষতে চাসৌ স যদা দেবতোপমঃ।
উপসর্গন্তমপ্যাহুর্দৈবমুন্মত্তবদ্‌বুধাঃ॥
ভ্রাম্যতে যন্নিরালম্বং মনোদোষেণ যোগিনঃ।
সমস্তাচারপ্রভ্রংশাৎ ভ্রমঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥
আবর্ত্ত ইব তোয়স্য জ্ঞানাবর্ত্তো যদাকুলঃ।
নাশয়েচ্চিত্তমাবর্ত্ত উপসর্গঃ স উচ্যতে॥" (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম ও আবর্ত্ত এই পাঁচটী যোগিগণের যোগবিঘ্নের ভয়ঙ্কর হেতু হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহা দ্বারা যোগীর চিত্তে যাবতীয় বেদার্থ, কাব্যশাস্ত্রাদির অর্থ, বিবিধবিদ্যা ও নানাবিধ শিল্প প্রতিভাত হয়, তাহাকে প্রাতিভ কহে। যোগী যাহা দ্বারা সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী শব্দগ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহাকে শ্রাবণ কহে। যাহার প্রভাবে দেবপ্রতিম যোগী পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাই দৈব বিঘ্ন বলিয়া কথিত। এতদ্ভিন্ন সকল আচার পরিত্যাগ করায় ও দোষবশতঃ যোগীর মন যে নিরালম্বভাবে ভ্রমিত হইয়া থাকে, তাহাকে ভ্রম এবং জ্ঞানাবর্ত্ত যখন জলাবর্ত্তের ন্যায় আকুলিত হইয়া যোগীর চিত্তকে বিনষ্ট করিতে থাকে, তখন তাহাকে আবর্ত্তক বিঘ্ন কহে।

প্রাতিভাব্য (ক্লী) প্রতিভূ-ষ্যঞ্ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। প্রতিভূর ভাব, জামিনী। "সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যঞ্চ দানং গ্রহণমেব চ। বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরম্॥" (দায়ভাগ)

প্রাতিভাসিক (ত্রি) প্রতিভাস বা প্রতিরূপসম্বন্ধীয়, অনুরূপক।

প্রাতিরূপ্য (ক্লী) প্রতিরূপের ভাব। অনুরূপ।

প্রাতিলোমিক (ত্রি) ১ প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন, বিপর্য্যয়ে জাত। [প্রতিলোম দেখ।] ২ বিপক্ষ। ৩ অপ্রীতিকর।

প্রাতিলোম্য (ক্লী) ১ প্রতিলোমের ভাব, বিপরীত ভাব। ২ প্রতিকূলতা। ৩ বিরুদ্ধভাব।

প্রাতিবেশিক (পুং) প্রতিবেশ-ষ্যৎ। প্রতিবেশী।

প্রাতিবেশ্মক (ত্রি) ১ প্রতিবেশ্ম বা প্রতিবেশীর গৃহসম্বন্ধীয়। ২ নিকটবর্ত্তী। (পুং) ৩ প্রতিবেশী।

প্রাতিবেশ্য (পুং) যে প্রতিবেশী ঠিক পার্শ্বগৃহে বাস করে, নিরন্তর গৃহবাসী। (মনু ৮।৩৯২)

প্রাতিবেশ্যক (পুং) প্রাতিবেশ্য স্বার্থে কন্। প্রতিবেশী, নিরন্তর গৃহবাসী।

প্রাতিশাখ্য (ক্লী) বিভিন্ন বেদের স্বর, পদ, সংহিতা প্রভৃতি নির্ণয়ার্থ গ্রন্থবিশেষ। প্রতিবেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে যিনি যে শাখা অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বংশপরম্পরায় সেই শাখাধ্যায়ী বলিয়া গণ্য হইতেন। বৈদিকযুগের বহুপরে যখন ভিন্ন ভিন্ন শাখাধ্যায়ী সেই সেই বেদপাঠকালে একটু গোলে পড়িলেন, অথচ সে সময় যে সকল বৈদিক ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, সে সমুদয় হইতে বেদের প্রতিশাখার পদ, ক্রম বা স্বরাদি নির্ণয়ে সুবিধা হইত না, তখন প্রতিশাখার স্বর ও পদাদির বিপর্য্যয়নিবারণার্থ প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি হইল। এক সময় বেদের সকল শাখার প্রাতিশাখ্য প্রচলিত ছিল, এখন কেবল ঋগ্বেদের শাকলশাখার শৌনকরচিত ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য ও বাজসনেয়-শাখার কাত্যায়ন-রচিত বাজসনেয়প্রাতিশাখ্য, সামবেদের মাধ্যন্দিনশাখার পুষ্পমুনি-রচিত সামপ্রাতিশাখ্য এবং অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য বা শৌনকীয় চতুরাধ্যায়িকা পাওয়া গিয়াছে।

শৌনকের ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৩ কাণ্ড, ৬ পটল ও ১০৩ কণ্ডিকায় বিভক্ত। এই প্রাতিশাখ্যের পরিশিষ্ট রূপে উপলেখসূত্র নামে একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায়। প্রথমে বিষ্ণুপুত্র ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ভাষ্য রচনা করেন, তদ্দৃষ্টে উবটাচার্য্য একখানি বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের পর রচিত, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। এই প্রাতিশাখ্যে আত্রেয়, স্থবির-

কৌণ্ডিন্য, ভারদ্বাজ, বাল্মীকি, অগ্নিবেশ্য, অগ্নিবেশ্যায়ন, পৌষ্কর-সাদি প্রভৃতি আচার্য্যগণের উল্লেখ আছে; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে তৈত্তিরীয় আরণ্যক বা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতার বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। আত্রেয়, মাহিষেয় ও বররুচি-রচিত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের ভাষ্য প্রচলিত ছিল। এখন আর পাওয়া যায় না। ঐ সকল প্রাচীন ভাষ্য দৃষ্টে কার্ত্তিকেয় (?) ত্রিভাষ্যরত্ন নামে একখানি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

কাত্যায়নের বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য আট অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে সংজ্ঞা ও পরিভাষা, ২য়ে স্বরপ্রক্রিয়া, ৩য় হইতে ৫ম অধ্যায়ে সংস্কার, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে ক্রিয়ার উচ্চারণভেদ, এবং ৮ম অধ্যায়ে স্বাধ্যায় বা বেদপাঠের নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। এই বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকার্য্য, গার্গ্য, কাশ্যপ, দাল্‌ভ্য, জাতুকর্ণ, শৌনক, ঔপাশিবি, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের উল্লেখ আছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে 'বেদ' ও 'ভাষ্য' এই দুই ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, সাম-প্রাতিশাখ্য পাওয়া যায় না; কিন্তু এখন সে সন্দেহ দূর হই-য়াছে *। এখন যে সামপ্রাতিশাখ্য পাওয়া যায়, তাহা পুষ্প-মুনিবিরচিত। এখানি ১০টী প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রপাঠকে দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষুদ্র পর্ব্বানুসারে স্তোত্রিয় সামসমূহের সংজ্ঞাগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রপাঠকে সাম মধ্যে শ্রুত আইভাব ও প্রকৃতিভাব সম্বন্ধে বিধি উপদেশ; পঞ্চম প্রপাঠকে বৃদ্ধ ও অবৃদ্ধ ভাবের যথাযথ ব্যবস্থা; ষষ্ঠ প্রপাঠকে সামভক্তি-সমূহ কোথায় গীত বা কোথায় অগীত থাকিবে, তাহার ব্যবস্থা; সপ্তম ও অষ্টম প্রপাঠকে লোপ, আগম ও বর্ণবিকারের স্থানাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ; নবম প্রপাঠকে ভাবকথন এবং দশম বা শেষ প্রপাঠকে ক্রুষ্টাক্রুষ্টনির্ণয় ও প্রস্তাব লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পুষ্পমুনি নবম প্রপাঠকে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অথ ভাবান্ প্রবক্ষ্যামঃ প্রগাণং যৈর্বিধীয়তে।
আর্চ্চিকং স্তোভিকং চৈব পদং বিক্রিয়তে তু যৈঃ॥
আয়িত্বং প্রকৃতিং চৈব বৃদ্ধং চাবৃদ্ধমেব চ।
গতাগতঞ্চ স্তোভানামুচ্ছনীচং তথৈব চ॥
সন্ধিবৎ পদবদ্গানমত্বমাৰ্ত্তাবমেব চ।
প্রশ্লেষাশ্চাথ বিশ্লেষা উহে স্তেব নিবোধত॥
সংকৃষ্টঞ্চ বিকৃষ্টঞ্চ ব্যঞ্জনং লুপ্তমতিদ্বতম্।
আভাবাংশ্চ বিকারাংশ্চ ভাবানূহেহভিলক্ষয়েৎ॥
এতৈর্ভাবৈস্ত গায়ন্তি সর্ব্বাঃ শাখাঃ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু॥
সামানি ষট্সু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তু কৌথুমাঃ।
ঊনানামন্তথা গীতিঃ পাদানামধিকাশ্চ যে।
যোনিদৃষ্টাঃ সমা যেহন্তে পাদাস্বক্ষরশঃ স্মৃতাঃ।
আয়েভাবশ্চ নেদানীং দীর্ঘং যচ্চৈব ক্রুষ্যতে।
কর্ষণে তু নিবর্ত্তেতে ৎসাম্নিবায়ামুপদ্রবে।
ওভাবো দৃশ্যতে সাম্নি ঔভাবশ্চ যথাক্রমম্।
অভ্যূদূহে ন সর্ব্বত্র উহে গীতি রহস্যবৎ।
স্বাদিপর্ব্বণি তিস্রায়াং তথৈবান্যেষু সামসু।
আর্চ্চিকং নিধনং ন্যায়ে স্তোভিকং বা যদক্ষরম্।
ক্রুষ্টাক্রুষ্টস্তবেৎ স্বার্যমন্তোদাত্তং বুধে স্বয়ম্।
মণাজনং সদস্বোনা মাবিশাসিবিদেশ্চ্জিৎ।
ত্বনাম্বয়ং শ্রিয়েত্বির্ভারয়িষ্প্রিয়মভিদ্বিতা।
জসাবসন্তমকর্ম্মং ৎসুত উড্যঃ ষিভির্দ্ধয়ন্।
স্তায়াদেতান্যপেতানি শত একে বুধে স্বরম্।
ত্রীভাসপৌষ্কলাষ্টেড়রয়িষ্ঠাচ্ছিদ্রধর্ম্মসু।
ত্রৈতাশ্বব্রতশৌক্তাক্ষীচতুঃষড়িড়য়োস্তথা।
ষড়্ভাসে পৌষ্কলে সপ্ত ত্রীণ্যষ্টেড়ে পৃথক্ তৃচে।
রয়িশৌক্তে বৃষা স্তোক্তে দ্বে দ্বে ন্যায়বিরোধিনী।
অশ্বাক্ষীগবয়োঃ স্তোভধর্ম্মাচ্ছিদ্রেষু পঞ্চসু।" (সাম প্রাতি°)

অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য দুই খানি পাওয়া গিয়াছে—একখানি চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ও শৌনকের রচিত, এজন্য শৌনকীয় চতু-রাধ্যায়িকা নামে খ্যাত। ছয়টী মুখ্য বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ১ম—গ্রন্থের উদ্দেশ্য, পরিচয় ও বৃত্তি। ২য়—স্বর ও ব্যঞ্জনসংযোগ, উদাত্তাদি লক্ষণ, প্রগৃহ্য, অক্ষরবিন্যাস, যুক্তবর্ণ, যম, অভিনিধান, নাসিক্য, স্বরভক্তি, স্ফোটন, কর্ষণ ও বর্ণক্রম। ৩য়—সংহিতাপ্রকরণ, ৪র্থ—ক্রমনির্ণয়, ৫ম—পদনির্ণয় এবং ৬ষ্ঠ—স্বাধ্যায় বা বেদপাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ। †

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস, 'পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণ রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে এই প্রাতিশাখ্য সকল রচিত হয়। এখন যে সকল প্রাতিশাখ্য পাওয়া গিয়াছে,

* পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় 'সামপ্রাতিশাখ্য' প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন।

† আমেরিকার প্রসিদ্ধ শাব্দিক হ্বিট্নে (Whitney) সাহেব টীকা টিপ্পনীসহ অতি সুন্দরভাবে এই অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার বুহ্লর সাহেব আর একপ্রকার প্রাতিশাখ্য বাহির করিয়াছেন; কিন্তু এখানি অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তন্মধ্যে শৌনকরচিত অথর্ব্ববেদ-প্রাতিশাখ্য খানিই সর্ব্বপ্রাচীন। ইহার পর ঋক্‌প্রতিশাখ্য, তৎপরে তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য এবং সর্ব্বশেষ কাত্যায়নের বাজসনেয়প্রাতিশাখ্য। পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমীর মতে "পুষ্পপ্রণীত সামপ্রাতিশাখ্য পাণিনিসূত্র হইতেও প্রাচীন, এমন কি সর্ব্বদর্শনজ্যেষ্ঠ মীমাংসাদর্শন হইতেও প্রাচীন। কারণ মীমাংসাদর্শনের অধিকরণমালায় 'তথাচ সামগা আহুঃ— 'বৃদ্ধং তালব্যমাহ ভবতি।' এই সামপ্রাতিশাখ্যের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।"

অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকার প্রচলিত সমুদায় প্রাতি-শাখ্যগ্রন্থই পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি মোক্ষমূলর, বেবের প্রভৃতি জর্ম্মণ পণ্ডিতের মতের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যরচয়িতা কাত্যায়ন ও পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন উভয়ে এক ব্যক্তি। কাত্যায়ন আপন বার্ত্তিকে যেমন পাণিনির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য মধ্যেও সেইরূপ পাণিনির উপর আক্রমণ দৃষ্ট হয়। যথা—

পাণিনিসূত্রে আছে—"অদর্শনং লোপঃ। (১।১।৬০) অর্থাৎ অদর্শনই লোপ। কাত্যায়ন বলেন, 'বর্ণস্যাদর্শনং লোপঃ' (বাজসনেয়প্রা° ১।১৪১) কেবল লোপ বলিলে হইবে না, বর্ণের অদর্শন হইলেই লোপ বুঝাইবে।

পাণিনি বলিয়াছেন,—"উচ্চৈরুদাত্তঃ।" (১।২।২৯) "নীচৈরনুদাত্তঃ" (১।২।৩০) ও "সমাহারঃ স্বরিতঃ" (১।২।৩১)।

এখানে বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যকার লিখিলেন, কেবল সমাহার বলিলে চলিবে না; 'উভয়বান্ স্বরিতঃ' (১।১০৮-১১০) অর্থাৎ উদাত্ত ও অনুদাত্ত উভয় যোগে স্বরিত এই বলাই উচিত।

পাণিনিসূত্র করিয়াছেন, "তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বং।" এই সূত্রে কাত্যায়ন সন্তুষ্ট না হইয়া সূত্র করিলেন, "তস্যাদিত উদাত্তং স্বরার্দ্ধমাত্রং" (প্রা° ১।১২৬) উদাত্ত অর্দ্ধহ্রস্ব বলিলে হয় না, স্বরের অর্দ্ধমাত্রা বলিলে ঠিক হয়। পাণিনি বলিয়াছেন, "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।" (১।১।৯) কাত্যায়ন স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, "সমানস্থানকরণাস্যপ্রযত্নসবর্ণঃ।" (১।৪৩)

পাণিনি বলিয়াছেন,—"মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ।" (১।১।৮) কাত্যায়ন ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি করিলেন, "মুখানুনাসিকাকরণোঽনুনাসিকঃ।" (১।৭৫) পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, "ওম্ অভ্যাদানে" (৮।২।৮৭) অর্থাৎ প্রারম্ভে ওম্ থাকা চাই। পাণিনির এই সূত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে কেবল বৈদিক গ্রন্থ বলিয়া নহে, সকল স্থলে আরম্ভে 'ওম্' ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যকার লিখিয়াছেন, 'ওম্‌কারং বেদেষু' (১।১৮) "অথাকারং ভাষ্যেষু" (১।১৯) অর্থাৎ বেদের প্রারম্ভে 'ওম্' এবং ভাষ্যের প্রারম্ভে 'অথ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রমাণদ্বারা বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যকার পাণিনির পরবর্ত্তী হইতেছেন।

বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যকার ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যকার উভয়েই ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার শৌনকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শৌনক যজুঃপ্রাতিশাখ্যকারদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন।

অথর্ব্ব ও ঋক্ উভয় প্রাতিশাখ্যই শৌনকের রচনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, উভয় গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচনা কি না বলা যায় না। তবে শৌনক ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে ব্যালির (ব্যাড়ির) মত উদ্ধৃত করিয়াছেন *। মহাভাষ্য প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, ব্যাড়ি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর 'সংগ্রহ' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই ব্যাড়ির আর একটী নাম দাক্ষায়ন। পাণিনির একটী নামও দাক্ষিপুত্র। পাণিনির "যঞিঞোশ্চ" (৪।১।১০১) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি গোত্রাপত্য বুঝাইতে উদাহরণ স্বরূপ 'দাক্ষায়ণ' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। আবার 'অত ইঞ্' (পা ৪।১।৯৫) সূত্রের ভাষ্যে দক্ষের অপত্য বা পুত্র বুঝাইতে 'দাক্ষি' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন পাণিনি ৪।১।১৬২ সূত্রে পৌত্র ও তাহার বংশধরদিগকেই গোত্রাপত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপস্থলে পাণিনি দক্ষের পৌত্র বা দাক্ষিপুত্র হইতেছেন, আবার দাক্ষায়ন ব্যাড়ি দক্ষের বা দাক্ষির গোত্রাপত্য হইতেছেন।

পাণিনি একটী সূত্র করিয়াছেন, "আচার্য্যোপসর্জ্জনশ্চান্তেবাসী।" (৬।২।৩৬) অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্যের পূর্ব্বে যদি তাঁহার আচার্য্যপরম্পরার নাম থাকে ও দ্বন্দ্বসমাস হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহার উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছেন, "আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ।" এই প্রমাণ দ্বারাও পাণিনি ব্যাড়ির পূর্ব্ববর্ত্তী বা আচার্য্য হইতেছেন।

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারা ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার শৌনকের পূর্ব্বে পাণিনি হইতেছেন।

কেহ কেহ প্রাতিশাখ্যকে বৈদিক ব্যাকরণ বলিয়া মনে করেন। বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে 'ব্যাকরণ' একখানি; কিন্তু প্রাতিশাখ্যের নাম ষড়ঙ্গের মধ্যে বা বৈদিক ব্যাকরণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বাস্তবিক প্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণের সম্পূর্ণ লক্ষণাভাব। এই জন্য সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাতিশাখ্যকে বেদের শাখাবিশেষের নাদ ও স্বর ঘটিত এবং পদকে সংহিতায় আনিবার বিধিমূলক গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৩।১৪, ১৭; ৬,১২, ১৩।১২, ১৫ দ্রষ্টব্য।

প্রাতিশ্রুৎক (পুং) প্রতিশ্রুতি তৎসময়ে ভব ঠঞ্। প্রতিশ্রবণবেলায় ভব পুরুষ।

"যত্র বায়ং শ্রোত্রং প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ।" (বৃহদারণ্যক ৩৷৯৷১৩)

প্রাতিস্বিক (ত্রি) প্রতিস্বং ভবঃ। প্রতিস্ব-ঠক্। ১ অসাধারণ বা অসাধারণ ধর্ম্মযুক্ত। ২ অন্যাসাধারণ, অন্যের যাহা নাই। ৩ আবেশিক। ৪ স্বকীয় বা স্বসম্পর্কযুক্ত। ৫ প্রত্যেকের প্রাপ্যাংশ দানকারী। (ত্রিকাণ্ড)

প্রাতিহত (ত্রি) স্বরিতের সংজ্ঞাভেদ। (তৈত্তিরীয় প্রাতিশা° ২০৮)

প্রাতিহর্ত্র (ক্লী) প্রতিহর্ত্তুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা উদ্গাত্রাদি অঞ্। (পা ৫৷১৷১২৯) ১ প্রতিহর্ত্তৃরূপ ঋত্বিগ্‌বিশেষের প্রতিহরণকর্ম্ম। ২ প্রতিহর্ত্তার ভাব। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪৷৪৷৪৪)

প্রাতিহার (পুং) প্রতিহার এব। স্বার্থে অণ্। ১ প্রাতিহারিক। ২ ক্রীড়াকুশলী। ৩ মায়াকার।

প্রাতিহারক (পুং) প্রতিহারক এব, স্বার্থে অণ্। ১ প্রাতিহারক। অমর প্রতিহারক অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (অমরটীকায় ভরত)

প্রাতিহারিক (পুং) প্রতিহারঃ প্রতিহরণং ব্যাজ ইত্যর্থ। স প্রয়োজনমস্যেতি প্রতিহার ঠঞ্ (পা ৫৷১৷১০৯।) ১ মায়াকার। (অমর ২৷১০৷১১) ২ মায়িক। (ত্রি) ৩ প্রতিহারসংযুক্ত (বৈদিকমন্ত্রাদি)। (লাট্যায়ন ৭৷৭৷৩২।)

প্রাতিহার্য্য (ক্লী) ১ প্রতিহারের কার্য্য। মায়াকারের ভেল্কী প্রদর্শনরূপ কর্ম্ম। ২ ভৌতিক ব্যাপার।

প্রাতীতিক (ত্রি) প্রতীত্যা নির্ব্বৃত্তঃ ঠঞ্। প্রাতিভাসিক পদার্থ। চিন্তা বা কল্পনায় ভাসমান বিষয়। মানস সম্পর্কীয়।

প্রাতীপ (পুং) প্রতীপস্যাপত্যং প্রতীপস্যায়ং ইতি বা। প্রতীপ-অণ্। প্রতীপ-নৃপপুত্র। শান্তনুরাজ।

"প্রাতীপঃ শান্তনুস্তাত কুলস্যার্থে যথোত্থিতম্॥"(ভার° ৫৷১৪৮৷২)

প্রাতীপিক (ত্রি) প্রতীপং বর্ত্ততে ইতি প্রতীপ-ঠঞ্। প্রতীপ বর্ত্তমানে প্রতিকুলাচরণকারী। ২ বিপরীত।

প্রাতৃদ (পুং) ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪৷৮৷১৩৷২)

প্রাত্যক্ষ (ত্রি) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয়। (পা ৫৷৫৷৪৷৩৮)

প্রাত্যগ্রথি (পুং) প্রত্যগ্রথের গোত্রাপত্য।

প্রাত্যন্তিক (পুং) প্রত্যন্তদেশোদ্ভব রাজপুত্র। সীমান্তদেশরক্ষাকারী। (বৃহৎ সং ৬৯৷২৩)

প্রাত্যয়িক (ত্রি) প্রত্যয়ায় স্থিত ইতি প্রত্যয়-ঠক্। প্রত্যয়সম্বন্ধীয়। ২ প্রতিভূভেদ। 'দর্শন প্রতিভূর্যত্রমৃতঃ প্রাত্যয়িকোঽপি বা।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২৷৫৪) [দর্শনপ্রতিভূ শব্দ দেখ।]

প্রাত্যহিক (ত্রি) প্রতিদিবস সম্পর্কীয়, প্রত্যহ ঘটনযোগ্য। (মনুটীকায় কুল্লূক ৯৷৮৬)

প্রাথমকল্পিক (পুং) প্রথমকল্প আদ্যারম্ভপ্রয়োজনং যস্য। (পা ৫৷১৷১০৯) ইতি ঠঞ্। যদ্বা প্রথমকল্পমধীতে ইতি। বিদ্যালক্ষণকল্পান্তাচ্চেতি বক্তব্যমিতি ঠক্। ১ প্রথমারব্ধ বেদাধ্যয়ন। কল্পরূপ শিক্ষাগ্রন্থাধ্যয়ন বিষয়ীভূত। (ত্রি) প্রথমকল্পে ভবঃ ঠক্। ৩ প্রথমারম্ভোচিত বেদাধ্যয়নাদি। প্রথমং শিক্ষণীয়ং কল্পং শাস্ত্রমধীতে যঃ ইত্যর্থে ঠক্। ৪ শৈক্ষ্য।

প্রাথমিক (ত্রি) প্রথমে ভবঃ। প্রথম-ঠঞ্। প্রথমভব। যথা—যত্রাবিরলক্রমেণ সিষাধয়িষানুমিত্যস্তত্র দ্বিতীয়ক্ষণে পক্ষতাসম্পত্ত্যর্থং দ্বিতীয়ঃ সিষাধয়িষাবিরহো বিশেষণমস্তু সিদ্ধে প্রাথমিকস্তু কিমর্থম্।" ইতি পক্ষতা-শিরোমণি। প্রথমমধীতে বেদ বা প্রথম-ঠক্। প্রথমাধ্যয়নযোগ্য বেদাদি। অধ্যয়নকালে যে গ্রন্থ বালকের প্রথমপাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

প্রাথম্য (ত্রি) প্রথম-ষ্যঞ্। প্রথমের ভাব। (কুল্লূক ১৷৭৫)

"অস্মাভিরেব প্রাথম্যেন নানামুনীনাং বচনৈরেবংবিধো নিবন্ধঃ ক্রিয়তে।" (বিজয়রক্ষিত)

প্রাদক্ষিণ্য (পুং) প্রদক্ষিণ-সম্বন্ধীয়। (মহাভারত ১৭৷৪৬)

প্রাদানিক (ত্রি) দানযোগ্য। উৎসর্গ বা প্রদানার্হ।

প্রাদায় (অব্য) প্রকৃষ্টরূপে দত্ত।

প্রাদি (পুং) উপসর্গ সংজ্ঞার্থ পাণিনি-উক্ত শব্দভেদ। ইহাকে প্রাদিগণও বলে। প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ প্রভৃতি উপসর্গ প্রাদি বাচ্য।

"প্রাদয়ঃ ক্রিয়াযোগে উপসর্গসংজ্ঞা পতিসংজ্ঞাশ্চ স্যুঃ।" (সি° কৌ°

প্রাদিত্য (পুং) রাজপুত্রভেদ।

প্রাদুরাক্ষি (পুং) গোত্রপ্রবরঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

প্রাদুর্ভাব (পুং) প্রাদুস্ ভূ-ভাবে ঘঞ্। আবির্ভাব, প্রথমপ্রকাশ।

"বপুঃ প্রাদুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মনি পুরা॥" (কুবলয়ানন্দ)

প্রাদুর্ভূত (পুং) আবির্ভূত। প্রকাশিত, জ্ঞানগোচরে আগত।

প্রাদুষ্করণ (ক্লী) প্রাদুস্ ক্রি-অণ্। প্রদর্শন। উৎপাদন, আলোকীকরণ। দৃষ্টিগোচরকরণ। (আশ্ব° গৃ° ১৷৯)

প্রাদুষ্কৃত (ত্রি) ১ আবিভূত। ২ দৃষ্টিপথারূঢ়। দর্শনযোগ্যকরণ।

"প্রাদুষ্কৃতাগ্নিহোত্রাহয়ং মুহূর্ত্তঃ।" (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

প্রাদুষ্কৃতবপু (ত্রি) যে আকৃতি রূপবিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেব ও ভূতযোনির ছায়া শরীরে আবির্ভাব, শরীরে ভূতাদির আবেশ। (রাজতর° ৩৷২৭৮)

প্রাদুষ্কৃত্য (অব্য) ১ উৎপাদ্য। ২ আলোকিতব্য, গোচরীভূত। (ষড়বিংশব্রা° ৪৷১)

প্রাদুষ্য (ক্লী) প্রাদুর্ভাব। (উণাদিবৃত্তি ২৷১১৮)

প্রাদুস্ (অব্য) প্রাত্তীতি প্র-অদ্-উসি। (বাহুলকাদদেরপ্যুসি প্রত্যয়ঃ। উণ্ ২।১১৮ ইতি উজ্জ্বলদত্তোক্ত উসি)। পর্য্যায়—আবিস্, ১ নাম। ২ প্রাকাশ্য। ৩ স্ফুটত্ব। আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব।
"জ্যানিনাদমথ গৃহ্ণতীতয়োঃ প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাড়কাচলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥"
(রঘুবংশ ১১।১৫)
৫ প্রাকাশ্য। ৬ সম্ভাব্য। ৭ বৃত্তি। স্বরাদি, উর্য্যাদি ও সাক্ষাদাদিগণে প্রাকাশ্য অর্থে ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞা বুঝাইলে প্রাদুস্ শব্দের উত্তর প্রাদুষ্কৃত্যাদি পদ সাধিত হইয়া থাকে। (উজ্জ্বলদত্ত)

প্রাদেশ (পুং) প্রদিশ্যতে প্র-দিশ্ হলশ্চেতি ঘঞ্। (উপসর্গস্য ঘঞ্তি দীর্ঘ)। ১ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যপ্রদেশ, বিঘত।
"প্রমাণতো ভীমসেনঃ প্রাদেশেনাধিকোঽর্জ্জুনাৎ॥"
(মহাভারত ৫।৫১।১৯)
প্রদেশ এব স্বার্থে অণ্। ২ দেশমাত্র।
'প্রাদেশো দেশমাত্রে চ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসম্মিতে॥' (মেদিনী)
৩ পরিমাণভেদ। "অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যাব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে॥" (দেবীপুরাণ) ৪ স্থান, দেশভাগ।

প্রাদেশন (ক্লী) প্র-আ-দিশ্-ল্যুট্। দান। (অমর ২।৭।৩০)

প্রাদেশমাত্র (ত্রি) বিতস্তিপরিমিত। বিঘৎ পরিমাণ।
"আসন্দ্যাঃ প্রাদেশমাত্রাঃ পাদাঃ স্যুঃ।" (ঐতরেয়ব্রা° ৮।৫)

প্রাদেশিক (ত্রি) প্রদেশে ভব-ঠক্। ১ প্রদেশভব।
"যত্র স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাম্।"
(নিরুক্ত ১।১২)
২ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন। ৩ আস্তর্থজ্ঞাপক। অপ্রাদেশিক হইলে বিকার বা অপ্রাসঙ্গিক অর্থ বুঝাইবে। ৪ বিশেষস্থানবিষয়ক। ৫ নিরূপিত বিষয় বা দেশ। প্রাদেশিকসমিতি (Provincial Conference) (পুং) ৬ ভূম্যাধিকারী, সামন্ত। (কৌশিক° ৯৪)

প্রাদেশিকেশ্বর (পুং) সামন্তরাজ। সামান্য ভূসম্পত্তির অধিকারী বা রাজা। (রাজতর° ৪।১২৭)

প্রাদেশিন্ (ত্রি) বিতস্তিপরিমিত। (গৃহ্যাসংগ্রহ ১।৫৫)
স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তর্জ্জনী। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৬।১।২১)
[প্রদেশিনী দেখ।]

প্রাদোষ (ত্রি) প্রদোষস্যায়মিতি প্রদোষ-অণ্। ১ প্রদোষসম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ°) প্রদোষে ব্যাহরতীতি। (ব্যাহরতি মৃগঃ। পা ৪।৩।৫১) ইতি অণ্। ২ প্রদোষকালে বিচরণকারী মৃগাদি। প্রদোষসহচরিতং অধ্যয়নং সোঢ়মস্য ইতি অণ্ (পা ৪।৩।৫২) প্রদোষ সময়ে অধ্যয়নসহিষ্ণু শিষ্য।

প্রাদোষ(ষি)ক (ত্রি) প্রদোষস্যায়মিতি প্রদোষ-ঠঞ্। (নিশাপ্রদোষাভ্যাঞ্চ। পা ৪।৩।১৪) প্রদোষ সম্বন্ধী। প্রদোষে ভবঃ অণ্ বা। প্রদোষভব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাদোহনি (পুং স্ত্রী) প্রদোহনস্যাপত্যং ইঞ্। প্রদোহনের অপত্য। ততঃ যুনি ফঞ্ তৌল্বল্যাদিত্বাৎ তস্য ন লুক্। প্রাদোহনের যুবাপত্য।

প্রাদ্যুম্নি (পুং) প্রদ্যুম্নের অপত্য। (পা ৪।১।৯৬ বাহ্বাদি)

প্রাদ্যোতি (পুং) প্রদ্যোতের অপত্য।

প্রাধনিক (ত্রি) প্রধনং সংগ্রামস্তৎসাধনং প্রয়োজনমস্য ঠক্। যুদ্ধোপকরণ। (ভাগবত ৩।৮।৩১)

প্রাধা (স্ত্রী) প্রধৈব স্বার্থে ণ। দক্ষকন্যাভেদ। ইনি কতকগুলি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার মাতা। ২ কাশ্যপকলত্রভেদ। (হরিবংশ ২২৬ অঃ) তস্যা অপত্যং ঢক্। প্রাধার অপত্য, দেবগন্ধর্ব্বাদি। (মহাভারত আদি ৬৫ অঃ; অগ্নিপুরাণে ইহারা 'প্রাধেয়' নামে উক্ত হইয়াছে।

প্রাধানিক (ত্রি) প্রধান স্বার্থে-ঠক্, তস্যেদং ঠক্ বা। ১ প্রধান শব্দার্থ। ২ প্রধান সম্বন্ধীয়। সাংখ্যোক্ত প্রধান পুরুষসম্পর্কীয়। (ভাগবত ৩।২৬।১১।)

প্রাধান্য (ক্লী) প্রধানস্য ভাবঃ প্রধান ভাবে-ষ্যঞ্। ১ প্রধানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব। "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥" (ধর্ম্মদীপিকা) ২ প্রধানতা। ভাবেস্য প্রধানত্ব হেতো নপুংসকাৎ তল্।
"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।" (শব্দকারিকা)

প্রাধান্যস্তুতি (ত্রি) যিনি বিশেষ স্তুতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।
"প্রাধান্যস্তুতিনাং দেবানাম্" (নিরুক্ত ১।২০)

প্রাধীত (ত্রি) প্র-অধি-ইঙ্-ক্ত। প্রকৃষ্টরূপে পঠিত।

প্রাধেয় (ত্রি) প্রাধার অপত্য। তদ্বংশধর। (পুং) ৩ জাতিবিশেষ। 'কর্ণপ্রাধেয়বর্ব্বরা' (মার্ক° পু° ৫৮।৩১)

প্রাধ্যায়ন (ক্লী) প্রাধি-ইঙ্-ল্যুট। প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন। উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি বা পঠন। "তপোবন প্রাধ্যায়নাভিভূত সমুচ্চরচ্চারুপতত্রিশিগ্রম্।" (ভট্টি ৩য় অঃ)

প্রাধ্যেষণ (ক্লী) প্রা-অধি-ইষ্-ল্যুট। ১ বিদ্যা বা জ্ঞানলাভবিষয়ে প্রবৃত্তি। ২ জ্ঞানার্জ্জন হেতু শিষ্যের প্রতি উপদেশবাক্য। (শাংখ্যা° গৃহ্য° ৬।২)

প্রাধ্বম্ (অব্য) প্রাধ্বনতীতি প্রা-আ-ধ্বন-ডমি। আনুকূল্য। এই আনুকূল্যার্থক শব্দে নর্ম্মন্ ও অনুকূল উভয়ই বুঝায়।
"সভাজনে মে ভুজমূর্দ্ধবাহুঃ সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙ্ক্তে॥" (রঘু ১৩।৪১) ২ বন্ধন। ৩ নম্রতা, বিনয়।

প্রাধ্ব (ত্রি) প্রাগতোঽধ্বানমিতি অচ্। (উপসর্গাদধ্বনঃ। পা ৫।৪।৮৫) প্রকৃষ্টোঽধ্বাইতি অচ্ সমাসান্ত। ১ বহুদূরগামি-

যথাদি। ২ দূরপথ। ৩ প্রহ্ব। ৪ বন্ধ। ৫ বিনয়, প্রণতভাব।

"ততঃ শক্তিং গদাযুক্তাং ধনুশ্চ ভরতর্ষভঃ।

প্রাধ্বং কৃত্বা নমশ্চক্রে কুবেরায় বৃকোদরঃ॥" (মহাভা° বনপর্ব্ব)

প্রাধ্বং কৃত্বা = বন্ধনেনানুকূল্যং কৃত্বা। (বোপদেব ১৫।৫)

প্রাধ্বংসন (পুং) প্রধ্বংসনের অপত্য। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২)

প্রাধ্বন (পুং) প্রকৃষ্টঃ অধ্বা প্রাদিস। ১ প্রকৃষ্ট-পথ। ২ নদী-গর্ভ বা তন্নিম্নদেশ। "সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসঃ"

(ঋক্ ৪।৫৮।৭)

'সিন্ধোঃ স্যন্দমানায়া নদ্যাঃ সকাশাদিবোদকানীব প্রাধ্বনে প্রবণবতি দেশে' (সায়ণ)

প্রাধ্বর (ত্রি) বৃক্ষশাখা।

প্রান্ত (পুং) প্রকৃষ্টোঽন্তঃ। অন্তভাগ, শেষসীমা।

"প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ।"

(কুমার ৩।৪৩) ২ ঋষিভেদ। কথাদিত্বাৎ ফঞ্ প্রান্তায়ন, ৩ তাঁহার গোত্রাপত্য।

প্রান্তগ (ত্রি) প্রান্তে গচ্ছতীতি গম-ড। প্রান্তবাসী, সীমা-দেশবাসী।

প্রান্ততস্ (অব্য) প্রান্ত-তসিল্। প্রান্তদেশে। সীমাভাগে। ধারে ধারে। 'প্রাচীরং প্রান্ততোবৃতিঃ' (অমর ২।২।৩)

প্রান্তদুর্গ (ক্লী) সীমাদেশস্থিত নৃপাশ্রয় স্থান বা দুর্গ। নগর-প্রাচীরবহিঃস্থ উপকণ্ঠবর্ত্তী গণ্ডগ্রাম বা তৎসংলগ্ন দুর্গাদি।

প্রান্তপুষ্পা (স্ত্রী) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

প্রান্তভূমি (স্ত্রী) শেষস্থান। যোগশাস্ত্রে সমাধিই যোগের চরমস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমৌ প্রজ্ঞা" (যোগশাস্ত্র ২।২৭) 'সকলম্বালম্বনসমাধিভূমিপর্য্যন্তম্' (টীকা)

প্রান্তর (ক্লী) প্রকৃষ্টমন্তরং অবকাশো ব্যবধানং বা যত্র। ১ বৃক্ষচ্ছায়াদিশূন্য পথ, দূরশূন্য পথ। (অমর ২।১।১৭) ছায়াতরু-জলাদিরহিতে পথি প্রান্তরং দূরং শূন্যো দূরশূন্যঃ দূরশ্চাসৌ শূন্যশ্চেতি বা দূরশূন্যো জলাদিবর্জ্জিতত্বাৎ ঈদৃক্ যোঽধ্বা স প্রান্তরমিত্যন্বয়ঃ। ২ দূরগম্যপথ। প্রকৃষ্টমন্তরং ব্যবধানমব-কাশো বা অত্রেতি প্রান্তরম্। (ভরত)

"হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতাদপি।

পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

৩ মধ্যবর্ত্তিদেশ বা স্থান। "অস্ত্যজ্জয়িনীবর্ত্মনি প্রান্তরে মহান্ পিপ্পলবৃক্ষঃ" (হিতোপ° ৮।৫।৩)। ৪ বিপিন। ৫ কোটর। (মেদিনী)

প্রান্তশূন্য (ক্লী) ১ দূরশূন্যপথ। ছায়াদিরহিত পথ। (শব্দরত্নাবলী)

প্রান্তায়ন (পুং) প্রান্তের গোত্রাপত্য। (অশ্বাদি। পা ৪।১।১১০)

প্রাপ (পুং) প্র-অপ্। ১ প্রাপ্তি, প্রাপণ। ২ জলসিক্ত, জলপূর্ণ।

প্রাপক (ত্রি) প্রাপ্তি সম্বন্ধীয়। "প্রাপকধর্ম্মবশাদধিকাযুধো-ঽপি ভবন্তি" (মনু ১।৮৩ টীকা) ২ যে পাইয়াছে বা যাহার পাওয়া উচিত। "অপ্রাপ্তপ্রাপকো বিধিঃ" (দুর্গাদাস)

প্রাপণ (ক্লী) প্র-আপ্-ল্যুট্। ১ নয়ন। ২ প্রাপ্তি।

"প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥" (মনু ২।৯৫)

৩ প্রাপ্তি, প্রেরণ। ৪ প্রকর্ষরূপে ব্যাপন। ক্রান্তাদক্ত্য-স্তাদ্বা প্রপূর্ব্বাপধাতোর্ভাবে ল্যুট্ প্রত্যয়ঃ।

প্রাপণিক (পুং) প্রাপণায্যতে ইতি প্র-আ-পণ ব্যবহারে-কিকন্। (প্রাভি পণিকষঃ। উণ্ ২।৪১) পণ্যবিক্রয়ী।

"আত্যাদিব প্রাপণিকাদজস্রং জগ্রাহ রত্নান্যমিতানি লোকঃ॥"

(মাঘ ৪।১১)

প্রাপণীয় (ত্রি) প্রাপ্যতে যৎ প্র-আপ্ অনীয়র্। প্রাপ্য।

"ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ

সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।" (মেঘদূত পূঃ ৫)

প্রাপিন্ (ত্রি) প্রাপ্ত। যে পাইয়াছে।

"বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়প্রাপিণা" (রঘু ১৪।৮৭)

প্রাপেয় (পুং) গন্ধর্ব্বগণবিশেষ। [প্রাধেয় দেখ।]

"প্রবাচাজনয়ৎ পুত্রান্ দিব্যান্ বৈ গায়নোত্তমান্।

চতুর্দ্দশ দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রাপেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

প্রাপ্ত (ত্রি) প্র-আপ্-ক্ত। ১ প্রস্থাপিত, পর্য্যায়—প্রণিহিত। লব্ধ। বিন্ন। ভাবিত। আসাদিত। ভূত। (অমর) ২ উৎপন্ন, ৩ সমুপস্থিত। "এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভা-জিনম্।" (মনু ১১।১২২) (পুং) ৮ জাতিবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৮।৪৩) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে 'প্রাপ্ত' শব্দের অর্থ—রোগের উপসর্গাদি বিচার দ্বারা যে উপলব্ধি।

প্রাপ্তকারিন্ (ত্রি) উপযুক্ত বিচার দ্বারা কার্য্যকারী। প্রাপ্ত-কালকৃৎ। (সুশ্রুত ১তন্ত্র)

প্রাপ্তকাল (পুং) প্রাপ্তঃ কালোঽস্য। ১ করণযোগ্যকাল। ২ উপ-যুক্ত সময়। "শরণং প্রতিদেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত।" ৩ মরণ-যোগ্যকাল। (নলোপা° ৫।১৫) (স্ত্রী) বিবাহযোগ্যবয়স্ক।

"প্রাসাদনং পাণ্ডবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচয়ে।

উত্তরাং চ প্রযচ্ছামি পার্থায় যদি মন্যসে॥

আর্য্যাঃ পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ প্রাপ্তকালং চ মে মতং॥"

(মহাভা° বিরাট° ৭১।২৩।৪)

প্রাপ্তকালম্ (অব্য) উপযুক্ত সময়ে। যথাকালে।

প্রাপ্তজীবন (ত্রি) পুনর্জ্জীবিত। যে রোগাদির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

প্রাপ্তদোষ (ত্রি) ১ দোষী, যে দোষ করিয়াছে। ২ কোন নিকটাত্মীয়ের কুলয়ে মৃত্যু হইলে যে দোষ জন্মে, সেই দোষ যাহার শরীরকে স্পর্শ করিয়াছে।

প্রাপ্তপঞ্চত্ব (ত্রি) প্রাপ্তং পঞ্চত্বং মরণং যেন। মৃত।

প্রাপ্তবুদ্ধি (ত্রি) ১ যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। ২ মূর্চ্ছাদি অজ্ঞানতার পর যিনি সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন।

প্রাপ্তভার (পুং) প্রাপ্তভারঃ তদ্বহনকালোঽস্য। ভারসহনশীল বৃষাদি। (শব্দরত্না°)

প্রাপ্তভাব (পুং) প্রাপ্তো ভাবো যেন। ১ জাতোক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) কোন কোন স্থলে ইহার প্রাপ্তভার পাঠও দেখা যায়। (ত্রি) ২ লব্ধসত্তাদি। ৩ যাহার মনে ভাব বা অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাপ্তমনোরথ (ত্রি) যাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

প্রাপ্তযৌবন (ত্রি) যাহার যৌবনোদ্গমের সূচনা হইয়াছে। যুবক ও যুবতী।

প্রাপ্তবর (ত্রি) অনুগ্রহ বা আশীর্ব্বাদলাভকারী।

প্রাপ্তরূপ (ত্রি) প্রাপ্তং রূপং যেন। ১ মনোজ্ঞ। ২ পণ্ডিত। ৩ রূপবান্।

প্রাপ্তব্য (ত্রি) প্রাপ্যতে যৎ। প্র-আপ-কর্ম্মণি তব্য। প্রাপ্য। "আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল।" (রামায়ণ ২।২৯।১০)

প্রাপ্তব্যবহার (ত্রি) যে যুবক-জনোচিত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে। ২ যে ব্যক্তি স্বকীয় কার্য্যাবলী নিষ্পাদন করিতে এবং কুলপ্রথাদি আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে সমর্থ।

প্রাপ্তসূর্য্য (ত্রি) যাহার মস্তকোপরি বিলম্বিত সরলরেখায় সূর্য্য অবস্থিত।

প্রাপ্তব্যমর্থ (পুং) পঞ্চতন্ত্রোল্লিখিত মনুষ্যবিশেষ। নাম জিজ্ঞাসা করিলে এই ব্যক্তি বলিত 'প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ' (পঞ্চতন্ত্র ১২৮।১৭।)

প্রাপ্তি (স্ত্রী) প্র-আপ-ক্তিন্। ১ উদয়।

"গচ্ছত্যাস্যপ্রসাদেন বিদুষাং প্রাপ্তিমব্যয়াম্।" (ভা° ১৪।৪৮।২)

২ ধনাদি বৃদ্ধি। ৩ অধিগম। ৪ লাভ। ৫ প্রাপণ।

"এষ স্ত্রীপুংসয়োরুক্তো ধর্ম্মো বো রতিসংহিতঃ।
আপদ্যপত্যপ্রাপ্তিশ্চ দায়ভাগং নিবোধত॥" (মনু ৯।১০৩)

৬ সংহতি। (শব্দরত্না) ৭ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্যবিশেষ। অভীপ্সিতপ্রাপণ। ৮ নাট্যরঙ্গে নাটকাদির সুখকর উপসংহার। (দশকুমার ১।২৬) ৯ চন্দ্রের একাদশগৃহ, আয় বা লাভের স্থান। ১০ সমিতি, সঙ্ঘ। ১১ বার্হদ্রথ জরাসন্ধ-নৃপসুতা। ১২ কংসকলত্রভেদ। ১৩ প্রাণায়ামের চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে অবস্থাভেদ।

"শ্রূয়তাং মুক্তিফলদং তস্যাবস্থাচতুষ্টয়ং।
ধ্বস্তিঃ প্রাপ্তিস্তথা সংবিৎপ্রসাদশ্চ মহীপতে॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৯।২০)

১৪ সংযোগস্বরূপ দ্রব্যগুণভেদ। "অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ উচ্যতে।" (হরিবংশ ৯১ অঃ) ১৫ মুখাঙ্গভেদ। "যুক্তিপ্রাপ্তি সমাধানমিতি" (সাহিত্যদর্পণ) ১৬ কামের পত্নীভেদ। (মহাভা° আদি° ৩৬ অঃ) ১৭ সন্ধ্যঙ্গভেদ। (নীল° তা°)

প্রাপ্তিসম (ক্লী) গৌতমোক্ত জাত্যুত্তরভেদ। "প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যাবিশিষ্টত্বাৎ প্রাপ্তিসমঃ।" (সূত্র)

প্রাপ্য (ত্রি) প্র-আপ্-ণ্যৎ। ১ প্রাপ্তব্য। ২ গম্য। ৩ সমাসাদ্য।

"নয়ৈষা সানুরাগেণ বহুশঃ প্রার্থিতা সতী।
নিরাকৃতবতী সেয়মদ্য প্রাপ্যা ভবিষ্যতি॥" (মার্কণ্ডেয় ৬২।২০)

৩ ব্যাকরণোক্ত নিয়মবিশেষ।

"ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে।
দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎ প্রাপ্যমিহ কথ্যতে॥"

৪ কর্ম্মভেদ। (অব্য) লব্ধার্থ।

প্রাপ্য (অব্য) প্র-আপ্-ল্যপ্। প্রাপ্ত হইয়া।

"প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্।" (মেঘদূত)

প্রাপ্ত্যাশা (স্ত্রী) ১ লাভেচ্ছা। পাইবার আশা। ২ প্রারব্ধকার্য্যের অবস্থাভেদ।

"অবস্থা পঞ্চকার্য্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
আরম্ভো যত্নপ্রত্যাশা নিয়তাপি ফলাগমঃ॥
উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবা॥" (সাহিত্যদ°)

প্রাপ্যকারিন্ (ত্রি) প্রাপ্য বিষয়দেশং গত্বা করোতি বিষয়প্রকাশং কৃ-ণিনি। বিষয়দেশে গমনপূর্ব্বক বিষয়প্রকাশকারক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ন্যায়দর্শন-মতে একমাত্র চক্ষু ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিতা নাই; কিন্তু বেদান্তদর্শনকার বলেন যে শ্রবণেরও এই গুণ আছে।

প্রাবল্য (ক্লী) প্রবলের ভাব। শ্রেষ্ঠশক্তিত্ব।

প্রাবালিক (পুং) প্রবালব্যবসায়ী। (গো° রামা° ২।৩০।১৭)

প্রাবোধক (পুং) প্রবোধনকারী। নিদ্রাগত রাজার উদ্বোধনকারী স্তুতিপাঠক।

প্রাবোধিক (পুং) প্রবোধায় হিতঃ প্রবোধ-ঠক্। উষাকাল। (শব্দমালা) প্রবোধঃ প্রবোধনং তত্র নিযুক্তঃ তৎপ্রয়োজনমস্য বা ঠঞ্। মগধদেশীয় প্রাতঃস্তুতিপাঠক ভেদ। ইহার পাঠান্তর প্রাবোধক।

প্রাভঞ্জন (ক্লী) প্রভঞ্জনো দেবতাঽস্য অণ্। ১ বায়ুদেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। ২ স্বাতিনক্ষত্র। এই নক্ষত্রে প্রভঞ্জনদেবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। "কাশ্মীরককাম্বোজৌ নৃপতী প্রাভঞ্জনে ন স্তঃ।" (বৃহৎসং° ১১।৫৭)

প্রাভব (ক্লী) প্রভোর্ভাব প্রভু-অণ্। শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব।

প্রাভবত্য (ক্লী) প্রভবতো ভাবঃ ষ্যঞ্। বিভুত্ব। প্রভুত্ব। "অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যাদ্রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।" (মনু ৮।৪১২)

'প্রভবতো বাচঃ প্রাভবত্যং প্রভুত্বং শক্ত্যতিশয়যোগতো বলাদিনা যঃ কারয়তি।' (মেধাতিথি)

প্রাভাকর (পুং) প্রভাকরস্তায়ং তন্মতং বেত্তীতি প্রভাকর-অণ্। প্রভাকর সম্বন্ধীয় মীমাংসকবিশেষ। "ব্যাপ্তিস্বরূপং নিরূপ্য, পরমতনিরাকরণপূর্ব্বকং স্বমতেন তদ্গ্রহোপায়মভিধাতুং প্রথমং প্রভাকরমতমুপদর্শয়তি সেয়মিত্যাদিনা।" (ব্যাপ্তিগ্রহোপায়ে শিরোমণি) প্রাভাকর মতে ব্যাপ্তির সকৃদ্দর্শনগম্যত্ব। যথা—

"তস্মাৎ পরিশেষেণ সকৃদ্দর্শনগম্যা সা।" (চিন্তামণি)

প্রাভাতিক (ত্রি) প্রভাত সম্পর্কীয় (বায়ুপ্রভৃতি)।

প্রাভাসিক (ত্রি) প্রভাসদেশভব।

প্রাভৃত (ক্লী) প্রাভ্রিয়তে স্মেতি প্র-আ-ভৃ-ক্ত। উপঢৌকন দ্রব্য।

"তং দত্তপ্রাভৃতং দূতং স সংমান্য ব্যসর্জ্জয়ৎ।" (কথাসরি° ১৭।১৬৪)

প্রাভৃতক (ক্লী) প্রাভৃত-স্বার্থে-কন্। ১ প্রাভৃত ; উপঢৌকন, উপহার। পর্য্যায়—কৌশলিকা। (হারাবলী ১৫৯)

প্রাভৃতীকৃত (ত্রি) উৎসর্গীকৃত। উপহাররূপে প্রদত্ত।

প্রামতি (পুং) দশম মন্বন্তরের অন্তর্গত সপ্তর্ষির মধ্যে একজন ঋষি। (হরিবংশ ৪৭৩) কচিৎ প্রামধি পাঠও দেখা যায়।

প্রামাণিক (ত্রি) প্রমাণাদাগতঃ প্রমাণ-ঠক্। ১ হৈতুক। ২ মর্য্যাদাভিজ্ঞ। ৩ শাস্ত্রজ্ঞ। ৪ পরিচ্ছেদক। প্রমাণ-কর্ত্তরি ঠক্। ৫ প্রমাণকর্ত্তা। প্রমাণেন নির্বৃত্তঃ সিদ্ধঃ ঠঞ্। ৬ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ। ৭ শাস্ত্রসিদ্ধ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রামাণ্য (ক্লী) প্রমাণস্য ভাবঃ প্রমাণ-ষ্যঞ্। ১ প্রমাকরণত্ব। প্রমাণ-ভাবার্থে ষ্যঞ্।

"সত্যং ভূতহিতার্থোক্তির্বেদপ্রামাণ্যদর্শনম্।
গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিপূজনং সাধুসঙ্গমঃ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।৪৩)

তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারত্বরূপ জ্ঞানধর্ম্মভেদ। উহা ন্যায় মতে পরতোগ্রাহ্য এবং মীমাংসকাদি মতে স্বতঃ গ্রাহ্য।

প্রামাণ্যবাদ (পুং) প্রামাণ্যস্য বাদঃ কথনম্। ১ প্রমাকারণতা কথন। ২ তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারকত্ব প্রমাত্বকথন। ৩ চিন্তামণি ন্যায়গ্রন্থ বিশেষ।

প্রামাদিক (ত্রি) প্রমাদ-ঠক্। প্রমাদঘটিত। ভ্রমবশত। দোষযুক্ত।

প্রামাদিকত্ব (ক্লী) প্রামাদিকের ভাব। ভ্রমবিশিষ্ট।

প্রামাদ্য (পুং) প্রমাদ্যত্যনেনেতি প্র-মদ্-ণ্যৎ। বাসকবৃক্ষ (Gendarussa Vulgaris) অটরূষ বৃক্ষ। ভাবে বা স্বার্থে ণ্যৎ। (ক্লী) প্রমাদ।

প্রামীত্য (ক্লী) প্রময়নমিতি প্র-মী বধে-ভাবে ক্ত। ততঃ প্রমীতে মরণে সাধু ইতি ষ্যঞ্। অস্য বধতুল্যত্বাত্তথাত্বম্। ঋণ। (ত্রিকাণ্ড) প্রমীতস্যভাব ইতি প্রমীত-ষ্যঞ্। মৃতত্ব।

প্রামোদ(দি)ক (ত্রি) মনোজ্ঞ, মনোহারী, মুগ্ধকর। (উত্তররাম ১১২।২)

প্রায় (পুং) প্রকৃষ্টময়নমিতি প্র-অয়-ঘঞ্। যদ্বা প্র-ই-অচ্। (পা ১।৩।৫৬) ১ মরণ। ২ মরণার্থ অনশন।

"অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে শ্রেয়ো মরণমেব চ॥" (রামায়ণ ৪।৫৩।১২)

৩ তুল্য, ৪ বাহুল্য।

"লিঙ্গিনশ্ছন্নকামাদ্যা আসাং প্রায়েণ বল্লভাঃ।"(সাহিত্যদ°৩।১১১)

৪ বয়স। (হেম)। ৫ পাপ। তপঃ। (স্মৃতি)

(ক্লী) ৬ প্রবেশ। যুদ্ধ।

"উপজ্যেষ্ঠে বজ্রথে গতন্তৌ প্রায়ে প্রায়ে জিগীবাংসঃ স্যাম॥" (ঋক্ ২।১৮।৮)

'কিঞ্চ প্রায়ে প্রায়ে সোমপানার্থমিন্দ্রস্য যজ্ঞশালায়াং প্রবেশে প্রবেশে জিগীবাংসঃ শত্রূণাং জেতারো ভবেম। যদ্বা, প্রায়ে প্রায়ে প্রকর্ষেণ ইয়তে গমতে যোদ্ধৃভিরিতি প্রায়ং যুদ্ধম্।' (সায়ণ)

(ত্রি) ৭ গমক।

"প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিপ্রায়ং প্রকল্পয়েৎ।" (মনু ৩।২৬৪)

'জ্ঞাতীন্ প্রৈতি গচ্ছতীতি জ্ঞাতিপ্রায়ং কর্ম্মণ্যণ্। জ্ঞাতীন্ ভোজয়েৎ ইত্যর্থঃ।' (কুল্লূক)

প্রায়(স্) (অব্য) প্র-অয় গতৌ অসুন্। বাহুল্য।

"অত্রান্তরে স চ প্রায়ঃ পর্য্যহীয়ত বাসরঃ।" (কথা° সা°৬।১২৩)

প্রায়গত (ত্রি) মৃতপ্রায়। যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। আসন্নমৃত্যু।

প্রায়চিত্ত (ক্লী) [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।] (পা ৬।১।১৫৭)

প্রায়ণ (ক্লী) প্র-অয়-ভাবে ল্যুট্। ১ দেহত্যাগ দ্বারা স্থানান্তর-গমন। (মনু ৯।৩২৩)। ২ অনশন দ্বারা দেহত্যাগ। ৩ প্রকৃষ্ট গমন। (ভাগবত ৬।৫।৩১) ৪ প্রবেশ, স্থানান্তরে যাইয়া আশ্রয়াবলম্বন। ৫ দুগ্ধমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

"বরাহমাংসেন তু যো মম কুর্ব্বীত প্রায়ণম্।" (বরাহপুরাণ)

৬ প্রারম্ভ। 'সৈষা ত্রিবৃৎ প্রায়ণা।' (তাণ্ড্যব্রা° ২।১৫।৩২)

প্রায়ণান্ত (পুং) জীবনের শেষ, মৃত্যু, মরণ। (অব্য) মৃত্যু পর্য্যন্ত।

প্রায়ণীয় (ত্রি) প্রায়ণে আরম্ভদিনে বিহিতঃ ইতি প্রায়ণ-ছ। ১ প্রারম্ভ দিন। ২ গো-অয়নের নিমিত্ত প্রথমাদি দিনে বিহিত অতিরাত্র-যাগভেদ। "প্রায়ণীয়েঽহ্ন্য সুত্যামেকে।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১২।৬।২৬) প্রায়ণীয়োঽতিরাত্র এবাহসাধ্যঃ। (দেবনাথ)। (তাণ্ড্য° ব্রা° ৪।২।১।২) ভাষ্যে দ্বিতীয়াহই প্রায়ণীয় সংজ্ঞাবোধক।

প্রায়দর্শন (ক্লী) সচরাচর দর্শনযোগ্য ভৌতিক দৃশ্যাদি।

প্রায়ভব (ত্রি) নিত্যসংঘটনশীল।

প্রায়বিধায়িন্ (ত্রি) যে অনশন ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

প্রায়শস্ (অব্য) ১ সর্ব্বপ্রকারে। সম্পূর্ণরূপে।

'যত্র তে পৃথিবীপালাঃ প্রায়শো নিধনং গতাঃ।' (মহাভা° আদি)

২ বাহুল্যরূপে।

"যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।" (মনু ১২।২০)

প্রায়শ্চিত্ত (ক্লী) প্রায়স্য পাপস্য চিত্তং বিশোধনং যস্মাৎ। (পারস্করপ্রভৃতীনি চ সংজ্ঞায়া। পা ৬।১।১৫৭) ইত্যত্র প্রায়স্য চিত্তিচিত্তয়োঃ। ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা সুট্ নিপাত্যতে চ। পাপক্ষয়সাধনকর্ম্ম। অঙ্গিরা লিখিয়াছেন—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতং॥"

প্রায়স্ শব্দে তপ ও চিত্ত শব্দে নিশ্চয় বুঝায়, তপোনিশ্চয়যুক্ত হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়।

হারীতের মতে,—"প্রযতত্বাদোপচিতমশুভং নাশয়তীতি", অর্থাৎ শুদ্ধিদ্বারা সঞ্চিত পাপ নাশ হয় বলিয়া ইহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়।*

মানবের প্রধানতঃ তিন প্রকারে পাপ হয়—১ম শাস্ত্রে যে জাতির যে কার্য্য বিহিত আছে, তাহা না করা।

২য়,—শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান।

৩য়,—ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া যথেচ্ছভাবে কামভোগ। এই তিন প্রকারে মানুষের পতন ঘটে।† এই পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। যেমন—

ব্রাহ্মণের যথাকালে উপনয়ন হওয়া আবশ্যক। যথাকালে উপনয়ন না হইলে বিহিতকর্ম্মের অননুষ্ঠানহেতু পাপ হয়। সুতরাং এই পাপক্ষয়রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে উপনয়ন করিতে হইবে। এইরূপ শূদ্রের দ্বিজাতিশুশ্রূষা বিহিত আছে, কিন্তু তাহা না করিয়া সে যদি ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন করে, তবে তাহাতে পাপ হয়, পাপক্ষয়ের জন্য শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এইরূপ ব্রাহ্মণের সুরাপান বা সুরাবিক্রয় বিশেষরূপে নিন্দিত ও তাহাতে পাপ স্পর্শে। এই নিন্দিত কর্ম্মরূপ পাপক্ষয়ের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। এইরূপ পরস্ত্রীগমন, ব্রাহ্মণের চণ্ডালীগমন প্রভৃতিতে মহাপাপ স্পর্শে এবং তাহারও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে।

সকল কার্য্যে সমান পাপ হয় না, কোন কার্য্যে অল্প পাপ ও কোন কার্য্যে মহাপাপ হইয়া থাকে। পাপের অল্পাধিক্য অনুসারে পাপেরও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। [কর্ম্মবিপাক ও পাপ শব্দ দেখ।] এছাড়া জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দ্বিবিধ পাপ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সেই জ্ঞানকৃত পাপ যায় না। আবার কোন কোন স্থলে জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তবে অজ্ঞানকৃত পাপে যেরূপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে চলে, জ্ঞানকৃত পাপে তাহার দ্বিগুণ। আবার অবস্থাবিশেষেও প্রায়শ্চিত্তের কমবেশী আছে। এ সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরে কাশীনাথ লিখিয়াছেন, "যে বর্ণের যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে—অবস্থাভেদে দেশকালাদি অনুসারে তাহার পূর্ণ, পাদন্যূন, অর্দ্ধ ও সিকি ব্যবস্থাও আছে‡। যেমন বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রীদিগের পক্ষে অর্দ্ধ। ১৬ বর্ষের কম পর্য্যন্ত বালক ও ৮০ বয়ের অধিক হইলে বৃদ্ধ। পাঁচ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পাদ, দ্বাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ, পূর্ণ ষোড়শবর্ষ হইতে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। পঞ্চবর্ষের কম হইলে পাপ স্পর্শে না, সুতরাং তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। এতদ্ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরে লিখিত আছে—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাদোন, বৈশ্যের পক্ষে অর্দ্ধ এবং শূদ্রের পক্ষে পাদমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। শূদ্রের প্রায়শ্চিত্তে জপ হোমাদি করিতে হয় না। অমন্ত্রক করিতে হয়। যাহারা যাগ যজ্ঞ করে, তাহাদের জপাদি আবশ্যক।

প্রায়শ্চিত্তস্থলে যে পঞ্চগব্যের ব্যবস্থা আছে, তথায় গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত ও অষ্টগুণ দুগ্ধ ও দধি গ্রাহ্য।(১) এতদ্ভিন্ন তাম্রবর্ণা গোর মূত্র, শ্বেতবর্ণার গোময়, পীতবর্ণার দুগ্ধ, নীলবর্ণার দধি ও কৃষ্ণবর্ণা গোর ঘৃতই প্রশস্ত। নিয়মপালনের অসমর্থের পক্ষেই যেখানে গোদানের ব্যবস্থা, সেই-

---

* "যত্তপঃপ্রভৃতিকং কর্ম্ম উপচিতং সঞ্চিতমশুভং পাপং নাশয়তীতি কৃতস্তত্তৎকর্ম্মভিঃ কর্ত্তুঃ প্রযতত্বাৎ বা শুদ্ধত্বাদেব তৎপ্রায়শ্চিত্তং।" (রঘুনন্দন-প্রায়শ্চিত্ত) "যদাধাবিধানমুষ্ঠানাদ্বাপচিতাশুভনাশকমেব তৎপ্রায়শ্চিত্তং।" (কাশীনাথরচিত প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

† "বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

‡ "যোঽপি যদ্বর্ণস্য যৎপাপে যৎপ্রায়শ্চিত্তমুক্তং তৎপাদোনং তদর্দ্ধং তৎপাদং যেতিবলদেশকালাদ্যনুসারেণ ততো ন্যূনং।" (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

(১) "গোশকৃদ্দ্বিগুণং মূত্রং ঘৃতং বিদ্যাচ্চতুর্গুণম্।
ক্ষীরমষ্টগুণং প্রোক্তং পঞ্চগব্যে তথা দধি।"
(প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরধৃত বচন)

খানেই গোরুর অভাবে তাহার মূল্য দিতে হয়। গোমূল্য এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

গোরুর অভাব হইলে চারি তোলা সুবর্ণের সম পরিমাণ রূপ্য, অথবা তাহার অর্দ্ধ, কিংবা চারি ভাগের এক ভাগও দেওয়া যাইতে পারে। তবে যাহারা ধনবান্, তাহাদের পক্ষে গোমূল্যস্বরূপ পাঁচপুরাণ অর্থাৎ ষোলমাষ পরিমিত রজতদানের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ মধ্যবিত্তদিগের পক্ষে ত্রিপুরাণ ও দরিদ্রের পক্ষে এক কার্ষাপণ মূল্যের বিধান আছে। বৃষের মূল্য ষট্‌কার্ষাপণই দিতে হইবে। শূলপাণি বলেন—পঞ্চকার্ষাপণ। কেবল গোমূল্যপক্ষে ত্রিপুরাণই উত্তম, দ্বাত্রিংশৎপণ মধ্যম ও এক পুরাণ অধম বলিয়া কথিত।*

প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহকৃত্য।

প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বদিনে সকলেরই কেশনখাদি বপন করিতে হইবে এবং স্নানান্তে ঘৃত মাত্র আহার করিয়া দিন যাপন করিবে। পরে সন্ধ্যার সময় ঘরের বাহিরে বসিয়া ব্রতাদির উল্লেখপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে বপনের কথা উল্লেখ করা গেল, উহা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, নরপতি অথবা সধবা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে বিহিত নাই। তবে মহাপাতকাদি স্থলে তাহাদিগেরও বপন করা কর্ত্তব্য। সধবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে একবারে সমুদায় কেশবপন না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু সমস্ত কেশ হাতে ধরিয়া দ্বিঅঙ্গুল পরিমিত কেশচ্ছেদন করিতে হইবে। সধবা স্ত্রীলোকেরা তীর্থক্ষেত্রাদিতেও ঐরূপ নিয়মই রক্ষা করিবেন। বিধবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সমস্ত কেশ বপন করাই শাস্ত্রবিহিত। যদি কেহ কেশধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিবেন ও তাহার দক্ষিণাও দ্বিগুণ দিবেন। যে ব্রত তিন দিনে সম্পন্ন হইবে, তাহাতে নখরোমাদি ছেদন করিলেই হইবে। ঐরূপ ছয়দিনের ব্রতে শ্মশ্রু ও নয়দিনের ব্রতে শিখা ব্যতীত আর সমস্তই বপন করিতে হইবে। ইহা হইতেও যদি অধিক দিন সাধ্য হয়, তবে শিখাও বপন করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা তিন দিন কিংবা ছয় দিনে যদি কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে উদ্যত হন, তবে তাঁহাদিগের পক্ষে কোনরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রায়শ্চিত্ততিথি।

অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। তবে চতুর্দ্দশীতে সঙ্কল্প করিয়া অমাবস্যাদিনে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করাই বিধি।

প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ।

শাস্ত্রকারগণ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ছয় বৎসর, তিন বৎসর ও সার্দ্ধেক বৎসর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩০টী প্রাজাপত্য করিতে হইলে একবৎসর, পয়তাল্লিশটীতে দেড়বৎসর ও নব্বুইটীতে তিনবৎসর। অধিকাংশ-মতেই প্রাজাপত্যব্রতে গবাদি অথবা তাহার নিষ্ক্রয়স্বরূপ রজত, স্বর্ণ কিংবা তাহার অর্দ্ধ বা একপাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশের এক অংশ উৎসর্গ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ফল, তাম্বূল, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চগব্য, মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময়, দূর্ব্বা, তিল, সমিৎ, দর্ভ, হোমের জন্য ঘৃত, সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা ও অনুজ্ঞাকারী ব্রাহ্মণদিগের পূজার নিমিত্ত দক্ষিণা এই সকল আয়োজন করা চাই।

যাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তিনি প্রথমে চারিজন অথবা একজন ব্রাহ্মণকে সভাসদ্‌রূপে উপবেশন করাইয়া পরে স্নান করিবেন। স্নানান্তে যদি পারগ হন, তবে আর্দ্রবস্ত্রেই ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি কার্য্য করিয়াছ? সত্য বল, মিথ্যা বলিও না! এইরূপ প্রশ্নের পর, কর্ত্তা সভ্যদিগকে গো অথবা বৃষের মূল্যস্বরূপ স্বর্ণ কিংবা তদর্দ্ধ বা তৎপাদ এ সকলের যে কোন একটীর পরিমাণ অনুসারে রজতদ্রব্য দান করিয়া বলিবে আমার পাপ এই। এইরূপ সঙ্কল্পের পর প্রদত্ত দ্রব্য সভ্যগণের সম্মুখে রাখিয়া বলিবে—আমার নাম অমুক, আমি জন্ম প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত জ্ঞান কিংবা অজ্ঞান, কাম বা অকামবশতঃ বহুবার অথবা একবার যে সকল কায়িক, বাচিক, মানসিক, সাংসর্গিক, স্পৃষ্ট বা অস্পৃষ্ট, ভুক্ত বা অভুক্ত, পীত বা অপীত সর্ব্ববিধ পাতক, অতিপাতক, উপপাতক, লঘুপাতক, সঙ্করীকরণ, মলিনীকরণ, পাত্রীকরণ ও জাতিভ্রংশকরণাদি পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্মধ্যে সম্ভাবিত পাপরাশির দূরীকরণের নিমিত্ত কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, আপনারা তাহা আমাকে উপদেশ করুন।

* 'গবামভাবে নিষ্কং স্যাত্তদর্দ্ধং পাদমেব বা॥'

নিষ্কন্তু। সুবর্ণচতুষ্টয়সমতোলিতং রূপ্যং নিষ্কং। রূপ্যপরিমাণে নিষ্কং সুবর্ণাশ্চত্বার ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ। ধেনুঃ পঞ্চভিরাঢ্যানাং মধ্যানাং ত্রিপুরাণিকা। কার্ষাপণৈকমূল্যাঽপি দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতেতি ষটত্রিংশন্মতে। পঞ্চভিঃ পুরাণৈরিতি শেষঃ। পুরাণশ্চ ষোড়শমাষপরিচ্ছিন্নং রজতম্। রক্তিকাখ্যগুঞ্জাপরিমিতঃ কৃষ্ণলঃ। তদ্দ্বয়পরিমিতং রূপ্যং রূপ্যমাষকং। যদ্বা পণষোড়শকং পুরাণঃ পুরাণএব কার্ষাপণশব্দেন কার্ষিক শব্দেন চোচ্যতে। পণস্তু অশীতিরক্তিকাপরিমিতং তাম্রং অশীতিবরাটিকা বা। তাম্রপণ এব কর্ষ উচ্যতে। বৃষে ষট্‌কার্ষাপণা দেয়াঃ। পঞ্চেতি শূলপাণিঃ। কেবলগোমূল্যন্তু পুরাণত্রয়মুত্তমঃ পক্ষঃ। দ্বাত্রিংশৎপণা মধ্যমঃ। একপুরাণোঽধম ইতি গৌড়াঃ॥

'দশকার্ষাপণা ধেনোর্বৃষে পঞ্চদশৈব তু।
দ্বাত্রিংশৎপণিকা গাবো হ্রস্ব বা নতু হীনতা॥' (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

স্বয়ং অশক্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পুত্রাদিকে যদি প্রতিনিধি দেওয়া হয়, তবে তাহাদিগকে "আমার পিতার জন্মাবধি" এই কথা বলিতে হইবে। পূর্ব্বে যে সকল পাপের উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে যদি মহত্তর একটী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কি কার্য্য করিয়াছ, এরূপ প্রশ্নস্থলে আমি অমুকবধ, অমুকভক্ষণ বা অমুক অগম্যাগমন করিয়াছি, ইত্যাদি প্রাকৃত পাপের উল্লেখ করিয়া তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, তাহারই উপদেশ লইবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

তৎপরে ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আমি যে সকল মহাঘোর পাপ করিয়াছি, তাহার সংশুদ্ধির উপায় বিধান করুন। এই বলিয়া নমস্কার করিবে। তৎপরে সভ্যগণ পাপীর সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় করিয়া দিলে, কর্ত্তা চন্দনপুষ্পাদিদ্বারা পুস্তকপূজা ও অনুবাদকপূজা করিয়া নিবন্ধপূজার জন্য কিছু জিনিস রাখিবে ও অনুবাদককে পাপানুসারে দক্ষিণা দিবে। তখন সভ্যগণ পুস্তক বাচনপূর্ব্বক অনুবাদককে বলিবেন। অনুবাদক আবার কর্ত্তাকে বুঝাইয়া বলিবেন, 'পাপনিরাশার্থ সভ্যগণের উপদিষ্ট এই প্রায়শ্চিত্ত এইরূপে করিতে হইবে, এইরূপ করিলে তুমি কৃতার্থ হইবে' বলিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিবেন।

সার্দ্ধাব্দ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, আধানাঙ্গে অগ্নিবিচ্ছেদ-প্রত্যবায়-নিরাশার্থ বিচ্ছেদ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবর্ষে এক একটী কৃচ্ছ্র করিবে। কর্ত্তা 'ওম্' এই অঙ্গীকার করিয়া সভ্যগণকে বিদায় করিবেন। অনন্তর রিক্তার সায়াহ্নে দেশকাল উল্লেখ করিয়া 'অমুকশর্ম্মণো মম জন্ম প্রভৃতি অদ্য যাবৎ জ্ঞানাজ্ঞানমধ্যে সংভাবিতানাং পাপানাং নিরাশার্থং পর্ষদুপদিষ্টং সার্দ্ধাব্দপ্রায়শ্চিত্তং প্রাচোদীচ্যাঙ্গসহিতং অমুকপ্রত্যাম্নায়েনাহমাচরিষ্যে' এই বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে—

'যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
কেশানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি তস্মাৎ কেশং বপাম্যহম্॥'

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিবে। ক্ষৌরাভাবে সার্দ্ধাব্দব্রত দ্বিগুণ করিতে হয় এবং সভ্যগণকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু সধবা স্ত্রী ও পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের ক্ষৌর নিষিদ্ধ। ইহাদের খানিকটা চুল কাটিয়া দিলেই চলিবে। ক্ষৌরকর্ম্মে শিখা কাটিতে নাই, যদি ভ্রমক্রমে শিখা কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার পুনঃসংস্কার আবশ্যক। শিখা কাটিয়া ফেলিলে তাহার স্থানে কুশময় শিখা ব্রহ্মগ্রন্থি করিয়া দক্ষিণকর্ণে রাখিতে হয়। ময়ূখকারের মতে কৃচ্ছ্রাধিকে ক্ষৌরকর্ম্মবিধি, কৃচ্ছ্রন্যূনে ক্ষৌরকর্ম্ম অনাবশ্যক।

ক্ষৌরান্তে গণ্ডূষ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠদ্বারা জিহ্বা উল্লেখন করিবে। মন্ত্র যথা—

"আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো দেহি বনস্পতে॥"

তৎপরে স্নান করিয়া ভস্মাদি দশস্নান করিবে। 'প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ ভস্মস্নানং করিষ্যে' এই সংকল্প করিয়া ভস্ম লইয়া 'ঈশানায় নমঃ' এই মন্ত্রে সেই ভস্ম শিরায়, 'তৎপুরুষায় নমঃ' এই মন্ত্রে মুখে, 'অঘোরায় নমঃ' এই বলিয়া হৃদয়ে, 'বামদেবায় নমঃ' এই বলিয়া গুহ্যে, 'সদ্যোজাতায় নমঃ' বলিয়া উভয়পাদে ও প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া স্নান করিবে, ইহাই ভস্মস্নান। ভস্মস্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক 'অথ গোময়স্নানং করিষ্যে' এই বলিয়া সংকল্প করিয়া গোময় লইয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ হইতে উত্তরদিকে প্রক্ষেপ করিবে, শেষে 'মানস্তোক' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া 'অগমগং চরন্তীনাং' ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে।

'হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপদ্যে ধর্ম্মং মে দেহি যাচিতঃ।
যন্ময়া ভুক্তমধুনা পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ॥
যন্মে মনসা বাচা কর্ম্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতং।
ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনন্তু পুনঃ পুনঃ॥'

পরে 'অবতে হেড়' ও 'প্রসম্রাজে' এই সূক্ত দুইবার উচ্চারণ করিয়া তীর্থপ্রার্থনা করিতে হয়। 'যাঃ প্রবতো নিবত উদ্বত' ইত্যাদি তীর্থ অভিমন্ত্রণ-মন্ত্রে স্নান করিয়া দুইবার আচমন করিবে। 'হিরণ্যশৃঙ্গং' ইত্যাদি তীর্থপ্রার্থনা দশবিধ স্নানেই করিতে হয়। পরে—

'অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥'

এই মন্ত্রে মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া—

'উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥'

এই মন্ত্রে মৃত্তিকা লইয়া—'নমো মিত্রস্য বরুণস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে দেখাইয়া 'গন্ধদ্বারাং' বা 'স্যোনা পৃথিবী' অথবা 'ইদং বিষ্ণু' ইত্যাদি মন্ত্রে শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া স্নান ও দুইবার আচমন করিবে।*

* এখানে কেহ কেহ সবিস্তর মৃত্তিকাস্নান ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

'বলিত্থা পর্ব্বতানাং' ইতি মন্ত্রে ভূমিপ্রার্থনা। 'যা বো রিষৎখনিতা' ইতি মন্ত্রে ভূমিখনন। 'স্যোনা পৃথিবী' ইতি মন্ত্রে মৃদাহরণ। 'অয়ম' ইতি মন্ত্রে দূর্ব্বাগ্রহণ। পরে গায়ত্রীদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ভূমিতে মৃত্তিকা রাখিয়া 'মৃত্তিকাস্নানং করিষ্যে' এই সংকল্প করিবে। তৎপরে মৃত্তিকা

অনন্তর শুদ্ধোদকস্নান। 'আপো অস্মানিতি' এই মন্ত্রে সূর্য্যাভিমুখে, ও 'ইদং বিষ্ণুরিতি' মন্ত্রে প্রবাহাভিমুখে মজ্জন, পরে পঞ্চগব্য ও কুশোদকে ছয় প্রকার স্নান করিতে হয়। 'তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে গোমূত্র স্নান পরে আচমন, 'গন্ধদ্বারাং' এই মন্ত্রে গোময়স্নান, 'আপ্যায়স্ব' এই মন্ত্রে দুগ্ধস্নান, 'দধিক্রাব্ণ' এই মন্ত্রে দধিস্নান, 'ঘৃতমিমিক্ষ' বা 'তেজোসীতি' এই মন্ত্রে ঘৃতস্নান এবং 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রস ইন্দ্রিয়েণাভিষিঞ্চামি ইতি' মন্ত্রে কুশোদকস্নান করিতে হয়। দশবিধ স্নানপ্রয়োগে স্নানত্রয়ান্তে অঘমর্ষণ করিবে। অঘমর্ষণ-তর্পণে মন্ত্র যথা—'ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাঃ তান্ দেবাংস্তর্পয়ামি। ভূর্দেবাংস্তর্পয়ামি। ভুবর্দেবাংস্তর্পয়ামি। স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি। ভূর্ভুবঃস্বর্দেবাং স্তর্পয়ামি। ভূর্ভুবঃ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি নিবীতী। কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ো যে ঋষয়ঃ। তান্ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ভুবর্ঋষীন্ং, স্বর্ঋষীন্ং, ভূর্ভুবঃস্বঋষীন্ং প্রাচীনাবীতী। সোমঃ পিতৃমান্যমোঙ্গিরস্বানগ্নিষ্বাত্তাদয়ো যে পিতরঃ তান্ পিতৄন্ং, ভূঃ পিতৄন্ং, ভুবঃ পিতৄন্ং, স্বঃপিতৄংস্তং, ভূর্ভুবঃস্বঃপিতৄন্ং। শেষে যক্ষতর্পণাদি করিয়া বস্ত্রপরিধান ও তিলক করিবে; পরে আচমন করিয়া দেশকালাদি উল্লেখপূর্ব্বক 'বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তাঙ্গবিষ্ণুশ্রাদ্ধসম্পত্তয়ে শ্রীবিষ্ণূদ্দেশে নত্র্যাধিকযুগ্মব্রাহ্মণভোজনপর্য্যাপ্তামনিষ্ক্রয়ীভূতং দ্রব্যং দাতুমহমুৎসৃজে' এইরূপ বলিবে। অনন্তর চারিজন ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া দান করিবে। 'তেন পাপাপহা মহাবিষ্ণুঃ প্রীয়তাং' পরে 'প্রায়শ্চিত্তং পূর্ব্বাঙ্গগোদানং করিষ্যে', এই সংকল্প করিয়া 'গবামঙ্গেষু' ইত্যাদি মন্ত্রে গোদান বা তন্মূল্যদ্বারা দান করিবে। দেশকালাদি উল্লেখ করিয়া—'প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বাঙ্গহোমং করিষ্যে। তদঙ্গতয়া স্থণ্ডিলোল্লেখনাদ্যগ্নিপ্রতিষ্ঠাপনাদি করিষ্যে।' এইরূপে 'বিটনামানমগ্নিং প্রতিষ্ঠাপয়ামি' শেষে এইরূপ ধ্যান করিয়া 'প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বাঙ্গহোমে দেবতাপরিগ্রহার্থমন্বাধানং করিষ্যে' বলিবে। 'চক্ষুষী আজ্যেনেত্যাদি' মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও প্রজাপতি এই প্রতিদেবতার উদ্দেশে ২৭টী করিয়া ঘৃতাহুতি ও পৃথিবী, বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা, অগ্নি, সোম, সবিতা, প্রজাপতি ও স্বিষ্টকৃত অগ্নি ইহাদিগকে যথোক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার ঘৃতাহুতি দিবে।

আজ্যসংস্কারকালে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া আজ্যের সহিত অগ্নির চারিদিকে বেষ্টন করিবে। তাম্রপাত্রে বা পলাসপত্রে গোমূত্র ত্রিপল বা অষ্টমাষ, গায়ত্রীদ্বারা শ্বেতগাভির গোময় ১৬ মাষ, 'গন্ধদ্বারাং ইতি' মন্ত্রে, পীতা বা কপিলা গোর দুগ্ধ ৭ পল অথবা ১২ মাষ, 'আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে লইয়া, নীলাগোর দধি ৭পল বা ১০ মাষ, 'দধিক্রাব্ণো' ইত্যাদি মন্ত্রে লইয়া কৃষ্ণা গোর ঘৃত একপল বা ৮ মাষ, 'তেজোসি শুক্রমসীতি' অথবা 'ঘৃতং মিমিক্ষে' ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া এবং 'দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে একপল বা ৪ মাষ কুশোদক লইয়া যজ্ঞিয়কাষ্ঠে আলোড়ন করিয়া প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রণ করিবে। ইহার পর "ভূঃ স্বাহা অগ্নয় ইদং। ভুবঃ স্বাহা বায়ব ইদং। স্বঃ স্বাহা সূর্য্যায়েদং। ভূর্ভুবঃ স্বাহা প্রাজাপত্য ইদং।' এইরূপে প্রতি দেবতার উদ্দেশে ২৭ বার ও ১০৮ বার আহুতি দিবে। বিষ্ণুপক্ষে 'ভূঃ স্বাহা বিষ্ণব ইদং। ভুবঃ স্বাহা বিষ্ণব ইদং। ভূর্ভুবঃ স্বাহা বিষ্ণব ইদং।' এইরূপে ১০৮বার আহুতি দিয়া পঞ্চগব্যহোম করিবে। ইহাতে প্রথমে সপ্ত পত্রকুশে পঞ্চগব্য লইয়া 'ইরাবতী ধেনুমতীং স্বাহা পৃথিব্যা ইদংং ১ ইদং বিষ্ণুং বিষ্ণব ইদং ২ মানস্তোং রুদ্রায় ৩ ব্রহ্মযজ্ঞাং, ব্রহ্মণ ইং ৪ ব্রহ্মস্থানে শন্নোদেবীতি ইত্যাদি মন্ত্রে, 'অগ্নয়ে স্বাহা অগ্নয় ইদং। সোমায় স্বাহা সোমায়েদং। তৎসবিতুর্বরেণ্যংং, সূর্য্যায়েদংং।' প্রজাপতির উদ্দেশে—ওঁ স্বাহা প্রজাপতয় ইদংং অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইদং' এইরূপে দশবার কেবল আজ্যের পঞ্চগব্যাহুতি দিবে। যদস্যেতি মন্ত্রে স্বিষ্টকৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম শেষ করিবার পর ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া 'ব্রতগ্রহণং করিষ্যে' এইরূপ বলিবে, ব্রাহ্মণও আজ্ঞা করিবেন, 'কুরুষ্ব'।

'যত্বগস্থিতং' ওঁম্ উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চগব্য গ্রহণ করিবে, পরে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিবে। অশক্ত হইলে গোমূত্রাদি অল্প লইবে। গ্রামের বাহিরে নদীতীরে নক্ষত্রদর্শনে এইরূপ করিতে হয়। নিশামুখে তারকাদর্শনে ব্রত করিবে। মুমূর্ষুর পক্ষে আর বাহিরে আসিতে হয় না, এই দিন তাহাকে উপবাস করিতে হয়। উপবাসে অশক্ত হইলে হবিষ্যভোজন।

গৃহে আসিয়া প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংকল্পিত প্রত্যাম্নায় অনুসারে উত্তরাঙ্গ করিবে। গোর অভাবে তাহার মূল্য রজতাদি দানকালে পঞ্চগব্য পান করিয়া—

'ইদং সার্দ্ধাব্দে পঞ্চচত্বারিংশৎ কৃচ্ছ্র প্রত্যাম্নায়গোনিষ্ক্রয়ীভূতং প্রতিকৃচ্ছ্রং নিষ্কতদর্দ্ধতদর্দ্ধান্যতমপ্রমাণং রাজতদ্রব্যং নানানামগোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঃ দাতুমহমুৎসৃজে।' এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া 'আচীর্ণস্যামুখ প্রায়শ্চিত্তস্য সাঙ্গতার্থমুত্তরাঙ্গানি করিষ্যে।' এই বলিয়া হোমপূর্ব্বক 'স্থণ্ডিলাদি করিষ্যে।' এই সংকল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ

কুশোদকে প্রোক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক চারিদিকে নিক্ষেপ করিবে, পরে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে হয়। 'সহস্রশীর্ষা' ইতি মন্ত্রে মস্তকে, 'অক্ষিভ্যাংতে নাসিকা' ইতি মন্ত্রে মুখে, 'গ্রীবাভ্যস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রীবায় 'আন্ত্রেভ্যঃ' এই মন্ত্রে হৃদয়ে, 'নাভ্যামাক্তিয়' এই মন্ত্রে নাভিতে, 'ক্ষমিন্দ্রসন্তোষমঃ।' এই মন্ত্রে কক্ষদ্বয়ে; 'যঃ কুক্ষিঃ' এই মন্ত্রে কুক্ষিতে, 'বহ্নীনাং পিতেতি' মন্ত্রে পৃষ্ঠে, 'মেহসাধনং করণাদিতি' মন্ত্রে জানুদ্বয়ে, 'এতাবাসস্যেতি' মন্ত্রে পাদদ্বয়ে, 'যস্য বিশানি হস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে হস্তদ্বয়ে, 'অঙ্গাদঙ্গাদিতি' পুরুষসূক্তে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে হয়।

বিষ্ণুশ্রাদ্ধ ও গোদান করিবে। এখানে আর পঞ্চগব্যহোম করিতে হয় না। সমর্থের পক্ষে গোভূমি ও হেমাদি দশদান কর্ত্তব্য। অশক্তের পক্ষে হিরণ্যদান।

উপরে যে সার্দ্ধাঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিখিত হইল, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই, সমস্তই অমন্ত্রক করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করা উচিত। পিতা জীবিত থাকিলেও প্রায়শ্চিত্তকর্ত্তা পুত্র পিতাকে বাদ দিয়া উক্ত শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। স্ত্রীলোক-দিগের পক্ষে পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, এই জন্য তাহারা ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

সর্ব্বপাপপ্রায়শ্চিত্তবিধি।

মহাপাতকাদি সকল প্রকার অজ্ঞানকৃত পাপে অসমর্থের পক্ষে সকল প্রায়শ্চিত্তই ষড়ব্দ, সমর্থের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, জ্ঞানকৃত পাপে অসমর্থের পক্ষে ত্রিগুণ, অভ্যাসীর পক্ষে চতুর্গুণ, অত্যন্ত বা নিরন্তর অভ্যাসে পঞ্চগুণ, বহুকালাভ্যাসে ছয়গুণ।

উপপাতক অজ্ঞানকৃত হইলে অসমর্থের পক্ষে দুই অব্দ, অভ্যাসে দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত হইলে অসমর্থের পক্ষে ত্রিগুণ, অভ্যাসে চতুর্গুণ, নিরন্তর অভ্যাসে পঞ্চগুণ ও বহুকালাভ্যাসে ছয় গুণ।

অজ্ঞানে প্রকীর্ণপাপে অসমর্থের পক্ষে একাব্দ, অভ্যাসে দ্বিগুণ। তৎপরে পূর্ব্ববৎ।

ক্ষুদ্রপাপে পূর্ব্ববৎ কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র বা চান্দ্রায়ন। অতি সামান্যপাপে ১২ বা ৩৬বার প্রাণায়াম। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে অমন্ত্রক।

খর বা উষ্ট্রযানে গমনকারী, নগ্নস্নায়ী, নগ্নাবস্থায় ভোক্তা, ও দিবাভাগে স্বদারগামী সচেলস্নানপূর্ব্বক প্রাণায়ামদ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলে স্নানমাত্র। অভ্যাসে ৪টী প্রাণায়াম। চতুরধিক অভ্যাসে এক উপবাস। অত্যন্ত অভ্যাসে ত্রিরাত্র। ইচ্ছাপূর্ব্বক খর বা উষ্ট্রারোহী বিপ্রের দ্বিগুণ।

গুরু, দেব, বিপ্র, আচার্য্য, মাতা, পিতা ও রাজার প্রতি-বাদে, আক্রোশে, অতিক্রমে ও পৈশুন্যে জিহ্বাদাহ ও হিরণ্যদান; অভ্যাসে সহস্র গায়ত্রীজপ, অজ্ঞানকৃত হইলে প্রাজাপত্য করিয়া স্নান ও গুরুকে তুষ্ট করিয়া পবিত্র হইবে।

শূদ্রের বিপ্রাতিক্রমাদিতে সপ্তরাত্র উপবাস, ক্ষত্রিয়াতিক্রমে এক উপবাস। বিপ্রকে মারিবার ইচ্ছায় দণ্ড তুলিলে কৃচ্ছ্র, দণ্ডাঘাতে অতিকৃচ্ছ্র, আঘাতে বিপ্রের রক্তপাত হইলে বা অভ্য-ন্তর রক্তে বা ত্বক্‌ছেদে কৃচ্ছ্র, অস্থিভেদে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গ কর্ত্তনে পরাক। অঙ্গচ্ছেদনে দশ গোদান, জ্ঞানতঃ হইলে দ্বিগুণ বা ২০ গোদান এবং সর্ব্বস্থলেই বিপ্রের পদাঘাত লইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। জলে বা আগুনে না জানিয়া কোন পীড়িত ব্যক্তির বিষ্ঠামূত্র স্পর্শ করিলে সচেল স্নানপূর্ব্বক গোস্পর্শ, জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে উপবাস করিয়া সচেলস্নান; জ্ঞানতঃ অভ্যাসে তিন উপবাস, অনাপদে তিন সন্ধ্যাস্নান ও তিনটী অঘ-মর্ষণ; কিন্তু অনার্ত্ত ব্যক্তির বিন্মূত্র হইলে বা অত্যন্ত অভ্যাস থাকিলে তপ্তকৃচ্ছ্র। জল ভিন্ন প্রস্রাবাদি করিলেও ঐরূপ। নির্জ্জল অরণ্যে শৌচে যাইলে সবস্ত্রস্নান, মূত্রাদির বেগধারণে অষ্টোত্তর শত জপ, শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মলোপে উপবাস, সূর্য্যোদয়ের পর সুস্থ দেহে স্বেচ্ছায় নিদ্রা যাইলে সাবিত্রীজপ ও উপবাস, সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রা যাইলে রাত্রিজাগরণ, সাবিত্রীজপ ও নিরাহার। জীর্ণ ও মলযুক্ত বস্ত্রধারণাদিতে ও স্নাতকের ব্রতলোপে উপবাস ও অষ্টশত জপ। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে একটীর লোপে আতুরের পক্ষে উপবাস ও ধনীর পক্ষে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ। আহিতাগ্নির পর্ব্বক্রিয়া লোপে ঐরূপ। স্নান বিনা ভোজনে এক উপবাস ও সমস্ত দিন জপ। ঋতুকালে ভার্য্যাগমন না করিলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ; অনিচ্ছায় হইলে শত প্রাণায়াম। নিজ ভার্য্যাকে ক্রোধবশে ব্যাভিচারিণী বলিলে বর্ণানুসারে নবরাত্র, ষড়্‌রাত্র ও ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্র; গৌড়দিগের মতে সকলের প্রাজাপত্য। দান করিয়া আবার গ্রহণ করিলে ঋষিচান্দ্রায়ণ। একপঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনুরাগপ্রযুক্ত একজনকে বেশী ও একজনকে কম দিলে প্রাজা-পত্য। নদীর সেতু কাটিয়া দিলে ও কন্যার বিঘ্ন করিলে চান্দ্রা-য়ণ। পতিত ম্লেচ্ছাদির সহিত বা ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিলে, ভার্য্যা অন্ন বা ধনলাভে বিঘ্ন জন্মাইলে সংবৎসর-ব্রত; দ্বিজের যজ্ঞোপবীত বিনা ভোজন ও জলপানে নক্তব্রত, কেবল জলপানে ত্রি-প্রাণায়াম। ইচ্ছাপূর্ব্বক একার্য্য করিলে উপবাস। উচ্ছিষ্ট জানিয়াও পান ভোজন করিলে উপবাস। দ্বিজ যজ্ঞোপবীত বিনা জ্ঞানপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ বা আহারাদি করিলে 'ময়ি তেজ' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ করিবেন। নিমন্ত্রিতের অন্যত্র ভোজনে ত্রিরাত্র; অনিচ্ছায় ঘটিলে সদ্য উপবাস। নিম-ন্ত্রণ করিয়া নিমন্ত্রিতকে না খাওয়াইলে যতিচান্দ্রায়ণ। অদণ্ডের দণ্ড দিলে পুরোহিতের কৃচ্ছ্র ও রাজার ত্রিরাত্র। বিষ্ণু ও গরুড়ের মধ্য দিয়া গমনে দ্বিজের সান্তপন।

ক্ষত্রিয়ের রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে সংবৎসরব্রত, ফলপ্রদ বৃক্ষচ্ছেদেও এইরূপ। নীলবস্ত্র বা পয়চুলা পরিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। নীলী মধ্য গমনে তিন প্রাণায়াম। নীলীবৃক্ষের কাষ্ঠে দন্তধাবনে নীলবস্ত্রধারণব্রত। নীলীবস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অন্ন-দানে দাতা ও ভোক্তার সান্তপন। অপাঙ্‌ক্তেয়ের সহিত পঙ্‌ক্তি-ভোজনে উপবাস ও পর পরদিন পঞ্চগব্যপান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে নমস্কার করিলে ব্রাহ্মণের উপবাস ও শূদ্রকে অভিবাদন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস। অনাপদকালে শিক্ষায়

ভিক্ষা করিলে গৃহস্থের দশরাত্র বজ্রকৃচ্ছ্র সম্বন্ধি দ্রব্যপান। আপদে ত্রিরাত্র। মৃন্ময় প্রতিমা বা দেবালয়াদি ভঙ্গে আজ্যাহুতি ও ব্রাহ্মণভোজন। তবে প্রতিমা-তারতম্যে দণ্ডপ্রায়শ্চিত্তের ভেদ আছে। দারিদ্র্য, ক্রোধ বা মাৎসর্য্যাদি প্রযুক্ত ভর্ত্তার অতিক্রমে অতিকৃচ্ছ্র। পর্ব্বদিনে মৈথুনে সবস্ত্রস্নান ও বারুণীমার্জ্জন। শ্রাদ্ধদিনে মৈথুনে উপবাস। রজস্বলা স্বপত্নীগমনে তিন উপবাস ও চতুর্থ দিনে ঘৃতভোজন। কামতঃ হইলে সপ্তরাত্র উপবাস। অকামে অথচ অভ্যাসে কৃচ্ছ্র ও অত্যন্ত অভ্যাসে মাসিকব্রত। মতান্তরে ত্রৈবার্ষিক। কামতঃ অভ্যাসে প্রথম দিনে পরাক, দ্বিতীয়ে সান্তপন ও তৃতীয়ে প্রাজাপত্য। অকামে রেতঃসেক করিলে মহাব্যাহৃতিহোম, ছয়মাসের পর গর্ভিণীগমনেও ঐরূপ। কামতঃ রেতঃসেক করিলে ৩ প্রাণায়াম ও সহস্র গায়ত্রীজপ। বাণপ্রস্থ যতির চান্দ্রায়ণ; গৃহস্থের বারুণীদ্বারা মার্জ্জন। স্বপ্নে রেতঃসেক করিলে সূর্য্যকে তিনবার নমস্কার ও ৩টী অঘমর্ষণ। ব্রহ্মচারীর রেতস্খলনে স্নান করিয়া সূর্য্যপূজা ও 'ত্রিঃ পুনর্মামেতি' এই ঋকমন্ত্রজপ। কামতঃ রেতঃপাতে সংবৎসরব্রত। দিবানিদ্রা, নগ্নস্ত্রীদর্শন, নগ্ননিদ্রা, শ্মশানাক্রমণ, হয়ারোহণ ও দুর্জ্জনস্পর্শে নক্তভোজন। গর্ভাধানাদি চূড়ান্ত সংস্কারের কোন একটীর লোপে পাদকৃচ্ছ্র, অনাপদে দ্বিগুণ; প্রায়শ্চিত্তের পর সংস্কার কর্ত্তব্য। সংবৎসর নিত্য ক্রিয়ালোপে ষষ্টিপ্রাজাপত্য, অনিচ্ছায় হইলে তপ্তকৃচ্ছ্র। নিষিদ্ধ কাষ্ঠে দন্তধাবন করিলে গোদর্শন। ব্রতগ্রহণকারীর প্রমাদবশে ব্রতভঙ্গ হইলে তিনটী উপবাস, পরে পুনর্ব্রতগ্রহণ। বিপ্রের ছয়মাস ক্ষাত্রবৃত্তিদ্বারা ধনার্জ্জনে চান্দ্রায়ণ, ৬ মাস বৈশ্যবৃত্তি ও সদ্য শূদ্রবৃত্তিগ্রহণে পুনরুপনয়নপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র। শূদ্রের দ্বিজকর্ম্মকরণেও কৃচ্ছ্র ও তদ্ধনত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত। স্ত্রীধনদ্বারা জীবনধারণে স্ত্রীকে ধনদান করিয়া চান্দ্রায়ণ। ভার্য্যার মুখমৈথুনে কৃচ্ছ্র, গোযানে গমনকালে মৈথুনাচরণে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ, অনিচ্ছায় হইলে স্নানমাত্র। বস্তিকর্ম্মে, প্রচ্ছর্দ্দন ও বিরেচন অভ্যাসে শিশুকৃচ্ছ্র, অনভ্যাসে স্নানমাত্র। দেবালয়ের শিলা লইয়া স্বগৃহনির্ম্মাণে কৃচ্ছ্র ও যতি সান্তপন। গুরুর কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা সম্পন্ন না করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রের সহিত চান্দ্রায়ণ। ভোজনকালে কথা কহিলে সেই অন্নত্যাগ। শ্রাদ্ধোপবাসাদি নিষিদ্ধ দিনে দন্তধাবন করিলে শতবার গায়ত্রীজপ ও অম্বুমাত্রপান।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত না বিবাহ হয়, পিতাকে ঋতুর দিন হইতে গণিয়া যতদিন হইবে, ততগুলি গোদান, অসমর্থপক্ষে সুবর্ণশৃঙ্গাদিযুক্ত একটী গোদান করিয়া ৩ দিন উপবাস, চতুর্থরাত্রে দুগ্ধমাত্র আহার, পরে নিবৃত্তরজস্কা দান করিবেন। সেই কন্যার পাণিগ্রহণকারী বরকেও কুষ্মাণ্ডমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতাহুতি দিতে হয়। বিবাহহোমকালে বা বিবাহের সময় রজোদর্শন হইলে স্নান করাইয়া 'তাং পূজানেতি' এই তৈত্তিরীয় মন্ত্রে হোম করিয়া বিবাহ করিবে।

মদ্য, বিষ্ঠা, মূত্র বা পূতিগন্ধের আঘ্রাণে ত্রিপ্রাণায়াম, দর্শনে ও স্পর্শনে স্নান ও ঘৃতাশন, উচ্ছিষ্ট সুরাস্পর্শে স্নান ও পঞ্চগব্য পান, তৎঘ্রাণে ত্রি-প্রাণায়াম। মদিরা দান বা স্পর্শে বা প্রতিগ্রহণে স্নান ও তিন দিন কুশোদকপান। সংক্রান্ত্যাদিতে স্নান না করিয়া ভোজন করিলে অষ্টসহস্র-গায়ত্রীজপ।

ব্রাহ্মণের শূদ্রাদি স্পর্শে উপবাস। চাণ্ডালাদি স্পর্শে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস। ইচ্ছা করিয়া চাণ্ডালাদি স্পর্শে চান্দ্রায়ণ, তাহার অভ্যাসে দ্বিগুণ। রজকাদি স্পর্শে তদর্দ্ধ।

নৈমিত্তিক স্নান না করিয়া ভোজনে অষ্টশত গায়ত্রীজপ।

অমেধ্যাদি অস্পৃশ্যের স্পর্শে স্নান করিয়া ভোজনে গৃহস্থের ত্রিরাত্র উপবাস এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক হইলে ছয় রাত্রি। স্নানে স্বপাকাদি স্পর্শে স্নান না করিয়া ভোজনে ত্রিরাত্র, হস্তস্থিত কবলাদি ভোজনে, অব্রাহ্মণসমীপভোজনে, দুই পঙ্ক্তিতে ভোজন করিলে, বালকদিগকে ছাড়িয়া ভোজনে এবং শূদ্রহস্তে না জানিয়া পান ভোজনে নক্তব্রত, জানিয়া পানভোজন করিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। শূদ্রপংক্তিতে ভোজনে দুই উপবাস। ব্রাহ্মণের আচমন না করিয়া ভক্ষণে অষ্টশত জপ এবং ভোজনে উপবাস। অভ্যাসে সহস্র গায়ত্রীজপ। ভোজনকালে মস্তকে বিষ্ঠাদি পড়িলে অন্নত্যাগ করিয়া নদীতে স্নান ও ত্রি-প্রাণায়াম। ঋতুকালে ভূমে ভোজন করিলে অহোরাত্র যাবকাহার ও পঞ্চগব্যপান। ভোজনকালে চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ দর্শনে ভোজনত্যাগ। আচমনপূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ভোজনত্যাগ না করিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। চণ্ডালাদির উচ্ছিষ্টস্পর্শে পূর্ণপ্রাজাপত্য। চাণ্ডালের উচ্ছিষ্ট অন্নস্পর্শে চান্দ্রায়ণ, রজকাদির উচ্ছিষ্ট স্পর্শে ত্রিরাত্র ঘৃতপান। অপরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে ত্রিরাত্র স্নান। ভোজনকালে রজস্বলায় স্পর্শ করিলে শিশুকৃচ্ছ্র ও শতপ্রাণায়াম। ভোজনকালে মলনির্গম হইলে শৌচ করিয়া উপবাস ও পঞ্চগব্যপান জানিয়া শুনিয়া পীতাবশিষ্ট মুখনির্গত জলপানে অভ্যাস থাকিলে চান্দ্রায়ণ অথবা পরাক। না জানিয়া শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস। অজ্ঞাতভাবে কাহারও গৃহে চণ্ডাল থাকিলে এবং না জানিয়া তাহার অন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্য। জানিয়া ভোজন করিলে পরাক। রজস্বলা, সূতিকা, অশ্ব, শূকর, পতিত, কুণি, কুষ্ঠী ও কুনখী স্পৃষ্ট অন্ন জানিয়া ভোজন করিলে কায়, না জানিয়া ভোজন করিলে তদর্দ্ধ। বামহস্তে অন্নভোজন ও এক পংক্তিতে ভোজনকালে একজন উঠিয়া গেলে পরও ভোজন করিলে উপবাস, নক্তব্রত ও পঞ্চগব্যপান।

বিড়াল, কাক, ইন্দুর, নকুল ও গবাদির উচ্ছিষ্ট অন্নভোজনে ব্রাহ্মীরস, অধিকভোজনে এক উপবাস, পূর্ণাহারে ত্রিরাত্র উপবাস। স্বেচ্ছায় হইলে পাদকৃচ্ছ্র; অভ্যাসে কৃচ্ছ্র। কুকুরের উচ্ছিষ্টভোজনে একমাত্র যাবকব্রত। বিপ্রের শূদ্রগৃহে ভোজনে মনস্তাপে শুদ্ধি। ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করিলে শতজপ; কিন্তু শূদ্রপাত্র ভিন্ন অপর পাত্রে ভোজন করিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। বট, আকন্দ, অশ্বত্থ, কুম্ভী, তিন্দুক, কোবিদার, কদম্ববল্লী, পলাশ ও ব্রহ্মবৃক্ষপত্রে ভোজনে চান্দ্রায়ণ। বাণপ্রস্থ যতির পদ্মপত্রে ভোজনে চান্দ্রায়ণ। শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের উপবীত ছেদনে মন্ত্রপূত করিয়া অন্য উপবীত ধারণ, উপবাস ও শতবার গায়ত্রীজপ। যজ্ঞোপবীত ছেদনে দুই মহাসান্তপন। গোবিপ্রচাণ্ডালাদিহত, উদ্বদ্ধ, গরদ, আত্মঘাতী, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, বিষবহ্নি-জল-বিদ্যুৎ-সরীসৃপ-হত সঙ্করজাতি ও পতিতের শববহনে, দহনে ও উদকদানাদি ক্রিয়াকরণে তপ্তকৃচ্ছ্র। অনিচ্ছায় করিলে গোমূত্র ও যাবকাহারদ্বারা কৃচ্ছ্র। শূদ্রশবানুগমনে দ্বিজের স্নান ও অষ্টোত্তর শতগায়ত্রীজপ, দ্বিজপ্রেতানুগমনে অষ্টশত, শূদ্রের পক্ষে স্নানমাত্র। আত্মহত্যা প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় মরণে তৎপুত্র কর্ত্তৃক তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়াত্মক চান্দ্রায়ণ করিয়া পরে তাহার ক্রিয়া হইবে। তবে ক্রোধবশে আত্মহত্যা করিলে ত্রিরাত্র উপবাস। পতির অনুগমনকালে যদি কোন নারী চিতা হইতে উঠিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার প্রাজাপত্য করিতে হয়। বিপ্রশূদ্ররজস্বলাস্পর্শে বিপ্রার কৃচ্ছ্র ও শূদ্রার পাদকৃচ্ছ্র, চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ ও পতিত শবাদি জানিয়া স্পর্শ করিলে রজস্বলার প্রথম দিনে দ্বিরাত্র, দ্বিতীয় দিনে একাহ, চতুর্থ দিনে নক্তব্রত, না জানিয়া স্পর্শ করিলে উপবাসমাত্র শুদ্ধি।

এ গুলি সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। এতদ্ভিন্ন গোবধ, অস্থিভঙ্গ, পালননিমিত্ত বধ, ব্রাত্য, স্তেয়, ঋণ, অপাকরণ, অনাহিতাগ্নিতা, অপণ্যাদিক্রয়, পরিবেদন, ভৃতকাধ্যয়ন, পারদার্য্য, অপগম্যা, স্ত্রী শূদ্রবৈশ্যক্ষত্রবধ, দ্রুমাদিচ্ছেদন, ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ, অভিশংসি, পুত্রকন্যাবিক্রয়, অখাদ্যখাদন, অযাজ্যযাজন, পিতৃমাতৃসুতত্যাগ, অন্ত্যজ-স্ত্রীগমন-ভোজন, গোমাংসভক্ষণ, ভার্য্যাকে মাতৃসম্বোধন, উপবীতচ্ছেদন প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেক, রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও কাশীনাথের প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তসমূহের উল্লেখ আছে—

১ প্রাজাপত্য বা কৃচ্ছ্র, ২ পাদোনকৃচ্ছ্র, ৩ কৃচ্ছ্রার্দ্ধ, ৪ পাদকৃচ্ছ্র, ৫ অতিকৃচ্ছ্র, ৬ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, ৭ তপ্তকৃচ্ছ্র, ৮ পর্ণকৃচ্ছ্র, ৯ সৌম্যকৃচ্ছ্র, ১০ বারণকৃচ্ছ্র, ১১ শ্রীকৃচ্ছ্র, ১২ যাবককৃচ্ছ্র, ১৩ জলকৃচ্ছ্র, ১৪ ব্রহ্মকূর্চ্চ, ১৫ পরাক, ১৬ সান্তপন, ১৭ মহাসান্তপন, ১৮ চান্দ্রায়ন, ১৯ পিপীলিকামধ্যচান্দ্রায়ন, ২০ যবমধ্যচান্দ্রায়ন, ২১ শিশুচান্দ্রায়ন, ২২ যতিচান্দ্রায়ন, ২৩ ঋষিচান্দ্রায়ন ও ২৪ সোমায়ন। নিম্নে সংক্ষেপে এই প্রায়শ্চিত্তব্রত সমূহের ব্যবস্থা লিখিত হইল :—

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পূর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
প্রাজাপত্য।	তিনদিন প্রাতে, তিন দিন সায়ংকালে, তিনদিন না চাহিয়া যাহা পাইবে, এইরূপে তিন বা পাঁচ দিন কুক্কুটাণ্ড সদৃশ গ্রাস, ফল, মূল, ও জল খাইয়া উপবাস। জপশীলের পক্ষে বারহাজার গায়ত্রীজপ, সহস্র তিলহোম, ঘৃতাহুতি ও প্রাণায়াম দুই দুই শত, ১২টী ব্রাহ্মণভোজন। তীর্থোদ্দেশে যোজনযাত্রা।	দুগ্ধবতী ১ ধেনুদান।*
পাদোন কৃচ্ছ্র।	দুইদিন প্রাতে, দুই দিন সায়ংকালে ও দুইদিন অযাচিতভাবে আহার, দুই দিন উপবাস।	
কৃচ্ছ্রার্দ্ধ	একদিন প্রাতে, এক দিন সায়ংকালে, দুইদিন অযাচিতভাবে আহার, দুইদিন উপবাস।	
শিশুকৃচ্ছ্র	একদিন প্রাতে, ১ দিন সায়ংকালে, ১ দিন অযাচিতভাবে আহার ও ১ দিন উপবাস।	
অতিকৃচ্ছ্র	তিনটী প্রাজাপত্যের মত—অর্থাৎ ৯দিন করিয়া পাণি-পূরান্ন ভোজন ও উপবাসাদি।	৩ ধেনুদান মতান্তরে ২ ধেনু।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র	২১ দিন কেবল জলপান। মতান্তরে অতিকৃচ্ছ্রের দ্বিগুণ বা ৬টী প্রাজাপত্যের সমান।	৬ ধেনুদান।
তপ্তকৃচ্ছ্র	তিন দিন করিয়া উষ্ণ জল, ক্ষীর ও ঘৃতপান। ইহাতে ৬পল জল, ত্রিপল ক্ষীর ও ১ পল ঘৃত হইবে।	২ দুগ্ধবতী ধেনুদান মতান্তরে ৪ ধেনু।

* ধেনুর অভাবে তাহার মূল্য দান। ধেনুমূল্যের ব্যবস্থা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পূর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
শীতকৃচ্ছ্র	তপ্ত কৃচ্ছ্রবৎ, কেবল তপ্তের স্থলে শীতল ব্যবস্থা।	
পর্ণকৃচ্ছ্র	৫ দিন সাধ্য, প্রত্যহ পলাশ, উডুম্বর, পদ্ম, বিল্বপত্র ও কুশোদকপান। ত্রিরাত্র উপবাসান্তে উক্ত পলাশাদি পঞ্চকাথোদক পান। গোমূত্র ১ পল, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাত্রা, ক্ষীর ৭ পল, দধি তিন পল, ঘৃত ১ পল, কুশোদক ১ পল। গায়ত্রীমন্ত্রে শোধন করিয়া এই পঞ্চগব্য স্নান। 'ইদং বিষ্ণুর্মানস্তোকে বশর্ত্তী' ইত্যাদি মন্ত্রে হোম।	অর্দ্ধ ধেনু।
সান্তপনকৃচ্ছ্র	৬ রাত্র উপবাস।	
পরাক	১২ রাত্র উপবাস।	৫ ধেনু, মতান্তরে ২ আবার কাহারও মতে ৩ ধেনু-দান।
সৌম্যকৃচ্ছ্র	১ম দিন প্রাণরক্ষার জন্য তিলপিণ্ড, ২য়ে ওদনস্রাব, ৩য়ে ঘোল, ৪র্থে জল ও ৫ম দিনে ছাতু খাইবে, ৬ষ্ঠ হইতে ৮ দিন পর্য্যন্ত উপবাস। মতান্তরে তিল পিণ্ডাদির প্রত্যেকটী ৩ দিন করিয়া ১৫ দিন ও ৬ দিন উপবাস, ইহার মধ্যে দুই দিন বায়ুভক্ষণ। এইরূপে একবিংশতিরাত্র সাধ্য।	১ ধেনু।
বারুণকৃচ্ছ্র	মাস ধরিয়া ছাতু ও জলপান।	১ ধেনু।
শ্রীকৃচ্ছ্র	গোমূত্র, গোময় ও যাবক প্রত্যেকটী তিন দিন করিয়া পান।	১ ধেনু।
যাবককৃচ্ছ্র	সপ্তরাত্র, পক্ষ বা মাস ধরিয়া যবোদকপান।	
জলকৃচ্ছ্র	অনশনে অহোরাত্র জলে বাস।	
বজ্রকৃচ্ছ্র	গোময় যাবক পান।	

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পূর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
সান্তপন।	পূর্ব্বদিন পঞ্চগব্যমাত্র পান, পরদিনে উপবাস।	১ পুরাণদান।
প্রতিসান্তপন	তিন দিন পঞ্চগব্য পান, ৪র্থ দিনে উপবাস। হোম করিতে হয়। মতান্তরে ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিনে উপবাস।	
মহাসান্তপন	১ গোমূত্র, ২ গোময়, ৩ দুগ্ধ, ৪ দধি, ৫ ঘৃত ও ৬ কুশোদক, প্রত্যেকটী এক এক দিন পান, ৭ম দিবসে উপবাস। মতান্তরে গোমূত্রাদি প্রতি দ্রব্য ৩ দিন করিয়া পান ও শেষ ৩দিন উপবাস, এই একবিংশতি রাত্রসাধ্য।	২ ধেনু। মতান্তরে দেড় গো।
অতিসান্তপন	পঞ্চগব্যের প্রত্যেকটী ২ দিন করিয়া পান, শেষ ২ উপবাস এই দ্বাদশরাত্র।	
চান্দ্রায়ণ।	কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে	৮ ধেনু।
পিপীলিকামধ্য	আমলকী প্রমাণ ১৪ গ্রাস আরম্ভ করিয়া পরে প্রত্যহ এক এক করিয়া কমাইয়া চতুর্দ্দশী দিন এক গ্রাস মাত্র আহার করিবে, অমাবস্যায় উপবাস। পরে শুক্ল প্রতিপদে ১ গ্রাস, ২য়ায় ২ গ্রাস, এই ক্রমে পূর্ণিমান্ত পর্য্যন্ত বাড়াইয়া যাইবে।	দক্ষিণা ৮টী বৃষভ। শূলপাণির মতে ৭।।০ ধেনু। দরিদ্রের পক্ষে ৩টী প্রাজাপত্য।
যবমধ্য-চান্দ্রায়ণ	শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে এক গ্রাস আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমান্ত পর্য্যন্ত বাড়াইবে, আবার কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে কমাইতে থাকিবে। একাদশী ব্রতভঙ্গেও দোষ হয় না।	
যতি-চান্দ্রায়ণ	৪টী প্রাজাপত্যের সমান। ইহাতে প্রতি মধ্যাহ্নে আট আটটী করিয়া পিণ্ড ভক্ষণ করিবে। হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় থাকিবে।	
শিশুচান্দ্রায়ণ	সমাহিত চিত্তে ৪টী	

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পূর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।	প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পূর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
ঋষিচান্দ্রায়ণ	প্রাতে ও ৪টী পিণ্ড সূর্য্যাস্তকালে খাইবে। একমাস হবিষ্যাশী ও নিয়মেথাকিয়া তিন তিনটী পিণ্ড খাইবে।	৩টী ধেনু মতান্তরে ৪টী ধেনু।		সপ্তরাত্র ও ১টী স্তন হইতে সপ্তরাত্র এবং ত্রিরাত্র বায়ু ভক্ষণ। প্রথম দুইটী ছাড়া সকল চান্দ্রায়ণই প্রতিপদ্ ব্যতীত আর সকল দিনেই আরম্ভ করিবে।	
সোমায়ন চান্দ্রায়ণ	গোর ৪টী স্তন হইতে সপ্তরাত্র, ৩টী স্তন হইতে সপ্তরাত্র, দুটী স্তন হইতে				

অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, মলাবহ পাপ ও প্রকীর্ণকভেদে প্রায়শ্চিত্তেরও তারতম্য আছে। অতিপাতকে পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত, মহাপাতকে তাহার অর্দ্ধ, আবার প্রকীর্ণক পাপে অতিপাতকের এক অষ্টমাংশ করিতে হয়। নিম্নে কএকটীর ব্যবস্থা দেওয়া হইল—

অতিপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণীদান।	দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণের মাতৃ, দুহিতৃ, বা স্নুষাগমন।	অজ্ঞানে দ্বিগুণ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, জ্ঞানতঃ তাহার দ্বিগুণ।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কার্ষাপণ বা তন্মূল্যের স্বর্ণাদি।	২০০ গো, অসমর্থে ২০০ কাহন কড়ি।
ক্ষত্রিয়বৈশ্য শূদ্রদিগের মাতৃ, দুহিতৃ বা স্নুষা গমন।	অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ। অথবা চতুর্বিংশতি বার্ষিকব্রত। কামতঃ ইহার দ্বিগুণ। মাতৃ-প্রভৃতিরও এই রূপ ব্রত কর্ত্তব্য।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন কড়ি বা তন্মূল্যের স্বর্ণাদি।	২০০ গো। অশক্তে ২০০ কাহন কড়ি।
মহাপাতক।				
অকামে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মবধ।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০কাহন বা তন্মূল্যের স্বর্ণাদি।	১০০ গো। অশক্তে ১০০ কাহন।
কামতঃ ঐ	মরণ, অশক্তে দ্বিগুণ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন কড়ি।	২০০ গো।
জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভবধ।	ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানে ইহার অর্দ্ধ।			
জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শক্র ব্রাহ্মণবধ।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো বা ১০০ কাহন।
অনিচ্ছায় ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রহ্মবধ।	২৪ বার্ষিক ব্রত।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন।	২০০ গো, অশক্তে ২০০ কাহন।
অনিচ্ছায় বৈশ্যকর্ত্তৃক ব্রহ্মবধ।	৩৬ বার্ষিক ব্রত, স্বেচ্ছায় তাহার দ্বিগুণ।	৫৪০ ধেনু।	১৬২০ কাহন।	৩০০ গো। অশক্তে ৩০০ কাহন।
অনিচ্ছায় শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবধ।	৪৮ বার্ষিক ব্রত। স্বেচ্ছায় ইহার দ্বিগুণ।	৭২০ ধেনু।	২১৬০ কাহন।	৪০০ গো।

উপপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণীদান।	দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণের সুরাপান।	যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু হয়, সে পর্য্যন্ত অগ্নিবৎ উষ্ণ সুরা, গো-মূত্র, জল বা দুগ্ধ পান। ২৪ বার্ষিকব্রত, অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন।	২০০ গো।
ক্ষত্রিয়ের পৈষ্টী সুরা-পান।	১৮ বার্ষিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২০০ ধেনু।	৮১০ কাহন।	৭৫ গো।
বৈশ্যের পৈষ্টী সুরা-পান।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণের গুর্ব্বঙ্গণাগমন।	২৪ বার্ষিক ব্রত। গুর্ব্বঙ্গনারও ঐরূপ কর্ত্তব্য।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন।	২০০ গো।
অনুপাতক।				
ছোট হইয়া বড়র ভান। যেমন শূদ্রের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়-দান।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
অধীত বেদবিস্মরণ, বেদনিন্দা, কূটসাক্ষ্য, সুহৃদবধ, গর্হিতান্ন-ভোজন।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
সপিণ্ডাস্ত্রীগমন, ব্রাহ্মণ-কুমারীগমন, চণ্ডালাদি স্ত্রীগমন।	অজ্ঞানে দ্বাদশ বার্ষিক, জ্ঞানে দ্বিগুণ।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
উপপাতক।				
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণের গোবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানকৃত হইলে অর্দ্ধ।	১২ ধেনু। মতান্তরে ১৭ ধেনু।	২৬ বা ৫১ কাহন।	১০ বৃষ ১০ গো, অশক্তে ১৫ কাহন।
শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-স্বামিক গোবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৯ ধেনু।	২৫॥০ কাহন।	১ গো, অশক্তে ১কাহন
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের গোবধ।	ষাণ্মাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১২ ধেনু।	৩৬ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের গোবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৬ ধেনু।	১৮ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্ত্তৃক বৈশ্যের গোবধ।	দ্বৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১০ ধেনু।	৩০ কাহন।	যথাশক্তি।

উপপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণীদান।	দক্ষিণা।
দ্বিজ কর্ত্তৃক শূদ্রের গোবধ।	২ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২ ধেনু	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের গর্ভিণী কপিলা বা ধেনুবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১৭ ধেনু।	৫১ কাহন।	১০ বৃষ, ১০ গো, অশক্তে ১৫ কাহন।
দ্বিজ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনুবধ।	দ্বিগুণ ষাণ্মাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২৪ ধেনু।	৭২ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের গর্ভিণী কপিলা বা দুগ্ধবতীহোমধেনুবধ।	ষাণ্মাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১২ ধেনু।	৩৬ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্ত্তৃক বৈশ্যের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনুবধ।	চতুর্গুণ মাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২০ ধেনু।	৬০ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্যের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনু বধ।	দ্বিগুণ মাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১০ ধেনু।	৩০ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্ত্তৃক শূদ্রের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনু বধ।	৮ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৮ ধেনু।	২৪ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্ত্তৃক শূদ্রের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনু বধ।	৪ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৪ ধেনু।	১২ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্ত্তৃক অধম শূদ্রের গোবধ।	২ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্ত্তৃক অধম শূদ্রের গোবধ।	১ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্ত্তৃক শূদ্রেতরের অপালননিমিত্ত গোবধ।	ইতিকর্ত্তব্যতাক প্রাজাপত্য। প্রাজাপত্যদ্বয়।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	১ বৃষ, ১ গো, অসমর্থে দেড় কাহন।
দ্বিজ কর্ত্তৃক শূদ্রের অপালননিমিত্ত গোবধ।	প্রাজাপত্য।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
গোর শৃঙ্গভঙ্গ, অস্থিভঙ্গ, চর্ম্মনির্ম্মোচন ও লাঙ্গুলচ্ছেদন।	দশরাত্র বজ্রব্রত। মাসার্দ্ধ যবপান। অথবা প্রাজাপত্য।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	যথাশক্তি।

অতিপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণীদান।	দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৃষের শকটাদিতে যোজন।	প্রাজাপত্যদ্বয়।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
উপপাতক।				
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়বধ।	ত্রৈমাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৪৫ ধেনু।	১২৫ কাহন।	২৫ গো।
বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়বধ।	ষাড়্বার্ষিকব্রত।	২৩ ধেনু।	৬৭৷৷০ কাহন।	১৩ গো, অশক্তে ১২৷৷০ কাহন।
শূদ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্র বধ।	নববার্ষিকব্রত।	১৩ ধেনু।	৪০৫ কাহন।	৭৫ গো।
দ্বিজ কর্ত্তৃক বৈশ্য বধ।	সার্দ্ধবার্ষিকব্রত।	২৩ ধেনু।	৬৭৷৷০ কাহন।	১৩ গো, অশক্তে ১২৷৷০ কাহন।
শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্য বধ।	ত্রৈবার্ষিকব্রত।	৪৫ ধেনু।	১২৫ কাহন।	২৫ গো।
দ্বিজ কর্ত্তৃক শূদ্র বধ।	নবমাসিকব্রত।	১২ ধেনু।	৩৩৷০ কাহন।	৭ গো, অশক্তে ৬৷০ কাহন।
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণী-বধ।	ষাড়্বার্ষিক মহাব্রত। ক্ষত্রিয়ের দ্বিগুণ, বৈশ্যের ত্রিগুণ ও শূদ্রের চতুর্গুণ।	৯০ ধেনু।	২৭০ কাহন।	৫০ গো।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াবধ।	ত্রৈমাসিকব্রত। বৈশ্যের দ্বিগুণ, শূদ্রের ত্রিগুণ।	৪৫ ধেনু।	১২৫ কাহন।	২৫ গো।
দ্বিজ কর্ত্তৃক বৈশ্যা বধ।	বার্ষিকব্রত। শূদ্রের পক্ষে দ্বিগুণ।	১৫ ধেনু।	৪৫ কাহন।	৮ গো, অশক্তে ৮৷৵৬৫ কাহন।
শূদ্রাবধ।	বার্ষিকব্রত।	১৫ ধেনু।	৪৫ কাহন।	৯ গো, ঐ
রাজার উত্তম গজবধ, অশ্ববধ।	পঞ্চ নীলবৃষ দান। বাসোযুগ দান।		২৫ কাহন।	যথাশক্তি।
মৃগ, মহিষ, সিংহাদিবধ।	অহোরাত্র উপবাস, অন্তে ঘৃতঘট দান।		৮ পণ।	যথাশক্তি।
মার্জ্জারাদি ও গৃহ-পক্ষিবধ।	ত্র্যহক্ষীরপান বা পাদকৃচ্ছ্র।		১ কাহন।	যথাশক্তি।
সামান্য পক্ষিবধ।	নক্তব্রত বা দুই রতি রৌপ্যদান।		৵১৩৷ পণ।	ঐ
ব্রাত্যযাজন।	প্রাজাপত্য।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	যথাশক্তি।
অভক্ষ্যভক্ষণ।	চান্দ্রায়ণ। (গুরুতর বিষয়ে)	৮ ধেনু।	২২৷৷০ কাহন।	যথাশক্তি।
অভোজ্যান্ন ভোজন।	প্রাজাপত্য। (জ্ঞানতঃ) ক্ষত্রিয়ের পাদোন, বৈশ্যের অর্দ্ধ ও শূদ্রের পাদ।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	ঐ
নবশ্রাদ্ধান্নভোজন।	চান্দ্রায়ণ।	৮ ধেনু।	২২৷৷০ কাহন।	যথাশক্তি।

সকল প্রায়শ্চিত্তই অজ্ঞানতঃ হইলে অর্দ্ধ, বাল, স্ত্রী ও বৃদ্ধদিগের পক্ষেও অর্দ্ধ। যেখানে গো নির্দ্দেশ আছে, তথায় তদভাবে ১ কাহন কড়ি দিলেই চলিবে।

উপরে যে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োগ লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রাচীন মত। এখন কিন্তু নব্যস্মার্ত্তগণ অনেক ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববৎ আর কঠোরতা নাই। [অব্যবহার্য্য ও ব্যবহার্য্য শব্দ এবং শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবক, কাশীনাথের প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর প্রভৃতি গ্রন্থে অপরাপর প্রায়শ্চিত্তবিধি দ্রষ্টব্য।]

প্রায়শ্চিত্তি (স্ত্রী) প্রায়ঃ অব্যয়ং তপসশ্চিত্তিঃ চিত-ভাবে-ক্তিন্। প্রায়শ্চিত্তশব্দার্থ।

"তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্"(তৈত্তি স° ২।১।২।৪)

প্রায়শ্চিত্তিক (ত্রি) প্রায়শ্চিত্তঃ কর্ত্তব্যত্বেনাস্ত্যস্ত ঠন্। প্রায়শ্চিত্তার্হ।

প্রায়শ্চিত্তিন্ (ত্রি) প্রায়শ্চিত্তঃ কর্ত্তব্যত্বেনাস্ত্যস্ত ইনি। প্রায়শ্চিত্তার্হ, প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত।

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদেত্তু যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতং তৎপাপং তেষু গচ্ছতি॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

যদি কোন অজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তী অর্থাৎ যিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন, তিনি পূত হইবেন; কিন্তু তাহার পাপ, ব্যবস্থাপকের উপর যাইবে। এইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপ অবগত না হইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে নাই।

প্রায়শ্চিত্তিমৎ (ত্রি) প্রায়শ্চিত্তি-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত-ব। প্রায়শ্চিত্তযুক্ত।

প্রায়শ্চিত্তীয়, নামধাতু। প্রায়শ্চিত্তার্হ। প্রায়শ্চিত্ত-ক্যঙ্। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে।

"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥" (মনু ১১।৪৫)

প্রায়শ্চিত্তীয় (ত্রি) প্রায়শ্চিত্ত-ছ। প্রায়শ্চিত্তহোম সম্বন্ধীয়। ২ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয়।

প্রায়শ্চিত্তীয়তা (স্ত্রী) প্রায়শ্চিত্তীয় ভাবে-তল্ টাপ্। প্রায়শ্চিত্তীয়ের ভাব, প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

"প্রায়শ্চিত্তীয়তাং প্রাপ্য দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তেঽকৃতে দ্বিজঃ॥" (মনু ১১।৪৭)

প্রায়স্ (অব্য) প্র-অয়-অসি। ১ বাহুল্য। ২ তপস্, ব্রতাদি।

"প্রায়োনাম তপঃপ্রোক্তং" (স্মৃতি)

প্রায়ানিক (ত্রি) প্রয়াণায় হিতং ঠক্। যাত্রিক দ্রব্য, শঙ্খ চামরাদি। যাত্রাকালে শঙ্খ চামর প্রভৃতি যে সকল মাঙ্গলিক দ্রব্য থাকে, তাহাকে প্রায়াণিক কহে।

প্রায়াত্রিক (ত্রি) প্রযাত্রয়ে হিতং ঠক্। যাত্রাকালে হিতকর দ্রব্য।

প্রায়াস (পুং) দেববিশেষ। (শুক্ল যজু° ৩৯।১১)

প্রায়িক (ত্রি) প্রায়েণ প্রায়ে বা ভবমিতি প্রায়-ঠক্। বাহুল্যভব, প্রায়ভব, যাহা বাহুল্যরূপে হইয়া থাকে। "কৈণ্যজ্ঞানে তু প্রায়িকমরণং জ্ঞাত্বা প্রবৃত্তস্য চান্দ্রায়ণাদিকম্" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

প্রায়ুদ্ধেষীন্ (পুং) প্রাযুধি প্রকৃষ্টযুদ্ধাদিস্থানে হেষতে শব্দায়তে ইতি হেষ্-ণিনি। ঘোটক। (শব্দচ°)

প্রায়োগ (পুং) প্রযুজ্যতে শকটাদৌ প্র-যুজ-কর্ম্মণি-ঘঞ্, কুত্বং দীর্ঘশ্চ। শকটাদিতে নিয়োগার্হ বৃষ। (ঋক্ ১০।১০৬।২)

প্রায়োগিক (ত্রি) প্রয়োগং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। নিত্যপ্রয়োগার্হ।

প্রায়োজ্য (ত্রি) প্র-আ-যুজ-ণিচ্-যৎ। প্রয়োজনার্হ। "প্রায়োজ্যং ন বিভাজ্যেত, যদ্ যস্য প্রায়োজনার্হং পুস্তকাদি তস্যৈর্থৈঃ সত ন বিভজনীয়মিতি" (দায়ভাগ) প্রায়োজ্য বস্তুর বিভাগ হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যাহার প্রয়োজনীয়, সেই বস্তু তাহারই থাকিবে, অন্য দায়াদের সঙ্গে তাহার বিভাগ হইবে না। যদি সকলেরই উহা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে উহার বিভাগ হইবে। যেরূপ মূর্খের সহিত পুস্তকাদির বিভাগ হয় না।

প্রায়োদ্বীপ, যে ভূমির প্রায় চতুর্দ্দিকে জল (Peninsula)।

প্রায়োপগমন (ক্লী) অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়া।

প্রায়োপবিষ্ট (ত্রি) প্রায়েণ মরণার্থমনশনেন উপবিষ্টঃ। প্রায়োপবেশবিশিষ্ট, যাহারা প্রায়োপবেশন ব্রত করিয়াছেন, মৃত্যুর জন্য উপবাসরূপ ব্রতবিশিষ্ট।

"প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ।
তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ॥" (ভাগ° ১।৩।৪৩)

প্রায়োপবেশ (পুং) প্রায়েণ মৃত্যুনিমিত্তকানশনেন উপবেশঃ স্থিতিঃ। সন্ন্যাসপূর্ব্বক অনশনস্থিতি। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া যতদিন না মৃত্যু হয়, ততদিন উপবাসরূপব্রত। "ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ প্রায়োপবেশং প্রতিবিষ্ণুপদ্যাং।" (ভাগ° ১।১৯।৭) রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ হইলে তৎপরে তিনি প্রায়োপবেশ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন (ক্লী) প্রায়েণ মৃত্যুনিমিত্তকানশনেন উপবেশনং। প্রায়োপবেশব্রত, অনশনব্রত।

প্রায়োপবেশনিকা (স্ত্রী) প্রায়োপবেশব্রত।

প্রায়োপবেশিন্ (ত্রি) প্রায়োপবেশ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রায়োপবিষ্ট, প্রায়োপবেশন ব্রতবিশিষ্ট।

প্রায়োপেত (ত্রি) প্রায়ঃ প্রায়োপবেশঃ তেন উপেতঃ। প্রায়োপবেশনযুক্ত।

প্রারব্ধ (ক্লী) প্রকৃষ্টমারব্ধঃ স্বকার্য্যজননায়েতি। শরীরারম্ভক অদৃষ্টবিশেষ। যে অদৃষ্টদ্বারা শরীরাদির উৎপত্তি হয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রারব্ধ শেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
নাভুক্তং ক্ষিয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি॥" (মনু)

শুভ বা অশুভ যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মের ভোগ না হইলে শতকোটি-কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। এইজন্য প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু যদি বিশুদ্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ হইয়া থাকে। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!।" (গীতা) (ত্রি) ২ কৃতারম্ভ। (রঘু ১৪।৭)

প্রারব্ধি (স্ত্রী) প্র-আ-রম্ভ-ক্তিন্। ১ গজবন্ধনরজ্জু। (হারা°) ভাবে-ক্তিন্। ২ আরম্ভ।

প্রারম্ভ (পুং) প্র-আ-রভ ভাবে ঘঞ্ মুম্‌চ। ১ প্রকর্ষরূপে আরম্ভ। "প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্।" (স্মৃতি)

কর্ম্মের প্রারম্ভে পুণ্ডরীক হরিকে স্মরণ করিবে। প্রারভ্যতে ইতি প্র-আ-রভ-কর্ম্মণি-ঘঞ্, মুম্‌চ। ২ কর্ম্ম। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫।১৭) প্রকৃষ্ট আরম্ভো যোগো যস্য। ৩ যোগী।

"প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভমুখদর্শনম্॥" (রঘু ১০।৯)

প্রারম্ভণ (ক্লী) প্র-আ-রভ-ল্যুট্ মুম্‌চ। প্রকর্ষরূপে আরম্ভ। প্রারম্ভণং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনাদিত্বাৎ-ছ। (পা ৫।১।১১) প্রারম্ভণীয়—তৎ প্রয়োজনক, প্রারম্ভপ্রয়োজনক।

প্রারোহ (ত্রি) প্ররোহশীলমস্য ছত্রাদিত্বাৎ ণ। (পা ৪।৪।৬২) প্ররোহণশীল। স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রার্জয়িতৃ (ত্রি) দানকর্ত্তা।

প্রার্জ্জুন (পুং) জনপদভেদ।

প্রার্ণ (ক্লী) প্রকৃষ্টমৃণং বৃদ্ধিঃ। ১ প্রকৃষ্ট ঋণ, অতিশয় ঋণ, অত্যন্ত দেনা। (ত্রি) প্রকৃষ্টং ঋণং যস্য প্রাদি° বহুব্রী°। ২ প্রকৃষ্ট ঋণযুক্ত।

প্রার্থ (পুং) সাজসজ্জা।

প্রার্থক (ত্রি) প্রার্থয়তীতি প্র-অর্থ-ণ্বুল্। প্রার্থনাকারী।

প্রার্থন (ক্লী) প্র-অর্থ-ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে যাচন, পর্য্যায়—অভিশস্তি, যাচনা, অর্থনা, প্রার্থনা। (শব্দরত্না°)

"যুগক্ষয়কৃতা ধর্ম্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্ব্বতে।
এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ত্ততে॥"(ভার°৩।১৪৯।১৭)

প্রার্থনা (স্ত্রী) প্র-অর্থ-ণিচ্-যুচ্। ১ প্রকর্ষরূপে যাচন। ২ হিংসা। ৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত গর্ভাঙ্গভেদ। "সংগ্রহশ্চানুমানঞ্চ প্রার্থনা ক্ষিপ্তিরেব চ" ইতি গর্ভাঙ্গান্যুদ্দিশ্য—"রতিহর্ষোৎসবানাম্ভ প্রার্থনং প্রার্থনা ভবেৎ।" (সাহিত্যদ°) ৪ অভিযান। ৫ অবরোধ। ৬ তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

"প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে।
কুর্য্যাৎ স্বহৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা স্যাৎ প্রার্থনাভিধা॥" (তন্ত্রসার)

প্রার্থনীয় (ক্লী) প্রার্থ্যতে ইতি প্র-অর্থ-ণিচ্ অনীয়র্। দ্বাপর-যুগ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ প্রার্থনাবিষয়ক, যাচনীয়।

প্রার্থয়িতৃ (ত্রি) প্র-অর্থ-ণিচ্-তৃচ্। প্রার্থনাকারী, যাহারা প্রার্থনা করেন।

প্রার্থয়িতব্য (ত্রি) প্র-অর্থি-ণিচ্-তব্য। প্রার্থনীয়, প্রার্থনার যোগ্য।

প্রার্থিত (ত্রি) প্রার্থ্যতে স্মেতি প্র-অর্থ-ক্ত। ১ যাচিত।

"প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্রং দয়ান্বিতা।
একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা॥" (দেবীভাগ° ২।৬।৫৬)

২ শত্রুসংরুদ্ধ। ৩ অভিহিত। (মেদিনী) ৪ হত। (ত্রিকা°)

প্রার্থিন্ (ত্রি) প্রার্থয়তে প্র-অর্থ-ণিনি। প্রার্থনাশীল।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।" (রঘু ১।৩)

প্রার্থ্য (ত্রি) প্রার্থনার যোগ্য।

প্রার্থ্যক (ত্রি) প্রার্থনাকারী।

প্রালম্ব (ক্লী) প্রালম্বতে ইতি লবি-অবসংশনে-অচ্। কণ্ঠদেশ হইতে ঋজুলম্বমান মাল্য। "প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ॥" (রঘু ৬।১৪)

প্রালম্বিকা (স্ত্রী) প্রালম্বতে ইতি অচ্, সংজ্ঞায়াং কন্, টাপি অত-ইত্বং। স্বর্ণাদিরচিত লনন্তিকা, সুবর্ণহার। (অমর)

প্রালেপিক (ত্রি) প্রলেপিকায়া ধর্ম্মম্। প্রলেপিকা ভব: প্রলেপকার্য্য সম্বন্ধীয়। (মহিষ্যাদিগণ পা ৪।৪।৪৮)

প্রালেয় (ক্লী) প্রকর্ষেণ লীয়ন্তে লীনা ভবন্তি পদার্থা অত্রেতি প্রলয়ো হিমালয়স্তত আগতং প্রলয়-অণ্ (কেকয়মিত্রয়ু-প্রলয়াণাং যাদেরিয়ঃ। পা ৭।৩।২) ইতি যস্যেয়াদেশঃ। হিম।

"নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্।
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে॥"(দেবীভাগ° ৪।৫।১৩)

প্রালেয়রশ্মি (পুং) প্রালেয় ইব রশ্মির্যস্য। চন্দ্র, শীতকিরণ।

প্রালেয়শৈল (পুং) প্রালেয় নাম শৈলঃ। হিমবান্। (কথা-সরিৎসা° ৩৭।২২)

প্রালেয়াংশু (পুং) প্রালেয়ানি হিমানি তদ্বৎ শীতা বা অংশবো যস্য। চন্দ্র, শীতকিরণ।

"ইত্থং নারীর্ঘটয়িতুমলঙ্কামিভিঃ কামমাসন্
প্রালেয়াংশোঃ সপদি রুচয়ঃ শাস্তমানান্তরায়াঃ।" (মাঘ ৯।৮৭)

২ কর্পূরভেদ।

প্রালেয়াদ্রি (পুং) প্রালেয় নাম অদ্রিঃ। হিমালয়।

"প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্।" (মেঘদূত ৫৮)

প্রাবচন (ত্রি) প্রবচন বা স্বরসম্পর্কীয়। (বাজ° প্রাতি° ১।১৩২)

প্রাবট (পুং) প্র-অব-অট্-অচ, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। যব।

প্রাবণ (ক্লী) প্র-আ-বন-সংভক্তৌ করণে-ঘ, 'প্রণিন্নিত্যাদি ...'। ১ খনিত্র। (ঋক্ ৩।২২।৪)

প্রাবণি (স্ত্রী) প্র-অব-অনি। প্রকৃষ্ট অবনি। (উজ্জ্বলদত্ত ২।১০৩)

প্রাবর (পুং) প্রাবৃণোত্যাননেনেতি প্র-আ-বৃ-করণে অপ্। প্রাচীর।

প্রাবরক (পুং) ১ জনপদভেদ। প্রাবার। (মহাভা° উদ্যোগপ°) ২ বহির্বাসঃসংযুক্ত।

প্রাবরণ (ক্লী) প্রাবৃণোত্যনেন গাত্রমিতি প্র-আ-বৃ-করণে ল্যুট্। উত্তরীয়বস্ত্র, পর্য্যায়—প্রচ্ছাদন, সংব্যান, উত্তরীয়ক। (হেম)

"বল্কলীপাদমুদ্রাঙ্ক-চারুপ্রাবরণাদি সঃ।
গৌরবার্হান্ ছুরাচারৈঃ সচিবান্ পর্য্যধাপয়ৎ ॥"(রাজতর° ৪।৬৭৪)

প্রাবরণীয় (ক্লী) আচ্ছাদন বস্ত্র। (ত্রি) ২ যদ্দ্বারা আবরণ করা যায়।

প্রাবার (পুং) প্রাব্রিয়তে গাত্রমনেনেতি প্র-আ-বৃ-করণে-ঘঞ্। উত্তরাসঙ্গ, উত্তরীয়বস্ত্র। "আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্নাসি পিশিতৌ-দনম্" (ভারত ২।৪৮।৯)

প্রাবারক (পুং) উত্তরীয় বস্ত্র, বহির্বাসঃ।

প্রাবারকর্ণ (পুং) উলূকভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ১৯৮ অঃ)

প্রাবারকীট (পুং) প্রাবারস্য কীটঃ। কীটভেদ, পর্য্যায়—কুণ। (জটাধর)

প্রাবারিক (পুং) বহির্বাসো বিনির্মাতা। (গো° রামা° ২।৯০।১৬)

প্রাবাস (ত্রি) প্রবাসে দীয়তে কার্য্যং বা ব্যুষ্টাদিত্বাদণ্। প্রবাসে দীয়মান। ২ প্রবাসে কার্য্য।

প্রাবাসিক (ত্রি) প্রবাসায় প্রভবতি সন্তাপাদিত্বাৎ ঠঞ্। ১ প্রবাসসাধন। প্রাবাসে সাধুঃ গুড়াদিত্বাৎ ঠঞ্। ২ প্রবাসে সাধু।

প্রাবাহণি (পুং) প্রবাহণের অপত্য।

প্রাবাহণেয় (পুং) প্রবহণস্য অপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি অপত্যার্থে ঠক্। প্রবহণ ঋষির অপত্য, জৈবল ঋষির অপত্য।

প্রাবাহণেয়ক (পুং) প্রাবাহণেয়-স্বার্থে-ক। প্রাবাহণেয়, প্রাবাহণ ঋষির আপত্য।

প্রাবাহণেয়ি (পুং স্ত্রী) প্রবাহণস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, ততো বৃদ্ধিঃ। প্রবাহণ ঋষির গোত্রাপত্য।

প্রাবিতৃ (ত্রি) প্র-অব-তৃণ্। প্রকৃষ্টরূপে রক্ষক। "ত্বস্য স্ম প্রাবিতা ভব" (ঋক্ ১।১২।৮) 'প্রাবিতা ভব অবশ্যং রক্ষকো ভব' (সায়ণ)

প্রাবিত্র (ক্লী) আশ্রয়, অভিভাবকের অধীনে থাকা।

"অগ্নিহোতা বেত্বাগ্নির্হোত্রং প্রাবিত্রম্।" (তৈত্তি° ব্রা ৩।৪।৫।১)

প্রাবী (ত্রি) অবহিত। মনোযোগী।

স মানুষীষু দূলভো বিক্ষু প্রাবীরমর্ত্যঃ॥" (ঋক্ ৪।৯।২)

প্রাবীণ্য (ক্লী) প্রবীণ-ষ্যঞ্। প্রবীণতা, প্রবীণের ধর্ম্ম।

প্রাবৃট্ কাল (পুং) প্রাবৃট্ কালঃ কর্ম্মধা°। বর্ষাকাল।

প্রাবিট্ কালবহা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু° ৬৭ অঃ)

প্রাবৃড়ত্যয় (পুং) প্রাবৃষঃ অত্যয়ো নাশো যত্র। শরৎকাল।

প্রাবৃত (ত্রি) প্রাব্রিয়তে স্মেতি প্র-আ-বৃ-ক্ত। প্রকৃষ্টাবরণ, ওড়িতবস্ত্র। (ভারত) পর্য্যায়—নিবীত, নিবৃত।

প্রাবৃতি (স্ত্রী) প্রাবৃণোতি প্রকর্ষেণ আচ্ছাদয়তি দৃষ্টিপথমনয়েতি প্র-আ-বৃ-করণে ক্তিন্। ১ প্রাচীর। (শব্দরত্না°) ২ মল।

"প্রাবৃতীশৌ বলং কর্ম্ম মায়াকার্য্যঞ্চতুর্বিধম্।
পাশজালং সমাসেন ধর্ম্মনাম্নৈব কীর্ত্তিতা॥"(সর্ব্বদর্শন স° শৈবদ°)

'প্রাবৃণোতি প্রকর্ষেণ আচ্ছাদয়ত্যাত্মনো দৃক্ক্রিয়ে ইতি প্রাবৃতিঃ স্বাভাবিক্যশুচির্মলঃ' (টীকা)

প্রাবৃত্তিক (ত্রি) প্রবৃত্তৌ হিতঃ ঠক্। প্রবৃত্তিবাহক দূতভেদ (হরিবংশ ১০৪ অঃ)

প্রাবৃষ্ (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ আ-সম্যক্প্রকারেণ চ বর্ষতীতি প্র-আ-বৃষ্-ক্বিপ্ প্রাবর্ষত্যত্রেতি আধারে ক্বিপ্ বা, বর্ষণমিতি বৃট্, প্রকৃষ্টা বৃড়ত্র (নহিবৃতিবৃষীতি। পা ৬।৩।১১৬) ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। বর্ষাকাল।প্রাবণ ও ভাদ্রমাস।

"অধ্যাস্য চাস্তঃ পৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু॥"

(রঘু ৬।৫১)

প্রাবৃষা (স্ত্রী) প্রাবৃষ্-হলন্তাৎ টাপ্ বা। ঘনাগম, বর্ষাকাল। (ত্রিকা°)

প্রাবৃষায়ণী (স্ত্রী) প্রাবৃষায়াং অয়নমুদ্ভবো যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী।

প্রাবৃষিক (পুং) প্রাবৃষি বর্ষাকালে কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক, অলুক্‌সমাসঃ। ১ ময়ূর। (ধরণি) প্রাবৃষি ভবঃ, প্রাবৃষ্-ঠক্। (ত্রি) প্রাবৃট্‌কাল ভব, যাহা বর্ষাকালে হয়। বর্ষাসম্বন্ধীয়। "ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরের্বিশৃণ্বতো মেহন্বসবং যশোঽমলং।" (ভাগ° ৯।৫।২৮)

প্রাবৃষিজ (পুং) প্রাবৃষি জায়তে-জন-ড, অলুক্স°। ১ ঝঞ্ঝানিল। (ত্রিকা°) (ত্রি) বর্ষাকালজাতমাত্র, বর্ষাকালে যাহা যাহা হয়।

প্রাবৃষীণ (ত্রি) প্রাবৃষি ভবঃ বাহু° খ। বর্ষাকালভব।

(ঋক্ ৭।১০৩।৭)

প্রাবৃষেণ্য (পুং) প্রাবৃষি ভবঃ, প্রাবৃট্ দেবতাস্য বেতি প্রাবৃষ্-(কালেভ্যো ভববৎ। পা ৪।২।৩৪) ইতি (প্রাবৃষ্ এণ্যঃ।

পা ৪।৩।১৩) ইতি এণ্য। ১ কদম্ববৃক্ষ। (মেদিনী) ২ কুটজ বৃক্ষ। ৩ ধারাকদম্ব। (রাজনি°) (ত্রি) প্রাবৃষি ভবঃ এণ্য। ৪ প্রাবৃট্‌কাল ভব, যাহা বর্ষাকালে হয়।

স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।

প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব।" (রঘু° ১।৩৬)

প্রাবৃষি দীয়তে কার্য্যং বা এণ্য। ৫ বর্ষাকালে দেয় করাদি। ৬ তৎকার্য্য। (ক্লী) ৭ প্রাচুর্য্য।

প্রাবৃষেণ্যা (স্ত্রী) প্রাবৃষেণ্য টাপ্। ১ কপিকচ্ছু। ২ রক্তপুনর্ণবা। (রাজনি°)

প্রাবৃষেয় (পুং) ১ দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৯ অঃ) প্রাবৃষায়াং ভবঃ ঠক্। (ত্রি) বর্ষাকালভব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাবৃষ্য (ক্লী) প্রাবৃষি ভবমিতি যৎ। ১ বৈদূর্য্য। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রাবৃট্‌কালভব, যাহা বর্ষাকালে হয়। (পুং) ৩ কুটজ। ৪ ধারাকদম্ব। ৫ বিকন্টক। (রাজনি°)

প্রাবেণ্য (ক্লী) পশমী আচ্ছাদন বিশেষ।

"ন পত্রোর্ণং ন কৌশেয়ং ন প্রাবেণ্যং ন চাবিকম্।"(ব্রা° ৩৪৯।৪৪)

প্রাবেপ (ত্রি) প্রবেপী, কম্পনশীল। 'প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি' (ঋক্ ১০।৩৪।১) 'প্রাবেপাঃ প্রবেপিনঃ কম্পনশীলাঃ' (সায়ণ)

প্রাবেশন (ক্লী) প্রবেশনে দীয়তে তত্র কার্য্যং বা ব্যুষ্টাদিত্বাদন্। ১ প্রবেশনে দীয়মান। ২ প্রবেশনকার্য্য।

প্রাবেশিক (ত্রি) প্রবেশায় সাধুঃ ঠঞ্ প্রবেশসাধন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাব্রাজ্য (ক্লী) প্রব্রজ্যা-ষ্যণ্। প্রব্রজ্যাসম্বন্ধীয়।

প্রাশ (পুং) প্র-অশ-ভোজনে-ঘঞ্। প্রকৃষ্টভোজন। "ফলপুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্।" (মনু ১১।১৪৪)

প্রাশন (ক্লী) প্র-অশ-ভাবে ল্যুট্। অন্নাদির প্রকর্ষরূপে ভোজন। যথা—অন্নপ্রাশন।

প্রাশনীয় (ত্রি) প্র-অশ-অনীয়র্। প্রকৃষ্টরূপে ভোজনীয়।

প্রাশব্য (পুং) প্রাশবে হিতঃ যৎ। প্রকৃষ্টভক্ষণে হিত। (ঋক্ ৮।১০।৬)

প্রাশস্ত্য (ক্লী) প্রশস্ত-ষ্যণ্। প্রশস্ততা।

প্রাশাস্ত্র (ক্লী) প্রশাস্তুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা উদ্গাদিত্বাৎ অঞ্। ১ প্রশাস্তা ঋত্বিক্‌জের কর্ম্ম, শাস্ত্রশংসন। ২ তদ্ভাব।

প্রাশিত (ক্লী) প্রকর্ষেণ অশিতং যত্র। ১ পিতৃযজ্ঞ তর্পণ। (জটা°) ২ ভক্ষণ। (ত্রি) প্র-অশ্ কর্ম্মণি-ক্ত। ৩ ভক্ষিত।

প্রাশিতৃ (ত্রি) প্র-অশ্-তৃচ্। প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষক।

প্রাশিত্র (ক্লী) যজ্ঞিয় যবমাত্র বা পিপ্পলমাত্র ব্রহ্মোদ্দেশ্যক ভাগ, শিরাংশভেদ। "শিরাৎ প্রাশিত্রাবদানং" (কাত্যা° ১১।১৩) 'প্রাশিত্রমবদীয়মানমাহ্রিয়মাণঞ্চ প্রাশিত্রং ব্রহ্মণো ভাগঃ যবমাত্রং পিপ্পলমাত্রং বা' (কর্ক)

প্রাশিত্রাহরণ (ক্লী) প্রাশিত্রং হ্রিয়তেঽনেন করণে ল্যুট্ প্রাশিত্ররূপভাগহরণসাধন, গোকর্ণাকৃতি পাত্রভেদ।

(শতপথব্রাহ্মণ ১।৭।৪।১৬)

প্রাশিত্রিয় (ত্রি) প্রাশিত্র সম্বন্ধীয়।

প্রাশিন্ (ত্রি) প্রকর্ষেণ অশ্নাতি-প্র-অশ্-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষক।

প্রাশু (ত্রি) প্র-অশ্-উন্। ১ ভক্ষণ। ২ প্রকৃষ্ট, শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

প্রাশৃঙ্গ (ত্রি) প্রকৃষ্টং শৃঙ্গমস্য বেদে দীর্ঘঃ। প্রকৃষ্টশৃঙ্গযুক্ত।

(শুক্লযজু° ২৪।৩৭)

প্রাশ্নিক (পুং) প্রশ্নায় তদুত্তরপ্রদানায় সাধুরিতি প্রশ্ন-ঠক্। ১ সভ্য। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ প্রশ্নকর্ত্তা।

প্রাশ্নীপুত্র (পুং) যজুর্ব্বেদবংশস্থ ধর্ম্মপ্রবক্ত ঋষিভেদ।

(শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।৩৩)

প্রাশ্বমেধ (পুং) পূর্ব্বকৃত অশ্বমেধযাগ। (কথাসরিৎসা° ৪৫।২৭)

প্রাশ্লিষ্ট (ত্রি) লঘুবর্ণদ্বয়যুক্ত স্বরিদ্‌ভেদ। (অথর্ব্ব° প্রা° ৩।৫৭)

প্রাষ্টবর্ণ (পুং) প্রকর্ষেণ প্রষ্টঃ প্রাপ্তো বর্ণঃ। স্বিবর্ণ, নানাবর্ণ। (নিরুক্ত ১০।৩৯)

প্রাস (পুং) প্রাস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি প্র-অস্ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্। কুন্তাস্ত্র, চলিত কোঁচ। ইহাকে বর্শা অস্ত্রও বলা যায়। এই অস্ত্র প্রকৃষ্টরূপে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাস। সাত হাত পরিমাণ একখানি বাঁশ তাহার মস্তকে তীক্ষ্ণ লৌহফলক, মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা, ফলকের মূলে ও নীচে রেশমস্তবকে সুশোভিত। এই অস্ত্রের ৪ চারিপ্রকার ক্রিয়া আছে, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন, অর্থাৎ ইতস্ততঃ পরিচালন, পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ।

"প্রাসস্তু সপ্তহস্তঃ স্যাদৌন্নত্যেন তু বৈণবঃ।
লৌহশীর্ষস্তীক্ষ্ণপাদঃ কৌশেয়স্তবকান্বিতঃ॥
আকর্ষঞ্চ বিকর্ষঞ্চ ধূননং বেধনং তথা।
চতস্র এতা গতয় উক্তাঃ প্রাসং সমাশ্রিতাঃ॥" (শুক্রনীতি)

আরও একপ্রাকার প্রাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাসাস্ত্রন্তু চতুর্হস্তং দণ্ডবুধ্নং ক্ষুরাননং॥" (শুক্রনীতি)

প্রাসাস্ত্র লম্বে চারিহাত, তাহার দাণ্ডি বেণুদণ্ডনির্ম্মিত এবং মুখ ক্ষুরধার।

প্রাসক (পুং) প্রাস-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। ১ প্রাসাস্ত্র। ২ পাশক। (হেম)

প্রাসঙ্গ (পুং) প্রসজ্যতে ইতি-প্র-সঞ্জ-ঘঞ্, উপসর্গস্যেতি দীর্ঘঃ। ১ যুগ, দম্যবৎসদিগের স্কন্ধদেশে শিক্ষার্থ আসজ্যমান যুগভেদ, চলিত যৌয়ালি। অনসঃ শকটস্য সম্বন্ধি অনসি সম্বন্ধং বা যৎ যুগং ততোঽন্যৎ যৎ বৎসানাং দমনকালে স্কন্ধে আসজ্যতে তৎ যুগং প্রাসঙ্গং। (অমরটীকা ভরত)

প্রাসঙ্গিক (ত্রি) প্রকৃতিসঙ্গকৃত।

"তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।

প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥" (ভাগ° ৩।২৭।৩)

'প্রাসঙ্গিকৈঃ প্রকৃতিসঙ্গকৃতৈঃ' (স্বামী) ২ প্রসঙ্গ হইতে আগত।

প্রাসঙ্গ্য (পুং) প্রসঙ্গং বহতীতি প্রাসঙ্গ-(তদ্বহতি রথপ্রাসঙ্গং। পা ৪।৪।৭৬) ইতি যৎ। যুগবোঢ় বৃষ, যুগবহনকারী বৃষ।

প্রাসচ (পুং) আকস্মিক প্রভূত বৃষ্টি। (স্ত্রী) অতি বৃষ্টিজনিত জলোচ্ছ্বাস। বন্যা। (তৈত্তি° সং ৩।১২।৭)

প্রাসন (ক্লী) বিক্ষেপণ। দূরে নিক্ষেপকরণ।

(কাত্যা° শ্রৌ° ২।৬।৫১)

প্রাসহ (পুং) শত্রুদিগের প্রকর্ষরূপে অভিভবিতা। অচেতি প্রসহস্পতিস্তবিষ্মান্" (ঋক্ ১০।৭৪।৬) 'প্রাসহঃ শত্রূণাং প্রকর্ষেণ অভিভবিতা' (সায়ণ)

প্রাসাদ (পুং) প্রসীদন্ত্যস্মিন্নিতি প্র-সদ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইত্যাধারে ঘঞ্। (উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলং ৬।৩।১২১) ইতি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। দেবতা ও রাজাদিগের গৃহ। দেবগৃহ এবং রাজাদিগের গৃহকেই প্রাসাদ কহে।

"প্রাসাদানাং লক্ষণন্তু বক্ষ্যে শৌণক ! তচ্ছৃণু।

চতুঃষষ্টিপদং কৃত্বা দিগ্বিদিক্ষূপলক্ষিতম্॥" (গরুড়পু° ৪৭ অঃ)

দেবপ্রাসাদের বিষয় গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও বিশ্বকর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [দেবগৃহ দেখ।]

প্রাসাদকুক্কুট (পুং) প্রাসাদস্য দেবভূভুজাং গৃহস্য কুক্কুটইব, সর্ব্বদা প্রাসাদবিচারিত্বাদস্য তথাত্বং। পারাবত। (ত্রিকা°)

প্রাসাদপরামন্ত্র (পুং) মন্ত্রভেদ।

প্রাসাদপ্রস্তর (পুং) প্রাসাদতল। গৃহাদির সমতল ছাদ।

প্রাসাদমণ্ডনা (স্ত্রী) লাল বা জরদ রং বিশেষ (Orpiment)।

প্রাসাদারোহণ (ক্লী) প্রাসাদ বা অট্টালিকাদিতে প্রবেশ।

প্রাসাদিক (ত্রি) দয়ালু। মমতাবান্। ২ প্রসাদসম্বন্ধীয়।

প্রাসাদীয় (ত্রি) প্রাসাদ সম্পর্কীয়।

প্রাসাদশৃঙ্গ (ক্লী) প্রাসাদের চূড়াদেশ।

প্রাসাহ (ত্রি) প্রবল, বলবান্। (ঐত° ব্রা° ৬।১২)

প্রাসিক (পুং) প্রাসঃ প্রহরণমস্যেতি প্রাস-(প্রহরণম্। পা ৪।৪।৫৭) ইতি-ঠক্। প্রাসাস্ত্রধারী, প্রাসপ্রহারী, পর্য্যায়— কৌন্তিক। যাহারা প্রাস নামক অস্ত্রধারণ ও ব্যবহার করে।

প্রাসেনজিতী (স্ত্রী) প্রসেনজিতের কন্যাপত্য।

প্রাসেব (পুং) রজ্জু। অশ্বসজ্জার অঙ্গভেদ। (পঞ্চ°ব্রা° ৬।৫।২০)

প্রাস্কণ্ণ (ত্রি) প্রস্কণ্ব সম্বন্ধীয়। (ক্লী) সামভেদ।

প্রাস্তারিক (ত্রি) প্রস্তারে ব্যবহরতি-ঠক্। প্রস্তারে ব্যবহারী।

প্রাস্থানিক (ত্রি) প্রস্থানে সাধুঃ ঠঞ্। যাত্রিক শঙ্খধ্বন্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য, প্রস্থানকালে মঙ্গলজনক যে সকল কার্য্যাদি হয়, তাহাকে প্রাস্থানিক কহে।

"প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য" (রঘু ২।৭০)

প্রাস্থিক (ত্রি) প্রস্থ-(সম্ভবত্যবহরতি পচতি। পা ৫।১।৫২) ইতি-ঠঞ্। ১ প্রস্থমিত ধান্যবপনাধার ক্ষেত্র, ভূমি। ২ প্রস্থ-পরিমিত ধান্যাদি সমাবেশক। ৩ অবহারক। ৪ পাচক। প্রস্থঃ পরিমাণমস্য ঠঞ্। ৫ প্রস্থপরিমাণযুক্ত, ধান্যরাশ্যাদি। প্রস্থেন ক্রীতং ঠঞ্। ৬ প্রস্থদ্বারা ক্রীত। প্রস্থস্য নিমিত্তং সংযোগঃ উৎপাতো বা ঠঞ্। ৭ প্রস্থের নিমিত্ত। ৮ প্রস্থের সংযোগ। ৯ প্রস্থের উৎপাত।

প্রাস্রবণ (ত্রি) প্রস্রবণে ভব (জলাদি)। (পুং) প্রস্রবণের অপত্য। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৬।৭)

প্রাহ (পুং) প্রকর্ষেণ আহেতি শব্দোঽত্র। নৃত্যোপদেশ।

প্রাহারিক (পুং) নগররক্ষক কর্ম্মচারি-বিশেষ।

প্রাহুণ (পুং স্ত্রী) অতিথি।

প্রাহৃতায়ন (পুং) প্রহৃতস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) প্রহৃতের গোত্রাপত্য।

প্রাহ্ণ (পুং) প্রথমঞ্চ তদহশ্চেতি (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি-টচ্ (অহ্নোহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ, (অহ্নোঽদন্তাৎ। পা ৮।৪।৭) ইতি ণত্বং পূর্ব্বাহ্ণ। "অঞ্জনানি যথোক্তানি প্রাহ্ণসায়াহ্ণরাত্রিষু।" (সুশ্রুত ৬।১৮) ২ তদভিমানিনী দেবতা। "অগ্নিঃ সূর্য্যো দিবা প্রাহ্ণঃ শুক্লো-রাকোত্তরঃ বিরাট্।" (ভাগ° ৭।১৫।৫৪) প্রকৃষ্টমহর্যত্র (তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতীনি চ। পা ২।১।১৭) ইত্যব্যয়ীভাবঃ। (অব্য°) ৩ প্রকৃষ্টদিনযুক্ত।

প্রাহ্ণে (অব্য°) পূর্ব্বাহ্ণ। (সিদ্ধান্তকৌ°)

প্রাহ্ণেতন (ত্রি) প্রাহ্ণেভবঃ (সায়ং চিরং প্রাহ্ণে প্রগেঽব্যয়েভ্যষ্ট্যুট্যুলৌ তুট্‌চ। পা ৪।৩।২৩) ইতি-ট্যু, তুট্‌চ। পূর্ব্বাহ্ণসম্বন্ধী।

প্রাহ্ণেতরাং (অব্য) দ্বয়োরতিশয়েন প্রাহ্ণে 'কিমেব্যাচ্ছ্যাদ্রব্যে চতরাং চতমাং' ইতিমুগ্ধবোধসূত্রাৎ চতরাং। অতিশয় পূর্ব্বাহ্ণ। চতমাং প্রত্যয় করিয়া 'পূর্ব্বাহ্ণেতমাং' হইবে।

প্রাহ্লাদ (পুং) বিরোচনের পুত্রাদি। (ভারত ৫ পর্ব্ব)

প্রাহ্লাদি (পুং) প্রহ্লাদের অপত্য। বলি ও বিরোচনের পুত্র।

(ভাগবত° ৬।১৮।১৫)

প্রিয় (পুং) প্রীণাতীতি-প্রী (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি-ক। ১ ভর্ত্তা, স্বামী।

"প্রণমতি পশ্যতি চুম্বতি সংশ্লিষ্যতি পুলকমুকুলিতৈরঙ্গৈঃ।

প্রিয়সঙ্গায় স্ফুরিতাং বিয়োগিনী বামবাহুলতাম্॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৪৭)

২ জামাতা। (মনু ৩।১১৯) ৩ কার্ত্তিকেয়। (ভারত ৩।২৩১।৫) ৪ মৃগবিশেষ। (জটাধর) ৫ ঋদ্ধিনামৌষধ। (রাজনি°) (ত্রি) ৬ হৃদ্য, রম্য।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" (মনু)

৭ প্রীতির পাত্র, ভালবাসার পাত্র, কার্য্যবশতঃই লোকের প্রিয় ও অপ্রিয় সংঘটন হইয়া থাকে।

নহি কস্য প্রিয়ঃ কো বা বিপ্রিয়ো বা জগত্রয়ে।
কালে কার্য্যবশাৎ সর্ব্বে ভবন্ত্যেবাপ্রিয়াঃ প্রিয়াঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম খ° ৫ অং)

৮ বেতসলতা। ৮ ধারাকদম্ব। ৯ ঋষভক। ১০ হরিতাল। ১১ প্রিয়ঙ্গু। স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রিয়া—ভার্য্যা, পত্নী।

প্রিয়ংবদ (পুং) প্রিয়ংবদতীতি-বদ (প্রিয়বশে বদঃ খচ্। পা ৩।২।৩৮) ইতি খচ্, মুম্। ১ খেচর। ২ গন্ধর্ব্বভেদ। "অবেহি গন্ধর্ব্বপতেস্তনূজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য।" (রঘু ৫।৫৩) (ত্রি) ৩ প্রিয়ভাষী, যাহারা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে। দানসাগরে লিখিত আছে—যাহারা গোসহস্র দান করে অথবা ভূমি বা স্বর্ণ দান করে, পরজন্মে তাহারা প্রিয়বাদী হয়।

"গোসহস্রপ্রদাতারো ভূমিদাতার এবচ।
যে স্বর্ণপ্রদাতারস্তথা সর্ব্বে প্রিয়ংবদাঃ॥" (দানসাগর শিবপু°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রিয়ংবদা—প্রিয়বাদিনী। ৪ দ্বাদশ অক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ—"ভুবি ভবেন্নভজরৈঃ প্রিয়ংবদা।" (বৃত্তরত্নাকর) এই ছন্দের প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, এবং ইহার ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯ ও একাদশবর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ৫ শকুন্তলার একসখী। ৬ জাতিপুষ্পবৃক্ষ।

প্রিয়ক (পুং) প্রিয়-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ পীতশালক বৃক্ষ, পিয়াশাল গাছ। (রত্নমালা) ২ কেলিকদম্ব, ধারাকদম্ব। ৩ মহাকদম্ব। (পর্য্যায়-মুক্তা°) ৪ বিলেশয় মৃগবিশেষ, চিত্রমৃগ।

"রুচিরচিত্রতনূরুহশালিভি-
র্বিচলিতৈঃ পরিতঃ প্রিয়কব্রজৈঃ।" (মাঘ ৪।৩২)

৫ পক্ষিবিশেষ। (ভারত ৩।১৫৮।৫১)

৬ অলি। ৭ প্রিয়ঙ্গু। ৮ কুঙ্কুম। (মেদিনী) ৯ অসনবৃক্ষ। (রাজনি°) ১০ স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত ৯।৪৫।৭২)

প্রিয়কর (ত্রি) প্রিয়যোগ্য। প্রিয়কারী, হিতাকাঙ্ক্ষী।

প্রিয়কর্ম্মন্ (স্ত্রী) প্রিয়ং কর্ম্ম কর্ম্মধা°। হিতকার্য্য, হিতকর্ম্ম।

প্রিয়কাম (ত্রি) প্রিয়ঃ কামো যস্য। হিতাভিলাষী।

প্রিয়কাম্য (পুং) উদ্ভিদ্ভেদ। (Terminalia Tomentosa)

প্রিয়কার (ত্রি) হিতকারী।

প্রিয়কারক (ত্রি) হিতকারক।

প্রিয়কারিন্ (ত্রি) প্রিয়ং করোতি প্রিয়-কৃ-ণিনি। হিতকারীমাত্র।

প্রিয়কৃৎ (ত্রি) প্রিয়ং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। প্রিয়কারী, হিতকারী। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৬)

প্রিয়ক্ষত্র (ত্রি) শ্রীণয়িতৃবল, যাহারা প্রণয়ের সহিত শাসন করে।

"প্রিয়ক্ষত্রাঋতং দধ।" (ঋক্ ৮।২৭।১৯)
'প্রিয়ক্ষত্রাঃ প্রীণয়িতৃবলাঃ দেবাঃ।' (সায়ণ)

প্রিয়ঙ্কর (ত্রি) প্রিয়ং করোতীতি প্রিয় কৃ-(ক্ষেমপ্রিয় মদ্রেহণ্ চ। পা ৩।২।৪৪) ইতি চকারাৎ খচ্ মুম্। প্রিয়কারক।

মহাকুলীন ঐক্ষ্বাকে বংশে দাশরথির্মম।
পিতুঃ প্রিয়ঙ্করো ভর্ত্তা ক্ষেমকারস্তপস্বিনাম্॥" (ভট্টি ৫।৭৭)

২ দানববিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রিয়ঙ্করী প্রিয়কারিণী। ২ বৃহজ্জীবন্তী। ৩ শ্বেতকণ্টকারী। ৪ অশ্বগন্ধা। (রাজনি°)

প্রিয়ঙ্করণ (ত্রি) অপ্রিয়ং প্রিয়ং করোত্যনেন কৃ করণে খ্যুন্, মুম্চ্। অপ্রিয়ের প্রিয়তাকরণ।

প্রিয়ঙ্গু (স্ত্রী) প্রিয়ং গচ্ছতীতি প্রিয়-গম-মৃগয্বাদিত্বাৎ কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ। স্বনামখ্যাত গন্ধতৃণ বিশেষ (Aglaia Roxburghiana)। হিন্দী—প্রিয়ঙ্গ, গন্ধপ্রিয়ঙ্গ, প্রিয়ঙ্গু, কলিঙ্গ—নের্পিলগু। বোম্বাই গহুলা। তৈলঙ্গ—প্রেঙ্কণপুচেট্টু। পর্য্যায়—শ্যামা, মহিলাহ্বয়া, লতা, গোবন্দনী, গুন্দ্রা, ফলিনী, ফলী, বিম্বক্সেনা, গন্ধফলী, কারম্ভা, প্রিয়ক, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া, গৌরী, বৃত্তা, কঙ্গু, কঙ্গুনী, ভঙ্গুরা, গৌরবল্লী, সুভগা, পর্ণভেদিনী, শুভা, পীতা, মঙ্গল্যা, শ্রেয়সী। ভারতের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তীদেশে, কোঙ্কণ হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃতস্থানে, সিংহলের ৬ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চস্থানে, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মলয় দ্বীপপুঞ্জে এই বৃহদাকার বৃক্ষগুলি জন্মে। ইহার ফল স্বাদু সুমিষ্ট ও সাধারণের সুখাসেব্য। অগ্নিদগ্ধ গাত্রক্ষতে ইহা শীতল, জ্বালা উপশমকারী ও ক্ষতনাশক। ফলের গুণ—ধারক ও ত্রিদোষনাশক। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দাহ, পিত্ত, অস্রদোষ, ভ্রম, বমন, জ্বর ও বক্ত্রজাড্যনাশক। (রাজনি°)—ভাবপ্রকাশ মতে—তুবর, ও অনিলনাশক, রক্তাতিযোগ, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষদোষ ও মোহনাশক। ২ রাজিকা। ৩ পিপ্পলী। ৪ কঙ্গু। (মেদিনী), ৫ কটুকী। (ধরণি), ৬ ধাতকী। (বৈদ্য°)

প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদিবর্গ (পুং) প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদিগণ। (বাভট সূ°)

প্রিয়জন (পুং) প্রিয়ো জনঃ। বন্ধুলোক, সুহৃদলোক।

"সখিদুরবগাহগহনো বিধিমানো বিপ্রিয়ং প্রিয়জনেঽপি।
খল ইব দুর্লক্ষ্যস্তব বিনতমুখস্তোপরি স্থিতঃ কোপঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৬১৬)

২ প্রৌঢ়তাবল্লভ।

"প্রৌঢ়তারানুবিদ্ধো যস্তস্ত প্রিয়জনোহত্র সঃ।" (উজ্জ্বল নীল°)

প্রিয়জাত (ত্রি) জাতমাত্রই প্রিয়। যিনি জন্মাবধিই সাধারণের প্রিয়তর। ২ অগ্নির নামান্তর। (ঋক্ ৮।৬০।২)

প্রিয়জীব (পুং) প্রিয়ো জীবো যস্ত যস্মিন্ বা। শ্যোনাকবৃক্ষ। (রা°)

প্রিয়তনু (ত্রি) প্রিয়া তনুর্যস্ত। যাহার শরীর অতিশয় প্রিয়।
"ন ব্রাহ্মণো হিংসিতব্যঃ অগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।" (অথর্ব্ব ৫।১৮।৬)

প্রিয়তম (পুং) ময়ূরশিখা বৃক্ষ। (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন প্রিয়ঃ তমপ্। ২ অতিশয় প্রিয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রিয়তমা।

প্রিয়তর (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রিয়ঃ প্রিয়-তরপ্। দুয়ের মধ্যে যিনি অধিক প্রিয়। দুইজনের মধ্যে যিনি অধিক ভাল-বাসার পাত্র, তিনিই প্রিয়তর।
"প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা গুরুশ্চ তে।
তস্মাদস্ত প্রযত্নৈস্ত্বং শরীরং প্রতিপালয়॥" (গোঃ রামা° ২।৩১।৭)

প্রিয়তা (স্ত্রী) প্রিয়স্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। হার্দ্দ, স্নেহ, প্রেম।
"ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে॥" (মনু৫।৫০)

প্রিয়তোষণ (পুং) প্রিয়স্ত তোষণং যস্মাৎ, বা প্রিয়ং তোষয়তীতি তুষ-ণিচ্ ল্যু। ষোড়শপ্রকার রতিবন্ধের অতিরিক্ত রতিবন্ধ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"নারী পাদৌ স্বহস্তেন ধারয়েজ্জঘনোপরি।
স্তনাপীড়করঃ কামী কাময়েৎ প্রিয়তোষণঃ॥" (রতিমঞ্জরী)
(ত্রি) প্রিয়ব্যক্তির তুষ্টিকারিণী।

প্রিয়ত্ব (ক্লী) প্রিয়স্য ভাবঃ প্রিয়-ত্ব। প্রিয়তা, পর্য্যায়—প্রেম, প্রেমা, স্নেহ প্রণয়, হার্দ্দ, প্রিয়তা, স্নিগ্ধতা। (শব্দরত্না°)

প্রিয়দ (ত্রি) প্রিয়ং দদাতি দা-ক। প্রিয়বস্তুদানকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রিয়দত্তা (স্ত্রী) দীয়মান পৃথিবী।
"নামাস্যাঃ প্রিয়দত্তেতি গুহ্যং দেব্যাঃ সনাতনম্।
দানে বাঽপ্যথবাদানে নামাস্যাঃ প্রথমং প্রিয়ম্॥
য এতাং বিদুষে দদ্যাৎ পৃথিবী পৃথিবীপতিঃ।
পৃথিব্যামেতদিষ্টং স রাজা রাজ্যমিতো ব্রজেৎ॥" (ভারত ৬২অঃ)
প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রথমে দক্ষিণ চরণ ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিতে হয়।

প্রিয়দর্শন (ত্রি) প্রিয়ং দর্শনং যস্য। ১ সুদৃশ্য, পর্য্যায়—চাক্ষুষ্য।
"তত্তদ্ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ॥" (রঘু ১।৪৭)
(পুং) ২ শুকপক্ষী। ৩ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। ৪ গন্ধর্ব্ববিশেষ।
"অবেহি গন্ধর্ব্বপতেস্তনুজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য।"(রঘু ৫।৪৭)

প্রিয়দর্শিন্ (ত্রি) প্রিয় দৃশ-ণিনি। প্রিয়দর্শনকারী।

প্রিয়দর্শী, (পিঅদসী) ভারতের একজন বিখ্যাত সম্রাট্। 'অশোক' নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু এই 'অশোক' নাম তাঁহার কোন অনুশাসনপত্রে অথবা সাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাই একদিন অধ্যাপক উইলসন সাহেব প্রিয়দর্শী ও অশোক উভয়ের অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহলের 'দীপবংশ' নামক প্রাচীন পালিগ্রন্থে অশোকের পিয়দস্সি ও "পিয়দস্সন" এই দুইটী নামান্তর পাওয়া যাইতেছে, তবে সর্ব্বজনপরিচিত "অশোক" নাম, কেন যে তাঁহার বহুসংখ্যক শিলানুশাসনের কোন স্থলে রহিল না, তাহা বিবেচ্য, সন্দেহ নাই।

দুই বিভিন্নদিক্ হইতে আমরা অশোক বা প্রিয়দর্শীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাই। এক তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহারই আদেশে উৎকীর্ণ বহুসংখ্যক শিলালিপি হইতে এবং অপর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রন্থগত বিবরণের সহিত তাঁহার অনুশাসন লিপিসমূহের একতা নাই, সেই জন্যই বোধ হয়, প্রিয়দর্শী ও অশোকের অভিন্নত্ব-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ-প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের পরিচয়।

অশোকাবদান ও দিব্যাবদানের মতে শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক মগধের রাজা বিম্বিসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র উদায়ী বা উদয়াশ, তৎপুত্র মুণ্ড, তৎপুত্র কাকবর্ণী, তৎসুত সহলি, তৎসুত তুলকুচি, তৎসুত মহামণ্ডল, তৎসুত প্রসেনজিৎ, তৎসুত নন্দ, তৎসুত বিন্দুসার[১]। এই বিন্দুসারের পুত্র অশোক। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অবদানগ্রন্থে অশোকের সুপ্রসিদ্ধ পিতামহ

(১) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে অশোকাবদান চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। (Beal's Chines Tripitakas,) সুতরাং মূল গ্রন্থ তাহার অনেক পূর্ব্বে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য অশোকের পূর্ব্ববংশাবলী সম্বন্ধে ইহাই প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অবদান গ্রন্থের সহিত হিন্দু, জৈন, এমন কি বৌদ্ধদিগের পালিগ্রন্থেরও ঐক্য নাই। নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে—

বিষ্ণুপুরাণ।	জৈনস্থবিরাবলীচরিত।	পালিমহাবংশ।
১ শিশুনাগ।	(হেমচন্দ্র রচিত)	
২ কাকবর্ণ।		
৩ ক্ষেমধর্ম্ম।		
৪ ক্ষত্রৌজা।		১ বিম্বিসার।
৫ বিম্বিসার।		২ অজাতশত্রু।
৬ অজাতশত্রু।	১ শ্রেণিক।	৩ উদায়িভদ্দক।
৭ দর্ভক।	২ কুণিক।	৪ অনুরুদ্ধক।
৮ উদয়াশ্ব।	৩ উদায়ী।	৫ মুণ্ড।
৯ নন্দিবর্দ্ধন।	(নিঃসন্তান)	৬ নাগদাসক।
১০ মহানন্দি।	৪ নন্দ।	৭ সুসুনাগ।

চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের নাম না থাকায় কেহ আবার অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সহিত মৌর্য্যবংশের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে। অশোকের সহিত চন্দ্রগুপ্তের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এদিকে হিন্দু জৈন ও পালি-বৌদ্ধগ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত অশোকের পিতামহ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও প্রিয়দর্শীর নিজ অনুশাসনসমূহের কোথাও তাঁহার পিতা বা পিতামহের নামোল্লেখ নাই।*

জন্মকথা।

পূর্ব্বোক্ত অবদানদ্বয়ে লিখিত আছে—চম্পা নগরীতে ব্রাহ্মণের গৃহে এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মে। এক দৈবজ্ঞ সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই কুমারী রাজরাণী ও রাজমাতা হইবে'। ধনের লোভ বড় লোভ। ব্রাহ্মণ লোভে পড়িলেন, কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া তাহাকে লইয়া পাটলীপুত্রে আসিলেন এবং রাজা বিন্দুসারকে প্রদান করিলেন। বিন্দুসার ব্রাহ্মণকন্যাকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া রাজমহিষীগণের চক্ষু স্থির হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, এরূপ পাইলে আর কি রাজা আমাদিগকে চাহিবে। সকলে পরামর্শ করিয়া সেই ব্রাহ্মণবালাকে নাপিতানী করিয়া রাখিল ও তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিল। কিছুদিন যায়, ঐ ব্রাহ্মণকন্যা রাজা বিন্দুসারের দাড়িচুল কামাইতে থাকেন। এক দিন রাজা অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি তোমার উপর বড় প্রীত হইয়াছি তুমি কি চাও, বল। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।' তখন ব্রাহ্মণবালা মুখ হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আমি আপনাকে চাই।' রাজা কহিলেন, 'সে কি, আমি ক্ষত্রিয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত আর তুমি নাপিতানী, তোমাকে আমি কিরূপে গ্রহণ করিব?' ব্রাহ্মণকুমারী কহিলেন, আমি নাপিতানী নহি। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার পত্নী হইবার জন্যই পিতা দিয়া গিয়াছেন। পুরমহিলারাই আমাকে এ কাজ শিখাইয়াছে। তখন রাজা ব্রাহ্মণকন্যার কামনা পূর্ণ করিলেন। এখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাই পাটেশ্বরী হইলেন। সহবাসে তাঁহার দুইটী পুত্র হইল—১ম অশোক, ২য় বিগতশোক বা বীতশোক।

অশোকের পূর্ব্বে পট্টমহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের সুসীম নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল।

তক্ষশিলানগরবাসিরা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, বিন্দুসার সেখানেই অশোককে বিসর্জ্জন করেন। অশোক পথে দলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন নগরবাসিগণ বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে তক্ষশিলা ছাড়িয়া দিল ও রাজকুমারের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল।

এদিকে বিন্দুসারের প্রধানমন্ত্রী খল্লাটক জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুসীমের আচরণে কিছু বিরক্ত হইয়া তাহাকেই তক্ষশিলায় পাঠাইবার যোগাড় করিলেন এবং অশোককে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকেই রাজধানীতে আনাইয়া রাখিলেন।

বিন্দুসারের আয়ু শেষ হইয়া আসিল। অমাত্যগণ অশোককে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাজার সম্মুখে আনিল এবং যে পর্য্যন্ত সুসীম ফিরিয়া না আসে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিন্দুসার বড়ই রুষ্ট হইলেন। অশোক বলিলেন, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমিই রাজা হইব। অনতিবিলম্বে অশোকের পট্টবন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে বিন্দুসারের মুখ দিয়া উষ্ণশোণিত বাহির হইয়া প্রাণবায়ু চলিয়া গেল।

এখন অশোক সম্রাট্‌রূপে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসিলেন। রাধাগুপ্ত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তক্ষশিলায় সংবাদ গেল। সুসীম শুনিলেন, পিতা মরিয়াছেন এবং অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সসৈন্যে পাটলিপুত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অশোকও প্রস্তুত ছিলেন। নগরের প্রথম একই দ্বারে একজন নগ্ন, তৃতীয় দ্বারে রাধগুপ্ত, চতুর্থ দ্বারে স্বয়ং অশোক উপস্থিত রহিলেন। দ্বারের সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া খদির ও অঙ্গার পূরিয়া তদুপরি এক অশোকমূর্ত্তি রক্ষিত হইল।

সুসীম মনে করিয়াছিলেন যে, অশোককে মারিতে পারিলেই তিনি রাজা হইবেন। এই ভাবিয়া অশোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই অঙ্গারপূর্ণ পরিখায় পতিত হইলেন। এই সঙ্গে সুসীমের লীলাখেলা শেষ হইল।

অশোক প্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি অমাত্যদিগের প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা ফলফুলের গাছ ছিঁড়িয়া কাঁটাগাছে জল দিতেছ।' অমাত্যেরা রাজার প্রতিকূলে উত্তর

১১ সুমালা প্রভৃতি ৯ নন্দ।	৫ বংশক্রমে ৯ নন্দ।	৮ কালাশোক।
১২ চন্দ্রগুপ্ত।	৬ চন্দ্রগুপ্ত।	৯ ঐ দশ পুত্র।
১৩ বিন্দুসার।	৭ বিন্দুসার।	১০ চন্দ্রগুপ্ত।
১৪ অশোক।	৮ অশোক।	১১ বিন্দুসার।
	৯ কুণাল।	১২ ধর্ম্মাশোক।
	১০ সম্প্রতি।	

* "অহং রাজা ক্ষত্রিয়ো মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ কথং ময়া সার্দ্ধং সমাগমো ভবিষ্যতি।" (দিব্যাবদান ২৬ অঃ) এখানে বিন্দুসার আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কোথাও 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচিত হন নাই। তিনি সর্ব্বত্রই 'বৃষল' বলিয়া পরিচিত। [চন্দ্রগুপ্ত দেখ।]

দিলেন। অশোক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে পাঁচজনেরই মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

ক্রমে অশোকের প্রবৃত্তি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনি এক রমণীয় বধাগার স্থাপন করিলেন। চণ্ডগিরিক নামে এক তন্তুবায়পুত্র সেই বধাগারের রক্ষক হইল। মানবের প্রাণহরণ তাহার প্রীতিজনক কার্য্য। কতশত নিরীহ ব্যক্তি না জানিয়া এই বধাগারে আসিয়া অনাহারে জলকষ্টে প্রাণবিসর্জন করিয়াছে। কিছুদিন পরে সমুদ্র নামে এক সাধু ভিক্ষার আশয়ে সেই নরকালয়ে প্রবেশ করিলেন। যেই গৃহে যে যায়, পরদিন তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু দিনের পর কতদিন কাটিয়া গেল, সেই সাধুর জীবন বহির্গত হইল না! দুর্বৃত্ত চণ্ডগিরিকও অবাক্ হইয়া গেল। সে সেই সাধুর প্রাণসংহার করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সাধুর প্রাণ বাহির হইল না। চণ্ডগিরিক রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল। রাজা স্বয়ং সাধুকে দেখিতে আসিলেন। রাজা দেখিলেন, সেই ভিক্ষুর অর্দ্ধগাত্রে জল ঝরিতেছে ও অর্দ্ধগাত্রে আগুণ জ্বলিতেছে, সর্ব্বশরীর শূন্যে ঝুলিতেছে। তখন রাজা সবিস্ময়ে কৌতূহলপ্রযুক্ত ভিক্ষুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষু উত্তর করিলেন, 'আমি সেই পরম কারুণিক ধর্ম্মরাজ বুদ্ধপুত্র, সংসারের মহাভয় ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি। মহারাজ! শ্রবণ করুন। ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন, 'আমার পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে, পাটলিপুত্র নগরে অশোক নামে এক রাজা হইবে। সেই চতুর্ভাগ চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ আমার শরীরধাতু বিস্তার করিবে। ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিবে। অতএব হে নরেন্দ্র! সেই নাথের পূজা করিয়া ধর্ম্ম বিস্তার কর।'

রাজা বিচলিত হইলেন। বুদ্ধের নামে তাঁহার হৃদয়ে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষুকে বলিলেন, 'দশবলসুত! আমায় ক্ষমা করুন। আমি বুদ্ধ, গণ ও ধর্ম্মের শরণ লইলাম।' অনন্তর রাজা সসম্মানে ভিক্ষুকে বিদায় করিলেন। এখন অশোকের রুধিরপিপাসা চলিয়া গিয়াছে, সেই নরপিশাচ চণ্ডগিরিক বা সেই রমণীয় বধাগারের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে ; এখন সেই চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

'অজাতশত্রু যে দ্রোণস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অশোক তাহা তুলিয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে শরীরধাতু বাহির করিয়া নাগদিগের সাহায্যে রামগ্রামে এক সুবৃহৎ স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার পর নানাস্থানে নানাধাতুগর্ভ সুবর্ণ, রজত, স্ফটিক ও বৈদূর্য্যরচিত চতুরশীতিসহস্র করণ্ড স্থাপনা করিয়াছিলেন।

অশোক ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি স্থবির-যশাকে বলিলেন যে, একদিনে আমি চতুরশীতিসহস্র ধর্ম্মরাজিকা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। স্থবিরযশাও বুদ্ধকৃপা দেখাইলেন। অশোকরাজের মনোরথ পূর্ণ হইল। তখন তিনি "ধর্ম্মাশোক" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

অশোক এক দিন শুনিলেন, মথুরায় উপগুপ্ত নামে এক স্থবির রহিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার মত বুদ্ধভক্তও আর কেহ নাই। রাজা তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। অমাত্যগণ উপগুপ্তকে আনিবার জন্ত দূত পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু রাজার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি নিজে গিয়া উপগুপ্তপাদের সহিত দেখা করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। উপগুপ্তও শুনিলেন যে, মৌর্য্যসম্রাট্ তাঁহার কাছে আসিতেছেন। তিনি অশোকের ধর্ম্মানুরাগে সন্তুষ্ট হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া নৌকাযোগে মথুরা হইতে পাটলিপুত্রে আগমন করিলেন। রাজপুরুষ আসিয়া অশোককে এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মৌর্য্যরাজ উপগুপ্তের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্ত ঘণ্টা বাজাইতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে পাটলিপুত্রনগরী বিশিষ্টশোভায় সুশোভিত হইল। সম্রাট্ স্বয়ং শেষ রাত্রিতে উঠিয়া সে জলপথ হইতে আগু বাড়িয়া আনিলেন। উপগুপ্তের সমাগমে অশোক কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উপগুপ্ত অশোককে লইয়া কপিলবাস্তু, ভার্গবাশ্রম, বারাণসী প্রভৃতি বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র সকল দেখাইয়াছিলেন! সেই সকল পবিত্র বৌদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট্ বুদ্ধের অর্চ্চনা ও তাঁহার স্মরণার্থ স্তূপাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন[১]।

অশোক যে সময় ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে দেবী পদ্মাবতীর গর্ভে 'ধর্ম্মবর্দ্ধন' নামে তাঁহার এক পরম রূপবান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রের চক্ষু ঠিক কুণালপক্ষীর চক্ষুর মত ছিল, সেজন্ত অশোক তাঁহার 'কুণাল' নাম রাখিয়াছিলেন। সেই চক্ষুই কুণালের শত্রু হইল। যৌবনসীমায় কুণাল পদার্পণ করিলেন। অশোকের প্রধানা মহিষী তিষ্যরক্ষিতা সেই চোখ দুটী দেখিয়া কুণালের প্রতি অনুরক্তা হইলেন। একদিন রাণী কুণালকে একাকী পাইয়া তাঁহার নিকট আপনার অসদিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুণাল দুই হস্তে আপনার কাণ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'মা, এমন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা আর যেন শুনিতে না হয়। ধর্ম্মলোপ অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল।' তিষ্যরক্ষিতার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তখন হইতে রাণী কুণালের ছিদ্র খুঁজিতে লাগিলেন।

এদিকে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত। তথায় অভিযান

(১) বৃহৎ অশোকাবদান ও দিব্যাবদানান্তর্গত অশোকাবদান দ্রষ্টব্য।

করিবার জন্য অশোক নিজে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু অমাত্যগণের পরামর্শে কুণালকে মহাসমারোহে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে অশোকের দারুণ ব্যাধি জন্মিল, মুখ দিয়া বিষ্ঠা বাহির হইতে লাগিল। এ রোগের কেহই চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইল না। তখন রাজা কুণালকে আনিয়া রাজপাটে বসাইবার ইচ্ছা করিলেন। একথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষিতা ভাবিলেন, তাহা হইলে আর আমার বাঁচিতে হইবে না। তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আপনার রোগ ভাল করিয়া দিব। কিন্তু কোন বৈদ্যকে এখানে আর আসিতে দিতে পারিবেন না। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। এদিকে রাণী বৈদ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখুন, এরূপ আর কোন রোগী আছে কি না, থাকিলে আমার কাছে লইয়া আসুন।' বৈদ্য এক আভীরকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাহারও রাজার মত অবস্থা। রাণী সেই আভীরকে এক গুপ্ত স্থানে আনিয়া তাহার কুক্ষিভেদ করিয়া পাকাশয় পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন, তাহার অন্ত্রমধ্যে অসংখ্য ক্রিমি কিলবিল্ করিতেছে। মরিচ, পিপ্পলী, শৃঙ্গবের প্রভৃতি জিনিসেও সে ক্রিমি নষ্ট হইল না। অবশেষে পলাণ্ডুর রস দিবামাত্র ক্রিমি সকল মরিয়া মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। এখন রাণী অশোকরাজকে গিয়া জানাইলেন, আর আপনার চিন্তা নাই। ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। আপনাকে পলাণ্ডু খাইতে হইবে। রাজা বলিলেন, 'সে কি, আমি ক্ষত্রিয়, আমি কিরূপে পলাণ্ডু-ভক্ষণ করিব।' তিষ্যরক্ষিতা কহিলেন, 'জীবনরক্ষার্থ ঔষধ-স্বরূপ পলাণ্ডু খাইলে কোন দোষের হইবে না।' পরে পলাণ্ডু সেবনে রাজা স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং অত্যন্ত প্রীত হইয়া তিষ্যরক্ষিতাকে সাত দিনের জন্য রাজ্যভার প্রদান করিলেন।

দুষ্টমতি তিষ্যরক্ষিতা এখন বৈরনির্যাতনের সুবিধা পাইলেন। তিনি অশোকের নামে তক্ষশিলাবাসী জনসাধারণকে আদেশ করিলেন, 'মৌর্য্যকুলকলঙ্ক কুণালের চক্ষু উৎপাটিত করিবে।'

সেই নিদারুণ আদেশ পাইয়া তক্ষশিলার সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। কুণালের চরিত্র অতি বিশুদ্ধ, শান্ত ও সকলের প্রিয়। তাঁহার অনিষ্টসাধনে সকলেই বিমুখ হইল। সকলেই রাজার নিন্দা করিতে লাগিল। কুণাল সেই পত্র পাইলেন। নিজ হস্তে নেত্র উৎপাটনপূর্ব্বক পিতার আদেশ পালন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সেই শান্ত-মূর্ত্তি দৃঢ়চেতা কুণালের মন বিচলিত হইল না।

তক্ষশিলায় আসিবার পূর্ব্বে কাঞ্চনমালার সহিত কুণালের বিবাহ হইয়াছিল। প্রাণপ্রতিম কুণালের সেই চিত্তবিমোহন নয়ন দুটী অপহৃত হইল দেখিয়া তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। ভার্য্যাকে শান্ত করিয়া ভিখারীর বেশে কুণাল পত্নীর হাত ধরিয়া তক্ষশিলা ত্যাগ করিলেন। এখন কুণাল পথে পথে বীণা বাজাইয়া বেড়ান, সঙ্গে একমাত্র কাঞ্চনমালা। ভিক্ষাই উভয়ের উপজীবিকা। এইরূপে কুণাল পাটলিপুত্রে আসিলেন। কেহই তাঁহাকে আর চিনিতে পারিল না। এমন কি দ্বারপালও তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিল না। এক দিন অতি প্রত্যূষে রাজপ্রাসাদের পাশে বসিয়া কুণাল বীণা বাজাইয়া গাহিলেন, 'যদি ভবে দুঃখে পীড়া পাইয়া থাক, যদি এই সংসার দোষের বলিয়া জানিয়া থাক, যদি ধ্রুবসুখ পাইতে ইচ্ছা থাকে, শীঘ্র এই আয়তন ত্যাগ কর—ত্যাগ কর।'

এ সুস্বর অশোকের কাণে পৌঁছিল। তিনি তখনই স্থির করিলেন, তাঁহারই প্রিয় পুত্র কুণালের স্বর। অবিলম্বে তিনি কুণালকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কুণাল সস্ত্রীক নৃপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। অশোক নয়নরঞ্জন পুত্রের নয়নহীন দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজা প্রকৃতিস্থ হইয়া কুণালকে কোলে করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বল বৎস! বল তোমার সেই চারুনয়নদুটী কিরূপে নষ্ট হইল।'

কুণাল বলিলেন, 'রাজন্! অতীতের জন্য শোক করিবেন না। কর্ম্মফল সকলেই ভোগ করিয়া থাকে, আমিও ভোগ করিতেছি! কেন অপরকে দোষী করিব?'

পরে রাজা যখন বুঝিতে পারিলেন তিষ্যরক্ষিতারই এই কাজ। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্তনয়নে তিষ্যরক্ষিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শুধু তোর চক্ষু নহে, তোর নাক, চক্ষু, মুখাদি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিব। নষ্টমতি! তবে তুই বুঝবি, আমার হৃদয়ে কি কষ্ট দিয়াছিস্।'

কুণাল করজোড় করিয়া পিতাকে জানাইলেন, 'রাজন্! তিষ্যরক্ষিতা অনার্য্যকর্ম্মা, আপনি আর্য্যকর্ম্মা হইয়া স্ত্রীবধ করিবেন না। মৈত্রী ও তিতিক্ষা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই। মা যদি আমার চক্ষু তুলিয়া সত্যই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই সত্য-গুণেই আবার আমার চক্ষু উঠিবে।' বিশ্বাসে কি না হয়। ধ্রুববিশ্বাসপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ কুণাল পূর্ব্ববৎ চক্ষুলাভ করিলেন। কিন্তু অশোক তিষ্যরক্ষিতাকে মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। সেই পাপিষ্ঠার দেহ জতুগৃহে দগ্ধীভূত হইল।[১]

যে সময়ে রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা ও পঞ্চবার্ষিকব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময় তাঁহার ভ্রাতা বীতশোক তীর্থিকদিগের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তীর্থিকেরা তাঁহাকে বুঝাইত যে, 'শ্রমণ শাক্যপুত্রদিগের মোক্ষ নাই। বীতশোকও তাহাই বুঝিতেন, বরং শ্রমণদিগের সহিত তাঁহার

(১) দিব্যাবদানে কুণালাবদান।

অনেক সময় বিরোধ উপস্থিত হইত। অশোকের তাহা ভাল লাগিত না।

তিনি বীতশোককে বুদ্ধমতে আনিবার জন্য এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আপনার মন্ত্রী উপগুপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন যে, কোন রকমে বীতশোককে সিংহাসনে বসাইতে পার। অমাত্যেরা অশোকের পট্টমৌলি লইয়া স্নানশালায় গিয়া একদিন বীতশোককে বলিল, 'রাজার দেহাবসান হইলে আপনিই রাজা হইবেন। এখন সাজিয়া গুজিয়া সিংহাসনে বসুন দেখি, কিরূপ আপনাকে দেখায়?" বীতশোক অমাত্যদিগের কথায় ভুলিয়া অশোকের রাজভূষা পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন। ঠিক সেই সময়ে অশোক আসিয়া উপস্থিত! 'কে হেথায়' অশোক এই বলিবামাত্র চারিদিক্ হইতে সশস্ত্র ঘাতকেরা আসিয়া বীতশোককে ঘেরিয়া ফেলিল। অশোক গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "দেখ, বীতশোক আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সিংহাসনে বসিয়াছ। ভাল, আমি সাতদিন রাজ্য ছাড়িয়া দিলাম, ইহার পর ঘাতকের হস্তে তোমার প্রাণ যাইবে।"

বীতশোক সাতদিনের জন্য রাজ্য পাইলেন। কতই নাচ গান ও আমোদের স্রোত বহিতে লাগিল। সপ্তমদিবসে ঘাতক আসিয়া তাঁহার অন্তিমদিনের কথা শুনাইয়া দিল। রাজবেশে বীতশোক অশোকের নিকট আসিলেন। অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই! এ কয়দিন কেমন সুখ ভোগ করিলে, নাচ গানে কেমন আমোদ পাইলে?' বীতশোক বলিলেন, 'সুখ কোথায়? নাচগান দেখি নাই, শুনি নাই, গন্ধে আঘ্রাণ পাই নাই, রসে আস্বাদ করি নাই। কেবল দেখিয়াছি, যেন নীল বস্ত্রধারী ঘাতকগণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।'

অশোক কহিলেন, 'ভাই, এতই যদি মরণের ভয়, আর যাহাতে মরণ না হয়, তাহার কেন চিন্তা কর না।' বীতশোক বলিলেন, 'আমি সেই সম্যক্সম্বুদ্ধের শরণ লইলাম। ধর্ম্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইলাম।' সেইক্ষণেই বীতশোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পাংশুকূল, চীবর ও বৃক্ষমূলই বীতশোকের আশ্রয়স্থান হইল। তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পান, তাহাতেই তাঁহার শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। নানাদেশ নানাজনপদ হইয়া তিনি প্রত্যন্তদেশে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার মহাব্যাধি উৎপন্ন হইল। এ সংবাদ পাইয়াই রাজা অশোক তাঁহার চিকিৎসার্থ ভৈষজ্যাদি পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময় পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরবাসী নিগ্রন্থ উপাসকেরা তাঁহাদের উপাস্য জিনদেবের পাদমূলে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আঁকিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা গিয়া অশোককে নিবেদন করিল। তাহাতে অশোক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী সমস্ত আজীবককে নিহত করিবার আদেশ করেন। একদিনে আঠার হাজার আজীবক নিহত হইয়াছিল।

পরে আবার পাটলিপুত্রের নিগ্রন্থেরাও জিনদেবের পাদমূলে বুদ্ধপ্রতিমার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তাহাদের প্রতিও অশোক পূর্ব্ববৎ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। এমন কি শেষে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যে নিগ্রন্থের শির আনিয়া দিবে, সে দীনার পাইবে।'

এই সময় বীতশোক মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এক আভীরগৃহে রাত্রিবাস করিতেছিলেন। আভীরপত্নী তাঁহার দীর্ঘনখ ও শ্মশ্রুদৃষ্টে তাঁহাকে নিগ্রন্থ মনে করিয়া আপন স্বামীকে সংবাদ দিল। আভীর বীতশোকের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া দীনার পাইবার আশায় অশোকের নিকট আনিল। অশোক সেই মুণ্ড দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে অমাত্যগণ বলিলেন, 'বীতরাগদিগের বৃথা পীড়া উপস্থিত হইতেছে, সকলকে অভয় প্রদান করুন।' সেই দিন রাজা প্রচার করিলেন, আমার রাজ্যে যেন আর কেহ হিংসা না করে। অনন্তর অশোক আপনার সর্ব্বস্বই বৌদ্ধসঙ্ঘে অর্পণ করিলেন।[১] (অশোকাবদান।)

মহাবংশবর্ণিত অশোক।

সিংহলের পালি মহাবংশে দুইজন অশোকের পরিচয় পাই। ১ম অশোক 'কালাশোক' নামেই খ্যাত। বুদ্ধনির্ব্বাণের ১০০ বর্ষ পরে পুষ্পপুরে এই কালাশোক রাজত্ব করিতেন। এই ১ম অশোকের সময়ে সদ্ধর্ম্মসঙ্গীতিতে বুদ্ধের উপদেশমূলক শাস্ত্রসমূহ উক্ত সংগৃহীত হয়।

এই কালাশোকের ১০ পুত্র প্রথমে ২২ বর্ষ, পরে ৯ পুত্র ২২ বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহার শেষ পুত্রের নামই ধননন্দ। চাণক্যের কৌশলে ধননন্দ রাজ্য হারাইলেন এবং মোরিয়বংশসম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যলাভ করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৬ মহিষীর গর্ভে ১০১টী পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অশোকই পুণ্যতেজা ও মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পিতার অধীনে উজ্জয়িনী শাসন করিতেন। যখন শুনিলেন, তাঁহার পিতা মৃত্যুশয্যায়, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পাটলিপুত্রে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করেন ও ৯৯ জন ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া জম্বুদ্বীপে একাধিপত্য করিতে থাকেন। বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে তাঁহার অভিষেক হয়। রাজ্যলাভের

(১) অশোকাবদানের শেষে লিখিত আছে, অশোক যে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর মৌর্য্যবংশীয় শেষ নৃপতি পুষ্যমিত্র সেই সমুদায় ধ্বংস করিয়া যান। [পুষ্যমিত্র দেখ।]

৪র্থ বর্ষে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অভিষেককালে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তিষ্য 'উপরাজ' পদবী লাভ করেন।

অশোকের পিতা ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, তিনি প্রত্যহ ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। অশোকও তিন বর্ষকাল তদ্রূপ করিয়াছিলেন। অভিষেক হইতে তাঁহার মতিগতি ফিরিয়া গেল। তিনি আপন সভায় সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মামাত্য আনিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন ও সকলকেই সমভাগে ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রামণের ন্যগ্রোধকে দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এ ন্যগ্রোধ আর কেহ নহে, তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। অশোক যখন বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমনকে হত্যা করেন, তৎকালে তাঁহার গর্ভবতীপত্নী চণ্ডালগৃহে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ন্যগ্রোধ জন্মগ্রহণ করেন এবং আপনার পূর্ব্ব সুকৃতিবলে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অশোকের হৃদয়ে একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ ও অপর দিকে বৌদ্ধদিগের প্রতি অনুরাগ প্রবল হইতে লাগিল। এখন তিনি প্রত্যহ ষষ্টিসহস্র শ্রমণের সেবা করিতে লাগিলেন।

এই চতুর্থ বর্ষেই উপরাজ তিষ্য, অশোকের ভাগিনেয় ও সঙ্ঘমিত্রার স্বামী অগ্নিব্রহ্মও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সহস্র সহস্র লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অশোকের ধর্ম্মোন্মত্ততা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল।

উপরাজ তিষ্যের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর অশোক আপন প্রিয়পুত্র (মহিন্দো) মহেন্দ্রকে 'উপরাজ' করিবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুদিন না যাইতে মহেন্দ্রও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। স্থবির মহাদেব মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করেন। স্থবির মধ্যান্তিক তাঁহার জন্য কর্ম্মবচন অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে ধর্ম্মপতি সঙ্ঘমিত্রার উপাধ্যায়া ও আয়ুপালী তাঁহার আচার্য্যা হইলেন। অশোকের ষষ্ঠবর্ষে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা উভয়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

কথায় বলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ক্রমে বৌদ্ধ আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের সংখ্যা এতই বেশী হইয়া পড়িল ও এতই মতভেদ হইতে আরম্ভ হইল যে, শেষে গোলমাল করিয়া ভারতের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধারামে উপোষধ ও প্রাবরণ বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপ সাতবর্ষ গত হইলে অশোক সংবাদ পাইলেন। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, 'আমার অশোকারামে যে সকল ভিক্ষু থাকেন, সকলেই যেন উপোষধব্রত পালন করেন।' ভিক্ষুসঙ্ঘ উত্তর করিলেন যে, তীর্থিকের সহিত আমরা উপোষধব্রত পালন করিতে পারিব না। রাজা এসংবাদ পাইলেন। ধর্ম্মপালন না করায় কাহার অধর্ম্ম হইল? রাজার সন্দেহ জন্মিল। তিনি মৌদ্গলিপুত্র তিষ্যের নিকট স্বয়ং গিয়া আপনার মনোবেদনা জানাইলেন, তিষ্য 'তিত্তিরজাতক' শুনাইয়া সম্রাটকে বলিলেন 'প্রতীচ্ছা না থাকিলে পাপ হয় না।' সম্রাট্ মোগ্গলিপুত্তের উপদেশে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিলেন।

অশোকের অধীনস্থ রাজগণ ও বন্ধুগণও এখন সম্রাটের পরামর্শে স্তূপাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠাইলেন।

সিংহলরাজ প্রিয়তিষ্য মহেন্দ্রের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে সঙ্ঘমিত্রাও সিংহলে আসিয়াছিলেন এবং সিংহলরাজমহিলাগণ সঙ্ঘমিত্রার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

অশোক সম্বন্ধে জৈনমত।

হেমচন্দ্ররচিত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত-মতে—'বিন্দুসার হইতে অশোকশ্রী জন্মলাভ করেন। বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে তিনিই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। অশোকের কুণাল নামে একটী পুত্র হয়। অশোক কুণালকে উজ্জয়িনীপুরী দান করেন। কুণাল তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কতিপয় শরীররক্ষক তাঁহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। এইরূপে কএক বৎসর অতীত হইলে রাজা অশোক জনৈক পরিচারকের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, কুণালের অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইয়াছে। রাজা এই কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজেই কুণালের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রখানি সহজে বুঝিবার জন্য প্রাকৃত ভাষাতেই লেখা হয়; সুতরাং উহার একস্থানে 'অধ্যয়ন কর' এইরূপ লিখিতে গিয়া "অধীউ" এই পদটী লিখিত হইয়াছিল।

রাজা যখন পত্র লিখেন, তখন কুণালের একজন বিমাতা তথায় বসিয়াছিলেন। তিনি রাজার নিকট হইতে আস্তে আস্তে পত্রখানি হাতে লইয়া সমস্ত পাঠ করিলেন। পত্রপাঠে তাঁহার মনে হিংসা হইল। তিনি কুণালকে বঞ্চিত করিয়া আপন পুত্রকে রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর করিবার নিমিত্ত মনে মনে কোন উপায় স্থির করিতেছিলেন। সেই সময়ে রাজা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কুণালের বিমাতাও এই অবকাশেই আপন কামনা পূর্ণ করিলেন। তিনি পত্রের যেখানে 'অধীউ' পদটী লেখা ছিল, তন্মধ্যে চোখের কাজল দিয়া একটী অতিরিক্ত বিন্দু বসাইয়া 'অন্ধীঅউ' অর্থাৎ অন্ধ হও এইরূপ করিয়া রাখিলেন। রাজা অশোকও মনের ভুলে পত্রখানি পুনরায় আর পাঠ করিলেন না। তিনি স্বনামাঙ্কিত মোহর মারিয়া পত্রখানি উজ্জয়িনীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে কুণাল প্রথমে পিতৃনামাঙ্কিত পত্র পাইয়াই সহসা মস্তকে ধারণ করিলেন, পরে জনৈক বাচকের দ্বারা পত্রখানি পাঠ করাইলেন। পত্রপাঠক পত্রপাঠে একেবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কুণাল তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিজেই পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তিনি পত্রমধ্যে 'অন্ধীঅউ' দেখিয়া চিন্তা করিলেন, আমাদের মৌর্য্যবংশে কেহ কখন গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই। অতএব আমি যদি তাহা করি, তবে সকলেই আমার দৃষ্টান্তে চলিবে; সুতরাং আমি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিব না। এই বলিয়া তিনি নিজেই তপ্তশলাকাদ্বারা চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। এদিকে অশোক ঐ সংবাদ শুনিতে পাইয়া স্বীয় কূটলেখায় আত্মাকে বার বার নিন্দা করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, হায়! আমার আশা ভরসা সমস্তই গেল, আমি যাহাকে যৌবরাজ্য দিয়া পরে রাজা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সে এক্ষণে রাজ্য বা মণ্ডল ইহার কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমার মনের আশা মনেই রহিয়া গেল, এইরূপ চিন্তা করিয়া অশোক কুণালকে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম দান করিলেন। কুণাল সেইখানেই থাকিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার শরৎশ্রী নাম্নী পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। কুণাল বিমাতার মনোরথ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত রাজ্যলাভার্থ পাটলীপুত্রে গমন করেন। তিনি পাটলীপুত্রে গিয়া গান বাজানায় সকলেরই মন মুগ্ধ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিল। ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি অন্ধ গায়ককে আপন প্রাসাদে ডাকাইয়া যবনিকার অন্তরালে বসিয়া তাঁহার গান শুনিতে লাগিলেন। অন্ধ অতি মধুর স্বরে গীতিচ্ছন্দে এই কএকটী কথা গাহিলেন, 'হায়! চন্দ্রগুপ্তের প্রপৌত্র, বিন্দুসারের পৌত্র ও অশোকশ্রীর পুত্র এই অন্ধ আজ পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে।' রাজা গান শুনিয়া অন্ধকে জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কে?' অন্ধ বলিল, 'মহারাজ! আমি আপনার পুত্র কুণাল। আমি আপনারই আদেশে অন্ধ হইয়াছি।'

রাজা এই কথা শুনিয়া সহসা যবনিকা সরাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কি চাও। কুণাল কহিল, পিতঃ! আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছে, আপনি তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। রাজা পুত্র কুণালের কথায় তুষ্ট হইয়া স্বীকৃত হইলেন এবং মহাসমারোহে পৌত্রকে আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। তিনি পৌত্রের 'সম্প্রতি' এই নাম রাখিলেন।

অশোক প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া পৌত্রের বয়স অতি অল্প হইলেও দশদিনের পরেই তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্যারোহণকালে সম্প্রতি স্তন্যপায়ী শিশু ছিলেন, ক্রমে তাঁহার বয়সের সহিত বুদ্ধি, বিক্রম ও বিদ্যা প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত গুণই বাড়িতে লাগিল। তিনি জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, সুতরাং জৈনগণ সকলে আসিয়া পাটলিপুত্রে মিলিত হইলেন। তাঁহারা মিলিত হইয়া তৎকালে একটী সঙ্ঘ আহ্বান করেন, এই সঙ্ঘের নাম হয় শ্রীসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে জৈনধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হয়। (পরিশিষ্টপর্ব্ব)

প্রিয়দর্শীর অনুশাসন* হইতে পরিচয়।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতে অশোকের যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহাতে প্রকৃত কথা থাকিলেও অত্যুক্তি ও কাল্পনিক কথা মিশিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ কারণ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে তাঁহার রাজ্যকালে উৎকীর্ণ অনুশাসনগুলিই একমাত্র অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল অনুশাসন হইতে প্রিয়দর্শীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় যাহা পাইয়াছি, তাহাই বলিব।

অনুশাসন হইতে প্রিয়দর্শীর বাল্যজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার গিরিলিপিতে প্রকাশ, তিনি প্রথমে অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। রাজা হইয়াই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হন নাই। প্রথমে অতিশয় মাংসপ্রিয় ছিলেন। ১ম গিরিলিপিতে প্রকাশ, 'সুপথ্যের জন্য তাঁহার পাকশালায় অনুদিন বহু প্রাণিবধ হইত। তাঁহার অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন, তাহাতে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক বন্দী হয়। লক্ষ লোক (যুদ্ধে) নিহত হয় ও তাহার বহুগুণ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।' এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি যখন রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারেন নাই, অথবা বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ২য়, ৫ম ও ১৩শ গিরিলিপি হইতে জানা যায়—তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে বর্ত্তমান ভারতের দশ আনারও অধিক তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশস্থ তরাই (জঙ্গল), দক্ষিণে মহিসুর ও গোদাবরীর উত্তরাংশ, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্রনদ এবং পশ্চিমে ভারতের বর্ত্তমান পশ্চিমসীমা এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল। সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশসমূহে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন ও যে

* প্রিয়দর্শীর অনুশাসন দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি গিরিমালার উপর খোদিত, সেগুলি গিরিলিপি (Rock edict) ও অপর কতকগুলি স্তম্ভে উৎকীর্ণ, সে সমস্ত স্তম্ভলিপি (Columnar edict) নামে গণ্য।

সকল জনপদ অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে ১৩শ লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিজয়ের মধ্যে এই (বিজয়) দেবগণের প্রিয় (প্রিয়দর্শী) মুখ্যবিজয় (মনে করেন) যথা—ধর্ম্মবিজয়, তাহা দেবগণের প্রিয় পাইয়াছেন্। এখানে (তাঁহার অধিকারে) ও সর্ব্ব অপরান্ত দেশে ছয়শত যোজন দূরে অন্তিওক যেখানে রাজা, পরে চারি রাজা তুরময় নামে, অন্তিকিনি নামে, মক নামে ও অলিকসুন্দর নামে (আছেন), দক্ষিণে চোড়, পাণ্ড (পাণ্ড্য), তাম্বপনির (তাম্রপর্ণী) ও হিড় রাজাও (আছেন)।" *

যবন, কাম্বোজ, পেতেনিক, গন্ধার, রিষ্টিক বা রাষ্টিক, বিশ ও বৃজি, নাভক ও ন্যাভম্পতি, ভোজ, অন্ধ্র ও পুলিন্দগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

দক্ষিণসীমান্তবর্ত্তী অবিজিত দেশসমূহের মধ্যে তাঁহার অনুশাসনে চোড়, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণীর উল্লেখ আছে। †

শাসনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রধান প্রধান সহর 'মহামাত্য' নামক রাজকর্ম্মচারীগণের অধীনে থাকিত। সমস্ত সাম্রাজ্য কএকটী প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশ শাসন করিবার জন্য এক এক জন 'প্রাদেশিক' নিযুক্ত ছিলেন। কতকগুলি প্রদেশ একত্র করিয়া এক একটী রাজ্য গঠিত হইত। এক একটী রাজ্য 'রাজুক' নামক একজন প্রধান কর্ম্মচারীর অধীন থাকিত। রাজ্যগুলি কএকটী প্রধান খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা ও তোসলি প্রধান। পাটলিপুত্রে সম্রাটের নিজ রাজধানী ছিল।‡ উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা ও তোসলির শাসনভার এক একজন রাজকুমারের হস্তে অর্পিত ছিল। সম্রাট্ স্বরাজ্য ও পররাজ্যের সংবাদ জানিবার জন্য 'প্রতিবেদক' নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ প্রজা ও অমাত্যগণের গুপ্ত কার্য্যাদি সম্রাট্‌কে জানাইত।

কলিঙ্গ-বিজয়কালে বহুসংখ্যক মানবশোণিতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে মমতা ও অহিংসাবৃত্তি আশ্রয়লাভ করে।

প্রিয়দর্শীর বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও অবশেষে একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি অসি দ্বারা বা বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা প্রলোভন দেখাইয়া আপনার মহদুদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হন নাই। সর্ব্বজীবে দয়া ও দান, ধর্ম্ম উপদেশ ও সাধুসেবাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায় হইয়াছিল।

তিনি দশম বর্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'পূর্ব্বে সুখসম্ভোগের জন্য যে বিহারযাত্রা হইত, এখন হইতে তাহা ধর্ম্মযাত্রায় পরিণত হউক।' শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ, দীন দরিদ্রদিগকে দান, ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জন্যই এই ধর্ম্মযাত্রার সৃষ্টি। দ্বাদশ বর্ষে সম্রাট্ ধর্ম্মপ্রচারের যথোচিত বন্দোবস্ত করেন ও তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন লিপিবদ্ধ হয়। সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও কুটুম্বগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, পিতামাতা গুরুজন ও বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা প্রভৃতি সদ্ধর্ম্মপালনার্থ আজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজুক ও প্রাদেশিকদিগের প্রতিও আদেশ হইল যে, রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ ও ধর্ম্মার্থ প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে প্রতি পঞ্চমবর্ষে নিজ নিজ এলাকায় ভ্রমণ করিতে হইবে। পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের শুশ্রূষা, জীবে দান ও অপভণ্ডদিগের উপর নিন্দাবিমুখতা ইত্যাদি চলিতেছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রজাগণের অভিপ্রায়, অমাত্য বা পঞ্চায়তের বিবাদ বা প্রবঞ্চনার কথা শুনাইবার জন্য যখন ইচ্ছা প্রতিবেদকগণ তাঁহার নিকট যাইতে পারিবেন। নৃপতির ভোজন কালেই হউক, তিনি অন্তঃপুরেই থাকুন বা সুখোদ্যানেই থাকুন, ইচ্ছা করিলেই প্রতিবেদকগণ তাঁহার নিকট যাইতে পারিবে। সকল কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হইবার জন্যই সম্রাট্ এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

তখনও যজ্ঞযূপে যথেষ্ট পশুবধ হইত। যজ্ঞার্থে পশুবধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে নিন্দিত নহে, বরং অনুষ্ঠেয়। সম্রাট্ প্রচার করিলেন, "আহারের জন্য কোন জীববধ করা অকর্ত্তব্য। যজ্ঞযূপে জীবনাশ করাও উচিত নহে। রাজরন্ধনশালায় আহারের জন্য কোন জীবহত্যা হইবে না।"[১]

প্রিয়দর্শী নিজরাজ্যে ও দূরদেশীয় বিভিন্ন স্বাধীনরাজ্যে মানব ও সাধারণ পশুর প্রাণরক্ষার্থ দুই প্রকার চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যেখানে ওষধি পাওয়া যাইত না, সেখানে নূতন বীজ রোপণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে সাধারণের হিতার্থ নানা স্থানে কূপ প্রস্তুত হইয়াছিল।[২]

তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন প্রচার হইতেছে কি না ও সাধারণে তদনুসারে কার্য্য করিতেছে কি না ? তাহার পরিদর্শন জন্য প্রিয়দর্শী অভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষ পরে 'ধর্ম্মমহামাত্য' নামে কতকগুলি অমাত্য নিযুক্ত করেন।[৩]

এই সময়ে প্রিয়দর্শীর চিত্ত সাধারণের হিতের জন্য স্বতঃই

* Epigraphia Indica, Vol. II. p. 493-5.

† ২য় ও ১৩শ লিপি দ্রষ্টব্য। ‡ ১ম গিরিলিপি।

(১) ১ম গিরিলিপি। (২) ২য় গিরিলিপি। (৩) ৩য় গিরিলিপি।

আকৃষ্ট হইয়াছিল, পরের জন্ম তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি যে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার মূল নীতি এই—

১ জীবে অহিংসা, ২ পিতামাতার শুশ্রূষা, ৩ বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার, ৪ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান, আর তাঁহাদের শুশ্রূষা, ৫ দীন ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, ৬ বিধর্ম্মিগণের প্রতি নিন্দাবিমুখতা, ৭ শ্রম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও দৃঢ়ভক্তি।[১]

গিরিলিপিমালা আলোচনা করিলে বোধ হয় না যে, তিনি রাজত্বের চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে লালিত পালিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ হ্রাস হয় নাই। অধিক সম্ভব, আজীবক জৈনসংসর্গে তিনি প্রথম অহিংসাধর্ম্ম শিক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাবে তিনিও ক্রমে বৌদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

দাক্ষিণাত্যে মহিসুরের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গের অধীন সিদ্ধাপুর হইতে আবিষ্কৃত গিরিলিপিতে লিখিত আছে,—

'দেবগণের প্রিয় (প্রিয়দর্শী) এই বলিয়াছেন, আড়াই বর্ষের অধিককাল আমি উপাসক ছিলাম, কিন্তু (তখনও) কোন চেষ্টা করি নাই। ছয়বর্ষ কেন, তাহারও অধিককাল আমি সঙ্ঘে উপগত ছিলাম। তৎকাল মধ্যে (ধর্ম্ম) বৃদ্ধিসাধনকল্পে চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল মনুষ্য (ব্রাহ্মণ) জম্বুদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত ছিল, তাহারা এই সময় দেবগণসহ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।'[২]

প্রিয়দর্শী ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার ১৩শ গিরিলিপিতে প্রকাশ যে তিনি অভিষেকের অষ্টমবর্ষপরে (৯ম বর্ষে) কলিঙ্গ বিজয় করেন, তথায় বহু প্রাণীহত্যা দেখিয়া তাঁহার অনুশোচনা উপস্থিত হয়। সেই অনুশোচনায় তাঁহার মন ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এরূপ স্থলে মনে হয় অভিষেকের দশমবর্ষে তিনি উপাসক হন।

পালি মহাবংশের মতে, রাজ্যলাভের চারিবর্ষ পরে অশোকের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হয়। যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে রাজ্যলাভের অন্ততঃ চতুর্দ্দশ বর্ষপরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিগ্লীবের অনুশাসনে লিখিত আছে, অভিষেকের চতুর্দ্দশবর্ষ পরে প্রিয়দর্শী কোণাগমন নামক গতবুদ্ধের পূর্ব্বস্থিত স্তূপ বর্দ্ধিত করেন।[৩] পড়েরিয়ার গিরিলিপি হইতেও জানা যায়, অভিষেকের বিংশতিবর্ষপরে তিনি বুদ্ধশাক্যের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রামে আসিয়া বুদ্ধের পূজা করেন ও সেই গ্রামখানি বুদ্ধোদ্দেশে নিষ্কর করিয়া দেন।

প্রিয়দর্শী বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জয়পুরের অন্তর্গত ভাব্রা হইতে আবিষ্কৃত গিরিলিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"রাজা প্রিয়দর্শী মাগধসঙ্ঘকে অভিবাদন করিয়া বলিতেছেন, নিরাপদ সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন। আপনারা অবগত আছেন, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রসাদ ও শুভকামনা করিয়া থাকি। ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক যাহা ভাষিত, সবই সে সুভাষিত। যত দূর আমি আদেশ করিতে পারি, তত দূর, তাহা ঘোষণা করা উত্তম মনে করি যে, তাহা হইলে সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে। ধর্ম্মপর্য্যায়গুলি এই—বিনয়সমুৎকর্ষ, আর্য্যবস, অনাগতভয়, মুনিগাথা, মোনেয়সূত্র, উপতিষ্যপ্রশ্ন ও লাঘুলোবাদে মৃষাবাদ, ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক পরিভাষিত। আমার ইচ্ছা, বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ অবিরত এই ধর্ম্মপর্য্যায় সকল শ্রবণ ও ধ্যান করেন, উপাসক ও উপাসিকারাও যেন এইরূপ করে। এই অভিপ্রায়েই ইহা লিখাইলাম যে, সাধারণে আমার ইচ্ছা অবগত হউক।"

উক্ত ধর্ম্মপর্য্যায় বা ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলির আভাস পাওয়া গিয়াছে। বিনয়সমুৎকর্ষ বিনয়পিটকের সারাংশ প্রাতিমোক্ষ (পতিমোক্‌খ), অনাগতভয়—সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তরনিকায়শাখার 'আরণ্যকানাগতভয়সূত্ত', উপতিষ্যপ্রশ্ন—বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গস্থ 'শারিপুত্রপ্রশ্ন,' মুনিগাথা—সূত্রপিটকের সুত্তনিপাতের অন্তর্গত 'মুনিগাথা' নামক ১২শ সূত্র ; লাঘুলোবাদে মৃষাবাদ—মজ্ঝিমনিকায়ের অম্বলট্ঠিকা রাহুলোবাদ নামক ৬১ সূত্র।

সিংহলের দীপবংশ ও মহাবংশেও লিখিত আছে, অশোকের সময় ২য় ধর্ম্মসঙ্গীতি হইয়াছিল এবং তাহাতে বুদ্ধের উপদেশমূলক শাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত হয়।

কেবল স্বরাজ্যে নহে, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্যও প্রিয়দর্শী বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। যেখানে অন্তিওক (Antiochus), তুরময় (Ptolemy), অলিকসুন্দর (Alexander) প্রভৃতি যবনরাজ রাজত্ব করিতেন, ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি সেই সুদূরদেশেও প্রিয়দর্শী ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সাসেরামের গিরিলিপিতে ২৫৬ জন বিবুধ বা ধর্ম্মপ্রচারকের উল্লেখ আছে। সিংহলের দীপবংশে ১০ জন প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকের নাম ও তাঁহারা কে কোন্ দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। যথা—কাশ্মীর ও গান্ধারে মজ্ঝন্তিক (মধ্যান্তিক),

(১) ৭ম গিরিলিপি।

(২) Epigraphia Indica, Vol. III. p, 138-9.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. V. p, 5-6.

মহিষে (মহিসুরে) মহাদেব, বনবাসী (বা উত্তর কানড়ায়) রক্ষিত, অপরান্তদেশে বাহ্লিকদেশীয় ধর্ম্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম্মরক্ষিত, যোনদেশে (সিরীয় ও অন্যান্য গ্রীকরাজ্যে) মহারক্ষিত, হিমবন্তে মজ্ঝম (মধ্যম), সুবর্ণভূমে (ব্রহ্ম মলয় প্রভৃতি স্থানে) সেন ও উত্তর এবং সিংহলে মহেন্দ্র (মহিন্দো)।

প্রিয়দর্শীর বয়োবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধির সহিত তাঁহার দয়াও বিশ্বব্যাপিনী হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ৫ম স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে—

"দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এই বলিতেছেন, অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বর্ষ পরে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ নিবারিত হইল—শুক, সারিকা, অলুন, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গিলাট্, জতুকা, অম্বাকপীলিকা, দুদী, অনঠিকামৎস্য, বেদবেয়ক, গঙ্গাপুত্রক, সংযুক্তমৎস্য, কফটশল্যক, পন্নসস, সৃমর, ষণ্ডক, ওকপিণ্ড, পলসত, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও অন্য চতুষ্পদ সকল (জীব), যাহা ভোগে আসে না বা খাওয়া যায় না; অজকা (ছাগী), এড়কা (ভেড়ী), শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী এ সমস্তই অবধ্য। তাহাদের ছয়মাসের ন্যূনবয়স্ক শাবকেরাও অবধ্য। বধি-কুক্কুট কাটিবে না, তুষে জীব দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থ বা হিংসার্থ বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না। জীবদ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না। তিন চাতুর্মাস্যে, পৌষপূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদে আর প্রতি উপবাসের দিন মৎস্য অবধ্য, এই কয়দিন মৎস্য বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিন নাগবনে ও কেউটেভোগে যে অন্যান্য জীব থাকিবে, তাহারাও অবধ্য। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র-যুক্ত দিনে, তিন চাতুর্মাস্যায় ও পর্ব্বদিনে বৃষ, অজ, মেষ, শূকর ও অন্যান্য জীব খাসি করা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্ব্বসুতে চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায় ও চাতুর্মাস্য পক্ষে অশ্ব বা গো লাঞ্ছিত করিবে না।"

তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধগণের প্রতি অনুরক্ত হইলেও ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি সমান ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। বৌদ্ধ হইবার পর তিনি যজ্ঞীয় পশুবধের নিন্দা করিয়াছেন ও 'যে সকল মনুষ্য জম্বুদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত হইত, এখন দেবগণসহ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উপর কটাক্ষ করিলেও তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন কি না বলিতে পারা যায় না। তাঁহার অভিষেকের বিংশতিবর্ষ পরে আজীবক জৈনদিগের প্রতিও সদয় হইয়াছিলেন, বরাবরের লিপি হইতে জানা যায়। এই কারণ কেহ কেহ অনুমান করেন, অশোক শেষে জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। জৈনগ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, অশোকের জীবদ্দশায় রাজ্যকাল শেষ হইয়া আসিলে ও তাঁহার শিশু পৌত্র সম্প্রতি তৎকর্ত্তৃক রাজপদলাভ করিলে, পাটলিপুত্রে শ্রীসঙ্ঘ হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যেমন বৌদ্ধশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, এই শ্রীসঙ্ঘে জৈনাচার্য্যগণও সেইরূপ জৈনশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বরাবর হইতে অশোকপৌত্র দশরথের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও তাঁহার আজীবক জৈন ব্যক্তিগণের উপর অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এই দশরথ ও সম্প্রতি এক ব্যক্তি কি না এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক প্রিয়দর্শীর শেষাবস্থায় অথবা তদ্বংশীয়গণ সকলে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

প্রিয়দর্শীর কালনিরূপণ।

প্রিয়দর্শীর কাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। অবদান-মতে, বুদ্ধনির্ব্বাণের ১০০ বর্ষ পরে অশোক রাজ্যলাভ করেন। মহাবংশ মতে, এ অশোকের নাম কালাশোক। কালাশোকের পর তাঁহার দশ ও নয় পুত্র একত্র ২২ বর্ষ করিয়া ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই রাজনের মধ্যে শেষ নৃপতির নাম ধননন্দ। চাণক্য তাঁহাকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে জম্বুদ্বীপের সিংহাসন প্রদান করেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন; তৎপরে তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজা ছিলেন। অশোক তাঁহারই পুত্র। বুদ্ধনির্ব্বাণের পর ও অশোকের অভিষেক পর্য্যন্ত ২১৮ বর্ষ গত হইয়াছিল।[১]

মহাবংশ-মতে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। সুতরাং মহাবংশ অনুসারে ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক ঘটে।[২] এরূপ স্থলে ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিন্দুসারের ও ৩৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক কাল একরূপ মোটামুটী ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু পাশ্চাত্যপুরাবিদ্‌গণ কেহই মহাবংশের উপর আস্থাবান্ নহেন। তাহার প্রধান কারণ, বুদ্ধনির্ব্বাণ হইতে মহাবংশে যে অব্দ গণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসজনক নহে। কারণ বুদ্ধনির্ব্বাণকাল লইয়া নানাদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। [বুদ্ধ দেখ।] এজন্য তাঁহারা বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের উপর নির্ভর না করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়াছেন। জষ্টিনস্ প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মহাবীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক যে Sandrocottusএর উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য

(১) "জিননিব্বানতো পচ্ছা পুরে তস্সাভিসেকতো
অট্ঠারসং বস্সসতং দ্বয়মেবং বিজানিয়ং।" (মহাবংশ ৫ম পরি°)

(২) পূর্ব্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে অশোকের অভিষেক-সম্বন্ধে মতভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে ও তাহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ থাকায় তৎপ্রকাশে বিরত হইলাম।

পুরাবিদ্গণের বিশ্বাস, 'তিনিই মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত।' ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দার পঞ্চনদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যগণের বিশ্বাস, নীচবংশোদ্ভব চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দার রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া রক্ষা পান। পরে তিনি প্রায় ৩২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। [চন্দ্রগুপ্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] এইরূপে ভারতের আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ আলেক্‌সান্দার ও চন্দ্রগুপ্তকে ভিত্তি করিয়া ভারতের কালক্রমিক ইতিহাসের পত্তন করিয়াছেন।

অশোক যখন চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, তখন তিনি যে আলেক্‌সান্দার বা চন্দ্রগুপ্তের বহুপরে সিংহাসন লাভ করিবেন, এ সম্বন্ধে কেহ কখন সন্দেহ করেন নাই। বিশেষতঃ প্রিয়দর্শীর অনুশাসনে অন্তিওক (Antiochus), তুরময় (Ptolemaeus), অন্তিকিনি (Antigonus), মক (Magas) ও অলিকসুন্দর (Alexander) এই কয়জন দূরদেশবাসী যবন (Greek)-রাজের নামোল্লেখ আছে। ঐ পাঁচ জনের কাল সম্বন্ধে অধ্যাপক লাসেন লিখিয়াছেন,

Antiochus of Syria—(রাজ্যকাল) ২৬০-২৪৭ খৃঃ পূঃ।
Ptolemy Philadelphus—২৮৫-২৪৭ খৃঃ পূঃ।
Antigonus Gonatus of Macedonia—২৭৮-২৪২ খৃঃ পূঃ।
Magas of Cyrene—২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু।
Alexander of Epirus—২৭২-২৫৮ খৃঃ পূঃ।

উক্ত পাঁচ জন রাজা সকলেই ২৬০ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। এজন্য সেনার্ট বলেন, "প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে যখন ঐ পাঁচজনের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ লিপিখানিও ২৬০-২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে ২৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং তাঁহার চারিবর্ষ পূর্ব্বে ২৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজ্যলাভ ঘটে।" রিস্‌ডেভিড্, বুহ্লর, কার্ণ প্রভৃতি সকলেই ঐ মত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কি ঐ মত গ্রহণ করিতে পারি? চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃতই কি আলেক্‌সান্দারের সমসাময়িক, প্রকৃতই কি তিনি মাকিদন-বীরের নিকট অপদস্থ হইয়াছিলেন? মহাবংশ প্রভৃতির কথা সকলই কি মিথ্যা?

আমরা ডিওডোরস্ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে জানিয়াছি যে, আলেক্‌সান্দারের পঞ্চনদে অবস্থিতিকালে চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস (Xandrames) নামধেয় একজন নৃপতি প্রবল প্রতাপে পূর্ব্বভারত শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার দুই লক্ষ পদাতি, বিশ হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার রথ ও চারি হাজার হস্তী ছিল। [চন্দ্রগুপ্ত শব্দ ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

উক্ত প্রমাণ দ্বারা কিরূপে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মহাবীর আলেক্‌সান্দরের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন? ভিন্ন স্থানের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন বুদ্ধ ও অশোকের কালনির্ণয়ে বিভিন্ন মত, চন্দ্রমা (Xandrames) বা চন্দ্রগুপ্তের (Sandrocottus) পরিচয়কালে ও প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ সেইরূপ সকলেই এক মত প্রকাশ করেন নাই। এরূপ স্থলে উভয় মতই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। এখন উভয় মত ছাড়িয়া অন্য উপায়ে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের কোন সময় পাওয়া যায় কি না, তাহাই দেখা যাউক।

জৈনদিগের মতে, মহাবীরের নির্ব্বাণের পর ১৫৫ বর্ষ গত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন।[১] শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে, বিক্রমের ৪৭০ বর্ষ পূর্ব্বে এবং দিগম্বরদিগের মতে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন।[২] বুদ্ধনির্ব্বাণ সম্বন্ধে যেমন নানামত, বীরনির্ব্বাণ সম্বন্ধে সেরূপ মতান্তর নাই। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মতেই মিল হইতেছে, অর্থাৎ উভয় মতেই ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বীর নির্ব্বাণ ঘটে। এরূপ স্থলে, তাহার ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৭২ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল হইতেছে। শ্রাবণবেলগোলা হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপিতে প্রকাশ যে, চন্দ্রগুপ্ত শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, বীরমোক্ষ হইতে ১৭০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভদ্রবাহু স্বর্গলাভ করেন।[৩] এ সময়ে চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যমান থাকাই সম্ভব।[৪] চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের প্রভাব ভারতেতিহাসে প্রসিদ্ধ। চাণক্যের কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত যে নিতান্ত অল্পদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। মহাবংশে তাঁহার ৩৪ বর্ষ ও তৎপুত্র বিন্দুসারের ২৮ বর্ষ রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে। এ দিকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরূপ স্থলে উভয়ের রাজ্যকাল মোটামুটী ৫৫ বর্ষ ধরিয়া লইতে পারি। সুতরাং চন্দ্র-

(১) "এবং চ শ্রীমহাবীরমুক্তের্বর্ষশতে গতে।
পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোহভবন্নৃপঃ॥"
হেমচন্দ্ররচিত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতে পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮।৩৩৯।

(২) বিশ্বকোষ জৈনশব্দ ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) "বীরমোক্ষাদ্বর্ষশতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি।
ভদ্রবাহুরপি স্বামী যযৌ স্বর্গং সমাধিনা॥" (পরিশিষ্টপর্ব্ব ৯।১১২)

(৪) পাটলিপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে ভদ্রবাহু ছিলেন না, অধিক সম্ভব, সে সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ তাহাতে সুখী নহেন, তাঁহারা অশোকের সময়ে ভদ্রবাহুকে টানিয়া আনিতে প্রবৃত্ত।

গুপ্তের অভিষেকের ৫৫ বর্ষ পরে প্রায় ৩১৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে অশোকের রাজ্যারম্ভ ধরিয়া লওয়া যায়। এখন দেখিতেছি, যে সময় আলেক্‌সান্দর পঞ্চনদে উপস্থিত, সে সময়ে মগধের সিংহাসনে বিন্দুসার অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পূর্ব্ব-ভারত শাসন করিতেছেন। সম্ভবতঃ তিনিই গ্রীকদিগের নিকট চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ডিওডোরাস্ সিকিউলাস্ লিখিয়াছেন, 'আলেক্‌সান্দর ফিজিয়াসের মুখে শুনিয়াছিলেন, সিন্ধুর পরপারে ১২ দিনের পথ গেলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রমার (Xandramee) রাজ্য। তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য আছে শুনিয়া আলেকসান্দর প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, পরে পুরু (Porus)-রাজ তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পুরুরাজ আরও বলেন যে গাঙ্গ্য প্রদেশের সেই রাজা অতি নীচবংশোদ্ভব নাপিতের পুত্র। নাপিত অতি সুপুরুষ ছিল। রাণী তাহার রূপে মুগ্ধ হয়, এই অবৈধ প্রণয়ে এক পুত্র জন্মে। পরে সেই দুষ্টা রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এখন তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে।'

(Diodorus Siculus)

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্‌ও ডিওডোরাসের মত উক্ত রাজার বিপুল সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া শেষে লিখিয়াছেন যে, প্রজাগণ সকলেই এই রাজাকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে।

মাকিদনবীরের সমকালিক গাঙ্গ্যপ্রদেশের যে রাজার পরিচয় উপরে লিখিত হইল, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক সম্বন্ধে ঐরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

উক্ত চান্দ্রমসরাজ সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিকারী বিন্দুসার। বিন্দুসারের সুখ্যাতির কথা কোথাও নাই। এমন কি অবদানগ্রন্থে বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এজন্যও হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে অবৈধরূপে উৎপন্ন মনে করিয়া থাকিবেন। অশোকাবদান হইতে লিখিয়াছি যে অশোকের মাতাকে এক সময়ে রাজান্তঃপুরে অনেকেই নাপিতানী বলিয়াই জানিত। অধিক সম্ভব, এই নাপিতানী-অপবাদ থাকাতেই বিন্দুসার সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিলেন। পুরুরাজের নিকট আলেকসান্দরও সেই কথা শুনিয়া থাকিবেন। তবে গ্রীক ঐতিহাসিকের নিকট সেই ঘটনা কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে। বাস্তবিক ক্ষৌরকর্ম্মকারিণী বিন্দুসারমহিষীর গর্ভেই অশোকের জন্ম, তাহা আমরা অশোকাবদানেই পাইয়াছি।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিস্ ডেভিদের মতে চন্দ্রগুপ্ত, অমিত্রঘাত বিন্দুসার বা প্রিয়দর্শী এ গুলি ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উপাধি মাত্র।(১) যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বিন্দুসারের চন্দ্রমা বা চান্দ্রমাস উপাধি থাকা বিচিত্র নহে। অবদানগ্রন্থে লিখিত আছে, তক্ষশিলায় বিদ্রোহকালে বিন্দুসার কর্ত্তৃক তথায় অশোক বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দরের নিকট তক্ষশিলরাজ যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। তক্ষশিলরাজের পরাজয়ে তক্ষশিলাপ্রদেশে বিশৃঙ্খলতা বা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। এই সময় অশোক আসিয়া তক্ষশিলা সুশাসনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে হয়ত মহাবীর আলেক্‌সান্দরের বিপক্ষতাচরণ করিতে হইয়াছিল। জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, 'সান্দ্রোকোত্তাস্ (Sandrocottus) আলেক্‌সান্দরের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দর তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। নানাস্থান ঘুরিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়েন, সেই সময় একটা বৃহৎ সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও পশুরাজ তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। তাহা দেখিয়া উক্ত বীরের হৃদয়ে অস্ফুট আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অনেক দস্যুদল সংগ্রহ করিলেন। তাহাদের সাহায্যে (সেই যুবক) গ্রীকসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুনদপ্রবাহিত প্রদেশ অধিকারের চেষ্টা করেন। (Justinus XV. 4) আলেক্‌সান্দর ইউডিমস্ ও তক্ষশিলকে পঞ্জাবশাসনের ভার দিয়া যান। ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দারের মৃত্যুর পর ইউডিমস্ নিজে স্বাধীন রাজা হইবার আশায় তাঁহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুরুরাজকে হত্যা করেন। (Diodorus XIX. 5.) কাহারও মতে সান্দ্রকোত্তাস্‌ও এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডিমস্ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহায্যার্থ ৩ হাজার পদাতি, ৪ হাজার অশ্বারোহী এবং প্রায় ১২০টী হস্তী লইয়া গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই অবকাশে 'সান্দ্রকোত্তাস্' জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। আলেক্‌সান্দর ভারতসীমান্তে যে সকল জনপদ প্রিয় সেনানী সেলিউকসের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, সান্দ্রকোত্তাস্ সে সমস্তও অধিকার করিয়া লইলেন। (Justinus XV.c.4) ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, 'অল্প দিন পরেই সেলিউকস্ নিকেনর আবার গ্রীকরাজ্য স্থাপন করিবার আশায় সান্দ্রকোত্তাসের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু যুদ্ধে সুবিধা হইবে না ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। মেগেস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, সেলিউকস্ সান্দ্রকোত্তাস্‌কে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়া-

(১) Rhys David's Buddhism, p. 221.

ছিলেন*। তিনি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত হইলে সেলিউকসের আদেশে গ্রীকদূত মেগেস্থিনিস্ পাটলিপুত্রের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণের উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে অশোককেই উক্ত ঘটনাবলীর নায়ক বলিয়া মনে হয়। অশোকের প্রথম বয়সের নির্দ্দয়প্রকৃতি, কূটনীতি, দলবল সংগ্রহ, তক্ষশিলায় গমন, তথায় প্রতিপত্তিস্থাপন, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ফাঁকি দিয়া রাজ্যগ্রহণ ইত্যাদি কথা আলোচনা করিলে গ্রীকবর্ণিত দস্যুপতি সান্দ্রকোত্তাসের ছবিই মনে করিয়া দেয়।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির মূল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার প্রভাব পঞ্জাব হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সর্ব্বজনপরিচিত চাণক্যের নাম পর্য্যন্ত কোন গ্রীক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নাই, বিশেষতঃ এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত যদি গ্রীক-রমণীর বিবাহ হইত এবং ইঁহার সভায় যদি গ্রীকদূত অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ সেই গ্রীকদূত কি চাণক্যের নাম ছাড়িতে পারিতেন? এতদ্দ্বারাও গ্রীকবর্ণিত সান্দ্রকোত্তাস্ ও চাণক্যপালিত চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছে। বিশেষতঃ ডিওডোরসের কথা তুলিয়া দেখাইয়াছি, আলেকসান্দরের সময় চান্দ্রমস (Xandrames) নামে এক ব্যক্তি পূর্ব্বভারতে আধিপত্য করিতেছিলেন, তৎকালে সান্দ্র-কোত্তাস্ নামে এক যুবক পঞ্চনদ প্রদেশে দস্যুদল-সাহায্যে আপনার ভবিষ্য উন্নতির পথ খুঁজিতেছিলেন। এই যুবককে বিন্দুসারপুত্র অশোক বলিয়াই মনে হয়।

জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, দৈববলে ঐ যুবক রাজা হইয়াছিলেন। বাস্তবিক অশোকের রাজ্য পাইবার কথা নয়, কারণ তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীম বিদ্যমান ছিলেন। দস্যুগণ যেমন নির্ম্মম ও কঠোরভাবে পরস্বহরণ করিয়া থাকে, অশোকও সেইরূপ নির্দ্দয়রূপে ভ্রাতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের অপর নাম প্রিয়দর্শী, কিন্তু এই নামটী যেমন বৌদ্ধ, জৈন বা হিন্দুগ্রন্থে না থাকিলেও এক ব্যক্তির নাম বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই। সেইরূপ গ্রীকবর্ণিত সান্দ্রকোত্তস্ বা 'চান্দ্রগুপ্ত'† বা চন্দ্রগুপ্ত নামটী তাঁহার একটী নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? ভারত ইতিহাসে বহুসংখ্যক চন্দ্রগুপ্ত বাহির হইয়াছে, গ্রীস ইতিহাসেও বহুসংখ্যক আলেকসান্দরের নাম পাওয়া গিয়াছে। পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত ও পৌত্রের নামও চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্তরাজবংশের কাহিনী পাঠ করিলে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [গুপ্তরাজ-বংশ দেখ।] যখন দেখা যাইতেছে, ভারতের বহুসংখ্যক রাজা পিতামহ বা তৎপৌত্র একই নামে অভিহিত ছিলেন, তখন গ্রীক ঐতিহাসিকের নিকট প্রিয়দর্শী 'চান্দ্রগুপ্ত' বা 'চন্দ্রগুপ্ত' নামে আখ্যাত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত কোন যবন (গ্রীক) সম্বন্ধ হইয়াছিল কি না, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোন গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গ্রীক বা যবন-দিগের সহিত অশোকরাজ যে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গির্ণার হইতে আবিষ্কৃত রুদ্র-দামার শিলালিপিতে লিখিত আছে—"মৌর্য্যস্য রাষ্ট্রীয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং, অশোকস্য মৌর্য্যস্য তে (তৎ?) যবন-রাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতং।"

(Indian Antiquary, Vol. VII. p. 260.)

অর্থাৎ মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বৈশ্যজাতীয় পুষ্যগুপ্ত (এই হ্রদ) প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মৌর্য্যরাজ অশোকের প্রসিদ্ধ যবনরাজ তুষাস্প প্রণালী দ্বারা (উক্ত হ্রদ পরে) অলঙ্কৃত করাইয়াছিলেন।

এখানে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বৈশ্য, কিন্তু অশোকের সহিত যবনরাজ তুষাস্পের কি সম্বন্ধ স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও পূর্ব্বসম্বন্ধ দৃষ্টে যবনরাজকেও অশোকের শ্যালক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই।

অশোক যবন (গ্রীক)-দিগের সহিত মিলিত হইয়া আপনার উন্নতিমার্গ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে।

তিনি সুদূর গ্রীস, মিসর প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের সংবাদ রাখিতেন ও ধর্ম্মপ্রচারার্থ তাঁহাদের রাজ্যে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনুশাসনলিপি হইতেই জানিতে পারি। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, যে তিনি রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে অনুশাসন প্রচার করেন, তাহাতে অন্তিওক, তুরময়, অন্তিকিনি, মক ও অলিকসুন্দর এই পাঁচজন যোন (গ্রীক)-রাজের উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ যবন-নৃপতিই সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক। এই পাঁচজনের আবির্ভাবকাল স্থির হইলে অশোকের প্রকৃতকাল নির্ণয়ে আর কোন গোল থাকিবে না। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস হইতে উক্ত পঞ্চ যবনরাজের পরিচয় ও কাল এইরূপ পাইয়াছি—

অন্তিওক (Antiochus I), ইনি সেলিউকসের পুত্র,

* এই বিবাহের কথা মেগেস্থেনিসের অনেক পুথিতে ছিল না।

† চন্দ্রগুপ্তের বংশধর বা সম্বন্ধীয় বলিয়া যদি চান্দ্রগুপ্ত নাম হইয়া থাকে, তাহাতেই বা আপত্তি কি? চান্দ্রগুপ্ত শব্দের উল্লেখও অসাধু নহে। যথা—"চান্দ্রগুপ্তঃ রথবরমারোঢ়ুং যুগচক্রমে।" (পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮।৩২২)

সিরীয় ও এসিয়ারাজ বলিয়া গণ্য। ২৯১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু। রাজ্যকাল ৩১০—২৯১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

তুরময় (Ptolemæus Lagus), তলেমী ফিলাদেল্‌ফাসের পিতা, ইজিপ্টের রাজা। ২৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু। রাজ্যকাল ৩২৩ হইতে ২৮৪ খৃঃ পূঃ।

অন্তিকিনি (Antigonus), আলেকসান্দরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি, প্রভুর মৃত্যুর কএকবর্ষ পরে পাম্‌ফাইলিয়া, লাইসিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজা হন। ৩০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মক (Magas), কিরিনি (Cyrene)র একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ২৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজ্যকাল ৩০৭-২৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

অলিকসুন্দর (Alexander), এপিরাসের প্রসিদ্ধ রাজা। মহাবীর আলেকসান্দারের মাতুল ও অলিম্পিয়ার সহোদর, আলেক্‌সান্দারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রাজা হন।

এখন দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচজন একত্র কোন সময়ে জীবিত ছিলেন? দেখা যাইতেছে, উক্ত পাঁচজনের মধ্যে অন্তিকিনি (Antigonus) ৩০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন এবং মক (Magus) ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজ্যলাভ করেন। সুতরাং ৩০৭ হইতে ৩০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে আমরা পাঁচজন যবনরাজকেই পাইতেছি, ঐ সময়ে অশোক প্রিয়দর্শীও রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডিমস্ ও সেলিউকসের অধীন পঞ্জাব ও সীমান্তবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ গ্রীকদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারই কিছুকালপরে অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। প্রায় ৩১৫-৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার পিতৃসিংহাসনলাভ, ৩১১-১২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং ৩০২-৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পঞ্চ যবননৃপতির নামসম্বলিত তাঁহার অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

অশোকের চরিত-সমালোচনা।

বুদ্ধের আবির্ভাবকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতে যত রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, প্রিয়দর্শীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না। জীবনের প্রথমাংশে যাঁহার উদ্ধত প্রকৃতি, নরশোণিতলিপ্সা ও স্বগণবিদ্বেষ সমাজের চক্ষে অতি ঘৃণ্য ও নিন্দাস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দুষ্ট প্রকৃতি সম্ভোগ ও সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া কিরূপে সংশোধিত, ও বিশুদ্ধ হইয়া অতুলনীয় ও আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে, অশোক-চরিত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তিনি রাজনৈতিক কার্য্য-কুশলতায়, বুদ্ধিনিপুণতায় ও লোকচরিত্রশিক্ষায় ভারতবিশ্রুত অকবরকেও পরাজয় করিয়াছেন। বীর্য্যবত্তায় ও রাজ্যবৃদ্ধি পক্ষে কোন মোগল সম্রাট্ই তাহার সমকক্ষ নহেন। অকবর যেমন বিদেশীয়গণের সংস্রব রাখিতেন, দেশীয় বিদেশীয় সকল পণ্ডিতেরই আদর সম্মান করিতেন, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্শী প্রভৃতি সকল প্রজাকেই যেমন সমভাবে দেখিতেন, অশোক সেইরূপ গ্রীস প্রভৃতি দূরদেশের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ সকল পণ্ডিতকেই যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি সকলের উপকারের জন্য তিনি সমান যত্ন দেখাইয়াছেন। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাহা ভারতের কতকাংশে মাত্র আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই অশোকের সময় বুদ্ধের সেই বিমল উপদেশসমূহ সমস্ত এসিয়ায়, এমন কি সুদূর য়ুরোপখণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের সময়ও বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ জটিলতা বা খুঁটিনাটি স্থান পায় নাই, তাঁহার অনুশাসনসমূহে সর্ব্বজীবে দয়া ও সাধারণের প্রতিপাল্য সাম্যনীতিই উপদিষ্ট হইয়াছে।

য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ অশোকের সহিত কনষ্টান্টাইন, সলোমান, লুই দি পায়স্ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ধার্ম্মিকরাজগণের তুলনা করিয়াছেন।

প্রিয়দাস, একজন গ্রন্থকার। ভক্তমোদতরঙ্গিণী, ভক্তিপ্রভা ও তট্টীকা, ভাগবতপুরাণপ্রকাশ ও শ্রুতিসূত্রতাৎপর্য্যামৃত নামে তাঁহার বিরচিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

প্রিয়ধাম (ত্রি) প্রিয়ং ধাম যস্য। প্রিয়স্থান।

"বেদিষদে প্রিয়ধামায়।" (ঋক্ ১।১৪০।১)

'প্রিয়ধামায় প্রিয়ধাম্নে প্রিয়স্থানায়' (সায়ণ)

প্রিয়পতি (পুং) প্রিয়স্য পতিঃ পালকঃ। প্রিয়পালক।

"প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।" (শুক্লযজু° ২৩।১৯)

'প্রিয়াণাং বল্লভানাং মধ্যে প্রিয়পতিং প্রিয়স্য পালকম্' (বেদদীপ)

প্রিয়প্রায় (ক্লী) প্রিয়স্য প্রায়ো যত্র। প্রিয়বাক্য। পর্য্যায়—চটু, চাটু। (হেম)

প্রিয়প্রেপ্সু (ত্রি) প্রিয়ং প্রেপ্সতীতি প্র-আপ-সন্-উ। ইষ্টার্থোদ্যুক্ত, উন্মুখ, ইষ্টপ্রাপ্তিবিষয়ে উৎসুক।

প্রিয়ভাষণ (ক্লী) প্রিয়স্য প্রিয়বাক্যস্য ভাষণং কথনং। প্রিয়বাক্য কথন, মধুরবাক্যপ্রয়োগ।

প্রিয়ভাষিন্ (ত্রি) প্রিয়ং ভাষতে ভাষ-ণিনি। প্রিয়বাক্যকথনশীল, মধুরভাষী, প্রিয়বাদী।

প্রিয়মধু (পুং) প্রিয়ং মধু মদ্যং যস্য। বলরাম। (হেম)

প্রিয়মাল্যানুলেপন (ত্রি) প্রিয়ং মাল্যমনুলেপনঞ্চ যস্য। ১ মাল্যানুলেপনপ্রিয়, যাহারা মাল্য ও অনুলেপন অতিশয় ভাল বাসেন। (পুং) ২ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অ:)

প্রিয়মেধ (পুং) ১ অজমীঢ়ের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২১।২১) ২ যজ্ঞোপেত ঋষিভেদ। (ঋক্ ১।৪৫।৪)

প্রিয়ম্ভবিষ্ণু (ত্রি) অপ্রিয়ঃ প্রিয়ো ভবতি ভূ-কর্ত্তরি-খিষ্ণুচ্ (কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭) অপ্রিয় প্রিয়-ভবিতা, যাহা প্রিয় ছিল না, তাহা প্রিয় হয়।

"আঢ্যম্ভবিষ্ণুর্ধনসা কুমারঃ প্রিয়ম্ভবিষ্ণুর্ন স যস্ত নাসীৎ" (ভট্টি৫।১)

খুকঞ্ প্রত্যয় করিলে প্রিয়ম্ভাবুক হইবে।

প্রিয়রথ (ত্রি) প্রীয়মাণ রথযুক্ত। "শ্রুতরথে প্রিয়রথে দধানাঃ।" (ঋক্ ১।১২২।৭) 'প্রিয়রথে প্রীয়মাণরথযুক্তে।' (সায়ণ)

প্রিয়রূপ (ত্রি) প্রিয়ং রূপং যস্য। হৃদ্যরূপ, যাহার রূপ অতিশয় মনোহর। (স্ত্রী) ২ মনোহর রূপ।

প্রিয়রোজশাহ, দিল্লীশ্বর সুলতান ফিরোজশাহের সংস্কৃত নাম। গয়াধামে এবং অলবারের নিকটবর্ত্তী মাচাড়ীতে প্রাপ্ত, তদ্দেশে উৎকীর্ণ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে তাঁহার এই নাম পাওয়া যায়। [ফিরোজশাহ দেখ।]

প্রিয়বক্তৃ (ত্রি) প্রিয়ঃ বক্তা। উত্তমবক্তা, প্রিয়বাদী।

প্রিয়বচন (ক্লী) প্রিয়ং বচনং কর্ম্মধা°। প্রিয়বাক্য, মধুরবচন, সুমিষ্টবাক্য। (ত্রি) প্রিয়ং বচনং যস্য। ২ প্রিয়বাদী। বৈদ্য-কোক্ত বাক্য। ৩ ভক্তিমান্ রোগী। (রাজনি°)

প্রিয়বৎ (ত্রি) প্রিয়যুক্ত।

প্রিয়বর্ণী (ত্রি) প্রিয়ঃ বর্ণো যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। প্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়বল্লী (স্ত্রী) প্রিয়া মনোজ্ঞা বল্লী লতা। প্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়বাচ্ (স্ত্রী) প্রিয়া বাক্। প্রিয়বাক্য, প্রিয়বচন।

প্রিয়বাদ (পুং) প্রিয়ঃ বাদঃ। প্রিয়বাক্য।

প্রিয়বাদিকা (স্ত্রী) ১ বাদ্যযন্ত্রভেদ। ২ মধুর ভাষিণী। যে রমণী মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া থাকে।

প্রিয়বাদিন্ (ত্রি) প্রিয়ং মনোজ্ঞং বদতীতি বদ-ণিনি। মনোজ্ঞ বক্তা, যে সুমিষ্টবাক্য বলে।

"কোঽতি ভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥" (চাণক্য)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রিয়বাদিনী।

"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥" (চাণক্য)

প্রিয়ব্রত (পুং) প্রিয়ং ব্রতং যস্য। স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্র। (পুরাণ) (ত্রি) ২ ব্রতপ্রিয়। (ঋক্ ১০।১৫০।৩)

প্রিয়শালক (পুং) শালবৃক্ষ বিশেষ।

প্রিয়শ্রবস্ (পুং) প্রিয়ং শ্রবঃ শ্রবণং যস্য। পরমেশ্বর। (ভাগ° ১।৫।৩৩)

প্রিয়স (ত্রি) অভিলষিত বস্তুপ্রদ। ২ প্রিয়তমা ধারা।

"প্রিয়া চিদ্ যস্য প্রিয়সাসঃ" (ঋক্ ৯।৯৭।৩৮)

'প্রিয়সাসোঽত্যন্তং প্রিয়তমা ধারাঃ' (সায়ণ)

প্রিয়সখ (পুং) প্রিয়ঃ সখা চ হিতকারিত্বাৎ টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্য-টচ্) ১ খদির। (শব্দচ°) প্রিয়শ্চাসৌ সখা চেতি। ২ প্রিয়বন্ধু।

"আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলম্।" (মেঘদূত)

৩ প্রিয়ের সখা, প্রিয়ের বন্ধু।

প্রিয়সঙ্গমন (ত্রি) প্রিয়য়োঃ সঙ্গমনং যত্র। ১ প্রিয় ও প্রিয়ার মিলনস্থান। ২ কশ্যপ ও অদিতির মিলনস্থানরূপ দেশ, যে স্থানে কশ্যপ ও অদিতির মিলন হইয়াছে।

"যত্রাদিতিঃ কশ্যপশ্চ মহাত্মানৌ দৃঢ়ব্রতৌ।
প্রিয়সঙ্গমনং নাম তং দেশং মুনয়োঽবদন্॥"
(হরিবংশ ১৩৪ অঃ)

প্রিয়সত্য (ক্লী) প্রিয়ং সত্যমিতি কর্ম্মধা°। ১ সুনৃতবাক্য। প্রিয়ং সত্যং যস্য। (ত্রি) ২ সত্যপ্রিয়।

প্রিয়সন্দেশ (পুং) প্রিয়ং সন্দিশতি প্রিয়-সম্-দিশ-অণ্। ১ চম্পক বৃক্ষ। (শব্দচ°) প্রিয়ঃ সন্দেশঃ কর্ম্মধা°। ২ প্রিয়সংবাদ।

প্রিয়সালক (পুং) প্রিয়ঃ সালঃ ততঃ স্বার্থে কন্। অসনবৃক্ষ, চলিত পিয়াসাল। (রাজনি°)

প্রিয়স্তোত্র (ত্রি) যাহার স্তোত্র অতিশয় প্রিয়, বহুলোক কর্ত্তৃক স্তোতব্য। "মরামহে প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ।" (ঋক্ ১।৯১।৬) 'প্রিয়স্তোত্রঃ প্রিয়াণি স্তোত্রাণি যস্য, স তথোক্তঃ, বহুভিঃ স্তোতব্য ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

প্রিয়স্বামী, হারিতস্মৃতির টীকাকার। বিবাদরত্নাকরে চণ্ডেশ্বর ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

প্রিয়া (স্ত্রী) প্রিয়-টাপ্। ১ নারী। (শব্দরত্না°) ২ ভার্য্যা। (হেম) ৩ এলা। (শব্দচ°) ৪ মল্লিকা। ৫ মদিরা। (রাজনি°) ৬ বার্ত্তা। (ধরণি) ৭ পঞ্চাক্ষর-ছন্দোবিশেষ। (ছন্দোম°)

প্রিয়া, বারাণসীরাজ রামচন্দ্রের পত্নী। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে কপিল-বস্তুনগরপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে ইঁহার বিবরণ পাওয়া যায়। বালিকা-বস্থায় ইনি শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। পরে স্বকীয় আত্মীয়বর্গ কর্ত্তৃক বনে নির্ব্বাসিত হইলে রামচন্দ্র বনমধ্যে তাহার রোগ শান্তি করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন।

প্রিয়াখ্য (ত্রি) প্রিয়া আখ্যা যস্য। প্রিয়।

প্রিয়াতিথি (ত্রি) আতিথেয়ী, অতিথিসৎকারপ্রিয়।

প্রিয়াদি (পুং) প্রিয়া-আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ যথা—প্রিয়া, মনোজ্ঞা, কল্যাণী, সুভগা, দুর্ভগা, ভক্তি, সচিবা, স্বসা, কান্তা, সমা, ক্ষান্তা, চপলা, দুহিতা, বাসনা, তনয়া। (পাণিনি)

প্রিয়াত্মন্ (ত্রি) ১ উদারচেতা, সরলপ্রকৃতি। ২ প্রিয়স্বরূপ।

"উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্যা সুপ্রিয়াত্মা সুখং শিবঃ।"(রামা°২।৯১।২৪)

প্রিয়াত্মজ (পুং) স্বনামখ্যাত প্রসহজাতীয় পক্ষিভেদ।

(চরক সূত্রস্থা° ২৭ অঃ)

প্রিয়াম্বু (পুং) প্রিয়ং অম্বু যস্য। ১ আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ২ তৎফল। ৩ হৃদ্যজল। (ত্রি) ৪ জলপ্রিয়, যিনি জল ভাল বাসেন।

প্রিয়াল (পুং) বৃক্ষভেদ, চলিত পিয়াল (Buchanania Latifolia)। ইহার বীজ 'চিরঞ্জী' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চার, অখট্টি, খরস্কন্ধ, ললন, চারক, বহুবল্ক, সন্নদ্রু, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, মন্দবীর্য্য, পিয়াল, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু, ধনুঃপট।

হিমালয়তটে শতদ্রুতীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ২ হাজার ফিট উচ্চ স্থানসমূহে, ব্রহ্মে এবং ভারত সাম্রাজ্যের উষ্ণপ্রধান ও শুষ্ক স্থানে এই বৃক্ষসমূহ শাল, মহুয়া ও ডাক প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষের সহিত একত্র দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইহার স্বতন্ত্র নাম আছে। হিন্দী—পিয়ার, পিয়াল, পিয়ালা, চিরোঞ্জী; পঞ্জাব—চিরৌলী (ফল), চিরোঞ্জী; গড়বাল—পিআল, পিয়ালা, মুরিয়া, কাট্‌ভিলবা; অযোধ্যা—পিআর, পেইরা, পেড়া; কোল[illegible]রুম্; ভূমিজ—পিয়ল; খরবার—পীয়া; সাঁওতাল—তরোপ; উড়িষ্যা—চর; মধ্যপ্রদেশে—আচার, চার, চিরোঞ্জী; গোন্দ—সারাক, হের্কা; কুর্কু—তরো; ভীল—শীর; দাক্ষিণাত্য—চার-কি-চারোলী; বোম্বাই—পিয়াল, চারোলী; হায়দরাবাদ—চরবারী; তামিল—মোওদা বা কটিমঙ্গো, মরুম্, কাটময়া, ঐমা, কাটমা-মরম্ (চারাগাছ), কাটমা-পরম্ বা কটমাপরম্ (ফল); তেলগু—চর, চরুমমুদী, চিন্নমোর, মোর্লি, চারচেট্টু বা সারচেট্টু, চারমামিড়ি, জারুমামিড়ি; কণাড়ী—মুস্কুল, মুর্কলু; মলয়ালিম্—কাল-মরম্, গুজরাত ও কচ্ছ—চারোলী; মহারাষ্ট্র—পিয়ালচার; ব্রহ্ম—লোন্‌ভো, লম্বোবেন, লম্বো।

ইহার গাত্রত্বক্ ভেদ করিলে, যে নির্য্যাস নির্গত হয় তাহা জলে কতকাংশ গুলিয়া যায়। ইহার বর্ণ অস্বচ্ছ, প্রায় শিংএর মত, খাইতে কোনরূপ আস্বাদ নাই। শুকাইলে সহজেই গুঁড়ান যায়। গঁদের (Gum Arabic) ন্যায় ইহারও সংযোজক শক্তি আছে। কার্পাস বা পট্টবস্ত্রাদিতে ইহার আটা মাখাইয়া সূতা শক্ত করা যায়। বৃক্ষত্বক্ ও ফলে একপ্রকার উজ্জ্বল পালিশ (বার্ণিস্) প্রস্তুত হয়। চামড়া প্রভৃতি পরিষ্কার কার্য্যে ইহার ছাল ব্যবহারে লাগে।

বীজের শাস হইতে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়, উহা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ, মিষ্ট, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যজনক। প্রত্যেক বীজ হইতে প্রায় অর্দ্ধভাগ তৈল নিষ্কাসিত হইয়া থাকে। বাদামের তৈলের পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও এই তৈলের ব্যবহার আছে।

ইহার ভৈষজ্যগুণ—উদরাময় রোগে ইহার আটা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্কন্ধদেশে গ্রন্থি বাতে ইহা মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। ইহার বীজ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। আগুনে ভাজিয়া ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হয়। ভাজা বীজ উষ্ণতাবর্দ্ধক। সুপক্ক ফল খাইতে উত্তম। ইহা মিষ্ট ও মৃদু বিরেচক। দারুণ জ্বরে ও গাত্রদাহে ইহা সেবন করিলে গাত্রদাহ নিবারিত হয়, কোথাও কোথাও অন্যান্য ঔষধির গন্ধ নষ্ট করিতে এই ফল মিশাইয়া দেয়।

দেশীয় লোকেরা বীজের শাঁস বাদামের মত খায়। মিষ্টান্নাদিতে ইহার প্রভূত ব্যবহার হয় বলিয়া কেহ ইহা হইতে তৈল প্রস্তুত করিতে চাহেনা। ইহার গন্ধ বাদাম ও পেস্তার মাঝামাঝি। দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ইহা সেবন করা যাইতে পারে। মধ্যভারতবাসী পার্ব্বতীয়গণ ইহার ফল বীজ সমেত গুঁড়াইয়া শুকাইয়া রাখে, পরে আবশ্যক মতে উহা উত্তপ্ত করিয়া রুটীর মত খায়। বোম্বাই অঞ্চলের বনবাসিগণ ইহার বীজ হইতে দানা বাহির করিয়া গ্রাম বা নগরাদিতে বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে এবং তৎপরিবর্ত্তে ধান্যাদি শস্য, লবণ ও কার্পাস বস্ত্রাদি লইয়া যায়। বোম্বাইনগরে ইহার বাদাম 'চার-ভূর' নামে বিক্রীত হয়।

ইহার কাষ্ঠে বাক্স, শয্যাসন, দরজা, জানালা, মেজ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এক ঘন ফুট কাষ্ঠের ওজন প্রায় ৩৬ পাউণ্ড। গর্ভকাষ্ঠ দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ ততদূর শক্ত নহে, কিন্তু উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখিলে বহুকাল স্থায়ী হয়।

বৈদ্যক মতে—পিয়ালের গুণ পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক। ইহার ফলগুণ মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক, বায়ু, পিত্ত, দাহজ্বর ও তৃষ্ণানাশক। ইহার মজ্জগুণ মধুর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, হৃদ্য, দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী ও আমবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

প্রিয়ালা (স্ত্রী) প্রিয়াল-টাপ্। দ্রাক্ষা। (রাজনি°)

প্রিয়াবৎ (ত্রি) ১ প্রিয়াযুক্ত, স্ত্রীযুক্ত। ২ কৃত্যাযুক্ত।

"প্রতি স্ম চক্রুষে কৃত্যাং প্রিয়াং প্রিয়াবতে হর।" (অথর্ব্ব ৪।১৮।৪)

'প্রিয়াবতে প্রিয়য়া কৃত্যয়া তদ্বতে' (সায়ণ)

প্রিয়াসাধু, গোবিন্দকৃত সিদ্ধান্তরত্নাধ্যভাষ্যপীঠ নামক গ্রন্থের টীকাকার।

প্রিয়াসুয়মতী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ চিত্ররথের পত্নী।

প্রিয়াহ্বা (স্ত্রী) কঙ্গুনিকা, চলিত কাংনি। (বাভট উ° ৫ অঃ)

প্রিয়ৈষিন্ (ত্রি) প্রিয়াভিলাষী, হিতাভিলাষী।

প্রিয়োদিত (ক্লী) প্রিয়ং উদিতং কর্ম্মধা°। চাটুবাক্য। (শব্দর°)

প্রী, তর্পণ। ক্র্যাদি, উভয়পদী, সক° অনিট্। লট্ প্রণাতি-তে। লোট্ প্রীণাতু-তাং। লুঙ্ অপ্রৈষীৎ, অপ্রেষ্ট। লিট্ পিপ্রায়, পিপ্রিয়ে।

প্রী, ১ প্রীতি। ২ কান্তি। ৩ ইচ্ছা। দিবাদি, আত্মনে, সক' অনিট্, লট্ প্রীয়তে। লোট্ প্রীয়তাং। লিট্-পিপ্রিয়ে। লুঙ্-অপ্রেষ্ট।

প্রী, ১ তর্পণ। ২ কান্তি। ৩ তৃপ্তি। তর্পণার্থে সক' কান্তি ও তৃপ্তি অর্থে অক', ক্র্যাদি, উভয়পদী, অনিট্। লট্ প্রীণাতি, প্রীণীতে। লোট্ প্রীণাতু, প্রীণীতাং। লিট্ প্রিপ্রায়, পিপ্রিয়ে। লুঙ্ অপ্রৈষীৎ, অপ্রেষ্ট।

প্রী, তর্পণ, চুরাদি, উভয়, সক, অনিট্। প্রায়য়তি-তে। প্রায়য়তু-তাং। লিট্ প্রায়য়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অপিপ্রয়ৎ-ত।

প্রী (স্ত্রী) প্রী-ক্বিপ্। প্রীতি।

প্রীণ (ত্রি) প্র-(নশ্চ পুরাণে প্রাৎ। পা ৫।৪।২৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা খ। ১ পুরাতন। (ত্রিকা°) ২ প্রীত। ৩ প্রীণনকারক। ৪ নর্ম্ম। (মেদিনী)

প্রীণন (ক্লী) প্রী-স্বার্থে ণিচ্-ল্যুট্। (ধূঞ্‌প্রীঞোরিতি নুক্।) তৃপ্তিকারণ। পর্য্যায়—তর্পণ, অবন।

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি! সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥"
(মহানির্ব্বাণ ২।৪৭)

প্রীণস (পুং) গণ্ডক। (রাজনি°)

প্রীত (ত্রি) প্রীঞ্ প্রীণনে ক্ত। প্রীতিযুক্ত, পর্য্যায়—হৃষ্ট, মত্ত, তৃপ্ত, প্রহ্লন্ন, প্রমুদিত, তৃষিত।

"প্রীতোহস্মি পুরুষব্যাঘ্র! ন ভয়ং বিদ্যতে তব।" (ভারত ৪।৪০২)

প্রীতাত্মন্ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৭)

প্রীতি (স্ত্রী) প্রীঞ্-ভাবে ক্তিন্। তৃপ্তি। পর্য্যায়—মুদ, প্রমদ, হর্ষ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ, শর্ম্ম, সাত, সুখ। (অমর) কাহারও কাহার মতে, মুদাদি ৭টী প্রীত্যর্থ এবং আনন্দাদি ৫টী সুখার্থ। ২ কামপত্নী। রতির সপত্নী।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বে অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা ছিল। এই বেশ্যা বিধিপূর্ব্বক মাঘ মাসে বিভূতিদ্বাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার পরে প্রীতি নামে রতির সপত্নী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। (মৎস্যপু° ৮২অ:)

২ জ্যোতিষোক্ত বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত দ্বিতীয় যোগ। এই যোগে সকল প্রকার শুভকর্ম্মাদি করিলে শুভ হয়। ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্তি অরোগী, সুখী, বিনোদশীল, পণ্ডিতানুরক্ত ও ধনবান্ হইয়া থাকে।

"প্রসূতিকালে যদি প্রীতিযোগো নরো হ্যরোগঃ সুখবান্ বিনোদী।
রক্তানুরক্তো বিদুষাং প্রপন্নঃ সংপ্রার্থিতো যচ্ছতি বিত্তমেব॥"
(কোষ্ঠীপ্র°) ৩ প্রেম। (মেদিনী)

প্রীতিকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট করঃ প্রীত্যাঃ করঃ। প্রীতিজনক, সন্তোষজনক।

"যৎ তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।" (মনু ১২।২৮)

প্রীতিকর, একজন বিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তা ও পণ্ডিত। ইনি সামবেদ-প্রকাশন, উহগানদর্পণ, উহ্যগানদর্পণ ও বেয়দর্পণ নামে কএকখানি বৈদিক গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রীতিবার অবসথি, কাব্য-জীবন প্রণেতা।

প্রীতিকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রীতিহেতু কর্ম্ম, সন্তোষের জন্য কার্য্য।

"অধ্যাপ্যাধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।" (মনু ৯।১৯৪)

প্রীতিকূট (ক্লী) গ্রামভেদ। (বাসবদত্তা ১৩)

প্রীতিজুষা (স্ত্রী) প্রীতিং জুষতে সেবতে ইতি জুষ-সেবনে ক টাপ্। অনিরুদ্ধপত্নী উষা। (ত্রি) প্রীতিভাক্‌মাত্র।

প্রীতিতৃষ্ (পুং) প্রীত্যধিষ্ঠাতা দেবতাভেদ। (ত্রিকা° ১।৪০)

প্রীতিদ (পুং) প্রীতিং দদাতীতি দা-(আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ভণ্ড, চলিত ভাঁড়, পর্য্যায়—বাসন্তিক, কেলিকিল, বৈহাসিক, বিদূষক, প্রহাসী। (হেম) (ত্রি) ২ হর্ষ, সুখ ও প্রেমদায়ক।

প্রীতিদত্ত (ক্লী) প্রীত্যা দত্তমিতি। প্রীতিপূর্ব্বক দত্ত বস্তু, প্রীতিপূর্ব্বক যে বস্তু দান করা যায়।

"প্রীত্যাদত্তন্তু যৎ কিঞ্চিৎ [illegible] বা শ্বশুরেণ বা।
পাদবন্দনিকঞ্চৈব প্রীতিদত্তং তদুচ্যতে॥" (মিতাক্ষরা)

শ্বশুর বা শাশুড়ী ভাল বাসিয়া যে সকল বস্তু দান করেন, তাহাকে প্রীতিদত্ত কহে। স্বামী স্ত্রীকে প্রীতিপূর্ব্বক যে বস্তু দান করিবেন, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ঐ বস্তু যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন। ইহাও প্রীতিদত্ত। কাহার কাহারও মতে অস্থাবর সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন, কেহ বা বলেন, স্থাবর ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তিই তুল্যভাগে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

"ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতে তু তৎ।
সা যথা কামমশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে॥" (দায়ভাগ)

ভাবে ক্ত। প্রীতিদান।

প্রীতিদান (ক্লী) প্রীতিপূর্ব্বক দান।

প্রীতিদায় (পুং) প্রীত্যা দীয়তে দা-কর্ম্মণি-ঘঞ্। প্রীতিপূর্ব্বক দত্ত।

"শ্বশুরাৎ প্রীতিদায়ং তু প্রাপ্য সা প্রীতমানসা।"
(ভারত আশ্ব° ৮৯ অ°)

প্রীতিধন (ক্লী) প্রীত্যা দেয়ং ধনং। প্রীতিপূর্ব্বক দেয় ধন।

প্রীতিভোজ্য (ত্রি) প্রীত্যা ভোজ্যম্। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্ষণীয়।

"অন্নানি প্রীতিভোজ্যানি আপদ্ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সংপ্রীয়সে রাজন্ ন চৈবাপদ্গতা বয়ম্।" (ভারত ৫।৫১।২৫)

প্রীতিমৎ (ত্রি) প্রীতিঃ বিদ্যতেহস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রীতিযুক্ত।

প্রীতিময় (ত্রি) প্রীতিকর, সন্তোষময়।

প্রীতিবচস্ (ক্লী) প্রীতিযুক্তং বচঃ। প্রীতিপূর্ব্বক বাক্য।

প্রীতিবর্দ্ধন (ত্রি) প্রীতিং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিচ্-ল্যু। ১ সন্তোষ-বর্দ্ধক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৬)

প্রীতিসঙ্গতি (স্ত্রী) বান্ধব-সমিতি।

প্রু, সর্পণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° অনিট্। লট্ প্রবতে। লোট্ প্রবতাং। লিট্ পুপ্রুবে। লুঙ্ অপ্রোষ্ট।

প্রুট, মর্দ্দন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রোটতি। লোট্ প্রোটতু। লিট্ পুপ্রোট। লুঙ্ অপ্রোটীৎ।

প্রুষ, ভস্মীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রোষতি। লোট্ প্রোষতু। লিট্ পুপ্রোষ। লুঙ্ অপ্রোষীৎ। উদিৎ ক্ত্বা বেট্। প্রুষিত্বা, প্রুষ্ট্বা।

প্রুষ্, ১ সেক। ২ পূর্ত্তি। ৩ স্নেহ। স্নেহার্থে অক°। সেক ও পূর্ত্তি অর্থে সক° ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সেট্। লট্ প্রুষ্ণাতি। লোট্ প্রুষ্ণাতু। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি লকারে রূপের ব্যতিক্রম হইবে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত, 'প্রুষ' ধাতুর মতন রূপ হইবে। যথা লিট্ পুপ্রোষ। লুঙ্ অপ্রোষীৎ।

প্রুষ্ট (ত্রি) প্রুষ-ক্ত। দগ্ধ, পোড়া।

"পূর্ণাহুত্যা সমং সাধ্বী জুহাব সহসা তনুম্।

উপর্য্যস্যা নিরস্তাসোঃ প্রুষ্টাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ॥" (রাজতর° ৬।১৪৪)

প্রুষ্ব (পুং) প্রুষ্ণাতি স্নিহ্যতি পিপর্ত্তি বেত্তি প্রুষ (অশূপ্রুষিলটি কণিখটিবিশিভ্যঃ কন্। উণ্ ১।১৫১) ইতি কন্ টাপ্। ১ ঋতু। প্রোষতি দহতীতি। ২ দিবাকর। ৩ জলবিন্দু।

প্রুষ্বা (স্ত্রী) প্রুষ্ব-টাপ্। ১ জলবিন্দু। "অথ প্রুষ্বা গৃহ্লাতি।" (শতপথব্রা° ৫।৩।৪।১৬)

প্রেক্ষক (ত্রি) প্র-ঈক্ষ-ণ্বুল্। দর্শক।

প্রেক্ষণ (ক্লী) প্রেক্ষতে পশ্যত্যনেনেতি প্র-ঈক্ষ-করণে ল্যুট্। ১ চক্ষু। (শব্দরত্না°) ভাবে ল্যুট্। ২ দর্শন।

"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধিপদ-ন্যাসাবধিপ্রেক্ষণম্॥" (রতিমঞ্জরী)

প্রেক্ষা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ ঈক্ষতে যয়েতি প্র-ঈক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্। ১ প্রজ্ঞা।

"সা তস্মৈ সর্ব্বমাচষ্ট যবক্রীতাষিতং শুভা।

প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্রীতং প্রেক্ষাপূর্ব্বং তথাত্মনা॥"(ভারত ৩।১৩৬।৭)

২ নৃত্যেক্ষণ। (মনু ৯।৮৪) প্র-ঈক্ষ-ভাবে-অ, টাপ্। ৩ ঈক্ষণ। (ভরত) ৪ শাখা। (শব্দরত্না°) ৫ শোভা।

"প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ।" (ভাগ° ৩।৮।২৫)

'প্রেক্ষাং শোভাং ক্ষিপন্তং।' (স্বামী) ৭ বিষয়শুভাশুভ পর্য্যালোচনা। ৮ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকরণ।

প্রেক্ষাগার (ক্লী) প্রেক্ষায়াঃ আগারং ৬তৎ। রাজাদিগের মন্ত্রণার্থ গৃহ, যে গৃহে মন্ত্রণা করা হয়। (হরিবংশ ৮৫ অঃ)

প্রেক্ষাগৃহ (ক্লী) প্রেক্ষাগার।

প্রেক্ষাদি (পুং) প্রেক্ষা আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা—প্রেক্ষা, হলকা, বন্ধুকা, ধ্রুবকা, ক্ষিপকা, ন্যগ্রোধ, ইক্কট, কঙ্কট, সঙ্কট, কটকূপ, ধূক, পুক, পুট, মহ, পরিবাপ, যবাস, ধ্রুবকা, গর্ত্ত, কূপক, হিরণ্য। (পাণিনি) এই শব্দগণের উত্তর 'ইনি' প্রত্যয় হয়।

প্রেক্ষাবৎ (ত্রি) প্রেক্ষা বিদ্যতেঽস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সমীক্ষ্যকারী, সুবিবেচক।

প্রেক্ষিত (ত্রি) প্র-ঈক্ষ-ক্ত। দৃষ্ট।

প্রেক্ষিতৃ (ত্রি) প্র-ঈক্ষ-তৃচ্। দর্শক, দ্রষ্টা।

প্রেক্ষিন্ (ত্রি) প্রেক্ষা অস্ত্যস্য (প্রেক্ষাদিভ্য ইনি। পা ৪।২।৮০) ইতি ইনি। প্রেক্ষাযুক্ত।

প্রেঙ্খ (ত্রি) ১ কম্পিত, আলোড়িত। ২ নৌকারূপ দোলা-বিশেষ। (ঋক্ ৭।৮৮।৩) ৩ সামভেদ।

প্রেঙ্খণ (ক্লী) প্র-ইখ-ল্যুট্ ততোণত্বং। প্রকর্ষরূপে চলন। ২ অষ্টাদশবিধ রূপকের অন্তর্গত রূপক ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"গর্ব্ভাবমর্ষরহিতং প্রেঙ্খণং হীননায়কম্।

অসূত্রধারমেকাঙ্কমবিষ্কম্ভপ্রবেশকম্॥

নিযুদ্ধসম্ফোটযুতং সর্ব্ববৃত্তিসমাশ্রিতম্।

নেপথ্যে গীয়তে নান্দী তথা তত্র প্ররোচনা॥"(সা° দ° ৬।৫৪৭)

ইহাতে নাটকের ন্যায় গর্ভ ও অবমর্ষ থাকিবে না এবং নায়ক নীচজাতীয় হইবে। সূত্রধার, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের আবশ্যক নাই। একটী অঙ্কে সম্পূর্ণ হইবে। ইহাতে বীররসই প্রধান। নান্দী ও প্ররোচনা নেপথ্যে হইয়া থাকে। [নাটক দেখ।]

প্রেঙ্খৎ (ত্রি) প্র ইখি-গতৌ শতৃ। ১ চলনবিশিষ্ট। ২ সংসক্তিবিশিষ্ট। "জ্যাকৃষ্টিবদ্ধখটকামুখপাণিপৃষ্ঠ-

প্রেঙ্খন্নখাংশুচয়সংবলিতোঽম্বিকায়াঃ।" (অমরুশতক ১)

প্রেঙ্খনীয় (ত্রি) প্র-ইখ-অনীয়র্। প্রকর্ষরূপে চলনযোগ্য।

প্রেঙ্খা (স্ত্রী) প্রেঙ্খতে গম্যতেঽনয়েতি প্র-ইখি গতৌ করণে ঘঞ্, টাপ্। ১ দোলা। (সুশ্রুত) ২ পর্য্যটন। ৩ অশ্বগতি। ৪ সংবেশনান্তর। (মেদিনী) ৬ নৃত্য। (ধরণি)

প্রেঙ্খিত (ত্রি) প্র-ইখি-ক্ত। কম্পিত। (অমর)

প্রেঙ্খোল, দোলন, চালন। অদন্ত চুরাদি, উভয়° সক° সেট্। লট্ প্রেঙ্খোলয়তি-তে। লোট্ প্রেঙ্খোলয়তু-তাং। লিট্ প্রেঙ্খোলয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অপিপ্রেঙ্খোলৎ-ত।

প্রেঙ্খোলন (ক্লী) প্রেঙ্খোল্যতে চল্যতেঽনেনেতি প্রেঙ্খোল-করণে ল্যুট্। ১ দোলন। ভাবে ল্যুট্। ২ কম্পন। "বিরেচন-প্রেঙ্খোলনাজীর্ণগর্ভশাতনপ্রভৃতিভির্বিশেষৈর্বর্দ্ধনামুচ্যতে।"(সুশ্রুত)

প্রেঙ্খোলিত (ত্রি) প্রেঙ্খোল-ক্ত। দোলিত। পর্য্যায়—

তরলিত, লুলিত, প্রেঙ্খিত, ধুত, চলিত, কম্পিত, ধূত, বেল্লিত, আন্দোলিত। (হেম)

প্রেণ, ১ গতি। ২ প্রেরণ। ৩ আশ্লেষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রেণতি। লোট্ প্রেণতু। লুট্ অপ্রেণীৎ। ঋদিৎ অপিপ্রেণৎ-ত।

প্রেণি (ত্রি) প্রেণ-ইনি। প্রেরক। (ঋক্ ১।১১২।১০)

প্রেত (ত্রি) প্র-ই-ক্ত। ১ মৃত। ২ নরকস্থ জীবভেদ। ৩ পিশাচ-ভেদ। ৪ আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ। মনুষ্যের মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ হয়, এই আতিবাহিক দেহের অনন্তর প্রেতদেহ হইয়া থাকে। এই প্রেতের উদ্দেশে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—মৃত্যুর পরে দাহাদি ক্রিয়ার পর আতিবাহিক দেহ হয়, ইহা কেবল মানবদিগেরই হইয়া থাকে, অপর প্রাণীর হয় না। তৎপরে তাহার উদ্দেশে পিণ্ড দিলে প্রেতদেহ হয়, ইহাকে ভোগ-দেহ ও কহে। শ্রাদ্ধের পর একবৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন এই প্রেতদেহ থাকে। তৎপরে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পর অন্য ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, এই দেহ হইলে তখন স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরক হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিনই প্রেতদেহ থাকে। এই জন্য তদুদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদিস্থলে পিত্রাদিপদ উল্লেখ না হইয়া প্রেতপদ উল্লেখ হইয়া থাকে। আদ্যৈকোদ্দিষ্ট মাসিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রেতশ্রাদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। এই সকল শ্রাদ্ধে 'পিত্রাদি' পদ উল্লেখ না হইয়া 'প্রেত অমুক তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতেছি' এইরূপ উল্লেখ হইবে। মৃত্যুর পর পূরকপিণ্ড দ্বারা প্রেতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পূরণ হইয়া থাকে।

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব॥
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং কচিৎ।
প্রেতপিণ্ডৈস্ততো দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব॥
ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ।
প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্॥
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে।
তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ॥
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ।
পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

প্রেতদেহাবস্থায় শীত, বাত ও আতপ জন্য ভয়ানক যাতনা হইয়া থাকে। প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রেতশ্রাদ্ধের অধিকারী কে? তাহার বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। ঐ সকল অধি-কারীকে অতিক্রম করিয়া যদি কেহ প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ পতিত হয় না; কিন্তু প্রত্যবায় হইয়া থাকে। যথার্থ প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারী যদি শ্রাদ্ধ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমতি লইয়া অপরে করিতে পারে।

প্রেতকার্য্যের অধিকারিগণের ক্রম। পুরুষের পক্ষে—

১ জ্যেষ্ঠপুত্র।	২৫ প্রপৌত্রী।
২ কনিষ্ঠপুত্র।	২৬ দত্তা প্রপৌত্রী।
৩ পৌত্র।	২৭ পিতামহ।
৪ প্রপৌত্র।	২৮ পিতামহী।
৫ অপুত্রপত্নী।	২৯ সপিণ্ড জ্ঞাতি।
৬ কন্যাসমর্থপুত্রযুক্তপত্নী।	৩০ সমানোদক।
৭ কন্যা।	৩১ সগোত্র।
৮ বাগ্‌দত্তাকন্যা।	৩২ মাতামহ।
৯ দত্তাকন্যা।	৩৩ মাতুল।
১০ দৌহিত্র।	৩৪ ভাগিনেয়।
১১ কনিষ্ঠ সহোদর।	৩৫ মাতৃপক্ষ সপিণ্ডজ্ঞাতি।
১২ জ্যেষ্ঠ সহোদর।	৩৬ মাতৃপক্ষ সমানোদকজ্ঞাতি।
১৩ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়।	৩৭ অসবর্ণা ভার্য্যা।
১৪ জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়।	৩৮ অপরিণীতা স্ত্রী।
১৫ কনিষ্ঠ সহোদর-পুত্র।	৩৯ শ্বশুর।
১৬ জ্যেষ্ঠ সহোদর-পুত্র।	৪০ জামাতা।
১৭ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র।	৪১ পিতামহী ভ্রাতা।
১৮ জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র।	৪২ শিষ্য।
১৯ পিতা।	৪৩ ঋত্বিক্।
২০ মাতা।	৪৪ আচার্য্য।
২১ পুত্রবধূ।	৪৫ মিত্র।
২২ পৌত্রী।	৪৬ পিতৃমিত্র।
২৩ দত্তাপৌত্রী।	৪৭ একগ্রামবাসী সজাতীয় গৃহীতবেতন।
২৪ পৌত্রবধূ।	৪৮ সজাতীয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে—

১ জ্যেষ্ঠপুত্র।	৭ দত্তাকন্যা।
২ কনিষ্ঠপুত্র।	৮ দৌহিত্র।
৩ পৌত্র।	৯ সপত্নীপুত্র।
৪ প্রপৌত্র।	১০ পতি।
৫ কন্যা।	১১ স্নুষা (পুত্রবধূ)।
৬ বাক্‌দত্তা কন্যা।	১২ সপিণ্ড।

১৩ সমানোদক। ২১ ভর্ত্তৃমাতুল।
১৪ সগোত্র। ২২ ভর্ত্তৃশিষ্য।
১৫ পিতা। ২৩ পিতৃসমানোদক।
১৬ ভ্রাতা। ২৪ পিতৃবংশ।
১৭ ভগিনীপুত্র। ২৫ মাতৃসমানোদক।
১৮ ভর্ত্তৃ-ভাগিনেয়। ২৬ মাতৃবংশ।
১৯ ভাতৃপুত্র। ২৭ দ্বিজোত্তম।
২০ জামাতা।

পুরুষ ও স্ত্রী ইহাদিগের যথাক্রমে প্রেত-শ্রাদ্ধাধিকারীর বিষয় লিখিত হইল। এই সকল ব্যক্তি পর পর অধিকারী অর্থাৎ যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকে, তাহা হইলে কনিষ্ঠ পুত্র অধিকারী এইরূপ বুঝিতে হইবে। এত অধিক অধিকারী নির্দ্দেশ করায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রেত শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য, অর্থাৎ করিতেই হইবে। যাহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাদের প্রেতযোনি হইয়া থাকিতে হয়। এইজন্য ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

কোন কোন কর্ম্মে প্রেতযোনি হয় এবং তাহাদের গতি, আহার ও কর্ম্মাদির বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে, যাহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি না হয়, তাহারা প্রেত হইয়া অবস্থান করে। কর্ম্ম বিশেষে কাহারও কাহারও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি কৃত হইলেও তাহারা প্রেত হয়। ইহাকে চলিত কথায় 'ভূত' হওয়া বলা যাইতে পারে। বৈদিক বিধানে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অভাব এবং বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ থাকিলে বহুদিন নরকভোগের পর প্রেতশরীর হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"ততো বহুতিথে কালে স রাজা পঞ্চতাং গতঃ।
বৈদিকেন বিধানেন ন লেভে সৌর্দ্ধদেহিকম্॥
বিষ্ণুপ্রদ্বেষমাত্রেণ যুগানাং সপ্তবিংশতিম্।
ভুক্ত্বা চ যাতনাং যামীং নিস্তীর্ণনরকো নৃপঃ॥
সময়া গিরিরাজস্ত পিশাচোঽভূৎ তদা মহান্॥"

(পাদ্মোত্তরখ° ১৬ অঃ)

বহুদিন পরে সেই রাজার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহার বৈদিক বিধানে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই এবং তিনি বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন, এইজন্য তিনি বহুদিন নরক ভোগ করিয়া প্রেতদেহ প্রাপ্ত হন। মরিয়া ভূত হইয়াছে, এই যে প্রবাদ চলিত আছে, তাহা আর কিছুই নহে, এই প্রেত দেহ প্রাপ্ত হওয়া জানিতে হইবে। ইহাদের রূপ—

"বিকরালমুখং দীনং পিঙ্গলনয়নং ভৃশং।
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজরুক্ষাঙ্গং যমদূতমিবাপরম্॥
অলজ্জিহ্বঞ্চ লম্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘশিরাকুলম্।
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরম্॥"

(পাদ্মোত্তরখ° ১৬ অঃ)

ইহাদের বিকরাল বদন অতিশয় দীন, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও কোটরপ্রবিষ্ট, কেশ সকল ঊর্দ্ধ, অঙ্গ রুক্ষবর্ণ, জিহ্বা অত্যন্ত চঞ্চল, লম্বোষ্ঠ, জঙ্ঘা দীর্ঘ, অতিশয় শিরাল, অঙ্ঘ্রিদেশ দীর্ঘ, শুষ্ক তুণ্ড এবং শুষ্ক পঞ্জর যেন দ্বিতীয় যমদূতের ন্যায়। এইরূপ ভয়ানক আকৃতি প্রেতদেহের হইয়া থাকে।

প্রেতত্বাদিজনক কর্ম্ম।—যাহারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ না করে এবং বিষ্ণুর অর্চ্চনায় পরাঙ্মুখ, কখন সুতীর্থে গমন করে নাই এবং আত্মবিদ্যা লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়। যাহারা কখন দুঃখীকে সুবর্ণ, বস্ত্র, তাম্বূল, রত্ন, অন্ন, ফল, জল প্রভৃতি দিতে পারে নাই, যাহারা লোভবশতঃ ব্রহ্মস্ব, বা স্ত্রীধন হরণ করে এবং বঞ্চক, ধূর্ত্ত, নাস্তিক, বকধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী এবং যাহারা বাল, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রী বিষয়ে নির্দ্দয়, অগ্নি ও বিষদাতা, যাহারা মিথ্যাসাক্ষী প্রদান করে, অগম্যাগামী, গ্রামযাজক, ব্যাধের আচরণযুক্ত, বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহীন, সর্ব্বদা মাদক দ্রব্য সেবনে রত, বিষ্ণুদ্বেষী, শ্রাদ্ধান্নভোজী, অসৎকর্ম্মরত, সকল প্রকার পাতকযুক্ত, পাষণ্ডধর্ম্মচারী, পুরোহিতের বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, পিতা, মাতা, স্নুষা, অপত্য ও স্বদারত্যাগী, লুব্ধ, নাস্তিক ও ধর্ম্মদূষক এবং যুদ্ধস্থলে প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা পলায়ন করে, যাহারা শরণাগতকে রক্ষা না করে, মহাক্ষেত্রে যাহারা দান গ্রহণ করে, ও পরদ্রোহ-রত, প্রাণিহিংসক, দেবতা ও গুরুনিন্দক, কুপ্রতিগ্রাহী এই সকল ব্যক্তি প্রেতাদি শরীর ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল কুকর্ম্মশালী ব্যক্তির ইহ ও পরকালে কোন সময়ে কিছুমাত্রও সুখ নাই।*

* "হবির্জ্জুহোতি নাগ্নৌ যে গোবিন্দং নার্চ্চয়ন্তি যে।
লভন্তে নাত্মবিদ্যাঞ্চ সুতীর্থবিমুখাশ্চ যে॥
সুবর্ণং বস্ত্রতাম্বূলং রত্নমন্নং ফলং জলম্।
আর্ত্তেভ্যো ন প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বে দুষ্কৃতদায়কাঃ॥
ব্রহ্মস্বং স্ত্রীধনানি লোভাদেব হরন্তি যে।
বলেন ছদ্মনা বাপি ধূর্ত্তাশ্চ পরবঞ্চকাঃ॥
নাস্তিকাঃ কুহকাশ্চৌরা যে চান্যে বকবৃত্তয়ঃ।
বালবৃদ্ধাতুরস্ত্রীষু নির্দ্দয়াঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ॥
অগ্নিদা গরদা যে চ যে চান্যে কূটসাক্ষিণঃ।
অগম্যাগামিনঃ সর্ব্বে যে চান্যে গ্রামযাজিনঃ॥
ব্যাধাচরণসম্পন্না বর্ণাদিধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
দেবোপদেবদমুজরক্ষোযক্ষাদিসেবিনঃ॥

প্রেতদিগের আহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—
"যে জীবা ভুবি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বে আহারমূলকাঃ।
যুষ্মাকমপি আহারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
প্রেতা উচুঃ—শৃণু আহারমস্মাকং সর্ব্বতত্ত্ববিগর্হিতম্।
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষেণ যোষিতাস্তু মলেন চ॥" ইত্যাদি।
(পদ্মপুং উত্তরখং ১৮)

প্রেতগণ শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ ও স্ত্রীদিগের মল ভোজন করে, অপবিত্র গৃহ তাহাদের বাসস্থান। যে স্থলে পবিত্রতা বা শৌচ থাকে, তথায় প্রেতগণ অবস্থান করে না। ইহারা ভয় ও লজ্জাবিহীন। পতিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেবিত বস্তু, বলিমন্ত্র-বিহীন বস্তু, নিয়ম ও ব্রতহীন দ্রব্য প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। ফলতঃ অপবিত্র বস্তুমাত্রই ইহাদের ভোজ্য দ্রব্য এবং অপবিত্র গৃহাদিই বাসস্থান জানিতে হইবে।

প্রেতত্বকারণ।—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করে এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করে, দেব ও ব্রাহ্মণের বৃত্তিহারী তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। যে মাতা, পিতা, জ্ঞাতি ও সাধুজনকে পরিত্যাগ করে, তাহারও প্রেতযোনি হয়। অযাজ্য যাজন, যাজ্যের পরিবর্জ্জন, মদ্যপান, স্ত্রীসেবা, বৃথা মাংসভোজন, দ্বিজ ও দেবতানিন্দা, শুল্কগ্রহণ করিয়া কন্যাবিক্রয়, গচ্ছিত বস্তুর অপহরণ, মৃতব্যক্তির শয্যা আসনাদি গ্রহণ, কুরুক্ষেত্রে দানগ্রহণ, পতিত ও চণ্ডালের নিকট হইতে দানগ্রহণ, মাসিক নবশ্রাদ্ধে পাত্রীয়ান্ন ভোজন, ব্রাহ্মণহনন, গোবধ, চৌর্য্য, গুরুপত্নীহরণ, ভূমি ও কন্যাপহরণ, বিষ, শস্ত্র, তিল ও লবণবিক্রয়, মদ্য, তক্র, দুগ্ধ ও দধিবিক্রয় এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াতে অদান

সর্ব্বদা মাদকদ্রব্যপানমত্তা হরিদ্বিষঃ।
দেবতোচ্ছিষ্টপতিতনৃপশ্রাদ্ধান্নভোজিনঃ।
অসৎকর্ম্মরতা নিত্যং সর্ব্বপাতকপাপিনঃ।
পাষণ্ডধর্ম্মচরণাঃ পুরোধা বৃত্তিজীবিনঃ।
পিতৃমাতৃসুতাপত্যস্বদারাত্যাগিনশ্চ যে।
যে কদর্য্যাশ্চ লুব্ধাশ্চ নাস্তিকা ধর্ম্মদূষকাঃ।
ত্যজন্তি স্বামিনং যুদ্ধে ত্যজন্তি শরণাগতম্।
গবাং তৃণস্য হর্ত্তারো যে চান্যে রত্নদূষকাঃ।
মহাক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু প্রতিগ্রহরতাশ্চ যে।
পরদ্রোহরতা যে চ তথা যে প্রাণিহিংসকাঃ।
পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতাগুরুনিন্দকাঃ।
কুপ্রতিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সম্ভবন্তি পুনঃ পুনঃ।
প্রেতরাক্ষসপৈশাচ্যতির্য্যগ্বৃক্ষকুযোনিষু।
ন তেষাং সুখলেশোঽস্তি ইহলোকে পরত্র চ॥"
(পদ্মপুং উত্তরখণ্ড ১৮ অং)

প্রভৃতি যাহারা এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের প্রেতযোনি হয়। (অগ্নিপুং)

প্রেতত্বাভাবকরণ অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেতযোনি হয় না তাহা এই,—যাহারা একরাত্র, ত্রিরাত্র বা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ব্রতপরায়ণ কখন তাহাদের প্রেতযোনি হয় না। মিষ্ট অন্ন ও পান-দান, দেবদ্বিজে ভক্তি, পূজাদি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সকল ভূতে দয়া, মান এবং অপমানে তুল্যতা, শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞান, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে তুল্যজ্ঞান, দেবতা ও অতিথিপূজায় রতি, অক্রোধ, মদ, ঐশ্বর্য্য, তৃষ্ণা ও আসক্ত ত্যাগ এবং তীর্থে ভ্রমণ ইত্যাদি সৎকার্য্য করিলে কদাচ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না। (অগ্নিপুরাণ)

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে যে ব্যক্তি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহারই প্রেতদেহ হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহার নিবৃত্তি হয়। গয়ায় প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিলে ইহাদিগের উদ্ধার হয়।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পঞ্চপ্রেতোপাখ্যানে প্রেতের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

প্রেতকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রেতস্য কর্ম্ম ৬তৎ। প্রেতোদ্দেশে দাহাদি সপিণ্ডীকরণান্ত কর্ম্ম, প্রেতকার্য্য। মৃত্যুর পর দাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম, তাহাকে প্রেত-কর্ম্ম কহে।
"অকৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি প্রেতস্য ধনহারকঃ।
বর্ণানাং যদ্বধে প্রোক্তং তদ্ব্রতং নিয়তশ্চরেৎ॥" (দায়তত্ত্ব)

যথাবিধানে প্রেতোদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া প্রেতের ধনভাগী হইতে হইবে। যদি কেহ প্রেত কার্য্য না করিয়া প্রেতের ধনগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে ঐ সকল কার্য্যাদি করার জন্যই প্রেতের ধনগ্রহণে অধিকারী হয়।

প্রেতকার্য্য (ক্লী) প্রেতস্য কার্য্যম্। প্রেতোদ্দেশ্যক কার্য্য, প্রেতকর্ম্ম। "ধর্ম্মাত্মা স তু গাঙ্গেয়শ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তস্য সম্যগকারয়ৎ॥"(ভারত ১।১০২।৬৫)

প্রেতকৃত্য (ক্লী) প্রেতস্য কৃত্যং। প্রেতকার্য্য। (মনু ৩।১২৭)

প্রেতগত (ত্রি) প্রেতং গতঃ ২তৎ। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত।

প্রেতগৃহ (ক্লী) প্রেতস্য গৃহম্। শ্মশান। (হেম)

প্রেতচারিন্ (পুং) মহাদেব, শিব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮)

প্রেততর্পণ (ক্লী) প্রেতস্য তর্পণং। প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ। মৃত্যুর পর হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে সতিল জলদান। প্রতিদিন সকলেরই তর্পণ কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রেততর্পণে বিশেষ

এই যে, মহাগুরুনিপাতে কেবল প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ বিধেয়। অন্য কাহারও তর্পণ করিতে নাই। প্রতিদিন কর্ত্তব্য তর্পণে শুক্র ও রবিবার প্রভৃতিতে তিলতর্পণ করিতে নাই, কিন্তু প্রেততর্পণে প্রতিদিনই তিলদ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে কোনই নিষেধ নাই। তর্পণের সময় পিত্রাদি উল্লেখ না হইয়া প্রেতপদেরই উল্লেখ হইবে। সামবেদীদিগের প্রেততর্পণে 'অমুক গোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি' এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত বাক্য হইবে। যজুর্ব্বেদীদিগের 'অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব' এইরূপ সম্বোধনান্ত বাক্য হইবে। শ্মশানে যে যে ব্যক্তি দাহ করিতে যান, তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রেতের উদ্দেশে সতিল তিলতর্পণ করা কর্ত্তব্য, না করিলে তাহাতে প্রত্যবায় হইবে।* (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতত্ব (ক্লী) প্রেতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রেতের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রেতদেহ (পুং ক্লী) প্রেতস্য দেহঃ। প্রেতশরীর।

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

মৃত্যুর একবৎসরের পর সপিণ্ডীকরণ করা হইলে নর সকল প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতশরীর থাকে। দশপিণ্ড দ্বারা এই প্রেতদেহের উৎপত্তি হয়। এইজন্য দশপিণ্ডের নাম পূরকপিণ্ড।

"শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা।
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্তু সমাসতঃ॥
গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথাক্রমাৎ।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা।
সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ॥
দন্তলোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেন তু।
দশমেন চ পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মৃত্যুর পর দেহ ভস্মীভূত হইলে প্রেতের উদ্দেশে প্রথম যে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহাতে প্রেতের শিরঃ পূরণ হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পিণ্ডদ্বারা কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা, তৃতীয় পিণ্ডদ্বারা গল, স্কন্ধ, ভুজ ও বক্ষ, চতুর্থপিণ্ডদ্বারা নাভি, লিঙ্গ ও গুহ্য, পঞ্চম পিণ্ডে জানু, জঙ্ঘা ও পাদ, ষষ্ঠপিণ্ডে মর্ম্ম সকল, সপ্তমপিণ্ডে নাড়ীসমূহ, অষ্টমপিণ্ডে দন্ত ও লোম, নবমে বীর্য্য এবং দশমে সকলাঙ্গের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়। এইরূপে দশপিণ্ডদ্বারা প্রেত শরীরের পূরণ হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তির যিনি মুখানল করেন, তাহারই এই পিণ্ড দিতে হয়। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতধূম (পুং) প্রেতস্য ধূমঃ ৬তৎ। চিতাধূম।

প্রেতনদী (স্ত্রী) প্রেততরণীয়া নদী। বৈতরণী নদী। (শব্দর°)

প্রেতদিগের এই বৈতরণী নদী পার হইয়া যমভবনে যাইতে হয়।

"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্॥" (শ্রাদ্ধপর্ব্ব)

প্রেত যাহাতে এই নদী সুখে সন্তরণ করিয়া পার হইতে পারে, এজন্য শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে বৈতরণী করিতে হয়। [বৈতরণী দেখ।]

প্রেতনির্হারক (পুং) প্রেতং নির্হরতি গৃহাৎ শ্মশানভূমিং নির-হৃ-ণ্বুল্। শবহারক, যাহারা মৃতব্যক্তিকে গৃহ হইতে শ্মশানে লইয়া যায়। যাহারা অর্থ গ্রহণ করিয়া শববহন করে, তাহারা পতিত, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিতে নাই। ধর্ম্মার্থে শব বহন করিলে তাহাতে বরং পুণ্য হইয়া থাকে।

"প্রেতনির্হারকাশ্চৈব বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ।" (মনু)
'প্রেতনির্হারকো ধনগ্রহণেন নতু ধর্ম্মার্থং।' (কুল্লূক)

প্রেতপক্ষ (পুং) প্রেতপ্রিয়ঃ পক্ষঃ। গৌণ চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ। এই পক্ষ পিতৃলোকের অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহার নাম প্রেতপক্ষ। এই পক্ষে মৃতব্যক্তির সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধি দ্বারা করিতে হইবে।

"সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে।
তত্র তত্র ত্রয়ং কুর্য্যাৎ বর্জ্জয়িত্বা মৃতাহনি॥
অমাবস্যাং ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেঽথবা পুনঃ।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্ব্বণো বিধিঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্বে শঙ্খ)

মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পর প্রত্যেক বৎসরে তদুদ্দেশে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু প্রেতপক্ষে মৃতব্যক্তির একোদ্দিষ্ট না করিয়া পার্ব্বণবিধি দ্বারা ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। প্রেতপক্ষে প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন পিতৃদিগের উদ্দেশে তিলতর্পণ করিতে হয় এবং অমাবস্যার দিন পার্ব্বণ-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ বিধেয়। রবি শুক্র প্রভৃতি বার তিলতর্পণে নিষিদ্ধ নহে। প্রেতপক্ষে প্রতিদিনই তিলতর্পণ করিতে হইবে।

---

* "অত্র প্রেততর্পণে তিলাংস্ত্বিতি বিশেষোপাদানাৎ সুধ্যাদিবারেণাপি তিলৈরেব তর্পণং প্রতীয়তে। তদনুষ্ঠানং যথা—অপঃ সর্ব্বে শবস্পর্শিনো গত্বা পিতৃপদস্থানে প্রেতপদোহেন দ্বিতীয়ান্তং তর্পয়েয়ুঃ। পিতৃপদোচ্চারণেন পিতৃত্বা ভবতি। শাতাতপঃ—'প্রেতান্তনামগোত্রাভ্যামুৎসৃজেদুপতিষ্ঠতাম্।' ইতি প্রেতান্তেতি তৎপুরুষঃ ন বহুব্রীহিঃ সর্ব্বত্রধস্তত্বাৎ তেন প্রেতান্তনামগোত্রকেতি সমাসঃ এতদ্বচনাৎ চিতাপিণ্ডদানে উপতিষ্ঠতামিতি পিতৃদয়িতায়ামপ্যুক্তং।

এতেন অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি। ইতি সামগানাং প্রয়োগঃ। যজুর্ব্বেদিনান্ত অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব। ইতি সম্বোধনান্তবাক্যং।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

"তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্॥" (মলমাসতত্ত্ব)

এই প্রেতপক্ষের অপর নাম অপরপক্ষ।

প্রেতপটহ (পুং) প্রেতস্য পটহঃ। মরণকালে বাদনীয় বাদ্য বিশেষ, পর্য্যায়—ভবরুৎ, মৃত্যুভঙ্গুরক। (ত্রিকাণ্ড)

প্রেতপতি (পুং) প্রেতানাং পতিঃ ৬তৎ। যম।

"দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতেস্তথা।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বকৃৎ॥" (মার্ক'পু' ১০৮।৪)

প্রেতপর্ব্বত (পুং) প্রেতোদ্ধারণার্থঃ পর্ব্বতঃ। গয়াতীর্থস্থ স্বনামখ্যাত পর্ব্বত। (বায়ুপু')

প্রেতপিণ্ড (পুং) প্রেতায় দেয়ঃ পিণ্ডঃ। মরণাবধি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতসম্প্রদানক পিণ্ডাকার অন্ন। মরণের পর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে যে পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহাকে প্রেতপিণ্ড কহে। পূরকপিণ্ডকেও প্রেতপিণ্ড কহে। এই পিণ্ডদ্বারা প্রেতদেহ গঠিত হয়, এই জন্য ইহার নাম প্রেতপিণ্ড। দশাহিক প্রেতপিণ্ডে স্বধা শব্দের প্রয়োগ করিতে নাই।

"ন স্বধাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে।
ভাবেনৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং যজ্ঞদত্তস্য পূরকম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দশপিণ্ডে সমস্ত দেহের পূরণ হয়। [কোন্ পিণ্ডে কোন্ অঙ্গের পূরণ হয়, তাহা প্রেতদেহ শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই প্রেতপিণ্ড অবশ্য দাতব্য। যিনি এই প্রেত পিণ্ডদান না করেন, তাহার নরক হইয়া থাকে।

"প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্।
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতপিণ্ড দানের পর প্রেতোদ্দেশে স্নানের জল নীর এবং পানের জন্য ক্ষীর (দুগ্ধ) দিতে হয়। 'প্রেতাত্র স্নাহি পিব চেদং ক্ষীরং' এই বলিয়া প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া দিতে হয়। পরে এই মন্ত্রটী পড়িতে হয়। মন্ত্র যথা—

"শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতপুর (ক্লী) প্রেতানাং পুরম্। যমালয়।

"যাবচ্চ কন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ।
তাবৎ শ্রাদ্ধস্য কালঃ স্যাৎ শূন্যং প্রেতপুরং সদা॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

প্রেতভাব (পুং) প্রেতস্য ভাবঃ। প্রেতরূপ, প্রেতত্ব।

প্রেতমেধ (পুং) প্রেতস্য মেধঃ ৬তৎ। প্রেতোদ্দেশক শ্রাদ্ধ রূপ যজ্ঞ, প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্যাদির যে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই প্রেতমেধ।

প্রেতরাক্ষসী (স্ত্রী) প্রেতানাং পিশাচভেদানাং রাক্ষসীব অপসর্পণকারিত্বাৎ। তুলসী। (রত্নমালা) তুলসীপত্র পরম পবিত্র, যে স্থলে তুলসী থাকে, তথায় প্রেত যাইতে পারে না।

প্রেতরাজ (পুং) প্রেতানাং রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। যম, যম প্রেতদিগের শুভাশুভ ফল বিচার করিয়া যাহার যেরূপ গতি হয়, তদনুসারে সেই সেই গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

(ভারত ৩।১১৮।৩২)

প্রেতলোক (পুং) প্রেতানাং লোকঃ ৬তৎ। যমলোক।

"প্রেতলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।" (তিথিতত্ত্ব)

প্রেতবন (ক্লী) প্রেতানাং মৃতানাং বনমিবাধারত্বাৎ। শ্মশান।

প্রেতবাহিত (ত্রি) প্রেতেন বাহিতঃ। ভূতাবিষ্ট, যাহাদিগকে ভূতে পাইয়াছে। (ত্রিকাণ্ড)

প্রেতশিলা (স্ত্রী) প্রেতানাং প্রেতেভ্যো বা যা শিলা। পিণ্ডদানার্থ গয়াস্থিত প্রস্তরবিশেষ। গয়ায় যে শিলাতে প্রেতদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা হয়। গরুড়পুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, গয়ায় যাহা প্রেতশিলা নামে বিখ্যাত, তাহা তিন স্থানে অবস্থিত,—প্রভাসে, প্রেতকুণ্ডে, এবং গয়াসুরের মস্তকে। এই প্রেতশিলা সকল দেবস্বরূপিণী এবং ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধারিত। পিতৃ প্রভৃতি এবং বান্ধবাদি যদি কেহ প্রেতভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে গয়াসুরের মস্তকে এই প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিলে তাহাদের প্রেতযোনি নষ্ট হয়। প্রেতত্ব দূরের জন্য প্রেতশিলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রেতশিলায় যে কেহ পিণ্ডদান করিলে প্রেতত্ব বিদূরিত হয় ও শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। গয়াসুরের যে মুণ্ড, তাহার পৃষ্ঠে এই শিলা, এই শিলায় বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে হয়।* [গয়া দেখ।] হিন্দু মাত্রেরই গয়াশ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। গয়াক্ষেত্রে প্রেতশিলায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিণ্ডদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"স্নাত্বা প্রেতশিলাদৌ তু চরণাম্বুস্থতেন চ।
পিণ্ডং দদ্যাদিমৈর্ম্মন্ত্রৈরাবাহ্য চ পিতৄন্ পরান্॥

---

* "যেয়ং প্রেতশিলা খ্যাতা গয়ায়াং বা ত্রিধা স্থিতা।
প্রভাসে প্রেতকুণ্ডে চ গয়াসুরশিরস্যপি।
ধর্ম্মেণ ধারিতা ভূত্বা সর্ব্বদেবময়ী শিলা।
প্রেতত্বং যে গতা নৃণাং পিত্রাদ্যা বান্ধবাদয়ঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় যতঃ প্রেতশিলা ততঃ।
অতোঽত্র মুনয়ো ভূপা রাজপত্ন্যাদয়ঃ সদা।
তস্যাং শিলায়াং শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তারো ব্রহ্মলোকগাঃ।
গয়াসুরস্য যন্মুণ্ডং তস্য পৃষ্ঠে শিলা যতঃ।
মুণ্ডপৃষ্ঠো গিরিস্তস্মাৎ সর্ব্বদেবময়ো হ্যয়ম্।
মুণ্ডপৃষ্ঠস্য পাদেষু যতো ব্রহ্মসরো মুখাঃ।" ইত্যাদি।
(গরুড়পু' গয়ামা' ৮৫ অঃ)

অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামাবাহয়িষ্যামি দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন জায়তে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভেষু পীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
উদ্বন্ধনে মৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
বন্ধুবর্গাশ্চ যে কেচিৎ নামগোত্রবিবর্জিতাঃ।
স্বগোত্রে পরগোত্রে বা গতির্যেষাং ন বিদ্যতে॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অগ্নিদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রীভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিৎ নাগ্নিদগ্ধাস্তথা পরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অন্যেষাং যাতনাস্থানাং প্রেতলোকনিবাসিনাম্।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে নীতা যমশাসনে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
জাত্যন্তরসহস্রাণি ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥
যে মে পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতুস্তথৈব চ।
গুরুঃ শ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ॥
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥
বিরূপাআমগর্ভা যে জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডং ময়া দত্তমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবাঃ ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥
আগতোঽহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
তন্মে সাক্ষী ভবত্বাদ্য অনৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥" (গয়ামা° ৮৬অ°)

এই মন্ত্রে প্রেতশিলায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবে। এইরূপে গয়ায় পিণ্ড দিলে সকল পাপ ও তিনপ্রকার ঋণ অপনোদিত হয়। যতদিন পিত্রাদির উদ্দেশে প্রেতশিলায় পিণ্ডদান না করা হয়, ততদিন পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ হয় না। এই জন্য প্রত্যেকেরই সর্ব্বাগ্রে পিত্রাদি উদ্দেশে প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রেতশৌচ (ক্লী) প্রেতে সতি প্রেতস্য বা শৌচং। মৃত সংস্কারাদি, প্রেত হইলে তন্নিমিত্ত অশৌচাপগম। দুই বৎসরের কমবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে মাটিতে পুতিয়া ফেলিতে হয়, তদূর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিকে পোড়াইতে হয়। এইরূপে প্রেতসংকার করিয়া যাহাতে শুদ্ধি বিধান হয়, তাহার অনুষ্ঠান করার নাম প্রেতশৌচ। জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জলে স্নান করিয়া যমসূক্ত জপ এবং তদুদ্দেশে তর্পণাদি করিতে হয়। সংসার অনিত্য, সময়ে সকলেরই মৃত্যু হইবে, ইত্যাদি রূপ চিন্তা করিয়া মৃতব্যক্তির জন্য রোদন করিতে নাই। পরে গৃহে যাইয়া দ্বারদেশে নিম্বপত্র দন্তে কাটিয়া জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন ও অগ্নিস্পর্শ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। গৃহের সকল দিকে গোময় লেপন করা আবশ্যক। গৃহাদি যাহাতে পবিত্র হয়, তদনুষ্ঠান বিধেয়।

"প্রেতশৌচং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্ব যতব্রতাঃ।
ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ॥" ইত্যাদি।
(গরুড়পু° ১০৬ অ°)

জ্ঞাতি ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি প্রেতের অগ্নিকার্য্যের জন্য শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের তজ্জন্য একদিন অশৌচ হয়, এই একদিনের পর তাহাদের শুদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞাতিদিগের অশৌচ হয়। যাহার যেরূপ অশৌচ হয়, সেই অশৌচের অপগমে বিশুদ্ধি হয়। [এই অশৌচের বিষয় প্রেতাশৌচ দেখ।]

প্রেতশ্রাদ্ধ (ক্লী) প্রেতায় প্রেতোদ্দেশ্যকং বা শ্রাদ্ধং। প্রেতোদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধ, প্রেতের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যায়। আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসে মাসিক শ্রাদ্ধ, এইরূপ দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শশ্রাদ্ধ প্রেতশ্রাদ্ধ। প্রেতের উদ্দেশে এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধ ষোড়শম্॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

আদ্য প্রেতশ্রাদ্ধের দিন অর্থাৎ আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দিন প্রেতের প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া স্বর্গলোক গমন কামনা করিয়া বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। যদি কোন কার্য্যগতিকে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করা হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণা একাদশীর দিন ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মতান্তরে অমাবস্যার দিনও ঐ পতিত শ্রাদ্ধ করা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, কৃষ্ণা একাদশী ও অমাবস্যা এই দুইদিনই পতিত শ্রাদ্ধের কাল। প্রেতশ্রাদ্ধই হউক আর সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধই হউক, ঐ দুইদিনেই করা যাইতে পারে। প্রেতের উদ্দেশে নবশ্রাদ্ধ, উহা সাগ্নিকদিগের কর্ত্তব্য। ইহা চতুর্থ, পঞ্চম, নবম বা একাদশদিনে করিতে হয়। যথা—

"চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা।
তদত্র দীয়তে জন্তোস্তন্নবশ্রাদ্ধমুচ্যতে॥" (শ্রাদ্ধবিবেকে যম)

পূর্ব্বে যে ষোড়শ শ্রাদ্ধের কথা বলিয়াছি, তাহা সাগ্নিক ও নিরগ্নিক সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রেতের উদ্দেশে অম্বুঘট শ্রাদ্ধকেও প্রেতশ্রাদ্ধ কহে। সম্বৎসর পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে প্রতিদিন অন্ন জলদানরূপ শ্রাদ্ধের নাম অম্বুঘটশ্রাদ্ধ।

"অম্বুঘটশ্রাদ্ধং, তত্তু সংবৎসরং যাবৎ প্রত্যহং প্রেতোদ্দেশ্যকান্নজলদানরূপং, যথা—পারস্করঃ অহরহরন্নমস্মৈ ব্রাহ্মণায়োদকুম্ভঞ্চ দদ্যাৎ পিণ্ডমপ্যেকে নিগৃণন্তি, দদতীত্যর্থঃ।" (শ্রাদ্ধবিবেক)

প্রেতাধিপ (পুং) প্রেতানাং অধিপঃ। যম, প্রেতাধিপতি।

প্রেতান্ন (ক্লী) প্রেতায় দেয়ং অন্নং। প্রেতোদ্দেশ্যক দেয় অন্ন।

"মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ॥" (মনু ৪।২১৭)

প্রেতাশৌচ (ক্লী) প্রেতে সতি অশৌচং। প্রেতনিমিত্ত অশৌচ, মৃত্যুর পর যে অশৌচ হয়, তাহার নাম প্রেতাশৌচ বা মরণাশৌচ। শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে,—

সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে মৃত্যুদিনাবধি ব্রাহ্মণদিগের দশদিন, ক্ষত্রিয়দিগের ১২ দিন, বৈশ্যদিগের ১৫ দিন এবং শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হয়, ইহাই পূর্ণাশৌচ। ইহার ন্যূনকালব্যাপক অশৌচকে খণ্ডাশৌচ কহে। জননাশৌচেই এইরূপ হইয়া থাকে। দূরস্থ জ্ঞাতির মরণে তিনদিন এবং সমানোদক জ্ঞাতির মরণে পক্ষিণী অশৌচ হয়। আগামী ও বর্ত্তমান দিবা এবং তন্মধ্য রাত্রিকে পক্ষিণী কহে, ঐ পক্ষিণী অশৌচ দিবাতে বা রাত্রিতে হউক, তাবধি পরদিন সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণের পূর্ব্বপুরুষের জন্ম নাম স্মরণ পর্য্যন্ত একদিন অশৌচ। তৎপরে সগোত্রের জননে বা মরণে স্নানমাত্রেই শুদ্ধি হয়।

পূর্ব্বে যে সমানোদকাদির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এইরূপ—সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি সপিণ্ড, দশমপুরুষ পর্য্যন্ত সাকুল্য, তৎপরে চতুর্দ্দশপুরুষ সমানোদক নামে অভিহিত।

অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য থাকে। অবিবাহিতা কন্যার ত্রৈপুরুষিক জ্ঞাতির জনন বা মরণে পূর্ণাশৌচ হয়। তৎপরে সাকুল্য পর্য্যন্ত তিনদিন অশৌচ হয়। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের স্ব স্ব জাত্যুক্তাশৌচকালমধ্যে ঐ অশৌচ শ্রবণ হইলে পূর্ব্বোক্ত দশাহাদি অশৌচ হয়। কিন্তু ঐ অশৌচ কাল অতীত হইয়া একবৎসরের মধ্যে শুনিলে সপিণ্ডজ্ঞাতিদিগের তিনদিন অশৌচ হয়। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নানে শুদ্ধি হয়। কিন্তু মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পুত্রের পিতৃমাতৃমরণ ও স্ত্রীর স্বামীমরণ একবৎসরের পর শ্রবণ হইলে একদিন অশৌচ ও দুই বর্ষের পর শুনিলে স্নানে শুদ্ধি হয়। খণ্ডাশৌচের পর বহুকাল পরে শুনিলেও অশৌচ হয় না।

গর্ভস্রাবাশৌচ।—৬ মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে ঐ স্ত্রীর মাসসমসংখ্যক দিন অশৌচ হয়, অর্থাৎ একমাসের গর্ভস্রাব হইলে একদিন, দুই মাসের দুই দিন এইরূপ ছয়মাস পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। কিন্তু দৈবকার্য্যে দ্বিতীয়মাসাবধি ব্রাহ্মণীর পক্ষে এক একদিন অধিক হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়মাসে তিন দিন, তৃতীয়মাসে চারিদিন, চতুর্থ মাসে পাঁচদিন, পঞ্চমমাসে ৬ দিন এবং ষষ্ঠ মাসে ৭ দিন অশৌচ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ার দ্বিতীয় মাসাবধি পূর্ব্বোক্তরূপে দুইদিন করিয়া এবং বৈশ্যার তিনদিন করিয়া এবং শূদ্রার ৬দিন করিয়া ঐ অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। ঐ বর্দ্ধিত অশৌচে কেবল দৈব বা পৈত্রকার্য্য করিতে পারিবে না, কিন্তু লৌকিক সকল কার্য্যই করিতে পারিবে। কিন্তু মাসসংখ্যকদিনে লৌকিক বা দৈবিক কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। সপ্তম বা অষ্টমমাসে গর্ভস্রাব হইলে স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ হয় এবং নির্গুণ সপিণ্ডের একদিন অশৌচ হয়। ঐ বালক জীবিত প্রসূত হইয়া তদ্দিনে মরিলেও ঐরূপ অশৌচ হয়। দ্বিতীয়দিনে মরিলে সপিণ্ডের অশৌচ থাকে না, কেবলমাত্র পিতামাতার অশৌচ হয়।

বালাদ্যশৌচব্যবস্থা।—নবম ও দশমমাসজাত বালকের অশৌচকাল মধ্যে মৃত্যু হইলে ঐ জননাশৌচ অস্পৃশ্যত্বযুক্ত হইয়া কেবল পিতামাতার থাকিবে, অন্য সপিণ্ডাদির থাকিবে না। ইহা সকল বর্ণেরই একরূপ। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে জাত বালক ৬মাসের মধ্যে অজাতদন্তাবস্থায় মরিলে পিতামাতার ও নির্গুণসহোদরের একদিন অশৌচ এবং সপিণ্ডের সদ্যঃশৌচ হয়। ছয় মাসের মধ্যে জাতদন্ত হইয়া মরিলে পিতামাতার তিনদিন এবং সপিণ্ডদিগের একদিন অশৌচ হয়। ছয় মাসের পর দুই

বৎসরের মধ্যে অকৃতচূড় হইয়া মরিলে পিতামাতার তিনদিন এবং সপিণ্ডের একদিন, এই দুই বৎসরের মধ্যে কৃতচূড় হইয়া মরিলে সপিণ্ডদিগেরও তিন দিন অশৌচ হইবে। দুই বর্ষের পর ৬বৎসর তিন মাস মধ্যে মরিলে পিত্রাদি সপিণ্ডবর্গের তিন দিন, তৎপরে পূর্ণাশৌচ হয়। ৬বৎসর তিনমাসের মধ্যে উপনীত হইয়া মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়।

ক্ষত্রিয়জাতির জননাশৌচকালের পর ৬মাসের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, তৎপরে দুইবর্ষ মধ্যে মরিলে তিন দিন, তৎপরে ৬বর্ষ মধ্যে মরিলে ৬দিন অশৌচ হয়। বৎসরের পর মৃত্যু হইলে পূর্ণাশৌচ হয়।

বৈশ্যজাতির জননাশৌচকালের পর ৬মাসের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, তৎপরে ২ বর্ষ মধ্যে ৫দিন, দুই বর্ষের পর ৬ বর্ষের মধ্যে ৯দিন, তৎপরে পূর্ণাশৌচ হয়।

শূদ্রদিগের জননাশৌচের পর ৬মাসের মধ্যে অজাতদন্ত বালকের মৃত্যু হইলে পিত্রাদি সপিণ্ডবর্গের তিন দিন অশৌচ এবং ৬মাসের মধ্যে জাতদন্ত হইয়া মরিলে ও ছয় মাসের পর ২ বর্ষমধ্যে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের ৫দিন অশৌচ, দুইবর্ষ মধ্যে কৃতচূড় হইয়া মরিলে এবং দুইবর্ষের পর ৬বর্ষের মধ্যে মরিলে পিত্রাদি সপিণ্ডের ১২ দিন অশৌচ হয়। ৬ বর্ষের মধ্যে কৃতবিবাহ হইয়া মরিলে বা ৬ বর্ষের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়।

সর্ব্বজাতীয় স্ত্র্যশৌচ-ব্যবস্থা।—জন্মাবধি দুই বর্ষ মধ্যে কন্যা মরিলে পিতা, মাতা ও সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ, দুই বর্ষের পর বাগ্দান পর্য্যন্ত একদিন, বাগ্দানের পর বিবাহ পর্য্যন্ত ভর্ত্তৃকুলে এবং পিতৃকুলে তিনদিন, কিন্তু এখন বাগ্দান না থাকায় বিবাহ পর্য্যন্ত কন্যা মরণে সকলেরই একদিন অশৌচ হয়। বিবাহের পর ভর্ত্তৃকুলে পূর্ণাশৌচ হয়, পিতৃকুলে অশৌচ থাকে না। এ স্থলে সহোদর-ভ্রাতার পক্ষে বিশেষ এই যে, অজাতদন্তা মরিলে সদ্যঃশৌচ, জাতদন্তা হইয়া চূড়া পর্য্যন্ত মরিলে একদিন, চূড়ার পর বিবাহ পর্য্যন্ত মরিলে তিনদিন অশৌচ হয়। বিবাহিতা কন্যা পিতার বাটীতে যদি সন্তান প্রসব করে, বা মরে, তাহা হইলে পিতা মাতার তিনদিন, ও অসোদর জ্ঞাত্যাদি বন্ধুবর্গের একদিন অশৌচ হয়। ঐ কন্যার পিতার বাটীতে বা অন্যস্থলে প্রসব বা মৃত্যু হইলে সহোদর ভ্রাতার ও তৎপুত্রের পক্ষিণী অশৌচ হয় এবং ঐ কন্যার শ্রাদ্ধাধিকারী যদি পিতামাতা হন, তাহা হইলে ঐ কন্যা যে কোন স্থানে মরিলে পিতামাতার তিন দিন অশৌচ হয়।

অসপিণ্ডাশৌচ-ব্যবস্থা।—গায়ত্রীদাতা ও মন্ত্রদাতা গুরু ও মাতামহ-মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিতৃষসা, মাতৃষসা, গুরুপত্নী, মাতামহী, মাতৃষস্রীয়, পিতৃষস্রীয়, পিতামহী, ভগিনীপুত্র, পিতার মাতুলপুত্র, পিতামহের ভগিনীপুত্র, মাতুলপুত্র, ভাগিনেয় ও দৌহিত্র এই সকলের মৃত্যু হইলে পক্ষিণী অশৌচ হয়। শ্বশ্রূ ও শ্বশুর ভিন্ন গ্রামে মরিলে একদিন, একগ্রামে মরিলে পক্ষিণী এবং তাঁহার গৃহে মরিলে তিন দিন অশৌচ হয়। আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র, অধ্যাপক, মাতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, মাতামহীর ভগিনীপুত্র, মাতামহের ভগিনীপুত্র, মাতামহীর ভ্রাতৃপুত্র এবং একগ্রামবাসী সগোত্রজ ব্যক্তির মরণে একদিন অশৌচ হয়। মাতৃষসা, পিতৃষসা, মাতুল ও ভাগিনেয় ইহারা এক গৃহে থাকিয়া মরিলে তিন দিন অশৌচ হয়। বিবাহিতা কন্যার পিতৃমরণে তিন দিন অশৌচ। অশৌচ সম্বন্ধি ভিন্নকুলজ অর্থাৎ মৃত মাতুলাদিদিগকে দহন বহন করিলে তিন দিন অশৌচ হয়।

মৃত্যুবিশেষাশৌচ-ব্যবস্থা।—অবৈধ আত্মঘাতীর অশৌচ হয় না, শাস্ত্রীয় অনশনাদি দ্বারা মৃত হইলে এবং জলে মজ্জন, উচ্চদেশ হইতে পতন, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী ও নখী দ্বারা হত, সর্পদংশন, বিষপ্রয়োগ ও চণ্ডাল চৌরদ্বারা হত ও বজ্রাহত ও অগ্নিতে পতিত হইয়া মরিলে তিন দিন অশৌচ হয়। পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, ব্যাধ, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী ও নখী দ্বারা হত হইলে, উচ্চদেশ হইতে পতনে, অনশন ও প্রায়োপবেশনে, বজ্র, অগ্নি, বিষ, বন্ধন ও জলপ্রবেশে, ক্ষতব্যতিরিক্ত শস্ত্রাঘাতে যদি তিনদিনের মধ্যে মরে, তবে তিন দিন অশৌচ হয়; আর তিন দিনের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। যে কোনপ্রকার ক্ষত দ্বারা ৭ দিনের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ এবং ৭ দিনের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকী ও অতিপাতকীদিগের মরণে অশৌচ হয় না।

দত্তকপুত্র সম্বন্ধীয় অশৌচব্যবস্থা।—সপিণ্ডজ্ঞাতি দত্তকপুত্র হইলে তাহার মরণে দত্তকগ্রহণকারী পিত্রাদি সপিণ্ডবর্গের পূর্ণাশৌচ হয়, এবং সপিণ্ডজনন-মরণেও ঐ দত্তকের পূর্ণাশৌচ হয়। এতদ্ভিন্ন দত্তকপুত্র মরণে অর্থাৎ সপিণ্ড জ্ঞাতি ভিন্ন যদি দত্তক হয়, তাহার মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের তিন দিন অশৌচ হয় এবং ঐ দত্তকের পিত্রাদি সপিণ্ডমরণে তিন দিন অশৌচ হয়। কিন্তু দত্তকের পুত্র প্রভৃতির পূর্ণাশৌচ। দত্তকের স্ত্রীর অশৌচ সম্বন্ধে মত ভেদ লক্ষিত হয়, কাহারও কাহারও মতে দত্তকের স্ত্রীর পূর্ণাশৌচ হইবে, আবার বা কেহ বলেন, দত্তকের স্ত্রীরও দত্তকের ন্যায় তিনদিন অশৌচ হয়।

অশৌচ-সঙ্করের ব্যবস্থা।—তুল্য মরণাশৌচ মধ্যে অপর তুল্য মরণাশৌচ হইলে ঐ পূর্ব্বাশৌচ কালেই জ্ঞাতিদিগের শুদ্ধি হয়। কিন্তু যদি পূর্ণমরণাশৌচের শেষ দিনে অপর পূর্ণমরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের আর দুই দিন বৃদ্ধি হয় এবং ঐ শেষ

দিনের প্রভাতে অরুণোদয় কালাবধি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালে অপর পূর্ণ সমানাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচ আর তিন দিন বৃদ্ধি হয়। ঐ বর্দ্ধিত দুই বা তিনদিনের মধ্যে অপর জ্ঞাতি, পিতা, মাতা, কিংবা ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে ঐ বর্দ্ধিত পূর্ব্বাশৌচ কালদ্বারা শুদ্ধি হয়, আর বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ অশৌচের শেষদিনে বা পূর্ব্বোক্ত প্রভাতে পিতা, মাতা কিংবা ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে তদবধি পূর্ণাশৌচ হয়, দুই দিন বা তিন দিন বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞাতি-মরণাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে পিতা, মাতা কিংবা ভর্ত্তা মরিলে পূর্ব্বাশৌচ কালদ্বারাই শুদ্ধি হয়। অপরার্দ্ধে মরিলে পূর্ণাশৌচ হয়, কিন্তু জ্ঞাতিদিগের ঐ পূর্ব্বাশৌচ কালদ্বারাই শুদ্ধি হয়।

স্বপুত্র-জননাশৌচের শেষ দিনে বা পূর্ব্বোক্ত প্রভাতে জ্ঞাতি জন্মিলে এবং পিতা মাতা বা ভর্ত্তার মরণাশৌচের শেষ দিনে বা তৎপ্রভাতে জ্ঞাতির মরণ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় দুই দিন বা তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু স্বপুত্র-জননাশৌচের শেষ দিনে বা তৎপ্রভাতে স্বপুত্র জন্মিলে পিতার তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়, এবং পিতৃমরণাশৌচের শেষ দিনে বা পূর্ব্বোক্তপ্রভাতে মাতৃ মরণ হইলে অথবা মাতৃমরণাশৌচের শেষদিনে বা তৎ-প্রভাতে পিতৃমরণ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় দুই বা তিন দিন অশৌচ-বৃদ্ধি হয়।

জননাশৌচ মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে যদি পূর্ব্বজাত বালক অশৌচ কাল মধ্যে মরে, তবে ঐ মৃত বালকের পিতা-মাতার সম্পূর্ণাশৌচ এবং সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হয় এবং ঐ সদ্যঃশৌচদ্বারা পরজাত বালকের অশৌচও নিবৃত্তি হয়, কেবল পরজাতের পিতামাতার পূর্ণাশৌচ থাকে, আর ঐরূপ স্থলে পরজাতবালকের মৃত্যু হইলে সেরূপ হয় না, যে হেতু তাহার অশৌচ পূর্ব্বজাত অশৌচকালাবধি থাকে, সুতরাং সে স্থলে সকলেরই পূর্ব্বজাতের অশৌচ ভোগ করিতে হয়। এস্থলে বিশেষ এই যে, ঐ পরজাত বালক যদি পূর্ব্বজাতাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে জন্মিয়া মরে, তাহা হইলে উহার পিতামাতার ঐ পূর্ব্বা-শৌচকাল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যত্বযুক্ত অশৌচ থাকে। তুল্যকাল-ব্যাপক—সামান্য জননাশৌচ কিংবা মরণাশৌচ মিলিত হইলে মরণাশৌচকাল দ্বারাই শুদ্ধি হয়। আর যদি ঐ দুইপ্রকার অশৌচ মধ্যে একটা অল্পকাল ব্যাপক, অপরটা দীর্ঘকাল ব্যাপক হয়, তাহা হইলে ঐ দীর্ঘকালব্যাপক অশৌচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়।

একাহে জ্ঞাতিদ্বয়ের মৃত্যু হইলে সর্ব্বগোত্রের অশৌচ কালাবধি অস্পৃশ্যত্ব থাকে, সুতরাং ঐ অশৌচের শেষদিনে বা তৎপ্রভাতে অন্য জ্ঞাতি মরিলে পূর্ব্বোক্ত দুইদিন বা তিনদিন বৃদ্ধি হয় না, কেবল মহাগুরুনিপাতে বৃদ্ধি হয়। উভয়বিধ অশৌচ মিলিত হইলে গুরু অশৌচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। বিদেশমৃত জ্ঞাতির ত্রিরাত্রাশৌচ অপেক্ষা বিদেশমৃত মাতাপিতা এবং ভর্ত্তার ত্রিরাত্রাশৌচ গুরু, সুতরাং এস্থলে গুরু অশৌচই বলবৎ। তুল্য ত্রিরাত্রাশৌচ মিলিত হইলে পূর্ব্বাশৌচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। জনন বা মরণ ত্রিরাত্রাশৌচ মিলিত হইলে মরণাশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হয়। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই সকল অশৌচই প্রেতাশৌচ। এই সকল অশৌচের অপগমে দেহের বিশুদ্ধি লাভ হয়, তখন দৈব বা পৈত্র সকল প্রকার কর্ম্মে অধিকার জন্মে। অশৌচ থাকিলে তাহাদের দেহ অপবিত্র থাকে, এজন্য অশৌচযুক্ত ব্যক্তির সহিত একত্র উপবেশন, বা তাহার সহিত ভোজন প্রভৃতি নিন্দনীয়।

প্রেতাস্থি (স্ত্রী) মৃতব্যক্তির অস্থি।

প্রেতাস্থিধারী (পুং) ১ হাড়মালাধারী মাত্র। ২ রুদ্রের নামান্তর।

প্রেতি (পুং) প্রকর্ষেণ ইতির্গমনং দেহোঽস্য। ১ অন্ন। 'প্রকর্ষেণ দেহে ইতি গতির্যস্যেতি প্রেতিরন্নম্' (শুক্লযজুঃ বেদদীপ ১৫।৬) প্র-ই-ভাবে-ক্তিন্। ২ মরণ। (ঋক্ ১।৩৩।৪) ৩ প্রগমন। (শুক্লযজুঃ ২৭।৪৫)

প্রেতিক (পুং) মৃতব্যক্তি বা প্রেতমূর্ত্তি। (রত্নাবদান ৪৮।১৫১)

প্রেতিবৎ (ত্রি) প্রেতি শব্দার্থযুক্ত। (তৈত্তি° সং° ৩।১।৭।২)

প্রেতীষণি (ত্রি) প্রাপ্তগমন। (ঋক্ ৬।১।৮) অগ্নির নামান্তর।

প্রেতেশ (পুং) প্রেতানামীশঃ ৬তৎ। যম, প্রেতপতি।

প্রেত্য (অব্য) প্র-ই-ল্যপ্। লোকান্তর, পর্য্যায় অমুত্র।

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥" (মনু ২।৯)

প্রেত্যজাতি (স্ত্রী) প্রেত্য মৃত্বা জাতি জন্ম। মরিয়া জন্ম।

প্রেত্যভাজ্ (ত্রি) মৃত্যুর পর পরলোকে ফলভাগী। (হরিবংশ ১৯৭৬)

প্রেত্যভাব (পুং) প্রেত্য মৃত্বা ভাবঃ। মরণোত্তর পুনর্জ্জন্ম। একবার মৃত্যু, আবার জন্ম, ইহার নামই প্রেত্যভাব। দর্শন-শাস্ত্রে ইহার বিষয় বিশেষরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা যতপ্রকার দুঃখভোগ করি, তাহার মধ্যে জন্মমৃত্যুই প্রধান। যাহাতে এই জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি হয়, তাহার জন্যই মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ। মহর্ষি গোতম প্রেত্য-ভাবের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" (গৌতমসূ° ১।১।১৯) 'প্রেত্যমৃত্বা ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ। মরণোত্তরজন্ম ইত্যর্থঃ, ইতি ভাষ্যং, দীধিতি-কারস্তু প্রেত্যস্য মৃতস্য ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ ইত্যাহ। মরণস্য আদৌ জন্ম বিনা ন সম্ভবতি, অতো মরণস্য জন্মোত্তরত্বং অর্থতোলভ্যতে, এতেন জন্মমরণয়োর্ধারাবাহিকত্বং লভ্যতে

তথাচ যাবদপবর্গো ন ভবেৎ তাবৎকালঃ জন্মমরণধারা ভবত্যেব। তাদৃশধারা তু বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিরেব' (টীকা)

প্রেত্যভাব শব্দে জন্ম হইয়া মরণ ও মরণ হইয়া জন্ম, এইরূপ জীবের ধারাবাহিক জন্ম-মরণ বুঝায়। যে পর্য্যন্ত জীবাত্মার মুক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্তই জীবাত্মার ধারাবাহিক জন্ম ও মরণ হইয়া থাকে। মুক্তি হইলে জন্ম ও মরণ প্রভৃতি কিছুই হইবে না। জন্ম শব্দটী শরীরের আত্মার সহিত প্রথম সম্বন্ধকে বুঝায়। আত্মার সহিত শরীরের প্রথম সম্বন্ধ যখন হয়, তৎকালে দেবদত্ত জন্মাইতেছে, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। মরণ শব্দেও যে সম্বন্ধ হইলে আত্মা শরীরী এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ঐ সম্বন্ধের নাশক বুঝায়। এই জন্ম ও মৃত্যুই জীবের অশেষ দুঃখভোগের মূলকারণ। এই মূল কারণের নাশ না হইলে কদাচ অশেষ দুঃখের সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে না। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন জন্ম ও মরণ ধারাবাহিকরূপে হইবে, একবার জন্ম আবার জন্মোত্তর মৃত্যু হইবেই হইবে। কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হইবে না। যখন জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইবে, তখন এই জন্মমরণধারা সমূলে বিনষ্ট হইবে। যত দিন না এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হয়, ততদিনই জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মরণের পর জন্ম, জন্মের পর মরণ, এতদ্রূপ জন্মমরণপ্রবাহের নাম প্রেত্যভাব। প্রেত্যভাব ও জন্মান্তর তুল্য কথা। শাস্ত্রে কিন্তু অভিহিত হইয়াছে, আত্মা অজর ও অমর, আত্মার জরা মৃত্যু বা জন্ম কিছুই নাই, তবে এই জন্মমৃত্যু কাহার? মনুষ্য মরিল, শরীর পড়িয়া রহিল, অশরীর আত্মা থাকিল বা চলিয়া গেল। কোথায় গেল? কোথায় থাকিল? তাহা লইয়া বিবাদে নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র অন্বেষণ করিতে হইবে যে, শরীরপরিচ্যুত আত্মা আকাশের ন্যায় সুখদুঃখবর্জ্জিত হইলেন? কি ইহলোকের ন্যায় অথবা ইহলোক অপেক্ষা অধিকতর ভোগভাগী হইলেন? ভোগভাগী হইলেন, একথা বলিতে পারিবে না। তর্কচ্ছলে বলিলেও তাহা প্রমাণিত হইবে না, কারণ শরীর ব্যতীত যে সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে, কস্মিন্‌কালেও তাহার উদাহরণ দেখাইতে পারিবে না। শরীরোৎপত্তি হয় না অথচ আত্মার অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতি হয়, একথার প্রমাণ নাই। আত্মা অজর ও অমর ইহা বিশ্বাস করিলে অমরতার অনুরূপ সুখদুঃখভোগভাগিতাও বিশ্বাস করিতে হইবে। রূপ দেখিতে চাহি, অথচ চক্ষু চাহি না, একথা সিদ্ধ হইবার নহে।

সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং।"

ভোগস্থান স্থূল শরীর না থাকিলে সূক্ষ্মশরীরেও পরিস্ফুট ভোগ সম্ভবে না। অতএব আত্মা লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট থাকিয়া পুনঃ পুনঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে ও পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করে। যদিও সুখ দুঃখ আত্মার নহে, তথাচ অমুক্ত আত্মার সুখদুঃখবিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। (কিন্তু কেবল নৈয়ায়িকদিগের মতে সুখ দুঃখ জীবাত্মার।) সেই কারণে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আত্মার কখন তির্য্যক্‌শরীর, কখন মনুষ্যশরীর, কখন দেবশরীর, কখনও বা পশুশরীর হয়।

মনুষ্য ইহশরীরে যেরূপ কর্ম্মে ও জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, দেহান্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই সকলের অনুরূপ দেহধারণ ঘটনা হয়। কর্ম্মবিশেষে স্থাবর শরীর, কর্ম্মবিশেষে পশ্বাদি শরীর এবং কর্ম্ম বিশেষে দেবশরীর হইয়া থাকে। এবিষয়ে জন্মান্তর অস্বীকারকারী নাস্তিক ও জন্মান্তরবাদী আস্তিক এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়।

আত্মা অজর, অমর। সুতরাং এই আত্মা পূর্ব্বে এইরূপ একটা দেহ পাইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে সে কথা স্মরণ হয় না কেন? যখন জন্মান্তরীয় কোন বিষয়ই স্মরণ হয় না, তখন কিসে বিশ্বাস হইবে যে, আমি ছিলাম ও আমার পূর্ব্বজন্ম ছিল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শৈশবকালের ঘটনা যখন যৌবনে স্মরণ হয় না, শৈশবের কথা দূরে থাক, কালিকার সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া বলা সুকঠিন, তখন জন্মান্তরের কথা মনে পড়ে না কেন? এরূপ আপত্তি সুসঙ্গত নহে। স্মরণ না হইবার বহুবিধ কারণ লক্ষিত হয়। অনেকদিন অমনোযোগী থাকিলে ভুলিতে হয়। ভয়, ত্রাস ও যন্ত্রণাদির দ্বারা অভিভূত হইলেও পূর্ব্বানুভূত বিষয় ভুলিতে হয়। রোগবিশেষের আক্রমণে মনুষ্যের পূর্ব্বাভ্যস্ত জ্ঞানের বিলোপ হইতে দেখা যায়। মনুষ্য যখন ইহশরীরেই সামান্য সামান্য কারণে পূর্ব্বানুভূতবিস্মৃত হয় ও অত্যন্ত যাতনায় অভিভূত হইয়া উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দেয়, তখন যে সে উৎকটতর মরণযন্ত্রণা, তৎপরে সে দেহের পরিত্যাগ, তৎপরে অন্য এক নূতন শরীরগ্রহণ ইত্যাদি কারণসমূহে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বিস্মৃত হইবে, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জীব ইহদেহে যদি মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মজ্ঞানাদি সমানরূপে অটল ও অব্যাহত রাখিতে পারে, তাহা হইলে তৎসমুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞান জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়, লোপ হয় না। তাদৃশ জীব জাতিস্মর নামে প্রসিদ্ধ।

জন্মান্তরবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, মানুষ মরিয়া অশ্ব হইতে পারে, এ কথা বিশ্বসনীয় নহে। অশ্ব হইতে অশ্বই হয়, মানুষ হয় না। মানব চিরকালই মানব থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শরীরোৎপত্তির বীজ আত্মা নহে। শরীরোৎপত্তির বীজ কর্ম্মাশয় অর্থাৎ অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের

পুঞ্জীভূত সংস্কার। সেই কারণে মানবদেহ পাইয়া জীব যদি নিরন্তর অশ্বধ্যান করে, কিংবা অশ্বশরীর জন্মিবার অন্তবিধ কারণ-কূট সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ভাবী জন্মে তাহার অশ্বশরীর না হইবে কেন? ইহাতে আপত্তি এই, মানিলাম পূর্ব্বজন্মে মানুষ ছিল, কর্ম্মবলে ইহজন্মে অশ্ব হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত মনুষ্যোচিত জ্ঞান কোথায় গেল, আর অশ্বশরীরোচিত জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিল। ইহার উত্তর এই যে,—

"কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং তৎস্বভাবতা।
নানাযোন্যাকৃতীঃ সত্ত্বো ধত্তেঽতো দ্রুতলোহবৎ॥" (বেদান্ত ভা°)

যাহা যাহা হইতে জন্মে, তাহা তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, এই নিয়মের অনুগুণে নানা যোনি হইতে নানা আকারের জীব জন্মিতেছে। দ্রবীকৃত লৌহ ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যাকার হয় না। জীব যখন যে যোনিতে উৎপন্ন হয়, তখন সেই যোনির অনুরূপ আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন সংস্কার অধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে। সেই কারণে মানবীয় জ্ঞান লুপ্ত থাকে ও অশ্বের আকার ও স্বভাব ব্যতীত মানবের আকার ও স্বভাব হয় না।

সংসারী আত্মা (জীব) স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে কখন উন্নত হয়, কখন বা অবনত হয়, কখন উৎকৃষ্ট দেহ পায়, কখন বা নিকৃষ্ট দেহ পায়। জন্মান্তর নাই, যাহারা বলেন, তাহাদের পক্ষে কোন সত্যপূর্ণ সদ্যুক্তি নাই। বরং জন্মান্তরের অস্তিত্ব পক্ষে কোন সদ্যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

"সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মানভূবম্ ভূয়াস-মেবেতি। ন চানস্তুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশীঃ। এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে।" (ব্যাস)

১। প্রাণিমাত্রেরই একটা নিত্য ও নিয়মিত অভিনিবেশ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার আকার আমি যেন না মরি। জীবমাত্রেই মরিতে চায় না। মরণের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। যতপ্রকার ভয় বা ত্রাস আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মরণত্রাস অধিক বলবান্ ও অনিবার্য্য। মরণত্রাস সদ্যোজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণ-যাতনা অনুভব করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তরেও মারক বস্তু-দর্শনে ত্রাস জন্মে। মরণে যদি ক্লেশ থাকে এবং যদি তাহা আর কখনও অনুভব হইয়া থাকে, তবেই মারকবস্তুদর্শনে ত্রাস-কম্পাদি উপস্থিত হইতে পারে, নচেৎ পারে না। সুতরাং বিশ্বাস করা উচিত যে, জন্মান্তরীয় মরণদুঃখ ভোগের বা অনুভবের সংস্কার তাহার অন্তরিন্দ্রিয়ে লুক্কায়িত ছিল, অদ্য তাহা অজ্ঞাতসারে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীত ও কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ সদ্যোজাত বালকের মরণত্রাসের সঙ্গে ইহজন্মের সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহাতেও জন্মান্তর অনুমিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী ঋষিমাত্রেই অনুভব করেন ও বলেন, জীবের জীবস্বভাবের অন্তর্গত মরণ-ত্রাসই পূর্ব্বজন্ম থাকার চিহ্ন।

২। ইচ্ছা। ইচ্ছা একটী আত্মগুণ বা আত্মলগ্ন শক্তি-বিশেষ। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ কারণে তাহা উদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছার জনক সৌন্দর্য্যজ্ঞান। ভাল বলিয়া অনুভব না হইলে এবং ইহা আমার অনুকূল বা উপকারক এ বোধ না হইলে কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে ইচ্ছোদ্রেক হইবে না। ইচ্ছার ন্যায় ভয়, ত্রাস, প্রবৃত্তি, সমুদয় অন্তঃপ্রবৃত্তির প্রতি ঐ নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত; অতএব সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ত্রাস প্রভৃতির সহিত যখন ইহজন্মের সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তখন অবাধে বলিতে ও মানিতে পারা যায় যে, সে সকলের সহিত পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই সেই সংস্কার তাহাকে সেই সেই বিষয়ে রুচি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মা-ইয়া চরিতার্থ হয়। অতএব সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান প্রবৃত্তিও জন্মান্তর থাকার দ্বিতীয় চিহ্ন।

৩। শতবর্ষ বয়সের বৃদ্ধও শরীরনিরপেক্ষ জ্ঞানে আপনার বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না। সে যখন নিজ শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, তখনই সে বুঝে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এ নিয়ম বালকেও বিদ্যমান আছে। আত্মা অজর অমর বলিয়াই ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আত্মা বৃদ্ধ হয় না, মরেও না, তদাশ্রিত দেহই বৃদ্ধ হয় ও মরে। সুতরাং আত্মার অমরত্ব ও দেহের পরিবর্ত্তন এই দুয়ের দ্বারাও জন্মান্তর থাকা অনুমিত হয়।

৪। বিদ্যাবুদ্ধি সকলের সমান না হওয়াও জন্মান্তর থাকার অন্যতম চিহ্ন। এমন অনেক লোক আছে যে, তাহারা অল্প বয়সেই বেদবেদাঙ্গপারগ হয়, আবার কেহ বা যাবজ্জীবন ব্যয় করিয়াও তাহার কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

৫। আগ্রহ, অর্থাৎ ঝোঁক। ইহার অন্য নাম প্রবৃত্তি-নির্বন্ধ। এই আগ্রহও জন্মান্তর থাকার অনুমাপক। এক এক বিষয়ে এক এক জনের এমন এক অনিবার্য্য ঝোঁক থাকে যে, যষ্টির আঘাত করিলেও সে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তাদৃশ আগ্রহ বা ঝোঁক পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা অভ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৬। জীব বিশেষের স্বভাব ও কর্ম্মবিশেষ পূর্ব্বজন্ম থাকা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ। সদ্যঃপ্রসূত শাখামৃগের শাখা আক্রমণ ও সদ্যঃপ্রসূত শৃগাল-শিশুর পলায়নবৃত্তান্ত অভি-নিবেশ সহকারে দেখিলে পূর্ব্বজন্ম আছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ইত্যাদি।

যাহারা বলেন পূর্ব্বজন্ম নাই, তাহাদের মত নিতান্তই অশ্রেদ্ধেয় ও যুক্তিবিগর্হিত।

জন্ম, মরণ, জীবন।—আত্মা যদি অজর অমর হইল, তবে মরে কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে এক সঙ্গে জন্ম, মরণ ও জীবন তিনেরই বর্ণন বা মীমাংসা হইয়া আইসে। ঋষিমাত্রেই বলেন, 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' আত্মা কাহাকে মারেনও না, নিজেও মরেন না। কারণ মরণ নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যে ঘটনা মরণ নামে অভিহিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বিবেকবুদ্ধি পরিচালন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মরে কে। মরণ কি, তাহার বিষয় বিবেচনা কর, কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্র করিয়া একটী অবয়বী (গৃহাদি) নির্ম্মাণ করিল। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্য একটী অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিল। ক্ষিতি, জল, ও বীজ একত্র হইল, তাহাতে অঙ্কুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখাপল্লবাদি উৎপন্ন হইল। বলিল বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কিছুদিন পরে সে সকলের সেই পূর্ব্ব অবয়ব বিশ্লিষ্ট হইল, অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল। বলিল কিনা, গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে, এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ ঘটনার উপর ভগ্ন, ধ্বস্ত ও মরণ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বলিতে কি, অবয়বের শৈথিল্য বিকার অথবা সংযোগ ধ্বংস এই অন্যতমের উপরেই মরণাদিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল। উহা নির্জীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থে উঠাইয়া আনিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম মরণ আর কিছুই নহে, অবয়বের অপূর্ব্ব সংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগভাব মরণ। 'মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ' মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মরণ তুল্য কথা। যে কারণকূট জীবকে দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই কারণকূট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্ত বিস্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মরণ হয়। মরণ হইলে দেহাদির অন্যপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অতএব অবয়ব সকলের অপূর্ব্ব সংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগ বিশেষের নাম মরণ। এইজন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ।"

(সাংখ্যদ°)

ইহাতে অবধারণ হইতেছে যে, সাবয়ব বস্তুরই মরণ হয়, নিরবয়ব বস্তুর মরণ হয় না। আত্মা নিরবয়ব, এইজন্য আত্মার মরণ নাই। নিতান্ত সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব ইন্দ্রিয়গণেরও মৃত্যু নাই। আত্মা মরে না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, এরূপ না বলিয়া দেহ মরিয়াছে, দেহ মরিবে, এইরূপ বলাই সঙ্গত, কিন্তু কৈ কেহই ত তাহা বলে না। না বলিবার কারণ কি? কারণ আছে। লোকে এই দৃশ্যমান সংঘাতের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এই সকল সম্মিলন ভাবের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই 'মরণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। বাস্তবিক প্রাণ সংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষ্য। প্রাণব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে, অঙ্গগুলির সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয় না। 'জীবন' 'মরণ' এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও কথিত অর্থ প্রতীত হয়। জীব ধাতু হইতে জীবন এবং মৃধাতু হইতে মরণ, জীবধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ এবং মৃধাতুর অর্থ প্রাণ পরিত্যাগ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রাণ যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে মিলিত থাকে, ততক্ষণই তাহার জীবন, এবং তাহার বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাজেই বলিতে হইবে, মরণে আত্মার বিনাশ হয় না, দেহের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। আমি মরিলাম ও অমুক মরিল, এ সকল শব্দের অর্থ ঔপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদি সংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেই সেই প্রকারের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই যথার্থ মরণ।

তৃণকাষ্ঠাদি সংহত করিয়া তাহার যে দৃঢ়তা ও ব্যবহারোপযোগিতা সম্পাদন করা যায়, তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই দৃঢ়তার এবং ব্যবহারোপযোগিতার যে অবস্থান কাল, তাহা তাহার আয়ু, জীবদেহের জীবন বা আয়ু তাহারই অনুরূপ। শ্বাসপ্রশ্বাস যাহার কার্য্য, তাহা প্রাণ শব্দের বাচ্য। বাস্তবিক প্রাণ যে কি পদার্থ, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ জন্মিয়াছে। কেহ বলেন, উহা বাহ্য বায়ু, কেহ বলেন, উহা ইন্দ্রিয়সমষ্টির ব্যাপারবিশেষ। কেহ বলেন, উহা একপ্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রথম মতের সিদ্ধান্ত এইরূপ, শরীরে যে তেজ, উষ্মা, জল বা আকাশ আছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস তত্ত্রিতয়ের সাংযোগিক কার্য্য। দৈহিক উষ্মা বা তাপ রসরক্তাদিরূপ জলকে উত্তেজিত করে। তদুভয়ের সংঘর্ষজনিত ক্রিয়াবিশেষ উদরকন্দরস্থ আকাশে গিয়া পরিপুষ্ট হয়। ঐ পরিপুষ্ট সাংযোগিক ক্রিয়া ফুসফুস্ নামক সংকোচবিকাশশীল যন্ত্রকে সঙ্কুচিত ও বিকশিত করে। বিকাশ-ক্রিয়ায় বাহ্যবায়ুর পরিগ্রহ বা পূরণ হয়, পরে সঙ্কোচক্রিয়ায় তাহার ত্যাগ বা বহির্গতি জন্মে। প্রাণ যন্ত্রের ঐরূপ ক্রিয়ায় ভক্তদ্রব্য সকল পরিপাক প্রাপ্ত ও তৎপ্রভব রসরক্তাদি দেহের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। দেহের হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম ও মরণাদি যে কিছু ঘটনা সমস্তই ঐ প্রাণযন্ত্রের অধীন। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যশক্তি প্রাণের দ্বারা উৎপন্ন ও সংরক্ষিত হয়। প্রাণ যতক্ষণ সতেজ থাকিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য

করিতে পারিবে। প্রাণই উৎক্রান্তির কারণ, অর্থাৎ মনুষ্য যখন মরে, তখন প্রাণ ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া উৎক্রান্তি অর্থাৎ শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। [বিশেষ বিবরণ প্রাণ শব্দে দেখ।]

সূক্ষ্ম শরীর ও পরলোকগতি।—যাহা সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ, তাহার আবার গতি কি? পূর্ণের গতি অর্থাৎ যাতায়াত করিবার স্থান কৈ? যাহার যাতায়াত করিবার স্থান থাকে, তাহা পূর্ণ নহে। যে বস্তু পূর্ণস্বভাব, তাহার গমনাগমন অসম্ভব। পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ড পদার্থেরই যাতায়াত, পরিপূর্ণ পদার্থের নহে। আত্মা পূর্ণস্বভাব, সেজন্য গত্যাগতি নাই।

তবে যাতায়াত করে কে? কেইবা জন্মমরণপ্রবাহ ভোগ করে? স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে, আত্মার যাওয়া আসা নাই। তবে যায় কে? আসেই বা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য-বেদান্তাদি সকলেই একবাক্যে বলেন, দৃশ্যমান স্থূল দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মশরীর আছে, সেই সূক্ষ্মশরীরই বারবার যাতায়াত করে। যাবৎ না মুক্তি হয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ তাহা থাকে ও ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করে।

"উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং হায়হায়ঞ্চোপাদত্তে।"

(তত্ত্বকৌমুদী)

জীব যে বারবার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে, বারবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের যাতায়াত ও ইহ-পরলোক-সঞ্চরণ। দৃশ্যমান স্থূলশরীর শাস্ত্রে ষাট্‌কৌষিক শরীর নামে খ্যাত। ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু,* অস্থি ও মজ্জা এই ৬টী কোষ অর্থাৎ আত্মার আবরণ, এইজন্য ষট্‌কোষাত্মক স্থূল দেহকে ষাট্‌কৌষিক কহে। এই ষাট্‌কৌষিক শরীর শুক্রশোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্ম শরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত। ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম, এইজন্য অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য। যাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ; কে তাহাকে দেখিতে পায়, কেই তাহাকে ছেদ, ভেদ বা দাহ করিতে পারে? সাংখ্যমতে আদি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রকৃতির পুনঃ সাম্যাবস্থা বা জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সকল সূক্ষ্ম শরীর থাকিবেক এবং বারংবার ষাট্‌কৌষিক শরীর জন্মিবে।

সূক্ষ্ম শরীরের নামান্তর লিঙ্গশরীর, কোন মতে ইহার অবয়ব সপ্তদশ, বা মতবিশেষে ষোড়শাবয়ব, অথবা মতান্তরে পঞ্চদশাবয়ব। সকল মতেই ইহা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রচিত। বেদান্ত চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীরকেই জীব বলেন।

দৃশ্যমান দেহের অভ্যন্তরে যে একটী সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইহাতে সাংখ্য বলেন, যোগীদিগের অনুভব ও যোগিগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ তাহার প্রমাণ। কিরূপ কার্য্যকলাপ সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব সাধক, তাহা যোগী না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। যোগীরা যোগ সাধন করিয়া সূক্ষ্ম শরীরকে এরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন যে, তাহারা মাংসপিণ্ড অস্থিপিঞ্জর দৃশ্যশরীর হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ ও পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। এক্ষণে কেবল যুক্তি দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরসদ্ভাব বোধগম্য করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহার যুক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্যাবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি যে সকল গুণ মানবীয় আত্মাকে বস্ত্রকুসুমন্যায়ে (বস্ত্রে পুষ্প স্পর্শ হইতে থাকিলে যেমন বস্ত্রখানি সুবাসিত হয় তাহার ন্যায়) নিরন্তর অধিবাসিত করিতেছে, সে সমস্তই বুদ্ধিপদার্থ মধ্যে গণনীয়। কারণ এই যে, বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিবিধ নামের নামী। বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে, অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থিপিঞ্জরে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে। নিরুপাধিক আত্মা, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ধর্ম্মক। সুতরাং বুদ্ধির পৃথক্ আশ্রয় কল্পনীয় বা অনুমেয়। যাহা বুদ্ধির আশ্রয়, তাহাই সূক্ষ্মশরীর। সূক্ষ্মশরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি।

সাংখ্যকার বলেন, চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত স্থিতি লাভ করে না, ছায়া যেরূপ মূর্ত্তি পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ নানাপ্রভেদবতী বুদ্ধিও কোন এক উপযুক্ত আশ্রয় বা আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না।

"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥" (সাংখ্যকা° ৪১)

এই জন্য মাংসলিপ্ত অস্থিরচিত দৃশ্যদেহের অন্তরালে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত শরীর থাকা অনুমিত হয়। স্থূলশরীরাবস্থায় কর্ম্মজ্ঞান সমস্তই সেই শরীর-সহায়ে উৎপন্ন হয় এবং তদুভয়ের সংস্কার তাহাতেই স্থিতি লাভ করে। জন্মমরণের অন্তরাল অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল শরীর বিযুক্ত হইয়াছে, অথচ অভিনব স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় নাই, সে অবস্থাতেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার তাহাতে আবদ্ধ থাকে। ইহজন্মে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তদ্ভাবতের সংস্কার লিঙ্গশরীরে আবদ্ধ হইতেছে ও থাকিয়া যাইতেছে। বুদ্ধির আবির্ভাবপ্রভাবে দৃশ্য দেহটী স্পন্দিত হয় মাত্র এবং তাহার সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার ইহাতে আবদ্ধ হয় না। সেই কারণে স্থূলদেহের ধ্বংসে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার বিলুপ্ত হয় না এবং ইহজন্মের কার্য্যরুচি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারানুরূপ হইয়া থাকে।

"সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে।" (সাংখ্যকা° ৩৯)

মাতাপিতৃজাত অর্থাৎ শুক্রশোণিত দ্বারা উৎপন্ন এই ষাট্‌কৌশিক স্থূলদেহ 'বিড়ন্তা ভস্মান্তা রসান্তা বা' অর্থাৎ পড়িয়া থাকে, পচিয়া যায়, মৃত্তিকা হয়, ভস্ম হয়, শৃগালকুক্কুরাদির ভক্ষ্য এবং বিষ্ঠাও হয়। কিন্তু 'সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তাঃ' তন্মধ্যে সূক্ষ্মশরীর নিয়তকালবর্ত্তী। তাহা মোক্ষ অথবা প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। "উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং জহাতি হায়ং হায়ঞ্চোপাদত্তে।" (তত্ত্বকৌ°) সূক্ষ্মশরীর বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে ও বার বার তাহা হইতে বিমুক্ত হয়। ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হওয়া জন্ম এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়াই মরণ।

জন্মমরণের অন্তরাল।—অন্তরাল শব্দে মধ্যকাল। মরণ হইয়াছে, অথচ শরীরোৎপত্তি হয় নাই। এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বিষয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

অভিনিবেশ, ধ্যান, ও অধ্যান এ সকলের ফলাফল অনুসন্ধান করিলে অন্তরালে অবস্থার সুস্পষ্টচিত্র অনুভূত হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, কোন এক ব্যক্তির ৬ দণ্ডবেলা হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়, সে সেইরূপ অভ্যাস করিয়াছে। অভ্যাসের বলে তাহার প্রতিনিয়তই ছয়দণ্ডবেলার সময় নিদ্রাত্যাগ হয়। অথচ সে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি কল্য ঠিক ৬ দণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঠিক ছয়দণ্ডরাত্রি থাকিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবেক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ধ্যান বা অভিনিবেশ অভ্যাসকে অতিক্রম করিয়া প্রভুত্ব করিতে সমর্থ। আহার, বিহার, বিসর্গ (মলমূত্রত্যাগ) ও অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়া সমস্তই অভ্যাস, ধ্যান ও অভিনিবেশের প্রভাবে নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হয়। শরীরসম্বন্ধে যে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস উপার্জ্জন করা যায়, শরীরপাত হইলে সে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস সংস্কারীভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে রাখে ও পরিবর্ত্তিত করে। ইহশরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলেও তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে উদয়ের বীজ অনুষ্ঠিত জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার। যে সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে থাকে এবং পরে তাহারই বলে তাহা উদবুদ্ধ হয়। স্থিত সংস্কার উদবুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা নামে জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। ইহজন্মে যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদবুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ ইহলোকে স্বভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিচিত। মরণকালে স্থূলদেহ পতিত থাকে; কিন্তু তদ্দেহের অর্জ্জিত সংস্কার সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে বিদ্যমান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেই জন্যই মরণের পর তদ্দেহের অর্জ্জিত জ্ঞানকর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। মৃত্যুযন্ত্রণা তদ্দেহের পরিচিত সমুদায় বস্তু ভুলাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যৎ দেহ ও ভবিষ্যৎ দেহের ভোগ্য ও ভোগসম্বন্ধীয় ভাবনা-বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত করে।

যত প্রকার যাতনা থাকুক, মরণ যাতনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট। কোন প্রকার উৎকটরোগ হইলে কি মূর্চ্ছাদি দুরন্ত অবস্থা ভোগ হইলে তদ্দ্বারা যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয়, পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুযন্ত্রণাও মুমূর্ষুর বিদ্যমান সমুদায়ভাব বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন ও অভিনব ভাবনার উত্থাপন করিয়া থাকে। জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম ধ্যান বা অভিনিবেশ করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নূতন এক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ নূতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে ইহাই ভাবনাময় শরীর নামে অভিহিত। মৃত্যুকালে ভাবনাময় শরীর হয়, এ কথার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে যাহার ব্যাঘ্রদেহ উৎপন্ন হইবে, মরণকালে তাহার 'ব্যাঘ্রোঽহং' এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়। উৎকট মরণযন্ত্রণা তাহার তদ্দেহের সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া ভাবনাময় বিজ্ঞান উৎপাদন করে, এই ভাবনা-বিজ্ঞান বা ভাবশরীর স্বাপ্নশরীরের অনুরূপ। আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, তেমনি স্থূল দেহচ্যুত ভাবদেহীরা প্রথমতঃ অস্পষ্ট পরজন্মের স্ফুরণ সন্দর্শন করে। অনন্তর যথাকালে তাহাদের ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রে যে জন্ম ও মরণ তৃণজলৌকার ন্যায় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা ভাবনাময় শরীরবিষয়ক অর্থাৎ জলৌকা যেরূপ এক তৃণ ছাড়িয়া অন্য তৃণ ধারণ করে, অথবা অন্য তৃণ না ধরিয়া গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে না, তেমনি জীবও অন্য শরীর গ্রহণ না করিয়া এ শরীর ত্যাগ করে না। সে অন্য ষাট্‌কৌষিক শরীর নহে, পরন্তু তাহা ভাবনাময় শরীর। ষাট্‌কৌষিক শরীর লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না।

"যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" (শ্রুতি)

ভাবনাময় দেহের অন্য নাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহ অল্পকাল থাকে। তৎপরে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অনুসারে ষাট্‌কৌশিক ভোগদেহ উৎপন্ন হয়।

কেহ বা মানবদেহ, কেহ বা তির্য্যক্‌দেহ, অথবা কেহ দেবদেহ পায়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দেবাদি শরীর, পাপাধিক্য থাকিলে তির্য্যক্‌শরীর, পাপপুণ্যের বল সমান থাকিলে মানব শরীর উৎপন্ন হয়। যতকাল না স্থূলশরীর উৎপন্ন হইবে, ততকাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে সুখদুঃখভোগ করিতে হইবে। সে ভোগ স্বপ্নভোগের ন্যায় অস্পষ্ট। স্বপ্ন ও ভাবনাময়। মৃত্যুকালে যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে, সেই

ভাব প্রবল হইয়া তাহাকে তদনুরূপ গতি প্রদান করে। জীব মুমূর্ষু হইলে তাহাকে যে নাম শুনান হয়, তাহা আর কিছুই নহে, যদি ঐ সময় উহার মনের ভাব ঈশ্বরদিকে যায়, এই জন্য মুমূর্ষুর আত্মীয় স্বজন তাহার কর্ণের নিকট বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করাইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ফল হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পূর্ব্বের ধ্যান, পূর্ব্বের অভিনিবেশ এবং পূর্ব্বের অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাবশরীর ও আশানুরূপ প্রাণবিনির্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত সূক্ষ্মদেহ কথিত প্রকারে যাট্‌কৌষিক শরীর হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে—

"আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।"

আকাশস্থিত, আলম্বনহীন, বায়ুভূত ও আশ্রয়শূন্য অবস্থা হইয়া থাকে। পরে যথাকালে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা অত্যন্ত পাপাচারী, তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষলতাদি জড় শরীর গ্রহণ করে। যাহারা ঋষি, তপস্বী ও জ্ঞানী তাহারা দেবযানপথে উর্দ্ধলোকগামী হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোকে গিয়া উৎপন্ন হয়। যাহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ, তাহারা পিতৃযানপথে উর্দ্ধগামী হইয়া পিতৃলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সুখভোগান্তে তাহারা পুনর্ব্বার পিতৃযানপথের ব্যুৎক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমানুসারে মানবশরীর প্রাপ্ত হয়। যাহারা মানব কি পশুশরীর প্রাপ্ত হয়, তাহারা আকাশে, পৃথিবীতে, পরে পার্থিবরসের সঙ্গে শস্যাদি মধ্যে, তৎপরে খাদ্যরূপে মনুষ্যের কি অন্য কোন জীবের শরীরে কিছুদিন অবস্থান করে। পুংশরীরে প্রবেশ করিলে রসরক্তাদিক্রমে শুক্রধাতুতে এবং স্ত্রীশরীরে প্রবেশ করিলে আর্ত্তব রক্তে অবস্থান করে। পরে স্ত্রীপুরুষসংযোগ উপলক্ষ্যে গর্ভযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যাট্‌কৌষিক দেহ প্রাপ্ত হয়।

জীব খাদ্যের সঙ্গে যে শরীরে প্রবেশ করে, সেই শরীরের অনুরূপ সংস্কার তখন হইতে থাকে। যে পূর্ব্বে মানবদেহে ছিল, কর্ম্মের প্রেরণায় সে যদি বানরশরীরে গিয়া নিপতিত হয়, তবে বানরশরীরে প্রবেশ মাত্রেই তাহার মানবোচিত সংস্কারের অভিভব, এবং বানরোচিত সংস্কারের সঞ্চার হইতে থাকে। তাহাতেই জন্মিবামাত্র তজ্জাতীয় সংস্কার প্রবুদ্ধ হয়।

পুংস্ত্রীসংযোগে জীব গর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে গর্ভস্থ দেহী নবম কিংবা দশম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি ভাব লাভ করিয়া প্রবল প্রসববায়ু দ্বারা ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় যোনিছিদ্র দিয়া নির্গত হয়।

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে,—অষ্টম মাসে মন প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর অবধি যতদিন না ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন জীব পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ ও গর্ভবাসের কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া ক্লেশ পাইতে থাকে। কি করে, মুখ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফপূর্ণ, বায়ুর পথ নিরুদ্ধ, ইত্যাদি নানা কারণে রোদনাদি করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বানুভূত নানাজন্মের নানাপ্রকার যন্ত্রণা মনে করিয়া অতি উদ্বেগের সহিত বাস করিতে থাকে।

"জাতঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি
পূর্ব্বং জন্মমরণং কর্ম্ম চ শুভাশুভম্।"

যেই ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সে সমস্ত ভুলিয়া যায়। বাহ্য বায়ুই তাহার পুরাতন স্মৃতি বিনাশ করিয়া দেয়। এইরূপ নিয়মে জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

দর্শনশাস্ত্রে জীবের জন্ম ও মৃত্যু বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জন্ম, ও জন্মের পর মৃত্যু, হইতেই হইবে। এইরূপ জন্ম ও মৃত্যুই জীবের প্রেত্যভাব। যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জন্ম ও মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে। মুক্তি হইলে আর প্রেত্যভাব হইবে না। সকল দর্শনশাস্ত্রেই যাহাতে এই প্রেত্যভাব অর্থাৎ জন্মমৃত্যু না হয়, তাহার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রেত্যভাবিক (ত্রি) প্রেত্যভাব সম্বন্ধীয়, ঐহলৌকিক।

প্রেত্বন্ (পুং) প্র-ই-ক্বনিপ্। ১ ইন্দ্র। ২ বাত। (মেদিনী)

প্রেপ্সু (ত্রি) প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ প্র-আপ-সন্-উ। পাইতে ইচ্ছুক।

প্রেম (প্রেমন্) (পুং ক্লী) প্রিয়স্য ভাবঃ প্রিয় (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্ (প্রিয়স্থিরেতি। পা৬।৪।১৫৭) ইতি প্রাদেশঃ, বা প্রী-তর্পণে-মণিন্। ১ সৌহার্দ্দ, পর্য্যায়—প্রেমা, প্রিয়তা, হার্দ্দ, স্নেহ।

"দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেম্ণোত্থায় সসম্ভ্রমঃ।
আলিলিঙ্গ মুহুর্দ্ধাণং মূর্দ্ধি্ন তস্য চকার হ॥" (দেবীভা° ১।১৪।২৪)

২ ভাববন্ধভেদ।

"যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ।" (উজ্জ্বলনীল°)

যুবকদিগের যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম। ৩ হর্ষ। ৪ নর্ম্ম।

।*। প্রেমের প্রিয়তা, হার্দ্দ, স্নেহ প্রভৃতি কতকগুলি পর্য্যায় থাকিলেও ইহার স্বরূপনির্ণয় করা অসাধ্য, তাই নারদীয় ভক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্"।

অতএব প্রেম যে কি পদার্থ তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে বাক্য দ্বারা বুঝান যাইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্তও ঐ নারদসূত্রে লেখা আছে "মূকাস্বাদনবৎ" অর্থাৎ যেমন কোন মূকব্যক্তি কোন দ্রব্যের আস্বাদন করিলে তাহা কটু, তিক্ত বা কষায় কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে পারে না, সে-ই তাহার আস্বাদন অনুভব করে, প্রেমও তদ্রূপ প্রেমী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না। এই জন্য ঐ সূত্রে কথিত

হইয়াছে, "যথা গোপরামাণাম্" গোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেই প্রেম বলে। ঐ প্রেমের বিষয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রথমতঃ সংক্ষেপে সাধারণ প্রেমের বিষয় আলোচনা করিব।

সাধারণ প্রেমের একটী ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমে সৎপক্ষ, তৎপরে তত্ত্বজ্ঞান, তৎপরে ভগবৎকথায় প্রবৃত্তি, তৎপরে শ্রদ্ধা, তৎপরে রতি অর্থাৎ ভাব-ভক্তি এবং তৎপরে ভক্তি অর্থাৎ প্রেম হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগে এই ক্রমবিকাশের কথা আরও একটু বিশদ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

উক্ত শ্লোকদ্বারা বুঝা যায়—প্রেম-প্রাদুর্ভাবের প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, সেই ভজনক্রিয়া হেতু অনর্থনিবৃত্তি, জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভাবের উদয় হয়, ভাবোদয়ের পর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। সাধকদিগের প্রেম প্রাদুর্ভাবের এইরূপই ক্রম জানিতে হইবে। এইরূপে জীবে ভাবের গাঢ়তা উৎপন্ন হইলে তাহাকেই প্রেম বলা যায়। শ্রীরূপও লিখিয়াছেন—

"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আছে—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥"

ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি অন্যমনস্করহিত ভগবানে যে মমতা তাহাকেই প্রেম বলিয়াছেন। এই প্রেম ভাবোত্থ ও অতিপ্রসাদোত্থ ভেদে দুই প্রকার। নিরন্তর অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গের সেবনদ্বারা ভাব পরমোৎকর্ষকে প্রাপ্ত হইলেই ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া কথিত হয়। হরির স্বীয় সঙ্গদানাদিকেই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম কহে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

"তেনাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥" (ভাগ° ১১ স্কন্ধ)

সেই গোপীগণ আমাকে পাইবার জন্য বেদাধ্যয়নও করে নাই, সৎসঙ্গও করে নাই এবং ব্রত বা কোন তপস্যাও করে নাই; কেবল আমার সঙ্গপ্রভাবেই আমার প্রেমলাভপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমও আবার দুই প্রকার—মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল (মাধুর্য্য) জ্ঞানযুক্ত। বিধিমার্গে ভজনকারীদিগের প্রেম মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত এবং রাগানুগাশ্রিত ভক্তমার্গের প্রেমকে কেবল (মাধুর্য্য) জ্ঞানযুক্ত বলে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—

"ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রাসুষ্ঠু সুদুর্গমা॥"

যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হয়, শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও তাঁহারা সহসা সেই প্রেমের পরিপাটী বুঝিতে পারেন না। এই প্রেম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ।

শান্ত প্রেম।

শান্তরসের বিষয় আলম্বন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও আশ্রয়ালম্বন সনকাদি শান্তগণ।

মহোপনিষদের শ্রবণ, নির্জ্জনস্থান-সেবন, শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানের স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ববিচার, জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য, বিশ্বরূপদর্শন, জ্ঞানিভক্তের সংসর্গ এবং সমশ্বিগণের সহিত উপনিষদ্‌বিচার শান্তরসের উদ্দীপন। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, চারিহস্ত পরিমাণ স্থান অবলোকন করিয়া পরে পাদনিক্ষেপ, জ্ঞানমুদ্রাধারণ, হরিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরাহিত্য, ভগবানের প্রিয়ভক্তে ভক্তির অল্পতা, সংসারক্ষয় ও জীবন্মুক্তির প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষ, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারিতা এবং মৌন ইত্যাদি অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য ও অশ্রু এই সাতটী সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, উৎসুক, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি এই শান্তরসে সঞ্চারী ভাব। শান্তিরতি স্থায়ীভাব।

দাস্য প্রেম।

ইহাকে শাস্ত্রকারগণ প্রীতভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রসে দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয়রূপই বিষয়ালম্বন এবং হরিদাসগণ আশ্রয়ালম্বন।

বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের দ্বিভুজ, অন্যত্র দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজভেদে ত্রিবিধ। আশ্রয়ালম্বন হরিদাসও প্রশ্রিত (সর্ব্বদা নতদৃষ্টিতে অবস্থিত), আজ্ঞাবর্ত্তী, বিশ্বস্ত এবং নম্রবুদ্ধি ভেদে চতুর্ব্বিধ। এই চারিপ্রকার দাসের নাম অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ অধিকৃত দাস। আশ্রিতদাস শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ।

'শরণ্যাঃ—কালিয়জরাসন্ধ-বদ্ধনৃপাদয়ঃ'।

কালিয়-নাগ এবং জরাসন্ধকারাবদ্ধ নৃপতিগণ শরণাগত।

"যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।
শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ॥"

যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই (শৌনকাদি ঋষি) জ্ঞানী দাস।

"মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।
চন্দ্রধ্বজো হরিহরো বহুলাশ্বস্তথা নৃপঃ।
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে॥"

যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বলে—চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব ও পুণ্ডরীকাদি ইহারাই সেবানিষ্ঠ দাস।

পারিষদ দাস—

"উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদা যদুপত্তনে॥"

উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ এবং ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ। ইহারা মন্ত্রকার্য্যে ও সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন সময়ে অবসর প্রাপ্ত হইলে পরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন।

"কৌরবেষু তথা ভীষ্ম-পরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ।"

কৌরবদিগের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুরাদিও ঐ পার্ষদের মধ্যে পরিগণিত। পারিষদের মধ্যে উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ। উদ্ধবের প্রেম—

"শংসন্ ধূর্জ্জটিনির্জয়াদিবিরুদং বাষ্পাবরুদ্ধাক্ষরং
শঙ্কা-পঙ্ক-লবং মদাদগণয়ন্ কালাগ্নিরুদ্রাদপি।
ত্বয্যোবার্পিতবুদ্ধিরুদ্ধবমুখস্তং পার্ষদানাং গণো
দ্বারি দ্বারবতীপুরিস্ত পুরতঃ সেবোৎসুকস্তিষ্ঠতি॥"

ইন্দ্রপ্রস্থগত কৃষ্ণকে কেহ কহিল,—হে প্রভো! উদ্ধবাদি ত্বদীয় পার্ষদগণ বাষ্পরুদ্ধ গদগদবাক্যে তোমার রুদ্রজয়াদি কার্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে মত্ততাপ্রযুক্ত কালাগ্নিরুদ্র হইতে শঙ্কারূপ পঙ্কের লেশকেও গণ্য না করিয়া কেবল তোমাতে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক সেবাবিষয়ে উৎসুক হইয়া দ্বারবতীপুরীর অগ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

অনুগদাস—পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে অনুগ দুই প্রকার। তন্মধ্যে পুরস্থদাস—

"সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্বঃ সুতম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।"

সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুতম্বাদি পুরস্থ অনুগদাস।

ব্রজস্থ অনুগদাস—"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ॥
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ॥"

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ ইহারা ব্রজস্থ অনুগদাস।

"ব্রজানুগেষু সর্ব্বেষু বরীয়ান্ রক্তকো মতঃ।"

ব্রজানুগ দাসদিগের মধ্যে রক্তক সর্ব্বপ্রধান।

এই রসে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গরব, হাস্যযুক্তাবলোকন, গুণোৎকর্ষশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ এবং অঙ্গসৌরভ উদ্দীপন।

সর্ব্বতোভাবে ভগবদাজ্ঞার প্রতিপালন, ভগবৎপরিচর্য্যায় ঈর্ষাশূন্যতা, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা ও প্রীতিমাত্র নিষ্ঠতা দাস্য প্রেমরসের অনুভাব।

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং প্রলয় এই অষ্টসাত্ত্বিকভাবই ইহাতে সাত্ত্বিক।

হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিথ্যা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মৃতি এই গুলি ব্যভিচারী ভাব। সম্ভ্রম প্রীতিকে ইহার স্থায়ীভাব কহে। এই সম্ভ্রমপ্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রথমে প্রেম, পরে স্নেহ, তাহার পরে রাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শান্তপ্রেমে স্নেহ ও রাগ হয় না বলিয়া শান্ত হইতে দাস্যপ্রেম শ্রেষ্ঠ।

এই দাস্যপ্রেম পুনর্ব্বার অযোগ ও যোগভেদে দুইপ্রকার।

"সঙ্গাভাবো হরের্ধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে।"

হরির সঙ্গাভাবকে অযোগ বলে। ইহাতে হরির প্রতি মন সমর্পণ এবং তাঁহার গুণাদি অনুসন্ধান করা হয়। এই অযোগও আবার উৎকণ্ঠতা ও বিয়োগতা ভেদে দুই প্রকার।

"অদৃষ্টপূর্ব্বস্য হরের্দিদৃক্ষোৎকণ্ঠিতং মতং।"

অদৃষ্টপূর্ব্ব হরির দর্শনেচ্ছাকে উৎকণ্ঠিত বলে। ইহাতে সমুদায় ব্যভিচারী সম্ভব হইলেও ঔৎসুক্য, দৈন্য, নির্ব্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহ এই সকল ব্যভিচারিভাবের আধিক্য হইয়া থাকে। ঔৎসুক্যের উদাহরণ কর্ণামৃতে—

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥"

বিল্বমঙ্গল কহিলেন, হায়! হায়! হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণাসিন্ধো! তোমার দর্শন ব্যতিরেকে এই অধন্য দিন সকল কিরূপে যাপন করিব? এই প্রকার অন্যান্য ব্যভিচারিভাবেরও দৃষ্টান্ত অনুসন্ধিতব্য।

"বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা।"

হরির সহিত সঙ্গলাভ করিয়া পুনরায় তাহার বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহাকে বিয়োগ বলে। এই বিয়োগে অঙ্গে তাপ, কৃশতা, জাগর্য্যা, আলস্যশূন্যতা, অধৈর্য্য, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্তি এই দশটী দশা হয়। ইহার মধ্যে একটী মাত্রের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

"দনুজদমনযাতে জীবনে ত্ব্যকস্মাৎ
প্রচুরবিরহতাপৈধর্ব স্তদ্ধৃৎপঙ্কজায়াং।
ব্রজমভিপরিতস্তে দাসকাসারপঙ্‌ক্তৌ
ন কিল বসতিমার্ত্তাঃ কর্ত্তু মিচ্ছন্তি হংসাঃ॥"

হে কৃষ্ণ! জীবনস্বরূপ তুমি বৃন্দাবন হইতে গমন করায় ব্রজভূমির চতুর্দ্দিকস্থ তোমার দাসরূপ সরোবরশ্রেণীর অকস্মাৎ প্রবল বিরহানল দ্বারা হৃৎপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, প্রাণহংসসমূহ আর্ত্ত হইয়া আর তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

যোগ—"কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্ত স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।
যোগোহপি কথিতঃ সিদ্ধি স্তুষ্টিস্থিতিরিতি ত্রিধা॥"

কৃষ্ণসহ মিলনকে যোগ বলে। ঐ যোগ সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি ভেদে তিন প্রকার। উৎকণ্ঠিতাবস্থায় কৃষ্ণপ্রাপ্তিকে সিদ্ধি, বিচ্ছেদের পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে তুষ্টি এবং শ্রীকৃষ্ণসহ একত্র বাসকে স্থিতি কহে।

গৌরব প্রীতিতেও এইরূপ সকল ভাব হইয়া থাকে। গৌরব প্রীতির বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন তাঁহার লালনীয় সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কুমারগণ।

"উভয়েষাং সদারাধ্যধিয়ৈব ভজতামপি।
সেবকানামিহৈশ্বর্য্যং জ্ঞানস্যৈব প্রধানতা।
লাল্যানাস্ত স্বসম্বন্ধস্ফূর্ত্তিরেব সমন্ততঃ।
ব্রজস্থানাং পরৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্তধিয়ামপি।
অস্ত্যেব বল্লবাধীশপুত্রেত্ত্যৈশ্বর্য্যবেদনং॥"

সম্ভ্রম, প্রীতি ও গৌরবপ্রীতিশালী দ্বারকাস্থ দাসগণের মধ্যে যাঁহারা নিরন্তর আরাধ্য বুদ্ধিতে সেবন করেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রধানতা, আর যাঁহারা লাল্য তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় সম্বন্ধস্ফূর্ত্তি হয়। ব্রজস্থ ঐ দুই প্রকার দাসভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলেও গোপরাজনন্দন বলিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে।

সখ্য-প্রেম।

এই সখ্য রসে দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন। ব্রজস্থ দ্বিভুজ কৃষ্ণ ও অন্যস্থানস্থ দ্বিভুজ কৃষ্ণভেদে আলম্বন দুই প্রকার। বয়স্যগণও পুরসম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধীভেদে দুই প্রকার। অর্জ্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি পুরসম্বন্ধি সখা। এই সখাগণের মধ্যে অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুনের সখ্য-প্রেম যথা—

"পর্য্যঙ্কে মহতি স্বুরারিহরত্বঙ্কে নিঃশঙ্কপ্রণয়নিসৃষ্টপূর্ব্বকায়ঃ।
উন্মীলন্নবনরনর্ম্মকর্ম্মঠোহয়ং গাণ্ডীবী স্মিতবদনাম্বুজো ব্যরাজীৎ॥"

ব্রজসম্বন্ধি সখা। যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণসহ বিহার করেন, যাঁহাদের জীবন কৃষ্ণগত এবং ক্ষণমাত্র কৃষ্ণের অদর্শনে দুঃখিত হন, তাঁহারাই ব্রজস্থ সখা। ইহারাই সকল সখা হইতে শ্রেষ্ঠ।

ব্রজবয়স্যগণের প্রেম,—

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥"
(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

শুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ হরি বিজ্ঞজনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখস্বরূপ, ভক্তজনের আত্মপ্রদ পরম দেবতা এবং মায়াশ্রিত জনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হন। সেই ভগবানের সহিত গোপবালকগণ যখন ঐ প্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন অবশ্যই বোধ হইতেছে, ঐ সকল বালকের পুণ্যপুঞ্জ ছিল।

বয়স্যদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম,—

"সহচরনিকুরম্বং ভ্রাতরার্য্য! প্রবিষ্টং
দ্রুতমঘজঠরান্তঃ কোটরে প্রেক্ষ্যমাণঃ।
স্খলদশিশিরবাষ্প-ক্ষালিতক্ষামগণ্ডঃ
ক্ষণমহমবসীদন্ শূন্যচিত্তস্তদাসং॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে কহিলেন, হে আর্য্য! হে ভ্রাতঃ! সহচর-সমূহকে অঘাসুরের জঠরকোটরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া নয়ন-স্খলিত উষ্ণঅশ্রু আমার গণ্ডদেশকে ক্ষালন করিয়া ক্ষীণ করিয়াছিল, তাই আমি ক্ষণকাল শূন্যচিত্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই গোকুলস্থ সখারও আবার চারিটী ভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্ম্ম-সখা।

সুহৃৎসখাগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বয়সে জ্যেষ্ঠ ও বাৎসল্য গন্ধিযুক্ত, ইহারা অস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় এবং বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। ইহাদিগের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র শ্রেষ্ঠ। বলভদ্রের প্রেম যথা—

"জনিতিথিরিতি পুত্রপ্রেমসম্বীতয়াহং
স্নপয়িতুমিহ সম্যন্যম্বয়া স্তম্ভিতোহস্মি।
ইতি সুবল! গিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং
ফণিপতিহ্রদকচ্ছে নাদ্য গচ্ছেঃ কদাপি॥"

বলরাম বলিলেন,—সুবল! তুমি আমার এই কথা কৃষ্ণকে বল যে "অদ্য তাঁহার জন্মতিথি, এজন্য তাঁহার জননীর সহিত

আমি তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য গৃহে রহিয়াছি, তিনি যেন কদাচ আজ কালিয় হ্রদের দিকে গমন না করেন।"

যাঁহারা বয়সে কিঞ্চিন্ন্যূন, দাস্তগন্ধিযুক্ত, সখ্য প্রেমশালী, তাঁহারাই সখা নামে অভিহিত।

বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মকরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সখা। এই সখাদিগের মধ্যে দেবপ্রস্থ শ্রেষ্ঠ। দেবপ্রস্থের সখ্য প্রেম যথা—

"শ্রীদাম্নঃ পৃথুলাং ভুজামভিশিরো বিন্যস্ত বিশ্রামিনং
দাম্নঃ সব্যকরেণ রুদ্ধহৃদয়ং শয্যাবিরাজত্তনুং।
মধ্যে সুন্দরি! কন্দরস্য পদয়োঃ সম্বাহনেন প্রিয়ং
দেবপ্রস্থ ইতঃ কৃতী সুখয়তি প্রেম্না ব্রজেন্দ্রাত্মজং॥"

কোন সন্দেশহারিকা দূতী শ্রীরাধাকে কহিলেন, সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতগুহায় শ্রীদামের বৃহদ্ভুজোপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া দাম নামক সখার বাম বাহু হৃদয়ে আবদ্ধপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং দেবপ্রস্থনামক সখা প্রেমের সহিত তাঁহার পাদসম্বাহন করিয়া সেই প্রিয়তমকে সুখ প্রদান করিতেছেন।

প্রিয়সখা—'বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।' তুল্যবয়স এবং কেবল সখ্যাশ্রয়ী সখাদিগকে প্রিয়সখা বলা যায়। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীদামের প্রেম যথা—

"ত্বং নঃ প্রোজ্ঝ্য কঠোর যামুনতটে কস্মাদকস্মাদ্‌গতো
দিষ্ট্যা দৃষ্টিমিতোঽসি হন্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্ প্রীণয়।
ব্রূমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ং
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি॥"

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—অহে কঠোর! তুমি অকস্মাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যমুনাতটে গমন করিয়াছিলে? অদৃষ্ট বশতঃ পুনরায় যদি দেখিতে পাইলাম, তবে এখন আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সন্তুষ্ট কর। সত্যই বলিতেছি, তোমার অল্পমাত্র অদর্শনে কি ধেনুগণ, কি সখাগণ, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট অচিরকাল মধ্যেই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

প্রিয়-নর্ম্মসখা।—সুহৃৎ, সখা, ও প্রিয়সখা হইতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত, তাহারাই প্রিয়-নর্ম্মসখা। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্তক এবং উজ্জ্বল নামক সখাগণ প্রিয়-নর্ম্মসখা। ইঁহাদিগের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই সর্ব্বপ্রধান। সুবলের সখ্যপ্রেম—

"বয়স্যগোষ্ঠ্যামখিলেঙ্গিতেষু বিশারদায়ামপি মাধবস্য।
অন্যৈর্দুরূহা সুবলেন সার্দ্ধং সংজ্ঞাময়ী কাপি বভূব বার্ত্তা॥"

বয়স্যগোষ্ঠী শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইঙ্গিতজ্ঞানে বিশারদ হইলেও সুবলের সহিত তাঁহার হস্ত দ্বারা কোন অর্থসূচক সংজ্ঞাময়ী যে কোন বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

উজ্জ্বলের সখ্যপ্রেম—

"শক্তাস্মি মানমবিতুং কথমুজ্জ্বলোঽয়ং
দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যদূরে।
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি
কা বা বৃষস্যতি ন গোপবৃষং কিশোরী।"

মানবতী শ্রীরাধা কোন সখীকে বলিলেন, সখি! এই উজ্জ্বল দূত হইয়া সমাগত হইতেছেন, আমি কি প্রকারে মান রক্ষা করিতে সমর্থ হই। উজ্জ্বল নিকটে মিলিত হইলে কোন্ গোপকিশোরী লজ্জাবতী, কুলবতী এবং পতিব্রতা হইয়াও গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে কামনা না করে?

শ্রীকৃষ্ণের বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম্ম, বিক্রম, গুণ, প্রেষ্ঠজন এবং রাজা, দেবতা ও অবতারাদির চেষ্টার অনুকরণ প্রভৃতি সখ্যরসের উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, স্কন্ধে আরোহণ, স্কন্ধে বহন, পরস্পর যষ্টিক্রীড়া, পর্য্যঙ্ক, আসন ও দোলায় একত্র শয়ন ও উপবেশন, পরিহাস এবং জলাশয়ে বিহারাদি এই রসের অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুক্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ এই রসে এই তিত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা ও ধৃতি অমিলনাবস্থায় এবং মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মৃতি ও দৈন্য মিলন অবস্থায় প্রকাশ পায় না। এই সখ্য রসে রতি, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বাৎসল্য-প্রেম।

এই বাৎসল্য-রসে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার গুরুগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ—

"নবকুবলয়দামশ্যামলং কোমলাঙ্গং
বিচলদলকভৃঙ্গ-ক্রান্তনেত্রাম্বুজান্তং।
ব্রজভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী
ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রস্নবোৎপীড়দিগ্ধা॥"

নূতন নীলকমলসদৃশ শ্যামলবর্ণ, কোমলাঙ্গ, বিচলিত চূর্ণকুন্তলরূপ ভৃঙ্গদ্বারা নয়ন-কমলের প্রান্ত ভাগ আক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া নন্দগেহিনী স্তন-স্রুত দুগ্ধ দ্বারা লিপ্তাঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত,

মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, বুদ্ধিমান্, বিনয়ী, মান্যব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে মানদ এবং দাতা এই গুলি ইহার বিভাব। যশোদা, নন্দ, রোহিণী, যাহাদিগের পুত্রগণকে ব্রহ্মা হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী ও তাঁহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি মুনি এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন গুরুগণ। ইহাদের মধ্যে যশোদা ও নন্দ শ্রেষ্ঠ। শ্রীযশোদার বাৎসল্য-প্রেম—

"তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরের্গদগদময়ী
সবাষ্পাক্ষী রক্ষাতিলকমলিকে কল্পয়তি চ।
স্নুবানা প্রত্যূষে দিশতি চ ভুজে কার্ম্মণমসৌ
যশোদা মূর্ত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী॥"

প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে গদগদ স্বরে মন্ত্রন্যাস, ললাটে সাশ্রুনয়নে রক্ষাতিলকরচনা এবং পয়ঃপূর পয়োধরা হইয়া বালকের বাহুমূলে মহৌষধ বন্ধন করিয়া পুত্রবাৎসল্যসমূহ যেন মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক যশোদারূপে স্ফুরিত হইতেছে।

নন্দের বাৎসল্য-প্রেম—

"অবলম্ব্য করাঙ্গুলিং নিজাং স্খলদঙ্ঘ্রিং প্রসরন্তমঙ্গনে।
উরসি স্রবদশ্রুনির্ঝরো মুমুদে প্রেক্ষ্য সুতং ব্রজাধিপঃ॥"

স্বীয় করাঙ্গুলি অবলম্বনপূর্ব্বক অঙ্গনে স্খলিতপদে ভ্রমণকারী পুত্রকে দেখিয়া নন্দ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে আনন্দাশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়াছিল।

কৌমারাদি বয়স, রূপ ও বেশ, শৈশবচাপল্য-জল্পিত, ঈষৎ হাস্য এবং খেলাদি ইহাতে উদ্দীপন বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, হস্ত দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাকরণ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ প্রদান ইত্যাদি অনুভাব।

হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, অপস্মৃতি, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং স্মৃতি ইহার ব্যভিচারী ভাব।

অনুকম্পার্হ ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারীর যে সম্ভ্রমশূন্যা রতি হয়, তাহাকে বাৎসল্য বলে, এ স্থলে সেই বাৎসল্যই স্থায়ী ভাব। যশোদার এই বাৎসল্য রতি স্বভাবতঃই বৃদ্ধিশীলা হইলেও প্রেমের বিনাস প্রেম, স্নেহ ও অনুরাগের ন্যায়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে। নন্দের বাৎসল্য রতি যথা—

"নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥"

(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! উদারবুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আগমন করিয়া স্বীয় পুত্রকে গ্রহণপূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন। যশোদার বাৎসল্য-রতি যথা—

"বিন্যস্তশ্রুতিপালিরদ্য মুরলীনিস্বানশুশ্রূষয়া
ভূয়ঃ প্রস্রববর্ষিণী দ্বিগুণিতোৎকণ্ঠা প্রদোষোদয়ে।
গেহাদঙ্গনমঙ্গনাৎ পুনরসৌ গেহং বিশন্ত্যাকুলা
গোবিন্দস্য মুহুর্ব্রজেন্দ্রগৃহিণী পন্থানমালোক্যতে॥"

নন্দগেহিনী অদ্য মুরলীর রব শ্রবণমানসে কর্ণাগ্র বিন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রদোষকালে ঐ মুরলীরব পুনঃ শ্রবণার্থ দ্বিগুণতর উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হওয়ায় স্তন হইতে দুগ্ধ মোচন করিতে করিতে গৃহ হইতে অঙ্গন ও অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে বারংবার গোবিন্দের পথের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যশোদার প্রেমবৎ ভাব যথা—

"প্রেক্ষ্য তত্র মুনিরাজমণ্ডলৈঃ স্তূয়মানমপি মুক্তসম্ভ্রমা।
কৃষ্ণসঙ্গমভিগোকুলেশ্বরী প্রস্নুতা কুরুভুবি ন্যবীবিশৎ॥"

কুরুক্ষেত্রে মুনিগণ ও নৃপতিবর্গ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন বুঝিয়াও প্রস্নুতস্তনী যশোদা সেই স্থানেই সঙ্কোচ পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ক্রোড়ে বসাইয়াছিলেন।

যশোদার স্নেহবৎ ভাব যথা—

"পীযূষদ্যুতিভিঃ স্তনাদ্রিপতিতৈঃ ক্ষীরোৎকরৈর্জাহ্নবী।
কালিন্দী চ বিলোচনাঞ্জনজনিতৈর্জাতাঞ্জনশ্যামলৈঃ।
আরাদ্মধ্যমবেদিমাপতিতয়োঃ ক্লিন্না তয়োঃ সঙ্গমে
বৃত্তাসি ব্রজরাজ্ঞি তৎস্নুতমুখপ্রেক্ষাং স্ফুটং বাঞ্ছসি॥"

সূর্য্যোপরাগচ্ছলে স্বপুত্রদর্শনোৎকণ্ঠায় গমনকারিণী যশোদার প্রতি কোন পূর্ব্বপরিচিতা তপস্বিনী কহিলেন,—

হে ব্রজেশ্বরি! তোমার স্তনপর্ব্বত হইতে নিপতিত ক্ষীরপূর জাহ্নবীকে এবং নয়নপদ্মসঞ্জাত অঞ্জনসংযোগে শ্যামবর্ণ জলরাশি যমুনাকে উৎপাদিত করিয়াছে, এখন মধ্যবেদিতে (প্রয়াগে বা কটিদেশে) নিপতিত সেই গঙ্গাযমুনায় তুমি আপ্লুতা হইয়াছ, তাহাতেই বুঝি তুমি নিশ্চয় পুত্রমুখ দর্শন কামনা করিতেছ। যশোদার রাগবৎ ভাব যথা—

"তুষারতি তুষানলোঽপ্যুপরি তস্য বদ্ধস্থিতি-
র্ভবন্তমবলোকতে যদি মুকুন্দগোষ্ঠেশ্বরী।
সুধাম্বুধিরপি স্ফুটং বিকটকালকূটত্যলং
স্থিতা যদি ন তত্র তে বদনপদ্মমুদ্বীক্ষতে॥"

হে মুকুন্দ! গোষ্ঠেশ্বরী যদি তুষানলের উপরে অবস্থিত হইয়া তোমার মুখপদ্ম দেখিতে পান, তাহা হইলে ঐ তুষানল তাঁহার সম্বন্ধে তুষারসদৃশ হয়। আর যদি তিনি সুধাসমুদ্রের উপরে থাকিয়াও তোমার মুখপদ্ম না দেখিতে পান, তবে অমৃতসাগরও তাঁহার সম্বন্ধে কালকূটসদৃশ হইয়া থাকে।

এই বাৎসল্য রসেও যোগে উৎকণ্ঠা ও বিয়োগে চিন্তা, বিষাদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং বাৎসল্য হইতে আবার মধুররস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহার কারণ—

"আকাশের গুণ যৈছে পর পর ভূতে।
এক দুই গণনায় পঞ্চ পৃথিবীতে" (চৈতন্যচরিতামৃত)

যেমন আকাশের একটীমাত্র গুণ শব্দ। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী গুণ, অনলের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী গুণ জলের আবার রস একটী বেশী অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। পৃথিবীর মধ্যে এই চারিগুণ ত আছে, আবার তাহাতে গন্ধনামক আরও একটী গুণ আছে; সুতরাং পৃথিবীই অধিক গুণশালিনি, তদ্রূপ শান্তের গুণ দাস্যে আছে, শান্ত ও দাস্যের গুণ সখ্যে আছে; শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ বাৎসল্যে আছে, আবার এই চারিগুণই মধুররসে বর্ত্তমান। সুতরাং পৃথিবীর ন্যায় মধুর রস অধিক গুণশালী। অতএব মধুর প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মধুর প্রেম।

নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধীয় প্রেমকে মধুর প্রেম বলে। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের যে প্রেম, সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ। সাধারণ নায়ক নায়িকার যে প্রেম, তাহা কামজ মোহমাত্র। ব্রজরামাগণের প্রেমকে কেহ কেহ কাম নামে অভিহিত করেন, তাহা সত্য, নহে। শাস্ত্রে আছে—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।"

গোপীদিগের প্রেমই কাম নামে কথিত হয়। এই মধুর প্রেমের শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীবর্গ আলম্বন বিভাব, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয় আলম্বন এবং প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

এই মধুর রসে মুরলীধ্বনি আদি উদ্দীপন বিভাব। কটাক্ষ ও ঈষদ্ধাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়, এই গুলি সাত্ত্বিকভাব।

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিথ্যা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ এই একত্রিংশটী ব্যভিচারিভাব। মধুররতি স্থায়ীভাব।

"সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মধুররতি সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থাভেদে ত্রিবিধ। মথুরাস্থ কুব্জাদির সাধারণী রতি, দ্বারকাস্থ মহিষীদিগের সমঞ্জসা রতি এবং গোকুলবাসিনীদিগের সমর্থা রতি।

"সামান্যভাবেন স্বসুখতাৎপর্য্যরতিঃ সাধারণী।"

সামান্যভাবে নিজ সুখতাৎপর্য্যযুক্ত রতিকেই সাধারণী রতি বলা যায়। "কৃষ্ণস্য নিজস্য চ সুখতাৎপর্য্যরতিঃ পত্নীভাবময়ী সমঞ্জসা।" শ্রীকৃষ্ণেরও নিজের সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট পত্নীভাবময়ী রতিকেই সমঞ্জসা রতি বলা যায়। "কেবলকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যরতিঃ পরাজনাময়ী সমর্থা।" কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যান্বিতা রতিকেই সমর্থা রতি বলা যায়।

"ইয়মেব রতেঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাং॥" (উজ্জ্বলনীল)

এই রতি প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাবদশা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে মহাভাব মুক্তপুরুষ ও শ্রেষ্ঠভক্তদিগেরও অনুসন্ধেয়।

এই রতির গাঢ়ত্বকে প্রেম বলে। ইহার পরিণত অবস্থাই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব। যেমন ইক্ষুবীজ; ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা এবং সিতোপলা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি একই ইক্ষুবীজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তাহাই অবস্থাভেদে বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে। যথা—

"রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানঃ গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততোঽনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো ভাবঃ সিতোপলাবৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ)

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলেন।

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহা ধ্বংসরহিত, এইরূপ যে যুবকযুবতীদিগের ভাব তাহাকেই প্রেম বলে।

স্নেহ।—ইহার পরে এই প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে চিত্তকে দ্রবীভূত করে, এই অবস্থাকে স্নেহ বলে।

"অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু।
অঙ্গসঙ্গে বিলোকে চ শ্রবণাদৌ চ স ক্রমাৎ॥"

এই স্নেহ উদিত হইলে কি অঙ্গসঙ্গ, কি অবলোকন, কি দর্শন-শ্রবণ-স্মরণ কিছুতেই তৃপ্তিবোধ হয় না।

এই স্নেহ আবার ঘৃত ও মধু স্নেহভেদে দুই প্রকার।

"তত্রাত্যন্তাদরাদ্যৌ তদীয়তাভাবেন ঘৃতস্নেহশ্চ
আদরময়ঃ স্বয়ং স্বাদান্তরমিশ্রিত এব স্বরসো যথা ঘৃতম্॥" (কিরণ)

চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে যে স্নেহ, তাহার নাম ঘৃতস্নেহ। যে স্নেহ অতিশয় আদরময়, যাহাতে স্নেহের পাত্রকে মদীয় বলিয়া বোধ না হইয়া অন্যদীয় বলিয়া বোধ হয়, অতএব যাহার মধুরতা বস্ত্বন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে, তাদৃশ ঘৃতের ন্যায় স্নেহকেই ঘৃতস্নেহ বলা যায়।

"শ্রীরাধাদৌ মদীয়তাভাবেন মধুস্নেহ আদরশূন্যঃ অতএব স্বরসো যথা মধু।"

যে স্নেহ আদরশূন্য, যাহাতে স্নেহের পাত্রকে মদীয় বলিয়াই বোধ হয়, অতএব যাহার মধুরতা বস্ত্বন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে না; বরং যাহা স্বতঃই মধুর, তাদৃশ মধুর ন্যায় স্নেহকেই মধুস্নেহ বলা যায়। এই স্নেহ শ্রীরাধিকাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মান—"স্নেহস্তূৎকটতাব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

এই মান উদাত্ত ও ললিত ভেদে দ্বিবিধ।

"স্নেহাধিক্যেন ভদ্রাভদ্রহেতুনা বা রোষেণ বা হেতুনা বিনৈব বা কৌটিল্যং মানঃ।"

স্নেহের আধিক্য হেতু সকারণে বা অকারণে যে কৌটিল্য তাহারই নাম মান। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে প্রায়ই উদাত্ত অর্থাৎ সারল্যযুক্তমান দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরাধাদিতে সর্ব্বদাই ললিত অর্থাৎ কৌটিল্যযুক্ত মান দেখা যায়।

প্রণয়।—"মনোদেহেন্দ্রিয়ৈরৈক্যভাবনাময়ো বিশ্রম্ভঃ প্রণয়ঃ সখ্যং মৈত্র্যঞ্চ।"

কান্ত দেহাদির সহিত নিজ দেহাদির ঐক্য ভাবনাময় সম্ভ্রম-বর্জ্জিত বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের নামই প্রণয়। ঐ প্রণয় বিনয়ান্বিত হইলে তাহাকে মৈত্র প্রণয় এবং ভয়বর্জ্জিত স্ববশতাময় হইলে সখ্য-প্রণয় বলা যায়।

রাগ।—"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যখন দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ আবার নীলিমা ও রক্তিমাভেদে দ্বিবিধ।

"চন্দ্রাবল্যাদৌ নীলরাগঃ স্বলগ্নভাবাবরণঃ। তত্রৈব শ্যামরাগোঽপি প্রায়ো ভদ্রাদৌ চিরসাধ্যরূপঃ। শ্রীরাধাদৌ তু মঞ্জিষ্ঠারাগোঽনন্যাপেক্ষো ভাবাবরণশূন্যঃ। তথৈব শ্যামলাদৌ কুসুম্ভরাগঃ সুখসাধ্যত্বাৎ কিঞ্চিদন্যাপেক্ষঃ। পাত্রস্থাদ্‌গুণ্যাৎ স্থিতিঃ। (চক্রবর্ত্তী।)

যে রাগের ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই, অথচ যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া আত্মলগ্নভাবকে আবরণ করে, তাহাকেই নীলিমারাগ বলা যায়। আর যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না এবং যাহা অন্যকেও অপেক্ষা করে না, অথচ যাহা স্বীয় কান্তি দ্বারা সদাই বৃদ্ধিশীল ও ভাবাবরণশূন্য হয়, তাহাকেই রক্তিমা রাগ বলা যায়। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে ভাবাবরণযুক্ত নীলরাগ। এই নীলরাগ যখন চিরসাধ্য হয়, তখন তাহাকে শ্যামরাগ বলা যায়। ভদ্রা প্রভৃতি গোপীগণের শ্যামরাগ। শ্রীরাধা প্রভৃতির রক্তিমারাগেরই অন্তর্গত মঞ্জিষ্ঠা রাগ। মঞ্জিষ্ঠারাগের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, উহা ভাবাবরণশূন্য ও অনন্যাপেক্ষ। শ্যামলাদি গোপীগণেরও রক্তিম রাগ। তবে তাঁহাদের রক্তিমরাগ কুসুম্ভনামক রক্তিম রাগ। ঐ রাগ সুখসাধ্য বলিয়া কিঞ্চিৎ অন্যাপেক্ষ।

অনুরাগ।—'সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥'

যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সদাই অনুভূত হয়েন এবং প্রত্যেক অনুভবেই নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়েন, তাহারই নাম অনুরাগ। তদবস্থায় অপ্রাণী বা নিকৃষ্ট প্রাণীতেও জন্মলালসা-প্রেমবৈচিত্র্য বিচ্ছেদের অবস্থাতেও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া হয়।

ভাব।—'অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে।'

এই ভাব দ্বারকাস্থ মহিষীদিগের পক্ষেও অতি দুর্লভ। ইহা কেবল গোকুলস্থা গোপীদিগেরই একমাত্র সংবেদ্য। ব্রজদেবীর ভাবকেই মহাভাব বলে। এই মহাভাব আবার রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। রূঢ়ভাবের লক্ষণ যথা—

"সূদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।
নিমেষাসহতাসন্নজনতা হৃদ্বিলোড়নং।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতে ত্বাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ।
আদ্য শব্দাদিহ প্রোক্তা কৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা।
সম্ভোগভেদে বিস্পষ্টা সা পুরস্তাৎ প্রচক্ষতে॥"

যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সুখের পীড়া শঙ্কায় নিমেষমাত্রকালও তাঁহার অদর্শন সহ্য হয় না, তাহারই নাম রূঢ় মহাভাব।

অধিরূঢ় যথা—যে অবস্থায় কোটিব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখই তদ্দর্শনাদি জন্য সুখের নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় এবং যে অবস্থায় তদদর্শনাদি জন্য দুঃখকে সর্পবৃশ্চিকাদি দংশন জন্য দুঃখ হইতেও অত্যন্ত অধিক বোধ হয়, সেই অবস্থার নামই অধিরূঢ় মহাভাব।

"মোদনো মাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে।"

এই অধিরূঢ় মহাভাব মোদন ও মাদনভেদে দ্বিবিধ।

যাহাতে সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপ্রেয়সীবর্গেরও ক্ষোভাতিভব জন্মে, তাহারই নাম মোদন। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধিকার যুথেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র দেখা যায় না। এই মোদনই আবার বিচ্ছেদ অবস্থায় মাদন নাম ধারণ করেন। মাদনের উদয়ে পট্টমহিষীগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবিরহতাপ-জন্য মূর্চ্ছা হয়। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ উৎপাদন করে এবং তরুলতাকেও রোদন করাইয়া থাকে। এই মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধাতে প্রায়ই উদিত হয়। দিব্যোন্মাদ এই মাদনেরই বৃত্তিভেদ। তদবস্থায় উদঘূর্ণা ও প্রলাপাদি প্রেমময়ী অবস্থা সকল দেখা যায়। এই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় অনন্তভাবের উদগম হয়। তখন বনমালাতে ঈর্ষা, পুলিন্দজাতিতেও শ্লাঘা এবং তমালস্পর্শিনী মালতীর সৌভাগ্যবর্ণনাদি বিবিধ ব্যাপারই দৃষ্ট হইতে থাকে। এই মাদনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই উদিত হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না। ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ইহা হইতে আর অধিক হইতে পারে না। (প্রেমতত্ত্ব বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

প্রেমকিশোর দাস, উত্তরপশ্চিমবাসী জনৈক কবি। ইনি ভাগবতপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া যান।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বঙ্গদেশের একজন নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ কবি। খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অনেকেই এই মহাত্মার ছাত্র।

১৭২৭ শকে ২রা বৈশাখ পূর্ণিমারাত্রে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শাকরাঢ়া (শাকনাড়া) গ্রামে প্রেমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ। প্রেমচাঁদ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সে বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রেমচাঁদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ মুনিরাম কএকখানি ন্যায়গ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার খুল্ল-পিতামহ নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননও একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। এই নৃসিংহই নাকি প্রেমচাঁদের জন্মিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'প্রেমচাঁদ একজন মহাপুরুষ হইবেন।' এই নৃসিংহের নিকটই প্রেমচন্দ্র প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হইতে না হইতেই নৃসিংহের মৃত্যু হয়।

নৃসিংহের মৃত্যুর পর প্রেমচন্দ্র প্রথমে তাঁহার মাতুলালয় রণুবাটীগ্রামে আসিয়া ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ১৩।১৪ বর্ষ বয়সের সময় তিনি নিজ গ্রামে আসিলেন, এখানে এই অল্প বয়সেই বাগ্দেবীর করুণা লাভ করিলেন। তিনি অতি মধুর ও সুললিত কবিতা লিখিতে লাগিলেন। তৎকালে রাঢ় ও বঙ্গের সর্ব্বত্রই তর্জ্জা ও কবির বড়ই আদর ছিল। আসরে বসিয়াই গান বাঁধিয়া উত্তর দেওয়া হইত। প্রেমচাঁদ এইরূপ কোন দলে গিয়া সরল উত্তর বাঁধিয়া দিতেন। তাঁহারই গান অনেক সময় জয়লাভ করিত। তাহাতে বালকের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হইত। শুনা যায়, অনেক সময় দলের লোকেরা গভীর রাত্রিতে তাঁহার পিতার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে কাঁধে লইয়া গ্রামান্তরে ছুটিত ও গাছতলায় বসাইয়া গান বাঁধিয়া লইত। এই সময় প্রেমচাঁদ শাকনাড়ার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চুয়াড় গ্রামে জয়গোপাল তর্কভূষণের টোলে অলঙ্কার শিখিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহার গুরুও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই চুয়াড় গ্রামে আসিয়াও তিনি তরজার দল ভুলেন নাই। এ সময় তিনি অনেক গান বাঁধিয়াছিলেন, তাহার একটী নমুনা দিতেছি—

"অপযশ কেন গাও অকারণ ?

নহে সে সেরূপ রমণ্য, কামিনী কুলশিরোমণি,

অতুল মানিনী ;—

আগে ছিল মুনিসুতা, হলো দ্রুপদ দুহিতা,

দেবতারূপিণী ;

নহে কাম-চপলতা, তার তপ-সফলতা,

দেববরে পঞ্চ পতির বরণ।"

তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে ১৮।১৯ বর্ষের সময় প্রেমচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের সহিত তাঁহার অধ্যয়নেও অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুই বর্ষ পরেই ১৭৪৮ শকে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজ নাথুরাম শাস্ত্রী, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতরত্নে বিভূষিত ছিল। উইলসন্ (H. H. Wilson) সাহেব তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। উপযুক্ত পণ্ডিতের অধ্যাপনাগুণে ও উইলসনসাহেবের স্নেহে প্রেমচন্দ্র সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হয় ও তর্কবাগীশ উপাধি লাভ করেন। এই বর্ষে নাথুরাম শাস্ত্রী ছয়মাসের জন্য অবকাশ লইলে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে অনেকে তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যবান্ প্রেমচন্দ্রের শত্রুপক্ষের সকল চেষ্টা বিফল হইল, বরং পরবর্ষে নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অল্পকাল পরেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত প্রেমচন্দ্রের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, উভয়েরই তখন বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে যথেষ্ট চেষ্টা ছিল, উভয়ের যত্নে

১৮৩০ খৃঃ অব্দে সংবাদপ্রভাকর বাহির হয়। এই সংবাদ-প্রভাকরের মুখপাতের শিরোভাগে "সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।" ইত্যাদি যে দুইটী শ্লোক আছে, তাহা প্রেমচাঁদের শ্রীকরনিঃসৃত। ইহার পর গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সংবাদভাস্কর' নামে যে সংবাদ-পত্র বাহির করেন, তাহারও শিরোভাগে প্রেমচন্দ্র-রচিত 'ভ্রাতর্বোধসরোজকিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ং ক্ষণো' ইত্যাদি শ্লোক স্থান লাভ করিয়াছে। এই উভয় পত্রেই প্রেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বঙ্গভাষার সেবা করিতেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ই বি কাউএল সাহেবের আদেশে প্রেমচন্দ্র ব্যাখ্যা সহ অভিজ্ঞান-শকুন্তলার ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহারই কিছু দিন পরে তিনি স্বরচিত ব্যাখ্যা সহ মুরারিমিশ্রের অনর্ঘরাঘব নাটক, উত্তররামচরিত ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শ এবং নৈষধচরিতের পূর্ব্বার্দ্ধ টীকাসহ প্রকাশ করেন। কাব্যাদর্শের টীকায় তিনি যে কবিত্ব ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। এ ছাড়া তিনি শালিবাহনচরিত, নানার্থসংগ্রহ নামে অভিধান ও একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এসিয়াটিক সোসাইটীর তৎকালীন সভাপতি জেমস্ প্রিন্‌সেপ্ সাহেবকেও তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধারকল্পে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, এজন্য প্রিন্‌সেপ ও উইলসন উভয় মহোদয়ই প্রেমচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন।

৫৭ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রেমচন্দ্র হঠাৎ সংসারে বীতরাগ হইলেন। সৌভাগ্যগুণে তাঁহার সাধুসঙ্গও লাভ হইয়াছিল। তিনি কলেজ হইতে বিদায় লইয়া ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে কাশীবাসী হইলেন। এখানে তিনি যে কয়বর্ষ জীবিত ছিলেন, জ্ঞানানুশীলন, যোগসাধন ও বিদ্যাদানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ এপ্রেল তিনি ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রেমটোলি, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী একখানি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৪°২৪´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৫´১৭´´। পূর্ব্বকালে এই নগর দক্ষিণবঙ্গের রাজধানীরূপে পরিচিত ছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড় নগরে আগমনকালে এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আগমন জন্য এই স্থানে প্রতি আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে একটী ধর্ম্মোৎসব হইয়া থাকে।

প্রেমদাস, ১ একজন মনঃশিক্ষা-রচয়িতা। মনঃশিক্ষার স্থানে স্থানে ইনি প্রেমানন্দ বলিয়াও আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন।

২ স্বনামখ্যাত একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু, পদসমুদ্র প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার মধুমাখা বহুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদগুলি ব্যতীত প্রেমদাসের একখানি মৌলিক গ্রন্থ আছে, গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের আদরের ধন, ইহার নাম বংশীশিক্ষা। শ্রীমহাপ্রভু বংশীবদন ঠাকুরকে যে সকল কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন, বংশীবদনের পুত্র পৌত্রাদি হইতে সেই সকলের সংগ্রহ ও উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে এবং অনুসঙ্গে বংশীবদন ঠাকুরের জীবনীও কথিত হইয়াছে।

প্রেমদাসের আর একখানি গ্রন্থ আছে, সেখানি কবিকর্ণপূর-কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদবিশেষ। স্বাধীন অনুবাদ, অনেক নূতন কথা অতিরিক্ত সংযোজিত করায় গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

"ষোল শত চৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে সুখে,
প্রেমদাস করিল লিখন।" (চৈ° চ° লী°)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ ১৬৩০ শকে সমাপ্ত হয়। বংশীশিক্ষা গ্রন্থ ১৬৩৮ শকে রচিত হয়। যথা—

"শকাদিত্য ষোলসত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে॥
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন॥ (বংশীশিক্ষা)

কবির প্রকৃত নাম প্রেমদাস নহে, প্রেমদাস তাহার গুরুদত্ত নাম। তাহার প্রকৃত নাম—শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র, উপাধি—সিদ্ধান্ত বাগীশ।

"কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥" (বংশী শিক্ষা)

উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকার আপন বংশ পরিচয় লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নতালিকাটী প্রস্তুত করা গেল।

"কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংশ"

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র।
|
শ্রীমুকুন্দানন্দ মিশ্র।
|
শ্রীগঙ্গারাম মিশ্র।
|

শ্রীগোবিন্দরাম	শ্রীরাধাচরণ	শ্রীপুরুষোত্তম (প্রেমদাস)	তিন পুত্র শিশুকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহার ১৬

ষোল বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী তখন শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী। গোস্বামী প্রেমদাসকে বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন, তাহাকে গোবিন্দের পাককার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। সেখানে তিনি কএক বৎসর ছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে বাড়ী আনয়ন করেন। বাড়ী আসিয়া প্রেমদাস শান্তিপুরে গমন করেন, তথা হইতে তিনি নবদ্বীপে যান। নবদ্বীপে গিয়া রাত্রিকালে তিনি মহাপ্রভুকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করেন। তখনই তাহার চৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে ইচ্ছা হয়, তাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের উৎপত্তি।

এই বর্ণনাপাঠে বোধ হয় যে, ইহার পূর্ব্বে রচনাকার্য্যে তাহার ইচ্ছা ছিল না এবং তাহার অবসরও ছিল না, তিনি সেবাকার্য্যে তখন ব্যাপৃত। চারি বৎসরে দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়। পদগুলি বোধ হয় ইহার পর বিরচিত।

প্রেমদাস আপন বাসগ্রামের নাম এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"কুলনগর গ্রামে গৃহাশ্রম কৈলা।"

কোন জিলায় "কুল" গ্রাম ছিল লিখেন নাই।

প্রেমদেবী, একজন হিন্দুসাম্রাজ্ঞী মুসলমান-অধিকারের পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

প্রেমধর শর্ম্মা, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি রাক্ষসকাব্য টীকা রচনা করেন।

প্রেমনাথ, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার কালুয়া গ্রামবাসী জনৈক পণ্ডিত। এই ব্রাহ্মণসন্তান আলী অকবর খাঁ মহম্মদীর সভায় ১৭৭০ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন এবং হিন্দী ভাষায় ব্রহ্মোত্তরখণ্ড অনুবাদ করেন।

প্রেমনারায়ণ (পুং) কোচবিহারের একজন রাজা। [কোচবিহার দেখ।]

প্রেমনিধি, আগ্রানিবাসী জনৈক সাধু। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবারসে মত্ত থাকিতেন। মুসলমান অধিকারে আগ্রা সহর যবনসমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, পাছে যবনস্পর্শে জল নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি প্রত্যহ গভীর নিশিতে জলানয়নার্থ যমুনায় যাইতেন। প্রবাদ, একদা রাত্রিযোগে মেঘ ও বর্ষাপাতে অশোকতল ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভক্ত প্রেমনিধি পথ না পাইলে, জলাভাবে কষ্ট পাইবে ভাবিয়া স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার মসালদার হইয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন।

পাড়ার স্ত্রীপুরুষে প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার গৃহে শ্রীভাগবত পাঠ শুনিতে যাইত। দুষ্টলোকে মিথ্যা রটনা করিয়া বাদশাহকে সংবাদ দিল যে, প্রেমনিধি পরস্ত্রী ঘরে ধরিয়া রাখে। সম্রাট্ শুনিয়া তাঁহাকে "পঞ্জতখানায়" আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে স্বপ্নে তাঁহার প্রতি দেবপ্রভাব জানিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। (ভক্তমাল)

প্রেমনিধি পন্থ, এক বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম উমাপতি। ইনি অন্তর্যাগরত্ন, কাম্যদীপদানপদ্ধতি, ঘৃতদানপদ্ধতি, সুদর্শনা নামে তন্ত্ররাজটীকা, দীপদানরত্ন, প্রয়োগরত্নাকর, প্রয়োগরত্নক্রোড়, প্রয়োগরত্নসংস্কার, বহির্যাগরত্ন, ভক্তব্রতসন্তোষক, ভক্তিতরঙ্গিণী, মল্লাদর্শ, লবণদানরত্ন, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রটীকা, শব্দার্থচিন্তামণি নামে শারদাতিলকটীকা এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে শব্দপ্রকাশ ও তাহার টীকা রচনা করেন।

প্রেমনিধি শর্ম্মা, মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইন্দ্রপতির পুত্র। ইনি পৃথ্বীপ্রেমোদয় ও ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবোধিনী নামে স্মার্ত্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রেমপাতন (ক্লী) প্রেম্ণঃ স্নেহস্য পাতনং যস্মাৎ, প্রেম্না পাত্যতে যস্তেতি বা। ১ রোদন। ২ নেত্রজল। ৩ তদুপলক্ষিত নেত্রজল।

প্রেমবন্ধ (পুং) প্রেম্ণঃ বন্ধঃ ৬তৎ। গাঢ়ানুরাগ।

প্রেমবৎ (ত্রি) প্রেম-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। প্রেমযুক্ত।

প্রেমভক্তি (স্ত্রী) প্রেম্ন ভক্তিঃ। স্নেহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসেবা, অতিশয় প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবার নাম প্রেমভক্তি।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংপ্লুতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈরিতি—
প্রেমভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং ভক্তের্ম্মাহাত্ম্যতঃ পরম্।
সিদ্ধমেব যতোভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব নিশ্চিতম্॥"

(হরিভক্তিবিলাস ২১ বি°)

বিষ্ণুর প্রতি যে অতিশয় মমতা, তাহা প্রেমসংপ্লুত হইলে প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য ভক্তি হইতেও অধিক। [বিশেষ বিবরণ প্রেম ও ভক্তি শব্দ দেখ।]

প্রেমরাজ, গাথাকোষটীকা ও কর্পূরমঞ্জরীটীকারচয়িতা।

প্রেমামৃত (ক্লী) প্রেম এব অমৃতং। প্রেমরূপ সুধা।

প্রেমালিঙ্গন (ক্লী) প্রেম্না যদালিঙ্গনং। স্নেহভাবে আলিঙ্গন। ২ নায়ক নায়িকার আলিঙ্গন বিশেষ। (কামশাস্ত্র)

প্রেমিন্ (ত্রি) প্রেম অস্যাস্তীতি ইনি। ১ প্রেমযুক্ত। ২ স্নেহবিশিষ্ট। প্রণয়ী, অনুরক্ত।

প্রেমীয়মান, দিল্লীবাসী জনৈক মুসলমান-সন্তান। তিনি 'অনেকার্থ' ও নামমালা নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট অভিধান গ্রন্থ রচনা করেন। জন্ম ১৭৪১ খৃঃ অব্দ।

প্রেয়স্ (পুং) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রিয়ঃ প্রিয় ঈয়সুন্, প্রাদেশঃ। ১ পতি। পর্য্যায়—দয়িত, কান্ত, প্রাণেশ, বল্লভ, প্রিয়, হৃদয়েশ, প্রাণসম, প্রেষ্ঠ, প্রণয়ী। (হেম) (ত্রি) ২ প্রিয়। (জটাধর)

প্রেয়সী (স্ত্রী) প্রেয়স্-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ প্রিয়তমা, নারী।

পর্য্যায়—দয়িতা, কান্তা, প্রাণেশা, বল্লভা, প্রিয়া, হৃদয়েশা, প্রাণসমা, প্রেষ্ঠা, প্রণয়িনী। (হেম)

প্রেয়স্তা (স্ত্রী) প্রেয়সো ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রিয়তা, প্রেয়স্ত্ব।

"পিত্রোঃ প্রেয়স্তয়োদ্বৃত্তা তারুণ্যাদিমদেন চ।
রাজপুত্রী যথাবস্তু গণয়ামাস নৈব তম্॥" (রাজতর° ৩।৪৫৯)

প্রেরক (ত্রি) প্র-ঈর-ণ্বুল্। প্রয়োজক, প্রবৃত্ত্যনুকূল ব্যাপার-সাধক।

প্রেরণ (ক্লী) প্র-ঈর-ণিচ্-ল্যুট্। প্রেষণ, চলিত পাঠান। ভৃত্যাদির কার্য্যাদিতে নিয়োগ।

"ধিক্চাপলে বৎসিমবৎসলত্বং যৎপ্রেরণাদুত্তরলীভবস্ত্যা।"(নৈষধ ৩।৫৫)

প্রেরণা (স্ত্রী) প্র-ঈর-ণিচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ইতি যুচ্। চোদনা।

"স্ত্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ।" (মেঘদূত ৭০)
২ ফলভাবনা, বিধি। (ধর্ম্মদীপ)

প্রেরণীয় (ত্রি) প্র-ঈর-অনীয়র্। প্রেষণীয়, প্রেরণযোগ্য, যাহা পাঠাইবার উপযুক্ত।

প্রেরিত (ত্রি) প্র-ঈর-ক্ত। প্রেষিত, যাহা পাঠান হইয়াছে।

"নপুংসকমিতি জ্ঞাত্বা প্রিয়ায়ৈ প্রেরিতং মনঃ।
মনস্তত্রৈব রমতে হতাঃ পাণিনিনা বয়ম্॥" (উদ্ভট)

প্রেরিতৃ (ত্রি) প্র-ঈর-তৃচ্। প্রেরক, প্রেরণকারী।

প্রেত্বন্ (পুং) প্রকর্ষেণ ঈর্তে প্র-ঈর গতৌ (প্র-ঈর-শদোস্তুটচ। উণ্ ৪।১১৬) ইতি ক্বনিপ, তুড়াগমশ্চ। সমুদ্র।

প্রেত্বরী (স্ত্রী) প্রেত্বন্ (বনোরচ। পা ৪।১।৭) ইতি ঙীপ্ রশ্চান্তাদেশঃ। নদী।

প্রেষ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রেষতি। লোট্ প্রেষতু। লিট্ পিপ্রেষ। লুঙ্ অপ্রেষীৎ। ণিচ্ প্রেষয়তি, লুঙ্ অপিপ্রেষৎ।

প্রেষ (পুং) প্র-ঈষ-ঘঞ্। ১ প্রেষণ। ২ পীড়ন, পীড়া।

প্রেষক (ত্রি) প্র-ঈষ-ণ্বুল্। প্রেরক।

প্রেষণ (ক্লী) প্রেষ-ভাবে ল্যুট্। প্রেরণ, নিয়োগ।

"জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥" (চাণক্য)

প্রেষ-ণিচ্ যুচ্ টাপ্। প্রেষণা, প্রেরণা।

প্রেষয়িতৃ (ত্রি) প্রেষ-ণিচ্-তৃচ্। প্রেষয়ক, প্রেরক, প্রেরণকারী।

প্রেষিত (ত্রি) প্রেষ-ক্ত। প্রেরিত, পর্য্যায়—প্রস্থাপিত, প্রতিশিষ্ট, প্রতিহিত। (হেম)

"প্রেষিতোঽহং মহাভাগ! শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষয়া।
কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদব্রবীমি মহামতে!॥" (দেবীভাগ° ১।১১।৪৬)

প্রেষিতব্য (ত্রি) প্রেষ-তব্য। প্রেরণীয়, প্রেরণযোগ্য, যাহা পাঠাইবার উপযুক্ত।

প্রেষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন প্রিয় ইতি ইষ্ঠন্, প্রাদেশঃ। অতিশয় প্রিয়, প্রিয়তম।

"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।"(ভাগ° ১০ রাসপঞ্চা°)
স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ প্রেয়সী। ৩ জঙ্ঘা। (শব্দচ°)

প্রেষ্য (ত্রি) প্র-ঈষ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ প্রেরণীয়, নিযোজ্য, পাঠাইবার যোগ্য। ২ দাস।

"প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।"
(মনু ৩।১৫৩)

ভাবে-যৎ। ৩ প্রেরণ।

প্রেষ্যকর (ত্রি) প্রেষ্যং করোতি কৃ-ট। নিয়োগকারক, যাহারা নিয়োগ করেন। (ভারত দ্রোণপ° ২৩ অ°)

প্রেষ্যতা (স্ত্রী) প্রেষ্যস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রেষ্যত্ব, প্রেষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রৈষ (পুং) প্র-ইষ-ঘঞ্ (প্রাদূঢ়োঢ়্যেষৈষ্যেষু। পা ৬।১।৮৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা বৃদ্ধিঃ। ১ ক্লেশ। ২ মর্দ্দন। ৩ উন্মাদ। ৪ প্রেষণ। (মেদিনী) প্রপূর্ব্বক উঢ়, উঢ়ি, এষ ও এষ্য এই সকল শব্দের গুণ না হইয়া গুণের অপবাদে বৃদ্ধি হয়, যথা—প্র+উঢ়=প্রৌঢ়, ইত্যাদি।

প্রৈহিকটা (স্ত্রী) প্রেহিকট ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্য° স°। কটসম্বোধনক প্রগমনার্থ ক্রিয়ানিয়োগ।

প্রৈহিকর্দমা (স্ত্রী) প্রেহি কর্দম ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্য°। কর্দ্দমসম্বোধনক প্রগমননিয়োগ।

প্রৈহিদ্বিতীয়া (স্ত্রী) দ্বিতীয়সম্বোধনক প্রগমন-নিয়োগ।

প্রৈহিবাণিজা (স্ত্রী) বাণিজ্যসম্বোধনক প্রগমননিয়োগ।

প্রৈয় (ক্লী) প্রিয়স্য ভাবঃ পৃথ্বাদিত্বাদিমনিচো ভাবে অণ্। প্রিয়ত্ব, স্নেহ।

প্রৈয়ব্রত (ত্রি) প্রিয়ব্রতস্যেদং অণ্। বৈবস্বত মনুর পুত্র, প্রিয়ব্রত-সম্বন্ধী। অপত্যার্থে ইঞ্। প্রৈয়ব্রতি, প্রিয়ব্রতের অপত্য।

প্রৈষ্য (পুং) প্র-ইষ-কর্ম্মণি ণ্যৎ, প্র+এষ্য ততো বৃদ্ধিঃ। প্রৈষ্য, দাস। "জঙ্গমং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্।
বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুঃ॥" (কুমার ৬।৫৮)

(ক্লী) ২ প্রেষ্যের ভাব, দাসকর্ম্ম।

"গবাদিরক্ষকান্ পুত্রান্ ভার্য্যাং কর্ম্মকরীং নিজাম্।
তস্য কৃত্বা গৃহাভ্যর্ণে প্রৈষ্যং কুর্ব্বন্ন্ বাস সঃ॥" (কথাসরিৎসা° ৩০।৯৫)

প্রোক্ত (ত্রি) প্রকর্ষেণ উচ্যতে স্মেতি ক্ত। কথিত, প্রকর্ষরূপে উক্ত। (ক্লী) ২ কথন।

প্রোক্ষণ (ক্লী) প্র-উক্ষ-সেচনে ল্যুট্। যজ্ঞার্থ পশুহনন। যজ্ঞস্থলে পশুহননের পূর্ব্বে মন্ত্রদ্বারা পশুকে প্রোক্ষণ করিয়া অর্থাৎ তাহার গাত্রে জল দিয়া পরে হনন করিতে হয়।

"য ইমে ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা মন্ত্রা বৈ প্রোক্ষণে গবাম্।
এতে প্রমাণং ভবতঃ উতাহো নেতি বাসব! ॥" (ভাগ° ৯।৬।৮)

২ শ্রাদ্ধাদিতে উচিত সংস্কার। (ভাগ° ৯।৬।৮) ৩ বধ। ৪ সেচন।

"অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥" (মনু ৫।১১৮)

৫ উত্তান হস্তদ্বারা জলাদি সেচন, অভ্যুক্ষণ। প্রোক্ষ্যতেঽনয়া করণে ল্যুট্ ঙীপ্। প্রোক্ষণী, প্রোক্ষণ-সাধন জল।

"অসঞ্চরে প্রোক্ষণীর্নিধায়" (কাত্যা° শ্রৌ° ২।৩।৪০) 'যাভিরদ্ভির্হবিষঃ পুরোডাসানাঞ্চ প্রোক্ষণং ক্রিয়তে তাঃ প্রোক্ষণ্যঃ' (কর্ক)

প্রোক্ষণীয় (ত্রি) প্র-উক্ষ-অনীয়র্। প্রোক্ষণযোগ্য।

প্রোক্ষিত (ত্রি) প্র-উক্ষ-ক্ত। ১ নিহত। ২ সিক্ত। (মেদিনী) ৩ যজ্ঞার্থ মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত মাংসাদি। প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই।

"ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃৎ ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে তু বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আরণ্যক মৃগাদিপশুর প্রোক্ষণ আবশ্যক নাই অর্থাৎ বন্যপশু অযজ্ঞীয় হইলেও তাহা ভোজন করা যাইতে পারে।

"আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্ব্বশো মৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রোক্ষিতব্য (ত্রি) প্র-উক্ষ-তব্য। প্রোক্ষণযোগ্য, যাহা প্রোক্ষণের উপযুক্ত। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।১৭)

প্রোচ্চৈস্ (অব্য) অত্যন্ত উচ্চ।

প্রোজ্জাসন (ক্লী) প্র-উদ্-জস-ণিচ্-ল্যুট্। মারণ। (হেম)

প্রোজ্ঝিত (ত্রি) প্র-উজ্ঝ-কর্ম্মণি-ক্ত। ত্যক্ত, প্রকর্ষরূপে ত্যক্ত।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।" (ভাগ° ১।১।২)

প্রোঞ্ছন (ক্লী) প্র-উঞ্ছ-ল্যুট্। প্রবর্জ্জন, লোপন, মার্জ্জন, চলিত মোছা। "প্রোঞ্ছনৈর্বামপাদেন দরিদ্রো ভবতি ধ্রুবম্।
বৈরিনাশকরং প্রোক্তং কবচং বশ্যকারিণম্ ॥" (রুদ্রযামল)

প্রোঢ়রাজ, কাকতীয়-বংশীয় বরঙ্গুলের জনৈক অধিপতি। সূর্য্যবংশীয় বেত্মরাজ ত্রিভুবনমল্লের পুত্র ও রুদ্রদেবের পিতা। খৃষ্টীয় ১১১০ হইতে ১১৬২ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তদীয় কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে স্বনামে স্থাপিত জগতিকেশরী-তটাকই প্রসিদ্ধ। তিনি পশ্চিমচালুক্যরাজ জগ তৈলপের রাজ্য অধিকার করিয়া ১ম তৈল নাম ধারণ করেন।

প্রোণ্ঠ (পুং) প্রকর্ষেণ অঠতে নিষ্ঠীবনাদিকং প্রাপ্নোতীতি প্র-অঠি-গতৌ-অচ্। পতদ্গ্রহ, নিষ্ঠীবনপাত্র, পিকদান, যাহাতে থু প্রভৃতি ফেলা যায়।

'ভাদাচমনকঃ প্রোণ্ঠঃ কটকোলঃ পতদ্গ্রহঃ।' (হারাবলী)

প্রোত (ক্লী) প্র-বেঞ্-স্যূতৌ-ক্ত যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। ১ বস্ত্র। (জটাধর) (ত্রি) ২ খচিত। (মেদিনী) ৩ স্যূত।

"প্রোতং বিধাতুমিব চেতসি রাগসূত্রং রোমাঞ্চসূচিনিচয়ং প্রচুরীচকার ॥" (শ্রীকণ্ঠচরিত ১৫।২৫)

৪ গুম্ফিত। (হেম) ৫ গ্রথিত, বদ্ধ। ৬ অন্তর্বিদ্ধ, ৭ গর্ত্ত-নিহিত, পোতা।

প্রোৎকট (ত্রি) ১ প্রকৃষ্টরূপে উৎকট, অতিশয় উৎকট। ২ প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ ভৃত্য। (পঞ্চতন্ত্র ১।৫৬।১৯)

প্রোৎকণ্ঠ (ত্রি) ১ উন্নত কণ্ঠ। ২ মুক্তকণ্ঠ, যে গলা ছাড়িয়া সঙ্গীতাদি করে। "যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি" (ভাগ° ৭।৭।৩৪)

প্রোত্তান (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে উত্তান।

"সংবৃতনির্ম্মৈর্ধনিনঃ প্রোত্তানকরাশ্চ দাতারঃ।" (বরাহবৃ° ৬৮।৩৯)

যাহার করতল প্রোত্তান হয়, তিনি দাতা হইয়া থাকেন।

প্রোত্তুঙ্গ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে উত্তুঙ্গ, অত্যুন্নত।

প্রোতোৎসাদন (ক্লী) প্রোতেঽস্যতে সতি প্রোতানাং বস্ত্রাণাং বা উৎসাদনং উত্তোলনং উচ্চালনং বা যত্র। ১ বস্ত্রকুট্টিম। ২ ছত্র। (ত্রিকা°)

প্রোৎফল (পুং) প্রকর্ষেণ উৎফলতীতি প্র-উৎ-ফল-অচ্। বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—সিংহলাঙ্গূল, ছড়ী, ছটা, পিল্লা। তালবৃক্ষ। (শব্দমালা)

প্রোৎফুল্ল (ত্রি) প্রকর্ষেণ উৎফুল্লং প্র-উৎ-ফুল্ল-বিকাশে কর্ত্তরি-অচ্ বা। বিকসিত।

"যে বর্দ্ধিতা করিকপোলমদেন ভৃঙ্গাঃ
প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃসুরভীকৃতাঙ্গাঃ।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাদ্গময়ন্তি কালং
নিম্বেষু চার্ককুসুমেষু করীলকেষু ॥" (ভামিনীবিলাস)

প্রোৎসাহ (পুং) প্র-উৎ-সহ-ঘঞ্। অতিশয় উৎসাহ।

প্রোৎসাহন (ক্লী) প্রকর্ষেণ উৎসাহনং। ১ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অতিশয় যত্ন-সম্পাদন। ২ নাট্যালঙ্কারভেদ।

"প্রোৎসাহনং স্যাদুৎসাহ-গিরা কস্যাপি যোজনং।" (সাহিত্যদ° ৬।৪৯১)

উৎসাহ বাক্যদ্বারা কার্য্যে নিয়োগ করার নাম প্রোৎসাহন। যথা—

"কালরাত্রিকরালেয়ং স্ত্রীতি কিং বিচিকিৎসসি।
তজ্জগত্রিতয়ং ত্রাতু তাত! তাড়য় তাড়কাম্ ॥" (সাহিত্যদ° ৬)

এইস্থলে উৎসাহ বাক্যদ্বারা কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রয়োগ করায় এই অলঙ্কার হইল।

প্রোৎসাহিত (ত্রি) প্রোৎসাহ-তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ উৎসাহযুক্ত। ২ উত্তেজিত। ৩ প্রবর্ত্তিত।

প্রোথ, ১ পরিপূর্ণতা। ২ সামর্থ্য। ভ্বাদি, উভ, সক° সেট্। লট্ প্রোথতি-তে। লোট্ প্রোথতু-তাং। লিট্-পুপ্রোথ, পুপ্রোথে, লুঙ্ অপ্রোথীৎ অপ্রোথিষ্ট। ণিচ্ প্রোথয়তি-তে। লুঙ্ অপুপ্রোথৎ-ত। লিট্ প্রোথয়াঞ্চকার, চক্রে।

প্রোথ (পুং) প্রোথতে ইতি প্রোথ পর্য্যাপ্তৌ (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ, বা পুড় গতৌ (তিথ পৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ইতি থক্, নিপাতনাৎ গুণঃ। ১ কটী। (মেদিনী) ২ শাটক। (ত্রিকা°) ৩ স্ত্রীগর্ভ (বিশ্ব) ৪ গর্ত্ত। ৫ ভীষণ। ৬ স্ফিক্। ৭ অশ্বমুখ। (সংক্ষিপ্তসা° উণ্) (ত্রি) ৮ অধ্বগ। ৯ প্রথিত। ১০ স্থাপিত। (উজ্জ্বল) ১১ হল এবং শূকরের মুখ।

'প্রোথমিত্যুচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্হলশূকরয়োর্মুখে।' (হলায়ুধ)

১২ অশ্বঘোণা, অশ্বের নাসিকা। ১৩ পথিক।

'প্রোথোঽধ্বগোঽশ্বঘোণায়াং কটীস্ত্রী গর্ভয়োরপি।' (বিশ্ব)

প্রোথথ (পুং) প্রোথ-বাহুলকাৎ অথ। অশ্বমুখনির্গত হ্রেষা শব্দ। (ঋক্ ১০।৯৪।৬)

প্রোথিত (ত্রি) প্রোথ-ক্ত। ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা।

প্রোথিন্ (ত্রি) অশ্ব।

প্রোদ্গীর্ণ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে উদ্গারিত। উদ্বমন। যাহা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে।

প্রোদ্ঘোষণা (স্ত্রী) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা।

প্রোদ্দতুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৭৮ বর্গ মাইল। এখানে প্রধানতঃ নীল ও তূলার চাষ হইয়া থাকে। পেন্নার ও কুন্দের নদীতীরে ধান্য ও অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৪°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৫´২০´´ পূঃ, এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ এবং আঞ্জনেয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত তিনটী প্রাচীন মন্দির ও কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। নীলই এখানকার প্রধান ব্যবসা।

প্রোদ্দাম (ত্রি) অসীম, বহুল, বৃহৎ।

প্রোদ্বোধ (পুং) ১ জাগরণ। ২ প্রকৃষ্টজ্ঞান।

প্রোন্মাথিন্ (ত্রি) প্রধ্বংসকারী।

প্রোম (ব্রহ্ম পো) নিম্নব্রহ্মের পেগুবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ইরাবতী নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমে অক্ষা° ১৮°২২´ হইতে ১৯°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪°৪৪´ হইতে ৯৫°৫৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় থয়েৎ-ম্যও, পূর্ব্বে পেগু-যোমা পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে হেনজাদা ও থরাবতী এবং পশ্চিমে আরাকান গিরিশ্রেণী। ভূপরিমাণ ২৮৮৭ বর্গ-মাইল। ইরাবতী নদী উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হওয়ায় জেলাটী সম্পূর্ণরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর পার্শ্বই বনমালার সমাচ্ছন্ন এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতমালানিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত না-বিন্ নামক শাখাই উল্লেখ-যোগ্য। ঐ সকল জলধারায় পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে অল্প পরিমাণে চাষবাসও হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে প্রোমরাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত অলৌকিক গল্পসমূহ বিজড়িত থাকায় প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। ব্রহ্ম ঐতি-হাসিকগণ বলেন যে, গৌতমবুদ্ধ প্রোমরাজ্য দর্শনে আইসেন এবং নিজধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান। তিনি সমুদ্রবক্ষে গোময় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এক সময়ে (১০১ বর্ষ পরে) ঐ স্থানে থ-রে-খেত্র (শ্রীক্ষেত্র) নগর সমুদ্ভূত হইবে এবং সেই সময়ে ঐ মহানগরীতে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিবেক।' বাস্তবিকই বর্ত্তমান প্রোম নগরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে ঐ মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষসমূহের নিদর্শন পাগোদা প্রভৃতি আজিও ধান্যক্ষেত্র ও জলাজমির স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'থ-রে-খেত্র নগরের চারি ধারে প্রায় ২০ ক্রোশ পরিধিযুক্ত প্রাচীর ছিল এবং তাহার মধ্যে মধ্যে ৩২টী বৃহৎ ও ২৩টী ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বার ছিল।' খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে ঐ নগর পরিত্যক্ত হওয়ায় শ্মশানে পরিণত হয়।

কর্বেশ সাহেব (Captain C. D. F. Forbes) লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মের ইতিহাসানুসারে জানা যায়, প্রোমরাজবংশ ৪৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ১০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ রাজবংশের তৃতীয় রাজার রাজত্ব সময়ে ভারতেতিহাসেও দুইটী প্রধান ঘটনা ঘটে। প্রথমটী ৩২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাবীর আলেক্‌সান্দার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ এবং দ্বিতীয়টী সম্রাট্ অশোকের রাজ্যশাসন সময়ে অর্হৎ মোগ্‌গলি-পুত্তের অধি-নায়কতায় ৩০৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তৃতীয় মহাবৌদ্ধসঙ্ঘ।[১]

অতঃপর খৃষ্ট ৯০ পূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী সময় হইতেই বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত এখানকার ঐতিহাসিক যুগ নির্ণীত হইতেছে। ঐ সময়ে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ দেশ-ভাষায় লিখিত হয়। তালপত্রে লিখিত ব্রহ্মের রাজেতিহাসে

(১) মহাপ্রভাবশালী বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের প্রতিভা নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ব্রহ্মরাজেতিহাসেও যে সেই মহতী কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আলোচনা দ্বারা অশোকের যে কাল নির্ণীত হইয়াছে, প্রোম ইতিহাসবর্ণিত তৎসমসাময়িক কালের সামঞ্জস্য হইতেছে। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

ঐ ঘটনা ত্তে-প রাজার ১৭শ বর্ষে সংঘটিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। ঐ রাজা পূর্ব্বে বৌদ্ধমঠে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা অপুত্রক হওয়ায় এই বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। এই রাজার সিংহাসনারোহণকাল ১০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের কোন সময়ে হইবে। ইনিই শ্রীক্ষেত্র-রাজবংশের ১১শ রাজা।

ঐ ত্তে-প রাজবংশ প্রায় ২০২ বৎসর কাল (অর্থাৎ প্রায় ৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) থ-রে-খেত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর গৃহবিবাদে এই রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইলে আরাকানবাসী কন্-রন্ জাতীয়েরা থ-রে-খেত্র আক্রমণ করে। ঐ সময়ে থু-প-ন্যু রাজা ছিলেন।

বৈদেশিকের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই রাজভ্রাতুষ্পুত্র থ-মুন-দ-রিৎ প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ব্বে তৌঙ্গ-ঘু নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু কন্-রণেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলে তিনি ইরাবতী নদী অতিক্রম করিয়া উত্তরে মিঙ্গুন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে তথা হইতে ইরাবতী পার হইয়া ১৪৮ খৃষ্টাব্দে নিম্ন পগানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ত-গৌঙ্গবংশীয় জনৈক রাজকুমার তাঁহার বিপদে ও রাজ্যস্থাপনে সহায়তা করায় তিনি তাঁহাকে রাজ্য ও নিজ কন্যা অর্পণ করিয়া যান।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৬শ শতাব্দের আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে যান্ জাতীয়ের আধিপত্য বিস্তার হয়, তবে একবারমাত্র ১৩৬৫ খৃঃ অব্দে ত-গৌঙ্গ রাজ-বংশধরেরা স্বরাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া লন; কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

১৪০৪ খৃষ্টাব্দে পেগুর তলৈঙ্গরাজ রজা-দি-রিৎ ব্রহ্ম আক্রমণ করেন, সেই সময়ে এই প্রোমরাজ্য কতক পরিমাণে উৎসাদিত হইয়াছিল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে যানসর্দ্দার মিন্ তারা শ্বেতী তৌঙ্গ-ঘুর সিংহাসনে অধিরোহণ এবং চারিবর্ষ পর (১৫৩৪ খৃঃ অব্দে) তিনি উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রমণে পেগুরাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। তলৈঙ্গরাজ রাজ্য হারাইয়া প্রোমে পলাইয়া আইসেন, পরে আবা ও আরাকান-পতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ১৫৪২ খৃঃ অব্দে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। মিন-তারা পর্ত্তুগীজ-দস্যুর সাহায্যে ১৫৫০ খৃঃ অব্দে নিহত হন। তিনি সামান্য সর্দ্দার হইতে ২০ বর্ষের মধ্যে একচ্ছত্রাধিপতি হইয়াছিলেন। পেগু, তেনেসেরিম ও পগান পর্য্যন্ত সমুদায় উত্তর ব্রহ্ম তাঁহার করতলগত ছিল। শ্যাম ও ব্রহ্মপতি তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন।

মিন-তারার মৃত্যুতে তদীয় সেনাপতি বুরিন্ নৌঙ্গসোন-প্য-মা-সিন রাজ্যাধিকার করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তারে চেষ্টাবান্ হইলেন। প্রোম, তৌঙ্গ-ঘু প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইতে প্রয়াস পাইলে তিনি কঠোরভাবে তাঁহাদিগকে দমন করেন এবং নিজ ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে ঐ সকল স্থান ভাগ করিয়া দেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বুরিণের মৃত্যু ঘটিলে রাজ্য মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে। রাজধানী তৌঙ্গঘুতে লইয়া যাওয়া হয়। নৌ-রণ-মিন্-তারা নামক তাঁহার একটী পুত্র আবা নগরীতে রাজ্য স্থাপন করেন।

আবা নগরে এই দ্বিতীয় রাজবংশ প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দকাল রাজত্ব করেন। অতঃপর পেগুরাজের আক্রমণে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। আবা-রাজের প্রেরিত কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তলৈঙ্গেরা বিদ্রোহী হয় এবং আপনাদিগের স্বাধীনতা স্থাপনে সফল হইয়া তাঁহারা আপনাদের ২য় রাজা বি-ন্য-দলের সাহায্যে ব্রহ্মরাজ্য বিলুণ্ঠিত করিয়া আবা নগর অধিকার করে ও রাজাকে বন্দীভাবে পেগু নগরে লইয়া আইসে। সামন্ত সকলে তলৈঙ্গের বশ্যতা স্বীকার করিলেও মুৎ-সো-বোর অধিপতি পেগুরাজের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন নাই। তিনি নিজ শৌর্য্য বীর্য্যে ব্রহ্মবাসীকে মাতাইয়া তলৈঙ্গদিগকে আবা নগর ও সমগ্র উত্তরব্রহ্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই সময় তিনি অলৌঙ্গ্-মিন্-তারা-গ্যি বা অলৌঙ্গ্ পায়া নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।(১)

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আবার তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি পেগুরাজ্য জয় করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া আনেন।

এই সময় হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-ব্রহ্ম-যুদ্ধের অবসানে লর্ড্ ডালহৌসী কর্ত্তৃক পেগুর অধিকার পর্য্যন্ত প্রোম ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রোম ব্যতীত জেলার মধ্যে শ্বে-দৌঙ্গ, প-দৌঙ্গ ও পৌঙ্গ-দে প্রভৃতি কএকটী প্রধান নগর আছে। জেলার মধ্যে প্রোম নগরের শ্বে-সন-দ ও উহার ৭ ক্রোশ দক্ষিণের শ্বে-নাট্-ঘ পাগোদাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথমটী পর্ব্বতের উপরে ১১০২৫ বর্গফুট স্থান ব্যাপিয়া আছে। ইহার উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট। ঐ পাগোদার চতুষ্পার্শ্বস্থ ৮৩টী মন্দিরের প্রত্যেকটীতে এক একটী গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বাপর রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণের যত্নে এই পাগোদার সংস্কার হইয়াছে ও প্রত্যেক মন্দিরই সোনালি করা আছে। শ্বে-নাট্ পাগোদাও

(১) ইংরাজ ইতিহাসে ইনিই আলোম্প্রা (Alompra) নামে খ্যাত।

ঐরূপ উচ্চ স্থানে স্থাপিত। উক্ত দুইটী মন্দিরের সম্মুখে প্রতি বৎসরে একটী করিয়া মেলা হয়।* এখানে রেশম ও চাউল প্রচুর উৎপন্ন হয়।

২ পেগু বিভাগের প্রোম জেলার রাজধানী ও সদর। ইরাবতী নদীর বামকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ১৮°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১৫´ পূঃ। নগরটীতে ন-বিন, থ-বেঃ, থিন-স্থু, খে-কু, সান-ছ প্রভৃতি কয়টী বিভাগ আছে। উহা মিউনিসিপালিটীর অধীন। থিন-স্থুর উত্তরে বিখ্যাত খে-সান্-ছ পাগোদা। প্রবাদ 'সাত থান সোণার উপর একটী মরকত বাক্সের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের তিনটী চুল রাখিয়া তাহার উপর এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ন-বিন বিভাগে মৎস্যের বহু কারবার আছে। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ইরাবতী উপত্যকার ষ্টেট্ রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন ও আদালত গৃহাদি বিদ্যমান আছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভীষণ অগ্নিতে নগরটী একবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে প্রোমনগর রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। থ-রে-খেত্র (শ্রীক্ষেত্র) নগরের ধ্বংসাবশেষ আজিও অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের শেষভাগে থ-রে-খেত্র পরিত্যক্ত হইলে পর প্রোম কিছুদিনের জন্য আবা ও কতক সময়ের জন্য পেগুর শাসনাধীনে থাকে। আবার কিছুকাল স্বাধীনও ছিল। আলোঙ্গপায়ার অধিকার ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা ব্রহ্মরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। অতঃপর ভারতের বড়লাট ডালহৌসী কর্ত্তৃক উহা ভারত-রাজ্যের সীমাভুক্ত হয়।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কাম্বেল সাহেব (Sir Archibald Campbell) সসৈন্যে প্রোমে অভিযান করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে যান্দাবুর সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজ সেনা, প্রোম ও ইরাবতীর উপত্যকা-দেশ পরিত্যাগ করে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ২য় ব্রহ্মযুদ্ধে কমাণ্ডার টার্লেটন প্রোম অধিকার করেন। অতঃপর উভয় পক্ষে কিছুকাল যুদ্ধের পর ব্রহ্মসেনানী মহাবন্দুলা আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের সেনামণ্ডলী খ-মা-ম্বন হইতে থয়েৎ-ম্যোতে আসিয়া অবস্থান করিতেছে।

প্রোত্তুণ (স্ত্রী) প্রকৃষ্টরূপে পূরণ।

প্রোর্ণুনবিষু (ত্রি) প্র-উর্ণু-ঞ আচ্ছাদনে সন্-উ। আচ্ছাদনাভি-লাষী। "বানরং প্রোর্ণুনবিষুঃ শস্ত্রৈরক্ষো বিবিদ্যুতে।

তং প্রোর্ণুনুষুরুপলৈঃ স বৃক্ষৈরাবৃতৌ কপিঃ॥" (ভট্টি ৯।৩৬)

প্রোষ (পুং) প্রষ-দাহে ভাবে ঘঞ্। সন্তাপ। (রাজনি°)

প্রোষক (পুং) দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯ অঃ)

প্রোষিত (ত্রি) বস-ক্ত, ইট্, সম্প্রসারণং, প্রকৃষ্টদূরং উষিতঃ। প্রবাসগত, যে বিদেশে থাকে।

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।

মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রোষিতভর্ত্তৃকা (স্ত্রী) প্রোষিতো বিদেশগতো ভর্ত্তা যস্যাঃ, সমাসান্তকপ্ প্রত্যয়ঃ। বিদেশস্থপতিকা, যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে। ইহার লক্ষণ—

"নানাকার্য্যবশাদ্ যস্যা দূরদেশং গতঃ পতিঃ।

সা মনোভবদুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥" (সা° ৩।১১৮)

নানা প্রকার কার্য্যবশতঃ যাহার পতি দূরদেশে গমন করে, সেই কন্দর্পপীড়িতা নারীকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা রমণীরা হাস্য, পরগৃহে গমন, সমাজোৎসবদর্শন, ক্রীড়া ও শরীরসংস্কার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

"হাস্যং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনম্।

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥" (চিন্তামণি)

যাহার পতি বিদেশে গিয়াছে, তাহার পরপুরুষের সহিত আলাপ, কেশাদির সংস্কার এবং সকল প্রকার প্রমোদজনক বিষয় পরিত্যাগ করা বিধেয়।

রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীদিগের ক্রমে দশ প্রকার অনঙ্গদশা অর্থাৎ পতিবিষয়ক চেষ্টা হইয়া থাকে। যথা—১ পত্যভিলাষ, ২ পতিচিন্তা, ৩ স্মৃতি, ৪ গুণোৎকীর্ত্তন, ৫ উদ্বেগ, ৬ বিলাপ, ৭ উন্মাদ, ৮ ব্যাধি, ৯ জড়তা, ১০ মৃত্যু। স্ত্রীদিগের পতি বিদেশ যাইলে প্রথমে তদ্বিষয়ে অতিশয় অভিলাষ হয়, তৎপরে চিন্তা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি শেষে তাহার এই জন্য মৃত্যুও হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন রসমঞ্জরীতে এই প্রোষিতভর্ত্তৃকা—মুগ্ধাপ্রোষিতভর্ত্তৃকা, মধ্যাপ্রোষিতভর্ত্তৃকা, প্রগল্ভাপ্রোষিতভর্ত্তৃকা, পরকীয়াপ্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে।*

---

* তালপত্রে লিখিত রাজমালায় (Chronicles) লিখিত আছে যে থ-রে-খেত্রের অধিষ্ঠাতা দুত্ত যৌঙ্গের মহিষী সন্দ-দে-বীই এই মন্দিরের নির্ম্মাত্রী।

* "মুগ্ধা প্রোষিতভর্ত্তৃকা—

দুঃখং দীর্ঘতরং বহন্ত্যপি সখীবর্গায় নো ভাষতে

শৈবালৈঃ শয়নং সৃজন্ত্যপি পুনঃ শেতে ন বা লজ্জয়া।

কণ্ঠে গদ্গদবাচমঞ্চতি দৃশা ধত্তে ন বাষ্পোদকং

সন্তাপং সহতে যদম্বুজমুখী তদ্বেদ চেতোভবঃ।

মধ্যা প্রোষিতভর্ত্তৃকা—

বাসস্তদেব বপুষো বলয়ং তদেব হস্তস্য সৈব গমনস্য চ রঙ্ককাকী।

বাচালভৃঙ্গসুভগে সুরভৌ সমস্তমভ্যাধিকং ভবতি তৎসখি। কিন্নিদানম্॥

প্রগল্ভা প্রোষিতভর্ত্তৃকা—

মালা বালাম্বুজদলময়ী মৌক্তিকী হারযষ্টিঃ

কাঞ্চীদামাং প্রসরতি দুরো স্রস্তকঃ প্রস্থিতৈব।

"পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিতভর্তৃকা তাহে কবিগণ কহে॥" (রসমঞ্জরী)

রসমঞ্জরীর মতে—এই প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা দুই প্রকার—প্রোষিতভর্তৃকা ও প্রোষ্যৎভর্তৃকা। যে সকল স্ত্রীর পতি বিদেশে আছে, তাহারা প্রোষিতভর্তৃকা এবং যাহাদের পতি বিদেশে যাইবে, তাহারা প্রোষ্যৎভর্তৃকা। লক্ষণ—

"যার কাছে আসে পতি প্রবাস গমন।
প্রোষিতভর্তৃকা মধ্যে তাহার গণন॥
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্টনায়িকা সকল গ্রন্থে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিতভর্তৃকা।
প্রোষিতভর্তৃকা আর প্রোষ্যৎপতিকা॥" (ভারতচন্দ্র)

প্রোষিতভার্য্যানায়ক (পুং) প্রোষিতা ভার্য্যা যস্য প্রোষিতভার্য্যঃ তাদৃশঃ নায়কঃ কর্ম্মধা°। নায়কভেদ, যাহার পত্নী বিদেশে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভার্য্যানায়ক কহে। ইহার লক্ষণ—

"কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা,
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু, ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু,
সাপে খেকো বায়ু জ্বালা কত আর বহিব॥" (রসম°)

প্রোষ্যৎপত্নীনায়ক (পুং) নায়কবিশেষ, যাহার পত্নী বিদেশে যাইবে, তাদৃশ নায়ককে প্রোষ্যৎপত্নীকনায়ক কহে। লক্ষণ—

"যদি যাবে আমা ছাড়্যা, প্রাণ কেন লও কাড়্যা
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ, আমি এড়াইব পাপ,
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥

অঙ্গদক্রমঃ কিমপি ধমনী বিদ্যতে বা নবেতি
জ্ঞাতুং বাহ্বোরহহ বলয়ং পাণিমূলং প্রয়াতি।

পরকীয়া প্রোষিতভর্তৃকা—

বক্ত্রঃ পদ্মদলং দদাতি তদপি ভ্রমসংজ্ঞয়া গৃহ্যতে
সদ্যোমর্ম্মরশব্দয়া ন চ তয়া সংস্পৃশ্যতে পাণিনা।
জাতুর্ব্বাচি সুহৃজ্জনস্য বচসা প্রত্যুত্তরং দীয়তে
শ্বাসঃ কিন্তু ন মুচ্যতে হতবহক্রূরঃ কুরঙ্গীদৃশা।

সামান্য বনিতা প্রোষিতভর্তৃকা—

বিরহবিধুরিতমন্তঃপ্রেম বিজ্ঞায় কান্তঃ
পুনরপি বহু তস্মাদেত্য মে দাস্যতীতি।
মরিচনিচয়মক্ষোর্ন্যস্য বাষ্পোদবিন্দূন্
সৃজতি চ পুরতোবিন্দ্যায়দেশোপবিষ্টা॥" (রসমঞ্জরী)

প্রবোধ করিয়া তায় ঠেকিবে দারুণ দায়,
এমত হইবে ব্যক্ত সম্বিৎ হারায়ে লো॥"(ভারত-রসম°)

প্রোষ্ঠ (পুং) প্রকৃষ্ট ওষ্ঠোঽস্যেতি (ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা। পা ১।১।৬৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা সাধুঃ। প্রোষ্ঠীমৎস্য, পুটী মাছ। (অমরটীকা রায়মু°)। ২ দক্ষিণদিকস্থ জনপদ।

"বৃদ্ধকা কোরকাঃ প্রোষ্ঠাঃ সমবেগবশাস্তথা।" (ভারত ৬।৯।৬১)
৩ গো, গাভী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

প্রোষ্ঠপদ (পুং) প্রোষ্ঠৌ গোস্তস্যেব পাদৌ যস্য সঃ (সুপ্রাত-সুশ্বসুদিবেতি। পা ৫।৪।১২০) ইতি অচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ, প্রোষ্ঠপদো নক্ষত্রবিশেষস্তদযুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে অণ, পক্ষে ন বৃদ্ধিঃ। ১ ভাদ্রমাস। ২ নক্ষত্রবিশেষ, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র।

"শুক্রঃ প্রোষ্ঠপদে পূর্ব্বে সমারুহ্য বিরোচতে।" (ভা° ৬।৩।১৪)
(ত্রি) ৩ গোতুল্য পদযুক্ত।

প্রোষ্ঠপদা (স্ত্রী) প্রোষ্ঠৌ গোস্তস্যেব পাদা যাসাং ততো বহু-ব্রীহাবচ্ পদ্যাবশ্চ নিপাতিতঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র, উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্র। পর্য্যায়—ভাদ্রপদা। (অমর)

প্রোষ্ঠপদী (স্ত্রী) প্রোষ্ঠপদাভিযুক্তা পৌর্ণমাসী অণ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভাদ্রী পূর্ণিমা।

"প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রোষ্ঠপাদ (ত্রি) প্রোষ্ঠপাদ (সন্ধিবেলেতি। পা ৪।৩।১৬) ইত্যণ্। (জে প্রোষ্ঠপদানাং। পা ৭।৩।১৮) ইতি উত্তরপদস্যা-চামাদেরচো বৃদ্ধিঃ। প্রোষ্ঠপদাতে জাত, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রজাত। ২ মানবক।

প্রোষ্ঠিল, জনৈক জৈনাচার্য্য। জৈনধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত দ্বাদশাঙ্গে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। মহাবীরের মৃত্যুর পর ১৭২ বৎসর গত হইলে পর তিনি ১৯ বর্ষ কাল আচার্য্যরূপে পরিচিত ছিলেন। (সরস্বতীগচ্ছপট্টাবলী)

প্রোষ্ঠী (পুং স্ত্রী) প্রোষ্ঠনাসিকোদরোষ্ঠেতি জাতেরিতি বা ঙীষ্। মৎস্যভেদ, পুঁটীমাছ। (Cyprinus sophore) পর্য্যায়—শফরী, শফর, শ্বেতকোল। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, স্বাদু, শুক্রকারক, কফবাতনাশক, স্নিগ্ধ, মুখ ও কণ্ঠরোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠ। (রাজনি°)

প্রোষ্ণ (ত্রি) অত্যন্ত উষ্ণ, গরম।

প্রোষ্য (অব্য) প্র-বস-ল্যপ্। বিদেশ গমন করিয়া।

প্রোহ (পুং) প্রোহতে বিতর্ক্যতে বিস্ময়াকুলিতৈরিতি প্র-উহ ঘঞ্। ১ হস্তিচরণ। ২ পর্ব্ব। ৩ গজচরণ পর্ব্ব। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৪ নিপুণ। ৫ তর্ক।

'প্রোহো নিপুণতর্কে স্যাদ্‌গজাজ্ঘ্রি পর্ব্বণোরপি।' (হেম)

প্রোহকরটা (স্ত্রী) প্রোহকরট ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং° সমাসঃ। করটসম্বোধনক প্রকৃষ্ট উহার্থ নির্দেশক্রিয়া।

প্রোহকর্দ্দমা (স্ত্রী) প্রোহঃ কর্দ্দম ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং° সমাসঃ। কর্দ্দমসম্বোধনক উহনির্দেশক্রিয়া।

প্রোহণ (ক্লী) প্র-উহ-ল্যুট্। প্রোহ, তর্ক।

প্রোহ্যপাদি (অব্য°) প্রোহ্যৌ পাদৌ যত্র প্রহরণে দ্বিদণ্ড্যা° সমাসঃ ইচ্ ততঃ পদ্‌ভাবঃ। প্রকর্ষরূপে দুই পাদ দ্বারা প্রহরণ।

প্রৌঢ় (ত্রি) প্রোহ্যতে স্মেতি, প্র-বহ-ক্ত, সম্প্রসারণং ততো বৃদ্ধিঃ। ১ বর্দ্ধিত, পর্য্যায়—প্রবৃদ্ধ, এধিত।

"ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।"(মেঘদূত ২৭)

২ প্রগল্‌ভ। ৩ নিপুণ। ৪ প্রকর্ষরূপে উঢ়, যথাবিধি বিবাহিত। ৫ প্রবীণ। যৌবনের পর বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা। ৬ যুবা। ৭ চত্বারিংশৎবর্ণযুক্ত মন্ত্র।

"ষোড়শার্ণো যুবা প্রৌঢ়শ্চত্বারিংশল্লিপির্মনুঃ।" (তন্ত্রসার°)

প্রৌঢ়ত্ব (ক্লী) প্রৌঢ়স্য ভাবঃ ত্ব। প্রৌঢ়ের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রৌঢ়াবস্থা।

প্রৌঢ়পাদ (পুং) প্রৌঢ়ঃ পাদো যস্য। আসনারোপিত পাদতল, আসনের উপরিভাগে পাদতলদ্বয় সংযোগপূর্ব্বক উপবিষ্ট, চলিত উবু হইয়া বসা। এইরূপ ভাবে উপবেশন করিয়া স্নান, আচমন, হোম, ভোজন, দেবতার্চ্চন, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ প্রভৃতি কিছুই করিতে নাই।

"আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্জ্জঙ্ঘয়োস্তথা।
কৃতাবসক্‌থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে॥
স্নানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্॥"(আহ্নিকতত্ত্বধৃত কা°)

বস্ত্রাদিদ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জঙ্ঘাদ্বয় দৃঢ়বন্ধনপূর্ব্বক উপবিষ্ট।

প্রৌঢ়া (স্ত্রী) প্রৌঢ়-টাপ্। নায়িকাভেদ। পর্য্যায়—চিরিণ্টী, সুবয়াঃ, শ্যামা, দৃষ্টরজাঃ। (রাজনি°) বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা এই চারিপ্রকার নায়িকা

"বালা তু তরুণী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ভবতি নায়িকা।
গুণযোগেন রন্তব্যা নারী বশ্যা ভবেত্তদা॥" (রতিম°)

৩০ বৎসরের পর ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের প্রৌঢ়াবস্থা। এই প্রৌঢ়ানায়িকা সকল প্রেমদানাদি দ্বারা বশীভূত হয়। প্রৌঢ়া স্ত্রীসংসর্গ করিলে বৃদ্ধত্ব হয়।

'আষোড়শী ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চ পঞ্চাশতী প্রৌঢ়া ভবেদ্ বৃদ্ধা ততঃ পরম্॥'

অস্যা বশ্যত্বকারণং—

অলঙ্কারাদিভির্বালা তরুণী রতিযোগতঃ।
প্রেমদানাদিভিঃ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা চ দৃঢ়তাড়নাৎ॥

তস্যা রমণে দোষঃ—

বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণদা ভবেৎ॥" (রতিমঞ্জরী)

ভাবপ্রকাশের মতে ৩০ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের প্রৌঢ়াবস্থা। বর্ষা ও বসন্তকালে এই প্রৌঢ়া স্ত্রী মৈথুন বিষয়ে প্রশস্তা ও হিতকারিণী, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে প্রৌঢ়া স্ত্রীসেবনে শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে।

"নিদাঘশরদোর্বালা হিতা বিষয়িণী মতা।
তরুণী শীতসময়ে প্রৌঢ়া বর্ষাবসন্তয়োঃ॥
নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্দ্ধয়তে বলম্।
তরুণী হ্রাসয়েচ্ছক্তিং প্রৌঢ়োত্থাবয়তে জরাম্॥" (ভাবপ্র°)

মুগ্ধাদি ত্রিবিধের অন্তর্গত প্রগল্‌ভা নায়িকা। রসমঞ্জরীতে ইহার প্রৌঢ়া খণ্ডিতা, প্রৌঢ়াকলহান্তরিতা, প্রৌঢ়া উৎকণ্ঠিতা, প্রৌঢ়াবাসকসজ্জা, প্রৌঢ়াভিসারিকা ও প্রৌঢ়াপ্রবৎস্যৎপতিকা প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে।*

প্রৌঢ়ি (স্ত্রী) প্র-বহ-ক্তিন্, সম্প্রসারণং প্রাদূহেতি বৃদ্ধিঃ। সামর্থ্য।

---

* "প্রৌঢ়া খণ্ডিতা যথা—
মামুদ্বীক্ষ্য বিপক্ষপক্ষ্মলদৃশঃ পাদাম্বুজালক্তকৈ-
রালিপ্তাননমানতীকৃতমুখী চিত্রার্পিতেবাভবৎ।
রুক্ষং নোক্তবতী নবা কৃতবতী নিশ্বাসকোষ্ণাদৃশঃ
প্রাতর্মঙ্গলমঙ্গলাকরতলাদাদর্শমাদর্শয়ৎ।
প্রৌঢ়া কলহান্তরিতা যথা—
অকরোঃ কিমু নেত্রশোণিমানং কিমকার্ষীঃ করপল্লবে নিরোধম্।
কহলং কিমধাঃ ক্রুধা রসজ্ঞে হিতমর্থং ন বিদন্তি দৈবদুষ্টাঃ॥
প্রৌঢ়া উৎকণ্ঠিতা যথা—
ভ্রাতর্নিকুঞ্জসখিযূথিরসালবল্লীমাতস্তমস্বিনি পিতস্তিমির প্রসীদ।
পৃচ্ছামি কিঞ্চ নবনীরধরাভিরামো দামোদরঃ কথয় কিং ন সমাজগাম॥
প্রৌঢ়া বাসকসজ্জা—
কৃতং বপুষি ভূষণং চিকুরয়োরণী ধূপিতা
কৃতা শয়নসন্নিধৌ ক্রমুকবীটিকাসন্ততিঃ।
অকারি হরিণীদৃশা ভবনমেতা দেহত্বিষা
স্ফুরৎ কনককেতকী কুসুমকান্তিভির্দ্দিনম্॥
প্রৌঢ়া অভিসারিকা যথা—
স্ফুরদুরসিজহারস্তম্ভুরাঙ্গী কিসলয়কোমলকান্তিনা পদেন।
অথ কথয় কথং সহেত গন্তুং যদি ন নিশাসু মনোরথো রথঃ স্যাৎ॥
প্রৌঢ়া প্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
নায়ং মুঞ্চতি মুক্তবামপি তনুত্যাগে বিয়োগজ্বর-
স্তেনাহং বিহিতাঞ্জলির্যদুপতে পৃচ্ছামি সত্যং বদ।
তাম্বূলং কুসুমং পটীরমুদকং বন্ধুভির্দীয়তে
তৎ ত্বামত্র পরত্র বা কিমু নিবপালাবিনী দুঃসহম্॥" (রসমঞ্জরী)

পর্য্যায় উৎসাহ, প্রগল্‌ভতা, অভিয়োগ, উদ্যোগ, উদ্যম, কিয়-দেতিকা, অধ্যবসায়, উর্জ্জ। (হেম)

"যথা যথা চ দম্পত্যোঃ প্রৌঢ়িং পরিচয়ো যযৌ।

তয়োস্তথা তথা প্রেম নবীভাবমিবাবযৌ॥" (কথাসরিৎ ৪।৬৩)

প্রৌণ (ত্রি) প্র-ওণ্‌ অপনয়নে-অচ্‌। ১ নিপুণ। ২ প্রকর্ষরূপে অপসারক। (ধরণি)

প্রোষ্ঠ (পুং) প্রকৃষ্ট ওষ্ঠোঽস্য বা বাহ' বৃদ্ধিঃ। মৎস্যভেদ, পুটী মাছ। [প্রোষ্ঠ ও শফরী শব্দ দেখ।]

প্রোষ্ঠপদ (পুং) প্রোষ্ঠো গোস্তস্যেব পাদা যাসামিতি প্রোষ্ঠপদা নক্ষত্রবিশেষাঃ, তদ্‌যুক্তা পৌর্ণমাসী, প্রোষ্ঠপদ (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩) ইতি অণ্‌ ঙীপ্‌। সোঽস্মিন্‌ পৌর্ণমাসীতি। পা ৪।২।২১) ইতি অণ্‌। ভাদ্রমাস। এই মাসে যিনি একাহার করিয়া থাকেন, তিনি সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।

"প্রোষ্ঠপদস্তু যো মাসমেকাহারো ভবেন্নরঃ।

ধনাঢ্যং স্ফীতমচলমৈশ্বর্য্যং প্রতিপদ্যতে॥" (ভা° ১৩।১০৬।২৮)

(ত্রি) ২ প্রোষ্ঠপদাতে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদ এবং পূর্ব্বভাদ্র নক্ষত্রে জাত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌ প্রোষ্ঠপদী, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা।

প্রোষ্ঠপদিক (ত্রি) প্রোষ্ঠপদা দেবতাঽস্য (মহারাজ প্রোষ্ঠপদাভ্যাং ঠঞ্‌। পা ৪।২।৩৫) ইতি ঠঞ্‌। ভাদ্রমাস।

প্রৌষ্ঠিক (ত্রি) উত্তম ওষ্ঠযুক্ত।

প্রৌহ (পুং) প্র-উহ-ক, প্রদূহেতি বৃদ্ধিঃ। প্রকর্ষরূপে উহ।

প্লক (পুং) প্র-কৈ-ক, রস্য ল। স্ত্রীদিগের অধোঽঙ্গভেদ।

"মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্‌।' (ঋক্‌ ৮।৪৪।১৯)

'কশপ্লকৌ কশশ্চ প্লকশ্চ কশপ্লকৌ কশতিরাহননকর্ম্ম কশপ্লকাবুভে অঙ্গে মাদৃশন্‌' (সায়ণ) স্ত্রীদিগের এই অঙ্গ দেখিতে নাই।

প্লক্ষ, ভক্ষণ। ভ্বাদি উভয়পদী, সক° সেট্‌। লট্‌ প্লক্ষতি-তে। লোট্‌ প্লক্ষতু-তাং। লিট্‌ পপ্লক্ষ, পপ্লক্ষে। লুঙ্‌ অপ্লক্ষীৎ, অপ্লক্ষিষ্ট।

প্লক্ষ (পুং) প্লক্ষ্যতে ভক্ষ্যতে বিহগাদিভিরিতি প্লক্ষ-কর্ম্মণি ঘঞ্‌। বৃক্ষবিশেষ, চলিত পাকুড়, গাবীর্তাট। (Thespesia populnea Syn. Hibiscus populnea, or Ficus infectoria) পর্কটী বৃক্ষ। হিন্দী পাকড়ী, পখর, গজদন্ত, সহোরা, তৈলঙ্গ-প্রস্রবজুবি, তামিল—পোরিশরাবি। সংস্কৃতপর্য্যায়—জটী, পর্কটী, পর্কট, প্লক্ষা, প্লীক্ষা, জটি, কপীতন, ক্ষীরী, সুপার্শ্ব, কমণ্ডলু, শৃঙ্গী, অবরোহশাখী, গর্দ্দভাণ্ড, কপীতক, দৃঢ়প্ররোহ, প্লবক, প্লবঙ্গ, মহাবল, এই সকল বৃহৎ প্লক্ষের পর্য্যায়। ক্ষুদ্র প্লক্ষের পর্য্যায়—সূক্ষ্ম, সুশীত, শীতবীর্য্যক, পুণ্ড্র, মহাবরোহ, হ্রস্বপর্ণ, পিম্বরি, ভিদুর, মঙ্গলচ্ছায়। ইহার গুণ—কটু, কষায়, শিশির, রক্তদোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপনাশক। (রাজনি°) ব্রণ, যোনিদোষ, দাহ, পিত্ত, কফ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্র°) ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটী দ্বীপ। প্লক্ষদ্বীপ।

ভাগবতে লিখিত আছে,—দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃত প্লক্ষ দ্বীপে লবণসাগর পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই লবণসাগর লক্ষযোজন বিস্তৃত এবং এই দ্বীপে একটী প্রকাণ্ড প্লক্ষ বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষ জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও বিস্তৃত। ঐ প্লক্ষবৃক্ষ হইতেই ঐ দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। ঐ প্লক্ষবৃক্ষ হিরণ্ময় এবং ঐ বৃক্ষে সপ্তজিহ্ব অগ্নি স্বয়ং অবস্থিত আছেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া সাত বর্ষের নামে যাহাদের নাম, তাহাদিগকে ঐ সাতবর্ষ সমর্পণ করিয়া নিজে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। উক্ত সপ্তবর্ষের নাম যথা—শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। এই সপ্তবর্ষে ৭টী নদী ও ৭টী বর্ষ পর্ব্বত আছে। এখানে প্রসিদ্ধ সপ্তগিরির নাম যথা—মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান, সুবর্ণ হিরণ্যষ্ঠীব এবং মেঘমাল। সপ্ত নদীর নাম যথা—অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা, ও সত্যম্ভরা। এই সকল নদীর জল অতি পবিত্র এবং পাপক্ষয়কর। এই সকল নদীর জলস্পর্শে রজস্তমোগুণরহিত হইয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ নামে চারিজন সহস্র বৎসর পরমায়ুলাভ করেন। ইহারা আত্মবিদ্যালাভ করিয়া দেবতার সদৃশ হইয়া অবস্থান করেন। (ভাগ° ৫।২০ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—জম্বুদ্বীপ যেরূপ লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ প্লক্ষদ্বীপও লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে। জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন, কিন্তু প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার ইহার দ্বিগুণ। প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাতপুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়, তদনন্তর শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক এবং ধ্রুব। প্রথমে শান্তভয় বর্ষ, পরে শিশিরবর্ষ, সুখোদয় বর্ষ, আনন্দ বর্ষ, শিব বর্ষ, ক্ষেমক বর্ষ, এবং ধ্রুব বর্ষ। এই দ্বীপে ৭টী প্রধান পর্ব্বত আছে, তাহাদের নাম—গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা এবং বৈভ্রাজ। এই সকল রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত প্রজা সকল নিরন্ত সুখে অবস্থান করে। এই সকল পর্ব্বতের উপর পবিত্র জনপদ সকল আছে। এই স্থানে লোকের পরমায়ু ৫ হাজার বৎসর। এখানে আধিব্যাধিজনিত দুঃখ নাই, নিরবচ্ছিন্ন কেবল আনন্দ। এই সকল বর্ষে সমুদ্রগামিনী প্রধানা ৭টী নদী আছে। ইহাদের নাম অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা। এই সকল বর্ষে বহুতর পর্ব্বত ও নদী থাকিলেও অপ্রধান বলিয়া তাহা উল্লিখিত হইল না। জনপদবাসী লোক

সকল ঐ সকল নদীর জল ব্যবহার করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে। এই সপ্তস্থানে যুগাবস্থা নাই, সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগ সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম আছে, যথা—ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ও অপরিগ্রহ। এই সকল বর্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় যাহারা আর্য্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। জম্বুদ্বীপে জম্বুবৃক্ষের ন্যায় এইখানে মহান্ একটী প্লক্ষবৃক্ষ আছে। এজন্য ইহার নাম প্লক্ষদ্বীপ। এই বৃক্ষে জগৎস্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। (বিষ্ণুপু° ২।৪ অঃ)

কূর্ম্মপুরাণের ভুবনকোষে ৪৬ অধ্যায়ে এই প্লক্ষদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

"জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
সংবেষ্টয়িত্বা ক্ষারোদং প্লক্ষদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ॥" (৪৬ অঃ)

প্লক্ষকীয় (ত্রি) প্লক্ষস্যাদূরদেশাদি নড়াদিত্বাৎ ছ। প্লক্ষের সমীপস্থান, প্লক্ষদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থান।

প্লক্ষজাতা (স্ত্রী) প্লক্ষাৎ তৎসমীপস্থপ্রস্রবণাৎ জাতা। সরস্বতী নদী। (ভারত ১।১৭ অঃ)

প্লক্ষতীর্থ (ক্লী) প্লক্ষসমীপস্থং তীর্থং মধ্যপদলোপি°। তীর্থভেদ। (হরিব° ২৩ অঃ)

প্লক্ষপ্রস্রবণ (ক্লী) প্লক্ষস্য সমীপস্থং প্রস্রবণং। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান। (ভারত শল্যপ° ৫০ অঃ)

প্লক্ষরাজ (পুং) প্লক্ষাণাং রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। সোমতীর্থস্থিত প্লক্ষবৃক্ষ। (ভারত শল্যপ° ৪৪ অঃ) ২ সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান।

প্লক্ষাদি (পুং) প্লক্ষ আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা—প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, ইঙ্গুদী, শিগ্রু, রুরু, কক্ষতু, বৃহতী। (পাণিনি)

প্লক্ষাদেবী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী। (মহা° বন ৮৪।৩)

প্লক্ষাবতরণ (ক্লী) অবতরত্যস্মাৎ অব-তৃ-অপাদানে ল্যুট্। প্লক্ষঃ-তন্নিকটস্থিতপ্রস্রবণরূপমবতরণং। সরস্বতী নদীর অবতরণস্থান, প্লক্ষপ্রস্রবণ। (ভারত বনপ° ৮৯ অঃ)

প্লতি (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ১০।৬৩।১৭)

প্লব, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ প্লবতে। লোট্ প্লবতাং। লিট্ পপ্লবে। লুঙ্ অপ্লবিষ্ট।

প্লব (ক্লী) প্লবতে ইতি প্লু-অচ্। ১ কৈবর্ত্তীমুস্তক। (ভাবপ্র°) ২ গন্ধতৃণ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ প্লুতগ, প্লুতগতিযুক্ত। প্লু-অপ্। ৪ প্লবন। (হরিব° ১২২।১০১) প্লূয়তেঽনেনেতি করণে অপ্। ৫ ভেল; চলিত ভেলা।

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥" (মুণ্ডকোপনি° ১।২।৭)

প্লবতে সন্তরতীতি প্লু-অচ্। ৬ ভেক। ৭ অবি। ৮ শ্বপচ, চণ্ডাল। ৯ কপি। ১০ জলকাক।

"প্লবঃ স্যাৎ প্লবনে ভেলে ভেকেঽবৌ শ্বপচে কপৌ।
জলকাকে চ কুলকে প্রবণে পর্কটীক্রমে॥
কারণ্ডবাখ্যবিহগে শব্দে প্রতিগতৌ পুমান্।
কৈবর্ত্তমুস্তকে গন্ধতৃণেঽপি স্যান্নপুংসকম্॥' (মেদিনী)

১১ কুলক। ১২ প্রবণ। ১৩ পর্কটীক্রম। ১৪ কারণ্ডব পক্ষী। ১৫ শব্দ। ১৬ প্রতিগতি। ১৭ প্রেরণ। ১৮ শত্রু। (শব্দরত্না°) ১৯ জলান্তর। (হেম) ২০ পলব, চলিত পোলো। (ত্রিকা°), ২১ জলকুক্কুট।

"কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুক্কুটম্।" (মনু ৫।১২)

২২ বকবিশেষ। (রামা° ২।১০৩।৪৩), ২৩ জলচর পক্ষিমাত্র। ভাবপ্রকাশমতে হংস, সারস, কারণ্ডব, বক, ক্রৌঞ্চ, সরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব এবং বলাকাদি জলচর পক্ষীকে প্লব কহে। ইহারা জলে প্লবন অর্থাৎ ভাসিয়া থাকে, এজন্য ইহাদের নাম প্লব হইয়াছে। ইহাদের মাংসগুণ—পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, বাতশ্লেষ্মনাশক, বল এবং শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতমতে—হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কুরর, কাদম্ব, কারণ্ডব, জীবঞ্জীবক, বক, বলাকা, পুণ্ডরীক, প্লব, শরারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্গু, উৎক্রোশ, কাচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পুষ্করশায়ী, কাকোনাল, কাম্বু, কুকুটিকা, মেঘরাব ও শ্বেতচরণ প্রভৃতি পক্ষী প্লবনামে অভিহিত। ইহারা জলে লাফাইয়া ও ভাসিয়া যায় বলিয়া ইহাদের নাম প্লব হইয়াছে। এই সকল পক্ষী সংঘাতচারী, অর্থাৎ দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। ইহাদের মাংসগুণ রক্তপিত্তের নাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বায়ুদমনকারী, মলমূত্রের বর্দ্ধক, রসে ও পাকে মধুর।

২২ অম্ল। ২৩ গোপালকরঞ্জ। (সুশ্রুতচি° ১১ অঃ)

প্লবক (পুং) প্লবতে ইবেতি প্লু-অচ্, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ খড়্গ ধারাদিতে নর্ত্তক, নর্ত্তক। পর্য্যায়—কেলক, কেকল, নর্ত্তু, কেলিকোষ, কলায়ন। (শব্দরত্না°) ২ চণ্ডাল। ৩ সন্তরণোপজীবী। "গায়না নর্ত্তকাশ্চৈব প্লবকা বাদকাস্তথা। কথকা যোধকাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্॥ (ভা° ১৩।২৩।১৫)

৪ ভেক। ৫ প্লক্ষ। (রাজনি°)

প্লবগ (পুং) প্লবেন প্লুতগত্যা গচ্ছতীতি গম-(অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ইতি-ড। ১ বানর।

"স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাম্ভসি।
রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ॥" (রঘু ১২।৭০)

২ ভেক। ৩ সূর্য্যসারথি। (মেদিনী) ৪ প্রবপক্ষী। (শব্দরত্না°) ৫ শিরীষবৃক্ষ। (রাজনি°)

প্লবগতি (পুং) প্লবেন গতির্যস্য। ভেক। (স্ত্রী) প্লবস্য ভেকস্য গতিঃ। ২ ভেকাদির গতি। ৩ প্লুতগতি।

প্লবঙ্গ (পুং) প্লবেন প্লুতগত্যা গচ্ছতীতি গম-(গমশ্চ। পা ৩।২।৪৭) ইতি খচ্ 'খচ্চ ডিদ্বা বাচ্যঃ' ইতি ডিৎ ডিত্বাৎ টের্লোপঃ, মুমাগমঃ। ১ বানর। "প্লবঙ্গা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে।

সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মাভূবন্ গহনে তব॥" (রামা° ২।৫২।৩)

২ মৃগ। (শব্দচ°) ৩ প্লক্ষবৃক্ষ। (রাজনি°)

প্লবঙ্গম (পুং) প্লবেন গচ্ছতীতি গম (গমশ্চ। পা ৩।২।৪৭) ১ ভেক। ২ বানর। (ত্রি) ৩ প্লুতগতিযুক্ত।

প্লবন (ত্রি) প্লবতে ইতি প্লু-ল্যু। ১ প্রবণ, ক্রমনিম্নভূম্যাদি।

"প্রাগুদক্ প্লবনাং ভূমিং কারয়েৎ যত্নতোলবঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

প্লু-ল্যুট্। (ক্লী) ২ জলোপরিগতি, প্লব, জলে ভাসিয়া যাওয়া।

"শয়নঞ্চাসনং বাপি নোচ্ছেদ্বাপি দ্রবোত্তরম্।

নাম্নাতপৌ ন প্লবনং ন যানং নাপি বাহনম্॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ)

প্লববৎ (ত্রি) প্লব-মতুপ্-মস্য ব। প্লবযুক্ত।

প্লবিক (ত্রি) প্লবেন তরতি ঠন্। প্লবদ্বারা তরণকারী। যিনি প্লবদ্বারা নদী প্রভৃতি পার হইতে পারেন।

প্লবিতৃ (ত্রি) প্লব-তৃচ্। প্লবদ্বারা তরণকারী।

প্লাক্ষ (ক্লী) প্লক্ষস্য ফলং (প্লক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬৪) ইত্যণ্ বিধানসামর্থ্যাৎ তস্য ফলে ন লুক্। প্লক্ষ বৃক্ষের ফল। ২ প্লক্ষের বিকার। ৩ প্লক্ষসমূহ। ৪ প্লক্ষের ভাব। ৫ প্লক্ষের হিতকর। (ত্রি) ৬ প্লক্ষসম্বন্ধী। "নৈয়গ্রোধ ঔদুম্বর আশ্বত্থ প্লাক্ষ ইতীধ্মো ভবন্ত্যেতে বৈ" (তৈত্তিরীয় স° ৩।৪।৮।৪)

প্লাক্ষকি (পুং) প্লক্ষভব, প্লক্ষের গোত্রাপত্য।

প্লাক্ষায়ন (পুং) প্লাক্ষির গোত্রাপত্য। (তৈত্তি° প্রাতি° ১।৫।৯।২)

প্লাক্ষি (পুং) প্লক্ষের গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) প্লাক্ষী (তৈত্তি° ১।৭।২)

প্লাযোগি (পুং) প্রযোগনাম্নঃ রাজ্ঞঃ পুত্রঃ ইঞ্ বেদে রস্য লঃ। প্রয়োগনামক রাজার পুত্র। (ঋক্ ৮।১।৩৩)

প্লাব (পুং) পরিপূর্ণতা। "ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্তানাং শুদ্ধিঃ প্লাবদ্রবস্য চ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।১৮)

প্লাবন (ক্লী) প্লু-ণিচ্-ল্যুট্। দ্রবদ্রব্যের ঊর্দ্ধপ্রাপণ, চলিত উথ্‌লন। "তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।

তন্মাত্রমুদ্ধৃতং শুদ্ধেৎ কঠিনঞ্চ পয়োদধি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ মজ্জন, বহুতর জলসংযোগ। করণে-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্লাবনী, ভূতদিগের ধারণাভেদ।

"স্তম্ভনী প্লাবনী চৈব শোষণী ভাসনী তথা।

মোচনী [illegible]ত্যেতাঃ ভূতানাং প্রাণধারণাঃ॥"(কাশীখ° ৪৪ অঃ)

প্লাবিত (ত্রি) প্লু-ণিচ্-ক্ত। জলাদিমগ্ন স্থানাদি, যে সকল স্থান জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

"সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।

সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্॥" (গঙ্গাবাক্যা°)

প্লাব্য (ত্রি) প্লু-ণ্যৎ। প্লাবন যোগ্য। (বৃহৎসং° ২৪।৮)

প্লাশি (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ অশ্নাতি ভুক্তমেনয়া প্র-অশ-করণে-ই, বেদে রস্য ল। শিশ্নমূলস্থ নাড়ী। (শুক্লযজু° ২৫।৭)

প্লাশুক (ত্রি) প্রকর্ষেণ আশু কায়তি কৈ-ক, বেদে রস্য ল। প্রকর্ষরূপে আশুপচ্যমান (ব্রীহি)। "প্লাশুকানাং ব্রীহীণাং সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা" (শতপথব্রা° ৫।৩।৩।২) 'প্লাশুকানাং প্রকর্ষেণ আশু শীঘ্রং পচ্যমানানাং' (ভাষ্য)

প্লাশুচিৎ (অব্য) শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

প্লিনি (প্লিনে) পূর্ণনাম কায়াস্ প্লিনিয়াস্ সিকাণ্ডাস্ (Caius Plinius Secundus)। একজন জগদ্বিখ্যাত রোমক-পণ্ডিত। তাঁহার অভ্যুদয়ে প্লিনি-বংশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি সাধারণের নিকট 'দি এল্ডার' নামে পরিচিত[১]। যৌবন কালে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। অতঃপর শকুনশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ তিনি বিদ্যালয়ে (College of augurs) প্রবেশ লাভ করেন। জর্ম্মাণ যুদ্ধের ইতিবৃত্ত শেষ করিয়া তিনি স্মৃতিশাস্ত্র (Jurisprudence) অভ্যাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ভেস্‌পিসিয়ানের আদেশে তিনি স্পেন-রাজ্যের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তথায় দিবাভাগে রাজকার্য্য সমাধান করিয়া রাত্রিযোগে পাঠাভ্যাস করিতেন। তাঁহার স্পেন-শাসন সাধুতা ও নিরপেক্ষতায় পূর্ণ। একদা নৌসেনাপতিরূপে তিনি নেপল্‌স্ উপসাগরতীরবর্ত্তী মিসেনিয়ম্ নগর সম্মুখে স্বদলে পোতমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে ভিসুভিয়াস্ পর্ব্বত হইতে মেঘবৎ ধূমরাশি উদগীর্ণ হইতেছে দেখিয়া তৎকারণ-নির্দ্দেশের জন্য তিনি সমুদ্রপথে পর্ব্বতপদতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দগ্ধ লাভার গন্ধকগন্ধে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়াছিল। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'জগ[illegible]তিহাস' (Natural History) নামক গ্রন্থখানি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ। উহা একখানি মহাকোষ স্বরূপ ও ৩৭টী

(১) তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র 'প্লিনি দি ইয়ঙ্গার'কে তিনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই বালকও পালক-পিতার ন্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি ১৩শ বর্ষে গ্রীকভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। রোম-সম্রাট্ ট্রাজানের রাজ্যাভিষেক সময়ে তদীয় কীর্ত্তিবর্ণনা করিয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহা সাহিত্য-জগতে 'Panegyric on Trajan' নামে প্রসিদ্ধ। রাজানুগ্রহে তিনি পণ্টাস্ ও বিথুনিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। জন্ম ৬২ খৃঃ অব্দ, মৃত্যু ১১৩ খৃষ্টাব্দ।

খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার শেষ ৬ষ্ঠ ভাগ তাঁহার মৃত্যুর ছইবর্ষ পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। ঐ পুস্তক খানিতে তিনি জ্যোতিষ, জলবায়ু-তত্ত্ব (Meteorology), পৃথ্বীতত্ত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, কৃষিবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, ধাতুবিদ্যা (Mineralogy), ভাস্কর-বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। পেরিপ্লাসের ভৌগোলিক বর্ণনার সহিত তাঁহার ভূগোলের অনেক মিল পাওয়া যায়। জন্ম ২৩ খৃষ্টাব্দ; মৃত্যু ৭৯ খৃঃ অঃ।

প্লিহ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্লেহতি। লোট্ প্লেহতু। লিট্ পিপ্লেহ। লুঙ্ অপ্লেহীৎ।

প্লিহন্ (পুং) প্লেহতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি প্লিহ-কনিন্। প্লীহরোগ। [প্লীহন্ দেখ।]

প্লী, গতি। ক্র্যাদি° পর° সক° অনিট্। লট্ প্লীনাতি। লোট্ প্লীনাতু। লুঙ্ অপ্লৈষীৎ। এই ধাতু কবিকল্পদ্রুমে নাই। কিন্তু ধাতুপাঠে পাঠান্তরে এই ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়।

প্লীহঘ্ন (পুং) প্লীহানং হন্তীতি হন-টক্। বৃক্ষবিশেষ। চলিত রোহড়া। পর্য্যায়—রোহী, রোহিতক, প্লীহশত্রু, দাড়িমপুষ্পক, মাংসদলন, যকৃদ্‌বৈরী, চলচ্ছদ, রৌহিতেয়, রোহিত, রোহীতক, রৌহী। (শব্দরত্না°)

প্লীহন্ (প্লীহা) (পুং) প্লিহন্ (শ্বন্নুক্ষন্‌পূষন্‌প্লীহন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। কুক্ষিবামপার্শ্বস্থিত মাংসখণ্ড। চলিত পিলা, পিলে। পর্য্যায় গুল্ম, প্লিহন্।

"শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদথ।
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ॥" (ভাবপ্র°)

প্লীহা শরীরের একটী অবয়ব, ইহা হৃদয়ের অধোদেশে রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। রক্তবাহি শিরাসকলের প্লীহাই মূল। ইহা সকলেরই শরীরে বিদ্যমান আছে। শারীরিক নিয়ম অপালনে অথবা জ্বরাদিতে ইহা বর্দ্ধিত হয়। উহা বর্দ্ধিত হইলে রোগ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই প্লীহরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

প্লীহরোগের নিদান—বিদাহী দ্রব্য অর্থাৎ কুলত্থকলায় ও সর্ষপশাকাদি এবং অভিষ্যন্দী (মাহিষদধি প্রভৃতি) দ্রব্য সেবনকারী মানবগণের রক্ত ও কফ অত্যন্ত দূষিত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধিত হয়। প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে তখন উহা রোগ মধ্যে পরিগণিত হয়। প্লীহা উদরের বামপার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। এই রোগ হইলে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ, অবসন্ন, অল্প জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বল হ্রাস হয় এবং শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উপদ্রব সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা চারিপ্রকার রক্ত, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ।

রক্তজ প্লীহায় ক্লান্তি, ভ্রম, বিদাহ, বিবর্ণতা, শরীরের গুরুত্ব, মোহ এবং উদরের রক্তবর্ণতা হয়। পৈত্তিক প্লীহায় জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ এবং দৈহিক পীতবর্ণতা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ প্লীহাতে অতিশয় বেদনা, প্লীহা স্থূলাকার, কঠিন ও গুরুতর হয় এবং ইহাতে রোগীর অরুচি হইয়া থাকে। বাতজ প্লীহারোগে সর্ব্বদা কোষ্ঠবদ্ধতা, এবং উদাবর্ত্তরোগ হইয়া থাকে এবং প্লীহাতে সর্ব্বদাই বেদনা অনুভব হয়। প্লীহারোগে এই সকল লক্ষণ হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

জ্বরোগ অধিকদিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিতে থাকিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে, অথবা ম্যালেরিয়া-দূষিত স্থানে বাস করিলে, বা মধুরস্নিগ্ধাদি আহার জন্য রক্ত অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন অতিরিক্ত ভোজনের পর, কোন দ্রুতযানাদিতে গমন বা ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য্য করিলেও প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। উদরের বামপার্শ্বে ঊর্দ্ধদিকে প্লীহা অবস্থিত থাকে। অবিকৃত অবস্থায় হস্তদ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কুক্ষির বামপার্শ্বে হস্তদ্বারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়। এই রোগে সর্ব্বদাই মৃদুজ্বর এবং প্রত্যহ কোনও সময়ে সেই জ্বরের বৃদ্ধি অথবা একদিন অন্তর কম্প দিয়া অধিক জ্বর প্রকাশিত হয়। আরও প্লীহার স্থানে বেদনা, কামড়ানি, বা জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পমূত্র বা রক্তবর্ণমূত্র, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, দুর্ব্বলতা, পিপাসা, বমন, মুখবৈরস্য, চক্ষু, হস্তাঙ্গুলি ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের রক্তহীনতা, অন্ধকারদর্শন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে।

কষ্ট সাধ্য প্লীহার লক্ষণ।—প্লীহা অধিক বর্দ্ধিত হইয়া রোগ কষ্টসাধ্য হইলে নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, অথবা রক্তবমন, রক্তভেদ, উদরাময়, দন্তমূলে ক্ষত, পদদ্বয় ও চক্ষুঃদ্বয়ে অথবা সর্ব্বাঙ্গে শোথ এবং পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা অতি অল্প। প্লীহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উদরের বৃদ্ধি সাধন করিলে তাহাকে প্লীহোদর কহে। ইহা কেবল বামপার্শ্বে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

প্লীহরোগের দোষনিরূপণ।—প্লীহরোগে মলবদ্ধতা, বায়ুর ঊর্দ্ধগমন ও বেদনা অধিক থাকিলে তাহাতে বায়ুর আধিক্য, প্লীহা অতিশয় কঠিন, শরীরের গুরুত্ব ও অরুচি থাকিলে শ্লেষ্মার আধিক্য বুঝিতে হইবে। রক্তের আধিক্য থাকিলে পিত্তাধিক্যের লক্ষণসমূহ এবং তদপেক্ষাও অধিকতর তৃষ্ণা হইয়া থাকে। তিন দোষেরই আধিক্য থাকিলে মিলিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

ইহার চিকিৎসা।—প্লীহারোগে যাহাতে প্রথমে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তাহারই উপায় বিধান আবশ্যক

পুরাতন গুড় ও হরীতকীচূর্ণ অথবা বিটলবণ ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা বিবেচনা করিয়া গরমজলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ উভয়রোগই অচিরে আরোগ্য হয়। পিপুল প্লীহারোগের একটী উত্তম ঔষধ। দুই বা তিনটী পিপুল জলে বাটিয়া তাহা সেবন বা পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলেও প্লীহা প্রশমিত হয়। হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র নেবুর রসে মাড়িয়া দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় সেবনে উপকার দর্শে। যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল ও দন্তী এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসব অনুপানের সহিত সেবনে এই রোগ অচিরে আরোগ্য হয়। চিতামূল পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে, এ বটিকা তিনটি পাকাকলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করাইবে। লশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী ভক্ষণ এবং গোমূত্র পান করিলেও প্লীহরোগ প্রশমিত হয়। চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দপাতা অথবা ধাইফুল চূর্ণ, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন হিতকর। শরপুঙ্খবটিকা অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে প্লীহার উপশম হয়। শঙ্খনাভির চূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা, গোড়ানেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে অতি প্রকাণ্ড প্লীহা সারিয়া যায়। সমুদ্রজাত ঝিনুকভস্ম প্লীহরোগনাশক। দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র ভস্ম করিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃতাদি বিনষ্ট হয়। রোহিত (রয়না) ও হরীতকীর কাথসহ পিপুলচূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন প্লীহরোগে হিতকর। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোহিতক ছালের কাথ প্লীহরোগে বিশেষ উপকারী।

উৎকৃষ্ট পাকা আমের রস মধুসহযোগে পান করিলে নিশ্চয় প্লীহা প্রশমিত হয়। শিমুল পুষ্প সুসিদ্ধ করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, পরে উহা রাইসর্ষপচূর্ণ সহযোগে ভক্ষণ করিলে প্লীহা নষ্ট হয়। জোয়ান, চিতা, যবক্ষার, পিপ্পলীমূল, দন্তী এবং পিপ্পলী এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উষ্ণজল কিংবা দধির মাত বা মাংসরস অথবা আসবসহ যথামাত্রায় সেবন করিলে ইহা আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° প্লীহরোগা°)

ইহা ভিন্ন যমানিকাদিচূর্ণ, মাণকাদিগুড়িকা, বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ, অভয়ালবণ, গুড়পিপ্পলীঘৃত, পিপ্পলীঘৃত, চিত্রকঘৃত, রোহিতকঘৃত, মহারোহিতকঘৃত, প্লীহারিরস, বাসুকিভূষণরস, বিদ্যাধররস, রসরাজ, প্লীহান্তকরস, লোকনাথরস, বৃহল্লোকনাথরস, রোহিতকলৌহ, যকৃৎপ্লীহারিলৌহ, যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহ, রোহিতকাদ্যচূর্ণ, মহাদ্রাবক রস, মহাদ্রাবক, শঙ্খদ্রাবক, শঙ্খদ্রাবকরস, মহাশঙ্খদ্রাবক ও রোহিতকারিষ্ট এই সকল ঔষধ প্লীহা ও যকৃৎরোগে বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃতাধি°)

চিকিৎসক রোগীর বলাবল ও ধাতু বিবেচনা করিয়া এই সকল ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন। প্লীহরোগের সহিত জ্বর প্রবল থাকিলে বা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিলে এই সমস্ত ঔষধমধ্যে যে সকল ঔষধ জ্বরের উপকারক, সেই ঔষধ এবং প্লীহা রোগের ঔষধ মিলিতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে প্লীহার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া কেবল জ্বরের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। জ্বরের প্রকোপ কমিলে পুনরায় প্লীহার ঔষধ সেবন করান বিধি।

জীর্ণ প্লীহরোগে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু দৈবাৎ তাহাতে উদরাময় হইলে তাহা আরোগ্য হওয়া কঠিন। উদরাময় হইলে পুটপাকের বিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি গ্রাহক ঔষধ বিশেষ উপকারক। রক্তামাশয়, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি পীড়া ইহার সহিত থাকিলে সেই সেই রোগনাশক ঔষধ মিশ্রিতভাবে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহরোগীর গ্রহণী হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। প্লীহরোগীর মুখে ক্ষত হইলে খদিরাদিবটিকা জলের সহিত গুলিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে হইবে এবং বাবলাছাল, বকুলছাল, জামছাল, গাবছাল ও পেয়ারার পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ফটকিরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে সেই জলদ্বারা কবল করিলে মুখক্ষতের বিশেষ উপকার হয়।

প্লীহাতে বেদনা থাকিলে বন-আদা বাটিয়া তাহাতে প্রলেপ এবং গোমূত্র গরম করিয়া অথবা গরমজলের স্বেদ দিবে। অল্প চাপ দিয়া ফ্লানেল উদরে বাধিলেও উপকার হয়।

প্লীহরোগীর পথ্যাপথ্য—জ্বররোগে যে সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ প্লীহাতেও সে সকল দ্রব্য বিশেষ অনিষ্টপ্রদ। ইহাতে কেবল দুগ্ধ না খাইয়া তাহার সহিত ২।৪টা পিপুল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্লীহার বিশেষ উপকার হয়। এই রোগে সকল প্রকার ভাজা পোড়া দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যভোজন এবং অধিক পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুনাদি একেবারে নিষিদ্ধ।

ডাক্তারি-মতে প্লীহা শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রবিশেষ (spleen),—উদরগহ্বরের বামকুক্ষি মধ্যে পাকাশয়ের প্রশস্ত অংশের উত্তরে অবস্থিত। ইহার আকৃতি পিষ্টকের ন্যায় ও বর্ণ ঘোর বেগুনে। রক্তের ন্যূনাধিক্যানুসারে ইহারও আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধাবস্থায় ইহার আয়তন ও ভার কমিয়া যায় এবং সবিরাম ও কম্পজ্বরে উহা বৃদ্ধি পায়।

সাধারণতঃ মানবমাত্রেরই একটী প্লীহা আছে, কখন কখন ক্ষুদ্রাকার অতিরিক্ত প্লীহাও দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র প্লীহার মূল ভাগ প্লীহার নিম্নাংশে সংযুক্ত থাকে। উহার আয়তন মটর কলাই হইতে আখরোটের স্থায়ও হইতে পারে।

প্লীহার প্রকৃতকার্য্য আজও ঠিক অবধারিত হয় নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভুক্ত দ্রব্যের অণ্ডলাল পরিপাক-কালে প্লীহা মধ্যে সঞ্চিত হয়। সেই সময় প্লীহার কলেবর বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই ঐ রস শোণিতে শোষিত হইলে প্লীহা পূর্ব্বাবস্থায় কমিয়া আইসে। এতদ্ব্যতীত প্লীহা হইতেই রক্তের শ্বেত ও লালকণিকাসকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জ্বররোগে সাধারণতঃ ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহাতে রক্তাধিক্য, প্রদাহ, স্ফোটক ও বিবর্দ্ধনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্লীহার রক্তাধিক্য (Congestion) প্রবল ও অপ্রবলভেদে দুই প্রকার। ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরে প্লীহার প্রবল রক্তাধিক্য হয়। কখন কখন টাইফস্, সুতিকাবস্থায়, বসন্ত, বিসর্প ও পাইমিয়া প্রভৃতি রোগেও রক্তাধিক্য হইতে দেখা যায়। আঘাত প্রভৃতিও ইহার অন্যতম কারণ। যকৃদ্ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনের অবরুদ্ধতা এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসীয় পুরাতন রোগসমূহই অপ্রবলরক্তাধিক্যের হেতু বলা যায়।

এই সময় প্লীহা আয়তনে বৃহৎ, কৃষ্ণাভ, আরক্ত, স্বাভাবিক অপেক্ষা ভারী এবং উহার ক্যাপাসিউল (Capsule) মসৃণ ও বিস্তৃত হয়। পেশীর বিধানসমূহ কোমল, কোন কোন স্থানে তাহা তরল বা ফলের শাসের ন্যায় নরম বোধ হয়। ছেদন করিলে উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে লালরক্ত বিনির্গত হইয়া থাকে। প্রদাহ অধিক দিবস থাকিলে, প্লীহা বৃহৎ ও কঠিন হইয়া যায়। প্লীহা-স্থানে সামান্য বেদনা, স্পর্শে অধিক যন্ত্রণা ও রক্তাল্পতার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। প্লীহাস্থানে গরম জলের সেক, ব্লিষ্টার বা মাষ্টার্ড-প্লাষ্টার আবশ্যকমতে প্রয়োগ বিধেয়। আভ্যন্তরিক লবণ-যুক্ত মৃদু বিরেচকও উপকারী। রক্তছিরার অবরুদ্ধতা থাকিলে তদনুরূপ চিকিৎসা প্রয়োজন।

পাইমিয়া ও সেপ্টিসিমিয়া পাড়া, আঘাত, ম্যালেরিয়া স্থানে বাস এবং শৈত্য সংলগ্ন হেতু, প্লীহার প্রদাহ (Splenitis or Hæmorrhagic Infarction) উৎপন্ন হয়। রোগ প্রকাশ পাইলে অনেকগুলি শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে। প্লীহাতে সর্ব্বদা আম্বেলাই আবদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য উহারই চতুষ্পার্শ্বে হিমরেজিক ইনফার্ক্ট দেখা যায়। ইনফার্ক্টগুলি কীলাকৃতি, উহাদের মধ্যস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও পার্শ্বদেশে রক্তাধিক্য থাকে। আম্বেলাই বিষাক্ত হইলে প্রদাহ জন্মে। কখন আম্বেলাই চূর্ণাপকৃষ্টতায় পরিণত হয়, এইরূপে শোষিত বা অপকৃষ্টতায় পরিণত না হইলে তাহার উত্তেজনায় স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী পেরিটোনিয়মে প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া ও শৈত্যজনিত প্রদাহে প্লীহা বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং স্পর্শে কোমল বোধ হয়। রক্তাধিক্য হইতে প্রদাহ পৃথক্ করা সুকঠিন। স্ফোটক থাকিলে জানা যায় যে প্রদাহ হইয়াছে।

আম্বেলাই দ্বারা স্থানিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে সামান্য বেদনা অনুভূত হয়। স্ফোটক হইলে অত্যন্ত বেদনা, শীত, কম্পজ্বর, বমন ও দুর্ব্বলতা এবং স্ফোটক অভ্যন্তরে বিদীর্ণ হইলে মূর্চ্ছা ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। স্ফোটক বহির্দিকেও প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু তৎকালে তন্মধ্যে ফ্লক্চুয়েসন্ অনুভূত হয়।

স্ফোটক অবধারিত হইলে এস্পিরেটার দ্বারা পূয নির্গম করিবে। কুইনাইন, সুরা ও বলকারক আহার দিবে। স্ফোটক হইলে রোগের ভাবী ফল বড়ই অশুভ জানিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় রোগ আরোগ্য হওয়া সুকঠিন।

প্লীহার বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the Spleen) প্লৈহিক কোষসমূহ রক্তস্রোতদ্বারা অপসারিত না হইয়া প্লীহা মধ্যে অবরুদ্ধ হইলে প্লীহা বিবর্দ্ধিত হয়। এই পীড়ার বিবিধ স্থান ও যন্ত্রের লিম্ফাটিকসিষ্টেম বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য শ্বেতরক্ত-কণিকা দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা নিয়-মিতরূপে লোহিতকণিকায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা রক্তাল্পতার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

প্লীহাতে বহুকালব্যাপী বা বারংবার রক্তাধিক্য (Conjestion), ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানে বাস, পুনঃ পুনঃ সবিরাম জ্বর ও যকৃদ্ধমনীতে রক্তস্রোতে রক্তাধিক্যই প্লীহা-বিবৃদ্ধির প্রধানতম কারণ।

এই সময় প্লীহা বৃহদাকার ও প্রায় ৮।৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়। সময় সময় ইহার অগ্রপার্শ্বে স্পর্শদ্বারা খাত অনুভূত হইয়া থাকে। কর্ত্তিত অংশ দেখিতে শুভ্র ও বন্ধুর এবং রক্তস্রাবের চিহ্নসম্বলিত। প্লীহা প্রদেশ লোষ্ট্রাকার ও স্থানে স্থানে নিকটবর্ত্তী পৈশিক বিধানের সহিত সংযুক্ত। রক্ত তরল ও শ্বেত-রক্তকণিকাযুক্ত এবং রক্তে জলীয়ভাগ বৃদ্ধি পায়।

রোগী ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া আইসে। মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ ও কঞ্জঙ্টাইভা রক্তশূন্য; চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল; মূত্র স্বল্প ও লোহিতাভ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, প্লীহাস্থানে ভার ও বেদনাদিলক্ষণ উপস্থিত হয়। পীড়া তরুণ হইলে জ্বরের বিরাম দেখা যায় না। রোগ কঠিন হইলে রোগীর জ্বর, মুক্তিকাবৎ

নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, চর্ম্মের নিম্নে শুষ্মরক্ত চিহ্ন-বিগলিত মুখোষ (Cancrum Oris) অক্ষিপল্লব ও পদের স্ফীততা এবং সময় সময় সার্ব্বাঙ্গিক শোথ দৃষ্টিগোচর হয়। বিবর্দ্ধিত প্লীহার চাপদ্বারা শ্বাস, কৃচ্ছ্র, কাশি, ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য ও বমন উপস্থিত হইতে পারে।

প্লীহা বৃহৎ হইলে উদরের বামপার্শ্বস্থ দক্ষিণদিক্ ও নাভি পর্য্যন্ত স্থান উচ্চ বোধ হয়; স্পর্শে একটী অগ্রধার পাতলা ও খাতযুক্ত অর্ব্বুদ অনুভূত হয় এবং কখন কখন তন্মধ্যে ফ্লাক্‌চুয়েসন্ পাওয়া যায়। প্রাতিঘাতিক শব্দ মলগর্ভ (Dull) এবং তাহা নিম্নে নাভি ও উর্দ্ধে ৫ম পর্শুকা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতে পারে। পার্শ্বপরিবর্ত্তনে প্লীহা কিঞ্চিৎ স্থানান্তরিত এবং দীর্ঘনিশ্বাসে নিম্নগামী হইয়া থাকে। প্লীহা স্থানে কখন কখন একটা মর্ম্মরধ্বনি শুনা যায়, উহাকে স্প্লীনিক্ মর্ম্মর (Spleenic Murmur) কহে।

নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, পাণ্ডুরোগ, উদরাময়, আমাশয়, শোথ ও ক্যানক্রমোরিস্ প্রভৃতি ইহার উপসর্গ। রোগ আরোগ্য না হইলে দুর্ব্বলতা, শোথ, আমাশয়, রক্তস্রাব ও কখন কখন অচৈতন্য হইয়া মৃত্যু ঘটে।

নিম্নলিখিত কএকটী পীড়ার সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে;—পাকাশয়ের কার্ডিয়েক ছিদ্রে কর্কটরোগ, যকৃতের বামভাগের বা বামমূত্রযন্ত্রের বিবর্দ্ধন, অন্ত্রাপ্রাবকে কোন অর্ব্বুদ এবং রক্তে শ্বেতকণাধিক্য (Leucocythemia)। ব্যাধি তরুণ হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু প্লীহার অধিক বিবর্দ্ধন ও রোগ পুরাতন হইলে পীড়া সুকঠিন হইয়া পড়ে।

বায়ু পরিবর্ত্তন, কুইনাইন, আর্সেনিক ও লৌহঘটিত ঔষধ সকল সেবন বিধেয়। অন্যান্য ঔষধের মধ্যে আইওডিডস্, ব্রোহাইডস্ ও ফ্লুরাইডস্ বিশেষ কার্য্যকারী। আহারার্থ লঘুপাক ও মলকারক দ্রব্যাদিতে প্লীহার উপরে ব্লিষ্টার এবং টিংচার বা অঙ্গয়েণ্টম্ আইওডিন্ লেপন আবশ্যক। পুরাহন প্লীহার উপর অঙ্গয়েণ্টম্ হাইড্রাজিরাই বিনাইওডিডম মর্দ্দনে প্লীহা খর্ব্ব হইতে পারে, কিন্তু দুইবারের অধিক মর্দ্দন বিধেয় নহে। এলোপাথিক মতে স্প্লীন-মিক্‌শ্চার—

R কুইনিসালফাস্ ... ... ২ গ্রেণ
এসিড সালফিউরিক ডিল্ ... ... ৬ ফোঁটা
ফেরি সলফ্ ... ... ১ গ্রেণ
মেগনিসিয়া সলফাস্ ... ... ॥০ ড্রাম
টিং জিঞ্জার ... ... ১০ ফোঁটা
জল ... ... ১ ঔন্স
অন্নমণ্ডে দিবসে এক মাত্রা ২।৩ বার।

যকৃতের কঞ্জেশ্চান থাকিলে লিভারের উপর নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিল লেপনের পর ফোমেণ্ট করিবে ও নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

R কুইনি মিউরিএট ... ... ৩ গ্রেণ
এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল ... ... ৬ ফোঁটা
টিং নিউসিস্ ভমিশি ... ... ৫ ফোঁটা
ইং কলম্বা ... ... ১ ঔন্স
দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন প্লীহার সামান্য জ্বর থাকিলে—

R পোটাশি ব্রোমাইড ... ... ৫ গ্রেণ
টিং সিনকোনা কম্পা ... ... ২০ ফোঁটা
টিং জেনসিএন কম্পা ... ... ২০ ফোঁটা
টিং ডিজিটেলিস্ ... ... ২ ফোঁটা
ইন্‌ফিউজন্ সার্পেণ্টারি ... ... ১ ঔন্স
এক মাত্রা দিবসে ৩ বার।

R লাইকর এমন্ ফ্লুরাইড ... ... ৫ ফোঁটা
একোয়া মেন্থপিপ্ ... ... ১ ঔন্স
আহারান্তে ১ মাত্রা দিবসে ২ বার।

প্লীহায় এমিলয়েড্ অপকৃষ্টতা, উপদংশ, কর্কট, টিউবার্কেল ও হাইডেটিড প্রভৃতি রোগ জন্মে, তদ্দ্বারাও প্লীহার বিবর্দ্ধন ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্লীহাকর্ণ (ত্রি) কর্ণদেশজাত রোগবিশেষ।

প্লীহার্ণবরস (পুং) প্লীহরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, ও বিষ প্রত্যেকে ৮ তোলা, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেকে চারিতোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান শেফালিকাপত্রের রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনে জ্বর, মন্দাগ্নি, কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রম ও সকলপ্রকার প্লীহা আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহারোগাধি°)

প্লীহান্তকরস (পুং) অন্তয়তীতি অন্তকঃ প্লীহায়াঃ অন্তকঃ। প্লীহারোগোক্ত একটী ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—তাম্র, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারা, গন্ধক, গুগ্‌গুল্, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, কটুকী, দন্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান রোগীর বলাবল দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধ পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি রোগেও হিতকর।

(ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

প্লীহারি (পুং) প্লীহায়াঃ অরিঃ, নক্রত্তমালকত্বাৎ। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ প্লীহনাশকবটিকৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—

হরিতাল দুই তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা, তাম্র ৪ তোলা, অভ্র চারি তোলা, মৃগচর্ম্মভস্ম ও নেবুর মূলচূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান মধু ও চিতাচূর্ণ। এই ঔষধ সেবনে অসাধ্য প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, গুল্ম ও তগজ্বররোগ নাশ হয়। এই ঔষধ প্লীহারিরস নামে অভিহিত।

অন্যবিধ প্লীহারিরস—ইহার প্রস্তুত প্রণালী লৌহ চারিতোলা, তাম্র ২ তোলা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলা, মৃগচর্ম্মভস্ম ৮ তোলা, পাতিনেবুর মূল ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৯ রতি বটিকা করিতে হইবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

প্লীহাশত্রু (পুং) প্লীহায়াঃ শত্রুঃ। প্লীহশত্রু, প্লীহঘ্নবৃক্ষ।

প্লীহাশার্দ্দূলরস (পুং) প্লীহায়াঃ শার্দ্দূলইব রসঃ। প্লীহারোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক ও ত্রিকটু প্রত্যেকটী সমভাগ, সমুদায়ের সমান তাম্রভস্ম ; মনঃশিলা, কড়ি, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রহেণা, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, চিতা ও জয়পাল, প্রত্যেকে পারার সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ী, চিতা, আদা ও ধুস্তুর রসে ভাবনা দিয়া একরতিপ্রমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান মধু ও পিপুল্। রোগীর বলাবল অনুসারে একটী বা দুইটী করিয়া বটিকা সেবনে প্লীহা, অগ্রমাস, যকৃৎ, গুল্ম, আমাশয়, উদরী, শোথ, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি রোগ অচিরে প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহারোগা°)

প্লীহোদর (ক্লী) উদররোগভেদ। যাহারা বিদাহী ও অভিষ্যন্দজনক দ্রব্যভোজনে অনুরক্ত, তাহাদিগের রক্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া প্লীহা বৃদ্ধি করে। ইহাকে প্লীহোদর কহে। এই প্লীহা বামপার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে রোগী অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে। (সুশ্রুত নি° ৭ অ°) [উদররোগ ও প্লীহন্ শব্দ দেখ]

প্লীহোদরিন্ (ত্রি) প্লীহোদর অস্ত্যর্থে ইনি। প্লীহোদররোগগ্রস্ত।

প্লু, সর্পণ, উৎপ্লুত্য গতি, লম্ফ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ প্লবতে। লোট্ প্লবতাং। লিট্ পুপ্লবে। লুট্ প্লোতা। লৃট্ প্লোষ্যতে। লুঙ্-অপ্লোষ্ট, অপ্লোষতাং অপ্লোষত। সন্ পুপ্লূষতে। যঙ্ পোপ্লূয়তে। যঙ্লুক্ পোপ্লোতি। ণিচ্ প্লাবয়তি। লুঙ্ অপুপ্লবৎ, অপিপ্লবৎ। সন্ পুপ্লাবয়িষতি, পিপ্লাবয়িষতি।

প্লুক্ষি, (পুং) প্লোষতি দহতীতি প্লুষ দাহে (প্লুষিকুষিশুষিভ্যঃ ক্সি। উণ্ ৩।১৫৫) ইতি কসি। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ২ স্নেহ। ৩ গৃহদাহ। (সংক্ষিপ্তসা উণাদিবৃ°)

প্লুত (ক্লী) প্লু-ক্ত। অশ্বগতিবিশেষ, অতিশীঘ্র লম্ফদ্বারা গতি, অশ্বগণ অতিবেগে লাফাইয়া লাফাইয়া যাইলে এইগতি হয়।

"অথ যঃ পুচ্ছতোঽশ্বস্য শনৈরবিশদো ধ্বনিঃ।
অশ্বৈরুৎপাদ্যতে কশ্চিৎ তদশ্বপ্লুত উচ্যতে ॥" (অশ্ববৈ° ৩।১৩২)

২ তির্য্যক্ গতি। (পুং) প্লুতং প্লুতবদ্ গতি রস্যাস্তীতি প্লুত-অচ্। ৩ ত্রিমাত্র বর্ণ, ত্রিমাত্র কালদ্বারা উচ্চার্য্যবর্ণ, ত্রিমাত্র দ্বারা যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাকে প্লুত কহে। তিনটী অবর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয়, তাহাকে প্লুত বা ত্রিমাত্র কাল বলা যায়।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥" (প্রাচীনকা°)

যাহার মাত্রা একটী, তাহা হ্রস্ব, ত্রিমাত্র দীর্ঘ এবং যাহা ত্রিমাত্র তাহাই প্লুত। পাণিনিতে কোন্ স্থানে কোন্ শব্দ প্লুত হইবে এবং কোথায় বা হইবে না, ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন, দূরাহ্বান, গান ও রোদন এই সকল স্থলে প্লুতস্বর হইবে।

"দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ।" (দুর্গাদাসধৃত বচন)

(ত্রি) প্লু-ক্ত। ৪ ঝম্পগতিযুক্ত।

"রামাদনন্তরং কৃষ্ণ প্লুতোবৈ বীর্য্যবাংস্ততঃ।
তাভ্যামেব প্লুতাভ্যাঞ্চ চরণৈস্তাড়িতো গিরিঃ ॥" (হরিব° ৯৮।৮৪)

৫ প্লাবিত। (বৃহৎস° ৫।৪৪) ৬ সিক্ত। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৩৫) ৭ ব্যাপ্ত। (ভাগ° ৩।২।১৪)

প্লুতগতি (স্ত্রী) প্লুতা গতিঃ কর্ম্মধা°। প্লুতগমন। (ত্রি) প্লুতা গতির্যস্য। ২ প্লুতগমনযুক্ত।

প্লুতার্ক, একজন গ্রীকজীবনীলেখক ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। ৫০ খৃষ্টাব্দে বিওটিয়ার অন্তর্গত চিরেনিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ডেলফির আমেনিয়াস-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন, অতঃপর রোম মহানগরীতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানে তিনি গ্রীক ভাষায় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা করেন এবং লুকান, ইয়ঙ্গার প্লিনি ও মার্শান প্রভৃতির সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে বিশ্বজীবনী (Lives of illustrious men) ও নীতি গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীনকালে য়ুরোপভূমে নরবলির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

প্লুতি (স্ত্রী) প্লু ভাবে-ক্তিন্। প্লবন, উৎপ্লুত্য গমন। লাফাইয়া লাফাইয়া চলা। ২ ত্রিমাত্রদ্বারা উচ্চারণ।

প্লুষ, দাহ। ২ জলপ্লাবন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ প্লোষতি। লোট্ প্লোষতু। লিট্ পুপ্লোষ। লুঙ্ অপ্লোষীৎ।

প্লুষ, দাহ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্,। লট্ প্রষ্যতি। লোট্ প্রষ্যতু। লিট্ পুপ্লোষ। লুঙ্ প্লুষিৎ অপ্লুষৎ।

প্লুষ, ১ সেক। ২ পূর্ত্তি। ৩ স্নেহ। পূর্ত্তি ও সেকার্থে সক° স্নেহার্থে অ° ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্ প্লুষ্ণাতি। লোট্ প্লুষ্ণাতু। লুঙ্ অপ্লোষীৎ।

প্লুষ (পুং) দহন।

প্লুষি (পুং) প্লুষ বাহুলকাৎ কি। ১ বকতুল্য তুণ্ডযুক্ত খগভেদ। (শুক্লযজু° ২৪।২৯) ২ দাহক সর্পভেদ। (ঋক্ ১।১১।১) ৩ অল্প পরিমাণ পুত্তিকাদি। (শত° ব্রা° ১৪।৪।১।২৪)

প্লুষ্ট (ত্রি) প্লুষ-ক্ত (যস্য বিভাষা। পা ৭।২।১৫) ইতি ইটন্। ১ দগ্ধ, ঝলসান।

"পটুতরবনদাহাৎ প্লুষ্টশষ্পপ্ররোহাঃ
পরুষপবনবেগাৎ ক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ॥" (ঋতুস° ১।২২)

সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যত্র যদ্বিবর্ণং প্লুষ্যতেঽতিমাত্রং তৎপ্লুষ্টং।" (সুশ্রু° সূ° ১১ অ°)

পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিলে যে বিবর্ণতা হয়, তাহাকে প্লুষ্ট কহে।

প্লুস, ১ দাহ। ২ বিভাগ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক সেট্। লট্ প্লুস্যতি। লোট্ প্লোস্তু। লিট পুপ্লোস। লুঙ অপ্লুসৎ অপ্লোসীৎ।

প্লেঙ্খ (পুং) প্র-ইঙ্খ-ঘঞ্, বেদে রস্য ল। প্রেঙ্খন, প্রকৃষ্ট গমন। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।৮।৫)

প্লেতো (প্লেটো) গ্রীকদেশীয় একজন বিখ্যাত দার্শনিক, আরবদিগের নিকট 'ইফ্লাতুন্' নামে খ্যাত। ইহার পিতার নাম অরিষ্টোন ও মাতার নাম পেরিক্তিওনি। ৪২৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে যে মাসে আথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি হইতে আটাইস বর্ষ পর্য্যন্ত ইনি সক্রেতিস্ (সুক্রাত) নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময় ইনি সক্রেতিসের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি মিসর, ইটালী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া আবার আথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া এখানকার পরিষদে (Academy) অধ্যয়ন করেন। নব ডিওনিসিয়াস্ ইহাকে আপন সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রথমে প্লেতো সেই রাজার নিকট যথেষ্ট আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি কাহারও মন জোগাইয়া চলিবার পাত্র ছিলেন না। বড়ই স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তাহা কিন্তু কঠোরহৃদয় ডিওনিসিয়াসের ভাল লাগিত না। এই কারণেই প্লেতো বন্দী হইয়া ক্রীতদাসরূপে কিরিনি (Cyrene)-বাসী আনিকেরেসের নিকট বিক্রীত হইলেন। আনিকেরেস প্লেতোর গুণে মুগ্ধ হইয়া মুক্তিদান করেন। ইহার পর প্লেতো জন্মভূমে ফিরিয়া আপনার দর্শনতত্ত্ব প্রচারে মনোযোগী হন। ইহার উপদেশগুলি গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। তাহাতে গুরু সক্রেতিস্‌ই বক্তা। এই উপদেশ মধ্যে অনেক বৈদান্তিক ভাবমিশ্রিত। প্লেতোর আদি নাম আরিষ্টোক্লিস্, কিন্তু ইহার প্রশস্ত ললাট ছিল বলিয়া 'প্লেতো' নামে খ্যাত হন। ৮২ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ৩৪৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দার্শনিক আরিষ্টটল ইহারই ছাত্র।

প্লেব, সেবন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° সেট্। লট্ প্লেবতে। লোট্ প্লেবতাং। অপ্লেবিষ্ট। লিট্ পিপ্লেবে।

প্লোত (ক্লী) প্র-বৈ-ক্ত, সম্প্রসারণং রস্য ল। সুশ্রুতোক্ত শস্ত্র কর্ম্মোপকরণভেদ। [শস্ত্রকর্ম্ম দেখ] ২ পিত্তবিকারবিশেষ। (চরক)

প্লোষ (পুং) প্লুষ-ভাবে-ঘঞ্। দাহ। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী) প্লোষণ, দাহ।

প্সা, ভক্ষণ। অদাদি, পরস্মৈ, সক° অনিট্। প্সাতি। লোট্ প্সাতু। লিট্ পপ্সৌ। লঙ্ অপ্সাসীৎ। নিঘণ্টুতে এই ধাতু গত্যর্থক।

প্সা (স্ত্রী) প্সা-ভাবে-অঙ্। ভক্ষণ। (ত্রিকা°)

প্সাত (ত্রি) প্সা কর্ম্মণি ক্ত। ভক্ষিত। (অমর)

প্সান (ক্লী) প্সা-ভাবে ল্যুট্। ভোজন। (হেম)

প্সু (পুং) প্সা-বাহুলকাৎ কু। রূপ। (নিঘণ্টু)

প্সুর (ত্রি) প্সু-বাহু° অস্ত্যর্থে র। রূপযুক্ত, রূপবান্।

"অভিপ্সুরঃ প্রযায়তি" (ঋক্ ১০।২৬।৩)

'প্সুরো রূপবান্ স অভ্যাগমনভিলক্ষ্য প্রযায়তি সিঞ্চতি। তথা নোঽস্মাকং ব্রজং গোষ্ঠং চ প্রযায়তি। আভিমুখ্যেন সিঞ্চতি। অস্মভ্যাং হিরণ্য পশ্বাদিকং দদাতি।' (সায়ণ)

ফ

ফ, ফকার। পঞ্চমবর্গের দ্বিতীয়বর্ণ। দ্বাবিংশতিতম ব্যঞ্জন-বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ এবং ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন। এই বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বাগ্র ও ওষ্ঠের সহিত স্পর্শ হয়। এই জন্য ইহার স্পর্শবর্ণতা। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। এই শব্দ মহাপ্রাণ মধ্যে পরিগণিত। ইহার তত্ত্ব—

"ফকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি! রক্তবিদ্যুল্লতোপমম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সদা ত্রিগুণসংযুতম্।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র ৫ প)

ফকার রক্তবিদ্যুল্লতাসদৃশ, চতুর্ব্বর্গপ্রদ, পঞ্চদেবস্বরূপ, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ এবং আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত ও ত্রিগুণ সহিত। এই বর্ণের লিখন প্রকার তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"বক্রা বামগতা রেখা ততোহধঃ সঙ্গতা ভবেৎ।
তস্মাদূর্দ্ধগতা ভূত্বা দক্ষমারভ্য কুণ্ডলী॥
ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ কুণ্ডলী ব্রহ্মরূপিণী।
মাত্রা বামাদ্দক্ষিণতঃ ক্রমশঃ পরিকীর্ত্তিতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

প্রথমে বামদিকে একটী বক্র রেখা করিয়া তাহা হইতে নিম্নদিকে সঙ্গত করিয়া দিতে হইবে, পরে তাহা হইতে ঊর্দ্ধগত হইয়া দক্ষিণদিকে কুণ্ডলী এবং বাম হইতে দক্ষিণদিকে মাত্রা টানিয়া দিলে 'ফ' এই বর্ণ লিখিত হইয়া থাকে। ইহার কুণ্ডলী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপিণী। ইহার বাচক শব্দ—সখী, দুর্গিণী, ধূম্রা, বামপার্শ্ব, জনার্দ্দন, জয়া, পাদ, শিখা, রৌদ্রী, ফেৎকার, শাখিনীপ্রিয়, উমা, বিহঙ্গম, কাল, কুব্জিনী, প্রিয়পাবক, প্রলয়াগ্নি, নীলপাদ, অক্ষর, পশুপতি, শশী, ফুৎকার, যামিনী, ব্যক্তা, পাবন, মোহবর্দ্ধন, নিষ্ফলবাক্, অহঙ্কার, প্রয়াগ, গ্রামণী ও ফল এই সকল শব্দ 'ফ' শব্দের বাচক।

(নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

"প্রলয়াম্বুদবর্ণাভাং ললজ্জিহ্বাং চতুর্ভুজাম্।
ভক্তাময়প্রদাং নিত্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥
এবং ধ্যাত্বা ফকারন্ত তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত')

এইরূপে ধ্যান করিয়া ফকার দশবার জপ করিতে হয়। মাতৃকান্যাসে এই বর্ণদ্বারা বামপার্শ্বে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগে দুঃখ লাভ হইয়া থাকে।

"দোষঃ সৌখ্যং মুদংনঃ সুখভয়মরণক্লেশদুঃখং পবর্গঃ।"

(বৃত্তরত্না' টীকা)

ফ (ক্লী) ফক্ক অসদ্ব্যবহারে ক্ত। ১ রূক্ষোক্তি, কটুকথন। ২ ফুৎকৃতি। ৩ নিষ্ফল ভাষণ। (মেদিনী) (পুং) ৪ যজ্ঞসাধন। ৫ স্ফান। ৬ ঝঞ্ঝাবাত। (মেদিনী) ৭ বর্দ্ধক। ৮ জৃম্ভানিস্ফার। ৯ স্ফুট। ১০ ফললাভ। (বিশ্ব) ১১ মুগ্ধবোধোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। "হসোহন্তঃ ফঃ" (মুগ্ধবোধব্যা')

ফকৎ (আরবী) কেবল, মাত্র।

ফক্কা (দেশজ) ঠকা, অকৃতকার্য্য হওয়া।

ফকির, মুসলমান ভিক্ষুসম্প্রদায়। আরবী ফকর্ ও পারস্য দরবেশ। ভিক্ষুকবৃত্তিতেই ইহারা জীবনধারণ করেন। ফকিরদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। ভারতবর্ষে ঐরূপ দশটী মাত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। জলালউদ্দীন্ মুলাবি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। য়ুরোপীয় তুরস্কের মধ্যে প্রায় ৬০টী বিভিন্ন শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কনস্তান্তিনোপলের বাতাসীগণ নিরীশ্বরবাদী, তাহারা মহম্মদকেও মানে না বা তৎপ্রণোদিত কোরাণ শাস্ত্রেও বিশ্বাস রাখে না। সকলেই সুফি এবং আলীপ্রবর্ত্তিত সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত। তথাকার রফাই দরবেশগণ শারীরিক কষ্টকেই মোক্ষলাভের প্রধান উপায় বলিয়া জানে। ভারতবর্ষে একশ্রেণীর ফকির আছে, তাহারা সর্ব্বদাই মুসলমান তীর্থে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রায় অনেকেই সুদূর পশ্চিম হাঙ্গেরিরাজ্যে গমন করিয়া তুর্কসন্ন্যাসী গুলবাবার পবিত্র ক্ষেত্র দর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সিংহল প্রভৃতি স্থানের তীর্থক্ষেত্রেও তাহাদের গমনাগমন আছে। সাধারণতঃ ভারতবাসী ফকিরগণ ধর্ম্মপ্রভাবহীন ও নীচ বলিয়া গণ্য। তাহারা সকলেই প্রায় 'বে-সেরা' হইয়া পড়িয়াছেন অর্থাৎ কেহই মহম্মদের উপদেশ মানিয়া কার্য্য করেন না। যাঁহারা এখনও 'বাসেরা' আছে অর্থাৎ ধর্ম্ম মানিয়া চলেন, তাঁহারা 'সালিক' নামে পরিচিত।

ফকিরগণ সাধারণতঃ কবরস্থানে, আস্তানায় অথবা তাকিয়াতে স্বস্ব বাস নিরূপণ করিয়া থাকে। কাদ্রিয়া বা বানাবাগণ আপনাদিগকে বোগদাদনিবাসী সৈয়দআবদুল কাদেরজিলানির ধর্ম্মশিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। চিস্তিগণ বন্দনারাজকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া জানে। এখনও কুলবর্গায় ঐ মহাত্মার

পবিত্রক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। উহারা সকলেই সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত। জুতারিয়াগণ আবছলসুতার-ই নাকের শিষ্য ও তন্মতাবলম্বী। তবকাতিয়া বা মাদারিয়াগণ শাহ মাদারের শিষ্য। ইহারা বাস-রাদি ক্রীড়াকুশলী। মলঙ্গাগণ শাহ মাদারের পাদানুধ্যাত জামন যতির শিষ্য। রুফাই বা গুর্জমারগণ সৈয়দ আহ্মদ ফকির রুফাইর শিষ্য। ইহাদের ঈশ্বরে এরূপ বিশ্বাস যে, তাহারা নিজ নিজ হাত কাটিয়া পুনরায় জোড়া দিতে পারে। এই বিশ্বাসবলেই ইহারা স্বইচ্ছায় নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ছেদন করিয়া থাকে। জালালিয়াগণ সৈয়দ জালাল-উদ্দীন্ বোখারির শিষ্য। সোহাগিয়াগণ মুসা সোহাগের অনুচর। ইহারা সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং গীত বাদ্য ও নৃত্যাদি দ্বারা সময়াতিপাত করে। নক্সবন্দীয়াগণ নক্সবন্দীবাসী বহা উদ্দীনের শিষ্য, ইহারা হস্তে আলোক লইয়া রাত্রিযোগে ভিক্ষা করিয়া থাকে। বেওয়া পিয়ারীগণ সাধারণতঃ শ্বেতবস্ত্র দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করে। মহরমের সময় নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ফকিরের সাজ করিয়া বেড়ায়।

ফকির, একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়। কিছুদিন হইল গোয়াড়ী কৃষ্ণ-নগর অঞ্চলে ফকির নামে একটী উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় লোক আছে। অধিকাংশই মুসলমান, হিন্দুর ভাগ অতি অল্প। হিন্দু ফকিরেরা সকলেই গৃহী, মুসলমানদিগের মধ্যেও উদাসীনের ভাগ অতি অল্প।

ইহারা ঘোষপাড়ার মতের অনুরূপ মতাবলম্বী। ইহারা (এই সম্প্রদায়ী মুসলমানেরা) ছদ্মবেশী কর্ত্তাভজা। স্বজাতীয় লোকের মনোরঞ্জনার্থ ইহারা কেবল ফকিরের বেশধারণ করে মাত্র। ইহারা পীর পয়গম্বর প্রভৃতি কিছুই মানে না। 'নয়নে দেখিনি যারে, কিরূপে সাধিব তারে' ইহাই তাহাদের মূল কথা। ইহাদের আরও একটী সাম্প্রদায়িক সতর্কতার কথা আছে, 'আপন ধরম কথা, না কহিবে যথা তথা, আপনারে হইবে সাবধান।' ইহাদের ধর্ম্মচর্য্যার জন্য কএকটী গান প্রচলিত আছে, তাহাই ইহারা সর্ব্বদা গাহিয়া থাকে। ঐ গানগুলিতে তাহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত। নিম্নে তিনটী গীতের প্রথমাংশের কএকটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

১। "আগে সত্যধর্ম্ম যাজন কর আমার মন।
ওরে সত্য মানুষ দেখবি যদি, সত্য বল মন নিরবধি,
ত্যাজ্য কর অসত্যবাদী, তবে মিলবে প্রেম-রতন।
দিনে দিনে দিন ফুরাল, এলো কাল।
কোন দিন তোরে হবে যেতে, বল দেখি কে যাবে সাথে,
তখন ঘটুবেরে বিষম জঞ্জাল।
তখন জানতে পারবি তোর কর্ম্মফল।
ও তোর কোন্ দিন দেহ যাবে পড়ে,
তীর্থযাত্রা সকল ছেড়ে, ঠিক দিয়ে থাক বসে পিঁড়ে,
মিথ্যা তোর তীর্থভ্রমণ।"

২। "কর গুরুতত্ব সার, ওরে মন আমার,
গুরু বিনে পারে যেতে পারবে না।
ভাবিয়ে অন্তরে থাট গুরু দ্বারে,
লয়ে যাবে পারে ফেলে যাবে না॥
যদি এসেছ এ পারে, যেতে হবে পারে,
ভাব মন তাঁরে, যদি যাবে পারে।
সুমতি হইয়া, গুরুকে লইয়া
আনন্দিত হয়ে থাক রসনা॥
গুরু বাক্য ঐক্য কর, সাধু শাস্ত্রপর,
তবে যাবে পার, ভাব কি অসার,
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদয়েতে কর ঐক্য
সূক্ষ্মভাবে শান্ত হয়ে থাক না।"

৩। "মানুষ এই সত্য মানুষ, মানুষ বই আর কিছু নাইরে মানুষ,
মনের মন মনস্থ প্রাপ্তি বস্তু পাওয়া যায় এই মানুষের ঠাঁই।
চিন্তনের সে ধন, তারে কর সমূহ যতন,
তবে সে মিলিবে রতন, ওহে সাধুভাই।"

সেরিং সাহেবও একশ্রেণীর হিন্দু ফকিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইহারা সাধারণ গোঁসাই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা অনেকে মূর্খ ও দেবতা-বিশেষের উপাসক। ইহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানবান্, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যঅবলম্বনপূর্ব্বক মঠমধ্যে ধ্যানধারণায় কাল কাটায়। সকলেই তীর্থযাত্রা ও ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করে। স্ফটিকাদির মালা বক্ষে ধারণ এবং অপর একটী মালায় হস্তে নাম জপ করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। তাহারা কপালে, নাসিকায়, হস্তদ্বয়ে ও বক্ষদেশে তিলক দিয়া থাকে।

ফকির, বিলগ্রামবাসী মুসলমান কবি মীর নবাবজীস আলীর উপাধি। ইনি ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে গতাসু হন।

ফকির, মীর সামসুদ্দীন্, দিল্লীনিবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইনি 'মকতুন' নামেই বিশেষ পরিচিত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে আসিয়া বাস করেন। তথায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জলমগ্ন হওয়ায় তদীয় প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তাঁহার রচিত কবিতাদির মধ্যে একখানি 'দিবান' ও তাম্বুলব্যবসায়ীর পুত্র রামচাঁদের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত 'তসবীর মুহব্বৎ' নামক মসনবী খানিই প্রসিদ্ধ।

(১) Mr. Sherring's *Hindu Tribes and Castes.*

ফকিরআলীবেগ, বুলন্দসহরের শাসনকর্ত্তা, সম্রাট হুমায়ুনের শাসনকালে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ফকিরগঞ্জ, বাঙ্গালার দিনাজপুরের অন্তর্গত একটী বাণিজ্যস্থান ও গণ্ডগ্রাম। এখানে চাউল, দেশীয় পাটের-চট ও পাট প্রভৃতির বিস্তর কারবার আছে।

ফকিরহাট, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী থানা ও গণ্ডগ্রাম। এখানে চাউল, সুপারি, নারিকেল ও চিনি প্রভূত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে। সুন্দরবনের মধ্যে এই স্থান সর্ব্বোচ্চ। খর্জ্জুর রস হইতে এখানে প্রচুর গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়।

২৪ পরগণার সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, অক্ষা° ২২°২৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°৭´১৫´´ পূঃ।

ফকিরাণ, মুসলমান সাধু বা ফকিরদিগের ভরণপোষণার্থ প্রদত্ত নিষ্কর ভূম্যাদি।

ফকীর (আরবী) ১ সন্ন্যাসী। ২ ভিক্ষুক। ৩ দরিদ্র, নিধন। মুসলমান ভিখারিদিগকে ফকীর কহে।

ফকীরী (আরবী) ফকীরের কার্য্য।

ফক্ক, ১ অসদাচার। ২ মন্দগতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক সেট্। লট্ ফক্কতি। লোট্ ফক্কতু। লিট্ পফক্ক। লুঙ্ অফক্কীৎ। লৃট্ ফক্কিষ্যতি। লুট্ ফক্কিতা। ণিচ্ ফক্কয়তি। লুঙ্ অপফক্কৎ। সন্ পিফক্কিষতি।

ফক্ক, শূরসেনের জনৈক রাজা।

ফক্কিকা (স্ত্রী) ফক্ক 'ধাত্বর্থনির্দ্দেশে ণ্বুল্ বক্তব্যঃ'॰ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। ১ অসদ্ব্যবহার, ফাকি, পর্য্যায় চোদ্য, দেশ্য, পূর্ব্বপক্ষ। (শব্দরত্না°) সভাস্থলে শাস্ত্রের দুরূহস্থল সকল বিচারের জন্য যে পূর্ব্বপক্ষ করা হয়, তাহাকে ফক্কিকা কহে। যাহারা সেই বিষয়ের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন, তাহারা ঐ ফাকীর দোষ দেখাইয়া প্রকৃত উত্তর বলিয়া দেন। কূটপ্রশ্ন।

"ফণিভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমাকুণ্ডলনামবাপিতা।"

(নৈষধ ২।৯৫) ২ ন্যায়সম্বন্ধি ব্যাখ্যা।

"শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।
বিষদীকৃত্য দর্শ্যন্তে দ্বিতীয়মণিফক্কিকা॥"

(অনুমান টীকারম্ভে মথুরানাথ)

ফক্কা (দেশজ) নির্ধন, গরীব।

ফখর (আরবী) খ্যাতি, গৌরব।

ফখরি, হিরাটবাসী একজন মুসলমান গ্রন্থকার। মৌলানা সুলতান মহম্মদ আমীরীর পুত্র। তিনি স্ত্রীকবিগণের জীবনী অবলম্বনে 'জবাহির উল আজাএব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শাহ তহমাস্প তর্থানের রাজত্বকালে সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়াছিলেন। তহফৎ উল-হাবিব নামে তাঁহার আর একখানি গজল সংগ্রহও পাওয়া যায়। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

ফখরউদ্দীন আবু মহম্মদ-বিন্ আলী আজ্জেলে, একজন ধার্ম্মিক মুসলমান পণ্ডিত। তিনি তায়াইন্ উল-হকাএক নামে 'কন্জউল দকাএক' নামক পুস্তকের একখানি টীকা রচনা করেন। উহাতে তিনি সুফী মত খণ্ডন করিয়া হানফি মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানি ভারতবাসী মুসলমানগণের অতি প্রিয়বস্তু। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

ফখরউদ্দীন্ জুনান, (মালিক) সুলতান গয়াস্ উদ্দীন্ তোগলক শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার রাজ্যারোহণের পর তিনি দিল্লীর যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মহম্মদ শাহ তোগলক ১ম নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। [মহম্মদ শাহ তোগলক দেখ।]

ফখর উদ্দীন্ মালিক, বাঙ্গালার একজন মুসলমান রাজা।

ফখর উদ্দীন্ মৌলানা, দিল্লীবাসী জনৈক মুসলমান কবি। নিজাম উল্ হকের পুত্র। নিজাম উল্ অকাএদ ও বিসালা মার্জ্জিয়া নামক গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত ইহার রচিত আরও কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার কাব্যোপাধি সৈয়্যদ্ উষ সুয়ারা। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। দিল্লীর কুতবুদ্দীন্ বখতিয়ার কাকির দর্গার দ্বারদেশে ইহার কবর আছে। মুসলমান-সমাজে ইনি ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ফখর উদ্দীন্ সুলতান, বাঙ্গালার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামের (সোণার গাঁও) মুসলমান অধিপতি। ইনি ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতীর মুসলমানরাজ সামসুদ্দীন কর্ত্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হন এবং তদ্রাজ্য লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্ভূত হয়।

ফখরউদ্দৌলা, একজন উন্নতমনা মুসলমান শাসনকর্ত্তা (১৭৩৫ খৃঃ) দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে তিনি পাটনার শাসনভার লাভ করেন।

ফখরপুর, অযোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। সরযূ, ভকোশা, ঘর্ঘরা প্রভৃতি নদী এস্থানে প্রবাহিত। ভূপরিমাণ ৩৮৩ বর্গ মাইল। এই সম্পত্তির বর্ত্তমান সত্বাধিকারী কপূরথলার মহারাজ। লাহোররাজ রণজিৎসিংহের খ্যাতনামা পৌত্রদ্বয় সর্দ্দার ফতেসিংহ ও জগজ্জ্যোতিসিংহ চাহলারিরাজকে ইহা দান করেন। বুন্দীর রাজা বিদ্রোহী হইলে এই স্থান কাড়িয়া লইয়া কপূরথলার রাজাকে দান করা হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান গ্রাম। অক্ষা° ২৭° ২৫´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩১´ ৪১´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে এই স্থান আহীরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্রাট্ আকবর এই গ্রামকে

উক্ত পরগণার সদর মনোনীত করিয়া এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। রাজস্বসংগ্রহের জন্যও এখানে একটী তহশীল স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ দুর্গ ও ধনাগার তহশীলদারের অধীনে ছিল। পরে উহা বুন্দীরাজের ইলাকাভুক্ত হওয়ায় দুর্গ জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফথরবাড়া, কপূরথলা রাজ্যের একটী নগর।

ফগ্‌ফুর (পারসী) জনৈক চীনসম্রাট্।

ফগুন (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

ফগু, পঞ্জাবের অন্তর্গত কেউন্থল-রাজের অধিকৃত একটী স্থান। সিমলা পর্ব্বত হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে কোটগড় যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২১´ পূঃ। এই সুরম্য স্থান ইংরাজগণের অতি প্রিয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ হাজার ফিট্ উচ্চ। সিমলার ইংরাজ অধিবাসী ও বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের জন্ত এখানে গবর্মেন্টের একটী বিশ্রামবাটিকা আছে। পর্ব্বতের ঢালুপ্রদেশস্থ বন পুড়াইয়া তথায় আলুর চাষ হইতেছে।

ফঙ্গ (দেশজ) কোন কাজের নয়, বৃথা।

ফঙ্গমানি (দেশজ) তুচ্ছ, সামান্ত, নীচ।

ফঙ্গবেনে (দেশজ) ক্ষণস্থায়ী। যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ফচকিয়া (দেশজ) যে ছোকরা বৃথা হাসে।

ফজল উল্লাখাঁ, মহিসুররাজ হায়দার আলীর বিখ্যাত সেনাপতি। ইনি ১৭৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সদাশিবগড়, ধারবার প্রভৃতি স্থানে কএকবার মহারাষ্ট্রসেনাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন।

[মহারাষ্ট্র দেখ।]

২ সম্রাট্ বাবরের সভাস্থ একজন আমীর। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ইঁহার একটী মসজিদ্ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ফজল হক, একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি খৈরাবাদবাসী ফজল ইমামের পুত্র। পিতার ন্যায় তিনিও অনেক গদ্য পদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কশিদাগুলি সাধারণের আদরণীয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বান্দার বিদ্রোহী নবাবের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জেনারল পেপিয়ারের বিপক্ষে নয়োদ যুদ্ধে তিনি নিহত হন।*

ফজলগাজী, বাঙ্গালার বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইনি ভাওয়ালবাসী ছিলেন। [বারভূঁয়া দেখ।]

* দিল্লীগেজেটে প্রকাশ যে মিতৌলির সিংহাসনচ্যুত রাজা লোনী সিং ও মৌলবী ফজল হকের দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল।

ফজিহৎ (আরবী) দুর্নাম।

ফঞ্জিকা (স্ত্রী) ফনক্তি রোগানিতি ফন আমর্দ্দনে খুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ তস্য ফ, টাপি অতইত্বং। ১ ব্রাহ্মণযষ্টিকা।

"নিগুণ্ডী ফঞ্জিকা বাসা রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ।" (রসেন্দ্রসারস°)

'ফঞ্জিকা ব্রাহ্মণযষ্টিকা' (তট্টীকা) ২ দেবতাড়। ৩ চুরালতা। (শব্দচ°) ৪ দন্তিবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফঞ্জিপত্রিকা (স্ত্রী) ফনক্তি রোগানিতি ফঞ্জি পৃষোদরাদিত্বাৎ তস্য কঃ, ফঞ্জি রোগহারকং পত্রং যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অতো ইত্বং। আখুপর্ণী। (রত্নমালা)

ফঞ্জী (স্ত্রী) ভঞ্জ-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ তস্য ফ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভার্গী, বামুনহাটী। ইহার গুণ চুর্জ্জর ও বাতনাশক।

"বৎসাদনী তথা ফঞ্জী তৈলপর্ণী তু সিংহিকা।

চক্রমর্দ্দক ইত্যন্যে চুর্জ্জরা বাতকোপনাঃ॥" (হারীত ১।১০ অ)

ইহার পত্র কফনাশক। ২ বৃদ্ধদারকবিশেষ। (রাজনি°) ৩ দন্তিবৃক্ষ। ৪ যোজনবল্লী। (বৈদ্যকনি°)

ফঞ্জীকর (পুং) পঞ্জী। (বৈদ্যকনি°)

ফঞ্জ্যাদিপঞ্চক (পুং) পঞ্জী আদি করিয়া পাচপ্রকার শাক, পঞ্জী, জীবনী, পল্লা, তর্কারী ও চুক্‌ক এই পাচপ্রকার শাক। ইহাদের গুণ বাতহারক, গ্রাহক, দীপন, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, পথ্য, গ্রাহক ও বলকর। (রাজনি°)

ফট্ (অব্য) ১ অনুকরণশব্দ। ২ অস্ত্রবীজ, তন্ত্রোক্ত অস্ত্রনামক মন্ত্রভেদ। এই মন্ত্র শান্তিকুম্ভক্ষালন, অর্ঘ্যপাত্রক্ষালন, অর্ঘ্যজলদ্বারা পূজোপকরণের অভ্যুক্ষণ, অন্তরীক্ষগত বিঘ্নোৎসারণ, বিকিরক্ষেপণ, গন্ধপুষ্পদ্বারা করশোধন, অঘমর্ষণ, পাপপুরুষতাড়ন, করাঙ্গন্যাস, নৈবেদ্যপ্রোক্ষণ, হোমাগ্নির ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগ, হোমাগ্নির আবাহন, তদগ্নিপ্রোক্ষণ প্রভৃতিতে এই 'ফট্' মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

"সবিসর্গং ফড়স্তং তৎ সর্ব্বদিক্ষু বিনির্দ্দিশেৎ।" (ভাগ° ৬।৮।১০)

(ত্রি) ৩ বিশীর্ণাদি। "উপরি প্লুতা ভজেন হতোহসৌ ফট্" (শুক্লযজুঃ ৭।৩) 'ফট্ বিশীর্ণো ভবতু' (বেদদীপ)

ফট (পুং স্ত্রী) ফট্ বিকসনে পচাদ্যচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ফণা। ২ দন্ত। ৩ কিতব। (মেদিনী)

ফটক (আরবী) ১ প্রবেশদ্বার। ২ কারাগার।

ফটকবন্দী (আরবী) কারারুদ্ধ।

ফটকা (দেশজ) ১ চিত্র বিচিত্র। ২ ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। ৩ উভয়সঙ্কট।

ফটকিরি, স্বনামখ্যাত খনিজ পদার্থ বিশেষ (Alumen বা Alum), ভারতের অন্তর্গত বিহার, সিন্ধু, কচ্ছ ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এই দ্রব্য সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। ময়লা বা অন্যান্য দ্রব্যের

সংযোগ হেতু ইহা লাল, কাল, জরদ বা সাদা বর্ণের হইয়া থাকে। বিভিন্নস্থানে ইহার বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে,—হিন্দি—ফিটকারী, বাঙ্গালা—ফটকিরি, সংস্কৃত—স্ফটিকারী, আরব—সিব্, জাজ, পারস্য—জাক্, জাকে-সফেদ; মহারাষ্ট্র—ফকৃটি, তুর্ত্তি, পটক্রি, তামিল—পটিকারম, তেলগু—পটিকরাম, মলয়ালম্—পটিকারম্, ব্রহ্ম—কিও থিন্।

পর্ব্বতের মধ্যস্থিত কোন কোন স্থানে মৃত্তিকাসংলগ্ন অবস্থায় ফটকিরি দেখা যায়। উহা কাল বা কৃষ্ণধূসরবর্ণের আঁইসের মত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে অগ্নিপ্রস্তরসম্বন্ধীয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। উহাতে সাব্-নাম্মুলিটিক সংস্থানে (Sub-nummulitic group) সঞ্চিত ফটকিরিযুক্ত কৃত্রিম ধাতু (Pseudo breccia) বিমিশ্রিত আছে।

ঐরূপে মিশ্রিত ফটকিরিসংযুক্ত মৃত্তিকা বাহিরে ফেলিয়া রাখা হয়, পরে চৌকা করিয়া বিছাইয়া তদুপরে জলসিঞ্চন করা হইয়া থাকে। ১২।১৩ দিন পরে ঘনীভূত হইয়া উহা গন্ধকিত-ফটকিরিযুক্ত (Sulphate of alumina) সমতল স্ফটিক ধাতুখণ্ডে (Crystalline plate) রূপান্তরিত হয়। উহাই ফটকিরির বীজ বা ফটকারি-কা-বিন্ বা তুরি নামে প্রসিদ্ধ। ঐ তুরির ১৫ ভাগে ছয় ভাগ সল্টপটাশ (Salt-potash) মিলাইয়া গরম জলে উত্তমরূপে ফুটাইতে হয়; কিন্তু সল্টপটাশ গলিবার পূর্ব্বেই দ্রবীভূত ফটকিরির জল একটী মৃণ্ময় পাত্রে ঢালিয়া দেয়। প্রায় দুই দিবসের মধ্যেই উহা স্ফটিকাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ঐ দ্রবময় পদার্থকে দূরীভূত করণের জন্য পুনরায় অগ্নিতে জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে। অবশেষে উহা মৃত্তিকা-প্রোথিত মটকার মধ্যে ঢালিয়া রাখিলে চারিদিনে দৃঢ় স্ফটিক দানায় পরিণত হয়।

পঞ্জাবের লবণ নামক পর্ব্বতমালার শৈলজ আঁইস হইতে, তথাকার কালাবাগ ও কাটকি নামক স্থানে রক্তাভ বা পাটল ফটকিরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড বা চীনদেশজাত ফটকিরি অপেক্ষা কচ্ছদেশোৎপন্ন ফটকিরিই উত্তম। কালাবাগের ফটকিরির ক্ষারাংশ হইতে সোডা পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডদেশজ ফটকিরিতে পটাশ থাকে। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, নীল প্রভৃতি রঙ্গ পাকা করিবার জন্য উহাতে ফটকিরি মিশাল দেওয়া হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে, ইহার গুণ ধারক, রক্তরোধক ও পচননিবারক। নিস্তেজ উদরাময়, ক্ষয়শীল প্রদরাদি, রক্তস্রাব, শিশুদিগের বিসূচিকা, ঔদরিক ছর্দি, জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব, হাঁপকাশি, (Bronchorrhœa) প্রভৃতি রোগে ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহার করা যায়। পিনসীযোজক ত্বগোষ (Catarrhal opthalmia) পক্ষ্মমূলে ক্ষত প্রভৃতি চক্ষুরোগে, শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa), প্রমেহ (Gonorrhœa), অসৃগ্দর (Menorrhagia), গুহ্যভ্রংশ বা জরায়ুভ্রংশ (Prolapsus of the uteri and rectum) এবং অন্যান্য ক্ষতরোগে জলমিশ্রিত ফটকিরির দ্বারা ধাবন বিশেষ উপকারজনক। গরমজলে ফটকিরি-গুড়া ফুটাইয়া ৪।৫ দিন মুখ ধুইলে জিহ্বা ও মুখবিবরের ঘা আরোগ্য হয়। ফটকিরি গুড়া ও আইডোফরম্ মিলাইয়া বিস্ফোটকাদিতে লাগাইলে সহজে ঘা শুকাইয়া আইসে।

ফটকিরি জলের কুলকুচা করিলে দন্তক্ষত ও গলার মধ্যে জল ঘড়ঘড়াইলে গলক্ষত দোষাদি নষ্ট হয়। ফটকিরি পুড়াইয়া গুড়া করিয়া নাস লইলে নাসাস্রাব নিবারিত হয়, কখন কখন ঐ গুড়া বৃশ্চিকদংশনস্থানে প্রলেপ দেওয়ায় উপকার পাওয়া গিয়াছে। প্রসূত শিশুর নাভিরজ্জু-কর্ত্তনের পর যদি নাভি পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে পোড়া ফটকিরি-গুড়া দিলে শীঘ্র সারিয়া যায়। পূর্ব্বাহ্ণে গর্ভস্রাবের পক্ষে ইহা একটী সহজ ও শীতল ঔষধ। ইহার প্রয়োগেও রক্তস্রাব কম হয়।

প্রয়োগপ্রণালী—প্রথমে সূক্ষ্ম মস্লিন বস্ত্রে আখরোট বা বড় মার্ব্বলের মত আকারের একটী থলি নির্ম্মাণ করিবে। পরে তন্মধ্যে উত্তমরূপে চূর্ণ ফটকিরি পুরিবে। শেলাই দ্বারা থলির মুখ আবদ্ধ করিয়া ঐ থলি জরায়ুমুখে (Os uteri) লাগাইয়া দিবে। উহা টানিয়া বাহির করিবার জন্য যেন থলির পথে সূতা বিলম্বিত থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন যাতনা অনুভূত না হইলে আরও ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিয়া সরাইয়া লইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেব্রিস্ (Debris) নির্গত হইয়া পড়িবে। বাবুলের কাথের সহিত ফটকিরি মিশাইয়া রক্তামাশয়ে পিচকারী দিলে উপকার দর্শে। পোড়া ফটকিরি-গুড়ায় নেবুর রস মিশাইয়া চক্ষে দিলে যোজকত্বগোষ-রোগ নাশ হয়। হাঁপকাশে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ ফটকিরি দিবসে তিনবার সেবন করান যাইতে পারে। উদরাময় ও রক্তামাশয়ে ইহার পাঁচ গ্রেণ পরিমাণ সেবনবিধি। সপূয় যোজকত্ব-গোষ (Purulent opthalmia ও Conjuntivities) প্রভৃতি চক্ষুরোগে গোলাপজলে ৪ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার্য্য।

ফটা (স্ত্রী) ফট-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ ফণা, সর্পের ফণা।

"নির্বিষেণাপি সর্পেণ কর্ত্তব্যা মহতী ফটা।
বিষং ভবতি মা বাস্তু ফটাটোপো ভয়ঙ্করঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ১।৮৩)

২ দম্ভ। ২ কিতব। (হেম)

ফটকী (স্ত্রী) স্ফটিকারী, ফটকিরী।

ফটিক (দেশজ) স্ফটিক। [স্ফটিক দেখ।]

ফটিকারী (স্ত্রী) (Alumen, Alum) স্বনামখ্যাত ক্ষারবিশেষ। চলিত ফটকিরি। হিন্দী—ফিটকিরী, তৈলঙ্গ—পটিকুরাম।

তামিল—পত্তিকারম। দাক্ষিণাত্য—ফটক্রী, গুর্জর—ফর্করী, বম্বে—ফটকী। ইহার গুণ সংগ্রাহী, সঙ্কোচক, অপূর্ত্তিকর, বালবিসূচী, উদরাময় ও নাসারক্তস্রাবে হিতকর। কটু, স্নিগ্ধ ও কষায় এবং প্রদররোগ, মেহকৃচ্ছ্র, বমন ও শোষনাশক।

"ফটী চ কটুকা স্নিগ্ধা কষায়া প্রদরাপহা।
মেহকৃচ্ছ্রবমীশোষ-দোষঘ্নী দৃঢ়রঙ্গদা ॥" (রাজনি°)

[ফটকিরি দেখ।]

ফটোগ্রাফী (Photography) চিত্রবিদ্যাবিশেষ। আজকাল এই চিত্রবিদ্যার প্রভাবে আমরা মনুষ্যমাত্রের প্রতিকৃতি, পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবমূর্ত্তি এবং দেবমন্দিরাদি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার প্রতিচ্ছবি মুহূর্ত্তমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারি। ইহা হস্তসাধ্য চিত্রশিল্প হইতে স্বতন্ত্র। [চিত্রবিদ্যা দেখ।]

এই কলাবিদ্যা সাহায্যে যে সমুদায় চিত্র উঠান যায়, তাহা 'ফটোগ্রাফ' নামে খ্যাত। কিরূপে প্রতিবিম্বিত চিত্র দর্শনমাত্রেই আধারে প্রতিফলিত হয়, তৎ সমুদয়ের আলোচনায় এই বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মির শক্তি প্রভাবে কোন কোন বস্তুতে রাসায়নিক বিপর্য্যয় ঘটে। সূর্য্যালোকের এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল শক্তি (Actinic influence) থাকাতেই, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত আধার বিশেষে, সেই আলোকচালিতপ্রতিকৃতিসমূহ প্রতিভাত হইয়া বিকাশ পায়। এই তত্ত্বের বিশেষ অনুশীলনই ফটোগ্রাফীর উন্নতির প্রধানতম কারণ।

আলোকসাহায্যে ছবি আঁকিতে বা লিখিতে পারি বলিয়াই উহাকে কলাবিদ্যার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। জীবিত বা মৃত, খনিজ, উদ্ভিদ্ ও জীব প্রভৃতি জাগতিক পদার্থসমূহে আলোকের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া আমরা অনুসন্ধিৎসু হই, ইহাই উক্ত বিদ্যার বৈজ্ঞানিক লক্ষণ।

এক্ষণে ফটোগ্রাফী বিদ্যা একটী সৌখিন কলায় পরিণত হইয়াছে। আমার মনস্তৃপ্তিকর চিত্রসমূহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমাকে ফটোগ্রাফ-চিত্রকরের শরণ লইতে হয়। এইরূপ আবশ্যক বোধে অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যা আদরের সহিত অভ্যাস করিতে শিখিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বকালে সিলে (Scheele), রিটার (Ritter), সিবেক (Seebeck), বার্থোলেট (Berthollet), বেকারেল (Bequerel), ওয়ালেস্টন (Wollaston), ডেভি (Sir Humphrey-Davy), ওয়েজউড (Thomas Wedgwood), ইয়ং (T. Young) ও হর্সেল (Two Herschels) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অনুসন্ধানতৎপর হইয়া ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া গিয়াছেন। এই কলাবিদ্যায় অনুকূলদৃষ্টির বিশেষ কারণ এই যে, ইহার অনুশীলনদ্বারা রসায়ন, দৃষ্টিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা (Physics)-বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং আমাদের শিল্পনৈপুণ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কার্য্য-দক্ষতাও বিকাশ পাইয়াছে। অভ্যস্ত কার্য্যের পরিপক্কতানুসারে যখন ঐ বিকাশগুলি ক্রমশঃ পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয়, তখন উহা হইতে দৃষ্টিবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অনেক সম্পাদ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয় এবং শেষে একটী আনন্দের উপাদান হইয়া উঠে।

কিরূপে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যত্নে ও উৎসাহে এই বিদ্যার উদ্ভব ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।[১]

প্রথমে 'কেমেরা অব্‌স্‌কিউরা' (Camera Obscura) নামক চিত্রপ্রদর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। পদুয়াবাসী ব্যাপ্টিস্তা পোর্টা (Baptista Porta) নামক জনৈক ব্যক্তি (১৫৮৯ খৃঃ অব্দে) ইহার গঠনাদি নিরূপণ করিয়া যান[২]। সার হামফ্রে ডেভি, ওয়েজউড প্রভৃতি উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া 'Camera obscura' যন্ত্রের দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ঐ প্রতিফলিত চিত্রটী 'সেন্সেটিভ পেপারের'[৩] উপর অতি ক্ষীণভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্ররূপে প্রকাশ পায়। পর্য্যায়িক আলোচনায় ঐ যন্ত্রটী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত-পক্ষে উহাই ফটোগ্রাফাদির উৎপত্তির মূলকারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পোর্টার কেমেরাটী নলাকার ও অন্তর্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। উহার একমুখে একখানি মুকুর (Lens), তদ্দ্বারাই তিনি অপর মুখস্থ সাদা জমির সহিত আলোকের অধিশ্রয়ণ (Focus) ঠিক করিয়া লইতেন। পরে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে জন ডোলাণ্ড কর্ত্তৃক বর্ণবিহীন মুকুর (Achromatic lens) আবিষ্কৃত হওয়ায় একটী পরিষ্কার চিত্রসংগ্রহণের উপযোগিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতঃপর কেমেরার যন্ত্রাদি ও আকৃতিক পরিবর্ত্তনে ডবল আক্রোমেটিক লেন্সের ব্যবহারে সূক্ষ্ম অধিশ্রয়ণ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। এইরূপ অনুশীলন-বলেই চিত্রগ্রহণের জন্য বক্স (Box camera) হইতে বেলো (Bellows camera), পরে ষ্টেরোস্কোপিক (Stereoscopic) ও ওসবর্ণস্ কপিং কেমেরা ও টেবল (Osborne's Copying Camera and Table) প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে।

---

(১) রবার্ট হাণ্ট লিখিত "*Researches on light*" ও "*Treatise on Photography*" এবং এবে মোইনো (Abbe Moigno) প্রণীত Repertoire d' optique Moderne নামক গ্রন্থে ফটোগ্রাফীর বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

(২) ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে রোজার বেকন্, ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে আল্‌বার্টি ও ১৫০০ খৃষ্টাব্দে লিওনার্ডো দা ভিন্‌সি এতদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(৩) রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত কাগজ বিশেষ। উহার উপরে চিত্র জমাইয়া তুলিতে হয়।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে পেটিট্ লক্ষ্য করেন যে, দ্রবীভূত নাইট্রেট অব পটাশ, মিউরিএট অব এমোনিয়া অন্ধকার অপেক্ষা আলোকেই শীঘ্র শীঘ্র স্ফটিকাকার ধারণ করে। অতঃপর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সুইডেনবাসী রাসায়নিক সিলে দেখিলেন যে, দ্রব নাইট্রেট অব্ সিল্‌ভার একখণ্ড খড়িতে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলে উহা কাল হইয়া যায়। সাদা দেউলে পতিত সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলনেও ঐরূপ বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে। আরও দেখা গিয়াছে যে ত্রিশিরা কাচ-মধ্য হইতে বক্রভাবে নিপতিত সূর্য্যরশ্মির নীল ও বেগুণি আলোকে ক্লোরাইড অব্ সিল্‌ভার (luna *cornua* or horn-silver) মাখান কাগজ কাল হয়। সেনিবায়ারও (Senebier) পরীক্ষা দ্বারা এই আলোক-শক্তি-নিরূপণে কৃতকার্য্য হন। অতঃপর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট রামফোর্ড (Count Rumford) তাপকেই পরিবর্ত্তনের কারণ জানিয়া একটী প্রবন্ধ লিখেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মিঃ হরাপ্ (Mr. Harrup) তদীয় ভ্রান্তমত নিরাকরণ করিয়া 'সল্টস্ অব্ মার্কারির' একমাত্র আলোকেই রূপান্তরপ্রাপ্তি প্রতিপন্ন করিয়া যান।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রিটার কাচ-প্রতিফলিত বিভিন্ন বর্ণের সৌর-প্রতিবিম্বে আলোকমালার অবস্থান সপ্রমাণ করিয়া ক্লোরাইড অব সিল্‌ভারের বর্ণান্তর নিরূপণ করেন। এই অনুসন্ধানে এম্ এম্ বেরার্ড, সিবেক, বার্থোলেট, সর্ ডবলু হর্সেল, সর্ এচ্ এঙ্গলফিল্ড, ওয়ালেষ্টন, ডেভি প্রভৃতির চিত্তাকর্ষণ করে। তাঁহারাও পরীক্ষা দ্বারা জীবদেহের উপর আলোকের এই বিশিষ্ট শক্তির প্রভাব স্থির করিয়া যান।

প্রাচীনকালে ফটোগ্রাফী বিদ্যার ভিত্তিস্থাপনে বহু-যত্ন ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রিষ্টলে, সেনিবায়ার, ইঙ্গেনহউজ্, ডি কণ্ডোলে, সসার ও রিটার প্রভৃতি মনীষিগণ উদ্ভিদাদির উপর আলোক-শক্তির প্রভাবনির্ণয়েও তদ্রূপ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

রিটার ও ওয়ালেষ্টনের পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে টমাস ওয়েজউড ও সর্ হাম্ফ্রে ডেভি ফটোগ্রাফী বিদ্যার উন্নতিকল্পে বিস্তর আলোচনা করেন[৩]। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট অব্ সিল্‌ভারের প্রলেপে প্রস্তুত কাগজ, চর্ম্ম, কাচ বা পত্রাদির উপর (Sensitive surface) সূর্য্যালোকে আলোকিত প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের পূর্ণ চিত্র কেমেরা অব্স্কিউরা ও সৌর অণুবীক্ষণ (Solar microscope) যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ছবিগুলি অতিশয় ক্ষীণ ও অল্পক্ষণস্থায়ী হইত[৪]। ওয়েজউড্ সাহেব ঐ ছবি স্থায়ীকরণের কোন চেষ্টা করেন নাই। ডেভি সাহেব উক্ত প্রথার অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রস্তুত কাগজ প্রভৃতি জমিতে সৌরাণুবীক্ষণ-সাহায্যে স্বচ্ছন্দে চিত্রাদি উঠাইতে পারা যায়। এইরূপে ক্রমে ফটোগ্রাফী বিদ্যার মূল উপায় নির্দ্ধারিত হয়। হাম্ফ্রে সাহেব আরও দেখিয়াছেন যে, নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার অপেক্ষা মিউরিএট্ অব্ সিল্‌ভার শীঘ্র পরিবর্ত্তনশীল, এমন কি উষালোকেও উহা শীঘ্র শীঘ্র সাদা হইতে ঈষৎ বেগুনি রঙে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রেটে ঐ রূপ স্থলে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, এক্ষণে দিবালোকে প্রতিভাসিত চিত্রের অনালোকিত অংশে বর্ণের অবিকাশ ব্যতীত এই সুকুমার বিদ্যার আর কিছু বাকি থাকে নাই।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সোণতীরবর্ত্তী চালোনবাসী ফরাসী পণ্ডিত মুসেঁর নিপসে (Joseph Nicephore Niepce) সূর্য্যালোক-সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম চিরস্থায়ী চিত্র তুলিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। তিনি এই প্রথাকে হেলিওগ্রাফী (Heliography) বলিতেন[৫]। তিনি প্রথমে লেভেণ্ডার তৈলে পীচ (Asphaltum) গলাইয়া রূপা বা কাচের থালার উপর মাখাইয়া রাখিতেন। পরে ঐ পাত্র শুষ্ক অথচ অন্ধকারময় স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লইতেন। ঐ বার্ণিসযুক্ত পাত্র সহজেই চিত্রগ্রহণে সমর্থ হইত। ঐ প্লেট ৪।৬ ঘণ্টাকাল কেমেরা মধ্যে রাখিলে, তাহাতে একটী ক্ষীণ চিত্র প্রতিভাত হয়। পরে তিনি ঐ চিত্রযুক্ত প্লেট বাহির করিয়া পুনরায় নেপ্‌থা ও লেভেণ্ডার তৈলের সাহায্যে তাহার পূর্ণ বিকাশ (Developed) করিয়া ছিলেন। পুনরায় তৈলসিক্ত হওয়াতে চিত্রের অনালোকিত অংশ (অর্থাৎ ছবি উঠাইবার কালে যেখানে সূর্য্যকর স্পর্শ করে নাই) গলিয়া উঠিয়া যায়, কেবল ছবি মাত্র পড়িয়া থাকে। পরে তাহাতে এনগ্রেভারস্ এসিড্ (Engraver's acid) প্রয়োগ করিয়া ঐ চিত্রপট তিনি পরিস্ফুট করিয়া লইতেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা যে প্রথার উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—"আলোক-

(৩) গ্রেট বৃটনের রয়েল ইন্সিটিটিউসন হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পত্রিকায় 'An account of a method of copying paintings upon glass and of making Profiles by the agency of light upon Nitrate of silver, with observations by Davy' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রস্তুত কাগজাদির উপর যে প্রতিমূর্ত্তির ছায়া পতিত হইত, সেইস্থান সাদা ও অপরাংশ কাল হইয়া যাইত। ছবি উঠাইয়া অন্ধকার-স্থানে রাখা আবশ্যক। ছায়াযুক্ত স্থানে উহা পরীক্ষা করা উচিত, সময় সময় আবশ্যকমতে উহা আলোকে আনাও যায়। সামান্য আলোকে উহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অধিকক্ষণ অনাচ্ছাদিত অবস্থায় আলোক মধ্যে রাখিলে উহা বিকার প্রাপ্ত হয়।

(৫) সূর্য্যালোকসাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তর-জমির উপর উত্তোলিত চিত্র; উহা ফটোগ্রাফীর অন্যরূপ।

সংযোগে তৈলাক্ত চিত্র-জমি (Bituminons surface) এরূপ দৃঢ় হইয়া যায় যে, ঐ রূপান্তরিত অংশকে দ্রব করিবার শক্তি ঐ তৈলবৎ পদার্থ থাকে না, বরং ঐ প্লেটের অনালোকিত অর্থাৎ ছবিশূন্য অংশেই তাহার ঐ দ্রাবক শক্তির অল্পে অল্পে বিকাশ হয়। এইরূপে যখন ঐ ধাতব পাত্রের ছবিশূন্য স্থানের তৈলবৎ পদার্থ (Bitumen) অপসারিত হয়, তখন স্বচ্ছন্দে একোয়া-ফর্টিস্ (Aqua fortis) দ্বারা ঐ প্লেটের প্রতিমূর্ত্তি নক্সা করিয়া লওয়া যায়।' প্রকৃতরূপে এতদ্দ্বারাই ফটো এনগ্রেভিং ও ফটোলিথোগ্রাফী প্রভৃতি চিত্রকার্য্যের উদ্ভব, এরূপ স্বীকার করা যায়।* এইরূপ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত পীচের (Asphaltum) সূর্য্যালোক-দগ্ধস্থান কখনই দ্রব হয় না, ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রথম স্তবক। অতঃপর তিনি রৌপ্য ও তাম্রপাত্রের উপর গন্ধক ও ফস্ফরাস্ মাখাইয়া চিত্রোত্তোলন-যোগ্য জমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চিত্রকর মুসের দেগুরের (M. Louis Jacques Mande Daguarre) সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ে এই চিত্র-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা-সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং এই ব্রতে উভয় পরীক্ষকই অংশীদার হইয়াছিলেন। পরীক্ষাকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নিপসের মৃত্যু হয়১। অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, রূপার পাতে কিরূপে শীঘ্র শীঘ্র চিরস্থায়ী পরিস্ফুট চিত্র আলোকবলে উঠাইতে পারা যায়, তাহা দেখাইবার জন্য দেগুরে স্বীয় উদ্ভাবিত প্রথায় একখানি আদর্শচিত্র উঠাইয়া সাধারণকে দেখান। উহা 'দেগোরোটাইপ' (Daguerrotype) নামে খ্যাত২।

প্রকৃত পক্ষে এখন হইতেই প্রকৃত ফটোগ্রাফীর সূত্রপাত হইল। দেগুরো প্রথমে যে ছবি উঠান, তাহা পজিটিভ্ (Positive), কাজেই তাহা হইতে আর দ্বিতীয় ছবি তুলা যায় না। কিন্তু এক্ষণে প্লেটে যে প্রথম ছবি উঠে, তাহাই 'নেগেটিভ' (Negative) এবং তাহা হইতে যতগুলি ছবি তুলা যায়, তাহাই পজিটিভ।

টালবট সাহেবই (Wm. H. F. Talbot) বহু অধ্যবসায়ে ৫ বৎসর পরীক্ষা দ্বারা 'নেগেটিভ' চিত্রোত্তোলন প্রথার আবিষ্কার করেন। তিনি একখণ্ড চিটির কাগজ প্রথমে লবণজলে ও পরে নাইট্রেট অব্ সিল্ভার-দ্রাবকে (Solutions of common salt and Nitrate of Silver) বারংবার ডুবাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ চিত্রগ্রহণোপযোগী (Sensitive) করেন। আলোক প্রভাবে কএক সেকেণ্ড মধ্যে উহাতে আদর্শ চিত্রখানির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। পুনরায় লবণজলে ডুবাইয়া ঐ চিত্রকে স্থায়ী করা যায়। এই প্রথা সরল ও সুবিধাজনক নহে বলিয়া তিনি আর একটু উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আইওডাইড অব্ সিল্ভার ও আইওডাইড অব্ পোটাসিয়ম্ সহযোগে যে কাগজ প্রস্তুত করেন, ছবি উঠাইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একবার তাহার পৃষ্ঠদেশ এসিটোনাইট্রেট অব্ সিল্ভার ও গলো-নাইট্রেট্ অব সিল্ভারে ভিজাইয়া লইতে হইত। তিনি ঐ অপ্রকাশিত চিত্রের পূর্ণ বিকাশ জন্য গলো-নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার এবং স্থায়িত্বের জন্য ব্রোমাইড অব্ পোটাসিয়ম্ ব্যবহার করিতেন। টালবট সাহেব তাঁহার চিত্রাঙ্কণকে 'Calotype or Talbotype নামে অভিহিত করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য তিনি রাজকীয় সভা (Royal society) হইতে পদক প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বে যে দেগুরোটাইপ্-প্রথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এতদিন মনুষ্যচিত্রগ্রহণের উপযোগিতা লাভ করে নাই। সেই উন্নতিপথে লক্ষ্য করিয়া প্রতিমূর্ত্তি স্থায়ীকরণাভিপ্রায়ে আইওডিন্ ও সিল্ভারের পরিবর্ত্তে হাইপো-সলফেট অব্ সোডা ব্যবহার করা হয়। পরে মুসোঁ ফিজোঁ রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়াদ্বারা তদুপরে স্বর্ণজাল বিস্তার করায় বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মিঃ গডার্ডই (Mr. Goddard) প্রশংসার পাত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আইওডিন ও ব্রোমিন্ যোগে যে চিত্রগ্রহণ করেন, তাহা এক সেকেণ্ড মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতঃপর মিঃ ক্লডেট্ (Mr. Claudet) ক্লোরিন ও আইওডিন ব্যবহারে সমফল লাভ করেন। সাধারণের রুচি অনুসারে আজিও ব্রোমিন্ ব্যবহৃত হইতেছে।

* এই প্রথার অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে 'ফটোগ্রাফী' ও লিথোগ্রাফীর পরস্পর সংযোগে লেমার্সিয়ার (Lemercier), বেরেসউইল (Barreswill) ও লেরেবৌ (Lerebours) প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা ফটোলিথোগ্রাফী প্রথার পূর্ণ বিকাশ করিয়া যান। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা Asphaltum এর পরিবর্ত্তে বাইক্রোমেটেড্ জিলেটিন (Bichromated gelatine) ব্যবহার করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(১) অতঃপর নিপ্সের পুত্র আইসাডোরের সহিত দেগুরের নূতন বন্দোবস্ত হয়। ফরাসী শাসনসভা (French legislature) এই কার্য্যের জন্য দেগুরেকে ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা ও আইসাডোরকে তাঁহার সাহায্য জন্য ৪ হাজার মুদ্রা দেন।

(২) দেগুরের উদ্ভাবিত প্রথা :—উৎকৃষ্ট পালিশ করা একখানি রূপা বা রূপার কলাই করা তামার পাতে আইওডাইনের ধূম লাগাইলে রূপা ও আইডাইন সংযোগে ঐ পাতের উপর যে দাগ জমিয়া যায়, তাহাতে আলোকদ্বারা একটী ফটোগ্রাফচিত্র তুলা যায়। ঐ অপ্রকাশিত চিত্র তিনি অন্ধকার গৃহে লইয়া এবং পারার ধূম লাগাইয়া বিকাশ করেন। অতঃপর লবণমিশ্রিত জলে ঐ ছবি নিমজ্জিত রাখিয়া তাহাকে স্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কাগজের পরিবর্ত্তে 'কলোডিয়ম্ নেগেটিভ' (Collodion negative) প্রস্তুতের প্রথা উদ্ভাবিত হয়। লে গ্রে নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত কলোডিয়নকে ফটোগ্রাফীর মূল উপাদান (agent) বলিয়া লেখায়, ইংলণ্ডবাসী স্কট আর্চার তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাচ বা কাগজের প্লেটে কলোডিয়ন্ ঢালিয়া যে জমি করিয়া লন, তাহাতে সহজেই নেগেটিভ চিত্র উঠিয়া যায়। পরে ঐ প্লেটকে নাইট্রেট অব্ সিল্‌ভার সোলিউসনে ডুবাইয়া লইতে হয়। চিত্রের পূর্ণ-বিকাশের (Development) জন্য আমরা ইংলণ্ডবাসী রবার্ট হান্টের নিকট ঋণী। তিনি প্রোটো-আইরণ-সল্ট বা পাইরো-গেলিক এসিড্ দ্বারা চিত্র-বিকাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া যান। সর জন হর্শেল হাইপো সলফেট্ অব্ সোডাকেই চিত্রস্থায়িত্বের মূলকারণ বলিয়া গিয়াছেন।

কলোডিয়ন দ্বারা নেগেটিভ-চিত্র উত্তোলনের জন্য কালে আম্ব্রোটাইপ ও টিন-টাইপের উদ্ভব হয়। টিন-টাইপ-প্রথায় উঠান ছবি দরে কম হয়, এজন্য এখনও ইহার প্রভূত ব্যবহার আছে। কলোডিয়ন-নেগেটিভ্ প্রথার উন্নতিকল্পে ড্রাই প্লেটের সৃষ্টি হয়,* যেহেতু ওয়েট প্লেট স্থান বিশেষে বড়ই অসুবিধাজনক। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সেশ সাহেব (B J. Sayce of England) ড্রাই প্লেটে কলোডিয়নের সহিত নাইট্রেট অব্ সিল্‌ভার ও ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাড্‌মিয়ম মিশাইয়া, কলো-ডিয়ন-ব্রোমাইড্-নেগেটিভ্ প্রথার অবতারণা করেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রস্তুত এই প্লেট না ধুইলেও চিত্রগ্রহণে সমর্থ হয়। মিঃ আর্ণেষ্ট এড্‌ওয়ার্ডস্ কলোডিয়ান্ স্থলে জিলেটাইন্ ব্যবহার করিয়া ফটোচিত্রণে সফলমনোরথ হইয়া ছিলেন।

জিলেটিন যে কলোডিয়ানের পূর্ব্ব হইতে ফটোগ্রাফে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।(৬) এড্‌ওয়ার্ডস্ সাহেব ব্রোমাইড্ অব্ সিল্‌ভারের সহিত জিলেটিন মিশাইয়া কাচের উপর উত্তাপে শুকাইয়া লইতেন। পরে উহাতে ছবি তুলিয়া তাহার বিকাশার্থ অক্সালেট্-অব্-আইরণ বা পাইরোগেলিক এসিডের ক্ষার ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে এই কাচ একটী বাণিজ্য-সামগ্রী হইয়াছে এবং য়ুরোপ, ভারত ও আমেরিকার সকল স্থানেই ইহার রপ্তানি হইয়া থাকে।

১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুনরালোচনার সময় আইসে। ঐ সময়ে ষ্টীরিওপ্‌টিকনের স্লাইড্ নির্ম্মাণ, ফটো-গ্রাফীক্ এনামেলের উদ্ভব, ঔষধাদির অটোমেটিক্ রেজিষ্ট্রেসন ও ব্লু-প্রেসেস্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার প্রচলিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক বর্ণসহ ফটো তুলিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। বর্ত্তমানে অনেকে প্রকৃত বর্ণ সহ চিত্র উঠাইতে প্রয়াস পাইতেছে। তাঁহারা পূর্ণরূপে সফলকাম না হইলেও কতক পরিমাণে চিত্রবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বইট্‌ল্যাণ্ডারের (Boightlander) পোর্ট্রেট্ অব্জেক্‌টি-ভেরও অনেক উন্নতি হয় ও সেই সঙ্গে মুকুরসজ্বের (Form of combiuation lenses) অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ত্তমানে যে মুকুর ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা মিউনীক-বাসী ষ্টিন্‌হেলের গঠিত। ডালমেয়ার (Dallmeyer) এই মুকুরগুলিকে 'র‍্যাপিড্ রেক্‌টি-লিনিয়া' নাম দেন। রসসাহেব 'সিমিট্রিকেল-লেন্স, বইট্‌ল্যাণ্ডার ইউরিস্কোপ ও ডার্লটসাহেব 'র‍্যাপিড হেমিস্‌ফেরিক্যাল' নামে অভিহিত করেন।

ফটোগ্রাফী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত,—১ বস্তু হইতে নেগেটিভ চিত্রগ্রহণ, ২ নেগেটিভ হইতে পুনরায় ছবিচিত্রণ। প্রথমটীই ফটোগ্রাফীর প্রধান অঙ্গ এবং ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানে সকল উত্তোলিত চিত্রের প্রথম ক্রিয়া বলিয়া গণ্য। প্রভেদের মধ্যে এই যে, নেগেটিভ্ হইতে ছবি পাল্টা ছাপাইবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়।

কেমেরা সম্মুখে রাখিয়া প্রস্তুতপাত্রে উপযুক্ত আলোকে ছবি উঠাইতে হয়। পরে তাহাকে অন্ধকারগৃহে বা বনাত প্রভৃতি কাল তাম্বুর মধ্যে লইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চিত্রের বিকাশ (Development of the picture) সম্পাদন করিতে হয়। যদি কোন স্থান স্পষ্টভাবে বিকাশ না পায়, তাহা হইলে চিত্রকর পেন্সিল (Artist's pencil) দ্বারা তত্তদঙ্গের বিকাশ করিয়া দিবেন। পরে প্রথমতঃ কাচ হইতে কাগজে চিত্র জমাইয়া লইবেন এবং ক্রেতার আবশ্যকমত তাহাকে কার্ডের উপর আঁটিয়া দিবেন। এখন যে ব্রোমাইড্ এন্‌লার্জমেণ্ট (Bromide Enlargement) প্রথায় ফটোচিত্র উঠিতেছে, তাহা কাগজ ভিন্ন পোর্সিলেন প্রভৃতি কাচের উপরেও সুন্দর এবং বর্দ্ধিতাকারে উঠান হইয়া থাকে। রেশমের রুমালেও সুন্দররূপে ফটোচিত্র উঠান যাইতে পারে।

সচরাচর যে ফটোচিত্র তোলা যায়, তাহা কেন এত শীঘ্র

* Fothergill, Taupenot, Russell, Wortley প্রভৃতি dry plate প্রথার উদ্ভাবয়িতা।

(৬) প্রথমে ফরাসী পণ্ডিত মুসোঁ এলে গঁদিন (Mr. Alexis Gaudin) ইহার প্রচলন প্রস্তাব করেন। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডক্স (Dr. R. L. Maddox) উহার প্রয়োগবিধি জ্ঞাপন করেন। ঐ সময় হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত ফটোগ্রাফী সম্পূর্ণরূপে জিলেটাইন্ প্রথার উপর নির্ভর করিয়াছিল।

হীনপ্রভ হইয়া পড়ে? কারণ পূর্ব্বে যে সল্টস্ অব্ সিল্ভার ব্যবহার করা হইত, তাহা কালে উঠিয়া যায়। এক্ষণে অটো-টাইপ্ নামে কার্ব্বণপ্রথার আবিষ্কার হওয়ায় এই কষ্ট অপনোদিত হইয়াছে। সল্টস্ অব্ প্লাটিনাম্ নামক দ্রব্যসাহায্যে নেগেটিভ চিত্র চিরকাল রক্ষা করা যাইতে পারে। ফটোগ্রাফ তুলিতে ইহার বিশেষ আবশ্যক। উইলিস্ সাহেব প্লাটিনোটাইপ্ নাম দিয়া ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

লিখিত বিষয়সমূহের ফটো লইয়া তাহা মুদ্রিত হইতে পারে। পর্ব্বতগাত্রস্থ শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, অনুশাসন ও তাম্রশাসন প্রভৃতি এবং কোন কোন বিশিষ্ট চিত্রের ফটো-ছবি লইয়া তাহা লিথো, বা খোদাই করিয়া ছাপা যাইতে পারে। পরস্পরের প্রভেদ থাকায়, উহাদের স্বতন্ত্র নামও হইয়াছে। যেমন ফটো-লিথোগ্রাফী, ফটোএনগ্রেভিং, ফটোএচিং, ফটোজিঙ্কোগ্রাফ, ফটোগ্রেভার প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত প্রথায় কএক প্রকারে ফটোচিত্র ছাপা হইতেছে। প্রথমে ওয়াল্টার উডবারি জিলেটিন্ মাখান প্লেট লইয়া এই মুদ্রণপ্রথার পথ দেখাইয়া যান। উহা তাঁহারই নামানুসারে উড্বারিটাইপ্ বা ফটোরিলিফপ্রসেস্ নাম প্রাপ্ত হয়। পরে আলবার্টাইপ্, হেলিওটাইপ ও আর্টোটাইপ প্রভৃতি নামেও ইহা খ্যাত হয়। বাইক্রোমেটেড্ জিলেটাইনের পৃষ্ঠে নানা বর্ণের চিত্র ছাপা যাইতে পারে, কিন্তু একখানি প্লেটে একের অধিক বর্ণ আর ছাপা যায় না।

ফট্ফট্ (দেশজ) শব্দভেদ।

ফড় (হিন্দী) এক প্রকার ক্রীড়া চলিত ফড়খেলা। ইহাকে জুয়াখেলা বলা যাইতে পারে। একটী গুটিকাতে এক একদিকে কতকগুলি করিয়া শূন্য চিহ্ন দিতে হয়, একদিকে পাঁচটী ও এক দিকে ৭টী প্রভৃতি চিহ্ন থাকে। একটী বাটীর মধ্যে ঐ গুটিকা ঘুরাইয়া দিয়া একটী আবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়, যাহারা ইহা খেলিতে থাকে, ঐ গুটি ঘুরাণ হইলেই তাহারা গুটিকার শূন্য চিহ্ন অনুসারে ৫, ৭, ৩, ২ প্রভৃতি যাহার যেরূপ অনুমান, সে সেই অনুসারে বাজি রাখে, গুটী বাটীর মধ্যে ঘুরিয়া একদিকে পড়িয়া যাইলে তখন ঐ আবরণ খোলা হয়। তখন যে পিট উপরে থাকে, সেই পিঠের শূন্যাঙ্ক যে বাজি রাখিয়াছিল, তাহার জিত এবং অপর সকলের হার হইল। পূর্ব্বে এই খেলার অতিশয় প্রচলন ছিল। এখন এই খেলা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়।

ফড়নবীশ, মহারাষ্ট্ররাজকর্ম্মচারী বিশেষের পদ। এই শব্দের মূল অর্থ কাগজলেখক। প্রথমে রাজসভায় সামান্য কাগজপত্র লেখক-কেই ফড়নবীস বলিত, শেষে এই শব্দে দেওয়ানীবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী বা রাজস্বসচিবকে (Minister of finance) বুঝাইত। করদাতাগণের এবং রাজস্বসংগ্রাহকগণের নিকট হিসাব বুঝাইয়া লওয়াই ইহার কার্য্য। রাজস্বের তালিকা ও আয়-ব্যয় প্রদর্শন করাই যে কেবল ইঁহার কার্য্য, তাহা নহে। রাজকীয় আয়ব্যয়সংক্রান্ত সকল কার্য্যের পরিদর্শন করাও ইঁহার একটী প্রধান কার্য্য। তাঁহার তত্ত্বাবধানেই জায়গীর, ইনাম প্রভৃতির সনন্দ বা রাজকীয় দানপত্র প্রস্তুত হইত।

মহারাষ্ট্ররাজসরকারে অনেক লোক ফড়নবীসপদ ভোগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নানা ফড়নবীসের নাম ভারতেতি-হাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। [নানা ফড়নবীস্ দেখ।]

ফড়িঙ্গা (স্ত্রী) ফড়িতি শব্দং ইঙ্গতি গচ্ছতীতি ইঙ্গ-গতৌ অচ্ টাপ্। ঝিল্লিকা, চলিত ফড়িঙ্। ২ পতঙ্গ।

ফড়িয়া (হিন্দী) সামান্য দ্রব্যবিক্রয়ী।

ফড়্কি (দেশজ) ছোট ছোট গুচ্ছ।

ফড়্ফড়িয়া (দেশজ) বাচাল, বহুভাষী।

ফণ, নিঃস্নেহ, অনায়াস দ্বারা উৎপত্তি। ২ গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ফণতি। লোট্ ফণতু। বিধিলিঙ্ ফণেৎ। লিট্ পফাণ, ফেণতুঃ ফেণুঃ। লুঙ্ অফাণীৎ অফণীৎ। ণিচ্ ফাণয়তি। লুঙ্ অপীফণৎ।

ফণ (ত্রি) ফণতি বিস্তৃতিং গচ্ছতীতি ফণ-অচ্। সর্পের বিস্তৃত মস্তক। সাপের ফণা। পর্য্যায়—ফণা, ফণ, স্ফটা, স্ফট, ফট, ফটা, দর্ব্বী, ভোগ, স্ফুট, স্ফুটা, দর্ব্বী, ফটা। (শব্দর°)

"পরিবাদং ব্রুবাণো হি দুরাত্মা বৈ মহাজনে।
প্রকাশয়তি যোষাংস্ত সর্পফণমিবোচ্ছ্রিতম্॥" (ভা° ১২।১১৪।১৫)

২ অত্র্যস্থিমর্ম্মবিশেষ, ঘ্রাণমার্গের উভয়দিকে স্রোতোমার্গ-প্রতিবদ্ধ মর্ম্মদ্বয়। (সুশ্রুত ৩৬) [মর্ম্মন্ দেখ।]

ফণকর (পুং) ফণঃ কর ইবাস্যেতি, ফণস্য করো বা। ভুজঙ্গ, সর্প।

ফণধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ফণস্য ধরঃ। সর্প। (শব্দর°)

ফণধরধর (পুং) ফণধরস্য সর্পস্য ধরঃ। শিব। (কবিকল্পলতা)

ফণভৃৎ (পুং) ফণং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। সর্প।

ফণবৎ (পুং) ফণোহস্যাস্তীতি ফণ-মতুপ্, মস্য ব। সর্প। (শব্দর°)

ফণা (স্ত্রী) ফণতি প্রসারসঙ্কোচং গচ্ছতীতি ফণগতৌ অচ্ টাপ্। সর্পফণা, সাপের ফণা।

"জ্বলতি চলিতেন্ধনোহগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণাং কুরুতে।"
(শকুন্তলা ৬ অঃ)

ফণাকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, ফণায়াঃ করঃ। সর্প। (শব্দর°)

ফণাধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। ফণায়াঃ ধরঃ। সর্প। (শব্দর°)

ফণাভৃৎ (পুং) বিভর্ত্তি ধরতীতি ভৃ-পচাদ্যচ্। সর্প। (হারাবলী)

ফণাবৎ (পুং) ফণা অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সর্প।

ফণিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা। (বৈদ্যকনি°)

ফণিকার (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত দেশভেদ। এই দেশ দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪ অঃ)

ফণিকেশর (স্ত্রী) ফণীব কেশরোঽস্য নাগকেশর। [নাগকেশর দেখ।]

ফণিখেল (পুং) ফণিনা সহ খেলতীতি খেল-অচ্। ভারতীপক্ষী, চলিত ভারুই। (ত্রিকাণ্ড)

ফণিচক্র (স্ত্রী) ফণ্যাকারং চক্রং। বিবাহাদি কর্ম্মে শুভাশুভ-জ্ঞানার্থ সপ্তবিংশতিনক্ষত্র-ঘটিত সর্পাকার ত্রিনাড়িক চক্র। বিবাহেতে যেরূপ রাজযোটক মিলন দেখিতে হয়, তদ্রূপ ফণি-চক্রেও শুভাশুভ দেখা আবশ্যক। ইহা সর্পাকার বলিয়া ইহার নাম ফণিচক্র হইয়াছে। এই সর্পের অর্থাৎ সর্পাকার চক্রের পৃষ্ঠে, মধ্যে ও ক্রোড়ে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিতে হয়। ঐ সকল নক্ষত্রের বেধ দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। এই চক্রের পৃষ্ঠে ১, ৬, ৭, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ২৫ নক্ষত্র এবং মধ্যে ২, ৫, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩ ও ২৬ নক্ষত্র ও ক্রোড়ে ৩, ৪, ৯, ১০, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৭ নক্ষত্র সংস্থিত আছে। বর ও কন্যার যদি একরাশি হয়, তাহা হইলে এই ফণিচক্রে মেলন হয় না। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) জ্যোতি-স্তত্ত্ব ও সময়প্রদীপ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ফণিজ্ঝা (স্ত্রী) ফণীব জায়তে জন-ড। ফণিমনসাবৃক্ষ। (নৈঘণ্টুপ্র°)

ফণিজিহ্বা (স্ত্রী) ফণিজিহ্বেব আকৃতিরস্যাঃ ইতি অচ্। ১ মহাশতাবরী। ২ মহাসমঙ্গা। (রাজনি°)

ফণিজিহ্বিকা (স্ত্রী) ১ শ্বেতশারিবা। ২ মহাশতাবরী। (বৈদ্য°)

ফণিজ্ঝক (পুং) ফণিনামুজ্ঝকঃ, বহিষ্কারক উৎপাদক ইতি যাবৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ফণিতুল্য বহুপত্রপুষ্পবত্ত্বাৎ তথাত্বং। ১ ক্ষুদ্রপত্র তুলসী। ২ রক্তবর্ণতুলসী। (বৈদ্যক রত্নমালা) ৩ জম্বীরভেদ। (ইতি কেচিৎ) ৫ জম্বীর সামান্য। পর্য্যায়—সমীরণ, মরুবক, প্রস্থপুষ্প, জম্বীর। (অমর)

"মারুতোঽসৌ মরুবকো মরুপত্ররপি স্মৃতঃ।
ফণী ফণিজ্ঝকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফণিত (ত্রি) ফণ গতৌ-ক্ত। ১ গত। ২ নিঃস্রেহিত।

ফণিতল্পগ (পুং) ফণী শেষ ইব তল্পং ফণিতল্পং তস্মিন্ গচ্ছতীতি গম-ড। বিষ্ণু, ভগবান্ বিষ্ণু কল্পান্তে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ফণিতল্পগ হইয়াছে।

ফণিন্ (পুং) ফণাস্ত্যস্যেতি ফণা (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। সর্প, সাপ।

"জ্ঞেয়া দর্ব্বীকরাঃ সর্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিনঃ।
মণ্ডলৈর্বিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবো মন্দগামিনঃ॥" (সুশ্রুত কল্প° ৪অঃ)

[ইহার বিশেষ বিবরণ সর্প শব্দ দেখ।]

২ সর্পিণীনামক ঔষধ। (রাজনি°) ৩ কেতু।

"কবিরত্যন্তধবলঃ ফণী কৃষ্ণঃ শনিস্তথা।" (গ্রহভাবপ্রকাশ)

৪ সীসক। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরাধি° পঞ্চবক্ত্ররস) ৫ মরুবক নামকৌষধি। (ভাবপ্র°)

ফণিপ্রিয় (পুং) ফণিনাং প্রিয়ঃ, ভক্ষ্যত্বাৎ। বায়ু। (শব্দরত্না°)

ফণিফেন (পুং) ফণিনাং ফেনইব উগ্রগুণত্বাৎ। অহিফেন, আফিং।

"ভাগদ্বয়ং স্যাৎ ফণিফেনকস্য গান্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্।"
(রত্নাবলী)

ফণিভারিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রোদুম্বর বৃক্ষ, চলিত কাকডুমুর। (বৈদ্য°)

ফণিভুজ (পুং) ফণিনং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। পন্নগাসন, গরুড়।

ফণিমুক্তা (স্ত্রী) মুক্তাভেদ, সর্পমণি। [মুক্তা দেখ।]

ফণিমুখ (স্ত্রী) ফণিন ইব মুখমস্য। স্তেয়সাধনোপযোগী মৃত্তিকাক্ষেপণার্থ যন্ত্রভেদ। চোরেরা চুরি করিবার সময় এই যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া থাকে। (দশকুমারচ°)

ফণিলতা (স্ত্রী) নাগবল্লীলতা, চলিত পানগাছ।

ফণিবল্লী (স্ত্রী) ফণীব দীর্ঘা বল্লী। নাগবল্লী। (রাজনি°)

ফণিহন্ত্রী (স্ত্রী) ফণিনো হন্তীতি হন-তৃচ্, ঙীপ্। গন্ধনাকুলী।

ফণিহৃৎ (স্ত্রী) ফণিনো হরতি স্বগন্ধেন অপসারয়তীতি হৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ক্ষুদ্রদুরালভা। (রাজনি°)

ফণীন্দ্র (পুং) ফণিনাং ইন্দ্রঃ। অনন্ত, বাসুকি, সর্পেশ্বর।

ফণীশ (পুং) ফণিনামীশঃ। সর্পেশ্বর, বাসুকি, ফণীশ্বর।

ফণ্ড (পুং) ফণতি ফণ-গতৌ ড (ঞমন্তাৎ ড। উণ্ ১।১১৩) জঠর। (উজ্জ্বল)

ফতনারাজ, গুজরদিগের একজন প্রসিদ্ধ দলপতি। সিপাহী-বিদ্রোহকালে শাহরণপুর অঞ্চলে ইনি ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। অবশেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসের শেষে ইনি ইংরাজ-হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন।

ফৎকারিন্ (পুং) ফৎ ইত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-ণিনি। পক্ষিমাত্র। (শব্দচ°)

ফতুআ (আরবী) Jacket, এক প্রকার জামা, অঙ্গরক্ষিণী বিশেষ। ২ মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। ৩ মহম্মদীয় বিচারের ফয়সালা। ৪ অর্থহীন।

ফতুয়া (ফত্‌বা) পাটনা জেলার একটি নগর ও একটী রেল-ষ্টেসন। পাটনা সহরে হইতে ৮ মাইল দূরে পুনপুন ও গঙ্গানদীর সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৩০´২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫°২১´ পূঃ। গঙ্গাসঙ্গম বলিয়া ইহা একটী তীর্থস্থানরূপে গণ্য ও বাণিজ্য-প্রধান হইয়াছে। এখানে বর্ষে ৫টী মেলা হয়, তন্মধ্যে বারুণী-দ্বাদশীতে স্নানোপলক্ষে এখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

ফতুয়াগিরি (আরবী) ১ অর্থহীনতা, দারিদ্র্য।

ফতুর (আরবী) নির্ধন, দরিদ্র।

ফতে (আরবী) জয়।

ফতে আলী, তলপুর মীরদিগের একজন প্রধান সর্দার। সিন্ধু-প্রদেশে কহ্লোরাগণ কিছুদিন রাজত্ব করেন, ফতেআলী অপরাপর বেলুচীদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, একচ্ছত্র অধিপতি হইবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। আত্মীয় বিচ্ছেদ ও রক্তপাতের সূত্রপাত হইল। তখন (১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের পর) ফতেআলী মীরপুর প্রভৃতি কএকটী স্থান ছাড়িয়া দিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতে থাকেন। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

ফতেখাঁ, নিজামশাহী রাজ্যের একজন সর্ব্বময় কর্ত্তা। মালিক অম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর ১৬২৬ খৃঃ অব্দে ফতেখাঁ নিজামশাহী রাজ্যের অভিভাবক হইয়াছিলেন। পদলাভের পরই তিনি নিজাম্ উল্ মুলকের পরামর্শে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। এদিকে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি ক্রমে অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে মুর্ত্তজা নিজামশাহ (২য়) বয়ঃপ্রাপ্ত হন। প্রথমেই তিনি ফতেখাঁর অধিকার কাড়িয়া লইতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। তক্করিব খাঁর সাহায্যে তিনি ফতেখাঁকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। মুর্ত্তজাও উপযুক্ত বুদ্ধিশক্তির অভাবে সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শাহাজী ভোন্সে তাঁহার পক্ষ ছাড়িয়া মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। দুর্ভিক্ষ ও শত্রুর আক্রমণ অসহ্য হইল। এই সময়ে মোগলসেনানী আজমখাঁর উত্তেজনায় মুর্ত্তজা আবার ফতেখাঁকে পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিলেন। হিতে বিপরীত হইল। ফতে খাঁ এখন ক্ষমতা হাতে পাইয়া মুর্ত্তজা নিজামের বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। বিজয়পুররাজ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফতেখাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই যুদ্ধকালে তিনি একবার বিজয়পুর পক্ষে ও একবার মোগলপক্ষে যোগ দিয়া উভয়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগলসেনাপতি মহম্মদ খাঁ দৌলতাবাদে ফতেখাঁকে অবরোধ করেন, নিজামশাহী রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ফতেখাঁ মোগল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি মোগল অধীনেই কর্ম্ম করেন।

ফতেগঞ্জ, (পূর্ব্ব) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার দুইটী বিভাগ আছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম। বেরেলী হইতে শাহজহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪২´ পূঃ। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজ-রোহিলা-যুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রোহিলা-সর্দার হাফিজ রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়। অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলা ইংরাজের জয় ঘোষণার জন্য এইস্থানে বর্ত্তমান গ্রাম স্থাপন করেন। অতঃপর এই সকল স্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়।

ফতেগঞ্জ, (পশ্চিম) উক্ত বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানেও ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইংরাজেরা রোহিলা-দিগের উপর জয়লাভ করেন। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে দুইজন রোহিলা সর্দারের কবরের এবং মৃত ইংরাজ সৈন্যের সমাধির উপর স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে।

ফতেগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ফরুখাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর, বিচারবিভাগীয় সদর ও সেনানিবাস। এখানে কানপুর ফরুখাবাদ রেলওয়ের ষ্টেসন থাকায় ফরুখাবাদ নগরে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। অক্ষা° ২৭° ২২´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪০´ ২০´´ পূঃ।

ফরুখাবাদ জেলা অযোধ্যার নবাবউজীরদিগের অধিকারভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজসেনার ছাউনি হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফতেগড় ইংরাজকরে সমর্পিত হইলে এখানে গবর্ণর জেনারলের এজেন্ট সাহেবের সদর স্থাপিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হোলকররাজ ফতেগড় দুর্গ আক্রমণ করেন। পরে লর্ড লেকের আগমনে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এইস্থান ইংরাজরক্তে প্লাবিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা অবরোধের সময় দুর্গ রক্ষা করিয়াও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পলাতকের মধ্যে কতক নদীবক্ষে বিদ্রোহী হস্তে নিমজ্জিত হইলেন এবং যাহারা পূর্ব্বেই কাণপুর অভিমুখে পলাইয়াছিলেন, তাঁহারা নানার কবলে পড়িয়া জীবন হারাইলেন। যাঁহারা আশ্রয়লাভার্থ স্থানান্বেষণে ঘুরিতেছিলেন, তাঁহারাও ধৃত হইয়া ৩ মাস কারাবরোধ ভোগ করেন এবং তৎপরে নিষ্ঠুররূপে শমন ভবনে প্রেরিত হন। এই মৃত দেহরাশি একটী কূপে পুঁতিয়া তদুপরে একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখনও এখানে মিরাট-বিভাগের সেনানিবাস আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে গবর্মেণ্টের গান্-কেরেজ-ফ্যাক্টারী (Gun-Carriage Factory) স্থাপিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাশীপুরের (কলিকাতার উপকণ্ঠে) সেণ্ট্রাল ফ্যাক্টারী উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে সেনাবিভাগের কামানবাহী যানাদি এখানেই নির্ম্মিত হইতেছে।

খৃষ্টানদিগের যত্নে এখানে অনাথ বালকবালিকাগণের জন্য একটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ লোকে

কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ২ পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার ফতেগড় তহসীলের প্রধান নগর। এখানে কাশ্মীরী শালের বিস্তৃত কারবার আছে।

ফতেজঙ্গ, পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবলপিণ্ডি জেলার একটী উপবিভাগ। এখানে খান্-ই-মরাত ও চিত্তপাহাড় অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৯৮ বর্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৩°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৩৮´ পূঃ। এখানে উত্তর পঞ্জাব ষ্টেটরেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রাবলপিণ্ডি হইতে ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন হিন্দু নাম 'চাস'। এখানে অতি প্রাচীন ও পূর্ব্বতন গ্রীকরাজগণের সময়কার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এখানে জলাভাব হইলেও নগরের অবস্থা মন্দ নহে। কালাবাগ ও খুসালগড় পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা বিস্তৃত থাকায় এখানকার সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে। নগরের অদ্ধক্রোশ দূরে ২২৫ ফিট্ লম্বা, ১৬০ ফিট্ প্রস্থ ও ২৬।০ ফিট্ উচ্চ একটা মাটির ঢিপি পড়িয়া আছে। এই স্তূপস্থিত প্রস্তরাদির গঠন দেখিলে অনুমিত হয় যে, হিন্দুপ্রভাবকালে এখানে একটী দুর্গ ছিল। উহার উত্তরাংশে একটী সুবৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই স্থানকে তদ্দেশবাসিগণ চাসধেরী বলিয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বদিকে আরও একটী ক্ষুদ্র স্তূপ দেখা যায়, উহার ব্যাস প্রায় ২০ ফিট্। প্রবাদ চাস নগরের এই বৃহৎ স্তূপে বহুরত্ন প্রোথিত ছিল। কি উপায়ে ঐ স্তূপ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা রাবলপিণ্ডির মুদ্রাব্যবসায়িগণের নিকট একখানি পুথিতে লিখিত আছে; কিন্তু সেই কার্য্যে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই।

ফতেমহম্মদ খাঁ নায়ক, বিখ্যাত মহিসুররাজ হায়দার আলীর পিতা। [হায়দারআলী দেখ।]

ফতেপঞ্জাল, কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিমালা। ইহার দক্ষিণে কাশ্মীরের উপত্যকাভূমি। অক্ষা° ৩৩°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪০´ পূঃ। ইহার উচ্চতা ১২ হাজার ফিট্ এবং লম্বে প্রায় ৪০ মাইল।

ফতেপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ২৬´ ১৭´´ হইতে ২৬° ১৬´ ১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৬´ ১৫´´ হইতে ৮১° ২৩´ পূঃ। ইহার উত্তর সীমায় গঙ্গানদী, পশ্চিমে কাণপুর, দক্ষিণে যমুনা এবং পূর্ব্বদিকে আলাহাবাদ জেলা। ভূপরিমাণ ১৬০৯ বর্গ মাইল। এই স্থান উত্তরপশ্চিমের ছোট লাটের অধীন। ফতেপুর নগর ইহার বিচারবিভাগীয় সদর।

উত্তর ও দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনা নদী প্রবাহিত থাকায় এই জেলাটী দোয়াবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখানকার সমতলক্ষেত্রাদি পলিময় হওয়ায় এস্থানের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। হিমালয়নির্গত অনেক স্রোতস্বতী এক সময়ে এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছিল। এখনও সেই সমুদয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পাণ্ড, রিন্দ ও নুন নদী প্রবাহিত ভূভাগের দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। জেলার মধ্যভাগে কতকগুলি ঝিল আছে, উহাতে স্থানীয় চাস বাসের বিশেষ সুবিধা হয়। পশ্চিমে পর্ব্বতসংলগ্ন বাবুল বন।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে ভীল নামক অনার্য্য জাতির বাস আছে। রামায়ণে লিখিত আছে, রামচন্দ্র এখানে গুহকের অতিথি হইয়াছিলেন। বহুকাল এই স্থান অর্গল-রাজবংশের অধিকারে থাকে।[১] এই রাজগণ কনোজরাজের সহায় হইয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কনোজরাজ পরাভূত হইলেও সম্রাট্ অকবরশাহের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অকবর সামান্য ত্রুটীতে অসন্তুষ্ট হইয়া অর্গলরাজের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেন। যুদ্ধে হিন্দুরাজ নিহত ও পরাজিত হন এবং তাঁহার দুর্গ ও প্রাসাদ ভূমিসাৎ করা হয়। অতঃপর মোগলসম্রাট্ রাজস্ব আদায়ের জন্য এই প্রদেশ অসোথরের ঠাকুর রাজগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

ইহার অদূরবর্ত্তী হস্‌বা নগরের ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। রাজা কুশধ্বজ ইহা স্থাপন করেন। [বিস্তৃত বিবরণ হস্‌বা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

১১৯৫ খৃষ্টাব্দে সহাবুদ্দীন ঘোরী এই স্থান লুট করেন। তদবধি এই স্থান দিল্লীর শাসনাধীন হয়। ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর, কোরা ও মহোবানামক স্থান মালিক্-উল-সার্ক নামক জনৈক শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। ঐ ব্যক্তি নিজ বাহুবলে তৈমুরের ভীষণ আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারই সুশাসনে রাজ্য মধ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। মোগলরাজবংশের অধিষ্ঠানের পূর্ব্বেও তাহা নষ্ট হয় নাই। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বাবর এই স্থান অধিকার করেন, তখনও এই স্থান পাঠানগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। তাহারা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিয়া মোগলের রাজ্যস্থাপনাশা বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। হুমায়ুন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও শেরশাহ এখানে বলসংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লীরাজবংশের শাসনপ্রভা হীন হইয়া আসিলে ফতেপুরের শাসনভার অযোধ্যারাজের হস্তে সমর্পিত হয়। কোরার ভূম্যধিকারী অযজুর আহ্বানে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই প্রদেশ লুট করে এবং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা তাহাদের অধিকারে থাকে। পরে ফতে-

(১) কনোজ হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত ইঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

গড়ের পাঠানগণ এই স্থান মরাঠাদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়। ইহার তিনবর্ষ পরে অযোধ্যার স্বাধীন উজীর সফদরজঙ্গ উহা জয় করিয়া নিজরাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার উজীর দিল্লীর অধীনতা পাশ ছেদন করিয়া আপনি স্বাধীন হন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহাকে স্বতন্ত্র রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত বৎসরের সন্ধিসর্ত্তে ফতেপুর সম্রাট্ শাহ আলমের হস্তগত হয়; কিন্তু ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্রাট্ মহারাষ্ট্রহস্তে আত্মসমর্পণ করায় তাঁহার পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যগুলি ইংরাজের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকায় নবাব উজীর ক্রয় করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির হ্রাস হয়। উজীর রাজকর যোগাইতে অসমর্থ হওয়ায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদ ও কোরা ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল। এই সময় ফতেপুরের কতকাংশ আলাহাবাদ ও কতকটা কাণপুরের সংযুক্ত হয় এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে বিঠুর নগরে নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই স্থানের গৃহাদি ভস্মীভূত ও ইংরাজ অধিবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল। নিরাশ্রয় রমণী ও বালিকাগণের হাহাকার উঠিয়াছিল। বিদ্রোহীদল ইংরাজ দেখিলেই হত্যা করিত। প্রায় ১ মাস ফতেপুর সিপাহীগণের অধিকারে থাকে। ৩০এ জুন জেনারল নীল মেজর রেণড্কে আলাহাবাদ হইতে কাণপুরে পাঠান। ১১ই জুলাই জেনারল হেবলক থাগার যাইয়া রেণডের সহিত মিলিত হন। ১২ই জুলাই বিলাওায় বিদ্রোহীদল পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরাজের গোলাবৃষ্টিতে বিদ্রোহীগণ ফতেপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ১৫ই তারিখে হেবলক ঔঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদলকে পাণ্ডুনদী পার করিয়া দেন। এই নদীতীরে ইংরাজ ও সিপাহী সৈন্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়। পরে তাহারা কাণপুরে পলাইয়া যায়, কিন্তু তথাপি ইংরাজরাজ এই স্থান দখলে আনিতে পারেন নাই। যতদিন না লক্ষ্ণৌ নগরের পতন হয় এবং লর্ডক্লাইভের সৈন্য গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সেনাদলকে তাড়াইতে পারিয়াছিল, ততদিন সকলেই ইংরাজের শাসন উপেক্ষা করিয়াছিল।

এখানকার ফতেপুর, বিন্দকি ও জাহানাবাদ নগরের লোক সংখ্যাই অধিক। গঙ্গাতীরবর্ত্তী শিবরাজপুরের তীর্থক্ষেত্র হিন্দুর একটী পবিত্র স্থান। শস্য ব্যতীত তামা ও পিত্তলের বাসনাদি এবং সোরার বিস্তৃত কারবার আছে। শিবরাজপুরে কার্ত্তিকমাসে একটী মেলা হয়। গঙ্গাস্নানার্থ নানা স্থানের পণ্য দ্রব্য ব্যতীত এখানে গোরু, ছাগল, ভেড়া, অশ্ব প্রভৃতিও বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। এখানে একটী মিউনিসিপালিটি আছে। জেলার বিচারকার্য্য এখানেই সম্পন্ন হয়। অক্ষা° ২৫°৫৫´১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫২´ পূঃ। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই নগর স্থাপিত। সম্রাট্ বাবর নিজ ইতিবৃত্তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অযোধ্যাসচিব নবাব বখরআলী খাঁর সমাধিস্তম্ভ এবং মসজিদ ও কোরাবাসী হাকিম আবদুল্ হসনের ধর্ম্মমন্দিরই উল্লেখযোগ্য। এখানে চামড়া, সাবান, চাবুক ও শস্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

ফতেপুর, অযোধ্যার বারবাঙ্কি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬° ৫৮´ হইতে ২৭° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৮´ হইতে ৮১°৩৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ফতেপুর, কুর্শি, মহম্মদপুর, বিঠৌলী, রামনগর ও বাদো সরাই প্রভৃতি পরগণা ইহার অন্তর্গত।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী পরগণা, ভূপরিমাণ ১৫৪ বর্গ মাইল। প্রসিদ্ধ খানজাদাবংশের আদিবাসস্থান। লক্ষ্ণৌর খ্যাতনামা সেখজাদাগণ ফতেপুরের সেখজাদাবংশসম্ভূত।

৩ উক্ত বারবাঙ্কি জেলার প্রধান নগর। বারবাঙ্কি নগর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এ স্থান হইতে দরিয়াবাদ, রামনগর, বারবাঙ্কি ও সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার রাস্তা আছে। অক্ষা° ২৭°১০´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°১৫´৫´´ পূঃ। মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এখনও এখানে সেই সকল মুসলমান-নির্ম্মিত অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ পতিত দেখা যায়। নাসির উদ্দীন্ হায়দারের কর্ম্মচারী মৌলবী করমৎআলীর নির্ম্মিত ইমামবাড়াই এখানকার প্রধান গৃহ। সম্রাট্ অকবর শাহের সময়ে রচিত একটী মস্‌জিদ আজিও বিদ্যমান আছে। উহার অধিকারীর নিকট অকবরপ্রদত্ত সনদ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও কতকগুলি হিন্দু দেবমন্দির রহিয়াছে।

৪ মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ জেলায় অন্তর্গত একটী গ্রাম। দেনবা উপত্যকার পর্ব্বতের ঢালুদেশে বাঘেরি হইতে পাঁচমারী যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৪´ পূঃ। মণ্ডলার রাজবংশের পর এখানে গোঁড়রাজগণ অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তান্তিয়াতোপী এই স্থান দিয়া সাতপুরা পর্ব্বতে পলায়ন করেন।

৫ মধ্যপ্রদেশের দামোজেলায় অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

৬ রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত শেখাবতীজেলায়

প্রধান নগর। ইহা শীকারের সামন্তরাজের অধিকারভুক্ত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত।

ফতেপুর চৌরাশী, অযোধ্যার উনাও জেলার একটী পরগণা। ফরুখশের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে ঠঠেরা নামক আদিমজাতির বাস ছিল। প্রায় ২৬০ বৎসর হইল, জানবার নামক রাজপুতজাতি তাহাদিগকে তাড়াইয়া এখানে বাস স্থাপন করিয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার শেষ সর্দ্দার বিদ্রোহীদলে যোগদান করেন। ফতেগড় হইতে পলাতক ইংরাজগণকে ধৃত করিয়া তিনি কাণপুরে নানার নিকট প্রেরণ করেন,। উণাও যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ইংরাজ-বিচারে তাঁহার একটী পুত্রের ফাঁসি হয়।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। সফিপুর হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান ক্রমান্বয়ে ঠঠেরা, সৈয়দ ও জানবারদিগের অধিকারে থাকে। সিপাহীযুদ্ধের পর এই নগর ইংরাজশাসনাধিকৃত হয়। প্রতিবৎসর দশেরা উৎসবে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ফতেপুর শিক্রী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগ্রা জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গ মাইল। উত্তঙ্গন ও খারী নদী এবং আগ্রা খাল এই বিভাগে প্রবাহিত থাকায় এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা আছে। মথুরা আগ্রা প্রভৃতি নগরে যাতায়াতের জন্য এখানে বিস্তৃত রাস্তা আছে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। মোগলাধিকারে এই নগর রাজধানীরূপে গণ্য হইয়াছিল। অক্ষা° ২৭° ৫´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ ১৮´´ পূঃ। এখানে মোগল-দরবার-স্থাপনাভিলাষে সম্রাট্ অকবর শাহ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে এই নগর নির্ম্মাণ করান। তাঁহার এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে এই স্থান অনেক সুরম্য অট্টালিকায় সুশোভিত হয়, কিন্তু ৫০ বৎসর বসবাসের পর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া মোগলরাজগণ দিল্লীতে গমন করেন। এখনও প্রাচীরপরিবেষ্টিত পাঁচ মাইল স্থানে সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসবিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার সর্ব্ববৃহৎ মুসলমান-মন্দিরের 'বুলন্দ দরজা' নামক দ্বারপথ দেখিবার সামগ্রী। ঐ মন্দিরে ফকিরগণের অবস্থান জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত আছে।

এখানে মুসলমান সাধু শেখ সলিম চিস্তির কবর বিদ্যমান। ইহারই অনুগ্রহে অকবর পুত্রলাভ করেন, সেই জন্য তাঁহার পুত্রের নাম 'সেলিম' রাখা হইয়াছিল। দরগার উত্তর দিকে আবুলফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজীর আবাসভবন। এক্ষণে ঐ অট্টালিকায় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বাভিমুখে অকবরের প্রধানা মহিষীর প্রাসাদ। সোপানসংযুক্ত উচ্চ স্থানে বীরবল ও খৃষ্টানকুমারীর আবাস বাটী। প্রবাদ, অকবর শাহ বিবি মরিয়ম নাম্নী যে পর্ত্তুগীজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহার বাসের জন্য তিনি এই সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দেওয়ানি খাস্ ও দেওয়ান্-ই-আম্ (বিচারগৃহ ও মন্ত্রণাগার) নামক অট্টালিকাদ্বয় বিশেষ চিত্তহারী। হস্তিদ্বারের হস্তিমুণ্ড সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নষ্ট হয়। হিরণমিনার নামক স্মৃতিস্তম্ভ প্রায় ৭০ ফিট্ উচ্চ। এ সকল ছাড়া আরও অনেক প্রাচীন অট্টালিকাদি বিরাজমান আছে।

আগ্রা হইতে অনেকেই এই শ্রীহীন সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। গত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থান জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নিমচ ও নশিরাবাদের বিদ্রোহীদল এস্থান অধিকার করে। পরে নবেম্বর মাসে উহা পুনরায় ইংরাজের হস্তগত হয়।

বর্ত্তমান ফতেপুর নগর ঐ ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণপশ্চিমে এবং সিক্রি গ্রাম উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। কিন্তু ঐ দুইটী স্থানই অকবরের প্রাচীর সীমার অন্তর্ভুক্ত। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আইন্-ই-অকবরী গ্রন্থে শিক্রি গ্রাম মোগল রাজ্যের একটী প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অকবরের প্রাসাদে ভ্রমণকারীগণ প্রার্থনা করিলে থাকিতে পান। এখানে পূর্ব্বে চুল, রেশম ও প্রস্তরের নানারূপ কারুকার্য্য সম্পাদিত হইত।

ফতেসিংহ আহলুবালিয়া, পঞ্জাবের আহলুবালিয়া মিশিলের জনৈক সর্দ্দার, ভাগ সিংহের পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইনি দলপতিপদে বরিত হন। অতঃপর ইনি সুকার্চকিয়া দলের অধিপতি খ্যাতনামা রণজিৎ সিংহের সহিত পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয়ে পাগড়ী বদল করেন, উভয়ে একত্র কাসুরের পাঠানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় (১৮০২-৩ খৃঃ অঃ) তিনি বিতস্তা (Bias) পার হইয়া নিজ দল পুষ্টি করিতে থাকেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত রাও হোলকর ইংরাজদিগকে তাড়াইবার জন্য পঞ্জাব সর্দ্দারগণের মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হন, কিন্তু ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ফতেসিংহ ও রণজিতের সন্ধি হয়। সেই সন্ধি বলে লর্ড লেক মহারাষ্ট্রসর্দ্দারকে বিতস্তা পারে তাড়াইয়া দেন। ফতেসিংহ লেকের নিকট ব্যাঘ্র উপহার পান।

ফতেসিংহের সহিত রণজিতের মিত্রতা দিন দিন বদ্ধমূল হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ে শতদ্রুর দক্ষিণ ও বাম প্রদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ঝঙ্গের সিয়াল সর্দ্দার আহ্মদ খাঁ বিতাড়িত ও তাঁহার দুর্গ অধিকৃত হয়। ১৮০৮

খৃষ্টাব্দে ইংরাজপ্রতিনিধি সর চার্লস্ মেট্‌কাফ পঞ্জাবে আগমন করিলে ফতেসিংহ দুই সহস্র সৈন্য লইয়া মাধমচাঁদের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্রসর হন। ফতেসিংহের ধীর ও বিনয়নম্র প্রকৃতিদর্শনে মেটকাফ লিখিয়াছেন যে, ফতেসিংহের এরূপ উদারতা না থাকিলে রণজিৎ কখনও এরূপ উচ্চমার্গে আরোহণ করিতে পারিতেন না। তিনি যে কোন অংশে রণজিতের ন্যূন ছিলেন, একথা মেটকাফ সাহেব স্বীকার করেন না।

অমৃত-সহরে রাজ্যসীমা লইয়া ইংরাজ বাহাদুর ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের সন্ধি উপলক্ষে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা উভয়ে কাঙ্‌ড়া অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মূলতানে অগ্রসর হইলে, লাহোর ও অমৃতসহর রক্ষার ভার তাঁহার উপর থাকে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা শাহসুজার ভ্রাতা সুলতান মাহ্মুদের সহিত সাক্ষাৎ মানসে রাবলপিণ্ডে গমন করেন। উক্ত বর্ষে ফতেসিংহ জালন্ধররাজ সর্দ্দার বুধসিংহের রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি কাড়িয়া লন। কাবুলের উজীর ফতেখাঁর সহিত তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হরদৈ-যুদ্ধে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তদ্দর্শনেই কাবুল-সেনানীকে ভীত হইয়া পলাইতে হইয়াছিল। বহাবলপুর, রাজোরি, ভীমবর প্রভৃতি অভিযানে এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মূলতান অবরোধকালে তিনি ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অভিযানকালে রাজধানী রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি মানখেরা-দুর্গ-জয়ে সফলমনোরথ হইয়া ছিলেন।

বন্ধুবর ফতে সিংহের বীরত্বে ক্রমশঃই রণজিৎ ঈর্ষাপরতন্ত্র হইতেছিলেন। বন্ধুকে ইহসংসার হইতে সরাইতে পারিলে তিনি কণ্টকশূন্য হইবেন ভাবিয়া লাহোরদরবারস্থিত ফতে-সিংহের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কাদের বক্সের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, রণজিৎসিংহ ফকির আজিজ্ উদ্দীন্ ও আনন্দরাম পিণ্ডারিকে আহলুবালিয়া রাজ্য অধিকার করিতে জালন্ধরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ফতেসিংহ সংবাদ পাইয়াই জাগ্রাওনে পলাইতে বাধ্য হইলেন (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে)। সর্দ্দার ফতেসিংহ ইংরাজের সাহায্য চাহিলেন; কিন্তু রণজিতের বিপক্ষে ইংরাজের হস্তক্ষেপ করা কঠিন হইয়া উঠিল। কাজেই রাজ্য হারাইয়াও ফতেসিংহকে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইল। মহারাজ রণজিৎ কর্ত্তৃক তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ফগবাড়া অধিকারের পর হইতে উভয় সর্দ্দারে পুনরায় মিলন হয়, ফতেসিংহ জালন্ধর দোয়াবে ফিরিয়া আইসেন এবং লাহোর হইতে নবনেহাল সিংহ ও দেশসিংহ যাইয়া তাঁহাকে পুনরধিকার দান করিলেন। অতঃপর ফতেসিংহ বিশ্বাসঘাতক কাদের বক্সের পুত্রগণকে কারারুদ্ধ করিয়া কিছু টাকা আদায় করিয়া লন।

পরে ফতেসিংহ কপূরথলায় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নেহালসিংহ কপূরথলার সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন

ফতেসিংহ আজীবন সদালাপী ও উদারহৃদয় ছিলেন। মেট্‌কাফ সাহেব লিখিয়াছেন "তিনি নম্র, বিনয়ী, সৎস্বভাবাপন্ন, সরল-প্রকৃতি এবং অসীম বীর্য্যবান্ ছিলেন।"

ফতেসিংহ, বরোদার গাইকোবাড়-রাজভ্রাতা। বরোদার সিংহাসন লইয়া নানা ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইলে তিনি রাজকার্য্য পরিচালনভার গ্রহণ করেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রী তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় তিনি ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করেন; কিন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দভোই অধিকারের পর তাঁহার মতিগতি ফিরিয়া যায়। তিনি ইংরাজের নিকট আহ্মদাবাদ নগর প্রার্থনা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনার সাহায্য দিতে প্রস্তুত হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেও ইংরাজেরা তাঁহার সহায় ছিলেন, কিন্তু এখনও মরাঠাগণের ক্রোধ প্রশমিত হয় নাই। পেশবা তাঁহার নিকট হইতে ৭ লক্ষ টাকা লাভের সম্পত্তি চাহিয়া বসিলেন। ফতেসিংহ নিজ রাজ্য ছাড়িতে চাহিলেন। কারণ পূর্ব্বে গঙ্গাধর শাস্ত্রী পেশবাকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য বিবাহ ও রাজ্যদান সম্বন্ধে পত্র দেন। পত্র পাইয়া পেশবা বিবাহোল্লাসে অগ্রসর হইলেন। গঙ্গাধর এবার ফাঁপরে পড়িলেন। কাজেই তাঁহাকে প্রকৃত কথা জ্ঞাপন করিতে হইল। পেশবা ক্রোধে অন্ধ হইয়া বরোদাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ছলে গঙ্গাধরকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়া পাশব চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখান। এই হত্যাকাণ্ডে ফতেসিংহের অপর ভ্রাতৃদ্বয়ও লিপ্ত ছিল।

ফতেহাবাদ, (ফতেহআবাদ) পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার প্রধান নগর এবং ফতেহাবাদ তহসীলের সদর। অক্ষা° ২৯°৩১´ উঃ এবং ৭৫° ৩০´ পূঃ। সম্রাট্ ফিরোজশাহ নিজ পুত্র ফতেখাঁর নামে এই নগর স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইস্থান ভট্টি সর্দ্দার খাঁ বাহাদুর খাঁর অধিকারে ছিল। ঘর্ঘরা হইতে এই নগর পর্য্যন্ত ফিরোজশাহের একটী কাটা খাল আছে। এখানে দেশীবস্ত্র, শস্য, ঘৃত ও চর্ম্মের বিস্তৃত কারবার আছে। ফতেহাবাদ আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৪১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২১° ১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২০´ ৩০´´ পূঃ। এই স্থান জাফরনগর নামে পরিচিত ছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গ-

জেব দারাকে পরাজিত করিয়া ফতেহাবাদ নাম পরিবর্ত্তন করেন। সম্রাট্ যুদ্ধান্তে শ্রমবোধে যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার উপরে একটী ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত উদ্যানবাটিকার ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ফথ্আলি হুসেনি, একজন মুসলমান জীবনীলেখক। ইনি 'তাজ-কিরাৎউস্সুআরে হিন্দী' গ্রন্থে ১০৮টী হিন্দি ও দক্ষিণদেশবাসী কবির আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন এবং তাঁহাদের রচনাও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ফথ্আলী শাহ, পারস্যের অধিপতি। ইনি কাছার জাতীয় আফগান, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মাতুলের সিংহাসন অধিকার করেন। আফগানশত্রু জমান শাহকে দমন রাখিতে এবং বোনাপার্টিকে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে দিবেন না, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে কলিকাতা হইতে লর্ড ওয়েলেস্লি সরজন ম্যাকম্কে দৌত্য-কার্য্যে উক্ত পারস্যরাজসভায় পাঠাইয়া দেন।

ফথ্উল্লাইমাদ শাহ, বেরারের শাসনকর্ত্তা। পূর্ব্বে তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণিরাজ্যের সুলতান ২য় মাহ্মুদশাহের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফথ্উল্লা সিরাজী, (আমীর) সিরাজবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি দাক্ষিণাত্যে বিজাপুররাজ সুলতান আলী আদিলশাহের রাজসভায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন। আদিলের মৃত্যুর পর তিনি দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হন।

সম্রাট্ অকবর শাহ তাঁহাকে সঙ্গে রাখিয়া উচ্চপদ দিয়া সম্মানিত করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঐ যাত্রায় ১৫ দিন পরে হাকিম আবুল্ফথ্গিলানীর মৃত্যু হয়।

ফথপুরিমহল, সম্রাট্শাহ জহানের জনৈক বেগম। ইনি দিল্লী ফতেপুরি-মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা।

ফথ খাঁ (ফতেখাঁ), আহ্মদনগরের আবিসিনিয়া দেশীয় সেনানী মালিক অম্বরের পুত্র। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহীরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন। এরূপ পরাধীনতায় অসন্তুষ্ট হইয়া মুর্ত্তাজা নিজামশাহ তাঁহাকে কৌশলে খাইবার দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। তথা হইতে পলাইয়া তিনি পুনরায় রাজবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এবারেও তিনি বন্দীভাবে দৌলতাবাদে প্রেরিত হন। যাহা হউক তিনি কালে মুক্তি পান এবং নিভেম্বির (নিজাম শাহের মাতা) আদেশে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু পাছে তিনি পুনরায় পদচ্যুত হন, এই ভয়ে সুলতানকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহার সহচর ওমরাহদিগকে একদিনে শমনভবনে প্রেরণ করেন। এই হত্যার কারণ তিনি সম্রাট্ শাহ জহানকে জানান। ওমরাহদল দিল্লীসিংহাসনের অধীনতা উচ্ছেদ করিতে যত্নবান্ হন, তাঁহাদিগকে মারিয়া সম্রাটের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

সম্রাট্ ফথ্ খাঁর এই সহানুভূতিতে প্রীত হইয়া সুলতানকেও হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বন্দীরাজকে নিহত করিয়া তৎপুত্র হুসেনকেই রাজা করেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ফথ খাঁ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং হুসেন নিজামশাহ গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন। পরে ফথ্ খাঁ সম্রাটের অনুগ্রহলাভ করিয়া লাহোরে গমন করেন এবং তাঁহার জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ টাকা মাসহারা ভোগ করেন।

ফথশাহ, (পুরবী) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে যুসুফ-শাহের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে খোজা সুলতান সাহজাদা কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন।

ফনোগ্রাফ, উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী নিউজার্শেবাসী টমাস্ এ এডিসন্ (Thomas A. Edison) নামা জনৈক বৈজ্ঞানিক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা। তিনি বেলের (Mr. Graham Bell) টেলিফোন-যন্ত্রের গোলাকার পটহ স্থানের (Discs) শব্দগ্রহণ ও বিতাড়ন-শক্তি লক্ষ্য করিয়া স্থির করেন যে, যদি কোন উপায়ে তিনি ঐ স্থানে (Disc) সুরের কম্পনগুলিকে (Vibrations) ধরিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে উহার সাহায্যে একটী নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি হইতে পারে।

এই যন্ত্রের মধ্যস্থল নলাকার। নলের উপরিভাগ ধাতযুক্ত পেঁচকাটা। প্রত্যেক পেঁচ প্রায় ১ ইঞ্চ্ অন্তর। নলের মধ্য দিয়া একটী অক্ষদণ্ড বিলম্বিত। ঐ অক্ষদণ্ডের এক ধারের হাতল শব্দানুসারে ঘুরাণ যাইতে পারে এবং অপর মুখে একটী চক্র আছে। ঐ চক্র ঘূর্ণনকালে শব্দের সমগতি সম্পাদনে সমর্থ। যন্ত্রের সম্মুখে একটী স্ট্যাণ্ডযুক্ত হাতল। ঐ হাতলের উপরে ডায়াফ্রাম্ বা পটহ (diaphragm) রক্ষিত এবং নিম্নদেশে একটী ইস্পাতের শলাকা চোঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ নলাকার যন্ত্রের উপরিভাগ টিনের পাতে সমাচ্ছাদিত থাকে। বক্তা ঐ ডায়াফ্রামের নিকট মুখ আনিয়া অনুচ্চ স্বরে কথা কহিলেই শব্দের কম্পনগুলি তাহাতেঁ আঘাতিত হয়। সেই সময়ে হাতল ঘুরাইলে ঐ শলাকা শব্দের অনুক্রমে টিন পাতে লাগিয়া দাগ অঙ্কিত করে। এইরূপে শব্দগুলি উহাতে চিরস্থায়ীরূপে বদ্ধ হইয়া যায়।

পরিস্ফুট মানবস্বর, বালক বা পশুপক্ষীর অস্ফুটস্বর এবং গীতবাদ্যাদি ইহার মধ্যে অনায়াসেই লিপিবদ্ধ (Register) করিয়া রাখা যায় এবং ইচ্ছামত ঐ শব্দ বা গীতগুলিকে

ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি (Reproduced) করান যাইতে পারে। শব্দের পুনরুৎপাদন সময়ে যন্ত্রটীকে ঘুরাইয়া বসাইতে হয়। হাতল ঘুরাইবার সময় শব্দানুসারে শলাকা যে যে খাঁজের উপর দিয়া যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে খাঁজে সেরূপ শব্দ উচ্চারিত করিয়াছিল, ঠিক তাহারই অনুরূপ শব্দ উৎপাদন করে। পটহে (Diaphragm) তাহা আঘাতিত ও কম্পিত হইবার পর পূর্ব্ববৎ শব্দোচ্চারণ করিতে থাকে। যদি ঐ উচ্চারিত শব্দ গম্ভীর করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পটহমুখে কোণাকার নল বসান যাইতে পারে। এক একটী বড় যন্ত্রের দুইটী পটহ থাকে। যে মুখে মুখে শব্দগ্রহণ করে, সেটী লৌহপাতে বিনির্ম্মিত এবং শব্দোদ্গিরণকারী অপর পটহে প্রায়ই কাগজ দেওয়া থাকে। এই যন্ত্রের এমন গুণ যে, যদি কেহ গীতাদি গ্রহণসময়ে উহাকে শব্দের পরিমাণানুসারে ঘুরাইতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই শব্দের অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত হইবে। যদি ঐ নল দ্রুতগতিতে ঘুরাণ যায়, তাহা হইলে সুর উচ্চ হয় এবং আস্তে আস্তে ঘুরাইলে তাহা নীচু হইয়া থাকে।

এই যন্ত্র সাধারণের অসুবিধাজনক বোধ হওয়ার এডিসন্ সাহেব পুনরায় উহার সংস্কার করেন। নলের পরিবর্ত্তে তিনি চেপ্টা পাতের উপর স্ক্রুপের মত খাঁজ কাটিয়া লন। উহার অভ্যন্তর ভাগ ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় চালিত। এক্ষণে একটী সুরের সঙ্গে আরও দুই তিন প্রকার সুর উঠিতে দেখা যায়।

ফন্দ (আরবী ফন্দ শব্দের অপভ্রংশ) চাতুর্য্য, ফাঁদ।
"বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ, করিনু ভালয়ে হইল মন্দ।"(বিদ্যা°)

ফন্দী (দেশজ) ফন্দ, চাতুর্য্য, ফাঁদ।

ফয়দা (আরবী) ১ লাভ। ২ উপকার। ৩ আবশ্যকতা।

ফয়সালা (আরবী) বিচারফল (Judgment), মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র। বিচারক বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া যে আদেশ পত্র প্রচার করেন, তাহাকে ফয়সালা কহে। ইহাকে চলিত 'রায়' কহা যাইতে পারে।

ফর (ক্লী) ফলতীতি ফল-অচ্, লস্য র। ফলক। (অমরটী° ভ°)

ফরগণ্য (পারসী) সুরভেদ। আমীর খস্রু ইহার প্রবর্ত্তয়িতা।

ফরদ (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষ বিশেষ। (Erythrina Indica)

ফরমাচ (পারসী) আজ্ঞা, হুকুম, আদেশ।

ফরমা বরদার (পারসী) আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস।

ফরসা (দেশজ) ১ নির্ম্মল, পরিষ্কার। ২ নিহত করা, সাবাড়। ৩ ভোর।

ফরা, মথুরাজেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ পূঃ, যমুনা নদীর প্রায় ১ মাইল দূরে মথুরা হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ফাঁড়ী, বাজার ও বাঙ্গালা আছে। পূর্ব্বে এখানেই তহসীলের সদর ছিল।

ফরাজী, মুসলমানদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী হাজী সরিতুল্লা এই নূতন মত প্রবর্ত্তন করেন। মহম্মদীয় কোরাণ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার আবু-হানিফের মতানুসরণ করিয়া তাঁহারা জগৎ-ক্রিয়া ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভক্তিমান্ হইয়াছে। তাহারা সুন্নীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্ব্বপ্রচলিত অশাস্ত্রীয় কুলাচার মানে না[১] এবং সেই সমস্ত আচারবর্জ্জিত বলিয়াই সুন্নী হইতে তাহাদের একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। তাহারা বলে যে কোরাণ শাস্ত্রই মোক্ষোপায়ের প্রধান অবলম্বন।

ফরিদপুর শব্দে লিখিত হইয়াছে যে গঙ্গা (পদ্মা) ও ব্রহ্মপুত্র-নদের মধ্যবর্ত্তী 'ব' দ্বীপাংশে অবস্থিত মুসলমানগণ প্রায়ই তদ্দেশের আদিম অধিবাসী। আফগান ও মোগলগণের আক্রমণ সময়ে উপদ্রব হেতু তাহারা ইস্লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বাহিরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও অভ্যস্ত হিন্দুভাব ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।[২] হাজি সরিতুল্লা মুসলমান সমাজের অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হন। তিনি এতদ্বিষয়ে আপন অসম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সাধারণকে দেবপূজার পরিবর্ত্তে কোরাণবর্ণিত একেশ্বরোপাসনা এবং সরল ও সাধু আচারসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য অনুযোগ করেন। তিনি বিবাহে অর্থব্যয় নিষেধ করিয়া দেন এবং ত্বক্চ্ছেদ কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র লোকনিয়োগের আদেশ করেন। তাঁহার আচরিত ধর্ম্মমতের প্রধান কয়টী নিয়ম এই—১ ধর্ম্মযুদ্ধের (জিহাদ্) কর্ত্তব্যতা, ২ বিশ্বাসহন্তা, পাষণ্ড ও নাস্তিকদিগের পাপ। ৩ ঈশ্বরপূজায় (বিদায়াৎ) ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান এবং ৪ সকলকেই সেই এক ঈশ্বরের অংশদান। ফরাজীগণ কাছা দেয় না, প্রায় ধুতি খানি কোমরে ঘুরাইয়া উদরের সম্মুখে গেরো বাঁধে। ভজনকালে তাহারা জানুপাতিয়া ফতিহা (কয়তা) পাঠ করে, ইত্যাদি কএকটী বাহ্য আচার দেখিলেই মুসলমানকে ফরাজী বলিয়া ধরা যায়। প্রবর্ত্তকের জীবনকালে এই মত বিস্তার লাভ করে। প্রায় ৫০ বর্ষের মধ্যে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ তাঁহার শিষ্য হয়। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রভৃতি স্থানেও ফরাজী মতাবলম্বী বহুশত মুসলমান দেখা যায়।

(১) ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম কুমার্গাশ্রয়ী বা অধঃপতিত হইলে যেমন Puritan দলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজে ইস্লাম ধর্ম্মের অবনতি দেখিয়াই ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে এই সাম্প্রদায়িক মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহারা কতকাংশে আরব দেশীয় ওহাবীদিগের মত।

(২) এখনও তাহারা হিন্দুর মত কতকগুলি কুলাচারের অনুষ্ঠান ও উপদেবতাদির পূজা করে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে হিন্দু কন্যার বিবাহে মুসলমানরমণী আসিয়া নাচ গান প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহারে মিলিত হয়।

হাজীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র দাদুমিঞা ফরাজীদলের ধর্মগুরু হন। কিন্তু স্বভাবদোষে দাদুর উপর মুসলমান সমাজ বীতশ্রদ্ধ হন। তাঁহার এই অসৎ প্রকৃতির জন্য ইংরাজরাজ তাঁহাকে কএকবার কারারুদ্ধ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুইপুত্র এখনও ফরাজীদলের ধর্মনায়কতা করিতেছে। এখন আর তাহাদের সে ধর্মোন্মাদ নাই। তাহারা এক্ষণে রাজভক্ত, নিরীহ ও শান্তস্বভাব হইয়াছে। চাস বাস ভিন্ন অনেকে চর্ম্মের বাণিজ্য করে।

মুসলমান জাতির ধর্ম্মোন্নতি, ধর্ম্মে উৎসাহ ও প্রস্তাবিত নীতি পালন-বিষয়ে তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য আছে। তাহারা এত গোঁড়া যে, ধৈর্য্যচ্যুত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অপরে কেহ তাহাদের ধর্ম্মমতের নিন্দা করিলে প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়।

ফরামগিরি, আসাম প্রদেশে গারো পাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৫২ ফিট উচ্চ। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এখানকার অনার্য্যজাতি হঠাৎ কুলিদিগকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে, সেই পর্য্যন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ফরাস (আরবী) যে ভৃত্য বিছানাদি বিছায়।

ফরাসডাঙ্গা, দেশীয় নাম চন্দ্রনগর বা চন্দনগর। ফরাসীরা আসিয়া এখানে কুঠি নির্ম্মাণ করা অবধি ইহা ফরাসডাঙ্গা নামে খ্যাত হইয়াছে। [চন্দনগর ও ফরাসী দেখ।]

ফরাসী, ফ্রান্সদেশের অধিবাসী। [ফ্রান্স ও খৃষ্টান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যে সকল য়ুরোপীয় শক্তি বাণিজ্যকরণ অভিলাষে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে ফরাসীগণ চতুর্থ। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজের পর ফরাসীরা ভারতে আসিয়াছেন।

১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সপতি ১২শ লুইর সময়ে রৌএন্ নামক স্থানের বণিকেরা পূর্ব্বসাগরে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রথম আয়োজন করেন। ১৫৩৭ ও ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ১২শ লুইর উত্তরাধিকারী ১ম ফ্রান্সিস্ আপন প্রজাবর্গকে বহুদূর দেশে গিয়া বাণিজ্য করিবার উপদেশ দেন। কিন্তু নানা বিপ্লবে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে সেন্টমালো হইতে দুইখানি জাহাজ লেপ্টে-নান্ট বার্দেলিউর অধিনায়কতায় ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুইখানিই মালদ্বীপের নিকট ডুবিয়া যায়।

৪র্থ হেন্‌রির শান্তিময় রাজ্যকালে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন একবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এবারও যাহারা ভার পাইয়াছিল, তাহারাও বিশেষ কাজ না করায় আর একদল ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে রাজার অনুজ্ঞাপত্র লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন। ইহার "ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে খ্যাত হইলেন। ফরাসী-মন্ত্রী কোলবার্ট ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে অব্যাহতভাবে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার জন্য ৫০ বর্ষ সময় দিয়াছিলেন।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বণিকেরা সুরাতে আসিয়া প্রথম কুঠি স্থাপন করেন। ইহার পর মসলিপত্তনেও কুঠি স্থাপিত হয়। তৎপরে তাঁহারা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ত্রিন্‌কমলী কাড়িয়া লন, কিন্তু অল্পদিন পরে ওলন্দাজেরা পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মান্দ্রাজের পার্শ্বস্থ সেণ্টটোমে নামক স্থান ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে দখল করেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইহার পর ফরাসীরা পুঁদিচেরীতে আসিয়া আড্ডা করেন।

ওলন্দাজেরা সেথান হইতেও ফরাসীদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহারা কিছুদিন সুরাতে থাকিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকেন; কিন্তু য়ুরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের প্রতিবন্ধকতায় তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন নাই; সুরাত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তাঁহারা চন্দনগরে কুঠি স্থাপন করেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ অরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে চন্দনগরের অধিকার প্রদান করেন। ইহার পর ফরাসী কোম্পানী ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মহী আক্রমণ ও অধিকার করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লেঁ চন্দনগরের গবর্ণর হইলেন। ইহার পর ১৭৪২ ও ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুঁদিচেরির শাসনভার পাইয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা তঞ্জোররাজের নিকট হইতে 'করিকাল' খরিদ করেন।

প্রথমে ওলন্দাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ ঘটিয়াছিল। এখন বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরাজেরাও ফরাসীদিগের প্রতি-দ্বন্দ্বী হইলেন। নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা হইল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা যানম্ ও মসলীপত্তন অধিকার করিয়াছিলেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তঞ্জোররাজকে কিছু টাকা দিয়া ঐ স্থান পাকা করিয়া লইলেন এবং ইংরাজদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

১৭৩৫ হইতে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ডুপ্লেঁ ও ডুমাসের চেষ্টায় ভারতে ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নাগপত্তনে ইংরাজদিগের যুদ্ধজাহাজ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফরাসীরা মান্দ্রাজ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহাদের কাছে সসৈন্যে মফুজ খাঁ পরাজিত হন। কিন্তু কুদ্দালুরে দুইবার ফরাসীরা পরাজিত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পুঁদিচেরিতে অবরোধ করেন, কিন্তু শেষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। অম্বুরের যুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করেন, এই যুদ্ধে আন্‌ওয়ার

উদ্দীন্ নিহত হন। ইহার পর ফরাসীরা মুরারিরাওর শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে চকিত করিয়াছিলেন। আনোয়ার উদ্দীনের পুত্র মহম্মদআলীও ফরাসীদিগকে শাসন করিবার জন্য ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। ইহার পর ফরাসীরা গিঞ্জী আক্রমণ করেন। নাসিরজঙ্গ পরাজিত হন, বোলকণ্ডাক্ষেত্রে ইংরাজেরাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্লাইবের কৌশলে ত্রিচীনপল্লীতে ফরাসীরা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন ও দুইবার ক্লাইবের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। তথা হইতে ফরাসীরা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে হঠিয়া আসেন, এখানে ইংরাজের নিকট তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। বিক্রবাবাড়ী নামক স্থানে ফরাসীরা ইংরাজদিগকে পরাজয় করেন, কিন্তু বাহার নামক স্থানে আবার পরাজিত হন।

মুসোঁ বুসির অধিনায়কতায় ফরাসীগণ যথেষ্ট প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্রদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাজয় করেন এবং ভারতের পূর্ব্ব উপকূলস্থ চারিটী বিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তিরুবাড়ী নামক স্থানে ইংরাজেরা ফরাসীহস্তে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্ণাচল ও সর্করাচলে ফরাসীরা পরাস্ত হইয়া শ্রীরঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আবার ত্রিচীনপল্লীতে ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ ঘটে, এখানে ফরাসীরা ভগ্নোদ্যম হইলেও কাঁটাপাড়ায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। ইহার পর ফরাসী ও ইংরাজে সন্ধি হয়। ফরাসীরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হন। ইহার পর নাগপত্তনে আবার যুদ্ধ বাঁধে, এই সময়ে ফরাসীরা কুদ্দালূর ও সেণ্টডেভিড দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু শীঘ্রই ঐ স্থান ছাড়িয়া তঞ্জোরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রাভুইবার, কদ্দুর, সেণ্টদেভিদ্ ও বন্দিবাস এই কয়স্থানের যুদ্ধে ফরাসীপ্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়ে। এমন কি তাঁহারা ইংরাজদিগকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পুঁদিচেরি অর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লের বিচক্ষণতায় ফরাসীর যে তেজোবীর্য্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, পুঁদিচেরি-সমর্পণের সহিত সেই প্রভাব তিরোহিত হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পুঁদিচেরি ছাড়িয়া দেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সর হেক্টর মনরো পুনরায় পুঁদিচেরি অধিকার করেন, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ২০এ জানুয়ারীর সন্ধিতে আবার প্রত্যর্পিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরাজহস্তে আসে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আমীনের সন্ধিসর্ত্তে পুনরায় ফরাসীরা পুঁদিচেরি ফিরিয়া পান, কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাজেরা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, অবশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চিরদিনের জন্য ফরাসী হস্তে অর্পিত হয়। এখন চন্দননগর, করিকাল, পুঁদিচেরি, ক্ণম্ ও মহী এই কয়টী স্থান ফরাসী অধিকারে আছে।

এক সময়ে সমস্ত ভারতে ফরাসীপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসীরাই প্রথমে বিপুল মোগলসাম্রাজ্য য়ুরোপীয়গণের অধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ফরাসীরাই প্রথমে দেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদেরই সাহায্যে ভারত অধিকারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফরাসীরাই দেশীয় রাজন্যবর্গের সেনাদলে প্রবেশ করিয়া দেশীয় সৈন্যদিগকে য়ুরোপীয় প্রথায় রণশিক্ষা দিয়াছিলেন। যদি গ্রহ-বৈগুণ্য না ঘটিত, তাহা হইলে বলা যায় না, ফরাসী অধিকার আজ ভারতে কতদূর বিস্তৃত হইত। যে সকল মহাবীর ভারতে ফরাসী অধিকার বিস্তারে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডুপ্লে, বুসি, কাউণ্ট লালী ও লাবোর্দনের নাম প্রধান, এই পাঁচ জনের সহিত ভারতে ফরাসীর ইতিহাস জড়িত। [ডুপ্লে, বুসি, লালী, লাবোর্দোনে ও ফ্রান্স প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ফরিদকোট, শতদ্রুর অন্তর্ভুক্ত একটী শিখরাজ্য। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের রাজকীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসিত। অক্ষা° ৩০°১৩´৩০´´ হইতে ৩০°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩১´ হইতে ৭৫°৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরপশ্চিমে পাতিয়ালারাজ্য এবং দক্ষিণপূর্ব্বে ফিরোজপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৬১২ বর্গমাইল। কোটকপূর ও ফরিদকোট নামে ইহার দুইটী বিভাগ আছে।

জলাভাব ঘটিলে এখানে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। একমাত্র বৃষ্টিই প্রজাদিগের ভরসা। কোন কোন বর্ষে আদৌ জলপাত না হওয়ায় প্রজার কষ্টের সীমা থাকে না। এ কারণ এখানকার রাজস্ব নিয়মমত আদায় না হইয়া কমবেশ হইয়া থাকে।

এখানকার সর্দ্দারগণ বরাড়জাটবংশীয়। ভল্লন নামা ঐ বংশের পূর্ব্বজন কোন ব্যক্তি সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্ব সময়ে স্বীয় কুলগৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কোটকপূরা দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং স্বয়ং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। বর্ত্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ কোটকপূরা ও পরে ফরিদকোট দখল করিয়া লন। মহারাজ রণজিৎ ১৮০৮ ও ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শতদ্রুর বামকূলবর্ত্তী যে সমুদায় বিভাগ জয় করিয়াছিলেন, ইংরাজরাজ তাহা প্রত্যর্পণের জন্য প্রার্থনা করেন। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজ ফরিদকোট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের অবতারণায় সর্দ্দার পাহাড়সিংহ ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করায় 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন এবং সেই সময়ে নাভারাজের অধিকৃত রাজ্যের কতকাংশ ও নিজ পৈতৃক সম্পত্তি কোটকপূর লাভ করেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়-শিখযুদ্ধের সময় পাহাড়সিংহের পুত্র উজীরসিংহ ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহীদমনে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি তাহাদের গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া ইংরাজ-রাজ তাঁহাকে বহু পারিতোষিক দান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় পুত্র বিক্রমসিংহ রাজা হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দানুসারে অধিকারিগণ এই রাজসম্পত্তি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে সত্ত্ববান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। রাজা রাজ্যমধ্যে আনীত কোন দ্রব্যেরই শুল্কগ্রহণ করেন না। ইংরাজরাজের নিকট তিনি ১১টী মান্যসূচক তোপ পাইয়া থাকেন।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ৩০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৯´ পূঃ। এই নগরেই ফরিদকোটের রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত।

ফরিদপুর, বাঙ্গালার ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২২° ৪৭´ ৫৩´´ হইতে ২৩°২৪´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২১´ ৫০´´ হইতে ৯০° ১৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২২৬৭ বর্গ মাইল। এই জেলার উত্তর ও পূর্ব্বে পদ্মানদী, পশ্চিমে গোড়ুই, বারাসে ও মধুমতী এবং দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি চর, জলা ও নবভাঙ্গুনী নদী প্রবাহিত।

ক্রমান্বয়ে পলি পড়িয়া গঙ্গার 'ব' দ্বীপরূপে এই জেলার উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও চারিদিকে চড়া পড়িয়া জেলার আয়তন বাড়িতেছে। জেলার উত্তরাংশবর্ত্তী স্থানসমূহ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে উহা প্রায়ই জাগিয়া থাকে। ফরিদপুর নগর হইতে উহা ক্রমশঃই দক্ষিণাভিমুখে নীচু হইয়া আসিয়াছে। বাখরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রায়ই জলমগ্ন থাকে, এমন কি নৌকা ভিন্ন তথায় আর গমনাগমনের কোন উপায় নাই। লোকে প্রায়ই নদীতীর বা জলাভূমির নিকটস্থিত উচ্চস্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রবল বর্ষায় ঐ স্থান-গুলি দ্বীপের ন্যায় দেখায়। কখন কখনও জলস্রোতে নদী-তীরবর্ত্তী কোন গ্রাম ভাসিয়া যাইতেছে, আবার কোথাও বা নূতন স্থানের পত্তন হইতেছে। স্থানীয় প্রবাদ যে গঙ্গা নদী পূর্ব্বে সেলিমপুরের নিকট প্রবাহিত হইত, পরে কানাইপুরের দিকে গতি ফিরাইয়া পূর্ব্বদিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হইতেছে। সেই পূর্ব্ব নদীগর্ভ মজিয়া উঠিয়াছে, উহা এক্ষণে মরা-পদ্মা নামে পরিচিত। শাখানদীর মধ্যে চাঁদনা নিত্যই গতি পরিবর্ত্তন করি-তেছে। যে স্থানে বারাসে নদী মধুমতীতে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থানের নাম কীর্ত্তনখোলা। কুমার ও চাঁদনার স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কিন্তু মধুমতী, পদ্মা ও আরিয়াল-খাঁর মধ্য দিয়া কোন সময়েও পার হওয়া যায় না।

এই জেলার মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় বিল আছে। বর্ষার সময় কোন কোনটী হ্রদের মত বড় দেখায়। ঐ সকলের মধ্যে ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী 'ঢোলসমুদ্র' সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী। পতিয়া, হাতিমোহন, বক্কোলী, নসিবশাহী, মোত্তর, চন্দ্রমোহন ও বক্সির বিলই সর্ব্বপ্রধান। এই সকল বিল এবং খালে প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হয়। বিক্রয়ার্থ ঐ মৎস্যরাশি সময় সময় কলি-কাতায় আনীত হইয়া থাকে। জলের অভাব না থাকায় এখানে প্রচুর চাউল জন্মে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অল্পে অল্পে নদীর পলিতে এই জেলার উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমশঃই প্রজাবৃন্দের আগ্রহে বিচার আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন জেলা-রূপে পরিণত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহ যখন বাঙ্গালার বন্দোবস্ত করেন, তখন এই স্থান মহম্মদাবাদ সরকারের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী দুই শতাব্দে এখানে মঘ দস্যুর উপদ্রব বৃদ্ধি হয় এবং আসাম-বাসীরা ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া এ স্থানে লুটপাট আরম্ভ করে। ইংরাজরাজত্বের প্রথম সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৫ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ঢাকা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং ঢাকা-জলালপুর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। তৎকালে ঢাকানগরেই ফরিদপুরের বিচার সদর অবস্থিত থাকায় এই সুদূর পথে যাতায়াত করিতে অধিবাসিগণের কষ্ট হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই অভাব দূর করিবার জন্য এখানে স্বতন্ত্র বিচারগৃহাদি স্থাপিত হয়। তদবধি এই স্থান একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

মুসলমান ও চণ্ডালগণ এখানকার মুখ্য অধিবাসী। ইহাদের সংখ্যাও অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা বেশী। মুসলমানগণ সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কৃষিকার্য্যে জীবনাতিপাত করে এবং অপর সকলে পাট, চাম্ড়া প্রভৃতির ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছে।

মুসলমানদিগের ফরাজীমতের প্রবর্ত্তয়িতা হাজী সরিতুল্লা এই জেলার অন্তর্গত দৌলৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহা ক্রমশঃই সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। ফরাজীগণ সুন্নী এবং তাহারা আবু-হানিফার[১] মতাবলম্বী।

চণ্ডালগণ এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহারা ক্রমে পূর্ণমাত্রায় হিন্দু হইয়া উঠিতেছে। ইহারা কখন শ্রমকে শ্রম বলিয়া মনে করে না। দিবারাত্র হয় নৌকায়, না হয় শস্যক্ষেত্রে

(১) কোরাণের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

রৌদ্র বা বৃষ্টির তাপ সহ্য করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ। মোগল ও আফগান রাজত্বে ইহাদের অনেকেই ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট লোক হিন্দুসমাজে চলিত হইবার জন্ম ব্যস্ত। তাহারা পূর্ব্বে হিন্দু সমাজভুক্ত ছিল বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি নানাবর্ণও ছিল। কোন ব্রাহ্মণের শাপে তাহারা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যশোর, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং এইরূপে আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ইহাদের অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও স্বদেশপ্রিয়তা আশ্চর্য্যজনক। ইহারা নানা গাছ-গাছড়ার গুণ জানে।

মাদারিপুর, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ ও কুতবপুর এখানকার প্রধাননগর এবং ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বোয়ালমারী, পাংশা, গোদারবাজার, শিবচর ও মধুখালি প্রভৃতি স্থানে প্রভূত মাল আমদানী হয়। ঐ দ্রব্যের অধিকাংশই কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া থাকে। ফরিদপুর নগর হইতে বারাসের তীরে ধোবাঘাট পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাস্তা আছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থানের বাণিজ্যবিস্তার জন্য কালিনগর, তাল্মা বোয়ালমারী প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা আছে। প্রতিবৎসর বর্ষায় এখানে বন্যা হয়; কিন্তু তাহাতে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হয় না। এখানকার মধ্যে কোটালীপাড়া গ্রামই ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ। বহু খ্যাত নামা পণ্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানকার মধুখা তীরে প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে গঙ্গা ও কালীপূজা উপলক্ষে একটী মেলা হয়। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব অভিষ্টাসিদ্ধির জন্য ঐ নদীতে স্নান এবং মানসিক-পূজা দান করে।

২ ফরিদপুর জেলার উপবিভাগ। ফরিদপুর, ভূষণা, অবান্-পুর, ভাঙ্গা ও মুকসুদপুর থানা ইহার অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৮৬০ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর, মরাপদ্মার পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩৬´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৫৩´ ১১´´ পূঃ। নগরের দক্ষিণে বিখ্যাত 'ঢোলসমুদ্র'। ইহার জল স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর। এখানে প্রতিবৎসর জানুয়ারীমাসে একটী কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মেলার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, ক্রমে উহা সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে বৎসর বৎসর জেলার শিল্পোন্নতিও বাড়িতেছে।

ফরিদপুর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বেরেলী জেলার একটী তহ-শীল। ভূপরিমাণ ২৪৯ বর্গমাইল। সমগ্র স্থানই পর্ব্বতময় এবং অনুর্ব্বর। রামগঙ্গা, বাঘুল ও কৈলাসনদীতীরে সামান্ততঃ চাসবাস দেখা যায়। এখানে অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলপথের দুইটী ষ্টেশন (ফতেগঞ্জ পূর্ব্ব ও ফরিদপুরে) আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। বেরেলী হইতে শাহ-জহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ১২´ ১৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪´ ৪৫´´ পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম পুর। রাজদ্রোহী কোন কাঠেরিয়া রাজপুত এই নগর স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে কাঠেরিয়াগণ বেরেলী হইতে বিতাড়িত হয়। কাহারও মতে, মুসলমান সাধু শেখ ফরিদের নামানুসারে ইহার বর্ত্তমান নাম হইয়াছে। অপরে অনুমান করেন যে, ১৭৪৮-৭৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রোহিলা-অধিকারকালে যে শাসনকর্ত্তা এখানে দুর্গনির্ম্মাণ করান, তাঁহারই নামানুসারে ফরিদপুর নাম রাখা হয়। প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের গৌরবস্বরূপ এখানে কতকগুলি মন্দির বিদ্যমান আছে।

ফরিদী (দেশজ) ১ ফরিয়াদী। বাদী। ২ পক্ষিবিশেষ।

ফরিয়াদ (পারসী) অভিযোগ। (A complaint)

ফরিয়াদী (পারসী) বাদী, অভিযোক্তা, যিনি প্রথমে বিচারকের নিকট নালিশ করেন, তাহাকে ফরিয়াদী কহে।

ফরুখনগর, পঞ্জাবের গুরুগাঁও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রাজপুতনা-মালব রেলপথের শেষ ষ্টেসনের ১॥০ মাইল দূরে রোহতক-সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫১´৩০´´ পূঃ। নগরটী অষ্ট-কোণ ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত। চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে। মধ্যভাগে দুইটী বাজার। রাস্তা ঘাট বেশ বাঁধান, দেখিলেই বোধ হয় বেশ সমৃদ্ধিশালী। লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করা এখানকার প্রধান ব্যবসা ছিল, রেলপথ বিস্তার হওয়ায় শম্বর লবণ আনীত হইতেছে এবং স্থানীয় লবণের কারবার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়ই অন্য স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। দিল্লীদ্বার, 'সিসমহাল' নামক নবাব-প্রাসাদ, মস্‌জিদ্ প্রভৃতি প্রধান অট্টা-লিকা দর্শনযোগ্য।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা বেলুচসর্দ্দার ফৌজ-দার খাঁ (দালেল্ খাঁ) সম্রাট্ ফরুখসিয়রের নামে ইহার নামকরণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ বংশই এখানকার অধিকারী থাকে। পরে ভরতপুরের জাটগণ উহা কাড়িয়া লয়। ১২ বৎসর পরে ফৌজদার খাঁর পৌত্র পুনরায় পিতৃসিংহাসন জয় করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তৎকালীন্ নবাব আহমদআলী খাঁ ইংরাজ কর্ত্তৃক শমনভবনে প্রেরিত হন। তফজ্জুল হুসেন খাঁ নামা জনৈক মুসলমান ঐ সম্পত্তি পারিতোষিক পান। সিপাহীবিদ্রোহকালে ঐ ব্যক্তি ইংরাজের অনেক উপকার করিয়াছিল। তদ্বংশধর সুরাজউদ্দীন্ হায়দার এখনও তৎপ্রদেশ শাসন করিতেছেন।

ফরুখ্সিয়র, (ফরক্সের ও ফেরোক্শিয়ার নামে খ্যাত।) একজন মোগল বাদশাহ। আজিম্ উস্-শানের মধ্যমপুত্র এবং সম্রাট্ বাহাদুর শাহের পৌত্র। কুমার আজিম উস্-শান্ অরঙ্গজিব বাদশাহের আদেশে যখন বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সেই সময় তিনি আপন মধ্যমপুত্র ফরুখসিয়রকে বাঙ্গালায় তাঁহার পক্ষে নাএব-সুবাদার রাখিয়া যান। যতদিন বাহাদুরশাহ দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া লাহোরে না পৌছিয়াছিলেন, ততদিন ফরুখসিয়ার অবাধে বাঙ্গালার সুবাদারী ভোগ করিয়াছিলেন। ১১২২ হিজরায় (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার স্থলে আজ্জ্-উদ্দৌলা খান্খানান্কে বাঙ্গালার সুবাদারী দেওয়া হয় এবং ফরুখসিয়র দিল্লীর সভায় ফিরিয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হন।

ফরুখ্সিয়র আজিমাবাদে (পাটনায়) আসিয়া অর্থাভাব ও বর্ষা নিকট বলিয়া নগরের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাহাদুরশাহের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। তিনি অবিলম্বে আপন পিতার নামে খুত্বাপাঠ ও মুদ্রা প্রচার করাইলেন। তৎকালে পাটনার সৈয়দ হুসেন-আলীখান্ বাড়া আজিম্ উসশানের নাএব ছিলেন। এই সৈয়দের সাহস ও প্রতিভা দেখিয়া ফরুখসিয়র তাঁহাকে স্বপক্ষে টানিয়া লইলেন। ফরুখসিয়রের মাতাও হুসেনআলীকে পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ইহার পর আজিম্উস্শানের মৃত্যু ও জাহান্দারশাহের বিজয়বার্ত্তা পাটনায় পৌছিল। এখন (১১২৩ হিজরা রবিউল্ আব্বল্) ফরুক্সিয়র স্বনামে মুদ্রা প্রচার ও খুত্বা পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। হুসেনআলীর ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লাখান তখন আলাহাবাদের সুবাদার, তিনিও ফরুখসিয়রের সহিত যোগ দিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার রাজকোষ সমস্তই ফরুখসিয়রের হস্তগত হইল।

ফরুখ্সিয়র বিশ্বস্ত সেনাপতি ও ২৫০০০ অশ্বারোহী সহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন। আলাহাবাদে বহুসংখ্যক সৈন্য সম্মিলিত করিয়া ফরুখসিয়র আগ্রায় জাহান্দারশাহকে আক্রমণ করিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে হুসেনআলী গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু জাহান্দারই পরাজয় স্বীকার করেন।

রাত্রিকালে জাহান্দার আগ্রায় কাটাইয়া জুলফিকারখানের সহিত অতি সতর্কে দিল্লীতে আসিলেন। তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানিয়া আসদউদ্দৌলা তাঁহাকে দুর্গমধ্যে বন্দী করিলেন।

সাতদিন বিশ্রামের পর ফরুখসিয়র দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১১২৪ হিজরা, ১১ই মহরম (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) তিনি দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। জাহান্দরশাহ নিহত হইলেন। ২০ জেলহজ্জ, ফরুক্সিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ 'কুতব্ উল্ মুলক' উপাধি ও সাতহাজারী মন্সব (দো অস্পস্ ও সে অস্পস্), হুসেন আলীখাঁ 'আমীর উল্ উমরা ফিরোজ জঙ্গ' উপাধি ও সাতহাজারী মন্সব এবং এই সঙ্গে মীর-বক্সীপদ লাভ করিলেন।

ফরুখসিয়রের কোন স্বাধীন মত ছিল না। তিনি পিতা পিতামহ হইতে বহুদূরে বাঙ্গালায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এখানে অপরের ইচ্ছামতই তাঁহাকে সকল কার্য্য করিতে হইত, কাজেই তাঁহার স্বাধীন প্রবৃত্তির চালনার কখন সুবিধা হয় নাই। অল্প বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তিনি সৈয়দ আবদুল্লাকে উজীর করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল পরে তাঁহাকে ভাল করিয়াই ভুগিতে হইয়াছিল।

মীর জুমলা বাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিচক্ষণ, কর্ম্মদক্ষ ও উদার পুরুষ ছিলেন। সৈয়দেরা আসিয়া এক প্রকার মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস করিতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এখন তিনিই সৈয়দদিগকে সাধারণের নিকট হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য কৌশলক্রমে তাহাদের দ্বারাই দিল্লীর প্রাচীন আমীর ও ওমরাহবংশীয়দিগের হত্যাসাধন করিতে লাগিলেন। এই সময় দুর্বৃত্ত সৈয়দদিগের হস্তে আমীর উল ওম্রা জুল্ফিকারখাঁ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অতি ঘৃণিতভাবে নিহত হন। আমীর উল্ ওমরার দেওয়ান রাজা শুভচাঁদের জিহ্বা কাটা যায়, জাহান্দর শাহের পুত্র আজিজ্উদ্দীন, আজিম্শাহের পুত্র আলী তবার এবং ফরখ্সিয়রের কনিষ্ঠ হুমায়ুন বখত্ উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রভাবে নেত্রহীন হইয়াছিলেন।

সৈয়দ আবদুল্লা রতনচাঁদ নামক এক শস্যবিক্রেতাকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি আপনার ও সৈয়দের উদরপূর্ত্তি না করিয়া কাহারও কোন কার্য্য করিত না। ফরুখ্সিয়র সৈয়দের আচরণ অবগত হইয়া ছিলেন। তিনি মীর জুমলাকে আপনার প্রতিনিধি করিলেন। বাদশাহের হইয়া সহি মোহরের ভার সমস্তই মীরজুমলার উপর অর্পিত হইল। ইহাতে উজীরের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হইল। তাহাতে সৈয়দেরা বাদশাহ ও মীর জুমলার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। মীর জুমলা সৈয়দদ্বয়কে বন্দী করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বাদশাহকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাদশাহের মাতা সৈয়দ আবদুল্লাকে ভাল বাসিতেন। তিনি গুপ্ত কথা বলিয়া পাঠাইয়া সৈয়দকে সতর্ক করিলেন।

এই সময় আমীর উল্‌ ওমরা হুসেন আলী বাদশাহের নিকট দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী চাহিয়া বসিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় তিনি দাউদখান্ নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি রাখিয়া সুবেদারী চালাইবেন, অথচ নিজে দিল্লীর দরবারে থাকিবেন। এই সুবেদারীতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগমের আশা ছিল। কিন্তু মীর জুম্‌লার পরামর্শে বাদশাহ হুসেনকে জানাইলেন যে, তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে দক্ষিণাত্যে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইবে। আমীর উল্‌ ওমরা ভ্রাতাকে একাকী দরবারে রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সৈয়দদিগের সহিত বাদশাহের মনোমালিন্য ঘটিবার সূত্রপাত হইল। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় দরবারে আসা বন্ধ করিল ও স্ব স্ব ভবন সশস্ত্র সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখিল। পূর্ব্ব হইতে ফরুখ্‌সিয়রের মাতা সৈয়দদিগের পক্ষে ছিলেন। তিনি পুত্রকে অনেক বুঝাইয়া সৈয়দদিগকে দরবারে আনাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। মীর জুম্‌লা পাটনার সুবেদার হইয়া আসিলেন ও হুসেন আলী দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া বসিলেন। ফরুখ্‌সিয়রের অভিষেকের ২য় বর্ষে এই ঘটনা ঘটে।

৩য় বর্ষে, গুজরাতের আহ্মদাবাদে মুসলমানেরা হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়ায় ও গোহত্যা করিবার আয়োজন করায় হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়াছিল, এ সময়ে সুবেদার দাউদখাঁ হিন্দুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ চলিতেছিল, নানাস্থানে অরাজকতা ঘটিবার সূত্রপাত হইতেছিল, সেই সময় পঞ্জাবে শিখেরা গুরুবান্দার অধিনায়কতায় স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিল। ফরুখ্‌সিয়রের ৪র্থ বর্ষে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) আবদুস্‌সমদ দিলের জঙ্গ লাহোরের সুবাদার হইয়া যান ও শিখদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের গুরুকে বন্দী করিয়া পাঠান। মীর জুম্‌লার পাটনার সুবেদারী ভাল লাগিল না। তাঁহার সৈন্যগণ এক হইয়া অসম্ভব বেতন চাহিয়া বসিল। এমন কি তাঁহাদের উত্তেজনায় মীর জুম্‌লা আর পাটনায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তিনি দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এরূপ আচরণে বাদশাহ অতিশয় বিরক্ত হইলেন। মীর জুম্‌লা শেষে বাদশাহের অনুগ্রহলাভাশায় সৈয়দের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু লোকে ভাবিল, সৈয়দকে বন্দী করিবার ছলনামাত্র। এ সময় ৭।৮ হাজার অশ্বারোহী বাকি বেতন আদায় করিবার জন্য মহম্মদ আমীনখাঁ বক্সী, আমীর উল্‌ ওমরার প্রতিনিধি খাঁ দৌরান্ ও মীর জুম্‌লার বাড়ীতে গিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। এমন কি দিল্লীর পথঘাট বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। সৈয়দ আলী আবদুল্লা বহু সংখ্যক সশস্ত্র অশ্বারোহী ও সিপাহী রাখিয়া তাহাদের গতিরোধ করিয়াছিলেন।

বাদশাহ মীর জুম্‌লার প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পঞ্জাবে পাঠাইলেন এবং তাঁহার স্থানে সরবুলান্দ খাঁকে পাটনার সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। মীর জুম্‌লা পঞ্জাবে গেলে সকলে কাণাঘুসা করিতে লাগিল যে, এ কেবল রাজার চাতুরী মাত্র, সৈয়দদিগকে বন্দী করিবারই আয়োজন হইতেছে। শেষে এমন হইল, যে আবদুল্লা আপনার উজীরী কাজও বন্ধ করিয়া বসিলেন। সকল দিকে গোলযোগ ঘটিল। অনেকে অনেকের জায়গীর বা মনসব আত্মসাৎ করিতে লাগিল। এ সময় হুসেন আলী দাক্ষিণাত্যে দাউদখাঁ ও মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, নানাস্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল। এই সময় বালাজী বিশ্বনাথের প্রভাবে মোগলসৈন্য অনেক স্থানে পরাজিত হইয়াছিল। হুসেন আলী মহারাষ্ট্রপতি সাহুর সহিত সন্ধি করিবার সনদ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই।

[পেশবা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দিল্লীর দরবারে মহম্মদ মুরাদ নামে এক নীচবংশীয় কাশ্মীরী বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া সৈয়দদিগের দমনের চেষ্টা করিতে ছিলেন।

যোধপুরের রাণা অজিতসিংহের কন্যা অতি রূপবতী ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনি এমনি রোগে পড়িলেন যে, কিছুতেই তাঁহার আশা ফলিল না। এই রোগে যথাসাধ্য চিকিৎসা চলিয়াছিল। এই সময় ইংরাজ বণিকগণ অবাধ-বাণিজ্যের ফরমাণ লইবার আশায় বহুলক্ষ টাকার উপঢৌকন-সহ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার হামিল্টন ছিলেন। এই হামিল্টনের চেষ্টায় বাদশাহ রোগমুক্ত হন ও শীঘ্রই মহাসমারোহে রাজপুতবালার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। (১৭১৯ খৃঃ অব্দ) ইংরাজ-চিকিৎসকের প্রার্থনা মতই ইংরাজ বণিক্ বাদশাহের নিকট বাঙ্গালায় অবাধ বাণিজ্যের ফরমাণ ও ৩৭ গ্রাম খরিদ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। এদিকে সৈয়দদিগের সহিত ক্রমেই তাঁহার বিরোধ বাড়িতে ছিল। আবদুল্লা হুসেন আলীকে দিল্লীতে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। অজিতসিংহ প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক তখন বাদশাহের সহায় ছিল। তিনি মনে করিলে অবিলম্বে কণ্টক দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার নির্বুদ্ধিতায় ও অলসতায় শীঘ্রই প্রতিফল পাইলেন। হুসেন আসিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের কৌশলে অনুচরগণ রাজান্তঃপুর হইতে বাদশাহকে বাহির করিয়া তাঁহার

নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল (১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। দুষ্ট সৈয়দদ্বয় তৈমুর বংশীয় এক বালককে বাদশাহ খাড়া করিয়া ১১৩১ হিজরা, ৯ রজব (১৭১৯ খৃষ্টাব্দ ১৬ই মে) নৃশংসরূপে ফরুখ্ সিয়রের প্রাণ হরণ করিল। দিল্লীস্থ হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে ফরুখ্ সিয়রের কবর হয়। সৈয়দেরা প্রথমে যে বালককে বাদশাহী দিয়াছিল তাহার নাম হয় রফী উদ্ দর্জাৎ।

ফরুখাবাদ, (ফরক্কাবাদ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৬°৪৬´৩১´´ হইতে ২৭° ৪২´৫১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৭´৫৯´´ হইতে ৮০°৩৫´৯´´ পূঃ। ইহার উত্তরে শাহজহানপুর ও বদাউন, পূর্ব্বে হার্দোই জেলা, দক্ষিণে কাণপুর ও এতাবা এবং পশ্চিমে মৈনপুরি ও এটা। ভূ-পরিমাণ ১৭১৯ বর্গমাইল। ফতেগড় নগর ইহার বিচার-বিভাগীয় সদর ; কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমকূলবর্ত্তী ফরুখাবাদ নগরেই লোকের বাস অধিক।

দোয়াবের মধ্যভাগে এই জেলা অবস্থিত। মধ্যভাগ প্রায়ই নিম্ন। একারণ প্রতিবৎসর বন্যায় ঐ সকল স্থান জলে ডুবিয়া যায়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী নাবাল জমি ব্যতীত কালীনদী, ঈশান ও রামগঙ্গা-প্রবাহিত স্থানে নূতনপলি পড়ায় চাসবাসের সুবিধা হইয়াছে। অপর সকল স্থানই জঙ্গলে পূর্ণ।

প্রাচীন কনোজরাজ্য এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই স্থান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। [কান্যকুব্জ দেখ।] বর্ত্তমান ফরুখাবাদ নগর মুসলমানশাসন সময়ে গঠিত হয়। নগর মধ্যে ও বহির্ভাগে স্থপতি-বিদ্যার (ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাদির) যে সকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুসলমানধরণে নির্ম্মিত। বর্ত্তমানকালে গঙ্গার ২ ক্রোশদূরে[১] কালীনদীর বামকূলে ফরুখাবাদ নগর স্থাপিত। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষে প্রায় ৫ খানি গ্রাম বিস্তৃত। চারিদিকের ইষ্টক প্রাচীরের ভিত্তি মাত্র পড়িয়া আছে। স্থানবাসিগণ ঐ ধ্বংসস্তূপ হইতে ইষ্টক লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া থাকে, প্রাচীন নগরের গৌরবকীর্ত্তি ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে।

হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে একমাত্র রাজা অজয়পালের পবিত্র ক্ষেত্র দর্শনযোগ্য[২]। এখনও অনেকগুলি মুসলমান কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

গুপ্তরাজগণ ৩১৯ হইতে প্রায় ৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রা ও অপরাপর কীর্ত্তিস্তম্ভ আজিও ঐ জেলার মধ্যে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ভরজাতীই এখানকার আদিম অধিবাসী। ঠাকুররংশীয়েরা উহাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়া যান। কনৌজরাজ জয়চাঁদের অধিকারকালে কালীনদীর দক্ষিণাংশ লোকাকীর্ণ হয়। মুসলমান কর্ত্তৃক তুয়ার রাজগণ পরাজিত হইবার বহু পরে ইহার উত্তরাংশ বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের হস্তগত হয়। ১৮শ শতাব্দে ফরুখাবাদের নবাবই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রোহিলাসর্দ্দার আলী মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। সম্রাট্ হাফিজ-রহমৎ-খাঁকে আলীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সম্রাটের আদেশে ফরুখাবাদের নবাব সসৈন্যে হাফিজ্‌কে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে নবাব সাহেব পরাজিত ও নিহত হন। এই সময় অযোধ্যার উজীর সফদর জঙ্গ ফরুখাবাদ লুণ্ঠন করেন। কাজেই ফরক্কাবাদী রোহিলা ও বেরেলীর দল একত্র হইয়া ফরুখাবাদ সফদরের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় এবং আলাহাবাদ অবরোধ করে। [বিস্তৃত বিবরণ রোহিলখণ্ড ও বেরেলী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রোহিলাদিগকে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পরাজয় করিয়া সুজাউদ্দৌলা এই স্থান নিজে শাসিত করেন। অতঃপর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উহা ইংরাজের অধিকারে আইসে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

ফতেগড়ে ইংরাজের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। [ফতেগড় দেখ।] মে হইতে জানুয়ারীমাস পর্য্যন্ত এই জেলা নবাব ও বখৎ খাঁর অধীনে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিগেডিয়ার হোপ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিলে নবাব ও ফিরোজশাহ বেরেলীতে পলাইয়া যান। পরে মে মাসে বিদ্রোহীরা আসিয়া পুনরায় কায়েমগঞ্জ অবরোধ করে, কিন্তু তাহারা অধিক দিন তথায় থাকিতে পারে নাই।

ফরুখাবাদ, ফতেগড়, কায়েমগঞ্জ, শামসাবাদ, কনৌজ, ছিব্রামৌ, তির্‌বা ও তেলীগ্রাম এখানকার আটটী প্রধাননগর ও সাধারণ বাণিজ্যস্থান। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, কাণপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এখানকার চাউল, গম, যব, জোয়ার, বজরা, নানাকলাই, নীল, ইক্ষু প্রভৃতি জাত দ্রব্যের রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে রেলপথ বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৭৭০ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে প্রায় ১০ বার দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়।

২ উক্ত জেলার তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৪৩ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। গঙ্গার পশ্চিমকূল হইতে প্রায় ১৸০ ক্রোশদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°২৩´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৬´৫০´´ পূঃ। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নবাব মহম্মদ খাঁ সম্রাট্

(১) পূর্ব্বে গঙ্গা নদী ফরুখাবাদের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল।

(২) সাধারণে ইঁহাকে গজনিপতি মাহ্মুদ কর্ত্তৃক পরাজিত রাজপুত্র বলিয়া জানে। ১০২১ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জরপতি চন্দেলরাজ কর্ত্তৃক ইনি নিহত হন।

ফরুখসিয়রের নামে এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লা আছে। এক সময়ে তাহাতেই নবাবের প্রাসাদ ছিল। এস্থান হইতে গঙ্গাগর্ভের দৃশ্য অতি মনোরম। পূর্ব্বে এই নগর উত্তরপশ্চিমের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানকার প্রস্তুত নীল ও সোরা কলিকাতার বাজারে আদরের সহিত বিক্রীত হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া ও কাণপুর-ফরক্কাবাদ-লাইট রেলপথ বিস্তৃত হওয়া অবধি এই নগরের বাণিজ্য গৌরব কমিয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাল রেলপথেই রপ্তানী হয়, আর ফরক্কাবাদে আইসে না। এখানকার ঐতিহাসিক ঘটনা জেলার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় সেই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ফরুখি, খান্দেশের মুসলমান রাজবংশ। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মলকরাজ ফরুখি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে দক্ষিণ নিমারের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাপ্তী নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যবিস্তার-পূর্ব্বক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র নশির খাঁ আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে খান্দেশ রাজ্যে ফরুখি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি আশীর-গড় (আশা আহীর) জয় করিয়া পরে তাপ্তীর অপর পারে বুর্হানপুর ও জৈনাবাদ নগর স্থাপন করেন। বুর্হানপুর নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে খান্দেশ-রাজবংশ ১৩৯৯ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীনতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল না। গুজরাত বা মালবরাজের অধীনে সামন্তরূপে তাঁহারা রাজ্য করিতেন। সময় সময় স্বাধীন হইতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহারা অধিরাজ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে শাসিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন আক্রমণকারীর হস্তে পড়িয়া বুর্হানপুর উৎসাদিত হইয়াছিল এবং ফরুখিগণ আশীরগড়ে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পঞ্চম রাজা আদিল খাঁর (শাহ-ই-ঝারখন্দ) রাজ্যকালে এই বংশের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি গর্হামণ্ডল পর্য্যন্ত রাজ্যজয় করিয়া গোঁড়দিগকে করপ্রদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত জুমা মসজিদ, ইদগা প্রভৃতি আজিও বুর্হানপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহ ফরুখিবংশের শেষ রাজা বাহাদুর খাঁকে আশীরগড় যুদ্ধে পরাজিত করিয়া খান্দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

ফরুবক (ক্লী) পুগপাত্র। (হারাবলী)

ফরেন্দ্র (পুং) জম্বুবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফর্কটিয়া (দেশজ) পদদ্বয় মেলাইয়া চলা।

ফর্কাণ (দেশজ) ১ ছড়ান, মেলান। ২ রাগকরা।

ফর্দ (আরবী) তালিকা, কোন কার্য্যানুষ্ঠানে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহার লিখিত পত্র। ২ কাগজের টুকরা। ৩ আলাহিদা, একক।

ফর্দ্দকরী (পারসী) তালিকামত।

ফর্দ্দা (আরবী) ফাঁক, আলাহিদা।

ফর্দ্দুসি, (ফির্দৌসি, ফার্দ্দুসি) একজন প্রসিদ্ধ মহাকবি। ইঁহার প্রকৃত নাম আবুল্কাশিম্ হসন্-বিন্ শরফশাহ। গজনীর সুলতান মাহ্মুদের আদেশে 'শাহানামা' নামক পারসী গ্রন্থ লিখিয়া ইনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। কিরূপে শাহানামা রচিত হইল ও ফর্দ্দুসি প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, তৎসম্বন্ধে শাহানামার মুখবন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়—

পারস্যের শাসনীয় রাজ যজদেজার্দ কৈমুরবংশ হইতে খুসরো-বংশীয় রাজগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ উদ্যম ও তত্ত্বাবধানে 'সিয়ারউল মুলক্' বা বাস্তান্নামা নামে একখানি ইতিহাস সঙ্কলন করাইয়া ছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণ যখন পারস্যরাজ্য বিদলিত করিবার চেষ্টা করেন, তৎকালে যজদেজার্দের পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে শাসন-বংশীয় জনৈক রাজা দকীকী নামক একজন কবিকে ঐ মহাগ্রন্থ উদ্ধার করিবার ভারার্পণ করেন, কিন্তু সেই কবি ১০০০ শ্লোক মাত্র লিখিবার পরই তাঁহার ক্রীতদাসের হস্তে কালকবলে পতিত হন। তৎপরে এই গ্রন্থ উদ্ধারের কেহই চেষ্টা করেন নাই। অবশেষে ঘটনাক্রমে গজনীপতি সুলতান মাহ্মুদের হস্তে একখণ্ড বাস্তান্নামা পতিত হয়। গজনীপতি সেই গ্রন্থ হইতে সাতটী বিষয় লইয়া সাতজন কবিকে এক এক খানি কবিতা পুস্তক লিখিতে আদেশ করেন। ঐ কবিগণের মধ্যে কে প্রধান, তাহা পরীক্ষা করাই সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কবি আন্সারিই পুরস্কার লাভ করেন এবং তিনিই প্রথমে ঐ বৃহৎ গ্রন্থ কবিতায় গ্রথিত করিবার জন্য নিয়োজিত হন।

এ সময় ফর্দ্দুসি স্বীয় জন্মস্থান তুষ্ নগরে কবিতাদেবীর সেবা করিয়া জয়শ্রী ও যশোলাভ করিতেছিলেন। তিনি কবি দকীকীর চেষ্টা অবগত ছিলেন; সুলতান মাহ্মুদের মহদভিপ্রায়ও শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি সৌভাগ্যক্রমে একখানি বাস্তান্নামা হাতে পাইলেন। কঠোর পরিশ্রমে সমস্ত পুস্তকখানি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলেন। অল্পদিন মধ্যে জুহাক ও ফরিদুনের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া একখানি খণ্ডকাব্য প্রকাশ করিলেন। এই খণ্ডকাব্য খানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল।

সেই খণ্ডকাব্যের সুখ্যাতি সুলতান মাহ্মুদের কর্ণগোচর হইল। তিনি ফর্দ্দুসিকে আহ্বান করিলেন। ফর্দ্দুসি গজনীতে আসিলেন। তাঁহার আগমনে সুলতান আপনাকে ধন্য, কৃতার্থ ও তাঁহার পাদস্পর্শে রাজধানী পবিত্র জ্ঞান করিলেন। কি দিয়া কবির সম্বর্দ্ধনা করিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। সুলতান কবিবরকে বাস্তান্নামা অবলম্বনে আপন পূর্ব্বপুরুষ-

গণের অনুপম কীর্ত্তি কবিতায় গ্রথিত করিতে আদেশ করিলেন এবং প্রতি সহস্র শ্লোকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কবিও বলিয়াছেন যে, তিনি গ্রন্থ শেষ না করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না।

ত্রিশবর্ষ পরিশ্রমের পর ৬০০০০ শ্লোকে তাঁহার শাহানামা সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু এসময় সুলতানের সে উৎসাহ, অনুরাগ ও প্রতিজ্ঞা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুস্তক সম্পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সুলতান আপন অঙ্গীকার পালন করিলেন না, আশা দিয়া কবিকে চির নিরাশায় ভাসাইলেন। কবি সুলতানের আচরণ কটাক্ষ করিয়া মর্ম্মভেদী আক্ষেপে গ্রন্থ উপসংহার করিলেন। সুলতান শাহানামায় আপন চরিত্র সমালোচিত দেখিয়া অবশেষে ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ৬০ হাজার রৌপ্য দির্হাম দিতে আদেশ করিলেন। যে সময় সেই টাকা ফর্দ্দুসির নিকট প্রেরিত হয়, তখন কবি স্নানাগারে ছিলেন। তিনি আর সে মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না, ক্রোধে ও ঘৃণায় আপনার দাসগণের মধ্যে সেই টাকা বিলাইয়া দিলেন। উজীরের পরামর্শে সুলতান ঐরূপ কার্য্য করিয়াছেন জানিয়া কবি উজীরের উদ্দেশ্যে এক বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিয়া মাজন্দরাণদেশে পলাইয়া গেলেন। ইহাও বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যখন সুলতানের মন কোন রাজকীয় ব্যাপারে নিপীড়িত হইবে, তখন যেন তিনি সেই গ্রন্থ পাঠ করেন। অবকাশমত মান্মুদ সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি চিরদিনের জন্য আপনার সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন। তিনি উজীরকে তাড়াইয়া দিলেন ও ফর্দ্দুসির অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। এদিকে ফর্দ্দুসি নিরাপদ হইবার জন্য বোগদাদের সভায় উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া শাহানামার শেষে খলিফার প্রশস্তিমূলক ১০০০ শ্লোক যোগ করেন। খলিফা প্রীত হইয়া তাঁহাকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। এদিকে সুলতান মান্মুদও সম্মানসূচক পরিচ্ছদসহ প্রতিশ্রুত ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তাহা কবির নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জন্মভূমি তুষ্ (বর্ত্তমান মসদ) নগরেই ১০২০ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। শাহানামা ব্যতীত 'অবিয়াৎ ফর্দ্দুসি' নামে তিনি আরও একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন।

ফর্ফরিয়া (দেশজ) বৃথা গৌরবকারী। গর্ব্বিত।

ফর্ফর (ত্রি) স্ফুর-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। অত্যন্ত চঞ্চল।

"গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।" (উদ্ভট)

ফর্ফরী (স্ত্রী) করাগ্র, চলিত পাঞ্জা। (বৈদ্যকনি°)

ফর্ফরীক (পুং) স্ফুরতীতি স্ফুর-স্ফুরণে (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি ঈকন্, ধাতো ফর্ফরাদেশশ্চ। ১ চপেট। (স্ত্রী) ২ মার্দ্দব। (মেদিনী)

ফর্ফরীকা (স্ত্রী) ফর্ফরীক-টাপ্। ১ পাদুকা। স্ফুরতীতি ঈকন্ টাপ্। মনসি স্ফুরণাদেব তথাত্বং। ২ মদন। (সংক্ষিপ্তসারউ°)

ফর্ম্মা (দেশজ) ১ ছাঁচ। ২ মুদ্রিত কাগজের আকারভেদ।

ফর্ম্মাইশ (আরবী) আজ্ঞা, আদেশ।

ফর্ম্মাণচা, বাহালপত্র। মুসলমান রাজসরকারে কোন ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিলে তাহাকে পদ ও মাহিয়ানা নির্দ্ধারিত করিয়া যে আজ্ঞাপত্র দেওয়া হয়।

ফর্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক,। লট্ ফর্বতি। লোট্ ফর্বতু। লিট্ পফর্ব। লুঙ্ অফর্বীৎ।

ফর্বর (ত্রি) ফর্ব-পূরণে-অরন্। পূরক। (ঋক্ ১০।১০৬।২)

ফর্সি, ১ যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। ২ তাম্রকূটসেবনার্থ বৃহন্নলযুক্ত গুড়গুড়ি।

ফর্হৎখাঁ, (সকাহি) সম্রাট্ হুমায়ুনের একজন ক্রীতদাস। তিনি কোন যুদ্ধে বেগবাবার হস্ত হইতে হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করেন। সম্রাট্ সরহিন্দ গমনকালে তাঁহাকে লাহোরের শিকদার নিযুক্ত করেন। অতঃপর ফর্হদ্ অকবর শাহের সহিত মিলিত হন। অকবর সিংহাসন লাভ করিয়া তাহাকে কোরার তুজলদার পদ দান করেন। অহ্মদাবাদের সন্নিকটে তিনি মহম্মদ হুসেন মীর্জাকে পরাজিত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ষে তিনি বিহার যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় সম্রাট তাঁহাকে আরার জায়গীরদার করিয়া দেন পরে রাজা গজপতির সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

ফর্হা (ফর্হিয়া) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মৈনপুর জেলার একটী নগর। মুস্তাফাবাদ হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে নীল, তুলা ও শস্যাদির কারবার আছে।

ফল, ১ ভেদন। ২ নিষ্পত্তি। ৩ গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ° নিষ্পত্তি অর্থে অক° ভেদন ও গত্যর্থে সক° সেট্। লট্ ফলতি। লোট্ ফলতু। লিট্ পফাল, ফেলতুঃ ফেলুঃ। লুঙ্ অপীফলৎ অপফালৎ।

ফল (ক্লী) ফলতীতি ফল-নিষ্পত্তৌ কিম্বা ফলা বিশরণে বা অচ্। ১ লাভ।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥" (শকুন্তলা ১ অঃ)

২ শস্য, বৃক্ষাদির শস্য। ৩ ফলক, শারীস্থাপনার্থ কোষ্ঠযুক্ত কাষ্ঠময় ফলক। ৪ কার্য্য। ৫ উদ্দেশ্য। ৬ প্রয়োজন। ৭ জাতীফল। ৮ ত্রিফলা। ৯ কঙ্কোল। ১০ বাণাগ্র। ১১ আর্ত্তব। ১২ ফাল। ১৩ দান। ১৪ মুষ্ক। ১৫ কুটজবৃক্ষ। ১৬ ধাত্বর্থ-নিষ্পাদ্য প্রধানোদ্দেশ্য প্রয়োজন।

'ফলং হেতুসমুত্থে স্যাৎ ফলকে-ব্যুষ্টিলাভয়োঃ।
জাতিফলে চ কক্কোলে শস্যবাণাগ্রয়োরপি॥

ফলিন্ত্যাং তু ফলাং প্রাহুস্ত্রিফলায়াং ফলং ক্বচিৎ।' (বিশ্ব)

১৭ হেতুকৃত। ১৮ বৃষ্টি। ১৯ মহর্ষি গৌতমোক্ত প্রমেয় ভেদ। মহর্ষি গৌতম স্বকৃত সূত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলম্।" (গৌতমসূ ১।১।২০)

'প্রবৃত্তিদোষাভ্যাং জনিতঃ প্রবৃত্তিদোষজনিতঃ, এবংভূতো যোহর্থঃ সুখদুঃখয়োঃ সাক্ষাৎকারঃ স এব ফলং ফলপদার্থঃ'(টীকা)

প্রবৃত্তি এবং দোষজনিত যে অর্থ তাহাই ফল পদার্থ। এই বিষয় একটু বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মানবদিগের গমন, ভোজন, কি মানসিকচিন্তা প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারই হউক না কেন, তাহার পরিণামে সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ (সাক্ষাৎকার) জন্মে। অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখভোগ ব্যতীত কার্য্যমাত্রের আর কোন পরিণাম ফল নাই। সকল কার্য্যেরই পরিশেষে সুখ কিংবা দুঃখ জন্মিয়া থাকে, এই জন্য মহর্ষি গৌতমাদি ঋষিগণ সুখ ও দুঃখকেই কার্য্যের ফলস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। সুখ কি দুঃখ সাক্ষাৎকারের অনন্তর অন্য কোন ফল জন্মে না, ঐ সুখ দুঃখভোগই কার্য্যমাত্রের চরমফল। এই জন্য সুখ কিংবা দুঃখভোগকেই মুখ্যফল বলিতে হইবে। জীবের আহার বিহার প্রভৃতি ব্যাপারের মূলকারণ প্রবৃত্তি ও দোষ। প্রবৃত্তি অর্থাৎ যত্ন, দোষ শব্দে রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনকে বুঝায়। রাগ ইচ্ছা অর্থাৎ অনুরাগ। দ্বেষ আত্মগুণবিশেষ, দ্বেষ হইলে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। মোহ শব্দে অযথার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ দুঃখকর কার্য্যে সুখকর ও কামিনী প্রভৃতিতে মনোহরত্বাদি বুদ্ধি। এই তিনটী প্রথমতঃ জীবাত্মাকে আচ্ছন্ন করে, এই জন্য উপার্জ্জন প্রভৃতি ব্যাপার অতি দুঃখকর হইলেও তাহাতে ঐ দোষ-মোহিত আত্মার প্রবৃত্তি জন্মে। ঐ প্রবৃত্তি হইলেই ব্যাপারধারা উৎপন্ন হইতে থাকে। ঐ ব্যাপারধারাই চরমে সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করে। এজন্য দোষ ও প্রবৃত্তি এই সুখ কিংবা দুঃখভোগের মূলকারণ হইতেছে। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তি ও দোষ দ্বারা উৎপন্ন পদার্থকেই ফল বলিয়াছেন; অতএব সুখ কিংবা দুঃখভোগই মুখ্যফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভোজনাদি ক্রিয়াও শরীরাদি ইন্দ্রিয়ের সুখ ও দুঃখভোগ সম্পাদন করে বলিয়া গৌণফল। অতএব সুখ ও দুঃখ এই দুয়ের অন্যতরের সাক্ষাৎকারত্বই মুখ্যফলের লক্ষণ এবং সুখ দুঃখ ভিন্ন বর্ত্তমান জন্যত্ব গৌণফলের লক্ষণ ও জন্যত্বই সামান্য ফলের লক্ষণ। (ন্যায়দর্শন)

অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্রভেদে কর্ম্মের তিন প্রকার ফল হইয়া থাকে। যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, তাহার ঐ তিন প্রকার ফল ভিন্ন আর কোন রূপ ফল হইবে না।

"অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥" (গীতা ১৮ অ°)

মানব ইহ জগতে বা পরলোকে সুখ দুঃখাদি বা স্বর্গ নরকাদি যে কোন ফলভোগ করে, তাহা কর্ম্মজন্য। শুভকর্ম্মের ফল সুখ এবং অশুভ বা পাপ কর্ম্মের ফল দুঃখ। জীব বারংবার কর্ম্ম ফলভোগ করে; কিন্তু আত্মা নির্লিপ্ত, তাহার এই সকল ভোগ হয় না।

"জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ॥"

(ব্রহ্মবৈ° পু° প্রকৃতিখ° ২৩ অ°)

যতদিন না আত্মার মায়িক বন্ধন ছিন্ন হয়, ততদিন এইরূপ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।

কলিতে দানই একমাত্র শুভ ফলপ্রদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ৩৪ অধ্যায়ে এবং হেমাদ্রিতে দানফলের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ফলক (পুং ক্লী) ফল-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ চক্র, চক্রময় অস্ত্র-প্রতিঘাতনিবারক পদার্থ, চলিত ঢাল।

(পুং) ২ অস্থিখণ্ড, চলিত জটা। (জটাধর) ৩ নাগকেশর। (শব্দচ°) ৪ কাষ্ঠাদিফলক। ৫ নিতম্ব। ৬ প্রসাধনার্থ জলরক্ষণা-ধার বিশেষ, চলিত জল রাখিবার ঘড়াঞ্চে।

"পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ঊনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎপত্রে নিবেশয়েৎ॥"

(ব্যবহারতত্ত্বে ব্যাস)

৫ রজকপট, ধোপার পাট।

"শাল্মলে ফলকে শ্লক্ষ্ণে নিজ্যাৎ বাসাংসি নেজকঃ।" (মিতাক্ষরা)

ফলকক্ষ (পুং) যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ° ১০ অঃ)

ফলকণ্টক (পুং) ফলে কণ্টকং যস্য। কণ্টকিফলবৃক্ষ। (নৈঘণ্ট, প্রকা°) ২ পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া। স্ত্রিয়াং টাপ্। ফলকণ্টকী, ইন্দীবরা। (বৈদ্যকনি°)

ফলকপাণি (পুং) ফলকং পাণৌ যস্য। চর্ম্মী, চলিত ঢালী। (অমর)

ফলকপুর (ক্লী) ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরভেদ। (পাণিনি ৬।২।১০১)

ফলকযন্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্রদ্বারা জ্যা প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া গণনা করা যায়। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে এই যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ফলকর্কশা (স্ত্রী) ফলেন কর্কশা। ১ বনকোলি। ২ বনবদরবৃক্ষ।

ফলকসক্থ (ত্রি) ফলকমিব সক্থি যস্য বচ্ সমাসান্তঃ। ফলকতুল্য সক্থিযুক্ত। (ক্লী) ফলকমিব সক্থি কর্ম্মধা°। ২ ফলক তুল্য সক্থি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ফলকাম (ত্রি) ফলং কাময়তে ইতি কম-অণ্। কর্ম্মফলকামী, যিনি কর্ম্মফল কামনা করেন। কর্ম্মের ফলকামনায় করিয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। শাস্ত্রে ফলকামী হইয়া কার্য্য করা বিশেষ নিন্দিত হইয়াছে।

"ধর্ম্মবাণিজিকা মূঢ়াঃ ফলকামা নরাধমাঃ।
অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামান্নাপ্নুবন্ত্যত ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

শাস্ত্রের সকল স্থলেই নিষ্কাম কর্ম্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্য সকলেরই ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। অজ্ঞানান্ধ জীবগণের চিত্ত অতিশয় মলিন, এইজন্য তাহারা সর্ব্বদা নানাপ্রকার কামনা দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে। যতদিন তাহাদের চিত্তমালিন্য থাকিবে, ততদিন তাহারা পুনঃ পুনঃ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু কর্ম্ম করিতে করিতে যতটুকু পরিমাণে চিত্তমালিন্য অপনোদিত হইবে, সেই পরিমাণে চিত্তও কামনাশূন্য হইবে। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতি কামনা করিয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা দোষাবহ হয় না।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (গীতা)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। জীবদেহ ধারণ করিলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, কর্ম্ম করিতেই হইবে। নিষ্কর্ম্ম হইয়া কাহারও থাকিবার সাধ্য নাই। কর্ম্ম যখন জীবের অবশ্যম্ভাবী, তখন যাহাতে জীবগণ ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারই জন্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ফলকামনা ত্যাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সকাম কর্ম্মের ফল বন্ধন এবং নিষ্কাম কর্ম্মের ফল মুক্তি। ইহাই সকাম ও নিষ্কামের প্রভেদ।

ফলকাবন (ক্লী) সরস্বতীর প্রিয় বনভেদ।

ফলকিন্ (পুং) ফলকং ফলকাকারোঽস্ত্যস্যেতি ফলক-ইনি। মৎস্যভেদ। চিতলমাছ, ফলুই মাছ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ ফলকান্বিত। (মেদিনী) ফলা ঝঞ্জিরিষ্টবৃক্ষ এব স্বার্থে ক, ফলকা ততঃ চতুরর্থ্যাং প্রেক্ষাদিত্বাৎ ইনি। ৩ তদ্‌বৃক্ষ সমীপাদি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ফলকীবন (ক্লী) বনরূপ তীর্থভেদ। (ভারত বনপ° ৮৩ অঃ)

ফলকৃষ্ণ (পুং) ফলে ফলাবচ্ছেদে কৃষ্ণঃ। পানীয়ামলক। (শব্দচ°) ২ করঞ্জবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ফলং কৃষ্ণং যস্য। ৩ কৃষ্ণফলযুক্ত।

ফলকেশর (পুং) ফলে কেশরা ইবাঽস্য। নারিকেলবৃক্ষ। (জটাধ°)

ফলকোষ (পুং) ফলস্য মুষ্কস্য কোষ ইব। মুষ্কাবরক চর্ম্মযুক্ত অণ্ডকোষ। (সুশ্রুত) [মুষ্ক দেখ।] ২ বৃষণ, শিশ্ন। (ত্রিকা°)

ফলকোষক (পুং) ফলং মুষ্ক এব কোষো যত্র, ততঃ কন্। মুষ্ক। (ত্রিকা°)

ফলগ্রহি (ত্রি) ফলং গৃহ্নাতীতি গ্রহ-ইন্। ফলেগ্রহি, উপযুক্ত সময়ে ফলিতবৃক্ষ। (অমরটীকা ভরত)

ফলগ্রাহিন্ (পুং) ফলং গৃহ্নাতীতি গ্রহ-ণিনি। ১ বৃক্ষ। (ধরণি) (ত্রি) ২ ফলগ্রহণকর্ত্তা।

ফলঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—গব্য-ঘৃত চারি সের, শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ক্ষীর-কাঁকলা, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কটকী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, লক্ষণামূল (অভাবে শ্বেতকণ্টিকারীর মূল) প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে এই ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইবে। পুরুষেরা এই ঘৃত পান করিলে তাহা-দের রতিশক্তি বৃদ্ধি এবং স্ত্রীদিগের সকলপ্রকার যোনিদোষ ও গর্ভদোষ নিরাকৃত হইয়া আয়ুঃ ও বলশালী পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা স্ত্রীরোগাধিকারে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্বয়ং অশ্বিনীকুমার এই ঘৃতের উপদেশ দিয়াছেন। ইহা 'ফলকল্যাণঘৃত' নামেও প্রসিদ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

ফলচমস (পুং) ১ দধিমিশ্রিত বটত্বক্ চূর্ণ। ২ লৌকিক ন্যায়-ভেদ। (মলমাসতত্ত্ব)

ফলচারক (পুং) ১ ফলবিভাজক, ফলবিভাগকারী। ২ বৌদ্ধ মতে কর্ম্মচারিবিশেষ।

ফলচোরক (পুং) ফলং চোর ইব যস্য কন্। চোরক নামে গন্ধ দ্রব্য। (রাজনি°)

ফলচ্ছদন (ক্লী) কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ।

ফলজ্জলবাসুদেব (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি। (হেম)

ফলতা, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। হুগলী নদীতীরে অবস্থিত। ইহার ঠিক অপর পারে দামোদর নদ আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ২২° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১০´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে ওলন্দাজদিগের একটী কুঠী ছিল। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলে ইংরাজ রণতরী লইয়া ড্রেক সাহেব এখানে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার চারিদিকে ৫০ ফিট প্রশস্ত ও ১৪ ফিট্ উচ্চ পোস্তা, তদুপরে ৮টী কামান সজ্জিত আছে।

ফলতান, দাক্ষিণাত্যের সাতারার অধিকারভুক্ত একটী সামন্ত-রাজ্য। অক্ষা° ১৭° ৫৬´ হইতে ১৮° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১৬´ হইতে ৭৪° ৪৪´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে পুণা জেলা এবং অপর তিনদিকে সাতারা রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৯৭ বর্গমাইল। রাজ্যের সমগ্র স্থানই সমতল। উৎপন্ন শস্যাদি ব্যতীত এখানে

তৈল, কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র বয়ন ও প্রস্তর মূর্তিনির্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে।

এখানকার সর্দারগণ রাজপুত। এই বংশের পদকৃন্দ জগদেও নামা জনৈক ব্যক্তি দিল্লী সরকারে কর্ম্ম করিতেন। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট্ বিশ্বাসী ভৃত্যের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তাঁহার পুত্র নিম্বরাজকে নায়ক উপাধি ও জায়গীর দান করেন। ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে নিম্বরাজের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। অতঃপর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সাতারারাজ এই রাজ্য অধিকার করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সাতারাপতি নজর লইয়া বনাজী নায়ককে পিতৃসিংহাসনারোহণে অনুমতি দেন। ১৮২৮ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফলতান পুনরায় সাতারার শাসনাধীন থাকে। তৎপরে মৃত রাজার বিধবাপত্নী দত্তক-গ্রহণের অধিকার পান। এখানকার বর্ত্তমান সর্দ্দার মাধবজী রাও নায়ক নিম্বলকর দেশমুখ জায়গীরদার দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি হিন্দু ও জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৭° ৫৯´ ৬০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৮´ ২০´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে রাজা নিম্বরাজ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এখানকার রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়।

ফলত্রয় (ক্লী) ফলস্য ত্রয়ং ৬তৎ। দ্রাক্ষা পরূষ ও কাশ্মর্য্য এই তিন প্রকার ফল।

"দ্রাক্ষাপরূষকাশ্মর্য্যৈঃ ফলত্রয়মুদাহৃতম্।" (বৈদ্যকপরি°)

২ ত্রিফলা। (শব্দচ°)

ফলত্রিক (ক্লী) ফলস্য ত্রিকম্। ত্রিফলা—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ।

পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং ফলৈঃ স্যাত্ত্রিফলা সমৈঃ।
ফলত্রিকঞ্চ ত্রিফলা সা বরা চ প্রকীর্ত্তিতা॥" (ভাবপ্র°)

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ত্রিফলা মধ্যে পরিগণিত।

ফলদ (পুং) ফলং দদাতীতি দা-(আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।৩) ইতি-ক। বৃক্ষ। (ধরণি) (ত্রি) ২ ফলদাতা।

"বিশিষ্টফলদা কন্যা নিষ্কামানাং বিমুক্তিদা।" (মলমাসতত্ত্ব)

ফলদ্রুম (পুং) ফলিতবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফলপক্বাম্ল (ক্লী) অম্লফলপক্বক। (রাজনি°)

ফলপাক (পুং) ফলেষু পাকোঽস্য। করমর্দ্দক। (ভরত) ২ পানীয় আমলক। (শব্দচ°)

ফলপাকান্তা (স্ত্রী) ফলপাকেন অন্তো নাশো যস্যাঃ। ওষধি, ধান্য ও কদলী প্রভৃতি। (অমর)

ফলপাকিন্ (পুং) ফলপাকোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। গর্দ্দভাণ্ড-বৃক্ষ। (রত্নমালা) পর্য্যায় যথা—

"নন্দীবৃক্ষস্তাম্রপাকী ফলপাকী চ শীতলঃ।
গর্দ্দভাণ্ডো গন্ধমুণ্ডো দ্বিতীয়ঃ ক্ষিপ্রপাক্যসৌ॥"
(বৈদ্যকরত্নমালা)

ফলপাদপ (পুং) ফলবৃক্ষ।

ফলপুচ্ছ (পুং) ফলং পুষ্প ইব যস্য। বরণ্ডালু। (ত্রিকা°)

ফলপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৪।২৮৪)

ফলন্দি, রাজপুতানার মরুভূমিতে অবস্থিত একটী নগর। ইহার প্রধান প্রধান পথে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা গুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত। মধ্যভাগে একটী দৃঢ় দুর্গ আছে, উহার চারিদিকের প্রাচীর প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ, কিন্তু সেরূপ যুদ্ধোপকরণ নাই। কামানগুলি যত্নাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার অদূরে একা পর্ব্বত।

ফলপুষ্পা (স্ত্রী) ফলানি পুষ্পাণীব যস্যাঃ। পিণ্ডখর্জ্জুরী বৃক্ষ। (রাজনি°)

ফলপুষ্পী (স্ত্রী) ফলপুষ্পা, পিণ্ডখর্জ্জুরী বৃক্ষ।

ফলপূর (পুং) ফলেন পূর্ণঃ। বীজপুর, দাড়িম্ব। ২ মাতুলুঙ্গ বৃক্ষ। (পর্য্যায় মুক্তা°)

ফলপূরক (পুং) ফলপূর-স্বার্থে কন্। বীজপূর। (ভাবপ্র)

ফলপ্রদ (ত্রি) ফলং প্রদদাতীতি প্র-দা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। ফলদাতা, যিনি ফল প্রদান করেন।

"ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ॥" (ভাগ° ১০।১১ অঃ)

ফলপ্রিয়া (স্ত্রী) ফলেন প্রীণাতীতি প্রী-ক-টাপ্। প্রিয়ঙ্গু। (রা°)

ফলপ্রিয় (পুং) দ্রোণকাক, চলিত দাঁড়কাক। (রাজনি°)

ফলবর্দ্ধিন্ (ত্রি) ফলবর্দ্ধনকারী, ফল বাড়িবে ভাবিয়া যাহারা বস্ত্রাদি দ্বারা ফল বদ্ধন করে। (রঘু ১৩।৫০)

ফলবন্ধ্য (পুং) ফলে বন্ধ্যঃ। অবকেশী, ফলশূন্য বৃক্ষ।

ফলভাগ (পুং) ফলের ভাগ, শস্যাদির অংশ। (ভাগ° ৮।৭।১)

ফলভাগিন্ (ত্রি) ফল-ভজ-ণিনি। ফলভোগকারী, যিনি ফল ভোগ করেন।

'দাতৃন্ প্রতিগ্রহীতৃংশ্চ কুরুতে ফলভাগিনঃ।" (মনু ৩।৪৩)

ফলভাজ্ (ত্রি) ফলং ভজতে (ভজো ণ্বিঃ। পা ৩।২।৬২) ইতি ভজ-ণ্বি। ফলভাগী, সুখদুঃখাদি ফলভোক্তা।

"মাসপক্ষতিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
উল্লেখনমকুর্ব্বাণো ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের বিধান আছে, তাহা যে দিনে করিতে হইবে। সে দিন সেই কর্ম্মের এবং মাস, তিথি ও পক্ষের

উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। নচেৎ সেই কর্ম্মের ফল হইবে না।

ফলভূমি (স্ত্রী) ফলায় কর্ম্মফলভোগায় ভূমিঃ। কর্ম্মফলভোগ-স্থান, যে স্থানে কর্ম্মফল ভোগ হয়।

'ভরতাদ্যৈরাবতানি বিদেহাশ্চ কুরূন্ বিনা।
বর্ষাণি কর্ম্মভূম্যঃ স্যুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ॥' (হেম)

ফলভোগ (পুং) ফলস্য ভোগঃ ৬তৎ। কর্ম্মফল সুখদুঃখাদির ভোগ।

ফলভৃৎ (ত্রি) ফলং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। ফলিত বৃক্ষ, ফলধারী।

ফলমস্যা (স্ত্রী) গৃহকন্যা, ঘৃতকুমারী। (বৈদ্যকনি°)

ফলমুখ্যা (স্ত্রী) ফলেন মুখ্যা শ্রেষ্ঠা। অজমোদা। (রাজনি°)

ফলমুণ্ড (পুং) নারিকেল বৃক্ষ। (শব্দর°)

ফলমুদ্গরিকা (স্ত্রী) ফলে ফলাবচ্ছেদে মুদ্গরিকা ক্ষুদ্রমুদ্গর ইব। পিণ্ডখর্জ্জুর। (শব্দমালা)

ফলমূলিন্ (ত্রি) ফুল ও মূলযুক্ত। (মার্কণ্ডেয়পু° ৪৮।২৭)

ফলরাজ (পুং) খর্ম্মুজা নামে খ্যাত ফলশাক, চলিত খর্মুজা। (বৈদ্যকনি°)

ফলযোগ (পুং) ফলস্য যোগঃ ৬তৎ। ফলসম্বন্ধ বিষয়ে নাটকাঙ্গ কার্য্যের অবস্থাবিশেষ।

"সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাৎ যঃ সমগ্রফলাগমঃ।" (সাহিত্য° ৬।৩২৯)
যে স্থলে একদা সমগ্রফল লাভ হয়, তাহাকে ফলযোগাবস্থা কহে। যথা রত্নাবল্যাং—"রত্নাবলীলাভশ্চক্রবর্ত্তিত্বলক্ষণফলান্তর-লাভসহিতঃ।" এবমন্যত্র। (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

ফললক্ষণা (স্ত্রী) ফলহেতুকা লক্ষণা। প্রয়োজনবতী লক্ষণা।

"ব্যঙ্গ্যস্য গূঢ়াগূঢ়ত্বাদ্দ্বিধা স্যুঃ ফললক্ষণাঃ।" (সাহিত্যদ°)
[লক্ষণা দেখ।]

ফলবৎ (ত্রি) ফলমস্যাস্তীতি ফল-মতুপ্ মস্য ব। ফলযুক্তবৃক্ষ। পর্য্যায়—ফলিন, ফলী, ফলিত।

"অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ১।৪৭)

ফলবর্ত্তি (স্ত্রী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত বর্ত্তিভেদ। (শার্ঙ্গধরস°)

ফলবর্ত্তুল (ক্লী) ফলং বর্ত্তুলং যস্য। কালিঙ্গ। (রাজনি°)

ফলবিক্রয়িন্ (ত্রি) ফলবিক্রয়োঽস্যা অস্তীতি ইনি। ফলবিক্রয়-কারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ফলবিক্রয়িণী, ফলবিক্রেত্রী।

"ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ॥" (ভাগ° ১০।১১ অঃ)

ফলবিষ (ক্লী) ফলে বিষং যস্য। যাহার ফলে বিষ, তাহাকে ফলবিষ কহে। সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, কুমুদ্বতী (কুমুদলতা), রেণুকা, করম্ভ, মহাকরম্ভ, কর্কোটক, রেণুক, খদ্যোতক, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, (সাপকাঁকালে-লতা), নন্দন, ও সারপাক এই দ্বাদশটী ফলবিষ।

(সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অঃ)

ফলবৃক্ষ (পুং) ফলের গাছ।

ফলবৃক্ষক (পুং) ফলপ্রধানো বৃক্ষঃ, সংজ্ঞায়াং কন্। পনস, কাঁঠাল। (রাজনি°)

ফলশ (পুং) ফল তৃণাদিত্বাৎ শ। ১ ফলযুক্ত। ২ পনস, চলিত কাঁঠাল। (ভরত)

ফলশাক (ক্লী) ফলমেব শাকম্। ষড়্বিধ শাকের অন্তর্গত ফলরূপ শাক।

"পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥" (রাজব°)

ফলশাড়ব (পুং) দাড়িম। (ত্রিকা°)

ফলশালিন্ (ত্রি) ফলেন শালতে শ্লাঘতে ইতি শাল্-ণিনি। ফলাশ্রয়, ফলযুক্ত।

ফলশৈশির (পুং) শিশিরং প্রাপ্তমস্য অণ্, শৈশিরং ফলং যস্য। বদরবৃক্ষ। (রাজনি°)

ফলশ্রুতি (স্ত্রী) ফলস্য কর্ম্মফলস্য শ্রুতিঃ শ্রবণম্। কর্ম্মফল-শ্রবণ, বৈদিক কর্ম্মের ফলপ্রতিপাদনার্থ শাস্ত্রফলশ্রবণ, অমুক কর্ম্ম করিলে স্বর্গ হইবে, অমুক কার্য্যে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইত্যাদি ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, লোকে ফলশ্রুতি দেখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাকে প্রবর্ত্তক বাক্য বলা যাইতে পারে। ফলশ্রুতি 'ভাল' 'মন্দ' উভয়স্থলেই হইবে। সৎকার্য্য হইলে গুণফলশ্রুতি এবং অসৎকার্য্যের দোষফলশ্রুতি জানিতে হইবে। অসৎকার্য্যের ফলশ্রুতি দেখিয়া লোকে তাহা হইতে নিবর্ত্তিত হয়। সৎকার্য্যে শুভফলশ্রুতি থাকিলেও ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। কারণ শাস্ত্রে নিষ্কামকর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥"
অপিচ—বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥"(মলমাসতত্ত্ব)

ফলশ্রেষ্ঠ (পুং) ফলানাং ফলবৃক্ষাণাং শ্রেষ্ঠঃ। আম্রবৃক্ষ।

ফলসংস্কার, চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কপদার্থের মন্দফলনিরূপণ (Equation of the Centre)।

ফলসংবন্ধ (পুং) উডুম্বর বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফলসতীণ (ক্লী) দেশভেদ। (Palestine)

ফলসম্ভারা (স্ত্রী) কৃষ্ণোডুম্বরিকা। (বৈদ্যকনি°)

ফলসা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Grewia Asiatica)

ফলস্থান (ক্লী) ফলোপভোগের কাল।

ফলস্থাপন (ক্লী) ফলয়োরৌড়ম্বরফলয়োঃ স্থাপনমত্র। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার, দশবিধ সংস্কারের তৃতীয় সংস্কার।

"ফলস্থাপনাৎ মাতাপিতৃজং পাপ্মানমপোহতি।" (হারীত)

'ফলস্থাপনাৎ ফলস্থাপনাজকসীমন্তোন্নয়নাৎ।' (সংস্কারত°)

এই সংস্কারে ঔড়ম্বরফল স্থাপন করিতে হয়। [সীমন্তোন্নয়ন দেখ]

ফলস্নেহ (পুং) ফলে স্নেহো যস্য। আখোট বৃক্ষ। (রাজনি°)

ফলহারিন্ (ত্রি) ফলং হরতি হৃ-ণিনি। ফলহারক, ফলহরণকারী।

ফলহারী (স্ত্রী) ফলানাং হারো হরণং যস্মৈ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কালিকা দেবী। জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যা তিথিতে নানাবিধ ফলোপহার দ্বারা ইহার পূজা করিতে হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি অমায়াং বৈ মধ্যরাত্রে মহেশ্বরি।
পূজয়েৎ কালিকাং দেবীং নানাদ্রব্যোপহারকৈঃ॥
তত্রৈব সিতপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং নিশার্দ্ধকে।
পূজয়েচ্চ ফলৈর্নৈকৈঃ শক্তিতো বাপি কালিকাম্॥"(মায়াতন্ত্র ১৭)

ফলা (স্ত্রী) ১ ঝিঙ্গিরিষ্টা ক্ষুপ। (রাজনি°) ২ ইন্দীবরা। ৩ শমী। পর্য্যায়—"শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী ফলা শিবা।
মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ শমীরস্ট সাম্লিকা স্মৃতা॥" (রাজনি)

ফলাগম (পুং) শরৎকাল।

ফলাঢ্যা (স্ত্রী) ফলেন আঢ্যা সম্পন্না। কাষ্ঠকদলী, বনকলা। (রাজনি°)

ফলাস্ত্রিকা (স্ত্রী) কারবেল্লী, চলিত করলা উচ্ছে। (বৈদ্যকনি°)

ফলাদন (পুং) ফলানামদনঃ ভক্ষকঃ, বা ফলানাং অদনং ভক্ষণং যস্য। ১ শুকপক্ষী। (হেম) (ত্রি) ২ ফলভক্ষক।

ফলাধ্যক্ষ (ক্লী) ফলানামধ্যক্ষমিব। রাজাদন বৃক্ষ। কোন কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যঃ ক্ষীরিকাপি চ।" (ভাবপ্রকাশ)

(ত্রি)২ ফলাধিকৃত। ৩ ফলদাতাদিগের অধ্যক্ষ ঈশ্বর।

ফলানা (আরবী) অমুক ব্যক্তি।

ফলানুবন্ধ (পুং) কর্ম্মফলের প্রণালী।

ফলান্ত (পুং) ফলেষু সৎসু অন্তো নাশো যস্য। ১ বংশ। (শব্দ°) ফলস্য অন্তঃ ৬তৎ। ২ ফলের অন্ত, শেষ।

ফলাম্ল (ক্লী) ফলোপকরণ কৃতাম্ল। ইহার গুণ—রুচিকর, গুরু এবং ফলতুল্য গুণযুক্ত।

"ফলাম্লং স্যাদ্রুচিকরং গুরু ফলসমং গুণৈঃ।" (বৈদ্যকনি°)

২ বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

ফলাফল (ক্লী) ফল ও অফল, ভাল মন্দ।

ফলাফলিকা (স্ত্রী) ফলসহিতং অফলং তদস্তি অস্য ঠন্, টাপ্, কাপি অত-ইত্বং। ফলসহিত অফলযুক্তা স্ত্রী।

ফলাবন্ধ্য (পুং) ফলেন অবন্ধ্যঃ। ফলযোগ্যবৃক্ষ। (হেম)

ফলাম্ল (ক্লী) ফলমম্লং যস্য। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°) অম্লরসবিশিষ্ট ফলমাত্র। "মদ্যং মদ্যোচিতানান্তু সর্ব্বমাংসেষু পূজিতম্।
অমদ্যপানামুদকং ফলাম্লং বা প্রশস্যতে॥" (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অঃ)

(পুং) ২ অম্লবেতস।

ফলাম্লপঞ্চক (ক্লী) অম্লপঞ্চক, গোঁড়া, নারাঙ্গা, অম্লবেতস, তেঁতুল ও টাবা এই পাঁচপ্রকার অম্লফল।

ফলাম্লিক (ত্রি) তেঁতুলের রসে প্রস্তুত চাটনি বিশেষ।

ফলাযোষিৎ (স্ত্রী) পতঙ্গস্ত্রী, ফড়িঙ্গ।

ফলারাম (পুং) ফলের বাগান।

ফলারিষ্ট (পুং) অর্শোরোগাধিকারে অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। (চরকচি° ৯ অঃ)

ফলার (দেশজ) ফলাহার শব্দের অপভ্রংস, ফলভোজন। লুচি সন্দেশ ভোজন করাকেও চলিত ফলাহার কহে।

ফলার্থিন্ (ত্রি) ফলং অর্থয়তে ইতি অর্থ-ণিনি। ফলকামী।

"সর্ব্বস্বকেষু কর্ত্তব্যা প্রতিষ্ঠা বিবিধা বুধৈঃ।
ফলার্থিভিস্বপ্রতিষ্ঠং যস্মান্নিষ্ফলমুচ্যতে॥" (মঠ প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

ফলালুম্ (ফলুৎ) দার্জিলিঙ্গ জেলার অন্তর্গত হিমালয় পর্ব্বতের সিংহলীলা শ্রেণীর একটী শিখর। ১২০৪২ ফিট উচ্চ অক্ষা° ২৭°১২'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩' পূঃ। দার্জিলিঙ্গে দাঁড়াইয়া দেখিলে এই চূড়ার বরফাবৃত দৃশ্য অতীব মনোরম।

ফলাশন (পুং) ফলমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। শুকপক্ষী। (ত্রি) ২ ফলভক্ষক, ফলভোজনকারী।

ফলাশিন্ (ত্রি) ফলমশ্নাতি অশ-ণিনি। ফলভোজী।

ফলাসঙ্গ (পুং) ফলেষু আসঙ্গঃ। ফলাশক্তি, ফলবিষয়ে আসক্তি।

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥" (গীতা ৪অঃ)

ফলাসব (পুং) দ্রাক্ষাখর্জ্জুরাদিফলোদ্ভব ষড়্‌বিংশতি আসব। (চরক সূত্রস্থা° ২৫ অঃ)

ফলাস্থি (পুং) নারিকেল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফলাহার (পুং) ফলানাং আহারঃ। ফলভোজন।

ফলি (পুং) ফল-ইন্। মৎস্যবিশেষ। চলিত ফলুই মাছ। ইহার গুণ স্বাদু, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। (রাজব°)

ফলিকা (স্ত্রী) ফলমস্যা অস্তীতি ফল-ঠন্, টাপ্। ১ নিষ্পাবী বর্বটী। (রাজনি°) ফলা-স্বার্থে কন্ অত ইত্বং। ২ শরাদির অগ্রভাগ।

"ন প্রাপ্যসে করাভ্যাং হৃদয়ান্নাপৈষি বিতনুষে বাধাম্।
ত্বং মম ভয়াবস্থিতকুসুমায়ুধবিশিখফলিকেব॥"

(আর্য্যা সপ্তশতী ৩৩৫)

ফলিত (ত্রি) ফলমস্য জাতং অস্ত্যার্থে তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ফলবান্, ফলযুক্ত। (পুং) ২ বৃক্ষ। (ধরণি) (ক্লী) ৩ শৈলেয়। (রাজনি°)

ফলিতব্য (ক্লী) ফল-তব্য। ফলিবার যোগ্য, যাহা ফলিবে।

ফলিন্ (ত্রি) ফলমস্যাস্তীতি ফল-ইনি। ফলযুক্ত বৃক্ষাদি।

ফলিন (ত্রি) ফলানি সন্ত্যস্যেতি ফল (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ইতি ইনচ্। ১ ফলবান্। (পুং) ২ ফলবান্ বৃক্ষ। ৩ পনস বৃক্ষ। ৪ শ্যোনাক বৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ রাঠা।

ফলিনী (স্ত্রী) ফলিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। পর্য্যায়—

"প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া।
গুন্দ্রা গুন্দ্রফলা শ্যামা বিষক্‌সেনাঙ্গনা প্রিয়া॥" (ভাবপ্র°)

২ অগ্নিশিখা বৃক্ষ। (অমর) ৩ মুষলী, চলিত তালমূলী। (রাজনি°) ৪ লক্ষণাকন্দ। ৫ এলাদি। ৬ ত্রায়মাণা। (বৈদ্যকনি°) ৬ দ্রাক্ষাসব। ৭ নখকরঞ্জ বৃক্ষ, চলিত মেইদী। ৮ লাঙ্গলী বৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়া। ৯ শ্যোনাক বৃক্ষ। ১০ দুগ্ধিকা, পিরুই। (রত্নমালা)

ফলী (স্ত্রী) ফলমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিভ্যোঽচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। ২ ফলিমৎস্য, ফলুইমাছ। ৩ মুষলী, তালমূলী। ৪ শুকনাসা, চর্ম্মকষা। (বৈদ্যকনি°) ৫ আম্রাতক বৃক্ষ। (শব্দমালা) ৬ ফলযুক্ত বৃক্ষাদি।

ফলীকার (পুং) ফল-চ্বি কৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ফলেচ্ছা। (ভাগবত ৪।৯।৩৬) ভাবে ঘঞ্। ২ বিতুষীকরণ। ৩ অফলের ফলসম্পাদন।

ফলীয় (ত্রি) ফল-উৎকরাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ছ। ১ ফলযুক্ত। ২ ফলসন্নিকৃষ্টাদি।

ফলেগ্রহি (পুং) ফলং গৃহ্লাতীতি ফল-গ্রহ (ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চ। পা ৩।২।২৬) ইতি উপপদস্য এদন্তত্বং গ্রহেরিন্ প্রত্যয়শ্চ নিপাত্যতে। যথা সময়ে ফলধর বৃক্ষ, যে বৃক্ষের উপযুক্ত সময়ে ফল হয়।

"আত্মম্ভরিস্ত্বং পিশিতৈর্নরাণাং
ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাং।" (ভট্টি) (ত্রি) ফলগ্রহণকর্ত্তা। সপ্তমী বিভক্তির লোপ করিলে 'ফলগ্রহি' হইবে।

ফলেগ্রাহি (পুং) ফলে গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ইন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ বৃদ্ধিঃ নিপাতনাৎ সপ্তম্যা অলুক্। ফলেগ্রহি। (শব্দর°)

ফলেন্দ্র (পুং) ফলেন ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যশালীব বৃহৎ ফলত্বাদেবাস্য তথাত্বং। বৃহজ্জম্বু, বড়জাম। পর্য্যায়—নন্দ, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা, মহাজম্বু। ইহার গুণ স্বাদু, বিষ্টম্ভী, গুরু এবং রুচিকর। (ভাবপ্র°)

ফলেপাকী (স্ত্রী) গন্ধমুস্ত, গন্ধভাহুলিয়া বিশেষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

ফলেপুষ্পা (স্ত্রী) ফলে ফলমুখে পুষ্পং যস্যাঃ, সপ্তম্যা অলুক্। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। হিন্দী গুমা। পর্য্যায়—দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী। ইহার গুণ—গুরু, স্বাদু, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতপিত্তকারক, ক্ষার, লবণ, স্বাদুপাক, কটু, ভেদক এবং কফ, আম, কামলা, শোথ ও শ্বাসনাশক। (ভাবপ্র°)

ফলেরুহা (স্ত্রী) ফলে রোহতীতি রুহ-ক সপ্তম্যা অলুক্। পাটলিবৃক্ষ, চলিত পারুল গাছ। পর্য্যায়—

"পাটলামিপ্রিয়া স্থালী তাম্রপুষ্পী ফলেরুহা।
কামদূতী কুবেরাক্ষী কুম্ভী তোয়াধিবাসিনী॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

ফলেলাঙ্কু (পুং) জীবন বৃক্ষ। (হারাবলী)

ফলেসক্ত (ত্রি) ফলে সক্তঃ আসক্তঃ। ফলাসক্ত, ফলকামী। যিনি কর্ম্মফল কামনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"

'ফলেসক্তঃ মম ফলায় ইদং কর্ম্ম করোমীত্যেবং ফলেসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি' (মলমাসতত্ত্ব)

ফলোত্তমা (স্ত্রী) ফলেষু উত্তমা। ১ কাকলী দ্রাক্ষা। (রাজনি°) ২ দুগ্ধিকা। (বৈদ্যকরত্ন°) ৩ ত্রিফলা।

ফলোৎপত্তি (পুং) ফলায় উৎপত্তিরস্য, প্রশস্তফলানাং উৎপত্তিরত্র বা। আম্রবৃক্ষ। (শব্দচ°)

ফলোদক (পুং) ১ যক্ষভেদ। (মহা° বনপর্ব্ব) ২ ফলস্পৃষ্ট জল।

ফলেচ্ছুক (পুং) ১ যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ° ১০ অঃ) (ত্রি) ২ ফলকাম।

ফলোদয় (পুং) ফলস্য উদয়ো যত্র। ১ লাভ। ২ স্বরালয়। ৩ হর্ষ। ফলস্য উদয়ঃ। ৪ ফলোৎপত্তি।

"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥" (রঘু ১ স°)

ফলোদ্ভব (ত্রি) ফল হইতে উৎপন্ন দ্রব্য। তৈলাদি। (সুশ্রুত)

ফলোপজীবিন্ (ত্রি) ফলেন উপজীবয়তি উপ-জীব-ণিনি। যাহারা ফলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ফলোদ, উঃ পঃ প্রদেশের মিরাঠ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। তুয়ার বংশীয় ফলগুনামা জনৈক রাজপুত এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্য্যন্ত এই স্থান ফল্গুবংশীয়গণের হস্তে থাকে। ফকির কুতবশাহের অভিসম্পাতের পর হইতে প্রায় দুই শতাব্দী কাল এই স্থান জনশূন্য হইয়াছে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এস্থান বিলি করিতে চাহেন; কিন্তু কেহই অভিশাপ-ভয়ে উহা গ্রহণ করে নাই। অবশেষে জাটগণ উক্ত স্থান জমা লয়।

ফল্ক (পুং) ফল-নিষ্পত্তৌ (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩।৪০) ইতি ক। ১ বিসারিতাঙ্গ। (উজ্জ্বল)

ফল্গু (ত্রি) ফল নিষ্পত্তৌ (ফলিপাটিনমিমনিজনামিতি। উণ্‌। ১।১৯) ইতি উ, গুগাগমশ্চ। ১ অসার।

"তরীষু তত্রত্যমফল্গুভাণ্ডং সাংযাত্রিকানাবপতোঽভ্যনন্দৎ।"

(মাঘ ৩।৭৬) ২ নিরর্থক। (ত্রিকা°) ৩ সামান্য। ৪ ক্ষুদ্র। (স্ত্রী) ৫ গয়াস্থ নদীভেদ। গয়াক্ষেত্রে ফল্গু নদীতে স্নান করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে হয়। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, তৎ সমস্তই এই ফল্গুনদীতে আছে অর্থাৎ সমস্ত তীর্থাদিতে স্নানদান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র এই ফল্গু নদীতে স্নানদানে তাদৃশ ফললাভ হয়। গয়াক্ষেত্রে ফল্গুনদী আছে বলিয়া এই স্থান ফল্গুতীর্থ নামেও প্রসিদ্ধ।

"সার্দ্ধক্রোশদ্বয়ং মানং গয়ায়াং পরিকীর্ত্তিতম্।
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ॥
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী।
নগাজ্জনার্দ্দনাচ্চৈব কূপাচ্চোত্তরমানসাৎ॥
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে।
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমাগতিঃ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাংসি চ।
ফল্গুতীর্থং গমিষ্যন্তি বারমেকং দিনে দিনে॥"

(গরুড়পুরাণ ৮৩ অঃ)

গরুড়পুরাণ ও অগ্নিপুরাণাদির মতে গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ। [গয়া দেখ।] ৫ কাকডুম্বুর। ৬ রেণুভেদ, চলিত ফাগু। ৭ মিথ্যাবাক্য। (শব্দরত্নাবলী।) ৮ বসন্ত ঋতু। (জটাধর)

ফল্গুতা (স্ত্রী) ফল্গু-তল্-টাপ্। অপদার্থতা। অবস্তুতা।

ফল্গুদা (স্ত্রী) ফল্গুরিতি নাম দদাতি ধারয়তীতি দা-ধারণে ক। গয়ানদী।

"তব দেশে গয়া নাম পুণ্যদেশোঽস্তি বিশ্রুতঃ।
নদী চ ফল্গুদা নাম পিতৃণাং স্বর্গদায়িনী॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৫৮ অঃ)

ফল্গুন (পুং) ফলতি কার্য্যাদিকমস্মাদিতি ফলনিষ্পত্তৌ (ফলেগু ক্‌চ। উণ ৩।৫৬) ইতি উনন্ গুগাগমশ্চ। ফল্গুন্যাং ফল্গুনীনক্ষত্রে জাতঃ ইতি বা (শ্রবিষ্ঠাফল্গুন্যনুরাধেতি। পা ৫।৩।৩৪) ইতি জাতার্থপ্রত্যয়স্য লুক্ (লুকতদ্ধিতলুকি। পা ১।২।৪৯) ইতি স্ত্রীপ্রত্যয়স্য চ লুক্। ১ অর্জ্জুন। ২ ফাল্গুন মাস। (ত্রি) ৩ ফল্গুনীভব।

ফল্গুনক (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৩৮)

ফল্গুনাল (পুং) ফল্গুনেন অলতীতি অল-অচ্। ফাল্গুনমাস।

ফল্গুনী (স্ত্রী) ফল্গুন-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নক্ষত্রবিশেষ, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র।

"উত্তরাভ্যাঞ্চ পূর্ব্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ॥"(ভা° ৪।৪২।১৬)

২ কাকোডুম্বরিকা। ৩ ফল্গুনীনক্ষত্রে জাত।

ফল্গুনীভব (পুং) বৃহস্পতির নামান্তর।

ফল্গুলুকা (পুং) বায়ুকোণস্থিত নদীভেদ। (বৃহৎসং ১৪।২৩)

ফল্গুবাটিকা (স্ত্রী) ফলগুনাং বাটীব ইবার্থে কন্। কাকোডুম্বরিকা।

ফল্গুবৃন্ত (পুং) ১ পীতলোধ্রবৃক্ষ। ২ শ্যোনাকবিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ফল্গুবৃন্তাক (পুং) ফল্গুনা বৃন্তেন আকায়তি শোভতে ইতি আ-কৈ-ক। শ্যোনাকভেদ। (রাজনি°)

ফল্গুহস্তিনী (স্ত্রী) একজন স্ত্রী কবি।

ফল্গূৎসব (পুং) ফলগূনামুৎসবঃ ৬তৎ। ফল্গুকরণক গোবিন্দোৎসব, দোলযাত্রা।

"গোবিন্দানুগৃহীতস্তু যাত্রাঙ্গং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।
ফলগূৎসবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা॥" (দোলযাত্রাপদ্ধতি)

দোলযাত্রার বিধানানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিয়া ফল্গুচূর্ণ ভগবানকে নিবেদন করিয়া উহা দ্বারা উৎসব করিতে হয়, এই জন্য উহাকে ফলগূৎসব বা ফাগ-খেলা কহে। তিনদিন বা পাঁচদিন এই উৎসব করিতে হয়।

ফল্য (ক্লী) ফলায় হিতমিতি ফল-যৎ। কুসুম। (শব্দচ°)

ফল্লকিন্ (পুং) ফল্লকঃ ফলকস্তদাকারোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। মৎস্যবিশেষ, চলিত ফলুই মাছ। (শব্দমালা)

ফল্লফল (পুং) সূর্পবাত, চলিত কুলার বাতাস। (জটাধর)

ফল্‌স্‌ পয়েন্ট, কটক জেলার অন্তর্গত একটী অন্তরীপ। মহানদীর উত্তরমুখে অবস্থিত। এখানে জাহাজাদি রক্ষার জন্য সুন্দর বন্দর ও আলোক-গৃহ নির্ম্মিত আছে। বোম্বাই হইতে হুগলী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ভারত উপকূলে এরূপ উপযুক্ত বন্দর আর কোথাও নাই। এই পোতাশ্রয়মুখে লঙ্ ও ডাউডেস-ওয়েল্ দ্বীপ, ভিতরে প্লাউডেন দ্বীপ নামে অনুচ্চ বনভূমি, উহা বসবাসেরও উপযুক্ত। জাহাজ এই বন্দরে প্রবেশ করিলে আর ঝড়ের ভয় থাকে না। ইচ্ছামত জাহাজগুলি যাতায়াত করিতে পারে, কখনও মাটিতে আট্‌কায় না। সুবিধার জন্য ঐ প্রণালীতে বয়া (Buoy) ভাসান আছে। এই বন্দরের সম্মুখে জম্বু, ধামরা, ব্রাহ্মণী ও দেবীনদী এবং মহানদীর বাফুদশাখা আসিয়াছে। নৌকাযোগে ঐ নদী দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয়। সকল ঋতুতেই এই বন্দরে জাহাজ আসিতে পারে।

ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে কেহই এই বন্দরের উপযোগিতা বুঝিতে পারে নাই। একমাত্র মান্দ্রাজের দেশীয় বণিকগণ এস্থান হইতে চাউল প্রভৃতি লইয়া যাইতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা বন্দররূপে মনোনীত হয়। কলিকাতাবাসী জনৈক ফরাসী বণিক্ ঐ সময়ে এখানে আসিয়া চাউল রপ্তানির একটী আড্ডা স্থাপন করেন। পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-ইরিগেশন-কোং নানাদ্রব্য বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ

হয়। ইংরাজ গবর্মেন্ট ঐ সময় উক্ত প্রদেশের স্থলে স্থানে এই বন্দর দিয়া চাউলাদি পাঠাইয়া দেন। কেন্দ্রাপাড়া খাল এই বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া অবধি এস্থান একটী বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে। মরিচ সহর, হেভার বোঁদো প্রভৃতি ফরাসী বন্দর হইতে মাল লইবার জন্য এখানে জাহাজ আসিয়া থাকে। এখানে একজন বন্দর-রক্ষক ও শুল্কগ্রাহী নিযুক্ত আছেন।

ফষ্টি (দেশজ) তামাসা, কৌতুক, ঠাট্টা। যথা—'ফষ্টি নষ্টি' করা।

ফসল (আরবী) ১ শস্যসংগ্রহকাল। ২ শস্য। ৩ পুস্তকাদির বিভাগ।

ফসলী (দেশজ) ফসল সম্বন্ধীয়। সনভেদ, এই সন ফসল সংগ্রহকাল হইতে আরম্ভ। [অব্দ ও সন দেখ।]

ফসাদ (আরবী) ১ সৎপথভ্রষ্ট। ২ গোলযোগবাধান। ৩ বিদ্রোহ।

ফসাদী (আরবী) ১ কুপথগামী। ২ যাহারা গোলযোগ করে।

ফস্কা (হিন্দী) অশক্ত, শ্লথ, আল্গা।

ফস্ফরাস্, (Phosphorus) দীপকপদার্থবিশেষ। (ফস্ শব্দের অর্থ 'আলোক' এবং ফেরো শব্দে 'আনয়ন করা'।) বাঙ্গালায় ইহার 'প্রস্ফুরক' নামকরণ হইয়াছে। ইহা ধাতুধর্ম্মবিহীন (Non-metallic)। জগতে এই পদার্থ চূণাদির সহযোগে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মিশ্রিত পদার্থ Apatite, phosphorite coprolites প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় বিভক্ত। প্রত্যেক উদ্ভিদের বীজশক্তিই ফস্ফরাস্। ইহা না থাকিলে বৃক্ষাদি সতেজ হইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিত না। বীজ বা ফলে ফস্ফরাস্ থাকায় ভিষকগণ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রকেই সুপক্ব ফল খাইতে ব্যবস্থা দেন। ফস্ফরাস্ যে মস্তিষ্কচাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

জীবদেহে ইহার ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। রক্তে, মূত্রে, চুলে ও রোমাদিতে, অস্থিতে এবং স্নায়বিক বিধানসমূহে (Nervous-tissues) প্রভূত পরিমাণে ফস্ফেট্ অব লাইম্ মিশ্রিত আছে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ পণ্ডিত ব্রাঁড্ (Brandt) মূত্র হইতে প্রস্ফুরক বাহির করেন। কিন্তু এক্ষণে অস্থি হইতেও প্রচুর প্রস্ফুরক উৎপন্ন হইতেছে। প্রস্তুত প্রণালী :—অগ্নিযোগে অস্থিগুলি পোড়াইয়া যেন ছাই সাদা সাদা হইয়া যায়, পরে ৩ভাগ ছাই, ২ভাগ ঘনগন্ধকাম্ল (Concentrated sulphuric acid) ও ২০ভাগ জল একত্র মিশাইয়া ২ বা ৩দিন রাখিবে। অতঃপর উহা হইতে তরল অম্লাংশ ছাকিয়া বাহির করিতে হইবে। যে অম্লদ্রাবক পাওয়া গেল, তাহাতে এসিড্ ফস্ফেট অব্ লাইম্ আছে। পরে তাহাতে কয়লা (Charcoal) মিশাইয়া সরবতের ন্যায় ঘন করিবে এবং লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে তাহাকে ফুটাইয়া লাল বর্ণের করিয়া নামাইবে। এইরূপে শুকাইয়া গেলে সেই পিণ্ডকে মৃত্তিকানির্ম্মিত বকযন্ত্রে (Retort) ঢালিয়া চোলাই করিবে। এইরূপে উত্তপ্ত হইয়া একমুখে বাষ্পাংশ উড়িয়া যাইবে এবং অপর মুখ দিয়া হরিদ্রা-বর্ণের ফোটাকারে ফস্ফরাস্গুলি নির্গত হইয়া একটী জলপূর্ণ পাত্রে সঞ্চিত হইবে। জল ও আমোনিয়া-যোগে অথবা বাই-ক্রোমেট অব্ পটাস্যুক্ত সাল্ফিউরিক এসিড দ্রাবকে উহা আলাইলে শোষিত হয়। ফস্ফরাস্ দেখিতে মোমের ন্যায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্ত, বাতাস লাগিলে জ্বলিয়া উঠে। এইজন্য রাসায়নিকগণ উহাকে জলমধ্যেই রাখিয়া দেন। যদি কোন অবোধ ব্যক্তি ভ্রমক্রমে উহা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন রাখে, তাহা হইলে ঐ বস্ত্র সহজেই দগ্ধ হইতে পারে। জল হইতে ফস্ফরাস্ উঠাইবা মাত্রই ধূম নির্গত হইতে থাকে। উহার গন্ধ কতকটা লশুনের মত।

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (৫০° ডিগ্রী ফারণহিটের উত্তাপে) ১.৮৩, আণবিক গুরুত্ব ৩১। রসায়নশাস্ত্রে 'পি' (p) সংজ্ঞা দেখি-লেই ফস্ফরাস্ বলিয়া জানিতে হইবে। ১১১.৫° ডিগ্রী উত্তাপে উহা জ্বলিয়া যায়। কোন আবদ্ধ পাত্রে ৫৫০° ডিগ্রী উত্তাপে উহাকে চোলাই করিলে পুনরায় তদবস্থায় পাওয়া যায়। জলে ইহা দ্রব হয় না; কিন্তু ইথারে বা ন্যাপ্থায় অনেক পরিমাণে গলে। বাইসাল্ফাইড-অব্-কার্বন বা ক্লোরাইড্-অব্-সল্ফারে উহা সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যায়। শুষ্ক বাতাসে ইহা অল্পে অল্পে জ্বলিয়া আলোকদান করে এবং অনবরত ধূম নির্গত হইতে থাকে।

প্রস্ফুরক হাতে লইবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ শুষ্কাবস্থায় অল্পঘর্ষণ লাগিলেই ইহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে এবং তজ্জন্য গায়ে ফোস্কা হওয়া সম্ভব। জলের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে ইচ্ছামত কাটিতে ও হাতে লইতে পারা যায়, তাহাতে শারীরিক কোন কষ্ট হয় না। এই জন্যই বৈজ্ঞানিক-গণ ইহাকে জলমধ্যে কাটিয়া ব্যবহার জন্য বাহিরে তুলিয়া লন। প্রস্ফুরক অনেকগুলি অবস্থান্তর (Allotropic forms) গ্রহণে সমর্থ। তাহার মধ্যে Amorphous Phosphorusই সর্ব্বপ্রধান। ভিয়েনাদেশীয় রসায়নবিদ্ স্রোটার (Professor Schrotter) এই প্রথার উদ্ভাবক। তিনি কার্বনিকএসিডে ৩০।৪০ ঘণ্টা কাল ৪৫০° বা ৪৬০° ডিগ্রী উত্তাপে সাধারণ ফস্ফরাস্ ফুটাইয়া এম-র্ফাস্ উৎপাদন করেন। উত্তাপের বিভিন্নতানুসারে ইহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল লাল, কখন বা ঘন পাটল (Dark purple) হয়। পূর্ব্বোক্ত ফস্ফরাসের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, অধিক ঘর্ষণেও জ্বলিয়া উঠে না, গন্ধহীন, বায়ুসংস্পর্শে ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না এবং সাধারণ প্রস্ফুরকের ন্যায় দ্রাবকে গলে না। কিন্তু যদি

ক্লোরেট অব্ পটাশ, পেরক্সাইড অব্ লেড্ বা পেরক্সাইড অব্ মাঙ্গানিসের সহিত ইহার অল্প সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই জলিয়া উঠে। পুনরায় ৪৫০° বা ৪৬০° ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিলে ইহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জলিয়া যায়। লুসিফার (Lucifer) দিয়াশলাই প্রস্তুতকরণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার সহিত অক্সিজনের নৈকট্য থাকায় ফস্ফরসযুক্ত বাইসাল্ফাইড্ অব কার্বনে রূপা গলাইয়া ইলেক্‌ট্রোটাইপ করা যায়। আলোপ্যাথিক ঔষধাদিতে হাইপোফস্ফাইটিস্ রূপে ইহার প্রচলন আছে।

অক্সিজনের সহিত প্রস্ফুরক চারিটী বিভিন্নভাগে মিলিত করা যাইতে পারে। উহাতে অক্সাইড্ অব্ প্রস্ফুরক (Oxide of phosphorus), উপস্ফুরদ্রাবক (Hypophosphorous acid), স্ফুরদ্রাবক (Phosphorous acid) ও স্ফুরকদ্রাবক (Phosphoric acid) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জলের তারতম্যানুসারে Phosphoric acid ত্রিবিধ। যথা—১ *Orthophosphoric acid* স্ফুরকদ্রাবক, ২ ***Metaphosphoric*** *acid* অভিস্ফুরকদ্রাবক এবং *Pyrophosphoric acid* অধিস্ফুরকদ্রাবক। হরিণস্ফুরক (Chlorides of Phosphorus)—হরিণ (Chlorine) যোগে প্রস্ফুরকের টারক্লোরাই ও পেন্টা ক্লোরাইড্ নামক দুইটী অবস্থান্তর ঘটে। আইওডিনযোগেও ইহার বিন্আইওডাইড ও টার আইওডাইড নামক দুইটী পরিবর্ত্তন হয়। গন্ধকের সহিত ইহার মিশ্রণে কতকগুলি যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়। ফস্ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন (Phosphuretted Hydrogen) নামে একটী পদার্থ প্রচলিত আছে। দৃঢ় (Solid), তরল ও বাষ্পীয় ভেদে তাহার তিনটী অবস্থা আছে।

কতকগুলি পদার্থের আলোক-বিকিরণ শক্তি আছে। দুই দুই খণ্ড কোয়ার্ট্জ পাথর একত্র ঘসিলে আলোক উৎপাদন করে। প্রস্তরবক্ষে ফস্ফরাসের অবস্থিতিই ইহার কারণ। জোনাকি পোকা এবং মৎস্যাদির আঁইসেও ঐরূপ সময় সময় প্রস্ফুরকালোক দেখিতে পাওয়া যায়।

ফা (পুং) ১ সন্তাপ। ২ নিষ্ফল ভাষণ।

'ফিঃ কোপে ফাশ্চ সন্তাপে তথা নিষ্ফলভাষণে।' (শব্দরত্না°)

ফাও (দেশজ) পরিমাণ মত দ্রব্য কেনা হইলে তৎপরে অতিরিক্ত যাহা লওয়া যায়, তাহাকে ফাও কহে।

ফাপড়া (হিন্দী) চওড়া কোদাল।

ফাঁরু (দেশজ) ছিদ্র, অন্তর, অবকাশ।

ফাঁড় (দেশজ) ১ পেট, ফণ্ডশব্দের অপভ্রংশ। ২ বেড়যুক্ত।

ফাঁড়া (দেশজ) রিষ্টবিশেষ। যখন অতিশয় পীড়া প্রভৃতি হয়, এবং তাহাতে যদি জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাকে ফাঁড়া কহে।

ফাঁড়ি (পারসী) ছোট থানা, (outpost)।

ফাঁড়িদার (পারসী) ফাঁড়ীর কর্ত্তা।

ফাঁড়িদারী (দেশজ) ফাঁড়িদারের কার্য্য।

ফাঁদ (দেশজ) পক্ষী প্রভৃতিকে ধরিবার যন্ত্র, জাল, পাশ।

ফাঁদনী (দেশজ) উপক্রমণিকা। কার্য্যের প্রারম্ভে যাহা করা বা বলা যায়।

ফাঁদা (দেশজ) কার্য্যারম্ভ করা।

ফাঁপ (দেশজ) ১ স্ফীতি, ফুলা। ২ জলবুদ্বুদ। ৩ প্রলেপ।

ফাঁপর (দেশজ) ১ হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি। ২ বিপদ।

ফাঁপা (দেশজ) ১ অসার। ২ স্ফীত, ফুলা, যাহার মধ্যে কিছু থাকে না।

ফাঁপান (দেশজ) ফোলান।

ফাঁস (দেশজ) ১ ফাঁদ, পোশ। ২ গেরো দেওয়া।

ফাঁসী (দেশজ) ১ উদ্বন্ধন। ২ গ্রন্থি, গেরো।

ফাঁসীকাঠ (দেশজ) যে কাঠে ঝুলাইয়া দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ফাক (দেশজ) শূন্য, অবকাশ।

ফাকা (আরবী) চূর্ণ দ্রব্য।

ফাকী (দেশজ) ফক্কিকা শব্দের অপভ্রংশ, ফক্কিকা। ২ প্রতারণা, চাতুর্য্য। ৩ চূর্ণ।

ফাকীজুকী (দেশজ) প্রতারণা, চতুরতা।

ফাগু (দেশজ) ফল্গু, রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ।

ফাগুনিমিত্র, উত্তর পঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রাপুরীর সুঙ্গ মিত্রবংশীয় জনৈক রাজা। রামনগরে ইহার প্রচলিত কএকখানি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ফাজিল (আরবী) ১ বিদ্বান্। ২ যাহারা অধিক বকে, মিথ্যা কথা বলে, এইরূপ অসার ও বাচাল ব্যক্তি। ৩ জমা ও খরচ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহাকে ফাজিল কহে।

ফাট (দেশজ) ফাটা।

ফাটক (হিন্দী) ১ তোরণ। ২ কারাগার, জেল।

ফাটকী (স্ত্রী) স্ফুট-থুল্-ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্ফটী, চলিত ফিট্‌কারী। (রাজনি°)

ফাটন (দেশজ) বিদারণ।

ফাটল (দেশজ) ছিদ্র।

ফাটা (দেশজ) চিড় খাওয়া, যাহা ফাটিয়া গিয়াছে।

ফাটানি (দেশজ) ১ ছিদ্র করা, ফাটাইয়া দেওয়া। ২ কার্য্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সূচনা।

ফাজিলকা, পঞ্জাব প্রদেশের শির্ষা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। শতদ্রুনদীতীরে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১১৯৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও ফাজিলকা তহসীলের সদর। শতদ্রুনদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ২৪´৫৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪´১০´´ পূঃ। এই গ্রামে বর্ত্ত সর্দ্দার ফাজিলের বাস ছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাহারই নামানুসারে অলিভার (Mr. Oliver) সাহেব এই স্থানের নামকরণ করেন। উক্ত মহোদয়ের যত্নে ও অধ্যবসায়ে এই জনশূন্য গ্রাম লোকালয়ে পূর্ণ হয়। এক্ষণে এই নগর পঞ্জাবের একটী বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়াছে। এস্থানে আনীত পশম ও শস্যাদি কখন কখন নৌকা-যোগে করাচী, ভাগলপুর, বিকানের ও মূলতান প্রভৃতি নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

ফাজিলনগর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এক্ষণে ফাজিলা নামে খ্যাত। এখানে যে বিস্তীর্ণ ইষ্টকঢিপি পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই জনপদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। উহার উপরিভাগে ২৭০ ফিট্ ব্যাসের স্তূপ আছে, তাহার তলদেশের ব্যাস-পরিমাণ ৪০০ ফিট্। পোতার উপর হইতে উহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৩৫ ফিট্। ডাঃ কনিংহাম বলেন, গঠন সময়ে উহা সম্ভবতঃ ৬৪ ফিট্ ছিল। এই স্তূপকেই তিনি পাবানগরীর বিখ্যাত[১] বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া মনে করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী ছেতিয়াওন্, কুশীনগর, আসমানপুর, ঝরমাটীয়া প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকরাশি পড়িয়া আছে।

ফাটাফাটি (দেশজ) ১ রক্তারক্তি। ২ অসমর্থতা।

ফাটাল (দেশজ) ফাঁকযুক্ত।

ফাট্‌লা (দেশজ) ছিদ্র, গর্ত্ত।

ফাড়া (দেশজ) চেরা, বিদীর্ণ করা। দুইভাগ করা। যথা কাপড় জোড়া ফাড়িয়া দাও।

ফাড়ান (দেশজ) চেরান। দুইভাগ করান।

ফাড়ানি (দেশজ) ১ চেরাইকার্য্য। ২ ছিদ্র। ৩ বাড়াবাড়ি।

ফাড়ি (দেশজ) চিরে ফেলা।

ফাণিত (ক্লী) ফণ-গতৌ-ণিচ্-ক্ত। অর্দ্ধাবর্ত্তিত ইক্ষুরস। ইক্ষুরস জাল দিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে তাহাকে ফাণিত কহে, ইহাকে ঝোলা গুড়ও বলা যাইতে পারে।

ইহার লক্ষণ—

"ইক্ষো রসস্তু যঃ পক্বঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ গুরু, অভিষ্যন্দী, বৃংহণ, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, বাত, পিত্ত ও শ্রমনাশক এবং মূত্র ও বস্তিশোধক। সৌভাগ্যকামী ব্যক্তি পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষ্যদ্রব্য ফাণিত সংযুক্ত করিয়া দান করিবেন।

"ফল্গুনি পূর্ব্বসময়ে ব্রাহ্মণানামুপোষিতঃ।
ভক্ষ্যান্ ফাণিতসংযুক্তান্ দত্ত্বা সৌভাগ্যমৃচ্ছতি ॥"
(ভারত ১৩।৬৪।২৩)

ফাণ্ট (ত্রি) ফণ্যতে স্মেতি ফণ-গতৌ (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অনায়াসকৃত, অনায়াসে প্রস্তুত। ২ কষায় ভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—একপল কুট্টিত দ্রব্য ৪ পল উষ্ণ জলে মৃৎপাত্রে বা প্রস্তর পাত্রে ফেলিয়া ক্ষণকাল ঢাকিয়া রাখিবে, পরে মৃদিত ও বস্ত্রপূত করিয়া লইলে তাহাকে ফাণ্ট কহে।

"ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে।
অপিচ—ক্ষুণ্ণদ্রব্যপলে সম্যক্ জলমুষ্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ ॥
পাত্রে চতুঃপলমিতি ততস্তু স্রাবয়েজ্জলম্।
সোঽয়ং চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টো ভিষগ্ভিরভিধীয়তে ॥" (বৈদ্যক পরিভাষা)

ফাণ্টাহৃত (পুং) ১ ফাণ্টাহৃতির অপত্য। ২ তাঁহার ছাত্রাদি।

ফাণ্টাহৃতায়ন (পুং) ফাণ্টাহৃতির অপত্য।

ফাণ্ড (ক্লী) গর্ভ, পেট, ফাঁড়।

ফাণ্ডিন্ (পুং) নাগভেদ।

ফাতনা (দেশজ) তরণ্ডিকা, ছিপের সূত্রসংলগ্ন সোলা। মৎস্য ধরিবার সময় ছিপ বা হুইলে ফাত্‌না দিয়া ফেলিতে হয়, ইহা সোলা, পাকাটী বা পালক প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, যে দ্রব্য জলে ভাসে তাহাতেও ফাতনা প্রস্তুত হইতে পারে। দেশভেদে ইহাকে কল্‌কাটীও কহে।

ফাতহা-দবাজ-দহুম, (বারাওফাৎ) সুন্নী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত মহোৎসব-বিশেষ। ঐ সময় তাহারা মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে ধর্ম্মমন্দিরে ও গৃহাদিতে মৌলুদশরিফ পাঠ ও ভজনা করেন।

ফানস (পারসী) বায়ুনিবারণার্থ কাচনির্ম্মিত আলোকাবরণ লণ্ঠন, সেজ। কাগজে নির্ম্মিত আলোকের আধার বিশেষ। ইহা বেলুনের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়।

ফান্‌সেফাড়ি, দাক্ষিণাত্যবাসী এক নীচ জাতি। শোলাপুর বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের বাস, কিন্তু কেহই ঘর বাঁধিয়া বা চাস করিয়া স্থায়ী হয় না। ফাঁদে পশু পক্ষী ধরাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা নীচপ্রকৃতি, কখনও মাথার চুল বা দাড়ি গোফ কামায় না ; কিন্তু ইহাদের বেশভূষার পারিপাট্যও আছে। গুজরাতী, মরাঠী, কণাড়ী ও হিন্দুস্থানী মিশ্রণে তাহাদের ভাষা গঠিত।

---

(১) বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয়শিষ্য মহাকাশ্যপ পাবায় অধিষ্ঠান করেন। তিনি বুদ্ধের আটটী স্মৃতির মধ্যে একটী ইহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া এই স্তূপকে পবিত্র করিয়া যান।

গ্রামের বাহিরে তাহারা সাধারণতঃ কুঁড়ে বাঁধিয়া থাকে এবং গো, মহিষ, ছাগ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি পুষে। তাহারা মদ্যমাংস-প্রিয়, ক্রোধী ও নির্দ্দয়হৃদয়। সামান্য কথায় উত্তেজিত হয় এবং প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়ে না। ইহারা ব্রুলামচী (অশ্বপুচ্ছের লোম) দ্বারা এমন ফাঁস প্রস্তুত করে যে, তদ্দ্বারা সকল প্রকার পক্ষী ও ক্ষুদ্রাকার পশু ধরিতে সমর্থ হয়।

ইহারা অম্বাভবানী, খণ্ডোবা, জরিমরি ও নানা গ্রাম্য-দেবতার পূজা করে। 'সিঙ্গা' ও 'দসেরা'ই ইহাদের প্রধান উৎসব। বিবাহে কন্যার মাথায় সিন্দূর ও গায়ে নূতন জামা পরাইয়া দেয়। ঐ সময়ে দলের সর্দ্দারের (নায়ক) উপস্থিত থাকা চাই, যেহেতু তাহারও কিছু প্রাপ্য আছে। স্বজাতীয় সকলেই বিবাহান্তে প্রচুর মদ্যপান করিতে পায়। সম্বন্ধনির্ণয় বা পাকা দেখা শেষ হইলে বিবাহদিনে বরকন্যা একত্র করা হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণেরা আসিয়া 'গাঁটছড়া' বাঁধিয়া দেন ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকেন। বিবাহান্তে দক্ষিণা লইয়া ব্রাহ্মণ দম্পতিযুগলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ভোজ আরম্ভ হয়। নায়ক সর্দ্দারই ইহাদের সমাজের কর্ত্তা। কেহ ব্যভিচার বা তদ্রূপ অন্য কোন জঘন্য পাপাচরণ করিলে উত্তপ্ত তৈল-কটাহ হইতে পয়সা তুলিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি হাত না পুড়ে, তবেই সে নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু যদি হাত পুড়ে বা সে হাত দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে। ইহাদের কদর্য্য-স্বভাব জানিয়া পুলিস ইহাদিগকে চোখে চোখে রাখিয়াছে।

বিজাপুরে ইহারা অড্ বিচিঞ্চর ও চিগ্রিবেৎকার নামেও পরিচিত। ধাঙ্গড়, কব্‌লিগার ও রাজপুত নামে ইহাদের তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। কিন্তু ঐ থাকগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। কেহ অপর কাহারও সহিত পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় না বা একত্র বসিয়া খায় না। ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে হাউকঙ্কন ও উণিকঙ্কন নামে দুইটী বিভাগ আছে। তাহারা একত্র খায় এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে। রাজপুতগণ কথনও কখন আপনাপন দল মধ্যে বিবাহ দেয় না।

ইহারা সাধারণতঃ বেদ্দর জাতির সহিত মিশিয়া বেড়ায়। স্বভাবতঃ বড়ই নোঙ্‌রা। শস্যাদি পাকিয়া উঠিলে ইহারা কথন কথন নিজাম রাজ্যেও যাইয়া উপস্থিত হয় এবং শস্যাদি লুটিয়া পায়। জমিদারগণ ইহাদের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বদাই ত্রস্ত, কোথাও কোথাও জমিদারেরা ফাঁসেপাড়িদের উৎপাত-নিবারণের জন্য অর্থ দান করিয়া থাকেন। পুলিসের সহিত ইহাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহারা নিজ পুত্র কন্যাকে হত্যা করিয়া পুলিসের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনে। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের ভক্তি আছে। যল্লমা, তুলজা ভবানী ও বেঙ্কটেশ প্রভৃতি দেবদেবী মূর্ত্তি ইহারা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে। আশ্বিনমাসে শুক্লা নবমীতে (মহা নবমী) ঐ মূর্ত্তি বাহির করিয়া পূজা করে। প্রতি বৎসর 'দিবালী' উপলক্ষে তাহারা নববস্ত্র-পরিহিতা স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব পরীক্ষা করে। ঐ সময়ে রমণীকুলকে কঠিনহৃদয় স্বামীর হাতে পড়িয়া উত্তপ্ত তৈলে অঙ্গুলি ডুবাইতে হয়। আঙ্গুল না পুড়িলেই সতীত্ব বজায় আছে জানিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। জাত বালকের কোন ক্রিয়াই নাই। কাষ্ঠ পাইলে ইহারা শবদেহ দাহ করে, তদভাবে পুতিয়া ফেলে। তিনজনে পা, মাথা ও বুক ধরিয়া শব বহন করে। তৃতীয় দিনে বস্ত্র ও দধি কবরের উপর রাখিয়া দেয়।

ফাফুণ্ড, উঃ পঃ প্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ২২৮ বর্গ মাইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে স্বতন্ত্র বিচার-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। এতাবা নগর হইতে ১৮ ক্রোশ পূর্ব্বে প্রাচীন স্তূপ মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৫´ ৩০´´ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩০´ ২৫´´ পূঃ। এখানে অনেকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী আছে। হিউমগঞ্জ নামক নগরাংশও সুন্দর এবং বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। এখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির, জলাশয়াদি ও মসজিদ প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই নগর দুইবার লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়। শাহ বুখারি নামক মুসলমান ফকিরের কবর স্থানে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে।

ফারখৎ (আরবী) ১ সম্বন্ধবিচ্ছেদ। ২ যে পত্রে দাবী ত্যাগ করা হয়।

ফারখতী (আরবী) ছাড় পত্র। সম্বন্ধচ্ছেদ করিবার জন্য যে লেখাপড়া হয়।

ফারমাণ, ফরমাণ, মুসলমান রাজগণের প্রদত্ত অনুশাসনপত্র।

ফারসী (পারসী) পারসীভাষা। পারস্য ভাষাকে চলিত কথায় ফার্সি বলে।

ফারাক্ (আরবী) আলাহিদা, অন্তর। পরস্পর স্বতন্ত্র।

ফাল (ক্লী) ফলায় শস্যায় হিতং ফল-অণ্ বা ফল্যতে বিদার্য্যতে ভূমিরনেনেতি ফল-ঘঞ্। ১ হলোপকরণ। (পুং) ২ লাঙ্গলস্থ ভূমিবিদারক লৌহ। লাঙ্গলের অগ্রভাগে ভূমিবিদারক যে লৌহ থাকে, তাহাকে ফাল কহে। এই লৌহাগ্র দ্বারাই ভূমি কর্ষিত হয়। পর্য্যায়—কৃষিক, কৃষক, ফল, কৃষিকা, কুশিক। (হেম) ২ মহাদেব। ৩ বলদেব। (ত্রি) ৪ কার্পাসবস্ত্র। (মেদিনী) ৫ নববিধ দিব্যের অন্তর্গত অষ্টম দিব্য। দিব্যতত্ত্বে লিখিত আছে,—যাহারা চুরি করে, তাহাদিগকে

এই দিব্য করিতে হয়। দ্বাদশ পল লৌহদ্বারা একখানি ফাল প্রস্তুত করিয়া তাহা উত্তমরূপে অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে। বিচারক যথাবিধানে ধর্ম্ম ও অগ্নির পূজাদি করিয়া চোরের মস্তকে এই মন্ত্রে একখানি জয়পট্ট লিখিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা—

"ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং কবে মম॥"

এই মন্ত্রলিখিত জয়পট্ট তাহার মস্তকে দিয়া বিচারক তাহাকে বলিবেন, তুমি এই তপ্ত লৌহফাল জিহ্বা দ্বারা একবার লেহন কর, তুমি যদি নিষ্পাপ হও, তাহা হইলে তোমার জিহ্বায় কিছুমাত্র লাগিবে না। তখন পাপী বিচারকের আদেশানুসারে তপ্ত লৌহফাল লেহন করিবে। নিষ্পাপ হইলে তাহার জিহ্বা পুড়িয়া যাইবে না, নচেৎ পুড়িবে। (দিব্যতত্ত্ব)

ফালকৃষ্ট (ত্রি) ফালেন কৃষ্টঃ ৩তৎ। ফালদ্বারা কৃষ্ট, হলকর্ষিত ভূমি। যে ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে।

"ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন॥" (মনু ৪।৪৬)

ফালকৃষ্ট স্থলে মূত্র ত্যাগ করিতে নাই।

৩ কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন।

ফালখেলা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। ফণিখেল।

ফালগুপ্ত (পুং) বলরামের নামান্তরভেদ।

ফালজুর, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও পীঠস্থান।

শ্রীহট্ট জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশে জয়ন্তীয়-রাজ্য। জয়ন্তী ১৮ পরগণায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ফালজুর একটী পরগণা। এই ফালজুর গ্রাম একটী প্রধান পীঠস্থান। এখানে দেবীর বামজঙ্ঘা পতিত হয়, এজন্য ইহাকে বামজঙ্ঘাপীঠও বলে। বামজঙ্ঘা পীঠের সাধারণ নাম ফালজরের কালিবাড়ী। তন্ত্রচূড়ামণির মতে,—

"জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।" তন্ত্রচূড়ামণি।

এখানকার দেবীর নাম জয়ন্তী, ইঁহারই নামানুসারে এই স্থান জয়ন্তীয়া নামে পরিচিত। এখানকার ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। তন্ত্র বলেন—

"কৈলাশে দশলক্ষেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চলক্ষতঃ।"

অর্থাৎ পঞ্চ লক্ষমাত্র মন্ত্র জপেই এখানে সিদ্ধি হয়।

এই মহাপীঠ শ্রীহট্ট নগরী হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে পর্ব্বতপাদদেশে একখণ্ড সমতলভূমে, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক ভিত্তির মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ অগভীর এক গর্ত্ত মধ্যে, ও একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি অবস্থিত। ভৈরবও প্রস্তররূপী হইয়া দেবীর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দির সমক্ষে বহুশত নরবলি হইয়া গিয়াছে। ইংরাজরাজ এই নৃশংসপ্রথা রহিত করিবার জন্ত জয়ন্তীরাজ্য দখল করিয়া লন। তদবধি নরবলি বন্ধ হইয়াছে।

দেবী-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী অতি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, ইহা প্রায় ডুবিয়া গেলেও জল অতি পরিষ্কার ও পাতলা অথচ একই ভাবে থাকে, কম বেশী হয় না, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

জয়ন্তীয়ার স্বাধীনতার সময় রাজোচিত ভাবেই দেবীর সেবা হইত। রাজা বলিতেন, "সমস্ত জয়ন্তী রাজ্যই মায়ের—তাঁহার জন্য আবার পৃথক্ দেবোত্তর কি?" বস্তুতঃ এই জন্যই কোন দেবোত্তর নির্দ্দিষ্ট নাই। জয়ন্তীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পীঠেরও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন দেবী একখানি জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছেন।

শ্রীহট্ট হইতে স্থলপথে এবং বদরপুর (আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে) ষ্টেসন হইতে নৌকাযোগে ফালজুর যাওয়া সুবিধাজনক।

ফালদন্তী (স্ত্রী) ফালের ন্যায় দন্তযুক্তা। রাক্ষসীভেদ।

ফাল্‌তো (দেশজ) অতিরিক্ত। অনাবশ্যক।

ফালা (পুং) ফালয়ন্তীতি ফল-ণিচ্-অচ্। জম্বীর বীজ।

ফালাফালা (দেশজ) টুক্‌রা টুক্‌রা।

ফালী (দেশজ) বস্ত্রাদির সরু ও লম্বা টুক্‌রা।

ফাল্গুন (পুং) ফলতি নিষ্পাদয়তীতি ফল (ফলেগুর্গুচ্। উণ্ ৩।৫৬) ইতি উনন্ ততোগুক্ ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্ বা ফল্গুন্যাং ফল্গুনীনক্ষত্রে জাতঃ অণ্। অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের দশটী নাম, তাহার মধ্যে ফাল্গুন একটী। অর্জ্জুন ফল্গুনীনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম ফাল্গুন হইয়াছে।

"উত্তরাভ্যাঞ্চ পূর্ব্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ॥" (ভারত ৪।৪২।১৬)

২ নদীজবৃক্ষ। ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ। ৪ তপস্যামাস।

'ফাল্গুনস্তু গুড়াকেশে নদীজার্জ্জুনভূরুহে।
তপস্তসংজ্ঞে মাসে তৎ পূর্ণিমায়াস্তু ফাল্গুনী॥' (মেদিনী)

বর্ব্বরগণ ফাল্গুন শব্দের ন ণত্ব করিয়া থাকে। "ফল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।" (ব্যা° কারিকা)

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী অস্মিন্নিতি (বিভাষা ফল্গুনীশ্রবণকার্ত্তিকীচৈত্রিভ্যঃ। পা ৪।২।২৩) ইতি পক্ষে অণ্।

৫ বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত একাদশ মাস। এই মাসের পূর্ণিমায় ফল্গুনী নক্ষত্র হয় বলিয়া মাসের নাম ফাল্গুন হইয়াছে। এই মাস ত্রিবিধ মুখ্যচান্দ্র, গৌণচান্দ্র এবং সৌর অর্থাৎ মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন, গৌণচান্দ্র ফাল্গুন এবং সৌর ফাল্গুন। সূর্য্য কুম্ভরাশিস্থ হইলে শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন, এবং কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনমাসীয়

পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে মাস, তাহা গৌণচান্দ্র ফাল্গুন। কুম্ভরাশিস্থ রবিভোগোপলক্ষিত কালাত্মক মাসই সৌর ফাল্গুন। মাসের মুখ্যচান্দ্র এবং গৌণচান্দ্রাদি বিভাগ দ্বারা বিহিত কার্য্যের এক একটী সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে মাত্র অর্থাৎ কোন কার্য্য মুখ্যচান্দ্রে বা কোন কার্য্য গৌণচান্দ্রে করিতে হয়। (মলমাসতত্ত্ব) কৃত্যতত্ত্বে ফাল্গুনকৃত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে প্রত্যেকেরই এই সকল বিষয় অবশ্যকর্ত্তব্য। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কালশাক ও বাস্তুকশাক দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। গৌণচান্দ্র ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রিব্রত সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। [ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় শিবরাত্রি দেখ।] মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনমাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিন গোবিন্দদ্বাদশী। এই দ্বাদশীর দিন মহাপাতক নাশ কামনা করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে হয়। এইদিন গঙ্গাস্নান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িতে হয়। মন্ত্র যথা—

"মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥"

পরে ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসীতে যথাবিধানে দোলযাত্রার অনুষ্ঠান আবশ্যক। এইদিন ভগবান্ বিষ্ণুকে দোলাগত দেখিলে অন্তকালে বিষ্ণুপুরে গতি হইয়া থাকে। (কৃত্যতত্ত্ব) [দোলযাত্রা দেখ।] ফাল্গুনমাসে জন্ম হইলে প্রিয়ম্বদ, সাধুজনের বল্লভ, পরোপকারী, নির্ম্মলাশয়, দাতা ও প্রমোদাভিলাষী হইবে।

"প্রিয়ংবদঃ সজ্জনবল্লভশ্চ পরোপকারী বিমলাশয়শ্চ।
দাতা নিতান্তং প্রমদাভিলাষী স্যাৎ ফাল্গুনে যস্য জনস্য জন্ম॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৬ দূর্ব্বাভেদ, সোমলতার পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হয়। ইহার অপর নাম অর্জ্জুন।

"দ্বয়ানি ফাল্গুনানি লোহিতপুষ্পাণি চারুণপুষ্পাণি চ"
(শতপথব্রা° ৪।৫।১০।২)

৭ তীর্থভেদ। (ভাগবত ৭।১৪।৩১)

ফাল্গুনপ্রিয় (পুং) শঙ্খ, শাঁখ। (বৈদ্যকনি°)

ফাল্গুনানুজ (পুং) ফাল্গুনাদনু পশ্চাৎ জায়তে ইতি অনু-জন-ড। ১ বসন্তকাল, চৈত্রমাস। (হারাবলী) ২ অর্জ্জুনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ফাল্গুনি (পুং) অর্জ্জুন।

ফাল্গুনিক (পুং) ফাল্গুনী পৌর্ণমাস্যস্মিন্ মাসে ইতি (বিভাষা ফাল্গুনী শ্রবণেতি। পা ৪।২।২৩) ইতি ঠক্। ফাল্গুনমাস।

ফাল্গুনী (স্ত্রী) ফল্গুনীভির্যুক্তা পৌর্ণমাসী (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩) ইতি অণ্ ঙীপ্। ১ ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা। ২ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। ৩ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। (অমরটীকা ভরত)

ফাল্গুনীভব (পুং) বৃহস্পতি নক্ষত্রের নামভেদ।

ফাল্লা (দেশজ) টুক্‌রা।

ফাশ (পারসী) ১ সাদা টুক্‌রা কাগজ। ২ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ।

ফাশ (দেশজ) ক্ষুদ্র ছিদ্র, ফাক।

ফা-হিয়ান্, জনৈক চীনপরিব্রাজক। চীনদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ভারতে আগমন করেন।

সান-সি প্রদেশের বু-যঙ্ নগর তাঁহার জন্ম স্থান। বাল্যকালে সংসারে অবস্থানকালে তিনি কুঙ নামে পরিচিত ছিলেন। চীনদিগের বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগহেতু তিনি অতি অল্প বয়সেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনবর্ষ বয়সেই তিনি শ্রমণের হইয়াছিলেন। স্বদেশীয় প্রথানুসারে তিনি পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনাম 'ফা-হিয়ান' ও 'সিহ' (শাক্যপুত্র) উপাধি লাভ করেন। যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন তিনি সি-গন্-ফু প্রদেশের রাজধানী চাঙ্গ-অন্ নগরে ধর্ম্মানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে 'বিনয়পিটক' গ্রন্থের অসম্পূর্ণতাদর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে এবং ঐ বিনয়শাস্ত্রের নিয়মাদির উদ্ধারকল্পে ব্রতী হইয়া তিনি কএকজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি সাধারণের নিকট স্নুঙ্ বংশের শাক্য বলিয়া পরিচিত।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগপ্রযুক্ত ক্রমেই বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে তাঁহার বলবতী স্পৃহা জন্মিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে সদলে চাঙ্গ-অন নগর হইতে বহির্গত হন। চীন রাজ্যের বিখ্যাত প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। সে সময়ে বৌদ্ধপ্রভাব প্রায় সমুদায় উত্তর দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ মঠাদিতে সুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা বর্ষা অতিক্রম করিয়া খোটানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।* রাজাদেশে তাঁহাদিগকে এখানকার গোমতী সঙ্ঘারামে অবস্থান করিতে হয়। এখানে মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস। এখানে থাকিয়াই তাঁহারা বুদ্ধদেবের রথযাত্রা দেখিয়া ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। ফা-হিয়ান কএকটীমাত্র সঙ্গী লইয়া ইয়ারকন্দ অভিমুখে গমন করেন। এখানেও তিনি মহাযান বৌদ্ধমতের বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি কি-শ (কসগার) রাজ্যে উপনীত হন।† এখানকার রাজার "পঞ্চবর্ষ পরিষদ্" ছিল। তথাকার

---

* তাঁহার লিখিত বর্ণনানুসারে এই জনপদকে কেহ কেহ বহ্লি[?]রা রাজ্য বলিয়া অনুমান করেন। ফাহিয়ান্ এই নগরের একক্রোশ পশ্চিমে যে নব সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন, হিউএন্‌সিয়াং তাহাই বাহ্লীকরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গিয়াছেন।

† হিউএন্‌সিয়াং এই কিশ নামে কসগার জনপদকে উল্লেখ

বৌদ্ধেরা সকলেই হীনযানমতাবলম্বী। পরে তাঁহারা তুষারাবৃত ৎসুঙ্গ-লিঙ্ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া দর্দ্দরাজ্যের দারিল উপত্যকায় উপনীত হন।১ এখান হইতে ক্রমাগত দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে হাঁটিয়া তাঁহারা স্বাৎনদী পার হইলেন এবং উদ্যান-রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব দর্শন করেন। অতঃপর ভারতের উত্তর সীমাবর্ত্তী গন্ধার, তক্ষশিলা, নগরহার, পুরুষপুর প্রভৃতি জনপদেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও কীর্ত্তি-সমূহের বিস্তার দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

ভারতাগমনকালে তিনি যে যে জনপদ দর্শন করেন, তাহা তদ্রচিত 'ফো-কো-কি' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ প্রাচীন গ্রন্থ এবং পরবর্ত্তী চীনপরিব্রাজক হিউএন সিয়াংএর লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য করিয়া ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাস, ভূগোল এবং বৌদ্ধকীর্ত্তি জনপদাদির স্থাননির্ণয়ে অনেক সুবিধা হইয়াছে।

ফা-হিয়ান্, পশ্চিম ভারত হইতে ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে কপিলবস্তু রাজগৃহ ও গয়াদি বৌদ্ধক্ষেত্র দর্শন করিয়া চম্পা রাজধানীতে উপনীত হন, পরে তথা হইতে সমুদ্রমুখে তাম্রলিপ্তি নগরীতে উপস্থিত হইয়া বহুশত সূত্রগ্রন্থাদির নকল করিয়া লইলেন। এ স্থান হইতে পোতারোহণে তিনি সিংহলদ্বীপে গমন করেন। এখানে তিনি বিনয়পিটক, দীর্ঘাগম ও সংযুক্তাগম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সমুদ্রবক্ষে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন। কএকদিন ঝটিকামধ্যে সমুদ্রপথে বিচরণ করিয়া তিনি কুণ্ডিকাসহ জলে নিপতিত হন। পরিশেষে যবদ্বীপে (যে-পো-তি) উত্তীর্ণ হইয়া তথায় তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তার দর্শন করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে চীন দেশের কঙ্-চাউ নগরে উপনীত হন।

চাঙ্গ-অন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ৫ বর্ষকাল পরিভ্রমণের পর তিনি মধ্যভারতে আসিয়া পৌছেন। এখানে প্রায় ৯ বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক তিনি প্রায় ৩০টী বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে তিনি স্বদেশের ৎসিঙ্গ-চাউ নগরে উপনীত হন। পরে নাংকিং সহরবাসী ভারতীয় বৌদ্ধ-শ্রমণ বুদ্ধভদ্রের সহযোগে তিনি অনেকগুলি ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুবাদ ও নিজ ভ্রমণ-বিবরণ প্রকটিত করেন। ৮৬ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

করিয়াছেন। অনেকে ইহাদিগকে মনু লিখিত খশ বা বিষ্ণুপুরাণের খশাকদিগের দেশ বলিয়া অনুমান করেন। সম্ভবতঃ টলেমী লিখিত কোসাইও (Kossaioi) এবং খৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত কুশাইটগণ এই একই জনপদবাসী বলিয়া কথিত।

(১) সিন্ধুনদের পশ্চিম কূলবর্ত্তী উপত্যকা ভূমি, এখানে দারিলনদী প্রবাহিত। দ্রাঘি° ৭৩ ৪৪´ পূঃ।

ফি (পুং) ১ পাপ। ২ নিষ্ফল বাক্য। (একাক্ষর কোষ) ৩ কোপ। (শব্দরত্না°) (দেশজ) প্রত্যেক।

ফিক্ (দেশজ) ১ অবলম্বন। ২ যষ্টি। ৩ যে বংশদণ্ড দ্বারা সতী স্ত্রীদিগকে সহমরণে চাপিয়া রাখা হইত। ৪ ঈষৎ হাস্য। ফিকফিক্ মুখমুচ্‌কাইয়া হাসা।

ফিকবা (দেশজ) ঠেস্, ঠেকো, ঠেকনো। অবলম্বন।

ফিক্‌ব্যথা (দেশজ) বক্ষ বা উদরদেশে হঠাৎ বেদনা।

ফিকা (দেশজ) পিঙ্গলশব্দের অপভ্রংশ। পাতলা বর্ণযুক্ত।

ফিকির (আরবী) কল্পনা, চিন্তা, ফন্দি, কৌশল।

ফিকিরবালা (হিন্দী) যে কৌশল বা ষড়যন্ত্র করে।

ফিকিরী (আরবী) ১ চালাকী, কৌশলী। ২ চিন্তাশীলতা।

ফিঙ্গক (পুং) ফিঙ্গ ইতি শব্দেন কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। পক্ষিবিশেষ, চলিত ফিঙ্গা। পর্য্যায়—কুলিঙ্গ, কলিঙ্গ, ধূম্যাট, ভৃঙ্গ। (অমর)

ফিঙ্গা (দেশজ) স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। (Corous Balicapius) দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চু ছুঁচাল, চক্ষুদ্বয়ে গোলাকার লাল চিহ্নযুক্ত। গলা ও পুচ্ছদেশ সরু ও লম্বা। ইহারা অতি দ্রুতগতিতে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া থাকে। নখাগ্রভাগ ধারাল, বুলবুল তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায়। ইহারা লড়াই করিতে পারে। অনেকে এরূপ পক্ষিযুদ্ধে আমোদ লাভ করিবার জন্য ফিঙ্গা পুষে ও তাহাকে লড়াই শিক্ষা দেয়।

ফিঙ্গেশ্বর, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারেরা আপনাদিগকে রাজগোঁড় বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত সনন্দানুসারে তাঁহারা এই রাজ্যসম্পদ ভোগ করিয়া আসিতেছে। ফিঙ্গেশ্বর গ্রামই এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২০° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫´ পূঃ।

ফিচাল (দেশজ) ধূর্ত্ত, শঠ, দুষ্ট।

ফিট্ফাট (দেশজ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ফিতা (দেশজ) লেয়াল। কার্পাস বা রেশমে নির্ম্মিত সরুফালি। কবরীবন্ধন, খাট বা কাগজাদি বাঁধিবার উপযোগী।

ফিন্‌কি (দেশজ) অগ্নিকণা।

ফিনিকীয়, (Phœnician) ফিনিস (Phœniceia) দেশের প্রাচীন অধিবাসী। খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে তাহারা বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে। এই বণিকগণ সেমিতিক বা অরমিয়ান জাতীয়। পূর্ব্বে তাহারা লোহিতসাগর বা পারস্য উপসাগরের উপকূলদেশে বাস করিত।২ কোন সময়ে তাহারা ভূমধ্যসাগরের সিরিয়া

(২) Herod VII 81.

উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না।১ যাহা হউক, প্রাচীন সিরিয়া রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমে এবং লিবান্ট উপসাগরের পূর্ব্বকূলে আসিয়া, তাহারা পশ্চিম য়ুরোপের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিল, ঐ সময়ে ফিনিস্ রাজ্য দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল ও প্রস্থে ২০ মাইল ছিল। সিদোন ও টায়ার নগর তাহার রাজধানী। বাইবেল পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, জসুয়ার রাজ্যকালে এই সিদোন-নগরী মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল।২ সিরিয়ায় আসিয়া তাহারা পশ্চিমে ব্রিটেন পর্য্যন্ত বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। বাণিজ্যোন্নতিকল্পে তাহারা আরব, বাবিলোনিয়া, আফ্রিকার উত্তর উপকূল, স্পেন, সিসিলী, মণ্টা প্রভৃতি স্থানে বহুশত উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল দেশে তাহারা পূর্ব্বদিক্ হইতে মাল আমদানী করিত। আফ্রিকা ও সিসিলীর উপনিবেশ দুইটী ক্রমে স্বতন্ত্ররাজ্যে পরিণত হয়। তাহারা বহুকাল ধরিয়া বিশেষ দক্ষতা সহকারে রোমকদিগের প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছিল।

জগতের বর্ত্তমান ইতিহাস মধ্যে এই প্রাচীন বণিক্জাতিই বাণিজ্যদ্বারা উন্নতির সর্ব্বপ্রথম চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ভিন্ন দেশ ও জাতিগণের সহিত ইহাদের বাণিজ্য থাকায়, সেই সেই প্রাচীন জাতীয়েরা ফিনিকীয়দের নিকট হইতে বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছিল। সিন্ধুনদের উত্তরদেশে গ্রীক অক্ষর প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ৫ম খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতবাসী ফিনিক-বর্ণমালা অবগত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর সহিত তাহারা জলে ও পথে বাণিজ্য করিত।৩ সলোমনের রাজ্যকালে তাহারা জাহাজে চড়িয়া আরবদেশের দক্ষিণাংশে অফির নগরে আসিয়াছিল। এখান হইতে তাহারা স্বচ্ছন্দে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া বাণিজ্যার্থ সুদূর পশ্চিমে লইয়া যাইত।৪ ৫৮৬ এবং ৩৩১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে দ্বিতীয়বার আলেকসান্দর কর্ত্তৃক টায়ার নগর উৎসাদিত হইলেও তাহাদের বাণিজ্য প্রভাব হ্রাস হয় নাই। ৩৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কার্থেজ অধঃপতনেও তাহাদের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অক্‌টীয়ামের জলযুদ্ধের পর তাহাদের বাণিজ্য আশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর আরবগণ ফিনিকীয়াদের বাণিজ্যক্ষেত্র হস্তগত করে। পরবর্ত্তী সময়ে পর্ত্তুগীজবণিকগণ তাঁহাদের অনুকরণে জগতের বাণিজ্যভাণ্ডার হস্তগত করিয়াছিলেন।

(১) কেহ কেহ অনুমান করেন, ৩০ হাজার হইতে ২৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ মধ্যে তাহারা পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া লিবান্ট তীরে আসিয়া বাস করে, যে হেতু পারস্যতীরে থাকিয়া তাহাদের বাণিজ্য লোহিত-সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(২) Jora p XIX. 28.

(৩) Indische alterthums kunde, p. 361.

(৪) Cherom VIII. 17-18, 1 King 127, 28.

ফিলালি (আরবী) কৌশল, ফিকির। প্রবণতা বা পরায়ণতা।

ফিরু (হিন্দী) ঘূর্ণন, গোলাকারে পরিবর্ত্তন।

ফিরঙ্গ (পুং) ১ স্বনামখ্যাত য়ুরোপীয়ভেদ। পর্ত্তুগীজগণই এক সময় ভারতবর্ষে এই নামে খ্যাত ছিল। তাঁহাদের সংস্রবে এ দেশীয় নীচ রমণীর গর্ভে যে সকল সন্তানাদি জন্মে, তাহারও ফিরঙ্গ বা ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত হয়। [পর্ত্তুগীজ দেখ।]

"পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ ভুবি॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্‌পঞ্চ লণ্ড্রাজ্চাপি ভাবিনঃ॥" (মেরুতন্ত্র ২৩ প্র)

২ রোগবিশেষ, ফিরঙ্গরোগ। কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশেই এই রোগের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। চরক, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈদ্যকগ্রন্থেই এই রোগের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বে এ দেশে এ রোগের নামগন্ধও ছিল না, পরে ফিরঙ্গগণ এ দেশে আসিয়া ঐ রোগের সৃষ্টি করিয়াছে। [ইহার বিবরণ পর্ত্তুগীজ শব্দে দেখ।] এই রোগের নামনিরুক্তি-স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফিরঙ্গদিগের দেশে এই রোগ বাহুল্যরূপে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে হয়, এই জন্য এই রোগ ফিরঙ্গ নামে অভিহিত। এই রোগকে গন্ধরোগও কহে। ইহার লক্ষণ—

"গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ॥
ব্যাধিরাগন্তুজো হেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ।
ভবেত্তল্লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈস্তিষজাং বরঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্রসংস্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা ফিরঙ্গিণীর সহিত সংসর্গ করিলে এই ফিরঙ্গরোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে গন্ধরোগও কহে। এই আগন্তুক রোগে পশ্চাৎ দোষাদির লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল দোষ দেখিয়া বাত, পিত্ত ও কফের বিষয় স্থির করিতে হইবে। দোষে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বাতজ ফিরঙ্গ, এইরূপ পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে জানিতে হইবে। ফিরঙ্গিণীর সংসর্গই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগ তিনপ্রকার—বাহ্য ফিরঙ্গ, আভ্যন্তর ফিরঙ্গ এবং বহিরন্তর্ভবফিরঙ্গ।

বাহ্যফিরঙ্গ বিস্ফোটের ন্যায়, অল্প বেদনাযুক্ত এবং স্ফুটিত

হইলে ব্রণের ন্যায় হইয়া থাকে। এই বাহ্য ফিরঙ্গ সুখসাধ্য অর্থাৎ অতি অল্প আয়াসেই ইহা সারিয়া যায়। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ সন্ধিস্থানে হইয়া থাকে, ইহাতে আমবাতের ন্যায় বেদনা ও শোথ হয়। এই ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য। যাহা বাহিরে এবং অভ্যন্তরে উভয়স্থলেই হয়, তাহা বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ। এই রোগ দুঃসাধ্য। এই রোগে কৃশতা, বলক্ষয়, নাশাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ এবং অস্থির বক্রতা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

বাহ্যফিরঙ্গ নবোত্থিত ও উপদ্রব রহিত হইলে তাহা সুখ সাধ্য, আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য এবং বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ উপদ্রব-যুক্ত এবং অধিক দিনের হইলে অসাধ্য হয়।

চিকিৎসা।—রসকর্পূর ফিরঙ্গরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সেবনে নিশ্চয়ই ফিরঙ্গরোগ আরোগ্য হয়। ইহাকে চলিত পারা বা মারকুলি খাওয়া বলা যাইতে পারে।

রসকর্পূর নিম্নলিখিত প্রকারে সেবন করিতে হয়, বিহিত বিধানে ইহা সেবন করিলে মুখশোথ হয় না।

প্রথমে গোধূম চূর্ণদ্বারা একটী ছোট কূপিকা (মূষা) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ৪ রতি শোধিত পারদ নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। পরে ঐ কূপিকাদ্বারা পারদের আবরক স্বরূপ গোলা-কৃতি একটী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতে যেন পারদকে কিছুমাত্রও না দেখা যায়। তৎপরে লবঙ্গচূর্ণ উহার চারিদিকে মাখাইতে হইবে। এইরূপে ঐ বটিকা জলের সহিত গিলিয়া ফেলিবে, ঐ বটী যাহাতে দন্তসংলগ্ন না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপে রসকর্পূর সেবন করিয়া পরে তাম্বূল চর্ব্বণ বিধেয়। এই ঔষধ সেবনান্তে শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, পথপর্য্যটন এবং স্ত্রীসঙ্গ বিশেষ নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবনে রোগের আতিশয্য হইয়া থাকে।

পারদ অর্দ্ধতোলা, খদির অর্দ্ধ তোলা, আকরকরা এক-তোলা ও মধু দেড় তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া সাতটী বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ৭টী বটী প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক একটী করিয়া জলের সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া অম্ল ও লবণ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই ঔষধের নাম সপ্তসালিবটী। ফিরঙ্গরোগে ধূম-প্রয়োগও হিতকর। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও বিড়ঙ্গ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলী করিতে হইবে, পরে তাহাতে ৭টী বটিকা হইবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীদ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় ফিরঙ্গরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন অর্দ্ধতোলা পরিমাণ পারদ শীতবেড়েলার রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হয়, যতক্ষণ পারদ দৃষ্ট হইবে, ততক্ষণ মর্দ্দন করা বিধেয়। পরে ইহাদ্বারা ৭দিন পাণিস্বেদ দিলে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। এই স্বেদ দিয়া অম্ল ও লবণ ব্যবহার করিতে নাই।

ইহা ভিন্ন নিমপাতাচূর্ণ আটতোলা, হরীতকীচূর্ণ একতোলা, আমলকীচূর্ণ একতোলা এবং হরিদ্রাচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এই সকল মিলিত করিয়া জলের সহিত অর্দ্ধতোলা কিংবা মধুর সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণ তোবচিনিচূর্ণ ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া লবণ পরিত্যাগ করিত হয়। একান্ত পক্ষে লবণ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সৈন্ধব সেবন করা যাইতে পারে। পারদ দুইতোলা, গন্ধক দুইতোলা এবং খদিরকাষ্ঠ দুই তোলা, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে হরিদ্রা নাগকেশর, ত্রিকটু, স্থূলজীরা, কৃষ্ণজীরা, যবানী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, পিপ্পলী, বংশলোচন, জটামাংসী এবং তেজপত্র, এই সকল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মধু একপোয়া ও ঘৃত এক পোয়া, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা পরিমাণ ভক্ষণ করিয়া একবিংশতি দিন লবণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। ফিরঙ্গ রোগে যে কোন ঔষধ ব্যবহার করা হউক না কেন, পারদই তন্মধ্যে প্রধান। (ভাবপ্রকাশ)

ফিরঙ্গরোটী (স্ত্রী) ফিরঙ্গপ্রিয়া রোটী, ফিরঙ্গাণাং রোটীতি বা। রোটিকাবিশেষ, পাঁউরুটী। এই রোটী ফিরঙ্গদিগের প্রিয় অথবা ফিরঙ্গদেশেই বেশী এই রুটী প্রস্তুত হয়, এই জন্য ইহাকে ফিরঙ্গরোটী কহে। পাকরাজেশ্বরে এই রোটী প্রস্তুতের প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—গোধূমচূর্ণ তাল বা খর্জ্জুর রস ও মধুরিকাজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে, তৎপরে স্থূল স্থূল পরিমাণে তাল করিয়া তন্দুরপাকে ইহা পাক করিতে হইবে। এইরূপে এই রোটী প্রস্তুত হয়। (পাকরাজেশ্বর)

ফিরঙ্গিণী (স্ত্রী) ফিরঙ্গদেশোজন্মস্থানত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি ফিরঙ্গ ইনি, ঙীপ্। ফিরঙ্গদেশোদ্ভব নারী। চলিত মেম।

"গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবং।
ফিরঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফিরঙ্গিন্ (পুং) ফিরঙ্গ-ইনি। ফিরঙ্গদেশোদ্ভবপুরুষ।

ফিরনিয়া (দেশজ) ভ্রমণকারী, যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

ফিরৎ (দেশজ) ১ প্রত্যর্পণ। ২ ফিরিয়া আসা।

ফিরতি (দেশজ) ১ ফিরে যাওয়া, ঘুরা। ২ দ্রব্যাদির প্রত্যর্পণ। মাল ওজনের সময় পুনর্ব্বার ওজন দেওয়া।

ফিরাণ (দেশজ) দ্রব্যাদি ফিরিয়া আনা, দ্রব্যাদির প্রত্যর্পণ।

ফিরাণঘুরাণ (দেশজ) ঘুরে ফিরে যাওয়া, একে বেঁকে যাওয়া।

ফিরাণিয়া (দেশজ) রাজমিস্ত্রী বিশেষ।

ফিরাফিরি (দেশজ) ১ পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা। ২ দ্রব্যাদির বারংবার পরিবর্ত্তনের জন্ম প্রত্যর্পণ।

ফিরি (দেশজ) স্থানে স্থানে ফিরিয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ান।

ফিরিঙ্গী, চট্টগ্রামের (চাটগাঁর) খৃষ্টান অধিবাসী। পর্ত্তুগীজগণের বংশধর। পর্ত্তুগীজ-গৌরবের সময়ে ইহারা ধনশালী বণিক বলিয়া পরিচিত ছিল। বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি পরিচালনার জন্য তাহারা জাহাজ রাখিত। এখন চাটগাঁয় যে সকল পর্ত্তুগীজ বাস করে, তাহারা রোমান্‌ক্যাথলিক। অনেকেই চাসবাস করিয়া জীবনধারণ করে। [পর্ত্তুগাল ও চট্টগ্রাম দেখ।]

ইহাদের প্রকৃতি অতি জঘন্য। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে ইহারা ক্রীতদাসকন্যা রাখিত। কখন কখন ইহারা সংখ্যায় ৫০টীরও অধিক হইত। ঐ দাসকন্যাগুলিকে ইহারা উপপত্নীরূপে ভাড়া দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিত। বর্ত্তমান ফিরিঙ্গীগণ ঐরূপ সঙ্করোৎপত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। পরিচ্ছদ ভিন্ন আর তাহাদের কোনরূপে পৈতৃক অবলম্বন নাই। বর্ণ ও আকৃতিতে তাহারা দেশীয়দিগের মত। ইহাদের সহিত মঘ ও মুসলমানরক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। পত্নী বা উপপত্নীজাত উভয়প্রকার পুত্রেই পিতৃনাম পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহাদের ডাক নাম ও পদবী পর্ত্তুগীজধরণের ছিল। এখন অনেকেই ইংরাজী ডাকনামের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। তদ্দেশবাসিগণ ইহাদিগকে 'মেটেফিরিঙ্গী' বা 'কালা-ফিরিঙ্গী' বলিয়া ঘৃণা করে। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে এখন ইহারা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছে। তথাকার হিন্দু ও মুসলমানগণ এক্ষণে ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। বহুদিন দেশীয় সংস্রবে থাকায় এবং মাতৃকুল মঘ বা মুসলমান হওয়ায়, ইহারা তদ্দেশবাসী হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতির অনেক আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছে। ইহাদের বিবাহ ঘটকের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃই স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে।

কলিকাতা মহানগরীতেও ঐরূপ একটী মিশ্র খৃষ্টানজাতি আছে। তাহারাও ফিরিঙ্গী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অনেকেই ইউরেসিয়ান্ Eurasian। এখানকার ফিরিঙ্গীগণ সাধারণতঃ অবস্থাহীন (দুস্থ)। য়ুরোপীয় পিতার ঔরসে এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমান-কন্যার গর্ভে ইহাদের জন্ম। কোথাও বা এদেশী নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং য়ুরোপীয়দিগের চালচলন, বেশভূষা ও হাবভাব গ্রহণ করিয়া ফিরিঙ্গী নামে চলিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর য়ুরোপীয় খৃষ্টানগণ উঁহাদের অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

২ দক্ষিণ ভারতে পর্ত্তুগীজদিগের প্রচলিত শাস্ত্রবিশেষ।

ফিরিঙ্গীপেট, (পরঙ্গিপেটাই) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী নগর। [পোর্টোনভো দেখ।]

ফিরিঙ্গীপুর, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গুণ্টুর হইতে ৬॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী কোণ্ডবিড়ু পর্ব্বতমালায় একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। রেড্ডী সর্দ্দারগণ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করান। পরে মুসলমানদিগের নিকট হইতে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায় এই দুর্গ হস্তগত করেন। এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু-দেবমন্দির ও মস্‌জিদ বিদ্যমান আছে। ফিরিঙ্গীপুরের রাজপথ হইতে এই পার্ব্বত্য দুর্গ পর্য্যন্ত নানা অট্টালিকা ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ফিরিঙ্গীবাজার, ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইছামতী নদীর একটী শাখার উপর অবস্থিত। অক্ষা ২৩°৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০°৩৩´ পূঃ। বঙ্গেশ্বর সায়েস্তাখাঁর শাসনকালে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ প্রথমে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ পর্ত্তুগীজগণ পূর্ব্বে আরাকানরাজের অধীনে সৈনিকবৃত্তি করিত। মোগল-সেনানী হুসেনবেগ আরাকান-রাজধানী চট্টগ্রাম অবরোধ করিলে তাহারা আরাকানরাজের কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় পলাইয়া আইসে। ফিরিঙ্গীদিগের বাস হেতু এই স্থান ফিরিঙ্গীবাজার নামে খ্যাত হয়। বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এক সময়ে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়া ছিল এবং তৎকালে ইহার আয়তনও নিতান্ত কম ছিল না। ঢাকার বাণিজ্যাবসানে এই স্থান ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।

ফিরিস্ত (পারসী) তালিকা, সূচীপত্র।

ফিরিস্তা, বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক। পূর্ণনাম মহম্মদ কাশিম হিন্দুশাহ, ফিরিস্তা তাঁহার উপাধি এবং তিনি এই নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। ইহার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান এরূপ বিশদভাবে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনে সমর্থ হন নাই। কাস্পিয়ান সাগরতীরবর্ত্তী আষ্ট্রাবাদ নগরে তাঁহার জন্ম হয়।[১] তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দুশাহ একজন বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি, কোন কারণে তিনি শিশুপুত্র সঙ্গে লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ

(১) ব্রিগসাহেব তাঁহার জন্মকাল ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আনুসঙ্গিক ঘটনার দ্বারা মুসের মোহল ১৫৫০ খৃঃ অব্দে (৯৫৫ হিজিরা) প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরে আহ্মদনগরপতি মুর্ত্তাজা নিজাম শাহের (১৫৬৫-১৫৮৮ খৃঃ) অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহার পুত্র মীরান্ হুসেনকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু এ রাজপ্রসাদ তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অচিরেই তিনি কালের কবলে পতিত হন।

ফিরিস্তা অনাথ হইলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং মুর্ত্তাজা নিজামই তাঁহার প্রতিপালক হইলেন। নিজামশাহ নিজ ভৃত্য গোলামের সদ্গুণরাশি বিস্মৃত হন নাই। তিনি ফিরিস্তাকে রাজসভায় আনাইলেন এবং অতি বিশ্বস্ত (গুপ্ত) মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর ফিরিস্তা রাজরক্ষী সেনানীদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ঐ সময় পূর্ব্বরাজার অমাত্যবর্গ বিদ্রোহীর হস্তে নিহত হন, একমাত্র ফিরিস্তাই যুবরাজ মীরান্ হুসেনের সম্মুখে পড়ায় রক্ষা পান। পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরান্ একবৎসরের অধিক রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনিও নিষ্ঠুররূপে নিহত হন। এ সময়ে এখানে সুন্নীদিগের অধিক প্রাদুর্ভাব। ফিরিস্তা নিজে শিয়া ছিলেন; সুতরাং তিনি উন্নতির কোন প্রয়াস না পাইয়া বিজাপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরে উপনীত হইলে তিনি রাজমন্ত্রী দিলাবর খাঁ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত এবং তাঁহারই অনুগ্রহে বিজাপুররাজ ইব্রাহিম আদিলশাহের নিকট পরিচিত হন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর-যুদ্ধে তিনি বিজাপুর-পক্ষে সৈন্য চালন করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে তিনি জামাল খাঁ কর্ত্তৃক আহত ও বন্দী হন, অবশেষে বিজাপুরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর ইব্রাহিম শাহ্ তাঁহাকে একখানি ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন এবং অন্যান্য লেখকের ন্যায় তিনি তাঁহাকে আরোপিত অংশ বাদ দিয়া প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিতে আদেশ দেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বেগম সুলতানার বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুলতানা বুর্হানপুরে স্বামীভবনে আগমন করেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিজাপুর-রাজেতিহাস সমাপ্ত হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও সান্ত্বনাকরণার্থ বিজাপুররাজকর্ত্তৃক তিনি দিল্লীতে প্রেরিত হন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি বদকশান, রোহতস প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আইসেন। কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা বিশেষ জানা যায় না।[১] তিনি প্রথমে ঐ পুস্তকখানিকে গুল্-শন্-ই-ইব্রাহিমী বা নৌরস-নামা নামে প্রচার করেন। সাধারণে ঐ গ্রন্থ তারিখ-ই-ইব্রাহিমী বা তারিখ-ই-ফিরিস্তা নামে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। ঐ পুস্তকের উপক্রমণিকায় তিনি হিন্দু ও ভারতে মুসলমান আগমন লিপিবদ্ধ করেন। পরে পর্য্যায়ক্রমে লাহোর, গজনী, দিল্লী ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজবংশ (কুলবর্গা, বিজাপুর, আহ্মদনগর, তৈলঙ্গ, বেরার, বিদার,) গুজরাত, মুলতান, মালব, খান্দেশ, বাঙ্গালা ও বিহার, সিন্ধু ও কাশ্মীর রাজবংশের ইতিহাস প্রকটিত করেন এবং শেষ দুই খণ্ডে তিনি মলবার ও ভারতীয় সাধুগণের জীবনী লিখিয়াছেন। উপসংহার-ভাগে তিনি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ফিরোজ, আগ্রাবাসী জনৈক বিখ্যাত সুফী পণ্ডিত। ইনি ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে 'অকাসদ্ সুফিয়া' নামে পারস্য ভাষায় ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

ফিরোজপুর, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৩০° ৮´ হইতে ৩১° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩´ ২০´´ হইতে ৭৫° ২৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। শতদ্রু ও বিতস্তানদী মিলিত হইয়া এই জেলা-মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রবি ও খারিফ শস্যাদি ব্যতীত এখানে স্থানে স্থানে শিরীষ ও পিপল বৃক্ষাদির চাষ হইয়াছে।

এই জেলার নানা স্থানে অনেক অট্টালিকা ও কূপাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রাচীন কালে এই জনহীন প্রদেশেও লোকের বসতি ছিল। শুষ্কপ্রায় খালের সমীপবর্ত্তী ভূভাগে (এখন যাহা জনমানবশূন্য মরুভূমিপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এখনও ঐরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে এই জনপদের সমৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছিল, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কিন্তু আইন-ই-অকবরী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, সম্রাট্ অকবরশাহের সময়ে শতদ্রুনদী ফিরোজপুর নগরের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত ছিল। নদীর গতিপরিবর্ত্তন জন্য জলাভাবে এবং খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষে ঘোরতর যুদ্ধে এই স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। দুই শতাব্দকাল এই স্থান মরুভূমিপ্রায় থাকে। পরে দোগ্রা জাতীয় রাজপুতগণ ভট্টিদিগকে তাড়াইয়া পাকপত্তনের নিকটে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। ক্রমে শতদ্রু উপত্যকা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ফিরোজপুর নগরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে বিশেষ আয় না থাকায় মোগল-সম্রাট্গণ ইহাতে হস্তক্ষেপ

(১) তাঁহার মৃত্যুকাল সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। ব্রিগসের মতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু অপরাপর সকলে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারিত করিয়া গিয়াছেন।

করেন নাই, তবে শতদ্রুর পশ্চিমবর্ত্তী কসুর নগরে তাঁহাদের একজন ফৌজদার ছিল, ঐ ব্যক্তি লক্কা জঙ্গলের তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গুজর সিংহের অধীনে ভঙ্গিমিসলের শিখেরা ফিরোজপুর অধিকার করেন। পরে এই স্থান গুজরের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুবক্স সিংহের হস্তে আইসে। এই নবীন সর্দ্দার এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ধন্নসিংহ এখানকার শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে তৎপত্নী রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। রাণী পরলোকগত হইলে ইংরাজরাজ স্বহস্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন এবং সর-হেনরী লরেন্স এখানে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম শিখযুদ্ধ (রুড়কি, ফিরোজ সহর, আলিবাল ও সোব্রাওন নামক স্থানের কয়টী যুদ্ধ) এই জেলার মধ্যেই ঘটে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজগণকে এখানেও অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগের সদর। এখানে 'সেনানিবাস' আছে। শতদ্রুর পুরাতন খাতের উপর বর্ত্তমান গর্ভ হইতে ৩॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। সাধারণের বিশ্বাস দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ (১৩৫১-১৩৮৭ খৃ: অ:) এই নগর স্থাপন করেন। ইংরাজাধিকারে ১৮৩৫ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নগর জনপূর্ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে শতদ্রুযুদ্ধে নিহত ইংরাজ-সৈন্যের স্মৃতির জন্য একটী গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। উদ্ধত সিপাহীদল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে সেনানিবাস। ইহার আর্সেনাল বা অস্ত্রাগারে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত আছে। সমগ্র পঞ্জাবের মধ্যে এরূপ আর কোথাও নাই।

ফিরোজপুর, পঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩১৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত গুরগাঁও জেলার প্রধান নগর এবং ফিরোজপুর তহসীলের সদর। নন্দোনামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উপত্যকা-দেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৬′ ৩০′′ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯′ ৩০′′ পূ:। সম্রাট্ ফিরোজশাহ নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতিকে দমন করিবার জন্ত এই নগর দুর্গপ্রাকারবেষ্টিত করিয়া যান। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হস্তগত করিয়া ইংরাজরাজ আহ্মদবক্স্ খাঁকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপুত্র নবাব সামসুদ্দীন্ খাঁ দিল্লীর কমিসনর ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করায়, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন। তদবধি এই নগর উক্ত তহসীলের সদর বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ফিরোজ মোল্লা, বোম্বাইবাসী কদীমী পার্শীদিগের প্রধান ধর্ম্মযাজক। কাউসের পুত্র। তিনি পর্ত্তুগীজ আগমন হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ অধিকার পর্য্যন্ত সমুদায় ঘটনা উল্লেখ করিয়া 'জর্জ নামা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ফিরোজ শাহ, দিল্লীশ্বর শেলিমশাহসুরের একমাত্র পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর এই দ্বাদশবর্ষের বালক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ৩ মাস রাজত্ব না করিতেই তদীয় মাতুল মুবারিক খাঁ ভাগিনেয় ফিরোজকে নিজ ভগিনী বিবিবাইর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই নিষ্ঠুররূপে (১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) হত্যাপূর্ব্বক স্বয়ং মুহম্মদ শাহ আদিল নাম-গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন।

ফিরোজ শাহ, (ফিরোজ সহর) পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। শিখযুদ্ধের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সরহিউ গাফ ও হেনরী হার্ডিঞ্জ শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। দুইদিন ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ পলাইতে বাধ্য হন। যুদ্ধাবোজনে শিখগণ যে মৃত্তিকার গড়খাই নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। কেবল মৃতসেনানীগণের স্মৃতির জন্য একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে। এই স্থানের আদি নাম ফরুখ্‌সহর, ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ইহার 'ফিরোজ শাহ' নামকরণ হইয়াছে।

ফিরোজ শাহ, দিল্লীর শেষ মোগলসম্রাট্ ২য় বাহাদুর শাহের পুত্র। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ কালে তিনি মহোদ্যমে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি ইংরাজ-হস্তে মৃত্যুর ভয়ে আরব দেশে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। তথায় তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

ফিরোজ শাহ পূরবী, জনৈক হাব্‌সী-সর্দ্দার, পূর্ব্ব নাম মালিক আন্দিল। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে খোজা সুলতান শাহজাদাকে নিহত করিয়া তিনি ফিরোজ নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান প্রজামাত্রকেই পালন করিয়াছিলেন। গৌড়নগরের (লক্ষণাবতী) পুনঃ সংস্কার তাঁহার একটী গৌরবকীর্ত্তি। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফিরোজ শাহ বাহ্মনি সুলতান, দাক্ষিণাত্যের জনৈক মুসলমান রাজা। সুলতান দাউদের পুত্র। বাহ্মনিরাজ সুলতান সামসুদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া তিনি ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহ রোজ্ আফ্জুন্ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রভাবে বাহ্মনিরাজবংশ বিস্তৃত ও উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়া ছিল। রাজাসনে আসীন হইয়াই

তিনি নিজ ভ্রাতা আহম্মদ খাঁকে (খান্‌খানান্) আমীর-উল্ ওমরায় পদে নিযুক্ত করেন এবং নিজ উপদেশ-দাতা মীর কৈফুল্লাকে 'মালিক নাএব' উপাধিতে ভূষিত করিয়া উজীর-উস্ সুলতানাতের কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ভ্রাতা আহম্মদকে বাহ্মনি-সিংহাসন দান করিবার ১০দিন পরেই ১৪২২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফিরোজশাহ তোগলক সুলতান, দিল্লীর পাঠানবংশীয় অধিপতি। সুলতান গয়াস্ উদ্দীন্ তোগলকের ভ্রাতা সিপাসলার ঔরসে এবং দিবালপুরপতি রণমল্লভট্টির কন্যা-(সুলতানা বিবি কদবানু)র গর্ভে ৭০৯ হিজিরায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অনাথা রাজকন্যা আপন একমাত্র বালক পুত্রের* বিদ্যাশিক্ষার জন্য আকুল হইলে তোগলকশাহ ঐ বালককে নিজ পুত্রবৎ লালন পালন করিতে প্রতিশ্রুত হন। তোগলকের প্রসাদে তিনি রাজকীয় সমুদায় শিক্ষাই পাইলেন। ১৪শ বর্ষ বয়সে তিনি তাঁহারই অনুগ্রহে ৪ বৎসর কাল রাজ্যের সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার ১৮শ বর্ষে মহম্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুইজন রাজার রাজ্যশাসন দেখিয়া তাঁহার বিশেষ জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। মহম্মদ তাঁহাকে ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ ও নাএব-ই-আমীর হাজিব্ (Deputy of the Lord Chamberlain) উপাধি দান করেন। সর্ব্বদাই ফিরোজ রাজকার্য্যে তাঁহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। মহম্মদ দিল্লী প্রদেশ ৪ ভাগে বিভক্ত করিলে ১ ভাগের শাসনভার ফিরোজশাহের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছিল। মহম্মদশাহের অধীনে রাজকীয় শিক্ষায় তাঁহার জীবনের ৪৫ বৎসর কাটিয়া যায়।

১৩৫১ খৃষ্টাব্দে (৭৫২ হিঃ) ঠট্টে মহম্মদের মৃত্যু হইলে রাজামাত্য ও কর্ম্মচারী সাধারণের অনুরোধে ও সম্মতিক্রমে ফিরোজ সেই স্থানেই রাজা মনোনীত হইলেন, কিন্তু পাছে রাজকার্য্য-পরিচালনে কোন ত্রুটি হয়, এ কারণে তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরে তাঁহার অচলাভক্তি ছিল। এই ধর্ম্মপ্রবণতাবলে তিনি ভবিষ্যতে দয়া ও দাক্ষিণ্যের সহিত প্রজাপালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর জন্য পরিধৃত শোক-পরিচ্ছদের উপরই তাঁহাকে রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইল, যেহেতু কোনক্রমেই তিনি শোকপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি রাজান্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক খোদাবন্দ জাদার (মহম্মদের ভগিনী) সম্মুখে গিয়া শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ঐ রমণী তাঁহার সরল ভাবে মোহিত হইয়া নিজ হস্তে সুলতান তোগলকের মুকুট তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দেন।

মহম্মদের মৃত্যুকালে মোগলেরা ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। রাজা ব্যতীত রাজ্যরক্ষা দুরূহ ভাবিয়া ওমরাহগণ ফিরোজ শাহকে রাজসিংহাসন দান করেন। মোগলগণ ফিরোজের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই সময়ে দিল্লীতে সংবাদ যায় যে সম্ভবতঃ ফিরোজশাহ মোগলহস্তে বন্দী বা হত হইয়াছেন। সুতরাং দুঃখে অভিভূত হইয়া খাজা জহান্ মহম্মদের পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে ফিরোজ জীবিত, তখন তিনি এই বিষম ভ্রমের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভ্রম অপরে গ্রাহ্য করিবে না ভাবিয়া তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রায় ২০ হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। ফিরোজ এই সংবাদে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরে খাজা জহান্ সমূহ বিপদ্ বুঝিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ফিরোজশাহ অনেক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে প্রজাবর্গের অনেক দুঃখ অপনোদিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের ন্যায় তিনি অযথা করগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নিয়ম করেন, কোন দ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আদায় করা হইলে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। রাজার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই বাজার হইতে উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করা হইবে।

তিনি সসৈন্যে লক্ষ্মণাবতী, জাজনগর ও নগরকোট অভিমুখে অভিযান করেন। বঙ্গপতি শামসুদ্দীন্ তাঁহার নিকট পরাজিত হন, পরে লক্ষাধিক বঙ্গবাসী এই যুদ্ধে নিহত হয়। তিনি দুইবার বঙ্গে ও কএকবার সিন্ধু, গুজরাত, কাঙ্‌ড়া প্রভৃতি প্রদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র নাসিরউদ্দীন্ মহম্মদকে সিংহাসন দান করিয়া রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু যুবরাজ রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করায় ও আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করায় তিনি পুনরায় রাজ্যপরিচালনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যুবরাজ বিতাড়িত হইয়া শিরমুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন।

ফিরোজের নির্ম্মিত অনেকগুলি অট্টালিকা, খাল ও দুর্গাদি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিন সুশাসনে রাজত্ব করিয়া তিনি ৭৯০ হিজিরায় (১৩৮৮ খৃঃ অব্দে) পরলোকগত হন। পুরাতন দিল্লীর সমীপে যমুনাতীরে তাঁহার নির্ম্মিত 'হউজ খাসে' তাঁহার সমাধি হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র গিয়াস্-উদ্দীন্ রাজা হন। তাঁহার অধিকারে লক্ষ্মণাবতী, পাণ্ডুয়া

* ইতিহাসে মালিক কুতবউদ্দীন্ ও নাএব বর-কাক্ তাহার ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু তাহারা বৈমাত্রেয়।

(ফিরোজাবাদ), সোণারগাঁও প্রভৃতি স্থানে টাকশাল স্থাপিত হয়। তিনি নিজে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্বরচিত 'ফতুহাৎ ফিরোজশাহী' নামক গ্রন্থে লিখিয়া যান।২

ফিরোজশাহ সুলতান, খিলিজীবংশীয় প্রথম দিল্লীশ্বর কায়েম খাঁর পুত্র। ইনি সুলতান মুইজুদ্দীন কৈকোবাদকে হত্যা করিয়া ৬৮৮ হিঃ (১২৮২ খৃঃ অব্দে) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অপর নাম জলালউদ্দীন্। তাঁহার রাজত্বের ৮ম বৎসরে আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন্ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তিনি তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য কড়া-মাণিকপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। আলাউদ্দীন্ খুল্লতাতের আগমন-সংবাদ পাইয়াই গঙ্গার অপর পারে সদলে পলায়নপূর্ব্বক ছাউনী করেন। ফিরোজশাহ উপস্থিত হইলে তিনি সানুচরে নদীতীরে আসিলেন এবং একাকী নদীতীরে আসিয়া খুল্লতাতের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ফিরোজশাহ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার দোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ বজরা মধ্যে উঠাইয়া লইলেন, কিন্তু ইঙ্গিতমত তদীয় অনুচরগণ আসিয়া দিল্লীশ্বরের প্রাণ বিনাশ করিল। আলাউদ্দীন্ খুল্লতাতের ছিন্নমুণ্ড বর্ষাবিদ্ধ করিয়া নগরে লইয়া গেলেন। ৬৯৫ হিঃ (১২৯৬ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা ঘটে। অতঃপর আলাউদ্দীন্ দিল্লীতে গমন করিয়া সিকেন্দর-সানি নাম গ্রহণানন্তর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। খিজিরাবাদ হইতে সফিদুন পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত খাল তাঁহার যত্নে কাটা হইয়াছিল।

ফিরোজাবাদ, ১ উঃ পঃ প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। যমুনার উত্তর অন্তর্বেদীতে (দোয়াব অংশে) অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২০৩ বর্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। মথুরা হইতে এতাবা যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে যে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, ইহাই তাহার পরিচয়। এখনও এখানে শস্যাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে এই স্থান ৮১৭ মাইল।

ফিরোজাবাদ, অযোধ্যা প্রদেশের খেরি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। চৌকা, কৌরিয়ালা ও দহবার নদীত্রয় পরিবেষ্টিত। সম্রাট্ ফিরোজশাহ এই স্থানে মৃগয়ায় আসিতেন। এই স্থানে শীকার করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বতন কালে এই স্থান বিসেন জাতির অধিকারে ছিল। পরে জঙ্গিগণ উপর্য্যুপরি যুদ্ধের পর তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জঙ্গিরাজ পরাজিত ও মৃত হইলে তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ তদ্বংশধর কএকখানি নিষ্কর গ্রাম লাভ করেন। উহাই এক্ষণে ঈশানগর সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য। ইহার দক্ষিণভাগে রাইকবাড় সামন্তরাজ্য।

ফিলৌর, পঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ২৯৪ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী প্রধান নগর ও তহসীলের সদর। অক্ষা° ৩১° ০´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪৯´ ৫৫´´ পূঃ। শতদ্রু নদীর দক্ষিণকূলে জালন্ধর হইতে ১৩৷৷০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, বৈরাম্ খাঁ ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর এই নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। সম্রাট্ শাহজহান দিল্লী হইতে লাহোর যাইবার কালে এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে একটী ভগ্ন অট্টালিকা বিশ্রামস্থান (সরাই) রূপে মনোনীত করেন। ক্রমে তাঁহারই উদ্যমে নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। শিখপ্রভাবকালে এই নগর সুধাসিংহের হস্তগত হয়। তিনি এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থান রণজিতের অধিকারে আইসে। উক্ত মহাবীর শতদ্রুমুখ রক্ষা করিবার জন্য সেই সরাইকে দুর্গরূপে পরিবর্ত্তিত করেন। অতঃপর ইংরাজাধিকারে আসিলে এ স্থানে কামান, গোলা ও বারুদ প্রভৃতি রাখা হয়। সিপাহীবিদ্রোহীদল এই নগর অধিকার করে। এখানে দিল্লী পঞ্জাব ও সিন্ধু রেলপথের যুক্ত-ষ্টেসন আছে।

ফিস্ (দেশজ) ১ অব্যক্ত স্বর। ২ আস্তে আস্তে কথা বলা।

ফিস্ফাস্ (দেশজ) আস্তে আস্তে কথা বলা।

ফিস্ফিসিনী (দেশজ) ১ গুজগুজুনী, আস্তে আস্তে কথা বলা। ২ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি।

ফু (পুং) ফল-কু। ১ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ফুৎকার। ২ তুচ্ছবাক্য।

ফু (দেশজ) মুখ দিয়া বায়ুনির্গমনের অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

ফুঁ (দেশজ) ফুৎকার, মুখ দিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে বাতাস দেওয়া।

ফুঁক (দেশজ) ১ ফুৎকার। ২ বিষয় নষ্ট করা।

ফুঁটী (দেশজ) স্বনাম খ্যাত ফলবিশেষ। (Cucumis Mormordica)

ফুঁড়া (দেশজ) ছিদ্র করা, বেঁধা।

ফুঁপান (দেশজ) ফোঁকান, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদা।

ফুঁপানি (দেশজ) ১ কষ্টে নিশ্বাসত্যাগ। ২ ফুলে ফুলে কাঁদা।

ফুঁপি (দেশজ) বস্ত্রাদির অগ্রভাগস্থ সূত্রগুচ্ছ।

---

(২) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক ইতিহাসগ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ফুক (পুং) ফুনা অস্পষ্টবাক্যেন কায়তি শব্দায়তে ইতি ফু-কৈ-ক। পক্ষী। (শব্দচ°)

ফুকর (দেশজ) ছিদ্র, রন্ধ্র।

ফুকা (দেশজ) ফু দেওয়া।

ফুক্‌রান (দেশজ) চীৎকার করিয়া ডাকা।

ফুকার (দেশজ) উচ্চ শব্দ। চীৎকার ধ্বনি।

ফুঙ্গী, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জাতির পুরোহিত। ইহারা প্রায় বালকদিগের শিক্ষকতা করে।

ফুট (ত্রি) স্ফুটতীতি স্ফুট-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সর্পফণা, সাপের ফণা। (হেমচন্দ্র)

ফুট (দেশজ) ১ দ্রাবক। ২ ফোটা। ৩ ছিদ্র। ৪ ফাঁক।

ফুটকী (দেশজ) টিপ, গোলাকার ক্ষুদ্র বিন্দু।

ফুটা (দেশজ) ১ প্রস্ফুটিত হওয়া। ২ টগ্‌বগ্‌ করিয়া অগ্নিতে জল সিদ্ধ হওয়া। ৩ ছিদ্র।

ফুটান (দেশজ) ১ প্রস্ফুটিত করা। ২ জল গরম করা।

ফুটানি (দেশজ) বৃথা আড়ম্বর বাক্য।

ফুটী (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ।

ফুট্টক (ক্লী) বস্ত্রবিশেষ। (দিব্যা° ২৯।৮)

ফুট্‌ফাট্‌ (দেশজ) ১ কড়াই ভাজার শব্দ। ২ পরিষ্কার।

ফুট্‌বল (ইংরাজী Foot-ball) পদাঘাতে গোলা খেলা।

ফুৎ (অব্য°) ১ অনুকরণ শব্দ। ২ তুচ্ছভাষণ।

ফুৎকর (পুং) ফুদিত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-ট। অগ্নি। (শব্দচন্দ্রিকা)

ফুৎকার (পুং) কৃ-ভাবে-ঘঞ্‌, ফুৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্য করণং। ফুৎকরণ, ফু ফু এইরূপ শব্দ করা। হোমাগ্নি নিবিয়া গেলে তাহা ফুৎকার দ্বারা জ্বালিয়া তাহাতে পুনরায় হোম করিতে নাই।

"অগ্নে রুক্ষে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে।
আর্দ্রকাষ্ঠৈঃ সমুৎপন্নে ফুৎকারবতি পাবকে॥
কৃষ্ণার্চ্চিষি সুদুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্‌।
আহুতিং জুহুয়াৎ যস্তু তস্য নাশো ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌॥" (তিথিতত্ত্ব)

ফুৎকৃতি (স্ত্রী) ফুদিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতিঃ করণং। ফুৎকার। (কাব্যচন্দ্রিকা)

ফুতুনা পুঁটী (দেশজ) মৎস্য বিশেষ (Barbus Phutunis)

ফুপ্‌ফুস (পুং) কোষ্ঠ বিশেষ, হৃদয় নাড়ীসংলগ্ন আশয় বিশেষ।

"স্থানান্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদ্‌উণ্ডুকঃ ফুপ্‌ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥" (মাধবকর)

হৃদয়ের বামপার্শ্বে ফুপ্‌ফুস্‌ অবস্থিত। ইহা ফুপ্‌ফুণ্ড নামেও খ্যাত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, শোণিত ও কফের সহযোগে হৃদয় জন্মে। সেই হৃদয়ে প্রাণবাহিনী ধমনী সকল আশ্রয় করিয়া থাকে। হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে প্লীহা ও ফুস্‌ফুস্‌ এবং দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম। (সুশ্রুত শারীর স্থা° ৪ অ°) শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন, ফুস্‌ফুস্‌ উদান বায়ুর আধার এবং হৃদয়ের বামদিকে অবস্থিত।

"তদ্বামে ফুপ্‌ফুসঃ প্লীহা দক্ষিণাঙ্গে যকৃত্তথা।
উদানবায়োরাধারঃ ফুপ্‌ফুসঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"
(শার্ঙ্গধর ৫ অ°)

ফুয়ান (দেশজ) ১ আস্তে আস্তে গর্জ্জন, ধুঁইয়ে উঠা। ২ ফুঁ দিয়া গা ঝাড়ান বা ভূত ছাড়ান।

ফুর্‌সৎ (আরবী) অবকাশ, সুবিধা।

ফুরান (দেশজ) ১ খরচ দ্বারা শেষ করণ। ২ চুক্তি, কার্য্যাদি আরম্ভের জন্য কর্ম্মী যে প্রাপ্য অর্থের দাবী করে। ৩ সমাধা করা। সমাধা করিয়া উঠা।

ফুল (দেশজ) ১ পুষ্প ও তাহার কুঁড়ি। ২ জরায়ুকুসুম। ৩ প্রসূত শিশুর নাভিসংলগ্ন শিরাগুচ্ছ। ৪ মুসলমান জাতির একটী শাখা।

ফুল্‌কা (দেশজ) বায়ুনালী ও তদাধার ফুস্‌ফুস্‌। নিশ্বাস প্রশ্বাস কালে উহার স্ফীতি ও অবনতি হয়।

ফুল্‌কিয়া, একটী শিখ মিশল বা দল। সিন্ধুদেশবাসী জাট-বংশীয় ফুল[১] নামা জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রূপচাঁদের ২য় পুত্র, ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে মেহরাজ মৌজায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্‌ শাহজহানের ফর্ম্মাণ অনুসারে তিনি পিতৃকার্য্যে অধিষ্ঠিত হন এবং ফুল নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন[২]। অতঃপর তিনি হয়ৎ খাঁ ও ইসাখাঁ নামক দুই মুসলমান সর্দ্দারের নিকট পরাজিত হইয়া নিজ মেহরাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ক্রমে নিজ দলপুষ্টি করিয়া তিনি ইসার পুত্র দৌলত খাঁ ও ভাট্টিনের-সর্দ্দার হয়ৎ খাঁকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিজরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ক্রমে তিনি প্রতাপশালী সর্দ্দার হইয়া দিল্লীর অধীনতা উপেক্ষা করিলেন। জাগ্রাঁওর শাসনকর্ত্তাকে তিনি রাজস্ব না দিয়া বরং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কষ্ট দেন নাই।

গুরু হরগোবিন্দের ভবিষ্যদ্বাক্য সত্য হইল, বাস্তবিকই তিনি মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাত পুত্র পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, ভদোর, মলোদ, লন্দঘরিয়া ও জিয়ান্দনবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া ফুলকিয়া নামে পরিচিত হইলেন।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ৭০ বর্ষবয়সে ফুলের মৃত্যু হয়। কেহ

(১) এই ব্যক্তি রাজপুতনার অন্তর্গত জয়শালমীর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়শালরাজ হইতে ১৩শ পুরুষ অধস্তন।

(২) একণে ঐ নগর নাভারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বলেন, তিনি যোগাভ্যাস করিতেন। সরহিন্দের শাসনকর্তা রাজস্ব আদায় না পাইয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করেন, সেই সময় তিনি ঈশ্বরচিন্তায় যোগমগ্ন হন। লোকে উহাকেই মৃত্যু বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়। আবার কেহ বলেন, অবরোধকালে সন্দিগর্ম্মী রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামচাঁদ ফুলকিয়া দলের সর্দ্দার মনোনীত হইলেন। তিনি হসন খাঁকে পরাজিত করিয়া ভট্টি রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। পরে তিনি ইসা খাঁ ও কোটের মুসলমান রাজ্য জয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বর্ষ বয়সে তিনি নিজ সর্দ্দার চেনসিংহের পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। অতঃপর রামের তৃতীয় পুত্র আলাসিংহ সর্দ্দার হন। ইনি পাতিয়ালাবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আলাসিংহের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহ রাজা হন। তিনি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া মণিমাজরা ও কোটকপুর অধিকার করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তাঁহার বালক পুত্র সাহেব সিংহ ও পরে তৎপুত্র করম্‌সিংহ রাজা হন। এই সময়ে সমরুর বেগম ও মহারাষ্ট্রীয়গণ পাতিয়ালা আক্রমণ করেন। প্রথমযুদ্ধে অমরের ভগিনী রাণী রাজেন্দ্রা ও দ্বিতীয় যুদ্ধে সাহেবের ভগিনী রাণী সাহেবকুমারী বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। করমসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নরেন্দ্রসিংহ পাতিয়ালা-সিংহাসন লাভ করেন। ইনি সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করায় ক একটী সম্পত্তি জায়গীর এবং 'ফর্জ্জান্দখাস দৌলৎ-ই-ইংলিশিয়া মনসুরি জমান্ আমীর উল্-ওমরা মহারাজাধিরাজ রাজেশ্বর শ্রী মহারাজ-ই রাজগণ নরেন্দ্রসিংহ মহন্দর বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। রাজা নরেন্দ্রের পর রাজা মহেন্দ্র ও পরে মহারাজ রাজেন্দ্র রাজা হন। নাভা ও ঝিন্দের ফুলকিয়া রাজবংশ অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে। [অন্যান্য বিবরণ পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ফুলখড়ী (দেশজ) চা খড়ী, যাহা গুঁড়াইয়া আমরা মুখে দি বা বাসনাদি পরিষ্কার করি।

ফুলগন্ধক (দেশজ) গন্ধকবিশেষ।

ফুলচাঁদা (দেশজ) মৎস্য বিশেষ। (Lutianus Centroporus)

ফুলচেলা (দেশজ) মৎস্য বিশেষ। (Chela phulo) ২ পাতলা চেরাই বা কাটা।

ফুলচোরা, নেপালের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতশিখর। এখানে লক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ফুলঝর, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। এই পার্ব্বত্য রাজ্য ১৮ গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত। ভূ-পরিমাণ ৭৮৭ বর্গমাইল। ইহা ফুলঝরগড়, কেলিন্দা, যোই-তরী, বাস্‌না, বলাদা বোসরা, সিংঘোরা ও লখরা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত। এখানকার সর্দ্দারেরা রাজগোঁড়। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে এই সম্পত্তি পাটনারাজ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয়।

ফুলথম্বা, মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বতন একটী রাজধানী।

ফুলধনু (দেশজ) মদন, কামদেবের ধনুক ফুলময় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ফুলপুর, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার একটী তহসীল। গঙ্গানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত, ভূ-পরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল। ২ একটী প্রাচীন নগর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ফুলফুলিয়া (দেশজ) ফুটফুটে। বৃথা বাবু। যে সর্ব্বদা সাজিয়া বেড়াইতে ভালবাসে।

ফুলবড়ী (দেশজ) দাইলে প্রস্তুত ছোট বড়ি।

ফুলবাগান (দেশজ) পুষ্পোদ্যান।

ফুলবাতাসা (দেশজ) ফাপা বড় বাতাসা।

ফুলমতী, রাগিণী বিশেষ। গোড়ের ঠাট স্বরগ্রাম। "গ, ম, প, ধ, মি, স, ঋ ::"

ফুলরী (দেশজ) তেলে ভাজা দাইলের বড়া।

ফুলবাড়ী, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। এখানে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ফুলবাড়িয়া, বারাণসী বিভাগের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। উহার ভগ্নাবশেষের উপর আজমখান্ আজমগড় নগর স্থাপন করিয়া যান। অক্ষা° ২৬°৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৩´ পূঃ।

ফুলমালী, উঃ পঃ প্রদেশবাসী মালী জাতির একটী শাখা। পুষ্পবিক্রয় ও উদ্যানাদি সংরক্ষণ ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। তৈলঙ্গ দেশীয় ফুলমালীরা নাবালক অবস্থায় পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়, কিন্তু বালকের মতামত গ্রহণ না করিয়া তাহার পিতা স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারে।

ফুলশয্যা (দেশজ) পুষ্পময় শয্যা, বিছানা, নবপরিণীতার শয়নার্থ পুষ্পরচিত শয্যা। বিবাহের পরদিন কালরাত্রি, এই দিন স্বামী ও স্ত্রীর একত্র শয়ন করিতে নাই। তৎপর দিন ফুলশয্যা, এই দিন নানাপ্রকার আমোদ উৎসব হয়, এবং রাত্রিকালে নানাপ্রকার পুষ্পাদি দ্বারা শয্যা সাজাইয়া তাহাতে নবদম্পতী শয়ন করে। বিবাহের পর তৃতীয়দিনে ফুল-শয্যা হওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণদিগের

কুশণ্ডিকার পর ফুলশয্যা হইয়া থাকে, এই জন্য বিবাহের তিন চারি দিন পরেও ফুলশয্যা হয়।

ফুলসিংহ, জনৈক বিখ্যাত অকালী সর্দার। ইনি মালবদেশে মহাবীর রণজিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মতিরাম কর্তৃক ধৃত হইয়া লাহোরে আনীত হন। ইনি শিখ-যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নৌ-সহরের যুদ্ধে নিহত হন।

ফুলা (দেশজ) স্ফীত হওয়া।

ফুলী, রাগিণীবিশেষ। দেশকার, গুর্জ্জরী, রামকেলী, বাঙ্গালী ও পঞ্চমযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

ফুল্কু (দেশজ) মৎস্যাদির ফুস্ফুস্।

ফুল্ত (ত্রি) ফল-আরম্ভে-ভাবে-ক্ত বা তয়োর্নেট্ট অত ইত্বং। ফলনারম্ভবৃত, ফলন। পক্ষে ফলিত।

ফুলাগুড়ি, আসাম প্রদেশের নওগাঁ জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে একটী মেলা হয়। কতকগুলি দেবদেবীমাহাত্ম্যকীর্ত্তনাভিপ্রায়ে আহমরাজগণ এই মহোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

ফুলোচ্ছ, নেপাল রাজ্যের ললিতপাটনের অদূরবর্ত্তী একটী প্রাচীন রাজধানী, গোদাবরীর সন্নিকটে অবস্থিত। সোমবংশী রাজপুতদিগের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য গন্তিরাজ এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান।

ফুল্তি (স্ত্রী) ফল-ক্তিন্, (তিচ্। ৭।৪।৮৯) ইতি অত-উৎ। ফলন। (মুগ্ধবোধব্যা°)

ফুল্ল, বিকাশ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক° সেট্। লট্ ফুল্লতি। লোট্ ফুল্লতু। লিট্ পুফুল্ল। লুঙ্ অফুল্লীৎ।

ফুল্ল (ত্রি) ফুল্লতীতি ফুল্ল-অচ্, বা ফলতীতি ফল-ক্ত (আদিতশ্চ। পা ৭।২।১৬) ইতি ইড়ভাবঃ, (তি চ। পা ৭।৪।৮১) ইতি উত্বং, অনুপসর্গাৎ (ফুল্লক্ষীবেতি। ৮।২।৫৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য ল। বিকসিত।

"জলঞ্চ গুগুভে ছন্নং ফুল্লৈর্জ্জলরুহৈস্তথা।" (ভারত ১।১২৮।৪১)

২ পুষ্প, ফুল।

"শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রিয়ং দেবীং ফুল্লৈঃ সংপূজয়েৎ সদা।" (কালি° পু°)

ফুল্লকুসুম, মানভূমের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সম্পত্তি।

ফুল্লগ্রাম, বীরভূমের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। সিউড়ী নগর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অগ্নিকোণে অবস্থিত। এখানে ফুল্লরা দেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে।

ফুল্লতুবরী (স্ত্রী) স্ফটিকাম্বিকা। (বৈদ্যকনি°)

ফুল্লদামন্ (ক্লী) ফুল্লানাং পুষ্পাণাং দাম ইব। ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি পাদে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তন্মধ্যে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৪ ও সপ্তদশবর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু। ইহার লক্ষণ "মো গৌ-নৌ তৌ গৌ নরহয়তুরগৈঃ ফুল্লদাম-প্রসিদ্ধম্।" (ছন্দোম°)

ইহার উদাহরণ—

"শখল্লোকানাং প্রকটিতকথনং ধ্বস্তমালোক্য কংসং
হৃদ্যচ্ছেত্তোক্তিস্ত্রিদিবমতিভির্ব্যোমসংস্থৈর্বিমুক্তম্।
মুগ্ধামোদেন স্থগিতদশদিশা ভোগমাহূতভৃঙ্গং
মৌলৌ দৈত্যারে ন্যপতদনুপমং স্বস্তরোঃ ফুল্লদাম।"(ছন্দোম°)

ফুল্লন (ত্রি) বায়ু-প্রপূরণ।।

ফুল্লপুর (ক্লী) নগরভেদ।

ফুল্লফাল (পুং) ফুল্লং ফলতীতি ফল-অণ্। শূর্পবাত, কুলার বাতাস। (ত্রিকা°)

ফুল্লরা, চণ্ডীকাব্যোক্ত কালকেতু ব্যাধের স্ত্রী। দ্বিজ জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য, বলরাম কবিকঙ্কণ প্রভৃতি চণ্ডীকাব্য-লেখকগণ ফুল্লরাচরিত্রের যে রেখাপাত করিয়াছিলেন, মুকুন্দরাম তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের হস্তে এই চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। তদ্বর্ণিত ফুল্লরার সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্য আদর্শস্থানীয়।

ফুল্লরীক (পুং) ফল (ফর্করীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি ঈকন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ দেশ। ২ সর্প। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

ফুল্ললোচন (পুং) ফুল্লে বিকসিতে লোচনে যস্য। মৃগবিশেষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ প্রফুল্ল নেত্রযুক্ত।

ফুল্লবৎ (ত্রি) প্রস্ফুটনের যোগ্য।

ফুল্লা, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী নদী।

ফুল্লারণ্য, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী একটী পবিত্র তীর্থ। সমুদ্রতীরে বনমধ্যে অবস্থিত। ফুল্লনামে কোন যোগীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই ক্ষেত্র বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম। ফুল্লারণ্যমাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

ফুল্লারবিন্দ (স্ত্রী) প্রস্ফুটিত পদ্ম।

"অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীং।" (চৌরপঞ্চা°)

ফুল্লি (স্ত্রী) বিকাশ।

ফুস্কী (দেশজ) অধোবায়ু নিঃসরণ।

ফুস্ (দেশজ) অস্ফুট শব্দ।

ফুসী (দেশজ) সামর্থ্যহীন। স্থূলার্হ।

ফুস্কুড়ী (দেশজ) গাত্রস্ফোট, পাঁচড়া প্রভৃতি।

ফুস্ফুস (দেশজ) হৃদ্‌যন্ত্র (Lungs)।

ফুস্লান (দেশজ) উস্কে দেওয়া। প্ররোচনা।

ফে (দেশজ) শৃগালের শব্দ।

ফেউ (দেশজ) শৃগালভেদ, ফেরু।

ফেঁচ (দেশজ) লিখিবার কালে কলমের অযথা টান।

ফেঁপরা (দেশজ) ফোঁপরা। খালি। গর্ভশূন্য।

ফেঁফুয়া (দেশজ) পাটের শুঁয়া।

ফেঁসাটীয়া (দেশজ) পাঙাস্। বিবর্ণ। হীনপ্রভ।

ফেঁসাদিয়া (দেশজ) যে ব্যক্তি বিবাদ বাধায়।

ফেঁসান (দেশজ) ছিঁড়িয়া ফেলা।

ফেকুয়া (দেশজ) ফেন। কথোপকথনকালে মুখ দিয়া যে চটচটে থুতু নির্গত হয়।

ফেকুড়া (দেশজ) ডাল, শাখা। অঙ্কুর।

ফেকুড়ী (দেশজ) শাখা।

ফেটা (দেশজ) কোমরবন্ধ। বস্ত্র বা রেশমগুচ্ছ।

ফেণ (পুং) স্ফায়তে বর্দ্ধতে ইতি স্ফায় (ফেনমীনৌ। উণ্ ৩।৩) ইতি নক্, ফ শব্দাদেশশ্চ মতান্তরে ণত্বং। ফেন, তরল দ্রব্যের উপর্য্যুত্থিত বুদ্বুদাকার বস্তু, চলিত ফেনা। এই শব্দ দন্ত্যনকারান্ত পাঠই সাধ্য। অনেকেই ফেন শব্দের ণত্ব স্বীকার করেন না। [ফেন দেখ।]

ফেণি (দেশজ) গুড় বা চিনি ফেণিত বা আলোড়িত।

ফেৎকার (পুং) অব্যক্ত বায়ু শব্দ বা পশুধ্বনি।

ফেৎকারিণী (স্ত্রী) ফেৎকরোতীতি কৃ-ণিনি, ঙীপ্। তন্ত্রবিশেষ।

"উন্মত্তভৈরবং নারসিংহং ডামরভৈরবম্।
শিবাকারং মলিন্যাদ্যমসিতাঙ্গাদিযামলম্॥
সিদ্ধযোগেশ্বরং তন্ত্রং যোগিনীজালমম্বরম্।
দৃষ্ট্বা কৃত্যাবিধিং ফেৎকারিণীতন্ত্রং বিরচ্যতে॥" (ফেৎকারিতন্ত্র)

ফেৎকারিণী তন্ত্রে এই দুইটী শ্লোকই প্রথম।

ফেৎকারীয় (পুং) তন্ত্রবিশেষ। (তন্ত্রসার)

ফেৎরাজ (আরবী) জ্ঞান।

ফেৎরাজী (আরবী) ১ জ্ঞানী। ২ কুশলপরামর্শ দান। ৩ অদ্ভুত বোদ্ধা।

ফেন (পুং) স্ফায়তে বর্দ্ধতে ইতি স্ফায় (ফেনমীনৌ চ। উণ্ ৩।৩) ইতি নক্ ফেশব্দাদেশশ্চ। ফেনা, গাজলা, জলের উপরি উত্থিত বুদ্বুদ। পর্য্যায়—ডিণ্ডির, অব্ধিকফ, হিণ্ডীর, সমুদ্রকফ, জলহাস, ফেনক। (ত্রিকা°) ফেনশব্দের নকার দন্ত্য হইবে। কেহ কেহ মূর্দ্ধণ্য ণ ব্যবহার করেন।

"বানীরং গগনং ফেনমূনঞ্চ দন্ত্যনান্বিতম্।
আহুর্গগনমিচ্ছন্তি কেচিৎ মূর্দ্ধণ্যণান্বিতম॥"

(ভরতসেনবিরচিত সুখলেখন)

বানীর, গগন, ফেন ও ঊন এই সকলের নকার দন্ত্য ন হইবে, কেবল কাহারও কাহারও মতে গগণ শব্দ মূর্দ্ধণ্য ণকার হইবে।

ফেনক (পুং) ফেন স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ ফেন। ২ পিষ্টকবিশেষ। ইহার গুণ লঘু, রুক্ষ, শুক্রকারক, পিত্ত ও বায়ুনাশক। (রাজবল্লভ) ৩ গাত্রমার্জ্জনাদিবৎ ক্রিয়াবিশেষ।

"উর্দ্ধোঃ সঞ্জনয়ত্যাশুফেনকঃ স্থৈর্য্যলাঘবে।
কণ্ডূকোঠানিলস্তম্ভমলরোগাপহশ্চ সঃ॥" (সুশ্রু° চিকি° ২৪ অ°)

ফেনকা (স্ত্রী) ফেনেন কায়তীতি কৈ-ক টাপ্। জলপক্ব তণ্ডুলচূর্ণ। (শব্দচ°)

ফেনগিরি, সিন্ধুনদীর মোহানাবর্ত্তি একটী পর্ব্বত।

ফেনদুগ্ধা (স্ত্রী) ফেন ইব দুগ্ধং যস্যাঃ। দুগ্ধফেনীক্ষুপ। (রাজ°)

ফেনপ (পুং) স্বয়ং পতিত ফলাদিজীবী মুনিবিশেষ। (ভাগ° ৩।১২।৪২) ফেনং পিবতীতি ফেন-পা-ক। (ত্রি) ২ ফেনপানকর্ত্তা।

"ফেনপাশ্চ তথা বৎসায় দুহন্তি স্ব মানবাঃ॥" (ভা° ১।৬৪।২২)

ফেনমেহ (পুং) প্রমেহভেদ। এই ফেনমেহে মূত্র ফেনার ন্যায় অল্পে অল্পে নির্গত হইতে থাকে। ইহা শ্লেষ্মজ প্রমেহ। (সুশ্রুত নিদা° ৬ অঃ) [প্রমেহ দেখ।]

ফেনমেহিন্ (ত্রি) ফেনমেহ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রমেহরোগযুক্ত।

ফেনল (ত্রি) ফেনোঽস্ত্যস্যেতি ফেন-(ফেনাদিলচ্চ। পা ৫।২।৯৯) ইতি-চাৎ লচ্। ফেনবান্, ফেনাযুক্ত। (সিদ্ধান্তকৌ°)

ফেনবৎ (ত্রি) ফেনোঽস্ত্যস্যেতি (ফেনাদিলচ্চ। পা ৫।২।৯৯) ইত্যত্র অন্যতরস্যামিত্যনুবৃত্তেঃ পক্ষে মতুপ্ মস্য বঃ। ফেনিল।

"তত্র সাগরগা হ্রাপঃ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
প্রাদুরাসন্ সুকলুষাঃ ফেনবত্যো বিশাম্পতে॥"

(ভারত ৩।১৪৩।২০)

ফেনবাহিন্ (পুং) ফেনবৎ শুভ্রতাং বহতীতি বহ-ণিনি। বস্ত্র।

ফেনা (স্ত্রী) ফেনোঽস্তি বাহুল্যেনাস্যাঃ ফেন-অচ্-টাপ্। সাতলাক্ষুপ। (রাজনি°)

ফেনাগ্র (ক্লী) ফেনস্যাগ্রং। বুদ্বুদ। (হারাবলী)

ফেনায়মান (ত্রি) ফেনমুদ্বমতীতি ফেন (ফেনাচ্চেতি বাচ্যং। পা ৩।১।১৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ক্যঙ্ তত শানচ্। উত্থিত ফেন দুগ্ধাদি। ফেনইব আচরতি ক্যঙ্ শানচ্। ২ ফেণার ন্যায় আচরণযুক্ত।

"প্রতিস্রোতোবহা নদ্যঃ সরিতঃ শোণিতোদকাঃ।
ফেনায়মানাঃ কূপাশ্চ নর্দন্তি বৃষভা ইব॥" (ভারত ৬।৩।৩৪)

ফেনাশনি (পুং) ফেন এব অশনির্বজ্রং যস্য। ইন্দ্র। ইন্দ্র ফেনদ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ফেনাশনি হইয়াছিল। দেবী ভাগবতে লিখিত আছে, বৃত্রাসুরের

সহিত যখন ইন্দ্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্র যুদ্ধস্থলে শত্রুকে বধ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইন্দ্র সমুদ্রে পর্ব্বতপ্রমাণ ফেনরাশি দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র তখন অতিশয় ভক্তিসহকারে এই ফেনরাশি গ্রহণ করিয়া পরমারাধ্যা ভগবতীর স্মরণ করিলেন। তখন ভগবতী স্বয়ং এই ফেনমধ্যে আত্মসংস্থাপন করিলেন। এদিকে বজ্রও সেই ফেনপিণ্ড দ্বারা আবৃত হইল। তখন ইন্দ্র সেই ফেনাবৃত বজ্র বৃত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন, এই অস্ত্রপ্রহারে বৃত্র তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইল। এইরূপে ফেনাবৃত অশনি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম ফেনাশনি হইয়াছে। (দেবীভাগ° ৬।৬।৫৫-৫৯)

ফেনিকা (স্ত্রী) ফেন ইব আকৃতিরস্ত্যস্যাঃ ফেন-ঠন্-টাপ্। পক্কান্নবিশেষ, চলিত খাজা, ইহার প্রস্তুত প্রণালী—ময়দাতে উত্তমরূপে ঘৃতের ময়ান দিয়া দীর্ঘাকৃতি বাতি করিবে, পরে ঐ দীর্ঘাকৃতি বাতি একখানি পিঁড়ির উপর রাখিয়া বেলন দিয়া একখানি রোটী প্রস্তুত করিবে, পরে তাহাকে ছুরি দিয়া কাটিয়া বেলিতে হইবে। তৎপরে শট্টকদ্বারা (শালিতণ্ডুল চূর্ণ ঘৃত ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে শট্টক কহে। ঐ রোটী লেপিয়া সংবৃত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। পরে উহা আবার পৃথক্‌ভাবে মণ্ডলাকার করিয়া বেলিয়া ফেলিবে। এইরূপে বেলা রোটী ঘৃতে ভাজিতে হইবে, ভাজা হইলে ইহার গা ফাটা ফাটা হইবে। পরে তাহা চিনির রসে ফেলিয়া উদ্ধৃত করিয়া লইলে ইহাকে ফেনিকা বা ফেনী কহে। ইহার গুণ—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্তরুচিজনক, মধুর বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক এবং কিঞ্চিৎ লঘু। (ভাবপ্র°)

ফেনিল (ক্লী) ফেনোঽস্ত্যস্যেতি ফেন (ফেনাদিলচ্চ। পা ৫।২।৯৯) ১ কোলিফল। (ভাবপ্র°) ২ মদনফল। ৩ (ত্রি) সফেন, ফেনযুক্ত।

"উষ্ণং নবং প্রপাস্যামি ফেনিলং রুধিরং বহু।"(ভা° ১।১৫৩।১০)

(পুং) ৪ অরিষ্টবৃক্ষ। ৫ বদরীবৃক্ষ (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৬ জলব্রাহ্মী।

"অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈশ্চ ফেনিলা পলবৈস্তথা।" (সুশ্রুত উত্ত° ৩৯ অঃ)

ফেনী, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৪৩ বর্গমাইল।

২ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত একটী নদী। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশের অক্ষা° ২৩°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৪৯´৩০´´ পূঃ হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। সন্দ্বীপ প্রণালী হইতে এই নদীমুখে বড় বড় নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে।

ফেন্য (ত্রি) ফেন-যৎ। ফেনভব, যাহা ফেনাতে হয়।

"নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ নমঃ শষ্পায় চ ফেন্যায় চ।"

(শুক্লযজু° ১২।৪২)

'ফেনে ভিত্তীরে ভবঃ.ফেন্যঃ।' (বেদদীপ)

ফেপাতুড়া (দেশজ) অপ্রতিভ হওন, কুণ্ঠিত হওন।

ফেয়ালজামিন (আরবী) সৎস্বভাবের জন্য জামিন দেওয়া।

ফের (পুং) ফে ইতি শব্দং রাতি গৃহ্লাতীতি রা-গ্রহণে ক। শৃগাল। (শব্দরত্না°)

ফের (দেশজ) ১ বাধা, বিঘ্ন। ২ আবার। ৩ বাঁক।

ফেরণ্ড (পুং) ফে ইত্যব্যক্তশব্দেন রণ্ডতীতি রণ্ড-অচ্। শৃগাল। (হেম)

ফেরৎ (দেশজ) পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ।

ফেরতা (দেশজ) ১ বদল। ২ ঘুরাইয়া কাপড় পরা। ৩ সুর ও তাল প্রভৃতির পরিবর্ত্তন।

ফেরফার (দেশজ) উল্টা পাল্টা, ছল, কৌশল।

ফেরব (পুং) ফে ইতি রবো যস্য। শৃগাল।

"নৃত্যতাং তরতাং রক্তে নদতাং চোৎসবায় সঃ।
শূরাণাং ফেরবাণাঞ্চ ভূতানাঞ্চাভবদ্রণঃ॥" (কথাস° ৪৭।৫৩)

২ রাক্ষস। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ধূর্ত্ত। ৪ হিংস্র। (শব্দরত্না°)

ফেরা (দেশজ) ১ ঘুরিয়া আসা। ২ পরিবর্ত্তন। ৩ পরিমাপক দ্রব্যবিশেষ। ইহার দ্বারা চূণ শুরকী প্রভৃতির মাপ হইয়া থাকে।

ফেরার (আরবী) পলায়ন।

ফেরারী (আরবী) পলায়নকারী, যে সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া পলাতক তাহাকে ফেরারী কহে।

ফেরিওয়ালা (দেশজ) যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে।

ফেরু (পুং) ফে ইতি শব্দেন রৌতীতি রু মিতদ্র্বাদিত্বাৎ ডু। শৃগাল, শেয়াল।

"গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ॥" (ভাগ° ৮।১৬।৭)

ফেরেব (পারসী) ১ গোলমাল। ২ প্রবঞ্চনা।

ফেরেবী (পারসী) ১ গোলযোগকারী। ২ প্রবঞ্চক।

ফেরোজ (পারসী) মণিবিশেষ।

ফেল, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ ফেলতি। লোট্ ফেলতু। লিট্ পিফেল। লঙ্ অফেলীৎ। নিচ্ ফেলয়তি-তে। লুঙ্ অপিফেলৎ-ত।

ফেল (ক্লী) ফেল্যতে দূরে নিক্ষিপ্যতে ইতি ফেল-ঘঞ্। ভুক্ত সমুজ্ঝিত, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য। ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে।

ফেরোখ (ফরুখাবাদ, তেলগু নাম পরামোক্ক) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার একটী নগর। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মহিসুর-রাজ টিপুসুলতান এই নগরকে উক্ত জেলার রাজধানী মনোনীত করিয়া কলিকাটবাসীদিগকে তথায় লইয়া যান। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ঐ নগর অধিকার করিয়া ধ্বংস করেন।

ফেলক (পুং) ফেল স্বার্থে সংজ্ঞায়াং কন্। উচ্ছিষ্ট, ভুক্ত-সমুজ্ঝিত। (জটাধর)

ফেলা (স্ত্রী) ফেল্যতে ইতি ফেল (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩৩।১০৬) ইতি-অ, টাপ্। ভুক্তসমুজ্ঝিত, ত্যক্তবস্তু, উচ্ছিষ্ট বস্তু। (দেশজ) ত্যাগ।

ফেলাফেলি (দেশজ) দ্রব্যাদি ছড়ান।

ফেলি (স্ত্রী) ফল-ইন্। উচ্ছিষ্ট। (জটাধর)

ফেলিকা (স্ত্রী) ফেলিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। উচ্ছিষ্ট।

ফেলী (স্ত্রী) ফেলি-ঙীষ্। ১ ভুক্ত সমুজ্ঝিত। ২ উচ্ছিষ্ট।

ফেসাদ (আরবী) ঝগড়া, কলহ।

ফৈজৎ (আরবী) অবমাননা, তিরস্কার।

ফৈজআলী, দিল্লীবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইহার প্রকৃত নাম মীর ফৈজআলী। ইহার পিতা মীরমহম্মদ তকিও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। উভয়েই ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে বিদ্যমান ছিলেন।

২ দিবান্ ফৈজ নামক পারস্য ভাষায় সংগীতগ্রন্থরচয়িতা। ইনি লক্ষ্ণৌরাজ মহম্মদআলী শাহের সমসাময়িক।

ফৈজপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২১° ১১´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৬´ পূঃ। কার্পাস বস্ত্রের ছিট্ প্রস্তুত এবং নীল ও লাল রং প্রস্তুতের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। প্রায় ২৫০ ঘর লোকে বস্ত্রাদিতে ছিট্ রং করে। এই নগরে প্রচুর তুলা ও কাষ্ঠ বিক্রয় হইয়া থাকে।

ফৈজাবাদ (ফয়জাবাদ) অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত একটী বিভাগ। উঃ পঃ প্রদেশের ছোট-লাটের শাসনাধীন। ইহার মধ্যে ফৈজাবাদ, গোণ্ডা ও বরাইচ জেলা অবস্থিত। ভূ পরিমাণ ৭৩০৫ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগর-সংখ্যা ৭৩৬২।

২ উক্ত বিভাগের মধ্যগত জেলা। ভূ-পরিমাণ ১৬৮৯ বর্গমাইল। ফয়জাবাদ নগরই ইহার সদর। জেলাটী হিন্দু-প্রধান। এখানে বহু লোকের বাস আছে। সমস্ত স্থান উর্ব্বর, শস্যপূর্ণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৫০ ফিট উচ্চ। এখানে আম্রকানন, বাঁশঝাড় ও পিপল, সিমুল প্রভৃতি বড় বড় গাছের উপবন দৃষ্ট হয়। ঘর্ঘরা, তমসা, বিশোই, মধা ও মাঝোই নামক শাখা নদী এস্থানে প্রবাহিত।

এখানকার পুরাবৃত্ত অযোধ্যার ইতিহাসের সহিত জড়িত। [অযোধ্যা ও শ্রাবস্তী দেখ।] রামচন্দ্র ও তদ্বংশধরগণের রাজত্বের পর আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব ও অবনতি নিরীক্ষণ করি। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব ও পরবর্ত্তী সময়ে উভয় মতাবলম্বী রাজগণের সংঘর্ষ এবং খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল সময়ের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১১শ শতাব্দে মুসলমান আক্রমণ হইতেই এখানকার প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যায়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মান্দুদের সেনানায়ক সৈয়দসলার মসাউদ অযোধ্যা আক্রমণকালে ফয়জাবাদ লুণ্ঠন করিয়া যান। ঐ যুদ্ধে সৈয়দসলার রাজপুত-হস্তে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। কনৌজ-যুদ্ধাবসানে এখানে মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে অযোধ্যা হইতে রাজধানী ফৈজাবাদে উঠিয়া আসে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সুজা উদ্দৌলা এখানে চিরস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৭৮০ খৃঃ অঃ) রাজধানী লক্ষ্ণৌ নগরে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহই এখানকার প্রধানতম ঐতিহাসিক ঘটনা। [সিপাহী বিদ্রোহ দেখ।]

৩ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৪২ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সেনানিবাস। ঘর্ঘরা নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৪৬´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১১´ ৪০´ পূঃ। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে বর্ত্তমান অযোধ্যা-নগর। এই দুইটী নগরই প্রাচীন অযোধ্যা মহানগরীর উপর স্থাপিত। ফৈজাবাদ নগরে অল্পদিনের মধ্যে অট্টালিকাদি সুশোভিত হয়। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মনসুর আলি খাঁ এখানে আসিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন; কিন্তু তদ্বংশধর সুজা উদ্দৌলা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই নগরকে রাজধানীতে পরিগণিত করিয়াছিলেন। আসফ্ উদ্দৌলা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রাজদরবার লক্ষ্ণৌ নগরে উঠাইয়া লন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বহু বেগম এই নগর নিষ্করভোগ করিতেছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই নগর শ্রীহীন হইয়াছে। তাঁহার সমাধি-মন্দির ও তৎসংলগ্ন 'দেল-খুসি' প্রাসাদ অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী দেখিবার জিনিস। এখানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথের ষ্টেসন আছে।

ফৈজী সেখ, সম্রাট্ অকবর-শাহের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবুল্ ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নাগরবাসী সেখ মুবারিকের পুত্র। ৯৫৪ হিজিরায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম আবুল ফৈজ, কিন্তু তিনি ফৈজী নামেই সাধারণে পরিচিত। তিনি

উক্ত সম্রাটের রাজ্যারোহণের ১২ বর্ষ পরে রাজসভায় উপস্থিত হন এবং "মালিক্ উষ্-সুয়ারা" উপাধিতে ভূষিত হয়েন।[১] ইতিহাস, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ এবং গদ্য ও পদ্য প্রভৃতি রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দিল্লীতে ছিল না। তাঁহার প্রথম রচনাগুলিতে ফৈজী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি পরে ফৈয়াজী নামে আপনাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজামী লিখিত বিখ্যাত ৫টী খামসা কবিতার প্রতিদ্বন্দী হইয়া 'মর্কাজ অদ্বার', 'সুলেমান ও বিলকাইজ,' নলদমন[২] 'হপ্ত কিস্‌বার' ও অকবরনামা রচনা করেন। তিনি ছদ্মবেশে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে থাকিয়া হিন্দুসাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন ব্যতীত তিনি ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত বীজগণিত ও লীলাবতীর অনুবাদ করিয়া আপনার বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পারস্তভাষায় তাহার বহুতর গ্রন্থও পাওয়া যায়।

তিনি কোরাণ শাস্ত্রেরও একখানি অতি বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি ২৮টী অক্ষরের মধ্যে নোক্তা সংযুক্ত অক্ষরগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র ১৩টী অক্ষরে শব্দযোজনা করিয়া সাধারণের পাঠযোগ্য করিয়াছিলেন।[৩] ১০০৪ হিজিরায় আগ্রানগরে হাঁপানিরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। এই জন্য ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ফৈজী একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। আরবী সাহিত্যে, কাব্যে ও হেকিমী বিদ্যায় তাঁহার অধিক পারদর্শিতা ছিল। তিনি সর্ব্বসমেত প্রায় ১০১ খানি গ্রন্থ লিখিয়া যান। এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি রাজপুত্রগণের শিক্ষকতাকার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন এবং ১০০০ হিজিরায় তিনি রাজদূতরূপে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন।

ফৈজ-উল্লা আঞ্জু মীর, একজন মুসলমান কাজী। ইনি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মনিরাজ সুলতান মাহ্মুদের রাজত্বসময়ে (১৩৭৮-১৩৯৭) ধর্ম্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি একজন সুকবি, বিখ্যাত খাজা হাফিজের সমসাময়িক।

(১) ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকবি থিজালীর মৃত্যুর পর অথবা মাসির-উল্-ওমরা মতে তিনি সম্রাটের ৩৩বর্ষ রাজত্বকালে তিনি এইরূপে সম্মানিত হন।

(২) এই 'নলদমন' খানি মহাভারতীয় নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে সম্রাটের আদেশে রচিত।

(৩) ঐ গ্রন্থের নাম 'সরাতা উল্-ইল্‌হাম।' ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, এরূপ অসাধারণ পরিশ্রম জগতে আর কোন গ্রন্থে ব্যয়িত হয় নাই। ইহা তাঁহার একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি মবারিদ্ উল্-কলম্ নামে আর এক খানি পুস্তকও ঐরূপ অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক রচনা করেন।

ফৈজউল্লা খাঁ, জনৈক রোহিলা সর্দ্দার ও রামপুরের জায়গীরদার। ইনি রোহিলা-সর্দ্দার-আলী মহম্মদ-খাঁর পুত্র।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কাট্‌রার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি কুমায়ুনের পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন করেন। পরে ইংরাজের সহিত সন্ধি হইলে তিনি ১৪ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং রামপুরে রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী স্থাপন করেন। ২০ বৎসর সুশৃঙ্খলে রাজত্ব করিয়া তিনি ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

ফৈজুলপুরিয়া, (ফয়জুল-পুরিয়া) শিখসম্প্রদায়ের একটী মিসন বা দল। ইহারা সিংহপুরিয়া নামেও খ্যাত। কর্পূরসিংহ[১] নামক জনৈক জাট ভূম্যধিকারী এই দলের অধিনেতা। যে খালসা সেনাদল ফরুখসিয়রের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কর্পূরসিংহের অধিনায়কতায় তাহা শিখবলের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তিনি স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে শিখজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এই উন্নতিপথে আরূঢ় হইয়াই শিখগণ এক সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার অধীনস্থ শিখদল তাঁহাকে নবাব উপাধি দান করেন। তিনি নিজ যত্নে বহুশত জাট, ছুঁতার, তাঁতি, ছত্রি প্রভৃতিকে গুরুগোবিন্দের ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইতে বাধ্য করেন। তৎকালে তিনি সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার হস্তে 'পাহল'-গ্রহণও সকলে সম্মানসূচক জ্ঞান করিতেন। তাঁহার অধীনস্থ ২॥০ হাজার শিখ বড়ই দুর্দ্ধর্ষ ও ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল। এই সামান্য সৈন্য লইয়া তিনি দিল্লীর সীমা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-সময়ে নিজ খালসা দল অহলুবালিয়া সর্দ্দার যশসিংহের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

যশের মৃত্যুর পর, খুশাল সিংহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি নিজ খুল্লতাতের ন্যায় বীর্য্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং শতদ্রুর উভয় তীরে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। জালন্ধর, নুরপুর, বহরমপুর, ভরতগড়, পট্টি ও বানোর প্রভৃতি স্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। তিনিও নিজে অনেক লোককে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এমন কি পাতিয়ালারাজ অলাসিংহও তাঁহার নিকট গোবিন্দের পাহল গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে খুশাল-সিংহের মৃত্যু হয় এবং পুত্র বুদ্ধসিংহ রাজা

(১) ফৈজুল্লা নামক জনৈক মুসলমানপ্রতিষ্ঠিত ফৈজুল্লাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি অধিকার করিয়া তিনি সিংহপুরিয়া গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন, তদবধি ঐ শিখদল ফৈজুলপুরিয়া বা সিংহপুরিয়া নামে খ্যাত হইয়াছে।

হন। পঞ্জাবকেশরী রণজিতের অভ্যুদয়ে এই দল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সর্দ্দার বুধসিংহ ইংরাজ আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন।

ফৈরাদ্ (পারসী) অভিযোগ, নালিস, আবেদনপত্র।

ফৈরাদী (পারসী) ফরিয়াদী, অভিযোক্তা, যাহারা নালিশ করে।

ফৈসালা (আরবী) ফয়সাল্য, ডিক্রী। ২ নিষ্পত্তিপত্র।

ফোঁক (হিন্দী) গর্ত্ত।

ফোঁটা (দেশজ) জলবিন্দু।

ফোড়ন (দেশজ) ব্যঞ্জনাদি রন্ধন সময়ে তপ্ততৈল বা ঘৃতাদিতে যে তীব্র মসলা দেওয়া হয়।

ফোঁড়া (দেশজ) ১ বিদ্ধকরা।

ফোঁপরা (দেশজ) অন্তঃসারশূন্য, চলিত ভুয়া।

ফোঁপর (দেশজ) নারিকেলাদির অভ্যন্তরে অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে যে কোমল শাঁস জন্মে, তাহাকে ফোঁপর কহে। ইহা খাইতে অতিস্বাদু এবং স্ফীতবীর্য্য।

ফোঁপর দালাল (আরবী) অনধিকারচর্চ্চাকারী।

ফোঁপর দালালী (আরবী) অনধিকারচর্চ্চা।

ফোঁপল (দেশজ) নারিকেলের ফোপর।

ফোঁপাল (দেশজ) ১ মোটা সোটা। ২ দীর্ঘশ্বাসযুক্ত।

ফোক্ক (দেশজ) কেবল।

ফোটা (দেশজ) ১ তিলক। ২ প্রস্ফুটিত হওন। ৩ জলবিন্দু।

ফোড় (দেশজ) ছিদ্র, গর্ত্ত।

ফোড়া (দেশজ) স্ফোটক।

ফোপ্‌সা (দেশজ) ১ ফুসফুস্। ২ চর্ম্মথলী।

ফোয়ারা, ভূভাগ হইতে উর্দ্ধমুখে উন্নত জলধারা, উদ্যান ও সুরম্য অট্টালিকাদির শোভাবর্দ্ধনের জন্য ইহার উৎপত্তি। সাধারণতঃ যে সকল ফোয়ারা দেখিতে পাই, তাহা কৃত্রিম। লোকে আমাদের জন্য এই ফোয়ারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। জড় জগতেও আমরা এইরূপ জলধারা উত্থিত হইতে দেখি। কিরূপে ঐ উর্দ্ধগামী জলস্রোত সমবেগে ও অবিশ্রান্তগতিতে শূন্যমার্গে উঠে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রাকৃতিক নিয়মবশে ভূগর্ভ মধ্যে অন্তর্নিহিত জলস্রোত ক্রমান্বয়ে একস্থানে সঞ্চিত হয়। পরে ঐ গর্ত্ত পূরিয়া উঠিলে জল আপনাপনিই নিজ বেগবান্ গতিদ্বারা পথ বাহির করিয়া লয়। পার্ব্বত্যপ্রদেশের কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহা আপন পন্থানুসারে গমন করিতে থাকে, ক্রমে ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন হইলে উহা পৃষ্ঠাবরণ ভেদ করিয়া উর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে।

কতকগুলি সছিদ্র প্রস্তর (pervious) আছে, যাহার মধ্যদিয়া জল নিঃসৃত হইতে পারে। বালুকাময় মৃত্তিকাস্তরমধ্যেও ঐরূপ জলনির্গম হইয়া থাকে; কিন্তু এঁটেলমাটী মধ্যদিয়া জল যাইতে পারে না (impervious)। স্লেটাদি কঠিন প্রস্তরের মধ্যে যদি আঁচড় থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া আপন পথবিস্তার করিয়া লয়।

ভূপৃষ্ঠে বা পর্ব্বতগাত্রে বৃষ্টি পতিত হইলে কতক জল ঢালু দেশে গড়াইয়া নদীতে যায়, কতক উপিয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ মাটীতে প্রবেশ করে। ঐ জল ভূগর্ভমধ্যে সছিদ্রস্তরে (Pervious strata) প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃই একস্থানে নীত ও সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে সেই স্থান জলে পূর্ণ হইলে অন্যপথে জল নিঃসৃত হইবার জন্য প্রয়াস পায়। ক্রমশঃ সছিদ্র মৃত্তিকাস্তরে অবতীর্ণ হইয়া যখন তাহা কঠিন স্তরে উপনীত হয়, তখন তাহা পুনরায় জলের সমতারক্ষণের জন্য অন্যদিকে উঠিতে থাকে। ঐরূপে উঠিবার কালে যদি কোন পর্ব্বত, উপত্যকা বা নিম্নভূমে ছিদ্র পায়, তাহা হইলে সেই মুখ দিয়া জল নিষ্কাশিত হইতে আরম্ভ করে। পর্ব্বতের চূড়াদেশে সঞ্চিত জলরাশি ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিয়া নিকাশপথে বিকাশ পায় এবং ঐ জল ধারাকারে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বসঞ্চিত জলরাশির সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়; কখন বা নিঝরের ন্যায় পর্ব্বত হইতে ঝরঝর গড়াইতে থাকে। প্রাকৃতিক এই জলোদ্গমকে প্রস্রবণ (Springs) কহে। প্রস্রবণ সাধারণতঃ দুইপ্রকার,—শীতলজলবাহী প্রস্রবণ ও উষ্ণ-প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণে উষ্ণজল নিঃসৃত হয়, তাহাই উষ্ণ-প্রস্রবণ নামে খ্যাত[১]। ভূগর্ভমধ্যস্থ জলনালী (Sub-terranian channels) দিয়া প্রবাহিত জলরাশি প্রস্রবণাকারে প্রকাশিত হইয়া নদ্যাদির উৎপত্তি স্থানে পরিণত হইয়াছে। যে সকল প্রস্রবণ হইতে নদী, হ্রদ বা নদীশাখা প্রভৃতির উদ্ভব হয়, তাহার জলরাশি কোথাও প্রবলবেগে, কোথাও বা ফোঁটা ফোঁটা বাহির হইতে থাকে। পরে তাহা একস্থানে সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃই নিম্নপথে প্রবাহিত হয়। পথি মধ্যে ঐ জল কোন পর্ব্বতপার্শ্ব দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া তাহা ভেদপূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে প্রপাতাকারে পতিত হইয়া থাকে।[২]

পর্ব্বত বা পার্ব্বত্যভূমেই অধিক প্রস্রবণ উঠিতে দেখা যায়, কারণ তদ্দেশে জল অনেক উর্দ্ধ হইতে সছিদ্র পথে নিম্নাভিমুখে আসিয়া অধিকভাগ কঠিন স্তরেই (Imperviores Stratum) আঘাত পায় এবং শীঘ্রই অন্যপথে বাহির হইয়া

(১) মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড ও রাজগৃহের সপ্তর্ষি, সূর্য্যগণেশ প্রভৃতি কুণ্ড উষ্ণপ্রস্রবণের নিদর্শন।

(২) গঙ্গোত্তরী, গোমুখী, নাএগরা প্রভৃতি প্রপাতের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে।

পড়ে। কূপখননকালে আমরা কূপমধ্যে জলসঞ্চয় দেখিতে পাই। এই জলোত্থানও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঘটিয়া থাকে।

প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃই সুস্বাদু ও বলকারক। ভূগর্ভস্থ ধাতব পদার্থসমূহ (Minerals) মিলিত হওয়ায় উহা ঔষধের ন্যায় পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি রোগে ইহা বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। এইজন্য চিকিৎসকগণ মস্তিষ্ক, হৃদয় ও ঔদরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রকেই স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাইতে ব্যবস্থা করেন। যে সকল প্রদেশের প্রস্রবণ বা নদীপ্রবাহিত জল ঐরূপ ধাতবযোগে বলকর, সেই সকল স্থানই স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া কথিত। উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে স্নান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্টেসিয়াস্ (Ktesias) লিখিয়াছেন যে, ইথিওপিয়া রাজ্যে একটী প্রস্রবণে লালজল উদ্গত হইত। উহা পানমাত্রেই মানব উন্মাদ হইয়া যায়। প্লিনির ইতিহাসেও আমরা আর্মেনিয়াদেশের একটী প্রস্রবণের উল্লেখ পাই। উহাতে যে মৎস্য থাকে, তাহা ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

স্বভাবজাত প্রস্রবণের জলগতি নিরীক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কৃত্রিম উপায়ে ফোয়ারা (Fountain) নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। জলের এমনই একটী স্বভাবসিদ্ধগুণ আছে যে, উহার উপরিতল সর্ব্বদাই সমতারক্ষণশীল। একটী 'ইউ' এর ন্যায় বক্রাকৃতি নলের (U-tube) একমুখ দিয়া জল ঢালিলে উহা স্বভাবতঃই অপর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রথম মুখের উচ্চতার সহিত অপর মুখের জলের উপরিতলের উচ্চতা সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রণালী অবলম্বনে সহজেই ফোয়ারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উদ্যান মধ্যে ঐরূপ উপায়েই সাধারণতঃ কৃত্রিম ফোয়ারা নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়। অট্টালিকার ছাদে একটী ট্যাঙ্ক (জল রাখিবার লৌহ চৌবাচ্ছা) স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে জল পূরিতে হয়। পরে ঐ ট্যাঙ্ক হইতে একটী নল (জলের কলের পাইপ) সংলগ্ন করিয়া নিম্নাভিমুখে মৃত্তিকামধ্যে বিস্তার করিবে। ঐ সংযোগস্থলে যে একটী ট্যাপ্ (চাবি) থাকে, ইচ্ছামত ঐ চাবিজল নলমুখে প্রবাহিত হইতে পারে এবং সময়মত তাহাকে বন্ধও করা যাইতে পারে। ঐ নল বরাবর আনিয়া যথাস্থানে নির্ম্মিত একটী উৎকৃষ্ট চৌবাচ্ছা মধ্যস্থ মনোহর দৃশ্য স্তম্ভ বা পুত্তলী মধ্যে প্রবেশ করাইবে। উপরিস্থিত ঐ ট্যাপ খুলিয়া দিলে, ফোয়ারার মুখে জল উত্থিত থাকিবে।

স্বভাবসিদ্ধগুণে জল নলমুখে নির্গত হইয়া উপরিস্থিত ট্যাঙ্কের জলতলের সহিত সমতারক্ষণে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এই জন্য স্বভাবতঃই ফোয়ারার জল সরু মুখ দিয়া সতেজে ও বেগের সহিত নির্গত হইতে থাকে; কিন্তু নলের মুখ অপেক্ষাকৃত মোটা হইলে জলের বেগ কম হইতে দেখা যায়। চাপও (Pressure) জলের ঊর্দ্ধমুখগতির অন্যতম কারণ। উপরিস্থিত জলের চাপে নিম্নের জল অধিক চাপযুক্ত হইয়া বেগবান্ গতি প্রাপ্ত হয়। এই চাপপ্রভাবে নিম্নের জলও উপরে উঠিয়া থাকে। পাম্প (Pump) নামক যন্ত্রের প্রক্রিয়াবলে জল চাপযুক্ত হইয়া নলমুখে নির্গত হইতে থাকে। চাপবলে জল স্বভাবতঃই ৩০ ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠে, কাজেই উপরে জল না রাখিলেও চাপদ্বারা ফোয়ারার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

আজকাল বহু সৌখিন লোক বাটী সাজাইবার জন্য স্বগৃহে ফোয়ারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। জলনির্গমের জন্য নূতন নূতন মুখও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে ধর্ম্মলাভ হইবে ভাবিয়া পথে ঘাটে ঐরূপ ফোয়ারা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, লিবারপুর, লণ্ডন প্রভৃতি সহরে পথের ধারে ঐরূপ ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতি নগরেও বহুপ্রাচীনকালে নির্ম্মিত ফোয়ারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কৃত্রিম প্রণালীতে নির্ম্মিত নানাপ্রকার ফোয়ারা প্রস্তুত হইতেছে। গৃহের অভ্যন্তরে রাখিয়া ঐ যন্ত্র হইতে জল উঠাইতে এবং পরে নিম্নে 'ভাস্' (থালার ন্যায়) মুখে পড়িয়া উহার অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। জলের ঐ পৌনঃপুনিক ঊর্দ্ধগতি ও অধোগমন জন্য এইরূপ যন্ত্রের বিশেষ আদর। ইংরাজিতে উহার নাম Ever springing fountain বা চিরস্থায়ী ফোয়ারা।

বহুপ্রাচীন কাল হইতে প্রস্রবণ নানাদেশে পবিত্র বলিয়া খ্যাত। সীতাকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থে আজিও পূজা দিবার বিধি আছে। য়ুরোপেও পূর্ব্বকালে প্রস্রবণ সমক্ষে বলি ও পূজা হইত। হোরেস 'ফন্সব্রান্দুসী' নামে রোমনগরীর একটী ফোয়ারার পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীকরাজধানীসমূহে (বিশেষতঃ করিন্থে) হার্কুলেনিয়ম ও পম্পির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে সেই প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। রোম, ট্রেফি, পলিন, সান্‌পিট্রো, পারী, ভার্সেল ও সেণ্ট ক্লড নগর এবং ইংলণ্ডের স্ফটিক-প্রাসাদের অত্যদ্ভুত শিল্পময় ভাস্করকীর্ত্তিসংযুক্ত ফোয়ারা জগতে অতুলনীয়।

ফোরা (আরবী) ফোয়ারা, জলযন্ত্র।

ফোর্ট উইলিয়ম, কলিকাতার গড়ের মাঠে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ইংরাজ দুর্গ। [কলিকাতা দেখ।]

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ ইংরাজ দুর্গ। [মান্দ্রাজ দেখ।]

ফোলা (দেশজ) স্ফীত হওয়া, মোটা হওয়া।

ফোস্কা (দেশজ) ত্বকের উপর প্রলেপাদি দিলে যে চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহার মধ্যে জল জমে তাহাকে ফোস্কা কহে।

ফৌজ (আরবী) ১ সেনা। ২ দল।

ফৌজদার (পারসী) ১ মুসলমান আমলে কর্ম্মচারীভেদ। এখনকার তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটের মত শাসন ও শান্তিরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের অধীনে অনেক সৈন্য থাকিত।

ফৌজদারী (পারসী) ফৌজদারের কার্য্য।

ফৌজদারী আদালত (পারসী) শাসন বিভাগীয় বিচারালয়।

ফৌজদারী নালিশ (পারসী) ফৌজদারী আদালতে যে আবেদন করা যায়, তাহাকে ফৌজদারী নালিশ কহে।

ফোৎ (দেশজ) কারবারে দেনদার হওন। ব্যবসাবাণিজ্য উঠাইয়া দেওয়া।

ফৌতিক (দেশজ) রসুন, দস্তরী।

ফ্রান্স, ১ পশ্চিম য়ুরোপে করাসীদিগের নিবাস ভূমি। একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিম সীমায় ইংলিশ চানেল ও ডোভর প্রণালী, পূর্ব্বে বেলজিয়ম, জর্ম্মণি, সুইজর্লণ্ড ও ইতালী, দক্ষিণে স্পেন রাজ্য এবং পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর। উত্তর ব্যতীত ইহা পূর্ব্বাংশে আল্‌পস্, ভস্‌জেস্ ও জুরা পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণদিকে পিরিনিস্ পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। ডান্‌কার্ক হইতে পিরানিজ পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ৬২০ মাইল লম্বা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ৫৫০ মাইল চৌড়া। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলের পরিমাণ ১৫০০ মাইল। পশ্চিম উপকূলে অসংখ্য ক্ষুদ্র উপসাগর আছে। লয়ার নদীর মোহানার নিম্নভাগে বহুশত লবণময় জলা আছে। দক্ষিণের লিয়ন্স উপসাগরোপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ দেখা যায়। উপকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলি সংখ্যায় অল্প এবং তাহাও বিশেষ কোন ঘটনাসমাশ্রিত নহে।

পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত বার্গাণ্ডির সমতলক্ষেত্র এবং লয়ার, সন ও গারোঁন প্রভৃতি নদীর অববাহিকাদেশ সমতল এবং পর্ব্বতসানুদেশের ন্যায় উচ্চ ও নিম্ন বৃটনি, আঞ্জু ও গাস্কানি ভূমি পর্ব্বত ও বালুকায় পূর্ণ এবং চাসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কিন্তু এখানকার 'হিদ্' নামক মাঠে ঘাস জন্মে। লান্দো, গিরেঁদে ও আঁড়র নামক ভূমি বিভাগ ঘাস ও জলায় পূর্ণ, দেখিলেই মরুভূমিরন্যায় বোধ হয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র ও গোচারণ-ভূমি আছে। আর্দেনে, ফন্টেনেব্রোঁ, কম্পেনি ও ওর্লিন্স্ বিভাগ-বনরাজিসমাকীর্ণ। প্রায় সমগ্র ফ্রান্সরাজ্যের অষ্টমাংশ জঙ্গল-সমাচ্ছাদিত এবং অর্দ্ধাংশ চাসবাসের উপযোগী।

পর্ব্বতমালা।——আল্‌পস্ পর্ব্বত সাভয় ও নিস্‌' বিভাগে অবস্থিত। মন্টব্লাঙ্ক নামক আল্‌পস্ শিখর এখানে অবস্থিত। এই স্থান য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। ফ্রান্স ও স্পেনের ব্যবধানে পিরিনিজ পর্ব্বত। নেথো উহার সর্ব্বোচ্চ শিখর (১১১৬৫ ফিট্) এতদ্ভিন্ন ঐ পর্ব্বতের ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ অনেকগুলি শিখর ফ্রান্সের অন্তর্গত। উত্তরপূর্ব্ববর্ত্তী সিভেনিস্ পর্ব্বতমালা রাইন ও লয়ার নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ৬ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। জুরা ও ভস্‌জেস্ গিরিশ্রেণী ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমায় বিস্তৃত।

নদী।—সিভেনিস্ ও ভস্‌জেস্ পর্ব্বতমালা হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া ফ্রান্সের বিস্তীর্ণ অববাহিকাদেশ সংগঠন করিয়াছে। সিন্, লয়ার, গারোন্ ও রোন্ এখানকার সর্ব্ববৃহৎ নদী। সিন্‌নদী ইংলিশ চানেলে, গারোন ও লয়ার আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে এবং রোঁন্ ভূমধ্যসাগরে নিপতিত হইয়াছে। মিউস, মোর্সেল, সম্বার, স্কেলড্ ও লিজ্ উত্তরসাগরে; সোমে, ওইজ, অর্ণে, মার্নে আইনে, যোন্ ও য়ুয়ে ইংলিশ চানেলে; ব্লুভেট, ভিলেন্, কুজ, ময়েনে, লয়ার, জার্স, দোর্দোগ্‌নে, অরিএজ, টার্ণ ও লোত নামক নদী আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে এবং অড, আর্গে, হিরাল্ট, সায়োন্ দোব, ইসারে ও ডুরাঁস্ প্রভৃতি নদী ভূমধ্য-সাগরে পতিত হইয়াছে।

ঐ সকল নদীগুলি খালদ্বারা পরস্পরে সংযোজিত। সমগ্র ফ্রান্স মধ্যে ২২০টী নদী নৌকাযোগে গমনাগমনযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ৫০০ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ফ্রান্স রাজ্যে প্রবাহিত। সমগ্র ফ্রান্সের মধ্যে নদী ও খাল লইয়া প্রায় ৮৫০০ মাইল জলপথে নৌকাদ্বারা মালপত্র লইয়া যাওয়া যায়। গ্রাঁদ্ ও লিউ নামক হ্রদদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পরিমাণে ২৯ বর্গমাইল।

জলবায়ু।—ফ্রান্সের উত্তরাংশ প্রায়ই ইংলণ্ডের মত। সর্ব্বদাই প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই জন্য এই সকল স্থান গোচারণের বিশেষ উপযোগী। মধ্যভাগের বায়ু শুষ্ক। দক্ষিণের উত্তাপ প্রচণ্ড এবং বৃষ্টির অভাব হেতু সময় সময় ধান্যাদি জ্বলিয়া যায়। পশ্চিম উপকূল ভাগের বায়ু জলসিক্ত, এখানে সর্ব্বদাই বৃষ্টি পতিত হয়। ফ্রান্স রাজ্যের প্রায় বার আনা স্থান সুরম্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ। উক্তরূপ জলসিক্ত স্থানে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়। য়ুরোপের আর কোথাও এরূপ বিভিন্ন ফসল ও ফলাদি উৎপন্ন হয় না। যব, গম, জৈ, মটর, কলাই, আলু, বিট্ (এই বিট্‌পালম হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে), শণ, গাঁজা, তামাকু, রঙ্‌এর গাছ ও ওষধিসমূহ এবং বাদাম, কমলানেবু, আঙ্গুর, পেস্তা, দাড়িম্ব, ডুমুর (Figs), তুঁত প্রভৃতি সুখাদ্য ফল প্রচুর জন্মে। বার্গাণ্ডি, বোর্দো ও সাম্পিন্ নামক স্থানে সুরা প্রস্তুতের জন্য দ্রাক্ষার চাস হয়। ঐ মদ্য জগতের সর্ব্বত্রই আদরণীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। জাহাজ প্রস্তুত ও গৃহসজ্জাদির উপযোগী কাষ্ঠ এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ।—ভূগর্ভস্থ ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহ, তাম্র, সীসক, রৌপ্য, রসাঞ্জন, গন্ধক, স্বর্ণ, কয়লা ও লবণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহ, লবণ ও কয়লা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, এজন্য ঐ সকল বাণিজ্যের একটী

প্রধান উপকরণ। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। মর্ম্মর, স্লেট, আলাবাষ্টার, গ্রেণাইট, ফ্রিষ্টোন, লিথোগ্রাফিক্ ষ্টোন, মিলষ্টোন প্রভৃতি অল্পমূল্যের এবং কতকগুলি মূল্যবান্ পাথরও পাওয়া যায়। এখানে সর্ব্বসমেত প্রায় ৫ হাজার প্রস্রবণ আছে। উহার ধাতব জল বিশেষ স্বাস্থ্যকর। পিরিনিজ্ পর্ব্বতে চারিশত প্রস্রবণ আছে। জলপানার্থ লোকে এখানে আসিয়া থাকে। সাধারণের উপকারার্থ প্রস্রবণের নিকটে ৯০টী বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে।

জীবজন্তু।—সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তী ব্যতীত এখানে অপর বন্যজন্তুর অভাব নাই। এখানে নানাজাতীয় পক্ষীরও বাস আছে। মধু সংগ্রহের জন্য এখানে মধুমক্ষিকা পালিত হয়। সমুদ্রতীরে সামন প্রভৃতি মৎস্যও প্রচুর জন্মে। ভূমধ্য-সাগরোপকূলে কার্মিস্ (kermes) নামে এক প্রকার কীট জন্মে, উহা হইতে সিন্দুর বর্ণ রঙ্ পাওয়া যায়।

এখানকার অধিবাসিগণ ফরাসী নামে খ্যাত। তাহাদের ভাষা লাটিন মিশ্রিত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দ হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় সকল ভাষা হইতে ফরাসী ভাষাই রাজনীতির উপযোগী।

সমগ্র ফ্রান্স রাজ্যের ভূ-পরিমাণ ২০১১০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৭ কোটী ২ লক্ষ। প্রসিদ্ধ ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে এই বৃহৎ ভূখণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পর কর্সিকা, জেনিভা, সেভয় প্রভৃতি লইয়া ফরাসী রাজ্য ১৩০টী বিভাগে পরিণত হয়। বিখ্যাত জর্ম্মণ-যুদ্ধের অবসানে ফরাসীগণ রাজ্যের কতকাংশ হারাইতে বাধ্য হন। অতঃপর ফরাসী-রাজ্য ৮৬টী বিভাগে, ৩৬২টী জেলায় (Arroudissements) এবং ক্রমে তাহা ৩৫৯৮৯ উপবিভাগে (কমিউনে) বিভক্ত হইয়াছিল। যে প্রাচীন প্রদেশগুলি ফরাসী ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটী তালিকা উদ্ধৃত করা গেল।

প্রদেশ।	ডিপার্টমেন্ট-সংখ্যা।	প্রদেশ।	ডিপার্টমেন্ট-সংখ্যা।
অলসাস্ (১৮৭১ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণীর হস্তগত হয়।)	২টী।	গ্যাস্কনি	৩টী।
		গিনি	৬টী।
		ইলে-ডি-ফ্রান্স	৫টী।
		লাঙ্গোয়েডক্	৮টী।
আঞ্জুমর ও ঔনিস্	২টী।	লিমোসেঁ	২টী।
আঞ্জু	১টী।	লোরেন্ (১৮৭১ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণীর হস্তগত হয়।)	৪টী।
আর্টোই	১টী।		
আভির্গেঁ	১টী।		
অভার্ণে	১টী।	লিওনে	২টী।
বার্ণে ও নাভারে	১টী।	মেঁন	২টী।
বেরী	২টী।	মার্ক	১টী।
বোর্বোনে	১টী।	নিভার্ণে	১টী।
বার্গ য়নে বা বার্গাণ্ডি	৪টী।	নর্মাণ্ডি	৫টী।
ব্রিটনি	৫টী।	ওর্লিনে	৩টী।
স্যাম্পেন	৪টী।	পিকার্ডি	১টী।
কোঁমটেডিফ ই	১টী।	পোঁইটু	৩টী।
ডফ্‌নে	৩টী।	প্রভেন্স	৩টী।
ফ্লাণ্ডার	৩টী।	রোসিলোঁ	১টী।
ফ্রান্সেকোম্টে	৩টী।	সেন্টোজ	১টী।

উপরি উক্ত প্রদেশের মধ্যে রাজধানী পারী (Paris) এবং লিয়ন্স, মার্সাএল, বোর্দো, লিলে, টুলোঁ, নান্টে ও রাউএন প্রভৃতি মহানগরীতে লক্ষাধিক লোকের বসতি আছে।

শাসনবিধি।—ফরাসী রাজ্যমধ্যে এখন প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত প্রেসিডেন্টই এখানকার সর্ব্বময়-কর্ত্তা। রাজ্যশাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, কিন্তু সাতবৎসরের অধিক তিনি আর আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। রাজবিধি-সংস্কারের জন্য এখানে চেম্বার অব-ডেপুটিজ্ ও সিনেট নামে দুইটী সভা স্থাপিত আছে। ইহারাই রাজ্যের আইন সঙ্কলন ও সংস্কার করিতে সমর্থ। সাধারণের সম্মতি অনুসারে এই সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। চেম্বার অব্ ডেপুটীতে ৫৩২ জন সদস্য এবং সিনেটে ৩০০ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ৩৬২টী জিলা হইতে ডেপুটী সভার সদস্য এবং উপনিবেশসমূহ ও ডিপার্টমেন্ট হইতে সিনেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে ডেপুটী এবং ৪২ বৎসরের ফরাসীই 'সিনেটার' হইবার যোগ্য। সিনেট ও ডেপুটী সভার ভোট দ্বারাই প্রেসিডেন্ট নিয়োগ হইয়া থাকে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য-পরিচালনের জন্য আর একটী সভা (Conseil d' Etat) স্থাপিত হয়। জাতীয় মহাসমিতি (The National Assembly) ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদ্বারাই উহার সভ্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। বিচারবিভাগের প্রধান মন্ত্রী (মিনিষ্টার অব্ জাষ্টিস্ *Garde des Sceaux*) ঐ সভারসভাপতির পদগ্রহণে সমর্থ। এতদ্ভিন্ন প্রজাতন্ত্রের একটী সহকারী সভাপতি (Vice-President) ও ৩টী বিভাগীয় সভাপতি (Sectional Presidents) আছে।

ধর্ম্ম।—রাজকীয় নিয়মানুসারে সকল ধর্ম্মই সমভাবে রক্ষণীয় ও পালনীয়। কিন্তু কেবলমাত্র রোমান্ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান এবং য়িহুদীগণই রাজকীয়বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এখানে শতকরা ৯৮জন রোমান্ ক্যাথলিক এবং বাকী প্রটে-

ষ্টাণ্ট খৃষ্টান। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এখানে ৮৬জন প্রিলেট, ১৭ আর্কবিশপ ও ৬৯ বিশপ নিযুক্ত আছেন। সাধারণ সম্প্রদায়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য (General Consistory) সভা ও ক্যাল্‌ভিনিষ্টদলের স্বতন্ত্র সভা পারীনগরে প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিক্ষাবিভাগ।—ফ্রান্সের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গবর্মেণ্টই শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতী। যাহাতে প্রজামণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার পায়, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষাবিভাগের একজন মন্ত্রী (Minister of Instruction) নিয়োগ করিয়াছেন। এখানে ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্যবহারশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞান, নৌযুদ্ধ, যুদ্ধবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য স্বতন্ত্র রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজকোষ হইতে উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

বাণিজ্য।—ঘড়ী, জহরতের অলঙ্কার, যুদ্ধাস্ত্র, কাঠের শিল্প, যাননির্ম্মাণ, মাটী, কাচ ও ক্রিষ্টালের বাসন, সংগীতযন্ত্র, পিত্তলপুত্তলী, রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ, তৈল, সাবান, বিট্‌চিনি, রং, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র, রেসম, পশম, কার্পাস, লিনেন, কার্পেট, শাল ও ফিতা প্রভৃতি দ্রব্যবাণিজ্যার্থ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। লিয়ন্স, টুর, পারী, নিস্‌মে, আভিগ্নোঁ, আনোনে, সেণ্ট এটিনে প্রভৃতি সহরে রেশমের সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও ফিতা প্রস্তুত হয়। রাউএন্, সেণ্ট কোএন্‌টিন্, ট্রয়, লিলে প্রভৃতি সহরে কার্পাস-বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। রাইমস্, লভার, আমেন্, পারী প্রভৃতি নগরে পশমী বস্ত্র, বনাত ও কার্পেট এবং স্তাভার, লিমোগে ও পারী প্রভৃতি নগরে কাচ ও পোর্সিলেনের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোর্দো, মার্সাএল, ন্যাণ্টে, হাভার দি গ্রেস্, ক্যালে, বৌলোঁ, সেণ্টমালো, লা ওরিয়েণ্ট, বয়নে, ডান্‌কার্ক, ডিপে, রোকেল প্রভৃতি বন্দরই প্রধান বাণিজ্যস্থান। মদ্য প্রস্তুত এখানকার প্রধান ব্যবসা। জগতের সর্ব্বত্রই ফরাসী মদ্যের সুখ্যাতি আছে।

উপনিবেশ।—আফ্রিকা মহাদেশে—আল্‌জিরিয়া, সেনিগাল, রুমোঁদ্বীপপুঞ্জ, সেণ্টমেরী, নোসি-বে ও মেয়োটে। এসিয়ায়—পূর্ব্ব ভারতীয় অধিকার ও কোচিন চীন। আমেরিকায়—গায়ো, গোয়াডালোপ মার্টিনিক, সেণ্টপিয়ারে ও মিকুইলন। পলিনেশিয়ায়—নিউ কালিডোনিয়া, মার্কোএস্‌স ও লএলটী দ্বীপপুঞ্জ।

ফরাসীদিগের যে সমস্ত বৈদেশিক অধিকার আছে, তাহার ভূ-পরিমাণ প্রায় ৪৬৩৮২৭ বর্গমাইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর গবর্মেণ্ট ডিক্রী অনুসারে উপনিবেশসমূহে দাসবিক্রয়-প্রথা তিরোহিত হয়।

রেলপথ ও টেলিগ্রাফ।—বাণিজ্যের সুবিধা বিস্তার জন্য ফ্রান্সরাজ্যে প্রায় ১৩ হাজার মাইল রেলপথ এবং ৩৬ হাজার মাইল টেলিগ্রামের তার বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

ইতিহাস।—রোমক অধিকারে ফরাসীরাজ্য গল (Gaul) নামে পরিচিত ছিল। জগদ্বিখ্যাত রোমকসেনানী জুলিয়াস্ সিজার এই দেশে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে গল-রাজ্যে কোন উন্নতির বিকাশ হয় নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় ইহাও এক প্রকার হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। রোমক জাতির গৌরব রবি অস্তমিত হইলে, ক্রমে য়ুরোপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ মস্তকোত্তোলন করে। মেরোভিন্‌জিয়ান্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মেরোভিগ পৌত্র ক্লোভিসের রাজ্যকাল হইতেই ফ্রান্সের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়। ৪৮১ খৃষ্টাব্দে ক্লোভিস্ রাজ্যারোহণ করেন। ঐ সময়ে ভিসিগথ, বার্গাণ্ডিয়ান, রোমক ও জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতীয়েরা গলরাজ্যের অধিকার লইবার জন্য পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করে। পরস্পরের বিচ্ছেদে শত্রুদল হীনবল হইতেছে দেখিয়া ক্লোভিস্ ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে সোইসোঁস (Soissons) যুদ্ধে রোমকদিগকে পরাভূত করেন। ৪৯৬ খৃষ্টাব্দে টলবিয়াকের (Tolbiac) যুদ্ধে অসাম বীরত্ব দেখাইয়া তিনি জর্ম্মাণগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ভোইলি (Vouille), বিজয়ের পর তিনি ভিসিগথজাতিকে সেপ্টিমানিয়া প্রদেশে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর তাঁহার বীরত্বপ্রভাবে বার্গাণ্ডিবাসিগণ বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে। অবশেষে ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই পুত্রের নিকট পরাজিত হইয়া তাহারা মেরোভিন্‌জিয়ানবংশের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ক্লোভিসের মৃত্যুর পর তদধিকৃত রাজ্য থিএরি, ক্লোডোমীর, চাইল্ডবার্ট ও ক্লোটেয়ার নামক চারিপুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়, কিন্তু ৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্লোটেয়ারের উদ্যমে ঐ পৈতৃকরাজ্য একত্র হইয়া যায়। পরে পরস্পরের মধ্যে অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহাদের একদল অষ্ট্রেসিয়া, নিউষ্ট্রিয়া, বার্গাণ্ডি ও আকুইটেনে যাইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করে। উক্ত রাজ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম দুইটী সমধিক বলশালী হইয়াছিল। ৬৮৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেসিয়া নিউষ্ট্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং উভয়ে মিলিয়া একটী স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। হেরিষ্টালগণ ডিউক উপাধি ধারণ করিয়া এই প্রদেশ গুলি শাসন করিতেন। ক্রমে তাঁহারাই নিউষ্ট্রিয়ান্ রাজবংশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। বার্গাণ্ডি রাজগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। আকুইটেনে-রাজ্য, মুর জাতি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার পর, ৭৩২ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ মর্টেল কর্ত্তৃক অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। ইহার ২০ বর্ষ পরে মেরোভিন্‌জিয়ান্ রাজবংশের শেষ এবং কার্লোভিন্‌জিয়ান্‌বংশের ২য় রাজা ৩য় চাইল্ডারিককে রাজ্যচ্যুত করিয়া পেপিন্ লি ব্রেঁক রাজ্যাধিকার করেন। পেপিন্ নিজ বাহুবলে ব্রিটিনী ব্যতীত সমগ্র ফ্রান্স একচ্ছত্রা করিয়াছিলেন। ইতালী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি লম্বার্দরাজ আষ্টল্‌ফকে পোপ ষ্টিফেনের

প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তিনি স্বয়ং পোপকে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য দান করিয়া যান।

তাঁহার পুত্র সার্লিমেন রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ স্পেন, ইতালী, স্যাক্সনী, জর্ম্মাণি ও ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া ৮০০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপখণ্ডে একটী পশ্চিম-সাম্রাজ্য (Empire of the West) স্থাপন করিয়া যান। বহুকাল এই সাম্রাজ্য সমভাবে থাকে নাই। ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন রাজন্যবর্গের বিপ্লবে ঐ সাম্রাজ্য ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও ইতালীরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায় এবং রাজমুকুট ইতালী ও জর্ম্মণীর কার্লোভিন্‌জিয়ান-রাজবংশের উপর ন্যস্ত থাকে। অতঃপর রাজ্যশাসনভার কিছু কালের জন্য ভিন্ন দেশীয় সামন্তরাজগণের হস্তে পড়ে এবং পরবর্ত্তীকালে উহা জর্ম্মণদিগের শাসনাধীন ছিল।

৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই ফ্রান্সরাজ্যে চার্লস্ মার্টেলবংশের অবনতির সূত্রপাত হয়। রাজ্যপরিচালনার জন্য ফরাসীরাজ্য ক্রমে সামন্তরাজগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে[১]। ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কার্লোভিনজিয়ানরাজের প্রভাব নষ্ট হইলে ইউর্ডে নামা জনৈক সর্দ্দার রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। ৮৯৮ ও ৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দুইবার কার্লোভিনজিয়ান্ রাজবংশধরদিগকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই রাজদণ্ডরক্ষায় সমর্থ হন নাই। ৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপেট্‌বংশীয় রাজগণ ফরাসী সিংহাসন লাভ করেন। এই রাজগণের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে, বহুকাল সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন, মন্ত্রিসভা ও শাসন-সমিতি স্থাপন এবং ক্রুজেড্‌নামক ধর্ম্মযুদ্ধে সহায়তা প্রভৃতি কার্য্য, তাঁহাদের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে ও বংশগৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্যাপেট্ রাজগণের অধিকারকালে ১১০৮ হইতে ১২২৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নর্ম্মাণ্ডি, আঞ্জু, মেইন্ ও পৌইটু প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজ হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার এবং ডাচী অব্ ফ্রান্সের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। রাজা ৯ম লুই পুত্রনির্ব্বিশেষে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি সাধু (Saint) আখ্যা লাভ করেন। নিজ রাজ্যকালে (১২২৬-১২৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) কোন রাজ্য জয় করিতে না পারিলেও তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া রাজশক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৭০ হইতে ১২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩য় ফিলিপের শাসনকালে লাঙ্গোএডক্ ফরাসীরাজের অধীন ছিল। স্পেনের খৃষ্টানাধিকৃত রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যাবলীতে মধ্যস্থতা করায়, নেপলস্ পর্য্যন্ত ফ্রান্সরাজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তদ্বংশধর ৪র্থ ফিলিপ, ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ সম্রাট্ লোথেয়ারকে প্রদত্ত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হন। তিনি পোপের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ষ্টেটস্-জেনারল সভার সভ্যগণের প্রতিপক্ষতা করিয়া তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে পার্লিমেণ্ট মহাসভা স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার পুত্রগণের সময়ে ১৩১৪-১৩২৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সামন্তবিগ্রহবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। রাজপুত্রগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাতে যোগ দেন। ভলোই বংশও তাঁহাদের পদানুসরণ করেন। এই বিগ্রহ-তরঙ্গে উদ্ধত ফরাসীগণ ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ প্রায় শতবর্ষকাল (Hundred years war) ধরিয়া চলিয়াছিল।

১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ-ডি-ভলোই (Philip de Valois) কর্ত্তৃক ক্রেসী-যুদ্ধে এবং ২য় জনের রাজত্বে পোইটিয়ার যুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হয়েন এবং ১৩৬৪-১৩৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বালক-রাজ ফ্রান্স পূর্ব্ববল সঞ্চয়ে ক্ষমবান্ হইয়াছিল ও পরে ৫ম চার্লসের রাজত্ব, ৬ষ্ঠ চার্লসের উন্মাদরোগ, স্বার্থান্বেষী রাজপুত্রগণের আত্মবিচ্ছেদ, বার্গাণ্ডি ও গাস্কন রাজবংশের পরস্পর বিরোদ প্রভৃতিতে ফ্রান্সরাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজগণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করেন। ফরাসীগণ অনন্যোপায় হইয়া ক্রমেই তেজোহীন হইতে ছিল। এই সময়ে ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে আর্ক-নিবাসী জোয়ান নামা জনৈক ফরাসীরমণীর অসাধারণ শৌর্য্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া, ফরাসীগণ ইংরাজদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় এবং ফরাসীরাজ্যের মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রাজা ৭ম চার্লস্ রাইম-নগরে ফরাসী-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ফরাসীসৈন্যের নিকট উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১১শ লুই রাজ্যারোহণ করিয়া সামন্তগণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন এবং ১৪৬১-১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়া নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজা ৮ম চার্লসের অধিকারে ইতালী-যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য ব্যাপৃত ছিল। তৎপরবর্ত্তী রাজা ১২শ লুই ঐ যুদ্ধসমূহে লিপ্ত থাকিয়া ফরাসীবল ক্ষয় করিয়াছিলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ১ম ফ্রান্সিস্ মরিগ্‌নানোর যুদ্ধে সুইস্ জাতিকে পরাহত করেন, কিন্তু তিনি ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ৫ম চার্লসের অসংখ্য সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সমর্থ না হইয়া পাভিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। ২য় হেন্‌রীর রাজত্ব সময়ে, ১৫৬২-১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে, হিউগেনট ও ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ফরাসীরাজ্য ধ্বংস ও রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে

(১) এই সময় হইতে ফ্রান্সে Feudal system আরম্ভ হয়।

৩য় হেনরীর মৃত্যুতে ভলোই-বংশের লোপ হয়। অতঃপর বোর্কো-বংশীয় ৪র্থ হেনরী সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহারই যত্নে ফ্রান্স ও নাভারে রাজ্য একত্র সম্মিলিত হয়। তিনি বিশেষ উদ্যমসহকারে গৃহবিবাদ (Civil wars) উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যের একটী মহৎ অভাব পূরণ করেন। এই আত্মবিবাদে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সংশোধনের জন্য তিনি বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। এই দারুণ বিপ্লব ও সংঘর্ষের পর ফরাসীরাজ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। ১৩শ লুইর অধিকারে (১৬১০-১৬৪৩ খৃঃ) কার্ডিনেল্ রিচেঁলু অবশিষ্ট সামন্তগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া ফ্রান্সে পূর্ণ রাজতন্ত্র (Absolute monarchy) স্থাপন করিয়া যান। ত্রিশবর্ষযুদ্ধের (The Thirty years' war) অবসানে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফলিয়ার ও পরে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে পিরিনিজের সন্ধির পর ফ্রান্স য়ুরোপ মহাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠশক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। উক্ত বর্ষদ্বয়েই নিমেগে ও রায়েস্‌উয়িকে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ফ্রান্সের বিশেষ কোন স্বার্থহানি হয় নাই। কিন্তু স্পেন দেশের রাজ্যারোহণ-সংক্রান্ত যুদ্ধের (Wars of the Spanish Succession) অবসানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফরাসীরাজকে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেকের সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল।

১৫শ লুইর রাজত্বকালে (১৭১৫-১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) কর্সিকা ও লোরেন্ প্রদেশ ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়; কিন্তু অষ্ট্রীয়াযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, তিনি ফরাসী অধিকৃত কতকগুলি উপনিবেশ হারাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে ফরাসী সাহিত্য উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে এবং য়ুরোপের আদালতসমূহে ফরাসী-ভাষা গৃহীত হয়। স্বাধীনতাপ্রয়াসী আমেরিকাবাসিগণ ইংলণ্ডের অধীনতা উচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলে ফরাসীরাজ ১৬শ লুই তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অন্তর্বিপ্লব (The French Revolution) উপস্থিত হয়, প্রজাবৃন্দের সহিত রাজকীয় দলের ঘোর সংঘর্ষে ফরাসীরাজ্য ছারখার হইয়াছিল। রাজহত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি বীভৎস ব্যাপারসমূহ সংসাধিত হয়। এমন কি অসংখ্য ফরাসী-রমণীও অস্ত্র শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া রাজরাণীর হত্যামানসে ভার্সায়েল নগরে গমনপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। তথাকার রক্ষিদল এই বৈরনির্য্যাতনপর রমণীকুলের হস্তে নিপতিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করে। রাজরাণী পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়াই শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। তাহা না হইলে তিনি কখনই এই ললনাগণের হস্তে নিস্তার পাইতেন না। ক্রমেই এই রাষ্ট্রবিপ্লব ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। ১৬শ লুইর মুণ্ড অন্যায়-বিচারে বধ্যমঞ্চে গড়াগড়ি যায়। সেই সঙ্গে কত রাজপুত্র ও রাজপুরুষ শমনসদনে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইত্যবসরে জর্ম্মাণ ও প্রুসিয়ারাজের মিলিত সৈন্য ফ্রান্স আক্রমণ করে, কিন্তু রণোন্মত্ত ফরাসী-সৈনিকের সমক্ষে তাহারা অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারে নাই। অতঃপর পূর্ব্বতন রাজতন্ত্র ও রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া, ফরাসীরাজ্যে ১৭৯২-১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়নের অভ্যুদয় হয়। এই বালকবীরের বীরত্ব দেখিয়া প্রজাগণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। রাজা এবং রাজপরিবার-বর্গের চেষ্টায় প্রজার সত্ব নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তিনি সাহসভরে সর্ব্বসমক্ষে দুএকটী বক্তৃতা করেন। এই রাজদ্রোহিতার ফল তিনি হাতে হাতে পাইলেও, প্রজাতন্ত্রের অবসানে ফরাসী সম্রাট্ হইয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সম্রাট্ হইয়া নেপোলিয়ান্ বীরদর্পে ও অমিতবিক্রমে রুষ, জর্ম্মণি প্রভৃতি রাজ্য জয়পূর্ব্বক একটী বিস্তৃত ফরাসী-সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অষ্ট্রালিট্‌জের ভীষণ যুদ্ধ তাঁহার জীবনের অদ্ভুত কীর্ত্তি। যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া নেপোলিয়ান্ রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন। সুতরাং সেনানীমণ্ডলী ও মন্ত্রি-সভা ক্রমশঃই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিল। মন্ত্রিদলের অনুরোধে তিনি ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ১৪ই এপ্রিল সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া এল্‌বা-দ্বীপে গমনপূর্ব্বক আশ্রয়লাভ করেন। ইত্যবসরে বোর্কো-বংশীয় ১৮শ লুই মন্ত্রিসভার অনুরোধে রাজপদে বরিত হন; কিন্তু তখনও নেপোলিয়ন্ ফ্রান্সের আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। একবর্ষ মধ্যেই তিনি ফ্রান্সে আসিলেন। তিনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলে উদগ্রীব সেনাদল তাঁহার সহিত যোগ দিল। সৈন্য লইয়া তিনি প্রুসিয়ারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। লিগ্নীর যুদ্ধে প্রুসিয়ারাজ ১৬ই জুন তারিখে পরাজিত হইলেন; কিন্তু ওয়েলিংটনপ্রমুখ বিপক্ষ সেনা তাঁহাকে ১৮ই জুন ওয়াটার্লুক্ষেত্রে আক্রমণ করিল। শত্রুবাহিনীর সমক্ষে সৈন্যহীন হইয়া দাঁড়াইতে না পারিয়া তিনি রাজধানী অভি-মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পুনরায় মন্ত্রিবর্গের অনুরোধে নিজ পুত্রের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। এবারও নিকৃষ্ট ফরাসী মন্ত্রিসভা তাঁহার সহিত শঠতা করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার পুত্রের পরিবর্ত্তে বোর্কোবংশ পুনরধিষ্ঠিত হইল। শত্রুহস্তে মৃত্যু বা অপমানিত হইবার ভয়ে তিনি জীবনভিক্ষা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু নৃশংস ফরাসী মন্ত্রিদল তাঁহার কথা কাণে স্থান দিল না। ছলনা করিয়া তাহারা জগতের অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ান্ বীরকে শত্রু ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিল। ইংরাজরাজও

তাঁহাকে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে লইয়া বন্দী করিলেন। যে নেপোলিয়ান ফরাসীজাতির উন্নতির আদর্শ ছিলেন, তাঁহার প্রতি এইরূপ কঠোর ব্যবহার ফরাসীজাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ। [নেপোলিয়ান দেখ।]

১৮শ লুইর মৃত্যুর পর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১০ম চার্লস্ রাজা হন এবং তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজ্য শাসন করিলে পর ঐ বংশীয় অন্যতম শাখার বংশধর লুই ফিলিপে ফরাসীজাতির সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ফেব্রুয়ারী ফরাসী-রাজ্যে পুনরায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের বিলয় ঘটিলে ফরাসী সাম্রাজ্য বোনাপার্টিবংশের অধিকারে আইসে। ৩য় নেপোলিয়ন ফরাসী-সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হোহেনজোলারণ রাজপুত্র লিওপোল্ডের মস্তকে স্পেনরাজমুকুট প্রদত্ত হইলে, প্রুসিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদ বাধে। উক্ত বর্ষের ১৯এ জুলাই সম্রাট্ নেপোলিয়ান যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। এই অবিমৃষ্যকারিতাদোষে ফ্রান্সের অদৃষ্টাকাশ ক্রমশঃই মেঘাচ্ছন্ন হইতে থাকে। সমগ্র জর্ম্মণ শক্তির সমরে একে একে ফরাসীসেনাদল ক্ষয় হইতে লাগিল, সেদানযুদ্ধে নেপোলিয়ান স্বয়ং বন্দী হইলেন এবং বিখ্যাতসেনানী মার্শাল বজেনেঁ প্রায় ১লক্ষ ৭৩ হাজার ফরাসীসেনা লইয়া মেট্জে নগরে জর্ম্মণ-হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

মার্সেল ম্যাকমাহোন, জেনারল চিন্সি প্রভৃতি বীরবৃন্দ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিলেও জয়োদ্দৃপ্ত জর্ম্মণসৈন্য পারীনগর অবরোধ করিল। সাম্রাজ্ঞী ইউজিন্ এই সময় রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, জর্ম্মণসৈন্যের আগমনে তিনি পলায়ন করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্মেণ্ট ও জর্ম্মণ সম্রাটের মধ্যে এক সন্ধি হয়। ঐ সন্ধির সর্ত্তানুসারে ফরাসীগণ জর্ম্মণ সম্রাট্কে এল্সাস ও লোরেন্ প্রদেশ এবং যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২০ কোটি পাউণ্ড মুদ্রা দিতে বাধ্য হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক থিয়ার্স এবং পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মার্সাল ম্যাক্ম্যাহোন ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জুলে গ্রেভী ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী হইতেই ফরাসী রাজ্যের বর্ত্তমান শাসনবিধি প্রচলিত হইয়াছে।

পারীনগর এই রাজ্যের রাজধানী। জুলিয়াস্‌সিজার এই নগরকে লুটেসিয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে এই নগর মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে আবৃত ছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে 'পারিসিয়াই' নামক কেল্টিক জাতির বাস হইতে এই স্থান পারিসিয়া নামে পরিচিত হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভে এই নগর রাজধানীরূপে মনোনীত হয়, পরে দশম শতাব্দে হিউ-ক্যাপেট্ এখানে ফরাসী রাজতন্ত্রের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মড়কাদিতে এই নগর হতশ্রী হইয়া যায়, পরে ৪র্থ হেনরী, ১৩শ ও ১৪শ লুইর শাসনকালে এই নগর নানা অট্টালিকাদিতে সুশোভিত এবং আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অধিকারে এবং লুই ফিলিপের যত্নে এই রাজধানী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। যাহা কিছু বাকী ছিল, ৩য় নেপোলিয়ান ও বেরণ হস্ম্যান তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যান। এই সময়ে রাজকীয় অট্টালিকা, উদ্যান, সেতু, জল-প্রণালী ও দুর্গ প্রভৃতির পুনর্নির্ম্মাণকল্পে প্রায় ৭ কোটী পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। পারীনগরী সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সুগঠিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ-সৈন্য কর্ত্তৃক রাজধানী অবরোধ এবং পরবর্ত্তীকালে কমিউনদিগের (the Commune) অত্যাচারে পারীনগরীর বহু ক্ষতি হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রজাতন্ত্র-মন্দিরে (Place de la Republique) একটী ৭০ ফিট উচ্চ অনুশাসন স্থাপিত হইয়াছিল। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকালয় এই নগরে বিরাজিত। [পুস্তকালয় দেখ।]

১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারী রাজধানীতে একটী জগৎপ্রসিদ্ধ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রদর্শনীর অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। ইতিপূর্ব্বে অসাধারণ পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে এরূপ শিল্পপ্রদর্শনী আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দে ইহাই ফরাসীজাতির গৌরব-পরিচায়ক। আফ্রিকার ফাসোদারণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া ফরাসীদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহ ও খৃষ্টান-হত্যার প্রতিশোধ লইতে ইহারাও প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব

ব, বকার। ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োবিংশ বর্ণ ও প বর্গের তৃতীয় বর্ণ। এই বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। জিহ্বাগ্রে ওষ্ঠদ্বয়ের স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, এই জন্ম ইহা স্পর্শবর্ণ। এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, বাহ্য প্রযত্ন, সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা অল্পপ্রাণ। এই বর্ণের লিখন প্রকার—

"ত্রিকোণরূপিণী রেখা বিষ্ণুশিবব্রহ্মরূপিণী।
মাত্রাশক্তিঃ পরা জ্ঞেয়া ধ্যানমস্ত প্রচক্ষতে॥" (বর্ণমালাতন্ত্র)

প্রথমে ত্রিকোণ ভাবে রেখা করিতে হইবে, তাহাতে মাত্রা টানিয়া দিলে এই বর্ণ হয়। এই ত্রিকোণরূপিণী রেখা, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবস্বরূপিণী এবং পরম মাত্রা শক্তি।

ইহার ধ্যান—

"নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং নীলাম্বরধরাং পরাম্।
নাগহারোজ্জ্বলাং দেবীং দ্বিভুজাং পদ্মলোচনাং॥
এবং ধ্যাত্বা বকারস্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া দশবার বকারের জপ করিতে হয়।

ইহার প্রণাম—

"ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিধামৃতলেপিতং।
স্বয়ং কুণ্ডলিনীং দেবীং সততং প্রণমাম্যহং॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই বকার চতুর্বর্গপ্রদায়ক, শরচ্চন্দ্রসদৃশ, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক এবং ত্রিবিন্দুসহিত। ইহাই বকারের স্বরূপ।

"বকারং শৃণু চার্বঙ্গি! চতুর্বর্গপ্রদায়কং।
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার বাচক শব্দ বনী, ভূধর, মার্গ, ঘর্ঘরী, লোচনপ্রিয়া, প্রচেতস্, কলস, পক্ষী, স্থলগণ্ড, কপর্দ্দিনী, পৃষ্ঠবংশ, শিখিবাহ, যুগন্ধর, মুখবিন্দু, বলী, ঘণ্টা, যোদ্ধা, ত্রিলোচনপ্রিয়, ক্লেদিনী, তাপিনী, ভূমি, সুগন্ধি, ত্রিবলিপ্রিয়, সুরভি, মুখবিষ্ণু, সংহার, বসুধাধিপ, ষষ্ঠাপুর, চপেটা, মোদক, গগন, পতি, পূর্ব্বাষাঢ়া, মধ্যলিঙ্গ, শনি, কুম্ভ, তৃতীয়ক। (নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

ব (পুং) বল-ড। ১ বরুণ। ২ সিন্ধু। ৩ ভগ। ৪ তোয়। ৫ গত। ৬ গন্ধ। ৭ তন্তুসন্তান। ৮ বপন।

'বঃ পুমান্ বরুণে সিন্ধৌ ভগে তোয়ে গতেঽপি চ।
গন্ধকে তন্তুসন্তানে পুংস্যেব বপনে স্মৃতঃ॥' (মেদিনী)

৯ কুম্ভ। (শব্দরত্না°) ইহার সাঙ্কেতিক নাম যুগন্ধর, সুরভি, মুখবিষ্ণু, সংহার, বসুধাধিপ। (বীজাভিধা°) ভূধর, দশগণ্ড। (রুদ্রযামলোক্ত বীজাভি°)

বই (দেশজ) ১ পুস্তক, বহি শব্দের অপভ্রংশ। ২ বিনা, ব্যতিরেক।

বইন (দেশজ) ভগিনী।

বইনঝি (দেশজ) ভগিনীর কন্যা, বুনের মেয়ে।

বইনপো (দেশজ) ভগিনীপুত্র।

বউ (দেশজ, বধূ শব্দের অপভ্রংশ) ১ পত্নী। ২ পুত্রবধূ।

বউকথাকও, একপ্রকার পক্ষী।

বউনি (দেশজ) বিক্রয় আরম্ভ, ব্যবসায়ীদিগের প্রথম বিক্রয়।

বউয়া (দেশজ) কুৎসিত গালিবিশেষ, পুত্রবধূগমনকারী। এই শব্দ প্রায়ই পরিহাসব্যাপারে ব্যবহৃত হয়।

বউয়ামী (দেশজ) পুত্রবধূগমন, বউয়ার কার্য্য।

বউভাত (দেশজ) বিবাহের পর নববধূ স্বামি-গৃহে আসিয়া কুটুম্বদিগকে যে ভাত দেয়, তাহাকে বউভাত কহে। এইদিন সকলকেই বউয়ের হাতে ভোজন করিতে হয়।

বউমারী (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

বংহিমন্ (পুং) অয়মেষামতিশয়েন বহুলঃ বহুল-ইমন্, (বহুল-শব্দস্য বংহাদেশঃ। পা ৬।৪।১৫৭) অতিশয় বহুল, বাহুল্য।

বংহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন বহুঃ বহু-ইষ্ঠ, প্রিয়স্থিরেত্যাদি ইষ্ঠ-প্রত্যয়ঃ। অতিশয় বহু, অত্যধিক।

"বংহিষ্ঠ-কীর্ত্তির্যশসা বরিষ্ঠং" (ভট্টি ২।৪৫)

বংহীয়স্ (ত্রি) বহু-ঈয়সু, ততো বংহাদেশঃ। অতিশয় বহুল।

বঁইচ (দেশজ) ক্ষুদ্র বন্য ফলবৃক্ষ বিশেষ, বৈকঙ্কত বৃক্ষ। (Flacourtia Sapida) এই বৃক্ষ কণ্টকাকীর্ণ এবং ঝোপের ন্যায় একত্র জড়াইয়া থাকে। ভারতবর্ষের শুষ্কপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এবং ব্রহ্মের প্রোম নগর পর্য্যন্ত এই বন্যবৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ফলগুলি লোহিত-কৃষ্ণ এবং খাইতে সুস্বাদু।

বিভিন্ন স্থানে ইহার বিভিন্ন নাম।—হিন্দি—বিলঙ্গরা, ভনচের কণ্ডু, হন্দি, কট্টার, কাট্ট, কুন্দরী, বুঞ্জ, বৌচী; বাঙ্গালা—বিঙ্কা, বঁইচ, কটাই, তম্বট; পালামৌ—কটাহল; কোল—সেরলী, মার্লেক, সর্লর্থা; সাঁওতাল—মের্লী; উড়িয়া—বোলিচ,

বৈলি, বঁইচো; গৌড়—অর্ণমুরি, কতিএন; পঞ্জাব—কুকই, ককোয়া, কঙ্গু, কন্দেই, কুকোয়া; সিন্ধু—ভূতকাশ, বাবচে; মধ্যপ্রদেশ—কাঙ্গ, কাঙ্গি, বিলাতী; বোম্বাই—স্বাছু, কণ্টক, তম্বট, কৈকুন, পহার, ভেকল, ককষ; দাক্ষিণাত্য—কুন্দরী, বুঞ্জ, বৌচী; মরাঠী—পহার, ভেকল, ককেই, ককের, অতুণী; কুর্ক্—গুজরোটী; তেলগু—কনড়েগু, পোদ্দ—কনড়ু, কক, নক্কনরেগু; সিংহলে—উগুরস্স।

পঞ্জাব ও বাঙ্গালায় কখন কখন বেলকাঁটার পরিবর্ত্তে বঁইচের কাঁটা বসন্ত উস্কাইতে ব্যবহৃত হয়। জাতবালকের গাত্রবেদনা নিবারণের জন্ত এবং ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিতে দাক্ষিণাত্যবাসীরা ইহার বীজ ও হরিদ্রা একত্র গুড়াইয়া বালকের গায়ে মাখাইয়া দেয়। বিস্থচিকারোগে অন্তান্ত দ্রব্যের সহিত ইহার আঠাও ব্যবহার্য্য। সবিরাম জ্বরে ছোটনাগপুরবাসিগণ ইহার ছাল ব্যবহার করে। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার গুণ সুমিষ্ট, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ও পাচক। কামলা ও প্লীহারোগে ইহার প্রয়োগ আছে। বঁইচফল কুলের ন্যায় কাঁচা ও রাঁধিয়া খাওয়া যায়। ইহার পত্রও গবাদির ভক্ষণীয়। কাষ্ঠ লালবর্ণ ও কঠিন এবং যন্ত্রাদির বাঁটের উপযোগী।

বঁধু (দেশজ) বন্ধু শব্দের অপভ্রংশ, ১ সুহৃদ্। মিত্র। ২ অতি প্রিয়তম।

বক, ১ কৌটিল্য, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° সেট্। লট্ বকতে। লোট বকতাং। লিট্ ববকে। লুঙ্ অবকিষ্ট।

বক (পুং) বকতে কুটিলীভবতি বকি-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—কহ্ব, দ্বারবলিভুক্, কঙ্কেরু, শুক্লবায়স, দীর্ঘজঙ্ঘ, বকোট, গৃহবলিপ্রিয়। (শব্দরত্না°) নিশৈত, শিখী, চন্দ্রবিহঙ্গম, তীর্থসেবী, তাপস, মীনঘাতী, মৃষাধ্যায়ী, নিশ্চলাঙ্গ, দাম্ভিক। ইহার মাংসগুণ মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, অগ্নিপ্রকোপক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দী। এই মাংস অতিশয় অপথ্য। (ভাবপ্র°)

বকপক্ষী দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ। গলা ও পদদ্বয় লম্বা, ঠোঁট লম্বা ও ছুঁচাল এবং পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র, নাই বলিলেও চলে। ইহাদের গলদেশ এত কোমল যে, জগতে আর তাহার দ্বিতীয় নাই। এজন্ত উহা সাধারণতঃই মূল্যবান্। কোন কোন লোকে টুপিতে উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিকগণ এই জাতীয় পক্ষীকে Ardea শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারদিগের মতে ইহারা প্লবজাতীয়, যেহেতু ইহারা নিরন্তর জলাশয়তটে থাকিতে ভালবাসে। ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে এই জাতীয় পক্ষীকে Heron (Ardea Cinera) বলে; কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ আমাদের বক অপেক্ষা আকারে বৃহৎ।

যখন জলাশয়তটে থাকে, তখন তাহারা বড়ই নিরীহ বলিয়া বোধ হয়। স্থিরভাবে গলদেশ নত রাখিয়া মৎস্যের গমনাগমন প্রতীক্ষা করে, কিন্তু যেমন একটী ক্ষুদ্রাকার মৎস্য জলের উপর দিকে ভাসিয়া উঠে, অমনি চকিতের ন্যায় তাহারা লম্বাঠোঁট বাহির করিয়া ঐ জলজ জীবকে ধরিয়া উপরে আনে এবং গলাধঃকরণ করে।[১] পক্ষান্তরে য়ুরোপীয় 'হিরন' পক্ষী জলো ইন্দুর, ভেক ও সরীসৃপাদির শাবক ধরিয়া খায়। উদরান্ন সংগ্রহের জন্ত তাহারা জলাশয়তীরে নিশ্চলভাবে সারাদিন বসিয়া থাকে এবং রাত্রিকালে বৃক্ষাদির ডালে বসিয়া নিশা যাপন করে। কিন্তু যখন তাহাদের ডিম্ পাড়িবার সময় আইসে, তখন তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যত্র উড়িয়া যায়। আকাশপথে তাহারা এত উপরে উঠে যে, আমরা নিম্নদেশ হইতে তাহাদের অতিশয় ক্ষুদ্রাকার শ্বেতকায় দেখিতে পাই। আমাদের দেশের বালকবালিকাগণের বিশ্বাস যে, বকজাতির আকাশভ্রমণকালে প্রার্থনা করিলে তাহারা আমাদের নখের উপর সাদা লম্বা দাগ দিতে পারে।[২] তাহারা কোন নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী বৃক্ষে বাস করে, এমন কি কোন কোন বৃক্ষে ৮০টীর অধিক নীড় সংখ্যা দেখা গিয়াছে। যদি কোন স্থানে গাছের উপর সকলের বাসা না হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই স্থানে ভূমির উপর বাসা নির্ম্মাণ করে। ঐ নীড় মোটা কাটির দ্বারা বড় ও চেপ্টাভাবে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু উহার মধ্যভাগ কোমল পশম বা অন্য পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ইহারই উপরে তাহারা ৪টী কি ৫টী নীলাভ হরিৎ বর্ণের ডিম পাড়ে। অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় ইহাদের ডিমের খোলা তত চক্চকে হয় না। ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলেও পক্ষিশাবক প্রায় ৬সপ্তাহ কাল নীড় মধ্যে থাকে, ঐ সময় বৃদ্ধ পক্ষীরা মৎস্য ধরিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয়। কখন কখন বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড়কাক ও বকে বিরোধ উপস্থিত হয়। ডাঃ হেসাম (Dr. Heysham) ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডে ঐরূপ পক্ষিবিবাদ দৃষ্টিগোচর করেন। প্রথম যুদ্ধে ওক গাছটী নষ্ট হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে বকেরা জয়ী হইয়া দাঁড়কাকদিগের অধিকৃত স্থানে যাইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। অবশেষে এই দুই বিরোধী দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।[৩] ইহারা স্বভাবতঃই পোষ মানে, সদাই পাল-

(১) এইজন্য যে ব্যক্তি বাহিরে ভালমানুষী দেখায়, অথচ ভিতরে তাহার বিষের ছুরি, লোকে সাধারণতঃ তাহাকে 'বকধার্ম্মিক' বলিয়া উপমা দেয়।

(২) "বক্‌ মামা বক্‌ মামা ফুল দিয়ে যা।
চারকড়া কড়ি দিব গুণে নিয়ে যা।"
এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই।

(৩) English Cyclopaedia, Nat. Hist. Vol. I. p. 294.

কের নিকটে থাকিতে ভালবাসে এবং মৎস্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যও খাইতে দেখা যায়। ইহারা হংসাদির ন্যায় স্পষ্ট সাঁতার কাটিতে পারে না। তবে জলার উপর দিয়া ডানা ও পদের ভর রাখিয়া উড়িতে উড়িতে অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যায়। কখন কখনও তাহারা ১০ বা ১২ ফিট্ স্থান সাঁতারিয়া পার হইতে দেখা গিয়াছে।

তিনবর্ষ পর্য্যন্ত শাবকদিগের মাথায় ঝুঁট হয় না, তৎপরে মস্তকের উপরিভাগে কতকগুলি পালখ উঠে। গলার পালখ সাদা ও অপেক্ষাকৃত কোমল হয়। ঠোঁট ক্রমশঃই হরিদ্রা-বর্ণের হইতে থাকে। পদদ্বয়ের বর্ণও পক্কতা পায়, এই সময়ে শাবকদিগের শারীরিক গঠন ততদূর সুন্দর হয় না; কিন্তু তিন বর্ষ পরেই যেন তাহাদের যৌবনোদ্গম হয়। পুং বা স্ত্রী পক্ষী স্বভাবতঃই সুচিক্কণ পালখাবৃত ও সুন্দরদৃশ্য হইয়া থাকে। য়ুরোপে পূর্ব্বকালে বকশিকার সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগের ক্রীড়া-মধ্যে গণ্য ছিল। শিকারকালে কোন মহাশয় ব্যক্তি যদি একটী বকডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ১ পাউণ্ড অর্থ দণ্ড দিতে হইত।

বকমাংস একটী সুখাদ্য আহার। ইংলণ্ডে ৪র্থ এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে ইয়র্কের আর্কবিশপ জর্জ নেভীলের অভিষেক সময়ে বহুশত বক নষ্ট হইয়াছিল। রাজা অষ্টম হেন্‌রীর বিবাহ সময়ে বকমাংসের প্রচলন ছিল। এক্ষণে রুচির পরি-বর্ত্তন সঙ্গে ইংলণ্ডে বকমাংস আহার রহিত হইয়াছে।

২ স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ, চলিত বকফুল। পর্য্যায়—শিব-বল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীলা, বুক, বসুক, বস্থক, বকপুষ্প, শিব-মল্লী, কাকশীর্ষ, স্থূলপুষ্প, শিবপ্রিয়, কাকনামা, বসহট্ট, স্বপূরক, রক্তপুষ্প, মুনিতরু, অগস্তি, বঙ্গসেনক, অগস্ত্য, শীঘ্রপুষ্প, মুনিদ্রুম, ব্রণারি, দীর্ঘফলক, বক্রপুষ্প, সুরপ্রিয়। (Sesbania grandiflora) ভিন্ননাম,—হিন্দি—অগস্ত, অগুস্ত, বক, অগস্তি-বসনা, বাঙ্গালা—অগস্ত, বক, কা, অগস্তি, বগফুল, বুকো; বেরার—হদগ, হেত, উঃপঃপ্রদেশ—বিশনা, বকো, বোম্বাই—আগস্ত, বসনা, অগস্তি, মরাঠী—অগাস্তা, অগস্তি, শেবরী, চোপচিনি; গুজরাতী—অগথিও; তামিল—অগথিনর, অগাতি; তেলগু—অবসিনন, আবেসি; কণাড়ী—অগস, ব্রহ্ম—পৌথ্য, পৌকনন।

দক্ষিণ ও পূর্ব্বভারত, গঙ্গার অন্তর্ব্বেদী, ব্রহ্ম, উত্তর অষ্ট্রে-লিয়া ও মরিসস দ্বীপে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। গাছগুলি স্বভাবতঃ ২০ হইতে ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় পল্‌কা, অল্পদিন পরে বৃক্ষটী আপনিই মরিয়া যায়। ফুলগুলি দেখিতে পলাশ পুষ্পের ন্যায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ও সাদা এবং কোথাও কোথাও ঈষৎ লালাভ শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে।

বৃক্ষনির্য্যাস লাল, রৌদ্র ও বাতাসে ঘোর বেগুণের মত কাল হয়। উহা জল এবং সুরাসারে গলিয়া যায়। কাষ্ঠ শুষ্ক ও নীরস বলিয়া রৌদ্রের উত্তাপে বৃক্ষত্বক্ ফাটিয়া যায়, কিন্তু ভিতরের দিকে যে আঁইসের মত পাতলা ছাল থাকে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় তন্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছালে ধারকতা-শক্তি আছে। বসন্তোদ্গমের প্রথমাবস্থার অথবা সস্ফোটক জ্বরে ছাল জলে ভিজাইয়া খাইতে দেয়। কোথাও কোথাও ফুল ও পত্রের রস লইয়া শিরঃপীড়ায় ও নাসারোগে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ রস উত্তমরূপে টানিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে উপযুক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব হইয়া মস্তিষ্কের বেদনা ও গুরুত্ব নষ্ট হয়। লাল বর্ণযুক্ত বকফুলের শিকড় জলে বাটিয়া বাতযুক্ত স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। দুষ্টব্রণ বা শস্ত্রাঘাতে দষ্ট স্থানে পত্রের পুল্‌টিস লাগাইলে ক্ষতস্থান আরোগ্য হয়। পুষ্পের রস চক্ষুতে দিলে ঝাপ্‌সা দোষ যায়। কচি পাতা ও ফুল রান্ধিয়া খাইতে উত্তম। ইহার সুঁটী বরবটীর ন্যায় ব্যঞ্জনাদিতে খাওয়া যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কষায় লাগে, অধিক খাইলে উদরাময় জন্মে।

এই পুষ্প শিবের অতি পবিত্র। দেবপূজায় ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহা সিত, পীত, নীল ও লোহিত ভেদে চারিপ্রকার। তন্ত্রমতে ইহা যন্ত্রপুষ্প। এই পুষ্পে সকল দেবতার পূজা করা যায়। বিশেষতঃ অন্যান্য পুষ্প পর্য্যুষিত হইলে তাহাদ্বারা পূজা করা যায় না, কিন্তু বকপুষ্প পর্য্যুষিত হইলেও তাহাতে পূজা করা যায়। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, শিশির, শ্রম, কাস ও ত্রিদোষনাশক এবং বলকর। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে শীত, নক্তান্ধ্যনাশক, চাতুর্থকনিবারক, তিক্ত, কষায়, কটুপাক, পীনস, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বাতঘ্ন। (ভাবপ্র°) ৩ কুবের। ৪ রক্ষোবিশেষ। এই রাক্ষস ভীমের হস্তে নিহত হয়। (ভারত ১।৯৫।৭৩) ৫ অসুর বিশেষ, বকাসুর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই অসুর নিহত হয়। লিখিত আছে—

একদা গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধেনু চরাইতে বনে গমন করেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকে জলপান করাইবার জন্য একটী জলাশয়ে উপস্থিত হন। সেই সময় বকরূপধারী অসুর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, বলরাম প্রভৃতি ইহা দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। এই বকের তুণ্ড অতিশয় প্রখর। ভগবান্ কৃষ্ণ বকের বদন মধ্যস্থ হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বক তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে

উদ্গার করিয়া ফেলিল। পরে বক তুণ্ডাঘাত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবধের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া দুই বাহুতে তাহার তুণ্ড ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন।
(ভাগবত ১০।১১ অ°)

৬ তালব্যশকার।

"সো বান্তঃ বপরো বকঃ" (বীজবর্ণাভি°) ৭ যন্ত্রবিশেষ, বকযন্ত্র। [যন্ত্রশব্দ দেখ।]

বকচিঞ্চিকা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ। পর্য্যায়—বকাটী। (হারাবলী)

বকজিৎ (পুং) বকং জিতবান্ ইতি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রিকা°)

বকধূনা (পুং) বকইব শুভ্রবর্ণ-ধূপঃ। বৃকধূপ। (অমরটীকা)

বকনা (দেশজ) স্ত্রীগোবৎস।

বকনিসূদন (পুং) নিসূদয়তি হন্তীতি সূদি-ল্যু বকস্য নিসূদনো ঘাতকঃ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

বকপঞ্চক (ক্লী) বকোপলক্ষিতাঃ পঞ্চতিথয়ো যত্র কপ্, বকোঽপি তত্র নাশ্নীয়াদিতি বচনাদেব তথাত্বং। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বকপঞ্চক, অর্থাৎ এই পাঁচটী তিথিকে বকপঞ্চক কহে। এই পাঁচদিন কাহারও মৎস্য বা মাংস ভোজন করিতে নাই। বকগণও এই পাঁচদিন মৎস্য ভক্ষণ করে না, এইজন্য ইহার নাম বকপঞ্চক হইয়াছে। অতএব এই পাঁচদিন মৎস্য মাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে কার্ত্তিক মাসেই মৎস্যমাংসভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মৎস্যাদি ভোজন করেন; তাহারা কিন্তু এই পাঁচদিন মৎস্যাদি ভোজন করিবেন না।

"একাদশীং সমারভ্য যাবৎ পঞ্চদশীভবেৎ।
বকোঽপি তত্র নাশ্নীয়াৎ মীনং মাংসঞ্চ কিং নরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বকপুষ্প (পুং) বকইব বক্রং পুষ্পং যস্য। বকবৃক্ষ। (শব্দর°) (ক্লী) বকস্য পুষ্পং। অগস্তিকুসুম, বকফুল।

বকম (আরবী) ১ রক্তবর্ণ কাষ্ঠ। (Cæsalpinia Sappan) ২ পায়রার শব্দ।

বকলম্ (পারসী) একজনের পরিবর্ত্তে অন্যে যে নাম সহি করে, তাহাকে বকলম কহে।

বকবৃত্তি (পুং) বকস্যেব স্বার্থসাধিকা বৃত্তির্যস্য। বকতুল্য বর্ত্তনবিশিষ্ট কপটাচারী। ইহার লক্ষণ—

"অর্ব্বাগদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যা বিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ॥" (বিষ্ণুপু° টীকা স্বামী)

যাহারা অর্ব্বাক্‌দৃষ্টি, নৈষ্কৃতিক, স্বার্থসাধনবিষয়ে তৎপর, শঠ এবং কপটবিনীত হয়, তাহাদিগকে বকবৃত্তি কহে।

বকবৈরিন্ (পুং) বকস্য বৈরী ঘাতকত্বাৎ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (জটাধর)

বকয়া, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী নদী। (ব্র° খ° ৪৭।৯৫)

বকব্রতিন্ (পুং) বকব্রতমস্যাস্তীতি ইনি। মিথ্যাবিনীত, বকবৃত্তি।

বকা (দেশজ) ১ কুপথগামী। দুশ্চরিত্র। ২ তিরস্কার। ৩ অধিক কথা বলা।

বকাটী (স্ত্রী) ১ বকচিঞ্চিকা মৎস্য। (হারা°) (দেশজ) ২ তন্তুবায়দিগের বস্ত্রবয়নের দণ্ডবিশেষ।

বকারি (পুং) বকস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ ভীমসেন।

বকুর (ত্রি) ভাস্বরঃ বা ভয়ঙ্করঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ ১ ভাস্বর। ২ ভয়ঙ্কর। (ঋক্ ১।১১৭।২১)

বকুল (পুং) বঙ্কতে ইতি বকি কৌটিল্যে (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) উরচ্, প্রত্যয়রেফস্য লত্বং বর্ণলোপশ্চ। স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ। (Mimusops Elengi) পর্য্যায়—কেসর, কেশর, বকুল, সিংহকেসর, বকুল, বরলব্ধ, সীধুগন্ধ, মুকুল, মুকুল, স্ত্রীমুখমধু, দোহল, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমরানন্দ, স্থিরকুসুম, শারদিক, করক, সীসংজ্ঞ, বিশারদ, গূঢ়পুষ্পক, ধন্বী, মদন, মদ্যামোদ, চিরপুষ্প। ইহার গুণ—শীতল, হৃদ্য, বিষদোষনাশক, মধুর, কষায়, মদাঢ্য ও হর্ষদায়ক। ইহার পুষ্পগুণ—রুচিকর, ক্ষীরাঢ্য, সুরভি, শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, কষায় ও মলসংগ্রহকারক। (রাজনি°) ইহার ফলগুণ—মধুর, গ্রাহক এবং দন্তস্থৈর্য্যকর। (ভাবপ্র°)

ইহার পুষ্পের সুমিষ্ট আঘ্রাণজন্য ইহা সমধিক বিখ্যাত। অনেকে সুবাস লইবার জন্য বকুলফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। এই বৃহদাকার বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। দাক্ষিণাত্য ও মলয় প্রায়োদ্বীপে ইহার বন দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে ইহার বিভিন্ন নাম আছে। হিন্দী—মুলসারী, মৌল্সের, বকুল, মুলসম্রি, মৌলসরৌ; বাঙ্গালা—বকুল, বউল, বোহল; উড়িয়া—বৌলো, বৌল; উঃ পঃ প্রদেশ—মৌলসারী; পঞ্জাব—মৌলসিরী, মৌলসরী; মধ্যপ্রদেশ—মোলসরী, ভোলনরী; বোম্বাই—বোরসলি; মরাঠী—ওবল্লী, বোব্লি, ববোলি, বকুলা; গুজরাতী—বোলসন্নি, বোরসলি; মেবার—বর্সোলি; তামিল—মোগড়ম্, মগিল সরস্; তেলগু—পোগড়, পোগড়মন্নু; কণাড়ী—বোকল-বোক্ল্, মুগলি; কল্প, পোগড; মলয়—ইলেঞ্জী; ব্রহ্ম—খয়, খ-র-ওঅ; সিঙ্গাপুর—মুলেমল।

কোন কোন স্থানে আসনায় সহিত বকুলছাল মিশাইয়া চামড়া পরিষ্কার করা যায়। বকুলছালে শতকরা ৪ ভাগ টেনিক এসিড্ থাকে; ইহার কাথ ঘোলা ও ঈষৎ লাল বর্ণের

হয়। ইহার রসে অল্প পরিমাণে লাল বর্ণ থাকায়, তাহাতে রেশম ও কার্পাসবস্ত্রাদির রং হইয়া থাকে। বৃক্ষত্বক্ ছেদন করিলে যে নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহাও নানা উপকারে আইসে। পুষ্পে তৈল আছে, তাহা সহজে উবিয়া যায়, এইজন্য ঐ পুষ্প চোঁয়াইয়া গোলাপের ন্যায় সুগন্ধ জল বাহির করা যায়। বকুলবীজের তৈল রন্ধনকার্য্যে, আলোক জ্বালাইতে, ঔষধাদিতে মিশাইতে ও চিত্রকরের রঙ্গ তরল করিতে ব্যবহৃত হয়।

চক্রদত্ত লিখিয়াছেন—কাচাফলের গুণ ধারক। দাঁতের গোড়া আলগা হইলে ইহার প্রয়োগে দন্তমূল দৃঢ় ও চর্ব্বণশক্তি-বৃদ্ধি হয়। দন্তমাড়ীক্ষতে অথবা দন্তমূলে কোন ঘা হইলে ছালের ক্বাথ লইয়া কুলকুচা করিলে রোগের উপশম হয়। মূত্রনালী বা মূত্রস্থলীতে আম জন্মিলে এই ক্বাথ-সেবনে উপকার দর্শে। ইহা একটী অমূল্য ঔষধরূপে গণ্য। কোঙ্কণপ্রদেশে ক্ষতধৌতকরণে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। গোরুর 'আওয়া' রোগে শুষ্ক ফুল চূর্ণের নাস লইলে আরোগ্য হয়। আওয়া হইলে অধিকজ্বর এবং মস্তক, ঘাড়, স্কন্ধ ও সর্ব্বশরীরে বেদনা হয়। নাসগ্রহণে নাসাদেশ হইতে শ্লেষ্মা-স্রাবের পর বেদনা কমিয়া যায়। পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলোকের পুত্রোৎপাদিকা শক্তি জন্মাইতে ইহার ছাল সেবন করান হইয়া থাকে। কাণাড়া প্রদেশে বকুলপুষ্পের পরিস্রুত জল উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন ঘী ও বীজের শাস গুড়া উত্তমরূপে মাখিয়া, সেই বড়ী অল্পবয়স্ক বালক বালিকার গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইলে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণ হয় এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে কঠিন মল নিঃসৃত হইয়া যায়। বহুকাল-স্থায়ী আমাশয়ে পক্ব ফলভক্ষণে উপকার দর্শে। বাটিয়া কপালে লেপন করিলে মাথাধরা রোগের শান্তি হয়।

গ্রীষ্ম ঋতুতেই ইহার ফুল ফুটে। তখন নিকটবর্ত্তী চারিদিক্ সৌরভে আমোদিত হয়; কিন্তু ফুলগুলি অধিক সময় গাছে থাকে না। বৃষ্টির ন্যায় একটীর পর একটী করিয়া অনবরত ঝরিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের বৃন্তভাগে ফলোদ্গম হইয়া থাকে। ঐগুলি পাকিলে ঘোর হরিদ্রাবর্ণের দেখায়। পক্বফল খাইতে উত্তম। বকুলফুলের মালা দেব-পূজায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণে ইহার মালা আদরের সহিত গলায় পরে। এই পুষ্প হইতে একপ্রকার আতর প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠে জানালা দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বামনপুরাণের ৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, একদিন মদন মহেশকে সমীপভাগে বিচরণ করিতে দেখিয়া আপনার সম্মোহন ফুলধনু মোচন করিতে উদ্যত হইলেন, এই সময়ে শিব তাহাকে ক্রোধারক্ত নেত্রে নিরীক্ষণ করেন। মদন মহেশের নয়নানলে আপাদমস্তক দগ্ধীভূত হইতেছে দেখিয়া হস্তস্থিত ফুলধনু নিক্ষেপ করেন, ঐ ধনু পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া চম্পক, বকুল, পাটলা, জাতি ও মল্লিকা এই পাঁচটী ফুল উৎপন্ন হয়। ২ শিব।

"বণিকো বর্দ্ধকী বৃক্ষো বকুলশ্চন্দনশ্ছদঃ।(ভারত ১৩।১৭।১০৯)

বকুলা (স্ত্রী) বকল-টাপ্। কটুকা। (রাজনি°)

বকুলী (স্ত্রী) বকুল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কাকোলী। (শব্দচ°)

বকূল (পুং) বকুল পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। বকুলবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

বকেয়া (আরবী) বাকী, পূর্ব্ব হইতে যাহা বাকী থাকে। ২ সাবেক। ৩ বদমায়েস, অতিদুষ্ট।

বকেরুকা (স্ত্রী) বকানাং বকসমূহানাং ঈরকং গতির্যত্র। ১ বলাকা। ২ বাতাবর্জ্জিত শাখা। (মেদিনী)

বকোট (পুং) বক। (ত্রিকা°)

বক্ত (আরবী) সময়, অদৃষ্ট।

বক্‌বক্ (দেশজ) অধিক কথা বলা।

বক্‌বকম্ (দেশজ) পায়রার ডাক।

বকরূইদ, মুসলমানগণের আচরিত উৎসববিশেষ। জিল্‌হজ্জ বা বকরইদ-নামক দ্বাদশ মাসের ৯ম দিবসে এই উৎসব উপলক্ষে একটী মহাভোজ হইয়া থাকে। ঐ তারিখে দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে পোলাও, হালুয়া ও চপাটিচা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া প্রথমে অর্ফা অর্থাৎ সাধু দরিদ্রদিগকে ভোজন করান হয়। অতঃপর সুবে-বরাতের ন্যায় মহম্মদ ও অন্যান্য পিতৃপুরুষগণের প্রীত্যর্থে ভোজ্যাদি উৎসর্গ ও ফতিহা পাঠ হয়। ঐ দিবসে কেহ কেহ উপবাসী (নহর) থাকে। পরদিন ১০ই, প্রাতঃকালে তাহারা ইদ্‌গা অভিমুখে ভজনার্থ গমন করে। ঐ সময় তাহারা তকবীর পাঠ করিতে করিতে যায়[১]। ধনী ব্যক্তির বা গৃহস্থের প্রত্যহ ভজনান্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে একটী করিয়া ছাগবলি (কুর্ব্বাণী) দেওয়া উচিত[২] অথবা অসমর্থপক্ষে গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ বালক সাতজনে একত্র একটী গো বা উষ্ট্র বলি দিতে পারে। কোরাণে লিখিত আছে, যাহারা ভগবান্‌কে পশু-

(১) রাজা, রাজপুত্র, নবাব প্রভৃতি সকল ধনী ব্যক্তিই মহাসমারোহে তকবীর পাঠ করিতে গমন্ করে। ইদ-ই রোমজান বা ইদ উল-ফত্তের উৎসবেও এইরূপ তকবীর পাঠবিধি আছে।

(২) ইব্রাহিম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিজ পুত্র ইসমাইলকে বলি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু আর্চেঞ্জল গ্রেবিল ঐ পুত্রকে বদাইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে ছাগবলি দেন। মুসলমানগণ ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া এই মহাভোজের আয়োজন করিয়া থাকেন।

বলি দিয়া তুষ্ট করেন, ভগবান্ সেই পশু পাইয়া তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে 'পুল-সিরাৎ' পার করিয়া দেন[১]।

৯ই তারিখ হইতে প্রত্যেক ফজর নমাজে ও ৯ই তারিখের উসর নমাজ পর্য্যন্ত তাঁহারা একবার করিয়া তক্বী-ই-তুষ্রীক আবৃত্তি করিয়া থাকেন। নমাজের পর তাঁহারা কাবাব ও রোটী প্রস্তুত করেন। পবিত্র ইব্রাহিম ও ইস্মাইলের নামে গৃহস্থ প্রত্যেকের জন্য ফতিহা পাঠপূর্ব্বক এবং লোক-সাধারণকে কিছু খাইতে দিয়া আপনারা আহার করিতে বসেন। অপর কেহ কেহ খুৎবা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকে। অতঃপর ফহিতা পাঠান্তে শিখ-রোটী খায়। ঐদিন অনেকে সুমিষ্ট ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া সকলকে দেয়। অবস্থানুসারে কেহ কেহ প্রত্যেক আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবকে মর্য্যাদানুসারে এক, দুই বা ততোধিক হতাবশিষ্ট ছাগ পাঠাইয়া দেন। আবার কেহ কেহ অসমর্থতা-নিবন্ধন ঐ হতজীবের অগ্র বা পশ্চাদ্পদ অথবা অল্প একটুও পাঠাইয়া থাকেন। হতজীব তিনভাগে বিভক্ত হয়। ১ম ভাগ অধিকারীর, ২য় ভাগ নিঃস্ব ও দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দিবার জন্য এবং অবশিষ্ট ৩য় ভাগ কুটুম্বদিগের জন্য রাখিতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে ইদিয়া দেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ইদিনা উপহার পাইয়া থাকে।

মুসলমানদিগের ইদ্-উল্ ফতের ও ইদ্-উল্-জোহা নামক ইদউৎসবই প্রধান। এই সময় জ্ঞানী ও মূর্খ সকলেই ইদ্গায় আসিয়া যোগ দেন। মুবেবরাৎ, আখরিচর, সুখা প্রভৃতি নামান্তর মাত্র।

বক্রোর, বুদ্ধগয়ার পূর্ব্বাংশে কল্গুনদীর অপর পারে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। এখানকার কাটনী নামক স্তূপের ব্যাস ১৫০ ফিট্, উহার ইষ্টকগুলির পরিমাণ ১৫॥ × ১০। × ৩৷৹ ইঞ্চ। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ভগ্ন স্তম্ভ ও বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত ছাপ পাওয়া গিয়াছে। হিউএন্সিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখানে মার্ত্তণ্ড পুকুর বা সূর্য্যকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী আছে। কেহ কেহ এই পুষ্করিণীকে বা নিকটবর্ত্তী অপর একটী পুষ্করিণীকে বুদ্ধকুণ্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর সূর্য্যকুণ্ডতীরে একটী মেলা হয়, ঐ সময় বহু তীর্থযাত্রী আসিয়া স্নানদান করিয়া থাকে। ইহার প্রাচীন নাম অজয়পুর।

মহাভারতে এই স্থান বেত্রকীয়গৃহ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদ, মহাবীর ভীম এখানে বক রাক্ষসকে নিধন করিয়াছিলেন।

বক্সা, জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। আলিপুর ইহার সদর।

২ উক্ত জেলার ইংরাজ সেনানিবাস। ভূটান পর্ব্বতমালার নিম্নতম অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। অক্ষা° ২৬° ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৩৬´ পূঃ। কোচবিহার নগর হইতে ইহার ব্যবধান ১৬ ক্রোশ। গমনাগমনের সুবিধার জন্য একটী রাস্তাও আছে। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের ভূটান-যুদ্ধের সময় এখানে সেনার ছাউনি করা হয়। দুয়ার প্রদেশ অধিকারের পর পর্ব্বতের অধিত্যকা-ভূমে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বক্সার, বাঙ্গালার অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৫৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও সদর, গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৪´ ২৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ০´ ৪৫´´ পূঃ। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। চিনি, তুলা, কার্পাসবস্ত্র ও লবণ এখানকার প্রধান ব্যবসা। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মুর্সিদাবাদের শেষ নবাব মীর কাসিম সর্ হেক্টর মনরো কর্তৃক এখানে পরাজিত হন। এই স্থান সাধারণের নিকট পবিত্র ও বেদগর্ভ নামে পরিচিত। এখানে গৌরীশঙ্করের মন্দির ও বঘসর নামে একটী পুষ্করিণী আছে, কেহ কেহ উহাকে 'ব্যাঘ্রসর' বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ উহা হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে রামেশ্বর, বিশ্বামিত্রাশ্রম ও পরশুরাম প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আছে। প্রবাদ, বেদমন্ত্রদ্রষ্টা অনেক ঋষি এই স্থানে বাস করিতেন।

বক্সার খাল, শোণনদী ও গঙ্গা নদীর সংযোজক একটী খাল। বক্সারের নিকট মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। চাস ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এই খাল গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কাটা হয়। ইহা লম্বে প্রায় ৪৫ মাইল।

বক্সার, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। রাজা অভয়চাঁদ কর্ত্তৃক এই স্থান অধিকারের পর এখানে বাইজাতির বাস স্থাপিত হয়। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণ এইখানে বকাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'বকসর' হইয়াছে। বকসরঘাটে নাগেশ্বরনাথ নামে একটী শিবমন্দির আছে। এখানে প্রতিবৎসর কএকবার মেলা হয়, তন্মধ্যে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় গঙ্গাতীরে চণ্ডিকা দেবীর মন্দির সমক্ষে যে একটী মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার

(১) মুসলমানদিগের বিশ্বাস, স্বর্গে যাইতে হইলে পুল-সিরাৎ পার হইতে হয়। সুখময় স্বর্গ ও নরকময় মর্ত্ত্যের ব্যবধানে অনন্ত অগ্নি রহিয়াছে। ঐ জন্তগণ মানবকে অগ্নির মধ্য দিয়া স্বর্গে লইয়া যায়।

এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা ও মাঘী অমাবস্যার মেলাই প্রধান। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কাণপুরের হত্যাকাণ্ডকালে এই স্থান ইংরাজের দৃষ্টিতে পড়ে। মেজর ডিঃ লা ফোসে প্রভৃতি কএকজন পলাতক ইংরাজসেনানী এখানে আসিয়া রাজা দিগ্বিজয়সিংহের অনুগ্রহ লাভ করেন।

বক্সিখাল, হুগলি জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের একটী শাখা। দামোদরের ও রূপনারায়ণ নদের মধ্যভাগে প্রবাহিত।

বক্সী (পারসী) ১ সেনাপতি। ২ নাজিরের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। ৩ সমরসচিব। ৪ যিনি কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দেন।

বক্সীখানা (পারসী) বক্সীর কর্ম্মস্থান।

বক্সীস্‌ (পারসী) পারিতোষিক, পুরস্কার, ভৃত্যাদির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বখিল্‌ (আরবী) ১ কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, যাহাদের ব্যয় করিতে অতিশয় কষ্ট হয়। ২ অর্থলোভী, ধনলিপ্সু।

বখিলী (আরবী) বখিলের কার্য্য।

বখেয়া (পারসী) ১ এক প্রকার সেলাই, এই সেলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থায়িরূপে যে কিছু সেলাই করিতে হয়, তাহাতেই বখেয়া সেলাই দিতে হয়। ২ সাবেক।

বখৎগড়, মধ্যভারতের ভীলএজেন্সীর অন্তর্গত একটী 'ঠাকুরাত'-সম্পত্তি। বর্ত্তমান ঠাকুররাজ প্রতাপসিংহ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ধারদরবারের সম্মতিক্রমে বিধবারাণী কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক হইয়া পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ধাররাজাদিগকে বাৎসরিক প্রায় ১৬ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন।

বখ্‌তারি, আরবদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ কবি। খলিফা আলী মুস্তাইন্‌ বিল্লহের রাজসভায় ইনি বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বিন্‌ বখ্‌তরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোগদাদনগরে ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, ২০৮ হিজিরায় তাঁহার জন্ম, অপরের মতে ঐ সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বখ্‌তাবর খাঁ, সম্রাট্‌ আলমগীরের অধীনস্থ একজন আমীর। ইনি নাজির বখ্‌তিয়ার খাঁ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বখ্‌তাবর নগরের সরাই তৎকর্ত্তৃক ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইনি উক্ত সম্রাটের ১০ বর্ষ রাজত্ব লইয়া মিরাৎ-ই-আলম্‌ নামে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। আগ্রা নগরের সন্নিকটস্থ ফরিদাবাদে তিনি শেষ জীবন বিদ্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি, জনৈক মুসলমানসেনানী। ইনি বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনকে পরাজয়পূর্ব্বক বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ; কিন্তু ঐ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। যে ব্যক্তি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তাঁহার নাম মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার, তিনি বখ্‌তিয়ার খিলিজির পুত্র।

[বিশেষ বিবরণ বঙ্গ ও মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বখ্‌তিয়ারপুর, পাটনাজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ২৫°২১´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৩৪´ পূঃ। জরাসন্ধ-রাজধানী রাজগৃহ যাইতে হইলে এই বখ্‌তিয়ারপুর দিয়া গমন করিতে হয়।

বখ্‌রা, বিহার-রাজ্যের অন্তর্গত বেসাড় গ্রামের ১ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এই স্থান প্রাচীন বৈশালী রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে যে সিংহস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা অশোকপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং উহা দর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী মর্কটহ্রদ ও কূটাগার প্রভৃতি ভগ্নাবশেষের নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সিংহস্তম্ভের অনতিদূরে একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। স্থানীয় জমিদার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসরাশি খননকালে ঐ ধ্যানীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধস্তূপের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ মূর্ত্তি রামচন্দ্ররূপে পূজা করিতেছেন। নিকটবর্ত্তী আরও একটী ধ্বস্ত স্তূপকে লোকে রাজা বিশালকা-মূর্চ্ছা (দুর্গ) বা ভীমসেনের পলিয়া বলিয়া থাকে। ২ ভাগ, অংশ।

বগ্‌দাদ, তুরস্কের রাজধানী বোগদাদ নগর। [তুরস্ক দেখ।]

বগদারু (ক্লী) দেশভেদ।

বগচাহ (ক্লী) স্থানভেদ।

বগল্‌ (পারসী) বাহুমূল, কক্ষ।

বগল্‌বাজান (দেশজ) ১ অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া। ২ জয়ী হওয়া, কোন বিষয়ে জয়লাভ হইলে বাহুমূলে হস্ত দিয়া শব্দ করার নাম বগল-বাজান।

বগী (দেশজ) ১ থালাভেদ, বগীথালা। ২ যানভেদ, বগীগাড়ী।

বগুড়া, বাঙ্গালার রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৪৯৮ বর্গ মাইল। এখানে তিস্তা (অত্রাই), ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, নাগর, করতোয়া-(ফুলঝর), বঙ্গালি ও মানস নদী প্রবাহিত। করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া নগর অবস্থিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মহাবন্যার পূর্ব্বে এই নদী তিস্তার জল ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইত, তখন এই নদীবক্ষে বড় বড় বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিত এবং তজ্জন্যই প্রাচীনকালে এই নদীর বিশেষ গৌরব ছিল। বন্যার পর ইহার গতি ফিরিয়া যায়, এখনও সেই পুরাতন খাত দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে আর স্রোত নাই। এখন করতোয়াবক্ষে নৌকা লইয়া গমনাগমন কঠিন

হইয়া পড়িয়াছে। জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগ জলায় পূর্ণ। জলাগুলি মজিয়া উঠিলেও জলের সময় তাহাতে ধান্যের চাষ উত্তম হয়। বন্যার সময় জল যত বাড়ে, ধান্যের গাছও তত বাড়িয়া উঠে। কখন কখন ২৩ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, দুই বা তিন সপ্তাহকাল জলে ডুবিয়া থাকিলেও ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। পাঁচবিবি ও শেরপুরের নিকট অল্পমাত্র বন্য-ভূমি দৃষ্ট হয়, অপর বন্যবিভাগে আবাদ করা হইয়াছে।

রাজশাহী, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের কতকগুলি থানা লইয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই জেলার সৃষ্টি হয়। তৎকালে এখানে বিস্তৃত নীল ও রেশমের চাষ হইত এবং দুর্দ্দান্ত দস্যুদিগকে শাসিত করিবার জন্য ইংরাজরাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দূরবর্ত্তী জেলা হইতে বিচারের সুবিধা হয় না দেখিয়া এখানে একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ঐ ব্যক্তিই রাজস্বাদি সংগ্রহ করিতেন। ক্রমে বগুড়া জেলার উন্নতি দেখিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার নিযুক্ত হন।

এই জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় ও শেরপুর নগর ঐতিহাসিক তত্বে পূর্ণ। মহাস্থানগড় এখন স্তূপমাত্রে পরিণত, উহার একপার্শ্ব দিয়া করতোয়া প্রবাহিত। এক সময়ে এখানে হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখনও সেই স্থানবাসীর মুখে ঐ রাজবংশের অনেক কথা শুনা যায়। শাহ সুলতান চাকিরের জন্য এই স্থান মুসলমানদিগের একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে শেরপুর নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। মোগল ইতিবৃত্তে এবং ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ-শাসনকর্ত্তা ব্রুকের (Von den Broucke) মানচিত্রে এই নগর বাণিজ্যস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঢাকায় মুসলমান নবাবগণের প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে এই নগর মুসলমান-অধিকারস্থ সীমান্ত দেশে অবস্থিত এবং ভিন্নরাজের সহিত বাণিজ্যের জন্য সর্ব্বাধিক বিখ্যাত ছিল। এখানে নীলের চাষের অবনতি হইয়াছে। রেশমের চাষ ও বস্ত্রাদি বয়নকার্য্য আজিও চলিয়াছে। শেরপুর ও নন্দাপাড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুইটী রেশমের কুঠী ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ঐ কুঠী উঠিয়া যায়।

চাল, পাট, সরিষা, চিনি, চামড়া, তামাকু ও গাঁজা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। যমুনাতীরবর্ত্তী হিল্লী, দমদমা, জামালগঞ্জ, বালুভরা, নৌগাঁও ও দুবলহাটী, করতোয়া তীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জ, ফকিরগঞ্জ, গুমাণিগঞ্জ, শিবগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ ও শেরপুর এবং নাগরকূলে ধূপচাঁচিয়া হাটই এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগের সদর। করতোয়ার পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪°৫০´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°২৫´৫০´´ পূঃ। এখানে কোন সুরম্য অট্টালিকা নাই। কালীতলা ও মালথী নগরের হাট এখানকার প্রধান স্থান।

বগুলা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ই, বি এস রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন ও বাণিজ্যে সুবিধা হইয়াছে। ইহার অদূরে চূর্ণী নামক নদী প্রবাহিত।

বগ্‌ড়ী, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী বিভাগ। হিন্দুরাজগণের সময়ে গঙ্গার ব দ্বীপাংশ এই নামে পরিচিত ছিল। [বাগ্‌ড়ী দেখ।]

২ মেদিনীপুরের উত্তর এবং হুগলী ও বাঁকুড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান। বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এস্থানে নির্ম্মিত বস্ত্রাদি বগ্‌ড়ির কাপড় নামে প্রসিদ্ধ।

বঙ্কনের, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। মাননদীতীরে অবস্থিত।

বঙ্কাপুর, বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৪৩ বর্গমাইল। ২ উক্ত জেলার একটী নগর।

বঙ্গস, একটী মুসলমান-বংশ। স্বভাবতঃই নিরীহ। ফরুখাবাদের নবাববংশ এই বঙ্গসবংশীয় মুসলমান।

বচসা (দেশজ) ঝগড়া।

বছ্রাওন, উঃ পঃ প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ৫৫´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৬´ ৫৫´´ পূঃ।

বছ্রাবান, রায়বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৯৪ বর্গমাইল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান সেনানী সৈয়দ সালর মসাউদ ও বাই রাজাদিগের হস্তে যথাক্রমে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেও এই স্থান ভর জাতির অধিকারে ছিল। ঐ বৎসরেই জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম এই স্থান অধিকার করেন। ইব্রাহিম নিজ কর্ম্মচারী কাজি সুলতানকে এই সম্পত্তি দান করেন। অতঃপর কুর্ম্মি ও বাইগণ পুনরায় তদ্বংশধরগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়। গিরিধারীগঞ্জ, কুন্দনগঞ্জ ও হুসনগঞ্জ এখানকার প্রধান-বাণিজ্য স্থান। ২ উক্ত জেলার দিগ্বিজয়গঞ্জ তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। এখানে ৫টী প্রধান শিবমন্দির আছে।

বজ্র (পুং) ওষধি বিশেষ। (অথ° ৮।৬।৩)

বজরা (দেশজ) ১ শস্য বিশেষ। ২ বিহারের জন্য সুসজ্জিত নৌকা।

বজা (পারসী) যথার্থ, সত্য।

বজাজ (আরবী) ২ বস্ত্র বিক্রেতা। ২ মুদী, দোকানদার।

বজ্জাত (পারসী) ১ জারজ, বেজন্মা। ২ দুষ্ট, মন্দপ্রকৃতিক।

বজ্জাতী (পারসী) বজ্জাতের কার্য্য। নীচ জন্মত্ব। নীচত্ব।

বজ্‌রা, (বজরাও) নৌকাবিশেষ। জলপথে গমনের সুবিধা ও স্বচ্ছন্দের জন্য এই নৌকার সৃষ্টি। ইহার মধ্যে জানালাযুক্ত একটী শয়নকক্ষ, রন্ধন ও স্নানাগার প্রভৃতি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে। পূর্ব্বে কিন্তু এই নৌকা দ্রুতগমনের উপযোগী ছিল। মীর জুমলা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসাম-জয়কালে ৪ খানি বজ্‌রায় সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। বজ্রের ন্যায় দ্রুতগতিতে আসিত বলিয়া বজ্জর বা বজ্রশব্দ হইতে ইহার নাম হইয়াছে। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম বজ্‌রার উল্লেখ পাই।

বজ্‌বজ্‌, ২৪ পরগণার অন্তর্গত হুগলীনদীর তীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৪৪´ পূঃ। এখানে একটী মুসলমানদুর্গ ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। এখানে কেরোসিন তৈলের ডিপো আছে।

বজ্‌রণগড়, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী সুবাহং। সুবাদারই এখানকার সর্দ্দার। ইনি গোয়ালিয়ার-রাজের অধীন।

১ উক্ত সুবার রাজধানী। অক্ষা° ২৪°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৮´ পূঃ। এখানে কার্ত্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয়।

বজ্‌মী, কর্থবাসী জনৈক মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম আব্‌দুল্ সকুর। কিছুকাল সিরাজনগরে থাকিয়া তিনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে গুজরাত রাজ্যে আগমন করেন এবং ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতী নামে পারস্যভাষায় পদ্মাবতীর উপাখ্যান রচনা করেন। সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীনগরে জীবিত ছিলেন।

বটকরা (দেশজ) বিদ্রূপ।

বটয়া (দেশজ) ১ ছোট থলী। ২ পক্ষিবিশেষ, ভারুইপক্ষী।

বটিয়া (দেশজ) নৌকার দাঁড়, বহিত্র।

বটে (দেশজ) যথার্থ।

বটের (দেশজ) স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। (Perdix olivacea)।

বটেশ্বর, উঃ পঃ প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। যমুনানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫৫´ ৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৫´ ৭´´ পূঃ। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে মহামেলা হয়, ঐ সময় ১॥ লক্ষেরও অধিক লোক আসিয়া থাকে। বটেশ্বরক্ষেত্রে ঐ দিন গঙ্গাস্নান মহাপুণ্যজনক। এতদ্ভিন্ন প্রায় ৭ হাজার অশ্ব, ৩ হাজার উষ্ট্র ও ১০হাজার গবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। মেলার তিনদিন পূর্ব্বে ও পরে এখানে হাটবাজার বসে।

বট্‌কারিয়া (দেশজ) বিদ্রূপকারী।

বঠ, ১ বৃদ্ধি। ২ সামর্থ্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ বঠতি।

বঠর (দেশজ) নির্ব্বোধ।

বড়আখরা, বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায় বিশেষের আখড়ার নাম।

বড়কঙ্গী (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Sida graveolens.)

বড়কড়েলা (দেশজ) স্বনামখ্যাত লতা ও ফলবিশেষ। (Momordica muricata.)

বড়করবীর (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, করবীফুল।

বড় কলাগাছিয়া, ২৪ পরগণার সুন্দরবনের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী।

বড়কালুড় (দেশজ) গুল্মভেদ।

বড়খোটিয়া, ক্ষুদ্রজাতীয় হরিণ। ইহাদের গাত্রে সাধারণতঃ লাল ও সাদা গুল দেখা যায়। [হরিণ দেখ।]

বড়গঞ্জ, চাটগাঁর ডেক্‌নাফ পর্ব্বতমালার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পাহাড়।

বড়গল, মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ইহারা রামাৎ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ন্যূনাধিক ছয়শতবর্ষ পূর্ব্বে কাঞ্চীপুর-নিবাসী তেসিকরনামা জনৈক বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তিনি প্রচার করেন যে, দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণকুলের আচার ব্যবহার-সংশোধনার্থ এবং দক্ষিণাপথে আর্য্যাবর্ত্তের সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমি জগদীশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।

ইহারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর উপাসক। বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণুশক্তিরও অস্তিত্ব এবং প্রভাবশালিত্ব ইহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। তিলকধারণ ইহাদের ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ[১]। ইহারা রামানন্দীদের মত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে বিন্দু না দিয়া রক্তবর্ণ শ্রী ধারণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় ভ্রূর নিম্ন দেশে নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে সিংহাসন অঙ্কিত করেন না। এই তিলকধারণ লইয়া ইহাদের সহিত তথাকার তিঙ্গলগণের মহাবিবাদ হইয়া গিয়াছে। কাঞ্চীপুরে উভয়দলে এই বিবাদ লইয়া আদালতে মকদ্দমা পর্য্যন্ত গড়ায়। এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা সকলেই বিদ্বান্। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন ইহাদের প্রধান কার্য্য।

---

(১) বৈষ্ণবধর্ম্মে তিলকের মহিমা কিছু অধিক। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলকসেবা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—নিত্যানন্দ প্রভু-পরিবারে বেণুপত্রাকৃতি, অদ্বৈতপরিবারে বটপত্রাকৃতি, আচার্য্যপ্রভুর পরিবারে তিলপুষ্পাকৃতি এবং গৌরীদাস পণ্ডিতের যবফলিকাকৃতি তিলকই প্রচলিত। এই তিলক নাসিকাপৃষ্ঠে কাটা হয়, এতদ্ভিন্ন ললাটদেশেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়। এস্থলে পরিবার অর্থে শিষ্য-পরম্পরাকেই বুঝিতে হইবে।

বড়গাঁও, প্রাচীন রাজগৃহের উত্তরে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের ভগ্নস্তূপ নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান হয় যে এই খানে একসময়ে কোন বিস্তীর্ণ রাজ্য অবস্থিত ছিল[১]।

ফা-হিয়ান্ লিখিয়াছেন, যে নলোগ্রাম (নালন্দা) গিরি এক পর্ব্বত হইতে ১ যোজন এবং নূতন রাজগৃহ হইতে প্রায় ঐরূপ দূর হইবে। হিউএনসিয়াংএর বর্ণনায় আমরা জানিতে পারি যে, রাজগৃহের ৫ মাইল উত্তরে এবং বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিদ্রুম হইতে ৭ যোজন দূরে অবস্থিত[২]।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএনসিয়াংএর বর্ণনার অনুসরণ করিলে এই স্থানকেই প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র নালন্দা বলিয়া মনে হয়। নালন্দা একসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং এখানে বহু সঙ্ঘারাম বিহার, স্তূপ ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

[নালন্দা দেখ।]

বড়গ্রামে যে উচ্চ ও দূরবিস্তৃত ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে, ডাঃ কনিংহাম্ তৎসমুদায়ের সহিত হিউএনসিয়াং-বর্ণিত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির সামঞ্জস্য রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন[৩]। ঐ সকল স্তূপ হইতে অনেক পাথর ও বুদ্ধমূর্ত্তি গ্রামবাসীরা লইয়া গিয়াছে। এখানকার বটুকভৈরব নামক স্থানের চত্বরে বুদ্ধদেবের সর্ব্ব বৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত। সম্ভবতঃ ঐ মূর্ত্তিই পূর্ব্বে বালাদিত্যবিহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন বড়গাঁওর মধ্যে কএকটী দেখিবার জিনিস আছে :—১ বটুকভৈরবের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভাস্করশিল্প, ২ সুবৃহৎ ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, উহারই চারিপার্শ্বে আর্য্যসারিপুত্র, আর্য্যমৌদ্গলায়ন, আর্য্য মৈত্রেয় নাথ ও আর্য্য বসুমিত্র প্রভৃতি অনুচরবর্গ। অনুচরবর্গের নাম প্রতিমূর্ত্তিতেই অঙ্কিত আছে। ঐ মূর্ত্তি বৌদ্ধভিক্ষুণী পরমোপাসিকা গঙ্গকা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। ৩ বজ্রবারাহী মন্দির, বড়গাঁওর জমিদারবাটী ও হিন্দু মন্দিরাদিতে রক্ষিত বুদ্ধমূর্ত্তি এবং গরুড়বাহী নারায়ণ বাগীশ্বরী প্রভৃতি ইতস্ততঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে একটী জৈনমন্দির স্থাপিত আছে। ঐ মন্দিরটী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তীকালে ১৫০৪ সম্বতে ঐ মন্দিরে জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে সূর্য্যকুণ্ডের তীরে বৌদ্ধমূর্ত্তির সহিত বরাহ অবতার, বিষ্ণু, শিব, পার্ব্বতী ও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে কতকগুলি সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখা যায়।

(১) ডাঃ বুকানন বিহারবাসী অনেক জৈন পুরোহিতের নিকট অবগত হন যে, এখানে রাজা শ্রেণিক ও তদ্বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কৃষ্ণপত্নী রুক্মিণীদেবীর জন্মভূমি কুণ্ডিননগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

(২) Beal's Fa-Hian, XXVIII & Julien's Hwen Thsang, I. 143.

(৩) শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত, বালাদিত্য, বজ্র ও মধ্যভারত রাজপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ, এতদ্ভিন্ন অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি ও বিহার, বালাদিত্যবিহার, তারাবোধিসত্ত্ববিহার, কপত্যদেবীমন্দির, বুদ্ধের কেশ ও নখস্তূপ, ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, ভৈরব, নানাস্তূপ ও বিহারনির্ণয়ে কনিংহাম্ সাহেব সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন।

বড়গুজর, রাজপুতানানিবাসী ক্ষত্রিয় জাতি। ইহারা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। মাচাড়ির রাজবংশ এই শাখাসম্ভূত। [মাচাড়ি দেখ।]

বড়চোট্টি, ১ পঞ্চকুট রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ২ গয়া-জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম ও পুলিসসদর। অক্ষা° ২৪° ৩০´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩´ ১০´´ পূঃ।

বড়ঠাকুর, ত্রিপুরা রাজ্যে যুবরাজের অধস্তন উপাধি। যুবরাজ রাজা হইলে বড়ঠাকুরই যুবরাজপদে বরিত হইয়া থাকেন। রাজপুত্রের অবর্ত্তমানে রাজপরিবারস্থ অপর ব্যক্তি যুবরাজ বড়ঠাকুর হইবেন। কিন্তু বড়ঠাকুর যুবরাজ হইলে রাজা নিজ পুত্রকে বড়ঠাকুর করিতে পারেন।

বড়দা, বড়োদা, (বরোদা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গুজরাত প্রদেশের অন্তর্গত একটী রাজ্য। গাইকোবাড়-রাজবংশ দ্বারা পরিচালিত। ইংরাজরাজের সামন্ত রাজ্যভুক্ত না হইলেও ইহার রাজকীয় কার্য্যাবলী ভারত-গবর্মেণ্টের সহিত স্পষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট। অক্ষা° ২১° ৫১´ হইতে ২২° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৩´ হইতে ৭৩°৫৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৮২২৬ বর্গমাইল।

বরোদা রাজ্য সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত। ১ম উত্তর বা কড়ি বিভাগ। ইহাতে পত্তন, কড়ি, বীজপুর, বিষপুর দেহগাঁও, কলোল, বদাও সিদ্ধপুর, খেরালু ও মেসানা প্রভৃতি জেলা আছে। ২য় মধ্য বা বরোদা বিভাগ,—বরোদা, চোরন্দা, জরোদ, পেৎলাদ, পত্রা, দভোই, ঝিনোই ও শঙ্খেড়া জেলা লইয়া গঠিত। ৩য় দক্ষিণ বা নবসারি বিভাগ—নবসারি, গণদেবী, পলসানা, কামরিজ, বেলাছামোহ, ব্যারো ও তোনগড় জেলা ইহার অন্তর্গত এবং ৪র্থ অমরেলী বিভাগে অমরেলি, ওখমণ্ডল, কোরিনারধারি ও দামনগর প্রভৃতি জেলা অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজরাজের অধিকৃত স্থানের মধ্যে গাইকোবাড়রাজের নিজ সম্পত্তি ও সামন্তরাজ্য আছে।

এই রাজ্যের উত্তর জেলাগুলি প্রায় সমতল। এখানে নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহী ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত।

কাঠিয়াবাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূভাগের তিনধার সমুদ্রবেষ্টিত, উত্তর ব্যতীত সমগ্র বরোদারাজ্যের মধ্যে সরস্বতী, শাবরমতী, পূর্ণা, ধুতরবাড়, শক্রঞ্জয়, মেস্ বা বাত্রক, শেঞ্জতি, ধাধর, কিম, অম্বিকা, বনাস, রূপন্, লুন, আরি, বিশ্বামিত্র, সূর্য্যা, গুড়, বর্ণা, অম্বা, কয়ড়, জম্বুয়া ও তেস্তি প্রভৃতি নদী বিদ্যমান আছে। নানাবিধ শস্য, তুলা, তামাকু, অহিফেন, ইক্ষু ও তিলাদি বীজ এখানে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চাল, গম ও বজরা এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান আহার্য্য। যান-বাহনের উপযোগী বৃহদাকার ও বলবান্ শ্বেতবর্ণের গো এখানে অনেক পাওয়া যায়।

স্বাধীন রাজার ন্যায় পূর্ব্বকাল হইতেই এখানে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত আছে। বরোদা-রাজের নামাঙ্কিত মুদ্রা বাদশাহী মুদ্রা নামে প্রসিদ্ধ। রাজস্ব আদায় ও রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনার জন্য এখানে সরসুভা, সুভা, নাএব সুভা, বহিবতিদার, মহলকার প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। বিচারকার্য্যের জন্য এখানে 'বরিষ্ঠ আদালত' (High court) নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

[বরোদারাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস গাইকোবাড় শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ উক্ত রাজ্যের একটি বিভাগ ও জেলা।

৩ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর ও রাজধানী। বিশ্বামিত্র-নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৬´ পূঃ। এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, গুজরাতের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় এবং সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ইহাকে তৃতীয় স্থান বলা যাইতে পারে। নগর হইতে সেনানিবাসে যাইবার জন্য বিশ্বামিত্র নদী ও তাহার শাখার উপর চারিটি সেতু আছে। নগরটী দুইটী সুবৃহৎ রাস্তায় চারিভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে বাজারের নিকটে মোগলগণের নির্ম্মিত একটী তিন-খিলানী চৌকা দালান আছে। উহাই এখানকার দর্শনীয় জিনিস। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে এবং ফতেসিংহের দরবার প্রভৃতি অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত নিম্ন ধরণের। গাইকোবাড়রাজ মলহর রাওর রাজত্বকালে বরোদার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়। নজরবাদ, মকরপুরা, লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি প্রাসাদ, যমুনাবাই-হাসপাতাল, রাজকীয় পুস্তকাগার ও ধর্ম্মস্থান, জেলখানা, বরোদা-কলেজ প্রভৃতি বহু সুরম্য অট্টালিকা স্থাপিত হইয়াছে।

এখানকার ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসিগণের যত্নে অসংখ্য দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গাইকোবাড় রাজগণের প্রতিষ্ঠিত বিট্‌ঠল-মন্দির, নারায়ণস্বামীর মন্দির, খণ্ডোবা, চায়জী, ভীমনাথ, সিদ্ধনাথ, কালিকা, বলাই, রামনাথ, মহাকালী, গণপতি, বলদেবজী, ও কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রধান। এখানে গাইকোবাড়-রাজগণের অতিথিশালা আছে। রাজা খণ্ডেরাও মুসলমান ভিখারীদিগকে ভিক্ষা দিতে অনুমতি দিয়া যান। এখানকার বিভাগগুলি মহারাষ্ট্র ও গাইকোবাড়-রাজগণের নামে আখ্যাত।

৪ পঞ্জাবের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর যমুনা খালের বুতানা শাখার উপর অবস্থিত।

বড়নগর, রঙ্গপুরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

বড়পেটা, কামরূপ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। ব্রহ্মপুত্রের শাখা চাউলখোয়া-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৩´ ২০´´ পূঃ। এখানে নৌকাযোগে চাল, রবর, তুলা, তিলাদি শস্য প্রভৃতি বিস্তৃত বাণিজ্য দেখা যায়।

বড়ফেণী, মেঘনা নদীর একটী শাখা।

বড়বুদর, যবদ্বীপস্থিত একটী প্রাচীনস্থান। এখানকার বুদ্ধমন্দিরের জন্য ঐস্থান সমধিক বিখ্যাত। [যবদ্বীপ দেখ।]

বড়বেল, (বড্ডেলু বৈলু) কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি, পরিমাণ ৭৫৫ বর্গমাইল। বড়বেল, কেদূরু পোরুমামিল্ল, কেদূরু, পালগুরলপল্লী, সেনকাবরম্, কাবুলকুণ্ডলা, মুন্নেল্লি, চার্লোপল্লী ও কটেরগণ্ডলা ইহার প্রধান নগর।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। কম্বম্ উপত্যকায় অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৬´ পূঃ। এই নগর বহুপ্রাচীন ও ঐতিহাসিকগণের দ্রষ্টব্য স্থান।

বড়ম্বা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২০° ২২´ ১৫´´ হইতে ২০° ৩১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৫´ হইতে ৮৫° ৩১´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৩৭ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে হিন্দোল, পূর্ব্বে তিগরিয়া, দক্ষিণে খণ্ডপাড়া ও বাঙ্কি এবং পশ্চিমে নরসিংহপুর সামন্ত-রাজ্য। কণিকা-শিখরই এখানকার গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান।

এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে। জনৈক উড়িষ্যারাজ একজন বিখ্যাত কুস্তিগীরের কৌশলে প্রীত হইয়া তাহাকে দুইখানি গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামে কন্ধ নামক অসভ্য জাতির বাস ছিল। কন্ধদিগকে তাড়াইয়া তিনি ঐ গ্রাম অধিকার করিলেন এবং পরে অনেক স্থান অধিকার করিয়া নিজরাজ্য বাড়াইয়া লন। বর্ত্তমান রাজা বিশ্বম্ভর বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। এই ব্যক্তি উক্ত কুস্তিগীর হইতে ২১শ পুরুষ অধস্তন। ইহার অধীনে ৭০৯জন শিক্ষিত সৈন্ত ও ১৮৮জন অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত আছে। তিনি নিজ ব্যয়ে একটী বিদ্যালয় ও পোষ্ট আপিস রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

নিম্নে বড়ম্বার সামন্তরাজগণের নাম ও অধিকার-কাল লিখিত হইল—

হাটকেশ্বর রাউত	...	১৩০৫	হইতে	১৩২৭	খৃঃ অব্দ।
মালকেশ্বর রাউত	...	১৩২৭	"	১৩৪৫	"
দুর্গেশ্বর রাউত	...	১৩৪৫	"	১৩৭৫	"
অখেশ্বর রাউত	...	১৩৭৫	"	১৪১৬	"
ভোলেশ্বর রাউত	...	১৪১৬	"	১৪৫৯	"
কপু রাউত	...	১৪৫৯	"	১৫১৪	"
মাধব রাউত	...	১৫১৪	"	১৫৩৭	"
নবীন রাউত	...	১৫৩৭	"	১৫৬০	"
যন্ত্রধর রাউত	...	১৫৬০	"	১৫৮৪	"
চন্দ্রশেখর মঙ্গরাজ	...	১৫৮৪	"	১৬১৭	"
নারায়ণ মঙ্গরাজ	...	১৬১৭	"	১৬৩৫	"
কৃষ্ণচন্দ্র মঙ্গরাজ	...	১৬৩৫	"	১৬৫০	"
গোপীনাথ মঙ্গরাজ	...	১৬৫০	"	১৬৭৯	"
বলভদ্র মঙ্গরাজ	...	১৬৭৯	"	১৭১১	"
ফকির মঙ্গরাজ	...	১৭১১	"	১৭৪৩	"
সানুধর মঙ্গরাজ মহামাত্র	...	১৭৪৩	"	১৭৪৮	"
পদ্মনাভ বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র		১৭৪৮	"	১৭৯৩	"
পিণ্ডিক বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র		১৭৯৩	"	১৮৪১	"
গোপীনাথ বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র		১৮৪১	"	১৮৬৯	"
দাশরথী বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র		১৮৬৯	"	১৮৮১	"
বিশ্বম্ভর বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র		১৮৮১			

বড়মূল, (বরামূল) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত-কন্দর। এস্থান দিয়া ঝিলামনদী প্রবাহিত। বড়মূল নগর এই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩০´ পূঃ। এখানে সেতু আছে।

বড়ল, চাঁপিলার নিকট প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। (দেশাবলী)

বড়্গার, (বদক-রাড়) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১১° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৭´ ১৫´´ পূঃ। এখানকার দুর্গটী প্রথমে কোলত্তিরি (চিরক্কল) রাজাদিগের অধিকারে থাকে। পরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে কদত্তনাড় বংশীয়গণ তাঁহাদের নিকট হইতে দুর্গাধিকার লাভ করেন। টিপুসুলতানের হস্তগত হইবার পর এই স্থান বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্কসংগ্রহস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টিপুর হস্ত হইতে বিচ্যুত করিয়া ঐ দুর্গ পুনরায় কদত্তনাড়বংশের হস্তে সমর্পিত হয়, কিন্তু এখন ঐ স্থান তীর্থযাত্রীদিগের বিশ্রামস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই নগরের বাণিজ্যস্রোত অপ্রতিহত রহিয়াছে এবং বিচার আদালত প্রভৃতি স্থাপিত থাকায় এ স্থান ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িতেছে।

বড় হলদীবাড়ী, কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বড়বা (স্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ, ডলয়োরৈক্যাৎ লস্য রত্বং। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা।

"সূর্য্যতাপমনিচ্ছন্তি তেজসস্তস্য বিভ্যতী।
তপশ্চচার তত্রাপি বড়বারূপধারিণী।" (মার্ক° পু° ৭৭।২৩)

৩ তৃতীয়া সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা। (ভাগ° ৮।১৩।৮) ৪ অশ্বিনীনক্ষত্র। ৫ নারীবিশেষ। (হেম) ৬ দাসী।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।" (নারদ)

৭ বাসুদেবের স্বনামখ্যাত পরিচারিকা। (হরিব° ৩৫।৩)

৭ বাড়বাগ্নি। ইহার উৎপত্তি-বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—মহাদেবের কোপানল মদনকে ভস্ম করিয়া দর্শকবৃন্দকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা ঐ ক্রোধানলকে বড়বারূপ করিলেন। দেবগণ ঐ অগ্নিকে বড়বারূপ ধারণ করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ঐ বড়বাকে লইয়া জগতের হিতের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলে সমুদ্র তাঁহাকে পূজা করিলে পর ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, এই বড়বারূপধারী মহাদেবের ক্রোধানল উপস্থিত হইয়াছে, যতদিন আমি ইহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ না করি, ততদিন তুমি ইহাকে ধারণ করিবে। যে সময় আমি আসিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময় তুমি বড়বামুখ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিও। তোমার জল পান করিয়া বড়বা অবস্থান করিবে। তুমি ইহাকে যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিও, যেন ঐ অগ্নি দূরে যাইতে না পারে। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সাগর বড়বামুখ শম্ভুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশক্ত হইলেও অঙ্গীকার করিলেন। তাহার পর বড়বামুখ পাবক সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক জ্বালাসমূহে প্রদীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। (কালিকাপু° ৪২ অঃ)

৮ নদীবিশেষ। (ভারত ৩।২২১।২৪) ৯ তীর্থভেদ।

"ততো গচ্ছেত বড়বাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্।
পশ্চিমায়ান্তু সন্ধ্যায়াং উপস্পৃশ্য যথাবিধি॥" (ভারত ৩।৮২।৮৮)

বড়বাকৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা কৃতঃ। পঞ্চদশ দাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।" (নারদ)

'বড়বা দাসী তল্লোভাৎ অঙ্গীকৃতদাস্যঃ' (দায়ক্রমস°)

অর্থাৎ বড়বা দাসীর জন্য যে ব্যক্তি দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে। কোন কোন স্থলে ইহার 'বড়বাভৃত' ও বড়বাহৃত' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

বড়বাগ্নি (পুং) বড়বায়াঃ সমুদ্রস্থিতায়াঃ ঘোটক্যাঃ মুখস্থোঽগ্নিঃ। সমুদ্রস্থিত অগ্নি।

বড়বানল (পুং) বড়বায়াঃ অনলঃ। বড়বাগ্নি। পর্য্যায়—

সলিলেন্ধন, বড়বামুখ, কাকধ্বজ, বাণিজ, অন্দাগ্নি, তৃণধুক্, কাষ্ঠধুক্, ঔর্ব্ব, বাড়ব।

কোন সময়ে মহর্ষি ঔর্ব্ব অযোনিজপুত্র কামনা করিয়া বক্ষঃস্থল মথন করিতে থাকেন। তাহাতে এক জ্বালাময় পুরুষ উৎপন্ন হয়। এই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই পিতার নিকট প্রার্থনা করেন যে, আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, অতএব আমাকে জগৎভক্ষণে অনুমতি দিন। এই অবসরে ব্রহ্মা ঔর্ব্বের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমার পুত্রকে নিবারণ কর, জগৎ ইহার জন্য বিশেষ পীড়িত। তখন ঔর্ব্ব ব্রহ্মাকে দেখিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি এই পুত্রের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, সমুদ্রে বড়বামুখে ইহার বাসস্থান এবং সমুদ্রের বারিরূপ হবিই ইহার ভক্ষ্যদ্রব্য হইবে। এই জগতে এই পুত্র বড়বানল নামে প্রথিত হইবে। যখন এই জগতের অন্তকাল উপস্থিত হইবে, তখন এই অনল দেবাসুর সকলকে ভক্ষণ করিবে। ব্রহ্মা এইরূপে উহার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঐ জ্বালাময় পুরুষ সমুদ্রে বড়বামুখে অবস্থান করিতে লাগিল। (মৎস্যপু° ২৫০ অ°) ২ লঙ্কার দক্ষিণদিকে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ স্থানবিশেষ। (সিদ্ধান্ত-শিরোমণি)

বড়বানলরস (পুং) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, পিপুল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সামুদ্রলবণ, উদ্ভিদ্‌লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দা-পাতার রসে একদিন ভাবনা দিয়া দুই বা তিন রত্তি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। রোগীর অবস্থানুসারে অনুপান দিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে মন্দাগ্নি আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° অজীর্ণাধি°)

অন্যবিধ—ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, মাক্ষিক, যবক্ষার, তাম্র, অভ্র সমভাগ, চিতার রস ও আকন্দের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস। এই ঔষধ সেবনের পর হিঙ্, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, দাড়িম, বিল্ব, সমুদায়ে দুইতোলা, ভৃঙ্গরাজরসে পেষণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার গুল্ম, শূল ও পরিণামশূল দূর হয়। (রসেন্দ্রসারস° গুল্মচি°)

বড়বামুখ (পুং) বড়বায়া ঘোটক্যা মুখং আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্য অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ বড়বানল। ২ কাহারও কাহার মতে মহাদেবের মুখ। "তস্য দেবস্য বক্ত্রং সমুদ্রে তদতিষ্ঠত। বড়বামুখেতি বিখ্যাতং পিবেত্তোয়ময়ং হবিঃ ॥"(ভা° ৩৭।২০০।১১১) ৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।১৭।৫৫) ৪ কূর্ম্মের দক্ষিণ কুক্ষিস্থিত জনপদবিশেষ।

"কূর্ম্মস্য দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহ্যপাদস্তথাপরম্।
কাম্বোজাঃ পহ্লবাশ্চৈব তথৈব বড়বামুখাঃ ॥" (মার্ক° পু°৫৮।৩০)

৫ বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সোহাগা, কর্কচলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, অপামার্গ, পলাশ ও বরুণক্ষার প্রত্যেকে সমভাগ অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া হাতিশুঁড়া ও চিতার রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া লঘুপুট প্রদান করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা ১ মাষা। এই ঔষধসেবনে বিবিধ প্রকার গ্রহণী ও জ্বর নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীচি°)

বড়বাসুত (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটকীরূপায়াঃ ত্বষ্টৃসুতায়াঃ সংজ্ঞায়াঃ সুতঃ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। এই দুই জনের নাম নাসত্য ও দস্র। এই দুই জন স্বর্গের চিকিৎসক এবং পরম রূপবান্। 'স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনীপুত্রাবশ্বিনৌ বড়বাসুতৌ।' (হেম°) সূর্য্যদেবের বড়বাপত্নীর গর্ভে এই দুই পুত্র হয়। হরিবংশে ৯ অধ্যায়ে ইহাদের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত আছে। [অশ্বিন্ ও অশ্বিনীকুমার দেখ।]

বড়বাহৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা হৃতঃ। বড়বাহৃত, পঞ্চদশ দাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ। 'বড়বাগৃহদাসী তয়াহৃতঃ তল্লোভেন তামুদ্বাহ্য দাসত্বেন প্রবিষ্টঃ' (মিতাক্ষরা) যে ব্যক্তি দাসীর পাণিগ্রহণ করিয়া দাসত্ব স্বীকার করে।

বড়িশ (ক্লী) বলিনো মৎস্যান্ শ্যতি নাশয়তীতি শোক, নস্য ড়ত্বং। মৎস্যধারণার্থ বক্রলোহকণ্টকবিশেষ। চলিত বড়্‌শী। পর্য্যায়—মৎস্যবেধন, বলিশ, বড়িশী, বলিশী, মৎস্যবেধনী, বলিসী, বলিস, বরিশী, বলিশি, মৎস্যভেদ। (জটাধর)

"যস্তে কণ্ঠমনুপ্রাপ্তো নিগীর্ণং বড়িশং তথা।
দহেদঙ্গারবৎ পুত্র ! তং বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণর্ষভম্ ॥"
(ভারত ১।২৮।১০)

বড়িশী (স্ত্রী) বড়িশগৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বড়িশ। (শব্দরত্না°)

বড়িহাকল (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Hibiscus strictus)

বড়ী (দেশজ) ছোটগুলী, বটিকা।

বড়ীথী (দেশজ) একপ্রকার ঘাস।

বড়ু (দেশজ) বটু, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ।

বড়েন্দ্র (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Garcinia lancesfolia.)

বড়্‌বড়্ (দেশজ) বকা, কথা কওয়া।

বড়্‌বড়িয়া (দেশজ) যে বকে।

বণ, শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ বণতি। লোট্ বণতু। বিধিলিঙ্ বণেৎ। লিট্ ববাণ, বণতুঃ বেণু। লুঙ্ অবাণীৎ, অবণীৎ।

বণ (পুং) বণনমিতি বণ-অপ্। শব্দ। (অমরটীকা রমা°)

বণিক্‌পথ (পুং) বণিজাং পন্থা অচ্‌সমাসান্তঃ। হট্ট। (মাঘ ৩।৩৮)

বণিগ্‌বন্ধু (পুং) বণিজঃ পণ্যাজীবস্য বন্ধুর্ধনদত্বাৎ। ১ নীলীবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ বণিকদিগের বন্ধু।

বণিগ্‌ভাব (পুং) বণিজো ভাবঃ। বাণিজ্য। বণিকের ধর্ম্ম, পর্য্যায়—সত্যানৃত, বাণিজ্য, বাণিজ্যা, বণিকপথ, বণিজ্য।

বণিগ্‌বহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ্‌°বহ, বাণিজ্যাং বাণিজ্য-দ্রব্যাণাং বহঃ। উষ্ট্র। (শব্দচ°)

বণিজ্ (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরতীতি পণ (পণেরাদেশ্চ বঃ। উণ্‌ ২।৭০) ইতি ইজি পস্য চ ব। ক্রয়বিক্রয়কর্ত্তা, বাণিজ্যকারক। পর্য্যায়—বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বণিজ, পণ্যাজীব, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ, বাণিজ, বাণিজিক, ক্রায়িক, বিক্রয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার। (শব্দর°)

"স্থাণৌ নিবজ্জিম্যানসি ক্ষণম্পূরঃ
শুশোচ লাভায় কৃতক্রয়ো বণিক্॥" (মাঘ ১২।২৬)

২ করণান্তর। (মেদিনী) ৩ বৈশ্য, ইহারা ক্রয় বিক্রয় করে বলিয়া ইহাদিগকে বণিক কহে। ৪ করণবিশেষ। (বৃহৎস°৯৯।৭) (স্ত্রী) পণ্যাতে ব্যবহ্রীয়তে ইতি পণ-ইজি, পস্য ব, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। ৫ বাণিজ্য।

বণিজ (পুং) বণিগেব বণিজ-স্বার্থে অণ্, অভিধানাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ বণিক্। ২ জ্যোতিষোক্ত বব ও বালব প্রভৃতি একাদশ করণের অন্তর্গত ষষ্ঠ করণ। যে দিন এই করণ হয়, সেই দিন শুভ কর্ম্মাদি নিষিদ্ধ, কিন্তু বাণিজ্য কর্ম্ম এই করণে প্রশস্ত। এই করণে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ, বিবিধ গুণশালী, গুণগ্রাহী, বণিক্‌দিগের প্রিয়, ও বাণিজ্যকর্ম্মে উন্নতিশীল হইয়া থাকে।

"প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞো গুণবান্ গুণজ্ঞো বণিগ্‌জনপ্রাপ্তমনোরথঃ স্যাৎ।
যস্য প্রসূতৌ বণিজাভিধানং তাগুপ্রধানং দ্রবিণং হি তস্য॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৯)

বণিজ্য (স্ত্রী) বণিজো ভাবঃ কর্ম্ম বা বণিজ (দূতবণিগ্‌ভ্যাং চ। পা ৫।১।১২৬) ইত্যত্র কাশিকোক্তের্যঃ। বাণিজ্য, বণিকের ভাব বা কর্ম্ম।

"ত্রিভিঃ পূর্ব্বগুণৈর্যুক্তং পাশুপাল্যবণিজ্যয়োঃ।"
(মার্ক° পু° ৫০।৭৬)

বণিজ্যা (স্ত্রী) বণিজ্য-টাপ্, স্বভাবাৎ স্ত্রীলিঙ্গত্বং। বাণিজ্য।

"ততঃ স তৎপিতা তেন তনয়েন সমং যযৌ।
দ্বীপান্তরং স্বাহেতোর্বণিজ্যাব্যপদেশতঃ॥" (কথাসরি° ১৩।৩৮)

বতক (আরবী) হংস।

বতারিখ (আরবী) সেই তারিখ।

বতালা, পঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৮০ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী সুবৃহৎ নগর ও বতালা তহসীলের সদর। অমৃতসহর হইতে গুরুদাসপুর ও পাঠানকোট যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪৮´ ৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১৪´ ৩´´ পূঃ। বহলোললোদীর রাজত্বকালে লাহোরের শাসনকর্ত্তা তাতার খাঁর নিকট হইতে যে জমি পান, সেই জমির উপর ভট্টি-রাজপুত রায় রামদেও ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়া যান। সম্রাট্ অকবর শাহ এই সম্পত্তি শাম্‌শের খাঁকে জায়গীর-স্বরূপ দান করেন। শাম্‌শেরের যত্নে ঐ নগর নানা অট্টালিকাদিতে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। শিখদিগের অধিকারে এই স্থান প্রথমে রামগড়িয়া ও পরে কানাইয়া মিসলের অধিকারে থাকে। রণজিতের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত রামগড়িয়াগণ ইহার পুনরধিকার লাভ করেন। পঞ্জাব ইংরাজের শাসনে আসিবার পর এই নগর কিছুকালের জন্য উক্ত জেলার সদররূপে মনোনীত হয়, পরে সদর পুনরায় গুরুদাসপুর নগরে উঠিয়া যায়। এখানে রেশম, তাম্র ও চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে। পশমি শালও এখানে প্রস্তুত হয়।

বতুই (দেশজ) বর্ত্তক, পক্ষিবিশেষ। (Perdix Chinensis)

বদ, স্থৈর্য্য, নিশ্চলভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ বদতি। লোট্ বদতু। লিট্ ববাদ, বেদতুঃ বেদুঃ। অবাদীৎ, অবদীৎ।

বদ, ভাষণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ বাদয়তি-তে। লোট্ বাদয়তু-তাং। অবীবদৎ-ত। ভ্বাদি-পক্ষে বদতি।

বদকশি, বদাকসানবাসী আফগান জাতি। চিত্রল, কাফরিস্থান প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের সহিত ইহাদের আচার ব্যবহারে অনেক মিল আছে। ইহারা পূর্ণমাত্রায় মুসলমান নহে। আকৃতিগত সাদৃশ্যে ইহাদিগকে কতকটা প্রাচীন আর্য্যজাতি বলিয়া মনে হয়। ইহারা হিন্দু ও ইরাণীয় জাতির মধ্যবর্ত্তী।

বদনসিংহ, ভরতপুরের জাট-বংশীয় জনৈক রাজা, চূড়ামন সিংহের পুত্র।[১] ইনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জাটদলের সর্দ্দার মনোনীত হন। সহার নগরে তিনি রাজধানী এবং ডিগের বিখ্যাত দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণকালে তিনি জীবিত ছিলেন।

বদনূর, (বেদনূর) মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও সদর। অক্ষা° ২১° ৫৪´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩´ ৪০´´ পূঃ। বেদনূরের নিকটবর্ত্তী খেরলা গ্রামে গোঁড়-রাজগণের

(১) হণ্টার সাহেব বদনসিংহকে চূড়ামনের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [ভরতপুর দেখ।]

প্রাসাদ ও ভগ্নদুর্গ বিদ্যমান আছে। এখানকার দুইটী বাজার সর্ব্বদাই মালপত্রে পূর্ণ থাকে।

বদনেরা, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটী নগর। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। অমরাবতী ও ইলিচপুর নগরে যাইতে হইলে এই নগরে নামিয়া যাইতে হয়। এই নগর হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত একটী রাজকীয় রেলপথ বিস্তৃত আছে। আক্কল-নগরের রাজকন্যা এই নগর যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই জন্য কেহ কেহ এই নগরকে বদনেরা-বিবিও কহিয়া থাকেন। প্রাচীন নগরভাগে মোগল-কর্ম্মচারিগণের আবাস ছিল, এই অংশে একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ আছে। রাজবংশধরগণের করসংগ্রহের উপদ্রবে নগরটী ক্রমেই জনশূন্য হইয়া পড়ে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামসুবা এই নগর লুণ্ঠন করিয়া দুর্গ ও নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেন। এখানে একটী কার্পাস-বস্ত্র-বয়নের কল স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই সহরে তুলা রপ্তানীর জন্য ক্রমশঃই এই স্থানের বাণিজ্যোন্নতি হইতেছে।

বদর (ক্লী) বদতি স্থিরীভবতি ছিন্নেঽপি পুনঃ প্ররোহতীতি, বদ-অরচ্। ১ সেবিফল। (ভাবপ্র°) ২ কার্পাসফল। ৩ কোলিফল। (হেম) ৪ শৃগালকোলি, চলিত শেয়াকুল। ৫ বৃহৎ কোলিবৃক্ষ। চলিত বড় কুলগাছ। হিন্দী—বৈরী, বের, বয়ের। তৈলঙ্গ—রেগুচেট্টু, রেগু। উৎকল—কুড়ি। বম্বে—বোর। তামিল—রেয়ন্তি। কুলবৃক্ষমাত্রই বদরপদবাচ্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা, সৌবীর, অজাপ্রিয়া, কুহা, কোলিবিষম, ভয়কণ্টক, সৌবীরক, গুড়ফল, বালেষ্ট, ফলশৈশির, দৃঢ়বীজ, বৃত্তফল, কণ্টকী, বক্রকণ্টকী, বক্রকণ্টক, সুরস, সুফল, স্বচ্ছ, কর্কন্, বদর, কোলা, কোলী, কুবলী, স্বাদুফলা, গৃধ্রনখী, পিচ্ছিলা, কুবল। (শব্দরত্নাবলী) ইহার গুণ—মধুর, কষায়, অম্ল। পরিপক্ব কুলের গুণ—মধুরাম্ল, উষ্ণ, কফকারক, পচন, অতিসার, রক্ত ও শ্রমদোষনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°) বদরবৃক্ষ রাজবদর, ভূবদর ও লঘু-বদর প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার। [বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—যে বদর আয়তনে বৃহৎ, পচ্যমানকাল হইতেই মধুররস হয়, তাহাকে সৌবীর-বদর কহে। উহাকে চলিত নারকেলেকুল বলা যাইতে পারে। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসানাশক। যে বদর সৌবীরবদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, অর্থাৎ মধ্যপ্রমাণ এবং সম্যক্ পাকিলে মধুর হয়, তাহাকে কোল কহে। ইহার গুণ—ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্তকারক, গুরু ও সারকগুণযুক্ত। ক্ষুদ্র বদরের নাম কর্কন্ধু। ইহার গুণ—ঈষৎ মধুর-কষায়-সংযুক্ত, অম্লতিক্ত রস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। শুষ্কবদরীর গুণ—ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র°) (পুং) ৬ দেবসর্ষপ বৃক্ষ। (রাজনি°) ৭ কার্পাসাস্থি, কাপাসের বীজ। (মেদিনী)

বদরকুণ (পুং) কুল পাকিবার সময়।

বদরগঞ্জ, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও প্রধান বাণিজ্য-স্থান। অক্ষা° ২৫° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৬´ পূঃ। এই স্থানে চাউল, ধান্য ও সর্ষপাদি উৎপন্ন দ্রব্য-রক্ষার জন্য বড় বড় আড়ত আছে। ঐ দ্রব্যসমূহ রেলপথে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। এখানে উত্তরবঙ্গষ্টেট্ রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

বদরত্রয় (ক্লী) বদরাণাং ত্রয়ং। তিনপ্রকার বদর, বৃহদ্বদর, ক্ষুদ্রবদর ও শৃগালকোলি। (চরকসূত্র° ৪ অঃ) ভাবপ্রকাশ-মতে সৌবীর, কোল ও কর্কন্ধু এই তিনপ্রকার বদর।

বদরপাচন (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে,—মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা শ্রুবাবতী দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে অতি দুষ্কর তপোনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ ইন্দ্র ইহার তপস্যায় নিতান্ত প্রীত হইয়া বশিষ্ঠদেবের রূপধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। শ্রুবাবতী নানাবিধ সৎকারে তাঁহাকে পূজা করিয়া নিজের অভিলাষ তৎসমীপে নিবেদন করেন। বশিষ্ঠরূপধারী ইন্দ্র শ্রুবাবতীর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। অচিরেই তুমি এই তপস্যার ফললাভ করিবে। এক্ষণে তুমি এই ৫টী বদর পাক কর, এই কথা বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে ৫টী বদরফল প্রদান করেন। তৎপরে ইন্দ্র এই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থে গমন করিয়া শ্রুবাবতী যাহাতে এই বদর পাক করিতে না পারে, তজ্জন্য অগ্নির জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্‌যত ও পবিত্র হইয়া পাঁচটী বদর পাক করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল সুপক্ব হইল না। এইরূপে শ্রুবাবতীর বহুদিন অতীত হইল, তথাপি ঐ বদর সুপক্ব হইল না। শ্রুবাবতী তখন অনন্যোপায় হইয়া নিজের দেহদাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে হুতাশনে পদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলেন না। ক্রমে যখন তাঁহার দেহ ভস্ম হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র স্বীয় রূপধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি

ব্রহ্মচারিণি! তোমায় আর বদর পাক করিতে হইবে না। আমি তোমার ভক্তিপরীক্ষার জন্ত বশিষ্ঠরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম। তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি-দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে। আর এই স্থান বদরপাচনতীর্থ বলিয়া চিরকাল অভিহিত হইবে। এই তীর্থে সর্ব্বদা ষড়্‌ঋতু বিরাজমান থাকিবে। (ভারত শল্যপর্ব্ব ৪৮-৪৯ অঃ)

বদরপুর, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কুশিয়ারা, সুরমা ও বরাক নদীর সঙ্গমস্থলের ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে একটী মেলা হয়। ঐ সময় অনেক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য কাছাড় আক্রমণ করিলে, ইংরাজ-সৈন্তের সহিত এখানে তাহাদের একটী যুদ্ধ হয়। এখানে পর্ব্বতের উপরিদেশে একটী দুর্গ আছে, পূর্ব্বোক্ত নদীতীর হইতে উহার দৃশ্য অতি মনোরম। দুর্গটী প্রস্তর-নির্ম্মিত, বুরুজপরিশোভিত এবং প্রাচীরপরিবেষ্টিত।

বদরপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শাল-বেরি হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ আছে। মানিক্যাল ও শাহপুরের স্তূপ ইহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখনও ৪০ ফিট উচ্চ রহিয়াছে। ১৮ ফিট উচ্চে ইহার ব্যাস ৮৮ ফিট্। ঐ স্তূপের মধ্যে জেনারল ভেঞ্চুরা একটী মৃত্ত মানবাস্থি পাইয়াছিলেন। ইহার ১৫০ ফিট পূর্ব্বে ডাঃ কনিংহাম একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উহার প্রাচীরগুলি প্রায় ৩ ফিট বিস্তৃত। পার্শ্ববর্ত্তী ভেরাগ্রামে আরও একটী স্তূপ দেখা যায়।

বদরফলী (স্ত্রী) বদরস্যেব ফলমস্যা বদরফল-ঙীষ্। ভূবদরী।

বদরবল্লী (স্ত্রী) ভূবদরী, চলিত মেটোকুল। (মেদিনী)

বদরবীজ (ক্লী) বদরাস্থি, চলিত কুলের আঁটি। (চরকসূত্র° ৪ অঃ)

বদরা (স্ত্রী) আদিত্যভক্তা, চলিত হড়্‌হড়িয়া। (রাজনি°) ২ কার্পাসী। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৩ বরাহক্রান্তা, বরাক্রান্তা। ৪ এলাপর্ণী। (মেদিনী) ৫ বারাহীকন্দ। ৬ শ্বেতবিদারী, চলিত শ্বেতভূঁইকুমড়া। (বৈদ্যকনি°) ৭ বিষ্ণুক্রান্তা। (বিশ্ব)

বদরামলক (ক্লী) পানীয়ামলক। (হারাবলী)

বদরাস্থি (ক্লী) বদরবীজ, কুলের আঁটি।

বদরাস্থিমজ্জা (স্ত্রী) কুলের আঁটির শাঁস। ইহার গুণ বৃষ্য, বীর্য্য ও বলপ্রদ। (মদনপাল ব° ৬)

বদরি (স্ত্রী) বদ-বাহুলকাদরি। কোলিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

বদরিকা, হিমালয়পর্ব্বতস্থ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। কণ্বাশ্রম ও নন্দপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ, বদরীনাথক্ষেত্র নামেও পরিচিত। এই পুণ্য ক্ষেত্রের ব্যাস প্রায় ৩ যোজন ও দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ যোজন। গন্ধমাদন, বদরী, নরনারায়ণ ও কুবের-শৃঙ্গ ইহার অন্তর্গত। এখানে কএকটী উষ্ণ-প্রস্রবণও আছে।

হিমালয় তীর্থের মধ্যে কেদারনাথ যেরূপ শৈবগণের প্রিয়তর, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বদরিকাক্ষেত্রও তেমনি 'পরমস্থান' বলিয়া বিদিত।[১] তীর্থযাত্রিগণ অলকানন্দার (গঙ্গা) উপত্যকাস্থ তীর্থসমূহ অবলোকন করিতে করিতে জ্যোতির্ধামে[২] আসিয়া উপনীত হয়। জ্যোতির্ধাম অতিক্রম করিয়াই লোকে ধৌলী ও অলকনন্দার সঙ্গমতটে গন্ধমাদন ও বদরীক্ষেত্র দেখিতে পায়। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, ভৃগু, ঋষি, সূর্য্য, দুর্গা, ধনদ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি কুণ্ড আছে। এই স্থান বিষ্ণুপ্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারই উত্তরে ঘটোত্তবাশ্রম। এই আশ্রমের অনতিদূরে মুনীশ্বর শিব ও ঘণ্টাকর্ণ-মন্দির অবস্থিত। বিষ্ণু-প্রয়াগের উত্তরাংশে পাণ্ডুস্থান।[৩] বদরীনাথের অনতিদূরে নদীর দক্ষিণকূলে নরশিখরে বহুশত লিঙ্গতীর্থ ও নারায়ণকুণ্ড রহিয়াছে। বিন্দুমতী নদীর দুইক্রোশ ঊর্দ্ধে বৈখানসনামক স্থান। সন্ন্যাসিগণ এখানে হোম যাগ করেন। ইহারও উত্তরদিকস্থ চূড়া কুবেরপর্ব্বত ও যোগেশ্বর-ভৈরবনামক তীর্থ। অতঃপর প্রবরা নামক সরিদ্বরা ও বদরিমন্দিরের সম্মুখে কর্ম্মধারা নামক নদী। ইহারই সন্নিকটে নারদীয়-শিলা, বরাহী শিলা, নারসিংহশিলা, মার্কণ্ডেয়শিলা, গারুড়ীশিলা ও তত্তন্নামীয় পুণ্য পুষ্করিণীসমূহ বিদ্যমান আছে। উক্ত পর্ব্বতপরিধির মধ্যস্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহারই নিকটে বহ্নিতীর্থ ও ব্রহ্মকপাল, পশ্চিমদিকে ১ ক্রোশের মধ্যেই উর্ব্বশীতীর্থ এবং স্বর্ণধারা নদীতে শেষতীর্থ। বদরীনাথের বামদিকে ইন্দ্রধারা, দেবধারা, বসু-ধারা, ধর্ম্মশিলা ও সোম নামক নদী, সত্যপদ, চক্র, দ্বাদশাদিত্য, সপ্তর্ষি, রুদ্র, ব্রহ্মা, নর-নারায়ণ, ব্যাস, কেশবপ্রয়াগ ও পাণ্ডবী নামে তীর্থ এবং মুচুকুন্দ ও মণিভদ্র নামক হ্রদ বিদ্যমান আছে।

এই অতি প্রাচীন তীর্থের মাহাত্ম্য বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে যে, নরনারায়ণ অর্জ্জুন এখানে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বদরিকায়

(১) এই স্থানের অপর নাম বিশালপুর। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে বদরী বৃক্ষ হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

(২) জোশীমঠ—এখানকার নরসিংহমন্দিরের নিকট প্রহ্লাদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন।

(৩) পাণ্ডুকেশ্বর—এখানে পাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

অর্জ্জুনের সহিত কিছুকাল বাস করেন। অন্যত্র লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সাংগৃহ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। দ্বারকাধ্বংসের পর পাণ্ডবগণ ব্যাস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করেন। পূর্ব্বে কর্ম্মাচল ও পশ্চিমে যমুনোত্তরী ও তুন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এখনও অনেক স্থান পাণ্ডবগণের আগমন নির্দ্দেশ করিতেছে। কেদারেশ্বরের পাঁচটী শিবমন্দির পাণ্ডবপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত আছে। পাণ্ডুকেশ্বরে তাঁহারা তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। বামনাবতারে ভগবান্ বিষ্ণু এখানে তপস্যা করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, এই জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র সিদ্ধাশ্রম নামেও কথিত। প্রবাদ আছে যে, রাম ও লক্ষ্মণ রাবণকে নিহত করিয়া ব্রহ্মবধপাপ অপনোদনার্থ হৃষীকেশ (রিখিকেশ) ও তপোবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। বররুচি এখানে আসিয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং অন্তিমে পুষ্পদন্তের[১] ন্যায় স্বর্গধামে গমন করেন। কৌশাম্বীরাজ সহস্রাধিক রাজকার্য্যে উত্ত্যক্ত হইয়া শেষজীবন দেবসেবায় অতিবাহিত করিবার জন্য বদরিকায় আসিয়া ছিলেন।

বদরীনাথপ্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে এখানে একটী সুন্দর গল্প শুনা যায়। শঙ্করাচার্য্য নারদকুণ্ডে আসিয়া জলমধ্যে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি দেখিতে পান। তিনি আকাশবাণীদ্বারা আদিষ্ট হইয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিসমূহ বদরি-বৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া যান। ঐ বৃক্ষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যে স্থান অধিকার করে, তাহা আদি-বদরী নামে প্রসিদ্ধ। গন্ধমাদন পর্ব্বতের পাদমূলে এই স্থান বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনস্থাপনের জন্য মনোনীত হয়। এখানেই নর-নারায়ণাশ্রম। বৈষ্ণব প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখানে নরনারায়ণ ও বদরীনাথের মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মী, মাতৃকা-মূর্ত্তি, মহাদেব ও অপরাপর বিষ্ণুমূর্ত্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষ্ণুর আদেশে অগ্নিদেব প্রস্রবণে অবস্থান করিতেছেন। ক্রমে এই বৈষ্ণবক্ষেত্র তপ্তকুণ্ড, নারদকুণ্ড, ব্রহ্মকপালী, কর্ম্মধারা, গরুড়শিলা, নারদশিলা, মার্কণ্ডেয়-শিলা, বরাহশিলা, নরসিংহ-শিলা, বসুধারা তীর্থ, সত্যপথকুণ্ড ও ত্রিকোণকুণ্ড প্রভৃতি ১২টী ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। স্কন্দপুরাণীয় হিমবৎখণ্ডে ঐ সকল তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বদরী-নাথে বিষ্ণু নরসিংহরূপে বিরাজিত। ইহাতে নর-নারায়ণ এবং নরসিংহ, বরাহ, নারদ, গরুড় ও অমার্ক প্রভৃতি শক্তির সমন্বয় হইয়াছে। বদরী নামক মন্দিরের পার্শ্বে আরও চারিটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ পঞ্চ মন্দির পঞ্চ-বদরী নামে খ্যাত।[১] প্রবাদ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু মহাকুম্ভ দিনে এখানকার নীলকণ্ঠ পর্ব্বতচূড়ে আবির্ভূত হন, সাধক মাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারেন। পাণ্ডুকেশ্বরে যোগ-বদরীর মন্দির স্থাপিত। এখানে ভগবানের বাসুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।[২] উরগাঁও ধ্যানবদরী এবং বৃদ্ধকেদার ও কল্পেশ্বর শিবমন্দির, অণিমঠে বৃদ্ধবদরী মূর্ত্তি স্থাপিত। এখানে হরিবংশ-বর্ণিত অপর্ণা দেবীমূর্ত্তি আছে। জোষীমঠে ভবিষ্যবদরী এবং বাসুদেব, গরুড় ও ভগবতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কএক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দাক্ষিণাত্যের দণ্ডী পরমহংসগণ বদরীনাথের পূজারির কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, পরে নম্বুরী ব্রাহ্মণগণ উক্ত কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত তাঁহারা বদরীনাথের সেবান্বিত থাকেন। পরে শীত পড়িলে জ্যোতির্ধামে চলিয়া যান। দেবপ্রয়াগের ব্রাহ্মণগণ তপ্তকুণ্ডে, কোটিয়াল, হাতোয়াল ও দণ্ডিব্রাহ্মণ ব্রহ্মকপালীতে, ডিম্রী ব্রাহ্মণগণ শিব ও লক্ষ্মীমন্দিরে, থালিয়া ব্রাহ্মণ তজনীতে এবং পুরোহিতানুচরেরা যোগবদরীতে, ডিম্রীগণ ধ্যানবদরীতে এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধবদরী ও আদিবদরীতে যাজকতা করিয়াছেন। পঞ্চবদরী ব্যতীত নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগের বিভিন্ন মন্দিরে অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা পূজারির কার্য্য করিয়া থাকেন। নন্দপ্রয়াগে স্নান করিলে গো ও ব্রাহ্মণবধের পাপ দূর হয়।

বদরিকাশ্রম (পুং ক্লী) বদরিকাচিহ্নিতঃ আশ্রমঃ। তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ হিমালয় পর্ব্বতের একদেশে শ্রীনগর-সমীপে অলকা-নন্দা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ইহা নারায়ণ ও ব্যাসদেবের আশ্রম। মহাভারতে লিখিত আছে—এই স্থান ভগবান্ বিষ্ণুর আশ্রম। ঐ আশ্রম ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতস্থ বিশালা বদরীতে অব-স্থিত বলিয়া ইহার নাম বদরিকাশ্রম। পূর্ব্বে এখানকার গঙ্গা শীতল ও উষ্ণজলপ্রবাহিণী ছিলেন এবং বালুকাসকল সুবর্ণময় ছিল। এই স্থলেই দেবতা ও ঋষিগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে লাভ করেন। ভগবান্ নারায়ণ এই তীর্থে সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকেন বলিয়া এখানে সকল তীর্থ ও সকল দেব অধিষ্ঠিত।

(ভারত বনপ° ৯০ অঃ)

"যোঽবতীর্য্যাত্মনোঽংশেন দাক্ষায়ণ্যান্তু ধর্ম্মতঃ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে॥"(ভাগ°৭।১১।৬)

ভগবান্ বিষ্ণু আপনার অংশদ্বারা দাক্ষায়ণীতে অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগের কল্যাণার্থ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন।

---

(১) পদ্মপুরাণে বদরী সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যতম বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুষ্পদন্ত মহাদেবের তপস্যা করিয়া সুপর্ণরাজ-কন্যা জয়ার পাণিগ্রহণ করেন। অবশেষে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা বদরিকায় আসিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পুষ্পদন্তের ভ্রাতা গুণাঢ্যও এখানে দেবসেবায় জীবনযাপন করেন। বামনপুরাণেও কেদারনাথ ও বদরীনাথ দেবতীর্থের পবিত্রতা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) যোগবদরী, ধ্যানবদরী, বৃদ্ধবদরী ও আদিবদরী। পাণ্ডব-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চশিব-মন্দিরও পঞ্চকেদার নামে প্রসিদ্ধ।

(২) কিরাতগণও বাসুদেবের উপাসনা করিত।

বদরী (স্ত্রী) বদর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ বা বদরি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। ১ কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ। ২ কার্পাসী। ৩ কপিকচ্ছু। (রাজনি°) ৪ আশ্রমবিশেষ, শম্যাশ্রম।

ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে ঋষি সকলের যজ্ঞ বৃদ্ধিকারক শম্যাশ্রম নামে যে প্রসিদ্ধ আশ্রম আছে, ঐ আশ্রম বদরীবৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া উহা বদরী আশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইখানে ভগবান্ বেদব্যাস ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত হন, পরে ভক্তিযোগ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রথমে পূর্ণস্বরূপ পুরুষ ও তদনন্তর তদধীন মায়া তাঁহার দর্শনগোচর হয়। যে অপরা মায়াতে সংমোহিত জীবসকল স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্ত্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। বেদব্যাস এইরূপে আত্মতত্ত্ব অবলোকন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা রচনা করেন। (ভাগ° ১।৭ অঃ।)

বদরী, মহিসুর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বাবা-বুদন-গিরিমালা হইতে উত্থিত হইয়া বেলুর নগর অতিক্রমপূর্ব্বক হেমাবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। বেরেঞ্জী-হল্লা নামে আর একটী শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে।

বদরী, সহ্যাদ্রির অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে ত্রিলোচন শিবের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (সহ্যাদ্রি° ৩১।৮)

বদরীচ্ছদ (পুং ক্লী) নখীনামক গন্ধদ্রব্য। (বৈদ্যকনি°)

বদরীচ্ছদা (স্ত্রী) বদর্য্যাঃ ছদা ইব ছদা যস্যাঃ। ১ হস্তিকোলিবৃক্ষ। ২ শঙ্খনদী। (রত্নমালা)

বদরীনাথ, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী হিমালয়-শিখর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৩২১০ ফিট্ উচ্চ। এই শৃঙ্গভূমি হইতে অলকানন্দা নদী প্রবাহিত। উহার সানুদেশে প্রায় ১০৫০০ ফিট উচ্চে বদরীনাথ নামক প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত। অক্ষা° ৩০°৪৪´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯°৩০´৪০´ পূঃ। শঙ্করস্বামী নামক জনৈক যোগী নদীগর্ভ হইতে ঐ মূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া স্থাপন করেন। দেবমন্দিরের গঠনপারিপাট্য না থাকিলেও, তীর্থমাহাত্ম্যে এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। শুনা যায় যে, পর্ব্বতের প্রবল ঢল ভাঙ্গিয়া সময়ে সময়ে ঐ মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরটীও ভূমিকম্পে ভগ্নপ্রায়। এখানকার পুরোহিতগণ রাচল নামে প্রসিদ্ধ, উহারা দাক্ষিণাত্যবাসী নম্বুরী ব্রাহ্মণ। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের সময় পুরোহিত এখানে উপস্থিত হন এবং কার্ত্তিকমাসে শীতের প্রারম্ভেই তিনি প্রাপ্ত সম্পত্তি মাটিতে পুঁতিয়া জোষিমঠে গমন করেন। এখানে আরও চারিটী মন্দির আছে। দেবসেবার জন্য গড়বাল ও কুমাউন প্রদেশের কতকগুলি গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। এখানে প্রতিবৎসর উৎসবের সময় বহুলোক-সমাগম হয়। [বদরিকা দেখ।]

বদরীনারায়ণ (ক্লী) বদরীনাথ। বদরিকাশ্রমের অধিষ্ঠাতৃদেবমূর্ত্তি।

বদরীপত্র (পুং) বদর্য্যাঃ পত্রমিব আকৃতির্যস্য। নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

বদরীপত্রক (ক্লী) বদরীপত্র-স্বার্থে কন্। নখী নামক গন্ধদ্রব্য।

বদরীপল্লব (পুং ক্লী) কোলিকোমলপল্লব, কুলের কচিপাতা

বদরীবন, কাবেরী নদীর দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী একটী পুণ্যস্থান এখানে কমলেশ্বর শিবমূর্ত্তি স্থাপিত। শিবপুরাণের অন্তর্গত বদরীবনমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

বদরীহাট, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন স্থান। মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের নিকট অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১৭´ ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৭´ পূঃ। ভাগীরথীবক্ষ হইতে বহু ক্রোশব্যাপী স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি মনে জাগিয়া উঠে। এখনও এখানে রাজপ্রাসাদ ও ভগ্নাবশেষ দুর্গের চিহ্ন লক্ষিত হয়। অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ও স্তম্ভগাত্রে পালি অক্ষরে খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় বৌদ্ধপ্রভাব সময়ে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। গৌড়ের পাঠানরাজ গিয়াসউদ্দীন্ নিজ নামে এই নগরের গিয়াসাবাদ (গয়সাবাদ) নামকরণ করেন।

বদরীপাচন (ক্লী) বদরপাচনতীর্থ। [বদরপাচন দেখ।]

বদরীপ্রস্থ (পুং) নগরভেদ।

বদরীফলা (স্ত্রী) বদর্য্যাঃ ফলমিব ফলং যস্যাঃ। নীলশেফালিকা।

বদরীবণ (ক্লী) বদর্য্যাঃ বনং (বিভাষৌষধিবনস্পতিভিঃ। পা ৮।৪।৬) ইতি বিকল্পে ণত্বং। বদরীবন, বদরীআশ্রম।

বদরীবাসা (স্ত্রী) দুর্গা।

বদরীশৈল (পুং) বদরীবহুলঃ শৈলঃ পর্ব্বতঃ। হিমালয়পর্ব্বতৈকদেশ। বদরীবন, বদরিকাশ্রম।

বদল (আরবী) ১ বিনিময়, পরিবর্ত্তন, এক দ্রব্য দিয়া অন্য দ্রব্য লওয়া। ২ পুরস্কার, পারিতোষিক।

বদলাই (আরবী) কোন জিনিস বদলকরা।

বদ্‌লাবদ্‌লি (আরবী) অদলবদল, বদল্ করা, পরস্পরের আদানপ্রদান।

বদ্‌লী (আরবী) ১ বদল, পরিবর্ত্তন। ২ প্রতিনিধি।

বদাউন, উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। রোহিলখণ্ড-বিভাগের দক্ষিণপশ্চিমে অক্ষা° ২৭°৩৯´ হইতে ২৮°২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১৯´১৫´´ হইতে ৭৯°৪১´পূঃ মধ্যে স্থাপিত। ভূপরিমাণ ২৯০১.৮ বর্গ মাইল।

গঙ্গার সৈকতবর্ত্তী স্থানসমূহের সহিত ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বনবিভাগ ব্যতীত অপর সকল স্থানই মনোরম। স্থানবিশেষের ভূমি চাষবাসের উপযোগী হইলেও অপরাপর স্থান বালুকা বা কঙ্করময়। এই জেলার পূর্ব্বদিকে রামগঙ্গা, পশ্চিমে গঙ্গা ও মধ্যভাগে সোত নামক নদী প্রবাহিত। এই সোত নদীর কূলেই বদাউন নগর স্থাপিত। এতদ্ভিন্ন এখানে অরিল, অন্ধেরি, ছোইয়া ও নক্কানদী প্রবাহিত আছে।

এই জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মতে এই স্থানের পূর্ব্ব নাম বেদমায়া বা বেদমৌ ছিল। দিল্লীর তোমরবংশীয় নরপতি মহীপাল এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গস্থানে বর্ত্তমান বদাউন নগরের পশ্চিমাংশ গঠিত হইয়াছে। এখনও সেই প্রাচীন স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মহীপাল এখানে 'হরমন্দর' নামে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করান। মুসলমানগণ ঐ মন্দির নষ্ট করিয়া তদুপরে জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে ঐ মস্‌জিদ মধ্যে প্রাচীন মন্দিরের দেবমূর্ত্তিসমূহ প্রোথিত রহিয়াছে।

অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ নামক জনৈক আহীররাজ ৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তদ্বংশধরগণ প্রায় শতাব্দকাল এখানে রাজ্য করিয়াছিলেন।[১] গজনীপতি-মামুদের ভাগিনেয় সৈয়দ সলার মসাউদ গাজী ১০২৮ খৃষ্টাব্দে রোহিলগণ্ড আক্রমণকালে এখানে আসিয়া বাস করেন; কিন্তু এখানকার হিন্দু নরপতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তিনি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীনের প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ আইবক্ বদাউনদুর্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এই যুদ্ধে কাতিহরের রাজপুত রাজা নিহত হন এবং অহিচ্ছত্রাপুরী মুসলমানগণের হস্তগত হয়। বদাউন নগর মুসলমানাধিকারে বিচার সদর বলিয়া পরিগণিত হয়। সামস্ উদ্দীন্ আলতমাস্ এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে ১২১০ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণার্থ গমন করেন। সম্রাট্ হইয়াও তিনি বদাউনের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ৬২০ হিজিরায় উৎকীর্ণ জামি-মস্‌জিদের শিলালিপিই তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার পাঁচ বর্ষ পরে তিনি নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র রুকন্ উদ্দীন্ ফিরোজকে[২] বদাউনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এখানকার জুম্মা-মস্‌জিদ শামসি তাঁহারই আগ্রহে নির্ম্মিত হয়। শিল্পোন্নতির জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দে এই প্রদেশে কেবল বিদ্রোহ ও নরহত্যা সংসাধিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহবহ্নি মোগলশাসনের পূর্ব্বে আর নির্ব্বাপিত হয় নাই।

১৩১৫ খৃষ্টাব্দে শাসনকর্ত্তা মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সম্রাট্ খিজির খাঁ কিছুতেই তাঁহাকে বশে আনিতে পারেন নাই। অবশেষে একাদশ বর্ষ পরে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র মুবারক শাহ দুর্দ্দান্ত মহাবৎকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মালিক জুমন্ সৈয়দ রাজগণের অধীনতা উচ্ছেদ করেন। ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আলম্ শাহ বদাউন নগর পরিদর্শনে আগমন করেন, এই সময়ে তাঁহার উজীর বহ্‌লোল লোদীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই সম্পত্তি ভোগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা হুসেন শাহ শরকি এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু বহ্‌লোল লোদী তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে দেন নাই। তিনি হুসেনকে পরাজিত করিয়া এই স্থান দিল্লীর শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। মোগলবংশের প্রতিষ্ঠার পর, হুমায়ুন এই প্রদেশে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অকবরের শাসন-সময়ে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বদাউন একটী স্বতন্ত্র সরকারে পরিগণিত হয় এবং কাসিম্ আলী খাঁ এখানকার জায়গীরদার নিযুক্ত হন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে অগ্নিতে বদাউন নগর ভস্মসাৎ হইয়া যায়। শাহজহান বিচার আদালত প্রভৃতি বদাউন হইতে বেরেলীতে লইয়া যান। রোহিলাগণের অভ্যুদয়ে বদাউন নগর আরও শ্রীহীন হইয়াছিল। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের নবাব মহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ বদাউন নগর পর্য্যন্ত জেলার দক্ষিণাংশ নিজ দখলে আনিয়াছিলেন এবং রোহিলা-সর্দ্দার আলী মহম্মদ বাকি অংশ অধিকার করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রোহিলাগণ ফরুখাবাদে নবাবকে পরাস্ত করিয়া সমুদায় প্রদেশ জয় করিয়া লন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মিরাসপুর কাট্‌রায় হাফেজ রহমৎ পরাজিত হইলে এখানকার শাসনকর্ত্তা দুণ্ডি খাঁ অযোধ্যার উজীর সুজা উদ্দৌলার সহিত সন্ধি করেন, কিন্তু পরে উজীর তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজশাসনাধীন হয়। এই সময় হইতে সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মিরাটের বিদ্রোহসংবাদ পাইয়াই এখানকার সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়। আবদুল রহিম্ খাঁ তৎকালে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন; কিন্তু হিন্দু ও

(১) এখনও এই জেলায় আহীর জাতির প্রভাব অধিক। আহীরগণের বসবাস জন্য অনেকে বুধ হইতে বুধায়ন নগর স্থাপন কল্পনা করেন।

(২) ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলমানে এই গোলযোগের সময় বিবাদ বাঁধিয়া গেল। ঠাকুর-রাজগণের সহিত মুসলমানদিগের দুইটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। মালাগড়ের বালিদাদ-দুর্গ পতনের পর বিদ্রোহ-সর্দ্দার বদাউনে প্রত্যাগত হন; কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি ফতেগড় অভিমুখে প্রস্থান করেন। গুণোরের নিকট মুসলমানহস্তে আহীরগণ পরাজিত হয়েন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিয়াজ মহম্মদ, সর হোপ গ্রাণ্টের হস্তে পরাজিত হইয়া বদাউনে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দলবল ইংরাজ-সৈনিকের করে বিধ্বস্ত হওয়ায়, মুসলমানগণ আর দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। তৎপরে এইস্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে।

বদাউন, সাহসবন ও বিল্সি এখানকার প্রধান বাণিজ্য-স্থান। নীল, চিনি ও পিত্তলের বাসনাদি এখানকার প্রধান ব্যবসা। ককোরা নামক স্থানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে একটী মহামেলা হয়। ঐ সময় প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়া থাকে। চাওপুর, সুখেলা, লক্ষ্মণপুর ও বাড়চিয়া নামক স্থানে এক একটী মেলা হয়। এখানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের কএকটী ষ্টেসন আছে।

২ বদাউন জেলার একটী তহসীল। গঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৪৬৬ বর্গমাইল। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর এবং বিচার সদর। অক্ষা° ২৮°২´ ৩০´´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৯´ ৪৫´´ পূঃ। প্রাচীন বদাউন নগরের পার্শ্বে নূতন নগর স্থাপিত। প্রাচীন নগরাংশে দুর্গ ও সুরম্য অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানাধিকারে প্রায় চারি শতাব্দকাল বদাউন নগর কাতিহরের রাজধানী ছিল। ঐ সময় এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বল্বন্ যখন বদাউনে আগমন করেন, তখন এখানে মালিক ফৈজ শিরবাণি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবনে উন্মত্ত হইয়া নিজ ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছিল। ভৃত্যের বিধবাপত্নী সম্রাট্ বল্বন্কে এই কথা জ্ঞাত করাইলে, সম্রাট্ মুসলমান-শাসনকর্ত্তাকে নগরদ্বারের উপর লট্কাইয়া দেন।

এই নগরে বাসহেতু মোল্লা আবদুল্ কাদের বদাউনি আখ্যা প্রাপ্ত হন। ১০০৪ হিজিরায় এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। বদাউনি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে অম্বিয়ারা নগর-ভগ্ন নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এখানে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা কুতব্উদ্দীন্ চিস্তি বাস করিয়াছিলেন। তিনি এখানকার জামি মসজিদের জীর্ণসংস্কার করেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, এখানে অনেক সাধু ফকিরের কবর ছিল। ঐ সকলের মধ্যে অধিকাংশই এখন লোপ পাইয়াছে। কেবলমাত্র সামসি ইদ্গার নিকটে বদরউদ্দীন্ শাহ বিলায়তের জিয়ারৎ ও কএকটী সমাধির অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। শাম্সি ইদ্গা ও জামি মসজিদই এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি। শামস্ উদ্দীন্ আল্তামস্ উহা নির্ম্মাণ করাইয়া যান। এরূপ প্রাচীন মুসলমান কীর্ত্তি ভারতের আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়েও এখানে রাজকার্য্য ও বিদ্যাশিক্ষা পরিচালনের জন্য অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বদাউনি, ১ মুন্তখব-উল্ তবারিখপ্রণেতা বিখ্যাত মুসলমান-গ্রন্থকার। প্রকৃত নাম শেখ আবদুল-কাদির বদাউনি। তিনি রণস্তম্ভগড়ের নিকট তোড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বদাউনে বাস হেতু তিনি বদাউনি আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুলুকশাহ। নগরবাসী শেখ মুবারকের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহাকে নিজ সভায় আনয়নপূর্ব্বক আরব ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য নিয়োগ করেন। বদাউনি মুআজম্-উল্-বুলদান, জামি-উর্ রশীদী ও রামায়ণ অনুবাদ করেন। নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তিনি নজাৎ উর্-রশীদ্ রচনা করিয়াছিলেন। এ ছাড়া তিনি মহাভারতের দুই পর্ব্বের অনুবাদ ও ৯৯৯ হিজিরায় কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি রাজকার্য্যে অবসর লইয়া বার্দ্ধক্যে শান্তিলাভার্থ বদাউনে গমন করেন। ১০০৪ হিজিরায় তথায় মুন্তখব্ উল্ তবারিখ্ প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। কবিতারচনার জন্য তিনি কাদিরি আখ্যা লাভ করেন। জন্ম ৯৪৭ হিজিরা, মৃত্যু ১০০৪ হিজিরা।

বদারিয়া, উঃ পঃ প্রদেশের এটা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম বুড়গঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত। ইহার অপর পারে সোরোন নগর, লৌহসেতুদ্বারা উভয়স্থানই সংযুক্ত। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় এই স্থানও নগর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বদাক্সান্, আফগান তুর্কিস্থানের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার অনতিদূরে অবস্থিত। কোকচা জাতির উপত্যকা-নিবাসও ইহার অন্তর্গত। ইহারা আমীরের অধীন। অক্ষা° ৩৫° ৫০´ হইতে ৩৮° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩০´ হইতে ৭৪° ২০´ পূঃ। এই বিস্তীর্ণ রাজ্য ১৬টী জেলায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ফৈজাবাদই সর্ব্বপ্রধান। এখানে চুনি প্রভৃতি মূল্যবান্ পাথর, তাম্র, গন্ধক ও সীসক প্রভৃতি ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে আরবীয় ভৌগোলিকগণ এই স্থানের মণিরত্নাদির উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ধান্যাদি নানা শস্য ও নানা সুমিষ্টফল উৎপন্ন হয়। বদকৃশিজাতি এখানকার অধিবাসী। আচার ব্যবহারে ইহারা কাফরিস্তান, শাগনান্ ও রোশানদিগের মত। ইহাদিগকে আর্য্যজাতির ইরাণীয় ও হিন্দু শাখার মধ্যগত বলিয়া বোধ হয়।

বদিয়া উল্-জমান্খাঁ, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরভূমের মুসলমান শাসনকর্ত্তা। ইহার পিতার নাম আসদউল্লা। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সন ১১২৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহারই অধিকারে ধরভূমির ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা রাজস্ব স্থিরীকৃত হয়। ভাস্কর পণ্ডিতের অধিনায়কতায় মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালার পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিবার জন্য কেন্দুয়া ডাঙ্গার (গঙ্গ মুসিদ) নিকটে ছাউনী করে। বদিয়া উলজমান্ বর্দ্ধমান-রাজপ্রভৃতির সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কাঁটোয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র হয়। [বীরভূম দেখ।]

বদী (পারসী) ১ দুষ্টামী, দুশ্চরিত্র। ২ মহরমে ব্যবহৃত হোসেনের চিহ্ন। (হিন্দী) ৩ কৃষ্ণপক্ষ।

বদেশর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। চিতোরের দক্ষিণপশ্চিমস্থ পর্ব্বতমালার উপর স্থাপিত। ইহার চারিদিক্ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ইহার রক্ষার জন্য পর্ব্বতের উপরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত আছে।

বদোসা, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩৩১৭ বর্গ মাইল। এখানে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার শেষসীমা পড়িয়াছে। ২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহসীলের সদর। বাগাই নদীর বামকূলে অবস্থিত।

বদ্খৎ (পারসী) ১ যাহার হাতের লিপি অতিশয় খারাপ। ২ কদাচারী, পাজী।

বদ্খেয়াল (পারসী) মনে মনে দুরভিসন্ধি।

বদ্খেয়ালী (পারসী) দুষ্টলোক, যে বদ্খেয়াল করে।

বদ্খো (পারসী) ১ মন্দস্বভাব, দুষ্ট। ২ পরের অনিষ্টকারী।

বদ্জবান্ (পারসী) বেখাপ্ উত্তর, অসংলগ্ন উত্তর-কথন।

বদ্জবানী (পারসী) যে মন্দবাক্য বলে, যে অসংলগ্ন উত্তর দেয়।

বদ্জাৎ (পারসী) নীচ, দুষ্ট।

বদ্জাতী (পারসী) নীচত্ব, বজ্জাতের কার্য্য।

বদ্দোয়া (পারসী) অভিসম্পাত, শাপ দেওয়া।

বদ্ধ (ত্রি) বধ্যতেস্ম ইতি বন্ধ কর্ম্মণি-ক্ত। বন্ধনযুক্ত, বাঁধা। পর্য্যায়—সন্দানিত, মূর্ণ, উদ্দিত, সন্দিত, সিত, নিগড়িত, নদ্ধ, কীলিত, যন্ত্রিত, সংযত।

"বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এবাভিদৃশ্যতে।
তথা পাপান্নিগৃহ্ণীয়াৎ ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্॥" (মনু ৯।৩০৮)

বদ্ধক (পুং) বন্দী।

বদ্ধগুদ (ক্লী) বদ্ধং গুদং পায়ুর্যেন। উদররোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যাহার অন্ত্রনাড়ী অন্ন, শাক, শালুকা বা বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহার মল দূষিত হইয়া সম্মার্জ্জনীক্ষিপ্ত তৃণাদির ন্যায় ক্রমান্বয়ে অন্ত্রনাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং গুহ্যদ্বারে মলরুদ্ধ হয়, কখনও বা অতিকষ্টে অল্প অল্প বহির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে উদর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে বদ্ধগুদ হয়। (ভাবপ্র°) সুশ্রুতে লিখিত আছে, অন্ন বা উপলেপী (চট্‌চটে) দ্রব্যের বা ক্ষুদ্র অশ্মখণ্ডের সংযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, যদি অন্ত্র মধ্যে দূষিত মল সঞ্চিত হইয়া সোপানশ্রেণীর ন্যায় (অস্থিমালাক্রমে) নাড়ীমধ্যে অবস্থিতি করে ও তদ্দ্বারা মলাধারে পুরীষ বদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে অল্প অল্প নিঃসৃত হয় এবং হৃদয় ও নাভির মধ্যে উদরদেশ বৃদ্ধি ও বমনে বিষ্ঠার গন্ধ হয়, তাহা হইলে বদ্ধগুদরোগ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নি° ৭ অ°)

ইহার চিকিৎসা—এই বদ্ধগুদরোগ দুঃসাধ্য। এই রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বেদপ্রয়োগ করিয়া নাভির অধোদেশে বামভাগে লোমরাজী হইতে চারি আঙ্গুল অন্তরে উদরদেশ ভেদ করিয়া চারি আঙ্গুল পরিমাণে অন্ত্র সকল নির্গত করিবে। ঐ সকল অন্ত্রমধ্যে প্রস্তরখণ্ড বা শুষ্ক ও কঠিন মল প্রভৃতি যাহা কিছু পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা নির্ণয়পূর্ব্বক নির্গত করিয়া সেই সকল অন্ত্র, মধু ও ঘৃতের দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক উদরের উপরিভাগস্থ ব্রণের মুখ সীবন করিবে।

(সুশ্রুত চিকি° ১৪ অঃ)

বদ্ধজিহ্ব (ত্রি) যাহাদিগের জিহ্বা নাড়িতে কষ্ট হয়।

বদ্ধপুরীষ (ত্রি) যাহাদিগের মল বদ্ধ হইয়াছে।

বদ্ধাপ্লি (ক্লী) বদ্ধপাণি, মুষ্টি। ইহার পাঠান্তর 'বদ্ধাগ্লি'।

বদ্ধফল (পুং) বদ্ধানি ফলানি যস্য। করঞ্জবৃক্ষ। (রাজনি°)

বদ্ধমুষ্টি (ত্রি) বদ্ধা দৃঢ়া দানান্নিবৃত্তা বা মুষ্টির্যস্যেতি। ১ দৃঢ়মুষ্টি। ২ কৃপণ।

"সঞ্জীবমপ্যর্থিমুদে দদন্ত্যস্তব ত্রপা নেদৃশবদ্ধমুষ্টেঃ।"(নৈষ° ৩।৮৫)

বদ্ধমূল (ত্রি) বদ্ধং মূলং যস্যেতি। দৃঢ়মূল উৎপাটনানর্হ মূল।

"ত্বয়াবিপ্রকৃতশ্চৈদ্যো রুক্মিণীং হরতা হরে।
বদ্ধমূলস্য মূলং হি মহদ্বৈরতরোঃ স্ত্রিয়ঃ॥" (মাঘ ২।৩৮)

বদ্ধরসাল (পুং) বদ্ধো রসেন আবৃতঃ অতএব রসালঃ রসবান্। ত্রিবিধ রাজাম্রের অন্তর্গত অত্যুত্তম আম্র। পর্য্যায়—চক্রতলাম্র, মধ্বাম্র, সিতজাম্রক, বনেজ্য, মন্মথানন্দ, মদনেচ্ছাফল। ইহার কোমলফলগুণ কটু, অম্ল, পিত্ত ও দাহবর্দ্ধক। ইহার সুপক্ক ফলগুণ স্বাদু, মধুর, পুষ্টি, বীর্য্য ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

বদ্ধবর্চস্ (ত্রি) মলরোধক।

বদ্ধবিট্ক (ত্রি) বদ্ধপুরীষ, যাহার মল বদ্ধ হইয়াছে।

বদ্ধবিণ্মূত্র (ত্রি) যাহার বিষ্ঠা ও মূত্র বদ্ধ হইয়াছে।

বদ্ধবীর্য্য (ত্রি) যাহার সৈন্যদল আবদ্ধ হইয়াছে।

বদ্ধশিখ (ত্রি) বদ্ধা শিখা চূড়া যস্যেতি। শিশু। (মেদিনী)

২ শিখাবন্ধনবিশিষ্ট, যিনি শিখা বন্ধন করিয়াছেন।

"সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু।

বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎকরোতি ন তৎকৃতম্॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

শিখা না বাঁধিয়া যে কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, তাহা নিষ্ফল হইবে। এই জন্য সকল সময়ই শিখা বাঁধিয়া রাখা উচিত।

বদ্ধশিখা (স্ত্রী) বদ্ধা শিখা যস্যাঃ। ১ উচ্চটা। (মেদিনী) বদ্ধা শিখা কেশকলাপো যস্যাঃ। ২ সম্বদ্ধকেশা, যে স্ত্রী কেশ বাঁধিয়াছে।

বদ্ধাময়পতি (পুং) স্বরভক ঔষধ। (বৈদ্যকনি°)

বদ্ধোদর (পুং) বদ্ধগুদরোগ, উদররোগবিশেষ।

বদ্‌নক্‌সা (পারসী) ১ কুমার্গের অনুসরণকারী। ২ মন্দচিত্র, অস্পষ্টচিত্র।

বদ্‌নজর (পারসী) মন্দদৃষ্টি, কুদৃষ্টি।

বদ্‌না (পারসী) পাত্রবিশেষ, ইহা অনেকটা গাড়ুর মত। মুসলমানেরা গাড়ুর পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করে।

বদ্‌নাম (পারসী) নিন্দা, অখ্যাতি।

বদ্‌বক্ত (পারসী) মন্দসময়, দুরদৃষ্ট।

বদ্‌বক্তী (পারসী) দুরদৃষ্টসম্পন্ন, যাহার অদৃষ্ট মন্দ।

বদ্‌বহরী (পারসী) গুল্মভেদ।

বদ্‌বো (পারসী) দুর্গন্ধ, খারাপগন্ধ।

বদ্‌মসুলৎ (পারসী) কুপরামর্শ।

বদ্‌মসুলতী (পারসী) কুপরামর্শ-দান।

বদ্‌মআশ (পারসী) বদমায়েশ, কুকার্য্যকারী, নীচবৃত্তিধারী।

বদ্‌মআশী (পারসী) বদমায়েশের কার্য্য। নীচত্ব।

বদ্‌মিজাজ (পারসী) ১ ক্রোধী। ২ মন্দস্বভাব।

বদরঙ্গ (পারসী) ১ খারাপবর্ণ। ২ বিপরীত ফলযুক্ত। ৩ বৃক্ষবিশেষ।

বদরাহ (পারসী) ১ মন্দভাবে জীবন-যাপন। ২ কুপথ-ভ্রমণ।

বদহাল (পারসী) দুরবস্থাপন্ন। কৃশ হওয়া, রোগা হওয়া।

বধ, বন্ধ। চুরাদি পরস্মৈ° সক সেট্। লট্ বাধয়তি। লোট্ বাধয়তু। লিট্ বাধয়াঞ্চকার। লুঙ্ অবীবধৎ।

বধ, ১ নিন্দা। ২ বন্ধ। ভ্বাদি, আত্মনে° সক সেট্। লট্ বধতে।

"মাবধিষ্ঠা জটায়ুং মাং সীতাং রামাহমৈক্ষিষি।" (ভট্টি)

বধ (পুং) হন্ ঘঞ্, বধাদেশঃ। হনন, প্রাণবিয়োগসাধন-ব্যাপার। প্রাণবিয়োগ ফলব্যাপারের নাম বধ। যাহাতে প্রাণ বিনষ্ট হয়, তাহাই বধ-পদবাচ্য। যিনি বধকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরয়গামী হইয়া থাকেন। এই জন্য শাস্ত্রে বধ অতিশয় নিন্দিত হইয়াছে। কেবল যে বধকারী নিরয়ভাগী হন তাহা নহে, তদ্ভিন্ন প্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক ও নিমিত্তী এই চারিজনও বধকারীর সহিত নিরয়গামী হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বধ অর্থাৎ হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু আবার শাস্ত্রান্তরে যজ্ঞে পশুবধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে আছে, যজ্ঞার্থে পশুবধ করিলে তাহাতে পাতক হইবে না। সাংখ্যদর্শনে এই বিষয়ের এইরূপ মীমাংসা দেখা যায়:—শ্রুতিতে হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ, অর্থাৎ কেহই হিংসা করিবে না, এইরূপ বিহিত হইয়াছে, আবার অন্য শ্রুতি বলেন যজ্ঞে পশুবধ করিবে। সুতরাং প্রথমতঃ দেখিলে পরস্পর শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে তাহা বোধ হয় না। কারণ হিংসা বা পশুবধ অনিষ্টসম্পাদক এবং যজ্ঞীয় পশুবধ যজ্ঞের উপকারক, যজ্ঞে যেমন দশটী কার্য্য করিতে হয়, পশুবধও তেমন তাহার মধ্যে একটী। যথাবিহিত যজ্ঞ সম্পাদন হইলে যেমন যজ্ঞজন্য স্বর্গ হয়, সেইরূপ পশুবধ জন্য নরকও হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞে ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই অবশ্যম্ভাবী। অনেক সুখভোগ করিয়া একটু-মাত্র দুঃখভোগ দুঃখের মধ্যে পরিগণিত নহে, এ নিমিত্ত বধজন্য দুঃখ তাহারা দুঃখের মধ্যে ধরেন না, নচেৎ ইহাতে যে নিরয় হইবে না, তাহা নহে। অতএব পরস্পর শ্রুতিদ্বয় বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু তিথিতত্ত্বে বৈধহিংসাবিচারস্থলে সাংখ্যের এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই, বৈধাতিরিক্ত বধই পাপের কারণ, বৈধবধ অর্থাৎ যজ্ঞার্থে পশুহিংসায় পাতক হইবে না, বরং যজ্ঞের সম্পূর্ণতাজন্য এক 'অপূর্ব্ব' হইবে। তাঁহারা বলেন—"যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।

অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাজ্জ্ঞে বধোঽবধঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যজ্ঞের নিমিত্ত স্বয়ং স্বয়ম্ভূ পশুদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যজ্ঞে এই পশুবধ অবধ স্বরূপ অর্থাৎ বধজন্য কোন পাতক হইবে না।

তত্ত্বকৌমুদী এবং তিথিতত্ত্বের বৈধহিংসার বিচারপ্রণালী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে তিথিতত্ত্বের এই উক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। [ইহার বিশেষ বিবরণ হিংসা-শব্দে দেখ।]

বৈধাতিরিক্ত হিংসা মাত্রই যে অনিষ্টসম্পাদক, তাহাতে আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। দশজনে মিলিয়া একটী প্রাণি-বধ করিবার নিমিত্ত যাইয়া তাহাদের মধ্যে একজন যদি ঐ বধকার্য্য সম্পাদন করে, তাহাতে সকলেই তুল্যাংশে নিরয়গামী হইবে। হন্তা যে অধিক পাপভাগী হইবে, তাহা নহে।

"বহূনামেককার্য্যাণাং সর্ব্বেষাং শস্ত্রধারিণাং।

যদ্যেকো ঘাতকস্তত্র সর্ব্বে তে ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু)

যদি কোনস্থলে একটী প্রাণিবধ করিলে বহুতর প্রাণীর রক্ষা হয়, তবে সে বধ পাপমধ্যে গণনীয় নহে।

"একস্য যত্র নিধনে প্রবৃত্তে ইষ্টকারিণঃ।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

ইহা ভিন্ন যাহারা স্বুবর্ণচোর, সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী এবং আত্মঘাতী, তাহাদের বধও পাপজনক নহে।

"রুক্মস্তেয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্যস্তু তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥"
(প্রায়শ্চিত্তবি°)

আততায়ি-শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না। অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রপাণি এবং ধন, ক্ষেত্র ও দারা এই সকল অপহরণকারীকে আততায়ী কহে।

বধক (ত্রি) বধ-কুন্। ১ বধকর্ত্তা। ২ হিংস্র। ৩ ব্যাধি। ৪ মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসা°)

বধকৃৎ (ত্রি) বধং করোতি কৃ-কিপ্ তুক্। বধকর্ত্তা, হিংসক।

বধত্র (ক্লী) বধ করণে কত্রন্। অস্ত্র।

বধস্থলী (স্ত্রী) বধস্য স্থলী ৬তৎ। শ্মশান। (ত্রিকা°)

বধাঙ্গক (ক্লী) বধঃ অঙ্গমত্র কপ্। কারাগার। (ত্রিকা°)

বধার্হ (ত্রি) বধমর্হতীতি অর্হ-অণ্। বধদণ্ডার্হ, যাহারা বধ-দণ্ডের উপযুক্ত।

বধির (ত্রি) বধ্নাতি কর্ণমিতি বন্ধ-(ইষিমদিমুদীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত, শ্রুতিশক্তিহীন, যাহারা একেবারে শুনিতে পায় না। চলিত কালা, পর্য্যায়—এড়, কল্ল, শ্রবণাপট্ট, উচ্চৈঃশ্রবা। (সংক্ষিপ্তসার) যাহারা জন্মাবধি বধির, তাহারা মূক অর্থাৎ বোবা হইয়া থাকে। জন্মবধির ব্যতীতও অনেকে কর্ণরোগে অধিকদিন ভুগিয়া ক্রমে বধির হয়। ইহার লক্ষণ—

"যদা শব্দবহং বায়ুঃ শ্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥" (মাধবনি°)

যে সময় বায়ু স্বয়ং কিংবা কফের সহিত মিলিত হইয়া শব্দবহ কর্ণস্রোতকে আবৃত করিয়া রোগীর শ্রবণশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বাধির্য্য জন্মে। বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির এই রোগ হইলে অসাধ্য হয় এবং বহুদিন ধরিয়া বদ্ধমূল হইলে ইহা সকলের পক্ষেই অসাধ্য হইয়া থাকে। [বাধির্য্য দেখ।] যাহারা জন্মাবধি বধির, তাহারা পিতৃধনের অধিকারী হয় না। "অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধৌ বধিরৌ তথা।" (মনু) যাহারা ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ ও জন্মবধির, তাহারা অনংশ অর্থাৎ অংশভাগী নহে।

বধিরতা (স্ত্রী) বধিরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বাধির্য্য, বধিরের ভাব বা ধর্ম্ম, বধিরত্ব।

বধিরান্ধ (ত্রি) ১ বধির ও অন্ধ, যে কাণে শোনেনা, চক্ষুতেও দেখেনা। (পুং) ২ কশ্যপের পুত্র নাগভেদ।

বধিরিমন্ (পুং) বধিরস্য ভাবঃ (কর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি চকারাদিমনিচ্। বধিরতা, বাধির্য্য।

বধূ (স্ত্রী) বধ্নাতি প্রেম্না যা বন্ধ-উ নলোপশ্চ অন্তঃস্থবাদৌ ভু বহতি সংসারভারং উহ্যতে ভর্ত্রাদিভিরিতি বা বহ-(বহের্ধশ্চ। উণ্ ১।৮৫) ইতি উ ধশ্চান্তাদেশঃ। ১ নারী। ২ স্নুষা। ৩ পৃক্কা। ৪ শারিবৌষধি। ৫ শঠী। ৬ নবোঢ়া।

"ততঃ সবধ্বা সহরাজমার্গং প্রাপধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণম্।"
(রঘু ৭।৪) ৭ ভার্য্যা।

বধূজন (পুং) বধূরেব জনঃ। যোষিৎ।

"ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠোঽপি মুখারবিন্দৈর্বধূজনশ্চন্দ্রমধশ্চকার।"
(মাঘ ৩।৫২)

বধূটশয়ন (ক্লী) বধূটীনাং শয়নমিব পৃষোদরাদিত্বাদিকারস্যাকারঃ। গবাক্ষ, জানালা।

'বাতায়নং গৃহাক্ষঃ স্যাদ্বধূটশয়নস্তথা।' (ত্রিকা°)

বধূটি, বধূটী (স্ত্রী) অল্পবয়স্কা বধূঃ অল্পার্থে টি, পক্ষে ঙীষ্। যদ্বা বধূ (বয়স্য চরম ইতি বাচ্যং। পা ৪।১।২০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা পক্ষে ঙীষ্। ১ পুত্রভার্য্যা। (ভরতধৃত রত্নকোষ।) ২ সুবাসিনী। (হেম) ৩ অল্পবধূ।

"নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥"(ভাষাপরিচ্ছেদ ১)

বধূৎসব (পুং) বধ্বাঃ উৎসবঃ আর্ত্তবং। স্ত্রীদিগের রজোদর্শন।

বধূৎসবপ্রসব (পুং) বধ্বা উৎসব আর্ত্তবঃ স ইব প্রসবঃ পুষ্পাদির্যস্য। রক্তাম্লান, রক্তঝিণ্টী। (রাজনি°)

বধোদ্যত (ত্রি) বধায় উদ্যতঃ। মারণার্থ উদ্যুক্ত, আততায়ী শত্রু।

বধ্য (স্ত্রী) বধমর্হতি বধ-যৎ। ১ বধার্হ, বধের উপযুক্ত, বধদণ্ডার্হ। বন্ধ-কর্ম্মণি-ক্যপ্। ২ কারারোদ্ধব্য। আধারে-ক্যপ্। ৩ বন্ধনস্থান।

বধ্যপাল (পুং) বধ্যং কারাগারং পালয়তি পালি-অণ্, উপপদস°। কারাগৃহরক্ষক। (বিষ্ণুপু° ২।৬ অঃ)

বধ্যভূমি (স্ত্রী) হন-ভাবে যৎ, বধাদেশঃ, বধ্যস্য ভূমিঃ। শ্মশান, বধস্থান, যে স্থলে প্রাণদণ্ড হয়, ফাঁসি দিবার স্থান।

বধ্যোগ (পুং) ঋষিভেদ। ততো বিদাদিত্বাৎ গোত্রাপত্যে অঞ্। বাধ্যোগ, তদীয় গোত্রাপত্য।

বধ্র (ক্লী) বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধ (সর্ব্বধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। সীসক। (অমর)

"সীসং বধ্রঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।" (ভাবপ্র°)

বধ্রী (স্ত্রী) বধ্যতেঽনয়া বন্ধ-ষ্ট্রন্ বিত্বাৎ ঙীষ্। চর্ম্মরজ্জু। (অমর)

বন, যাচন। তনাদি, আত্মনে, দ্বিকর্ম্ম° সেট্। লট্ বনুতে। লোট্ বনুতাং। লিট্ বেনে। লুঙ্ অবনিষ্ট।

বন্আচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Morinda erecta)

বন্আদা (দেশজ) আর্দ্রকভেদ, একপ্রকার আদা। (Zingiber Casumunar)

বন্ওকড়া (দেশজ) গুল্মভেদ, চলিত বুনো ওকড়া। (Triumfetta Bartramia)

বনওধা, অযোধ্যা প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগ।

বন্কচু (দেশজ) গুল্মভেদ, বুনোকচু, বনে যে সকল কচু হয়। (Arum colocasia)

বন্কলা (দেশজ) বন্য কদলী।

বন্কলায় (দেশজ) কলায়ভেদ। (Glycine labialis)

বনখেরি, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার সোহাগপুর তহসীলের প্রধান নগর। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

বনগণপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কার্ণুলজেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ১৫° ২´ ৩০´´ হইতে ১৫° ২৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১´ ৪৪´´ হইতে ৭৮° ২৫´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৫৫ বর্গমাইল, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা ৫শত বর্গমাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুন্দর নদীর পশ্চিম অববাহিকা প্রদেশ লইয়া গঠিত এবং জরেরু নামক নদী ইহার মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত। এই ক্ষুদ্র রাজ্য ৬৪টী গ্রাম ও নগরে বিভক্ত; বনগণপল্লী নগরই উহার রাজধানী। ইহার প্রায় একচতুর্থাংশ স্থান পতিত আছে। অবশিষ্টাংশে নীল, তুলা ও কলায় উৎপন্ন হয়। হীরকের খনি হইতে এখন অল্পপরিমাণ প্রস্তর উঠিয়া থাকে। এখানে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের কারবার আছে।

১৭শ শতাব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেব নিজ উজীরপুত্র মহম্মদ বেগখাঁকে এই স্থান সমর্পণ করেন। তিন পুরুষ ধরিয়া বেগের বংশধরগণ এখানে রাজত্ব করেন, শেষ রাজা অপুত্রক হওয়ায় নিজাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি বর্ত্তমান অধিকারিগণের পূর্ব্বপুরুষকে দান করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কর্ত্তৃক ইহার শাসনভার ইংরাজহস্তে ন্যস্ত হয়। সর্দ্দারগণের শাসনবিশৃঙ্খলা দেখিয়া ১৮২৫-১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কড়াপার রাজস্ব-সংগ্রাহক (Collector) পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। পরে এই রাজ্য মান্দ্রাজের গবর্ণর কর্ত্তৃক পুনরায় সর্দ্দারগণের হস্তে অর্পিত হয়। তদবধি দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনাবলী সর্দ্দারদ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্ ৭ম এড্ওয়ার্ড যখন ভারত-পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তিনি এখানকার সর্দ্দারকে নবাব উপাধি দিয়া যান। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। পুত্র অভাবে কোন নিকট আত্মীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন। রাজস্বের অধিকাংশই নবাবের আত্মীয় ১৮জন জায়গীরদারের মাসহারারূপে ব্যয়িত হয়। বাকি যৎসামান্য তাঁহার নিজব্যয়ে খরচ হইয়া থাকে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ১৫° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮° ২০´ পূঃ। এখানে নবাবের প্রাসাদ বিদ্যমান। নগর হইতে এক পোয়া পথ দূরে হীরকের খনি। ১৮শ শতাব্দে এস্থানে প্রচুর হীরা উঠিয়াছিল। ১৮০০-১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে অতি মূল্যবান্ প্রস্তরসমূহ পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু তৎপরেই উহার সংখ্যা হ্রাস হয়। এখন যাহা উত্তোলিত হইয়া থাকে, তাহাতে হীরকধৌতকারীদিগের গ্রাসাচ্ছাদান চলে মাত্র।

বনকস্তূরী (দেশজ) কস্তূরীভেদ।

বনকাওয়া (আরবী) একপ্রকার কাফী।

বন্কাঁকরোল (দেশজ) কাঁকরোলভেদ।

বনকাপাস (দেশজ) কাপাসভেদ।

বনকুঁচ (দেশজ) কুঁচভেদ।

বনগমক (দেশজ) গমকভেদ। (Cucumis Madraspatanus)

বনগরু (দেশজ) বন্য গোভেদ। (Bos grunniens)

বনগাঁ (বনগ্রাম) যশোর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বতন্ত্র উপবিভাগরূপে গণ্য হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী ফৌজদারী ও ৩টী দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহা নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেল কোম্পানীর কারখানা ও ট্রাফিক্ আফিস্ বিদ্যমান আছে। বনগাঁ হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানীর আর একটী শাখা রেল বিস্তারিত হওয়ায় বাণিজ্যের ও লোক যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বি, সি, রেলপথ বনগাঁ হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

বনগাব (দেশজ) একপ্রকার গাব। (Diospyros cordifolia)

বনগুআ (দেশজ) গুবাকভেদ। (Areca triandra and Caryota urens.)

বনগোমুখা (দেশজ) গোমুখভেদ। [বনগমক দেখ।]

বনচাঁড়াল (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ। (Hedysarum gyrans)

বনচাঁদড় (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Flagellaria Indica.)

বনচালিতা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Leea crispa.)

বনচিচিঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Trichosanthes lobata.)

বনজলপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ, বুনো জলপাই। (Elæocarpus rugosus.)

বনজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ, একপ্রকার জাম। (Eugenia fruticosa.)

বনজোমা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Clerodendrum inerme)

বনজোয়ান (দেশজ) বনযমানী।

বনঝুলী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Phyllanthus multiflorus)

বনটেঁপারী (দেশজ) ক্ষুদ্রগুল্মভেদ। (Physalis minima.)

বনডুমুর (দেশজ) বৃক্ষভেদ, বুনো ডুমুর গাছ। (Ficus hirta.)

বনতিক্তিকা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Cissampelos hexandra.)

বননখ (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষ। (Gordonia integrifolia.)

বননটিয়া (দেশজ) গুল্মভেদ। (Amaranthes fasciatus.)

বননবারা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Jasminum attenuatum.)

বন্নরকালী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Ardisia glandulosa.)

বননারঙ্গা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Oxalis sensitiva.)

বননারিঙ্গা (দেশজ) ঔষধলতাভেদ। (Gelonium fasciculatum.)

বননীল (দেশজ) নীলাকার বৃক্ষভেদ। (Galega perpurea.)

বনপটোল (দেশজ) পটোলভেদ। (Trichosanthes cucumerina.)

বনপাট (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Corchorus olitorius.)

বনপালঙ্গ (দেশজ) দুই প্রকার পালং। (Rumex acutus)

বনপাশ, বর্দ্ধমান জেলার বর্দ্ধমান উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে উৎকৃষ্ট পিত্তলের বাসন, ঘণ্টা ও ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

বনপিড়িং (দেশজ) একপ্রকার পিড়িং শাক। (Trifolium officinale.)

বনপিয়াজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Crinum longifolium.)

বনপুঁই (দেশজ) পুঁইশাকভেদ। (Basella rubra.)

বনবরবটী (দেশজ) একপ্রকার বরবটী। (Dolichos Gangeticus.)

বনবাবুই (দেশজ) বর্ব্বরবৃক্ষভেদ। (Ocymum pilosum.)

বনশণ (দেশজ) শণভেদ। (Crotalaria verucosa.)

বনশিম (দেশজ) শিমভেদ।

বনহলদি (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Curcuma zedoaria.)

বনা (আরবী) নির্ম্মাণ।

বনাত (হিন্দী) উর্ণানির্ম্মিত স্থূল বস্ত্রবিশেষ, ইহা শীতকালে ব্যবহৃত হয়।

বনাতী (হিন্দী) বনাতে প্রস্তুত।

বনাবর, মহিসুর রাজ্যের কদূর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৪৬৭ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসী প্রায় সকলেই হিন্দু।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। জৈনাধিকারে এই স্থান রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এখন গণ্ডগ্রামরূপে পরিণত হইয়াছে। উক্ত তালুকের সদর এখানে স্থাপিত।

বনাস, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী নদী। উদয়পুরের প্রাচীন কমলমেরু দুর্গের অনতিদূরে আরাবল্লী শিখর হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণে গোগণ্ডার অধিত্যকা ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সমতলক্ষেত্রে এই নদীর উপরে রথম্ভার নামক বৈষ্ণবতীর্থ।

বনাস, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নদী। শোণ-নদীর একটী শাখা, পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ইহা গঙ্গা নদীতে মিলিত হইয়াছে। আরা ও বিহিয়া মধ্যে ইহার উপর রেল-পথের একটী সেতু আছে। ইহার সংস্কৃত নাম পর্ণাশা। স্থানীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয় একসময়ে শোণ নদীর সমুদায় জল এই বনাস নদীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। মহাভারত সভাপর্ব্ব ৯ম অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, শোণ মহানদ শোণ ও পর্ণাশা মহানদী নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

বনাস, ছোট-নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নদী। চঙ্‌ভাকর ও কোরিয়া সামন্তরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে উদ্ভূত। চঙ্‌ভাকরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তরমুখে ঘুরিয়া রেবা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই নদীর পার্ব্বত্য গর্ভে অনেকগুলি প্রপাত আছে।

বনাসা, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। যমুনা ও বনাসার সঙ্গমস্থলে যমুনার বামকূলে অব-স্থিত। অক্ষা° ৩০°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৭´ পূঃ। একটী গণ্ডশৈলের উপর স্থাপিত হওয়ায় ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে একটী পর্ব্বতগাত্র ধসিয়া যাওয়ায় এই নগরের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২ আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটী নদী। (ব্রহ্মখণ্ড ১৭ অঃ)

বনিহাল, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হিমালয়-গিরিসঙ্কট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ হাজার ফিট উচ্চ। অক্ষা° ৩৩° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২০´ পূঃ।

বনিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৪° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ২৪´ পূঃ। আবেদরেজা নামক জনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুরাজা ১৮শ শতাব্দের প্রথমভাগে এই নগর স্থাপন করেন। লোরে ইহাদের রাজ-

ধানী ছিল। ঐ ব্যক্তি মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এখানে একটী মস্জিদ আছে। এখন এইস্থান সামান্য কুটীরে আচ্ছাদিত ও থানার সদর মাত্র।

বনিয়াদ (পারসী) ১ ভিত্তি। ২ শ্রেষ্ঠকুল।

বনিয়াদী (পারসী) কুলীন, সদ্বংশজাত।

বন্থর, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বন্থলি (বনস্থলী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°২৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°২২´ ১৫´´ পূঃ। [বনস্থলী দেখ।]

বন্দ (পারসী) ১ দড়ি। ২ বন্ধন। ৩ বাঁধ। ৪ নিয়ম। ৫ সীমাভুক্ত।

বন্দযান, কাশ্মীর রাজ্যের মুজাফরাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর একটী গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৪৮৫৪ ফিট উচ্চ এবং নিরন্তর তুষারে আবৃত।

বন্দর (পারসী) নগর, সমুদ্র বা নদীতীরবর্ত্তী নগর। যেখানে বণিক্‌গণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া আসে। বন্দরে মাল আমদানি ও রপ্তানি হয়।

বন্দর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৭০২ বর্গমাইল। এখানে দুইটী নগর ও ১৮৮টী গ্রাম আছে। বন্দর বা মসলীপত্তন নগর ইহার প্রধান নগর। [মসলীপত্তন দেখ।]

বন্দর লঙ্কা (বন্দমূরলঙ্কা) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার কুমারীগিরি নগরের উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৬° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রথমে গোদাবরী নদীর 'ব' দ্বীপাংশে এখানে প্রথম ইংরাজের কুঠী স্থাপিত হয়; কিন্তু কিছুদিন পরে উহা পরিত্যক্ত হয়। এখনও এই স্থান সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র বন্দর মধ্যে গণ্য। গোদাবরী নদীর কৌশিকীশাখার উপর এখন বন্দর স্থাপিত।

বন্দা, গুরুগোবিন্দের পরবর্ত্তী জনৈক শিখগুরু। সম্রাট্ ১ম বাহাদুর শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি শিখসৈন্য সাহায্যে লাহোর প্রদেশ আক্রমণ করেন। সম্রাটের ভ্রাতা কামবক্স গুরুগোবিন্দের পুত্রকে বন্দী ও হত্যা করেন। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, বন্দা শিখবল সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি মুসলমানগণের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুহৃদয়ের কঠোরতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি বালক বা বৃদ্ধ, বর্ষীয়সী বা যুবতী কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। গর্ভবতী রমণীগণের উদর বিদীর্ণ করিয়া নৃশংস প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। সম্রাট্ এই জঘন্য বৃত্তির প্রতিবিধান জন্য স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। লোহগড়ে অবরুদ্ধ হইয়াও বন্দা সম্রাটের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করেন। দলদল সংগ্রহ করিয়া তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাট্ ফরুখসিয়র তাঁহার ঔদ্ধত্য নিবারণের জন্য কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা আবদুস্ সমদখাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। কএকবার ঘোরতর সংঘর্ষের পর বন্দা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। সমদখাঁও সসৈন্যে আসিয়া ঐ দুর্গ অবরোধ করিলেন। রসদাদি বন্ধ হইলে আহারাভাবে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বন্দা ও অপরাপর শিখবন্দী দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বন্দাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া যাওয়া হয়। শিখগণ এ অবমাননা অবনত মস্তকে সহ্য করিল, কিন্তু মনে মনে ইস্লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ভাবিয়াছিল। সম্রাট্ তাঁহাদের জীবন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও তাঁহারা ইস্লামধর্ম্ম-গ্রহণে সম্মত হয় নাই। সম্রাটের আদেশে প্রতিদিন শত শত শিখবীর ঘাতকহস্তে নিহত হইল। ৮ম দিনে বন্দা ও তৎপুত্রের জীবননাশ হইবে। ঘাতক পিতা ও পুত্রকে নগরের বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়া বন্দাকে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন জন্য তরবারি দিলেন। বন্দা তাহার কথায় অস্বীকৃত হইলে ঘাতক নিজ হস্তে বালকের হৃদয় উৎপাটিত করিল এবং বলপূর্ব্বক সেই হৃৎপিণ্ড বন্দার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিল। অবশেষে উত্তপ্ত চিমটায় তাঁহার গাত্রমাংস ছিঁড়িয়া অশেষ যন্ত্রণাদানের পর শিখগুরুর জীবন বাহির করা হইল। খৃষ্টীয় ১৭১৫ অব্দে এইরূপে পাশবিক অত্যাচার অটলভাবে সহ্য করিয়া বন্দা প্রাণত্যাগ করেন।

বন্দারবন, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। সঙ্গুনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ১৬´ ৩০´´ পূঃ। এখানে পোয়ঙ্গ বা বোহমোঙ্গ-রাজগণের বাস। পার্ব্বতীয় বন্যবিভাগজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য এখানে প্রত্যহ হাট বসে। সেগুণকাঠ, তুলা, বাঁশ, উলুঘাস, সরিষা, রবার, হাতির দাঁত, মম্ ও বেত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা চাউল, লবণ, মসলা, তামাকু, গবাদিবস্ত্র ও পেটিকা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। এখানে একটী বুদ্ধমন্দির আছে। বহুলোকে তাহা দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এই মন্দির সমক্ষে একটী মেলা হয়।

বন্দিপল্লম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত ও তদুপরি প্রবাহিত নদী। অক্ষা° ১১° ৪৩´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৮´ পূঃ। ১৭৫০-১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ইংরাজ-ফরাসী যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ছিল।

বন্দী (দেশজ) কয়েদী, যাহারা জেলে থাকে।

বন্দীখানা (পারসী) জেল, কারাগার, ফাটক।

বন্দুক (তুর্কী) স্বনামখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

বন্দেল, ভাগীরথী-নদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২২° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৫´ পূঃ। এখানে রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একটী ধর্ম্মমন্দির আছে। উহাই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন খৃষ্টধর্ম্ম-মন্দির, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের আদেশে মোগলগণ ঐ মন্দির জ্বালাইয়া ভিতরের প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রসমূহ নষ্ট করিয়া দেয়। খৃষ্টধর্ম্মযাজক বন্দীরূপে আগ্রায় আনীত হইলে, তাঁহার প্রমুখে সকল বিষয় অবগত হইয়া সম্রাট্ ঐ ধর্ম্মমন্দিরের ব্যয়ভার-বহনের জন্য ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। অনতিবিলম্বে নূতন মন্দির নির্ম্মিত এবং তাহাতে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের লিপিও উৎকীর্ণ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে পর্ত্তুগীজগণ ইহার রক্ষার জন্য একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে এখানে জেসুইট বিদ্যালয়, বোর্ডিং স্কুল, খৃষ্টানসতীদিগের আশ্রম প্রভৃতি স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে পর্ত্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীদিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এইস্থান শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই বাঙ্গালী, তবে কএকজন ধর্ম্মযাজক আছে মাত্র। এখানে প্রতিবৎসর নবেম্বর মাসে ক্যাথলিকদিগের নোভেনা (Novena) উৎসবে অনেক খৃষ্টান সমাগত হইয়া থাকে।

বন্দেজ (পারসী) ১ বন্দেশ, চুক্তি। ২ আবিষ্কার। ৩ উত্তম।

বন্দোবস্ত (পারসী) ১ স্থিরীকৃত। ২ রাজার সহিত জমীদারগণের বাৎসরিক করদানের স্থিরীকরণ। ৩ যে কোন বিষয়ের স্থিরীকরণের নাম বন্দোবস্ত।

বন্ধ, বন্ধন। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ বধ্নাতি। লোট্ বধ্নাতু। লিট্ ববন্ধ। লুঙ্ অবান্‌ৎসীৎ। উদ্‌বন্ধ—উত্তোলন করিয়া বন্ধন। অনুবন্ধ—নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব, অনুগমন।

"তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসং।" (দেবীমা°)

নি-বন্ধ নিয়মপূর্ব্বক বন্ধন। নির-বন্ধ আগ্রহ। প্র-বন্ধ, গ্রন্থন, কাল্পনিক কথন। প্রতি-বন্ধ নিরোধ।

"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।" (রঘু ১ স°)

সম্-বন্ধ,—সম্যক্‌বন্ধ, সংসর্গ।

বন্ধ, সংযমন। চুরাদি, উভ° সক° সেট্। লট্ বন্ধয়তি-তে। লোট্ বন্ধয়তু-তাং। লিট্ বন্ধয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অববন্ধৎ-ত।

বন্ধ (পুং) বন্ধ-হলশ্চেতি ঘঞ্। ১ আধি। ২ বন্ধন। (মেদিনী) ৩ শরীর। যতদিন কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় না হয়, ততদিন দেহের পর দেহ, অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্ম এবং জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য শরীরই বন্ধ। কর্ম্মবন্ধন শেষ হইলে আর শরীরগ্রহণ হইবে না। ৪ গৃহাদি বেষ্টন অর্থাৎ গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে বন্ধ ঠিক করিয়া লইতে হয়, ১৫, ১৭, ১৯ বা ২১ এই সকল বন্ধে গৃহাদি করিতে হয়, অর্থাৎ অযুগ্মবন্ধে গৃহাদি প্রশস্ত। যুগ্মবন্ধে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে নাই। গৃহের দীর্ঘ ও প্রস্থ মিলিয়া যে কয় হাত হয়, তাহাকে বন্ধ কহে।

"রূপাষ্টকো বিনিহতো ভবনস্য বন্ধঃ
কর্ত্তুং স্বমৃক্ষমিহ যুগ্মশরৈকনিঘ্নম্।
একীকৃতং রসনিশাকরযুগ্মভুক্ত-
শেষং ততো ভবতি পিণ্ডপদং গৃহস্য॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৫ রতিবন্ধ। রতিমঞ্জরীতে ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বন্ধের নাম যথা—

১ পদ্মাসন, ২ নাগপদ, ৩ লতাবেষ্ট, ৪ অর্দ্ধসম্পুট, ৫ কুলিশ, ৬ সুন্দর, ৭ কেশর, ৮ হিল্লোল, ৯ নরসিংহ, ১০ বিপরীত, ১১ ক্ষুব্ধ, ১২ ধেনুক, ১৩ সমুৎকণ্ঠ, ১৪ সিংহাসন, ১৫ রতিনাগ, ১৬ বিদ্যাধর, এই ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধ। (রতিমঞ্জরী)

ইহা ভিন্ন স্মরদীপিকায় অষ্টাদশপ্রকার রতিবন্ধের উল্লেখ আছে। যথা—১ কামপ্রদ, ২ বিপরীত, ৩ নাগর, ৪ রতিপাশক, ৫ কেয়ূর, ৬ প্রিয়তোষ, ৭ সমপদ, ৮ একপদ, ৯ সম্পুট, ১০ উর্দ্ধসম্পুট, ১১ স্তনভব, ১২ রতিসুন্দর, ১৩ উরুপীড়, ১৪ স্মরচক্র, ১৫ উরুক্রম, ১৬ বেষ্টক, ১৭ হংসকীল, ও ১৮ লীলাসন এই অষ্টাদশ প্রকার বন্ধ। (স্মরদীপিকা) [এই সকল বন্ধের লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] হঠযোগপ্রদীপে যোগসাধক বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। যোগিপুরুষ যোগশাস্ত্রোক্ত বন্ধ অবলম্বন করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। উড্ডীয়ানবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ ও মূলবন্ধ প্রভৃতি যোগোক্ত বন্ধ। এই সকল বন্ধ যোগাভ্যাসে বিশেষ উপকারক।

"বন্ধো যেন সুষুম্নায়াং প্রাণস্তূড্ডীয়তে যতঃ।
তস্মাদুড্ডীয়নাখ্যোঽয়ং যোগিভিঃ সমুদাহৃতঃ॥" (হঠযোগদী°)

এই সকল বন্ধের লক্ষণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বন্ধক (ক্লী) বধ্নাতীতি বন্ধ-ণ্বুল্। ঋণের নিমিত্ত স্থাপিত বস্তু, যে বস্তু লোকের নিকট রাখিয়া ঋণগ্রহণ করা যায়। চলিত বাঁধা।

ঋণগ্রহণ করিতে হইলে সুবর্ণ বা ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া করিতে হয়। পরে সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ দিলে বন্ধকী সম্পত্তি ফেরত পাওয়া যায়। ইহাকে আধিও বলে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিলে পরে তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইলেও যদি মোচন করা না হয়, তাহা হইলে বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বস্বামীর স্বত্ব থাকিবে না। যে বন্ধক দ্রব্যের ছাড়াইয়া আনিবার কাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সকল বন্ধকী বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে

ফলভোগ হয়, যেমন ক্ষেত্রাদি, তাহা কখনই নষ্ট হয় না। বন্ধকী দ্রব্য অপ্রকাশ্যভাবে ভোগ করিলে অথবা বন্ধকী দ্রব্য কার্য্যাক্ষম করিয়া দিলে সুদ পাইবে না, অথবা ঐ বস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যক্ষম করিয়া দিতে হইবে। বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হইলে তাহার মূল্য দিতে হয়। কিন্তু ইহা যদি দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আর ঐ দ্রব্য দিতে হইবে না। বন্ধকী দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য জিনিষ বন্ধক দিতে হইবে। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্ম্মল-চরিত্র জানিয়া যদি বহুমূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লয়, তাহা হইলে দ্বিগুণ সুদসমেত মূলধন দিলে বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়া পাইবে। আর যদি এইরূপ সত্য করা থাকে যে, দ্বিগুণ সুদ হইলেও আমি তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধি নাশ না হয়, তাহা হইলে এই কথামত দ্বিগুণ দিয়া বন্ধকী দ্রব্য ছাড়াইয়া লইবে। অধমর্ণ সুদ সমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে উত্তমর্ণ তাহার দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। যদি তিনি লোভে পড়িয়া উহা দিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে রাজার নিকট তিনি চোরের ন্যায় দণ্ড পাইবেন। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া বন্ধকী দ্রব্য লইয়া আসিবে। উত্তমর্ণ পক্ষে অধমর্ণপ্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক না থাকিলে কিংবা অধমর্ণ বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে ইচ্ছা করিলে যদি উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকে, তবে ঐ দ্রব্যের মূল্য যেরূপ হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া যতদিন উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধনগ্রহণপূর্ব্বক আধিমোচন না করে, বা আধিমূল্যদ্বারা ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ না করে, ততদিন উত্তমর্ণের নিকট যেমন ছিল, তেমনিই থাকিবে। কিন্তু এই সময় হইতে আর সুদ চলিবে না। যদি ঋণগ্রহণকালে এরূপ সত্য থাকে যে, মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইলে দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য, তবে তাহাই হইবে। আধি নাশ না হয় এবং যদি মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তবে ঐ সময় অধমর্ণ কাছে না থাকিলে উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া গচ্ছিত বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবে। যখন বিনা বন্ধকে ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্যে যদি উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধ হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ বন্ধক ছাড়িয়া দিবেন। 'এই বন্ধক হইতে অধিক উৎপন্ন হইলে, তোমার লাভ, অর্দ্ধ উৎপন্ন হইলে তোমার ক্ষতি' উত্তমর্ণের এইরূপ অঙ্গীকার-মতে অধমর্ণের যদি তাহাতে আর কোনরূপ আপত্তি না থাকে এবং বন্ধকের দ্বিগুণফল উৎপন্ন হয়, তবে উত্তমর্ণ ঐ বন্ধক ছাড়িয়া দিবেন, অন্যথা নহে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২ অঃ)

মনুতে লিখিত আছে, যদি ভোগের নিমিত্ত কোন বস্তু বা দাস দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তবে ঐ টাকার আর স্বতন্ত্র সুদ চলিবে না।

বলপূর্ব্বক বন্ধকীর দ্রব্য ভোগ করিবে না। উত্তমর্ণ যদি ঐ দ্রব্য ভোগ করে, তবে ঋণের সুদ ত্যাগ করিতে হইবে কিংবা ভোগ করা হেতু যদি উহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে অধমর্ণকে প্রকৃত মূল্য দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। যদি না করে, তাহা হইলে উত্তমর্ণ চোরের ন্যায় দণ্ডিত হইবে। বন্ধকী দ্রব্য যখন চাহিবে, তখনই দিতে হইবে। বন্ধকী দ্রব্য যতদিনই থাকুক না কেন, উহাতে অধমর্ণের স্বত্ব ধ্বংস হইবে না। উত্তমর্ণ যত টাকা কর্জ্জ দিবেন, তাহার টাকা যতদিনই থাকুক না কেন, উহার দ্বিগুণের অধিক সুদ পাইবেন না। (মনু ৮ অঃ)

(পুং) বন্ধ স্বার্থে-কন্। ২ বিনিময়। (বিশ্বমেদিনী) ৩ রত-হিণ্ডক। (নানার্থরত্নমালা) (ত্রি) ৪ বন্ধনকর্ত্তা।

"ন নারী ন ধনং গেহং ন পুত্রো ন সহোদরাঃ।
বন্ধনং প্রাণিনাং রাজন্নহঙ্কারস্তু বন্ধকঃ॥" (ভাগবত ৫।১।৩৯)

অহঙ্কারই জীবের বন্ধক, অর্থাৎ বন্ধনকর্ত্তা, যতদিন 'অহং' 'মম' আমি, আমার, অর্থাৎ আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার সুখ দুঃখ, এই জ্ঞান থাকিবে, ততদিন বন্ধন অবশ্যম্ভাবী এইজন্য অহঙ্কারই বন্ধক।

বন্ধকী (স্ত্রী) বধ্নাতি মানসমিতি বন্ধ-ণ্বুল্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পুংশ্চলী, অসতী স্ত্রী, বেশ্যা।

"ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈর্বন্ধকীপতিভিস্তথা।" (মার্ক° পু° ৩৪।৮৮)

মহাভারতে লিখিত আছে,—পঞ্চপুরুষগামিনী স্ত্রীকে বন্ধকী কহে।

"নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যত।
অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাদ্বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ॥" (ভা° ১।১২৩।৭৪)

৩ হস্তিনী। (মেদিনী)

বন্ধকর্তৃ (পুং) শিব, মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০০)

বন্ধন (ক্লী) বন্ধ-ভাবে-ল্যুট্। ১ বন্ধনক্রিয়া, চলিত বাঁধা। পর্য্যায়—উদ্দান, কন্ধন, বন্ধ, সংযমন। (শব্দরত্না°)

"আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্।
মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥" (হিতোপ° ১।২৫)

২ বধ। ৩ হিংসা। (শব্দরত্না°) ৪ রজ্জু। (হেম বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধ-করণে ল্যুট্। (ত্রি) ৫ বন্ধনের করণ সামগ্রী, যাহা দ্বারা বন্ধন হয়। বধ্যতেঽস্মিন্ ইতি অধিকরণে ল্যুট্। ৬ কারাগৃহ। ৭ বন্ধনস্থান।

"বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।"
(ভাগ° ৩।২।২৫)

(পুং) ৮ শিব, মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০০) (ত্রি) ১ বন্ধনকর্ত্তা।

"বন্ধনস্থস্থরেন্দ্রাণাং যুধি শত্রুবিনাশনঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।৬১)

বন্ধনগ্রন্থি (পুং) বন্ধনস্য গ্রন্থিঃ। বন্ধনের গিরু, বাঁধন দিবার গাঁইট্। ২ অস্থিবন্ধনের গ্রন্থি।

বন্ধনপালক (পুং) কারাগাররক্ষক, কারারক্ষী।

বন্ধনবেশ্মন্ (ক্লী) বন্ধনায় বন্ধনস্য বা বেশ্ম গৃহং। কারাগার।

বন্ধনস্থ (ত্রি) বন্ধনে তিষ্ঠতি স্থা-ক। বন্ধনস্থিত, কারারুদ্ধ।

বন্ধনস্থান (ক্লী) বন্ধনস্য স্থানং। ১ কারাগার। ২ পশুদিগের বন্ধনস্থান, আস্তাবোল, গোয়ালঘর ইত্যাদি।

বন্ধনাগার (পুং) বন্ধনস্য আগারঃ। কারাগৃহ, কারাগার।

বন্ধনালয় (পুং) বন্ধনায় বন্ধনস্য বা আলয়ঃ। কারাগার।

বন্ধনী (স্ত্রী) ১ ভেদাবরোধক সূত্রময় ও স্থিতিস্থাপক গুণোপেত পদার্থ, তদ্দ্বারা শরীরের অস্থি সকল পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে। ২ যে চিহ্নের মধ্যভাগে অনেকগুলি রাশি স্থাপিত হইলে তাহা এক রাশিরূপে পরিগৃহীত হয় ({) এই প্রকার চিহ্ন। ৩ বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড় ও শৃঙ্খলাদি।

বন্ধনীয় (ত্রি) বন্ধ-অনীয়র্। ১ বন্ধনযোগ্য, বাঁধিবার উপযুক্ত ২ সেতু। (রামা° ২।৮০।১০)

বন্ধমোচনিকা (স্ত্রী) ১ বন্ধ হইতে মোচনকারিণী। ২ যোগিনী বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৩৬।১৫৫)

বন্ধলগোতী, অযোধ্যা-প্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। সুলতানপুর-জেলার অমেথী পরগণায় ৩৬৪ খান গ্রামে ইহাদের বাস। অন্য কোথাও ইহাদিগকে দেখা যায় না। শুনা যায়, হসনপুর-রাজভৃত্যের ঔরসে এক ঘরামী-রমণীর গর্ভে ইহাদের জন্ম। এখনও ইহাদের কোন কোন ক্রিয়াকর্ম্মে 'বন্ধা' নামক অস্ত্রের পূজা হইয়া থাকে। ঐ অস্ত্র দ্বারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঁশ চিরিত, কিন্তু বর্ত্তমান বন্ধলগোতিগণ এই নীচ উৎপত্তির কথা স্বীকার করে না। ইহারা বলে যে, তাহারা সূর্য্যবংশী ক্ষত্রিয়, বর্ত্তমান জয়পুর রাজবংশের অন্যতম শাখা-সমুদ্ভূত; প্রায় ৯শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ বংশের কোন ব্যক্তি অযোধ্যায় তীর্থ-পরিদর্শনে আগমন করিয়া কোন অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এখানে নূতন একটী শাখা স্থাপন করিয়া যায়। ক্রমে দলপুষ্ট হইয়া তাহারা এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে।

বন্ধাল, (বাঁধ ও আল) নদী স্রোতোবেগ হ্রাস করিবার জন্য বাঁধ হইতে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত যে আলি বিস্তার করা হয়।

বন্ধয়িতৃ (ত্রি) বন্ধ-ণিচ্-তৃচ্। বন্ধনকারক, যিনি বন্ধন করেন।

বন্ধস্তম্ভ (পুং) বন্ধায় স্তম্ভঃ। হস্তিবন্ধনস্তম্ভ, পর্য্যায়—আলান, শঙ্কু, অঙ্কোড়। (শব্দরত্না°)

বন্ধিত্র (ক্লী) বন্ধ-ইত্র। ১ কামদেব। (উজ্জ্বল) ২ চর্ম্মব্যজন।

বন্ধিন্ (ত্রি) বন্ধ-ইনি। বন্ধনযুক্ত।

"রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার॥"

(রঘু ৬।১৩)

বন্ধু (পুং) বন্ধ-বন্ধনে (শৃস্বৃস্নিহিত্রপীতি। উণ্ ১।১১) ইতি-উ। যিনি স্নেহদ্বারা মন বন্ধন করেন, তিনি বন্ধু। পর্য্যায়—সগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, স্ব, স্বজন, দয়াল, গোত্র। বন্ধু ত্রিবিধ—আত্মবন্ধু, মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধু। যথা—

"আত্মপিতৃষ্বসুঃ পুত্রা আত্মমাতৃষ্বসুঃ সুতাঃ।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া হ্যাত্মবান্ধবাঃ॥
পিতুঃ পিতৃষ্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতৃষ্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥
মাতুঃ পিতৃষ্বসুঃ পুত্রা মাতুর্মাতৃষ্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥" (মিতাক্ষরা)

মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই এবং মাতুল-পুত্র ইহারা আপ্তবন্ধু এবং পিতার মাসতুত ও পিসতুত ভাই এবং তাহার মাতুলপুত্র পিতৃবন্ধু। মাতার মাসতুত ও পিসতুত ভাই এবং তাহার মাতুলপুত্র মাতৃবন্ধু। আত্মবন্ধু, মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধু ইহারা স্বাভাবিক হিতকারী। এই জন্য শাস্ত্রে ইহাদিগকে বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পিতৃব্য প্রভৃতিকেও বন্ধু কহে।

"বিত্তং বন্ধুর্ব্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদযদুত্তমম্॥" (মনু ২।১৩৬)

'বন্ধুঃ পিতৃব্যাদিঃ' (কুল্লূক) ৩ বন্ধুকপুষ্প। ৪ মিত্র।

"বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারাঃ।" (মেঘদূত ৩৪)

৫ ভ্রাতা। (মেদিনী) রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথধৃত বচনে দেখিতে পাওয়া যায়, 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ' যিনি ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে বন্ধু কহে। ৬ পিতা। ৭ মাতা। [মিত্র শব্দ দেখ।]

বন্ধুক (পুং) বন্ধ-উক যদ্বা বন্ধবন্ধুকবৃক্ষ-এব স্বার্থে কন্। বৃক্ষভেদ।

বন্ধুকৃত্য (ক্লী) বন্ধূনাং কৃত্যং কার্য্যং। বন্ধুর কার্য্য।

"ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাং" (শকুন্তলা)

বন্ধুক্ষিৎ (ত্রি) হবিরাদি দ্বারা প্রাপ্তিযুক্ত।

"গবেষণো বন্ধুক্ষিদ্ভ্যো গবেষণঃ" (ঋক্ ১।১৩২।৩) 'বন্ধুক্ষিদ্ভ্যঃ হবিপ্রদানাদিনা বন্ধুভাবং প্রাপ্তবদ্ভ্যঃ' (সায়ণ)

বন্ধুজন (পুং) বন্ধুরেব জনঃ। বন্ধুলোক, আত্মীয় কুটুম্ব।

"বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে"—(গৌ° রামা° ২।২৭।২২)

বন্ধুজীব (পুং) বন্ধুরিব জীবয়তি রসাদিনেতি বন্ধু-জীব-অচ্। বন্ধুকবৃক্ষ।

"বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্।"

(রঘু ২৫।১১।২৫)

বন্ধুজীবক (পুং) বন্ধুবৎ জীবয়তি রসাদিনা ইতি বন্ধু-জীব-ণ্বুল্ বা বন্ধুজীব এব স্বার্থে কন্। বন্ধুকবৃক্ষ। (অমর)

বন্ধুতা (স্ত্রী) বন্ধোর্ভাবঃ বন্ধূনাং সমূহো বা (গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ইতি তল্ টাপ্। ১ বন্ধুসমূহ। ২ বন্ধুর ভাব, মিত্রত্ব। (ঋক্ ৪।৪।১১)

বন্ধুদত্ত (ক্লী) বন্ধুনা দত্তম্। পিতৃ-মাতৃ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন, পিতা মাতা কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ যে ধন দেন, তাহাই বন্ধুদত্ত।

"বন্ধুদত্তং যথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব চ।

অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ॥

বন্ধুদত্তপদেন কন্যাকালায়াং যৎপিতৃভ্যাং দত্তং তদুচ্যতে।"

(দায়ভাগ)

বন্ধুদা (স্ত্রী) বেশ্যা, অসতী স্ত্রী।

বন্ধুপতি (পুং) বন্ধূনাং পতিঃ। আত্মীয় কুটুম্বদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। বন্ধুশ্রেষ্ঠ।

বন্ধুপাল (পুং) আত্মীয় কুটুম্বপ্রতিপালক, যিনি বন্ধুকে প্রতিপালন করেন।

বন্ধুপৃচ্ছ্ (ত্রি) বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসাকারী।

বন্ধুমৎ (ত্রি) বন্ধু-অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ বন্ধুযুক্ত। ২ কুটুম্বসমন্বিত। ৩ রাজভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৪ নগরভেদ।

বন্ধুর (ক্লী) বন্ধ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ইতি উরপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ মুকুট। ২ রথবন্ধন।

"অস্তে ছত্রং বরূথঞ্চ বন্ধুরঞ্চ তথাপরে।

গন্ধর্ব্বা বহুসাহস্রাস্তিলশো ব্যধমন্রথম্॥" (ভারত ৩।৩২।৩১)

(পুং) ৩ স্ত্রীচিহ্ন। ৪ তিলকল্ক। ৫ বন্ধূক। ৬ বধির। ৭ হংস। (মেদিনী) ৮ বিড়ঙ্গ। ৯ ঋষভৌষধ। (রাজনি°) ১০ বক। ১১ বিহঙ্গ। (ত্রি) ১২ রম্য। ১৩ নম্র। ১৪ উন্নতানত।

"বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি! চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ।"

(রঘু ১৩।৪৭)

বন্ধুরা (স্ত্রী) বন্ধুর-টাপ্। পণ্যযোষা। (মেদিনী)

বন্ধুল (পুং) বন্ধূন্ লাতি স্নেহেন গৃহ্লাতীতি বন্ধু-লা-ক। ১ অসতীপুত্র।

"পরগৃহ...পরান্নপুষ্টাঃ পরপুরুষৈর্জনিতাঃ পরাঙ্গনাসু।

পরধন...বন্ধুলাঃ গজকলভা ইব বন্ধুলা নমামঃ॥"

(মৃচ্ছকটিক ৪ অ°)

(ত্রি) ২ সুন্দর। ৩ নম্র। (অজয়পাল)

বন্ধুবন্দক (পুং) বন্ধুদিগকে যিনি বন্দনা করেন।

বন্ধূক (পুং) বধ্নাতি সৌন্দর্য্যেণ চিত্তমিতি বন্ধ (উলূকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) ইতি-ঊক। (Pentepetes Phœnicea) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বাঁধুলিফুলের গাছ। ইহার পুষ্প মধ্যাহ্নকালে বিকসিত হয়, প্রাতঃ এবং সায়ংকালে শুষ্ক হইয়া যায়। হিন্দী—দুপহরিয়া, গেজুলিয়া। মহারাষ্ট্র—বান্দুজা। কলিঙ্গ—বন্দুরে। তৈলঙ্গ—মঙ্কিনচেট্টু, বেগসিনচেট্টু। বম্বে—দুপারি। পঞ্জাব—বন্ধুগুলদুফরিয়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তক, বন্ধুজীবক, বন্ধুক, বন্ধু, বন্ধুল, জীবক, বন্ধুজীব, বন্ধূলি, বন্ধুর, রক্ত, মাধ্যাহ্নিক, ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যন্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প, হরিপ্রিয়।

"লতামূলে লীনো হরিণ-পরিহীনো হিমকরঃ।

ধ্রুনীতে বন্ধূকং তিলকুসুমজন্মাপি পবনঃ॥" (উদ্ভট)

এই পুষ্প অসিত, সিত, পীত ও লোহিত এই চারিপ্রকার। ইহার গুণ জ্বরনাশক, বিবিধ গ্রহ ও পিশাচপ্রশমনকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ-মতে কফবর্দ্ধক, গ্রাহী, রক্তপিত্তনাশক ও লঘু। ২ পীতশালক। (ক্লী) ৩ ধধূপ, চলিত বন্দুক।

'বন্ধূকো বন্ধুজীবে স্যাৎ ধধূপে স্যান্নপুংসকম্।' (হড্ডচন্দ্র)

বন্ধূকপুষ্প (পুং) বন্ধূকস্য পুষ্পমিব পুষ্পং যস্য। ১ পীতশাল। ২ বীজক। (রাজনি°)

বন্ধূর (পুং) বন্ধ-বন্ধনে বন্ধ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ইত্যত্র খর্জ্জূরাদিত্বাদূর প্রত্যয়েন সিদ্ধং। ১ বিবর। (ত্রি) ২ রম্য। ৩ নম্র।

'বন্ধুরবন্ধূরৌ রম্যো নম্রে হংসে তু বন্ধুরঃ।' (রভস)

৪ উন্নতানত স্থান, যে সকল স্থান কোথাও বা উন্নত, আবার কোথাও বা আনত।

বন্ধূলি (পুং) বন্ধুকবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

বন্ধ্য (ত্রি) বন্ধ-যৎ। ঋতুপ্রাপ্তাবধি ফলরহিত বৃক্ষাদি, যাহাতে উপযুক্ত সময়েও ফল হয় না। পর্য্যায়—অফল, অবকেশী, বিফল, নিষ্ফল। (রাজনি°) বন্ধ-কর্ম্মণি-য। ২ বন্ধনীয়।

"অবন্ধ্যং যশ্চ বধ্নাতি বন্ধ্যং যশ্চ প্রমুঞ্চতি।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৩) (পুং) ৩ নিবর্ত্তিতবারি, সেতু, চলিত বাঁধ, জাঙ্গাল। জলের গতি রোধ করিবার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়, তাহাকে বন্ধ্য কহে।

"সেতুশ্চ দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ খেয়ো বন্ধ্যস্তথৈব চ।

তোয়প্রবর্ত্তনাৎ খেয়ো বন্ধ্যঃ স্যাত্তন্নিবর্ত্তনাৎ॥" (মিতাক্ষরা)

বন্ধ্যা (স্ত্রী) বন্ধ (অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১১১) ইতি যক্, টাপ্। অপ্রজা স্ত্রী, যে স্ত্রীর সন্তান হয় নাই। চলিত বাঁজা।

"রূপৌদার্য্যবয়োজন্মবিদ্যৈশ্বর্য্যক্রিয়াদিভিঃ।

সম্পারন্ত স্তনৈঃ সর্ব্বৈশ্চিত্রা বন্ধ্যাপতেরণূৎ ॥” (ভাগ° ৬।১৪।১২)

মনুতে লিখিত আছে—বন্ধ্যাস্ত্রী অষ্টম বর্ষে অধিবেদনীয়।

“বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা ॥” (মনু ৯।৮১)

বৃষলী স্ত্রীকেও বন্ধ্যা কহে, যাহাদের সন্তান হয় না বা হইয়া পুনঃ পুনঃ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে বৃষলী কহে।

“বন্ধ্যাস্তু বৃষলী জ্ঞেয়া বৃষলী চ মৃতপ্রজা।

অপরা বৃষলী জ্ঞেয়া কুমারী যা রজস্বলা ॥”

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকে উশনা)

২ যোনিরোগবিশেষ। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—উদাবর্ত্তা, বিপ্লুতা ও বন্ধ্যাদিভেদে যোনিরোগ নানাপ্রকার। যে সকল স্ত্রীদিগের আর্ত্তব বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে বন্ধ্যা কহে। স্ত্রীদিগের এই রোগ হইলে যথাবিধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ইহার চিকিৎসা—বন্ধ্যানারী প্রতিদিন মৎস্য, কাঁজি, তিল, মাষকলায়, অর্দ্ধেক জলযুক্ত ঘোল ও দধি সেবন করিবে। ইহাতে তাহাদের আর্ত্তব নির্গত হইতে পারে। তিক্তলাউর বীজ, দন্তী, গুড়, ময়নাফল, সুরাবীজ ও যবক্ষার এই সকল সমভাগে সিজের আটাদ্বারা পেষণ করিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঐ মূর্ত্তি যোনিমধ্যে দিলে আর্ত্তব নিঃসৃত হয়। লতাফটুকীর পাতা, স্বর্জ্জিকাক্ষার, বচ এবং শাল এই সকল শীতল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে তিনদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই রজঃ নিঃসৃত হয়।

শ্বেতবেড়েলা, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, কাকড়াশৃঙ্গী ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য মধু, দুগ্ধ ও ঘৃতসহ পান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ হয়। অশ্বগন্ধার কাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধঅবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ঋতু স্নান করিয়া উহা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে লক্ষ্মণামূল উদ্ধৃত করিয়া ঋতুস্নানান্তে ঘৃতকুমারীর রস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যাদোষ দূর হয় এবং অচিরে ঐ নারীর গর্ভ হইয়া থাকে। শীতঝিণ্টির মূল, ধাইফুল, বটের অঙ্কুর ও নীলোৎপল, এই সকল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়। গজপিপ্পলী, জীরা, শ্বেতপুষ্প ও শরপুঙ্খা, এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া পান করিলে বন্ধ্যাদোষ নিরাকৃত হয়। একটী পলাশপত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বীর্য্যবান্ পুত্র হয়। শূকশিম্বীমূল, কপিত্থের মজ্জা ও জিঞ্জিনীবীজ, এই সকল দুগ্ধের সহিত পান করিলে নারী পুত্রপ্রসবিনী হইয়া থাকে। পুত্রঞ্জীব বৃক্ষের মূল, বিষ্ণুক্রান্তা এবং জিঞ্জিনী এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া আটদিন সেবন করিলে নারীর পুত্র হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° যোনিরোগাধি°)

বন্ধ্যা স্ত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি সেবন করিলে তাহাদের বন্ধ্যাদোষ দূর হয় এবং তাহারা পুত্রপ্রসবিনী হইয়া থাকে। আবার এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যে, পুত্রপ্রসবিনী স্ত্রীরা সেই ঔষধ সেবন করিলে তাহাদের আর গর্ভ হইবে না।

বৈদ্যক চক্রপাণিসংগ্রহে লিখিত আছে—

“পিপ্পল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরস্তথা।

ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥”

পিপ্পলী, শৃঙ্গবের, মরিচ ও নাগকেশর ইহা ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যা পুত্রপ্রসব করে। বলা, অতিবলা, যষ্টি ও শর্করা মধুর সহিত পান করিলে বন্ধ্যাদোষ বিদূরিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

বন্ধ্যাকর্কোটকী (স্ত্রী) বন্ধ্যায়াঃ কর্কোটকী পুত্রদাতৃত্বাৎ বন্ধ্যায়াঃ উপকারিণী অতোঽস্যাস্তথাত্বং। তিক্তকর্কোটকী, চলিত তিঁতকাকুড়ী, তিক্তকাঁকরোল। হিন্দী—বাঁঝ খখাসা, বাভূখসা, বাঁঝকাঁকরোল। মহারাষ্ট্র—বংঝা কণ্টোলী। কলিঙ্গ—বঞ্জেমড়ু বাগলু। বম্বে—বংঝাকর্টোলী। (রাজনি°) পর্য্যায়—বন্ধ্যা, দেবী, নাগারাতি, নাগহন্ত্রী, মনোজ্ঞা, পথ্যা, দিব্যা, পুত্রদা, সকন্দা, শ্রীকন্দা, কন্দবল্লী, ঈশ্বরী, সুগন্ধা, সর্পদমনী, বিষকণ্টকিনী, পরা, কুমারী, ভূতহন্ত্রী। ইহার গুণ তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কফাপহ, স্থাবরাদি-বিষনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে লঘু, কফনাশক, ব্রণশোধক, সর্পবিষহর, তীক্ষ্ণ এবং বিসর্প ও বিষহারক।

বন্ধ্যাতনয় (পুং) বন্ধ্যায়া তনয় ইব। অলীক পদার্থ।

বন্ধ্যাত্ব (স্ত্রী) বন্ধ্যায়া ভাবঃ ত্ব। বন্ধ্যার ভাব বা ধর্ম্ম।

বন্ধ্যাদুহিতৃ (স্ত্রী) মিথ্যা বস্তু।

বন্ধ্যাপুত্র (পুং) অলীক পদার্থ।

বন্ধ্যাশ্ব (পুং) পুরাণোক্ত রাজভেদ।

বন্ধ্যাসুত (পুং) মিথ্যা পদার্থ।

বন্ধ্যাসূনু (পুং) আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা।

বন্ধেষ (পুং) বন্ধূনামেষঃ অন্বেষণং। স্বীয় বন্ধুদিগের অন্বেষণ। “প্রমেষে বন্ধেষে” (ঋক্ ৫।৫২।১৬) ‘বন্ধেষে বৈষাং বন্ধনামন্বেষণে’ (সায়ণ)

বন্নু, দেরাজাত বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন। পঞ্জাব সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১০´ হইতে ৩৩° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ২৬´ হইতে ৭২° পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৮৬৮ বর্গমাইল। এডওয়ার্ডেসাবাদে ইহার বিচারসদর স্থাপিত। সিন্ধুনদ এই জেলার উত্তরদক্ষিণে প্রবাহিত। নদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী ভূভাগ কতকটা সমতল, তৎপরেই লবণপর্ব্বতের ক্রমোন্নত শাখা দেখা যাইতেছে। খটক নিয়াজৈ বা মৈদানী পর্ব্বতমালার সুখাজিয়ারাৎ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭৪৫ ফিট্ উচ্চ। ইহারই উত্তরভাগে প্রকৃত বন্নু উপত্যকা।

এই স্থান ডিম্বাকৃতি এবং উত্তরদক্ষিণে ৩০ ক্রোশ লম্বা। ইহার চারিদিকেই প্রাচীরাকারে গিরিমালা। পশ্চিমে ওয়াজিরি জাতির বাসভূমি ওয়াজিরি পর্ব্বত, পীরঘল ও শিবিধর শিখর। উত্তরে কোহাটের খটক পর্ব্বত ও সফেদকো, পূর্ব্বে তক-নিয়াজী এবং দক্ষিণে শেখবুদিন নামক পর্ব্বত। এই শেখবুদিন পর্ব্বতে বন্নু ও দেরা ইস্মাইল-খাঁ-বাসী য়ুরোপীয়গণের জন্য স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত আছে। কুরম ও ও তোচী (গম্ভীলা) নদী এই উপত্যকা ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুতে মিশিয়াছে। এই জেলার উত্তরে কালাবাগের নিকট সিন্ধুনদ লবণপর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সিন্ধুনদের পূর্ব্বদিক্ সিন্ধুসাগর-দোয়াব নামে খ্যাত[১]।

লবণপর্ব্বত ও মৈদানী পর্ব্বতমালার স্থানে স্থানে লবণ পাওয়া যায়। কালাবাগের অপর দিকে মারি নামক স্থানে প্রচুর সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইসাখেল নামক স্থানে সোরা, কালাবাগ ও কুটুকীতে ফট্‌কিরি, দুই প্রকার কয়লা, কেরোসিন্ তৈল এবং সিন্ধুজলে অতি অল্প পরিমাণে সোণাও পাওয়া যায়।

কএক শতাব্দ ধরিয়া এখানকার অধিবাসীর মধ্যে আফ-গান জাতিরই প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের বাস ছিল এবং পঞ্জাবের যবন-বাহ্লীক (Greco-Bactrian) অধিকার এই জেলায় প্রতীচ্য সভ্যতার ক্ষীণালোক প্রবেশ করিয়াছিল। বন্নু উপত্যকার আক্রা প্রভৃতি স্থানে এখনও অনেক ইষ্টকস্তূপ, ভগ্নমূর্ত্তি, হিন্দুর পরিহিত অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদের স্রোতোবেগে ঐরূপ একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ ভাসিয়া আইসে, উহাতেও অনেক ভগ্নমূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

এই সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে যে প্রাচীন সমৃদ্ধির কল্পনা করা যায়, গজনীরাজ মাহ্মুদের সর্ব্ব বিলয়কারী উপদ্রবে তাহার অবসান হয়। স্থানীয় প্রবাদ, মাহ্মুদ এখানকার হিন্দু দুর্গাদি সমূলে বিধ্বস্ত করেন। তৎপরে কএকশতাব্দ উহা প্রায় জনহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। ক্রমে বন্নুচী বা বন্নুবাল ও নিয়াজৈ জাতি এখানে আসিয়া বাসস্থাপন করে। সম্রাট্ অকবর-শাহের রাজত্বে মরবৎগণ আসিয়া এস্থান অধিকার করে এবং নিয়াজৈদিগকে খটক-নিয়াজৈ পর্ব্বতে তাড়াইয়া দেয়। উহার প্রায় ১॥০ শত বর্ষ পরে আহ্মদশাহ দুরানী গক্কর জাতির প্রভাব নষ্ট করিলে মরহজগণ এখানে আশ্রয় পায়। মরবৎ ও বন্নুচীগণ এখনও এই প্রদেশে বাস করিতেছে।

(১) ঋগ্বেদে এই স্থান 'বর্ণু' নামে উক্ত আছে।

অকবরের পরবর্ত্তী দুই শতাব্দকাল এখানকার অধিবাসীরা নামমাত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ এই স্থান জয় করিয়া সমগ্র প্রদেশ শ্মশানভূমে পরিণত করেন। আহ্মদশাহ দুরানী এই উপত্যকা দিয়া তাঁহার সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং গমনকালে যথাসাধ্য কর আদায় করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু কিছুতেই দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীদিগকে বশে আনিয়া শাসনবিধি স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা শিখদিগের অধিকারে আইসে। রণজিৎসিংহ রাবলপিণ্ডিবাসী গক্কর জাতিকে পর্য্যস্ত করিয়া সিন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহে স্বীয় শাসনপ্রভাব বিস্তার করিয়া-ছিলেন। ক্রমে রাজ্যবিস্তার-মানসে তিনি সিন্ধুর পশ্চিম পারে বন্নু উপত্যকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যান্য সকল স্থান তাঁহার করতলগত হইলেও তিনি বন্নুবাসীদিগকে কিছুতেই বশে আনিতে পারেন নাই। কএকবার যুদ্ধের পর পূর্ব্বপুরুষ-দিগের প্রথামত, তিনি বাকী খাজনা আদায়ের সময় সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাদিত করিতেন।

রণজিতের মৃত্যুর পর এই স্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে। ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্ হার্বার্ট এড্‌ওয়ার্ডিস্ শিখসৈন্য সমভিব্যাহারে বন্নু উপত্যকা পরিদর্শনে আগমন করেন। এই সময়ে বন্নুবাসিগণ স্বাধীন, পরস্পরে বিরোধী ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রামই একটী দুর্গরূপে পরিণত হইয়াছিল। সেনানী এড্‌ওয়ার্ডিস্ নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে তাহাদিগকে বশে আনিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ তাহাদের দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া দেন, তাহারা স্বেচ্ছায় রাজকর দিতে বাধ্য হয়। মূলতান-যুদ্ধের আরম্ভে এড্‌ওয়ার্ডিস্ এখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অভিযানকালে বন্নুবাসীরা বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। এড্‌ওয়ার্ডেসাবাদের শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইয়া মূলতানে আসিয়া যোগ দেয়। পঞ্জাব ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হইবার পর এখানে পূর্ণরূপে ইংরাজশাসন স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানে বিশেষ কোন বিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই। পশ্চিমের অধিবাসীদিগের আক্রমণে সময় সময় এখানকার শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। সীমান্তদেশ রক্ষার জন্য এখানে ১০টী থানা আছে। উহার ৮টীতে গোয়া এবং কুরম ও টোচী থানায় দেশীয় সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত আছে।

২ উক্ত জেলার তহসীল। একদিকে কুরম ও গম্ভীলা (টোচী) নদী ও অপর তিনদিকে উচ্চ পর্ব্বত। ভূ-পরিমাণ ৪৪৫ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগে বন্নুচী নামক আফগান জাতির বাস। এখানে ৭টী দেওয়ানী ও ৬টী ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। এডওয়ার্ডেসাবাদ নামে খ্যাত। এখানে ইংরাজরাজের সীমান্তরক্ষক সেনাদল (১ দল অশ্বারোহী, ২ দল পদাতিক, ১৪৭০ সঙ্গীনবাহী সৈন্য, ৪৯২ জন তরবারধারী এবং কামানবাহী সেনা) আছে। প্রতিমাসে এখান হইতে কুরম ও তোচী থানায় সৈন্যদল বদল হইয়া থাকে।

বন্নুচী, বন্নু জেলাবাসী আফগানজাতি।

বফ্‌ফা, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সির্হন নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ২৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৫´ ১৫´´ পূঃ। উত্তর হাজারা ও স্বাৎ বিভাগের প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে নীল, কার্পাস বস্ত্র, তাম্রপাত্র ও শস্যাদির আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

বববা, অগ্নির অস্পষ্ট শব্দ। 'উচ্চৈর্ঘোষস্তনয়ন্ ববৰাকুর্বন্নিব দহতি' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৪)

বভ্র, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বভ্রতি। লোট্ বভ্রতু। লিট্ ববভ্র। লুঙ্ অাভ্রীৎ।

বভ্রবী (স্ত্রী) বভ্রোঃ শিবস্তেয়ং পত্নী, বভ্রু-অণ্ ঙীপ্, ন বৃদ্ধিঃ। দুর্গা। (ভূরিপ্র°)

বভ্রি (পুং) বভ্র-ইন্। ১ বজ্র। (ত্রি) ২ ভরণকর্ত্তা। ৩ ধারক। "বভ্রির্বজ্রং পপিঃ সোমং দদির্গাঃ" (ঋক্ ৬।২৩।৪) 'বভ্রির্ভর্ত্তা ধারকঃ' (সায়ণ)

বভ্রু (পুং) বিভর্ত্তি ভবতি বা ভৃ (কুভ্রশ্চ। উণ্ ১।২৩) ইতি কুদ্বিত্বঞ্চ। ১ অগ্নি। ২ শিব।

"শৃঙ্গী শৃঙ্গপ্রিয়ো বভ্রু রাজরাজো নিরাময়ঃ।"(ভা° ১৩।১৭।১৪৮)

৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৫) ৪ বিশাল। ৫ নকুল। (মেদিনী) ৬ মুনিবিশেষ। (হেম) ৭ দেশভেদ। (শব্দরত্না°) ৮ সিতাবরশাক। (রাজনি°) ৯ খলতি। (হেম) ১০ কপিলবর্ণ। ১১ কপিলবর্ণযুক্ত।

"নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বভ্রুণো দীক্ষিতস্য চ।" (মনু ৪।১৩০)

১২ লোমপাদসুত। (ভাগ° ৯।২৪।১) ১৩ দেবাবৃধসুত। (ভাগ° ৯।২৪।৯) ১৪ যযাতিপুত্র দ্রুহ্যর পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১৪) ১৫ পঞ্চগন্ধর্ব্বপতির মধ্যে একজন। (রামায়ণ ৪।৪১।৪২) ১৬ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩।৪।৫০) ১৭ বিশ্বগর্ভের পুত্র, ইনি যাদবদিগের অন্যতম। (হরিব°৯৪।৪৮) ইহার পত্নীকে শিশুপাল হরণ করিয়াছিল।

"আলপ্যালমিদং বভ্রোর্যৎ স দারানপাহরৎ।"
কথাপি খলু পাপানামলমশ্রেয়সে যতঃ।" (মাঘ ২।৪০)

যাদবকুল বিনষ্টপ্রায় হইলে বভ্রু কৃষ্ণের আদেশে যাদবপত্নীদিগের রক্ষার্থ গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি দস্যুহস্তে নিহত হন। (ভারত মৌষলপ° ৪ অঃ) (ত্রি) ১৮ পিঙ্গলবর্ণ।

"ববন্ধ বালারুণবভ্রুবল্কলং পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি॥"
(কুমার ৫।৮) (স্ত্রী) ১৯ কপিলাগাই। (ভাগ° ৯।২।৬)

বভ্রুক (ত্রি) ১ পিঙ্গলবর্ণ সম্বন্ধীয়। ২ নকুলবিশেষ। ৩ কপিঞ্জল। (শতপথব্রাহ্মণ। ১৩৷৩৷৩)

বভ্রুকর্ণ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণ কর্ণযুক্ত।

বভ্রুদেশ (পুং) জনপদভেদ।

বভ্রুধাতু (পুং) বভ্রুঃ পিঙ্গলো ধাতুঃ। ১ স্বর্ণ। ২ গৈরিকধাতু। (রাজনি°)

বভ্রুনীকাশ (ত্রি) কপিলবর্ণসদৃশ। (শুক্লযজু° ২৪।১৮)

বভ্রুমালিন্ (পুং) ১ পিঙ্গলবর্ণ মালাধারী। ২ মুনিবিশেষ। (ত্রি) ১ নকুলের ন্যায় মুখযুক্ত।

বভ্রুবাহ (পুং) মহোদয়পতি, অর্জ্জুনের পুত্র। [বভ্রুবাহন দেখ।]

বভ্রুবাহন (পুং) মণিপুরের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। অর্জ্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইহার জন্ম। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অর্জ্জুন যজ্ঞীয়াশ্বের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া মণিপুরে গমন করেন। ঐ যজ্ঞীয়াশ্ব যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া মণিপুরে উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের সমীপে অতি বিনীতভাবে আগমন করেন। অর্জ্জুন তাহাকে বিনীতভাবে আসিতে দেখিয়া কোনরূপ সমাদর করিলেন না; বরং এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে 'তুমি ক্ষত্রিয় ও বীরপুরুষ, সুতরাং এ সময়ে আমার নিকট তোমার যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত হওয়াই উচিত ছিল; তুমি যখন তাহা কর নাই, তখন তুমি ক্ষত্রিয়বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ। অতএব তোমাকে আমি স্ত্রীজাতি অপেক্ষাও অধম বলিয়া মনে করিতেছি।' অর্জ্জুন এইরূপ তিরস্কার করিলে নাগকন্যা উলূপী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বভ্রুবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ উপদেশ দেন। বভ্রুবাহন তাহার বাক্যে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যজ্ঞীয় অশ্বধারণ করেন। তখন অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হন। চিত্রাঙ্গদা এই সংবাদে যুদ্ধস্থলে আগমন করিয়া সপত্নী উলূপীকে এবং পুত্র বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বভ্রুবাহনও পিতা ও জননীর শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

উলূপী ইহাদিগকে এইরূপে প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবনীমণি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিবামাত্র

তৎক্ষণাৎ ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী ঐ মণি লইয়া বভ্রুবাহনকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়া বিস্তার করিয়াছি। ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এস্থলে আগমন করিয়াছিলেন, এই জন্ম আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলাম। অতএব তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্রও পাপের আশঙ্কা করিও না। আমি এই দিব্য মণি আনিয়াছি, এই মণিপ্রভাবে অর্জ্জুন পুনর্জ্জীবিত হইবেন। তুমি এই মণি লইয়া উঁহার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর, তাহা হইলে উনি অচিরে জীবিত হইবেন। বভ্রুবাহন ঐ মৃত-সঞ্জীবনী মণি লইয়া অর্জ্জুনের বক্ষে স্থাপন করিবামাত্র অর্জ্জুন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইলেন। অর্জ্জুন জীবিত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বভ্রুবাহন পিতাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার চরণতলে যাইয়া প্রণাম করিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী প্রভৃতিকে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুদ্ধস্থলে তোমাদের আগমন করিবার প্রয়োজন কি? উলূপী তখন অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাথ! আমি তোমার প্রিয়সাধনের জন্যই বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া মহাত্মা ভীষ্মদেবকে নিপাতিত করায় আপনার অতিশয় পাতক সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজয় হওয়াতে সেই পাপ হইতে আপনার নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনার ঐ পাপের শান্তি না হইয়া যদি দেহাবসান হইত, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইত। এখন পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার ঐ পাপ বিনষ্ট হইল। আপনার আর নিরয়গামী হইতে হইবে না। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপ শান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করেন।

ভীষ্ম যখন প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তখন দেবতা ও বসু-গণ গঙ্গাতীরে স্নান করিয়া গঙ্গাকে বলেন, অর্জ্জুন ভীষ্মকে অন্যায়রূপে নিহত করিয়াছে, অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমরা অর্জ্জুনকে শাপ প্রদান করি, গঙ্গা 'তথাস্তু', বলিয়া তাহা-দের বাক্য অনুমোদন করিলেন। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি আমার পিতাকে যাইয়া বলায়, তিনি আপনার মঙ্গল কামনায় বসুদিগের শরণা-পন্ন হন। তাহাতে বসুগণ প্রীত হইয়া ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে কহিলেন। অর্জ্জুনের পুত্র মণি-পুরাধিপতি বভ্রুবাহন উঁহাকে সংগ্রামস্থলে নিপাতিত করিলেই শাপ বিমুক্ত হইবে। আমি পিতার নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া-ছিলাম। সুতরাং আমিই বভ্রুবাহনকে অনুরোধ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই। আপনি এই পরাজয় জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। উলূপীর নিকট এই সংবাদ শুনিয়া অর্জ্জুন পরাজয় জন্য ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। পরে ঐ স্থান হইতে অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্বের পুন-রায় অনুসরণ করেন। বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা এবং বিমাতা উলূপীর সহিত যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন করেন। এই যজ্ঞে যুধিষ্ঠির বভ্রুবাহনকে বিশেষ সমাদর করেন।

(ভারত আশ্বমেধিকপ° ৭৯-৮৯ অঃ)

বভ্রুণ (ত্রি) কপিশবর্ণ (সোমাদি)। পা ৫।২।১০০)

বভ্রুশ, কপিশ, এতশ, কৃষ্ণশ, হরিণ প্রভৃতি।

বভ্রুযুত (ত্রি) বভ্রু কর্তৃক অভিযুত সোম। "বভ্রুযুতা অমন্দন্" (ঋক্ ৫।৩০।১১) 'বভ্রুণা অভিষুতাঃ সোমাঃ' (সায়ণ)

বভ্লুশ (ত্রি) কপিলবর্ণ। (শুক্লযজু ২৬।১৮)

বমসারু, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরি-সঙ্কট। যমুনোত্তরী পর্ব্বতমালার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ৫৩´ উঃ। এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮´পূঃ। এই স্থান গঙ্গা ও যমুনা নদীর উপত্যকাভূমিকে বিভক্ত রাখিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা ১৫৪৪৭ ফিট্। ইহার শৃঙ্গ সর্ব্বদা বরফে আবৃত থাকে।

ববেরু, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার একটী উপবিভাগ। যমুনা-তীর হইতে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৩৭২০৪ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর। বান্দানগর হইতে এই নগর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে। এখানে বৈশ নামক রাজপুত জাতির বাস।

বম্, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক সেট্। লট্ বমতি। লোট্ বমতু। লিট্ ববম। লুঙ্ অবমীৎ।

বম্ভর (পুং) ভ্রমর

বম্ভরালী (স্ত্রী) মক্ষিকা, ভ্রমর। (বৈদ্যকনি°)

বম্ভারি (পুং) বিশ্বপোষক, যিনি বিশ্বকে পোষণ করেন। "স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানো।" (শুক্লযজু ৪।২৭) 'বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি বিশ্বমিতি বম্ভারিঃ' (বেদদীপ)

বয়নামা (পারসী) বিক্রয়পত্র, যে কাগজে বিক্রয়-দলিল লিখিত হয়।

বয়া (পারসী) ১ অগ্রীতিকর, ঘৃণা। ২ (buoy) জাহাজাদির গমনাগমন সুবিধার্থ ও খাত নির্দ্দেশের জন্য নদীগর্ভে যে শূন্য-গর্ভ লোহভাণ্ড শিকলী দ্বারা জলের উপর মজ্জিত থাকে। কখন কখন উহাতে শৃঙ্খল লাগাইয়া নৌকাদি রক্ষিত হয়।

বয়ড়া, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান। এখানে ধান্য, চাউল ও বিভিন্ন শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত আড়ত আছে।

বয়ড়াবিল, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ জলাভূমি। যমুনা নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ভূপরিমাণ প্রায় ৪০ বর্গমাইল। এই বিলের অধিকাংশ স্থান শর-তৃণে পূর্ণ। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব।

বয়ড়া, স্বনামপ্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষবিশেষ। (Terminalia Belerica)। ইহার ফলের রসে কালি প্রস্তুত হয়। [বিভীতক শব্দ দেখ।]

বয়াজিদ্ আন্সারি, আফগানদেশবাসী জনৈক মুসলমান, রোশানিয়া নামক সুফী-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং 'পীর রোশান্' নামে সাধারণে পরিচিত হন। তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদে মুগ্ধ হইয়া পর্ব্বতবাসী অসংখ্য আফগানগণ তাঁহার দলভুক্ত হয়। এই উন্মত্ত সেনাদল লইয়া তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের অপ্রতিহত শাসন বিচলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বয়াজিদ সুলতান, খোরাসানের অধিপতি জনৈক মুসলমান। বুস্তাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। চাটিগাঁও নগরে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ আছে, উহা সুলতান বায়াজিদের রোজা নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে যে, তিনি রাজকার্য্যে বিরক্ত হইয়া রাজপদ ত্যাগ করেন এবং শান্তিলাভের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণানন্তর বার জন অনুচর সমভিব্যাহারে চাটিগাঁও নগরে আগমন করেন। তথাকার রাজা মুসলমানগণকে নগরপ্রবেশে নিষেধ করিলেন। সুলতান বয়াজিদ বিনয়নম্রবচনে রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া সেই রাত্রি-বাসের জন্য সামান্য ভূমি প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে একটী প্রদীপ জ্বালিলে যতদূর আলোকিত হয়, ততদূর স্থান তিনি যেন অধিকার করিতে পারেন। রাজানুমতিলাভের পর তিনি যোগপ্রভাবে যে প্রদীপ জ্বালেন, তাহাতে ৬০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী তিকুযুক্ নামক স্থান পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল।[১]

মুসলমানের প্রতারণায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজানুচরেরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উপর্য্যুপরি আক্রান্ত হইলেও সুলতান তাঁহাদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধের সময় যেখানে তাঁহার হস্তস্থিত অঙ্গুরী পতিত হয়, তথায় রোজা বিদ্যমান আছে এবং যে যে নদীতে তাঁহার কর্ণফুল ও শঙ্খ স্খলিত হয়, তাহাও কর্ণফুলী এবং শঙ্খবতী নামে পরিচিত হয়। সুলতান বয়াজিদ 'গোরচেলা' হইয়া (যোগে সমাধি গ্রহণ করিয়া) ১২ বৎসর কাল কৃচ্ছ্র সাধন করেন। তৎপরে তিনি এই রোজা সমাধি-মন্দিরের সংস্কার জন্য তীর্থযাত্রী ও অনুচরগণের ব্যয়সঙ্কুলনার্থ ভূমিদান করিয়া 'মকনপুরে' প্রস্থান করিলেন। তদীয় শিষ্য শাহও অন্তে মোক্তলাভাশায় ১২ বৎসর একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধনান্তে তিরোধান করেন। তৎপরে ঐ সমাধি-মন্দির বয়াজিদের অন্যতম শিষ্য শাহ পীরের অধীনে থাকে। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান-সমাজে এই স্থানের আদর বাড়িয়া উঠে এবং বহু দেশ হইতে মুসলমান তীর্থযাত্রিগণ এই পবিত্রক্ষেত্র দর্শনার্থ আসিয়া থাকে। ঐ রোজা পর্ব্বতের শিখরদেশে স্থাপিত। উহার চারিদিকে ৩০ ফিট্ লম্বা ও ১৫ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর আছে। উহার চারিকোণে চারিটী স্তম্ভ এবং স্থানে স্থানে বাণনিক্ষেপার্থ প্রাকার-ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই পরিবেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান। দুর্গের ন্যায় এই প্রাকার-পরিবেষ্টনীর গঠন সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বে নির্ম্মিত দুর্গাদির মত।

বয়ানা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। গম্ভীরা নদীর বামতটে এক পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। আগ্রা মহানগরী হইতে এই স্থানের ব্যবধান প্রায় ৪৭ মাইল। এই নগরের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে পর্ব্বতের শিখরভূমে বিজয়মন্দর গড় বা শান্তিপুর নামে একটী প্রাচীন হিন্দু দুর্গ অবস্থিত আছে। জাট ও মুসলমানাধিকারে এই দুর্গের অনেকবার সংস্কার সাধিত হয়। [বিজয়মন্দর দেখ।]

বয়ানানগর ও বিজয়মন্দর দুর্গের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের মুখে অনেক সত্য ঘটনা শুনা যায়। পর্ব্বতের একঅঙ্কে স্থাপিত এবং একই ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরাসমাশ্রিত হইলেও এই দুইটী স্থানের ঐতিহাসিক তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইল। বর্ত্তমান হিন্দু-অধিবাসিগণ এই নগরকে বৈয়ানা বা বয়ানা বলিয়া থাকে। মুসলমান ইতিহাসে বিয়ানা নামে উল্লিখিত।

এই স্থানের প্রাচীন নাম বাণাসুর। কেহ কেহ বলেন, বলিরাজের পুত্র বাণাসুর এই নগর স্থাপন করেন। তথাকার অপরাপর লোকেরা বলে যে, এই বাণাসুর চন্দ্রবংশীয়, যদুবংশের সহিত ইহার সংস্রব ছিল। বাণাসুরের অস্কন্দ নামে এক পুত্র ও উষানামে এক কন্যা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ উষাকে বিবাহ করেন। উষাচরিতে লিখিত আছে, রাজা বাণ শান্তিপুরে রাজত্ব করিতেন।[১] বয়ানা বা

(১) চাটি বা চট শব্দে প্রদীপ বুঝায়, এই ঘটনা সমাশ্রিত হওয়ায়, মুসলমানগণের মতে এই গ্রাম চাটিগ্রাম বা চটগাঁও নামে খ্যাত হইয়াছে।

(১) প্রেমসাগরে শ্রোণিতপুর নাম লিখিত আছে। সংস্কৃত শোণিত শব্দ হিন্দুস্থানী ভাষায় শ্রোণিতরূপে লিখিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতিতে শোণিতপুরে বাণ-পরাভব লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, বাণপুরই বয়ানা এবং শোণিতপুর শান্তিপুরে (বিজয়মন্দর) রূপান্তরিত।

বাণপুরীতে এখনও উষামন্দর নামে একটী ভগ্ন মন্দির দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বয়ানা নগরের অনতিদূরে বাণগঙ্গা প্রবাহিত। এই নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা যায় যে, বিরাট্-ভবনে অবস্থানকালে অর্জ্জুন গঙ্গাবারি আনয়নের জন্য এখানে শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাণবিদ্ধ ছিদ্র হইতে উদ্গারিত জলরাশি নদীরূপ ধারণ করে। কিন্তু এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বে যে উষামন্দরের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা অনিরুদ্ধ-পত্নী উষাদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, অথবা বাণযুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ-সম্মিলনরূপ লীলাস্মরণার্থ উষামন্দর নামে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বয়ানার পাঠানরাজগণ এই ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের কতকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করেন। এই প্রাচীন উষামন্দিরে ১০৮৪ শকে উৎকীর্ণ কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দির-দ্বারের বাম-ভাগে একটী মিনার। মুসলমানগণ উহার একতলও সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। উহা প্রায় ৩৯॥ ফিট্ উচ্চ, চারিদিকের পরিধি ৮৪॥ ফিট এবং ব্যাস ২৮ ফিট। এখানকার আর একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে ১১০০ অব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলা-লিপি আছে। ইহাতে বিষ্ণুস্থরি, মহেশ্বরস্থরি ও পধায়ান্ স্থরি প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই স্থরিবংশীয় রাজগণ বাণবংশধর কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন এখানে কতকগুলি সতীস্তম্ভ, মঠ ও মুসল-মান-সমাধিচিহ্ন পড়িয়া আছে।

মুসলমানাধিকারে বয়ানা নগর ভারতসাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজ-ধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার সমৃদ্ধি সময়ে আগ্রা সামান্য পরগণা বলিয়া গণ্য ছিল। আবুলফজল লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে খ্যাতনামা মুসলমানগণের কবর হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নিদর্শন থাকিলেও উহাতে কাহার নাম পাওয়া যায় নাই। একটী মাত্র কবরের উপর আবুবকর কান্দাহারীর নাম পাওয়া যায়। ভাট মুখে শুনা যায়, ঐ ব্যক্তি ১১৭৩ সম্বতে[২] ঐ প্রদেশ অধিকার করেন, কিন্তু ঐতি-হাসিক তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা এরূপ কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে দেখিতে পাই যে, ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন্ আইবক বয়ানা আক্রমণ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর নশিরউদ্দীন্ মাহ্মুদ উজীর উলুঘ খাঁর সমভি-ব্যাহারে আসিয়া এই প্রদেশের হিন্দুরাজা চাহড়দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত আবুবকরের আগমন-সংবাদ পাওয়া যায় না[৩]।

বিজয়মন্দরগড়-স্থাপয়িতা যদুবংশীয় রাজা বিজয়পাল ১১০০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। মুসলমান আক্রমণকালে এখানে যদুবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ বিন্ সাম ও কুতব্ উদ্দীন্ আইবক বয়ানা আক্রমণ করিলে রাজা কুমারপাল তিহনগড় (থানগড়ে) পলাইয়া যান। মুসলমানগণ এখানেও তাঁহার অনুসরণ করে। বহাউদ্দীন্ তুঘ্রিল নামা জনৈক মুসলমান থানগড়ে থাকিয়া এস্থান শাসন করিতেছিলেন। এইস্থান তাঁহার সেনাদলের মনোনীত না হওয়ায় তিনি সুলতানকোট-নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস-স্থাপন করেন। তদবধি এই নূতন নগর প্রাচীন বয়ানার সহিত যুক্ত হইয়া বয়ানা-সুলতান-কোট নামে অভিহিত হয়[৪]।

বহাউদ্দীনের মৃত্যুর পর এইস্থান পুনরায় হিন্দুর শাসনাধীন হয়। মিন্হাজ-ই-সিরাজ লিখিয়াছেন, সামস্ উদ্দীন্ থান-গড় অধিকার করিয়াছিলেন। সম্রাট্ নাসিরুদ্দীন্ মাহ্মুদের সময়ে কৎলুঘ খাঁ বয়ানার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বুলবন্ আলাউদ্দীন্ খিলজী, তোগ্লক শাহ, মহম্মদ তোগ্লক ও ফিরোজ তোগ্লকের রাজত্বকালে এই প্রদেশ মুসলমানরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে ৭৮০ হইতে ৮৭০ হিজিরাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান একটী স্বতন্ত্রবংশের শাসনাধীন থাকে। শিলালিপি হইতে তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।—সম্রাট্ ফিরোজ তোগলকের অধিকার-সময়ে এখানে মুহীন্ খাঁ সাদিকি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ পুত্র শামস্ খাঁ রাজা হন এবং ৮০৩ হিজরা সেনাপতি ইকবল খাঁর আদেশে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা মালিক করিম্ উল্-মুলুক (অওহদ্ খাঁ) ৮২০ হিজিরা অবধি রাজত্ব করেন। ৮২৭ হিজি-রায় করিমের পুত্র আমীর খাঁ সৈয়দ মুবারকের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৮৩০ হিঃ, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ খাঁ অওহদি বয়ানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে সৈয়দ মুবারক শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি পরাজিত হন এবং ইত্যবসরে মুকবিল্ খাঁ, মালিক মুবারিজ ও মালিক মাহ্মুদ দিল্লী হইতে আসিয়া এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। ৮৩৫ ও ৮৫০ হিজরায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মহম্মদের বয়ানা-

(২) "এগারহ তিহত্তর কাগ্তিজ, রবিবার।
বিজয়মন্দরগড় তোড়হিয়া আবুবখর কান্দার।"

(৩) কেহ কেহ বলেন, গজনীপতি মাহ্মুদের ভাগিনের সৈয়দ সলার মসায়ুদের সহিত আবুবখর আসিয়াছিলেন। সৈয়দসলার ১০২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থাও কালনির্ণয়ে বিশেষ গোল আছে।

(৪) Elliot's Muhummadan Historians, Vol. II. p. 365.

শাসন লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান হয় যে, মহম্মদ কখন স্বাধীন ও কখন বিদ্রোহী হইয়া পরে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন[৬]। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দাউদ খাঁ ৮৫১ হিজিরায় রাজা হন। তৎপরে জৌনপুরের সর্কিরাজগণের সমাগম হয়। ৮৭৮ হিজিরায় বহ্‌লোল লোদী সর্কিদিগকে পরাভূত করিয়া মালবপতি মাহ্মুদ খিলিজিকে এই প্রদেশ দান করেন। ইহার পর আহ্মদ খাঁ জলবানী (৮৯৭ হিজিরায়) সিকেন্দর লোদী কর্তৃক পরাজিত হইয়া খাঁ খানান্ ফর্মুলিকে সিংহাসন দিতে বাধ্য হন। ৯০৭ হিজিরায় তৎপুত্র খাবাজ্ খাঁ শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ৯২৬ হিঃ, ইব্রাহিম লোদী খাবাজকে পরাজিত করেন এবং নিজাম খাঁ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। রাণা সঙ্গের আগমনকালে তিনি বাবরের করে বয়ানা সমর্পণ করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর ইসলাম শাহ আদিল খাঁকে এই প্রদেশ দান করেন। এই সময়ে এখানে শেখ ইলাহী নামক একজন মতদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয়। ৯৫৫ হিজরায়, ভণ্ডামির জন্য তিনি নিহত হইয়াছিলেন। খাবাজ খাঁর বিদ্রোহের পর গাজি খাঁ সুর বয়ানা রাজ্য প্রাপ্ত হন। সিকেন্দর শাহসুরের নিকট পরাজিত হইয়া ৯৬২ হিঃ ইব্রাহিম শাহ সুর বয়ানায় আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সেনাপতি হিমু বয়ানা-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। ৯৬৩ হিজরায়, অকবর শাহ কর্ত্তৃক এই প্রদেশ দিল্লীর শাসনভুক্ত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের অবসানে জাট-রাজপুতগণ বয়ানা অধিকার করে। এখনও এই স্থান ভরত-পুরের হিন্দুরাজগণের অধিকারে রহিয়াছে। সেই প্রাচীন দুর্গ ও বিজয়স্তম্ভ এখন বিদ্যমান থাকিলেও তাহার সেই পূর্ব্ব গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে দুর্গে শের শাহের অধিকারকালে (৯৪৫-৯৫২ হিঃ) ৫০০ বন্দুকধারী সেনা ছিল[৭], এখন সেখানে একজন কেল্লাদার ও তাঁহার দুই ভৃত্যমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বয়ার (দেশজ) ১ বায়ু। ২ মহিষ। ৩ গাড়ী টানা বড় ষাঁড়।

বয়েৎ (আরবী) দ্বিচরণ শ্লোক। সাধু বাক্যযুক্ত শ্লোক।

বর (ক্লী) বৃ-অচ্। ১ কুঙ্কুম। ২ আর্দ্রক। ৩ ত্বচ। ৪ বালক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) কর্ম্মণি-অচ্। ৫ জামাতা। ৬ আশাস্য। ৭ ষিড়্গ, জার, উপপতি। ৮ বরণ। ৯ ত্রিফলা। (মেদিনী) ১০ গুড়ূচী। ১১ মেদা। ১২ ব্রাহ্মী। ১৩ বিড়ঙ্গ। ১৪ পাঠা। ১৫ হরিদ্রা। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১৬ শতাবরী। (মেদিনী)

বরকৎ (আরবী) ১ আশীর্ব্বাদ। ২ শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি।

বরকন্দাজ (পারসী) পেয়াদা, চাপরাশি, লোকজনকে ডাকিতে বা পত্রাদি দিতে যে সকল লোক নিযুক্ত হয়, তাহাকে বরকন্দাজ কহে। ইহারা প্রভুর হুকুম পাইলে প্রজা বা অধীনস্থ লোক-দিগকে ধরিয়া আনিতে থাকে। ২ আগ্নেয়াস্ত্রধারী যোদ্ধা। বাঙ্গালায় সামান্য চাপরাসী বা সিপাহী।

বরকরার (পারসী) ১ বিরাম। ২ দৃঢ়তা। ৩ একাগ্রতাযুক্ত।

বরজ (দেশজ) পানের বাগান।

বরট (পুং) শস্য বিশেষ। বর্ব্বট। "কোদ্রবা বরটৈঃ সহ।" (গৃহ্যাসং ২।৮৭)

বরদেবল, (বড় দেউল) যমুনাতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন শিব-মন্দির। আলাহাবাদ হইতে ১২॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং মৌঘাট হইতে ৫॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে যমুনা-সৈকতবর্ত্তী উচ্চভূমে স্থাপিত। এস্থান হইতে কলনিনাদিনী যমুনানদী প্রবাহিত দেখা যায়। এই মন্দিরের সমস্তই প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখনও নন্দীসভার কতকাংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার ভাস্করশিল্পও অতি সুন্দর। মন্দিরস্থ শিবমূর্ত্তি কর্কোটক নাগ নামে প্রসিদ্ধ।

বরবাসাগর, উঃ পঃ প্রদেশের ঝান্সিজেলার অন্তর্গত একটী নগর। ঝান্সি হইতে ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। অক্ষা° ২৫°২২´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৬´৩৫´´ পূঃ। একটী গণ্ডশৈলের পাদ-মূলে বরবাসাগর নামক হ্রদের তীরে এই নগর স্থাপিত। পর্ব্বত-ধৌত জল আট্‌কাইবার জন্য হ্রদের একদিকে কৃত্রিম বাঁধ নির্ম্মিত আছে। নিম্নভূমিতে একটী বিস্তীর্ণ আম্রকানন দেখা যায়। ১৭০৫-১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উর্চ্ছারাজ উদিৎ সিংহ নগরের শোভার জন্য ঐ বাঁধ এবং উত্তরপশ্চিমে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খ্যাতনামা ঝান্সির রাণী এই দুর্গের শেষ অধি-কারিণী। ইংরাজাধিকারে ঐ দুর্গ পান্থনিবাসে পরিণত হই-য়াছে। ইহার তিন মাইল পশ্চিমে একটী প্রাচীন চন্দেল-মন্দির। উহার দেবমূর্ত্তি মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে।

বরাসী (স্ত্রী) বস্ত্রবিশেষ। বরাশি, ক্ষৌমী, স্নানবাস। স্থূলশাটক। জালপ্রতিগ্রথিতা।

বরু (পুং) অঙ্গিরস বংশোদ্ভব ঋষিভেদ। আঙ্গিরস। ইনি ঋগ্বেদের ১০।৯৬ মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

বরোদা, জনপদভেদ। [বড়োদা দেখ।]

বরখাস্ত্ (পারসী) ১ কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত, পদচ্যুত। ২ অপদস্থ।

বরখেলাপ (পারসী) বিপরীত। বাক্যাদির পরিবর্ত্তন-করণ।

---

(৬) ৮৩৫ হিঃ ইমাদউলমুলুক বয়ানা আক্রমণ করে। ৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মুবারক শাহের হত্যার পর মহামন্ত্রী সর্ব্বর উল্-মুলুক সিদ্ধপাল নামক জনৈক হত্যাকারীকে এই প্রদেশ দান করেন। ঐ সময়ে মহম্মদ অন্যত্র থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ যুসুফ খাঁ বয়ানা অধিকার করেন।

(৭) Elliot's Tarikh-i-Sher Shahi, Vol. V. p. 416.

বরখেলাপী (পারসী) বিপরীত কার্য্য।

বরগা (দেশজ) গৃহাদির ছাদ-নির্ম্মাণার্থ কড়ির উপর যে খণ্ড খণ্ড কাষ্ঠ দেওয়া হয়।

বরতরফ্ (পারসী) কর্ম্মচ্যুত।

বরতরফী (পারসী) কর্ম্মচ্যুতি।

বরদার (পারসী) যে ব্যক্তি ধারণ বা বহন করে, বাহন বা ভৃত্যাদি।

বরদারী (পারসী) বাহক বা ধারক ভৃত্যাদির কার্য্য।

বরদাস্ত (পারসী) সহ্য।

বরফ্ (পারসী) হিম, ঘনীভূত জল। জল জমিয়া কঠিনতা-প্রাপ্তির পর যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাই সাধারণতঃ বরফ নামে প্রসিদ্ধ। ৩২° ডিগ্রী ফারণ্হিট উত্তাপে জল জমিয়া কঠিন হয়। এই কঠিনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জলের দুইটী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটে। ১ম শ্বেত ও কঠিনাকার। ২য় আয়তনে বৃদ্ধি। জল জমিলে পরিমাণে বাড়িয়া উঠে বলিয়াই শীতপ্রধানদেশে জলের পাইপসমূহ সচরাচর ফাটিয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদেশে ঐরূপ বরফের পর্ব্বত দেখা যায়। শীতের প্রাদুর্ভাববশতঃ এই স্থানের তুষাররাশি কঠিন হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। হিমালয়াদি পর্ব্বতের হিমানীসিক্ত উচ্চ শিখরে বরফ জমে। কখন কখন উহা খসিয়া যায় এবং গড়াইতে গড়াইতে নিম্নদেশে আসিয়া পতিত হয়। ঐ বরফ খণ্ডের সহিত পর্ব্বতগাত্রও চ্যুত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে এই স্বভাবজাত বরফ মানবের উপকারার্থ ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কৃত্রিম প্রণালীতে বরফ প্রস্তুত হইতেছে। ঐ বরফ সাধারণের বিশেষ উপকারী। মৎস্য, মাংস এবং যাহা সহজে নষ্ট হইতে পারে, এইরূপ দ্রব্যকে বহুদিন রক্ষা করিতে হইলে বরফে ঢাকিয়া রাখা যায়। বহুদূরদেশ হইতে মৎস্য মাংসাদি আনিবার জন্য ইহার বিশেষ আবশ্যক। লবণযোগেও আনা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে লবণের অধিকতর আস্বাদ থাকে। বরফে ঢাকিয়া আনিলে অবস্থার বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি হয় না। জ্বরাদি রোগে মস্তিষ্কের প্রদাহ উপস্থিত হইলে, ইহার ব্যবহারে অনেক শান্তিবোধ হয়। রক্তস্রাব, হিক্কারোগ, আহত-স্থান ও প্রসববেদনার সময় বরফ সেবনে বা উপরিভাগে ঘষিলে বহু উপকার পাওয়া যায়। বরফের ব্যবহারজন্য নানা দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে, যেমন, আইসব্রেকার, আইস্ব্যাগ, গেলাস ইত্যাদি। এই বরফের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে উষ্ণ-প্রধান স্থানে রাখিলে ইহা বায়ুকে শীতল করিয়া সেই স্থান ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। এই সুখ উপভোগের জন্য অনেকে বরফ বাটিকা বা বরফ-শৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বরফের উপর-আলোক পতিত হইলে উহার আলোক-বিকীরণশক্তি বাড়িয়া উঠে। আইসল্যাণ্ড দ্বীপের উষালোক এবং উত্তরমেরুর হিম-জ্যোতিঃ (Aurora Boaresels) ইহার অন্যতম কারণ।

বরাৎ (পারসী) ১ প্রয়োজন। ২ কার্য্যানুরোধ। ৩ অন্যের উপর ভারার্পণ বা অনুজ্ঞা।

বরাইচ, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন, ভূ-পরিমাণ ২৭৪০ বর্গমাইল। এখানে ঘর্ঘরা ও রাপ্তি-নদী প্রবাহিত। নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ এবং প্রায় ১৩ মাইল প্রশস্ত। পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয় ব্যতীত এখানে কৌরিয়ালা, মোহন, গীর্বা, সরযূ, ভকলা, সিংহীয়া প্রভৃতি কএকটী শাখানদী বিদ্যমান আছে। জলের অভাব না থাকায় এখানে সকলপ্রকার রবি ও খারিফ শস্যের চাস এবং পর্য্যাপ্ত ফসল হইতে দেখা যায়। ঐ সকল শস্য নদীবক্ষে ইতস্ততঃ রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চিনি, তুলা, তামাকু, আফিম, নীল প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং তাহা বিক্রয়ার্থ যথানিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার উত্তরাংশে প্রায় ২৫৭ বর্গ মাইল বন্যভূমি ইংরাজরাজের সুরক্ষিত। স্থানীয় প্রবাদ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা পবিত্রচেতা ঋষিগণের ব্রহ্মারাধন জন্য এই স্থান মনোনীত করিয়াছেন।[১] অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে এই স্থান উত্তরকোশলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামচন্দ্রের পুত্র লব রাপ্তী নদীর তীরবর্ত্তী শ্রাবস্তী নগরীতে (সেটমহেটে) রাজত্ব করিতেন। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়ে উত্তর কোশলরাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব এই জেলার অন্তর্গত কপিলবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রাবস্তিতে ১৯শ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার নবধর্ম্মপ্রভাবে এখানে তৎকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। [বুদ্ধদেব দেখ।] চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ছিলেন। তণ্ডবা নামক গ্রামেও কতকগুলি বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধমাতা মহামায়ার মূর্ত্তি 'সীতা-মাই'রূপে পূজিত হইতেছেন।

রাজপুত জাতির অত্যাচারে বিতাড়িত হইয়া ভরগণ এখানে আসিয়া বাস করে এবং ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই প্রদেশের অধিকারী হয়।

১০৩৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দসলার মসাউদ বরাইচ আক্রমণ করেন। এখানে রাজপুতদিগের নিকট তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

(১) প্রবাদ, ব্রহ্মার ইচ্ছায় যাগযজ্ঞের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া এই স্থান ব্রহ্মা-ইচ্ছ বা ব্রহ্মা-ইষ্ট হইতে বরাইচ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ ভরনামক অধিবাসী হইতে এই স্থানের 'ভরৈচ' নাম নির্দ্দেশ করেন।

এখানে তাঁহার দেহের কবর হয়। তাঁহার সমাধিমন্দির মুসলমানের নিকট তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য। সুলতান শামস্ উদ্দীন্ আলতমাসের পুত্র নাশির উদ্দীন্ ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে এই জেলা শাসন করিতেন। তৎপরে ক্রমে আন্সারি মুসলমানগণ এই স্থানের কতকাংশ অধিকার করে। সম্রাট্ গয়াস্ উদ্দীনের অধিকারকালে এখানে সৈয়দবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভররাজগণ বলপূর্ব্বক বিতাড়িত হন। সম্রাট্ ফিরোজশাহের রাজত্বকালে এখানে দস্যুর উপদ্রব হয়। বরিয়াশাহ নামক জনৈক মুসলমান-সেনানী দস্যুদলকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট্ তাঁহাকে এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। ইকৌনা গ্রামে তাঁহার রাজপাট স্থাপিত হয়। তাঁহার বংশধরগণ জমিদাররূপে গোণ্ডা ও বরাইচ জেলার অনেক সম্পত্তি-ভোগ করিতেছেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজপুত দুইভ্রাতা এখানে আসিয়া বামনৌতীর ভরসর্দ্দারের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। কাশ্মীর প্রদেশের রাইক (রৈক) নামক স্থান হইতে আসেন বলিয়া তাঁহারা ও তদ্বংশধরগণ রাইকবাড় নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহাদের সুশাসনে ভররাজ্য উন্নতিপথে অগ্রসর হয় এবং ভররাজা দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হন। ক্রমে ভরেরা প্রতিপালক রাজাকে হত্যা করিয়া আপনারা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে অধিকার বিস্তার করেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষ ভাগে ইহার পূর্ব্ব জনবার (বরিয়াশাহের বংশ), দক্ষিণ—আন্সারি, পশ্চিম—রাইকবাড় এবং উত্তরাংশ স্বাধীন পার্ব্বতীয় সর্দ্দারগণের অধিকারে ছিল। বহ্লোল লোদীর ভাগিনেয় কালাপাহাড়ের শাসন সময়ে এই স্থান কতক পরিমাণে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অকবরশাহের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) এই স্থান সরকার বরাইচ নামে গণ্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে রাইকবাড় ও জনবারগণ যুদ্ধবিগ্রহাদির দ্বারা আপনাপন সম্পত্তি বাড়াইতে যত্নবান্ হন। সম্রাট্ শাহজাহান জনৈক কর্ম্মচারীকে উত্তরের নান্পাড়া রাজ্য প্রদান করেন। এই স্থান সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া গণ্য।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব উজীরগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৬ষ্ঠ নবাব সয়াদৎ খাঁ অর্থদ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ বর্দ্ধিত করেন। ১৮০৭-১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বলাকিদাস ও তৎপুত্র রায় অমরসিংহের শাসন সময়ে বরাইচ রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তৎপরে হালি আলীখাঁর প্রজাশোষণে রাজ্য মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলতা ঘটে। ১৮৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে রঘুবর দয়াল রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনে বরাইচে ঘোর অত্যাচার সংঘটিত হয়, সেই সময় ভীতির রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরাজের শাসনাধীন হইলে এখানকার দুঃখ অপনোদিত হয়। প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে যে ভূম্যধিকারী এই মহাবিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন, শান্তি স্থাপিত হইবার পর, তাহাদের অধিকৃত সম্পত্তি রাজভক্ত প্রজাগণের উপর সমর্পিত হয়।

২ উক্ত জেলার উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯৯২ বর্গমাইল।

৩ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গমাইল। বরাইচ নগর হইতে গোণ্ডা, ইকৌনা, ভিঙ্গা ও নানপাড়া প্রভৃতি স্থানে গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা আছে। ঐ সকল পথ বাণিজ্যের বিশেষ উপকারী। কর্ণেলগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। বহরমঘাটেও একটী আড্ডা আছে এখান হইতে শস্যাদি লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরিত হয়।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বহরমঘাট হইতে নেপালগঞ্জ যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৪′ ৫২″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩৮′ ২২″ পূঃ। মিউনিসিপালিটি ও পুলিসের তত্ত্বাবধানে থাকায় ইহার রাজপথাদি আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছে। জল নিকাশের জন্য ড্রেন্ও আছে। ঘর্ঘরানদীতীরে গবর্মেণ্টের অট্টালিকা ও য়ুরোপীয়গণের আবাস। মসাউদের সমাধিমন্দিরই এখানকার দেখিবার জিনিস। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে একটী মেলা হয়। প্রায় ১৷৷০ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ঐ সময় মসাউদের মসজিদ দেখিয়া যায়। নবাব আসফ্ উদ্দৌলার দৌলৎখানা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, মুলতানবাসী মুসলমান সাধুর ধর্ম্মমন্দির এবং মসাউদের অনুচরগণের কএকটী কবর উল্লেখযোগ্য।

বরাইল, আসাম প্রদেশের উত্তর কাছাড়ের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতমালা। খাসি, নাগা ও মণিপুর-পর্ব্বতমালার সহিত ইহা সংযোজিত। ইহার উচ্চতা কোথাও ২৫০০ ফিট্, কোথাও বা ৫০০০ ফিট্। এই পর্ব্বত বনমালা-সমাচ্ছাদিত। ইহার একটী শাখা হইতে বরাকনদী প্রবাহিত।

বরাক, (বারক) আসামের উপত্যকাভূমিপ্রবাহিত একটী নদী। কাছাড় পর্ব্বতের অঙ্গামী-নাগাদিগের অধিকৃত কোহিমার নিকট ইহার উৎপত্তি। পরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া মেঘনায় মিলিত হইয়াছে। তিপাইমুখ গ্রামের নিকট ইহার তিপাই শাখা অবস্থিত। বাঙ্গা গ্রামের নিকটে ইহা দ্বিধা বিভক্ত হয়। উত্তরে সুরমা ও দক্ষিণে কুশীয়ারা

নামে প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তরকাছাড়, খাসিয়া, জয়ন্তী, লুশাই ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপথ হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইহাতে মিশিয়াছে, তন্মধ্যে জিরি, চিরি, মধুরা, জাতিঙ্গা, লুবা, চেঙ্গরখাল, পৈন্দা, সোণাই, কাটাখাল, লঙ্গাই মহু ও খোয়ার শাখাই প্রধান।

বরাক্ ও তাহার শাখাগুলিতে সকল সময়েই জল থাকে। পূর্ব্ববঙ্গীয় বেলকোং ও ইণ্ডিয়া জেনারল ষ্টীমনেভিগেসন কোম্পানীর দুইখানা ষ্টীমার এই নদীর সুরমা ও কুশীয়ারা শাখা দিয়া শিলচর, শিয়ালটেঁক, শ্রীহট্ট, ছাতক, কোচুয়ামুখ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালগঞ্জ প্রভৃতি নগরে গমনাগমন করে। এ প্রদেশের দ্রব্যাদি এই নদী দিয়া মেঘনাতীরবর্ত্তী ভৈরব-বাজারে আনীত হয়।

বরাকর, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী নদী। ছোটনাগপুরের অধিত্যকা প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া হাজারিবাগ ও মানভূম অতিক্রমপূর্ব্বক শঙ্খতোরিয়া গ্রামের নিকট দামোদরে মিলিত হইয়াছে।

২ উক্ত নদীর অববাহিকাভূমিও বরাকর নামে খ্যাত। এখানে বিস্তৃত কয়লার খনি আছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় কয়লার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির আছে। এ ছাড়া বিষ্ণুর নানা অবতারমূর্ত্তিশোভিত অনেক মন্দিরও আছে। ইহার ৩ ক্রোশ উত্তরে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির বা দেবীস্থান। এই মন্দিরে কল্যাণেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানকার একখানি শিলালিপিতে পঞ্চকোটের একরাজার নাম পাওয়া যায়। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে শিলালিপিতে "শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরীচরণপরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেবশর্ম্মা" এইরূপ পাঠ লিখিত আছে। মূলমন্দিরের পার্শ্বদেশে আরও কএকটী মন্দির দেখা যায়।

ঐ দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা জনৈক রোহিণী (দেওঘর)-বাসী ব্রাহ্মণ সম্মুখের নালায় একটী রত্নালঙ্কারবিভূষিত হস্ত উত্তোলিত হইতে দেখিয়া পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণসিংহকে সংবাদ দেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুসারে রাজা ঐ প্রস্তর জলমধ্য হইতে উঠাইয়া দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। আরও শুনা যায়, যে বঙ্গরাজকন্যা কল্যাণদেবী শ্বশুরালয়ে গমনকালে পিতৃকুলদেবী লইয়া আইসেন। দেবী বালিকাকে স্বপ্ন দেন, যে তিনি একবার মৃত্তিকায় রক্ষিত হইলে আর উঠিবেন না। বালিকা এই নদীতীরে আসিয়া হস্তপদপ্রক্ষালনার্থ দেবীমূর্ত্তি এখানে স্থাপন করেন। দেবী আর এস্থান ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া কল্যাণীদেবী এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বরাক্জই (বারক্জৈ) প্রসিদ্ধ দুরাণী নামক আফগান জাতির একটী শাখা। দুরাণীদিগের মধ্যে এই বরাক্জই জাতি এক-সময়ে কান্দাহার নগরে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। আহ্মদশাহ আবদালী ও জমান শাহের রাজত্বকালে পয়ান্দা খাঁ বরাক্জৈ কান্দাহার-রাজসিংহাসনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জমান শাহ রণজিতের সহিত সন্ধি করিলে পয়ান্দা বিরক্ত হইয়া সুজা উল-মুল্ক্কে সিংহাসনে বসাইতে ষড়যন্ত্র করেন, পরে জমান্ কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপুত্র ফতে খাঁ জমানকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মাহ্মূদকে কাবুলসিংহাসনে বসাইয়া দেন। ইহার পর তিনি পেশাবরে সুজা খিলজাই জাতিকে পরাজিত করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান ও রুষরাজ আলেকসন্দারের আক্রমণ-ভয়ে ইংরাজরাজ সুজার সহিত সন্ধি করেন। পূর্ব্বেই সুজা (১৮০৩ খৃঃ) মাহ্মূদকে বন্দী করিয়াছিলেন। ফতে খাঁ পুনরায় সুজাকে পরাস্ত করিয়া মাহ্মূদকে কাবুল সিংহাসনে বসান এবং নিজে কাবুলরাজমন্ত্রী হন। তিনি বরাক্জইদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিশেষ বদান্যতা দেখাইতে লাগিলেন; কাজেই তাঁহার দল দিন দিন পুষ্ট হইতে লাগিল। মাহ্মূদ নিজ ভৃত্যকে এরূপ ক্ষমতাশালী জানিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি ফতেখাঁর অধীন থাকিতে বাধ্য হইলেন না। পারস্যরাজ হিরাট অধিকার করিলে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মাহ্মূদ তাঁহাকে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত পারস্যসৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া ক্রমেই মাহ্মূদ ও তৎপুত্র কামরান্ ঈর্ষাপরবশ হইয়া শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ উজীরকে ছলে বন্দী করিয়াই তাঁহার চক্ষে অগ্নিশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল। এই নিষ্ঠুর আচরণে বরাক্জই সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া মাহ্মূদ ও কামরান্কে হিরাট পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া হত্যা করে। গজনীর নিকট দোস্ত মহম্মদের সহিত মাহ্মূদের যুদ্ধ হইয়াছিল। ফতেখাঁ হত্যার প্রতিশোধ লইয়া বরাক্জাই-সর্দ্দার দোস্ত মহম্মদ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলনগরে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তদীয় ভ্রাতা শেরদিল্ রাজা হন। এইরূপে দুরাণীবংশের সিদোজাই শাখার অবসান হইলে আফগানরাজ্যে বরাক্জাই-শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য-সেনানী আব্বাস মীর্জা হিরাট আক্রমণ করিলে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। সুযোগ বুঝিয়া সুজা কাবুল আক্রমণ করেন; কিন্তু দোস্ত মহম্মদ ও তদীয় ভ্রাতা কুন্দিলের সমক্ষে পরাজিত হইয়া তিনি খেলাত নাসির খাঁর নিকট আশ্রয়লাভ করিলেন। কান্দাহার-যুদ্ধে জয়ী হইয়া বরাক্জাইগণের প্রভাব আরও বাড়িয়া যায়।

সন্দার দোস্ত মহম্মদ লর্ড অকলণ্ডের সুশাসনে ভীত হইয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রুষরাজের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। ঐ সময় সর আলেকজাণ্ডার বার্ণেশ দূতরূপে কাবুলরাজসভায় উপস্থিত হন। দোস্ত মহম্মদ ইচ্ছা থাকিলেও রুষদূত ভিট্‌কোভিকের প্ররোচনায় ইংরাজের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই আচরণে অপমানিত জ্ঞানে ইংরাজরাজ সুজা উল্-মুল্‌ক্‌কে আফগানরাজ্যের যথাযথ উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া দোস্তের বিপক্ষতা আরম্ভ করিলেন[১]। এই অবসরে সুজাও রণজিৎসিংকে ভূমিদানে ঠাণ্ডা করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজসেনাদল লইয়া কাবুল সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের বেতনভোগী হইয়া নজরবন্দী রহিলেন।

বরাখতি, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বরাগাই (মরজবুরু) ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৪৫ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপরিস্থ ঢালুদেশে 'জুমের' চাস হয়।

বরাগাঁও (চিৎ-ফিরোজপুর) উঃ পঃ প্রদেশের বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সরযূনদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৫´ ৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°২´ ৩৯´´ পূঃ। এখানে নানাস্থানে জাত শস্যাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

বরাগাঁও, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে স্থানীয় বস্ত্র, চিনি ও লোহাদি বিক্রয়ার্থ হাট বসে।

বরাণারি, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্রনগর।

বরাতিয়া, চাটগাঁর অন্তর্গত একটী নগর।

বরাতী (পারসী) আবশ্যকীয়। যেমন বরাতী চিঠি।

বরাতেহা, বাঙ্গালার কটকজেলার অন্তর্গত অসিয়া পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে স্থানীয় পূর্ব্বতন কোন সামন্তরাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

বরাবর্ (পারসী) ১ ধারাবাহিকরূপে, ঋজুভাবে, সিধা, সোজা, এদিক্ ওদিক না ফিরিয়া। ২ নিকট, সমীপ। ৩ সম্মুখবর্ত্তী, পাশাপাশি।

বরাবার, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী শৈলমালা। এখানকার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু স্থপতিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের আদরের জিনিষ। অক্ষা° ২৫°১´ হইতে ২৫°২´৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৩´ ৩০´´ হইতে ৮৫° ৭´ পূঃ। ইহার অদূরে পাটনা-গয়া রেলপথের বেলা নামক ষ্টেসন। এই পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখরে সিদ্ধেশ্বর নামক প্রাচীন শিবমন্দির। দিনাজপুরের অসুররাজ বাণ এই মন্দির স্থাপন করেন। স্থানীয় প্রবাদ, ঐ অসুররাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্রপদে এখানে একটী মেলা হয়। এই পর্ব্বতের দক্ষিণতটে নানা দেবমূর্ত্তিসুশোভিত দেখা যায়। এখানকার একটী পর্ব্বতগাত্রে সাতটী গুহা আছে, উহা 'সাতঘর' নামে খ্যাত। ঐ গুহার নিকটে পালিভাষায় উৎকীর্ণ যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, চারিটী প্রাচীনতম গুহা ৩৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপর ৩টী গুহা নাগার্জ্জুন-পর্ব্বতে অবস্থিত[১]। ইহার নিকটে পাতালগঙ্গা নামক পবিত্র প্রস্রবণ। কাকদেশ (কেউয়া দোলা) নামক শিখরের নিম্নভাগে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতে বহুপ্রাচীন সময় হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযোগানন্দ, বিদেশবাসী বসু, যোগি-কর্ম্মমার্গ ভয়ঙ্করনাথ প্রভৃতি জৈন ভদন্তগণ এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কতকগুলি জৈন যতিদিগের বাসার্থ অশোক ও তৎপৌত্র দশরথ এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থান 'খলতিক' নামে গণ্য ছিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে রাজা শার্দ্দূলবর্ম্মা ও অনন্তবর্ম্মার অধিকার কালে এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে দেবমাতা কাত্যায়নী ও মহাদেব প্রভৃতি হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই স্থান ব্রাহ্মণের অধিকারে থাকায় চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এস্থানের কোন উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের পর নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে মুসলমান ফকিরগণ আসিয়া আস্তানা করেন, মীর্জ্জা মন্দই ও ইদ্‌গা প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

বরামদ (পারসী) অভিযোগ।

বরারি, সিন্ধুপ্রদেশের আহ্মদাবাদ নগরের সন্নিকটস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানে রাজা চোবনাথের রাজধানী ছিল। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। [ভরারি দেখ]

বরিজানগড়, পূর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন দুর্গ।

(১) এই সময় ইংরাজ, সুজা ও রণজিৎ তিন একত্র একটী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কথা থাকে, ইংরাজ সুজাকে রাজা করিয়া দিবেন, সুজা পারস্য ও রুষ আক্রমণ হইতে ভারতসীমান্ত রক্ষা করিবেন এবং রণজিৎসিংহ সুজার অধিষ্ঠানকল্পে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করিবেন।

(১) ঐ সপ্তগৃহের মধ্যে—কর্ণচৌপর, সুদামা, লোমশ ঋষি, ও বিশ্বগুহা বরাবর পর্ব্বতে এবং নাগার্জ্জুনী বা গোপীর, বাপীর ও বড়থিকা তিনটী নাগার্জ্জুন পর্ব্বতে অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক ও তৎপৌত্র দশরথের শিলালিপি পাওয়া যায়।

বরিদহাটী, ২৪ পরগণার বারুইপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী রাজস্ব-বিভাগ। বিষ্ণুপুর, বনমালিপুর, জয়নগর, নিজ মথুরাপুর, মল্লিকপুর ও মগরাহাট প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। ঐ ক্ষুদ্র নগরগুলি কলিকাতার দক্ষিণে এবং ধান্যাদি বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা। মগরাহাটে পূর্ব্ববঙ্গ রাজকীয় রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

বরিদশাহী, দাক্ষিণাত্যের একটী মুসলমান-রাজবংশ। বাহ্মনী রাজবংশের অধঃপতন সময়ে দক্ষিণ ভারতে পাঁচটী মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বরিদশাহী তাঁহার মধ্যে একটী। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাসিম বরিদ একজন তুর্কী বংশীয় ক্রীতদাস। বাহ্মনীরাজ ২য় মামুদের তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র আমীর বরিদ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন। তিনি বালক বাহ্মনীরাজ ২য় আহ্মদকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি আলাউদ্দীন ওয়ালি উল্লা ও কলাম উল্লা প্রভৃতি তিনজনকে রাজ-তক্তে বসাইয়াছিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে কলাম রাজ্যচ্যুত হইলে আহ্মদনগরে পলায়ন করেন। এই সময় আমীর বরিদ বাহ্মনী রাজধানীতেই আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বিদার নগর ইস্মাইল আদিলশাহের নিকট প্রাপ্ত হইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপুত্র আলী বরিদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং আহ্মদনগরপতি বুর্হানশাহের সহিত যুদ্ধে স্বীয় বহু সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন।

বিদার বা আহ্মদাবাদের বরিদশাহী-রাজবংশ।

কাসিম বরিদ—১৪৯২—১৫০৪	খৃষ্টাব্দ।
আমীর বরিদ—১৫০৪—১৫৪৯	”
আলী বরিদশাহ—১৫৪৯—১৫৬২	”
ইব্রাহিম বরিদশাহ—১৫৬২-১৫৬৯	”
কাসিম বরিদশাহ—১৫৬৯--১৫৭২	”
মীর্জ্জাআলী বরিদশাহ—১৫৭২—১৬০৯	”
আমীর বরিদশাহ (২য়)—১৬০৯	”

[বিস্তারিত ইতিহাস বিদার ও বিদর্ভ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বরেন্দা, (বোরন্ড) পঞ্জাব প্রদেশে বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হিমালয়-গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১২´ পূঃ। পবর নদী অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আসা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৫০৯৫ ফিট্ উচ্চ।

বরেলা, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার অন্তর্গত বনবিভাগ। এখানে প্রায় ১০ বর্গমাইল স্থান শালবৃক্ষে পূর্ণ।

বরেলি, উঃ পঃ প্রদেশের একটী জেলা। [বেরেলী দেখ।]

বরোদমের, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত নগর।

বর্কলুর, (বসলোর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কানাড়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন এই স্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। ১৫৮১-৮৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-লেখক ফেরিয়া-ই-সুজা লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে এই নগরে স্বাধীন বাণিজ্য চলিত। পর্ত্তুগীজগণ এখানে দুর্গস্থাপন করিলে ক্রমেই এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস হয়। [বৈরুড় দেখ।]

বর্খেরা, (বড় বা মোটা) মধ্যপ্রদেশের ভীল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত সম্পত্তি। এখানকার ভূমিয়া সর্দ্দারগণ ধার ও সিন্দিয়ারাজের সামন্ত বলিয়া গণ্য।

বর্খেরা, (ছোট বা সোহর) উক্ত এজেন্সীর অন্তর্গত আর একটী ঠাকুরাত-সম্পত্তি। এখানকার ভূমিয়া সর্দ্দার বড় বর্খেরার সর্দ্দা-রের সহিত একযোগে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বর্গড়, মধ্য প্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬৫ বর্গমাইল। এখানকার বড়র পাহাড়ের উপর বিস্তৃত বন আছে। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীগণ এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেব্রীগড়ের গৌড়দুর্গ এই পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত। জিরা নামক মহানদীর শাখা এখানে প্রবাহিত।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২১´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪৩´ ১৫´´ পূঃ। এখানে একপ্রকার দেশী কার্পাসবস্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বর্গা, বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হিমালয়সঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৯´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চ।

বর্গী, মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ বাঙ্গালায় বর্গী[১] নামে খ্যাত। ইহারা দলে দলে সশস্ত্র আসিয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইত। এই দস্যুদিগের হস্তে পরিত্রাণলাভের জন্য পূর্ব্বে যে খাত কাটা হয়, কলিকাতার দক্ষিণ (আলীপুরের নিকট) এবং পূর্ব্বে (শ্যামবাজার উল্টাডিঙ্গীর নিকট) এখনও তাহার চিহ্ন দেখা যায়। ঐ খাল ইংরাজের ইতিহাসে মরাঠা ডিচ্ (Maratha Ditch) নামে খ্যাত। বর্গীদিগের এই উপদ্রবের কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শুনা যায়। বাঙ্গালী রমণীগণ নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে ঘুম পাড়াইবার কালে বর্গীর আগমন-সূচক গান করিয়া থাকেন।[২] মরাঠাগণ প্রত্যেকের নিকট কর আদায় করিত। উহা ইতিহাসে চৌথ নামে প্রসিদ্ধ। রমণীগণও

(১) মহারাষ্ট্রে 'বারগীর' অর্থ অশ্ববহ। মুসলমানগ্রন্থে 'বর্গীর' নামে খ্যাত।

(২) "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ুল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।"

কিরূপে বর্গী দস্যুর খাজনা দেওয়া যাইবে তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতেন।

নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা-বিজয়ের পর রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, চৌথ আদায়ের জন্য ৪০ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত[১] পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথ দিয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে আসিতেছেন। ক্রমে এই মহারাষ্ট্রবাহিনী বর্দ্ধমানের সমীপদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নবাব সসৈন্যে তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই অশ্বারোহী বর্গীগণ নগরের একদেশ আক্রমণপূর্ব্বক অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।[২] কএকদিন ধরিয়া নবাবসৈন্য ও মহারাট্টা-দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। জয় পরাজয় কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না দেখিয়া নবাব অতিথি সৎকারস্বরূপ বর্গীসর্দ্দারকে দশলক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। পুনর্যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া মহারাষ্ট্রসেনানী ভাস্করপণ্ডিত ১ কোটি মুদ্রা চাহিয়া বসিলেন। সন্ধিপ্রস্তাবে কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া নবাব পুনরুদ্যমে বর্গীদমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুস্তাফা প্রভৃতি আফগান সেনাপতিগণ প্রাণপণে ও অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে নিরুৎসাহ হইয়া মহারাট্টাগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক কাঁটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইল। নবাবসৈন্যও বিপক্ষের পশ্চাদনুসরণ করিল। পূর্ব্বযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ নবাবসৈন্যের রসদাদি হস্তগত করিয়াছিল। একে আহার্য্য নাই, দ্রব্যসামগ্রী সকল শত্রুহস্তগত, তাহাতে আবার বর্গীর উৎপীড়নে প্রজাগণ গৃহত্যাগী,[৩] কাজেই পথিমধ্যে খাদ্যপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া বাঙ্গালী সৈন্য ক্ষুধায় অস্থির, তাহার উপর আবার পশ্চাৎ হইতে বর্গীর আক্রমণে বিশেষ উত্যক্ত হইয়া পড়িল। এমন কি সরোবরতীরে তরুতলে নিশিযাপন এবং বৃক্ষপত্র ও শস্পাদি ভক্ষণ করিয়া অনেককে উদরপূর্ত্তি করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে আলীবর্দ্দীর অদৃষ্টে এমন দিন যায় নাই যে বর্গীর সহিত বঙ্গীয় সেনার যুদ্ধ না ঘটিয়াছিল এবং অনশনক্লিষ্ট সেনাদলকে ভৃষ্ট তণ্ডুলাদি খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল।[৪]

বর্ষা সমাগত দেখিয়া বর্গীগণ কাঁটোয়ায় থাকিতে বাধ্য হইল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তাহারা মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ও জগৎশেঠের কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিল। পুনরায় কাঁটোয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহারা অজয়-পারে সাঁকাই দুর্গ অধিকার করিল। বর্গীর আগমনে অধিবাসিগণ পলায়ন করিল, সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের অভাব হইল না। মীর হবীবের পরামর্শে তাহারা বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি অধিকারপূর্ব্বক অত্যাচার আরম্ভ করে। উত্তরে রাজসাহী ও রাজমহল পর্য্যন্ত তাহারা হস্তপ্রসারণ করিল। ভীত প্রজাবর্গ মালদহ ও রামপুর বোয়ালিয়ার দিকে বাসস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিল। পশ্চিম বঙ্গে সমস্ত গ্রাম ও নগর বিশেষতঃ কাঁটোয়া ও দক্ষিণ বর্দ্ধমান অঞ্চল একবারে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল।

হুগলি বন্দরে বর্গীদিগের প্রধান আড্ডা নিরূপিত হইল। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের লোকে দলে দলে আসিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইল। নবাব আলীবর্দ্দীর সম্মতিক্রমে ইংরাজ-কোম্পানী স্থানীয় লোকের দ্বারা বিনাব্যয়ে কলিকাতার তিনদিকে গড়খাত নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি মহারাষ্ট্রখাতের চিহ্ন বর্ত্তমান।

বর্ষাপগমে নবাব পুনরুদ্যমে কাঁটোয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বর্গীগণ এই সময় বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই রাজস্ব আদায় করিতেছে। মুসলমান সেনানায়ক মুস্তাফা ও মীরজাফর সবেগে বর্গীদিগকে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্রদল উপায় না দেখিয়া পলায়নপর হইল। ভাস্কর পণ্ডিত মীর হবীবের পরামর্শানুসারে বিষ্ণুপুর জঙ্গল অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে প্রবেশ করিল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মসুমখাঁ সেনাদলসহ হরিহরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, বর্গীদিগের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। এ দিকে শিবরাওর অধীন মহারাষ্ট্রদল এবং দেশমধ্যে বিক্ষিপ্ত অন্যান্য বর্গীগণ মেদিনীপুরের দিকে ধাবমান হইতেছিল। বর্গীগণ উড়িষ্যাপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করে।

সেনাপতি ভাস্কর রামের প্রথম পরাভবেই নাগপুরবাসী মহারাষ্ট্রীয়গণ উৎসাহহীন হয়। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই রঘুজী ভোঁসলে সসৈন্যে বঙ্গে উপনীত হন। এদিকে বাদশাহের পত্রানুসারে চৌথ আদায়ের জন্য বালাজীরাও বেহারপথে অগ্রসর হইয়া মুর্শিদাবাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

(১) বিখ্যাত মহারাষ্ট্র সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলের রণনিপুণ সেনানী।

(২) ইতিহাসে বর্গী আক্রমণের নানাকারণ দর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উড়িষ্যারাজের দেওয়ান মীরহবীব প্রতিহিংসাসাধনের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করেন।

(৩) মতাক্ষরীন্ বলেন, তাহারা যে গ্রাম দিয়া গমন করিত, তাহার চারিদিকের ১০ বা ১২ ক্রোশ স্থান জ্বালাইয়া দিত।

(৪) বর্গীগণ কাঁটোয়া পৌঁছিয়া নগর-লুণ্ঠনের পর অগ্নিযোগে কাটোয়ার বিখ্যাত শস্যভাণ্ডার নষ্ট করিয়া দেয়। বঙ্গীয় সৈন্যের খাদ্যাভাবে কষ্টসহিষ্ণুতা এবং যুদ্ধকালে অপূর্ব্বসাহসের কথা তারিখ-ই-যুসুফি নামক মুসলমান গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হলওয়েল্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, দুর্দ্দমনীয় মহারাষ্ট্রসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আলীবর্দ্দী খাঁর সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার জীবনের একটী আশ্চর্য্য ঘটনা।

পথিমধ্যে তাঁহার সেনাদল স্বাভাবিক লুণ্ঠন করিতে ত্রুটী করে নাই। উভয়দিক্ হইতে মহারাষ্ট্রকটকের পদার্পণে বাঙ্গালার দুরবস্থার একশেষ হইল। আলীবর্দ্দী খাঁ সত্বর বেহারের বাকী চৌথ সমস্ত পরিশোধ করিয়া এবং তৎসহ মূল্যবান্ উপঢৌকন দিয়া বালাজীকে শান্ত করিলেন। এখন উভয় সৈন্যে মিলিত হইয়া রঘুজীকে দূরীভূত করাই স্থির হইল। রঘুজী বালাজীর আগমনে পশ্চিম দিক্ দিয়া পলাইলেন।

পর বর্ষে রঘুজী পুনরায় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। পুনরায় পশ্চিম বঙ্গ বর্গী-ভয়ে ভীত হইল। নবাব উপায়ান্তরহীন হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ছলক্রমে অনুচর সহ মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাস্কর মানকরের নবাবশিবিরে আনীত ও মুসলমানগণের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হইলেন। অবশিষ্ট মহারাষ্ট্রসেনা মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পর রঘু গাইকবাড়ের অধীনে পরিচালিত হইয়া স্বদেশে পৌছিল।

ইহার মধ্যে নবাব-সেনানী মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া পাটনা অধিকারের উদ্যোগ করেন। কিন্তু নবাব সৈন্যের আগমনে হতোদ্যম হইয়া তিনি চনারের অভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময়ে আলীবর্দ্দী সংবাদ পাইলেন যে, ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রঘুজী ভোঁসলে মহাসমারোহে বাঙ্গালায় আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল এইবার নবাবের দুষ্কৃতির জন্য বাঙ্গালার হতভাগ্য প্রজাগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। অর্থের জন্য উৎপীড়ন ও গৃহদাহ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ধন লুকাইয়াছে সন্দেহ হইলে নাসা, কর্ণ, হস্তপদ এবং অকারণে রমণীগণের কুচচ্ছেদন অবাধে বর্গীদিগের হস্তে সম্পাদিত হইত। নবাব বর্গীদমনে সমর্থ না হইয়া পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এককথা লইয়া প্রায় দুইমাস অতিবাহিত হয়।

এদিকে মুস্তাফার আক্রমণ জন্য নবাব আলীবর্দ্দী বিশেষ বিজড়িত হইয়াছিলেন। জগদীশপুরের প্রচণ্ড যুদ্ধে মুস্তাফার মৃত্যু হইলে নবাব কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। পুনরায় তিনি মহারাষ্ট্র শত্রু-দমনের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সন্ধির প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রদূতকে বিদায় দিলেন। এই সময় বর্ষাকাল, রঘুজীর দল বর্দ্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। স্বয়ং রঘুজী উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এমন সময় ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে নবাবসৈন্য বহির্গত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ আক্রমণ করিল। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব হইল, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। রঘুজী মীর হবীবের পরামর্শানুসারে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করাই স্থির করিলেন। বর্গীদল নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়াই লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। নবাবের আগমন শুনিয়া বর্গীদল দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করে। কাঁটোয়ার সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রঘুজী বেহার যাত্রা করেন।

নবাব যখন মুস্তাফার বিদ্রোহ লইয়া বিব্রত; উড়িষ্যা প্রদেশ তৎকালে বর্গীর উপদ্রবে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। মীরজাফরখাঁ নবাবের আদেশে তাহাদিগকে মেদিনীপুরে পরাজিত করিয়া কংসনাশাতীরে ছাউনী করিলেন। তিনি রঘুজীর পুত্র জানজীর অধীনে বর্গীদিগের আগমন সংবাদ পাইয়া বর্দ্ধমানের দিকে আসিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানে বর্গীদিগের উপদ্রব হয়। এখানে বর্গীদল পুনরায় পরাজিত হইয়াছিল। জানজী মেদিনীপুরে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার মাতার পরলোকগমন সংবাদ পাইলেন। মীর হবীরকে উড়িষ্যায় রাখিয়া তিনি স্বদেশযাত্রা করেন। এই সময়ের পর বর্গীদল আর বাঙ্গালায় বিশেষ উপদ্রব করিতে পারে নাই। তাহারা আসিয়া লুটপাট করিত এবং নবাবসৈন্য নিকটে আসিলে পলাইয়া যাইত। বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের পশ্চাদনুসরণ করিলেন, ফল পূর্ব্বমতই হইল। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে আলীবর্দ্দী খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বাঙ্গালার নবাবকে উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইল। তিনি বাঙ্গালার চৌথ বাবদ বার্ষিক ১২লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এতদিনের পর বঙ্গে বর্গী-উপদ্রবের শান্তি হইয়াছিল।

বর্জ্জহ (পুং) দুগ্ধের উৎপত্তিস্থান। "বক্ষ উদ্রেববর্জ্জহং" (ঋক্ ১।১২।৪) 'বর্জ্জহং পয়স উৎপত্তিস্থানং' (সায়ণ)

বর্জ্জহ (স্ত্রী) চুচুক, স্তনের অগ্রভাগ।

বর্ফি (দেশজ) মিষ্টান্নবিশেষ, ক্ষীর ও চিনি দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু।

বর্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে সদর কাছারি আছে।

বর্সানা, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলায় অন্তর্গত একটী নগর। ভরতপুর রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলের তটদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৪´ পূঃ। এই পর্ব্বতের চূড়াভাগে শ্রীকৃষ্ণভার্য্যা রাধিকা দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির হইতে সিঁড়িদ্বারা মধ্যস্থলে আসিয়া মহিবনের মন্দির দেখা যায়। এই নগর ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; উহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এখানে কতকগুলি পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। অনেকে পুণ্যলাভার্থ এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আইসে।

বর্সি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুরের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৯৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৮° ১৩´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৪´ ৩০´´ পূঃ। এখানে তুলা, মসিনা ও তৈলের বিস্তৃত কারবার আছে।

বর্ব্বর, অযোধ্যা প্রদেশে খেরি জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে নবাব মুখতবার খাঁর ভগ্নাবশেষ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ দৃষ্ট হয়।

বর্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বর্বতি। লোট্ বর্বতু। লিট্ ববর্ব। লুঙ্ অবর্বীৎ।

বর্বট (পুং) বর্ব-অটন্। রাজমাস, চলিত বরবটী। কলাইবিশেষ।

বর্বটী (স্ত্রী) বর্বট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পুণ্যযোষা, বেশ্যা। ২ ব্রীহিভেদ। (মেদিনী)

বর্ব্বাকশাহ (পূরবী) বঙ্গাধিপ নাশির শাহের পুত্র। ইনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৭ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রায় ৮ হাজার নিগ্রো ও আবিসিনিয়া-দেশীয় ক্রীতদাস আনাইয়া নিজ সেনাদল পরিবর্দ্ধিত ও সুশিক্ষিত করেন। সুশৃঙ্খলে ও প্রজাবর্গের হিতসাধনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিয়া ৮৭৯ হিঃ (১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি দেহত্যাগ করেন।

বর্ব্বান, মধ্যভারতে ভীল এজেন্সীর এন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। খান্দেশের উত্তরে নর্ম্মদানদীর বামকূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৩৬২ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ উদয়পুরের শিশোদীয় রাজবংশসম্ভূত। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে তাঁহারা এখানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে। স্থানীয় প্রবাদ, ১১শ শতাব্দে নর্ম্মদাকূলে আসিয়া তাঁহারা বাস করেন। বর্ত্তমানরাজের ঊর্দ্ধতন ১৫শ পুরুষ পরশুরাম নিজ ভুজবলে মালবরাজ্য হইতে দিল্লীশ্বরের সেনা পরাজয় করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ধৃত হইয়া দিল্লীতে গমন করেন এবং ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু আর রাজাসনে উপবেশন করিলেন না। নিজ পুত্র ভীমসিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া লোকলজ্জার ভয়ে নীরবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ অবসগড়ে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ভগ্নদুর্গ, শ্রীহীন নগর এবং জলনালীসমূহ এই রাজ্যের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। বিগত শতাব্দে মহারাষ্ট্রপ্রবাহে এই রাজ্যের পূর্ব্বসমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশীয় সর্দ্দার যশোবন্ত সিংহের অক্ষমতা দেখিয়া ইংরাজরাজ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। সেই সময় হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যশোবন্ত পুনরায় শাসনভার প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা ইন্দ্রজিৎ রাজা হন। মালবের ভীলসৈন্যের পরিপোষণ জন্য তাঁহাকে প্রতিবৎসর ৪ হাজার হলিমুদ্রা দিতে হয়। সর্দ্দারদিগের উপাধি রাণা। তাঁহারা ইংরাজ-গবর্মেন্টের নিকট ৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান সাতপুর পর্ব্বতে সমাচ্ছন্ন। এখানে প্রায় ৯৮৪ বর্গমাইল শালবন আছে।

২ মধ্যভারতের উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। নর্ম্মদার বামকূল হইতে ১ ক্রোশ দূরে স্থাপিত। এই নগরের চারিদিকে দুই সার প্রাচীর আছে এবং তদ্বহির্ভাগে বিস্তৃত পরিখা। নগরের অদূরস্থ ভবনগজ পর্ব্বতে কএকটী জৈনমন্দির আছে। প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসে ঐ মন্দিরের পর্ব্বোপলক্ষে মেলা হয়।

বর্ব্বালা, পঞ্জাব প্রদেশের হিস্‌সার জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮০ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর। এই নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভগ্নাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে পূর্ব্বসমৃদ্ধির কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এখনও এখানে পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য-স্রোত বহিতেছে। সৈয়দগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। ইহারাই পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের কর্ত্তা।

বর্ম্মাবর, পঞ্জাবের চম্বারাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইহা বর্ম্মপুরী নামে খ্যাত এবং ইরাবতী নদীর বুধিল শাখার বামকূলে অবস্থিত। এখানে তিনটী বহুপ্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ঐ মন্দিরগুলি বৃক্ষসমাচ্ছাদিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে মণিমহেশ নামক শিবমূর্ত্তি, এতদ্ভিন্ন গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি কএকটী মূর্ত্তি আছে। দ্বিতীয় মন্দিরে সিংহাসনোপরি বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তৃতীয়ে লক্ষণাদেবী অধিষ্ঠিত। শেষোক্ত মন্দিরটী বালবর্ম্মদেবের প্রপৌত্র মেরুবর্ম্মদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মেরুবর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত আর একটী গণেশমন্দির দেখা যায়।

বর্ম্মায়ণ, গঙ্গার উত্তরদিকস্থ একটী প্রাচীন নগর, হনুমানগঞ্জের নিকট ও গাজিপুরের বালিয়ানগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। বর্ম্মায়ণজীর মন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। জনৈক ব্রাহ্মণরমণী এই মন্দিরের পরিচারিকা নিযুক্তা আছেন। এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি আছে। ডাঃ কনিংহাম্ শিলালিপির সময় হইতেও উহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। এতদ্ভিন্ন বহুশত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বর্বুর (ক্লী) বর্ব-উরচ্। ১ উদক। (নিঘণ্টু) ২ বর্বুরকবৃক্ষ, বাবলাগাছ।

বর্দ্ধ (পুং) অগ্রভাগ, প্রান্তদেশ।

বর্ম্ম (পুং) দন্তপীঠ। "শাদং দদ্ভিরবকাং দন্তমূলৈর্মৃদং বর্ৎস্বৈস্তেগান্" (শুক্লযজু° ২৫।১) 'বর্ৎস্ব' দণ্ডপীঠম্ মৃদং দেবতাং প্রীণামি, বর্ত্মং দন্তপীঠিকা' (বেদদীপ)

বর্হ্, ১ দান। ২ বধ। ৩ বিস্মৃতি। ৪ বাক্য। ভাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বর্হতে। লোট বর্হতাং। লিট্ ববর্হ। লৃট্ বর্হিষ্যতে। লুঙ্ অবর্হিষ্ট।

বর্হ (ক্লী) বর্হ-অচ্। ১ ময়ূরপুচ্ছ। (অমর) ২ পত্র। ৩ পরীবার। ময়ূরপুচ্ছার্থে এই শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দেখা যায়।
"কং হরেদেব বর্হঃ" (বিক্রমোর্ব্বশী)

বর্হকেতু (পুং) বর্হং কেতুশ্চিহ্নং যস্য। নবম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪ অ°)

বর্হণ (ত্রি) বর্হ-ল্যু। পত্র। (শব্দরত্না°)

বর্হণা (স্ত্রী) শত্রুদিগের নিবর্হয়িতা, শত্রুহিংসক। "বর্হণাকৃতঃ পুরো হরিভ্যাং"(ঋক্ ২।৫৪।৩) 'বর্হণা শত্রূণাং নিবর্হয়িতা' (সায়ণ)

বর্হণাবৎ (ত্রি) বর্হণা-মতুপ্, মস্য ব। হিংসাযুক্ত, শত্রুহিংসাযুক্ত। "প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা" (ঋক্ ১।৫৪।৫) 'বর্হণাবতা নিবর্হয়তীতি বধকর্ম্মসু পাঠাদ্বর্হণা শত্রূণাং হিংসা, তদ্বতা' (সায়ণ)

বর্হণাশ্ব (পুং) নিকুম্ভের পুত্র রাজভেদ।

বর্হভার (পুং) বর্হসমূহ, ময়ূরের পুচ্ছরাশি। (মেঘদূত ১০২)

বর্হস্ (ক্লী) বর্হ-স্তৌ-অসুন্। কুশ আস্তরণ। (ঋক্ ১।১১৪।১০)

বর্হিস্ (পুং) বৃংহয়তি বৃহি বৃদ্ধৌ ইসি, নলোপশ্চ। গ্রন্থিপর্ণ।

বর্হিঃপুষ্প (ক্লী) বর্হির্দীপ্তিস্তদযুক্তং পুষ্পমস্য। গ্রন্থিপর্ণ। (ভা°)

বর্হিকুসুম (ক্লী) বর্হির্বর্হযুক্তং কুসুমং যস্য। গ্রন্থিপর্ণ। (শব্দচ°)

বর্হিণ (পুং) বর্হমস্ত্যস্যেতি বর্হ 'ফলবর্হাভ্যামিনচ্' ইতি ইনচ্ বা (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ইতি ইনচ্। ময়ূর।
"ছুছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ।
শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকৃতান্নস্ত শল্যকঃ॥" (মনু ১২।৬৫)
(ক্লী) ১ তগর।
"কালানুসার্য্যং তগরং কুটিলং মধুরং মতম্।
অপরং পিণ্ডতগরং দন্তহস্তী চ বর্হিণম্॥" (ভাবপ্র°)

বর্হিণবাহন (পুং) বর্হিণো ময়ূরো বাহনং যস্য। কার্ত্তিকেয়।

বর্হিধ্বজা (স্ত্রী) বর্হী ধ্বজো বাহনং যস্যাঃ। চণ্ডী। (ত্রিকা°)

বর্হিন্ (পুং) বর্হ-অস্ত্যর্থে ইনি। ময়ূর। (অমর) ২ প্রাধা-পুত্র (ভারত ১।৬৫।৪৭)

বর্হিপুষ্প (ক্লী) বর্হি বর্হশালি পুষ্পং যস্য। গ্রন্থিপর্ণ।

বর্হিযান (পুং) বর্হী ময়ূরঃ যানং যস্য। কার্ত্তিকেয়, বর্হিবাহন।

বর্হির্জ্যোতিস্ (পুং) বর্হিষি যজ্ঞে জ্যোতিরস্য। বহ্নি। (হেম)

বর্হির্মুখ (পুং) বর্হিরগ্নির্মুখং যস্য। দেবতা, অগ্নি দেবতাদিগের মুখ স্বরূপ, এইজন্য অগ্নিতে হোম করিলে দেবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বর্হিশুষ্মন্ (পুং) বর্হিঃ কুশঃ বলমস্য। বহ্নি। (অমর)

বর্হিসদ্ (পুং) বর্হিষি অগ্নৌ কুশাসনে বা সীদন্তি সদ-কিপ্। পিতৃগণবিশেষ, পিত্রধিষ্ঠাতৃ দেবগণ। পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইলে প্রথমে ইহাদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া পরে পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। এই পিতৃগণের উদ্দেশে কেহ কেহ বলেন, তিনবার তর্পণ করিতে হয়, আবার কাহারও বা মত একবার তর্পণ করিতে হইবে।
"অগ্নিষ্বাত্তাংস্তথা সৌম্যান্ হবিষ্মন্তস্তথোষ্মপান্।
সুকালিনো বর্হিষদ আজ্যপাংস্তর্পয়েত্ততঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
[তর্পণশব্দ দেখ।]
২ পৃথুবংশজ হবির্দ্ধানের পুত্র। (ভা° ৪।২৪।৮) বর্হিষি যজ্ঞে সীদতি। ৩ যজ্ঞস্থ। (ঋক্ ২।৩।৩)

বর্হিষদ্ (পুং) বর্হিস্-সদ-কিপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বর্হিষদ্ শব্দার্থ।

বর্হিষ্ক (ত্রি) ১ বালক নামক গন্ধদ্রব্য। ২ দর্ভযুক্ত।

বর্হিষ্কেশ (পুং) বর্হির্দীপ্তিরেব কেশ ইব যস্য। অগ্নি।

বর্হিষ্ঠ (ক্লী) বর্হিষি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক আদ্বাদ্যেতি ষত্বং। ১ হ্রীবের। ২ কুশস্থিত। (ত্রি) ৩ বৃদ্ধতম। "প্রবো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৩।১৩।১) 'বর্হিষ্ঠং বৃদ্ধতমং' (সায়ণ)

বর্হিষ্মৎ (ত্রি) ১ কুশযুক্ত। ২ যজ্ঞযুক্ত যজমান। "দস্তবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া" (ঋক্ ১।৫১।৮) 'বর্হিষ্মতে বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায় যজমানায়' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

বর্হিষ্য (ত্রি) বর্হিষি দত্তং বর্হিষি হিতমিতি বা যৎ। কুশোপরি প্রদত্ত পিণ্ডাদি।

বর্হিঃষদ্ (পুং) বর্হিষদ্। [বর্হিষদ্ দেখ।]

বর্হিঃষ্ঠ (ত্রি) বর্হিষ্ঠ। (ভাগ° ৫।১৪।১৪)

বর্হিস্ (ক্লী) বর্হ-কর্ম্মণি-ইসি। ১ কুশ, যজ্ঞীয়কুশ। "নিহোতা সৎসি বর্হিষি" (সামার্চ্চিক ১।১।১।১) ২ দীপ্তি। ৩ অগ্নি।

বল, ১ জীবন। ২ ধান্যাবরোধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক সেট্। বলতি। লোট্ বলতু। লিট্ ববাল, বেলতুঃ বেলুঃ। লুঙ্ অবলীৎ। লৃট্ বলিষ্যতি।

বল, ১ দান। ২ বধ। ৩ নিরূপণ। ভ্বাদি উভ° সক° সেট্। লট্ বলতি-তে। লোট্ বলতু-তাং। লুঙ্ অবালীৎ, অবলিষ্ট। লিট্ ববাল, বেলে।

বল, জীবন। চুরাদি, উভয়° অক° সেট্, মিৎ ঘটাদি। লট্ বলয়তি-তে। লোট্ বলয়তু-তাং। বলায়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবীবলৎ-ত।

বল (ক্লী) বলতে বিপক্ষান্ হন্তীতি বল-পচাদ্যচ্। ১ সৈন্য।
"অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥" (গীতা ১।১০)
২ স্থৌল্য। ৩ সামর্থ্য। ইহার পর্য্যায়—দ্রবিণ, তর, সহ, শৌর্য্য, স্থামন্, শুষ্ম, শক্তি, পরাক্রম, প্রাণ, মহস্, শুষ্মন্, ঊর্জ্জস্। (জটাধর) বৈদিক পর্য্যায়—ওজস্, পাজস্, শব, তর, ত্বব, স্বক্ষ, শর্দ্ধ, বাধ, নৃম্ণ, তবিষী, শুষ্ম, শুষ্ণ, শূষ, দক্ষ, বীড়ু, চ্যৌত্ন, সহ, যহ, বধ, বর্গ, বৃজন, বৃক্, মজ্মনা, পৌংস্যানি, ধর্ণসি, দ্রবিণ, স্যন্দ্রাস, শম্বর। (বেদনিঘণ্টু) গর্ভস্থিত বালকের ৬ মাসে বল জন্মিয়া থাকে। (সুখবোধ) ৪ গন্ধরস। ৫ রূপ। (মেদিনী) ৬ শুক্র। "ধাতূনাং যৎপরং তেজস্তৎ খল্বোজস্তদেব বলমিত্যুচ্যতে" (সুশ্রুত) ধাতুদিগের যে প্রধান তেজ, তাহাই ওজ বা বল। ৭ বপু, শরীর। (জটাধর) ৮ পল্লব। (শব্দরত্নাবলী) ৯ রক্ত। (শব্দচ°) বলমস্যাস্তীতি বল অর্শআদিত্বাদচ্। (ত্রি) ১০ বলযুক্ত। ১১ কাক। ১২ বলদেব, বলরাম। ১৩ বরুণবৃক্ষ। ১৪ স্থৌল্য। সদ্যোবলকর ও সদ্যোবলহর দ্রব্য—

"সদ্যোবলকরাস্ত্রীণি বালাভ্যঙ্গং সুভোজনম্।
সদ্যোবলহরাস্ত্রীণি অধ্বানং মৈথুনং জ্বরঃ॥" (বৈদ্যক)

বালাস্ত্রীনিষেবন, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন এবং উত্তম ভোজন এই তিনটী সদ্যোবলকর এবং অধ্বা (অধিক ভ্রমণ), মৈথুন ও জ্বর এই তিনটী সদ্যোবলহর। পূর্ব্বোক্ত তিন বস্তু-নিষেবণে বলবৃদ্ধি এবং শেষোক্ত তিনটীতে বলক্ষয় হইয়া থাকে।

পারিভাষিক বল—
"বিদ্যাভিজনমিত্রাণি বুদ্ধিসত্ত্বধনানি চ।
তপঃসহায়বীর্য্যাণি দৈবঞ্চ দশমং বলম্॥" (ভার° আপদ্ধর্ম্ম)

বিদ্যা, অভিজন, মিত্র, বুদ্ধি, সত্ত্ব, ধন, তপঃ, সহায়, বীর্য্য ও দৈব এই দশটী বল। যাহার এই সকল আছে, তিনি দশবিধ বলসম্পন্ন। তাহাকে সর্ব্ববলে বলীয়ান্ বলা যাইতে পারে।

সুশ্রুতে বলের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—
"রসাদিশুক্রপর্য্যন্তং পুষ্টধাতুনিমিত্তকম্।
চেষ্টাসু পাটবং যত্তু বলং তদভিধীয়তে॥" (সুশ্রুত ২৫ অ°)

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ কহে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের মতে এই ওজই বল নামে অভিহিত। বল থাকিলে মাংস দৃঢ় এবং পুষ্ট হয়। সকল কার্য্যে উৎসাহ, স্বর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্নভাবে থাকে, বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ সকল ইন্দ্রিয় অবাধে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

শরীরস্থ ওজঃ বা বল সোমগুণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, স্থির, সরস, মৃদু এবং সুপ্রশস্তবিশিষ্ট। ইহা শরীরমধ্যে গুপ্তভাবে থাকে এবং ইহা দ্বারা প্রাণরক্ষা হয়। প্রাণিদিগের দেহের সকল অবয়বে ইহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। সকল ধাতু হইতে যে সার নিঃসৃত হয়, তাহাই ওজঃ বা বল। মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, শোক, একাগ্রচিত্ততা, শ্রম ও ক্ষুধা, এই সকল কারণে সেই বলের ক্ষয় হয়। বলক্ষয় হইলে প্রাণিগণের তেজঃক্ষয় হইয়া থাকে।

এই ওজঃ বা বলের বিস্রংসা (অপ্রসন্নতা), বিকৃতি, অথবা ক্ষয় হইলে যেরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সন্ধিস্থানের শিথিলতা, শরীরের অবসন্নতা, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং ক্রিয়ার নিরোধ অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়ার অভাব হয়। বল ব্যাপন্ন হইলে শরীরের স্তব্ধতা ও ভার, বায়ুজন্য শোক, বর্ণের বিভিন্নতা, গ্লানি, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। বলক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে।

বলের তিন প্রকার দোষ,—ব্যাপৎ, বিস্রংসা ও ক্ষয়। শরীরের শিথিলতা, অবসন্নতা ও শ্রান্তি, বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতি এবং শরীরের ইন্দ্রিয়কার্য্য স্বভাবতঃ যে পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে না হওয়া ;—বলের বিস্রংসা হইলে এই সকল ঘটিয়া থাকে। শরীরের ভার, স্তব্ধতা, এবং গ্লানি, শারীরিক বর্ণের বিভিন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং বায়ুজন্য শোক, বল ব্যাপন্ন হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বলের ক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও অজ্ঞান এই সকল লক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। বলের বিস্রংসা এবং ব্যাপদ হইলে নানাপ্রকার অবিরুদ্ধ প্রতিকারের দ্বারা তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবে। অর্থাৎ যে প্রতীকার দ্বারা শরীরে অন্য কোন দোষ বৃদ্ধি না হইয়া বল রক্ষা হয়, তাহাই এস্থলে অবিরুদ্ধ ক্রিয়ার তাৎপর্য্য। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২৫ অ°)

ভাবপ্রকাশমতে বলের লক্ষণ—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত পুষ্টিহেতু সমস্ত কার্য্যে পটুতা হইলে তাহাকে বল কহে।

বলক্ষয়ের কারণ—অভিঘাত, ভয়, ক্রোধ, চিন্তা, পরিশ্রম, ধাতুক্ষয় এবং শোক এই সকল কারণে মানবগণের বলক্ষয় হয়।

বলক্ষয়ের লক্ষণ—দেহের গুরুতা ও স্তব্ধতা, মুখম্লান, শরীরের বিবর্ণতা, তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য এবং বাতজন্য শোথ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বলক্ষয় হইয়াছে, জানিতে হইবে।

বলবৃদ্ধির হেতু—যে দ্রব্যদ্বারা দোষ ও অগ্নির সমতা হইয়া ধাতুপুষ্টি হয়, সেই দ্রব্য সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হয়। দোষ, ধাতু, ও মল ইহাদের মধ্যে কোন একটী ক্ষয় হইলে যে প্রকার আহার দ্বারা সেই ক্ষয়টীর পূরণ হয়, ক্ষীণ অবস্থায় সেই-

প্রকার আহারেই লোকের অভিলাষ জন্মে। ক্ষীণব্যক্তির যে যে প্রকার আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই সেই প্রকার আহার প্রাপ্ত হইলেই তাহার শারীরিক ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পূরণ হয়। তখন স্বাভাবিকই বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রসের ন্যূনাধিক্যবশতঃই শরীর কৃশ বা স্থূল হইয়া থাকে। কৃশতা বা স্থূলতা উভয়ই নিন্দনীয়। ব্রহ্মচর্য্য, ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন সর্ব্বদা বিধেয়। পুষ্টিকর ও ক্ষীণকর উভয়বিধ দ্রব্যের আহার করিলে শরীরে অন্নরস সঞ্চালিত হইয়া সকল ধাতুকে সমানভাবে পোষণ করে। শরীরে সকল ধাতু সমানভাবে জন্মিলে শরীর স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যমভাবে থাকে, সকলকার্য্যে সমর্থ হয়; ক্ষুধা, পিপাসা, শীতল, উষ্ণ, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিতে পারে এবং বলবান্ হয়। শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মল ইহাদিগের কোন নিরূপিত পরিমাণ নাই। সুতরাং শরীরে ইহারা সমানভাবে আছে কি না, তাহা অন্য কারণ দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। শরীর যখন সুস্থ অবস্থায় থাকে, তখনই সেই শরীরের দোষ ও ধাতু প্রভৃতি সমান আছে বলিয়া স্থির করিতে হইবে। শরীরের ইন্দ্রিয় সকল অপ্রসন্নভাবে থাকিলে বলের হ্রাস হইয়াছে জানিতে হইবে। শরীরে বল, দোষ ও ধাতু সমানভাবে থাকিলে মন, অন্তঃকরণবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন থাকে।

(ভাবপ্র° ও সুশ্রুত)

মানবদিগের যতপ্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে দৈববলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানব দৈববলে বলীয়ান্ হইলে তাহাদ্বারা বহুবিধ দুঃসাধ্য কর্ম্মও সম্পাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে গণেশখণ্ডে লিখিত আছে—

"অবলস্য বলং রাজা বালস্য রুদিতং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনন্তু তস্করস্যানৃতং বলম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ° ৩৫ অঃ)

যাহারা বলহীন, রাজাই তাহাদের বল, বালকের বল রোদন, মূর্খের বল মৌন এবং তস্করের বল একমাত্র মিথ্যা।

এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের বল যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য, ভিক্ষুকের ভিক্ষা, শূদ্রের বিপ্রসেবন, বৈষ্ণবের হরিভক্তি এবং হরির প্রীতি দাস্য, খলদিগের হিংসা, তপস্বীর তপস্যা, বেশ্যাদিগের বেশ অর্থাৎ সাজসজ্জা, স্ত্রীদিগের যৌবন, সাধুদিগের সত্য ও পণ্ডিতদিগের বিদ্যাই একমাত্র বল ইত্যাদি। এইরূপ প্রত্যেকেরই বলের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (পুং) ১৫ কাক। ১৬ বলরাম, বলদেব।

[বলদেব দেখ।]

১৭ বায়ু কর্ত্তৃক প্রদত্ত কার্ত্তিকেয়ের অনুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।৪২) ১৮ রামপুত্র কুশের বংশে জাত পরিযাত্রের পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৯।১২।২) ১৯ দনায়ুর পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৩৩) ২০ মেষ। (নিঘণ্টু) ২১ দৈত্যবিশেষ।

দেবীপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে বল নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ এবং যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে ভয় করিত। এই অসুর দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করে এবং মহাবিষধর নাগেন্দ্রদিগকে বলপূর্ব্বক সতত আজ্ঞাবহ ও গরুড়কে ভৃত্য করিয়া ব্রহ্মার সহিত স্বর্গবাসী দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীকৃত ও শতবৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পাতালতলে বাস করাইয়াছিল। দেবগণ এইরূপে নিপীড়িত হইয়া বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন, বৃহস্পতির পরামর্শ পাইয়া পরে তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলেন, হে দেবগণ! মহাবল বল অতিশয় নীতি-পরায়ণ, ধার্ম্মিক ও যুদ্ধে অজেয়, তাহাকে পরাজয় বা বিনাশ করা বড় সহজ নহে। এই কথা বলিয়া তিনি মহামায়াকে স্মরণ করেন। মহামায়ার মোহিনীবিদ্যায় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে বলাসুরের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু মোহিনীমন্ত্র জপ করিয়া বলাসুরকে কহিলেন, 'আমি কশ্যপপুত্র, দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন, ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি সেই যজ্ঞ নিষ্পাদনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহাতে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এরূপ বস্তু দান করুন।' বলাসুর এই কথা শুনিয়া এইরূপ প্রতিশ্রুত হইল যে, যজ্ঞ সমাধা করিতে আপনার যে কোন বস্তু প্রয়োজন, বলিতে কি আমি নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিয়াও উহা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। দ্বিজরূপী বিষ্ণু তখন সময় বুঝিয়া বলিলেন, তোমার শরীর দ্বারাই ঐ যজ্ঞ সমাধা হইবে। অতএব তোমার ঐ শরীর আমি প্রার্থনা করি। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুদর্শনচক্রে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দানব তাহার ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিল। বলাসুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে জগতে হীরক ও তেজোময় পদ্মরাগাদি রত্ন সকল উৎপন্ন হইল এবং সৎপাত্রে প্রদান হেতু তাহার শরীর রত্নাকর হইল। (দেবীপু° ৫৭ অঃ)

বলকন্দ (পুং) মালাকন্দ। (রাজনি°)

বলকর (ত্রি) করোতীতি করঃ, বলস্য করঃ। ১ বলজনক, যাহাতে বলবৃদ্ধি হয়। (ক্লী) ২ অস্থি। (বৈদ্যকনি°)

বলকৃৎ (ত্রি) বলং করোতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্চ। বলকারক।

বলক্ষ (পুং) বলতেঃ ক্বিপ্ বলং অক্ষত্যাদিন্ অক্ষ, বলক্ষ ইতি

ক্ষ-সংযোগবান্ রায়মুকুট, অবলক্ষতে ইতি বলক্ষঃ বক্র্ অকারলোপঃ, ইতি স্বামাদয়ঃ এতন্মতে অন্তঃস্থবকারাদিঃ ধবলশুক্লবর্ণ। "দ্বিরদদন্তবলক্ষমলক্ষতস্ফুরিতভৃঙ্গমৃগচ্ছবিকেতকম্॥" (মাঘ ৬।৩৪) (ত্রি) ২ বলযুক্ত।

বলখিন্ (ত্রি) বাহ্লীক-দেশাগত।

বলগুপ্তা (স্ত্রী) বৌদ্ধ রমণীভেদ। (ললিতবি°)

বলচক্র (ক্লী) ১ সৈন্যব্যূহ। ২ রাজদণ্ড।

বলচক্রবর্ত্তিন্ (পুং) সম্রাট্, রাজরাজেশ্বর।

বলজ (ক্লী) বলকৃতসাহসযুদ্ধাদিকাৎ জায়তে বল-জন-ড। ১ ক্ষেত্র। ২ পুরদ্বার। ৩ শস্য। ৪ ধান্তরাশি। (বৈজয়ন্তী)

"ত্বং সমীরণ ইব প্রতীক্ষিতঃ কর্ষকেণ বলজান্ পুপূষতা।"

(মাঘ ১৪।৭) ৫ যুদ্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ বলজন্য।

বলজা (স্ত্রী) বলজ-টাপ্। ১ বরযোষা। ২ যূথী, জুঁইফুল। আরবীয় মল্লিকা। (মেদিনী)

বলদ (পুং) বলং দদাতীতি দা-ক। ১ জীবক। (রাজনি°) ২ হোমাগ্নি, হোম করিবার সময় কার্য্যবিশেষে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। পৌষ্টিক কর্ম্মে অগ্নির নাম 'বল'। এই বলদ নামেই অগ্নির হোম করিতে হয়। "পৌষ্টিকে বলদঃ স্মৃতঃ" (তিথিতত্ত্ব) ৩ বৃষভ, ষাঁড়।

"অস্থেদ্যুঃ প্রণয়ক্রীড়াব্যাজাচ্চ মম সূত্রকম্।
গলেঽবধ্নাদহং দাস্তস্তৎক্ষণং বলদোঽভবম্॥"

(কথাসরিৎ° ৩৭।১৫৩)

৪ বলদাতা। ৫ পর্পটক, চলিত ক্ষেৎপাপড়া। (রাজনি°) ৬ জীবক। (বৈদ্যকনি°)

বলদা (স্ত্রী) বলদ-টাপ্। অশ্বগন্ধা।

"গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া।
বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

বলদীনতা (স্ত্রী) বলস্য দীনতা। গ্লানি। (হেম)

বলদেব (পুং) বলেন দীব্যতীতি দিব-অচ্। বলরাম। পর্য্যায়—বলভদ্র, প্রলম্বঘ্ন, অচ্যুতাগ্রজ, রেবতীরমণ, রাম, কামপাল, হলায়ুধ, নীলাম্বর, রৌহিণেয়, তালাঙ্ক, মুষলী, হলী, সঙ্কর্ষণ, সীরপাণি, কালিন্দীভেদন, বল, রুক্মিদর্প, মধুপ্রিয়, হলধর, হলভৃৎ, হালভৃৎ, সৌনন্দী, গুপ্তবর, সম্বর্ত্তক, বলী।

"তদগচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ।" (ভাগ° ৯।৩।৩৩)

বলদেব অনন্তদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি শেষাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"শেষাস্যাংশস্তু নাগস্য বলদেবো মহাবলঃ।" (ভারত ১।৬৭।১৫১)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী ছিল। দেবকীর যখন সপ্তমগর্ভ হয়, তখন মহামায়া এই গর্ভ কংসের ভয়ে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন করেন। এইরূপে গর্ভসঙ্কর্ষণজন্য ঐ গর্ভে যে পুত্র হয়, ঐ পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই জন্যই বলদেবের নাম সঙ্কর্ষণ হয়। (বিষ্ণুপু° ৫।২ অঃ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নামনিরুক্তি স্থানে লিখিত আছে, গর্ভ সঙ্কর্ষণজন্য সঙ্কর্ষণ, বেদে ইহার অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত, বলোদ্রেক হেতু বলদেব, হলধারণজন্য হলী, নীলবাস পরিধান করেন বলিয়া শিতিবাস, ইহার মুষল অস্ত্র আছে বলিয়া মুষলী, রেবতী পত্নী বলিয়া রেবতীরমণ, ও রোহিণীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া রৌহিণেয় নাম হইয়াছিল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৩ অঃ)

নন্দালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গোকুলে মহামুনি গর্গ আসিয়া ইহার নামকরণ করেন। ইনি নন্দালয়ে কৃষ্ণের সহিত একত্র বর্দ্ধিত হন। পরে অক্রূর আসিলে বলরাম কৃষ্ণের সহিত মথুরায় আসিয়া কংসকে ধ্বংস করিয়া তথায় অবস্থান এবং সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। রেবতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। যদুকুল ধ্বংস হইবার সময় ইনি যোগাসনে উপবেশন করিলে ইহার বদনবিবর হইতে রক্তবর্ণ সহস্র মুখধারী এক বৃহদাকার শ্বেতসর্প বিনির্গত হইয়া সমুদ্রে গমন করে, তখন বলরামের শরীর প্রাণশূন্য হয়। কুরুকুলপতি দুর্য্যোধন ইহার শিষ্য ছিলেন। [কৃষ্ণ দেখ।]

বলদেবের পূজা করিতে হইলে এই ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
বামে হলায়ুধধরং মুষলং দক্ষিণে করে।
হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎ পরম্॥" অপর ধ্যান—
"অন্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দনসংজ্ঞকে।
তত্রাধস্তাৎ স্বর্ণপীঠে বিচিত্রে মণিমণ্ডপে॥
তন্মধ্যে মণিমাণিক্য-দিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে।
তত্রোপরি চ রেবত্যা সঙ্কর্ষণহলায়ুধম্।
ঈশ্বরস্যাভয়ানন্তমভিন্নগুণরূপিণম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্॥
নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
কুণ্ডলাশ্লিষ্টসদ্গণ্ডং দিব্যভূষণাম্বরস্রজম্॥
মধুপানে সদাসক্তং সদাঘূর্ণিতলোচনম্।
মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরামং সদা স্মরেৎ॥" (পূজাপদ্ধতি)

২ বায়ু। (মেদিনী)

বলদেবপত্তন (ক্লী) বৃহৎসংহিতোক্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর।

"বলদেবপত্তনং দণ্ডকাবনতিমিঙ্গিলাশনাভদ্রাঃ।" (বৃহৎস° ১৪।১৫)

বলদেব বিদ্যাভূষণ, বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। বৈষ্ণব

দর্শনাদিতে ইঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত তৎকালে কেহ ছিল না। 'যিনি তর্কে পরাভূত করিবেন, তাঁহারই শিষ্য হইব।' এই পণ করিয়া' তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং বঙ্গ, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের অনেক পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, তথায় প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁহার নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তীক্ষ্ণপ্রতিভাবলে অত্যল্পকালেই তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। এই সময়ে জয়পুর রাজধানীতে একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়। জয়পুরে যে গোবিন্দজির মূর্ত্তি আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কএকটী শাঙ্কর সন্ন্যাসী রাজাকে এইরূপ বুঝাইয়া বলে যে, শঙ্করের শারীরকভাষ্য ব্যতীত রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য এই চারিসম্প্রদায়েই বেদান্তদর্শনের চারিখানি ভাষ্য আছে; কিন্তু চৈতন্যদেবের মত এই ভাষ্যগুলির অন্তর্গত নহে, অথচ তন্মতের পৃথক্ ভাষ্য নাই; অতএব ইঁহারা অসম্প্রদায়ী। অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ গোবিন্দজীর সেবাধিকারী হইতে পারে না।

রাজা এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণার্থ এক সাধুসভা আহ্বান করিলেন। পশ্চিমা অনেক উদাসীন পণ্ডিত সমবেত হইলেন, বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও গেলেন। বিচার আরম্ভ হইল, বাঙ্গালীগণের পক্ষে বলদেব বলিলেন, "কে বলে আমাদের ভাষ্য নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ। 'গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ,' ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রমাণ; মহাপ্রভুও ইহাই বলিয়াছেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে যে বৈদান্তিক ভাষ্যদ্বারা পরাস্ত করেন, ইহাই প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যসম্মত ভাষ্য। ষট্‌সন্দর্ভাদিতে তাহাই নিবদ্ধ হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি শাঙ্করিক পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাঁহাদিগকে পরাভূত করিলেন। তাঁহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে শাঙ্কর পণ্ডিতগণ এই ভাষ্য কোন্ সম্প্রদায়ের অনুগত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা শ্রীচৈতন্যভাষ্যানুগত।" বস্তুতঃ ষট্‌সন্দর্ভাদি ভিন্ন মহাপ্রভুকৃত পৃথক্ ভাষ্য ছিল না, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কৌশলে জব্দ করিবার জন্য সে ভাষ্য দেখিতে চাহিলে তিনিও দেখাইতে সম্মত হইলেন। সেদিনের জন্য সভা ভঙ্গ হইল।

ভাষ্য ত নাই, কি দেখাইবেন? তখন তিনি একখানি নূতন ভাষ্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। এ কঠিন কার্য্য কি তিনি পারিবেন? এ দুস্তর সাগর কি পার হইবেন? তিনি শ্রীগোবিন্দজির শরণ লইলেন, অনাহারে তাঁহার মন্দিরের দ্বারদেশে পড়িয়া রহিলেন। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তৃতীয় দিবসে তিনি ভাষ্য রচনা করিতে দেবতার প্রত্যাদেশ পাইলেন। (কথিত আছে, বলদেব মন্দিরমধ্য হইতে স্পষ্ট "কুরু কুরু" এই শব্দ শুনিতে পান।) প্রত্যাদেশ পাইয়া হৃষ্টমনে বলদেব ভাষ্যরচনে প্রবৃত্ত ও শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইলেন। গোবিন্দদেবের আদেশে রচিত বলিয়া এই ভাষ্যের নাম "শ্রীগোবিন্দভাষ্য" হইল। গোবিন্দজির আদেশের কথা বলদেব ভাষ্যশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন—"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ। শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"—(গো° ভা°)

যথাসময়ে ভাষ্য প্রকাশ্য সভায় প্রদর্শিত হইল এবং সেই সঙ্গে জয়পুর ও বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের আধিপত্য চিরপ্রতিষ্ঠ হইল। শারীরিক ভাষ্যের ন্যায় এই ভাষ্যে সর্ব্বত্র শ্রুতিপ্রমাণের প্রাধান্য দেখা যায়, অন্যান্য ভাষ্যের ন্যায় পুরাণ প্রমাণের প্রাচুর্য্য নাই।

বলদেব নিম্নলিখিত দার্শনিক গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন—

১ গোবিন্দভাষ্য, ২ সূক্ষ্মভাষ্য (গোবিন্দভাষ্যের টীকা), ৩ সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, ৪ প্রমেয়রত্নাবলী ও কান্তিমালা-টীকা, ৫ বেদান্তস্যমন্তক, ৬ গীতাভূষণভাষ্য, ৭ দশোপনিষদ্ভাষ্য, ৮ সহস্রনামভাষ্য, ৯ স্তবমালাভাষ্য, ১০ সারঙ্গ রঙ্গদা। (লঘুভাগবতামৃতের টীকা)।

বলদেব বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন, অদ্যাপি সেখানে তাঁহার সমাধি আছে।

বলদেব, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২৭° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫২´ পূঃ। এই নগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী দেবমন্দির ও তাহার সম্মুখদিকে ক্ষীরসমুদ্র নামে একটী পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। দেবমূর্ত্তিদর্শন ও দীর্ঘিকায় স্নানার্থ এখানে অনেক তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে। প্রতিবৎসর এখানে দুইটী মেলা হয়।

বলদেব, শৃঙ্গারহার নামক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা, কেশবের পুত্র।

বলদেবক্ষেত্র, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। তুলসীক্ষেত্র নামেও পরিচিত। এই পবিত্র স্থান কটকজেলাস্থ বর্ত্তমান কেন্দ্রপাড়ার অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যার বৈষ্ণবদিগের নিকট ইহা অতি পুণ্য স্থান বলিয়া খ্যাত। তুলসীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে এই স্থানের দেবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বলদেবসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় একজন মহারাজ। রাজা রণজিতের পুত্র এবং রাজা রণধীরের কনিষ্ঠ। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজপুত্র বলবন্তের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য ইংরাজের

সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মথুরার নিকটবর্ত্তী গোবর্দ্ধন নামক স্থানে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

বলদেবা (স্ত্রী) ত্রায়মাণৌষধি। (মেদিনী)

বলনিগ্রহ (পুং) বলস্য নিগ্রহঃ ষষ্ঠীতৎ। বলক্ষয়। ক্ষমতাহ্রাস।

বলন্দ, ছোটনাগপুরবাসী একটী আদিম জাতি। ইহারা কৃষিজীবী এবং হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ ইহারা ভুক্ত-বলন্দ নামক গোঁড় জাতির অন্যতম শাখা। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্ম ব্যতীত কোন পার্ব্বতীয় দেবদেবী পূজার পরিচয় পাওয়া যায় না। কোরিয়া রাজবংশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, একদিন বলন্দগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। গোঁড় ও ক্রোঞ্চ নামক কোল জাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে বলন্দ-রাজবংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

বলন্ধরা (স্ত্রী) ভীমসেনের পত্নী। (মহাভা° আদি°)

বলপতি (পুং) প্রধান সেনাপতি। ইন্দ্রের নামান্তর।

বলপ্রদ (ত্রি) বলং প্রদদাতি দা-ক। বলদায়ক, বলবৃদ্ধিকর।

বলপাণ্ডুকর (পুং) কুন্দবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বলপুচ্ছক (পুং) কাক। (বৈদ্যকনি°)

বলপৃষ্ঠক (পুং) রোহিতমৎস্য। (বৈদ্যকনি°)

বলপ্রসূ (স্ত্রী) প্রসূতে ইতি প্রসূর্জ্জননী বলস্য বলদেবস্য প্রসূ-র্জ্জননী। রোহিণী, বলরামের মাতা। (শব্দরত্না°)

বলভ (পুং) বিষধর কীট।

বলভদ্র (পুং) বলং ভদ্রং শ্রেষ্ঠমস্য বা বলমস্যাস্তীতি অর্শঃ আদিত্বাদচ্, বলো বলবানপি ভদ্রঃ সৌম্যঃ। ১ বলদেব, অনন্ত। ২ বলশালী। (হেম) ৩ লোধ্র। ৪ গবয়। (রাজনি°) ৫ বিষ্ণুপূজনোক্ত অষ্টদল পদ্মস্থ যোগিবিশেষ। বিষ্ণু প্রভৃতি পূজায় অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যোগীদিগের পূজা করিতে হয়। ঐরূপে পূজা না করিলে কোন ফল হয় না।

"সর্ব্বত্র মণ্ডলং কার্য্যং বাসুদেবস্য পূজনে।
এবমেব নৃপশ্রেষ্ঠ ! নিষ্ফলং চান্যথেতরৎ ॥
বলভদ্রশ্চ কামশ্চ অনিরুদ্ধস্তথোদ্ভবঃ।
নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ ষষ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (কালি° পু° ৮২ অ°)

৬ পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগ° ৫।২০।২৬) ৭ ক্ষুদ্র কদম্ব বৃক্ষ।

বলভদ্র, এই নামে কএকজন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়।

১ অদ্ভুততরঙ্গিণীপ্রণেতা, ২ আহ্নিকরচয়িতা, ৩ কালী-তত্ত্বামৃততন্ত্রপ্রণয়নকার। ৪ চেতসিংহবিলাসপ্রণেতা। ৫ জাতক-চন্দ্রিকা, বৃহজ্জাতকের নষ্টজাতকাধ্যায়টীকা ও হোরারত্নরচয়িতা। ভট্টোৎপল বৃহৎসংহিতাটীকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ নবরত্নধাতুবিবাদপ্রণেতা। ৭ মহারুদ্রন্যাসপদ্ধতিরচয়িতা। ৮ যোগশতকসঙ্কলয়িতা। ৯ রামগীতাবৃত্তিপ্রণেতা। ১০ শক্তিবাদ-টীকারচয়িতা। ১১ মহানাটকদীপিকাপ্রণেতা। ইনি কাশী-নাথের পুত্র ও কৃষ্ণদত্তের পৌত্র। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ১২ হায়নরত্ন ও ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে হোরারত্ন-রচয়িতা। ইনি দামোদরের পুত্র ও হরিরামের ভ্রাতা। মকরন্দটীকা ও ভাস্করাচার্য্যকৃত বীজগণিতের একখানি টিপ্পনীও ইনি প্রণয়ন করেন। ১৩ পত্রপ্রকাশরচয়িতা। ১৪ মহারুদ্রপদ্ধতিপ্রণেতা। ১৫ বালবোধিনী নামে ভাস্বতী-টীকাপ্রণেতা, বসন্তের পুত্র ও বিমলাকরের পৌত্র, ইনি ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে উমানগরে গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন। ১৬ বৃন্দ-সংগ্রহশেষপ্রণেতা। ১৭ নিত্যানুষ্ঠানপদ্ধতিরচয়িতা। ১৮ অশৌচসারপ্রণেতা। ১৯ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। আলবীরুনী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বলভদ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, দায়ভাগসিদ্ধান্তপ্রণেতা।

বলভদ্রপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী জনপদ।

বলভদ্র ভট্ট, তর্কভাষাপ্রকাশিকা, সপ্তপদার্থীটীকা ও প্রমাণ-মঞ্জরী-টীকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম বিষ্ণুদাস ও মাতার নাম মাধবী। এতদ্ভিন্ন তৎকৃত বর্দ্ধমানের কিরণাবলীপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়।

বলভদ্রশুক্ল, কুণ্ডতত্ত্বপ্রদীপ ও চাতুর্ম্মাস্যকৌমুদীরচয়িতা। ইনি ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ জয়সিংহ দীক্ষিতের নামে উৎসর্গ করেন। ইহার পিতার নাম স্থবির।

বলভদ্রসিংহ, জনৈক গোর্খাসর্দ্দার। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের সময় তিনি ইংরাজের বিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বলভদ্রসিংহ, অযোধ্যার প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের জনৈক রাজা। তাঁহার অধীনে প্রায় লক্ষাধিক রাজপুত সৈন্য ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌএর নবাব উজীরের অধীনতা অস্বীকার করেন। দুইবৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের পর তিনি মুসলমানহস্তে নিহত হন।

বলভদ্রসূরি, প্রমাণমঞ্জরীটীকা প্রণেতা।

বলভদ্রা (স্ত্রী) বলভদ্র-টাপ্। ১ কুমারী। ২ ত্রায়মাণা বনলতা। "বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিসানুজা।" (ভাবপ্র°) ৩ বনজাতা গো। (বৈদ্যকনি°)

বলভদ্রিকা (স্ত্রী) বলভদ্রা-স্বার্থে কন্ অত ইত্বং। ত্রায়মাণা বনলতা। (অমর)

বলভী, মালব রাজ্যের উত্তরদিকে স্থিত কাঠিয়াবাড়স্থ একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বালা। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই নগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, এখানে শত শত সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির আছে। হীনযান-সম্প্রদায়ী সম্মতীয় শাখার প্রায় ৬ হাজার শ্রমণ তৎকালে

এখানে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। তিনি এখানকার অশোক-স্তূপ দেখিয়া ছিলেন। তাঁহার আগমনকালে মালবরাজ শিলাদিত্যবংশীয় ধ্রুবভট নামে জনৈক ক্ষত্রিয় এখানে রাজত্ব করিতেন। এই রাজধানীর অনতিদূরে জৈন ধরণে নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম আছে। গুণমতি ও স্থিরমতি নামক বোধিসত্ত্বদ্বয় এখানে অবস্থান করিতেন।

২ সহ্যাদ্রি পর্ব্বতোপরিস্থ একটী নগরী। (সহ্যাদ্রি ২।১০।৫)

বলভৃৎ (ত্রি) বলং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। বলধারী।

বলম্বিদ্, বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এখানে বিষপরিহরেশ্বর ও বাসবের একটী মন্দির আছে। উহার গাত্রসংলগ্ন ৫ খানি শিলালিপির মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন খানি ৯৭৯ সংবতে উৎকীর্ণ।

বলমোটা (ত্রি) বৃক্ষবিশেষ। বলামোটা, চলিত জয়ন্তীগাছ। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, শীত, কণ্ঠশোষক, লঘু, কফনাশক, মদ-গন্ধি, মূত্রকৃচ্ছ, বিষ ও পিত্তনাশক। (বৈদ্যকনি°)

বলর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। একটী প্রাচীন স্তূপের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত, হরনদীর উত্তরে এবং হর উপত্যকার উত্তরসীমায় অবস্থিত। স্তূপটী উচ্চে প্রায় ৫০ ফিট্ এবং ইহার ব্যাস ৪৪ ফিট্। ইহার অনতিদূরে ১৭০ ফিট্ স্থানের মধ্যে আরও কএকটী ক্ষুদ্রস্তূপ ও সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, বৌদ্ধাধিকারে এই স্থান ধর্ম্মালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

বলরাম (পুং) রম-ভাবে ঘঞ্, বলৈব রামো রমণং যস্ত। বলদেব, বলভদ্র। [বলদেব দেখ।]

বলরাম দাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১১শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—"বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী।

নিত্যানন্দ নামে হয় অত্যন্ত উন্মাদী॥"

বলরামদাস নিত্যানন্দের ভক্ত ও তৎপরিকর ছিলেন; বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সঙ্গীতকারক বন্দো বলরামদাস।

নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অত্যন্ত বিশ্বাস॥"

এই উভয় গ্রন্থবর্ণিত বলরাম এক ব্যক্তি, উভয়ই নিত্যা-নন্দ-ভক্ত। বৈষ্ণব-বন্দনায় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর ভক্তগণেরই মাত্র নাম আছে। ঐ গ্রন্থে বলরামদাসের নামের পরেই নিত্যানন্দশিষ্য মহেশ পণ্ডিত, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির নাম লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বন্দনায় "সঙ্গীতকারক" বলিয়া বলরামের উল্লেখ থাকায় ইনিই যে স্বনামপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব পদকর্ত্তা বলরামদাস নিত্যানন্দের 'গণ।' বলরামও আপন পদাবলীতে স্বীয় প্রভুর রূপ গুণ প্রকৃষ্টরূপেই বর্ণনা করিয়া-ছেন। পদকল্পতরুনামক সংগ্রহগ্রন্থে এ সকল পদ আছে, এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

প্রেমবিলাস একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ১৫২৯ শকে বির-চিত কর্ণানন্দ নামক গ্রন্থে প্রেমবিলাসের উল্লেখ আছে। প্রেম-বিলাস প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়, ইহার রচয়িতার নাম বলরাম দাস। কবি এই গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা॥
নিজ পরিচয় আমি করিনু প্রচার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে করি নমস্কার॥" (প্রেমবিলাস)

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বলরামের মাতার নাম সৌদামিনী এবং পিতার নাম আত্মারাম দাস। বলরাম জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ী শ্রীখণ্ডে ছিল। বলরামের গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাস; ইহাও জানা যাইতেছে। এক্ষণে সাধারণতঃ "ভেকধারী" বৈরাগীগণ গুরুদত্ত নামেই পরিচয় দেন; কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব্বে বৈষ্ণব সাধারণের প্রায়ই দুইটী নাম থাকিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীরহা-ম্বির ও প্রেমদাসের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। [ঐ দুই শব্দ দ্রষ্টব্য।] অতএব বলরামেরও দুইটী নাম ছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দুই পত্নী—বসুধা ও জাহ্নবা। জাহ্নবা দেবী শিষ্যাদি করিতেন। উপযুক্তা স্ত্রীলোক পুরুষকেও শিষ্য করিতে পারেন, ইহা গুরুপরিবারে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। অতএব বলরাম (জাহ্নবাশিষ্য বলিয়াই) নিত্যানন্দ "পরিবার", এই জন্যই চরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কবি জ্ঞানদাসও এইরূপই জাহ্নবা-শিষ্য ছিলেন। [জ্ঞানদাস শব্দ দেখ।]

বলরাম যে জাহ্নবার শিষ্য, তাহা তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥" (প্রেমবিলাস)

তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরই খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বিগ্রহস্থাপনোৎসব হয়। এই উৎসবে অনেক পার্ষদ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিল। সেই উৎসবে জাহ্নবার সহিত নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত যে যে ভক্ত গমন করেন, তাঁহাদের নামের সহিত বলরাম দাসের নামও পাওয়া যায়। যথা—

"মুরারী, চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর।
* * * * * * *
শ্রীপরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর।
শ্রীমুকুন্দ দাস, বৃন্দাবন আদি কবি॥" (ভক্তিরত্নাকর)

জাহ্নবার শিষ্য—জাহ্নবার অনুগামী এই "বিজ্ঞবর" বলরামই আমাদের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। গ্রন্থকার জাহ্নবা সহ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এই জন্য অন্যান্য অনুগামী ভক্তগণের নামের সহিত নিজ নাম না লিখিয়া তিনি যে উপস্থিত ছিলেন, সর্ব্বশেষে ("আমি" শব্দে) তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব চরিতামৃতের "কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী" নিত্যানন্দভক্ত ও বৈষ্ণব-বন্দনার লিখিত "সঙ্কীর্ত্তকারক" আর ভক্তিরত্নাকরের এই "বিজ্ঞবর" বলরাম দাসই প্রেমবিলাসরচয়িতা এক প্রসিদ্ধ কবি। এই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার রচিত পদাবলী ও প্রেমবিলাস ব্যতীত "বীরচন্দ্রচরিত" নামে আর একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে।

বলরামের বিবরণ অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়। বলরাম বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। একটী পদে বলরাম লিখিয়াছেন—

"তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরিপদে না করিনু আশ॥" ইত্যাদি।

এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না লইয়া, তাঁহার আত্মপক্ষে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাও হইয়াছিল। বলরামের স্বরূপ সম্বন্ধে কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রজের "বড়াই বুড়ী" বলিয়া থাকেন।

বলরামদেব, দাক্ষিণাত্যের জয়পুররাজবংশীয় জনৈক রাজা। নন্দিপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল।

বলরাম বর্ম্মা, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের জনৈক রাজা। ১৭৯৮-১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজ্যকালে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটে। রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য ইহার অধিকারে ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়।

বলরাম কবিকঙ্কণ, ইনি মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থ অনুবাদ করেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে ঐ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার গ্রন্থাবলম্বনে স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ" ইত্যাদি।

বলরাম পঞ্চানন, ধাতুপ্রকাশ ও তট্টীকা এবং প্রবোধপ্রকাশ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা।

বলরামভজা, একটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়। বলরাম হাড়িনামক জনৈক চৌকীদার এই মতের প্রবর্ত্তক। ইহারা কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিয়া থাকে। এখন নদীয়া বর্দ্ধমান ও পাবনা প্রভৃতি স্থানে এই সম্প্রদায়ীদিগের বাস।

বলরামপুর, ১ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ২ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত পরগণা।

বলরামপুর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। বলরাম দাস নামক জনৈক হিন্দু স্বীয় নামে এই রাজ্য স্থাপন করেন এবং ক্রমে অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাজা নেহাল সিংহ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহারই ভুজবলে বলরামপুর-রাজবংশ সমধিক সুখ্যাতিলাভ করে। এই মহাত্মা লক্ষ্ণৌরাজগণের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিছুতে তিনি নবাবের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। বরং তাঁহাকে যৎসামান্য রাজকর লইয়া তৃপ্ত থাকিতে বাধ্য করেন। তাঁহার পৌত্র মহারাজ দিগ্বিজয়সিংহ K. C. S. I. ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজ্যশাসনের প্রথমাবস্থায় উত্রোলা, ইকৌনা ও তুলসীপুর প্রভৃতি সামন্তগণের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি এখানকার ইংরাজগণকে নিজ দুর্গ মধ্যে আশ্রয় দেন এবং পরিশেষে তাহাদিগকে নিরাপদে গোরখপুরে পাঠাইয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের এইরূপ আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্ণৌপতি তদ্রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্য তুলসীপুর, ইকৌনা ও উত্রোলার সর্দ্দারদিগকে ফর্ম্মাণ পাঠান; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, উক্ত সামন্তগণ পুনরাদেশে ভিন্নস্থানে প্রেরিত হয়। ঘর্ঘরা নদীর অপর পারে ইংরাজ ও বিদ্রোহীদলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদল নেপালে পলায়ন করে। তাঁহার এতাদৃশ রাজভক্তির জন্য ইংরাজরাজ তাঁহাকে তুলসীপুর ও বরাইচের কতকাংশ এবং মহারাজ উপাধি দান করেন। ২ উক্ত গোণ্ডা জেলার একটী নগর। সুবাবন নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি°

৮২° ১৩´ ৫০´´ পূঃ। এই জেলার মধ্যে এই নগর সর্ব্বপ্রধান। এখানে মহারাজের প্রাসাদ, ৪০টী হিন্দুমন্দির ও ১৯টী মুসলমানের মসজিদ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বিজলেশ্বরী দেবী-মন্দিরই শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ। এখানকার বাজারে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উৎপন্ন শস্যাদি এবং স্থানীয় কার্পাসবস্ত্র, কম্বল ও ছুরিকাদির বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। মহারাজের যত্নে ও বদান্যতায় এখানে ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বলল (পুং) বলং লাতীতি। বল-লা-ক। বলরাম। (অমর)

বলবৎ (ত্রি) বলমস্যাস্তীতি বল মতুপ্-মস্ত ব। বলবিশিষ্ট। পর্য্যায়—মাংসল, অংশল, বীর্য্যবান্, বলী। (শব্দরত্না°) (অব্য°) বল-মতুপ্, মস্ত ব। ২ অতিশয়।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥" (শকু° ১ অ°)

৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৬) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বলবতী, এলালতা। (বৈদ্যকনি°)

বলবত্তা (স্ত্রী) বলবতো ভাবঃ তল্-টাপ্। বলবত্ত্ব, অতিশয় বল, বলবানের ধর্ম্ম।

বলবন্‌সিংহ, কাশীপতি মহারাজ চৈতসিংহের পুত্র। গোয়া-লিয়রে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা সপরিবারে আগ্রা নগরে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে এই রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্ত মাসিক ২ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি উর্দ্দু ভাষায় একখানি দিবান রচনা করিয়াছিলেন।

বলবন্তসিংহ, কাশীর অধিপতি। রাজা মানসরামের পুত্র ও খ্যাতনামা চৈতসিংহের পিতা। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং ৩০ বৎসর রাজত্বের পর গতাসু হইয়াছিলেন।

বলবন্তসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় নরপতি। তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পিতা বলদেও সিংহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতা বিখ্যাত জাটসর্দ্দার দুর্জ্জনশাল তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর দুর্গ অবরোধ ও জয়ের পর ইংরাজরাজ পুনরায় বলবন্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩৪ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হন।

বলবর্দ্ধন (ত্রি) ১ সৈন্যবৃদ্ধি। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (আদি° ৩ অঃ)

বলবর্দ্ধিন্ (ত্রি) বলং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিনি। বলবৃদ্ধিকারক। স্ত্রিয়াং ঙীব্। বলবর্দ্ধিনী—জীবকোষধি। (জটাধর)

বলবর্ম্মদেব (পুং) একজন হিন্দু নরপতি। ভুজঙ্গিকা নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন। [প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেখ।]

বলবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক প্রাচীন হিন্দু রাজা। ইহাকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেন।

বলবিন্যাস (পুং) বলানাং সৈন্যানাং বিশেষেণ দুর্ভেদ্যত্বেন ন্যাসঃ স্থাপনং। যুদ্ধার্থ সৈন্যের দেশ বিশেষে বিভাগ করিয়া স্থাপন, ব্যূহরচনা। সৈন্য এইরূপ ভাবে সাজাইতে হয়, যাহাতে শত্রুগণ ইহা ভেদ করিয়া না আসিতে পারে। এই সৈন্ত রচনা বা সৈন্ত সাজানর নাম বলবিন্যাস। এই বলবিন্যাস মকর-পদ্মাদি ভেদে নানাপ্রকার। মনুতে লিখিত আছে—

যাত্রাকালে চতুষ্পার্শ্ব হইতে ভয় উপস্থিত হইলে রাজা দণ্ডব্যূহ, পশ্চাদ্ভয় হইলে শকটব্যূহ, উভয় পার্শ্ব হইতে আশঙ্কা হইলে বরাহ ও মকরব্যূহ, অগ্রপশ্চাৎ ভয় হইলে গরুড়ব্যূহ এবং কেবল সম্মুখে ভয় হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন। রাজা যখন যে দিকে বিপদাশঙ্কা অধিক বুঝিবেন, তখন সেইদিকেই আত্মসৈন্য বিস্তার করিবেন, এবং এই সকল সৈন্যদিগকে পদ্মব্যূহাকারে সাজাইয়া নিজে তাহার মধ্যে সুগুপ্তভাবে অবস্থান করিবেন। সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলে সংহতভাবে, ও বহু হইলে বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত করা বিধেয়। (মনু ৭ অ°) [ব্যূহরচনা দেখ।]

বলবিনাশন (পুং) বলনাশক ইন্দ্র।

বলবীর্য্য (পুং ক্লী) ১ ভরতের বংশধরভেদ। ২ বল ও বীর্য্য। "বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ" (মার্ক° চণ্ডী)

বলশালিন্ (ত্রি) বলেন শালতে শাল-ণিনি। বলবিশিষ্ট, বলবান্। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

বলসন, (গোদনা) পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। ভূপরিমাণ ৫১ বর্গমাইল। এখানকার সামন্তগণ রাণা উপাধি-ধারী রাজপুত। রাজ্যের বিচারভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত, কিন্তু কাহারও জীবননাশের আদেশ দিতে হইলে, তাঁহাকে পার্ব্বতীয় রাজ্যের পরিচালক ইংরাজকর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হয়। পূর্ব্বে ইহা সিরমুরের অধীন সামন্তরূপে গণ্য ছিল।

বলসানে, খান্দেশ জেলার পিম্পলনের উপবিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে কতকগুলি গুহা এবং সুরক্ষিত ও সুপ্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়।

বলসার, (বলসাড) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুরাট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল। এখানকার তিথলনামক সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান বোম্বাই প্রদেশের একটী স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ২০° ৩৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৮´ ৪০´´ পূঃ। এখানে শালকাষ্ঠের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

বলসম্ভব (পুং) ধান্যবিশেষ, ষষ্টিকধান্য। (রাজনি°)

বলসূদন (পুং) বলং তন্নাম্না প্রসিদ্ধং অসুরং সূদয়তীতি বল-সূদ-ল্যু। ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ইন্দ্র এই অসুরকে যুদ্ধে হনন করেন বলিয়া, তিনি বলসূদন, বলারি, বলবিনাশন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ২ বিষ্ণু। (দেবীপু° ৪৭ অ°) [বল দেখ।]

বলসেনা (স্ত্রী) সেনাদল।

বলস্থ (ত্রি) ১ বলশালী, বলবান্। ২ সৈন্যদলভুক্ত।

বলস্থিতি (স্ত্রী) বলানাং স্থিতিরবস্থানং যত্র, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। শিবির। (ত্রিকা°)

বলহন্ (পুং) বলং সামর্থ্যং হন্তীতি বল-হন-ক্বিপ্। ১ শ্লেষ্মা। (শব্দরত্না°) বলং তন্নামানমসুরং হন্তীতি। ২ ইন্দ্র। (ত্রি) ৩ বলবিনাশক।

"তত্রাচং সুধামানস্ত ভ্রাতাস্য বলহাবলী।
স্থিতো মমাগ্রতঃ শূরো গদাপাণির্হলায়ুধঃ॥" (হরিব° ১১০।৪২)

বলহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ হরঃ, বলস্য হরঃ। বলনাশক।

বলহরা, জনৈক হিন্দু নরপতি। তিনি জালন্ধরের সীমান্তবর্ত্তী কসব প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এখানকার রমণীগণ 'অস্তানশাহ' নামে খ্যাত ছিল। উমার আবদুল আজিজের খলিফা-পদে অধিষ্ঠান সময়েও তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য-শাসন করিতেছিলেন। অবশেষে খলিফার আদেশে মুসাল্লম পুত্র অক্ষ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশে আনিয়াছিলেন।

বলহি, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী শৈলমালা। প্রায় ১১ ক্রোশ পথ বেষ্টন করিয়া আছে।

বলহীন (ত্রি) বলেন হীনঃ। ১ বলশূন্য। ২ গ্লানি, বলহীনতা।

বলা (স্ত্রী) কার্য্যকারিত্বেন বলমস্ত্যস্যাঃ বল-অর্শ আদিত্বাদচ্, ততষ্টাপ্। (Sida cordifolia) স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ, চলিত বালা, বেড়েলা বা বাড়িয়ালা। হিন্দী বিজবন্দ, মহারাষ্ট্র ও বম্বে—চিকনা। কর্ণাট—বেনেগরগ, ববিয়ারা। তৈলঙ্গ—পাচিতোগ, মুত্তুব পুলগমু, করিবেপচেট্টু। পর্য্যায়—বাট্যালক, সমঙ্গা, ওদনিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, খরকাষ্ঠিকা, কল্যাণিনী, ভদ্রবলা, মোটা, পাটী, বলাদ্যা। (রাজনি°) শীতপাকী, বাট্যা, বাটী, বিনয়া, বাট্যালী, বাটিকা। (শব্দরত্না°) বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা ভেদে বলা চারিপ্রকার। ইহার মধ্যে বলাকে বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালক, মহাবলাকে পীতপুষ্পা ও সহদেবী, অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা এবং নাগবলাকে গাঙ্গেরুকী ও হ্রস্বগবেধুকা কহে। এই চতুর্ব্বিধ বলাই শীতবীর্য্য, মধুররস, বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষতবিনাশক। বলামূলের ছাল চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসার ও প্রদর বিনষ্ট হয়। মহাবলা চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিরাকৃত এবং বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলাচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

রাজনির্ঘণ্ট মতে অতিতিক্ত, মধুর, পিত্তাতিসারনাশক, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টি এবং কফরোধবিশোধন। ইহার বীজের গুণ—কামোদ্দীপক, মেহনাশক, বিরেচক ও বেদনানাশক। শিকড় ধারক ও বলকারক।

আদা ও বলা-শিকড়ের কাথ প্রয়োগ করিলে সবিরাম জ্বরে উপকার হইতে পারে। পক্ষাঘাত রোগে উহার শিকড় হিঙ্গু, সৈন্ধব ও লবণের সহিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ২ বিদ্যাবিশেষ। এই বিদ্যা ব্রহ্মকন্যা, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন, এই বিদ্যাপ্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত ক্লেশ, জ্বর, রূপবিপর্য্যয় প্রভৃতি কিছুই হয় না। বলা ও অতিবলা বিদ্যা সকল জ্ঞানের মাতৃস্বরূপিণী।

"এতদ্বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলা চাতিবলা চৈব সর্ব্বজ্ঞানস্য মাতরৌ॥
ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম! ভবিষ্যেতে নরোত্তম!
বলামতিবলাঞ্চৈব পঠতস্তাত রাঘব॥" (রামা° ১।২২ সঃ)

বলাক (পুং) বলেন অকতীতি বল-অক-পচাদ্যচ্। ১ বকজাতি। (ভরত) ২ পুরুপুত্র, ইনি জহ্নুর পৌত্র। (ভাগ° ৯।১৫।৩) ৩ বৎসপ্রী-পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।২) ৪ জাতুকর্ণ মুনির শিষ্যবিশেষ। (ভাগ° ১২।৬।৫৮) ৫ রাক্ষসভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬৯।৫৪) ৬ স্বনামখ্যাত ব্যাধবিশেষ। (ভারত ৮।৬৯।৪০)

বলাকা (স্ত্রী) বলতে ইতি বল সম্বরণে (বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৪) ইতি অক, বা বলেন অকতীতি বল-অক কুটিলগতৌ পচাদ্যচ্। বকজাতিবিশেষ, ক্ষুদ্রজাতীয় বক।

'বকশ্চৈব বলাকাঞ্চ কাকোলখঞ্জরীটকম্।' (শব্দরত্না°)

পর্য্যায়—বিষকণ্ঠিকা, বিষকণ্ঠী, বলাকী, কারয়িকা, লিঙ্গলিকা, বিষকণ্ঠী, শুক্লাঙ্গা, দীর্ঘকন্ধরা, ঘর্ম্মান্তা, কামুকী, শ্বেতা, মেঘানন্দা ও জলাশ্রয়া। ইহার মাংসগুণ বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, সৃষ্টমল, বৃষ্য, কফপিত্তহর, হিম। (রাজবল্লভ) এই পক্ষী জলে ভাসিয়া বেড়ায়, এইজন্য ইহারা প্লবজাতীয়। [প্লব দেখ।] ২ কামুকী স্ত্রী। ৩ বকশ্রেণী।

বলাকাকৌশিক (পুং) আচার্য্যভেদ।

বলাকাশ্ব (পুং) অজকনৃপপুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ৭ অঃ)

বলাকিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র বলাকাভেদ।

বলাকিন্ (ত্রি) বলাকা ব্রীহ্যাদিত্বাদিনি। ১ বলাকাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

বলাগ্র (ক্লী) ১ সেনাপতি। ২ বলশালী পুরুষ। ৩ সৈন্যের অগ্রভাগ।

বলাঙ্গক (পুং) বসন্তকাল।

বলাঙ্কিতা (স্ত্রী) বলেন অঙ্কিতা। রামবীণা। (শব্দরত্না°)

বলাট (পুং) বলেন অট্যতে প্রাপ্যতে ইতি অট্-ঘঞ্। মুদ্গ, চলিত হালিমুগ। (হেম)

বলাঢ্য (পুং) মাষ, মাষকলাই। স্ত্রিয়াং টাপ্। বলা।

বলাৎ (অব্য) বলমলতীতি বল-অৎ-ক্বিপ্। বলপূর্ব্বক, হঠাৎ।

"বলাৎ সংদূষয়েদ্যস্তু পরভার্য্যাং নরঃ কচিৎ।

বধদণ্ডো ভবেত্তস্ত নাপরাধো ভবেৎ স্ত্রিয়াঃ॥" (মৎস্যপু° ২০১অঃ)

যদি কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করে, তাহা হইলে তাহার বধদণ্ড হইবে এবং ঐ স্ত্রীর কোন পাপ হইবে না।

বলাৎকার (পুং) বলাৎকরণং বলাৎ কৃ-ভাবে-ঘঞ্। হঠাৎকরণ, প্রসভ, হঠ, হঠাৎকার। (শব্দরত্না°) জোরকরা।

"মত্তাভিযুক্তস্ত্রীবাল-বলাৎকারকৃতঞ্চ যৎ।

তদপ্রমাণং লিখিতং ভয়োপধিকৃতন্তথা॥" (মিতাক্ষরাধৃত নারদ)

বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীগমনকেও বলাৎকার কহে।

বলাৎকারগণ, জৈনসম্প্রদায়ভেদ।

বলাৎকারাভিগম (পুং) বলাৎকারেণ অভিগমঃ। বলাৎকারপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ।

বলাৎকারিত (ত্রি) ১ হঠাৎ ধারিত। ২ বলপূর্ব্বক আক্রমিত।

বলাৎকৃত (ত্রি) ১ বলপূর্ব্বক আক্রান্ত। ২ হঠাৎ ধৃত।

বলাত্মিকা (স্ত্রী) বলমেব আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ। হস্তিশুণ্ডবৃক্ষ। চলিত হাতিশুঁড়ার গাছ। (শব্দরত্না°)

বলাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত যপ্রত্যয় নিমিত্ত শব্দগণ। যথা— বল, চুল, নল, দল, বট, লকুল, উরল, পুল, মূল, উল, ডুল, বন, কূল। ২ অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণ। যথা— বল, উৎসাহ, উদ্ভাস, উত্তাস, উদ্ভাস, শিখা, কুল, চূড়া, স্থূল, কূল, আয়াম, ব্যায়াম, আরোহ, অবরোহ, পরিণাহ, যুদ্ধ।

বলাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী গব্যঘৃত ৪ সের, কাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অর্জ্জুনছাল মিলিত ৪ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু এক সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। এইঘৃত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° হৃদ্রোগাধি°)

বলাদ্যা (স্ত্রী) বলায় আদ্যা শ্রেষ্ঠা। বলা। (রাজনি°)

বলাধিক (পুং) বলশ্রেষ্ঠ, অধিক বলশালী।

বলাধিকরণ (ক্লী) সৈন্যাদির কার্য্য।

বলাধিষ্ঠান (ক্লী) বলস্য অধিষ্ঠানং। বলাধান। (চরক)

বলাধ্যক্ষ (পুং) বলস্য অধ্যক্ষঃ। সেনাপতি। (মনু ৭।১৮৯)

বলান, ত্রিহুত জেলায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী।

বলানুজ (পুং) বলস্য বলরামস্য অনুজঃ কনিষ্ঠঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

বলাপঞ্চক (ক্লী) পাঁচপ্রকার বলা, যথা—বলা, অতিবলা, নাগবলা, মহাবলা ও রাজবলা। (বৈদ্যকনি°)

বলাবল (ক্লী) বলঞ্চ অবলঞ্চ। বল ও অবল।

বলাবলাধিকরণ (ক্লী) বলঞ্চ অবলঞ্চ তে অধিক্রিয়তে অস্মিন্ অধি-কৃ-আধারে ল্যুট্। আকাঙ্ক্ষা ও অনাকাঙ্ক্ষারূপ বলাবলের নিশ্চায়ক জৈমিন্যুক্ত ন্যায়ভেদ। (বেদান্তপরি°)

বলামোটা (স্ত্রী) বলমোটয়তীতি বল-মুট-অচ্-টাপ্। নাগদমনী। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, লঘু, পিত্ত ও কফনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°)

বলায় (পুং) অয়তীতি অয়ঃ, প্রাপকঃ বলস্য অয়ঃ। বরুণবৃক্ষ।

বলারাতি (পুং) বলস্য তন্নাম্না প্রসিদ্ধাসুরস্য অরাতিঃ। ১ ইন্দ্র। ২ বিষ্ণু।

বলারিষ্ট, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী— বেড়েলা ১২॥০ সের ও অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিবে। শেষ ৬৪ সের রাখিবে। পরে উহা শীতল ও পরিষ্কার হইলে গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ২ সের, ক্ষীরকাকলী ২ পল, এরণ্ডমূল ২ পল এবং রাস্না, এলাইচ, গন্ধভাছলে, লবঙ্গ, বেণার মূল ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১ পল একত্র একমাসকাল আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহা সেবনে বল, পুষ্টি, অগ্নিবৃদ্ধি ও প্রবল বাতব্যাধির উপশম হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বাতরক্তাধি°)

বলালক (পুং) বলায় অলতি সমর্থো ভবতীতি বল-অল-ণ্বুল্। পানীয়ামলক। (শব্দচন্দ্রিকা)

বলাবলেপ (পুং) বলেন অবলেপঃ। গর্ব্ব, অহঙ্কার, বলজন্য দর্প। "বলাবলেপাদধুনাপি পূর্ব্ববৎ প্রবাধ্যতে তেন জগজ্জিগীষুণা" (শিশুপালবধ ১ স°)

বলাশ (পুং) বলমশ্নাতীতি বল-অশ-অণ্। ১ শ্লেষ্মা। (হেম) ২ কণ্ঠগতরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া গলদেশ ফুলিয়া উঠে, ইহাতে দুস্তর মর্ম্মচ্ছেদক শ্বাসও উপস্থিত হয়। বলাশ শব্দের 'শ' দন্ত্য 'স'ও দেখিতে পাওয়া যায়।

"গলে চ শোফং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নম্।

মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেতমাহুর্বলাশসংজ্ঞং নিপুণা বিকারম্॥"

(সুশ্রুত নিদানস্থা° ১৬ অ°)

বলাস (পুং) বলমস্যতি ক্ষিপতি অস-অণ্। ১ কফধাতু। ২ কণ্ঠ-গতরোগ। [বলাশ দেখ।]

বলাসগ্রথিত (স্ত্রী) চক্ষুরোগভেদ।

বলাসম (পুং) বৃক্ষ। (ত্রিকা°)

বলাসিন্ (ত্রি) শ্বাসরোগযুক্ত।

বলাহক (পুং) বলেন হীয়তে বল-হা-ক্বুন্ বা বারীণাং বাহকঃ বলাহকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ মেঘ।

"বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগামকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্।" (কুমার ১।৪)

২ মুস্তক। ৩ শাল্মলীদ্বীপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৫৩।৫) ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ নাগবিশেষ। (মেদিনী) ৬ সর্পবিশেষ, এই সর্প দর্ব্বীকর সর্পদিগের অন্যতম। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ) ৭ কল্কিদেবের রমাগর্ভজাত পুত্রভেদ। কল্কিপত্নী রমা বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশীর দিন জমদগ্নির উদ্দেশে ব্রত করিয়া মহাবল দুইটী পুত্র লাভ করেন। এই দুই পুত্রের নাম মেঘপাল ও বলাহক। এই পুত্রদ্বয় সর্ব্বদা দেবতাদিগের উপকারক এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় অনুরত। (কল্কিপু° ৩১ অঃ) ৮ শ্রীকৃষ্ণের রথাশ্ববিশেষ।

'স্যন্দনস্তু শতানন্দঃ সারথিশ্চাস্য দারুকঃ।
তুরঙ্গাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ॥' (ত্রিকা°)

৯ জয়দ্রথের ভ্রাতৃবিশেষ। (ভারত ৩।২৫৪।১২) ১০ নদ-বিশেষ। এই নদ লবণসমুদ্রগামী। (মৎস্যপু° ১২০।৭২) ১১ কুশ-দ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৫৫) ১২ তারাপীড় রাজার স্বনামখ্যাত সেনাপতি। "চন্দ্রাপীড়মানেতুং রাজ-বলাধিকৃতং বলাহকনামানমাহূয়েতি" (কাদম্বরী)

বলাহ্বকন্দ (পুং) বলমাহ্বয়তীতি বলাহ্বস্তাদৃশঃ কন্দঃ। শুলকন্দ। (রাজনি°)

বলি (পুং) বল্যতে দীয়তে ইতি বল-দানে (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৩) ইতীন্। কর, রাজগ্রাহ্য ভাগ, রাজাকে ভূমির উপস্বত্ব হইতে যে কর (খাজনা) দিতে হয়।

"সাম্বৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।" (মনু ৭।৮০)

'রাজা শক্তৈরমাত্যৈর্বর্ষগ্রাহ্যং ধান্যাদিভাগমানয়েৎ' (কুল্লূক)

ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি রাজাকে ৬ ভাগের একভাগ দিতে হইত। ইহাই রাজগ্রাহ্য বলি বা কর। ২ উপহার। ৩ পূজা-সামগ্রী, যে সকল উপকরণদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করা যায়। ৪ চামরদণ্ড। ৫ বলিবৈশ্ব নামক পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞ। গৃহস্থের প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে প্রতিদিন পঞ্চসূনাজনিত পাতক নিরাকৃত হয়। এইজন্য এই যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য বিধেয়। এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ভূতযজ্ঞের নাম বলি।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥
পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে॥" (মনু° ৩।৭০-৭১)

গৃহস্থগণ প্রতিদিন নিম্নলিখিত নিয়মে এই বলিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহস্থ অনন্যচিত্তে দেবতাধ্যানপর হইয়া হোম করিবে, হোমের পর পূর্ব্বাদি দিক্ হইতে বলি দিবে। অন্ন লইয়া প্রথমে পূর্ব্বদিকে 'ইন্দ্রায় নমঃ' 'ইন্দ্রপুরুষেভ্যো নমঃ' দক্ষিণদিকে 'যমায় নমঃ' 'যমপুরুষেভ্যো নমঃ' পশ্চিমদিকে 'বরুণায় নমঃ' 'বরুণপুরুষেভ্যো নমঃ', উত্তর দিকে 'সোমায় নমঃ' 'সোমপুরুষেভ্যো নমঃ' এইরূপে চারিদিকে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে মণ্ডলের দ্বারদেশে 'মরুদ্ভ্যো নমঃ' জলমধ্যে 'অদ্ভ্যো নমঃ' মুসল বা উদুখলে 'বনস্পতিভ্যো নমঃ' বলিয়া বলি দিতে হইবে। বাস্তু পুরুষের শিরঃপ্রদেশে উত্তর পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মীকে 'শ্রিয়ে নমঃ' পরে তাঁহার পাদদেশে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে 'ভদ্রকাল্যৈ নমঃ' বলিয়া ভদ্রকালীকে এবং গৃহমধ্যে ব্রহ্মাকে 'ব্রহ্মণে নমঃ' বাস্তুদেবতাকে 'বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ' বলিয়া বলি দিতে হইবে। এবং 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ' 'দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ' 'নক্তঞ্চারিভ্যো নমঃ' এই বলিয়া সমুদয় দেবগণের এবং দিবাচর ও রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে ঊর্দ্ধে আকাশে বলি উৎক্ষেপ করিয়া দিতে হইবে। শেষে আপনার পৃষ্ঠদেশে ভূভাগোপরি 'সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ' বলিয়া সকল ভূতকে বলি প্রদান করিবে। সর্ব্বশেষে এই সকল বলি দিয়া যে অন্ন থাকিবে, তাহা দক্ষিণদিকে দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃদিগকে 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' বলিয়া বলি দিবে। পরে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগের জন্য অন্যপাত্রস্থিতান্ন গ্রহণ করিয়া ধূলি না লাগে, এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া দিবে। যে ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রতিদিন অন্নদ্বারা সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি দান করেন, তিনি অন্তিমে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া পরম-লোক প্রাপ্ত হন। এইরূপ বলিকর্ম্মের পর অতিথি ভোজন করাইয়া নিজের ভোজন করিতে হয়। (মনু ৩ অঃ) বৈশ্ব-দেব বলি সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। [বৈশ্বদেব দেখ।]

কাম্যবলিতে বলির পশ্চিমে জলদ্বারা উত্তরাগ্র রেখা করিয়া এই মন্ত্রে বলি দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবদ্ধদেহাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥

যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
ওঁ ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং॥
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষ তত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং তেষামিদংতে মুদিতা ভবন্তু॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

আহ্নিকতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে কএকটীমাত্র প্রদর্শিত হইল। বলির তাৎপর্য্য এই যে, কেহ নিজের উদ্দেশে পাক করিয়া ভোজন করিবে না, সকল ভূত, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি নিবেদন করাই বলি, এবং এইরূপ বলি দিয়া ভোজন করাই বিধেয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যিনি আপনার সুখের নিমিত্ত পাক করেন, তিনি কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকেন।

নবগ্রহের উদ্দেশে যে বলি দিতে হয়, তাহাকে নবগ্রহ বলি কহে। ইহার বিধান গ্রহযজ্ঞতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে।—

"গুড়োদনং রবের্দদ্যাৎ সোমায় ঘৃতপায়সম্।
যাবকং মঙ্গলায়ৈব ক্ষীরান্নং সোমসূনবে॥
দধ্যোদনঞ্চ জীবায় শুক্রায় চ ঘৃতোদনং।
শনৈশ্চরায় কৃশরমাজমাংসঞ্চ রাহবে॥
চিত্রোদনঞ্চ কেতুভ্যঃ সর্ব্বভক্ষ্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥" (গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব)

রবির বলি গুড়োদন, চন্দ্রের ঘৃতপায়স, মঙ্গলের যাবক, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির দধ্যোদন, শুক্রের ঘৃতোদন, শনির কৃশর (খিচুড়ী), রাহুর অজামাংস এবং কেতুর চিত্রোদন, এই সকল দ্রব্যদ্বারা ইহাদের বলি দিলে ইহারা প্রসন্ন হন।

দেবতাদিগকে নানাপ্রকার যে উপহার দ্বারা পূজা করা হয়, অর্থাৎ দেবগণ যে সকল পূজোপহারে প্রীত হন, তাহাকে বলি কহে।

কালিকাপুরাণে বলির বিষয়, বলিদানের ক্রম এবং স্বরূপ অর্থাৎ যে প্রকার রুধিরাদি দ্বারা দেবী প্রীত হন, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—সাধকগণ সকলপ্রকার বলিদানেই বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পকথিত ক্রম সর্ব্বদা গ্রহণ করিবেন। পক্ষী, কচ্ছপ, গ্রাহ, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজ, আবিক, গো, ছাগ, রুরু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দ্দূল, মনুষ্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির, এই সকল দ্রব্য চণ্ডিকা ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল বলিদ্বারা সকল অভিলাষ সিদ্ধি এবং অন্তিমে স্বর্গ হইয়া থাকে। মৎস্য ও কচ্ছপের রুধির বলিদ্বারা মহামায়া দুর্গা একমাস, গ্রাহদিগের রুধিরদ্বারা তিনমাস, মৃগ এবং মনুষ্য-শোণিতে আট মাস, গোধিকার রুধিরে একবৎসর, কৃষ্ণসার ও শূকরের রুধিরে দ্বাদশবৎসর, অজ, আবিক এবং শার্দ্দূলের রুধিরে পঞ্চবিংশতিবৎসর, সিংহ, শরভ এবং স্বীয় গাত্রের রুধিরে সহস্রবৎসর তৃপ্তিলাভ করেন। এই সকল পশুর মাংসদ্বারাও ঐ পরিমিত কাল দুর্গার তৃপ্তি হইয়া থাকে। কৃষ্ণসার, গণ্ডার বা বাধ্রীনস (ছাগ) এই সকল দেবীর অতিশয় প্রিয়। বলির মধ্যে নরবলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যথাবিধি প্রদত্ত একটী নরবলিতে দেবী দুর্গা সহস্রবৎসর, আর তিনটী নরবলিতে লক্ষবৎসর তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। মন্ত্রপূত বলির শোণিত অমৃতরূপে পরিণত হয়। বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভীষ্টপ্রদ, এই হেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিতে হইবে। সাধক ভোজ্যদ্রব্যের সহিত লোমশূন্য মাংস, এবং ইহা ভিন্ন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দিবেন। রক্তশূন্য বলির মস্তক অমৃত-তুল্য।

কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও আসব ইহারাও বলিমধ্যে পরিগণিত। যে স্থলে পশুবলি না দেওয়া হয়, তথায় ইক্ষু, ও কুষ্মাণ্ড-বলিই বিধেয়। যাহারা বৈষ্ণব, তাহাদের বাটীতে শক্তির পূজা হইলে পশুবলির পরিবর্ত্তে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুবলি হইয়া থাকে। এই বলি দ্বারাও দেবী কৃষ্ণছাগ-বলির তুল্য প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। বলিদান স্থলে চন্দ্রহাস বা কর্ত্রী (কাতান) দ্বারাই বলিচ্ছেদ প্রশস্ত। দাত্র, অসি, দেম্ভ, করাত বা শঙ্কুলা দ্বারা বলিচ্ছেদ মধ্যম এবং ক্ষুর, ক্ষুরপ্র ও ভল্লদ্বারা বলিচ্ছেদ অধম। শক্তি এবং বাণদ্বারা বলিচ্ছেদ বিশেষ নিষিদ্ধ। যে সকল অস্ত্রদ্বারা বলিচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অস্ত্রে বলিচ্ছেদ করিলে দেবী তাহা গ্রহণ করেন না এবং বলিদাতা শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলি দিবার পূর্ব্বে পশুকে স্নান করাইয়া যথাবিহিত মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও খড়্গ পূজা করিয়া ঐ খড়্গের দ্বারা পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে পশুর মুখ রাখিয়া বলি ছেদ করা বিধেয়।

বলির হত্যাদোষনিবারণের জন্য মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞের জন্য পশুসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত যজ্ঞার্থে পশুবধ করিতেছি, অতএব এই বধ অবধ স্বরূপ অর্থাৎ এই বলিতে পশু হনন জন্য পাতক হইবে না। বলির রুধির পাত্রে করিয়া দিতে হয়। বিভব অনুসারে রুধির দানের নিমিত্ত সৌবর্ণ, রাজত, তাম্রপাত্র বা বেতের দোলা, মৃণ্ময় খর্পর, কাংস্য অথবা যজ্ঞীয়কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র করিতে হইবে। বহু সংখ্যক বলিদানস্থলে দুইটী বা তিনটী বলিকে সম্মুখে রাখিয়া অবশিষ্ট বলি সকলকে এক

যোগেই অর্চ্চনা করিতে হইবে। যে সকল পশুকে বলি দেওয়া হয়, তাহারা পশুযোনি হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলির মধ্যে মেষ, মহিষ ও অজ এই তিনপ্রকার বলিই অধুনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মেষ এবং অজ একই মন্ত্রদ্বারা দেবীকে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, তবে উল্লেখস্থলে মাত্র মেষ পশু বা ছাগ পশু ইহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়া থাকে। মহিষ পশু ভিন্ন মন্ত্রে উৎসর্গ করিতে হয়। (কালিকাপু° ৬৬ অঃ)

ছাগপশু বলিদানস্থলে যাহার বয়স তিনবৎসরের কম, তাহাকে বলি দিবে না, এইরূপ ছাগপশু বলি দিলে আত্মা, পুত্র ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

"শিশুনা° বলিদানেন ত্বাত্মপুত্রধনক্ষয়ঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

দুর্গোৎসবতত্ত্বে লিখিত আছে—"পশুঘাতপূর্ব্বকরক্ত-শীর্ষয়োর্বলিত্বং" পশুহননপূর্ব্বক রক্ত ও মস্তক দানই বলি। এই পশু খড়্গদ্বারা ছেদ করিতে হয়। খড়্গের পরিমাণ মুষ্টি দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ ৩২ আঙ্গুল এবং বিস্তার ৬ আঙ্গুল, ইহা অতিশয় শাণিত হইবে। এইরূপ খড়্গে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বলিচ্ছেদ করিবে।

"দ্বাদশাঙ্গুলিকো মুষ্ট্যা দীর্ঘো দ্বাত্রিংশদঙ্গুলঃ।
ষড়ঙ্গুলস্তু বিস্তারঃ খড়্গঃ কার্য্যো বিধুপমঃ॥
ছেদয়েত্তেন খড়্গেন বলিং পূর্ব্বমুপস্থিতম্।
অথবোত্তরবক্ত্রঞ্চ স্বয়ং পূর্ব্বাননস্ততঃ॥" (দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

এক আঘাতেই বলিচ্ছেদ করিতে হইবে, যদি এক কোপে কাটা না যায়, তাহা হইলে সেই বৎসর কর্ম্মকর্ত্তা এবং বলিছেত্তার পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। ঐ জন্য বিশেষ সাবধানে বলি দেওয়া আবশ্যক। বলিবিঘ্ন হইলে শান্তি অবশ্য বিধেয়।

বলিদানের সময় যে পশুকে এককোপে কাটা না যায়, তাহাকে পুনরায় কাটিয়া ঐ পশুর মাংসদ্বারা হোম করিতে হইবে, যথাবিধি ঐ পশুমাংসদ্বারা হোম করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে। অথবা সহস্রতারানাম জপ করিয়া দেবীর উদ্দেশে তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী বলি দিতে হইবে। যে পশু কাটিবার সময় বাধিয়া যায়, তাহার মাংস বা রুধির কিছুই দিবে না। ঐ পশুর মাংসদ্বারা সহস্র হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে। এইরূপে শান্তি করিলে উহার প্রতিকার হয়। *

ছাগল বা মেষ স্থলেই এইরূপ শান্তি করিতে হইবে। যদি মহিষ বলিদানের সময় মহিষ বাধিয়া যায়, অর্থাৎ এককোপে কাটা না যায়, তাহা হইলে তাহার পৃথক্ শান্তি করিতে হইবে।

যে পশুকে বলি দিতে হইবে, ঐ পশু, যুবক, ব্যাধিহীন, সকল অঙ্গযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন হইবে। শিশু, বৃদ্ধ, অঙ্গহীন এবং কুলক্ষণসম্পন্ন পশু বলিকার্য্যে নিন্দনীয়। এইরূপ পশু বলি দিলে নানাপ্রকার বিপত্তি হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—দুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর দিন পূজা করিয়া বলি দিতে হইবে, অষ্টমীর দিন বলি বিধেয় নহে, অষ্টমীতে বলি দিলে বিপত্তি হইয়া থাকে। নবমীতে পূজা করিয়া বিধিবদ্বলি দিলে অশেষ পুণ্য হয়, বলিতে ভগবতী দুর্গার প্রীতি হয় সত্য; কিন্তু ইহাতে পশুহত্যাজন্য পাতকও হইবে। পশুবলিতে যিনি উৎসর্গ করেন, অর্থাৎ পুরোহিত, বলিদাতা, ছেত্তা, পোষ্টা, রক্ষক, অগ্র ও পশ্চাৎ নিরোদ্ধা, অর্থাৎ যাহারা আগে পাছে ধরে, এই সাতজন বলির পাপভাগী হইয়া থাকে। অতএব বলি পাপ ও পুণ্যজনক।

"সপ্তম্যাং পূজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অষ্টম্যাং পূজনং শস্তং বলিদানবিবর্জ্জিতম্॥
অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপত্তির্জায়তে ধ্রুবম্।
দদ্যাদ্বিচক্ষণো ভক্ত্যা নবম্যাং বিধিবদ্বলিম্॥
বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র! দুর্গাপ্রীতির্ভবেন্নৃণাম্।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিরোদ্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ॥"

---

* "হন্যাদেকপ্রহারেণ স্বয়ং বা চান্যতোঽপি বা।
যদ্যপোকেন ঘাতেন বলিচ্ছেদো ন জায়তে॥
তদন্যং ব্যাপ্য চ মহান্ কর্ত্তুর্হানিঃ পদে পদে।
তন্ত্রান্তরে—একখড়্গপ্রহারেণ পশুধন্ত্র ন হন্যতে।
তদা বিঘ্নং বিজানীয়াৎ কর্ত্তুর্বা ছেত্তুরেব বা॥
নিবন্ধেঽপি—যশোহানির্ম্মহাহানিশ্চার্থহানিস্ততঃপরম্।
পুত্রহানিঃ সুতে সত্ত্বে তদসত্ত্বে নিজক্ষয়ঃ॥
অতঃ সদ্যো মহেশানি! তন্মাংসৈর্হোমরেৎ সুধীঃ।
হোমাদেব ভবেৎ শান্তির্গ্রহতোব ন সংশয়ঃ॥
প্রকারান্তরশান্তিমাহ—
হন্যাদেকপ্রহারেণ চান্যথা দোষমাবহেৎ।
তচ্ছান্তয়ে জপেদ্বিদ্যাং তারাদেব্যাঃ সহস্রকম্॥
সহস্রং জুহুয়ান্মাংসৈর্দদ্যাদ্বা স্বর্ণমাষকম্।
রুধিরং তত্র পার্ব্বত্যৈ নতু দেয়ং কদাচন॥
বলিমন্যং সমানীয় ভগবত্যৈ নিবেদয়েৎ॥
নিবন্ধে—যদ্যপোকেন ঘাতেন মহিষো নৈব ছিদ্যতে।
তদন্যং মহতী হানিঃ কর্ত্তুঃ পুত্রাদিসম্পদাম্॥
যস্মাৎ প্রজায়তে দেবি ততঃ শান্তিং সমাচরেৎ।
আনীয় মহিষং তত্র ঘাতয়িত্বা চ তত্র বৈ।
সাজ্যৈস্তিলৈর্লোমসহিতৈর্হুত্বাদ্দেবি যথার্থতঃ॥" ইত্যাদি।
(কৃত্যমহার্ণব-বাচস্পতিমিশ্র)

যোঽয়ং হন্তি স তং হন্তি চেতি বেদোক্তমেব চ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবীং পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬১ অঃ)

এই বচনানুসারে বলিদান পাপজনক। ইহাতে পাপ পুণ্য উভয়ই হইবে। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দুর্গাপূজার বলিদান স্থলে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন, পূজার জন্য যে বলি দেওয়া যায়, তাহাতে হিংসাজন্য পাতক হইবে না। অবৈধ হিংসাই পাপজনক। বৈধহিংসায় পাপ না হইয়া পুণ্যই হইবে, 'বধোঽবধঃ' পূজার জন্য যে পশুবধ, তাহা 'অবধ' অর্থাৎ বধ নহে। এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই, ইহাতে কিছুমাত্র পাপ হইবে না। বরং পূজার সময় বলি না দিলে তাহাতে প্রত্যবায় হইবে। পূজা করিতে হইলে বলি দিতেই হইবে।

সাংখ্যকারিকার টীকায় বাচস্পতিমিশ্র বলিতে পাপ হইবে কি না, ইহার বিচারস্থলে স্থির করিয়াছেন, বলিতে হিংসাজন্য পাতক হইবে এবং পূজা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুণ্যও হইবে। তাঁহার মতে বলিতে যে কেবল পুণ্যই হইবে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

[বৈধহিংসা ও হিংসাশব্দ দেখ]

পশুবলি ব্যতীত নরবলির বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপ নর বলির উপযুক্ত, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। পিতৃমাতৃবিহীন, যুবক, বিবাহিত, দীক্ষিত, ব্যাধিশূন্য, পরদারবিহীন, অজারিক, ও বিশুদ্ধচরিত্র এই সকল গুণসম্পন্ন সচ্ছূদ্রকে তাহার বন্ধুর নিকট অতিরিক্ত মূল্য দিয়া কিনিয়া লইতে হইবে। তৎপরে উহাকে স্নান করাইয়া একবৎসর পর্য্যন্ত দেশভ্রমণ করাইয়া অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে উহাকে বলি দিতে হইবে।

নরবলি :—"পিতৃমাতৃবিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধিবর্জ্জিতম্।
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদারবিহীনকম্॥
অজারিকং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছূদ্রং মূলকং বরম্।
তদ্বন্ধুভ্যো ধনং দত্ত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ॥
স্নাপয়িত্বা চ তং ধর্ম্মী সম্পূজ্য রক্তচন্দনৈঃ।
মাল্যৈধূ পৈশ্চ সিন্দূরৈর্দধিগোরচনাদিভিঃ॥
তঞ্চ বর্ষং ভ্রাময়িত্বা চরদ্বারেণ যত্নতঃ।
বর্ষান্তে চ সমুৎসৃজ্য দুর্গায়ৈ তং নিবেদয়েৎ॥
অষ্টমীনবমীসন্ধৌ দদ্যান্মায়াতিমেব চ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বলিদানপ্রসঙ্গতঃ॥" (দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

যে সময় পশুর মস্তক ছেদ হয়, তখন যদি ঐ ছিন্নমস্তক হইতে দাঁতের কটকট্ শব্দ হয়, তাহা হইলে বলিদাতার রোগ এবং মস্তক ছেদ হইবার পর চক্ষু হইতে মলনির্গত হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হইয়া থাকে। মহিষের মস্তক ছিন্ন এবং পতিত হইলে যদি নেত্র হইতে লোতক নির্গত হয়, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মৃত্যু হয়। অপর পশুর মস্তক হইতে লোতক নির্গত হইলে ভয় ও পীড়া হইয়া থাকে।

নরবলি স্থলে যদি নরের ছিন্নশির হাস্য করে, তাহা হইলে শত্রুবিনাশ এবং বলিদাতার লক্ষ্মী ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। নরবলির ছিন্নমস্তক যে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা অচিরকালেই সফল হয় এবং হুঙ্কার করিলে রাজ্যের হানি ও যদি দেবতাদিগের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে বলিদাতার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। (কালিকাপু° ৬৭ অঃ)

ঐতিহাসিক আলোচনায় জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে কি ভারতবাসী কি য়ুরোপবাসী সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে অবাধে পশুবলি বা নরবলি প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগের পুরুষমেধের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে আরণ্যকাদি হইতে পিতৃমেধ, গোমেধ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অবতারণা দেখা যায়।* পৌরাণিক কালে পুরুষমেধযজ্ঞ নিষিদ্ধ হইলেও চামুণ্ডা সমক্ষে নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।[১] কালিকাপুরাণের ৫৬ অধ্যায়ে দেবীপূজায় বলির বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে।[২] তান্ত্রিক প্রভাবে এই রক্তস্রোত সমভাবে

---

* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ও কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) "নরেণ বলিনা দেবি সহস্রং পরিবৎসরান্।
বিধিদত্তেন চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্রিভির্নরৈঃ।
মায়ৈণেবাথ মাংসেন ত্রিসহস্রাণি চ বৎসরান্।
তৃপ্তিং প্রাপ্নোতি কামাখ্যা ভৈরবী মমরূপধৃক্।
* * *
তস্মাৎ তৎপূজনে দদ্যাৎ বলেঃ শীর্ষঞ্চ শোণিতম্।
ভোজ্যো নির্লোমমাংসানি নিযুঞ্জীয়াদ্বিচক্ষণঃ।" (কালি°পু° ৬৭ অঃ)

(২) শ্রীভগবানুবাচ।
"বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকং।
মোদকৈর্গন্ধবস্ত্রৈশ্চ হবিষা তোষয়েদ্ধরিম্॥
তৌর্য্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েন্নরঃ।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥
পক্ষিণঃ কচ্ছপগ্রাহা বরাহাশ্ছাগলাস্তথা।
মহিষো গোধিকা শাস্তথা নববিধা মৃগাঃ॥
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পঞ্চাননস্তথা।
মৎস্যাঃ স্বগাত্ররুধিরং চোষ্ট্রকা বলয়োমতাঃ॥
অভাবে চ তথৈবৈষাং কদাচিন্নরহস্তিনৌ।
ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ॥
বলির্মহাবলিরতিবলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

কিরূপ সাধক বলিদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবেন, তাহাই পরে বিবৃত হইয়াছে। (কালিকাপু° ৫৬ অধ্যায়)

চলিয়াছিল। মানসিক প্রপঞ্চ সিদ্ধির জন্য পাশ্ববপ্রকৃতি কাপালিকগণ ভৈরবী দেবীর প্রীত্যর্থে নরদেহ উৎসর্গ করিত অথবা শবসাধনার অঙ্গপূরণের জন্য নরবলি দিত।[১] খৃষ্টীয় ৭ম হইতে *১৯শ শতাব্দের প্রথম পর্য্যন্ত এই নৃশংস পূজা পদ্ধতি কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র হিন্দুস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখনও বামাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক গৃহস্থ পরিবার যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ দুর্গা বা কালীপূজায় নরবলি দিত, তাহারা জীবিত মনুষ্যের পরিবর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া দেবীর তৃপ্তিসাধনার্থ উৎসর্গ করিয়া থাকে। ঐ ক্ষীরপুত্তলী নির্ম্মাণের পর তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। শুনা গিয়াছে, পূর্ব্বকালে বাঙ্গালী রমণীগণ পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় গঙ্গা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিত, 'আমার পুত্র জন্মিলেই আপনাকে দিয়া যাইব।' কালবশে ঐ রমণীর কন্যা বা পুত্র সন্তান হইলে সে অম্লান বদনে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ বা মাঝিদিগের নিকট হইতে সেই উৎসর্গীকৃত পুত্রকে ক্রয় করিয়া লইত। বাঙ্গালায় আরও একটী আত্মোৎসর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সতীর সহমরণ। যে সতী স্বইচ্ছায় স্বামীর পথানুবর্ত্তিনী হন, তাঁহার এই পবিত্র আত্মদান জগতে শ্লাঘনীয়, কিন্তু যে রমণী জীবন্ত দাহের যন্ত্রণায় পীড়িতা, ও অনিচ্ছায় আত্মীয় কুটুম্বগণের তাড়নায় এবং লজ্জাভয়ে সন্ত্রস্তা হইয়া প্রজ্বলিত চিতাবহ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকে নিষ্ঠুর বলি বলিবনা ত কি? এ বলি খড়্গের তীক্ষ্ণ ধারদ্বারা না হউক, বংশদণ্ডের ভীমপ্রহারেই সমাহিত হইত।[২]

শাস্ত্রে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন দ্বারা আত্মত্যাগ মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৩] শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে জানা যায় যে, গঙ্গাসলিলে জীবনত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক বিদূরিত হয়, অন্তিমে মোক্ষ ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সে জীবের আর কখনও জন্ম হয় না। এই কারণে আমাদের দেশে জরাক্রান্ত অশীতিপর বৃদ্ধের অন্তিম সময়ে গঙ্গা যাত্রা করা হয় এবং অন্তর্জলি উপলক্ষে তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গা সলিলে ডুবাইয়া দেয়। সেই কণ্ঠাগতশ্বাস বৃদ্ধ শীতল সলিলে মগ্ন থাকায় ক্রমেই তাহার অন্তর্বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আইসে। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বোদ্ধৃত অগ্নি ও স্কন্দপুরাণীয় বচনানুসারে জানিতে পারা যায় যে, অনশনে অর্দ্ধদেহ গঙ্গাজলে রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য ঘটে।[১]

এক সময় বাঙ্গালায় নানা স্থানে নরবলির উপাদানে 'শক্রবলি' প্রদত্ত হইত, শুনা যায়। প্রভেদ এই যে, নরবলি একমাত্র কামারের দ্বারা সাধিত হয়, আর 'শক্রবলি' গৃহস্থ সপরিবারে একত্র খড়্গ ধরিয়া দিয়া থাকে। কালিকাপুরাণে নরবলির যেরূপ বিধান আছে, বৃহন্নীলতন্ত্রে তদ্রূপ শক্রবলি-প্রকরণ বিহিত হইয়াছে।[২] শাস্ত্রোল্লিখিত বলি ভিন্ন, পুষ্করিণী দেবমন্দির অট্টালিকাদি নির্ম্মাণকল্পে কোন বিঘ্ন ঘটিলে দেবতার প্রীত্যর্থে নরবলি দেওয়া হইত। এখনও নররক্তে অট্টালিকাদির ভিত্তিপত্তন কথা শুনা গিয়া থাকে। ঐতিহাসিক হুইলার সাহেব এইরূপ কএকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুরাজগণের অধিকারে এরূপ কার্য্যে নররক্তে ভূমি সিক্ত হইত। মুসলমানাধিকারে এই নৃশংস আচার তিরোহিত হয়। সম্রাট্ শাহজহান দিল্লীনগর-ভিত্তিতে লক্ষ পশুরক্ত মিশাইয়াছিলেন।[৩]

এখনও বঙ্গপরিবারের ঘরে ঘরে দেবীর প্রীতির জন্য রক্তদানপ্রথা প্রচলিত আছে। স্বামী, পুত্র বা পিতামাতার মরণাপন্ন রোগে হিন্দু রমণীগণ দেবী সমক্ষে আরোগ্য কামনায় রক্তদান দিবার মানস করেন। দুর্গাপূজা বা কালীপূজায় রমণীগণ বক্ষের মধ্যস্থল চিরিয়া মানসিক পূজা সমাপন করিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, রক্তলোলুপা ভৈরবী দেবী নররক্তে তৃপ্ত হইয়া থাকেন, এ কারণ বঙ্গরমণীগণ দেবীকে নিজ গাত্র-রক্তদানে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পান।[৪] সনাতন হিন্দুধর্ম্মে

---

(১) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ওয়ার্ডসাহেবের গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

(২) সতীজীবনের বিস্তৃত ইতিহাস 'সতী' শব্দে দ্রষ্টব্য।

(৩) "গঙ্গায়াং ত্যক্তঃ প্রাণান্ কথয়ামি বরাননে!।
কর্ণে তৎ পরমং ব্রহ্ম দদামি মামকং পদম্।" (স্কন্দপুরাণ)
"সন্ত্যজ্য দেহং গঙ্গায়াং ব্রহ্মহাপি চ মুক্তয়ে।" (ক্রিয়াযোগসার)

(১) "অর্দ্ধোদকে তু জাহ্নব্যাং ম্রিয়তেঽনশনেন যঃ।
স যাতি ন পুনর্জন্ম ব্রহ্মসাযুজ্যমেতি চ।" (অগ্নিপুরাণ)
স্কন্দপুরাণেও উহার অনুরূপ আর একটী শ্লোক পাওয়া যায়:—
"নাভ্যন্তর্গততোয়ানাং মৃতানাং ক্বাপি দেহিনাং।
তস্য তীর্থফলাবাপ্তির্নাত্রকার্য্যা বিচারণা।" (স্কন্দপুরাণ)
পবিত্র হৃদয়ে কোন সন্ন্যাসীকে নাভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, ইহাই যথার্থ আত্মোৎসর্গ, কিন্তু মৃত্যুক্রোড়াশ্রয়প্রয়াসী নরনারীর এই নিরাশ্রয় নিমজ্জন যজ্ঞীয় বলির নিয়তমস্তর মাত্র।

(২) "ততঃ শক্রবলিং রাজা দদ্যাৎ ক্ষীরেণ নির্ম্মিতম্।
পরং বিদ্যাৎ ক্রোধদৃষ্ট্যা প্রহারজনকেন চ।
কোপেন বধকৃদ্দেবি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা বৈ শক্রনাম্না মহেশ্বরি।
শক্রক্ষয়ো মহেশানি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।" (বৃহন্নীলতন্ত্র)

(৩) History of India, vol. IV. p 278.

(৪) ঘোর তান্ত্রিক প্রবাহের সময় নররক্তে দেবীপূজার উপকরণ গঠিত হইয়াছিল।

দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গের আরও কএকটী উপায় নির্দ্ধারিত আছে। যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর মহাপ্রস্থান, তুষানল অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশদ্বারা অনেকে দেবতার প্রীতি কামনায় আপন জীবন বলি দিয়া থাকেন।[১] বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে লোকে দেবতার প্রীতি এবং তজ্জন্য স্বকীয় মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় জগন্নাথ দেবের রথচক্রতলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতেতিহাসে যেরূপ অসংখ্য নরবলির উল্লেখ আছে, তদ্রূপ পূর্ব্বতন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে দেবতার তৃপ্তি-সাধন জন্য নরবলি দেওয়া হইত। ফিনিকির ও কার্থেজ-বাসিগণ তাহাদের বাল (Ba'al) ও মোলক্ নামক দেবতার রক্তপিপাসা শান্তিকরণার্থ নরজীবন উপহার দিত। স্কান্দি-নেবিয়া ও গ্রেটবৃটেনবাসী পূর্ব্বতন ড্রুইদ (Druids) যাজকগণ মানবগণকে পোড়াইয়া দেবাত্মার তৃপ্তিবর্দ্ধন করিত। আথেন্সবাসিগণ স্বদেশীদিগের পাপক্ষালনার্থ থার্গেলিয়ায় (Thargalia) প্রতিবৎসর একএকটী নরনারী বলি দিত, ভারতীয় হিন্দু রাজন্যবর্গের ন্যায় গ্রীকবাসিগণও শক্রবলি দিতে কুণ্ঠিত হইত না। হোমার লিখিয়াছেন যে, ট্রোজান বন্দীদিগকে পেট্রোক্লেসের (Patrocles) সমাধি সময়ে নিহত করা হইয়াছিল। ইজিপ্তবাসিগণ পবনদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বালক মেনেলেয়সকে (Menela'os) বন্দী করিয়া লইয়া যায়।[২] আগাষ্টাস্ তদীয় দেবসদৃশ খুল্লতাত দিবাস জুলিয়াসের সন্তোষবিধানার্থ তিনশত পেরুসিয়াবাসীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরাণবর্ণিত রাক্ষসগণের নরবলি এবং নরমাংসভোজন, ইউরিপিডিস্-বর্ণিত সাইক্লোপ জাতির সদৃশ।[৩] ইউরিপিডিস্, ফিলোষ্ট্রটস্ ও আরিষ্টটল লামি (Lamæ) ও লেষ্ট্রীগোঁ (Lestriygons) নামে দুইটী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইতালী, সিসিলী, গ্রীস্, পন্টাস ও লিবিয়া নামক স্থানে তাহাদের বাস ছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কায়েট (Caiete) নগরে তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবমন্দির। এখানে হাম (Ham) দেবতার সমক্ষে সুকুমার শিশু বলি দেওয়া হইত। সাইরেন্ (Syrens) রমণীগণ নিজ নিজ মোহিনী-রূপে এবং সুমধুর সঙ্গীতে সমুদ্রোপকূল হইতে নাবিকগণকে কুহকে ভুলাইয়া কেম্পেনিয়াকূলবর্ত্তী দেবমন্দিরে লইয়া বলি প্রদান করিত।[১] ক্রীটবাসিগণ দিওন্নসিয়াকায় (Dionusi-aca) দাঁতে চিরিয়া জীবিত পশুর মাংস দিওনিসাসের প্রীতির জন্য অর্পণ করিত।[২] মিনাডিস্ (Mænades), থিয়াডিস্ (Thyades) ও ব্যাকি (Bacchæ) প্রভৃতি জাতির রক্ত-লোলুপতার উপাখ্যান পাওয়া যায়। প্রবাদ, অরফিয়াস্ (Orpheus) রক্তাক্ত নরমাংসভক্ষণপ্রথা রহিত করেন, কিন্তু তিনি জীববলি উঠাইতে সমর্থ হন নাই।

বার্ণার্ড স্মিড (Berubard Schmidt) স্বীয় গ্রন্থে (Griechische Sagat Muuchanas) আর্কেডিয়ার লাইকিয়ন (Mt. Lykaion) পর্ব্বতে বলির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিরোদোতাস্ সাইপ্রাস দ্বীপের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, তদ্দেশবাসিগণ কুমারী আর্ত্তেমিস দেবীর (Virgin Artemis) পূজায় নরবলি দিত। কখন কখন লগুড়াঘাতে কখন বা মন্দিরের নিকটস্থ পর্ব্বতশিখর হইতে ঐ হতভাগ্য মনুষ্যকে নিম্নে ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং সেই পতনেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হইত।[৩] আর্ত্তেমিস আমাদের কালিকা দেবীর মতন।

আসিরীয়ায় নরবলির প্রবলস্রোত প্রবাহিত ছিল। অসুর-দিগের বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ দেবভোগের আর দ্বিতীয় উপহার নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ইজিপ্তদেশে নরবলি প্রচলিত ছিল। দিওদোরাস্ ও প্লুতার্ক প্রভৃতি ওসিরিসের বেদি (Alter of

(১) মহাপ্রস্থান—স্বেচ্ছাক্রমে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশদ্বারা আত্মজীবন-ত্যাগ। শ্রীক্ষেত্রে এরূপ উপায়ে সাধুসন্ন্যাসিগণের অনেক জীবনত্যাগের কথা শুনা যায়। মাকিদনবীর আলেকসান্দারের সময়ে কলেনাস তুষানল করিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক স্থলে তুষানলের ব্যবস্থা আছে।

(২) Herodotus., Vol. II. p 119.

(৩) হোমার ওডেসিনামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সাইক্লোপ সিলা ইউলিসিসের অনুচরবর্গকে খাইয়াছিল। ইউরিপিডিসও তাহাদের নরমাংসভোজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী অনেক স্থানে পূর্ব্বে নরবলি হইত, হতাশ্বাস নাবিক-গণ দুরদৃষ্টক্রমে এই রাক্ষসপ্রায় অসভ্য মনুষ্যজাতির নিকট উপস্থিত হইলে কোন কোন দেবতার উদ্দেশে নিহত হইত সন্দেহ নাই। (Homer's Odessy & Euripides.)

(১) Bryants', Ancient Mythology, Vol. II. p 20.

(২) কিয়সদ্বীপে (Island of Chios) দিওনিসাসের পূজায় নরমাংস উপহার দেওয়া হইত। Porphyry টেনেডো ইউএলপিসের (Tenedo Euelpis) ঐরূপ একটী কৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) ডাঃ হেণ্ডলী (Dr. Hendley) লিখিয়াছেন যে, যোধপুর-রাজের রাজ্যাধিরোহণ সময়ে মেবারবাসী ভীলগণ কতকগুলি ছাগ ও মহিষ দেবীপূজায় উৎসর্গ করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল। চিতোরগড়ের প্রাচীন দেবীমন্দিরে এবং অম্বর নগরের অম্বাদেবীর সমক্ষে পূর্ব্বে নরবলি হইতে শুনা যায়। চিতোরের কোন রাণা এখানে সাতটী রাজপুত্রকে বলি দিয়াছিলেন। (Jour. As. Soc. XLIV. p 350.)

Osiris) ও ইডিথিয়া নগরে রাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত নরবলির উল্লেখ করিয়াছেন। রোমকদিগের অধিকারে যুরোপখণ্ডে সভ্যতা বিস্তার হইলেও তথায় অবাধে নরবলি চলিত। নিয়াস কর্ণেলিয়াস্ লেণ্ট্‌,লাস ও পিঃ লিসিনিয়াস ক্রেসাসের শাসনকালে সিনেট-সভার অনুমত্যানুসারে নরহত্যা রহিত হয়।[১] মধ্যযুগে উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নরবলিরূপ একটী পাপস্রোত পূর্ব্বভারত এবং পশ্চিমে রোমসাম্রাজ্য ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রাচীন য়িহুদীদিগের মধ্যেও নরবলি প্রধান দেবোপচার মধ্যে গণ্য ছিল। ঈশ্বরাদেশে আব্রাহাম নিজ পুত্রকেই বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। জেফথার পূজার মানস করায় তিনি নিজ কন্যাকে বলি দিয়া ছিলেন। য়িহুদীগণ মেলেকের শান্তির জন্য শিশুবলি দিতে শিক্ষা করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইবার আশঙ্কায় মোয়াবপতি (Moab) নিজ পুত্রকে পোড়াইয়া মারেন।[২] গ্রীক ও রোমকদিগের ন্যায় জর্ম্মাণ, নর্স্মান ও ফ্রাঙ্কজাতির মধ্যে নরবলি স্রোত প্রবাহিত ছিল। কোন কোন বিশেষ বিপদে তাহারা রাজা, রাজপুত্র বা রাজকন্যাদিগকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হইত না।[৩] উত্তরআমেরিকার অজতেক (Aztecs), তোলতেক (Toltecs), তেজককান (Tezcaucans) ও ইঙ্ক (Incas) জাতীয়গণ পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসেনা বন্দী করিয়া লইত এবং সেই অসংখ্য নরদেহ সময় সময় দেবমন্দিরে গড়াগড়ি যাইত।[৪]

দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুবাসিগণ বলির বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। ইনকসর্দারগণ পীড়িত হইলে রুষ্ট দেতার তৃপ্তির জন্য তাহার পুত্রকে বলি দেওয়া হইত। অরোকানিয়ান্ জাতির প্রলোকন্ (Pruloucon) উৎসবে মৃতসৈন্যের প্রেতাত্মার পরিতোষের জন্য বন্দী বিপক্ষসৈন্যকে বলি দিবার ব্যবস্থা ছিল[১]। এতদ্ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপবাসী, মুরিরুদ্বাইট্‌ ও বদোত্র প্রভৃতি আফ্রিক জাতি, তাতার, তুর্ক, মোগল, ভোট, যব, সুমাত্রা, আন্দামান, জাপান ও চীনবাসীদিগের মধ্যে অল্পবিস্তর নরনাশ ও নরমাংসভোজনের ইতিহাস পাওয়া যায়[২]। টেলার সাহেব নিজ গ্রন্থে গণ্যমান্য বহুলোকের প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাদের সমাধির উপর স্ব স্ব পত্নীর ক্রীতদাসগণকে বলি দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। অসান্টি ও য়ুকেটনবাসীদিগের মধ্যে কোন ধর্ম্মোৎসবে কারা হইতে বন্দী লইয়া নরবলি দেওয়া হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ধর্ম্মের জন্য অনেক জীবনত্যাগীর (Myrters) নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজাজ্ঞায় অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত, কেহ বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মানবজন্ম ত্যাগ করিয়াছেন, ইহারা রাজশক্র বা প্রচলিত ধর্ম্মের বিপক্ষতা করার জন্য নরবলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছেন।

অধুনা শক্তিপূজায় মেষ, মহিষ, ছাগ, কুষ্মাণ্ড এবং ইক্ষুদণ্ড বলিই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বলির মধ্যে ছাগবলিই অধিক প্রচলিত। ৪ দৈত্যভেদ। এই দৈত্য সাবর্ণিমন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮০।১০)

বলি (পুং) জনৈক অসুররাজ। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন হইতে তাঁহার জন্ম। বলির একশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। (বিষ্ণুপু° ১।২১ অঃ) বলিকে দমন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হন। [বামন দেখ।]

বলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞান্তে দানে প্রবৃত্ত হইলে বামনরূপী বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হন। বলি যথাবিধানে এই মানবের পূজা করিয়া আগমনপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন বামনরূপী বিষ্ণু বলির নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া স্বীয় পদপরিমাণ ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। ইহাতে বলি বামনকে কহেন, তুমি আমাকে বৃদ্ধজনের ন্যায় নানাপ্রকার সুমিষ্টবাক্যে সন্তোষ

---

(১) Pliny xxx. e. 3. & Wilkison's Ancient Egyptions, Vol. II. p 286.

(২) II Kings, III. 27.

(৩) রাজা ওয়েনওথর নিজপুত্রদিগকে বলি দিয়াছিলেন। সুইডেনবাসিগণ দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের রাজা দোমাল্ডিকে দেবপ্রীতির জন্য উৎসর্গ করে।

Grim's Teutonic Mythology, II. p. 44. রাজস্থানেও ঐরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। মিবারপতি রাণা লাক্ষা চামুণ্ডাদেবীর রক্ততৃষ্ণা দূর করিবার জন্য নিজ নয় পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন।

(৪) আমেরিকাবাসী বিভিন্ন জাতি জয়লব্ধ ধন ও বন্দী নরনারীদিগকে আনিয়া মহাসমারোহে দেবপূজায় উপহার দিত। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে হুইট্‌জিল্‌ পোচ্‌লির মন্দিরে লক্ষাধিক নরবলি হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা জলদেব টুলোকের পূজায় শিশুবলি এবং তেজকাট্‌লপোকার পূজায়ও তাহারা বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর নরবলি দেওয়া হইত। পশ্চিম উড়িষ্যাবাসী খোন্দগণ তারিপেন্ নামক বসুমাতার উৎসবেও নরবলি অর্পণ করিত।

(বিস্তৃত বিবরণ Prescott's Conquest of Mexico, Vol. I. p 22, 67-68 & 71-74 and Heaviside's American Antiquities.)

(১) Abbe Don. J. Ignatius Molina's History of Chili, Vol. II. p 79.

(২) Burton's Lake Regions of Central Africa, Vol. II. p 114. and Du Chaillu's Exploration in Equatorial Africa, Marco Polo. 2nd Ed. I. p 302 & II. p 245, 265, 275, 292.

(৩) Taylor's Primitive Culture, Vol. I. p 413.

হেরোদোতাস্ ক্রেষ্টোনিয়ান জাতির মধ্যে ঐরূপ পত্নীহত্যার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

জন্মাইয়া অজ্ঞের ন্যায় এই সামান্যভূমি প্রার্থনা করিতেছ, তুমি প্রভূত ভূমি ও ধন প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি, কারণ আমায় নিকট যে দান গ্রহণ করে, তাহার আর অপরের নিকট যাইবার আবশ্যক হয় না। অতএব তুমি আমার নিকট অধিক প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি। ইহাতে বামন বলেন, আমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রার্থনা করিতেছি, কারণ সুধীগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তখন বলি বামনের কথানুসারে ঐ ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হন। শুক্রাচার্য্য ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ইনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি না বুঝিয়া উঁহাকে ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। ইনি একপাদে পৃথিবী আক্রমণ করিবেন, দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ লইবেন এবং ইহার বিশাল শরীরে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদন্যাসের স্থান হইবে না। তুমি প্রতিশ্রুত দিতে না পারিয়া নরকে যাইবে। যাহাতে বিপন্ন হইতে হয়, তাদৃশ দান প্রশংসিত নহে। এখন আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর, তুমি এই দান হইতে বিরত হও, তাহা হইলে তোমার রক্ষা হইবে, নচেৎ আর উপায় নাই। ইহাতে মিথ্যা জন্য পাতক হইবে না। কারণ পরিহাস-বৃত্তিরক্ষা বা প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য দোষের হয় না। তোমার প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত, অতএব এ সময়ে মিথ্যা কহিলে তোমার পাতক হইবে না। বলি শুক্রাচার্য্যের এই কথায় তাঁহাকে কহিলেন, গুরুদেব! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি মহাত্মা প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র, দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া সামান্য ধূর্ত্তের ন্যায় বিত্তলোভে বিপ্রকে কি প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিব? এই ব্রাহ্মণ বিষ্ণুই হউন, বা শত্রুই হউন, ইহাকে আমি ঐ ভূমি প্রদান করিব। আমি অনপরাধ, যদ্যপি ইনি অধর্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি এই ব্রাহ্মণের হিংসা করিব না। বলি এই কথা বলিলে শুক্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুই মূর্খ হইয়া পণ্ডিতাভিমানী হইয়াছিস্ এবং আমাকে উপেক্ষা করিয়া আমার শাসন অতিক্রম করিতেছিস্, অতএব অচিরে তুই শ্রীভ্রষ্ট হইবি।

বলি শুক্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াও সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। তখন বামনকে অর্চ্চনা করিয়া উদক স্পর্শপূর্ব্বক ভূমি দান করিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণুর বামনরূপ আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইল। বলি দেখিতে পাইলেন, বিশ্বমূর্ত্তি হরির পদতলে রসাতল, চরণদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বত, জানুদেশে পক্ষী এবং উরুদ্বয়ে মরুদ্গণ, বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যদেশে প্রজাপতি, জঘনে অসুর সকল, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসাগর, উরঃস্থলে নক্ষত্রশ্রেণী, হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনোমধ্যে চন্দ্র, বক্ষে কমলা, কণ্ঠে বেদ ও সমস্ত শব্দ, চারি বাহুতে ইন্দ্রাদি দেবগণ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় অনিল, চক্ষুদ্বয়ে সূর্য্য প্রভৃতি ত্রিভুবন দেখিতে পাইলেন। বলি ও অসুরগণ বামনের এইরূপ শরীর দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল।

তদনন্তর তাঁহার একপদে বলির সকল ভূমি, শরীরে আকাশ এবং বাহুদ্বয়ে দিক্‌সকল আক্রান্ত হইল। দ্বিতীয় পদে স্বর্গ ব্যাপিয়া গেল; কিন্তু তৃতীয়চরণ বিন্যাস করিবার কিছুই স্থান রহিল না। তখন বলির অনুচরগণ ইহাকে মায়াবী স্থির করিয়া মারিবার জন্য নানা প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না, অচিরে তাহারাই বিষ্ণুর অনুচর কর্ত্তৃক নিহত হইল। বলি তখন অনুচরদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। বলি কহিলেন, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল, বিশেষতঃ যিনি ত্রিজগতের প্রভু, তাহাকে পুরুষকার দ্বারা অতিক্রমণের চেষ্টা করা বিফল। অতএব তোমরা আর বৃথা লোকক্ষয় করিও না। ইত্যবসরে ভগবান্ বামনের অভিপ্রায়ানুসারে গরুড় পাশদ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। তখন ভগবান্ বামন বলিকে বলিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে তিনপদ ভূমি দান করিয়াছ, আমার দুইপদে সমুদায় পৃথ্বী আক্রান্ত হইল। তৃতীয় পদ ভূমি কোথায় আছে দাও। আমি একপদে সমুদয় ভূলোক আক্রমণ করিয়াছি, আমার শরীরদ্বারা আকাশ ও দিক্ সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয়পদে স্বর্গলোক আক্রান্ত হইল। এইরূপে আমি তোমার সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিলাম। কিন্তু ইহাতেও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইল না বলিয়া তোমার নরক বাস হইবে। অতএব এখন কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের অনুমতি লইয়া নরকে গমন কর।

ইহাতে বলি বলিলেন, ভগবন্! আমার কথিত বাক্য অসত্য নহে। আপনিই পূর্ব্বে কপটতাপূর্ব্বক বামনরূপে ভিক্ষা করিয়া এক্ষণে রূপান্তর প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে যদি আপনি আমার কথা মিথ্যা বলিয়া মানেন, তাহা হইলে আমি আপনার অঙ্গীকার পূরণ করিতেছি, অপকীর্ত্তি হইতে আমার যাদৃশ ভয়, নরক বা পাশবন্ধনে আমি তাদৃশ ভীত নহি। অতএব আপনার এই তৃতীয় চরণ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। বলির এই কথায় ভগবান্ বামন তাঁহার তৃতীয় চরণ বলির মস্তকে স্থাপন করিলেন। বলি তখন ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রহ্লাদ তথায় উপস্থিত

হইয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কহিলেন, বলি নানাপ্রকার সৎকর্ম্ম এবং সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিগ্রহের উপযুক্ত নহে, ইহার বন্ধনমোচন করিয়া দিন।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, তাহার প্রথমে অর্থ অপহরণ করি, কারণ অর্থে মমতা জন্মে এবং আমার প্রতি অবিশ্বাস হইয়া থাকে। এই বলি দৈত্যদিগের অগ্রণী ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন। এ ব্যক্তি দুর্জ্জয়া মায়া জয় করিয়াছে, এ কারণ অবসন্ন হইয়াও মুগ্ধ হইতেছে না, এ নির্ধন, স্থানচ্যুত এবং শত্রুকর্ত্তৃক বদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর ইহার জ্ঞাতিরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার যাতনা দিতেছে, এমন কি কুলগুরু পর্য্যন্ত শাপ দিয়াছেন, তথাচ এই বলি আপনার সত্য হইতে বিচলিত হয় নাই। অতএব ইহাকে আমি দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য স্থান প্রদান করিতেছি। আমি স্বয়ং ইহার আশ্রয় হইলাম। ইনি সাবর্ণিমন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন। যতদিন ঐ মন্বন্তর না আসে, ততদিন বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত সুতলে গিয়া বাস করুন। ঐ স্থান সামান্য নহে, তথায় আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, জরা ও পরাভব কিছুই নাই। সেই স্থলের প্রভু হইয়া বলি অবস্থান কর। আমি কৌমোদকী গদা লইয়া তথায় অবস্থান করিয়া বলিকে রক্ষা করিব।

বলি ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পাতালে গমন করিল। বলি পাতালে যাইলে বিষ্ণুর আদেশে শুক্রাচার্য্য ঐ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন। (ভাগবত ৮।১৮-২২ অঃ) বামনপুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [বামন দেখ।]

৫ যযাতি-বংশোদ্ভব সুতপা-রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১৮।১) (স্ত্রী) বলতি সংবৃণোতীতি বল-সংবরণে ইন্। ৬ জরাদ্বারা শ্লথ চর্ম্ম। পর্য্যায়—চর্ম্মতরঙ্গ, ত্বগূর্ম্মি, ত্বক্‌তরঙ্গ। ৭ জঠরাবয়ব।

"মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।"

(কুমার ১।৩৯)

৮ গৃহদারুভেদ। (মেদিনী) ৯ গুদাঙ্কুর, অর্শরোগ হইলে ইহা নির্গত হয়। সুশ্রুতে লিখিত আছে—

গুহ্যদেশের অর্দ্ধাঙ্গুল অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক অন্তরে প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী নামে তিনটী বলি আছে। এই বলিত্রয় চারি অঙ্গুল আয়ত, তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিত ও ঊর্দ্ধে এক অঙ্গুলি শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বলয়াকারে জড়িত হইয়া উপর্য্যুপরি সংস্থিত আছে। তাহাদিগের বর্ণ হস্তীর তালুর ন্যায়।

গুহ্যদেশজাত রোমের অন্তর্ভাগ হইতে যবের অর্দ্ধভাগ পরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ কহে। প্রথম বলির স্থান গুদৌষ্ঠ হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নে।

বলি জন্মিবার পূর্ব্বে অন্নে অশ্রদ্ধা, কষ্টে পরিপাক, উরুদ্বয়ের ভার, উদরে শব্দ, কৃশতা, অতিশয় উদ্গার, চক্ষুদ্বয়ের ফুলা, ও অন্ত্রকূজন এই সকল লক্ষণ ঘটে। পাণ্ডু, গ্রহণী, অথবা শোষ-রোগীর বলি হইবার সম্ভাবনা হইলে কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য ঘটে। এই সকল লক্ষণ জন্মিলে বলি প্রকাশ পায়। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষজ হইয়া থাকে।

বায়ুজ বলি—বায়ুজনিত বলি শুষ্ক, অরুণবর্ণ, মধ্যস্থলে বিষম ও কদম্বপুষ্প, তুণ্ডিকেরী, নাড়ীমুখ বা শূচীমুখের ন্যায় তাহার আকৃতি হইয়া থাকে। এই বায়ুজ বলি অতিশয় টন্‌টন্ করে, রোগী সংহতভাবে অর্থাৎ জড়সড় হইয়া উপবেশন করে, কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মেঢ্র, গুহ্য ও নাভিপ্রদেশে বেদনা জন্মে, নখ, চক্ষু, দন্ত, মুখ, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পিত্তজ বলি।—পিত্তজ বলির অগ্রভাগ নীল ও সূক্ষ্ম। ইহা বিসর্পী, ঈষৎ পীতবর্ণ বা যকৃতের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, শুকপক্ষীর জিহ্বার ন্যায় সংস্থিত, যবের মধ্যভাগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও জলৌকার মুখের ন্যায় সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত। পিত্তজ বলিতে দাহ-যুক্ত রুধির নিঃসৃত হয়। জ্বর, দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব এবং নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়।

শ্লেষ্মজ বলি।—শ্লেষ্মজন্য বলি শ্বেতবর্ণ, মহামূলবিশিষ্ট, দৃঢ়, গোলাকার, স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ, করীর, পনসাস্থি বা গরুর স্তনের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, কঠিন, আস্রাবহীন ও অতিশয় কণ্ডুবিশিষ্ট। ইহাতে শ্লেষ্মাযুক্ত ও অধিক পরিমাণ মাংসধৌত জলের ন্যায় মল নিঃসৃত হয় এবং ত্বক্, নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ শ্বেতবর্ণ হয়।

ইহা ভিন্ন রক্তজন্য বলিও হইয়া থাকে। রক্তজ বলি বটের অঙ্কুর বা বিক্রমের ন্যায় এবং পিত্তজ বলির সকল লক্ষণবিশিষ্ট। ইহাতে মল কঠিন হইলে দুষ্টশোণিত অধিক পরিমাণে হঠাৎ নিঃসৃত হইয়া থাকে। অতিশয় শোণিত নিঃসৃত হইলে শোণিতের অতিযোগ জন্য নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে। বলি—সান্নিপাতিক হইলে সকল দোষ ও সকলপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে।

মলদ্বারের বাহ্যদেশ ও মধ্যভাগে বলি হইলে বৈদ্য চিকিৎসা করিবে; কিন্তু যদি অন্তর্বলি হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয়। (সুশ্রুত নি° ২ অ°) [অর্শস্ দেখ।]

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বাতজন্য অর্শরোগ হইলে যে বলি হয়, তাহা অধিক-সংখ্যক, অথচ পরস্পর বিভিন্নরূপ হইয়া নির্গত হয়। ঐ সকল বলি শুষ্ক, বেদনাযুক্ত, অনুপচিত, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ ও খরস্পর্শ, বক্রভাবে উত্থিত, অগ্রভাগ অতি-সূক্ষ্ম এবং বিদারিত মুখবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল বলির বর্ণ ধূম্র বা লোহিত। আকৃতি তেলাকুচা, কুল, খর্জ্জুর ও

কর্কোটীফল সদৃশ, কচিৎ কদম্বপুষ্প ও কোথারও রাইসর্ষপের তুল্য পীতবর্ণ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা পরিবেষ্টিত হয়। ইহাতে রোগীর মস্তক, পার্শ্বদেশ, স্কন্ধদেশ, কটি, উরু ও বক্ষঃ এই সকল স্থলে বেদনা এবং হাঁচি, উদ্গার, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, অরুচি, কাস, শ্বাস, বিষমাগ্নি, কর্ণে শব্দ এবং ভ্রম হইয়া থাকে। ইহাতে চর্ম্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পিত্তজ অর্শরোগে বলি সকল নীল, রক্ত, পীত, অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ, সংখ্যায় অল্প, কোমল ও লম্বমান হয়। ইহার আকৃতি শুকপক্ষীর জিহ্বা, যকৃৎখণ্ড কিংবা জলৌকার মুখের ন্যায়, অথবা যবসদৃশ মধ্যস্থল ও অন্তর্ভাগদ্বয় সূক্ষ্ম হয়। এইরূপ বলি হইলে দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা ও গ্লানি হইয়া থাকে এবং চর্ম্ম, নখ ও মলমূত্রাদি হরিদ্রাবর্ণ হয়।

রক্তজ অর্শরোগে বলি সকল খিলের ন্যায় এবং পিত্তজ অর্শরোগের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। উহাদের আকৃতি বটবৃক্ষের অঙ্কুর, গুঞ্জাফল অথবা প্রবালসদৃশ হইয়া থাকে। মল কঠিন হইলে ঐ বলি দূষিত অথচ উষ্ণরক্ত, সহসা অধিক পরিমাণে অত্যন্ত রক্তস্রাব হওয়ায় রোগীর শরীর ভেকসদৃশ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয় হয় বলিয়া রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রব সকল্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে বল, বর্ণ, উৎসাহ, শক্তির হ্রাস এবং ইন্দ্রিয় সকল আকুল হয়। (ভাবপ্র°)

অর্শরোগে বলি সকল এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। অর্শরোগের চিকিৎসা করিলে উহার সঙ্গে বলিও নিরাকৃত হয়। এইজন্য উহার চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইল না। বলি অনেক স্থলে অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা নিরাকৃত হয়। ১০ দগ্ধ। (ভাবপ্র°)

বলিক (পুং) ১ খোড়ো ঘরের কোণাচ্। ২ নাগরাজভেদ।

বলিকর (ত্রি) বলির উপাদান।

বলিকর্ম্মন্ (ক্লী) বলিক্রিয়া, বলিদান।

বলিকা (স্ত্রী) বলৈঃ বলার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। অতিবলা। (রাজনি°)

বলিদান (ক্লী) বলেঃ পূজোপকরণস্য দেবতোদ্দেশেন সংকল্পিতছাগাদের্বা দানম্। দেবতার উদ্দেশে পূজোপকরণ দান। দেবোদ্দেশে যথাবিধি পূজোপহারত্যাগ। ২ দুর্গাদি দেবতার উদ্দেশে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ছাগাদি পশুঘাতন। [বলি দেখ।]

বলিধ্বংসিন্ (পুং) বলিং তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধং দৈত্যবিশেষং ধ্বংসয়তীতি বলি ধ্বংস-ইনি বা বলিনা পূজোপহারেণ অবিদ্যাং ধ্বংসয়িতুং শীলমস্য। বিষ্ণু। [বলি দেখ।]

বলিন্ (ত্রি) বল মত্বর্থে ইনি (বলাদিভ্যোমতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৫) ১ বলবান্, বলযুক্ত। ২ উষ্ট্র। ৩ মহিষ। ৪ বৃষ। ৫ শূকর। ৬ কুন্দবৃক্ষ। ৭ কফ। (পুং) ৮ মাষ। ৯ বলরাম। (শব্দর°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বলিন (ত্রি) বলিঃ শিথিলং চর্ম্ম অস্ত্যস্যেতি বলি-পামাদিত্বাৎ ন। বলিভ, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্মযুক্ত।

বলিনন্দন (পুং) বলেস্তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধস্য দৈত্যস্য নন্দনঃ পুত্রঃ। বলির পুত্র বাণাসুর। [বাণ দেখ।] বলেঃ যযাতিবংশীয়স্য রাজ্ঞঃ নন্দনঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রঃ। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি বলিপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১৮।১)

বলিনিসূদন (পুং) বলিং নিসূদয়তি সূদ-ল্যু। বলিধ্বংসী, বিষ্ণু।

বলিন্দম (পুং) বলিং দময়তি দম-খ, মুম্। বলিকে দমনকারী, বিষ্ণু। (হেমচ°)

বলিপুষ্ট (পুং) বৈশ্বদেবেন বলিনা পুষ্টঃ। কাক। বলিবৈশ্বে কাককে বলি দিতে হয়।

বলিপোদকী (স্ত্রী) বলেঃ পোদকী উপোদকী। উপোদকী, চলিত পুঁইশাক। (রাজনি°)

বলিপ্রিয় (পুং) বলিঃ উপহারঃ প্রীণাতীতি বলি-প্রী-ক। ১ লোধ্রবৃক্ষ। (শব্দচ°) বলিবৈশ্বদেববলিঃ প্রিয়ো যস্য। ২ কাক। ৩ উপহারপ্রিয়।

বলিবন্ধন (পুং) বলিকে বন্ধনকারী বিষ্ণু। (হেমচ°)

বলিবিন্ধ্য (পুং) রৈবতক মনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।৫।২)

বলিভ (ত্রি) বলিশ্চর্ম্মসংকোচোঽস্যাস্তীতি বলি (তুন্দিবলি বটেভঃ। পা ৫।২।১৩৯) ইতি ভ। বলিন, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্মযুক্ত।

বলিভুজ্ (পুং) বলিং বৈশ্বদেব বলিং গৃহস্থদত্তদ্রব্যং বা ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। কাক।

"অহো অধর্ম্মঃ পালানাং পীবাং বলিভুজামিব।

(ভাগ° ১।১৮।৩৩)

বলিভৃৎ (ত্রি) করদাতা, করদ।

বলিভোজন (পুং) বলিভুজ্, বলিপুষ্ট, কাক। (রামা° ৫।৩৬।৩৬)

বলিমৎ (ত্রি) বলিশ্চর্ম্মসঙ্কোচোঽস্যাস্তীতি বলি-মতুপ্। বলিন, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্মযুক্ত। (অমরটীকা) বলিঃ পূজোপহারং বিদ্যতেঽস্যেতি। ২ উপহারবিশিষ্ট।

"বাপ্যায়মানো বলিমন্নিকেতমালেখ্যশোষস্য পিতুর্বিবেশ।"

(রঘু ১৪।১৫)

বলিমন্দির (ক্লী) বলেঃ স্বনামখ্যাতস্য রাজ্ঞো মন্দিরমালয়ঃ। অধোলোক, পাতাল।

বলিবর্দ্দ (পুং) বৃষ, ষাঁড়।

বলিবেশ্মন্ (ক্লী) বলির আলয়, পাতাল।

বলিষ্ঠ (পুং) অতিশয়েন বলবান্ ইষ্ঠন্ বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুক্, প্রশস্তভারবাহকত্বাদস্য তথাত্বং। ১ উষ্ট্র। (রাজনি°)

২ ধর্ম্মসাবর্ণিক মন্বন্তরান্তর্গত ঋষিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪।১৯) (ত্রি) ৩ অতিশয় বলবান্।

"প্রায়শ্চিত্তং বিনা পূতা স্বমেব শুদ্ধমানসা।
অকামা যা বলিষ্ঠেন ন স্ত্রী জারেণ দুষ্যতি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৫ অ:)

বলিষ্ঠ যথা—বায়ু, বিষ্ণু, গরুড়, হনুমান্, যম, মহাবরাহ, শরভ, সৎপ্রতিজ্ঞা, গজ, পৃথুরাজ, বলরাম, বলী, বলি, ভীম, সতী, শেষ ও পুরাকৃত। (কবিকল্পলতা)

বলিষ্ণু (ত্রি) বল্যতে বধ্যতে ইতি বল-ইষ্ণুচ্। অপমানিত।

বলিসদ্মন্ (ক্লী) বলেস্তদাখ্যদৈত্যস্য সদ্ম নিকেতনম্। রসাতল। (উণাদি)

বলিহন্ (পুং) বলিং হন্তি ইতি বলি-হন-ক্বিপ্। বিষ্ণু, বামনদেব।

বলিহৃৎ (ত্রি) বলিং হরতীতি ক্বিপ্। ১ বলিহরণকারী। ২ রাজা। ৩ করপ্রদ।

বলী (স্ত্রী) বলি-পক্ষে ঙীষ্। বলি, জরাদ্বারা শ্লথচর্ম্ম।

"কুষ্ঠং সংচূর্ণিতং কৃত্বা ঘৃতমাক্ষিকসংযুতম্।
ভক্ষণাৎ স্বপ্নবেলায়াং বলীপলিতনাশনম্॥" (ভৈষজ্যরত্না°)

কুষ্ঠৌষধি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মাক্ষিকের সহিত রাত্রিকালে সেবন করিলে বলীপলিত বিনষ্ট হয়।

বলীক (ক্লী) বলতি সংবৃণোতীতি বল সম্বরণে (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫) ইতি কীকন্। পটলপ্রান্ত, চলিত ছাঁচি।

"যস্তামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূভির্বলভির্যুবানঃ।"(মাঘ৩।৫৩)

বলীন (পুং) ১ বৃশ্চিক। ২ অসুরভেদ।

বলীমুখ (পুং) বলীযুক্তং মুখং যস্য। বানর। (অমর)

বলীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন বলবান্ বলবৎ-ঈয়সুন্। অতিশয় বলযুক্ত, বলিষ্ঠ।

"আগমাদেশয়োর্মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ।" (দুর্গাদাসটী°)

বলীয়স্ত্ব (ক্লী) বলীয়সো ভাবঃ ত্ব। অতিশয় বলবানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বলীবর্দ্দ (পুং) ঈর্লক্ষ্মীঃ বর বরণম্, ঈপ্সায়াং ক্বিপ্, ঈশ্চ বরচ ঈবরৌ তৌ দদাতীতি ঈবর্দ্দঃ, বলমস্যাস্তীতি বলী। বলী চ ঈবর্দ্দশ্চ ইতি। বৃষ। "বলীবর্দ্দসমারূঢ়ঃ শৃণু তস্যাপি যৎফলম্।
নরকে বসতে ঘোরে গবাং ক্রোধে চ দারুণে॥
সলিলঞ্চ ন গৃহ্ণন্তি পিতরস্তস্য দেহিনঃ॥" (মৎস্যপু° ৮৮ অ:)

বৃষে চড়িয়া তীর্থযাত্রা করিতে নাই, যাহারা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বৃষে চড়িয়া তীর্থযাত্রা করে, তাহাদের নরক হয় এবং পিতৃগণ তাহাদের প্রদত্ত জল গ্রহণ করেন না। গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া তীর্থযাত্রা করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বলীবর্দ্দিনেয় (পুং) বলীবর্দ্দীর অপত্য।

বলীহ্ (পুং) বহ্লীক, তদ্দেশীয় জন।

বলুচিস্থান, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী একটী রাজ্য। অক্ষা° ২৪° ৫০´ হইতে ৩০° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬০° ৪০´ হইতে ৬৯° ৪৫´ পূঃ। ইহার উত্তরসীমায় আফগান্‌রাজ্য, পূর্ব্বে ভারতীয় সিন্ধুপ্রদেশ, দক্ষিণে আরব্যোপসাগর ও পশ্চিমে পারস্য রাজ্য। সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণপশ্চিম কোণস্থ মোঞ্জ নামক অন্তরীপ হইতে পশ্চিমাভিমুখে দস্তনদীতীরবর্ত্তী জুনি অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহের কোথাও বালুকাময়, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা পরিপূর্ণ। সমুদ্রতীরে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম গুরাবসিংহ, রাস্ অরুবা, রাস্‌নু, জেনিন প্রভৃতি আরও কয়টী অন্তরীপ এবং সোম্মিয়ানা ও গোয়াদর উপসাগর বিদ্যমান আছে। শেষোক্ত উপসাগরতীরে হোমারা নামক ক্ষুদ্রনগরে একটী দুর্গ আছে, এইস্থান এখানকার শ্রেষ্ঠ বন্দর।

এই রাজ্যের কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপর লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, এই স্থানের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ বিভবহীন ছিল। কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই জন্য কোন বৈদেশিক সহজে বলুচীস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে আসিতে পারে নাই। আরিয়ানের উল্লেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আলেকসন্দারের ভারতাভিযানকালে গ্রীকসৈন্য এই রাজ্য মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়াছিল। তৎকালে মৎস্য ও খর্জ্জুর এখানকার অধিবাসিগণের একমাত্র আহার্য্য ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভে খলিফার সৈন্য এই প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিল।

এখানে ব্রহুই ও বলুচীর বাস। উভয় জাতিরই নানা শাখা প্রশাখা এখনও এই দেশের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কবে এবং কোথা হইতে ইহারা এখানে আসিয়া বাস করে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। বলুচ জাতি হইতে এ স্থানের নামকরণ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ব্রহুইগণ এখানকার প্রধান ছিল এবং তাহারাই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিত। ব্রহুইগণের সামাজিক উন্নতি আজিও নানা আচার ব্যবহারে লক্ষিত হয়। এখানে বহুশত প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে এখানে হিন্দু রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ঐ বংশের শেষ রাজা শিব আফগান সর্দ্দারের অধীনস্থ সিন্ধুদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে স্বরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতবাসীদিগকে আহ্বান করেন। পার্ব্বতীয় কুম্বর নামক রাখাল সর্দ্দার সদলে আসিয়া বৈদেশিকদিগকে পরাভূত করে এবং আপনাকে অধিক বলশালী জানিয়া হিন্দুরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

তাঁহার অধিষ্ঠান হইতে বলুচীস্থানে কুম্বরাণী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কুম্বরাণীগণ ব্রহুই কি না তাহা বিশেষ জানা যায় না। তবে ব্রহুইগণের পর যে বলুচজাতির আগমন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বলুচগণ বলে যে, তাহারা আরবদেশীয় চাকুরনামক জনৈক সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া আলেপো নগর হইতে আসিয়াছে। এখনও মড়ি ও ভুগ্‌তিজাতির বাসভূমির নিকট গিরিপথে ঐ চাকুরের নাম পাওয়া যায়। কৈহেরি নামক আর একটী শেখজাতির মুসলমান চাকরী-কি-মড়ি পর্ব্বতের তটদেশে বাস করে, তাহারা বলে যে বলুচগণ সিরীয়া রাজ্য হইতে যে সময় এখানে আইসে, ঠিক সেই সময়ে তাহাদেরও পূর্ব্বপুরুষ এই প্রদেশে আসিয়াছিল।[১] ব্রহুই ও বলুচীগণ উভয়েই সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী।

কুম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজবংশের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কুম্বরের ৪র্থ পুরুষে আবদুল্লা খাঁ রাজা হন। ঐ উদ্ধত যুবক রাজ্যপ্রয়াসী হইয়া কচ্ছান্দাব আক্রমণ করে। যুদ্ধে জয়ী হইয়া কুম্বরাণীগণ গন্দাব রাজধানী অধিকার করিয়া লয়। এই সময়ে পারস্যপতি নাদির শাহ ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন। তিনি কন্দাহারে থাকিয়া বলুচিস্থান জয়াভিলাষে স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করেন। আবদুল্লা তাঁহার নিকট অবনতি স্বীকার করায় স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এ সুখভোগ আর তাঁহাকে অধিক দিন করিতে হয় নাই। সিন্ধু-নবাবগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ পুত্র হাজি মহম্মদ খাঁ রাজা হন। নবরাজের লাম্পট্য ও যথেচ্ছাচারিতায় প্রজাবৃন্দ বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাশির খাঁ নাদির শাহকে সন্তুষ্ট করিয়া খিলাতে ফিরিয়া আইসেন এবং প্রজাবর্গের অনুরোধে নিজ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করেন। নাদিরশাহ এ সংবাদে প্রীত হইয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ফর্ম্মাণ দ্বারা তাঁহাকে বলুচীস্থানের 'বেগলার্বি' করিয়া দেন।

নাশির খাঁ যোদ্ধা ও রাজনৈতিক। বীরোচিত সাহসে তিনি শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। খিলাত নগরে রাজদুর্গ নির্ম্মিত হইল এবং তাঁহারই যত্নে উক্ত নগরী নানা শোভায় শোভিত হইয়াছিল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের মৃত্যুর পর তিনি কাবুলরাজ আহ্মদশাহ আবদালীকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নাশির খাঁ আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলে আহ্মদশাহ খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। দুই তিনটী যুদ্ধের পর আফগানসৈন্য পরাজিত হইলে উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় এবং সন্ধির সর্ত্তানুসারে কাবুলপতি খাঁর ভ্রাতাকে কন্যা দান করিতে ও খাঁ স্বয়ং আহ্মদশাহকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ থাকেন। কাবুলের কএকটী যুদ্ধে খাঁ যুদ্ধবিদ্যার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে তিনি নিজ ভ্রাতা বহরাম খাঁর বিদ্রোহ-দমনে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহ্মুদ খাঁ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে নানা বিশৃঙ্খলায় রাজ্য উৎসন্ন যায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সৈন্য জেলান গিরিসঙ্কট দিয়া আফগান-রাজ্যে গমন করিলে বলুচ-সর্দ্দার মেহরাব খাঁ ইংরাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তজ্জন্য ইংরাজ-সৈন্য বলুচিস্থান আক্রমণপূর্ব্বক খিলাত নগর অধিকার করে। এই যুদ্ধে স্বয়ং মেহরাব নিহত হন। ইংরাজরাজ খিলাত নগরে শাসন বিস্তার করিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মেহরাবের বালকপুত্র নাশির খাঁ ইংরাজানুগ্রহে বলুচিস্থানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে নেপিয়ারের সিন্ধু-অভিযান হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ ও বলুচ-সর্দ্দারের মধ্যে কোন মনোবাদ ঘটে নাই। শেষোক্ত বৎসরে লর্ড ডালহৌসীর শাসন সময়ে খিলাত রাজ্যের বলুচ অধীশ্বর মীর নাশির খাঁর সহিত ইংরাজ-প্রতিনিধির এক সন্ধি হয়। তদনুসারে তিনি ইংরাজের সীমান্ত-রক্ষা, স্বরাজ্যে ইংরাজসৈন্য-সমাবেশ ও বণিক্ প্রভৃতির স্বার্থ-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন এবং ইংরাজরাজও তাঁহাকে বাৎসরিক পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দিবেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাশির বিশেষ রাজভক্তির সহিত ঐ সর্ত্ত পালন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা মীর খুদাবাদ খাঁ শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বলুচ সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা শেরদিল খাঁকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ইংরাজের সহায়তায় তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।[১] কিন্তু রাজ্যে যে অরাজকতা

[১] এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আলেকসন্দার হইতে নাদির শাহের আক্রমণ পর্য্যন্ত এখানে নানা জাতি আসিয়া বাস করে। গ্রেসিয়ার (*Gedrosia* or Gressia) শাকজাতির কথা আরিয়ান 'Oritæ বা Gedrosii' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিম ব্রহুইজাতির বাস। সরাবন্ নামক স্থানে সরপারা নামক জাতির বাস। প্লিনি অরস-তীরবর্ত্তী Sarparæ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকসন্দারের অভিযানকালে তাহারা তাঁহার দলভুক্ত হইয়া এই প্রদেশে আগমন করে।

[১] ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজপ্রতিনিধি চলিয়া আসিলে শেরদিল খাঁ সর্দ্দারগণের আদেশমতে খুদাবাদকে আক্রমণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করে, কিন্তু পর বৎসরেই তাহাকে মারিয়া খুদাবাদ রাজা হন।

প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ বলুচীস্থানের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে এখানে আরও অধিকতর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অবশেষে বলুচ-সর্দ্দারগণের আহ্বানে বাধ্য হইয়া ইংরাজরাজ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুশাসন স্থাপন জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। খিলাতপতি ও তাঁহার সামন্তরাজগণের মধ্যে একরূপ প্রণয় স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যাকুবাবাদে ইংরাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার 'ভারতসাম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহারা দিল্লীদরবারে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। খাঁ স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইংরাজ এজেন্ট কোয়েটায় থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী ইংরাজের আফগান অভিযানে বলুচ সর্দ্দারগণ ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে বলুচীস্থান ঝালাবন, সরাবান, খিলাত, মক্রাণ, লুস, কচ্ছগন্দাবা ও কোহিস্থান প্রভৃতি প্রদেশে বিভক্ত রহিয়াছে। খিলাত ইহার রাজধানী। মস্তঙ্গ (সরাবাণের), কোজদার (ঝালাবন), বেলা (বেলা), কেজ (মক্রাণ), বাঘ, দাদর ও গন্দাবা (কচ্ছগন্দাবা) প্রভৃতি প্রধান নগর। এতদ্ভিন্ন সুফি, সরাবান, পস্নি, দেবা, সোণমিয়ানি, কোয়েটা, সোহ্‌রাব, শাহ্‌গোদর, চাহ্‌গে, দিজ্‌ তুম্প, সাসি, খারান্‌ ও জেব্রীঘাট প্রভৃতি কএকটী নগর আছে।

বলুচী, বলুচিস্থানবাসী মুসলমান জাতি। সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা সুন্দর, কর্ম্মঠ ও যোদ্ধা। দস্যুবৃত্তি ও গবাদি চারণ ইহাদের প্রধান কার্য্য। দস্যুবৃত্তি সময়ে ইহারা নিষ্ঠুর অত্যাচারে কুণ্ঠিত না হইলেও, অপর সময়ে বিশেষ আথিতেয়তার পরিচয় দেয়। কখন কখন ইহারা বিদেশীয়ের অতিথি সৎকার করিয়াও তাহার ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃই অলস; কিন্তু কোন যুদ্ধবিগ্রহ বা গীতবাদ্যাদি আমোদে উত্তেজিত হইলে নিজ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেয়। অলস ব্যক্তির যে যে বিলাসিতার আবশ্যক হয়, ইহাদের সে বিষয়ে কোন ত্রুটি দেখা যায় না। জুয়াখেলা, তাম্রকূট-সেবন ও গাঞ্জা, অহিফেন প্রভৃতি মাদক ভক্ষণে ইহাদের বিরাগ নাই। তবে কেহ মদ্যপান করে না। দুগ্ধ এবং গর্দ্দভাদি গ্রাম্য পশুর মাংস ইহাদের বিশেষ প্রীতিকর। সকলেই অধিক মাংসপ্রিয়, অর্দ্ধপক্ব মাংস পিয়াজরশুনাদির সহিত খাইতে ইহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

আপনারা অলস বলিয়া ইহারা আপন অবস্থামত ক্রীতদাস রাখে। বহুবিবাহ সর্ব্বত্রই প্রচলিত। এক ব্যক্তি ৮টী বা ১০টীর অধিক পত্নী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। গবাদিদ্বারা ইহারা কন্যা ক্রয় করিতে পায়। বিবাহ সময়ে মোল্লাগণ পৌরোহিত্য করে। বিধবাবিবাহও এখানে অপ্রচলিত নহে। ভ্রাতার মৃত্যুতে তাহার পত্নী অপরে গ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, বন্ধুবান্ধব আসিয়া তিনরাত্রি মৃতদেহকে চৌকী দেয় এবং সেই সময় মহাভোজও হইয়া থাকে।

ইহারা সাদা বা নীলবস্ত্রের জামা পরিধান করে। পায়জামা 'সুসি' বস্ত্রে প্রস্তুত হয়। কোমরে একটী কোমরবন্দ ও মস্তকে পাগড়ী থাকে।

বলূল্‌ (ত্রি) বল-সিধ্মাদিত্বাৎ বাহুং লচ্‌ উঙ্‌। বলযুক্ত।

বলেশ্বর, বাঙ্গালায় প্রবাহিত গঙ্গার একটী শাখা নদী। কুষ্টিয়ার নিকটে ইহা গঙ্গার কলেবর ত্যাগ করিয়া গড়ুই নামে দক্ষিণবাহিনী হইয়া মধুমতী নামধারণপূর্ব্বক যশোর ও ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অবশেষে এই নদী বাকরগঞ্জ জেলার উত্তরপশ্চিমে গোপালগঞ্জের নিকট বলেশ্বর নামধারণপূর্ব্বক সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিয়াছে। এখানে এই নদী হরিণঘাটা নামে প্রবাহিত। ইহার মোহানা প্রায় ৯ মাইল প্রশস্ত। এই নদীতে বন্যা হয় না। নদীগর্ভে কোনস্থানে দহের চিহ্নও নাই। কাচা, বক্সনাখাল, নবগঙ্গা ও মেছুয়াখালি প্রভৃতি ইহার শাখানদী।

বলোৎকট (ত্রি) বলেন উৎকটঃ। ১ অতিশয় বলযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ স্কন্দানুচর মাতৃকাভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৪৫ অঃ)

বলোদ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর।

বল্ক, প্রাচীন জনপদভেদ। (সহ্যাদ্রি ২১৫।৮)

বল্‌খ, একটী প্রাচীন রাজ্য। অক্ষা° ৩৬° ৪০´ উঃ। (যন্ত্ররাজ)

[বাল্‌খ বা বহ্লিক দেখ।]

বল্গাহরিণ, শীতপ্রধানদেশবাসী হরিণজাতিবিশেষ। ইংরাজিতে ইহার নাম 'রেণ্ডিয়ার'। রুষবাসিগণ অশ্বাদির ন্যায় এই হরিণের মুখে বল্গা বা রজ্জু লাগাইয়া গাড়ী টানায়। বরফাবৃত স্থানে ইহারা বিশেষ দ্রুতগামী। [হরিণশব্দ দ্রষ্টব্য।]

বল্কস (ক্লী) মদ প্রস্তুতকালে যে থাকরি পড়ে।

বল্‌তি, হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী এক ভোটজাতি। হিন্দুকুশ হইতে তিব্বতের নানাস্থানে ইহাদের বসবাস আছে। ইহারা অনেকাংশে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে।

বল্বজ (পুং) তৃণভেদ।

বল্‌বন্‌ গয়াস্‌ উদ্দীন্‌, দিল্লীর একজন মুসলমান অধিপতি। বাল্যকালে তিনি সুলতান আলতমাসের নিকট বিক্রীত হন। উক্ত মহাপুরুষের অনুগ্রহে বল্‌বন্‌ ক্রমশঃই ওমরাহ-পদে উন্নীত

হইয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আলতমাসের পুত্র নাশির উদ্দীন্ মাহ্মুদ দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিলে বলবন্ উজীর (প্রধানমন্ত্রী) পদে অভিষিক্ত হন। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া তিনি রাজাসন অধিকার করেন। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আমিন খাঁর নায়েব তুগ্রল খাঁ সম্রাট্ বলবনের পীড়ার সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী হন এবং আমিনকে বন্দী করিয়া স্বয়ং সুলতান মগিস্ উদ্দীন্ নাম ধারণপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্রাট্ এই সংবাদ পাইয়াই, তাঁহার বিরুদ্ধে দুই দল সেনা পাঠান, কিন্তু তাহারা বঙ্গেশ্বরকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে সম্রাট্ স্বয়ং তদ্দমনার্থ বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। তুগ্রল খাঁ ত্রিপুরাভিমুখে পলায়নপর হইলে পথিমধ্যে ধৃত ও বিনষ্ট হন। (১২৮২ খৃঃ অব্দ)। এই অভিযানকালে তিনি সুবর্ণগ্রামের হিন্দু রাজাদিগের সাহায্য পাইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি নিজ দ্বিতীয় পুত্র নাশির উদ্দীনকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃ-পদে নিয়োজিত করিয়া যান। বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর তিনি ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র মোইজ্ উদ্দীন্ কৈকোবাদ বাঙ্গালা হইতে গিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন।

বল্য (ক্লী) বলায় হিতং বল (বুল্পৃকণ্ঠজিলেতি। পা ৪।২।৮০) ইতি য। ১ প্রধান ধাতু, শুক্র। (ত্রি) ২ বলকর। (মেদিনী) (পুং) বলায় মুক্তয়ে হিতঃ, য। ৩ বুদ্ধভিক্ষুক। (ত্রিকা°)

বল্যা (স্ত্রী) বল্য-টাপ্। ১ অতিবলা। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ শিম্রীড়ীক্ষুপ। ৪ প্রসারিণী। (রাজনি°)

বল্লব (পুং) ১ জাতিবিশেষ। (মহা° ভীষ্ম° ৯।৬২) ২ পাচক। ৩ ভীমসেন। ৪ গোপালক।

বল্লাপলি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী বনবিভাগ। এখানে ভাল সেগুণকাঠ পাওয়া যায়। এখানে বকম্‌কাঠের ন্যায় একপ্রকার লালকাঠ উৎপন্ন হয়। তাহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হইয়া থাকে।

বল্লালদেব, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা। ১০১০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহারা কোল্‌হাপুরের শিলাহারবংশীয়।

• বল্লালবাড়ী, ১ প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত একটী স্থান। এক্ষণে স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে, উহা চারিদিকে প্রায় ১ মাইল। বহির্ভাগে যে বিস্তৃত বাঁধ দেখা যায়, তাহার নিম্নভাগ ৫০ ফিট্ বিস্তৃত। ঐ প্রাচীরের বাহিরে ও ভিতরদিকে ৭৫ ফিট্ প্রশস্ত পরিখা বিদ্যমান আছে।

২ বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত একটী স্থান। প্রবাদ সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন ঐ স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এই স্থানে ৭৭০ ফিট্ চতুরস্র একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। উহার চারিদিকে ২০০ ফিট্ প্রশস্ত পরিখা রহিয়াছে। নিকটেই রামপাল নামক বিস্তীর্ণ দীঘি।

[বিস্তৃত বিবরণ বল্লালসেন ও বিক্রমপুর শব্দে দেখ।]

বল্লালপুর, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলায় অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ১৯° ৫০´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৩´ ১৫´´ পূঃ। এক সময়ে এই জনপদে প্রাচীন গোঁড়রাজবংশের রাজধানী ছিল। সেই প্রাচীন নগর জঙ্গলে পরিণত হইলেও তাহার নিদর্শন আজিও দৃষ্টিগোচর হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ স্থাপিত হয়, উহার কতকাংশ প্রাচীন রাজপ্রাসাদ লইয়া গঠিত। উহার উত্তরে একটী পুষ্করিণী ও পূর্ব্বে গোঁড়রাজের সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে বর্দ্ধানদীর এক প্রশাখার মধ্যে একটী দেবমন্দির স্থাপিত। ঐ স্থানে রামতীর্থ আছে। নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে ঐ মন্দির কিছুকালের জন্য জলমগ্ন থাকে। পরে উহা পার্ব্বতীয় ভিত্তিসহ জাগিয়া উঠে। এখানকার সমুচ্চ পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া বর্দ্ধানদী প্রবাহিত এবং ইতস্ততঃ মনোহর বনরাজি বিরাজিত থাকায় এ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

বল্লালরাজবংশ, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ রাজবংশ। হোয়শাল বল্লাল নামে খ্যাত। বর্ত্তমান মহিসুর-রাজ্যের সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে এই বংশ খৃষ্টীয় ১৩শ হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা কলচুরিবংশীয় রাজন্যগণের সামন্তরূপে পরিগণিত ছিলেন, অবশেষে উক্ত রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে তাঁহারাই এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

এই বল্লালরাজগণ যাদববংশীয়। দাক্ষিণাত্যে যখন তাঁহাদের পূর্ণপ্রভাব বিস্তারিত হয়, তখন তাঁহারা যাদবরাজগণের প্রাচীন রাজধানী দ্বারসমুদ্রে (বর্ত্তমান নাম হলেবীড়ু) রাজপাট স্থাপন করেন। শাল বা হোয়শাল নামা জনৈক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস[১]; কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে এই বল্লালবংশীয় নরপতিগণের এইরূপ একটী বংশ-তালিকা পাওয়া যায়।

১০৪৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি[২] পাঠে জানা যায় যে, রাজা বিনয়াদিত্য ত্রিভুবনমল্ল পশ্চিম চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সামন্ত ছিলেন। তৎপুত্র এড়ঙ্গ। এড়ঙ্গের বল্লাল,

(১) চেম্-বসবয়-কালজ্ঞান শীর্ষক পুস্তকে হোয়শালের রাজ্যকাল ৯৮৪ হইতে ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ নির্ণীত হইয়াছে।

(২) Mr. Rice ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ উক্ত রাজ্যের আর একখানি শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষ্ণুবর্দ্ধন ও উদয়াদিত্য নামে তিন পুত্র জন্মে। বল্লাল নিজ ভুজবলে শান্তারারাজ জগদ্দেবকে ১১০৩ খৃষ্টাব্দে পরাভূত করিয়াছিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন(১) ভীমপরাক্রমে গঙ্গরাজধানী তলগড় অধিকার করেন। ইহারই অধিকার-কালে বল্লালরাজবংশের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হয়। সাধারণের বিশ্বাস রামানুজাচার্য্য তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপুত্র ১ম নরসিংহ ১১৪২-১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে রাজা ২য় বল্লাল সিংহাসনে আসীন হন, (১১৯২-১২১১ খৃঃ অঃ।) ইনি কলচুরিরাজকে পরাস্ত করিয়া রাজমুকুট ধারণ করেন। পরে তিনি পাণ্ড্য, চোড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য রাজন্যবর্গকে পরাভূত করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে শিলালিপিতে আমরা দেবগিরি যাদবরাজ কর্ত্তৃক ২য় নরসিংহ বা বীর নরসিংহের পরাভব দেখিতে পাই। তৎপরে রাজা সোমেশ্বর চোড়রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুরে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন (১২৫২ খৃষ্টাব্দ।) রাজা ৩য় নরসিংহ দ্বারসমুদ্রে রাজত্ব করিতেন(২)। রাজা ৩য় বল্লাল বা বীর বল্লালদেব দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত (১৩১০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরে সম্রাট্ আলাউদ্দীনের আদেশে মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজগণকে পরাজিত করিতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। এই যুদ্ধে বল্লাল ধৃত ও পরাজিত হন। তাঁহার রাজপাট মুসলমান-কবলিত হয়; কিন্তু তিনি মুসলমান অনুগ্রহে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে মুসলমানগণের পুনর্ব্বার আক্রমণে বল্লালরাজবংশ বিপর্য্যস্ত হয়। ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই যে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্ত্তা তান্নুনগরের হোয়শালরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারসমুদ্রের হোয়শালরাজ বল্লালদেব অপরাপর হিন্দু-রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে দাক্ষিণাত্যে মস্তক তুলিতে দেন নাই এবং প্রায় দুই শতাব্দকাল মুসলমানগণ হিন্দুরাজগণের পদানত ছিল।

বল্লালরায় দুর্গ, মহিসুর রাজ্যের কদূর জেলার অন্তর্গত পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালার একটী পর্ব্বত, ৪৯৪৬ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১৩° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৯´ পূঃ। দাক্ষিণাত্যে বল্লাল-বংশীয় রাজগণের অধিকারকালে (খৃষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতাব্দে) এই পর্ব্বত দূরবিস্তৃত দুর্গমালায় সুশোভিত ছিল।

(১) বিত্তিদেব, বিত্তিগ, ত্রিভুবনমল্লদেব ২য়, ভুজবলগঙ্গ, বীরগঙ্গ বিক্রমগঙ্গ প্রভৃতি তাঁহার কএকটী বিরুদ দেখা যায়।

(২) তদীয় রাজ্যকালে ১২৫৫ হইতে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

বল্লালসেন, গৌড়ের সেনবংশীয় অতি প্রসিদ্ধ রাজা। গৌড়ে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সেনবংশীয় বল্লালের নাম যেরূপ বাঙ্গালার সকলের নিকট পরিচিত, এমন আর কোন রাজার নাম নহে।

এই বল্লালসেনের জন্ম ও জাতি লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। আধুনিক বৈদ্য কুলজীর মতে—

"আদিশূরের বংশধ্বংস সেনাবংশ তাজা।
বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

আবার বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে, বল্লালসেন বৈদ্য ছিলেন, ব্রহ্মপুত্রনদের ঔরসে তাঁহার জন্ম। সেকশুভোদয়া নামক গ্রন্থেও এইরূপ কিংবদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার অনেকের মতে বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন।(১) কিন্তু বল্লালসেনের স্বরচিত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর, সেনরাজগণের শিলালিপি, হরিমিশ্রের কারিকা ও আনন্দভট্টরচিত বল্লালচরিতে* বল্লালসেন চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় †, বিজয়সেনের পুত্র, হেমন্তসেনের পৌত্র ও সামন্তসেনের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের ও তৎপুত্র বিশ্বরূপের তাম্রশাসন এবং বল্লালের স্বচরিত গ্রন্থে ও তাম্রশাসনে তিনি 'নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর' ও মহাবীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন, বল্লালসেন রাঢ়, বরেন্দ্র, বগ্‌ড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সময়েও মগধে বৌদ্ধ আধিপত্য বিলুপ্ত হয় নাই। এ সময়ে সুবর্ণবণিকদিগের মধ্যে বল্লভানন্দ প্রধান ছিলেন, তিনি মগধাধিপতির শ্বশুর। বল্লালসেন যুদ্ধযাত্রার কারণ তাঁহার নিকট বহু মুদ্রা কর্জ্জ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লভানন্দ বল্লালকে টাকা ধার দেন নাই। এই কারণে সুবর্ণবণিকদিগের উপর সেনবংশের অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়াছিল।

(১) বল্লালকে কায়স্থ বলিবার কারণ এই যে, এই বংশ কায়স্থকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

* পূর্ব্বে "কুলীন" শব্দে মুদ্রিত বল্লালচরিতের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছিল যে, ১৩০০ শকে বল্লাল নামে একজন স্বতন্ত্র বৈদ্যবংশীয় রাজা বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু এখন হস্তলিখিত বল্লাল-চরিতের পুথিতে দেখা যাইতেছে যে, বল্লাল ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন এবং অঙ্গাধিপ কর্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

† এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বল্লালচরিতের পুথিতে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশঃ ক্ষত্রিয়পূর্ব্বজঃ।
সেনবংশস্ততো জাতো যস্মিন্ জাতোঽসি পাণ্ডব॥"

দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধুপ্রদেশে এখনও ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের বাস আছে। তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা কায়স্থের মত এবং কোন কোন স্থানে কায়স্থ বলিয়া গণ্য। [কুলীন দেখ।]

ইহার পর বল্লালসেন গৌড়রাজধানীতে এক বৃহৎ যজ্ঞ করেন। সেই সময় বিক্রমপুর হইতে ধ্রুবসেন, সুখসেন, ভীমসেন প্রভৃতি তাঁহার আত্মীয়গণ যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন। ভীমসেনের উপর আহারের বন্দোবস্ত করিবার ভার ছিল। ভোজন-স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকল জাতিই স্ব স্ব আসনে বসিলেন। শূদ্রের সহিত সুবর্ণবণিকদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সুবর্ণ-বণিকেরা কেহই সে আসনে না বসিয়া চলিয়া গেল। ভীমসেন বল্লালকে জানাইলেন, যে সুবর্ণবণিক্‌দিগের নেতা বড়ই দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে, সে মগধেশ্বর পালরাজের শ্বশুর বলিয়া ধরাকে শরার মত মনে করে।‡ সেই দুর্ব্বৃত্ত বুবল স্বজন-বর্গের সহিত আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন বল্লাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন, 'আজ হইতে তাহারা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইল। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ করিবেন, তিনিও নিশ্চয় পতিত হইবেন।' সুবর্ণবণিকেরা রাজাদেশ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দাসব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে দুই তিন গুণ পণ দিয়া দাস সকল ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। দাসাভাবে প্রজাদিগের মহা কষ্ট উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাজাদেশে কৈবর্ত্তেরা দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে লাগিল ও জলাচরণীয় হইল। কৈবর্ত্তদিগের প্রধান মহেশ পূর্ব্বে মহত্তর ছিল, এখন সে মহামাণ্ডলিক হইয়া দক্ষিণঘাটে প্রেরিত হইল।[১] এই সময় মালাকার, কুম্ভকার ও কর্ম্মকার এই তিন জাতিও সচ্ছূদ্র বলিয়া গণ্য হইল।

দাস ব্যবসা বন্ধ করায় সকল প্রজাই সুবর্ণবণিকদিগের উপর চটিয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণদিগের উত্তেজনায় বল্লালসেন ঘোষণা করিয়া দিলেন, কোন বণিক আর যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারিবে না। কাহারও গলায় যজ্ঞসূত্র দেখিলেই কাড়িয়া লওয়া হইবে। রাজভয়ে এই সময় অনেক বণিক্ গৌড় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাহারা রহিল, তাহারা যজ্ঞসূত্র ফেলিয়া নীচশূদ্র বলিয়া গণ্য হইল। (বল্লালচরিত)

বল্লালচরিত হইতে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ এই বাঙ্গালার সকল জাতির যথাযথ সামাজিক সম্মান ব্যবস্থা করিয়া দিয়া-ছিলেন। (তাঁহার প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্য হইতে মহাবংশসম্ভূত ও নবগুণযুক্ত ব্যক্তিগণকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান।) তাঁহার নিকট রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। বল্লালচরিতকার আনন্দ-ভট্ট লিখিয়াছেন, বৈদিকেরা বণিক্‌দিগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বল্লাল তাঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। [কুলীন ও কায়স্থ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বল্লালের পিতা বিজয়সেন হইতে সেনবংশের সৌভাগ্যোদয় হইলেও বল্লালের সময়েই গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য-লাভ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস ও মিথিলা পর্য্যন্ত সেনরাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পালবংশীয় শেষ নরপতি গোবিন্দপাল ১১৬১ খৃষ্টাব্দে এই বল্লালসেনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রভাবে অধিকাংশ বৌদ্ধ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া নেপালে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্লাবিত গৌড়দেশকে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্যই বল্লালসেন সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে, তিনি অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন বলিয়াই 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

সমাজ শাসন করিবার জন্য বল্লালসেন উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গ এই সকল স্থানেই এক একটী রাজধানী

‡ "সর্ব্বেষাং বণিজাং নেতা বল্লভঃ স দুরাশয়ঃ।
পালেন্দ্রস্তো মহারাজ ত্বয়া সহ বিরুধ্যতে ॥
বর্ত্তমানোঽস্য ভবতি জামাতা মগধেশ্বরঃ।
ধরাং স মন্যতে তেন শরাবামিব গর্ব্বিতঃ ॥" (বল্লালচঃ উত্তরখঃ ২২ অঃ)

(১) "দাসোপায়ং তদা দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণানস্মাদিদং।
কার্য্যা লোকহিতার্থায় কৈবর্ত্তা দাস্যকর্ম্মসু ॥
দাসাকামস্তু কৈবর্ত্তাঃ শ্রুত্বা নৃপতিশাসনম্।
আজগ্মুস্তে রাজকুলং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
তাংশ্চাব্রবীত্ততো রাজা গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলীন্।
বৃত্তির্বো দীয়তে সেয়া গচ্ছধ্বং ব্যবহারতাং ॥
কৈবর্ত্তানাং প্রধানং যং পুরাচক্রে মহত্তরং।
মহামাণ্ডলিকং চক্রে তমিদানীং মহীপতিঃ ॥" (২১ অধ্যায়)

এই কৈবর্ত্তের জলাচরণীয়ত্ব সম্বন্ধে আনন্দভট্ট ১৪১১ শকে লিখিয়াছেন—

বল্লালসেন মৃগয়া করিতে গিয়া বনে এক কর্ম্মকার-রমণীরূপে মুগ্ধ হন। তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বিবাহ করিলেন। সেই পদ্মাক্ষী লক্ষ্মণ-সেনের অনিষ্ট করিবার জন্য একদিন রাজাকে বলিল যে, তৎপ্রতি লক্ষ্মণসেন অসদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বল্লাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণসেনের শিরশ্ছেদের আদেশ করেন। লক্ষ্মণ জানিতে পারিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বহু দূরদেশে চলিয়া যান। তৎপরে বল্লালের ক্রোধ শান্ত হইলে একদিন তাঁহার পুত্রবধূর বিরহজনিত শ্লোক পাঠ করিয়া অবিলম্বে লক্ষ্মণসেনকে আনিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা ১৮ দাঁড় নৌকা আনিয়া অতি সত্বরে লক্ষ্মণকে গৌড়েশ্বরের নিকট হাজির করিল। বল্লাল তাহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের জলাচরণীয় করিয়া লইলেন। সেই সময় হইতে যে সকল জালিক কৈবর্ত্ত লক্ষ্মণকে আনিয়াছিল, তাহারা কৃষিকার্য্যাশ্রয়ে হালিক বলিয়া গণ্য হইল। (বল্লালচরিত)

স্থাপন করিয়াছিলেন, এখনও নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান জেলায়, গৌড় ও বিক্রমপুরে 'বল্লালবাড়ী,' 'বল্লালদীঘি' প্রভৃতি তাহারই নিদর্শন রহিয়াছে।

আইন-ই-অক্‌বরীর মতে, বল্লালসেন ৫০বর্ষ রাজত্ব করেন। আবার আনন্দভট্টের মতে, ৬৫ বর্ষ ২ মাস বয়ঃক্রমকালে ৪০ বর্ষ রাজত্বের পর ১০২৮ শকে* বল্লালসেনের মৃত্যু হয়। শেষোক্ত মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগরে লিখিত আছে—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরং।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতের্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ।
নানাদানচিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো যদুদ্যোগতো
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমীভুজঃ॥"

গৌড়েন্দ্রগণরূপী কুঞ্জরপুঞ্জের বন্ধনস্তম্ভস্বরূপ ভুজশালী মহীপতি বল্লাল ১০৯০ শকে অদ্ভুতসাগর প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ রচনা শেষ না হইতেই তাঁহার তনয়ের রাজ্যারোহণকাল উপস্থিত হয়; সুতরাং সেই মহাসমারোহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি স্বরচিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতে না পারিয়া প্রভূত দানজলপ্রবাহে যেন অস্থানেই গঙ্গায় যমুনার সঙ্গম সম্পাদন করিয়া পত্নীর সহিত অমরধামে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহামান্য ভূপতি লক্ষ্মণসেন বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া বল্লালনৃপতিকৃত অদ্ভুতসাগরের অবশিষ্টাংশ সঙ্কলন করেন।

এই কথা অনুসারে জানা যাইতেছে যে, বল্লালসেন ১০৯০ শকে অদ্ভুতসাগর লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। আবার বল্লালের দানসাগর হইতে জানা যায় যে, ১০৯১ শকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ শকে বা উহারই অনতিকাল পরে বল্লাল স্বর্গারোহণ করেন। [সেনরাজবংশ দেখ।]

বল্লালের মৃত্যু সম্বন্ধে বল্লালচরিতে এক গল্প লিখিত আছে, বায়াহুব* নামে এক ম্লেচ্ছের সহিত বল্লাল যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি সঙ্গে দুইটী পারাবত লইয়া গমন করেন। মহিষীদিগকে বলিয়া যান যে, এই পারাবত যদি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে জানিবে যে, আমার মৃত্যু হইয়াছে এবং তোমরা সকলে চিতারোহণ করিবে। এদিকে বল্লাল মহাযুদ্ধে বায়াহুবকে নিহত করিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া যেমন স্নান করিতে জলাশয়ে অবতরণ করিলেন, সেই অবকাশে পারাবত উড়িয়া আসিল। বল্লালের মহিষীগণ পারাবত-দৃষ্টে পতির মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া সকলে অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। বল্লালও সত্বরে গৃহে আসিয়া সেই শোচনীয় কাণ্ড দেখিয়া তিনিও অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু ঐ গল্পের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বল্ব (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত করণভেদ।

বল্বল (পুং) ইল্বলপুত্র দৈত্যভেদ।

বল্‌হ, ১ স্তুতি। ২ দান। ৩ বধ। ৪ যাচন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° যাচনার্থে দ্বিক° সেট্। লট্ বল্‌হতে। লোট্ বল্‌হতাং। লিট্ ববল্‌হে। লুঙ্ অবল্‌হিষ্ট।

বল্‌হি (পুং) বল্‌হ-ইন্। ১ ক্ষত্রিয়ভেদ। ২ জনপদভেদ। স্বার্থে-ক। বল্‌হিক-তত্রার্থ।

বল্‌হীক (ক্লী) জনপদভেদ, বাল্‌খ।

বব (পুং) জ্যোতিষোক্ত প্রথম করণ। এই করণে শুভাশুভ কর্ম্মাদি করিলে মঙ্গল হয়।

"ববাভিধানে জননং হি যস্য শূরোঽতিধীরো মনুজঃ কৃতী স্যাৎ।
পদ্মালয়া তন্নিলয়ে নিবাসং করোতি নিত্যং সুবিচক্ষণঃ স্যাৎ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

ববকরণে জন্ম হইলে শূর, অতিশয় ধীরপ্রকৃতি, কৃতকর্ম্মা ও পণ্ডিত হয় এবং কমলা সর্ব্বদা তাঁহার আলয়ে বাস করিয়া থাকেন।

বষ্কয় (ত্রি) তরুণ বৎস, একবৎসরের বাছুর।

বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী (স্ত্রী) বষ্কয়স্তরুণবৎসঃ সোঽস্তি অস্যাঃ বষ্কয়-পামাদিত্বান্‌, পক্ষে ইনি ততো ণত্বং। চিরপ্রসূতা গাভি।

---

* আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন,—
'রাজ্যাভিষেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সমা যদা।
মাসদ্বয়ং ব্যতীতঞ্চ সপঞ্চষষ্টিহায়নঃ।
সহস্রেঽষ্টবিংশযুক্তে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ।
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাভাগ উৎপপাত দিবং প্রতি॥" (বল্লালচরিত)
আনন্দভট্টের উক্তির সহিত ইতিহাসের ঐক্য হইতেছে না। বল্লালসেন ১০৯১ শকে দানসাগর রচনা করেন। [কায়স্থ শব্দ প্রমাণ দ্রষ্টব্য।] এরূপস্থলে ১০১৮ শকে তাঁহার মৃত্যু একান্তই অসম্ভব। সেই জন্য আনন্দভট্টের বল্লালচরিতের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ হইতেছে। বল্লালসেন ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বা তৎপরবর্ত্তীবর্ষে পুত্র লক্ষ্মণসেনকে রাজপদ অর্পণ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন, অদ্ভুতসাগর হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি।

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় ইঁহাকে ভোটদেশীয় বৌদ্ধ মনে করেন।

বহ্নিহ্ন (ত্রি) চিরপ্রসূত। "গৃহমেধিভ্যো বহ্নিহান্ মরুদ্ভ্যঃ" (শুক্ল যজু° ২৪।১৬) 'বহ্নিহান্ চিরপ্রসূতান্' (বেদদীপ)

বসই, (•বেসিন্) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানাজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২২১ বর্গমাইল। পূর্ব্বে ইহার কতকাংশ সমুদ্রের খাঁড়িদ্বারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় উহা বসইদ্বীপ নামে পরিগণিত ছিল; কিন্তু এখন ঐ খাত শুকাইয়া যাওয়ায় দুইটী স্থল প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। ধান্য, কদলী, ইক্ষু ও পাণ এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। তুঙ্গল ও কামন নামক পর্ব্বতমালা এখানে বিস্তৃত। কামনদুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৬০ফিট্ উচ্চ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯°২০´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫১´২০´´ পূঃ। এখানে বোম্বাই, বড়োদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। পূর্ব্বে বসইদ্বীপ ও ভারতীয় বিভাগের মধ্যে জলনালী প্রবাহিত থাকায় পর্ত্তুগীজগণ জাহাজাদি রক্ষার উপযোগী স্থান বিবেচনায় গুজরাতপতি বাহাদুর শাহের নিকট হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিকার গ্রহণ করেন। উহার দুই বর্ষ পরে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। প্রায় দুই শতাব্দকাল এইস্থান পর্ত্তুগীজ অধিকারে থাকায়, ইহার এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হয় যে উহা সেই সময়ে Court of the North নামে পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে ঘোষিত হইত। তৎকালে এখানে বহুশত বণিকের বাস ছিল এবং তাঁহাদের যত্নে অনেক সুরম্য অট্টালিকায় নগর শোভিত হইয়াছিল। হিদল্‌গো নামক মহাধনবান্ ব্যক্তিরাই কেবল নগর মধ্যে বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পাইতেন, অপর সাধারণকে নগর বাহিরে বাস করিতে হইত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে মহামারী উপস্থিত হয়। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রায় অর্দ্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব খর্ব্ব হইলেও ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বসই নগরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয় নাই। তৎকালে পশ্চিমভারত মধ্যে এই একটীমাত্র নগর সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করিতেছিলেন। সুতরাং একের স্পর্দ্ধাশালী অভ্যুদয়ে অন্যের ক্ষীণমুখজ্যোতি আরও প্রভাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। মহারাষ্ট্র-সিংহের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত পর্ত্তুগীজদল অবসন্ন হইতে লাগিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে চিমনাজি অপ্পা সদলে অগ্রসর হইয়া বসই অবরোধ করেন। তিনমাস কাল দুইদিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ এবং অবরোধ-কষ্ট সহ্য করিয়া শেষে তাহারা আহারাভাবে মরাঠা সেনানীর করে আত্মসমর্পণ করিল। বসই নগর ও জেলা পেশবা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। মহারাষ্ট্র অধিকারে এই স্থান ব্যাঙ্কটনদী ও দমনের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের প্রধান বাণিজ্যস্থানরূপে মনোনীত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য বসই অধিকার করে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সাল্‌বাইর সন্ধি অনুসারে এই স্থান পুনরায় মহারাষ্ট্রকরে সমর্পিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবার সিংহাসনচ্যুতির পর এই স্থান ইংরাজের শাসনাধীন হইয়া ঠানাজেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাচীন বসই নগরের প্রাচীর ও প্রাকারাদি আজিও বিদ্যমান আছে। ঐ প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট এন্থোনি, সেণ্টপল, ও ডোমিনিকান কন্‌ভেণ্ট প্রভৃতি খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে।

বসই (বেসিন) ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের পেগু বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। ভূ-পরিমাণ ৭০৮৭ বর্গ মাইল। আরাকান-পর্ব্বতমালা মধ্যদেশে বিলম্বিত থাকায়, ইহার পশ্চিমার্দ্ধ গণ্ডশৈলে সমাকীর্ণ এবং পূর্ব্বার্দ্ধ ইরাবতী নদীর তিনটী প্রধান শাখায় বিস্তৃত থাকায় বিশেষ উর্ব্বর।

এই জেলার বঙ্গোপসাগরকূলে নেগ্রিস ও পাগোডা নামে দুইটী অন্তরীপ আছে। উপকূলভাগে কোথাও বনমালা-সমাচ্ছাদিত এবং কোথাও বা বালুকাময় ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। প্যামল, পিয়াম্, রবে দায়েস্থ্য, বসাই, থেক্কয় থু প্রভৃতি কএকটী নদী সমুদ্রগর্ভে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

এই জেলার কোনও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। টলেমী ভারতীয় নদীবর্ণনাস্থলে গঙ্গার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী যে সমস্ত নদী ও পর্ব্বতাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বসই নদীর নাম পাওয়া যায়। তলৈঙ্গ রাজেতিহাসে (৮২৫ খৃষ্টাব্দে) বসইর ৩২টী নগরের নাম লিখিত আছে। ঐ সময় এই স্থান পেগুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে উম-মদন-দি নাম্নী জনৈক তলৈঙ্গ-রাজকন্যার রাজত্বকালে ব্রহ্মবাসিগণ বসই অধিকার করিয়া লয়। রাজেতিহাস-মতে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ পুনরায় পেগুর শাসনাধীন হয়। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে তলৈঙ্গসম্রাট্ রজধীরিৎ রাজাসনে আসীন হইলে ম্যোঙ্গ-ম্যার শাসনকর্ত্তা লৌক্-ব্যা ব্রহ্মরাজের সাহায্যে পেগু-জয়-মানসে সৈন্যচালনা করেন। এই সময় হইতে কিছুকাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গবর্ণর নেগ্রিসে একটা ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। প্রথম অভিযানে বিফলমনোরথ হইলেও ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে নেগ্রিস ইষ্ট-ইণ্ডিয়া

কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়; কিন্তু ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ তথায় প্রকৃত প্রস্তাবে আসর জমাইতে পারে নাই। ঐ সময়ে পেগু ও ব্রহ্মবাসিগণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইংরাজগণ ব্রহ্মের পক্ষ এবং ফরাসীগণ তলৈঙ্গ-রাজগণের পক্ষাবলম্বন করেন। এই সাহায্যের জন্য ফরাসীগণ সিরিয়াম নামক স্থান প্রাপ্ত হন এবং তথায় একটী বাণিজ্যের আড্ডা স্থাপিত করেন।

ইহার পর ব্রহ্মরাজ ইংরাজ বণিকগণের কুঠী দেখিবার জন্য নেগ্রিসে একজন দূত প্রেরণ করেন। ইংরাজসেনানী বেকার তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বসই ও নেগ্রিসের কুঠী যে ভূমির উপর স্থাপিত ছিল সেই স্থানের দানপত্র লইবার জন্য কএকজন ইংরাজকর্ম্মচারী ব্রহ্মরাজসমীপে উপস্থিত হন, কিন্তু ঐ সময়ে বিশেষ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজগণ রেঙ্গুনের নিকটে তলৈঙ্গদিগের বিশেষ সহায়তা করিতেছিল। ব্রহ্মরাজ বিশেষ কারণ না বুঝিয়া ইংরাজের ঈদৃশ ব্যবহারে চটিয়া যান এবং তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে মনে করিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নেগ্রিস ও বসইর ইংরাজাধিকৃত ভূমি এই বণিকসম্প্রদায়কে চিরদিনের মত ছাড়িয়া দেন। ইহার জন্য তিনি ইংরাজগণের নিকট হইতে কোনরূপ কর লইতেন না। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নেগ্রিস হইতে ইংরাজের বাণিজ্য-আড্ডা তুলিয়া দেওয়া হয়। কএকজনমাত্র ইংরাজের সম্পত্তিরক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৎসরেই ব্রহ্মপতি নিষ্ঠুররূপে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করেন, কিন্তু ব্রহ্মপতি কিছুতেই আর ইংরাজদিগকে নেগ্রিসে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

এই সময় হইতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ উপনিবেশ স্থাপন-বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই। উক্ত যুদ্ধে বসই নগর ইংরাজের হস্তগত হয়। যান্দাবুব সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মগণ পেগু পরিত্যাগ করিলে পর প্রত্যর্পিত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হইতে এই স্থান ইংরাজের অধিকারে রহিয়াছে। পেগু ইংরাজের শাসনভুক্ত হইলে সমগ্র বেসিন জেলায় অরাজকতা দেখা দেয়। এই সময়ে পর্ব্বত-বাসী দস্যুদল ব্রহ্মরাজের সামন্ত হইয়া নানাস্থান লুটপাট করিতে থাকে এবং স্থানে স্থানে আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমেই একটী অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইরাবতী তীরবর্ত্তী যে সমস্ত গ্রামবাসী ইংরাজের ষ্টীমারে কাষ্ঠাদি যোগাইত, তাহাদের গ্রামগুলি ঐ দস্যুগণ জ্বালাইয়া দেয়। এই সময়ে ইংরাজরাজ সুশাসন বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দস্যুদল-দমনে অগ্রসর হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ফিচে দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্ হইতে বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইতে সমর্থ হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহী দস্যুদলের উপদ্রবে এই প্রদেশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের সাহায্যে খে-তু ও ক্য-জন্-হ্লা নামক দুইব্যক্তি দলবল সংগ্রহ করিয়া কএকটী নগর অধিকার করে; কিন্তু ইংরাজসেনাহস্তে শীঘ্রই ঐ রাজদ্রোহিগণ দণ্ডিত হয়; তদবধি এই স্থান ইংরাজের অধিকারে রহিয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। বসই নদীর বামকূলে অবস্থিত। বসই নগর উহার সদর।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। ইরাবতী নদীর 'ব' দ্বীপাংশে বসই নদীর উভয়তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪° ৪৮´ ১০´´ পূঃ। এই নগর এখানকার একটী প্রধান বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া গণ্য। নদীর বামতীরে নগরের জে-চৌঙ্গ বিভাগে খে-মূ-হৎব পাগোডা এবং ইংরাজের দুর্গ, বিচারগৃহ ও ধনাগার প্রভৃতি রহিয়াছে।

ইংরাজাধিকারে এখানকার বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে। খদির, গালা, সীসক, চকোরকাষ্ঠ ও ধান্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশীয় দ্রব্যবিক্রয়ার্থ এই বন্দরে আনীত হইয়া থাকে। ষ্টীমার যোগে এখানকার অধিকাংশ পণ্য দ্রব্য রেঙ্গুণ নগরে আনীত হয়। গ্রীষ্মের সময় নদীর জল কমিয়া আসিলে বাণিজ্যতরী-যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা হয়।

ব্রহ্মরাজ অলোঙ্গপায়ার (আলোম্প্রা) শাসন সময়ে এই নগর জনহীন হয়, কিন্তু এখানে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত না থাকায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। শুনা যায় যে, তলৈঙ্গ-রাজকন্যা উমৎমদনী ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। রাল্‌ফফিচ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভ্রমণকারিগণ এই স্থানকে 'কস্‌মিন' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব নাম কুশীম নগর ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রারম্ভেও এখানে সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময়, এখানকার শাসনকর্ত্তা নগরটী অগ্নিদগ্ধ করিয়া লে-ম্যএৎকে নামক স্থানে পলায়ন করেন। যুদ্ধের পর নগরবাসিগণ পুনরায় আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করে এবং ক্রমে নানা গৃহাদিতে সুশোভিত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে ইংরাজানুগ্রহে এই স্থান নানা প্রকারে উন্নত হয়। দরিদ্র প্রজাবৃন্দের উপকারার্থ এখানে হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৪ ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যের ইরাবতী-বিভাগে প্রবাহিত

একটী নদী। দগা ও পদ্মাবতী ইহার দুইটী প্রধান শাখা। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রমুখে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। নেগ্রিসদ্বীপ এই নদীর মোহানায় অবস্থিত। উহার পশ্চিম পার্শ্বে বন্দরের উপযোগী; কিন্তু পূর্ব্বদিকে পর্ব্বত থাকায় জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে না। নদীমুখ হইতে ৭৫ মাইল উপরে উঠিলে বসই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়।

বসন্তপুর, বাঙ্গালার খুলনা জেলার উত্তর সীমাবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কালিন্দী ও যমুনানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°২´১৫´´ পূঃ।

এখানে চাউলের প্রচুর বাণিজ্য হইয়া থাকে। কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্য সংস্রব রক্ষার জন্য উক্ত নদীপথে সুন্দরবন দিয়া দেশীয় ব্যবসায়িগণ যাতায়াত করে। এখানে নৌকাদি সংস্কার ও খাদ্যাদি সংগ্রহের সুবিধা থাকায় সকলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

বসন্তপুর, মুজফর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। লালগঞ্জ হইতে সাহেবগঞ্জ যাইবার রাস্তা এখানে বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইহার উত্তরাংশে কেবলপুরের নীলকুঠী অবস্থিত।

বসন্তর, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী অনেকগুলি পার্ব্বতীয় স্রোতে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া ইরাবতী নদীতে মিশিয়াছে।

বসব, (বসবন্ন) দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রাচীন লিঙ্গায়ত মতের সংস্কার সাধন করিয়া তিনি নিজমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিঙ্গলেশ্বরের আরাধ্য ব্রাহ্মণবংশে[১] মদেঙ্গ মদমন্ত্রীর ঔরসে মদল অরসুর গর্ভে অবতীর্ণ হন।[২] বাল্যকালে উপনয়ন সংস্কারের সময় গায়ত্রী মন্ত্র-জপকালে, অন্যের উপাসনা করিতেছি জানিয়া তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিলেন এবং সাধারণের সমক্ষে ঈশ্বর বা শিব ভিন্ন তিনি দ্বিতীয় গুরু গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। পুত্রকে এইরূপ বিদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া পিতা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই দেবচরণাভিলাষী বালক পিতার কথায় কাণ দিল না। এই অবাধ্যতাদোষে তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। গুণবতী ভগিনী পদ্মাবতী দেবীও তাঁহার পদানুসরণ করেন। উভয়ে ক্রমে দেশদেশান্তর অতিক্রম করিয়া ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ নগরে উপস্থিত হইলেন।[৩]

এই রাজধানীতে তাঁহার মাতুল দণ্ডনায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজ ভাগিনেয়কে আশ্রয় দিলেন এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহার উন্নতির পথ মুক্ত করিলেন। ক্রমে বসবের অদৃষ্টলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন দেখিয়া, তদীয় মাতুল স্বীয় কন্যা গঙ্গামাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। নিজে সংসার-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি ভগিনীর উপায় দেখিতে লাগিলেন। কল্যাণের জৈন নরপতি বিজ্জলের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। রাজানুগ্রহে ক্রমে বসব প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে রাজ্যের সকল কার্য্যই তিনি দেখিতে লাগিলেন। পুরাতন কর্ম্মচারিগণ বিতাড়িত ও তাঁহার আত্মীয়গণ অনুগৃহীত হইলেন। প্রজাসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার দানে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল।

এইরূপে রাজ্যমধ্যে নিজ প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক তিনি জৈন, স্মার্ত্ত, ও বৈষ্ণবাদি মত খণ্ডন করিয়া লিঙ্গোপাসনাই মহৎ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণবিদ্বেষের পূর্ণাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মতে বালক বা বালিকাবিবাহ অতীব অন্যায় এবং দেবোপাসনাকালে পার্থিব ক্রিয়াকাণ্ড সকলই অমূলক ও অপবিত্র। মদ্যপান ও মাংসাদি ভোজন নিষিদ্ধ থাকায় বহুশত জৈনধর্ম্মাবলম্বীও তাঁহার দলভুক্ত হয়। জৈনসম্প্রদায়ের উত্তেজনায় অথবা বসবের আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিজ্জল বসবকে বন্দী করিতে স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যবৃন্দ দলে দলে বসবশিষ্যসম্মুখে পরাজিত হইতে লাগিল। স্বয়ং নরপতি তাহাদের হস্তে পরাস্ত হইয়া বসবকে সচিবপদে পুনরভিষিক্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

জৈন আখ্যায়িকা-পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াই বসব রাজার প্রাণ সংহার করিতে কৃতসংকল্প হন। কোলহাপুরের শিলাহার-রাজকে পরাস্ত করিয়া যখন বিজ্জল ও বসব রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ভীমা নদীতীরে বিষপ্রয়োগে রাজার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রাজপুত্র মুরারিরায় প্রতিহিংসা লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়াই বসব উত্তর কাণাড়ার

(১) ইহারা 'বীর শৈব' ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত।

(২) উক্ত দম্পতিদ্বয় কায়মনোবাক্যে শিবের উপাসনা করায় দেবাদিদেব তুষ্ট হইয়া স্বীয় অনুচর নন্দীকে তাহাদের পুত্ররূপে প্রেরণ করেন। কণাড়ী ভাষায় বসবশব্দের অর্থ শিবের ষাঁড়। শিবদাস বলিয়াই এই পুত্রের বসব নাম রাখা হয়।

(৩) এই সময়ে এখানে কলচুরিবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

উলী নগরাভিমুখে পলায়নপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের আগমন ভয়ে কূপমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

লিঙ্গায়ত উপাখ্যানানুসারে জানিতে পারা যায় যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ীগণের আধিপত্য দেখিয়া জৈনরাজ বিজ্জল বসবের দুইজন প্রিয় অনুচরের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেন। বসব কল্যাণরাজকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক সঙ্গমেশ্বর তীর্থে গমন করেন এবং রাজার কৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তিনি অন্যতম শিষ্য জগদেবকে ভার দিয়া যান। জগদেব আর দুইজন অনুচরের সহিত সন্ন্যাসীবেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজাকে নিহত করেন।[১] রাজার বিয়োগে রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, এই অন্তর্বিপ্লবে কল্যাণ-রাজধানী শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বসব সঙ্গমেশ্বরে থাকিয়া সকল শুনিলেন। জীবধ্বংসে তিনি মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। জীবন-বহন অতীব কষ্টকর বোধ হইল। তাঁহার প্রার্থনানুসারে পার্ব্বতীদেবী তাঁহাকে স্বর্গপুরে লইয়া গেলেন।

অপরাপর লিঙ্গায়ত গ্রন্থে লিখিত আছে, বসব অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া সাধারণের চিত্তহরণ করেন। এই অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দান-কার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। একদা কোন রাজামাত্য রাজসকাশে যাইয়া নিবেদন করে যে বৎসরের দানে তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল। রাজা বসবকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সরলভাবে ধনাগারের চাবী তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা তাঁহার সহাস্যমূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলেন। রাজকোষ পরিদর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন।[২]

বসবের ধর্ম্মমত এইরূপ :—একমাত্র জগৎপতিই জীবমাত্রের রক্ষাকর্ত্তা। ঈশ্বরের নিকট পরিচিত হইতে অথবা ঈশ্বর-চরণে স্থান পাইবার অভিলাষে কোন উপাসককেই যাগযজ্ঞ, উপবাস, তীর্থযাত্রা বা কৃচ্ছ্রসাধনাদি করিবার আবশ্যকতা নাই। লিঙ্গধারী নরনারীগণ উভয়েই সমান। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ক্ষমতা কিছুতেই কম হইতে পারে না, সুতরাং রমণীগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ স্বামীনির্ব্বাচনে সমর্থা। লিঙ্গধারী শিব-উপাসকগণ যখন সকলেই সমান, তখন তাঁহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিভেদ থাকিবার কোন কারণ নাই। লিঙ্গধারী প্রকৃত দেব-ভক্তগণ কিছুতেই অপবিত্র হইতে পারেন না; জাতকর্ম্ম, ঋতু, ও মৃতাশৌচ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যুর পর শিবভক্তের স্বর্গে গতি হয়, সেই পবিত্র আত্মা আর নীচযোনি প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং তাহার স্বর্গগমন কামনায় কোন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। শিবই একমাত্র জগতের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বতোভাবে লিঙ্গধারীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত গ্রহদোষের ও ভূতযোনির অধিকার লিঙ্গায়তগণের উপর সম্ভবপর নহে।

(১) Madras Journal of Lit & Science, xi. p. 145

(২) তাঁহার দান সম্বন্ধে অনেক পরিচয় Wilson Mackenzie Collections p. 306-307. দ্রষ্টব্য।

বসবী, শিবোপাসক লিঙ্গায়ত রমণীমণ্ডলী। দাক্ষিণাত্যের ধারবার জেলায় এই সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীগণের সংখ্যা অধিক। বসবন্ন ও মল্লিকার্জ্জুন ইহাদের প্রধান দেবতা। ধারবাড় জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। ইহারা মদ্যপায়ী বা মাংসভোজী নহে। সকলেই নিরামিষ ভোজন করে। অলঙ্কারাদি ধারণে ইহাদের কোন বাধা নাই। গলদেশে রূপার লিঙ্গধারণ ও বিভূতিমর্দ্দন ইহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিনয়ী ও আতিথেয়ী। জাতীয় সভায় এবং বিবাহাদি কার্য্যে ইহারা গৃহস্থরমণীগণের সহিত যোগদান করিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বর ও কন্যার সমক্ষে ইহারা বর্ত্তিকা জ্বালিয়া আরতি করিয়া থাকে। দেবপূজার পরিচর্য্যা ও লিঙ্গায়তরমণীসভায় রমণীগণের অভ্যর্থনা করা ইহাদের প্রধানকার্য্য। ইহারা বিবাহাদি করে; কিন্তু উপপতি গ্রহণেও বিশেষ কোন বাধা নাই। নিজ নিজ ভরণপোষণের জন্য এই পরিচারিকাগণ লিঙ্গায়তসমিতি হইতে মাসহারা পাইয়া থাকে। বসবী পরিচারিকা ও চলবড়ী পরিচারক না থাকিলে লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায় পূর্ণ হয় না। যদি তাহাদের কন্যা বা পুত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহারা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

বসহর, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৩৩২০ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসী প্রায় সমস্তই হিন্দু। ১৮০৩ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য গোর্খা-সর্দ্দারের অধীন থাকে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক গোর্খা-প্রভাব ক্ষীণ হইলে এই স্থান পুনরায় পূর্ব্বতন রাজকরে সমর্পিত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব কমাইয়া দেন। রাজা সমশের সিংহ বাহাদুর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইহারা রাজপুতবংশীয়। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে বসহররাজকে ইংরাজরাজের সৈন্য সাহায্য করিতে হয়।

বসহরি, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বসালৎজঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের অদোনী প্রদেশের মুসলমান শাসন-কর্ত্তা, সলাবৎজঙ্গের ভ্রাতা। ইনি ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বন্দিবাসে প্রথম যুদ্ধের পর ফরাসী সেনানী বুসীর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণের প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন।

বসুন্দিয়া, যশোর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ভৈরবনদী-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২৪´ পূঃ। যশোর নগরের ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত; এখানে যশোরের প্রধান হাট আছে। নৌকাযোগে চিনি, চাউল প্রভৃতি যে সকল মালপত্র যশোরে আইসে, তাহা এই স্থানে খালাস হয় এবং তাহা গাড়ী করিয়া যশোর নগরে আনীত হইয়া থাকে।

বসুরহাট, (বশীরহাট) বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৬৩ বর্গমাইল। বাদুড়িয়া, হরুয়া, বসুরহাট ও হুসেনাবাদ থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৫৩´ ৩৫´´ পূঃ। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে।

বস্ত (পুং) বস্যতে যজ্ঞার্থং বধ্যতে ইতি বস্ত-ঘঞ্। সকলের বাসয়িতা (আদিত্য)। "খানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ" (ঋক্ ১।১৬১।১৩) 'বস্তঃ সর্ব্বস্য বাসয়িতা আদিত্যঃ, বসেরৌণাদিকস্ত-প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)। ২ পশু, ছাগ। "বস্তো বয়ো বিবলং ছন্দঃ" (শুক্ল যজুঃ ১৪।৯) 'বস্তঃ অজঃ' (বেদদীপ)

"যস্য বস্তসমো গন্ধো গাত্রে শবসমোঽপি বা।
তস্যার্দ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনো নৃপজীবিতম্॥"
(মার্ক° পু° ৪৩।১২)

বস্তকর্ণ (পুং) বস্তস্য ছাগস্য কর্ণাকৃতিঃ পত্রাবচ্ছেদে অস্ত্যস্যেতি, বস্তকর্ণ অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ শালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ অজ-কর্ণক। ৩ ধূনার গাছ। (রাজনি°)

বস্তগন্ধক (পুং) অরুণতুলসীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বস্তগন্ধা (স্ত্রী) বস্তস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্যাঃ। ১ অজগন্ধা। (রাজনি°) ২ ক্ষেত্রযমানী, চলিত রাধুনী। (চক্রদ° গ্রহণীচি°)

বস্তগন্ধাকৃতি (স্ত্রী) পুত্রদাত্রী লতা। (বৈদ্যকনি°)

বস্তমোদা (স্ত্রী) বস্তং ছাগং মোদয়তীতি মুদ-নিচ্-অণ্। ১ অজমোদা। ২ বনযমানী। (রাজনি°)

বস্তবাসিন্ (ত্রি) ছাগের ন্যায় শব্দকরী।

বস্তশৃঙ্গী (স্ত্রী) মেষশৃঙ্গী। (নিঘণ্টু প্র°)

বস্তান্ত্রী (স্ত্রী) বস্তস্যেব অন্ত্রমস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ছাগলান্ত্রী-ক্ষুপ, পর্য্যায়—বৃষগন্ধাখ্যা, মেষান্ত্রী, বৃষপত্রিকা, অজান্ত্রী, বকড়ী। ইহার গুণ কটু, কাসরোগনাশক, বীজপ্রদ ও গর্ভ-জনক। (রাজনি°)

বস্তার, মধ্যপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী মিত্ররাজ্য। ভূপরিমাণ ১৩০৬২ বর্গমাইল। এই সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর জগদলপুরে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।

এই রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগ পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছাদিত। পূর্ব্বভাগের অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিট্ উচ্চ। এখানে নানাবিধ শস্য প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বেলাদীলা নামক পর্ব্বতমালা দন্তিবাড়ার নিকট হইতে ককুদের ন্যায় উন্নত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে।* ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গদ্বয়ের নাম নন্দিরাজ ও পিতুর রাণী। ঐ সকল পর্ব্বত-গাত্র বহিয়া অসংখ্য জলধারা প্রবাহিত। ঐগুলি স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া শবারী, ইন্দ্রবতী ও তাল নাম ধারণ করিয়া গোদাবরী নদীতে মিলিত হইয়াছে। বালুকা ও কর্দ্দমমিশ্রিত স্থানসমূহ এইরূপে জলসিক্ত হওয়ায় এখানে পর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। এখানে লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানবাসীরা তাহার কোন সদ্ব্যবহার করে না।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে গোঁড় জাতিরই প্রাধান্য অধিক। জগদলপুরে কএকঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে। তাহারা মাংস ও মৎস্যপ্রিয় এবং গাদিবা নামক গোয়ালাজাতির হস্তে জলপান করে। এখানে ধাকর নামে ব্রাহ্মণজ এক নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহারাও উপবীত ধারণ করে।

দন্তেশ্বরী বা মৌলী (ভবানী ও কালী) এবং মাতাদেবী এখানকার সাধারণের উপাস্য দেবতা। উচ্চ বংশীয়েরা হিন্দুর অপরাপর দেবদেবীরও পূজা করেন। দন্তেশ্বরী এখানকার রাজবংশের কুলদেবতা। দেবীর অনুগ্রহে এই রাজবংশ হিন্দুস্থান হইতে বরঙ্গুলে যাইয়া রাজপাট স্থাপন করে। পরে মুসলমান কর্ত্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইলে, দেবীর সঙ্গে তাহারা দন্তিবাড়ে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে দেবীর অবস্থানের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হয়। দেবীর লোলরসনা তৃপ্তির জন্য এখানে নরবলি প্রদত্ত হইত। তন্নিবারণের জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরে একজন স্বতন্ত্র রক্ষক নিযুক্ত হয় এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী বলির জন্য ইংরাজরাজ দায়ী রহিলেন। ঐ দেবীমূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বদাই তিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা রহিয়াছেন। কাহারও কোন অভীষ্ট জানিতে হইলে দেবীর মস্তকে ফুল দেয়। ঐ পুষ্পরাশি বামে বা দক্ষিণে পতিত হইলে কার্য্যের ইষ্টানিষ্ট বুঝা যায়। একপ্রকার মোটা কাপড় ভিন্ন এখানে আর কোনরূপ বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। যাহা আবশ্যক হয়, তৎসমুদায় নাগপুর, রায়পুর, নিজামরাজ্য ও ছত্রিশগড় প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হইয়া থাকে।

এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। রাজা ভাই রামদেও অপুত্রক হওয়ায় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ইহাদের দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা নাই; কিন্তু একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনে উপবেশন করিবার অধিকারী। এখানে উলাউঠা জর

প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব আছে। বসন্ত সংক্রামিত হইলে মাতাদেবীর উপাসনায় সকলেই মত্ত হয়। ঐ সময় তাহারা রোগীকে (যাহার শরীরে দেবীর প্রবেশ হইয়াছে) অতি যত্নে রক্ষা করে। আমাদের বসন্ত হইলে আমরা শীতলাদেবীর চরণে যেরূপ মানস ও পূজাদি করিয়া থাকি, তাহারাও ঠিক মাতাদেবীর প্রতি তদ্রূপ পূজা করে। আমাদের ন্যায় তাহারাও দেবীর চরণামৃত ভিন্ন রোগীকে অপর কিছুই পাইতে দেয় না।

বস্তি, বারাণসী-বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন। ভূপরিমাণ ২৭৫২ বর্গমাইল। নেপালের পর্ব্বতমালা ও ঘর্ঘরা নদীর মধ্যে অবস্থিত। জেলার সমগ্রস্থান পর্ব্বতময়। তরাই প্রদেশের ন্যায় কোথাও উচ্চ এবং কোথাও বা নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত। মধ্যভাগে রাপ্তি ও কুয়ানা নদী প্রবাহিত থাকায় জেলাটী তিনটী স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তর বিভাগ পর্ব্বতসমাকীর্ণ তরাই ভূমি, মধ্যভাগ উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী এবং ঘর্ঘরা ও কুয়ানার মধ্যবর্ত্তী নিম্নভাগ জলশূন্য বলিলেও চলে। এখানে কৃত্রিম উপায়ে জলসিঞ্চন করিয়া শস্যরক্ষা করিতে হয়। রাপ্তি, বুড়ী রাপ্তী, আরা, বাণগঙ্গা, মসম্বি, অমি, কুয়ানা, কুড়া, কোটনাইয়া ও ঘর্ঘরাই এখানকার প্রধান নদী। একমাত্র রাপ্তী ও ঘর্ঘরাতেই বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারে। বখিরা বা বদনা, পাথরা চাউর ও চণ্ডুতাল নামক কএকটী হ্রদ আছে। এই জলাশয়সমূহে নানা জাতীয় পক্ষী বিচরণ করে। বনসীর রাজা মৃগয়াভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য চাউর ও পাথরার হ্রদবিচরণকারী জীবগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে এই জেলা জঙ্গলময় ছিল; সুতরাং কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা এস্থানে ঘটে নাই। ১৮০১ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান গোরখপুরের অধীন থাকে। তৎপর হইতে এখানে আর কোন রাজকীয় ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৪৩ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। কুয়ানা নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৮´ পূঃ।

বস্তিশেখ, পঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী স্থান। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শেখ দরবেশ নামা জনৈক মুসলমান এই ক্ষুদ্র নগর স্থাপন করেন।

বস্ত্রি (অব্য) ক্ষিপ্র। (সায়ণ)

বহ, বৃদ্ধি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্, ইদিৎ। লট্ বংহতে। লোট্ বংহতাং, লিট্ ববংহে। লুঙ্ অবংহিষ্ট।

বহরম, 'কিস্সই সঞ্জান' নামক পারসী ইতিহাস-প্রণেতা। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়।

বহরমপুর, (বারহাম্পুর) বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানেই উক্ত জেলার বিচার-সদর ও সেনা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাগীরথী নদীর বামকূলে মুর্শিদাবাদ রাজধানী হইতে ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বিখ্যাত পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মীরজাফরের সনদ অনুসারে প্রাপ্ত ভূমির উপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজগণ এই নগরে সেনাবাস জন্য বারিক নির্ম্মাণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দেই সেনাস্থাপনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। অবশেষে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের নবাব মীর কাশিমের বিদ্রোহের পর তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয়। তৎপরে পুনর্বিদ্রোহ হইতে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তাবিত বারিক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৫এ ফেব্রুয়ারী এখানেই সর্ব্বপ্রথম ১৯শ দেশীয় পদাতিকদলের মধ্যে বিদ্রোহলক্ষণ সূচিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে আর সেনাদল রক্ষিত হয় না।

বহরমপুর, (বারহাম্পুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৪৭৫ বর্গমাইল।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। ইহার প্রাচীন নাম ব্রহ্মপুর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং সেনা-নিবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। অক্ষা° ১৯° ১৮´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪৭´ ৫৩´´ পূঃ। এখানে চিনি এবং চীন ও বাঙ্গালাজাত গুটী হইতে প্রস্তুত রেশমের বিস্তৃত কারবার আছে। এই নগরটী পর্ব্বত-শ্রেণীর উপর অবস্থিত। এই প্রাচীন নগরের অনতিদূরে বউপুর নাম স্থানে সেনাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে।

বহরম শাহ, গজনীর অধিপতি। ৩য় মসাউদের পুত্র, স্বীয় খুল্লতাত সুলতান সঞ্জায়ের সাহায্যে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে ১১১৪ খৃষ্টাব্দে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় ৩৫ চান্দ্র বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়া ১১৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি আলাউদ্দীন্ হসন্‌ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া লাহোর রাজধানীতে পলায়ন করেন। উক্ত বৎসরে এখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র খুস্রু লাহোরের শাসনভার গ্রহণ করেন। কবি শেখ সনোই ও আবুল মজদ বিন্ আদম্ অল্ গজনাবী তাঁহার সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

বহরম শাহ, মইজ উদ্দীন্, জনৈক দিল্লীর সম্রাট্। সুলতান রুকন্ উদ্দীন্ ফিরোজের পুত্র।[১] তিনি ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সুলতান রিজিয়াকে হত্যা করিয়া রাজা হন।[২] তিনি একজন

(১) ফিরিস্তা বহরমকে আল্‌তমাসের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) তবকৎই নাসিরি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে রিজিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কারামুক্ত হইয়া রিজিয়া ও আলতুনিয়া পুনরায় দিল্লী অধিকারে প্রয়াস পান। কিন্তু তাহারা রণে পরাজিত হইয়া হিন্দুহস্তে নিহত হন। *Elliot Vol. II. p. 337.*

নির্ভীক যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কতকগুলি গুণও ছিল। তিনি রাজার ন্যায় বেশভূষা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন।

তাঁহার শাসন-সময়ে সাধারণের সম্মতিক্রমে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন্ ঈতিগিন্ সহকারীরূপে রক্ষাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। দুই বৎসর রাজ্যশাসনের পর তিনি রাজমন্ত্রী উজীর নিজাম উল্‌মুলক্ মহ্‌জব উদ্দীনের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তাহার পর সুলতান আল্‌তমাসের পুত্র আলাউদ্দীন্ মসাউদ রাজা হন।

বহরমান্দ খাঁ, মীর্জা বহরমের পুত্র সম্রাট্ আলমগীরের প্রধান অমাত্য। রুহ্‌উল্লা খাঁর মৃত্যুর পর ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক মীর বক্সী পদে অভিষিক্ত হন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে বাহাদুরগড়ে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল।

বহরাম ঘোর, ইরাণরাজ্যের জনৈক অধিপতি। ইনি রাজাসনে আসীন হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনপূর্ব্বক প্রজার হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থান-দর্শনাশায় প্রণোদিত হইয়া তিনি স্বীয় রাজ্যভার ভ্রাতা জসীর স্কন্ধে অর্পণ করিয়া বণিকের বেশে সদলে হিন্দুস্থানে সমাগত হন। এই সময়ে সিন্ধুপ্রদেশে রায়বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে ইরাণীয় বণিক বলিয়া পরিচয় দেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি রাজার সৈন্যসামন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজ্যমধ্যে মত্তমাতঙ্গের উপদ্রব হইলে বহরাম স্বয়ং তাহাকে নিহত করিয়া রাজার প্রীতিভাজন হন। ক্রমে রাজার সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য গাঢ়তর হইতে লাগিল। কোন প্রবলপরাক্রম বিপক্ষ সিন্ধুরাজ্য আক্রমণ করিলে বহরাম ঐ বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রাজা ও বহরাম একদিন মদ্যপান করিতেছেন, এমন সময়ে নেশার খেয়ালে বহরাম ভুলিয়া আত্মপরিচয় দান করেন। রাজা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। শেষে বহরামের প্রার্থনামতে স্বীয় অলোকসামান্যা কন্যারত্ন দান করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহরাম্ প্রজাবর্গকে মহোল্লাসে দিনযাপন করিতে আদেশ দেন; কিন্তু ইহাতে রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইলে অর্দ্ধেক সময় কার্য্যে ও অপরার্দ্ধ আমোদে কাটাইতে নির্দ্দেশ করেন। পারস্য রাজ্যের সোলী নর্ত্তকীগণ হিন্দুস্থান হইতে তৎকর্ত্তৃক এখানে আনীত হয়। তিনি তাহাদের বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ করিয়া দেন। এখানে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

বহল (পুং) উহ্যতে অনেনেতি বহ-বাহুলকাদলচ্। ১ পোত। (হারাবলী) (ত্রি) ২ দৃঢ়। ৩ বহুল, প্রচুর।

"রসাবস্তাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।" (উত্তররামচ° ১ অঃ) ৪ স্থূল। (ভাবপ্র°) (পুং) ৫ ইক্ষু। (বৈদ্যকনি°)

বহলগন্ধ (ক্লী) বহলঃ প্রচুরো গন্ধো যস্য। শম্বরচন্দন। (রাজনি°)

বহলগন্ধকৃৎ (পুং) পক্ষিরাজ শালিধান্য, পক্ষিরাজধান।

বহলচক্ষুস্ (পুং) বহলানি প্রচুরাণি চক্ষুংষীব পুষ্পাণ্যস্য। মেষশৃঙ্গী। (রত্নমালা)

বহলতা (স্ত্রী) বহলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রচুরতা, প্রাচুর্য্য, বলের ভাব বা ধর্ম্ম।

বহলত্বচ্ (পুং) বহলা দৃঢ়া ত্বক্ বল্কলং যস্য। ১ শ্বেতলোধ্র। ২ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বহলদল (পুং) কৃষ্ণশোভাঞ্জন, চলিত কালসজিনা। (বৈদ্যকনি°)

বহলবর্ত্মন্ (ক্লী) নেত্রবর্ত্মগত রোগভেদ। লক্ষণ—

"বর্ত্মোপচীয়তে যস্য পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ।
সবর্ণাভিঃ সমাভিশ্চ বিদ্যাদ্বহলবর্ত্ম তৎ॥" (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৩ অঃ)

বর্ত্মদেশের যেরূপ বর্ণ, সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা বর্ত্মের চতুষ্পার্শ্বে সমানভাবে জন্মিলে তাহাকে বহলবর্ত্ম কহে।

বহলা (স্ত্রী) বহলানি প্রচুরাণি পুষ্পাণি সন্ত্যস্যাঃ। অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ শতপুষ্পা। (রাজনি°) ২ স্থূলৈলা, বড় এলাচ। "এলা তু বহলা স্থূলা মালেয়ং তারকাফলম্।"

(বৈদ্যকরত্নমালা)

বহলাঙ্গ (পুং) মেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

বহাউদ্দীন্ নক্সবন্দ শেখ, জনৈক মুসলমান ফকির। ইনি সুফি সম্প্রদায়ের নক্সবন্দী শাখা প্রবর্ত্তন করিয়া সমধিক খ্যাতিলাভ করেন। ইনি 'হইবৎনামা' নামে একখানি নীতিমূলক ও 'দলিল-ই-আশিকিন' নামে একখানি স্বীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পারস্য রাজ্যের হরফা নগরে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বহাউদ্দীন্ বলদ মৌলানা, জনৈক মুসলমান সাধু, বাল্হিক-(বাল্‌খ) দেশবাসী খ্যাতনামা জলাল্ উদ্দীন্ মৌলবী রুমীর পিতা। খাজারিমের শাসনকর্ত্তা সুলতান মহম্মদ উদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সুফি-সাম্প্রদায়িক মতে তাঁহার একান্ত ভক্তি থাকায় তিনি তন্মত-প্রচার-মানসে ঐ ধর্ম্মতত্ত্বের বিষদ ব্যাখ্যা প্রকটিত করেন; তাঁহার এই বক্তৃতাশ্রবণমানসে পারস্যের নানাস্থান হইতে দলে দলে মুসলমানগণ আগমন করিত। জীবনের শেষাবস্থায় তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া তুরুস্ক রাজ্যের কোণিয়া নগরে যাইয়া বাস করেন। এখানে ১২৩০ বা ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এই সম্প্রদায়ের প্রধান গুরুর আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বহাউদ্দীন্ জাকারিয়া শেখ, মুলতানবাসী মুসলমান ফকির। কুতবউদ্দীন্ মহম্মদের পুত্র ও কমালউদ্দীন্ কুরেশীর পৌত্র। মূলতানের অন্তর্বর্ত্তী কোটকরোড় নগরে ১১৭০ খৃষ্টাব্দে (৫৬৫ হিঃ) তাহার জন্ম হয়। পাঠকার্য্য সমাধা করিয়া তিনি বোগদাদনগরে গমন করেন এবং তথায় শেখ সহাবউদ্দীন্ সুহরবারীর শিষ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে মূলতানে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ফকিরউদ্দীন্ শকরগঞ্জের সহিত পরিচিত হন। ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে (৬৬৫ হিঃ) ১০০ চান্দ্রবৎসর বয়সে মূলতান নগরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। ভারতবর্ষীয় শ্রেষ্ঠতম মুসলমান সাধুগণের মধ্যে তিনি একজন। তিনি পুত্রদিগকে অতুল ধনসম্পত্তি দিয়া যান।

বহাউদ্দীন্ সাম, ঘোর ও গজনী রাজ্যের নরপতি গিয়াস্ উদ্দীন্ মামুদের পুত্র। তিনি ১২১০ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনমাস রাজত্বের পর তিনি আলাউদ্দীন্ অৎসিজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং হিরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণকালে তিনি বহাউদ্দীনকে খ্বারিজমের হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে নদীগর্ভে ডুবাইয়া মারে।

বহাদরান, রাজপুতনার বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর। [বিকানীর দেখ।]

বহারাগড়া, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান। অক্ষা° ২২° ১৬´ ১৯´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪৫´ ৩০´´ পূঃ।

বহিলবাড়া, মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বহি (পুং) পিশাচভেদ।

বহিরঙ্গ (ক্লী) বহিঃ প্রকৃতের্ব্বাহ্যমঙ্গং যস্য। ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়াদি নিমিত্তক প্রকৃত্যবয়বাদি কার্য্য। ব্যাকরণে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রত্যয়াদি নিমিত্তক কার্য্য অভিহিত হইয়াছে।

"অন্তরঙ্গে কৃতে কার্য্যে বহিরঙ্গমসিদ্ধবৎ।"
(ব্যাকরণ-পরিভাষা)

বহিরর্গল (পুং) বহির্ভাগের অর্গল।

বহিরর্থ (ত্রি) বহিঃ বহির্বিষয়েষু অর্থো যেষাং। বহির্বিষয়ে অর্থযুক্ত। "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। (ভা° ৭।৫।৩১)

বহির্গিরি (পুং) জনপদভেদ।

বহির্গেহ (অব্য°) গেহাৎ বহিঃ বহির্গেহম্ ইত্যব্যয়ীভাবঃ। গৃহের বাহিরে।

বহির্গ্রাম (অব্য°) গ্রামাৎ বহিঃ বহির্গ্রামম্। গ্রামের বাহিরে।

বহির্দ্বার (ক্লী) বহিঃস্থং দ্বারম্। তোরণ, বাহিরের দ্বার।

"ধিগস্ত্বেতা বিদ্যা ধিগপি কবিতা ধিক্ সুজনতা
বয়োরূপং ধিক্‌ধিগপি চ যশো নির্ধনমতঃ।
অসৌ জীয়াদেকঃ সকলগুণহীনোঽপি ধনবান্
বহির্দ্বারে যস্মাত্তৃণলবসমাঃ সন্তি গুণিনঃ॥" (উদ্ভট)

বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠক (পুং) বহির্দ্বারস্য প্রকোষ্ঠকঃ। গৃহদ্বারের বহিঃপ্রকোষ্ঠ, পর্য্যায়—প্রঘাণ, প্রঘণ, অলিন্দ। (অমর)

বহির্ধা (অব্য°) বহির্ভাগে।

বহির্ধ্বজা (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

বহির্নির্গমন (ক্লী) বাহিরে নির্গমন, বাহিরে যাওয়া।

বহির্নিঃসরণ (ক্লী) বহির্নির্গমন।

বহির্ভূত (ত্রি) বহিস্-ভূ-ক্ত। বহির্গত। "পক্ষবিষয়িতাবহির্ভূতসাধ্যবিষয়িতাঘটিতধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতাশালিসংশয়ঃ পক্ষতা।"
(জগদীশ)

বহির্মুখ (ত্রি) বহির্বাহ্যবিষয়ে মুখং প্রবণতা যস্য। বিমুখ।

"শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যপূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বহির্মুদ্রা (স্ত্রী) বাহিরে যে মুদ্রা করা যায়।

বহির্যাত্রা (স্ত্রী) বহির্ভাগে যাত্রা।

বহির্যান (ক্লী) বহির্গমন।

বহির্লম্ব (ত্রি) বাহির দিকে লম্বমান।

বহির্বাসস্ (ক্লী) বহির্বাসঃ। বাহিরের বস্ত্র। অন্তর্বাস ও বহির্বাস এই দুইপ্রকার বস্ত্র, অন্তর্বাস শব্দে কৌপীন এবং তাহার উপর যে বস্ত্র পরিধান করা হয়, তাহাকে বহির্বাসা কহে।

"মুণ্ডান্ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্দ্ধমুণ্ডিতান্।
অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্॥" (ভাগ° ৯।৮।৬)

বহির্বিকার (পুং) বাহ্যবিকার।

বহির্বৃত্তি (স্ত্রী) বাহ্যবৃত্তি।

বহির্বেদি (অব্য°) বেদির বাহিরে।

বহিশ্চর (পুং) বহিশ্চরতীতি চর-ট। ১ বহির্বিচরণ। (হেম) (ত্রি) ২ বহিশ্চরণশীল।

"যুবয়োর্যন্মদীয়ং তন্মামকং যুবয়োঃ স্বকম্।
এতৎ সত্যং বিজানীতং যুবাং প্রাণা বহিশ্চরাঃ॥"
(মার্ক° পু° ২৩।৮৩)

বহিষ্ঠ (ত্রি) বহিঃস্থিত।

বহিষ্করণ (ক্লী) ১ বহিরিন্দ্রিয়। ২ বাহির করণ।

বহিষ্কার (পুং) বাহির করা।

বহিষ্কার্য্য (ত্রি) বাহির করিবার যোগ্য।

বহিষ্কুটীচর (পুং) বহিষ্কুট্যাং চরতীতি চর-ট। কুলীর, বহিশ্চর।

বহিষ্কৃতি (স্ত্রী) বাহির করা।

বহিষ্ক্রিয় (ত্রি) বাহ্য ক্রিয়াশালী।

বহিষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) ১ বাহ্য ক্রিয়া। ২ বাহির করিয়া দেওয়া।

বহিষ্টাজ্জ্যোতিস্ (ত্রি) ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দোভেদ।

বহিষ্টাৎ (অব্য) বহির্ভাগে।

বহিষ্পট (পুং) বহিরাবরণ।

বহিষ্পরিধি (অব্য) পরিধির বাহিরে।

বহিষ্পবিত্র (ত্রি) পবিত্রতাহীন।

বহিষ্পিণ্ড (ত্রি) বহির্ভাগে পিণ্ডযুক্ত।

বহিষ্প্রজ্ঞ (ত্রি) যাহার প্রজ্ঞা বাহ্যব্যাপারে নিযুক্ত।

বহিষ্প্রাণ (ত্রি) ১ যাহার প্রাণ বহির্গত হইয়াছে। ২ বিত্ত। (ভাগ ৫।১৪।৫)

বহিস্ (অব্য) বাহ্য, বাহির।

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যালোকে জাতয়োর্বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ১০।৪৫)

বহিঃসংস্থ (ত্রি) বহিঃস্থিত।

বহিঃসদ্ (ত্রি) বহিঃ সীদতি সদ-ক্বিপ্। বাহিরে উপবেশনকারী। (তৈত্তি° ব্রা° ৩।৪।১।১৬)

বহীনর (পুং) শতানীকের পৌত্র। (ভাগ ৯।২২।৪২)

বহীরজ্জু (অব্য) রজ্জ্বা বহিঃ। রজ্জুর বহির্ভাগে, দড়ির বাহিরে। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৮।২২)

বহু (ত্রি) বংহতে ইতি বহি বৃদ্ধৌ (লঙ্ঘিবংহ্যোর্নলোপশ্চ। উণ্ ১।৩০) ইতি কুর্নলোপশ্চ। তিন আদি করিয়া সংখ্যা, তিনকে বহু বলা যাইতে পারে, এইরূপ তিন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সংখ্যাই বহু। অনেক, বিপুল। (মেদিনী) পর্য্যায়—প্রভূত, প্রচুর, প্রাজ্য, অদভ্র, বহুল, পুরুহ, পুরু, ভূয়িষ্ঠ, স্ফির, ভূয়স্, ভূরি। (অমর) বেদনিঘণ্টুতে ইহার ১২টী পর্য্যায় আছে, যথা—উরু, তুবি, পুরু, ভূরি, শশ্বৎ, বিশ্ব, পরিণসা, ব্যানসি, শত, সহস্র, সলিল, কুবিৎ। (বেদনিঘণ্টু ৩।১)

"অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্।" (মনু ৭।৮৬)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বহ্বী।

বহুক (পুং) বহু-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ কর্কট। ২ অর্ক। ৩ দাত্যূহ। ৪ জলখাতক। (মেদিনী) (সংখ্যায়াঃ অতিশদন্তায়াঃ কন্। পা ৫।১।২২) ইতি বহু-কন্। (ত্রি) ৫ বহুদ্বারা ক্রীত।

বহুকণ্টক (পুং) ১ ক্ষুদ্রগোক্ষুর। ২ যবাস। ৩ হিন্তাল। (রাজনি°)

বহুকণ্টকা (স্ত্রী) বহুকণ্টক-টাপ্। অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বহুকণ্টা (স্ত্রী) বহবঃ কণ্টাঃ কণ্টকানি যস্যাঃ। কণ্টকারী। (রাজনি°)

বহুকন্দ (পুং) বহবঃ কন্দা যস্য। শূরণ, চলিত ওল। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুকন্দা—কর্কটী।

বহুকন্যা (স্ত্রী) গৃহকন্যা, চলিত ঘৃতকুমারী। (রাজনি°) অনেক কন্যা।

বহুকর (পুং) বহু কার্য্যং করোতীতি (দিবাবিভানিশাপ্রভেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ উষ্ট্র। (ত্রি) ২ বহু করোতি ভুবং সংমার্ষ্টি ইতি বহু-কৃ-ট। ২ মার্জ্জনকারী, পর্য্যায়—খলপূ, ভূমিসম্মার্জ্জক। (শব্দরত্না°) ৩ বহু কার্য্যকর্ত্তা, যিনি অনেক কার্য্য করেন।

"নিহত্য বৈরকারাণাং সতাং বহুকরঃ সদা।
পাত্মধিকিরামন্ত শক্তেরস্তকরো রণে॥" (ভট্টি ৫।৭৮)

বহুকরী (স্ত্রী) বহুকর-ঙীষ্। সম্মার্জ্জনী। (হেম)

বহুকর্ণিকা (স্ত্রী) বহবঃ কর্ণা ইব পত্রাণি যস্যাঃ। আখুকর্ণী, চলিত মুষাকাণীলতা। (রাজনি°)

বহুকাম (ত্রি) বহবঃ কামাঃ যস্য। অনেক কামনাযুক্ত। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১০।২১।১৫)

বহুকার (ত্রি) বহুকার্য্যং করোতি অণ্। বহুকার্য্যকারক, যিনি প্রভূত কর্ম্ম করেন। (শুক্ল যজু° ১০।২৮)

বহুকৃত্য (ত্রি) বহুকরণীয়, বহুতর কর্ম্মার্হ, যাহার অনেক কার্য্য করিবার আছে।

বহুকেতু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (রামা° ৪।৪৪।৭০)

বহুক্রম (পুং) বৈদিক শব্দের ক্রমভেদ। (ঋক্‌প্রাতি° ১১।১১)

বহুক্ষম (ত্রি) ১ অধিক সহিষ্ণু। ২ জৈন সাধুভেদ। ৩ বুদ্ধভেদ।

বহুগন্ধ (ক্লী) বহুর্গন্ধো যস্মিন্। ১ ত্বচ, গুড়ত্বচ। চলিত দারুচিনি। (পুং) ২ কুন্দরুক, কুন্দুরী, চলিত কুন্দুরুগোটী। (রাজনি°) ৩ পীতচন্দন। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৪ উগ্রগন্ধ।

বহুগন্ধদা (স্ত্রী) বহুগন্ধং দদাতি যা বহুগন্ধ-দা-ক। কস্তূরি।

বহুগন্ধা (স্ত্রী) বহুর্গন্ধো যস্যাঃ। ১ চম্পককলি। ২ যূথিকা। ৩ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°)

বহুগর্হ্যবাচ (ত্রি) বহুগর্হ্যা বহুনিন্দিতা বাগ্‌যস্য। কুৎসিত বহুবাদী, যাহারা কুৎসিত ভাবে অনেক কথা কহে। (অমর)

বহুগব (পুং) পুরুবংশীয় সুদ্যুরপুত্র নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২০।৩)

বহুগুড়া (স্ত্রী) ১ কণ্টকারী। ২ ভূম্যামলকী। ইহার পাঠান্তর বহুগুহা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৈদ্যকনি°)

বহুগুণ (ত্রি) ১ বহুসূত্রযুক্ত। ২ বহুসদ্‌গুণশালী। (পুং) ৩ অনেক গুণ। ৪ দেবগন্ধর্ব্বভেদ। (মহা° আদি°)

বহুজ্ঞ (ত্রি) বহু জানাতি জ্ঞা-ক। বহুদর্শী, যে অনেক জানে। ২ বহুবিদ্, অভিজ্ঞ।

বহুগ্রন্থি (পুং) বহবো গ্রন্থয়ো যস্য। কাবুক, ঝাউগাছ।

বহুচারিন্ (ত্রি) বহু স্থানে ভ্রমণকারী। (অথর্ব্ব° ১১।৩।৪৭)

বহুচিত্র (ত্রি) অনেক প্রকার, বিভিন্ন রকম।

বহুচ্ছদ (পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। (বৈদ্যকনি°)

বহুচ্ছিন্না (স্ত্রী) বহু যথা স্যাত্তথা ছিদ্যতে স্মেতি বহু-ছিদ ক্ত। কন্দগুড়ূচী। (রাজনি°)

বহুজল্প (ত্রি) বহুভাষী, বাচাল।

বহুজাত (ত্রি) দ্রুতগামী। (নিরুক্ত ১২।৪৩)

বহুত (দেশজ) অধিক, অনেক, প্রভূত।

বহুতন্ত্রি (ত্রি) বহবস্তন্ত্রয়ো যস্য। বহুতন্ত্রবিশিষ্ট। যেমন বহুতন্ত্রিকায়, বহুতন্ত্রিগাত্র। (সংক্ষিপ্তসা°)

বহুতন্ত্রী (ত্রি) বহবস্তন্ত্র্যো যস্মিন্। বহুতন্ত্রবিশিষ্ট। যেমন বহুতন্ত্রী গ্রীবা, বহুতন্ত্রী ধমনী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

বহুতন্ত্রীক (ত্রি) বহুতন্ত্রী স্বার্থে কন্। বহুতন্ত্রবিশিষ্ট। যেরূপ বহুতন্ত্রীকা বীণা, বহুতন্ত্রীকপট, বহুতন্ত্রীকবস্ত্র, ইত্যাদি।

বহুতর (ত্রি) বহু-তরপ্। অনেক, প্রভূত।

বহুতরকণিশ (পুং) বহুতরাণি কণিশানি ধান্যশীর্ষাণি যস্য। রাগিধান্য, তৃণধান্তবিশেষ। (রাজনি°)

বহুতলবশা (স্ত্রী) লতাভেদ। (নিঘণ্টু) Iris Pseudacorus.।

বহুতস্ (অব্য°) বহু-তসিল্। বহুপ্রকারে, অনেকরূপে।

বহুতা (স্ত্রী) বহূনাং ভাবঃ তল্-টাপ্। বহুত্ব, বহুর ভাব বা ধর্ম্ম।

বহুতিক্তা (স্ত্রী) বহুস্তিক্তো রসো যস্যাঃ। কাকমাচী।

বহুতিথ (ত্রি) বহু (বহুপূগগণসংঘস্য তিথুক্। পা ৫।২।৫২) ইতি তিথুক্। বহুর পূরণ।

"ততঃ কালে বহুতিথে গতে রাজা পুনঃ সুতম্।
প্রাহ গচ্ছাশু বিপ্রাণাং ত্রাণায় চর মেদিনীম্॥"(মার্ক°পু° ২২।১)

বহুতৃণ (ক্লী) তৃণ-'তৃণাদ্বহুঃ' ইতি বহুপ্রত্যয়ঃ। মুঞ্জাতৃণ, চলিত মুঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

বহুত্র (অব্য) বহু-(সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০) ইতি ত্রল্। বহুতে, অনেক বিষয়ে।

বহুত্ব (ক্লী) বহূনাং ভাবঃ ত্ব। বহুর ভাব, বহুতা।

"বহুত্বান্নামধেয়ানি পন্নগানাং তপোধন!।" (ভারত ১৷৩৫৷৪)

বহুত্বক (পুং) বহুত্বগেব বহুত্বচ্ স্বার্থে কন্। ভূর্জবৃক্ষ। (হেম)

বহুত্বচ্ (পুং) বহবস্ত্বচো যস্য। ভূর্জবৃক্ষ। (শব্দরত্নমালা)

বহুথা (অব্য) বহু প্রকারে, নানা প্রকারে।

বহুদন্তীসুত (পুং) বহুদন্তীর পুত্র। (কামন্দকীয় নীতি ১০।১৭)

বহুদণ্ডিক (ত্রি) বহবো দণ্ডাঃ সন্ত্যস্য বহুদণ্ড-ঠন্। বহু-দণ্ডবিশিষ্ট। যথা 'বহুদণ্ডিকা নগরী, বহুদণ্ডিকো গ্রামঃ' (সিদ্ধান্তকৌ°)

বহুদল (পুং) রাগিনামক তৃণধান্ত। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ চিক্কোটকক্ষুপ, চলিত চেঁচকো, কেশুর। (বৈদ্যকনি°)

বহুদান (স্ত্রী পুং) [পুরদশ দেখ।]

বহুদামন্ (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

বহুদায়িন্ (ত্রি) প্রভূত দানশীল।

বহুদুগ্ধ (পুং) বহূনি দুগ্ধানি অপক্বাবস্থায়াং যস্য। ১ গোধূম। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুদুগ্ধা। ২ বহুক্ষীরাগাভি। ৩ স্নুহীবৃক্ষ।

বহুদুগ্ধিকা (স্ত্রী) বহুদুগ্ধা-স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বং। স্নুহী-বৃক্ষ। (শব্দচ°)

বহুদেবত (ত্রি) বহুদেবনিমিত্তক পাঠ্য।

বহুদেবত্য (ত্রি) বহুদেব সম্বন্ধীয় (পশু)।

বহুদৈবত (ত্রি) বহুদেবতা সম্বন্ধীয়।

বহুদৈবত্য (ত্রি) বহুদেবতা সম্বন্ধীয়।

বহুধন (ত্রি) বহুধনশালী ব্যক্তি। (ক্লী) প্রভূত ধন।

বহুধর (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮)

বহুধা (অব্য°) বহু (বিভাষাবহোর্ধা বিপ্রকৃষ্টকালে। পা ৫।৪।২০) ইতি-ধা। বহুপ্রকার।

"একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।" (গীতা ৯।১৫)
'বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণ মাং' (স্বামী)

বহুধনেশ্বর (পুং) ১ ধনী ব্যক্তি। ২ কুবের।

বহুধাত্মক (ত্রি) বহুধা আত্মা যস্য। স্বয়ম্ভূ। (রামা° ৪।৪৪।১২০)

বহুধান্য (ত্রি) বহুধান্তযুক্ত। ১ যাহার প্রচুর ধান্ত আছে। (ক্লী) ২ রাশি রাশি ধান্ত। ৩ ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত দ্বাদশ ও ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষভেদ। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৩)

বহুধার (ক্লী) বহ্বী ধারা যস্য। বজ্রহীরক। (রাজনি°)

বহুধেনুক (ক্লী) বহুসংখ্যক দোহনযোগ্য গাভী।

বহুধেয় (পুং) ১ বহু নামযুক্ত। ২ সম্প্রদায়ভেদ।

বহুধাত (ত্রি) বহুবার অগ্নিদগ্ধ। (লোহাদি)

বহুনাড়িক (ত্রি) বহুনাড়ি-কন্। কায়। (সিদ্ধান্তকৌ°)

বহুনাড়ীক (ত্রি) বহ্ব্যো নাড্যো যস্মিন্, বহুনাড়ী-কপ্। ১ দিবস। ২ স্তম্ভ। (সিদ্ধান্তকৌ°)

বহুনাদ (পুং) বহুর্মহান্ নাদঃ শব্দো যস্য। শঙ্খ। (রাজনি°)

বহুপটু (ত্রি) বহুষু বিষয়েষু পটুঃ। ১ বহুকার্য্যে দক্ষ। ২ ঈষদূনপটু। (রাজনি°)

বহুপত্র (পুং) বহূনি পত্রাণি দলান্যস্য। ১ অভ্রক। (রাজনি°) (পুং) ২ পলাণ্ডু। (ত্রি) ৩ অনেক পত্রযুক্ত। ৪ বংশপত্র, হরিতাল। (বৈদ্যকনি°) ৫ মুচুকুন্দবৃক্ষ। ৬ পলাশবৃক্ষ।

বহুপত্রা (স্ত্রী) বহুপত্র-টাপ্। ১ তরুণী পুষ্পবৃক্ষ। ২ লিঙ্গিনী, শিবলিঙ্গিনীলতা। ৩ জন্তুকা। ৪ গোরক্ষদুগ্ধী। ৫ ভূম্যামলকী। ৬ ঘৃতকুমারী। ৭ বৃহতী। (বৈদ্যকনি°)

বহুপত্রিকা (স্ত্রী) বহুপত্রা সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্, টাপি-অত ইত্বং। ১ ভূম্যামলকী। ২ মহাশতাবরী। ৩ মেথিকা। (রাজনি°) ৪ বচা। (বৈদ্যকনি°)

বহুপত্রী (স্ত্রী) বহুপত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লিঙ্গিনী। ২ গৃহকন্যা। ৩ তুলসী। ৪ জতুকা। ৫ বৃহতী। ৬ গোরক্ষ-দুগ্ধা। (রাজনি°)

বহুপত্নীক (ত্রি) বহ্বী পত্নীর্যস্য 'শ্বন্নদী সপিরাদেঃ কপ্' ইতি কপ্। বহুপত্নীযুক্ত, যাহার অনেক পত্নী আছে।

বহুপদ্ (ত্রি) ১ বহুপাদযুক্ত। ২ বটবৃক্ষ।

বহুপন্নগ (পুং) মরুস্তেদ।

বহুপর্ণ (পুং) বহূনি পর্ণানি পত্রাণি যস্য। ১ সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিনগাছ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অনেক পত্রযুক্ত।

বহুপর্ণিকা (স্ত্রী) বহুপর্ণ-সংজ্ঞায়াং কন্, টাপি অত ইত্বং। আখুপর্ণী। (রাজনি°)

বহুপর্ণী (স্ত্রী) বহুপর্ণ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মেথিকা।

বহুপশু (ত্রি) বহুপশুযুক্ত। (পুং) অসংখ্য পশু।

বহুপাক্য (ত্রি) যাহার বাটীতে দরিদ্রাদির জন্য বহুতর খাদ্য বস্তু রন্ধন হইয়া থাকে।

বহুপাদ্ (পুং) বহবঃ পাদো যস্য অনেকশিফাবত্বাদস্য তথাত্বং। বটবৃক্ষ। (অমর)

বহুপাদ (পুং) বহবঃ পাদা যস্য। ১ বটবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অনেক পাদবিশিষ্ট।

"পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাৎ যদ্ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্।
একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্॥" (ভাগ° ৪।২৯।২)

বহুপায্য (ত্রি) বহুকর্ত্তৃক গন্তব্য, বা বহুকর্ত্তৃক রক্ষিতব্য।

"ব্যচিষ্ঠে বহুপায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে" (ঋক্ ৫।৬৬।৬)
'বহুপায্যে বহুভির্গন্তব্যে বহুভীরক্ষিতব্যে বা' (সায়ণ।)

বহুপুত্র (পুং) বহবঃ পুত্রাঃ সন্তয়ো যস্য। ১ সপ্তপর্ণ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ অনেক পুত্রবিশিষ্ট।

"বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ।" (হরিব° ২।৬৪)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বহুপুত্রী—শতমূলী। (রত্নমালা)

বহুপুত্রিকা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃকাভেদ।

বহুপুষ্প (পুং) বহূনি পুষ্পাণি যস্য। ১ পারিভদ্রবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ নিম্ববৃক্ষ।

বহুপুষ্পিকা (স্ত্রী) বহুপুষ্প সংজ্ঞায়াং কন্, অত ইত্বং। ধাতকীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বহুপ্রকার (ত্রি) নানাবিধ প্রকার।

বহুপ্রকৃতি (ত্রি) বহুপ্রকৃতিযুক্ত।

বহুপ্রজ (ত্রি) বহ্ব্যঃ প্রজা যস্য। ১ বহুসন্ততিবিশিষ্ট, যাহার অনেকগুলি সন্তান। (পুং) ২ মুঞ্জতৃণ। (রাজনি°) ৩ শূকর। (হেম) (বহুপ্রজাচ্ছন্দসি। পা ৫।৪।১২২) ইতি অসি। বহুপ্রজস্ বহুপ্রজশব্দার্থ।

বহুপ্রতিজ্ঞ (ত্রি) বহ্ব্যঃ প্রতিজ্ঞাঃ যস্মিন্। অনেকপদসঙ্কীর্ণ পূর্ব্বপক্ষবিশিষ্ট ব্যবহার, অনেক বিষয়ক প্রতিজ্ঞাযুক্ত ব্যবহার।

"বহুপ্রতিজ্ঞং যৎকার্য্যং ব্যবহারেষু নিশ্চিতম্।
কামং তদপি গৃহ্নীয়াদ্রাজা তত্ত্ববুভুৎসয়া॥" (মিতাক্ষরা)
২ অনেক প্রতিজ্ঞাযুক্ত।

বহুপ্রদ (ত্রি) প্রদদাতীতি প্র দা-ক, বহূনাং প্রদঃ। প্রচুর-দাতা, পর্য্যায়—বদান্য, স্থূললক্ষ্য, দানশৌণ্ড, স্থূললক্ষ, দানবীর, দানপূর্ণ। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ মহাদেব।

(ভারত ১৩।১৭।১০৮)

বহুপ্রসূ (স্ত্রী) বহূন্ প্রসূতে ইতি বহু-প্র-ক্বিপ্। বহুসন্তান-প্রসবকারিণী, পর্য্যায়—কুমিলা। (হেম)

বহুপ্রেয়সী (ত্রি) বহুপ্রেয়সীযুক্ত।

বহুফল (পুং) বহূনি ফলানি যস্য। ১ কদম্ববৃক্ষ। (মেদিনী) ২ বিকঙ্কত। ৩ তেজঃফল। (রাজনি°)

বহুফলা (স্ত্রী) বহুফল-টাপ্। ১ ক্ষবিকা। ২ মাষপর্ণী। ৩ কাকমাচী। ৪ ত্রপুসী। ৫ শশাণ্ডুলী। ৬ ক্ষুদ্রকারবেল্লী। (রাজনি°) ৭ ভূম্যামলকী।

বহুফলিকা (স্ত্রী) বহুফলা সংজ্ঞায়াং কন্, অত ইত্বম্। ১ ভূবদরী। মেটেকুল। (রাজনি°)

বহুফেনা (স্ত্রী) বহুঃ ফেনোযস্যাঃ। ১ সাতলা। চলিত পীতদুগ্ধ শেহুণ্ড। (রাজনি°) ২ শঙ্খিনী, শঙ্খহুলী। (বৈদ্যকনি°)

বহুবল (পুং) বহু অতিশয়ং বলং যস্য। ১ সিংহ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অতিশয়বলযুক্ত।

বহুবল্ক (পুং) পিয়ালবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল। (রাজনি°)

বহুবীজ (পুং) ১ বীজপূরবৃক্ষ, জামীরগাছ। (বৈদ্যকনি°) ২ আতৃপ্যবৃক্ষ, আতাগাছ। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুবীজা, গিরিকদলী, চলিত বিচেকলা। (রাজনি°)

বহুভদ্র (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৩৭)

বহুভাষিন্ (ত্রি) বহু ভাষতে ভাষ-ণিনি। বাচাল, যাহারা অধিক কথা কহে।

বহুভাষ্য (ক্লী) বহুভাষণ, বহু কথা।

বহুভুজ্ (ত্রি) বহু-ভুজ্-ক্বিপ্। ১ বহুভোজনকারী, যিনি অধিক ভোজন করেন। ২ বহুভোগকারী।

বহুভুজা (স্ত্রী) বহবঃ ভুজা যস্য। দশভুজা, দুর্গা। (হেম)

বহুভোজন (ত্রি) বহু ভোজনং যস্য। ১ অতিভোজনযুক্ত। (ক্লী) ২ অতিশয় ভোজন।

বহুমঞ্জরী (স্ত্রী) বহ্ব্যো মঞ্জর্য্যো যস্যাঃ। তুলসী। (রাজনি°)

বহুমৎস্য (ক্লী) বহুমৎস্যশালী জলাশয়।

বহুমন্তব্য (ত্রি) বহু-মন-তব্য।' বহুপ্রকারে মননীয়।

"তৎ তেঽহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম।
কামিনাং বহুমন্তব্যং সংকল্পপ্রভবোদয়ম্ ॥" (ভাগ° ৮।১২।১৬)

বহুমল (পুং) বহূনি মলানি যস্য। ১ সীসক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ অনেকমলযুক্ত।

বহুমান (পুং) বহু মানং যস্য। ১ বহুমানযুক্ত, সম্মানী। (ক্লী) ২ অধিকমান।

বহুমানিন্ (ত্রি) বহু-মন-ণিনি। অতিশয় সম্মানার্হ।

বহুমান্য (ত্রি) বহুভির্মান্যঃ। ১ অনেকলোক কর্তৃক মাননীয়, যাহাকে অনেক লোকে সম্মান করে। ২ অতিশয় মাননীয়। (মনুটীকায় কুল্লূক ২।১১৭)

বহুমার্গ (ক্লী) বহবো মার্গা যস্মিন্, চতুর্দ্দিক্ষু পথবত্ত্বাৎ তথাত্বং। ১ চত্বর। (ত্রি) ২ অনেকপথযুক্ত।

বহুমুখ (ত্রি) অনেক মুখ। অনেক লোকে যে কথা বলে, তাহাকে 'বহুমুখে বলা' কহে।

"ইতি লোকাদ্বহুমুখাদ্দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।
পত্যাভীতে ন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্ ॥"
(ভাগ° ৯।১১।১০)

বহুমূত্র (পুং) ১ রোগবিশেষ। (ত্রি) ২ বহুমূত্ররোগী।

বহুমূত্রতা (স্ত্রী) বহুমূত্ররোগ। (হেমচ°)

বহুমূর্ত্তি (স্ত্রী) বহ্বী মূর্ত্তির্যস্যাঃ। ১ বনকার্পাস। (শব্দচ°) ২ নানাকার। (ত্রি) ৩ বহুমূর্ত্তিধর, বহুরূপী। ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯০)

বহুমূর্দ্ধন্ (পুং) বহবো মূর্দ্ধানো যস্য, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ইতি শ্রুতেস্তথাত্বং। বিষ্ণু। (শব্দরত্না°)

বহুমূল (পুং) বহূনি মূলানি যস্য। ইক্কট, চলিত ওকড়া।
"ইক্কটো বহুমূলশ্চ বাটীদীর্ঘঃ খরচ্ছদঃ।" (বৈদ্যকরত্ন°)
২ শিগ্রু। ৩ স্থূলশর, চলিত রামশর। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ অনেক মূলযুক্ত।

বহুমূলক (ক্লী) বহুমূল-কন্। ১ উশীর। ২ বীরণ। (ভাবপ্র°) (পুং) ৩ ইক্কট। (জটাধর)

বহুমূলা (স্ত্রী) বহুমূল-টাপ্। ১ শতাবরী। (রাজনি°) ২ আম্রাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ। (বৈদ্যকনি°)

বহুমূলী (ত্রি) বহুমূল-ঙীপ্। মাকন্দী। (রাজনি°)

বহুমূল্য (ত্রি) বহূনি মূল্যানি যস্য। মহার্ঘ্যবস্তু, যাহার মূল্য অধিক। (ক্লী) ২ অধিক মূল্য, বেশী দাম।

বহুযজ্বন্ (ত্রি) বহুপূজাকারী।

বহুযাজিন্ (ত্রি) বহু যজ্ঞের কর্ত্তা।

বহুযোজনা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (মহাভারত শল্যপ°)

বহুরথ (পুং) জনৈক রাজা। (ভাগবত ৯।২১।৩০)

বহুরদ (পুং) জাতিবিশেষ। কেহ কেহ ইহাদিগকে 'বাহুবাধ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বহুরন্ধ্রিকা (স্ত্রী) বহূনি রন্ধ্রাণি যস্যাঃ, বহুরন্ধ্র-টাপ্, সংজ্ঞায়াং কন্-টাপি অতইত্বং। মেদা। (রাজনি°)

বহুরসা (স্ত্রী) বহুরসো যস্যাঃ। ১ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। (রাজনি°) ২ রসবতী স্ত্রী। (ত্রি) ৩ বহুরসযুক্ত।

বহুরামপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। (ব্রহ্মখ° ৪৭।১৪৪)

বহুবেগম, লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ্ উদ্দৌলার মাতা। ইনি ১৭৯৮ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ফৈজাবাদ নগর নিষ্কর ভোগদখল করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত নগরের অনেক দুরবস্থা ঘটে। এখানে তাঁহার সমাধিমন্দির আছে, অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে তাহা এক শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। [ফৈজাবাদ দেখ।]

বহুরাশিক, গণিতভেদ। একটী ত্রৈরাশিক দ্বারা অপর অপর ত্রৈরাশিকের নির্দ্দিষ্ট রাশি প্রাপণকেই বহুরাশিক বলা হয়। [ত্রৈরাশিক দেখ।]

বহুরিবন্দ, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। জব্বলপুর নগর হইতে ১৬ ক্রোশ উত্তরে কৈমুর গিরিমালার অধিত্যকা-ভূমে অবস্থিত। এই পার্ব্বত্যভূমে জল আটকাইয়া রাখিবার জন্য ৪৫টী বাঁধ আছে। ঐ সকল বাঁধদ্বারা জল অবরুদ্ধ না হইলে এস্থান জলশূন্য মরুভূপ্রায় হইত। পূর্ব্বোক্ত বাঁধদ্বারা ৩৯টী ঝিল হইয়াছে। সকলগুলি নিকটবর্ত্তী গ্রামের নামেই অভিহিত। মুনিয়াতাল নামক বাঁধটী লক্ষ্মণসিংহ পরিহারের ভ্রাতা যমুনা সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুরুহা (স্ত্রী) বহু যথাতথা রোহতীতি রুহ-ক-টাপ্। কন্দগুড়ূচী। (রাজনি°)

বহুরূপ (পুং) বহূনি রূপাণি যস্য। ১ সর্জ্জরস। ২ শিব। ৩ বিষ্ণু। ৪ কামদেব। ৫ সরট। (মেদিনী) ৬ ব্রহ্মা। ৭ কেশ। (শব্দরত্না°) ৮ রুদ্র। (ভাগ° ৬।৬।১৮) ৯ প্রিয়ব্রতপুত্র মেধাতিথির পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২৫) ১০ বর্ষভেদ। ১১ বুদ্ধবিশেষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ১২ নানারূপযুক্ত।

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।" (মনু ১।৪৯)

বহুরূপক (পুং) বহুরূপ-স্বার্থে কন্। জাহকজন্তু। (রাজনি°)

বহুরূপা (স্ত্রী) বহুরূপস্য শিবস্য স্ত্রী-টাপ্। দুর্গা।

"অরূপা পরভাবস্থাদ্বহুরূপা ক্রিয়াত্মিকা।

জাতা শৈলেন্দ্রগেহে সা শৈলরাজসুতা ততঃ॥" (দেবীপু° ৪৫অঃ)

বহুরূপাষ্টক (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও শিবদূতী এই অষ্ট বহুরূপা বিষয়ক তন্ত্র।

বহুরূপিন্ (ত্রি) বহুরূপ-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ বহু রূপযুক্ত। ২ সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা নানা রূপ ধরিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

বহুরেখা (স্ত্রী) বহ্বী বহুলা রেখা করস্থাদিচিহ্নম্। প্রচুর দীর্ঘচিহ্ন। সামুদ্রিকমতে যাহাদের হস্তে বহুরেখা থাকে, তাহারা দুঃখভাগী হয়।

"রেখাভির্বহুভিঃ ক্লেশং স্বল্পাভির্ধনহীনতাম্।

রক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥"

(গরুড়পু° ৬৪ অঃ)

বহুরেতস্ (পুং) বহু রেতো যস্য। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)

বহুরোমন্ (পুং) বহূনি রোমাণি যস্য। ১ মেষ। (হারাবলী) (ত্রি) ২ লোমশ, যাহাদের গাত্রে অধিক লোম আছে। ৩ বানর। (বৈদ্যকনি°)

বহুল (ক্লী) বংহতে বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি বহি বৃদ্ধৌ কুলচ্, নলোপশ্চ। ১ আকাশ। (মেদিনী) ২ সিতমরিচ। (রাজনি°) (ত্রি) বহূনর্থান্ লাতীতি লা-ক। ৩ প্রচুর।

"নাধার্ম্মিকে বসেদ্গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশম্।" (মনু ৪।৬০)

৪ কৃষ্ণবর্ণ। (মেদিনী) (পুং) ৫ অগ্নি। ৬ কৃষ্ণপক্ষ।

"বহুলেহপি গতে নিশাকরস্তনুতাং দুঃখমনঙ্গ মোক্ষতি।"

(কুমারস° ৪।১৩) ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১২৮)

বহুলগন্ধা (স্ত্রী) বহুলো গন্ধো যস্যাঃ। কুটৈলা, ছোটএলাচ্।

বহুলচ্ছদ (পুং) বহুলানি ছদানি যস্য। ১ রক্তশিগ্রু, লাল সজিনা। ২ শোভাঞ্জন বৃক্ষ, কালসজিনা। (রাজনি°)

বহুলতা (স্ত্রী) বহুলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বহুলত্ব, বাহুল্য, প্রাচুর্য্য, বহুলের ভাব বা ধর্ম্ম।

বহুলবণ (ক্লী) বহূনি লবণানি যস্মিন্। ঔষর লবণ। (রাজনি°)

বহুল-বর্ম্মন্ (ত্রি) উত্তম কবচযুক্ত। (শাঙ্খায়নশ্রৌত ৮।২৪।৬)

বহুলা (স্ত্রী) বহুল-টাপ্। ১ নীলিকা। ২ এলা। (ভাবপ্র°) ৩ গো, গাভি। (মেদিনী) ৪ দেবীবিশেষ।

"দৃষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।

বহুলা হ্যাগতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভৃতঃ॥" (কালিকাপু ২৩ অঃ)

৪ নদীভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৩৯) ৫ স্বনামখ্যাতা উত্তমরাজপত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬৯।৩) ৬ কৃত্তিকা নক্ষত্র, এই অর্থে এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। (মেদিনী)

বহুলান্ত (ত্রি) সোম। "বহুলান্তাঃ ইন্দ্রং" (ঋক্ ১০।৪২।৮)

'বহুলান্তাঃ বহুলমন্ত্রাদিকমন্তে যেভ্যস্তে বহুলান্তাঃ সোমাঃ' (সা°)

বহুলাভিমান (ত্রি) অতিশয় অভিমানী, ভূরিষ্ঠাভিমানী (ইন্দ্র) "ওজোষ্ঠো বহুলাভিমানঃ" (ঋক্ ১০।৭৩।১)

'বহুলাভিমানঃ ভূরিষ্ঠাভিমানী' (সায়ণ)

বহুলালাপ (ত্রি) বহুতর বাক্যবিন্যাস।

বহুলাশ্ব (পুং) মৈথিলবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।১৩।২৬)

বহুলারা, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। দ্বারিকেশ্বর বা দারুকেশ্বর নদীর দক্ষিণকোণে বাঁকুড়ানগর হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত, এখানকার শিবমন্দির বাঙ্গালার অপরাপর স্থানের মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন্দির মধ্যে শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি, দুর্গা, গণেশ, বুদ্ধ প্রভৃতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রধান মন্দিরের চারিপার্শ্বে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ভগ্নাবস্থায় প্রাচীরপরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

বহুলিকা (স্ত্রী) সপ্তর্ষি-মণ্ডল।

বহুলীকরিষ্ণু (ত্রি) অবহুলং বহুলং করিষ্ণুঃ বহুল-অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ইষ্ণুচ্। যাহা-বহুল ছিল না, তাহার বাহুল্যকারক।

"গুণাংশ্চ ফল্গুন্ বহুলীকরিষ্ণবো মহত্তমাস্তেষবিদদ্ভবানঘম্।"

(ভাগ° ৪।৪।১২)

বহুলীকৃত (ত্রি) অবহুলং বহুলং কৃতং অভূত তদ্ভাবে চ্বি। অপনীততুষ ধান্যাদি, চলিত বওলান। পর্য্যায় পূত। ২ বিস্তৃতীকৃত।

"পরাক্রমবতা বীর ত্বয়া তদ্বহুলীকৃতম্।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ২১।৯২)

বহুলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে বহুলেশ্বর শিবের একটী সুন্দর মন্দির আছে।

বহুবচন (ক্লী) বহুত্বং বক্তি, বহু-বচ-ল্যুট্। যাহাতে অনেক বস্তু বুঝায়। দুয়ের অধিক হইলেই বহুবচন হয়।

বহুবৎ (অব্য) বহুরূপে, বহুবচনের ন্যায়।

বহুবর্ণ (ত্রি) ১ গোধেরক জাতিভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থান ৮ অঃ) ২ অনেকবর্ণ, অনেক জাতি।

বহুবর্ত্ত (ক্লী) জনপদভেদ। অপর নাম বহুবর্ত্তক।

বহুবলিকবি, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি। ইনি নাগকুমারচরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সমসাময়িক মথুরাধিপতি নাগকুমারের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

বহুবল্ক (পুং) বহূনি বল্কানি যস্য। প্রিয়াল। (রাজনি°)

বহুবল্লী (স্ত্রী) ডোড়িক্ষুপ, লতা বৃহন্তিকা। (রাজনি°)

বহুবাদিন্ (ত্রি) বহু বদতে বদ-ণিনি। বহুভাষী, বাচাল, যাহারা অধিক কথা কহে।

বহুবাদ্য, জম্বুখণ্ডের অন্তর্গত জনপদভেদ। (মহাভা° ভীষ্ম° ৯।৫৫) ৷

বহুবার (পুং) বহূনি বারয়তীতি বহু বৃ-ণিচ্-অণ্। বৃক্ষবিশেষ চালতা। (Cordia Latifolia) হিন্দী বহুয়ার, লসোরা। বম্বে ভোস্বর। উৎকল—অউ। পারস্য শুগ্‌পিস্তন। তামিল বিড়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—শেলু, শীত, শ্লেষ্মাত, শ্লেষ্মাতক, উদ্দাল, উদ্দালক, সেলু। ইহার ফলগুণ শীতল, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্রকারক, গুরু, দুর্জ্জর ও মধুর। (রাজব°) ২ অনেকবার।

বহুবারক (পুং) বহূনি বৃক্ষাদীনি বারয়তীতি বৃ-ণিচ্ ণ্বুল। বৃক্ষবিশেষ। বহুবারবৃক্ষ।

বহুবার্ষিক (ত্রি) বহুবর্ষভব, যাহা অনেক বৎসর ধরিয়া হয়। স্ত্রিয়া° ঙীষ্। (রামা° ১।৮।১২)

বহুবি (ত্রি) বহুতর পক্ষিযুক্ত বৃক্ষাদি।

বহুবিঘ্ন (ত্রি) ১ নানাপ্রকার বাধাযুক্ত। ২ নানাপ্রকার বাধা।

বহুবিদ্ (ত্রি) বহু-বেত্তি-বিদ্ ক্বিপ্। বহুজ্ঞ, যাহারা বহু বিষয় অবগত আছে।

বহুবিদ্য (ত্রি) বহুজ্ঞ, জ্ঞানবান।

বহুবিধ (ত্রি) বহবো বিধা যস্য। ১ নানাপ্রকার। পর্য্যায়—বিবিধ, নানারূপ, পৃথগ্‌বিধ।

"এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।" (গীতা ৪।৩২)

বহুবিস্তীর্ণ (ত্রি) বহু যথা স্যাত্তথা বিস্তীর্ণঃ। অনেক বিস্তারযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুবিস্তীর্ণা কুচিকা বৃক্ষ, চলিত কুচই। (শব্দচ°)

বহুবীজ (ক্লী) বহূনি বীজানি যস্য। গণ্ডগাত্র, চলিত আতা। (শব্দচ°)

বহুবীর্য্য (পুং) বহু বীর্য্যং তেজো যস্য। ১ বিভীতক। (জটাধর) ২ তণ্ডুলীয়শাক। ৩ শাল্মলিবৃক্ষ। ৪ মরুব। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুবীর্য্যা, ভূম্যামলকী। (রাজনি°)

বহুবোল্লক, (ত্রি) অধিক বাক্যব্যয়ী। (দিব্যা° ৩২৮।১৩)

বহুব্যয়িন্ (ত্রি) বহু-ব্যয়-অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় ব্যয়শীল, যাহারা অধিক ব্যয় করে।

বহুব্রীহি (পুং) ১ ষট্‌সমাসের অন্তর্গত সমাসবিশেষ। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে এই সমাসের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'হ'। [সমাস দেখ।] (ত্রি) বহবো ব্রীহয়ো যস্য। ২ প্রচুর ধান্যযুক্ত।

"দ্বন্দ্বোঽহং দ্বিগুরপি চাহং মদ্গেহেনিত্যমব্যয়ীভাবঃ।
তৎপুরুষ কর্ম্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ॥" (উদ্ভট)

বহুশক্তি (ত্রি) বহ্বঃশক্তির্যস্য। অধিক শক্তিসম্পন্ন।

বহুশত্রু (পুং) বহবঃ শত্রবো যস্য। ১ চটক। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ বহুশত্রুবিশিষ্ট, যাহার অনেক শত্রু আছে। তৃতীয়া তিথিতে পটোল ভক্ষণ করিলে তাহার অধিক শত্রু হইয়া থাকে।

"কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাদ্‌বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরম্।
বহুশত্রুঃ পটোলে স্যাৎ ধনহানিস্তু মূলকে॥" (তিথিতত্ত্ব)

বহুশল্য (পুং) বহু শল্যং যস্য। ১ রক্তখদির। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অনেক শল্যযুক্ত।

বহুশস্ (অব্য°) বহূনি দদাতি করোত্যাদি বা বহু (বহ্বল্পার্থা-দিতি। পা ৫।৪।৪২) ইতি শস্। বহু।

"কথ্যন্তে বহুশশ্চৈতে পিতাপুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ।" (মার্ক° পু° ৫২।২৯)

বহুশাখ (পুং) ১ স্নুহীবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বহু শাখাযুক্ত।

বহুশাস্ত্র (ক্লী) বহুশাস্ত্রং কর্ম্মধা°। বহুবিধ শাস্ত্র।

বহুশাল (পুং) বহুভিঃ শালতে ইতি বহু-শাল-অচ্। স্নুহী।

বহুশিখ (ত্রি) বহ্বী শিখা যস্য। ১ অনেকশিখাযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুশিখা—২ গজপিপ্পলী। (রাজনি°) বহ্বী শিখা কর্ম্মধা°। ৩ অনেকশিখা।

বহুশিরস্ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৬)

বহুশৃঙ্গ (পুং) বিষ্ণু। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদাঃ" (শ্রুতি)

বহুশ্রুত (ত্রি) বহু শ্রুতং যস্য। অনেক শাস্ত্রশ্রুতিযুক্ত, বহুবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন।

"ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।" (মনু ৪।১৩৫)

বহুশ্রুতি (স্ত্রী) অনেক শ্রুতি, বহু বেদমন্ত্র। (পুং) পণ্ডিত।

বহুশ্রুতীয় (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

বহুশ্রেয়সী (ত্রি) বহূনাং শ্রেয়সী যস্য, ঈয়সশ্চেত্যাৎ নকপ্-ন বা হ্রস্বঃ। অনেক শ্রেয়সীযুক্ত।

বহুসদাচার (ত্রি) বহু সদাচারসম্পন্ন।

বহুসন্ততি (ত্রি) বহ্বী সন্ততির্বিস্তারোঽন্বয়ো বা যস্য। অনেক সন্তানযুক্ত। (পুং) ব্রহ্মযষ্টি, চলিত বেড়্‌বাঁশ। (শব্দচ°)

বহুসম্পুট (পুং) বহুঃ সম্পুটো যস্য। বিষ্ণুকন্দ। (রাজনি°)

বহুসার (পুং) বহুঃ সারঃ স্থিরাংশো যস্য। খদির। (রাজনি°) (ত্রি) বহুসারবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ১১।৭।৩।১)

বহুসুত (ত্রি) বহবঃ সুতা যস্য। ১ অনেক পুত্রযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ শতমূলী। (Asparagus racemosus)

বহুসুবর্ণক (ত্রি) ১ বহুসুবর্ণযুক্ত। (পুং) ২ রাজপুত্রভেদ। ৩ গঙ্গাতীরস্থ অগ্রহারভেদ।

বহুসূ (স্ত্রী) বহূন্ সূতে যা বহু-সূ-ক্বিপ্। ১ শূকরী। ২ বহু-প্রসবা, অতিশয় প্রসবযুক্তা।

বহুসূতি (স্ত্রী) বহুঃ সূতিঃ প্রসবো যস্যাঃ। ১ বহু অপত্যযুক্তা গাভী। ২ বহুসন্তানপ্রসবিণী স্ত্রী।

বহুসূবন্ (ত্রি) বহু-সূ-ক্বনিপ্। বহুপ্রজাপ্রসবকারক। স্ত্রিয়াং

ঙীষ্। 'ধনোরঃ' ইতি নস্ত র। বহুসুবরী, বহুপ্রজাপ্রসবিত্রী। 'সুষুমা বহুসুবরী' (ঋক্ ২।৩২।৭) 'বহুসুবরী বহ্বীনাং প্রজানাং সবিত্রী' (সায়ণ)

বহুস্রব (ত্রি) বহু যথা তথা স্রবতি স্রু-অচ্। অনেকধা ক্ষরণযুক্ত, অনেকক্ষরণশীল। স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুস্রবা—শল্লকীবৃক্ষ।

বহুস্বন (পুং) বহুঃ প্রচণ্ডঃ স্বনঃ শব্দো যস্য। ১ পেচক। (ত্রি) ২ অনেকশব্দযুক্ত। ৩ শঙ্খ। (বৈদ্যকনি°)

বহুস্বামিক (ত্রি) যাহার প্রভু বহু, যে বস্তুর মালিক অনেক।

বহুহিরণ্য (ত্রি) ১ বহু সুবর্ণযুক্ত। (পুং) ২ বহু সুবর্ণ। ৩ বেদোক্ত একাহভেদ।

বহূদক (পুং) বহূনি উদকানি শৌচাঙ্গতয়া যস্য। সন্ন্যাসিভেদ। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করে। সাতবাড়ী ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবে, তাহাই আহার করিবে। একজন গৃহস্থের বাটী ভিক্ষা করিবে না, অর্থাৎ একজন গৃহস্থ যদি প্রচুর ভিক্ষা প্রদান করে, তাহা গ্রহণ করিবে না, তবে এইরূপ ভাবে লইতে পারে, যাহাতে আবার অপর ছয় বাটীতেও যাইতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একের বাটী অধিক ভিক্ষা লইবে না।

এই সকল সন্ন্যাসী গোপুচ্ছ লোমের দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপূতপাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র, চর্ম্ম, সূচী, পক্ষিণী, রুদ্রাক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্র ও কৃপাণ গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ ইহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত এবং সর্ব্বদা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তনে তৎপর থাকিতে হইবে। সায়ংকালে গায়ত্রীজপ এবং স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়।

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্র হইলে যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না, এইজন্য ইহারা পরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। ইহাদের শাস্ত্রে চাতুর্মাস্য ব্রতানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। ইহারা মোক্ষাভিলাষী। মোক্ষলাভের জন্য গায়ত্রী-জপই প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে দাহ করিবে না, জলতারণ অর্থাৎ জলে ভাসাইয়া দিবে। ইহাদের মৃত্যুতে অশৌচাদি হয় না।*

* "বহূদকস্ত সন্ন্যস্য বন্ধুপুত্রাদিবর্জ্জিতঃ।
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষ্যং একান্নং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
গোবালরজ্জুসম্বদ্ধং ত্রিদণ্ডং শিক্যমদ্ভুতম্।
পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কৌপিনঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
আচ্ছাদনং তথা কন্থাং পাদুকাং ছত্রমদ্ভুতম্।
পবিত্রমজিনং সূচীং পক্ষিণীমক্ষসূত্রকম্॥
যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং মৃৎখনিত্রীং কৃপাণিকাং।
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূলনং তদ্বৎ ত্রিপুণ্ড্রঞ্চৈব ধারয়েৎ॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ।
স্বাধ্যায়ী সর্ব্বদা বাচমুৎসৃজেৎ ধ্যানতৎপরঃ॥
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীং জপন্ কর্ম্ম সমাচরেৎ।" (সূতসংহিতা)
"কুটীচকাশ্চ হংসাশ্চ তথৈব চ বহূদকাঃ।
সাবিত্রীমাত্রসম্পন্নাঃ ভবেযুর্মোক্ষকারণাৎ॥
কুটিচকং ন প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকম্।" (নির্ণয়সিন্ধু)

এই মতে বহূদকের অগ্নিক্রিয়া নাই; কিন্তু বায়ুসংহিতায় লিখিত আছে—পরমহংস ভিন্ন আর সকল প্রকার সন্ন্যাসীকেই খনন করিয়া পরে দাহ করিবে।

"মৃতে ন দহনং কার্য্যং পরমহংসস্য সর্ব্বদা।
কর্ত্তব্যং খননং তস্য নাশৌচং নোদকক্রিয়া॥
অন্যেষামপি ভিক্ষূণাং খননং পূর্ব্বমাচরেৎ।
পশ্চাদগৃহী যথাশাস্ত্রং কুর্য্যাদ্দহনমুত্তমম্॥" (বায়ুসংহিতা)

বহূদক, কুমারিকার মহানদীর নিকটবর্ত্তী নদীভেদ। (কুমারিকা° ১৫১।১৬)

বহ্দন (ক্লী) প্রচুর অন্ন।

"আপন্নো ব্যবহারোঽত্র চিত্রমন্নো বহ্বদনম্।
পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ॥" (ভাগ° ৪।২৯।১২)

বহেড়ক (পুং) বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়াগাছ।

বহেড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। বহেড়াফল, ইহা ত্রিফলার মধ্যে একটী। হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাই ত্রিফলা।

বহেড়া, দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। অক্ষা° ২৬° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ১০´ ৮´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান একটী উপবিভাগের বিচার সদর ছিল। ইহার অস্বাস্থ্যতানিবন্ধন এবং সাধারণের অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় দরভাঙ্গা নগরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিচারবিভাগ স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বহেড়ি, উঃ পঃ প্রদেশের বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৪৯ বর্গমাইল।

বহ্লোল লোদী, সুলতান, দিল্লীর জনৈক মুসলমান রাজা। তিনি মালিক কালার পুত্র, এই জন্য সকলেই তাঁহাকে মালিক বহ্লোল বলিয়া ডাকিত। তদীয় পিতৃব্য সুলতান শাহলোদী (ইস্লাম খাঁ) সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই বালকের সদ্বিবেচনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন এবং নিজ মৃত্যুর সময় তাঁহারই মস্তকে রাজমুকুট শোভিত করিয়াছিলেন।

রাজাসনে আসীন হইয়া বহ্লোল সুশাসনে রাজ্য মধ্যে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু

তদীয় পিতৃব্যপুত্র কুতব্ খাঁ তাঁহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া দিল্লীশ্বর সুলতান মহম্মদের সমীপে বহ্লোলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তদনুসারে রাজাদেশে হাজি হিসাম খাঁ সসৈন্যে তাঁহাকে দমনার্থ প্রেরিত হন। খিজিরাবাদ পরগণায় কারাগ্রামের নিকট উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং হিসাম খাঁ পরাজিত হইয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন।

হাজি হিসাম বিতাড়িত হইলে বহ্লোল তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতান মহম্মদকে এই মর্ম্মে একপত্র পাঠান যে, তাঁহার শাসন-বিশৃঙ্খলতায় রাজ্য ছারখার হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং যে চিরদিনই সুলতানের পদানত, তাহাও জানাইলেন। তাঁহার পরামর্শমতে সুলতান হাজি হিসামকে হত্যা করিয়া হামিদ খাঁকে উজীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সুসংবাদে বহ্লোল অপরাপর লোদীদিগকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদনার্থ দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং নিজ জায়গীরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লন।

এই মিলনের পর তিনি সুলতানের হইয়া মালব-রাজকে পরাজিত করেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ খান-খানান্ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই পদোন্নতিতে ক্রমে রাজ-সরকারে লোদীগণের প্রভাব বাড়িয়া উঠে। তাঁহারা সুলতানের বিনানুমতিতেই লাহোর, দীপালপুর, সন্নাম, হিসার, ফিরোজা ও কএকটী পরগণায় আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করে। সুলতান মহম্মদ তাহাদের এইরূপ ঔদ্ধত্য দমনের বিশেষ চেষ্টা করিলেও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী আক্রমণ করে। কিছুদিন অবরোধের পর তাহারা দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ না হইয়া সরহিন্দে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মালিক বহ্‌লোল এই সময় হইতে সুলতান নাম গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি দিল্লী হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ নামে খুত্‌বা পাঠ বা মুদ্রা প্রচার করিতে দেন নাই।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান আলাউদ্দীন্ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় সিন্ধু (হিন্দ্) প্রদেশ বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শাসনাধীন থাকিলেও লোদীবংশ সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করেন।[১] পুনরায় বহ্‌লোল দলবল সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তৎপরে সুলতান আলাউদ্দীন্ যখন উজীর হামিদখাঁর প্রাণবিনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, এই গোলযোগের সংবাদ পাইয়া বহ্‌লোল তৎক্ষণাৎ সদলে দিল্লী আক্রমণ করেন। এবার তিনি হামিদকে প্রীত করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পান। প্রত্যহ হামিদের বাসভবনে গমনাগমন করায় উভয়ের সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া আসিল। কিন্তু বহ্‌লোল নিজের রাজ্যপিপাসা ও হামিদের উচ্ছেদ-সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ছলে হামিদকে বন্দী করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং ৮৫৫ হিঃ (১৪৫১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রিল) ভারতের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজ নামে খুৎবা-পাঠ ও মুদ্রা প্রচার করিবার আদেশ দিলেন। পরে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং অমাত্য ও সেনাবর্গকে হস্তগত করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন।[২]

রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি দিল্লীর সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহ নিজ অধিকারভুক্ত এবং মুলতান প্রদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ যশোলাভ করেন। তাঁহার শাসনে বিরক্ত হইয়া আলাউদ্দীনের পক্ষীয় কএকজন ওমরাহ লোদীবংশের উচ্ছেদ-চেষ্টায় জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা সুলতান মাহ্মূদকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তদনুসারে জৌনপুররাজ ৮৫৫ হিজিরায় অগ্রসর হইয়া দিল্লী অবরোধ করেন। অপরাপর ওমরাহগণের সহিত বহ্‌লোলপুত্র খাজা বায়াজিদ দুর্গরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। সুলতান বহ্‌লোল এতদ্বার্ত্তা-শ্রবণে দীপালপুর হইতে আসিয়া দিল্লীপ্রান্তবর্ত্তী নরেলাগ্রামে সসৈন্যে অবস্থিত রহিলেন।

সন্ধিপ্রস্তাব ভঙ্গ হইল দেখিয়া বহ্‌লোল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর জৌনপুর-সেনাপতি ফতে খাঁ হিরবী পরাজিত ও বন্দী হইলে সুলতান মাহ্মূদ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় হইতে বহ্‌লোলের রাজ্য-পিপাসা বলবতী হইয়াছিল। তিনি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের অধিকৃত সম্পত্তির কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। তৎপরে সুলতান আলাউদ্দীনের কুটুম্বিনী মালিকা জহানের পরামর্শানুসারে মাহ্মূদ শর্কি বহ্‌লোলকে আক্রমণ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য

(১) সরহিন্দ্, লাহোর, সামানা, সন্নাম ও হিসার হইতে পাণিপথ এবং দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সকল ভূভাগ লোদীদিগের অধিকারে ছিল।

(২) রাজ্যাধিকার করিয়া বহ্‌লোল আলাউদ্দীন্‌কে পত্র লিখিলেন যে, তোমার পিতা আমার শিক্ষাদাতা, অতএব আমি তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারি। খুৎবা তোমার নামেই পঠিত হউক। পত্রোত্তরে আলাউদ্দীন্ জানাইলেন, 'যখন আমার পিতা তোমাকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছেন, তখন আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করি। তুমি রাজ্যসম্পদ সুখে ভোগ কর। আমি বদাউন প্রদেশ লইয়া ক্ষান্ত থাকিব।' এই বদাউনে তিনি ১৪৭৮ খৃঃ অঃ (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত শান্তভাবে কাটাইয়াছিলেন।

হন। ইহাতে বহ্‌লোল কেবলমাত্র দিল্লীশ্বর মুবারক শাহের অধিকৃত সম্পত্তিরই স্বত্বাধিকারী হন, কিন্তু অপরের যে সকল সম্পত্তি তিনি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাও প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি শামসাবাদের শাসনকর্ত্তা জুনার্খাকে পরাজিত করিয়া কর্ণরায়কে শামসাবাদ সমর্পণ করেন।

সুলতান বহ্‌লোলের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া জৌনপুরাধিপতি মাহ্মুদ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পুনরায় শামসাবাদে উভয় দলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এই যুদ্ধে কুতব্‌খাঁ লোদী বন্দী হইয়া জৌনপুরে নীত হন। সুলতান মাহ্মুদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহম্মদ শাহ রাজা হন এবং উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যায়। কিন্তু কুতবকে ফিরিয়া না পাওয়ায়, বহ্‌লোল পুনরায় মহম্মদের বিপক্ষে গমন করেন। যুদ্ধে মহম্মদেরই জয়লাভ হয় এবং তিনি কর্ণরায়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় জুনা খাঁকে শামসাবাদ প্রদান করিলেন।

সেই সময় মহম্মদের আদেশে তদীয় ভ্রাতা হসন খাঁ নিহত হন। ইহাতে জৌনপুর-রাজ্যে মহাগোলযোগ ঘটে। রাজমাতা বিবি রাজী কনিষ্ঠ পুত্রের নিধনে শোকার্ত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ মহম্মদকে দমন করিবার জন্য কএকটী ওমরাহকে পাঠাইয়া দেন। ইহাদের হস্তে মহম্মদ চিরদিনের মত ইহযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বিবি রাজীর আদেশে মহম্মদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সুলতান হুসেন খাঁ জৌনপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বহ্‌লোলের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে নিরাপদ করিলেন, কিন্তু বহ্‌লোলের শাম্‌সাবাদ আক্রমণ ও জুনার্খাঁর রাজ্যচ্যুতিতে বিরক্ত হইয়া তিনি দিল্লী আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে কিছুদিন যুদ্ধ হয়। দুই পক্ষেই সেনা সংক্ষয় হইতে লাগিল দেখিয়া পরস্পরে সন্ধি করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎপরে বহ্‌লোল জৌনপুরাধিপতির প্রধান মিত্র আব্দ খাঁ মেবাতিকে পরাজিত করিয়া আপনার বশতাপন্ন করেন।

এই সময় বয়ানার শাসনকর্ত্তা যুসুফ খাঁ বলবনী বিদ্রোহী হইয়া বহ্‌লোলের অধীনতা উচ্ছেদপূর্ব্বক সুলতান হুসেনের নামে বয়ানা-দুর্গে খুৎবা-পাঠ ও মুদ্রা প্রচার করেন। তৎপরে তিন বৎসর আর কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে হুসেন বহু সৈন্য লইয়া বহ্‌লোলকে উপর্য্যুপরি আক্রমণ করেন। সরাই লস্করের যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। ৮৯৩ হিজিরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। হুসেনেরই জয়লাভ হইতেছে দেখিয়া কুতব্‌ খাঁ লোদী সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উহার সর্ত্তানুসারে বহ্‌লোল গঙ্গার উত্তরে এবং হুসেন গঙ্গার দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী স্থানসমূহের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। হুসেন রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে বহ্‌লোল পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কএকজন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া লইলেন। হুসেন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার অধিকৃত কাম্পিল্য, পটিয়ালী, সাকিত, কোল ও জলালী নামক স্থান বহ্‌লোলের হস্তগত হইল। পুনরায় হুসেন দলবল সংগ্রহ করিয়া বহ্‌লোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এবারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি রাপ্রি অভিমুখে পলায়ন করেন এবং অধিকাংশ ধনসম্পত্তি বহ্‌লোলের হস্তে পতিত হয়। ইহার পর রাপ্রিতে সুলতান হুসেনকে পুনরায় পরাস্ত করিয়া তিনি এতাবা আক্রমণ করেন। এই সময় বক্সারের অধিপতি রায় তিলকচাঁদ বহ্‌লোলের পরাক্রম শ্রুত হইয়া তাঁহার পদানতি স্বীকার করেন এবং সুলতানের অনুগ্রহ-লাভার্থ যমুনা পার হইয়া সুলতান হুসেনকে পন্না অভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া যান। ইত্যবসরে বহ্‌লোল জৌনপুর-অধিকারমানসে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হন। হুসেন আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া বরাইচে প্রস্থান করেন, কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বহ্‌লোলের প্রেরিত সেনাদল তাঁহাকে আক্রমণ করিল, রহবনদী (কালীনদী)-তীরে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে হুসেন পরাজিত ও জৌনপুর রাজ্য বহ্‌লোলের হস্তগত হইয়াছিল। এখানে মুবারক খাঁকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি বদাউন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অবসর বুঝিয়া হুসেনও পুনরায় জৌনপুর অধিকারপূর্ব্বক লোদীদিগকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু বহ্‌লোলের পুত্র বর্বাক ও সুলতান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। সুলতানহুসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ না হইয়া বিহারে পলাইয়া যান।

ইহার পর বহ্‌লোল হল্‌দি নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র কুতব খাঁ লোদী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সমাপন করিয়া বহ্‌লোল নিজ পুত্র বর্বাককে জৌনপুর সিংহাসনে এবং খাজা বায়াজিদের পুত্র আজম্ হুমায়ুনকে কাল্পিতে অধিষ্ঠিত করিলেন। চন্দাবার-পথে অগ্রসর হইয়া তিনি ধূলপুর (ঢোলপুর)-রাজকে কৃতার্থ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু মূল্যবান্ নজর আদায় করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি অল্লাহাপুর, গোয়ালিয়ার, বাড়ি প্রভৃতি স্থানের নরপতিগণের অর্থশোষণ করেন। এতাবা-নগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তিনি রায় দানন্দে (দয়ানন্দ)র পুত্র সঙ্গত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করেন। দিবারাত্র পরিশ্রম এবং কঠোর রৌদ্রে পরিভ্রমণ

ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পথিমধ্যেই পীড়িত হন এবং ৮৯৪ হিঃ (১৪৮৮ খৃঃ অব্দে) মলাবী গ্রামে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিয়েন। প্রায় ৩৮ বৎসর ৮ মাস ও ৮ দিন বীরদুর্পে রাজত্ব করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সিকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সুলতান বহ্লোল ধার্ম্মিক, বীর, সৎসাহসী ও বদান্য ছিলেন। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য ও দানশীলতার বহুতর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাধুতার রক্ষক ছিলেন। ধর্ম্মাধিকরণে প্রকৃত বিচার ও নিয়মাদি প্রতিপালন তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে থাকিয়া তিনি অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করিতেন। দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি তিনি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন। আশ্রিতকে তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতেন না। দিনে পাঁচবার তিনি নমাজ পাঠ করিতেন।*

বহ্বক্ষর (ত্রি) বহু অক্ষরং যত্র। বহু অক্ষরযুক্ত পদ। (পা ৬।২।১৭৬)

বহ্বগ্নি (ত্রি) বেদোক্ত বিবিধ অগ্নি।

বহ্বধ্যায় (ত্রি) বহু অধ্যায়-সম্পন্ন।

বহ্বন্ন (ত্রি) বহু অন্ন দ্বারা উপেত। "সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাং" (ঋক্ ১০।১৪৬।৬) 'বহ্বন্নাং বহুভিরন্নৈরদনীয়ৈঃ ফলমূলাদিভিরুপেতাং' (সায়ণ)

বহ্বপ্ (ত্রি) জলময় প্রদেশাদি।

বহ্বপত্য (পুং স্ত্রী) বহূনি অপত্যানি যস্য। ১ শূকর। ২ মূষক। (ত্রি) ৩ বহুসন্তানযুক্ত। (পুং) ৪ মুঞ্জতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

বহ্বভিধান (ক্লী) বহুবচন। (বৈদিক ব্যাকরণ)

বহ্বশ্ব (পুং) ১ মুদ্গলের এক পুত্র। ২ অনেক অশ্ব। (ত্রি) ৩ বহু অশ্বযুক্ত।

বহ্বদিন্ (ত্রি) বহু-অত্তি, অদ-ণিনি। বহুভোজক, বহ্বাশী, যাহারা বহুভোজন করিতে পারে।

বহ্বাদি (পুং) বহু আদি করিয়া পাণিনিযুক্ত শব্দগণ। গণ যথা— বহু, পদ্ধতি, অঞ্চতি, অঙ্কতি, অংহতি, শকটি, শক্তি, শারি, বারি, রাতি, রাধি, অহি, কপি, যষ্টি, মুনি, চণ্ড, অরাল, কৃপণ, কমল, বিকট, বিশাল, বিসঙ্কট, ভরুজ, ধ্বজ, চন্দ্রভাগ, কল্যাণ, উদার, পুরাণ, অহন, ক্রোড়, নখ, খুর, শিখা, বাল, শফ, গুদ, ভগ, গল ও রাগ। (পাণিনি)

* সুলতান বহ্লোলের বিস্তৃত ইতিহাস তারিখ-ই দাউদী, তারিখ-ই-শেরশাহী, তারিখ-ই-মুবারক শাহী, তারিখ-ই-খাঁ জহান্ লোদী, তারিখ-ই-সলাতিন্-ই-আফগানা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাস গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বহ্বাশিত্ব (ক্লী) ১ বহ্বাশিনো ভাবঃ ত্ব। বহুভোজনকারীর কার্য্য বা ভাব, অধিক ভোজন।

বহ্বাশিন্ (ত্রি) বহু অশ্নাতীতি বহু-অশ-ণিনি। বহুভোজনশীল।

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥" (চাণক্য ৬৯)

(পুং) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। (ভারত ১।১১৭।১৯)

বহ্বাশ্চর্য্য (ত্রি) বহু-আশ্চর্য্যযুক্ত।

বহ্বীশ্বর (ক্লী) নর্ম্মদাতটস্থ একটী পবিত্র শৈবক্ষেত্র।

বহ্বৃচ্ (স্ত্রী) ১ ঋগ্বেদ। বহ্ব্য ঋচো যস্মিন্। (ক্লী) ২ সূক্ত। (পুং) বহ্ব্যঋচোঽধ্যেতব্যা যেন। ৩ ঋগ্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

"যত্নেন ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্॥" (মনু ৩।১৪৫)

কাহারও কাহারও মতে 'বহ্বৃচ' অকারান্ত পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

বহ্বৃচী (স্ত্রী) বহ্বৃচস্য পত্নী, বহ্বৃচ-ঙীপ্। ঋগ্বেদবেত্তার স্ত্রী। (জটাধর) বহ্ব্য ঋচোঽধ্যেতব্যা যয়া। অধ্বর্য্যুনামাধ্যেত্রী স্ত্রী। স্ত্রীদিগের স্বাধ্যায় ও অধ্যয়ন যদিও নিষিদ্ধ, তথাপি পূর্ব্বকল্পে স্ত্রীদিগের স্বাধ্যায়াধ্যয়নে অধিকার ছিল।

"পরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥" (যম)

বা (দেশজ) প্রশংসা, বিস্ময় ও উল্লাসসূচক শব্দ।

বাই (দেশজ, বায়ুশব্দের অপভ্রংশ) ১ বায়ু। ২ নর্ত্তকীবিশেষ। ৩ খেয়াল।

বাইচ্ (দেশজ) নৌকার বাচখেলা।

বাইচা (দেশজ) দাড়ী।

বাইন্ (দেশজ) ১ মৎস্যবিশেষ। ২ বাদকবিশেষ, যাহারা খোল, তবলা প্রভৃতি বাজায়। ৩ গুড় জ্বাল দিবার উনুন। ৪ মাদুর-বুনিবার সূত্র।

বাইনচাল (দেশজ) নৌকার তলদেশ ছিদ্র হইয়া যাওয়া।

বাইনাচ (দেশজ) বাইদিগের নৃত্য।

বাইমার (দেশজ) অলসতা, আলস্য।

বাইয়া (দেশজ) বায়ুপ্রকৃতিক।

বাইল (দেশজ) ১ বেলদো, কলা ও নারিকেল বৃক্ষের শাখা। ২ একখানি কপাট। ৩ নৌকার দিক্‌পরিবর্ত্তন।

বাইলহোঙ্গল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বিস্তৃত ময়দানের মধ্যস্থলে এই নগর অবস্থিত। সম্পগাঁও ও প্রসাদগড় নিকটে থাকায় এই-স্থান একটী বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে। এখানে নীল, রেশম প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এখানকার বসবেশ্বর নামক প্রাচীন লিঙ্গায়ত-মন্দির দেখিবার জিনিস।

মন্দিরের গঠন দেখিলে অনুমান হয় যে, এক সময়ে উহাতে জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরগাত্রে রট্ট-সর্দারগণের উৎকীর্ণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের দুইখানি কনাড়ী ভাষায় লিখিত শিলাফলক পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১ম খানিতে ৭৩ পংক্তি ও ২য় ফলকে ৫১ পংক্তি আছে। প্রথমখানি অস্পষ্ট, দ্বিতীয় খানি রট্টরাজ কার্ত্তবীর্য্যের রাজত্বের (১১৪৩-১১৬৪ খৃঃ অঃ) শেষ বর্ষে উৎকীর্ণ হয়।[১]

বাইবেল, খৃষ্টানদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। ঈশ্বর-অভিব্যক্ত ধর্ম্মতত্ত্বসমূহের মূল-বাক্যাবলী গ্রথিত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যে পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের মত প্রতিপালন করিয়া থাকেন, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে মহাত্মা খৃসোষ্টম (Chrysostom) সেই পুথিকেই 'বাইবেল' আখ্যা প্রদান করেন। ভাষা ও অন্তর্নিহিত বিষয়ের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পুরাকাহিনীর ঐতিহাসিকতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা প্রথমার্দ্ধকে পূর্ব্বভাগ (Old Testament) এবং পরার্দ্ধকে উত্তর-ভাগ (New Testament) নাম দান করেন। পূর্ব্বখণ্ডের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সহিত উত্তর-খণ্ডের ঘটনানিচয় বিশেষরূপে সংযুক্ত। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ী খৃষ্টানগণ উক্ত উভয় গ্রন্থের সংযোজক ঘটনাবলিকে এপোক্রিফা (Apocrypha) বা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। ইহা যে ঈশ্বরপ্রোক্ত, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ সন্দিহান।

একণে আমরাও যে বাইবেল পুস্তক দেখিতে পাই, তাহা 'ওল্ড্' ও 'নিউ টেষ্টামেন্ট'-সম্বলিত। এই New Testament বিভাগে পূর্ব্বখণ্ডের লিপিগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বা Scripture বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বর-সমাচার-বিষয়ক ধর্ম্মগ্রন্থকেই Holy Scripture বলিত। ইরেণিয়াস্ (Irenæus) এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের পূর্ব্ব ও উত্তরখণ্ড একত্র লইয়া Lord's Scripture নাম দিয়া যান। পূর্ব্বখণ্ডের গ্রীক্ নাম '*palaia diatheka*' হইতে মহাত্মা পল 'The Old Testament' নামকরণ করেন[২]। বর্ত্তমান মুদ্রিত বাইবেল গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে (Old Testament) ৩৯ খানি গ্রন্থবিভাগ আছে[৩]। অতি প্রাচীন সময়ে উহার কতকাংশ হিব্রু এবং কতকাংশ কালদীয় ভাষায় রচিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে সংঘটিত হিব্রু-কালদীয় সাহিত্যের অনেক ঘটনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বখণ্ডের ইতিহাস, পরমার্থতত্ত্ব, ভবিষ্যদ্বাণী ও কাব্যাংশের পর উত্তরখণ্ডের ঈশ্বর-সমাচার (Gospel), দেব ও মনুষ্যের সংমিশ্রণ, যীশুখৃষ্টের অলৌকিক লীলা ও মৃত্যু এবং খৃষ্টপ্রেরিত দূত (Apostle's)-গণের ভক্তি, দেবানুরক্তি প্রভৃতি একত্র গ্রথিত। য়িহুদীদিগের পূর্ব্বখণ্ডের বিভাগ বর্ত্তমান প্রণালী হইতে অনেক স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা আপনাদের বর্ণমালানুসারে ইহাকে ২২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্মৃতি (Law), ঈশ্বরবাক্য এবং ঈশ্বরমহিমাকীর্ত্তনসূচক গান (Hagiographa) এই তিনটী পর পর লিপিবদ্ধ আছে। পাঁচটী পরিচ্ছেদ (Book) লইয়া মুসার (মোজেসের) স্মৃতি ; জস্যুয়া, জাজেস্, সামুএল, কিংস্, ইসায়া, জেরিমিয়া ও এজিকাএল প্রভৃতি ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্ম্মোপদেষ্টার ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সাম্স্, প্রোভার্বস্, ইক্লিজিয়াষ্টিস্, জব, সলোমনের গীত, রুথ, ল্যামেণ্টেসন্, এস্থার, দানিএল, এজ্রা, নেহেমিয়া প্রভৃতিতে ঈশ্বরের প্রেম, ভজনা ও সত্ত্বা গীতাকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপর গ্রন্থগুলির সন্নিবেশ লইয়া য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়।

য়িহুদীদিগের অবরোধের পূর্ব্বে এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোজেসের উপদেশ বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই ধর্ম্মগ্রন্থ জলপ্লাবনকালীন পবিত্র জাহাজের পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জেরুসালেমের মন্দির নির্ম্মিত হইলে পর রাজা সলোমন এই গ্রন্থগুলিকে তথায় রাখিতে অনুমতি দেন। পরবর্ত্তী ঈশ্বরপ্রণোদিত ব্যক্তিগণ যাহাতে সাধারণের উপকারার্থ ভবিষ্যতে ঐ খানেই গ্রন্থ রক্ষা করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নেবুকাড্‌নেজার (Nebuchadnezzar) কর্ত্তৃক জেরুসালেম-ধ্বংসের পর ঐ পবিত্র গ্রন্থের হস্তলিপি নষ্ট হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে য়িহুদিগণ ইহার প্রতিলিপি বাবিলন নগরে লওয়ায় উহা ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়। তাহাদের অবরোধের সময় দানিএল (Daniel) জেরেমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। অবরোধ মুক্ত হইয়া তাঁহারা ইস্রাএলের প্রতি ঈশ্বরপ্রোক্ত মোজেস্-গাথা পুনরুদ্ধারের জন্য এজ্রাকে অনুরোধ করেন। এজ্রা বহু পরিশ্রমে এই পবিত্র বাক্যাবলীর একখানি যথাসম্ভব প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া যান। য়িহুদিগণ উহার পাঠশুদ্ধি রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। জোসেফাস্ (Josephus) লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময় হইতে

---

(১) Indian Antiquary, Vol. IV. p. 115.

(২) Cor. III, 14.

(৩) জেনেসিস্, এক্সোডাস্, লেভিটিকাস্, নাম্বার্স, ডিউটারোনমি, জোসুয়া, জাজেস্, রুথ, ১ম সামুএল, ২য় সামুএল, ১ম কিংস্, ২য় কিংস্, ১ম ক্রনিক্‌ল্, ২য় ক্রনিক্‌ল্, এজ্রা, নেহেমিয়া, ইষ্টার, জব, সাম্স্, প্রোভার্বস্, ইক্লিজিয়াষ্টিস্, সঙ্গ্ অফ্ সলোমন, ইসায়া, জেরেমিয়া, ল্যামেণ্টেসন্, এজিকাএল, দানিএল, হোসিয়া, জোএল, আমোস্, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা, নাহুম্, হবক্কুক, জেফানিয়া, হগ্‌গৈ, জাকারিয়া ও মালাচি।

আর্ত্তজরক্ষেসের (Artaxerxes) রাজ্যকাল পর্য্যন্ত কেহই এই পবিত্র গ্রন্থ-কলেবরে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দের মধ্যে য়িহুদীদিগের 'তালমুদ' (The Talmud) নামক ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হয়। উহাতে বিভিন্ন বাইবেল পুথির শব্দবিন্যাস ও পাঠবিপর্য্যয় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ তালমুদ সমাপ্ত হইলে টিবেরিয়ার মসোরাইটগণ (Masorites of Tiberias) বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থশুদ্ধি বজায় রাখিতে কৃতসংকল্প হন।[১]

হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্রের সামারিটান পেণ্টাটুক* (Samaritan Pentateuch) ও সেপ্টুয়াজিণ্ট (Septuagint) নামক গ্রন্থাংশের গ্রীক অনুবাদই সর্ব্বপ্রাচীন। এখন যে সমস্ত সামারিটান পেণ্টাটুক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন হিব্রু সামারিটান গ্রন্থের নকল মাত্র। ওরিগেন রাজার রাজত্বের পূর্ব্বে সামারিয়াবাসিগণ এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিল। ৭০ জন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ গ্রীক অনুবাদ সম্পন্ন করেন বলিয়া উহার সেপ্টুয়াজিণ্ট নাম হয়।[৩] আকুইলা, থিওডোসিয়ান ও সিমাকাস নামধেয় তিনটী গ্রীক অনুবাদ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে রচিত হইয়া ওরিগেনের হেক্সাপ্লায় রক্ষিত হইয়াছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে সিরীয়ক, ৩য় শতাব্দে কোপ্টিক, ৪র্থে ইথিওপিক ও ৫মে আর্মেনিয়ানদিগের সেপ্টুয়াজিণ্ট অবলম্বনে পূর্ব্ব ও উত্তর খণ্ড বাইবেল রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দে ইতালীয় ও ৪র্থ শতাব্দে উল্‌ফিলাসের গথিক অনুবাদের অসম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সমুদায় গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল, তাহা মূল হিব্রুপুস্তকের অংশবিশেষের অনুবাদ মাত্র। প্রকৃত সংগ্রহাকারে গ্রথিত এই পুস্তকের যে একখানি লিপি মুরাটোরিন্‌দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা ১৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহার প্রথম ও শেষ ভাগ পাওয়া যায় নাই। যাহা পুথিতে আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পবিত্রাত্মা মার্কের সুসমাচার হইতে এই গ্রন্থের উদ্বোধন হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কতক ছাড় আছে। সিরীয়দিগের পেশিটো (the Peshito) গ্রন্থখানি অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। তথাচ উহাতে কোন কোন অংশ বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

ইউসিবিয়াস্ (Eusebius) উত্তরখণ্ডের যে পুথি পাইয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে সাধারণের আগ্রহের জিনিস হইয়াছে। তিনি এই গ্রন্থকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া যান অর্থাৎ একঅংশে স্বীকৃত বা প্রামাণ্য বিষয়গুলিকে (Acknowledged Books) সন্নিবেশিত করেন এবং অপরাংশে অপ্রামাণিক বা মতভেদযুক্ত গ্রন্থাংশগুলিকে স্থান দিয়াছেন। প্রথমশ্রেণীর মধ্যে তিনি কেবল সুসমাচার (Gospel), আদর্শ পুরুষগণের ক্রিয়াবলী (Acts of the Apostles) ও পল, জন ও পিটার প্রভৃতি মহাপুরুষের পত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তিনি কতকগুলিকে সাধারণের অনুমোদিত এবং কতকগুলিকে কৃত্রিম বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কল্পনা করেন।[১]

প্রোটেষ্টাণ্টদিগের গৃহীত বাইবেল পুস্তকের বর্ত্তমান অংশসমাবেশ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে মার্টিন লুথার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বখণ্ডের 'পেণ্টাটুক্' নামক প্রথম পঞ্চ পত্রিকায় সৃষ্টিপ্রকরণ, আব্রাহাম প্রবর্ত্তিত ঐশ্বরিক বিধি, আব্রাহাম বংশধরগণের ইজিপ্ত-গমন, ঈশ্বরাদেশে তাহাদের তদ্দেশত্যাগ, সিনিয়া দেশীয়২ বনভ্রমণ, কানান-জয় ও তথায় বাসস্থাপন, এবং তদ্দেশবাসিগণের ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনাতিপাতের জন্য মোজেসের বিধি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জসুয়া ও জাজেস নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইস্রাএলবংশের রাজ্যস্থাপনের পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের ইতিহাস বর্ণিত আছে। ইহার পর রুথের উপাখ্যান এবং তৎপ্রসঙ্গে ডেভিডের ইতিহাস-বর্ণন। পরবর্ত্তী সামুএল নামক

(১) বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। কেহ কেহ বলেন, পাঠশুদ্ধির দ্বারা তাঁহারা গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরে বলেন যে এতদ্দ্বারা গ্রন্থের পবিত্রতা নষ্ট করা হইয়াছে; কারণ ইহাতে আর পূর্ব্বপুরুষগণের মুখনিঃসৃত পবিত্র শব্দ নাই। কিন্তু সাধারণেই এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের সদ্বিবেচনা ও পরিশ্রম-সাফল্য স্বীকার করিয়া থাকেন।

* প্রথম পঞ্চপুস্তিকা মোজেসকৃত প্রাচীন ধর্ম্মনীতি।

(২) এই গ্রন্থের মৌলিকতা অনেকে স্বীকার করেন না।

(৩) কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থ য়িহুদীদিগের সানহেদ্রিম মহাসভার ৭০ জন সভ্যের অনুমোদিত হইয়াছিল। অন্য উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, আলেকসান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারে সংরক্ষার জন্য টলেমী ফিলাডেলফাস্ একখানি স্মৃতি-গ্রন্থের জন্য জেরুসালেমের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত এলিয়াজারকে লিখিয়া পাঠান। তদনুসারে তিনি দ্বাদশটী জাতি হইতে ৬ জন করিয়া ৭২ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনুবাদার্থ পাঠাইয়া দেন। যাহাই হউক, সেপ্টুয়াজিণ্ট গ্রন্থ যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা লিখিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পেণ্টাটুক্ গ্রন্থও ঐরূপ টলেমী লেগাস বা তৎপুত্র ফিলাডেল্‌ফাসের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যীশু খৃষ্টের জীবিতকালে সেপ্টুয়াজিণ্ট গ্রন্থ য়িহুদীদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, তৎপ্রমাণ উত্তরখণ্ডের স্থানবিশেষে লিপিবদ্ধ আছে। পরে খৃষ্টানগণ ঐ গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহারা উহা পরিত্যাগ করে।

(১) জেমস, জুডে, পিটারের ২য় এবং জনের ২য় ও ৩য় পত্র অনুমোদিত এবং রাখাল পলের ক্রিয়া এবং পিটার ও জনের শেষ ধর্ম্মকথা অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য।

(২) এলিম ও সিনাই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

পুস্তিকাদ্বয়ে সাধু সামুএল, রাজা সল ও ডেভিডের বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজবিধি, রাজ্যস্থাপন ও নানা ধর্ম্মকথা; কিংস ও ক্রনিকল্‌স্‌ পুস্তিকা চতুষ্টয়ে ইস্রাএল ও জুডার রাজ্যবিবরণ, সলোমনের রাজ্যারোহণ, য়িহুদীদিগের অবরোধ, আসিরীয় ও বাবিলোনীয় আক্রমণ, ও য়িহুদীগণের ইতস্ততঃ গমন লিখিত আছে। ইহার পরবর্ত্তী এজ্‌রা ও নেহেমিয়া নামক পুস্তিকাদ্বয়ে য়িহুদীদিগের অবরোধমুক্তি এবং জেরুসালেম নগরে পুনরায় রাজপাট স্থাপন, ইস্থারে য়িহুদীদিগের অবরোধপ্রসঙ্গ, জব(১) নামক পুস্তকে কেবল ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, অতঃপর সাম্‌স্‌ বা গীতিগ্রন্থ। এই শেষ গ্রন্থে ডেভিড্‌ হইতে য়িহুদীদিগের অবরোধ সময়ে সংগৃহীত প্রার্থনা ভজন প্রভৃতি গীতিসমূহ আছে, জেরুসালেমের মন্দিরে এই সকল স্তোত্র উচ্চারিত হইত(২)।

'প্রভার্ব' নামক পুস্তিকায় সলোমনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ। ইক্লিজিয়াষ্টিসে জগতের অসারত্ব এবং সলোমনের গীতিমালায় বিশ্বাসিগণের প্রতি খৃষ্টের প্রেম, ধর্ম্মসহায়ে জীবাত্মার পরমাত্মার সম্মিলন প্রভৃতি বিষয় অশ্লীলরূপকে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ইসায়া, জেরিমিয়া, এজিকাএল, দানিএল, হোসিয়া, জোএল, আমোস্‌, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা, নাহুম, হবক্কুক, জেফানিয়া, হগ্‌গৈ, জকারিয়া ও মালাচি প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণের পুস্তিকায় ধর্ম্মতত্ত্ব, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, মূর্ত্তিপূজার প্রতিষেধ, ও ইদোম, নিনিভে প্রভৃতি বিধ্বস্ত নগরের উল্লেখ আছে।

উত্তরখণ্ডের* প্রথমেই খৃষ্টধর্ম্মঘোষক (Evangelist) মেথু, মার্ক, লুক ও জন-লিখিত পুস্তকে খৃষ্টের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। খৃষ্টের দূতগণের কার্য্যাবলীতে (Acts of the apostles) য়িহুদী ও জেণ্টাইলগণের মধ্যে খৃষ্ট-মহিমা প্রচার, যীশুকেই খৃষ্টরূপে কথন ও খৃষ্টবিশ্বাসী ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রভৃতি স্থাপন, প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর পলের ১৪, জেম্‌সের ১, পিটারের ২, জুডের ১ ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা এবং জনের প্রত্যাদেশ সর্ব্বশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ।

খৃষ্টানদিগের বাইবেল নামক অংশ কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হিব্রু পণ্ডিতগণ এবং শব্দবিদগণ শব্দশাস্ত্রের সামঞ্জস্য দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার একটী পূর্ব্বাপর ইতিহাস প্রদত্ত হইল। পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে হিব্রুভাষার তিনটী উন্নতিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মোজেসের সময়ে যেরূপ ভাষায় য়িহুদীগণ কথা কহিত, সেই হিব্রু-ভাষায় পেণ্টাটুক্‌-বিভাগ ও জসুয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ হিব্রুভাষা একটু মার্জ্জিত হইলে জাজেস্‌, সামুএল, কিংস, এনিক্‌লস্‌ সামস্‌, প্রভাবস্‌ ও ইসায়া, হোসিয়া, জোএ, আমস, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা নাহুম, হবক্কুক প্রভৃতির গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তৎপরে অবরোধের সময় হিব্রুর মধ্যে বাবিলোনীয় রচনাপদ্ধতি সংমিশ্রিত হইলে ইস্থার, এজরা ও নেহেমিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। দানিএল ও এজ্‌রার কতকাংশ কাল্দী বা অরমিয়ান্‌ ভাষায় লিখিত। উত্তরখণ্ড (The New Testament) হেলেনিষ্টিক্‌ গ্রীক্‌ ভাষায় রচিত হয়। গ্রীক ঔপনিবেশিক য়িহুদীগণ এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তৎসাময়িক গ্রন্থে নিজ নিজ ভাষার রচনা ও তদ্দেশবাসী জাতির কথিত শব্দমালাও প্রক্ষিপ্ত করে। এইরূপে সংশোধিত গ্রীকভাষা হিব্রু-গ্রীক নামে কথিত হয়। সাধু যীশুখৃষ্টের পালেস্তিন অবস্থানকালে এই মিশ্রভাষা তথায় প্রচলিত থাকে এবং তৎকালে এই ভাষায় উত্তরখণ্ড লিপিবদ্ধ হয়। হিব্রু বাইবেল পুস্তকের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রণকার্য্য ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে সোনসিনো (Soncino) কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। কম্প্লুটেন্সিয়ান পোলিগ্লটের জন্য কার্ডিনাল জিমেনিসের (Cardinal Ximenes) ব্যয়ে বাইবেলগ্রন্থের উত্তরখণ্ড মুদ্রিত হয়। উহার মুদ্রণকার্য্য ১৫০২ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়; কিন্তু ১৫২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মধ্যে ইরাস্‌মাস্‌ (Erasmus) নামা জনৈক ব্যক্তি ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জন মিল কর্ত্তৃক যে বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহাতে ত্রিশটী বিভিন্ন পাঠের উল্লেখ আছে। ১৮৩০ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্কোল্‌জ্‌ ((Scholz) যে দুইখণ্ড মুদ্রিত বাইবেল প্রকাশ করেন, তাহাতে ৬৭৪ খানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি ৩৩১ খানি গ্রন্থের পাঠ স্বয়ং মিলাইয়া প্রকৃত পাঠ ধার্য্য করিয়াছিলেন। রিঞ্চ (Rinch), লক্‌মান (Lachmann)

(১) এই গ্রন্থ বহু প্রাচীন ও মোজেস্‌ লিখিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

(২) এই অংশে ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস, ঈশ্বর-বিযোজিত আত্মার কাতরোক্তি, আত্মগ্লানি, ভগবৎমিলন-প্রত্যাশায় পরম আনন্দ, ঈশ্বরবাক্য, সদুপদেশ, বাবিলনে কাতর য়িহুদীদিগের ক্রন্দন, মন্দির সম্মুখে আর্ক দেখিয়া পুরোহিতগণের আনন্দধ্বনি প্রভৃতি করুণ-রসাত্মক বিষয় বর্ণিত আছে।

* মেথু, মার্ক, লুক, জন, দি একট্‌স্‌, রোমান, ১ম করিন্থিয়ান, ২য় করিন্থিয়ান্‌, গালাটিয়া, ইফেসিয়া, ফিলিপিয়াস্‌, কোলোসিয়ান, ১ম থেসেলোনিয়ান, ২য় থেসালোনিয়ান্‌, ১ম টিমোথী, ২য় টিমোথী, টাইটস্‌, ফিলেমোন, হিব্রু প্রভৃতির প্রতি পলের পত্র, পিটারের ১ম ও ২য় পত্র, জেম্‌সের ১ খানি পত্র, জনের ১ম, ২য় ও ৩য় পত্র এবং জুডের পত্র সাধারণের হিতার্থ প্রচারিত হয়। সর্ব্বশেষ সেণ্ট জন দি ডিভাইনের প্রত্যাদেশ (Revelation) প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রভৃতি জর্ম্মণ পণ্ডিতের সটীক গ্রন্থ খৃষ্টান-সমাজের আদরের সামগ্রী। ইংলণ্ডেও নানা সময়ে নানাপ্রকার বাইবেল মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের মুদ্রণে একমাত্র রাজারই অধিকার আছে। অন্য কেহ যদি এই অনুমোদিত পাঠ ছাপাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বাইবেল বোর্ডের অনুমতি লইতে হয়। খৃষ্টধর্ম্ম ও তৎপ্রবর্ত্তক বাইবেল শাস্ত্র নানাস্থানে বিলি করিবার জন্য পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে ৭০টী বাইবেল সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ২৪৩টী বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কোথাও একটী ভাষায় দুই তিন প্রকার অনুবাদ দেখা যায়।

বাইশ (দেশজ) ১ দ্বাবিংশতি। ২ কুঠারের ন্যায় ছুতারের কর্ত্তনাস্ত্রবিশেষ। ৩ বিস্ময়প্রকাশক শব্দ।

বাইশা (দেশজ) দ্বাবিংশ সংখ্যা।

বাইশী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বাউ (দেশজ) ১ বাহু। ২ অলঙ্কারবিশেষ।

বাউটী (দেশজ) মণিবন্ধের গহনাবিশেষ। আজকাল এই গহনা বিশেষ প্রচলিত নহে। পূর্ব্বে ইহার খুব আদর ছিল।

বাউনিয়া (দেশজ) বামন।

বাউনী (দেশজ) পৌষসংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে যোষিৎদিগের কৃত্যবিশেষ।

বাউরা (দেশজ) বাতুল।

বাউরি, পশ্চিম বঙ্গবাসী নিকৃষ্টজাতি। কৃষিকার্য্য, মৃৎপাত্রনির্ম্মাণ ও পাল্কী-বহন ইহাদের প্রধান ব্যবসা[১]। আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদের জাতিবিভাগ নিরূপণ করিতে গিয়া মানবতত্ত্ববিদ্ ইহাদিগকে পার্ব্বতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে ৯টী বিভিন্ন থাক আছে। যথা—১ মল্লভূমিয়া, ২ শিকারিয়া ও গোবরিয়া, ৩ পঞ্চকোটি, ৪ মালা বা মূলো, ৫ ধুলিয়া বা ধুলো, ৬ মলুয়া বা মালুয়া, ৭ ঝাঁটিয়া বা ঝেটিয়া, ৮ কাঠুরিয়া, ৯ পাথুরিয়া। ভিন্ন স্থানে বাস বা জাতীয় ব্যবসাহেতু ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমানকালে একটু স্বতন্ত্রতা ঘটিয়াছে; কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের কোন গোলমাল নাই। 'মামেরা' 'চাচেরা' সম্পর্ক বাদ দিয়া তাহারা সগোত্রেও বিবাহ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন একবংশের মধ্যে পুরুষের সাতপুরুষ ও কন্যার তিনপুরুষ বাদ দিয়াও বিবাহ চলে ইহাদের মূর্খতানিবন্ধন বংশপরম্পরা ধার্য্য না থাকায় কখন কখন উক্ত নিষেধসত্ত্বেও বিবাহাদি হইতে দেখা যায়। পিতামাতার সামর্থ্যানুসারে বালক বা যুবা উপযুক্ত পাত্রীর সহিত বিবাহিত হয়। পুরুষের ভরণপোষণের ক্ষমতা থাকিলেই সে ইচ্ছানুসারে দুই বা ততোধিক বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের কোন মন্ত্রতন্ত্র নাই। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে নগদ ১।০ পাঁচসিকা ও উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে একটী ভোজ দিতে পারিলেই বিবাহকার্য্য সিদ্ধ হয়। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিধবা স্বামীর কনিষ্ঠকে বরণ করিতে বাধ্য। বিবাহবন্ধনচ্ছেদন করিতে হইলে বিবাহকালীন স্বামিদত্ত-লৌহ অঙ্গুরীয়ক প্রত্যর্পণ করিতে হয়। স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের দোষ দেখাইয়া পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যক্ত স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ হয়। কোথাও কোথাও ইহাদের বিবাহে হিন্দুদিগের অনেকটা অনুকরণ দেখা যায়। পূর্ব্বাঞ্চলে মালাবদলও হইয়া থাকে।

অসভ্যজাতীয়ের ন্যায় ইহারা বক, কুকুর প্রভৃতিকে ভক্তি করে। জীবিত কুকুর মনুষ্যের উপকারী বলিয়া পূজনীয়; কিন্তু মৃত কুকুর ইহাদের নিকট অস্পৃশ্য। বক বা কুকুর মারিলে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। যদি কোন পুষ্করিণীতে একটী কুকুর ডুবিয়া মরে, তাহা হইলে ঐ অপবিত্র জল পুনর্বর্ষাদ্বারা বিধৌত না হইলে কেহ স্পর্শ করে না। ইহারা গবাদি পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বাউরিগণ আপনাদিগকে শাক্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাউরিগণের পূজাপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনুমান হয় যে, ইহাদের ধর্ম্মের সহিত হিন্দুমতের পার্থক্য আছে। মনসা, ভাদু, মানসিংহ, বড় পাহাড়ী, ধর্ম্মরাজ ও কুদ্রুসিনী ইহাদের পূজ্যদেবতা। মনসা ও ভাদু বাগ্দীগণের উপাস্য দেবতা। বাউরিরা এই দুই দেবের পূজাপদ্ধতি বাগ্দীদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যেও এই মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। পূজাপদার্থ এক হইলেও উভয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা এই দেবদেবীর সমক্ষে ছাগ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি বলি দেয়। পূজার পর বাউরি-পুরোহিতগণ মুরগী এবং শূকরাদির মুণ্ড পায়। পশ্চিম বঙ্গের বাউরিগণ দেবপূজায় ব্রাহ্মণ পূজারি পায় নাই। তথায় ইহাদের স্বজাতিমধ্যস্থ লাবা বা দেঘরিয়া পূজকগণ যাজকতা করিয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বর্ণ ব্রাহ্মণেরাই বাউরিদিগের দেবপূজা

(১) এই জাতির নীচত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। দেবতার ভোগ হরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা এইরূপ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে বলে, তাহারা বাহকঋষির বংশধর। কোন বিবাহ-যাত্রায় তাহারা পাল্কী বেচিয়া মদ্যপান এবং আপনাদের গুরুকে অবমাননা করায় তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এই দশা পাইয়াছে। অপর কেহ ভূইয়া বা মুসহরদিগের মত রিকুমুনিকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকে।

করে। ইহারা কালী, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতির পূজাও করিয়া থাকে। এখানকার বাউরিগণ শবদেহ দাহ করে; কিন্তু বাঁকুড়া জেলার বাউরিগণ মৃতদেহের মস্তক উপরে ও মুখ নিম্নে রাখিয়া পুতিয়া ফেলে। মৃত্যুর পর একাদশদিনে প্রেতকৃত্য সম্পন্ন হয়। ঐ সময় মৃতের নিকট আত্মীয় মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে।

হলাকর্ষণ ও পাল্কীবহন ব্যতীত ইহারা এখন অন্যান্য কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছে। গৃহাদি নির্ম্মাণে, ও নীল প্রস্তুত কার্য্যে ইহারা বিশেষ পটু। বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি স্থানে ইহারা চৌকীদারী কার্য্য করিয়া অনেক সম্পত্তি লাভ করিয়াছে। এখনও ঘাটবাল, সাদিয়াল, দিগবার, তাবিদার ও চাকরাণ চৌকীদার প্রভৃতি কার্য্যে বাউরিদিগকে নিযুক্ত দেখা যায়।

বাউল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ[১]। স্বয়ং মহাপ্রভুকেই ইহারা আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু বাস্তবিক কোন্ ব্যক্তি এই সাম্প্রদায়িক মতের সৃষ্টি করিয়া যান, তাহা নিশ্চয় বলা সুকঠিন। ইহারা আপনাদের সাধনপ্রণালী কাহারও নিকট প্রকাশ করে না এবং বলিয়া থাকে—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা,
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান"।

ইহাদের বিশ্বাস, কাহারও নিকট নিজ সাম্প্রদায়িক মত বা ভজনপ্রণালী প্রকাশ করিলে প্রত্যবায় আছে।

ইহারা বলেন, পরমদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে মানবহৃদয়ে বিরাজিত আছেন; সুতরাং নরদেহ ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে তাঁহার অন্বেষণে আবশ্যক নাই:—

"কারে বলবো কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥"

শুদ্ধ ঐ পরম দেবতা কেন, অখিলব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থমাত্রই মনুষ্যশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই হেতু তাহাদের মত দেহতত্ত্ব বলিয়াও প্রসিদ্ধ। "যাহা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" এই কথার সার্থকতা সম্পাদনের জন্য তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবনধাম সকলই দেহমধ্যে বর্ত্তমান আছে।

মানবদেহে বিরাজমান পরমদেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এই সম্প্রদায়ের মুখ্যসাধন। প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর প্রেমেতেই ঐ প্রেম পর্য্যাপ্ত হয়।[২] অতএব প্রকৃতিসাধনই ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহারা এক একটী প্রকৃতি লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনাতেই আজীবন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। অন্যের জানিবার উপায় নাই, জানিলেও তাহা লেখনীয় নহে। কামরিপু উপভোগের প্রকরণবিশেষ দ্বারা কামের শান্তিসাধনপূর্ব্বক চরমে পরমপবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্য। ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ব হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

"তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি,
নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি,
অকৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি, বাক্য নাই।"[৩]

ঐ প্রকৃতি সাধনের অন্তর্গত 'চারিচন্দ্রভেদ' নামে একটী ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারেন; কিন্তু বাউলসম্প্রদায়ীরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, লোকে ঐ চারিটী চন্দ্রকে (অর্থাৎ দেহ হইতে নির্গত শোণিত, শুক্র, মল ও মূত্র এই পদার্থ চতুষ্টয়) পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ পদার্থচতুষ্টয়কে পরিত্যাগ না করিয়া বরং পুনরায় শরীরমধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঘৃণা প্রবৃত্তি পরাভবের জন্য ইহাদের মধ্যে অন্যান্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নরবধ করেনা সত্য, কিন্তু নরদেহ পাইলে তন্মাংস ভোজন করিয়া থাকে এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক পরিধানপ্রথাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

যদি ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তথাপি লোকসমাজে ভয়ে ভয়ে কিছু কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়া চলে।

"লোক মধ্যে লোকাচার।
সদ্গুরুর মধ্যে একাকার॥"

(১) বাতুলের ন্যায় এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংযোজিত করিয়া পরিধান করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমরা সখের বা পেশাদারী যে বাউল সম্প্রদায় দেখিতে পাই, তাহা ইহাদের অনুকরণে গঠিত। ভজন গীতকালে নৃত্য ও বেশভূষা নিরীক্ষণ করিলে ইহাদিগকে বাতুল বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ বাতুল হইতেই ইহাদের 'বাউল' নাম হইয়াছে। হিন্দিভাষায় বাতুলকে বাউরা বলে। বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃতরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'লোপোহনাদ্যবুধর্গাদি তৃতীয়ো।' (সংক্ষিপ্তসার)

(২) স্ত্রীলোক। কোন কোন বাউল সম্প্রদায় এমতের পক্ষপাতী নহেন।

(৩) কিন্তু এই উদ্দেশ্য কতদূর সম্ভবপর, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" (মহাভারত)

এই বচনানুসারে তাহারা লোক দেখাইবার জন্য তিলক ও মালা ধারণ করে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, প্রবাল, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অপরাপর বস্তুও বিনিবেশিত করিয়া রাখে। ইহারা ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ করে। খেল্কা, পিরাণ বা আলখাল্লা গায়ে দিয়া এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি* সঙ্গে লইয়া ভিক্ষায় বহির্গত হয়। ইহারা ক্ষৌরী হয় না, বরং শ্মশ্রু কেশাদি রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটী ঝুটী বাঁধিয়া রাখে। পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে দণ্ডবৎ প্রণাম করে।

ইহাদের মতে বিগ্রহ-সেবা বা উপবাসাদি আবশ্যক নহে। কোন কোন আখড়াধারী বাউল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া থাকে বটে; কিন্তু সেটী বাউল মতানুসারে দুষ্য ও নিন্দনীয়। কেহ কেহ কর্ত্তাভজাদিগের ন্যায় রোগীদিগকে ঔষধ দান করে এবং হরিতাল পারদভস্ম প্রভৃতি অপূর্ব্ব ঔষধ আছে বলিয়া বড়াই করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা উপাধিও পাইয়া থাকে। ফলতঃ বাউল ও ক্ষ্যাপা একই অর্থবোধক।

ব্রহ্মউপাসনাতত্ত্ব, নায়িকাসিদ্ধি, রাগময়ীকণা ও তোষিণী প্রভৃতি ইহাদের কএকখানি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে†। উহাতে এই মতের বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে।

ইহাদের ধর্ম্মসংগীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন-সংক্রান্ত সঙ্গীতে অনেক নিগূঢ়ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এজন্য সহজে তাহার অর্থবোধ হয় না। যাহা বুঝা যায়, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে নিতান্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে। নিম্নে দুএকটী গান উদ্ধৃত করা গেল।

১। সহজমানুষ আলেকলতা।

আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা।
আলেকের প্রেমের কোলে,
পেতেছে বাঁকানলে, ত্রিবেণীর জল উজন-চলে
বহিছে সর্ব্বদা।

আপনি চলে নলের পথে, সে নল নারে চিস্তে,
জগতে করে চিস্তে, চিন্তামণি চিন্তাদাতা।
আলেক দুনিয়ার বীজে, আলেকে সাঁই বিরাজে,
আলেকে খবর নিচ্ছে, আলেকে কয় কথা।
আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, যার সৌরভে জগৎ মেতেছে,
আলেকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তার আছে পাতা।
আলেক মানুষের রসে, সনাতন সদা ভাসে,
বাউলে তোর লাগ্‌লো দিশে, যেত্তে নারবি সেথা।
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ চিনবি কেমন কোরে,
যে দিন ধরবে তোরে মুগুর দিয়ে ছিঁচ্‌বে মাথা।

২। দেল দরিয়া খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখ্‌তে পাবি,
মথ্‌সুধাবাদ কররে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন।

৩। হলো বিষম রাগের করণ করা।
জেনে যোগমাহাত্ম্য রূপের তত্ত্ব, জানে কেবল রসিক যারা।
ফণিমুখে হস্ত দিয়ে, বসে আছ নির্ভয় হয়ে,
করি অমৃতপান গরল খেয়ে, হয়ে আছে জীয়ন্তে মরা।
রূপেতে রূপ নেহার করি, আছে রাগ দর্পণ ধরি,
হুতাশনকে শীতল করি, অনলে রেখেছে পারা।
গোঁসাই গুরুচাঁদে বলে, ডুবে থাক মন সিন্ধুজলে,
কিন্তু সে জল পরশ হলে, শুক্‌নোয় ডুবাবি ভরা।

বাউলী (দেশজ) কুম্ভকারদিগের ব্যবহৃত সাঁড়াশী সদৃশ যন্ত্র-বিশেষ। অগ্নি হইতে পোড়ান পাত্রাদি ইহা দ্বারা তোলা হয়।

বাও (দেশজ) ১ বায়ু। ২ বাগী।

বাওআত্তর (দেশজ) দ্বিসপ্ততি, ৭২।

বাওআন্ন (দেশজ) দ্বিপঞ্চাশৎ, ৫২।

বাওটা (দেশজ) দ্রুতগামী।

বাওড় (দেশজ) বাতাবর্ত্ত, মজা নদীর কতকাংশ। যে নদী মজিয়া গিয়া অল্প জল থাকে, তাহাকে বাউড় কহে।

বাউড়ী (দেশজ) কেন্দ্র।

বাওতি পিণ্ড, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী স্থান। নাগ-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে আসিলে দুইটী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী কন্দরের অনতিদূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। নগরটী ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখানে ও নিকটবর্ত্তী বন্দরদেশে অশোকস্তূপ প্রভৃতি অসংখ্য বৌদ্ধকীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বাওতি নালার তীরে প্রাচীন ধ্বংসরাশির উপর এই গ্রাম স্থাপিত। হসন্ আব্দাল হইতে হরিপুর (হাজারা জেলা) যাইবার পথে এই স্থান নয়নগোচর হয়। হসন্ আব্‌দাল ও বাওতিপিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী লঙ্গরকোট বা শ্রীকোট নামক স্থান বহু প্রাচীন। প্রবাদ, শ্রীকোটদুর্গ রসালুর চিরশত্রু রাজা শিরকপ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল।

* একরূপ দীর্ঘাকার নারিকেলমালা। দরিয়ার নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

† গ্রন্থগুলি বাঙ্গালাভাষায় লিখিত।

বাওনি, বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১২৭ বর্গমাইল। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এই রাজ্যটী মুসলমানের অধিকৃত। এখানকার সর্দ্দার নবাব গাজীউদ্দীন্ খাঁ নিজামবংশীয়। ইহার ৪০ জন অশ্বারোহী, ৩০০ পদাতি ও ৩টী কামান আছে। পেশবার নিকট হইতে তিনি যে ৫২টী গ্রাম পাইয়াছিলেন, ইংরাজ গবমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তদীয় বংশধরগণ এখনও সেই সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কোদনের গ্রামে তাঁহাদের রাজপাট অবস্থিত।

বাওলি, উঃ পঃ প্রদেশের মিরাট জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাওয়া (দেশজ) বায়ু শব্দজ।

বাওয়ালী (দেশজ) ১ কাঠুরিয়া বিশেষ। ২ চালুনী।

বাঁ (দেশজ) বাম।

বাঁইত (দেশজ) বমন।

বাঁইতি (দেশজ) নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা দরমা, মাতুর প্রভৃতি বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বাঁউ (দেশজ) পাদতল হইতে উর্দ্ধবিস্তৃত হস্তাঙ্গুলির শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত পরিমাণ বিশেষ।

বাঁক (দেশজ) ১ জলের পরিমাণবিশেষ। নদীর প্রবাহ-পরিবর্ত্তন স্থান। ২ ভারবহনের নিমিত্ত বংশ। ৩ পাদালঙ্কার বিশেষ। ৪ শিঙ্গার ন্যায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

বাঁক (দেশজ) ১ বক্র। ২ কুটিল।

বাঁকা, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৮৫ বর্গমাইল। উমরপুর, বাঁকা ও কাঠুরিয়া প্রভৃতি থানা ইহার অন্তর্গত। এখানকার অধিবাসিগণ উপদেবতার পূজা করে। ২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচারসদর। অক্ষা° ২৪°৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫৮´৫´´ পূঃ। চন্দনা নদীতীরে অবস্থিত। এখানে এবং উপবিভাগের সর্ব্বস্থানেই দোবে-ভৈরোঁ নামক ব্রহ্মদৈত্যের পূজা হয়। ভাগলপুরবাসীদিগের বিশ্বাস, এই সকল ভূতযোনি কুপিত হইলে সাধারণের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। তন্নিবারণের জন্য তাহারা উপদেবতাকে নানা উপহার প্রদান করে। দোবে ভৈরোঁ একজন উত্তরপশ্চিমভারতবাসী জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বীরমা নামক ক্ষেত্তৌরী রাজার আশ্রয়ে মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী দদ্রিনগরে আসিয়া বাস করেন। রাজার উৎপীড়নে তিনি আত্মহত্যা করিলে, ব্রহ্মরক্তে তদ্রাজ্য নষ্ট হয়। রাজা তাহার ব্রহ্মকোপানল হইতে নিস্তার পাইলেন না। দেওঘরে থাকিলেও বৈদ্যনাথ বা পার্ব্বতী দেবী রাজাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষে তিনপাহাড়ের উপরে রাজদেহ পাথর চাপনে নিষ্পেষিত হয়। ভাগলপুরবাসীরা দোবে ভৈরোঁকে বৈদ্যনাথের পর পূজা দেয়। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার পূজায় জীববলি দেওয়া হয় না।

বাঁকাখাল, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদীর একটী খাল। রূপনারায়ণের মোহানা হইতে হলদী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। জল অধিক থাকায় সকল সময় নৌকাদি গমনাগমনের সুবিধা আছে।

বাঁকাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৪৩ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাঁকি, উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। এক্ষণে উহা ইংরাজ-গবমেণ্টের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১১৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মহানদী, পূর্ব্বে কটক জেলা, দক্ষিণে পুরী ও পশ্চিমে খণ্ডপাড়া রাজ্য। ১৮০০ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান হিন্দু-সামন্তরাজের হস্তে ছিল। তিনি ইংরাজ-গবমেণ্টকে বাৎসরিক ৪৪৩০ টাকা কর দিতেন। শেষোক্ত বৎসরে তিনি হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়া চিরনির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার রাজ্য গবমেণ্ট অধিকার করেন। ইংরাজরাজের অধীনে থাকায় এই স্থানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

বাঁকিপুর, বাঙ্গালার পাটনা জেলার অন্তর্গত প্রধান নগর। এখানে পাটনা জেলার বিচার-সদর। অক্ষা° ২৫°৩৬´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°১০´৫০´´ পূঃ। প্রাচীন পাটনা রাজধানীর পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত থাকায় এবং য়ুরোপীয়গণের বাসস্থান মনোনীত হওয়ায় এইস্থান বিশেষ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন গঙ্গানদীর খাতের উপর রাজকীয় অট্টালিকা ও য়ুরোপীয়গণের আবাসবাটী নির্ম্মিত আছে। এই নগরের মিঠাপুর নামক বিভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও পাটনা-গয়া-রেলপথের ষ্টেশন আছে। বাঁকিপুর হইতে প্রাচীন পাটনা রাজধানীতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ও সেখানে আর একটী ষ্টেশন হইয়াছে। এখান হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'গোলা' নামক স্থান। এখানকার গোলঘর দেখিবার জিনিস। বর্ষাকালে গঙ্গার খাত পূরিয়া ষ্টেসনের নিকট পর্য্যন্ত জল আইসে; কিন্তু অন্য সময়ে চড়া জাগিয়া উঠে এবং জল ১ মাইল দূরে সরিয়া যায়। কলিকাতা হইতে এই স্থান ৩৫৮ মাইল। [পাটনা দেখ।]

বাঁকিপুর, বারাকপুরের উত্তর পলতার নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অষ্টেণ্ড কোম্পানির (Ostend Company) বাণিজ্যের আড্ডা ছিল। অষ্ট্রিয়া-রাজ পূর্ব্বভারতীয় বাণিজ্যের অংশ লইবার প্রত্যাশায় ১৭২২-২৩ খৃষ্টাব্দে এই বণিক্‌সমিতি সংগঠন করেন। ইহার কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌দলে কার্য্য করিত।

জর্ম্মণ-সম্রাটের ভারত-বাণিজ্য লুণ্ঠনের এই মহৎ উদ্যম শীঘ্রই অবসাদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দল ভারতে আসিয়া মান্দ্রাজের কোভেলঙ্গ নগরে ও বাঙ্গালায় বাঁকিপুরে কুঠী স্থাপন করে। জর্ম্মণগণের অভ্যুদয়ে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিক্‌সম্প্রদায় বিচলিত হয়। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা রাজদরবারের আদেশে এই দলের ব্যবসাকার্য্য স্থগিত থাকে এবং ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সমুদ্রপথের বাণিজ্যপ্রভাবে ইহাদের বাণিজ্যোদ্যম খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও জর্ম্মণগণ একযোগে মুসলমান ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মুসলমান সৈন্য বাঁকিপুর অবরোধ করিলে অষ্টেণ্ড কোম্পানির এজেন্ট গোলার আঘাতে আহত হন এবং এখান হইতে জর্ম্মণ-বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের আশা সমূলে উৎপাটিত হয়। অবশিষ্ট জর্ম্মণ-কর্ম্মচারিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যুরোপে পলায়ন করেন। তাঁহারা মান্দ্রাজক্ষেত্রে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াও দেনদার হইয়া পড়েন, অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সম্প্রদায় হতাশ্বাস হইয়া তাঁহাদের বাণিজ্যপাট উঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়।

বাঁকা (পারসী) ১ বাঁক নামক শৃঙ্গবাদক। ২ অবশেষ।

বাঁকুড়া, বাঙ্গালার বৰ্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২২° ৪০´ হইতে ২৩° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৩৮´ হইতে ৮৭° ৪৭´ পূঃ। উহার উত্তর ও পূর্ব্বে দামোদর নদী, দক্ষিণে মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে মানভূম জেলা। ভূপরিমাণ ২৬২১ বর্গমাইল।

ইহার পূর্ব্বাংশ প্রায়ই সমতল। যতই উত্তর ও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই গণ্ডশৈল ও জঙ্গলভূমি নয়নপথে পতিত হইতে থাকে। এই বিস্তীর্ণ শৈলশ্রেণী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ ফিট উচ্চ। সুশুনিয়া নামক পাহাড় ১৪৪২ ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ের শিখরদেশে রাজা চন্দ্রবর্ম্মদেবের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। দামোদর ও দলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর এখানকার প্রধান নদী। বর্ষাঋতুতে ইহাদের কলেবর বর্দ্ধিত হয়। ঐ সময় পর্ব্বতগাত্রবিধৌত জলরাশি হঠাৎ বন্যার ন্যায় আসিয়া বহুস্থান ভাসাইয়া দেয়। এই বন্যার আগমন কাল না বুঝিতে পারিয়া কতশত লোক ভাসিয়া গিয়াছে। এই বন্যা গঙ্গার বাণ হইতে স্বতন্ত্র। এখানে ইহাকে হুপা বাণ বলে। বিষ্ণুপুর নগরের সন্নিকটে পূর্ব্বতন রাজগণের অক্ষয়কীর্ত্তিসমূহ বিরাজিত আছে।

পূর্ব্বে এই স্থান বর্দ্ধমান চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংরাজ গবর্মেণ্ট উহার কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ইংরাজগণ বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পরও বাঁকুড়া (তৎকালে বিষ্ণুপুর জমিদারী নামে খ্যাত ছিল) বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৮০৫ হইতে ১৮৩০ পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর জঙ্গলমহলের মধ্যগত হয়।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস লইয়া এই জেলার বিস্তৃত ইতিহাস গঠিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে এই স্থান বিশেষ প্রভাবশালী হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদ, নাট্যশালা, অশ্ব ও হস্তিশালা, সেনাবারিক, অস্ত্রাগার, ধনাগার, দেবমন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এখানকার হিন্দুরাজগণ কখনও শত্রুভাবে মুসলমান নবাবগণের প্রতিকূলাচরণ করিতেন, কখন বা মিত্রভাবে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেন। ইহারা কখন মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন না। প্রতিনিধিরূপে কোন কর্ম্মচারী রাজদরবারে হাজির থাকিত। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই রাজবংশের অবনতি হয়। মরাঠা দস্যুদিগের আক্রমণ, মুসলমান নবাবগণের অযথা করসংগ্রহ এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মহা দুর্ভিক্ষে বিষ্ণুপুর জনহীন হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুর-রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অরণ্যে পরিণত হয়। এইরূপে ধনহীন হওয়ায় রাজা নিজ মদনমোহন দেবমূর্ত্তি কলিকাতাবাসী গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হন। পরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবোদ্ধার-মানসে নিজ মন্ত্রীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। গোকুল মিত্র টাকা লইয়াও দেবমূর্ত্তি প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন না। রাজা দেবমূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে নালিশ রুজু করিলেন। তিনি দেবমূর্ত্তি ফিরিয়া পাইলেন। [বিস্তৃত বিবরণ বিষ্ণুপুর শব্দে দেখ।]

ইংরাজের শাসনাধীনে আসিলেও এখানকার দুর্গতি অপনোদিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানগণের অযথা করসংগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেও এবং প্রজার কষ্ট বিদূরিত হইলেও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ক্ষতি হইতে এই রাজসংসার আর পূর্ব্বসমৃদ্ধি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই। বিষ্ণুপুরের ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ মধ্যে একটী প্রাচীন কামান আছে। উহা ১২॥০ ফিট্ লম্বা। প্রবাদ এইরূপ, ঐ কামান দেবতা কর্ত্তৃক রাজাকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

উক্ত জেলার মধ্যে অণ্ডাল, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটী, বর্জোরা, রাজগ্রাম, কোতলপুর প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্যস্থান। গালা (লা) ও তসর এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এতদ্ভিন্ন এখানে নীল প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যের চাষ ও ব্যবসা আছে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বিষ্ণুপুর নগর এই জেলার প্রাচীন রাজধানী। [বিষ্ণুপুর দেখ।]

বাঁকুড়ি, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। (ব্রহ্মখ° ৫২।৮৭)

বাঁকোমুণ্ডা, উড়িষ্যার বোদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ। ২০৮০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২০° ৪২´ ২৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ২০´ ১৮´´ পূঃ।

বাঁচা (দেশজ) রক্ষা করা।

বাঁঝা (দেশজ) বন্ধ্যা স্ত্রীলোক।

বাঁট (দেশজ) ১ গোস্তন। ২ অস্ত্রাদি ধরিবার মুষ্টি, ইহা কাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ৩ বিভাগ।

বাঁটখারা (পারসী) ওজন পরিমাপক দ্রব্যবিশেষ, ইহা লোহাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

বাঁটা (দেশজ) ১ পেষণ করা। ২ বিভাগ করা। ৩ তাম্বূলাধার। ৪ টাকার বাটা। প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ের লভ্যাংশ।

বাঁটুল (দেশজ) ১ বর্ত্তুল। ২ বেটে।

বাঁটুলিয়া (দেশজ) ভারুই পক্ষী।

বাঁড়া (দেশজ) ১ বর্দ্ধিত হওয়া। ২ লিঙ্গ।

বাঁড়িয়া (দেশজ) বাটিয়া দেওয়া, পরিবেশন করা।

বাঁদর (দেশজ) বানর।

বাঁদী (পারসী) ১ ক্রীতদাসী। ২ পরিচ্ছদবিশেষ।

বাঁদীপোতা (দেশজ) খোল করিবার উপযুক্ত এক কাপড়ের থান।

বাঁধ (দেশজ) বন্ধন। ভেড়ীর বাঁধ।

বাঁধনী (দেশজ) বন্ধনী, বন্ধনার্থ রজ্জ্বাদি।

বাঁধা (দেশজ) ১ বন্ধন করা। ২ বন্ধক দেওয়া ও বন্ধক রাখা।

বাঁধাবাঁধি (দেশজ) আটা আটি।

বাঁধান (দেশজ) বন্ধন করান।

বাঁধারিবেত (দেশজ) বেত্রবিশেষ।

বাঁধাল (দেশজ) বাঁধ।

বাঁধালওনিয়া (দেশজ) বন্ধকগৃহীতা।

বাঁধি (দেশজ) বন্ধন করা।

বাঁধুনি (দেশজ) বন্ধনী, শৃঙ্খলা, যথা 'কথার বাধুনি'।

বাঁয় (দেশজ) বাম, বামদিকে।

বাঁশ (দেশজ) বংশবৃক্ষ।

বাঁশই (দেশজ) কৃষিকর্ম্মে ব্যবহৃত মই, বাঁশের সিঁড়ী।

বাঁশখালী, চাটগাঁ জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান। অক্ষা° ২২° ৫০´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৩১´ পূঃ। এখানে চাউলের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এখানে বাঁশখালী নামে একটী খাল আছে। সমুদ্র উপকূলে সঙ্গু নদীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে বাঁধ দেখা যায়, তাহাও বাঁশখালী নামে পরিচিত।

বাঁশগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। রাপ্তি ও ঘর্ঘরা নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৬১৬ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং তন্নামক তহসীলের বিচার-সদর। প্রতিবৎসর আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে এখানে একটী মেলা হয়।

৩ উক্ত জেলায় ভূমিহারদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী নগর।

বাঁশগাঁও, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাঁশগাড়ী (দেশজ) বেদখলি ভূম্যাদি অধিকারের পর বংশদণ্ডদ্বারা সীমানির্দ্দেশ।

বাঁশগাড়ীকরণ (দেশজ) বংশদ্বারা অধিকার-চিহ্ন-স্থাপন।

বাঁশলোই, ভাগীরথী নদীর একটী শাখা। সাঁওতাল পরগণা হইতে উত্থিত হইয়া বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জঙ্গীপুরের অপর পারে গঙ্গানদীতে মিলিত হইয়াছে।

বাঁশী, রাজপুতনার উদয়পুরের অন্তর্গত বাঁশী সামন্তরাজ্যের রাজধানী। এখানে রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান আছে।

২ উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৬০৯ বর্গমাইল। নেপাল-সীমান্তে রাপ্তি নদীতীরে অবস্থিত।

৩ উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং বাঁশী তহসীলের সদর। নদীর অপর পারে নরকথা নামক গ্রামে এখানকার রাজা বাস করেন। পূর্ব্বে বাঁশী নগরেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। পুরাতন রাজদুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। এই নগর হইতে কতকগুলি রাস্তা নেপাল, বস্তি, ডুমারিয়াগঞ্জ, বন্ধলা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল স্থানে শস্যাদির প্রভূত বাণিজ্য হইত; কিন্তু এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বাঁশদা, গুজরাত প্রদেশের সুরাত এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২০° ৪২´ হইতে ২০° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৮´ হইতে ৭° ৩৪´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৩৮৪ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। স্থানে স্থানে সমতল ক্ষেত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। ধান্য, ছোলা ও কলাই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে কার্পাস-নির্ম্মিত ফিতা, মাদুর, পাখা, পশমী কার্পেট বা বস্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানকার সর্দ্দারগণ রাজপুতবংশীয়। ইহারা হিন্দু এবং সোলাঙ্কি নামক রাজপুতবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। বাঁশদা নগরের সমীপস্থ দুর্ভেদ্য প্রাচীর, দুর্গ ও বহুশত দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচায়ক। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে ইহাদের রাজ্যসীমা সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ে ইহারা বিতাড়িত

হইয়া জঙ্গল-প্রদেশ আশ্রয় করে। মহারাষ্ট্রগণ প্রকৃতরূপে ইহাদের নিকট কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বসইসন্ধির পর পেশবা এই স্থানের করসংগ্রহ-ভার ইংরাজের উপর সমর্পণ করেন।

ইংরাজাধিকার হইতে এখানকার সর্দারগণ রাজা উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেনা-সংখ্যা ১৫০ জন এবং ১৪টী কামান আছে। প্রজাগণের বিচারভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত আছে। কাহাকেও ফাঁসি দিতে হইলে তাঁহাকে ইংরাজরাজের পলিটিকাল এজেণ্টের মত লইতে হয়। ইংরাজ-রাজের নিকট তিনি সম্মানসূচক ৯টী তোপ পাইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে, শিশু-পুত্রের অভিভাবক হইয়া ভার-প্রাপ্ত জনৈক ইংরাজকর্ম্মচারী রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসান হয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৪৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৮´ পূঃ। রাজানুগ্রহে এখানে বালক ও বালিকা-বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩ মেদিনীপুরের একটী পরগণা ও তদন্তর্গত প্রধান গ্রাম।

বাঁশদিহা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাসড়া ও বালিয়া তহসীলের কত-কাংশ লইয়া ইহার সংগঠন হয়। ঘর্ঘরা-নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৩৭৪ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া ঘর্ঘরায় পতিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বর্ষা-ঋতুতে ইহার অধিকাংশ স্থান ঘর্ঘরার বন্যায় ভাসিয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং ঐ তহসীলের বিচার-সদর। অক্ষা° ২৫° ৫২´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১৫´ ৩০´´ পূঃ।

বাঁশপাতি, মৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য সুস্বাদু।

বাঁশফোঁড়, উঃ পঃ প্রদেশবাসী নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা ডোম নামক নীচ জাতির একটী শাখা মাত্র। বাঁশ ফাঁড়াই বা ঘরামির কার্য্যই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা বলিয়া ইহারা এই নামে পরিচিত হইয়াছে। মীর্জাপুরবাসী বাঁশফোঁড়েরা বলে যে, তাহারা রেবা নগরের উত্তরপশ্চিমস্থ বীরসিংহপুর নামক স্থান হইতে এখানে আসিয়াছে। গোরখপুরবাসীরা আপনাদিগকে ঘরবাড়ী ডোম বলিয়া পরিচয় দেয়[1]। ইহারা অপরকে নিজ জাতি-ভুক্ত করিয়া লইতে পারে। যদি কেহ এই জাতীয় রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে একটী মহাভোজ দিতে হয় এবং তাহাদের সহিত একত্র বসিয়া মদ্যপান করিলে এই জাতির পূর্ণ অধি-কার পাইয়া থাকে।

ইহারা ডোমজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও কখন কখন 'ধানুক' বলিয়া পরিচয় দেয়। ভাগলপুর সহরে ইহাদের মধ্যে পঞ্চৎ-বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু এই জেলার অপর কোথাও পঞ্চৎ বা ডীহ প্রথা চলিত নাই। নেপালসীমান্তবাসী বাঁশ-ফোঁড়েরা তথাকার বিভিন্ন থাকের মধ্যে ডীহ-বিবাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুরে মহাবতী, চমকেল, গোসেল, সমুদ্র, লহর, কলই, মগরিহ ও সরৈহা প্রভৃতি কএকটী থাক আছে। ইহাদের মধ্যে সপিণ্ড-বিবাহও প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু মাতুলকন্যা, পিসতুতা ভগিনী ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতি নিকট সম্পর্কীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করে না। এমন কি, যে ঘরে ঐ সম্পর্কীয়া কন্যাগণের বিবাহ হয়, দুই পুরুষ গত না হইলে আর সে ঘরে বিবাহাদি করে না। গোরখপুরের ঘরবাড়ীগণ বাঁশফোঁড়, মাঙ্গ্‌তা ডোম, ধরকার, নাটক, তসিহা, হালালখোর ও কুঁচবান্ধিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন থাকের মধ্যেও বিবাহাদি করে।

ইহারা অনেক বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিয়া থাকে। সমাজশাসনের জন্য চৌধুরী নামক একজন মোড়ল ইহাদের সামাজিক নেতা। জাতীয় গোলমাল বা সামাজিক বিভ্রাটের সময় সে কএকজন সদস্যের মত লইয়া বিচার করিয়া থাকে। যদি কোন নীচাশয় ব্যক্তি রজকিনী বা ডোমরমণীর প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে সে আজন্ম জাতিচ্যুত থাকে। রমণী-দিগের পক্ষেও ঐরূপ নীচ আসক্তিতে ঐরূপ শাস্তি প্রদত্ত হয়। কিন্তু যদি কেহ উচ্চ বংশীয় রমণীর প্রেমে অনুরক্ত হইয়া পড়ে, সে একটী জাতীয় ভোজ দিলেই পুনরায় সমাজে গৃহীত হইতে পারে। এক বিবাহই বিধি, কেহ কেহ ইচ্ছামত দুই তিনটী বিবাহও করে। কাহারও উপপত্নী রাখিবার অধি-কার নাই। স্ত্রীলোকের স্বামান্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। কোন স্ত্রীলোক অন্যের অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত জানিলে তাহার স্বামী ও পিতাকে ভোজ দিতে হয়। দোষ স্পষ্ট প্রমাণিত না হইলে রমণীর সাজা হয় না।

বালিকা-বিবাহই প্রচলিত। যদি কোন বালিকা বিবাহের

(১) মীর্জাপুরবাসিগণ বলে যে প্রায় ৪।৫ পুরুষ হইতে তাহারা এই প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। এখনও তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের জন্মভূমি (কথিত বীরসিংহপুর বা তান্নয়ে পন্না রাজ্যের বিষ্ণুপুর নামক স্থানে) মহাদেব পূজার্থ গমন করিয়া থাকে। গোরখপুর-বাসীরা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত সুপচ ভকত নামা জনৈক ব্যক্তিকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয়। ঐ ব্যক্তির মানদেবী ও পানদেবী নামে দুই স্ত্রী ছিল। বাঁশফোড়েরা মানদেবীর গর্ভজাত।

পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। বালকের মাতুল বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে যায় এবং কন্যার পণ চুক্তির জন্য তাহাকে ৪।০ টাকা কন্যাপক্ষে জমা দিতে হয়। যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীকে অযত্ন করে অথবা উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দেয়, তাহা হইলে জাতীয় অনুমত্যনুসারে সে স্বামী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং সে আবার বিবাহ করিতে পারে। বিধবা রমণীগণ সাগাই বা ধরৌনা মতে বিবাহ করে এবং তাহাদের পুত্রকন্যাগণ পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বিধবাগণ দেবরকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহার প্রথমজাত পুত্রগণ পিতৃসম্পত্তিলাভে বঞ্চিত হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ভ্রাতা, ভগিনী অথবা দৌহিত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। শ্বশুরবংশে ভরণপোষণার্থ কেহ না থাকিলে রমণীগণও দত্তক লইয়া থাকে।

পুত্র জন্মিলে ১২ দিন অশৌচ থাকে। সূতিকাগৃহে বাসোর জাতীয় রমণীগণ ইহাদের সেবা করে। দ্বাদশ দিনে মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে শূকরবলি দেওয়া হয় এবং সেই মাংস সকলেই ভোজন করে। রমণীরা ঐ দিন কূপপূজা করিয়া থাকে। ইহারা জাতবালকের কর্ণবেধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট দিনস্থির করিয়া লয়। কর্ণবেধের পর প্রত্যেক বালকই সামাজিক সভ্যরূপে গণ্য হয় এবং সে জাতীয় প্রথামত বিবিধ আচার মানিয়া চলে।

বিবাহের শুভলগ্ন গণনার জন্য তাঁহারা পণ্ডিতের নিকট যায়। বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বালকের পিতা কন্যাকর্ত্তার সহিত মদিরাপাত্র বদল করে এবং কন্যার ভ্রাতা নিজ পিতার মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দেয়। ইহাদের বিবাহপ্রক্রিয়া ধরকার জাতির মত, কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে বরপক্ষে 'মণ্ডজ্ঞ' ও হোম প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। ছাদ্‌নাতলায় ইহারা শিমুল ও গুলারের ডাল পুঁতিয়া রাখে। বিবাহকালে ইহাদেরও নখচ্ছেদ ও পদদ্বয় অলক্তকরাগে রঞ্জিত করা হয়। বিবাহ-সমাপনান্তে হিন্দুর অনুকরণে গৌরী ও গণেশপূজা হইয়া থাকে। তৎপরে কন্যাদান, গ্রন্থিবন্ধন, সিন্দূরদান প্রভৃতি কার্য্য শেষ হইলে বরকন্যাকে বাসর ঘরে (কোহাবর) লইয়া আমোদ প্রমোদে নিশা যাপন করিতে হয়।

মৃত ব্যক্তিকে দাহ করাই নিয়ম, কিন্তু অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে কিংবা সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তাহারা মাটীতে পুতিয়া রাখে বা নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। দাহান্তে ইহারাও নিম্বপত্র চর্ব্বণ করে। দশদিন মাত্র অশৌচ থাকে। দশম দিনে মৃতের পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অন্ন ও ক্ষীর মাখিয়া পাঁচটী পিণ্ড দেয় এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শূকরমাংস দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করায়। এই সকল কার্য্যে ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না। পিতৃপক্ষে তাহারা ১৫ দিন তর্পণের ন্যায় মৃত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে ভূমিতে জলদান করে। নবম দিবসে তাহারা পুরি, বক্ষীর (ক্ষীরমিশ্রিত অন্ন) ও শূকরমাংস উৎসর্গ করিয়া থাকে। ১৫শ দিন আরও সমারোহে পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ দেওয়া হয়। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য তাহারা উঠানে সাজাইয়া রাখে।

বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীই ইহাদের প্রধান দেবতা। প্রতি চৈত্রমাসের ৯ তারিখে দেবীর উদ্দেশে তাহারা শূকরবলি দেয়। গোরখপুরবাসিগণ কালিকাদেবীর পূজা করে। ৫ই শ্রাবণ নাগপূজার বিধি আছে। এতদ্ভিন্ন দীহনামক গ্রাম্যদেবতা ও পিপুলাদি বৃহত্তর নানা পূজাও দৃষ্টিগোচর হয়। হর্দোইবাসিগণ কালদেব ও দেবীপূজা করিয়া থাকে। হোলি, রামনবমী, করবাচৌঠ, গরুড়পূজা প্রভৃতি উৎসবেও ইহারা যথেষ্ট আমোদপ্রমোদ করে।

রমণীগণ অলঙ্কার পরে। জাত বালকবালিকাগণের তাহারা ডাক ও রাস নাম রাখে। জাতবালককে দৃঢ়কায় ও সবল করিবার জন্য তাহারা রোঝা ডাকে এবং উপদেবতার কুদৃষ্টি অপনোদনের চেষ্টা করে। ইহারা গোমাংস খায় না। ডোম, ধোবা, ভাতৃবধূ, জ্যেষ্ঠশ্যালকপত্নী ও ভাগিনেয়বধূকে স্পর্শ করে না; এই সকল কার্য্য পাপ বলিয়া গণ্য। পাখা, ঝুড়ী, বাঁশের বাক্স প্রভৃতি নির্ম্মাণ তাহাদের দৈনিক কার্য্য। কেহ কেহ ঠিকা খাটে; কেহ বা ঝাড়ুদার ও মেথরের কার্য্য করে।

বাঁশবারা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী রাজ্য। মেবাড়ের পলিটিকাল এজেন্সীর শাসনাধীন। অক্ষা° ২৩° ১০´ হইতে ২৩° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২´ হইতে ৭৪° ৪১´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ১৩০০ বর্গমাইল। এই রাজ্যের পর্ব্বতময় বন্যভূমিতে ভীলজাতির বাস আছে। এখানকার সর্দ্দারগণ শিশোদীয়বংশীয় রাজপুত। ডুঙ্গরপুরে যে রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেছে, ইহারা তাহার অন্যতম শাখা। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বাঁশবাড়া ও ডুঙ্গরপুর এক রাজার অধীন ছিল। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার দুই পুত্র উক্ত দুইটী সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন। এই সময়ের পর হইতে উক্ত সামন্তদ্বয়ের বংশধরগণ পরস্পর স্বাধীন হইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। মহী নদী তাঁহাদের রাজ্যসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ১৮শ শতাব্দের শেষ ভাগে বাঁশবাড়ারাজ মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনতা স্বীকার করিয়া ধারের অধিপতিকে কর প্রদান করিতে থাকেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ মহারাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ইংরাজের মিত্র করিয়া লন। ১৮১৮

খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে তিনি ইংরাজের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

এখানকার সর্দ্দারের উপাধি মহারাবল। ইংরাজরাজের নিকট হইতে ইনি ১৫টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। ইঁহার দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা আছে। খুসালগড়ের রাও সর্দ্দারগণ ইঁহার প্রধান সামন্ত। এতদ্ভিন্ন অপরাপর সর্দ্দারেরা ঠাকুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঁশবাড়ার সর্দ্দারেরা ৫০০ পদাতি, ৬০ অশ্বারোহী ও ৩ কামান রাখিয়া থাকেন।

এই সামন্তরাজ্য ঘণ্টি, উতার, লোয়ারিয়া চিম্দা, ভুঙ্গরা, মহীরাবারা, পঞ্চালবারা, খণ্ডুবারা ও পথোগ নামক আটটী জেলায় বিভক্ত। এখানে সেলিমশাহী মুদ্রা প্রচলিত। ইংরাজমুদ্রার তুলনায় ইহা একতৃতীয়াংশ কম।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৪´ পূঃ। এই নগরের চারিদিকে প্রাচীর আছে। দক্ষিণদিকস্থ উচ্চভূমির উপর রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। শাহি বেলাস নামক প্রাসাদে বর্ত্তমান সর্দ্দার বাস করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে বাইতাল নামক দীর্ঘিকা এবং তৎসংলগ্ন উদ্যানের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বাঁশবারারাজের ছত্রি অবস্থিত। বর্ত্তমান নগরের ২ মাইল দক্ষিণে পর্ব্বতোপরি অপর দুর্গবাসাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে প্রতি আশ্বিন মাসে ১৫ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয়।

বাঁশবাড়িয়া, (বংশবাটী বা বাঁশবেড়ে) হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা হইতে ২৯ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৬´ ৩০´´ পূঃ। এখানে হংসেশ্বরী দেবীর ১৩চূড়া মন্দির আছে। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্থানীয় জমিদারপত্নী শঙ্করী দাসীর অনুমত্যনুসারে নির্ম্মিত হয়। উক্ত সৌভাগ্যবতী রমণী মরাঠাগণের হস্ত হইতে এই মন্দিররক্ষার জন্য তাহার চারিদিকে পরিখা এবং একটী কামান ও অস্ত্রসম্বলিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বাঁশবাজী (দেশজ) বংশ ও রজ্জু লইয়া কৌশলময় ব্যায়াম-ক্রীড়া। জীমনাষ্টিক্ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই ক্রীড়া অভ্যাস করিত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকটও ইহার বিশেষ আদর ছিল।

বাঁশা, অযোধ্যা প্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে নানাদ্রব্যের অল্পবিস্তর বাণিজ্য চলে। প্রায় ৭ শতাব্দকাল কনৌজীয় কুর্ম্মীদিগের অধিকারে আছে, তাঁহাদের হস্তে এস্থানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

বাঁশী (দেশজ) বংশী।

বাঁশীবালা (পারসী) বংশীবাদক।

বাঁশুয়াবাতান (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

বাঁহাত (দেশজ) বামহস্ত।

বাকল (দেশজ) বল্কল।

বাকার (দেশজ) ভাণ্ডারগৃহ।

বাকিফ (আরবী) অভিজ্ঞতা।

বাকিফদার (আরবী) অভিজ্ঞ।

বাকী (আরবী) অবশেষ। প্রশস্ত ময়দান বা বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকা।

বাকুদ, (বউকুদ) কটকজেলার অন্তর্গত একটী সমুদ্রের খাড়ি। মহানদীর শাখামুখে সংযোজিত। ফল্‌স্ পয়েণ্ট নামক বন্দরের দক্ষিণ দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে এই পথে গমন করিতে হয়। এই শাখামুখে পূর্ণ ভাটায় সামান্য একটু চর জাগিয়া উঠে; কিন্তু জুয়ার আসিলে মাল বোঝাই নৌকা বা ষ্টিমার স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের সময় ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই খাতমুখে একটী চাউলের আড়ত স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাকুর (ত্রি) ভাসমান। "ধমন্তি বাকুরং দৃতিং" (ঋক্ ৯।১।৮) 'বাকুরং ভাসমানং' (সায়ণ)

বাকুচ (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ।

বাকলা (দেশজ) ১ বল্কল, খোলা, খোসা। ২ যশোরের অন্তর্গত একটী স্থান, জনৈক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক স্থাপিত। (দেশাবলী২৭৯।১৪) ৩ মুসলমান অধিকারে চন্দ্রদ্বীপের একটী সরকার।

[চন্দ্রদ্বীপ দেখ]

বাকসা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বাখরগঞ্জ, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী জেলা। ছোট লাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৩৬৪৯ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ঢাকা ও ফরিদপুর, পূর্ব্বে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে যশোর ও ফরিদপুর। বরিশাল নগর ইহার বিচার-সদর।

পলি জমিয়া 'ব'দ্বীপাকারে এই জেলার উৎপত্তি। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নামক প্রধান নদী এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন এখানে বাঘিয়া, শাল্‌তি, রামশিলা প্রভৃতি কএকটী বিস্তীর্ণ জলা আছে। এইরূপে জলসিক্ত হওয়ায় এখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়। এই বাখরগঞ্জেই যে বালাম চাউলের উৎপত্তি স্থান, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজগণ এই স্থানকেই কলিকাতার শস্যভাণ্ডার (Granary of Calcutta) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বিল জলা প্রভৃতিতেও প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার সকল নদীতেই নৌকাযোগে গমনা-

গমন করা যায়। মেঘনা নদীর বন্যা বড় ভয়ানক। এই নদীর মোহানায় কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ শাহবাজপুর, মানপুরা, ভাদুরা ও রাবনাবাদ প্রভৃতি দ্বীপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নলছিটী, মহারাজগঞ্জ বা ঝালকাটী, মাদারীপুর, সাহেবগঞ্জ ও দৌলৎখাঁ প্রভৃতি স্থানে এখানকার বাণিজ্য-দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। সুন্দরী কাষ্ঠ, চাউল, সুপারী প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে এখান হইতে রপ্তানী হয়।

অকবর-সেনানী টোডরমল্ল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানকে সোণারগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজার আদেশে বাখরগঞ্জের পুনরায় জরীপ আরম্ভ হইলে, সুন্দরবনের বাখরগঞ্জ-বিভাগ মুরাদখানা নামে অভিহিত হয়। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বঙ্গের নবাব জাফর খাঁ কর্তৃক যে জরীপ হয়, তাহাতে বাখরগঞ্জ ও সুন্দরবন জাহাঙ্গীরনগর বাকলার অন্তর্গত থাকে। বাঙ্গালা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হইলে পর ১৭৬৫-১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ঢাকার রাজস্ব-সংগ্রাহকের অধীন ছিল, কিন্তু এখানকার বিচার-কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র জজ ও মাজিষ্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ সময়ে কৃষ্ণকাটী ও খৈরাবাদ নদীর সংযোগ-স্থলে বাখরগঞ্জ নগরেই ইহার বিচার আদালতাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বরিশাল নগরে বিচার বিভাগ উঠিয়া আসিলে ঐ স্থান জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হয়। তৎপরবর্ত্তী কালে এই জেলার অনেক আকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মাদারিপুর উপবিভাগ ফরিদপুরে মিশিয়াছে এবং নোয়াখালির কতকগুলি স্থান ইহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে।

বরিশাল, বাখরগঞ্জ, বউফল, নলছিটী, ঝালকাটী ও পিরোজ-পুর নগর এখানকার প্রধান স্থান। লোকসংখ্যাও এই কয় স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার লোকেরা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ। ডাকাতি, মারপিট ও খুনী মোকদ্দমা বরিশালে নিত্য দেখা যায়। লোকের অত্যাচার যেরূপ ক্ষতিকর, ঝড়, বন্যা প্রভৃতিও সেইরূপ শস্যাদির হানিজনক।

বাখান (দেশজ) ব্যাখ্যান।

বাখারি (দেশজ) ১ বাঁশের চটা। ২ সামুদ্রিক শঙ্খভেদ।

বাখারি চূণ (দেশজ) বাঁখারি পোড়াইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

বাগ (পারসী) ১ বাগান। ২ অশ্ববল্গা। যথা 'বাগ্‌ডোর'

বাগদণ্ড, কায়স্থ জাতির একটী সমাজ। এখানে একসময়ে বহুশত কুলীন কায়স্থের বাস ছিল।

বাগদা, চিংড়ী মৎস্যবিশেষ।

বাগলকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাদগী জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৮৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। ঘাটপ্রভা-নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°১১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৫´৫০´´ পূঃ। এখানে রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। এ স্থানের ২৷৷০ ক্রোশ দূরে মুচকন্দি নামক স্থানে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার জলে চাষ বাস হয়।

বাগলপুর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাগলানা, পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজ্য। ইহার পূর্ব্বে চান্দোর, পশ্চিমে সুরাত ও সমুদ্র, উত্তরে সুলতান-পুর ও নন্দুরবাড় এবং দক্ষিণে নাসিক ও ত্রিম্বক। এইরাজ্য ৩৪টী পরগণায় বিভক্ত ছিল। এখানকার নয়টী দুর্গের মধ্যে শালহীর ও মূলহীর নামক পার্ব্বত্য দুর্গদ্বয় দুর্ভেদ্য ছিল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অভিযান-কালে এই রাজ্য অধিকারে প্রয়াসী হইয়া ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সৈন্য প্রেরণ করেন। মূলহীরপতি অবরোধের পর আত্মরক্ষণে অসমর্থ হইয়া মোগলের নিকট দুর্গের চাবি প্রেরণ করেন এবং চিরদিন মোগল-সম্রাটের অধীন থাকিতে স্বীকৃত হন।

বাগাঁচড়া, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। শান্তিপুরের ৫ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এই স্থান গঙ্গার চর হইতে উৎপন্ন, ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রের আবাসভূমিতে পরি-ণত হয়, তাই 'বাঘের চর' হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই স্থান যে এক সময়ে গঙ্গার গর্ভ ছিল, মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত নৌকার তলা ও নৌকার কাষ্ঠাদি তাহার প্রমাণ। মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে দুর্গা, সিংহ ও অসুরের একখানি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত পিত্তল প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা কোন সময়ে পূজান্তে নদীগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল।

শুনা যায়, এখানে কুনন্দন[১] বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন সাধক ছিলেন, তাঁহার আশ্রমে শ্যামরায় নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তান্ত্রিক-মতে সাধনার জন্য তিনি বাগাঁচড়ার পশ্চিমস্থ জঙ্গলে গমন করিতেন। এই বন মধ্যে তিনি পঞ্চ-মুণ্ডী আসনে কালী, তারা ও বাগ্দেবী স্থাপনা করেন। কালনার লোকে তাঁহাকে 'ঠাকুর বৈরাগী' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সম্বন্ধে এখানে অনেক অলোকিক কীর্ত্তি শুনা যায়। তৎকালীন মুসলমান নবাব তাঁহার এতাদৃশ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সাধনার জন্য প্রার্থনা মত ৪৮ বিঘা জমি বাগাঁচড়ার বনে ও নিভুঁজ গ্রামে ১০০ বিঘা জমী, এ ছাড়া

(১) ক্ষিতীশ বংশাবলীর অনুসরণে আমরা তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের লোক বলিয়া ধরিতে পারি।

শ্যামরায়ের সম্মানার্থ তিনি ৪খানি নবাবী খুন্তী দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দোলের সময় শ্যামরায়ের সহিত বাহির হয়।

নিকুঞ্জ গ্রামের জমি কতকাংশ গঙ্গার জঙ্গলে বিলয় পাইয়াছে এবং উপযুক্ত দলিলাদি না থাকায় অপরাংশ জমিদারগণ আত্মসাৎ করিয়াছে। আজিও ঐ ৪৮ বিঘা জমি শ্যামরায়ের সেবার্থ নিয়োজিত আছে। উহা বৈরাগীডাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ।

মতান্তরে প্রকাশ, রঘুনন্দনের তান্ত্রিক নাম পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস। তিনি সাধারণের নিকট বৈরাগী ঠাকুর বলিয়া পরিচিত হইলেও গোপনে তান্ত্রিকসাধন করিতেন। ষট্‌চক্রভেদ, বামকেশ্বরতন্ত্র, শ্যামারহস্যতন্ত্র, শাক্তক্রমতন্ত্র ও তত্ত্বচিন্তামণি নামে কএকখানি গ্রন্থ এই পূর্ণানন্দের রচিত। তত্ত্বচিন্তামণি ১৪৯৯ শকে রচিত হয়। উহাও প্রায় রঘুনন্দনের সমকালবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বাগ্দেবীর খড়ের ঘর ছিল। ১২৮৭ সালে বর্ত্তমান কোটা নির্ম্মিত হইয়াছে। নানাদেশীয় লোক বাগ্দেবী ঠাকুরাণীর পূজা দিতে আসে। প্রতি শনি মঙ্গলবারে যাত্রী সমাগম হয়। রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ এখানে অধিকারী বলিয়া পরিচিত। বাগ্দেবী-প্রতিষ্ঠার পর চাঁদরায় নামা জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি এখানে শিবালয় স্থাপন করেন। চাঁদরায়ের অট্টালিকা এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। উহা চাঁদরায়ের জঙ্গল নামে খ্যাত। সেই ২৫ বিঘা পরিমিত স্থান এখন ব্যাঘ্র ও বন্য বরাহাদির আবাস স্থল।

এই মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয়। প্রায় সকল স্থানই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে আরও চারিটী মন্দির আছে। মূল মন্দিরের উপর একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিয়া ভিত্তিগুলিকে এরূপ দৃঢ় করিয়াছে যে, তাহা হইতে আর ইষ্টক খুলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। মন্দির প্রবেশের দুইটী দ্বার। দক্ষিণের দ্বারটী পূর্ব্বদিকের অপেক্ষা বড়। মন্দিরের সম্মুখ ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। পূর্ব্বদ্বারের উপরে চাঁদরায়ের উৎকীর্ণ লিপিদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, চাঁদরায় ব্রাহ্মণ সন্তান, ১৫৮৭ শকে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বাগ্দেবীর শাপে চাঁদরায় নির্ব্বংশ হন। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এখন চাঁদরায়ের বাটীর অধিকারী। নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন নামক গ্রামের অধিবাসিগণের মতে, চাঁদ রায় রাজা রুদ্রের দেওয়ান ছিলেন, রাজা রুদ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ।[১]

বাগ্দেবীপ্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেবের পৌত্র জয়কৃষ্ণ কোন কারণে চাঁদরায়কে শাপ দেন।[১] সেই শাপেই চাঁদরায় নির্ব্বংশ হন। এখনও কেহ সাহস করিয়া তাঁহার ভিটার ইষ্টকাদি গ্রহণ করে না। বিশ্বাস, তাহা হইলে সেও চাঁদরায়ের ন্যায় নির্ব্বংশ হইবে।

বিশ্বেশ্বর মজুমদার নামক জনৈক ব্যক্তি পলাশ হইতে বাগাঁচড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাহার চন্দ্রশেখর, নীলকণ্ঠ, সভারাম ও শিবরাম নামে চারি পুত্র ছিল। সভারাম নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব সরকার হইতে তাঁহারা 'রায়' উপাধি লাভ করেন। সভারামের কৌশলে কৃষ্ণচন্দ্র মৃত পিতা রঘুরামের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। [কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।]

পূর্ব্বে এখানে চোর ডাকাতের বিলক্ষণ উপদ্রব ছিল। বিশ্বনাথ ডাকাতের প্রসিদ্ধ পত্রবাহক "কোঁপো ভট্টাচার্য্য" এই গ্রামেই বাস করিতেন।

বাগাচেরা (দেশজ) গুল্মজাতীয় বৃক্ষভেদ।

বাগাৎ, বাগান, বাগিচা, (পারসী) বাগান।

বাগাস্রা, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। গাইকবার ও জুনাগড়ের নবাবকে তিনি রাজকর দিয়া থাকেন। ২ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা ২১°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° পূঃ। গীর নামক প্রসিদ্ধ বন্যবিভাগে অবস্থিত।

বাগী (দেশজ) ১ ঝুড়ী। ২ স্ফোটক রোগভেদ। ৩ উপদংশ।

বাগুয়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাগুজী (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাগুন (দেশজ) বার্ত্তাকু।

বাগুনিয়া (দেশজ) বেগুনে রঙ্।

বাগুটীয়া, (বাঘুটিয়া) যশোর জেলার অন্তর্গত কায়স্থকুলীনপ্রধান একটী গ্রাম।

বাগেপল্লী, (বগেনহল্লী) মহিসুর-রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং গুমনায়কনপল্য তালুকের সদর। অক্ষা° ১৩° ৪৭´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০´৩১´´ পূঃ।

বাগেবাড়, বোম্বাই প্রদেশের কালাদগী জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ৭৬৪ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী নগর ও প্রধান বাণিজ্য-স্থান।

বাগে (দেশজ) কবলে।

বাগেবাগে (দেশজ) ১ চৌদিকে। ২ বাহিরে বাহিরে।

বাগেসর, উঃ পঃ প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সরযূ ও গোমতী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। অক্ষা°

(১) কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের কথামত তাঁহাকে কৃষ্ণচন্দ্রের জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করেন। 'প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদরায়।' (অন্নদামঙ্গল) কিন্তু এক কথা কতদূর সত্য তাহা বলা বলা যায় না।

২৯°৪৯´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৭´৩৫´´ পূঃ। এই নগর কলিকাতা হইতে ৯১১ মাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। এখানে মধ্য-এসিয়া ও ভোট রাজ্যের সহিত বাণিজ্য-বিস্তার আছে। প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসে এখানে একটী ভোটিয়া-মেলা হয়। ঐ সময় পর্ব্বতজাত নানাদ্রব্য বিক্রয়ার্থ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রবাদ, মোগল-সর্দ্দার তৈমুর বাগেসর উপত্যকায় একটী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না।

বাগ্ড়া (দেশজ) ব্যাঘাত)

বাগ্ড়ী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের 'ব' দ্বীপাংশে জলঙ্গী ও মেঘনা নদীর অন্তর্নিহিত একটী প্রাচীন জনপদ। ইহার দক্ষিণে সমুদ্র। হিউএন্সিয়াং এই স্থানকে সমতট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন*। বিক্রমপুরনগর এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখন বিক্রমপুর গঙ্গার উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু যখন ধলেশ্বরী খাতের দক্ষিণ দিয়া উক্ত নদী প্রবাহিত ছিল, তখন এই বিক্রমপুর রাজধানী গঙ্গার দক্ষিণেই বিরাজিত ছিল। কৃষ্ণনগর, মুরলী (যশোর) ও বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরী এই প্রাচীন সমতট প্রদেশের মধ্যগত।

[বিক্রমপুর ও বাঙ্গালা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বাগ্ড়াটিয়া (দেশজ) ব্যাঘাতজনক।

বাগ্ডোর্ (দেশজ) লাগাম।

বাগ্ডোগ্রা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাগ্দা, মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী; গেঁওখালীর নিকট হুগলী নদীতে পতিত হইয়াছে।

বাগ্দা চিংড়ী, মৎস্য বিশেষ।

বাগ্দী, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গবাসী নীচ জাতি। দাসবৃত্তি, কৃষিকার্য্য ও ধীবরবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে তেন্তুলিয়া, দুলিয়া, ওঝা, মাছুয়া (মেছুয়া বা মেছো), গুলিমাঝি, দণ্ডমাঝি, কুশমেতিয়া (কুশমাতিয়া বা কুশপুত্র), কশোইকুলিয়া, মল্লমেতিয়া (মাতিয়া বা মাতিয়াল), বাজান্দারিয়া, দরাভিয়া, লেট, নোদা ও ত্রয়োদশ প্রভৃতি কএকটী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্টিগোচর হয়। বাগ, ধারা, খাঁ, মাঁঝি, মসালচি, মুঁদি, পালখাই, পরামানিক, কেরকা, পুইলা, রায়, সাম্ভা ও সর্দ্দার প্রভৃতি ইহাদের পদবী। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। অর্দ্দি, বাঘঋষি, কচ্ছপ, কাশ্যক, পাকবসন্ত, পাতঋষি, গোক্ষঋষি, শালঋষি, অলম্যান, কাশ্যপ, বাগ্রি, দাস, পক্ষিভারত, বাল, রাজো প্রভৃতি প্রচলিত নাম গোত্ররূপে ব্যবহৃত।

স্বঘর ভিন্ন অপর ঘরে এবং সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। একজন তেন্তুলিয়া তেন্তুলিয়া ভিন্ন অপর শ্রেণীর বাগ্দী ঘরে বিবাহ করিতে পারিবে না, কিন্তু কন্যার এক গোত্র হইলে বিবাহও হয় না। সপিণ্ডবিবাহও নিষিদ্ধ।

বাঁকুড়া, মানভূম ও উড়িষ্যার উত্তরাংশে বাগ্দীগণের মধ্যে বাল্যবিবাহও প্রচলিত দেখা যায়। কেহ কেহ বয়স হইলে পুত্র কন্যার বিবাহও দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে বয়স্থা কন্যার পরপুরুষে আসক্তি, ইহারা দোষের বলিয়া মনে করে না। ২৪ পরগণা, যশোর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় বাল্যবিবাহই প্রচলিত। কেহ কেহ অবস্থানুসারে একাধিক বিবাহও করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহপদ্ধতি হিন্দুর মত হইলেও তাহাতে কএকটী অসভ্য প্রথা মিশ্রিত হইয়াছে। বর যাত্রার পূর্ব্বে মউয়াগাছের সহিত তাহার বিবাহ হয়। সে মউয়াগাছে সিন্দুর দান করে। গাছ বিবাহের সময় যে সূতায় তাহাকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই সূতা মহুয়া পাতার সহিত তাহার দক্ষিণ হস্তে বাঁধিয়া দেয়। বরযাত্রীদল কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় না। দ্বন্দ্বযুদ্ধে বর পক্ষীয়েরা জয়লাভপূর্ব্বক বর লইয়া ভিতরে যায়। শালপত্রাচ্ছাদিত কুঞ্জের মধ্যস্থিত পীঁড়ির উপর বর উপবেশন করে। উহার চারিকোণে তৈলভাণ্ড-শস্য ও হলুদ থাকে এবং মধ্যস্থলে গর্ত্ত কাটিয়া জল ঢালা হয়। কন্যা আসিয়া সেই শালকুঞ্জের চারিদিকে সাতপাক ঘুরিয়া বেড়ায়; পরে কুঞ্জমধ্যে আসিয়া বরের সম্মুখে উপবেশন করে। ঐ জলপূর্ণ গর্ত্তটী উভয়ের সম্মুখেই থাকে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ হইলে কন্যাসম্প্রদান শেষ হয়। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবার পর গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। গোত্রান্তরের পর সিন্দুরদান ও মালাবদল হইলে বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া যায়। রাত্রিকালে উপস্থিত কুটুম্বগণকে যথাযথ ভোজন করান হয়। পরদিন বর কন্যাকে লইয়া নিজ বাটীতে গমন করে। বিবাহের পর চতুর্থদিনে গাঁটছড়া খোলা হইয়া থাকে।

তেন্তুলিয়া বাগ্দী ব্যতীত অপর সকল বাগ্দী শ্রেণীতেই বিধবাগণের সাঙ্গা করিবার নিয়ম আছে। এই বিবাহে পূর্ব্বমত কোন মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। এক আসনে উভয়কে বসাইয়া তাহাদের কপালে হলুদবাটা মাখান হয়। পরে উভয়ের মস্তকে একখানি চাদর ঢাকা দিয়া শুভদৃষ্টি হইলে বর কন্যার হাতে লোহার খাড়ু পরাইয়া দেয়। বিধবারা নিজ দেবরকেও বিবাহ করিতে পারে।

* রাজা সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতেও এই স্থান সমতট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আকবরনামায় এই স্থান ভাটী বলিয়া উক্ত। বাঙ্গালার নদ্যাদি প্রবাহের নিম্ন দেশে অবস্থিত বলিয়া সম্রাট্ যশোর প্রভৃতি জেলাকেও ভাটী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

যে সকল বাগদী হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের আচার ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, পরপুরুষগামী বা অবাধ্য হইলে জাতীয় সভার মতানুসারে তাহাকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। স্বামী একটী কুটা দুই খণ্ড করিয়া বিবাহ বন্ধন ছেদন করে; কিন্তু তাহাকে স্ত্রীর ছয় মাস খোরাকী দিতে হয়। ছয় মাসের পর ঐ রমণী পুনরায় সাঙ্গা করিতে পারে। তেঁতুলিয়া ব্যতীত অপর বাগদীরা বাউরিদিগের মত বিবাহ করিবার জন্য কোন উচ্চ জাতিকে আপনাদের জাতিভুক্ত হইতে দেয়।

শিব, বিষ্ণু, ধর্ম্মরাজ ও দুর্গা প্রভৃতি সকল শক্তি মূর্ত্তিই ইহারা উপাসনা করে। পতিত ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল দেবপূজায় ইহাদের যাজকতা করে। মনসাদেবীই ইহাদের কুলদেবতা। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ৫ই ও ২০এ এই দেবী-সমক্ষে মহাসমারোহে তাহারা ছাগবলি দেওয়া হয়। নাগপঞ্চমীর দিন তাহারা দেবীর চতুর্ভুজা মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। পূজান্তে তাহা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বিসর্জ্জিত হয়। বাঁকুড়া ও মানভূম অঞ্চলে ভাদ্র-সংক্রান্তিতে ইহারা ভাদু দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া মহাসমারোহে নগর ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই উৎসবে খুব নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

ইহারা শবদেহ দাহ করে; কিন্তু বসন্ত বা বিসূচিকা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে মাটিতে পুতিয়া রাখা হয়। তিন বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকদিগকেও পুতিয়া ফেলে। অশৌচের পর তাহারা মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। অপরাপর হিন্দুদিগের ন্যায় তাহাদেরও সম্পত্তি বিভাগ হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্রই অধিক অংশ পায়; কারণ তাহাকেই তৎপরিবারভুক্ত সকল বৃদ্ধ স্ত্রীলোককেই পালন করিতে হয়।

ঘাটোয়ালী, চৌকীদারী প্রভৃতি দাসবৃত্তি ইহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহারা লাটি খেলিতে বিশেষ পটু। বাঙ্গালায় জমিদারবর্গ ইহাদিগকে পাক নিযুক্ত করে।

বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্ জেলায় এক শ্রেণীর বাগদী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যেও সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। পুরুষেরা মাথায় শিখা রাখে। ইহারা মদ্য ও মাংসপ্রিয়। স্ত্রীলোকেরা মাথায় সিন্দূর দেয়, মঙ্গলসূত্র ও বলয় ধারণ করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলেও ইহারা নিরীহ ও শান্ত। দেবতা ব্রাহ্মণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি। পুরোহিত না থাকিলেও জাতকর্ম্মে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের যাজকতা করে। দ্বাদশদিনে জাতবালকের নামকরণ ও জ্ঞাতি ভোজন হয়। বিবাহের প্রথম দিনে বর ও কন্যার গাত্রে হরিদ্রা ও তৈল মর্দ্দন করা হয়; দ্বিতীয় দিবসে যথাবিহিত মন্ত্রপাঠের পর বিবাহ সমাপ্ত হইলে বর ও কন্যার গায়ে চাউল ছড়ান হইয়া থাকে। বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা মৃতদেহ পুঁতিয়া ফেলে। ত্রয়োদশ দিনে অশৌচান্ত হইলে স্বজাতীয়গণের ভোজ হইয়া থাকে। সামাজিক বিভ্রাটের বিচার মণ্ডলেরা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

বাগ্‌পত্রি, (বাগপৎ) উঃ পঃ প্রদেশের মিরাট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। হিন্দন ও যমুনা নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৪০১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উপবিভাগের সদর। যমুনানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৫৫´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ ৫´´ পূঃ। মহাভারতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই [illegible] অবস্থান করিয়াছিলেন। নগরটী দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে কস্‌বা (চাসী) ও অপরভাগে মণ্ডি (বণিক)-গণের বাস। এস্থানে অনেক হাটবাজার আছে। নানা অট্টালিকায় নগরটী বেশ সুশোভিত। যমুনা পার হইবার জন্য নগরের বাহিরে একটী সেতু আছে। এখানকার অধিবাসিগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত। মহাজনেরা প্রায়ই জৈন। চিনি বিক্রয়ের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন তুলা, গম, লঙ্কা, সাজিমাটি প্রভৃতি পঞ্জাব, রাজপুতনা ও বুন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

বাগ্‌বান্, বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী মালীজাতিবিশেষ। আচার ব্যবহারে ইহারা অনেকাংশে কুণ্‌বি জাতির মত। অরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকারকালে ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা স্বভাবতঃই সবল ও দৃঢ়কায়, পুরুষেরা মাথা নেড়া করে; কিন্তু দাড়ি রাখে, রমণীগণের বেশভূষা ঠিক হিন্দুরমণীর মত। বাজারে ফল বা শাকসবজী বিক্রয়বিষয়ে ইহারা পুরুষের সাহায্য করে। ইহারা স্বশ্রেণীর মধ্যেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। কেহ কোন সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে "চৌধুরী" তাহার দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। মুসলমান হইলেও ইহারা ভিতরে ভিতরে হিন্দু দেবদেবীর পূজা দেয়, বিপদে মানস করে এবং উৎসবাদি পালন করে; কিন্তু বিবাহাদিতে কাজিকে ডাকে। ইহারা হানফিসম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান, কিন্তু কখন কেহ কল্মা পাঠ করে না।

বাগ্‌রাশি, উঃ পঃ প্রদেশের বুলন্দ-সহর জেলার একটী নগর। বাগুরাও নামক জনৈক ঠগ ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। লোদীরাজগণের সময়ে পাঠানগণ এখানকার ব্রাহ্মণদিগকে উচ্ছেদ করিয়া এইস্থান অধিকার করে।

বাগ্‌রু, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে এই রাজ্যের প্রধান সামন্ত ঠাকুরের আবাস। কার্পাসবস্ত্রের ছিট ও রঙ্গের বিস্তৃত কারবার আছে।

বাগ্‌লি, মধ্যভারতের ইন্দোর এজেন্সীর অধিকৃত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৩০০ বর্গমাইল। এখানকার সর্দারগণ চম্পাবৎবংশীয় রাজপুত। ইহাদের উপাধি ঠাকুর। বর্ত্তমান ঠাকুররাজ সিন্ধিয়ার অধীন। সিন্ধিয়ারাজকে ইনি রাজকর দিয়া থাকেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। কালীসিন্ধু নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ।

বাগ্‌বাগিচা (পারসী) বাগান ও তৎসংলগ্ন ভূম্যাদি।

বাঘ (দেশজ, ব্যাঘ্র শব্দের অপভ্রংশ) ব্যাঘ্র।

বাঘ, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। কিচ্‌গড়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হই[illegible]উত্থিত হইয়া বালাঘাট জেলার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক শোণ ও দেব নামক শাখানদীদ্বয়ের সহিত মিশিয়া সতোনার নিকট বাণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় এই নদীতে পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করা যায়।

বাঘ, গোয়ালিয়ার রাজ্যের ভোপাবর এজেন্সীর অধিকৃত একটী পরগণা। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল ও প্রস্থে ১২ মাইল। এই বনময় পার্ব্বতীয় স্থানে ভীষণকায় ভীলজাতির বাস। এস্থানে লৌহের খনি আছে। পূর্ব্বে ঐ লৌহ হাপোড়ে গালাইয়া নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

বাঘ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। গিওনা ও বঘ্নি নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫২´ ৩০´´ পূঃ। এখানকার পঞ্চপাণ্ডু নামক গুহামন্দির সমধিক বিখ্যাত। বিন্ধ্যগিরিমালার দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্যভূমের উপর এই গুহামন্দির স্থাপিত। এখানকার বৌদ্ধবিহারগুলি অজন্টার গুহামন্দিরের মত। এ সমস্ত খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস।

বাঘআঁকড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘআঁচড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘখালি, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্রনদী।

বাঘজলা, (বাগজলা) বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত দমদমা গোরাবারিকের নিকটবর্ত্তী একটী নগর। অক্ষা° ২২°৪৭´৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৪৭´ ১৬´´ পূঃ। দমদমার সেনাবাসও এই নগরসীমার অন্তর্ভুক্ত। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ জলাভূমিই বাঘজলা নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এখানে অত্যধিক দস্যুর উপদ্রব হইত। এখন এই মাঠে নানা প্রকার বিষধর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঘজসা (দেশজ) একপ্রকার কীট।

বাঘডাঙ্গা, যশোর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ১২´ পূঃ। এস্থানে অতি উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত হয়।

বাঘনখোশিম (দেশজ) শিম্বীভেদ।

বাঘনলা (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘভেরেণ্ডা (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘমতী, উত্তর-বিহারে প্রবাহিত একটী নদী। নেপালরাজ্যের কাঠমাণ্ডু নগরের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া মুজঃফরপুর, চম্পারণ ও দরভাঙ্গা জেলার মধ্য দিয়া বুড়ীগণ্ডকে মিলিত হইয়াছে। পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রবাহিত থাকায় বর্ষাকালে ইহার জলপ্রবাহ অতিশয় অধিক হয় এবং সময় সময় ঢলের বন্যায় তীরভূমিদ্বয়ের বিশেষ ক্ষতি করে। হৈয়াঘাটের নিকট ইহার করই নামক শাখা নির্গত হইয়া তিলকেশ্বরে তীলযুগানদীতে পড়িয়াছে। লালবাকা, ভুরেঙ্গী, লখনদই, ছোট বাঘমতী, ধৌস ও ঝিম নামক কয়টী শাখাই প্রধান। মালাই হইতে বেলানপুর-ঘাট পর্য্যন্ত বাঘমতীর পুরাতন গর্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ষাকালে বাঘমতীর স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় ইহার কলেবর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু শীতের সময় উহাতে ২ ফিট মাত্র জল থাকে। পুরাতন গর্ভের পূর্ব্বকূলে অনেকগুলি নীলকুঠী আছে।

বাঘমতী, (ছোট) বাঘমতী নদীর একটী শাখা মুজঃফরপুর জেলায় প্রবাহিত। হৈয়াঘাট হইতে দরভাঙ্গা পর্য্যন্ত ইহাতে বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারে। কমলা, ধৌস ও ঝিম্ ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

বাঘমারা, ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান।

বাঘমারি, ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূম জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গিরিশৃঙ্গ।

বাঘমুণ্ডী, বাঙ্গালার মানভূম জেলায় একটী অধিত্যকা। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম গঙ্গাবাড়ী। অক্ষা° ২৩°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫´৩০´´ পূঃ। পুরুলিয়া নগর হইতে এই স্থান ১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

বাঘরঙ্গ (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘলতা (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাঘল, সিমলা পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। অম্বালার কমিসনারের কর্ত্তৃত্বাধীন। ভূপরিমাণ ১২৪ বর্গমাইল। এখানকার রাজগণ পুয়ারবংশীয় রাজপুত। ইহাদের রাণা উপাধি ছিল। বর্ত্তমান সর্দ্দারের পিতা ইংরাজরাজের সহায়তা করায় রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সনদ অনুসারে তাঁহারা এই রাজ্য ভোগ করিয়া

আসিতেছেন। সকলকার্য্যের বিচার রাজাই করিয়া থাকেন, কোন বধাদেশ দিতে হইলে তাঁহাকে কমিসনরের অনুমতি লইতে হয়। অর্কিনগর এই রাজ্যের রাজধানী। এখানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। য়ুরোপীয় অতিথিগণের বসবাসের জন্য রাজা একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই স্থান সিমলা-শৈল হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গৌড় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ ও কুনেতজাতি হইতে এখানকার কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়। গোর্খা অধিকারে অর্কিনগর রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এখানকার রাজার ৫০ জন সৈন্য ও ১টী কামান আছে। ইংরাজকে ইনি বাৎসরিক ৩৬০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

বাঘনাপাড়া, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব স্থান। প্রতিবৎসর এখানে একটী মেলা হয়।

বাঘবনপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শালিমার উদ্যানের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। জাহাঙ্গীর বাদশাহের ঝিলম্ উদ্যানের অনুকরণে সম্রাট্ শাহ-জহানের প্রধান স্থপতি আলীমর্দ্দন খাঁ এই উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করেন। মোগল-সম্রাটের অবনতির সঙ্গে এই উদ্যান ধ্বংসে পরিণত হয়। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ উহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন।

বাঘহাট, সিমলাশৈলের সমীপবর্ত্তী ইংরাজরক্ষিত একটী গিরি-রাজ্য, অম্বালাবিভাগের ছোটলাটের অধীন। এখানকার রাণা দলীপসিংহ রাজপুতবংশীয়। ইনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সৈন্যসংখ্যা ৩৫ জন। কশৌলী ও সোলোনের সেনানিবাসের জন্য কতক স্থান ইংরাজরাজ অধিকার করায় তাঁহার রাজকর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বাঘাআড়ী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

বাঘাফড়িঙ্গ (দেশজ) ফড়িঙ্গবিশেষ।

বাঘার, (বাঘয়ার) সিন্ধুনদের একটী শাখা। সিন্ধুপ্রদেশের করাচী জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নদী বৃহদায়তন ছিল এবং লহোরীবন্দর পর্য্যন্ত বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারিত। ইহার মোহানাস্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জুণী ও রেচ্ছন নামক শাখা-চতুষ্টয়ে বাণিজ্যতরী সহজেই যাতায়াত করিতে পারে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুমুখে বালুচর পড়ায় ইহার গতিরোধ হইয়াছে।

বাঘের খাল, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া নগরের নিকটে প্রবাহিত গঙ্গার একটী খাল।

বাঘের হাট, খুলনাজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরি-মাণ ৬৭৯ বর্গমাইল। বাঘের হাট, মাতলা হাট, রামপাল ও মোরেলগঞ্জ থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর। ভৈরবনদের তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৪´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৯´ পূঃ। এই নগরের পশ্চিমাংশে খাঁ-জহানের ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। খাঁ-জহানের সাতগম্বুজ নামক মস্জিদ্ ও সমাধি-মন্দির এখানকার দেখিবার জিনিষ। সমাধি-মন্দিরের উপরকার গম্বুজটী ৪৭ ফিট্ উচ্চ। এখানে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটী মেলা হয়। খাঁ-জহান্ সুন্দরবনে আবাদ করিতে এখানে আসিয়াছিলেন। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এই সমাধি দেখিতে অনেক লোকে আসিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই মুসলমান। ইহারা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মকদ্দমা লইয়া দিন কাটাইতে ভাল বাসে। এখন এই নগরের অনেক বাণিজ্যোন্নতি দেখা যায়।

বাঘেল খণ্ড, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ এজেন্সী। দেশীয় সামন্ত-রাজগণের অধিকৃত এবং বড় লাটের মধ্যভারতের এজেন্টের তত্ত্বাবধানে শাসিত। অক্ষা° ২২° ৪০´ হইতে ২৫° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২৫´ হইতে ৮২° ৪৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বুন্দেলখণ্ডের অধীন ছিল। উক্ত বৎসর হইতে ইহা বাঘেলখণ্ড-এজেন্সী নামে পরিচিত হয়। ভূ-পরিমাণ ১১৩২৩ বর্গমাইল। রেবা, নাগোদ, মইহর, সোহবল, কোথি, সিদ্ধপুর ও জগির প্রভৃতি সামন্তবর্গ দ্বারা শাসিত হয়। বাঘেলা নামক রাজপুতগণের বাস হইতে এই স্থান বাঘেলখণ্ড নামে পরিচিত হইয়াছে। বাঘেলা এক সময়ে গুজরাতে রাজত্ব করিতেন। [বাঘেলা দেখ।]

বাঘেলা, শিশোদীয়-বংশীয় রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইঁহারা গুজরাত-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিহুণপাল (ত্রিভুবন-পাল), দুর্লভ ও বল্লভের রাজত্বের পর ১৩০২ সংবতে বিশলদেব পাটনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার ১৮ বৎসর রাজত্বের পর অর্জ্জুনদেব ১৩২০ সংবতে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৩৩৩ সংবতে সারঙ্গদেবের রাজ্যারোহণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৫৩ সংবৎ হইতে ১৩৬০ সংবৎ পর্য্যন্ত কর্ণ রাজত্ব করেন। শেষোক্ত সংবতে দিল্লীশ্বর সুলতান (সুরত্রান) আলা-উদ্দীন্ সসৈন্যে আসিয়া হিন্দুরাজবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। বিচারশ্রেণী ও প্রবচনপরীক্ষা নামক গ্রন্থে এই রাজবংশের রাজ্যকাল সম্বন্ধে অনেক গোল আছে।

রেবার বাঘেলারাজ-আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, অন-হলবাড়ের অধিপতি সিদ্ধরায় জয়সিংহের (১১০০-১১৫০ খৃঃ অঃ) পুত্র ব্যাঘ্রদেব দ্বাদশ শতাব্দে এখানে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। ব্যাঘ্রদেবের নাম হইতেই তাঁহারা বাঘেলা নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বাঘেশ্বর, কুমায়ুন জেলার হিমালয়-পর্ব্বতস্থ একটী শৈবতীর্থ। গোমতী ও সরযূ-সঙ্গমের নিকটে সীরকোট নামক স্থানে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণের মানসখণ্ডে এই তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেবোদ্দেশে বৎসরে দুইটী মেলা হয়। ঐ সময়ে দেবদর্শনমানসে অনেক লোক-সমাগম হইয়া থাকে এবং বিক্রয়ার্থ নানা দ্রব্যও আনীত হয়।

বাঘেশ্বর, গোঁড়দিগের উপদেবতা বিশেষ। গোঁড়গণ ইহার পূজা করিয়া থাকেন।

বাঘেরা, (ব্যাঘ্রা) রাজপুতনার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। খোত নগর হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে বরাহনগরের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি, প্রাচীন বরাহ-মন্দির ও সাগর নামক পুষ্করিণী, 'শ্রীমৎ আদি বরাহ' নাম ও বরাহমূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা প্রভৃতি দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময়ে এখানে বরাহমূর্ত্তিপূজার আদর ছিল। এখনও এখানে শূকর পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঘেরাবাসী যদি এখানে কোন শূকর-হত্যা করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে, এইরূপ প্রবাদ আজিও প্রচলিত দেখা যায়।

বাঘেরার প্রাচীন নাম বসন্তপুর।[১] ইহা চম্পাবতী নগরাধিপ গন্ধর্ব্বসেনের রাজ্যভুক্ত ছিল। এখানকার প্রাচীন মন্দিরাদি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখন এই নগরে প্রায় ৩ হাজার লোকের বাস আছে। অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও বেনিয়া এবং সকলেই প্রায় বিষ্ণুর উপাসক। অধিবাসিগণ কুঠার-হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

বাচণ্ড, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কিয়ান্ নদীর বামকূলে পর্ব্বতের তটদেশে অবস্থিত। এক সময়ে এই স্থান মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল। ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বামন অবতার, হরগৌরী, বিষ্ণু, লিঙ্গ-মূর্ত্তি, বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভ ও শিলালিপি প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। শিলালিপিতে এই নগর বচ্ছুনিস্থান নামে লিখিত হইয়াছে। এখানে চন্দেলরাজ ভিল্লমদেব রাজত্ব করিতেন।

বাচ্চা (দেশজ) শাবক।

বাছন (দেশজ) বেছে লওয়া, ভাল দেখিয়া লওয়া।

বাছল, রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা বিরাটের পিতা বেনরাজের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। খৃষ্টীয় ১১৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাছলরাজগণ রোহিলখণ্ড (পূর্ব্ব) দেবল ও দেবহা (পিলিভিৎ নদী) নদীর অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। কাঠেরিয়াগণের অভ্যুদয়ে তাহারা দেবহার পূর্ব্বদিকে পলাইয়া যায়। মুসলমানগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা জঙ্গল অভিমুখে পলায়ন করে এবং গড়-গাজন ও গড় খেরা প্রভৃতি স্থানে দুর্গস্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে থাকে। নিগোহি নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল দিল্লীশ্বর এই নগর অবরোধ করিয়া রাজা উদ্ধরণের ১২টী পুত্রকে শমন ভবনে প্রেরণ করেন। এখনও নিগোহিতে তাহাদের ১২টী সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান। এখনও তাহাদের বংশধর তর্পণ-সিংহ এই স্থান জায়গীররূপে ভোগ করিতেছেন।

বাছল-রাজপুতদিগের গোত্রাচার্য্য শাখা আপনাদিগকে চন্দ্র-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। চৌহান, রাঠোর ও কচ্ছবহগণের সহিত ইহাদের কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। মথুরা, বদাউন, শাহজহানপুর, রোহিলখণ্ড ও আলিগড়ের নিকটে এখনও বাছল জমিদারদিগের অস্তিত্ব আছে। আবুল-ফজল গুজরাত-প্রদেশে এই জাতির আধিপত্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

বাছা (দেশজ) ১ বৎস। ২ পছন্দ।

বাছুর (দেশজ) গোবৎস।

বাজ (দেশজ) ১ ডানা, তীরের পালক। ২ যুত। ৩ বজ্র। ৪ বাদ্য।

বাজ্ (পারসী) পক্ষিবিশেষ, বাজপাখী।

বাজন (দেশজ) বাদ্যকরণ।

বাজনঘড়ী (দেশজ) যে ঘড়ী বাজে, বাদ্যকারী ঘটিকা-যন্ত্রবিশেষ

বাজনা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্র।

বাজনীয়া (দেশজ) বাদ্যকর, যাহারা বাজায়।

বাজন্দার (দেশজ) বাদক, যাহারা বাজনা বাজায়।

বাজবহরী (পারসী) শিকারী পক্ষিবিশেষ।

বাজবাহাদুর, মালবের অধিপতি। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতা সুজাখাঁর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ণনাম মালিক বইয়াজিদ। তিনি মালবের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান জয় করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সিংহাসনে আরোহণ সময়ে তিনি সুলতান বাজবাহাদুর নাম গ্রহণ করেন। তিনি রূপমতী নাম্নী জনৈক রমণীর প্রেমে আসক্ত হন। একথা পশ্চিমভারতের সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। ১৭ বৎসর রাজত্বের পর সম্রাট্ অকবর ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া নিজ শাসনভুক্ত করিয়া লন। পরে বাজবাহাদুর দিল্লীধামে অক্‌বরশাহের সহিত মিলিত হইয়া দুই হাজার অশ্বারোহীসেনার নায়ক হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর একটী পুষ্করিণী মধ্যে তাহাদের উভয়কে গোর দেওয়া হয়।

---

(১) স্থানীয় অধিবাসীরা পদ্মপুরাণের দোহাই দিয়া বলে যে, সত্যযুগে এই স্থান তীর্থরাজ, ত্রেতায় ঋদ্ধিজ, দ্বাপরে বসন্তপুর ও কলিযুগে ব্যাঘ্র বলিয়া বিঘোষিত হয়। যখন এই স্থানের নাম বসন্তপুর ছিল, তখন তীর্থযাত্রিগণ দলে দলে এই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করিত। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দে এই তীর্থমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাজবাহাদুরচন্দ্র, জনৈক হিন্দু রাজা। রাজচন্দ্রের পুত্র। ত্রিমল্লচন্দ্রের পৌত্র ও লক্ষ্মণচন্দ্রের প্রপৌত্র। ইনি স্মৃতিকৌস্তুভ-প্রণেতা অনন্তদেবের প্রতিপালক ছিলেন।

বাজয়াফ্‌ৎ (পারসী) ১ বাজেয়াপ্ত করা, বাদ দিয়া কাটিয়া লওয়া। ২ বিয়োগকরণ।

বাজরা (দেশজ) ১ ঝুড়ি, ফলপূর্ণ ঝুড়ী। ২ শস্যবিশেষ।

বাজা (দেশজ) বাদ্য।

বাজাজ (দেশজ) বস্ত্রব্যবসায়ী।

বাজাদার (দেশজ) যাহারা বাজনা বাজায়।

বাজানা, গুজরাত প্রদেশের কাঠি-বার রাজ্যের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। আহ্মদাবাদ ও কচ্ছের রণপ্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে স্থানবিশেষে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। নানা শস্য ও তুলা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অন্য নদ নদী না থাকায় অধিবাসীরা ভূগর্ভে কূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী ঢোলেরা নামক বন্দরে এখানকার বাণিজ্য চলিয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের উপর কোনরূপ শুল্ক গৃহীত হয় না।

এখানকার অধিবাসীরা মুসলমান এবং জাট নামে অভিহিত। এখানকার সর্দারবংশ মুসলমান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। ইংরাজরাজকে তিনি বাৎসরিক প্রায় ৮ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। সৈন্যসংখ্যা ১৩২ জন। রাজার দত্তকগ্রহণে ক্ষমতা নাই।

বাজানীয়া (দেশজ) বাদ্যকর, বাজনাবাদক।

বাজার (পারসী) হট্ট, বিপণী।

বাজার, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। কালীপাণি নামক নদীতীরে অবস্থিত। এই নগর স্বাৎ ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় এই স্থান প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাবুল, মধ্যএসিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে মালপত্র এখানকার বাজারে জমা হইত বলিয়া তৎকাল এই নগর 'বাজার' নামেই খ্যাত হইয়াছিল। ইহার সন্নিহিত দস্তালোক পর্ব্বতে অনেকগুলি বৌদ্ধগুহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বাজারগাঁও, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। পূর্ব্বকাল হইতেই বেরার ও বোম্বাই নগরের সহিত এখানকার বিস্তৃত বাণিজ্য রহিয়াছে। আমদানী রপ্তানী কার্য্য রেলগাড়ীতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ গ্রামের পশ্চিমাংশে একটী বৃহৎ চৌবাচ্ছা গাঁথা আছে। ইহার দক্ষিণ-ভাগের ধ্বংসপ্রায় দুর্গমধ্যে নাগপুররাজ জানোজীর ৫ হাজারী সেনাপতি দ্বারকোজী নামক রাজত্ব করিতেন। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে দ্বারকোজী ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বাজারু (পারসী) বাজার সম্বন্ধীয়।

বাজারদর (দেশজ) বাজারের প্রচলিত মূল্য।

বাজারভাও (দেশজ) বাজারের প্রচলিত মূল্য।

বাজি ঘোরপড়ে, জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত। মুধোলের অধিপতি। ইনি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর গবর্মেণ্টের অনুমত্যনুসারে শিবাজীর পিতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শিবাজী স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ঘোরপড়ে ধৃত ও নিহত হন। তদীয় আত্মীয় ও অনুচরবর্গ প্রভুর পদানুসরণ করে। মুধোল নগর লুণ্ঠিত হইবার পর অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল।

বাজিতপুর, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও থানা। অক্ষা° ২৪° ১২´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৫৯´ ৪৩´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে মস্‌লিন বস্ত্র প্রস্তুত হওয়ায় এই স্থানের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। মস্‌লিন সংগ্রহের জন্য এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী কুঠি (factory) নির্ম্মিত ছিল।

বাজিতপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর।

(ব্রহ্মখণ্ড ৪৭।১৪৮-১৫৫)

বাজিতাগ্রাম, বাঙ্গালার বীরভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। (দেশা° ৫৭।২১৪)

বাজিপ্রভু, জনৈক মহারাষ্ট্র-সেনানী। মহাদের দেশপাণ্ডিয়া নামে খ্যাত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন মোগলসৈন্য শিবাজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হয়, তখন ইনি পুরন্দরের দুর্গে মাবলি ও হেট্‌কারী মরাঠাসৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মুসলমান সেনানী মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও দিলের খাঁ পুরন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইলে তিনি বীরদর্পে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কএকবার যুদ্ধের পর মোগলসৈন্য দুর্গের নিম্নদেশ অধিকার করে। কিন্তু হেটকারি মহারাষ্ট্রসৈন্য উপর হইতে গোলাবর্ষণ করায় তাহারা পুনরায় পলায়নপর হয়, এমন সময়ে মাবলিসৈন্যের আক্রমণে মোগলসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। মোগলসেনানী দিলের খাঁ ইহাতেও ভগ্নমনোরথ না হইয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শিবাজী কৌশলপূর্ব্বক মোগল-সেনানী জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া এই যুদ্ধের অবসান করেন। এই যুদ্ধে বাজিপ্রভু বীরোচিত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাজিব (আরবী) ১ আবশ্যকীয়। ২ যথাযোগ্য।

বাজিবী (আরবী) আবশ্যকতা।

বাজী (পারসী) ক্রীড়াবিশেষ, ভোজবিদ্যা। ২ পণ। ৩ আতসবাজী।

বাজীকর (পারসী) বাজীওয়ালা, ভোজবিদ্যাপ্রদর্শক। ২ যাহারা আতসবাজী প্রস্তুত করে।

বাজীভোর (পারসী) হতাশ্বাস হওয়া।

বাজীরাও, (১ম) জনৈক মহারাষ্ট্র পেশবা। বালাজী রাও বিশ্বনাথের পুত্র, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [বিস্তৃত বিবরণ 'পেশবা' শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাজীরাও রঘুনাথ, (২য়) মহারাষ্ট্রের নবম পেশবা। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৭ম পেশবা মাধবরাও নারায়ণের অপঘাত মৃত্যুর পর তিনি মহারাষ্ট্র-পেশবাপদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু মহারাষ্ট্র-মন্ত্রিসভার কার্য্যবিপর্য্যয়ে কিছু সময়ের জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিম্‌নাজী অপ্পা 'চিম্‌নাজী মাধবরাও' নামে ৮ম পেশবারূপে মহারাষ্ট্ররাজ্যও শাসন করিয়াছিলেন।

[চিম্‌নাজী মাধবরাও দেখ।]

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিদলের প্রার্থনামতে মহারাষ্ট্র-রাজসরকারে হোলকর ও শিন্দেরাজের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে রঘুনাথ রাও গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার গর্ভবতী পত্নী আনন্দীবাঈকে ধার-দুর্গে রাখিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরেই এখানে শেষ মহারাষ্ট্র-পেশবা বাজীরাও রঘুনাথের জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমুজ্জ্বল রূপজ্যোতির বিকাশ পাইতে লাগিল। যেমন রূপ, তৎসদৃশ গুণমণ্ডলীতেও বালক বিভূষিত হইয়া উঠিল। বিনয়াদি সদ্‌গুণে তাঁহাকে সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিল, যে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিত, সেই তাঁহার অমায়িকতায় আপ্যায়িত হইত। নির্বিষ্টচিত্তে বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রদেশে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না যে, তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিচারে সমকক্ষ হইতে পারেন। রাজবংশোচিত অস্ত্রশস্ত্রশিক্ষায়ও তিনি সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অশ্বারোহী ও অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ মহারাষ্ট্রভূমে বিরল ছিল।

বালকের এই অদ্ভুত প্রতিভাশক্তি ভবিষ্যতে আশঙ্কার কারণ জানিয়া মহারাষ্ট্রসচিব নানাফড়নবিশ তাঁহাকে এবং তদীয় ভ্রাতাদিগকে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববাস কোপরগাঁও হইতে শিবনেরীর পার্ব্বত্য-দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে জুন্নারের দুর্গমধ্যে নজরবন্দী করেন। রঘুপন্ত ঘোরপড়ে ও বলবন্তরাও নাগনাথ তাঁহাদের অভিভাবকতায় নিযুক্ত থাকেন। ইহার পূর্ব্বে নানা নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মাধবরাওকেও বন্দী করিয়াছিলেন। বাজীরাওর অনুনয় বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া রক্ষী বলবন্তরাও তাঁহার পত্রখানি মাধবরাওর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বাজীরাওর প্রতি মাধবের স্নেহাধিক্য অবলোকন করিয়া নানা-ফড়নবিশ উভয়কে দূরে রাখিয়া দিলেন এবং বলবন্তরাওকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। দিন দিন মাধবের প্রতি তাঁহার অত্যাচার বাড়িতে লাগিল। হতাশ হইয়া মাধবরাও আত্মহত্যা করিলেন। এই সংবাদ নানার নিকট পৌঁছিলে তিনি পরশুরামভাউ, রঘুজী ভোঁসলে, দৌলৎরাও শিন্দে ও তুকোজী হোলকরকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল, বাজীরাওকে সিংহাসনে বসাইলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে ইংরাজের আধিপত্য বাড়িবে; সুতরাং তাঁহাকে রাজ্য না দিয়া মাধবরাওর বিধবা পত্নী যশোদাবাঈকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইয়া তাঁহাকেই রাজতক্তে বসান শ্রেয়ঃ। বাজীরাও এই সংকল্প অবগত হইয়াই সিন্দিয়াকে হস্তগত করিলেন। নানাফড়নবিশ ও পরশুরামের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বাজীরাও নিশ্চিন্ত রহিলেন। এদিকে শিন্দে-মন্ত্রী বল্লভভট্ট ও শিন্দেরাজ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইলেন। পুণায় আসিয়া বাজীরাও ও সিন্দিয়ার মিলন হইলেও মহামন্ত্রী বল্লভ তাঁহার কৃত দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তদীয় কনিষ্ঠ চিম্‌নাজী মাধবরাওকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মে পুণায় আনাইয়া পেশবাপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে পরশুরাম বল্লভের সাহায্যে নানার উচ্ছেদসাধনে প্রয়াসী হন। [পরশুরাম ও নানাফড়নবিশ দেখ।]

নানা উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনরায় বাজীরাওকে স্বীয় দলে আনিতে চেষ্টা পাইলেন। এতদিন বহুপরিশ্রমে যে অর্থরাশি তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি পেশবাসৈন্য ও শিন্দেসৈন্যের কতকাংশ হস্তগত করিলেন। পেশবাসেনানী বাবারাও ফড়কে পরশুরামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলেন, তুকোজী হোলকর ও সখারাম ঘাট্‌গে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্রমে বাজীরাওকে হস্তগত করিয়া তিনি শিন্দেরাজকে রাজ্যদানের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিলেন। সেই সঙ্গে নিজাম-মন্ত্রী মসীর উলমুল্‌ক ও স্বয়ং নিজামকেই খুর্দাযুদ্ধে অধিকৃত নিজামরাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বাজীরাও ও বাবারাও শিন্দে-মন্ত্রী বল্লভের আগমনেই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বল্লভ সসৈন্যে আসিয়াই বাজীরাওকে সকল ষড়যন্ত্রের মূল জানিয়া তাঁহার তাম্বু ঘেরাও করিলেন এবং সখারাম ঘাট্‌গের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে উত্তর-ভারতে চালান দিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘাট্‌গেকে অর্থলোভে বশীভূত করিলেন। তিনি কিছুদিনের মত নিকটেই রহিলেন। এদিকে নানার কূটমন্ত্রণায় বল্লভ ও পরশুরাম উভয়েই ধৃত হইলেন এবং বাজীরাও ভীমাতীরবর্ত্তী কোরেগাঁও-নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নানা বাজীরাওর নিকট উপস্থিত হইয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। যেন তিনি পেশবাপদে

অধিষ্ঠিত হইয়া নানা-ফড়নবিশের উপর কোনরূপ অত্যাচারী না হন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৫এ নবেম্বর সাধারণের সম্মতিক্রমে বাজীরাও পেশবাপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বাজীরাও সিংহাসনে আসীন হইবার পর ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজ্যবিপ্লবের সূচনা হয়। উক্ত বৎসরে পুণানগরেই পেশবার আরব ও সিপাহী সৈন্যের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া একটী খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। উত্তরোত্তর অন্তর্বিপ্লবে রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। বাজীরাওর পরামর্শানুসারে ঘাটগে নানার বাসবাটী ও তাঁহার অনুচরবর্গের গৃহাদি লুণ্ঠন করিলেন। নানা সপরিবারে ধৃত ও বন্দী হইলেন। বাজীরাও স্বীয় বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা অমৃতরাওকে সচিবপদে এবং বালাজীপন্ত পটবর্দ্ধনকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া শিন্দেরাজকে সরাইতে মনন করিলেন; কিন্তু শিন্দেরাজ তাঁহার প্রতিশ্রুত দুই ক্রোর টাকা চাহিয়া বসিলেন। রাজকোষ শূন্য হওয়ায় তিনি যথা সময়ে টাকা দিতে পারিলেন না। তিনি ঘাটগেকে পুণানগর লুটিয়া অর্থ-সংগ্রহের আদেশ দিলেন। প্রথমেই রাজগৃহে বন্দী পুণার আত্মীয়বর্গকে নির্যাতন-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ক্রমে মহাজন, ও ধনী ব্যক্তি মাত্রকেই কঠোর অত্যাচার ও নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য বাজীরাও শিন্দেকে প্রকাশ্যরূপে তিরস্কার করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাদজী শিন্দের বিধবা পত্নীকে অমৃতরাও আশ্রয় দেন। এই সূত্রে ঘাটগে আসিয়া অমৃতরাওর তাম্বু আক্রমণ করেন। ক্রমে উভয়পক্ষে ঘোর বিবাদের সূচনা হয়।

শিন্দে বাজীরাওকে ভয় দেখাইবার জন্য নানাকে আহ্মদনগর দুর্গ হইতে মুক্ত করিলেন। বাজীরাও পূর্ব্ব হইতেই নানার ষড়যন্ত্রে ভীত ছিলেন। তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্তিতে চমকিত হইয়া তিনি সিন্দিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে নানাপক্ষীয় ইংরাজসৈন্য পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতিবিধান চেষ্টায় রহিলেন। এদিকে তিনিই স্বয়ং গুপ্তচর পাঠাইয়া নানাকে পুণায় আনাইলেন এবং মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ঘাটগের হস্তে অমৃতরাও পরাজিত হইলে মহাদজীর পত্নীত্রয় কোলহাপুর রাজ্যে যাইয়া আশ্রয়লাভ করেন, বল্লভভট্ট প্রভৃতি শেনবী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করেন। পেশবা পুনরায় শিন্দের সহিত মিলিত হইয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোলহাপুর-পতিকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনায় বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার কোলহাপুর রাজ্য জয় করা হইল না। এই সময়ে নানাফড়নবিশের মৃত্যু হয়। বাজীরাও ক্রমে সিন্দিয়ার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় রহিলেন। যশোবন্ত রাও হোলকর মালববিজয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দমনের জন্য শিন্দে পুণা ছাড়িয়া চলিলেন। অবসর পাইয়া বাজীরাও পুণাবাসীর উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঘাটগেকে প্রতিশোধ দিতে অসমর্থ হইয়া তিনি যশোবন্তের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমেই তাঁহার হস্তে শিন্দেসৈন্য বিদ্ধস্ত হইতেছিল। তিনি পেশবারাজ্য লুণ্ঠন করায় বাজীরাও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গতি-রোধ করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শিন্দে ও পেশবার মিলিত সৈন্য যশোবন্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। পুণায় বিজয় ঘোষণা করিয়া যশোবন্ত পেশবা-পরিবারের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বাজীরাওকে পুনরায় আনাইতে পারিলেন না। শেষে তিনি অমৃতরাওকে পেশবা-পদ দান করিতে স্বীকৃত হন। বাজীরাও ইংরাজের সহিত মিলিত হইলে, বিশেষ অনিচ্ছাসত্বে অমৃতরাও পেশবাপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বসইর সন্ধি অনুসারে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্‌লী হোলকর দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে পুনরায় বাজীরাওকে পেশবাপদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

শিন্দে, হোলকর ও পেণ্ডারিগণের পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হওয়ায় পরবৎসরে দাক্ষিণাত্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়। এই সময়ে বাজীরাও শিন্দে ও রঘুজী ভোঁসলের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের প্রভাব হ্রাস-করণে যত্নবান হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর দুর্গ ও আ্যসে যুদ্ধ জয়ের পর ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাজীরাওর পুনরভ্যুত্থান পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র-রাজ্যে দস্যু উপদ্রব ও বিদ্রোহী সেনাদলের বিপ্লব ব্যতীত আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনের অধিষ্ঠান হইতে বাজীরাও ইংরাজী প্রথায় সৈন্যশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি খুশ্রুজি কর্ণাটকের সরসুবাদার হইলে সদাশিব মানকেশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনকে তাঁহার শাসন-বিশৃঙ্খলতার বিষয় অবগত করিলেন; সুতরাং তাঁহার পরামর্শে খুশ্রুজী পুনরায় প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং ত্রিম্বকজী দেঙ্গলিয়া কর্ণাটকের শাসনকর্ত্তা হইয়া গমন করিলেন। এই ত্রিম্বকজী ইংরাজবিদ্বেষবশতঃই বাজীরাওকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বাজীরাও শেষজীবনে ধর্ম্ম-সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে ত্রিম্বকজীর অত্যাচারে রাজ্য ছারখার যাইতে বসিল। পুণার ধর্ম্মাধিকরণে

ন্যায় বিচার লোপ পাইল, যে পক্ষ অধিক ঘুস দিতে সমর্থ হইতেন, তাঁহারই জয়লাভ হইত।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা শিন্দে, হোলকর, ভোঁসলে ও পেন্ডারিসর্দারগণের নিকট লোক পাঠাইয়া ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। ত্রিম্বকজীর প্ররোচনায় তিনি ইংরাজকর্ম্মচারী এলফিন্‌ষ্টোনকে নিজাম ও গাইকবাড়রাজের প্রতিপত্তি-লাভের কথা জ্ঞাপন করিলেন। ঐ সময়ে গাইকবাড়ের দূত গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুণায় ছিলেন। তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্ত ত্রিম্বক ও বাজীরাও বিশেষ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তাঁহারা শঠতাপূর্ব্বক গঙ্গাধরকে পন্ঢরপুরের বিঠোবামন্দিরে লইয়া হত্যা করেন। এই অপরাধে ইংরাজরাজ ও গোপাল রাও মৈরাল ত্রিম্বকের উপর সন্দিহান হন। ত্রিম্বককে ইংরাজহস্তে সমর্পণের জন্ত বাজীরাওকে অনুরোধ করা হইল। বাজীরাও ত্রিম্বকজীকে স্বয়ং অবরুদ্ধ রাখিলেন। ত্রিম্বক অর্পিত হইল না দেখিয়া ইংরাজসৈন্য পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইল। বাজীরাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ত্রিম্বকজীকে ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিলেন। গঙ্গাধরের হত্যায় বরোদার রাজমন্ত্রী সীতারাম ত্রিম্বকজীর সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনিও বাজীরাওর পক্ষ হইয়া সেনাসংগ্রহের উদ্যোগ করিতেছিলেন। উক্ত বৎসরেই ত্রিম্বক ঠানা দুর্গ হইতে আহ্মদনগরের পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলাইয়া আসেন।

ত্রিম্বক সমর্পিত হইলে, সদাশিব ভাউ মানকেশ্বর, মোরো-দীক্ষিত ও চিম্নাজী নারায়ণ বাজীরাওর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাহিরে ইংরাজের সহিত মিত্রতা দেখাইলেও পরোক্ষে শিন্দে, হোলকর, নাগপুর ও পেন্ডারিগণের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণে যত্নবান্ হইলেন। ত্রিম্বকজীকে অর্থ সাহায্য করিয়া তিনি ভীল, কোল, রামোসি ও মাঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিকে ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উত্তেজিত করিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন এ সংবাদ পেশবাকে অবগত করাইলেন। পেশবা ইহার প্রতিবিধান জন্ত সেনাদল পাঠাইলেন। এলফিন্‌ষ্টোন সন্তুষ্ট না হইয়া ত্রিম্বকের আত্মসমর্পণ প্রার্থনা করিলেন এবং জানাইলেন, যতদিন না ত্রিম্বক প্রত্যর্পিত হয়, ততদিন সিংহগড়, পুরন্দর ও রায়গড় দুর্গ ইংরাজাধিকারে থাকিবে। যদি বাজীরাও এই দুর্গত্রয় ইংরাজের নিকট বন্ধকস্বরূপ না রাখেন, তাহা হইলে ইংরাজরাজ পুণা-রাজধানী অবরোধ করিতে বাধ্য হইবেন। দুর্গত্রয় ইংরাজহস্তে সমর্পিত হইল বটে; কিন্তু তন্মধ্যে একটী সৈন্যও রহিল না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুণার সন্ধিঅনুসারে পেশবা নর্ম্মদার উত্তর এবং তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণবর্ত্তী ভূভাগের অধিকার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। পুণার সন্ধি শেষ হইলে তিনি পুণানগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক পন্ঢরপুরে তীর্থযাত্রা করেন। উক্ত বৎসরে কির্কির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পেশবা সাতারার অভিমুখে পলায়ন করিলেন; কিন্তু ইংরাজ-সেনানী কর্ত্তৃক পশ্চাদনুসৃত হইয়া নানা স্থানে পর্য্যটনের পর পুনরায় পুণা অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী ইংরাজের যুদ্ধে পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া তিনি সাতারা হইতে শোলাপুর অভিমুখে পলায়ন করেন; কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি আসীরগড়ের নিকটবর্ত্তী ঢোলকোট নগরে ইংরাজসেনানী সর জন-মেকমের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। উক্ত বৎসরের ৩রা জুন ইংরাজরাজ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা মাসহরা বন্দোবস্ত করিয়া কাণপুরের নিকট বিঠুর নগরে তাঁহার আবাস নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ধুন্ধুপন্থ (নানাসাহেব) ইঁহারই দত্তকপুত্র। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিঠুর নগরেই বাজীরাওর মৃত্যু ঘটে।

বাজু (পারসী) ১ অলঙ্কারবিশেষ। এই অলঙ্কার হস্তে ব্যবহৃত হয়। ২ হস্ত। ৩ দেওয়ালের অংশবিশেষ। ৪ দরজা ও জানালার পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠদ্বয়।

বাজুবন্ধ (পারসী) হস্তালঙ্কার, বাজু।

বাজে (আরবী) ১ বৃথা, বিফল। ২ বাধালাগা।

বাজেখরচ (আরবী) অনাবশ্যক খরচ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরচ।

বাজেজমা (আরবী) উপরি যে জমা হয়, অতিরিক্ত জমা।

বাজেজমী (আরবী) যে জমীর খাজনা দেওয়া হয় না।

বাজেদফা (আরবী) অতিরিক্ত দফা।

বাটন (দেশজ) ১ পেষণ। ২ বিভাগকরণ।

বাটনী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক বাটনা বাটে।

বাটপাড় (দেশজ) ডাকাত।

বাটপাড়িয়া (দেশজ) বাটপাড়, ডাকাত।

বাটপাড়ী (দেশজ) বাটপাড়ের কার্য্য, ডাকাতী।

বাটা (দেশজ) ১ পেষণ। ২ তাম্বুলাধার। ৩ মৎস্যবিশেষ।

বাটালি (দেশজ) সূত্রধারদিগের কাষ্ঠচ্ছেদক যন্ত্রবিশেষ।

বাটিয়া (দেশজ) রজ্জুবিশেষ, পাটের পাকান সূতা।

বাটী (দেশজ) ১ গৃহ। ২ পাত্রবিশেষ।

বাটুয়া (দেশজ) ১ পথসম্বন্ধীয়। ২ থলিয়া। ৩ বেটো, ক্ষুদ্র তাম্বুলাধার।

বাটুলা (দেশজ) কলাইভেদ।

বাটুলাই (দেশজ) কটাহ, কড়া।

বাট্‌খারা (দেশজ) তুলাদণ্ডের সেরাদি পরিমাপক দ্রব্যবিশেষ।

বাট্টা (দেশজ) ১ তাম্বুলাধার। ২ টাকা বা নোট ভাঙ্গাইতে

সে অতিরিক্ত পয়সা লাগে। ৩ বিভিন্ন দেশের মূল্যবিনিময়ের লভ্যাংশ।

বাড়, ১ প্লাবন। ২ স্নান। ভ্বাদি আত্মনে সক° স্নানার্থে অক° সেট্। লট্ বাড়তে। লোট্ বাড়তাং। লিট্ ববাড়ে। লুঙ্ অবাড়িষ্ট।•

বাড়, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৫২৩ বর্গমাইল। ফত্‌বা (ফতুয়া), বাড় ও মুকামা থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। গঙ্গাতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৪৫´ ১২´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। এই নগরে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভূত বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বাড়ই (দেশজ) গুড় প্রস্তুতকারীর প্রধান ব্যক্তি।

বাড়ন্ত (দেশজ) ১ বর্দ্ধনশীল। ২ চাউল প্রভৃতির অভাবকে গৃহিণীরা বাড়ন্ত কহে।

বাড়ব (ক্লী) বড়বানাং সমূহঃ বড়বা (খণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) ইত্যঞ্। ১ বড়বা-সমূহ। বড়বয়া ইদং বড়বা-অণ্। (ত্রি) ২ বড়বা সম্বন্ধীয়।

"দীপনীয়মচক্ষুষ্যং বাড়বং দধি বাতলম্।" (সুশ্রুত ১।৪৫)

(পুং) বাড়ং যজ্ঞান্তস্নানং বাতি প্রাপ্নোতীতি বাড়-বা-ক। ৩ ব্রাহ্মণ। বড়বায়াং ঘোটক্যাং জাতঃ, বড়বা-অণ্। ৪ বড়বানল। পর্য্যায়—ঔর্ব্ব, সংবর্ত্তক, অব্ধ্যগ্নি, বড়বামুখ। (হেম)

"মহোদধের্জঠরগতশ্চ বাড়বো ভবান্ বিভূত্যা পরয়া করে স্থিতঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৮।৬৪)

বাড়বাগ্নি (পুং) বড়বা সমুদ্রস্থা ঘোটকী তৎসম্বন্ধাগ্নিঃ। বড়বানল। "পয়সি সলিলরাশের্নক্তমন্তর্নিমগ্নঃ স্ফুটমনিশমতাপি জ্বালয়া বাড়বাগ্নেঃ।" (মাঘ ১১।৪৫)

বাড়বাগ্র্য (পুং) বাড়বেষু ব্রাহ্মণেষু আগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠঃ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

"ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্ত বাড়বাগ্র্যস্ত ধীমতঃ।
পপ্রচ্ছ হৃষ্টমানস্কস্তীর্থযাত্রাবিধিং মুনিম্।"
(পদ্মপু° পাতলখ° ১৯ অঃ)

বাড়বেয় (পুং) বড়বায়া ঘোটকরূপধারিণ্যাঃ সূর্য্যাপত্ন্যা অপত্যে পুমাংসৌ বড়বা ঢক্। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

বাড়ব্য (ক্লী) বাড়বানাং ব্রাহ্মণানাং সমূহঃ বাড়ব (ব্রাহ্মণমানববাড়বাদ্‌যৎ। পা ৪।২।৪২) ইতি যৎ। ব্রাহ্মণসমূহ।

বাড়া, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পেশ্বারি-সর্দ্দার চিতু এইস্থান জায়গীররূপে ভোগ করিয়াছিলেন। এখানে ইক্ষুর বিস্তৃত চাষ আছে। কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় এবং ছিন্দবাড়ারাজ্যের বন্যভূমি হইতে কাষ্ঠ ও রঙের বাণিজ্য এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা।

বাড়া (দেশজ) ১ বর্দ্ধিত। ২ বাদ্যাদির বিভাগ। ৩ গৃহ। যথা—'ইমামবাড়া'

বাড়াবাড়ি (দেশজ) অতিরিক্ত, বৃদ্ধি।

বাড়ি (দেশজ) বৃদ্ধি। ধান্যাদি কর্জ্জ দেওয়া হইলে তাহার যে বৃদ্ধি দেয়, তাহাকে বাড়ি কহে।

বাড়িঙ্গন (পুং) বাড়্ প্লাবনং তস্মৈ ইঙ্গতে ইতি বাড়্ ইঙ্গ-ল্যু। বার্ত্তাকু। (রত্নমা°)

বাড়ী (দেশজ) ১ গৃহ। ২ ছড়ী।

বাড়ী, হাজারীবাগ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার ধারে অবস্থিত।

বাড়ী, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতাপুর জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ১২৫ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এখানে কচ্ছেরা ও আহীর জাতির বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান তাহাদের অধিকারে থাকে। অবশেষে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী প্রতাপসিংহনামা জনৈক হিন্দু দিল্লীর তোগলক সম্রাটের ফর্ম্মান্ অনুসারে এই স্থান দখল করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজিও এখানে চৌধুরী নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে এখানকার অনেক স্থান বৈশ নামক রাজপুতদিগের অধিকৃত।

বাড়ীর (পুং) ভৃত্য।

বাড়্তী (দেশজ) বৃদ্ধি, অধিক।

বাঢ় (ক্লী) বাহ-প্রযত্নে-ক্ত (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অতিশয়।

"বাঢ়ং ময়া সা নগরী দৃষ্টা বিদ্যার্থিনা সতা।" (কথাসরিৎ° ২৪।৬৮)

২ প্রতিজ্ঞা। (অমর) 'বাঢ়ম্' এইরূপ একটী অব্যয় আছে। (ভারত) 'বাঢ়ং ত্রিষু দৃঢ়ে ক্লীবমনুমত্যামথ ত্রিষু।' (নানার্থরত্নমা°) ৩ সত্য। (রঘু ১৯।৫২)

বাঢ়স্ত্বন্ (ত্রি) নিঃশঙ্কগামী, অশঙ্কিতগমন।

বাণ (পুং) বণনং বাণঃ শব্দস্তদস্ত্যস্তীতি বাণ-অচ্। অস্ত্রবিশেষ, চলিত তীর। পর্য্যায়—পৃষৎক, বিশিখ, অজিহ্মগ, খগ, আশুগ, কলম্ব, মার্গণ, শর, পত্রী, রোপ, ইষু, চিত্রপুঙ্খ, শায়ক, বীরতর, তূণক্ষ্বেড়, কাণ্ড, বিপর্ষক, শরু, বাজী, পত্রবাহ, অস্ত্রকণ্টক। লৌহময় বাণের পর্য্যায় যথা—প্রক্ষ্বেড়ন, লৌহনাল, নারাচ। ক্ষিপ্তবাণের পর্য্যায়—তীক্ষ্ণ, লিপ্তক, দিগ্ধ। (শব্দরত্না°)

"যত্র বাণাঃ সংপতন্তি কুমারা বিশিখাইব" (ঋক্ ৬।৭৫।১৭)

২ গোস্তন। ৩ কেবল। (মেদিনী) ৪ অগ্নি। (ত্রিকা°) ৫ কাণ্ডাবয়ব। (বিশ্ব) ৬ ভদ্রমুঞ্জতৃণ। (রাজনি°) (পুং স্ত্রী) ৭ নীলঝিণ্টী।

"বিকচবাণদলাবলয়োঽধিকং রুরুচিরে রুচিরেক্ষণবিভ্রমাঃ॥"

(মাঘ ৬।৪৬)

বণ্যতে শব্দ্যতে ইতি বণ শব্দে (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৯) ইতি ঘঞ্। ৮ বাক্। (নিঘণ্টু) ৯ স্বনামখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিকুক্ষির পুত্র। (রামা ১।৭০।২২-২৩) ১০ কাদম্বরীপ্রণেতা একজন কবি।

"সরস্বতীপাণিসরোজসম্পুট-প্রমৃষ্টহোমশ্রমসীকরাম্ভসঃ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাৎ ততঃ সুতো বাণ ইতি ব্যজায়ত॥"

(কাদম্বরী)

কাহারও কাহারও মতে ইনি হর্ষচরিতপ্রণেতা। [বাণভট্ট দেখ।] ১১ বলিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। ভাগবতে লিখিত আছে—মহারাজ বলির শতপুত্র ছিল, বাণ তাহার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সকল গুণসম্পন্ন ও সহস্রবাহু। ইনি বহুসহস্র বৎসর তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বরগ্রহণ করেন। পাতালস্থ শোণিতপুরী ইঁহার রাজধানী ছিল। মহাদেবের অনুগ্রহে দেবগণ ইঁহার কিঙ্করসদৃশ ছিলেন। যুদ্ধস্থলে মহাদেব স্বয়ং আসিয়া ইঁহাকে রক্ষা করিতেন। বাণের উষা নামে এক কন্যা ছিল। উষা প্রতিরাত্রে এক কমনীয়কান্তি পুরুষকে স্বপ্ন দেখিত। ক্রমে উষা স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সখী চিত্রলেখার সমীপে মনোভাব ব্যক্ত করে। চিত্রলেখা ঐ পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া যোগবলে আকাশমার্গ দিয়া দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া গোপনে উষার নিকট লইয়া যায়। অনিরুদ্ধ কিছুদিন এইখানে গুপ্তভাবে থাকিলেন, পরে বাণ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন।

এদিকে অনিরুদ্ধ চারিবৎসর পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ হইলে নারদ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দেন। অনিরুদ্ধ বাণের নিকট আবদ্ধ আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারদের মুখে অনিরুদ্ধের এই সংবাদ পাইয়া সত্বর বাণপুরীতে যাইয়া বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মহাদেব আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বাণের বাহুচ্ছেদ করেন। বাণের বাহু সকল ছিন্ন হইলে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেন। স্তবে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন। বাণের চারি বাহু অবশিষ্ট থাকে। বাণ অনিরুদ্ধের সহিত উষাকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার মহোৎসব করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে দ্বারকায় লইয়া আসেন। (ভাগবত ৬২-৬৪ অঃ) হরিবংশে ১৭২ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বাণগঙ্গা (স্ত্রী) বাণেন প্রকটিতা গঙ্গা নদীবিশেষঃ। রাবণবাণনির্ভিন্ন সোমেশ্বরগিরিভব নদীবিশেষ। রাবণ বাণ নিঃক্ষেপ করায় সোমেশ্বর পর্ব্বত হইতে যে জলধারা নির্গত হইয়াছিল, তাহার নাম বাণগঙ্গা।* এই বাণগঙ্গায় স্নান করিলে সকল পাপ বিদূরিত হয়। এই স্থলে বাণেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেও অশেষ পুণ্যলাভ হয়। এই নদী গঙ্গাতুল্য-পুণ্যপ্রদা বলিয়া বাণগঙ্গা নাম হইয়াছে।

বাণদণ্ড (পুং) বাণস্ত দণ্ডঃ। বাধাদণ্ড, পর্য্যায়—বেমা। (হেম)

বাণধি (পুং) বাণা ধীয়ন্তেঽস্মিন্ ধা আধারে-কি। ১ ইষুধি, তূণ। (হেম)

বাণনাশা (স্ত্রী) নদীভেদ।

বাণপঞ্চানন (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

বাণপথ (পুং) শরমার্গ। বাণ ছাড়িলে যতদূর যায়।

বাণপাত (পুং) ১ শরনিঃক্ষেপ।

বাণপুষ্খা (স্ত্রী) বাণস্ত পুঙ্খা। শরপুঙ্খা। (রাজনি)

বাণপুর (ক্লী) বাণস্ত রাজ্ঞঃ পুরম্ নগরম্। বাণরাজনগর। পর্য্যায়—দেবীকোট, কোটীবর্ষ, উমাবন, শোণিতপুর, আগ্নেয়, উমাবন, কোটিবীপুর। (শব্দরত্না)

বাণভট্ট (পুং) কাদম্বরী গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি কাদম্বরীর পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র রচনা করেন। শেষার্দ্ধ রচনার পূর্ব্বেই ইঁহার জীবদেহের অবসান হয়। ইনি চিত্রভানুর পুত্র, অর্থপতির পৌত্র ও কুবেরের প্রপৌত্র। কাদম্বরী ব্যতীত চণ্ডীশতক, পার্ব্বতীপরিণয়রূপক, মুকুটতাড়িতক নাটক (চণ্ডপাল দময়ন্তীকাব্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন), সর্ব্বচরিত নাটক ও হর্ষচরিত রচনা করেন। ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় তাঁহার রচিত কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি সম্রাট্ হর্ষদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

[হর্ষদেব দেখ।]

বাণযুদ্ধ (ক্লী) বাণেন সহ যুদ্ধং। বাণরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম। [বাণ দেখ।]

বাণলিঙ্গ (ক্লী) বাণার্চ্চনার্থং কৃতং লিঙ্গং। নর্ম্মদাদি নদীজাত শিবলিঙ্গবিশেষ।

"বাণঃ সদাশিবো দেবো বাণো বাণান্তরোঽপি চ।
তেন যস্মৈ কৃতং তস্মাদ্বাণলিঙ্গমুদাহৃতম্॥" (হেমাদ্রি)

---

* "সোমেশাদ্দক্ষিণে ভাগে বাণেনাদ্রিং বিভিদ্য বৈ।
রাবণেন প্রকটিতা জলধারাতিপুণ্যদা।
বাণগঙ্গেতি বিখ্যাতা যা স্নানাদঘহারিণী।
স্নাত্বা তু বাণগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা বাণেশ্বরং বিভুম্।
গঙ্গাস্নানফলং প্রাপ্য মোদতে দেববচ্চিরং॥"

(বরাহপুরাণ ত্রিবেণ্যাদি মহিমানামাধ্যায়)

নর্ম্মদা নদীতে যে শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাই বাণলিঙ্গ। এই বাণলিঙ্গ সকল লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শিবলিঙ্গ-পূজনে কোমল লিঙ্গের মধ্যে মৃল্লিঙ্গ এবং কঠিন লিঙ্গের মধ্যে বাণলিঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"কোমলেষু চ লিঙ্গেষু পার্থিবং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
কঠিনেষু চ পাষাণং পাষাণাৎ স্ফাটিকং বরম্॥
হৈরণ্যং রাজতাৎ শ্রেষ্ঠং হৈরণ্যাদ্ধীরকং বরম্।
হীরকাৎ পারদং শ্রেষ্ঠং বাণলিঙ্গং ততঃ পরম্॥"

(মেরুতন্ত্র ৯ প্রঃ)

নর্ম্মদা, দেবিকা, গঙ্গা ও যমুনা প্রভৃতি পুণ্যনদীতে বাণলিঙ্গ পাওয়া যায়। এই লিঙ্গপূজনে ইহজন্মে সকল অভীষ্টলাভ এবং পরকালে মুক্তি হইয়া থাকে।

"বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
উৎপত্তিং বাণলিঙ্গস্য লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥
নর্ম্মদা দেবিকায়াঞ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি ষন্মুখ॥" (বীরমিত্রোদয়)

বাণলিঙ্গ সকল ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নদ্বারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যথা—যে লিঙ্গ মধু ও পিঙ্গলবর্ণাভ এবং কৃষ্ণ কুণ্ডলিকাযুত, তাহার নাম স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। যাহা নানাবর্ণ এবং জটা ও শূল-চিহ্নযুক্ত, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গ। দীর্ঘাকার, শুভ্রবর্ণ এবং কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত হইলে নীলকণ্ঠ। শুক্লাভ, শুক্লকেশ ও নেত্রত্রয় চিহ্নযুক্ত হইলে মহাদেব। কৃষ্ণবর্ণ আভাযুক্ত এবং স্থূলবিগ্রহ হইলে কালাগ্নিরুদ্র। মধু ও পিঙ্গলবর্ণাভ, শ্বেত যজ্ঞোপবীতযুক্ত, শ্বেত পদ্মাসীন, ও চন্দ্ররেখাভূষিত হইলে ত্রিপুরারি লিঙ্গ কহে।

বাণলিঙ্গে মহাদেব সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন। বাণলিঙ্গে পূজা করিতে হইলে বেদিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক, কারণ ঐ বেদিকার উপর লিঙ্গস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। বিনা আধারে পূজা করিতে নাই, ঐ বেদিকা তাম্র, স্ফাটিক, স্বর্ণ, পাষাণ ও রৌপ্য দ্বারা করা যাইতে পারে। প্রতিদিন এইরূপ বেদিকার উপর বাণলিঙ্গ রাখিয়া পূজা করিলে তাহার মুক্তি লাভ হয়।

"তাম্রী বা স্ফাটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা।
বেদিকা চ প্রকর্ত্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ॥
প্রত্যহং যোঽর্চ্চয়েল্লিঙ্গং নার্ম্মদং ভক্তিভাবতঃ।
ঐহিকং কিং ফলং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥" (সূতসংহিতা)

নানা প্রকার বাণলিঙ্গ আছে, তাহার কতকগুলি মোক্ষার্থী-দিগের হিতকারক, কতক গৃহস্থের, কতক বা সন্ন্যাসীদিগের শুভজনক হইয়া থাকে।

নিন্দনীয় লিঙ্গ—বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে তাহা পূজা করিতে নাই, ঐরূপ লিঙ্গপূজা করিলে দারাপুত্রক্ষয় হইয়া থাকে। এক পার্শ্বস্থিত লিঙ্গ, ভগ্নলিঙ্গ; ছিদ্রলিঙ্গ এবং যে লিঙ্গের অগ্রদেশ তীক্ষ্ণ ও শীর্ষদেশ বক্র, ত্র্যস্র, অর্থাৎ যাহা ত্রিকোণ, অতি স্থূল ও অতি কৃশ, তাদৃশ লিঙ্গ পূজায় প্রশস্ত নহে। কপিলবর্ণ অথবা ঘনাভলিঙ্গ মোক্ষার্থীদিগের শুভজনক। যে লিঙ্গের বর্ণ ভ্রমরের ন্যায়, সেইরূপ লিঙ্গই গৃহস্থদিগের শুভকর। এই লিঙ্গ সপীঠ বা অপীঠ উভয় অবস্থায় পূজা করা যাইতে পারে। বাণলিঙ্গপূজায় আবাহন বা বিসর্জ্জন কিছুই করিতে হয় না। স্ত্রীশূদ্র সকলেরই এই বাণলিঙ্গ-পূজনে অধিকার আছে। শিবের যে ধ্যান আছে, তাহা দ্বারাও বাণলিঙ্গপূজা করা যাইতে পারে, অথবা নিম্নোক্ত ধ্যানে পূজা করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্॥
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্॥"

বাণলিঙ্গ নাম হইবার কারণ সূতসংহিতায় লিখিত আছে—রাজা বাণ মহাদেবের অতিশয় প্রিয় ছিল এবং প্রতিদিন শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিত। এইরূপ দিব্য পরিমাণ শতবৎসর পর্য্যন্ত শিবপূজা করিলে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বর দেন,—আমি তোমাকে চতুর্দ্দশকোটি লিঙ্গ প্রদান করিতেছি, ইহা সিদ্ধ-লিঙ্গ। এই লিঙ্গ নর্ম্মদাদি পুণ্যনদীতে থাকিবে। যথানিয়মে এই বাণলিঙ্গ পূজা এবং পূজান্তে তাহার স্তব করিয়া পূজা সমাধান করিতে হয়।

স্তব যথা—"বাণলিঙ্গমহাভাগ সংসারাত্ত্রাহি মাং প্রভো।
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে॥
সংসারাকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্।
প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ॥
দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।
ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ॥"ইত্যাদি
(যোগসার, বাণলিঙ্গস্তোত্র) [নর্ম্মদাসম্ভব দেখ।]

বাণ, বীরনারায়ণচরিতকাব্যপ্রণেতা জনৈক কবি। ইনি অভিনব ভট্টবাণ নামে প্রসিদ্ধ।

বাণকবি, শব্দচন্দ্রিকা নামক অভিধানপ্রণেতা।

বাণবার (পুং) বাণং পরমুক্তশরং বারয়তীতি বৃ-ণিচ্-অণ্। ভটাদির চোলাকৃতিসন্নাহ, পর্য্যায়—বারবাণ, বারণ, চোলক। (হারা°) এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাণবারং মৃজাবর্ণতেজোবলবিবর্দ্ধনম্।" (সুশ্রুত ৪।২৪)

বাণসুতা (স্ত্রী) বাণস্য বাণাসুরস্য সুতা। ঊষা। (শব্দরত্না°)

বাণহন্ (পুং) বাণং বাণাসুরং হন্তীতি হন্-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

বাণা (স্ত্রী) ১ বাণমূল। (মেদিনী) ২ নীলপুষ্প ঝিণ্টীক্ষুপ, চলিত নীলঝাঁটী। (দেশজ) ৩ শিশ্ন।

বাণারি (পুং) বাণস্য বাণাসুরস্য অরিঃ। বিষ্ণু।

বাণাশ্রয় (পুং) বাণস্য আশ্রয়ঃ। ধনুঃ। (হলায়ুধ)

বাণাসন (ক্লী) বাণস্য আসনং। ধনুঃ। (হলায়ুধ)

বানি (দেশজ) স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া যে পারিশ্রমিক দেওয়া যায়।

বাণিজ (পুং) বণিগেব, বণিজ-অণ্। ১ বণিক্। ২ বাড়বাগ্নি।

বাণিজক (বাণিজিক) (পুং) বণিগেব বণিজ্-ঠঞ্। ১ বাড়বাগ্নি। ২ বণিক্।

"যত্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ।" (মনু ৩।১৮১)
৩ ধূর্ত্ত। (শব্দরত্না°)

বাণিয়া (দেশজ) জাতিবিশেষ। বেণেজাতি।

বাণেশ্বর (পুং) ১ শিবলিঙ্গভেদ। ২ বিবাদার্ণবসেতু নামক গ্রন্থের জনৈক সংগ্রহকর্ত্তা। [বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার দেখ।]

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। গুপ্তিপাড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার তীব্র স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতা যে সকল সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতেন, বাণেশ্বর একবার শুনিয়াই তাহা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া একদিন তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, 'কালে আমার বাণুও একজন পণ্ডিত হইবে।' বাস্তবিক এ উক্তি মিথ্যা হয় নাই। তিনি অল্প বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুললিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু কবিতা প্রচলিত আছে। তিনি প্রথমে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন; অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের সভা উজ্জ্বল করেন। বড়লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ যে সকল পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে যে বৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে বাণেশ্বর একজন ছিলেন।

বাতক (দেশজ) গুল্মভেদ।

বাতাবিনেবু (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ।

বাতাস (দেশজ) বায়ু।

বাতাসা (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। চিনি অথবা গুড় দ্বারা বাতাসা প্রস্তুত হয়।

বাতাসিয়া টেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

বাতি (দেশজ) বর্ত্তি, আলোক। মোম ও চর্ব্বি এই দুই রকমের বাতি প্রস্তুত হয়।

বাতিল (আরবী) ১ যাহা বাদ দেওয়া যায়, কার্য্যাক্ষম। ২ মিথ্যা। ৩ নিষ্ফল, অসিদ্ধ।

বাতিবালা (হিন্দী) যে আলো দেয়।

বাদর (পুং) বদর-স্বার্থে-অণ্। ১ কার্পাসবৃক্ষ। (মেদিনী) বদরস্তেদং তস্য বিকারো বা অণ্। (ক্লী) ২ কার্পাসসূত্র। (ত্রি) ৩ তদ্বস্ত্রাদি।

বাদরায়ণ (পুং) বদর্য্যাং ভবঃ ফক্। বেদব্যাস।
[বেদব্যাস দেখ।]

বাদরায়ণি (পুং) বাদরায়ণ-ইঞ্। বেদব্যাস।

বাদর, ১ জনপদভেদ। ২ তৎস্থানবাসী। (সহ্যাদ্রি ২।৫।১০)

বাদলা (দেশজ) ১ বর্ষা। ২ সোণা বা রূপার ফিতা। ৩ জরীঠুটো।

বাদশা (পারসী) রাজা, অধিপতি।

বাদশাজাদা (পারসী) বাদশাহ-পুত্র।

বাদশাজাদী (পারসী) বাদশাহ-কন্যা।

বাদশাপুর, উঃ পঃ প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাদশাপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের গুরগাঁও ও দিল্লী জেলায় প্রবাহিত একটী পার্ব্বত্যনদ। দিল্লীজেলার বল্লভগড় পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। বাদশাপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী জলপ্রপাতও এই নামে খ্যাত।

বাদশাহ, মুসলমান-সম্রাট্ বা সুলতানগণের সম্মানসূচক উপাধি। এই বাদশাহদিগের প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বাদশাহীমোহর নামে প্রসিদ্ধ।

বাদশাহী (ত্রি) বাদশাহ-সম্বন্ধীয়। বাদশাহপ্রদত্ত নিষ্করভূমি।

বাদা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত লবণজলসিক্ত ভূভাগ। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথের গোড়ে ষ্টেসন হইতে বিদ্যাধরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ইংরাজ দপ্তরে এইস্থান 'Salt lake' নামে উল্লিখিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপন্ন হয়।

বাদা, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখ° ৪২।৬৫)

বাদাজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বাদাম (পারসী) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম 'বাতাম্র'।

বাদাম, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষভেদ (Terminalia Catappa)। ইহার বীজের শাঁস খাইতে উত্তম। জামাদি বৃক্ষের ন্যায় উহা উচ্চ ও গুঁড়িভাগ মোটা হয়। বাদাম সাধারণতঃ দুইপ্রকার দেশী বা পাত ও বিলাতি।

হিন্দী—জঙ্গলিবাদাম, হিন্দিবাদাম, বাদামী, **বাঙ্গালা**—বাদাম, **উড়িষ্যা**—বাদাম, **উঃ পঃ প্রদেশ**—দেশীবাদাম; **দাক্ষিণাত্য**—হিন্দিবাদাম, জঙ্গলীবাদাম, বাদাম-ই-হিন্দি; **বোম্বাই**—বাদাম, জঙ্গলীবাদাম, বাঙ্গালীবাদাম, দেশী-

বাদাম; মহারাষ্ট্র—বঙ্গালীবাদাম, নাটবাদাম, জঙ্গলীবাদাম; তামিল—নটবদম কোট্টই, নট্টুবদোন, নথে-বদম; তেলগু—বেদম, নথে-বদমি-বিট্টুলু; কনাড়ি—নাটবাদামি, তরি, তরু, মলয়—নাট্টুবাদাম, কোট্টকুরু; সিঙ্গাপুর—কোট-অম্বা, সংস্কৃত—ইঙ্গুদী, হিঙ্গুদী; পারস্য—বাদামে হিন্দি; ইংরাজী—Indian almond.

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বৃক্ষত্বক্ হইতে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ আটা নির্গত হয়। উহা জলে গলিয়া যায়। ইহার পত্র ও ছাল অম্লরসযুক্ত। ইহাতে ধারকতাগুণ আছে। কালী বা দাঁতে কস লাগাইবার জন্য দেশীয় লোকে ইহার সহিত লবণাক্ত লোহ (Iron-salts) মিশায়। রেশম, পশম ও কার্পাস বস্ত্রাদি নানাবর্ণে রঙ্গ করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। বৃক্ষছালের আঁইস্ হইতে মান্দ্রাজ প্রদেশে একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

বাদাম-নিষ্পেষণে একপ্রকার তৈল বাহির করা হয়। উহা সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। বায়ুরোগগ্রস্ত উষ্ণমস্তিষ্ক-ব্যক্তির এই তৈল মর্দ্দনে বিশেষ উপকার দর্শে। পাঁচড়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ইহার কচি পত্রের রস মাখিতে দেখা গিয়াছে।

বিলাতী বাদামকে বিজ্ঞানবিদ্গণ Prunus Amygdalus নাম দিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে ইহা রতকোটম্বা নামে পরিচিত। অপর সর্ব্বত্রই প্রায় বাদাম বা বাদামি নামে খ্যাত। আফগানিস্থান, আলজিরিয়া, এসিয়া মাইনর, সিরীয়া ও পারস্য প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার ত্বক্ হইতে যে নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপে 'Hog-tragacanth' নামে বিক্রীত হয় এবং প্রকৃত ট্রাগাকান্থের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই বাদাম হইতে একপ্রকার স্বচ্ছ তৈল পাওয়া যায়। সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করণে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। উন্মাদরোগীর মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য এই তৈল মাখান হইয়া থাকে।

একপ্রকার তিক্ত বাদাম আছে, তাহা বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কখন কখন স্নায়বীয় বেদনায় ইহার প্রলেপ দিলে বেদনা ক্রমে অপসৃত হইতে দেখা যায়। ইহা দৃষ্টিশক্তিবৰ্দ্ধক। পিপারমেণ্টের সহিত ইহার দুগ্ধ সেবনে সর্দ্দি নষ্ট হয়। সাধারণতঃই ইহা তেজ ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকর, মূত্রকারক ও অশ্মদ্রবকর, প্লীহা ও যকৃৎদোষনাশক। বাটিয়া মাথার চুলে লাগাইলে উকুন নষ্ট হয়। ইহার শিকড়ের গুণ—ধাতু-পরিবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্যকর। অবস্থাবিশেষে ইহার রস সেবন করা বা প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। বাদামছালের রস চিনির সহিত সেবন করিলে ছর্দ্দি নষ্ট হয়।

বাদামগোটা (দেশজ) একজাতীয় বাদাম। (Indian chesnut)

বাদামতক্তি (দেশজ) একপ্রকার সন্দেশ।

বাদামি, (বাতাপি) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাদগি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৬৭৬ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটী জৈন গুহামন্দির ও ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিযুক্ত তিনটী হিন্দু গুহামন্দির বাহির হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে হিন্দুর পুনঃ প্রাধান্য স্থাপিত হইলে এই সকল মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এখানকার একটী মন্দির মধ্যে পঞ্চশীর্ষ সর্প (অনন্ত) মূর্ত্তির উপর ভগবান্ বিষ্ণু নরসিংহরূপে স্থাপিত আছেন। এতদ্ভিন্ন এখানে বহুশত হিন্দুশিল্পের নিদর্শন দেখা যায়।

বাদামী (দেশজ) বাদামের মত আকারবিশিষ্ট। (Oval)

বাদিন্, (বাদিনো) সিন্ধুপ্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৭৯৫ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তালুকের বিচার-সদর। অক্ষা° ২৪°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৫৩´ পূঃ। স্থানীয় খালের অপর তীরবর্ত্তী প্রাচীন নগর; বিখ্যাত পাঠানসর্দ্দার মদৎ খাঁর সিন্ধু আক্রমণকালে নষ্ট হইয়া যায়। এখানে ঘৃত, চিনি, গুড়, দধি, তামাক, চর্ম্ম, তুলা এবং লৌহপিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের প্রভূত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর জুনমাসে এখানে একটী পক্ষান্ত মেলা হয়। ঐ সময়ে নানা স্থান হইতে এখানে বিক্রয়ার্থ দ্রব্যসমূহ আনীত হইয়া থাকে।

বাদিপুরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি।

বাদিয়া, পশ্চিমবঙ্গবাসী জাতিবিশেষ। [বেদে দেখ।]

বাদু, ২৪ পরগণার বারাসত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধ গ্রাম।

বাদুড়, স্বনামপ্রসিদ্ধ স্তন্যপায়ী পক্ষিজাতিবিশেষ (Bat)। পক্ষীর ন্যায় ডানা থাকিলেও ইহারা পশ্বাদির ন্যায় স্তনপান করে। ইহারা নানা আকারবিশিষ্ট ও নিশাচর। বহুদূর হইতে উড়িয়া আসিয়া ইহারা অন্যের ক্ষতি করিয়া থাকে। বাদুড় সাধারণতঃ দুইপ্রকার। কতকগুলি কীট পতঙ্গাদির উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং অপর শ্রেণীর বাদুড়েরা সুপক্ক ফলাদি ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা আছে। কর্ণ যেরূপ বড়, শ্রবণশক্তিও তদ্রূপ তীক্ষ্ণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাহায্যে ইহারা সহজেই সুপক্ক ফলের আঘ্রাণ অনুসরণ করিয়া

তথায় গমন করিতে সমর্থ হয়। রাত্রিকালে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ইহারা আহারান্বেষণ করে এবং দিবাভাগে বৃক্ষকোটরে, বৃক্ষের ডালে, গুহায়, ভগ্ন অট্টালিকায়, ও ছাদের নিম্নে কড়িতে পশ্চাৎপদের নখ লাগাইয়া মাথা নিম্ন করিয়া ঝুলিতে থাকে। প্রসবের সময় ইহারা একটী কিংবা দুইটী ছানা প্রসব করে। ছানাগুলি মাতার আকৃতির তুলনায় বড় হয়।

ইহাদের করোটী পাতলা, শঙ্খাস্থি (Temporal bone) ও শব্দগ্রহণ জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়স্থ শম্বুকাকার গহ্বর বৃহৎ। পঞ্জর ও বুক্কাস্থি বিস্তৃত। ইহাদের চর্ব্বণ ও কর্ত্তনদন্ত আছে। পদাস্থি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পক্ষাস্থি হইতে পদদ্বয়ে সূক্ষ্মচর্ম্ম-পটহ সংযুক্ত থাকায় ইহারা সহজে উড়িতে পারে। পদের পশ্চাদ্দিকে নখর আছে। তদ্দ্বারাই ইহারা ঝুলিতে পারে। বক্ষস্থলে দুইটী স্তন আছে।

ইহাদের অন্ধান্ত্র (Cœcum) নাই। শিশ্ন লোমমান ও অস্থিসংযুক্ত। সন্তানোৎপাদনের সময় আসিলে ইহাদের অণ্ডকোষ বাহির হয়। গর্ভাশয়ে দুইটী ক্ষুদ্রাকার শৃঙ্গ থাকে। কতকগুলি স্ত্রীবাদুড়ের শাবকপালের থাকিবার থলি থাকে। শীতকালে শাবকদিগকে উহার আচ্ছাদনে গরম রাখে। শাবকগণ তরুণাবস্থায় মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকে। ইহাদের গাত্রে লোম আছে। ঐ লোমের মধ্যে Nycteribia নামে একপ্রকার কীট জন্মে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই জাতীয় পক্ষীকে Pteropodidæ, Vampyridæ Noctilionidæ ও Vespertilionidæ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

কীটজীবী হইতে ফলজীবী বাদুড়ের অবয়ব স্বতন্ত্র দেখা যায়। চক্ষু, দন্ত, পুচ্ছ, কর্ণ ও মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের *Pteropus Edwardsi* বা বড় শৃগালমুখী বাদুড়, আমাদের দেশে বাদুড়, দাক্ষিণাত্যে পাদল, বড় বগল, মহারাষ্ট্র বড়বাগুল, কণাড়ি তেলগুল ববাড়ি, তৈলঙ্গে—শিকরাঢী, বুদ্দুর, ও শিকৎয়েল্লী নামে খ্যাত। ইহারা প্রায় একত্র থাকে। দিবাভাগে নির্জ্জীবের ন্যায় ইহারা ঝুলিতে থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা আসিলেই ইহাদের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। নিকটবর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়ে ইহারা জলপানার্থ অথবা স্নানার্থ গমন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীতে Pteropus Leschenaultii বা The fulvous fox-bat নামে আর একটী স্বতন্ত্র থাক আছে।

চাম-গদিলি (Cynopterus marginatus) বা ছোট শৃগালমুখী বাদুড়। লম্বকর্ণ রক্তপায়ী বাদুড় (Megaderma lyra) ও কাশ্মীরদেশীয় রক্তপায়ী বাদুড় (M. Spectrum); ইহারা অপর বাদুড়ের রক্ত ও মাংস খাইয়া থাকে। পত্রাকার লম্বকর্ণ বাদুড় (Rhinolophus perniger) এই শ্রেণীতে R. mitratus, R. tragatus, R. Pearsoni, R. affinis, R. rouxi, R. macrotis, R. sub-badius প্রভৃতি কএকটী থাক আছে। Hipposideros armiger বা অশ্বক্ষুরের ন্যায় লম্বকর্ণযুক্ত বাদুড়শ্রেণীতে H. Speoris, H. murinus, H. Cineraceus প্রভৃতি থাক দৃষ্ট হয়। পুচ্ছহীন বাদুড় Cœlops Frithii এবং লম্বপুচ্ছ পত্রাকৃতি বাদুড় (Rhinopoma Hardwickii) গুলি Cœlops জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর সহিত যব ও মলাক্কাদ্বীপের Nycteris Javanica শ্রেণীর অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

Noctilionidæ শ্রেণীতে—দীর্ঘবাহু বাদুড় (Taphozous longimanus), কৃষ্ণশ্মশ্রু বাদুড় (Taphozous melanopogon), শ্বেতগর্ভ বাদুড় (T. saccolaimus), কুঞ্চিত ওষ্ঠ বাদুড় (Nyctinomus plicatus,) এবং Vespertilionidæ শ্রেণীতে—রেশমী-বাদুড় (Scotophilus, serotinus), লোম যুক্ত পক্ষবিশিষ্ট বাদুড় (S. Leisleri), মুখ চেপ্টা বাদুড় (S. pachyomus), করমণ্ডলদেশীয় বাদুড় (S. Coromandelianus), স্থূলকর্ণীবাদুড় (S. lobatus), ধূম্রবর্ণবাদুড় (S. fuliginosus) প্রভৃতি বিভিন্ন থাক আছে। নিশাবিহারী বাদুড়-শ্রেণীর মধ্যে Noctulinia noctula, Nycticejus Heathii, N. luteus (হরিদ্রাবর্ণের বাদুড়) N. Temminckii, N. castaneus, N. astratus, N. canus, N. ornatus, N. nivicolus, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ থাক দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন Lasiurus Pearsoni (লোমপক্ষ), Murina suillus (শূকরমুখী) M. formosa (সুন্দরমুখী) Kerivoula picta (রঞ্জিত), K. pallida (ঈষৎ চিত্রিত), K. papillosa, Verpertilio caligenosus (গোঁফযুক্ত), V. siligorensis, V. darjelingensis, V. Blythii, V. adversus, Myotis murinus (ইন্দুরমুখী), M. Theobaldi, M. parvipes, Plecotus auritus (লম্বকর্ণ), Barbastellus communis ও Nyctophilus Geoffroyi (পত্রাকার লম্বকর্ণ) প্রভৃতি আরও কতকগুলি স্বতন্ত্র বাদুড়জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম ও থানা। যমুনা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এখানে চিনি, গুড় ও পাটের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

বাদো সরাই, অযোধ্যাপ্রদেশের বারাবাঙ্কিজেলার অন্তর্গত

একটী পরগণা। ভূ-পরিমাণ ৪৮ বর্গমাইল। ইহার কতকাংশ প্রাচীন ঘর্ঘরা-খাতে উচ্চভূমিতে এবং অপরাংশ তরাই প্রদেশের নিম্নভূমিতে অবস্থিত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বারবাঙ্কি নগরের ১২॥ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে রামনগর হইতে দরিয়াবাদ যাইবার পথে অবস্থিত। বাদশাহ নামক জনৈক ফকির ৫২০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগর স্থাপন করেন। এখানকার মুসলমানসাধু মালামৎ-শাহের সমাধি-মন্দির মুসলমানগণের নিকট একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। প্রত্যহ ঐ পবিত্রক্ষেত্রে পূজা ও উপহারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বাধ, বিহতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° সেট্। লট্ বাধতে। লোট্ বাধতাং। লিট্ ববাধে। লুঙ্ অবাধিষ্ট।

বাধ (পুং) বাধনমিতি বাধ-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত, বারণ, রোধ। ২ উপদ্রব। ৩ পীড়া। ৪ ন্যায় মতে সাধ্যাভাব-বৎপক্ষ, সাধ্যের অভাবযুক্ত পক্ষ। "সাধ্যাভাববৎপক্ষো বাধঃ যথা হ্রদো বহ্নিমান্।" (সামান্যনিরুক্তি গাদা°)

বাধক (পুং) বাধনমিতি বাধ-ভাবে ণ্বুল্। স্ত্রীরোগবিশেষ। এই রোগ হইলে সন্তানোৎপত্তির বাধা হয়, এই জন্য ইহার নাম বাধক। স্ত্রীদিগের ঋতুকালে এই রোগের প্রকোপ হয়। এই রোগ হইলে সন্তানার্থিগণ যথাবিধানে ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজা করিলেই ইহা নিবারিত হয়।

ইহাদের লক্ষণ—রক্তমাদ্রী নামক বাধকরোগে কটী, নাভির অধোভাগ, পার্শ্ব ও স্তন ঋতুকালে এই সকল স্থলে অতিশয় ব্যথা হয়। এক মাস বা দুইমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে। এইরূপ ঋতুতে সন্তান হয় না।

ষষ্ঠীনামক বাধকরোগে—নেত্র, হস্ত ও যোনিদেশে অতিশয় জ্বালা এবং লালাসংযুক্ত রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ছয় মাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হয়, ঋতুকালীন যে রক্তস্রাব হয়, ঐ রক্ত মলিন। ইহাতেও সন্তান হয় না।

চাঙ্কুরবাধক রোগে—উদ্বেগ, দেহে গুরুতা, অতিশয় রক্তস্রাব এবং নাভির অধোদেশে শূল ও তিন চারিমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে। ইহাতে শরীর কৃশ ও হস্তপাদে জ্বালা হইয়া থাকে। এই বাধকরোগেও সন্তান হয় না।

জলকুমারক নামক বাধকরোগে ঋতুকালে যোনিদেশে অতিশয় বেদনা, অল্পরক্ত ক্ষরণ এবং দেহ শুষ্ক হয়। কেহ কেহ ইহাতে কৃশ থাকিলে স্থূল, স্তন গুরু এবং বহুদিন অন্তর ঋতু হইয়া থাকে।*

প্রথম ঋতুর পর কিছুদিন পর্য্যন্ত অনেক স্ত্রীলোকেরই বাধক-রোগ হইয়া থাকে। পরে, ইহার প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করিলে ঐ রোগ সারিয়া যায়। সুশ্রুতাদিতে এই রোগের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ত্রি) ২ বাধাজনক, প্রতিবন্ধক।

"ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ॥" (মার্ক° ৩৪।১৬)

বাধকতা (স্ত্রী) বাধকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বাধকের ভাব বা ধর্ম্ম, বাধা।

"স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ॥" (ভাগ° ৭।১।৬)

বাধন (ক্লী) বাধ-ল্যুট্। ১ পীড়া। ২ প্রতিবন্ধক, বাধা। বাধতে ইতি বাধ-ল্যু। (ত্রি) ৩ পীড়াদাতা। ৪ প্রতিবন্ধক।

"শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি যত্রোভৌ শক্রবাধনৌ। (হরিব° ৯৫।৫৩)

বাধা (স্ত্রী) বাধ-টাপ্। ১ পীড়া।

"দুর্ব্বৃত্তাঃ সন্তি শতশো দানবাঃ পাপযোনয়ঃ।
তেভ্যো ন স্যাৎ যথা বাধা মুনীনাং তু তথা কুরু॥"(মার্ক°২২।৩)

২ নিষেধ। (হেম)

বাধিত (ত্রি) বাধ-ক্ত। ১ বাধাযুক্ত। ২ নিবর্ত্ত।

"সক্লৃপ্তগতবিপ্রতিষেধেন যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেব"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

বাধিতৃ (ত্রি) বাধতে ইতি বাধ-তৃণ্। বাধক।

বাধিরিক (পুং) বধিরিকা শিবাদিত্বাদণ্ (পা ৪।১।১১২) বধিরি-কার অপত্য।

বাধির্য্য (ক্লী) বধিরস্য ভাবঃ বধির-ষ্যঞ্। বধিরের ভাব, বধিরতা রোগ।

"যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥" (মাধবকর)

* "রক্তমাদ্রী তথা ষষ্ঠী চাঙ্কুরো জলকুমারকঃ।
চতুর্বিধো বাধকঃ স্যাৎ স্ত্রীণাং মুনিবিভাবিতঃ।
চতুর্বিধো বাধকস্তু জায়তে ঋতুকালতঃ।
ব্যথা কট্যাং তথা নাভেরধঃপার্শ্বে স্তনেঽপি চ॥
রক্তমাদ্রীপ্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা।
মাসমেকদ্বয়ং বাপি ঋতুযোগো ভবেদ্যদি।
রক্তমাদ্রীপ্রদোষেণ ফলহীনা তদা ভবেৎ। (রক্তমাদ্র্যাঃ)
নেত্রে হস্তে ভবেজ্জ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ।
লালাসংযুতরক্তঞ্চ ষষ্ঠীবাধকযোগতঃ॥
মাসেকেন ভবেদ্যস্যাঃ ঋতুস্মানদ্বয়ং তথা।
মলিনা রক্তযোনিঃ স্যাৎ ষষ্ঠীবাধকযোগতঃ॥ (ষষ্ঠ্যাঃ)
উদ্বেগো গুরুতা দেহে রক্তস্রাবো ভবেদ্বহু।
নাভেরধো ভবেৎ শূলং চাঙ্কুরঃ স তু বাধকঃ।
ঋতুহীনা চতুর্মাসং ত্রিমাসং বা ভবেদ্যদি।
কৃশাঙ্গীকরপাদে চ জ্বালাচাঙ্কুরযোগতঃ।" (চাঙ্কুরস্য)
(ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বৈদ্যক)

যখন বায়ু শব্দবহ শ্রোত্র আবরণ করিয়া অথবা কেবল শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন বাধির্য্যরোগ হয়।

[বধিরিতা দেখ।]

বাধ্য (ত্রি) বাধ-ণ্যৎ। ১ বাধনীয়, বাধিতব্য। ২ নির্ব্বর্ত্ত্য। "নাহং স্বারোচিষস্তল্যঃ স্ত্রীবাধ্যো বা জলেচরি।" (মার্ক ৬৬।৪০)

বাধ্যতা (স্ত্রী) বাধ্যস্ত ভাবঃ বাধ্য-তল্-টাপ্। বাধ্যত্ব।

বাধ্যোগ (পুং) বধ্যোগ-বিদাদিত্বাদণ্। (পা ৪।১।১০৪) বধ্যোগের গোত্রাপত্য।

বাধ্যোগায়ন (পুং) বাধ্যোগস্ত গোত্রাপত্যং হরিতাদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।১।১০০) বাধ্যোগের গোত্রাপত্য।

বান্দা (দেশজ) দাস, ভৃত্য।

বান্দা, উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। ভূ-পরিমাণ ৩০৬১ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর ও উ-পূর্ব্বে যমুনানদী, পশ্চিমে কেননদী ও গৌরীহার সামন্তরাজ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে পন্না ও চারখাড়ি সামন্তরাজ্য এবং পূর্ব্বে আলাহাবাদ জেলা।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত। এই মধ্যভারতীয় অধিত্যকায় বনরাজি বিরাজিত। স্থানে স্থানে পর্ব্বতশাখার উচ্চ চূড়াও দেখা যায়। বর্ষাগমে পর্ব্বতগাত্রবিধৌত জলরাশি নানা শাখা প্রশাখার অধিত্যকা-ভূমি প্লাবিত করিয়া যমুনায় আসিয়া মিলিত হয়। কেন ও বাগৈন্ নামক শাখাদ্বয়ের জল নিদারুণ গ্রীষ্মেও শুকায় না। অপরগুলির জল শুকাইয়া গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়ে। জলরাশি পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় উহার অববাহিকা ভূমি এতই সুগভীর হইয়াছে যে, সমতলভূমিতে আসিলেও তাহারা তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না। এখানকার মার নামক জলসিক্ত ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা। গম, ছোলা, জুয়ার, বজরা, তুলা, তিল, অড়হর, মসুর প্রভৃতি কলাই, ধান্য, শণ ও নানা তৈলকর বীজ উৎপন্ন হয়। বনভাগে নানা উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। বনবিভাগের অধিকাংশ স্থানই ইংরাজ-গবমেন্টের অধিকৃত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদমূলে লৌহ পাওয়া যায়। কল্যাণপুরের অধিবাসিগণ ঐ লৌহ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে।

বান্দা জেলার কোন বিশেষ ইতিহাস নাই। পূর্ব্বে এই স্থান বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকায় উহার ঐতিহাসিক ঘটনা-সমূহ তাহাতেই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে বহুপ্রাচীনকালে গৌড় জাতির বাস ছিল। কোন আর্য্যহিন্দুগণ এখানে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন, তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই স্থানের পুরাকাহিনী রামায়ণাদির ঘটনাসমাশ্রিত দেখা যায়। প্রবাদ শুনা যায়, অযোধ্যাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সমসাময়িক বামদেব নামা কোন যোগীর নামানুসারে এই স্থানের 'বান্দা' নাম হইয়াছে। শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে আমরা এখানে নাগবংশীয় রাজগণের উল্লেখ পাই। নাগরাজগণ কনোজরাজের অধীন থাকিয়া এই প্রদেশ শাসন করিতেন। নরবার নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১৪শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান চন্দেলবংশীয় রাজগণের অধিকারে ছিল। ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর চৌহান নরপতি পৃথ্বীরাজ কিছুদিনের জন্য এইস্থান অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে ঐস্থান উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। এই সময়ে এখানে অনেক দুর্গ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই ধ্বংসসমূহের নিদর্শন আজিও দেখা যায়। কালঞ্জরস্থ অজয়গড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ, খজুরাহ ও মহোবার প্রসিদ্ধ দেবমন্দির এবং হামীরপুরের কৃত্রিম হ্রদ চন্দেলরাজ-বংশের অক্ষয়কীর্ত্তি। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মামুদ ও ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে কুৎবউদ্দীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এখানকার রাজন্যবর্গ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

১৩০০ খৃষ্টাব্দে চন্দেলরাজবংশের অবনতি ঘটিলে, বুন্দেলা-রাজপুতগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। বুন্দেলা-সৈন্যের দুর্দ্দম সাহসের জন্য কোন মুসলমান নরপতিই তাঁহাদিগকে বিমুখীন করিতে পারেন নাই। সম্রাট্ অকবর শাহের অখণ্ড প্রতাপে ইঁহারা পরাজিত হইলেও নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মোগলরাজবংশের সামন্তরূপে থাকিয়াও তাঁহারা দিল্লীশ্বরের বিপক্ষতাচরণে পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজা চম্পৎ রায়ের অধিকারকালে বুন্দেলাগণ সম্রাট্ শাহজাহানের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছিল এবং অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে রাজা ছত্রশালের অধীনে বুন্দেলাগণ মোগল সম্রাটের প্রত্যেক উদ্যম বিফল করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়াছিল। রাজা ছত্রশাল মোগল বিপক্ষে মহারাষ্ট্র-সৈন্যের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, একারণ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু সময়ে তিনি স্বীয় অধিকৃত রাজ্যের একতৃতীয়াংশ ও ললিতপুর, জালৌন ও ঝাঁসি জেলা মরাঠাকে দান করিয়া যান। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ২য় পেশবা বাজীরাও বুন্দেলা-গণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ঐ সময় হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান পুণার মহারাষ্ট্র সরকারের অধীন থাকে।

মহারাষ্ট্রদস্যুগণের উৎপীড়নে এইস্থান মরুভূমে পরিণত হইয়াছিল। চন্দেল ও বুন্দেলারাজগণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মহা-রাষ্ট্রীয়গণের যুদ্ধবিপ্লবে ধ্বংসে পরিণত হয়। ইহার উপর মহা-

রাষ্ট্ররাজ-সরকারের অসম্ভব করসংগ্রহে প্রজাগণ ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

রাজা হিম্মৎ বাহাদুর ইংরাজের পক্ষে থাকায় তাঁহাকে অধিক সম্পত্তি দান করা হয়; কিন্তু বান্দার মরাঠা-নবাব শামশের বাহাদুর ও দস্যুপ্রায় সর্দ্দারগণ ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করায় রাজ্যচ্যুত হন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এখানে পূর্ণশান্তি বিরাজিত হয়। উক্ত বৎসরে হিম্মতের মৃত্যুর পর ইংরাজগণ দত্ত-সম্পত্তি ফিরাইয়া লন এবং শামশের বাহাদুরের পরিবারবর্গ ৪ লক্ষ টাকার বৃত্তিভোগে কালযাপন করিতে বাধ্য হন; কিন্তু তাঁহাদের 'নবাব' আখ্যা যায় নাই।

ইংরাজের শাসনাধীন হওয়া অবধি এখানে বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রগণ যে প্রথায় জমির করসংগ্রহ করিতেন, ইংরাজ গবর্মেণ্ট সেরূপ না করিলেও বান্দাবাসী পূর্ব্বক্ষতিপূরণ করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইহারা কাণপুর ও আলাহাবাদের রাজবিদ্রোহীদলে যোগ দেয়। বান্দার নবাব স্বয়ং ঐ বিদ্রোহীদলের নেতা হইয়া সকল স্থান অধিকার করেন; কিন্তু কালঞ্জরের দুর্গ ইংরাজ হস্তেই ন্যস্ত ছিল। পরবৎসর বিদ্রোহশান্তির সঙ্গে সঙ্গে জেনারল হুইট্‌লক এইস্থান জয় করেন।

১ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৪২১°৮ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। কেননদীর দক্ষিণকূলের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৮´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২২´ ১৫´´ পূঃ। বান্দার নবাবের রাজপ্রাসাদ থাকায় এই নগর বান্দা নামে বিঘোষিত হয়। এখানে তুলার বিস্তৃত কারবার আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের অবসানে বান্দার নবাবকে এই নগর হইতে অপসৃত করা হইলে নগরের শ্রীবৃদ্ধি বিলক্ষণ কমিয়া আইসে। বান্দার সেই বিস্তৃত তুলার বাণিজ্য এখন রাজাপুর নগর হইতে পরিচালিত হইতেছে। এই নগরে ৬৬ মসজিদ, ২৬১ হিন্দু দেবালয় ও ৫টী জৈনমন্দির বিদ্যমান আছে। নবপ্রাসাদের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। অজয়গড়-রাজবংশের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, ছৈৎপুররাজ গুমানসিংহের সমাধিমন্দির এবং কেনতীরবর্ত্তী ভূরাগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের জিনিস।

বান্তবা, গুজরাত-প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২২১ বর্গমাইল, ভাদর ও ওজহৎ নদী ইহার দক্ষিণভাগে প্রবাহিত থাকায় এই স্থান বিশেষ উর্ব্বরা দেখা যায়। এখানকার সর্দ্দারগণ মুসলমান। জুনাগড়ের নবাববংশের কোন রাজপুত্র ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি লাভ করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে তাঁহারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত মিলিয়া মিশিয়া শান্তভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে বাধ্য হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যিনি এখানকার সর্দ্দার ছিলেন, তিনি বাবিনামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। মানানদরে তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। এই রাজ্যের অপর একজন অংশীদার গীদরে বাস করেন, তাঁহারও উপাধি বাবি। ইহাদের সৈন্যসংখ্যা ১৭১ জন। বেরাবল, মাঙ্গোল ও পোরবন্দর নামক বন্দর দিয়া এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২৯´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৭´ পূঃ। এইস্থান দুর্গপরিখাদিদ্বারা সুরক্ষিত।

বান্তবাল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নেত্রবতী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৫৩´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪´ ৫০´´ পূঃ। উক্ত নদীর খাতমধ্যে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পাথর পাওয়া যায়। পূর্ব্ব হইতেই এখানকার বাণিজ্যাদি সমভাবে চলিতেছে। এখানকার অনেক দ্রব্য মহিসুর রাজ্যে প্রেরিত হয়। টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধের সময় কুর্গের রাজা এই নগরের কতকাংশ নষ্ট করিয়া দেন এবং প্রায় অর্দ্ধেক নগরবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। বান্তবাল তালুকের ভূ-পরিমাণ ১৬৫০ বর্গমাইল।

বান্দা, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ পরিমাণ ৭০১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর।

বান্দেকর, বোম্বাই প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা গোয়া হইতে লবণ, নারিকেলতৈল, নারিকেল, খর্জ্জুর ও ভেলা প্রভৃতি দ্রব্য ধারবাড় প্রভৃতি জেলায় বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। ইহাদের মধ্যে কতক হিন্দু এবং অপর কতকগুলি পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান দেখা যায়।

বান্দোগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। পর্ণাশা নদীর একটী শাখা এই নগরের উত্তরপূর্ব্বে শোণ নদীতে মিলিত হইয়াছে। এখানে চেদিরাজগণের বিখ্যাত দুর্গ অবস্থিত।

বান্ধকিনেয় (ত্রি) বন্ধক্যা অপত্যং পুমান্ বন্ধকী (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্। পা ৪।১।১২৬) ইতি ঢক্ ইনঙচ। অসতীসুত, জারজ।

বান্ধব (পুং) বন্ধুরেব বন্ধু (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) ইতি স্বার্থে অণ্। ১ জ্ঞাতি। ২ সুহৃৎ। (মেদিনী)

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥" (চাণক্য)

বান্ধবক (ত্রি) বান্ধব সম্বন্ধীয়।

বান্ধব্য (স্ত্রী) জ্ঞাতিসম্পর্ক।

বান্ধুক (ত্রি) বন্ধ্‌কর্তৃক সম্বন্ধীয়।

বান্ধুপত (ত্রি) বন্ধুপতি সম্বন্ধীয়।

বাপ (হিন্দী) পিতা।

বাপ মা (দেশজ) পিতা ও মাতা।

বাপু (দেশজ) ১ পিতা। ২ সম্বোধনসূচক শব্দ।

বাপট্‌লা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৬৭৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ৫৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩০´ ২৫´´ পূঃ।

বাপুভাঙ্গিয়া, জনৈক দস্যুদলনেতা। একজন মহারাষ্ট্রীয় পুলিশ জমাদারের পুত্র। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সে কোলিদস্যুগণের দলপতি হইয়া ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ক্রমে তাহার উৎপাতে পুণা সাতারা প্রভৃতি জেলার নানা প্রদেশে ভয়ের কারণ হয়। অনেক সময় তাহারা ইংরাজ-সেনাদিগকে হত্যা করিয়া পর্ব্বতের বনপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে।

বাপুগোখ্‌লে, জনৈক মহারাষ্ট্রসেনাপতি। পেশবা বাজীরাও রঘুনাথের অধিকারকালে তিনি বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করেন[১]। এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যে ঘোর শাসন-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। নানাফড়্‌নবিশ, পরশুরাম ভাউ প্রভৃতির প্রাধান্তলাভের জন্ত ষড়যন্ত্র এবং বিভিন্ন সর্দ্দারগণের বিদ্রোহে মহারাষ্ট্রশাসন সমূল উৎপাটিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। পেশবা নামে কর্ত্তা হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য্য পরিচালনের ভার কূটনীতিবিশারদ সচিবগণের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্জ্জিত হইলে, সেনাপতি বাপু গোখ্‌লে পেশবার আদেশমত তাঁহার ধনসম্পত্তি অধিকার করেন। গোখ্‌লে ঐ সকল সম্পত্তি হইতে এরূপ করসংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন মান্তগণ্য এবং মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া উঠেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পিতৃব্য ধুন্ধুপন্তের সহিত ধুন্ধিয়ার দমনে গমন করেন। ঐ সময়ে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনারল ওয়েলেস্‌লীর সহিত নানাস্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সময় আপা দেসাই মেপাঙ্কুর ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ সেনানী আর কেহই ছিল না। ইংরাজ বীর ওয়েলেস্‌লীর সঙ্গে থাকিয়া তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অনেক পারদর্শিতা লাভ করেন। তাহারই ফলে তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতৃব্য সৈন্তের পরিচালনভার প্রাপ্ত হন।

ইংরাজের সহবাসে কিছুকাল অতিবাহিত হইলেও তাঁহার হৃদয় হইতে ইংরাজবিদ্বেষ অপনোদিত হয় নাই। তিনি মনে মনে মহারাষ্ট্রজগৎ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পরামর্শ দিয়া পেশবাকে ইংরাজ-বিদ্বেষী করিয়া তুলিলেন এবং পেণ্ডারিযুদ্ধের আয়োজন-ছলে সৈন্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোখ্‌লে সেনা-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। এই সময়ে পেশবা মিঃ এল্‌ফিন্‌ষ্টোনকে আমন্ত্রণ করিয়া হত্যা করিবার পরামর্শ দেন; কিন্তু গোখ্‌লে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক, উভয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতরণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। বাপুগোখ্‌লে মহারাষ্ট্রসৈন্তের নেতা হইয়া কির্কির রণক্ষেত্রে ইংরাজের সম্মুখীন হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কোরিগাঁএ একটী ভীষণ সংঘর্ষ হয়। অবশেষে বাজীরাও সদলে কর্ণাটক অভিমুখে পলায়ন করেন। উক্ত বৎসরের ১৯এ ফেব্রুয়ারী বাজীরাওর শোলাপুর হইতে প্রবর্ত্তনকালে ইংরাজসেনানী স্মিথ মহারাষ্ট্রদলকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে গোখ্‌লের সহৃদয়-তার পরিচয় তৎকালীন ইংরাজকর্ম্মচারিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বাপুজী নায়ক, বারামতীবাসী জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। রঘুজী ভোঁসলে তাঁহাকে বালাজী বাজীরাওর পরিবর্ত্তে পেশবা-পদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। [মহারাষ্ট্রশব্দ দেখ।]

বাপ্পা, মিবারের গুহিল[১] বংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা। টড লিখিয়াছেন, গুহের অধস্তন অষ্টম পুরুষে রাজা নাগাদিত্যকে ভীলগণ নিহত করিয়া ইদররাজ্য অধিকার করে। তৎকালে বাপ্পা তিনবর্ষবয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন। পুরোহিতগণ রাজবংশ লোপের ভয়ে তাঁহাকে লইয়া ভাণ্ডিরদুর্গে পলায়ন করেন, কিন্তু সেখানেও বালকের অবস্থান নিরাপদ নহে জানিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ত্রিকূটপাদমূলস্থ নাগোদ নগরীতে লইয়া আইসেন। এখানে ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া

(১) বিজয়দুর্গের প্রতিনিধি ধুন্ধুপন্ত গোখ্‌লে তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন। পেশবা রাজসরকারে ধুন্ধুপন্তের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায়, বাপুগোখ্‌লে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

(১) বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইলে রাজা শিলাদিত্যপত্নী পুষ্পবতী সসত্ত্বা-বস্থায় স্বামীর সহমৃতা না হইয়া গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলকামনায় মালিয়া গিরি-গহ্বরে আশ্রয় লয়েন। প্রবাদ, এখানে অচিরেই তাঁহার একটী পুত্রসন্তান হয়। গুহামধ্যে জন্মহেতু ঐ বালক গুহিল নামে পরিচিত হন, কিন্ত তাঁহার বিশুদ্ধ নাম গ্রহাদিত্য ছিল। সেই জন্ত বোধ হয় তদ্বংশধরগণ গহলোত নামে আখ্যাত।

বাপ্পা বনরাজি-সমাচ্ছন্ন উপত্যকাভূমে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন।

একদা শারদীয় ঝুলন-পর্ব্বোপলক্ষে নাগোদের শোলাঙ্কিরাজ-দুহিতা সহচরীসমাবৃতা হইয়া সেই বনপ্রদেশে ক্রীড়ামানসে আগমন করেন। দৈববশে তথায় বাপ্পা তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হন। চঞ্চলপ্রকৃতি বালক বাপ্পা কৌতুকচ্ছলে তাঁহাদের পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করেন। হিতাহিত-বিবেকবিহীনা বালিকাগণের সম্মতিক্রমে অচিরে রাজকুমারীর সহিত খেলায় তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

পরে রাজকুমারী বিবাহযোগ্যা হইলে রাজা পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বরপক্ষীয় জনৈক ব্রাহ্মণ সামুদ্রিক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "ইনি পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়াছেন।" এই বিস্ময়কর বাক্যশ্রবণে রাজপরিবার মধ্যে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রকৃতপাত্রনির্ণয়ে সমর্থ না হইয়া তাঁহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। রাজকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাপ্পা তদ্দেশ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পলায়নকালে বালিয়ো ও দেব নামা দুইজন ভীলযুবক তাঁহার অনুগমন করে।

এই পলায়ন হইতেই বাপ্পার অদৃষ্টাকাশ পরিষ্কৃত হয়। ভট্টকবিগণের বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি নাগোদনগরের উপত্যকাদেশে ব্রাহ্মণগণের ধেনুচারণ করিতেন। একটী গাভীর দুগ্ধ প্রত্যহ কে খাইত, তাহা না জানিতে পারায় তিনি সতর্কভাবে গাভীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাপ্পা দেখিলেন,—সেই পয়স্বিনী এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকাপথে গমন করিয়া নিবিড় বেতসবনে প্রবেশপূর্ব্বক এক ধ্যানী যোগী-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের শিরোদেশে অবিরল অমৃত-পয়োধারা বর্ষণ করিতেছে। বাপ্পা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। যোগিবর তাঁহার সহিত আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাপ্পা তৎপরদিন হইতেই বিশেষ ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। যোগিবর হারীত তাঁহাকে নীতিশিক্ষা প্রদান করিলেন। অনতিকালবিলম্বে তাঁহাকে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার পবিত্র যজ্ঞোপবীত সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে 'একলিঙ্গের দেওয়ান' আখ্যা প্রদান করেন।

অকৃত্রিম গুরুভক্তি ও শিবোপাসনায় তিনি ধর্ম্মের অনুগ্রহ-লাভ করেন। সিদ্ধি সমীপবর্ত্তী হইলে লোকে অনায়াসেই দৈবানুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। সেই কাননালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় চিতোরের অদূরবর্ত্তী নাহরামুগরা গিরিপ্রদেশে প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ যোগীশ্বর তাঁহাকে একখানি মন্ত্রপূত অসি প্রদান করেন, তদ্দ্বারাই তিনি চিতোর-সিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন।

প্রমার-বংশীয় মোরিরাজগণ তৎকালে চিতোরে রাজ্য করিতেছিলেন। বাপ্পার মাতা মোরিবংশীয়া ছিলেন, সুতরাং মাতুল সম্পর্কে তিনি মোরিরাজ সমীপে উপস্থিত হন এবং রাজানুগ্রহে অনেক ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বাপ্পার প্রতি রাজার সমধিক সম্মান-দর্শনে অপরাপর সামন্তগণের ঈর্ষানল ক্রমশঃই প্রজ্বলিত হইতেছিল। অবশেষে এরূপ অধীনতা অসহ্যবোধে তাঁহারা রাজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। এই সময়, শত্রুসৈন্য চিতোর আক্রমণ করিলে, বাপ্পার প্রবল পরাক্রমে শত্রুগণ বিধ্বস্ত হইল। কথিত আছে, তিনি স্বরাজ্যাপহারক সেলিমকে পরাজিত করিয়া গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং পিতৃবৈরী সেলিমকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

চিতোরে প্রত্যাগত হইলে তিনি রোষতপ্ত রাজপুত সামন্তগণ কর্ত্তৃক অধিনায়করূপে নিরূপিত হইলেন। রাজ্য-লিপ্সা বলবতী হওয়ায় তিনি বিদ্রোহী সামন্তগণের সহায়তায় চিতোর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনি মর (মুকুট), হিন্দু সূর্য্য, রাজগুরু ও চাকুয়া (সার্ব্বভৌম) প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। হিন্দু ও ম্লেচ্ছ-মহিলার গর্ভে তাঁহার অনেকগুলি সন্তান উৎপন্ন হয়। মারবারের অন্তর্গত ক্ষীররাজ্যবাসী গুহিলগণ বাপ্পার সন্তান।

দেলবার সর্দারগণের নিকট হইতে যে প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, বাপ্পারাও বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মেরুশৃঙ্গতলে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তিনি কাশ্মীর, গান্ধার, ইস্পাহান, ইরাক, ইরান্, তুরাণ ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি অনেক প্রতীচ্য নরপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের কুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল রমণীগর্ভে বাপ্পার যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা নৌশিরা, পাঠান এবং হিন্দু মহিলাগর্ভজাত পুত্রগণ অগ্নি-উপাসক সূর্য্যবংশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিলালিপি ও ভট্টকবিগণের বর্ণনা-সাহায্যে মহাত্মা টড্ ৭৬৯ বিক্রমসম্বতে বাপ্পার জন্মকাল স্থির করেন। তদ্দ্বারা ৭৮৪ সম্বতে তাঁহার চিতোর-সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। রাজভবনের কুলতালিকায় লিখিত বাপ্পাবংশধরগণের নামের সহিত আইতপুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত ১০২৪ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপিবর্ণিত রাজন্যগণের নাম-সাদৃশ্য দেখা যায়।

বাফ্‌তা (পারসী) বস্ত্রভেদ, এই কাপড়ে সাধারণতঃ কোর্ট, পাণ্টুলেন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বাব্ (আরবী) ১ পুস্তকের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। ২ কর। ৩ বিষয়।

বাবই (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। ২ তুলসীভেদ, বাবুই তুলসী।

বাবক, জনৈক ভণ্ড মুসলমান। ৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনাকে প্যাগম্বর বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত কাহারও বিদিত না থাকিলেও এক সময়ে তিনি আজর-বইজান ও ইরাকবাসী বহুশত লোককে স্বীয় মত অবলম্বন করাইয়াছিলেন। স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারের জন্ত তিনি খলিফা আল্ অতামূন ও খলিফা আলমুতাশিমের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। কএকবার যুদ্ধে জয়ী হইলেও তিনি হাইদার-ইবন্-কাউসের হস্তে পরাস্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার ৬০ হাজার শিষ্য শমনভবনে প্রেরিত হয়। পরবৎসরে অর্থাৎ ৮৩৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্ত নিহত ও কারারুদ্ধ হইলে তিনি গর্দ্দিয়ান্ পর্ব্বতে পলায়ন করেন। ৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নিরাপদে ছিলেন। তৎপরে তিনি খলিফাসেনানী আফ্‌শিনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। বাবক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি প্রথমে হস্তপদ ও পরে মস্তক কাটিয়া বাবকের চাতুর্য্যের অবসান করেন। প্রায় বিংশবৎসর কাল বাবক খলিফার প্রভাব উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতায় প্রায় ২৷৷০ লক্ষ নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

বাবৎ (আরবী) ১ কারণ। ২ বিষয়। ৩ কার্য্য।

বাবতী (আরবী) কোন কার্য্য বা বিষয়ে।

বাবনপাড়ু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৮°৩৬´ উ: এবং দ্রাঘি° ৮৪°২২´৩০´´ পূঃ। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই মৎস্যজীবী। লবণের বাণিজ্য জন্ত এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

বাবনাবাড়ী, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদরনদতীরবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

বাবরঙ্গ (দেশজ) লতাভেদ।

বাবরচী (তুর্কী) পাচক।

বাবরচীখানা (পারসী) পাকশালা।

বাবরীচুল (পারসী) কুঞ্চিত কেশ, বড় বড় কোঁকড়ান চুল।

বাবলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বাব্‌সাব্ (আরবী) ১ হেতু। ২ কার্য্য।

বাবা (তুর্কী) পিতা।

বাবা জগজীবন দাস, সৎনামী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা। অযোধ্যাপ্রদেশের দরিয়াবাদ পরগণায় তাঁহার জন্ম হয়।

[সৎনামী দেখ।]

বাবাজী (দেশজ) ১ পুত্র। ২ জামাতা। ৩ পুত্রাদি সম্বন্ধীয়কে বাবাজী বলা হয়। ৪ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের নাম।

বাবাবুদন, (চন্দ্রদ্রোণ) মহিসুর রাজ্যের কদূর জেলায় অবস্থিত একটী গিরিমালা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার মূলৈনা গিরি (৬৩১৭ ফিট্), বাবাবুদন (৬২১৪) ও কালহস্তীগিরি (৬১৫৫) নামক শৃঙ্গত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই পর্ব্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের একটী শাখামাত্র। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বমুখের দেবীরম্মগুড় নামক একটী চূড়ায় দেওয়ালি-উৎসবের সময় আলোকদান করা হয়। পর্ব্বতোপরিস্থ বনমালায় শাল, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মে। এখানে সর্ব্বপ্রথম কাফির চাস হয়। বাবা বুদন নামক জনৈক মুসলমান সাধু এখানে কাফি আনিয়া পুতিয়াছিলেন। তাহার নামেই এই পর্ব্বতের নাম হইয়াছে। দক্ষিণ ঢালুদেশের গুহায় ইহার সমাধি স্থাপিত। অত্তিগুণ্ডিবাসী জনৈক মুসলমান কলন্দার ঐ গুহামন্দিরের তত্বাবধায়ক। বাবাবুদনের সমাধিমন্দির হিন্দুর নিকট দত্তাত্রেয়ের সিংহাসন বলিয়া পূজনীয়। এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে লৌহ পাওয়া যায়। কালহস্তীনামক গিরিশৃঙ্গে য়ুরোপীয়গণের স্বাস্থ্যনিবাস অবস্থিত।

বাবালালগুরু, মালববাসী জনৈক কবি। ইনি হিন্দিভাষায় কবিতাপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজ্যসময়ে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন।

বাবু (দেশজ) ১ ভদ্রলোক। ২ তিব্বতীভাষায় অলস ব্যক্তিকে বাবু কহে।

বাবুই (দেশজ) পক্ষিভেদ।

বাভন, বেহারবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ভুঁইহার, জমিন্দার, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থব্রাহ্মণ, পশ্চিমাব্রাহ্মণ, মগহিয়াব্রাহ্মণ, অযাচকব্রাহ্মণ, ও চৌধুরিজী নামে ইঁহারা আখ্যাত এবং সাধারণের নিকট বিশেষ গণ্যমান্ত। এই জাতির উৎপত্তি-কথায়[১] ইহাদের নীচ-

---

(১) ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। পরশুরাম ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়া যে ব্রাহ্মণদিগকে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ ক্রমে জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূম্যধিকারিত্ব গ্রহণ করেন। অপরে বলেন, পুত্রহীন জনৈক অযোধ্যাপতির যজ্ঞে যে শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র ঋষি উৎসর্গ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণবংশধরগণ ব্রহ্মত্বাবহীন হইয়া বাভন নামে খ্যাত হন। অপর সকলে কহিয়া থাকেন যে, মগধাধিপতি জরাসন্ধের যজ্ঞে লক্ষব্রাহ্মণের

জাতিত্ব কল্পিত হইলেও শারীরিক গঠন ও উদারপ্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলে কিছুতেই ইহাদিগকে নীচবংশোদ্ভব বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহারা বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণের যজনযাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিরক্ষা ও কৃষিকার্য্যাদিদ্বারা কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন। সময়ে সময়ে ইহারা ক্ষত্রোচিত যুদ্ধবিগ্রহাদি-দ্বারা আপনাপন অধিকার বজায় রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গালার 'বারভূঁয়া' নামে প্রসিদ্ধ রাজা বা জমিদারগণ একসময়ে বিশেষ বীরত্বে মুসলমানরাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। ভূমিবৃত্তি হইতে তাঁহাদের যেরূপ 'ভৌমিক' নামপ্রাপ্তি হয়, বেহারে ইহারা ও সেইরূপ 'ভূঁইহার' বামন বা বাভন নামে পূর্ব্ব ব্রাহ্মণ নামের পরিচয় দিতেছেন। বারাণসী, বেত্তিয়া ও মগধের অন্তর্গত টিকারীর ব্রাহ্মণরাজবংশ এই বাভনবংশসমুদ্ভূত।

অরাপে, অধিমিশ্র, চৌবে, চৌধুরিজী, দীক্ষিত, দোবে, মবার, মিশ্র, ওঝা, পঞ্চোবে, পাণ্ডে, পাঠক, রায়, সিংহ, শ্রোত্রী, ঠাকুর, তিবারী (তেওয়ারী) ও উপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাদের বংশোপাধি। ইহাদের মধ্যে তিনপ্রকার গোত্র বা গাঁই বিভাগ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ঋষির নামে[২], কতকগুলি কার্য্য বা ব্যক্তিগত[৩] এবং অপরগুলি দেশগত[৪]। ইহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই। এমন কি কন্যার মাতা ও বরের মাতা যদি সমগোত্রীয়া হন, তাহা হইলেও বিবাহ সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু উঃ পঃ প্রদেশের বাভনগণের মধ্যে এরূপস্থলে বিবাহ ও আদান প্রদানে বাধা নাই। হস্তারিয়া, কোদারিয়া, ভূসবরাত, সর্ব্বনিকৃষ্ট মানভূমের উত্তরস্থ রামপাই ও ডোমকতার বাভনেরাও নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য। ইহারা পরস্পরের কন্যা গ্রহণ করে; কিন্তু ইহাদের ঘর হইতে কন্যাগ্রহণে কাহারও বাধা নাই। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহই প্রচলিত। বালকের বয়ঃ-বৃদ্ধি হইলে কোন দোষ হয় না; কিন্তু বালিকার বয়োবৃদ্ধিতে দোষ জন্মে। একটী পুরুষ দুই বা ততোধিক বিবাহ করিতে পারে। ধনীগৃহে বয়োবৃদ্ধাবালিকারও বিবাহ হইতে দেখা যায়। রমণী অসতী হইলে অথবা স্বামীর অবিশ্বাসী হইলে পরিত্যক্ত হয়। বিবাহপ্রথা প্রায়ই বেহারীদিগের মত। সিন্দুরদান হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। ইহারা শবদেহ দাহ করেন। ১০দিন মাত্র অশৌচ থাকে, ১১ দিনে শ্রাদ্ধ হয়। বৈরাগী-বাভনদিগের সমাধি দেওয়া হয়। যাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র, তাহারা শবের মুখে অগ্নি দিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেন। কনৌজিয়া ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। পূর্ব্ববিহারে মৈথিলব্রাহ্মণগণও ইহাদের যাজকতা করেন।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত ইহারা সকলপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম করেন। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব সাম্প্রদায়িক উপাসনা প্রচলিত আছে। সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপে অভিনিবিষ্ট থাকিলেও ইহারা কালীমাতা ও শীতলার পূজায় ছাগবলি দেন এবং প্রতি মঙ্গলবারে হনুমানের পূজা করেন। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা কতকগুলি উপদেবতার পূজা করিয়া থাকেন।

স্থানবিশেষে ইহাদের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিহারে ইহারা কায়স্থ অপেক্ষা হীন এবং তাঁহাদের নিম্নে স্থান পাইয়া থাকে। শাহাবাদ, সারণ ও উঃ পঃ প্রদেশে ইহারা রাজপুত জাতির সমান। পাটনা ও গয়ার অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ ইহাদের পাচিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি খায়; কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থগণ ইহাদের হাতে কাঁচা পাক কোন দ্রব্যই খান না। ব্রাহ্মণের সহিত ইহারা একত্র জল বা ধূমপান করিতে পান না। রাজপুতগণ ইহাদের হস্তে মৃৎপাত্রে জলপান করে ও খাদ্যাদি খায়; কিন্তু স্থলবিশেষে ইহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহারা ব্রাহ্মণের হস্তে কাঁচা পাকা ও রাজপুতদিগের নিকট হইতে আমান্ন ভোজন করিতে পারে। ইহারা বালকদিগের উপনয়ন-সংস্কার দিয়া থাকে। শৈব ও শাক্তগণ মৎস্যাদি খায়; কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিরামিষাশী। মদ্যপান শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বারাণসী, বেত্তিয়া, টিকারী, হাতোয়া, তমখি, শিবহর ও মধুবনের জমিদার রাজগণ বাভনশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাপর বাভনেরা সেনা, দারোগা, দ্বারবান্ ও লাঠিয়াল প্রভৃতির কার্য্য করে। অপর কেহ কেহ স্বহস্তে চাষবাস করিয়া থাকে।

বাভর, গুজরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৮০ বর্গমাইল। এখানকার অধি-

---

উপস্থিতি আবশ্যক হওয়ায় রাজদেওয়ান (জনৈক অম্বষ্ঠ কায়স্থ) উক্ত ব্রাহ্মণ-সমাগমের চেষ্টায় কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোককে উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ সাজাইয়া রাজার অভিলাষ পূর্ণ করেন। রাজা ইহাদের অস্পৃশ্যভাব নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলে দেওয়ানজী তাহাদের পাচিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া রাজার সন্দেহ দূর করেন। ইহারা ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত না হইলেও বাভন বা বামন নামে স্বতন্ত্র সমাজভুক্ত হয়।

(২) অগ্নিহোত্র, আথর্ব্ব, বাশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গর্গ, গৌতম, হারীত, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, কৌশিক, পরাশর, সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য।

(৩) ভুষবরাত, ঢোভাইয়া, একসেরিয়া, জলেবার, কোদারিয়া ও পাঁচ-ভাইয়া।

(৪) এই প্রায় ১৬২টী গাঁইবিভাগ আছে। যথা—ঐলবার, অবারিয়া, গৌড়, পোগতাবরিয়া, গন্তারিয়া, চৌসা প্রভৃতি।

বাসী ও সর্দ্দারগণ কোলিজাতীয়। সর্দ্দারের উপাধি ঠাকুর, রাজপুতবংশে উদ্ভব হইলেও ইহারা সঙ্করবর্ণ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইহাদের রাজকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৪°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪০´ পূঃ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানকার রাজবংশের সহিত ইংরাজের শাসন-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

বামড়া, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার সন্নিহিত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১৯৮৮ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের দক্ষিণ-ভাগ পর্ব্বত ও বনাকীর্ণ। ব্রাহ্মণী নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত। এখানে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। জঙ্গলমধ্যে লা, রেশম, গুটী, মোম, মধু ও রজন প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে বামড়া রাজ্য সরগুজা রাজ্যের অধীন ছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে সম্বলপুরাধিপতি বলরামদেব এই রাজ্যকে গড়-জাত মহলের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহারা আপনাদিগকে গঙ্গা-বংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের বংশোপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে রামচন্দ্রদেব রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতে অধস্তন ১০ম পুরুষে রাজা সুধলদেব সি, আই, ই, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। কুমার সচ্চিদানন্দদেব বাহাদুর বিশেষ উৎসাহের সহিত রাজকার্য্যে পিতার সহায়তা করিয়া থাকেন।

বামন (দেশজ) ব্রাহ্মণ।

বামনঘাটী, উড়িষ্যাপ্রদেশের ময়ূরভঞ্জরাজ্যের উত্তরস্থ একটী বিভাগ। বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে সিংহভূমে ডেপুটী কমিসনরের হস্তে এই স্থানের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বেকার প্রজা-বিদ্রোহের পর ইংরাজরাজ এখানকার শাসনভার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দ্দার হস্তে পুনরায় শাসনভার প্রদত্ত হয়; কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বালকরাজের হইয়া ইংরাজরাজ এখানকার শাসনকার্য্য পর্য্যা-লোচনা করিতে থাকেন।

বামনহাটী (দেশজ) ব্রাহ্মণযষ্টিলতাভেদ।

বামনিয়াবাস, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বামানী, বিশাখপত্তন জেলার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ, ২৪৮৮ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১৯°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°৪০´ পূঃ।

বামানী, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও প্রধান বাণিজ্য-স্থান।

বায়না (পারসী) কোন দ্রব্য কিনিবার পূর্ব্বে মূল্য স্থির করিয়া মূল্যের মধ্যে অগ্রিম যাহা দেওয়া হয়। বায়না করার পর সেই দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও ক্রেতাকে আর অধিক দিতে হয় না।

বায়নাক্কা (আরবী) বিস্তারিত বিবরণ।

বার্ (পারসী) ১ ফল। ২ সময়। ৩ পুনরুক্তি।

বারউড়ানী (দেশজ) দেওড়, গুলি নিক্ষেপ।

বারকোল (দেশজ) কচ্ছপ।

বারকোষ (দেশজ) কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রভেদ।

বারকল, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যভূমে বিস্তৃত একটী গিরিমালা। বারকল টঙ্গ ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ, অক্ষা° ২২° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ২২´ পূঃ। এই পর্ব্বতের জঙ্গলভূমে বহুশত বন্যহস্তী বিচরণ করিয়া থাকে।

২ উক্ত গিরিমালাস্থ একটী জলপ্রপাত। অক্ষা° ২৩°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ২৬´ পূঃ। পর্ব্বতনিঃসৃত জলরাশি প্রায় ১ মাইল রাস্তা প্রপাতাকারে পতিত হইয়া কর্ণফুলী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

বারগ্রাম, কীকটদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। গঙ্গা ও কর্ম্মনাশার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

বারদিগর (পারসী) পুনরায়।

বারদিয়া, পশ্চিম মালবের অন্তর্গত একটী ইংরাজরক্ষিত সামন্ত-রাজ্য। ঠাকুর রাজগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত।

বারমহল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী ভূমি-বিভাগ। উত্তর আর্কট ও সালেম জেলার ত্রিপাতুর, কৃষ্ণগিরি, ধর্ম্মপুর, উত্তঙ্করই, ওসুর ও দেঙ্কমকোট্টই তালুক লইয়া এই বিভাগ গঠিত হয়। অক্ষা° ১২° ৫´ হইতে ১২° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১০´ হইতে ৭৯° ৩০´ পূঃ। এই বিভাগের কৃষ্ণগিরি, জয়রণগড়, বরণগড়, কাবলগড়, মহারাজগড়, ভূষণগড়, গঞ্জনগড়, কট্টিরগড়, ত্রিপাতুর, বানিয়াম্বাড়ী, সথারসনগড় ও থাতুকম্বু প্রভৃতি দ্বাদশটী স্থানে দেশরক্ষার্থ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় ঘাটপর্ব্বতমালা।

পূর্ব্বে এইস্থান বিজয়নগররাজবংশের অধিকারে ছিল এবং ঐ রাজবংশের আনগুণ্ডি শাখার রাজগণ এই প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহা মহিসুর-রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৮শ শতাব্দের কর্পার পাঠান নবাব বারমহল অধিকার করেন। প্রায় ৫০ বৎসর রাজ্যশাসনের পর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে হাইদার আলী তাঁহাদের নিকট হইতে এইস্থান কাড়িয়া লন।

পরবৎসরে মহারাষ্ট্রগণ এই প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন; কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিপর্য্যস্ত হইলে পুনরায় হাইদার এই স্থান অধিকার করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও

হাইদারের মিলিত সৈন্যের সহিত ইংরাজগণ কৃষ্ণগিরিতে পরাজিত হন। ইহার একমাস পরে ইংরাজসৈন্য পুনরুদ্যমে বারমহল আক্রমণ করে এবং পর পর কতকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। ১৭৯০ ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিলেও কৃষ্ণগিরিদুর্গ জয় করিতে পারে নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারমহল ইংরাজ-করে অর্পিত হয়। তৎপরে উহার পূর্ব্বনাম পরিত্যক্ত হয় এবং এইস্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতে থাকে।

বারভূঁয়া,[১] (বারো ভূঁয়ে বা বারভূঁইয়া) বাঙ্গালার দ্বাদশজন ভৌমিক বা রাজা উপাধিধারী জমিদার। আইন-ই অকবরী, অকবরনামা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে এই সামন্তগণের কাহারও কাহারও উল্লেখ দেখা যায়। ইহারা কেহ কিছু অগ্রবর্ত্তী, অনেকেই প্রায় সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক। সেনাপতি মানসিংহ যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আসেন, তখন কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের সেই উজ্জ্বল সময়েও এই দ্বাদশজন ভৌমিক অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহাদের নিকট হইতে বাঙ্গালার রাজস্ব আদায় লইতেন এবং আবশ্যক হইলে সৈন্যসংগ্রহ দ্বারা তাঁহারা দিল্লীশ্বরের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন।

এক সময়ে ১২ জন অধিপতির শাসনে বাঙ্গালা রাজ্য পরিচালিত হইত বলিয়া সকলেই বঙ্গদেশকে 'বারভূঁয়ে বাঙ্গালা' নামে অভিহিত করিয়াছিল। ঐ বার জন ভৌমিকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

নাম	যে স্থানের রাজা	জাতি।
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়	চন্দ্রদ্বীপ	বসুবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ
প্রতাপাদিত্য	যশোহর	গুহবংশীয় ঐ
লক্ষ্মণমাণিক্য	ভুলুয়া	শূরবংশীয় ঐ
মুকুন্দরাম রায়	ভূষণা	দেববংশীয়।
চাঁদরায় ও কেদার রায়	বিক্রমপুর	ঘৃতকৌশিক গোত্র দেববংশীয় ঐ
চাঁদ গাজি	চাঁদপ্রতাপ	মুসলমান।
গণেশ রায়	দিনাজপুর	উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।
হাম্বীরমল্ল	বিষ্ণুপুর	মল্লবংশীয়।
কংসনারায়ণ	তাহিরপুর	বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
রামচন্দ্র ঠাকুর	পুঁটীয়া	বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
ফজল গাজি	ভাওয়াল	মুসলমান[২]
ঈশা খাঁ মসনদ আলী	খিজিরপুর	ঐ

উক্ত দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে রাজা কন্দর্পনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দ রায়, চাঁদরায় ও কেদার রায়, এই পাঁচ জন বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহাদের প্রত্যেকের দ্বারা এক একটী সমাজ গঠিত হয়।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভূষণা গ্রামে রাজা মুকুন্দরামের রাজধানী ছিল। তদ্বংশধর রাজা সীতারাম রায়ের অধঃপতনের পর নবাবী আমলে ভূষণা একটী বৃহৎ চাকলায় পরিণত হয়। [বিস্তৃত বিবরণ ভূষণা ও সীতারাম শব্দে দেখ।]

রাজা কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজা। রাজা মুকুন্দের সমসাময়িক ভৌমিক ছিলেন। কন্দর্পের পিতা রাজা পরমানন্দ বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের ৯ম সমীকরণ করেন। ঐ সময় চাঁদরায়, কেদাররায় ও মুকুন্দরাম কুলীনদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহার সমীকরণ-কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করেন। চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় কায়স্থ রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময় যশোহর নগরে প্রতাপের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায় কর্ত্তৃক যশোহর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপাদিত্য[৩] নিজের প্রতিভাবলে ঐ সমাজকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়া ছিলেন। এই রাজগণ যে এক সময়ে অর্দ্ধ স্বাধীন থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী ও রণসজ্জা কাহারও অবিদিত নাই।[৪]

বারমুয়ারা, গুজরাত প্রদেশের মহীকান্থার অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ বড়োদারাজকে বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন।

বারমূলা, উড়িষ্যাপ্রদেশের দশপল্লারাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিকন্দর। গোয়ালদেও গিরিশৃঙ্গের নিকট অবস্থিত। উক্ত রাজ্যের উত্তর সীমা দিয়া মহানদী এখানে প্রবাহিত হইতেছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় বারমূলা-গিরিপথে ইংরাজসৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। এইখানেই মহারাষ্ট্রীয়গণ ইংরাজবিরুদ্ধে শেষবার অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই গিরিসঙ্কটে ২রা নবেম্বর পরাজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ জন্মের মত স্বাধীনতা হারাইল।

২ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিকন্দর। এস্থান দিয়া বিপাশা (ঝিলাম) নদী প্রবাহিত। অক্ষা° ৩৪° ১০´ উঃ এবং

---

(১) ভূমিহার শব্দের অপভ্রংশ।

(২) দিল্লী হইতে ইনি বাঙ্গালায় আসিয়া ভাওয়ালের রাজা শিশুপালকে পরাজয়পূর্ব্বক তথায় অধীশ্বর হন। এই স্থান বর্ত্তমান ঢাকা জেলায় অন্তর্গত।

(৩) এই স্থান ময়মনসিংহ জেলায় অন্তর্গত। ইঁহার বংশধরগণ এক্ষণে জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

(৪) [চাঁদরায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি নামে এবং ভূঁয়া ও তত্তৎ রাজধানী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্রাঘি° ৭৪° ৩০´ পূঃ। উক্ত নদীর দক্ষিণকূলে বারমূলা নগর অবস্থিত। এখানে নদীবক্ষে একটী বিস্তৃত সেতু আছে।

বারবই, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের নিমার জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। নর্ম্মদানদীর ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে রাজপুতনা-মালব রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ধরগাঁও, খসড়াবাড়, মণ্ডলেশ্বর ও বারবই হোলকর-রাজকরে প্রদত্ত হয়।

বারবা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১০ বর্গমাইল।

বারবা, (বারুবা) উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৮° ৬২´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৩৭´ ৩৫´´ পূঃ। এস্থান হইতে নানা দ্রব্য ভারতের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বারবাঁকি, হেড়ম্বপর্ব্বতনিঃসৃত একটী নদী। (দেশা° ৩১।১।৩)

বারবাটী, উড়িষ্যারাজধানী কটকের অন্তর্গত একটী দুর্গ। কটকের অপরপারে মহানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৬´ পূঃ। কোন্ সময়ে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার ঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে হিন্দুরাজগণের অধিকারকালে উহার গঠনকার্য্য সমাধা হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ও মহারাষ্ট্রাধিকারে ইহার কতকাংশ সংস্কৃত হয়। এখন এই ভগ্নস্তূপ জঙ্গলে পরিণত হইলেও উহার পূর্ব্বদ্বার এবং ফতেখাঁ রহিম-নির্ম্মিত মসজিদ বিদ্যমান আছে। এই দুর্গ-সীমার চারিধারে দুই স্তবক প্রস্তরপ্রাচীর এবং মধ্যস্থলে পতাকাস্তম্ভ ছিল। পূর্ব্বদ্বারের নিকটে ও দুই পার্শ্বে দুইটী চতুরস্র গম্বুজ চিহ্নও বিদ্যমান আছে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী মোটে (M. la Motte) ইহার গঠনকার্য্যের সহিত ইংলণ্ডস্থ উইণ্ডসর দুর্গের তুলনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র অভিযানের শেষে এই দুর্গ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয়।

বারবালা, বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। উতোলী নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৮´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরের চারিদিক্ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত।

বারবালা, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৫৮০ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচারসদর। এখানকার ধ্বংসাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে এইস্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিবাসিগণ অধিকাংশ সৈয়দবংশীয় মুসলমান। ইহারাই নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকারী।

বারবাসপুর, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গমাইল।

বারবিঘা, মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৪৯´ পূঃ।

বারসিতকলী, বেরাররাজ্যের অকোলা জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বারহটনরহরদাস (পুং) অবতারচরিতনামক হিন্দী গ্রন্থ-রচয়িতা।

বারা, পঞ্জাব প্রদেশের পেশাবর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। বারা নামক উপত্যকাভূমি হইতে প্রবাহিত। নানা শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া কাবুল নদীর শাহ আলম্ শাখায় পতিত হইয়াছে। বারা নামক দুর্গের সম্মুখে এই নদী ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। একটী পেশাবর নগরে এবং অপর দুইটী খলীল ও মোহ মন্দ জাতি-অধিবাসিত প্রদেশে প্রবাহিত থাকিয়া তদ্দেশবাসীকে জলদান করিতেছে। কোহাট ও আটকে দ্রব্যাদি লইবার জন্য এই নদীবক্ষে দুইটী সেতু আছে। বারা নদীতীরে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। শিখ-অধিকারে ঐ চাউল পেশাবরে আনীত এবং উহার অধিকাংশই পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎপরিবারের আহার্য্যরূপে সংগৃহীত হইত। এই পুণ্যসলিলা নদী তথাকার হিন্দুর চক্ষে পবিত্র বলিয়া গণ্য।

বারা, অযোধ্যা প্রদেশে উনাও জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৬° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৬´ পূঃ। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বারা নামক ভরজাতির জনৈক রাজকর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এখানে নীলের চাস আছে।

বারা, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। যমুনা হইতে কৈমুর গিরিমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূ-পরিমাণ ২৫২.২ বর্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের সদর।

বারা, উঃ পঃ প্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পলিময় সৈকতদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৪´ ১৫´´ পূঃ।

বারাকপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৪২ বর্গ মাইল। এখানে ৬৭টী গ্রাম আছে। বারাকপুর ও নবাবগঞ্জ থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

১ উক্ত জেলার একটী নগর। হুগলী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৭॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৫´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২২´ ৫২´´ পূঃ। এখানে ইংরাজের সেনা-নিবাস স্থাপিত আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনা-

ব্যারিকে সৈন্য রাখা হয়, তদবধি সেই ব্যারিকের নামানুসারে এই স্থানের নাম বারাকপুর হইয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ বণিক চার্ণকের (Job Charnock) এখানে বিশ্রামভবন ছিল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত ইংরাজ মহাপুরুষ এখানে একটী বাজার স্থাপন করিয়া যান। এখানকার সেনাবাসের দক্ষিণভাগে বারাকপুর পার্ক নামক রাজকীয় উদ্যান। ভারতের ইংরাজরাজপ্রতিনিধিগণ (Viceroys of India) এই সুরম্য উদ্যান-বাটিকায় অবস্থানকল্পে অনেক উন্নতি করিয়া যান। লর্ড মিণ্টো এখানে যে বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্ তাহার অনেক সংস্কারসাধন করেন। এখানে লেডী কেনিংএর সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

এখানে দুইবার সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় এখানকার সিপাহীদল সমুদ্রবক্ষ দিয়া ব্রহ্মে যাইতে অস্বীকৃত হয়। স্থলপথে যাইতেও তাহারা দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রার্থনা করে। ইংরাজসেনানী কার্টরাইট্ সাহেব তাহাদিগকে বিস্তর বুঝাইলেও তাহারা কুচকালে বিদ্রোহী হইয়া উঠে; কিন্তু পুনরায় নবেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার তাহারা কুচকাওয়াজ করিতে করিতে বিদ্রোহিতাচরণ করিলে ইংরাজসেনাধ্যক্ষ পেগেট তাহাদিগকে শান্ত করিতে বৃথা চেষ্টা করেন। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তিনি সেনাদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন, যদি তাহারা অনুমতি অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে তাহাদের অস্ত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এ কথাও তাহারা কর্ণপাত না করিলে পেগেট-সহচর কামানবাহী ইংরাজসৈন্য তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। তাহারা ইংরাজের তোপমুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে না পারিয়া পলায়ন করে। কতক নদীগর্ভে ঝাপাইয়া প্রাণরক্ষা করে, অপরে ইংরাজকরে বন্দী ও নিহত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানে পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হয়। টোটা-কাটার কথায় জাতি যাইবার ভয়ে তাহারা ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। জেনারল হিয়ার্সে তাহাদের প্রকৃত কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই। প্রধূমিত হৃদয়ানল ক্রমশঃই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দিন দিন সিপাহীদলের আক্রোশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। ২০এ মার্চ্চ মঙ্গল পাঁড়ে নামা ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতি দলের জনৈক কর্ম্মচারী লেপ্টেনাণ্ট বাফ্ ও জনৈক সার্জেণ্ট মেজরকে গুলিদ্বারা হত্যা করে এবং অপরাপর সিপাহীদিগকে তাহার সহিত যোগ দিতে বলে। যে রক্ষক-সিপাহীদল উপস্থিত ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও মঙ্গল পাঁড়েকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে নাই তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দেওয়া হয়। মঙ্গল পাঁড়ে ইংরাজ সৈনিক-বিচারে ফাঁসি যায়। [বিস্তৃত বিবরণ সিপাহীযুদ্ধ শব্দে দেখ।]

বারাণ্ডা (দেশজ) অলিন্দ।

বারান্তর (দেশজ) পুনর্ব্বার।

বারাপোলি, দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত একটী নদী। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোড়গরাজ্যে ও মলবার জেলায় প্রবাহিত হইয়া আরব্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে। কোড়গরাজ্যের ব্রহ্মগিরি নামক পর্ব্বতের যেস্থান হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্মণতীর্থ ও পাপনাশী নামে খ্যাত। কোড়গ-সীমান্তে এই নদীর ২ শত ফিট্ একটী উচ্চ প্রপাত আছে। বনভাগ ও পর্ব্বতকন্দরাদির মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকায় তীরভূমির দৃশ্য অতীব মনোরম। কোন্নুর যাইবার পথে এই নদীর উপর দিয়া একটী সুন্দর সেতু আছে।

বারামতী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৮° ৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৬´ ৪৫´´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত আছে।

বারাবাঁকি, (বারবাঙ্কি) অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। উঃ পঃ প্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৭৬৮ বর্গ মাইল। এই জেলাটী প্রায় সমতল, তবে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ক্রমশঃই ঢালু হইয়া আসিয়াছে। গোমতী, ঘর্ঘরা ও চৌকা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা নদী এই জেলামধ্যে প্রবাহিত থাকায় এই স্থানের শস্যোৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যভাগে কতকগুলি ঝিল (জলাভূমি) ও তলাও আছে। বর্ষাকালে তলাওগুলি জলপূর্ণ ও একত্র হইয়া একখণ্ড বিস্তৃত জলরাশির ন্যায় দেখায়, কিন্তু বর্ষাপগমে খণ্ড খণ্ড পুষ্করিণীর আকার ধারণ করে।

এই জেলার নানাস্থানে যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহার উদ্ধারসাধন করিতে পারিলে একটী অভিনব ইতিহাস প্রকটিত হইতে পারে। মাজিয়া শিদ্ধৌর ও আসিয়াদের নিকট এখনও নাগপূজোপলক্ষে শত শত লোক সমবেত হইয়া থাকে। নাগরাজগণের অধিকার হইতেই এখানে নাগপূজার সৃষ্টি, একথা এখনও অনেকের মনে জাগরূক আছে। অহিচ্ছত্রের নাগহ্রদের নিকট যথায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তথায় অশোক-নির্ম্মিত একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে এখানে ভরজাতির পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের অভ্যুদয়ে অযোধ্যার স্থানে স্থানে দুর্গ, প্রাকার, পরিখা ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও ধ্বংসাবশেষসমূহই লুপ্তকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধগণ এস্থান হইতে বিতাড়িত এবং ক্ষত্রিয়গণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মুসলমান আক্রমণে ক্ষত্রিয় ও ভররাজগণের প্রভাব ক্রমশঃই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ সালর মসাউদ এই স্থান আক্রমণ করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে ওঁসরি সেখগণ শিহরিয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে জোহেলপুরের নিকট ভরজাতিকে পরাজিত করিয়া মুসলমানসেনানী আবহুল বাহিদ্ সেই স্থান জৈদপুর নামে অভিহিত করেন। ঐ সময়ে খেওলির সৈয়দগণ ভরদিগের নিকট হইতে ভিঠৌলী এবং ভাটিনামক মুসলমানগণ বাই-ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে ববৌলী ও ভর-অধিকৃত মবাই-মহোলারা নামক স্থান দখল করে। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে রুধৌলী ও ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে রসুলপুর ভরশাসনচ্যুত হয়।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে এই স্থান দিল্লীর লোদী ও জৌনপুরের শর্কি-বংশের যুদ্ধাভিনয়স্থল হইয়াছিল। ঐ সময়ে ফতেপুরের সুবাদার দরিয়াও খাঁ কর্ত্তৃক দরিয়াবাদে এবং কামিয়ার ও কল্হন জাতির বাসভূমিতে (ঘর্ঘরা নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ভূমি) অচলসিংহ কর্ত্তৃক একটী সেনা-নিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত অচলসিংহের বংশধরগণ এখনও ছয়খানি ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং প্রায় বিংশতি সহস্র কল্হন সেই অচলসিংহকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। ঐ সময়ে এই জেলার ইতস্ততঃ মুসলমান কর্ত্তৃক বিক্ষোভিত হইলেও হরাহা নগর সূর্য্যবংশী ও সূর্য্যপুর সোমবংশী ক্ষত্রিয়গণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রামনগরের রাইকবাড় ক্ষত্রিয়গণ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বাস করে, তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। [বরাইচ দেখ।]

সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্ব সময়ে রাইকবাড়-সর্দ্দার হরিহরদেব কাশ্মীর-যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট্ তাঁহাকে এই জেলার সইলাক্ পরগণা প্রদান করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাইকবাড়গণ বিদ্রোহী হইলে লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করে। কল্যাণীনদীতে মুসলমানসৈন্যের সহিত তাহাদের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অবশেষে খাঁজাদাগণ জয়ী হইয়া তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি কাড়িয়া লন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সয়াদৎ আলীখাঁর মৃত্যুর পর রাইকবাড়গণ তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-শাসনভুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহারা একটী বিস্তৃত রাজ্য সংগঠন করিয়াছিল। দেশীয় রাজার অধিকারে এইস্থান অত্যাচারের আদর্শস্থল হইয়া উঠে। গোমতী ও কল্যাণীতীরবর্ত্তী জঙ্গলময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে সূর্য্যপুরের শৈরাজ সিংহজীর, ভবানীগড়ের মহীপৎসিংহের ও কাঞ্চনগড়ের গঙ্গাবক্সের দস্যুসেনাদলের বাসযোগ্য দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ স্থাপিত ছিল।

১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার তালুকদারগণ যোগদান করিয়াছিলেন। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে সীতাপুর ও বরাইচের রাইকবাড়গণ রাজপুতোচিত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তৎকালীন জনৈক ইংরাজসেনানী ইহাদের রণোন্মাদ ও ভীষণ সাহসের কথা অকপটে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এখানে শান্তি স্থাপিত হয়। পরবৎসরে দরিয়াবাদ হইতে নবাবগঞ্জ জেলায় সদর উঠাইয়া আনা হয়। বারাবাঁকি, ফতেপুর, রামসনেহী ও হাইদরগড় এই চারিটী জেলার উপবিভাগ।

বারাসত, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৮৯ বর্গমাইল। বারাসত, দেগঙ্গা, হাবরা ও নৈহাটী প্রভৃতি থানা ইহার অন্তর্গত।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী নগর ও বিচারসদর। অক্ষা° ২২° ৪৩´ ২৪´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৩১´ ৪৫´´ পূঃ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যশোর ও নদীয়া জেলা হইতে কতকগুলি পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, 'উহা বারাসত জেলা' নামে খ্যাত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এখানে বি, সি, রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদের মতাবলম্বী মুসলমানদল তিতুমিঞা নামক জনৈক মুসলমান ফকিরের বুজরকিতে ভুলিয়া হিন্দুবিদ্বেষী হয়। এই উদ্ধত মুসলমানগণ দেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল। এমন কি তাহারা গ্রাম পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এখানে ইহারা একটী বাঁশের কেল্লা প্রস্তুত করিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ না হইয়া তাহারা ঐ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিশেষ বীরত্ব-সহকারে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে এক শত মৃত ও আড়াই শত বন্দীরূপে ধৃত হইলে তাহারা পলায়ন করে। তৎপরে পুনর্ব্বার ইংরাজ-বিপক্ষে অস্ত্রধারণে চেষ্টা করিলেও তাহারা পুনঃ পুনঃ নিগ্রহভোগ করিয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালায় তিতুমীরের লড়াই নামে প্রসিদ্ধ।

বারাসিয়া, মধুমতী নদীর একটী শাখা। ফরিদপুর ও যশোর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। খালপাড়ার নিকট মধুমতীকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় লোহাগড়ায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীতে সকল সময় পণ্যদ্রব্য লইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিতে পারে।

বারিক (ইংরাজী Barrack) ১ সৈন্যাবাস। ২ বহুলোকের আবাসস্থান।

বারিকপুর [বারাকপুর দেখ।]

বারিগুরা, মধ্যভারতের রেবা নামক সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বারিয়া, গুজরাত প্রদেশের রেবাকান্থার অধীন একটী করদ-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৮১৩ বর্গমাইল। রন্ধিকপুর, দুধিয়া, উমারিয়া, হাবেলী, কাকদথিলা, শাগতালা ও রাজগড় প্রভৃতি ৭টী ইহার উপবিভাগ। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান বনাচ্ছাদিত।

এখানকার সর্দ্দারগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মুসলমান কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া চম্পানের নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বেগারা কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ক্রমে এই রাজবংশ দুইটী ঘরে বিভক্ত হইয়াছেন। একঘর ছোট উদয়পুরে ও অপর ঘর বারিয়ায় থাকেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজবংশের সহিত ইংরাজের মিত্রতা স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে এখানকার সর্দ্দার বারিয়া ভীলসৈন্য লইয়া শিন্দে-সৈন্যের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করেন। এখানকার সর্দ্দারগণ দেওগড় বারিয়ার মহারাবল নামে প্রসিদ্ধ।

ইংরাজরাজকে সর্দ্দার বাৎসরিক ৯৩৩০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। ইহাদের সৈন্যসংখ্যা ২৫৯ জন। ইংরাজের নিকট ইহারা ৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২২° ৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫৬´ ৩০´´ পূঃ। ইংরাজকর্ম্মচারীর অভিমত না লইয়া তিনি হত্যাপরাধীকে দণ্ড দিতে পারেন।

বারিদোয়াব, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটী অন্তর্বেদী। ইরাবতী ও শতদ্রুসহ বিপাশা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান। গুরুদাসপুর, অমৃতসর, লাহোর, মণ্টগোমারি ও মুলতান জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লীর রেলপথ এখানে বিস্তৃত।

বারিদোয়াবখাল, উক্ত অন্তর্বেদীর মধ্যে জলপ্রবাহের জন্য একটী কাটাখাল। গুরুদাসপুর, অমৃতসর ও লাহোর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সম্রাট্ শাহজহানের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার আলীমর্দ্দন খাঁ ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে যে হসলি খাল কাটাইয়া যান, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ঐ খালের কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য লর্ড নেপিয়ার উহার কার্য্যারম্ভ করেন। ১৮৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা হয়। মূলখাল ও শাখাখাল লইয়া ইহার পরিমাণ ৩৮৮ বর্গমাইল। রাজবহা বা ক্ষুদ্র জুলি লইলে উহার পরিমাণ আরও ৮৬২ মাইল বেশী হইবে। প্রায় ৪৩৩০৮০ একার জমি এই খাল দ্বারা জলসিক্ত হইয়া থাকে।

বারিস্ (আরবী) ওয়ারিস্, উত্তরাধিকারী।

বারুই, বাঙ্গালা ও বেহারবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ইহারা বারই, বরজী, বারজীবী ও লতাবৈদ্য নামে অভিহিত। পাণের চাষ ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা পাণের চাষ দেয় বটে ; কিন্তু বাজারে তাম্বূলীদিগের ন্যায় খুচরা বিক্রয় করে না। কোথাও কোথাও তাম্বূলীদিগকেও পাণের চাষ দিতে দেখা গিয়াছে। জাতীয় ব্যবসা এক হইলেও বিহার ও বাঙ্গালার বারুই জাতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। ইহারা একত্র আহার ও পরস্পরের সহিত পুত্রকন্যার আদান প্রদান করে না।

বাঙ্গালার বারুইদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা বলে যে, দেবপূজোপকরণে পাণের আবশ্যকতা দেখিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহাদের সৃষ্টি করেন। জাতিমালায় লিখিত আছে যে, গোয়ালার ঔরসে তাঁতি-রমণীর গর্ভে ইহাদের জন্ম। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তিকথা লিখিত হইয়াছে। মতান্তরে প্রকাশ যে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে এই জাতি উৎপন্ন।

সাধারণতঃ ইহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র, নাথান ও কোটা নামক চারিভাগে বিভক্ত। অলম্যান, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, চন্দ্রমহর্ষি, গৌতম, জৈমিনি, কণ্বমহর্ষি, কাশ্যপ, মধুকুল্য (মৌদ্গল্য), শাণ্ডিল্য, বিষ্ণু, মহর্ষি ও ব্যাস নামে কএকটী গোত্র ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইগুলি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ মাত্র। গোত্র ধরিয়া ইহাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। সগোত্রে বিবাহও চলে ; কিন্তু সমানোদক হইলে বিবাহ ঘটে না।

ইহাদের মধ্যে বালিকাবিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধা নাই। ইহাদের মধ্যেও কএকটী গোষ্ঠীপতি আছে ; কিন্তু তাহারা সামান্য ঘরেও আপনাদের পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহপ্রণালী ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের মত। কোন কোন বিবাহে কুশণ্ডিকাও হয় এবং কোথাও কোথাও কুশণ্ডিকা হয় না। বিবাহের অঙ্গাধীন সমস্ত কার্য্যের পর অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা হয়।

ধর্ম্মকর্ম্মে ইহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করে। অধিকাংশই শাক্ত। বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি কম। যে সকল ব্রাহ্মণেরা নবশাখের যাজকতা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহাদের গৃহে পৌরোহিত্য করেন। প্রচুর পাণ উৎপন্নের আশায়

বারুইরা বৈশাখ চতুর্থীতে কুলদেবীর পূজা করে। পূর্ব্ববঙ্গে লাক্ষানদীতীরে বারুইগণ আশ্বিনী কৃষ্ণানবমীতে উষার পূজা করে। এই পূজায় ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না, তাহারা নিজ নিজ উপহার দেবীকে উৎসর্গান্তে গ্রামস্থ বালকবালিকাদিগকে প্রদান করে। বিক্রমপুরবাসী বারুইগণ ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত সুজাই নামক ভগবতীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে।

পাণ উৎপন্ন করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। বায়ু ও সূর্য্যের প্রকোপ হইতে পর্ণলতা রক্ষার জন্য নল, পাঁকাটী অথবা বাঁখারি দিয়া 'বরোজ' প্রস্তুত করে। ঐ বরোজগুলি সাধারণতঃ ৮ ফিট্ উচ্চ হয় এবং দৈর্ঘ ও প্রস্থে জমির সমান। পাণলতার নীচে পাঁকমাটি ও খোলের সার দিতে হয়। লতার ডাল যতই কাটা হয়, গাছও ততই বাড়িয়া উঠে। ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসে নূতন পত্র গজায়। উহাই 'ফাল্গুনে ও আষাঢ়ে নোচ' নামে খ্যাত। কর্পূরী (কর্পূরগন্ধযুক্ত), সাঁচি (ছাঁচি), কড়ুই, দেশী, বাঙ্গালা, ভাটিয়াল, ধালদোগ্গ, বুবুনা ও ঘাস পাণ নামক স্বতন্ত্র শ্রেণীর পাণ বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় উৎপন্ন হয়।

বারুইগণ স্নানান্তে শুচি হইয়া বরোজ মধ্যে প্রবেশ করে। যে কৃষকেরা পর্ণক্ষেত্রে কর্ম্ম করে, তাহাদেরও স্নান ব্যতিরেকে বরোজের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। লাভের প্রত্যাশায় অধুনা ধোবা, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শুঁড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমানগণ পাণের চাষ করিতেছে; কিন্তু তাহারা বারুইদিগের মত বরোজের পবিত্রতা রক্ষা করে না আবশ্যকমত কোনরূপ পূজাদিও করে না।

এই বারুইগণ নবশাখের অন্তর্গত। বর্ত্তমানকালে শিক্ষা-প্রভাবে অনেকের সামাজিক ও সাংসারিক উন্নতি দেখা যায়। অনেকে শিক্ষক, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির কার্য্য করিতেছে। গবর্ণমেন্টের অধীনেও অনেকে কেরাণীর কার্য্যে লিপ্ত আছে। ইহাদের বংশোপাধি—আইন্, আশ, বয়াল, ভদ্র, ভৌমিক, ভাবল, বিশ্বাস, চাঁদ, চৌধুরি, দাম, দাস, দেব, দত্ত, ধর, গুহ, হালদার, হোড়, কর, খান্ খোর, কুণ্ডু, লাহা, মজুমদার, মল্লিক, মণ্ডল, মন্ত্রিণী, মান্না, মারিক, মিত্র, লাহা, নাগ, নন্দন, নন্দী, পাল, রক্ষিত, রুদ্র, সরকার, সেন প্রভৃতি।

বেহার ও বারাণসীবাসী বারুইদিগের সহিত তথাকার তাম্বূলীদিগের কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এখানে এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিনব প্রবাদ প্রচলিত আছে। দুইজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণভ্রাতা একদা বনমধ্যে তৃষ্ণাতুর হইয়া জলান্বেষণ জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যেষ্ঠের আদেশে কনিষ্ঠভ্রাতা একটী মহুয়া বৃক্ষের উপরে উঠিয়া কোটর মধ্যে জল পায়; কিন্তু ভ্রাতাকে গোপন করিয়া সেই জল পানপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে অবতরণ করে। এই মিথ্যাকথায় জন্য পরমেশ্বরের আদেশে কনিষ্ঠের উপবীত হইতে পাণলতায় সৃষ্টি হয়। তদবধি ঐ কনিষ্ঠের সন্তানসন্ততিগণ পাণের ব্যবসা করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগকে পাণচাষ হইতে বিরত করিবার জন্য এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অপরে বলিয়া থাকেন, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে তাম্বূলিকের জন্ম হয়। গোরখপুরের বারুইগণ বলে যে, পর্ণবিক্রয়বৃত্তি হইতে তাহারা এই নামে অভিহিত হইতেছে। আজমগড়ের অন্তর্গত বীরভানপুর তাহাদের পৈতৃক বাসস্থান।

পশ্চিমা বারুইদের মধ্যে প্রায় ১৪৭টী থাক আছে। এগুলি স্থানবাচক। যেমন অহরবাড়, অযোধ্যাবাসী, বৃন্দাবনবাসী, সরযূপুরী, চৌরাসিয়া, শ্রীবাস্তব, উত্তরাহ, পর্ব্বতগড়ী, জৈসবার, জৌনপুরী ইত্যাদি। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং পিসী ও মাসীর বংশে যতদিন পিণ্ড বাঁধে, ততদিন বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহারা কন্যার ৮ বা ৯ বৎসরে এবং বালকের ১২ বা ১৩ বর্ষেই বিবাহ দেয়। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে হইলে জাতীয় সভায় তাহার কারণ আবেদন করিতে হয়; কিন্তু দুইটী ব্যতীত কাহারও তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার বিবাহ প্রচলিত। ধনীর পক্ষে চারহোবা, গরিবের দোলা এবং বিধবা রমণীগণের সাগাই। উপরোক্ত দুইটী কুমারীবিবাহে সিন্দূরদান বিহিত আছে।

ইহারা সাধারণতঃ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহে। মহাবীর, পাচপীর, ভবানী, হরদিহ দেব, শোখবাবা ও নাগবেলি ইহাদের প্রধান উপাস্য-দেবতা। প্রধান প্রধান দেবপূজায় তেওয়ারী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজকতা করে; কিন্তু গ্রাম্যদেবতার পূজা গৃহস্থগণ স্বয়ং সমাপন করিয়া থাকে। ইহারা শবদেহ দাহ করে, কেহ কেহ গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়াও থাকে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট ইহারা অন্নগ্রহণ করে। খাটিয়া ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ ইহাদের প্রস্তুত পকান্ন ভক্ষণ করিতে পারে। ইহারা মদ্য ও মাংস খায়।

বারুইপুর, ২৪ পরগণার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৪৪২ বর্গমাইল। এখানে পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলপথের দক্ষিণশাখা বিস্তৃত হওয়ায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিচারবিভাগ আলিপুর সদরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। কলিকাতার ৮ ক্রোশ দক্ষিণে আদিগঙ্গা নামক গঙ্গাখাতের পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৯´ পূঃ। টলিসাহেব কর্ত্তৃক গোড়ের খাল কাটা হইবার পর ঐ নদীখাত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখনও ঐ নদীগর্ভস্থিত পুষ্করিণীগুলি গঙ্গা নামে

প্রসিদ্ধ। এখানকার 'রায়চৌধুরী' বংশ প্রাচীন জমিদার এবং ডায়মণ্ডহারবার নামক উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান ইঁহাদের ভূসম্পত্তিভুক্ত। এখানে বারুই জাতির বহু পাণের চাষ দেখা যায়।

বারুদ (তুর্কী) অগ্নিচূর্ণ। কামান বা বন্দুক নামক যুদ্ধাস্ত্রের গোলাগুলি নিক্ষেপ জন্ম গন্ধক, সোরা প্রভৃতির যোগে প্রস্তুত মসলা (Gun-powder)। হাউই, বোম, রকেট প্রভৃতি অগ্নিক্রীড়াবিষয়ক দ্রব্য প্রস্তুত করণেও এরূপ মসলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু উহাদের মিশ্রণভাগ পরস্পর স্বতন্ত্র। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের পূর্ব্বে য়ুরোপখণ্ডে তীর ধনুকের যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তৎপরবর্ত্তীকালে তাহারা বারুদের উদ্ভাবন করিয়া যুদ্ধব্যাপারে অনেক সুবিধা করিয়াছে। রোজার বেকন (Roger Bacon) নামা জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ বারুদের প্রচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারত ও চীনসাম্রাজ্যে বারুদের প্রচলন ছিল, কিন্তু য়ুরোপে সেই বারুদের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

[নালিকাস্ত্র দেখ।]

সোরা, গন্ধক ও কয়লা অগ্ন্যুত্তাপে উত্তপ্ত হইলে জ্বলিয়া বিস্ফারিত হয়। ঐ দ্রব্যে এরূপ গুণ থাকায় আবশুতা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বারুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৭৫ ভাগ সোরা, ১২০ গন্ধক ও ১৫ কয়লা মিশাইলে উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত হইতে পারে। কামানের গোলা-নিঃসরণ জন্ম প্রস্তুত বারুদে ৭৫, ১০ ও ১৫ এইরূপ পরিমাণ লাগে। পশুপক্ষী প্রভৃতি শীকারের জন্ম ৭৮,১০,১২ এইরূপ ভাগ দিলেই যথেষ্ট হয়। ঐরূপ ভাগে মিলিত সোরা, গন্ধক ও কয়লা উত্তমরূপে পিষিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়। পরে সেই চূর্ণে তারপিন্ তৈল বা স্পিরিট্ মিশাইয়া পুনরায় মর্দ্দন করিতে হয়। উহা কাগজে রাখিয়া শুকাইলে ক্রমে দানা বাঁধিয়া যায়। ঐ দানা এরূপ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক যে, অঙ্গুলির চাপে যেন তাহা গুঁড়াইয়া না যায়। বারুদে অগ্নি লাগাইলে এত শীঘ্র পুড়িয়া যায় যে চক্ষুর পলক ফেলিতে ফেলিতে তাহা নিঃশেষিত হয়। কেবল অতি সামান্ত ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। একখানি সাদা কাগজের উপর বারুদ রাখিয়া আগুণ দিলে চক্ষুর নিমিষে বারুদ পুড়িয়া কাগজখানি কাল করে মাত্র, কিন্তু উহা আগুণে পুড়িয়া যায় না। বড় দানা অপেক্ষা গুঁড়া বারুদ শীঘ্রই আগুণে ধরিয়া উঠে। বারুদ জলসিক্ত হইলে কোন কাজেই আসে না। কামান বা বন্দুক মধ্যে উপর্য্যুপরি বারুদ সহযোগে গোলা ছুড়িলে, তচ্ছিদ্র মধ্যে অল্পে অল্পে ময়লা জমিয়া উহার মধ্যভাগ (Barrel) খারাপ করিয়া থাকে। এজন্ত উহার অভ্যন্তর ভাগ পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার না করিয়া তোপ দাগা নিষিদ্ধ।

ব্যবসার জন্ত তুবড়ী, তারাবাজী, ছুঁচবাজী, ছুম্‌পটকা প্রভৃতি বাজীর বারুদ প্রস্তুত করে, তাহার কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। ইংলণ্ড হইতে যে বারুদ কলিকাতা প্রভৃতি নগরে বিক্রয়ার্থ আইসে, তাহার প্রস্তুত, রক্ষা ও বিক্রয় এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানী প্রভৃতি সম্বন্ধে ইংরাজরাজের একটী আইন (Statute 38 Vict c 17) বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বারুদপুর, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ঠাকুর নামক সর্দারগণ কর্তৃক পরিচালিত। [ভরুদপুর দেখ।]

বারুদখানা (পারসী) যে স্থলে বারুদ প্রস্তুত ও রাখা হয়।

বারুল, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী লৌহক্ষেত্র। এই লৌহময় ভূমির মধ্যস্থলে বারুল গ্রাম অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৯´ পূঃ। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রচুর খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। মিঃ ডেভিড্ স্মিথ এই স্থান পরিদর্শন করিয়া গবর্মেণ্টে যে রিপোর্ট দেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৬০॥০ লক্ষ টন্ মিশ্রিত লৌহ পাওয়া যায়। উহা গলাইলে অন্ততঃ ১৬ লক্ষ টন পরিষ্কার লৌহ উৎপন্ন হইতে পারে।

বারো, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জ্ঞাননাথ পর্ব্বতের পাদমূলস্থ হ্রদতীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। ইহা বারনগর নামে প্রসিদ্ধ। গোদারিয়া জাতির স্থাপিত গদরমর নামক দেবমন্দির ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরস্তম্ভাদি এখানকার পূর্ব্বকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ঐ মন্দির এবং নিকটবর্ত্তী গণেশমন্দিরের গাত্রে অষ্টশক্তি ও নবগ্রহাদি মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। পার্শ্ববর্ত্তী জৈনমন্দিরগুলির গঠন দেখিলে অনুমান হয় যে ঐ প্রাচীন প্রস্তরাদি হইতে এইগুলি গঠিত অথবা সংস্কৃত হইয়াছে। এখানে ৯৩৩ সংবতে যদুকুলতিলক তোমররাজগণের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, মালবের পরমাররাজগণের পূর্ব্বে এখানে তোমরবংশীয় রাজন্তগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। উক্ত হ্রদের উত্তর তীরে একটী বৈষ্ণব-মন্দির, উহার সম্মুখস্থ ছত্রে দশ অবতার মূর্ত্তি এবং তৎপার্শ্বে ষোল-খাম্বি নামক চাঁদনি স্থাপিত।

ইহার ১॥০ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী পাখেরী নামক গ্রাম এক সময়ে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে বুন্দেলা-সর্দ্দার ছত্রশাল এই নগরের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া এই নগর লুণ্ঠন করেন। লব্ধ দ্রব্য লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বীণা নদীর বন্যা দেখিয়া চমকিত হন। রাজা ছত্রশাল বীণাকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন,—

"বীণা তুম্ পরবিন্ হো, সব নদীসর্দ্দার।
শাবণ মেঁ আবম্ ভয়ো হামে লাগাদো পার ॥"

প্রবাদ তাঁহার এই স্তুতিতে বীণা তুষ্টা হইয়াছিলেন। নদীর বন্যা কমিলে তিনি নিরাপদে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন।

বারেক (দেশজ) একবার।

বারো (দেশজ) দ্বাদশ।

বারোদ্বারী (দেশজ) ভিক্ষুক, বারদ্বারে যাহারা ভিক্ষা করে।

বারোয়ারী (দেশজ) সাধারণ। বারজনে মিলিয়া যাহার অনুষ্ঠান করে।

বারৌন্দা, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। পাথর-কুচার নামেও খ্যাত। ভূ-পরিমাণ ২৩৮॥০ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দার রণগভীর দয়াল রাজপুতবংশের প্রাচীনতম শাখা-সম্ভূত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট সনদ দিয়া তাঁহাদের রাজপদ সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা ২০ অশ্বারোহী, ১৭০ পদাতি ও ৩ কামান।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। এখানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২´ ৩০´´ পূঃ।

বার্ক এডমণ্ড, (Edmond Burke) জনৈক ইংরাজ-রাজনৈতিক। তাঁহার পিতা একজন সামান্য ব্যবহারজীবী ছিলেন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া তিনি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে 'ভিণ্ডিকেশন অব্ নেচারল সোসাইটী' এবং 'মহৎ ও সুন্দর' নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হন। লর্ড নর্থের কর্ম্মত্যাগে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনাবিভাগের বেতনদাতার পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ সময়ে প্রিভি কৌন্সিল-সভায়ও তাঁহাকে আসন দেওয়া হয়। তৎপরে লর্ড শেলবোর্ণ রাজকোষের কর্ত্তা হইলে তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজশাসনকর্ত্তা ওয়ারেন্ হেষ্টিং-সের অন্যায়-শাসনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি স্বার্থশূন্যহৃদয়ে যে রাজনৈতিক বক্তৃতা (Burke's impeachment on Warren Hastings) করেন, তাহাতেই তিনি জগদ্বাসীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ফরাসীবিপ্লবের দোষ দেখাইয়া তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন, (Reflection on the French Revolution) তাহা তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লিমেণ্টের আসন ত্যাগ করেন। বৃদ্ধবয়সে একমাত্র সুশিক্ষিত পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ডাঃ জনসন, লর্ড মেকলে প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার বাগ্মিতা ও শব্দ-সন্নিবেশের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ডবলিন্ নগরে তাঁহার জন্ম এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বেকন্সফিল্ড নগরে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়।

বার্থলমিউ, সেণ্ট, জনৈক খৃষ্টান সাধু। অনেকে ইহাকে ন্যাথানেল বলিয়া মনে করেন। ইনি আরব, আর্মেনিয়া ও প্রায় খৃষ্টীয় ২২০ অব্দে ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন।

বার্লাম, খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের সেণ্ট-জন বিভাগ-বর্ণিত জনৈক সাধু। পারস্য সীমান্তবাসী ভারতবাসী এবং সাধু জোসেফাৎ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতরাজপুত্র জোসেফৎকে 'বোধিসত্ত্ব' বলিয়া কল্পনা করেন।

বার্লো, সর জর্জ, মান্দ্রাজের ইংরাজ শাসনকর্ত্তা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিদর্শকরূপে তিনি ভারতে পদার্পণ করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বেলুরে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে ইংরাজবণিকগণ বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন।

বার্ব্বটীর (পুং) ১ ত্রপু, রঙ্গ ধাতু। ২ আম্রাস্থি। ৩ অঙ্কুর। ৪ গণিকাসুত। (হেম)

বার্হ (ত্রি) বর্হসম্বন্ধীয়।

বার্হত (ক্লী) বৃহত্যাঃ ফলং প্লক্ষাদিত্বাদণ্। ১ বৃহতীফল। বৃহতিভবঃ। উৎসাদিত্বাৎ অঞ্। (ত্রি) বৃহতিভব।

বার্হতানুষ্টুভ (ত্রি) বৃহতী অনুষ্টুভ্ ছন্দ-সম্বন্ধীয়।

বার্হদগ্ন (পুং) বৃহদগ্নেরপত্যং কণ্বাদিত্বাদণ্। বৃহদগ্নি ঋষির গোত্রাপত্য।

বার্হদীষব (পুং) বৃহদিষুবংশীয়।

"উদকৃসেনস্তত্তস্মাদ্ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ।" (ভাগ° ৯।২১।২০)

'বাহদীষবাঃ বৃহদিষোর্বংশ্যা ইমে, দীর্ঘত্বমার্ষং' (স্বামী)

বার্হদুকৃথ (ত্রি) বৃহদুকৃথসম্বন্ধীয়। বৃহদুকৃথের গোত্রাপত্য।

বার্হদ্গির (ত্রি) বৃহদ্ গিরিসম্বন্ধীয়।

বার্হদ্দৈবত (ক্লী) শৌনক-রচিত বৃহদ্দেবতা-সম্বন্ধীয়।

বার্হদ্বল (ক্লী) ১ বৃহদ্বল-সম্বন্ধীয়। ২ বৃহদ্বলের অপত্য।

বার্হদ্রথ (পুং স্ত্রী) বৃহদ্রথস্যাপত্যং শৈষিকোঽণ্। বৃহদ্রথ নৃপ-সুত। (ত্রি) ২ বৃহদ্রথ সম্বন্ধী।

বার্হদ্রথি (পুং) বৃহদ্রথের গোত্রাপত্য।

বার্হবত (ত্রি) বর্হবত শব্দযুক্ত।

বার্হস্পত (পুং) বৃহস্পতেরিদং স বা দেবতাহস্য অণ্। ১ বৃহস্পতি সম্বন্ধী। ২ বৎসরবিশেষ। ৩ বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু প্রভৃতি।

বার্হস্পত্য (পুং) বার্হস্পত্যং বৃহস্পতিপ্রোক্তং শাস্ত্রং অধীয়-মানত্বেনাস্ত্যস্যেতি, অর্শ আদিত্বাদচ্। নাস্তিক।

"বৈশেষিকঃ স্যাদৌলুক্যো বার্হস্পত্যস্তু নাস্তিকঃ।

চার্ব্বাকো লৌকায়তিকশ্চৈতে বর্হস্পতি তার্কিকাঃ ॥' (হেম)

বৃহস্পতিনা প্রোক্তমিতি বৃহস্পতি-ণ্য। (ক্লী) ২ নীতিশাস্ত্র। বৃহস্পতেরিদমিতি বা (দিত্যাদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্ণ্য। পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। (ত্রি) ৩ বৃহস্পতি সম্বন্ধীয়।

বার্হিণ (ত্রি) বর্হিণো বিকারঃ তালাদিত্বাৎ অণ্। বর্হিবিকার।

বার্হিষদ (পুং) বর্হিষদের গোত্রাপত্য।

বাল (পুং ক্লী) বলতীতি বল-ণ। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। চলিত বালা। পর্য্যায়—হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য, কেশনামক, অম্বুনামক, হ্রিবের, বর্হিষ্ঠ, বালক, বারিদ, ঘর, হ্রীবেরক, কেশ্য, বজ্র, পিঙ্গ, ললনাপ্রিয়, কুন্তলোশীর, কচামোদ। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, পিত্ত, বমন, তৃষা, জ্বর, কুষ্ঠ, অতিসার, শ্বাস ও ব্রণনাশক, কেশহিতকর। (রাজনি°) (ত্রি) বলতীতি বল-প্রাণনে (জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।২।১৪০) ইতি ণ। ২ মূর্খ।

"অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ॥" (মনু ২।১৫৩)
'অজ্ঞ এব বালো ভবতি নতুন্নবয়াঃ' (কুল্লূক)

৩ অর্ভক। ইহার পর্য্যায়—মাণবক, বালক, মাণব, কিশোর, বটু, মুষ্টিন্ধয়, বটুক, কিশোরক, পাক, গর্ভ, হিতক, পৃথুক, শিশু, শাব, অর্ভ, ডিম্ভক, ডিম্ব। (রাজনি°)

জন্মাবধি ষোড়শবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা। স্ত্রীদিগকেও ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালা কহে।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্ ॥" (ভরত)

বাল অর্থাৎ বালকদিগকে সকল দেবতা রক্ষা করেন।

"অনাথবালবৃদ্ধানাং রক্ষকাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৬ অ°)

ভাবপ্রকাশে বালপরিচর্য্যাবিধি এইরূপ লিখিত আছে—

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যথাবিধি কুলাচার ও স্ত্রী আচার যাহা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

বয়ঃক্রমভেদে এই বালক তিনপ্রকার, দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। তন্মধ্যে একবৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী, দুইবৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী এবং দুইবৎসরের পর ষোড়শবৎসর পর্য্যন্ত অন্নভোজী।

বালকের ষষ্ঠ অথবা অষ্টমমাস বয়ঃক্রম হইলে যথোক্ত বিধি অনুসারে অতি অল্পমাত্রায় অন্নভোজন করাইতে হইবে। তৎপরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে অল্প অল্প করিয়া মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও বালকের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসই অন্নপ্রাশনের বিহিতকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বালককে ক্রোড়দেশে রাখিয়া সর্ব্বদা মিষ্টালাপাদিদ্বারা সুখী করিবে। কখন তর্জ্জনাদিদ্বারা অসুখী করিবে না। নিদ্রিত অবস্থায় সহসা জাগাইবে না এবং যতদিন নিজে উপবেশনে সমর্থ না হয়, ততদিন উপবেশন করাইতে চেষ্টা করিবে না। হঠাৎ আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থাপন অথবা অতিশীঘ্র শয়ন এবং ঔষধাদি প্রয়োগ সময় ভিন্ন অনর্থক রোদন করাইবে না।

বালকের ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ যাহাতে তাহার মন আনন্দপূর্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলেই শরীর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বায়ু, রৌদ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ধূম, অগ্নি, জল, উচ্চ ও নিম্নস্থান হইতে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, নেত্রাঞ্জন, কোমলতর বস্ত্র ও মৃদু অনুলেপন জন্ম হইতেই বালকের পক্ষে হিতকর। বালকদিগের পাঁচবৎসরের ঊর্দ্ধকাল, আট বৎসরের পর নস্য প্রয়োগ করা যায়। ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বিরেচন দিতে নাই। (ভাবপ্র°) [সুশ্রুত শারীরস্থান দশম অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।]

বালকের শরীর মেধা, বল ও বুদ্ধি বর্দ্ধনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত চারিপ্রকার যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল যোগের নাম প্রাশ। বালককে ইহার যে কোন একটী যোগ সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রথম যোগ সুবর্ণচূর্ণ, কুষ্ঠ, মধু, ঘৃত ও বচ। দ্বিতীয় সোমলতা, শঙ্খপুষ্পী, মধু, ঘৃত ও সুবর্ণ। তৃতীয় অর্কপুষ্পী, মধু, ঘৃত, সুবর্ণচূর্ণ ও বচ। চতুর্থ—সুবর্ণচূর্ণ, কটফল, শ্বেতবর্ণ-ভূমিকুষ্মাণ্ড, দূর্ব্বা, ঘৃত ও মধু। (সুশ্রুত শারীর ১০ অঃ) (পুং) বলতি মস্তকং রক্ষতি সংবৃণোতীতি বা বল-ণ। ৫ শিরোভব আচ্ছাদনবিশেষ, চলিত চুল। পর্য্যায়—চিকুর, কচ, কেশ, কুন্তল, কুঞ্জর, শিরোরুহ, শিরজ। (শব্দরত্না°) ৬ ঘোটকশিশু, পর্য্যায়—কিশোর। (অমর) ৭ অশ্ববালধি। ৮ করিবালধি। ৯ নারিকেল। (মেদিনী) ১০ পঞ্চবর্ষীয় হস্তী।

'পঞ্চবর্ষো গজো বালঃ স্যাৎ পোতো দশবর্ষকঃ।' (হেম)

১০ পুচ্ছ। ১১ মৎস্যবিশেষ। (শব্দচ°)

বালক (ক্লী) বাল-স্বার্থে কন্। ১ হ্রীবের। (রাজনি°) ২ অঙ্গুলীয়ক। ৩ পারিহার্য্য। (বিশ্ব) (পুং) বাল এব স্বার্থে কন্। ৪ শিশু।

"ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দ্ধং বালকানাস্তু শান্তয়ে।"
(মার্কপু° ৫১।৫৩)

৫ অজ্ঞ। ৬ হয়বালধি। ৭ হস্তিবালধি। ৮ বলয়। ৯ কেশ

বালকপ্রিয়া (স্ত্রী) বালকানাং প্রিয়া ৬তৎ। ১ ইন্দ্রবারুণী ২ কদলী। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ বালকপ্রিয় মাত্র।

বালকদাস, সৎনামী সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। ঘাসিদাসের পুত্র। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিদ্বেষী হিন্দুদিগের হস্তে নিহত হন।

বালকরাম, বৈদ্যমহোৎসবটীকা প্রণেতা।

বালকবি, কর্পূররসমঞ্জরী নামক অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

বালকুটজাবলেহ (পুং) বালরোগাধিকারে অবলেহভেদ।

বালকৃমি (পুং) বালস্য কেশস্য কৃমিঃ ৬তৎ। কেশকীট, চলিত উকুন। (জটাধর)

বালকৃষ্ণ, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকর্তার নাম।

১ পঞ্চশ্লোকিতাজিক-প্রণেতা। ২ মুদিতরাঘবরচয়িতা। ৩ হরিভক্তিভাস্করোদয়প্রণেতা। কেহ কেহ ইহাকে বালচন্দ্র নামেও অভিহিত করেন। ৪ হোমবিধানরচয়িতা। ৫ দত্তসিদ্ধান্ত-মঞ্জরীপ্রণেতা, ইনি জলহ্নীট কয়বংশীয় দেবভট্টের পুত্র। ৬ পঞ্চশ্লোকী ও তট্টীকাপ্রণেতা। ৭ অলঙ্কারসারপ্রণেতা। ৮ ঋগ্বেদদেবতাক্রমরচয়িতা। ৯ তর্কটীকান্যায়বোধিনীকার। ১০ তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যকার। ১১ প্রয়োগসারপ্রণেতা। ইনি গোকুলগ্রামবাসী ছিলেন। ১২ প্রশস্তি-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থ-রচয়িতা, ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। ১৩ নন্দপণ্ডিতের তত্ত্বমুক্তাবলী নামক গ্রন্থের বালভূষা নামক টীকাপ্রণেতা। ১৪ সপ্তসংস্থ-প্রয়োগপ্রণেতা, মহাদেবের পুত্র। ১৫ শিবোৎকর্ষপ্রকাশ-প্রণেতা। ১৬ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধি-রচয়িতা। ১৭ জম্বুসরবাসী যাদবের পুত্র, রামকৃষ্ণের পৌত্র, নারায়ণের প্রপৌত্র। ইনি জাতককৌস্তুভ, জৈমিনিসূত্রভাষ্য, তাজিককৌস্তুভ, যোগিনী-দশাক্রম প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ত্রিবেণীস্তোত্র, নারায়ণস্তোত্র, মহাগণ-পতিস্তোত্র, যন্ত্রোদ্ধার, শঙ্করস্তোত্র, শিবস্তোত্র ও সংক্রান্তিনির্ণয় প্রভৃতি কএকখানি পুস্তিকাও রচনা করেন।

১৮ কাদম্বরীবিষমপদবিবৃত্তি-প্রণেতা। বেঙ্কট রঙ্গনাথ দীক্ষিতের পুত্র। ১৯ ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশরচয়িতা। ইনি নিজপুত্র মহাদেবভট্ট দিনকরের জন্য উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

বালকৃষ্ণ ত্রিপাঠী, গুণমঞ্জরীপ্রণেতা। কাশীরামের পুত্র।

বালকৃষ্ণদাস, শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য ও তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যের টীকাকার।

বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীযোজনা ও সেবাফলবিবৃত্তি টিপ্পনী নামক গ্রন্থরচয়িতা, লালুভট্ট নামে খ্যাত। ২ বল্লভা-চার্য্যকৃত সেবাকৌমুদীর নিবন্ধবিবৃত্তিযোজনা নামে টীকা, নির্ণয়া-র্ণব ও সুবোধিনী নামে ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকাপ্রণেতা।

বালকৃষ্ণ পায়গুণ্ড, উপাকৃতিতত্ত্ব, চিত্রমীমাংসাগূঢ়ার্থপ্রকা-শিকা ও রাক্ষসকাব্যটীকা 'কাশিকা' নামক গ্রন্থত্রয়-রচয়িতা। ইনি বালম্ ভট্ট নামেও পরিচিত।

বালকৃষ্ণ ভট্ট, ১ শ্রৌতপ্রায়শ্চিত্ত নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ বিদ্বৎভূষণ-কাব্যপ্রণেতা। ইনি অত্রিবংশীয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বালকৃষ্ণ ভারদ্বাজ, তিথিনির্ণয় নামক গ্রন্থরচয়িতা।

বালকৃষ্ণ মিশ্র, মানবশ্রৌতসূত্রবৃত্তি প্রণেতা। বিদ্যানাথের পুত্র।

বালকৃষ্ণানন্দ, দ্রাবিড়বাসী জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি শ্রীধরাচার্য্য, স্বরূপপ্রকাশ, শিবরাম, গোপাল, পুরুষোত্তম ও পূর্ণা-নন্দ প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করেন। ঈশাবাস্যোপনিষদ্, কাঠ-কোপনিষদ্, কেনোপনিষদ্, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও প্রশ্নোপনিষদ্ প্রভৃতির ভাষ্য এবং প্রণবার্থনির্ণয় ও ভিক্ষুসূত্রভাষ্যবার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

বালকেশী (স্ত্রী) তৃণবিশেষ।

বালকোট, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নয়নসুখনদীর বামকূলে অবস্থিত। নৌশেরাবাসীর সহিত এখানকার অধিবাসীদিগের বিস্তৃত ব্যবসা চলে।

বালকোট, মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার পার্ব্বত্যভূভাগস্থ একটী নগর। ইহা প্রাচীর ও পরিখাদি পরিবেষ্টিত এবং দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার লোদী-অধিবাসিগণ বিদ্রোহে যোগদান করে। ঐ সময়ে ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক এখানকার প্রাচীন দুর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

বালক্রিয়া (স্ত্রী) বালকের যোগ্য ক্রিয়া।

বালক্রীড়ন (ক্লী) বালস্য ক্রীড়নং, ক্রীড়-ভাবে-ল্যুট্। বাল-খেলা, বালকের ক্রীড়া।

"বালক্রীড়নমিন্দুশেখরধনুর্ভঙ্গাবধি প্রস্তুতা।" (মহানাটক)

বালক্রীড়নক (পুং) বালানাং ক্রীড়নকঃ ক্রীড়নদ্রব্যং। কপ-র্দ্দক, বালকেরা কড়ি লইয়া খেলা করে, এই জন্য ইহার নাম বালক্রীড়নক। (রাজনি°) ২ বালকেরা যে দ্রব্যদ্বারা ক্রীড়া করে, সেই সকল দ্রব্যকেই বালক্রীড়নক কহে।

বালক্রীড়া (স্ত্রী) বালস্য ক্রীড়া। বালকের খেলা।

বালখিল্য (পুং) মুনি বিশেষ।

"বিধিনা নির্ম্মিতা পূর্ব্বং বেদী পরমপাবনী।
অগ্নেবেশ্যাদি মুনয়ো বালখিল্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত বৃহদ্রামা° চিত্রকূটমা° ১ স°)

ব্রহ্মার রোমকূপ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি হয়, ইহাদের আকার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। এই মুনিদিগের সংখ্যা ষাটহাজার। (ভারত, বিষ্ণুপু°) ইহাদের নামের পাঠান্তর বালিখিল্য। ইহারা সকলেই প্রবল-তপোবলসম্পন্ন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—

"ক্রতোশ্চ সন্ততির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত।
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫২।২৪)

ক্রতুর ভার্য্যা সন্নতি ষষ্টিসহস্র বালখিল্যগণকে প্রসব করেন। এই সকল ঋষি ঊর্দ্ধরেতা।

বালগঞ্জ, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, কুশীয়ারা নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৩০´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৫২´ ১৫´´ পূঃ। এই নদী দিয়া এখনকার চাউল, পাট, তৈলকর বীজ ও শীতলপাটী প্রভৃতি বঙ্গের নানাস্থানে প্রেরিত হয় এবং কার্পাস বস্ত্র ও লবণ এখানে আনীত হয়।

বালগর্ভিণী (স্ত্রী) প্রথমগর্ভবতী গাভী, পর্য্যায়—প্রষ্ঠৌহী, পলোকী, বালগর্ভবতী। (শব্দরত্না°)

বালগোপাল (পুং) বালঃ শিশুমূর্ত্তিধরো গোপালঃ। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যমূর্ত্তি।

"তীরপয়োনিধিবৃক্ষনিবাসং হাস্তকটাক্ষজবংশিনিনাদং।
শ্যামলসুন্দরনৃত্যবিলাপং তং প্রণমামি চ বালগোপালম্॥"
(নারদপঞ্চরাত্রে গোপালাষ্টক)

বালগোঁসাই, কোচবিহারের জনৈক রাজা। রাজা নরনারায়ণের পুত্র। ইনি ৯৮৬ হিজিরায় রাজ্য করেন। তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা মানসিংহকে ১০০৫ হিঃ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

বালগ্রাম, শোণপার পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ব্রহ্মখ° ৫৮।৩৪-৩৮)

বালগৌরীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বালগ্রহ (পুং) বালানাং বালকানাং গ্রহঃ। বালকহন্তৃগ্রহবিশেষ।

"বালগ্রহা অনাচারাৎ পীড়য়ন্তি শিশুং যতঃ।
তস্মাত্তদুপসর্গেভ্যো রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ॥" (ভাবপ্র°)

অনাচার হইলে বালগ্রহগণ বালকদিগকে পীড়ন করে, এজন্য গ্রহগণ যাহাতে বালকদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বালককে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বালগ্রহ নয়টী যথা—স্কন্দ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমুণ্ডিকা ও নৈগমেয়। এই নয়টী গ্রহের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী এবং কতকগুলি পুরুষ।
[ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ নবগ্রহ শব্দে দেখ।]

বালগ্রহের আক্রমণের কারণ—যে বংশে দেবযাগ ও পিতৃযাগ, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথি সৎকার হয় না এবং যে বংশ শৌচাচারবিরহিত ও কুৎসিত ব্যবহারে নিরত এবং যাহার গৃহে ভগ্ন কাংস্যপাত্র থাকে, সেই বংশে বালকদিগকে গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে হিংসা করে। গ্রহ কর্ত্তৃক বালকের অনিষ্টাশঙ্কা হইলেই গ্রহগণের অর্চনা করিতে হয়, সেই অর্চনাদিতেই গ্রহগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যেরূপ নিয়মে বালকের প্রতিপালন অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে অহিতাচার বা অশৌচাচার করিলে অথবা মঙ্গলাচার না করিলে এবং বালক ভীত, হৃষ্ট বা তর্জ্জিত হইলে কিংবা অতিশয় রোদন করিলে ঐ সকল গ্রহ তাহার শরীরে আশ্রয় করে। বালকের দেহে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ বিধেয়।

বালগ্রহ পীড়িতের সামান্য লক্ষণ।—গ্রহপীড়িত বালক কখন উদ্বিগ্ন ও কখন ত্রাসযুক্ত হইয়া রোদন করে এবং নখ ও দন্তদ্বারা নিজের বা ধাত্রীর গাত্র বিদারণ করে, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি, দন্তে দন্তঘর্ষণ, আর্ত্তনাদ, ওষ্ঠদংশন, পূর্ব্ববৎ আহার করিতে অনিচ্ছা এবং জৃম্ভা, বলহ্রাস, দেহের মলিনতা, জ্ঞানাবরোধ, হৃদয়ের কম্প, পুনঃ পুনঃ ফেনবমন, একেবারে অনিদ্রা, শোথ, স্বরভঙ্গ, অতীসার এবং শরীরে মৎস্য ও রক্তের ন্যায় গন্ধ হয়।

বালগ্রহপীড়িতের বিশেষ লক্ষণ।—নেত্রদ্বয় স্ফীত, দেহে শোণিতগন্ধ, স্তনে দ্বেষ, মুখ বক্র, নেত্রের একটী পক্ষ স্থির, উদ্বিগ্নতা, চক্ষুদ্বয়ভার, সর্ব্বদাই অল্প অল্প রোদন, হস্তের অঙ্গুলিসমূহ দৃঢ়মুষ্টিকরণ এবং মলের গাঢ়তা, স্কন্দগ্রহার্ত্ত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

স্কন্দাপস্মার গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে কখন সচেতন, কখন অচেতন, হস্তপদ কম্পন, মলমূত্র নিঃসরণ, শব্দসহকারে জৃম্ভন, মুখে ফেণোদগম, এই সকল লক্ষণ হয়।

শকুনিগ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে অঙ্গের শিথিলতা, ভয়ে চমকিয়া উঠা, গাত্রে পক্ষিগন্ধ ও স্রাববিশিষ্ট ব্রণদ্বারা এবং দাহপাকবিশিষ্ট স্ফোটের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পীড়া এই সকল লক্ষণ হয়।

রেবতীগ্রহ পীড়িত হইলে মল হরিদ্বর্ণ, দেহ অতিশয় পাণ্ডু বা শ্যামবর্ণ, জ্বর, মুখপাক, সর্ব্বাঙ্গবেদনা এবং সর্ব্বদা নাসা ও কর্ণমর্দ্দন এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

পূতনাগ্রহ পীড়িতের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরলমল নিঃসরণ, দেহে কাকতুল্য গন্ধ, বমন, লোমহর্ষণ এবং তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

অন্ধপূতনাগ্রহাভিভূত হইলে স্তনে দ্বেষ, অতীসার, কাস, হিক্কা, বমন, জ্বর, সতত বিবর্ণ ও শোণিতগন্ধ, এই সকল লক্ষণ হয়।

শীতপূতনাগ্রহ পীড়িতের উদ্বিগ্ন, অতিশয় কম্প, রোদন, অবসন্নভাবে নিদ্রা, অন্ত্রকূজন ও অঙ্গশৈথিল্য। মুখগণ্ডিকা-গ্রহপীড়িতের অঙ্গ ম্লান, হস্তপাদ এবং বদন রক্তবর্ণ, বহুভোজী, উদর শিরাকর্ত্তৃক আবৃত, উদ্বেগ এবং দেহে মূত্রগন্ধ। নৈগমেয় গ্রহ পীড়িত হইলে ফেন বমন, দেহের মধ্যভাগ বিনমিত, উদ্বেগ, বিলাপ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, জ্বর, দেহে বসা গন্ধ এবং অচেতন, এই সকল লক্ষণ হয়।

বালক স্তব্ধভাবাপন্ন, স্তনদ্বেষী ও পুনঃ পুনঃ মুহ্যমান হইলে

এবং রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ না হইলে রোগ সাধ্য হয়। রোগ আক্রমণের অনতিবিলম্বেই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শিশুকে পবিত্র গৃহে রাখিয়া তাহার অঙ্গে পুরাতন ঘৃতাভ্যঙ্গ ও গৃহমধ্যে সর্ষপ বিক্ষেপ করিতে হইবে। রোগীর নিকট সর্ব্বগন্ধা ওষধিবীজ এবং গন্ধমাল্য সহযোগে অগ্নিতে ঘৃত হবন করিতে হইবে।

এই সকল গ্রহের চিকিৎসা এইরূপ লিখিত আছে—স্কন্দগ্রহ-পীড়িত কুমারের পক্ষে পরিষেচনে বাতঘ্নবৃক্ষের কাথ এবং ঐ সকল বৃক্ষের মূলের কাথের সহিত পাক করা এবং সর্ব্বগন্ধা, সুরামণ্ড ও কৈটর্য্য এই সকল দ্রব্যপ্রক্ষেপযুক্ত তৈল অভ্যঞ্জনে প্রশস্ত। দেবদারু, রাস্না, মধুর বৃক্ষ, এই সকলের কাথ ও দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। সর্ষপ, সর্পনির্মোক, বচ, কাকাদনী, ঘৃত এবং উষ্ট্র, ছাগ অথবা গাভীর রোম ধূমে প্রয়োগ করিবে। সোমলতা, ইন্দ্রবল্লী, শমী এবং বিল্বকণ্টক এবং মৃগাদনীর মূলগ্রথিত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিবে। নিশাকালে স্নান করিয়া চত্বরে স্কন্দগ্রহের পূজা করিতে হয়। রক্তমাল্য, রক্তপতাকা, গন্ধ, বিবিধপ্রকার ভক্ষ্য, ঘণ্টাবাদ্য, নূতন শালী, যব ও কুক্কুট সহযোগে বলি প্রভৃতি দ্বারা পূজা প্রশস্ত।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রতিদিন বালককে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র—"তপসাং তেজসাঞ্চৈব যশসাং বয়সাং তথা।
নিধানং যোঽব্যয়োদেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
গ্রহসেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতির্বিভুঃ।
দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥
দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু॥
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তচন্দনভূষিতঃ।
রক্তদিব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥"

স্কন্দাপস্মারের চিকিৎসা—বিল্ব, শিরীষ, গোলোমী এবং সুরসাদিগণের কাথ পরিষেচনে, সর্ব্বগন্ধা সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জনে, ক্ষীরবৃক্ষের এবং কাকল্যাদিগণের কাথ সহযোগে পাক করা ঘৃত বা দুগ্ধপানে এবং বচ ও হিঙ্গুযোগে আলেপন প্রযোজ্য। গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, কেশ, হস্তীর নখ, ঘৃত এবং বৃষের লোম ধূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। অনন্তা, বিম্বী, মর্কটী এবং কুক্কুটী এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে। চতুষ্পথে স্কন্দাপস্মার গ্রহের পূজা করিয়া পক্ব ও অপক্ব মাংস, প্রসন্ন রুধির, দুগ্ধ ও ভূতান্ন নিবেদন করিবে।

মন্ত্র—"স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোঽস্তু বিকৃতাননঃ॥"

শকুনিগ্রহের চিকিৎসা—শকুনিগ্রহজন্যরোগে বেতস, আম্র, কপিত্থ ইহাদের কাথ পরিষেচনে, কষায় ও মধুর দ্রব্যাখ্য দ্রব্য সহ পাক করা তৈল অভ্যঞ্জনে, যষ্টিমধু, বেণামূল, বালা, শ্যামালতা, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, ও শৈলজ ইহাদিগের প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। ব্রণরোগের বিহিত চূর্ণ, বিবিধ প্রকার পথ্য ও ব্রণরোগোক্ত ধূপও প্রযোজ্য। শতমূলী, মৃগাদনী, এর্ব্বারু, নাগদন্তী, নিদিগ্ধিকা, লক্ষ্মণা, সহদেবা এবং বৃহতী অঙ্গে ধারণ করিবে। যথোক্ত-বিধানে ইহার পূজা করা বিশেষ আবশ্যক।

রেবতীগ্রহের চিকিৎসা—অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, শারিবা, পুনর্নবা, মুগানি, মাষানি ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের কাথ সেক, ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, ধাতকী, তিন্দুক, কুষ্ঠ বা সর্জ্জরস সহ-যোগে পাককরা তৈল অভ্যঙ্গ, কাকোল্যাদিগণযোগে পক্বঘৃত সেবন, কুলত্থ, শঙ্খচূর্ণ এবং সর্ব্বগন্ধ প্রদেহ এবং গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ এবং যবঘৃত ইহাদিগের ধূপ প্রাতঃ ও সায়াহ্নে প্রয়োগ করিলে এই গ্রহপ্রকোপ প্রশমিত হয়।

খই, দুগ্ধ, শালি-অন্ন ও দধি এই সকল গোয়ালঘরে নিবেদন-পূর্ব্বক পূজা করিবে এবং নদীসঙ্গমে ধাত্রী ও কুমারকে স্নান করাইয়া এই গ্রহের উদ্দেশে স্তুতি করিবে। মন্ত্র যথা—

"নানাবস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা।
চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদতু॥
লম্বাকরালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা।
রেবতী সততং মাতা সা তে দেবী প্রসীদ তু॥"

পূতনাগ্রহের চিকিৎসা—কপোতবঙ্কা, অরলুক, বরুণ, পরিভদ্রক, কাষ্ঠমল্লিকা, ইহাদের কাথ সেকে, বচ, হরিতকী, গোলোমী, হরিতাল, মনঃশিলা, কুষ্ঠ এবং সর্জ্জরস এই সকল সহযোগে পাক করা তৈল অভ্যঙ্গে, তুগাক্ষীর, মধুরক, কুষ্ঠ, তালিশ, খদির ও চন্দনসহ পাক করা ঘৃত, বচ, কুষ্ঠ, হিঙ্গু, গিরিকদম্ব, এলাইচ ও হরেণু এই সকলের ধূম প্রয়োগ করিবে। গন্ধনাকুলী, কুম্ভীকা, কুলের আঁটির মজ্জা, কর্কটের অস্থি ও ঘৃত ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কাকাদনী, চিত্রফলা, বিম্বী এবং গুঞ্জা এই সকল অঙ্গে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

মৎস্য, অন্ন, কৃশর ও মাংস এই সকল দ্রব্য শরাবে রাখিয়া আচ্ছাদনশূন্য গৃহ মধ্যে নিবেদন করিয়া যথাবিধানে পূজা করা আবশ্যক। পরে উচ্ছিষ্ট জলে বালককে স্নান করাইতে হইবে। স্নানের পর স্তুতিমন্ত্র—

"মলিনাম্বরসংবৃতা মলিনা রূক্ষমূর্দ্ধজা।
শূন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা॥
দুর্দ্দর্শনা সুদুর্গন্ধা করালমেঘকালিকা।
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেবী দারকং পাতু পূতনা॥"

অন্ধপূতনা-গ্রহের চিকিৎসা—তিক্তবৃক্ষের পত্রের কাথসেক, সুরা, কাঁজী, কুষ্ঠ, হরিতাল, মনঃশিলা ও ধূনা এই সকল যোগে, পাককরা তৈল অভ্যঙ্গ ; পিপ্পলীমূল, মধুরবর্গ, মধু, শালপানি এবং বৃহতী এই সকল যোগে পাককরা ঘৃত পান এবং অঙ্গে সকল-প্রকার প্রদেহ ও চক্ষুতে শীতল প্রদেহ বিধেয়। কুক্কুটপুরীষ, কেশ, চর্ম্ম, সর্পনির্ম্মোক এবং জীর্ণবস্ত্রখণ্ড ধূমে প্রয়োগ করিবে। কুক্কুটী, মর্কটী, শিম্বী ও অনন্তা এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে। আম ও পক্কমাংস এবং শোণিত চতুষ্পথে নিবেদন করিয়া গৃহমধ্যে শিশুকে সর্ব্বগন্ধাদির জলে স্নান করাইয়া স্তুতিমন্ত্র পড়িতে হইবে।

মন্ত্র—"করালা পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরবাসিনী।
দেবীবালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপূতনা॥"

শীতপূতনাগ্রহের চিকিৎসা—কপিত্থ, সুবহা, বিম্বীফল, বিল্ব, প্রচীবল, নন্দী, ভল্লাতক সেক ; ছাগমূত্র, গোমূত্র, মুথা, দেবদারু, কুষ্ঠ ও সর্ব্বগন্ধা, এই সকল একত্র যোগে তৈলপাক করিয়া অভ্যঙ্গ, এতদ্ভিন্ন রোহিনী, ধূনা, খদির এবং পলাশ ও অর্জ্জুনত্বক্ এই সকলের কাথেও দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন বিধেয়। গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, অজগন্ধা, সর্পনির্ম্মোক, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু এই সকল ধূমপানার্থে প্রযোজ্য। লম্বা, গুঞ্জা ও কাকাদনী অঙ্গে ধারণ বিধেয়। মুদগ সহযোগে অন্ন পাক করিয়া তদ্দ্বারা নদীতে শীতপূতনার তর্পণ করিবে। মদ্য এবং রুধির দেবীকে উপহার প্রদান করিয়া জলাশয়ের প্রান্তে বালককে স্নান করাইবে।

মন্ত্র—"মুদ্গৌদনাশনাদেবী সুরাশোণিতপায়িনী।
জলাশয়ালয়া দেবী পাতু ত্বাং শীতপূতনা॥"

মুখমণ্ডিকা চিকিৎসা—কপিত্থ, বিল্ব, তর্কারী, বাংশী, শ্বেত এরণ্ডপত্র ও কুবেরাক্ষী, ইহাদের কাথ সেক, ভৃঙ্গরাজ, অজগন্ধা, হরিগন্ধা, ইহাদিগের রসে বচ দ্বারা তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন, মৌরী, দুগ্ধ, তৃণাক্ষীর, অঞ্জনা, মধুর ও স্বল্পপঞ্চমূল, এই সকল যোগে পাককরা ঘৃত পান, বচ, ধূনা, কুষ্ঠ ও ঘৃতের ধূপ এবং চাস, চীরল্লি ও সর্প ইহাদের জিহ্বা অঙ্গে ধারণ, বর্ণক, চূর্ণক, মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও মনঃশিলা, এই সকল এবং পায়স ও পুরোডাস, গোষ্ঠমধ্যে বলি প্রদান মন্ত্রপূতজলে শিশুকে স্নান করাইয়া এই মন্ত্র পড়িবে।

মন্ত্র—"অলঙ্কৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী।
গোষ্ঠমধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা॥"

নৈগমেয় গ্রহের চিকিৎসা—বিল্ব, অগ্নিমন্থ ও নাটাকরঞ্জ ইহাদিগের কাথ এবং সুরা, কাঞ্জী ও ধান্যাম্ল সেক, প্রিয়ঙ্গু, সরল কাষ্ঠ, অনন্তমূল, শুলফা, কুটন্নট, গোমূত্র, দধিমণ্ড ও অম্লকাঞ্জী এই সকল যোগে তৈলপাক করিয়া অভ্যঙ্গ, দশমূলের কাথ, দুগ্ধ, মধুরগণ এবং খর্জ্জুর মস্তক এই সকল যোগে পক্কঘৃত পান, হরীতকী, জটিলা ও বচ অঙ্গে ধারণ এবং স্কন্দাপস্মার গ্রহরোগোক্ত লেপ উৎসাদনে প্রযোজ্য। শ্বেত সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, ভল্লাতক ও অজমোদা এই সকলের ধূপ প্রযোজ্য। নিশাকালে জনসমূহ নিদ্রিত হইলে মর্কট, উলূক এবং গৃধ্রের পুরীষ নির্ম্মিত ধূপ, তিল, তণ্ডুল ও মাল্যাদি উপহার দ্বারা বৃক্ষমূলে পূজা করিতে হইবে। বটবৃক্ষমূলে শিশুকে স্নান করাইয়া এই মন্ত্র পড়িতে হইবে।

মন্ত্র—"অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ।
বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেয়োঽভিরক্ষতু॥"

(সুশ্রুত উত্তরত° ২৭-৩৭ অঃ, ভাবপ্র° বালরোগাধিকা°)

রাবণকৃত বালতন্ত্রে বালগ্রহদিগের বিশেষবিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় বিবৃত হইল। এই সকল গ্রহ জন্মাবধি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদিগকে পীড়া দিয়া থাকে, তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকের গ্রহপীড়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রথম দিন, প্রথম মাস বা প্রথম বৎসরে নন্দা নামে মাতৃকা বালকদিগকে আক্রমণ করিলে প্রথমে জ্বর হয়, সর্ব্বদা চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকে, গাত্র উদ্বেজিত হয়, ইহাতে শিশু শয়ন করিতে পারে না এবং সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে, স্তনপান করে না, এবং সর্ব্বক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে।

দ্বিতীয় দিন, মাস বা বর্ষে সুনন্দা নামক মাতৃকা বালককে আক্রমণ করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তৃতীয় দিন, মাস বা বর্ষে পূতনা নামে মাতৃকা বালককে আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জ্বর, গাত্রোদ্বেজন, মুষ্টিবন্ধ, ক্রন্দন, ঊর্দ্ধনিরীক্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে, শিশু স্তন্যপান করে না।

চতুর্থ দিন, মাস বা বৎসরে মুখমণ্ডিকা মাতৃকা বালককে আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জ্বর, চক্ষু উন্মীলন, গ্রীবানমন ও রোদন ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে, শিশু স্তন্যপান করে না, নিদ্রা যায় না এবং সর্ব্বদা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে।

পঞ্চম দিন, মাস বা বর্ষে কটপূতনা নামক মাতৃকা গ্রহণ করে, ইহাতে জ্বর ও গাত্রোদ্বেজন, মুষ্টিবন্ধ ও স্তন্যপানে অনিচ্ছা দেখা যায়। ষষ্ঠ দিন মাস বা বৎসরে শকুনিকা নামে মাতৃকা বালকদিগকে পীড়া দেয়, ইহাতে শিশুর গাত্রভেদ, দিবা ও রাত্রিতে উত্থান এবং ঊর্দ্ধনিরীক্ষণ ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে।

সপ্তমদিন, মাস বা বর্ষে শুষ্করেবতী নামে মাতৃকা বালকদিগকে আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জ্বর, গাত্রোদ্বেজন, মুষ্টিবদ্ধতা এবং রোদন ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে।

অষ্টম দিন, মাস বা বর্ষে অর্য্যকা মাতৃকা, নবম দিন, মাস বা বর্ষে সূতিকামাতৃকা, দশম দিন, মাস বা বর্ষে নিঋর্তা মাতৃকা,

একাদশ দিন, মাস বা বর্ষে পিলিপিচ্ছিকা মাতৃকা এবং দ্বাদশ দিন মাস বা বর্ষে কামুকা নাম্নী মাতৃকা আক্রমণ করে, এই সকল মাতৃকা আক্রমণ করিলে ইহাদের পূজা ও বলি দিলে মাতৃকা সকল সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পরিত্যাগ করেন, তখন বালক আপনা হইতেই আরোগ্য হয়। (রাবণকৃত বালতন্ত্র)

বালচন্দ্র (পুং) বালেন্দু।

বালচতুর্ভদ্রিকা (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—মুতা, পিপুল, আতাইচ, কাঁকড়া শৃঙ্গী প্রভৃতি চূর্ণ মধুযোগে সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমি নিবারিত হয়।

বালচরিত (ক্লী) বালকের খেলা।

বালচর্য্য (পুং) বালস্য বালকস্যেব চর্য্যা যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ বালকের চরিত্র।

বালচর্য্যা (স্ত্রী) বালকের কার্য্য।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী:—ঘৃত ৪ সের, আমরুলের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ কয়েত বেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস মিলিত ১ সের। এই ঘৃত সেবনে বালকের অতিসার ও গ্রহণীরোগ উপশমিত হয়। (ভৈষজ্য বালরোগ°)

বালচিকিৎসা (স্ত্রী) বালস্য চিকিৎসা। ১ বালকের চিকিৎসা। ২ কৌমারভৃত্যা, বালকের রক্ষা।

"গর্ভোপক্রমবিজ্ঞানং সূতিকোপক্রমস্তথা।
বালানাং রোগশমনং ক্রিয়াবালচিকিৎসিতম্॥" (বৈদ্যক্যস°)

বালজীবন (ক্লী) বালস্য জীবনং। দুগ্ধ, বালক দুগ্ধপান করিয়া জীবিত থাকে।

বালতনয় (পুং) বালানি নবোদ্গতপত্রাণি তনয়া ইব যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। (অমর) ২ বালক পুত্র। (ত্রি) ৩ বালতনয়যুক্ত।

বালতন্ত্র (ক্লী) বালায় বালকরক্ষার্থং তন্ত্রমুপায়ঃ শাস্ত্রং বা। গর্ভিণীচর্য্যা, পর্য্যায়—কুমারভৃত্যা, গর্ভিণ্যবেক্ষণ। (ত্রিকা°)

বালতৃণ (ক্লী) বালং নবজাতং তৃণং। নবতৃণ, পর্য্যায়—শষ্প। চলিত কচি ঘাস।

বালত্ব (ক্লী) বালস্য ভাবঃ ত্ব। বালকতা, বালকের ভাব।

বালদলক (পুং) বালানি দলানীব দলানি যস্য, বা বাল ইব ক্ষুদ্রং দলং যস্য, ততঃ স্বার্থে কন্। খদিরবৃক্ষ। (অমরটী° ভরত)

বালদিয়াবাড়ী, পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫°২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪১´ পূঃ। এখানে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সিরাজ উদ্দৌলার সহিত পূর্ণিয়ার নবাব সকত জঙ্গের একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পূর্ণিয়ারাজ পরাজিত ও নিহত হন।

বালদীক্ষিত, অত্যগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, আগ্রয়ণপ্রয়োগ, উপাকর্ম্ম-প্রমাণ, বৌধায়নপ্রয়োগ, বৌধায়নপ্রবর্গ্য, বৌধায়ন-মহাগ্নিচয়ন, বাজপেয়প্রয়োগ, শ্রৌতপরিভাষাসংগ্রহবৃত্তি ও সাবিত্র-চয়নপ্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

বালদীক্ষিত পায়গুণ্ড, ভক্তিতরঙ্গিণী-টীকাপ্রণেতা। বৈদ্য-নাথ পায়গুণ্ডের পুত্র।

বালধি (পুং) বালাঃ কেশাঃ ধীয়ন্তেঽত্র, বাল-ধা-কি। কেশ-যুক্ত লাঙ্গূল।

"চমরীগণৈঃ শিববলস্য বলবতি ভয়েঽপ্যপস্থিতে।
বংশবিততিষু বিষক্তপৃথুপ্রিয়বালবালধিভিরাদদে ধৃতিঃ॥"
(কিরাত ১২।৪৭)

বালনাথ, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝিলাম হইতে জালালপুর যাইবার পথে অবস্থিত একটী গণ্ডশৈল। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বালনাথ নামে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধুনা এখানে গোরক্ষনাথ নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। ১৭৮৪-৯১ খৃষ্টাব্দে মীর্জা মোগল বেগের জরিপেও এই স্থানের নাম লিখিত আছে।

বালপত্র (পুং) বাল ইব ক্ষুদ্রং পত্রং যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ যবাস। (রাজনি°) বালং পত্রং। (ক্লী) ৩ নূতনপত্র। (স্ত্রী) বালপত্রা। ৪ দুরালভা। (বৈদ্যকনি°)

বালপত্রক (পুং) বালপত্র-স্বার্থে কন্। খদিরবৃক্ষ।

বালপাশ্যা (স্ত্রী) বালপাশে কেশসমূহে সাধুঃ যৎ। ১ সীমন্তিকা-স্থিত স্বর্ণাদিরচিত পটিকা। চলিত সিঁতী। পর্য্যায়—পরিতথ্যা। ২ বালপার্শ্বস্থিত মণি। (অমরটীকা° তর্কবা°)

বালপুষ্পিকা (স্ত্রী) বালানি ক্ষুদ্রাণি পুষ্পাণি যস্যাঃ ততঃ স্বার্থে কন্, টাপি অতইত্বং। যূথিকা। (রাজনি°)

বালপুষ্পী (স্ত্রী) যূথিকা। (জটাধর)

বালবোধক (ত্রি) বালকের পক্ষে সহজে বোধগম্য।

বালভদ্রক (পুং) বালোঽপি ভদ্র ইব, ততঃ স্বার্থে কন্। বিষ-ভেদ, পর্য্যায়—শাস্তব। (শব্দচ°)

বালভারত (ক্লী) ১ অমরচন্দ্ররচিত সংক্ষিপ্ত ভারতকথা। ২ রাজশেখর রচিত একখানি নাটক।

বালভাব (পুং) বালস্য ভাবঃ। বালকের ভাব, বালকত্ব।

"লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাৎ তথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিততমুচ্যতে॥" (মনু ৮।১১৮)

বালভৃত্য (পুং) বাল্যকাল হইতে দাস।

বালভৈষজ্য (ক্লী) বালং ভৈষজ্যং, বালস্য শিশোর্ভৈষজ্যং। ১ রসাঞ্জন। (রাজনি°) ২ বালকের ঔষধ।

"ভৈষজ্যং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু।
কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা তস্য কনীয়সী॥"
(চক্রপাণিস° বালরোগাধি°)

বালভোজ্য (পুং) বালানাং ভোজ্যঃ [illegible]। (রাজনি°)
(ত্রি) ২ বালকের ভক্ষণীয় মা[illegible]

বালমউ, অযোধ্যাপ্রদেশের হ[illegible]র অন্তর্গত একটী পরগণা। সম্রাট্ অকবর শাহে[illegible]ের শেষভাগে বলাই কুর্মীনামা জটৈক হিন্দু চন্দেলরা[illegible] অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মাড়ির কচ্ছবহ ক্ষত্রি[illegible] নিকট আশ্রয়লাভ করে। মুসলমানের আক্রমণ হইতে [illegible]করায় কচ্ছবহ নরপতিগণ তাহাকে পারিতোষিকস্বরূপ[illegible] বনবিভাগ দান করেন। ঐ ব্যক্তি এখানকার বন ক[illegible]া মানবের বাসযোগ্য করে। সে এখানে যে বলাইখের[illegible]মে গ্রাম স্থাপিত করে, তাহাই বালমউ নামে খ্যাত হয়। [illegible]ালমউ নগর হইতে এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে। চৌ[illegible]নি গ্রাম লইয়া এই পরগণা গঠিত। এখানকার ৮ খানি [illegible]মে কচ্ছবহ ক্ষত্রিয়গণ, ২ খানিতে নিকুম্ভ, ২ খানিতে [illegible] ব্রাহ্মণ, ১ খানিতে কায়স্থ ও অপর একখানিতে কাশ্মীর [illegible]ণগণের বাস আছে।

২ উক্ত জেলার [illegible]কটী নগর। বাণিজ্যব্যপারে এই নগর বিশেষ উন্নতিশীল।

[illegible]লমের, একটী [illegible]র-রাজধানী। অমরকোট ও যোধপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই [illegible]জধানী ([illegible]লামলো) পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। খেড়ায় প্রাপ্ত তাম্রফলক হইতে জানা যায়, ৮৭০ শকের নিকটবর্ত্তী-কালে এখানে গুর্জ্জরাধিপত্য ছিল।

[illegible]মতি (ত্রি) বালবুদ্ধি।

[illegible]মৎস্য (পুং) মৎস্যবিশেষ। ক্ষুদ্রমৎস্য, ইহার লক্ষণ নাড়ী-[illegible], বৃত্তমুখ, শল্কহীন, দন্তযুক্ত, সন্ধ্যা ও রাত্রিশেষে সঞ্চরণশীল। [illegible]র গুণ—পথ্য, বল্য ও বৃষ্য। (রাজনি°)

[illegible]মুকুন্দ আচার্য্য, সীতাচরণচামরপ্রণেতা।

[illegible]মূল (ক্লী) কচিমূলা।

[illegible]মূলক (ক্লী) অচিরজাত কোমলমূলক, কচিমূলো। ইহার [illegible] ঈষদুষ্ণ, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, মধুর, কটুরস ও মূত্রদোষনাশক। শ্বাস, [illegible], কাস, গুল্ম, ক্ষয় ও নেত্ররোগনাশক, কণ্ঠশোধক, বল ও [illegible]কর, মলবিকৃতিনাশক, উষ্ণ ও শোষপ্রদ। আমগুণ—[illegible]গ্রাহী, রুচিকর, বাত ও কফঘ্ন। পক্বগুণ কটু, উষ্ণ, [illegible]দাহপ্রকোপকর। বেশবারের সহিত ভোজনে বলবর্দ্ধক [illegible] হৃদ্রোগ ও শূলনাশক।

বা[illegible]লিকা (স্ত্রী) আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। (বৈদ্যকনি°)

বা[illegible]ষিকা (স্ত্রী) বালা ক্ষুদ্রা মূষিকা ইন্দুরঃ। ক্ষুদ্র মূষিকা, [illegible]কা ইন্দুর, পর্য্যায়—গিরিকা, চিক্ক, বেশ্মনকুল। (শব্দরত্না°)

বা[illegible]গ (পুং) হরিণাদি মৃগবর্গ।

"হরিণৈণকুরঙ্গর্ষ্যপৃষতন্যঙ্কুশম্বরাঃ।
রাজীবোঽপি চ মুণ্ডী চ ইত্যাদ্যা বালসংজ্ঞকাঃ॥" (অর্কচি°)

বালম্ভট্ট, ১ গোত্রনির্ণয়প্রণেতা। ২ সূর্য্যশতকটীকারচয়িতা। ৩ আহ্নিকসারমঞ্জরীপ্রণেতা, বিশ্বনাথ ভট্ট দাতারের পুত্র।

বালযজ্ঞোপবীতক (ক্লী) বালং যজ্ঞোপবীতং ততঃ স্বার্থে কন্। উপবীতবিশেষ। পর্য্যায়—উরস্কট, পঞ্চবট। (ত্রিকা°)

বালরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা আটতোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা প্রত্যেকের রসে সাত বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পানের রস। এই ঔষধসেবনে বালকের ত্রিদোষ, জীর্ণজ্বর, কাস ও শূল প্রভৃতি সমস্তরোগ নিরাকৃত হয়।

অন্যবিধ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পান, কাকমাচি, শিমা, সূর্য্যাবর্ত্ত, পুনর্নবা, ভেকপর্ণী, ও শ্বেত অপরাজিতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া মরিচচূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া সর্ষপ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস। এই ঔষধ সেবনে বালকের ত্রিদোষসম্ভূত সুদারুণ জ্বর, কাশ প্রভৃতি সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° বালরোগাধি°)

বালরাজ (ক্লী) বালঃ স্বল্পোঽপি রাজতে ইতি রাজপচাদ্যচ্। ১ বৈদূর্য্য। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ বালকশ্রেষ্ঠ।

বালরূপ, একজন নিবন্ধকার। বাচস্পতিমিশ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বালরোগ (পুং) বালস্য রোগঃ। বালকের ব্যাধি, বালকের পীড়া। ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

বালরোগের নিদান ও লক্ষণ—গুরুভোজন, বিষমাশন, ও আহার বিহার দ্বারা ধাত্রীর শরীরে বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া স্তন্যকে দূষিত করে। সেই দূষিত স্তন্যপান করিয়া বালকের বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

বাত দূষিত স্তন্যপান করিলে শিশুর বাতরোগ, স্বরভঙ্গ ও শরীর কৃশ এবং মলমূত্র ও অধোবাত নিরুদ্ধ হয়। পিত্ত দূষিত স্তন্যপান করিলে শিশুর ঘর্ম্মাধিক্য, মলভেদ, পিপাসা ও শরীরের উষ্ণতা হয় এবং কামলা ও নানা প্রকার পিত্তজরোগ হইয়া থাকে। কফদূষিত স্তন্য পান করিলে শিশুর লালাস্রাব, নিদ্রাধিক্য, জড়তা, শোথ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং স্তন্যবমন ও নানা প্রকার কফজরোগ হইয়া থাকে। দ্বিদোষ দূষিত স্তন্য পান করিলে দ্বিদোষজ লক্ষণ—এবং ত্রিদোষদূষিত হইলে ত্রিদোষ লক্ষণ মিলিতভাবে হইয়া থাকে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জরাদিরোগের যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, বালকদিগেরও সেই সেই রোগ ঐ লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

যে সকল রোগ কেবল বালকগণের উৎপন্ন হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের হয় না, তাহাই বালরোগ। এই বাল রোগের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল।

বালকের তালুমাংসে কফ দূষিত হইলে তালুকণ্টক রোগ উৎপন্ন হয়, এই রোগে তালুদেশ মস্তক হইতে নিম্ন হয় এবং তালুপতন হেতু শিশু স্তন্যপানে বিদ্বেষী হইয়া কষ্টে পান ও অতি কষ্টে গ্রীবাধারণ করে এবং তাহার মলভেদ, পিপাসা, বমি এবং তালু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয়।

ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু বালকের মস্তকে বা বস্তিদেশে লোহিতবর্ণ অথচ প্রাণনাশক বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়, ইহা শিরোদ্ভব হইলে শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে এবং বস্তিজাত হইলে বস্তি হইতে গুহ্যে, গুহ্য হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে বিচরণ করে। এইরূপ হইলে ইহাকে মহাপদ্ম কহে।

দূষিত স্তন্যপান হেতু বালকগণের চক্ষুর পাতাতে কুকুণক বা কোথ রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে নেত্রে বেদনা ও স্রাবযুক্ত কণ্ডু জন্মে এবং রোগী ললাট, অক্ষিকূট ও নাসিকা ঘর্ষণ করে। সূর্য্যের তাপে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না।

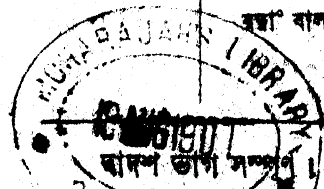
কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক নাভিদেশ বেদনার সহিত স্ফীত হইলে তাহাকে তুণ্ডী এবং কুপিত পিত্ত কর্ত্তৃক গুহ্যে পাক হইলে তাহাতে গুদপাক কহে।

মল, মূত্র বা ঘর্ম্মসংযুক্ত বালকের গুহ্যদ্বার প্রক্ষালন না করিলে তাহাতে কুপিত কফ ও রক্ত কর্ত্তৃক কণ্ডু উৎপন্ন হয়, তৎপরে চুলকাইলে সত্বরই স্ফোটক হইয়া তদ্দ্বারা স্রাব নির্গত হয়, এবং ক্রমে ব্রণসমূহ একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, ইহাকে অহিপূতন কহে। কুপিত কফ বায়ু দ্বারা শিশুদিগের শরীরে মুদ্গাকৃতি, স্নিগ্ধ, স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, গ্রথিত এবং বেদনাবিহীন পীড়কা উৎপাদন করে, এই পীড়কার নাম অজগল্লী। যে বালক গর্ভিণীমাতার স্তন্যপান করে, প্রায়ই তাহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি ও ভ্রম এবং উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকে পারিগর্ভিক বা পরিভবাখ্যরোগ কহে। এই রোগে অগ্নিপ্রদীপক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। বালকগণের দন্তোদ্ভেদ সমস্ত রোগেরই কারণ জানিতে হইবে, বিশেষতঃ জ্বর, মলভেদ, কাস, বমি, শিরোরোগ, অভিষ্যন্দ, পোথকী এবং বিসর্পরোগ বহুপরিমাণে উৎপাদন করে।

জ্বরাদি রোগে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, বালকদিগের তত্তদ্রোগে দাহাদি ব্যতীত সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দাহাদি শব্দে এস্থলে অগ্নি-কর্ম্ম, বমন, বিরেচন এবং শিরাবেধাদি তীক্ষকর্ম্ম বুঝিবে; কিন্তু অতি কষ্টকর রোগে অগত্যা বমনাদিও প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে সুশ্রুতের অভিপ্রায় এই যে, কষ্টকর রোগ বিনা বমন ও বিরেচন ব্যবহার করিবে না।

বালকদিগের ঔষধের মাত্রা অতি অল্প পরিমাণে দিতে হইবে। যে যে রোগে যে যে ঔষধ কথিত হইয়াছে, বালকের সেই সেই রোগে সেই সেই ঔষধ ধাত্রীর স্তনে লেপন করিয়া পরে বালককে ঐ স্তন খাওয়াইতে হইবে। যে সকল বালকের বাক্‌শক্তি জন্মে নাই, তাহাদিগের আভ্যন্তরিক রোগ এইরূপে জাত হওয়া যায়। বালকের সর্ব্বাঙ্গে পুনঃ পুনঃ হস্তস্পর্শ করিলে যেস্থানে বেদনা থাকিবে, সেইস্থানে হস্তস্পর্শ মাত্রই বালক রোদন করিবে। মস্তকে রোগ হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে এবং শিরোধারণাক্ষম হয়। বস্তিদেশে রোগ হইলে বালকের মূত্ররোধ এবং ক্ষুধা ও পিপাসা হয়। কোষ্ঠে ব্যাধি হইলে বালকের মলমূত্ররোধ, বিকলতা, বমি, উদরাধ্মান এবং উদরে গুড় গুড় শব্দ হয়, এই সকল লক্ষণদ্বারা বালকের রোগ নির্ণয় করিবে। বালকের এই সকল রোগ হইলে বালরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-সেবনে নিরাকৃত হয়। (ভাবপ্রঃ বালরোগাধিঃ)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে বালরোগাধিকারে বালরোগ চিকিৎসায় এইরূপ লিখিত আছে—শিশুর পীড়া প্রশমন পর্য্যন্ত ধাত্রীকে লঙ্ঘন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্থা নহে। শিশুর অপর সকল নিষেধ করা যাইতে পারে; কিন্তু কখন স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না। অচিরজাত শিশু যদি স্তন্যপান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরিতকী [illegible] করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা শিশুর জিহ্বা [illegible] করিবে। কুড়, বচ, হরিতকী, ব্রাহ্মীশাক ও ধুস্তুরামূল অল্প পরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে বালকের বর্ণ, কান্তি ও আয়ুঃবৃদ্ধি হয়। স্তন্যদুগ্ধের অভাবে শিশুকে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করাইবে। ইহাও স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় উপকারক। কর্কটাদি, বালচতুর্ভদ্রিকা, ধাতক্যাদি, অশ্বগন্ধাঘৃত, লাক্ষাদি রস, বালরোগান্তক রস প্রভৃতি ঔষধ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ অভিহিত হইয়াছে। রোগের বলাবল ও [illegible] বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক ঔষধ স্থির করিবেন। (ভৈষজ্যরত্নাঃ বালরোগাধিকার)



দ্বাদশ ভাগ সম্পূর্ণ।